"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

বিশ্বকোষ

খ, ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতীয় অক্ষর। ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। "অ-কু-হ বিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ।" (সি° কৌ°) শিক্ষাগ্রন্থে ইহার উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। যথা—"জিহ্বামূলেতু কুঃ প্রোক্তঃ।" শিক্ষা। শাব্দিকগণ শিক্ষার জিহ্বামূল শব্দকে কণ্ঠপর বলিয়া উভয়ের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া থাকেন। খকারটী বর্গের যুগ্ম বর্ণ বলিয়া ইহাকে মহাপ্রাণ বলা যায়। "অযুগ্মাবর্গযমগায়ণশ্চাল্পাসবঃস্মৃতাঃ" শিক্ষা।

কামধেনু তন্ত্রে খকারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—ইহার বর্ণ শঙ্খ অথবা কুন্দকুসুমের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল, ইহা তিনটী কোণ ও তিনটী বিন্দুযুক্ত, একটী শূন্যস্বরূপ, ত্রিগুণময়, পঞ্চদেবাত্মক ও তিনটী শক্তিযুক্ত। তন্ত্রশাস্ত্রে খকারের লিখনপ্রণালী যাহা লিখিত আছে, তাহাতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরমালার অন্তর্গত খকারই বুঝায়। বর্ণোদ্ধারতন্ত্রের মতে ইহাতে সর্ব্বসমেত পাঁচটী মাত্র রেখা থাকে, প্রথমে বামদিকে একটী রেখা দিয়া তাহার ঊর্দ্ধগামী অগ্রভাগ হইতে অধোমুখী আর একটী রেখা দিবে। পরে দক্ষিণদিকে একটী সরল রেখা রাখিয়া দ্বিতীয় রেখার অধোগামী অগ্রভাগ হইতে আর একটী রেখা টানিয়া তৃতীয় রেখার অধোভাগে যোগ করিবে এবং দক্ষিণ রেখার অগ্রভাগে যোগ করিয়া মাত্রা দিবে। এইরূপ অঙ্কিত বর্ণকেই খ বলে। ইহার বামরেখা শিব, দক্ষিণরেখা প্রজাপতি, অধোরেখা বিষ্ণু, দ্বিতীয় বামরেখা ব্রহ্মা ও মাত্রাটীকে সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী জানিবে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বন্ধুক কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, বিবিধ রত্নঅলঙ্কারে পরিশোভিত ও সহাস্যবদন চিন্তা করিবে। তিনি বামহস্তে বর ও দক্ষিণ হস্তে অভয় লইয়া সর্ব্বদা সাধকের মঙ্গল কামনা করেন। প্রচণ্ড, কামরূপী, শুভি, ঋভি, বহ্নি, সরস্বতী, আকাশ, ইন্দ্রিয়, দুর্গা, চণ্ডী, সন্তাপিনী, গুরু, শিখণ্ডী, দন্তজাতীশ, কফোণি, গরুড়, গদী, শূন্য, কপালী, কল্যাণী, সূর্পকর্ণ, অজরামর, গুভায়ের, চণ্ডলিজ, জন, ঝঙ্কার ও খড়্গাক এ কয়টী খকারের নাম। (বর্ণাভিধান।) মাতৃকান্যাসে ইহাকে বাহুতে ন্যাস করিতে হয়। কোন গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের আদিতে খ রচয়িতার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

"কঃ খো গোষশ্চ লক্ষ্মীং বিতরতি প্রিয়শোণ্ডঃ সুখং চঃ সুখং ছঃ" (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

খ (ক্লী) খর্ব্বতি মনোহস্মিন্, খন্ততে মনোহনেন বা খর্ব্ব-ড অথবা খল-ড। ১ ইন্দ্রিয়।

"ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ততোমুখম্।
খানি চৈব স্পৃশেদদ্ভিরাত্মানং শিরএবচ ॥" (মনু ২।৬০

২ পুর। ৩ ক্ষেত্র। ৪ শূন্য। ৫ বিন্দু।

"খেষাগ্নিবাণখাগ্নৈশ্চ খখাভ্রভ্রৈ রসৈঃ ক্রমাৎ।"

(লীলাবতী—ক্ষেত্রব্যবহার।)

৬ আকাশ।

"খং সন্নিবেশয়েৎ খেষু চেষ্টনস্পর্শনেহনিলম্।" (মনু ১২।১২০।)

৭ সংবেদন। ৮ দেবলোক। ৯ সুখ। ১০ কর্ম্ম। ১১ জন্মলগ্ন হইতে দশমরাশি।

"আয়ে খস্থে চতুস্পাস্ত্যোত্তমম্।" (নীলকণ্ঠ)

১২ অভ্র, উপধাতুবিশেষ, অভ্রক। (রাজনি°) ১৩ চিদানন্দময় ব্রহ্মরূপ।

"কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম যদেব কং তদেব খং।" (ছান্দোগ্য উপ°)
১৪ নির্গমন মার্গ।
"সদ্যেব প্রাচো বিমিমায়মানৈর্বজ্রেণ খান্য তৃণন্নদীনাম্ ॥"
(ঋক্ ২।১৫।৩) 'খানি নির্গমনদ্বারাণি' (সায়ণ।)
(পুং) খর্ব্বয়তি স্বরশ্মিভিঃ খর্ব্ব-ড অন্তর্ভূতণিজর্থঃ। ১৫ সূর্য্য।

খই (খদিকা শব্দজ) তুষযুক্ত ধান ভাজিলে ধান ফুটিয়া যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে খৈ বলে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার খদিকা, লাজ, অক্ষত ও অক্ষতা এই কয়টী নাম আছে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর রস, শীত বীর্য্য, লঘু, অগ্নিবৃদ্ধিকারী, মল ও মূত্রের হ্রাসকারক, রূক্ষ, বলকারক, এবং পিত্ত, কফ, বমি, অতিসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসানাশক। প্রাচীন আর্য্যচিকিৎসকগণ আমজ্বর ও সর্দ্দি প্রভৃতি রোগে খই পথ্য ব্যবস্থা করিতেন। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে খই জল না লাগিলে উচ্ছিষ্ট হয় না, শূদ্রের ভাজা খই ব্রাহ্মণে খাইতে পারে। কোন কোন স্থানে উচ্ছিষ্ট খই ভাতের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ খই খাইলে দিনের মধ্যে আর আহার করে না। ইহার মণ্ডের গুণ-অগ্নিবৃদ্ধিকারী; দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও অতীসারনাশক এবং দোষ ও আমপ্রশমকারী। (রাজবল্লভ) অরুচি হইলে খই চূর্ণ, দ্রাক্ষা, দাড়িম ও খর্জ্জুরের জলের সহিত খাইলে মুখে রুচি হয়। ইহার ছাতু মধু ও চিনি মিশাইয়া খাইলে সর্দ্দি, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরের উপশম হয়। (রাজনি°)
[লাজ দেখ।]

খইচুর (খদিকা চূর্ণের অপভ্রংশ) খই চূর্ণ করিয়া গুড় ও অপর সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা খইচুর প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় মুখরোচক। ধনিয়াখালিতে যে খইচুর প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

খইন্ (দেশজ) গভীর।

খইয়াখোলা (দেশজ) যে পাত্রে খই ভাজা হয়।

খইয়াগোখুরা (দেশজ) এক প্রকার গোখুরা। [গোখুরা দেখ।]

খইল (দেশজ) ১ খৈল, সরিষাদি হইতে তৈল বাহির করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে। ২ কর্ণমল। [কর্ণগূথক দেখ]

খএর (খদির শব্দজ) খদির।

খএরমৌরাধান (দেশজ) এক প্রকার ধান।

খএরীবক (দেশজ) একজাতীয় বক, ইহার শরীরের বর্ণ খএরের মত। (Ardea cinnamomea)

খকক্ষা (স্ত্রী) খস্য আকাশমণ্ডলস্য কক্ষা পরিধিঃ ৬তৎ। আকাশমণ্ডলের পরিধি। আকাশমণ্ডল অনন্ত, তাহার সীমা বা পরিধি থাকা নিতান্তই অসম্ভব, কিন্তু আকাশমণ্ডলের যত দূর পর্য্যন্ত সূর্য্যরশ্মির প্রচার হয়, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহাকেই খকক্ষা বা আকাশপরিধি বলিয়া থাকেন। এই পরিধি-নির্ণয় বিষয়ে প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে অনেক মতভেদ লক্ষিত হয়। কোন জ্যোতির্ব্বিদের মতে ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটে আকাশমণ্ডলে যে বেষ্টনাকার চিহ্ন হইয়াছে, তাহাই আকাশপরিধি। কেহ কেহ আবার লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্তই আকাশপরিধি স্বীকার করেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সূর্য্যকিরণ অবধি অর্থাৎ যতদূর পর্য্যন্ত সূর্য্যরশ্মির প্রচার হয়, তাহাকেই পরিধিস্থান স্বীকার করেন। প্রসিদ্ধ আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের মতে প্রদর্শিত কএকটী মতই ভ্রান্তিপূর্ণ, কোনটাই ঠিক নহে। তিনি বলেন, গ্রহগণ পূর্ব্বগতিতে এককল্পে যত যোজন অতিক্রম করে, তাহাই খকক্ষা বা আকাশপরিধি। ভাস্করাচার্য্যের মতে আকাশ-পরিধির পরিমাণ ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন। (১) (গণিতাধ্যায়)
[গ্রহকক্ষা ও খগোল দেখ।]

খকামিনী (স্ত্রী) খং সুখং আকাশং বা কাময়তে খ-কম্-ণিঙ্ ণিনি ঙীপ্। ১ চর্চ্চিকা, দুর্গামূর্ত্তিবিশেষ। ২ মাদি চিল। (ত্রিকাণ্ড°)

খকুন্তল (পুং) খং আকাশং কুন্তলমিব যস্য বহুব্রী। শিব। স্মৃতি প্রভৃতিতে আকাশকেই শিবের কেশ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, এই কারণে তাঁহাকে খকুন্তল বলে। (ত্রিকাণ্ড°)

খকেররু, ১ উত্তরপশ্চিমের ফতেপুর জেলার দক্ষিণপূর্ব্বভাগের একটী তহসীল। যমুনার কূলে অবস্থিত।
২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ফতেপুর হইতে ১৪ ক্রোশ দক্ষিণ। এখানে তুলার ব্যবসা চলে। একটী পুরাতন ভগ্ন দুর্গ, একটী থানা ও একটী ডাকঘর আছে।

খক্খট (পুং) খক্খ-অটন্। কক্খট, কঠিন, খড়ীমাটী।
(অমরটী° রায়মুকুট।)

খখরাত বা খহরাত, এক প্রাচীন রাজবংশ। নাসিক নগরে একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে—শক, যবন ও পহ্লববংশীয়গণ খখরাতবংশের সমস্ত লোককে বিনাশ করেন। (Indian Antiquary, Vol. X. p. 225.)

খখোল্ক (পুং) ১ সূর্য্য।

---

(১) "কোটিঘ্নৈর্নখনন্দষট্কনখভূভূভৃদ্ভুজঙ্গেন্দুভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষামিমাং যোজনৈঃ।
তদ্ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং
কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্যদৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাঃ সূরয়ঃ।
করতলকলিতামলকবদমলং সকলং বিদন্তি যে গোলম্।
দিনকরকরনিকরনিহততমসো নভসঃ স পরিধিরুদিতৈঃ।
ব্রহ্মাণ্ডমেতন্মিতমস্ত নোবা কল্পে গ্রহঃ ক্রামতি যোজনানি।
যাবন্তি পূর্ব্বৈরিহ তৎ প্রমাণং প্রোক্তং খকক্ষাখ্যমিদং মতং নঃ।"
(গণিতাধ্যায়)

"পুনঃ সূর্য্যার্চ্চনং বক্ষ্যে যথোক্তং ভৃগবে পুরা।
ওম্ খখোল্কায় ওম্ নমঃ।" (গারুড় ১৬ অঃ)

২ কাশীস্থিত আদিত্যবিশেষ।

"খখোল্ক নাম ভগবান্ আদিত্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"
(কাশীখণ্ড ৫০ অঃ) [কাশী দেখ।]

খগ (পুং) খে আকাশে গচ্ছতি খ-গম-ড। ১ সূর্য্য। ২ গ্রহ।
"আপোক্লিমে যদি খগাঃ সকিলেন্দুবারঃ।" (নীলকণ্ঠ)
৩ দেব। ৪ শর। (পুং স্ত্রী) ৫ পক্ষী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া খগী শব্দ হয়।
"খগচঞ্চুপুটদ্রোণী পূরণে তব কঃ শ্রমঃ" (চাতকাষ্টক)
(পুং) ৬ বায়ু। (শব্দরত্নাবলী। ৭ শলভ, এক প্রকার ফড়িঙ্গ, চলিত কথায় পঙ্গপাল বলে। (ত্রি) ৮ যে আকাশ-মার্গে গমন করে, আকাশগামী। (পুং) ৯ পাতালস্থ ভোগবতীতীরবাসী একটী নাগ। (ভারত ৫ অঃ)

খগস্থান (ক্লী) খগুতে খন-কর্ম্মণি-ঘঞ্ খগানাং স্থানং। বৃক্ষ-কোটর, গাছের খোঁড়ল।

খগগতি (স্ত্রী) খগানাং পক্ষিণাং গতিঃ ৬তৎ। পক্ষির গতি। মহাভারত কর্ণপর্ব্বে ১০১ এক প্রকার পক্ষিগতির কথা আছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ তাহার বিবরণ এই প্রকার লিখিয়াছেন। যথা—১ ঊর্দ্ধদিকে গমনের নাম উড্ডীন। ২ অধোদেশে গতির নাম অবডীন। ৩ চতুর্দ্দিকে গমনের নাম প্রডীন। ৫ গমনমাত্রের নাম ডীন। ৫ ধীরে ধীরে গমনের নাম নিডীন। ৬ ললিতগমনের নাম সংডীন। তির্য্যক্ ডীন্ দিক্ ভেদে ৪ প্রকার। ১১ মল্লগমনের অনু-করণের নাম বিডীন। ১২ সকলদিকে গতির নাম পরিডীন। ১৩ পরাডীন বা পশ্চাদগতি। ১৪ উড্ডীনক বা স্বর্গগমন। ১৫ অভিডীন বা বারংবার গমন। ১৬ মহাডীন অর্থাৎ সোজাভাবে গমন। ১৭ নিডীন অর্থাৎ বেগে গমন। ১৮ প্রচণ্ডবেগে গমনের নাম অতিডীনক। ১৯ অবডীন অর্থাৎ নীচের দিকে গমন। ২০ প্রডীন অর্থাৎ মনোহর গমন। ২১ সংডান অর্থাৎ ঘুরিয়া পতন। ২২ ডীনডীনক। ২৩ সংডীনোড্ডীন ডীন বা ঊর্দ্ধদিকে সংডীন। ২৪ গমন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে ফিরিয়া পক্ষসংপাতের নাম ডীনবিডীনক। ২৫ সমুড্ডীন অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও অধোগতি। ২৬ পক্ষগমন। এই ২৬ প্রকার গতির মহাডীন ব্যতীত অপর ২৫ প্রকার গতি গমন, আগমন ও প্রত্যাগমন ভেদে ৩ প্রকার, সর্ব্বসমেত হইল ৭৬ প্রকার এবং নিকু-লীনক ২৫ প্রকার। (ভারত কর্ণপর্ব্ব ৮১ অঃ নীলকণ্ঠ)
[নিকুলীনক দেখ।]

২ গ্রহদিগের গতি।

খগঙ্গা (স্ত্রী) খস্থ আকাশস্থ গঙ্গা ৬তৎ। আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী। (ত্রিকাণ্ড°)

খগপতি (পুং) খগান্ পাতি খগ-পা-ক। (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) গরুড়।

গরুড়ের সমস্ত পক্ষীর উপর আধিপত্য প্রাপ্তির কথা ভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে।

কোন সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রকামনায় একটী বৃহৎ যজ্ঞের উদ্যোগ করেন। তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের সংবাদ পাইয়া দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইলেন। কশ্যপ বুঝিয়া সুঝিয়া সকলকে কোন না কোন একটী কার্য্যের ভার দিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্য মুনিগণ কাঠ আনিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। ইন্দ্রের সহিত সকলেই কাঠ আনিতে চলিয়া গেলেন। বাল-খিল্য মুনিগণ একেই ত অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহাতে আবার অনা-হার, কাজেই তাঁহারা অন্য কাঠ লইতে পারিলেন না। সকলে মিলিয়া একটী পত্রবৃন্ত মরি মরি করিয়া ঘাড়ে তুলিয়া লই-লেন এবং অতি কষ্টে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র অব-শ্যই একখানি বৃহৎ কাঠ লইয়াছিলেন। বালখিল্যগণ নির্ব্বিঘ্নে আসিতে পারিলেন না, পথে আসিতে আসিতে একটী গোষ্পদে পড়িয়া গিয়া হাবুডবু খাইতে লাগিলেন। ইন্দ্র এই ঘটনা দেখিয়া তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেলেন। মুনিরা আকারে ছোট হইলেও তাঁহাদের রাগের মাত্রাটা কিছু বেশী ছিল। তাঁহারা চটিয়া আর একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যাগের প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান ইন্দ্র হইতে বলশালী দ্বিতীয় ইন্দ্রের সৃষ্টি করা। ইন্দ্র শুনিতে পাইয়া ভীত হই-লেন এবং কশ্যপের নিকটে যাইয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন। কশ্যপ বালখিল্যগণের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের আয়োজন মিথ্যা করিব না, তোমাদের যজ্ঞফলে ইন্দ্র হইতে বলশালী কোন একটী ইন্দ্রের উৎপত্তি হইবে বটে, কিন্তু সে সাধারণের ইন্দ্রত্ব পদ না পাইয়া কেবল পক্ষিগণের উপরেই আধিপত্য করিবে। কশ্যপের কথায় বালখিল্যগণ সন্তুষ্ট হইলেন। বিনতার গর্ভে গরুড়ের উৎপত্তি হয়। গরুড় অল্পদিন মধ্যেই সেই যজ্ঞফলে সকল পক্ষীর উপরে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন। (ভারত ১।৩১ অঃ) [গরুড় দেখ।]

খগম (ত্রি) খে আকাশে গচ্ছতি খ-গম-অচ্। ১ আকাশগামী, যাহারা আকাশপথে গমনাগমন করে। (পুং) ২ একজন সত্যবাদী তপস্বী। একদা ইঁহার সখা সহস্রপাদ ইঁহাকে তৃণ-

নির্ম্মিত সর্পদ্বারা ভয় দেখাইয়াছিলেন। ইনি প্রথমে ভয়ে মূর্চ্ছিত হন, পরে শাপ দিয়া তাহাকে ঢোঁড়া সাপ করেন। (ভারত ১।১১ অঃ) [সহস্রপাদ দেখ।]

খগরাপাড়া, আসামের অন্তর্গত দরঙ্গ জেলার উত্তরভাগে ভুটানের পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম। প্রতিবৎসর এখানে একটা প্রকাণ্ড মেলা হয়। এই মেলায় ভুটিয়ারা লবণ, কম্বল, স্বর্ণ, ঘোড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া চাউল, মৎস্য, কার্পাসবস্ত্র, রেসম ও বাসনাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

খগবক্ত্র (পুং) খগস্য বক্ত্রমিব বক্ত্রং যস্য বহুব্রী। লিকুচবৃক্ষ।

খগবতী (স্ত্রী) খগঃ খগসাদৃশ্যং অস্ত্যস্যাঃ খগ-মতুপ্ মস্য বঃ ততো ঙীপ্। পৃথিবী। পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত বলিয়া তাহাতে খগের সাদৃশ্য আছে, এই কারণে পৃথিবীকে খগবতী বলে। [খগোল দেখ।]

খগশত্রু (পুং) ১ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। ২ শ্যেন।

খগস্থান (ক্লী) খগস্য স্থানং। বৃক্ষকোটর। (শব্দচিং)

খগাধিপ (পুং) খগানামধিপঃ ৬তৎ। গরুড়। [খগপতি দেখ।]

খগান্তক (পুং) খগস্য অন্তকঃ ৬তৎ। শ্যেনপক্ষী।

খগাসন (পুং) খগো গরুড় আসনং যস্য বহুব্রী। ১ বিষ্ণু, বিষ্ণুর বাহন গরুড় বলিয়া তাঁহার খগাসন নাম হইয়াছে। পক্ষিরাজ গরুড়ের বিষ্ণুর বাহন হইবার কথা মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

বিনতানন্দন গরুড় সমস্ত পক্ষিগণের উপরে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিলে তাহার অসীম বলের কথা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার বলের কথা শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন এবং অমৃতরক্ষার জন্য বহুতর প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, আপনারাও অতি সাবধানে অমৃত রক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন গরুড় স্বর্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। দেবতারা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত ঝগড়া বাঁধাইলেন। গরুড় হটিল না। ভয়ানক যুদ্ধ হইল, দেবগণের দুর্দ্দশার শেষ হইল। গরুড় অমৃত লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় পথে বিষ্ণুর সহিত গরুড়ের দেখা হয়। বিষ্ণু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'পক্ষিরাজ! আমি তোমার বল ও সাহসের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকটে বর লও।' গরুড় বলিল, "যদি বর দিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই বিধান কর, আমি সর্ব্বদাই যেন তোমার উপরে বাস করিতে পারি।" বিষ্ণু তাহাই স্বীকার করিলেন। গরুড় বোধ হয় মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, কাজটা বড় ভাল হয় নাই, বিষ্ণুর নিকটে বর চাহিয়াছি, ইহাতে আমার ন্যূনতা হইয়াছে। গরুড় বলিল, 'নারায়ণ! তুমি আমার নিকট কোন একটী বর প্রার্থনা কর।' বিষ্ণু বলিলেন, 'তুমি আমার বাহন হও।' গরুড় অম্লান বদনে স্বীকার করিলেন। তারি গোল হইল, উভয় বরই সত্য হইবে, গরুড়ের বিষ্ণুর বাহন হওয়াও চাই এবং উপরে থাকাও চাই। পরিশেষে স্থির হইল যে গরুড় বিষ্ণুর রথের ধ্বজ হইয়া থাকিবে। উভয়দিকই রক্ষা হইল, গরুড় বাহনও হইল, উপরেও বসিল। (ভারত ১।৩৩ অঃ) ২ উদয়পর্ব্বত। (ক্লী) ৩ রুদ্রযামলোক্ত আসনবিশেষ। মস্তক অবনত করিয়া অধোভাগে বদ্ধ করিয়া উপবেশন করিবে। ইহার নাম খগাসন, এই আসনে উপবেশন করিলে অতি সত্বর প্রাপ্তি দূর হয়।

"বদ্ধং কৃত্বা অধঃশীর্ষং যঃ করোতি খগাসনম্।
খগাসন-প্রসাদেন শ্রমলোপো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥" (রুদ্রযামল)

খগুণ (ত্রি) শূন্যই যাহার গুণক। (লীলাবতী)

খগেন্দ্র (পুং) [খগপতি দেখ।]

খগেন্দ্রধ্বজ (পুং) খগেন্দ্রো গরুড়োধ্বজে যস্য বহুব্রী। বিষ্ণু। [খগাসন দেখ।

খগেশ্বর (পুং) [খগপতি দেখ।]

খগোল (পুং) খস্য আকাশস্য গোলোমণ্ডলম্ ৬ তৎ। আকাশমণ্ডল, আকাশের পরিধি, গোলাকার খকক্ষা বা আকাশকক্ষা। কোন জ্যোতির্বিদের মতে সৃষ্টির প্রথমে একটী বৃহৎ অণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পৃথিবী, পর্ব্বত, নক্ষত্র, গ্রহ, স্বর্গ ও পাতাল প্রভৃতি বিশ্বসংসার অবস্থিত, এই অণ্ডকেই ব্রহ্মাণ্ড বলে, ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার বলিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী আকাশও গোলাকার, ইহাকেই খগোল বলা যায়। পৌরাণিকগণ লোকালোক পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অবকাশকে খগোল বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ইহার পরিমাণ ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০০ যোজন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য খগোল বা খকক্ষার কোন পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন না, তিনি বলেন যে, গ্রহগণ নিজ নিজ গতি অনুসারে এক কল্পে যত যোজন পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া থাকে, তাহাকেই খকক্ষা বলা যাইতে পারে, ইহা ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ নির্ণয় হইতে পারে না। (১) সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতেও

(১) "কোটিঘ্নৈর্নখনন্দষট্কনখভূভূভৃদ্ভুজঙ্গেন্দুভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষামিমাং যোজনৈঃ।
তদ্ ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং
কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্যদৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাঃ সূরয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডমেতন্মিতমস্তু নোবা কল্পেগ্রহঃ ক্রামতি যোজনানি।
যাবন্তি পূর্ব্বৈরিহ তৎ প্রমাণং প্রোক্তং খকক্ষাখ্যমিদং মতং নঃ।"
(গোলাধ্যায়)

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যপরিধির নাম খকক্ষা এবং তাহার পরিমাণ ১৮৭১২০৮০৮৬৪০০০০০০ যোজন। বাস্তবিক আকাশকে গোলাকার বলা যাইতে পারে না, কারণ যাহার আকার বা অবয়ব আছে, তাহাই গোলাকার, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ হইয়া থাকে। আকাশের আকার বা অবয়ব নাই, অতএব তাহাকে গোলাকার, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ বলা যায় না, কিন্তু গ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সকল অনবরতই মণ্ডলাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে, আকাশের যতদূর পর্য্যন্ত ইহাদের গতি হয়, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহাকেই খগোল নামে অভিহিত করেন।

খগোল পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল! আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ খগোল বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও অনেক মতভেদ লক্ষিত হয়। তাহার মধ্যে এমন অনেক মত আছে, যাহা পরস্পর একেবারেই বিরুদ্ধ এবং কতকগুলি মত নিতান্ত বিরুদ্ধ নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্যের মত নিতান্ত বিরুদ্ধ নহে, এই দেশে বর্ত্তমান সময়ে ঐ মতই চলিতেছে।

ভূগোল কি প্রকারে অবস্থিত তাহা জানা না থাকিলে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত, গ্রহযোগ ও গ্রহগতি জানিতে পারা যায় না। এই জন্য ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ভূগোলের কি প্রকার অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহাদের মতে পৃথিবী গোলাকার। ইহা কোন মূর্ত্ত পদার্থকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত নহে, আপনার শক্তিতেই শূন্যে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী অচলা, ইহার গতি নাই, গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল নিয়মিতরূপে ইহাকেই ভ্রমণ করিতেছে। কদম্বফুলের মধ্যের গোলকটী যেরূপ চতুর্দ্দিকেই কেশরসমূহে পরিবেষ্টিত, সেই প্রকার এই ভূগোলের চতুর্দ্দিকেও পর্ব্বত, চৈত্য, মনুষ্য, অসুর ও দেবগণ প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত। (সি° শি° গোলাধ্যায় ৩।৪ শ্লোঃ) (১)

আর্য্যভটের মতে পৃথিবী অচলা নহে, অনবরতই ভ্রমণ করিতেছে। গ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ নিশ্চল, পৃথিবীর গতি অনুসারেই তাহাদিগের দর্শন ও অদর্শন, উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। নদীতে প্রবলবেগে নৌকা চলিতে থাকিলে নৌকাস্থিত দর্শকের বোধ হয়, যেন তীরের বৃক্ষ সকল দর্শকের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া বিপরীতদিকে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; সেই প্রকার পৃথিবীও প্রবলবেগে ভ্রমণ করিতেছে, আমরা পৃথিবীর গতি অনুভব করিতে পারি না, আমাদের মনে হয় যেন গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীই পৃথিবীকে ভ্রমণ করিতেছে (১)। আবার ভাস্করাচার্য্য ও শ্রীপতি প্রভৃতি প্রধান জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। [ভূগোল দেখ।]

একটী গোলকের ঠিক মধ্যভাগে সমানভাবে একটী কীলক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রাখিলে ঐ কীলকটীকে ঐ গোলকের মেরুদণ্ড বলা যায়। সেই প্রকার এই পৃথিবীগোলকও মেরু দ্বারা বিদ্ধ, ভূগোলের ঠিক মধ্য স্থানে ঐ মেরুটী অবস্থিত। মেরুর কতক অংশ পৃথিবীগোলক ভেদ করিয়া নীচের দিকে বাহির হইয়াছে, তাহাকে অধোভাগ এবং যে অংশ পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ আমাদের উত্তরে অবস্থিত, তাহাকে মেরুর ঊর্দ্ধভাগ কল্পনা করা যাইতে পারে। মেরুর ঊর্দ্ধভাগে (উত্তর মেরুতে) যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে দেবতা, নীচভাগে (দক্ষিণ মেরুতে) যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে অসুর ও মধ্যভাগবাসিগণকে মনুষ্য বলে। এই তিনটী স্থানকেও যথাক্রমে স্বর্গ, পাতাল ও মর্ত্ত্য বলা যায় (২)। দেবলোক ও অসুরলোকের মধ্যে সমুদ্র মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া পৃথিবীকে ২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার মধ্যেই সপ্তদ্বীপ প্রভৃতি অবস্থিত। ভূগোল ভেদ করিয়া দণ্ডাকার মেরু যে দুইস্থানে বহির্গত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে সূত্র ধরিয়া বর্ত্তুলাকারে বেষ্টিত করিয়া ভূখণ্ডকে দুইভাগে বিভক্ত করিলে চারিটী খণ্ড হইবে। মেরুর পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের তীরে যমকোটী নামক পুরী, দক্ষিণভাগে ভারতবর্ষের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে লঙ্কা, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে সমুদ্রের তীরে রোমকপত্তন ও উত্তরে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী। সমুদ্ররূপ পরিধিবেষ্টিত ভূখণ্ডের প্রান্তসীমায় অবস্থিত এই চারিটী দেশকে নিরক্ষদেশ বলে। যমকোটীস্থিত লোকেরা রোমকপত্তনের লোকদিগকে অধঃস্থিত ও আপনাদিগকে পৃথিবীর উপরস্থিত মনে করে। আবার রোমক-

(১) "মূর্ত্তো ধর্ত্তা, চেদ্ধরিত্র্যাস্তদন্যস্তস্যাপ্যন্যোঽপ্যেবমত্রানবস্থা।
অন্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে কিং নো ভূমেঃ সাষ্টমূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥
যথোষ্ণতার্কানলয়োশ্চ শীততা বিধৌ দ্রুতিঃ কে কঠিনত্বমশ্মনি।
মরুচ্চলো ভূরচলা স্বভাবতো যতো বিচিত্রা বত বস্তুশক্তয়ঃ॥"
গোলাধ্যায় ৩।৪-৫।

(১) "অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥
উদয়াস্তমননিমিত্তং প্রবহেন বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কায়াং সমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি॥" (আর্য্যভট্ট)

য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতেও পৃথিবী স্থির নহে, জ্যোতিষ্কগণের সহিত পৃথিবীও সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর গতি না থাকিলে যথাকালে ঋতুপরিবর্ত্তন ঘটিত না। [পৃথিবী দেখ।]

(২) "উপরিষ্টাৎ স্থিতাঃ তস্য সেন্দ্রা দেবা মহর্ষয়ঃ।
অধস্তাদসুরাস্তদ্বদ্‌দ্বিষন্তোঽন্যোন্যমাশ্রিতাঃ।" (সূর্য্যসি° ১২ অঃ)

পত্তনের লোকেরাও উহাদিগকে অধঃস্থিত ও আপনাদিগকে উপরিস্থিত মনে করে। বাস্তবিক কোন অংশকেই ঊর্দ্ধ বা অধঃ বলিয়া নির্ণয় করা যায় না।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে পৃথিবীর পরিধি ৪৯৬৭ যোজন অর্থাৎ ১৯৮৬৮ ক্রোশ ও ব্যাস ১৫৮১ যোজন অর্থাৎ ৬৩২৪ ক্রোশ(৪)।

প্রাচীন আর্য্যগণ ক্রিয়াভেদে বায়ুকে ৭ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, পরিবহ ও পরাবহ। পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে ১২ যোজন বা ৪৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া যে বায়ু ভূমণ্ডলের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, যাহার মধ্যে আমরা অবস্থিত এবং মেঘ ও বিদ্যুৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া আকাশপথে চলিয়া থাকে, তাহাকে আবহ বা ভূবায়ু বলে *। ইহার গতির নিয়ম নাই, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে সোজা বা অতিশয় বক্রভাবে গতি হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে অতিশয় হ্রাস বৃদ্ধিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই আবহ বায়ুর উপরে অর্থাৎ পৃথিবী হইতে ৪৮ ক্রোশ ঊর্দ্ধে এক প্রকার বায়ু আছে, তাহার সর্ব্বদাই পশ্চিমদিকে গতি, কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, সর্ব্বদাই সমান অবস্থা, এই বায়ুর নাম প্রবহবায়ু। অপর পাঁচ প্রকারের এ স্থানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা আকাশমণ্ডলে যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই, সে সমস্ত জ্যোতিষ্কই ঐ প্রবহ বায়ুতে অবস্থিত। প্রবহ বায়ু নিরন্তর মণ্ডলাকারে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া পৃথিবীকে ভ্রমণ করিতেছে, ইহার আঘাতে আহত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডল ইহার সহিত নিরন্তর ভ্রমণ করিতে থাকে।

আমরা যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই, তাহাদিগকে মোটামোটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, একশ্রেণীর নাম গ্রহ (Planet) ও অপর শ্রেণীর নাম নক্ষত্র (Fixed Star)। সকলের উপরে রাশিচক্র। রাশিচক্রটীকে সমান দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক একটী ভাগকে রাশি কল্পনা করা হয় এবং সেই সকল ভাগের যথাক্রমে মেষ (Aries), বৃষ, (Taurus), মিথুন (Gemini), কর্কট (Cancer), সিংহ (Leo), কন্যা (Virgo), তুলা, (Libra) বৃশ্চিক (Scorpio), ধনু (Sagittarius), মকর (Capricornus), কুম্ভ (Aquarius), মীন (Pisces), এই দ্বাদশটী নাম দেওয়া হয় এবং ঐ রাশিচক্রটীকে সমান ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে নক্ষত্র বলা হইয়া থাকে। যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক দ্বারা রাশিচক্রের নক্ষত্ররূপ এক একটী ভাগকে সীমা বদ্ধ করা হয়, তাহাকেও নক্ষত্র বলা হইয়া থাকে। এই সকল তারাগণকে নক্ষত্রমণ্ডল (Constellations) বলে। নক্ষত্রগণ সকলের উপরে অবস্থিত, পৃথিবীতে তাহার আলোক অল্পপরিমাণে আইসে এবং অতি দূরে বলিয়া পৃথিবী হইতে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। গ্রহ ও নক্ষত্রগণের প্রত্যেকেরই এক একটী কক্ষা আছে। নক্ষত্রকক্ষা সকলের উপরে অবস্থিত। তাহার নীচে যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, বুধ, শুক্র ও চন্দ্র অনবরত আপন আপন কক্ষায় থাকিয়া পৃথিবীকে ভ্রমণ করিতেছে *। সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ নিজ নিজ আকৃষ্টি শক্তিতেই শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতেছে (১)। রাশিচক্রের ন্যায় গ্রহগণের কক্ষাও দ্বাদশভাগে বিভক্ত এবং রাশিচক্রের সমসূত্রপাতে তাহার এক একটী অংশকেও মেষাদি নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাশিচক্র অনবরতই পশ্চিমাভিমুখে ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহার আঘাতে গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলও পশ্চিমমুখে গমন করিয়া থাকে। গ্রহ অপেক্ষায় নক্ষত্রমণ্ডলের গতি বেশী। নক্ষত্রমণ্ডল গ্রহমণ্ডলকে অতিক্রম করিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায়। গ্রহগণ তাহা অপেক্ষা পূর্ব্বদিক্ অবলম্বন করে। গ্রহগণের সর্ব্বদাই পূর্ব্বদিকে গতি হয়; কিন্তু রাশিচক্রের গতি অনুসারে আমাদের বোধ হয় যেন গ্রহমণ্ডলও রাশিচক্রের ন্যায় পশ্চিমদিকে যাইতেছে। গ্রহের গতি অপেক্ষায় রাশিচক্রের গতি বেশী বলিয়াই আমরা গ্রহের পূর্ব্বগতি অনুভব করিতে পারি না (২)।

দিক্‌নির্ণয় না হইলে গ্রহগণের বা রাশিচক্রের গতি স্থির করিতে পারা যায় না, এই কারণে প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দিক্ নির্ণয় করিবার এইরূপ উপায় স্থির করিয়াছেন।

কোন সমপ্রদেশে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহার কেন্দ্রবিন্দুর উপরে ১২ অঙ্গুল একটী শঙ্কু (কীলক) সোজাভাবে পুতিয়া রাখিবে। সূর্য্য উদয়ের সময়ে শঙ্কুর ছায়াটী অতিশয় বৃহৎ থাকে। ক্রমে সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে, শঙ্কুর ছায়াও

---

(৪) যুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে পৃথিবীর ব্যাস ৮৪৪৮ মাইল।

* পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদের মতে এই বায়ু ৪৫ মাইল ঊর্দ্ধপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, তাহার ঊর্দ্ধে আর এ বায়ু নাই। [বায়ু দেখ।]

* য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে পৃথিবী ও গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

(১) "ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞকবিরবিকুজেজ্যার্কিনক্ষত্রকক্ষা-
বৃত্তৈর্বৃতো বৃতঃ সন্ মৃদনিলসলিলব্যোমতেজোময়োঽয়ম্।
নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ।" (গোলাধ্যায় ৩২)

(২) "এবং তস্মিন্ ভপঞ্জরে সখেচরে শীঘ্রতরে ভ্রমত্যপি স্বেচ্ছয়া ইন্দ্রদিশি চরন্তি পূর্ব্বাভিমুখং ভ্রমন্তি নীচোচ্চতরাম্বরবর্ত্মসু তেষাং ভ্রমণং...প্রত্যাগ গতে র্বহুত্বাৎ প্রাগ্গমনত্যা ভ্রমঃ নোপলক্ষ্যতে।" (বাসনাভাষ্য)

ক্রমেই কমিয়া আইসে, এই প্রকার যখন শঙ্কুচ্ছায়ার অগ্রভাগ বৃত্তের পরিধি-রেখার সহিত মিলিত হইবে, তখন পরিধি-রেখায় সেইস্থানে একটী বিন্দুপাত করিবে। ইহার নাম পূর্ব্ব বিন্দু। ঠিক্ মধ্যাহ্ন সময়ে শঙ্কুচ্ছায়া অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া আবার বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ছায়ার অগ্রভাগ যখন পুনর্ব্বার পরিধিরেখার সহিত মিলিত হইবে, তখন সেইস্থানে আর একটী বিন্দুপাত করিবে, ইহাকে অপরবিন্দু বলে। এই বিন্দুদ্বয়ের অন্তরালকে ব্যাসার্দ্ধ ও বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র কল্পনা করিয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। ইহাতে একটী বৃত্তের পরিধির কতক অংশ অপর বৃত্তের পরিধি ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরিধিদ্বয়ে দুইটী সংযোগ উৎপন্ন হয়। ইহার একটী সংযোগস্থান হইতে অপর সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিবে। পূর্ব্ব বিন্দুর দক্ষিণভাগে রেখার যে অগ্র থাকিবে, তাহাকে দক্ষিণদিক্ এবং অপর দক্ষিণভাগে রেখার যে অগ্র পড়িবে তাহাকে উত্তরদিক্ বলা যায়। এই রেখাটীকেও দক্ষিণোত্তর-রেখানামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দক্ষিণোত্তর-রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ ও তাহার অগ্রবিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র কল্পনা করিয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে এবং পূর্ব্ববৎ তাহার এক সংযোগ স্থান হইতে অপর সংযোগস্থান পর্য্যন্ত একটী রেখা টানিবে। ইহাকে পূর্ব্বপশ্চিম-রেখা বলে। পূর্ব্ববিন্দুর নিকটবর্ত্তী রেখাগ্রকে পূর্ব্বদিক্ এবং পশ্চিম বিন্দুর নিকটবর্ত্তী অগ্রকে পশ্চিমদিক্ বলা হইয়া থাকে। এই প্রকারে অপরদিক্ও (কোণ) সাধন করিবে। এই বৃত্তের বাহিরে একটী চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিবে। ইহা দ্বারা সেই সময়ের ছায়া জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপশ্চিম রেখাকে সমমণ্ডল, উন্মণ্ডল বা বিষুবন্মণ্ডল নামেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

রাশিচক্র ৩৬০ ভাগে বিভক্ত; ইহার এক এক ভাগকে অংশ বলে। প্রত্যেক অংশ (Degree) আবার ৬০ ভাগে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক ভাগের নাম কলা, কলার ৬০ ভাগের এক ভাগকে বিকলা বলা হইয়া থাকে। অতএব রাশিচক্রের ৩০ অংশে একটী রাশি হইয়া থাকে এবং রাশিচক্রের প্রত্যেক ১৩° অংশ ও ২০´ কলাকে এক একটী নক্ষত্র বলা যায়। অশ্বিনী * হইতে নক্ষত্র গণনা করিতে হয়। অতএব অশ্বিনীকেই রাশির প্রথম ১৩° অংশ ও ২০´ কলা বলা যাইতে পারে। ইহার প্রত্যেক নক্ষত্রেই তারা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের বিশ্বাস যে অশ্বিনী হইতে রেবতী

* পূর্ব্বকালে কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্র গণনা হইত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে কৃত্তিকা হইতে প্রথম নক্ষত্র গণিত হইয়াছে।

পর্য্যন্ত কেবল গণিত ২৭টী নক্ষত্র, কিন্তু ফলে তাহা নহে। খগোলবেত্তাদিগের মতে ৩টী (কোন মতে ২টী) নক্ষত্রে (*b*, *a*, Arietis) অশ্বিনী নক্ষত্র বিরচিত। ঐ নক্ষত্রগুলির অবস্থানের ভাব ঘোড়ার মস্তকের মত, এই কারণে তাহাকে অশ্বিনী নাম দেওয়া হইয়াছে। অশ্বিনী নক্ষত্র মেষরাশির অন্তর্গত।

২য় ভরণী (35, 39, 41 Arietis) ইহাতেও ৩টী তারা আছে এবং তাহা ত্রিকোণাকারে অবস্থিত। ভরণী নক্ষত্রও মেষরাশির অন্তর্গত।

৩য় কৃত্তিকা (Pleiades, *E* Tauri etc) ৬টী নক্ষত্রে বিরচিত, ইহার আকার খড়ুয়া ঘরের মত। ইহার চারিভাগের এক ভাগ মেষরাশির অন্তর্গত এবং অপর ৩ ভাগ বৃষরাশিভুক্ত।

৪র্থ রোহিণী (*a*, *i*, *g*, *d*, *e* Tauri) ৫টী নক্ষত্রবিশিষ্ট, ইহা শকটাকারে অবস্থিত ও বৃষরাশিভুক্ত। এই পাঁচটী তারার পূর্ব্বদিকের তারাটীকে ইহার যোগতারা বলে।

৫ম মৃগশিরা (*i*, *f*¹, *f*² Orionis) ৩টী নক্ষত্রে রচিত। ইহার অবস্থান হরিণের মস্তকের মত। এই কারণেই ইহাকে মৃগশিরা নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক বৃষরাশির অন্তর্গত এবং অপর অর্দ্ধেক মিথুন রাশিভুক্ত।

৬ষ্ঠ আর্দ্রা (*a* Orionis) ১টী নক্ষত্র। ইহার আকার প্রায় রত্নের ন্যায়। আর্দ্রা মিথুন রাশির অন্তর্গত।

৭ম পুনর্ব্বসু (*b*, *a* Geminorum) ৬টী নক্ষত্রে রচিত, ইহার আকার প্রায় গৃহের ন্যায়, ইহার চারিভাগের তিনভাগ মিথুন রাশি ও অপর ভাগ কর্কটরাশির অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্বদিকস্থ তারাটীকে যোগতারা বলা যায়।

৮ম পুষ্যা (Hercules; *i*, *d*, *g* Cancri) ৩টী নক্ষত্রে রচিত। তাহার মধ্য তারাটীকে যোগতারা বলে। ইহা কর্কট রাশির অন্তর্গত।

৯ম অশ্লেষা (*e*, *d*, *s*, *E*, *r* Hydræ) ৫টী নক্ষত্রযুক্ত। ইহার অবস্থান কুলালচক্রের মত এবং পূর্ব্বদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। ইহা কর্কটরাশির অন্তর্গত।

১০ম মঘা (*a*, *E*, *g*, *z*, *m*, *a* Leonis) ৫টী তারাযুক্ত। ইহার আকার কল্পিত বাড়ীর ন্যায়। ইহার দক্ষিণদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী সিংহরাশির অন্তর্গত।

১১শ পূর্ব্বফল্গুনী (*d*, *i* Leonis) ২টী তারাযুক্ত, খট্টাকার ও সিংহরাশির অন্তর্গত। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে।

১২ উত্তরফল্গুনী (93 Leonis) ২টী নক্ষত্রযুক্ত, শয্যাকার। ইহার চারিভাগের একভাগ সিংহ রাশির অন্তর্গত এবং

তিনভাগ কন্যারাশিভুক্ত। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে।

১৩শ হস্তা (*d, g, e, a, b* Corvi) ৫টী নক্ষত্রযুক্ত। ইহার আকার হাতের পাঁচটী অঙ্গুলীর সন্নিবেশের ন্যায়, এই কারণে ইহাকে হস্তা নাম দেওয়া হয়। ইহার বায়ুকোণের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী কন্যারাশির অন্তর্গত।

১৪শ চিত্রা (*a* Vergini-) কেবল ১টী নক্ষত্র, ইহার আকার উজ্জ্বল মুক্তার মত। ইহার অর্দ্ধ কন্যারাশির অন্তর্গত ও অপর অর্দ্ধ তুলারাশি ভুক্ত।

১৫শ স্বাতি (*a* Bootis) একটী নক্ষত্র। ইহা প্রবালের ন্যায়। এই নক্ষত্রটী তুলারাশির অন্তর্গত।

১৬শ বিশাখা (*i, g, b, a* Libræ) ৬টী নক্ষত্রে রচিত, পুষ্পমালাকার, ইহার চারিভাগের একভাগ তুলারাশি ও অপর তিনভাগ বৃশ্চিকরাশির অন্তর্গত।

১৭শ অনুরাধা (*d, b, p* Scorpionis) ৭টি নক্ষত্রযুক্ত। ইহার আকার জলধারার সদৃশ। ইহার মধ্যের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী বৃশ্চিকরাশির অন্তর্গত।

১৮শ জ্যেষ্ঠা (*a, s, t* Scorpionis) ৩টী নক্ষত্রযুক্ত, কর্ণকুণ্ডলাকার। ইহার মধ্য তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী বৃশ্চিকরাশির অন্তর্গত।

১৯শ মূলা (Scrop. *l* &c.) ১১ নক্ষত্রযুক্ত ইহার সন্নিবেশ সিংহের লাঙ্গুলের মত। পূর্ব্বদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী ধনুরাশির অন্তর্গত।

২০শ পূর্ব্বাষাঢ়া (*d, e* Sagittarii) ৪টী নক্ষত্রযুক্ত, হস্তিদন্তাকার। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী ধনুরাশিভুক্ত।

২১শ উত্তরাষাঢ়া ৪টী নক্ষত্রে রচিত। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটীর ৪ ভাগের একভাগ ধনুরাশি ও অপর তিনভাগ মকররাশিভুক্ত।

২২শ শ্রবণা (*a, b, g* Aquilæ) ৩টী নক্ষত্রযুক্ত, ত্রিশূলাকার। ইহার মধ্য তারাটীর নাম যোগতারা। এই নক্ষত্রটী মকররাশির অন্তর্গত।

২৩শ ধনিষ্ঠা (*a, b, g, d* Delphini) ৫টী নক্ষত্রযুক্ত, ঢক্কাকার। ইহার পশ্চিমদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটীর অর্দ্ধ মকরাশি ও অপর অর্দ্ধ কুম্ভরাশিভুক্ত।

২৪শ শতভিষা (Aquarii *l* &.) বা শততারকা, ১০০টী তারকাযুক্ত, মণ্ডলাকারে অবস্থিত। ইহার মধ্যে যে তারকাটীকে অতিশয় স্থূল দেখা যায়, তাহাকেই ইহার যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী কুম্ভরাশির অন্তর্গত।

২৫শ পূর্ব্বভাদ্রপদ (*a, b* Pegasi) ২টী নক্ষত্রযুক্ত, ঘণ্টাকার। ইহার উত্তরদিকের তারাটীকে যোগতারা বলে। ইহার ৪ ভাগের ৩ ভাগ কুম্ভরাশি এবং অপরভাগ মীনরাশির অন্তর্গত।

২৬শ উত্তরভাদ্রপদ (*g* Pegasi, *a* Andromedæ) ২টী নক্ষত্রযুক্ত, দুইটী মস্তকযুক্ত নরাকার, ইহার উত্তরের তারাটীকে যোগতারা বলে। এই নক্ষত্র মীনরাশির অন্তর্গত।

২৭শ রেবতী (Pisoium, etc.) ৩২টী নক্ষত্রযুক্ত, মৃদঙ্গ আকারে অবস্থিত। দক্ষিণদিকের তারাটীকে ইহার যোগতারা বলে। এই নক্ষত্রটী মীনরাশির অন্তর্গত।

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৮ অঃ রঙ্গনাথ)

ইহা ব্যতীত অভিজিৎ নামে আর একটী নক্ষত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা এই ২৭টী নক্ষত্রের অতিরিক্ত নহে, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের ৪ ভাগের শেষভাগ এবং শ্রবণার প্রথম ৪ কলাকেই আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অভিজিৎ নামে উল্লেখ করিয়াছেন (১)।

প্রথমেই খকক্ষার পরিমাণ উক্ত হইয়াছে; সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ঐ খকক্ষার ব্যাস ৫৯৫৩৮৪৩৯১১২৭২৭২৭ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ২৯৭৬৯২১৯৫৬৩৬৩৬৩ যোজন। খকক্ষার নীচের কক্ষটীকে নক্ষত্রকক্ষা বলে, এই নক্ষত্রকক্ষায় পূর্ব্বকথিত নক্ষত্রমণ্ডলী অবস্থিত। নক্ষত্রকক্ষার পরিমাণ ২৫৯৮৯০০০০ যোজন, ব্যাস পরিমাণ ৮২৬৯২২৭৩ যোজন, এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৪১৩৪৫৩৩৬ যোজন। খকক্ষার উচ্চতা হইতে নক্ষত্রকক্ষার উচ্চতা অন্তর করিলে ২৯৭৬৯২১৯১-১২৯১০২৭ অবশিষ্ট থাকিবে, সুতরাং নক্ষত্রকক্ষা খকক্ষার ঐ পরিমাণ যোজন নীচে অবস্থিত। (সূর্য্যসি° ১২।৮০।) এই নক্ষত্রমণ্ডল সর্ব্বদাই পৃথিবীকে সমান অন্তরালে রাখিয়া ভ্রমণ করিতেছে। নাক্ষত্রিক ৬০ দণ্ডে অর্থাৎ একদিন রাত্রে একবার পৃথিবীকে ভ্রমণ করে। ইহাকেই নাক্ষত্রিক অহোরাত্র বলে। (সূ° সি° ১।২৫)

মেরুর উভয়দিকে অর্থাৎ মেরুর দক্ষিণাগ্র ও উত্তরাগ্রের উপরিভাগে আকাশে দুইটী তারা আছে, ঐ দুইটী তারাকে ধ্রুবতারা (Polar star) বলে। গাড়ীর চাকা যে নিশ্চল কাঠকে অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া থাকে, তাহাকে যেমন ঐ চাকার ধুর বা অক্ষদণ্ড বলা যায়, সেই প্রকার উত্তর ও দক্ষিণাকাশস্থিত ঐ দুইটী তারাকে অক্ষ করিয়া রাশিচক্র অনবরত ভ্রমণ করে, এই কারণ আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ দুইটী তারাকে

(১) প্রাচীন আরবীয়, পারসিক ও গ্রীকগণ এই অভিজিৎ ধরিয়া নক্ষত্রমণ্ডলে ২৮টী নক্ষত্র কল্পনা করিতেন।

ধ্রুবনামে উল্লেখ করিয়াছেন। আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন আমাদের মাথার ঠিক উপরিভাগে স্থিত আকাশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং সেইস্থান হইতে ক্রমে অবনত হইয়া চারিদিকে পৃথিবীর সহিত মিলিত হইয়াছে। আকাশ যে স্থানে পৃথিবীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাকে দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখা বলা যাইতে পারে। ঐ দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখাকে পরিধি মনে করিলে, ভূখণ্ড একটী বৃত্তাকারে পরিণত হইবে, এই বৃত্তটীকে ক্ষিতিজবৃত্ত নামে উল্লেখ করা হয়। যে দেশবাসিগণ আপনাদের ক্ষিতিজ বৃত্ত হইতে ধ্রুবনক্ষত্র যত উপরে দেখিতে পাইবে, সেই দেশের অক্ষাংশ তত। ক্ষিতিজবৃত্ত হইতে ধ্রুবের উচ্চতাকেই অক্ষাংশ (Latitude) বলে (১)।

পূর্ব্বে যে কয়টী নিরক্ষদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্দেশবাসীরা ধ্রুব নক্ষত্রকে আপনাদের ক্ষিতিজবৃত্তস্থ দেখিতে পায়, এই কারণে সেই দেশের অক্ষাংশ নাই। দক্ষিণ ক্ষিতিজ প্রদেশ হইতে বিষুবদ্বৃত্তের যত অন্তর তাহাকে লম্ব (Co-latitude) বলে (২)। আকাশের মধ্য হইতে ধ্রুবনিকটবর্ত্তী ক্ষিতিজকে লম্বাংশ বলা যায়। যে দেশে অক্ষাংশ ৯০, সেইস্থানের লম্বাংশ ০ হয়, আবার যে দেশের লম্বাংশ ৯০ সেই দেশের অক্ষাংশ ০ হইয়া থাকে। যেরূপ নিরক্ষদেশের অক্ষাংশ ০, অতএব সেই দেশের লম্বাংশ ৯০ হইবে, এই প্রকার মেরুর অক্ষাংশ ৯০ তাহার লম্বাংশ ০ হয় অর্থাৎ মেরুর লম্বাংশ নাই এবং যমকোটী প্রভৃতিরও অক্ষাংশ নাই। (সূ° সি° রঙ্গনাথ)

আমরা যে ভূখণ্ডে বাস করিতেছি, ইহাকে জ্যোতির্বিদ্‌গণ জম্বুদ্বীপ নামে উল্লেখ করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমুদ্র মেখলার ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ভূগোলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, তাহারই এক খণ্ডকে জম্বুদ্বীপ বলা যায়, অতএব জম্বুদ্বীপের চারিদিকেই সমুদ্র *। মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থান সকল স্থান হইতে উচ্চ ও তথা হইতে ক্রমে অবনত হইয়া সমুদ্রের সহিত যে স্থানের সন্ধি হইয়াছে, তাহাই অতিশয় নীচ। সমুদ্র ও ভূখণ্ডের সন্ধিকে ভূবৃত্তের পরিধি বলা যাইতে পারে। এই পরিধিবৃত্তের সমসূত্রে আকাশে একটী বৃত্ত কল্পনা করিলে তাহাকে বিষুবদ্বৃত্ত বলে। এই বিষুবদ্বৃত্তে ক্রান্তিবৃত্তের দুইটী স্থান (মেষের ও তুলার আদ্যস্থান) লগ্ন থাকে। ক্রান্তিবৃত্ত প্রবহ বায়ুতে আহত হইয়া সর্ব্বদাই বিষুবদ্বৃত্তমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে। ক্রান্তিবৃত্তের মেষস্থান হইতে কর্কাদি স্থান বিষুবদ্বৃত্তের ২৪০ অংশ উত্তরে অবস্থিত, মকরাদি স্থানও ২৪০ অংশ দক্ষিণে অবস্থিত থাকিয়া প্রবহ বায়ুতে ভ্রমণ করে (১)। এই ভচক্র সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সহিত নিরক্ষদেশের উপরে অনবরতই পশ্চিমাভিমুখে ভ্রমণ করিতেছে। রাশিচক্রের ঠিক মধ্যস্থানকে বিষুবস্থান (Equinox) বলে। মেরুর উত্তরাগ্রবাসিগণ ও বড়বানলস্থিত † অসুরগণ এই স্থানকে ক্ষিতিজবৃত্তের উপরিস্থিত দেখিতে পায়। রাশিচক্রের যে স্থানকে বিষুব নামে উল্লেখ করা হয়, সেই স্থান হইতে উত্তরে মেষাদি ৬টী রাশি উন্নত ভাবে এবং দক্ষিণে তুলা প্রভৃতি ৬টী রাশি অবনতরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। মেরুর উত্তরাগ্রবাসীরা মেষাদি ৬টী রাশিই দেখিতে পায়, তুলাদি ৬টী রাশি তাহাদের নিকটে ভূবৃত্তে আচ্ছাদিত বলিয়া দেখিতে পায় না এবং বড়বানলে যাহারা বাস করে, তাহারাও তুলা প্রভৃতি ৬টী রাশি দেখিতে পায়, মেষাদি ৬টী ভূবৃত্তে আচ্ছাদিত বলিয়া দেখিতে পায় না। এই কারণেই সূর্য্য যে ছয় মাসে মেষ হইতে কন্যারাশির শেষ অতিক্রম করে, মেরুর উত্তরাগ্রবাসীরা সেই ৬ মাস সর্ব্বদাই সূর্য্য দেখিতে পায় ও তৎ সময় অর্থাৎ এদেশের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই কয়মাসই তাহাদের দিন হয়। সূর্য্য যে ৬ মাসে তুলারাশি হইতে মীন রাশি পর্য্যন্ত ভোগ করে, তাহারা এই ৬ মাস সূর্য্য দেখিতে পায় না অর্থাৎ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই কয়মাস তাহাদের রাত্রি হয় বড়বানলবাসিগণেরও কার্ত্তিক হইতে ৬ মাস দিন ও বৈশাখ হইতে ৬ মাস রাত্রি থাকে। ইহারা উভয়েই বৎসরের ৬ মাস মাত্র সূর্য্য দেখিতে পায় (২)

(১) "তথাচ ক্ষিতিজাদ্ধ্রুবোচ্চাং অক্ষাংশাঃ, তদ্ভাবাৎ তদ্ভাব ইতি ভাবঃ।" (সূর্য্যসি° ১২।৪৪ রঙ্গনাথ)

(২) "যাম্যোত্তরবৃত্তে দক্ষিণক্ষিতিজপ্রদেশাদ্ বিষুবদ্বৃত্তস্য যদন্তরং তল্লম্বং। (সূর্য্যসি° ৩।১৩ রঙ্গনাথ)

* য়ুরোপীয় ভৌগোলিকেরা এই মত স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মধ্যে সমুদ্রও পৃথিবীর মধ্যে, সমুদ্র লইয়া তবে পৃথিবী গোলাকার।

[পৃথিবী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(১) "জম্বুদ্বীপলক্ষণসমুদ্রসন্ধৌ পরিধিবৃত্তং ভূগোলমধ্যে তৎসমসূত্রেণ আকাশে বৃত্তং বিষুবদ্বৃত্তং। তত্র ক্রান্তিবৃত্তং ষড়্‌ভান্তরেণ স্থানদ্বয়ে লগ্নং তন্মেষতুলাস্থানং প্রবহবায়ুনা বিষুবদ্বৃত্তাচ্চতুর্বিংশত্যংশান্তর উত্তরতঃ। মকরাদিস্থানং বিষুবদ্বৃত্তাচ্চতুর্বিংশত্যংশান্তরে দক্ষিণতঃ। তৎ স্বস্থানে প্রবহবায়ুনা ভ্রমন্তি।"

† সূর্য্যসিদ্ধান্তে যাহা অসুরভাগ নামে বর্ণিত, ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায়ে (৩,১৮) সেই স্থান "বড়বানল" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই বড়বানলকে বর্ত্তমান জ্যোতির্বিদ্‌গণ দক্ষিণমেরু (South Pole) নামে বর্ণনা করেন।

(২) "মেষাদৌ দেবভাগস্থো দেবানাং যাতি দর্শনম্।
অসুরাণাং তুলাদৌতু সূর্য্যস্তদ্ভাগগোচরঃ।" (সূর্য্যসি° ১২।৫৫)

দক্ষিণোত্তর অয়নমণ্ডলের দুইটী সম্পাত স্থান আছে। ঐ সম্পাত স্থানদ্বয়কে বিষুবদ্ বলা যায়। বিষুবদ্বয় নিরক্ষদেশের উপরে অবস্থিত। ক্রান্তি ও বিষুবদ্বৃত্তের সম্পাতকে ক্রান্তিপাত (Equinoctial points) বলে। সৃষ্টিকালে অয়নমণ্ডল (Solstice) মিথুনরাশির অন্তে ছিল এবং মেষরাশির প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইত। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দুইটী ধ্রুব পূর্ব্ব ও উত্তরাকাশে অবস্থিত, রাশিচক্র ঐ দুইটীকে ধুর (অক্ষদণ্ড) করিয়া পশ্চিমগতিতে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু ধ্রুবতারাও স্বস্থান হইতে কিছু পরিমাণে পূর্ব্বপশ্চিমে গমন করিয়া থাকে, তাহাতে রাশিচক্র আপনার ধুরের স্থান হইতে কিছু দূরে যাইয়া সরিয়া পড়ে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে রাশিচক্র ধ্রুবের সহিত ২৭ অংশ পশ্চিমে সরিয়া পড়ে এবং পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয়। আবার সেই স্থান হইতে ২৭ অংশ পূর্ব্বদিকে সরিয়া যায় এবং পুনর্ব্বার আসিয়া পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয় (১)। অয়নমণ্ডলের ৬৮ বৎসর ৮ মাসে এক এক অংশ করিয়া গমন হয় এবং ঐ নিয়মে রাশিচক্রেরও গমন হইয়া থাকে। এইরূপ গতি অনুসারে অয়নমণ্ডল ২১ অংশ পশ্চাদ্দিকে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে মিথুনের নবম অংশেই উত্তরায়ণ শেষ হইয়া যায় এবং ধনুরাশির নবম অংশে দক্ষিণায়ণ শেষ হয়। বিষুবস্থানও একটী মীনরাশির নবমাংশে ও অপরটী কন্যারাশির নবমাংশে হইয়া থাকে। এই কারণে এখন ১০ই চৈত্র ও ১০ আশ্বিন দিন রাত্রি সমান হয়। পূর্ব্বে বৈশাখ ও কার্ত্তিকমাসে দিনরাত্রি সমান হইত। ধনুর নবমাংশ হইতে মিথুনের নবমাংশ পর্য্যন্তকে উত্তরায়ণ এবং মিথুনের নবমাংশ হইতে ধনুর নবমাংশ পর্য্যন্তকে দক্ষিণায়ণ বলা যাইতে পারে। কোন চক্রের গায়ে শলাকার এক অগ্র বিদ্ধ করিয়া অপর অগ্রে কোন একটী ক্ষুদ্র পদার্থ বিদ্ধ করিয়া রাখিলে চক্রের গতি ভিন্ন ঐ ক্ষুদ্র পদার্থের গতি হইতে পারে না, কেবল চক্রের গতি অনুসারেই ক্ষুদ্র পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া পড়ে। সেই প্রকার ঘনীভূত বায়ুরূপ শলাকাদ্বারা নক্ষত্রগুলিও রাশিচক্রের সকলস্থানে বিদ্ধ রহিয়াছে, নক্ষত্রসমূহের গতি নাই, কেবল রাশিচক্রের গতি অনুসারে এক আকাশ হইতে অন্য আকাশে যাইয়া উপস্থিত হয়। আমরা রাত্রিকালে আকাশমণ্ডলে যে সকল জ্যোতিষ্কগণকে দেখিতে পাই, সেই সকল জ্যোতিষ্ক রাত্রির ন্যায় দিবাভাগেও আমাদের মাথার উপরে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু প্রবল সূর্য্যকিরণে অভিভূত বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না *। সূর্য্যগ্রহণ বহুকাল স্থায়ী হইলে কখন কখন দিনেও নক্ষত্রমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। মীনরাশির শেষ হইতে যে নক্ষত্রের যোগতারা যত দূরে অবস্থিত, তাহাকে সেই নক্ষত্রের ধ্রুবক (Longitnde) বলে। অশ্বিনীনক্ষত্রের যোগতারা মীনরাশির শেষ হইতে ৮° অংশ দূরে অবস্থিত বলিয়া অশ্বিনীর ধ্রুবক হইল ৮ অংশ। এই প্রকার ভরণীর ধ্রুবক ২০° অংশ, কৃত্তিকার ৩৮° অংশ ২৮′ কলা, রোহিণীর ৫২° ২৮′, মৃগশিরার ৬৩°, আর্দ্রার ৬৭°২০′, পুনর্ব্বসুর ৯৩°, পুষ্যার ১০৬°, অশ্লেষার ১০৮°, মঘার ১২৯° পূর্ব্বফল্গুনীর ১৪৭°, উত্তরফল্গুনীর ১৫৫°, হস্তার ১৭০°, চিত্রার ১৮৩°, স্বাতির ১৯৯°, বিশাখার ২১২°৫′, অনুরাধার ২২৪°৫′, জ্যেষ্ঠার ২২৯°৫′, মূলার ২৪১°, পূর্ব্বাষাঢ়ার ২৫৪°, উত্তরাষাঢ়ার ২৬০°, অভিজিতের ২৬৫°, শ্রবণার ২৭৮°, ধনিষ্ঠার ২৯০°, শতভিষার ৩২০°, পূর্ব্বভাদ্র ৩২৬°, উত্তরাভাদ্রের ৩৩৭°, রেবতীনক্ষত্রের ধ্রুবক নাই। নক্ষত্রগণের স্ব স্ব ক্রান্তির অগ্রভাগ অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তস্থিত ধ্রুবক স্থান হইতে বিক্ষেপ (Celestial latitude) স্থির হয়। কোন কোন নক্ষত্রের দক্ষিণদিকে ও কোন কোন নক্ষত্রের উত্তরদিকে বিক্ষেপ গণিত হয়। অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার উত্তরদিকে যথাক্রমে ১০,১২ ও ৫ অংশ বিক্ষেপ। এই প্রকার রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রার বিক্ষেপ দক্ষিণদিকে ৫,১০ ও ৯ অংশ। পুনর্ব্বসুর বিক্ষেপ উত্তরে ৬ অংশ। পুষ্যার বিক্ষেপ নাই। অশ্লেষার দক্ষিণে বিক্ষেপ ৭ অংশ। মঘার বিক্ষেপ নাই। পূর্ব্বফল্গুনীর বিক্ষেপ উত্তরে ১২ অংশ ও উত্তরফল্গুনীর বিক্ষেপ ১৩ অংশ। হস্তা ও চিত্রার বিক্ষেপ দক্ষিণে ১৩ ও ২ অংশ। স্বাতির বিক্ষেপ উত্তরে ৩৭ অংশ। বিশাখা প্রভৃতি ৫টী নক্ষত্রের দক্ষিণদিকে যথাক্রমে ১।৩০, ৩, ৪, ৯, ৫।৩০ ও ৫ অংশ বিক্ষেপ। অভিজিতের উত্তরে ৬০ অংশ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার বিক্ষেপ উত্তরদিকে ৩০ ও ৩৬ অংশ। শতভিষার বিক্ষেপ দক্ষিণে ৩০ কলা। পূর্ব্বভাদ্র ও উত্তরভাদ্রের বিক্ষেপ

(১) "ঈশ্বরেচ্ছয়া ক্রান্তিবৃত্তং স্বমার্গে পশ্চিমতঃ সপ্তবিংশত্যংশৈঃ ক্রমোপচিতৈশ্চলিতং ততঃ পরাবৃত্য স্বস্থান আগত্য ততঃ স্থানাৎ পূর্ব্বতঃ সপ্তবিংশত্যংশৈশ্চলিতং। তথাচ সৃষ্ট্যাদিভূতক্রান্তিবিষুবদ্বৃত্তসম্পাতাশ্রিতক্রান্তিবৃত্তপ্রদেশো মেষত্যাসন্নঃ।" (সূর্য্যসি° ৩।৯, ১০ রঙ্গনাথ)

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মাটীর নীচে অনেক দূর খুঁড়িয়া সেই গর্ত্তের অন্ধকারময় স্থান হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে দিবাভাগেও জ্যোতিষ্ক দর্শন করিয়া থাকেন।

উত্তরদিকে ২৪ ও ২৬ অংশ। রেবতী নক্ষত্রের বিক্ষেপ নাই। [সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২ অঃ]

গ্রহগণের গতি অনুসারে কখন কখন গ্রহ ও নক্ষত্রের যোগ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অগস্ত্য প্রভৃতি কএকটী নক্ষত্রের বিষয়ও আর্য্যজ্যোতির্বিদ্‌গণ নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

অগস্ত্য নক্ষত্র (Canopus)—রাশি চক্রের মিথুনরাশির অন্তে ৮০ অংশ দূরে দক্ষিণদিকে যে উজ্জ্বল তারাটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম অগস্ত্য তারা। ইহার ধ্রুবক ৩ রাশি, ও বিক্ষেপ দক্ষিণদিকে ৮০ অংশ। (ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্যের মতে ইহার ধ্রুবক ৮৭ অংশ, বিক্ষেপ ৭৭ অংশ।)

মৃগব্যাধ (Sirius) মিথুনরাশির ২০ অংশ অর্থাৎ রাশিচক্রের ৮০ অংশে অবস্থিত। ইহার ধ্রুবক ২ রাশি ২০ অংশ, বিক্ষেপ দক্ষিণদিকে ৪০ অংশ। (সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে ইহার ধ্রুবক ৮৬ অংশ ও গ্রহলাঘবের মতে ৮১ অংশ।) এদেশীয় বৃদ্ধেরা চলিত কথায় উহাকে কালপুরুষ বলিয়া থাকেন।

অগ্নিনক্ষত্র (B Tauri) বৃষরাশির ২২ অংশে অবস্থিত; ইহার ধ্রুবক ১ রাশি ২২ অংশ, বিক্ষেপ উত্তরে ৮ অংশ। (গ্রহলাঘবের মতে, ইহার ধ্রুবক ৫৩ অংশ।)

ব্রহ্মহৃদয় (a Aurigæ or Capella) এই নক্ষত্রও বৃষরাশির ২২ অংশে অবস্থিত, ইহার ধ্রুবক অগ্নিনক্ষত্রের সমান। ইহার বিক্ষেপ উত্তরে ৩০ অংশ।

রোহিণীশকট—বৃষরাশির ১৭ অংশে অবস্থিত, ইহার ধ্রুবক ১ রাশি ১৭ অংশ এবং বিক্ষেপ দক্ষিণে ২ অংশ।

ব্রহ্মনক্ষত্র (Aurigæ) বৃষরাশির ২৭ অংশে অবস্থিত। ইহার ধ্রুবক ১ রাশি ২৭ অংশ, বিক্ষেপ উত্তরে ৩৮ অংশ। (গ্রহলাঘবের মতে, ইহার ধ্রুবক আরও ৪ অংশ বেশী হইবে।)

অপাংবৎস (Virginis) ইহার ধ্রুবক চিত্রানক্ষত্রের সমান। বিক্ষেপ উত্তরে ৭ অংশ।

আপনক্ষত্র (Virginis) ইহারও ধ্রুবক চিত্রার সমান। ইহার বিক্ষেপ উত্তরদিকে ১৪ অংশ।

ইহা ব্যতীত উত্তরদিকে সাতটী নক্ষত্র আছে, তাহাদিগকে সপ্তর্ষি (Urea Major) বলে। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার বিক্ষেপের কথার উল্লেখ নাই। (সূ° সি° ১২ অ°) নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে সূর্য্যের তেজ অধিক বলিয়া সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষ্ক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, আবার যখন সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া পড়ে তখন আমরা ঐ সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই। ইহাকেই উহাদের উদয় অস্ত বলা যায়। সূর্য্য কি পরিমাণ নিকটে থাকলে কোন্ নক্ষত্রের অস্ত হইবে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাহার এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। স্বাতি, অগস্ত্য, মৃগব্যাধ, চিত্রা, অভিজিৎ, জ্যেষ্ঠা, পুনর্বসু ও ব্রহ্মহৃদয় এই কয়টী নক্ষত্রের কালাংশ ১৩। হস্তা, শ্রবণা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মঘা, বিশাখা ও অশ্বিনী এই কয়টী নক্ষত্রের কালাংশ ১৪। এই প্রকার কৃত্তিকা, অনুরাধা ও মূলানক্ষত্রের কালাংশ ১৫। অশ্লেষা, আর্দ্রা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া ইহাদের কালাংশ ১৫। ভরণী, পুষ্যা ও মৃগশিরা এই কয়টীর কালাংশ ২১। ইহা ব্যতীত অপর নক্ষত্রের কালাংশ ১৭। নক্ষত্রের কালাংশকে ১৮০০ দ্বারা গুণ করিয়া উদয়াস্ত দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, ক্রান্তিবৃত্তের তত অংশে নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত হয়। অল্পগতি গ্রহগণের ন্যায় নক্ষত্রগণেরও পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত হয়; কিন্তু অভিজিৎ, ব্রহ্মহৃদয়, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদ এই কয়টী নক্ষত্র সূর্য্য হইতে অনেক উত্তরে অবস্থিত বলিয়া ইহারা কখনও সূর্য্যকিরণে অভিভূত হয় না এবং ইহাদের অস্তও হয় না (১)। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৯ অঃ) [নক্ষত্রের অন্য বিবরণ নক্ষত্র শব্দে ও অশ্বিনী প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য] সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার রঙ্গনাথের মতে ব্রহ্মনক্ষত্রও অস্ত হয় না (২)।

নক্ষত্রমণ্ডলের পরে যথাক্রমে সাতটী গ্রহকক্ষা অবস্থিত। ফলিতজ্যোতিষে নয়টী গ্রহের উল্লেখ আছে এবং রাহু কেতুকে এই নব গ্রহের মধ্যে ধরা হইয়াছে এবং নীলকণ্ঠতাজকে ইহা ছাড়া মুন্থা নামে অপর একটী গ্রহেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আর্য্যভট ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি কোন খগোলবেত্তাই আকাশমণ্ডলে ঐ তিনটী গ্রহের কক্ষার নিরূপণ করেন নাই, ইহাতে বোধ হয় যে তাঁহারা ঐ তিনটীকে গ্রহ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। রাশিচক্রের ন্যায় সকল গ্রহকক্ষাও ৩৬০ অংশে বিভক্ত এবং রাশিচক্রের সমসূত্রে দ্বাদশভাগে বিভক্ত, তাহার এক একটী ভাগকেও যথাক্রমে মেষাদি নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। গ্রহগণ আপনার ক্রান্তিবৃত্তের যে অংশে অবস্থিতি করে এবং সেই অংশ ভাগ অনুসারে যে রাশির অন্তর্গত, গ্রহকে সেই রাশির তত অংশে অবস্থিত বলা যায়। উপরিস্থিত কক্ষার পরিমাণ অপেক্ষায় অধঃস্থিত কক্ষার পরিমাণ

---

(১) "অভিজিদ্‌ব্রহ্মহৃদয়ং স্বাতী বৈষ্ণববাসবাঃ।
অহির্বুধ্‌ন্যমুদক্‌স্থত্বান্ন লুপ্যন্তেঽর্করশ্মিভিঃ।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৯।১৮)

(২) "ব্রহ্মহৃদয়ং অনেন একদেশস্থ ব্রহ্মণোঽপিগ্রহণং।" (সূ° সি° ৯।১৮ রঙ্গনাথ।)

কম, গ্রহণের মধ্যে সকলের উপরিস্থিত শনির কক্ষায় পরিমাণ অপর অপর গ্রহ কক্ষা হইতে অনেক বেশী এবং সকলের অধঃস্থিত চন্দ্রকক্ষার পরিমাণ অল্প *। গ্রহগণ যত কালে মেষরাশি হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া মীন-রাশির অন্তে উপস্থিত হয়, ততকালকে সেই গ্রহের ভগণ বা বৎসর বলা যাইতে পারে। যে গ্রহের কক্ষাপরিমাণ যত বেশী, তাহা একবার কক্ষাভ্রমণ করিতেও তত বেশী কাল লাগে। যাহার কক্ষা ছোট সেই গ্রহ অল্পদিনেই কক্ষাভ্রমণ করিয়া থাকে (১)। গ্রহগণের মধ্যে শনিকক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও অধিক, পৃথিবী হইতে ২১৩১০০৫৮ যোজন উচ্চে অবস্থিত, ইহার ব্যাস পরিমাণ ৪০৬২০২১৭ যোজন ও মণ্ডল পরিমাণ ১২৭৬৬৮২৫৫। শনির মধ্যভুক্তি (দৈনিকগতি) ২ কলা ও ২৩ অনুকলা। শনি ১ বৎসরে আপনার কক্ষার ১২ অংশ ১২ কলা ১২ বিকলা ও ৫৪ অনুকলা অতিক্রম করে। একযুগে ২৪৬৫৫৬৮ ভগণ হয় অর্থাৎ শনিগ্রহ এক যুগে ২৪৬৫৬৮ বার আপনার চক্রকে ভ্রমণ করে। ইহার নীচে বৃহস্পতির কক্ষা, ইহার পরিমাণ ৫১৩৭৫৭৬৪ যোজন, ব্যাস ১৬৩৫৬৮৩৪ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৮১৭২৬১৭ যোজন। বৃহস্পতির দৈনিক গতি ৪ কলা ৫৯ বিকলা ও ৯ অনুকলা। একবৎসরে আপনার কক্ষার ৩০ অংশ ২১ কলা ৩ বিকলা ও ৩৬ অনুকলা অতিক্রম করে। একযুগে ইহার ৩৬৪২২০ ভগণ হয়।

ইহার নীচে চন্দ্রোচ্চ † কক্ষা, তাহার পরিমাণ ৩৮৩২৮৪৮৪ যোজন, ব্যাস ১২৭৪২৮২৮ যোজন, পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৬৩৭০৬১৪ যোজন। ইহার দৈনিকগতি ৬ কলা ৪১ বিকলা। ১ বর্ষে ৪০ অংশ ৪০ কলা ৫৯ বিকলা ৪২ অনুকলা গমন করে এবং এক যুগে ৪৮৮১০৩ ভগণ হইয়া থাকে।

ইহার নীচে মঙ্গলের কক্ষা, তাহার পরিমাণ ৮১৪৬৯০৯ যোজন, ব্যাসপরিমাণ ২৫৯২১৯৮ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ১২৯৫২৯৯ যোজন। ইহার দৈনিকগতি ৩১ কলা ২৬ বিকলা ও ২৮ অনুকলা। ১ বর্ষে ৬ রাশি ১১ অংশ ২৪ কলা ৯ বিকলা ৩৬ অনুকলা গতি হইয়া থাকে। এক যুগে ইহার ২২৯৫৮৩২ ভগণ হইয়া থাকে।

মঙ্গলের নীচে সূর্য্যের কক্ষা। আমরা সকল গ্রহ ও জ্যোতিষ্ক অপেক্ষায় সূর্য্যের আলোক অধিক পরিমাণে পাইয়া থাকি। সূর্য্যের গতি ‡ অনুসারেই দিনরাত্রি মাস ঋতু অয়ন ও বৎসরের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যে স্থানবাসীরা যখন প্রথমে সূর্য্য দেখিতে পায়, তখন হইতেই তাহাদের দিন আরম্ভ হয় এবং যখন সূর্য্য পশ্চিমাকাশে পৃথিবীর অন্তরালে সরিয়া পড়ে, আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তখনই দিন শেষ হয় ও রাত্রি আরম্ভ হয়। পুনর্ব্বার যখন পূর্ব্ব আকাশে লোহিতবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আবার দিন আরম্ভ হয়। সূর্য্য যত সময়ে স্বীয়মণ্ডলের দ্বাদশ-ভাগের একভাগ অতিক্রম করে, তাহাকে একটী সৌরমাস বলা যায়। সূর্য্য যতদিনে মেষরাশি অর্থাৎ মণ্ডলের প্রথম ৩০ অংশ অতিক্রম করে, তাহাকে বৈশাখমাস বলে। এইপ্রকার জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতিও জানিবে। ভাস্করাচার্য্য সূর্য্যে কোন রাশি অতিক্রম করিতে কত সময় লাগে, তাহা এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—সূর্য্য যখন একরাশি হইতে অন্যরাশিতে গমন করে, তাহাকে রবিসংক্রান্তি বলে। সূর্য্য ৩০ দিন ৫৫ দণ্ড ৩৩ পলে মেষরাশি অতিক্রম করে। এই প্রকারে ৩১ দিন ২৪ দণ্ড ৫৬ পলে বৃষরাশি, ৩১ দিন ৩৭ দণ্ড ৩২ পলে মিথুন-রাশি, ৩১ দিন ২৮ দণ্ড ৩: পলে কর্কটরাশি. ৩১।২।৫২ পলে সিংহরাশি, ৩০।২৯।৪ পলে কন্যারাশি, ২৯।৫৭।২ পলে তুলা-রাশি, ২৯।২৭।৩৯ পলে বৃশ্চিকরাশি, ২৯।১৫।৩ পলে ধনুরাশি, ২৯।২৪ দণ্ডে মকররাশি, ২৯।৪৯।৪৩ পলে কুম্ভরাশি এবং ৩০।২৩।৩১ পলে মীনরাশি অতিক্রম করে: সূর্য্যমণ্ডলের পরিমাণ ৪৩৩১৫০০ যোজন, ব্যাস ১৩৭৮২০৪ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৬৮৮৩০২ যোজন। সূর্য্যের দৈনিকগতি ৫৯ কলা ৮ বিকলা ১ অনুকলা।

সূর্য্য ১ একবৎসরে আপনার মণ্ডলটীকে একবার পরিভ্রমণ করে। একযুগে ৪৩২০০০০টী ভগণ হইয়া থাকে। সকল গ্রহবিম্বই গোলাকার। সূর্য্যের মধ্যবিম্ব ৬৫২২ যোজন। আর্য্যভটের মতে সূর্য্য ব্যতীত অপরগ্রহের দ্যুতি নাই। অপর গ্রহবিম্বের যে ভাগ সূর্য্যাভিমুখে থাকে, সেইভাগই সূর্য্য-

---

* য়ুরোপীয় বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উরেনাস্ (Uranus) ও নেপচুন (Neptune) নামে দুইটী স্বতন্ত্র গ্রহ আবিষ্কার করিয়া তাহাদের গ্রহকক্ষা স্থির করিয়াছেন। [গ্রহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(১) "উপরিস্থস্য মহতী কক্ষাল্পাধঃ স্থিতস্য চ।
মহত্যা কক্ষয়া ভাগা মহান্তোঽল্পাস্তথাল্পয়াঃ। ৭৫।
কালেনাল্পেন ভগণভুঙ্‌ক্তেঽল্পভগণাশ্রিতঃ।
গ্রহঃ কালেন মহতামণ্ডলে মহতি ভ্রমন্।" ৭৬ (সূর্য্যসি° ১২ অঃ)

† য়ুরোপীয়েরা চন্দ্রকে গ্রহ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে চন্দ্র পৃথিবীগ্রহের উপগ্রহ (Satellite)। [চন্দ্র দেখ।]

‡ য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে সূর্য্য একটী স্থির নক্ষত্র, উহার গতি নাই, পৃথিবীর গতি অনুসারেই আমরা সূর্য্যের গতি অনুভব করি। [সূর্য্য দেখ।]

কিরণে আলোকিত হয়, অপরভাগ বিবর্ণ দেখা যায় (১)। সূর্য্যের আলোক সর্ব্বদাই সমান, কিন্তু যখন নিকটবর্ত্তী হয়, তখন আতপয় তীক্ষ্ণ ও দূরে সরিয়া পড়িলে মৃদু বলিয়া বোধ হয়। দুই মাসে একটী ঋতু হয়, ঋতু ৬টী। নানাপ্রকারেই ঋতু গণনা হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে এইরূপ গণনা হইত। যথা—অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত, মাঘ ও ফাল্গুন শীত, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ। গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্য মেরুর উত্তরাগ্রের আতপয় নিকটবর্ত্তী হয় বলিয়া তথায় কিরণ অতিশয় তীক্ষ্ণ হয় এবং হেমন্ত ঋতুতে বড়বানলের (মেরুর দক্ষিণাগ্রের) নিকটবর্ত্তী বলিয়া তথায় সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্ণতা হয়। অতএব হেমন্ত ঋতুতে উত্তরমেরুতে ও গ্রীষ্ম ঋতুতে দক্ষিণমেরুতে সূর্য্যকিরণের মৃদুতা হয় (২)। মেরুর উত্তরাগ্রবর্ত্তী এবং বড়বানলের অধিবাসিগণ বিষুবৎকালে আপনাদের ক্ষিতিজবৃত্তের উপরে সূর্য্য দেখিতে পায়। যখন দক্ষিণমেরুর উত্তরভাগে সূর্য্য অবস্থিতি করে, তখন মেরুর উত্তরাগ্রবাসীর দিন এবং দক্ষিণভাগে থাকিলে রাত্রি হয়। এই প্রকার মেরুর দক্ষিণে সূর্য্য থাকিলে মেরুর দক্ষিণাগ্রবাসিগণের দিন ও উত্তরে থাকিলে রাত্রি হয়; যখন সূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তের রেবতীনক্ষত্রের নিকটে মেষরাশিতে উদিত হয়, তখন মেরুর উত্তরাগ্রবাসিগণের দিনের প্রারম্ভ হয় এবং মিথুনরাশির শেষভাগে গমন করিলে তাহাদের মধ্যাহ্ন ও কন্যারাশির অন্তে গমন করিলে সূর্য্য অস্ত হয়। মেরুর উত্তরাগ্র ও দক্ষিণাগ্র (বড়বানল) ঠিক বিপরীত অর্থাৎ সমসূত্রে অবস্থিত বলিয়া দক্ষিণাগ্রবাসীর ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। উত্তরমেরুবাসিগণের যখন দিন আরম্ভ হয়, তখন দক্ষিণমেরুবাসীদের সূর্য্য অস্ত হয় এবং মেরুর উত্তরাগ্রবাসীর দিনের মধ্যাহ্ন সময়ে দক্ষিণাগ্রবাসীর মধ্যরাত্রি। এইরূপে উত্তর মেরুতে সূর্য্যাস্ত সময়ে বড়বানলে দিনের আরম্ভ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে রাশিচক্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই রাশিচক্র মেরুর উত্তরাগ্রবাসিগণের দক্ষিণে, বড়বানলের উত্তরে ও নিরক্ষদেশবাসিগণের মস্তকের উপরে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে। নিরক্ষদেশবাসীদের দিনরাত্রির পরিমাণ সকল কালেই সমান হয়, কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, কারণ সূর্য্য সর্ব্বদাই তাহাদের মাথার উপর দিয়া ভ্রমণ করে।

(১) "ভূগ্রহভানাং গোলার্দ্ধানি যথা বিবর্ণানি।
অর্দ্ধানি যথা সারং সূর্য্যাভিমুখানি দীপ্যন্তে ॥" (আর্য্যভট)

(২) "অত্যাসন্নতয়া তেন গ্রীষ্মে তীব্রকরাঃ রবেঃ।
দেবভাগে সুরাণান্ত হেমন্তে মন্দতান্যথা।" (সূর্য্যসি০ ১২।৬৬)

জম্বুদ্বীপ ও সমুদ্র হইতে দক্ষিণদেশে দিন ও রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বিষুবৎসংক্রমণ দিনে ইহাদেরও দিবারাত্র সমান হয়। যখন জম্বুদ্বীপে দিনের হ্রাস ও রাত্রির বৃদ্ধি হয়, তখন দক্ষিণদেশে দিনের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস হইয়া থাকে। সূর্য্যের মেষরাশি হইতে কন্যারাশি পর্য্যন্ত অবস্থানকালে জম্বুদ্বীপে ক্রমান্বয়ে দিনের বৃদ্ধি ও রাত্রির ক্ষয় হয় এবং সূর্য্যের তুলারাশি হইতে মীনরাশি পর্য্যন্ত অবস্থিতিকালে ক্রমশঃ রাত্রির বৃদ্ধি ও দিনের হ্রাস হইয়া থাকে। সমুদ্র হইতে দক্ষিণভাগে ইহার বিপরীত। পৃথিবীর পরিধির চতুর্থাংশ হইতে ক্রান্ত্যংশ অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন অন্তরে অবস্থিত দেবভাগের (অর্থাৎ উত্তরমেরুস্থ) দেশসমূহে ধনু ও মকররাশিস্থ সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ পৌষ ও মাঘ এই দুইমাস তদ্দেশবাসীদের সর্ব্বদাই রাত্রি থাকে। এই প্রকার বড়বানলে (অর্থাৎ দক্ষিণমেরুতে) নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন অন্তরে অবস্থিতদেশে মিথুন ও কর্কটরাশিস্থিত সূর্য্য দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুইমাস সর্ব্বদাই রাত্রি থাকে। কিন্তু নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন উত্তরে আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুইমাস এবং নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন দক্ষিণে পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস সর্ব্বদাই সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় (১)। ক্রান্ত্যংশ হইতে ভূ-পরিধির চতুর্থাংশ অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, নিরক্ষদেশের তত যোজন উত্তরে অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চারিমাস সর্ব্বদাই রাত্রি থাকে এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই চারিমাস সর্ব্বদাই সূর্য্য উদিত থাকে। নিরক্ষদেশ হইতে তত যোজন অন্তরে দক্ষিণভাগে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই চারিমাস রাত্রি ও অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চারিমাস দিন হইয়া থাকে (২)। সূর্য্য ভদ্রাশ্ববর্ষের উপরে গমন করিলে ভারতবর্ষে সূর্য্যের উদয়, কেতুমালে গমন করিলে রাত্র্যর্দ্ধ ও কুরুবর্ষে গমন করিলে ভারতে সূর্য্যের অস্ত হয়। এই নিয়মে অন্যবর্ষেও উদয়াস্ত ব্যবস্থা হইয়া থাকে। [সূর্য্য ও গ্রহণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

সূর্য্য-কক্ষার নীচে শুক্রের শীঘ্রোচ্চ কক্ষা, ইহার পরিমাণ

(১) "ঊনে ভূবৃত্তপাদে তু দ্বিজ্যাপক্রমযোজনৈঃ।
ধনুর্ম্মৃগস্থঃ সবিতা দেবভাগে ন দৃশ্যতে ॥ ৬৩ ॥
তথা চাসুরভাগে তু মিথুনে কর্কটে স্থিতঃ।
নষ্টচ্ছায়া মহীবৃত্তপাদে দর্শনমাদিশেৎ ॥" ৬৪ ॥ (সূর্য্যসি০ ১২ অঃ)

(২) "ধনুর্ম্মৃগালিকুম্ভেষু সংস্থিতোঽর্কো ন দৃশ্যতে।
দেবভাগেঽসুরাণান্ত বৃষাদ্যে ভচতুষ্টয়ে ॥" ৬৬ ॥ (সূর্য্যসি০ ১২ অঃ)

২৬৬৬৬৩৭ যোজন, ব্যাস ৮৪৭৮৩৯, এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৪২৩১১৯ যোজন। ইহার নীচে বুধের শীঘ্রোচ্চ-কক্ষা, তাহার পরিমাণ ১০৪৩২০৯ যোজন, ব্যাস ৩৩১৯৩০ যোজন এবং পৃথিবী হইতে ১৬৫১৬৫ যোজন উচ্চে অবস্থিত।

বুধ ও শুক্র-কক্ষার পরিমাণ ৪৩৬১৫০ যোজন, ব্যাস ১৩৮৭৭৫ যোজন এবং পৃথিবী হইতে উচ্চতা ৬৮৫৮৮ যোজন। শুক্রের দৈনিকগতি ৯৬ কলা ৭ বিকলা ৪৩ অনুকলা। বার্ষিকগতি ৭ রাশি ১৫ অংশ ১১ কলা ৪৯ বিকলা ১২ অনুকলা। একযুগে ৩০১২৩৭৬টী ভগণ হয়। বুধের দৈনিকগতি ২৪৫ কলা ৩২ বিকলা ২১ অনুকলা। বার্ষিকগতি ১ রাশি ২৪ অংশ ৪৫ কলা ২২ বিকলা ৪৮ অনুকলা। একযুগে ৭১৯৩৭০৬০টী ভগণ হইয়া থাকে। চন্দ্র পৃথিবীর অতিশয় নিকটবর্ত্তী, ইহার কক্ষাটী পৃথিবী হইতে ৫৭৪৫ যোজনমাত্র উপরে অবস্থিত। চন্দ্রকক্ষার পরিমাণ ৩২৪০০০ যোজন, ব্যাস ১৬২৪ যোজন। চন্দ্রের দৈনিকগতি ৭৯০ কলা ৩৪ বিকলা ও ৫২ অনুকলা। বার্ষিক গতি ৪ রাশি ১২ অংশ ৪৬ কলা ৪০ বিকলা ও ৪৮ অনুকলা। একযুগে ৫৭৭৫৩৩৩৬ ভগণ হইয়া থাকে (১)।

গ্রহদিগের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি সর্ব্বদাই একপ্রকার, কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না (২)। মঙ্গল প্রভৃতি অপর গ্রহগণের গতি সমান নহে। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাদের আটপ্রকার গতির নিরূপণ করিয়াছেন। যথা বক্র, অনুবক্র, কুটিল, মন্দ, মন্দতর, সম, শীঘ্র ও অতিশীঘ্র। এই আট প্রকার গতির মধ্যে মন্দ, মন্দতর, সম, শীঘ্র ও অতিশীঘ্র এই পাঁচপ্রকার গতি সরলপথে হইয়া থাকে, অবশিষ্ট তিনপ্রকার বক্রভাবে হয় বলিয়া প্রথম পাঁচ প্রকারকে ঋজুগতি ও অপর ৩ প্রকারকে বক্রগতি বলা যাইতে পারে (৩)। পূর্ব্বে গ্রহদিগের যে গতির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা গ্রহদিগের মধ্যগতি বা গ্রহের স্বাভাবিক গতিও বলা যাইতে পারে। গ্রহগণের বিভিন্ন গতির কারণ সূর্য্যসিদ্ধান্তে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। রাশিচক্রে শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ ও পাতনামক বায়বীয় শরীরধারী তিনটী জীব বাস করে, ইহা-

(১) বর্ত্তমান যুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ উপরোক্ত মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা উৎকৃষ্ট যন্ত্রসাহায্যে গ্রহাদির পরিমাণ, গতি ও সূর্য্য হইতে দূরত্ব এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—

গ্রহের নাম	ব্যাস—মাইল	সূর্য্য হইতে দূরত্ব	সূর্য্যপ্রদক্ষিণকাল	আহ্নিক গতি
বুধ (Mercury)	৩১৪০	৩৫০০০০০০	৮৮ দিন	২৪ ঘণ্টা ৫ মি° ২৮ সে:
শুক্র (Venus)	৭৭০২	৬৬০০০০০০	২২৫ "	২৩ ঘ° ২১ মি° ৭ সে°
পৃথিবী	৭৯১২	৯১০০০০০০	৩৬৫।০ "	২৩ ঘ° ৫৬ মি°
মঙ্গল (Mars)	৪১০০	১৪২০০০০০০	৬৮৭ "	২৪ ঘ° ৩৯ মি° ২১ সে°
বৃহস্পতি (Jupiter)	৯১০০০	৪৭৫০০০০০০	৪৪৩২ "	৯ ঘ° ৫৫ মি°
শনি (Saturn)	৭৯০০০	৮৭১০০০০০০	১০৭৫৯ "	১০ ঘ° ১৬ মি°
ইউরেনস*	৩৪২১৭	১৭৫২০০০০০০	৩০৬৮৭ "	
নেপচুন †		২৭৬০০০০০০০	৬০১২৭ "	

(২) যুরোপীয় মতে চন্দ্র একটী উপগ্রহ, ইহা পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক (Satellite), ইহার আকার পৃথিবীর চতুর্দ্দশ ভাগের এক ভাগ, স্থূলরূপে চন্দ্র পৃথিবী হইতে ২৩৭৮৪০ মাইল অন্তর, ইহার একবার কক্ষা পরিভ্রমণ করিতে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় লাগে।

যুরোপীয় মতে সূর্য্য একটী স্থির নক্ষত্র, ইহার একবার কক্ষা পরিভ্রমণ করিতে ২৫ দিন ৮ ঘণ্টা ১০ মিনিট সময় লাগে।

এতদ্ভিন্ন যুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে এ পর্য্যন্ত ৩২৬টী সামান্য গ্রহ ও তাহাদের কোন কোনটীর গতি নির্ণয় করিয়াছেন। [গ্রহ প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(৩) "বক্রানুবক্রাকুটিলামন্দমন্দতরা সমা।
তথা শীঘ্রতরা শীঘ্রা গ্রহাণামষ্টধা গতিঃ ॥ ১২ ॥
তথাতিশীঘ্রা শীঘ্রাখ্যা মন্দা মন্দতরা সমা।
ঋজ্বীতি পঞ্চধা জ্ঞেয়া যাবক্রা সানুবক্রগা ॥" ১৩ (সূঃ সি° ২ অঃ)
'ভৌমাদিগ্রহাণাং বিরবিচন্দ্রাণাং অষ্টধাগতি'—রঙ্গনাথ।

* ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হর্সেল এই গ্রহটী আবিষ্কার করেন।

† প্যারিস নগরীর প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ ল্যাভেরীয়র ও এডাম কর্ত্তৃক ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।

দের আকর্ষণেই গ্রহদিগের বিভিন্ন গতি হইয়া থাকে (১)। টীকাকার রঙ্গনাথ ঐ তিনটীকে জীব বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে সেই সেই স্থানকেই শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ ও পাত বলা যাইতে পারে (২)। গ্রহ-কক্ষার উচ্চস্থানে প্রবহ বায়ুর অতিরিক্ত একপ্রকার বায়ু আছে, ঐ বায়ু সর্ব্বদাই একস্থানে থাকিয়া কম্পিত হইতেছে, এই বায়ুরূপ রজ্জুতে গ্রহবিম্ব উভয়দিকে গ্রথিতের ন্যায় হইয়াছে। গ্রহবিম্ব আপনার শক্তিতে স্বীয় উচ্চস্থান হইতে পূর্ব্বদিকে চলিতে আরম্ভ করিলে ঐ বায়ু তাহাকে পশ্চিমদিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, বায়ুর আকর্ষণে গ্রহবিম্বের গতির অল্পতা হয়। এই প্রকারে চলিতে চলিতে গ্রহবিম্ব যখন উচ্চস্থান হইতে ৬ রাশি দূরে সরিয়া পড়ে, তখন আবার ঐ বায়ু গ্রহকে পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ উচ্চস্থানের অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকে। গ্রহের গতিও পূর্ব্বদিকে এবং বায়ুও তাহাকে পূর্ব্বদিকে আকর্ষণ করে বলিয়া, তখন গ্রহের গতির আধিক্য হয়। গ্রহস্থান হইতে পূর্ব্বভাগে ৬ রাশি দূরে অবস্থিত উচ্চনামক জীব গ্রহবিম্বকে পূর্ব্বদিকে আকর্ষণ করে এবং গ্রহস্থান হইতে পশ্চিমে ৬ রাশিদূরে অবস্থিত উচ্চ জীব গ্রহকে পশ্চিমদিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে (৩)। [মাধ্যাকর্ষণ শব্দে য়ুরোপীয় মত দ্রষ্টব্য।]

সূর্য্য ভিন্ন অপর সকল গ্রহেরই পাত আছে। ক্রান্তিবৃত্তস্থিত গ্রহের ভোগ স্থান হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে পাত অবস্থিত। পাত আপনার শক্তিতে চন্দ্র প্রভৃতিকে ক্রান্তিবৃত্ত হইতে বিক্ষিপ্ত করে। এই পাত আপনার শক্তিতে গ্রহগণকে স্বস্থান পরিত্যাগ করায় বলিয়া, ইহাকে রাহু নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাতস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও রাহু বলে (৪)।

গ্রহস্থান হইতে পশ্চিমভাগে ৬ রাশিতে অবস্থিত পাত বা রাহু গ্রহবিম্বকে উত্তরদিকে বিক্ষেপ করে অর্থাৎ গ্রহের ভোগস্থান হইতে উত্তরদিকে আকর্ষণ করে এবং গ্রহ স্থান হইতে পূর্ব্বভাগে ৬ রাশির মধ্যে অবস্থিত রাহু বা পাত গ্রহবিম্বকে দক্ষিণদিকে বিক্ষেপ করে, এই কারণে গ্রহবিম্বের দক্ষিণে ও উত্তরে বিক্ষেপ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বুধ ও শুক্রের একটু বিশেষত্ব এই যে, বুধ ও শুক্রের উচ্চস্থান হইতে তাহাদিগের পাত পূর্ব্বার্দ্ধ বা পরার্দ্ধ মধ্যে অবস্থিত হইলে বুধ ও শুক্রকে যথাক্রমে দক্ষিণে ও উত্তরে বিক্ষেপ করে। গ্রহগণ উচ্চস্থান হইতে দূরে গমন করিলে যখন উভয়দিকের আকর্ষণ কমিয়া যায়, তখন গ্রহের বক্রগতি হইয়া থাকে। এইরূপ আকর্ষণে মঙ্গল স্বীয় ১৬০ কেন্দ্রাংশে, বুধ ১৪৪ কেন্দ্রাংশে, বৃহস্পতি ১৩০ কেন্দ্রাংশে, শুক্র ১৬৩ কেন্দ্রাংশে ও শনি ১১৫ কেন্দ্রাংশে বক্রগতি করিয়া থাকে, এবং গ্রহগণের স্বীয় স্বীয় চক্র ৩৬০ অংশ হইতে তাহাদের কেন্দ্রাংশ বাদ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তত অংশে ইহারা বক্রগতি পরিত্যাগ করে অর্থাৎ শুক্র ও বুধ স্বীয় স্বীয় কেন্দ্র হইতে সপ্ত রাশিতে বক্রগতি পরিত্যাগ করে। এই প্রকার স্বীয় কেন্দ্রাংশ হইতে অষ্টমরাশিতে বৃহস্পতি ও বুধ এবং নবম রাশিতে শনি বক্রগতি ত্যাগ করে (৫)।

গ্রহদিগের উদয়-অস্ত।—জ্যোতিষ্কগণ সকল সময়ে সমানভাবে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত করে, বাস্তবিক তাহাদের কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। রাশিচক্রের সহিত গমন করিয়া যখন দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখা দ্বারা অন্তরিত হয়, তখনই আমরা তাহার অস্ত হইয়াছে বলি এবং যখন আবার ভ্রমণ করিতে করিতে দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার উপরে উঠিতে থাকে ও আমরা প্রথমে গ্রহকে দেখিতে পাই, তখন তাহার উদয় বলা হয়। ইহা ব্যতীত সূর্য্য ভিন্ন অপর গ্রহগণ ও জ্যোতিষ্কগণ যখন সূর্য্যের কিরণে অভিভূত হয়, তখনও সেই গ্রহ বা নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, ইহাকেও অস্ত বলে এবং যখন সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া যায় ও প্রথমে আমরা দেখিতে পাই, তখন তাহাদের উদয় বলা যাইতে পারে। নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত নক্ষত্রপ্রস্তাবে বলা হইয়াছে। অল্পগতি গ্রহগণ সূর্য্য হইতে ন্যূন হইলে পূর্ব্বদিকে উদিত হয় এবং সূর্য্য হইতে অধিক হইলে পশ্চিমদিকে তাহাদের অস্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি, মঙ্গল ও শনি সূর্য্য হইতে ন্যূন, ইহাদের পশ্চিমদিকে অস্ত হয় এবং বক্রগতি বুধ ও শুক্রের

(১) "অদৃশ্যরূপাঃ কালস্য মূর্ত্তয়ো ভগণাশ্রিতাঃ।
শীঘ্রমন্দোচ্চপাতাখ্যা গ্রহাণাং গতিহেতবঃ।" ১। (সূর্য্যসি° ২ অঃ)

(২) "তথাচ কক্ষাকারং সূত্রং তদা তদা তথা তথা ভ্রমতীতি দৈবতৈরাকৃষ্যত ইত্যুপচারাদুচ্যতে।" (সূর্য্যসি° ২ অঃ ৩ শ্লোঃ রঙ্গনাথ।)

(৩) "গ্রহাৎ প্রাগ্ ভগণার্দ্ধস্থঃ প্রাঙ্মুখং কর্ষতি গ্রহম্।
উচ্চসংজ্ঞোঽপরার্দ্ধস্থস্তদ্বৎ পশ্চান্মুখং গ্রহম্।" ৪। (সূ° সি° ২ অঃ)

(৪) "দক্ষিণোত্তরতোঽপ্যেবং পাতো রাহুঃ স্বরংহসা।
বিক্ষিপত্যেষ বিক্ষেপং চন্দ্রাদীনামপক্রমাৎ। ৬।" (সূ° সি° ২ অঃ)
"পাতস্থানাধিষ্ঠাত্রীদেবতা রাহুর্জীববিশেষঃ চন্দ্রপাতস্তদৈত্যবিশেষো রাহুঃ।" রঙ্গনাথ।

(৫) "কৃতর্ত্তু চন্দ্রৈ র্বেদেন্দ্রৈঃ শূন্যত্র্যেকৈ গুণাষ্টভিঃ।
শররুদ্রৈ চতুর্থেষু কেন্দ্রাংশৈঃ ভূসুতাদয়ঃ। ৫৩।
ভবন্তি বক্রিণস্তৈস্তু স্বৈঃ স্বৈশ্চক্রাদ্বিশোধিতৈঃ।
অবশিষ্টাংশতুল্যৈঃ স্বৈঃ কেন্দ্রৈরুজ্ঝন্তি বক্রতাম্। ৫৪।
মহত্ত্বাচ্ছীঘ্রপরিধেঃ সপ্তমে ভৃগুভূসুতৌ।
অষ্টমে জীবশশিজৌ নবমে তু শনৈশ্চরঃ।" ৫৫ (সূ° সি° ২ অঃ)

পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া থাকে। চন্দ্র, বুধ ও শুক্র সূর্য্য হইতে অল্প হইলে পূর্ব্বদিকে অস্ত ও পশ্চিমদিকে উদয় হয়। [ইহার বিশেষ বিবরণ স্ফুট শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গ্রহবিম্ব সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয় বলিয়া আমরা উজ্জ্বল দেখিতে পাই। মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহবিম্বের সকল অংশই সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয় এবং সকল স্থানই উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলের সেরূপ নহে। কখন কখন চন্দ্রমণ্ডলের অল্পাংশ ও কখনও বা প্রায় সকলাংশই উজ্জ্বল দেখায়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ইহার এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সূর্য্য ও চন্দ্র যখন ৬ রাশি অন্তরে অর্থাৎ সমসূত্রে উর্দ্ধাধঃভাবে অবস্থিত করে, সেইদিন চন্দ্রমণ্ডলের সকল অংশে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয় বলিয়া চন্দ্রমণ্ডলের সকল অংশই শুক্ল ও উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। যে দিন চন্দ্রমণ্ডলের আমাদের দৃশ্য অংশ অর্থাৎ অর্দ্ধ অংশ উজ্জ্বল ও শুক্লবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই তিথিকে পূর্ণিমা বলে। ইহার পরদিন হইতে চন্দ্রমণ্ডল যত পরিমাণে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, সূর্য্যকিরণও তত পরিমাণে চন্দ্রে প্রতিফলিত হয় না এবং চন্দ্রের শুক্লতাও সেই অনুসারে কমিয়া আইসে। এইরূপে যে দিন চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যের সহিত একরাশিতে অবস্থান করে, সেদিন চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয় না, ইহাকে অমাবস্যা বলে। পূর্ণিমার পরদিন হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৫ দিনকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। ইহার পরদিন হইতে চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্য হইতে যত পরিমাণ অন্তর হয়, তত পরিমাণেই সূর্য্যকিরণ তাহাতে প্রতিফলিত হইতে থাকে ও দিন দিন চন্দ্রের শুক্লতা বৃদ্ধি হয়। অমাবস্যার পরদিন হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্তকে শুক্লপক্ষ বলে। দ্বাদশ অংশ পশ্চিমে চন্দ্রের উদয় ও দ্বাদশ অংশ পূর্ব্বে অস্ত হয়। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১০ অঃ)

বৃহৎসংহিতার মতে যেরূপ দর্পণের উপরে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে অন্ধকারময় গৃহের অভ্যন্তরে তাহার প্রতিবিম্ব প্রবিষ্ট হইয়া অন্ধকার বিনাশ করে, সেই প্রকার জলময় চন্দ্রে সূর্য্যের কিরণ প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৪।২) [চন্দ্র দেখ।]

গ্রহদিগের গতি অনুসারে এক গ্রহের সহিত অপর গ্রহের যোগ হইয়া থাকে। গ্রহযোগকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, গ্রহ-যুদ্ধ ও গ্রহ-সমাগম (৪)। চন্দ্রের সহিত মঙ্গল প্রভৃতি পাঁচটী গ্রহের যোগকে সমাগম বলে। সূর্য্যের সহিত অপর কোন গ্রহের যোগ হইলে, তাহার অস্ত হয়, ইহাকে গ্রহের পূর্ণাস্ত বলা যায় (২)। মন্দগতি গ্রহ হইতে শীঘ্রগতি গ্রহ অধিক হইলে অল্পদিন পূর্ব্বেই তাহাদের যোগ হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রগতি গ্রহ হইতে মন্দগতি গ্রহ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে অল্পদিন পরেই সেই দুই গ্রহের যোগ হইবে। শীঘ্রগতি বক্রী-গ্রহ মন্দগতি বক্রীগ্রহ হইতে অধিক হইলে অল্পদিন মধ্যেই তাহাদের যোগ হইয়া থাকে। কিন্তু বক্রী মন্দগতি গ্রহ বক্রী শীঘ্রগতি গ্রহ হইতে অধিক হইলে অল্পদিন পূর্ব্বেই তাহাদের যোগ হইয়াছিল। মঙ্গল প্রভৃতি পাঁচটী গ্রহের প্রতিবিম্ব মাত্রে স্পর্শ হইলে তাহাকে উল্লেখ নামক যুদ্ধ বলে। কিন্তু এইরূপ স্পর্শই যদি গ্রহের মণ্ডলের অংশ ও দিক্ ভেদে হয়, তবে তাহাকে ভেদ নামক যুদ্ধ বলে। এই প্রকার দুইগ্রহের কিরণযোগ হইলে তাহার নাম অংশুবিমর্দ্দ যুদ্ধ। গ্রহের কিরণযোগ দক্ষিণ বা উত্তরভাগে এক অংশের ন্যূন হইলে তাহাকে অপসব্য যুদ্ধ; দক্ষিণ বা উত্তরভাগে এক অংশের অধিক হইলে কিরণ যোগকেও সমাগম বলে (৩)। ভাস্করাচার্য্য গ্রহযোগের অপর অনেক ভেদও নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মানবচক্ষুর অদৃশ্য বলিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার স্বীকার করেন না (৪)। এই গ্রহযুদ্ধে একটী গ্রহের জয় ও অপরটীর পরাজয় হয়। গ্রহযুদ্ধের পরে গ্রহ দেখিয়া কোন্‌টীর জয় ও কোন্‌টীর পরাজয় হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যে অপসব্য যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, সেই যুদ্ধে পরাজিত গ্রহকে অতিশয় ক্ষুদ্র, অব্যক্ত, প্রভাহীন, রূক্ষ ও বিবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং জয়ী গ্রহের দক্ষিণদিকে তাহার উদয় হইয়া থাকে। জয়ী গ্রহকে দীপ্তিমান্, স্থূল ও পরাজিত গ্রহ হইতে উত্তরদিকে উদিত দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) গ্রহগণ স্বীয় স্বীয় কক্ষায় থাকিয়াই অনবরত ভ্রমণ করে, কখনও আপনার কক্ষা পরিত্যাগ করে না। গ্রহকক্ষাও অনেক অন্তরে অবস্থিত। ইহাদের বাস্তবিক যোগ হওয়া অসম্ভব। ভূমণ্ডল হইতে সর্ব্বোপরিস্থিত রাশিমণ্ডল পর্য্যন্ত একটী সরল সূত্রপাত করিলে এক সূত্রে গ্রথিত মণিমালার ন্যায় যে যে গ্রহ এক সূত্রে পড়িবে, তাহাদেরই পরস্পর যোগ বলা হয়।

(২) "তারা গ্রহাণামন্যোন্যং স্যাতাং যুদ্ধসমাগমৌ।
সমাগমঃ শশাঙ্কেন সূর্য্যেণাস্তমনং সহ ॥" (সূর্য্যসি° ৮ অঃ)

(৩) "উল্লেখং তারকা স্পর্শাদ্ভেদে ভেদঃ প্রকীর্ত্ত্যতে।
যুদ্ধমংশুবিমর্দ্দাখ্যং অংশুযোগে পরস্পরম্ । ১৮ ॥
অংশাদূনেঽপসব্যাখ্যং যুদ্ধমেকত্র চেদণুঃ।
সমাগমোঽংশাদধিকে ভবতশ্চেদ্ বলান্বিতৌ ॥" ১৯ ॥ (সূ° সি° ৭ অঃ)

(৪) "ভাস্করাচার্য্যোক্ত বিশেষোঽভিহিতঃ ॥ ভগবতা তু সূক্ষ্মবিষয়োরাকাশে দূরত্বো বিবিক্তবর্ণনানুপপত্ত্যাৎ ব্যর্থপ্রসঙ্গাদুপেক্ষিতম্ ॥" রঙ্গনাথ সূ° সি° ৭।১৯ শ্লোকঃ।

যুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত দুই গ্রহ এক অংশমাত্র দূরে অবস্থিত হইলে এবং দুইটীই যদি দেখিতে উজ্জ্বল হয়, তবে তাহাদের কিরণ-যোগরূপ সমাগম হইয়া থাকে। দুই গ্রহই সূক্ষ্ম অথচ পরাজয়লক্ষণবিশিষ্ট দেখাইলে তাহাদের কূট ও বিগ্রহ নামক যুদ্ধ হইয়া থাকে। গ্রহযুদ্ধে শুক্রগ্রহ অপর গ্রহ হইতে দক্ষিণে বা উত্তরে থাকিলে প্রায় শুক্রের জয় হইয়া থাকে। গ্রহযুদ্ধে মানবমণ্ডলীর শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে।

গ্রহগণের স্বাভাবিক বর্ণ কি, তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাস্করাচার্য্যের মতে চন্দ্রের যে অংশে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে তাহাই শুক্ল দেখায়, অপরাংশ কামিনী-কেশকলাপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকাকার রঙ্গনাথ ও আর্য্যভটের মতে সূর্য্যকিরণ হইতেই অপর গ্রহগণও আলোকিত হয়। এরূপস্থলে সূর্য্য ব্যতীত অপরগ্রহের কিরণ নাই ও কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রাচীনকাল হইতে গ্রহগণের যেরূপ ধ্যান চলিত আছে তাহাতে সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র কুন্দ অথবা শঙ্খের ন্যায় ধবলবর্ণ, মঙ্গল রক্তবর্ণ, বুধ প্রিয়ঙ্গু কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বৃহস্পতি সুবর্ণবর্ণ, শুক্র শুক্লবর্ণ ও শনি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণিত আছে। [প্রাচীন হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যে যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহগতি নির্ণয় করিতেন, তাহা যন্ত্র শব্দে দ্রষ্টব্য। গোলরচনাপ্রণালী গোল শব্দে দেখ।]

পুরাণেও অল্পবিস্তর খগোল-বিবরণ লিখিত আছে। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য বলেন যে, পৌরাণিক খগোল বা ভূগোল যাহা বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায়, তাহা ঠিক নহে, খগোল ও ভূগোল বিবরণ যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা কালবশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। [বৈদিক বা পৌরাণিক মত জ্যোতিষ-শব্দে দ্রষ্টব্য। খগোলের অপর বিবরণ গ্রহ, রাশি, নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি শব্দে দেখ।]

য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা লাপ্লাস সৌরজগতের গতির সামঞ্জস্য দেখিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এখন যে আকাশে গ্রহ-উপগ্রহ সকল অবস্থিত, সৌরজগতের আদিম অবস্থায় সেই আকাশে কেবলমাত্র গোলাকার অনন্ত বাষ্পরাশি ব্যাপ্ত ছিল। সেই বাষ্পরাশি একটী আবর্ত্তন-শলাকা আশ্রয় করিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরিত। ক্রমে ক্রমে সেই উত্তপ্ত বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচন-অনুসারে গতির বেগ বাড়িয়া তাহার কেন্দ্রাতিগশক্তিও বৃদ্ধি হয়। এইরূপে ক্রমে সেই বাষ্পীয় গোলকের কেন্দ্রাতিগশক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় বিষুবরেখা-সন্নিহিত স্থান কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী স্বতন্ত্র অঙ্গুরীয়ের মত চক্ররূপ ধারণ করিল। অবশিষ্ট অংশ হইতে আবার এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে ঐ বিস্তৃত বাষ্পরাশি কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিবেষ্টিত একটী সুবৃহৎ গোলকে পরিণত হইল, মধ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোলকই আমাদের সূর্য্য। এক একটী স্বতন্ত্র চক্রের ঘন স্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ সকল মিশিয়া ক্রমে আবার সেই চক্রগুলি এক একটী গ্রহরূপ ধারণ করিল। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিত্যক্ত অতি বিস্তৃত চক্রের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে, তাহারা উপগ্রহ।

লাপ্লাসের এই মতটী লইয়া য়ুরোপে হুলস্থুল পড়িয়া যায়, এক্ষণে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই, সূর্য্য তাহার ২২৭০০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে ছড়াইতেছে। এখন সূর্য্যের যেরূপ আয়তন, এই আয়তনে প্রতি বৎসরে ২২০ ফিট সূর্য্যব্যাস সঙ্কুচিত হইলে এখন তাপমান ঠিক থাকে। এই নিয়মে সূর্য্য ২৫ বর্ষে ১ মাইল ও এক শতাব্দীতে ৪ মাইল সঙ্কুচিত হইবার কথা। ইহা দ্বারা জানা যায়, যতদিন সূর্য্যের অধিকাংশ বাষ্পময় থাকিবে, ততদিন শীতলতাপ্রবণ সূর্য্য ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরের উত্তাপশক্তি সমভাবে রাখিবে। এইরূপে সূর্য্য একশত বর্ষ পূর্ব্বে ৪ মাইল বড় ছিল, দু-শ বৎসরে ৮ মাইল। এই ভাবে এক সময়ে সূর্য্যবাষ্প বুধের কক্ষা পর্য্যন্ত, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীর কক্ষা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এইরূপে বহু পূর্ব্বে সমস্ত সৌরজগৎময় ব্যাপ্ত থাকিবার কথা।

এইরূপে গণনা দ্বারা য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ লাপ্লাসের মত স্বীকার করিয়া এখন স্থির করিয়াছেন, এই পৃথিবীও সূর্য্য-পরিত্যক্ত একটী বাষ্পচক্র। ক্রমে সেই বাষ্পচক্র শীতল হইয়া ক্রমে ক্রমে যখন ঘন অবস্থায় আসিল, তখন সমস্ত বাষ্পই যে তরল হইল এমন নহে, কতকটা সেই অবস্থায় পৃথিবীর উপর রহিয়া গেল, এখনও তাহার কতকাংশ পৃথিবীর উপর রহিয়াছে। পৃথিবীর তখনকার বাষ্পাবরণ প্রায় চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উত্তাপ ২০০০ সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রির পরিমাণ ছিল। এই তীব্র তাপ লইয়া তরল পৃথিবী শীতল আকাশে ঘুরিতে লাগিল, ক্রমে শীতলতা সংস্পর্শে তাপ অনেক কমিয়া গেল, ক্রমে ক্রমে ঘন ও চটচটে হইয়া অবশেষে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইল।

আমরা রজনীযোগে নির্ম্মল আকাশপানে চাহিলে এক দিক্ হইতে অন্যদিক্ পর্য্যন্ত শুভ্রবর্ণের ন্যায় এক আলোকময় শ্রেণী দেখিতে পাই; তাহারই নাম ছায়াপথ (Milky way)। য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ছায়াপথ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, ঐ সকল স্থানে অসংখ্য নক্ষত্র একত্র রহিয়াছে। উহার এক একটী কোন অংশে পৃথিবী অপেক্ষা ছোট নহে। তাঁহারা দূরবীক্ষণ সাহায্যে প্রায় ২০০০০০০০ নক্ষত্র দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে ছায়াপথে প্রায় ১৮০০০০০০ নক্ষত্র আছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আকাশে অনন্ত বাষ্পময় নীহারিকা রাশি (Nebula) দেখা যায়। এই নীহারিকার মধ্যে কতক গুলি জ্যোতিষ্ক, কতকগুলি হীনপ্রভ বিশাল বাষ্পরাশি এখনও জ্যোতিষ্কে পরিণত হয় নাই, আবার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও ছোট বাষ্পরাশির মধ্য হইতে এতদূর জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে শীঘ্রই একটী জ্যোতিষ্ক হইবে। য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, ঐরূপ বাষ্পরাশিই ভবিষ্য জগতের উপাদান। ঐরূপ অনন্ত নীহারিকারাশি হইতেই জগৎ প্রকাশিত।

খগোলবিদ্যা (স্ত্রী) খগোলস্য বিদ্যা ৬তৎ। যে বিদ্যা দ্বারা গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির প্রকৃত অবস্থান ও গতি প্রভৃতি নিরূপিত হয়।

খগোলবিবরণ (ক্লী) যে গ্রন্থে বা শাস্ত্রে আকাশমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলস্থিত গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের প্রকৃতি, গতি ও অবস্থান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিবরণ আছে।

খগোল, পাটনা জেলায় দানাপুরের নিকট অবস্থিত একটী নগর, এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে। ইহার নিকট দানাপুর ষ্টেসন হওয়াতেই ইহার সমৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে।

খগ্গড় (পুং) খে আকাশে গলতি গল-অচ্ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। তৃণবিশেষ, চলিত কথায় খাগ্ড়া বলে। ইহার পর্য্যায়—পোটগল, বৃহৎকাশ, কাকেক্ষু। (রত্নমালা)

খঘোরিয়া, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশের মায়ানী নদীতীরবর্ত্তী একটী গ্রাম। ইহার নিকটে বিষম জঙ্গল। ইংরাজরাজ নেপাল হইতে একদল গুর্খা আনাইয়া এইখানে বাস করাইবার চেষ্টা করেন। মনে করিয়াছিলেন, ইহারা বাস করিলে আপনাআপনি বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলিবে। গুর্খাগণ লাঙ্গলাদি ক্রয় করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবে বলিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে ১০০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তথায় তাহাদের নানাপ্রকার পীড়া হইতে লাগিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উপনিবেশ ভাঙ্গিয়া গুর্খাগণ রাঙ্গামাটীতে প্রেরিত হইল।

খঙ্কর (পুং) খঙ্কতে ইতি খন-কিপ্ কার্য্যতে কৃ-অপ্-৩তৎ কর্ম্মধারয়ঃ। চূর্ণকুন্তল, চলিত কথায় জুল্পি বলে।

খঙ্খার (পুং) [খঙ্কর দেখ।]

খঙ্গ [বৈ] (পুং) মৃগবিশেষ।

"খঙ্গো বৈশ্বদেবঃ খা-কৃষ্ণঃ কর্ণো গর্দ্দভঃ।" (বাজসনেয়সং ২৪।৪০)

'খঙ্গো মৃগবিশেষঃ' (মহীধর।)

কেহ কেহ 'খঙ্গ' স্থলে 'খড়্গ' পাঠ করেন।

খচমস (পুং) খে আকাশে চমাতেঽসৌ চম অসচ্। চন্দ্র।

খচর (পুং) খে আকাশে চরতি চর-ট (চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬।) ১ মেঘ। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ বায়ু। ৩ সূর্য্য। (পুং স্ত্রী) ৪ রাক্ষস। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া খচরী শব্দ হয়।

"খচরস্য সুতস্য সুতঃ খচরঃ
খচরস্য পিতা ন পুনঃ খচরঃ।
খচরস্য সুতেন হতঃ খচরঃ
খচরী পরিরোদিতি হা খচর।" (মহাভারত দ্রোণ°)

(ত্রি) ৫ যাহারা আকাশপথে গমন করে, আকাশগামী। (পুং) ৬ রূপক তালবিশেষ। যে রঙ্গতালে প্রথম গুরু, তৎপরে লঘু এই নিয়মে ১০টী অক্ষর থাকে, তাহাকে খচর বলে। ইহা শান্ত বা হাস্যরসের অনুকূল।

"খচরো রঙ্গতালে স্যাদ্ গুরুরাদৌ লঘুস্ততঃ।
শান্তেঽথবা হাস্যরসে ভাবয়েদ্ দশাক্ষরঃ।" (সঙ্গীতদামো°)

(ক্লী) ৭ কাশীশ, হীরেকস। (হেম°)

খচর্ [খচ্চর দেখ।]

খচারী [ন্] (ত্রি) খে আকাশে চরতি চর-ণিনি। ১ যাহারা আকাশপথে গমন করে, আকাশগামী। (পুং) ২ কার্ত্তিকেয়।

"খচারী ব্রহ্মচারী চ শূরঃ শরবণোদ্ভবঃ।" ভারত ৩।২২৭ অঃ।

খচিত (ত্রি) খচ-ক্ত। সংযুক্ত। পর্য্যায়—করম্বিত, রূষিত, গুরুগুণ্ডিত, করম্ব, কবর, মিশ্র, সংপৃক্ত, ব্যাপ্ত, গুণ্ডিত, চুরিত।

খচিল (ক্লী) খে আকাশে চলতি, চল-অচ্। গুলি, বাঁটুল।

খচ্চর (পারসী) খচর্, অশ্বতর।

খজ (পুং) খজতি মথ্নাতি-খজ-অচ্। ১ মন্থান দণ্ড, ঘোলমইনী।

"পয়স্যন্তর্হিতং সর্পির্যদ্বন্নির্ম্মথ্যতে খজৈঃ।
শুক্রং নির্ম্মথ্যতে তদ্বদ্দেহসংকল্পজৈঃ খজৈঃ।"

(ভারত ১২।২১৪ অঃ)

২ দর্বি, হাতা। ৩ যুদ্ধ। "অজর্ষি যুধ্ম খজকৃৎ পুরন্দর।" (ঋক্ ৮।১।৭) 'খজকৃৎ যুদ্ধস্য কর্ত্তঃ'। (সায়ণ)

খজক (পুং) খজ-স্বার্থে কন্। মন্থান দণ্ড। (হেম°)

খজকৃৎ (ত্রি) খজং যুদ্ধং করোতি কৃ-কিপ্-তুগাগমশ্চ। যুদ্ধকর্ত্তা।

খজঙ্কর (ত্রি) যুদ্ধকর্ত্তা। "কর্ম্মন্ কর্ম্মহৃতমূতিঃ খজঙ্করঃ।" (ঋক্ ১।১০২।৬)

'খজঙ্করঃ খজঃ সংগ্রামঃ তস্য কর্ত্তা। খজঙ্করঃ খজ্ মন্থে পচাদ্যচ্। ক্ষেমপ্রিয়মদ্রেহণ্ চ। (পা ৩।২।৪৪) ইতি চ-শব্দস্যানুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ খজশব্দোপপদাদপি করোতেঃ খচ্।' সায়ণ।

খজপ (ক্লী) খজ্যতে মথ্যতে খজ কর্ম্মণি কপন্ (উষি কুটি-দলি-কচি-খজিভ্যঃ কপন্। উণ্ ৩।১৪২) ঘৃত। (উণাদিবৃত্তি)

খজল (ক্লী) খে আকাশে সঞ্চিতং জলং। ১ নীহার। (ত্রিকাণ্ড) ২ আকাশ হইতে পতিত জল, আকাশ জল।

"বর্ষাসু চরন্তি ঘনৈঃ সহোরগা বিষতি কীটলূতাশ্চ।
তদ্বিষজুষ্টমপেয়ং খজলমগস্ত্যোদয়াৎ পূর্ব্বম্।" (রাজবল্লভ)

খজা (স্ত্রী) খজ-ভাবে অপ্-টাপ্। ১ মন্থন। ২ প্রহস্ত। খজ-করণে-অপ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ চমসের সদৃশ পাকসাধন দ্রব্যবিশেষ। "খজাঞ্চ দর্ব্বীঞ্চ করেণ ধারয়ন্।" (ভারত ৪।৭।১) ৪ মারণ। (শব্দরত্নাবলী)

খজাক (পুং) খজ-আক (খজেরাকঃ। উণ্ ৪।১৩।) পক্ষী।

খজাকা (স্ত্রী) খজ-আক্-টাপ্। দর্ব্বি, চমস, হাতা।

'খজাকঃ পক্ষিণি খ্যাতঃ খজাকা দর্ব্বিরুচ্যতে।' (উজ্জ্বলদত্ত ৪।১৩)

খজানা (পারসী) খাজানা, রাজা বা ভূস্বামীকে দেয় কর।

খজিকা (স্ত্রী) খজৈব স্বার্থে-খন্ অত ইত্বং। খজা।

খজিৎ (পুং) খেন শূন্যভাবনয়া জয়তি সংসারং খ-জি-কিপ্ তুগাগমশ্চ। শূন্যবাদী বৌদ্ধবিশেষ। ইহারা শূন্যই একমাত্র পদার্থ স্বীকার করে। [বৌদ্ধ দেখ।]

খজুনা, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কথোপকথনের এক ভাষা। শিনা, খজুনা ও অর্ণিয়া এই তিন ভাষায় পরস্পর সৌসাদৃশ্য আছে। আস্তর, গিলঘিট, চিলাস, দারেল, কোহ্লি ও পলস প্রভৃতি সিন্ধু নদীর উভয় তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলিতে শিনা ভাষা প্রচলিত। হুণজা ও নাগর প্রদেশে খজুনা ভাষা প্রচলিত এবং অর্ণিয়াভাষা যশন ও চিত্রল প্রদেশে প্রচলিত। ইহার নিকটে বর্ত্তমান দরদ বা দর্দ্দুদেশ। প্রাচীনকালে ইহাকেই দারদদেশ বলিত, এই দেশেও এই ভাষা প্রচলিত।

খজুরা, যশোহরজেলায় চিত্রানদীতীরে এই গ্রাম। প্রচুর খেজুরে-গুড় এইখানে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার নাম খজুরা হইয়াছে।

খজুরাহু, বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিমদিকে প্রাচীন কালঞ্জররাজ্যের মধ্যে একটী প্রাচীন নগর। ইহার চলিত নাম কুজরো। ইহা ২৪°৫১´ উঃ অক্ষা° ও ৮০° পূঃ দ্রাঘিমায় কিয়ান (কেন) নদীর তীরবর্ত্তী রাজনগর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে চন্দেল-রাজগণের রাজধানী ছিল। ইহার সংস্কৃত নাম খর্জ্জুরবাটিক। গজনীরাজ মাহ্মুদের সহযাত্রী আ-বুরিহান্ কালঞ্জর জয়কালে (১০২২ খৃঃ,) এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "ইহা যজহুতিদিগের রাজধানী, ইহার নাম কজুরাহ এবং কান্যকুব্জ হইতে ৯০ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত।" কিন্তু ইহা কান্যকুব্জের দক্ষিণে ৯০ ক্রোশদূরে অবস্থিত। তৎপরে ১৩৩৫ খৃঃ অব্দে ইবন্-বতুতা ভারতদর্শনে আসিয়া ইহাকে কজুরা নামে উল্লেখ করেন। তাঁহার সময় এখানে এক মাইল বিস্তৃত একটী সরোবর ও তাহার তীরে অসংখ্য হিন্দু দেবমন্দির ছিল।

হিউএন্সিয়ঙ্ ইহাকে চি চি-তো (যজহুতি) নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় এই নগরটী ২॥০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল, এখানে ১২টী বৌদ্ধমঠ, প্রায় সহস্র ব্রাহ্মণের বাস এবং হিন্দুদিগের ১২টী প্রধান মন্দির ছিল। এখানকার রাজা নিজে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু একজন দৃঢ়বিশ্বাসী বৌদ্ধ। দেশ অতিশয় উর্ব্বরা ছিল। ভারতের নানাস্থান হইতে বিদ্বন্মণ্ডলী সর্ব্বদা এখানে আসিতেন।

হিউএন্সিয়াঙ্ ও আবুরিহানের বর্ণনানুসারে এই যজহুতি প্রদেশ বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড বলিয়াই বোধ হয়। এখানকার ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে যজহুতি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। যজহুতি শব্দে যজুর্হোতা এইরূপ অর্থ করে, কিন্তু যজহুতিয়া বণিক নামে একজাতীয় বণিক এই প্রদেশে বাস করে। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, যজহুতি শব্দ দেশবাচক। কানিংহাম সাহেব ইহার নিকট-বর্ত্তী গ্রামের উত্তরপূর্ব্বে বামনদেবের মন্দিরের নিকট কীর্ত্তি-বর্ম্মরাজের সময় একখানি শিলালিপিতে জেজাখ্য ও জেজ-ভুক্তি এই দুই নাম পাইয়াছেন। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, এই জেজভুক্তি হইতেই যজহুতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি আরও অনুমান করেন টলেমি-বর্ণিত সন্দ্রবতিস্ বা সন্দবতিস্ নামক দেশ ও তন্মধ্যস্থ কুরপোরিণ, এম্পেলেথ্রা, নন্থবন্দগর ও তমসিস্ নামক নগর-গুলি যথাক্রমে যজহুতিদেশ, খজুরপুর, মহবা, নন্দপুর ও তপস্বী নামক নগরীর বিকৃত নামান্তর মাত্র। সংস্কৃত শাস্ত্রেও কালঞ্জর প্রদেশ তপস্বীস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। [কালঞ্জর দেখ।]

বর্ত্তমান সময়ে খজুরাহ একটী সামান্য গ্রামমাত্রে পরি-ণত হইয়াছে। দুই আড়াই হাজারের অধিক অধিবাসী

নাই; কনৌজিয়া ও যজহুতিয়া এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এখানে আছে। ঠাকুর উপাধিধারী কতকগুলি চন্দেল জমিদারও আছেন।

এখানকার বিখ্যাত প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি চৌষট্টিযোগিনীর মন্দির। উহা শিবসাগর নামক সরোবরের দক্ষিণপশ্চিমে ১৬ হাত উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখন ও ৬৪টি মন্দির বর্ত্তমান আছে, কাহারও চূড়া, কাহারও দেওয়াল মাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সমস্ত মন্দিরগুলি শ্রেণীবদ্ধরূপে একটী আয়তক্ষেত্রের উপর অবস্থিত; মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মন্দিরগুলি গ্রেণাইট পাথরে নির্ম্মিত। প্রতি মন্দিরগৃহ দেড়হাত লম্বা এবং আড়াই হাত বিস্তৃত। যে চতুরস্র ক্ষেত্রের উপর এই ৬৪টি মন্দির অবস্থিত, তাহার চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। বেষ্টনের ভিতর প্রাচীরের গাত্রে মন্দির পাশাপাশি নির্ম্মিত। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য উত্তর ও দক্ষিণে ৪৬ হাত এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ৬৮ হাত। প্রাচীরের উপর প্রত্যেক মন্দিরের চূড়া স্বতন্ত্র অবস্থিত। উত্তরের প্রাচীরের মধ্যস্থলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইবার প্রধান পথ; দক্ষিণের প্রাচীরের মধ্যস্থলের মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রশস্ত। সকল মন্দিরে প্রতিমা এখন নাই। দক্ষিণদিকের বৃহৎ মন্দিরে অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ও মাহেশ্বরী এবং বারাহীমূর্ত্তিই এখনও ঠিক আছে। মহিষমর্দ্দিনীর বেদীগাত্রে হিঙ্গলাজ নাম খোদিত আছে। ইহার মধ্যে একটী হনুমানের মন্দিরও আছে।

এই হনুমানমূর্ত্তির বেদীর গাত্রে একটী খোদিতলিপি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে গাহিলপুত্র গোল্ল (সম্ভবতঃ) ৯৪০ সম্বতে মাঘ মাসের শুক্লানবমীতে পবনাত্মজ গোল্লাক শ্রীমান্ হনুমন্মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই স্থানে "কুটিল" অক্ষরে খোদিত হর্ষদেব ও শ্রীকক্তিপালদেব-নামাঙ্কিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। যদি এই হর্ষদেব যশোবর্ম্মার পিতা ধঙ্গরাজের পিতামহ হর্ষদেবই হন, তাহা হইলে এই শিলালিপিখানি ৯০০ খৃঃ অব্দের বটে। ইহা অপেক্ষা এস্থানে আর প্রাচীন শিলালিপি না পাওয়ায় অনুমিত হয় ৬৪টি যোগিনীর মন্দির অন্ততঃ এই ৯০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বা সময়ে বর্ত্তমান ছিল। চৌষট্টিযোগিনীর মন্দিরের নির্ম্মাণপ্রণালী ও শিল্পকার্য্যাদি দেখিয়া বোধ হয় যে ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে।

শিবসাগরের তীরে কতক গ্রেণাইট ও কতক বালুপাথরে নির্ম্মিত আর একটী মন্দির আছে, তাহাতে ব্রহ্মামূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ইহা চৌষট্টিযোগিনীর মন্দির অপেক্ষা আধুনিক, কিন্তু অন্যান্য মন্দির যাহা কেবল বালুপাথরে নির্ম্মিত, তাহা হইতে প্রাচীন বটে। চৌষট্টিযোগিনী মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে পাহাড়ের উপরে আর একটী ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির আছে। এই মন্দিরে ৪ হাত উচ্চ গণেশের প্রতিমা আছে। চৌষট্টিযোগিনীর মন্দিরের দ্বারদিকে এই প্রতিমার মুখ। এই মন্দির বালুপাথরে নির্ম্মিত। গণেশের মূর্ত্তিটী অতি সুন্দর।

খজুরাহুর মধ্যে যতগুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে কন্দরীয় মহাদেবের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও বৃহৎ। ইহা লম্বে ৭৩ হাত, প্রস্থে প্রায় ৪৬ হাত ও উচ্চে প্রায় ৭৮ হাত। মন্দিরটী ৫ ভাগে বিভক্ত। সোপান হইতে উঠিয়াই অর্দ্ধমণ্ডপ, তৎপশ্চাতে মণ্ডপ, তৎপরে মহামণ্ডপ, তৎপরে অন্তরাল ও তৎপরে গর্ভগৃহ। মন্দিরগাত্রে ভিতরে এবং বাহিরে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি অশ্লীল। এতদ্ভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি ও খোদিত আছে। ইহার কারুকার্য্য বিশেষরূপে দেখিতে গেলে তত সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু মোটের উপর সমগ্র মন্দিরটী শোভার আধার। এই মন্দিরের মধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। গৌরীপট্টের উপর লিঙ্গশরীরের পরিধি প্রায় তিন হাত। প্রতিমা মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত।

গর্ভগৃহের দ্বারের উপরিভাগে ঠিক মধ্যস্থলে শিব এবং তাহার বামে বিষ্ণু ও দক্ষিণে ব্রহ্মামূর্ত্তি আছে।

শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে একটী ক্ষুদ্র অর্দ্ধভগ্ন মন্দির আছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ছত্রপুরের রাজগণ ইহার জীর্ণসংস্কার করাইয়াছেন। ইহা একটী শিবমন্দির। ইহারও দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে।

এই ক্ষুদ্র শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে লম্বে প্রায় ৫১ হাত, প্রস্থে প্রায় ৩৩ হাত আর একটী বৃহৎ মন্দির আছে। তাহা দেবী জগদম্বার মন্দির বলিয়া বিখ্যাত। সম্ভবতঃ প্রথমে ইহা বিষ্ণুমন্দির ছিল, কারণ গর্ভগৃহের দ্বারের উপর ঠিক মধ্যস্থলে বিষ্ণু ও উভয়পার্শ্বে শিব ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি আছে। গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে চতুর্ভুজা পদ্মহস্তা দেবীমূর্ত্তি আছে। তাহা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার শিল্পনৈপুণ্য কন্দরীয় মহাদেবের মন্দিরের শিল্প অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহার গাত্রে খোদিত কতগুলি পৃথক্ অক্ষর আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহা চন্দেলদিগের প্রভাবের সময় অর্থাৎ দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।

জগদম্বা-মন্দিরের উত্তরে ও শিবসাগরের প্রাচীনগর্ভের পশ্চিমে ছত্রকপত্রক (ছতর কো পতরক) নামে একটী মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে দুই হাতে দুইটী পদ্ম ধরিয়া একটী পুরুষমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। মূর্ত্তিটী সূর্য্যপ্রতিমা বলিয়া অনুমিত হয়। এই প্রতিমার বেদীগাত্রে সূর্য্যের সপ্তাশ্বরথ খোদিত আছে। ইহার গঠনপ্রণালী ঠিক জগদম্বার মন্দিরের ন্যায়। দৈর্ঘ্যে ৫৮ হাত, প্রস্থে ৩৮॥০ হাত, ইহার তোরণদ্বার, অর্দ্ধমণ্ডপ ও মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার মহামণ্ডপাংশ অষ্টকোণী, কিন্তু ছাদটী চারিটী মাত্র স্তম্ভের উপর অবস্থিত। মন্দিরের তিনদিকে ব্রহ্মা, সরস্বতী, হরপার্ব্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি আছে।

শিবসাগরের প্রাচীনগর্ভের পূর্ব্বদিকে বিশ্বনাথের মন্দির অবস্থিত। কন্দরীয় মহাদেবের মন্দিরের ন্যায় ইহার গঠনপ্রণালী। পরিমাণে প্রায় ছত্রকপত্রক মন্দিরের সমান। ইহার চতুষ্কোণে ও দ্বারের সম্মুখে আর পাঁচটী ক্ষুদ্রাকার মন্দির আছে। ইহার গর্ভগৃহের দ্বারের উপর বৃষারূঢ় শিবমূর্ত্তি এবং তাহার দক্ষিণে হংসারূঢ় ব্রহ্মা ও বামে গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তিও আছে। মন্দির মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের অর্দ্ধমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দুইখানি খোদিতলিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একখানিতে ১০৫৬ সম্বৎ (বা ৯৯৯ খৃষ্টাব্দ) ও অপর খানিতে ১০৫৮ সম্বৎ (বা ১০০১ খৃঃ অব্দ) লিখিত আছে। ইহার একখানি হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রাত্রেয় গোত্রীয় রাজা ধঙ্গ মরকতময় শিবলিঙ্গ শম্ভুনামে অভিহিত করিয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিলালিপি খোদিত হইবার প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ধঙ্গরাজ জীবলীলা সংবরণ করেন। এই মন্দিরকে পূর্ব্বে প্রমথনাথের মন্দির বলা হইত।

এই মন্দিরে একখানি শিলালিপি পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানি ১০৫৬ সম্বতের (বা ৯৯৯ খৃষ্টাব্দের)। ইহাতে লিখিত আছে যে, রাজা ধঙ্গ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার পুত্র গণ্ডদেব তাঁহার পরেই রাজ্যারোহণ করেন এবং ধঙ্গদেবের ১০০ বর্ষ বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। অন্যান্য লিপি হইতে জানা যায় ধঙ্গদেব ৯৫৪ হইতে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপরে গণ্ডদেব রাজা হন। ইনি ৯৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গণ্ডদেব ১০২০ খৃষ্টাব্দে কনোজ আক্রমণ ও ১০২১ খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। এই শিলালিপিতে চন্দেল্ল রাজগণের বংশাবলী দেওয়া আছে।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের নাটমন্দিরে আর একখানি শিলালিপি আলগা দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে ১০৫৮ সম্বৎ বা ১০৯১ খৃষ্টাব্দ লিখিত। কিন্তু ইহাতে একটীও চন্দেল্লরাজের নাম নাই। ইহাতে কক্কল নাম আছে, কিন্তু তাহা কোন্ রাজার নাম ঠিক বলা যায় না। এই সময়ে কলচুরী-বংশে অলবিরুণীর সমসাময়িক গাঙ্গেয়দেবের পিতা কক্কল স্বরাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন বটে।

ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে ইহারই চাতালের উপর আর একটী ক্ষুদ্র শিবমন্দির আছে। ইহারও দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে এবং মন্দির মধ্যে অষ্টভূজা, ত্রিশূল ও খর্পরধারিণী উপবিষ্টা ক্ষুদ্র দুর্গামূর্ত্তি আছে। ঐ চাতালের উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বকোণে এইরূপ ক্ষুদ্র মন্দির ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উত্তরপূর্ব্বকোণের মন্দিরটী চূণের কাজ করিয়া নূতন ধরণের করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের ঠিক সম্মুখে বৃষমন্দির। বৃষমূর্ত্তি ৪॥০ হাত দীর্ঘ এবং অতি মসৃণ। ইহাও বিশ্বনাথ-মন্দিরের সমসাময়িক।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের দক্ষিণদিকে পার্ব্বতী-মন্দির, ইহার গর্ভগৃহ ব্যতীত সমস্তই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাও পূর্ব্বে বিষ্ণুমন্দির ছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ দ্বারের উপর ঠিক মধ্যস্থলে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। মন্দির মধ্যে চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। ইহার উচ্চতা ৩৸০ হাত। কেহ ইহাকে পার্ব্বতীমূর্ত্তি কেহ বা লক্ষ্মীমূর্ত্তি বলেন। এই প্রতিমার ঠিক মাথার উপর একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে, সুতরাং ইহা লক্ষ্মীমূর্ত্তি হওয়াই সম্ভব। মন্দিরগাত্রে শূকর-শীকার, হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রধারী সৈনিকদল খোদিত আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ২৸০ হাত উচ্চ চতুর্ভুজ চতুঃশির একটী পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। ইহার একমুখ মানবাকার, অন্য সমস্তই সিংহাকার। সম্ভবতঃ ইহা নৃসিংহমূর্ত্তির প্রতিরূপ।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্রমন্দিরের গর্ভগৃহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। লোকে ইহাকে পার্ব্বতী-মন্দির বলে। কিন্তু দ্বারের উপর বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। অভ্যন্তরে ৩৸০ হাত উচ্চ চতুর্ভুজা দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে, এই প্রতিমাকে লোকে পার্ব্বতী বলে, কিন্তু এই প্রতিমার ঊর্দ্ধদেশে মধ্যস্থলে বিষ্ণু এবং তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মা ও বামে শিবমূর্ত্তিও আছে।

শিবসাগরের পূর্ব্বতীরে আর কতকগুলি মন্দির আছে, ইহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেটী আকারে বিশ্বনাথ-মন্দিরের ন্যায়। ইহাকে লোকে রামচন্দ্রমন্দির বা 'চতুর্ভুজ', মন্দির বলে। কনিংহাম সাহেব ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকেই লক্ষ্মী-

জীর মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। শেষে ১৮৮৪।৮৫ সালের বিবরণীতে চতুর্ভুজমন্দির বলিয়াই লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাকে নৃসিংহ বলিতে চাই। বিশ্বনাথ-মন্দিরের ন্যায় ইহারও চারিকোণে ও সম্মুখে আর ৫টী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এই মন্দিরের গাত্রে বিশ্বনাথ-মন্দিরের ন্যায় অভ্যন্তরে ও বাহিরে যথেষ্ট চিত্র খোদিত আছে, তন্মধ্যে শূকর-শীকার, লোকযাত্রা, সৈন্যসমাবেশ, হাতী-ঘোড়ার প্রদর্শনী প্রভৃতি ছবিগুলি অতি সুন্দর। এই মন্দির মধ্যে ২৸০ হাত উচ্চ একটী চতুর্ভুজ প্রতিমা আছে। প্রতিমার ৩টী মস্তক, মধ্যস্থলের মস্তকটী মনুষ্যাকৃতি ও দুইপার্শ্বের মস্তক দুটী সিংহাকার। সম্ভবতঃ এই প্রতিমা 'নৃসিংহ'-মূর্ত্তির। আর এই জন্যই আমরা ইহাকে নৃসিংহ-মন্দির বলিতে চাই। এই মন্দিরে একখানি শিলালিপি আছে, তাহাতে চন্দেল-রাজগণের বংশাবলী দেওয়া আছে এবং নন্নুকদেব হইতে ধঙ্গদেব পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যায়। তাহাতেই খোদিত আছে যে, এই মন্দির রাজা যশোবর্ম্মা ও তৎপুত্র কর্তৃক ১০১১ সম্বতে (৯৫৪ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয়। ইহা হইতেই জানা যাইতেছে যে ইহা বিশ্বনাথ-মন্দির অপেক্ষা ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে গঠিত হয়। ক্ষুদ্র মন্দিরগুলিতেও বিষ্ণুমূর্ত্তি ছিল। পশ্চাদ্দিকের মন্দির দুইটী পূর্ব্বমুখে স্থাপিত। প্রত্যেক মন্দিরের সম্মুখে দুটী স্তম্ভ দেওয়া বারাণ্ডা আছে।

চতুর্ভুজ-মন্দিরের ঠিক পূর্ব্বে বরাহ-মন্দির। এই বরাহ-মন্দিরের দ্বার চতুর্ভুজ-মন্দিরের দ্বারের ঠিক সম্মুখ। ইহার মধ্যে একটী প্রস্তরের শূকর আছে। শূকরটী লম্বে ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি, উচ্চে ৯½ ফুট। শূকরমূর্ত্তির বেদীগাত্রে একটী বৃহদাকার সর্প খোদিত আছে। এই সর্প-লাঙ্গুলের উপর শূকরের-লাঙ্গুল মিশিয়াছে এবং সর্পমস্তকের উপর একটী মনুষ্য মূর্ত্তি আছে। এই মনুষ্যমূর্ত্তির নিকট আর একটী প্রতিমার দুইটী ভগ্ন পা পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তিটীর হস্তদ্বয় বরাহের গলদেশে ছিল, কারণ উহার গলদেশে দুইখানি হস্তেরও ভগ্নাবশেষ আছে। শূকরের গাত্রে অসংখ্য মনুষ্যমূর্ত্তি খোদিত।

বরাহ-মন্দিরের ১০॥০ হাত উত্তরে একটী ক্ষুদ্র দেবীমন্দির আছে। ইহার মধ্যে চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রবেশ-দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূর্ত্তি আছে, বোধ হয় ইহা লক্ষ্মী-মন্দির।

চতুর্ভুজা-মন্দিরের ২০ হাত দক্ষিণে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের মন্দির। ইহার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় নামে ৬ হাত উচ্চ একটী মোটা লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহার কোণাকার চূড়ায় অগ্রভাগ ছত্রপুরের রাজা পিল্টী করিয়া দিয়াছেন এবং মন্দিরগাত্রে পুরু করিয়া চুণ ধরাইয়া পঙ্কের কাজ করাইয়াছেন।

শিবসাগরের দক্ষিণে ও সূর্য্যমন্দিরের উত্তরে ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে।

উত্তরাংশে পশ্চিমের মন্দিরাদি হইতে ৩ পোয়া পথদূরে কতকগুলি ভগ্ন স্তূপ আছে। সম্ভবতঃ এগুলি হিউয়েন্-সিয়ং বর্ণিত বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ।

একটী স্তূপ দৈর্ঘ্যে ১৩৩ হাত ও প্রস্থে ১০৬ হাত ও ঊর্দ্ধে প্রায় ১০ হাত। ইহার নাম 'শতধার স্তূপ'। ভিল্সা নগরেও শতধার নামে একটী স্তূপ আছে। ইহা দেখিয়া স্বচ্ছন্দে বুঝা যায় যে, ইহা একটী বৃহৎ বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ বটে। ইহার ২০০ হাত দক্ষিণে আর একটী ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। ইহার মধ্যে দেওয়াল ও থামের ভগ্নাংশ বিদ্যমান। ৩৩১ হাত উত্তরে এইরূপ আর একটী ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। এই উভয়ের মধ্যে ১৩১ হাত দীর্ঘ একটী পুষ্করিণী আছে। শতধার-স্তূপের অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী বৈষ্ণব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও দুইটী কূপ আছে।

ইহারই নিকটে 'বাতাসি-কা-থোড়িয়া' ও তাহার পূর্ব্বে 'বেনিয়ানী-কা-থোড়িয়া' নামে দুইটী ভগ্ন স্তূপ আছে, উভয়ের মধ্যে ৪০০ হাত ব্যবধান। বাতাসিকা-থোড়িয়া দৈর্ঘ্যে ১৩৩ হাত ও প্রস্থে ৮০ হাত। উভয় স্তূপই ইষ্টক এবং গাঁথিবার উপযুক্ত পাথরে পরিপূর্ণ। বেনিয়ানী-কা-থোড়িয়ার মধ্যে শৈব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহার ৪০০ হাত দক্ষিণপশ্চিমে আর একটী স্তূপ ও দুটী কূপ আছে।

গ্রামের উত্তরপ্রান্তে একটী বৃহৎ মন্দির আছে। এই মন্দির পূর্ব্বোক্ত স্তূপগুলির দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা বামনদেবের মন্দির, ইহার প্রতিমা ৩ হাত উচ্চ। যদিও মন্দির মধ্যে বামনের প্রতিমা আছে, কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারের উপর মধ্যস্থলে শিবমূর্ত্তি ও তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মা ও বামে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। মন্দিরটী ৪০ হাত লম্বা ও প্রস্থে ২৬ হাত। পশ্চিমাংশের মন্দিরগুলির ন্যায় ইহাতে তেমন কারু-কার্য্য নাই। এই মন্দিরগাত্রে কুটিল অক্ষরে অট্টা-লিকা-কারের নাম খোদিত আছে, সুতরাং বোধ হয় ইহা খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। ইহার পশ্চিমে ও দক্ষিণপশ্চিমে আর দুইটী ক্ষুদ্র মন্দিরের ভগ্না-বশেষ আছে। এই সমস্ত ভগ্নাবশেষ প্রায় ২০ হাত উচ্চ। এই মন্দিরের কিছু দূরে একখানি ভগ্নশিলালিপি পাওয়া যায়। ইহার ৭ম পংক্তিতে শ্রীহর্ষদেবের নাম আছে। ইনি যশোবর্ম্মার পিতা ও ধঙ্গদেবের পিতামহ। দশম

পংক্তিতে শ্রীক্ষিতিপালদেবনৃপতি নামে আর একটী নাম পাওয়া যায়। চন্দেলরাজগণের আর একটী নাম পাওয়া যায়। রাজার উল্লেখ নাই, সুতরাং বোধ হয় এই ব্যক্তি হর্ষদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র, অল্পদিন রাজত্ব করিয়া অপুত্রক অবস্থায় মরিয়া যাওয়ায় ইহার কনিষ্ঠ যশোবর্ম্মা রাজা হন, সুতরাং রাজতালিকায় ইহার নাম গণ্য হয় নাই।

গ্রামের পূর্ব্বপার্শ্বে একটী স্তূপের উপর একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। পূর্ব্বে ইহাকে ঠাকুরজী বা লক্ষ্মণজীউর মন্দির বলিত, কিন্তু এখন বিশেষ একটা নামে নির্দ্দেশ করে না। ইহা জোয়ার ক্ষেত্রের নিকট অবস্থিত বলিয়া 'জবার' নামেই খ্যাত। ইহার মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে।

খজুর সাগরের পূর্ব্বতীরে পুরাতন ইট ও পাথর দিয়া সম্প্রতি একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের বাহিরে ৪৫০ হাত উচ্চ একটী হনুমানমূর্ত্তি আছে। এই হনুমানের প্রতিমা হইতে ইহা হনু-মন্দির নামে খ্যাত। ইহার নিকট যে সকল ভগ্নপ্রস্তরাদি আছে, তন্মধ্যে একটী গদাধর মূর্ত্তি ও একটী অর্দ্ধসর্পদেহ নাগপুরুষের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

হনু-মন্দিরের অতি নিকটে খজুর-সাগরের পূর্ব্বতীরে কোণাকার চূড়াবিশিষ্ট একটী মন্দির আছে। ইহার মধ্যে একটী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি বিরাজিত। কিন্তু দ্বারের উপর গদাধর বিষ্ণুর মূর্ত্তি আছে। ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া অনুমিত হইয়াছে যে, ইহা পশ্চিমাংশের মন্দিরাদি হইতেও প্রাচীন এবং সম্ভবতঃ খৃঃ ৮ম।৯ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

দক্ষিণপশ্চিমে অধিকাংশ বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

ইহার মধ্যে ঘণ্টাই মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঘণ্টাই অর্থে কি বুঝায় তাহা কেহই জানে না। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন যাহা আছে, তাহাতে তাহা কোন একটী বৃহৎ মন্দিরের মহামণ্ডপ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ২৬ হাত ও প্রস্থ ১৩ হাত। নাটমন্দিরের ন্যায় কেবল থামের মাথায় ছাদ মাত্র আছে, কিন্তু থামের মধ্যে মধ্যে প্রাচীর ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। মধ্যস্থলের থামগুলি বালুপাথরে গঠিত, ইহাতে অতি সুন্দর কারুকার্য্য আছে। বাহিরের থামগুলি গ্রেণাইটপাথরে নির্ম্মিত এবং কারুকার্য্য হীন, এইগুলিতেই বোধ হয় প্রাচীরসংলগ্ন ছিল। বালুপাথরের চারিটী থাম অষ্টকোণী বেদীর উপর স্থাপিত। দ্বারের মাথায় মধ্যস্থলে এক চতুর্ভুজা স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রের ধর্ম্মমূর্ত্তি। বৌদ্ধজিনের মধ্যে ইনি সৃষ্টিকারিণী শক্তি। বেদীর উপর একটী বৃহদাকার উপবিষ্ট মূর্ত্তি আছে, তাহার নিম্নে বৌদ্ধমন্ত্র "যে ধর্ম্মহেতুপ্রভবা" ইত্যাদি লিখিত আছে। ইহা খৃষ্টীয় ৫ম।৬ষ্ঠ শতাব্দীর বর্ণমালা বলিয়া বোধ হয়। ইহার নিকট অনেকগুলি ভগ্ন জৈন মূর্ত্তি পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একটীর গাত্রে আদিনাথ মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার কথা খোদিত আছে। যে বর্ষ-সংখ্যা দেওয়া আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই লিপিখানি সম্বৎ ১১৪২ (১০৮৫ খৃষ্টাব্দে) খোদিত হয়। আদিনাথ-প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীবিবৎসা ও তাঁহার প্রধান স্ত্রীর নাম গোঠিনী পদ্মাবতী। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে অষ্টম শতাব্দীর প্রাচীন বুদ্ধমন্দির ১১শ শতাব্দীতে জৈনদিগের অধিকারে ছিল।

ঘণ্টাই মন্দিরে দুইটী নাম খোদিত আছে। একটী 'নেমিচন্দ্র' অপর 'স্বস্তিশ্রী সাধু'। ইহার অক্ষরাদি হইতে অনুমান হয় যে, ইহা ১১৫০ খৃষ্টাব্দ বা তৎপূর্ব্বে দশম শতাব্দীর মধ্যে খোদিত।

ইহার নিকটে পার্শ্বনাথের একটী মন্দির আছে। পার্শ্বনাথের এই প্রতিমা আধুনিক, কিন্তু এই মন্দির একটী প্রাচীন বৃহন্মন্দিরের গর্ভগৃহ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার দ্বারপথে বামদিকে এক উলঙ্গ পুরুষমূর্ত্তি, দক্ষিণে একটী উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি এবং দ্বারের মাথায় তিনটী উপবিষ্টা রমণীমূর্ত্তি আছে। মন্দির মধ্যে উলঙ্গ পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি এবং মন্দিরগাত্রে কতকগুলি তীর্থযাত্রীর বিবরণ খোদিত রহিয়াছে। ইহার বর্ণমালা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ন্যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দশমশতাব্দীতে প্রাচীন মন্দিরটী বর্ত্তমান ছিল।

ইহার নিকটে পার্শ্বনাথের আর একটী ও আদিনাথের একটী মন্দির আছে। মন্দির দুইটীর দ্বারের মাথায় এক একটী ক্ষুদ্র রমণী মূর্ত্তি আছে।

এই দিক্‌কার মন্দিরগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর মন্দিরের নাম জিননাথ-মন্দির। ইহার দৈর্ঘ্য ২০ হাত ও প্রস্থ ২০ হাত। ১৮৬০ সালে একজন জৈন-বণিক ইহার জীর্ণসংস্কার করিয়া দেন। মন্দিরটী মণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ এই তিনভাগে বিভক্ত। ইহার নাটমন্দিরের ছাদ বড় সুন্দর। তাহার কারুকার্য্য ও চিত্রবিচিত্র পুত্তলিকাদি এত সুন্দর যে, লিখিয়া উপলব্ধি করান যায় না। ইহার সিঁড়ির ধাপের সম্মুখভাগে একখানি পাথরে খোদিত সমুদ্রমন্থনের ছবি আছে। এই মন্দিরের বামদিকের বাজুতে খোদিত আছে, ধঙ্গরাজের রাজত্বকালে ১০১১ সম্বতে ভব্য পাহিল নামে এক ব্যক্তি এই মন্দিরের জন্য অনেকগুলি উদ্যান সমর্পণ করেন। দক্ষিণদিকের বাজুতে এইরূপ একটী ৩০এর যন্ত্রপূরক প্রকোষ্ঠ আছে।

৭	১২	১	১৪
২	১৩	৮	১১
১৬	৩	১০	৫
৯	৬	১৫	৪

ইহার যে দিক্ হইতে যোগ কর দেখিবে ৩৪ হইবে। জিননাথের মন্দিরে এক আধ পংক্তি খোদিতলিপি প্রায় ৭।৮ জায়গায় আছে।

ইহার নিকটে 'শেঠনাথ' বা শান্তিনাথ নামে একটী জৈন-মন্দির আছে। মন্দির অতি সামান্য ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির দ্বারা নির্ম্মিত ও চূণকাম করা। ইহার অভ্যন্তরে বড় অন্ধকার। তন্মধ্যে শান্তিনাথের প্রতিমা ঊর্দ্ধে ৯ হাত। প্রতিমার বেদীতে একটী খোদিত লিপি আছে, তৎপাঠে জানা যায় ১০৮৫ সম্বতে বা ১০১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীচন্দ্রদেব কর্ত্তৃক এই শান্তি-নাথের প্রতিমা নির্ম্মিত হয়।

ইহার নিকটে আর একটী ক্ষুদ্র প্রাচীন আদিনাথের মন্দির আছে। এই মন্দিরে বিশেষ কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই, কিন্তু ইহার নিকটে যে সকল ভগ্নাবশিষ্ট মূর্ত্তি, কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরের খণ্ড ও স্তম্ভাংশ পড়িয়া আছে, তাহা হইতে অনেক বিষয় জানা যায়। ইহার মধ্যে কতকগুলিতে খোদিতলিপি আছে। শম্ভুনাথ নামক একটী বেদীতে একখানি খোদিত লিপি আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মদনবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে ১২১৫ সম্বতে মাঘ মাসে সূর্য্যবংশীয় পাহিল্যপুত্র দণ্ডশ্রেষ্ঠী এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্ত্তিনির্ম্মিতার নাম রামদেব।

ঘণ্টাইমন্দিরের দক্ষিণে ও জৈন মন্দিরগুলির পশ্চিমে ১৩ হাত হইতে ১৬০ হাত উচ্চ একটী ভগ্ন স্তূপ আছে। ইহা ২ হাত লম্বা, ১৩০ হাত চৌড়া, উপরিভাগ প্রশস্ত ও সমতল। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দেখিয়া বোধ হয়, ইহা একটী বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ। ইহা হইতে ইষ্টকপ্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া নিকটেই একটী জৈন মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে অনেকগুলি জৈনমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

•গ্রামের দক্ষিণে তিনপোয়া পথ দূরে কুরার নালার তীরে দুইটী বৃহৎ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। একটী নীল-কণ্ঠ মহাদেবের মন্দির, অন্যটী কুন্‌বার মঠ। নীলকণ্ঠ মন্দিরের সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে কেবল গর্ভগৃহের প্রাচীর-গুলি দণ্ডায়মান। প্রকোষ্ঠের মাথায় মধ্যস্থলে শেষ ও উভয়পার্শ্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি আছে। মধ্যস্থলে লিঙ্গ-মূর্ত্তি নাই, কিন্তু তাহার অর্ঘ্যস্থান (বেদী) পড়িয়া আছে। নীলকণ্ঠ মহাদেব গৌর নামে অভিহিত। এই মন্দিরটীও চন্দেলদিগের অধিকার সময়ে দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কারণ মন্দির গাত্রে ১১৭৪ সম্বতে খোদিত এক তীর্থযাত্রীর নাম পাওয়া যায়।

কুন্‌বার মঠও একটী শিবমন্দির, ইহার দ্বারের মাথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে। অনেকে বলেন, কুন্‌বার শব্দ সংস্কৃত কুমার (কার্ত্তিকেয়) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কনিংহাম অনুমান করেন, ইহা কোন চন্দেল রাজকুমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। পশ্চিমাংশের মন্দিরগুলির ন্যায় ইহাও একটী পরম সুন্দর মন্দির। ইহার দৈর্ঘ্য ৪৪ হাত ও প্রস্থ ২২ হাত, ইহাও ঐ সকল মন্দিরের ন্যায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

খজুর-সাগরের তীরে ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটী কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার বেদীতেও দেবশ্রীশশসিংহের নাম পাওয়া যায়।

খজুরাহু গ্রামের ১॥০ মাইল দক্ষিণে জাটকরী গ্রামে কতকগুলি ভগ্ন স্তূপ ও ভগ্ন মূর্ত্তি আছে। উত্তরদিকে মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গের একটী মন্দির এবং ইহার দক্ষিণে একটী বিষ্ণুমন্দির ছিল; আরও একটু দক্ষিণে আর একটী বিষ্ণুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। তাহার গর্ভগৃহ বিদ্য-মান। গর্ভগৃহের দ্বারের উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তি আছে। অভ্যন্তরেও ২ হাত উচ্চ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। কারুকার্য্য দেখিয়া বোধ হয়, ইহাও চন্দেলদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দির।

খজুর-সাগর, শিবসাগর প্রভৃতি দীর্ঘিকার তীরে বড় বড় বৃক্ষতলে নিকটস্থ অধিবাসীরা ও জৈন তীর্থযাত্রীরা ভগ্ন স্তূপের মধ্য হইতে যে সকল মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী বৃহৎকায় হনুমানের মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। ইহার বেদীর গাত্রে সম্বৎ ৯২৫ (বা খৃষ্টীয় ৮৬৮ অব্দ) খোদিত আছে। কি খজুরাহু কি মহোবা কোথাও এতদপেক্ষা প্রাচীন বর্ষসংখ্যা পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অন্য কোন কথা খোদিত না থাকায় ইহা দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। বরাহ-মন্দিরের নিকট এইরূপ আর একটী চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি আছে। ছত্রপুরের মৃত রাজা প্রতাপসিংহের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তরাদি সংগ্রহের সময় ঐ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়।

যখন গজনীর মামুদ কালঞ্জর আক্রমণ করেন, তখন

চন্দেলবংশীয় গণ্ড বা নন্দরায় কালঞ্জরের রাজা। খজুরাহ তখন তাঁহার রাজধানী। গজনীর মামুদের ভয়ে তিনি খজুরাহ ত্যাগ করিয়া কালঞ্জরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে খজুরাহর অবনতির সূত্রপাত হয়। পরবর্ত্তী চন্দেল-রাজগণ মহোবা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে কুতবুদ্দীন মহোবা ও কালপী অধিকার করিলে পর চন্দেল-রাজগণ বরাবর কালঞ্জরে আশ্রয় লন। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইবন্-বতুতা এদেশে আসেন, তখন তিনি খজুরাহতে কেবল যোগী সন্ন্যাসীর আবাস দেখিয়াছিলেন। অকবরের সময় ইহা রীতিমত জঙ্গলে পরিণত হয়। কারণ আইন-ই-অকবরীতে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমেও ইহার সন্ধান কেহই জানিত না। ১৮১৮ সালে ফ্রাঙ্কলিনের মানচিত্রে ধ্বংসাবশিষ্ট কাজরো নামে ইহা প্রথম চিহ্নিত হয়। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসীরা শিবরাত্রির দিন এখানে যাতায়াত করিত। শিবরাত্রির সময় এখানে ২।৩ ক্রোশ জুড়িয়া লোকজন থাকিত। এখনও এইরূপ চলিতেছে।

খজুরি, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারাজেলার সকোলি তহসীলের অন্তর্গত একটী জমিদারী। অর্জ্জুনির ৩ ক্রোশ উত্তর। হলবা ও গন্দজাতি ইহার অধিবাসী। হলবাজাতীয় একজন ইহার জমিদার।

খজুরি বা কজুরি আল্লাদাদ, মধ্যভারতের অন্তর্গত ভূপাল রাজ্যের মধ্যে একটী জমিদারী। পিণ্ডারী দলপতি চিতুর ভ্রাতা রাজনখাঁ এই স্থান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রাপ্ত হন। রাজনখাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইলাহীবক্স এখানকার অধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র করিমবক্সের উপর ইহার শাসনভার পড়িয়াছে। ইনি তথায় নবাব বলিয়া খ্যাত।

খজুহা, উত্তরপশ্চিমের ফতেপুরজেলার ভিতর কোরা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৬°৩'১০" উঃ দ্রাঘি° ৮০°৩৩'৫০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ফতেপুর হইতে ১০॥০ ক্রোশ দূরে কোরা হইতে ফতেপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহারই উপর এই নগর। ইহাতে পিত্তল, তামা ও কাঁসার বাসনাদি প্রস্তুত হয়। বড় বড় পুরাতন মন্দিরের অনেক অংশ এখানে দেখা যায়। বাগ-বাদশাহী নামক একটী প্রকাণ্ড প্রাচীরবেষ্টিত বাগান আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে বারবারী ও গঙ্গাগিরি পুষ্করিণী। নগর মধ্যে একটী পুরাতন সরাইয়ের ফটক আছে। তাহার ভিতর দিয়া আগ্রা হইতে ইলাহাবাদ পর্য্যন্ত মোগল আমলের রাস্তা গিয়াছে। মদন-কাজলা নামক একটী পুষ্করিণী ও তৎসহ একটী শিবমন্দির আছে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে তথায় ভক্তদিগের একটী মেলা হয়। এখানে বিদ্যালয়, ডাকঘর ও থানা আছে। সপ্তাহে দুইবার করিয়া হাট বসে। লোকসংখ্যা ৩৪৯২। অধিবাসীর অধিকাংশই ব্রাহ্মণ।

খজুরাহি, অযোধ্যার হরদোই জেলার একটী নগর। হরদোই হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অধিবাসী অধিকাংশই গোঃচামার। ঠাঠেরাদিগকে তাড়াইয়া ইহারা এই স্থানে বাস করিয়াছে। এখানে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে।

খজ্যোতিঃ [স্] (পুং) খে আকাশে জ্যোতিরস্য বহুব্রীহি। খদ্যোত, জোনাকিপোকা।

খঞ্জ (ত্রি) বিকলপদ, খোঁড়া। পর্য্যায়—খোড়, খোল, খোর, খঞ্জক, খোট। ভাবপ্রকাশের মতে—

"বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্ যদা।
খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নোর্দ্বয়োর্বধাৎ ॥"

(ভাবপ্রকাশ মধ্যখ° ২।)

কটিদেশ আশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া উরুদেশস্থ কণ্ডরার (মহাস্নায়ুর) আক্ষেপ উৎপাদন করিলে সে ব্যক্তি খঞ্জ হয়। কর্ম্মবিপাকের মতে, যে ব্যক্তি অকারণে হরিণ বধ করে, পর জন্মে তাহাকে খঞ্জ হইতে হয়।

"হরিণে নিহতে খঞ্জঃ শৃগালেতু বিপাদকঃ।" (শাতাতপ)

সুশ্রুতের মতে গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ না করিলে গর্ভস্থিত সন্তান খঞ্জ হয়। (সুশ্রুত শারীর° ৩ অঃ) খঞ্জ শব্দ পাণিনীয় কড়ারাদি গণান্তর্গত, কর্ম্মধারয় সমাসে বিকল্পে ইহার পূর্ব্ব নিপাত হইয়া থাকে। যথা খঞ্জবাহুঃ, বাহুখঞ্জঃ। (কড়ারাঃ কর্ম্মধারয়ে। পা ২।২।৩৮।)

খঞ্জক (ত্রি) খঞ্জতি খঞ্জ-কর্ত্তরি ণ্বুল্ যদ্বা খঞ্জ-এব খঞ্জ-স্বার্থে কন্। খঞ্জ। (হেম°)

খঞ্জকারি (পুং) খঞ্জ-কস্য অরিঃ ৬তৎ। সুন্ন, চলিত কথায় খেঁসারী বলে।

খঞ্জখেট (পুং স্ত্রী) খঞ্জ-ইব খেটতি গচ্ছতি খিট্-অচ্। খঞ্জনপক্ষী। (শব্দমালা)

খঞ্জখেল (পুং স্ত্রী) খঞ্জ-ইব খেলতি খেল-অচ্। খঞ্জনপক্ষী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া খঞ্জখেলী শব্দ হইয়া থাকে।

খঞ্জতা (স্ত্রী) খঞ্জস্য ভাবঃ খঞ্জ-তল্-টাপ্। খঞ্জত্ব। "পদযজ্ঞয়োঃ সন্ধানে খল্লকো নাম তত্র রুজঃ স্তব্ধতা খঞ্জতা বা"

(সুশ্রুত শারীর° ৬ অঃ)

খঞ্জন (ক্লী) খজি ভাবে ল্যুট্। ১ বিকলগতি। (পুং) খজি-কর্ত্তরি ল্যু। ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষী। (Wagtail) পর্য্যায়—খঞ্জরীট, খঞ্জরীন, কাকচ্ছর্দি, খঞ্জখেল, ভাণ্ডীর, মুনিপুত্রক,

ভদ্রনামা, রত্ননিধি, খঞ্জখেট, গূঢ়নীড়, ভণ্ডক, চর, কাকচ্ছদ, নীলকণ্ঠ, কণাটীর, কণাটারক। ইহাদের কয়েকটী শ্রেণী আছে। কতকগুলি শাদা ও কতকগুলি কাল। কতকগুলির পুচ্ছ ফুটকি ফুটকি দাগবিশিষ্ট। ইহাদের চঞ্চু কাল, পদগুলি মাংসল ও শাদা। লম্বা প্রায় ১০ ইঞ্চি হইবে। ডানাগুলি ৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৫ হইতে ৬ ইঞ্চি, চঞ্চু ৳ ইঞ্চি হইবে। ছোট ছোট পক্ষীগুলির ফুটকি দাগ থাকে না। হিমালয় অঞ্চলে ইহাদিগকে অধিক দেখা যায়। আসাম, আরাকান ও ব্রহ্মদেশেও অনেক আছে। পুচ্ছ নাড়ায় ইহাদের বিশেষ শোভা হয়। পাহাড় হইতে যেখানে নদী বাহির হয় অথবা যেখানে জলপ্রপাত আছে, সেখানে এই পাখীগুলিকে প্রায়ই দেখা যায়। পথে একেলা বিচরণ করিতেছে এমন সময় তুমি গিয়া উপস্থিত হও, খঞ্জন অমনি উড়িয়া নদীর ধারে যাইবে, না হয় বনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। ইহারা ছোট ছোট পোকা ফড়িং ইত্যাদি ধরিয়া আহার করে। খঞ্জন প্রায়ই নির্জ্জনে একাকী থাকিতে ভালবাসে। কখন কখন ২।৩টী একত্র থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু অধিকক্ষণ নহে। শীঘ্রই তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া একটী অপরটীকে তাড়াইয়া দেয়। অন্যান্য পক্ষীর মত ইহারাও কাটি কুটা দিয়া আপনাদের বাসা নির্ম্মাণ করে। খঞ্জনপক্ষী পল্লিগ্রামেও দেখা যায়। খঞ্জনপাখীর প্রথম দর্শনে শুভাশুভ ফল বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে—

স্থূল ও উন্নত কণ্ঠ, যে খঞ্জনের গলা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে ভদ্র বলে, ইহার দর্শনে মঙ্গল হয়। যে খঞ্জনের মুখ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে সম্পূর্ণ বলে, ইহার দর্শনে আশা পূর্ণ হয়। যে খঞ্জনের গলায় কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুর মধ্যে শ্বেতবর্ণ দুই একটী বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দর্শনে আশা নিষ্ফল হয়, এই কারণে উহাকে রিক্ত বলে। পীতবর্ণ খঞ্জন দেখিলে ক্লেশ পাইতে হয়। সুমিষ্ট ও সুগন্ধি ফলযুক্ত বৃক্ষের উপরে, কোন পবিত্র জলাশয়ে, হাতী, ঘোড়া বা সাপের মাথায়, দালান, উপবন, হর্ম্ম্য, গোষ্ঠ, যজ্ঞগৃহ, হস্তিশালা বা অশ্বশালায় খঞ্জন দেখিতে পাইলে শ্রীবৃদ্ধি হয়। রাজা বা ব্রাহ্মণের নিকটে, ছত্র, ধ্বজ বা চামরাদির উপরে, দধিপাত্র, ধান্যপুঞ্জ বা পদ্মাদি-পরিশোভিত সরোবরে খঞ্জন দৃষ্ট হইলেও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পঙ্কের উপরে খঞ্জন দেখিতে পাইলে মিষ্টান্ন প্রাপ্তি, হরিতবর্ণ তৃণের উপরে দেখিতে পাইলে বস্ত্রলাভ এবং গাড়ীর উপরে খঞ্জন দৃষ্ট হইলে দেশের বিনাশ হয়। ঘরের চালে বা ছাদে খঞ্জন দেখিতে পাইলে অর্থনাশ, চর্ম্মে দেখিলে বন্ধন, অপবিত্র স্থানে দৃষ্ট হইলে রোগ হয়। কিন্তু মেষাদির পৃষ্ঠে খঞ্জন দেখিলে অল্পদিন মধ্যেই প্রিয়-সমাগম হইয়া থাকে। মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অস্থি, শ্মশান, গৃহকোণ, পর্ব্বত, প্রাচীর, ভস্ম বা কেশের উপরে খঞ্জন দৃষ্ট হইলে অমঙ্গল ও মৃত্যুভয় হইয়া থাকে। খঞ্জন পাখী যখন পক্ষ সঞ্চালন করিতে থাকে, তখন দেখিলে অশুভ হয়, কিন্তু নদীতে জলপান করিতে দেখিলে শুভ ফল হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়কালে খঞ্জন-দর্শন প্রশস্ত, অস্তকালে খঞ্জন-দর্শন শুভকর নহে। যাত্রাকালে খঞ্জন পাখী যে দিকে উড়িয়া যাইতে দেখা যাইবে, রাজা সেই দিকেই গমন করিবেন। এইরূপ যাত্রা করিলে শত্রু বশীভূত হয়। যে স্থানে খঞ্জনমিথুন দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে কোন নিধি লাভ হইবার সম্ভাবনা। খঞ্জনপাখী যেখানে বমন করে, তাহার নীচে কাচ থাকে এবং যেখানে পুরীষ পরিত্যাগ করে, তথায় অঙ্গার থাকে। মৃত, বিকল বা রোগযুক্ত খঞ্জন নিজ শরীরানুরূপ ফলপ্রদান করে। রাজা শুভস্থানে শুভ খঞ্জন অবলোকন করিয়া সুগন্ধি কুসুম ও ধূপযুক্ত অর্ঘ্য ভূমিতলে প্রদান করিবেন, তাহা হইলে সমস্ত মঙ্গল বৃদ্ধি পাইবে। অশুভ খঞ্জন দর্শন করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত মাংস না খাইলে অশুভ ফল হয় না। প্রথম খঞ্জন দর্শনের ফল সম্বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সময় মধ্যে আবার দর্শন হইলে সেই দিনই ফল হয়। (বৃহৎস° ৪৫ অঃ)

খঞ্জনরত (ক্লী) খঞ্জনস্যেব গোপ্যং রতম্। যতিগণের গোপনীয় রতি। (হারাবলী)

খঞ্জনা (স্ত্রী) খঞ্জন ইবাচরতি খঞ্জন-ভাচ্-ক্বিপ্-টাপ্। খঞ্জনের সদৃশ একপ্রকার মাদি পক্ষী, সর্ষপী।

খঞ্জনাকৃতি (স্ত্রী) খঞ্জনস্যেব আকৃতির্যস্যাঃ বহুব্রীহি। ১ পক্ষিবিশেষ, স্থানবিশেষে কাদাখোচা বলে। খঞ্জনস্য আকৃতিঃ ৭তৎ। ২ খঞ্জনের আকার।

খঞ্জনাসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত এক প্রকার আসন। পিঠে পাদুটী ও হাত দুইখানি ভূমিতে রাখিবে। পরে হাত পাতিয়া পৃষ্ঠদেশে দুই পা বক্র করিবে, এবং বায়ু পান করিতে থাকিবে, ইহাকে খঞ্জনাসন বলে। এই আসনে উপাসনা করিলে জয় হয়।

> "খঞ্জনাসনমাবক্ষ্যে যৎকৃত্বা সুস্থিরো ভবেৎ।
> পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং কৃত্বা হস্তৌ ভূমৌ প্রধাপয়েৎ ॥
> ভূমৌ হস্তদ্বয়ং নাথ পাতয়িত্বানিলং পিবেৎ।
> পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং বদ্ধা খঞ্জনেন জয়ী ভবেৎ ॥" (রুদ্রযামল)

খঞ্জনিকা (স্ত্রী) খঞ্জনস্যাকারোঽস্ত্যস্যাঃ খঞ্জন-ঠন্-টাপ্। ১ খঞ্জনাকার একপ্রকার মাদি পাখী, ইহাদের ঠোঁট দুইটী অতিশয় লম্বা, ইহারা সর্ব্বদাই কাদার উপরে থাকিতে ভাল-

বাসে, এই কারণে স্থানবিশেষে ইহাদিগকে কাদাখোচা বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হাপুত্রিকা, তুলিকা, ফোটিকা, সর্ষণী। (ত্রি) ২ খঞ্জনাকৃতি। (শব্দচন্দ্রিকা।)

খঞ্জনী, ভারতবর্ষীয় ক্ষুদ্র আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। চক্রাকারে খোদিত কাষ্ঠের একমুখে ছাগাদির চর্ম্ম আচ্ছাদন করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহা তিন চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান বিশেষে এই যন্ত্রকে খঞ্জরী বলে। কৃতী বাদকের নিকটে ইহার বাদ্য শুনিতে আমোদ আছে। [যন্ত্র দেখ।]

খঞ্জরী [খঞ্জনী দেখ।]

খঞ্জরীট (পুং) খঞ্জ-ইব ঋচ্ছতি ঋ গতৌ বাহুলকাৎ কীটন্। খঞ্জন।

খঞ্জরীটক (পুং) খঞ্জরীট এব স্বার্থে কন্। খঞ্জনপক্ষী।

খঞ্জরীটী (স্ত্রী) খঞ্জরীট জাতিত্বাৎ ঙীষ্। মাদি খঞ্জনপাখী।

খঞ্জবাহু (পুং) দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ ২৪০ অঃ)

খঞ্জা (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্তবিশেষ। শিখাবৃত্তের খণ্ডদ্বয় পরিবর্ত্তন করিয়া রচনা করিলে তাহাকে খঞ্জাবৃত্ত বলে। [শিখা দেখ।]

খঞ্জার (পুং) খঞ্জ-ইব ঋচ্ছতি ঋ-অচ্-যদ্বা খঞ্জতি কুটিলং গচ্ছতি খঞ্জ-আরন্। ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী পাণিনীয় অশ্বাদি গণান্তর্গত।

খঞ্জাল (পুং) খঞ্জি-কালন্। খঞ্জ ইব অলতি অল-অচ্ বা। ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী পাণিনীয় অশ্বাদি গণান্তর্গত, গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর ফঞ্ হয়।

খট্ (হিন্দী) রাগবিশেষ। বরাড়ী, আশাবরী, তোড়ী, ললিত, বহুলী, গান্ধার; অথবা সিন্ধুবী, ধানসী, তোড়ী, ভৈরবী, রামকিরি ও মল্লার যোগে উৎপন্ন। ইহার মধ্যম বাদী। কোন কোন মতে ইহা দীপকরাগের পুত্র। ইহা প্রাতে ১ দণ্ড হইতে ৫ দণ্ড মধ্যে গেয়। ইহার স্বরগ্রাম—

স ঋ গ ম প ধ নি স। (সঙ্গীতদা°)

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ষড়ানন কার্ত্তিকেয়ের মুখ হইতে এই রাগটী প্রথমে নির্গত হয়, এই কারণে ইহার নাম ষট্ বা খট্ হইয়াছে।

খট (পু) খট্-অচ্। ১ অন্ধকূপ। ২ কফ। ৩ টঙ্ক। ৪ শস্ত্রবিশেষ। ৫ লাঙ্গল। ৬ কতৃণ, গন্ধখড়। ৭ তৃণ। (অজয়পাল)

খটক (পুং) খট-বাহুলকাৎ বুন্। ১ ঘটক। পর্য্যায়—নাগবীট, টাক্কর, আক্রুর। ২ বক্রহস্ত, যাহার হাত বাঁকা। (শব্দমালা)

খটক, পঞ্জাবের অন্তর্গত কোহাট ও পেশবার জেলার মধ্যস্থ পর্ব্বতশ্রেণী। এই পর্ব্বতের উপর খটক (খড়ক) নামক একদল আফগান জাতীয় লোক বাস করে। এই পর্ব্বতমালাই পেশবার জেলার দক্ষিণসীমা এবং সফেদকো-(শ্বেতগিরি) শ্রেণী হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কোহাটের মধ্যে এই পর্ব্বতমালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরে বিভক্ত, মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি অনুর্ব্বর উপত্যকা আছে। তেরিতোই নদী এই পর্ব্বত মালাকে উত্তর ও দক্ষিণভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। দক্ষিণভাগে নারি, বাহাদুরখেল ও খড়ক প্রদেশের বিখ্যাত লবণখনি ও উত্তরভাগে মলগিণ ও জত্ত প্রদেশের খনি আছে। কোহাটের মধ্যবর্ত্তী সোয়ামাই-শির নামক সর্ব্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা ২১৯০ হাত। যে ভাবে বরফ বা তুষারশিলা পর্ব্বতগাত্রে জমিয়া যায়, সেই ভাবে এই পর্ব্বত মালার পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে প্রস্তরবৎ লবণ জমে। পাথর কাটিবার প্রণালীতে এই লবণ কাটিয়া লইতে হয়। এরূপ বৃহৎ প্রস্তরাকার লবণক্ষেত্র পৃথিবীতে আর নাই। এই লবণের বর্ণ নীলাভ ধূসর কিন্তু গুঁড়াইলে শাদা হয়। পঞ্জাব, আফগানিস্থান এবং অন্যান্য দেশে এই লবণ রপ্তানি হয়। জও নামক স্থানে এই লবণের কারখানার প্রধান আড্ডা আছে।

পেশবারের মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম 'জওলা শির', ইহার উচ্চতা ৩৪০৬ হাত। এই পর্ব্বতশ্রেণীই কাকাখেল নামক মুসলমান জাতির বাসস্থান। এইখানেই কাকাসাহেবের কবর আছে। কাকাখেল জাতি খটকজাতীয় রহিমসেখ নামক সর্দ্দারের বংশধর। ইহারা মধ্যভারত পর্য্যন্ত ব্যবসা করিতে যায় এবং লোকেরা ইহাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানে। জওলাশির পর্ব্বতের নিকট চরট নামক গ্রীষ্মনিবাস। মীরকলান গিরিপথ এই পর্ব্বতশ্রেণীতে অবস্থিত। আপাততঃ এখানে সৈন্য গমনাগমনের জন্য একটী প্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতে শ্লেটপাথর যথেষ্ট পাওয়া যায়। খটক প্রদেশ অকোরা ও টেরি এই দুইভাগে বিভক্ত। এই দুইভাগে দুইজন সর্দ্দার আছে। ইহারা ইংরাজরাজের বশীভূত, কিন্তু স্বাধীন।

খটকর ভীমগঞ্জ, রাজপুতানার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার উত্তরপূর্ব্বে পর্ব্বতশ্রেণী মাইজ নামক নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই গ্রামের ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে নানাবিধ পুরাতন ভগ্নমন্দির দেখা যায়। পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে যেটী আছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ এই স্থানেই পুরাতন নগর ছিল। কিন্তু নদী পশ্চিমবাহিনী হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়া খটকর গ্রামটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নদীর বক্র গতিতে পর্ব্বতটী এই স্থলে খণ্ড খণ্ড পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। এই সকল স্থান এখন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। গ্রামের দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে তিনটী প্রস্তর-

নির্ম্মিত নূতন মন্দির আছে। নূতন মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণু-মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে জৈনদিগের নির্ম্মিত পার্শ্ব-নাথ দেবের একটী মন্দির আছে। উত্তরপূর্ব্বদিকে দুইটী মন্দির ও যাত্রীদিগের বাসভবন আছে, উহাকে ভিন্ন-দওয়ালী বলে। এই স্থানে পাহাড়ের মধ্যে গুহাপথ। একটী দ্বার দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে হয়। লোকে বলে এই পথ দিয়া দশ ক্রোশদূরবর্ত্তী পালি নামক গ্রামে যাওয়া যায়। ভীমগঞ্জ একটী স্বতন্ত্র গ্রাম, খটকরের নিকট বলিয়া উভয় স্থান খটকরভীমগঞ্জ বলিয়া খ্যাত।

খটিক, বেহার অঞ্চলের জাতিবিশেষ, ইহাদের মধ্যে খটিক ও ধর্ম্মদাসী এই দুই শ্রেণী আছে। ইহারা সকলে কাশ্যপ গোত্র। কন্যা-সন্তানের বিবাহ ৫ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে হইয়া থাকে। সপিণ্ড পাঁচ পুরুষের মধ্যে আদান প্রদান চলে না। কোন স্থানে বিবাহ সম্বন্ধ হইলে গ্রামের মণ্ডল বা পঞ্চায়তকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বিবাহ কোন সম্বন্ধ দোষে বাধে কিনা। তাহারা কোন দোষ না দেখিলে ও বিবাহে মত দিলে তবে ঘরদেখি বরদেখি হয় এবং পান সুপারি ও মিষ্টান্ন দানগ্রহণ হইয়া থাকে। বরের পক্ষ হইতে কন্যার বাটীতে বস্ত্র, বাসন ও একটী টাকা পাঠান হয়। ইহাকে তিলক-দান কহে। তিলকদানের পর ব্রাহ্মণ আসিয়া বিবাহের দিনস্থির করিয়া দেন। তাহার পর যথারীতি বিবাহ হয়। বিবাহে খটিকজাতীর বৈরাগী ব্রাহ্মণের কার্য্য করেন। দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের বিধান নাই। তবে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। পঞ্চায়তদিগের অনুমতি লইয়া বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মও আছে। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আইন অনুসারেই খটিকেরা চলে। বুধবার দিবসে বন্দি ও মিরা নামক দেবতার নিকট ইহারা ছাগ বলি দেয়, উভয়কে পিষ্টক ও মিষ্টান্ন আদি নিবেদন করে। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণ কিছু করেন না, বৈরাগী দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা হয়। বেহারের মধ্যে অধিকাংশের বাস। তবে সাঁওতাল-পরগণা, হাজারিবাগ ও লোহাডাঙ্গায়ও অনেক খটিক দেখিতে পাওয়া যায়।

খটকামুখ (পুং) তীর ছুড়িবার সময় হাতের বক্রভাব। (ত্রি) যে তীর ছুড়িবার জন্য হাত বক্র করিয়াছে।

খটক্কিকা (স্ত্রী) খিড়কীদ্বার।

খটখাদক (পুং) ১ ভক্ষক। ২ কাচপাত্র। ৩ শৃগাল। ৪ জন্তু-ভেদ। ৫ কাক।

খটাঙ্গ, বীরভূম জেলার একটী পরগণা। ইহার অধিকাংশই জঙ্গল, কিন্তু সমতল। যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানে বেশ লোকের বাস আছে। পরগণার পশ্চিমভাগে পাহাড়শ্রেণী, উত্তরদিকেও ছোট ছোট পাহাড়ের অংশ ও জঙ্গল, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে স্থানে স্থানে উর্ব্বরা ভূমি। এখানে চাউল, যব, ইক্ষু, জনার, তুঁত ও পান ইত্যাদি জন্মে। আম, কাঁঠাল, তাল, বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রচুর। স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহা হইতে ক্ষেত্রে জল দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত উচ্চ ভূমি থাকে। সেই জল নিম্ন ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। ময়া নদী ইহার ঠিক মধ্যভাগে প্রবাহিত। গ্রীষ্মকালে ইহাতে এত অল্প জল থাকে যে, লোকে চলিয়া পারাপার হয়। সিউড়ী, কুমাইপুর ও পুরন্দরপুর এই পরগণার প্রধান নগর। তন্মধ্যে সিউড়ী সমগ্র বীরভূমের প্রধান নগর। সিমুলিয়া, হরিশকোপা ও বিষ্ণুপুর নামক কয়েকটী গ্রামে নীলের কুঠী ছিল। পরগণার ভিতর দিয়া কএকটী প্রধান রাস্তা গিয়াছে, একটী বহরমপুর হইতে সিউড়ী দিয়া বড় রাস্তার উপর মিলিত হইয়াছে। একটী সিউড়ী হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটী সিউড়ী হইতে ভাগীরথী-কূলস্থ জঙ্গিপুর ও চতুর্থটী দেবগড় পর্য্যন্ত গিয়াছে।

খটিকা (স্ত্রী) খট-অচ্-টাপ্ সংজ্ঞায়াং কন্ অত ইত্বং। ১ লেখন-সাধনদ্রব্যবিশেষ, খড়ি। ২ কর্ণচ্ছিদ্র। ৩ বীরণ, বেণার মূল। (বিশ্ব)

খটিনী (স্ত্রী) খট বাহুলকাৎ ইনি ঙীপ্ চ। লেখনসাধন-দ্রব্যবিশেষ, খড়ি। (রাজনি°)

"ন পতন্তি খটিনী সমস্রমা যস্ত মহদ্গণনায়াং" (হিতোপদেশ)

খটী (স্ত্রী) খট-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। লেখনসাধন-দ্রব্য-বিশেষ, খড়ি। (ত্রিকাণ্ড°) [খড়ি দেখ।] (দেশজ) ২ ইটের আড়ত।

খটৌরি, সাঁওতাল পরগণার কৃষিজীবী একটী জাতি।

খট্টন (ত্রি) খট্ট কর্ম্মণি-ল্যুট্। খাট, খর্ব্ব। (হেম°।)

খট্টা (স্ত্রী) খট্ট-টাপ্। খট্বা। (শব্দচন্দ্রিকা)

খট্টাশ (পুং স্ত্রী) খট্টঃ সন্ অশ্নুতে অশ-ব্যাপ্তৌ অচ্। বন-জন্তুবিশেষ। পর্য্যায়—গন্ধোতু, বনবাসন, খট্টাশী, বনাখু, বনখা, শালি, পূয়ালক। (দুর্গাদাস।)

ইহারা নকুলজাতীয় পশু। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদিগকে 'খটাশ', 'গন্ধগোকুল', 'গন্ধগোলা', 'পদ্মগোলা', ও 'বাগদোস্' এবং ইংরাজিতে ইহাদিগকে 'সিভেটক্যাট' (Civet cat) বলে।

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদেরা নকুলজাতীয় (*Fam.* Viverridæ) জীবের মধ্যে ইহাদিগকে নকুলশাখার (*Sub. Fam.* Viverrinæ) মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এই শাখার মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ

আছে, তন্মধ্যে খট্টাশ শ্রেণীই প্রধান। ইহার আকার বিড়াল অপেক্ষা দীর্ঘ, পা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, উদ্বামুখার ন্যায় মুখ সরু, কাণ ছোট, চক্ষুঃ সতেজ, শরীর মাংসল, গায়ের লোম ক্ষুদ্র ও বেজীর লোমের ন্যায় অল্প পীতবর্ণ, তাহার উপর নানাপ্রকার রেখা আছে। বিড়ালের মত ইহাদের মুখের দুইপার্শ্বে মোটা মোটা লোম হয়। ইহাদের লাঙ্গুল অপেক্ষাকৃত লোমশ, এজন্য সর্ব্বদা ফুলিয়া থাকে। লাঙ্গুল দেহের উচ্চতা অপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়া বক্রাগ্র। ইহাদের মুষ্ক-স্থানে স্বতন্ত্র একটী চর্ম্মকোষ আছে, এই কোষে মৃগনাভির ন্যায় একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য সঞ্চিত হয়। বিড়ালের ন্যায় দিবালোকে ইহাদেরও চক্ষুর তারা সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। ইহারা রাত্রিচর মাংসাশী।

খট্টাশ ত্রিবিধ—বঙ্গদেশীয়, মলবারীয় ও মলক্কাদ্বীপীয়।

১ বঙ্গদেশীয় খট্টাশের ইংরাজী প্রাণীতত্ত্বোক্ত নাম Viverra Zibetha or Bengalensis, হিন্দীতে ইহাদিগকে 'খটাশ', নেপালে 'নিট-বিড়ালু', নেপাল-তরাই প্রদেশে 'ভ্রাণ', ভুটানে 'কুঙ্গ', লেপচারা, 'সফিওঙ্গ' আর ইংরাজীতে Zibt or Large Civet cat বলে।

ইহাদের গাত্রবর্ণ পীতাভ বা তুষারাভ ধুসর, ইহাদের গায়ে কাল কাল দাগ ও ডোরা আছে; ইহাদের গলা শাদা, তাহার উপর একপার্শ্ব হইতে অপরপার্শ্ব পর্য্যন্ত শাদার পর কাল, কালর পর শাদা এইরূপে সাজান ৪টী ডোরা আছে। উদরাদির বর্ণ শাদা ও লাঙ্গুলে ৬টী কাল বেড় আছে, ঘাড়ের উপর দিয়া গলা পর্য্যন্ত লোম কিছু বড় বড় হয় ও এই সকল লোম বিরল।

ইহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩৩ হইতে ৩৬ ইঞ্চি, লাঙ্গুলের দৈর্ঘ্য ১৩ হইতে ২০ ইঞ্চি।

বাঙ্গালায় ইহাদিগকে অধিকাংশস্থলে 'গন্ধ-গোকুলা' বলে। নেপাল, সিকিম, কটক, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; দাক্ষিণাত্যেও ইহাদিগকে দেখা যায়, কিন্তু মলবার উপকূলে মলবারীয় শ্রেণীর খট্টাশই বেশী। আসাম, ব্রহ্ম, দক্ষিণ চীন ও মলয় প্রদেশেও এই জাতীয় খট্টাশই দেখা যায়। ঘাট ও পর্ব্বতমালায় এই শ্রেণীরই একটী শাখা দেখা যায়; য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা তাহাদিগের Viverra Rasse নাম দিয়াছেন। ইহাদের গাত্রবর্ণ কিছু গাঢ় হইয়া থাকে ও ডোরাগুলি অধিক স্পষ্ট হয়, তৃণ ও গুল্মাচ্ছাদিত বনে ও নদীর বাঁধের উপর ইহারা বাস করে। ইহারা গৃহপালিত পক্ষী, মৎস্য, কাঁকড়া ও কীটাদি খায়। শীকারী কুকুরে ইহাদের গন্ধ পাইলে অন্য সকল শীকার ত্যাগ করিয়া ইহাদিগকেই ধরিতে ছুটে। ইহারা বেশী ভীত হইলে জলে পড়িয়া প্রাণরক্ষা করে।

২ মলবারীয় খট্টাশের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Viverra Civetina, ইংরাজেরা সামান্যতঃ ইহাদিগকে Malabar Civet-cat বলে। ইহাদের মাথার মধ্যস্থল হইতে বড় লোম জন্মে না, কাঁধের নিকট জন্মে। ইহাদের বর্ণ ঈষৎ ধুসর, গলার দুইপাশে দুটী ত্যারচা শাদা দাগ, গালের উপরও দুইটী কাল দাগ ও গায়ের রং কাল হয়। ইহাদের বর্ণের ঈষৎ তারতম্য ও গলার শাদা দাগ দুইটী থাকাতেই বঙ্গ-দেশীয় খট্টাশ হইতে ইহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়। মলবার উপকূলে ও কুমারিকা অন্তরীপে ইহাদের বাস। ইহারা ঘন বনে ও নিম্নভূমিতে বাস করে। ত্রিবাঙ্কুড়ে ইহাদের সংখ্যা অধিক। মলয়দ্বীপে ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইহাদের এক শাখা আছে, পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা তাহাদিগকে Viverra Tangalunga এবং আফ্রিকায় যে শ্রেণী দেখা যায়, তাহাদিগের Viverra Civetta নাম দিয়াছেন।

৩ মলক্কাদ্বীপীয় খট্টাশ (Viverra Malaccensis)—ইংরাজেরা সামান্যতঃ ইহাদিগকে Lesser Civet-cat বলে। হিন্দীতে ইহাদিগকে 'মুষ্কবিল্লি' বা 'কস্তুরী'; বাঙ্গালায় 'গন্ধগোকুল', করাচীদেশে 'পিনাগিনবেক'; তৈলঙ্গীরা 'পুনা-গুপিল্লি' ও নেপালে 'বাগ-নেউল' বলে।

ইহাদের গাত্রবর্ণ তরল ধুসরাভ পিঙ্গল। ইহাদের পৃষ্ঠে ও পাছায় আড়ভাবে রেখা হয় ও পার্শ্বে সারি সারি বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে। ইহাদের মস্তকের বর্ণ অধিক কৃষ্ণাভ ও কাণ হইতে ঘাড় পর্য্যন্ত ডোরা কাটা। লাঙ্গুল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও তাহাতে ৮।৯টা বেড়। এই জাতীয় খটাশ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বস্থলে, সিংহলে, আসামে, ব্রহ্মে ও ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপাবলীতে মাটির গর্ত্তে, পর্ব্বতগহ্বরে ও নিবিড় ঝোপে বাস করে। ইহারা প্রায়ই একলা শীকার খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহারা পক্ষী, পক্ষীডিম্ব, সর্প, ভেক ও কীটাদি ভক্ষণ করে, সময়ে ফল-মূলাদিও খায়। নেপালে পাহাড়ীরা ইহাদের মাংস খায়।

খটাশের স্ত্রীজাতির স্তন ৬টী। একবারে ৫।৬টী শাবক হয়। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে ইহাদের শাবক জন্মে। ইহারা পোষ-মানে, কিন্তু যবদ্বীপের খটাশগুলা পোষমানে না।

ইহাদিগকে পুষিয়া ভারতীয়েরা সপ্তাহে দুইবার গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ করে। ইংলণ্ডে এই পশুকে একটা বাক্সে বন্ধ করিয়া কাঠের চামচ দিয়া গন্ধ চাঁচিয়া লয়। কবিরাজেরা ঐ গন্ধদ্রব্য পাকতৈলাদিতে ব্যবহার করে, ইহাতে ভেজাল মিশাইয়া অতি

সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করে। এই গন্ধদ্রব্য দেখিতে ঠিক গলিত মোমের মত।

ইহাদিগকে শীকার শিখাইলে পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ও বৃক্ষাদি হইতে পক্ষী ও পক্ষীশাবকাদি শীকার করিয়া আনে।

[গন্ধগোকুল দেখ।]

খট্টাস (পুং, স্ত্রী) খট্টাশ-পৃষোদরাদিবৎ শকারস্য সত্বং। [খট্টাশ দেখ।]

খট্টি (পুং) খট্ট-ইন্। শবযান, শববহনার্থ খাট, মড়ার খাট।

খট্টিক (ত্রি) খট্টনমাবরণং খট্টঃ স শিল্পমস্যেন অস্যাস্য ঠন্। যে ব্যক্তি জাল প্রভৃতি দ্বারা পাখী মারে, ব্যাধ, শাকুনিক, পাখিমারা।

খট্টিকা (স্ত্রী) খট্টা স্বার্থে স্বল্পার্থে বা কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ ক্ষুদ্র খট্টা। পর্য্যায়—নিষট্যা, সন্দী, আসন্দী। ২ শবযান, মড়ার খাট। ৩৪।৪০

খট্টেরক (ত্রি) খট্ট বাহুলকাৎ কর্ম্মণি এরক। খর্ব্ব। (শব্দমালা)

খট্‌তালী, ঘনযন্ত্রবিশেষ। [যন্ত্র দেখ।]

খট্‌তোড়ী, খট্ ও তোড়ীযোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

খট্‌যোগিআ, খট্ এবং যোগিআ যোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ।

খট্বা (স্ত্রী) খটাতে কাঙ্‌ক্ষ্যতে শয়নার্থিভিঃ খট্ কন্ (অশূপ্রুষি-লটি কণি খটি-বিশিভ্যঃ কন্। উণ্ ১।১৫১)। কাষ্ঠাদি রচিত শয্যাধার, পর্য্যঙ্ক, খাট। পর্য্যায়—শয়ন, মঞ্চ, পল্যঙ্ক, তল্প, শয়। যুক্তিকল্পতরু নামক সংস্কৃত গ্রন্থে খট্বা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

খট্বা যে চারিখানি কাঠের উপরে নির্ভর করিয়া অবস্থান করে, তাহাকে চরণ (পায়া) বলে। মাথার দিকের কাঠের নাম বুপধান, অধঃস্থ কাঠের নাম নিরূপক এবং উভয় পার্শ্বে যে দুইখানি কাঠ থাকে, তাহাকে আলিঙ্গন বলে। আলিঙ্গন দুইটী ৪ হাত পরিমাণ করিতে হয়, নিরূপক ও বুপধান তাহার অর্দ্ধ এবং চরণ তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ প্রস্তুত করিবে। এইরূপ খট্বায় সর্ব্বসমেত ১৬ হাত কাঠ থাকে বলিয়া ইহাকে ষোড়শিকা বলে। ইহা সকল বিষয়েই শুভপ্রদ। আলিঙ্গন ৪।।০ হাত, বুপধান ও নিরূপক ২।।০ হাত এবং চরণ চারিটী ১ হাত পরিমাণ করিলে সেই খট্বাকে সর্ব্বাষ্টদশিকা বলা যায়। ইহা সকল অভীষ্ট পূরণ করে। যে খট্বার আলিঙ্গন ২টী ৫ হাত, বুপধান ও নিরূপক ৩ হাত এবং চরণের পরিমাণ ১ হাত তাহাকে সর্ব্ববিংশতিকা বলে। ইহাও ভাল। যে খট্বার আলিঙ্গন ৫।।০ হাত, বুপধান ও নিরূপক তাহার অর্দ্ধ এবং চরণ তাহার অর্দ্ধপরিমাণ তাহাকে সর্ব্বদ্বাবিংশিকা বলে। ইহা সর্ব্বসম্পৎ প্রদান করে। আলিঙ্গন ৬ হাত, বুপধান ও নিরূপক ৩ হাত, এবং প্রত্যেক পায়া ১ হাত করিলে সেই খট্বাকে চতুর্ব্বিংশতিকা বলে। ইহাতে শয়ন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হয়। যে খট্বার আলিঙ্গন ৭ হাত, বুপধান ও নিরূপক ৩ হাত, পায়া ১।০ হাত তাহাকে সর্ব্বষড়্‌বিংশিকা বলে। ইহা সর্ব্বভোগ প্রদান করে। যাহার আলিঙ্গন ৭।।০ হাত, বুপধান ও নিরূপক ৩।।০, পায়া ১।।০ হাত, তাহাকে সর্ব্বাষ্টবিংশিকা বলে। যে খট্বার আলিঙ্গন ৮, বুপধান ও নিরূপক ৪ এবং পায়া ১।।০ হাত তাহাকে সর্ব্বত্রিংশিকা বলে। এই কএক প্রকার খাটের মধ্যে সর্ব্বষোড়শিকা খট্বা সকলেরই মঙ্গলকর। ভোজরাজ এই আট প্রকার খট্বাকে যথাক্রমে মঙ্গলা, বিজয়া, পুষ্টি, ক্ষমা, তুষ্টি, সুখাসন, প্রচণ্ডা ও সর্ব্বতোভদ্রা এই আটটী নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

বৃহৎসংহিতার মতে পিয়াসাল, দেবদারু, গাব, শাল, কাশ্মরী, অঞ্জন, পদ্মক, শাক এবং শিংশপা বৃক্ষ প্রশস্ত, ইহাদের কাঠে খাট প্রস্তুত করিবে, কিন্তু যে বৃক্ষ বজ্রপাতে নিহত, জল, বায়ু বা হস্তী কর্ত্তৃক নিপাতিত, যাহাতে মৌচাক বা পাখীর বাসা আছে, সেই বৃক্ষ প্রশস্ত নহে। এ ছাড়া যজ্ঞস্থান, শ্মশান, পথ, মহানদীর সঙ্গমস্থান বা দেবমন্দিরে উৎপন্ন, কণ্টকযুক্ত এবং যে বৃক্ষ কাটা হইলে দক্ষিণ বা পশ্চিমদিকে পতিত হয়, তাহাও প্রশস্ত নহে। যে সকল বৃক্ষকে অপ্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সকল বৃক্ষনির্ম্মিত খাট বা অন্যপ্রকার আসন ব্যবহার করিলে কুলনাশ, ব্যাধি, ভয়, ব্যয় ও কলহ প্রভৃতি নানা রকমের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। (বৃহৎস° ৭৯ অঃ)

২ সুশ্রুতোক্ত চতুর্দ্দশ ব্রণবন্ধের অন্তর্গত একপ্রকার। হনুপ্রদেশে, গণ্ডদেশে এবং ললাটে খট্বা নামক বন্ধন বিধেয়। (সুশ্রুত, সূত্র° ১৮ অঃ।) ২ প্রেঙ্খা। (অমরটী°) ৪ কোলশিম্বী। (রাজনি°)

খট্বাকা (স্ত্রী) খট্বা-স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বস্যাতঃ অকারাদেশশ্চ। (আদাচার্য্যাণাম্। পা ৭।৩।৪৯।) খট্বা। ২ অল্পার্থে কন্। ২ ক্ষুদ্র খট্বা, ছোট খাট। *। খট্বাশব্দের উত্তর কন্ হইলে খট্বাকা, খট্বিকা ও খট্বকা এই তিনটী রূপ হয়।

খট্বাঙ্গ (ক্লী) খট্বায়া অঙ্গং ৬তৎ। ১ খাটের পায়া। ২ শিবের অস্ত্রবিশেষ। "খট্বাঙ্গবরধারকঃ" বটুকস্তব।

(পুং) খট্বাঙ্গ ইত্যাখ্যা যস্য। ৩ একজন রাজা। ভাগবতের মতে ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশ্বসহের পুত্র। এক সময় দেবতাদের কোন উপকার করিয়া তাহাদের নিকট নিজের পরমায়ুর কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে জানিতে পারেন যে জীবনের মুহূর্ত্তমাত্রই অবশিষ্ট আছে।

খট্বাঙ্গ সেইদণ্ডেই হরির শরণাপন্ন হন। (ভাগবত ৯।৯।৩২) কিন্তু হরিবংশের মতে ইনি বিশ্বসহের পুত্র নহেন, সূর্য্যবংশীয় রাজা অংশুমানের পুত্র এবং দিলীপ নামে পরিচিত। (হরিবংশ ১৫ অঃ।) (ক্লী) ৪ খট্বাঙ্গের সদৃশ একপ্রকার পাত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে যাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাকে এই পাত্র লইয়া ভিক্ষা করিতে হইবে।

"এককালন্তু ভুঞ্জীত চরন্ ভৈক্ষ্যং স্বকর্ম্মকৃৎ।

কপালপাণিঃ খট্বাঙ্গী ব্রহ্মচারী সদোত্থিতঃ ॥" (ভারত ১২।৩৫ অঃ)

খট্বাঙ্গধর (পুং) খট্বাঙ্গং ধবতি খট্বাঙ্গ ধৃ-অচ্। ১ শিব। (ত্রি) ২ যে খট্বাঙ্গ ধারণ করে, খট্বাঙ্গধারী। খট্বাঙ্গভৃৎ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

খট্বাঙ্গমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত একটী মুদ্রা। ডানহাতের পাঁচটী আঙ্গুল মিলিত করিয়া উর্দ্ধভাগে উন্নত করিবে, ইহাকে খট্বাঙ্গমুদ্রা বলে। এই মুদ্রা দেবতার অতিশয় প্রীতিপ্রদ।

"পঞ্চাঙ্গুলো দক্ষিণস্য মিলিতা হ্যূর্দ্ধমুন্নতাঃ।

খট্বাঙ্গমুদ্রা বিখ্যাতা দেবস্য সুপ্রিয়া মতা ॥" (রুদ্রযামল)

খট্বাঙ্গবন (ক্লী) নিত্যকর্ম্মধা°। একটী বনের নাম।

"অহং হি খট্বাঙ্গবনে নারদেন সমাগতঃ।" (হরিবংশ ৭৯ অঃ)

খট্বাঙ্গী [ন্] (পুং) খট্বাঙ্গং অস্ত্রবিশেষো যস্যাস্তি খট্বাঙ্গ-ইনি। ১ শিব। (হারাবলী।) (ত্রি) খট্বাঙ্গং তৎসদৃশ-পাত্রবিশেষঃ যস্যাস্তি খট্বাঙ্গ-ইনি। ২ প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে ব্যক্তি খট্বাঙ্গ সদৃশপাত্র ধারণ করে।

"খট্বাঙ্গী চিরবাসা বা শ্মশ্রুলো বিজনে বনে।

প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং অব্দমেকং সমাহিতঃ ॥" (মনু ১১।১০৫)

খট্বাঙ্গী (স্ত্রী) সহ্যাদ্রির নিকটস্থিত একটী নদী। (হরিব° ৯৬অঃ)

খট্বারূঢ় (ত্রি) নিন্দার্থে নিত্যসমাসঃ। ১ জাল্ম, নিন্দিত।

"খট্বারূঢ়ো জাল্মঃ নিত্য সমাসোঽয়ং নহি বাক্যেন নিন্দাগমাত্তে" (সি° কৌ° ২।১।২৬) ২ উৎপথ প্রস্থিত।

"বৃত্তস্থং পাত্রে সমিতৈঃ খট্বারূঢ়ঃ প্রমাদবান্।" (ভট্টি)

'খট্বারূঢ় উৎপথপ্রস্থিতঃ' (জয়মঙ্গল)।

খট্বিকা (স্ত্রী) খট্বা স্বার্থে কন্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। ১ খট্বা। ২ ক্ষুদ্র খট্বা। [খট্বাকা দেখ।] ৩ খট্বাবিশেষ।

"ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং চতুঃষড়ষ্টকোণিকাঃ।

খট্বিকাঃ সুখসন্তুত্যৈ শুক্লরক্তাসিতাম্বরাঃ ॥" (যুক্তি কল্পতরু)

খড় (ক্লী) খডতে ছিদ্যতে ধান্যে পক্বে সতি, চুরাদি খড় ধাতো র্ণিজভাব পক্ষে অপ্। ১ তৃণবিশেষ, ধান্য কাটিয়া লইয়া যে তৃণ অবশিষ্ট থাকে। (পুং) ২ পানকবিশেষ, পানা। সুশ্রুতের মতে এই পানা ভোজনকালে পাথরের পাত্রে করিয়া খাইতে হয়। (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অঃ)

৩ ঋষিবিশেষ। পাণিনীয় অশ্বাদিগণান্তর্গত, গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর ফঞ্ প্রত্যয় হয়।

খড়ক (ক্লী) খড়-সংজ্ঞায়াং কন্। স্থাণু।

"স্থাণুঃ খড়কমুচ্যতে" (কাত্যাঃ শ্রৌ° সূ° ১৪।৩।১২ কর্ক।)

[খটক দেখ।]

খড়কিকা (স্ত্রী) খড়ক্ ইত্যব্যক্তং শব্দং করোতি খড়ক্ কৃ-ড গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। পক্ষদ্বার। (হারাবলী।) খিড়কী দুয়ার।

খড়কী (খড়ক্কী শব্দজ) খিড়কী, পক্ষদ্বার।

খড়কী বা কির্কী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুণা-জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৮°৩৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩°৫৪´ পূঃ। পুণা হইতে উত্তরপশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়েয়ের একটী ষ্টেশন আছে। লোকসংখ্যা ৭২৫২ তন্মধ্যে ৪৯৩৭ জন হিন্দু। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই নবেম্বর এইখানে মহারাষ্ট্রাধিপ পেশবা বাজিরাওর সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়। খড়কি তখন একটী সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল। ইংরাজ পক্ষে কর্ণেল বার্ড ২৮০০ সেনা ও পেশবার পক্ষে মন্ত্রী গোকুলের অধীনে ২৬০০০ সেনা। কিন্তু যুদ্ধে ইংরাজ-সেনার জয় হয়। এখন খড়কিতে একটী সেনানিবাস আছে। তথায় গোলন্দাজ ও রথ্যাকারী (Sappers and Miners) সেনাদল থাকে। সঙ্গে একটী বাজারও আছে।

খড়ক্কী (স্ত্রী) খড়ক্ ইত্যব্যক্তং শব্দং করোতি খড়ক্-কৃ-ড-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পক্ষদ্বার, খিড়কী।

খড়গাঁ, বীরভূমের অন্তর্গত একটী বিভাগ। ইহার মধ্যে ১৬টী মহল আছে। লোকসংখ্যা ১৩০৭২। রামপুরহাট, ফতেপুর, গোকিলটা, কুতবপুর ও পুরন্দরপুর নামক ৫টী পরগণা ইহার অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ভাল ভাল গ্রাম আছে। বিভাগের ভূমি প্রায় সমতল ও উর্ব্বরা। সিউড়ী হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত এক রাস্তা এই বিভাগের মধ্য দিয়া গিয়াছে। রামপুরহাট নামক স্থানে সবজজের আদালত আছে।

খড়ঙ্গটা (দেশজ) খড়।

খড়জালী (দেশজ) লবণবিশেষ।

খড়ভূ (পুং) খড়-অভূ প্রত্যয়ঃ। বাহু ও জঙ্ঘার আভরণ। (সংক্ষিপ্তসার।) চলিত কথায় খাড়ু বলে।

খড়দ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আহ্মদনগর জেলার জামখের উপবিভাগের একটী নগর। আহ্মদনগরের ২৮° ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে, অক্ষা° ১৮°৩৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°৩১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৫৬২ জন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে

মহারাষ্ট্রদিগের সহিত নিজামের এক যুদ্ধ হয়। নিজাম পরাজিত হইয়া খড়দহতে পলায়ন করিলে মহারাষ্ট্রগণ তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। নিজাম অগত্যা সন্ধি করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। খড়দ পূর্ব্বে নিজামের অধীনস্থ নিম্বালকর নামক একজন সম্ভ্রান্ত লোকের জমিদারী ছিল। নগরের মধ্যস্থলে নিম্বালকরের প্রকাণ্ড বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে নিম্বালকর নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গটী প্রস্তরনির্ম্মিত চতুষ্কোণ আকার, চারিদিকে গড়খাই, প্রবেশ দ্বারে ২টী বড় ফটক, মধ্যে বিস্তার্ণ পথ। গড়ের এখন ভগ্নাবশেষমাত্র রহিয়াছে। নগরে অনেক ব্যবসাদার, দোকানদার, পোদ্দার আছে। তাহারা নানাবিধ শস্য ও দেশী বস্ত্রের ব্যবসা করে। প্রতি মঙ্গলবারে গোমেষাদির হাট বসে। এখানে একটী ডাকঘর আছে।

খড়দহ, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভাগীরথী তীরবর্ত্তী একটী গ্রাম, অক্ষা° ২২°৪৩´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৪´ ৩০´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে ৫৷৹ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী তীর্থস্থান। ডাক্তার হণ্টর সাহেব বাঙ্গালার বিবরণে লিখিয়াছেন,—"মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দ প্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে এইখানে আসিয়া গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন। একদিন সন্ধ্যার সময় একটী স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শব্দ তাঁহার কর্ণে আইসে। শব্দ লক্ষ্য করিয়া দেখেন যে একজন স্ত্রীলোক একমাত্র কন্যার মৃত্যু হওয়ায় ক্রন্দন করিতেছে; অনতিপূর্ব্বে কন্যাটীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃতদেহ পড়িয়া আছে। নিত্যানন্দ অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বুঝিলেন। কিন্তু কন্যার মাতাকে বলিলেন, কাঁদ কেন তোমার কন্যা ত নিদ্রা যাইতেছে। মাতা প্রভুর কথা হৃদয়ঙ্গম করিল। তাঁহার ক্ষমতা অলৌকিক এই বিশ্বাসে তাঁহাকে বলিল, 'প্রভু আমার কন্যাকে বাঁচাইয়া দাও, আমি জন্মের মত তোমার দাসী হইয়া থাকিব।" সত্য সত্যই কন্যাটী বাঁচিয়া উঠিল। তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও বৈষ্ণব নিত্যানন্দের গৃহিণী হইলেন। নিত্যানন্দ গৃহী হইয়া স্থানীয় জমীদারের নিকট বাসোপযোগী এক খণ্ড ভূমি প্রার্থনা করিলেন। জমিদার গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ দহের উপর এক খণ্ড খড় ফেলিয়া দিয়া বলিলেন এই স্থান তোমায় বাসের জন্য দিলাম। দহের ঘূর্ণী জলে খড় ডুবিয়া গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তথায় চড়া পড়িয়া উত্তম বাসোপযোগী স্থান হইল। তখন অধিবাসিগণ নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক মহিমা অবগত হইয়া অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইল। সেই অবধি সেই স্থানের নাম খড়দহ হইয়াছে।" (W. W. Hunter's Statistical Aocount of Bengal, Vol I p. 107—8) নিত্যানন্দের সময় হইতে যে খড়দহ নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। নিত্যানন্দের অনেক পূর্ব্ব হইতে এই স্থান খড়দহ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণপাঠে জানা যায়। [কৃত্তিবাস দেখ।] খড়দহের গোস্বামীগণ নিত্যানন্দের বংশোদ্ভব। এই গোস্বামীরা অনেকেই বৈষ্ণবের দীক্ষাগুরু। শিষ্যগণ ইহাদিগকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন। দোলে, ফুলদোলে, রাস প্রভৃতি বৈষ্ণবপর্ব্বে এখানে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। খড়দহে শ্যামসুন্দর নামে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রসিদ্ধ, শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনা যায়। কথিত আছে—রুদ্র নামক এক যোগী গৌড়নগরে মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট আসিয়া বলেন যে, এই বাটীর দ্বারদেশের উপর একটী প্রস্তরখণ্ড আছে। ভগবানের প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে উহা থাকিলে অমঙ্গল হইবে। অতএব অবিলম্বে উহা স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। শাসনকর্ত্তাও দেখিলেন যে বাস্তবিক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। শাসনকর্ত্তার হিন্দু-মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন যে পাষাণের চক্ষের জল পড়িলে দেশের অমঙ্গল হইবে। অতএব উহা স্থানান্তর করা বিশেষ আবশ্যক। তদনুসারে প্রস্তরখণ্ড খুলিয়া লইয়া রুদ্রকে অর্পণ করা হইল। রুদ্র উহাকে লইয়া নৌকায় তুলিতে গেলেন, কিন্তু সেই সময় হঠাৎ হস্তস্খলিত হইয়া জলমগ্ন হইল। শ্রীরামপুরের নিকট বল্লভপুরে রুদ্রের বাস। রুদ্র বাড়ী আসিয়া দেখিলেন গঙ্গার ঘাটে সেই প্রস্তর আসিয়া উপস্থিত। এই প্রস্তর হইতে বল্লভপুরের বিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়াছে। খড়দহের গোস্বামীরা এই প্রস্তরের এক অংশ লইয়া শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। খড়দহে গঙ্গাতীরে ২৪টী শিবমন্দির আছে।

রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে খড়দহমেলের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। [কুলীন শব্দ ৩৩২ পৃষ্ঠা দেখ।]

খড়ম (দেশজ) কাষ্ঠপাদুকা।

খড়যবাগূ (স্ত্রী) খড়পক্বা যবাগূঃ। পানকবিশেষ। [পানক দেখ।]

খড়যূষ (পুং) কপিত্থ, আমরুল, মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিত্রকের সহিত ঘোলপাক করিলে তাহাকে খড়যূষ বলে। (চক্রদত্ত) ভাবপ্রকাশের মতে মুগের যূষ, ঘোল, ধনিয়া, জীরা ও সৈন্ধব যোগ করিলে তাহাকে খড়যূষ বলে।

"মুদ্গযূষরসং তক্রং ধান্ত জীরকসংযুতম্।
সৈন্ধবং সহিতং দদ্যাৎ খড়যূষমিতি স্মৃতম্ ॥" (ভাবপ্রকাশ)

খড়রা (হিন্দুস্থানী) ঘোড়ার গা পরিষ্কার করিবার লোহার চিরুণী।

খড়বান্ [ৎ] (ত্রি) খড় চাতুরর্থিক-মতুপ্ মস্য বঃ। (মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৮৬) খড়ের সন্নিহিত দেশাদি।

খড়া (দেশজ) ১ সংবাদ। ২ ইটের ভাঁজ।

খড়াকাটা (দেশজ) চিহ্নিত (পাত্রাদি।)

খড়াকান (দেশজ) চর্ম্মঘাস। (শব্দসার)

খড়ি (খটী শব্দের অপভ্রংশ) প্রস্তরবিশেষ। এই জাতীয় প্রস্তর হইতে শ্লেট-পেন্‌সিল ও হাতে-খড়ি দিবার খড়ি প্রস্তুত হয়।

খড়ি বা চা-খড়ি—ভূতত্ত্ববিদেরা এই খড়ির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাণিদেহ হইতেই চা-খড়ির উৎপত্তি। জগৎ প্রাণি-দেহে পরিপূর্ণ, কি বায়ু, কি স্থল, কি জল, সকল স্থানেই প্রাণী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই সকল প্রাণীর দেহ মৃত্যুর পর ভূপতিত হয়। মৎস্য, শামুক প্রভৃতির অস্থিগুলি জলের নিম্নে থাকে, তাহারা সেইখানেই মরে, তাহাদের অস্থি প্রভৃতি সেইখানেই থাকিয়া যায়। সমুদ্র ও বড় বড় হ্রদের তলদেশে এইরূপে অনেক প্রাণিদেহ জমিয়া থাকে। মাটী ও জলা ভূমি হইতেও এই সকল গিয়া নদীগর্ভে পতিত হয়। নদীগর্ভস্থ অন্যান্য দ্রব্যের সহিত স্রোতে এইগুলি ভাসিয়া গিয়া কখন ব-দ্বীপে পরিণত হয়, কখনও বা সাগর-গর্ভে লীন হয়। এইগুলি সমবেত হইয়া একটী স্তররূপে পরিণত হয়। সমুদ্রের লোণাজলের সংস্রবে চূণ ও অম্ল-জানের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা এই স্তর ক্রমশঃ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে ও উপরের স্তরের চাপে ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে। ইংলণ্ডের পশ্চিম আয়র্লণ্ড হইতে আমেরিকায় যখন টেলিগ্রাফের তার সমুদ্রের অভ্যন্তর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন গভীর জলের নিম্নে মাটী তুলিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা ঠিক অপরিস্কৃত চা-খড়ির মত। ইহাকে ইংরাজীতে 'উজ' অর্থাৎ কাদা কহে। ইহার অল্পাংশ লইয়া অনুবীক্ষণযন্ত্র যোগে পরীক্ষা করায় ইহাতে ছোট ছোট ঝিনুক ও শামুক-চূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। চা-খড়ি গুঁড়া করিয়া এক গ্লাস জলে দিলে গ্লাসের নিম্নে একটী স্তর পড়ে। জল ফেলিয়া নিম্নস্থ স্তর হইতে অল্পাংশ লইয়া অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিনুক ও শামুক পূর্ণাবয়ব ও ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সুইডেনের পণ্ডিত লিনেয়স্ খড়িকে জীবদেহজ বলিয়া মত প্রদান করেন। আধুনিক পণ্ডিতগণও বিশেষ প্রদর্শন দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

আধুনিক ভূবেত্তাগণ পৃথিবীর জীবনকে ৪ ভাগে বা চারিযুগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২য় যুগ ত্রিস্তর বা নূতন লোহিত-প্রস্তর-অস্তরযুগ, জুরাসিক অস্তরযুগ ও চা-খড়ি বা ক্রিটেসস্ অস্তরযুগ—এই তিনভাগে বিভক্ত। চা-খড়ির অস্তরযুগের অধিকাংশ স্তরই চা-খড়ি নির্ম্মিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও চা-খড়ি ছিল, কিন্তু এই সময় ইহার বাহুল্য হয় বলিয়া ইহাকে এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সার চার্লস লায়েল ও অধ্যাপক রামজে বলেন যে, গ্রেটব্রিটেন পুরাকালের একটী বৃহৎ মহাদেশের কোন প্রকাণ্ড নদীর ব-দ্বীপের অবশেষ মাত্র। জোয়ার ভাটার কার্য্যবশতঃ সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত চা-খড়ি সেই নদীর ব-দ্বীপে জমিয়া পর্ব্বতাকার হইয়াছে। সেই মহাদেশের কতকস্থান এখন জলমগ্ন হইয়াছে। এখন ইংলণ্ডের কেণ্ট ও সসেক্স প্রদেশে যে সকল চা-খড়ির পর্ব্বত আছে, তাহা ঐ ব-দ্বীপ হইতেই উৎপন্ন। ভারতের খসিয়া পর্ব্বতও সেই সময় প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এখানে সেরূপ খড়ি নাই। ফ্রান্স, জর্ম্মনী, ডেন্‌মার্ক, সুইডেন, রুষিয়া ও উত্তর-আমেরিকার পর্ব্বতে খড়ির স্তর দেখা যায়।

চা-খড়ি সময়ে সময়ে আগ্নেয়-প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। কখন চূণ ও কর্দ্দমের সহিত থাকে। খড়ির স্তর কখন সমানভাবে পৃথিবীর স্বাভাবিক সঙ্কোচনে থাকে। কখন বা ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাতে এই সকল স্তর স্থানে স্থানে বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত দেখা যায়। এদেশে আমরা যে চা-খড়ি দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই বিলাত হইতে আসে।

খড়ি বা খড়িয়া, বর্দ্ধমান জেলার বুদ্‌বুদ্ বিভাগের অন্তর্গত ধান্যক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত একটী নদী বক্রপথে ভ্রমণ করিয়া বহরে নন্দাই নামক স্থানে ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে, মিলিত হইবার পূর্ব্বে বাঁকা নামক একটী নদী চম্পানগরীতে গোপালপুর হইতে বাহির হইয়া বর্দ্ধমান নগর দিয়া এই খড়িয়া নদীতে পড়িয়াছে।

খড়িক (ত্রি) খড়মস্যাস্ত খড়-ঠন্। খড়যুক্ত।

খড়িকা (স্ত্রী) খড়-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্, ততঃ স্বার্থে কন্ পূর্ব্ব-হ্রস্বশ্চ। কঠিনী। (জটাধর)

খড়িকা খাওয়া (দেশজ) ভোজন অন্তে যে সরু কাঠ বা যে সরু তৃণ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা হয়, চলিত কথায় ইহাকে 'খড়িকা খাওয়া' বলে।

খড়িকামুটি (দেশজ) সরু সরু খড়িকার মত ভুয়ে কাটা।

খড়িয়া (দেশজ) খড়ির স্তায় শাদা।

খড়ী (স্ত্রী) খড়-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্বনামখ্যাত শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকাবিশেষ, খড়িমাটী। [খড়ি দেখ।]

খড়ীমাটী (দেশজ) খড়ি।

খড়ুয়া (দেশজ) খড়নির্ম্মিত ঘর।

খড়ুয়াভেঁকটী (দেশজ) একপ্রকার ভেঁকটীমাছ (Perca Aya *Buch.*)

খড়ুর (দেশজ) শুষ্ক, শুকান।

খড়ুরনারিকেল (দেশজ) যে নারিকেল কাঁচা পাড়িয়া তাহার জল শুকাইয়া রাখা হয়।

খড়ূ (স্ত্রী) খড়-উঃ (খড়েরুর্ঊ্বা। উণ্ ১।৮৪) মৃতশয্যা। (উজ্জ্বল)

খড়ূর (ত্রি) খড়মস্ত্যস্ত বাহুলকাৎ উরচ্। খড়যুক্ত।

"খড়ূরে অধি চঙ্ক্রমাং খর্ব্বিকাং খর্ব্ববাসিনীম্।"

(অথর্ব্ব ১১।৯।১৭।)

খড়োন্মত্তা (স্ত্রী) খড়েন উন্মত্তা ৩তৎ। যে স্ত্রী খড় তৃণ দ্বারা উন্মত্তা হইয়াছে। এই শব্দটী পাণিনীয় শুভ্রাদি গণান্তর্গত। অপত্যার্থে ইহার উত্তর ঢক্ প্রত্যয় হয়।

খড়্গ (পুং) খড়তি ভিনত্তি খড়্-গন্ (ছাপুখড়িভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।১২৩) ১ গণ্ডক, গণ্ডার।

"কালশাকং মহাশল্কাঃ খড়্গলোহামিষং মধু।
আনন্ত্যায়ৈব কল্পন্তে মুন্যন্নানি চ সর্ব্বশঃ।।" (মনু ৩ অঃ)

[গণ্ডার দেখ।] ২ গণ্ডকশৃঙ্গ, চলিত কথায় খাগ্। ৩ বুদ্ধবিশেষ। (মেদিনী) ৪ চোর নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°।) ৫ যে অস্ত্রদ্বারা ছাগ মহিষ প্রভৃতি পশু বলিদান করে, খাঁড়া, কাতান। ইহা হিন্দুজাতির প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। এখন খড়্গ আর যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় না। যজ্ঞে ও পূজা দিতে পশুহননের জন্তই ইহা আজকাল ব্যবহৃত হয়। কালীপ্রতিমার হস্তে যে অসি বা খড়্গ থাকে, তাহার আকৃতিও এই বলিদানের খড়্গের স্তায়।

আপাততঃ 'খড়্গ' বলিলে 'খাঁড়া', 'অসি' বলিলে 'তরবার' বুঝা যায়, কিন্তু সেকালে আকৃতি বিভিন্ন থাকিলেও অসি ও খড়্গ একার্থবোধক ছিল। এই পশুচ্ছেদক খাঁড়ার স্তায় সেকালে একটী অস্ত্রকে 'নখিত্র' বলিত। নখিত্রের কায়াটী ভুগ্ন অর্থাৎ বক্র (কোলকুঁজো,) পৃষ্ঠভাগ তীক্ষ্ণ। ইহার ব্যাস ৫ অঙ্গুলি, বর্ণ কাল, মুঠ অতি বৃহৎ। ইহাদ্বারা মহিষাদি কর্ত্তিত করিতে বিশেষ সুবিধা হয়। দুই হাতে উঠাইয়া এই অস্ত্রে আঘাত করিতে হইত।

সেকালে অসি ও খড়্গের নানাবিধ আকার ও পরিমাণ ছিল, তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামও ছিল, আবার সেই সকল বিভিন্ন নামে সাধারণতঃ অসিশ্রেণীর সকল গুলিকেই বুঝাইত।

অতি প্রাচীনকাল হইতে খড়্গ বা অসির ব্যবহার প্রচলিত আছে। ধনুর্ব্বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, হিন্দুরা সেকালে যেরূপ খরধার কঠিন তরবারি প্রস্তুত করিতেন, এখন আর সেরূপ হয় না। ধনুর্ব্বেদে লিখিত আছে এবং বহুবিধ গল্পও শুনা আছে যে, সেকালের খড়্গে পাথর কাটা যাইত, পাথরে আঘাত করিলে মাংস বা অস্থিখণ্ডের স্তায় পাথর দুই খণ্ড হইয়া পড়িত অথচ খড়্গের ধার ভাঙ্গিয়া যাইত না। এখনকার কালে কোন দেশের শিল্পী এরূপ অসি প্রস্তুত করিতে পারে না। সেকালে কত প্রকার অসি ছিল, কিরূপ লৌহে, কোন্ প্রদেশে প্রস্তুত হইত, কিরূপ 'পায়ন' অর্থাৎ পাণ দিয়া তাহার ধার বাধিত ও কিরূপ কৌশলে তাহা ব্যবহার করিত, ধনুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র হইতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অসি বা খড়্গের নামান্তর—অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয়, ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল, নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, রিষ্টি, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করবাল, করপাল, তরবার, তরবারি। এই নামগুলি আকার ও পরিমাণভেদে তন্নামীয় অসিশ্রেণীর অস্ত্রকে বুঝায়, আবার প্রত্যেক নামে সাধারণতঃ অসিশ্রেণীর অস্ত্রগুলিকে বুঝায়। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি শ্রেণী আছে, তাহা পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ভারতে কোথায় ভাল অসি হইত?—অসি সকলদেশে সমান হইত না। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লক্ষণের অসি হইত।

ভারতের মধ্যে খটী, খট্টের, ঋষিক, বঙ্গ, শূর্পারক, বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, কালঞ্জর এবং চীনের অসি অতি উত্তম এবং শুভকর।

১। খটী ও খট্টেরদেশজাত অসি অতি সুদৃশ্য।

২। হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী ঋষিকদেশজাত অসি শরীরচ্ছেদ-সমর্থ এবং গুরুভারযুক্ত।

৩। বঙ্গদেশজাত অসি তীক্ষ্ণচ্ছেদভেদে পটু।

৪। শূর্পারক দেশীয় অসি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

৫। বিদেহ দেশজাত অসি অতি প্রভাবশালী এবং অসহ্য তেজস্বী।

৬। অঙ্গদেশজাত অসি অতি তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়।

৭। মধ্যমগ্রামে যে সকল অসি হইত, তাহা লঘুভার ও তীক্ষ্ণ।

৮। বেদীদেশজাত খড়্গ হাল্কা, তীক্ষ্ণ কিন্তু সারহীন। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের নিকটে বেদীদেশ ছিল।

৯। সহগ্রামের খড়্গও তীক্ষ্ণ ও লঘু।

১০। কালঞ্জরের খড়্গ দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণযুক্ত।

১১। চীনদেশের খড়্গ নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ হইত। এখন চীনের খড়্গ কিরূপ হয়, তাহা জানা যায় নাই।

সেকালের অসি-নির্ম্মাণ।—অসি লৌহে প্রস্তুত হইত। অসি-নির্ম্মাণের উপযুক্ত লৌহ ঔষধার্থ লৌহ হইতে স্বতন্ত্র। অসির উপযুক্ত লৌহও আবার দ্বিবিধ; সঙ্গ ও নিরঙ্গ। এই উভয়বিধ লৌহ কাঞ্চি, গাণ্ডি প্রভৃতি বহুবিধ ভাগে বিভক্ত, এই সকল লৌহের অসিতে ব্যাধিবিনাশক গুণ আছে; কিন্তু সাধারণতঃ সাঙ্গ লৌহেই অসি নির্ম্মিত হইত। সাঙ্গ লৌহও বিবিধ, তন্মধ্যে অসিকর্ম্মে দশপ্রকার লৌহই প্রশংসার সহিত ব্যবহৃত হইত। রোহিণী, নীলপিণ্ড, ময়ূর-গ্রৈবক, ময়ূরবজ্র, তিত্তিরাঙ্গ, সুবর্ণবজ্র, শৈবল-মালান, যৌবলবজ্র, কজোলবজ্র বা স্বর্ণক এবং গ্রন্থিবজ্র, এই দশবিধ লৌহের বিভিন্ন লক্ষণ আছে। লৌহার্ণব নামক লৌহ-শাস্ত্রে এবং বীরচিন্তামণি, শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। [লৌহ দেখ।]

এতদ্ভিন্ন নিরঙ্গলৌহের অন্তর্গত রোহিণী, পাণ্ডু, রূক্ষ বা কান্ত এই ত্রিবিধ লৌহও অসির জন্য ব্যবহৃত হইত।

ঐ সকল লৌহে অসি নির্ম্মাণ করা হইত, তৎপরে তাহাতে নানাবিধ কৌশলের আবশ্যক হইত। উত্তম লৌহ পাইলেই উত্তম শিল্পী যে উত্তম অসি নির্ম্মাণ করিতে পারিত, তাহা নহে, কিন্তু কোন্ লৌহ কিরূপে, কতবার পোড়াইয়া ও কিরূপ পায়ন বা পাণ ব্যবহার করিলে স্থায়ী ও তীক্ষ্ণধার হয়, তাহা জানা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে ও ধনুর্ব্বেদে যথেষ্ট উপদেশ আছে, কিন্তু হাতে কলমে না করিলে ও গুরুর নিকট প্রত্যক্ষ না দেখিলে সে সকল বিধি শিখিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। সেকালে কত সামান্য দ্রব্য দিয়া অসিতে পাণ দেওয়া হইত, তাহা দেখাইবার জন্য এস্থলে পায়ন দ্রব্যগুলি লিখিত হইল।

অসি প্রস্তুত হইলে তাহা পরিষ্কার করিবে, ধারের মুখে লবণ বা অন্য ক্ষার পরিষ্কার কর্দ্দমে মিশাইয়া প্রলেপ দিবে, পরে আগুনে পোড়াইয়া জল বা অন্য কোন তরল দ্রব্যে ডুবাইয়া লওয়াকে পায়ন বা পাণ দেওয়া বলে। মহর্ষি উশনা বা শুক্রাচার্য্য এই সকল পাণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—শ্রীলাভার্থ অস্ত্রকে রুধিরে ডুবাইয়া লইতে হয়। এইরূপে গুণবান্ পুত্রলাভার্থ অস্ত্রকে ঘৃতপাণ, অক্ষয় ধনলাভার্থ অস্ত্রকে জলপাণ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যানুসারে ঘোটকীদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, হস্তিনীদুগ্ধ পাণ দিতে হয়। হস্তি-শুণ্ড কাটিবার জন্য মৎস্যের পিত্ত, মৃগীদুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধের পাণ দেওয়া হয়। (প্রবাদ আছে মহারাণা প্রতাপের এইরূপ তরবারি ছিল।) ঐ পাণ দিবার পূর্ব্বে আকন্দের আঠা, ভেড়ার শিং, কয়লা, পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্র মাড়িয়া লইয়া ধারের মুখে তৈল মাখাইয়া তাহার উপর প্রলেপ দিবে, তৎপরে পূর্ব্বোক্ত কোন দ্রব্যে পাণ দিবে। ইহার পর শাণাইয়া লইলে সে অস্ত্র প্রস্তরে আঘাত করিলেও ধার কমিবে না। কদলীক্ষারে এক রাত্রি একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে ঐ সকলের কোন একটা পাণ দিবে, ইহাতেও অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিবে না। বিষ কিম্বা বিষবৎ দ্রব্য পাণ দিলে অস্ত্রে ভীষণ ক্ষমতা জন্মে, সে অস্ত্রের সামান্য আঘাতেই মৃত্যু নিশ্চিত। পাণ দিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ ও বর্ণ বাহির হয়, সেইবর্ণ ও গন্ধ হইতেও শুভাশুভ জানা যায়। করবী, উৎপল, হস্তিমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুঁদফুল ও চাঁপাফুলের ন্যায় গন্ধে অস্ত্র শুভদায়ক হয়। গোমূত্র, পঙ্ক, মেদ, কূর্ম্ম, বসা, রক্ত বা ক্ষীর গন্ধে অস্ত্র অশুভদায়ক হয়, আর বৈদূর্য্য, স্বর্ণ বা বিদ্যুতের প্রভা হইলে অস্ত্রে জয় ও আরোগ্য-লাভ হয়, নতুবা অন্য কোন বর্ণে অশুভ হয়। অনেকে এ সকল মিথ্যা বলিতে পারেন, কিন্তু যখন পরীক্ষা করিবার উপায় কাহারই জানা নাই, তখন হঠাৎ মিথ্যাই বা বলা যায় কেন?

পরিমাণ—সেকালে ৪ অঙ্গুলি প্রশস্ত ও ৫০ অঙ্গুলি লম্বা অসি শ্রেষ্ঠ, ইহার অর্দ্ধপরিমাণ হইলে মধ্যম; ২৫ অঙ্গুলির কম হইলে অসি না বলিয়া অসিপুত্র বলিত। প্রশস্ততায় ২ অঙ্গুলির কম হইলে অসি নামেই গণ্য হইত না। ৩০ অঙ্গুলির অধিক দীর্ঘ অসি "নিস্ত্রিংশ" নামে অভিহিত, গঠন পদ্মপুষ্পের পাপড়ির অগ্রভাগ যেরূপ এবং করবী পুষ্পের পাপড়ির ন্যায় হইলে সেই অসি অতি উত্তম বলিয়া বিবেচিত। মণ্ডলাগ্র অর্থাৎ অগ্রভাগ সুগোল বা ঈষৎ বক্র হইলে তত প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইত না। মণ্ডলাগ্র অসি এখন 'বগী' নামে খ্যাত। গোজিহ্বা, সুঁদী, নালফুলের পাপড়ি, বাঁশের পাতা ও শূলের অগ্রভাগের ন্যায় খড়্গই প্রশস্ত।

ধ্বনি—তরবারিতে টোকা মারিলে যে শব্দ বাহির হয়, তাহা হইতেও ভাল মন্দ নির্দ্ধারণের উপায় ছিল। যদি কাকস্বরের ন্যায় কর্কশ শব্দ বা 'অং' ইত্যাকার শব্দ হইত, তাহা হইলে রাজারাও তাহা পরিত্যাগ করিতেন। যাহার

শব্দ মধুর, কিঙ্কিণীর ন্যায় ঝুন্ ঝুন্ শব্দ এবং শব্দদীর্ঘস্থায়ী হয়, সেই অসি শ্রেষ্ঠ।

অঙ্গচিহ্ন—তরবারি গড়িবার সময় তাহার ফলকের গায়ে আপনা হইতেই কতকগুলি চিহ্ন উৎপন্ন হয়। সেই সকল চিহ্নকে ব্রণঅঙ্গ বলে। এই সকল চিহ্ন হইতেও উৎকৃষ্টাপ-কৃষ্টতা বুঝা যায়। অঙ্গুলি পরিমাণে যদি যুগ্ম অঙ্গুলি-পরিমিত স্থানে কোন বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে সেই চিহ্ন শুভ আর অযুগ্ম পরিমিত স্থানে চিহ্ন থাকিলে অশুভ। চিহ্ন সর্ব্বসমেত ১ শতপ্রকার—(১) রৌপ্যরেখা ও (২) স্বর্ণরেখা—এই দুইপ্রকার খড়্গ অতি উত্তম। (৩) গজশুণ্ডাকারচিহ্নাঙ্গ—ইহাও উত্তম, ইহা রক্ত স্পর্শমাত্র আপনি শরীরে গভীর হইয়া বসিয়া যায়। ইহার অঙ্গধৌত জল পান করিলে অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়। (৪) রক্তবীজ চিহ্ন খড়্গও উত্তম। (৫) দমনপত্র (দোনাগাছের পাতা) চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম। ইহা একদিন জলে ভিজাইয়া রাখিলে সে জলে দোনার গন্ধ হয়। (৬) শুভ্র স্থূল-রেখাবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম, ইহার আঘাতে সর্ব্বশরীর ফুলিয়া উঠে। (৭) সূক্ষ্ম অরুণবর্ণ রেখাবিশিষ্ট খড়্গও উত্তম, ইহাতে সূর্য্যকিরণ লাগিলে একপ্রকার তেজ নিঃসৃত হয় এবং রাত্রে ইহার নিকট পদ্মকোরক রাখিলে ফুটিয়া উঠে। (৮) তিল চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম, ইহাদ্বারা আহত হইলে ক্ষতস্থানে তিলতৈলবৎ পূঁয জন্মে। (৯) অগ্নি-শিখা চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গের উপর জল রাখিলে উষ্ণ হইয়া উঠে। (১০) মালা চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গধৌত জলে সুগন্ধ জন্মে ও উষ্ণজলে এই অসি ডুবাইলে তাহা শীতল হইয়া যায়, ইহার ধৌতজলে পিত্তরোগ নষ্ট হয়। (১২) জীরক চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গের আঘাতে জ্বর হয়। (১৩) ভ্রমর চিহ্নবিশিষ্ট খড়্গের আঘাতে বিসূচিকারোগ জন্মে। (১৪) লাঙ্গলাগ্র চিহ্ন-বিশিষ্ট খড়্গের স্পর্শমাত্রে সর্প মরিয়া যায়। (১৫) মরিচ চিহ্ন-বিশিষ্ট খড়্গের আঘাতে রক্ত কটু অর্থাৎ ঝাল হইয়া উঠে এবং ইহার ধৌতজলে পীনসরোগ আরোগ্য হয়। (১৬) সর্পফণা চিহ্নবিশিষ্ট অসির আঘাতে শরীরে বিষবিকার উপস্থিত হয় ও ইহার স্পর্শমাত্রে ভেকেরা প্রাণত্যাগ করে। (১৭) অশ্ব খুরচিহ্নবিশিষ্ট খড়্গ উত্তম, ইহা আরোহীর কটিদেশে থাকিলে অশ্বগণের বেগগতি জন্মে ও ধৌতজলে অনেক রোগ নষ্ট হয়। (১৮) সর্ষপপুষ্পচিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহা এত নমনশীল হয় যে, ইহাকে বলপূর্ব্বক কুণ্ডলী করিয়া রাখা যায় এবং ছাড়িয়া দিলে সোজা হইয়া থাকে। (১৯) ময়ূর-পুচ্ছচিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহার স্পর্শমাত্রে সর্প মারা পড়ে এবং ইহার আঘাতে নিরন্তর বমি হয়। (২০) মধুবুদ্বুদ চিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহাতে সর্ব্বদাই মধুমক্ষিকা বসিতে চাহে। (২১) মধুমক্ষিকাচিহ্নযুক্ত খড়্গ উত্তম, ইহার গাত্রে তৈল নিক্ষেপ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়। (২২) সিংহচিহ্নবিশিষ্ট খড়্গে আহত হইলে আহত ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া পড়ে। (২৩) তণ্ডুলচিহ্ন বিশিষ্ট অসি উত্তম, ইহা ধুইলে চাউল ধোয়াজলের ন্যায় জল বাহির হয়। (২৪) মকরপুচ্ছচিহ্নযুক্ত অসির স্পর্শে মৎস্যমাত্রেই মৃত হয়। (২৫) চক্ষুচিহ্নযুক্ত অসিধৌতজলে রাত্র্যন্ধতা দূর হয়। (২৬) বিল্বফলযুক্ত খড়্গের জল তিক্তাস্বাদ হয়, সে জলে পিত্তশ্লেষ্মা বিকার নষ্ট হয়। (২৭) লশুনচিহ্নযুক্ত খড়্গের জলে আমবাত নষ্ট হয়। (২৮) প্রোষ্ঠীশল্ক চিহ্নযুক্ত অসি জলে ভাসিতে থাকে, এই খড়্গ অতি দুর্লভ। (২৯) চম্পকপুষ্প-চিহ্নযুক্ত খড়্গের জলেও তিক্তাস্বাদ। (৩০) লোমচিহ্নযুক্ত খড়্গের আঘাতে শরীরে ব্রণ হয়। (৩১) সিজ (মনসা) পত্রাকার গাত্র ও সিজকণ্টক চিহ্নযুক্ত খড়্গের ক্ষতে দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা হয় এবং ইহা সর্পফণার উপর স্থাপন করিলে ফণা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই খড়্গধৌতজলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। (৩২) বকুলচিহ্নযুক্ত অসি শাণে ঘষিবার সময় বকুলফুলের গন্ধ নির্গত হয়। এতদ্ভিন্ন (৩৩) যব, (৩৪) গোখুর, (৩৫) শিরা, (৩৬) উপল, (৩৭) কাকপদ, (৩৮) কপাল (মড়ার মাথা), (৩৯) তুবরীফল, (৪০) ভৃঙ্গরাজ ফুল, (৪৫) খুর, (৪৬) জলতরঙ্গ, (৪৭) মার্জাররোম, (৪৮) বটারোহ, (৪৯) জ্যোষ্ঠী, (৫০) জাল (শাণ দিলে যদি জাল চিহ্নযুক্ত অসি হইতে রক্তবর্ণ শিখা বাহির্গত হয়, তাহা হইলে ভাল।) (৫১) কর্কন্ধু (কুলপাতার উল্টা পৃষ্ঠা প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত এবং নিশ্চিহ্ন অসি পরিত্যাজ্য।) (৫২) কৃষ্ণরেখা, (৫৩) মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত তিনটী সূক্ষ্মরেখা, (৫৪) পদ্মদলাকার রেখা, (৫৫) গদা, (৫৬) পিপ্পলী, (৫৭) গ্রন্থি, (৫৮) শালপাইনপত্র, (৫৯) তিত্তির পক্ষীর পক্ষ, (৬০) ঊর্দ্ধগামী কপিলবর্ণ শিখা, (৬১) ধান্য, (৬২) তিসি, (৬৩) শিবলিঙ্গ, (৬৪) ব্যাঘ্রনখ, (৬৫) পত্রাবলী (চন্দনাদি দ্বারা বরকন্যা বা বিলাসিনীদিগের মুখে ও বক্ষে যে সকল চিত্র করা হয়, তাহাকে পত্রাবলী বলে।) (৬৬) প্রিয়ঙ্গু, (৬৭) নীলীরসতরঙ্গ, (৬৮) রক্তবর্ণ ত্রিরেখা, (৬৯) মঞ্জিষ্ঠালতা, (৭০) শমীপত্র, (৭১) মারিষপত্র, (৭২) গুঞ্জাফল, (৭৩) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাণচিহ্ন, (৭৪) বিল্বপত্র, (৭৫) মসূরপত্র, (৭৬) শণপুষ্প, (৭৭) শঠীপত্র, (৭৮) কেতকীপত্র, (৭৯) মূর্ব্বাতন্তু, (৮০) কলায়-পুষ্প, (৮১) বলালতার পত্র, (৮২) পত্রশিরাকার রেখা,

(৮৩) পিপীলিকা, (৮৪) নলপত্র, (৮৫) কুষ্মাণ্ডবীজ ও (৮৬) নির্ম্মল। ঊর্দ্ধ ও বক্ররেখা চিহ্নযুক্ত তরবারিগুলিরও শুভাশুভ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর বাকী চিহ্নগুলি ধার, অমলতা, সমলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রভেদ বিচারিত হইয়াছে।

খড়্গের পরীক্ষা অষ্টবিধ। এই জন্য খড়্গবিজ্ঞানকে অষ্টাঙ্গ বলে। খড়্গের ১ম অঙ্গ, ২য় রূপ, ৩য় জাতি, ৪র্থ নেত্র, ৫ম অরিষ্ট, ৬ষ্ঠ ভূমি, ৭ম ধ্বনি এবং ৮ম পরিমাণ বিষয়ে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

অঙ্গ পরীক্ষা আর কিছুই নহে পূর্ব্বোক্ত শতচিহ্ন বিচার। অঙ্গচিহ্ন থাকায় যে নেত্রপ্রীতিকর প্রতীতি জন্মে তাহার নাম জাতি। মাহাত্ম্যসূচক চিহ্নের নাম নেত্র। অশুভতাবোধক চিহ্নের নাম অরিষ্ট। অস্ত্রাদির লক্ষণ ধারণের নাম ভূমি বা ক্ষেত্র। টোকা মারিলে বা কাঠি দ্বারা ঘা দিলে যে শব্দ হয়, তাহাই ধ্বনি এবং ওজন, দীর্ঘতা ও প্রশস্তাদি-বিচারের নাম পরিমাণ। [খড়্গপরীক্ষা দেখ।]

যাহার ভূমি অর্থাৎ ফলকগাত্র নীলরস, কলায় পুষ্পবর্ণ, গাজর ফুলের মত, নীলম্ বা নীলমণির আভা বা মরকত বর্ণবিশিষ্ট তাহার নাম নীলরূপ। যাহার বর্ণ কৃষ্ণ, মেঘ, মসী, কালসর্পের অঙ্গ, অন্ধকার, কেশকলাপ কিম্বা ভ্রমরবর্ণ তাহার নাম কৃষ্ণরূপ। যাহার বর্ণ নববর্ষার ভেকের গাত্র-বর্ণ ও গোমেদমণির বর্ণ তাহা পিঙ্গলবৎ। যাহার বর্ণ অনতিগাঢ়, ধূম পটলের বা শিরীষপুষ্পের বর্ণের ন্যায় তাহাই ধূম্র। এতদ্ভিন্ন মিশ্রবর্ণও হয়।

বিশুদ্ধ অঙ্গচিহ্ন, বিশুদ্ধরূপ, উত্তমনেত্র, উত্তম ধ্বনি, কোমলস্পর্শ, উত্তম গঠন ও উত্তমধারযুক্ত খড়্গ ব্রাহ্মণ জাতি। ইহাদ্বারা অল্প ক্ষত হইলেই সর্ব্বাঙ্গের যন্ত্রণা ও শোথ হয়, মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ ও জরাভিভূত হইয়া শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। কাঁচা হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই তিন ফল চূর্ণ করিয়া এই জাতীয় তরবারির উপর রাখিলে উহাদের কষায়-রসে তরবারি মরিচা ধরিবে না, বরং অধিক পরিষ্কার হইবে। এতদ্ভিন্ন নবোদিত সূর্য্যকিরণে শুষ্ক তৃণের উপর এই তরবারি কিয়ৎক্ষণ রাখিলেই তৃণগুলি পুড়িয়া যাইবে। ইহা অতি দুর্লভ। কুশদ্বীপ ও হিমালয় প্রদেশে কখন কখন পাওয়া যায়।

যে তরবারি ধূম্রবর্ণ, সারযুক্ত, তীক্ষ্ণধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত, আঘাতসহকারী, তাহাই ক্ষত্রিয়জাতীয়। ইহাদ্বারা ক্ষত হইলে দাহ, তৃষ্ণা, মলমূত্রবিষ্টম্ভ, জর, মূর্চ্ছা ও শেষে মৃত্যুও ঘটে। ইহা শাণযন্ত্রে ধরিলে বহু অগ্নিকণা নিঃসৃত হয় এবং বিনা সংস্কারে দীর্ঘকাল নির্ম্মল থাকে।

যে তরবারি কৃষ্ণ বা নীলবর্ণযুক্ত, সংস্কারে নির্ম্মল হয়, শাণ না দিলে খরতা জন্মে না, তাহা বৈশ্যজাতীয়।

যে তরবারি মেঘের ন্যায় বর্ণযুক্ত, ধার মোটা, ধ্বনি রূঢ় সংস্কার করিলেও নির্ম্মল হয় না, শাণ দিলেও ভাল ধার হয় না, তাহা শূদ্রজাতীয়।

যদি কোন খড়্গে দুই জাতির লক্ষণ পাওয়া যায়, তবে তাহাকে জারজ বা "দ্বিজাতি" খড়্গ বলে। এইরূপে তিন জাতির লক্ষণ পাওয়া গেলে "ত্রিজাতি" ও চারিজাতির লক্ষণ পাওয়া গেলে "জাতিসঙ্কর" খড়্গ বলা যায়।

ত্রিশটী নেত্র যথা—চক্র, পদ্ম, গদা, শঙ্খ, ডমরু, ধনু, অঙ্কুশ, ছত্র, পতাকা, বীণা, মৎস্য, শিবলিঙ্গ, ধ্বজ, অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাঘ্রনেত্র, সিংহাসন, সিংহ, হস্তী, হংস, ময়ূর, জিহ্বা, দণ্ড, খড়্গ, মনুষ্য, পুত্রিকা, চামর, শিখা, পুষ্পমালা, সর্প, এই সকলের ন্যায় নেত্র বা চিহ্নকে তন্নামক নেত্র। নেত্র-চিহ্ন শুভদায়ক। কোন কোন তরবারিতে একাধিক নেত্রও থাকে।

ত্রিশটী অরিষ্ট যথা—ছিদ্র (ছিদ্রতুল্য চিহ্ন), কাকপদ, ঊর্দ্ধ বা তির্য্যক্ রেখা, ভিন্ন (ভাঙ্গা বলিয়া ভ্রম জন্মে এরূপ চিহ্ন), ভেকশিরঃ মূষিক, বিড়ালনেত্র, শর্করা (দেখিলে বা স্পর্শ করিলে কঙ্করতাবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে পারে এরূপ চিহ্ন), নীলী (নীলরসের দাগ লাগার ন্যায় চিহ্ন), মশক, ভৃঙ্গমা (বহুবিন্দু বা ভ্রমরপদচিহ্ন), সূচী (ঊর্দ্ধ বা তির্য্যক্ভাবের সূচীবৎ রেখা), বিন্দু (পাশাপাশি বিন্দুত্রয় বা বিষমসংখ্যক বিন্দুপংক্তি) কালিকা (উপরি উপরি ত্রিবিন্দু পংক্তি) কপোতাক্ষ, কাক, খর্পর, লাঙ্গল, শকল (খণ্ডলৌহসংলগ্ন আছে বলিয়া ভ্রম হয় এরূপ চিহ্ন), ক্রোড় (শূকরাকার), কুশপত্রক, জাল, মধ্যস্থান বা কোনস্থান নিম্ন বলিয়া বোধ হয়, এরূপ চিহ্ন, করাল (অগ্রভাগ দীর্ঘ অথচ পল্লবিত এরূপ রেখা), কঙ্কপত্র, খর্জ্জুরপত্র, গোশৃঙ্গ, গোপুচ্ছ, খনিত্র, বড়িশ প্রভৃতি চিহ্নকে অরিষ্ট অর্থাৎ অশুভ লক্ষণ বলে।

খড়্গের ভূমি অর্থাৎ জন্মস্থান দ্বিবিধ, দিব্য ও ভৌম। পুরাকালে দেবদানবগণই প্রথমতঃ খড়্গ সৃষ্টি করেন। এই সকল খড়্গের অনুরূপ খড়্গ পৃথিবীতে ও কোন কোন স্থানে অভাবনীয়রূপে উৎপন্ন হয়। যে সকল খড়্গ স্থূলধার অথচ হাল্কা, শুভ চিহ্ন, নির্ম্মল নেত্রযুক্ত ও অরিষ্টহীন, সুরূপ, দুর্ভেদ্য, অসংস্কারেও নির্ম্মল, উত্তমধ্বনিবিশিষ্ট, ভাঙ্গিলে আর যোড়া দেওয়া যায় না, যাহার ক্ষতে দাহ ও অন্নপাক উপস্থিত হয়, তাহাই দিব্য খড়্গ। ... শুদ্ধ লৌহ অর্থাৎ

বারাণসী, নেপাল, মগধ, অঙ্গ, সুরাষ্ট্র ও সিংহলদেশজাত লৌহনির্ম্মিত অসিই ভীম ও উৎকৃষ্ট।

ধ্বনি—ধ্বনি প্রধানতঃ দুই প্রকার ঘোর ও তার। খড়্গে টোকা মারিলে হংসধ্বনি, কাংস্তধ্বনি, মেঘধ্বনি, ঢক্কাধ্বনি, কাকধ্বনি তন্ত্রীধ্বনি (বীণাধ্বনির স্থায়), খর (গর্দ্দভধ্বনি), প্রস্তরধ্বনি ইত্যাদি ধ্বনির স্থায় ধ্বনি হয়। তন্মধ্যে শেষ চারিটী অশুভকর। গভীর ও তারধ্বনি হইলে ভাল, উত্তান ও মন্দ্রধ্বনি মন্দ। উত্তম হইলে সুচিহ্নহীন খড়্গও ভাল হয়।

পরিমাণ—পরিমাণ প্রথমতঃ দ্বিবিধ, উত্তম ও অধম। যাহা বিশাল ও লঘু তাহা উত্তম এবং যাহা খর্ব্ব ও গুরু তাহা অধম। ইহাও আবার ত্রিবিধ—আদি, অন্ত্য ও মধ্য। যাহার দীর্ঘতা ২০ মুষ্টি ও বিস্তৃতি ৫ আঙ্গুলি এবং ওজনে ৮ পল তাহা মধ্যম। যাহা ৮।৯।১২ মুষ্টি দীর্ঘ, বিস্তারে অঙ্গুলি পরিমাণে ½ ভাগ এবং ঐ পরিমাণ পল ভারি তাহা ভাল নহে।

যত মুষ্টি দীর্ঘ তত অঙ্গুলির সিকি পরিমাণে বিস্তৃতি ও তত পল ওজন ইহা উত্তম পরিমাণ। যত মুষ্টি দীর্ঘ তাহার অর্দ্ধেকের তত তৃতীয়াংশে অঙ্গুলি পরিমাণে বিস্তৃতি ও তত পল ওজন মধ্যম পরিমাণ, তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যক পল ওজনে ½ অংশ অঙ্গুলি পরিমাণে বিস্তৃত, ইহা অধম।

খড়্গের ক্রিয়া ৩২ প্রকার—ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সৃত, সংচান্ত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ, প্রগ্রহ, পদাবকর্ষণ, সন্ধান, মস্তকভ্রামণ, ভুজভ্রামণ, পাশ, পাদ, বিবন্ধ, ভূমি, উদ্ভ্রমণ, গতি, প্রত্যাগতি, আক্ষেপ, পাতন, উত্থানক, প্লুতি, লঘুতা, সৌষ্ঠব, শোভা, স্থৈর্য্য, দৃঢ়মুষ্টিতা, তির্য্যক্‌-প্রচার ও উর্দ্ধপ্রচার। এই সকল ক্রিয়া লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই, না দেখিলে কিছু বুঝান যায় না। খড়্গের ভেদ এই কয় প্রকার—

১ ধবলগিরি—পাণ্ডুলৌহজাত যে তরবারি রূপার স্থায় শুভ্র তাহার নাম ধবলগিরি।

২ কালগিরি—যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুবর্ণাকার অথবা কৃষ্ণাভ পত্রভঙ্গাকার চিহ্ন আছে, তাহার নাম কালগিরি।

৩ কজ্জলগাত্র—যাহার ধার শুভ্রবর্ণ, মধ্যভাগ কজ্জল বর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ কাল, তাহাকে কজ্জলগাত্র বলে।

৪ কুটারক—যাহার অঙ্গে রজতপত্রের চিহ্ন থাকে অথচ বর্ণ কৃষ্ণ, তাহার নাম কুটারক। ইহার আঘাতে শোথ হয়।

৫ কেতকীবজ্র—যাহার অঙ্গে কেয়াফুলের পাতার স্থায় চিহ্ন আছে, তাহাকে কেতকীবজ্র বলে।

৬ নিরঙ্গ—নিরঙ্গ কান্তলৌহে নির্ম্মিত যে তরবারির গাত্রে রৌপ্য পত্রচিহ্ন থাকে ও বর্ণ অল্প নীল, তাহাকে নিরঙ্গ তরবারি বলে, ইহা মহামূল্য ও দুর্লভ।

৭ দমনবজ্র—দমনপত্র বা কুন্দপত্র চিহ্নযুক্ত তরবারিই দমনবজ্র নামে খ্যাত।

৮ কালখড়্গ বা ডাহুনীবজ্র—যাহার ফলক কাল, কিন্তু আভা সোনার মত ও তাহাতে যদি অল্প বজ্রচিহ্ন থাকে, তবে তাহাকে ডাহুনীবজ্র বলে।

৯ নকুলাঙ্গ—যাহার অঙ্গে উর্দ্ধগামী কপিলদ্যুতি দৃষ্ট হয়, তাহাকে নকুলাঙ্গ বলে।

১০ ক্ষুদ্রবজ্র—যাহার শরীরে কুণ্ডলীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসিকা-মালা থাকে, তাহাকে ক্ষুদ্রবজ্র বলে।

১১ মহৎ—যাহার অন্তর্ভাগ অতি গাঢ়, গাত্র সর্ব্বপ্রকার চিহ্নহীন, মধ্যদেশ স্থূল, ধারও স্থূল, কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাহার নাম মহৎ।

১২ বামনাক্ষ—যে মহান্ খড়্গ ছেদনকালে ছেদ্য বস্তুতে তন্তু সৃষ্টি করে না (থ্যাঁত হইয়া যায় না), তাহার নাম বামনাক্ষ।

১৩ মহিষাক্ষ—যাহার দীপ্তি নীলমেঘের স্থায় ও গাত্রে এরণ্ডবীজচিহ্ন আছে, তাহার নাম মহিষাক্ষ।

১৪ অঙ্গপত্র—যে খড়্গ মার্জ্জন করিলে দর্পণের স্থায় প্রতিবিম্ব ধারণ করে, তাহার নাম অঙ্গপত্র।

১৫ গজবজ্র—যাহার অঙ্গে স্থূলরেখা, গাত্র মসৃণ, ধার অতি তীক্ষ্ণ, যাহার অঙ্গধৌতজলপানে আধিব্যাধি নষ্ট হয়, তাহার নাম গজবজ্র।

১৬ পট্টিশ—ইহা একপ্রকার তরবারিবিশেষ। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদ ও শুক্রনীতিতে ইহার একরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। তন্মতে, 'পট্টিশ' নামক অস্ত্রটী খড়্গের সহোদর অর্থাৎ প্রায় খড়্গাকার, ইহা পুরুষ প্রমাণ লম্বা, দুই দিকেই সমান ধার, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ, ইহার মুষ্টি হস্তত্রাণযুক্ত। ইহার ক্রিয়াও অসি ক্রিয়ার স্থায়।

১৭ মৌষ্টিক—ইহার উল্লেখ কেবল বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদে দেখা যায়। মৌষ্টিকাস্ত্রের ধরিবার মুঠ অতি উৎকৃষ্ট। ইহার উচ্চতা অর্দ্ধহস্ত মাত্র, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, গ্রীবাদেশ কিছু উচ্চ, উদরপ্রদেশ স্থূল ও সুশাণিত। ইহার কার্য্যও অসির স্থায় বিবিধ। (বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, যুক্তিকল্পতরু, বৃহৎসংহিতা।)

[ইংরাজী অসি ও আধুনিক তলবারাদি সম্বন্ধে 'তরবারি' শব্দ দ্রষ্টব্য।]

খড়্গকোষ (পুং) ১ খড়্গলতা। পর্য্যায়—খড়্গপত্র খড়্গাধার, অশ্বপুচ্ছক। (শব্দচন্দ্রিকা।) খড়্গস্য কোষঃ ৬তৎ। ২ খড়্গাধার, খাপ্। খড়্গকোশ শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

খড়্গট (পুং) খড়্গ ইব অটতি অট-অচ্ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ বৃহৎকাশ, কষাড়। (হারাবলী।) ২ খগগড়, খাগড়া।

খড়্গধার (পুং) খড়্গং ধরতি খড়্গ-ধৃ-অণ্। ১ খড়্গধারী। খড়্গস্য ধারঃ ৬তৎ। ২ খড়্গের তীক্ষ্ণ ভাগ।

খড়্গধেনু (স্ত্রী) ১ খড়্গপুত্রিকা, ছুরী। খড়্গস্য গণ্ডকস্য ধেনুঃ পত্নী ৬তৎ। ২ গণ্ডকস্ত্রী, মাদি গণ্ডার।

খড়্গপত্র (পুং) খড়্গাকারাণি পত্রাণি যস্য বহুব্রী। ১ খড়্গলতা। (শব্দচন্দ্রিকা।) (ক্লী) খড়্গস্য পত্রং ৬তৎ। ২ ঢাল। ৩ খড়্গকোষ। ৪ অসিফলক।

খড়্গপরীক্ষা (স্ত্রী) খড়্গস্য পরীক্ষা ৬তৎ। চিহ্নবিশেষ দ্বারা খড়্গের শুভ ও অশুভ নির্ণয়। যুক্তিকল্পতরু খড়্গের ৮টী চিহ্ন নির্ণয় করেন। অঙ্গ, রূপ, জাতি, নেত্র, অরিষ্ট, ভূমি, ধ্বনি ও মান এই আটটী চিহ্ন খড়্গের শুভ ও অশুভসূচক। খড়্গখানি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয় যেন দুইটী খণ্ড মিশাইয়া নির্ম্মিত করিয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে, এইরূপ চিহ্নকে অঙ্গ বলে। নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণকে রূপ এবং ঐ সকল রূপদ্বারা যাহা প্রতীত হয়, তাহাকে জাতি বলে। খড়্গের মাহাত্ম্যসূচক অঙ্গাতিরিক্তজাতিকে নেত্র, অশুদ্ধতাসূচক চিহ্নকে অরিষ্ট ও অঙ্গাদি ধারণকে ভূমি বলে। খড়্গের উপরে নখ অথবা কোন দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত করিলে যে, শব্দ হয় তাহার নাম ধ্বনি ও ওজনের নাম মান। অঙ্গ ১০০ প্রকার, রূপ ও জাতি চারিপ্রকার, নেত্র ও অরিষ্ট ৩০ প্রকার, ভূমি ও মান দুই প্রকার এবং ধ্বনি আটপ্রকার। এই সকল চিহ্ন অনুসারে খড়্গখানি ভাল কি মন্দ হইবে, তাহা জানা যায়। [খড়্গ দেখ।]

খড়্গপাণি (ত্রি) খড়্গ পাণৌ যস্য বহুব্রী। যাহার হস্তে খড়্গ আছে, প্রহারোদ্যত, মারণোন্মুখ।

"খড়্গপাণিরদৃশ্যত" মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

খড়্গপিধান (ক্লী) খড়্গস্য পিধানং ৬তৎ। খড়্গকোষ, খাপ,

খড়্গপিধানক (ক্লী) খড়্গস্য পিধানকং ৬তৎ। খড়্গকোষ। পর্য্যায়—প্রত্যাকার, পরীবার, কোষ। (হেম°)

খড়্গপুচ্ছ (স্ত্রী) যাহাদের ঢালের ন্যায় দেহাবরণের নিম্নভাগে দীর্ঘ খড়্গাকার শলাকা থাকে, যথা সমুদ্রকর্কটী।

খড়্গপুত্র বা খড়্গপুত্রিকা—ইহার অপর নাম 'অসিধেনু।' ইহা লম্বে এক হস্ত, তলত্র রহিত, কিন্তু ধরিবার মুঠ আছে। বর্ণ শ্যাম, ত্রিধার, বিস্তার ২ অঙ্গুলি। নিকটাগত শত্রুবিনাশে ইহা বড় উপযোগী। এই অসিধেনু মেখলায় গ্রথিত হইলে খড়্গপুত্র বলা যায়। মুষ্টিগ্রহণ, বিদারণ বিদ্ধকরণই ইহার কার্য্য। প্রধান প্রধান রাজারা ইহা সর্ব্বদা কটিদেশে ব্যবহার করিতেন।

খড়্গফল (পুং) খড়্গঃ ফলমিব ত্বগাবৃতত্বান্মধ্যে যস্য বহুব্রী। খাপ, খড়্গপিধান। (ত্রিকাণ্ড°)

খড়্গফলক (পুং) খড়্গঃ ফলমিব মধ্যে যস্য বহুব্রী, বা কপ্। খাপ্, অসিপিধান।

খড়্গমাংস (ক্লী) খড়্গস্য মাংসং ৬তৎ। ১ মহিষমাংস। ২ গণ্ডার মাংস।

খড়্গমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত একটী মুদ্রা, শক্তিপূজায় এই মুদ্রার আবশ্যক। অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুল মিলিত করিয়া বিস্তার করিবে। ইহার নাম খড়্গমুদ্রা।

"কনিষ্ঠানামিকে বদ্ধা স্বাঙ্গুষ্ঠেনৈব দৃশ্যতে।
শিষ্টাঙ্গুলী তু প্রসৃতে সংসৃষ্টে খড়্গমুদ্রিকা॥" (তন্ত্রসার)

খড়্গসিংহ (খরগসিং) পঞ্জাবের একজন রাজা। মহারাজ রণজিত সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে নকীরখুজনসিংহের কন্যা রাজকুমারীর গর্ব্ভে ইহার জন্ম। রাজকুমারী রণজিতের দ্বিতীয়া পত্নী। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে রণজিতসিংহ নকীর বিপক্ষ সামন্তগণকে দমন করিবার জন্য নয় বৎসরের বালক খড়্গসিংহকে সেনার অধিনায়ক করিয়া পাঠান। খড়্গসিংহ বালক বলিয়া দেওয়ান মাখনচাঁদ তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। বালক খড়্গসিংহ প্রথম উদ্যমেই জয়লাভ করিলেন ও পিতার সুখ্যাতিভাজন হইলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জয়মল ঘুনিয়ার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। এই জয়মল ঘুনিয়া পাঠানকোট ও জালন্ধর তরাইয়ের অধিপতি ছিলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রণজিতসিংহ ঐ সকল প্রদেশ নিজে অধিকার করিয়া লন। যাহা হউক, খড়্গসিংহের বিবাহে লাহোরে মহা ধূমধাম হয়। ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল অক্টারলোনি বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া লুধিয়ানা হইতে আসিয়াছিলেন। বিবাহ উৎসব শেষ হইয়া গেলে কুমার খড়্গসিংহ ভীমবার ও রাজোরি (রাজপুরী) জয়ে করিতে প্রেরিত হইলেন। তিনি ঐ দুই প্রদেশ ও ভগত নামক স্থান অধিকার করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রণজিতসিংহ পুত্রের বীরত্বে তুষ্ট হইয়া ঐ সকল প্রদেশ তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ দান করিলেন।

ক্রমে খড়্গসিংহ মহারাজ রণজিতের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রণজিত তাঁহাকে আরও জায়গীর দিলেন,

সেই সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার খড়্গসিংহের মাতার উপর অর্পিত হইল। দেওয়ান রামসিংহ রাণীর অধীনে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিবার জন্ত নিযুক্ত হইলেন। জায়গীরের প্রথামত তাঁহাদিগকে কতকগুলি অশ্বারোহী শিখসেনা রাখিতে হইল। যুদ্ধের সময় এই সেনা দিয়া রাজার সাহায্য করিতে হইবে, এই জন্ত সেনাগুলিকে সর্ব্বদাই সাজসজ্জায় ও শিক্ষায় প্রস্তুত রাখিতে হইত। কিছুদিন পরে রণজিতসিংহ শুনিলেন যে, জায়গীরগুলির ভালরূপ তত্ত্বাবধান হইতেছে না। প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইয়াছে। যে সকল সেনা রাখা হইয়াছে, তাহাদের না আছে সাজসজ্জা, না আছে শিক্ষা। রণজিতসিংহ পুত্রকে ডাকিয়া অনেক মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, এখন তাঁহার বয়স হইয়াছে। তিনি নিজে সমস্ত দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি কত বড় বীরের পুত্র, তাঁহার পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা ভাল দেখায় না। রণজিতসিংহের উত্তেজনায় কোন ফল হইল না। মাতা ও দেওয়ানের কথায় খড়্গসিংহকে চলিতে হইল। রণজিতসিংহ তখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেওয়ানকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার কর্ম্মের হিসাব নিকাশ দিতে বলিলেন। খড়্গসিংহের মাতাকে সেখুপুরের দুর্গে গিয়া থাকিতে বলিলেন। খড়্গসিংহকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া পেশবারের ভবানীদাসকে তাঁহার দেওয়ান করিয়া দিলেন। তাহার পর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে যখন শিখসেনা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে গিয়া অবস্থিতি করে, তখন রণজিত কুমার খড়্গসিংহকে তাহাদের অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন ও দেওয়ানচাঁদ মিশ্রকে তাহার সঙ্গে দিলেন। দেওয়ানচাঁদই প্রকৃত অধিনায়ক। কিন্তু সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁহার উপর বিরক্ত বলিয়া কুমার নামমাত্র অধিনায়ক হইলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৫এ অক্টোবর, যখন ইংরাজ গবর্ণর-জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক শতদ্রুপারে রণজিতসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন খড়্গসিংহ ৬ জন শিখসর্দ্দার লইয়া অগ্রে আসিয়া গবর্ণরজেনেরলকে মহারাজ রণজিতসিংহের অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

মিয়া ধ্যানসিংহ নামক এক ব্যক্তি কোন কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া মহারাজ রণজিতসিংহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ধ্যানসিংহ দেউড়িবাল-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেউড়িবাল অনুমতিব্যতীত কেহ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত না। শেষে তাহার প্রভুত্ব এত বাড়িল যে, মহারাজের পুত্রগণ পর্য্যন্ত তাহার অনুমতি না লইয়া মহারাজের সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন না। ধ্যানসিংহের শিশুপুত্র হীরাসিংহ রণজিতের নিকট সর্ব্বদা থাকিত। ক্রমে মহারাজ তাহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। ধ্যানসিংহ ক্রমে নিজ পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই স্থির করিলেন, অগ্রে খড়্গসিংহের উপর মহারাজের বিরক্তি উৎপাদন করা আবশ্যক। ধ্যানসিংহ মহারাজকে বুঝাইলেন যে, খড়্গসিংহের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। তিনি অকর্ম্মণ্য, উন্মাদ হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অতএব ভবিষ্যতে তিনি কিরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন? ধ্যানসিংহকে খড়্গসিংহকে যুদ্ধে পাঠাইতেন কিন্তু সেনাও লোকজনের এরূপ বে-বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন যে, তাহাতে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আবার খড়্গসিংহের পরাজয় হইলে ধ্যানসিংহ মহারাজের সমক্ষে কুমারের অনেক কুৎসা করিতেন। বাস্তবিক খড়্গসিংহ বাল্যকাল হইতে যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিবার যো নাই। বীরের পুত্র পিতার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। পিতা অপেক্ষা তিনি ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। পিতার সমক্ষে তাহার প্রতি অন্যায় দোষারোপ হইতেছে এবং পিতারও তাহা ধারণা হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া তিনি কিছু বিমর্ষ থাকিতেন, এজন্য তাঁহার স্ফূর্ত্তির হ্রাস হইয়াছিল। তাহাতে ধ্যানসিংহ আরও সুবিধা পাইয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেন—বাস্তবিক খড়্গসিংহের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, নহিলে সর্ব্বদাই চিন্তিত ও ম্লান হইবে কেন?

তৎপরে খড়্গসিংহকে মহারাজের নিকট যাইতে দেওয়া হইত না। এদিকে হীরাসিংহ রাজা উপাধি পাইলেন। প্রাতে উঠিয়া গরীব দুঃখীকে দান করিবেন বলিয়া প্রাত রাত্রে তাঁহার বালিসের নীচে ৫০০ করিয়া টাকা রাখিয়া দিতেন। মহারাজের মৃত্যুর পর রাজা হীরাসিংহ যে সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

ক্রমে মহারাজ রণজিতসিংহের মৃত্যুকাল উপস্থিত। তিনি পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে পারিয়া খড়্গসিংহকে আনাইয়া ধ্যানসিংহের হস্তে তাঁহার হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "খড়্গসিংহকে সিংহাসনে বসাইবে, পুরাতন মনিবের সন্তান বলিয়া যথারীতি কুমারের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আমি এতদিন তোমার প্রতি যেরূপ অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি, তাহার প্রতিদান আর কিছুই চাহি না, কেবল এই মাত্র চাই যে, রাজভক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় কুমারের প্রতি ব্যবহার করিবে।" রণজিতের কথায় ধ্যানসিংহ স্তম্ভিত হইলেন।

রণজিতের জীবনের সহিত তাঁহার চিরপোষিত আশাও বিলীন হইল।

কথিত আছে, মহারাজ রণজিতসিংহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ধ্যানসিংহ শোকে অভিভূত হইয়া সেই চিতায় দেহত্যাগের চেষ্টা করিয়াছিলেন। লোকেরা অতি কষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া রাখে।

খড়্গসিংহ।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৭এ জুন, খড়্গসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ধ্যানসিংহের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রণজিতসিংহের সময়ে মহারাজ জেনানা-মহলে থাকিলেও ধ্যানসিংহ তথায় যাইতেন ও তথায় বসিয়া পরামর্শাদি করিতেন। খড়্গসিংহের সময়ও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু খড়্গসিংহ তাহা ভালবাসিতেন না। তিনি সেরূপ করিতে ধ্যানসিংহকে নিষেধ করিলেন। ধ্যানসিংহ তাঁহাকে বলিলেন যে, এরূপ না করিলে সকল কথা বাহিরে প্রকাশ হইবে, রাজকার্য্য চলিবে না। মুখে এইরূপ বলিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে ধ্যানসিংহ মহারাজ খড়্গসিংহের উপর বিরক্ত হইয়া তাহার অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এদিকে খড়্গসিংহের অন্যান্য মন্ত্রিগণ এই কার্য্যের জন্য তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইহাও জানাইলেন যে, ধ্যানসিংহ বলিয়া বেড়ান "যে, রাজা তাঁহাকে পূর্ব্বমত অধিকার না দিবেন, তাহাকে গদিতে থাকিতে হইবে না।" যে ব্যক্তি এরূপ বলিতে পারে তাহাকে মন্ত্রিত্বপদে রাখা উচিত নয়। ধ্যানসিংহ রটাইয়া দিলেন যে খড়্গসিংহ ও তাঁহার মন্ত্রী চৈতসিংহ রাজ্যভার ইংরাজের হস্তে দিয়া তাহাদিগের পদানত হইয়া রাজ্য করিবে, এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইংরাজকে টাকায় ছয় আনা করিয়া কর দিতে হইবে, রাজ্যের শিখসেনাদল ভাঙ্গিয়া সর্দ্দারগণকে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে, ইত্যাদি নানাপ্রকার কথা দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়া জল্পনা হইতে লাগিল। চৈতসিংহ সম্বন্ধেও নানা কলঙ্কের কথা উঠিল। ধ্যানসিংহ শুদ্ধ এই করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। খড়্গসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবনেহালসিংহ তখন পেশবারে এবং ধ্যানসিংহ খাইবার-পথে ছিলেন। উভয়ে পত্রদ্বারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। খড়্গসিংহ ধ্যানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, কুমার নবনেহালসিংহকে লইয়া তিনি শীঘ্র যেন ফিরিয়া আসেন। ধ্যানসিংহ নবনেহালসিংহের সঙ্গে মিশিলেন। আসিতে আসিতে পথে উভয়ে স্থির করিলেন যে, খড়্গসিংহের ঘোর শত্রুরূপে লাহোরে প্রবেশ করিতে হইবে। কুমার নবনেহাল রাজধানীতে গিয়া অবিলম্বে খড়্গসিংহকে বন্দী করিবার জন্য ধ্যানসিংহ প্রভৃতিকে অনুমতি করিলেন। ইংরাজের সঙ্গে যেন পত্র চলিয়াছে, এইরূপ কতকগুলি জাল চিঠিও দেখান হইল। নবনেহালের যদি অল্পমাত্রও পিতার প্রতি ভক্তি থাকিত, তাহাও লোপ হইল। ইংরাজের হস্ত হইতে দেশরক্ষা এতদূর প্রয়োজন বোধ হইল যে, নবনেহালের মাতা খড়্গসিংহের পত্নী চাঁদকুমারীও স্বামীর কারাবাসের অনুমতি দিয়া বসিলেন।

রাত্রি তিনটার পর ধ্যানসিংহ, গোলাপসিংহ, সুচেতসিংহ ও কএকজন সর্দ্দার সিন্দবালা-দুর্গে প্রবেশ করিয়া খড়্গসিংহের শয়নকক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাহারা পথে দুইজন ভৃত্যের প্রাণ বিনাশ করিলেন। খড়্গসিংহ তখন শয়নকক্ষে গিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছিলেন। একজন প্রহরী দুরাত্মাদিগের আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দৌড়িয়া যেমন সংবাদ দিতে যাইবে, এমন সময় ধ্যানসিংহ তাহার প্রতি গুলি চালাইলেন। প্রভুভক্ত ভৃত্য তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। ইহাতে একটু গোলযোগ হইল। গোলাপসিংহ তজ্জন্য ভ্রাতাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন যে, যাহা কিছু করিতে হইবে তাহা নিঃশব্দে ও তরবারি দ্বারা করিতে হইবে। নিশীথে নিঃশব্দে দুরাত্মগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। চৈতসিংহ তখন খড়্গসিংহের নিকট ছিলেন। তিনি বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া নিকটস্থ কাউবাগ নামক অন্ধকারাবৃত কুঠরিতে প্রবেশ করিলেন। শয়নকক্ষের অনতিদূরে প্রহরী সেনাদল ছিল। ধ্যানসিংহ তাঁহার ছয় অঙ্গুলিবিশিষ্ট হস্ত বিস্তার করিয়া খড়্গসিংহকে দেখাইয়া দিলেন। সেনাগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হইয়া রহিল। দুরাত্মগণ আসিয়া খড়্গসিংহকে বাঁধিয়া ফেলিল। রাণী চাঁদকুমারী ও নবনেহালসিংহ এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, রাজার শরীরে কিছুমাত্র আঘাত করা হইবে না। হয়ত নবনেহালসিংহ উপস্থিত না থাকিলে সেই মুহূর্ত্তেই খড়্গসিংহ হত হই-

তেন। চৈতসিংহকে পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া ধ্যানসিংহ নিজ হস্তে তাহার বক্ষে ছুরি বসাইয়া দিলেন। তাহার পর দুরাত্মগণ সকলে মিলিয়া তাহার প্রতি অস্ত্রাঘাত করায় অবিলম্বে চৈতসিংহের মৃত্যু হইল। মহারাজ খড়্গসিংহ দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ আর কুমার নবনেহালসিংহ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

রাজ্যমধ্যে ঘোষণা হইয়া গেল যে, মহারাজ খড়্গসিংহ রাজ্যের শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত। এজন্য নবনেহালসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, নবনেহালসিংহ প্রকাশ্যরূপে খড়্গসিংহের নিন্দা করিতেন না। মধ্যে মধ্যে কারাগারে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহাকে নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া আসিতেন।

মনোদুঃখে খড়্গসিংহের শরীর ভগ্ন হইয়া আসিল। তিনি অসুস্থ হইলেন। চিকিৎসার জন্য কএকজন চিকিৎসক নিযুক্ত হইল। তাহাদের চিকিৎসায় পীড়া আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এদিকে চক্রান্তকারিগণ বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, খড়্গসিংহ পীড়ার ভাণ করিয়া ইংরাজরাজ্যে পলায়নের চেষ্টায় আছেন। নবনেহালসিংহের মনেও এই ধারণা হওয়াতে তিনিও আর পিতাকে দেখিতে যাইতেন না। বরং পিতার চারিদিকে আরও অনেকগুলি প্রহরী রাখিয়া দিলেন। পুত্রের এরূপ ব্যবহারেও খড়্গসিংহের মন হইতে পুত্রস্নেহ হ্রাস হয় নাই। তিনি নবনেহালকে দেখিবার জন্য যতই কাকুতি মিনতি করিতেন, পুত্র সেই পরিমাণ তাহার প্রতি অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহ ভিতরে ভিতরে উভয়ের বিদ্বেষ বাড়াইয়া দিয়া বাহিরে লোকের কাছে বলিতেন যে, পিতাপুত্রে যাহাতে সদ্ভাব হয়, তাহার জন্য তিনি নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন। কখনও বা পিতাকে দেখিতে যাইবার জন্য পুত্রকে অনুরোধ করিতে করিতে তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। পিতার নিকটও ঐরূপ গিয়া বলিতেন যে, এত চেষ্টা করিয়াও তিনি কোন মতে নবনেহালসিংহকে বুঝাইতে পারিলেন না।

খড়্গসিংহকে অধিককাল এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। অবিলম্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কথিত আছে, ঔষধের সহিত সফেদা ও রসকর্পূর সেবন করান হইত। মৃত্যুর পূর্ব্বে খড়্গসিংহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া "আমার একমাত্র পুত্রকে একবার দেখাও, আমি তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করি" এইরূপ আক্ষেপ করিতেন। ধ্যানসিংহ পুত্রের নিকট গিয়া বলিতেন, খড়্গসিংহের বিকার উপস্থিত, তিনি শুদ্ধ পুত্রকে গালি দিতেছেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৫ই নবেম্বর খড়্গসিংহের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সংবাদ পুত্রের নিকট পাঠান হইল। পুত্র তখন শীকার করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়াও তিনি শীকার বন্ধ করিলেন না। দুই ঘণ্টা পরে শীকার হইতে ফিরিয়া পিতৃদেহ সৎকারের অনুমতি দিলেন। হাজারীবাগে রাজবাটীর নিকটে চিতা প্রজ্বলিত হইল। নবনেহাল ও ধ্যানসিংহ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। নবনেহালের আর দেরী সহিল না। পিতার মৃতদেহ চিতায় জ্বলিতেছে, কিন্তু তিনি পদব্রজে নিকটস্থ খালে স্নান করিতে গেলেন। স্নান করিয়া প্রত্যাগমন করিবার সময় তিনি ও গোপালসিংহের পুত্র মিয়া উত্তমসিংহ একটী খিলানের নিম্ন দিয়া যেমন যাইবেন, অমনি সেই খিলান ভাঙ্গিয়া উভয়ের মস্তকে পড়িল। উত্তমসিংহের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। পিতৃদ্বেষী নবনেহালসিংহও কিছুক্ষণ পরে দারুণযন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৭ই নবেম্বর এই দুর্ঘটনা ঘটে।

খড়্গহস্ত (ত্রি) খড়্গোহস্তে যস্য বহুব্রী। ১ যে খড়্গ ধারণ করে, যাহার হাতে খড়্গ আছে। (দেশজ) ২ ক্রুদ্ধ।

খড়্গারীট (পুং) খড়্গস্যারিরিব এটতি গচ্ছতি ইট-ক। ১ চর্ম্মময় ফলক, ঢাল। খড়্গং তদ্ধারাতুল্যব্রতং আচ্ছ'তি খড়্গ আ-ঋ-কীটন্। ২ যে অসিধারা ব্রত করে, অসিধারা-ব্রতধারী।

খড়্গাবলোক, শাণিত খড়্গের ন্যায় যাহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। এক রাজার নাম বা উপাধি। কোহ্লাপুর রাজ্যে সমাঙ্গদ নামক স্থানের এক পাহাড়ীয় দুর্গে একটী তাম্রশাসন পাওয়া যায়, উহাতে ৬৭৫ শকে দন্তিদুর্গ, দন্তিবর্ম্ম বা খড়্গাবলোকের দানের কথা লিখিত আছে। তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, গোবিন্দরাজের পুত্র শ্রীকর্করাজ। কর্করাজের পুত্র ইন্দ্ররাজ। এই ইন্দ্ররাজের পুত্র শ্রীদন্তিদুর্গরাজ বা খড়্গাবলোক শ্রীদন্তিদুর্গরাজদেব।

খড়্গিক (পুং) খড়্গঃ খড়্গাকারোঽস্ত্যস্য ঠন্। ১ মহিষীদুগ্ধের ফেন। খড়্গেন চরতি খড়্গ-ঠন্। ২ শৌণিক, মৃগয়াকারী। (মেদিনী)

খড়্গিধেনু (স্ত্রী) খড়্গিনী চাসৌ ধেনুশ্চেতি, কর্ম্মধা, জাতিত্বাৎ খড়্গিনীশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ (পোটাযুবতিস্তোককতিপয়গৃষ্টিধেনুবশাবেহদ্বষ্কয়ণী প্রবক্তৃশ্রোত্রিয়াধ্যাপকধূর্ত্তৈর্জাতিঃ। পা ২।১।৬৫) পুংবচ্চ। গণ্ডকজাতিস্ত্রী।

"খড়্গিধেনুকানাং ত্রাসপরিভ্রষ্টপোতান্বেষিণীনাং" (কাদম্বরী)

খড়্গামার (পুং) খড়্গিনং মারয়তি মৃ-ণিচ্-অণ্ উপপদ সং। ১ অস্ত্রবিশেষ। ২ খড়্গকোষলতা। (শব্দচন্দ্রিকা)

খড়্গা [ন্] (পুং স্ত্রী) খড়্গস্তদাকারঃ শৃঙ্গং অস্ত্যস্য খড়্গা-

ইনি। ১ গণ্ডক। সুশ্রুতোক্ত আনুপবর্গে কুলচরের অন্তর্গত, পর্য্যায়—গণ্ডক, খড়্গ, খড়্গমৃগ, ক্রোড়ী, যুগ্ম, তুঙ্গমুখ, বলী, বজ্রচর্ম্মা, বার্দ্ধীনস, একচর, গণোৎসাহ, গণ্ড, স্বনোৎসাহ। ইহার মাংসের গুণ—বলকারী, বৃংহণ, গুরু, কফ ও বায়ুনাশক, কষায়, পবিত্র, পিতৃলোকতৃপ্তিকর, আয়ুস্কর, মূত্ররোধকারী ও রূক্ষ। (রাজবল্লভ) [গণ্ডার দেখ।] স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ হইয়া খড়্গিনী শব্দ হয়। ২ মহাদেব। (ত্রি) খড়্গোঽস্ত্যস্য খড়্গ-ইনি। ৩ খড়্গধারী।

খড়্গীক (ক্লী) খড়্গে তৎকর্ম্মণি কুশলং খড়্গ বাহুলকাৎ ঈকঃ। দাত্র, দা।

খণ্ড (পুং) খন-ড (ঞমন্তাদ্ ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ১ ইক্ষুবিকার, একপ্রকার গুড়, চলিত কথায় খাড় বলে। (রাজনি°) ইহার গুণ—অতিশয় বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, বাত ও পিত্তনাশক, মধুর, বৃংহণ, শীতল, স্নিগ্ধ, বলকর ও বাতনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

২ ভেদ। "খণ্ডং খণ্ডং যযুর্দ্দনাঃ।" মার্ক° চণ্ডী।

(ক্লী) ৩ বিড়্লবণ। (রাজনি°) (পুং ক্লী) ৪ একদেশ। (অমর) (ত্রি) খড়ি কর্ম্মণি ঘঞ্। ৫ খণ্ডিত। (পুং) ৬ মণিদোষ। ৭ যোগিবিশেষ। (হটযোগপ্র° ১।৮) ৮ অসভ্য-জাতিবিশেষ। [কন্দ দেখ।]

খণ্ডক (পুং) খণ্ডেন নির্বৃতং খণ্ড-ঋশ্যাদিত্বাৎ ক। ১ খণ্ড-নির্ম্মিত সিতাখণ্ড, শর্করাবিশেষ। (রাজনি°) (ত্রি) খণ্ডয়তি খড়ি-ণ্বুল্। ২ ছেদক।

খণ্ডকথা (স্ত্রী) খণ্ডঃ খণ্ডিতা কথা। স্বল্প কথা।

খণ্ডকপালীয়া (দেশজ) যাহার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ।

খণ্ডকর্ণ (পুং) খণ্ডইব কর্ণোযস্য বহুব্রী। আলুবিশেষ, শকরকন্দ। পর্য্যায় বজ্রকন্দ। ইহার গুণ—কফ ও পিত্তনাশক এবং কটুপাক।

খণ্ডকাণ্ডলৌহ (পুং) চক্রদত্তোক্ত একপ্রকার ঔষধ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—শতাবরী, গুড়ূচী, বাসক, মুণ্ড (লৌহবিশেষ), বলা, তালমূলী, খদির, ত্রিফলা, বামনহাটী, পদ্মমূল, এই কএকটী দ্রব্যের প্রত্যেক ৫ পল পরিমাণ লইয়া এক দ্রোণ জলে পাক করিবে। অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে দিব্যৌষধ ও মাক্ষিকদ্বারা মারিত রুক্মলৌহের চূর্ণ ১২ পল দিবে। তৎপরে ১৬ পল ঘৃত দিয়া গুড়পাকের ন্যায় পাক করিবে। তাম্রপাত্রে পাক করা বিধেয়। পাক প্রায় শেষ হইলে ১ সের মধু, শিলাজতু, দারুচিনি, শৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, কিস্‌মিস্, শুণ্ঠী, কৃষ্ণজীরা, ত্রিফলা, ধনিয়া, তেজপত্র ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের একপল পরিমিত চূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। ভালরূপে মন্থন করিয়া নামাইবে এবং স্নিগ্ধপাত্রে স্থাপন করিবে। গব্যক্ষীর অনুপানযোগে ইহা সেবনীয়। মাংসের যূষ ও দুগ্ধ ইহাতে উপকারী। ছাগ, পারাবত, তিত্তির, কুক্কুর, শশ, হরিণ, কৃষ্ণসার, ইহাদের মাংস সেবন করিবে। নারিকেলের জল, বাস্তুক শাক, পটোল, বৃহতী, বেগুণ, পাকা আম, খেজুর, দাড়িম ও আনুপমাংস একান্ত বর্জনীয়। এই ঔষধ রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, কাস, পক্তিশূল, বাতরক্ত, প্রমেহ, শীতপিত্ত, বমি, ক্লম, পাণ্ডুরোগ, কুষ্ঠ, প্লীহা, আনাহ, রক্তস্রাব ও অম্লপিত্ত-রোগে প্রযোজ্য। ইহার গুণ—চক্ষুর হিতকর, বৃংহণ, বলকর, প্রীতিবর্দ্ধক, কামদ, অগ্নিবর্দ্ধক ও লাবণ্যকর। (চক্রদত্ত)

খণ্ডকালু (পুং) খণ্ডইব কায়তি কৈ-ক তৎঃ কর্ম্মধা°। আলুবিশেষ, শকরকন্দ। (শব্দচন্দ্রিকা)

খণ্ডকাব্য (ক্লী) খণ্ডং কাব্যস্য একদেশানুসারিকাব্যং কর্ম্মধা°। যে কাব্য সম্পূর্ণ কাব্যলক্ষণযুক্ত নহে, তাহাকে খণ্ডকাব্য বলে। "খণ্ডকাব্যং ভবেৎকাব্যস্যৈকদেশানুসারি চ।"

(সাহিত্যদর্পণ ৬ প°)

খণ্ডকুষ্মাণ্ডক (পুং) খণ্ডেন পক্বং কুষ্মাণ্ডমত্র বহুব্রী, কপ্। চক্রদত্তোক্ত ঔষধবিশেষ। [কুষ্মাণ্ডরসায়ন দেখ।]

খণ্ডখণ্ড (ত্রি) যাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছেদন করা হইয়াছে।

খণ্ডখর্জ্জুর (ক্লী) খণ্ডেন পক্বং খর্জ্জুরং মধ্যপদলো°। খণ্ড পক্ব খর্জ্জুর, স্বাদু খর্জ্জুর।

খণ্ডখাদ্য, ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত একখানি জ্যোতিঃশাস্ত্র।

খণ্ডগিরি, উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলার মধ্যে একটী পাহাড়। কটক হইতে পুরী যাইবার যে রাস্তা আছে, তাহা হইতে পশ্চিমে প্রায় ৬ ক্রোশ, ভুবনেশ্বর হইতে পূর্ব্বে ২৷৷০ ক্রোশ দূরে, অক্ষা° ২০°১৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫°৫০´পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই পাহাড়টী বালুপাথরের। এই পাহাড়ে যে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখা যায়, তাহা বর্ণনাতীত। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী হটিকিয়া গ্রামের দিকে একটী খাত আছে। এইখানে তিনটী চমৎকার গুহা, দক্ষিণদিকের গুহার আরও দক্ষিণে চারিদিকে গোল ও ধুতুরা ফুলের মত একটী জলাশয় আছে, উহার উপরিভাগ প্রশস্ত ও নিম্নদেশ ক্রমশঃ সরু, এই জলাশয়ের নাম আকাশগঙ্গা। গ্রীষ্মকালে ইহাতে জল থাকে না। সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিক্ দিয়া পাহাড়ের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া কোথায় কি কি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ পাহাড়ের নিম্নদেশে একটী মন্দির। তাহার

উত্তরাংশে পাশাপাশি দুইটী অসম্পূর্ণ গুহা-মন্দির। গুহা দুইটী যে মানবনির্ম্মিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। এখনও তাহাতে অস্ত্রের দাগ রহিয়াছে। গুহা-মন্দির নির্ম্মাণের উপযোগী করিবার জন্য স্বতন্ত্র ও দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা স্তম্ভ ও ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার সম্মুখে বারাণ্ডা, ভিতরে গৃহ। বারাণ্ডার চারিদিকে বেদী। সম্মুখভাগে তিনটী স্বতন্ত্র স্তম্ভ। এতদ্ব্যতীত পার্শ্বভাগের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন আর দুইটী স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের মস্তকে ছাদের নিম্নে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত। বাহিরে বামদিকে দ্বারের উপরিভাগে একটী শিলালিপি খোদিত আছে। স্তম্ভের মধ্যে মধ্যে চারিটী গৃহের চারিটী দ্বার। দ্বারগুলির সম্মুখভাগে উপরদিকে দুইপার্শ্বে ২টী করিয়া সর্পমূর্ত্তি। সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দ্বারের উপর অর্দ্ধ গোলাকৃতি ভিত্তির উপর নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত। তাহার অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অবশিষ্টগুলির মধ্যে এইগুলি দেখা যায়। কএকটী হস্তী, চারিটী অশ্বযুক্ত রথের উপর একছত্রধারী রাজা, এবং পদ্মহস্তা কমলেকামিনীর দুইপার্শ্বে দুইটী হস্তী শুণ্ড উচ্চ করিয়া তাঁহার মাথায় যেন জল ঢালিতেছে। কোথাও বোধিবৃক্ষ, তাহার উপর রাজছত্র ও পার্শ্বে লোক জন দাঁড়াইয়া আছে। খিলানের নিম্নে বিটের উপরপার্শ্বে নানামূর্ত্তি। দেওয়ালের উপর মধ্যভাগে বোধিবৃক্ষ ও স্বস্তিক প্রভৃতি বৌদ্ধচিহ্ন। যে খোদিত লিপি আছে, তাহার অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে। অক্ষরগুলি অতি পুরাতন। সম্ভবতঃ পনের বা ষোলশত বর্ষের পূর্ব্বেকার হইবে। এই গুহার নাম অনন্তগুহা (গোফা)।

এই স্থানে পাহাড়ের নিম্নদেশে একটী চতুষ্কোণ গুহা আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ হাত ও প্রস্থে ১১॥০ হাত। পূর্ব্বোক্ত অনন্তগুহার মত ইহার তিনটী দ্বার। ভারহুত লিপির মত অক্ষর খোদিত আছে। [ভারহুত দেখ।] বৌদ্ধদিগের ধরণে চারিদিকে রেল দেওয়া দ্বারের উপর খোদিত পদ্মাকৃতি, অপর সকল বিষয়ে ইহা অনন্তগুহার মত, কেবল স্তম্ভগুলি অষ্টকোণী। বারাণ্ডার মেজে অভ্যন্তরস্থ গৃহের মেজে অপেক্ষা প্রায় ১৫ ইঞ্চি নিম্ন। অনন্তগুহার মত ইহার বারাণ্ডার চারিদিকে বেঞ্চির মত বেদী আছে। একটী স্তম্ভের নিম্নদেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উপর হইতে ঝুলিতেছে। মস্তকের কার্ণিসের নিম্নে একটীর পর একটী করিয়া প্রস্তর বাহির হইয়া রহিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন, কড়ির অপরদিক্ বাহির হইয়া আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে চন্দ্র সূর্য্য ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত। স্থানে স্থানে শিলালিপি আছে। তাহার অনেক অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় এক্ষণে অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষরগুলি কতদিনের তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই গুহার নিম্নদেশে আর একটী ঐরূপ গুহামন্দির খোদিত আছে।

এই স্থান হইতে আরও কিয়দ্দূর গিয়া আর একটী গুহা দেখা যায়। উহাতে শিল্পাংশ বড় নাই। উহা স্বাভাবিক, তবে মানবহস্ত দ্বারা আরও বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে। ইহার নিকট দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট আর একটী গুহানির্ম্মিত হইয়াছে। এই গুহাতে তেমন আড়ম্বর নাই। ইহাতে উঠিবার সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী আছে। ইহার পার্শ্বে আর দুইটী ছোট ছোট গুহা। মধ্যে একটী রং দেওয়া জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি আছে। অপরটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার পরে আর একটী গুহা। ইহারও ভগ্নদশা। ইহার উপরিভাগে আর একটী গুহা। উপর হইতে চিড় আসিয়া নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া খণ্ডাকৃতি ধারণ করিয়াছে। ইহা হইতে পাহাড়ের নাম খণ্ডগিরি হইয়াছে।

আরও খানিক দূর গমন করিলে একটী বড় গুহা দেখা যায়। উহার দুইটী স্তম্ভ, সুতরাং উহাতে তিনটী প্রকোষ্ঠ আছে। ইহার সমস্তই দালান, ভিতরে গৃহ নাই, মধ্যে কএকটী খোদিতলিপি আছে, তাহা পাঠ করা দুঃসাধ্য। ইহার অনতিদূরে একটী যোড়া গুহা। ইহাদের মধ্যে একটী প্রাচীর আছে বটে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তর দিয়া একটী হইতে অপরটীতে যাইবার দ্বার আছে। ইহাতেও অনেক খোদিত মূর্ত্তি দেখা যায়। সে মূর্ত্তি বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর। এক এক স্থানে যুগলমূর্ত্তি আছে। কোন কোনটীর সঙ্গে বৃষ, হস্তী, অশ্ব, বানর, পদ্ম, অশ্বত্থ, চক্র ও সর্পমূর্ত্তি আছে। ইহার মধ্যে আদিনাথ, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ প্রভৃতি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি এবং শাক্যবুদ্ধের মূর্ত্তিও আছে। চিত্রগুলিতে বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়। ইহার নিম্নভাগে গণেশ, অষ্টশক্তি ও বুদ্ধদিগের মূর্ত্তি। এই গুহার চারিদিকে বেদী। এখান হইতে আরও কিয়দ্দূর গিয়া নানাবিধ মূর্ত্তি শোভিত আর একটী গুহা দেখা যায়। ইহার উপর লেখা আছে, "শ্রীমধুদৈত্যকেশরীদেবস্য প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যস্য সম্বৎ" ইত্যাদি। ইহার তিনদিকে নানাবিধ মূর্ত্তি ও খোদিত লিপি আছে, তাহার কতক বুঝা যায়, কতক বুঝা যায় না। স্থানে স্থানে অনেক রমণী মূর্ত্তি আছে। কেহ দশভুজা, কেহ চতুর্ভুজা, কেহ অষ্টভুজা বা দ্বাদশভুজা। স্ত্রী মূর্ত্তির কএকটীর সহিত পুরুষ ও তাহাদের বাহনের মূর্ত্তি আছে। এইরূপ কত শত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে।

এই গুহার পার্শ্বে আর একটী গুহা। ইহাও পূর্ব্বের ন্যায়

দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, পুরাতন গুহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, স্থানে স্থানে উহা পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা জৈনদিগের আদিনাথের মন্দির, এখনও জৈনদিগের অধিকারে রহিয়াছে। এখানে চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর ও তাঁহাদের চিহ্নাদি আছে।

এইরূপ পাহাড়ের চারিদিকেই গুহা-মন্দিরের চিহ্ন পড়িয়া আছে। কোথাও কোনটী সম্পূর্ণ, কোনটী অসম্পূর্ণ, কোনটির বা ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানে পাহাড়ের মধ্যে একটী জলাশয় আছে। তাহার সোপানাবলীর পরিসর এত অল্প যে, তাহা দিয়া অবতরণ করা দুঃসাধ্য। খণ্ডগিরি দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, ইহা জৈনদিগের তীর্থস্থান ছিল। পাহাড়টী গুহাতে পরিপূর্ণ। কোন্ সময় যে এই গুহাগুলি নির্ম্মিত হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। যাহা হউক ইহা দর্শকের একটী দেখিবার জিনিস বটে।

খণ্ডঘোষ, ১ বর্দ্ধমানজেলার একটী উপবিভাগ। বর্দ্ধমান হইতে সোণামুখী ও বাঁকুড়া যাইবার পথে অবস্থিত।

২ উক্ত বিভাগের প্রধান নগর। এখানে থানা ও আদালত আছে। অক্ষা° ২৩°১২´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৪৪´২০´´ পূঃ।

খণ্ডজ (পুং) খণ্ডইব কায়তে জন-ড। ১ গুড়। ২ শর্করা, চিনি। (রাজবল্লভ।) ৩ যবাসশর্করা, (রাজনি°)। চলিত কথায় মেনা।

খণ্ডজোদ্ভব (পুং) খণ্ডজ উদ্ভবো যস্য তস্মাৎ জায়তে জন ড। যবাসশর্করা দ্বারা প্রস্তুত খণ্ডবিশেষ। (রাজনি°)

খণ্ডতারণ, চম্পারণজেলার একটী নগর।

খণ্ডতাল (পুং) তালবিশেষ, একতালা।

"দ্রুতমেকং ভবেদত্র খণ্ডতালঃ স উচ্যতে।" (সঙ্গীতদামোদর)

খণ্ডদেব, অপর নাম শ্রীধরেন্দ্র, একজন বিখ্যাত দার্শনিক, রুদ্রদেবের পুত্র, জগন্নাথপণ্ডিতরাজ ও শম্ভুভট্টের গুরু। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কাশীধামে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার বিরচিত ভাট্টদীপিকা ও মীমাংসাকৌস্তভ নামে জৈমিনীসূত্রের টীকা এবং ভাট্টরহস্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

ভাট্টদীপিকার আবার অনেকগুলি টীকা আছে, তন্মধ্যে খণ্ডদেবের শিষ্য শম্ভুভট্ট কর্ত্তৃক ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে রচিত 'ভাট্টদীপিকাপ্রভাবলী' প্রধান।

খণ্ডধার বা কণ্ডধার, স্থানবিশেষ। গঞ্জামের ৫ ক্রোশ পশ্চিমে। এখানে একটী দুর্গ আছে। ইহা গঞ্জামের সামন্ত লাখাজির অধিকারে ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ইহা জয় করেন।

খণ্ডধারা (স্ত্রী) খণ্ডে একদেশে ধারা যস্যাঃ বহুব্রীহি। কর্ত্তরী, কাঁচি।

খণ্ডন (ক্লী) খড়ি-ভাবে ল্যুট্। ১ ছেদন। ২ নিরাকরণ। ৩ ছেদন। "ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্" জয়দেব।

খড়ি করণে ল্যুট্। ৪ পরমতাদি নিরাকরণ শাস্ত্রবিশেষ। "ষষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডখাদ্য—সহজক্ষোদক্ষমে" (নৈষধচরিত)

খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামে খ্যাত, শ্রীহর্ষ প্রণীত একখানি গ্রন্থ। ইহাতে সকল পদার্থের নিরুক্তির খণ্ডনপ্রণালী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। ইহার চারিটী পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রমাণ ও প্রমাণাভাষের নিরুক্তিখণ্ডন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হেত্বাভাষ ও নিগ্রহস্থানের নিরুক্তিখণ্ডন, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সর্ব্বনামার্থের নিরুক্তিখণ্ডন এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভাব, অভাব ও সত্তা প্রভৃতি পদার্থের নিরুক্তি খণ্ডনপ্রণালী বর্ণিত আছে, নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথ ইহার টীকা রচনা করেন। এই দুই ন্যায় গ্রন্থ ভাল করিয়া অভ্যাস করিলে বিচারমল্ল হইতে পারা যায়।

(ত্রি) খড়ি-কর্ত্তরি ল্যু। ৫ খণ্ডক, যে খণ্ড করে।

খণ্ডনা (স্ত্রী) খড়ি ভাবে যুচ্ টাপ্। ১ খণ্ডন। ২ ছেদন। "শব্দার্থনির্বচনখণ্ডনয়া নয়ন্তঃ" (খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ১ পরি°)

খণ্ডনীয় (ত্রি) খড়ি-অনীয়র্। যাহার খণ্ডন করা উচিত, খণ্ডনযোগ্য। "ত্বয়া দর্ভময়ানি পাশানি খণ্ডনীয়ানি" (পঞ্চতন্ত্র)

খণ্ডপত্র (ক্লী) নানাবিধ পত্রগুচ্ছ।

খণ্ডপরশু (পুং) খণ্ডয়তি শত্রূন্ খণ্ডঃ তাদৃশঃ পরশুর্যস্য বহুব্রীহি। ১ শিব। "পিনাকিনং খণ্ডপরশুং লোকানাং পতিমীশ্বরম্।" (ভারত ৭ প° রুদ্রমাহাত্ম্য)

২ বিষ্ণু।

"সুধন্বা খণ্ডপরশুর্দারুণো দ্রবিণপ্রদঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৭৮)

৩ জামদগ্ন্য।

"যেনৈব খণ্ডপরশুর্ভগবান্ প্রচণ্ডঃ।" (বীরচরিত)

খণ্ডপর্শু (পুং) খণ্ডয়তি শত্রূন্ ইতি খণ্ডস্তাদৃশঃ পর্শুর্যস্য বহুব্রীহি। ১ পরশুরাম। ২ শিব। ৩ চূর্ণলেপী। ৪ রাহু। ৫ ঔষধবিশেষ, খণ্ডামলক। ৬ ভগ্নদন্ত হস্তী। (শব্দরত্নাবলী)

খণ্ডপাড়া, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২০° ১১´ ১৫´ হইতে ২০° ২৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ১´ হইতে ৮৫° ২৪´ ৪০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে মহানদী, দক্ষিণে পুরী ও নয়াগড়, পূর্ব্বে বাঁকি ও পুরীজেলা ও পশ্চিমে দশপাল্লা। পূর্ব্বে ইহা নয়াগড়ের অংশ ছিল। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নয়াগড়ের এক রাজা খণ্ডপাড়ায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। খণ্ডপাড়ার রাজা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। নটবর মুরদরাজ ভ্রমবর রায় এখন রাজা। ইনি প্রথম রাজা হইতে অষ্টম পুরুষ।

রাজ্য বড়ই উর্ব্বরা বলিয়া এখানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন

হয়। কুঠারিয়া ও দাউকা নামক মহানদীর দুইটী শাখা এই রাজ্যের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এখানকার সমতল ভূমিতে আম্র ও বটবৃক্ষ আর পার্ব্বত্য প্রদেশে শালবৃক্ষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

খণ্ডপাণি (পুং) পুরুবংশীয় একজন রাজা। (বিষ্ণুপু° ৪।২১অঃ)

খণ্ডপাল (পুং) খণ্ডং পালয়তি খণ্ডপালি-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ময়রা, মোদক। (হারাবলী)

খণ্ডপ্রলয় (পুং) খণ্ডস্য ভূম্যাদিখণ্ডস্য প্রলয়ঃ ৬তৎ। কাল-বিশেষ, যে কালে ভূমি প্রভৃতি ভূত পদার্থের নাশ হয়। ব্রহ্মার দিনের অবসানে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটী ভূতের বিনাশ হয় এবং পুনর্ব্বার রাত্রির অবসানে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মার রাত্রিকেই খণ্ডপ্রলয় বলা যাইতে পারে। বৈদান্তিকগণ ইহাকে প্রাকৃতিক লয় বলিয়া থাকেন।

হরিবংশে খণ্ডপ্রলয়ের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—একবিংশতি যুগে এক মন্বন্তর হয়। ১৪টী মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন। ব্রহ্মার দিনের অবসানে রুদ্রদেব সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণিগণের শরীর বিনাশ করিতে আরম্ভ করেন। দেব, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রাণিগণের শরীরই বিনষ্ট হয়। ক্রমে নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতিও ধ্বংস হয়। (হরিবংশ ১৯৮ অঃ)

হরিবংশের আর এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, খণ্ডপ্রলয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যের কিরণের ভয়ানক তীক্ষ্ণতা হয়। বোধ হয় যেন এককালে সহস্র সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, সূর্য্যের দারুণ কিরণে নদ, নদী, সমুদ্র, কূপ, তড়াগ, নির্ঝর প্রভৃতি জলাশয় সকল শুকাইয়া যায়। পৃথিবী শুষ্ক হইলে সূর্য্যকিরণ ক্রমে রসাতলে প্রবেশ করিয়া তথাকার জলও শোষণ করিয়া থাকে। এই সময়ে বায়ুও অতিশয় প্রবল হইয়া সমস্ত পদার্থ বিনাশ করিতে থাকে। সম্বর্ত্তক নামক অগ্নি অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি সমস্ত ভৌতিক পদার্থ দাহ করিতে থাকে। ক্রমে সকলই ভস্মীভূত হইয়া যায়। ভৌতিক কোন পদার্থই থাকে না, কেবল একমাত্র হরিই বিদ্যমান থাকেন। (হরিবংশ ১৯৯ অঃ)

দার্শনিক মতে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে লীন হয়। আকাশ ও ইন্দ্রিয়গণ অহং-কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় হয়। তখন সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে প্রাকৃতিক লয় বা খণ্ডপ্রলয় বলে। [লয় দেখ।]

২ বিবাদ, বিসম্বাদ।

খণ্ডফণ (পুং) দর্ব্বীকর জাতীয় একপ্রকার সর্প।

"লোহিতাক্ষো গবেধুকঃ পরিসর্পঃ খণ্ডফণঃ।" (সুশ্রুতকল্প ৪ অঃ)

খণ্ডভট্ট, সংস্কারভাস্কর নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা, ইঁহার পিতার নাম ময়ূরেশ্বর।

খণ্ডমোদক (পুং) খণ্ডইব মোদয়তি মুদ-ণিচ্-ণ্বুল্। সিতাখণ্ড, যবাসশর্করা। (রাজনি°) চলিত কথায় মেনা বলে।

খণ্ডমণ্ডল (ক্লী) ঠিক মণ্ডলাকার নহে। (Segment of a circle.)

খণ্ডময় (ত্রি) খণ্ড-ময়ট্। যাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্, হইয়া খণ্ডময়ী শব্দ হয়।

"জীর্ণা শতখণ্ডময়ী চ কন্থা।" (ভর্ত্তৃহরি ৩।১৬)

খণ্ডর (ত্রি) খণ্ড-অশ্মাদিত্বাৎ রঃ। (পা ৪।২।৮০) খণ্ডের সন্নিহিত দেশাদি।

খণ্ডরাজ দীক্ষিত, গোদালহরী নামে সংস্কৃত কাব্যকার।

খণ্ডল (পুং ক্লী) খণ্ডং লাতি খণ্ড-লা-ক। খণ্ডধর, যে খণ্ড ধারণ করে। এই শব্দটী অর্দ্ধাদি গণান্তর্গত বলিয়া উভয় লিঙ্গ।

খণ্ডলবণ (ক্লী) খণ্ডাতে খড়ি-কর্ম্মণি-ঘঞ্, খণ্ডশ্চাসৌ লবণ-শ্চেতি কর্ম্মধা°। বিড়্লবণ। (রাজনি°)

খণ্ডব [খণ্ডল দেখ।]

খণ্ডবা, মধ্যভারতের নিমার জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২১° ৩২´ হইতে ২২°১৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৬´ ৩০´´ হইতে ৭৭° ১´ পূঃ। ইহার ভূপরিমাণ ২২০২ বর্গমাইল। ইহাতে ৪৯৭টী গ্রাম আছে। লোকসাখ্যা ১৫৪০০। এখানে ৬টী দেওয়ানী ও ৯টী ফৌজদারী আদালত আছে।

খণ্ডশর্করা (স্ত্রী) খণ্ডইব শর্করা। শর্করাবিশেষ।

"যো যো মৎস্যণ্ডিকা খণ্ডশর্করাণাং স্বকোগুণঃ।
তেন তেনৈব নির্দ্দেশ্যস্তেষাং বিস্রাবণোগুণঃ॥ (সুশ্রুত)

খণ্ডশঃ [স] (অব্য) খণ্ড-শস্। খণ্ডরূপে।

খণ্ডশাখা (স্ত্রী) খণ্ডা খণ্ডিতা শাখা যস্যাঃ বহুব্রীহি। মহিষ-বল্লী লতাবিশেষ। (রাজনি°)

খণ্ডশীলা (স্ত্রী) দুষ্টা নারী, বেশ্যা। (হেম° শে° ১১১)

খণ্ডসর (পুং) খণ্ডইব সরতি সৃ-অচ্। যবাসশর্করা, সিতা-খণ্ড। (রাজনি°)

খণ্ডাইত, জাতিবিশেষ। খণ্ড বা খড়্গাস্ত্রধারণ করিত বলিয়া খণ্ডাইত নামে খ্যাত। ইহারা উড়িষ্যার যোদ্ধৃজাতি, ক্ষত্রিয়-সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়।

পূর্ব্বে উড়িষ্যায় রাজগণের অনেক যোদ্ধা থাকিত। রাজা তাহাদিগকে জমি বিলি করিয়া দিতেন। এই সকল সৈনিক-দিগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ আর্য্যবংশোদ্ভব এবং নিম্নস্থ

সৈনিকগণ পার্ব্বত্য বা দেশস্থ সামান্য বংশ হইতে সংগৃহীত হইত। উত্তর ভারতে ক্ষত্রিয়গণ যেমন একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত, উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণ তেমন নহে। উহাদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে। আপাততঃ যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, উড়িষ্যার দক্ষিণভাগে যে ভুঁইয়াগণ আছে, উহারা তাহাদিগেরই বংশবিশেষ। কিন্তু খণ্ডাইত-গণের আচার ব্যবহার অনেকটা আর্য্যদিগের মত। ছোট-নাগপুরের খণ্ডাইতগণ বলিয়া থাকে তাহারা ২০ পুরুষ পূর্ব্বে উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছিল। উহাদের মধ্যে এখনও উড়িয়া ভাষা প্রচলিত। উহারা আপনাদিকে ভুঁইয়া পাইক বলিয়া থাকে। সিংহভূমের ভুঁইয়া মধ্যে যেরূপ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম কবাট প্রভৃতি উপাধি আছে, উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণের সেইরূপ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যার খণ্ডাইতদিগের মধ্যে ভুঁইয়া উপাধি প্রচলিত ছিল।

ছোটনাগপুরের খণ্ডাইতদিগের নিম্নলিখিত উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—অমাউত, অড়, ওহদার, কোতবার, গোণঝু, নায়েক, পাত্র, প্রধান, মহাপাত্র, মাঁঝি, মিরদাহা, রাউত। উড়িষ্যায় খণ্ডাইতদিগের এই উপাধি দেখা যায়। যথা—উত্তরকবাট্, দক্ষিণকবাট্, গড়নায়েক বা সিংহ, জেনা, দৌবারিক, নায়েক, পশ্চিমকবাট্, প্রহরাজ, বাঘা, বাহুবলেন্দ্র, মহারথ বা মহারথী, মল্ল, মঙ্গরাজ, রণসিংহ, রাউত, রুই, সামন্ত, সেনাপতি ও সিংহ। ইহাদের মধ্যে আবার বড়ঘরি ও ছোটঘরি নামে শ্রেণী বিভাগ আছে। বড়ঘরিয়াদিগের মধ্যে দশঘরিয়াগণ সিংহভূমের সরন্দ প্রদেশে, পাঁচ ঘরিয়াগণ ছোটনাগপুরে, পাঁচশ ঘরিয়াগণ গাঙ্গপুরে ও পনরশ ঘরিয়াগণ গঙ্গাপুর, বোনাই, বামরা ও সম্বলপুর অঞ্চলে ও ছোটঘরিয়াগণ ছোটনাগপুর অঞ্চলে অধিকাংশ বাস করে। এতদ্ব্যতীত চাষা বা ওড় খণ্ডাইত ও মহাজনিক বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতগণ বালেশ্বর ও কটকে, ভঞ্জ খণ্ডাইত ও হরিচন্দন খণ্ডাইতগণ পুরীতে এবং খণ্ডাইত পাইক ও শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতগণ উড়িষ্যার করদ রাজ্যগুলি মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। খণ্ডাইতগণের মধ্যে কছুয়া (কচ্ছপ), কদম (ফুল), মোর (ময়ুর), নাগ, সাল (মৎস্য) প্রভৃতি থাক আছে।

পূর্ব্বোক্ত বড়ঘরিয়াদিগের মধ্যে আদান প্রদান চলে। পাঁচশ ঘরিয়া ও পনরশ ঘরিয়া শ্রেণীর কন্যা দশঘরিয়া ও পাঁচ ঘরিয়া শ্রেণীতে বিবাহিত হইলে তাহাদের মানের খর্ব্বতা হয়। তখন আর স্বশ্রেণীর লোকেরা তাহার হস্তে অন্ন গ্রহণ করে না। দশ ঘরিয়া ও পাঁচ ঘরিয়া পাঁচশ ঘরিয়ার প্রস্তুত অন্ন খাইবে, কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর লোক পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকের অন্ন খাইবে না। আবার পাঁচশ ঘরিয়াগণ পনরশ ঘরিয়ার অন্ন খাইবে, কিন্তু পনরশ ঘরিয়া পাঁচশ ঘরিয়াদিগের যাহারা অবিবাহিত, তাহাদের হস্তের অন্ন খাইবে মাত্র। ছোটঘরিয়াগণ কুক্কুটমাংস ভক্ষণ করে ও মদ্যপান করে। বড়ঘরি ও ছোটঘরিতে আদান প্রদান নাই।

উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণ মধ্যে মহানায়েক বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইত-গণ বড় বড় জায়গীর ভোগ করে। ইহারা পূর্ব্বকালে সৈনিক-বিভাগে সেনাপতির কার্য্য করিত, তাহা একপ্রকার বুঝা যায়। চাষা খণ্ডাইত পাইকগণ সেনাবিভাগের নিম্নশ্রেণীর কার্য্য করিত। ইহারা এক্ষণে চৌকিদার ও চাষার কার্য্য করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের মত মহানায়েক বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইত-গণের ভরদ্বাজ, কৌণ্ডিল্য, নাগাসা প্রভৃতি গোত্র আছে।

খণ্ডাইতদিগের অধিকাংশের কন্যা বড় হইলে তবে বিবাহ হয়। উচ্চশ্রেণীর লোক যাহারা জায়গীর ভোগ করে, তাহাদের কন্যাগণের অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু কন্যাগণ বয়স্থা না হইলে স্বামি-সহবাস করে না, অথবা শ্বশুরালয়ে গমন করে না। বিবাহ প্রাজপত্য মতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। হাতে কুশ বা দূর্ব্বাঘাস ও কাপড়ে গাঁটছড়া বান্ধিয়া দেওয়াই বিবাহের প্রধান লক্ষণ। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। তবে প্রথমা পত্নী বন্ধ্যা বা রুগ্ন না হইলে কেহ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করে না। ছোটনাগপুরে খণ্ডাইত মধ্যে বিধবা বিবাহ চলে। তবে প্রথম বিবাহে যে যে সম্পর্কে নিষেধ আছে, বিধবা বিবাহেও তাই। ভাশুর সম্পর্কীয় লোকের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, দেবরের সহিত প্রশস্ত। উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতদিগের মধ্যে বিধবার বিবাহ দেওয়া রীতি নাই, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আছে। বিবাহ বিচ্ছেদেরও বিধান আছে। পত্নী ব্যভিচারিণী, অবাধ্য বা অন্য গুরুতর দোষাশ্রিত হইলে স্বামী পঞ্চায়তগণের নিকট আবেদন করিয়া তাহাদের সম্মতিতে বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। কোন কোন স্থলে এক বৎসর কাল পত্নীর ভরণ-পোষণ করিতে হয়। নিম্নশ্রেণীতে পরিত্যক্ত পত্নী সাঙ্গা করিতে পারে।

খণ্ডাইতদিগের অধিকাংশই বৈষ্ণব। শাক্ত বা শৈবের সংখ্যা অল্প। শাসনী ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পুরোহিত। সেবক বা পাণ্ডা ব্রাহ্মণ চাষাদিগের পুরোহিত। শাসনিগণ সেবক-দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উড়িষ্যার গ্রামদেবতী বা গ্রাম্যদেবী ও ছোটনাগপুরে বড় পাহাড় প্রত্যেক গৃহস্বামীর উপাস্য। পূজায় বলিদানাদি হইয়া থাকে। উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণ

তরবারির বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। দশহরার সময় গৃহস্থ সমস্ত অস্ত্রাদি সুসজ্জিত করিয়া পুষ্পচন্দনাদি দিয়া পূজা করে। মৃত্যুর পর খণ্ডাইতগণের দেহ সংকার হয় ও রীতিমত শ্রাদ্ধাদি হইয়া থাকে।

উড়িষ্যায় রাজপুতদিগের সংখ্যা বড় কম। জাতিতে উহারাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। খণ্ডাইতেরা উহাদের অব্যবহিত নিম্নে পরিগণিত। শ্রেষ্ঠ খণ্ডাইতগণ বিবাহের সময় যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করে। চাষা খণ্ডাইতগণ তাহা করে না। তবে ব্রাহ্মণগণ তাহাদের হস্তের জল গ্রহণ করেন। করণদিগের সহিত কখন কখন ইহাদের আদান প্রদান হইয়া থাকে। ইহারা চাষা, গোড়গোয়ালা ও করণদিগের হস্তে জল ও মিষ্টান্ন খায়। ছোটনাগপুরের ব্রাহ্মণগণ বড়ঘরিয়া-দিগের হস্তে জল গ্রহণ করেন। তথায় ছোটঘরিয়াদিগের জল অশুদ্ধ। কথিত আছে, উড়িষ্যা হইতে আসিয়া উহারা বিরু, বাসিয়া, বেলসিয়া, দিষা, গোবরা, লাকরা, লোধমা ও শোণপুর নামক আটটী গড় অধিকার করে। এক সময় সৈনিক বর্মের জন্য কএকটী পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ-অধিকারে পুরুষানুক্রমে অধিকৃত সেই সকল সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। উড়িষ্যায় খণ্ডাইতগণ এখনও নিজ স্বত্ব ছাড়ে নাই। বড় বড় ঘরে এখনও লাখ-রাজ ভোগ করিতেছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেও লাখরাজ ভোগ করে, তবে তাহাদিগকে সরবরাহকার, চৌকিদার প্রভৃতির কর্ম্ম করিতে হয়। কেহ বা মজুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অস্ত্রধারী খণ্ডাইতগণ চাষ করে না। এখন বঙ্গের নানা জেলায় ইহারা ঘাটওয়ালের কর্ম্ম করে। উড়িষ্যায় ইহাদের সংখ্যা অধিক।

খণ্ডাভ্র (ক্লী) খণ্ডঞ্চ তদভ্রঞ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ খণ্ড খণ্ড মেঘ, ছিন্ন মেঘ। খণ্ডঃ অভ্রমিব। ২ দন্তরোগবিশেষ। (মেদিনী)।

খণ্ডামলক (ক্লী) খণ্ডং খণ্ডিতং আমলকং। ১ আমলক-চূর্ণ। (মেদিনী) ২ খণ্ডদ্বারা পক্ক আমলক ফল, আমলকীর মোরব্বা।

খণ্ডাল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণাজেলার একটী গ্রাম। ঐ অঞ্চলের ইহা স্বাস্থ্যনিবাস ও গ্রীষ্মাবাস বলিয়া পরিগণিত। গ্রীষ্মের কএকমাস বোম্বাইবাসী অনেকে এখানে আসিয়া বাস করেন। অক্ষা° ১৮°৪৬´ উঃ দ্রাঘি ৭৬°২৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা সহ্যাদ্রি-চূড়া হইতে ১৩০ হস্ত নিম্ন। ইহার ভূমি উত্তরপশ্চিমদিকে ঢালু হইয়া পরহ ও উলহা নামক নদীর দিকে গিয়াছে। ইহার চারিদিকেই পর্ব্বতমালা। বোম্বাইয়ের গবর্ণর এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব এই স্থানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া যান। পর্ব্বতের অংশ-বিশেষের উলহা, রাজমাচি, চাকপির বা তুঙ্গাল, ইন্দ্রাণী, ভোমা, উম্বারি, নাগফণি* প্রভৃতি নানাপ্রকার নাম আছে। ইহার নিকটে দুইটী জলপ্রপাত, একস্থানে জল ২০০ হস্ত নিম্নে পতিত হয়। পর্ব্বতে খোদিত গম্ভীরনাথের মন্দির দেখিবার জিনিস। এখানে রেলের একটী ষ্টেসন হইয়াছে। ষ্টেসন হওয়া অবধি এখানে বসতি বাড়িতেছে। অধিবাসীর অধিকাংশ মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, কুণবী, ওস্‌ওয়াল শ্রাবক, কএক ঘর পর লোহার, সোণার, নাপিত, ধোপা ও চামার আছে।

খণ্ডালী (স্ত্রী) খণ্ডং পদ্মাদিখণ্ডং আলাতি আ-লা-কঃ, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ সরসী। খণ্ডং দন্তনখাদি খণ্ডনং আলাতি আলা-ক ঙীষ্। ২ কামুকী স্ত্রী। ৩ তৈলের পরিমাণবিশেষ। (মেদিনী।)

খণ্ডিক (পুং) খণ্ডোহস্যাস্তি খণ্ড-ঠন্। ১ কলায়, চলিত কথায় কড়াই বলে। ইহার অপর নাম ত্রিপুট। ২ কক্ষ। (হেম°।) ৩ ঋষিবিশেষ, ইহার পিতার নাম উদ্ধরি। (শত° ব্রা° ১১।৮।৪।১) (ত্রি) ৪ ক্রুদ্ধ।

"খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটং দদাতি।" (পা° ভাষ্য)

খণ্ডিকাদি (পুং) খণ্ডিক আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনীয় একটী গণ, ইহার উত্তর সমূহার্থে অঞ্ প্রত্যয় হয়। খণ্ডিক, বড়বা, ক্ষুদ্রক, (মালবশব্দের পরস্থিত) সেনা, (সংজ্ঞা বুঝাইলে) ভিক্ষুক, শুক, উলুক, শ্বন্, অহন্, যুগবরত্র ও হলবন্ধ এই কএকটী শব্দ লইয়া খণ্ডিকাদিগণ।

খণ্ডিত (ত্রি) ১ ভিন্ন। ২ ছিন্ন। ৩ দ্বিধাকৃত। পর্য্যায়—ছিন্ন, লুন, ছিত, দিত, ছেদিত, বৃক্ণ, বৃত্ত। (হেম°)

"চন্দ্রে কলঙ্কঃ সুজনে দরিদ্রতা বিকাশলক্ষ্মীঃ কমলেষু চঞ্চলা।
মুখেহপ্রসাদঃ সাধনেষু সর্ব্বদা যশো বিধাতুঃ কথমস্তি খণ্ডিতম্॥"
(শব্দার্থচি°)

৪ খণ্ডিতাঙ্গ, হীনাঙ্গ। ধর্ম্মশাস্ত্রকার শাতাতপের মতে দুষ্টবাদী পরজন্মে খণ্ডিতাঙ্গ হইয়া থাকে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রাহ্মণকে দুইপল রূপা ও দুইঘট দুগ্ধ দান করিতে হয়।

"দুষ্টবাদী খণ্ডিতঃ স্যাৎ স বৈ দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে।
রূপ্যং পলদ্বয়ং দুগ্ধং ঘটদ্বয়সমন্বিতম্॥" (শাতাতপ)

কোন কোন সংগ্রহকার "খণ্ডিত" স্থলে খণ্ডিক পাঠ করিয়া থাকেন।

খণ্ডিতা (স্ত্রী) খণ্ডিত-টাপ্। একপ্রকার নায়িকা।

* ইংরাজেরা ইহাকে Duke's nose বলিয়া থাকেন। ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের নাসিকার সহিত এই পাহাড়টীর তুলনা করা হয়।

[illegible] ॥ [illegible] খণ্ডিতা নামেরাখ্যা কথয়িতা ॥” সাহিত্যদর্পণ।

কোন নায়িকার পতি, অর্থাৎ কামিনীর সম্ভোগ-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলে নায়িকার হৃদয় অতিশয় ঈর্ষ্যা-কলুষিত হয়। পণ্ডিতগণ সেই নায়িকাকেই খণ্ডিতা বলিয়া থাকেন। খণ্ডিতা নায়িকার অস্ফুট আলাপ, চিন্তা, সন্তাপ, দীর্ঘনিশ্বাস, তুষ্ণীভাব ও অশ্রুপাতাদি চিহ্ন প্রকাশ পায়।

“আসিব বলিয়া গেলা অন্ত সঙ্গে হ'ল বেলা
শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া।
মোর সঙ্গে কথা কয়া বঞ্চিলা অন্তেরে লয়া
কতেক করিলা ভাব একান্তেরে ছলিয়া ॥
ভিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ আলুথালু দেখি কেশ
দেখিয়া তোমায় তাব দেহ যায় জ্বলিয়া।
কে সাধিল মনোরথ খণ্ডিয়া পিরীতি-পথ
নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া ॥”

ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী।

খণ্ডিনী (স্ত্রী) খণ্ডোঽস্ত্যা অস্তীতি খণ্ড-ইনি-ঙীপ্। যদ্বা খণ্ডয়তি আত্মানং দ্বীপপর্ব্বতসমুদ্রাদিব্যবচ্ছেদেন খড়ি-ণিনি-ঙীপ্। পৃথিবী। (শব্দরত্নাবলী)

খণ্ডিম [ন্] (পুং) খণ্ডভাবে ইমনিচ্ (পা ৫।১।১২২) খণ্ডতা, খণ্ডের ধর্ম্ম।

খণ্ডী [ন্] (ত্রি) খণ্ডয়তি খড়ি-ণিনি। ১ খণ্ডক, যে খণ্ড করে। খণ্ডোঽস্ত্যাস্তি খণ্ড-ইনি। ২ খণ্ডযুক্ত। (পুং) খণ্ডয়তি আত্মানং বিদলরূপেণ খড়ি-ণিনি। বনমুদ্গ। (হেম°)

খণ্ডী (স্ত্রী) খড়ি-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বনমুদ্গ। (বাচস্পত্য)

খণ্ডীর (পুং) অপকৃষ্টাখণ্ডী তুণ্ডাদিত্বাৎ রঃ। পীতবর্ণ মুদ্গ। (হেম°)

খণ্ডু (ত্রি) খণ্ডয়তি খড়ি-উণ্। খণ্ডক। এই শব্দটা অরীহণাদি গণান্তর্গত, ইহার উত্তর চতুরর্থে বুঞ্ প্রত্যয় হয়।

খণ্ডুল (Sterculia urens) একপ্রকার বৃক্ষ। ইহা হইতে গন্দের মত আঠা বাহির হয়। গোরু বাছুরের অসুখ হইলে ইহার পাতা খাওয়াইয়া দেয়। ইহার কাঠ অত্যন্ত কোমল। ছাল হইতে দড়ি হয়। এই বৃক্ষ সিংহল ও দাক্ষিণাত্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। উহার যে পুষ্প হয়, তাহার মধ্যে একপ্রকার বীজ থাকে। উহা লোকে আহার করিয়া থাকে। পুষ্পের উপরে কাঁটা, মধ্যে মধ্যে ছিদ্র আছে। ইহার ছাল [illegible] সংকোচক-গুণবিশিষ্ট, [illegible] দিলে [illegible] হয়। [illegible]

[illegible]

বলিয়া তাহার [illegible] হয় নাই। আঠা দেখিতে [illegible] ট্রাগ্যাক্যান্থের ন্যায়। আঠা বাহির হইয়া কতকটা কঠিন হইয়া যায়। জলে ভিজাইলে ফুলিয়া উঠে ও নরম হইয়া পড়ে। অধিকক্ষণ জ্বাল দিলে একেবারে গলিয়া যায়।

খণ্ডেরাও গাইকোবাড়, বরদার একজন রাজা। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৯এ নবেম্বর পুত্রহীন রাজা গণপতরাও গাইকোবাড়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা খণ্ডেরাও বরদার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন পরেই রাজ্যে সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। সেই সময় খণ্ডেরাও যথাসাধ্য ইংরাজরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ শান্তির পরে ইংরাজরাজ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। পূর্ব্বতন সন্ধি অনুসারে তাঁহাকে ইংরাজের “গুজরাট-অশ্বারোহী” সেনার ব্যয়স্বরূপ বৎসরে যে তিন লক্ষ টাকা দিতে হইত, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুনের পত্রে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেই ব্যয়ভার হইতে অব্যাহতি দিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, ১১ই মার্চ্চ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে সনন্দ দান করেন, তাহাতে গাইকোবাড় রাজবংশে পুত্র অভাবে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। আর সেই সনন্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে His Highness উপাধিতে সম্বোধন করেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ পায় যে, কেহ তাঁহার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিতেছে। সন্ধানে জানা যায় যে, ইহা তাঁহার ভ্রাতা মলহাররাওর কার্য্য। মলহাররাও সে জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। খণ্ডেরাওর জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে বাহির হইতে দেওয়া হয় নাই।

একজন সিপাহী তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় বলিয়া হস্তীর পদতলে ফেলিয়া তাহার প্রাণ-বিনাশের আদেশ করেন। এজন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি কিছু বিরক্ত হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে খণ্ডেরাও একজন মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে যান। কিন্তু সে কথা পূর্ব্বাহ্ণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে জানান নাই বলিয়া বোম্বাইয়ের গবর্ণর তাঁহাকে স্বেচ্ছায় মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে দেন নাই। শেষ দশায় খণ্ডেরাও নাকি কিছু অমিতব্যয়ী ও বিলাসপ্রিয় হইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৮এ নবেম্বর কালগ্রাসে পতিত হন।

খণ্ডেরাও হোলকার (কণ্ডিরাও) ইন্দোরের প্রথম রাজা, মলহাররাওর পুত্র। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যমল জাঠের সহিত ভিগ নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, খণ্ডেরাও হোলকার তাহাতে নিহত হন। মালিরাও নামক তাঁহার এক পুত্র ছিল। [illegible] অহল্যাবাই এই খণ্ডেরাওর পত্নী।

[illegible] [মলহাররাও দেখ।]

খণ্ডেরায়, ১ পরশুরামপ্রকাশ নামক স্মৃতিসংগ্রহকার; ইনি জাতিতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও নারায়ণ-পণ্ডিতের পুত্র। ইনি পরশুরামের আদেশে নিজ গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া গ্রন্থের নাম রাখেন "পরশুরামপ্রকাশ"। গ্রন্থের অপর নাম আচারোল্লাস।

২ সুভাষিতসুরদ্রুম নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার, ইঁহার অপর নাম বাসবযতীন্দ্র।

খণ্ডোবা, দেবতাবিশেষ। দাক্ষিণাত্যে ইঁহার উপাসনা বিশেষ প্রচলিত। পুণা অঞ্চলের হিন্দুদিগের মধ্যে বিশ্বাস যে, খণ্ডোবা দাক্ষিণাত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কি ব্রাহ্মণ কি কাহার সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। খণ্ডোবা শব্দের অর্থ খাঁড়া বা অসির দেবতা। অর্থাৎ ভৈরবের ন্যায় ইনি তরবারিহস্তে দেশ রক্ষা করিয়া থাকেন। জেজুরিতে ইঁহার প্রধান মন্দির। তথায় লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে, মল্লারিরূপে ইনি অশ্বারোহণে আসিয়া মণি ও মল্ল-নামক অসুরকে বিনাশ করেন। সেইজন্য কোথাও তাঁহার অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি আছে। অশ্বের উপর খণ্ডোবা ও পত্নী মহালসা বাই উভয়ে উপবিষ্ট। অশ্বের সঙ্গে একটী কুকুর থাকে। কুকুর তাঁহার বাহন বলিয়া কুক্কুরখণ্ডি নামে ইঁহার পূজা দিতে হয়। আবার হরিদ্রায় তাঁহার অংশ আছে বলিয়া হলুদ-গাছ ভণ্ডার নামে পূজিত হয়। খণ্ডোবামূর্ত্তি ধাতুতে গঠিত হয়, প্রস্তর বা কাষ্ঠে নির্ম্মাণ করা নিষেধ। খণ্ডোবার পূজা করিলে বিঘ্ন নিবারণ হয়, পীড়া ইত্যাদি হয় না। রামোসি জাতি এই দেবতাকে বিশেষ ভক্তি করে। উহারা যদি হরিদ্রা-হস্তে কোন অঙ্গীকার করে, তবে তাহার পালন করিতেই হয়।

পূর্ব্বকালে এই দেবতা মল্লারি নামে পূজিত হইতেন। আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ে এই মল্লারিমতাবলম্বীদিগের প্রসঙ্গ আছে। (শঙ্করবিজয় ২৯ অঃ)

খণ্ডোবা, খণ্ডোয়া, মধ্যভারতের নিমার জেলার প্রধান সহর। পূর্ব্বে ভারতের উত্তর ও পূর্ব্বভাগ হইতে দাক্ষিণাত্যে যাইতে হইলে এই পথ দিয়া যাইতে হইত। পেনিন্সুলার রেলের এখানে একটী ষ্টেসন হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টলেমি ইহাকে 'কগ্নবন্দ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আবু-রিহাণ কৃত তারিখ-ই-হিন্দ গ্রন্থে কণ্ডয়াহো নামে বর্ণিত। এখন নগরের মধ্যে দুইটী প্রধান রাস্তা। মধ্যস্থানে চৌরাস্তা। রাস্তার দুইধার দ্বিতলগৃহে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ছোট গলিপথ আছে। পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত বলিয়া ইহা পার্শ্বস্থ স্থান হইতে উচ্চ। নগরের উত্তরপশ্চিমকোণে একটী সমচতুষ্কোণ পুষ্করিণী আছে। এক এক দিকে উহা ৬৯ হস্ত দীর্ঘ হইবে। এই পুষ্করিণীর নাম পদ্মকুণ্ড। ইহার পার্শ্বে প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর। প্রাচীরের স্থানে স্থানে বড় বড় কুলুঙ্গীর মত স্থান। তাহার উপরিভাগে ছোট ছোট শিলালিপি। তাহাতে ১১৮৯ সম্বৎ তারিখ দেওয়া আছে। কোথাও ভৈরব ও কোথাও বা নন্দীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। পদ্মকুণ্ডের মধ্যে একটী মন্দিরের একস্থানে মেজের উপর একটী খোদিত লিপি আছে, উহা জলের ভিতর। লোকের বিশ্বাস যে, ঐ প্রস্তরের নিম্নে ধনরত্ন আছে। শুনা যায়, ইতিপূর্ব্বে কোন সময়ে নাগপুর, হুসঙ্গাবাদ ও খণ্ডোবার তিনজন বলবান লোক ঐ প্রস্তর কাটিতে থাকে। প্রস্তর কাটিতে কাটিতে উহারা পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লোকেরা বলে, অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বধ করেন। পদ্মকুণ্ডে অনেকগুলি শিলালিপি আছে। লেখা অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে। 'মূর্ত্তি জলশ্যাম" "মূর্ত্তিশ্রী" এইরূপ কএকটী নাম মাত্র পড়া যায়।

নিকটেই পদ্মেশ্বরের একটী মন্দির আছে। তাহাতে পদ্মেশ্বরদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি ব্যতীত আরও কএকটী মূর্ত্তি দেখা যায়। এ মন্দিরটী নূতন বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ পদ্মেশ্বরের পুরাতন একটী মন্দির ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন মন্দিরটী গঠিত হইয়াছে। এস্থান হইতে উত্তর-পশ্চিমদিকে গমন করিলে ভৈরবতাল নামক সরোবর দেখা যায়। ঐ সরোবর এক এক দিকে ৪০০ হস্ত হইবে। নগরের দক্ষিণপশ্চিমে কুলালকুণ্ডনামক পুষ্করিণী। ইহার এক একদিক্ ৩০ হস্তের অধিক নহে। দক্ষিণ-পশ্চিমে রেলওয়ের লৌহসেতুর নিকট ভীমকুণ্ড ও উত্তরপশ্চিমে সূর্য্যকুণ্ড। কুলালকুণ্ডের নিকট তুলজাদেবীর মন্দির। প্রতি পৌষমাসের পূর্ণিমায় এখানে মেলা হয়। ঐ মন্দিরের নিকট একটী প্রকাণ্ড গণেশমূর্ত্তি আছে, তাহার শুণ্ডের উপর কএকটী ছোট ছোট মূর্ত্তি দেখা যায়।

কেহ কেহ ইহাকে মহাভারতোক্ত "খাণ্ডব" বলিয়া মনে করেন। [খাণ্ডব দেখ।]

এই নগরে ১১ শত বর্ষের প্রাচীন একটী জৈন দেব-মন্দিরও আছে।

খত্ত (পারসীক) ১ দলিল, চুক্তিপত্র। ২ টাকা ধার লইয়া যে পত্রে ঋণগ্রহীতা তাহার পরিশোধের কাল ও নিয়ম লিখিয়া মহাজনকে দিয়া থাকে। ৩ দোষী ব্যক্তির পুনর্ব্বার 'সেরূপ কর্ম্ম করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নাক কাণ মাটীতে ঠেকাইয়া ন্যূনতা স্বীকার।

"গিয়া তিনকাল শেষে এই হাল খত যা নাকে লিখিব।"
(বিদ্যাসুন্দর)

৪ জঙ্গল কাটা জমি, জঙ্গল পরিষ্কারকারীর পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি।

খতম্ (পারসীক) শেষ, বিশ্রান্তি, বিরাম।

খতমি (দেশজ) একপ্রকার বীজ। (The seed of the common hollyhock)

খতর্ (আরবী) ১ বিপদ্। ২ স্মরণ। ৩ গ্রামের পশ্চাদ্‌ভাগ, যেখানে ময়লা ফেলা হয়।

খতান (দেশজ) গণন, হিসাবের নিশ্চয় করণ।

খতমাল (পুং) খে আকাশে তমাল ইব। ১ ধূম। ২ মেঘ।

খতিয়ান্ (যাবনিক) ১ যে কাগজে প্রজাদিগের জমী-জমা বিশেষ করিয়া নিরূপিত হয় ও যাহাতে খাজনা নিরূপণ ও আয়ের হিসাব লিখিত হয়। ২ হিসাব-বহি।

খতিরি (হিন্দী) নদীকূলের বালুময় জমি। তাহাতে জল-সেচন ও সার দিয়া শস্য উৎপাদন করিতে হয়। কখন্ নদীর জল উঠিয়া শস্য প্লাবিত করিবে তাহার নিশ্চয় নাই বলিয়া ইহার জন্য অতি অল্প খাজনা দিতে হয়।

খতিব, মুসলমানদিগের যাহারা খুতবা পাঠ করে। [খুতবা দেখ]

খদ (পুং) খদ্ বাহুলকাৎ ভাবে অপ্। ১ স্থিরতা। ২ বধ।

খদিকা (স্ত্রী) খে ভর্জনপাত্রাদূর্দ্ধে আকাশে দীয়তে খ-দো-ক টাপ্ ততঃ সংজ্ঞার্থে কন্ অত ইত্বঞ্চ। লাজা, খই।

খদিজা, মহম্মদের প্রথমা পত্নী। খদিজা একজন আরবদেশীয় সম্পত্তিশালিনী বিধবা রমণী। আরবদেশের প্রথানুসারে খদিজার বাণিজ্য-ব্যবসা ছিল। খদিজার বাণিজ্যের দ্রব্যাদি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই হইয়া আরব ও তুরস্কের অন্তর্গত সিরিয়া প্রদেশের হাটে যাইত। মহম্মদ তখন বালক, মাঠে মাঠে পশু চরাইয়া বেড়াইতেন। খদিজার একজন উষ্ট্রচালকের প্রয়োজন হইলে তিনি মহম্মদকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। মহম্মদের কার্য্যে দক্ষতা দেখিয়া অল্প দিন পরে তাঁহার পদোন্নতি হইল, খদিজা ক্রমে পণ্যদ্রব্যের সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন। তাঁহার সততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া খদিজা তাঁহাকে এল্ আমিন উপাধি দান করেন। এল্ আমিন অর্থে সৎলোক বুঝায়। মহম্মদের বয়স তখন প্রায় ২৫ বৎসর। মহম্মদের কোমল সুন্দর গঠন যৌবনের পূর্ণতায় বিকশিত হইয়া মনোহর হইয়াছিল; খদিজার বয়স তখন প্রায় ৪০ বৎসর হইলেও রূপে বা গুণে মুগ্ধ হইয়া মহম্মদকে পতিত্বে বরণ করিলেন। বিবাহের এগার বৎসর পরে তাঁহাদের ফতিমা নাম্নী একটী কন্যা হয়, ক্রমে আরও সন্তান হইয়াছিল। কিন্তু তিনটী কন্যা ব্যতীত আর সকলেই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৬১৯ খৃষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে খদিজার মৃত্যু হয়। খদিজার গোরস্থান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রিগণ উহা দেখিতে গিয়া থাকেন। গোরের উপর একটী প্রস্তরে কোরাণ হইতে একটী শ্লোক খোদিত আছে। মহম্মদ পরে অন্যান্য রমণীকে বিবাহ করিলেও খদিজাকে যে অধিক ভালবাসিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। [মহম্মদ দেখ।]

খদিম (আরবী) ১ ভৃত্য। এদেশে মসজিদ প্রভৃতি যাহাদের জিম্মায় থাকে, তাহাদিগকে খদিম বলে।

২ আরবদেশে খদিম নামে একপ্রকার স্বতন্ত্র জাতি আছে। য়েমেন প্রদেশে ইহাদের বাস। আফ্রিকার সমুদ্র-তীরস্থ লোকের সঙ্গে ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য যত আরবদিগের সহিত তত নহে। ইহাদের চুল সমান অর্থাৎ কোঁকড়ান নহে, শরীরের বর্ণ কাল, নাসিকা পক্ষিচঞ্চুর ন্যায়। ওষ্ঠ পুরু। আরবদেশে ইহারা নীচজাতীয় বলিয়া গণ্য। আরবদিগের সহিত ইহাদিগের আহার-ব্যবহার বা আদান-প্রদান নাই। ইহারা বাস্তকর বা কামারের কার্য্য করে।

খদির (পুং) খদ-কিরচ্ নিপাতনে সাধুঃ। (অজিরশিশির-শিথিলস্থিরস্ফিরস্থবিরখদিরাঃ। উণ্ ১।৫৪) ১ বৃক্ষ-বিশেষ, খএর গাছ। পর্য্যায়—গায়ত্রী, বালতনয়, দন্তধাবন, তিক্তসার, কণ্টকীদ্রুম, বালপত্র, খণ্ডপত্রী, ক্ষিতিক্ষম, সুশল্য, বক্রকণ্ঠ, যজ্ঞাঙ্গ, জিহ্বাশল্য, কণ্ঠী, সারদ্রুম, কুষ্ঠারি, বহুসার, মেধ্য, বালপুত্র, রক্তসার, কর্কটী, জিহ্বশল্য, কুষ্টহৃৎ, বালপত্রক ও যূপদ্রুম। হিন্দীতে খয়ের, দক্ষিণে কঠকিকর, পঞ্জাবে খয়েচ্, তৈলঙ্গে খদিরমু বা পোদলামনু, তামিল বোদলয়, সিংহলী কিহিরি, ব্রহ্মে শ-বিন্ ও বৈজ্ঞানিক নাম Acacia Catechu। খদিরবৃক্ষ এক একটী ১০ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। এই গাছ ভারতের সমতল ভূমিতে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহার কাঠ বড় শক্ত ও স্থায়ী, শীঘ্র ঘুণ ধরে না, ইহাতে কড়ি বরগা, ঢাল ও তরবারের হাতল, লাঙ্গল, তুলার কল, শকট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে খদির বৃক্ষে ফুল ধরে, শীতকালে বীজ পাকে। সিংহলীদিগের বিশ্বাস ইহার বৃক্ষনির্য্যাস রক্তপরিষ্কারক। ইহার কাথ হইতে খএর পাওয়া যায়। ইংরাজীতে ইহাকে Catechu or Terra Japonica বলে। বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ সার লইয়া কোন মাটীর পাত্রে সিদ্ধ করিলে পরিষ্কার সুরা বাহির হয়, উহা জমাট বাঁধিতে থাকিলে মাটীর ছাঁচে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহার সার বস্ত্রাদি রঙ্ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ সঙ্কোচক, ব্রণ, উপদংশ ও ক্ষতরোগে ফলদায়ক। সবিচ্ছেদ জ্বর শীতাদ, লালানিঃসরণ, আলজিহ্বার শিথিলতা, তালুর পার্শ্ব-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, জ্বর প্রভৃতি রোগে উপকারী। শ্বেতপ্রদর ও অসৃগ্‌দর হইলে ইহার পিচ্‌কারী দেওয়া যাইতে পারে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—তিক্তরস, শীতল, পিত্ত, কফ, কুষ্ঠ, কাস, রক্তদোষ, শোথ, কণ্ডু, ব্রণনাশক এবং পাচন। (রাজনি°।) বিসর্প, বেদনা, মেহ ও মেদনাশক। (রাজবল্লভ।) ভাবপ্রকাশের মতে—খদির শীতবীর্য্য, দন্তের হিতকারক, তিক্ত-কষায় রসযুক্ত এবং কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদদোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আমদোষ, পিত্ত, রক্তদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও কফনাশক। খদির দুই প্রকার, রক্তসার ও শ্বেতসার। রক্তসারের কথাই পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শ্বেতসার খদিরকে চলিত কথায় পাপড়ী খয়ের বলে। ইহার গুণ—বর্ণ-পরিষ্কারক, মুখরোগ, রক্তদোষ ও কফনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব ১ ভাগ।) শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, প্রজাপতির প্রাণ তাঁহার শরীর পরিত্যাগ করিলে অস্থি হইতে খদির উৎপন্ন হয়, এই কারণেই খদির অতিশয় কঠিন হইয়াছে। (শতব্রা° ১৩।৪।৪।৯) খদতি হন্তি শত্রূন্ খদ-কিরচ্। ২ ইন্দ্র। (ত্রিকাণ্ড°) খে আকাশে দীর্য্যতে ইষ্টাপূর্ত্তকারিভির্যতঃ অপাদানে কিরচ্। ৩ চন্দ্র। যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সেই পুণ্যবলে জলময় শরীর ধারণ করিয়া চন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। পুণ্যের অবসানে চন্দ্রলোক হইতে আকাশে পতিত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এই কারণে পূর্ব্বপ্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি অনুসারে খদির শব্দে চন্দ্রমণ্ডল বুঝায়। [অবরোহ দেখ।] ৪ একজন ঋষি। এই শব্দটী অশ্বাদিগণান্তর্গত। গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর ষঞ্ হয়। (পা ৪।১।১১০)

খদিরক (পুং) খদিরএব খদির স্বার্থে কন্। খদির।

খদিরকষায় (পুং) ঔষধবিশেষ, খদিরকাথ। লৌহ ও মুথা চূর্ণের সহিত ইহা সেবন করিলে হলীমক রোগ বিনাশ হয়। (বৈদ্যক)

খদিরপত্রিকা (স্ত্রী) খদিরস্য পত্রমিব পত্রমস্যাঃ বহুব্রী, কপ্ টাপ্ অত ইত্বং চ। ২ অরিমেদ বৃক্ষ, গুয়েবাবলা। ২ লজ্জালুলতা। (রাজনি°)

খদিরপত্রী (স্ত্রী) খদিরস্য পত্রমিব পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী বিকল্পে ন কপ্ প্রত্যয়ঃ ততঃ ঙীপ্। লজ্জালুলতা (জটাধর)

খদিরময় (ত্রি) খদিরস্য বিকারঃ খদির-ময়ট্। খদির কাষ্ঠ-নির্ম্মিত।

খদিরবণ (ক্লী) খদিরাণাং বনং ণত্বং ণত্বঞ্চ। (পা ৮।৪।৫) খয়েরের বন।

খদিরসার (পুং) খদিরস্য সারঃ নির্য্যাসঃ ৬তৎ। খদির-নির্য্যাস, খএর।

"বিনা খদিরসারেণ হারেণ হরিণী দৃশাম্।
নাধরে জায়তে রাগো নানুরাগঃ পয়োধরে।" (উদ্ভট).

খদিরা (স্ত্রী) খদিরস্তৎ পত্রাকারোঽস্ত্যস্যাঃ পত্রে খদির-অচ্-টাপ্। লজ্জালুলতা। (রাজনি°)

খদিরাষ্টক (পুং) ঔষধবিশেষ। খদির, ত্রিফলা, নিম্ব, পলতা, গুলঞ্চ, বাসক, এই আটটী পদার্থকে খদিরাষ্টক বলে। ইহাদের কাথ পান করিলে হাম, বসন্ত, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও কণ্ডু প্রভৃতি নষ্ট হয়। (বৈদ্যক)

খদিরাদ্য (পুং) ঔষধবিশেষ। খদির ও ত্রিফলার কাথকে খদিরাদ্য বলে। মহিষঘৃত ও বিড়ঙ্গ চূর্ণের সহিত পান করিলে ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়। (বৈদ্যক)

খদিরিকা (স্ত্রী) খদিরঃ খদিররসেন তুল্যোরসোঽস্ত্যস্যাঃ খদির-ঠন্-টাপ্। ১ লাক্ষা, লা। ২ লজ্জালুলতা। (রাজনি°)

খদিরী (স্ত্রী) খদ-কিরচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ লজ্জালুলতা। পর্য্যায়—নমস্কারী গণ্ডকালী, সভঙ্গা, গণ্ডকারী, শমীপত্রা, রক্তপত্রী, অঞ্জলিকারিকা, রাস্না। কাহারও মতে খদিরী শব্দের অর্থ খদিরী শাক, যাহাকে চলিত কথায় লাজালু বলে। (অমরটী° ভরত) ২ লতাবিশেষ, হাড়যোড়া। (জটাধর।)

খদিরীয় (ত্রি) খদিরস্য সন্নিহিতো দেশাদিঃ খদির চাতুরর্থিক ছ। খদিরের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

খদিরোপম (পুং) খদির উপমা যস্য বহুব্রী। কদর। (রত্নমালা) চলিত কথায় কাঁটা-বাবলা বলে।

খদূরক (পুং) খদ বাহুলকাৎ ঊরচ্ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী শিবাদিগণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে অণ্ প্রত্যয় হয়।

খদূরবাসিনী (স্ত্রী) খে আকাশে দূরে বসতি বস-ণিনি ততো ঙীপ্। বুদ্ধশক্তিবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)

খদ্য (ত্রি) খদায় হিতঃ খদ-যৎ ('উগবাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) স্থিরতা বিষয়ে হিতকর।

খদ্যপত্রী (স্ত্রী) খদ্যং পত্রমস্য বহুব্রী। ততোগৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। খদির। (রাজবল্লভ)

খদ্যোত (পুং) খে আকাশে দ্যোততে দ্যুত-অচ্। ১ কীট-বিশেষ, জোনাকী পোকা। পর্য্যায়—জ্যোতিরিঙ্গণ, খজ্যোতি, প্রভাকীট, উপসূর্য্যক, ধ্বান্তোন্মেষ, তমোমণি, দৃষ্টিবন্ধু,

"বিদিতমনন্তসমস্তং তবজগদাত্মনো জনৈরিহ চরিতম্।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ॥"

(ভাগবত ৬।১৬।৪৬।) খং আকাশং দ্যোতয়তি প্রভাযুক্তং করোতি খ-দ্যুত-ণিচ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ২ সূর্য্য।

"খদ্যোতাবিমুখী চাস্য নেত্রে একত্র নির্ম্মিতে।
রূপং বিভ্রাজিতং তাভ্যাং বিচষ্টে চক্ষুষেশ্বরঃ॥"

(ভাগবত ৪।২৯।১০)

খদ্যোতক (পুং) খদ্যোত ইব কায়তি কৈ-কঃ। যদ্বা খদ্যোত সংজ্ঞার্থে কন্। ১ এক প্রকার বৃক্ষ, ইহার ফল অতিশয় বিষাক্ত। (সুশ্রুত কল্প ২ অঃ) (পুং) খদ্যোত-স্বার্থে কন্। ২ সূর্য্য।

খদ্যোতন (পুং) খং আকাশং দ্যোতয়তি দ্যুত-ণিচ্-ল্যু। সূর্য্য। (জটাধর)

খধূপ (পুং) খং আকাশং ধূপয়তি-ধূপ-অণ্ উপপদ সং। আকাশগামী অগ্নিশিখাযুক্ত পদার্থবিশেষ, হাউই।

"উল্কাপ্রচক্রুর্গরস্ত মার্গান্
দজানুববন্ধ মুর্মুহুঃ খধূপান্।" (ভট্টি ৩৫।)

খনক (পুং) খন-বুন্ (শিল্পিনিষ্বুন্। পা ৩।১।১৪৫) ১ মূষিক। ২ সন্ধিতস্কর, সিন্দেলচোর। (ত্রি) ৩ ভূমিবিদারক, যে ভূমি খনন করে।

"বিদুরস্য সুহৃৎ কশ্চিৎ খনকঃ কুশলো নরঃ॥"

(ভারত ১।১৪৮।১)

(পুং) ৪ স্বর্ণাদির উৎপত্তিস্থান, আকর।

"পুরী সমন্তাদ্ বিহিতা সপতাকা সতোরণা।
স চক্রা সহুড়া চৈব সযন্ত্রখনকা তথা।" (ভারত ৩।১৫ অঃ)

৫ ভূতত্বজ্ঞ। ৬ স্বর্ণাদির উৎপত্তিস্থানজ্ঞ।

খনন (ক্লী) খন-ল্যুট্। ১ খাতকরণ। ২ খোঁড়ন। ৩ আকর হইতে ধাতু, মণি প্রভৃতি বাহির করণ।

খননীয় (ত্রি) খন-অনীয়র্। যাহা খনন করা হইবে।

খনপান (পুং) অনুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ। (ভাগবত ৯।২২।৩)

খনবাখাল (খাঁ বা খাল) পঞ্জাবের শতদ্রু নদীর একটী খাল। নদীতে বন্যা হইলে বন্যার জল এই খাল দিয়া যায়। পূর্ব্বে এইখানে একটী স্বতন্ত্র নদী ছিল। তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। শতদ্রু হইতে একটী খাল কাটিয়া এই পুরাতন নদীতলের সহিত যুক্ত করিয়া দিলে পুরাতন নদীগর্ভ দিয়া খালের জল প্রবাহিত হয়। কথিত আছে, সম্রাট্ অকবরশাহের সময়ে খখামন এই প্রদেশের জমিদার ছিলেন। তিনিই নাকি এই খাল কাটাইয়া দেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইহার মুখ বুজিয়া যায়। মহারাজ রণজিৎ-সিংহের পুত্র মহারাজ খড়্গসিংহ অন্যান্য জমিদারদিগের নিকট হইতে টাকা তুলিয়া আবার কাটাইয়া দেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ সেরসিংহ আর একবার ভালরূপ কাটাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী করেন। এই সময়ে খালের জল কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করিলে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর প্রদেশটী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট-হস্তে আসিলে ইহা খাল-বিভাগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। খালটী লাহোর জেলার মধ্যে মামোকি নামক স্থানে শতদ্রুনদী হইতে আরম্ভ হইয়া ধাপাই নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে।

খনয়িত্রী (স্ত্রী) খন-ণিচ্-বৃদ্ধ্যভাবঃ তৃচ্ ঙীপ্। অস্ত্রবিশেষ, খুন্তী। নারদপঞ্চরাত্রে যাত্রাকালে খনয়িত্রী চালন করিবার বিধান আছে।

"খনয়িত্রী শুভা যাত্রা জয়ার্থং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিভিঃ।
পঞ্চবর্ণাংশুকযুতী চালনীয়া পুরঃ স্থিতা॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

খনা (দেশজ) ১ যে নাসিকাযোগে কথা কহে। ২ একজন বিদুষী রমণী। প্রবাদ এইরূপ, ইনি সিংহলদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ মিহিরের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মিহিরের পিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। মিহিরের জন্মের পর তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, মিহিরের এক বৎসর মাত্র পরমায়ুঃ। তিনি স্বচক্ষে পুত্রের মৃত্যু দেখিতে ইচ্ছা না করিয়া একটী তাম্রপাত্রে করিয়া মিহিরকে সমুদ্রজলে ভাসাইয়া দেন। দৈবক্রমে সেই পাত্রটী যাইয়া সিংহলদ্বীপে উপস্থিত হয়। কতকগুলি রাক্ষসীর সহিত খনা স্নান করিতেছিলেন, হঠাৎ একটী পাত্রের মধ্যে সুন্দর বালকটীকে দেখিতে পাইয়া উঠাইয়া আনিলেন। খনা পূর্ব্বেই রাক্ষসীদের নিকটে জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং জ্যোতিষে তাঁহার অতিশয় দক্ষতা হইয়াছিল। তিনি আপনার বিদ্যাবলে গণিয়া দেখিলেন যে, এই বালকটীর পরমায়ু ১০০ বৎসর, ইহার পিতা ভ্রমে পড়িয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। খনা বালকটীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীদের নিকটে ঐ বালকও জ্যোতিঃশাস্ত্র অভ্যাস করে। পরে খনা তাঁহাকে বিবাহ করেন। অনেকদিন পরে মিহির খনার মুখে আপনার বৃত্তান্ত শুনিয়া জন্মভূমি দেখিতে উৎসুক হইলেন। খনাও তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহারা আসিবার সময় জ্যোতিষের পুথি সংগ্রহ করিয়া এই দেশে আনয়ন করেন। রাক্ষসীরা অনেক দৌড়াদৌড়ি করে, তাহাতে কতক পুথি নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা এই দেশে আসিয়া মিহিরের পিতার নিকটে উপ-

হিত হইয়া পরিচয় দেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তিনি তখন আবার আপনার পুত্রের আয়ুর্গণনা করিতে আরম্ভ করেন, এবারেও গণনায় ১ বৎসর মাত্রই পরমায়ুঃ হয়। তখন খনা বলিলেন—

"কিসের তিথি কিসের বার জন্মনক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন পলকে আয়ুঃ বার দিন॥"

খনার এইরূপ কথা শুনিয়া মিহিরের পিতার ভ্রান্তি দূর হইল, তিনি মিহির ও খনাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

কথিত আছে যে, ইহার পর খনা পতি ও শ্বশুরের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে পিতার ন্যায় পুত্র মিহিরও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন এবং অন্যতম রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য বরাহকে আকাশের নক্ষত্র গণনা করিয়া তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে বলেন। পিতা-পুত্রে তাহা না পারিয়া রাজার নিকট এক দিন সময় চাহিলেন। তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া খনাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলে তিনি সমস্ত শুনিয়া অনায়াসে তাহা গণিয়া দিলেন। রাজা প্রকৃত উত্তর পাইয়া অনুসন্ধানে খনার পরিচয় পাইলেন। অতঃপর খনাকে আপনার সভার আর একটী 'রত্ন' করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত বরাহকে বলিয়া দিলেন। বরাহ কলঙ্কের ভয়ে পুত্রকে খনার জিহ্বা ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। মিহির তাহাতে ইতস্ততঃ করায় খনা আপনার আসন্ন মৃত্যু গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়া স্বামীকে পিতার আদেশ পালন করিতে বলিলেন। জিহ্বা ছিন্ন হইবার কিছুক্ষণ পরেই খনা পঞ্চত্ব লাভ করেন।

এই সকল কিংবদন্তীর মূলে কিছু মাত্র সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ বরাহকে মিহিরের পিতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের সভার রত্ন বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নবরত্ন ছিলেন, তাঁহাদের নাম—

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ। খ্যাতোবরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব-বিক্রমস্ত॥" (জ্যোতির্ব্বিদাভরণ)

এই শ্লোকে 'বরাহমিহিরো' শব্দটী এক বচনান্ত, সুতরাং বরাহমিহির এক ব্যক্তির নাম, দুই ব্যক্তির নাম নহে। আর বরাহমিহির বিভিন্ন ব্যক্তির নাম হইলে, নবরত্ন না হইয়া দশরত্ন হয়।

খনার নামে যে সকল বচন প্রচলিত আছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। খনা বরাহমিহিরের পত্নী হইলে কখনই বাঙ্গালা ভাষায় জ্যোতিষ-বচন রচনা করিতেন না। খনার বচন ও তাঁহার ভাষা দৃষ্টে বোধ হয় যে, খনা স্ত্রীলোকই হউন আর পুরুষই হউন বঙ্গদেশের লোক বটে, সম্ভবতঃ তিন চারি শত বর্ষের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাবকাল। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। খনার বচন নামে যে সকল জ্যোতিষ-বচন প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশ বরাহমিহিরের জাতকাদি জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত অনেকটা ঐক্য আছে, এইজন্যই বোধ হয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ খনাকে মিহিরের পত্নী বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকিবেন।

নিম্নে কতকগুলি খনার বচন উদ্ধৃত হইল।

(১) পরমায়ুঃ-গণনা—

কিসের তিথি কিসের বার
জন্ম-নক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন
পলকে আয়ুঃ বার দিন।
নরা গজা বিশে শয়
তার অর্দ্ধ বহে হয়।
বাইশ বলদা তের ছাগলা
দেখে শুনে বরা পাগলা॥

(২) চন্দ্রগ্রহণ-গণনা—

যে যে মাসে যে যে রাশি,
তার সপ্তমে থাকে শশী।
যদি হয় পৌর্ণমাসী
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী।
দুই তিন পাঁচ ছয়,
একাদশে দেখতে হয়।
কিন্তু যদি জন্ম-বধ
তবে তারে কর রদ॥

(৪) জন্মলগ্নের শুভাশুভ-গণনা—

সূর্য্য কুজে রাহু মিলে,
গাছে দড়ি বন্ধন গলে।
যদি রাখে ত্রিদশনাথ,
তবু সে পায় নীচের ভাত॥

(৪) দম্পতীর মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ মৃত্যু-গণনা—

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা
নামে নামে করি সমতা।
তিন দিয়ে হরে আন,
তাহে মরা বাঁচা জান।

একে শূন্যে মরে পতি,
দুই থাকিলে মরে যুবতী ॥

(৫) তিথি-গণনা—
খালি ছাগলা বুষে চাঁদা
মিথুনে পুরিয়া বেদা।
সিংহে বসু কর কি ব'সে,
আর সব পুরিবে দশে ॥

(৬) গর্ভস্থ সন্তান-পরীক্ষা—
বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ
পেটের ছেলে গ'ণে আন।
নামে মাসে ক'রে এক,
আটে হ'রে সন্তান দেখ।
এক তিন থাকে বাণ,
তবে নারীর পুত্র জ্ঞান।
দুই চারি থাকে ছয়,
অবশ্য তার কন্যা হয়।
যদি থাকে শূন্য সাত,
তবে নারীর গর্ভপাত ॥

(৭) রবিবার-দোষে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির লক্ষণ—
পাঁচ রবি মাসে পায়।
ঝরা কিম্বা খরায় যায় ॥

খনি (ত্রি) খন্-ই (খনিকয্যজ্যসিবসিবনিসনিধ্বনিগ্রন্থিচরিভ্যশ্চ। উণ্ ৪।১৩৯) ১ খনন।
"যোহস্যাং রতি তং স্বজামি স্রোকং খনিং তনূদূষিম্।"
(অথর্ব্ব ১৬।১।৭)

(স্ত্রী) ভূগর্ভের যে স্থান খনন করিয়া মনুষ্য ধাতু, প্রস্তর বা মূল্যবান্ মৃত্তিকাদি উত্তোলন করে, তাহাকে খনি বলে। বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে খনিকার্য্য চলিতেছে। খনি হইতে কিরূপে রত্ন সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসী জানিতেন। বাষ্পীয়যন্ত্রের প্রভাবে এক্ষণে এই কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কঠিন পর্ব্বত-গাত্র বা সমতল ভূমি ভেদ করিয়া পৃথিবীর অতি গভীর প্রদেশে অবতরণ করিয়া, আজ কাল মনুষ্যেরা নানা ধাতু উত্তোলন করিতেছে। কেবল স্বর্ণ প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক ধাতু বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায়, নতুবা আর সমুদয় ধাতু নানাপদার্থের সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবিশুদ্ধ ধাতুকে আকর (Ore) বলে। নানা উপায়ে অপরাপর পদার্থকে পৃথক্ করিয়া আকর হইতে বিশুদ্ধ ধাতুটুকু বাহির করিয়া লইতে হয়। কোথায়, কি ভাবে, কি পরিমাণে, কোন্ ধাতু থাকিবার সম্ভাবনা তাহা ভূতত্ত্ব (Geology) বিদ্যার সহায়তায় জানিতে পারা যায়। যে সমুদয় উপায় অবলম্বনে ভূ-গহ্বর হইতে ধাতুর আকর উপরে তুলিতে পারা যায়, তাহাকে খনিকার্য্য (Mining) বলে। যে বিদ্যার সহায়তায় আকর হইতে অপরাপর পদার্থ পৃথক্ করিয়া বিশুদ্ধ ধাতু বাহির করিতে পারা যায়, তাহাকে ধাতুতত্ত্ব (Metallurgy) বলে। ধাতু ব্যতীত, স্লেট্ ও অপরাপর প্রস্তর, পাথুরে কয়লা, নানাবর্ণে রঞ্জিত মৃত্তিকা প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুও খনি হইতে সংগৃহীত হয়।

পৃথিবী-নিম্নে খনিজ পদার্থ স্তরে স্তরে (Strata) সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করে, অথবা প্রাচীরসদৃশ প্রস্তররাশির মধ্যে শিরা (Vein) ভাবে শায়িত হইয়া থাকে। পৃথিবীর কোন্ স্থানে, কি ভাবে, কি পরিমাণে খনিজ পদার্থ অবস্থিত আছে, তথা হইতে আকর উত্তোলন করিলে লাভ হইতে পারে কি না, এই সমুদায় বিষয় নির্দ্দেশ করা অতি কঠিন। এইরূপ অনুসন্ধানকে ইংরাজিতে Prospecting বলে। পৃথিবীর নিম্ন যে ধাতু লুক্কায়িত আছে, কখনও কখনও তাহার কিয়দংশ জলস্রোতে বা অপর কোনও কারণে আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আকর উপরে উঠিয়া পড়িলে তাহাকে "ভাসা-আকর" (Out-crop) বলে। এইরূপ ভাসা-আকর দেখিয়া বিচক্ষণ খনকেরা আকরের মূলদেশ অনায়াসে স্থির করিতে পারেন। কিন্তু যে স্থানে খনিজ পদার্থ এইরূপ ভাসিয়া না থাকে, সেস্থানে অনেক অনুসন্ধানের পর তবে ভূনিম্নস্থ ধাতুর অস্তিত্ব স্থির করিতে পারা যায়। কোনও স্থানে কোনও রূপ ধাতু থাকিবার চিহ্ন ভূতত্ত্ববিদ্যার সহায়তায় নির্দ্দিষ্ট হইলে, খনিকার যাইয়া সেই স্থানে অনুসন্ধান (Prospecting) আরম্ভ করেন। প্রথমে সেই স্থানের মৃত্তিকা ও নিকটস্থ নদীনালার বালুকা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। অণুবীক্ষণ ও রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা সেই মৃত্তিকা ও বালুকাতে যদি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধাতুর কণার অস্তিত্ব দেখিতে পান, তাহা হইলে তাহা যে উপরিস্থ পর্ব্বতাদি হইতে ধুইয়া আসিতেছে এইরূপ স্থির করেন। তাহার পর কোথা হইতে সেই ধাতু ধুইয়া আসিতেছে সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। পৃথিবীগাত্রে নানাস্থানে অতি গভীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া ও তলদেশ হইতে মাটী তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এইরূপ পৃথিবীতে ছিদ্র করিবার নানা যন্ত্র আছে। ইহাকে Boring apparatus বলে। এইরূপ পরীক্ষা করিয়া আকরের প্রকৃত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহার পর খনির কার্য্য

আরম্ভ করিতে হয়। উপর হইতে যত নিম্নে আকর (Ore) আছে, প্রথমে সেই পর্য্যন্ত কূপ খনন করিতে হয়। পৃথিবী-নিম্নে আকর যে ভাবে থাকে, কূপও সেই ভাবে খনন করিতে হয়। এই কূপ কোথাও বা সরল ভাবে, কোথাও বা তির্য্যক্ ভাবে পৃথিবীর নিম্নে গমন করে। তাহার পর পৃথিবীর নিম্নে অনেকানেক সুড়ঙ্গ করিয়া আকর খনন করিতে হয়।

সামান্য একটী কূপ খনন করিলে কত জল বাহির হয়, খনির ভিতর তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে জল বাহির হইয়া পড়ে। অনেক স্থানে এই জল ক্রমে একত্র হইয়া স্রোতের আকার ধারণ করে। খনির কূপ যতটুকু আবশ্যক, অনেকে তাহা অপেক্ষা অধিকতর গভীর করিয়া খনন করে। এই গভীর স্থানে জল গিয়া জমে। কূপের এক পার্শ্বে দমকল বসাইয়া এই জল তুলিয়া ফেলে। খনির ভিতর বিশুদ্ধ বায়ুর বিশেষ প্রয়োজন। বিশুদ্ধ বায়ু না থাকিলে মজুরেরা কাজ করিতে পারে না। সে নিমিত্ত আজকাল প্রায় সকল খনিতে একটীর অধিক কূপ থাকে। একটী কূপের তলদেশে রাত্রি দিন প্রখর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হয়। সে স্থানের বায়ু লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া পড়ে। এইরূপ ক্রমে যেরূপ এক দিক্ দিয়া খনি বায়ু শূন্য হইতে থাকে, সেইরূপ অপর কূপ দিয়া উপর হইতে বিশুদ্ধ বায়ু খনির ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে। সুতরাং এইরূপ উপায় অবলম্বনে খনির ভিতর বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব হয় না।

কয়লার খনিতে এইরূপ সুড়ঙ্গ অনেক থাকে। মাটীর ভিতর পাথুরে কয়লার খনি একবারে ফাঁপা মাঠের মত নয়। সহরে যেরূপ চারিদিকে রাস্তা ও গলি থাকে, সেইরূপ রাস্তা ও গলির মত চারিদিকে সুড়ঙ্গ করিয়া লোকে কয়লা বাহির করে। মাঝে মাঝে যে প্রাচীর থাকে, তাহাই স্তম্ভের কার্য্য করে। ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে না। অনেক খনিতে এত সুড়ঙ্গ থাকে, যে সে সমুদয় একত্র করিয়া যোড়া দিলে বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ হইয়া পড়ে। উত্তমরূপে সুড়ঙ্গ মধ্যে বায়ুসঞ্চালনের নিমিত্ত কোন কোন সুড়ঙ্গ কপাট দ্বারা আবদ্ধ রাখিতে হয়। অল্পদিন পূর্ব্বে বিলাতে এইরূপ কপাটের নিকট এক একটী শিশু বসিয়া থাকিত। কয়লা বোঝাই গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে সে কপাট খুলিয়া দিত। খনির ভিতর এরূপ শিশুদিগকে কোনও কর্ম্মে নিয়োগ করা এক্ষণে আইনদ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

খনির ভিতর মজুরদিগকে অতিশয় কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। এখানে দিবা নাই, রাত্রি নাই, সর্ব্বদাই ঘোর অন্ধকার। মশাল বা বাতির আলোকে কাজ করিতে হয়। কোনও কোনও খনিতে দহনশীল বাষ্প বর্ত্তমান থাকে। সে স্থানে খোলা মশাল বা বাতি লইয়া কাজ করিবার যো নাই। একপ্রকার তার-জড়িত লণ্ঠন (Safety lamp) আছে, তাহার আলোকে কাজ করিতে হয়। যে খনিতে এরূপ দহনশীল বাষ্প বর্ত্তমান নাই, সে স্থানে বারুদের প্রভাবে আকর ও কয়লা প্রভৃতি পদার্থ ভাঙ্গিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু যে সব খনিতে দহনশীল বাষ্প আছে, সে স্থানে বারুদ ব্যবহার করিলে ঘোরতর অগ্ন্যুৎপাত হইবার সম্ভাবনা। সেখানে কাতড়া দিয়া আকর বা কয়লা কাটিতে হয়। সুড়ঙ্গ সকল স্থানে সমান ভাবে উচ্চ নয়। সকল স্থানে মজুরেরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং কোন স্থানে দাঁড়াইয়া কোন স্থানে বসিয়া, কোন স্থানে শুইয়া আকর কাটিতে হয়।

আকর কাটা হইলে, নানা উপায়ে তাহাকে উপরে তুলিতে হয়। বড় বড় খনির ভিতর পথ ও রেল আছে। আকর কাটা হইলে, তাহাকে গাড়ীতে বোঝাই করিয়া কূপের নীচে আনিয়া তাহার পর উপরে তুলিতে হয়। এই সব গাড়ী কোথাও বা অশ্ব দ্বারা পরিচালিত হয়, কোথাও বা মনুষ্যে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

যে সব খনিতে গাড়ী নাই সে স্থানে মজুরেরা পৃষ্ঠে করিয়া আকর কূপ-নিম্নে আনিয়া থাকে অথবা আকর-পূর্ণ টবে শৃঙ্খল বাঁধিয়া ও সেই শৃঙ্খল আপনার কোমরে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যায়। বিলাতে অল্পদিন পূর্ব্বে এই কার্য্যে অনেক স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল। এক্ষণে এরূপ কষ্টসাধ্য কার্য্যে স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কূপের নিম্নে খনিজ পদার্থ আসিয়া পৌছিলে তাহাকে উপরে তুলিতে হয়। নানা উপায়ে এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। যে খনিতে কূপ সরলভাবে না হইয়া তির্য্যক্ ভাবে থাকে, সে স্থানে আকর পরিপূর্ণ গাড়ী বাষ্পীয় কলে একবারে উপরে টানিয়া তুলিতে পারা যায়। যে খনিতে কূপ একেবারে সরল ভাবে পৃথিবীর নিম্নে চলিয়া গিয়াছে, সেখানে টবে কাটিয়া আকর প্রভৃতি পদার্থ উপরে তুলিতে হয়। টবের আঙটায় শৃঙ্খল পরাইয়া উপরে একটী চরকীর সহিত সংলগ্ন করিতে হয়। চরকী ঘুরাইলে শৃঙ্খল চরকীর গায়ে জড়াইতে থাকে, আর টব উপরে উঠিতে থাকে। আবার বিপরীত দিকে চরকী ঘুরাইলে শৃঙ্খল যেমন খুলিলে থাকে, তেমনি

টব নীচে নামিতে থাকে। অনেক স্থলে লোকে হাত দিয়া চরকী ঘুরাইত।

খনি অতি সামান্য হইলে মনুষ্য দ্বারা এ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। এই কার্য্যে অধিক মনুষ্য আবশ্যক হইলে চরকীর নিকট বড় একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত গোলাকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহাকে জিন বলে। চরকীর উপর দিয়া টবের শৃঙ্খল আনিয়া এই জিনে জড়াইতে হয়। অনেক লোক ধরিয়া এই জিনটীকে ঘুরাইতে পারে। জিন ঘুরিলেই চরকী ঘুরিতে থাকে। চরকী ঘুরিলেই টব উঠিতে নামিতে থাকে। পূর্ব্বে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে খনি হইতে পাথুরে কয়লা এই প্রণালীতে উত্তোলিত হইয়া থাকিত।

আমাদের দেশের মত বিলাতে মজুর সস্তা নয়, সুতরাং সেখানে আজকাল বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা এ কার্য্য সমাহিত হয়। লোকের মজুরি যখন মহার্ঘ হইয়া উঠিল, তখন প্রথম প্রথম অশ্বদ্বারা চরকী ঘূর্ণিত হইত। চরকীর গাত্রে দুইটী টবের দুইটী শৃঙ্খল এরূপভাবে সংলগ্ন থাকিত যে, চরকী ঘুরিলেই একটী শৃঙ্খল জড়াইত ও অপরটী খুলিত, সুতরাং একটী টব উপরে উঠিত ও অপরটী নীচে নামিত।

বিলাতে আজ কাল সকল খনিতে, বিশেষতঃ কয়লার খনিতে, চরকী ও জিন বাষ্পীয় কলে পরিচালিত হয়। বাষ্পীয় কলের বৃহৎ চক্র চর্ম্মপেটি দ্বারা জিনের সহিত সংযুক্ত থাকে। কলের চাকা যেমন বাষ্পীয়বলে ঘুরিতে থাকে, জিনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে, তাহাতে এক টবের শৃঙ্খল জিনের গায়ে জড়াইতে থাকে, অপর টবের শৃঙ্খল জিনের গা হইতে খুলিতে থাকে। যে টবের শৃঙ্খল জড়াইতে থাকে, সে টবটী উপরে উঠিতে থাকে, যাহার শৃঙ্খল খুলিতে থাকে সে টবটী নীচে নামিতে থাকে। এইরূপে এককালেই একটী টব উঠিতে থাকে, আর একটী টব নামিতে থাকে। টবে করিয়া কেবল যে উপরে আকর উত্তোলিত হয়, তাহা নহে। পূর্ব্বে এই টবে করিয়া মজুরেরা ভূ-গহ্বরে কাজ করিবার নিমিত্ত অবতরণ করিত ও কাজ হইয়া গেলে পুনরায় উপরে উঠিত।

অনেক ধাতুর খনিতে, যেখানে কূপ সরলভাবে নাই, সেখানে মাঝে মাঝে সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া মজুরেরা উঠিতে নামিতে পারে। কূপের ভিতর দিয়া অনেক সময়ে টবে টবে ঠোকা ঠুকি হইয়া যাইত। এরূপ দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য এক্ষণে, কূপকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, এক দিক্ টব নামিবার জন্য, অপর দিক্ টব উঠিবার জন্য। অনেক সময়ে আবার টব দুলিয়া কূপের প্রাচীরের গায়ে সবলে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাইত, এইরূপ দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য কূপের মধ্যস্থলে একটী লৌহশলাকা প্রোথিত করা হইয়া থাকে, টবের আঙটা এই শলাকার গায়ে লাগান থাকে, সুতরাং টবটী এই শলাকা ধরিয়া নামিতে উঠিতে থাকে, এদিক্ ওদিক্ দুলিয়া যাইতে পারে না, সুতরাং কূপের প্রাচীরে ধাক্কা লাগিবার যো নাই। অনেক সময়ে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া টব খনিতলে পতিত হইয়া অনেক লোকের প্রাণনাশ হইত। এরূপ বিপদ নিবারণের জন্য উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। টবের শৃঙ্খলে একখানি কব্জা থাকে, এই কব্জা উপরি-উক্ত লৌহদণ্ডের সহিত আল্গাভাবে সংলগ্ন থাকে। যখন টব উঠিতে নামিতে থাকে, তখন শৃঙ্খলের টানে টানে কব্জার দুই মুখ খোলা থাকে, কব্জা ফাঁক হইয়া থাকে, লৌহদণ্ডের গাত্রে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে না। কিন্তু দৈবক্রমে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইলেও কব্জার দুই মুখ সেই মুহূর্ত্তে একবারে কড়া করিয়া কামড়াইয়া ধরে। টব যেখানে ছিল শূন্যে সেইখানেই থাকে, কূপের তলদেশে ছিঁড়িয়া পড়িতে পারে না।

কয়লা বা আকরপূর্ণ টব আসিয়া কূপের মুখে পৌছিলেই তৎক্ষণাৎ কল বন্ধ করিয়া দিতে হয় ও টব সরাইয়া লইতে হয়।

পাথুরে কয়লা প্রভৃতি পদার্থকে ব্যবহার-উপযোগী করিতে আর বড় অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু অপরাপর ধাতুর আকর হইতে বিশুদ্ধ ধাতু পৃথক্ করা অতি পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য। লৌহের আকরকে পর্ব্বতাকার ভাঁটিতে পোড়াইতে হয়। রৌপ্যের আকর গন্ধক প্রভৃতি নানা দ্রব্য-মিশ্রিত হইয়া থাকে। গন্ধকমিশ্রিত রৌপ্যের আকরকে লবণের সহিত প্রথম ভাঁটিতে পোড়াইতে হয়, তাহার পর ইহাকে জল ও লৌহকণার সহিত পিপার ভিতর বন্ধ করিয়া ঘুরাইতে হয়। এইরূপ করিলে গন্ধক হইতে রৌপ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহার পর এই অবিশুদ্ধ রৌপ্যের সহিত পারদ মিশ্রিত করিতে হয়। পারদ রৌপ্যকে আপনার দিকে টানিয়া লয়, অপরাপর পদার্থ পৃথক্ হইয়া পড়িয়া থাকে। অবশেষে অগ্নির উত্তাপে পারদ পৃথক্ করিয়া বিশুদ্ধ রৌপ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে নদীর বালুকা ধৌত করিয়া লোকে স্বর্ণ সংগ্রহ করিত। যে সমুদয় প্রস্তর পচিয়া ও ধুইয়া নদী-জলে এই স্বর্ণকণা যাইত, এক্ষণে লোকে সেই প্রস্তর হইতে স্বর্ণ উদ্ধার করিয়া থাকে। প্রথমে খনি হইতে এই প্রস্তর তুলিয়া লোকে চূর্ণ করে। তাহার পর সেই প্রস্তরের উপর

দিয়া ধীরে ধীরে জলস্রোত পরিচালিত করিতে হয়, তাহাতে প্রস্তর-চূর্ণের বালুকা প্রভৃতি ধুইয়া যায় ও অপেক্ষাকৃত গুরু লৌহকণা, স্বর্ণকণা প্রভৃতি পড়িয়া থাকে। ইহার সহিত তৎপরে পারদ মিশ্রিত করিলে, পারদ অপরাপর পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণকণার সহিত মিলিত হয়। অবশেষে উত্তাপ দ্বারা পারদকে পৃথক্ করিলে বিশুদ্ধ স্বর্ণ রহিয়া যায়।

পূর্ব্বকালের ন্যায় এখন আর মনুষ্য বা জীবজন্তুর দ্বারা চালিত যন্ত্রাদির সাহায্যে খনির কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আজকাল খনির যাবতীয় কার্য্য বৈদ্যুতিক শক্তি-সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক-শক্তিচালিত যন্ত্রদ্বারা (Electric lift) লোকজন খনির মধ্যে যাতায়াত করে। খনির ভিতরে ইলেক্‌ট্রিক ট্রলি এবং মালগাড়ী করিয়া কয়লা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্ব্বে অধিকাংশ খনিই অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত, মশাল বা অন্য কোনরূপ বিশেষ আলোক ব্যতীত খনির মধ্যে যাতায়াত করিবার উপায় ছিল না; কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের খনিসকল বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত, খনির মধ্যে যাতায়াতের কোনপ্রকার কষ্ট নাই। এই বৈদ্যুতিক-শক্তি আবিষ্কৃত হইয়া খনির বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে।

ভারতবর্ষে কয়লার খনিই অধিক। এই সকল কয়লার খনির মধ্যে রাণীগঞ্জ, বরাকর, গিরিধি প্রভৃতি স্থানের খনিগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিরিধিতে ই, আই, আর কোম্পানির ভিক্টোরিয়া পিট নামক খনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং অত্যন্ত গভীর। এই খনির সকল স্থানই বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত।

কয়লার খনি ভিন্ন ভারতবর্ষের নানাস্থানে অভ্র, লবণ, গন্ধক, তামা, ম্যাঙ্গানিস্ প্রভৃতি ধাতুর খনি দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতালপরগণা এবং ছোটনাগপুরের নানা স্থানে অভ্রের খনি আছে। ম্যাঙ্গানিস্ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ কএক বৎসর হইল সিংহভূমের কএকস্থানে ম্যাঙ্গানিসের খনি বাহির হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে এখনও বহুতর মূল্যবান্ ধাতুর খনি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

খনির মধ্যে বায়ু-চলাচল। খনির মধ্যে সহস্র সহস্র লোক দিবারাত্র কাজ করিতেছে, বহু জীবজন্তু সকল সময়ে নানা কাজে নিযুক্ত আছে, অসংখ্য আলোক অহোরাত্র জ্বলিতেছে। এই সকল নানা কারণে খনির বায়ু অতিশয় দূষিত হয়। জীবজন্তুর শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা যেমন বায়ু দূষিত হয়, আলোক প্রজ্বলিত করিলেও সেইরূপ বায়ুস্থিত অক্সিজেন গ্যাস জ্বলিয়া গিয়া এবং কার্বনিক এসিড গ্যাসের আধিক্য হেতু বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন খনি-খনন কার্য্যে নানাবিধ দহ্য বা বিস্ফোরক (explosives) পদার্থ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল বিস্ফোরক পদার্থ হইতে যে গ্যাস বাহির হয়, তাহাতে কার্বন মোনোক্সাইড (Carbon monoxide) প্রভৃতি অতিশয় তীব্র বিষাক্ত গ্যাস মিশ্রিত থাকে। এই সকল বিষাক্ত গ্যাস অল্প পরিমাণে নিঃশ্বাসের সহিত দেহে প্রবিষ্ট হইলেই লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন খনির মধ্যে পর্ব্বতগাত্র হইতে অথবা খনিজ ধাতু হইতে অনবরত নানা দূষিত গ্যাস বহির্গত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কর্বনিক এসিড গ্যাস ও হাইড্রোজেন সালফাইড (Carbon dioxide and Hydrogen sulphide) প্রধান। আর অধিকাংশ কয়লার খনিতে মার্স গ্যাস (Marsh gas) নামে একপ্রকার গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গ্যাসের সহিত কয়লার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার দহ্য গ্যাস প্রস্তুত হয়। কোন প্রকারে তাহার সহিত অগ্নির সংস্পর্শ ঘটিলেই, সেই গ্যাস বিস্ফোরক পদার্থের ন্যায় শব্দায়মান হইয়া সমস্ত খনি উড়াইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। এই মার্স গ্যাসের দ্বারা কয়লার খনিতে কত যে বিপদ্‌পাত হইয়া, কত সহস্র সহস্র লোকের প্রাণহানি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ দুর্ঘটনার বিষয় পরে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত নানা কারণে দূষিত বায়ু সংশোধনার্থ খনির মধ্যে বহুপরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হয়। বাহির হইতে অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু খনির মধ্যে চলাচলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, মার্স গ্যাস প্রভৃতি দূষিত গ্যাস বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত মিশিয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। কাজেই দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা কম হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাধারণতঃ খনির মধ্যে বায়ু-গমনের জন্য একটী পথ এবং বায়ু বহির্গত হইবার জন্য একটী স্বতন্ত্র পথ থাকে। তদ্ভিন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত হাওয়ার দমকল, পাখা, কামারের জাঁতার ন্যায় যন্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ বিজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আজকাল বায়ু-চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

খনির গভীরতা। খনির গভীরতা কত দূর পর্য্যন্ত করিলেও বেশ সুবিধার সহিত কার্য্যাদি পরিচালিত হইতে পারে, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। খনি যত গভীর হয়, তাহার অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ (Temperature) ততই বৃদ্ধি হয়। বেশী নিম্ন হইতে জল ছেঁচিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় এবং গভীর খনির স্তুরগুলি অতিশয় চাপের সহিত পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে, সে গুলিকে কাটিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। সময় সময় সেগুলি অচ্ছেদ্য বলিয়া মনে হয়।

মিচিগান দেশের হটন (Houghton) কাউন্টির তমরক (Tamarack) নামক খনি পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম খনি। এই খনি ৫২০০ ফিট গভীর। তমরক কোম্পানীর অন্য তিনটী খনি এবং নিকটবর্ত্তী আর কএকটী খনির গভীরতাও ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফিট। ইংলণ্ডে ৩০০০ ফিট গভীর অনেকগুলি কয়লার খনি আছে এবং বেলজিয়মে ৪০০০ ফিট গভীর দুইটী খনি আছে। দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খনির আভ্যন্তরিক উত্তাপ গভীরতার সহিত সমান অনুপাতে বৃদ্ধি হয় না। সচরাচর প্রতি ৫০ হইতে ১০০ ফিট নিম্নে এক ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু মিচিগান দেশের খনির মধ্যে প্রতি ২০০ ফিট এবং সময় সময় উহার অধিক নিম্নের উত্তাপ মাত্র এক ডিগ্রি করিয়া বৃদ্ধি হয়। আবার স্থানে স্থানে ১৩০° ডিগ্রি ফাঃ উত্তাপেও খনির কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু ঐ সকল খনিতে বাহির হইতে অনবরত প্রতি মিনিটে ১০০০ ঘনফিট বায়ু লোহার পাইপ দিয়া খনির ভিতরে প্রবাহিত করিতে হয়। এইরূপ হাওয়া ক্রমাগত ভিতরে যাইতে থাকিলে উত্তাপ ১৩০° হইতে ১২০° ডিগ্রিতে পরিণত হয়। কিন্তু এইরূপ অতিরিক্ত গরমে লোকে দিনের মধ্যে চারি ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে পারে না।

খনির দুর্ঘটনা। খনির কার্য্য অতিশয় বিপদ্‌জনক, কখন্ কি দুর্ঘটনা ঘটে, কিছুই বলা যায় না। প্রায়ই কয়লার চাপ বা অন্য কোন প্রস্তরাদির চাপ বা ধস ভাঙ্গিয়া লোকের প্রাণ নষ্ট করে। তদ্ভিন্ন নানাবিধ বিস্ফোরক গ্যাসে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া মহাবিপদ্ উপস্থিত হয়। এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণার্থ খনি সম্বন্ধে বহুতর কঠিন আইন ও নিয়মাবলী প্রচলিত আছে। কিন্তু তবুও অনেক সময় দৈব দুর্ঘটনায় অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খনির মধ্যে যাহারা কাজ করে, তাহারা প্রায়ই সাবধান হইয়া সতর্কতার সহিত কাজ করে না, সেই জন্য অনেক সময় কয়লা, পাথর, ধাতু প্রভৃতি খনিজ পদার্থের ধস ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহাতে সহস্র সহস্র লোক মারা যায়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, মার্স গ্যাস বা ফায়ার ড্যাম্প নামক একপ্রকার বিস্ফোরক গ্যাস হইতে খনির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হয়। এই মার্স গ্যাসে কোন প্রকারে অগ্নিসংযোগ ঘটিলেই তাহা জ্বলিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ হইয়া সমস্ত খনি উড়িয়া যায়। সকল খনিতে অবশ্য অধিক পরিমাণে মার্স গ্যাস উৎপন্ন হয় না, কিন্তু এই অল্প পরিমাণ মার্স গ্যাসের সহিত কয়লার কণা মিশ্রিত হইলে তীব্র বিস্ফোরকের ন্যায় পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাও মার্স গ্যাসের ন্যায় বিপদ্ ঘটাইয়া থাকে। আবার অনেক সময় কেবলমাত্র কয়লার কণা জ্বলিয়া গিয়া অগ্ন্যুৎপাত হয়। এই সকল নানা কারণজাত বিপদ্ নিবারণার্থ খনি-খনন জন্য অতি সতর্কতার সহিত অল্প পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা উচিত। যে সকল খনির মধ্যে মার্স গ্যাস বাহির হয়, তাহার মধ্যে কোন প্রকার আলো বা আগুন লইয়া যাইবার উপায় নাই। বৈজ্ঞানিক ডেভি সাহেব পূর্ব্বে এক প্রকার লণ্ঠন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই লণ্ঠনের মধ্যে আলো থাকিলে, সেই আলোর সংস্পর্শে মার্স গ্যাস জ্বলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই এবং মার্স গ্যাস বাহির হইলেই এই লণ্ঠনের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। এই লণ্ঠনের নানারূপ উন্নতি ও সংস্কার হইয়াছে। এই সকল লণ্ঠনকে 'নিরাপদ-লণ্ঠন' (Safety-lamp) বলে। এই লণ্ঠন আবিষ্কৃত হওয়াতে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনরক্ষা হইয়াছে।

মার্স গ্যাস ভিন্ন সাধারণ অসাবধানতা বশতঃ অনেক সময় খনিতে আগুন ধরিয়া যায়। ভিতরে একবার আগুন লাগিলে, সে আগুন দেখিতে দেখিতে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করে, তখন তাহাকে নিবান কঠিন। জল ঢালিয়া নিবাইবার উপায় নাই, কারণ জল দিয়া নিবাইতে গেলে নানা বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা খনি ভরিয়া উঠে এবং তাহাতে লোকের প্রাণনষ্ট হয়। খনির যে সকল অংশ খনন হইয়া গিয়াছে, সেই সকল অংশের উপরে এবং দুই পার্শ্বে বড় বড় কাঠ দিয়া খিলানের মত করিয়া দেওয়া হয়। আগুন লাগিলে এই সকল কাঠ পুড়িয়া গিয়া, উপর হইতে কয়লা প্রভৃতির চাপ ধসিয়া পড়িতে থাকে। সেইজন্য লোকে সাহস করিয়া জল দিয়া আগুন নিবাইতে পারে না। সময় সময় এমনও হইয়াছে যে, খনির মধ্যস্থিত আগুন কিছুতেই নিবাইতে পারা যায় নাই। তখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, খনির মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ২।৩ মাস পরে, যখন বুঝিতে পারা যায় যে, ভিতরে আগুন নিবিয়া গিয়াছে এবং কয়লা বা অন্যান্য খনিজ পদার্থ শীতল হইয়াছে, তখন পুনরায় খনির মুখ খুলিয়া লোকজন ভিতরে প্রবেশ করে এবং পুনরায় কাজ আরম্ভ হয়। এইরূপে খনির মুখ বন্ধ করিয়া দিবার কারণ, বাহির হইতে কোন গতিকে হাওয়া যেন ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। হাওয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে এবং ভিতরের বায়ুতে যে অক্সিজেন আছে, তাহা নিঃশেষিত হইলেই, অক্সিজেনের অভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। এইরূপ ভাবে খনির মুখ বন্ধ করিয়া দিলে ১০।১৫ দিনের মধ্যে আগুন নিবিয়া যায় বটে, কিন্তু খনির দ্রব্যের উত্তাপ শীতল হইতে ২।৩ মাস সময় লাগে।

সময়ে সময়ে জলপ্লাবনে খনির অনিষ্ট হইয়া থাকে। বাহিরের মাঠের জল অধিক মাত্রায় ভিতরে প্রবেশ করিলে,

অতিবৃষ্টি হইয়া ভিতরে জল প্রবেশ করিলে অথবা ভূগর্ভস্থ জলরাশি বৃদ্ধি হইলে, খনি জলপ্লাবিত হয়। এইরূপ জলপ্লাবন হইলে বহুলোক সহসা মারা যায়। আর একটী কারণেও সময়ে সময়ে খনির মধ্যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। খনি যত গভীর হইবে, খনিমধ্যস্থ থাম বা খিলানগুলি তত মজবুদ ও দৃঢ় করা উচিত। কিন্তু খিলান এবং থামগুলি সকল সময় যথোচিত দৃঢ় এবং মজবুদ করা হয় না বলিয়া, অনেক সময় খনি উপর হইতে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং চাপা পড়িয়া লোকজন মারা যায়। এতদ্ভিন্ন খনি-খনন সময়ে অধিক মাত্রায় এবং অসাবধানতার সহিত বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে খনির মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে। এই জন্য কি পরিমাণে কোন্ বিস্ফোরক দ্রব্য কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত আইন ও নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকে এই সকল আইন প্রায়ই মানিয়া চলে না, দুঃসাহসিকতার সহিত অসতর্কভাবে অধিক পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে এবং পরিণামে এইরূপ অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হয়। এই সকল আইন ভঙ্গ করার জন্য নানা দেশে কঠিন দণ্ড প্রচলিত আছে।

[ধাতু, ধাতুতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

খনিজ (ত্রি) খনি-জন-ড্। খনি হইতে জাত। মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যে কোনও পার্থিব পদার্থ মাটী খুঁড়িয়া তুলিতে হয়, তাহাকেই খনিজ বলে। হীরা মাণিক প্রভৃতি রত্ন, স্লেট্, বালুপাথর, চূণাপাথর, খড়িমাটী, গিরিমাটী, পার্ব্বতীয় লবণ, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু এই সমুদয় খনিজ পদার্থ। যথাস্থানে ইহাদের বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত হইবে।

যে শাস্ত্র দ্বারা খনিজ পদার্থের গুণাগুণ ও পরীক্ষা করা যায়, তাহাকে খনিজতত্ত্ব (Mineralogy) বলে।

[ধাতু, ধাতুতত্ত্ব প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

খনিত্র (ক্লী) খন-ইত্র। অস্ত্রবিশেষ, চলিত কথায় খোন্তা বলে।

"যথা খনন্ খনিত্রেণ নরোবার্য্যধিগচ্ছতি।" (মনু)

খনিত্রক (ক্লী) খনিত্র-স্বার্থে কন্। খনিত্র।

খনিত্রিম (ত্রি) খননেন নির্বৃত্তাঃ খন-ত্রিমক্। যাহা খনন দ্বারা উৎপন্ন হয়। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হইয়া খনিত্রিমা শব্দ হয়।

"যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি।
খনিত্রিমাঃ উতবা যাং স্বয়ংজাঃ।" (ঋক্ ৭।৪৯।২)
'খনিত্রিমাঃ খননেন নির্বৃত্তাঃ।' (সায়ণ।)

খনিনেত্র (পুং) বিবিংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম সুবর্চা। (মার্কণ্ড' ৪ অঃ)) [সুবর্চা দেখ।] কোন স্থলে খনিনেত্র স্থলে খনীনেত্র পাঠও দৃষ্ট হয়।

খনিয়াধান, বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে একটী ছোট রাজ্য। মধ্য-ভারতের শাসনবিভাগের অধীন। পূর্ব্বে ইহা উর্চ্ছা বা তেহরি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে উদিতসিংহ এই রাজ্যটী তাঁহার ভ্রাতা আমীরসিংহকে জায়গীরস্বরূপ দান করেন। ঝান্সি ও উর্চ্ছার পরবর্ত্তী রাজগণ মধ্যে এই স্থান লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ হয়। শেষে ঝান্সির অধিকারেই থাকে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ঝান্সি রাজবংশের উচ্ছেদে খনিয়াধানও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন হয়। এখন একজন বুন্দেলা রাজপুত এখানকার সামন্ত। রাজ্যের ভূ-পরিমাণ ৮৪ বর্গমাইল। অধিবাসী ১০৮৯ জন মধ্যে ৬৪০৫ জন স্ত্রীলোক। রাজ্যটী জঙ্গল ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫°১´৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°১১´৩০″ পূঃ। লোকসংখ্যা ২০০০। এখানে একটী দুর্গ আছে। উহাই সামন্ত রাজার বাসস্থান। নগরে যাইবার পথ ভাল নাই।

খনী (স্ত্রী) খন ইন্ বা ঙীপ্। ১ ধাতু-রত্নাদির উৎপত্তিস্থান। ২ ভূমিদারণ। ৩ আধার।

"ষষ্টিঃ ষট্ চ ধরা যোষিৎ অঙ্গলক্ষণসৎখনী।" (কাশীখ° ২৭ অঃ)

৪ খাত, গর্ত্ত।

"ধৃতগভীর খনী খনীলিম।" নৈষধ°। [খনি দেখ।]

খন্তা (খনিত্র শব্দজ) মৃত্তিকা খনন করিবার একপ্রকার অস্ত্র। স্থানবিশেষে খন্তীও বলে।

খন্দ (দেশজ) শস্যাদি ফলমূল প্রভৃতি।

খন্দপালা (দেশজ) পর্য্যায়ক্রমে শস্যাদি সম্বন্ধীয় উৎসব। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ ভাদ্র, চৈত্র ও পৌষমাসে শস্যোৎপত্তির পর শস্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকে, তাহাকে লক্ষ্মীর খন্দপালা বলে।

খন্ন, পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলায় সমরাল তহসীলের একটী নগর। এখানে সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলের একটী ষ্টেসন আছে।

খন্য (ত্রি) খন-যৎ। খননীয়, যাহাকে খনন করা হইবে।

খপ্ (ক্রিয়াবি°) (দেশজ) শীঘ্র।

খপরা (খর্পর শব্দজ) খর্পর।

খপুর (পুং) খং পিপর্ত্তি উচ্চতয়া পূ-ক। ১ গুবাক। (ত্রি) খং ইন্দ্রিয়ং পিপর্ত্তি পৃ-ক। ২ অলস। (পুং) খেন আকাশাগতেন হিমকরকাদিনা পূর্য্যতে পৃ-কর্ম্মণি ক। ৩ ভদ্রমুস্তক। (মেদিনী) ৪ ব্যালনখ। (রাজনি°) (ক্লী) খে আকাশে উদিতং পুরং শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ৫ গন্ধর্ব্বনগর। হঠাৎ আকাশমণ্ডলে গন্ধর্ব্বমণ্ডল দৃষ্ট হইলে নিশ্চয়ই কোন না কোন অশুভ ঘটিয়া থাকে। ভিন্নপ্রকারে কোথায় উদিত

হইলে কি ফল হয়, বৃহৎসংহিতায় তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। গন্ধর্ব্বনগর উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ বা পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হইলে যথাক্রমে পুরোহিত, রাজা, সৈন্তাধ্যক্ষ ও যুবরাজের বিঘ্ন হয়। গন্ধর্ব্বনগর শ্বেত, রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের বিনাশ হয়। ঈশান, অগ্নি ও বায়ুকোণে দৃষ্ট হইলে হীনজাতির বিনাশ হইয়া থাকে। শান্তদিকে তোরণযুক্ত গন্ধর্ব্বনগর দেখিতে পাইলে নৃপতির বিজয় হয়। যে বৎসরে সকলদিকে এবং প্রায় সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বৎসরে রাজা এবং রাজ্যের ভয় হয়, কিন্তু ধূম, অগ্নি বা ইন্দ্রধনু-তুল্য হইলে চোর ও অরণ্যবাসিগণের বিনাশ হয়, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ গন্ধর্ব্বনগর উঠিলে অশনিপাত ও ঝঞ্ঝা হইয়া থাকে, কিন্তু দীপ্ত হইলে শত্রুভয় এবং দক্ষিণভাগে থাকিলে জয় হয়। যখন অনেক বর্ণাকৃতি, পতাকা, ধ্বজ ও তোরণাদিযুক্ত গন্ধর্ব্বপুর আকাশে উঠে, তখন ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং পৃথিবী হস্তী, মনুষ্য ও অশ্বের রক্ত পান করে।

(বৃহৎস° ৩৬ অঃ)

খে-আকাশে চরং পুরং শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ৬ আকাশগামী দৈত্যপুরবিশেষ। দৈত্যকন্যা পুলোমা ও কালকা বহুদিন কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করে। তাহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দিতে উপস্থিত হইলে তাহারা দৈত্যগণের দুঃখ নিবারণের জন্য আকাশগামী একটী নগর প্রস্তুত করিতে প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা তাহাদের প্রার্থনা অনুসারে একটী আকাশগামী নগর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

(ভারত বন° ১৭৩ অঃ)

৭ হরিশ্চন্দ্র রাজার পুরী। (ত্রিকাণ্ড°)

খপুষ্প (ক্লী) খস্য আকাশস্য পুষ্পং ৬তৎ। আকাশ-কুসুম। খপুষ্প বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে, অলীক কোন পদার্থের উপমারূপে শাস্ত্রকারগণ খপুষ্পের উল্লেখ করেন।

খপ্‌খপ্‌ (ক্ষিপ্র শব্দজ) শীঘ্র শীঘ্র।

খপ্‌রা (খর্পর শব্দজ) খোলা, টালি।

খপ্‌রৈল (দেশজ) খোলার ঘর বা টালির ঘর।

খফা (পারসীজ) রাগী, ক্রোধী।

খফীফ্‌ (আরবী) ঘৃণা, হয়জ্ঞান।

খবর্‌ (আরবী) ১ সংবাদ। ২ যত্ন, তত্ত্বাবধান।

খবর্‌গীর্‌ (পারসীক) সংবাদদাতা, অনুসন্ধানকারী, তত্ত্বাবধারক।

খবরদার (পারসীজ) সাবধান। (অব্য) সতর্ক হও।

খবাস খাঁ, সলিমশাহের অধীনস্থ একজন আমীর, ধনে মানে, বীরত্বে ও যুদ্ধকৌশলের জন্য বিখ্যাত। ইনি বাদশাহের বিরুদ্ধে নিজ ভ্রাতা আদিলশাহের পক্ষাবলম্বন করায় নানা-স্থানে বিতাড়িত হইয়া শেষে শত্রুদের শাসনকর্ত্তা তাজখাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে তাজ খাঁ সলিমশাহের তুষ্টি বিধানের জন্য অতি নিকৃষ্টভাবে ইঁহাকে বধ করেন। পরে খবাস খাঁর দেহ দিল্লীতে আনিয়া গোর দেওয়া হয়। মুসলমানতীর্থযাত্রিগণ খবাসের সেই গোরস্থান আজও দেখিতে গিয়া থাকেন, তাঁহারা খবাসকে একজন সাধুপুরুষ বলিয়া জানেন।

খবিন্দশাহ্‌, সচরাচর মীরখন্দ নামে খ্যাত, ইহার প্রকৃত নাম মুহম্মদ বিন্‌ খবন্দ শাহ বিন্‌ মহ্মুদ। পারস্যের একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। 'রৌজৎ উস্‌ সফা' অর্থাৎ পুণ্য-উদ্যান নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। প্রায় ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম ও ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

খবীশ (আরবী) ১ নিষ্ঠুর, ক্রূর। ২ বিদ্বেষী। ৩ অসৎ।

খভ (পুং ক্লী) গ্রহ।

খভুক্‌ (পুং) খ-ভুজ-কিপ্‌। ইন্দ্র।

খভ্রান্তি (পুং স্ত্রী) খে আকাশে ভ্রান্তিভ্রমণং মাংসান্বেষণায় যস্য। চিল্ল, চিল। (ত্রিকাণ্ড°) স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্‌ হয়।

খমক, একপ্রকার গ্রাম্য আনদ্ধ যন্ত্র।

খমণি (পুং) খে আকাশে মণিরিব প্রকাশকত্বাৎ। সূর্য্য।

খমার (আরবী) গাঁজাউঠা, রসাল।

খমীলন (ক্লী) খানাং ইন্দ্রিয়াণাং মীলনং ৬তৎ। তন্দ্রা, অল্প নিদ্রা।

খমূর্ত্তি (পুং) খং মূর্ত্তিরস্য বহুব্রী। ১ অষ্টমূর্ত্তিধর, ভীমরূপ, শিব। (স্ত্রী) খস্য ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ স্বরূপম্‌। ২ ব্রহ্মস্বরূপ। "স ব্রহ্ম পরমজ্যোতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্‌।" (মনু ২।৮২)

খমূলিকা (স্ত্রী) খং শূন্যভূতং মূলমস্যা বহুব্রী ততো ঙীপ্‌, ততঃ ক-টাপ্‌ ঈকারস্য হ্রস্বশ্চ। কুম্ভিকা, পানা। (ত্রিকাণ্ড°)

খমূলী (স্ত্রী) খং শূন্যভূতং মূলমস্যা বহুব্রী ততো ঙীপ্‌। কুম্ভিকা, পানা। (ত্রিকাণ্ড°) কেহ কেহ খমূলী স্থানে খমূলিও পাঠ করেন, তাঁহাদের মতে পৃষোদরাদির ন্যায় ঈকার হ্রস্ব হইয়া যায়।

খমূচা (আরবীজ) বড় চিমটি, সকল অঙ্গুলি দ্বারা যতটা ধরা যায়।

খমদার (পারসী) অক্রবক্র, কোঁকড়ান।

খম্প্‌তি (খম্‌তি, খাম্‌তি) ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবাসী শান-বংশীয় জাতিবিশেষ। আসামের লক্ষীপুর জেলায় ও তাহার পূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিবাদ বিসম্বাদের জন্য ইহারা আসামের সন্নি

বিভাগে আসিয়া বসবাস করে। কাহারও মতে ইহারা ইরাবতীর উৎপত্তিস্থানের নিকট 'বড় খম্প্তি' নামক স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে। কিন্তু ইহারা নিজে বলে যে, বহুকাল হইতে এদেশেই আছে। ভাষাও অধিকাংশ শ্যাম-দেশের ভাষার শব্দবিশিষ্ট। বর্ণমালাও প্রায় একই।

এক সময়ে ইহাদিগের এই প্রদেশে বিস্তৃত রাজ্য ছিল। মণিপুরীরা এই রাজ্যকে পোঙ্‌রাজ্য বলিত। ইহা ত্রিপুরা হইতে শ্যাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানীকে শান-গণ মোঙ্‌মারঙ্‌ ও ব্রহ্মদেশীয়েরা মোঙ্গোঙ্‌ বলিত। অষ্টা-দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রহ্মরাজ আলম্প্রা এই রাজ্য ধ্বংস করেন। রাজ্য ধ্বংস হইলে কতকগুলি লোক আসামে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ডিহিঙ্‌ নদীতীরে ফকি বা ফকিয়াল এবং সদিয়ার কনিজঙ্‌ নামক জাতিরাও ইহাদেরই অন্তর্গত।

ইহারা বৌদ্ধ এবং ইহাদের রীতিমত মঠ ও যাজক আছে। ইহাদের অধিকাংশ লোকই নিজভাষায় লিখিতে পড়িতে জানে। ইহারা কাষ্ঠের দেওয়াল ও খড়পাতার ছাদ করিয়া উচ্চ মেজেযুক্ত গৃহ প্রস্তুত করে। ছাদ এরূপ ঝুলাইয়া দেয় যে, বাহির হইতে দেওয়াল প্রায় দেখা যায় না। বুদ্ধ-মন্দির ও মঠাদিও এইরূপ। কিন্তু মন্দিরে খোদিত সুন্দর কারুকার্য্য থাকে। ইহারা মঠকে 'বাপুচঙ্‌' বলে।

ইহাদের যাজকেরা মস্তকমুণ্ডন, মালাধারণ ও পীতবাস পরিধান করে। বংশানুক্রমে যাজকতা পায় না। যে কেহ যাজক হইতে পারে। কেবল যিনি যাজক হইবেন, তাঁহাকে অবিবাহিত অবস্থায় বাপুচঙে থাকিয়া প্রাচীন যাজকের নিকট পাঠ, শিক্ষা ও ধর্ম্মকর্ম্মাদি অভ্যাস করিতে হয়। ইহাদের যাজক প্রতিদিন ঐরূপ বালকশিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রাতঃকালে ভিক্ষায় বাহির হন। বালকের হাতে একটী ঘণ্টা ও একটী গালার রঙ্গে চিত্রিত কেঠো থাকে। বালক ঘণ্টা বাজাইয়া যাজকের সহিত দ্রুতপদে রাস্তার মধ্যস্থল দিয়া এপাড়া ওপাড়া করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ভিক্ষার জন্ত কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না। গৃহদ্বারে গৃহস্থ রমণীগণ প্রস্তুত খাদ্য লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বালকগণ আসিলেই তাহাদের পাত্র পূর্ণ করিয়া দেয়। আহারাদির পর অন্ত কোন কর্ম্ম না থাকিলে যাজক ও শিষ্যগণ মিলিত হইয়া গজদন্ত, অস্থিখণ্ড অথবা কাষ্ঠখণ্ডের উপর খোদাই কার্য্য করিয়া থাকে। গজদন্তের বাটের উপর ইহারা যে সকল মূর্ত্তি খোদিত করে, তাহার নিপুণতা দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ চমৎকৃত হইয়াছেন। ইহারা [illegible] শিল্পকার্য্যও করিয়া থাকে।

খম্প্‌তিরা স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নির্ম্মিত গহনা আপনারাই প্রস্তুত করে, অস্ত্রাদিও নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। গণ্ডারের চামড়ায় কারুকার্য্যবিশিষ্ট অতি উৎকৃষ্ট ঢাল প্রস্তুত করে। স্ত্রীলোকেরা বিশেষ পরিশ্রমী। মাথায় ইহারা নানাপ্রকার ফিতা পরে। চাষের কার্য্যে স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের অনেকটা সাহায্য করিতে দেখা যায়।

খম্‌তিদিগের প্রধান অস্ত্র দা। শাদাসিদা ও নানাপ্রকার কারুকার্য্যবিশিষ্ট দা দেখা যায়। কটিদেশে এরূপ ভাবে দা ঝুলান থাকে যে, মনে করিলে দক্ষিণ হস্তে তাহার হাতল ধরিয়া খাপ হইতে খুলিয়া লইতে পারা যায়। হস্তে দা ও পৃষ্ঠে ঢাল এই অস্ত্র লইয়া ইহারা প্রধানতঃ যুদ্ধ করে। এক্ষণে অনেকে বন্দুক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

খম্‌তিরা কার্পাশবস্ত্র ও ছিট বা ডোরাকাটা রেশমী বস্ত্র পরিধান করে। যাহারা একটু মান্তগণ্য ও সম্পত্তিশালী তাহাদের বস্ত্র পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নহিলে প্রায়ই হাটু পর্য্যন্ত। তাহার উপর বক্ষঃস্থলে কার্পাশনির্ম্মিত ও নীলরঙ্গে ছোপান গায়ের সহিত সংলগ্ন জামা। মস্তকে লম্বাচুল। শাদাপাগ্‌ড়িতে চুল জড়ান থাকে। স্ত্রীলোকের পোষাক প্রায়ই পুরুষদিগের মত। তবে মস্তকের চুলগুলি চারি-দিক্ হইতে মস্তকোপরি সম্মুখভাগে জড়াইয়া কপালের উপর চূড়া করিয়া রাখে। তাহার চারিদিকে নানাপ্রকার ফিতা জড়াইয়া দেয়। একটী করিয়া লম্বা জামা পা পর্য্যন্ত পড়ে। তাহা বক্ষঃস্থলে বাঁধা থাকে। কেহ কেহ কোমরে রেশমী দোপাট্টা বান্ধিয়া রাখে। অলঙ্কারের মধ্যে সচরাচর গলায় প্রবাল ও অন্তান্ত দ্রব্য নির্ম্মিত মালা ও কর্ণে ছিদ্র করিয়া হরিদ্রাবর্ণের অম্বরের কাঠী পরিয়া থাকে।

খম্‌তিগণ দেখিতে তেমন সুশ্রী নহে। শানবংশীয় অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা ইহাদের রং অধিক ময়লা। তবে যাহারা আসামে আসিয়া আসামী রমণী বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের বংশসম্ভূত সন্তান-সন্ততির গঠন কোমল ও অপেক্ষাকৃত সুশ্রী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খম্‌তিদিগের মধ্যে যাহারা আসামে আসে, তাহারা সদিয়া বিভাগে বাস করে। ইহা-দের প্রধান ব্যক্তি সদিয়া-খোয়া গোঁসাই ইংরাজের অনু-গ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ইংরাজ-রাজ সদিয়া অধিকার করেন। খম্‌তিগণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া সদিয়াস্থিত সিপাহীসেনা ও ইংরাজ সেনাপতিকে বিনাশ করিয়া পলায়ন করে। ইংরাজেরাও কিছুকাল তাহাদের অনুসরণ করেন। এক্ষণে তাহারা শান্ত হইয়া তিঙ্গপণি ও নবদিহিঙ্গ নদীতীরে বাস করিতেছে।

থম্‌তিয়া আসামের অন্তান্তজাতি অপেক্ষা অনেকটা শিক্ষিত ও সুসভ্য। নারায়ণপুরে ইহাদের প্রধান উপনিবেশ। ইহারা গোমাংস ব্যতীত আর সকল প্রকার মাংসই খাইয়া থাকে। ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ থম্‌তিভাষায় লিখিত। বুদ্ধদেবকে ইহারা কদোমা (গোতম) বলিয়া থাকে। ইহারা দুর্গা বা দেবীপূজাও করে। কিন্তু আপনাদিগের পুরোহিত দ্বারাই পূজা সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণ দিয়া পূজা করে না। দেবীপূজার পুরোহিত স্বতন্ত্র, তাহাদিগকে 'পমু' ও কদোমার পুরোহিতকে 'খোমন্' বলিয়া থাকে। দেবীপূজায় কুক্কুট, বরাহ, মহিষ প্রভৃতি বলি হয়; ছাগ বা হংস বলি হইতে দেখা যায় না। পুষ্প দিয়াই গোতমের পূজা হয়। গোতমের জন্ম ও মৃত্যু উপলক্ষে ইহারা ধর্ম্মোৎসব করিয়া থাকে।

থম্পা, কুনবারের তাতারজাতীয় ভিক্ষুবিশেষ। ইহারা নাচ গান ও নানা ভাবভঙ্গী দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সময়ে সময়ে মুসলমানদিগের পবিত্র তীর্থ-সমূহ দর্শন করিয়া বেড়ায়।

থম্বা (স্তম্ভশব্দজ) স্তম্ভ, থাম।

থম্বা আলু (দেশজ) থামালু।

থম্বালও, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিবাড়ের অন্তর্গত ঝালাবার বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী ছোট রাজ্য। ইহার মধ্যে ২টী গ্রাম আছে, অংশীদার তিনজন। ইহার কর দিতে হয় কতক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ও কতক জুনাগড়ের নবাবকে। এই স্থান ভবনগর-গণ্ডাল রেলের লিম্বদি ষ্টেসন হইতে ৩।০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত।

থম্বু (নৌ লাখ থম্বু) নেপালের যোদ্ধৃজাতিবিশেষ। ইহারা প্রধানতঃ দুধকোশী ও কর্কিনদীর মধ্যবর্ত্তী কিরান্তি দেশে লিম্বু ও যাখা জাতির সহিত একত্র বাস করে। থম্বুরা বলে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কাশীধামে বাস করিত, তথা হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। পারুবঙ্গ ইহাদের আদি-পুরুষ ও গৃহদেবতা, সকল গৃহস্থই তাঁহার পূজা করে। থম্বুদিগকে যদি জাতির কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবে জিম্‌দার অর্থাৎ জমিদার, সিংহ বা মণ্ডল। আবার যাহারা নেপালরাজ্যের গুর্খা সেনাদলে নিযুক্ত আছে, তাহারা আপনাদিগকে রায় বলিয়া পরিচয় দেয়।

ইহারা বয়স্থা কন্তার বিবাহ দেয়। সচরাচর পুরুষের ১৫ হইতে ২০ ও স্ত্রীলোকের ১২ হইতে ১৬ বর্ষের মধ্যে বিবাহ হয়। ২৫ বৎসরের পুরুষ ও ২০ বর্ষের কন্তার ও অনেক বিবাহ দেখা যায়। বিবাহের পূর্ব্বেও কখন কখন স্ত্রীলোকের পুরুষ সংসর্গ ঘটে, তবে কোন কুমারী গর্ভবতী হইয়া পড়িলে তাহার প্রণয়ী আদরের সহিত তাহার পাণিগ্রহণ করে। বিবাহে কন্তাপণ লাগে। বিবাহের পূর্ব্বে বরপক্ষীয়েরা প্রথমে কন্তার বাটীতে ২টী বাঁশের চোঙ্গে পুরিয়া মউয়া মদ ও এক-খানি শূকরের রাঙ্গ্ পাঠাইয়া দেয়। বিবাহের রাত্রে বর কন্তাকর্ত্তাকে সেমন্দি অর্থাৎ বায়নাস্বরূপ ১৲ টাকা প্রদান করেন। কন্তাপণ ৮০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট। এককালে না দিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে দিতে হয়। কন্তার সীমন্তে সিন্দূরদান ও বস্ত্রদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিধবারও বিবাহ হয়, তবে তাহার পণ অনেক কম লাগে অর্থাৎ বিধবা রমণী যদি যুবতী ও দেখিতে ভাল হয়, তবে অর্দ্ধেক পণ, একটু বয়স বেশী হইলে সিকিপণ দিতে হয়। স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা যায়, এরূপ স্থলে ভ্রষ্টকারী পুরুষ কন্তার পণের টাকা বরকে প্রদান করিতে বাধ্য। পণ মিটাইয়া দিলে উভয়ে বিবাহিত হইতে পারে। তবে ইহাদের মধ্যে ভ্রষ্টা নারী প্রায় নাই বলিলেই হয়, যাহার একটু চরিত্র দোষ ঘটে, সে প্রণয়ীকে লইয়া স্থানান্তরে পলাইয়া যায়।

থম্বুরা হিন্দু, ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করেন না, ইহাদের স্বজাতি মধ্যে এক একজন পুরোহিত থাকে, তাহাকে 'হোমে' বলে।

ইহারা চৈত্র ও কার্ত্তিক মাসে পারুবঙ্গ নামক গৃহদেবতার উদ্দেশে শূকর, ছাগ ও মদ দিয়া পূজা দেয়। দেবীর উদ্দেশে মেষ, মহিষ, ছাগ, কপোতাদি বলি দিয়া থাকে। ইহারা দুগ্ধ ও দুর্ব্বাধান দিয়া সিদ্ধ নামে এক দেবতার পূজা করে।

হোমে বা পুরোহিতের মতানুসারে শবদেহের অগ্নিক্রিয়া অথবা সমাধি হয়। মৃতের উদ্দেশে তাহার আত্মীয়েরা শ্রাদ্ধাদি করে।

বহুদিন হইতেই ইহারা চাষবাস ও জমি ভোগ করিয়া আসিতেছে। এখন কেহ কেহ নেপালের সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কেহ বয়নাদি কার্য্যও করিতেছে। খাদ্যসামগ্রীর উপর তেমন বাছ বিচার করে না। গৃহপালিত মুরগী, শূকরমাংস ও মদ্যপান করিতে কাহারও আপত্তি নাই। ইহাদের মধ্যে কাশী, কুরাসঙ্গা, গ্লালিং, খেরেসঙ্গা, চুইরাছা, চৌরাসি, জুভিঙ্গে, তাংবুয়া, কুলুং, দিলপালি, দুংমালি নদে'ছা, নিনোছা, নিমামবোঙ্গ, নামহং, নিমাবোঙ্গা, নোমহং, পদেয়াছা, প্রেমবোছা, ফুর্কেলি, ফুলোহি, ফ্রুমাছা, বরলোস, বাভোঙ্গা, বাংদেল বোথিমে, বোম্বারুয়া, ব্রোয়োং, বুমাকামছা, মইছুছা, মইকন্ মলে কুমছা, ময়াহাং, মকারঙ্গা, মুলুকুমাস, রজবিন্, রমছালি, রাথালি, রণোছা, রাপুংছা,

রিম্‌চিং, রেগালোঙ্গা, রোচিঙ্গাঙ্গা, নাকৌঙ্গা, বাহ্‌সল, শিলোঙ্গা, সাংপাং, সুংদেলে সোঠজে ইত্যাদি থর বা থাক আছে।

খন্তাৎ, কাম্বের প্রকৃত নাম, ইহা স্তম্ভতীর্থের অপভ্রংশ। [কাম্বে দেখ।]

খম্ভালা, একটী ছোট রাজ্য। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গোহেলবার বিভাগে অবস্থিত। ইহার মধ্যে দুইটী গ্রাম আছে, কতক কর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে আর কতক জুনাগড়ের রাজাকে দিতে হয়। উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর খাম্ভালা। ভবনগর-গণ্ডাল-রেলপথের ধাসা নামক ষ্টেসন হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

খয়র্ (আরবী) সুখস্বচ্ছন্দ, স্বাস্থ্য। (ত্রি) ভাগ্যবান্।

খয়রা (দেশজ) ১ ফিকা কটারং।

২ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। (Clupanodon cortius, *Buch*) এই মাছ ভারতের নানা স্থানে দেখা যায়। মীনতত্ত্ববিদের মতে ক্ষুদ্র হইলেও এই মাছ ইলিস জাতীয়। ইহাকে রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের স্থানবিশেষে 'করতি', আসামের লক্ষীপুর অঞ্চলে 'চাং পলি', ভাগলপুরে 'সুহিয়া' বলে।

৩ পক্ষিবিশেষ। (Ardea cinerea)

৪ হাজারিবাগের অধিবাসী এক নিকৃষ্ট জাতি। ইহারা ক্ষেত্রে শাকসবজী ও শস্যাদি চাষ করে। ইহারা আপনাদিগকে খরবার জাতির শাখা বলিয়া জানে। [খরবার দেখ।]

৫ বাঙ্গালার বাগ্দী জাতির এক শাখা।

খয়রাগড়, ১ উত্তরপশ্চিমের আগ্রা জেলার দক্ষিণপশ্চিমের একটী তহসীল। ইহার মধ্যে খানিকটা ইংরাজ অধিকারে, বাকি অংশ ভরতপুর ও ঢোলপুর রাজ্যের অধিকারভুক্ত। ইহার মধ্যে পার্ব্বতীয় গভীর খাত। উত্তঙ্গান নদী তহসীলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরভাগের জমিতে নদীর পলি পড়ে। দক্ষিণভাগে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত ভরতপুররাজ্যের সীমা। ইহার স্থানে স্থানে লাল পাহাড় আছে, তাহা হইতে বালুপাথর কাটিয়া লওয়া হয়। সিন্ধিয়ারাজের রেলপথ ইহার পূর্ব্বভাগ দিয়া এবং আগ্রা ও বোম্বাই যাইবার পথও ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহার ভূপরিমাণ ৩০৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১১৮১০৪ জন। তহসীলে একটী ফৌজারী আদালত ও ৫টী থানা আছে।

২ তহসীলের প্রধান নগর খয়রাগড়, আগ্রা হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে উত্তঙ্গান নদীতীরে অবস্থিত। এখানে থানা, ডাকঘর ও স্কুল আছে।

৩ মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী দেশীয়রাজ্য। ইহা ছত্রিশগড় রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার ভূপরিমাণ ৯৪০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ৫১২টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা ১৬৬১৫৮। তন্মধ্যে ৮২৬৭৭ জন পুরুষ ও ৮৩৪৮১ জন স্ত্রীলোক। গড়মণ্ডলের রাজগোণ্ডবংশীয় এক ব্যক্তি এখানে সালেটেকরি পাহাড়ের নিম্নে খোলবা নামক স্থানে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মণ্ডলার রাজবংশ নাগপুরের মহারাষ্ট্ররাজগণের নিকট হইতে অনেক জায়গীর পাইলে রাজ্যটী ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই বংশের রাজা লালা ফতেসিংহ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত হয়। অনতিবিলম্বে তাহার মৃত্যু হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তখন নিজহস্তে ইহার শাসনভার গ্রহণ করেন। পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক দরবার করিয়া লালা অমরেশসিংহকে দান করেন।

তুলা, গম ও ছোলা এখানে প্রচুর জন্মে। স্থানে স্থানে লোহের খনিও দেখা যায়। খয়রাগড়ের মধ্যে সালেটেকরি পর্ব্বত দিয়া দুইটী গিরিপথ ছত্রিশগড় ও নাগপুরের মধ্যে গিয়াছে।

৪ উক্ত খয়রাগড়রাজ্যের প্রধাননগর। অম ও পিপারিয়া নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°২৫´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১°২´ পূঃ। লোকসংখ্যা ২৮৮৭।

খয়রাৎ (আরবী) দান, বিতরণ।

খয়রাতী, যাহা খয়রাত করা হইয়াছে, দত্ত।

খয়রাবাদ, বঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার একটী নদী। বরিশাল হইতে রাণীহাটে এই শাখা বাহির হইয়া বাখরগঞ্জ নগর হইয়া অঙ্গরিয়া হাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার পর মহালিয়া, গুলাচিপা, রাণাবাদে প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে।

খয়া (ক্ষয় শব্দজ) ক্ষয়, ক্ষীণতা।

খয়ের ১ (খদির শব্দজ) খদিরসার। [খদির দেখ।] কোন স্থানে খএরও বলে।

২ উত্তরপশ্চিমের আলিগড় জেলার পশ্চিম বিভাগের এক তহসীল। ইহার পশ্চিমে যমুনা নদী। গঙ্গার খাল ইহার ভিতর দিয়া গিয়াছে। খয়ের তহসীলের ভিতর খয়ের, চন্দৌসি ও তপ্পলনামক তিনটী পরগণা আছে। ইহার পরিমাণ ৪০৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১৬০২৬৪। তহসীলে ৪টী থানা ও একটী ফৌজদারী আদালত আছে। ইহার প্রধান নগর খয়ের, আলিগড় হইতে ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে। ইহাতে তহসীল, থানা, মুন্সেফি আদালত, ডাকঘর ও স্কুল আছে। সহরে পুলিসের ও ময়লা পরিষ্কার করিবার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্ত প্রতি গৃহ হইতে একটা কর আদায় হইয়া

থাকে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় চৌহানগণ এই নগর অধিকার করিলে রাও ভূপালসিংহ এখানকার রাজা হন। জুনমাসের প্রথমে আগ্রায় সখের সেনাদল নগর আক্রমণ করিয়া রাজাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। সৈনিক আদালতের বিচারে রাজার ফাঁসি হয়। কএকদিন পরে চৌহানগণ জাঠদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া নগর আক্রমণ করিয়া মহাজনকুঠি লুট্ করেন। শেষে নগরস্থ বাটীগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দেয়।

খয়েরপুর, উত্তর-সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৬°১০´ হইতে ২৭°৪৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৪°১৪´ হইতে ৭০°১৩´ পূঃ। ইহার উত্তরে শিকারপুর জেলা, দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ জেলা, পূর্ব্বে জশলমীর ও পশ্চিমে সিন্ধুনদ। ইহাকে মীরআলীমুরাদ খাঁ তলপুরের রাজ্য বলে। দৈর্ঘ্যে ৬০ ক্রোশ ও প্রস্থে ৩৫ ক্রোশ। ভূপরিমাণ ৬১০৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১২৯১৫৩ জন। এখানকার হিন্দুগণ বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও স্বাধীনতাপ্রিয়। উষ্ট্র, বৃষ, মেষ ও ছাগই তাহাদের প্রধান সম্পত্তি। শস্য, ঘোল ও উষ্ট্রদুগ্ধ তাহাদের প্রধান আহারীয়। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

খয়েরপুরের ভূমি প্রায়ই সমতল, তন্মধ্যে সিন্ধুনদের পার্শ্ববর্ত্তী ভূাগ অধিকাংশই উর্ব্বরা। ইহার মধ্যে মধ্যে শিকারোপযোগী বন্যভূমি আছে। সিন্ধুনদ ও পুর্ব্বনার নামক খালের উর্ব্বরা ভূাগ ব্যতীত বাকি সমস্তই বালুপাথরের পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। অধিকাংশ স্থানই জনশূন্য ও বৃক্ষশূন্য। উত্তরাংশে একটী চূণা-পাথরের পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উর্দ্ধদেশে বিস্তর শঙ্খ, কড়ি, ঝিনুক প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে দিজির দুর্গ। খয়েরপুরের মধ্যে অনেক স্থানে মরুভূমি। তাহাতে স্থানে স্থানে নেট্রন নামক একটী দ্রব্য পাওয়া যায়, উহা হইতে খড়ি ও ক্ষার উৎপন্ন হয়। নেট্রনের খনি হইতে রাজার বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। এখানে ব্যাঘ্র, শৃগাল, বন্যবরাহ, হরিণ ও কৃষ্ণসার প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর, মহিষ, বৃষ, মেষ, ছাগ ও গর্দ্দভ প্রভৃতি সকল পশুই লোকের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। শিকারের উপযোগী অনেক পক্ষীও আছে।

খয়েরপুরের ইতিহাস সিন্ধুরাজ্যের ইতিহাসের সহিত জড়িত। [সিন্ধু দেখ।] ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বলুচবংশীয় মীর ফত্তেআলী খাঁ তলপুর সিন্ধুদেশের রাজা হন। তাহার কিছুদিন পরে তাহার ভাগিনেয় সোহ্রাব খাঁ তলপুর, মীর রোস্তম ও আলিমুরাদ নামক দুই পুত্রসহ খয়েরপুরের রাজ্য স্থাপন করেন। তন্মধ্যে মীর সোরাবের অংশে খয়েরপুর পড়ে। রাজ্যের কর তখন আফগানস্থানের রাজাকে দেওয়া হইত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ পুত্র মীর রোস্তমের উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কাবুলে বরকজাইবংশ রাজ্যলাভ করিবার সময় নানাপ্রকার গোলোযোগ হয়। সেই সময় মীর রোস্তম কাবুলের অধীনতা অস্বীকার করেন, কিন্তু পরে মীর রোস্তম ও আলিমুরাদ উভয়ে বিবাদ ঘটিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে মধ্যস্থ হইতে হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত একটী সন্ধি হয়, তাহাতে ঠিক হয় যে, সিন্ধুনদী ও সিন্ধুপ্রদেশের রাস্তাতে ইংরাজের লোক গতিবিধি করিতে পারিবে। কাবুলে যখন ইংরাজসৈন্য গমন করে, তখন মীরদিগকে সাহায্য করিতে বলা হয়। অন্যান্য রাজগণ তাহাতে বড় সম্মত হন নাই। আলিমুরাদ তখন খয়েরপুরে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে রীতিমত সাহায্য করিয়াছিলেন। মিয়ানী ও দবোর যুদ্ধের পর যখন সমুদায় সিন্ধুপ্রদেশ ইংরাজের অধিকৃত হইল, তখন কেবল খয়েরপুরে ইংরাজের অধীনে একজন স্বতন্ত্র রাজা রহিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট রাজাকে এক সনন্দ দিয়া বলিয়া দেন যে, মুসলমান আইন-অনুসারে তলপুরমীর রাজত্ব করিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে আপত্তি করিবেন না। তাঁহার সম্মানার্থ ১৫ তোপ নির্দ্দিষ্ট হইল।

মীরের রাজ্যশাসন পুরাতন ধরণের। খয়েরপুরের কর টাকায় আদায় হয় না। প্রজারা টাকার পরিবর্ত্তে কর-স্বরূপ দ্রব্যাদি দিয়া থাকে। শস্যাদি যাহা সংগ্রহ হয়, মীর তাহার তৃতীয়াংশ গ্রহণ করেন। ১৮৮২।৮৩ খৃষ্টাব্দে এই রাজার অংশে এইরূপে ৬ লক্ষ টাকার অধিক আদায় হয়। মীরের অংশ হইতে প্রায় ২ লক্ষ টাকা জায়গীরের জন্য ব্যয় হয়। রাজার আত্মীয়বর্গকে এই জায়গীর দেওয়া আছে। এখানে স্বতন্ত্র পলিটিকাল এজেণ্ট নাই। শিকারপুরের কালেক্টর নিজ কার্য্যের উপর এই কার্য্য করিয়া থাকেন।

বিচারের জন্য দুই প্রকার আদালত আছে। একটী খয়েরপুরে আর একটী মীরের সঙ্গে থাকে। মীর যখন যেখানে যান, আদালত তাঁহার সঙ্গে যায়। খয়েরপুরের স্থায়ী আদালতে একজন হিন্দু বিচারক আছে। মীরের সহগামী আদালতে দুইজন মৌলবী বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। অপরাধীর শাস্তিবিধানস্বরূপ কাহারও বা জরিমানা, কাহাকেও বা বেত্রাঘাত, কাহারও বা কারাদণ্ড হইয়া থাকে। মীরের রাজ্য মধ্যে মৃত্যুদণ্ডবিধান করিবার সম্পূর্ণ অধিকার

থাকিলেও তিনি প্রায় কাহারও প্রাণদণ্ড করেন না। দেওয়ানী মোকদ্দমার বাদীকে আদালতের ব্যয় বলিয়া প্রার্থিত অর্থের চতুর্থাংশ রাজকোষে জমা দিতে হয়। এই জন্য মোকদ্দমার সংখ্যা অতি অল্পই হইয়া থাকে। বিবাদ বিসম্বাদ হয় সালিসি না হয় পঞ্চায়ত দ্বারা নিজে নিজে মীমাংসা করিয়া লয়। কাজি নামক নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীর নিকট দলিলাদি রেজিষ্টরী হয়। গোমেষাদি চুরির মোকদ্দমাই অধিক। বৎসরে এরূপ মোকদ্দমা ৪০০।৪৫০এর অধিক হয় না। কারাগার আছে, তাহাতে গড়ে এক শতের অধিক কারাবাসী থাকে না। সৈন্যসংখ্যা পাঁচ শত অশ্বারোহী। ইহাদের সঙ্গে তরবারী ও বন্দুক থাকে। রাজ্য মধ্যে এখন রীতিমত পাঠশালা হইয়াছে। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের নিকট হইতে সপ্তাহে এক অথবা দেড় পয়সা মাত্র আদায় করেন।

এখানে ৮ মাস কাল দারুণ গ্রীষ্ম। সে সময় প্রায়ই আঁধি আসিয়া বায়ু শীতল করিয়া দেয়। বৃষ্টি অল্প হয়। অবশিষ্ট চারি মাসের বায়ু সুখসেব্য। স্থায়ী ও সবিরাম জ্বর, চক্ষু উঠা ও চর্ম্মরোগ এখানে অধিক দেখা যায়। যকৃৎ প্রায় হয় না। মীরের সঙ্গে ছয় জন ও খয়েরপুরে তিন জন হাকিম থাকেন। চিকিৎসার জন্য কোন মূল্য গ্রহণ করা হয় না।

২ খয়েরপুর রাজ্যের প্রধান নগর। মীরবহ খালের পার্শ্বে সিন্ধুনদী হইতে ৭॥০ ক্রোশ দূরে, বোহার হইতে ৮॥০ ক্রোশ দক্ষিণে, অক্ষা° ২৭°৩১´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৪৬´৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। খয়েরপুর প্রধান নগর হইলেও ইহার গঠন অতি কদর্য্য। নির্ম্মাণ-কৌশল কিছুমাত্র নাই। অধিকাংশই মেটেঘর। মধ্যে কয়েকটী ইষ্টকগৃহ আছে। নগরটী একে নোংরা, তাহার উপর নিকটে জলাভূমিতে জল জমিয়া থাকে বলিয়া আরও অস্বাস্থ্যকর। বাজারের মধ্যস্থলে রাজবাটী। রাজবাটী নানাপ্রকার রঙ্গে চিত্রিত ছোট ছোট নিশান দিয়া সাজান। নগরের বাহিরে পীররুহান্ জিয়াবদীন ও হাজি জাফির শাহিদের দুইটী মসজিদ আছে। তলপুর রাজবংশের প্রাধান্যকালে এখানে প্রায় ১৫০০০ লোকের বসতি ছিল। এক্ষণে আটশতের অধিক নাই। নগরের এখন অবনতদশা। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা ও বইরা নামে গ্রাম ফুলপাত্র জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। তলপুরবংশীয় মীরসোরাব খাঁর সময় খয়েরপুর নগর নির্ম্মিত হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের মীরদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয়, তদনুসারে কিছুকাল এখানে একজন রেসিডেন্ট থাকিতেন।

খয়েরপুর হইতে নীল, জোয়ার, বজরা ও তিল প্রভৃতি রপ্তানি হয়। আমদানীর মধ্যে বিলাতী কাপড়, রেশমী কাপড়, তুলা, পশম ও ধাতব দ্রব্যই অধিক। নগরের মধ্যে বস্ত্রবয়ন ও বস্ত্রে বহুবিধ রঙ্ করা হইয়া থাকে।

লোহার কারখানায় অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। স্বর্ণকারেরা অলঙ্কারাদিও নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

৩ পঞ্জাবের অন্তর্গত মজঃফরগড় জেলার আলিপুর তহসীলের একটী নগর। অক্ষা° ২৯°২০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০°৫১´ পূঃ। আলিপুরের তিনক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ইহা অবস্থিত। ইহা নিম্নভূমিতে অবস্থিত বলিয়া চন্দ্রভাগা নদীর বন্যায় প্লাবিত হয়। বন্যা হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য নদীর ধারে বাঁধ দেওয়া আছে। নগরের গৃহগুলি প্রায়ই ইষ্টকনির্ম্মিত ও দুই তিন তল উচ্চ। বাজারের রাস্তা ইষ্টক দিয়া গাঁথা, পথগুলি এত সংকীর্ণ যে, তাহাতে গাড়ী চলিতে পারে না। নগরে লোকসংখ্যা ২৬০৯ জন, তন্মধ্যে ১৫৪৯ জন হিন্দু আর ১০৬০ জন মুসলমান। অধিবাসীরা বেলুচিস্থান, সক্কর, ও মুলতান প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করে। এখান হইতে তুলা, পশম ও নানাবিধ শস্য রপ্তানি হয়। কাপড় প্রভৃতির আমদানী হইয়া থাকে। এখানে একটী সামান্য পাঠশালা ও একটী ডাকঘর আছে।

খয়েরপুর ধড়কি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে শিকারপুর জেলার রোহরি উপবিভাগের একটী নগর। রোহরি হইতে ৩৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে। এখানে একজন টপ্পাদার থাকেন। একটী মুসাফিরখানাও আছে। এতদ্ব্যতীত পাঠশালা ও থানা আছে। উবৌরো, রবতী, মীরপুর ও রহরকি হইতে যাতায়াতের বেশ রাস্তা আছে। চিনি, গুড়, তৈল, শস্য, কাপড় ইত্যাদির বেশ ব্যবসা চলে। লোহারগণ নানাবিধ বাসন, ছুরি, কাচি, ক্ষুর ইত্যাদি প্রস্তুত করে। নগরটী ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

খয়েরপুর নথেশা, বোম্বাইয়ের সিন্ধুবিভাগের শিকারপুর জেলার মিহার উপবিভাগের ককর তালুকের অন্তর্গত এক গণ্ড গ্রাম। এখানে মিউনিসিপালিটি, পাঠশালা, আদালত প্রভৃতি আছে।

খয়েরপুর যুশো, বোম্বাইয়ের সিন্ধুবিভাগে শিকারপুর জেলায় নারথানা উপবিভাগের একটী গ্রাম। এখানে একজন টপ্পাদার ও একটী মুসাফিরখানা আছে।

খয়েরি, মধ্যভারতের ভাণ্ডারা জেলার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার মধ্যে ৪টী গ্রাম আছে। ইহার ভূমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহার অতি অল্পমাত্র আবাদ হয়। জঙ্গলে কাঠ প্রচুর জন্মে। অধিবাসিগণ গোণ্ডজাতীয়। রাজা রাজা-বংশীয়।

খয়েরিগড়, অযোধ্যার খেরিজেলার নিঘাসন তহসীলের অন্তঃপাতী একটী পরগণা। ইহার তিনদিকে তিনটী নদী। উত্তরে মোহন, দক্ষিণে সরযূ, পূর্ব্বে কোরিয়ালনদী ও পশ্চিমে নেপাল রাজ্য। পূর্ব্বপশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ২৩৷৹ ক্রোশ, উত্তরদক্ষিণে ৬ ক্রোশ। ভূপরিমাণ ৪২৫ বর্গমাইল। এই স্থানে অধিকাংশই জঙ্গল। লোকসংখ্যা ৩৯,৭৪৪। তন্মধ্যে ২১,৩৭৮ জন পুরুষ ও ১৮০৬৬ স্ত্রীলোক। ৩৪৯০৩ জন হিন্দু, ৪৫৭১ জন মুসলমান। হিন্দুর মধ্যে আহীরের সংখ্যা অধিক, ব্রাহ্মণ অল্প। খয়েরিগড়ের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য ও যব প্রধান। খয়ের গাছের জঙ্গল বিস্তর আছে বলিয়া ইহার নাম খয়েরিগড় হইয়াছে। পরগণায় ৭০টী গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ৬৭টী খয়েরিগড়ের রাজার অধিকৃত।

পূর্ব্বে সমস্ত পরগণা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কথিত আছে, ১৩৫১ ও ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ফিরোজ তোঘলক পার্ব্বতীয় দোতি ও গড়বালীগণের উপদ্রব নিবারণের জন্য এই স্থানে সরযূ নদীর উত্তরকূলে সুদীর্ঘ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। একদিন নাকি সম্রাট্ পুত্রের সঙ্গে উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া একটীও মনুষ্যের বাসভবন দেখিতে পান নাই। কেবল অরণ্যানই আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় নাই। নিবিড় অরণ্যানীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মনে ভীতিসঞ্চার হইয়াছিল। সেই অবধি তিনি আর এ অঞ্চলে আসেন নাই। সম্রাট্ অকবরের স্বাক্ষরিত একখানি দলিলে লিখিত আছে যে, খয়েরিগড়ের একজন আহীর রাজা অধিকার করিয়া লোকের উপর অত্যাচার করিতেছে, খয়েরিগড়ের নিকট কুন্দনপুরে তাহার বাস। তাহার বিনাশ সাধন করিতে হইবে।

বাছিল, বিষেন, বৈশ্য ও কুড়মি প্রভৃতি জাতীয় লোক পূর্ব্বে এখানে ভূম্যধিকারী ছিল। পরে রাজপাশিগণ আসিয়া বাছিলদিগকে তাড়াইয়া দেয়। আবার লোহানি বঞ্জারাগণ আসিয়া রাজপাশিদিগকে তাড়াইয়া আপনারা রাজত্ব করিতে থাকে। এই বঞ্জারাবংশীয় রাও রামসিংহ খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া প্রজাগণ বিদ্রোহাচরণ করে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহীদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, রামসিংহ তাহাতে পরাজিত হন। প্রদেশটী তখন অযোধ্যার নবাবের অধীন ছিল। সিন্ধিয়ার আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য নবাব উজীর সাদত আলীখাঁ ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেই সূত্রে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অর্দ্ধেক রাজ্য দান করেন। সেই অর্দ্ধেকের মধ্যে খয়েরিগড় পড়ে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট জৌনপুরের সহিত ইহা পরিবর্ত্তন করেন। খয়েরিগড়ের রাজার নিষ্ঠুরাচরণ ও অত্যাচারের কথা শুনিয়া ইংরাজগবর্ণমেণ্ট তাহাকে ধরিয়া লইয়া বেরিলিতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া রাজা হন। এখনকার রাজা সেই বংশীয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সমস্ত অযোধ্যার সহিত খয়েরিগড়ও ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২ খয়েরিগড়ের প্রধান নগর। লক্ষ্ণৌ হইতে ৫৫ ক্রোশ উত্তর। অক্ষা° ২৮°২০´ ৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০°৫২´ ৫৫´´ পূঃ। সুহেলি নদীতীরে অবস্থিত। নেপাল ও কুমাওনের পাহাড়ীগণের অত্যাচার দমন করিবার জন্য সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ তোঘলক এই নগর নির্ম্মাণ করেন। ইহার পরিখাগুলির নিম্নভাগ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর ও ঊর্দ্ধভাগে বৃহদাকারের ইষ্টক দিয়া গাঁথা। স্থানটী এখন অধিকাংশ পরিত্যক্ত বলিয়া জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

খয়েরিমুরত, পঞ্জাব রাবলপিণ্ডির পর্ব্বতশ্রেণীবিশেষ। অক্ষা° ৩৩°২৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২°৪৯´ ৩০´´ পূঃ। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ ক্রোশ। ইহাতে খনিজ ও বালুপাথর অধিক। পূর্ব্বে এই পর্ব্বত জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এক্ষণে একেবারে বৃক্ষশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তবে পশ্বাদিচারণের জন্য স্থানে স্থানে জঙ্গল করিয়া রাখা হইয়াছে।

খর (পুং) খং মুখকুহরং অতিশয়েন অস্ত্যস্য খ-র। যদ্বা খং ইন্দ্রিয়ং লাতি লা-ক বাহুলকাৎ লকারস্য রত্বং। ১ গর্দ্দভ। ২ অশ্বতর। "উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানন্তু কামতঃ।"(মনু ১১।২০২)
৩ রাক্ষসবিশেষ, রাবণের ভ্রাতা, ইহার আর এক ভাইয়ের নাম দূষণ, ইহারা দুইজনে রাবণভগিনী সূর্পনখাকে লইয়া পঞ্চবটীবনে বাস করিত। লক্ষ্মণের হাতে সূর্পনখার দুর্দ্দশার একশেষ হইলে ইহারা রামের সহিত যুদ্ধ করে এবং রামের বাণে নিহত হয়। (রামায়ণ অরণ্যকা°) খর রাক্ষস বিশ্রবার ঔরসে রাকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। (ভারত বন° ২৭৩ অঃ) ৪ কণ্টকী বৃক্ষবিশেষ। (অজয়) ৫ কাক। ৬ কঙ্কপক্ষী। ৭ কুরর পক্ষী। ৮ জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রদর্শিত ষাট প্রকার বৎসরের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর। এই বৎসরে ভয়ানক উপদ্রব উপস্থিত হয়। চোর, ইন্দুর ও পঙ্গপালের উৎপাতে প্রজাবর্গ অতিশয় পীড়িত হয় ও দেশ ভঙ্গ হইয়া থাকে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব।) ৯ সূর্য্যের পার্শ্বচর। ১০ পশ্চিম দ্বারগৃহ। ১১ উষ্ণস্পর্শ, উত্তাপ। (ত্রি) ১২ উষ্ণস্পর্শযুক্ত। ১৩ কঠিন।

"খরবিশদমভ্যবহার্য্যং ভোজ্যম্" (পা° ভাষ্য)

১৪ ঘর্ম্ম। (মেদিনী) ১৫ নিষ্ঠুর। ১৬ দৈত্যবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)

খরকদিহা, হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। পূর্ব্বে এই স্থান সিওর-মুহম্মদাবাদ জমিদারীর অন্তর্গত এবং মহারাজ মোদনারায়ণ দেবের অধিকারভুক্ত ছিল। নবাব আলীবর্দ্দী মোদনারায়ণকে তাড়াইয়া পরগণাটী হকবল আলীখাঁকে প্রদান করেন।

মহারাজ মোদনারায়ণের সময় এই ভূভাগ ৩৮টী ঘাটোয়ালীতে বিভক্ত ছিল, মহারাজের অধীনে এক এক বিভাগে ঘাটোয়াল বা তিকায়ত নিযুক্ত ছিলেন। তিকায়তগণ অর্দ্ধ-স্বাধীন। যখন কোন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিতেন তখন ইঁহারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন ও বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু কর দিতেন।

মোদনারায়ণ রাজ্য হারাইয়া রামগড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র গিরিবরনারায়ণ রামগড়ে ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। যখন ইংরাজসৈন্য খরকদিহাতে প্রবেশ করে, সেই সময়ে ৩৮ জন ঘাটোয়ালের মধ্যে ২৬ জন গিরিবরনারায়ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে হকবল আলী খাঁ রাজ্য হইতে তাড়িত হইলেন, তাঁহার নিজের খাসে ১৭ খানি গ্রাম ছিল, সেগুলি গিরিবরনারায়ণকে নিষ্কর দেওয়া হইল। যে ২৬ জন ঘাটোয়াল গিরিবর ও ইংরাজের পক্ষ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত মোকররী বন্দোবস্ত হইল। যাঁহারা বিপক্ষতাচরণ করেন, তাহারা ঘাটোয়ালী হারাইলেন। বাকি ৫৪ খানি গ্রাম স্বতন্ত্র লোকের সহিত অস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গিরিবরনারায়ণ বড়লাটের নিকট হইতে ৬৩৩৪৲ টাকা বার্ষিক খাজনা ঠিক করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

গবর্ণমেণ্টের খাস অংশ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫২টী ভাগে বার্ষিক ৩৭৬৫।/৯ খাজনা ধার্য্য হইয়া ২০ বর্ষ মেয়াদি বন্দোবস্ত করা হইল। এখন অনেক অংশ গবর্ণমেণ্টের খাস হইয়াছে।

খরকপুর, বঙ্গদেশের মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত খরকপুর পরগণার নগর ও সদরথানা। অক্ষা° ২৫° ৭´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬°৩৫´২০´´ পূঃ।

খরকপুর পরগণা দ্বারভাঙ্গার মহারাজের অধীন। এখানে প্রায় ছয়হাজার লোকের বাস। এখানে দ্বারভাঙ্গার মহারাজের স্থাপিত দাতব্য ঔষধালয় ও বিদ্যালয় আছে।

খরকর (পুং) খরস্তীব্রঃ করোঽস্য বহুব্রী। সূর্য্য। খরকিরণ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

খরকাষ্ঠিকা (স্ত্রী) খরম্ উগ্রং কাষ্ঠং যস্যাঃ বহুব্রী কপ্-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ—বলা। (রাজনি°) বেড়েলাগাছ।

খরকুটী (স্ত্রী) খরা চাসৌ-কুটীচেতি কর্ম্মধা°। ১ নাপিতগৃহ। খরস্য গর্দ্দভস্য কুটী ৬তৎ। ২ গর্দ্দভের গৃহ।

খরকোণ (পুং স্ত্রী) খরং তীব্রং কুণতি শব্দায়তে খর-কুণ্-অণ্। তিত্তিরপক্ষী। (হেম°) চলিত কথায় তিতির ও পাছানাচা বলে।

খরকোমল (পুং) জ্যৈষ্ঠমাস।

খরখোদা, পঞ্জাবের রোহতক জেলার সাম্পলা তহসীলভুক্ত একটী সহর। অক্ষা° ২৮°৫২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৫৭´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচহাজার। এই নগরটী অতি প্রাচীন। একসময়ে যে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার এখনও অনেক নিদর্শন পড়িয়া আছে। এখানে পুলিস, বিদ্যালয়, ডাকঘর প্রভৃতি আছে।

খরগন্ধনিভা (স্ত্রী) খরগন্ধেন তীব্রগন্ধেন নিভাতি ভাতি নি-ভা-ক। নাগবলা। (জটাধর।) চলিত কথায় গোরখ-চাকুলে।

খরগন্ধা (স্ত্রী) খর উগ্রঃ গন্ধো যস্যাঃ বহুব্রীহি। ততঃ টাপ্। নাগবলা। (জটাধর)

খরগৃহ (ক্লী) গর্দ্দভগৃহ, গাধার ঘর; পর্য্যায়—খরগ্রহ।

খরগেহ (ক্লী) খরস্য গেহং ৬তৎ। গাধার ঘর।

খরগোস (পারসী) তীক্ষ্ণদন্ত চতুষ্পদ জীববিশেষ। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম শশ, শশক, মৃগলোমক, শূলিক, লোমকর্ণ। (হেম° ৪।৩৬১) হিন্দীতে 'খরা', বাঙ্গালায় খরগোস ও বঙ্গের স্থানবিশেষে 'সসৃঋ', মরাঠী 'শশ', তামিল 'মুসল', তৈলঙ্গী 'কুণ্ডেলি', কনাড়ী 'মল্লা', গোণ্ডী 'মোলোল'।

খরগোস জাতি (Lepus) প্রধানতঃ দুই প্রকার, কতকগুলি দেখিতে অপেক্ষাকৃত বড়, তাহাকে ইংরাজীতে 'হেয়ার' (Hare) বলে, আবার কতকগুলি আকারে ক্ষুদ্র, ইংরাজীতে তাহাকে 'র‍্যাবিট' (Rabbit) বলে।

প্রথম শ্রেণীর খরগোস মধ্যে আবার আকার, গঠন ও বর্ণানুসারে ১৫ প্রকার শাখা বাহির হইয়াছে। এই শ্রেণীর খরগোস অষ্ট্রেলিয়া ব্যতীত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাস করে। এমন কি চিরতুষারাবৃত সুমেরুপ্রদেশে বরফের মধ্যেও এই শ্রেণীর খরগোস দেখা যায়।

ছোট খরগোসও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাস করে।

সকল পশুর মধ্যে খরগোস অতি ভীরু, ইহাদের মাথা গোল, মুখ ছোট, তাহার দুই পাশে বড় বড় লোম হয়; কাণ অপেক্ষাকৃত বড়, মনে করিলে পশ্চাতে ফিরাইতে পারে। চক্ষুর তারা খুব উজ্জ্বল ও বৃহৎ, চাহিয়া থাকিলে পশ্চাতেও দেখিতে পায়। অঙ্গ অতি কোমল ও চিক্কণ লোমে ঢাকা। ইহারা নিবিড় বনে ও গ্রামের নিকটে গর্ত্ত করিয়া বাস করে এবং রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায়।

নিকটে শস্যক্ষেত্র থাকিলে আর নিস্তার নাই, দলে দলে গিয়া শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে। এ জন্য বিলাত প্রভৃতি নানা স্থানে যেখানে খরগোস বেশী, সেখানে খরগোস মারিবার নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

ইহাদের পদে পদে শত্রু। তেমন কোন অস্ত্র নাই, যদ্দ্বারা বিপদ্ আপদ্ হইতে সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইহাদের শ্রবণশক্তি অতি প্রবল। বায়ুর একটু শব্দ হইলে, গাছের পাতাটী নড়িলে অমনি সতর্ক হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করে। পশ্চাতে শত্রু দেখিলে প্রাণপণে খানিক ছুটিয়া গিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়ায়, আবার ভিন্ন দিকে ছুটিয়া গিয়া নিবিড় বনে কোন গর্ত্ত মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখে। তাহাতেও নিস্তার নাই। কথায় বলে, "ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান," তা এই খরগোসও একপ্রকার তাই। কুকুরাদি শত্রুর দন্তস্পর্শ মাত্রে মরিয়া যায়। ইহারা চোখ মেলিয়া ঘুমায় ও যোড়া যোড়া পা ফেলিয়া চলে।

খরগোসী ছয় মাসে গর্ভবতী হয়, এক মাস পরে এককালে ৭।৮টী সন্তান প্রসব করে। প্রসবের ১০।১৫ দিন পরে আবার গর্ভবতী হয়। জগতে ইহাদের বিস্তর শত্রু না থাকিলে বোধ হয় খরগোস জাতিতে অর্দ্ধেক পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। ইহাদের মাংস অতি কোমল ও সুস্বাদু। বিলাতে অনেকে আদর করিয়া ইহাদের মাংস খায়। ইহাদের লোমশ কোমল চর্ম্মে সুন্দর সুন্দর টুপি হয়, এই জন্য বাণিজ্যে খরগোসের চর্ম্ম মূল্যবান্। মনুতে শশ-মাংস ভক্ষ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে—

"শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গাকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥"

(মনু ৫।১৮)

অর্থাৎ পঞ্চনখের মধ্যে শজারু, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও খরগোস ভক্ষ্য।

খরগোস পুষিলে পোষ মানে, কিন্তু পাঁচ ছয় বর্ষের অধিক বাঁচে না। বরাহমিহিরের মতে—খরগোস রাত্রি-কালে বামপার্শ্বে শব্দ করিলে তাহাতে মঙ্গল হয়।

"শশকো নিশি বামপার্শ্বগো বাশঙ্কুত্বফলো নিগদ্যতে।"

(বৃহৎসংহিতা ৮৮।২১) [শশক দেখ।]

খরগ্রহ (পুং) খরস্য গ্রহঃ গৃহং ৬তৎ। ১ গর্দ্দভগৃহ। (ত্রিকাণ্ড°)

খরঘাতন (পু) খরমুগ্রয়োগং তন্নামক রাক্ষসং বা ঘাতয়তি হন্ স্বার্থে ণিচ্-ল্যু। ১ নাগকেশর। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ শ্রীরাম।

খরচ (পারসী) ব্যয়।

খরচপত্র (দেশজ) অর্থ ব্যয়।

খরচা (পারসীজ) ১ খরচ, প্রধানতঃ মোকদ্দমার ব্যয় বুঝায়।

খরচী (দেশজ) যে অধিক খরচ করে, অমিতব্যয়ী।

খরচ্ছদ (পুং) খরস্তীব্রশ্ছদঃ পত্রমস্য বহুব্রী। ১ উলপতৃণ, উলুখড়। ২ ইৎকট, ওকড়া। (রত্নমালা) ৩ কুন্দরতৃণ, কলিঙ্গদেশে ইহাকে কুন্দরা বলে। ৪ ভূমিসহ বৃক্ষ, হিন্দীতে ভুঁইসহা বলে। ৫ শেওড়া, শাখোটবৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

খরজ (ত্রি) খরং জীর্য্যতি জৄ-বাহুলকাৎ কুঃ। তীব্রগতি।

"ঋভূ নাপৎ খরমজ্রা খরজ্রুর্বায়ুর্ণ পর্ফরৎ ক্ষয়দ্ রয়ীণাম্।"
(ঋক্ ১০।১০৬।৭।) 'খরজ্রু তীক্ষ্ণগতিঃ' (সায়ণ।)

খরণস্ (ত্রি) খরস্য নাসেব নাসা যস্য বহুব্রী; খরা নাসা যস্য ইতি বা নাসায়া নসাদেশঃ বিকল্পপক্ষে অজভাবঃ। ১ যাহার নাসিকা গাধার নাসিকার তুল্য। ২ তীক্ষ্ণনাসিক, যাহার ধারাল নাক আছে।

খরণস (ত্রি) খরা তীক্ষ্ণা নাসা অস্য বহুব্রী অচ্ নাসায়া নসা-দেশশ্চ। (খরখরাভ্যাং বানস্। পা ৫।৪।১১৮ বার্ত্তিক) ততো ণত্বং (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩) ১ তীক্ষ্ণ-নাসিক, যাহার ধারাল নাক আছে। ২ যাহার নাসিকা গর্দ্দভ নাসিকার তুল্য। (অমর)

খরতর (ত্রি) খর-তর। অতিশয় তীক্ষ্ণ।

"খরতর-বরশর-হতদশ-বদন
খগচর নগধর ফণধর-শয়ন।
জগদঘ মপহর ভবভয়-তরণ
পরপদ-লয়কর কমলজনয়ন॥" (উদ্ভট)

খরতরগচ্ছ, জৈনসম্প্রদায়ের একশাখা। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র এই খরতরগচ্ছ ছিলেন। রাজপুতানার রাজগণ খরতরগচ্ছের যতিগণকে বিশেষ সম্মান করেন। [গচ্ছ দেখ।]

খরতালী, ঘন যন্ত্রবিশেষ, ইহা সভ্য যন্ত্র। ইস্পাত লৌহ বা কাংসদ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার বাদ্য অতিশয় মধুর। ঐকতান বাদনের সহিত ব্যবহৃত হয়।

খরত্বচ্ (স্ত্রী) খরা তীক্ষ্ণা ত্বক্ যস্যাঃ বহুব্রী। অলম্বুষা, লজ্জালু-বিশেষ। (ভাবপ্রকাশ)

খরদণ্ড (ক্লী) খর উগ্রঃ কণ্টকাবৃতত্বাৎ দণ্ডো যস্য বহুব্রী। পদ্ম। (ধরণী)

খরদলা (স্ত্রী) খরং দলং যস্যাঃ বহুব্রী। কেমাফলা, ডুমুর।

খরদূষণ (পুং) খরং উগ্রং দূষণং মাদকতাজনক দোষোয়স্য বহুব্রী। ১ ধুস্তূর, ধুতরা। (ত্রি) খরং তীব্রং দূষণং যস্য বহুব্রী। ২ বহুদোষযুক্ত। (পুং) [দ্বিব] খরশ্চ দূষণশ্চ (ইতরেতরদ্বন্দ্ব°) ৩ খর ও দূষণনামক রাক্ষসদ্বয়।

"খরদূষণয়ো র্ভ্রাত্রোঃ" (ভট্টি) [খর দেখ।]

খরধার (ত্রি) খরা উগ্রা ধারা যস্য বহুব্রী। তীব্রধার,

ধারাল অস্ত্র। সুশ্রুতের মতে করপত্র ভিন্ন অপর কোন খরধার অস্ত্র ব্রণাদিতে প্রয়োগ করা অবিধেয়।

"তত্র বক্রং কুণ্ঠং খণ্ডং খরধারমতিস্থূলমত্যল্পমতিদীর্ঘমতিহ্রস্বমিত্যষ্টৌ শস্ত্রদোষাঃ। অতো বিপরীতগুণমাদদীতান্যত্র করপত্রাৎ। তদ্ধি খরধারমস্থিচ্ছেদনার্থং।" (সুশ্রুত সূত্র° ৮অঃ)

খরধ্বংসিন্ (পুং) খরং খরনামানং রাক্ষসং ধ্বংসয়তি খর-ধ্বংস-ণিচ্-অণ্। ১ শ্রীরাম। (শব্দরত্নাবলী) খরং কংসচরং ধ্বংসয়তি পূর্ব্ববৎ। ২ কৃষ্ণ।

খরনাদিন্ (ত্রি) খরং নদতি নদ-ণিনি। ২ যে গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ করে। এই শব্দটী বহ্বাদিগণান্তর্গত। ইহার উত্তর অপত্যার্থে ইঞ্ হয়।

খরনাদিনী (স্ত্রী) খরনাদিন্-ঙীপ্। রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য।

খরনাল (ক্লী) খরং নালং যস্য বহুব্রী। পদ্ম।

"নার্বাগ্ গতস্তৎ খরনাল নাল-
নাভিং বিচিন্বং স্তদবিন্দতাজঃ॥" (ভাগবত ৩।৮।২০।)

খরপ (পুং) খরং পিবতি পা-ক। ১ ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী নরাদি গণান্তর্গত। গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর ফঞ্ হইয়া খারপায়ণ শব্দ হয়। (বহু) খারপায়ণ যস্কাদিত্বাদপত্য-প্রত্যয়স্য লুক্। ২ খরপ নামক ঋষির বহু গোত্রাপত্য।

খরপত্র (পুং) খরং পত্রমস্য বহুব্রী। ১ শাকবৃক্ষ, সেগুণ। ২ ক্ষুদ্র তুলসীবৃক্ষ। (রত্নাবলী) ৩ যাবনালশর, জোহবলী। ৪ মরুব বৃক্ষ। ৫ হরিদ্বর্ণ কুশ। (রাজনি°)

খরপত্রক (পুং) তিলকবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

খরপত্রী (স্ত্রী) খরং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ গোজিহ্বাবৃক্ষ, দারিয়া শাক। ২ কাকোডুম্বরিকা, কাকডুমুর।

খরপর্ণিনী (স্ত্রী) গোজিহ্বা ক্ষুপ, দারিয়াশাক।

খরপাত্র (ক্লী) খরঞ্চ তৎ পাত্রঞ্চেতি কর্ম্মধা°। লৌহপাত্র।

খরপাদাঢ্য (পুং) খরৈঃ পাদৈ মূলৈরাঢ্যঃ। কপিত্থবৃক্ষ, (শব্দচন্দ্রিকা।) কৎবেল।

খরপুষ্প (পুং) খরং পুষ্পমস্যাঃ বহুব্রী। মরুবকবৃক্ষ, নাগদানা।

খরপুষ্পা (স্ত্রী) খরাণি পুষ্পাণি অস্যাঃ বহুব্রী। ঙীবভাব পক্ষে টাপ্। বর্বরাশাক, বাবুই তুলসী।

খরপুষ্পিকা (স্ত্রী) খরপুষ্পা স্বার্থে কন্ অত-ইতঞ্চ। বর্বরাবৃক্ষ।

খরপুষ্পা (স্ত্রী) খরং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী বা ঙীপ্। বর্ব্বরা শাক, বাবুই তুলসী।

খরপ্রিয় (পুং স্ত্রী) খলঃ ধান্যকলায়প্রভৃতিশস্যমর্দ্দনস্থানং প্রিয়ো যস্য বহুব্রী। লস্য রঃ। পারাবত, পায়রা। (শব্দমালা)

খরমজ্ঞ (পুং) [বৈ] খরং মজ্জয়তি মস্জ-র। অত্যন্ত শোষক। [খর্ব্বজ্ঞ দেখ।]

খরমঞ্জরী (স্ত্রী) খরা মঞ্জরী যস্যাঃ বহুব্রী। সমাসান্ত বিধের-নিত্যত্বাৎ ন কপ্। অপামার্গ। (অমর)

"বিড়ঙ্গ খরমঞ্জরী মধুশিগ্রু সূর্যাবলী" (সুশ্রুত চিকি° ৩১ অঃ)

হ্রস্বান্ত খরমঞ্জরি শব্দের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়।

"মধুকসারশ্চ হিতোহবপীড়ে
ফলানি শিগ্রোঃ খরমঞ্জরের্বা।" (সুশ্রুত চিকিৎসিত° ১৮ অঃ)

খররশ্মি (পুং) খরস্তীক্ষ্ণঃ রশ্মির্যস্য বহুব্রী। সূর্য্য।

খররোমন্ (ত্রি) খরং রোম যস্য বহুব্রী। ১ কঠিন রোমযুক্ত। ধর্ম্মশাস্ত্রকার শাতাতপের মতে গর্দ্দভ হিংসা করিলে পর জন্মে খররোমা হয়। "খরে বিনিহতে চৈব খররোমা প্রজায়তে।" (শাতাতপ।) ২ নাগবিশেষ। (জটাধর)

খরবল্কা (দেশজ) তৃণবিশেষ।

খরবল্লরী (স্ত্রী) নাগবলা। (বৈদ্যক)

খরবল্লিকা (স্ত্রী) খরা চাসৌ বল্লীচেতি কর্ম্মধা° ততঃ স্বার্থে কন্-টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বত্বঞ্চ। নাগবলা, গোরখচাকুলে।

খরবল্লী (স্ত্রী) খরা চাসৌ বল্লী চেতি কর্ম্মধা°। নাগবলা, গোরখচাকুলে।

খরবার, ছোটনাগপুর ও বেহারবাসী জাতিবিশেষ। কেহ বলেন, ইহারা দ্রাবিড়, আবার কাহারও মতে ইহারা কোল-জাতিরই একশাখা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ইহারা তুরাণীয়জাতিসম্ভূত। কেহ বলেন, নেপালের কিরাতজাতির সহিত এই জাতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, উভয়ে একজাতি হইলেও হইতে পারে। মূল কথা, ইহারা প্রকৃত কোন্ জাতি হইতে উদ্ভূত, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই।

খরবারেরা বলে—রাজা বেণের সময়ে যখন সার্ব্বজানিক বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, সেই সময় ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ভর-জাতীয় রমণীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

ইহারা আরও পরিচয় দেয়—"সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের প্রিয়ভবন রোহতাস্গড়ে আমাদের পূর্ব্ববাস ছিল, আমরাও সূর্য্যবংশীয়, তাই এখনও পৈতা ধারণ করি।"

ইহাদের মধ্যে রাজা হইতে অতি দীন দরিদ্র চাষা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহাদের শারীরিক গঠনও অনেকটা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত আবার যাহারা নিঃস্ব, কৃষিমাত্র জীবিকা, তাহা-দিগকে দেখিতে অনেকটা সাঁওতালদিগের মত। রামগড় ও যশপুরের রাজা এই জাতীয়। উভয় রাজপরিবারবর্গকে দেখিলে আর নীচজাতি বলিতে পারা যায় না। এখন ইহাদের শরীরে রাজপুতরক্ত মিশ্রিত হইয়াছে, টাকার জোরে উচ্চশ্রেণীর রাজপুতের সঙ্গে আদান প্রদান চলিতেছে।

রামগড়ের মৃত মহারাজ শম্ভুনাথসিং একজন অতি সুপুরুষ ছিলেন। হুসিরসায়ম্ নামক স্থানের ঠাকুরগণ ও খরবার কোন কোন রাজপুত রাজার ঘরে বিবাহ করিয়া এখন খরবার হইয়াছেন।

পালামৌ জেলার এখ জাতির মধ্যে প্রধানতঃ তিনটী শ্রেণী আছে—পাটবন্ধ, দেবালবন্ধ ও খৈরি।

দক্ষিণ লোহারডাগার—দেশবারী খরবার, ভোগ্‌তা, রাউত ও মানঝি এই কয়টী শ্রেণীভেদ আছে।

পাটবন্ধ শ্রেণীই জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। লোহারডাগার ভোগ্‌তারাও পাটবন্ধ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। যাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ-রাজপাটে অর্থাৎ রোহতাসগড়ে বাস করিত, তাহারই পাটবন্ধ বলিয়া গণ্য। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত।

পালামৌ জেলার খরবারেরা "আঠার হাজার" নামেও পরিচয় দেয়। অনেকে অনুমান করেন, যখন চেরুদলপতি ভগবন্তরায় চেরু ও খরবারসৈন্ত লইয়া পালামৌ আক্রমণ করেন, তখন ইহাদের সংখ্যা সম্ভবতঃ আঠার হাজার ছিল।

খরবারের সহিত চেরুজাতির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। চেরু ও খরবারদিগের মধ্যে আদান প্রদানও হইয়া থাকে।

[চেরু দেখ।]

খরবারদিগের মধ্যে অনেকগুলি "থর" আছে। কছুয়া, কাঁশ, গাই, বেল, বাঘ, নাগ, সোণার, বেণিয়া, মুরগী প্রভৃতি থর দেখিয়া অনেকে মনে করেন ইহারা দ্রাবিড়ীয় মহাজাতিসম্ভূত, ভারতের আদিম অধিবাসী মধ্যে গণ্য। যাহার যে থর, সে সেই থরের জীবজন্তু বা বৃক্ষাদিকে সম্মান করে, তাহার কোন অনিষ্ট বা তাহাকে স্পর্শ করিতে চায় না। তবে সর্ব্বত্র এ নিয়ম নাই বটে। বরকন্তা এক থর হইলে অনেক স্থলে বিবাহ হয় না।

ইহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও ভোগ্‌তারা দেশবারী শ্রেণীর সঙ্গে আদান প্রদান করে না, তবে অনেক স্থানেই একত্র বসবাস করে। ভোগ্‌তা অপর শ্রেণী হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও অপর শ্রেণী ইহাদের নামে অনেক কলঙ্ক ঘোষণা করে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ বড় আদরের। দরিদ্রতা-নিবন্ধন অনেক সময়ে অধিক বয়সে বিবাহ হয়। দেশবারী খরবারেরা কন্তাপণ গ্রহণ করেনা, কিন্তু ভোগ্‌তা ও মানঝিরা পণ না লইয়া কখনই বিবাহ দেয় না; অন্ততঃ ৫।৭ টাকাও কন্তাপণ লইয়া থাকে।

দেশবারী শ্রেণী বিধবা-বিবাহ দেয় না। ভোগ্‌তা ও মানঝিরা বিধবা-বিবাহে আপত্তি করেনা, তবে বিধবা দেবরকে বিবাহ করিতে বাধ্য। স্ত্রীর চরিত্রদোষ ঘটিলে তাহাকে পরিত্যাগ করা চলে, সেই স্ত্রী আবার সাঙ্গা করিতে পারে। খরবারেরা চেরুদিগের স্তায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, যাহার অবস্থা ভাল, তাহারই প্রায় এক এক ব্রাহ্মণ গুরু আছে। তবে ব্রাহ্মণের প্রতি সাধারণের তেমন ভক্তি নাই। প্রতি পল্লিতে কোলদিগের মত, তাহারা একজন পাহন বা বৈগা (পুরোহিত) নিযুক্ত করে। পাহনেরা প্রায় ভূঁইয়া, খরবার ও পড়েয়া নামক নীচজাতীয়।

খরবারেরা "পরমেশ্বরে" বিশ্বাস করে, কিন্তু কোন মূর্ত্তিতে তাঁহার পূজা করে না। দড়া, ডাকিন, গাঁহেল, পচিয়ান, চেরি, চণ্ডর ও দুর্জাগিয়া এই কয়টী ইহাদের উপাস্ত দেবতা।

দুর্জাগিয়ার অপর নাম মুচকরাণী। মুচকরাণীর বিবাহ ইহাদের মধ্যে একটী প্রধান উৎসব। তিনবর্ষ অন্তর রাণীর বিবাহ উৎসব হয়। খরবারেরা বলে, পূর্ব্বে প্রতি বর্ষেই রাণীর বিবাহ হইত, কিন্তু এক সময়ে বিবাহের পরদিন প্রত্যূষে রাণী হঠাৎ গিয়া বৈগার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, তখন বৈগা গৃহে ছিলেন না, বৈগার স্ত্রী তাঁহার হঠাৎ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী কোন উত্তর করিলেন না, বৈগানী চটিয়া গেলেন, তখন হইতে ব্যবস্থা হইল, আর প্রতিবর্ষে রাণীর বিবাহ হইবে না।

লোহারডাগার অন্তর্গত জুরুয়াহর গ্রামে বহুরাজ নামক পাহাড়ে বহুরাণীর গৃহ। বিবাহের দিন খরবার জাতির মধ্যে ধুমধাম পড়িয়া যায়। নিকটস্থ গ্রাম হইতে পুরুষ ও রমণী নৃত্য গীত ও বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে বহুরাজ পাহাড়ে উঠিতে থাকে। বৈগা (পুরোহিত) অগ্রে অগ্রে গমন করে। সকলে পাহাড়ের উপর উঠিয়া একটী গুহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই গুহায় রাণীর ঘর। বৈগা গুহা মধ্যে গিয়া একখানি আয়ত পাথর বাহির করিয়া আনে, এই পাথরখানি মুচকরাণীর প্রতিমা। তপর কাপড়াদি দিয়া প্রতিমাটীকে সাজাইয়া কাঁধে লয়। তখন মহাসমারোহে সকলে উকামাগু গ্রামস্থ কাণ্ডিপাহাড়ে যাত্রা করে। সেইখানে বরের ঘর। সকলে সেইখানে গিয়া গুড়, দুধ ও দুইটী পয়সা দিয়া বরকন্তার পূজা দেয়। বরের ঘরও একটী গুহা; এই গুহার মধ্যে একটী অতলস্পর্শী গহ্বর আছে সাধারণের বিশ্বাস বহুরাজপাহাড় হইতে কাণ্ডিপাহাড়ের মধ্যে ঐ গহ্বর দিয়া একটী পথ আছে। গহ্বর মধ্যে বহুরাণীকে ফেলিয়া দেয়। সকলে স্থির হইয়া তাহার পতনশব্দ

শুনিতে পাইলে সকলে বুঝিয়া লয় যে বরকন্তার দেখা শুনা হইয়াছে, তৎপরে সকলে যে যার ঘরে চলিয়া আসে। সাধারণের বিশ্বাস ঐ পাথরখানিই আবার বহুরাজ পাহাড়ে গিয়া যথাস্থানে থাকে।

খরবুজ (পারস্ত) বৃক্ষবিশেষ। (Cucumis melo)

এই গাছ পারস্ত, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষে জন্মে। ইহার ফলকে হিন্দীতে খরবুজ্, বাঙ্গালায় খরমুজ, তৈলঙ্গ ও তামিলে মুলম্, সিন্ধুপ্রদেশে খিদ্রো, পঞ্জাবে গিলম্, মলয়ে লবোক্রন্দী, চীনে তিএন্‌কা বা হিএন্‌কা, ইংরাজীতে (Melon) বলে। কাবুল ও পেশবার অঞ্চলে এই গাছের বড় আদর। কাশ্মীরে এই ফল খুব বড় হয়। সেখানে অধিবাসীদের ইহা নিত্য আহারীয় মধ্যে গণ্য। [খর্বুজ দেখ।]

খরশব্দ (পুং) খর উগ্রঃ শব্দো যস্ত বহুব্রী। ১ কুররপক্ষী, চলিত কথায় কুল্ল বলে। (রাজনি°) খরস্ত শব্দঃ ৬তৎ। ২ গাধার শব্দ। খরশ্চাসৌ শব্দশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ উগ্রশব্দ।

খরশাক (পুং) খরং শাকমস্ত বহুব্রী। ভাগী, বামনহাটী।

খরশাকা (স্ত্রী) খরং শাকং যস্তাঃ বহুব্রী-টাপ্। ভাগী,বামহাটী

খরশাণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ।

খরশাল (ক্লী) খরাণাং শালা ৬তৎ নপুংসকত্বঞ্চ। গাধার ঘর। (শব্দচিন্তামণি)

খরসোনি (স্ত্রী) খে আকাশে রসমূনয়তি উনি ইন্। লোহিকালতা। (হারাবলী)

খরশূলা (দেশজ) একপ্রকার মাছ। (Mugil protuberans)

খরসোন্দ (পুং) খং শূন্তভূতঃ রসোন্দঃ রসক্লেদনমত্র বহুব্রী। খরপাত্র, লোহপাত্র। (ত্রিকাণ্ড°)

খরস্কন্ধ (পুং) খরঃ স্কন্ধোঽস্ত বহুব্রী। প্রিয়ালবৃক্ষ, পিয়াল গাছ। (রাজনি°)

খরস্কন্ধা (স্ত্রী) খরঃ স্কন্ধোঽস্তাঃ বহুব্রী। খর্জ্জুরীবৃক্ষ, খেজুরগাছ। (রাজনি°)

খরস্পর্শা (স্ত্রী) খরঃ স্পর্শো যস্তাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্। ১ পীত পুষ্প, দেবদালীলতা। ২ হল্‌দেফুল ঘোষালতা। (ভাবপ্রকাশ)

খরস্বরা (স্ত্রী) খরং স্বরতি উপতাপয়তি স্বৃ-অচ্। ১ বন মল্লিকা, চলিত কথায় কাঠমল্লিকা বলে। ২ ত্রিপুরমল্লিকা।

খরা (স্ত্রী) খং আকাশং লাতি গৃহ্লাতি খ-লা-ক লকারস্ত রঃ দেবতাড় বৃক্ষ, দেবতাড়া। (অমর)

(হিন্দী) খরগোস্, শশক।

খরাংশু (পুং) খরতীক্ষ্ণঃ অংশুর্যস্ত বহুব্রী। সূর্য্য। (ত্রিকাণ্ড°)

খরাগরী (স্ত্রী) খরং আগিরতি খর-আ-গৃ-অচ্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দেবতাড় বৃক্ষ। (অমরটী° রায়মুকুট।)

খরাজ (পারসী) যে জমির কর দিতে হয়।

খরাণ্ডক (পুং) শিবের একজন অনুচর।

খরাদী (হিন্দী) হিন্দুস্থানী জাতিবিশেষ, যাহারা খরাদ ঘার কর্ম্ম করে বা খোঁদে।

খরাব্দাঙ্কুরক (ক্লী) খরাব্দাৎ তীব্রগর্জনমেঘাৎ অঙ্কুরয়তি অঙ্কুরি-ণ্বুল্। বৈদূর্য্যমণি, হিন্দীতে লহসুনীয়া বলে। নূতন মেঘের ডাকে এই মণির অঙ্কুর উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার "খরাব্দাঙ্কুরক" নাম হইয়াছে। [বৈদূর্য্য দেখ।]

খরার, পঞ্জাবপ্রদেশের অম্বালা জেলার একটী তহসীল। অক্ষা° ৩০°৩৮′ হইতে ৩০°৫৩′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৩৪′ হইতে ৭৬°৪৯′ পূঃ। ভূমির পরিমাণ ৩৬৬ বর্গমাইল। এই তহসীলে বাৎসরিক ১২৫৪২০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। এই স্থানে গম, জোয়ারা, কাঙ্‌নি, ছোলা, চাউল, তুলা ও ইক্ষু যথেষ্ট জন্মে। স্থানীয় দেওয়ানী ও দায়রার বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য একজন তহসীলদার ও একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। ৩টী পুলিসের ফাঁড়ি (থানা) আছে। এই তহসীলের প্রধান নগরের নাম খরার। নগরের স্বাস্থ্যের জন্য মিউনিসিপালিটী আছে। নগর মধ্যে ৭৯২ ঘর লোকের বসতি।

খরাল, গুর্জ্জর প্রদেশের অন্তর্গত মাহিকান্থা বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। বাত্রকনদীর তীরে অবস্থিত। ইহাতে ১২ খানি গ্রাম আছে। সর্দারসিংহ এখানকার সামন্তরাজ, তিনি জাতিতে মুকবানা কোলি ছিলেন, পরে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এক্ষণে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ধর্ম্মেরই কার্য্যকলাপাদি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্য পাইবার অধিকারী। দত্তক-পুত্র লইবার কোন ক্ষমতা রাজার নাই। বরোদার গাইকোবাড়কে ১৭৫০৲ টাকা বার্ষিক ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে ৭৬০৲ টাকা কর স্বরূপ দিতে হয়। এখানে একটী ক্ষুদ্রবিদ্যালয় আছে।

খরালিক (পুং) খরং আলাতি খর-আ-লা-ণিনি ততঃ স্বার্থে কন্। ১ গ্রামণী, নাপিত। ২ ক্ষুরাধার। ৩ লৌহতীর। ৪ উপাধান। [খুরালিক দেখ।] কেহ কেহ 'খরালিক' স্থলে খুরালিক পাঠ করেন।

খরাশ্বা (স্ত্রী) খরৈরশ্যতে ভুজ্যতে অশ্-ব। (উণাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৫) ১ ময়ূরশিখা, রুদ্রজটা। ২ ক্ষেত্রযমানী, ক্ষেতে জোয়ান। (অমরটী° ভরত) ৩ বনযমানী, বন জোয়ান। (রত্নমালা) ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, চুয়াফুল।

"খরাশ্বা কফবাতঘ্নী বস্তিরোগ-রুজাপহা" (চরক সূত্র° ২৭ অঃ)

খরাভ্র (ক্লী) খরস্ত অভ্রং ৬তৎ। গাধার রক্ত। (ভাবপ্রকাশ)

খরাহ্বা (স্ত্রী) খরং তীব্রগন্ধং আহ্বয়তি আ-হ্বে-ক। ততঃ টাপ্। অজমোদা, বনজোয়ান। (রাজনি°)

খরিকা (স্ত্রী) খং রাতি রা-ক ততঃ স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। চূর্ণাকৃতি কস্তুরীবিশেষ। (রাজনি°)

খরিতা (আরবী) ১ পত্রাধার, চিঠির থলি। ২ পত্র, চিঠি।

খরিদ্ (পারসী) ক্রয়।

খরিদা (পারসী) যাহা ক্রয় করা হইয়াছে, ক্রীত, কেনা।

খরিদ্দার (পারসী) যে কেনে, যে ক্রয় করে।

খরিয়া, কৃষিজীবি অসভ্য জাতিবিশেষ। ছোটনাগপুর অঞ্চলে ইহাদিগের বসবাস। কাহারও মতে ইহারা কোলজাতিরই শাখা, আবার কাহারও মতে দ্রাবিড়জাতিসম্ভূত। কিন্তু ঠিক ইহাদের মূল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শারীরিক গঠন কতক পরিমাণে মুণ্ডা জাতির ন্যায়, কিন্তু মুখের আকৃতি অপেক্ষাকৃত কুৎসিত। কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা ওরাওন জাতির পরে রোহতাসগড়ে ও পাটনায় আসিয়া বাস করে। অপরাপর চলিত প্রবাদে জানা যায় যে, ইহারা পুরাণ জাতির সহিত ময়ূরভঞ্জে একত্র বাস করিত। ইহারা বলে, ময়ূরের ডিম্বের শ্বেতলালা হইতে পুরাণ জাতি, ডিম্বের খোলা হইতে এই খরিয়া জাতি ও ডিম্বের কুসুম হইতে ভঞ্জরাজবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জ হইতে ইহারা লোহারডাগা জেলার দক্ষিণপশ্চিমদিকে কোএল উপত্যকায় আসিয়া বাস করে। এই অসভ্য জাতির মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা নাই। ইহারা অক্ষরাদি লিখিতে জানে না। লেখাপড়া অভ্যাস না থাকায় এই জাতির বিশেষ ইতিহাস জানিবার উপায় নাই।

লোহারডাগা অঞ্চলের খরিয়াজাতি এই কয় ভাগে বিভক্ত ;—দেহি খড়িয়া, দুধ খড়িয়া, এরেঙ্গা খড়িয়া, মুণ্ডা খড়িয়া, বর্গা খড়িয়া এবং ওরাওন্ খড়িয়া। এ ছাড়া আবার ৩৪টী থাক আছে। সকলেই চাষবাস করে। কেহ বা জমির "কোরকর" জমা করিয়া রাখে, কেহ বা রাইয়ত হইয়া জমি ভোগ-দখল করে। অপরাপর স্থানের খরিয়ারা কৃষিজীবী ও ইচ্ছামত একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইয়া বাস করে। লোহারডাগার চাষী খরিয়ারা কিছু সভ্য, ভদ্রলোকের মত ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও বেশভূষা আছে ; থাকিবার গৃহাদি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহারা স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু দ্রব্য আহার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মে সকলের আস্থা আছে। একবার যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে ইহজন্মের মত তাহার জাতীয় প্রথম অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছে। এমন কি তাহারা যে খরিয়াবংশসম্ভূত তাহা চেনা সুকঠিন। এক্ষণে তাহারা আর মানভূমের পার্ব্বত্য খড়িয়া, হো ও ভূমিজ প্রভৃতি অসভ্য জাতির সংস্রবে থাকে না।১০

মানভূমের দল্‌মা পাহাড়ে ও গাঙ্গপুরের বনময় পর্ব্বতে যে সকল বন্য খরিয়া বাস করে, তাহারা লোহারডাগার খরিয়াদের মত চাষবাস ভালবাসে না। নিরন্তর একস্থান হইতে অপরস্থানে যাইয়া বাস করে। পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের উপরে কিম্বা পার্শ্বদেশে একত্র দুই তিনখানি ঘর বাঁধিয়া থাকে। ঘরগুলি বাঁশের, কোথাও বা শালগাছের ডাল কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহারা বনের মধ্যে কতক স্থানের গাছগাছড়াদি জ্বালাইয়া দিয়া তাহার ভস্মের উপর ফাঁক ফাঁক করিয়া বজরা, ব্রীহি ও কোদোধান বপন করে ও তাহাই খাইয়া থাকে।

বন্য খরিয়ারা অত্যন্ত পেটুক। এমন কি বানর, গো, মেষ, মহিষাদি সকল প্রকার মৃত জন্তু পাইলেই খায়। সাধারণতঃ ইহারা বন্যফল, পাতা ও কন্দমূলাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া বন্যজাত মধু, ধুনা, গালা, রেশমের গুটী, শালপাতা ও বাঁশের খুর্কি (ওড়া) প্রভৃতি বদল দিয়া চাউল কিনিয়া আনে ও তাহাই প্রত্যহ খাইয়া থাকে। বন্য খরিয়াদিগকে কোথাও কোথাও বনমানুষ বলে। দুধখরিয়ারা গোমাংস ভক্ষণ করে না। তবে কাছিম পাইলে খাইয়া থাকে। খাওয়া দাওয়া ও রন্ধন বিষয়ে ইহাদের প্রথা স্বতন্ত্র। ছোটনাগপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে ওরাওন জাতির সহিত যে সকল খরিয়া বাস করে, তাহারা ব্রাহ্মণের অধীনে থাকিয়া হিন্দু হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ হাঁড়ীতে রাঁধে, এমন কি নিজের স্ত্রীর হাতে পাক করা দ্রব্যও খায় না। যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাহাদের গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহারা হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি গৃহস্থিত মৃৎপাত্র ফেলিয়া দেয় ও পিত্তল, কাঁসা প্রভৃতি বাসন মাজিয়া শুদ্ধ করিয়া লয়। এই শ্রেণীর খরিয়াদের আচার-ব্যবহার অতি কদর্য্য। নিজেরা এত অপরিষ্কার যে, কখনও স্নান বা গাত্র ধৌত করে না।

খরিয়ারা তেমন ভাল লৌহপাত্র প্রস্তুত করিতে জানে না, পাহাড় হইতে কন্দ-মূলাদি তুলিবার জন্য ইহারা লোহার খুন্তি ব্যবহার করে। বড় বড় ঘাস দিয়া পাতা পেলাই করিয়া এক প্রকার হাপড় করে ও তদ্দ্বারা অগ্নিতে বাতাস দিয়া লোহা তাতাইয়া পিটিয়া লয়। কিন্তু শাণ দিয়া লইতে কামারের বাড়ী যায় না।

খরিয়াদের মধ্যে স্ব-বংশে এবং মাসী, মামী, মাতুল

বা মামাত ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিতে নাই। সাধারণতঃ কন্যার ঋতুর পর বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যদি স্ত্রী কোন পুরুষে গমন করে, তাহাতে দোষ হয় না। সমৃদ্ধিশালী খরিয়াদের মধ্যে এখন হিন্দুদের মত বাল্যবিবাহ চলিত হইয়াছে। বিবাহের সম্বন্ধ উভয় পক্ষের পিতামাতা বা কর্ত্তৃপক্ষেরাই স্থির করে। বিবাহের দিন স্থির হইলে বরের পিতাকে অবস্থাভেদে এক হইতে ১০টী পর্য্যন্ত গোরু বা মহিষ সুকমার (কন্যাপণ) দিতে হয়। মাঘ মাসে এই শুভ বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ মাস ব্যতীত অপর কোন মাসে খরিয়ারা বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহের পূর্ব্বদিনে কন্যার বাড়ীর স্ত্রী-লোকেরা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বরের বাটীতে আসে। পরে বিবাহের দিন অতি প্রত্যূষে বরের ও কন্যার গাত্রে উত্তম করিয়া তৈল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়। পাঁচ আটী খড় মাটীতে বিছাইয়া, তাহার উপর লাঙ্গলের জোয়াল রাখে, বর-কন্যা উভয়ে পরস্পরে সম্মুখীন হইয়া ঐ জোয়ালের উপর দাঁড়াইয়া থাকে। বর কন্যার সীমন্তে সিন্দূর লেপন করে, পক্ষান্তরে কন্যাও বরের কপালে একটী ছোট সিন্দূরের টিপ দিয়া থাকে। এইরূপে বিবাহ-কার্য্য শেষ হয়। কন্যার পিতা যদি অঙ্গীকৃত পণ এককালে দিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহের এক মাসের মধ্যে কন্যার গাত্রাচ্ছাদন জন্য ৭ খানি কাপড় ও জামাতাকে একটী বৃষ দিতে হয়। বিবাহের সময় বরকর্ত্তা নিজ বাটীর নিকটে একটী গাছতলা পরিষ্কার করিয়া রাখে। কন্যাযাত্রীরা আসিয়া এইখানে আড্ডা করে, পরে বরযাত্রীরা আসিয়া মিলিত হয়। উভয় দলকে একটী করিয়া মাটীর জলের জালা দেওয়া হয়। জালার চারিদিকে ধানের তুঁষ ছড়ান ও মাথার উপরে একটী করিয়া আলো দেওয়া থাকে। সমস্ত দিনই পান-ভোজন, নাচ-গান ও আমোদে কাটিয়া যায়। এই ভোজের সমস্ত খরচই বরকর্ত্তাকে বহন করিতে হয়। যখন দুইদলে ভোজ চলিতেছে, তখন তাহাদের সম্মুখে কন্যাকে আনিয়া তাহাকে গরম জলে কাপড় কাচিতে দেয়। ইহাতে উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারে যে, এই কন্যা গার্হস্থ্য সকল কার্য্যই করিতে নিপুণা হইবে।

খরিয়াদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। স্বামীর মৃত্যু হইলে পর বিধবা তাহার দেবরকে সাঙ্গা করিতে পারে বা যদি অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। বিধবা-বিবাহে নূতন স্বামী বিধবাকে ১খানি কাপড় ও কন্যার পণস্বরূপ একটী গোরু দিয়া থাকে। বিবাহিতা স্ত্রী অসতী হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে এবং বিবাহকালে কন্যার পিতা পণস্বরূপ যে গোরু বা মহিষ পাইয়াছেন, তাহা বরকে ফিরাইয়া দিতে হয়। ঐরূপ স্ত্রীকে বিবাহ করিতে হইলেও দুইটী গোরু বা মহিষ পণ লাগে।

পিতার বিষয়ে কেবলমাত্র পুত্রেরা উত্তরাধিকারী। দুধখরিয়ারা বলে যে, মিতাক্ষরার নিয়ম অনুসারে তাহাদের বিষয়ের উত্তরাধিকারী স্থির হয়। কিন্তু সচরাচর পঞ্চায়ত দ্বারা কার্য্য হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর তাহার ভগিনীগণের ভরণপোষণের ভার থাকে। যদি কোন ব্যক্তির বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত দুইটী পুত্র ও সাঙ্গ করা পত্নীর গর্ভজাত দুইটী পুত্র থাকে, আর সেই পিতার যদি ১৬ খানি ধান-জমি থাকে, তাহা হইলে বিবাহিতা রমণীর পুত্রদ্বয় ১২ খানি ও অপর পুত্রদের মধ্যে ৪ খানি এইরূপ ভাগ হইয়া থাকে। বিবাহিতা ভার্য্যার জ্যেষ্ঠপুত্র ৭ অংশ ও কনিষ্ঠ ৫ অংশ, আর সাঙ্গা-করা স্ত্রীর পুত্রেরা কেবল ২ অংশ করিয়া পাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে এক একজন স্বজাতীয় পুরোহিত থাকে, তাহাকে 'কালো' বলে। এই কালো পুরোহিতেরা স্ব স্ব গ্রামের খরিয়া, পাহন, মুণ্ডা ও ওরাওন্ জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া থাকে। খরিয়াদের মধ্যে যাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার শব অগ্নিতে দাহ করে এবং যে অবিবাহিত অবস্থায় মরে, তাহাকে গোর দেয়। দাহ হইলে পর একটী মাটীর পাত্রে কতকগুলি চাউল, মৃতের ভস্ম ও অস্থি রাখিয়া নদীর জলে বা পাহাড়ের গর্ত্ত-মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আসে।

খরিয়ারা প্রকৃতির সেবক। 'বড় পাহাড়' ইহাদের সর্ব্ব-প্রধান দেবতা, ইহার সম্মুখে সময়ে সময়ে মহিষ, ভেড়া ও বন্যকুক্কুট বলি দিয়া থাকে, ঐ দেবতার পূজা মুণ্ডা ও ওরাওন্ জাতি হইতে খরিয়া-মহলে আসিয়াছে। ইহাদের আরও কএকটী দেবতা আছে। যথা—

জড়োদেব (জলদেব), নাশনদেব (রোগ ও সংহারকর্ত্তা), গিরিংদেব (সূর্য্যদেব), জৈজোদেব (চন্দ্রদেব), পাটদেব (পর্ব্বতদেবতা), দোজা-দাড়া মহাদান, গুমি, অগ্নিরক্ষ্যা (শস্যরক্ষক দেবতা), বগরা-সর্ণা (গো-মেষাদির রোগপ্রবর্ত্তক দেবতা)। এই সকল দেবতার সন্তোষ-বিধানার্থ খরিয়ারা পশু-পক্ষী নানা জীব-জন্তু বলি দিয়া থাকে।

খরিয়ার, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর জেলার একটী জমি-দারী। বিন্দ্র নওয়াগড়ের পূর্ব্বে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে ৫৩ মাইল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩২ মাইল। ইহার মধ্যে ৫০৮ খানি

গণ্ডগ্রাম ও ১৫৫৮৭ ঘর লোকের বসতি। প্রবাদ আছে পাটনার কোন সামন্তরাজ তাঁহার কন্যার বিবাহকালে জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ ঐ জমিদারী দান করেন। খরিয়ারের বর্ত্তমান সামন্তরাজ চৌহানবংশীয়।

খরী (দেশজ) ইক্ষুভেদ। (Saccharum Semideoumbens.)

খরীজঙ্ঘ (পুং) খর্য্যা গর্দ্দভ্যা ইব জঙ্ঘা যস্য বহুব্রী। ১ ঋষিবিশেষ। ২ শিব। (বাচস্পত্য) বহুবচনে ইহার উত্তরবর্ত্তী অপত্য প্রত্যয়ের লোপ হয়।

খরু (পুং) খন-কু-নিপাতনে সাধুঃ (খরুশঙ্কুপীযুনীলঙ্গু লিগু। উণ্ ১।৩৭) ১ শিব। ২ দর্প। ৩ অশ্ব। ৪ দন্ত। (মেদিনী) ৫ কামদেব। (উজ্জ্বলদত্ত।) ৬ শুক্লবর্ণ। (হেম°) (ত্রি) ৭ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ৮ নিষিদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যাহার রুচি হয়। ৯ নির্বোধ। ১০ ক্রূর। ১১ তীক্ষ্ণ। (স্ত্রী) ১২পতিম্বরা কন্যা। (হেম°) খরু শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঊঙ্ হয় না।

খরেলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হামিরপুর জেলার একটী নগর। দ্রাঘি° ৭৯°৫০´৪০´´ পূঃ, অক্ষা° ২৫°৩২´ উঃ। এখানে একটী বিদ্যালয়, বাজার ও পুলিসের ফাঁড়ি এবং সুন্দর সুন্দর কতকগুলি দেবমন্দির আছে।

খরোষ্ঠি (স্ত্রী) জনপদবিশেষ।

খর্‌খর (দেশজ) ১ চট্‌পট্‌। ২ তীক্ষ্ণ। ৩ বাচাল।

খর্খোদ (পুং ক্লী) ভৌতিকবিদ্যা, এক প্রকার ইন্দ্রজাল।

খর্গলা (স্ত্রী) [বৈ] উলুকী।

"প্র যা জিগাতি খর্গলেব নক্তমপদ্রুহা তন্বং গুহমানা।"

(ঋক্ ৭।১০৪।১৭) 'খর্গলেব উলুকীব' (সায়ণ)

খর্‌গোস (পারসী) খরা, শশক। [খরগোস্ দেখ।]

খর্জন (ক্লী) খর্জ-ল্যুট্। কণ্ডূয়ন, চুল্‌কন।

খর্জরা (স্ত্রী) খর্জং রাতি খর্জ-রা-ক-টাপ। সাজি-ক্ষার, সাজিমাটী। (বৈদ্যক)

খর্জিকা (স্ত্রী) খর্জ-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। উপদংশ রোগ।

খর্জ্জু (পুং) খর্জ-উন্। ১ কণ্ডুবিশেষ, চুলকানি। ২ খর্জ্জুর বৃক্ষ। ৩ কীটবিশেষ।

খর্জ্জূর (ক্লী) খর্জ-উরচ্। রৌপ্য। (অমরটী-রমানাথ)

খর্জ্জু (স্ত্রী) খর্জ-উ (কৃষিচমিতনিধনিসর্জিখর্জি-ভ্য উঃ। উণ্ ১।৮২) ১ কণ্ডু। ২ কীট। (উণাদিকোষ।) (পুং) ৪ বণিক্। (উজ্জ্বলদত্ত)

খর্জ্জুঘ্ন (পুং) খর্জুং কণ্ডূয়নং হন্তি হন্-টক্। ১ চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দে। ২ ধুস্তরবৃক্ষ, ধুতুরা। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। (রাজনি°)

খর্জ্জুর (পুং) খর্জ-ঊর (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য ঊরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০) ১ খর্জ্জুর বৃক্ষ। (ক্লী) খর্জ্জুরস্য ফলং খর্জ্জুর-অণ্-তস্য লোপঃ। ২ খর্জ্জুর ফল, খেজুর। (Phoenix sylvestris) দক্ষিণপশ্চিমে স্থানবিশেষে 'সেন্দ খর্জ্জুর' বা 'খজি', তামিল 'ইৎযম্‌পেণ-' তৈলঙ্গে 'পেদ্দা তেল' বা 'ইটা চেট্টু'।

খেজুর গাছ ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে। এক একটী গাছ ৩২।৩৩ হাত উচ্চ হয়। কোন কোন গাছের ৮টী মাথাও দেখা যায়। ইহার কাষ্ঠের বাল্‌তো চাষের ক্ষেতে জল দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অস্থায়ী সেতুও করা যায়। ইহার মুচি বেশ সুমিষ্ট। খেজুর গাছ ৭।৮ বর্ষের হইলে তাহার মুচি কাটিয়া দিলে রস বাহির হয়। এই রস বেশ সুস্বাদু, ইহাতে উৎকৃষ্ট গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। ইহার আঁশ হইতে জাহাজের কাছি পস্তুত হয়। ইহার অন্তঃসার সিদ্ধ করিলে খএরের মত এক প্রকার আঠা বাহির হয়, সেই আঠায় চামড়া রং করা যায়। সার হাম্‌ফ্রে ডেভি খেজুর গাছের অন্তঃসার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে শতকরা চর্ম্মোপযোগী আঠা (Tannin) ৫৪°৫, দ্রবণীয় পদার্থ ৩৪, মণ্ড ৬°৫, এবং বালি-চুণ প্রভৃতি অদ্রবণীয় পদার্থ ৫ ভাগ আছে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, গুরু, ক্ষয়, অভিঘাত, বৃংহণ, শুক্রবৃদ্ধিকর, দাহ ও বাতপিত্তরোগে হিতকর।

ভাবপ্রকাশ মতে খর্জ্জুর তিন প্রকার; সচরাচর যে খর্জ্জুর পাওয়া যায় এবং যাহার আকার ক্ষুদ্র তাহাকে ভূমিখর্জ্জুর বলে। পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রকার খর্জ্জুর জন্মে, তাহাকে পিণ্ডখর্জ্জুর বা খর্জ্জুরিকা বলে। ইহা ছাড়া আর একপ্রকার খর্জ্জুর সেকালে অন্য দ্বীপ হইতে এদেশে আসিত, এখন পশ্চিম দেশে সেই খর্জ্জুর উৎপন্ন হয়, হিন্দীভাষায় উহাকে ছোহারা বলে। এই তিন প্রকার খর্জ্জুরই শীতবীর্য্য, মধুর রস, বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, শুক্রবৃদ্ধিকারক, বলকর, এবং কোষ্ঠগত বায়ু, বমি, কফ, জ্বর, অতিসার, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কাশ, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বাতপৈত্তিক ও মদাত্যয়-রোগনাশক। খেজুরের রসের গুণ—মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, রুচিকর, অগ্নিবৃদ্ধিকারী, বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ-পূর্ব্ব ১।)

রাজবল্লভ মতে ইহার মাধীর গুণ—স্বাদু, তিক্ত, কষায়, মূত্রাতঙ্করোগনাশক, বল ও শুক্রবৃদ্ধিকারক।

৩ রৌপ্য। ৪ হরিতাল, হল্দেল। ৫ খল। (মেদিনী) (পুং স্ত্রী) ৬ বৃশ্চিক, বিছা।

খর্জ্জুরক (পুং) বৃশ্চিক।

খর্জ্জুরবেধ (পুং) যোগবিশেষ, ইহার অপর নাম একার্গল। এই যোগে বিবাহ নিষিদ্ধ। [যোগ দেখ।]

খর্জ্জূরিকা (স্ত্রী) খর্জ্জূর-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বশ্চ। মিষ্টান্নবিশেষ, চলিত কথায় মিঠাগজা বলে। (পাকরাজেশ্বর)

খর্জ্জূরী (স্ত্রী) খর্জ্জূর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বনখর্জ্জূরবৃক্ষ। (অমর) ২ খর্জ্জূরবৃক্ষ, খেজুরগাছ। পর্য্যায়—স্বরস্কন্ধা, চন্দ্রাদর্শা, দুরারুহা, নিঃশ্রেণী, কষায়ী, যবনেষ্টা, হরপ্রিয়া।

[খর্জ্জূর দেখ।]

খর্পর (পুং) কর্পর-পৃষোদরাদিবৎ ককারস্য খঃ। ১ তস্কর, চোর। ২ ধূর্ত্ত। ৩ ভিক্ষাভাণ্ড। ৪ মৃণ্ময় জলপাত্রের অংশ, খাপরা। ৫ কপাল, মড়ার মাথার খুলি। ৬ ছত্র। (ত্রিকাণ্ড°) (ক্লী) ৭ তুত্থবিশেষ।

৮ উপধাতুবিশেষ; ইহাকে বঙ্গভাষায় খাপর ও হিন্দীতে খাপরিয়া বলে। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার অনেক প্রকার শোধন-প্রণালী লিখিত আছে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে—খর্পর রক্ত ও পীতপুষ্পের রসে পিষিয়া নরমূত্র, গোমূত্র ও সৈন্ধব-লবণের সহিত যবের কাঁজীতে সাতদিন কিম্বা তিনদিন ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, খর্পর সাতবার পোড়াইয়া কাগজীনেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয়। খর্পর ভস্ম করিবার প্রণালী—বিশুদ্ধ খর্পর ও পারদ একত্র মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে একদিন পাক করিলে ভস্ম হয়। বিশুদ্ধ খর্পর নেত্ররোগনাশক, ক্লেদকর, ক্ষয়রোগ-নাশক ও গুরু। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ) ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ কটু, ক্ষার, কষায়, বমিকারক, লঘু, লেখন ও ভেদন গুণযুক্ত, চক্ষুর হিতকর, রক্তপিত্তনাশক এবং বিষ ও কণ্ডুনিবৃত্তিকর। (ভাবপ্রকাশ)

র্পরক (পুং) লৌহপাত্র।

র্পরী (স্ত্রী) খর্পরং উপধাতুভেদঃ কারণত্বেন অস্ত্যস্যাঃ খর্পর। "চাক্ষুষ্যমমৃতোৎপন্ন খর্পরী দার্ব্বিকা তথা।" (দ্রব্যাভিধান) অচ্-ঙীষ্। খর্পরীতুত্থ। (অমর)

র্পরীতুত্থ (ক্লী) কর্ম্মধাঃ। তুত্থবিশেষ, তুঁতে।

র্পরাল (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

র্পরীতুত্থক (ক্লী) খর্পরীতুত্থ। (ভাবপ্রকাশ)

(ক্লী) ১ পর-স্পরা শুদ্ধি। ২ পৌরুষ। ৩ রেশমীবস্ত্র।

াটার (কর্ম্মাটাড়) সাঁওতাল পরগণার একটী গ্রাম, খানে একটী রেল-ষ্টেশন আছে, কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ।

(পুং) খর্ব্ব-অচ্। ১ কুবেরের নিধিবিশেষ। ২ কুব্জক , কুব্জা। (ত্রি) ৩ হ্রস্ব, খাট। ৪ বামন। (পুং) ৫ সংখ্যা-বিশেষ। কোটিকে ১০ গুণ করিলে অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদকে দশগুণ করিলে অব্জ এবং অব্জকে ১০ গুণ করিলে খর্ব্ব হয়, সংখ্যাকোটী, ১০০০০০০০০০০।

"অর্ব্বুদমব্জং খর্ব্বনিখর্ব্বং" লীলাবতী।

রামায়ণমতে মহাপদ্মকে সহস্রগুণ করিলে খর্ব্ব হয়। "মহাপদ্মসহস্রাণাং তথা খর্ব্বমিহোচ্যতে।" (রামায়ণ ৬।৪।৫৯)

খর্ব্বক (ত্রি) খর্ব্ব-এর স্বার্থে কন্। হ্রস্ব, বামন। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ ইত্বঞ্চ। "খড়ূরেঽধি চংক্রমাং খর্ব্বিকাং খর্ব্ববাসিনীম্" (অথর্ব্ব ১১।৯।১৬)

খর্ব্বট (পুং) খর্ব্ব-অটন্। ১ চারিশতগ্রামের মধ্যস্থিত গ্রাম। ২ পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তী গ্রাম।

"একতো যত্র তু গ্রামো নগরং চৈকতঃ স্থিতম্।
মিশ্রন্তু খর্ব্বটো নাম নদীগিরিসমাকুলঃ॥" (ভাগবতটীকা, স্বামী)

খর্ব্ববাসিন্ (ত্রি) খর্ব্বঃ সন্ বসতি বস-ণিনি। যে খর্ব্ব হইয়া বাস করে, অথবা যে খর্ব্বে অধিষ্ঠান করে।

খর্ব্বপত্রা (স্ত্রী) খর্ব্বং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী ঙীবভাব পক্ষে টাপ। দ্রোণ-পুষ্পী, ঘলঘসে।

খর্ব্বপত্রিকা (স্ত্রী) খর্ব্বপত্রা স্বার্থে কন্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। দ্রোণপুষ্প।

খর্ব্বপত্রা (স্ত্রী) খর্ব্বং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী ততো ঙীপ্। দ্রোণপুষ্পী।

খর্ব্বশাখ (ত্রি) খর্ব্বা হ্রস্বাঃ শাখাস্তত্তুল্যা হস্তপাদাদয়ো যস্য বহুব্রী। বামন, খর্ব্ব। (হেম°)

খর্ব্বিত (ত্রি) খর্ব্ব-কর্ত্তরি ক্ত। হ্রস্ব।

খর্ব্বিতা (স্ত্রী) খর্ব্বিত-টাপ্। ১ অমাবাস্যাবিশেষ।

"সংমিশ্রা যা চতুর্দ্দশ্যা অমাবাস্যা ভবেৎ কচিৎ।
খর্ব্বিতাং তাং বিদুঃ কেচিৎ গতাধ্বামিতি চাপরে॥" কর্ম্মপ্রদীপ।

২ পূর্ব্বদিনের তিথি অপেক্ষা পরদিনে অল্পকালস্থিত তিথি। (বাচস্পত্য)

খর্ব্বুরা (স্ত্রী) খর্ব্ব-উরচ্-টাপ্। তরদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

খর্ব্বুজ (পারসী খরবুজ্) লতাফলবিশেষ, খড়্‌বুজা। চলিত বাঙ্গালায় খরমুজ বলে।

ইহার পরিমাণ সচরাচর ১০ আঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়, এই কারণে ইহার একটী নাম দশাঙ্গুল। ইহার গুণ—মূত্রকারক, বলকর, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, গুরু, স্নিগ্ধ, মধুররস, শীতবীর্য্য, শুক্রবৃদ্ধিকর এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। ইহার মধ্যে যেগুলি ঈষৎ ক্ষারসংযুক্ত ও অম্লমধুর রস হয়, সেইগুলি রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রকারক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ ভাগ) কোন গ্রন্থে 'খর্ব্বুজ' স্থলে 'খর্ব্বূজ' পাঠও দৃষ্ট হয়।

[খরবুজ দেখ।]

খসিয়া ঝালারিয়া, মধ্যভারতের ইন্দোর এজেন্সীর অধীনে একটী দেশীয় রাজ্য। সিন্ধিয়া ও দেবাস রাজ্যের পূর্ব্বপ্রদত্ত সনন্দ অনুসারে ঐ রাজ্যের অধিকারী বলবন্তসিংহ ও দতর-সিংহ ঠাকুরকে মাসহারা-স্বরূপ সিন্ধিয়ারাজ ১৭৫০৲ টাকা ও দেবাসরাজ ২২০৲ টাকা দিয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুর স্বরূপসিংহ ও ফতেসিংহকে সনন্দ দ্বারা ঐ ক্ষুদ্ররাজ্য ও মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

খল (পুং ক্লী) খল্-অচ্। এই শব্দটী অর্থবিশেষ বুঝাইতে অর্দ্ধর্চ্চাদি গণান্তর্গত বলিয়া উভয়লিঙ্গ হয়। ১ ধান্যাদির মর্দ্দনস্থান, খামার।

"খলাৎ ক্ষেত্রাদগারাদ্বা যতো বাপ্যুপলভ্যতে।" (মনু ১২।১৭)

২ ধূলিরাশি। ৩ ভূ। ৪ স্থান। "পাংশুখলো বা প্রত্যয়া বিশেষাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।৩।৪৭) 'পাংশুখলো ধূলিরাশিঃ প্রত্যেতব্যঃ কুতঃ খল ইত্যুক্তে ধান্য-খলোঽপি প্রতীয়তে পাংশুখলোঽপি প্রতীয়তে।' (স° ব্যা°) (পুং) ৫ তিলকল্ক, চলিত কথায় খলি বলে। (ত্রি) ৬ নীচ। ৭ অধম। ৮ দুর্জ্জন। "সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।" (চাণক্য) ৯ ইতর। (পুং) খে আকাশে লীয়তে লী-ড। ১০ সূর্য্য। খং তদ্বর্ণং লাতি লা-ক। ১১ তমালবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা) ১২ প্রস্তরনির্ম্মিত ঔষধ মাড়িবার পাত্র। (বৈদ্যক।) খড় বাহুলকাৎ ডকারস্থ লকারঃ। ১৩ খড়।

"খলাঃ সপঞ্চমূলাশ্চ গুল্মিনাং ভোজনে হিতাঃ।"
(সুশ্রুত° ৬।৪২ অঃ)

খলক (পুং) খং শূন্যং মধ্যে লাতি লা-ক সংজ্ঞার্থে কন্। ১ কুম্ভ। (পুং ক্লী) ২ গুগ্‌গুল। (ভরত)

খলকুল (পুং) খলকৌ-খলভূমৌ লীয়তে লী-বাহুলকাদ্ ডঃ। কুলথকলায়। "দশগ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি ব্রীহি-যবাস্তিলমাষা অণুপ্রিয়ঙ্গবোগোধূমাশ্চ খল্বাঃ খলকুলাশ্চ।" (বৃহদারণ্যক উ°) 'খলকুলাঃ কুলথাঃ' (শঙ্কর)।

খল্জ (খল্জী) তুর্কীজাতিবিশেষ। এখনকার অনেক গ্রন্থকার এই খল্জজাতিকে খিল্জী নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন কিন্তু প্রকৃত উচ্চারণ খল্জ্।

অনেকে এই জাতি ও আফগানস্থানের ঘল্জী বা ঘিলজী জাতি এক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ঘল্জী জাতির অনেক পূর্ব্বে এই খল্জজাতি খোরাসানে আসিয়া বাস করে। গৌড়বিজেতা বখ্‌তিয়ার এই জাতীয় ছিলেন। শজিরাহল্ অত্রাক্, জামিউৎ তবারিখ, জাফর-নামা প্রভৃতি পারস্য গ্রন্থে এই জাতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

খলজ (ত্রি) খলে খলাদ্ বা জায়তে খল-জন-ড। যাহা খলে বা খল হইতে উৎপন্ন।

"খলজাঃ শকধূমজা উরুণ্ডা যে চ মট্‌মটাঃ।" (অথর্ব্ব ৮।৬।১৫)

খলতা (স্ত্রী) খস্য লতা ৬তৎ। ১ আকাশলতা, মিথ্যাভূত পদার্থ। খলস্য ভাবঃ খল তল্। ২ দুর্জ্জনতা, পরদ্রোহশূন্য শান্ত ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষকে খলতা বলে।

"অদ্রোহিণি তথা শান্তে বিদ্বেষঃ খলতা স্মৃতা।"
"খলতাং খলতামিবা সতীং
প্রতিপদ্যেত কথং বুধোজনঃ।" (মাঘ)

খলতি (পুং) স্খলন্তি কেশা অস্মাৎ স্খল-অতচ্ নিপাতনে সাধুঃ (খলতিঃ। উণ্ ৩।১১২) ১ ইন্দ্রলুপ্তরোগ, মাথার টাক। (ত্রি) ২ ইন্দ্রলুপ্তরোগযুক্ত। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়। কর্ম্মধারয়সমাসে খলতিশব্দের বিকল্পে পরনিপাত হইয়া থাকে। যথা যুবখলতিঃ খলতিযুবা।

"পিঙ্গল খলতি বিক্লিধ শুক্রস্য মূর্দ্ধানি জুহোতি" (কাত্যা° শ্রৌ° ২০।৮।১৮) 'খলতিঃ খল্লাটঃ' (কর্ক)। [ইন্দ্রলুপ্ত দেখ।]

খলতিক (পুং) খলতিরিব কায়তি কৈ-ক। ১ পর্ব্বত। (ক্লী) খলতি কস্য পর্ব্বতস্য অদূরভবানি বনানি খলতিকশব্দাৎ উৎপন্নস্য চাতুরর্থিক তদ্ধিতপ্রত্যয়স্য লোপঃ। ২ পর্ব্বতের অদূরবর্ত্তী বন। খলতিক শব্দ বহুবচনান্তের বিশেষণ হইলেও একবচনান্তই থাকে।

"খলতিকাদিষু বচনম্" (পা ১।২।৫২ বার্ত্তিক)

খলধান (পুং) খলাঃ খড়া ধীয়ন্তে হস্মিন্-ধা আধারে ল্যুট্। খল, খামার। (হেম°)

খলধান্য (ক্লী) খলধান। [খলধান দেখ।]

খলপু (ত্রি) খলং ভূমিং পুনাতি পু-কিপ্। স্থানশোধনকারক, মার্জনকারী, ঝড়ুক, কোন কোনস্থানে ফরাস বলে।

খলপ্রীতি (স্ত্রী) খলস্য প্রীতিঃ ৬তৎ। দুর্জ্জনব্যক্তির সন্তুষ্টি।

খলমূর্ত্তি (পুং) খলইব অনিষ্টকারকত্বাদ্ উগ্রা মূর্ত্তির্যস্য বহুব্রী। পারদ, পারা।

খলমূসল (সংস্কৃতজ) হামানদিস্তা। ২ ঔষধাদি ঘষিবার পাত্রবিশেষ।

খলযজ্ঞ (পুং) খলকর্ত্তব্যো যজ্ঞঃ। যজ্ঞবিশেষ, খলে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম খলযজ্ঞ হইয়াছে। (লাট্যায়নশ্রৌ° ৪।২।২৫)

খলাজিন (ক্লী) খলস্থিতং অজিনং মধ্যপদলো°। খলস্থিত চর্ম্ম। এই শব্দটী পাণিনির উৎকরাদি গণান্তর্গত, ইহার উত্তর চাতুরর্থিক ছ প্রত্যয় হয়।

খলাদি (পুং) পাণিনির বার্ত্তিকোক্ত একটী গণ। খল, ডাক,

কটুম্ব, দ্রুম, অঙ্ক, গো, রথ ও কুণ্ডল। ইহাদিগকে খলাদিগণ বলে। ইহার উত্তর সমূহার্থে ইনি প্রত্যয় হয়।

খলাধারা (স্ত্রী) খল আধারো যস্যাঃ বহুব্রী। তৈলপায়িকা। (জটাধর) চলিত বাঙ্গালায় তেলাপোকা ও স্থানবিশেষে আরশুলা বলে।

খলারি, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম। রায়পুর হইতে ৪৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। সাধারণতঃ লোকে এই গ্রামটীকে খড়িগলারি বলিয়া জানে। এই খানে অনেকগুলি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে নগরের কিল্লার নিকট ছোট পুষ্করিণীর তীরের শিবমন্দিরটী প্রধান। মন্দিরটী পূর্ব্বদ্বারী ও তিনটী ভাগে বিভক্ত ;— অন্তরাল, মহামণ্ডপ ও অৰ্দ্ধমণ্ডপ। এই শিবালয়ের দ্বারে গণেশের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটীর কারুকার্য্য তেমন নয় বটে, কিন্তু ইহার গাথান অতি সুন্দর। এই গ্রামে আর একটী ঐরূপ গঠনের ছোট মন্দির আছে। এই মন্দির দুইটী গ্রেণাইট পাথরে নির্ম্মিত। ছোট মন্দিরের মণ্ডপে শিবমূর্ত্তির নিকট যাইতে বামদিকে একখানি মারবেল প্রস্তরে শিলালিপি খোদিত আছে। খোদিত প্রস্তরফলকে ১৪৭০ সম্বৎ ও ১৩৩৪ শক এই দুইটী সময় আছে, ইহাতে হৈহয়বংশ ও কলচুরি বংশের কাল নির্ণয় হইতে পারে।

এই খলারি গ্রামের নিকট পর্ব্বতের নিম্নে সমতল ভূমির উপর প্রতিবৎসর চৈত্রপূর্ণিমার দিন মেলা হইয়া থাকে। একটী সতীস্তম্ভে উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইয়া রাখে এবং যাত্রীরা সেই পাথরখানকে খলারি-মাতা বলিয়া পূজা করে। প্রবাদ আছে ঐ দিবস খলারি-মাতা দ্রব্যাদি লইয়া মেলায় বসেন এবং যে যাহা চায়, খলারি-মাতা তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন।

খলাসী [খালাসী দেখ।]

খলি (পুং) খল-ইন্। ১ তৈলকিট্ট। (রাজনি°) খৈল। "স্থাল্যাং বৈদূর্য্যময্যাং পচতি তিলখলিং চন্দনৈরিন্ধনৌঘৈঃ।" (মহাভারত ২।৯৮ অঃ) ২ তালমূল। (রত্নমালা)

খলিন্ (পুং) খল অস্ত্যর্থে ইনি। ১ শিব। ২ দানববিশেষ।

খলিন (পুং ক্লী) খে অশ্বমুখচ্ছিদ্রে লীনং পৃষোদরাদিবৎ বিকল্পে হ্রস্বঃ। ১ লাগাম, অশ্বের মুখরজ্জু। ২ অশ্বের মুখস্থিত কশাবন্ধনের লৌহবিশেষ। (ত্রি) ৩ আকাশলীন।

খলিনী (স্ত্রী) খলানাং সমূহ খল-ইনি। (ইনি-ত্র-কটাচশ্চ। পা ৪।২।৫১) ১ খলসমূহ, ধানের অনেক খামার। পর্য্যায়— খল্যা। ২ তালমূলী। (রত্নমালা)

খলিফা (আরবী) ১ দরজী। ২ উচ্চ পদবীবিশেষ, মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত একমাত্র ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। মুহম্মদের পর আবুবকর খলিফা রসুলআল্লা নাম গ্রহণ করেন। খৃঃ ৬৩২ অব্দ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে যে রাজা খলিফা নাম লইয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজত্বকাল সমেত একটী তালিকা দেওয়া গেল।

রাজার নাম।	রাজত্ব কাল।	
আবুবকর	৬৩২ খৃঃ অব্দ।	
ওমার	৬৩৪	"
ওসমান	৬৪৪	"
আলী	৬৫৬	"
ওমায়া-বংশ।		
মুয়াবিয়া	৬৬১	"
যেজিদ্	৬৮০	"
মুয়াবিয়া ২য়	৬৮৩	"
মরবান ১ম	৬৮৩	"
আবদুল মালিক	৬৮৫	"
ওয়ালিদ্	৭০৫	"
সুলিমান	৭১৫	"
ওমার ইবন্-আবদুল আজিজ	৭১৭	"
যেজিদ্ ২য়	৭২০	"
হসাম	৭২৪	"
ওয়ালিদ্ ২য়	৭৪৩	"
যেজিদ্ ৩য়	৭৪৪	"
মরবান ২য়	৭৪৪	"
আব্বাস-বংশ।		
আবদুল্লা উস্-সফা	৭৫০	"
আবু জাফর-অল্-মন্সুর	৭৫৪	"
মুহম্মদ অল্ মহ্দী	৭৭৫	"
মুসা-অল্-হাদী	৭৮৫	"
হারুণ-অল্-রসীদ্	৭৮৬	"
মুহম্মদ-অল্ আমীন্	৮০৯	"
আবদুল্লা-অল্ মামুন্	৮১৩	"
কাসিম অল্-মুতাসিম	৮৩৩	"
হারুণ-অল্-ওয়াথিক	৮৪২	"
জাফর অল্ মুতাবক্কিল্	৮৪৭	"

(৮৪৭ হইতে ৮৬০ পর্য্যন্ত তুর্কী সৈন্যের অত্যাচারে কেহই খলিফা হয় নাই।)

মুহম্মদ অল্-মুন্তাসির	৮৬১	"
আহ্মদ অল্ মুস্তইন	৮৬২	"
মুহম্মদ অল্ মুতাজ	৮৬৬	"

মুহম্মদ-অল্-মুহ্তাদি	৮৬৯ খৃঃ অব্দ	
আহ্মদ অল্ মুতামিদ্	৮৭০	"
আহ্মদ অল্ মুতাধিদ্	৮৯২	"
আলী অল্ মুক্তাফি	৯০২	"
জাফির অল্ মুক্তাদির	৯০৭	"
মুহম্মদ-অল্-কবীর	৯২২	"
আহ্মদ-অল্ বাদি	৯৩৪	"
ইব্রাহিম অল্ মুত্তকি	৯৩০	"

বোইদি-রাজবংশ।

অল্-মুফাধল-অল্-মোতি	৯৪৩	"
আবদুল করিম	৯৭৪	"
আহ্মদ-অল্-কদর	৯৯১	"
আবদুল্লা অল্ কায়েম	১০৩১	"

সেলজুক-বংশ।

মুহম্মদ-অল্-মুক্তাদি	১০৭৫	"
আহ্মদ অল্-মুস্তাজীর	১০৯৪	"
ফধল-অল-মুস্তরশেদ	১১১৮	"
মনসুর-অল-রসীদ	১১১৯	"
মুহম্মদ্-অল্-মুক্তাফি	১১১৯	"
যসুফ-অল-মুস্তোঞ্জিদ	১১৬০	"
হুসেন-অল্-মুস্তাধি	১১৭০	"
আহ্মদ-অল্-নসর	১১৮০	"
মুহম্মদ জাহির	১২২৫	"
আবু-জাফর-অল্ মুস্তানজির	১২২৬	"
আবদুল্লা অল্ মুস্তাসিম্	১২৪২	"

খলিবর্দ্ধন (পুং) মুখরোগান্তর্গত দন্তবেষ্টক রোগবিশেষ। কুপিত বায়ুদ্বারা বর্দ্ধিত দন্তে অতিশয় তীব্র বেদনা হইলে তাহাকে খলিবর্দ্ধন বলে। ইহা সম্পূর্ণ ভাল হয় না। (ভাবপ্রকাশ)

খলিশ (পুং) খে আকাশে জলাদূর্দ্ধভাগে লিশতি লিশ-ক। স্বনামপ্রসিদ্ধ মৎস্য, চলিত বাঙ্গালায় খলিশা ও স্থান বিশেষে খলশা বলে। পর্য্যায়—কঙ্কত্রোট, খলেশয়, খলেশ, খশেট। কই ও খলিশা প্রায় একজাতীয়। তন্মধ্যে খলিশার কাঁটা অধিক, সার অল্প। সাধারণ খলিশার লাটিন নাম Trichopodus, কিন্তু ইহার অনেক প্রকার ভেদ আছে। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বেজিখলিশা, শাদা খলিশা, লাল খলিশা, চুণা খলিশা প্রভৃতি নানাপ্রকার খলিশা দেখা যায়। ডে সাহেব ইহাদিগকে Trichogaster নাম দিয়াছেন। খলিশা মাছ জল হইতে তুলিয়া লইলেও অনেকক্ষণ জীবিত থাকে। লতা-পাতা জড়াইয়া তাহাতে জল দিয়া রাখিলে আরও অধিকক্ষণ বাচে। ভারতের সিন্ধু, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম, বঙ্গ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, সিংহল হইতে চীন পর্য্যন্ত নানাস্থানে খলিশা মাছ দেখা যায়। খলিশা মাছের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩।০ হইতে ৪।।৹ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ইহাদের হাঁ ছোট। পৃষ্ঠের দণ্ডের নিকট অধিক পুষ্ট। মেরুদণ্ডের উপরিভাগের ও তদ্বিপরীত-দিকে এক একটী দীর্ঘ পক্ষ বা ডানা থাকে। ইহাই তাহাদের অস্ত্র। লোকে ধরিতে গেলে এই কাঁটা হাতে লাগিয়া যায়। কান্কোর নিকটও দুইটী ছোট ডানা আছে। ইহাদের মেরুদণ্ড হইতে উদর পর্য্যন্ত তেরচা দাগ কাটা। বর্ণ ময়লা। দাগগুলি স্থানবিশেষে কৃষ্ণবর্ণ ও লালবর্ণ হইয়া থাকে। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—গ্রাহী, কষায়, বাতকোপকর, রূক্ষ, লঘু, শলহর ও অল্প পরিমাণে আমবিনাশক।

খলিশা (দেশজ) মাছবিশেষ। [খলিশ দেখ।]

খলী, একপ্রকার পর্ব্বতাকার দানবজাতি, এই দানবগণ মানস-সরোবরের তীরে দেবতাদিগের যজ্ঞে বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করে। পরে বশিষ্ঠদেব ইহাদিগকে বিনাশ করেন।

(ভারত° অনু° ১৫৫ অঃ)

খলীকার (পুং) খল-চ্বি-কৃ-ঘঞ্। ১ অপকার। (জটাধর) ২ ভর্ৎসন।

খলীন (পুং ক্লী) খে অশ্বমুখচ্ছিদ্রে লীনং পৃষোদরাদিবৎ বিকল্পে ন হ্রস্বঃ। কবিকা, কড়িয়ালি।

"শতং রথানাং বরহেমমালিনাম্
চতুর্ভুজাং হেমখলীনশালিনাম্।" (ভারত ১।১১৯।১৫।)

খলু (অব্য) খল্-বাহুলকাৎ উন্। ১ নিষেধ। নিষেধার্থক খলুশব্দের যোগে ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় হয়।

"সম্প্রত্যসাম্প্রতং বক্তু মুক্তে মুষলপাণিনা।
নিদ্ধারিতেহর্থে লেখেন খলুক্ত্বা খলুবাচিকম্।" (মাঘ ২।৭০।)

২ বাক্যালঙ্কার। ৩ জিজ্ঞাসা। "সখধীতে বেদম্।" (গণরত্ন) ৪ অনুনয়। "নখলু নখলু মুগ্ধে সাহসং কার্য্যমেতৎ।" (গণরত্ন) ৫ নিয়ম, অবধারণ।

"প্রবৃত্তিসারাঃ খলু মাদৃশাং গিরঃ।" (কিরাতার্জ্জুনীয় ১স°) ৬ নিশ্চয়। "দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাং নখলু প্রেমচলং সুহৃজ্জনে।" (কুমার ৪।২৮) ৭ বাক্যপাদ পূরণ।

"বধ্যাঃ খলু ন বধ্যন্তে সচিবাস্তব রাবণ।
যে ত্বাং মুৎপথমারূঢ়ং ন নিগৃহ্ণন্তি সর্ব্বশঃ।" (রামায়ণ ৩।৪১।৬)

৮ বীপ্সা, ব্যাপ্তি।

"কালে খলু সমারব্ধাঃ ফলং বধ্নন্তি নীতয়ঃ"। (রঘু)

খলুজ্ (পুং) খং ইন্দ্রিয়ং দর্শনেন্দ্রিয়ং লুঞ্চতি হন্তি খ-লু-ক্বিপ্। অন্ধকার। (ত্রিকাণ্ড°)

খলুরেম্ (পুং স্ত্রী) খলুরিষ্যাতে বধ্যতে হসৌ রিষ-কর্ম্মণি ঘঞ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সমাসঃ। মৃগবিশেষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

খলূরিকা (স্ত্রী) শস্ত্রাভ্যাসভূমি, যে স্থানে অস্ত্রাদি শিক্ষা করে, ব্যায়াম ভূমি।

খলেকপোত (পুং) [বহু] খলে পতন্তঃ কপোতাঃ অলুক্স°। যে সকল কপোত খলে পতিত হইয়াছে।

খলেকপোত ন্যায় (পুং) খলে কপোতঃ্যো ন্যায়ঃ মধ্যপদলো°। খলেকপোতিকান্যায়। কপোত সমুদয় খলে অর্থাৎ খামারে যেমন এককালে পতিত হয়, সেইরূপ সমুদায় পদ র্থ এক বিষয়ের সহিত অন্বিত হইলে খলেকপোত ন্যায় কহে। [ন্যায় দেখ।]

খলেকপোতিকা ন্যায় (পুং) [খলেকপোত ন্যায় দেখ।]

'খলেকপোতিকান্যায়া° তৎকরঃ স্যাৎ পরোহপি চেৎ।"

(সাহিত্যদর্পণ)

খলেধানী (স্ত্রী) খলে ধীয়ন্তে বৃষভা অত্র ধা-আধারে ল্যুট্ ঙীপ্। ১ মেধি, ধান্যাদি মাড়িবার সময় যে কাঠে গোরু প্রভৃতি বাধা হয়, মই কাঠ। ২ ধূলি। (হেম°)

খলেযব (অব্য) খলে যবো যত্র কালে বহুব্রী তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতিবৎসমাসঃ। খলস্থিত যবের কাল।

খলেবালী (স্ত্রী) খলে বাল্যন্তে চাল্যন্তে বৃষভা যত্র বল আধারে ঘঞ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মেধি, ধান্যাদি মাড়িবার সময় যে কাঠে বাধিয়া গোরু চালান হয়।

"খলে বালী যূপলাঙ্গলেষা।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।৩।৪৮)

'খল মধ্যে নিখাতা মেধীভূতা খলেবালী' স° ব্যা°।

খলেবুস (অব্য°) খলে বুসমত্রকালে তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতিবৎ সমাসঃ। খলস্থিত বুসের কাল।

খলেশ (পুং) খে জলাদ্রাকাশে লিসতি সংশ্লিষ্যতি লিচ্। খলিশ মৎস্য, খল্শে মাছ। (হারাবলী)

খলেশয় (পুং) খলেশং জলাদ্রস্থাকাশসংসর্গং যাতি যা-ক। খলিশ মৎস্য। (শব্দরত্নাবলী)

খল্য (ত্রি) খলায় হিতং খল-যৎ (খলযবমাষতিলবৃষব্রহ্মণশ্চ। পা ৫।১।৭। খলের উপকারক।

খল্যা (স্ত্রী) খলানাং সমূহঃ খল-যৎ টাপ্। খলসমূহ, খামার সমূহ।

খল্ল (পুং) খলতি খল-ক্বিপ্ তং লাতি খল্-লা-ক। ১ বস্ত্রবিশেষ। ২ গর্ত্ত। ৩ চর্ম্ম। (পুং স্ত্রী) ৪ চাতকপক্ষী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া খল্লী হয় (পুং) ৫ চর্ম্মনির্ম্মিতপাত্র, মসক। ৬ ঔষধমর্দ্দনপাত্র। (বৈদ্যক)

খল্লাতক (পুং) বিন্দুসাররাজ্যের প্রথম মন্ত্রী।

খল্লাসার (পুং ক্লী) জ্যোতিষোক্ত ১০ম যোগ।

খল্লিকা (স্ত্রী) খল্ল সংজ্ঞার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। ঋজীষ, পিষ্টকাদি ভাজিবার পাত্র, ভাজনা খোলা। (শব্দচন্দ্রিকা)

খল্লিট (ত্রি) খল্ল-ইন্ খল্লি তদ্বৎ টলতি টল-ড। যাহার মাথায় টাক পড়িয়াছে, খলতি। (শব্দরত্নাবলী)

খল্লিশ (পুং) খলিশ মৎস্য। [খলিশ দেখ।]

খল্লী (স্ত্রী) খল্-ক্বিপ্ তং লাতি লা-ক। বাহুলকাৎ ঙীষ্। হস্ত ও পাদের অবমর্দ্দনকারী রোগবিশেষ।

"খল্লী তু পাদজঙ্ঘোরুকরমূলাবমোধনী।" (ভাবপ্রকাশ)

কুড়, সৈন্ধব, কল্ক, তেঁতুল ও তৈল সহযোগে গরম করিয়া মর্দ্দন করিলে খল্লীরোগ ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ)

খল্লীট (পুং) খল্লীব টলতি খল্লী-টল-ড। ১ ইন্দ্রলুপ্তক রোগ, টাক। (ত্রি) ২ যাহার মাথায় টাক পড়িয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রকার শাতাতপের মতে যে ব্যক্তি পরের নিন্দা করে, তাহার মাথায় টাক্ পড়ে। কিন্তু ধেনু দান করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। (শাতাতপ)

খল্ব (পুং) খল্-ক্বিপ্ তং বাতি খল্-বা-ক। ১ একপ্রকার গ্রাম্য ধান, নিষ্পাব, বরা।

"দশগ্রাম্যাণ ধান্যানি...খল্বাশ্চ খলকুলাশ্চ।" (বৃহদারণ্যক উ°)

'খল্বাঃ নিষ্পাবাঃবল্লা-ইতি প্রসিদ্ধাঃ।' (শঙ্কর)

২ চণক, ছোলা, বুট।

"মুদ্গাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে" (বাজসনেয়স° ১৮।১২)

'নব্বাশ্চণকাঃ'। (মহীধর)

খল্‌খল্ (দেশজ) চাঞ্চল্যপ্রকাশ, অস্থিরতাপ্রকাশ।

খল্বাট (পুং) খল্ ক্বিপ্ তং বটতে বেষ্টয়তে বট্-অণ্ উপপদসং। ১ ইন্দ্রলুপ্ত রোগ, টাক্। (ত্রি) ২ ইন্দ্রলুপ্তরোগযুক্ত। (হেম°)

খবর (পারসী) সংবাদ।

খবরের কাগজ, সংবাদপত্র। [সংবাদপত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

খবল্লী (স্ত্রী) খে আকাশে শূন্যে বল্লী ৭তৎ। আকাশবল্লী, শূন্যলতা। ইহার অপর নাম অমরবল্লী। ইহার গুণ— গ্রাহী, তিক্ত, পিচ্ছিল, কষায়, অগ্নিবৃদ্ধিকর, হৃদ্য ও পিত্তশ্লেষ্মনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ ভাগ°)

খবারি (ক্লী) খে আকাশে স্থিতং বারি ৭তৎ। দিব্যোদক, আকাশের জল। (রাজনি°)

খবাষ্প (পুং) খস্য আকাশস্য বাষ্পঃ ৬তৎ। হিম, শিশির।

খশ (পুং) জনপদবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)। *। মনু প্রভৃতি গ্রন্থে কোন স্থানে তালব্যযুক্ত ও কোনস্থানে দন্ত্যসকারযুক্ত খশ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে আভিধানিকগণ উভয়ই স্বীকার করেন। *। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগে পূর্ব্বদিকে এই দেশের উল্লেখ আছে। মহাভারত মতে এই জনপদ আরট্টের ন্যায় ভ্রষ্টাচারসম্পন্ন। (কর্ণপ°)। এই স্থান বর্ত্তমান গড়বাল ও তিব্বতের নারীখোরছুম জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছিল। (পুং) তস্য রাজা খশ অণ্ তস্য চ লোপঃ। ২ খশদেশের অধিপতি, রাজা। ৩ জাতিবিশেষ। মনুর মতে—ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে এই জাতির উৎপত্তি, ব্রাহ্মণাদর্শনপ্রযুক্ত ইহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। (মনু ১০।২২, ৪০)

হরিবংশে লিখিত আছে, মহারাজ সগর ইহাদিগকে পরাজয় করেন। (হরিবংশ ১৪ অঃ)

মহাভারতে লিখিত আছে, খশেরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পৈপীলিক সুবর্ণ উপহার দিয়াছিল।

কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত আছে, মিহিরকুলের সময় খশেরা নরপুরে অবস্থান করিতেছিল। রাজা ক্ষেমগুপ্ত তাহাদিগকে ৩৬ খানি গ্রাম প্রদান করেন। কাশ্মীরাধিশ্বরী দিদ্দা এই খশজাতিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। কাহারও মতে এই দিদ্দারাণীও খশবংশসম্ভূতা ছিলেন।

খশজাতির মধ্যেও কোথাও কোথাও প্রবাদ আছে, যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয়বধে উদ্যত হন, তখন এই জাতি ভয়ভীত হইয়া হিমশৃঙ্গে আশ্রয় লাভ করে।

বর্ত্তমানকালে নেপালরাজ্যে খশজাতির বাস। ইহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। সকলেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মণকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করে। এখানকার ব্রাহ্মণেরাও বহুদিন হইতে খশকন্যা বিবাহ করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণের ঔরসে খশরমণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহারাও দ্বিজোচিত সংস্কারাধিকারী ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হয়। তাহারা ব্রাহ্মণগোত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। খশেরা শুদ্ধাচারী। নেপালের অধিকাংশ সৈন্য এই খশজাতীয়। ইহারা চতুর, কার্য্যকুশল, পরিশ্রমী, বলিষ্ঠ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। ইহাদের দেহের গঠন খুব স্থূলও নহে অথচ কৃশও নহে। ইহারা কেহ শিল্পকর্ম্ম করিতে চাহে না, কিন্তু কেহ কেহ কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে।

এখন আর এই খশজাতিকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলা যায় না, এখন খশেরা যথাকালে উপনয়ন গ্রহণ করে এবং নেপালের ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

নেপালে "একথরিয়া" নামে এক জাতি আছে, রাজপুত বা অপর ক্ষত্রিয়ের ঔরসে খশকন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা পিতার গোত্র পায় বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় হইতে পারে না। তবে তাহাদের পুত্রগণ দুই পুরুষ খশের সহিত আদান প্রদান করিলে, তাহারা 'খশ' বলিয়া পরিচিত হয় এবং ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিতে পারে।

কুমাওন, গড়বাল ও তিব্বতের দক্ষিণাংশের মধ্যে মধ্যে খশ দেখা যায়। তিব্বতের নিকট যাহারা বাস করে, তাহারা অর্দ্ধ হিন্দু অর্দ্ধ বৌদ্ধ।

খশজাতির ভাষা হিন্দীভাষারই অপভ্রংশ। [খাসিয়া দেখ।]

খশরীরিন্ (ত্রি) খশরীরং আকাশরূপশরীরমস্য অস্তি খশরীর-ইনি। খমূর্ত্তিমান্।

খশা (স্ত্রী) খশ-টাপ্। ১ মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী। ইনি যক্ষ ও রক্ষোগণের জননী। (গরুড়পু° ৬ অঃ)

খশীর (পুং) ১ দেশবিশেষ। ২ তদ্দেশবাসী। [বহু] ৩ তদ্দেশীয় রাজা।

"খশীরাশ্চান্তচারাশ্চ পহ্লবা গিরিগহ্বরাঃ।" (ভারত ১।৭ অঃ)

খশেট (পুং স্ত্রী) খং শেটতি শিট্ অনাদরে অণ্। খলিশমৎস্য।

খশ্বাস (পুং) খস্য আকাশস্য শ্বাস ইব। বায়ু। (ত্রিকাণ্ড°)

খষাণ (দেশজ) খসিয়া ফেলা, স্খলন।

খষ্প (পুং) খন্-প নিপাতনাৎ নস্য ষঃ। ১ ক্রোধ। ২ বলাৎকার।

'খষ্পো ক্রোধবলাৎকারৌ।' (সি° কৌ°)

খস (পুং) খানি ইন্দ্রিয়াণি স্যতি নিশ্চলী-করোতি সো-ক। ১ রোগবিশেষ, খোস, চুলকনা, পাঁচড়া। পর্য্যায়—পামা, কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা। (হেম°) ২ দেশবিশেষ। ৩ ব্রাত্যক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। "ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রাবিড় এবচ।" (মনু।) [খশ দেখ।]

খসকন্দ (পুং) খস ইব কন্দোঽস্য বহুব্রী। ক্ষারীশবৃক্ষ।

খসখস (পারসী) ১ উশীর। [উশীর দেখ] ইহা টানাপাখা ও টাটীর জন্য ব্যবহৃত হয়। আইন-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, অকবর বাদশাহ সর্বপ্রথম খসখসের টাটী ব্যবহার করেন। ফ্রান্সে ইহা Vetyver নামে চলিত, ঐ শব্দটী তামিল 'বেট্টিবের' শব্দের অপভ্রংশ। ২ গুজরাটে পোস্তর বীজকে খসখস্ বলে।

খসখেলী, বহরমপুর রাজসাহীর এক ক্রীতদাসবংশ। ইহাদের কন্যাগণ প্রথমে নবাবের সহিত সংসর্গ করিয়া পরে বিবাহিত হয়।

খসতিল (পুং) খসঃ খসপুর ইব তিলঃ তিলস্য মেহ্যে ফলমস্যাঃ। ছিদ্রোদ্বেদে ক। খাখস, পোস্তদানা। ভাবপ্রকাশের

মতে—তিলভেদ, খসতিল ও খাখস এই তিনটী পোস্তদানার নাম। ইহার বাকলের গুণ শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, তিক্ত ও কষায়রস, বায়ুবৃদ্ধিকর, কফঘ্ন, কাশনাশক, ধাতুশোষক, রুক্ষ, মদকারক, বাক্যবৃদ্ধিকর, মোহজনক, রুচিকারক এবং অধিক সেবনে পুরুষত্বনাশক। ইহার ফলের ক্ষীরকে (আটাকে) আফ্‌ক বা অহিফেণ বলে। তাহার গুণ—শোষণকারী, ধারক, কফনাশক, বায়ুবৃদ্ধিকারী, পিত্তবর্দ্ধক এবং খসফলের বল্কলের তুল্যগুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্রকাশপূর্ব্ব° ১)

খসন (দেশজ) ক্ষরণ, পৃথক্ হওন।

খসম্ (আরবী) ১ অধিকারী। ২ স্বামী, পতি।

খসফেনক্ষীর (ক্লী) অহিফেন, আফিঙ্গ।

খসম্ভবা (স্ত্রী) খে সম্ভবতি সম-ভূ অচ্। আকাশমাংসী বৃক্ষ, সূক্ষ্ম জটামাংসী। (রাজনি°)

খসর্প (পুং) খে বন্ধচ্ছেদেন ঊর্দ্ধদেশেন সর্পণমস্য বহুব্রী। বুদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড°) [বুদ্ধ দেখ।]

খসবক্তৃ (পুং) লকুচ, ডেও। (শব্দচিন্তা°)

খসা (স্ত্রী) কশ্যপপত্নী।

খসাত্মজ (পুং) খসায়াঃ কশ্যপ পত্ন্যাঃ আত্মজঃ ৬তৎ। রাক্ষস।

খসিন্ধু (পুং) চন্দ্র। (হেম°)

খসূচিন্ (ত্রি) খং সূচয়তি সূচ-ণিনি। প্রশ্ন বিস্মরণ করিবার জন্য যে ব্যক্তি আকাশের নির্ম্মলতা সূচনা করে।

খসূয়া (দেশজ) যাহার শরীরে অধিক পাঁচড়া।

খসৃম (পুং) খে আকাশে সরতি গচ্ছতি সৃ-মক। বিপ্রচিত্তি দানবের পুত্র। (গরুড়পু° ৬ অঃ)

খস্কাডুমুর (দেশজ) একপ্রকার ডুমুর।

খস্‌খস্ (দেশজ) অপরিষ্কার, অমসৃণ। (অব্য) সত্বর, শীঘ্র।

খস্খস (পুং) খস প্রকারে দ্বির্বচনং পৃষোদরাদিবৎ অকার লোপঃ। খসতিল, পোস্ত। (রাজনি°)

খস্খসরস (পুং) অহিফেণ, আফিঙ্গ। (রাজনি°)

খস্ড়া (পারসী) ১ যে কাগজে প্রতিদিন ক্রয়-বিক্রয় উপস্থিত মত লেখা হয়। ২ জমির মাপ এবং প্রজার নাম যে কাগজে লেখা হয়। ৩ করনির্দ্ধারণ করিবার মোটামুটী হিসাব। ৭ গ্রাম মাপ করিবার সময়ে যে সূচীপত্র প্রস্তুত হয়।

খস্তনী (স্ত্রী) খং আকাশ স্তনইব যস্যাঃ বহুব্রী ঙীপ্। পৃথিবী।

খস্ফাটিক (পুং) খমিব নির্ম্মলঃ স্ফাটিকঃ। ১ সূর্য্যকান্তমণি। ২ চন্দ্রকান্তমণি। (হেম°)

খস্রু, আমীর (আমীর খসেরু বা খুস্রু) দিল্লীর মুসলমান বাদসাহগণের সভায় একজন বিখ্যাত রাজকবি। ইনি জাতিতে তুর্কী। ইঁহার পিতার নাম আমীর মহ্মুদ সৈফ্-উদ্দীন; তিনি বাল্‌খ দেশ হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে পাতিয়ালা নগরে আসিয়া বাস করেন। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে খুস্রুর জন্ম হয়। যখন সম্রাট্ গায়েসউদ্দীন্ তোঘ্‌লক্ ভারতের সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইনি "তোঘলক্-নামা" নামক একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। খুস্রু সর্ব্বসমেত ৯৯ খানি গ্রন্থ লিখেন। তন্মধ্যে (১) তুহফৎ উল-সগীর (২) সৎ-উল্ হয়াৎ (৩) বুরৎ উল-কমাল (৪) বকিয়া নকিয়া (৫) হস্ত বহিসত (৬) সিকন্দর-নামা (৭) কিরান-নসর প্রভৃতি কয়খানি গ্রন্থ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরের জিনিস। এতদ্ব্যতীত "নু-সিপেহর" "কিরাণউস্-সাদৈন" (যৎকালে দিল্লীর সম্রাট মইজুদ্দীন কৈকোবাদ ও তাঁহার পিতা নাসিরউদ্দীন বগ্রা খাঁ খুস্রুকে দেখিতে আসেন, তখন রাজসম্মানের উপহারস্বরূপ এই কবিতাটী প্রদত্ত হইয়াছিল।) "মকালা" "ইষকিয়া" "মতলা উল্-আন্‌বর" প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখেন। উপরিউক্ত সাতখানি পুস্তক ছাড়া আরও কএকখানির নাম পাওয়া যায়। (১) পঞ্জগঞ্জ (২) লয়লী বা মজনুন্ (৩) শীরিন্ বা খুস্রু (৪) ঐজাজ খুস্রোবি (৫) আইনা সিকন্দরী (৬) খিজির খাঁনী (৭) ইন্‌সায়ে আমীর খুস্রু (৮) জবাহির-উল-বহর।

খস্রু পরভিজ, শাসন-বংশীয় পারস্যরাজ তৃতীয় হুরমুজের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি বৈরাম বেগবিন্ রাজ্য অধিকার করেন। পরভিজ রোমসম্রাট মরিসের সাহায্যে সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া ৫৯১ খৃঃ অব্দে পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করেন। রাজ্যলাভের পর সর্ব্বসমক্ষে তিনি সম্রাট্ মরিসকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া ঘোষণা করেন। ৬০৩ খৃষ্টাব্দে মরিসের হত্যাকার্য্য সম্পাদিত হয়। পরভিজ তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধর্ম্মপিতা ও উপকারীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য রোমরাজ্য আক্রমণ করিলেন। দারা, এদেশা প্রভৃতি কতকগুলি স্থান শীঘ্রই করগত হইল। সীরিয়া ও পালেস্তিন্ নগরী লুট করিয়া ধ্বংস করিলেন। জেরু-সালেম জয় করিয়া স্বর্ণমণ্ডিত যথার্থ ক্রুশটী মাটীর মধ্য হইতে উঠাইয়া জয়ের গৌরবস্বরূপ নিজরাজ্যে লইয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে রোমসম্রাট হিরাক্লীয়াস্ আসিয়া পারস্য আক্রমণ করিলেন। তিনি কাস্পীয়ান্ হ্রদ হইতে ইস্পাহান নগরের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থানই ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। রাজকোষ লুণ্ঠিত ও সুন্দর সুন্দর রাজবাটী বিধ্বস্ত হইল। এইরূপ রাজ্যনাশ দেখিয়া প্রজারা পরভিজের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজদ্রোহ ঘোষণা করিল। পরভিজের জ্যেষ্ঠপুত্র সিরোয়া আসিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন। তাঁহার

১৮টী পুত্রকে তাঁহার সম্মুখে বধ করা হইল। তৎপরে কারাগারে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তথায় ৬২৮ খৃষ্টাব্দে পরভিজের মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে নসিরবান্ বংশও বিলুপ্ত হইল।

খস্রু মালিক, একজন ক্রীতদাস। খুস্রুশাহ নামে খ্যাত। সম্রাট্ মুবারক শাহ খল্‌জির অনুগ্রহে ইনি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ও উজীর হইয়াছিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং মহারাষ্ট্রদিগের হস্ত হইতে দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াই মালিককে শাসনকর্ত্তা করিয়া দক্ষিণে পাঠাইলেন। মালিক লুঠপাট করিয়া বৎসরের মধ্যে অনেক ধন সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাঁহার উচ্চ আশা এতই বলবতী হইয়া উঠিল যে, তিনি তাঁহার অন্নদাতা মুবারককেও গুপ্তভাবে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৩২১ খৃঃ অব্দে খস্রুমালিক নাসির-উদ্দীন্ নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। ঐ বৎসরে রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত লোকেরা সেনাপতি খাজি-বেগ তোঘ্‌লকের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে খস্রু পরাস্ত হইলেন। অবশেষে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া নিহত হন।

খস্রু মালিক, (খসেরু, খুস্রু) সম্রাট মহম্মদ তোঘলকের ভাগিনেয়। সম্রাটের রাজ্যলাভেচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে তিনি নিজ ভাগিনেয়কে একলক্ষ সৈন্য দিয়া নেপালরাজ্য বশে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। মালিক বহু কষ্টে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনসীমায় আসিয়া পৌছিলেন। এইখানে একধারে চীনসৈন্য ও অপরদিকে পার্ব্বতীয় নেপালীসৈন্য আসিয়া খস্রুকে আক্রমণ করে ও সমস্ত রসদ লুটিয়া লয়। সাতদিন ধরিয়া এইরূপ কষ্টে যুদ্ধ করিয়া সৈন্যগণকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। এই অবসরে ঘোরতর বৃষ্টি হয়। পাহাড়ের মধ্যে সেই নিম্নস্থানে চারিদিকের জল আসিয়া উপ্‌চিয়া পড়ে। সসৈন্য খস্রু মারা পড়েন ও মুহম্মদের রাজ্যবৃদ্ধির আশাও ঐ বন্যাস্রোতে ভাসিয়া যায়।

খস্রু মালিক, ইঁহার পিতার নাম খস্রুশাহ। গজ্‌নী-রাজ-বংশের শেষরাজা। পিতার মৃত্যুর পর ১১৬০ খৃঃ অব্দে লাহোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান মুহম্মদঘোরি লাহোর আক্রমণ করিলে সেই যুদ্ধে খস্রু পরাজিত ও বন্দী হন। মুহম্মদঘোরি খস্রুমালিককে সপরিবারে নিজ ভ্রাতা গায়েস-উদ্দীনের নিকট ফিরোজ-কো নগরে পাঠাইয়া দেন। সেইখানে খস্রু সপরিবারে নিহত হন।

খস্রুমালিক, ইনি দিল্লীর সম্রাট্ মুহম্মদবিন্ তোঘলকের ভগিনী খুদাবন্দজাদাকে বিবাহ করেন। ইনি এক সময়ে মুহম্মদের উত্তরাধিকারী সুলতান ফিরোজসাহকে মারিবার জন্য গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র দাবরমালিক সুলতানকে আশু বিপদের কথা জানায়। সুলতান পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন।

খস্রু শাহ, গজ্‌নীর-রাজ বহরামশাহের পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম নিজামুদ্দীন্। ১১৫২ খৃঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পর লাহোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সাতবৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ১২৬০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

খস্রু সুলতান, মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পুত্র, রাজা মানসিংহের ভগিনীর গর্ভজাত। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে ইঁহার মৃত্যু হয়। সেই মৃতদেহ আলাহাবাদে আনাইয়া খুস্রুবাগে কবর হয়। "মুয়াসির কুতবশাহী" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাহান্ রেজা নামক কোন এক চরকে পাঠান; সেই চর খস্রুর গলা টিপিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে।

খস্বস্তিক (ক্লী) খং উর্দ্ধোর্দ্ধস্থিত আকাশঃ স্বস্তিকমিব। সম-সূত্রপাতে স্থিত মস্তকোপরিস্থ আকাশবিভাগ। (প্রমিতাক্ষরা)

খহর (পুং) খং শূন্যং হরো যস্য বহুব্রী। ১ শূন্যহারক রাশি, যে রাশির হর শূন্য তাহাকে খহর বলে, ইহার আর একটী নাম অনন্ত। এই রাশি হইতে কোন রাশি অন্তর করিলে কিম্বা ইহার সহিত অপর কোন রাশি যোগ দিলে ইহার ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, ইহা একরূপই থাকে। যথা— $\frac{২}{০}$ এই খহর রাশি হইতে ২ বিয়োগ কিম্বা উহার সহিত ২ যোগ করিলে রাশি অবিকৃতই থাকিবে ($\frac{২}{০}+\frac{২}{১}=\frac{২}{০}+\frac{০}{০}=\frac{২}{০}$। $\frac{২}{০}-\frac{২}{১}=\frac{২}{০}-\frac{০}{০}=\frac{২}{০}$।) [গণিত দেখ।]

"অস্মিন্ বিকারঃ খহরে ন রাশাবপি প্রবিষ্টেষ্বপি নিঃসৃতেষু।
বহুষ্বপি স্যাৎ লয়সৃষ্টিকালে হনন্তেহচ্যুতে ভূতগণেষু যদ্বৎ ॥"

(বীজগণিত)

খা (ত্রি) খন বিট্ (জনসনখনক্রমগমো বিট্। পা ৩।২।৬৭) আচ্ছ। ১ খননকর্ত্তা, যে খনন করে। (স্ত্রী) ২ নদী (নিঘ°)

খাই (দেশজ) ১ আকাঙ্ক্ষা। ২ গভীরতা। ৩ খাত।

খাইদ (দেশজ) খাদ, কাইট, ময়লা, পাইন।

খাইমখানি, রাজপুতানাবাসী মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী জাতি-বিশেষ। পূর্ব্বে ইহারা চৌহান রাজপুত ছিল, অল্পদিন হইল ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা বলে যে, শেখাবতী নামে রাজ্য পূর্ব্বে তাহাদেরই অধিকারে ছিল, শেখজী তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। আলবার ও জয়পুরে ইহাদের বাস।

খাইরিম্, আসামের খাসিপাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্ররাজ্য।

উক্রুসিং নামে একজন 'সিয়ম্‌' বা সর্দ্দারের অধীন। লোকসংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার, আয় প্রায় ৮২০০৲ টাকা।

এখানে খনিজ দ্রব্যের মধ্যে চুণ, কয়লা, লৌহ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে এখানে লৌহ গলাইবার বৃহৎ কারখানা ছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ এখনও স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ গর্ত্ত পড়িয়া আছে। এখানকার লৌহের আকর অতি বিশুদ্ধ। লৌহের বাট করিয়া স্থানে স্থানে প্রেরিত হয়। দেশীয় কামারেরা বিলাতী লৌহাপেক্ষা এই লৌহের অধিক আদর করে। বিলাতী লৌহের আমদানীতে মূল্য হ্রাস হইয়া পড়ায় দেশীয় ব্যবসায়ও লোপ পাইতেছে। তবে এখনও পাহাড়ী দা, কোদাল, হাতুড়ি ও লোহার খাঁচা প্রস্তুত হইয়া নানাস্থানে রপ্তানী হয়। এ ছাড়া এখানে তুলা, এড়িয়া রেশম, মাদুর ও চুবড়ীর ব্যবসা চলে। ধান, কাঙ্গন, কার্পাস, বিলাতী আলু, কমলানেবু, লঙ্কা, সুপারি ও পানের চাষ হয়। এখানকার বনে মধু কৃষ্ণজীরা, লাক্ষা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

খাইবার, পেশবার জেলাস্থ আফগানিস্থানে যাইতে একটী গিরিসঙ্কট। এই গিরিসঙ্কটের মধ্যভাগ অক্ষা° ৩৪°৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১°৫´ পূর্ব্ব অবস্থিত। খাইবার পর্ব্বত হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। খাইবার পর্ব্বত সফেদ্‌কো নামক গিরিমালার শেষভাগ। খাইবারপথ প্রায় ১৭ ক্রোশ। পেশবারের পশ্চিমে জমরুদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঢাকা অবধি বিস্তৃত। এই গিরিসঙ্কটের স্থানভেদে উচ্চতার তারতম্য লক্ষিত হয়। যথা—জমরুদ্‌ ১১১৩ হাত, আলীমস্‌জিদ্‌ ১৬২২ হাত, লণ্ডীখানা ১৬২৯ হাত, লণ্ডীকোটাল ২২৪৯ হাত ও ঢাকা ৯৩৬ হাত উচ্চ। জরীপ বিভাগের স্কটসাহেবের মতে জমরুদ্‌ ১৫২২ হাত উচ্চ, যদি এই মাপ ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটীর মাপ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ৫০৮৷৷০ হাতের অধিক উচ্চ হইয়া পড়ে।

এই গিরিপথই আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সীমায় অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বদিক্‌ হইতে ক্রমশঃ উচ্চ। কিন্তু আবার পশ্চিমভাগ ক্রমনিম্ন হইয়া গিয়াছে। আলীমস্‌জিদ নামক সঙ্কট একটা ক্ষুদ্র নদীর গর্ভ, এখানে দুইধারে ভৃগু আছে। লণ্ডীখানার গিরিসঙ্কট ৮ হাত প্রশস্ত, ইহার একধার সমান্তরাল প্রাচীর ও অপরধারে তুঙ্গ শৃঙ্গ, যেন কাবুলরাজ্যের প্রবেশপথ শত্রুর দুর্ভেদ্য রাখিয়াছে।

সকল গিরিসঙ্কটের ন্যায় এখানেও সামান্য বৃষ্টি হইলে বন্যা আসে। অপর সকল সময়ে শুষ্ক থাকে। এখানকার জল অস্বাস্থ্যকর। খাইবার পাহাড়ে প্রধানতঃ স্লেট, চূণাপাথর ও বালুপাথর পাওয়া যায়।

এখানকার অধিবাসীরা খাইবারী নামে অভিহিত। খাইবারীরা আবার প্রধানতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত। আফ্রিদি, শিন্‌বারী ও ওরাকজাই। খাইবারের পূর্ব্ব অংশে আফ্রিদি, পশ্চিম অংশে শিন্‌বারী এবং তিরা নামকস্থানে, পেশবারের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও স্থানে স্থানে আফ্রিদির সহিত ওরাকজাই জাতির বাস।

খাইবারীদিগের মধ্যে এক একজন মালিক বা সর্দ্দার আছে, সর্দ্দার প্রধান হইলেও সকল সময় তাঁহার কথা থাকে না, তাঁহাকেও সাধারণের মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয়।

খাইবারের মধ্যে পেশবার হইতে জলালাবাদ যাইবার পথে যে সকল আফ্রিদি ও শিন্‌বারী বাস করে, তাহারা পূর্ব্বে পথরক্ষা করিবার জন্য সদোজই নামক সেই স্থানের অধিপতিদিগের নিকট হইতে বর্ষে ১২০০০৲ টাকা করিয়া পাইত। [আফ্রিদি দেখ।] ইহারা আপদ্‌-বিপদ্‌কালে চল্লিশ হাজার লোকসংগ্রহ করিতে পারে।

শিন্‌বারীদিগের মধ্যে ৮টী শাখা আছে, তন্মধ্যে যথা (যক্ষ ?) ও কুকি নামক শাখাই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। কুকিরা ইংরাজরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে। যথারা এখনও ডাকাত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহারাজ রণজিতসিংহ যখন পেশবারে যাত্রা করেন, সেই সময় খাইবারীরা বাঁধ খুলিয়া দিয়া তাঁহার তাঁবু ভাসাইয়া দেয়। রণজিতসিংহ বিলম্ব না করিয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। জলালাবাদ আক্রমণকালে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই খাইবার গিরিসঙ্কট দিয়া কএকবার ইংরাজ সৈন্যদিগকে যাতায়াত করিতে হয়, প্রথম কএকবার তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল এবং কএকজন প্রধান প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী খাইবারীর হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আমীরের সহিত সন্ধি হয়। সেই পর্য্যন্ত খাইবারীরা ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে।

খাউকী (খাদক শব্দজ) ১ যে খায়, সেবন করে। এই শব্দটী উপহাস বা নিন্দাস্থলে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার হয়। (গ্রাম্য) ২ ওজর, ছল।

খাউড়ল (দেশজ) পেটুক।

খাওন (খাদন শব্দজ) ভোজন, আহার।

খাওয়ান (খাদনা শব্দজ) ভোজন করান।

খাওয়ামলম্‌ (খাওয়া+পারসিক মলম্‌) ভেদক মলমবিশেষ।

খাঁ (পারসী) ১ সম্ভ্রান্তলোকের উপাধি। ২ কতকগুলি গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, মণ্ডলেশ্বর। ৩ মুসলমান মধ্যে সম্মানসূচকপদবী।

তুরুস্ক ও সমস্ত এসিয়াখণ্ডে মুসলমানসমাজে এই উপাধি প্রচলিত। মধ্য-এসিয়ায় তাতার জাতি সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি গ্রহণ করেন। কাহারও মতে, জঙ্গীশ খাঁ এই উপাধি সৃষ্টি করেন। তুরুস্কে সুলতান, চীনে রাজা ও পারস্যে কেবল আমীর-ওমরাহগণ এই উপাধি গ্রহণ করিতে পারে। বলুচ ও আফগান-অধিনায়ক মাত্রেই খাঁ উপাধি লইয়া থাকে। বিশেষতঃ আফগানেরা বলে যে, ইহা তাহাদের জাতীয় উপাধি, সুতরাং জন্ম হইতেই সকলে গ্রহণ করিতে পারে। মুসলমান রাজগণের আধিপত্যকালে ভারতবর্ষে সকল জাতির মধ্যেই যাঁহারা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই খাঁ উপাধি পাইয়াছেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ কেহ কেহ এই উপাধি ধারণ করিতেছেন।

খাঁ (কান্) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মালবে প্রবাহিত একটী নদী। অক্ষা° ২২° ৩৭´ পূঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৫´ পূর্ব্বে বিন্ধ্যগিরির উত্তর অংশ হইতে নির্গত হইয়া উত্তরমুখে কিছু দূর গিয়া সরস্বতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তৎপরে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে গিয়া অক্ষা° ২৩° ৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ পূঃ উজ্জয়িনীর নিকট সিপ্রা নদীতে মিলিত হইয়াছে। এই নদীতে যাতায়াতের বেশ সুবিধা আছে।

খাঁ আলম্, সম্রাট্ অকবরের একজন সেনাপতি। ইনি দিল্লী হইতে ৩০০০ সৈন্যসহ আসিয়া পাটনার নিকট হাজিপুর দুর্গ অবরোধ করিয়া জয় করেন।

খাঁ আলম্, ইঁহার পূর্ব নাম মীর্জা বরখুরদার, একজন আমীর। মোগলসম্রাট্ শাহজহানের অধীনে পঞ্চহাজারী পদ পাইয়াছিলেন, পরে সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বকালে চয়হাজারী এবং বিহারের শাসনকর্ত্তা পদ প্রাপ্ত হন। জীবনের শেষাবস্থায় ইনি সম্রাটের নিকট হইতে বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা পাইতেন। শেষে তৎকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে ইঁহার মৃত্যু হয়। আগ্রা নগরে যমুনার উপকূলে তাঁহার ৪০ বিঘা একখানি বাগানবাড়ী রহিয়াছে।

খাঁ আলম্, খাঁ জমান্ সেখ নিজামের পুত্র, ইঁহার আসল নাম এখ্লাস খাঁ। সম্রাট্ আলমগীর ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে পঞ্চহাজারীপদ ও খাঁ আলম্ এই উপাধি দান করেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ছয়হাজারীপদ পান। সম্রাট্ আলমগীরের মৃত্যুর পর ইনি বাহাদুরশাহের পরিবর্ত্তে তদীয় ভ্রাতা আজিমশাহকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ইঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

খাঁই (দেশজ) ইচ্ছা, স্পৃহা।

খাঁকতি (দেশজ) অভাব, টানাটানি, অনাটন।

খাঁকরি (দেশজ) বালি, কাঁকর ইত্যাদি।

খাঁকার (দেশজ) কলঙ্ক।

খাঁ খানান, দিল্লীর রাজসরকারে সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর একটী উচ্চপদের উপাধি। বৈরাম খাঁ ও তৎপুত্র খাঁ মির্জা এই পদ পাইয়াছিলেন। [বৈরাম খাঁ দেখ।]

খাঁগড়, পঞ্জাবপ্রদেশের মুজাফরগড় জেলায় অন্তর্গত একটী নগর। মুজাফরগড় সহর হইতে ৫৷০ ক্রোশ দক্ষিণে ও চন্দ্রভাগা নদীর বর্ত্তমান গর্ভ হইতে ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে একটী বড় রকম থানা (পুলিস) আছে। লোকসংখ্যা প্রায় চারিহাজার।

নগরের চারিপার্শ্বে পাদপরাজিশোভিত উর্ব্বরা ভূমি আছে, তথায় বেশ কৃষিকার্য্য চলে। নগরের বাটীগুলি অধিকাংশই ইষ্টকনির্ম্মিত, মধ্য দিয়া সুন্দর পথ গিয়াছে। এখানে শস্যের বাজার, ঔষধালয়, সরাই ও পাঠশালা আছে।

খাঁজ (দেশজ) ১ পাখী রাখিবার পিঞ্জর। ২ ভাগ। ৩ থাক।

খাঁ জমান্, হায়দার সুলতান উজবকের পুত্র। সম্রাট্ হুমায়ুনের অধীনে রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম আলীকুলী খাঁ। সম্রাট্ অকবর শাহ ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে জৌনপুর ও ও তদ্দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহ জায়গীরস্বরূপ দান করেন। পরিশেষে খাঁ জমান্ ও তদীয় ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ উভয়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে সম্রাট্ যুদ্ধ করিয়া ইঁহাদিগকে বধ করেন।

খাঁ জমান্, ইঁহার প্রকৃত নাম মীরখলিল্। ইনি আজিম খাঁর পুত্র ও আসফ্ খাঁ জাফরবেগের ভ্রাতুষ্পুত্র। সম্রাট্ শাহজহানের অধীনে কার্য্য করিতেন। আলমগীর বাদশাহ ইঁহাকে পঞ্চহাজারী পদ দেন। জীবনের শেষাবস্থায় মালবের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে মালব রাজ্যেই ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

খাঁ জমান্ ফতেজঙ্গ, ইনি হায়দ্রাবাদের শাসনকর্ত্তা আবুল হোসেনের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। শেখ নিজাম হায়দ্রাবাদী ইঁহার প্রকৃত নাম। সম্রাট্ আলমগীরের অধীনে কার্য্যকালে ইনি শিবজীর পুত্র শম্ভুজীকে বন্দী করিয়া আনেন। এই কারণে সম্রাট্ ইঁহাকে সাতহাজারী পদ ও খাঁ জমান্ ফতেজঙ্গ উপাধি দান করেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

খাঁ জমান্ বাহাদুর, মহাবৎ খাঁ জমানা বেগের পুত্র, ইঁহার প্রকৃত নাম আমন্ উল্লা। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ইঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। ইনি খাঁনজাদ্ খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। তৎপরে সম্রাট্ শাহজহান্ আমনকে পঞ্চহাজারী পদ ও খাঁ জমান্ বাহাদুর উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি একজন

ভাল কবি ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুসলমান রাজগণের ইতিবৃত্ত লইয়া "মজমুয়া" নামে পারসী ভাষায় একখানি পুস্তক রচনা করেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে দোলতাবাদে ইঁহার মৃত্যু হয়।

খাঁজাদা, রাজপুতানার এক মুসলমান সম্প্রদায়। আলবার ও জয়পুরে ইঁহাদের বসবাস। ইঁহাদের উৎপত্তিসম্বন্ধে বড় গোলযোগ। আবুলফজলের মতে, ইঁহারা মেবাতের অধিপতি জদুহা রাজপুতগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অনেকের মতে দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ তোঘ্লকের অত্যাচারে মেবাতের রাজপুতরাজগণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন, খাঁজাদা তাঁহাদেরই সন্তান।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহারা মেবাৎ রাজ্য শাসন করিত। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বাবরের সহিত যুদ্ধকালে ইহারা রাজপুত পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। সামাজিকতায় ইহারা তথাকার অপর মুসলমান জাতি হইতে আপনাদিগকে মান্যগণ্য মনে করে।

ইহাদের আচার-ব্যবহার দেখিলেও বোধ হয় যে, ইহারা এককালে হিন্দু ছিল। ইহারা কোন হিন্দুধর্ম্মোৎসবে যোগ দেয় না বটে, কিন্তু হিন্দুর বিবাহে যোগদান করে, হিন্দুদিগের মত ইহাদের বিবাহ হয়। এমন কি ব্রাহ্মণেরাও ইহাদের বিবাহকালে অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন।

ইহাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়। অনেকেই আলবাররাজের সৈনিককর্ম্মে নিযুক্ত। কেহ কেহ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিকবিভাগে কার্য্য করিতেছে। অপরসাধারণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ইহারা কন্যাদিগকে কখন কৃষিক্ষেত্রে পাঠায় না। [মেবাৎ দেখ।] অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চলেও খাঁজাদা নামে এক শ্রেণীর মুসলমান বাস করে।

খাঁ জাহান্, আকবর বাদশাহের অধীনে একজন পঞ্চহাজারী আমীর। ইঁহার নাম হুসেনকুলিবেগ, ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মুনাইম্ খাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরে বিদ্রোহী দাউদখাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করেন ও তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া সম্রাটের নিকট আগ্রাতে পাঠাইয়া দেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তাণ্ডা নামক স্থানে ইঁহার মৃত্যু হয়।

খাঁ জাহান্‌আলী, "খাঞ্জালী" নামে প্রসিদ্ধ। ইনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মাহ্মুদশাহ সুলতানের (বারবকশাহের) সমকালবর্ত্তী*। বাঘেরহাট অঞ্চলে খলিফতাবাদে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "ইনি গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হুসেন শাহ বাদশাহের 'ময়ূরচালবরদার' ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কিস্থর খাঁ। নবাব ইঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। তিনিই ইঁহাকে সুন্দরবন আবাদ করিতে পাঠান ও সেখানে থাকিয়া খাঁ জাহান বহুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। এক দিন নিদ্রায় ইনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন আল্লা আসিয়া তাঁহাকে সৎকার্য্য করিতে অনুমতি করিতেছেন এবং খাঞ্জালী পদ গ্রহণ করিতে বলিতেছেন।

খাঁ জাহান্‌আলী সুন্দরবন আবাদ করিতে আসিয়া নিজের অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ষাটগম্বুজ নামে ইঁহার কৃত একটী বৃহৎ মস্জিদ আছে। ইহার ভিতরের দালানটী ১৪৪×৯৬ ফিট্। মস্জিদটী পূর্ব্বদ্বারী ও ১১টী দরজা আছে। লোকে ষাট্গম্বুজ বলিলেও ইহাতে সর্ব্বসমেত ৭৭টী গম্বুজ ও ভিতরে ৬০টী থাম আছে। খাঁ জাহান্ নির্ম্মিত আর একটী মস্জিদ দেখা যায়। ঐ মস্জিদটী উর্দ্ধে ৪৭ ফিট। ইহার উপরের গম্বুজটী অতি বৃহৎ। এইখানে মৃত্যুর পর খাঞ্জালীর কবর হয়। কবরের উপর ৪ খান আরবী ভাষায় ও ১ খানি পারসী ভাষায় শিলালিপি খোদিত। তাহাতে লিখিত আছে, আলঘ্ খাঁ জাহান্ আলী ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। যশোরের লোকেরা ইঁহাকে পীর বলিয়া জানে। প্রতিবৎসর মুসলমান যাত্রিগণ ঐ মস্জিদে তাঁহার কবর দেখিতে যান। ইহা ছাড়া কপোতাক্ষ নদীর তীরে আমাদী গ্রামের মস্জিদ ও গন্ধকেশবপুরের নিকটে ইঁহার কৃত অনেক কীর্ত্তি দেখা যায়। ইনি বাঘেরহাটের উভয় নদীর তীর হইতে ষাটগম্বুজ পর্য্যন্ত এবং সুন্দরবন হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। [পীরআলী দেখ।]

খাঁ জাহান্ কোকলতাশ, একজন আমীর, সম্রাট্ আলম্গীরের ধাত্রীপুত্র, অপর নাম মীর মালিক হুসেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ইঁহাকে সাতহাজারী পদ ও "খাঁজাহান বাহাদুর কোকলতাশ জাফর জঙ্গ" এই উপাধি প্রদান করেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি "তারিখ ই আসাম" (আসামবিজয়) নামে পারসী ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

খাঁ জাহান্ জাফরজঙ্গ, ইঁহার আসল নাম আলীমুরদ্। ইনি জাহান্দার শাহের ধাত্রীপুত্র। সম্রাট্ বাহাদুরশাহ আলীকে কোকলতাশ খাঁ পদবী দান করেন। পরে যখন জাহান্দর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন, তিনি তখন তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতা আলীমুরদকে নয়হাজারীপদ, খাঁ জাহান্

* Calcutta Review Vol. LXIII. দেখ। (এই বারবকশাহের অপর নাম নাসির হুসেনশাহ। ইনি ৮৬২ হিজিরায় বাঙ্গালার রাজত্ব করিয়াছিলেন। See J. A. S. Bengal 1872, pt. II. p 108.)

জাফরজঙ্গ পদবী ও মীর বক্‌সীগিরির কার্য্যভার দেন। এ উচ্চপদ তাঁহাকে বেশীদিন ভোগ করিতে হইল না। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে জাহান্দরশাহের সহিত ফরকশিয়ারের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

খাঁ জাহান্ বাড়া, ইঁহার অপর নাম সৈয়দ মুজাপর খাঁ। সম্রাট্ শাহজহানের রাজ্যকালে ছয়হাজারী পদ পান। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে প্রাণত্যাগ করেন।

খাঁ জাহান্ লোদী, ইনি জাতিতে আফ্‌গান ছিলেন। কেহ কেহ ইঁহাকে সুলতান বহ্লোল লোদীর, কেহ বা দৌলৎ খাঁ লোদী সাহু খায়েলের বংশধর বলিয়া থাকেন। ইনি সম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের অধীনে সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম করিতেন ও পঞ্চহাজারী পদ পাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র সুলতান্ পরভিজেব সহিত ইনি দাক্ষিণাত্যে সেনাপতি হইয়া যান। পরভিজের মৃত্যুর পরেও ইনি ঐ সেনাপতি-পদে ছিলেন। শাহজহান দিল্লীর সিংহাসনে বসিলে ইনি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার সহিত দিল্লীর সেনাগণের যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে ইনি সপুত্রে নিহত হন ও উভয়ের মস্তক উপঢৌকনস্বরূপ সম্রাট্ শাহজহানের নিকট দিল্লীতে প্রেরিত হয়।

খাঁ জাহান্ মক্‌বুল, মালিক, দিল্লীর সম্রাট্ সুলতান ফিরোজশাহ বারবকের প্রধান মন্ত্রী, ইঁহার উপাধি করাম্-উল্-মুলক্। ইনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর সুলতান্ মুহম্মদ ইঁহার হিন্দু নাম 'কুত্তুর' পরিবর্ত্তে মক্‌বুল নাম রাখিয়া দেন এবং ইঁহাকে মুলতানের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। তৎপরে ইনি নায়েব-উজীর হইয়াছিলেন। সুলতান মুহম্মদের মৃত্যুর পর যখন সুলতান ফিরোজ দিল্লীতে আসেন, তখন ইনি তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ফিরোজ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে আপন উজীরপদে বরণ করেন। সামস্-ফিরোজ আফিফ্‌এর মতে, ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে মক্‌বুলের মৃত্যু হয়।

খাঁ মির্জা, মোগলসম্রাট্ অক্‌বর শাহের রক্ষক ও মন্ত্রী বৈরাম খাঁর পুত্র। ইঁহার আসল নাম আবদর রহিম খাঁ। সম্রাট অক্‌বর ইঁহাকে প্রধান মন্ত্রী করেন ও খাঁ খানান্ উপাধি দেন।

খাঁড় (দেশজ) খারাপ গুড়।

খাঁড়া (দেশজ) খড়্গ।

খাঁড়াকাণ (দেশজ) চর্ম্মঘাস।

খাঁড়ি (দেশজ) খাল, পয়োপ্রণালী।

খাঁড়ুয়া (দেশজ) দুঃখী দরিদ্র কুমারদিগের পরিধেয় ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড।

খাঁদা (দেশজ) নতনাসিক, যাহার নাসিকা অতিশয় নত।

খাঁদী (দেশজ) যাহার নাক খাঁদা।

খাঁ দৌরান্ ১ম, মোগলসম্রাট্ অক্‌বরশাহের সময়কার একজন আমীর। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট শাহবেগ খাঁ কাবুলী উপাধি লাভ করেন এবং কাবুলের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে লাহোরে প্রাণত্যাগ করেন।

খাঁ দৌরান্ খাঁ ২য়, খাজা হিসারী নবাকবন্দীর পুত্র, অপর নাম খাজা শাবির নসরৎ জঙ্গ। সম্রাট্ শাহজহানের অধীনে কার্য্য করিতেন। সম্রাট্ ইঁহাকে সাতহাজারী পদ দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে একটী কাশ্মীরি-ব্রাহ্মণকুমার রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় ইঁহার বুকে ছুরী বসাইয়া দেন। ঐ ছুরিকাঘাতে ইঁহার মৃত্যু হয়। ঐ ব্রাহ্মণ বালকটীকে উক্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে দৌরান্ খাঁ ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ গোয়ালিয়রে লইয়া গিয়া গোর দেওয়া হয়।

খাঁ দৌরান্ ৩য়, ইনি নসরৎজঙ্গ খাঁ দৌরানের পুত্র। সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বকালে ইনি পঞ্চহাজারী পদ পান। জীবনের শেষাবস্থায় সম্রাট্ ইঁহাকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া দেন। এই স্থানে রাজকার্য্যে থাকিয়া ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

খাঁ দৌরান্ ৪র্থ, সম্রাট্ ফরকশিয়ারের সময়কার একজন আমীর। মুহম্মদশাহের রাজ্যাধিকারে সৈয়দ হোসেন আলী-খাঁর হত্যা ও তদীয় ভ্রাতা কুতব-উল্-মুলক্ কারাবন্দী হইবার পর ১৭২১ খৃষ্টাব্দে ইনি আমী-উল্-ওমরা পদে নিযুক্ত হন। পরে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সম্‌সাম-উদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া সাংঘাতিক আঘাত পান, ঐ আঘাতে ৩ দিন মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইঁহার আসল নাম খাজা মুহম্মদ আসিম। কেহ কেহ ইঁহাকে আবদুস্ সমাদ খাঁ বাহাদুর জঙ্গ বলিয়া ডাকিতেন।

খাঁপুর, ১ পঞ্জাবের বহাবলপুর রাজ্যের একটী নগর, ইখ্‌তিয়ার-বহ খালের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৯´ উঃ দ্রাঘি° ৭১°১৬´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় আট হাজার। পূর্ব্বে এখানে নানা প্রকার ব্যবসা চলিত, এখন আর তেমন সমৃদ্ধি নাই। এখন একটী মাটীর দুর্গ, একটী বড় বাজার ও রেলওয়ের ষ্টেসন আছে।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শিকারপুর জেলার মধ্যে সখার উপরিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৮°০´১৫´´

উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ৪১′ পূঃ। শিকারপুর সহর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় তিন হাজার, তন্মধ্যে মপর ও শেখর নামক মুসলমান শ্রেণীর বাস অধিক। এখানে টঙ্কা-দারের প্রধান কাছারী, মুসাফিরখানা ও খোঁয়াড় আছে। সুন্দর সুন্দর মাটীর পাত্র, জুতা ও কাপড় প্রস্তুত হয়।

খাঁ বাহাদুর, পাটনার রাজা মিত্রজিতের পুত্র। ইনি য়ুরোপীয় গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রসমূহের সারসংগ্রহ করিয়া পারস্য ভাষায় "জামবাহাদুরখানী" নামক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহা ছাড়া "এলেম-উল্ মনাজরৎ" নামে চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন।

খাক্ (পারসী) ছাই, ভস্ম।

খাকৃতি (কাক্ষ শব্দজ) অপ্রতুল।

খাকন, রাজা, প্রধানব্যক্তি। তুর্কী, ভোট প্রভৃতি জাতি রাজাকে ঐ নামে সম্বোধন করে।

খাকরি (কর্কর শব্দজ) কাঁকর।

খাকদরখাক্ (পারসী) বৃথা, কিছুই নয়।

খাক্‌সীপেটা (দেশজ) অতিশয় পরিশ্রান্ত।

খাকী (দেশজ) ১ যে খায়। (হিন্দী) ২ মেটে রং। ৩ তৎযুক্ত। ৪ উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ। রামানন্দী-সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন। রামানন্দের প্রশিষ্য কৃষ্ণদাসের কীল নামে এক বৈষ্ণব শিষ্য ছিলেন, তিনিই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

ভক্তমালাদি কোন গ্রন্থে উক্ত না থাকায় এই সম্প্রদায়কে অনেকে অতি আধুনিক বলিয়া মনে করেন।

ইহারা অঙ্গে বা পরিধেয় বস্ত্রে খাক অর্থাৎ ভস্ম বা মৃত্তিকা লেপন করে বলিয়া ইহাদের নাম খাকী। ভস্ম ও মৃত্তিকা লেপন দ্বারাই ইহাদিগকে অপর বৈষ্ণব হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়। খাকীর মধ্যে যাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আছে, সে ব্যক্তির আহার ব্যবহার ও পরিধান অনেকটা বৈষ্ণবদিগের অনুরূপ। কিন্তু যাহারা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারাই উলঙ্গ বা উলঙ্গের মত থাকে, আর ভস্মের সহিত মাটী মিশাইয়া অবলেপন করেন। এ ছাড়া খাকীরা শৈবদিগের মত মাথায় জটাভারও রাখে।

অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত হনুমান্‌গড়ে খাকীসম্প্রদায়ের প্রধান মঠ আছে। সকলে বলে, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কালাস্বামীর সিংহাসন জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত। ফয়জাবাদ ও তাহার নিকট অনেক খাকী দেখা যায়। রামসীতা ইহাদের উপাস্য ও হনুমান ভক্তির পাত্র।

৪ শিখ সৈনিকপুরুষগণের পোষাকের চিহ্ন। ৫ দেবমাতৃক ভূমি।

খাকুই (দেশজ) বীজ হইতে তুলা পৃথক করিবার যন্ত্রবিশেষ।

খাখস (পুং) [খসতিল দেখ।]

খাখসতিল (পুং) খসবীজ, পোস্তদানা।

খাগ্ (দেশজ) বন্য তৃণবিশেষ। পূর্ব্বে এইদেশে ইহা দ্বারা কলম প্রস্তুত হইত।

খাগা, উ° প° প্রদেশের ফতেপুর জেলার হাতগাঁপরগণার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫°৪৬′১৮″ উঃ, দ্রাঘি° ৮১°৮′৪৬″ পূঃ। এখানে খাগা তহসীলের প্রধান কাছারী আছে। লোকসংখ্যা প্রায় দুই হাজার। অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই চামার। প্রতিবর্ষে কার্ত্তিকমাসে এখানে একটা মেলা হইয়া থাকে। এখানে ডাকঘর, পুলিসের ফাঁড়ি, বাজার ও রেল-ষ্টেসন আছে।

খাগী (দেশজ) ভোজী।

খাগড়া (খগ্‌গড় শব্দজ) বন্য তৃণবিশেষ, খাগ্। স্থানবিশেষে খাগ্ ও খাগড়া শব্দ ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। খাগ্ ও খাগড়া বাহিরে দেখিতে ঠিক একরূপ হইলেও যাহার মধ্যে শোষ থাকে তাহাকে খাগড়া এবং যাহার মধ্যে শোষ নাই তাহাকে খাগ্ বলা হয়।

খাঙ্গন (দেশজ) বৃহৎ খড়্গা।

খাঙ্গরা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

খাঙ্গাহ (পুং) খে আকাশেহঙ্গমাহন্তি গতিকালে আ-হন্ ড। শ্বেতপিঙ্গলাশ্ব। (শব্দচিন্তা°)

খাজনা (আরবী খজানা শব্দজ) রাজস্ব, কর, খাজানা।

খাজা (দেশজ) ১ ঘৃতপক্কমিষ্টান্নবিশেষ। ২ (ত্রি) কঠিন;

খাজা (পারসী) ১ মুসলমান সমাজে ধনী, বণিক, চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে 'খাজা' বলে। [খোজা দেখ।]

২ মুসলমানসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা ইস্‌মাইলী ও সিয়ামতাবলম্বী। ইস্‌মাইলীগণের মতে সাতটীমাত্র ইমাম্, কিন্তু খাজারা এখনও ইমামের আবির্ভাব স্বীকার করেন।

প্রবাদ এইরূপ, প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে সদরউদ্দীন্ নামে একজন পীর ভট্টি নামক একশ্রেণীর হিন্দুজাতিকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, খাজা তাঁহাদেরই বংশধর। পীর সদরউদ্দীন্ তাঁহাদিগকে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ দিয়া যান, ঐ ধর্ম্মগ্রন্থে দশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের দশাবতারের বিষয় আছে। প্রথম নয় অধ্যায়ে বিষ্ণুর নয় অবতারের কথা এবং শেষ অধ্যায়ে প্যাগম্বর আলীর কথা বর্ণিত আছে।

ইহারা আবুবকর, ওমার ও ওসমানের প্রাধান্য স্বীকার করেন না; কিন্তু আলী, হাসন, হুসেন, জৈন্-উল্ আবিদীন্, মুহম্মদ-ই-বকর ও ইমাম জাফর-ই-সাদিক ইহাদের পূজনীয়।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন যিনি ইমাম্ বলিয়া সমাদৃত, তাঁহার নাম আগা খাঁ। গত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৮১ বর্ষ বয়সে বোম্বাই নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি আপন শিষ্যবর্গের নিকট লক্ষাধিক মুদ্রা উপহার পাইতেন। তাঁহার উপর খাজাদিগের ভক্তি এতই প্রবল ছিল যে, শুনা যায়, গত ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে চারি ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল বলিয়া নিহত হয়। এখন আগা আলীশাহ পিতৃপদ লাভ করিয়াছেন।

খাজাদিগের ধর্ম্ম অতি গূঢ়, ইহারা অপর কোন সম্প্রদায়ের নিকট ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে না।

বোম্বাইসহরে অনেক সম্পত্তিশালী খাজা বণিক আছেন। কাঠিবাড়ে ৫০০০ ঘর, সিন্ধুপ্রদেশে ৩০০০ ঘর ও জাঞ্জিবারে ৮১৯ শত ঘর খাজার বাস। আফ্রিকার ও আরবের পূর্ব্বাংশে এই সম্প্রদায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

৩ পঞ্জাববাসী মুসলমান জাতিবিশেষ। ইহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বস্ত্র বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। দলবদ্ধ হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, সঙ্গে এক একজন জমাদার বা প্রধান থাকে। প্রয়োজন হইলে ইহারা জমাদারের নিকট হইতে শতকরা ২৫৲ টাকা সুদে টাকা ধার লয়। আবার জিনিস বিক্রয় হইলে টাকা পরিশোধ করে। দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে এইরূপ অনেক লোক ঘুরিয়া বেড়ায়।

খাজা কাঁটাল (দেশজ) যে কাঁটালের কোয়া অতি নরম হয় না।

খাজা খিজির, মুসলমানদিগের এক প্যাগম্বর। কথিত আছে—ইনি আলেকজান্দরের সহিত অন্ধকারময় 'জুলমাৎ' লোকে গিয়াছিলেন। মুসলমানগণের বিশ্বাস, খাজা খিজির এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার পরিচ্ছদ সবুজ। ভ্রান্ত পথিককে দেখা দিয়া কখন কখন পথ বলিয়া দেন।

মুসলমান-রমণীগণ শ্রাবণ মাসের শেষ শুক্রবারে খাজা খিজিরের সম্মানার্থ ছোট ভেলা ভাসাইয়া থাকেন। ভেলাখানি ফুলের মালা ও নারিকেলতৈলপূর্ণ প্রদীপ দিয়া সাজান থাকে। যখন ভেলাখানি নদীতে ভাসিতে ভাসিতে যায়, তখন রমণীগণ ভক্তিপূর্ণ মনে দেশীয় ভাষায় মন্ত্র গান করিতে থাকেন।

খাজা জাহান্, ইনি (২য়) মুহম্মদশাহ বাহ্মনীর নিকট ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে পারান্দা ও ১১টী জেলার শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। পরে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বাহ্মনীরাজ মাহ্মুদশাহের মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। উক্ত জেলার স্থানে স্থানে ইঁহার কৃত মসজিদাদি এখনও বিদ্যমান আছে।

খাজা জাহান্, জৌনপুরের সর্কী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার প্রকৃত নাম মালিক সরবর। দিল্লীর দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী জৌনপুর, অন্তর্বেদ প্রভৃতি প্রদেশ তাঁহার অধিকারে ছিল। তবারিখ-মুবারিকশাহী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ মুহম্মদশাহ তোঘ্লক্ মালিক সরবর নামক একজন খোজাকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করেন ও খাজা জাহান্ এই মর্য্যাদাসূচক উপাধি দান করিয়াছিলেন। মুহম্মদশাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান মাহ্মুদশাহ তোঘ্লক্ ১০ম বর্ষ বয়সে সিংহাসনে বসিলে ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে মালিক কনোজ, অযোধ্যা, কাড়া ও জৌনপুরের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বালক সুলতানের রাজ্য বিশৃঙ্খল দেখিয়া খাজা জাহান্ 'মালিক্ উস্ সর্ক' নাম লইয়া জৌনপুরে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। ছয় বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। সর্কী রাজবংশের শেষ রাজা হুসেনশাহ বিহ্লোললোদীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালার রাজা সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট আশ্রয় লয়েন। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে খাজা জাহান্ প্রতিষ্ঠিত সর্কীবংশ লোপ পায়।

খাজাঞ্চী (পারসী) ১ ধনাধ্যক্ষ। ২ সদর কাছারীতে যে কর্ম্মচারী তহবিল রক্ষা করে, মফঃস্বলের আদায় খাজানার চালান প্রভৃতি বুঝিয়া লয় এবং খরচপত্রের জমাখরচ প্রভৃতি হিসাব রাখে।

"আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম।
খাজাঞ্চী আমার পতি সবার অধম।" (ভারত—বিদ্যাসুন্দর)

খাজানা (পারসী) অপরের ভূমি ব্যবহার ও ভোগদখল করিতে ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারীকে উহার বদলে যাহা কিছু দিতে হয়, তাহাকে কর বা খাজানা কহে।

খাজা মসায়ুদ, (বা মসুদ) একজন মুসলমান কবি। ইনি ৩ খানি বড় কবিতা (দিবান্) পুস্তক লিখিয়া যান। একখানি দিবান্ আরবী, একখানি পারসী ও অপরখানি হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত। ইনিই মুসলমানদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুস্থানী ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন।

খাজা মুআজম্, সম্রাট্ অকবরশাহের মাতুল। ইনি অকবরের পিসি বিবি ফতিমাকে বিবাহ করেন। ইঁহার স্বভাব অতিশয় কদর্য্য ছিল। এই জন্য সময়ে সময়ে সম্রাট্ ইঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিতেন। ৯৭৩ হিজরাতে ইনি বিবি ফাতিমার প্রাণনষ্ট করিলে প্রথমে কিছুদিন কারাবন্দী থাকেন। পরে সম্রাটের আদেশে তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলা হয়।

খাজা মুহম্মদ গবান্, প্রথমে বেরারের শাসনকর্ত্তা পরে দাক্ষিণাত্যের রাজা নিজামশাহ বাহ্মনীর উজীর হইয়া

ছিলেন। লোকে ইঁহাকে মালিক-উৎ-উজার খাজা জাহান্ বলিত। ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি মালবের রাজা মাস্কুদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বশে আনেন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ২য় মুহম্মদশাহের রাজ্যকালে খাজা জাহান "ওয়াকিল্ উস্-সুলতানের" কার্য্যভার লইলেন। ইঁহার উচ্চ পদ দেখিয়া শত্রুপক্ষের চক্ষু টাটাইল। গবানের বিরুদ্ধে তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে জানাইল। রাজা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইঁহার মুণ্ডচ্ছেদনের আদেশ দিলেন। মুহম্মদগবান ৭৮ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন।

খাজি (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

খাজিক (পুং) খে উর্দ্ধদেশে আজঃ ক্ষেপঃ তৎ সাধুঃ খাজ-ঠন্। খই, লাজা। (হারাবলী)

খাঞ্জন (পুং স্ত্রী) খঞ্জনস্যাপত্যঃ খঞ্জন-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) খঞ্জনের অপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া খাঞ্জনী শব্দ হয়।

খাজুর (খর্জ্জুর শব্দজ) খর্জ্জুর, খেজুর।

খাজুঁর গুড় (দেশজ) খেজুর-রস দ্বারা যে গুড় প্রস্তুত হয়।

খাঞ্চী (যাবনিক) কাষ্ঠময় বৃহৎ পাত্রবিশেষ।

খাঞ্চীপোষ (যাবনিক) বৃহৎ পাত্রের আচ্ছাদন।

খাঞ্জাখাঁ (প্রকৃত নাম নবাব খান্‌জাদ্ খাঁ) বঙ্গবরখাঁর পুত্র। বর্দ্ধমানের জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত খাঞ্জাখাঁ গড়ের প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্গবর খাঁ দিল্লীর দক্ষিণে বর্ষা নামক স্থানে সৈয়দ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহে বর্দ্ধমান, দণ্ডঘরা ও কৃষ্ণনগরের তহসীলদার হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। প্রথমে তিনি সলিমাবাদে থাকিতেন। দণ্ডঘরার রাজা নারায়ণ পাল (১) তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসেন। বঙ্গবর দণ্ডঘরা হইতে এক বনে শিকার করিতে যান। সেই বনে বিস্তর শিমুলবৃক্ষ ছিল, তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এইখানে 'কোটশিমুল' নামে একটী নগর পত্তন করিলেন।

শের আফগানের বিনাশকালে ইনি জাহাঙ্গীরের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাহাতে জাহাঙ্গীর ইঁহাকে নবাব উপাধি প্রদান করেন। বঙ্গবর নবাব হইয়া কোটশিমুলে থাকিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিতে লাগিলেন। এই অন্যায় ব্যবহার দিল্লীর বাদশাহের কর্ণগোচর হইল, তিনি বঙ্গবরকে ধরিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। বঙ্গবর আত্মহত্যা করিয়া বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। তাঁহার মরণে বাদশাহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার পুত্র খাঞ্জাখাঁকে নবাব উপাধি দিয়া কোটশিমুলে পাঠাইলেন।

খাঞ্জাখাঁ সর্ব্বদাই মহা আড়ম্বরে থাকিতেন, বঙ্গদেশের পল্লীমধ্যে সময়ে সময়ে মহা সমারোহে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বঙ্গের উচ্চনীচ প্রজা সাধারণ তাঁহার জাঁকজমকের সর্ব্বদাই প্রশংসা করিত। এইজন্য এখনও বাঙ্গালীরা কোন সামান্য লোকের হঠাৎ আড়ম্বর দর্শন করিলে উপহাস করিয়া বলিয়া থাকেন, "যেন খাঞ্জাখাঁ।"

নবাব খাঞ্জাখাঁর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র গদাই খাঁ পিতৃপদ লাভ করেন। ইনি বর্দ্ধমানের রাজার অধীনে থাকিয়া চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হন।

নবাব খাঞ্জাখাঁর বংশানুক্রমে কেবল একটী করিয়া পুত্র জন্মে। এখনও এই বংশীয় তসদ্দক হুসেন খাঁ জীবিত আছেন। আর সে পূর্ব্ব বিষয়-সম্পত্তি নাই, সে নবাব উপাধিও নাই। এখন সামান্য কএকখানি ধানজমিই খাঞ্জাখাঁর বংশধরের একমাত্র সম্বল। তসদ্দকের পিতা আলীনকি খাঁ বীরভূমস্থ নগরের মুসলমান-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

খাঞ্জার (পুং স্ত্রী) খঞ্জারস্যাপত্যং খঞ্জার-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) খঞ্জার নামক ঋষির অপত্য।

খাঞ্জাল (পুং) খঞ্জালস্যাপত্যং খঞ্জাল-অণ্। খঞ্জাল নামক ঋষির অপত্য।

খাট্ (অব্য) অব্যক্ত শব্দ।

"খাট্ কৃত্বা নিষ্ঠীবৎ" (সি° কৌ° ১।৪।৬২ পা°)

খাট (পুং) খে উর্দ্ধমার্গে অটত্যনেন অট্ করণে ঘঞ্। শব-রথ। (শব্দরত্নাবলী) খাটিয়া, মড়ার খাট।

খাট (দেশজ) খর্ব্ব, ক্ষুদ্র, ছোট।

খাটনা (দেশজ) কর্ম্ম, পরিশ্রম, নিয়ত কাজ।

খাটনায়া (দেশজ) যাহাকে কোন নিয়ত পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হয়।

খাট্‌মল (হিন্দী খট্‌মল) ছারপোকা, উকুন।

খাটলা (দেশজ) ১ ঘর-আবরণ। ২ ঝাড়ন, চালনী।

খাটা (দেশ) পরিশ্রম, নিয়ত কার্য্য।

খাটান (দেশজ) কর্ম্মে নিয়োগকরণ, লাগান, যোজন।

খাটাল (যাবনিক) অন্তর, মধ্যস্থল, কোন কোন স্থানে ঘরের মেজেকেও খাটাল বলে।

খাটাশি (খট্টাশ শব্দজ) ক্ষুদ্র খট্টাশ।

খাটি (স্ত্রী) খট কাঙ্ক্ষায়াং বাহুলকাৎ ইঞ্। ১ কিণ। ২ অসদ্‌গ্রহ। ৩ শব-রথ, মড়ার খাট। (মেদিনী) ৩ শুক্রব্রণ। (উজ্জ্বলদত্ত)

(১) এই নারায়ণপালই মেদিনীপুরের অন্তর্গত ধারেন্দা পরগণার রাজবংশের আদিপুরুষ। [ধারেন্দা দেখ।]

খাটি (দেশজ) শুদ্ধ, অমিশ্রিত, অকৃত্রিম।

খাটিকা (স্ত্রী) খাট স্বার্থে কন্ ততঃ টাপ্। ১ খাট, শব-রথ।

খাটিয়া (খাট শব্দজ)) মড়ার খাট, ক্ষুদ্র খাট।

খাট্বাভারিক (ত্রি) খট্বাভারং বহতি হরতি আবহতি বা খট্বাভার-চঞ্। (তদ্ধরতি বহত্যাবহতি ভারাদ্ বংশাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৫০) ১ খট্বাভারহারক। ২ খট্বাভারবাহক। ৩ খট্বা ভারাবহক।

খাট্বে (হিন্দী, সংস্কৃত খট্বাবহ শব্দের অপভ্রংশ।) বেহারের নীচ জাতিবিশেষ। পাল্কীবহন ও কৃষিকর্ম্মই ইহাদের উপজীবিকা। ইহাদের মধ্যে বহিও ও গোরো নামে দুইটী শাখা আছে। সকলেই কাশ্যপ গোত্র ও ভগবতীর উপাসক। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করেন না। এই জাতীয় বৈরাগীরা ইহাদের পুরোহিত। ইহাদের আর কএকটী গৃহদেবতা আছে, তাঁহাদের নাম—শশিয়া, কালী, ধর্ম্মরাজ, নরসিংহ ও মীরা। দেবতার উদ্দেশে ইহারা ছাগ, মেষ, কপোত প্রভৃতি বলি দেয়। গৃহদেবতার পূজার পুরোহিত যোগ দেয় না, গৃহস্থ নিজে নিজেই এই পূজা করিয়া থাকে।

উভয়পক্ষে পিণ্ড না বাধিলে সাতপুরুষ বাদ দিয়া তবে বিবাহ হয়। বিবাহের সময় গ্রামের মণ্ডলের মত লওয়া চাই। মণ্ডলের অনুমতি পাইলে বরপক্ষীয় হইতে কন্তার বাটিতে বস্ত্র পাঠাইতে হয়। মৈথিল ব্রাহ্মণেরা বিবাহে শুভদিন স্থির করিয়া দেন কিন্তু বিবাহাদি কোন কর্ম্মে যোগ দেন না।

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ চলে, তবে বিধবা সপিণ্ডে বিবাহ করিতে পারে না। ইহারা শবদাহ করে, পরে তৃতীয় দিবসে ভস্ম লইয়া শ্মশানের নিকটেই সমাধি করিয়া আইসে। বাঙ্গালাপ্রদেশে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ খাট্বে জাতির বাস।

খাড়ব (ক্লী) ভাবপ্রকাশোক্ত চূর্ণবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কোল ও আমলক ভাল করিয়া চূর্ণ করিবে। তাহার সহিত শুণ্ঠী, এলাচী ও অল্প পরিমাণ শর্করামিশ্রিত করিয়া ছোলঙ্গ নেবুর রসে ভিজাইবে। পরে সূর্য্যরশ্মিতে শুকাইবে। এই প্রকারে বার বার নেবুর রসে আর্দ্র করিয়া বার বার সূর্য্যরশ্মিতে শুকাইতে হয়। ইহার সহিত অল্প পরিমাণ লবণ মিশাইবে। ইহাকে খাড়ব বলে। ইহার গুণ মুখপরিষ্কারক, রুচিকর, হৃদ্‌রোগ ও মুখের বিরসতানাশক। ইহা আহারের পরে সেবনীয়। (ভাবপ্রকাশ)

খাড়ব (অপভ্রংশ) যে সকল রাগ ছয়টী স্বরবিশিষ্ট অর্থাৎ যে সকল রাগের মূর্ত্তি ছয় রাগে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায়, তাহাকে খাড়ব বলে।

খাড়া (দেশজ) ১ দণ্ডায়মান। ২ সোজা। ৩ উচ্চ।

খাড়াখাড়া (দেশজ) ১ নিষ্ঠুররূপে বা ক্রুদ্ধভাবে। ২ অতি শীঘ্র।

খাড়ায়ন (পুং স্ত্রী) খড়-গোত্রাপত্যার্থে ফঞ্। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ১ খড়নামক ঋষির গোত্রাপত্য, তদ্বংশীয়।

খাড়ায়নক (ত্রি) খড়ায়নেন নির্বৃত্তং খাড়ায়ন-বুঞ্। (পা ৪।২।৮) খাড়ায়ন কর্ত্তৃক যাহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

খাড়ায়নভক্ত (ক্লী) খাড়ায়নস্য বিষয়ো দেশঃ খাড়ায়ন-ভক্তল্। (ভৌরিকাদ্যৈষুকার্য্যাদিভ্যো বিধল্ ভক্তলৌ। পা ৪।২।৫৪) খাড়ায়নের দেশ, খাড়ায়ন যে দেশে বাস করে।

খাড়ায়নিন্ (পুং) [বহু] খাড়ায়নেন প্রোক্ত মধীয়তে খাড়ায়ন-ণিনি (শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি। পা ৪।৩।১০৬) খাড়ায়ন-প্রোক্ত ছন্দ বা শাস্ত্র যাহারা অধ্যয়ন করে।

খাড়ায়নীয় (ত্রি) খাড়ায়ন-ছ (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) খাড়ায়ন সম্বন্ধীয়।

খাড়াহুড়ী (দেশজ) কার্য্য করিবার জন্য অতিশয় তাগাদা, যাহাতে অপর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

খাড়িকি (ত্রি) খড়িক-চাতুরর্থিক ইঞ্। (পা ৪।২।৮০) খড়িক-সম্বন্ধীয়।

খাড়ু (দেশজ) হাতে পরিবার অলঙ্কারবিশেষ।

খাড়ূরেয় (পুং স্ত্রী) খড়ূরস্যাপত্যং খড়ূর-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) খড়ূর নামক ঋষির অপত্য।

খাড়োন্মত্তেয় (পুং স্ত্রী) খড়োন্মত্তায়া অপত্যং খড়োন্মত্তা-ঢক্ (পা ৪।১।১২৩) খড়োন্মত্তার অপত্য।

খাড়্গিক (ত্রি) খড়্গানাং সমূহঃ খাড়্গঃ খাড়্গ অস্ত্যর্থে ঠন্। খড়্গধারী, যাহার খড়্গ আছে।

খাণ্ড (ক্লী) খণ্ডস্য ভাবঃ খণ্ড-অণ্। (বাগ্রহণাৎ অণ্। সি° কৌ° ৫।১।১২২) ১ খণ্ডের ভাব। খণ্ডস্য বিকারঃ খণ্ড-অণ্। ২ খণ্ড-বিকার।

খাণ্ডব (ত্রি) খাণ্ডং খণ্ডবিকারং বাতি বা-ক। ১ খণ্ড-বিকারযুক্ত মোদকাদি।

"রসালাপূপকাংশ্চিত্রান্ মোদকাংশ্চ সখাণ্ডবান্।"

(ভারত আনু° ৫৩ অঃ)

(ক্লী) খাণ্ডবাখ্যদাখ্যায়া প্রসিদ্ধায়াঃ নগর্য্যা জাতং খাণ্ডবী অণ্। ২ একটী প্রসিদ্ধ বন। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, এই বনটী পূর্ব্বে শক্রাদি দেবগণের বাসস্থান ছিল। চন্দ্রবংশীয় সুদর্শন নামক একজন রাজা দেবরাজের আদেশে সেই বন আবাদ করিয়া খাণ্ডবী নামক একটী পুরী নির্ম্মাণ করেন। এই খাণ্ডবী পুরীটী গুণগরিমায় যে কালের সকল পুরী হইতেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া-

ছিল। এই পুরীটী দৈর্ঘ্যে ১০০ যোজন বা চারিশত ক্রোশ এবং বিস্তারে ৩০ যোজন বা ১২০ ক্রোশ। দিন দিন সুদর্শনের গরিমা বাড়িতে লাগিল, একে একে সকল রাজগণই তাঁহার নিকটে পরাজয় মানিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। সুদর্শন দেবগণের প্রতিও আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসিলেন। অধীন প্রজাগণের প্রতি কিছু কিছু অন্যায় আচরণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। অল্পদিন মধ্যেই তিনি সকলের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। সুদর্শন কাশীরাজ বিজয়ের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া তাঁহাকে আপনার সচিবপদ অর্পণ করেন। কাশীরাজ অবকাশ পাইয়া সুদর্শনের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। সুদর্শন এই গুপ্ত সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। সেই যুদ্ধে সুদর্শনের পরাজয় হয়। কাশীরাজ খাণ্ডবীপুরী লুঠপাট করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলেন। এই সময়ে দেবরাজ আসিয়া কাশীরাজের নিকট জানাইলেন যে, এই স্থানে পূর্ব্বে একটী বন ছিল, সেই বনে দেব ও গন্ধর্ব্বগণ পরম সুখে বিচরণ করিতেন, সুদর্শন তাঁহাদের সেই সুখে বাধা দিয়া খাণ্ডবীপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, এই স্থানটী পুনর্ব্বার তাঁহাদের উপবনরূপে পরিণত হইলেই ভাল হয়। কাশীরাজ বিজয় দেবগণের আদেশে সেই স্থানে একটী উপবন প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং প্রজাগণকে আপনার রাজ্যে লইয়া গেলেন। এই বনটীই খাণ্ডব নামে প্রসিদ্ধ। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

দ্বাপরের শেষভাগে অগ্নি ব্রাহ্মণরূপী হইয়া অর্জ্জুনের নিকটে খাণ্ডববন দাহের প্রস্তাব করেন। অগ্নির প্রার্থনায় মধ্যম পাণ্ডব তাহাতে সম্মত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে খাণ্ডববন দাহন করিতে আরম্ভ করেন। দেবরাজ চরমুখে খাণ্ডবদাহের কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে সদলবলে দেবগণকেও পরাজিত হইতে হইল। অর্জ্জুন নির্বিঘ্নে খাণ্ডবদাহন করিয়া আপনার অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। (কালিকাপুরাণ ৯০ অঃ)

অতি প্রাচীনকাল হইতে খাণ্ডববন আর্য্যজাতির নিকট প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৫।১।১ ও পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে ২৫।৩ ইহার উল্লেখ আছে। পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে পঞ্চগ্রামের মধ্যে এই খাণ্ডবপ্রস্থ প্রাপ্ত হন। শেষে পাণ্ডবেরা এইখানেই ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপন করেন। (ভারত আদি° প°) [ইন্দ্রপ্রস্থ দেখ।]

খাণ্ডবক (ত্রি) খণ্ড চাতুরর্থিক বুণ্। খণ্ডসম্বন্ধীয়।

খাণ্ডবপ্রস্থ (পুং) ইন্দ্রপ্রস্থ, বর্ত্তমান দিল্লীর পার্শ্ব।

"অস্মাভিঃ খাণ্ডবপ্রস্থে যুষ্মদ্বাসোঽভিচিন্তিতঃ।" (ভা° ১।৬১অঃ)

খাণ্ডবায়ন (পুং) খাণ্ডবং তন্নামকং বনং অয়নং আশ্রয়ঃ যস্য বহুব্রী। খাণ্ডববনবাসী ঋষি।

"ব্যভজন্ত তদা রাজন্ প্রখ্যাতাঃ খাণ্ডবায়নাঃ।"

(ভারত ৩।১১৭ অঃ)

খাণ্ডবিক (পুং) খাণ্ডবং মোদকাদিশিল্পমস্য খাণ্ডব-ঠঞ্। যে মোদক প্রস্তুত করে, ময়রা।

"আরালিকাঃ সূপকারা যে চ খাণ্ডবিকাস্তথা।"

(ভারত, আশ্ব° ১ অঃ)

খাণ্ডবী (স্ত্রী) চন্দ্রবংশীয় সুদর্শনরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হিমালয়ের নিকটস্থিত একটী পুরী। [খাণ্ডব দেখ।]

খাণ্ডবারণক (ত্রি) খাণ্ডবারণ্যেন নির্বৃত্তং-বুণ্। খাণ্ডবারণ্যনির্বৃত্ত।

খাণ্ডিক (পুং) খণ্ডং মোদকাদিকং শিল্পমস্য ঠঞ্। ১ যে মোদক প্রস্তুত করে, ময়রা। (হারাবলী) (ক্লী) খাণ্ডিকানাং সমূহঃ খাণ্ডিক-অঞ্ (খাণ্ডিকাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৪৫) খাণ্ডিকসমূহ।

খাণ্ডিকীয় (পুং) [বহু] খাণ্ডিকেন প্রোক্তমধীয়তে খাণ্ডিক-ছণ্। (তিত্তিরিবরতন্তুখাণ্ডিকোখাচ্ছণ্। পা ৪।৩।১০২) যাহারা খাণ্ডিকোক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

খাণ্ডিক্য (পুং) ১ নিমিবংশীয় একজন রাজা, ইঁহার পিতার নাম মিতধ্বজ, ইনি অতিশয় কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। (ভাগবত ৯।১৩।২০-২১) (ক্লী) খাণ্ডিকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা খাণ্ডিক-ষ্যঞ্ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১২৮) ২ খাণ্ডিকের ভাব, খাণ্ডিকতা। ৩ খাণ্ডিকের কর্ম্ম।

খাণ্ডিত (ত্রি) খণ্ডিত ইঞ্ (পা ৪।২।৮০) খাণ্ডিতের সন্নিহিত দেশাদি।

খাণ্ডিত্য (ত্রি) খণ্ডিত-চাতুরর্থিক ণ্য। (পা ৪।২।৮০।) খাণ্ডিত, খাণ্ডিতের সন্নিহিত দেশাদি।

খাৎ (অব্য) অব্যক্ত শব্দ। যথা—খাৎকৃত্য নিষ্ঠীবৎ।

খাত (ক্লী) খন ভাবে ক্ত। ১ খনন। খন কর্ম্মণি ক্ত। ২ পুষ্করিণী, পুকুর। (ত্রি) ৩ যাহা খনন করা হইয়াছে। "খাতখুরৈর্মুদ্গভুজাম্।" (মাঘ) (পুং) ৪ কূপ। (নিঘণ্টু ৩।২৩)

খাতক (ক্লী) খাত সংজ্ঞায়াং কন্। ১ খাই, পরিখা। (হেম) (পুং) ২ অধমর্ণ, ঋণী।

"উত্তমর্ণো ধনস্বামী অধমর্ণস্তু খাতকঃ।" (গোয়ীচন্দ্র)

৩ যে শত্রুপক্ষীয় সৈন্য বিদারণ করিতে পারে।

"খাতকব্যূহতত্ত্বজ্ঞং বলহর্ষণকোবিদম্।"

(ভারত, শান্তি, ১২৮ অঃ)

'খাতকাঃ পরসৈন্যবিদারকাঃ'—নীলকণ্ঠ।

খাতভূ (স্ত্রী) খাতযুক্তা ভূঃ। ১ পরিখা। ২ প্রতিকূপ।

খাতব্যবহার (পুং) খাতস্য পুষ্করিণ্যাদেঃ ব্যবহারঃ দৈর্ঘ্য-বিস্তারবেধাদিভিরিয়ত্তা নির্ণয়ঃ ৬তৎ। গণিতবিশেষ, পুষ্করিণী প্রভৃতির দৈর্ঘ্য-বিস্তার ও বেধ দ্বারা পরিমাণ নির্ণয়। লীলাবতীতে খাতব্যবহার-প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

যে গণিত দ্বারা খাতের পরিমাণ নির্ণয় হইয়া থাকে, তাহাকে খাতব্যবহার বলে। ক্ষেত্রের স্থায় খাতও চতুরস্র, ত্র্যস্র ও বৃত্ত প্রভৃতি নানাভাগে বিভক্ত। লীলাবতীর টীকাকার মুনীশ্বর গণক ইহাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বিষম ও সম। খাতের উপরিভাগের নাম মুখ এবং অধস্তনভাগকে তল বলে। যে খাতের মুখের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার তলের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের সমান, তাহাকে সমখাত এবং যাহার মুখের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার তলের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের সমান নহে, তাহাকে বিষমখাত বলা যাইতে পারে। খাতের গাম্ভীর্য্যকে বেধ কহে। যে খাতের সকল স্থানের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ সমান নহে। তাহার সমমিতি করিয়া পরে প্রক্রিয়া করিতে হয়। লীলাবতীতে সমমিতি করিবার উপায় এইরূপ লিখিত আছে।

খাতের যে কয়টী স্থানে দৈর্ঘ্যের অসমানতা দৃষ্ট হইবে সেই কয়টা স্থান সূত্রদ্বারা মাপ করিয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার যোগফলকে স্থান সংখ্যা অর্থাৎ যে কয়টা স্থান হইতে মাপ লওয়া হইয়াছে, তাহার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সেই খাতের দৈর্ঘ্যের সমমিতি জানিবে। এই প্রকার বিস্তার এবং বেধের অসমানতা হইলে তাহাদেরও সমমিত করিয়া লইতে হয়।

উদাহরণ—যে খাতের দৈর্ঘ্য ৩ স্থানে যথাক্রমে ১২, ১১ ও ১০ হাত, বিস্তার ৩ স্থানে ৭, ৬ ও ৫ হাত এবং বেধ ৩ স্থানে ৪, ৩ ও ২ হাত তাহার সমমিতি কর।

১২
৪ ১১ ৪
৩ ১০ ৩
২ ২
৭ ৬ ৫ ৫ ৬ ৭
২ ২
৩ ১০ ৩
৪ ১১ ৪
১২
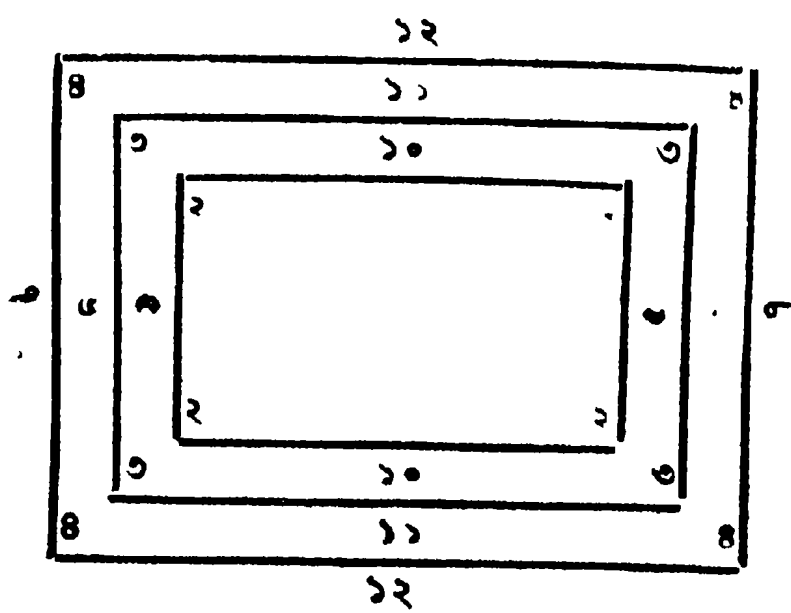
প্রক্রিয়া—স্থানত্রয়ের দৈর্ঘ্য ১২, ১১ ও ১০এর যোগফল ৩৩কে স্থান সংখ্যা ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ১১; অতএব ঐ খাতের দৈর্ঘ্যের সমমিতি হইল ১১। এই প্রকার স্থানত্রয়ের বিস্তার ৭, ৬ ও ৫এর যোগফল ১৮কে স্থান সংখ্যা ৩ দ্বারা ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৬; অতএব ঐ খাতের বিস্তারের সমমিতি হইল ৬। স্থানত্রয়ের বেধ ৪, ৩ ও ২এর যোগফল ৯কে স্থান সংখ্যা ৩ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ হইবে ৩; অতএব বেধের সমিতি হইল ৩। সমমিতি করিলে ঐ খাতটীর এইরূপ আকার হয়।

১১
৩
৬ সমমিতি ৬
১১
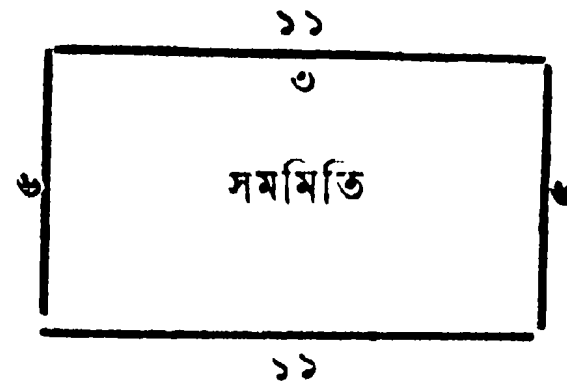
খাতফল নির্ণয় করিবার উপায়। খাতের ক্ষেত্রফলকে বেধ দ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহা খাতের ঘন ফল জানিবে।

উদাহরণ—প্রদর্শিত খাতের ফল স্থির কর।

প্রক্রিয়া—প্রদর্শিত খাতের সমমিতি করিলে যে আয়তক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে তাহার ক্ষেত্রফল হইল ৬৬, ইহাকে বেধের সমমিতি ৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইবে ১৯৮, অতএব ঐ খাতের ফল হইল ১৯৮ ঘনহস্ত। [ঘনহস্ত দেখ।]

বিষমখাতের ফল নির্ণয় করিবার নিয়ম।—

মুখের ক্ষেত্রফল, তলের ক্ষেত্রফল এবং যুতিজক্ষেত্রফল (মুখের দৈর্ঘ্য ও তলের দৈর্ঘ্যের যোগফলকে দৈর্ঘ্য কল্পনা করিয়া মুখের বিস্তার ও তলের বিস্তারের যোগফলকে বিস্তার মানিয়া প্রক্রিয়া করিলে যে ফল হইবে, তাহাকে যুতিজ-ক্ষেত্রফল কহে) এই তিনটী ক্ষেত্রফলকে যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাকে ৬ দ্বারা ভাগ করিবে। যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে সমক্ষেত্রফল বলা যায়। সমক্ষেত্রফলকে বেধদ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাই ঐ খাতের ঘনফল জানিবে।

উদাহরণ।—যে বিষম খাতের মুখের বিস্তার ১০ ও দৈর্ঘ্য ১২ এবং তলের বিস্তার ৫, দৈর্ঘ্য ৬, ও বেধ ৭, তাহার ঘনফল স্থির কর।

১২
৬
৭
১০ ৫ বিষম খাত ৫ ১০
৬
১২
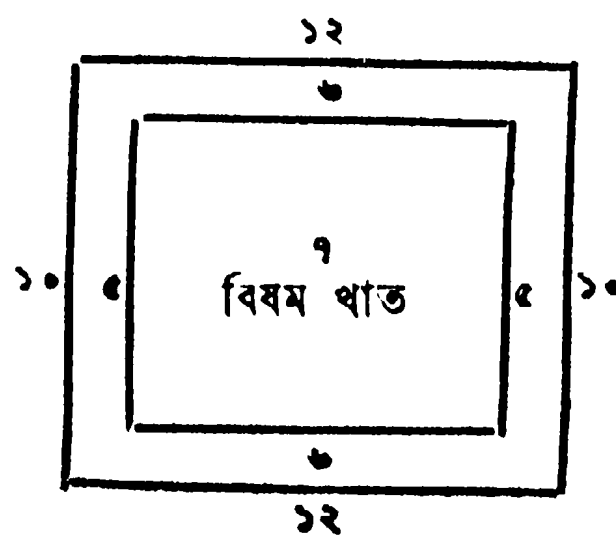
প্রক্রিয়া—মুখের ক্ষেত্রফল ১২০, তলের ক্ষেত্রফল ৩০, মুখের দৈর্ঘ্য ১২ ও তলের দৈর্ঘ্য ৬, উভয়ের যোগফল ১৮,

মুখের বিস্তার ১০ ও তলের বিস্তার ৫ উভয়ের যোগফল ১৫, এই দুইটীকে যথাক্রমে দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কল্পনা করিলে বৃত্তিজ ক্ষেত্রফল হইল, ২৭০, ইহাদের যোগফল (১২০+৩০+২৭০=৪২০) ৪২০ ; উহাকে ৬ দ্বারা ভাগ করিলে সমক্ষেত্র ফল হইল ৭০, ইহাকে বেধ ৭ দিয়া পূরণ করিলে ফল হইল ৪৯০ ; অতএব ঐ খাতের পরিমাণ হইল ৪৯০ ঘনহস্ত। বাপী, পুষ্করিণী প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় প্রায়শ এই নিয়মে হইয়া থাকে, কারণ উহার মুখ ও তল সমান নহে।

সমভুজ সমখাতের উদাহরণ। যে খাতে দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ১২, বিস্তার ১২ ও বেধ ৯ তাহার ঘনফল কত ?

১২

১২ ৯ ১২

১২
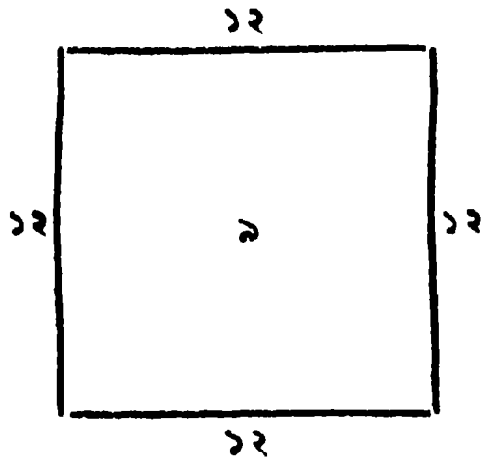
প্রক্রিয়া—ক্ষেত্রফল ১৪৪কে বেধ ৯ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইল ১২৯৬ ঘনহস্ত। বৃত্তখাতের উদাহরণ—যে বৃত্তখাতের ব্যাস ১০ ও বেধ ৫ তাহার ফল স্থির কর।

ব্যাস ১০
বেধ ৫

প্রক্রিয়া—বৃত্তক্ষেত্রের নিয়মানুসারে প্রক্রিয়া করিলে সূক্ষ্ম পরিধি হইল $\frac{৩৯২৭}{১২৫}$ এবং সূক্ষ্ম ক্ষেত্রফল হইল $\frac{৩৯২৭}{৫০}$ ইহাকে বেধ ৫ দ্বারা গুণ করিলে ক্ষেত্রের ফল হইল $\frac{৩৯২৭}{১০}$ যে খাতের মুখ হইতে ক্রমে অল্প হইয়া তলে একেবারে ক্ষেত্রের অভাব হয়, তাহাকে সূচীখাত বলে। ঐ খাতটীকে সমখাত কল্পনা করিলে যাহা ফল হইবে, তাহার $\frac{১}{৩}$ অংশই সূচীখাতের ফল জানিবে।

উদাহরণ।—যে সূচীখাতে দৈর্ঘ্য ১১, বিস্তার ১২, বেধ ৯, তাহার ফল কত ?

ক্ষেত্র পূর্ব্বেই সমখাতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রক্রিয়া—ঐ সমখাতের ফল ১২৯৬কে ৩ দিয়া ভাগ দিলে ফল হয় ৪৩২ ; অতএব সূচীখাতেরও ফল হইল ৪৩২।

যে বৃত্তাকার সূচীখাতের ব্যাস ১০ ও বেধ ৫ তাহার ফল কত ?

পূর্ব্বপ্রদর্শিত সমবৃত্তখাতের ক্ষেত্রফল $\frac{৩৯২৭}{১০}$কে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হইল $\frac{১৩০৯}{১০}$; অতএব সূচীখাতের ফল হইল $\frac{১৩০৯}{১০}$। (লীলাবতী—খাতব্যবহার)।

খাতা (যাবনিক) ১ একত্রবদ্ধ পত্রাদি, বহি। ২ হিসাব পুস্তক, যাহাতে দেনা পাওনার হিসাব রাখা হয়। ৩ সম্পত্তি।

খাতাবন্দী, খাতাদ্বারা করনির্দ্ধারণ-প্রণালী। ইহাতে কৃষকের উর্ব্বরা ও অনুর্ব্বরা ভূমির অনুপাত অনুসারে চাষ করিতে হয় অর্থাৎ একজন বিশ বিঘা উর্ব্বরা জমী চাষ করিলে তাহাকে তদনুসারে অনুর্ব্বরা জমী সমেত কর দিতে হইবেক। প্রত্যেক চাষা যত পরিমাণে উর্ব্বরা জমী চাষ করিবে, তাহাকে অনুর্ব্বরা জমীর অনুপাত অনুসারে দায়ী হওয়ার নাম খাতাবন্দী।

খাতি (স্ত্রী) খন ভাবে-ক্তিন্ আচ্চ। খনন।

খাতিক, দাক্ষিণাত্যের কসাই জাতিবিশেষ। বোম্বাই প্রদেশে বিজয়পুর ও শোলাপুর অঞ্চলে ইহাদের বসবাস। কোথাও বা ইহাদিগকে সূর্য্যবংশীলাড় বলে। সম্ভবতঃ ইহারা গুর্জ্জরের সূর্য্যবংশী জাতির শাখা, তথা হইতে এই অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবে। খাতিকের মধ্যে সূর্য্যবংশীলাড় ও সুলতানী নামে থাক বা শ্রেণী আছে। এই দুই বিভিন্ন থাকের মধ্যে পান-ভোজন বা বিবাহাদি কার্য্য চলে না।

ইহাদের মধ্যে মধ্যে বল্‌গীকর, বুজুরুকর, চেন্দুকাল, ধর্ম্মকমলা, গোবিন্দকর, প্রভুকর, রাজপুরি প্রভৃতি উপাধি আছে। বর-কন্যা এক উপাধি হইলে বিবাহ হয় না।

ইহারা সকলেই মরাঠী ভাষায় কথা কয়, তবে কেহ কেহ বা কর্ণাটী ও হিন্দী ভাষায় কথা কহিতে পারে। ইহারা ছাগল, ভেড়া, মহিষাদি জন্তু পুষিয়া থাকে। পাথর ও মাটী দিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। সকলে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে। ময়লা কাপড় কেহ পরিধান করে না।

জমিতে লাঙ্গল দিবার জন্য কৃষিজীবী খাতিকেরা গোরু ও ঘোড়া রাখে। অন্ন, রুটী, রবিশস্য ও শাক-সবজি ইহাদের প্রধান আহার। সকলেই কিছু মৎস্য ও মাংসভক্ত। ভেড়া, হরিণ, খরগোস্, ঘুঘু, মুরগী প্রভৃতি পক্ষী-মাংস খাইতেও আপত্তি নাই। আশ্বিন মাসে "মার নবমী" (দুর্গপূজার মহানবমী) তিথি এই জাতির মহাপর্ব্বের দিন। এই দিবসে অনেকেই ভবানীদেবীর পূজার্থ ভেড়া বলি দিয়া থাকে ও মহাসমাদরে মার প্রসাদী মাংস খাইয়া পরিতৃপ্ত হয়। আশ্বিন মাসে নবরাত্রে অর্থাৎ মহালয়া হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত মহা ধুমধাম হয়। শিবরাত্রি ও প্রতি একাদশীতে ইহারা দোকানপাট বন্ধ করিয়া রাখে। ভাদ্র মাসের গণেশ

চতুর্থীতে ইহারা গণেশদেবের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে। দুর্গা, ধামা, মারুতী, সিন্দুর ও অল্লা প্রভৃতি ইহাদের কুল-দেবতা। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পর্ব্বদিনে ইহারাও উপবাসাদি নিয়ম পালন করে। কোন দেবতার পূজা করিবার পূর্ব্বে খাতিকেরা স্নান করিয়া শুদ্ধাচারী হয় ও জল, চন্দন, পুষ্প, নারিকেল, সুপারি, চিনি, গুড়, ছোহারা, কর্পূর ও ধূপধূনা লইয়া পূজা করিয়া থাকে। উপরি উক্ত দেবদেবী ছাড়া ইহারা সূর্য্যদেবেরও উপাসনা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মাদকসেবী, পূজা-পার্ব্বণাদিতে আমোদের জন্য মদ, সিদ্ধি, গাঁজা, ও অহিফেন না হইলে চলে না। পুরুষেরা মাথায় টিকি রাখে। স্ত্রীলোকেরা লাল বা কাল রঙ্গের কাপড় ও অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। সধবা স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পর হইতে বরাবর "মঙ্গলসূত্র" ধারণ করে।

গরিব খাতিকের মধ্যে সকলেই ভেড়ার মাংস বিক্রয় করে, এই জন্যই ইহারা কসাইজাতি মধ্যে গণ্য। কেহবা জমিতে চাষবাসও করে। আয় অল্প বলিয়া বিবাহাদি কার্য্যের সময় ইহাদের প্রায় টাকা ধার করিতে হয়।

খাতিক স্ত্রীলোকেরা প্রসবের পর ১ পক্ষ হইতে ১৷৷০ মাস কাল আঁতুড়ঘরে থাকে। এই অবস্থায় প্রসূতিকে তাপ দিবার জন্য খাটিয়ার নীচে প্রথম ১৫ দিন গামলা করিয়া আগুণ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং গুড়, শুষ্ক নারিকেল, শুঁট, পিপুল, গঁদ্ ও শুক্‌না খেজুর প্রভৃতি গুঁড়া করিয়া মাথমের সহিত মিশাইয়া খাইতে দেয়। বাটীর বৃদ্ধাস্ত্রী ৬ষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীমাতার পূজা করে ও সেই দিনে ধাত্রীবিদায় হইয়া থাকে। অনেকের গৃহে ঐ দিবস বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় কুটুম্বাদির ভোজ হয়। ১৩শ দিনে পুত্রের নামকরণ হয় এবং সধবা স্ত্রীলোক-গণ পঞ্চশস্য মুখে লইয়া ঐ দিবস পুত্রটীকে কোলে করিতে আসে। ৩ মাস বা ৬ মাস বয়সে পুত্র বা কন্যার চূড়াকরণ হইয়া থাকে। বিবাহের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। ১ মাসের বালিকা হইতে ১৯ বৎসরের যুবতীর পর্য্যন্ত বিবাহ হয়। তবে সকলেই বাল্যবিবাহ প্রশস্ত মনে করে। কন্যা প্রথম ঋতুমতী হইলে ইহারা অশুচি বোধ করে না। প্রথম পাঁচদিন গাত্রধৌত করিয়া কন্যাকে উত্তমরূপে হরিদ্রা মাথাইয়া থাকে, ষষ্ঠদিনে স্নান করাইয়া দেওয়া হয়। পরে শুভদিন দেখিয়া তাহাকে স্বামী-সহবাস করিতে দেয়। ইহাদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে হইলে অগ্রে কন্যাকর্ত্তার মতামত জানিতে হয়। তিনি কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলে পর বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার কুল-দেবতার সম্মুখে ২টী নারিকেল, তিনপোয়া ঝুনানারিকেলের শাঁস ও ৫ সের চিনি রাখিয়া উপস্থিত স্বজাতিগণের সম্মুখে "আমার পুত্রের সহিত ইহার কন্যার বিবাহ হইবে" এইরূপ বাক্যদান করে। উপস্থিত জ্ঞাতিকুটুম্বাদিকে চিনি ও পান দিয়া বিদায় করিতে হয়। শুভদিনে বিবাহ ধার্য্য হয়। এই সময় হইতে বর ও কন্যা উভয়ে পরস্পরের বাটিতে যাওয়া-আসা করে। বরকর্ত্তাকে /৩ সের চিনি, /৪ সের শুক্‌না নারিকেলের শাঁস, ৵৹ পোয়া পোস্তদানা, ৵৹ পোয়া সুপারি ও ২০০ পান, কন্যার জন্য ৪টী কাঁচুলী, রূপার বালা ও হার এবং ১টী পোষাক দিতে হয়। পক্ষান্তরে কন্যাকর্ত্তা নিজ পুত্রীকে গৃহদেবতার সম্মুখে বসাইয়া তাহার কোলে ৫টী সুপারি, ৫টী শুক্‌না খেজুর, ৫ টুক্‌রা নারিকেলের শাঁস, ৫টী কলা ও /৫ সের চাল ঢালিয়া দেয় ও জামাতাকে ১ খানি চাদর ও ১টী পাগড়ী ও উপস্থিত লোকদিগকে পান ও চিনি বিতরণ করিয়া থাকে। দৈবজ্ঞদ্বারা বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া লয় এবং সেই দৈবজ্ঞ দুইখণ্ড কাগজে বর ও কন্যার নাম লিখিয়া বরের নামের কাগজখানি বরকর্ত্তাকে ও কন্যার নামের কাগজখানি কন্যাকর্ত্তাকে দেন। এই দুইখানি কাগজ বিবাহের সময় ন্যাকড়ায় জড়াইয়া বর ও কন্যার গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে একটা চৌকা ডোবা কাটিয়া তাহার চারিকোণে ৪টী জলপাত্র রাখিয়া সূতা দিয়া তাহার চারিপাশ ঘেরিয়া ফেলে। বরের গায়ে হলুদ মাথাইয়া ঐ ডোবার জলে স্নান করাইতে হয়। ঐ দিবস বর ও কন্যার কল্যাণার্থ পূজা হয়। বিবাহের দিন ডোবা খুঁড়িয়া বর ও কন্যাকে স্নান করাইয়া নূতন শাদা কাপড় পরিতে দেয়। বর ঘোড়ায় চড়িয়া বিবাহ করিতে যায়। বর সম্প্রদান স্থানে যাইয়া কন্যার দিকে সম্মুখ করিয়া ঝুড়ির উপর দাঁড়ায় ও কন্যা জাঁতার উপর দাঁড়াইয়া থাকে। গাত্র-হরিদ্রার সময় স্নানকালে যে সূত্র দিয়া ডোবা ঘেরা হয়, ঐ সূত্র একগাছি কন্যার বামহস্তে ও অপর একগাছি বরের দক্ষিণহস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের সময় বরকন্যার সম্মুখে একখানি কাপড়ের পর্দ্দা দেওয়া থাকে। পুরোহিতের মন্ত্র পাঠাদি শেষ হইলে তিনি ও আগত সকলেই নবদম্পতীর উপর ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে বর-কন্যা ষাঁড়ে চড়িয়া যায়। যাত্রাকালে পথে গ্রাম্য-দেবতাকে প্রণাম করিতে হয়। বর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে কন্যার মাতা নিজ কন্যাকে লইয়া বেয়ানের (বরের মাতার) হাতে সঁপিয়া দেন, বিবাহের পর তৃতীয় দিবসে কন্যার পিতা জ্ঞাতিভোজ দিয়া থাকে ও বরের পিতামাতাকে, কাপড় ও লৌকিকতার জন্য ১টী টাকা দেয়। ৫ম দিনে বরকর্ত্তাকেও ঐরূপ জ্ঞাতিভোজ ও দ্বিগুণ করিয়া মর্য্যাদার টাকা দিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু বিধবাবিবাহ চলিত নাই। মরাঠীদের মধ্যে যে সকল খাতিক বাস করে তাহারা শবদাহ করে, কিন্তু বিজয়পুরের খাতিকেরা মৃতদেহ গোর দিয়া থাকে। শব কবরস্থ করা হইলে শববাহকেরা সকলেই দুর্ব্বাঘাস হাতে করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসে এবং যে স্থানে মৃতব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল সেই স্থানের উপর ঐ দুর্ব্বা ফেলিয়া দেয়। তৃতীয় দিবসে মৃতব্যক্তির আত্মীয়েরা গোরের উপরিস্থিত প্রস্তরখণ্ডে আতপচাল, ছোলা, খেজুর, ঝুনা নারিকেল, গুড়, ভাত ও রুটী দিয়া আসে এবং যে যে ব্যক্তি গোর দিতে গিয়াছিল, তাহারা উহার উপর একটু করিয়া দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়। যদি কাক আসিয়া ঐ দ্রব্য না খায় তাহা হইলে ঐ দ্রব্য তুলিয়া গোরুকে খাইতে দেয় ও শববাহকেরা স্কন্ধে ঘৃত ও দধি রগড়াইয়া শুদ্ধ হয়। ইহাদের মধ্যে ১১ দিন পরে মৃত ব্যক্তির রৌপ্য-প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম আছে। মূর্ত্তি গড়া হইলে পরিচ্ছদে সাজাইয়া পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তির সহিত পূজাগৃহে তুলিয়া রাখে। বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়াতে নদীর তীরে কম্বল বিছাইয়া ঐ সকল মৃত প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া ধুমধামে শ্রাদ্ধ, পূজা এবং তর্পণাদি করে। যে যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়।

খাতির (আরবী) ১ সমাদর, সম্মান। ২ মনঃ, প্রাণ। ৩ অভিলাষ, ইচ্ছা।

খাতিরদার (পারসী) যাহাকে খাতির করা হয় অথবা যে খাতির করে।

খাত্র (ক্লী) খন-ট্রন্ বিচ্চ (উষিখনিভ্যাং কিং। উণ্ ৪।১৬১) ১ খনিত্র। ২ খাত। (উণাদিকোষ) ৩ দারুণ। ৪ বন। ৫ সূত্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) ৬ জলাধারবিশেষ। (উজ্জ্বলদত্ত)

খাদ (দেশজ) কাইট, ময়লা, পাইন।

খাদ (পুং) খাদ ভাবে ঘঞ্। ভক্ষণ, আহার।

খাদক (ত্রি) খাদ-ণ্বুল্। ১ ভক্ষক।

"সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ।" (মনু ৫।৫১)

২ ঋণগ্রহীতা, খাতক।

"খাদকো বিত্তহীনঃ স্যাৎ লগ্নকো বিত্তবান্ যদি।
মূলং তস্য ভবেদ্দেয়ম্" (নারদ) 'খাদকো ঋধমর্ণঃ' মিতাক্ষরা।

খাদতমোদতা (স্ত্রী) খাদত মোদত ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ। (ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ। পা ২।১।৭২) ভোজন ও হর্ষপ্রকাশ করিবার অনুমতি যে ক্রিয়ায় আছে।

খাদতবমতা (স্ত্রী) খাদত বমত ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং পূর্ব্ববৎ সমাসঃ। যে ক্রিয়াতে ভোজন ও বমনের অনুমতি আছে।

খাদন (পুং) খাদত্যনেন খাদ-করণে-ল্যুট্। ১ দন্ত। (হেম°) (ক্লী) খাদ-ভাবে ল্যুট্। ২ ভক্ষণ।

"অখানাং খাদনেনাহ মর্দ্দিনাস্মেন কেনচিৎ।" (রামা° ২।৪০।৭৫)

খাদনীয় (ত্রি) খাদ অনীয়র্। ভোজনীয়, যাহা ভোজন করিবার যোগ্য, যাহা ভোজন করা হইবে।

খাদি (ত্রি) খাদ-কর্ম্মণি-ইন্। ১ ভক্ষ্য। (পুং) ২ অলঙ্কারবিশেষ।

"অংসেষ্বা বঃ প্রপথেষু খাদয়োঽক্ষো বঃ।" (ঋক্ ১।১৬৬।৯)

"খাদয়ঃ খাদ্যানি ভক্ষ্যাণি...... খাদয়ঃ স্থিরা আভরণবিশেষাঃ" (সায়ণ।) খাদ-কর্ত্তরি ইন্ ত্রাণকর্ত্তা, ত্রাতা।

"হস্তেষু খাদিশ্চ কৃতিশ্চ সং দধে।" (ঋক্ ১।১৬৮।৩)

"হস্তেষু খাদিস্ত্রাণকশ্চ।" (সায়ণ।)

খাদিত (ত্রি) খাদ-কর্ম্মণি-ক্ত। ভক্ষিত।

"অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ং কোষ্ঠগতং নৃণাম্।"
(সুশ্রুত, ৩৪ অঃ)

খাদিতব্য (ত্রি) খাদ-তব্য। খাদনীয়, ভোজন করিবার যোগ্য।

খাদিন্ (ত্রি) খাদতি খাদ-ণিনি। ১ ভক্ষক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

"লোষ্ট্রমর্দ্দী তৃণচ্ছেদীনখখাদী চ যো নরঃ।" (মনু ৪।৭১)

২ যে শত্রুদিগকে হিংসা করে। ৩ কটকযুক্ত।

"আবো ন স্তুভিশ্চিতয়ন্ত খাদিনঃ।" (ঋক্ ২।৩৪।২)

'খাদিনঃ শত্রূণাং খাদকা যদ্বা খাদঃ কটকং তদ্যুক্তাঃ।'
(সায়ণ)

খাদিম হুসেন খাঁ, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সময়ে পূর্ণিয়ার একজন শাসনকর্ত্তা। মীরজাফর বিদ্রোহী হইলে ইনি তাঁহাকে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে দেন নাই। এজন্য মীরজাফর নবাব হইলে তাঁহার পুত্র মীরণ সসৈন্য খাদিমকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। খাদিম ভীত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে শিবির মধ্যে সেই সময়ে বজ্রাঘাতে মীরণের প্রাণ নষ্ট হয়।

খাদির (ত্রি) খাদিরস্য বিকারঃ খদির-অঞ্ (পলাশাদিভ্যো বা। পা ৪।৩।১৪১) ১ খদিরনির্ম্মিত। (পুং) খদিরস্য অবয়বঃ খদির অঞ্। ২ খদিরসার। (রাজনি°)

খাদিরক (ত্রি) খদির চাতুরর্থিক বুঞ্। (পা ৪।২।৮০) খদিরনির্বৃত্ত, যাহা হইতে উৎপন্ন হয়।

খাদিরসার (পুং) খদির-বিকারে অণ্ ততঃ কর্ম্মধা°। খদিরবৃক্ষনির্য্যাস, খয়ের। পর্য্যায়—খাদির, অদ্ভুতসার, মৎসার, রঞ্জদ, রঞ্জণ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ; কফ, বাত, ব্রণ ও কণ্ঠরোগনাশক, রুচিকর এবং দীপন। (রাজনি°)

খাদিরায়ণ (পুং স্ত্রী) খদিরস্য গোত্রাপত্যং খদির-ফঞ্ (অশ্বাদিভ্যোঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) খদির নামক ঋষির বংশোৎপন্ন।

খাদিরেয় (ত্রি) খাদিরী-ঢক্। (নদ্যাদিভ্যোঢক্। পা ৪।২।৯৭) খাদিরী হইতে উৎপন্ন।

খাদিহস্ত (ত্রি) খাদিরলঙ্কারবিশেষঃ হস্তে যস্য বহুব্রী। কটকযুক্ত।

"মেষং গণং তবসং খাদিহস্তং ধুনিব্রতং মায়িনং দাতিবারং।"

(ঋক্ ৫।৫৮।২) 'খাদিহস্তং কটকহস্তং' (সায়ণ।)

খাদুক (ত্রি) খাদ-উন্ সংজ্ঞায়াং কন্। হিংসালু, হিংসা করাই যাহার স্বভাব। (হারাবলী)

খাদোঅর্ণস্ (স্ত্রী) খাদ কর্ম্মণি অসুন্ খাদঃ খাদ্যং অর্ণো জলং যস্য বহুব্রী। নদী, কূলঙ্কষা।

ধর্ব্বর্ণসো নদ্যঃ খাদো অর্ণোঃ স্থূণেব সুমিতা দৃংহতদস্তৌঃ।"

(ঋক্ ৪।৪৫।২) 'খাদো অর্ণা ভক্ষিত কুলোদকাঃ।" (সায়ণ।)

খাদ্য (ত্রি) খাদ কর্ম্মণি ণ্যৎ। ভক্ষণীয় দ্রব্য। "মাংসপ্রকারৈর্বিবিধৈঃ খাদ্যৈশ্চাপি তথা নৃপঃ।" (ভারত সভা° ৪ অঃ)

খান্ (স্থান শব্দজ) ১ স্থান। বস্তুনির্দ্দেশ, দ্রব্যের সংখ্যামাত্র। (খণ্ডশব্দজ) ৩ খণ্ড।

খান (ক্লী) খৈ ধাতুনাং অনেকার্থত্বাৎ ভক্ষণে ভাবে ল্যুট্। ১ ভোজন, খাওয়া, হিন্দীতে খানা বলে। "খানে পানেচ দাতব্যং" (দত্তাত্রেয়তন্ত্র) খৈ-ভাবে ল্যুট্। খনন। ৩ হিংসন।

খানক (ত্রি) খন-ণ্বুল্। খনক, যে খনন করে।

"ব্যাধান্ শাকুনিকান্ গোপান্ কৈবর্ত্তান্ মূলখানকান্।" (মনু)

খানকী (পারসী) বারবিলাসিনী, বেশ্যা।

খানকীখোর (পারসী) বেশ্যার প্রেমে অতিশয় আসক্ত।

খানকীটোলা (পারসী) বেশ্যাপল্লী, যে পাড়ায় খানকীরা বাস করে।

খানকীপনা (পারসী) বেশ্যার ভাব, বেশ্যার ন্যায় হাব-ভাব প্রকাশ করা।

খানকীবাজ (পারসী) যে সর্ব্বদা বেশ্যা লইয়া আমোদ-প্রমোদ করে।

খানকীবাজী (পারসী) বেশ্যা লইয়া আমোদ-প্রমোদ।

খানকীমি (পারসী) খানকীপনা।

খানপান (ক্লী) ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ খৈ ভক্ষণে ল্যুট্ খানং পা পানে ল্যুট্ পানং খানঞ্চ পানঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ। ভোজন এবং পান, হিন্দীতে খানাপিনা বলে।

"সদ্ভাবে নহি তুষ্যন্তি দেবাঃ সৎপুরুষা দ্বিজাঃ।

ইতরে খানপানেন বাক্‌প্রদানেন পণ্ডিতাঃ।" (গারুড় ১০৯ অঃ)

খানা (খন ধাতুজ) ১ গর্ত্ত, হ্রদ। (খণ্ড শব্দজ) ২ খণ্ড। (পারসী) ৩ ভোজ। (পারসীজ) বাড়ী।

খানাজাদ্ (পারসী) ১ যে গৃহে জন্মে, চাকর। ২ যাহা বাড়ীতে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

খানি (স্ত্রী) খনিরেব পৃষোদরাদিবৎ বৃদ্ধিঃ। ১ স্বর্ণাদির উৎপাত্তস্থান, খান।

খানি (দেশজ) খণ্ড, সংখ্যা। যথা—একখানি কাপড়।

খানিক (ক্লী) খানেন খননেন নির্ব্বৃত্তং খন-ঠঞ্। কুড্যচ্ছেদ্য গর্ত্ত। (হেম) দেওয়ালের গর্ত্ত।

খানিক (ক্ষণিক শব্দজ) ১ কিয়ৎকাল। (স্থানশব্দজ) ২ কিয়দংশ।

খানিল (ত্রি) খানং খননং শিরশ্ছেদনাস্ত্যস্য খান-বাহুলকাৎ ইলচ্। সন্ধিচোর, যে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে, সিঁধেলচোর।

খানিষ্ক (পুং) মাংসবিশেষ। মাংস অস্থিহীন করিয়া সিদ্ধ করিবে, ভালরূপে সিদ্ধ হইলে প্রস্তরের উপরে পেষণ করিবে, ইহাকে খানিষ্ক বলে। এই মাংস কফনাশক ও গুরু, দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পথ্য। "দীপ্তাগ্নীনাং সদাপথ্যঃ খানিষ্কঃ কফহা গুরুঃ।" (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অঃ।)

খানী (স্ত্রী) খানি বা ঙীষ্। খনি, আকর।

খানেসুমারি, (পারসী) ১ যে হিসাবে গ্রাম, বাড়ী, দোকান, জনসংখ্যা, লাঙ্গল ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট থাকে। ২ জনসংখ্যা।

খানোদক (ক্লী) খানায় পানায় উদকং যত্র বহুব্রী। নারিকেলফল। (ত্রিকাণ্ড)

খান্দেশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী বিস্তৃত জেলা। ইহার উত্তরসীমা জঙ্গলপরিবৃত সাতপুরা গিরিমালা, দক্ষিণে চান্দোর, সাতমালা বা অজন্তা পাহাড়, পূর্ব্বে কতকগুলি অনুর্ব্বর পাহাড়ে-জাম বেরার হইতে এই জেলাকে পৃথক্ করিয়াছে এবং পশ্চিমে বরদা ও সাগবারা রাজ্য। অক্ষা° ২০°১৫´ হইতে ২২°৫´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩৭´ হইতে ৭৬°২৪´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূ-পরিমাণ ৯৯৪৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় তের লক্ষ।

জেলাটী ১৬ ভাগে বিভক্ত—অমলনের, ভুসবল, চল্লিশ গাঁ, চোপ্‌দা, ধুলিয়া, এরণদোল, জম্‌নের, নন্দুরবার, নসিরাবাদ, পচোরা, পিম্পল্‌নের, সবদা, সহদা, শেরপুর, তলোদা, বীরদেব। ইহার প্রধান নগর ধুলিয়া।

তাপ্তী নদী এই জেলাকে দুই অসমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, তন্মধ্যে দক্ষিণভাগই অধিক বিস্তৃত। এই দক্ষিণভাগে গিরণানদী প্রবাহিত। এই অংশেই সুন্দর নগর, বিবিধ আম্রবন, মনোহর উদ্যান ও সুজলা সুফলা ভূমি সকল পরিশোভিত। গ্রীষ্মকাল ব্যতীত সকল সময়েই এখানকার উর্ব্বর ক্ষেত্রসমূহ নানাবিধ শস্যে পরিপূর্ণ থাকে।

ইহার উত্তরভাগ সাতপুরা পাহাড়ের দিকে ক্রমশঃ উচ্চ

হইয়াছে। মধ্য ও পূর্ব্বভাগ ঢালু ও অনুর্ব্বর উত্তর ও পশ্চিমভাগ জঙ্গলময়, এই অংশে পার্ব্বতীয় ভীলজাতির বাস।

এখানে কএকটী গিরিশ্রেণী আছে, উত্তরে তাপ্তী ও নর্ম্মদানদীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাতপুরাপাহাড় অবস্থিত, ইহার পঞ্চপাণ্ডব (২০০০ হাত উচ্চ) ও তুরণমাল (২৫০০ হাত উচ্চ) নামে শৃঙ্গ আছে। দক্ষিণে সাতমালা বা অজন্তা পাহাড় নিজামরাজ্য হইতে খান্দেশকে পৃথক্ করিয়াছে। পশ্চিমে গুজরাট ও খান্দেশের মধ্যস্থলে সহ্যাদ্রি, দক্ষিণপূর্ব্বে হাতি, খান্দেশ ও নাসিকের মধ্যে গালনা ও অবা পাহাড়।

খান্দেশে চোলা, গম, সর্ষিষা, মসিনা, কার্পাস ও কাঙ্গনী প্রচুর উৎপন্ন হয়। কাঙ্গনীই এখানকার লোকের নিত্য আহার্য্য। নীল ও অহিফেন এখানে বেশ জন্মে। তবে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে আফিমের কারখানা উঠিয়া যাওয়ায় এখন আর অহিফেনের চাষ হয় না।

খান্দেশে যেমন সকল শস্যফলমূলাদি উৎপন্ন হয়, সেরূপ এখানে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় না, স্থানে স্থানে লৌহের আকরের নিদর্শন আছে মাত্র। তবে এখানকার বনে নানাপ্রকার বাঘ, চিতা, নেকড়ে, ভল্লুক, লিন্‌কস্, বাইসন, মহিষ, শাম্বর হরিণ, নীলগাই, চিত্রমৃগ, কৃষ্ণসার, এণ ও চতুর্শৃঙ্গ হরিণ বাস করে।

এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় তেরলক্ষ, তন্মধ্যে শতকরা ৭৫ জন হিন্দু, শতকরা প্রায় ১৬ জন ভীল ও প্রায় ১৪ জন মুসলমান, বাকি জৈন, খৃষ্টান, পারসী, য়িহুদী, শিখ, বৌদ্ধ ও অপরাপর জাতি। হিন্দুর মধ্যে রাজপুত ও ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

এখানে অল্প বন্যায় নদীর জল বাঁধ ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়ে। তন্মধ্যে ১৮২২, ১৮২৯, ১৮৩৭, ১৮৭২, ১৮৭৫ ও ১৮৭৬ সালের বন্যা বড় সহজ নহে। ১৮২২ সালের তাপ্তী নদীর প্রবল বন্যায় এককালে ৩৫ খানি গ্রাম ধ্বংস হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর যে বন্যা হয়, তাহাতে ১৫২ খানি গ্রাম নষ্ট ও প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়।

এখানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিন ঋতুই প্রবল। কার্ত্তিক হইতে মাঘ পর্য্যন্ত এই চারিমাস শীত, ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম ও আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বর্ষা। গ্রীষ্মকালে যেমন বেশী গরম, আবার বর্ষাকালে তেমনি অধিক বৃষ্টি হয়, গড়পড়তা ২১ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। এখানে গ্রীষ্মকাল স্বাস্থ্যকর, কিন্তু শীতকাল তেমন নয়, এই সময় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

ইতিহাস—পূর্ব্বকালে এই স্থান বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কেহ কেহ এই বিস্তৃত ভূভাগকেই দণ্ডকারণ্য বলিয়া অনুমান করেন। [দণ্ডক দেখ।]

প্রবাদ এইরূপ, এখানকার তুরণমালের রাজা কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। আবার কেহ বলেন, এখানকার পঞ্চপাণ্ডব নামক গিরিশৈলে পাণ্ডুনন্দনগণ কিছুকাল আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

খান্দেশ হইতে ১৫০ পূঃ পূর্ব্বাব্দে খোদিত একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাণোক্ত অন্ধ্রভৃত্যরাজগণ এখানে বহুদিন রাজত্ব করেন, তৎপরে শাহীবাজগণ, এখানকার অধিপতি হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীতে এ অঞ্চল প্রবল প্রতাপ চালুক্যরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

যখন আলাউদ্দীন্ দক্ষিণাপথে দেখা দেন, তৎকালে দেবগিরির যাদবরাজগণের অধীনে একজন মহামণ্ডলেশ্বর খান্দেশ রাজ্য শাসন করিতেন।

১৩২৩ হইতে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান বেরারের শাসনকর্ত্তার শাসনাধীনে ছিল। ১৩৭০ হইতে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের প্রিয় আরবজাতীয় ফরুখিগণ এখানে আসিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে অকবর স্বয়ং খান্দেশ জয় করিতে আসেন। তিনি আসিরগড় দখল করিয়া তখনকার শাসনকর্ত্তা বাহাদুরখাঁকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রে পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে খান্দেশ দিল্লীপতির শাসনদখলে আসিল। অকবর প্রিয়পুত্র দানিয়েলের নামানুসারে ইহার 'দান্দেশ' নাম দিলেন। যে স্থান বহুদিন হইতে সমৃদ্ধিশালী ও বহু জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এই সময় হইতে তাহার ভগ্নদশা ঘটিল।

পূর্ব্বে যেখানে পাঁচশত অশ্বারোহী ও ছয় হাজার পদাতিক সুসজ্জিত থাকিত ও ২০ লক্ষের অধিক টাকা আয় ছিল। দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতানিবন্ধন যেখানকার প্রজাগণকে কখন কষ্ট পাইতে হয় নাই। মোগলের অধীনে তাহার (১৬০০-১৭৬০খৃঃ) ব্যতিক্রম হইল। প্রজাগণের সুখস্বচ্ছন্দতা অন্তর্হিত হইল। বাহ্য ও অন্তর্বিপ্লবে খান্দেশে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এই সময় চোর-ডাকাতের উৎপাতে সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ধনী ও বণিকেরা নিরাপদে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। নগর হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে পথে অনেক লোকজন সঙ্গে থাকিলেও ডাকাতেরা সদলে আসিয়া পথিকদিগকে আক্রমণ করিত। কাহাকেও স্থানান্তরে যাইতে হইলে শাসনকর্ত্তাকে জানাইয়া তাহার নিকট হইতে লোকজনের সাহায্য লইতে হইত।

এই উৎপাতে ও অত্যাচারে অধিকাংশ লোকই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে একদিকে দারুণ দুর্ভিক্ষ, অপরদিকে ভয়ানক যুদ্ধের আয়োজনে খান্দেশ এককালে শ্রীহীন হইয়া পড়িল। দিল্লী হইতে ক্রমাগত সৈন্য আসিতে লাগিল।

সম্রাট্ শাহজহান্ স্বয়ং সসৈন্যে আসিয়া দেশটী ছারখার করিতে লাগিলেন। স্থানীয় সর্দ্দারগণ উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। আবার এই সময়ে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা দেশ উৎপন্ন ও নগরাদি ধ্বংস করিবার জন্য ছাব্বিশ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। প্রজাবৃন্দের দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। অন্নের জন্য চারিদিকে হাহাকার উঠিল। একমুষ্টি অন্নের জন্য কত শত লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। শুনা যায়, এই দারুণ দুঃসময়ে পেটের জ্বালায় পিতা হইয়া সন্তানের মাংস আহার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই! মৃতদেহে পথ-ঘাট আচ্ছাদিত হইল, সহস্র সহস্র লোক প্রাণের দায়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে খান্দেশে তোডরমলের জমা প্রচলিত হয়, তাহাতে অধিবাসীবৃন্দের কতকটা সুবিধা হইল। ক্রমে ক্রমে অত্যাচার কমিতে লাগিল। প্রজাগণ শান্ত হইল। বণিকগণ খান্দেশের পথ দিয়া সুরাট বন্দরে যাইতে আরম্ভ করিল। ইহাই আবার ভাবী সমৃদ্ধির সূচনা। এই সময় বুর্হানপুর বস্ত্র ব্যবসায়ের জন্য একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান হইয়া পড়িল। কিন্তু এ সুখ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। দক্ষিণা-পথে মহারাষ্ট্রের রণভেরী বাজিয়া উঠিল। মোগল-রাজলক্ষ্মী বিচলিত হইলেন।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র বীরগণ আসিরগড় আক্রমণ করিলেন। মোগলসৈন্য পরাস্ত হইল। মহারাষ্ট্রীরা খান্দেশ অধিকার করিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিবজীর বংশধর-গণের অধিকারে ছিল। তৎপরে পেশবার অধঃপতনে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হইল।

খান্‌খান্ (খণ্ড খণ্ড শব্দজ) খণ্ড খণ্ড, টুকরা টুকরা।

খান্‌সামা (পারসী) নিকৃষ্ট চাকর, সেবক।

খান্‌সামাগিরী (পারসী) সেবকের কার্য্য।

খান্য [বৈ] (ত্রি) খন-ণ্যৎ (পা ৩।১।১২৩) খনন করা যায়, খননযোগ্য। "যত্তত্র খান্যং স্যাৎ তেন জীবেৎ।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ৮।২।১৪)

খাপ (দেশজ) অসিকোষ, খড়্গাধার।

খাপগা (স্ত্রী) খস্য আকাশস্য আপগা ৬তৎ। গঙ্গা। (হেম°)

খাপ্‌রা (খর্পর শব্দজ) খোলা।

খাফা (আরবী) ক্রুদ্ধ।

খাব্‌রা (খর্পর শব্দজ) খাপ্‌রা।

খাবরি (দেশজ) ১ কপাল, মাথার খুলি। ২ বড় গোলাকার পাত্র।

খাবল (দেশজ) হস্তপূর্ণ, একমুঠায় যত ধরে।

খাবার (খাদ্যশব্দজ) খাদ্য, খাওয়ার জন্য যাহা প্রস্তুত হয়।

খাবি (দেশজ) ১ জলে ডুবিবার সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে জলপান। ২ মৃত্যুর সময় শেষ হাঁফ।

খাম্ (দেশজ) ১ নানারূপ বিকট শব্দ। (পারসী) ২ পত্রের আচ্ছাদন, লেপাফা। (স্তম্ভশব্দজ) ৩ স্তম্ভ, খাম্বা।

খামআলু (দেশজ) একপ্রকার দেশীয় আলু। (Dioscorea alata)

খামখেয়াল (পারসী) আপনার ইচ্ছানুসারে চলা। স্থানে স্থানে খাম্‌খেয়ালীও বলিয়া থাকে।

খামাখা (পারসী) হঠাৎ, অকারণ, অকস্মাৎ। চলিত কথায় খামাখা লিখিত হইয়া থাকে।

খামাচ (দেশজ) লতাভেদ। (Carpopogon nivoves)

খামার (হিন্দী) ১ জমিদারী বন্দোবস্তবিশেষ। ইহাতে জমির খাজনা টাকায় না দিয়া জাতদ্রব্যের ভাগ জমিদারকে খাজনাস্বরূপে দিতে হয়। ২ জমিদারীর মধ্যস্থ পতিত জমি, যাহা জমিদার নিজ দখলে রাখেন ও চাষবাস করিয়া উপসত্বাদি ভোগ করেন এবং উৎপন্ন ধান্যাদির অংশ লইয়া ঐ জমি প্রজাগণের মধ্যে বিলি করেন। ৩ যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে নীলকরেরা কুঠীর খরচে যে প্রথায় নীল চাষ করিয়া লয়। ৪ যে স্থানে শস্যাদি আছড়াইয়া খোলা হইতে বাহির হয়।

খামারিয়া (দেশজ) খামারসম্বন্ধীয়।

খামালু (দেশজ) আলুবিশেষ, খামআলু।

খাম্‌চা (আরবী) চিম্‌টী কাটা।

খাম্‌চানি, চিম্‌টী কাটা।

খাম্বা (হিন্দী) স্তম্ভ, খাম।

খাম্বাজ, রাগবিশেষ। দীপকের পুত্র। ভৈরব, মালকোষ ও বেলাবলী যোগে উৎপন্ন সম্পূর্ণ রাগ। গান্ধার বাদী পঞ্চম সংবাদী। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

খাম্বাবতী (স্ত্রী) মালকোষের পত্নী। মালশ্রী ও বেহাগড়া যোগে উৎপন্ন। ইহার স্বরগ্রাম—

নি ধ নি নি সা ঋ গ ম ০। (সঙ্গীত°)

খার (পুং) খং অবকাশং আদিকোন খচ্ছতি খ অণ্ উপপদ সমাসঃ। খারী পরিমাণ।

খারই, মৎস্য রাখিবার পাত্রবিশেষ। ইহা বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়া প্রস্তুত করা হয়।

খারা (হিন্দী) ১ সোজা, সরল, অকপট। ২ দর্শনমাত্র দেয়।

খারাই (দেশজ) খাড়াই, উচ্চতা, সোজা।

খারনাদি (পুং স্ত্রী) খরনাদিনঃ অপত্যং খরনাদিন্‌ ইঞ্‌ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) খরনাদীর অপত্য।

খারপায়ণ (পুং স্ত্রী) খরপস্য অপত্যং খরপ-ফক্‌ (নড়াদিভ্যঃ ফক্‌। পা ৪।১।৯৯ খরপের অপত্য।

খারাগোরা, কচ্ছপ্রদেশের রণ বা জলা উষর ভূমির উপর একখানি সামান্য গ্রাম। এই স্থানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে বাদামের ন্যায় আকারে দানাদার লবণ তৈয়ারী হইয়া দেশ-বিদেশে চালান হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ঐ লবণ মণ করা ১৮/০ তের আনা লইয়া থাকেন। অক্টোবর মাসের প্রথম হইতে এপ্রিল মাসের শেষ পর্যান্ত লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে অধিবাসীরা ঐ জমিতে চাষ করে।

[লবণ দেখ।]

খারি [রী] (স্ত্রী) খং আকাশং আরৃতি আ-রা ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌ বা হ্রস্বঃ। ধান্যাদির পরিমাণবিশেষ, ১৬ দ্রোণে এক খারি হয়।

"পলঞ্চ কুড়বঃ প্রস্থ আড়কো দ্রোণ এবচ।
ধান্যমানেষু বোদ্ধব্যাঃ ক্রমশোঽমী চতুগুণাঃ।
দ্রোণৈঃ ষোড়শভিঃ খারী বিংশত্যা কুম্ভ উচ্যতে।"
(হেমাদ্রি—দানখণ্ড)

খারিজ (আরবী) বাদ দেওয়া।

খারিজদাখিল (আরবী) এক প্রজার জমীর জমা অপর প্রজা লইলে একের জমা খারিজ হইয়া অন্যের নাম দাখিল হয়, তাহাকে খারিজদাখিল কহে।

খারিজা তালুক, যে তালুক রাজকীয় তৌজীতে জমিদারী হইতে পৃথক্‌ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

খারিজা তালুকদার খারিজা তালুকের সত্বাধিকারী, যাহার খারিজাতালুক আছে।

খারিন্ধম (ত্রি) খারীং ধমতি-খারী-ধ্মা-খশ্‌ (ঘটীখারীখরী-মুপসঙ্খ্যানং। পা ৩।২।৩০ বার্ত্তিক) হ্রস্বঃ মুমাদেশশ্চ। শস্যপরিমাণকারক, কয়াল, খারীধ্মায়ক।

খারিন্ধয় (ত্রি) খারীং ধয়তি খারী-ধা-খশ্‌ হ্রস্বঃ মুমাগমশ্চ। যে খারী পরিমিত পান করে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্‌ হইয়া খারিন্ধয়ী রূপ হয়।

খারিফ (হিন্দী) ১ শরৎকাল। ২ শরৎকালে উৎপন্ন শস্য। ৩ বর্ষার পূর্ব্বে যে শস্যবীজ বোনা হয় ও বর্ষার পরে রোয়া হয়।

খারম্পচ (ত্রি) খারীং খারী পরিমিতধান্যাদিকং পচতি খারী-পচ-খশ্‌ (পরিমাণে পচঃ। পা ৩।২।৩৩) হ্রস্বঃ মুমাদেশশ্চ। যে খারী পরিমিত ধান্যাদি পাক করে। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্‌ হয়।

খারীক (ত্রি) খারাং খারীবাপমর্হতি খারী-ঈকন্‌ (খার্য্যা ঈকন্‌। পা ৫।১।৩৩; 'কেবলায়াশ্চেতি বক্তব্যং' বার্ত্তিক) ১ খারীক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে খারীপরিমিত ধান্যাদি বপন করা যাইতে পারে। ২ খারী পরিমিত ধান্যাদি দ্বারা ক্রীত।

খারী-বাপ (ত্রি) খারী তৎপরিমিতং ধান্যং উপ্যতে অত্র বপ্‌-আধারে ঘঞ্‌। ১ খারী পরিমিত ধান্যাদি বপন করিবার যোগ্য। খারীং বপতি বপ কর্ত্তরি অণ্‌ উপপদসং। ২ যে খারী পরিমিত ধান্য বপন করে। সিদ্ধান্তকৌমুদীর মতে খারীবাপ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্‌ হয়। মুগ্ধবোধ মতে উহার উত্তর ঙীপ্‌ হইয়া খারীবাপী হয়।

খারেপথার, পুণা জেলার পুরন্দর গিরিদুর্গের ১৪ মাইল পূর্ব্বে জেজুর নামক গ্রামের নিকটস্থ পর্ব্বতের একটী অধিত্যকা। ইহার উপর বহুকালের প্রাচীন খণ্ডোবাদেবের মন্দির আছে, লোকে ভক্তির সহিত এই খণ্ডোবাদেবের পূজা করিয়া থাকে। পুণাবাসীদের বিশ্বাস যে, ইনি খড়্গহস্তে সকলকে রক্ষা করেন। এই খণ্ডোবামূর্ত্তির পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী মালসাবাইর প্রতিমূর্ত্তি আছে।

খারোদ, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার শ্রীহরিনারায়ণ নগরের ৩ মাইল উত্তরে একখানি গণ্ডগ্রাম। এই স্থানে লক্ষণেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। মন্দিরটী উচ্চ চত্বরের উপর গাথা। ইহার মধ্যে ৯৩৩ চেদি সম্বতের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, রত্নপুরের রাজা তাম্রধ্বজের ভ্রাতা অশ্বধ্বজ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই স্থানে অনেক মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী মন্দিরে আদিত্যদেব ৭টী ঘোড়ার উপর চড়িয়া বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরগুলি ইট্‌ ও পাথর দিয়া নির্ম্মিত। প্রবাদ আছে—রাবণের ভ্রাতা খর ও দূষণ এইখানে বাস করিতেন এবং উহাদের নাম হইতেই খারোদ নামের উৎপত্তি।

খার্কার (পুং) খরস্য ইদং খর-অণ্‌ খারং করোতি প্রকাশয়তি খার কৃ-অণ্‌-পৃষোদরাদিবৎ অকারলোপে সাধুঃ। গর্দ্দভ জাতির শব্দ, গাধার ডাক।

"খরাশ্চ কর্কশৈঃ ক্ষত্তঃ খুরৈর্ন্নিঘ্নন্তো ধরাতলম্‌।
খার্কাররভসামত্তাঃ পর্য্যধাবন্‌ বরূথশঃ॥" (ভাগবত ৩।১৭।১১)
'খার্কারঃ গর্দ্দভজাতিশব্দঃ' শ্রীধর।

খার্জুরকর্ণ (পুং স্ত্রী) খর্জুরকর্ণস্যাপত্যং খর্জুরকর্ণ-অণ্‌ (শিবাদিভ্যোঽণ্‌। পা ৪।১।১১২) খর্জুরকর্ণ ঋষির অপত্য।

খার্জ্জুর (ক্লী) খর্জ্জুরস্যেদং খর্জ্জুর-অণ্। ১ মদ্যবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পানস, পক্ব খর্জ্জুর, আদা ও সোমলতার রস মিশ্রিত করিয়া মদ্যপাকপ্রণালীতে পাক করিলে যে মদ্য প্রস্তুত হইবে, তাহাকেই খার্জ্জুর মদ্য বলে। (বৈদ্যক) ২ খর্জ্জুর রস হইতে উৎপন্ন মদ, খেজুর রসের মদ। ইহার গুণ বাত-কোপকারী এবং প্রায় মাধ্বীক মদের তুল্য। ঐ মদ ভালরূপ পরিষ্কার হইলে রুচিকর, কফঘ্ন, কর্ষণ, লঘু, কষায়, হৃদ্য, সুগন্ধি ও ইন্দ্রিয়শোধনকারক। (সুশ্রুত)

খার্জ্জুরায়ণ (পুং স্ত্রী) খর্জ্জুরস্য গোত্রাপত্যং খর্জ্জুর-ফক্। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) খর্জ্জুর নামক ঋষির গোত্রাপত্য।

খার্বুজেয় (ত্রি) খর্বুজস্যেদং খর্বুজ-ঢক্। ১ খর্বুজসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ২ রসালবিশেষ।

"মধুরদধনি মধ্যে শর্করাং সন্নিযোজ্য
শুচি বিদলিতখণ্ডং প্রক্ষিপেৎ খার্বুজেয়ম্।" (ভাবপ্রকাশ)

খাল (দেশজ) খাত, পয়ঃপ্রণালী, উপনদী।

খালত্য (ক্লী) খলতের্ভাবঃ খলতি ষ্যঞ্। ইন্দ্রলুপ্তরোগ, টাক্।
"জরা খালত্যং পালিত্যং শরীরমনু প্রাবিশন্" (অথর্ব্ব ১১।৮।১৯)

খালা (পারসী) মাসার স্বামী, মেসো।

খালাড়ী (দেশজ) খালারী, নুনের কারখানা।

খালারী (দেশজ) লবণ প্রস্তুত করিবার স্থান।

খালাস্ (আরবী) ১ মুক্তি, মোচন। ২ প্রসব হওয়া।

খালাস্পত্র (আরবী) ১ মুক্তিপত্র, যে পত্র দেখাইয়া মুক্ত হইতে পারা যায়। ২ প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে বটপত্রে বা ভূর্জ্জপত্রে সুপ্রসব মন্ত্র লিখিয়া দেওয়া হয়, ইহাকেও খালাস্পত্র বলে।

খালাসী (আরবী খলাস্ শব্দজ) ১ যে খালাস করে, ষ্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি হইতে যাহারা মালপত্র বাহির করিয়া দেয়, চলিত কথায় সেই ভৃত্যদিগকেই খালাসী বলে। ২ যাহারা তাঁবু গাড়ে। ৩ যে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

খালি (দেশজ) ১ শূন্য, রিক্ত, যাহাতে কিছুই নাই। ২ শ্রাদ্ধাদিতে যে পাত্রে (কলার খোলায়) শ্রাদ্ধীয় অন্ন দেওয়া হয়।

খালিক (ত্রি) খল ইব খল্-ঠক্ (অঙ্গুল্যাদিভ্য ঠক্। পা ৫।৩।১০৮) খলের সদৃশ। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

খালিয়া (দেশজ) শূন্য, যাহাতে কিছুই নাই। ইহা প্রায় স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণেই ব্যবহৃত হয়।

খালিসা (আরবী) ১ রাজকীয় কার্য্যালয়, যেখানে করসংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহ হয়। ২ যে সকল জমি গবর্ণমেণ্টের খাসে আছে।

খালী (আরবী) ১ শূন্য, অযুক্ত। ২ (পারসী) মাসী। (দেশজ) ৩ কলার খোলা, যাহাতে শ্রাদ্ধপাত্র প্রস্তুত হয়। ৪ হাতপায়ে হঠাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বলতাবোধ।

খালীহাত (দেশজ) রিক্তহস্ত, হাতে টাকা পয়সা না থাকা।

খালুই (দেশজ) মৎস্যধানী, খারই।

খাল্যকায়নি (পুং স্ত্রী) খাল্যকায়া অপত্যং খল্যকা-ফিঞ্। (পা ৪।৩।১৫৪) খল্যকার অপত্য।

খাল্যায়নি (পুং স্ত্রী) খল্যা-ফিঞ্। (পা ৪।৩।১৫৪) খল্যার অপত্য।

খাল্সা, পঞ্জাববাসী শিখসম্প্রদায়। শিখসম্প্রদায় নানক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দ নানকের প্রবর্ত্তিত রীতি নীতির মধ্যে আবার সংস্কার করেন। এইরূপে শিখদিগের মধ্যে দুইটী দল হয়। কতকগুলি গোবিন্দের নবসংস্কৃত বিধানাদি অবলম্বন করে আর কতকগুলি প্রাচীন বিধানেই চলিতে থাকে। যাহারা গোবিন্দের নববিধান অবলম্বন করে, তাহারাই "খাল্সা" ও প্রাচীনেরা 'খালাসা' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই প্রভেদ এখন আর নাই। 'খাল্সা' শব্দ আরবীয় 'খালিসা' শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থ পবিত্র, খাঁটি, সুতরাং খাল্সা অর্থে পবিত্র খাঁটি বাছিয়া লওয়া লোক। শিখেরা এই শব্দের কোন দৈবরহস্যপূর্ণ অর্থ আছে বলিয়া স্বীকার করে। ইহারাও নানকের আদিগ্রন্থ মানিয়া চলে। আজকাল আর গোবিন্দের সংস্কৃত নিয়মাদির মানিবার পক্ষে তত দৃঢ়তা নাই।

খাল্সা সম্প্রদায়ের জন্য গোবিন্দ যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'পহল' অর্থাৎ অভিষেকক্রিয়াই প্রধান। এই পহলপ্রথা এখনও চলিত আছে। শিখধর্ম্মাবলম্বনের পূর্ব্বে পাত্রকে সমস্ত চুল রাখিয়া দিতে হয়, দুই একমাস পরে যখন চুল বেশ বড় বড় হয়, তখন পাত্র নীলবর্ণ পোষাক পরিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকে একখানি তরবারী, একটী বন্দুক, তীরধনু ও বর্শা দেওয়া হয়। তৎপরে গুরু ও পাত্র শর্করামিশ্রিত জলে হস্তপদাদি ধৌত করে। এই জলে শর্করামিশ্রিত করিয়া তরবারী বা বৃহৎ ছুরীকার ধারমুখ দিয়া নাড়িতে হয়। এইরূপে প্রস্তুত জলকেই 'পহল' বলে। তৎপরে আদিগ্রন্থ হইতে ৫টী শ্লোক পাঠ করান হয়। প্রতি শ্লোক এক নিশ্বাসে পড়িতে হয় ও ছুরী দিয়া সেই শর্করামিশ্রিত জল নাড়িতে হয়। তৎপরে পাত্র যোড়করে গুরু বা পুরোহিতের প্রদত্ত ঐ জল গ্রহণ করে এবং তাহা লইয়া কপালে, মাথায় ও শ্মশ্রুতে মাখিতে থাকে ও বলিতে থাকে "ওয়া গুরুজীকা খাল্সা! ওয়া গুরুজীকা ফতে" এ "ওয়া গোবিন্দ সিং আপ্ হি চেলা।" গোবিন্দ গুরু নিজে আর পাঁচজনের সহিত এই পহল প্রথায় শিখধর্ম্মে অভিষিক্ত

হন, তাঁহারা আবার পরস্পরের পদধৌত ঐ পহল-জলপান করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকেরাও অভিষেককালে এইরূপে পহল-জলেই অভিষিক্ত হয়, কেবল পহল-জল নাড়িবার সময় ছুরীর ধারমুখের বিপরীত দিক্ দিয়া নাড়িতে হয়। শিখশিশুদিগের অতি অল্প বয়সেই এই অভিষেক হইয়া থাকে।

[শিখ, রণজিৎসিংহ, পঞ্জাব প্রভৃতি দেখ।]

খাশ্মরী [কাশ্মীর দেখ।]

খাস (আরবী) স্বীয়, আপনার স্বত্ববিশিষ্ট।

খাসখামার (পারসী) যে জমির কর কেবল রাজাকে দিতে হয়।

খাসমহল (পারসী) যে মহল রাজার কর্তৃত্বাধীনে থাকে।

খাসবরদার (পারসী) আশা শোঁটাধারী রাজকর্ম্মচারী।

খাসা (আরবী) উৎকৃষ্ট, ভাল।

খাসী (আরবী) ছাগলবিশেষ, যাহার মুষ্কদ্বয় নাই। "খাসী নিমু আট কাহন।" কবিকঙ্কণ।

খাসীর (পুং) জনপদবিশেষ।

খাস্ত, ১ মন্দ, খারাপ। ২ কম, অল্প।

খাস্তা, ১ যাহা মন্দ হইয়াছে। ২ নীচতা, মন্দতা। অতি উৎকৃষ্ট, যেমন খাস্তার কচুরি।

খাসি ও জয়ন্তী পাহাড়, আসামের চিফ্ কমিসনরের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৫°১´ হইতে ২৬°৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০°৪৭´ হইতে ৯২°৫২´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার ভূপরিমাণ—৬১৫৭ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ২১৬০ বর্গমাইল বৃটীশ অধিকারভুক্ত। লোকসংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ। ইহার প্রধান সহর শিলং।

খাসি ও জয়ন্তী দুই পাহাড়, ব্রহ্মপুত্র ও সুর্ম্মা নদীর অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত। এখন দুইটী একত্র একটী জেলা বলিয়া গণ্য। এই জেলার উত্তরে কামরূপ ও নওগাঁ, পূর্ব্বে নওগাঁ ও কাছাড়, দক্ষিণে শ্রীহট্ট ও পশ্চিমে গারো পাহাড়। জেলাটী আবার ৩টী প্রধান অংশে বিভক্ত—স্বাধীন খাসি পাহাড়, বৃটীশ-অধিকৃত খাসি ও জয়ন্তীপাহাড়। স্বাধীন খাসি পাহাড় সি এম্, বাহাদাদার, সর্দ্দার ও লিংদো নামে কতকগুলি অধিনায়ক দ্বারা শাসিত হয়।

বৃটীশ অধিকৃত খাসিপাহাড়ে ২৪টি পরগণা, তাহাদের নাম—জিম্মঙ্গ, লাইৎ লিঙ্কোট, লাইৎক্রো, বাইরঙ্গ বা বাহলং, লোঙ্কাদিং মাও-বে-বারকার, মাও-স্নাই, মিনতেং মওয়াম্লুহ, মাও পুস্কিত্তিরং, নোঙ্গ-জিরি, নোঙ্গলিস্কিন্, নোঙ্গবা, নোঙ্গ্রিয়াৎ, নোঙ্গ্ক্রো, স্নাম্নয়া, রামদাইৎ সাইৎসোপান, তিংরিয়াজ, তিংরোং, তিরণা, উম্নিয়া, মরবিস্নু, উতিমা।

জয়ন্তীর মধ্যে অম্‌বি, চপহক্ (কুকী), দরঙ্গ, জোবাই লংস্কুট, লংসো, লাকাদোং, মীনরিয়াং, (মিকির), মুলসোই (কুকী) মাসকুট, মীন্সাও, নোংক্লি, নোঙ্কুলুং, নোংখালোং, নরপু, নরতিয়াং, নোংবা, নোংজিঙ্গী, রল্লিয়ং রিম্বাই, সাইপুং (কুকী), সো-তিঙ্গা, শিলিঅং মীন-ভং, সাতপাথর, শংপুং এই ২৫টী পরগণা।

স্বাধীন খাসিপাহাড়ের মধ্যে সিএম্ নামক অধিনায়কদিগের অধীনে ভবাল্ বা বর্ব্বা, চেরা, খাইরিম, লংকিন্, মলাইসোহ্মৎ, মহারাম, মারিও, মাও ইওঙ্গ, মাওসিন্রাম, মিল্লিএম্, নোংসোফো, নোংখ্লৃও, নোংস্পুং, নোং স্তোইন্ এবং রামব্রাই এই ১৫টী পরগণা। বাহাদাদারগণের অধীনে শেল্লা। সর্দ্দারগণের অধীনে দ্বারা-নোং-তিরমেন্ জিরং মাওলং, মাওদোন নোংলোং এই ৫টী এবং লংদোদিগের অধীনে লন্ইওঙ্গ, মাওক্লং নোংলিবাই, মোহিওং।

খাসিপাহাড়ে তেমন জঙ্গল নাই। নদীর গতি অনুসারে এখানে পর পর অধিত্যকা। এই সকল অধিত্যকা কেবল তৃণাচ্ছাদিত, তেমন বড় বৃক্ষ নাই। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০০ হাত উচ্চে একপ্রকার দেবদারু বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। উচ্চ গিরিশৃঙ্গে কড়িকাঠের উপযোগী যথেষ্ট বৃক্ষ আছে। তবে এখানকার বন হইতে আয় হইবার সুবিধা নাই। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে নদী উপনদী আছে, ডিঙ্গী করিয়া তন্মধ্য দিয়া যাতায়াত চলে।

খাসিপাহাড়ের দক্ষিণাংশে চূণাপাথরে পরিপূর্ণ। অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানকার চূণ লইয়া বাঙ্গালার কাজ চলিতেছে। এখান হইতে প্রতিবর্ষে প্রায় তিনলক্ষটাকার চূণ রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার চেরাপুঞ্জি, লাকদোং ও লাউড় প্রভৃতিস্থানে উৎকৃষ্টলৌহ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল লৌহ সংগ্রহ করিতে ও স্থানান্তরে পাঠাইতে অনেক ব্যয় পড়ে বলিয়া, সাধারণের প্রয়োজন সাধিত হয় না। পাহাড়ের মাঝে মাঝে দানাদার অবিশুদ্ধ লৌহের আকর পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা জলস্রোত ও কয়লার সাহায্যে লৌহ শুদ্ধ করিয়া লয়। প্রাচীনকাল হইতে খাসিয়াজাতি লৌহ গলাইবার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে, বিলাতী লৌহের আমদানীতে ইহাদের ব্যবসাও একপ্রকার মাটী হইয়াছে। এখানে মৌচাক, লাক্ষা প্রভৃতি যথেষ্ট হয়। বনে হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, মহিষ, বন্য গো, এবং নানাপ্রকার হরিণ পাওয়া যায়।

এখানকার পাহাড়ে নানারকম গুহা ও গহ্বর আছে, তন্মধ্যে চেরাপুঞ্জী ও রূপনাথের গুহা বর্ণনীয়। রূপনাথে

একটা প্রকাণ্ড গহ্বর আছে, অনেকের বিশ্বাস এই গহ্বর দিয়া চীনরাজ্যে যাওয়া যায়। প্রবাদ আছে—এই গহ্বর দিয়াই চীনসৈন্য ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। ইহার নিকটে গুহামন্দির আছে, তথায় নানাবিধ হিন্দু দেব-দেবীমূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়।

কাছাড়ের সীমায় কপিলীনদী তীরে একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।

এখানে প্রধানতঃ খাসিয়া ও সন্‌তেঙ্গ্‌ নামক অসভ্য জাতির বাস। উভয় জাতি অসভ্য হইলেও উন্নতিশীল।

[খাসিয়া ও সন্‌তেঙ্গ্‌ দেখ।]

এই জেলায় প্রায় দুইলক্ষ লোকের বাস, তন্মধ্যে খাসিয়া ও সন্‌তেঙ্গ্‌ জাতির সংখ্যাই দেড়লক্ষের অধিক। এ ছাড়া প্রায় ছয়হাজার হিন্দু, দুইহাজার খৃষ্টান, পাঁচশত মুসলমান ও অল্পসংখ্যক অপরাপর জাতি আছে।

খাসি ও জয়ন্তী দুইটী মিশিয়া এখন একটী জেলা হইলেও পূর্ব্বকালে দুইটী স্বতন্ত্ররাজ্য বলিয়াই খ্যাত ছিল। খাসি পাহাড় সিএম্‌, সর্দ্দার প্রভৃতির অধীন থাকিলেও জয়ন্তী রাজ্য একজন রাজার অধীনে ছিল। [জয়ন্তী দেখ।]

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইবার পর ইংরাজ কোম্পানীর শ্রীহট্টের দিকে নজর পড়ে। তখন এ অঞ্চলে কেবল অসভ্য জাতির বসবাস ছিল, তাহাদের আচার ব্যবহার ভারতের অপর সকলজাতি হইতে পৃথক্‌। তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অপর কোন জাতির সহিত ঐক্য নয়। তাহারা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে প্রাকৃতিক মহার্ঘ্য দ্রব্যসমূহ ভোগ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া য়ুরোপীয় বণিকগণের লোভ জন্মিল। তাঁহারাও এখান হইতে চূণ ও কমলানেবু সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, কলিকাতার বাজারে "শিলেট চূণ" নাম শুনিয়া য়ুরোপীয় বণিকগণ খাসিয়া জাতির সহিত মিশিবার চেষ্টা করেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নোংখ্লও নামক স্থানের সর্দ্দার উত্তর-আসাম ও সুর্ম্মা উপত্যকার মধ্যে দিয়া যাতায়াতের রাস্তা প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি ইংরাজের সহিত একটা বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে কএকজন ইংরাজ নোংখ্লও নগরে গিয়া বাস করেন। তাঁহাদের সহিত কএকজন বাঙ্গালী ছিলেন, ইহাদের দুর্ব্ব্যবহারে খাসিয়ারা চটিয়া যায়। সেই সূত্রে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রিল, খাসিয়ারা ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ-কোম্পানীর দুইজন লেফ্‌টেনেণ্ট ও কতকগুলি সিপাহী নিহত হয়। খাসিয়াদিগের উৎপাত ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। খাসিয়াদিগকে দমন করিবার জন্য দলে দলে বৃটীশসৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু সাহসিক খাসি-জাতি সহজে বশ্যতা স্বীকার করিল না। তীরধনু মাত্র তাহাদের সম্বল। তাহারই জোরে খাসিয়ারা শত শত ইংরাজ-সৈন্য বিনাশ করিল। অনেক কষ্টের পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে খাসিয়ারা সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করে।

১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নোংখ্লও নগরে এক-জন রাজনৈতিক ইংরাজ কর্ম্মচারী ছিলেন, তৎপরে তিনি চেরাপুঞ্জীতে উঠিয়া আসেন।

জয়ন্তীপাহাড়ের লোকেরা আপনাদিগকে "পনার" বলিয়া পরিচয় দেয়, খাসিয়ারা তাহাদিগকে "সন্‌তেঙ্গ্‌" বলিয়া ডাকে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহারাও বৃটীশ প্রজা বলিয়া গণ্য। এই বর্ষে জয়ন্তীরাজ সাজেন্দ্রাসিং নওগাঁ হইতে কএকজন লোককে ধরিয়া আনাইয়া কালীমন্দিরে বলি দেন। এই দোষেই তিনি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন।

খাসিয়া (খাস) আসাম বিভাগের অন্তর্গত খাসি-পর্ব্বতবাসী জাতিবিশেষ। ইহাদের মুখ ও সর্ব্বাঙ্গের আকৃতি দেখিয়া অনেকেই মঙ্গোলিয় বা তুরাণীয়জাতির শাখা বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণমিশ্রিত পীতাভ। নাক্‌ চেপ্টা, মুখ থ্যাবড়া ও চৌকা, চক্ষু ছোট ও কাল, তারার নিকট হলদে, ঠোঁট পুরু। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বড় বড় চুল রাখে, কেবল গরিবের মাথা নেড়া করে। ইহারা তেজস্বী ও বলিষ্ঠ। স্বভাবতঃ বিনয়ী, ধীর ও হাস্যমুখী। সর্ব্বদাই পরিশ্রম করিতে ভালবাসে। ইহারা ততদূর চতুর ও শিল্পী নহে, তবে শিক্ষা পাইলে সকলপ্রকার কার্য্যই করিতে পারে। গরিব খাসিয়ারা শণের কাপড়ের হাঁটুপর্য্যন্ত লম্বা জামা পরিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত ধনীরা মস্তকে তুলা ও রেশমের পরিধেয় বস্ত্র ও চাদর ব্যবহার করে।

ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ ১৫ হইতে ১৮ বৎসরে স্ত্রীলো-কের ও ১৮ হইতে ২৩ বর্ষের মধ্যে পুরুষের বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের নিয়ম অতি সহজ। কোন কোন স্থলে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা বিবাহ স্থির করিয়া থাকেন। সম্বন্ধের পর বর নিজ বন্ধুবান্ধব কুটুম্বাদি সঙ্গে লইয়া কন্যার বাটীতে যায় ও তথায় ভোজনান্তে রাত্রিতে শুইয়া থাকে, পরদিন বর কন্যাকে বাটীতে লইয়া আসে। কন্যার সহিত তাহার কুটুম্বাদি বরের বাড়ীতে আসিয়া ঐরূপ পান ও ভোজনাদি করে। দুই দিন বরের বাড়ীতে থাকিয়া পরে নবদম্পতী কন্যার বাড়ীতে যায়। বিবাহের পর হইতে বরকে চিরজীবন

ধীরজের দুই পুত্র—গজসিংহ ও বিক্রমাদিত্য। অরঙ্গজিবের শেষাবস্থায় যখন সমস্ত রাজপুতবীর তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন, যে উদ্বেগে বৃদ্ধ বাদশাহের মৃত্যু হয়, রাজা গজসিংহ সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় নিজ পিতৃসিংহাসন অনুজকে অর্পণ করিয়া উদয়পুরে রাণা সংগ্রামসিংহের আশ্রয় লইয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের দুই পুত্র বলভদ্র ও বুধসিংহ। বলভদ্র পিতৃসিংহাসনে ও বুধসিংহ ঈশাগড় জয়গীর পান। এখনও ঈশাগড় বুধসিংহের বংশধরগণের ভোগ-দখলে আছে। রাজা বলভদ্রের পুত্র বলবন্ত সিংহ, তৎপুত্র জয়সিংহ। এই জয়সিংহের রাজ্যকালে (১৭৯০ হইতে ১৮১১ খৃঃ অঃ) মহারাষ্ট্র-সৈন্য খিচিরাজ্য আক্রমণ করে। তাহাতে জয়সিংহ ৫২ বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি বাপ্তিস্তে পাঁচহাজার অশ্বারোহী, ৮ দল পদাতি ও বিস্তর গোলাগুলি লইয়া বজরঙ্গগড় ও জয়নগর অধিকার করেন। তৎপরে তিনি রাঘবগড়ে রাজা জয়সিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বীরবর চোহানরাজ অদম্য সাহসে কিছুকাল রাজধানী রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে সাহস সে অধ্যবসায় ব্যর্থ হইল, তাঁহার কোন গৃহশত্রুর ষড়যন্ত্রে রাঘবগড় বিপক্ষ-সৈন্যের হস্তগত হইল। জয়সিংহ সোপুর জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মনোকষ্টে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রের নাম ধুকুল সিংহ। তিনি পিতৃ-রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য নানাস্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই সময় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া ১৮২০ খৃষ্টাব্দে রাজা ধুকুলসিংহকে রাঘবগড় ও বালাভট জেলার সনন্দ দেওয়াইলেন। তদবধি ঐ স্থান তাঁহার বংশধরের অধিকারে আছে। উহার আয় ১২৫০০০্ টাকা। সেই সময় হইতে ঐ স্থান গোয়ালিয়র-রাজের করদ হইল। প্রতিবর্ষে সিন্ধিয়া ১১১৩৮্ হালি টাকা কর পাইয়া থাকেন। [খিল্‌চিপুর দেখ।]

খিচিবার [খিলচিপুর দেখ।]

খিচিমিচি (দেশজ) ১ তর্কবিতর্ক। ২ অব্যক্ত শব্দ।

"আমি তো না জানি সুললিত বাণী
আজ্ঞা কর মহারাজ! খিচিমিচি কহি।" (আভাণক)

খিজাদিয়া নাগানিও, কাঠিবাড়ের আলাবা বিভাগের মধ্যবর্তী একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানে একখানি গ্রাম আছে, তাহার অধিকারী একজন। আয় প্রায় হাজার টাকা, তন্মধ্যে গাইকবাড়কে ৫২্ টাকা দিতে হয়।

খিজারিয়া, কাঠিবাড়ের গোহেলবার বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত, এক অংশ ২ বর্গমাইল, অপর অংশ ১ বর্গমাইল। প্রত্যেক অংশের আয় প্রায় আড়াই হাজার টাকা। তন্মধ্যে বরদায় গাইকবাড়কে ৩৮০্ এবং জুনাগড়ের নবাবকে ৪৭্ টাকা কর দিতে হয়।

উহা ভোলগড় হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এবং ধোলা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

খিট (দেশজ) মাছো।

খিট্‌খিট্ (দেশজ) ক্রমাগত বকা, বিরক্তিপ্রকাশ।

খিটিমিটি (দেশজ) অনভিপ্রায় বা ক্রোধসূচক মুখভঙ্গিমা।

খিড়্‌কী (খড়্কী শব্দজ) পক্ষদ্বার।

খিতাব (আরবী) পদবী, মর্য্যাদাসূচক উপাধি।

খিদা (ক্ষুধা শব্দ) ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা।

খিদির (পুং) খিদ্যতে কৃষ্ণপক্ষেণ দুঃখেন, তপসা বা, খিদ কিরচ্ (ইষিমদি-মুদি খিদীত্যাদি। উণ্ ১।৫১) ১ চন্দ্র। (উণাদিকোষ) ২ দীন। ৩ তাপস। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

খিদিরপুর, কলিকাতার দক্ষিণপার্শ্বস্থ একটী উপনগর। অক্ষা° ২২°৩১´২৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮°২১´১৮´´ পূঃ। এখানে জাহাজ-মেরামতের বৃহৎ কারখানা আছে। [কলিকাতা দেখ।]

খিদ্‌মৎ (আরবী) বশ্যতাস্বীকার, পরিচর্য্যা।

খিদ্‌মদ্‌গার (পারসী) চাকর, যে আহারের স্থানে উপস্থিত থাকে।

খিদ্যমান (ত্রি) খিদ-তাচ্ছীল্যে চানশ্। ১ খেদযুক্ত। ২ দৈন্যগ্রস্ত। ৩ উপতপ্ত।

"খিদ্যমানস্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।" (শাম্বপুরাণ)

খিদ্র (পুং) খিদ-রক্ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চিশকিক্ষিপ ক্ষুদী ত্যাদি। উণ্ ২।১৩) ১ রোগ। ২ দরিদ্র। (উজ্জ্বল) ৩ ভেদন, ভেদ করা।

"বীলম্বা পর্ব্বতানাং খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি।" (ঋক্ ৫।৮৪।১)

'খিদ্রং খেদনং ভেদনং' (সায়ণ।)

খিদ্বন্ (ত্রি) খিদ-অন্তর্ভূতণিজর্থে ক্বনিপ্। খেদকারক।

"কস্তে ভাগঃ কিং বয়ো দুধ্র খিদ্বঃ পুরুহূত।" (ঋক্ ৬।২২।৪)

'খিদ্বঃ শত্রূণাং খেদয়িতঃ' (সায়ণ।)

খিন্ন (ত্রি) খিদ-ক্ত। ১ দৈন্যযুক্ত। ২ অলস। ৩ খেদযুক্ত।

"খিন্নঃ কার্শ্যমুপেয়ুষঃ।" (মনু)

খিপ্রা, ১ সিন্ধুপ্রদেশের থর ও পারকর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। অক্ষা° ২৫°২৬ হইতে ২৬°১৪´৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯°১৪৫´´ হইতে ৭০°১৬´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে ২৮ খানি গ্রাম, ৪৮৮৬ ঘর লোকের বসতি, লোক-সংখ্যা ছাব্বিশ হাজারের অধিক। তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে স্থাপিত। পূর্ব্ব নারারধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪৯´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৯° ২৫´ পূঃ। এথানে টপ্পাদার ও মুক্তিয়ার্কারের প্রধান কাছারী, দাওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, পুলিস, ডাকঘর ও ধর্ম্মশালা আছে। এথানে প্রধানতঃ কৃষিজীবির বাস। কাপাস, পশম, নারিকেল, চিনি, তামাক ও শস্যাদির ব্যবসা আছে। কাপড়বোনা ও কাপড়ছোপান কাজও বেশ চলে।

খিমলাসা মধ্যপ্রদেশের সাগরজেলার কুরাই তহসীলের অধীন একটী নগর। সাগরসহর হইতে ২১ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ১২´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৪´ ৩০´´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় তিনহাজার ও ৭১৭ ঘর লোকের বসতি। নগরের চারিদিকে প্রায় ১৪ হাত উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। মধ্যে একটী দুর্গ, দুর্গমধ্যে দুইটী সুন্দর বাটী ও পুলিস আছে।

এখানকার "শীষামহল" অর্থাৎ কাচপ্রাসাদ নামে হিন্দু-রাজবাটী ও উচ্চ গুম্বেজযুক্ত একটী সমাধিমন্দির দেখিবার জিনিস।

শীষামহলের পূর্ব্বশ্রী আর নাই বটে, কিন্তু এখনও দ্বিতল ও ত্রিতলের গৃহগুলি দর্পণমণ্ডিত।

পূর্ব্বে এই নগর দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিল, কিন্তু ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান পন্নারাজের মৃত্যু হইলে পেশবার প্রতিনিধি এখানকার দুর্গ অধিকার করিয়া বসেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সাগর জেলার সহিত এই স্থান বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জুলাইমাসে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভানপুরের রাজা এই স্থান আক্রমণ করেন। বিদ্রোহীগণের অত্যাচারে নগরের বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই সময়ে অনেক অধিবাসী সহর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। এখনও অনেক ভগ্নগৃহ ও খালি বাড়ী পড়িয়া আছে।

এখানে অল্পদিন হইল দুইটী পাঠশালা ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

খিরণ, অযোধ্যাপ্রদেশের রায়বরেলী জেলায় দলমৌ তহসীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণার উত্তরদিকে মোরান্বান, পূর্ব্বে দলমৌ তহসীল ও রায়বরেলী, দক্ষিণে সরেনী ও পশ্চিম দিকে পনহান, ভগবন্ত নগর, বিহার ও পাটন প্রভৃতি কএকটী বিভাগ। ইহার ভূমিপরিমাণ ১০২ বর্গমাইল, গবর্ণমেণ্টকে দেয় বৎসরে ৯০৭০০৲ টাকা রাজস্ব। ইহার মধ্যে ১২৩ খানি গ্রাম বা মৌজা আছে, তন্মধ্যে ৭৯ খানি মৌজা তালুকদারী সত্বে, ২০ খানি জমীদারী সত্বে ও ২৪ খানি পট্টিদারী বন্দোবস্তে বিলি আছে। সর্ব্ব-প্রথমে এই পরগণা ভরজাতির অধিকারে ছিল। ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে বৈশবংশীয় রাজা অভয়চাঁদ ভরদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজ রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লয়েন। তাঁহার অষ্টম পুরুষ রাজা সাতনা এই পরগণা মধ্যে সাতনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন। পরে অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্দৌলার রাজত্ব সময়ে এই স্থানের তহসীলদার খিরণে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গের নিকট খিরণ নগর এইখানেই তহসীলদারী আছে। ১টী পাঠশালা আছে ও সপ্তাহে সপ্তাহে বাজার বসিয়া থাকে। এই সমগ্র পরগণাতে ৫টী গ্রাম্য বাজার আছে। বৎসরে দুইবার মেলা হইয়া থাকে। হিন্দুরাজাদিগের অধিকারকালে যে মাটির গাঁথনীর কেল্লা ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

খিরপাই, মেদিনীপুর জেলার একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানে অনেক তাঁতির বাস। এস্থানে একপ্রকার সুন্দর ও মূল্যবান্ বস্ত্র তৈয়ারি হইয়া থাকে।

খিরাস্র, কাঠিবাড়ের অন্তর্গত ঝল্লার বিভাগের মধ্যে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ভূমিপরিমাণ ১৩ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ১৩ খানি মৌজা আছে। এখানকার রাজা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ২৩৬৬৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে বৎসরে ৩৫০৲ টাকা করস্বরূপ দিয়া থাকেন।

খিরহিট্টী (স্ত্রী) মহাসমঙ্গা। (রাজনি°) হিন্দীতে কংগিয়া গাছ বলে।

খিরাজ (আরবী) রাজা প্রজাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়া প্রজারা জমির উৎপন্ন দ্রব্যের আংশিক ভাগ করস্বরূপ অর্পণ করিত, এই রাজভাগকে হিন্দুরা কর ও মুসলমানেরা খিরাজ বলে। খিরাজী আবার দুই প্রকার—মুকাশিয়ামা ও ওয়াজিফা। ভারতের মুসলমান রাজগণ এই দুই প্রকারে কর আদায় করিতেন। অকবর বাদশাহের সময় হইতে এই প্রথা উঠিয়া যায়।

খির্‌কিচ (দেশজ) ১ গোলমাল, প্রত্যূহ। ২ খিচ্।

খিল (ত্রি) খিল-ক। ১ অকৃষ্ট, যাহা চাষ করা হয় না। ২ উৎসন্ন। ৩ বিষ্ণু।

"খিলো নারায়ণঃ প্রোক্তস্তদ্গুণা ইনবঃ স্মৃতাঃ"

৪ সারসংক্ষিপ্ত, পরিশিষ্ট। যথা ঋগ্বেদের শ্রীসূক্তাদি, যজুর্ব্বেদে শিবসঙ্কল্পাদি এবং মহাভারতে হরিবংশ খিল নামে প্রসিদ্ধ। (দেশজ) ৫ আল।

খিলকা (দেশজ) ভিক্ষুক পরিচ্ছদবিশেষ, আলখাল্লা।

খিলঘরা (দেশজ) কুমীরকে, যাহার মধ্য দিয়া থাকে।

খিলজমী, যে জমী আপাততঃ পতিত আছে, কিন্তু চাষ করিলে যাহাতে ফসল হইতে পারে, তাহাকে খিলজমী কহে।

খিলাত, বলুচিস্থানের রাজধানী। ইহার যথার্থ নাম কলাৎ। বেলুচিস্থানের রাজা খিলাতের খাঁ নামে প্রসিদ্ধ। এই নগর অক্ষা° ২৮° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৬° ২৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫১২ হাত উচ্চ। এই নগর শাহমর্দ্দান নামক চুণাপাথরের পাহাড়ের উত্তর শিখরের উপর নির্ম্মিত। ইহার তিনটী ফটক—খানী মাস্তঙ্, বেলাই মাস্তঙ্ ও বেলা। সহরে যাইবার পথের মুখে যে ছুইটি ফটক আছে, তাহাই গুত্তং নামে খ্যাত। খানী ফটক খাঁ শব্দ হইতে উৎপন্ন। নগরে ছুইটা ছুর্গ আছে। প্রাচীন ছুর্গের নাম মিরি, ইহাই এখন খাঁর প্রাসাদ। নগরের প্রাচীর মৃত্তিকানির্ম্মিত, মধ্যে মধ্যে মুরচা। প্রাচীর ও মুরচার গাত্রে বন্দুক চালাইবার জন্ত গবাক্ষ আছে। নগরের পথ ঘাট অতি জঘন্ত। বাজার বৃহৎ ও সর্ব্ব দ্রব্যপূর্ণ। নগরমধ্যে একটা স্বচ্ছসলিলা নদী প্রবাহিত। মিরি ছুর্গে প্রচুর অট্টালিকা আছে, ইহা বর্ত্তমান মুসলমান রাজবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুরাজগণের নির্ম্মিত। এখানকার দরবারগৃহ অতিসুন্দর। দরবারগৃহের সম্মুখে বারাণ্ডা, এই বারাণ্ডা হইতে নগরের ও চতুষ্পার্শ্বের পর্ব্বতাদির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। নগরের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ছুইটা উপকণ্ঠ আছে। উপকণ্ঠ লইয়া নগরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। অধিবাসীর মধ্যে ব্রহুই, হিন্দু, দেহবার, বাবি, পারসিক, তুর্ক প্রভৃতি প্রধান। খাঁ স্বয়ং ব্রহুইজাতীয়। নগরের পূর্ব্বদিকে অনেকগুলি সুরম্য উদ্যান-বিশিষ্ট উপত্যকা, তন্মধে 'শিয়ালকোহ্' প্রধান, এই উপত্যকায় ৪৫০ লোকের বাস ও ১০০ গৃহ আছে।

[বলুচ ও বলুচিস্থান দেখ।]

খিলান (দেশজ) ইষ্টকাদির গ্রন্থনবিশেষ।

খিলানীয়া (দেশজ) যাহা খিলান করা হইয়াছে।

খিলারি, বোম্বাই প্রদেশের একজাতীয় গোরু। দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ প্রদেশের পশ্চিমাংশে খিলারি নামক গো-পালক-দিগের নাম হইতেই এই গোরুর নাম হইয়াছে। খিলারি দেখিতে অতি সুন্দর, বলিষ্ঠ ও দ্রুতগামী। ইহাদের পথা-দির জ্ঞান এত তীক্ষ্ণ, যে কার্য্যের জন্ত যাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা যেন সহজেই বুঝিতে পারে। এক জোড়া খিলারি বলদ ঘণ্টায় ৬ মাইল হিসাবে ছুই তিন দিন সমভাবে এক-খানি গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। গাভীর রং ছুগ্ধের স্তায় সাদা ও ষাঁড়গুলির ঘাড়ের কাছে কেবল লাল আভাযুক্ত। শৃঙ্গগুলি মোটা ও সোজা, কেবল গাভীর শিং এঁকাবেঁকা হইয়া থাকে। সাতারা ও পন্ধরপুরের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশ এই গোর জন্মভূমি।

খিলী (দেশজ) পর্ণাদির বীটিকা, পানের খীড়া।

খিলীকৃত (ত্রি) খিল চি্ কৃ-ক্ত। ১ যাহা দুর্গম করা হইয়াছে। "তৌ সুকেতু সুতয়া খিলীকৃতে কৌশিকাদ্বিদিত শাপয়া পথি।" (রঘু ১১।১৪) ২ নিরুদ্ধ।

খিলীভূত (ত্রি) খিল-চি্-ভূ-ক্ত। যাহা দুর্গম হইয়াছে। "খিলীভূতে বিমানানাং তদাপাতভয়াৎ পথি।" (কুমার ২।৪৫)

খিলেযু (পুং) খিলস্থ হরেরিযুগোষত্র বহুব্রী। হরিবংশ। "খিলেষু হরিবংশে" (হরিবংশসমাপ্তিপুষ্পিকা)

খিলচিপুর, মধ্যপ্রদেশের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী করদরাজ্য। অক্ষা° ২৩° ৫২´ হইতে ২৪° ১৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২৮´ হইতে ৭৬° ৪৫´ পূঃ।

ইহার প্রাচীন নাম খিচিপুরপাটন। পূর্ব্বে এই রাজ্য উত্তরে গাগোর, দক্ষিণে শারঙ্গপুর, পশ্চিমে ও পূর্ব্বে কুমরাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাঠানরাজগণের আক্রমণে এই রাজ্য ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়ে, এক্ষণে ইহার পরিমাণ ২৭৩ বর্গমাইল মাত্র। লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। আয় প্রায় ১৭৫০০০৲ টাকা তন্মধ্যে গোয়ালিয়ররাজকে ১৩১৩৮৲ টাকা কর দিতে হয়।

বর্ত্তমান খিচিরাজের নাম রাও অমরসিংহ বাহাদুর। পূর্ব্ব রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মরিলে তাঁহার বিধবা মহিষী গোয়ালিয়র রাজের অনুমতিক্রমে অমরসিংহকে দত্তকগ্রহণ করেন। ইনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইহার অধীনে ৪০ জন অশ্বারোহী ও ২০০ পদাতি সৈন্ত আছে। বৃটীশ গবর্ণ-মেণ্ট হইতে দিল্লীর দরবারে সম্মানার্থ ইনি ৯টী তোপ পান।

খিল্য (ত্রি) খিলে ভবঃ খিল-যৎ। ১ খিল হইতে উৎপন্ন। "সৈন্ধব খিল্যঃ উদকে প্রাস্ত উদকমেবানু বিলীয়েত।" (শত° ব্রা° ১৪।৫।৪।১২) ২ পরিশিষ্টপঠিত, পরিশিষ্টে যাহার পাঠ করা হয়। "ইদানীং খিল্যান্যাচাস্তে" বেদদীপ।

৩ প্রাণিগণের গমনযোগ্য।

"উত খিল্যা উর্ব্বরাণাং ভবন্তি" (ঋক্ ১০।১৪২।৩)

"খিল্যাঃ খিলাঃ প্রাণিভির্গন্তুং যোগ্যাঃ" সায়ণ।

খিসোর, পঞ্জাবের ডেরা ইস্মাইল্ খাঁ জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী গিরিমালা। অপর নাম 'রত্তা রো' অর্থাৎ রক্তময় গিরি। অক্ষা° ৩২ ১৩´ হইতে ৩২° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫৬´ হইতে ৭১° ২১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এই গিরিমালা ১৪০০ হইতে ২০০৪ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ, ৩০ মাইল দীর্ঘ ও ৯ মাইল বিস্তৃত। এই গিরিশিখরে

কতকগুলি প্রাচীন হিন্দুদুর্গের ভগ্নাবশেষ ও কতকগুলি ভগ্ন দেবমন্দির পড়িয়া আছে। ঐ সকল ভগ্নাবশেষ এখন "কাফিরকোট" নামে খ্যাত। এই শৈলমালার মধ্যে বিলোৎ নামক স্থানে সৈয়দপীরের মসজিদ, নিকটস্থ লোকের নিকট অতি প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, সেই পীর নাকি লোহার নৌকায় চড়িয়া সিন্ধুপার হইতেন। তাঁহার বংশধর মখ্‌দুম বিলোতের জায়গীর ভোগ করিতেছেন।

এখানকার চূণাপাথরযুক্ত পাহাড়ে বহুযুগের প্রাচীন প্রস্তরীভূত অনেক জীবদেহ পাওয়া যায়। ইহার স্থানে স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তন্মধ্যে মিরি খিসোরের নিকটবর্ত্তী গরোবা নামক প্রস্রবণটী প্রধান। পাহাড়ের উপর কৃষি-যোগ্য অনেক উর্ব্বরা জমি আছে। ভাল রকম বর্ষা হইলে গম ও বাজরা প্রচুর জন্মে। পাহাড়ের পাদদেশে তামাক উৎপন্ন হয়।

খীল (পুং) কীল পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। কীলক।

"ত্রীণি শতানি শঙ্কবঃ ষষ্টিশ্চ খীলা অবিচাচলা যে।"

(অথর্ব্ব ১০।৮।৪)

খুঁআড় (দেশজ) যে ঘেরা জায়গায় বহুসংখ্যক গোমেষাদি বিক্রয়ার্থ বা পালনার্থ আবদ্ধ থাকে।

খুঁইয়া (ক্ষুদ্রশব্দজ) ক্ষুদ্র, ছোট।

খুঁচ (দেশজ) ১ অতি সহজে কাটা। ২ সহজে, অনায়াসে।

খুঁচি (দেশজ) ১ খড়ের চালে গুঁজি দেওয়া। ২ পরিমাণ-বিশেষ, আট মুঠিতে এক খুঁচি।

খুঁজ (দেশজ) অনুসন্ধান, অন্বেষণ।

খুঁট (দেশজ) ১ বস্ত্রের প্রান্তভাগ। ২ সমান।

খুঁট-আখুরে (দেশজ) যে অল্প লেখাপড়া জানে। যে ব্যক্তি অতি সামান্য বিষয় লইয়া বিষম বাদানুবাদ করে, অর্থাৎ অতর্কিতরূপে কিছুই পার হইতে দেয় না।

খুঁটঝাড়া (দেশজ) সম্পূর্ণরূপে।

খুঁটন (দেশজ) কুড়িয়া লওন।

খুঁটনি (দেশজ) ১ বিন্দু, চিহ্ন। ২ খুঁটিয়া লওন।

খুঁটা (দেশজ) কীলক।

খুঁটান (দেশজ) তুলনা করা।

খুঁটী (দেশজ) স্তম্ভ, থাম।

খুঁটাগাড়ী (দেশজ) মাছধরা বা নৌকা বাঁধিবার জন্য নদী-কিনারায় খুঁটা গাড়িতে হইলে জমিদারকে যাহা দিতে হয়, তাহাকে খুঁটাগাড়ী বলে। খুঁটাগাড়ী, খুঁটিগাড়ি এই উভয়রূপই লিখিবার নিয়ম আছে।

খুঁত (ক্ষতশব্দজ) ১ অঙ্গচিহ্ন। ২ দোষ, কলঙ্ক।

খুঁৎখুঁৎ (দেশজ) অনতিপ্রায়সূচক অস্পষ্ট শব্দ।

খুঁৎখুঁতিয়া, যে খুঁৎ আছে ভাবিয়া অকারণে অনভিপ্রায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।

খুকী (ক্ষুদ্র শব্দজ) ক্ষুদ্রবালিকা, দুগ্ধপোষ্যা।

খুকখুকানি (দেশজ) খুসখুসে কাসি।

খুখুন্দ, একটী প্রাচীন নগর। গোরখপুর হইতে ১৯ ক্রোশ দাক্ষণপশ্চিমে অবস্থিত।

এক সময়ে এই নগর বহুজনাকীর্ণ পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও ইহার মধ্যে ভূরি ভূরি প্রাচীন কীর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। পুরাবিদ্ কানিংহাম্ সাহেব লিখি-য়াছেন, "নালন্দা ব্যতীত এত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আর কোথাও দেখি নাই।"

এখন আর এই নগরে তেমন লোকের বাস নাই। স্থানে স্থানে বিস্তর হিন্দু দেবদেবী ও জৈন তীর্থঙ্করদিগের মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। কিন্তু একজন জৈনও এখানে বাস করে না। মধ্যে মধ্যে গোরখপুর ও পাটনা হইতে শ্রাবক ও জৈনবণিকগণ এখানে দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন। এখানকার হিন্দুদেবালয় ও দেবমূর্ত্তির অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

খুঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্রবংশনির্ম্মিত পেটিকা।

"খুঙ্গ পুঁথি রঙ্গ করে দিতে হবে সবাকারে।" (বিদ্যাসুন্দর)

খুচ (দেশজ) ১ হঠাৎ, অতর্কিতভাবে। ২ সরল; নির্বিঘ্ন।

খুচরা (দেশজ) অতি সামান্য, অতি অল্প।

খুঙ্গাহ (পুং) খুঙ্গিত্যব্যক্তং শব্দং কৃত্বা গাহতে গাহ-অচ্। কৃষ্ণবর্ণ ঘোটক। (হেম°)

খুজতল্লাসা (দেশজ) সন্ধান, অন্বেষণ।

খুজন (দেশজ) অন্বেষণ।

খুজরা (দেশজ) খুচরা, অল্প, সামান্য।

খুজিস্থান, পারস্যদেশের দাক্ষণপশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রদেশ। ইহার উত্তরে লুরিস্থান ও বখ্‌তিয়ারী পর্ব্বত, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও পশ্চিমে শাটউল্ আরব। ইহার শাসনকার্য্য চব আরবের এবং শুস্তরের সেখদিগের মধ্যে বিভক্ত। শুস্তর নগরই রাজধানী। ইহাতে অনেক খাঁড়ি আছে। করুণ, দিজফুল, জুরাহি, কেরখা প্রভৃতি নদী প্রধান। এখানে অধিকাংশ লোকই গৃহশূন্য, তাঁবুতে বাস করে। কিন্তু শুস্তরের লোকেরা বিশেষ বিত্তশালী না হইলেও প্রস্তরের বাটীতে বাস করে। এখানে 'সর্দ্দ আব' বা ভূগর্ভস্থ, গৃহ আছে। এখানকার খাঁড়িগুলি ইউক্রেটিসের প্রাচীন মোহানা বলিয়া খ্যাত। সামিয়া নামক জুহৎ জলাভূমি পূর্ব্বে কাল-

ডিয়ান হ্রদের অংশ ছিল। খুজিস্থান পারস্যের অন্তর্গত হইলেও সাধারণতঃ আরবীস্থান নামে কথিত হয়। ষ্ট্রাবো ইহাকে 'সুসিয়ানা' ও হেরোদোতাস্ ইহাকে 'সিসা' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেরম্বার নিকট প্রাচীন সুসের ভগ্নাবশেষ আছে।

খুজ্জাক (পুং) খুজ আক নিপাতনাৎ জকারস্থ দ্বিত্বং। দেবতাড়ক বৃক্ষ। (রত্নমালা)

খুজ্জাক স্থলে খুঞ্জাক পাঠও দৃষ্ট হয়।

খুজ্লানি (দেশজ) চুল্কানি।

খুজ্লী (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Hibiscus pistus) ইহা স্পর্শ করিলে চুলকানি ধরে।

খুঞ্চিয়া (দেশজ) চুবড়ী, পাত্র।

খুড়তত (দেশজ) খুল্লতাত, খুড়া।

খুড়ততবোন (দেশজ) খুল্লতাতের কন্যা।

খুড়ততভাই (দেশজ) খুল্লতাতের পুত্র।

খুড়ন (খনন শব্দজ) খনন, খোঁড়ন।

খুড়া (খুল্ল শব্দজ) পিতৃব্য, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

খুড়াত (খুল্লতাত শব্দজ) খুল্লতাতসম্বন্ধীয়।

খুড়াতবহিন্ (দেশজ) পিতৃব্যকন্যা।

খুড়াত্ভাই (দেশজ) পিতৃব্যপুত্র।

খুড়ক (পুং) খুলক লকারস্থ ডকারঃ। গুল্ফভাগবিশেষ।

"স্থানে তু বিষমে পাদে রুজঃ কুর্য্যাৎ সমীরণঃ।
বাতকণ্টক ইত্যেষ বিজ্ঞেয়ঃ খুড়কাশ্রিতঃ।"
(সুশ্রুত নিদান° ১ অঃ) [খুলক দেখ।]

খুড়ী (দেশজ) পিতৃব্যপত্নী।

খুতাহন্, উ° প° প্রদেশের জৌনপুর জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩৬৭ বর্গ মাইল। ইহার উন্‌লি, রারি, বদলাপুর, কর্য্যাৎ মেন্ধা ও চন্দা এই পাঁচখানি পরগণা ও ৬৯৭ খানি গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা তিন লক্ষ। কৃষকদিগের নিকট হইতে মোট আদায় ৫১৭০৫০৲ টাকা, তন্মধ্যে রাজস্ব ২২৫৮৩০৲ টাকা।

এখানে ৪টী দেওয়ানী ও ৪টী ফৌজদারী আদালত আছে।

ইহার মধ্যদিয়া গোমতী নদী প্রবাহিত, এই নদীপথেই যাতায়াত চলে। ইহার পূর্ব্বভাগে ৪টী রেলষ্টেসন হইয়াছে। ইহার প্রধান কাছারী খুতহান্ নামক গ্রামে। এই গ্রামটী অক্ষা° ২৫°৫৮´৭´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২°৩৬´৫৮´´ পূঃ, গোমতী নদী-তীরে জৌনপুরসহর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামে প্রায় হাজার লোকের বাস, পুলিস ও ডাকঘর আছে। প্রতি বুধবার ও শনিবারে হাট বসে।

খুৎগাঁ, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী জমিদারী, ৪২ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত, পরিমাণ ১৫৭ বর্গমাইল, এখানে ৬৯২ ঘর লোকের বসতি।

খুত্তীর্ঘ্য (পুং) একজন প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্।

খুদ্ (ক্ষোদ শব্দজ) তণ্ডুলকণা, তণ্ডুলের ক্ষুদ্রাংশ।

খুদ্কাস্ত (পারসী) নিজের জোতে নিজে চাষ করা।

খুদ্কাস্তা (পারসী) [খুদ্কাস্ত দেখ।]

খুদকাস্ত রায়ৎ (পারসী) যে প্রজা নিজের জোতে চাষ করে।

খুদাবন্দ খাঁ (খোদাবন্দ খাঁ) আমীর-উল্-ওম্‌রা সায়েস্তা খাঁর পুত্র। ইনি স্বীয় পিতার জীবদ্দশায় এক হাজারী মন্‌সবদার ও বরাইচের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি দিল্লীতে আসিয়া জুম্‌দৎ-উল্-মুলুক আসাদ খাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন ও ১৭০০ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজিব কর্ত্তৃক বিদরের ও বিজাপুর-কর্ণাটের শাসনকর্ত্তা এবং আড়াই হাজারী মন্‌সবদার পদ প্রাপ্ত হন। বাদশাহের মৃত্যুর সময় ইনি তিন হাজারী মন্‌সবদার হইয়াছিলেন। বাদশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের বিবাদে ইনি আজিমশাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করেন এবং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে আহত হইয়া মারা পড়েন।

খুদাবাদ, একটী প্রাচীন নগর, সিন্ধুপ্রদেশের করাচি বিভাগের অন্তর্গত দাদু তালুকের মধ্যে, দাদু হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ও সেহবান হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩৮´ ৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৭° ৪৪´ ৩০´´ পূঃ।

এখন এই নগর এককালে শ্রীহীন হইয়াছে, চল্লিশবর্ষ পূর্ব্বে তলপুর মীরগণ এখানে বাস করিতেন, তৎকালে ইহা সমৃদ্ধি-শালী ও বিস্তর লোকের এখানে বসবাস ছিল; এখন তলপুর মীরদিগের গোরস্থান পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির কতকটা পরিচয় দিতেছে।

খুদেওকড়া, বল্লভাবিশেষ।

খুদেজাম (ক্ষুদ্রজম্বু শব্দজ) ক্ষুদ্রজাম।

খুন্ (পারসী) মারণ, বধকরণ, মারিয়া ফেলা।

"নষ্টের এ বড় গুণ, পিঠেতে মাথয়ে চুণ,
কি দোষ পাইয়া ওরে কোটালিয়া মারিয়া করিলি খুন।"
(ভারত—বিদ্যাসুন্দর)

খুন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার দণ্ডক নামক উপবিভাগের অন্তর্গত একটা বন্দর। ভাদর বা ধোলেরা হইতে আড়াই ক্রোশ। ভাদর খাঁড়ির প্রবেশপথে অক্ষা° ২২° ৩´ ৩০´´ উঃ এবং ৭২° ১৭´ ৩০´´ পূঃ দ্রাঘিমায় একটী আলো-ঘর আছে। সেই গৃহে প্রায় ৩৪ হাত উচ্চে দীপমালা থাকে, ৮ ক্রোশ হইতে তাহার আলোক দেখা যায়।

খুনমুষ, কাশ্মীরের একটী প্রাচীন অগ্রহার। বর্ত্তমান নাম খুনমো। [কাশ্মীর দেখ।]

খুন্তি (খনিত্র শব্দজ) লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

খুন্তী (দেশজ) খুন্তি।

খুন্দলু, পঞ্জাবের হিন্দুর রাজ্যের মধ্যে একটী হ্রদ, শতদ্রু হইতে শিবালিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ১৩৮ ফিট গভীর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮০০ ফিট্ উচ্চে।

খুপ্ (দেশজ) অতি শীঘ্র, হঠাৎ।

খুব (পারসী) উত্তম, ভাল।

খুবরি (কুপ শব্দজ) ক্ষুদ্র কুঁড়িয়া ঘর, ঝুপড়ী।

খুবরীখাবরি (দেশজ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর।

খুব্সূরৎ (পারসী) সুন্দর, সুশ্রী।

খুবানি (পারসী) ফলবিশেষ, চলিতভাষায় 'খোপানী' বলে।

খুবি (পারসী) শ্রী, সৌন্দর্য্য।

খুমখুমনি (দেশজ) বিদ্বেষ, আন্তরিক ক্রোধ।

খুর (পুং) খুর-ক। ১ শফ, অশ্বাদির পায়ের খুর।

"নভিন্ন শৃঙ্গাক্ষিখুরৈর্ন বালধিবিরূপিতৈঃ।" (মনু ৪।৬৭)

২ কোলদল, কুলের পাতা। ৩ নখীনামক গন্ধদ্রব্য। ৪ নাপিতের অস্ত্রবিশেষ। (শব্দরত্নাবলী) ৫ খট্বাপাদ, খাটের পায়া। (ধরণী)

খুরক (পুং) খুর ইব কায়তি কৈ-ক। তিলবৃক্ষ। (শব্দচিন্তা°)

খুরণস্ (ত্রি) খুর ইব নাসিকাঽস্য বহুব্রী নসাদেশঃ টচ্ পত্বঞ্চ। চিপিটনাসিক, চেপ্টানাক, খাঁদা।

খুরধা (খোরদা, খুরদা) উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরীজেলার একটী উপবিভাগ। ইহা ১৯° ৪০´ ৩০´´ হইতে ২০° ২৫´ ১৫´´ উঃ অক্ষাংশে এবং ৮৫° ০´ ১৫´´ হইতে ৮৫° ৫৬´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার পরিমাণফল ৯৪৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ৩২৩৪০৫ জন, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই উপবিভাগ দুইটী থানায় বিভক্ত—খুরধা ও বাণপুর।

উড়িষ্যার প্রাচীন হিন্দুরাজগণের অধঃপতন হইলে শেষ রাজারা এই ক্ষুদ্র উপবিভাগটী মাত্র লইয়া কিছুকাল স্বাধীন ছিলেন। ইহার জঙ্গল ও পর্ব্বতাদি মহারাষ্ট্র অশ্বারোহী সৈন্যের পক্ষে দুর্ভেদ্য ও দুরারোহ হওয়ায় তাঁহারা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। শেষে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার রাজা ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তাহাতে ইংরাজরাজ তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লন। সেই অবধি ইহা ইংরাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে।

গৌরাঙ্গের সমসাময়িক গঙ্গাবংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র দেব ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। ইহার সহিত গঙ্গাবংশের গৌরব নষ্ট হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ৩২টী পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা হন, কিন্তু তিনি প্রভূত ক্ষমতাশালী মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধরের হস্তে নিহত হন। তৎপরে দ্বিতীয় পুত্র রাজা হইলেও মন্ত্রীর কৌশলে মন্ত্রিপুত্র মধু শ্রীচন্দ্রের হস্তে প্রহারক্রমে অবশিষ্ট ৩১টী সন্তান বিনষ্ট হয়। রাজ্যের অনেকগুলি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নিহত করিয়া মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর আকণ্ঠ স্রোতের মধ্য দিয়া রাজা গোবিন্দদেব নামে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। এই সময়ে মুকুন্দ হরিচন্দন নামে একজন তৈলঙ্গী ও প্রধান মন্ত্রী দনাই বা দনার্দ্দন-বিদ্যাধর বিশেষ বিখ্যাত হন। মুকুন্দ কটকের শাসনকর্ত্তা হইয়া শেষে রাজা নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বাঙ্গালার মুসলমান-শাসনকর্ত্তা ও দক্ষিণে গোলকুণ্ডার মুসলমান রাজারা উড়িষ্যার বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্রধারণ করেন। রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি গোদাবরীতীরস্থ স্থান লইয়া গোলকুণ্ডার রাজাদিগের সহিত বিবাদ বাধে, সেই বিবাদের জন্য যুদ্ধ ঘটে। রাজা গোবিন্দদেব রাজ্য ছাড়িয়া ৮ মাস কাল মালিগোণ্ডা নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। এদিকে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুভঞ্জ ছোত্র (শ্রোত্র ?) ও বলঙ্কী শ্রীচন্দন জগন্নাথের মন্দিরের প্রধান পাণ্ডাকে বিনাশ এবং কটকের শাসনকর্ত্তা মুকুন্দ হরিচন্দনকে কটক হইতে দূর করিয়া দিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা গোবিন্দদেব সংবাদ পাইয়া গঙ্গাতীরে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে পরাস্ত করেন এবং নিজেও গঙ্গাতীরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পর মন্ত্রী দনাই বিদ্যাধর প্রতাপচন্দ্রদেব নামক এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। ইনি বড় অত্যাচারী রাজা ছিলেন, কেবল মন্ত্রীর বলে ৮ বৎসর কাল রাজা থাকিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। নরসিংহ জানা নামক একজন সাহসী সর্দ্দার মুকুন্দ হরিচন্দনের সহযোগে মন্ত্রী দনাই-বিদ্যাধরকে কারাবদ্ধ করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। ইতিমধ্যে রাজা গোবিন্দদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুভঞ্জ শ্রোত্র সৈন্যসংগ্রহ করিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু মুকুন্দ হরিচন্দনের হস্তে বন্দী হন। এক বৎসর গত হইলে নরসিংহজানা সিংহাসনচ্যুত হন। শেষে মুকুন্দ হরিচন্দন- তৈলঙ্গী মুকুন্দদেব নামে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করেন। ইনি বড় বিবেচক, সদাশয় দয়ালু রাজা ছিলেন। বুদ্ধিবলে ইনি ত্রিবেণী পর্য্যন্ত দেশ অধিকার করিয়া ত্রিবেণীতে ঘাট ও মন্দির স্থাপন করেন। ইহারই সময় বাঙ্গালার নবাব সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া

উড়িষ্যা অধিকার করেন। মুকুন্দদেবের পর দুই জন নামমাত্র রাজা হন এবং দুই জনই মুসলমানের হস্তে বিনষ্ট হন। তৎপরে উড়িষ্যা রাজ্য ২১ বৎসর অরাজক অবস্থায় মুসলমানের অধিকারে ছিল, নামেও কোন রাজা ছিল না। তাহার পরে নানা গোলমালের পর দনাই মন্ত্রীর পুত্র রণাই রামচন্দ্রদেব নামে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দারগণের অভিপ্রায়ানুসারে 'উড়িষ্যার মহারাজ' নামে সিংহাসন গ্রহণ করেন। দনাই বিদ্যাধর গজপতি বংশসম্ভূত ছিলেন বলিয়া ইঁহার বংশাবলী গজপতিবংশ নামেই খ্যাত, তবে পুরুষগৌরব নষ্ট হওয়ায় ইঁহারা বোহিবংশ (জমিদারবংশ) নামে কথিত হন। মহারাজ রামচন্দ্রদেবই কালাপাহাড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ, সংস্কার ও দেবমূর্ত্তিগুলি উদ্ধার করেন। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিও এই সময় নূতন প্রস্তুত হয়। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ এখানকার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। এই সময় তৈলঙ্গ মুকুন্দদেবের দুই পুত্র ও রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য লইয়া গোল বাধে। রাজা মানসিংহ মধ্যস্থ হইয়া এই গোলমাল মিটাইয়া বন্দোবস্ত করেন যে, খুরধা প্রদেশ ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র বিনা করে মহারাজ রামচন্দ্র ভোগ করিবেন এবং মহারাজ উপাধি তাঁহারই থাকিবে; কিল্লাআল ও তদধীন অন্যান্য স্থান তৈলঙ্গ মুকুন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র রায়ের এবং সারণগড় চাকোরি ভাতৃবর নামক মুকুন্দের দ্বিতীয় পুত্রের হইবে। ইঁহারাও নামে রাজা হইবেন। কিন্তু মহারাজ রামচন্দ্রই ১২৯ কিল্লার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন এবং সকলের প্রধান থাকিবেন। সেই অবধি মহারাজ রামচন্দ্রের বংশীয়েরা জগন্নাথমন্দিরের রক্ষক ও খুরধারাজ নামে খ্যাত।

খুরধার এই কয়জন রাজা রাজত্ব করেন।

	খৃষ্টাব্দ		খৃষ্টাব্দ
রামচন্দ্রদেব	১৫৮০	কৃষ্ণ বা হরিকৃষ্ণদেব	১৭১৫
পুরুষোত্তমদেব	১৬০৯	গোপীনাথদেব	১৭২০
নরসিংহদেব	১৬৩০	রামচন্দ্রদেব (২য়)	১৭২৭
গঙ্গাধরদেব	১৬৫৫	বীরকিশোরদেব	১৭৪৩
বলভদ্রদেব	১৬৫৬	দ্রব্যসিংহদেব (২য়)	১৭৯৬
মুকুন্দদেব	১৬৬৪	মুকুন্দদেব (২য়)	১৭৯৮
দ্রব্যসিংহদেব	১৬৯২		

এই শেষ রাজাই ইংরাজরাজের বিদ্রোহী হইয়া রাজ্য হারাইয়াছিলেন। (Sterling's Orissa) ইঁহার বংশধরেরা তৎপরে নামে মাত্র 'জগন্নাথের রাজা' বা উড়িষ্যার রাজা বলিয়া রাজদরবারে সম্মানিত হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সাধারণ জমিদার ভিন্ন আর কিছুই নহেন। এই বংশের এক রাজা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজের আদালতে বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন। [অন্যান্য বিশেষ বিবরণ উৎকল শব্দে দ্রষ্টব্য।]

খুরনস্ (ত্রি) খুরইব নাসিকা অস্য বহুব্রী নসাদেশঃ বিকল্পে ন টচ্ পক্ষে। [খুরণস দেখ।]

খুরপ্র (পুং) খুর-ইব প্রাতি খুর-প্রা-ক। বাণবিশেষ, চলিত কথায় খুরপা বলে।

খুরলী (স্ত্রী) খুরৈঃ সহ লাতি পৌনঃপুন্যেন যত্র লা-কঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শস্ত্রপ্রয়োগ, অস্ত্রশিক্ষা। ২ বিপক্ষের আক্রমণে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহার অভ্যাস।

"খুরলীকলহে গণানাম্" (মহাবীরচরিত)

খুরুলী (দেশজ) ১ আসনবিশেষ। ২ গোমেষাদি বাঁধিবার দড়ি।

খুরাক (পুং) খুর-আকন্। পশু। (উণাদকোষ)। (পারসী) আহার, খাদ্য।

খুরাকী (পারসীজ) ১ পেটুক, ঔদরিক। ২ আহারের খরচ।

খুরালক (পুং) খুরইব অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল্-ধুল্। লৌহময় বাণ। (শব্দমালা)

খুরালিক (পুং) খুরাণাং আলিভিঃ কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। ১ নাপিতের অস্ত্র রাখিবার আধার, ভাঁড়। ২ নারাচ অস্ত্র। ৩ উপধান, বালিশ। (মেদিনী)

খুরাসান (পুং) জনপদবিশেষ।

"হিঙ্গুপীঠং সমাসাদ্য মরুপ্রান্তং সুরেশ্বরী।
খুরাসানাভিধো দেশো ম্লেচ্ছমার্গপরায়ণঃ॥" (শক্তিসঙ্গমত°)

[খোরাসান দেখ]

খুরি, মালদ্বীপবাসীগণের ব্যবহৃত একপ্রকার নৌকা। মালদ্বীপীরা সুবাতাসে এই নৌকা করিয়া ভারতে আইসে।

খুরিকা (দেশজ) লোহার পতর।

খুরী (দেশজ) কটোরা, মাটির ছোটপাত্র।

খুরুখুরু (দেশজ) চঞ্চলতা, অস্থিরতা।

খুরুখুরিয়া (দেশজ) চঞ্চল, অস্থির।

খুর্পা (ক্ষুরপ্র শব্দজ) [ক্ষুরপ্র দেখ।]

খুর্মা (দেশজ) ১ মিষ্টান্নবিশেষ। (পারসী) ২ খেজুর।

খুলক (পুং) খুর-কন্ স্বার্থে কন্। গুল্ফের অষ্টমভাগ।

"আগুল্ফকণ্ঠাৎ সুমিতস্য জন্তোঃ
তস্যাষ্টভাগং খুলকাদ্ বিভজ্য।" (সুশ্রুত, চিকিৎসিত° ১৮অঃ)

খুলন (দেশজ) প্রসারণ, বন্ধন-মোচন।

খুলনা, বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব্বাংশের অন্তর্গত একটী জেলা। ইহার উত্তরসীমা জেলা যশোর, পূর্ব্বসীমা জেলা বাখরগঞ্জ, দক্ষিণসীমা সুন্দরবন ও পশ্চিমসীমা জেলা ২৪ পরগণা। এই

জেলার সদর খুলনা সহর। এই সহরে আসিয়া জেলাবাকালা-জেলাভরে শেষ হইয়াছে।

পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র একদিকে; অপর দিকে ভাগীরথী এই উভয়ের মধ্যস্থলে ত্রিবন্দভিল বেঁসিয়া অসমান চতুরস্রাকারে খুলনা জেলা অবস্থিত। ইহাতে নদী খাল বিল যথেষ্ট। সমস্ত জেলাকে অবস্থা ভেদে প্রধান তিনটীভাগে বিভক্ত করা যায়—উত্তরপূর্ব বিভাগ যশোর জেলার সীমা হইতে বাগেরহাট পর্য্যন্ত—এখানে জমী নাবাল, অনেক জলা জমীও আছে।

দক্ষিণবিভাগ—খুলনা-সুন্দরবন, এদিকে কেবল নদী আর জঙ্গল, আর মধ্যে মধ্যে জলা ভূমী। এদিকে সামান্য পরিমাণে চাষ বাস হয়, মানবের রীতিমত বসতি নাই। উত্তর-পশ্চিম বিভাগের জমী বেশ উচ্চ, বসবাস ভাল। এদিকে খর্জ্জুরের বাগান ও ধান্যক্ষেত্র খুব বেশী। এদিকের খর্জ্জুর রসের গুড় অতি উৎকৃষ্ট হয় এবং চিনি নানাদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। পূর্ব্বাঞ্চলের জমীই বসবাসের পক্ষে বেশী উপযোগী, নদীর তীরেই ঘন বসতি।

এখানে মধুমতী (এই জেলার পূর্ব্ব-সীমা), ভৈরব, কপোতাক্ষ, ভদ্রা, আঠারবাঁকা, যমুনা, ইচ্ছামতী, পশরসিয়া, বাঁশতলা ও শিবসা নদীই প্রধান। নদীতীরের জমী কিছু উচ্চ।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে খুলনা স্বতন্ত্র জেলা ছিল না। পূর্ব্বে খুলনা যশোর জেলার একটী উপবিভাগ ছিল। তৎপরে ২৪ পরগণা হইতে সাতক্ষীরা উপবিভাগ এবং যশোর হইতে বাগেরহাট নামক অপর উপবিভাগ লইয়া খুলনার সহিত একত্র আর একটী নূতন জেলা সৃষ্ট হইয়াছে। যশোর ও নদীয়ার শাসনকার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা হয়। যশোর হইতে দুইটী উপবিভাগ স্বতন্ত্র করিয়া নদীয়া জেলার ভার কমাইবার জন্য তাহা হইতে বনগাঁ উপবিভাগটী লইয়া যশোর জেলাভুক্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ বনগাঁ ভৌগোলিক অবস্থিতি অনুসারে যশোরের মধ্যে হওয়ায় সুবিধা হইয়াছে। ১৮৮২ সালের ১লা জুন তারিখে এই সকল পরিবর্ত্তন হয়।

খুলনায় অন্যান্য জেলার ন্যায় মুন্সেফি, সব্‌জজ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার, জেলার পুলিস-অধ্যক্ষ, জেল, সিভিল সার্জ্জন আছে। এই জেলায় ১৩টী থানা, ১৬টী ফাঁড়ি ও ১টী লবণ-পাসের আড্ডা আছে।

এই জেলার সদর খুলনা-সহরে। ভৈরবনদী যে স্থলে সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়াছে, ঠিক সেই স্থলে খুলনা অবস্থিত। এই জন্য ইহাকে সুন্দরবনের রাজধানী বা প্রধান সহর বলে। বহুকাল হইতে খুলনা বিখ্যাত সহর। সেকালে কোম্পানীর সুন্দরবনের লবণ প্রস্তুত ব্যবসায়ের প্রধান আড্ডা এই সহরে ছিল, এখনও এখানে লবণের কারবার আছে। এতদ্ভিন্ন সাতক্ষীরা, কালারোয়া, কালীগঞ্জ, দেবহাটা, চাঁদখালি, বাগেরহাট, কপিলমুনি, দৌলতপুর, মোরেলগঞ্জ প্রভৃতি স্থান প্রধান। সাতক্ষীরায় অনেক হিন্দুমন্দির আছে। বাগেরহাটে ষাটগম্বুজ প্রভৃতি খাঁজাহান আলীর কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে। [খাঁজাহান আলী দেখ।] কপিলমুনিতে সাগর-যাত্রীর ভিড় হয়। [কপিলমুনি দেখ।] মোরেলগঞ্জ পানগুচি বা পাংগাসি নদীর তীরে, ইহা মোরেল ও লাইটফুট নামে ইংরাজ জমীদারদিগের সম্পত্তি।

খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে গবর্ণমেণ্টের দাতব্য ঔষধালয়, তৎসঙ্গে ছোট হাঁসপাতালও আছে। মোরেলগঞ্জে সাহেব জমীদারদিগের স্থাপিত ও দৌলতপুরে মহসীনফণ্ড হইতে স্থাপিত আর দুটি দাতব্য ঔষধালয় এবং সাতক্ষীরার মধ্যে প্রাণনগরে নকীপুরের জমীদারের স্থাপিত আরও একটী ঔষধালয় আছে।

এই জেলায় আউস, আমন ও বোরো এই ৩ প্রকার ধান, এতদ্ভিন্ন মটর, পাট, ইক্ষু, খর্জ্জুর প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মে। সুন্দরবনে বাহাদুরী কাঠ, জ্বালানি কাঠ, মধু, কড়ি ইত্যাদি পাওয়া যায়। চিনি, গুড়, নীল ও চাউলের রীতিমত রপ্তানি হয়। জোয়ার প্রভৃতি বিলাতী জিনিষ আমদানী হয়।

সাতক্ষীরা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান, ওলাউঠা ও জ্বর বড় বেশী হয়। বসন্ত নাই বলিলেই চলে। বাগেরহাট ও সুন্দরবনের কাছে গোদেরাদির পীড়া মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

এই জেলায় হিন্দু অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা অধিক। অধিকাংশ লোকেই চাষ বাস করিয়া খায়।

খুলনাসহর ২২° ৪৯′ ১০″ অক্ষাংশে এবং ৮৯° ৩৬′ ৫৫″ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার নিম্নের নদী দিয়া ঢাকা ও বাখরগঞ্জের চাউল, শ্রীহট্টের চূণ, লেবু, কমলালেবু, পাবনা, রাজসাহী ও ফরিদপুরের সর্ষপ, তিসি, মুইল, কলাই, পাট-নাক, ঘৃত ও সুন্দরবনের কাষ্ঠ কলিকাতায় যায়। এখানকার সেনের বাজার নামক বাজার অতি বৃহৎ, ইহা নদীর পূর্ব্বতীরে। পশ্চিমতীরে আরও দুইটী বাজার আছে।

খুলী (খর্পর শব্দজ) ১ পাত্রবিশেষ। ২ কপাল।

খুল্ল (ক্লী) ক্ষুদ্র আদি শাক পুরোডাশাদির সাধু। ১ নদী নামক গন্ধদ্রব্য। ২ ক্ষুদ্র। ৩ অল্প। ৪ কনিষ্ঠ। (ত্রিকাণ্ড)

খুল্লক (ত্রি) খুল্ল স্বার্থে কন্। ১ অল্প। ২ নীচ। ৩ কনিষ্ঠ। ৪ দরিদ্র। ৫ নিষ্ঠুর। ৬ খল। (অমরটীকা)

খুল্লতাত (পুং) খুল্লঃ কনিষ্ঠঃ তাতস্ত পিতুঃ পূর্ব্বনিপাতঃ। পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া।

খুল্লনা, লক্ষপতি বণিকের কন্যা, ধনপতি বণিকের পত্নী। ইনি স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালা ছিলেন, দুর্গার শাপে মানবী হন। ইহার স্বামী ধনপতি সদাগর গৌড়রাজ্যে বাণিজ্য করিতে যান, তখন ইহার সপত্নী ইহাকে অতিশয় কষ্ট দিয়াছিল। ধনপতি বাণিজ্য করিয়া ফিরিয়া আসিলে খুল্লনা তাহার অতিশয় প্রিয়তমা হইয়াছিলেন। ইহার পুত্রের নাম শ্রীমন্ত। (কবিকঙ্কণ—চণ্ডী) [শ্রীমন্ত দেখ।]

খুল্লম (পুং) খুল্লেন মীয়তে মা-বাহুলকাৎ কঃ। বর্ত্ম, পথ।

খুশ (পারসী) মঙ্গল, ভাল।

খুশামদ (পারসী) আত্মপ্রায় অনুসারে কথা বলিয়া কোন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা, অথবা স্তুতিবাদ।

খুশাব, পঞ্জাবের শাহপুর জেলার একটী তহসীল, ঝিলম্ নদীর ধারে অক্ষা° ৩১° ৩১´ ৪৫˝ হইতে ৩২° ২১´ ৩০˝ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৮´ ৩০˝ হইতে ৭২° ৮৪০´ ৪৫˝ পূঃ অবধি বিস্তৃত। পঞ্জাবের লবণ পাহাড়ের দ্বারা এই তহসীলটী বিভক্ত হইয়াছে। এখানে নদীর ধার ছাড়া ভিতরে তেমন শস্যাদি জন্মে না। এখানে লক্ষাধিক লোকের বাস। ২০৯ খানি নগর ও গ্রাম ইহার অন্তর্গত। একটী ফৌজদারী ও একটী দেওয়ানী আদালত ও ৬টী থানা আছে। রাজস্ব আদায় ১৪৪৩২০৲ টাকা।

২ খুশাব তহসীলের প্রধান নগর। ঝিলম্ নদীর দক্ষিণকূলে ও শাহপুর নগর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ১৭´ ৪০˝ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ২৩´ ৫১˝ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় দশহাজার, তন্মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান। এখানে মিউনিসপালিটী আছে, প্রতি লোককে প্রায় ১৲ টাকা করিয়া টেক্স দিতে হয়। এখানে মুলতান, আফগানস্থান প্রভৃতির সহিত বিস্তৃত বাণিজ্য চলে। শস্য, কাপাস, পশম, ঘৃত ও দেশীয় বস্ত্রের রপ্তানী এবং বিলাতী কাটাকাপড়, ধাতু, শুষ্ক ফল, চিনি ও গুড় আমদানী হয়। এখানে বেশ মোটা কাপড় ও রেশমী কাপড় প্রস্তুত হয়, রীতিমত ছয়শতখানি তাঁত চলে। নগরের পার্শ্ব দিয়া কয়দিন্বাহ খাল প্রবাহিত। ঐ খালের জল নগরবাসীদের ব্যবহার্য্য। এখানে তহসীলের প্রধান কাছারী, পাঠশালা ও ঔষধালয় আছে।

খুশাল খাঁ, খটকজাতীয় একজন খাঁ সর্দ্দার, মালিক আকোরের পুত্র। অক্বরের সময়ে পার্ব্বতীয় জাতিরা কাবুলের রাস্তায় লুট-পাট করিত, সেই সময় মালিক আকোর অক্বর বাদশাহের নিকট কাবুলের দক্ষিণাংশের রক্ষাভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তৎপুত্র খুশালখাঁ ঐ ভার গ্রহণ করেন। যখন অরঙ্গজিব পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য আফগানসীমায় সৈন্য প্রেরণ করেন, তৎকালে খুশাল খাঁ জননী জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় কবিতাবলী রচনা করেন, তাহা পাঠ করিয়া খটকজাতি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এখনও খটকেরা অতি সমাদরে ভক্তির সহিত খুশালের কবিতা গান করিয়া থাকে। খুশালের ৫২টী পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠপুত্র বৈরাম খাঁ খটকের শেখ রহম্কর্ নামক সাধুর এক পুত্রকে বিনাশ করায়, সেই অপরাধে অরঙ্গজিব খুশলখাঁকে ১১ বর্ষ দিল্লীতে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন।

খুশালচাঁদ (ঐতিহাসিক) দিল্লীপতি মুহম্মদশাহের দেওয়ানী কার্য্যালয়ের একজন কর্ম্মচারী। ইনি 'তারিখ ই-মুহম্মদশাহী' অপর নাম 'তারিখ-ই-নাদির-উজ্জমানী' নামে পারস্য ভাষায় একখানি ইতিহাস রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে ইব্রাহিম লোদী হইতে মহম্মদশাহের রাজত্বকাল (১৭৭৯ ৪° খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত।

খুশী (পারসীজ) আহ্লাদিত।

খুশ্কী (পারসী) পদব্রজে স্থলপথে।

খুশখত্ (পারসী) উত্তম লিখন, ভাল লেখা।

খুশ্খবর (পারসী) মঙ্গল সংবাদ।

খুশ্খুরাক্ (পারসী) প্রচুর খাদ্য।

খুশ গল্প (পারসী-মিশ্র) মনের স্ফূর্ত্তিতে যে গল্প করা হয়।

খুশ্জবান্ (পারসী) সুন্দর কথন।

খুশ্ডৌল (পারসী) মনোহর আকার।

খুশ্নবীস (পারসী) যে সুন্দর লিখিতে পারে, উত্তম লেখক।

খুশ্নমা (পারসী) সুন্দর, মনোহর।

খুশ্নাম (পারসী) প্রশংসাবাদ, উত্তম নাম।

খুশ্নামী (পারসী) প্রশংসাবাদ।

খুশ্পোশাক (পারসী) উত্তম পরিচ্ছদ।

খুশ্পোশাকী (পারসীজ) যে সর্ব্বদা উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ভালবাসে।

খুশ্বক্ত (পারসী) উত্তম কাল, ভাল অবস্থা।

খুশবক্ত্ রায়, একজন চতুর রাজনৈতিক। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহের সহিত বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হইলে ইনি বৃটীশ এজেণ্ট ও সংবাদদাতা হইয়া অমৃতসহরে থাকিতেন।

খুশ্‌বো (পারসী) সুগন্ধি, চলিত কথায় "খোশবাই" বলে।

খুশ্‌রোজ, অপর নাম নৌরোজ অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিন। যে দিন সূর্য্য মেষ রাশিতে গমন করেন, সেই দিন পারস্যের মুসলমান রাজগণ আনন্দ উৎসব করিয়া থাকেন। দিল্লীর লোকের বিশ্বাস, ভারতে পৃথ্বীরাজই প্রথমে খুশ্‌রোজ উৎসব প্রচার করেন। কিন্তু আবুল ফজল লিখিয়াছেন, অক্‌বর বাদশাহই প্রথম এই উৎসব বাহির করেন। তিনি মুসলমানদিগের নরোজায় (নবমী) দিনে রাজকীয় সকল সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া আনন্দ উৎসব করিতেন। এইদিন সম্রাটের অন্তঃপুরেও সম্ভ্রান্ত রমনীগণ সখের বাজার খুলিতেন, রাজপুত মহিলাগণও তাহাতে উপস্থিত থাকিতেন। পুরমহিলাগণ তাঁহাদের নিকট হইতে মনোমত জিনিষপত্র ক্রয় করিতেন। সেই সময়ে অক্‌বর বাদশাহ গোপনে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মুখে রাজ্যের ও বাণিজ্যের অবস্থা প্রভৃতি অবগত হইতেন।

আবার কেহ বলেন, অক্‌বর যে এই খুশ্‌রোজ করিতেন, তাহাতে অবশ্যই তাঁহার কুঅভিপ্রায় ছিল। তিনি এইরূপে রাজ্যের রূপসী মহিলাগণের রূপমাধুরী পান করিতেন। শুনা যায়, অক্‌বর রাজ-পুত রাজগণকে কেবল আপন বশে আনিয়া ক্ষান্ত হন নাই। এই খুশ্‌রোজ উপলক্ষে সমাগত অনেক কুলকামিনীরই সতীত্ব নষ্ট করিতেন। তাঁহার এই লুকাচুরি শেষে পৃথ্বীরাজের মহিষীর হাতে ধরা পড়ে। সেই আলোকসামান্যা রূপসীর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া অক্‌বর তাঁহাকে কৌশলক্রমে এক গুপ্তকক্ষে উপস্থিত করেন। রাজপুতবালা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া গোলকধাঁধায় পড়িলেন, বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না, সম্মুখে কেবল অক্‌বর বাদশাহকে দেখিতে পাইলেন। সম্রাট্‌ তাঁহার নিকট প্রেমভিক্ষা চাহিলেন, কতশত লোভ দেখাইলেন। কিন্তু রাজপুতবালা অল্প সময়ের মধ্যেই আপন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। অক্‌বর দেখিলেন, সে কমনীয় মূর্ত্তির আর সে ভাব নাই, কটিদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া অক্‌বরের প্রাণবধে অগ্রসর। বাদশাহের মুখ শুখাইল। যোড়করে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজপুতবালা কহিলেন, "দিল্লীশ্বর! তোমার ইষ্টদেবকে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, কখন আর নারী জাতির প্রতি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিবেনা? নহিলে তোমার নিস্তার নাই।" অক্‌বর প্রাণভয়ে তাহাই স্বীকার করিলেন ও হেঁটমুখে রাজপুতমহিলাকে নির্গমনের পথ দেখাইয়া দিলেন। সেই দিন হইতে অক্‌বরের হৃদয় হইতে খুশ্‌রোজের আমোদ [illegible] রহিল। আজও রাজপুতজাতিগণ সেই সতী রাজপুতবালার সুখ্যাতি গান করিয়া থাকেন।

খুশ্‌রোজ (নববর্ষ উৎসব) য়ুরোপীয় সকল জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে।

খুষ্‌ (দেশজ) কাসির ভাব।

খুষ্কী (দেশজ) কোন কার্য্য করিতে কাহাকে উত্তেজিত করা।

খুস (দেশজ) অতি শীঘ্র।

খুসনি (দেশজ) ১ তুষ হইতে চাল পৃথক্‌ করা। ২ ডাইন্‌।

খুসরাণি (দেশজ) জড় করা, গাদা করা।

খুজ্জি, মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার দুর্গ তহসীলের অধীন একটী জমিদারী। রায়পুর হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৫৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ। পরিমাণ ৭১ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ৩২ খানি গ্রাম ও ৩৪৫৯ ঘর লোকের বসতি আছে। এখানকার জমিদার একজন মুসলমান।

খুদিয়ান্‌, লাহোর জেলার চুনিয়ান্‌ তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৩০° ৫৯´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৯´ ১৫´´ পূঃ, মুলতান হইতে ফিরোজপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। এখানে, প্রায় তিনহাজার লোকের বাস। নগরটী অতি প্রাচীন চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এখানে বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে।

খূন্‌ (পারসী) বধ করা, খুন্‌।

খূন্‌খরাব (পারসী) বধ, হত্যা।

খূন্‌খরাবী (পারসী) রক্তপাত।

খূনখূনা (পারসী) রক্তারক্তি।

খন্‌সাড়ি (পারসীক) কলহ, বিবাদ।

খূনী (পারসীক) যে খুন করে, হিংসাশালী।

খূনীয়া (পারসীক) রক্তপাতকারী, হত্যাকারী, নিষ্ঠুর।

খুন্দ, কাশ্মীররাজ্যের মধ্যবর্ত্তী পীরপঞ্জাল পাহাড়ের উত্তরভাগে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ হাত উচ্চে অবস্থিত একটী শীতল, উর্ব্বর, শস্যশালী ও সুরম্যমনোহর উপত্যকা।

খুর্জা, উং প° প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী তহসীল। খুর্জা, জেবর ও পহাসু নামে তিনটী পরগণা ইহার অন্তর্গত। যমুনা হইতে কালীনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৪৬০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা দুই লক্ষের অধিক। রাজস্ব ৩৩৫৬১০৲ টাকা। এখানে একটী দেওয়ানী ও একটী ফৌজদারী আদালত আর ৫টী থানা আছে।

২ উক্ত খুর্জা তহসীলের প্রধান নগর এবং (দিল্লী ও হাতিরসের মধ্যে) বুলন্দসহর জেলার প্রধান বাণিজ্যস্থান। অক্ষা° ২৮° ১৫´ ২৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৩´ ৫০´´ পূঃ। বুলন্দ-

সহর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় আটাশ হাজার।

দিল্লী ও মিরাট যাইবার বড় রাস্তা এখানে আসিয়া মিশিয়াছে, আবার নগরে দেড়ক্রোশ দক্ষিণে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের ষ্টেসন আছে।

এখানে অধিকাংশ চুরুবাল বেণিয়া ও কেশগি পাঠানের বসবাস। চুরুবাল বেণিয়ারা জৈনমতাবলম্বী ইহারাই এখনকার প্রধান ব্যবসাদার। ইহাদের যত্নে এখানে একটী সুন্দর জৈনদেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের গম্বুজ সোণালীর হল করা, ভিতরেও অতি সুন্দর সোণালীর কাজ আছে। মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে জানা যায়, এখনও দেশীয় শিল্প ও চিত্রবিদ্যা বিলুপ্ত হয় নাই। নগরের মধ্যস্থলে একটী সুন্দর সাণবাঁধান সরোবর আছে। নগরের বড়বাজারটী নির্ম্মাণ করিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় পড়িয়াছে।

তুলা, কুসুম, নীল, চিনি, গুড়, শস্য ও ঘৃতের ব্যবসা যথেষ্ট। এখানে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে।

খৃগাল (স্ত্রী) তনুত্রাণ, শরীর রক্ষক। "পিশাচ সৃক্কে খৃগলং তদা বধ্রুকি বেধসঃ" (অথর্ব্ব ৩।৯।৩)

খৃষ্টান্ [খ্রীষ্টান দেখ।]

খে (দেশজ) ১ সূতার ডগা। ২ সূতার আঁস।

খেআনৎ (আরবী) বিশ্বাসঘাতকতা।

খেআল্ (আরবী) কল্পনা, চিন্তা।

খেআল (দেশজ) উত্তম সূতা বা শণে নির্ম্মিত।

খেই (দেশজ) সূত্রের অগ্রভাগ।

খেউড় (দেশজ) অশ্লীলশব্দযুক্ত অসভ্য গান।

খেউরা, অপর নাম মেওখনি (Mayo mines)—পঞ্জাবে ঝিলম্ জেলার পিণ্ডদাদনখাঁর মধ্যবর্ত্তী এক বিস্তৃত লবণের খনি। অক্ষা° ৩২° ৩৯´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৩´ পূঃ।

এখানে লবণপাহাড় নামে যে একটী গিরিশ্রেণী আছে, তাহারই মধ্যে লাল চিক্কণ মৃত্তিকা ও বালুপাথরের উপর স্তাসা-আকর দৃষ্ট হয়। ঐ সকল স্থান মধ্যে স্তরে স্তরে নিকটে দূরে লবণের আকর আছে। এই পর্ব্বত প্রমাণ লবণ আকর কত শত বর্ষ ধরিয়া মনুষ্যের ব্যবহারে আসিতেছে, কিন্তু তথাপি ইহার যেন কিছু ক্ষয় হয় নাই। অকবর বাদশাহের সময়েও এখানে গর্ত্ত করিয়া লবণ আহরণ করা হইত। শিখরাজের আধিপত্যকালে এখানকার লোকেরা যেখানে সুবিধা পাইত, সেখানেই গর্ত্ত করিয়া লবণ সংগ্রহ করিত। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে আসিলে আর যাহার তাহার লবণ সংগ্রহ করিবার যো নাই।

এখনকার লবণের খনিগুলির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। লবণ তুলিবার জন্য নানাপ্রকার কল ও রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। এখন খেউরার কেবল নগরী ও ছুরাবল নামক খনিতে কাজ চলিতেছে। প্রতিবর্ষে লক্ষাধিক মণ লবণ সংগ্রহ হইয়া থাকে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় সাতাশ লক্ষ টাকা আয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বড় লাট মেও এখানে পদার্পণ করেন, তদনুসারে ইহার নাম 'মেও খনি' হইয়াছে।

খেওয়া, একজাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষ (sonneratia acida)

খেংরা (দেশজ) সম্মার্জনী, ঝাঁটা।

খেঁক (দেশজ) খেঁকশিয়াল বা কুকুরের ডাক।

খেঁকানি (দেশজ) বিরক্তি।

খেঁকামীয়া (দেশজ) বিরক্ত, খিট্‌খিটে।

খেঁকারী (দেশজ) কাশিয়া গলা পরিষ্কার করা।

খেঁকশিয়াল (খিঙ্খিরশৃগাল শব্দজ) শৃগালবিশেষ।
[খ্যাকশিয়াল দেখ।]

খেঁথর (খিঙ্খির শব্দজ) খেঁকশিয়াল।

খেঁচকা (দেশজ) ১ খেজানি, সর্ব্বদা বাক্য দ্বারা বিরক্ত করা। ২ অনাটন।

খেঁচড়া (দেশজ) কদর্য্য, বিশ্রী, নীচ, দুষ্ট।

খেঁড় (দেশজ) ১ ইতর বা অশ্লীলশব্দযুক্ত কবিতা। ২ যে ঐরূপ কবিতাগান করে।

খেকুয়া (দেশজ) যে ফলাদির কিয়দংশ অপরে খাইয়াছে, বা নষ্ট করিয়াছে।

খেকেরা, উ° প° প্রদেশের মিরাট জেলার বাগপৎ তহশীলের একটী নগর। মিরাট নগর হইতে ১৩ ক্রোশ।

নগরটী অতি প্রাচীন। প্রবাদ আছে প্রায় দেড় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে আহীরেরা এই নগর পত্তন করে, তৎপরে তাহারা সিকন্দরপুরের জাটজাতি কর্ত্তৃক দূরীকৃত হয়। বিদ্রোহের সময় এখানকার জমিদারও বিদ্রোহী হন, তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া হামীর বৃটীশ ভক্ত একজন জমাদারকে দেওয়া হয়। এখানে একটী অতি সুন্দর জৈনমন্দির ও পুলিস আছে। বর্ষে বর্ষে একটী মেলা হয়। লোকসংখ্যা সাত হাজার।

খেজিরি, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভাগীরথীর মোহানায় অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৫৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° পূঃ। পূর্ব্বে এখানে টেলিগ্রাফ আফিস্ ছিল। ইংরাজের জাহাজ এখানে আসিয়া থাকিত। এখন কতগুলি ইংরাজের গোরস্থান পড়িয়া আছে।

খেখীরক (পুং) খে আকাশে খীলক ইব লগ্নঃ শব্দযুক্ত যষ্টি। (হারাবলী)

খেখীলক (পুং) খে আকাশে খীলক ইব। শব্দযুক্ত যষ্টি। (বাচস্পত্য)

খেগমন (পুং) খে আকাশে গমনং যস্য বহুব্রী। কালকণ্ঠ-পক্ষী। (শব্দমালা।)

খেঘাট (দেশজ) যে ঘাটে অবতরণ করিয়া নদী পার হইতে হয়।

খেঙ্গরা (দেশজ) সম্মার্জনী, ঝাঁটা।

খেচর (পুং) খে আকাশে চরতি চর-ট-অলুক্ স°। ১ শিব। (শব্দরত্ন°) ২ বিদ্যাধর। (জটাধর) ৩ পারদ। (রাজনি°) ৪ সূর্য্যাদিগ্রহ। (ত্রি) ৫ আকাশগামী। (পুং) ৬ মেষাদি দ্বাদশরাশি "খেচরাশ্চ সর্ব্বে" (জ্যোতিঃ) (ক্লী) ৭ কাসীস, হীরাকস। ৮ তৃণ। (পুং স্ত্রী) ৯ ঘোটক। (শব্দরত্নাবলী)

খেচরী (স্ত্রী) খেচর-ঙীপ্। ১ যোগাঙ্গমুদ্রাবিশেষ। কাশী-খণ্ডের মতে জিহ্বাটী বিপরীতভাবে কপালকুহরে এবং দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিলে ইহাকে খেচরী-মুদ্রা বলে। খেচরী-মুদ্রা অভ্যাস করিতে পারিলে কোন রোগ ধরিতে পারে না এবং কর্ম্মবন্ধও বিনষ্ট হয়। চিত্ত এবং জিহ্বা উভয়ই আকাশে অবস্থিত হয় বলিয়া, এই মুদ্রাকে খেচরী বলে। সকল মুনিরাই এই মুদ্রাবলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিন্দু দেহে স্থিরভাবে অবস্থান করিলে মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়, এই মুদ্রা করিলেই বিন্দু নিশ্চল হইয়া থাকে। (কাশীখণ্ড ৪০ অঃ)

২ তন্ত্রোক্ত পূজাঙ্গ মুদ্রাবিশেষ। বামবাহুটী দক্ষিণদিকে এবং দক্ষিণবাহু বামদিকে রাখিয়া হস্তদ্বয় পরিবর্ত্তন করিবে। পরে অনামিকা মিলিত করিয়া তর্জ্জনীদ্বারা বদ্ধ করিবে এবং মধ্যমা অঙ্গুলি উন্নত অথবা সরলভাবে অঙ্গুষ্ঠের উপরে স্থাপন করিবে। ইহাকে খেচরীমুদ্রা বলে।

"সব্যং দক্ষিণদেশেষু সব্য-দেশেতু দক্ষিণম্।
বাহুং কৃত্বা মহাদেবি! হস্তৌ দ্বৌ পরিবর্ত্ত্য চ।
কনিষ্ঠানামিকে দেবি! যুক্তে তেন ক্রমেণ চ।
তর্জ্জনীভ্যাং সমাক্রান্তে সর্ব্বোর্দ্ধমপি মধ্যমে।
অঙ্গুষ্ঠৌর্দ্ধং মহেশানি! সরলাং বাপি কারয়েৎ।
ইয়ং সা খেচরী নাম্না পার্থিবস্থানযোজতা॥" (তন্ত্রসার)

খেচা (দেশজ) ১ কোন কিছু ধরিয়া টানা। ২ খেচনি, আক্ষেপ।

খেচরান্ন (ক্লী) খেচরং দ্বিদলাদিমিশ্রিতং অন্নং। দ্বিদলাদি সহিত পক্ক অন্ন, চলিত কথায় খিচড়ি বলে। (পাকরাজেশ্বর)

খেজেল, ইফ্রেটিস্ নদীতীরস্থ ক্ষমতাবান্ যোদ্ধৃজাতি। ইহা-দের রমণীগণ পরমাসুন্দরী ও তাহাদের গঠন অতি পরিপাটী।

খেট (পুং) খে অটতি অট্-অচ্, খিট্-অচ্-বা। ১ সূর্য্যাদিগ্রহ। "যস্মিন্ ঋক্ষে স্থিতাঃ খেটাঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(ত্রি) ২ সুনিন্দক। ৩ অধম (পুং) ৪ কর্ষকগ্রাম। "খেট খর্ব্বটকটাশ্চ বনান্যুপবনানি চ।" (ভাগবত ১।৬।১১) 'খেটাঃ কর্ষকগ্রামাঃ' (শ্রীধর।) ৫ অস্ত্রবিশেষ।

"যষ্টিরূপেণ খেটস্তমরিসংহারকারকঃ।
দেবী হস্তাস্থিতোনিত্যং। পূজামন্ত্র।

৬ চর্ম্ম। (মেদিনী) (পুং ক্লী) ৭ মৃগয়া। (ক্লী) খিট ভয়ে কর্ত্তরি অচ্। ৮ তৃণ। (হেম°) ৯ কুণপাস্ত্রের অধঃস্থিত ফলকাকার কাষ্ঠবিশেষ। হেমাদ্রির পরিশিষ্টখণ্ডে লিখিত আছে যে, বালকের পক্ষে কুণপাস্ত্রের খেট ১২ আঙ্গুল হইলে উত্তম, ১০ আঙ্গুল মধ্যম এবং ৮ আঙ্গুল নিকৃষ্ট। বলবানের ২০ আঙ্গুল উত্তম, ১৮ আঙ্গুল মধ্যম ও ১৬ আঙ্গুল খেট অধম জানিবে।

(ত্রি) ১০ ধনবুদ্ধিজীবী। (হারাবলী) (পুং) ১১ বল-দেবের গদা। ১২ কফ। ১৩ ঘোটক। (ত্রি) ১৪ ভয়ঙ্কর।

খেটক (পুং) খেট স্বার্থে কন্। ১ গ্রামবিশেষ। (জটাধর) চাষার গাঁ। ২ ফলক, ঢাল। ৩ অস্ত্রবিশেষ। ৪ ধনবুদ্ধিজীবী।

খেটাঙ্গ (পুং) খেটনঙ্গং যস্য বহুব্রী। উপদ্রাবক জন্তুবিশেষ, অপদেবতা। "ডাকিনী শাকিনী ভূতপ্রেতবেতালরাক্ষসাঃ। গ্রহকুষ্মাণ্ডখেটাঙ্গাঃ কালকর্ণী শিশুগ্রহাঃ॥" (কাশীখণ্ড ৩৩ অঃ)

খেটিতান (পুং) খেটতি খিট ইন্ খেটিঃ তানোহস্য বহুব্রী। বৈতালিক। (শব্দমালা)

খেটিন্ (পুং) খিট্-ণিনি। ১ নাগর। ২ কামুক। (শব্দমালা)

খেট্ট (ক্লী) তৃণ, খড়। (বৈদ্যক)

খেড় (ক্লী) গন্ধ খড়, একপ্রকার ঘাস।

খেড়, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রত্নগিরি জেলার একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরসীমা কোলাবা জেলা, পূর্ব্বে সাতারা জেলা, দক্ষিণে চিপ্লুন্, পশ্চিমে দাপোলী। ভূপরিমাণ ৪০০ বর্গমাইল। এখানে ধান্যাদি শস্য ও নানাপ্রকার কলাই জন্মে। এখানে তিনটী থানা ও দুইটী ফৌজদারী আদালত আছে। রাজস্ব প্রায় লক্ষ টাকা।

২ উক্ত খেড় মহকুমার প্রধান নগর। জগবুদী নদীর ধারে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে পাহাড়। এখানে ডাক-ঘর, পাঠশালা ও পান্থনিবাস আছে। নগরের পূর্ব্বে ৩টী পাথরের মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি কুষ্ঠ-রোগীর বাস।

৩ পুণাজেলার অন্তর্গত একটী নগর, ভীমানদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ৫১´ উ, দ্রাঘি° ৭৩° ৫৫´। এখানে

মিউনিসিপালিটী, ডাকঘর, ঔষধালয়, রাজস্ব আদায়ের ও পুলিস কর্মচারির প্রধান কাছারী আছে। ইহার আশে-পাশের জমি লইয়া খেড় গ্রামের পরিমাণ ২০ বর্গ মাইল। এই গ্রাম মধ্যে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে ভীমাতটীস্থ সিদ্ধেশ্বরের মন্দির, দিলাবর খাঁয়ের মসজিদ্ ও তাঁহার গোরস্থান দেখিবার জিনিষ।

খেড়িতাল (পুং) বৈতালিক, গায়ক।

খেড়ি (দেশজ) ১ খর্ব্ব। ২ পাতলা।

খেত (ক্ষেত্রশব্দজ) ১ ক্ষেত্র। ২ পত্নী।

খেতখোলা (দেশজ) ক্ষেত্র।

খেতবাঁট (দেশজ) জমিতে জমিভাগ।

খেতবাঁটমহল (দেশজ) একের জমির সহিত অপরের জমি-মিশ্রিত জমিদারী।

খেতবার (হিন্দী) ক্ষেত্রের উৎপন্ন অনুসারে করনির্দ্ধারণ বা বন্দোবস্ত।

খেতাব (আরবী) উপাধি।

খেতী (ক্ষতিশব্দজ) ক্ষতি, লোকসান।

খেদ (পুং) খিদ-ভাবে ঘঞ্। ১ শোক। ২ অবসাদ।

"অত্যাপীদং বনং দুর্গং বিচিরন্ত বনৌকসাঃ।
খেদং ত্যক্ত্বা পুনঃ সর্ব্বং বনমেব বিচিন্বতাম্॥" (রামায়ণ ৪।৪৯।৭)

খিদ-ণিচ্ কর্ত্তরি অচ্। ৩ রোগ। (বৈদ্যক।) ৪ সাহিত্য-দর্পণের মতে রতি অথবা পথগতি প্রভৃতি দ্বারা যে শ্রম উৎপন্ন হয়, তাহাকে খেদ বলে, ইহা দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রার কারণ। (সাহিত্যদর্পণ ৩ পঃ)

"চিররতি পরিখেদাৎ প্রাপ্তনিদ্রাসুখানাং।" (মাঘ ১১ স৽)

খেত্রি, রাজপুতানার জয়পুররাজ্যের অধীন একটী সামন্ত-রাজ্য। খেত্রি, বাবই, সিংহানা ও ঝুঁঝুনু এই ৪টী পরগণা ইহার অন্তর্গত। আয় প্রায় সাড়ে তিনলক্ষ টাকা। মহারাষ্ট্র-সমরের সময় এখানকার সর্দ্দার রাজা অভয়চাঁদ বৃটীশ সেনা-পতি লর্ড লেকের পক্ষ হইয়া অনেক সাহায্য করেন, সেই জন্য প্রত্যুপকারস্বরূপ বৃটীশরাজ উক্ত রাজাকে লক্ষ টাকা আয়ের "কোটপুটলী" নামক একখানি স্বতন্ত্র পরগণা দান করেন। খেত্রির সামন্ত জয়পুররাজকে বৎসরে আশীহাজার টাকা কর দিয়া থাকেন। এখানে প্রায় ৭৫০ হাত উচ্চ গিরিদুর্গের মধ্যে সামন্তরাজের বাসভবন। তাহার নিকটে মূল্যবান্ তামার খনি এবং সহর মধ্যে বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও ডাকঘর আছে।

খেদড়া (দেশজ) পশ্চাতে তাড়া, অনুসরণ।

খেদন (ক্লী) খিদ-ল্যুট্। খেদ।

খেদা [বৈ] (স্ত্রী) ১ রশ্মি, রজ্জু।

"সমিত্রান্ বৃত্রহাখিদৎ খে অরাঁ ইব-খেদয়া"। (ঋক্ ৮।৭৭।৩)

'খেদয়া রজ্জ্বা' (সায়ণ)।

(হিন্দী) হাতী ধরার ফাঁদ, ঘেরাও বেড়া, এই বেড়ায় মধ্যে হাতির পাল তাড়াইয়া লইয়া ধরিতে হয়। [গজ দেখ।]

খেদান (দেশজ) দূরকরণ, তাড়াইয়া দেওয়া।

খেদানীয়া (দেশজ) যে দূর করিয়া দেয়।

খেদি (পুং) খিদ অপাদানে ইন্। কিরণ। (নিঘণ্ট)

খেদিতব্য (ক্লী) খিদ-ভাবে তব্য। খেদ।

খেদিন্ (ত্রি) খিদ-ণিচ্ ণিনি। দৈন্যকারক, যে দৈন্যযুক্ত করে।

খেদিনী (স্ত্রী) খেদিন্ ঙীপ্। অশন-পর্ণী লতা (শব্দচন্দ্রিকা)

খেদিব (তুর্কী) রাজা, অধিপতি, শাসনকর্ত্তা। তুরুষ্কের সম্রাট্ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৭এ মে তারিখে ইজিপ্টের বংশপর-ম্পরাগত শাসনকর্ত্তাকে একখানি ফরমান্ দেন, তাহাতে "খেদিব" উপাধি প্রদত্ত হয়। ইজিপ্টের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা-গণ আলী অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি পদ পাইতেন।

খেদ্য (ত্রি) খিদ-ণিচ্-ণ্যৎ। যাহাকে খেদযুক্ত করা হইবে, যাহাকে খেদযুক্ত করা উচিত।

খেপরিভ্রম (ত্রি) আকাশে বিচরণ।

খেপা (ক্ষিপ্তশব্দজ) উন্মত্ত, পাগল।

খেপান (দেশজ) উন্মত্ত করান।

খেপানি (দেশজ) উত্তেজন।

খেপুর (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (Scirpus kysoor)

খেমকর্ণ, পঞ্জাবের লাহোর জেলার কসুর তহসীলের একটী নগর। কসুর নগর হইতে ৩॥০ ক্রোশ। অক্ষা° ৩১° ৯′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৬′ ৩০″ পূঃ। বিপাশা নদীর প্রাচীনতটে অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। নগ-রের চারি পার্শ্বে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। পূর্ব্বে ইহা সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ পূর্ব্বগৌরবের কতকটা পরিচয় দিতেছে। এখানে মিউনিসিপাল বাড়ী, বিদ্যালয়, থানা ও পান্থনিবাস আছে।

খেমটা, ছয় মাত্রার তাল। কেহ কেহ চারিমাত্রার তালকেও খেমটা বলিয়া থাকেন। যথা—

+	১	০	১
ধাটে ধে	নাতে নে,	তাটে ধে	নাধেনে : :
+	১	০	১
ধাগেধি,	নাতিন্,	নাগ্‌ধি,	নাতিন্ : :

(সঙ্গীতশাস্ত্র)

খেমী (দেশজ) স্ত্রীলোকের গহনা রাখিবার কৌটা।

খেয় (ত্রি) খনতে খন্ কর্ম্মণি ক্যপ্ ইকারশ্চাদেশঃ। ১ খননীয়, যাহা খনন করা হইবে। (ক্লী) ২ পরিখা, গড়খাই।
(পুং) ৩ সেতুবিশেষ।
"সেতুশ্চ দ্বিবিধোজ্ঞেয়ঃ খেয়োবন্ধ্যস্তথৈবচ।
তোয় প্রবর্ত্তনাৎ খেয়ঃ।" (নারদ)

খেয়াঘাট (দেশজ) খে ঘাট।

খেয়ানৌকা (দেশজ) যে নৌকায় লোক নদীপার হয়।

খেয়াল, একজাতীয় সঙ্গীত, সুলতান হোসেন ইহার সৃষ্টি করেন। ইহাতে আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটী তুকই সর্ব্বদা থাকে। খেয়াল নানাপ্রকার। (সঙ্গীতশা॰)

খেয়োঙ্গ্থা, (খিঔঙ্থা) চট্টগ্রাম ও আরাকানবাসী জাতিবিশেষ। সাধারণতঃ লোকে ইহাদিগকে জুমিয়ামঘ বলিয়া জানে। ইহাদের মধ্যে ১৫টী শাখা আছে,—(১) রিগ্রাইৎসা, (২) পলেঙ্গৎসা, (৩) পলেঙ্গ্ৎসা, (৪) কোকদিনৎসা, (৫) ব্যোয়নৎসা, (৬) সরুজৎসা, (৭) ক্রাঙ্গোরৎসা, (৮) কোকপিয়াৎসা, (৯) চেরেঙ্গৎসা, (১০) মরোৎসা, (১১) স্নাবকোৎসা, (১২) ক্রোঙ্গথেউঙ্গৎসা, (১৩) টেইঙ্গচ্যাৎ (১৪) ক্যোকমাৎসা, (১৫) মহলেঙ্গৎসা। ইহারা যে নদীতীরবর্ত্তী গ্রামে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, সেই নদীর নামে নিজ নিজ শাখার নাম ঠিক করিয়া লয়। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণাংশে যাহারা বাস করে, তাহারা সঙ্গুনদীর তীরে বন্দারবনবাসী সর্দ্দার বোমোঙ্গকে কর বা রাজস্ব দিয়া থাকে। আর যাহারা কর্ণফুলীনদীর উত্তরাংশে বাস করে, তাহারা মোঙ্গরাজাকে কর দিয়া থাকে। গ্রামবাসী দ্বারা নির্ব্বাচিত একজন মণ্ডলকে রাজা রাজস্ব আদায় করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। সেই মণ্ডল গ্রামের ছোট খাট মোকদ্দমার বিচার করেন ও তজ্জন্য দুইপক্ষ হইতে কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। ইনি যে সমস্ত টাকা প্রজাদিগের নিকট হইতে লইয়া রাজা বা সর্দ্দারকে রাজস্ব পাঠান, বৎসরান্তে তাহার কমিসনস্বরূপ কিছু অংশ পাইয়া থাকেন। প্রত্যেক পরিবারকে ৪৲ হইতে ৮৲ টাকা করিয়া বৎসরে খাজনা দিতে হয়। কেবলমাত্র অবিবাহিত পুরুষ, পুরোহিত, বিধবা, পত্নীহীন ব্যক্তি এবং যাহারা সম্পূর্ণরূপে শীকারের উপর জীবিকানির্ব্বাহ করে, এরূপ ব্যক্তিকে কোনরূপ খাজনা দিতে হয় না।

পূর্ব্বে ইহারা অন্যান্য পার্ব্বতীয় অসভ্যজাতির মত ভূতপ্রেতগণের তুষ্টিবিধানের জন্য পূজা করিত। এক্ষণে ইহারা গৌতমবুদ্ধের পূজা করিয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রামে একটী খিয়ঙ্ (ধর্ম্মমন্দির) আছে। সাধারণতঃ কতকগুলি বৃক্ষের ছায়ায় মাটি হইতে ৪ হাত উচ্চ করিয়া মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে একমাত্র বাঁশের কারুকার্য্যই থাকে। এই ভজনালয়ের সম্মুখে প্রাঙ্গণভূমি।

প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গ্রামের পুরুষেরা দলে দলে আসিয়া মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া বুদ্ধদেবের উপাসনা করে ও প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির পার্শ্বস্থিত ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস যে, ঐ ঘণ্টার আওয়াজে দেবতা জাগরিত হয়েন ও তাহাদের ভজনাদি শুনেন।

সন্ধ্যাকালে গ্রামের যুবকেরা এইখানে খেলা ও নৃত্য করিয়া থাকে। ভজনমন্দিরের অভ্যন্তরে উচ্চ বাঁশের মাচার উপর গৌতমবুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি থাকে। গ্রামস্থ বালিকারা এখানে প্রত্যহ প্রাতে আসিয়া পুষ্পাদি দ্বারা বুদ্ধদেবের পূজা করে। তাহারা উপস্থিত অতিথিগণের দৈনিক আহারোপযোগী খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া আইসে।

খিয়ঙের বহির্দ্দেশের চারিদিগের দেয়ালে কাল তক্তা ঝুলান থাকে এবং এই স্থানে গ্রামের সমস্ত বালক-বালিকারা আসিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করে।

প্রতি বৎসর চাষবাসের পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে "সিয়াং প্রুহপো" ব্রত হইয়া থাকে। এই ব্রতে গ্রামের ৮।৯ বৎসরের বালকদিগকে নেড়া করিয়া দিয়া পুরোহিতগণের মত হলুদে-রঙ্গে ছোপান কাপড় পরিতে দেওয়া হয়। তাহারা প্রত্যেকেই চাল বা কাপড় দক্ষিণাস্বরূপ লইয়া পুরোহিতের চারিপার্শ্বে বসিয়া থাকে। এই সময়ে তাহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটী আলো জ্বলিতে থাকে। ইহার পর বালকেরা সাতদিন ধরিয়া পুরোহিতের মত খায় দায় ও বেশভূষা করে। ইহাই ইহাদের দীক্ষা। স্ত্রীলোকেরা এই ব্রত করিতে পারে না। যদি কোন প্রিয়ব্যক্তির গুরুতর পীড়া বা আশু বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়, তাহা হইলেও ঈশ্বরের তুষ্টিবিধানের জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ব্যতীত ইহাদের দুইটী প্রধান ধর্ম্মমন্দির আছে। একটী বোমোঙ্গ রাজার রাজধানী বন্দারবন নগরে, অপরটী চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত। এই দুইস্থানে বৈশাখ মাসে বুদ্ধদেবকে দেখিতে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে।

খেয়োঙ্গ্থারা অতি সাদাসিধাভাবে বস্ত্রাদি পরিধান করে। সাধারণে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা কার্পাসবস্ত্র পরে, কিন্তু বড়মানুষে রেশম বা সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ব্যবহার করে। সকলেই জামা ও টুপি পরিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহই জুতা পরে না। স্ত্রীলোকেরা সচরাচর বুকে একখণ্ড কাপড় বাঁধিয়া রাখে। সময়ে সময়ে জামাও গায়ে দেয় ও মাথায়

টুপির পরিবর্ত্তে রুমাল বাঁধে। ইহারা অলঙ্কারাদি পরিতে ভালবাসে।

পুত্রের বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইলেই ইহাদের বিবাহ হয়। পুত্রের উপযোগী একটী সুপাত্রী পিতাকে খুঁজিতে হয়। পরে বরকর্ত্তা ঘটকস্বরূপ কোন আত্মীয়কে কন্যাকর্ত্তার নিকট বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পাঠাইয়া দেন। যদি কন্যাকর্ত্তার মত হয়, তাহা হইলে একদিন বরকর্ত্তা আসিয়া কন্যা দেখে ও তাহাকে যৌতুকস্বরূপ একটী জামা ও রূপার আংটী দিয়া যান। পরে শুভ নক্ষত্র দেখিয়া বিবাহের শুভলগ্ন স্থির হয়। উভয় পক্ষ হইতে নিজ নিজ কুটুম্বগণকে একখানি নিমন্ত্রণপত্র ও একটী মুরগী পাঠান হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে এখন মুরগীর বদলে পয়সা দেওয়া হয়। বিবাহের দিন বর ও বরযাত্রীগণ সমারোহে কন্যার বাটীর অভিমুখে যায়। কন্যার গ্রামে বর ও যাত্রীদের জন্য ছোট ছোট বাঁশের ঘর নির্ম্মিত হয়। ঐ ঘরগুলির মধ্যে একখানি বরের জন্য সাজান থাকে। বর আসিয়া সেই ঘরে বসে। সন্ধ্যার সময় বর কন্যার বাড়ীতে যায়। তথায় বর ও কন্যাকে একত্র সূতা দিয়া জড়ান হয়। পুরোহিত আসিয়া বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। পরে সাতবার বর ও কন্যার হাতে ভাত তুলিয়া দেন এবং বরের দক্ষিণ হাত লইয়া কন্যার হস্তে তুলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্রাদি পাঠ করেন। ইহার পর বিবাহ শেষ হইয়া যায় ও বরযাত্রীরা মহা ধুমধামে ভোজন করিয়া থাকে।

ইহারা শবদাহ করে। জাতির একজন মরিলে ইহাদের মধ্যে একজন ঢাক বাজায় ও স্ত্রীলোকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠে। ঐ ঢাকের আওয়াজে ক্রমে ক্রমে কুটুম্বেরা আসিয়া জোটে। এইরূপে কুটুম্বাদি আসিয়া শব লইয়া দাহ করিতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। অগ্রে পুরোহিত, তাহার পর শিষ্যগণ, পরে কুটুম্বাদি ও সর্ব্বশেষে শব লইয়া মৃতের জ্ঞাতিবর্গ যায়। একজন নিকট আত্মীয় শবের মুখাগ্নি করে। পুড়িয়া গেলে ভস্ম লইয়া মাটীতে পুঁতিয়া ফেলে ও সেই কবরের উপর বাঁশে নিশান বাঁধিয়া পুঁতিয়া রাখে। মৃত্যুর ৭ দিন পরে পুরোহিত ঐ মৃতব্যক্তির বাটীতে আসিয়া মৃতব্যক্তির কল্যাণার্থ স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন।

ইহারা সকলেই আরাকানীভাষায় কথা কয় ও ব্রহ্মদেশীয়দিগের মত অক্ষরে লেখাপড়া করে।

এক সময়ে এই জাতি বড় প্রবল হইয়া উঠে। ইহাদের অত্যাচার এখনও বঙ্গবাসীর বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকদিগের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। কথায় বলে "মগের মুল্লুক কি না?" ইহার অর্থ তৎকালের মঘেরা রাজাকে বা রাজ-আদেশকেও ভয় করিত না। তাহারা দলে দলে আসিয়া লুটপাট করিয়া দেশ জ্বালাইয়া দিত, এই কারণে সুন্দরবনের কতকাংশ ও বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক লোক প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসে। মঘের দৌরাত্ম্যে উত্যক্ত হইয়া ১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময় চট্টগ্রাম মঘরাজের অধীনে ছিল।

এই যুদ্ধে মঘেরা একবারে পরাজিত হইয়া পলাইয়া যায় ও চট্টগ্রাম পুনরায় বাঙ্গালার অধীনে আইসে। এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সকল স্থানে মঘেরা বাস করিতেছে।

[মঘ দেখ।]

খের (হিন্দী) ১ গ্রামের সন্নিহিত ভূমি। যেখানে পূর্ব্বে বাড়ীঘর ছিল, কিন্তু তাহা ধ্বংস হইয়া গেলে তাহাদের উপর সচরাচর যে গ্রাম স্থাপিত হয়। ২ (দেশজ) ক্ষীরা, কাঁকুড়।

খেরকেরিয়া, ভুটানের লক্ষ্মীনদীর নিকটস্থ একটী গ্রাম। দরঙ্গ জেলার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। এখানে প্রতি বর্ষে একটী মহামেলা হয়, সেই সময়ে বহু দূরদেশ হইতে লোকের সমাগম হয় ও অনেক টাকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে।

খেরমুগ (দেশজ) একপ্রকার ছোট মুগ। (Phaseolus Mungo)

খেরাদি সুরমল, ভীল জাতির মধ্যে একজন ধর্ম্মপ্রচারক। রামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভীল জাতির "ভক্ত" নামক গুরুগণ আপনাদিগকে খেরাদি সুরমলের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। [ভীল দেখ।]

খেরালী, কাঠিবাড়ের ঝালাবার বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। খেরালী ও বাদলা নামে দুইখানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। ইহার তিনজন অংশীদার। ভূ-পরিমাণ ১১ বর্গমাইল।

খেরালু, গুজরাটের মধ্যে বরদারাজ্যের কাদি বিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৫৪′ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪০′ পূঃ। বল্লভাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত গোঁসাইজীর মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। দেওয়ানী আদালত, থানা ও গুজরাটী পাঠশালা আছে।

খেরি, উ° প° প্রদেশের ছোট লাটের অধীনস্থ অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর বিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী জেলা। অক্ষা° ২৭° ৪১′ হইতে ২৮° ৪২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪′৩০″ হইতে ৮১° ২৩′ পূঃ। উত্তরে মোহন নদী, পূর্ব্বে কৌরিয়ালা নদী, দক্ষিণে সীতাপুর জেলা এবং পশ্চিমে শাহজহানপুর জেলা। ভূপরিমাণ ২৯৯২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আটলক্ষ। লক্ষ্মীপুরে ইহার প্রধান কাছারী আছে।

এই জেলাটী অধিত্যকায় বিভক্ত, মধ্য দিয়া কৌরিয়ালা, সুহেলী, দহাবর, চৌকা, উল্, জমধারি, কঠ্না গোমতী ও সুখেতা নদী প্রবাহিত। উল্নদীর উত্তরাংশে তরাই, এই স্থান বড় অস্বাস্থ্যকর। কৌরিয়ালা ও চৌকা নদীর মধ্যেই শস্তশালিনী উর্ব্বরা ভূমি। জেলার উত্তরাংশে প্রায় ৬০০ বর্গ মাইল স্থান বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ঐ বনে ভাল ভাল শাল, শিশু ও খয়ের কাঠ পাওয়া যায়, এই জন্ত প্রায় ৩০৩ বর্গমাইল ভূমি গবর্ণমেণ্টের খাসে আছে। জেলার উত্তরাংশে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রবল। দক্ষিণাংশ স্বাস্থ্যকর। এই জেলায় তেমন মূল্যবান্ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না, কেবল খয়েরিগড় পরগণায় মেটেতৈল বাহির হয়। গোলা নামক স্থানে ভাল কাঁকর ও ধৌরাড়া নামক স্থানে উৎকৃষ্ট সোরা পাওয়া যায়। এখানকার বনে বাঘ, হরিণ, চিত্রমৃগ, শূকর ও নীলগাই সচরাচর দেখা যায়। এখানে বিষধর সর্প ও কুম্ভীর যথেষ্ট আছে।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কোদো কাঙ্নি, জোয়ারা, বাজরা, মাসকলাই, মুগ, গম, যব, সর্ষপ, ইক্ষু, কাপাস, তামাক, অহিফেন, নীল এবং নানা প্রকার শাকসব্জী জন্মে।

এই জেলা ৩টী তহসীল ও ১৭টী পরগণায় বিভক্ত। ১ম, লক্ষ্মীপুর তহসীলের অধীনে খেরি, শ্রীনগর, ভুর, পাইলা ও কুকরা-মৈলানী পরগণা। ২য়, নিঘাসন তহসীলের অধীনে ফিরোজাবাদ, ধৌরাড়া, নিঘাসন খয়েরিগড় ও পলিয়া পরগণা। ৩য়, মুহম্মদি তহসীলের অধীনে মুহম্মদ, পস্গবান্, অরঙ্গাবাদ, কাষ্টা, হায়দরাবাদ, বগ্দপুর, ও অভ্বা পিপরিয়া পরগণা। এই জেলা ডেপুটী কমিসনরের শাসনাধীন।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস তেমন নাই। অকবর বাদশাহের সময়ে এই স্থান কতকগুলি জমিদারের অধিকারে ছিল। এখানকার মুহম্মদির রাজা অকবর বাদশাহের নিকট ৫ খানি গ্রাম ও ৩০০ বিঘা জমি সনন্দ পান। এক সময়ে তিনি সমস্ত জেলাই অধিকার করিয়াছিলেন। ভূর্বাগার আহ্বানজমিদারেরাও অকবরের সময়ে ছিল, তবে এখনকার মত তাহাদের বিস্তৃত জমিদারী ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে আহ্রি, বৈকবার, সূর্য্যবংশ, জনবার রাজপুত, শিখ ও সৈয়দগণ এখানকার জমিদার। ১৬৯০ খানি গ্রামের মধ্যে ৮৫০ খানির রাজপুত, ৩৫৩ খানির মুসলমান, ১১৬ খানির কায়স্থ, ৮৮ খানির ব্রাহ্মণ এবং ৯৮ খানির য়ুরোপীয় ভূম্যধিকারী।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ৫৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৫১´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। এখানে ১৪টী হিন্দু দেবালয় ১২টী মস্জিদ ও একটী ইমামবাড়ী আছে। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত সৈয়দখুরদের গোরস্থান দেখিবার জিনিস।

খেরুয়া (দেশজ) খেরমুগা।

খেল (ত্রি) খেলতি খেল-অচ্। ১ যে অতি সুন্দরভাবে গমন করে। (পুং) ২ বেদপ্রসিদ্ধ একজন রাজা। অগস্ত্য ইঁহার পুরোহিত ছিলেন, ইঁহার পত্নীর নাম বিশপলা। এক সময়ে এই রাজার সহিত শত্রুপক্ষীয়দিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাজপত্নী বিশপলার পা দুটী ছিঁড়িয়া যায়। পুরোহিত অগস্ত্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে ইহার প্রতীকারের জন্ত অনুরোধ করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় রাত্রিতে আসিয়া লৌহময় অপর দুইটী পা নির্ম্মাণ করিয়া বিশপলার ভাঙ্গা পায়ে জুড়িয়া দেন।

(ঋক্ ১।১১৬।১৫)

৩ দক্ষিণাপথে এক একজন পাটেলের অংশভুক্ত গ্রাম।

খেলঅৎ (আরবী) খেলাত, সম্মানসূচক পরিচ্ছদ।

খেলন (ক্লী) খেল-ল্যুট্। ১ ক্রীড়া। খেলতামেন খেল করণে ল্যুট্। ২ যাহাদ্বারা ক্রীড়া করা যায়।

খেলনী (স্ত্রী) খেলত্যত্র খেল আধারে ল্যুট্ ততো ঙীপ্। শারিফলক। (হেম°)

খেলা (স্ত্রী) খেল-অপ্-টাপ্। ক্রীড়া, কূর্দ্দন। (অমর)

খেলাড়িয়া (দেশজ) যে খেলা করিতে অতিশয় ভালবাসে।

খেলাড়ী (দেশজ) খেলাড়িয়া।

খেলাড়ু (দেশজ) খেলার সঙ্গী, যাহাকে লইয়া খেলিতে হয়।

খেলাত (আরবী) খেলঅৎ, মর্য্যাদাসূচক পরিচ্ছদবিশেষ।

খেলি (স্ত্রী) খে আকাশে অলতি পর্য্যাপ্নোতি, খে-অল্-ইন্। ১ গান। ২ বাণ। ৩ সূর্য্য। ৪ পক্ষী। ৫ জন্তু। (অজয়পাল)

খেশ (পারসী) গায়ের কাপড়। ভাগলপুরের খেশ প্রসিদ্ধ।

খেশারৎ (আরবী) ক্ষতি, হানি, অপচয়।

খেশারতী (আরবীজ) যাহা দ্বারা খেশারত পূরণ করা হয়।

খেসর (পুং স্ত্রী) খে আকাশে ইব শীঘ্রগামিত্বাৎ সরতি সৃ-ট অলুকস°। জন্তুবিশেষ, ঘোটকীর গর্ভে গর্দ্দভ হইতে উৎপন্ন, চলিত কথায় খচ্চর বলে। পর্য্যায়—অশ্বখরজ, সক্রদ্‌গর্ভ, অশ্বগ, ক্রমী, সন্তুষ্ট, মিশ্রল, মিশ্রশব্দ, অতিভারগ। (রাজনি°)

খেসারী (দেশজ) এক প্রকার ডাল।

খৈ (খদিকা শব্দজ) লাজ, ভৃষ্ট ধান্ত, খই। [খই দেখ]

খৈচুর (খদিকা চূর্ণজ) খইচুর।

খৈমথ (পুং) খে আকাশে কর্ত্তব্যোপমথঃ যাথে অস্। আকাশকর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ। "খঞ্চা ই খৈ মথা ই মথো ভতুরি।" (অথর্ব্ব ৪।১৫।১৪)

খৈরা (খয়রা), মেদিনীপুর জেলার এক প্রাচীন জাতি। এই জাতির অধীনে একসময়ে বলরামপুর, খড়্গপুর, ও কেদার কুণ্ড এই তিনখানি পরগণা ছিল। বলরামপুরে খয়রারাজার বাসস্থানের এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। অনেকের মতে কর্ণগড় বলরামপুরের রাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ খয়রারাজার দেওয়ান ও গড়সর্দ্দার ছিলেন, তাঁহাদের চক্রান্তে খয়রারাজ নিহত হন এবং তাঁহার সাতরাণী তাঁহার অনুগমন করেন। রাণীগণ চিতারোহণকালে এই বলিয়া শাপ দিয়া যান, "যে দুর্বৃত্তেরা চক্রান্ত করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিল, সতীর অভিশাপে নিশ্চয়ই তাহারা সাতপুরুষের মধ্যে নির্ব্বংশ হইবে।" সতীর কথা মিথ্যা হইবার নয়। শুনা যায়, বলরামপুরের রাজবংশে ভীমসেন মহাপাত্র হইতে ৭ম পুরুষে রাজা বীরপ্রসাদ ও কর্ণগড় রাজবংশের ১ম রাজা লক্ষ্মণসিংহ হইতে ৭ম পুরুষে অজিতসিংহ নির্ব্বংশ হন।

কেহ বলেন, মেদিনীপুরের সহর হইতে ৪।৫ ক্রোশ দূরে জগন্নাথে যাইবার রাস্তার পার্শ্বে অযোধ্যাগড়ে খয়রা রাজারা থাকিতেন। এই গড়ের মধ্যে জোড়বাঙ্গালা নামে একটী মন্দির আছে, তাহাতে খয়রা রাজের কুলদেবী ভগবতী সিংহবাহিনীর মূর্ত্তি আছে। এ ছাড়া খয়রারাজের আরও অনেক কীর্ত্তি আছে।

এখনও মেদিনীপুর জেলার স্থানে স্থানে খৈরি নামে অর্দ্ধ সভ্য জাতি বাস করে, তাহারা হিন্দু দেবদেবী মানিয়া চলে, অথচ কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করে। কাহারও মতে, খয়রারাজগণ এই জাতিভুক্ত ছিলেন।

খৈরী (দেশজ) একজাতীয় বক। (Ardea cinnomomea)

খৈলায়ন (ত্রি) খিল চাতুরর্থিক ষণ্ (পা ৪।২।৮০)। খিল নির্বৃত্ত, তৎসন্নিহিত দেশাদি।

খৈলিক (ত্রি) খিল বা পরিশিষ্ট সম্বন্ধীয়।

খো, ১ মধ্যপ্রদেশের উচহরা নগরের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম। এক সময়ে এখানে অনেক বাড়ীঘর ও দেবমন্দিরাদি ছিল, এখন কেবল ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

এই গ্রামে গুপ্তরাজ হস্তিনের শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে। এখানকার ভগ্নমন্দিরে বৃহদাকার দশাবতারের ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি পড়িয়া আছে।

৩ পূর্ব্ব উপদ্বীপের কাম্বোজরাজ্যের অধিবাসী প্রবলজাতি, ইহাদের সংখ্যা প্রায় চারিলক্ষ। ইহাদের আচার ব্যবহার চীন ও ব্রহ্মবাসীর মত।

খো (দেশজ) খোয়া, ভাঙ্গা ইট্।

খোআ (ক্ষয় শব্দজ) ১ ক্ষয়, ক্ষতি। ২ ক্ষয়িত। ৩ ভাঙ্গা ইট্।

খোআন (দেশজ) ক্ষয়করণ, নাশ করণ।

খোঁআড় (দেশজ) দুর্দশা, অতিশয় দুঃখ।

খোঁআড়ি (দেশজ) দুর্দশাগ্রস্ত, যাহার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ।

খোঁচ (দেশজ) ১ অত্যাব ছিদ্র। ২ নিম্নস্থান। ৩ বাধা।

খোঁচা (দেশজ) আঘাত।

খোঁচাখোঁচি (দেশজ) ১ বিরোধ। ২ পরস্পর খোঁচা দেওয়া।

খোঁটা (দেশজ) ১ তুলিয়া দেওয়া। ২ প্রকৃতদোষের কথা উল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া।

খোঁড়া (খোড় শব্দজ) পঙ্গু, গমনশক্তিহীন।

খোঁড়ানি (দেশজ) এক পা অথবা একপায়ের কতক অংশ মাটিতে না লাগাইয়া গমনকে খোঁড়ানি বলে।

খোঁড়ানিয়া (দেশজ) ১ পঙ্গু। ২ যে পঙ্গুর ন্যায় গমন করে।

খোপা (দেশজ) কেশগুচ্ছ, ধম্মিল্ল।

খোকসা (দেশজ) ১ কুররপক্ষী। (Falco haliæatus) ২ পক্ষীবিশেষ। ৩ মৎস্যবিশেষ।

খোকা (দেশজ) দুগ্ধপোষ্য বালক, শিশু।

খোকী (দেশজ) দুগ্ধপোষ্য বালিকা।

খোখর, সিন্ধুপ্রদেশবাসী জাটজাতির একশাখা। ইহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। এক সময়ে ইহারা সমস্ত সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মুহম্মদ ঘোরী যখন ভারত লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে ফিরিতে ছিলেন, সেই সময়ে এই খোখরজাতির হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। অনেক গ্রন্থকার "গকর" "গোক্কর" বা "খখর" নামে এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু "খোখর" ও "গকর" দুই স্বতন্ত্র জাতি। খৃষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দে পঞ্জাব, সিন্ধু, ও কাঠিবাড় অঞ্চলে এই খোখর জাতিই প্রবল হইয়া ছিল, তৎকালে মূলতান প্রভৃতি অনেকস্থান ইহাদের শাসনাধীন ছিল। তখন "গখর" জাতি অতি সামান্য অবস্থায় পঞ্জাবের পশ্চিমকোণে অতি কষ্টে বাস করিতে ছিল। খোখরজাতির প্রতাপ খর্ব্ব হইবার অনেক পরে "গখর" জাতির অভ্যুদয় হয়।

খোখা (দেশজ) চুক্তিপত্র। (Bill of Exchange)

খোঙ্কাহ (পুং) খে আকাশে উঙ্ ইত্যব্যক্তশব্দং কুর্ব্বন্ গাহতে গাহ-অচ্ পৃষোদরাদিবৎ গকারস্য কত্বে সাধুঃ। শ্বেত পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব। (হেম°) কেহ কেহ "খোঙ্গাহ" স্থলে 'খোঙ্গাহ পাঠ করিয়া থাকেন।

খোজা (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র বাকস, ইহা বাঁশের শলাকা দ্বারা নির্ম্মিত হয়। [খুঙ্গী দেখ।]

খোজী (দেশজ) খোজা।

খোজ (দেশজ) অনুসন্ধান।

খোজক, পাঠানজাতির এক শাখা। ইহারা সেখ্ওরের কাকর পাঠানদিগের একটী অন্যতম শাখা।

খোজদার, বলুচিস্থানের মধ্যে উপত্যকা মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র নগর। খলাৎর রাজধানী হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। উঁদ ও বোলা যাত্রীরা এই স্থান দিয়া যাইয়া থাকেন। এই নগরটী পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই স্থান হইতে কুলখানা নদীর তীর পর্য্যন্ত অনেক ভগ্নাবশেষ চিহ্নাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে প্রস্তরের চত্বরের উপর ২৫ ফিট উচ্চ স্তম্ভ গ্রথিত আছে।

খোজা (দেশজ) ১ অনুসন্ধান। (পারসীক) ২ পুরুষত্বহীন, নপুংসক।

খোজা অহ্মদ-য়সেবি, মধ্য-এসিয়ার অন্তর্গত অনুর্ব্বর সমতল ভূমির উপর ভ্রমণকারী নোমাদজাতির মধ্যে ইনি একজন প্যাগম্বর। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে ইহার কৃত কবিতাগুলি খিরবিজ ও উজবকেরা কোরাণের ন্যায় অতিশয় ভক্তি করে।

খোজাখোজি (দেশজ) অতিশয় অনুসন্ধান।

খোটন (ক্লী) খোড়ন, নেংচান।

খোটি (স্ত্রী) খোট-ইন্। ১ চতুরা স্ত্রী। ২ পালঙ্কশাক। (শব্দচন্দ্রিকা) ৩ কাষ্ঠ খোটি। (চক্রদত্ত)

খোটী (স্ত্রী) খোটি বা ঙীষ্। ১ পালঙ্কীবৃক্ষ। ২ চতুরা স্ত্রী। (শব্দচন্দ্রিকা)

খোট্টা, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী হিন্দুস্থানীদিগকে সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষায় খোট্টা বলা হইয়া থাকে। মানভূমের উত্তর প্রদেশে যে ভাঙ্গা হিন্দিভাষা প্রচলিত আছে, তাহাকে তথাকার লোকেরা "খোট্টাভাষা," কহিয়া থাকে। সম্ভবতঃ ঐ ভাষার নাম হইতেই হিন্দুস্থানীদিগকে "খোট্টা" নামে অভিহিত করা হয়। ২ পশ্চিমের যে সকল নাপিত বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহাদিগকে খোট্টা বলা হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহারা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়াছে। বেহার প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশের নাপিতেরা ইহাদিগকে নিকৃষ্টজাতি বিবেচনা করে। উভয়ের মধ্যেই বিবাহাদি কোনরূপ আদান প্রদান নাই।

৩ মুর্শিদাবাদের কামারজাতির ও বাঙ্গালার পশ্চিমের ধোবাদিগের একটী শাখাকেও খোট্টা বলা হয়।

৪ পোদজাতির একটী শাখা। কোথাও কোথাও ইহাদিগকে "খোট্টা পরিবর্ত্তে "খোসা" বলে।

খোড় (ত্রি) খোড়তি খোড়-অচ্। খঞ্জ, খোড়া। এই শব্দটী কড়ারাদি গণান্তর্গত বলিয়া কর্ম্মধারয় সমাসে বিকল্পে ইহার পরনিপাত হইয়া থাকে। যথা—খোড়খাল, খালখোড়।

খোড়কশীর্ষক (ক্লী) খোড় ক্ষেপে বুন্ খোড়কং শীর্ষমস্ত বহুব্রী কুন্। ১ কপিশীর্ষবৃক্ষ। ২ হিঙ্গুল। (ত্রিকাণ্ড৹)

খোন্দমীর, খবন্দশাহ (মীর-খোন্দ) আমীরের এক পুত্র। ইহার আসল নাম—ঘয়াসুদ্দীন্ মুহম্মদ বিন্-হমীদুদ্দীন্ খোন্দ আমীর।

কাহারও মতে, ইনি ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে হিরাট নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি 'রৌজৎ উস্ সফা' নামক পারস্ত গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া 'খুলাসৎ-উল্ অখ্বার' নামে একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

উক্ত গ্রন্থ ব্যতীত 'হবীব্ উস্ সিয়ার' 'মাসির উল্ মুলুক, 'অখবর-উল্-অখিয়ার,' 'দস্তুর-উল্-বজ্‌রা' 'মুকারিম-উল্-অখ্লাক্,' 'মুন্তখিব-তারীখ্ বাস্‌সাফ', 'ঘরাএব্ উল্ অস্রার,' 'জবাহির্ উল্ অখ্বার' নামে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

১৫২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমে ঘোরতর বিপ্লব ঘটে, সেই জন্য ইনি হিরাট পরিত্যাগ করিয়া মৌলানা সাহেব উদ্দীন্ ও মির্জা ইব্রাহিম্ কানুনী নামে দুই মহাপণ্ডিতের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রা নগরে উপস্থিত হন, এইখানে সম্রাট্ বাবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এইখানে খোন্দমীর সম্রাটের নিকট সম্মানলাভ করিলেন। পরে যখন বাবর বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে আসেন, তৎকালে ইনিও তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। বাবরের মৃত্যু হইলে পর, ইনি হুমায়ুনের নামানুসারে 'কানুন্ হুমায়ুন্' রচনা করেন। এই গ্রন্থ আবুলফজলের অকবরনামায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি সম্রাট্ হুমায়ুনের সহিত গুজরাটে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সম্রাটের শিবিরে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার মৃতদেহ দিল্লীতে আনিয়া আমীর খস্রুর সমাধির পার্শ্বে গোর দেওয়া হয়।

খোতেন, পূর্ব্ব তুর্কীস্থানের মধ্যবর্ত্তী একটী জনপদ। ইয়র্কন্দের দক্ষিণপূর্ব্বে খোতেন ও কারাকাস্ নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৭° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৫´ পূঃ।

মধ্য এসিয়ার মধ্যে এই জনপদটী অতি প্রাচীনকাল হইতে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। খৃষ্ট পূর্ব্বের ১৪০ অব্দে চীনের সহিত ইহার বেশ সদ্ভাব ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম অতিশয় প্রবল হইয়াছিল।

খোতেন নগরের চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়া ঘেরা, এখানে ১৮ হাজার বাড়ী, বিদেশীয় বণিকগণের জন্য ১০ খানি সরাই আর প্রায় দেড়লক্ষ লোকের বসবাস আছে। নানাদেশীয় লোক এখানে বাণিজ্য করিতে আইসে।

খোদ (পারসী) স্বয়ং।
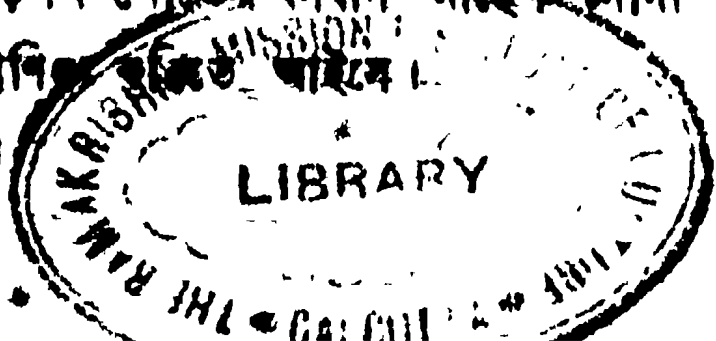
খোদকস্তা (পারসী) ভূস্বামী আপনার অধিকারে যে জমা রাখেন, তাহাকে খোদকস্তা বা খোদকাস্ত বলে।

খোদা (ক্ষোদ শব্দজ) ১ মৃদাদিতে অঙ্কপাত। ২ কাষ্ঠ প্রভৃতিতে যন্ত্র নির্ম্মাণ। (পারসী) ৩ ঈশ্বর।

খোদাবন্দ (পারসী) মহাশয়, প্রভু।

খোন (দেশজ) বর্ষা।

খোনকার (পারসী) মুসলমানসমাজে যে ব্যক্তি ত্বক্ ছেদ করে।

খোন্দকার (খবন্দ্‌কার) মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী পারসী শিক্ষক। অপর নাম "মুর্শীদ" অর্থাৎ ধর্ম্মমার্গপ্রদর্শক ও "আখুন্দ" অর্থাৎ শিক্ষক। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান বালকদিগের শিক্ষা ও কলমা পাঠ ইহাদের ভিন্ন সিদ্ধ হইত না। এখন কেবলমাত্র গোঁড়া মুসলমানেরা ইহাদিগকে পুত্রের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তদ্ভিন্ন সকলেই মুন্সীর কাছে পাঠ করে। খোন্দকারেরা দীক্ষাগুরুর কার্য্যও করে, শিষ্য রাখে ও ভূত ঝাড়াইয়া থাকে। আবার জল পড়িয়া রোগীকে খাওয়াইয়া রোগশান্তি করিতে পারে। মুসলমান স্ত্রীলোকগণের বিশ্বাস যে ইহারা ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে রোগ শান্তি করিতে পারে। এই জন্য পীড়া হইলেই খোন্দকার ডাকাইয়া পরামর্শ লইয়া থাকে। জ্বর বা ওড়কা উপস্থিত হইলে ইহারা প্রায়ই জলপড়া না হয় এক খণ্ড কাগজে প্রত্যেক ছত্র কোরাণের মন্ত্র লিখিয়া দেয় ও তাহাই রোগীকে খাওয়ান বা পরান হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান জাতির স্থির বিশ্বাস যে ইহাদের প্রদত্ত জলপড়া বাত ও স্নায়বীয় বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।

খোপ (কুপ শব্দজ) ১ ক্ষুদ্র ঘর। ২ পায়রার ঘর।

খোপচাল (দেশজ) ছোট ছোট চাল।

খোপা (কুপ শব্দজ) ধম্মিল্ল, বাঁধাচুল।

খোমান, চিতোরের একজন রাণা। ইনি বাপ্পার পুত্র অপরাজিতের পৌত্র ও রাণা কালভোজের * পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর নবম শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইনি চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে ৮১২-৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানগণ বার বার চিতোর নগর আক্রমণ করেন। খোরাসানের অধিপতি মামুদ † এই শত্রুদলের অধিনায়ক ছিলেন। খোমান্ চতুর্ব্বিংশতিবার অসম সাহসে শত্রুবিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণের পরামর্শক্রমে নিজ কনিষ্ঠ পুত্র মঙ্গরাজকে রাজ্যভার দিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তাঁহার মতিগতি ফিরিল। তিনি পরামর্শদাতা ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিয়া পুনরায় রাজাসন অধিকার করিলেন। এবার কিন্তু বেশীদিন আর তাঁহাকে রাজমুকুট শিরে ধরিতে হইল না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার অপর পুত্র মঙ্গল তাঁহাকে শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। খোমান স্বজাতীয়ের মধ্যে এত গৌরব ও সম্মানভাজন হইয়াছিলেন যে, অদ্যাবধি উদয়পুরে কোন ব্যক্তির পদস্খলন বা হাঁচি হইলে অমনি পার্শ্বস্থ ব্যক্তি "খোমান তোমাকে রক্ষা করুন" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

* ইঁহার অপর নাম বর্প। ইনি যোগীবর হারীতের তপস্যার স্থলে প্রসিদ্ধ একলিঙ্গদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

† খলিফা-হারুণ-অল্ রসিদ নিজপুত্র অলমামুনকে খোরাসান, সিন্ধু ও ভারতীয় যবন রাজ্য সকল বিভাগ করিয়া দেন। এই মামুনই মহারাজ খোমানের সমকালবর্ত্তী। সুতরাং স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে লিপিকারগণ ভ্রমবশতঃই মামুনের পরিবর্ত্তে মামুদ (মহম্মদ) লিখিয়া থাকিবেন।

খোয় (পারসী) স্বভাব।

খোয়া (ক্ষয় শব্দজ) ১ অপহৃত, হারাণ। ২ ইষ্টকাদির খণ্ড।

খোয়ানিয়া (দেশজ) যে ক্ষয় করে।

খোয়ার (দেশজ) ১ দুর্দ্দশা। ২ যে গৃহে পশু প্রভৃতি আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

খোর (ত্রি) খোর-অচ্। খঞ্জ। (হেম°)

খোরক (পুং) খোর স্বার্থে কন্। অশ্বদিগের রোগবিশেষ। [ঘোটক দেখ।]

খোরা (দেশজ) পাত্রবিশেষ।

খোরাক (পারসী) খাদ্য, আহারীয়।

খোরাকী (পারসীজ) আহারের জন্য প্রদত্ত অর্থ, যাহা দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করা হয়।

খোরাসান, একটী বিস্তৃত জনপদ। আমরা যাহাকে আফগানিস্থান ও বলুচিস্থান বলিয়া জানি, আফগান, বলুচ ও ব্রহুই জাতি তাহাকেই খোরাসান বলে। কিন্তু খোরাসান দেশ আরও বড়, ঠিক কত বড়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে কাহারও মতে, খোরাসানের উত্তরসীমা আরল ও কাস্পীয় হ্রদের মধ্যস্থ মরুভূমি, দক্ষিণে লবণ মরুভূমি দ্বারা পারস্যের অপরাংশ হইতে পৃথক্ হইয়াছে, পূর্ব্বে আফগানস্থানের সীমান্ত অসভ্যজাতির নিবাস ও উর্ব্বরাভূমি, পশ্চিমে রুষাধিকৃত অষ্ট্রাবাদরাজ্য। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০০ মাইল, প্রস্থে প্রায় ৪০০ মাইল মোট পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ বর্গ মাইল। ইহার সীমা লইয়া বড়ই গোলযোগ, কত শতবার খোরাসানের উপর বৈদেশিক আক্রমণ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার নানাস্থানের কতবার নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

এখনও সীমান্তবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচয় দেয়। মোগলসম্রাট্ বাবর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন "ভারতবাসী সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীরস্থ সমুদয় জনপদকে খোরাসান্ বলিয়া জানে।" ইহার মধ্যে প্রায় ১২।১৩ লক্ষ লোকের বাস। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ পূর্ব্বে পারস্ত ও আফগানস্থানের অধিকারভুক্ত ছিল, এখন ইহার অধিকাংশ রুষাধিকৃত। এখানকার প্রজারাও পারস্ত অপেক্ষা রুষের অধীনে সন্তুষ্ট। এখানে আরব, বলুচ, বেয়ৎ, চুলই, কলাই, খুরশাহী, লেক, লেয়ের, মরদী, মুজদরণী, মেথী, তিমুরি প্রভৃতি জাতির বাস।

এখানে অনেক নদী-নালা আছে, তন্মধ্যে আত্রেক নদীই প্রধান, ইহার জলে এই ভূভাগ উর্ব্বরা ও শস্যশালী হইয়াছে। স্থানে স্থানে কুঞ্জবন, উপবন, সুললিত দ্রাক্ষাবন ও চারণক্ষেত্র শোভা পাইতেছে, দেখিলেই পর্য্যটকের মন বিমোহিত হয়। যখন পারস্তরাজ্যে আন্তর্বিদ্রোহে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সেই সময় তুর্কীরা অক্সস্ নদীপার হইয়া খোরাসান অধিকার করেন।

এইখানে মহাবীর রোস্তম্ ভুজবলে আফ্রাসিয়াব্‌কে পরাস্ত করিয়া দেশরক্ষা করেন। জজিস্‌খাঁ ও তৈমূরের আক্রমণে খোরাসানের দারুণ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। সুফাবিয়াগণের রাজত্বকালে উজ্‌বকেরা প্রতিবর্ষে এখানকার শস্যক্ষেত্র ও নগরাদি লুটপাট করিতে আসিত, তাহাদের ভয়ে প্রজাগণ একদিনও সুখে নিদ্রা যাইতে পারিত না।

খোরাসানের কতকাংশ পারস্তরাজের অধিকারভুক্ত, তাহারই মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মসেদ নগর। নগর মধ্যে একটী অতি সুন্দর নেত্রপ্রীতিকর সমাধিমন্দির আছে, সেই মন্দিরে ইমাম্‌-রজা ও হারুণ অল্ রসীদের অস্থি সংরক্ষিত। পারস্তের অন্তর্গত খোরাসানের অধিবাসীগণ অতিশয় বলিষ্ঠ ও দুর্দ্ধর্ষ। শত শতবার বিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করিয়া প্রজাবৃন্দ বংশপরম্পরায় যুদ্ধপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্যই নাদিরশাহ একদিন বলিয়াছিলেন—"ইহাই পারস্তের তরবারি।"

খোরদক্, এক প্রকার আনদ্ধ যন্ত্র। ইহার দুইটী মুখ, ইহার ঘায় বাহিরে থাকে। বামটী অপেক্ষা দক্ষিণের মুখটী অপ্রশস্ত। রোশনচৌকী বাদ্যে তাল দিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

[যন্ত্র দেখ।]

খোল (ত্রি) খোল-অচ্। খঞ্জ। (শব্দমা°)

খোল (দেশজ) একপ্রকার-আনদ্ধ যন্ত্র। ইহার খোলটী মৃত্তিকায় নির্ম্মিত হয়। ইহার প্রচলন বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই বেশী। মহাত্মা চৈতন্যের সময়েই বোধ হয়, ইহার প্রথম আবিষ্কার। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই বাদ্যযন্ত্রের সহকারে নাচিয়া গাইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন। আজকাল ব্রাহ্মসমাজেও ইহা প্রচলিত হইয়াছে।

খোলক, (পুং) খোল-অচ্ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পাক করিবার পাত্রবিশেষ, চলিতভাষায় খোলা বলে। ২ মস্তকের অবয়ব-বিশেষ, শিরস্ত্র, চলিত কথায় খোপড়া বলে। ৩ বল্মীক, উয়ের ঢিপি। ৪ পূগকোষ। (মেদিনী) সুপারীর ছোকলা।

খোলপেটুয়া, বঙ্গের খুলনাজেলার মধ্যে প্রবাহিত একটী নদী; আশাশুনির নিকট কপোতাক্ষ হইতে এই নদী বাহির হইয়াছে। প্রথমে কিছুদূর পশ্চিমমুখে গিয়া বুধাতাগাকে মিশিয়াছে, তৎপরে দক্ষিণমুখে গিয়া সুন্দরবনের মধ্যে আবার কপোতাক্ষ নদীতে পতিত হইয়াছে।

খোলস (দেশজ) সাপের গায়ের আবরণ, কঞ্চুক।

খোলা (দেশজ) ১ মৃৎপাত্রবিশেষ। ২ অকপটতা। ৩ পরিষ্কার, অনাবৃত স্থান।

খোলাখালি, বঙ্গের ২৪ পরগণার মধ্যবর্ত্তী একটী খাড়ি।

খোলাপুর, বেরারের অমরাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২০° ৫৫′ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৩৩′ ৩০″ পূঃ, অমরাবতী নগরী হইতে ৯ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

এক সময়ে এই স্থান রেশমের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইলিচপুরের সুবাদার বিধর্ত্তাগণের লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান। কিন্তু তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য না হওয়ায় তিনি সসৈন্যে এই নগর আক্রমণ করেন। পূর্ব্বে এখানে বর্ষে বর্ষে রাজপুত ও মুসলমানে যুদ্ধ হইত; সেই উৎপাতে এই নগরের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এখানে প্রায় সাড়ে ছয়হাজার লোকের বাস।

খোলসা (আরবী) সরলতা, অকপটতা।

খোলাহাঁড়ী (দেশজ) পাকপাত্রবিশেষ, যে পাত্রে খৈ, মুড়ি প্রভৃতি ভাজিয়া লওয়া হয়।

খোলি (স্ত্রী) খোল-ইন্। তূণ, তূণীর। (শব্দমালা)

খোল্‌তা (হিন্দী) খোলা, মুক্ত, অবাধ।

খোল্‌বি, মধ্য-ভারতের অন্তর্গত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। আগর নগরের ১৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে, চন্দা ও ধমনারের ১৫।১৬ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরপূর্ব্বে লাল পাথরের একটী পাহাড় দৃষ্ট হয়। সমতল ক্ষেত্র হইতে পাহাড়টী ১২৫ হইতে ২০০ হাত উচ্চ, মধ্যে মধ্যে প্রায় ২০ হাত উচ্চের কতকগুলি শিখর আছে। বৌদ্ধগণ অজন্তা ও কালির মত ঐ খোল্‌বি গ্রামে পর্ব্বত কাটিয়া অনেক স্তূপ, চৈত্য ও গুহামন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় চাষীরা ও ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, পাণ্ডুতনয় ভীম, অর্জ্জুন

প্রভৃতি ঐ সকল গিরিগুহা কাটিয়াছিলেন। অধিবাসীরা এখনও দুই একটী গুহাবাটীকে অর্জ্জুনগৃহ, ভীমগৃহ বলিয়া থাকেন। এই খোলবি পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে ১১টী বড় বড় গুহামন্দির আছে; তন্মধ্যে ১টীতে দুইটী ঘর। বাহিরের ঘরটী ২২৭ ফিট ও ভিতরের ঘরটী ১১৬ ফিট আয়তন, ইহাই অর্জ্জুনগৃহ। অপর একটী গৃহের নাম ভীমগৃহ; সেটী দৈর্ঘ্যে ৪২ ফিট ও প্রস্থে ২২ ফিট। আর একটী মন্দিরে বুদ্ধদেবের দুইটী দাঁড়ান ও দুইটী বসান মূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত ঐ পাহাড়ের পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে অনেকগুলি বৌদ্ধস্তূপাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। খোলবির ঐ সকল বৌদ্ধ-ধ্বংসাবশেষ অল্পসংখ্যক হইলেও ইহার গঠনকৌশল দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক একটী স্তূপ কেবল পর্ব্বতের উপরই গঠিত। অন্যান্য স্থানের মত ইহার অন্তর্ভাগ কোন গুহার সংলগ্ন নহে। এই স্থানের স্তূপভিত্তির নিম্নগৃহ খুঁড়িয়া বাহির করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র স্তূপটী মন্দিরের মত ও ইহার মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ডাক্তার কানিংহাম সাহেবের মতে খোলবির এই সকল স্তূপগুলি ৭০০ হইতে ৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খোলমুখ (পুং) খে আকাশে উল্মুখইব রক্তবর্ণত্বাৎ। মঙ্গলগ্রহ। (ত্রিকাণ্ড°)

খোশা (কোষ শব্দজ) ত্বক্, ছাল।

খোষাহ্ব (পুং) জীবশাক, চলিত কথায় খোষণা।

"খোষাহ্বঃ শাকবীরশ্চ জীবশাকঃ প্রবালকঃ। (দ্রব্যাভিধান)

খোস (দেশজ) ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, পাঁচড়া।

খোসড়া (দেশজ) খসড়া, যাহা ভ্রম-সংশোধন করিয়া ঠিক করা হয় নাই।

খোসলা (দেশজ) মোটামাদুর, গরীব লোকেরা ইহা পাতিয়া শয়ন করে ও গায়ে দেয়।

খোসা (কোষ শব্দজ) ১ ত্বক্, ছাল। ২ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি।

খোসান (দেশজ) ধানের খোসা হইতে চাল বাহির করা।

খ্যাঁকশিয়াল, (Vulpes Bengalensis) প্রায় শৃগালাকার জন্তুবিশেষ। ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই এই জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় খিঙ্খির, হিন্দী 'লোমবিয়া', 'লমড়ি', মধ্যপ্রদেশে 'লোকরি', মরাঠী 'কোকরি', বেহারী 'খেকর' বা 'খেকীর', কর্ণাটী 'কোঁক' বা 'চন্দামারী', তৈলঙ্গে 'গুন্টা নক্কা' বা 'পোতিনারা' বলে।

লোকালয়ের সন্নিহিত জঙ্গলে কিংবা উদ্যানের এক প্রান্তে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইহারা বাস করে। ইহারা অত্যন্ত চতুর। এমনি কৌশলে জীবজন্তু ধরিয়া খায় যে, তাহা শুনিলেও আশ্চর্য্য বোধ হয়। রাত্রিকালে বাহির হইয়া কুক্কুট, পেরু প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষীর ঘর শুনিয়া আক্রমণ করে, যখন একটী পক্ষী ধরিয়া লইয়া যায়, তখন অন্য পক্ষীরা কোনক্রমে টের পায় না। সচরাচর পক্ষীর বাসা হইতে শাবক ও ডিম খাইয়া থাকে। যখন এ সব কিছু না পায়, ইন্দুর, টিকটিকি, সর্প, গঙ্গাফড়িং, উইচিঙ্গড়ী, শম্বুক, ঝিণুক, কাঁকড়া প্রভৃতি ধরিয়া খায়। ফলের মধ্যে তরমুজ, ফুটী, বেল ও আম্রাদি খাইতে ভালবাসে। অন্ধকার রাত্রিতে বিল বা জলাভূমির ধারে যখন কাঁকড়া ও শম্বুকাদি ধরিয়া খাইতে যায়, তখন ইহারা নিজের দন্ত পেষণ দ্বারা অগ্নি বা আলো বাহির করে, ঐ আলোতে ইহারা সমস্ত দেখিতে পায়, এজন্য খ্যাঁকশিয়ালকে লোকে 'উল্কামুখী' বলে।

ইহারা মধু খাইতে বড় ভালবাসে। মৌমাছির চাক দেখিতে পাইলেই খাইবার জন্য তাহা ধরিতে যায়। মৌমাছির হুলের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে, তথাপি মধুর আশা ছাড়ে না। ইহারা কষ্ট সহ্য করিয়াও ৫।৬ বার ঐরূপ তাড়া দিয়া ও মৌমাছির কামড়ে জ্বালাতন হইয়া ডিমশুদ্ধ মৌ-চাক খাইয়া ফেলে।

ইহাদের শরীর ২১ ২২ ইঞ্চি ও লাঙ্গুল প্রায় ১২।১৪ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। লেজ অতিশয় কোমল লোমাবৃত, শেষ-ভাগে কালদাগ আছে। সমস্ত গায়ের লোম ঈষৎ পাটলবর্ণ, কেবল গলার কাছে ঈষৎ শাদা। মুখ সরু, কাণ তিন কোণা, দাঁত অতিশয় ধারাল ও চক্ষুঃ সতেজ। যখন শিকার অন্বেষণে যায়, লেজ মাটিতে লুটাইতে থাকে। দৌড়াইবার কালে লেজ সোজা করে ও যখন কুক্কুরেরা ইহাদিগকে আক্রমণ করে, তখন লেজ একেবারে খাড়া করিয়া পলায়ন করে। ইহাদের মাংস খাইতে ভাল নয়, তথাপি কোন কোন দেশের লোক ভক্ষণ করিয়া থাকে।

থাকিবার জন্য মাটির মধ্যে ৪ হাত নিম্নে ইহারা যে গর্ত্ত কাটে, তাহার চার পাঁচটী প্রবেশদ্বার থাকে। আর বাসস্থান হইতে বরাবর কতকগুলি পথ কাটিয়া মুখ বন্ধ রাখে। ঐ সকল পথের বড়টীতে ও ঠিক মাঝখানে ইহারা শাবক প্রসব করে। জলা জমির মধ্যে বা পুষ্করিণীর পাড়েও বাসা করিয়া থাকে। এরূপ কৌশলের সহিত গর্ত্তের মুখ কাটে যে, বর্ষাকালেও ইহার মধ্যে এক ফোঁটা জল প্রবেশ করিতে পারে না। কোথাও কোথাও ইহারা পুরাতন বৃক্ষাদির কোটরের মধ্যেও বাসা করিয়া থাকে।

ফাল্গুন হইতে বৈশাখমাসের মধ্যে খ্যাঁকশিয়ালী এককালে

৩টী ছানা প্রসব করে। সূর্য্য উঠিলে খ্যাকশিয়ালী আর রৌদ্রে বাহির হয় না। শাবকেরাও পূর্ণবয়স্ক না হইলে বাহিরে যায় না। বাচ্চা খ্যাকশিয়াল অত্যন্ত পোষমানে ও কুকুরাদি পালিত জন্তুর ন্যায় নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে লাফাইয়া খেলা করে। কিন্তু ইহারা বেশীদিন ঐরূপ অবস্থায় থাকে না, একটু বড় হইলেই প্রায় পাগল হইয়া পড়ে।

মেরুর নিকটবর্ত্তী বরফাবৃত দ্বীপ ও দেশসমূহে যে সকল খ্যাকশিয়াল (Canis legopus) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সচরাচর শাদা লোমযুক্ত। তাহারা আপনাদিগকে দুরন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বতের গুহার মধ্যে আশ্রয় লয় বা বালুকাময় জমির মধ্যে গভীর গর্ত্ত খুড়িয়া তাহার মধ্যে বাস করে।

ইহারা সচরাচর লেমিঙ্গ (উত্তরদেশবাসী ইন্দুরের মত জন্তু), বেজী ও খরগোস্ প্রভৃতি জন্তু ও সকলপ্রকার জলচর পক্ষী ও তাহাদের ডিম খাইয়া থাকে। এমন কি সমুদ্রের ধারে মৃত মৎস্য ও শম্বুকাদি তুলিয়া খাইতে ঘৃণা বোধ করে না।

রাজপুতানা, সিন্ধু ও কচ্ছ প্রভৃতির বালুকাময় প্রদেশে একপ্রকার খ্যাকশিয়াল (Vulpes leucopus) আছে। ইহাদিগকে দেখিতে পিঙ্গলবর্ণ। মুখ ও শরীরের দুই পার্শ্ব শাদা। ঘাড় ও পাছা পাঁশুটে রঙের। স্থলবিশেষে শাদা ও কাল হইয়া থাকে। পা ছোট ছোট। ইহারা সাধারণতঃ ২০ ইঞ্চি লম্বা হয়। এক একটীর পা হইতে শরীরের অর্দ্ধেক কাল ও উপরের ভাগ শাদা ও ঐ দুই বর্ণের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কটা রংএর ব্যবধান আছে। অম্বালায় এই জাতীয়েরা নদীর বালুময় বেলাভূমিতে বাস করে। হান্সীর নিকটস্থ বালুকাময় পর্ব্বতে এই জাতীয় খ্যাকশিয়ালেরা অত্যন্ত মাংসাশী। তাহারা একপ্রকার ইন্দুর খাইয়াই জীবনধারণ করে। ইহাদের গাত্রে যখন লোম থাকে, তখন বড়ই সুন্দর দেখায়।

হিমালয়ে নেপাল হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত নানা স্থানে এক প্রকার পাহাড়ী খ্যাকশিয়াল (Vulpes montanus) দেখা যায়। কাশ্মীরবাসীরা ইহাকে "লো" ও নেপালীরা "ওয়াঘো" বলিয়া থাকে।

ইহাদের মুখ হইতে সমগ্র দেহটী ৩০ ইঞ্চি লম্বা ও লেজ ১৯ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ইহাদের গায়ের বর্ণ পাণ্ডু। ঘাড় শাদা, পিঠের মাঝখান কাল, পশ্চাতের পা ও লেজ ধূসরবর্ণের, কাণ দুটী মখমলের ন্যায় কাল ও লোমযুক্ত। ইহাদের গায়ে অধিক পরিমাণে লোম জন্মাইয়া থাকে। সচরাচর ২ ইঞ্চি লম্বা ও পশমের ন্যায় কোমল হয়। যখন ইহাদের লোম থাকে, তখন দেখিতে অতি সুন্দর। ইহারা উচ্ছিষ্ট আহার অথবা তিত্তির, পেরু প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী মারিয়া খায়।

পঞ্জাব প্রদেশের খ্যাকশিয়াল (Vulpes pusillus) দেখিতে ঠিক পাহাড়ী খ্যাকশিয়ালের মত, কিন্তু আকারে ঢের ছোট। সিকিমের খ্যাকশিয়ালকে (Vulpes fuliginosus) তথাকার অধিবাসীরা "থেকী" বলিয়া থাকে। ভোটরাজ্যের রাজধানী লাসানগরে একপ্রকার পিঙ্গলবর্ণ আভাযুক্ত খ্যাকশিয়াল (V. flavescens) দেখা যায়। ইহাদের গাত্রে সূক্ষ্ম, বড় বড় লোম প্রচুর পরিমাণে আছে। কাণগুলি কাল এবং ঝুঁটীবিশিষ্ট, দেখিতে বড়ই সুন্দর।

খ্যাত (ত্রি) খ্যা-ক্ত। ১ কথিত। ২ বিশ্রুত। (অমর) ৩ খ্যাতিযুক্ত। পর্য্যায়—প্রতীত, প্রথিত, বিত্ত, বিজ্ঞাত, বিশ্রুত।
"অমিতস্পচমীশানং সর্ব্বভোগিনমুত্তমম্।
জাবয়োঃ পিতরং বিদ্ধি খ্যাতং দশরথং ভুবি।" (ভট্টি ৬।৯৭)

খ্যাতগর্হণ (ত্রি) খ্যাতা প্রসিদ্ধা গর্হণা নিন্দা, যস্য বহুব্রী। অবগীত, যাহার নিন্দা সকলেই জানে।

খ্যাতব্য (ত্রি) বক্তব্য, যাহা বলিবার উপযুক্ত, যাহা বলা হইবে।

খ্যাতগর্হিত (ত্রি) খ্যাতং গর্হিতং গর্হণং যস্য বহুব্রী। অবগীত। (জটাধর)

খ্যাতি (স্ত্রী) খ্যা-ক্তিন্। ১ প্রশংসা। ২ প্রসিদ্ধি। ৩ কথন। ৪ প্রকাশ। ৫ জ্ঞান। "খ্যাতিক সৎপুরুষান্তরাধিগম্য, যান্তি তামপি সমাধিভৃতো নিরোদ্ধুং।" (মাঘ ৪।৫৫) ৬ মহত্ত্ব।
"মনো মহান্ মতি র্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।"
(সাংখ্যভাষ্য)

খ্যাতিকর (ত্রি) যে খ্যাতি করে।

খ্যাতিঘ্ন (ত্রি) যে খ্যাতিনাশ করে।

খ্যাতিমৎ (ত্রি) খ্যাতি-মতুপ্। খ্যাতিযুক্ত।

খ্যাতাপন্ন (ত্রি) খ্যাত্যা আপন্নোযুক্তঃ ৩তৎ। যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

খ্যান, ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবি জাতিবিশেষ। উত্তর বঙ্গে ইহাদিগকে খ্যান্ ও আসাম অঞ্চলে কোলিতা বলে। ইহারা কায়স্থের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ কোচবিহার রাজসরকারে দৈবজ্ঞের কর্ম্ম করিতেন। ইহাদের দেখিতে অতি সুশ্রী, মুখ চৌড়া অথচ গোয়াল, সুগোল, নাক বাঁশীর মত, চক্ষু পটোল চেরা দেহ ধার্ম্মিক হিন্দুর মত উজ্জ্বল।

ইহাদের মধ্যে অলম্বীশ, অলম্যান, অগ্নিবাৎস্য, কংসারি, কাশ্যপ, কৌচলঋষি, মধুকুল্য, মুদ্গীশ প্রভৃতি গোত্র আছে।

সগোত্রে এবং পিণ্ড বাঁধিলে ইহাদের বিবাহ হয় না। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ চলিত আছে। প্রায় ৫ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে বালিকার বিবাহ হয়। বিবাহের কার্য্যকলাপাদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা বরকে উপহার পাঠাইয়া থাকে। বর ঐ উপহার গ্রহণ করিলে বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ নিষিদ্ধ।

ইহারা গোঁড়া হিন্দু। অধিকাংশ লোকেই শাক্ত, বৈষ্ণবও অল্প দেখা যায়। পূজা, বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গল-কার্য্যে ইহারা ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে। সামাজিক মর্য্যাদায় ইহারা অন্য নীচ জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্যেরা ইহাদের হাতের জল ও মিষ্টান্ন খাইতে পারে।

খ্যাপক (ত্রি) খ্যা-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ জ্ঞাপক। ২ প্রকাশক।

খ্যাপন (ক্লী) খ্যা-ণিচ্-ল্যুট্। প্রকাশন।

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসা ধারণেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি।" (মনু)

খ্রীষ্টান (খৃষ্টান্—ইং Christian) যীশুখৃষ্টভক্ত ও তন্মতাবলম্বী সম্প্রদায়।

খৃষ্টভক্তগণ বলিয়া থাকেন—"সেই অসীম অনন্ত শক্তিমান্ বিশ্বব্যাপী জগদীশ্বর পরম প্রীতিতে পবিত্রাত্মাসমূহ (Intelligencee) আর এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। পবিত্রাত্মাগণ ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, প্রেমসম্ভোগ এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিতে অধিকারী হইয়াছিল। ঈশ্বর তাহাদিগকে কামাবসায়িতা (Free Will) দান করিলেন। সুতরাং তাহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে লাগিল। স্বইচ্ছাবশে ক্রমে তাহাদের মন কলুষিত হইল। তাহা হইতেই পাপের উৎপত্তি, ক্রমে পাপের বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে দারুণ মনস্তাপ! সয়তান ও তাহার দূতগণই সেই অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহারা যত পাপের ভার সরল প্রকৃতি মানবের উপর আরোপ করিতে চাহিল। তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাই অভাগা মানবজাতি এত সন্তপ্ত, এত পীড়িত ও এত পাপগ্রস্ত। মানবের পাপমোচন, জগতে ন্যায় ও সুখরাজ্যস্থাপন এবং মানবজাতিকে আবার পবিত্রতা ও পূর্ব্বগৌরব প্রদান করিবার জন্য ভগবান্ প্রিয়পুত্র যীশুখৃষ্টকে ধরাতলে প্রেরণ করেন। যিনি সেই যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মোপদেশ প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, যিনি তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া থাকেন এবং যিনি তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই খৃষ্টান বলা যায়।" (Rev. Charles Buck's Theological Dictionary, p. 65, 69.)

৩০৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পণ্ডিত ল্যাক্টেন্সিয়াস্ লিখিয়াছেন—

"যাহারা স্থলপথে চুরি ও জলপথে ডাকাতি করে, তাহারা খৃষ্টান নয়। স্ত্রীঘাতী, পতি বা পুত্রঘাতিনী, ভ্রূণহত্যাকারী, কন্যাগমনকারী, যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অপরকে কামনা করে অথবা ভিন্নপুরুষে দেহবিক্রয় করে, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও খৃষ্টান বলি না, যে কোনরূপ পাপকার্য্য করে, যে মনেও অপরের অনিষ্ট করিতে অভিলাষী, সেও কখন খৃষ্টান নয়।"

খৃষ্টধর্ম্মবেত্তা অরিগেন বলেন, "যাহার ধনস্পৃহা নাই, নিজের অধিকৃত সম্পত্তি অন্যে অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেও যে কুণ্ঠিত হয় না। সরলতা, পবিত্রতা ও উদারতা যাহাদের অলঙ্কার, তাহারাই প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী।" (J. Eadie's Biblical Cyclopædia.)

যীশুখৃষ্টের ভক্তগণ কোন্ সময়ে কাহা দ্বারা "খৃষ্টান্" নাম পাইল, তাহা ঠিক বলা যায় না। কাহারও মতে অন্তিয়োক নগরে এই নামের প্রথম উৎপত্তি হয়। তথায় অপরাপর সম্প্রদায়গণ য়িহুদী হইতে পৃথক্ করিবার জন্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়কে বিদ্রূপভাবে "খৃষ্টান্" বলিয়া ডাকিত, তখন হইতে এই নাম চলিয়া আসিতেছে।

প্রধানতঃ খৃষ্টান্-সম্প্রদায়কে এই কএকটী মত মানিয়া চলিতে হয়—

১ম—বাইবেল বা খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের বাক্য, সুতরাং ইহার সমস্তই প্রামাণ্য ও গ্রাহ্য।

২য়—বাইবেল সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য।

৩য়—ঈশ্বরের একত্ব এবং ঈশ্বর, যীশু ও দিব্যাত্মা (Holy Ghost) এই ত্রিত্ব (Trinity) স্বীকার।

৪র্থ—আদি মানবের পতনই মানবজাতির পাপের কারণ।

৫ম—মানবের ত্রাণের জন্য খৃষ্টের আত্মোৎসর্গ, তিনি ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র ও অবতার, তাঁহার কার্য্য-কলাপাদি বিশ্বাস্য বলিয়া স্বীকার্য্য।

৬ষ্ঠ—ভক্তি ও একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা পাপীর মুক্তি।

৭ম—পাপীর পরিত্রাণ ও পবিত্রতা সম্পাদন দিব্যাত্মার কার্য্য।

৮ম—আত্মা অবিনশ্বর, খৃষ্টদেহের পুনরুত্থান, মহাত্মা যীশুর শেষবিচারে দুষ্টের অনন্ত শাস্তি এবং শিষ্টের অনন্ত স্বর্গীয় সুখলাভ।

৯ম—খৃষ্টীয় যাজকমণ্ডলীর ধর্ম্মমত ঐশ্বরিক বলিয়া স্বীকার; খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কর্ম্মকাণ্ড চিরদিন প্রতিপাল্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য; খৃষ্টের ক্রুশারোপে মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে সখিত্ব ভোজ (Lords' Supper) সত্য বলিয়া বিশ্বাস।

যীশুখৃষ্টের পূর্ব্বে জেরুজিলম্, আন্তিয়োক প্রভৃতি স্থানে য়িহুদীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাহাদের যাজকেরা অর্থলোভী ও বড়ই অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। কুসংস্কার ও অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য খ্রীষ্ট নানাস্থানে স্বীয় মত প্রচার করিয়া বেড়ান। তিনি যে সকল মত প্রচার করেন, তাহার অনেক য়িহুদীজাতির প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকে আছে। ইহাতে বোধ হয়, তৎপ্রবর্ত্তিত খৃষ্টান্ ধর্ম্ম য়িহুদীধর্ম্মেরই সংস্কার এবং প্রাচীন য়িহুদী ধর্ম্ম হইতেই খৃষ্টান্‌ধর্ম্মের উৎপত্তি।

যীশু আপনার ১২ জন প্রধান শিষ্যকে সাধারণের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই বার জনের ধন, মান বা শিক্ষা কিছুই ছিল না। তথাপি তাঁহাদের কথা শুনিয়া শত শত ব্যক্তি খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে জেরুজিলম্ নগরে প্রথম খৃষ্টান্-সমিতি হয়। এই সময়ে য়িহুদীরা খৃষ্টানের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল। অনেক কষ্টে অনেক দুঃখ সহ্য করিয়া খৃষ্টের প্রধান শিষ্যগণ জেরুজিলম্ আন্তিয়োক, ইফেসাস্, স্মির্ণা, এথেন্স, কোরিন্থ, রোম ও আলেকজেন্দ্রিয়ানগরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম জেরুজিলম্‌নগরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির স্থাপিত হয়, সেই জন্য খৃষ্টানেরা জেরুজিলম্‌কে খৃষ্টীয় সমাজের জননী ও মহাপুণ্যভূমি বলিয়া জ্ঞান করেন।

[যীশুখৃষ্ট ও বাইবেল শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

খৃষ্টের প্রধান শিষ্যগণ যে সকল সমাজ স্থাপন করেন, পরবর্ত্তীকালে তাহাই খৃষ্টীয় মতাবলম্বীগণের মহাপুণ্যভূম ও ভক্তির পাত্র হইয়া উঠিল। এই সময়ে পশ্চিমে রোমনগরী ও পূর্ব্বে আন্তিয়োক প্রধান খৃষ্টীয়সমাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

যীশুখৃষ্টের ধর্ম্ম মত এক বটে, কিন্তু উত্তরকালে নানাজাতির নানা মত ও বিশ্বাস ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়া এক খৃষ্টান্ ধর্ম্ম নানা আকার ধারণ করিল, তাহাতে সময়ে সময়ে কএকটী সমাজ হয়। রোমান্ ক্যাথলিক, সিরীয়, যাকুবী, নেষ্টোরী, আর্ম্মাণী, গ্রীক, প্রোটেষ্টান্ট, জেস্থুট প্রভৃতি।

রোমক-সমাজ।

বিপক্ষবাদীগণের অত্যাচারে আদি খৃষ্টানেরা "ক্যাথলিক" অর্থাৎ সার্ব্বজনিক বা সাধারণ মতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেন, তখন হইতে এই নাম হইয়াছে। এখন ক্যাথলিক বলিলে রোমান্ ক্যাথলিক (Roman Catholic) নামক খৃষ্টান-সমাজ বুঝায়। ক্যাথলিকেরা রোমরাজ্যের অধিপতি পোপকে যাবতীয় খৃষ্টানের ধর্ম্মপিতা মানিয়া অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, মানবগণ মেষপাল, পাছে তাঁহাদের একতাবন্ধন ছেদন হয়, তাই যীশুখৃষ্ট আপন প্রধান শিষ্য সেণ্টপিটরকে মেষপালকরূপে নিযুক্ত করেন। রোমনগরে সেণ্টপিটর থাকিতেন। এখানে থাকিয়া তিনি সাম্য ও মুক্তিমার্গ প্রকাশ করেন। খৃষ্টের আদেশ ছিল, সেণ্টপিটরের পর তাঁহার উত্তরাধিকারীও "মেষপালক" হইবেন। রোমের পোপ সেণ্টপিটরের স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী, সুতরাং যখন যে পোপ হইবেন, তিনিই তখন "মেষপালক"।

রোমান্ ক্যাথলিকদিগকে ধর্ম্মকার্য্য ৭টী শপথ প্রতিপালন করিতে হয়;—খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপাসনাদি ক্রিয়াকলাপ, ক্রুশারোপের পূর্ব্বরাত্রে খৃষ্টের সশিষ্যভোজ-পর্ব্ব, নিগ্রহস্বীকার (Penance), মৃত্যুকালে তৈলমর্দ্দন (Extreme unction), ধর্ম্মাধিকার (Orders) ও পাণিগ্রহণ।

এই সমাজের ধর্ম্মাধিকারে অনেকগুলি পদ আছে;—প্রথম পোপ (Pope) অর্থাৎ সকলের ধর্ম্মপিতা, তৎপরে কার্ডিনাল (Cardinal) অর্থাৎ খৃষ্টীয় সমাজের রাজা প্রকৃতি মহাজন (যাঁহারা পোপের নির্ব্বাচনে অধিকারী), তৎপরে পেট্রিয়ার্ক (Patriarch) অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মগুরু, তাঁহার অধীনে আর্চ্চবিশপ (Arch-bishop) অর্থাৎ ধর্ম্মাচার্য্য, তাঁহার অধীনে বিশপ (Bishop) অর্থাৎ মহাপুরোহিত, তৎপরে পুরোহিত (Priest), ও সামান্য যাজক (Deacon)

রোমান্ ক্যাথলিকেরা সাকার উপাসক, ঈশ্বর, যীশু ও সিদ্ধাত্মা (Holy Ghost) তাঁহাদের উপাস্য, এ ছাড়া তাঁহারা মুসা প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদিগকেও বিশেষ ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে রোমাধিপতি পোপের প্রবল প্রতাপে সমস্ত য়ুরোপ ক্যাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। উক্ত মহাদেশে প্রবল পরাক্রান্ত রাজাধিরাজ হইতে কুটীরবাসী দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই পোপের পদানত হইয়াছিল। পোপ অথবা তন্নিযুক্ত ধর্ম্মাধিকারি (Orders) গণের বিনা আদেশে কেহ কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারিত না। সে সময়ে অনেকেই ভাবিয়াছিল, পোপই বুঝি দেবতা, ঈশ্বরের অংশ! তাঁহার ভয়ে কেহ একটী কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না। সে সময়ে পোপ খৃষ্টীয় ধর্ম্মাগারে বসিয়া যে সকল অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তৎকালে যে কোন খৃষ্টান্ পোপের নিয়ম ভঙ্গ করিতেন, যথাকালে তাঁহার উপচার প্রদানে বিমুখ হইতেন, অথবা যে খৃষ্টানেরাও কোন বিধর্ম্মী-সংসর্গ করিত, কিম্বা যে কোন বিধর্ম্মী পোপের আদেশ পালন না করিত, তাহার আর নিস্তার ছিল না। এরূপ কত শত ব্যক্তি অসময়ে কালের

অত্যাচার করিয়াছে, অন্য সহস্র লোক অন্যায়রূপে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে! আবালবৃদ্ধবনিতা সহস্র ব্যক্তি অসীম মনোকষ্ট পাইয়াছে! য়ুরোপের এমন দেশ নাই যে পোপের সেই দারুণ দণ্ডবিধি (Inquisition) হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে! সর্ব্বজীবে প্রেম যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, সেই ধর্ম্মের সর্ব্বময় কর্ত্তার এই কাজ! খৃষ্টীয় ইতিহাসে বিষম কলঙ্ক! সে কলঙ্ক কখন কি দূর হইবে?

ক্যাথলিক হইতে যেশুট (Jesuit) সম্প্রদায়ের জন্ম। "যেশুট" অর্থাৎ যীশুর সমাজ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনদেশবাসী ইগ্নেসিয়া লয়োলা (Ignatius Loyola) নামে একব্যক্তি এই সমাজ স্থাপন করেন। তখনও স্পেন প্রভৃতি দেশ পোপের ধর্ম্মনীতির অধীন ছিল। পোপের আদেশ না লইয়া কোন নূতন ধর্ম্মসমাজ স্থাপন করিতে কাহারও অধিকার ছিল না। সুতরাং লয়োলা পোপকে জানাইলেন, "ঈশ্বরাদেশে তিনি এই সমাজ স্থাপনে অগ্রসর, এখন তাঁহার অনুমতি সাপেক্ষ।" পোপ ও তাঁহার সদস্যগণ লয়োলার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। লয়োলা দেখিলেন, পোপকে হাতে রাখা চাই, নহিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। আবার এই বলিয়া আবেদন করিলেন, "এই সমাজ পোপের সম্পূর্ণ অধীন, এই সমাজের লোক বিশুদ্ধ চরিত্র, ধর্ম্মাগ্রহবন্ত, পোপের আজ্ঞাধীন ও অতি দীন দরিদ্র হইতে চায়। ইহার সন্তান যখন যাহা লাভ করিবে, তাহাতেই ধর্ম্মপিতার অধিকার। যে জাতি এই সমাজ কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, তাহারা পোপের প্রজা ও পোপকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া স্বীকার করিবে।" এতটা প্রলোভন—মহামতি পোপ কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না। আবেদন গ্রাহ্য হইল। তখন যেশুটেরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বতন খৃষ্টীয় যাজক ও যতিগণের নিয়ম ছিল, তাঁহারা সাংসারিক কোন কর্ম্মে লিপ্ত থাকিবেন না, নির্জ্জনে নিভৃত স্থানে বসিয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তা করিবেন ও অজ্ঞানকে জ্ঞানালোক প্রদান করিবেন। কিন্তু যেশুটসমাজ এ সকল বাধাবাধির ভিতর রহিলেন না। নিয়ম হইল, অপর খৃষ্টীয় যাজক, যতি ও প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, এই সমাজের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব থাকিবে না। এই সমাজের লোক দেশ, কাল, অবস্থা ও প্রয়োজনভেদে কখন যুদ্ধ অভিনয়ে, কখন দীনদরিদ্রবেশে, কখন রাজপ্রাসাদে, কখন বা কৃষকের শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া জ্ঞানপ্রবর্ত্তন, উদ্দীপন অথবা [illegible] কার্য্য উদ্ধার করিবেন। যেরূপে হউক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করাই এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। যেশুটেরা পোপের নিকট সনন্দ পাইলেন। সেই সনন্দ বলে তাঁহারা পোপের ধর্ম্মনীতির অধীন য়ুরোপের সকল ক্যাথলিক রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন, পথে ঘাটে, পর্ব্বতে ও জঙ্গলে নানাস্থানে যেশুটের শান্তিবিধিতে বক্তৃতার স্রোত বহিতে লাগিল। সভ্য অসভ্য উচ্চ নীচ শত শত ব্যক্তি যেশুটের মত গ্রহণ করিল। যেশুটেরা কত রাজার ও রাজপরিবারের দীক্ষাগুরু ও ধর্ম্মগুরু হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কেবল ধর্ম্মপ্রচার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। পোপের সনন্দ বলে ভারত ও আমেরিকায় গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। য়ুরোপের নানাস্থানে তাঁহাদের বাণিজ্যালয় স্থাপিত হইল। বাণিজ্যের লোভে তাঁহারা দেশবিদেশে গিয়া উপনিবেশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বণিকের বেশে যেশুটেরা দক্ষিণ আমেরিকায় অন্তবর্ত্তী শস্যশালী পারাগুয়ারাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। তাঁহারা এখানকার আদিম অধিবাসীদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অসভ্যেরা তাঁহাদের নিকট সভ্য হইল। যাহাতে সেখানকার আদিম অধিবাসীরা অপর কোন য়ুরোপীয়জাতির সহিত মিশিতে না পারে, তাহারও রীতিমত বন্দোবস্ত হইল। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার প্রয়োজন, তাই যেশুটগণ অধিবাসীদিগকে গোলাগুলি ও অস্ত্র চালনা শিখাইলেন। এখন আর যেশুটেরা দীনহীন ধর্ম্মপ্রচারক নয়, এখন পরাক্রান্ত বণিক ও অধিপতি। একসময়ে পোপের নিকট যাঁহারা "দীনদরিদ্র" থাকিবে বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন, সেই শপথ বেশ রক্ষা হইল!

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোমান্ ক্যাথলিকেরা ভারতবর্ষে ঘন ঘন আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অধিকাংশই পর্ত্তুগীজ। কিন্তু তৎকালে পর্ত্তুগীজসৈন্য ও দেশীয় রাজগণের দারুণ উৎপীড়নে পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান্ যতিগণ কিছুই করিতে পারেন নাই। সে সময় ভারতবাসীরা খৃষ্টান্ যতিগণের প্রতি যেরূপ ঘোর অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে ধার্ম্মিকের হৃদয় বিগলিত হয়! খৃষ্টান্ যতিগণের সঙ্গে শত শত অপর ব্যক্তিরও রক্তপাত হইয়াছিল। তৎকালে কেবল পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত গোয়া প্রভৃতি স্থানে নির্ব্বিবাদে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল।

পর্ত্তুগালরাজ এমানুয়েল (১৪৯৫-১৫২১ খৃঃ অঃ) ও তৎপুত্র ৩য় জন (১৫২১-৫৭ খৃঃ) ভারতবাসীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই যত্নে দুয়ার্তি নুনেজ (Duarte Nunes a Dominican) নামে এক ব্যক্তি (১৫১৪-১৭ খৃঃ অঃ) সর্ব্বপ্রথম বিশপ (Bishop)

হইয়া ভারতে আগমন করেন। জন-ডি-আলবুকার্ক (John de Albuquerque) গোয়াদিগের সর্বপ্রথম বিশপ হন। কিন্তু তখনও ক্যাথলিক সমাজ ভারতে আপনাদের অভীষ্টসাধন করিতে সফলকাম হন নাই।

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জেভিয়ার (St. Francis Xavier) নামে একজন যেশুট ভারতে উপস্থিত হইলেন। মলবার, মদুরা ও দক্ষিণ মান্দ্রাজের অনেক অসভ্যজাতি এবং তেনিবল্লী জেলার পরবর নামক কৈবর্ত্তজাতি, সেণ্টজেভিয়রের নিকট দীক্ষিত হইল। দাক্ষিণাত্যের ঐ সকলজাতি এখনও সেণ্টজেভিয়রকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করে এবং "জেভিয়রের সন্তান" বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকে (১)। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত তেনিবল্লী জেলায় এণ্টোনিও ক্রিমিনেল নামে একজন বিখ্যাত যেশুট ভারতবাসীর হস্তে নিহত হন। তৎপর বর্ষেও অনেক সম্ভ্রান্ত যেশুট ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া বিষম শাস্তি উপভোগ করেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ঠানা নগরে একটী যেশুটী ধর্ম্মালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে বিস্তর অসভ্য জাতি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। [ঠানা দেখ।]

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গোয়ানগরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্য (Archbishop) নিযুক্ত হইলেন।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ডি-নিবিল (Robert De-Nobili) নামে একজন সম্ভ্রান্ত যেশুট ইটালী হইতে মান্দ্রাজ উপকূলে আগমন করেন। তিনি যেরূপে এখানে আসিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাহা বড়ই অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি দেখিলেন যে, ভারতবাসী হিন্দুগণ য়ুরোপীয়জাতিকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকেন, সুতরাং কোন উচ্চ হিন্দু সহজে য়ুরোপীয়ের মুখে কোন ধর্ম্ম কথা শুনিবেন না। বিশেষতঃ বহুদিন হইতে তাঁহারা যে ধর্ম্মে ও বিশ্বাসে চলিতেছেন, তাহাও এককালে দূর করা সাধারণ মানবের সাধ্য নয়। তিনি প্রথমে এখানকার আচার ব্যবহার বুঝিলেন। আপনার নাম ও জন্মস্থান গোপন করিয়া "রোমক" ব্রাহ্মণ নামে পরিচয় দিলেন। অনেক কষ্টে সন্ন্যাসীর বেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ও তামিল ভাষা শিক্ষা করিলেন। কিছুদিন পরে নবিলির নাম হইল "তত্ত্ববোধস্বামী।" অনেকের ব্রাহ্মণেরা তত্ত্বাধকে "রোমকব্রাহ্মণ" বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যেশুট সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে তিনি তামিল ভাষায় "আত্মনির্ণয়বিবেক" ও "পুনর্জন্ম আক্ষেপ" নামে দুইখানি গ্রন্থ লিখিলেন, তাহাতে তিনি বেদান্তসম্মত আত্মতত্ত্ব এবং পরলোক ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক মত মিথ্যা প্রমাণ করেন। দার্শনিকেরা তাঁহার গ্রন্থপাঠে অনেকেই চটিয়া গেলেন। তাঁহার কথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া সকলেই উপহাস করিতে লাগিলেন। এবার তিনি নিজ মত সমর্থক স্বরচিত কল্পিত বেদ ও উপবেদ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার রচিত একখানি কল্পিত উপবেদে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মা ন ঈশ্বরো নিত্যঃ মায়াবাদিশ্চ নিশ্চয়ঃ।
ন সৃষ্টিঃ তস্য জগতঃ কেবলং নরূপকঃ॥
যথা ত্বং চ তথা স হি বিশেষঃ নাস্তি কিঞ্চন।
সৃষ্টিংনাশং পালনঞ্চ করোতি স স্বয়ম্প্রভুঃ।
তস্যাবতারো নাস্ত্যেব গুণাদিস্পর্শনং তথা॥"*

অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য ঈশ্বরও নন, কিম্বা ঈশ্বরের অবতারও নন, তিনি জগতের স্রষ্টাও নহেন, সাধারণ মানবমাত্র। স্বয়ং ঈশ্বরই সৃষ্টি, নাশ ও পালন করিয়া থাকেন, তাঁহার অবতার কিম্বা স্পর্শাদি গুণ নাই।

এইরূপে যেশুট সন্ন্যাসী গুপ্তভাবে হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিলেন। অনেক অল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণ তাঁহার কল্পিত বেদে বিশ্বাস করিয়া বৈদিকধর্ম্ম ভাবিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন†। প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্ম মিশ্রিত হইল। এইরূপে নবিলি ৪৫ বর্ষ থাকিয়া সন্ন্যাসীর বেশে মুখে ভস্ম মাখাইয়া শত শত নির্ব্বোধ হিন্দুকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এখনও মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী অনেক দেশী খৃষ্টান্ নবিলিকে "তত্ত্ববোধস্বামী" ও "সিদ্ধপুরুষ" বলিয়া জানেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা লিখিয়া গিয়াছেন, খৃষ্টের অন্তরঙ্গ শিষ্য সেণ্টটমাস এবং তাঁহার অনেক পরে সেণ্টজেভিয়ার যাহা করিতে পারেন নাই, যেশুট সন্ন্যাসী রবার্ট ডি-নবিলি তাহা অপেক্ষা শতগুণ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় পণ্ডিত মশীম তাঁহার রচিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন, "ভারতে যেশুটেরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহা সত্য বটে, যে কৈ যেশুট

(১) যেশুট সমাজে সেণ্ট জেভিয়র অতিশয় সম্মানিত, ইনি ভারতবর্ষ ব্যতীত ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ও জাপানরাজ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। শেষে চীনরাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া অনাহারে অতিশ্রান্ত ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে ২২এ ডিসেম্বর চীনের সাংকিন্ নগরে কালগ্রাসে পতিত হন। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ তাঁহার মৃতদেহ আনিয়া গোয়ানগরের গোয়ালিয়রে সমাহিত হয়।

* এইরূপ কল্পিত বেদের পুঁথি শ্রীরঙ্গের প্রধান দেবমন্দির হইতে পাওয়া গিয়াছে। (Asiatic Researches, vol XIV. p. 2.)

† Moshei'ms Ecclesiastical History.

আপনাদিগকে অসম্ভব ও ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধন করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। তাঁহারা বাহিরে সন্ন্যাসী, কিন্তু এদিকে গুপ্তভাবে মদ, মাংস ও রমণীর সেবা করিতেন।"

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে জেস্যুট-সন্ন্যাসী রবার্টের মৃত্যু হইলে জেস্যুটেরা কিছুকাল তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রলোভনে মদুরা, ত্রিশিরাপল্লী, তঞ্জোর, তেলিচেরী, সালেম প্রভৃতিস্থানের অনেক নীচজাতি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

এদিকে গোয়ানগরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্য (Arch-bishop) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানেরা একদিকে ভারতে রাজ্য বিস্তার ও অপরদিকে অসিবলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে অগ্রসর হইলেন। পোপ য়ুরোপে যে দারুণ দণ্ডবিধি (Inquisition) প্রচার করেন, পর্ত্তুগীজাধিকৃত ভারতমধ্যেও সেই নিয়ম চলিল। পর্ত্তুগীজের অত্যাচার ভারতময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, এই হেতুই ভারত হইতে পর্ত্তুগীজের পরাক্রম চিরদিনের মত খর্ব্ব হইল। [পর্ত্তুগীজ দেখ।]

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের প্রধান প্রধান খৃষ্টানেরা জেস্যুটদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে আরম্ভ করিল, "জেস্যুট দিগকে প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারক বলা যাইতে পারে না, তাহারা য়িহুদীর নিকট য়িহুদীর মনোমত কথা কয়, মুসলমানের নিকট মহম্মদের দোহাই দেয়, হিন্দুর নিকট আবার ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হয়। এরূপ প্রতারক ও স্বার্থপর সমাজের দ্বারা খৃষ্টীয় সমাজের প্রকৃত হিতসাধন হইতে পারে না।"

জেস্যুটেরা আপনাদিগের ধর্ম্মনীতির নিগূঢ়রহস্য অপরিচিত কিম্বা স্বদলস্থ কোন ব্যক্তির নিকট কখন প্রকাশ করিতেন না। প্রোটেষ্টাণ্টদিগের অভ্যুদয়ে পোপের অসাধারণ ক্ষমতার হ্রাস হয়, য়ুরোপীয় প্রধান প্রধান খৃষ্টীয় পণ্ডিত পোপের অধীনতা অস্বীকার করেন। সেই বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্যই জেস্যুটেরা নিঃস্বার্থ হইতে পারেন নাই, তাহাদের ধর্ম্মনীতির সহিত পোপ এবং জেস্যুট সমাজের স্বার্থ জড়িত ছিল। জেস্যুটের মধ্যে অসাধারণ পণ্ডিত ও অনেক মহাপুরুষ জন্মিলেও কেবল স্বার্থের জন্য তাঁহাদের অধঃপতন হইল। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে জেস্যুটেরা দূরীভূত হন। ক্রমে ক্রমে তাহারা অপর রাজ্য হইতে তাড়িত হইলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৪শ) ক্লেমেণ্ট নামক পোপ সাধারণের প্রতিবাদে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া জেস্যুট সমাজ একবারে উঠাইয়া দিলেন। জেস্যুটেরা আবার রোমান্ ক্যাথলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।

জাতিভেদ অস্বীকার ও সার্ব্বজনিক ভ্রাতৃভাব-স্থাপন খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। আদি খৃষ্টানগণ এইজন্য সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন, এই জন্যই সমগ্র য়ুরোপ সমাদরে তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমক সমাজের প্রাদুর্ভাবকালে এই নিয়ম রক্ষিত হয় নাই, তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের অনেক লোককে খৃষ্টান্ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদপ্রথা উঠাইতে পারেন নাই। এমন কি উপাসনার সময়ে গির্জাতেও উচ্চজাতি অগ্রে বসিতেন ও নীচজাতি পশ্চাতে থাকিত, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উপাসনার সময়ও বসিবার আসন পাইত না। দাক্ষিণাত্যে যে সকল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু দীক্ষিত হন, তাহারা নীচজাতির উপর কর্তৃত্ব ও যাজকতা করিতেন, কিন্তু নীচজাতি উচ্চশ্রেণীর কখন কোন কার্য্য করিতে পারিত না। বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যে যাহারা খৃষ্টান্ হইয়াছেন, তাঁহারা নাম মাত্র খৃষ্টান্। হিন্দুজাতির প্রধান অঙ্গ বর্ণভেদপ্রথা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখনও দাক্ষিণাত্যে সেই সকল দেশী খৃষ্টানের বংশধরেরা অনেকে প্রায় পূর্ব্বভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন প্রবল স্রোত বহিয়াছে, আর বুঝি থাকে না। এই ভারতবর্ষে দেশী ও বিদেশী লইয়া এখন প্রায় চৌদ্দলক্ষ ক্যাথলিক খৃষ্টানের বাস। ইংরাজ রাজত্বে য়ুরোপের প্রায় সকল দেশের ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতে অবস্থান করিতেছেন। অধিকাংশ ক্যাথলিক্ গির্জা ও খৃষ্টীয় যাজক গোয়ার ধর্ম্মাচার্য্যের অধীন।

সিরীয়ক-সমাজ।

সিরীয়ক খৃষ্টান্ সমাজ অতি প্রাচীন, অন্তিয়োক ও জেরুজিলমের প্রধান ধর্ম্মগুরুর (Patriarch) অধীন। পূর্ব্বকালে এই সমাজ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই সমাজের অধীনে ১১৯ জন বিশপ (Bishop) এবং প্রায় দশলক্ষাধিক খৃষ্টান্ ছিলেন। এখন এই সমাজ মেরোনাইট, যাকুবী, আসল সিরীয়ক ও মেল্‌কাইট্ (গ্রীক), এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যীশুখৃষ্টের অবতার সম্বন্ধে এই সমাজে এক গোলযোগ উপস্থিত হয়। ৪৪ খৃষ্টাব্দে ইউটিকেস্ (Eutyches) নামে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে একজন পাদ্রী প্রচার করেন যে, যীশুখৃষ্টের অবতার হইবার পূর্ব্বে তাঁহার আত্মা ঈশ্বরে মিলিত ছিল, অবতার হইবার পরেও আত্মার সেই পূর্ব্বভাব যায় নাই। খৃষ্টের দৈব ও মানব এই দুই প্রকৃতি থাকিলেও মানবপ্রকৃতি দৈবপ্রকৃতিতে

মিশিয়া গিয়াছিল। এই মতভেদ লইয়া সিরীয়কসমাজে বিষম তর্কবিতর্ক চলিল। কনষ্টান্তিনোপলের প্রধান ধর্ম্মগুরু (Patriarch) ফ্লবিয়ান্ এক মহাসমিতি আহ্বান করিলেন। এই মহাসমিতিতে উক্ত মত অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে ইউকেসাসের মহাসভায় ইজিপ্টের খৃষ্টীয় উদাসীনগণের প্রবল আন্দোলনে ইউটিকেসের মত আবার সাদরে গৃহীত হইল। ফ্লবিয়ান্ ও তাহার সহচরগণ পদচ্যুত হইলেন। তখন সিরীয়কসমাজে উপরোক্ত মত খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বলিয়া প্রচারিত হইল। যাহা হউক, এই মত অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কালসিডনের মহাসভায় ৬৩০ জন বিশপের বিচারে স্থির হইল, পূর্ব্বমত নিতান্ত অসঙ্গত ও খৃষ্টীয়ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য; যীশুখৃষ্টের দৈব ও মানবপ্রকৃতি একত্র নিবদ্ধ, বস্তুগত্যা কোন প্রভেদ নাই। ইউটিকেসের মত লইয়া এই সময়ে কএকটী সম্প্রদায় হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহার মত প্রায় শতাধিকবর্ষ চলিয়াছিল। উক্ত মতাবলম্বীগণের মধ্যে পরবর্ত্তীকালে কেহ কেহ আবার মনফাইসাইট্ (Monophysites) অর্থাৎ খৃষ্টে একপ্রকৃতিবাদী নামে বিখ্যাত হন। সেই একপ্রকৃতিবাদ এখনও যাকুবী (Jacobite) সমাজে প্রচলিত।

ইউফাইটিকী মতবৈষম্য হইতেই সিরীয়ক সমাজের পূর্ব্বগৌরব খর্ব্ব হইবার সূত্রপাত হয়। শেষে ইস্লামধর্ম্মের অভ্যুদয়ে নিতান্ত অবনতি ঘটিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে, এই সমাজের উপর অনেক বিপদ্ গিয়াছে। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে মেরোনাইট্গণ মুসলমানের অত্যাচারে লেবেনন পাহাড়ে বাস করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করেন। এই মেরোনাইটগণই আদি সিরীয়ক খৃষ্টানবংশসম্ভূত। কাহারও মতে, ৬৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হেরাক্লিয়সের সময়ে সিরীয়কসমাজে মনথেলাইট (Monothelite) অর্থাৎ খৃষ্টে একেচ্ছাবাদী নামে যে এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয় এবং ৬৮০ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ মহাসমিতিতে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া যে সম্প্রদায়ের মত উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই মেরোনাইটগণ তাঁহাদেরই সন্তান। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মেরোণআশ্রমে মেরো নামে একজন ধর্ম্মগুরু থাকিতেন, তাঁহাকেই এই সম্প্রদায় আপনাদের প্রধান বলিয়া স্বীকার করায় 'মেরোনাইট' (Meronite) নামে প্রসিদ্ধ হইল। মুসলমানের আধিপত্যকালে সিরীয়ক সমাজের মধ্যে কেবল এই মেরোনাইটগণ ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে জেরুজিলমে রোমকসমাজ স্থাপিত হইলে, ইহারা একেচ্ছাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রোমকসমাজের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে, মেরোনাইট যাজকদিগের অধ্যাপনার জন্য রোমে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সম্প্রদায় রোমকসমাজের অধীনতা স্বীকার করিলেও, ইঁহারা জাতীয় ক্রিয়াকলাপ ও আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ অধিকারী। সিরীয়ভাষায় ইহাদের উপাসনাদি হইয়া থাকে। ইঁহাদের যাজকযাজকতা করিবার পূর্ব্বে যদি বিবাহিত হন, তবে পত্নীকে লইয়া ঘর করিতে পারেন, কিন্তু যাজক হইবার পরে আর বিবাহ করিবার অধিকার নাই। এই সমাজকে প্রতি দশমবর্ষে পোপের নিকট ধর্ম্মরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিজ্ঞাপন করিতে হয়। এখন মেরোনাইটের সংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ হইবে।

যাকুবী বা যাকোবাইট (Jacobite) সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ব্বে আদি সিরীয়ক সমাজের মত লইয়া চলিতেন। যাকুববর্দাই (Jacobus Baradaeus) নামে একজন সিরীয়ক যতি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তাঁহার নাম হইতে সম্প্রদায়ের নাম যাকুবী হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব নাম মনোফাইসাইট (Monophysite), অর্থাৎ এক প্রকৃতিবাদী। ইহাদের মতে খৃষ্টের কেবল একই প্রকৃতি আছে, মানবপ্রকৃতিই ক্রমে দৈবভাব ধারণ করিয়াছিল। নেষ্টোরিয়াসের মত-বিরুদ্ধে প্রথমে এই মত উত্থিত হয়। কাল্সিডনের সভায় ইউটিকেসের মত উঠিয়া গেলে, সেই সভা হইতেই 'মনোফাইসাইট্' নাম প্রচলিত হয়। এই সভায় স্থির হয় যে খৃষ্টে একাধারে দুইটী প্রকৃতি, উহার পরিবর্ত্তন বা বিভাগ বুঝিবার কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু সাধারণ সিরীয়ক খৃষ্টান্গণের তাহা মনোমত হইল না, তর্কবিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, পরস্পর বিরুদ্ধবাদীতে হাতাহাতি, লাঠালাঠি, শেষ রক্তারক্তি আরম্ভ হইল। (খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে) মনোফাইসাইট্ সম্প্রদায় আদি সিরীয়ক সমাজ হইতে পৃথক্ হইল। তৎপরে সম্রাট্ যষ্টিন্ ও যষ্টিনিয়ান্ এই সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া রোমকসমাজে মিলিত হইলে, ইঁহাদের মধ্যে বড় গোলযোগ বাঁধিল। ইঁহারা পরস্পর একতা হারাইলেন। এই সম্প্রদায় হইতে কতকগুলি নূতন দল হইল। এক দলের নাম হইল 'একেফলই' (Akepholoi)। ৫১৯ খৃষ্টাব্দে এক বিষম তর্ক বাঁধিল, "খৃষ্টের শরীর ভ্রষ্ট কি না?" অন্তিয়োকের সেবেরাস্ নামক পদচ্যুত বিশপের শিষ্যগণ (Seberians) প্রচার করিলেন "খৃষ্টের শরীর ভ্রষ্ট।" গজনাস্ নামক বিশপের শিষ্যগণ (Gajanites) বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "খৃষ্টের শরীর কখনই ভ্রষ্ট নয়।" এইরূপে প্রথমদল 'ফর্থোলেট্রিষ্ট' (Phthartolatrist) অর্থাৎ

অটোপালক এবং দ্বিতীয় দল 'অফ্থর্টোডোসিটী' (Aphthartodocetæ) অর্থাৎ পূতদেহপূজক বা শিক্ষক নামে পরিচিত হইলেন। দ্বিতীয় দল আবার তর্ক ধরিলেন, "খৃষ্টের দেহ সৃষ্ট কি না?" 'অকৃতিস্তেতোই' (Aktistetoi) অর্থাৎ অসৃষ্টবাদীগণ বলিলেন, "সৃষ্ট নহে।" 'কিষ্টোলাট্রিষ্ট' (Kistolatrist) অর্থাৎ সৃষ্টিবাদী প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন, "হাঁ সৃষ্ট।"

ইহাদের মধ্যে "অগ্নিটোই" (Agnoetoi) নামে আর একদল হইলেন, তাঁহারা প্রচার করিলেন, 'খৃষ্ট মানব নয়, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্'। ৫৬০ খৃষ্টাব্দে একপ্রকৃতিবাদীগণের মধ্যে আস্কুনগেশ (Askunages) নামে এক ব্যক্তি ও তৎপরে ফিলোপোনাস্ (Philoponus) নামে এক পণ্ডিত ঘোষণা করিলেন, 'ঈশ্বর, যীশু ও দিব্যাত্মা, এই তিনজনই এক একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর।' কিন্তু এই মত একপ্রকৃতিবাদীগণ খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। ইজিপ্ট, সিরীয় ও মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি স্থানে এই মতাবলম্বীগণ বহুদিন প্রবল ছিলেন, তাঁহারা আলেকজেন্দ্রিয়া ও আন্তিয়োকের ধর্ম্মগুরুর ধর্ম্মানুশাসন মানিতেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যাকুববর্দ্দাইয়ের অভ্যুদয়ে তাঁহারা স্বাধীন সমাজ স্থাপন করিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর্ম্মানী সমাজভুক্ত হইয়াছেন।

আদি সিরীয়ক খৃষ্টানেরা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বাইবেল সিরীয়ক ভাষায় লিখিত, তাহা দ্বারাই উপাসনাদি হয়। আর আর ধর্ম্মকাণ্ড গ্রীকসমাজের মত। তাঁহাদের পুরোহিতেরা যজন করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু পরে অথবা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। ইহাদের বিশপেরা আদৌ বিবাহ করিতে পারেন না। ইঁহারা সিদ্ধপুরুষগণের চিত্র রাখেন ও তাঁহাদের স্তবস্তুতি করেন। ইহাদের রমণীরা বড় ধর্ম্মশীলা। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই উপবাসাদি করিয়া থাকেন। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প, পাঁচহাজারের অধিক হইবে না।

নেষ্টোরিয়ান্ (Nestorians)।—সিরীয়কসমাজে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে নেষ্টোরিয়া নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাক্পটুতা ও সদুপদেশ শ্রবণে দেশীয় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি ৪২৮ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্তিনোপলের ধর্ম্মগুরু (Patriarch) হইয়াছিলেন। উক্ত উচ্চাসন লাভের অল্পকাল পরেই খৃষ্টের দৈব ও মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক উঠিল। আনাষ্টেসিয়া নামে একজন পুরোহিত নেষ্টোরিয়ার সঙ্গে কনষ্টান্তিনোপলে গিয়াছিলেন। একদিন তিনি উপদেশ দিবার সময়ে কহিলেন, 'কুমারী মেরি ঈশ্বরের বা দৈবপুরুষের মাতা হইতে পারেন না, তিনি মানবখৃষ্টের মাতা।' এই কথা শুনিয়া অনেকে মনে করিলেন, ইহা নেষ্টোরিয়ারই মত। নেষ্টোরিয়া তাহা সমর্থন করিয়া ঘোষণা করিলেন, খৃষ্টের দুই প্রকৃতির ভেদ আছে, তাঁহার দেহ মানবপ্রকৃতিতে গঠিত, কিন্তু তাঁহার উপদেশ দৈবপ্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। তৎকালে খৃষ্টান্ জগতে এই কথা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। আলেকজেন্দ্রিয়ার ধর্ম্মাচার্য্য সেন্টসাইরিল্ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। রোম হইতে বিশপ সিলেষ্টাইন্ নেষ্টোরিয়াকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'যদি তিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই এই দুষ্ট মত পরিত্যাগ করুন।" কিন্তু নেষ্টোরিয়া কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। এফেসাসের মহাসভায় ৪৩১ খৃষ্টাব্দে নেষ্টোরিয়া পদচ্যুত হইলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি আপন মত পরিত্যাগ করিলেন না। এবার কনষ্টান্তিনোপলের এক ধর্ম্মাশ্রমে চারি বর্ষকাল তাঁহাকে বন্দী করা হইল, তাহাতেও তিনি আপন বিশ্বাস কোন মতে ছাড়িলেন না। অতঃপর তিনি মিশরের মহামরুভূমে নির্ব্বাসিত হইলেন।

যে যে ব্যক্তি তাঁহার মত মানিয়াছিলেন, সেই সেই ব্যক্তিকেই নেষ্টোরিয়ান্ (Nestorian) বলে। এখন নেষ্টোরিয়ানেরা একটী পৃথক্ সমাজ বলিয়া গণ্য। ইফেসাসের সভায় নেষ্টোরিয়ার পদচ্যুতির পরও তাঁহার মত অসিরীয়া, পারস্য প্রভৃতি নানাস্থানে প্রবল হইয়াছিল। অল্পদিন মধ্যে এই মত রোমের শাসনাধীন সকল স্থান হইতে উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু এদিকে পারস্য, আরব, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানাস্থানে নেষ্টোরিয়ান্ সমাজ স্থাপিত হইল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে নেষ্টোরিয়ান্ খৃষ্টানেরা চীনরাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিল, সিরীয়ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি দ্বারা জানা গিয়াছে। তুরস্কে কালিক ও মধ্যএসিয়ার মোগলসম্রাট্গণ এই নেষ্টোরিয়ানদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ জঙ্গিস্খাঁর পত্নী এক নেষ্টোরিয়ান কন্যা। শুনা যায়, মধ্য-এসিয়ার অনেক মোগলরাজা এই নেষ্টোরিয়ান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কারাকোরমের অধিপতি ঔঙ খাঁ প্রধান। ইনি জঙ্গিস্খাঁর হস্তে পরাস্ত হইলে আপনাকে প্রেষ্টর জোআও (Prester John) অর্থাৎ জন (নামক) যাজক বলিয়া পরিচিত করেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে নেষ্টোরিয়ান্ সমাজে কিছু গোলযোগ ঘটে। এই সময় কতকগুলি লোক বাধ্য হইয়া পোপের অধীনতা স্বীকার করেন, এখন তাঁহারা কাল্দি খৃষ্টান্ নামে প্রসিদ্ধ। আর সকল প্রাচীন মত মানিয়া

থাকে। কুর্দ্দিস্থানের পার্ব্বতীয় রাজ্যে এখন নেষ্টোরিয়ান্‌দিগের প্রধান বসবাস, এখন তাঁহারা দরিদ্র ও মূর্খ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পুরোহিত ও নিম্নশ্রেণীর যাজকেরা বিবাহ করিতে পারেন। বিবাহাদিতে ধর্ম্মাচার্য্যের মত লইতে হয়। তাঁহারা মৃতের মুক্তি উদ্দেশে স্তব পাঠ করেন, খৃষ্টের ক্রুশ ভিন্ন অপর কোন মূর্ত্তির পূজা করেন না। বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের সংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ হইবে।

ভারতবর্ষেও বহুদিন হইতে নেষ্টোরিয়ান্ দেখা দিয়াছে, দক্ষিণাপথে মলবারে তাহারা সিরীয়ক খৃষ্টান্ নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিবাঙ্কুড়ে সিরীয়ক খৃষ্টানের সন্তানেরা এখন "নস্‌রনি মাপিল্লা" নামে অভিহিত। কোন্ সময়ে ভারতে সর্ব্বপ্রথম সিরীয়ক খৃষ্টানেরা আসিল, তৎসম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। কেহ বলেন, যীশুখৃষ্টের অন্যতম শিষ্য সেন্টটমাস্ আরব, পারস্যাদি স্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া ৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তাঁহা হইতেই এখানে সিরীয়ক খৃষ্টানের উৎপত্তি।

দাক্ষিণাত্যের "নস্‌রণি মাপিল্লা" ও নীচজাতীয় খৃষ্টান্ মধ্যে অনেকেই সেন্টটমাসকেই ধর্ম্মপিতা ও স্বয়ং যীশুখৃষ্ট বলিয়া মনে করিত। অনেকের বিশ্বাস, ইনিই ৬৮ খৃষ্টাব্দে ২১এ ডিসেম্বর মান্দ্রাজের পার্শ্ববর্ত্তী মাইলাপুর নামক স্থানে ব্রাহ্মণদিগের উত্তেজনায় হিন্দু অধিবাসী কর্ত্তৃক নিহত হন।

আবার কেহ বলেন, পারস্যবাসী মণির শিষ্য টমাস মণিকীয় (Thomas the Manichæan) খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে ভারতে আসিয়া অভিনব খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন, দাক্ষিণাত্যের টমাস্ খৃষ্টানেরা তাঁহারই শিষ্য।

আর একটী প্রবাদ আছে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে টমাস-কাণা নামে একজন আর্ম্মাণী বণিক্ মলবার উপকূলে বাণিজ্য করিতে আসেন। তিনি দুই সুন্দরী কেরল-রমণীর পাণি-গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত দেশীয় রাজগণের বেশ সদ্ভাব হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন যে, পূর্ব্বে মলবার উপকূলে যে সকল খৃষ্টান্ ছিলেন, তাহারা হিন্দুগণের অত্যাচারে এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক দেশীয় খৃষ্টান্ বনে, জঙ্গলে ও পাহাড়ের মধ্যে গুপ্তভাবে জীবনরক্ষা করি-তেছে। এখানে খৃষ্টান্ ধর্ম্ম প্রচার করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। দেশীয় রাজগণের নিকট তিনি এইরূপ অনুমতি লইলেন, যে তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রথামত কার্য্য করিবেন, তাহাতে দেশীয় লোকেরা তাঁহাদের কার্য্যে কোন বাধা দিতে পারি-বেন না। রাজার অনুমতি পাইয়া তিনি সিরিজন হইতে খৃষ্টানদিগকে পুনরায় মলবারে আনিয়া স্থাপন করিলেন।

এবং তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (Arch-bishop) হইলেন। তখন হইতে এখানকার খৃষ্টানেরা টমাসের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল।

উপরোক্ত তিনজন টমাস্‌কে লইয়াই গোল! শেষোক্ত টমা-সেরও পূর্ব্বে যে ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩য় শতাব্দে হিপোলিটস্ (Hippo-lytus, Bishop of Portus) লিখিয়াছেন—খৃষ্টের বারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে সেন্ট বার্থলামিউ (St. Bartholomew) ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। আর সেন্ট-টমাস্ পারস্য ও মধ্য-এসিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া শেষে ভারতের 'কালমিনা' নগরে আসিয়া কাল-কবলে পতিত হন।

৫৪৭ খৃষ্টাব্দে কস্‌মোস্ ইণ্ডিকো প্লুষ্টেশ (Cosmos Indico-pleustes) লিখিয়াছেন, 'মলবারের বিশপ পারস্য হইতে নিযুক্ত হন।' কিন্তু তিনি সেন্টটমাসের নাম উল্লেখ করেন নাই। যদি খৃষ্টশিষ্য সেন্টটমাসের সহিত মলবারবাসী খৃষ্টান্‌দিগের কোন সংশ্রব থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি লিখিতেন। ইহাতে বোধ হয় যে, খৃষ্টশিষ্য সেন্টটমাস্ মলবার উপকূলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন নাই। তবে বোধ হয়, উত্তরভারতের কোনস্থানে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে।

মান্দ্রাজের পার্শ্বে সেন্টটমাস্ নামে একটী পাহাড় আছে, এই পাহাড়ে প্রাচীন পহ্লবীভাষায় ক্রুশের উপর খোদিত একখানি লিপি বাহির হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস এই পাহাড়ের নিকটেই সেন্টটমাস্ নিহত হন। এক্ষণে উক্ত খোদিত পহ্লবী লিপিদ্বারা অনায়াসেই উপলব্ধি হইতেছে যে, পারস্যবাসী মণির (১) শিষ্য সেন্টটমাস্‌ই

(১) কারবিকাস নামে একজন সামান্য লোকছিলেন। যখন তাঁহার বয়স সাতবৎসর, তখন বাবিলনের কোন বিধবা রমণী তাহাকে ক্রয় করিয়া লইয়া যান। এই বিধবার মৃত্যুর পর ক্রীতদাস কারবিকাস তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া পড়েন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া তিনি পূর্ব্ব নাম বদলাইয়া মণি নামে পরিচয় দেন ও পারস্যরাজ্যে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রতিপালিকার সাহায্যে মণির বিশেষ শিক্ষা লাভ হইয়াছিল। পারস্যে থাকিয়া মণি বাইবেল (New Testament) ও অপরাপর খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের সংমিশ্রণে অগ্নি-উপাসক আদি পারসীকধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের কতকগুলি মতামত লইয়া এক অভিনব খৃষ্টসম্প্রদায় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিনি আপনাকে খৃষ্টের প্রেরিত শিষ্য বা দূত (Apostle) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, যীশুখৃষ্ট ভবিষ্যতে যে প্যারাক্লিটকে (Paraclete) পাঠাইবেন বলিয়া

দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার করেন। দাক্ষিণাত্যবাসী দেশী খৃষ্টানেরা ইঁহাকেই আপনাদের ধর্ম্মপিতা ও খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্বাবধি স্বয়ং যীশুখৃষ্ট বলিয়া মনে করিত। ইহারা পারস্ত হইতে আগত নেষ্টোরিয়ান্ বিশপের আজ্ঞাধীন ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে পারস্তের খৃষ্টীয় সমাজ আপনাদিগকে টমাস খৃষ্টান্ নামে অভিহিত করেন, তদনুসারে মলবারের অজ্ঞ খৃষ্টানেরা 'টমাস্ খৃষ্টান্' নাম গ্রহণ করিয়াছিল। এই খৃষ্টানদিগের সংখ্যা অধিক হইলেও দেশীয় লোকের উৎপীড়নে অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ৮৬০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মাচার্য্য যেসজেবস্ (Jesajabus) পারস্তের প্রধান খৃষ্টীয় যাজকের নিকট যে পত্র লেখেন, তৎপাঠে জানা যায়, মলবার উপকূলের দেশীয় খৃষ্টান্দিগকে ভালরূপ ধর্ম্মউপদেশ দিতে পারে এমন কোন লোক ছিল না। ৮ম শতাব্দে আর্ম্মাণী টমাস্ দেখিয়াছিলেন,—মলবারের খৃষ্টান্গণ বন্যপশুর ন্যায় বনজঙ্গলে গিরিগহ্বরে বাস করিতেছে। ১৪শ শতাব্দে জোর্দনাস্ (Friar Jordanus) দেখেন, তাহারা নামেমাত্র খৃষ্টান্, তাহাদের মধ্যে দীক্ষা (Baptism) নাই। এখনও কামাত্তাপ্রদেশে অনেক অসভ্য হিন্দুর মধ্যে খৃষ্টান্ধর্ম্মের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, ঐ সকল অসভ্যজাতি অনেকদিন খৃষ্টান্ ছিল, হয় হিন্দুর ভয়ে অথবা আপনাদিগের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে হিন্দুসমাজে মিশিবার কোন উপায়

সত্তা করিয়াছিলেন, আপনাকে সেই প্যারাক্লিট বলিয়া প্রচার করিলেন এবং তাঁহার দেহেও দিব্যাত্মা স্বাধীনভাবে রহিয়াছে, এ কথাও লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন।

তাঁহার ক্ষমতাদৃষ্টে পারস্তরাজ তাঁহাকে নিজ পুত্রের চিকিৎসায় নিযুক্ত করেন। কিন্তু মণি রাজপুত্রকে আরোগ্য করিতে না পারায় পারস্তরাজ তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন। এই কারাগার হইতে মণি কৌশল করিয়া পলায়ন করেন, কিন্তু তিনি পুনরায় ধরা পড়েন। ২৭৭ খৃষ্টাব্দে জোন্দিশাপুরে পারস্তরাজের আদেশে জীবন্ত অবস্থায় গায়ের ছাল ছাড়াইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হয়।

আদ্দাশ, টমাস্, হরমুজ্ প্রভৃতি তাহার কয়েকজন শিষ্য দেশবিদেশে তাঁহার প্রবর্ত্তিত মিশ্রিত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত খৃষ্টান্ সম্প্রদায়ের নাম মণিকীয় (Manichæan)।

এই সম্প্রদায়টী বর্ত্তমান খৃষ্টান্সমাজ হইতে অনেক বিভিন্ন। মণি প্রচার করেন, এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান জগতের দুইটী মাত্র মূল কারণ আছে, একটী সৎ (সূক্ষ্মপ্রকৃতি Good or light) বা আলোক; দ্বিতীয় (জড় প্রকৃতি Evil or Darkness) তমঃ। মণিকীয়েরা তাহাই স্বীকার করিয়া থাকেন।

মণিকীয়দিগের মতে আত্মা সূক্ষ্ম-প্রকৃতি ও শরীর জড়-প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ শক্তিদ্বয় অনন্তব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের অংশমাত্র। একমাত্র ঈশ্বর হইতেই সৎশক্তির (Light) মূলকারণ নিরূপিত হয়। তামসিক শক্তির রাজ্য (Darkness) একমাত্র প্রেত ও সয়তান (Hyle or Demon) দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বর ও সয়তানে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, ঈশ্বর সয়তানকে স্বর্গরাজ্যচ্যুত করেন। সয়তান তমোরাজ্য হইতে আদি মানবের (Adam and Eve) সৃষ্টি করিলেন। সয়তান কর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া মনুষ্যশরীরে পাপ ও আত্মায় পুণ্য আশ্রয় করিল। আত্মা ক্রমেই পাপের সংস্রবে কলুষিত হইয়া উঠিল। কলুষিত মানবের জন্য ঈশ্বর পৃথিবী এবং পরে ঐ আত্মাকে দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তি দিবার জন্য এবং পাপ হইতে ঐ স্বর্গীয় পদার্থ নির্লিপ্ত রাখিবার উদ্দেশে যীশুখৃষ্ট ও দিব্যাত্মার সৃষ্টি করিলেন। যীশুখৃষ্ট পবিত্রাত্মাদিগের (Intelligences) মধ্যে একজন। ইনি সূর্য্যলোকে বাস করিতেন। পরে মানবের পাপমোচন ও আত্মার মুক্তি দিবার জন্য মনুষ্যশরীরে য়িহুদীদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। য়িহুদীরা ভমোন্ধ হইয়া তাঁহাকে ক্রুশারোপ করিল। তিনি মরিলেন না, মানবের পাপ নিজ রক্তে ধৌত করিলেন। পৃথিবীর সকল কার্য্য শেষ করিয়া পুনরুত্থানপূর্ব্বক নিজরাজ্য সূর্য্যলোকে চলিয়া গেলেন এবং নিজ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দূতরূপে ও নিজ শিষ্যদিগের সান্ত্বনা করিতে যে প্যারাক্লিট্কে পাঠাইবেন বলিয়াছিলেন, মণিই সেই যীশুপ্রেরিত সান্ত্বনাকারী।

মণির মতে আত্মা চন্দ্রলোকে ও সূর্য্যলোকে পাপমোচন করিয়া পরে পরমপুরুষে লীন হয়। মণিকীয়েরা খৃষ্টদেহের পুনরুত্থান বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে যে আত্মা পাপমুক্ত নয়, তাহা স্বর্গে যাইতে পারে না, কোন পশুদেহে গঠিত হইয়া নিকৃষ্ট জীবরূপে জন্মগ্রহণ করে। বাইবেলের মুসাকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের প্রণোদিত নহে, একমাত্র সয়তানই উহার প্রণয়নকর্তা, এইজন্য কেহই বাইবেলের আদিশাস্ত্রে বিশ্বাস করে না। ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ মণিকীয়দিগকে মাংস খাইতে নাই, বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া চিরদিন ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিতে হয়।

তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অনুধী এই দুইদল খৃষ্টান। ধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টানদিগকে মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ, মৎস্য, মদ্য ও অপরাপর মাদক দ্রব্য খাইতে নাই, রুটী, শাকসব্জি, কলাই ও ফলমূলাদি খাইয়া অতি কষ্টে থাকিতে হয়। কামক্রোধাদি ষড়রিপু দমনই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। অনুধী দুর্ব্বল খৃষ্টানেরা স্ত্রী-পুত্র লইয়া সকল প্রকারই সুখভোগ করিতে পারে। তাহাদের ধর্ম্মসমাজের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার জন্য একজন (যীশুখৃষ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ) সভাপতি ও অপর বারজন ব্যক্তি (খৃষ্টের দূতস্বরূপ) প্রধান ও ৭২ জন বিশপ আছেন। তাঁহাদের নিয়ে অন্যান্য যাজকমণ্ডলী। ইঁহারা খৃষ্টসম্প্রদায়ের দীক্ষা ও শেষভোজপর্ব্ব (Eucharist) বিশ্বাস করেন। মণিকীয়েরা রবিবার, খৃষ্টের পুনরুত্থান (Easter) ও য়িহুদীদিগের পেণ্টিকষ্ট (Pentecost) পর্ব্বাদিতে উপবাস করিয়া থাকেন।

না দেখিয়া আবার ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে। ভাস্কো-ডি-গামার আসিবার পূর্ব্বে মলবারে দেশী খৃষ্টানেরা এখানকার রাজার অধীনে সৈনিক-বিভাগে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম-নির্ব্বাহের জন্য নেষ্টোরিয়ান্ বিশপ, যাজক, পুরোহিত প্রভৃতি নিযুক্ত ছিলেন। পর্ত্তুগীজ-নৌসেনাপতি ভারতে যেখানে প্রথম অবতরণ করিলেন, সেইখানেই খৃষ্টান্দিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পর্ত্তুগীজদিগের সঙ্গে যে সকল ক্যাথলিক যাজক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ সকল খৃষ্টান্দিগকে ক্যাথলিক সমাজভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উত্তেজনায় ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতের মধ্যে পর্ত্তুগীজাধিকৃত স্থানে বিধর্ম্মীর বিচারালয় (Inquisition) স্থাপিত হইল। অনেক তর্কবিতর্ক বাদ-বিসম্বাদ এমন কি অনেকেই স্বমত রক্ষার্থ রক্তপাত করিলেন।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে কোচীনের নিকটবর্ত্তী উদয়ম্পুর নগরে গোয়ার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (Arch-bishop) একটী মহাসভা আহ্বান করেন, এইখানে বিস্তর আলোচনার পর সিরীয়ক খৃষ্টানেরা রোমকসমাজভুক্ত হইল *। এইরূপে ভারত হইতে নেষ্টোরিয়ান্ সমাজ উঠিয়া গেল। সিরীয়ক খৃষ্টানেরা রোমকসমাজের অধীনতা স্বীকার করিলেও, তাহারা সিরীয়ক কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই। তাহারা এখনও সিরীয়ক-ভাষায় উপাসনা করিয়া থাকে।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে, অন্তিয়োকের ধর্ম্মাচার্য্য ভারতের অনাথা সিরীয়ক সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য মার গ্রেগরি নামে একজন বিশপকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। মার গ্রেগরি মলবারে উপস্থিত হইলে অনেক সিরীয়ক খৃষ্টান তাঁহার মত অবলম্বন করেন। এই সময়ে সিরীয়ক খৃষ্টানেরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদলের নাম 'পজ্হেইয়া কুত্তকার' অর্থাৎ প্রাচীন সমাজ। উদয়ম্পুরের মহাসভা হইতে 'পজ্-হেইয়া কুত্তকারের উৎপত্তি। এই সমাজের সিরীয়ক খৃষ্টানেরা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করেন। মারগ্রেগরি হইতে "পুত্তেন কুত্তকার" অর্থাৎ নূতন সমাজের সৃষ্টি। নূতন-সমাজ যাকোবাইট্ ধর্ম্মমতাবলম্বী, এই দলস্থ সিরীয়ক খৃষ্টানেরা রোমের বিশপ ও নেষ্টোরিয়াস্কে অনেক দোষ দিয়া থাকে। তাহাদের মতে ক্রুশারোপের পূর্ব্বরাত্রে খৃষ্টের সশিষ্য ভোজ উপলক্ষ করিয়া খৃষ্টান্ সমাজে যে পর্ব্ব হয়, তাহাতে যে রুটী ও সুরা ব্যবহৃত হয়, তাহাই খৃষ্টের প্রকৃত শরীর রক্ত। এখন ভারতবর্ষে প্রায় দুইলক্ষ সিরীয়ক ক্যাথলিক ও প্রায় একলক্ষ যাকোবাইট খৃষ্টানের বসবাস। এখানকার সিরীয়ক খৃষ্টানের অধিকাংশই ধীবর ও নৌকাজীবী।

গ্রীক সমাজ।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রীকসমাজের কর্ম্মকাণ্ড ও মতামত স্বতন্ত্র। খৃষ্টানদিগের মধ্যে এই স্বতন্ত্রসমাজ হইবার কারণ, যে ইহারা রোমের একমাত্র পোপের বিরুদ্ধে ও তাঁহার কৃত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে নানা তর্কযুক্তি করিয়া আপনাদের সমাজ বিভিন্ন করিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে গ্রীস, গ্রীসিয় দ্বীপপুঞ্জ, ওয়ালেসিয়া, মোলদাভিয়া, ইজিপ্ট, আবিসিনিয়া, নিউবিয়া, লিবিয়া, আরব, মিসোপটেমিয়া, সিরীয়া, সাইলিসিয়া, প্যালেষ্টিন, রুষসাম্রাজ্য, অষ্ট্রাকান, কাসান, জর্জ্জিয়া প্রভৃতি স্থানবাসী অধিকাংশ ব্যক্তিই এই সমাজভুক্ত। এখন এই সমাজ ৩টী শাখায় বিভক্ত—১মটী কনষ্টান্তিনোপলের ধর্ম্মগুরুর অধীন;— ২য়টী গ্রীকরাজ্যের অধীন। ৩য়টী রুষের জারের অধীন।

পোপের ধর্ম্মপ্রণালীর মতামত লইয়া গোল বাঁধে। খৃষ্টীয় নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে (৮৬২ খৃঃ) পোপ নিকলাস্ জেরুজিলমের ধর্ম্মগুরু ফোটিয়াসকে (Photius), সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ফোটিয়াস্ সেইজন্য একটী সাধারণ ধর্ম্মসভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় রোমকসমাজের প্রবর্ত্তিত এই কএকটী মত লইয়া বিচারকার্য্য আরম্ভ হয়।

১ম, রোমকসমাজের মতে ঈশ্বর ও তৎপুত্র যীশু এই দুই হইতে দিব্যাত্মা অবতরণ করেন। কিন্তু গ্রীকসমাজ তাহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন যে, দিব্যাত্মা একমাত্র ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইয়া তৎপুত্র হইতে আসেন বা তৎপুত্র যীশুই ঐ দিব্যাত্মা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২য়, যাজকেরা বিবাহাদি সংসারধর্ম্ম করিতে পারিবেন না, কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

৩য়, পুরোহিতগণ দীক্ষার পর কোন ব্যক্তির ধর্ম্মসংস্কার (Administer confirmation) করিতে পারিবেন না।

ইত্যাদি কতকগুলি মতবিরোধে রোমক ও কনষ্টান্তি-নোপলের ধর্ম্মসমাজ পৃথক্ হইয়া যায়। পরে ৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ বেসিল একটী সভা করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও ঐক্যতা স্থাপন করিয়া দেন। রোম সর্ব্বসমাজের শীর্ষস্থানে ও কনষ্টান্তিনোপল তাহার অধীন থাকায় পোপকৃত কার্য্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। পোপের গর্ব্বে ও ঔদ্ধত্যে ক্রমেই

* এই সময়ে যাহাতে পারস্ত হইতে কোনপ্রকারে নেষ্টোরিয়ান্ বিশপ না আসিতে পারে, তজ্জন্ত পর্ত্তুগীজরাজপ্রতিনিধিগণ ভারতের সকল বন্দরে প্রহরী রাখিয়াছিলেন।

গ্রীকদিগের মন শ্রদ্ধাহীন হইতে লাগিল। শেষে ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলের ধর্মগুরু মাইকেল কেরুলেরিয়াস্ (Michael Cerularius) খৃষ্টের মৃত্যুর স্মরণার্থ শেষ ভোজপর্কে (Eucharist) অমিশ্রিত রুটী (Unleavened bread) ব্যবহার, রবিবারের ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, শনিবার উপবাস এবং য়িহুদীদিগের সহিত একত্র বাস লইয়া পুনরায় বিবাদ আরম্ভ করেন। এই সময় পোপ ৯ম লিও, কেরুলেরিয়াস্‌কে ধর্মচ্যুত করেন এবং গ্রীকধর্মপ্রণালী সমস্তই মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করেন।

পরিশেষে তিনি নিজ দূতদ্বারা সান্টা সাফিয়ার ধর্মগুরুকে পদচ্যুত করিলেন। তাহাতে গ্রীকগণ বিদ্বেষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহাতে চিরকালের মত রোমকসমাজ হইতে এই সমাজ স্বতন্ত্র হইল।

গ্রীকসমাজভুক্ত খৃষ্টানদিগকে এই কএকটী ব্যবস্থার বশীভূত হইয়া চলিতে হয় ;—

১ম, কেহই পোপের প্রাধান্য স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের নিকট রোমকসমাজ যথার্থ ক্যাথলিক সমাজ বলিয়া গণ্য হইবে না।

২য়, তিন বৎসরের কম বয়স হইলে পুত্রাদির দীক্ষা দিবার নিয়ম নাই। এমন কি ১৮ বৎসরেও দীক্ষা হইতে পারে। তিনবার জর্ডন নদীর জল মাথায় ছিটাইয়া দিলেই দীক্ষা হয়।

৩য়, খৃষ্টের সপিষ্যভোজপর্ব্ব উপলক্ষে (Lord's Supper) রুটী ও মদ থাকা চাই এবং দীক্ষার পর এই পবিত্র ভোজসম্বন্ধীয় দ্রব্য পুত্রাদিকে দিতে হয়।

৪র্থ, রোমক-সমাজের মত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কোন নির্দ্ধারিত মুদ্রা ধরিয়া লওয়া হয় না।

৫ম, রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মতে দেহত্যাগের পর আত্মার পাপক্ষালন জন্য যে স্থান আছে, ইঁহারা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তথাচ মৃতের শেষ বিচারে কল্যাণ হইবে ভাবিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন।

৬ষ্ঠ, ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থ ভাবিয়া ইহারা পুণ্যাত্মা সাধু (Saint) ব্যক্তিদিগের উপাসনা করেন।

৭ম, ইহারা রোমক সমাজের ধর্ম্মসংস্কার (Confirmation) বিপদ্‌জনক রোগে পবিত্র তৈলম্রক্ষণ (Extreme unction) এবং বিবাহপদ্ধতি (Matrimony) ত্যাগ করিয়াছে।

৮ম, ইহারা বলেন, চুপি চুপি পাপ স্বীকার করা ঈশ্বরের আদেশ নহে।

৯ম, খৃষ্টের মৃত্যুর পূর্ব্বভোজপর্ব্ব (Eucharist) ধর্ম্মকাণ্ড মধ্যে গণ্য নয়।

১০ম, রোগী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি উভয়েই ভোজের অংশের অধিকারী এবং যে পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার করে (Confessor) তাঁহাকে ঐ অংশ ত্যাগ করিয়া দিতে হইবে না। কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে, ধর্ম্মবিশ্বাসী সকল ব্যক্তিই ঐ ভোজের অংশ পাইবার উপযুক্ত।

১১শ, কেবল একমাত্র ঈশ্বর হইতেই দিব্যাত্মা আবির্ভূত হয়েন।

১২শ, ইহারা সকলেই অদৃষ্টবাদ বিশ্বাস করেন।

১৩শ, গির্জ্জায় তাম্র ও রূপার ফলকে মেরী ও তৎপুত্র যীশুর প্রতিমূর্ত্তি খুঁদিয়া রাখে।

১৪শ, ধর্ম্মালয়ে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে পুরোহিতেরা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু বিধবা বিবাহ করিলে যাজক হইতে পারিবেন না।

১৫শ, কতকগুলি পর্ব্বদিনে ইহারা উপবাস করেন।

১৬শ, খৃষ্টের মৃত্যুর পূর্ব্বভোজের (Lord's Supper) রুটি ও মদ, খৃষ্টের মাংস ও রক্তের রূপান্তর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।

১৭শ, গির্জ্জায় কোনরূপ বাদ্যযন্ত্রের আবশ্যক নাই। কেবল গানেই উপাসনা হয়।

১৮শ, য়িহুদিদিগের পেন্টিকষ্ট পর্ব্বে (Pentecost) হাটু গাড়িয়া ভজনা ও অপর সকল সময়েই দাঁড়াইয়া উপাসনা করিতে হয়।

১৯শ, সকলেই ক্রুশ ধারণ করিবে।

২০শ, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারে।

তুর্কীরাজের অধীনে গ্রীসরাজ্য আসিলে পর এই ধর্ম্মসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই সময়ে কনষ্টান্টিনোপলের ধর্ম্মাচার্য্যই সমগ্র গ্রীক ও রুষসমাজের দলপতি হইয়া পড়েন। পরে পিটার দি গ্রেট (Peter the great) এই প্রথা উঠাইয়া দেন। এক্ষণে জার (Czar) কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ধর্ম্ম-সমিতির দ্বারা রুষরাজ্যের ধর্ম্মসমাজের কার্য্য চলিতেছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গ্রীস স্বাধীন হইলে তথাকার সভাপতি ক্যাপো দিস্‌ত্রিয়াস্ (Capo d' Istrius) নূতন রাজ্যে সমাজও পৃথক্ করিয়া লন। এখন সমগ্র গ্রীস রাজ্যের ধর্ম্মকার্য্য ১০টী মাত্র বিশপের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

ধর্ম্মবিষয়ে পোপের একাধিপত্য মানিয়া ও গ্রীকসমাজের কার্য্যকলাপাদি প্রতিপালন করিয়া সম্প্রদায় রোমক-সমাজের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে, তাহার নাম The United Greek Church.

আর্ম্মাণী-সমাজ।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দে আর্ম্মেণিয়া-রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রথম প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে মেরুজনেশ নামে একব্যক্তি এখানে বিশপ ছিলেন। কিন্তু তখনও এখানকার লোকের খৃষ্টধর্ম্মের উপর তেমন বিশ্বাস ছিল না। ২৭৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্টগ্রেগরি আসিয়া এখানকার রাজা তিরিদতেশকে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই সময় হইতে আর্ম্মেণিয়ায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবল হইল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে আর্ম্মাণিভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হয়। যীশুখৃষ্টের দুই প্রকৃতি লইয়া গোল উঠিলে আর্ম্মাণিয়া কালসিডন্ মহাসভার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক প্রকৃতিবাদীর পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁহাদের সমাজ পৃথক্ হইল, গ্রেগরি হইতে এই সমাজের প্রথম নাম হইল গ্রেগরীয় (Gragorians)। কিছুকাল এই সমাজে জ্ঞানতত্ব লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে এই সমাজে ক্লা (Klah) নামে একজন মহাজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক গ্রন্থসকল আর্ম্মাণিয়া অতি সমাদর করিয়া থাকেন। এই সমাজের লোকেরা বরাবরই রোমকসমাজকে ঘৃণা করেন। যখন ইসলামধর্ম্মের রণভেরী আর্ম্মেণিয়ায় প্রতিধ্বনিত হইল, আর্ম্মাণিসমাজ য়ুরোপীয় খৃষ্টান্‌রাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; সেই সময়ে পোপ কএকবার (১১৪৫, ১৩৪১, ১৪৪০ খৃঃ) আর্ম্মাণিদিগকে রোমের ধর্ম্মশাসনাধীন করিবার চেষ্টা করেন। আর্ম্মেণিয়ার কতকগুলি সম্ভ্রান্তব্যক্তিও সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের মনোভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইল না। তাহাতে পোপ (১২শ) বেনিডিক্ট আর্ম্মাণিসমাজের তীব্র সমালোচনা করিয়া ১১৭টী দোষ প্রকাশ করেন। এই সময়ে কতকগুলি আর্ম্মাণী রোমক-সমাজের সহিত মিলিত হন, এই জন্য তাঁহাদিগকে United Armenians বলে। এই মিলিত সমাজের লোক এখন পারস্য, রুষ, মার্সায়েল, ইটালী, পোলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে মুসলমানের প্রবল আক্রমণে বিস্তর লোক বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ করে। কিন্তু তথাপি অধিকাংশ লোক এখনও পূর্ব্বমত ও বিশ্বাস রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

আর্ম্মাণিসমাজ খৃষ্টে এক প্রকৃতি আরোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে দিব্যাত্মা (Holy Ghost) কেবল ঈশ্বর হইতেই অবতরণ করেন। দীক্ষার সময় মাথায় তিনবার জল ছিটাইতে হইবে। খৃষ্টের সশিষ্য ভোজ উদ্দেশকপক্ষে বিশুদ্ধ সুরা ও পাউরুটী সকলকে বিতরণ করিবার পূর্ব্বে সুরায় পাউরুটী ডুবাইতে হয়। যাজক, পুরোহিত প্রভৃতি ধর্ম্মাধ্যাপকগণেরই মৃত্যুর পরে তৈল অবলেপনে অধিকার, আর কাহারও অধিকার নাই। খৃষ্টীয় মহাপুরুষগণও আর্ম্মাণি-খৃষ্টান্-সমাজের উপাস্য। ইহাদের অধিক ধর্ম্মোৎসব নাই, তবে গ্রীকসমাজ অপেক্ষা অনেক উপবাস করিয়া থাকে। ইহাদের পুরোহিতেরা একবার বিবাহ করিতে পারেন। রুষাধিকৃত আর্ম্মেণিয়ার এরিবান্ নগরের নিকট এস্‌মিয়াদ্‌জিন্ নামক আশ্রমে আর্ম্মাণিসমাজের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য অবস্থান করেন। সেই স্থান আর্ম্মাণি-সমাজের মহাতীর্থ, প্রত্যেক আর্ম্মাণি খৃষ্টানকে জীবনের মধ্যে একবার সেই তীর্থদর্শন করিতে হইবে।

প্রোটেষ্টাণ্ট-সম্প্রদায়।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এই সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পোপ আপনাকে সমস্ত খৃষ্টান্ জগতের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। যেখানে খৃষ্টানের বাস ছিল না, সেই সমস্ত দেশ তাঁহার মতে জন-মানবশূন্য বনজঙ্গল বলিয়া গণ্য। তিনি খৃষ্টান সমাজের শীর্ষস্থানে বসিয়া বাইবেলের বিরুদ্ধে ও যীশুর মতবিরুদ্ধে অনেক অন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে ধার্ম্মিক খৃষ্টান মাত্রেই তাঁহার প্রতি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত পোপের বিরুদ্ধে তখন কথা কয়, এমন সাধ্য কার? পোপের অত্যাচার অনেকের নিতান্ত অসহ্য হইল, অনেকে আর মুখ চাপিয়া থাকিতে পারিলেন না

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা মার্টিনলুথর সমাজসংস্কারে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তিনি জর্ম্মণির অন্তর্গত উইটেম্বর্গ নগরে ধর্ম্মপুস্তকের প্রধান অধ্যাপক হইলেন। এই সময়ে তেজেল নামে একজন খৃষ্টান্ উদাসীন্ উইটেম্বর্গে উপস্থিত ছিলেন। ইনি সাধারণকে পোপের মুক্তিপত্র দিয়া ঠকাইতে ছিলেন। ধর্ম্মবীর লুথরের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি আপনার ৯৫ জন প্রধান শিষ্যকে তেজেলের গতিরোধার্থ নিযুক্ত করিলেন। তেজেল পৃষ্ঠ দেখাইলেন। পোপ লুথরের বিরুদ্ধে বৃষভাঙ্কিত দণ্ডনিয়োগপত্র পাঠাইলেন। কিন্তু লুথর পোপকে অগ্রাহ্য করিয়া ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর, উইটেম্বর্গের তোরণদ্বারে সর্ব্বসমক্ষে পোপের সেই পত্রখানি ভস্মসাৎ করিলেন।

এই সময়ে সুইজর্লণ্ডে কতকগুলি অনুচর পোপের মুক্তি-পত্র (Indulgences) বিতরণ করিতেছিল। হিন্দুজাতির মধ্যে যেমন কাহারও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে অর্থ দিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট 'পাতি' (তৈলবট) লইতে হয়,

রোমকসমাজে উক্ত মুক্তিপত্রও সেইরূপ। তৎকালে অনেক খৃষ্টানের বিশ্বাস ছিল, ঐ মুক্তিপত্র * কিনিলে তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, আর পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। তখন সুইজর্লণ্ডে জুইংলি নামে একজন মহা পণ্ডিত ছিলেন, তিনি মুক্তিপত্রের ঘোরতর বিরোধী হইলেন। লুথরের ন্যায় তিনিও পোপের সমাজবন্ধন এককালে লোপ করিবার চেষ্টায় রহিলেন। জুরিচ, বরণ, বেসিল প্রভৃতি স্থানের লোকেরা তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইল।

এদিকে লুথর জর্ম্মণির উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা করিলেন, "ভ্রাতৃগণ রোমের বিপক্ষে উঠ, এই প্রকৃত সময়। আবার ঘরে ঘরে ক্রুশযুদ্ধের কথা মনে কর, ভয়ঙ্কর রোমক-তুর্কে সকলই গ্রাস করিল, জগতের ধনে রোমের ভাণ্ডার পূর্ণ হইল।"

লুথর রোমকসমাজের সাতটী অঙ্গীকার অস্বীকার করিলেন, তাঁহার মতে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা, খৃষ্টের সশিষ্য ভোজ-পর্ব্ব এবং নিগ্রহস্বীকার এই তিনটীই খৃষ্টীয়ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে ৫ম চার্লস্ জর্ম্মণির সম্রাট্ ছিলেন। পোপের উপর তাঁহার একটু ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। রোমক-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ লুথরের দোষ দেখাইয়া সম্রাট্‌কে উত্তেজিত করিলেন। সম্রাট্ সমাজসংস্কারের বিরুদ্ধ হইলেন। তিনি লুথরের পুস্তকাদি ধ্বংস করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান সচিববর্গ তাহাতে অসম্মত হইলেন। তাঁহাদের পরামর্শমত ওয়ারমস্‌নগরে একটী মহাসভা হইল। এই সভায় জর্ম্মণির সকল রাজন্যবর্গ ও ধর্ম্মাধ্যাপকগণ উপস্থিত হইলেন। সংস্কারের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিল। লুথরও এই সভায় দেখা দিলেন। সভা হইতে বলা হইল, "লুথর রোমকসমাজের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, এই সুযোগে পরিবর্ত্তন করুন, ইহাতে লুথরের মঙ্গল হইবে।" লুথর নির্ভীকচিত্তে উত্তর করিলেন, "সত্য কথা বলিব, প্রাণ যায় তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি ঈশ্বরের আদেশের অধীন। যে বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বলবান্, যতদিন তাহা ভ্রান্ত বলিয়া কেহ আমাকে না বুঝাইয়া দিবে, ততদিন আমি সত্য লঙ্ঘন করিব না।" তাঁহার এই কথা জর্ম্মণির সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। লুথরের বিপক্ষগণ তাঁহার প্রাণ-সংহারে কৃতসংকল্প হইলেন। সাক্সনির রাজা ফ্রেডরিকের সৎপরামর্শমত লুথর কিছুদিন আত্মগোপন করিলেন। এই সময়ে সাক্সনির সর্ব্বত্রই লুথরের মত সাদরে গৃহীত হইল। ইংলণ্ড † ও ডেন্‌মার্কের অধিপতি ও প্রজাবর্গ সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী হইলেন। ডেন্‌মার্কের রাজা লুথরের একজন শিষ্যকে আনাইয়া নিজরাজ্যে লুথরের মত প্রচার করিতে লাগিলেন।

১৫২২ খৃষ্টাব্দে লুথর মেলঙ্‌থনের (Melanothon) সহিত বাইবেলের শেষভাগ (New Testament) অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। অনুবাদ দেখিয়া সাধারণে বিস্মিত হইল। তাঁহারা বুঝিল, পোপের নিয়মের সহিত যীশুখৃষ্টের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন, লুথর যে মত প্রচার করিতেছেন, তাহাই যথার্থ খৃষ্টের মত। এবার জর্ম্মণির শত শত ব্যক্তি প্রকাশ্যে রোমের ধর্ম্মানুশাসন অগ্রাহ্য করিল। জর্ম্মণির কৃষকগণ ধর্ম্মের জন্য অস্ত্রধারণ করিল। জর্ম্মন্‌রাজ্যের সর্ব্বত্রই ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

১৫২৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ ফ্রান্সিসের ভগিনী মার্গারেট নূতন মতের পক্ষপাতী হইলেন। ফরাসীরাজ্যের নানাস্থানে বিস্তর লোক নূতন মত গ্রহণ করিল। ফরাসীরাজ প্রথমে সংস্কারের সপক্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি ঘোর বিপক্ষ হইলেন। নূতন মতাবলম্বীগণের প্রতি দারুণ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক ব্যক্তি সুইজলণ্ডে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। এদিকে রোমকসমাজে পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। এবার রোমাধিপতি সংস্কারক মতাবলম্বী-দিগকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে, স্পায়ার নগরে রাজনৈতিক মহাসভা হইল। এখানে জর্ম্মণ-সম্রাটের দূতগণ লুথরের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া সংস্কারকদিগকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। সভার অধিকাংশ সভ্য সংস্কারের সপক্ষে মত দিলেন। জর্ম্মণ-সম্রাটের মনোমত হইল না। আবার সভা আহূত হইল। পূর্ব্বে জর্ম্মণির রাজন্যবর্গের উপর ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কাড়িয়া লওয়া হইল। স্থির হইল, খৃষ্টান্‌সমাজের পূর্ব্বতন রীতিনীতি ও পূজাপদ্ধতির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিতে পারিবেন না, আর কোনরূপ সংশোধন হইবে না। সম্রাটের এই দারুণ আদেশে জর্ম্মণির সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। লুথরের মতাবলম্বী সকলে একত্র হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে যাহারা

* এদেশে যেমন পাপের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে অর্থব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। পোপের 'মুক্তিপত্র' কিনিতেও সেইরূপ কমবেশ মূল্য লাগিত।

† অনেকের মতে ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপ্রচারক উইক্লিফ (Wicliffe) হইতেই ইংলণ্ডে সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত।

রোমক সমাজ হইতে পৃথক্ হইলেন, তাঁহারাই "প্রোটেষ্টাণ্ট" (Protestant) অর্থাৎ "প্রতিবাদী" বলিয়া খ্যাত হইল।

এই সময়ে পোপভক্ত জর্ম্মণসম্রাট্ ইটালীতে ছিলেন, জর্ম্মণির রাজন্যবর্গ দূতদ্বারা তাঁহার নিকট অনেক দুঃখের কথা জানাইলেন। কিন্তু সম্রাট্ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। এদিকে পোপ সম্রাট্‌কে এই বলিয়া উত্তেজিত করিলেন, "বাস্তবিক সম্রাট্ই এখন খৃষ্টীয় সমাজের রক্ষক, সুতরাং তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যাঁহারা উঠিয়াছে, তাঁহাদিগকে বিধর্ম্মী ভাবিয়া দমন করা সম্রাটের একান্ত কর্ত্তব্য।" সম্রাট্ জর্ম্মণিতে আসিলেন। অগ্‌স্বর্গে রাজনৈতিক সভা আহূত হইল। এই সভায় লুথরের সহচর মেলঙ্ক্‌থন্ ধীর ও গম্ভীরভাবে আপনাদের মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করিলেন। পরে রোমের ধর্ম্মাধ্যাপকগণ তাহার প্রতিবাদ করিতে যত্নবান্ হইলেন। উভয়পক্ষে বিবাদ বাধিল। সম্রাট্ মিটাইয়া দিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। পোপভক্তগণ সম্রাটের সাহায্য পাইলেন। ১৯এ নবেম্বর, সম্রাটের অধীনস্থ ধর্ম্মাধ্যাপকগণ যে আদেশ প্রচার করেন, তাহা সংস্কারকদিগের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইয়া পড়িল। সংস্কারকদল স্মাল্‌কল্‌দ্ নামক স্থানে সকলে মিলিত হইলেন। সকল প্রোটেষ্টাণ্টরাজ্য এক হইল। তাঁহারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ভূপতিদ্বয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

জর্ম্মণসম্রাট্ এই সকল শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন, এখন অস্ত্রবলে আর সুবিধা হইবে না। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে রাটিস্‌বরণের সভায় সম্রাট্ সংস্কারকদিগকে শান্তিপ্রদান করিলেন। সভায় স্থির হইল, শীঘ্রই একটী মহাসভা করিয়া সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার হইবে। এতদিনে প্রোটেষ্টাণ্ট সমাজের ক্ষমতা দৃঢ় হইল।

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে, উক্ত সভার প্রতিজ্ঞা অনুসারে পোপ ইটালীর ট্রেণ্টনগরে বিরাটসভা করিবার জন্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রোমকসমাজভুক্ত প্রধানেরা তাহা অনুমোদন করিলেন। কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্টেরা কহিলেন, "পোপের অধিকারভুক্ত স্থানে তাঁহারা এই মহাসভা করিতে পারেন না।"

পোপ প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "সমাজ সংস্কারে তাঁহার কিছুমাত্র অমত নাই। তিনি সকল সমাজের, বিশেষতঃ রোমকসমাজের সংস্কারেও একান্ত অভিলাষী।" সংস্কারকগণ তাহাতে একটু শান্ত হইলেন। পোপ সমাজসংস্কারের ভার চারিজন কার্ডিনালের উপর অর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে সকল সংস্কারবিধি প্রকাশ করেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহাতে পোপ ও কার্ডিনালগণের স্বার্থরক্ষিত।

এদিকে জর্ম্মণসম্রাট্ প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে ট্রেণ্টের সভায় উপস্থিত করিবার জন্ত অনেক প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এবার তিনি অসিবলে বিবাদের মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রোটেষ্টাণ্টসমাজের নেতাগণও এই আসন্নবিপদ্ হইতে প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত অস্ত্রধারণ করিলেন। এই সময়ে (১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে) মহাত্মা লুথর আইসেল্‌বেন্ নগরে শান্তিভাবে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

একদিকে লুথরের মৃত্যু সংবাদ, অন্যদিকে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। এবার জর্ম্মণসম্রাট্ ও পোপ একত্র মিলিত হইয়া বিপক্ষবাদীগণের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন। স্যাক্সনিরাজ (Elector of Saxony) ও হেসের সামন্তরাজ (Landgrave of Hesse) সসৈন্যে বাভেরিয়ায় উপস্থিত হইয়া সম্রাটের শিবির আক্রমণ করিলেন। নররক্তে রণক্ষেত্র প্লাবিত হইল। এদিকে স্যাক্সনির ডিউক মরিস্ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া খুল্লতাতের রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। কাজেই স্যাক্সনিরাজকে স্বরাজ্যাভিমুখে ফিরিতে হইল। পথিমধ্যে স্যাক্সনিরাজ মরিসের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। দুর্ব্বৃত্ত মরিস্ স্যাক্সনির অধিপতি (Elector of Saxony) হইলেন। তাঁহার চাতুরীজালে পড়িয়া হেসের সামন্তরাজও পরে বন্দী হইলেন। এইরূপে শঠের ছলনায় প্রোটেষ্টাণ্টসমাজের দুইজন অধিনেতা নিগৃহীত হইলেন।

আবার অগ্‌স্বর্গে মহাসভা হইল, সম্রাট্ আদেশ করিলেন প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে আগামী ট্রেণ্ট মহাসভার উপর নির্ভর করিতে হইবে। সে সময়ে সভার চারিদিকে সম্রাটের সৈন্যগণ উপস্থিত ছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত প্রোটেষ্টাণ্ট অপমান ও অত্যাচারের ভয়ে সম্রাটের আদেশ গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু ইহার অনতিপরেই জর্ম্মণরাজ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কাজেই সম্রাটের আদেশ কার্য্যকর হইল না।

১৫৫১ খৃষ্টাব্দে আবার সভা বসিল, সম্রাট্ জোর করিয়া জর্ম্মণরাজগণকে ট্রেণ্টের সভায় যোগ দিতে বাধ্য করিলেন। সেই সভায় মরিস্ এই কএকটী প্রস্তাব করিলেন—"ট্রেণ্টের মহাসভায় পোপ স্বয়ং কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, পূর্ব্বে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে যে সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহা প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাধ্যাপকগণের সমক্ষে পুনরালোচিত হইবে।"

সভাভঙ্গের পর প্রোটেষ্টাণ্টেরা আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে

পালাগেলেন। মেলঙ্‌থন্‌ প্রভৃতি প্রোটেষ্টাণ্টপণ্ডিতগণ স্ব স্ব ধর্ম্মনৈতিক মত ও বিশ্বাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে স্যাক্সনিয়ার মরিস্‌ শুনিলেন, জর্ম্মণসম্রাট্‌ জর্ম্মাণির রাজন্যবর্গের স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ইহার প্রতিবিধানের জন্য গুপ্তভাবে রাজগণের নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন। ফরাসীরাজও এই সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে মিলিত সৈন্যদল অকস্মাৎ ইন্‌স্‌ব্রুকনগরে প্রবলবেগে সম্রাট্‌কে আক্রমণ করিল। সম্রাট্‌ পূর্ব্বে বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না, সুতরাং অকস্মাৎ আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট্‌ প্রতিজ্ঞা করিলেন, রোমক ও প্রোটেষ্টাণ্টসমাজ তাঁহার প্রাসাদে সমভাবে গৃহীত হইবে।

ইহার পর ব্রাণ্ডেন্‌বর্গের সামন্তরাজকুমার আল্‌বার্ট রোমকসমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার অত্যাচারে জর্ম্মণরাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। শত শত রোমান্‌ ক্যাথলিক প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

কেবল যে এই সময় জর্ম্মণরাজ্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল এমন নয়। হলণ্ড প্রদেশেও সেইরূপ প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর অভাবনীয় অত্যাচার হইতেছিল। তখন পোপভক্ত স্পেনরাজগণ হলণ্ডের অধিপতি। শুনা যায়, তাঁহাদের কঠোর নির্যাতনে লক্ষাধিক প্রোটেষ্টাণ্ট অকালে কালকবলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ওলন্দাজেরা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে হলণ্ডের অনেক স্থান আবার স্বাধীন হইয়া পড়িল।

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ২৫এ সেপ্টেম্বর জর্ম্মণসম্রাট্‌ রাজ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য অক্‌স্‌বর্গে আবার মহাসভা করিলেন। এই সভায় স্থির হইল প্রজা সাধারণের যাহার যাহাতে বিশ্বাস সে সেই সমাজভুক্ত হইতে পারিবে। প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সহিত রোমকসমাজের কোন সংস্রব থাকিবে না। আজ হইতে পোপের কর্ম্মচারীগণ প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর কোন কথা কহিতে পারিবে না। এতদিন পরে নির্ব্বিবাদে জর্ম্মণরাজ্যে লুথরের সংস্কার (Reformation) প্রচলিত হইল।

এই সময়ে ইংলণ্ডেও সংস্কারদিগের উপর দারুণ অত্যাচার চলিতেছিল। রোমকসমাজ কর্তৃক সেই বিষম নির্যাতনের কথা শুনিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বহুকাল যে উইক্লিফ নিরাপদে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর চুয়াল্লিশ বর্ষ পরে সেই প্রথম সংস্কারকের গোরস্থান হইতে তাঁহার অস্থি কয়খানি তুলিয়া গোময়কুণ্ডে ডুবাইয়া নষ্ট করা হইল।

৮ম হেনরীর রাজত্বকালেও কএকজন প্রোটেষ্টাণ্ট পণ্ডিত হুতাসনে দগ্ধ হন। তৎপরে যখন মেরি ইংলণ্ডেশ্বরী হইলেন, তখনও প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর আরও ঘোর উৎপীড়ন হইতেছিল।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর আদেশে প্রায় শতাধিক প্রোটেষ্টাণ্ট অনলে ভস্মীভূত হন, এই সময় বালক ও অবলা রমণীগণও নিস্তার পান নাই। মিল্‌সাহেব তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"ঐ বর্ষের অত্যাচারের কথা আর কি লিখিব! কত শত অবলা রমণী অন্যায়রূপে নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। একটী পূর্ণগর্ভা যুবতী জলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত হইলেন, অগ্নিমধ্যে তাঁহার গর্ভ বিদীর্ণ হইয়া এক নবকুমার বাহির হইল। নিকটস্থ একজন লোক অগ্নি হইতে সেই সদ্যোজাত শিশুটীকে তুলিয়া লইল, কিন্তু নির্দ্দয় ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সেই সদ্যোজাত শিশুকেও জলন্ত অনলে পোড়াইতে আদেশ দিলেন। এইরূপে গর্ভস্থ শিশু অবধি ধর্ম্মকুহকে ভস্মীভূত হইয়াছিল! অহো! এই কি মানবের অবস্থ প্রকৃতি।" এমন কি সেই সময় যে কেহ পোপের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিত, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে পোপভক্ত ইংলণ্ডেশ্বরী কাণ্টর্বরির প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যকে (Arohbishop Canterbury) সংস্কারের পক্ষপাতী ভাবিয়া নির্দ্দয়রূপে বিনাশ করেন। তিনি ইংলণ্ডের ন্যায় আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টদিগকেও শাস্তি দিবার জন্য ডাক্তার কোলকে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু ভগবান্‌ অদ্ভুত উপায়ে প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজ্ঞীর মোহরাঙ্কিত আদেশপত্র লইয়া ডাক্তারের যাত্রাকালে তথাকার নগরপাল তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। অন্যান্য কথার পর ডাক্তার নগরপালকে আপনার ছোট থালটী দেখাইয়া বলেন, "ইহার মধ্যে আদেশপত্র আছে, যাহাতে আয়র্লণ্ডে (প্রোটেষ্টাণ্ট নামক) বিধর্ম্মীগণ নিপাতিত হইবে।" এই কথা সেই সময়ে এক রমণীর কাণে গেল। সেই রমণীও প্রোটেষ্টাণ্ট, তাঁহার ভ্রাতাও আয়র্লণ্ডে ছিল। নগরপাল যথারীতি আলাপের পর যখন গমন করেন, ডাক্তারও তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ উপর হইতে বরাবর নীচে নামিয়া আসেন সে সময়ে থালটী কিন্তু উপরের ঘরেই পড়িয়া থাকে। তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া থালটী লইয়া যাত্রা করিলেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর ডব্‌লিন্‌ নগরে আসিয়া নামিলেন। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া দুর্গমধ্যে লইয়া গেলেন। এখানে রাজ্যের সকল প্রধান লোক উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা

করিয়া তাঁহার আসিবার কারণ সকলকেই জানাইলেন। এইবার রাজ্ঞীর অনুমতিপত্র সকলকে দেখাইতে হইবে। তিনি রাজ্ঞীর সহকারী প্রতিনিধির হস্তে থলিটী অর্পণ করিলেন। প্রতিনিধি তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষকে রাজ্ঞীর অনুমতিপত্র বাহির করিয়া পাঠ করিতে বলিলেন। থলি খোলা হইল, তাহাতে রাজ্ঞীর আদেশপত্র নাই, কতকগুলি তাস আর কতকগুলি কাঠি পাওয়া গেল। বিষম সমস্যা! ডাক্তার মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গেল। সকলে অবাক্! আবার ডাক্তার অনুমতি লইতে ফিরিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডে অনুমতি লইবার পরই রাণীর মৃত্যু হইল। এইরূপে আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টরা অব্যাহতি পাইলেন।

প্রোটেষ্টাণ্ট বলিতে গেলে প্রধানতঃ লুথরের মতাবলম্বী বুঝায় বটে, কিন্তু সকল স্থানের প্রোটেষ্টাণ্ট লুথরের মত মানেন না।

জেনিভানগরে কালবিন্ নামে একজন বিখ্যাত খৃষ্টান্ অধ্যাপক পোপের বিরুদ্ধে যে মত প্রচার করেন, সুইজর্লণ্ড ফ্রান্স, স্কটলণ্ড প্রভৃতি স্থানের অনেক প্রোটেষ্টাণ্ট সেই কালবিনের মত অবলম্বন করেন। তাহারা কাল্‌বিনিষ্ট নামেও খ্যাত। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই মতাবলম্বী লোকেরা ফ্রান্সে প্রবল হইয়াছিল। ফরাসীদেশের রোমন্ ক্যাথলিকেরা বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাদিগকে হিউগোনট্ (Huguenot) বলিয়া ডাকিতেন, তাহাতে ফ্রান্সের প্রোটেষ্টাণ্টেরা হিউগোনট্ নামে প্রসিদ্ধ হয়। স্কটলণ্ডের কাল্‌বিনিষ্ট খৃষ্টানেরাও রাণী মেরীর উৎপাতে যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ ইংরাজসৈন্য পাঠাইয়া স্কটলণ্ডের প্রটেষ্টাণ্টদিগের পোপভক্ত খৃষ্টানদিগের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিলেন।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ডেন্‌মার্ক, সুইডেন, সুইজার্লণ্ড, জর্ম্মণি, এমন কি রোমরাজ্যেরও কোন কোন স্থানে সমাজসংস্কার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও ফ্রান্সের বিষম গোলযোগ চলিতেছিল। ফরাসীরাজগণের উৎপীড়নে কত শত ধর্ম্মাত্মা প্রোটেষ্টাণ্ট নিহত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের ২৪এ আগষ্ট আসিল। সেইদিন খৃষ্টান্‌জগতে কি ভয়ানক দুর্দ্দিন! সমগ্র সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠ করিয়াও যে খৃষ্টান্-হৃদয় বিচলিত হয় নাই, বোধ হয় এই একদিনের ইতিহাস পাঠ করিলে তাঁহার প্রত্যেক শিরা কম্পান্বিত হইবে। মানব কিরূপে পিশাচ হয়, ধর্ম্মোন্মত্ততা কি ভয়ঙ্কর, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত মানবজগতে কিরূপ অনিষ্টকর! তাহা ঐ একদিনের ইতিহাসে অতি স্পষ্ট চিত্রিত। তখনকার সভ্যজগতের রাজধানী ফ্রান্সে এই একদিনে সত্তরহাজার প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান্ অতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে নিহত হয়। তখন ৯ম চার্লস্ ফ্রান্সের অধিপতি। তাঁহার ভগিনীর সহিত নেভারের রাজার বিবাহ হইবে। শত শত উচ্চপদস্থ প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান্ পারিস-নগরে উপস্থিত। ঘরে ঘরে আমোদের স্রোত বহিতেছে। কিন্তু একি হইল! মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রতিঘরে হাহাকার উঠিল! প্রোটেষ্টাণ্ট-অনুরাগিণী ফরাসীরাজভগিনী বিবাহের পূর্ব্বেই বিষপ্রয়োগে নিহত হইলেন। দুষ্ট রোমান্ ক্যাথলিকেরা ফরাসীরাজের আদেশে নৌসেনাপতি কোলিগ্নের ঘরে অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া অতি নীচ ভাবে সেই বীরপুরুষের প্রাণবধ করিলেন, তাঁহার মৃতদেহ শত্রুরা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বাতায়ন হইতে সর্ব্বসমক্ষে রাজপথে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার মুণ্ড রাজমাতা ও রাজার নিকট প্রেরিত হইল! এইবার হত্যাকারীরা প্রকৃত পিশাচরূপ ধারণ করিল। নররক্তে তাঁহাদের সর্ব্বশরীর রঞ্জিত হইল! ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ, মর্ম্মভেদী রোদন-নিনাদ উঠিল! উচ্চপদস্থ শত শত সামন্ত, শত শত সম্ভ্রান্তব্যক্তি হত্যাকারীগণের ভীষণ আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন! অনাথ প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে রক্ষা করে, এমন কোন লোক উপস্থিত নাই! পারিস্‌নগরীর প্রত্যেক রাজপথে প্রকৃতই রক্ত নদী বহিতে লাগিল! বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বর্ষিয়সী আজ কাহারও নিস্তার নাই! সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া কোন কোন ভুক্তভোগী খৃষ্টান্ লিখিয়াছেন, "যাহা দেখিলাম, নয়ন যেন সে নরকের দৃশ্য আর না দেখে। মানব যে এত নিষ্ঠুর এমন রক্তপিশাচ হইতে পারে, তাহা দুর্ব্বল মানবহৃদয় ধারণা করিতেও অক্ষম।—দেখিয়াছি হত্যাকারীর তীব্র আঘাতে পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, পতি বিপক্ষের বন্ধনে আবদ্ধ! সেই পিতার ও পতির সমক্ষে অবলা সতীরমণীকে ধরিয়া দুবৃত্তেরা বলাৎকার করিতেছে! মাতার সমক্ষে তাঁহার একমাত্র হৃদয়ের ধন স্তন্যপায়ী শিশু পর্য্যন্ত কত শত বিনষ্ট হইতেছে! দুর্বৃত্তেরা কোন সুন্দরী রমণীর স্তনচ্ছেদ করিয়া ও তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পা ধরিয়া রাজপথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। দুর্বৃত্তগণের পদাঘাতে কত কত গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হইয়াছে। কেহ আসন্ন-মৃত্যুকালে একফোঁটা জল চাহিতেছে; সেই সময় কোন নির্দ্দয় ব্যক্তি আসিয়া তাহার মুখে প্রস্রাব করিতেছে। কাহারও হাত গিয়াছে, কাহারও দুইটী পা নাই, কাহারও নাক কাণ কাটা [illegible]

আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি। যাহা সভ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে শতধিক্! এই কি সভ্যজগতের চিত্র!" (১)

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই দারুণ সংবাদ পোপের নিকট পৌছিল। পোপের কি মহা আনন্দ! রোমনগরী উজ্জ্বল আলোকমালায় ভূষিত হইল! ঘরে ঘরে নৃত্য গীত হইতে লাগিল। মহামতি পোপ ঘোষণা করিলেন, "আজ মহোৎসবের দিন! আমাদের বিপক্ষবাদী বিধর্মী (প্রোটেষ্টাণ্ট)-গণ নিহত হইয়াছে! ইহা অপেক্ষা আর সুখের সংবাদ কি হইতে পারে! আমার অধীনে যে যেখানে আছ, এই উৎসবে আমোদ প্রমোদ করিতে ভুলিবে না।" পোপের মহাভিষেক উৎসব হইল। খৃষ্টান্ জগেত এই দিন "সেণ্টবার্থলমিউস্ ডে" (St. Bartholomew's day) নামে প্রসিদ্ধ। জর্মণেরা ইহাকে (Bluthoziet) অর্থাৎ 'রুধির-বিবাহ' বলিয়া থাকেন।

পারিস্‌নগরীর মত ফ্রান্সের সর্ব্বত্রই অনেক দিন ধরিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদিগের উপর ঐরূপ অত্যাচার চলিয়াছিল। শেষে ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকালে আরও ভীষণ আকার ধারণ করিল! সে উৎপীড়নের কথা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। (২) এই সময়ে শত শত প্রোটেষ্টাণ্ট গুপ্তভাবে দেশ ছাড়িয়া ভিন্নরাজ্যে গিয়া তবে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। এখন ফরাসীরাজ্যে সর্ব্বত্রই প্রোটেষ্টাণ্টের বাস, আর সে অত্যাচার নাই।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমাররাজের সাহায্যে জিগেনবল্‌গ্ (Ziegenbalg) ও প্লুচু (Pluteobau) নামে লুথরের মতাবলম্বী দুইজন খৃষ্টান্ ভারতে প্রোটেষ্টাণ্টমত প্রচার করিতে আসেন। উভয়েই মহাপণ্ডিত ছিলেন। জিগেন্-বল্‌গই তামিলভাষায় বাইবেল অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ভারতে যত ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছে, তন্মধ্যে উহাই সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ। তাঁহার অন্যতম সহচর সুল্‌জ (Schultze) ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানী ভাষায় বাইবেল প্রচার করেন। ইঁহাদের যত্নে মান্দ্রাজ, কড্ডেলুর, তাঞ্জোর প্রভৃতি নানাস্থানে লুথরের মত প্রচারিত হইয়াছিল এবং অনেক নীচজাতি তাঁহাদের নিকট খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু তখনও বাঙ্গালায় খৃষ্টানধর্ম্ম আদৃত হয় নাই। এখানকার নবাবদিগের ভয়ে প্রথমে কেহ ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারে নাই। বঙ্গরাজ্য ইংরাজ কোম্পানির হস্তগত হইলে পরে, তাঁহারাও প্রথমে কোন খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারককে এদেশে প্রবেশ করিতে দেন নাই। কোম্পানীর রাজত্বে নিয়ম ছিল, কোন য়ুরোপীয় কোম্পানীর অধিকারের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিবেন না, তাহাতে দেশীয়গণের ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে এবং অধিবাসীরা সকলে অসন্তুষ্ট হইলে রাজ্য বিস্তর অনিষ্ট হইতে পারে।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তক কেরিসাহেব এদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন, তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাগুণে অনেক বিপদ্ আপদ্ সহ্য করিয়া সুন্দরবনে থাকিয়া অসভ্য লোকদিগকে গুপ্তভাবে খৃষ্টান্‌ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কোম্পানীর রাজ্যে স্থান পান নাই। শেষে (তৎকালের) ওলন্দাজাধিকৃত শ্রীরামপুরে তিনি আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এই শ্রীরামপুরে মার্স্‌ম্যান্ ও ওয়ার্ড নামে বিখ্যাত পণ্ডিতদ্বয় আসিয়া ভারতের নানাভাষাবিদ্ কেরিসাহেবের সহিত মিলিত হন। এই শ্রীরামপুরে উক্ত বাপ্টিষ্ট প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উৎসাহ গুণে প্রথম বাঙ্গালা-মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এইখানে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ তারিখে ওয়ার্ডসাহেব নিজের হাতে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা অক্ষর সাজাইয়া ছিলেন, ঐ দিনেই সন্ধ্যাকালে কেরিসাহেব বাইবেলের বঙ্গানুবাদের প্রথম পৃষ্ঠার ছাপা ভ্রমসংশোধনের জন্য হাতে পাইয়াছিলেন।

ইঁহাদের উৎসাহেই ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে রামবসু রচিত "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" মুদ্রিত হয়, তাহা বঙ্গসাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক বলিয়া বিশেষ আদরণীয়। সত্য কথা বলিতে কি, উপরোক্ত তিনজন মিসনরী যে উদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়া ছিলেন, তাহা সফল হউক বা না হউক, কিন্তু বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র তাঁহাদের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। [মুদ্রাযন্ত্র দেখ।]

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের উপর সদয় হইলেন। এতদিন পরে মিসনরীরা বঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার করিবার অধিকার পাইলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মিড্‌লটন্ নামে একব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম বিশপ হইয়া আসিলেন। মিসনরীগণের অধ্যবসায় গুণে অল্পদিন মধ্যেই অনেক নীচশ্রেণীর বাঙ্গালীর খৃষ্টান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। শেষে খৃষ্টান্ মহিলাগণ শিক্ষার ছলে অনেক সম্ভ্রান্তব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়া খৃষ্টীয় আলোক বিতরণ করিতে লাগিলেন, অনেক বাঙ্গালী আপনাদের প্রকৃত জাতীয়ত্ব হারাইলেন। ক্রমে উচ্চশিক্ষার স্রোত বহিল। বল্‌ফোর সাহেব লিখিয়াছেন, "এ উচ্চ শিক্ষাজাত

(১) Comber's History of the parisian Massacre of St. Bartholomew; Clark's Looking-glass for persecutions প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(২) Lewis de Enaroiles' Memoirs of the persecutions of the Protestants in France দ্রষ্টব্য।

করিয়া আর বড় একটী কেহ খৃষ্টান হইতে চায় না। খৃষ্টানী-ভাব অনেকের, কিন্তু ধর্ম্মে অধিকাংশই নাস্তিক।”

১৮৮১ সালের গণনায় ভারতে ৫১১২১০ জন প্রোটেষ্টাণ্টের বাস, তন্মধ্যে ইংলণ্ডসমাজের অধীন ৩৫৩১১৩, স্কটলণ্ডসমাজের অধীন ২০০৩৪, লুথরের মতাবলম্বী ২৯৫৭৭, এবং অপর প্রোটেষ্টাণ্ট ১০৭৮৮৬।

গ

গ, গকার, তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। (অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ। শিক্ষা) ইহার আভ্যন্তর প্রযত্ন জিহ্বামূল স্পর্শ এবং বাহ্য প্রযত্ন সংবার নাদঘোষ। গকার অল্পপ্রাণ বর্ণের মধ্যে গণিত। মাতৃকান্যাসে দক্ষিণ মণিবন্ধে ইহার ন্যাস করিতে হয়। বঙ্গাক্ষরে ইহার লিখনপ্রণালী তন্ত্রমতে এই প্রকার—গকারে সর্ব্বসমেত তিনটী রেখা থাকে, একটী অধোগত বক্ররেখা, এই রেখার উর্দ্ধস্থিত অগ্রভাগে যোগ করিয়া ডানদিকে আর একটী রেখা সরলভাবে টানিতে হয়, এই সরল রেখার দক্ষিণাগ্র হইতে অধোদিকে একটী সরলরেখা টানিয়া পরে সমান ভাবে উর্দ্ধদিকে প্রথম সরলরেখার উপর দিয়া উন্নত করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে গকারেও একটী মাত্রা দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু তন্ত্রে তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রথম রেখার অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী এবং তৃতীয়টীর অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ঈশ্বর। গকারকে দাড়িমী কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণা, চতুর্বাহু, রক্তবস্ত্রধারিণী ও রত্নালঙ্কারে পরিশোভিতা ব্রহ্মাণীর ন্যায় ধ্যান করিতে হয়। ইহার নাম গো, গৌরী, গৌরব, গঙ্গা, গণেশ, গোকুলেশ্বর, শার্ঙ্গী, পঞ্চাত্মক, গাথা গন্ধর্ব্ব, সর্ব্বগ, স্মৃতি, সর্ব্বসিদ্ধি, প্রভা, ধূম্রা, দ্বিজাখ্য, শিবদর্শন, বিশ্বাত্মা, গৌ, বালবন্ধ, ত্রিলোচন, গীত, সরস্বতী, বিদ্যা, ভোগিনী, নন্দন, ধরা, ভোগবতী, হৃদয়, জ্ঞান, জালন্ধর, লব। (বর্ণাভিধান)

তান্ত্রিকমতে হৃদয়ে যে দ্বাদশদল পদ্ম আছে, তাহার তৃতীয় দলে গকার অবস্থিত। কাব্যাদির প্রথমে গকার থাকিলে রচয়িতার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অপর কোন ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে বিপরীত ফল হয়। “কঃ খো গোঘশ্চ লক্ষ্মীং” ‘সংযুক্তং চেহ ন তাৎ সুখভরণপটুর্ব্বর্ণবিন্যাসযোগঃ।’ (বৃত্তরত্নাকরটীকা।)

গ (ক্লী) গৈ-ক। ১ গীত। (পুং) ২ গণেশ। ৩ গন্ধর্ব্ব। ৪ একটী গুরুবর্ণ।

“গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।” (ছন্দোমঞ্জরী)

৫ কর্ম্মোপপদে গমধাতুর উত্তর (গাপোষ্টক্। পা ৩।২।৮) সূত্রানুসারে টক্ প্রত্যয় হইয়া যে গ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার অর্থ গমনকর্ত্তা, গন্তা, ইহা তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। যথা—সামগঃ, হৃদ্গা, কণ্ঠগং।

“হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ।” (মনু ২।৬২)

গইরা (গম্ভীর শব্দজ) গভীর।

গকার (পুং) গ-স্বরূপে কারঃ। গ স্বরূপবর্ণ।

গগন (ক্লী) গচ্ছন্ত্যস্মিন্ গম্-যুচ্ গশ্চান্তাদেশঃ। (গমের্গশ্চ। উণ্ ২।৭৭) ১ আকাশ। ইহার পর্য্যায়—বর্হি, ধব, আপ, পৃথিবী, ভূ, স্বয়ম্ভু, অধ্বা, সগর, সমুদ্র, অধ্বর। (নিঘণ্টু) [অপর পর্য্যায় আকাশ শব্দে দ্রষ্টব্য।] ইহার গুণ শব্দ, ব্যাপকত্ব, ছিদ্রত্ব, অনাশ্রয়, অনালম্ব, আশ্রয়ান্তরশূন্য, অব্যক্ত, অবিকারিতা।

“প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্যদৃষ্টীরেকং।”
(মেঘদূত ৪৮ পূর্ব্ব)

গগন শব্দের নকার ণত্বও হইয়া থাকে। অনেকের মতে মূঢ় ব্যক্তিই ণকার স্বীকার করেন, বাস্তবিক ণকার হইবে না। কিন্তু আচার্য্যমঞ্জরীর “খগগণো গগণো পরিরাজতে।” এই শ্লোকে ণত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

২ শূন্য। ৩ লগ্নাপেক্ষায় দশম রাশি।

গগ(ণ)নগতি (ত্রি) গগনে গতির্যস্য বহুব্রী। ১ আকাশগামী, যাহারা আকাশে গমন করে। (পুং) ২ দেবতা। ৩ সূর্য্যাদিগ্রহ। (স্ত্রী) গগনে গতিঃ ৭তৎ। ৪ আকাশ গমন।

গগ(ণ)নচর (ত্রি) গগনে চরতি চর-টচ্। ১ আকাশগামী, যে আকাশপথে গমন করিতে পারে।

“বুভুক্ষিতো গগনচরেশ্বরস্তদা।” (ভারত ১।২৮ অঃ)

গগ(ণ)নধ্বজ (পুং) গগনে গগনস্থ বা ধ্বজইব। ১ মেঘ। (হারাবলী) ২ সূর্য্য। (হেমচন্দ্র)

গগ(ণ)নপ্রিয় (পুং) দৈত্যবিশেষ। “প্রহ্লাদোঽশ্বশিরঃ কুম্ভঃ সংহ্লাদো গগনপ্রিয়ঃ।” (হরিবংশ ৪২ অঃ)

গগনফুল (ক্লী) অলীক পদার্থ, যাহার সত্তা নাই, আকাশকুসুম।

“আনিব তুলিয়ে গগনফুল, একৈক ফুলের লক্ষৈক মূল।”
(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

গগ(ণ)ন-বিহারিন্ (ত্রি) গগনে বিহর্ত্তুং শীলং যস্য বি-হৃ-ণিনি। ১ যে আকাশপথে বিচরণ করে। (পুং) ২ খেচর।

গগ(ণ)নমণ্ডল (ক্লী) গগনস্য মণ্ডলং ৬তৎ। আকাশমণ্ডল, নভোমণ্ডল।

গগ(ণ)নসদ্ (ত্রি) গগনে সীদতি গচ্ছতি গগন-সদ্-ক্বিপ্।

১ আকাশগামী। (পুং) ২ সূর্য্যাদিগ্রহ। "বালত্বং বৃদ্ধতা বা যদি গগনসদাঃ জন্মকালে নরাণাং।" (জাতকালঙ্কার।) ৩ দেবতা। "বিস্মেরান্ গগনসদঃ করোত্যমুম্মিন্।" (মাঘ)

গগ(ণ)নসিন্ধু (স্ত্রী) গগনস্থ সিন্ধুঃ ৬তৎ। মন্দাকিনী। "গগনসিন্ধুফেনপটলজালান্তরস্থ।" (কাদম্বরী।)

গগ(ণ)নাঙ্গনা (স্ত্রী) গগনাগতা অঙ্গনা। দিব্যাঙ্গনা, অপ্সরা।

গগনাদিলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। গগন (অভ্র), হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহ, কুটজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, সাচিক্ষার, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, বচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে লইয়া যত পরিমাণ হইবে, তাহার অর্দ্ধ চিতাচূর্ণ মিশাইবে, ইহাকে গগনাদিলৌহ বলে। দুই তোলা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে সোমরোগ ও মূত্রাতিসার ভাল হয়।

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

গগনাদিবটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী— গগন (অভ্র), রসসিন্দুর, আভ্র, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক ও পারদ মিশাইয়া যষ্টিমধুর কাথে পেষণ করিবে। বাসক, দ্রাক্ষা ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক একদিন মর্দ্দন করিবে। অর্দ্ধতোলাপরিমিত বটী প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে গগনাদিবটী বলে। ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে কঠিন বাত, পিত্তরোগ, ক্ষয়, ভ্রম, মদ, কফ, শোষ, দাহ ও তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়। (রসেন্দ্রসা°)

গগনাধ্বগ (পুং) গগনাধ্বনা গচ্ছতি গম-ড। সূর্য্য। (হেম°)

গগনাম্বু (ক্লী) গগনস্থাম্বু ৬তৎ। দিব্যোদক, মেঘনিঃসৃত জল, চলিত কথায় বৃষ্টির জল বলে। ইহার গুণ ত্রিদোষঘ্ন, বলকর রসায়ন, রক্ষোঘ্ন, শীতল, আহ্লাদকর, জ্বর, দাহ ও বিষনাশক। বৃষ্টির জলের স্বাভাবিক এই সকল গুণ থাকিলেও অপবিত্র স্থানে বা অপবিত্র পাত্রে পতিত হয় বলিয়া সেই জল পান ও সেই জলে স্নান অতিশয় অহিতকর ও অব্যবহার্য্য। পাত্রের দোষ গুণ অনুসারে জলেরও দোষ বা গুণ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত সূত্র° ৪৫ অঃ)

গগনেচর (পুং) গগনে চরতি চর-ট (চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬) অলুক্ সমাস°। ১ দেবতা। ২ সূর্য্যাদিগ্রহ। ৩ রাশিচক্র। (ত্রি) ৪ গগনচারী, যাহারা গগনপথে গমন করে। "ভূমিষ্ঠ কথিতে মাত্রা কারণে গগনেচরঃ।" (ভারত ১।২৭।১৫) স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়।

গগনোল্মুক (পুং) গগনে উল্মুক ইব। মঙ্গলগ্রহ। (হারাবলী)

গগরী (গর্গরী শব্দজ) বড় ঘড়া, বৃহৎ কলসী।

গম্‌ (স্ত্রী) বাক্য। (নিঘণ্টু)।

গগ্ঘ (পুং) হাস।

গঙ্গক, প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমেন্দ্রের গুরু ও একজন কবি।

গঙ্গকা (স্ত্রী) গঙ্গা স্বার্থে কন্-টাপ্ আকারস্ত হ্রস্বত্বং (অভাষিত পুংস্কাচ্চ। পা ৭।৩।৪৮) গঙ্গা।

গঙ্গহরি, তত্ত্বদীপিকা নামে আনন্দলহরীর টীকাকার।

গঙ্গা (স্ত্রী) গম্যতে ব্রহ্মপদমনয়া গম্-গন্ (গমাদ্যোঃ। উণ্ ১।১২২) নিঘণ্টু মতে গচ্ছতীতি গম-গন্-টাপ্। ১ স্বনামপ্রসিদ্ধ নদী ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহার পর্য্যায়—বিষ্ণুপদী, জহ্নুতনয়া সুরনিম্নগা, ভাগীরথী, ত্রিপথগা, ত্রিস্রোতাঃ, ভীষ্মসূ, অর্ঘ্যতীর্থ, তীর্থরাজ, ত্রিদশদীর্ঘিকা, কুমারসূ, সরিদ্বরা, সিদ্ধাপগা, স্বর্গাপগা, স্বরাপগা, খাপগা, ঋষিকুল্যা, হৈমবতী, সর্বাপী, হরশেখরা, সুরাপগা, ধর্ম্মদ্রবী, সুধা, জহ্নুকন্যা, গান্দিনী, রুদ্রশেখরা, নন্দিনী, অলকনন্দা, সিতসিন্ধু, অধ্বগা, উগ্রশেখরা, সিদ্ধসিন্ধু, স্বর্গসরিদ্বরা, মন্দাকিনী, জাহ্নবী, পুণ্যা, সমুদ্রসুভগা, স্বর্নদী, সুরদীর্ঘিকা, সুরনদী, স্বর্ধুনী, জ্যেষ্ঠা, জহ্নুসুতা, ভীষ্মজননী, শুভ্রা, শৈলেন্দ্রজা, ভবায়না। বৈদ্যকরাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার জলের গুণ শীতল, স্বাদু, স্বচ্ছ, অত্যন্ত রুচিকর, পথ্য, পবিত্র, পাপনাশক, তৃষ্ণা ও মোহনাশক, দীপন এবং প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারী। (রাজনি°)

গঙ্গা অতি প্রাচীন পুণ্যসলিলা নদী, হিন্দুগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে পৃথিবীর সকলতীর্থ হইতে গঙ্গা প্রধান, গঙ্গায় মৃত্যু হইলে মনুষ্য হইতে নিকৃষ্টজাতি কীট পর্য্যন্তও মুক্তি লাভ করিতে পারে। ঋগ্বেদে (১০।৭৫।৫), কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে, শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গা নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি প্রায় সকল প্রাচীন গ্রন্থেই গঙ্গার বিষয় অল্পবিস্তর লিখিত আছে। বাল্মীকিরামায়ণের মতে গঙ্গা হিমালয়ের কন্যা, সুমেরুতনয়া মনোরমা বা মেনার গর্ভে ইহার উৎপত্তি হয়। দেবগণ কোন কার্য্যবশতঃ হিমালয়ের নিকট হইতে ইহাকে ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন (১)। তদবধি ইনি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্দ্দান্ত সগরতনয়গণ মহামুনি কপিলের শাপে ভস্মীভূত হইলে সগরবংশীয় রাজগণ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক-দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের চেষ্টার কোন ফল হইল না। অনেক দিন পরে সগরবংশীয় ভগীরথ মন্ত্রীদিগের উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া প্রথমে ব্রহ্মার তপস্যা করেন। তাঁহার

(১) কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতে দেবগণ শিবের সহিত বিবাহ দিতে গঙ্গাকে লইয়া যান। পাষাণী মেনকা গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া শাপ দেন, তাহাতে গঙ্গা জলময়ী হইয়াছেন।

কঠোর তপস্যায় হাজার বৎসরের পর পিতামহ সন্তুষ্ট হন। কমলযোনি সমস্ত দেবগণের সহিত ভগীরথের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ভগীরথ পিতামহকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। ভগীরথের অভিপ্রায় গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মুক্ত হইতে পারেন, ব্রহ্মা তাহার কোন একটী উপায় করিয়া দেন। ব্রহ্মা স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু ভগীরথের তপস্যার অবসান হইল না। গঙ্গা স্বর্গ হইতে ধরাতলে পতিত হইলে পৃথিবী তাহার বেগ ধারণ করিতে পারিবে না, সুতরাং গঙ্গাধারণ করিবার জন্য আবার মহাদেবের তপস্যা করিতে হইল।* আশুতোষের আরাধনায় মহারাজকে অধিক কষ্ট করিতে হইল না। একবৎসরের মধ্যেই ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভূতপতি বর দিতে উপস্থিত হইলেন, এবং ভগীরথ আপনার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি গঙ্গাধারণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। গঙ্গা মনে মনে ভাবিলেন, ভাল হইয়াছে, এইবার ভোলানাথ আমার হাতে জব্দ হইবেন, আমি এত জোরে পড়িব যে, ভোলানাথের সহিত পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে চলিয়া যাইব। মহাদেব গঙ্গার আন্তরিক ভাব জানিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইলেন। যথাসময়ে গঙ্গা স্বর্গ হইতে শিবের মাথার উপরে পতিত হইল। শিবের অসাধারণ কৌশলে স্রোতস্বতীকে তাঁহার মাথার জটামধ্যেই থাকিতে হইল, কোনপ্রকারেই বাহির হইতে পারিল না। ভগীরথ গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে লাগিলেন, তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভূতপতি গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলে বিন্দু-সরোবরে পতিত হইল। বিন্দুসর হইতে গঙ্গার সাতটী স্রোত বাহির হয়। হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামক তিনটী পূর্ব্বদিকে, বঙ্কু, সীতা ও সিন্ধুনামক অপর তিনটী পশ্চিম-দিকে, গ্রাম, পর্ব্বত, বন, উপবন প্রভৃতি ভাসাইয়া চলিয়া গেল, এবং অপরটী ভগীরথ-প্রদর্শিত পথে গমন করিল। ইহারই ভাগীরথী নাম হইয়াছে। ভাগীরথী যাইয়া সাগরে পতিত হইলে ভস্মীভূত সগরতনয়েরা পবিত্র হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ভগীরথের অভীষ্টসিদ্ধি হইল।

(রামায়ণ আদিকা° ৪২, ৪৩, ৪৪ সর্গ)

গঙ্গার একটী নাম বিষ্ণুপদী। এই নাম হইতে হউক অথবা অপর কোন কারণেই হউক অনেকের বিশ্বাস যে, গঙ্গা বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান্ বিষ্ণুর পা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ পাঠে জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলে ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল অবস্থান করে, সেই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে মেঘ অবস্থিত, পৌরাণিকগণ ইহাকেই বিষ্ণুর তৃতীয় পদ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। (১) গঙ্গার আর একটী নাম জাহ্নবী, রামায়ণ ও বিষ্ণুপুরাণে ইহার কারণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। মহারাজ ভগীরথ রথে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। স্রোতস্বতী গঙ্গাও গ্রাম, নগর, বন, উপবন প্রভৃতি ভাসাইয়া প্রবলবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহামুনি জহ্নু আপনার আশ্রমে বসিয়া একটী যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন, গঙ্গার জলে তাঁহার যজ্ঞ-বাট ভাসিয়া গেল, যজ্ঞে বিঘ্ন হইল, মুনি কিন্তু নড়িলেন না। জহ্নু চটিয়া উঠিয়া গঙ্গাকে জব্দ করিতে চিন্তা করিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে যোগবলে গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। গঙ্গার অভাবে কি গতি হইবে ভাবিয়া সকলেই চিন্তাকুল হইয়া উঠিল, পরে মুনিকে অনেক অনুনয়-বিনয় করায় জহ্নু কর্ণরন্ধ্র দ্বারা গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহাতেই গঙ্গার নাম জাহ্নবী বা জহ্নুসুতা হইয়াছে। (রামা-য়ণ ১।৪৩ সঃ) দেবীভাগবতে একস্থানে লিখিত আছে—লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা তিনজনেই নারায়ণের পত্নী, তিনজনেই বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট অবস্থান করিতেন। একদিন গঙ্গা সোৎসুকে বার বার নারায়ণের প্রতি কটাক্ষপাত করেন, নারায়ণও তাহা দেখিয়া একটু হাসিয়াছিলেন, কিন্তু সরস্বতী তাহাতে বড়ই চটিয়া গেলেন। বাণী নারায়ণকে উত্তম-মধ্যম দুই এক কথা শুনাইয়া দিলেন। নারায়ণ আর কিছু না বলিয়া বাহিরে আসিলেন। এদিকে সরস্বতী ও গঙ্গার মহাকলহ চলিতে লাগিল। পদ্মা মধ্যস্থ হইয়া মিটাইতে গেলেন, তাহাতে বিপরীত হইল। সরস্বতী পদ্মাকেই প্রথমে শাপ দিলেন, "তুমি নদীরূপ ধারণ করিয়া পাপীর আবাস মর্ত্ত্যলোকে গমন কর।" গঙ্গাও আর স্থির থাকিতে পারি-লেন না, তিনিও বলিলেন, "পদ্মে! ও যেমন বিনাদোষে তোমাকে শাপ দিয়াছে, উহাকেও সেইরূপে নদীরূপে মর্ত্ত্য-লোকে গিয়া পাপরাশি গ্রহণ করিতে হইবে।" সরস্বতীও

* দেবীভাগবতের মতে, গঙ্গাকে ধারণ করিবার জন্য ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করেন।

(১) "ধ্রুবে চ সর্ব্বজ্যোতীংষি জ্যোতিঃষ্বম্ভোমুচো দ্বিজ।
যে মেঘা সন্ততা বৃষ্টি মুঞ্চন্ত্যপোহণ পোষণম্।......
এতদেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্।
ততঃ প্রবর্ত্ততে ব্রহ্মন্ সর্ব্বপাপহরা সরিৎ।
গঙ্গা দেবাঙ্গনাঙ্গানাং অনুলেপনপিঞ্জরা।" (বিষ্ণুপু ২৮ অঃ।)

ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে বলিলেন, "তোকেও ঐরূপ ফলভোগ করিতে হইবে।" এই সময় নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনিও কহিলেন, "যাও! দৈবচক্রবিপাকে তোমরা ভারতে নদী হও। দেখ, লক্ষ্মি! তোমার পূর্ণ অংশ বৈকুণ্ঠে থাকিবে, অর্দ্ধাংশ ধর্ম্মধ্বজ রাজার গৃহে অযোনিসম্ভবা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাই পরে তুলসী নামে বিখ্যাত হইবে। অপর অংশে পদ্মাবতী নদী নামে অবতীর্ণ হও। গঙ্গে তুমিও বিশ্বপাবনী সরিৎরূপে অবতীর্ণ হও, ভগীরথ অনেক আরাধনা করিয়া তোমায় লইয়া যাইবে। সেখানে আমার অংশ সমুদ্র এবং আমার অংশের অংশ হইতে উদ্ভূত শান্তনুরাজ তোমার পতি হইবেন।" (দেবীভা° ৯স্ক°) [ভীষ্ম দেখ।]

মহাভারতীয় দানধর্ম্মের মতে গঙ্গার গর্ভ হইতে ১৫০ হাত পর্য্যন্তকে গঙ্গাতীর বলে। প্রাণ কণ্ঠাগত অর্থাৎ অর্থাভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইলেও এই স্থানে বসিয়া কাহার দান গ্রহণ করিবে না। (১) গঙ্গার তীর হইতে ২ ক্রোশ পর্য্যন্তকে ক্ষেত্র বলে। গঙ্গাক্ষেত্রে বসিয়া দান, জপ বা হোম করিলে অসীম ফল হয়। (২) কোন পুরাণের মতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে গঙ্গাজল যতদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত হয়, তাহাকে গর্ভ ও তাহার পরভাগকে তীর বলে। (৩) গঙ্গার উদ্দেশ্যে গমন করিলে পারদার্য্য, পরদ্রব্যহরণ, পরদ্রোহ প্রভৃতি পাপ বিনষ্ট হয়। গঙ্গার দর্শন করিলে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, আয়ু, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান প্রভৃতি লাভ হয়। গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, গুরুহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। শত শত অকার্য্য করিয়া যদি গঙ্গায় অবগাহন করে, তাহা হইলেও গঙ্গার জলে সমস্ত পাপরাশি ধৌত হয়। সিংহ দেখিতে পাইলে মৃগগণ যে প্রকার ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়ন করে, সেই প্রকার গঙ্গাস্নাননিরত ব্যক্তিকে দেখিয়া যমকিঙ্করেরাও পলায়ন করিয়া থাকে; তাহার আর যমভয় থাকে না। গঙ্গাতে অজ্ঞানে স্নান করিলে সকল পাপ নষ্ট হয়, জ্ঞানপূর্ব্বক স্নানে মুক্তি হইয়া থাকে। শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী, পুষ্যাযুক্ত অষ্টমী ও আর্দ্রা-নক্ষত্রযুক্ত চতুর্দ্দশী তিথিতে গঙ্গাস্নান প্রশস্ত। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের পূর্ণিমা, মাঘ মাসের অমাবস্যা, কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে গঙ্গাস্নান করিলে বিস্তর ফল হয়। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ ও ব্যতীপাতে গঙ্গাস্নান করিলে সহস্র গুণ ফল হয়। (ব্রহ্মপুরাণ।) গঙ্গামৃত্তিকা মাথায় ধারণ করিলে সূর্য্য হইতেও অধিক তেজশালী হইতে পারে। (অগ্নিপুরাণ।) গঙ্গায় কোনরূপ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার সহস্র গুণ ফল হইয়া থাকে। অন্ন, গো, স্বর্ণ, রথ, অশ্ব ও হস্তীদান করিলে যে ফল হয়, গঙ্গাজল দানে তাহার শতগুণ ফল হইয়া থাকে। গণ্ডূষমাত্র গঙ্গাজল পান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়, স্বচ্ছন্দরূপে পান করিলে মুক্তি হইয়া থাকে। যে মনুষ্য সপ্তরাত্র অথবা তিনরাত্রি মাত্র গঙ্গাতীরে বাস করে, তাহাকে আর নরকযাতনা অনুভব করিতে হয় না। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দান করিয়া যে সুখ লাভ হয় না, কেবল গঙ্গাতীরে বাস করিলেই সর্ব্বজন প্রার্থনায় মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। (ব্রহ্মপুরাণ।) যাইট হাজার বিঘ্ন সর্ব্বদাই গঙ্গাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অভক্ত অথচ পাপকর্ম্মরত ব্যক্তি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে তাহার চিত্তকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুবারা পরিপূর্ণ করিয়া তোলে, তাহাকে গঙ্গাস্নান করিতে দেয় না। (ভবিষ্য।) মাতৃবিক্রয়, পিতৃবিক্রয় হইতেও গঙ্গার দান গ্রহণ করা নিন্দনীয়, গঙ্গাজলস্থ হইয়া কখনও দান গ্রহণ করিবে না। (মাৎস্য।) যাহার গঙ্গা হইতে অপর তীর্থে অধিক ভক্তি, যে গঙ্গাকে তত ভক্তি করে না, তাহাকে দারুণ নরকযাতনা অনুভব করিতে হয়। (ভবিষ্য।) জ্ঞানপূর্ব্বক গঙ্গার গর্ভে মৃত্যু হইলে মুক্তি ও অজ্ঞানে মৃত্যুতে স্বর্গলাভ হয়। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, কৃমি, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি যে কোন জন্তুর গঙ্গায় মৃত্যু হয় এবং যে সকল বৃক্ষগণ কূল ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় পতিত হয়, তাহাদেরও পরম গতি হইয়া থাকে। (ভবিষ্য।) যাহার অর্দ্ধ শরীর মৃত্যুসময়ে গঙ্গাজলে নিমগ্ন থাকে, তাহারও পুনর্ব্বার জন্ম হয় না, ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। (স্কান্দ।) মানুষের যে কয়খানি অস্থি গঙ্গাজলে থাকে, তত হাজার বৎসর তাহার ব্রহ্মলোক বাস হয়। এই কারণে এদেশীয় লোকেরা মৃত ব্যক্তির অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। (কৌর্ম্ম।)

যাহার কেশ, রোম ও নখাদিও গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার সদগতি হইয়া থাকে। কাশীখণ্ডে গঙ্গামাহাত্ম্য অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। তাহার মতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে যত যত তীর্থ আছে, সকল তীর্থ হইতেই গঙ্গাতীর্থ প্রধান, এমন কোন পদার্থই নাই, যাহার সহিত গঙ্গার উপমা বা উপমেয় ভাব হইতে পারে। সমস্ত যাগ যজ্ঞ করিয়া যে ফল হয়, এক গঙ্গার দর্শনেই তাহার শতগুণ ফল হয়। এমন কোন পাপ নাই, যাহা গঙ্গাজল স্পর্শমাত্রে বিনষ্ট না হয়,

(১) "অত্র ন প্রতিগৃহ্নীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
সার্দ্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ভতস্তীরমুচ্যতে।"

(২) "তীরাদ্ গব্যূতিমাত্রন্তু পরিতঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।" (স্কান্দ)

(৩) "ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলম্।
তাবদ্ গর্ভং বিজানীয়াৎ তদূর্দ্ধং তীরমুচ্যতে।" (ব্রহ্মপুরাণ)

এমন কোন অতীষ্ট আই বাল গঙ্গাস্নানে পূর্ণ না হয়। শৌচ, আচমন, সেক, নির্ম্মাল্য, মলঘর্ষণ, গাত্রমর্দ্দন, ক্রীড়া, দানগ্রহণ, অভক্তি, অন্যতীর্থের ভক্তি বা প্রশংসা, বিষ্ঠা মূত্র-পরিত্যাগ ও সন্তরণ এই ১৩টী কার্য্য গঙ্গায় করিতে নিষিদ্ধ।

কোন পুরাণের মতে বৈশাখমাসের তৃতীয়া তিথিতে ব্রহ্ম-লোক হইতে হিমালয়ে গঙ্গার অবতরণ হয়। ব্রহ্মপুরাণের মতে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দশমীতিথিতে মঙ্গলবারে গঙ্গা হিমালয় হইতে ভূমিতে পতিত হন। [তীর্থ ও স্নান প্রভৃতি শব্দে বিশেষ দ্রষ্টব্য।]

পৌরাণিকমতে বিষ্ণু, গঙ্গা ও গ্রাম্যদেবতা প্রভৃতির একটা স্থিতিকাল নিরূপিত হইয়াছে, আস্তিক হিন্দুগণের বিশ্বাস সেই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেই বিষ্ণু, গঙ্গা প্রভৃতি ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে চলিয়া যাইবেন, লোকের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। দেবীভাগবতের মতে, কলির পাঁচহাজার বৎসর অতীত হইলে গঙ্গা, সরস্বতী ও পদ্মাবতীর শাপমোচন হইবে, ইহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষ্ণুলোকে চলিয়া যাইবেন। ইহা ছাড়া বিষ্ণুর আরও একটা অনুমতি আছে যে, ইহারা বিষ্ণুলোকে যাইবার সময় কাশী ও বৃন্দাবন ভিন্ন অপর সকল তীর্থও লইয়া যাইবেন। (১)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে সরস্বতীর শাপে গঙ্গার বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসা নিশ্চয় হইলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া বৈকুণ্ঠপতিকে শাপমোচনের কাল নির্ণয় করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু তাঁহাকে অতিশয় কাতরা দেখিয়া বলিলেন,

"অদ্য প্রভৃতি দেবেশি! কলেঃ পঞ্চসহস্রকম্।

"বর্ষং স্থিতিস্তে ভারত্যাঃ শাপেন ভারতে ভুবি।"

দেবেশি! আজ হইতে কলির পাঁচহাজার বৎসর পর্য্যন্ত সরস্বতীর শাপে মর্ত্ত্যলোকে ভারতবর্ষে তোমার অবস্থিতি হইবে, তাহার পরেই আবার আমার নিকট আসিতে পারিবে।" এই প্রকারে অপর অপর পুরাণেও গঙ্গার স্থিতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। ইহাতে, আপাততঃ বোধ হয় যে, বর্ত্তমান কলির পাঁচহাজার বৎসর পর্য্যন্তই গঙ্গার স্থিতি, তাহার পরে আর গঙ্গা থাকিবে না। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে—

"পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভাবিন্যন্তিমে কলৌ।"

অন্তিম কলি অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব্ব কলিতে পৃথিবীতে গঙ্গা থাকিবে না। আধুনিক ধর্ম্মমীমাংসক হিন্দু পণ্ডিতগণ বরাহপুরাণের বচনের সহিত অপর পুরাণের বচনের এক-বাক্যতা করিয়া অন্তিম কলিতে গঙ্গা চলিয়া যাইবে, বর্ত্তমান কলিতে নহে, এইরূপ মীমাংসা করেন। দার্শনিকেরাও বলেন যে, প্রলয়ের পূর্ব্বে ভয়ানক একটী সূর্য্য উঠিবে, তাহার তেজে পৃথিবীর সমস্ত জল শুকাইয়া যাইবে, পৃথিবীতে নদ নদী কিছুই থাকিবে না।

বঙ্গের অতি প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত নানা পুরাণ ও উপপুরাণাদির মত সঙ্কলন করিয়া গঙ্গার বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—দিলীপনন্দন ভগীরথ মায়ের মুখে পূর্ব্বপুরুষগণের দুর্গতি শুনিয়া গঙ্গাকে ভূতলে আনিতে চেষ্টা করেন। ভগীরথ সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্রের আরাধনা করেন। বাইট হাজার বৎসর পরে ইন্দ্র তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ভগীরথকে বর দিতে উপস্থিত হইলে ভগীরথ আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। সহস্রলোচন তাহাকে মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। ভগীরথ ইন্দ্রের উপদেশে কৈলাস-পর্ব্বতে যাইয়া মহাদেবের উপাসনা করেন। দশহাজার বৎসর পরে শিব সন্তুষ্ট হইয়া ভগীরথকে বলিলেন, "বৎস ভগীরথ! আমা দ্বারা এ কার্য্য হইবে না, আমার বরে তুমি গঙ্গাকে আনিতে পারিবে, গোলকপতি বিষ্ণুর উপাসনা কর।" ভগীরথ শিবের আদেশে গোলকে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, এখানে ভগীরথকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না, চল্লিশ বৎসর তপস্যার পরেই বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন। বিষ্ণু বর দিতে উপস্থিত হইলে ভগীরথ আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। বিষ্ণু বলিলেন, "বৎস! গঙ্গা ব্রহ্মলোকে, আমি তাঁহার মহিমা জানি না।" ভগীরথ এইবার নিরাশ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাহাতে বিষ্ণুর হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ভগীরথকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মলোকে যাইবার পূর্ব্বেই মায়া করিয়া ব্রহ্মলোকের সমস্ত জল হরণ করিলেন। ব্রহ্মলোকের নদ নদী এমন কি জলের কলসীটী পর্য্যন্তও জলশূন্য হইল। বিষ্ণু ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে পাদ্য দিতে জল আনিতে গেলেন, কিন্তু কোথাও জল পাইলেন না। কমলযোনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শেষে কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গা আছে মনে পড়িল; ব্রহ্মা সেই গঙ্গাজলে বিষ্ণুকে পূজা করিলেন। বিষ্ণু ভগীরথের হাতে একটী শঙ্খ দিয়া বলিলেন, "তুমি আগে আগে শঙ্খ বাজাইয়া চলিয়া যাও, গঙ্গা তোমার অনুগমন করিবেন [illegible] তোমাদের উদ্ধার করিতে [illegible] হইবে, দেখিয়া

(১) "কলেঃ পঞ্চসহস্রক বর্ষং স্থিত্বা চ ভারতে। [illegible] বিহায়[illegible]হরেঃ পদম্।" ৯।৬।১০
"যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি কাশীং বৃন্দাবনং বিনা।
যা যান্তি সার্দ্ধং তাভিস্ত বৈকুণ্ঠমাজ্ঞয়া হরেঃ।" দেবীভাগবত ৯।৮।২১

ব্রহ্মা ভগীরথকে একখানি রথ দিলেন। দিলীপকুমার সেই ব্রহ্মপ্রদত্ত রথে চড়িয়া শঙ্খ বাজাইয়া চলিতে লাগিলেন, গঙ্গাও প্রবলবেগে তাঁহার অনুগমন করিলেন। অপর বর্ণনা পূর্ব্বে যে রামায়ণের মতটী দেখান হইয়াছে, প্রায় তাহারই সমান। কৃত্তিবাসের মতে সুমেরু হইতে গঙ্গার চারিটী ধারা বাহির হয়, বঙ্কু, ভদ্রা, শ্বেতা, ও অলকানন্দা। ইহাদের মধ্যে বঙ্কু পূর্ব্বসাগরে, শ্বেতা পশ্চিমসাগরে ও ভদ্রা উত্তরসাগরে মিলিত হয়। অলকানন্দা ভারতের দিকে আগমন করেন। গঙ্গা কৈলাসপর্ব্বতে আসিলে তাহার একটী ধারা পাতালে চলিয়া যায়, তাহার নাম ভোগবতী। পরে হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া সরস্বতী ও যমুনার সহিত মিলিত হন, ইহাকে ত্রিবেণী বলে, এই স্থানেই প্রয়াগতীর্থ। ইহার পরে কাশীর নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন, সেই স্থানে কাশীনাথ পাঁচক্রোশ জুড়িয়া একটী গণ্ডিরেখা দেন, গঙ্গা তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া ছিলেন। ইহার পরে জহ্নুমুনির আশ্রম, মুনির পেট হইতে মুক্ত হইয়া গঙ্গা সেই স্থানে উত্তরবাহিনী হন। জাহ্নবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশসকল অতিক্রম করিয়া গৌড়ের নিকটে উপস্থিত হন। তথা হইতে পদ্ম নামে একজন মুনি গঙ্গাকে পূর্ব্বমুখে লইয়া যান। সেই নদীর নাম হইল পদ্মা বা পদ্মাবতী। গঙ্গার শাপে ইহার তীরে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয় না। ইহার পরে ভৈরব ও অজয়নদের সহিত মিশিয়া ইন্দ্রেশ্বর, মেড়তলা, নদীয়া, সপ্তগ্রাম, আকনা ও মাহেশ অতিক্রম করিয়া খড়দহের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার কিছু দূর পরেই গঙ্গা শতমুখী হন। (কৃত্তিবাসী রামায়ণ—আদিকাণ্ড)

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর মতে গঙ্গা গৌড়ের নিকট পৌছিলে শঙ্খাসুর ভগীরথের রূপ ধরিয়া গঙ্গা ও ভগীরথকে ভুলাইয়া পূর্ব্বদিকে লইয়া যান, কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে ভগীরথ জানিতে পারিয়া আবার গঙ্গাকে ফিরাইয়া আনিয়া গৌড় হইতে দক্ষিণে লইয়া যান। গঙ্গা পূর্ব্বমুখে পদ্মাকে রাখিয়া আসেন।

এখনকার ভৌগোলিকদিগের মতে গঙ্গা-নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত। হিমালয়ের যে স্থানে সাহেবদিগের শিমলা নগর আছে, তাহার দক্ষিণপূর্ব্বে ইহার উৎপত্তিস্থান, উহা গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত। অক্ষা° ৩৪° ৫৩′ ৪″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৬′ ৩০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। বরফে আবৃত সেই স্থানকে গঙ্গোত্তরী কহে। গঙ্গোত্তরী সমুদ্রতল হইতে ৯২০০ হস্ত উচ্চ। সেই চিরতুষারমণ্ডিত বৃহৎ খাতের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর খণ্ড ও বৃক্ষলতার অংশ সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

উহার বিস্তার অর্দ্ধক্রোশ হইবে। এই খাত পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে ক্রমশঃ অবতরণ করিয়া আসিয়া একটী গহ্বরে পড়িয়াছে, সেই গহ্বর হইতে গঙ্গা ভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন। ইহাকেহ গোমুখী বা গঙ্গোত্তরী কহে।

এই স্থান হইতে ৭৭৮ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। তুষারময়ী গঙ্গোত্তরীর নিকট গঙ্গার বিস্তার ১৮ হাতের অধিক নহে। তথায় জল এক হাতেরও কম। ক্রমশঃ নিম্নে আসিতে আসিতে অন্যান্য নদী মিলিত হওয়ায় তাহার আয়তন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম হইতে জাহ্নবী ও তাহার পর অলকনন্দা। এই সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ নামক তীর্থ। তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে হরিদ্বার। হরিদ্বার হইতে দেরাচন, শাহরামপুর, মজফরনগর ও বুলন্দসহর হইয়া ফরকাবাদে রামগঙ্গা নামক নদী আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার উৎপত্তিস্থান হইতে ৩৩৪ ক্রোশ দূরে আলাহাবাদে প্রয়াগতীর্থ। এই স্থানে যমুনা আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। এই ৩৩৪ ক্রোশপথ গঙ্গা সঙ্কীর্ণভাবে আসিয়া প্রয়াগতীর্থে বিশাল বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে। প্রয়াগ হইতে বারাণসী হইয়া বেহারে আসিলে প্রথমতঃ শোণ নদী ও পরে গণ্ডকী ও কোশী (কৌশিকী) নদী ইহাতে পতিত হইয়াছে। তাহার পর রাজমহল হইয়া প্রাচীন গৌড়-নগরের ভগ্নাবশেষ বিধৌত করিয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়াছে। রাজমহলের ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে ইহার একটী শাখা বাহির হইয়া মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, নদীয়া, কালনা, হুগলি, চন্দন-নগর ও কলিকাতা হইয়া পশ্চিমদক্ষিণমুখে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। এই শাখাই গঙ্গা বা ভাগীরথী নামে উক্ত হইয়া থাকে। মূল নদী সঙ্গমস্থান হইতে পদ্মা নাম ধারণ করিয়া পাবনা ও গোয়ালন্দ হইয়া গিয়াছে। গোয়া-লন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের যমুনা নামক শাখা আসিয়া ইহাতে পতিত হইয়াছে। তাহার পর মূল ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া মেঘনা নামে অভিহিত হইয়া নোয়াখালির নিকট সাগরে মিলিত হইয়াছে। ইংরাজেরা মূলনদীকে (Ganges) গেঞ্জেস্ ও কলিকাতার নিকট দিয়া যে শাখা গিয়াছে, তাহাকে হুগলি নদী বলিয়া থাকেন। মোহানা হইতে ৪৩০ ক্রোশ দূরে যমুনা, ৩০৩ ক্রোশদূরে ঘগরা (ঘর্ঘরা), ২৪১ ক্রোশদূরে গোমতী, ২৩২॥০ ক্রোশ দূরে শোণ, ২২৫ ক্রোশ দূরে গণ্ডকী ১৮৬॥০ ক্রোশ দূরে রামগঙ্গা ১৬২ ক্রোশদূরে কোশী (কৌশিকী) ১২০ ক্রোশদূরে মহানদী, ৭০ ক্রোশদূরে কর্ম্মনাশা, ১১২ ক্রোশ দূরে [illegible] বা যমুনা, ৪০ ক্রোশদূরে [illegible], ২০ ক্রোশ

দূরে তিলং নামক নদী মূল গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডকী কোশকী ও মহানদী গঙ্গার বামভাগে এবং কালী, যমুনা ও শোণ নদী দক্ষিণভাগে পড়িয়াছে।

ইংরাজেরা যাহাকে হুগলী নদী বলেন, আমাদের উহাই প্রকৃত গঙ্গা। যে স্থানে গঙ্গা ও পদ্মা বিভিন্ন মুখে গমন করিয়াছে, উহা হইতে গঙ্গার বদ্বীপ আরম্ভ হইয়াছে। এই বদ্বীপে গঙ্গা ভিন্ন ভিন্ন মুখে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। তন্মধ্যে গঙ্গা পশ্চিমপ্রান্তে ও মেঘনা পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। ইহার ক্ষেত্রফল ১৮০৮০ বর্গমাইল। গঙ্গামুখে সাগরতীর্থ হইতে পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ১৩৫ ক্রোশ হইবে। এই স্থলের মধ্যে ৯টী প্রধান শাখা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। যথা—গঙ্গা, মেঘনা বা ব্রহ্মপুত্র, হরিণঘাটা, পুস্কর, মুর্জাটা বা কাগ্না, বড়পুল, মলিঙ্গু, রায়মঙ্গল বা যমুনা, হুগলি। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি সমুদ্র শাখা ভূখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। সেগুলি নদীমুখ নহে বলিয়া অপেক্ষাকৃত গভীর।

গঙ্গার প্রকৃত দৈর্ঘ্য সাগরতীর্থ হইতে ধরিলে ৭৫৪৷৹ ক্রোশ, মেঘনার মুখ হইতে ৮৪০ ক্রোশ। গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ গঙ্গার বিস্তার কোথাও একপোয়া, কোথাও অর্দ্ধ ও কোথাও বা এক ক্রোশের কিছু অধিক। সমুদায় গঙ্গা যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহার ক্ষেত্রফল ৩৯১১০০ বর্গমাইল। বর্ষাকালে নদীর জল অনেক বাড়িয়া থাকে। সমুদ্রের নিকটস্থ প্রদেশে জোয়ার ও ভাটা হইয়া থাকে। সময় সময় স্থানে স্থানে কিরূপ জল বাড়িয়া থাকে, তাহার পরিমাণ করা হইয়াছে।

	বর্ষাকালে		গ্রীষ্মকালে	
	ফিট	ইঃ	ফিঃ	ইঃ
আলাহাবাদে	৪৫	৬	২৯	
বারাণসী	৪৫	০	৩৪	
কহলগাঁ	২৯	৬	২৮	৩
জলঙ্গী	২৬	০	২৫	৬
কুমারখালি	২২	৬	২২	
অগ্রদ্বীপ	২৩	৯	২৩	
কলিকাতায় (ভাটার সময়)	৭		৬	৭
ঢাকা	১৪			

হারদ্বারে গঙ্গার পরিসর অতি অল্প, তথায় ৭০০০, বারাণসীতে ১৯০০৮, রাজমহলে সহজে ২০৭৮০০ ও বন্যার সময় ১৮০০০০০ ঘনফিট জল প্রতি সেকেণ্ডে বাহির হইতেছে। পরীক্ষা হইয়াছে যে আলাহাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত ১৫৫ ক্রোশ পথ, প্রতি ক্রোশে ৮ ফুট করিয়া নিম্ন হইয়াছে। বারাণসী হইতে কহলগাঁ পর্য্যন্ত প্রতি ক্রোশে ১০, ইঞ্চি, কহলগাঁ হইতে হুগলি নদীর আরম্ভ পর্য্যন্ত প্রতি ক্রোশে ৮ ইঞ্চি, তথা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত প্রতি ক্রোশে ৮ ইঞ্চি ও কলিকাতা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গড়ে ২ হইতে ৪ ইঞ্চি নিম্ন হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য নদীর ন্যায় গঙ্গা যত উৎপত্তিস্থান হইতে দূরে গিয়াছে, ততই তাহার বেগের হ্রাস হইয়াছে। প্রথমতঃ উহার বেগে প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকা বহন করিয়া লইয়া যায়। বেগের মন্দতায় ও মাধ্যাকর্ষণের প্রাবল্যে সেই সকল প্রস্তর ও মৃত্তিকা তলদেশে পতিত হয়। এই কারণে নদী যত সমুদ্রের নিকট হয়, ততই উহার গভীরতা হ্রাস হইয়া থাকে। মধ্যে চড়া পড়িয়া যায়। বর্ষাকালে তাহার উপর আবার পলি পড়ে। এইরূপে চড়ায় ক্রমশঃ এত উচ্চ হইয়া উঠে যে নদীর জল উহার উপর উঠে না। নদী পার্শ্ব দিয়া আপনার পথ করিয়া লয়। নদী এইরূপে একদিক্ ভাঙ্গিয়া অপর দিকে পড়িয়া থাকে। নদীমুখে সাগরবক্ষে এইরূপে প্রকাণ্ড ভূখণ্ড নির্ম্মিত হয়। তাহাকে বদ্বীপ কহে। ভূতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, যে স্থানে গঙ্গা পদ্মা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে গঙ্গার বদ্বীপের আরম্ভ। সেই স্থান হইতে এখন যেখানে সমুদ্র আছে, সমস্ত প্রদেশ পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্র এখন মনুষ্যের বাসোপযোগী ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গঙ্গার প্রসাদেই এই সমস্ত জনপদের সৃষ্টি। হিমালয় অঞ্চলের মাটি লইয়া ইহাদের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতায় মাটির নিম্নভাগের মৃত্তিকার পরীক্ষা করিয়া তাহাতে ২৫০ হস্ত নীচে জীবকঙ্কাল, কাষ্ঠ, কয়লা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

প্রায় ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে গাজিপুরে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। গঙ্গা তথায় প্রতিবৎসর ৬৩৬৮০০০০ টন পরিমাণ মৃত্তিকা আনিয়া ফেলিয়া দেয়। ২৭ মণ ১৪ সেরে এক টন হয়। ইহাতেই বুঝা যায় কত মৃত্তিকা প্রতিবৎসর গঙ্গাবক্ষে প্রবাহিত হয়। তবে বর্ষাকালেই এই কার্য্য অধিক হয়। গঙ্গার উৎপত্তিকাল হইতেই এই কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে কত স্থানে যে কত নূতন ভূমি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে?

গঙ্গা যে পথ দিয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বস্থ প্রদেশগুলি সর্ব্বাধিক উর্ব্বরা। পলিবিশিষ্ট গঙ্গার জল দুকূলে প্রবাহিত হইয়া ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া দেয়। অথচ অন্যান্য নদীর ন্যায়

প্রবল বন্যায় গ্রাম নগর ভাসাইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করেনা। রেল হইবার পূর্ব্বে গঙ্গা দেশের বাণিজ্যের দ্রব্যাদি সমুদয় বহন করিত। রেল হইয়াও তাহা কিছু একেবারে বন্ধ হয় নাই। উত্তরপশ্চিমের পণ্যদ্রব্য এই গঙ্গা পথেই সমুদ্রে যাইত। এখনও চাউল, তিসি, সরিষা প্রভৃতি দ্রব্যাদি গঙ্গা বক্ষে আসিয়া রেলে রপ্তানি হয়।

ইংরাজদিগের আমলে গঙ্গা হইতে অনেকগুলি খাল বাহির করা হইয়াছে, উহাদিগকে গঙ্গার খাল (Ganges canal) কহে। গঙ্গার খাল প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর (Upper) ও নিম্ন (Lower)। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে দোয়াব (অন্তর্বেদী) কহে। এই দোয়াবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশে উত্তর খাল। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে এই দোয়াবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে প্রজালোকেরও বিশেষ ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ দুর্ভিক্ষ না হয়, যাহাতে লোকে কৃষিকার্য্যের জন্য প্রচুর জল পাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে খালের কথা উঠে। শেষে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারের নিকট হইতে খাল কাটা আরম্ভ হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রেল এই কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। হরিদ্বারের উত্তর গণেশঘাটে গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া এই খাল শাহরাণপুর, মজফরনগর দিয়া গমন করিয়া ফতেগড়ের নিকট একটী শাখা বাহির করিয়া তাহার পর পশ্চিমাভিমুখী হইয়া মিরাটে গিয়াছে। বেগমাবাদের নিকট দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বুলন্দসহর ও আলিগড় হইয়া অকবরাবাদে আসিয়া দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটা এতাবা ও অপরটী কাণপুরে গিয়াছে। এই খালের দৈর্ঘ্য ২২২৷৷০ ক্রোশ। ইহাতে ২ কোটী ৮৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। এই খাল সম্পূর্ণ হইলে ইঞ্জিনিয়ার কটলি সাহেবের সম্মানার্থ তোপ হইয়াছিল।

নিম্ন বা দক্ষিণ গঙ্গার খালও উপরোক্ত খালটীর বিস্তার মাত্র। আলিগড় জেলার প্রান্তে অক্ষা° ২৭° ৫৭′ উঃ ও দ্রাঘিঃ ৭৮° ১৮′ পূঃ রাজঘাট ষ্টেসন হইতে দুইক্রোশ অন্তরে এই খাল বাহির হইয়াছে। এই খাল নাদরাই নামক স্থানে কালীনদী ও ইটার পশ্চিম ঈশান নামক স্থান দিয়া গোপালপুর, মানপুর, শাখা ও কেরা নামক স্থানে এতাবা শাখায় মিলিত হইয়াছে। তাহার পর সেখোয়াবাদ পার হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের সহিত সমান্তরালভাবে গিয়া কানপুর জেলার দক্ষিণে শিকন্দ্রা ও ভগিনীপুর হইয়া যমুনার সঙ্গত হইয়াছে।

বেহারে শোণ ও গঙ্গার মধ্যে কয়একটী খাল আছে। কলিকাতা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে একটী খাল গিয়াছে। এই সকল খাল হইতে বিশেষ উপকার হইয়াছে। যে যে স্থানে পূর্ব্বে জলাভাবে শস্য জন্মিত না, খালের গুণে তাহাতে বেশ কৃষিকার্য্যের সুবিধা হইয়াছে। বৃষ্টি না হইলেও খালের জলে কৃষিকার্য্য চলিতে থাকে।

গঙ্গার মাহাত্ম্য এক প্রকার ক্রমশই বাড়িয়াছে। এক গঙ্গা হইতে কত লোকের যে জীবনোপায় হইতেছে, তাহার সীমা নাই। জগতের কোন নদীর তীরে এত তীর্থ নাই।

যেখানে আসিয়া গঙ্গা সাগরে মিলিত হন, তাহারই নাম গঙ্গাসাগরসঙ্গম। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই সঙ্গম হিন্দুজাতির অতি পবিত্র তীর্থধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ভারত ৩।৮৫ অঃ, হরিবংশ ১৬৮ অঃ) কিন্তু পূর্ব্বকালে এই সাগরসঙ্গম কোথায় ছিল, তাহা লইয়াই গোল। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, একসময়ে সাগরের স্রোত রাজমহল অবধি প্রবাহিত হইত, এরূপস্থলে স্বীকার করিতে হয়, এখনকার প্রায় দেড়শত ক্রোশ উত্তরে সাগরসঙ্গম ছিল, ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলা তখন নদীগর্ভে অবস্থিত ছিল। মহাভারতে তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"কৌশিকীতীর্থে (অর্থাৎ গঙ্গা ও কোশিনদীর সঙ্গমে) রাজা যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইয়া অনুক্রমে সমস্ত আয়তনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহারই পর পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গম। সাগরের তীরে কলিঙ্গদেশ।" (বনপর্ব্ব ১১৩ অঃ)

রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় তৎকালে বঙ্গ দেশের পশ্চিমাংশে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এবং ইহার মধ্যে বড় বড় দ্বীপ ছিল। (রঘু ৪।৩৫—৩৬)

সপ্তম শতাব্দে হিউএন্‌সিয়াং কামরূপের প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণে সমতট নামক স্থানে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনানুসারে এই স্থান বর্ত্তমান ঢাকাজেলার উত্তরাংশ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বর্ণনায় এই সমতট সাগরের তীরে অবস্থিত।

কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়—যে ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে আগমন করেন, তখন গৌড়ের পরই পূর্ব্ব সমুদ্র প্রবাহিত ছিল। (রাজতরঙ্গিণী ৫ম তরঙ্গ।)

উপরোক্ত প্রমাণ ও অনুমান দ্বারা বোধ হয় লক্ষবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের অধিকাংশ সমুদ্রশায়ী ছিল, সাগরসঙ্গমও অনেকটা উত্তরে ছিল।

বঙ্গবাসীরা এখন যাহাকে গঙ্গা বলিয়া থাকেন, তাঁহারই প্রকৃত নাম ভাগীরথী। ভৌগোলিকের মতে ইহা মূল গঙ্গা নয়, কেবল একটী শাখামাত্র। গৌড়নগরের দক্ষিণে গঙ্গা

হইতে এই শাখার উৎপত্তি। বর্ত্তমান মানচিত্রে দেখা যায়, গৌড়ের দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্বমুখে গিয়া যে নদী পদ্মা নাম ধারণ করিয়া শেষে কীর্ত্তিনাশা নামে সাগরে মিলিত হইয়াছে, তাহাকেই প্রকৃত গঙ্গানদী বলিয়া বোধ হয়, এইজন্যই কৃত্তিবাস প্রভৃতি বঙ্গীয় কবিগণ গঙ্গাকে পদ্মার সহিত মিশাইয়া আবার গৌড়নগরের নিকট হইতে দক্ষিণদিকে গঙ্গাকে টানিয়া আনিয়াছেন। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয়, পূর্ব্বকালে এই গৌড়নগরের দক্ষিণে সাগরসঙ্গম ছিল, পরে গঙ্গার স্রোত ও সমুদ্র সরিয়া পড়ায় মূল গঙ্গা হইতে অনেক শাখা বাহির হইয়া কতক দক্ষিণ ও পূর্ব্বমুখী হয়। সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় ইহার মধ্যে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া গেল, তাহাতেই বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় বদ্বীপের উৎপত্তি। যেরূপ ভূভাগ হইল, তাহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই অংশে গঙ্গার গতি প্রত্যহই অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হইতেছে। ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে যেখান দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত, এখন সেখানে আদৌ জল নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক যেখানে সাগরসঙ্গম ছিল, এখন সেখানে ভূভাগ।

২৪ পরগণার মধ্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এখন যে কালীঘাটে ক্ষুদ্রাকার আদিগঙ্গা প্রবাহিত, এক সময় সেই স্থান দিয়া প্রভূতসলিলা বিস্তীর্ণা ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। এখনকার কালীঘাটের দক্ষিণে আর কিছুদূর গমন করিলে গঙ্গার গর্ভ ভিন্ন আর কোন নিদর্শন নাই। কিন্তু দুই শত বর্ষ পূর্ব্বের সেই সকল স্থান দিয়া স্রোতস্বতী গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। সাগরের সহিত এই গঙ্গার যোগ ছিল, বড় বড় নৌকা তাহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিত। তাহা বঙ্গীয় কবি কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলের নিম্নলিখিত কএকটী কবিতা পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়—

"গাঠের গাবর যত, বাহিতে বড়ই রত,
ছাড়াইল দুর্জ্জয় নগরা ॥
গোজনা বাহিয়া চলে, কর্ণধার কুতূহলে,
ধামাই বেতাই কৈল পাছে।
সারি গায় জুড়ি জুড়ি, কাকদ্বীপ গজঘড়ি,
ছাড়াইল বণিকের রাজে ॥
টীয়াখোল পাছুআন, গঙ্গাধারায় করি স্নান,
উপনীত হইল ছত্রভোগ ॥
অম্বুলিঙ্গ মহাস্থান, নাহি যার উপমান,
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাজে বাদ্য সুমধুর, বাহিয়া [illegible]
জয়নগর করিল পশ্চাৎ ॥
সঘনে বাদ্যবাজনি ভাবি রায় গুণমণি,
বড় ক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাসতে উপনীত, হইয়া সাধু হরষিত,
পূজিল ঠাকুর সদানন্দে ॥
বাহিল হাসুড়ি করি, চালাইল সপ্ততরি,
খলটী করিল পাছু আন।
দুই দুর্গাক্রমে * *, বাহিয়া হরিষে ডিঙ্গা,
বাজে কাড়া দমণ বিশাল ॥
সাধুঘাটা পাছে করি, সূর্য্যপুর বাহে তরি,
চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি, বিশালাক্ষী দেবী পূজি,
বাহে তরি সাধু গুণরাশি ॥
মালঞ্চ রহিল দূর, বাহিয়া কল্যাণপুর.
কল্যাণমাধব প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম, কি কাজ করিয়া নাম,
বড়দহঘাটে উত্তরিল ॥" (রায়মঙ্গল। ৪৯॥)

কালীঘাটের কিছুদূরে গিয়া আদিগঙ্গা অদৃশ্য হইলেও এখনও উক্ত স্থানবাসীগণ আপনাদিগকে গঙ্গাতীরবাসী বলিয়া পরিচয় দেন এবং গঙ্গাগর্ভ কাটাইয়া এখন যে সকল সরোবর হইয়াছে, তাহার জলও গঙ্গাতুল্য পবিত্র ভাবিয়া পূজাদি সকল কার্য্যে ব্যবহার করেন। এখন আদিগঙ্গা অর্থাৎ বঙ্গদেশের প্রকৃত গঙ্গা সাগরে মিলিত নাই। এ আদিগঙ্গার এইরূপ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—"প্রবাহমধ্যে বিচ্ছেদেতু অন্তঃসলিলবাহিত্বান্ন দোষঃ। অন্যথা ইদানীং গঙ্গায়াঃ সাগরগামিত্বানুপপত্তেঃ।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এখন যেখানে গঙ্গার প্রবাহ নাই সেখানে গঙ্গা অন্তঃসলিলা এইরূপ স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না। না হইলে বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গার সাগর-গমন অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

৩ হিমালয়ের কন্যা। ৪ নদী। "সপ্তগাঙ্গং" সি° কৌ°। ৬ শরীরস্থ ইড়া নাড়ী। "ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।" (হঠযোগপ্রদীপিকা ৩।১১০)

গঙ্গাকা (স্ত্রী) গঙ্গা এব গঙ্গা-স্বার্থে কন্-টাপ্ আকারস্ত বিকল্পেন হ্রস্বত্বম্ (অন্তাবিতপুংস্কাচ্চ। পা ৭।৩।৪৮) গঙ্গা।

গঙ্গাক্ষেত্র (ক্লী) গঙ্গায়াঃ ক্ষেত্রং ৬তৎ। গঙ্গার তীর হইতে উভয়পার্শ্বে দুইক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান।

"তীরাদ্ গব্যূতিমাত্রন্ত পরিতঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।" (স্কন্দপু°)

গঙ্গাগোবিন্দসিংহ, পাইকপাড়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও সুপ্রসিদ্ধ ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের দেওয়ান। তাঁহার, পিতার নাম গৌরাঙ্গ।

গঙ্গাগোবিন্দ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে মান্তগণ্য কুলীন রাজা লক্ষ্মীধরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন (১)। তিনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধাগোবিন্দসিংহের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বঙ্গের নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজাখাঁর অধীনে কানুনগোর কার্য্য করিতেন। মহম্মদ রেজাখাঁ পদচ্যুত হইলে, গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম্ম যায়। তিনি কলিকাতায় আসিয়া কার্য্যলাভের আশায় অবস্থান করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি গবর্ণর হেষ্টিংসের সুনয়নে পড়িলেন। অতি অল্পদিন মধ্যেই কার্য্যদক্ষতা ও চতুরতাগুণে হেষ্টিংসের সকল কার্য্যের দেওয়ান হইলেন। কেহ কেহ বলেন, কান্তবাবুর যত্নেই গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংসের দেওয়ান হইয়াছিলেন।

দেওয়ান হইবার পর রাজস্ববিভাগের সমুদায় কর্ম্মের ভার তাঁহার উপর পড়িল। দেশীয় সকল ব্যক্তির নিকটই তিনি উৎকোচ লইতেন এবং তাঁহার হস্তে বড়লাট হেষ্টিংসও যথেষ্ট উৎকোচ পাইতেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে উৎকোচ লওয়া অপরাধে তাঁহার কর্ম্ম যায়। হেষ্টিংস ও বারওয়ালের শত চেষ্টাতেও সেবার আর বহাল থাকিতে পারিলেন না।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল, মন্‌সন সাহেবের মৃত্যুর পর হেষ্টিংসের একাধিপত্য বাড়িল। তিনি আবার ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই নবেম্বর গঙ্গাগোবিন্দকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। এবার আর গঙ্গাগোবিন্দকে পায় কে? দেশের শত শত জমিদার, শত শত তালুকদার ও জমিদারের নায়েব গোমস্তা নজর লইয়া করযোড়ে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান থাকিতেন। তখন এমন দশশালা বন্দোবস্ত ছিল না। কেবল পাঁচ বৎসরের মেয়াদী বন্দোবস্ত ছিল। সুতরাং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে গঙ্গাগোবিন্দ যাহার সহিত ইচ্ছা তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। এই উচ্চ ক্ষমতা হাতে পাইয়া তিনি যেরূপ অত্যাচর, স্বদেশীয় ও স্বজাতির যেরূপ অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সময় তিনি শত শত ব্রহ্মত্র ও দেবত্র জমি অন্যায়পূর্ব্বক বাজেআপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপের সময়েই দিনাজপুরের রাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তাঁহার নাবালক পুত্রের রক্ষাভার গবর্ণমেণ্টের হাতে আসে। গঙ্গাগোবিন্দের যত্নে দেবীসিংহ সেখানকার কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া গমন করেন। এই সময় দেবীসিংহ দিনাজপুররাজের কতক জমিদারী অন্যায় করিয়া লইয়া গঙ্গাগোবিন্দকে প্রদান করেন। এইরূপে অল্পদিন মধ্যেই গঙ্গাগোবিন্দ বঙ্গদেশ মধ্যে মান্তগণ্য একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। এমন কি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অবধি গঙ্গাগোবিন্দকে ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার মধ্যম পুত্র তাহাতে বাধা দেন। এই সময় স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে লিখিয়াছিলেন—

"দরবার অসাধ্য পুত্র অবাধ্য
কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ।"

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটী রাজস্বসমিতি (Committee of Revenue.) স্থাপিত হয়, এই সময় হইতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আগমনকাল পর্য্যন্ত রাজস্ববিভাগে গঙ্গাগোবিন্দই এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। উৎকোচপ্রিয় হেষ্টিংস্ গঙ্গাগোবিন্দের মত না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। এই সময় গঙ্গাগোবিন্দ নানাপ্রকার অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি আপনার মাতৃশ্রাদ্ধে বার তের লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, সেরূপ মহাশ্রাদ্ধ বঙ্গদেশে আর কখনও হয় নাই। এই শ্রাদ্ধে বঙ্গদেশের সকল রাজা রাজড়া ও প্রধান জমিদারগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই শ্রাদ্ধে কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র তাঁহার বাটীতে আহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। [কান্দী দেখ।]

হেষ্টিংস্ কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দও কর্ম্মচ্যুত হইলেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী এড্‌মণ্ড্ বার্ক যখন বিলাতে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় হেষ্টিংসের বিপক্ষে বক্তৃতা করেন, সেই সময় তাঁহার মুখে গঙ্গাগোবিন্দের বিস্তর নিন্দাবাদ প্রকাশ পায়। গঙ্গাগোবিন্দ প্রথমে অনেক জমিদারের সর্ব্বনাশ করিলেও উত্তরকালে অনেক সংকীর্ত্তি করিয়াও গিয়াছেন।

গঙ্গাচিল্লী (স্ত্রী) গঙ্গাশ্রিতা চিল্লী। পক্ষিবিশেষ, শাংচিল। পর্য্যায়—দেবটী, বিখকা, কর্ণকুটী। (হারাবলী)

(১) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলাচার্য্যকারিকায় গঙ্গাগোবিন্দের পূর্ব্বপুরুষগণের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—১ম অনাদিবর সিংহ, ২ সুর্য্যধর, ৩ বিশ্বরূপ, ৪ বরাহ, ৫ ভৈরব, ৬ভোজন, ৭ এমন, ৮ কায়স্থগুরু লক্ষ্মীধর, ৯ কয়াতিয়া ব্যাসসিংহ, ১০ বনমালী (কান্দীনিবাসী), ১১ কেশবসিংহ, ১২ রাজা বিনায়ক, ১৩ রাজা লক্ষ্মীধর, ১৪ রুদ্রসিংহ, ১৫ গণপতি, ১৬ মণ্ডল জীবধর, ১৭ লোহাগড়, ১৮ রামচন্দ্র, ১৯ উদয়, ২০ গৌরীবর, ২১ বিষ্ণুদাস, ২২ হরেকৃষ্ণ, ২৩ গৌরাঙ্গ, ২৪ রাধাকান্ত ও গঙ্গাগোবিন্দ, ২৫ প্রাণকৃষ্ণ, ২৬ কৃষ্ণচন্দ্র (প্রসিদ্ধ লালাবাবু।) গঙ্গাগোবিন্দের উপরিতম ১২শ পুরুষে রাজা লক্ষ্মীধর, ইনি উত্তররাঢ়ীয়কায়স্থসমাজের একজন সভাপতি ছিলেন। রাজা লক্ষ্মীধরের অতিবৃদ্ধপিতামহ লক্ষ্মীধর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে সমধিক সম্মানিত এবং "কায়স্থগুরু" নাম প্রাপ্ত হন।

গঙ্গাজ (পুং) গঙ্গায়া জায়তে জন-ড। ১ ভীষ্ম।
"গঙ্গাজ! দিবেশবর্মারিকেতুর্নগাহ্বয়ো নাম নগারিসূনুঃ।" (ভারত ৪।৩৯ অঃ) [ভীষ্ম দেখ।] ২ কার্ত্তিকেয়। [কার্ত্তিক দেখ।]

গঙ্গাজল (ক্লী) গঙ্গায়া জলং ৬তৎ। গঙ্গার জল।

গঙ্গাটেয় (পুং) গঙ্গাতটে যাতি যা ক পৃষোদরাদিবৎ তকার, লোপে সাধুঃ। মৎস্যবিশেষ, চলিত কথায় চিংড়ী বলে। পর্য্যায়—গঙ্গানীল। (ত্রিকাণ্ড) "গঙ্গানীল" স্থলে 'গঙ্গাবিল' পাঠও দৃষ্ট হয়।

গঙ্গাতীর (ক্লী) গঙ্গায়া তীরং ৬তৎ। গঙ্গার গর্ভ হইতে ১৫০ হাত পর্য্যন্তকে গঙ্গাতীর বলে।
"সার্দ্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ভতস্তীরমুচ্যতে।" (দানধর্ম্ম)

গঙ্গাদত্ত (পুং) গঙ্গয়াদত্তঃ ৩তৎ। ১ ভীষ্ম।
"মৎপ্রসূতং বিজানীহি গঙ্গাদত্তমিমং সুতম্।" (ভারত১।৯৮অঃ)
২ স্তুতাবিত-বলী ধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। ৩ চাতুর্বর্ণ্য, বিচার নাম গ্রন্থ প্রণেতা।

গঙ্গাদিত্য (পুং) কাশীস্থ বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে স্থিত আদিত্য-বিশেষ। ইঁহাকে দর্শন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়।
"গঙ্গাদিত্যোঽস্তি তত্রান্যো বিশেশাদ্দক্ষিণে স্থিতঃ।"
(কাশীখণ্ড ৫১ অঃ।)

গঙ্গাদাস, ১ ছন্দোগোবিন্দ নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ২ উক্ত ছন্দোগোবিন্দ নামক গ্রন্থপ্রণেতার শিষ্য, গোপালদাসের পুত্র, অচ্যুতচরিতকাব্য ও ছন্দোমঞ্জরী নামক গ্রন্থকার। ৩ বেদান্তদীপিকা প্রণেতা। ৪ বাক্যপদী নামক ব্যাকরণ-রচয়িতা। ৫ গোবিন্দের পুত্র, অপর নাম জ্ঞানানন্দ, ইনি সংস্কৃত ভাষায় তিলকখণ্ডপ্রশস্তি রচনা করেন।

গঙ্গাদ্বার (ক্লী) গঙ্গায়া ভূম্যবতরণদ্বারং ৬তৎ। ইহার অপর নাম মায়াপুরী, ইহা হরিদ্বার নামেই বিখ্যাত। এই স্থানে গঙ্গা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। কাহারও মতে এই স্থানে দক্ষযজ্ঞ হয়। ঋষিগণ সর্ব্বদা এই স্থানে বাস করিতেন।
[হরিদ্বার দেখ]

গঙ্গাধর (পুং) গঙ্গাং ধরতি ধৃ-অচ্ উপপদস°। ১ শিব। সূর্য্যবংশীয় ভগীরথের প্রার্থনায় শিব মাথায় গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার গঙ্গাধর নাম হইয়াছে।

গঙ্গাধর, ১ একজন প্রাচীন কোষকার। পদসিংহ ও রমানাথ কর্ত্তৃক "গঙ্গাধরকোষ" উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ একজন প্রাচীন মাধ্যন্দিনীয় শাখাধ্যায়ী স্মার্ত্ত পণ্ডিত, রামাদিত্যের পুত্র। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

কাত্যায়নসূত্রটীকা, কাত্যায়নসূত্রভাষ্য, আধানপদ্ধতি, পাকযজ্ঞপদ্ধতি, প্রয়োগপদ্ধতি, স্মার্ত্তপদার্থসংগ্রহপদ্ধতি, সংস্কার-পদ্ধতি।

৩ কাঠকাহ্নিক নামে গৃহ্যসংগ্রহকার।

৪ ইন্দুপ্রকাশ নামে শব্দেন্দুশেখরের টীকাকার।

৫ একজন উণাদিবৃত্তিকার।

৬ আচারতিলক নামক স্মৃতিসংগ্রহকার।

৭ চন্দ্রমানতন্ত্র নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

৮ কায়স্থোৎপত্তি ও চাতুর্বর্ণ্যবিবরণ নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

৯ তর্কদীপিকার একজন টীকাকার।

১০ তিথিনির্ণয় ও সর্ব্বলিঙ্গসন্ন্যাসনির্ণয়প্রণেতা এবং দায়-ভাগের একজন টীকাকার।

১১ দেবতার্চ্চনবিধিরচয়িতা।

১২ ন্যায়কুতূহল ও ন্যায়চন্দ্রিকা প্রণেতা।

১৩ নির্ণয়মঞ্জরী নামক গ্রন্থকার।

১৪ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, ইনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ-পরিভাষা, বৃত্তদর্পণ নামে ছন্দোগ্রন্থ ও শব্দপাঠ রচনা করেন।

১৫ প্রতিষ্ঠাচিন্তামণি ও প্রতিষ্ঠানির্ণয় নামক গ্রন্থকার।

১৬ বদরিকামাহাত্ম্যসংগ্রহরচয়িতা।

১৭ যোগরত্নাবলীপ্রণেতা।

১৮ ভাগবতীর একজন টীকাকার।

১৯ রসগঙ্গাধর নামে অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িতা।

২০ বসুমতীচিত্রাসন নামে সংস্কৃত কাব্যকার।

২১ বিধিরত্ন নামে ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

২২ বিশ্বেশ্বরস্তুতিপারিজাত নামে গ্রন্থকার।

২৩ বেদান্তশ্রুতিসারসংগ্রহ নামে দর্শনশাস্ত্ররচয়িতা।

২৪ চিন্তামণিরচিত ব্যাকরণদীপের 'ব্যাকরণপ্রভা' নামে টীকাকার।

২৫ 'শাকুনীপ্রশ্ন' নামে একখানি শকুনশাস্ত্র প্রণেতা।

২৬ ষোড়শকর্ম্মপদ্ধতি ও সংস্কারভাস্কর নামে সংগ্রহকার।

২৭ সঙ্গীতরত্নাকরের 'সঙ্গীতসেতু' নামে টীকাকার।

২৮ একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত, ইনি সামগ্রীবাদ নামে ন্যায়-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২৯ সূর্য্যশতকের এক টীকাকার।

৩০ স্মার্ত্তপদার্থসংগ্রহ ও স্মৃতিচিন্তামণিরচয়িতা।

৩১ ভাহলরাজ কর্ণের সভাস্থ একজন কবি, বিহ্লণ ইঁহাকে কবিত্বে পরাজয় করেন। (বিক্রমাঙ্কচরিত ১৮।৯৬)

৩২ অপর নাম গঙ্গাধর। জম্বুসরোনগরবাসী দিবাকরের পৌত্র, গোবর্দ্ধনের পুত্র ও বিষ্ণুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

গ্রহলাঘববিবৃতি, তাজিকরত্ন, পঞ্চপক্ষীপ্রকাশ, পাটীলীলাবতী-বিবেক, পরাশরপদ্ধতি, বর্ষফলতন্ত্র ও অঙ্কামৃতসাগরী নামে লীলাবতীর টীকা।

৩৩ ভৈরবদৈবজ্ঞের পুত্র, ইনি প্রশ্নভৈরব ও মুহূর্তভৈরব নামে জ্যোতিঃশাস্ত্র রচনা করেন।

৩৪ রামচন্দ্রের পুত্র ও যাজ্ঞিকনারায়ণের ভ্রাতা। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে গুপ্ততীর্থে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—প্রকৃতি-বিকৃতিযাগকালবিবেক, প্রবাসকৃত্য, সর্ব্বতোমুখপদ্ধতি।

৩৫ শিবপ্রসাদের পুত্র, সেতুসংগ্রহ নামে মুগ্ধবোধের টীকাকার।

৩৬ একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার। বীরেশ্বর মহাতৃ-করের পৌত্র, সদাশিবের পুত্র এবং অদ্বৈতানন্দ যতির শিষ্য। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

আরামাদিপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি, গঙ্গাস্তোত্র, তর্কচন্দ্রিকা, তীর্থ-কাশিকা, তৈত্তিরীয়সারার্থচন্দ্রিকা, ধ্যানবল্লরী, নামকৌমুদী, নারায়ণতত্ত্ববাদ, প্রপঞ্চসারবিবেক, ভাবসারবিবেক, মণিকর্ণিকা-স্তোত্র, মন্ত্রবল্লরী, মন্ত্রমহোদধিটীকা, রামস্তুতি, বিষ্ণুসহস্রনাম, শারীরকসূত্রসারার্থচন্দ্রিকা।

গঙ্গাধর কবিরাজ, বঙ্গের একজন অসাধারণ পণ্ডিত। ১২০৫ বঙ্গাব্দে (১৭২০ শকাব্দ) ২৫এ আষাঢ় কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে যশোর জেলার মাগুরা গ্রামে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ রায়। গঙ্গাধর ৫ম বৎসর বয়সকালে জন্মভূমিস্থ গোপীকান্ত চক্রবর্তীর নিকট বিদ্যারম্ভ করিয়া ১০ম বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন। সেই চক্রবর্তী মহাশয় ছাত্রের মেধা ও স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভবানীপ্রসাদকে বলেন, "গঙ্গাধর বিখ্যাত কবিরাজ এবং পণ্ডিত হইবে।" গোপীকান্তের সুলক্ষণ পরীক্ষার যে বিশেষ-শক্তি ছিল বলা বাহুল্য। তৎপরে গঙ্গাধর তাঁহার পিতৃব্য-স্রের নন্দকুমার সেনের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়-দংশ পাঠ করেন এবং অবশিষ্ট মাণিক্যচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট সমাধা করেন। তৎপরে ঐ যশোরের বাকইখালি গ্রামনিবাসী রামরত্নচূড়ামণির নিকট অভিধান, অলঙ্কার, কাব্য ইত্যাদি পাঠ করেন। পরে প্রায় ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে রাজশাহীর (বৈদ্য) বেলঘরিয়া গ্রামনিবাসী রাম-কান্ত সেনের নিকট আয়ুর্ব্বেদীয় চরকাদি গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় নিয়ম ছিল, প্রত্যহ ১০ পাতা পুথি পাঠ লইতেন এবং তাহা অভ্যাস করিয়া মনে দৃঢ়াঙ্কিত করণার্থ এবং লিপিকার্য্যে পটুতা সম্পাদনার্থ প্রত্যহ সেই ১০ পাতা লিপিবদ্ধ করিতেন। এই লিখন পঠনের মধ্যে রামকান্ত-অধ্যাপকের অন্যান্য ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্যাদির পাঠ দিতেন। এই সময়ে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি টীকা করিয়াছিলেন।

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদের পাঠ সমাপ্তি করিয়া নাটোর নগরে গমন করেন, তথায় তাঁহার পিতা কবিরাজ ভবানী-প্রসাদ রায়, নাটোর মহারাজের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। সেই সময়ে নাটোর রাজধানীতে একজন লব্ধনামা প্রসিদ্ধ অধ্যাপক আসিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাধরের বাল্যাবস্থায় লিখিত টীকার কিয়দংশ পাঠ করিয়া ভবানীপ্রসাদকে বলেন, "ইহা অতি প্রাচীন টীকা কোথায় পাইলেন? এ টীকা প্রচার নাই।" ইহা শুনিয়া ভবানীপ্রসাদ একটু হাসিলেন। তাহাতে অধ্যাপক মহা বিরক্ত হইলেন দেখিয়া হাস্তের প্রকৃত কারণ প্রকাশ করিলেন। উহা তাঁহার সন্তানের প্রণীত শুনিয়া অধ্যাপক অবাক্ হইলেন এবং গঙ্গাধরকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। গঙ্গাধর নাটোরে পিতার নিকট অল্প দিন থাকিয়াই কলিকাতা গমন করেন। তখন কলিকাতা ইংরাজী-বিদ্যার নবানুরাগে অন্ধ, এবং পাশ্চাত্য ডাক্তারীর বিশেষ পক্ষপাতী, সুতরাং তথায় তাঁহার বিদ্যাবর্দ্ধন ও ব্যবসায় বিস্তারের বিশেষ সুবিধা বুঝিলেন না। মুর্শিদাবাদ প্রাচীন রাজধানী, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও প্রাচীনত্বে বহু অধ্যাপকের বাস, সংস্কৃতের চর্চ্চা এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসার সমাদর প্রচুর আছে শুনিয়া সেখানে সৈদাবাদে আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর।

গঙ্গাধর সেই অল্প বয়সে প্রধান প্রধান চিকিৎসক ও অধ্যা-পকের সহিত বাদানুবাদ দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন করায় এবং বহুবিধ উৎকট রোগগ্রস্তকে আরোগ্য করায় নানা স্থানে বহু-দেশে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির পরিচয় হইতে লাগিল।

ইনি বাল্যকালে পাঠ্যাবস্থায় মুগ্ধবোধের যে টীকা প্রণ-য়ন করেন, যে টীকা দেখিয়া একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নাটোরে অমিত প্রশংসা করেন, সেই টীকার শ্লোক-সংখ্যা ১০ সহস্র। তৎপরে বোপদেব গোস্বামী তাঁহার মুগ্ধবোধের যে অংশ শেষ করিয়া যান নাই, সেই অংশ সমাধা করিয়া (পূর্ব্বোক্ত টীকা ব্যতীত) সমগ্র মুগ্ধবোধের পুনরায় টীকা করেন। ব্যাকরণের এই দুইখানি টীকাই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধির প্রথম, অদ্বিতীয় ও অদ্ভুত কীর্ত্তি। প্রথম টীকার শ্লোক-সংখ্যা ১০ সহস্র এবং দ্বিতীয়ের সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক।

ঐ সময়ে তিনি দুইখানি মহাকাব্য লেখেন, একখানির নাম "লোকালোকপুরুষীয়," অপরখানির নাম "দুর্গবধ-কাব্য।" তাঁহার ব্যাকরণাদি পাঠ শেষ হইলে আয়ুর্বেদ পাঠকালেও যে পুরাণাদি বহু গ্রন্থানুশীলন করিতেন, উল্লিখিত দুইখানি কাব্যরচনাই তাহার প্রমাণ।

বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ব্যক্তি যে দিকে বুদ্ধিচালনা করে, তাহাতেই পারদর্শিতা এবং উন্নতিপ্রদর্শনে সমর্থ হইতে পারে। গঙ্গাধর চিত্রবিদ্যারও সেবা করিয়া যথাযথ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠনেও তাঁহার সুপটুতা ছিল। তাঁহার পিতা দুর্গোৎসব করিতেন, কোন বৎসর প্রতিমানির্ম্মাতার মৃত্যু হইলে সে বৎসরের প্রতিমা গঙ্গাধর নিজেই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

চরকসংহিতার চক্রদত্তকৃত একখানি টীকা আছে। চক্রদত্ত কেবল চিকিৎসাস্থানের কথা লইয়া যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দর্শনঘটিত স্থানসমূহের কোন কথাই লেখেন নাই। কিন্তু গঙ্গাধর বিশদরূপে সমস্ত চরকের ব্যাখ্যা এবং পূর্ব্ব টীকাকারের যে যে স্থানে দোষ লক্ষিত হইয়াছে, তৎসমুদায় সংশোধন করিয়া বাইট্ হাজার শ্লোকে চরকসংহিতার "জল্পকল্পতরু" নামে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

তিনি উপরোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত তৈত্তিরীয় প্রভৃতি তিনখানি উপনিষদের ভাষ্য, শারীরকসূত্রব্যাখ্যান, ঈশ্বরগীতা ও ভগবদ্গীতাব্যাখ্যান; সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য, গোভিলগৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, অগ্নিপুরাণোক্ত আয়ুর্বেদের ভাষ্য, অগ্নিপুরাণোক্ত অলঙ্কার অবলম্বন করিয়া প্রাচ্যপ্রভা নামে অলঙ্কারশাস্ত্র, কৌমার ব্যাকরণের ব্যাখ্যা, পাণিনির কাত্যায়নবার্ত্তিকের উদ্ধার নামে বৃত্তি, শাণ্ডিল্য-সূত্রব্যাখ্যা, মনুসংহিতার প্রমাদভঞ্জনী নামে টীকা, পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতার চূর্ণক, ত্রিকাণ্ডশব্দশাসন ও ত্রিসূত্র-ব্যাকরণ নামে পদ্যে দুইখানি ব্যাকরণ, কুসুমাঞ্জলির টীকা, শিখণ্ডীপ্রাদুর্ভাব নামে আখ্যায়িকা, হর্ষোদয় নামে চিত্রকাব্য, চৈতন্যাষ্টক, গোবর্দ্ধনবর্ণন, রাধাকৃষ্ণবর্ণন ও ভাগবতবিচার প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ ৪০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গঙ্গাধর শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্যাসদেব প্রণীত মহাপুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, এই জন্য নিজ মত সমর্থ শাস্ত্রীয় ও যুক্তিমূলক প্রমাণ দিয়া একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থখানির জন্যই বৈদ্যকুলতিলক গঙ্গাধর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিষনয়নে পড়েন। এই জন্যই বিষ্ণুদ্বেষী বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার নিন্দা করিতেন। তিনি দেব ও ধর্মসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তায় মহাদেবের প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াস পাইতেন। তাই অনেকের বিশ্বাস তিনি শৈব ছিলেন। বাস্তবিক তিনি বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন না, তৎকৃত গোবর্দ্ধনবর্ণন ও রাধাকৃষ্ণবর্ণনই তাহার প্রমাণ। তাঁহার অন্তিমকালে পরিচয় হইল যে তিনি মহাশক্তির উপাসক।

সময়ে সময়ে তিনি সামাজিক বিষয়েরও অনেক অনুশীলন করিতেন। তিনি "বহুবিবাহরাহিত্য" "বিধবাবিবাহ প্রতিষেধ" ইত্যাদি সম্বন্ধে কএকখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি অম্বষ্ঠ জাতিকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। বৈদ্যজাতীয় অনেক ব্যক্তি তাঁহার মতানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন।

১২৯২ সালে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) ১৯এ জ্যৈষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে নিজের নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া ও জ্যোতিষশাস্ত্রে গণনায় স্থির বুঝিয়া, বলিয়াছিলেন, "আগামী কল্য আমি কেবল গঙ্গাজল পান করিয়া থাকিব। কারণ কল্য ৩৩ দণ্ড পরে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।"

মরণের পূর্ব্বে "আমার চরক" কেবল এই কথাটি বলিতে না বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হয়, চরক সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের শেষ অভিলাষ আর ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, চরকের টীকাই তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি, এই জন্য সমস্ত বৈদ্যসমাজ তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ।

গঙ্গাধরকাথ (পুং) ঔষধবিশেষ। কাঁচড়াশাক, দাড়িম, জাম, পানীফল, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা ও শুঁঠ কাথ প্রস্তুত করিবার প্রণালীতে ইহাদের কাথ করিয়া সেবন করিলে জলের ন্যায় ভেদ হইলে তাহাও প্রশমিত হয়।

গঙ্গাধরচূর্ণ (ক্লী) "গঙ্গাধরাখ্যং চূর্ণং যথাদো"। জীর্ণাতিসাররোগনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী— ধাইকুল, আমলকী, পয়োধর (কেশুর), আকনাদি, শোনাক, যষ্টিমধু, শ্রী (বিষ), জম্বু ও আম্রবীজ, শুঁট, বিষ, বালা, লোধ, কুটজ ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে ভাগ করিয়া চূর্ণ করিয়া মিশাইবে। ইহাকে গঙ্গাধরচূর্ণ বলে। চাউল ধোয়া জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে জীর্ণাতিসার রোগের প্রতীকার হয়। (বৈদ্যক)

গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী, বঙ্গদেশীয় একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইনি শ্রাদ্ধতত্ত্বার্থদীপিকা রচনা করেন।

গঙ্গাধরদেব, উড়িষ্যার একজন রাজা। [উৎকল দেখ]

গঙ্গাধরনাথ, রসসারসংগ্রহ নামে বৈদ্যক গ্রন্থকার।

গঙ্গাধর ভট্ট, ১ বিরুক্তিকৌমুদী নামে জটাপটলের টীকাকার।
২ ভাট্টচিন্তামণি নামে মীমাংসাসূত্রের টীকাকার।

ও হালরচিত সপ্তশতীর সপ্তশতক্লতাবলেশপ্রকাশিকা নামে টীকাকার।

গঙ্গাধর যতি, একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক। রামচন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য, সর্ব্বজ্ঞ সরস্বতীর প্রশিষ্য এবং যোগবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য-প্রকাশরচয়িতা আনন্দবোধেন্দ্র সরস্বতীর গুরু। ইনি গঙ্গাধর ভিক্ষু, গঙ্গাধর সরস্বতী অথবা গঙ্গাধরেন্দ্রযতি নামেও আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—

চন্দ্রিকোত্তর নামে বেদান্তসিদ্ধান্তচন্দ্রিকার টীকা, প্রণব-কল্পপ্রকাশ, বেদান্তসিদ্ধান্তমঞ্জরী ও প্রকাশ নামে তাহার টীকা, সাম্রাজ্যসিদ্ধি ও মোক্ষ নামে তাহার টীকা, সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ ও তাহার টীকা, স্বারাজ্যসিদ্ধি ও কৈবল্যকল্পদ্রুম নামে তাহার টীকা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

গঙ্গাধর বাজপেয়িন্, অবৈদিকদর্শনসংগ্রহ ও রসিকরঞ্জিনী নামে অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িতা।

গঙ্গাধর শর্ম্মা, মুগ্ধবোধের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

গঙ্গাধরশাস্ত্রী, কৃষ্ণরাজচম্পূপ্রণেতা। ইঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বরদার রাজ্যপরিচালক (Regent) ও গাইকোবাড়ের ভ্রাতা ফতেসিংহ ইঁহাকে নিজের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। চতুরবুদ্ধি ও দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া রেসিডেণ্ট লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল ওয়াকার ইঁহাকে বরদার প্রধানমন্ত্রী পদ প্রদান করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পেশবা বাজীরাও পুণার গাইকোবাড়ের এজেণ্টে গোলযোগ হওয়ায় ইনি স্থিত হিসাব নিকাশ দিবার জন্ত পুণা যাত্রা করিলেন। গাইকোবাড় পেশবার চরিত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় সন্দিগ্ধ হইয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে মধ্যস্থ করেন। গঙ্গাধর পুণায় পৌছিলে পেশবা তাঁহাকে সমাদরে আহ্বান করিলেন ও কিছুদিন তাঁহাকে পুণায় থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে পেশবা পুরন্দরপুরে তীর্থযাত্রা করিলে গঙ্গাধরকেও সঙ্গে লইয়া যান। তথায় ১৪ই জুলাই সায়ংকালে ত্রিম্বকজী পেশবার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তাঁহাকে বিঠোবার মন্দিরে লইয়া গেলেন। আরাধনান্তে গঙ্গাধর পেশবার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর যখন তিনি বাসায় প্রত্যাগত হইতেছেন, এমন সময়ে পথে ত্রিম্বকজী কর্ত্তৃক রক্ষিত গুপ্তহত্যাকারীর হস্তে নিহত হন।

গঙ্গাধরসরস্বতী [গঙ্গাধর যতি দেখ]

গঙ্গাধরসূনু, রাঘবাভ্যুদয় নামক সংস্কৃত কাব্যপ্রণেতা।

গঙ্গাধরেন্দ্র [গঙ্গাধর যতি দেখ]

গঙ্গাপত্রী (স্ত্রী) গঙ্গাবৎ পবিত্রং পত্রমস্যাঃ বহুব্রী। ততঃ ঙীপ্। বৃক্ষবিশেষ, ইহার পত্র অতিশয় সুগন্ধি। চলিত কথায় গন্ধপত্রা বা পচাপাতা বলে। ইহার পর্য্যায়—পত্রী, সুগন্ধা, গন্ধপত্রিকা। ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, বাতনাশক ও ব্রণের ক্ষতশোধনকারী। (রাজনি°)

গঙ্গাপালঙ্গ (পুং) বনপালঙ্কশাক, বনপালঙ। (বৈদ্যক)

গঙ্গাপুত্র (পুং) গঙ্গায়াঃ পুত্রঃ ৬তৎ। ১ ভীষ্ম। ২ কার্ত্তিক। ৩ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। চলিত কথায় মুর্দাফরাস বলে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে লেট জাতীয় পুরুষের ঔরসে ও তীবর জাতীয় কন্তার গর্ভে এই জাতির প্রথমে উৎপত্তি হয়।

"লেটাৎ তীবরকন্তায়াং গঙ্গাপুত্র ইতি স্মৃতঃ।" (ব্রহ্মখণ্ড)

ইহারা সর্ব্বদা গঙ্গাতীরে থাকিয়া মৃতের সৎকারে সাহায্য করে বলিয়া উহাদের নাম গঙ্গাপুত্র হইয়াছে।

৪ কাশী প্রভৃতি স্থানে গঙ্গাতীরে কোন ক্রিয়া করিতে হইলে যে ব্রাহ্মণ তাহা সম্পন্ন করায় তাহাকেও গঙ্গাপুত্র কহে। ইহারা তীর্থযাত্রীদিগকে দেখাইয়া দেয় যে তীর্থাদির কোন্ স্থানে কি কি ক্রিয়া করিতে হয়। সেখানে তীর্থযাত্রিগণ গঙ্গাপুত্রকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করেন না। গঙ্গাস্নানের সময় গঙ্গাপুত্র অগ্রে যাত্রীদিগের হস্তে কুশ ও গঙ্গাজল দিয়া মন্ত্র বলিতে থাকেন। তাহার পর সকলে গঙ্গাস্নান করেন। স্নানের পর সকল যাত্রীর কপালে চন্দনের ফোটা দেন। যাত্রীরা তখন তাহাকে অর্থাদি দিয়া বিদায় করেন। কাশীতে গঙ্গার ঘাটে গঙ্গাপুত্রগণের স্ব স্ব স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই স্থানে যে যাত্রী আসিবে তাহাকে সেই গঙ্গাপুত্র অধিকার করিবে। অনেক ব্রাহ্মণও গঙ্গাপুত্রদের কাজ করিয়া থাকেন। গঙ্গাপুত্রগণ অন্ত অন্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর। ধর্ম্মকার্য্য উদ্দেশে ইহারা যাত্রী-দিগের অনেক অর্থ শোষণ করিয়া লয়। পাণ্ডাদিগের সহিত ইহাদের আদান প্রদান চলে।

৫ পাটনীদিগের উপাধি।

গঙ্গাপুর, ১ রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুররাজ্যের একটী নগর। ইহার জনসংখ্যা ৫৮৮০। ২ সারণ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ইহার জনসংখ্যা ২৬৬৬।

(গঙ্গাপুর) ৩ ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী করদ-রাজ্য। অক্ষা° ২১° ৪৭′ ৫″ ও ২২° ৩২′ ২০″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ১০′ ১৫′ ও ৮৫° ৩৪′ ৩৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে লোহারডাঙ্গা ও যশপুর করদরাজ্য, দক্ষিণে বোনাই, সম্বলপুর ও বামড়া, পূর্ব্বে সিংহভূম ও পশ্চিমে মধ্যভারতের অন্তর্গত রায়গড় প্রদেশ। ইহার ক্ষেত্রফল ২৪৮৫ বর্গমাইল। ইহাতে ৬০১টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা লক্ষাধিক হইবে। গাঙ্গপুর

রাজ্য একটী সমতল অধিত্যকা, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৬৮ হস্ত উচ্চ। মধ্যে পাহাড় ও উচ্চ গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের উচ্চ উচ্চ ভূমি হইতে গাঙ্গপুরের ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণে মহাবীরপর্ব্বতশ্রেণী। এই পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ভূঁইয়া প্রভৃতি জাতিগণ বিশেষ ভক্তি করে। পর্ব্বতের নিম্নভাগে একটী সর বা কুণ্ড আছে। উহাতে লোকে পূজা দিয়া আসে। গাঙ্গপুরের পাহাড়ের মধ্যে মউ নামক পাহাড় ১২৯০ হাত, নদিয়াবীর ৯১০ হাত, বিলপাহাড়ী ৮৮৮ হাত ও সাতপাহাড়ী ৯৯৪ হাত উচ্চ। গাঙ্গপুরে কএকটী নদীও আছে। ইব নামক নদী যশপুর হইতে বাহির হইয়া সম্বলপুরে গিয়া মহানদীতে মিশিয়াছে। লোহারডাগা হইতে শঙ্খনদী ও সিংহভূম হইতে দক্ষিণে কোয়েল নদী আসিয়া গাঙ্গপুরে পূর্ব্বভাগে মিশিয়া ব্রাহ্মণী নামধারণ করিয়া কটকজেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যে স্থানে কোয়েল ও শাখা মিশিয়াছে, তাহা অতি রমণীয় স্থান। প্রবাদ আছে, এই স্থানে মহর্ষি পরাশরের সহিত মৎস্যগন্ধার মিলন হয়। বর্ষাকালে এই সকল নদী দিয়া নৌকাদি গমনাগমন করে। ইব নদীর বালুকা মধ্যে সময় সময় হীরকখণ্ড ও স্বর্ণকণা পাওয়া যায়। ঝোড়াগণ জাতি বালুকাধৌত করিয়া স্বর্ণ বাহির করিয়া থাকে। গাঙ্গপুরের দক্ষিণ হিজির প্রদেশে পাথুরে কয়লার স্তর দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা খনন করা হয় নাই। রাঁচি হইতে সম্বলপুরে যাইবার পথে স্থানে স্থানে চূণাপাথর দেখিতে পাওয়া যায়।

হিজির বিভাগে শালবন আছে। এই বন হইতে শালকাষ্ঠ কাটিয়া মহানদী দিয়া অনায়াসে আনা যাইতে পারে। জঙ্গলের মধ্যে লাক্ষা, তসর, রেশম, রজন, খয়ের প্রভৃতি পাওয়া গিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার গাছগাছড়া ও ঔষধ পাওয়া যায়। বনভূমি ব্যতীত অনেকস্থান পতিত রহিয়াছে, তাহাতে কেহ শস্য উৎপাদন করে না। বন মধ্যে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ, বনকুকুর, বাইসন ও মহিষ প্রভৃতি অনেক দেখা যায়। বর্ষাকালে নদীতে সর্পের কিছু আধিক্য হয়। হাঁটিয়া নদী পার হইবার সময় মাকি এই সকল সর্প লোকের পা জড়াইয়া ধরে, পরে তাহাকে ডুবাইয়া দিয়া মস্তকের মৃত ভক্ষণ করে।

গাঙ্গপুরের ভূমি উর্ব্বরা। ইব নদীর উপত্যকা বিশেষ শস্যশালী। এখানে চাউল, ইক্ষু, সরিষা, তিসি ও তামাক জন্মিয়া থাকে। তামাক অল্প জন্মে, কিন্তু যাহা হয়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। ইক্ষু প্রচুর, গুড়ও উৎকৃষ্ট। অনেক পুরের লোকে এই গুড় আদর করিয়া লইয়া যায়। দেশে দ্রব্যাদি সুলভ। কৃষকদিগের অবস্থাও ভাল। এখানকার রাজা ও জমিদারগণ প্রজাদিগকে প্রথম তিনবৎসর বিনা খাজনায় বাস করিতে দেন। তাহার পর বাৎসরিক ১৷৹ টাকা করিয়া খাজনা দিতে হয়। অনেক জমি চাকরাণ বিলি আছে। জমির দখলের জন্য সৈনিকবৃত্তি করিতে হইত, কিছু কিছু খাজনাও দিতে হইত। এখন খাজনাও দিতে হয়, চাকরিও করিতে হয়। রাজা যখন কোথাও গমন করেন, গ্রামের মণ্ডলগণ নায়করূপে ও সাধারণ প্রজা পাইকরূপে তাঁহার সহিত গমন করে। এই সময়ে কতক লোক বন্দুক ও কতক টাঙ্গি ও তীর ধনুক লইয়া চলে। দ্রব্যাদি মহার্ঘ হওয়াতে পূর্ব্বে যে হারে খাজনা লওয়া হইত, এখন অন্যান্যভাবে প্রজাকে পূর্ব্বহারের প্রায় দ্বিগুণ দিতে হয়। কিন্তু লোকে তাহাকে খাজনা বৃদ্ধি বলিয়া মনে করে না। খাজনার হিসাব স্বতন্ত্র থাকে। অন্যান্যভাবে যাহা দিতে হয়, তাহাকে 'মাঙ্গন' বলিয়া থাকে। পাইকগণ নায়ককে খাজনা দেয়।

আর একপ্রকার প্রজা আছে, তাহাদিগকে গাঁওতিয়া কহে। ইহাদিগকে রাজসরকারে কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। তিন হইতে পাঁচবৎসরের জন্য ইহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়। ইহারা গ্রামকে গ্রাম লইয়া প্রজা বিলি করে। কতক জমি 'বগরা' বা লাখেরাজ করিয়া নিজেরা রাখে। রাইয়তদিগের নিকট হইতে খাজানার টাকা আদায় হইয়া বরং লাভ হইয়া থাকে। মিয়াদ ফুরাইলে নূতন পাট্টা লইবার সময় গাঁওতিয়াকে সেলামী স্বরূপ কিছু টাকা দিতে হয়। গাঁওতিয়াগণের সহিত সাধারণ প্রজার অপর কোন সম্বন্ধ নাই। তবে গাঁওতিয়াগণের যে বগরা বা লাখেরাজ জমি থাকে, তাহার আবাদের জন্য প্রজাকে সাহায্য করিতে হয়। যে জমিতে ফসল হয়, গাঁওতিয়াদিগকে তাহার জন্য বিঘা প্রতি তিন আনা খাজনা দিতে হয়। এই বিঘার পরিমাণ জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপ করিয়া হয় না। বীজ বোনা হইলে তাহা দেখিয়া একটা আন্দাজ করিয়া লওয়া হয়। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ উপলক্ষে রাজবাটীতে 'মাঙ্গন' দিতে হয়। গাঁওতিয়াগণ প্রায়ই ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, তেলি বা আগরিয়াজাতীয় লোক।

গাঙ্গপুরের স্থানে স্থানে গ্রাম্যদেবতা আছেন। তাঁহাদের পূজার জন্য পুরোহিত আছেন। উঁহারা কালো, বৈগা, জাকর অথবা পাহন নামে অভিহিত। তাহারা প্রায়ই অনার্য্য জাতীয় লোক। সম্মানে গাঁওতিয়া বা

নায়ক হইতে দিয়। সীমা লইয়া বিবাদ হইলে তাহারা মিটাইয়া দেয়। নিকটস্থ বন ও পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে তাহারাই পরিতুষ্ট করে। কাহাকেও ডাইনে খাইলে, অথবা কাহাকেও কেহ যাদু করিলে তাহার বিচারের ভার উক্ত পুরোহিতের প্রতি অর্পিত হয়। কথিত আছে, ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে সুয়াদি নামক স্থানের কালীমন্দিরে তিন বৎসরান্তর নরবলি হইত।

রাজার খাসে যে যে গ্রাম আছে সেখানে নায়কগণ পাইকের সাহায্যে পুলিসের কার্য্য করে। গাঁওতিয়াগ্রামে গাঁওতিয়ারা গোরাইত বা চৌকিদারের সাহায্যে পুলিসের কার্য্য করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে গাঙ্গপুর মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দেবগাঁর সন্ধিপত্রানুসারে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোনস্লা এই রাজটী ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আবার তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। মধুজী ভোনস্লা বা আপাসাহেবের সহিত ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয়, তাহাতে কিছুদিনের জন্য এই রাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেন্টের হস্তে আসে। শেষে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে ইহা একেবারে ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে অর্পণ করা হয়। মুসলমান, মহারাষ্ট্র অথবা ইংরাজ যাহারি হস্তেই থাকুক গাঙ্গপুরে একজন অধীনস্থ রাজা অনেক কাল হইতে আছেন। কথিত আছে, উড়িষ্যার কেশরীবংশের কোন ব্যক্তি আসিয়া এখানে রাজত্ব করিতেন। ক্রমে তাঁহার বংশ লোপ পাইলে শিখরভূমি বা পঞ্চকোটের ক্ষত্রিয়-রাজবংশের একটী শিশু সন্তান চুরি করিয়া আনিয়া গাঙ্গপুরের রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দুইজন ডাইনীকে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা রঘুনাথশিখর ইংরাজ আদালতে অভিযুক্ত হইয়া পদচ্যুত হন। রাঁচিতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হয়। রাণী রাজকার্য্য পরিচালন করেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্য গাঙ্গপুরের দুইজন জায়গীরদারের প্রতি অর্পিত হয়। ইব নদীর তীরে সুয়াদি নামক স্থানে রাজভবন। কএকটী চালা ঘর লইয়া রাজবাটী। তন্মধ্যে একটী চালায় বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়।

অধিবাসীগণের মধ্যে ভুঁইয়াগণই প্রধান। ইহাদের সংখ্যা প্রায় পনর হাজার হইবে। দেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া ইহারা গ্রাম্যদেবতাগণের পূজা করিবার অধিকারী। তিড়িয়ার ভগবান্ মাঝি ইহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। রাজা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এই বংশের লোক রাজাকে তিলক দান করিয়া থাকে।

গণ্ড ও ঝোড়া জাতিও এখানে অনেক। ঝোড়ি শব্দে ক্ষুদ্র নদী বুঝায়। ঝোড়াগণ এই সকল নদীতে স্বর্ণ ও হীরক আহরণ করে। গণ্ডদিগের মধ্যে ভংলং এর গয়হোতিয়ারাই প্রধান। এখানকার ওরাওনেরা ছোটনাগপুর হইতে আসিয়াছে। তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। কন্ধজাতির সংখ্যা অল্প।

গাঙ্গপুরে আগরিয়া বা আগুরিদিগের সংখ্যা প্রায় চারি-হাজার। ইহারই সম্পত্তিশালী, কৃষি ইহাদের জীবিকা। আগুরিদিগের স্ত্রীলোকেরা পরমা সুন্দরী। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ঐ রমণীরা যাদুবিদ্যা ও বশীকরণ মন্ত্র জানে, তাহাতে সকলকে ইহারা মুগ্ধ করিতে পারে।

গঙ্গাপ্রাপ্তি (স্ত্রী) গঙ্গায়াঃ প্রাপ্তিঃ ৬তৎ। ১ গঙ্গালাভ বা গঙ্গায় গমন। চলিত কথায় গঙ্গাপ্রাপ্তি বলিলে মৃত্যুও বুঝাইয়া থাকে।

গঙ্গাভট্ট, একজন বিখ্যাত স্মার্ত্তপণ্ডিত। ইহার রচিত আধানপদ্ধতি, আপস্তম্বপ্রয়োগসার, ধর্ম্মপ্রদীপ ও সময়নয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

গঙ্গাভাস্কর, শকুনাবলী নামে গ্রন্থপ্রণেতা।

গঙ্গাম্ভস্ (স্ত্রী) গঙ্গায়া অম্ভঃ জলং ৬তৎ। গঙ্গাজল।

"যজ্ঞকার্য্যশতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাবগাহনম্।
সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্ভস্তূলরাশি মিবানলঃ।" (বরাহ)

গঙ্গাযাত্রা (স্ত্রী) গঙ্গামুদ্দিশ্য যাত্রা। গঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণত্যাগার্থ গঙ্গাতীরে গমন। স্থানবিশেষে মুমূর্ষুর সদগতির জন্য পঞ্চবটী প্রভৃতি পবিত্র স্থানে গমনকেও গঙ্গাযাত্রা বলিয়া থাকে।

গঙ্গাযাত্রিন্ (ত্রি) গঙ্গাযাত্রা অস্ত্যর্থে ইনি। যাহারা গঙ্গাতীরে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছে।

গঙ্গারাম, ১ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্। ইনি ভাবফল যুদ্ধজয়োৎসব ও রত্নদ্যোতনামে জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২ ন্যায়কুতূহল নামে ন্যায়গ্রন্থরচয়িতা।

৩ ভক্তিরসাব্ধিকণিকা নামে গ্রন্থপ্রণেতা।

৪ গোবর্দ্ধনসপ্তশতীর একজন টীকাকার।

গঙ্গারাম জড়িন্, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। নারায়ণের পুত্র ও নীলকণ্ঠের শিষ্য। ইনি তর্কামৃতচষক ও তাহার টীকা, দীনকরীখণ্ডন, মৌক্তিকরতরঙ্গিণীব্যাখ্যা, রসমীমাংসা ও তাহার টীকা প্রণয়ন করেন।

গঙ্গারামদাস, একজন বিখ্যাত কবিরাজ, ভবানীদাস কবিরাজের শিষ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় শরীরবিনিশ্চয়াধিকার নামে একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।

গঙ্গালাভ (পুং) গঙ্গায়া লাভঃ প্রাপ্তিঃ ৬তৎ। গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গা পাওয়া, গঙ্গার গর্ভে জ্ঞানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ।

গঙ্গাযাত্রিক (ত্রি) ১ যে রোগীকে গঙ্গাযাত্রা করাইবার উপযুক্ত। ২ যোগাদি উপলক্ষে যাহারা গঙ্গাস্নানার্থ গমন করে। (পুং) ৩ গঙ্গাদেবীর উৎসব।

গঙ্গালহরী (স্ত্রী) গঙ্গায়া লহরী ৬তৎ। ১ গঙ্গার তরঙ্গ। ২ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রণীত গঙ্গাস্তব।

গঙ্গাবংশ, দক্ষিণাপথের এক প্রবল প্রাচীন রাজবংশ। এই বংশ সময়ে সময়ে কলিঙ্গ, মহিসুর, উৎকল, শিবসমুদ্র, উম্মতুর প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন। কেরলের উত্তরাংশে ইহারাই কোঙ্গু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। [কোঙ্গু ও চের দেখ।]

কদম্বরাজ মৃগেশবর্ম্মার সময়ের খোদিত শিলাফলক পাঠে জানা যায় যে, তিনি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গঙ্গাবংশীয় রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আবার দেবগিরি হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনপাঠে বোধ হয় যে, উপরোক্ত কদম্বরাজের পূর্ব্বেও রাজা কৃষ্ণবর্ম্মা গাঙ্গেয়রাজ মাধব (২য়)কে নিজ ভগিনী সম্প্রদান করেন।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে পূর্ব্বচালুক্যরাজ্যে অরাজকতা হওয়ায় গঙ্গাবংশীয় রাজগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে এই বংশের আধিপত্য বৃদ্ধি হয়। এই সময়ে গঙ্গাবংশীয় জয়বর্ম্মদেব ও তৎপুত্র অনন্তবর্ম্মদেবই (৯৮৫ খৃঃ অঃ) প্রধান। কলিঙ্গের গঙ্গাবংশীয় রাজগণ অতি প্রাচীন, চালুক্যরাজগণের অভ্যুদয়ে ইঁহাদের প্রতাপ কতকটা খর্ব্ব হয়।

কেশরীবংশের অবসানে ১১৩২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাবংশীয় চোরগঙ্গা উৎকলে রাজত্ব করিতে থাকেন, ইনিই উৎকলের প্রথম গঙ্গাবংশীয় রাজা। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে এই বংশের অবসান হয়।

গঙ্গাবলী, উত্তর কানাড়ার গঙ্গাবলীনদীর মোহানাস্থিত একটী বন্দর। অক্ষা° ১৪° ৩৬´ উঃ, দ্রাঘি ৭৪° ২১´ পূঃ। এখানে বাহাদুরী কাষ্ঠের আড়ৎ আছে। গঙ্গাদেবীর মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ ও হিন্দুর একটী তীর্থ বলিয়া গণ্য।

গঙ্গাবাই, একজন বিখ্যাত মহারাষ্ট্রমহিলা, পেশবা নারায়ণরাওর পত্নী। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩০এ আগষ্ট কতকগুলি সৈন্য বেতন পায় নাই বলিয়া, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় নারায়ণরাওকে খুন করে। লোকের বিশ্বাস রঘুনাথরাও বা রাঘবার উত্তেজনাতেই এই কাণ্ড ঘটে। কেহ বলেন, রঘুনাথের পত্নী আনন্দবাইয়ের কৌশলেই এই নিষ্ঠুর কার্য্য সাধিত হয়। [নারায়ণরাও দেখ।] নারায়ণরাওর মৃত্যুর পর রঘুনাথরাও পেশবার হইয়া বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। রঘুনাথের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তি নানা অছিলায় যুদ্ধস্থল হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। সখারাম বাপু, ত্রিম্বকরাও মামা, নানা-ফড়নবিস্, মোরোবা ফড়নবিস্, বজাবা পুরন্দর, আনন্দরাও জিবাজী, হরিপন্তফড়কে প্রভৃতিকে লইয়া পুণায় একটী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, তন্মধ্যে নানা-ফড়নবিস্ ও হরিপন্তফড়কে প্রধান। তাঁহারা রঘুনাথের বিপক্ষ। অল্পদিন মধ্যেই প্রকাশ হইল যে, নারায়ণরাওর মৃত্যুর পূর্ব্বে তদীয় পত্নী গঙ্গাবাই গর্ভবতী হইয়াছেন। পাছে কেহ তাঁহার অনিষ্ট করে, সেইজন্য মন্ত্রীগণ পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে পুরন্দরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৩০এ জানুয়ারি, নানা-ফড়নবিস্ ও হরিপন্তফড়কে গঙ্গাবাইকে পুরন্দরে লইয়া গেলেন। সদাশিবরায়ের বিধবা প্রভাবতী সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। তাঁহাকে গঙ্গাবাইয়ের সঙ্গে পাঠান হইল। পুরন্দরের দুর্গ ১১৩২ হস্ত উচ্চ একটী পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। পুরন্দরের দুর্গে লইয়া যাওয়ায় নানা কারণ আছে। পুণার চারিদিকে শত্রুপক্ষীয় লোক। সেজন্য বিধবা গঙ্গাবাইয়ের উপর অনিষ্টপাতের আশঙ্কা ছিল। গঙ্গাবাইয়ের নিকটে কএকটী সদ্যপ্রসূতা পুত্রবতী রমণীকে রাখিয়া দেওয়া হয়। গঙ্গাবাইয়ের যদি পুত্রসন্তান হয়, আর গঙ্গাবাইয়ের স্তনে যদি যথেষ্ট দুগ্ধ না জন্মে, তাহা হইলে ইহাদের স্তনদুগ্ধে বালকের জীবনরক্ষা হইবে। আর যদি গঙ্গাবাইয়ের গর্ভে কন্যাসন্তান জন্মে, তাহা হইলে গোপনে অন্যের পুত্রসন্তান গঙ্গাবাইয়ের কন্যার সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হইবে। গঙ্গাবাইয়ের গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিলে সেই প্রকৃত পেশবা হইবে। তাহা হইলে রঘুনাথরাওর ক্ষমতা খর্ব্ব হইবে। মন্ত্রিগণ এই পুত্রের আশায় নির্ভর করিয়া গঙ্গাবাইয়ের নামে পেশবার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

রঘুনাথরাও কর্ণাটে ছিলেন। তথায় তিনি এই সকল সংবাদ পাইয়া পুণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একটী যুদ্ধে তাঁহার জয় হয়। কিন্তু তিনি পুণা অভিমুখে না আসিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রেল, শুনিলেন যে গঙ্গাবাইয়ের পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। রঘুনাথ মলবারে গমন করিলেন। গঙ্গাবাইয়ের পুত্র ৪০ দিনের হইলে সেই শিশুই মাধবরাও নারায়ণ বা মধুরাও নারায়ণ নামে অভিহিত হইয়া পেশবার পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইনি পরে সভাই-মাধবরাও নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন।

মাধবরাও অল্পসময়ে রাঘুর্জিদিগের অত্যাচারে বিষম উৎপীড়িত হন। রাঘুজির দলে অশ্বারোহী সেনা ছিল। উহারা বণিকবেশে গমন করিয়া হায়দ্রাবাদ ও বেরারে লুণ্ঠন

করিত। জেজুরির দাদাজী তাহাদের অধিনায়ক। দাদাজী এক ব্রাহ্মণকন্যার ধর্ম্মনষ্ট করেন। সেই ব্রাহ্মণকন্যা পুরস্কারে গঙ্গাবাইয়ের নিকট আপন অবস্থা জানাইয়া বলেন যে, তাহার অপমানে সমস্ত ব্রাহ্মণের অপমান হইয়াছে। এমন কি গঙ্গাবাইয়েরও সম্মানের ক্ষতি হইয়াছে। যখন তাহার ধর্ম্ম গিয়াছে, তখন আর কি লইয়া জীবনধারণ করিবে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণী সবলে আপন জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। রমণীর অনতিবিলম্বেই মৃত্যু হইল। গঙ্গাবাই দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দাদাজী যাবৎ জীবিত থাকিতে তিনি জলগ্রহণ করিবেন না। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই শান্ত হইলেন না। মন্ত্রিগণ দাদাজীকে নিহত করাই স্থির করিলেন। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দাদাজী নিজমুখেই স্বীকার করেন যে, তিনি ১১০০টী ডাকাতী করিয়াছেন। যাহা হউক দাদাজী অনতিবিলম্বে নিহত হইলেন।

এদিকে মন্ত্রিবর্গের মধ্যে মতবৈষম্য উপস্থিত হইল। গঙ্গাবাই নানাফড়নবিসকে কিছু অধিক ভালবাসিতেন। তাঁহার পরামর্শ মত গঙ্গাবাই চলিতেন। কিন্তু মন্ত্রিবর্গের মধ্যে পরস্পর মিল হইল না। গঙ্গাবাইও তাহাতে উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার বিপক্ষেরা বলে, (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে) ফড়নবিসের সহিত অবৈধ প্রণয়ে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয়। এই কথা পাছে প্রকাশ হয়, সেইজন্য বিষপ্রয়োগে গঙ্গাবাই আত্মহত্যা করেন।

গঙ্গাবতার (পুং) গঙ্গায়া অবতারঃ ব্রহ্মলোকাদ্ ভূম্যো পতনমত্র বহুব্রী। ১ তীর্থবিশেষ, গঙ্গাদ্বার। গঙ্গায়া অবতারঃ ৬তৎ। ২ ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ।

"ভগীরথ ইব দৃষ্ট গঙ্গাবতারঃ।" (কাদম্বরী।)

গঙ্গাসাগর (পুং) গঙ্গয়া সঙ্গতঃ সাগরঃ মধ্যলো°। যে স্থানে গঙ্গা সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। পৌষ-সংক্রান্তি দিনে ঐ স্থানে অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই স্থানে দান-ধ্যান করিলে অনন্ত ফল হয়। ইহার নিকটে একটী কপিলাশ্রম আছে। (মৎস্য ২২।১১, বৃহন্নীলতন্ত্র ২০।) [গঙ্গা ও সাগরসঙ্গম দেখ।]

গঙ্গাসুত (পুং) গঙ্গায়াঃ সুতঃ ৬তৎ। ১ ভীষ্ম। ২ কার্ত্তিকেয়।

গঙ্গাস্নান (স্ত্রী) গঙ্গায়াং স্নানং ৭তৎ। গঙ্গার অবগাহন।

গঙ্গাস্নায়িন্ (ত্রি) গঙ্গায়াং স্নাতি স্না-ণিনি। যে ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করে।

গঙ্গাহ্রদ (পুং) গঙ্গায়া হ্রদ ইব। ১ ভারতপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী একটী কূপ। এই কূপে সর্ব্বদাই তিন কোটি তীর্থ অবস্থান করে। ইহাতে স্নান করিলে চরমে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। (ভারত ৩।৮৩ অঃ।)

২ কোটিতীর্থের অন্তর্গত একটী তীর্থ। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এই তীর্থে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। (ভারত ৩।৮৩ অঃ)

গঙ্গায়া হ্রদঃ ৬তৎ। ৩ গঙ্গার হ্রদ।

গঙ্গিকা (স্ত্রী) গঙ্গা-স্বার্থে কন্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। গঙ্গা।

গঙ্গিরু, উ° প° প্রদেশে মুজফরনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ১৮′ ৬″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৫′ ৩০″ পূঃ। এই নগরটী অতি প্রাচীন, অনেক ইষ্টকনির্ম্মিত বাটীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। নগরের পূর্ব্ব দিয়া একটী খাল গিয়াছে। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার।

গঙ্গুক (পুং) কঙ্গুক পৃষোদরাদিবৎ নিপাতনে সাধুঃ। কঙ্গু, ধান্যবিশেষ, চলিত কথায় কাউনি বলে। (সুশ্রুতসূত্র ২০ অঃ)

গঙ্গেশ, ১ গঙ্গেশোপাধ্যায় নামে বিখ্যাত। অপর নাম গঙ্গেশ্বর। একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক, তত্ত্বচিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থরচয়িতা।

নবদ্বীপের কোন কোন নৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন, "বঙ্গদেশে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে গঙ্গেশ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে গঙ্গেশের পিতা তাঁহার লেখাপড়া শিক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে গঙ্গেশের কিছুই হইল না। পিতা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গঙ্গেশকে তাঁহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। গঙ্গেশের মাতুল একজন ভাল পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার অনেক ছাত্র ছিল। মাতুল ও তাঁহার ছাত্রগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও গঙ্গেশকে একখানি ব্যাকরণ পড়াইতে পারিলেন না, তাহাতে সকলেই তাঁহার লেখাপড়ার আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করেন। গঙ্গেশ মাতুলালয়ে সহাধ্যায়িগণের তামাক সাজিয়া অতি দীনভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিযোগে একজন ছাত্র আসিয়া গঙ্গেশকে অনেক ডাকাডাকি করিয়া তুলিয়া তামাক সাজিতে হুকুম করিল। গঙ্গেশ ভয়ে ভয়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তামাক সাজিল, কিন্তু আগুন পাইল না। মাতুলালয়ের সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সেই ঘোর রজনীতে সেই প্রান্তরের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল। ছাত্র অনেক ধমক্ দিয়া সেই প্রান্তর হইতে গঙ্গেশকে আগুন আনিতে পাঠাইল। গঙ্গেশ ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আগুন আনিতে আসিল। কিন্তু সেখানে যাহা

দেখিল, তাহাতে তাঁহার আত্মপুরুষ [illegible] গেল। একটা মৃতদেহের উপর বসিয়া এক যোগী তখন শবসাধনা করিতেছে। গঙ্গেশ যোগীর পদে বিলুণ্ঠিত হইলেন। যোগী গঙ্গেশের মুখে তাঁহার আসিবার কারণ ও দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলেন। তিনি গঙ্গেশকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে মূর্খ গঙ্গেশ অল্পদিন মধ্যে অনেক শিখিয়া ফেলিলেন।

এদিকে সকলে জানিল যে গঙ্গেশ আর ইহজগতে নাই, তাঁহাকে ভূতে খাইয়াছে। মাতুল মহাশয়ও নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে গঙ্গেশ অকস্মাৎ মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু গঙ্গেশ কাহারও কাছে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। মাতুল তাঁহাহাকে গোরু বলিয়া গালি দিলেন। গঙ্গেশ তদুত্তরে কহিলেন—

"কিং গবি গোত্বং কিমগবি গোত্বং
যদি গবি গোত্বং মম নহি তত্বম্।
অগবি চ গোত্বং যদি ভবদিষ্টং
ভবতি ভবত্যাপি সম্প্রতি গোত্বম্।"

গোত্ব যদি গোতে হয়, তবে আমি তাহা নই। আর যদি গো ভিন্ন গোত্ব সম্ভব, তবে একথা এখন সকলেই খাটিতে পারে।

উত্তর শুনিয়া মাতুল অবাক্! সেইদিন হইতেই গঙ্গেশ 'চূড়ামণি' বলিয়া প্রসিদ্ধ!

উপরোক্ত জনশ্রুতি কিছুমাত্র সত্য বলিয়া বোধ হয় না। গঙ্গেশ বঙ্গদেশবাসী নহেন, যখন বঙ্গের নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল ছিল না, বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তাঁহার গুরু পক্ষধরমিশ্র যখন আবির্ভূত হন নাই, তাহারও অনেক পূর্ব্বে গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রাদুর্ভূত হন। তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন কিনা তাহাও নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহাকেই নব্যন্যায়ের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি তত্ত্বচিন্তামণি, উহা 'ন্যায়তত্ত্বচিন্তামণি', 'চিন্তামণি' বা 'মণি' নামেও উক্ত হইয়া থাকে। এই মহা ন্যায়গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দখণ্ড। ইনি প্রত্যক্ষখণ্ডে শিবাদিত্যমিশ্র ও টীকাকার বাচস্পতির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তত্ত্বচিন্তামণির যেরূপ বিস্তৃত ও অসংখ্য টীকা আছে, কোন ন্যায় গ্রন্থের এরূপ টীকা নাই। প্রথমে পক্ষধর মিশ্র, তৎপরে তাঁহার শিষ্য তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, মথুরানাথ, গোকুলনাথ, জয়ানন্দ, পক্ষধর, শিতিকণ্ঠ, হরিদাস, প্রগল্ভ, বিশ্বনাথ, বিষ্ণুপতি, মধুদেব, প্রকাশধর, চন্দ্রনারায়ণ, মহেশ্বর, হনুমান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নৈয়ায়িক রচিত অনেক টীকা পাওয়া যায়। এই সকল টীকার আবার শত শত টীকা-টিপ্পনী আছে। [ন্যায় দেখ।]

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্রের নাম বর্দ্ধমান উপাধ্যায়, তিনিও একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন।

[বর্দ্ধমান উপাধ্যায় দেখ।]

২ রাধার্য্যাশতক নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

গঙ্গেশদীক্ষিত, তর্কভাষার একজন টীকাকার।

গঙ্গেশমিশ্র, চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি নামে একখানি বেদান্তগ্রন্থ রচয়িতা।

গঙ্গেশমিশ্র উপাধ্যায়, সুমনোরমা নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা।

গঙ্গেশ্বর বা গঙ্গেশ্বর দত্ত, [গঙ্গেশ দেখ।]

গঙ্গেশ্বরসূনু, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান।

গঙ্গৈকণ্ডাপুর, মান্দ্রাজ প্রদেশের ত্রিচীনপল্লী জেলায় একটী নগর ও পুণ্যস্থান। জাইমকোণ্ডসোলাপুরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে তাঞ্জোর হইতে আর্কটে যাইবার বড় রাস্তার অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ১১° ১২´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৩০´ পূঃ। এখানে গঙ্গাদেবীর সুবৃহৎ ও প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, তাহা হইতে এই স্থানের নাম গঙ্গৈকণ্ডাপুর হইয়াছে। আবার কাহারও মতে, এই স্থানের প্রকৃত নাম গঙ্গাইকোণ্ড-সোলপুর অর্থাৎ গঙ্গাই নামা চোলরাজের রাজধানী। বাস্তবিক পূর্ব্বকালে চোলরাজগণের সময়ে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, গঙ্গামন্দিরও সেই সময় নির্ম্মিত হয়। এমন সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির দাক্ষিণাত্যেও বিরল। পূর্ব্বে ৫৮০×৩১২ ফিট্ পাথরের প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল। সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীরের প্রতি কোণে এক একটী কামান ছিল, এখন আর তাহা নাই। মন্দিরের সমুচ্চ বিমান অতিদূর হইতে দর্শকের মন আকৃষ্ট করে। মন্দিরের সম্মুখে দুইটী ভগ্ন গোপুর পড়িয়া আছে। ইহার শিল্পনৈপুণ্য অতি চমৎকার, এখানে নানা স্থানে প্রাচীন রাজগণের সময়কার শিলালিপি খোদিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই।

এই নগরের পার্শ্বে ৮ ক্রোশ বাঁধের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। বাঁধের উত্তরভাগে প্রায় ৩॥০ ক্রোশ বিস্তৃত ও জঙ্গলাবৃত একটী বৃহৎ সরোবর আছে। কোন পুরাবিদ্ লিখিয়াছেন, "যেমন প্রাচীন বাবিলন নগরের চারিদিকে প্রাচীন ভগ্ন প্রাচীর স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে, এখানকার

মন্দির ও নগরের চারিপার্শ্বে বনজঙ্গলের মধ্যে সেইরূপ ভগ্নগৃহাদির বড় বড় ঢিপি পড়িয়া আছে।"

গঙ্গো, উ° প° প্রদেশের সহারণপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ৪৬´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৮´´। সহারণপুর হইতে ১১।° ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় তের হাজার। নগরটী নূতন ও পুরাতন দুইভাগে বিভক্ত। প্রবাদ আছে, গঙ্গারাও নামে একজন রাজা পুরাতন অংশ এবং শেখ আবদুল নূতন অংশ পত্তন করেন।

গঙ্গোত্তম-নরোত্তম, রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদসরসী নামে এক টীকাকার।

গঙ্গোত্তরী, উ° প° প্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী পুণ্যস্থান। অক্ষা° ৩০° ৫৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৯´ পূঃ।

এখানে পাহাড়ের উপরে গঙ্গার দক্ষিণকূলে গঙ্গাদেবীর মন্দির আছে। শত শত তীর্থযাত্রী এই মন্দিরে ভাগীরথীর মূর্ত্তিদর্শনে আসিয়া থাকে। হিন্দুগণের বিশ্বাস, এইখান হইতেই গঙ্গা গোমুখী হইয়া ভারতবর্ষে অবতরণ করিয়াছেন। এই স্থান হিন্দুগণের মহাপুণ্যপ্রদ। এখানকার দেবীমন্দির সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৮৭৮ হাত উচ্চে অবস্থিত।

[গোমুখী দেখ।]

গঙ্গোড়ুম্ব (স্ত্রী) গঙ্গয়া উদ্ম্যতে উদ্‌-ম্ব কর্ম্মণি ঘঞ্‌। গঙ্গা-প্রবাহশূন্য জলাদি।

গঙ্গোদ্ভেদ (পুং) গঙ্গায়া উদ্ভেদ প্রথম প্রকাশো যত্র বহুব্রী। তীর্থবিশেষ। এই স্থানে পিতৃদেবতার তর্পণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়, এবং চরমে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।
"গঙ্গোদ্ভেদং সমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
বাজপেয়মবাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবেৎ সদা॥" (ভারত ৩।৮১ অঃ)

গঙ্গোল (পুং) মণিবিশেষ, গোমেদক। (হারাবলী)

গচ (দেশজ) স্থূল, মোটা, পুরু।

গচ্ছ (পুং) গম-ভাবে কিপ্‌ তুক্‌চ গন্তং গমনং ছ্যতি ছো-ক। ১ বৃক্ষ, গাছ। ২ লীলাবতীর শ্রেঢী ব্যবহারান্তর্গত গণিত-বিশেষ। [গণিত দেখ] ৩ জৈনধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে এক একটী শাখার নাম। [জৈন দেখ।]

গচ্ছিত (দেশজ) নিক্ষিপ্ত, ন্যস্ত, গচ্ছান।

গচ্ছান (দেশজ) নিক্ষিপ্ত, ন্যস্ত, গচ্ছিত।

গজ (পুং স্ত্রী) গর্জ্জতি মদেন মত্তো ভবতি গজ অচ্‌। ১ হস্তী, হাতী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্‌ হয়।

হস্তী বন্য জন্তু হইলেও মনুষ্যের বিশেষ উপকারী ও আদরণীয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্থানেই হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় অতি প্রাচীন কালেও হস্তীর সমধিক আদর ছিল এবং মানুষের অনেক প্রয়োজনে আসিত। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে হস্তীর উল্লেখ আছে, ইহা ছাড়া প্রাচীন প্রায় সকল গ্রন্থেই হস্তীর বিষয়ে অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ঋষিগণ মনুষ্যাদির ন্যায় হস্তীর জাতিভেদ, লক্ষণ, রোগ ও চিকিৎসা প্রভৃতির বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ এই তিন জাতীয় হস্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। যে হস্তীর দন্তের বর্ণ মধুর ন্যায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুবিভক্ত, দেহটী স্থূলও নহে, কৃশও নহে, কিন্তু অতিশয় বলশালী, অবয়বের গঠন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, মেরুদণ্ডটী দেখিতে ধনুকের ন্যায় এবং জঘনভাগটী শূকরের সদৃশ, তাহাকে ভদ্রজাতীয় হস্তী বলে।

যে হস্তীর বক্ষস্থল ও কক্ষাবলি শিথিল, উদর দীর্ঘ, গল-দেশ বৃহৎ, চর্ম্ম পুরু, পেট ও পুচ্ছমূল স্থূল, চক্ষু দুইটী সিংহের ন্যায়, তাহাকে মন্দ্র হস্তী বলে। যাহার অধর, লাঙ্গুল ও লিঙ্গ খর্ব্বাকৃতি, গলদেশ, দন্ত, শুঁড়, কাণ ও পা চারিখানি অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু চক্ষু দুইটী স্থূল, তাহাকে মৃগ বলে। যে সকল হস্তীতে মিশ্র লক্ষণ অর্থাৎ উভয় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কর-জাতীয় বলিতে হইবে। এই তিন প্রকার হস্তীর মধ্যে মৃগজাতীয় হস্তীর উচ্চতা ৫ হাত, দৈর্ঘ্য ৭ হাত এবং দেহের পরিমাণ ৮ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মন্দ্র হস্তীর উচ্চতা ৪ হাত, দৈর্ঘ্য ৬ হাত ও শরীর-পরিমাণ ৭ হাত। ভদ্র হস্তীর উচ্চতা ৩ হাত, দৈর্ঘ্য ৫ হাত ও শরীর-পরিমাণ ৬ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কর-জাতীয় হস্তীর পরিমাণের ঠিক নাই। সময়ে সময়ে হাতীর শরীর হইতে একপ্রকার জল (মদ) বাহির হয়, তাহাকে মদজল বলে। ভদ্রহস্তীর মদজল হরিদ্বর্ণ, মন্দ্রহস্তীর হরিদ্রা সদৃশ, মৃগহস্তীর মদজল কৃষ্ণবর্ণ এবং সঙ্কীর্ণজাতীয় হস্তীর মদ মিশ্র। যে সকল হস্তীর ওষ্ঠ, তালু ও বদন ঈষৎ রক্তবর্ণ, চক্ষু দুইটী দেখিতে চড়াই পাখীর চক্ষুর মত, দাঁতের অগ্রভাগ স্নিগ্ধ অথচ উন্নত, মুখ পৃথু ও আয়ত, মেরুদণ্ড ধনুকের ন্যায় উন্নত, প্রশস্ত ও অতিশয় নিমগ্ন এবং কুম্ভদেশ কূর্ম্মসদৃশ ও এক একটী রোমরেখাযুক্ত, যাহার কর্ণ, হনু, ললাট ও গুহ্যদেশ অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ, যাহার নখ ১৮টী বা ২০টী, দেখিতে কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় ক্রমোন্নত, যাহার শুঁড়টী তিনটী রেখাযুক্ত এবং গোল, যাহার লোমাবলি সুন্দর এবং যাহার মদ সুগন্ধ ও শ্বাসবায়ু হইতে পদ্মগন্ধ পাওয়া যায়, বরাহমিহিরের মতে সেই সকল হস্তীই উৎকৃষ্ট এবং রাজগণের ব্যবহারযোগ্য। যে সকল হাতীর অঙ্গুলিগুলি

অতিশয় দীর্ঘ, পুষ্করচিহ্ন রক্তবর্ণ, [illegible] [illegible] সজল জলদপটলের ন্যায় অতি গভীর এবং গ্রীবা-দেশ বৃত্তাকার ও আয়ত, মহীপালগণ সেই সকল হাতীই ব্যবহার করিবেন। মদহীন, কুব্জ, অতিশয় ক্ষুদ্র ও যে সকল হাতীর দন্ত মেষশৃঙ্গের ন্যায় বক্র, নখ সংখ্যায় অল্প বা অধিক; যাহার কোন একটী অঙ্গ বেশী বা কম, যাহার কোশকল (মুক) দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার শরীর পুষ্কর-চিহ্নহীন, কপিশ, নীল, মিশ্র বা কৃষ্ণবর্ণ, দাঁত ছোট ও বংকুণ, সেই সকল হাতী প্রশস্ত নহে। রাজা এই সকল হাতী পররাষ্ট্রে প্রেরণ করিবেন। (বৃহৎসংহিতা ৬৭ অঃ।)

বৈদ্যক মতে, গজারোহণ করিলে বায়ুপ্রকোপ বৃদ্ধি, অঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। (রাজবল্লভ।) কালিকা-পুরাণের মতে কামোন্মত্ত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে নাই, করিলে ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়। (কালিকা-পুরাণ ৮৯ অঃ।) জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, শতভিষা, স্বাতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, পূর্ব্বাষাঢ়া এই সকল নক্ষত্রে, রবি, শুক্র, বৃহস্পতি ও বুধবারে হস্তীতে গমন প্রশস্ত। মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর-লগ্নে, শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে এবং যদি সেই শুভ-গ্রহ যুক্ত বা শুভগ্রহ দৃষ্ট লগ্নে চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে গজগমনে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। শুভদিনে হস্তা, মূলা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, শতভিষা, অনুরাধা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, রবি, মঙ্গল ও শনি ভিন্ন বারে হস্তিক্রয়, হস্তিদর্শন ও হস্তিদান শুভকর। ইহা ছাড়া অপর সময়ে এবং শনিবারে ক্রয়াদি করিলে অমঙ্গল হয়। পরাশরসংহিতায় হস্তীর চারি জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ ও মিশ্র। ইহাদের লক্ষণ বরাহমিহির যেরূপ করিয়াছেন, পরাশরসংহিতায়ও প্রায় সেইরূপ একটু আধটু ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল স্থানের হাতী একরূপ হইত না। বনভেদে হাতীরও ভেদ হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে প্রাচ্য, কারুষ, দশার্ণ, মার্গবেয়ক, কালিঙ্গক, অপরান্তিক, সৌরাষ্ট্র ও পঞ্চনদ এই আটটী বনই হস্তীর আকর বলিয়া পরিগণিত হইত। বাসস্থান অনুসারে ইহাদের আকার-ব্যবহারেও ভেদ হইত। হিমালয়, গঙ্গা, প্রয়াগ ও লৌহিত্যের মধ্যে একটী বিশাল অরণ্য ছিল, তাহার নাম প্রাচ্যবন। এই বনের হাতীগুলি [illegible]বর্ণ, স্থিরমতাক্ষ, ইহাদের পার্শ্বদেশ ও নখগুলি দেখিতে অতিশয় বিশ্রী, পৃষ্ঠদণ্ড ও পুচ্ছমূল আয়ত এবং শুঁড় অপেক্ষাকৃত স্থূল, ইহারা দ্রুত বেগে চলিতে পারে না, কিন্তু দেখিতে চঞ্চল প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়।

[illegible], এবং ও গঙ্গাযমুনার এই তিন [illegible], [illegible] নাম কারুষ বা কারুষ। এই বনের হাতী শ্যামবর্ণ, অতিশয় বেগশালী, ইহাদের পাগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর, ইহারা তত বড়ও নহে, নিতান্ত ছোটও নহে। মহাগিরি, দশার্ণ, বিন্ধ্যা-টবী ও ইরাবতীর মধ্যে দশার্ণবন, এই বনে শ্যামবর্ণ ও পদ্মবর্ণ হাতী পাওয়া যাইত, ইহাদের অঙ্গুলি ও পুষ্কর অতিশয় দীর্ঘ, জঘন গোলাকার, শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ বিন্দুতে রঞ্জিত, চক্ষু মধুর ন্যায় রক্তবর্ণ, মুখ শির ও গ্রীবাদেশ স্থূল। ইহারা অতিশয় বলশালী। এই সকল হাতীর দন্তগুলিও অতিশয় বড়, ইহাদের ঘর্ম্ম বা মদ হইতে আম্রফলের গন্ধ পাওয়া যায়।

পারিপাত্র, বৈদিশ ও ব্রহ্মাবর্ত্ত বনের মধ্যে মার্গবেয়ক নামে একটী বন ছিল। এই বনে বলশালী অভিমানী বড় বড় হাতী বাস করিত। ইহাদের চক্ষুর রঙ মধুর ন্যায়, চামড়াও কিছু নরম, শুঁড়টী সুন্দর, গাত্রলোম স্নিগ্ধ ও শরীরের গঠন অতিশয় মনোহারী, লাঙ্গুলমূল তত বড় নহে।

বিপুল, সহ্যাদ্রি, দক্ষিণারণ্য ও উৎকলের মধ্যবর্ত্তী কালি-ঙ্গক বন। এইখানে শ্বেতহস্তী পাওয়া যাইত। ইহারা শীঘ্রগামী, স্থিরপদ ও বলশালী। ইহাদের চক্ষু দুইটী চড়াই পাখীর চক্ষুর ন্যায়, শরীরের রোম মৃদু ও অরুণ বর্ণ, পুচ্ছমূল অপেক্ষাকৃত ছোট। এই স্থানে আবার কখন কখন ঈষৎ পদ্মবর্ণ হাতী দেখা যাইত, তাহাদের পৃষ্ঠদণ্ড ধনুক সদৃশ, তালু জিহ্বা ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, জঘনদেশ বরাহের সদৃশ, নখগুলি নীচবৃত্ত, দাঁতের রঙ মধুর ন্যায়, গলা পীতবর্ণ ও খাট এবং শুঁড় একটী বৃহৎ সর্পের ন্যায়। ইহাদিগকে অতি সহজেই ধরিতে পারা যায়।

অপরান্তিকবন নর্ম্মদা, উদধিদেব ও দেশাক্ত (?) পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী। এই বনের হস্তীরা মানী, ধীর ও শ্যামবর্ণ, ইহাদের জঘন ও গলদেশ সুন্দর, দন্ত স্থূল ও আয়ত, মুখখানিও দেখিতে মন্দ নহে। চামড়া নরম, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ ও ক্রোড় রক্তবর্ণ ও দীর্ঘাকার, পৃষ্ঠের দণ্ডটী ধনুকের ন্যায়, ইহাদের মদ হইতে পদ্মগন্ধ বাহির হয়। এই বনের হাতী অপর বনে যাইতে ভালবাসে না।

দ্বারকা, অর্ব্বুদাবর্ত্ত ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী সৌরাষ্ট্রবন, এই বনে যে সকল হাতী পাওয়া যায়, তাহারা অতিশয় অল্পায়ু, দুর্ব্বাক ও বেগশালী। ইহাদের চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ, শরীর গঠন সুন্দর; কর্ণ, নখ ও শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং প্রাণান্তেও শিক্ষা গ্রহণ করিতে চাহে না।

হিমালয়, সিন্ধু ও কুরুজাঙ্গলের মধ্যে পঞ্চনদবন। এই বনের হস্তীর দন্ত শ্বেতবর্ণ, [illegible] ও [illegible], ইহাদের শরীর হইতে [illegible] [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

নিম্ন থাকে, ইহারা অনায়াসেই শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সকল স্থানেই যাইতে ভালবাসে। এইরূপ হস্তী সকলেই যে নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় তাহা নহে। অবস্থা ও লক্ষণ দেখিয়া ভাল বা মন্দ নিরূপণ করিতে হয়। (১)

পরাশরসংহিতায় হস্তীর নখ হইতে শুঁড় পর্য্যন্ত প্রত্যেক অবয়বেই শুভাশুভ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। এই কারণ পরাশর নিজেই বলিয়াছেন যে, কোথায়ও সর্ব্বলক্ষণযুক্ত হাতী দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব প্রধান যে কয়টী লক্ষণ তাহা দ্বারাই শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।" অনাবশ্যক মনে করিয়া সেই সকল সূক্ষ্মলক্ষণের কথা উল্লেখ করা হইল না, প্রধান প্রধান লক্ষণ কয়টাই লিখিত হইল।

হস্তীর শুঁড়টী লাঙ্গুল অপেক্ষা ক্ষুদ্র, অথবা লাঙ্গুলের সমান অতিশয় দীর্ঘ, ক্রমায়ত ক্ষুদ্র, অতিশয় স্থূল, রুক্ষ, ব্রণযুক্ত বা ক্ষুদ্র অঙ্গুলিযুক্ত হওয়া ভাল নহে। ইহার বিপরীত হইলে ভাল। শুঁড় পুচ্ছের সমান, ছোট বা অতিশয় বৃহৎ হইলে দুঃখপ্রদ, ক্ষুদ্র হইলে রোগকর ও অতিশয় স্থূল হইলে অর্থনাশক।

হস্তীর নয়নবেষ্ট দুইটী রোমহীন, অতিশয় স্থূল, অসমান ও শিথিল হইলে প্রচুর অমঙ্গল এবং রোমযুক্ত সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে স্বামীর সমৃদ্ধি হয়।

হস্তীর মুখের দুইপাশে যে দুইটী বৃহৎ দাঁত বাহির হয়, তাহাকেই এস্থলে গজদন্ত বলা যাইতে পারে। গজদন্ত দুইটী পরস্পর অসমান, সঙ্কীর্ণ, উন্নত, তৃণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, বক্র, হ্রস্ব, ধূসর, রুক্ষ, মৃদু, অধোগামী, মূল ও মধ্যে সরু, প্রান্তভাগ স্থূল, দীর্ঘ বা অতিশয় আয়ত হইলে দোষজনক। ইহাতে বাহক ও প্রভুর নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। হস্তীদন্ত সমান, স্নিগ্ধ, অসঙ্কীর্ণ পূর্ণ, ব্রণশূন্য, মুকুল সদৃশ, দৃঢ়, মৃণাল বা কুমুদের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইলে ভাল।

হস্তীর তালু, শ্বেতবর্ণ বা কষায়বর্ণ হইলে ভাল, ইহা ধন ও আয়ুবর্দ্ধক। হস্তীর ওষ্ঠসন্ধি দুইটী পরিমাণে ছোট হইলে মুখরোগ হয়। কিন্তু ১২ অঙ্গুল প্রমাণ হইলে সর্ব্ববিষয়ে সুখ হয়।

ওষ্ঠ লোমশূন্য শবলীযুক্ত, ঈষৎ তাম্রবর্ণ হইলে মুখরোগ হয় এবং দীর্ঘরোমযুক্ত, সম্পূর্ণ পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ, ১৬ অঙ্গুল লম্বা, ও ১২ অঙ্গুল আয়ত হইলে স্বামীর আয়ুবৃদ্ধিকর।

[illegible] বিষম, রোমহীন, দেহচ্ছায়া বিবর্ণ, সমান, কণ্ঠ ও পৃষ্ঠ হইতে অধিক, অসংপূর্ণ, ব্যক্ত, হ্রস্ব, পরিণামশূন্য এবং ক্ষুদ্র হইলে ভাল নহে। কুম্ভ দুইটী পরস্পর সমান, দীর্ঘরোমযুক্ত, বিশাল শিখরবিশিষ্ট, কর্ণমূল হইতে অর্দ্ধহস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সংহত ও স্থূল হইলে নানাবিধ সুখ হইয়া থাকে।

কর্ণ লোমশূন্য, ক্ষুদ্রচর্ম্ম ও ছিদ্রযুক্ত, শিরা সবলিত, সংকীর্ণ, বিষম, রুক্ষ, কঠিন, বক্র বা বর্ত্তুল হইলে হস্তীর আয়ু নাশ করে। নাড়ী শূন্য, বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, দুন্দুভির ন্যায় শব্দবিশিষ্ট, কপোলের আস্ফালনে দারুণ শব্দযুক্ত, চামরতুল্য, ময়ূর ও তালবৃন্তের সদৃশ হওয়া ভাল।

হাতীর কণ্ঠদেশ অবক্র, অদীন ও দীর্ঘ হইলে ভাল।

পৃষ্ঠদণ্ড অতিশয় উন্নত, বা নিম্ন বা খাট হইলে ভাল নহে। ১৬ অঙ্গুলি আয়ত ও অশ্বকলাকৃতি হওয়া ভাল। হস্তীর গাত্র পরস্পর সমানভাবে উন্নত বা মাংসযুক্ত, বিষম, হ্রস্ব, দীর্ঘ বা কেশযুক্ত হইলে অমঙ্গল হয়। ইহার বিপরীত ভাল।

হাতীর নখগুলি ক্ষুদ্র, কৃষ্ণবর্ণ, খণ্ডাকৃতি, রুক্ষ হইলে অমঙ্গল হয়। স্নিগ্ধ অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত হইলে ভাল।

হাস্তিচরণ হীন, রুক্ষ এবং তলভাগে অতিশয় মনোহর হইলে দুঃখকর হইয়া থাকে। কিন্তু দৈর্ঘ্যে একহস্ত ও কূর্ম্মাকার হইলে শুভজনক, ইহা ছাড়া আরও কত সূক্ষ্ম লক্ষণ মুনি ঋষিরা নির্ণয় করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হইলে পরাশরসংহিতা দ্রষ্টব্য।

মনুষ্যেরা যেরূপ পিতামহ ব্রহ্মাকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দেয়, মহাকায় হাতীরাও সেই প্রকারে ঐরাবত প্রভৃতিকে আপনাদের পিতামহ বা পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ আটটী। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক। ইহারা সকলে দিগ্গজ নামে বিখ্যাত। এই সকল দিগ্গজের বংশধর মহাকায় গজ পৃথিবীর বিশাল অরণ্যে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ইহাদের বংশমর্য্যাদাও নাকি দেখিতে পাওয়া যায়, আকারগত পার্থক্যও আছে। অষ্টদিগ্গজের বংশজাত বলিয়া হস্তীরাও আটভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে ঐরাবত বংশীয় হস্তীরাই শ্রেষ্ঠ। যে হস্তী শুভ্রবর্ণ লোমশূন্য, অল্পভোজী, বলবান্, অত্যন্ত বৃহৎ, যুদ্ধকালে ক্রোধস্বভাব, অন্য সময়ে নম্র, শীঘ্রজলপায়ী, লোম ও পুচ্ছে সুন্দরতাযুক্ত, যাহাদের দন্ত শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘ, লিঙ্গ ক্ষুদ্র অথচ পুষ্ট এবং যাহাদের শরীর হইতে প্রচুর ও উগ্র মদ জল নিঃসৃত হয়,

(১) "[illegible]।"
"[illegible]।" (পরাশর)

সেই হস্তীই ঐরাবতের বংশসম্ভূত। এইরূপ হস্তীর মস্তকে বিশুভ্রবর্ণযুক্ত ও সুগোল মুক্তা হয়। ইহারা রাজগণের অল্পপুণ্যে পৃথিবী স্পর্শ করে না, যুদ্ধকালে ইহাদিগের দন্ত ভগ্ন হইলেও পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যে কুঞ্জরের সর্ব্বাঙ্গ কোমল, পুচ্ছদেশ দণ্ডাকৃতি নহে, গণ্ডদেশ খর, সর্ব্বদাই মদস্রাবী ও ক্রুদ্ধ, বেগপ্রিয়, সর্ব্বভক্ষ, বলবান্ এবং দন্ত ও রসনা অতিশয় তীক্ষ্ণ, সেই হস্তীই পুণ্ডরীক দিগ্‌গজের বংশসম্ভূত। ইহাদের রেতঃ পদ্মের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, ইহাদিগের মদজল ও বমন অধিক হয় না। ইহারা জলপানে বেশী ইচ্ছা করে না এবং অত্যন্ত শ্রমেও ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। এই হস্তী যে রাজার গৃহে থাকে, তিনি সমস্ত পৃথিবীর শাসনে উপযুক্ত হন।

যে হস্তীর সমস্ত দেহ অত্যন্ত কর্কশ ও খর্ব্ব, যাহারা কখন কখন উন্মত্ত হয়, সর্ব্বদাই মদস্রাব করে, আহার করিলে বলবান্ ও বীর্য্যবান্ হয়, যাহারা জলপান করিতে বেশী ইচ্ছা করে না, যাহাদিগের গণ্ডস্থল অত্যন্ত লোমশ, দন্তদ্বয় বিরূপ, পুচ্ছ ও কর্ণ সূক্ষ্ম, তাহারাই বামন দিগ্‌গজের বংশ।

যাহার দেহ দীর্ঘ, শুঁড়টা স্থূল নহে, কিন্তু দীর্ঘ, দাঁত দুইটা কুৎসিত, শরীর সর্ব্বদাই মলযুক্ত, গণ্ডদেশ স্থূল, যাহারা বিবাদপ্রিয়, তাহারাই কুমুদ দিগ্‌গজের বংশজাত। ইহারা অপর হস্তীদিগকে দেখিতে পাইলেই মারিয়া ফেলে। মনুষ্যগণ প্রায়ই ইহাদের নিকটে ঘেঁসিতে পারে না।

যে কুঞ্জর স্নিগ্ধ দেহ, জলপানে অত্যন্ত অভিলাষী ও বৃহৎ; যাহার দাঁত ও শুঁড় ছোট, দন্তদ্বয় স্থূল এবং শ্রমদুঃখ সহিতে পারে, তাহারাই অঞ্জন নামক দিগ্‌গজের বংশোৎপন্ন।

যে হাতী সর্ব্বদাই জল ও রেতঃ পরিত্যাগ করে, যাহারা অনূপদেশে উৎপন্ন, যাহাদিগের পুচ্ছদেশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বেগ অতি প্রচণ্ড, সেই হাতীই পুষ্পদন্ত নামক দিক্‌কুঞ্জরের বংশসম্ভূত।

যে সকল হস্তী বহুলোমযুক্ত, বৃহৎ, অধিক পথ ভ্রমণ করিলেও শ্রান্ত হয় না, যাহারা আহার ও পান করিতে অতিশয়, পটু, মরুভূমিতে বিচরণ করিতে ভালবাসে, যাহাদিগের দেহ বৃহৎ ও কর্কশ, দাঁত দুইটা দীর্ঘ, কোমল ও তাম্রবর্ণ, কিন্তু অকর্ম্মণ্য, আহার অধিক, মূত্র বা পুরীষ অল্প, কর্ণদেশ বিস্তীর্ণ, রোমগুলি ও গণ্ডদেশ ক্ষীণ; তাহারাই সার্ব্বভৌম নামক দিগ্‌গজের বংশ। এই সকল হাতীতে বিশুদ্ধ মুক্তা পাওয়া যায়।

যাহাদিগের শুঁড় লম্বা, দেহ অবনত, বেগ প্রচণ্ড, যাহারা ক্রোধী, সর্ব্বদা জলপানাভিলাষী ও হস্তিনীপ্রিয়, মুখদেশ পুচ্ছ ও দন্ত ক্ষীণ, গণ্ডদেশ বৃহৎ, কাণদুইটা প্রায়ই খাড়া থাকে, গাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অধিক রোম দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা সুপ্রতীক দিগ্‌গজের বংশসম্ভূত। এই সকল হাতীর মাথায় বড় বড় মুক্তা পাওয়া যায়।

প্রাচীন আর্য্যগণের মতে, মনুষ্যের ন্যায় হাতীরাও আবার চারিভাগে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহাদের এক-জাতি হইতে উৎপন্ন হস্তীকে শুদ্ধ বলে। শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট হস্তীর যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এক বিশুদ্ধ হস্তীতে তাহার সমস্তই থাকিবে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ জাতীয় হস্তী হইতে যে হস্তী উৎপন্ন অথচ ব্রাহ্মণজাতীয় হস্তীর লক্ষণযুক্ত ও বলবীর্য্যবান্, তাহাকে জারজ বলে। দুইটা বিজাতীয় হস্তী হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাকে শূদ্র বলে। ব্রাহ্মণজাতীয় ও জারজ হইতে যে হস্তী জন্মিয়াছে, তাহাকে উদাত্ত বলে। এই প্রকার পরস্পরের সংযোগে অনেকপ্রকার হস্তীজাতির উৎপত্তি হয়। যিনি এই হস্তীজাতির ভেদ সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, পরাশর বলেন, তিনি রাজার অমাত্যপদ পাইবার উপযুক্ত।

যে হস্তী বিশালদেহ, পবিত্র ও অল্পভোজী, সেই হস্তী ব্রাহ্মণজাতীয়। যাহারা বলিষ্ঠ, বিশালদেহ ও ক্রুদ্ধ, তাহারা ক্ষত্রিয়জাতীয়। অপর দুইজাতি মিশ্রলক্ষণ।

গজপরীক্ষা।—অপরাপর পণ্য দ্রব্য বা ব্যবহার্য্য দ্রব্য যেরূপ পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ হাতীও পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করা উচিত। সর্ব্বপ্রথমে হস্তীর বল পরীক্ষা করিবে; রূপে গুণে উৎকৃষ্ট হইলেও যদি বলহীন হয়, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করিবে না। যে হাতী ১৮০০০ পল পরিমাণ সোণা অথবা তামা লইয়া বেগে ১০ যোজন বা ৪০ ক্রোশ রাস্তা চলিলেও ক্লান্ত হইয়া পড়ে না, সে হাতীই উত্তম বলশালী। যে হাতী ১০০০০ হাজার পল পরিমিত সোণা বা তামা লইয়া ৭ যোজন বা ২৮ ক্রোশ পথ চলিয়াও শ্রম বোধ করে না, সেই হাতীকে মধ্যবল বলা যাইতে পারে। যে হাতী ঐরূপ ১০০০০ হাজার পল ভার লইয়া পাঁচযোজন বা ২০ ক্রোশ পথ যাইতে পারে, তাহাকে হীনবল বলে। ২½ হাত মোটা একটা স্তম্ভের চারিহাত মাটির মধ্যে প্রোথিত করিবে, যে হাতী ঐ স্তম্ভটীকে ভাঙ্গিয়া বা উঠাইয়া ফেলিতে পারে, সেই হাতীই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বের ন্যায় স্থূল স্তম্ভের ৩½ হাত হইতে মাটির মধ্যে প্রোথিত করিবে এবং উপরেও ৭ হাত স্তম্ভ থাকিবে, যে বলবান্ হস্তী সেই থামটীকে ভাঙ্গিতে পারে বা অনায়াসে উঠাইয়া দূরে ফেলিতে পারে, তাহাকেই মধ্যবল বলে। পূর্ব্বে যে স্থূলস্তম্ভের কথা বলা হইয়াছে, তাহার

অর্দ্ধপরিমিত স্থূলতাবিশিষ্ট থামের ৩ হাত মাটিতে প্রোথিত করিবে ও উপরে ৬ হাত রাখিবে। যে হস্তী এই থামটীকে ভাঙ্গিতে পারে বা উঠাইয়া ফেলিতে পারে, তাহাকে হীনবল বলে। এই প্রকার বলপরীক্ষা দ্বারা হস্তী যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যে কিরূপ উপযুক্ত ও বলশালী হইবে, তাহার পরীক্ষা করিতে হইবে। শুভদিনে শুভলগ্নে হাতীকে গৈরিক রঙে রঞ্জিত করিয়া কর্ণে চামর শঙ্খ প্রভৃতি মনোহর কর্ণভূষণ পরাইয়া দিবে। হস্তিপক হস্তী চালাইতে আরম্ভ করিবে এবং উভয় পার্শ্বে সহস্র সহস্র লোক কোলাহল করিতে থাকিবে। যে হস্তী হস্তিপকের অঙ্কুশাঘাতে উৎসাহিত হইয়া মুখ উন্নত করিবে এবং হেলিয়া দুলিয়া পা ফেলিয়া চলিতে থাকিবে, যাহার বেগ দ্রুত আস্ফোটে দন্তে কড়মড়ি শব্দ হইবে, অঙ্কুশাঘাতে যে কিছুমাত্রও বেদনা অনুভব করে না, যে হাতী কখনও রণস্থল হইতে পলায়ন বা ভয়ে প্রত্যাগমন করে না, যাহার কণ্ঠনাদে সমস্ত দিগ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠে, এবং মদজলস্রাবে যাহার কপোল পূর্ণ হয়, সেই হাতীই বলশালী জানিবে। যে হাতী গজমালাযুক্ত পদাতি ও অশ্বসমূহের কোলাহল শুনিতে পাইলে রোষে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ণ পল্লব নিশ্চল ও বিস্তারিত করিয়া অতি দ্রুতবেগে বিপক্ষ দলের প্রতি গমন করে, ঋষিরা তাহাকেও প্রকৃত বলশালী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। যে সকল কুঞ্জরগণের সিংহাক্রান্ত বন্যজন্তু দেখিলেও ভীতির সঞ্চার হয় না, যাহারা কৃত্রিম হস্তীদিগকে অনায়াসেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তাহারাই উত্তম। যাহারা বড় বড় পক্ষী শ্রেণীর শব্দে বা দাবানলে ভীত না হইয়া নিঃশব্দে অবলীলাক্রমে বনে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহারা মধ্যম এবং যাহারা ভয়ে আরোহীকে পৃষ্ঠে লইতে চাহে না, মাথা হেঁট করিয়া থাকে, সেই হাতীগুলি একেবারে নিকৃষ্ট। প্রাচীন ঋষিরা উৎকৃষ্ট হস্তীকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—১ রম্য, ২ ভীম, ৩ ধ্বজ, ৪ অধীর, ৫ বীর, ৬ শূর, ৭ অষ্টমঙ্গল, ৮ সুনন্দ, ৯ সর্ব্বতোভদ্র, ১০ স্থির, ১১ গম্ভীরবেদী, ১২ বরারোহ।

যে হস্তীর শরীর গঠন অতিশয় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, দাঁতগুলি মনোহর, শরীর বৃহৎ ও তেজস্বিতাপূর্ণ এবং দেখিতে অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট, তাহাকে রম্যক বলে, ইহারা সম্পত্তির বৃদ্ধি করে।

যে হস্তী অঙ্কুশাদির দারুণ প্রহারেও বেদনা অনুভব করে না এবং শুভ লক্ষণযুক্ত, তাহাকে ভীম বলে, ইহারা রাজার সর্ব্বার্থসিদ্ধি করে।

যে হস্তীর শুঁড় হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত একটী রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শুভহস্তীকে ধ্বজ বলে, ইহা সাম্রাজ্য ও দীর্ঘজীবনদায়ক।

যাহার কুম্ভ দুইটা পরস্পর সমান, দেখিতে [illegible], আবর্ত্তবিশিষ্ট ও আবর্ত্তস্থানে উন্নত, সেই কুঞ্জরকে অধীর বলে। এই হস্তী রাজাদিগের অমঙ্গল।

যে কুঞ্জরের পৃষ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত আবর্ত্ত থাকে, দেহ পুষ্ট ও বলশালী, তাহাকে বীর বলে। ইহাতে রাজাদিগের অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি হয়।

যে হস্তীর পরিমাণ বৃহৎ, দেহ পুষ্ট, দন্ত ও গণ্ডদেশ মনোহর, আহার করিলেই পরিশ্রম বোধ হয় ও যাহার বল অতিশয়, সেই হস্তীকে শূর বলে। ইহাতে রাজলক্ষ্মীর বৃদ্ধি হয়।

যাহার দন্তযুগল নখ ও পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ, যাহার শরীরে শ্বেতবর্ণ রেখা থাকে, যাহার কুম্ভ, চক্ষু ও পুংচিহ্ন রক্তবর্ণ, সেই হস্তীকে অষ্টমঙ্গল বলে। এই অষ্টমঙ্গল হস্তী যাহার ঘরে থাকে, তিনি সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলের অধীশ্বর হইতে পারেন। এ হস্তী যথায় বাস করে, তথায় অরিষ্ট বা অনীতি থাকে না এবং তথা হইতে শতযোজন পর্য্যন্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। কলিকালের রাজগণের পুণ্যের অংশটা বড়ই কম, কাজেই এযুগে আর অষ্টমঙ্গল হস্তী দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে হস্তীর মাংস ভেদ করিলে, কি রক্তস্রাব হইলে [illegible] অথবা মাংস কাটিয়া লইলেও জানিতে পারেনা অর্থাৎ গ্রাহ্য [illegible] করে না, তাহাকেই গম্ভীরবেদী হস্তী কহে।

দন্তদ্বয়, শুণ্ড, কুম্ভদ্বয় এবং দেহ ও গণ্ড মধ্যে [illegible] বা গণ্ডদ্বয়ে আবর্ত্ত থাকিলে সেই হস্তী শুভলক্ষণাক্রান্ত হয়। যে সকল হস্তীর গণ্ডদেশ নিরন্তর মদস্রাবে পরিপ্লুত [illegible] থাকে, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ প্রহারেও যাহাদিগকে নিবারণ করিতে [illegible] কষ্ট হয়, যাহারা অপর হস্তী দেখিলেও রাগে ফুলিয়া উঠে [illegible] যাহাদের শব্দ সজলজলদপটলের ন্যায় গম্ভীর, সেই সকল হস্তীবীর [illegible] রাজাদিগের সুখকর হইয়া থাকে।

দুষ্ট হস্তী বিংশতিভাগে বিভক্ত—১ দীন, ২ আকা[illegible], ৩ [illegible], ৪ বিরূপ, ৫ বিকর্ণ, ৬ খর, ৭ বিমদ, ৮ [illegible] বলিনাক, ৯ কাক, ১০ ধূম্র, ১১ জটিল, ১২ অজিনী, ১৩ [illegible], ১৪ খিন্নী, ১৫ হস্তাবর্ত্ত, ১৬ মহাভয়, ১৭ রাক্ষস, [illegible] অনুযুবণী, ১৯ ভালী, ২০ নিঃসত্ত্ব। [illegible]

যাহার দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ ও প্রভাশূন্য এবং [illegible] সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত ক্ষীণ, সেই হস্তীকে দীন বলে। [illegible] এবং [illegible] গৃহে থাকিলে রাজাকে দরিদ্র হইতে হয়। [illegible]

যাহার শুঁড় খর্ব্ব, পুচ্ছ বৃহৎ ও নিশ্বাসবেগ অল্প, তাহাকে ক্ষীণ বলে। ইহা গৃহে থাকিলে ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়।

যাহার কুম্ভ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ বা পার্শ্বদ্বয় পরস্পর অসমান, সেই হস্তীকে বিষম কহে। ইহা সর্পের ন্যায় ক্ষয়কারক।

যাহার স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ক্ষীণ ও পশ্চাদ্ভাগ স্থূল, তাহাকে বিরূপ হস্তী কহে। ইহা ঘরে থাকিলে রাজার রাজ্যচ্যুতি ও বলহানি হয়।

অনেক তোলেও যাহার মদক্ষরণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যে হস্তী যুদ্ধসময়ে বলপ্রকাশ করে না, তাহাকে বিকল কহে, এইরূপ হস্তীকে পরিত্যাগ করা উচিত।

যাহার শরীরে খরতা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় এবং দাঁত ও শুঁড়টী অপেক্ষাকৃত ছোট; তাহাকে খর বলে। ইহা গৃহে স্থান পাইলে কুলক্ষয় হয়।

যে হাতীর মদস্রাব একবারেই হয় না, হইলেও অকালে হয় এবং যে হস্তী দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত ও অবশ, তাহাকে বিমদ বলে। ইহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

যে হস্তীর পরিমাণ লঘু, অঙ্গসকল ক্ষীণ, শুঁড়, শিরা ও উদর অপেক্ষাকৃত ছোট, যে ব্যগ্রভাবে অবিশ্রান্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যাহার চক্ষু হইতে অনবরতই মল নির্গত হয়, যাহার কোমর ও পুচ্ছের অগ্রভাগে আবর্ত্ত বা মণ্ডল থাকে, যাহার লিঙ্গ নিশ্চেষ্ট অথচ সর্ব্বদা বহির্গত থাকে, তাহাকে ধ্যাপক হস্তী বলে। ইহা হস্তীর মধ্যে অতিশয় নিকৃষ্ট। যিনি আপনার শ্রীবৃদ্ধি ও শরীরের আরোগ্য অভিলাষ করেন, সেই নরপতি এই ধ্যাপক হস্তীকে দর্শনও করিবেন না।

যে হস্তীর শঙ্খদেশ অর্থাৎ ললাটস্থ অস্থিফলকদ্বয় ভগ্ন, যাহার স্কন্ধদেশ অতিশয় উচ্চ, সেই হস্তীকে কাক বলে। ইহা প্রভুর মৃত্যুকারক।

যে হাতীর দাঁত দুইটী বিষম ললাটাস্থিগত শুভবিরোধী, স্বয়ং ভিন্ন বা বিদীর্ণ এবং শূন্যান্তর, সেই গজাধমকে ধূম্র বলে। ইহার ফল কাকের সমান।

যে হস্তীর মস্তকের কেশ কর্কশ, রুক্ষ ও জটার ন্যায় আকারধারী, তাহাকে জটিল হস্তী বলে। ইহাতে ধনক্ষয় হয়।

যাহা ত্বক বা গাত্রচর্ম্ম লম্ব বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে অজিনী বলে। ইহা দ্বারা রাজার ভূমিক্ষয় ও ধনক্ষয় হয়। যিনি শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী, তিনি এই জাতীয় হস্তীকে স্পর্শ বা দর্শন করিবেন না।

যে হস্তীর দেহে একটী, দুইটী বা অনেকগুলি মণ্ডল থাকে এবং সেই মণ্ডলগুলি যদি বিরূপ বা উন্নত হয়, তবে সেই হস্তীকে মণ্ডলী কহে। ইহা কুলনাশক।

সেই মণ্ডলগুলি যে হস্তীর শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শিত্রী বলে। ইহা গৃহে থাকিলে ধননাশ হয়।

যে হস্তীর হৃদয়ে, উদরে, ত্রিকদেশে, পুচ্ছমূলে, অন্তদেশে, লিঙ্গে বা পদে আবর্ত্তগুলি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে হতাবর্ত্ত বলে। ইহা রাজাদিগের লক্ষ্মীশ্রী বিনাশ করে এবং নরপতিকে রোগী, প্রবাসী বা উপদ্রুত করিয়া তোলে।

যে হস্তীর গমনকালে জানুদ্বয় মুহুর্মুহু পরস্পর সংঘর্ষণ হইতে থাকে, তাহাকে মহাভয় বলে। এই হস্তী সকল লক্ষণযুক্ত ও গুণশালী হইলেও ইহাকে পরিত্যাগ করা উচিত। মহাভয় হস্তী গৃহে থাকিলে রাজ্য, ধন, কুল, সৈন্য, মিত্র, পত্নী ও প্রজা দৃষ্টিমাত্রেই নষ্ট হয়। ইহা যে দেশে থাকে, তথাকার লোকও দিন দিন বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সেই স্থানে বহ্নিভয়, ব্যাধিভয় ও অগ্নিভয় উপস্থিত হয়।

যে হস্তী অত্যন্ত তাড়িত হইয়াও গমন করিতে চাহে না, যাহার পৃষ্ঠ হইতে উদর পর্য্যন্ত গোলাকার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, চলিবার সময় অগ্রপদের স্থানে পশ্চাৎপদ পতিত হয়, তাহাকে রাষ্ট্রহা বলে। যে রাজা আপনার শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষ করেন, তিনি এইরূপ হস্তীকে রাজ্য হইতেও তাড়াইয়া দিবেন। এই হস্তী যে রাজ্যে বা যে প্রদেশে বাস করে, অল্প দিন মধ্যেই তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যাহার পদ কয়খানি পরস্পর অসমান, দাঁত দুইটী বিষম, পঞ্জর সকলের মধ্যে একটী, দুইটী বা সমস্তগুলিই ভগ্ন, যাহার দন্তদ্বয় নড়িয়া থাকে বা বহে না এবং যাহার কুম্ভ দুইটী শ্বেতবর্ণ, সেই হস্তীর নাম মুষলী। ইহা রাজ্যে থাকিলে রাজ্য, দুর্গ, সৈন্য ও অমাত্যগণের বিনাশ হয়। এইরূপ দুষ্ট হস্তী একান্তই পরিত্যাগ করা উচিত।

যে হাতীর কপালের চামড়া অতিশয় কর্কশ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে জালী বলে। ইহা স্বামীর কুল ও ধনক্ষয় করে।

যে হস্তীর শরীর পুষ্ট ও বিশাল, দন্ত দুইটী সুন্দর, যে হাতী রণসাজে সজ্জিত, উৎসাহিত ও বাহক কর্ত্তৃক চালিত হইয়াও যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না, তাহাকে নিঃসত্ত্ব বলে। হাতীর যত প্রকার দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই দোষই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

রাজগণ দুষ্ট হাতী কখনই অবলোকন করিবেন না। ইহাদিগকে পর রাজ্যে প্রেরিত রাখিবেন বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করিবেন অথবা শত্রু রাজাদিগকে বা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবেন। যদি কোন সময়ে দুষ্ট হাতী রাজার দৃষ্টি-

গোচর হয়, তবে ব্রাহ্মণকে শত গো দান করিবেন অথচ নগরীকে, আপনাকে বা পুত্রকে নীরাজিত করিবেন। দেব-সূক্ত মন্ত্রদ্বারা দশহাজার হোম বা তৎপ্রতীকারের নিমিত্ত অগ্নিতে তিলহোম করিবেন। ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে যে চারি প্রকার হস্তী আছে, তাহারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিজাতির পক্ষে বাহনকার্য্যে যথাক্রমে শুভপ্রদ।

মনুষ্যের আয়ুঃ নির্ণয় করিবার যেরূপ নানাবিধ লক্ষণ আছে, হাতীর আয়ুঃ নির্ণয় করিবার জন্যও প্রাচীন আর্য্য-চিকিৎসকগণ কতকগুলি লক্ষণ স্থির করিয়াছেন। সেই লক্ষণগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত, বাহ্য ও আভ্যন্তর। আভ্যন্তর লক্ষণ যোগিগণ একমাত্র যোগবলেই অবলোকন করিয়া থাকেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাহ্য-লক্ষণ দ্বাদশটী। যথা—হস্তগত, বদনাশ্রিত, বিষাণস্থ, শিরস্থ, নয়নগত, কর্ণাশ্রিত, কণ্ঠস্থ, গাত্রস্থিত, চরণস্থিত, অপরাজ-স্থিত, কান্তিস্থ ও সত্ত্বস্থিত। এই সকল লক্ষণ আবার ক্ষেত্র নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ভদ্রজাতীয় হস্তীর পূর্ণ-আয়ুঃ ১২০ বৎসর, মন্দ্রজাতীয়ের ৪০ বৎসর এবং মিশ্রজাতী-য়ের অনিয়ত। পূর্ব্বে যে দ্বাদশ লক্ষণের উল্লেখ করা হইল, সেই দ্বাদশটী লক্ষণ থাকিলেই হাতীর পূর্ণায়ুঃ হইয়া থাকে এবং হীন হইলে আয়ুরও ন্যূনতা হয়। হস্তগত লক্ষণের অভাব হইলে ১০ বৎসর আয়ুঃ কমিয়া যায়, এই প্রকার যে কোন দুইটী লক্ষণ হ্রাস হইলে ২০ বৎসর, তিনটী হীন হইলে ৩০ বৎসর এবং চারিটী হীন হইলে ৪০ বৎসর আয়ুঃ কমিয়া যায়। এই প্রকার এক একটী লক্ষণের অভাবে ১০ বৎসর করিয়া আয়ুর ক্ষয় হইয়া থাকে। এই লক্ষণগুলি হাতীর দুষ্ট লক্ষণের দোষও দূর করিয়া থাকে। পদ লক্ষণ থাকিলে দন্তদোষ বিনষ্ট হয়। এই প্রকার দন্তলক্ষণ বাহিত্থদোষ, বাহিত্থলক্ষণ নেত্রদোষ, নেত্রলক্ষণ তালুদোষ ও তালুলক্ষণ শুক্রদোষ নষ্ট করে। এই প্রকার অপরাপর স্থানের লক্ষণেও অপরাপর দোষ নিবারণ করিয়া থাকে।

স্থানভেদে, দেশভেদে এবং আহার ও বাতপিত্তভেদে হস্তীশরীরের বিভিন্ন বর্ণ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে সিন্দূর, শঙ্খ, বৈদূর্য্য, বিদ্যুৎ, স্বর্ণ বা ইন্দ্রনীল বর্ণের হাতীই ভাল। অতিশয় শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ বা শুক এবং ময়ূরসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইরূপ হাতী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচ্য বনে ইহার দুই একটী হাতী কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শৃগাল, অঙ্গার, ভস্ম, অহি, পঙ্ক, মঞ্জিষ্ঠা বা আম্রপুষ্প তুল্য বর্ণের হাতী ভাল নহে, ইহাতে নানা রকমের উৎপাত হইবার সম্ভাবনা।

মনুষ্যের যে সকল ব্যাধি আছে, হস্তীদিগেরও সেই সকল ব্যাধি হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসাও মনুষ্যের ন্যায় করা কর্ত্তব্য। গরুড়পুরাণের মতে মনুষ্যকে যে মাত্রায় ঔষধ সেবন করাইতে হয়, হাতীকে তাহার চতুর্গুণ মাত্রায় ঔষধ সেবন করাইবে। বনে হস্তী বা হস্তিনী পীড়িত হইলে সংস্কারবশে আপনারাই ঔষধ অন্বেষণ করিয়া লইয়া সেবন করে। হাতীর পেটে প্রায়ই কৃমি হইয়া থাকে। হস্তীরা জানে ক্রিমির ঔষধ কর্দ্দম। কৃমি হইলে তাহারা কাদার গোলা পাকাইয়া খাইয়া ফেলে। গৃহপালিত হস্তীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও প্রাচীন চিকিৎসকগণ নিরূপণ করিয়াছেন। মনুষ্যের পীড়া হইলে যেরূপ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতে হয়, হস্তীর পীড়া হইলেও সেইরূপ করিবার বিধান আছে। (অগ্নিপু° ৩০১ অঃ)

প্রাচীন আর্য্যগণ হস্তীর যে সকল লক্ষণ, শান্তি ও ঔষধাদি নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই স্থানে উল্লেখ করা হইল, বিশেষ জানিতে হইলে, পরাশর, বৃহস্পতি-সংহিতা, যুক্তিকল্পতরু, পালকাপ্য, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনকালে ভারতে যে সকল স্থানে হস্তীর বসবাস ছিল, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এসিয়া ও আফ্রিকা এই উভয় স্থানকেই হস্তীর আকর বলা যাইতে পারে। দুই স্থানেই হস্তীর আকার ও গঠনগত বিলক্ষণ ভেদ আছে। দেখিলেই আকারগত ভেদ অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। ইহাদের আভ্যন্তরিক গঠন-প্রণালীরও তারতম্য আছে।

এসিয়ার হাতী।

এসিয়ার মধ্যে সিংহল, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, মলয় উপদ্বীপ ও পূর্ব্বদ্বীপের পার্ব্বত্য ও জঙ্গলময় ভূভাগেই হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৮-

হাজার ফিট উর্দ্ধে ও দাক্ষিণাত্যে ৪৫ হাজার ফিট উর্দ্ধ পর্ব্বতশৃঙ্গে হস্তীর দল বিচরণ করিয়া থাকে।* দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগ, পূর্ব্ব-হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী বনময়স্থান, নেপাল, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম, ভারতের এই সকল স্থানেই হস্তী পাওয়া যায়। এই সকল স্থানের হাতীর মধ্যে আবার আকার গঠনের তারতম্য আছে। ১৮ বৎসর কিম্বা ২৪ বৎসরে হস্তী যত পরিমাণ উচ্চ হয়, তাহার পরে আর তাহা অপেক্ষা বেশী বাড়ে না। হাতীর সম্মুখের পা দড়ি দিয়া দুইবার মাপিলে যতটা হইবে, ততটাই হাতীর খাড়াই হইয়া থাকে। সিংহলের হাতী সচরাচর ৯ ফিট উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোনটা ৯ ফিট ছাড়াইয়াও যায়। জাপানে একবার একটা ধরা পড়ে, তাহার উচ্চতা ১২ ফিট ১ ইঞ্চি। ভারত এবং সিংহল অপেক্ষা অপরাপর উপদ্বীপে হস্তীর সংখ্যা অনেক বেশী। সেই সকল স্থানে মনুষ্য-বাস বিরল বলিয়া ইহাদের বিচরণপক্ষে কোন রকম ব্যাঘাত হয় না। হস্তিদল সেই সকলস্থানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে বলিয়া ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। রুষজার 'পিটর দি গ্রেটে'র সময় পারস্যের শাহ সেণ্টপিটার্স-বর্গে যে হস্তিকঙ্কালটী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার উচ্চতা ১২ হাত। ইহা অপেক্ষা উচ্চ হস্তী হইতে পারে কি না এ পর্য্যন্ত তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। হস্তী জন্মকালে প্রায় ১৷৷০ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। একজন সাহেব একটী ভারতীয় হস্তীশাবককে ৭ বৎসরকাল পুষিয়াছিলেন। তিনি সাত বৎসরে তাহার এইরূপ উচ্চতা নিরূপণ করিয়াছিলেন—

১ বৎসরে ৩ ফিট ১০ ইঞ্চি, ২য় বৎসরে ৪ ফিট ৬ ইঞ্চি, ৩য় বৎসরে ৫ ফিট, ৪র্থ বৎসরে ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি, ৫ম বৎসরে ৫ ফিট ১০ ইঞ্চি, ৬ষ্ঠ বৎসরে ৬ ফিট ১৷৷০ ইঞ্চি, ৭ম বৎসরে ৬ ফিট ৪ ইঞ্চি।

অনেকেরই বিশ্বাস, ৭ ফিট উচ্চ হস্তী কার্য্যের যোগ্য, কিন্তু ৯ ফিট বা ১০ ফিট উচ্চ হস্তী যুদ্ধের নিমিত্ত শিক্ষিত হইয়া থাকে। টিপুস্থলতানের সময়, কাপ্তেন সিডনি যে সকল হাতীর পরিচালনা করেন, তাহারা প্রায়ই ৯৷৷০ ফিট উচ্চ ছিল। হাতীর দৈর্ঘ্য লাঙ্গুল হইতে মুখ পর্য্যন্ত ১৫ ফিট ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

হাতীর পিঠে একটী কুঁজ হয়, বাল্যকালে কুঁজটী বড় থাকে। হাতী যত বড় হইতে থাকে, কুঁজটীও তত কমিয়া আইসে। অনেকেই ঐ কুঁজ দেখিয়া হাতীর [illegible] বা [illegible] বুঝিয়া লইতে পারে। [illegible] হস্তী অপেক্ষা বাঙ্গালার হস্তী অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, কার্য্যনিপুণ ও সুসাহসী। চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরা অঞ্চলের হাতীই অল্পকাল আমাদের ইংরেজরাজের যুদ্ধের আনুকূল্য করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের দক্ষিণ অংশ, ব্রহ্ম এবং পেগুরাজ্যের হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে যখন ত্রিপুরা চট্টগ্রামের অন্তর্গত ছিল, তখন ঠিকাদারদের হাতে ইংরাজের সামরিক বিভাগে হাতী যোগাইবার ভার দেওয়া হয়, তাহাদের উপর কঠোর আদেশ ছিল যে, ত্রিপুরার উত্তর অঞ্চলের কোন হাতী যেন সামরিক বিভাগ ভিন্ন অন্য কোথাও পাঠান না হয়। ইহাতে জানা যায় যে, উক্ত প্রদেশের জলবায়ু হস্তীর বলবিধান পক্ষে বড়ই উপযোগী এবং তথাকার হস্তী বৃহৎ, উৎকৃষ্ট ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মলবার ও কুর্গরাজ্যের মধ্যে যাহারা হস্তী দেখিতেন, ত্রিপুরা বা চট্টগ্রামের হস্তী দেখিতে তাহাদের পক্ষে বড় সুবিধা হইত না, মলবারের হস্তী সিংহলের হস্তী অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। বোধ হয়, তাহারা তৎকালে সিংহলের হস্তীই উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করিতেন। এই কারণে অনেকের ধারণা আছে যে, সিংহলের হস্তী বাঙ্গালার হাতী হইতে উৎকৃষ্ট।

সিংহলের জঙ্গলে অপরাহ্ণ চারিটার সময় মাতঙ্গগণ দলে দলে বাহির হয়। তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে বিচরণ করিয়া রাত্রি ৭৷৷০, ৮টার সময় গহনবনে চলিয়া যায়। তাহারা যতক্ষণ বাহিরে থাকে, ততক্ষণ আক্রমণের ভয়ে চকিত হইয়া থাকে, একবার বনমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে আর তাহাদের কোন ভয় থাকে না।

হস্তিনীরা ১৬ বৎসর বয়সে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয়। হস্তীর পরমায়ু ১২০ বৎসর। বেকারসাহেব বলেন, হস্তী ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। সিংহলে তিন শত হাতীর মধ্যে একটী হাতীর দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ছোট ছোট হস্তীরই দাঁত থাকে। হস্তীরা দল বাঁধিয়া বেড়ায়, সচরাচর ঐ দলে ৮টা করিয়া হাতী থাকে, কখন কখন এক এক দলে ৫০ হইতে ৮০টী পর্য্যন্ত হাতীও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দলেই হস্তী অপেক্ষা হস্তিনীর সংখ্যা অধিক। অনেক সময়ে দলে কেবল একটীও হস্তী থাকে, আবার কখন কখন কেবল হাতীর দলও দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তিনী অপেক্ষা হস্তী বৃহৎ, ভয়ানক ও নির্দ্দয়।

ব্রহ্ম ও শ্যামরাজ্যে শ্বেত হস্তী পাওয়া যায়, ইহার বর্ণ ঠিক শাদা আলোয়ানের মত। শ্যামবাসীদের বিশ্বাস যে, শ্বেতহস্তী পালন করিলে রাজার শ্রীবৃদ্ধি ও রাজ্যের উন্নতি হয়। এই কারণে সেইরাজ্যে শ্বেতহস্তীর পূজা হইয়া

থাকে। ব্রহ্মরাজ্যেও শ্বেতহস্তীর পূজা হয়। ব্রহ্ম ও শ্যামরাজের অন্যতম উপাধি শ্বেতহস্তিরাজ। এই দেশবাসীরা ভক্তিপূর্ব্বক শ্বেতহস্তীর গলায় মাল্য, চন্দন দিয়া নানাবিধ উপচারে তাহার পূজা করিয়া থাকে। সে দেশে শ্বেতহস্তীর বাস্তবিকই রাজভোগ। শ্বেতহস্তীকে স্বর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। রাজা কখনও ইহার উপরে আরোহণ করেন না। শ্বেতহস্তী অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ একটা শ্বেতহস্তী পাইয়াছিলেন। এই হস্তীটা ১০ ফিট উচ্চ, ইহার মস্তকটা বড়ই সুন্দর! পূর্ব্ব ও মধ্য আফ্রিকার ইনারিয়া নামক স্থানেও শ্বেত হস্তীর যথেষ্ট সম্মান ও পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভারতের কান্যকুব্জেও শ্বেত হস্তীর সমাদর ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র মুহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার শ্বেতহস্তীটী মুহম্মদ ঘোরীর হস্তগত হয়।

পেগু অঞ্চলে যে হাতী পাওয়া যায়, আফ্রিকার হাতী তাহা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আফ্রিকার হস্তীও বিলক্ষণ বলশালী ও প্রিয়দর্শন। সেখানে এক একটা ১৪ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। সেনানী মেজর ডেন্‌হাম মধ্য আফ্রিকার হাতীর উচ্চতা ১২ ফিট ১৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন।

এসিয়ার হস্তী আফ্রিকার হস্তী হইতে অনেক উৎকৃষ্ট। আফ্রিকাদেশীয় হস্তীর কর্ণদ্বয় এসিয়াদেশীয় হস্তীর কর্ণ
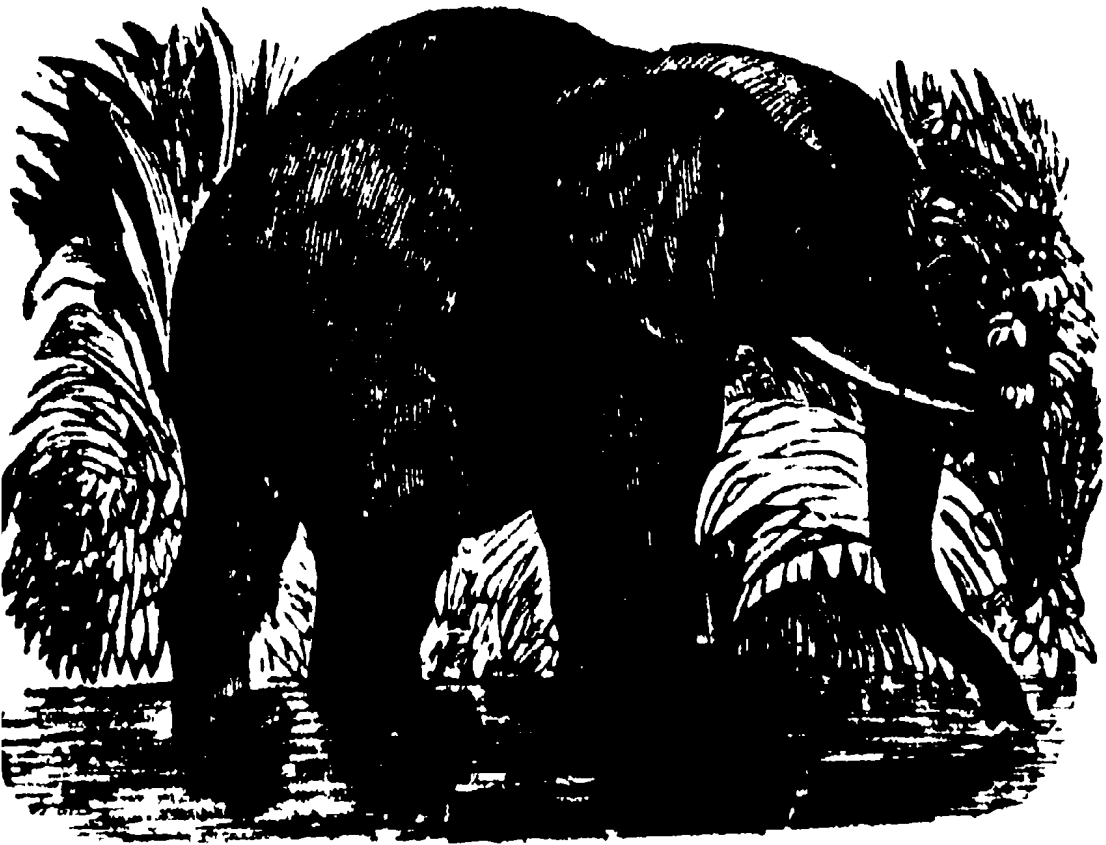
আফ্রিকার হাতী।

হইতে অনেক বড়। ইহাদের পিছনের পায়ে তিনটী করিয়া নখ থাকে। আফ্রিকার সিনিগাল হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। এসিয়ায় যত হস্তী পাওয়া যায়, আফ্রিকায় তত পাওয়া যায় না। আফ্রিকাবাসী অনেকেই হস্তীমাংস খাইতে ভালবাসে। মেজর ডেন্‌হাম বলেন, হস্তীর মাংস অনেকটা কর্কশ হইলেও আফ্রিকাঞ্চলে যে গোমাংস পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অনেক সুস্বাদু ও সদগন্ধযুক্ত। প্রাচীন রোমকেরা হস্তীর শুণ্ডটীকে বড়ই সুখাদ্য মনে করিতেন। কেহ কেহ বলেন, রোমরাজ্যে হাতীর পা কয়খানিও খাইয়া থাকে। পূর্ব্বে আফ্রিকাদেশীয় হাতী মানুষের বশে আসিত না, আজকাল অনেকটা পোষ মানে। সেখানকার হাতীর দাঁতে অনেক কারুদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, প্রতিবৎসর বিলাতে অনেক পরিমাণে হস্তিদন্তের রপ্তানি হয়। সেফিল্ড সহরে প্রায় ৪০।৫০ হাজার টাকার গজদন্ত রপ্তানি হয়, তথাকার প্রায় ৫০০ শত লোক ইহার কারবার করিয়া থাকে। ভারতের বোম্বাই সহরেও অনেক আমদানী হয়। [গজদন্ত দেখ।]

হস্তিনীর স্তন এবং গর্ভ মানবীর মত; জিহ্বা তোতাপাখীর জিহ্বার ন্যায় গোল। হস্তীর ন্যায় হস্তিনীরও জাতিবিভাগ আছে। হস্তীর যে সকল শুভ লক্ষণ ও দুষ্ট লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে; হস্তিনীরও সেইপ্রকার জানিবে। অপরাপর পশু অপেক্ষা হস্তিনীর স্নেহ ও কারুণ্য অনেক বেশী, হস্তিনীর সন্তানবাৎসল্যও যথেষ্ট। একটী সন্তান হত, মৃত বা নষ্ট হইলে হস্তিনীর শোকের সীমা থাকে না। শোকে তাপে অস্থির হইয়া তৃণজল পরিত্যাগ করে। কিন্তু দুই চার দিনের জন্য হস্তিনীকে স্থানান্তর করিলে পুনরায় আর আপন শাবক চিনিতে পারে না, সন্তান তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিলেও ফিরিয়া চাহে না, এইটুকুই অনির্ব্বচনীয় পশুলীলা। হস্তিনীরা পূর্ণাবয়বে ৭ হাত উচ্চ হয়। হস্তী অপেক্ষা হস্তিনীর বুদ্ধিকৌশলও বেশী।

হস্তিনীরা প্রায়ই আঠার মাস পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, হস্তিনী কুড়ি মাসের পরেও কএক দিন পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করে। ইহাদের ঋতুকালে ১২ দিন রজস্রাব হয়, ইহার পরে হস্তিসঙ্গমে ইহারা গর্ভধারণ করে। সঙ্গমলিপ্সাকালে হস্তিনী ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠে এবং সর্ব্বদাই বারিকণা বা ধূলিকণা আপন অঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই সময়ে ইহাদের কাণ ও লেজ খাড়া হইয়া উঠে এবং মুহূর্ত্তের জন্যও হস্তিসঙ্গ পরিত্যাগ করে না। তখন হস্তিনী হস্তীর অঙ্গে নিজ অঙ্গ ঘর্ষণ করে, মাথাটা সর্ব্বদাই দন্তের নীচে নোয়াইয়া রাখে, প্রস্রাব এবং মলের গন্ধ লইতেও ভালবাসে। হস্তী বন্যপশু হইলেও নিয়ম প্রতিপালন করিতে জানে। স্বেচ্ছাচারী পশুপ্রকৃতি মানবের ন্যায় ইহারা যখন তখন সঙ্গমের অভিলাষ করে না, ঋতুকালেই সঙ্গম করিয়া থাকে। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে যখন হস্তিনীর সঙ্গমে প্রবৃত্তি হয় না, তখন কোন দুষ্টহস্তী বলপূর্ব্বক হস্তিনীকে আক্রমণ করিলে, হস্তিনী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে-

থাকে। সেই অবকাশে অপরাপর হস্তিনীরা আসিয়া একে একে এবং হস্তীর হাত হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া যায়। কোনরূপ অত্যাচার আচরণ করিতে দেয় না এবং সেই দুষ্ট হস্তীকে অনেক তর্জন গর্জনও করিয়া থাকে।

হস্তীর রেতঃ তিন মাস কাল হস্তিনীর গর্ভে পড়িয়া থাকে, সেই সময়ে কোনরূপে তাহা হস্তিনীর গর্ভে সঞ্চালিত হইলে ঠিক পারার ন্যায় হইয়া থাকে, পঞ্চম মাসে উহা জমাট হয়। সপ্তম মাসে শক্ত ও নবম মাসে পুষ্ট হয়। একাদশ মাসে জীবদেহের আভাস, দ্বাদশ মাসে শিরা, অস্থি, নখ ও মুখ হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ মাসে স্ত্রী বা পুং চিহ্নের আবির্ভাব হয়। পঞ্চদশ মাসে গর্ভস্থ জীব এদিক ওদিক করিয়া নড়ে। ষোড়শ মাসে সকল অঙ্গ পূর্ণ হয়। সপ্তদশ মাসে অকাল প্রসবের সম্ভাবনা, অষ্টাদশ মাসে হস্তিশিশু জন্মগ্রহণ করে। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদের মতে প্রথম মাসেই রেতঃ জমাট ও কঠিন হইয়া থাকে, দ্বিতীয় মাসে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ ও জিহ্বা গঠিত হয়। তৃতীয় মাসে হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গে আবির্ভাব, চতুর্থ মাসে দেহপ্রাপ্তি ও পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবের হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তমে জ্ঞানোদয় হয়। অষ্টম মাসে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা নবম, দশম ও একাদশ মাসে গর্ভস্থ জীব পূর্ণাবয়ব হইয়া দ্বাদশ মাসে প্রসূত হয়।

যদি হস্তীর রেতোভাগ অধিক হয় তবে পুংশাবক, হস্তিনীর রেতোভাগ অধিক হইলে স্ত্রীশাবক এবং উভয়ের সমান হইলে ক্লীব হয়। সচরাচর পুংশিশু গর্ভের ডানদিকে, স্ত্রীশিশু বামদিকে ও ক্লীব মধ্যভাগে অবস্থিতি করে। হস্তিনী প্রায়ই একটী শিশু প্রসব করে। কখন কখন যমজও প্রসব করিয়া থাকে।

হস্তিনীর দুধের গুণ—মধুর, বৃষ্য, গুরু, কষায়, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকারী, শীতল, দৃষ্টিবর্দ্ধক ও বলবৃদ্ধিকর।

ইহার দধির গুণ—কষায়, লঘু, উষ্ণ পাক, শূলনাশক, রুচিকর, দীপ্তিপ্রদ, কফরোগনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও বলপ্রদ।

নবনীতের গুণ—কষায়, শীতল, লঘু, তিক্ত, বিষ্টম্ভী, পিত্ত, কফ ও কৃমিনাশক।

ঘৃতের গুণ—কষায়, বিষ্টম্ভী, তিক্ত, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং কফ, পিত্ত, বিষ ও কৃমিনাশক।

হস্তীরা আপনাদের সর্ব্বশক্তিশালী শুঁড়টী দিয়াই প্রায় সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাহারা আহারাদিও শুঁড় দিয়াই করিয়া থাকে। কিন্তু হস্তিশিশু শুঁড় দিয়া স্তন্যপান করে না। অবস্থাভেদে প্রায় দিবা জলপান করে। ইহারা স্নানের সময় শুঁড় দিয়া জল ছুঁড়িয়া থাকে, ইহাতে মন-

যেই শুঁড় নিক্ষিপ্ত হয়। হস্তিনী দুধ দিবার সময় শয়ন করে না। হস্তিনী অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চ হইলে হস্তিশাবকের দুগ্ধপান করিতে কষ্ট হয়। সেই অবস্থায় হস্তিনীকে কখন অবনত হইয়া দুধ দিতে হয়। গৃহপালিত হস্তিনী যেখানে আবদ্ধ থাকে, হস্তিরক্ষক তাহার নীচে ৩৪ ইঞ্চি উচ্চ একটী মাটির মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া দেয়, হস্তিশিশু তাহার উপরে দাঁড়াইয়া অনায়াসে স্তন্যপান করিতে পারে। হস্তিশিশু পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত স্তনদুগ্ধ পান করিয়া থাকে। ইহার পরে তৃণ ও পল্লব আহার করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় হস্তিশিশুকে বাল, দশমবৎসরে পুট, বিংশতিবৎসরে বিক্কা, এবং ত্রিশবৎসরে কালভ নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কখন কখন হস্তিশিশুর জন্মগ্রহণের পর হস্তিনীরা তাহাকে তুলিয়া তিন চারিদিন হয় পৃষ্ঠের উপর, না হয় দন্তের উপর রাখিয়া দেয়। তিনবৎসর বয়সে হস্তিশাবকের দাঁত বাহির হয়। হস্তিনী গর্ভবেদনায় পীড়িত হইলে অথবা হস্তিনীর গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, হস্তীরা তাহাকে ঔষধ সেবন করিতে দেয়। এই সময়ে হস্তিযূথ হস্তিনীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যদি কখনও হস্তিশাবক ধৃত হয়, তাহা হইলে হস্তীরা কোন ঝোপের ভিতরে লুক্কায়িত থাকে, পরে সন্ধান করিয়া হস্তিশিশুকে উদ্ধার করে এবং শিকারীকে মারিয়া ফেলে। কখন কখন হস্তিনী একাকিনীই শাবকের উদ্ধার করিয়া থাকে।

সচরাচর ৬০ বৎসর বয়সে হস্তী পূর্ণাবয়ব হয়, ৫০ বৎসরে হস্তিনীরও সকল অবয়ব পূর্ণ হইয়া থাকে। একটী গোলা দুই খণ্ড করিলে যেমন দেখায়, পূর্ণবয়সে হস্তীর মস্তকটীও ঠিক সেইরূপ। কাণ দুইটী, কুলার মত, শুণ্ড, দন্ত, লিঙ্গ ও লাঙ্গুল ভূতলস্পর্শী হইয়া থাকে। সম্মুখের প্রত্যেক পায়ে পাঁচটী করিয়া ও পিছনের প্রত্যেক পায়ে ৪টী করিয়া মোট ১৮টী নখ থাকে।

মনুষ্যের অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে এই মহাকায় বলশালী মাতঙ্গরাজকেও ধরা দিতে হয়, দিন দিন মানুষের অধীন হইয়া তাহাকে আদেশ প্রতিপালন করিয়া সামান্য পশুর ন্যায় আবদ্ধ থাকিতে হয়। প্রাচীনকাল হইতেই হস্তী ধরিবার নিয়ম ছিল, আর্য্যগণ বা প্রাচীন প্রাণিতত্ত্ববিদেরা ইহার বিশেষ কোন উপায় লিপিবদ্ধ করেন নাই, অথবা তাঁহারা লিখিয়া গেলেও তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। আইন্-আকবরীতে হাতী ধরিবার চারিটী প্রণালীর উল্লেখ আছে—খেদা, চোরখেদা, গাদ ও বার।

১ম খেদা—শিকারীরা বনের, দুন্দুভি ও তুরুক প্রভৃতি

বনমধ্যে প্রবেশ করে। গ্রীষ্মকালই হাতী ধরিবার উপযুক্ত সময়। যে স্থানে হস্তিদল স্বাধীনভাবে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, শিকারীরা সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া ঢোল এবং ভেঁপু বাজাইতে থাকে। ইহার শব্দে হস্তিপাল ভীত ও বিচলিত হইয়া চারিদিকে দৌড়াইতে থাকে, কিছুকাল পরে ক্লান্ত হইয়া শান্তিসুখের আশায় বৃক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন পাকা শিকারীরা বৃক্ষের ছাল বা পাটের দড়ি হাতীর গলায় বা পায়ে বাঁধিয়া দেয়। পরে পালিত ও শিক্ষিত হস্তী দ্বারা প্রলোভিত হইয়া বন্যহস্তী মনুষ্যের বশীভূত হয়। একটী হাতীর যত দাম শিকারীরা তাহার সিকি পারিশ্রমিক পায়।

চোরখেদা—যেখানে বন্যহস্তীর প্রধান আড্ডা, শিকারীরা একটী পোষা হস্তিনী লইয়া তথায় উপস্থিত হয়, মাহুত সেই পোষা হস্তিনীর পিঠে নীরবে মড়ার ন্যায় পড়িয়া থাকে, হস্তিরা হস্তিনীকে দেখিয়া আপনাআপনি লড়াই করিতে থাকে। ইত্যবসরে মাহুত হস্তীর পায়ে দড়ি বাঁধিয়া দেয়। শ্যামদেশে এই প্রথায় হাতী ধরা হইয়া থাকে।

গাদ—যেখানে হাতীর পাল সচরাচর বেড়াইয়া থাকে, সেই স্থানে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখিতে হয়, এই গর্ত্তটা ঘাসে পরিপূর্ণ থাকে। শিকারীরা কিছুদূরে ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া থাকে। হাতীর পাল ঐ স্থানে আসিলে শিকারীরা শব্দ করিতে থাকে। সেই ভীষণ শব্দে হাতীগুলি চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে, ক্রমে এক একটা সেই গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, কিন্তু কোনক্রমে উঠিতে পারে না, অনেকদিন ঐ ভাবে পড়িয়া থাকে, জল বা কোন রকম খাদ্য দেওয়া হয় না, কাজেই তাহাকে মানুষের বশীভূত হইতে হয়।

বার—যে স্থানে হস্তীর দল বিশ্রাম করে, সেইখানে শিকারীরা একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখে। সেই গর্ত্তের একদিকে একটা পথ থাকে, পথের মুখেই একটা দরজা বসাইতে হয়। দরজাটী দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। দরজার নিকটে হস্তীর খাদ্যও অনেক পরিমাণে রাখিতে হয়। হাতীরা সেই সকল খাদ্য খাইতে আরম্ভ করে, ক্রমে খাদ্যের লোভে বেসামাল হইয়া দরজার ভিতরে প্রবেশ করে, শিকারীরা তখন দড়ি কাটিয়া দেয়, অমনিই দরজা বন্ধ হইয়া যায়। হস্তিযূথ তখন বিকট চীৎকার করিতে থাকে এবং দরজা ভাঙ্গিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। শিকারীরাও তখন বাদ্য করিতে থাকে ও আগুন জ্বালায়। হস্তীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুকাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেই সময়ে হস্তিনী আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, শিক্ষিত হস্তিনীর মোহন ফাঁদে পড়িয়া হস্তীরা আপন অবস্থা ভুলিয়া যায়। সেই সুযোগে শিকারীরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে।

মোগলসম্রাট্ অকবরের এই চারিপ্রথায় হাতী ধরা হইত। অকবরের সময়ে আর একটী নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হয়। সেইটী এই—বন্য হস্তিগণের তিনদিকে হস্তিচালকগণ ঘেরিয়া রহিত, একদিক্ খোলা থাকিত; এই দিকে বহুসংখ্যক হস্তিনী রাখিয়া দেওয়া হইত। চারিদিক্ হইতে বন্যহস্তী আসিয়া হস্তিনীদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। হস্তিনীরা তখন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইত, তাহাদের প্রেমে পড়িয়া হস্তীরাও তথায় যাইয়া উপস্থিত হইত, পরে তাহাদিগকে ধরা হইত। এখনও হাতী ধরিবার নানা কৌশল প্রচলিত আছে। ভারতের নানাস্থানেই হাতী ধরা হইয়া থাকে। ১৮৬৮ সালে মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট হস্তিনী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। একার্য্যে নেপাল গবর্মেণ্টের অনেক আয় হয়। সিংহলে এখনও হাতী ধরা হইয়া থাকে, আসামেও হয়। সিংহলের হস্তীরা বড়ই দুর্দ্ধর্ষ। তাহারা সময়ে সময়ে কর্ষিত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শস্য নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য সিংহল-গবর্মেণ্ট হাতী মারিবার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন।

সিংহলে হাতী ধরিবার কৌশল।—হাতীর পাল বিশাল ময়দানের মধ্যবর্ত্তী হইলে ১০।১৫ ক্রোশ স্থান মণ্ডলাকারে ব্যাপিয়া তাহার চারিদিকে আলো জ্বালিতে হয়। এই আলোক দূরস্থ হওয়া উচিত নহে। ইহার মধ্যে সহস্র সহস্র লোক রাখিতে হয়। ২॥০ হাত উচ্চ খোঁটার উপরে ঐ আলো থাকিবে, খোঁটাগুলি পরস্পর ১২ হাতের অধিক দূর হইবে না। ক্রমে সেই খোঁটা অগ্রে অগ্রে সরাইয়া আনিতে হয়। সেই খোঁটার উপরে কিঞ্চিৎ কর্দ্দম দিয়া তাহার উপরে পত্রাদি দগ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। আলোকের উপরে নারিকেল পাতার আচ্ছাদন থাকে। বৃষ্টি পড়িলে আলো সহজে নিবে না। আলো যত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে, হাতীরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন হস্তিগণ মণ্ডলাকার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই মণ্ডলের একদিকে মোটা মোটা কাঠের বেড়া দিয়া একটী অপ্রশস্ত স্থান প্রস্তুত করিতে হয়। সেই পথে একটী হাতী অতি কষ্টে বাহির হইতে পারে, এই প্রকার সেই মণ্ডলাকার স্থানে চারিদিকে মোটা কাঠের বেড়া দিয়া লতা পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। হাতীরা উহাকে

ধর্ম বলিয়া মনে করে, ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে না। তাহারা যে অঞ্চলে আবদ্ধ হয়, তাহারই সংলগ্ন তাহার প্রায় অর্দ্ধাকার আর একটী ক্ষুদ্রায়তন মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার দৈর্ঘ্য ৬০ হাত এবং বিস্তারে ১৩ হাতের অধিক হয় না। তাহার মধ্যে প্রায় ৩ হাত গভীর একটী খাত কাটা থাকে। হাতীরা অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া বৃহৎমণ্ডপ হইতে সেই পথ দিয়া একে একে সেই ক্ষুদ্রমণ্ডপে প্রবেশ করে, তখন আর তাহাদের নড়িবার শক্তি থাকে না, এই মণ্ডপের দ্বার রুদ্ধ থাকে। যাহারা আলো দেয়, তাহারা তখন পলায়ন করে। হস্তীরা যখন ভয়ে নিশ্চল ও নিস্পন্দ হয়, তখন মণ্ডপের পাশে যাইয়া সঙ্কীর্ণ পথের দ্বারটী খুলিয়া দেওয়া হয়, হাতীগুলি ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। কোনটা পলাইবার চেষ্টা করিলে, শিকারীরা বরষা দ্বারা তাহার মুখে আঘাত করে, সুতরাং পলাইতে পারে না। এই সময়েই শিকারীরা হস্তীর পায়ে বন্ধন করে। বেড়ার পাশে দুইটী পোষা হাতী বাঁধা থাকে, শিকারীরা ঐ অবরুদ্ধ হস্তীর গলায় রজ্জু দিয়া গৃহপালিত হস্তীদ্বয়ের দেহে বাঁধিয়া দেয়, এবং তৎপরে বেড়ার দ্বার খুলিয়া ফেলে। অবরুদ্ধ হস্তী তখন গৃহপালিত হস্তীর সহিত গিয়া মিশে; কিন্তু পলাইতে পারে না; ক্রমে শিকারীরা গৃহপালিত হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া হস্তিত্রয়কে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে। বন্যহস্তী বদ্ধ হইলে পর শিকারীরা তাহাকে নিকটবর্ত্তী দুইটী স্থূল বৃক্ষের মধ্যে আনিয়া দৃঢ় করিয়া বন্ধন করে। হস্তীর ভোজনার্থে নারিকেলপত্র, কদলীবৃক্ষ ও জল সম্মুখে স্থাপন করে। গৃহপালিত হস্তীরা বন্যহস্তীর নিকট হইতে দূরে যাইলে বন্যহস্তী উন্মত্ত হইয়া উঠে, অত্যন্ত চীৎকার করিয়া সাধ্যানুসারে স্বাধীনতা পাইবার চেষ্টা করে, কিছুতেই আহার করিতে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু দুই তিন মাসের পর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পান ও ভোজন করিয়া থাকে। শিকারীরা গৃহপালিত হস্তীদ্বারা ক্রমে তাহাদিগকে বশীভূত করে। বর্ত্তমান সময়ে দাক্ষিণাত্যের কোইম্বাতুরে এবং বাঙ্গালার ঢাকা অঞ্চলে হাতী ধরিবার প্রধান আড্ডা, মহিশূর-রাজ্যেও হস্তী ধরিবার বন্দোবস্ত আছে।

ইহা ছাড়া বোর্ণিওদ্বীপের উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে বন্যহস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। কিনাবটানগান নদীর তীরে হস্তিদল বিচরণ করিয়া থাকে। এই সকল হস্তীও কর্ষিত কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শস্য নষ্ট করে। মশাল জ্বালাইয়া ইহাদের সম্মুখে ধরিলে ইহারা মশালের তীব্র আলো সহ্য করিতে না পারিয়া বন মধ্যে পলায়ন করে। সেখানে হস্তী ধরিবার কৌশল আছে। শিকারীগণ গভীর রজনীতে একটী ছোট অথচ তীব্র বরিষা লইয়া হামাগুড়ি দিয়া হস্তিযূথের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অতি কৌশলে সেই বরিষাটি একটী বৃহৎ হস্তীর পেটের মধ্যে বসাইয়া দেয়। হস্তী সেই দারুণ আঘাত পাইয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহার চীৎকার শুনিয়া অপর হাতীগুলি বনে চলিয়া যায়। পরদিন প্রাতে শিকারী রক্তচিহ্ন দেখিয়া আহত হস্তীর অনুসরণ করে। কতদূরে যাইয়া দেখিতে পায়, আহত হস্তী বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, শিকারী তখন আবার একবার বরিষার আঘাত করে এবং হস্তীও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ক্রমে বশীভূত হয়।

ভারত মহাসাগরের সুমাত্রাদ্বীপেও হস্তী পাওয়া যায়। ইহাদের পঞ্জর অস্থি ২০ খানি, ভারতীয় হস্তীর দাঁতের মাড়ি অপেক্ষা ইহাদের মাড়ি চওড়া, বুদ্ধিও ভারতীয় হস্তী অপেক্ষা অনেক বেশী।

হস্তীর স্বর তিন প্রকার, ইহা শুনিয়া অনেক অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। হস্তী শুঁড় উত্তোলন করিয়া তূরীর ন্যায় শব্দ করিলে বুঝা যায় যে হস্তীর মনে বড়ই আহ্লাদ হইয়াছে। কেবল মুখে যে অস্ফুট শব্দ হয়, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, হস্তীর কোন অভাব হইয়াছে। হস্তী কোন কারণবশতঃ ক্রোধিত হইলে কণ্ঠদেশে ভীষণ শব্দ হইতে থাকে, ইহাই ক্রোধজ্ঞাপক।

পূর্ব্বকালে এক একটী হস্তীর মূল্য ১ শত হইতে ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। আইন অকবরীর মতে পাঁচ শত অশ্বের মূল্য আর একটী হস্তীর মূল্য সমান। আজকাল তত দর নাই, তবুও উৎকৃষ্ট হস্তীর মূল্য ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে হস্তী ভারতের নৃপতিগণের যুদ্ধের সহায়তা করিত, এখন কেবল সখ ও সমৃদ্ধির পরিচয় মাত্র। মনুষ্যের মত শিক্ষিত হস্তী গানের সুরতাল স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে এবং তালে তালে নাচিতে পারে। শিক্ষিত হস্তী ধনুকে বাণ যুড়িয়া ছুড়িতে পারে, কোন কোনটা নাকি বন্দুক ও ছুড়িতে শিখিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে হস্তীর উপর চড়িয়া যুদ্ধ করিবার রীতি নাই, তবে দুর্গাদি আক্রমণ করিতে হইলে হাতীর উপরে কামান রাখিয়া গোলা ছুড়িতে হয়। এখন যুদ্ধকালে হস্তী ভারবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। হস্তী ২২৷০ মণ হইতে ৩০ মণ ওজনের মাল বহিতে পারে। ভার লইয়া ঘণ্টায় ১৷০ ক্রোশ বা দিনে ৮৷১০ ক্রোশ চলিতে পারে, আবশ্যক হইলে ইহা অপেক্ষা আরও দূরে যাইতে পারে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে হাতীতে আরোহণ করিয়া ঘণ্টায় ২৷০ ক্রোশ পথও যাইতে পারা যায়।

হস্তীর আহার সমস্ত গৃহপালিত পশু অপেক্ষা বেশী, সচরাচর এক মণ চাউল ও ৩॥• মণ জল খাইতে পারে। মোগলসম্রাট্ অক্‌বর হস্তীকে ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—১ মস্ত, ২ সেরগির, ৩ সাদা, ৪ মাঝলা, ৫ কড়া, ৬ কাণড়ুরকিয়া, ৭ মোকাল। এই ৭ শ্রেণী প্রত্যেক আবার তিনভাগে বিভক্ত—বড় আড়া, মাঝারি আড়া ও ছোট আড়া। মোকালের ১০টি ভাগ আছে।

মস্ত বড় আড়া ২ মণ ৪ সের আহার করিতে পারে। এই প্রকার মাঝারি আড়া ২ মণ ১৩ সের ও ছোট আড়া ২ মণ ১৪ সের আহার করিতে পারে।

সেরগির বড় আড়া ২ মণ ৯ সের, মাঝারি আড়া ২ মণ ৪ সের, ছোট আড়া ১ মণ ৩০ সের; সাদা বড় আড়া ১ মণ ৩৪ সের, মাঝারি আড়া ১ মণ ২৩ সের, ছোট আড়া ১ মণ ১৪ সের; মাঝলা বড় আড়া ১ মণ ২২ সের, মাঝারি আড়া ১ মণ ১০ সের, ছোট আড়া ১ মণ ১৮ সের; কড়া বড় আড়া ১ মণ ১৫ সের, মাঝারি আড়া ১ মণ ৯ সের, ছোট আড়া ১ মণ ৪ সের; কাণড়ুরকিয়া বড় আড়া ১ মণ, মাঝারি আড়া ২৪ সের, ছোট আড়া ২২ সের; মোকাল বড় আড়া ২৬ সের, মাঝারি আড়া ২৪ সের; তৃতীয় শ্রেণী ২২ সের, চতুর্থ শ্রেণী ২০ সের ৫ম শ্রেণী ১৮ সের, ৬ষ্ঠ শ্রেণী ১৬ সের, ৭ম শ্রেণী ১৪ সের, ৮ম শ্রেণী ১২ সের, ৯ম শ্রেণী ১০ সের ও ১০ম শ্রেণী ৮ সের আহার পাইবার উপযুক্ত। ইহাদের ক্রমানুসারে হস্তিনীরও আহারের ব্যবস্থা ছিল। সর্ব্বাপেক্ষাবৃহৎ হস্তিনী ১ মণ ২২ সের ও সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হস্তিনী ৬ সের মাত্র আহার পাইত। হস্তী উপর আরোহণ করিয়া বহদূর ভ্রমণ করিতে হইলে অনেক ব্যক্তি হস্তীকে ময়দার রুটি খাওয়াইয়া থাকে।

হস্তীরা আহারের জন্য বড় বড় বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহার পরে ধীরে ধীরে পাতা ডাল বাদ দিয়া কেবল ছাল খায়। কৎবেল খাইতে হস্তী বড়ই মজবুদ। একটী আস্ত কৎবেল গিলিয়া ফেলে, মলত্যাগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় বেলটী তেমনি আস্ত আছে, কিন্তু মধ্যে শাঁস নাই। সকাল সন্ধ্যায় হস্তীকে স্নান করাইতে হয়। ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে হাতীর কপালে, কাণে ও পায়ে মাখন মাখাইতে হয়, নতুবা রৌদ্রতাপে ঐ সকল স্থান সহজেই ফাটিয়া যায়। হস্তী পালক ও চালকের সম্পূর্ণ বশীভূত। চালকের কটাক্ষে ও ইঙ্গিতে হস্তী অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে। পশু হইলেও হস্তীর দয়া আছে এবং উপকার পাইলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে জানে।

বন্যহস্তীকে অনেক সময়ে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জানোয়ারের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, আবার সময়ে সময়ে হস্তীর সহিতও যুদ্ধ হইয়া থাকে। মদকরণকালেই এইরূপ যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। গৃহপালিত হস্তীরও হস্তী, মানুষ, অশ্ব প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ হইয়া থাকে। সম্রাট্ অক্‌বরের সময় অনেক হস্তীই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত, হস্তীকে যুদ্ধ শিখাইবার জন্য বেতনভোগী লোকও নিযুক্ত ছিল। এখন হস্তিযুদ্ধ প্রায়ই দেখা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে বরদায় প্রতিবৎসরেই প্রায় হস্তিযুদ্ধ হইত। যে সকল হস্তীরা যুদ্ধ করে, তাহাদিগকে একরকম মাদকদ্রব্য সেবন করান হয়, ইহাতে হস্তী উত্তেজিত হইয়া উঠে, ইহাকে মস্তু বলে। ইহার পরে তিনমাস কাল মাখন ও চিনি খাওয়াইতে হয়। এইরূপ উত্তেজিত দুইটা হাতীকে যুদ্ধের জন্য আনান হয়, এবং বাজি রাখিয়া উভয়পক্ষই উপস্থিত থাকে। হস্তিযুদ্ধের রঙ্গভূমির দৈর্ঘ্য ৬ শত হাত, এবং বিস্তার ৪ শত হাত। হস্তী দুইটাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। যুদ্ধের একটী সঙ্কেত আছে, সেই সঙ্কেতটী হইবামাত্র, দর্শকবৃন্দ আপন আপন স্থানে সরিয়া দাঁড়ায়। তখন হস্তিদ্বয়ের শিকল শিথিল করিয়া দেওয়া হয়, দুন্তিদ্বয় হর্জন গর্জন করিয়া রঙ্গের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়, পরস্পর সম্মুখে আসিয়া মাথায় মাথায় ঘর্ষণ করিতে থাকে, ইহার পরে শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি করিয়া যুদ্ধ করে। কেহ কাহারও মাথা হইতে মাথা উঠায় না। এইরূপ অনেক সময় যুদ্ধ হইলে পর যে হাতীর পরাজয় হয়, তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লইয়া যাওয়া হয়। জয়ী মাতঙ্গরাজ তখন রঙ্গস্থলে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতে থাকে, তখন মাহুত নামিয়া পড়ে, অপরাপর লোক আসিয়া কৌশলে হাতীটাকে বাঁধিয়া ফেলে, এবং ক্রীড়কগণ যথাযোগ্য পুরস্কার পাইয়া থাকে। হস্তীর সহিত মানুষেরও যুদ্ধ হয়।

হাতী শিকারের প্রধান সহায়। প্রাচীনকালে হাতী চড়িয়া রাজারাজড়াগণ শিকার করিতেন। এখন ইংরাজরাজপুরুষেরা প্রায়ই হাতীতে চড়িয়া শিকার করিতে যাইয়া থাকেন। অশিক্ষিত হস্তী লইয়া শিকারে গেলে বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষিত হস্তী পাহাড়ে উঠিতে পারে, আবশ্যক হইলে পর্ব্বতের খাদেও নামিতে পারে।

ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর নিম্নস্তর হইতে প্রস্তরীভূত হস্তী-কঙ্কাল পাইয়াছেন, তদ্দ্বারা জানা যায়, বহু পূর্ব্বকালে বিস্তর হস্তী বিদ্যমান ছিল। সাগরেও একপ্রকার জলচর হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে জলহস্তী কহে।

[illegible]

গজকচ্ছপ, [গজকচ্ছপীয় যুদ্ধ দেখ ।]

গজকচ্ছপীয়যুদ্ধ (ক্লী) গজকচ্ছপীয়ং গজকচ্ছপসম্বন্ধি যুদ্ধং কর্ম্মধা° । মহাভারতবর্ণিত গজ ও কচ্ছপের যুদ্ধ । উপাখ্যানটা এইরূপ।—বিভাবসু নামে এক মহর্ষি ছিলেন, ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুপ্রতীক। সুপ্রতীক বিভাবসুর সহিত একান্নে থাকিতে ভালবাসিতেন না, এই কারণে তিনি সময় পাইলেই বিভাবসুর নিকটে পৈতৃক-ধন বিভাগ করিবার কথা উঠাইতেন। বিভাবসুর স্বভাবটা কিছু চটা, হঠাৎ চটিয়া উঠিতেন, কাজেই তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল। একদিন বিভাবসু সুপ্রতীককে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সুপ্রতীক! আমি তোমার ব্যবহারে নিতান্তই অসন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি অন্যায়রূপে পিতৃধন ভাগ করিয়া লইতে চাহিয়াছ, অতএব তুমি গজযোনি প্রাপ্ত হইবে।" নির্দ্দোষ সুপ্রতীক শুনিয়া অবাক্ হইলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে বলিলেন, "আমার দোষ নাই, তথাপি দারুণ শাপ দিয়াছ, অতএব তুমিও কাছিম হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" সেকালের ব্রাহ্মণ, কথা কখনও মিথ্যা হইবার নয়, কাজেই এক ভাই হাতী আর একজন কাছিম হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। বিভাবসুকে কচ্ছপ হইয়া গভীর জলে যাইতে হইল। সুপ্রতীক হাতী হইয়াও কিছুদিন সেই বাড়ীতেই বাস করিতে পারিলেন, এবং সেই অবসরে পৈতৃক ধনের অনেক অংশ সংগ্রহ করিয়া শুঁড়ের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ইহাদের জন্মান্তর হইল; কিন্তু বিদ্বেষভাব কিছুই কমিল না। উভয় উভয়কে জব্দ করিবার চেষ্টায় থাকিলেন। বলিয়া রাখা উচিত যে, গজের কলেবর ৬ যোজন উন্নত ও ১২ যোজন আয়ত, এবং কাছিমটা ৩ যোজন উন্নত, পরিধি ১০ যোজন। কাছিমটা একটা বৃহৎ সরোবরে বাস করিত, দৈবক্রমে একদিন ছোট ভাই সরোবরে জল খাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বড় ভাই কাছিম সময় পাইয়া তাহাকে কামড়াইয়া ধরিল। হাতীও বলবান্; কাছিমও বড় কম নহে। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, সকলেই দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু যুদ্ধটা নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য হইল না। একদিন পক্ষিরাজ গরুড় ক্ষুধায় বড়ই কাতর হইয়া পিতার নিকটে খাবার চাহিলে পিতা কশ্যপ যুধ্যমান গজকচ্ছপ দুইটাকে খাইতে অনুমতি করেন। গরুড় পিতার আদেশে উভয়কে পায়ের নখে করিয়া লইয়া উড়িয়া চলিল। গরুড় মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কোথায় বসিয়া গজকচ্ছপকে উদরসাৎ করি, শেষে একটা বটগাছে বসিয়া খাইতে লাগিল; তাহাতে গরুড়কে আরও বিপদগ্রস্ত হইতে হইল। বটগাছ ভাঙ্গিল, পক্ষিরাজ দেখিল শাখাটী ভাঙ্গিয়া পড়িলে, তপস্যানিরত বালখিল্য মুনিগণের প্রাণ উড়িয়া যাইবে। কাজেই তাহাকে চঞ্চুপুটে সেই ভগ্ন বটশাখা লইয়া উড়িতে হইল। অনেক দূরে যাইয়া জনমানবশূন্য তুষারময় পর্ব্বতে বসিয়া গজকচ্ছপকে উদরসাৎ করিল। গজকচ্ছপের যুদ্ধ যেরূপ ভয়ঙ্কর, বোধ হয় আর সেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হয় নাই। এইজন্যই এ দেশীয় লোকেরা ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া "বাপ! কি ভয়ানক, যেন গজকচ্ছপের যুদ্ধ" বলিয়া উপমা দিয়া থাকে। (ভারত ১।২৯-৩০ অঃ)

গজকচ্ছপের যুদ্ধের কথা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে কচ্ছপও এখনকার হাতীর মত এক একটী বড় ছিল, ভূতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বড় বেশী দিনের কথা নয়, হিমালয়-সন্নিহিত শিবালিক পাহাড় হইতে প্রস্তরীভূত এক প্রকার কচ্ছপের কঙ্কাল বাহির হইয়াছে। সেইখানি এখনকার বড় বড় হাতীর কঙ্কাল অপেক্ষা কোন অংশে ছোট নহে।

(Proc. Geological Survey of India.)

গজকটা (দেশজ) একপ্রকার লতানিয়া গাছ। (Wibera Scandens.)

গজকণা (স্ত্রী) গজপিপ্পলী, গজপিপুল।

গজকন্দ (পুং) গজো গজদন্তইব কন্দোঽস্য বহুব্রী । হস্তিকন্দবৃক্ষ । (রাজনি° ।) হাতিকাঁদা ।

গজকর্ণ (পুং) গজস্য কর্ণইব কর্ণোযস্য বহুব্রী । যক্ষবিশেষ । (ভারত ২।১০ অঃ ।)

গজকর্ণা (স্ত্রী) মূলবিশেষ । ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, বাত ও কফনাশক, স্বাদু এবং শীতজ্বরবিনাশক । ইহার কন্দের গুণ—পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, প্লীহা ও গুল্মরোগনাশক ; গ্রহণী, অর্শ ও বিকারঘ্ন । অপর গুণ—বনশূরণ কন্দের সমান । (ভাবপ্রকাশ) বাচস্পত্যে 'গজকর্ণা' স্থলে গজকর্ণী পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় ।

গজকাঠি (দেশজ) দুইহাত পরিমিত মাপের কাঠি ।

গজকুসুম (পুং) নাগকেশর । (চক্রদত্ত)

গজকুসুমা (স্ত্রী) নাগকেশর ।

গজকূর্ম্মাশিন্ (পুং) গজকূর্ম্মৌ অশ্নাতি অশ-ণিনি । গরুড় । (শব্দরত্না° ।) পক্ষিরাজ গরুড় যুধ্যমান গজকচ্ছপকে ভক্ষণ করে, তাই তাহার এই নাম হইয়াছে । [গজকচ্ছপ দেখ ।]

গজকৃষ্ণা (স্ত্রী) গজইব কৃষ্ণা । গজপিপ্পলী । (ভাবপ্রকাশ ।) গজপিপুল ।

গজকেশরী, কেশরীবংশীয় উড়িষ্যার একজন পরাক্রান্ত রাজা, বটকেশরীর পুত্র । ইনি ১২ বর্ষরাজ্য ভোগ করেন ।

[উৎকল দেখ ।]

গজগীর (পারসী) ১ চাতাল, মেজ। ২ চুণকামকারী।

গজঘণ্টা (স্ত্রী) গজস্য ঘণ্টা ৬তৎ। ১ হাতীর গলায় যে ঘণ্টা দেওয়া হয়। ২ রঙ্গপুরজেলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্য-প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫° ৪৯´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ২০´ পূঃ। এখান হইতে যথেষ্ট চুণ ও পাট রপ্তানী হইয়া থাকে।

গজচক্ষুস্ (ত্রি) গজস্যেব চক্ষুর্যস্য গজস্য চক্ষুরিব চক্ষুর্যস্য ইতি বা বহুব্রী। যাহার চক্ষু হাতীর চক্ষু সদৃশ, বিকৃতচক্ষু, টেরা।

গজচির্ভিট (পুং) গজপ্রিয়শ্চির্ভিটঃ। গোড়ুম্বা। (ত্রিকাণ্ড)

গজচির্ভিটা (স্ত্রী) গজপ্রিয়া চির্ভিটা মধ্যলো°। ইন্দ্রবারুণী। (রত্নমালা।) গোরক্ষলাড়ু, রাখালশশা।

গজচির্ভিটী (স্ত্রী) গজপ্রিয়া চির্ভিটী। ইন্দ্রবারুণী। শব্দ-কল্পদ্রুমের মতে গজচির্ভিটা।

গজচোখ (গজচক্ষুঃ শব্দজ) গজচক্ষুঃ।

গজচ্ছায়া (স্ত্রী) গজস্য হস্তিনঃ ছায়া প্রতিবিম্বঃ ৬তৎ। ১ হস্তীর ছায়া। ২ যোগবিশেষ। কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে চন্দ্র মঘানক্ষত্রে এবং রবি হস্তানক্ষত্রে থাকিলে গজচ্ছায়াযোগ হয়। এই তিন দিন পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে বিস্তর ফল হয়।

"কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মঘাবিন্দুঃ করে রবিঃ।
যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পুণ্যৈরবাপ্যতে।" (কৃত্যচিন্তা°)

৩ সূর্য্যগ্রহণকাল। এই সময়ে শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত।

"সৈংহিকেয়ো যদা ভানুং গ্রসতে পর্ব্বসন্ধিষু।
গজচ্ছায়াতু সা প্রোক্তা তত্র শ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ।" (বরাহ)

৪ অমাবস্যার দিন যে সময়ে ছায়া পূর্ব্বমুখী হয় (মানুষের দ্বিগুণ হয়) সেই কালকে গজচ্ছায়া বলে। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এই সময়ে শ্রাদ্ধ করিবার বিধান করিয়াছেন।

অমাবাস্যাং গতে সোমে ছায়া যা প্রাঙ্মুখী ভবেৎ।
গজচ্ছায়েতি সা প্রোক্তা তত্র শ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ।" (মলমাসতত্ত্ব)

গজঢক্কা (স্ত্রী) গজোপরিস্থিতা ঢক্কা। হাতীর উপরিস্থ বড় ঢাক। পর্য্যায়—দদামাত। (হারাবলী)

গজতা (স্ত্রী) গজানাং সমূহঃ গজ-তল্। (গজসহায়াভ্যাঞ্চেতি বক্তব্যম্। পা ৪।২।৪৩ বার্ত্তিক।) হস্তিসমূহ।

গজতুরঙ্গবিলসিত (ক্লী) ছন্দোবিশেষ, অপর নাম ঋষভগজ-বিলসিত।

গজদঘ্ন (পুং) গজেন পরিমাণমস্য গজ-দঘ্নচ্। হস্তিপরিমাণ।

গজদন্ত (পুং) গজস্য দন্তাবিব দন্তাবস্য বহুব্রী। ১ গণেশ। (শব্দরত্নাবলী।) (ত্রি) ২ হস্তীর দন্তের ন্যায় দন্তবিশিষ্ট। (পুং) ৩ নাগদন্ত, জিনিষপত্র রাখিবার জন্য ভিত্তিতে দুইটী দাণ্ডা দেওয়া হয়, তাহাকে গজদন্ত বা নাগদন্ত বলে।

[নাগদন্ত দেখ।]

৪ দাঁতের উপর যে দাঁত হয়। গজস্য দন্তঃ ৬তৎ। ৫ হাতীর দাঁত। গজদন্ত পৃথিবীর উৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ পদার্থ, ইহা দ্বারা নানা রকমের ব্যবহার্য্য মনোহর অথচ বহুকালস্থায়ী জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হস্তীদিগের উপর মাড়ীতে দুইপার্শ্বে যে দুইটী তীক্ষ্ণ (ইন্‌সাইসার) দন্ত থাকে, তাহাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সকল কার্য্যের উপযোগী গজদন্ত হয়। নীচের মাড়ীর দাঁত তেমন বাড়ে না, হস্তিনীর দন্তও তত বড় হয় না। গাছের ছাল ছাড়াইতে, কি গাছ কাটিয়া ফেলিতে বন্যহস্তীর দন্ত মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া যায়। সেইজন্য অতিশয় বৃহৎ হইতে পারে না। একবার ভাঙ্গিয়া যাইলে পুনরায় গজাইয়া থাকে, গজদন্ত দীর্ঘে ৩ হাত পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে। এরূপ একযোড়া দন্ত ওজনে প্রায় ৩ মণ হয়, সচরাচর এত বড় গজদন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, ত্রিশসের, একমণ এইরূপ ওজনের গজদন্তই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। গজদন্ত আড়াআড়ি ভাঙ্গিলে ইহার ভিতরে গোলাকার রেখাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে যে গজদন্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে এদেশের খরচ চলে না। প্রতিবৎসর আফ্রিকা হইতে এদেশে গজদন্ত আমদানী হইয়া থাকে। যে সকল গজদন্ত ভারতবর্ষের বলিয়া পরিচিত, তাহার অধিকাংশই আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে পাওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে আসামের নাগাজাতিরা পার্ব্বত্য গ্রামসমূহ হইতে গজদন্ত আনিয়া বনের বাহিরে রাখিয়া দিত, আর আপনারা বনের ভিতর লুকাইয়া থাকিত। হিন্দু বণিক্‌গণ সেইখানে গিয়া নাগারা যে সকল দ্রব্য ভালবাসে, বিনিময়ে তাহা রাখিয়া গজদন্তগুলি লইয়া আসিত। বণিকেরা চলিয়া গেলে বন হইতে বাহির হইয়া নাগারা সেই সমুদায় জিনিষ লইয়া ঘরে যাইত। হিন্দু-দিগের সহিত নাগাদিগের এইরূপ ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। হিন্দুর গ্রামে যাইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যবসা-বাণিজ্য করা নাগাধর্ম্মনিষিদ্ধ। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। নাগরা অতি অল্পই গজদন্ত আনিয়া থাকে, সিংফো ও খাম্‌তিরাই এই দ্রব্য অধিক পরিমাণে বিক্রয় করে, প্রতি বৎসরে আসাম হইতে বঙ্গদেশে একশত মণের অধিক গজদন্ত প্রেরিত হয়।

আফ্রিকা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় পাঁচ হাজার মণ হস্তি-দন্ত আনীত হয়। জাঞ্জিবার, মোজাম্বিক ও আদন হইতেই ইহার অধিকাংশ আসিয়া থাকে। এই সকল গজদন্ত প্রথম বোম্বাই নগরে আসিয়া জমা হয়। তাহার পরে প্রায় ইহার অর্দ্ধভাগ বিলাতে প্রেরিত হয়। অবশিষ্ট এই দেশের ব্যবহারের নিমিত্ত থাকে। আফ্রিকা হইতে বোম্বাই নগরে

গজদন্ত আনীত হয়, তাহা ওজনদরে বিক্রয় হয়। বোম্বাইয়ের সের ২৮ তোলায়। একটি গজদন্ত এইরূপ সেরের প্রায় ৫ মণ ওজন হইয়া থাকে। তাহার মূল্য ২৫০৲ টাকা। অপর অপর দেশে পাঠাইবার পূর্ব্বে গজদন্তগুলিকে কাটিয়া বোম্বাইয়ের লোকে নানাভাগে বিভক্ত করে। গজদন্তের অগ্রভাগটী নিরেট, কাটিয়া পৃথক করিলে, ইহার নাম হয় "আকাশান"। ইহা বিলাতে প্রেরিত হয়। ইহা হইতে বিলিয়ার্ড খেলিবার ভাঁটা প্রস্তুত হয়। গজদন্তের মধ্যভাগ ফাঁপা, ইহাকে "চুড়িবার" বলে। চুড়ি করিবার নিমিত্ত ইহার অধিকাংশ এদেশে বিক্রীত হয়। দন্তের মূলভাগ বিদেশে প্রেরিত হয়। ফাঁপাভাগের আবার একপ্রকার নিকৃষ্ট জাতি আছে, তাহাকে "চীনাইবার" বলে, তাহা চীনদেশে প্রেরিত হয়।

গজদন্তের ব্যবসা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকা হইতে বোম্বাই নগরে অন্যূন ২৫০০০ যোড়া হস্তিদন্ত আমদানী হইত। এখন ১২০০০এর অধিক আসেনা। হস্তিদন্তের অধিকাংশই প্রথমে আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে আনীত হয়। সেখান হইতে সমুদ্রকূলে আইসে, তাহার পর জাহাজে বোম্বাই হইয়া নানাদেশে প্রেরিত হয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে গজদন্তের কারুকার্য্য প্রচলিত আছে। বৃহৎসংহিতার মতে, ইহার মত খাট কি পালঙ্ক প্রস্তুত করিবার উপযোগী আর অপর বস্তু নাই। বরাহমিহির লিখিয়াছেন, খাটের পায়াগুলি গজদন্তে নির্ম্মাণ হওয়া আবশ্যক। অপরাপর অংশ কাঠদ্বারা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে গজদন্ত বসাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতির রমণীগণই গজদন্তের চুড়ি পরিয়া থাকে। বিবাহের সময়ে কন্যার মাতুল, কন্যাকে গজদন্তের চুড়ি কিনিয়া দেন। শাঁখার ন্যায় গজদন্তের চুড়িও নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে এবং ইহার উপরে অভ্র, রাংতা প্রভৃতি চাকচিক্যময় বস্তুও দেওয়া হয়। বড়ঘরের মেয়েরা বিবাহের পর একবৎসর পর্য্যন্ত এই চুড়ি পরিয়া থাকে, গরীব দুঃখীরা গজদন্তের চুড়ি চিরকাল হাতে রাখে। রাজপুতানার রেলে, যেখানে যোধপুর যাইবার শাখা বাহির হইয়াছে, তাহার নিকট পালীগ্রামে প্রচুর পরিমাণে গজদন্তের চুড়ি প্রস্তুত হয়। গজদন্তের চুড়ি নানাপ্রকার, সচরাচর যাহা হয়, তাহা দেখিতে অনেকটা শাঁখার ন্যায়।

বোম্বাইয়ে হস্তিদন্ত নানাভাগে কর্ত্তিত হইয়া দেশবিদেশে প্রেরিত হয়। স্বর্ণকারেরাই করাত দিয়া হস্তিদন্ত কাটিয়া থাকে। তাহারা মজুরি পায় না। কাটিতে কাটিতে যে গুঁড়া বাহির হয়, তাহাই তাহাদের প্রাপ্য। এই দন্তচূর্ণ তাহারা গোপদিগকে বিক্রয় করে। গোপদিগের বিশ্বাস গো-মহিষদিগকে ইহা খাইতে দিলে দুধ অধিক হয়। মনুষ্যের পক্ষেও গজদন্তচূর্ণ বলকারক ঔষধের মধ্যে পরিগণিত।

ইহার পর হস্তিদন্ত তিনটি আড়তে আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর সেখান হইতে অপরাপর স্থানে প্রেরিত হয়। সেই তিন আড়তের নাম পালি, সুরাট ও অমৃতসর। জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত মাড়বারীরাই গজদন্তের প্রধান ব্যবসায়ী। ইহারা জৈনধর্ম্মাবলম্বী, গজদন্ত ছুঁইলে ইহাদের মহাপাতক হয়, তাই নিজে স্পর্শ করেন না, স্পর্শ করা, বাঁধা ছাঁদা, ওজন করা প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা মুসলমান মুটে দ্বারাই করাইয়া লন। চুড়ির পর এদেশে চিরুণি করিবার নিমিত্তই গজদন্ত অধিক ব্যবহৃত হয়। চিরুণির প্রধান আড্ডা দিল্লী ও অমৃতসর। চিরুণি করিয়া যাহা কিছু গজদন্ত বাদ পড়ে, তাহা আবার অপরলোকে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। তাহারা সেই গজদন্তের পাত বাক্স প্রভৃতি কাঠের দ্রব্যে বসাইয়া দেয়। মুলতান, ডেরা-ইস্মাইল খাঁ, হুশিয়ারপুর, শিয়ালকোট, সুরাট, বহরমপুর, বিশাখপত্তন প্রভৃতি স্থানে এইরূপ হস্তিদন্তসম্বলিত অতি সুন্দর কাঠের দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজপ্রদেশে বিশাখপত্তনের তুল্য এরূপ কার্য্য আর কোথাও হয় না।

কেবল গজদন্ত হইতে যে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা মুর্শিদাবাদেই অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে। এরূপ সুন্দর কৌশল আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদের কারিকরেরা দুর্গাপ্রতিমা, কালীপ্রতিমা, হস্তী, শকট, ময়ূরপঙ্খি, নৌকা প্রভৃতি নানাদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কলিকাতাপ্রদর্শনীতে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান হইতেও হস্তিদন্ত আসিয়াছিল। গয়া, ডুমরাওন, দ্বারভাঙ্গা, কটক, উড়িষ্যা-গড়জাত, রঙ্গপুর, বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে গজদন্তের দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল। গজদন্তকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিরিয়া চামর প্রস্তুত হয়। আবার তাহাকে বুনিয়া মাদুর ও শীতলপাটি করিতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে শ্রীহট্টে এইরূপ পাটি অনেক প্রস্তুত হইত। কলিকাতাপ্রদর্শনীতে দ্বারভাঙ্গার মহারাজ এইরূপ একখানি পাটি পাঠাইয়াছিলেন; তাহার মূল্য ১০২০৲ টাকা। কাশীর মহারাজ শিল্পকারদ্বারা গজদন্তের একখানি কৌচ ও রাজাসনের একটী খাট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

মহারাজের ঘরে আরও অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে। কোচখানি সুপালিত হস্তীদন্ত হইতে নির্ম্মিত।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ হস্তিদন্তের দ্রব্য বড়ই ভালবাসিতেন। এ অঞ্চলে বন্যহস্তীও অনেক আছে এবং তাহা হইতে গজদন্তও লাভ হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুরে এখনও হস্তিদন্তের নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মবাসীরাও গজদন্তে দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ পারদর্শী। তাহারা হস্তিদন্তের নিরেট অংশ কতকটা পুরাপুরি কাটিয়া লয়। প্রথম তাহার উপরিভাগে লতাপাতা কাটিয়া অলঙ্কৃত করে। তাহার পর সেই লতাপাতার মধ্য দিয়া ভিতরের গজদন্ত কুরিয়া কুরিয়া বাহির করে। বাহিরের লতাপাতার অলঙ্কার ক্রমে জালবৎ ছিদ্রময় হইয়া পড়ে। সেই ছিদ্রসমূহ দিয়া ভিতরে অস্ত্র চালিত হয়। কুরিয়া কুরিয়া অস্ত্র যখন যাইয়া দন্তের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়, তখন সেই মধ্যবর্ত্তী স্থান কাটিয়া ইহার একটী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বাহির করে। বাহির হইতেই সমুদয় মূর্ত্তিটী প্রস্তুত হয়। গজদন্তকে পত্রাকারে চিরিয়া তাহার উপর নানারূপ চিত্র আঁকিতে পারা যায়। দিল্লীই এ কার্য্যের প্রধান স্থান। মুসলমান বাদশাহগণের প্রতিমূর্ত্তি, নুরজহান্ প্রভৃতি বেগমগণের প্রতিমূর্ত্তি গজদন্তে চিত্রিত হইয়া বিক্রীত হয়। কতিপয় মুসলমান চিত্রকরেরা এই কর্ম্ম করিয়া থাকে।

য়ুরোপে যখন হস্তিদন্ত যাইতে আরম্ভ হইল, তখন সেখানকার অধিবাসীরাও ইহা হইতে নানারূপ কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতে লাগিল। প্রাচীন গ্রীসদেশে গজদন্ত হইতে মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত, সে মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। গজদন্তকে পাত করিয়া পুস্তকও হইত, তাহাও এখন বর্ত্তমান আছে। ফরাসীদেশে পারিস নগরের পুস্তকাগারে এইরূপ একখানি পুস্তক আছে, ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই পুস্তকখানি প্রস্তুত ও লিখিত হইয়াছে। ইহার পত্রগুলি দৈর্ঘ্যে ১৫ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৬ ইঞ্চ। ইহা দেখিয়া সকলে অনুমান করেন যে, গোলাকার হস্তিদন্তকে সমতল ও প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত, বাড়াইবার বা কমাইবার নিমিত্ত সেকালের লোক কোনও রূপ উপায় জানিত, এখনকার লোক আর সে উপায় জানে না। থিওফিলাস নামক একজন প্রাচীন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, হস্তিদন্তকে ক্ষার, লবণ, গন্ধকদ্রাবক ও সির্কায় ভিজাইয়া রাখিলে, উহা মোমের ন্যায় কোমল হয়, তখন ইহাকে ইচ্ছামত বাড়াইতে ও কমাইতে পারা যায়। ইহাকে আবার শুধু সির্কায় ভিজাইলে পুনরায় কঠিন হয়। য়ুরোপবাসীরা গজদন্তে চতুরঙ্গের বল, নরমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার অবনতি হইয়াছে।

গজদন্তফলা (স্ত্রী) গজদন্ত ইব ফলমস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্। ভণ্ডীলতা। (রাজনি°।) চিচিঙ্গে।

গজদন্তময় (ত্রি) গজদন্ত-ময়ট্ বিকারার্থে। গজদন্তনির্ম্মিত, যাহা গজদন্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

গজদান (ক্লী) গজস্য দানং মদঃ ৬তৎ। ১ হস্তীর মদ। প্রাচীন আর্য্যপ্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে হাতীর শুঁড়, কপোল, মেঢ্র ও নেত্র হইতে মদ নিঃসৃত হয়।

"সসৈন্যপরিভোগেন গজদানসুগন্ধিনা।

কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ।" (রঘু ৪।৪৫)

২ হস্তীর উৎসর্গ।

গজনবীপুর বা গজনীপুর, বঙ্গপ্রদেশের মান্দারণ সরকারের অন্তর্গত একটী মহল।

গজনাসা (স্ত্রী) গজস্য নাসা ৬তৎ। হাতীর শুঁড়।

"ধর্ম্মজ্ঞ গজনাসোরু! সত্তিরাচরিতঃ পুরা।" (রামায়ণ ২।৩০।৩০)

গজনি, আফগানস্থানের একটী নগর। অক্ষা° ৩৩° ৩৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ১৮´ পূঃ। কাবুল হইতে ৪২॥০ ক্রোশ দূরে, গজনিনামা নদীর বামকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫১৫০ হাত উচ্চে অবস্থিত।

নগরটী চতুরস্র; মধ্যস্থলে একটী সুদৃঢ় দুর্গ, সার্দ্ধক্রোশ প্রাচীরবেষ্টিত। এখানে কাদার গাথনি প্রায় সাড়ে তিন হাজার গৃহ আছে। অধিবাসীর মধ্যে আফগান জাতির সংখ্যাই প্রায় দশহাজার, তাজারাজাতি ও অল্পসংখ্যক দোকানদার হিন্দুজাতিও বাস করে। এখানে কার্ত্তিক মাসের শেষ হইতে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্যান্ত বরফ পড়ে।

এই নগর অতি প্রাচীন। এক সময়ে এ অঞ্চলে বিস্তর লোকের বসবাস ও সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহ ছিল, গজনির পশ্চিমাংশে দর্গাক উপত্যকা হইতে শিস্তানের নগর গ্রামাদির ধ্বংসাবশেষই তাহার নিদর্শন।

জশলমীরের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে যাদবগণ গজনি হইতে সমরকন্দ পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগে রাজত্ব করিতেন। কর্ণেল টডসাহেব বিলাতে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীতে একখানি হিন্দু-মানচিত্র প্রদান করেন, তাহাতে এই স্থান "গজনি-বন" অর্থাৎ হাতীর বন নামে নির্দ্দিষ্ট আছে। অনেকের মতে হিন্দুরাজগণই এই নগর পত্তন করেন। আবার কাহারও মতে এইখানেই সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত যবনরাজ বাস করিতেন। টলেমি 'ওজলা' (Ozola) ও ক্রিসোকোকাস্ সবল (Subal or Zabal) নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৯৭৬ খৃষ্টাব্দে আবুতকিন্ বোখারা হইতে আসিয়া এখানে রাজধানী করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারি সবক্তগীন, ইনিই

ভারতবিজেতা সুলতান্ মামুদের পিতা। মামুদের শাসনকালে গজনিরাজ্য পূর্ব্বে গঙ্গা ও পশ্চিমে তাইগ্রীস নদী, উত্তরে অক্ষস্ ও দক্ষিণে ভারতমহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১১৫১ খৃষ্টাব্দে আলা উদ্দীন্ ঘোরী গজনি নগর আক্রমণ করেন, এই সময় সহস্র সহস্র অধিবাসী তাঁহার নিষ্ঠুর অত্যাচারে নিহত হয়। তৎপরে আরবেরা এখানে রাজ্যশাসন করিতেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দে তাতারগণের দারুণ দৌরাত্ম্যে গজনিনগর ছারখার হইয়া পড়ে।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২২এ জুলাই ও তৎপরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধীন ভারতসেনা গজনি আক্রমণ করিয়াছিল। আবার ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বৃটীশসেনা পরিচালিত হইয়াছিল।

আফগানস্থান ও ভারতে যাতায়াত করিবার এখানে ৪টী প্রধান পথ আছে। নগরের চারিপার্শ্বস্থ জমি অতিশয় উর্ব্বরা। সেখানে দ্রাক্ষা, তামাক, কাপাস প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মে।

নগরের দুই পার্শ্বে সুলতান্ মামুদের দুইটী মিনার আছে। মিনার দুইটী ইষ্টকনির্ম্মিত, তাহাতে অতি সুন্দর কারুকার্য্য আছে। একটী প্রায় ১৪ হাত উচ্চ হইবে।

গজপতি (পুং) গজস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ শ্রেষ্ঠ গজ। ২ অত্যুচ্চ হস্তী। "গজপতি দ্বয়সী রপি হৈমনঃ।" (মাঘ)

৩ উৎকল ও কলিঙ্গের প্রাচীন রাজগণের সম্মানসূচক উপাধি। অন্ধ্র ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধরাজগণ ও সময়ে সময়ে এই উপাধি ধারণ করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে কেবল উত্তর-সরকারের একজন রাজা "রাজা গজপতিরাও" উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।

গজপতিনগর, ১ মান্দ্রাজ প্রদেশের বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩৪ বর্গমাইল। ২২৮ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোকসংখ্যা প্রায় সপাদলক্ষ।

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত প্রধান নগর, অক্ষা° ১৮° ১৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ২৫´ পূঃ। তালুকের সকল পার্ব্বতীয় দ্রব্যজাত এইখানে আনিয়া বিক্রয় করা হয়। এখানে কৌজদারী ছোট আদালত, রেজিষ্টরী আফিস, ডাকঘর ও ঔষধালয় আছে।

গজপতিবীরনারায়ণ দেব, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। পদ্মনাভের পুত্র, কবিরত্ন পুরুষোত্তমমিশ্রের শিষ্য। ইনি অলঙ্কারচন্দ্রিকা ও সঙ্গীতনারায়ণ রচনা করেন।

গজপাদপ (পুং) গজপ্রিয়ঃ পাদপঃ। শালীবৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ।) খেলিয়াপিপুল।

গজপিপ্পলী (স্ত্রী) গজপূর্ব্বা, গজপ্রিয়া বা পিপ্পলী। পিপ্পলীবিশেষ। [illegible]। পর্য্যায়—করিপিপ্পলী, কপিবল্লী, [illegible], কপিপিপ্পলী, [illegible], [illegible], কোলবল্লী, ইভোষণা, চব্যফল, চবিকা, ছিদ্রবিদেহী, দীর্ঘগ্রন্থি, তৈজসী, বর্ত্তুল, স্থূলবৈদেহী। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, শ্লেষ্ম ও বাতনাশক, অগ্নিবর্দ্ধকর এবং বেদনা ও মলনাশক। (রাজনি°।) রাজবল্লভের মতে ভেদক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারী। ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার ফলের নাম গজপিপ্পলী। ইহার গুণ—কটু, বাত ও কফনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারী, অতীসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও কৃমিনাশক।

গজপুট (পুং) গজাহ্বয়ঃ পুটঃ শাকপার্থিববৎসমাসঃ। গর্ত্ত-বিশেষ, ইহা ঔষধপাক ও লৌহমারণ প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী। কোন বৈদ্যক ১ হাত গভীর ১ হাত বিস্তার ও এক হাত দৈর্ঘ্য গর্ত্তকে গজপুট বলেন।

"হস্তপ্রমাণো গর্ত্তো যঃ পুটঃ স তু গজাহ্বয়ঃ।" (বৈদ্যক)

ভাবপ্রকাশে ক্লীবলিঙ্গে গজপুটশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রকাশের মতে ১।০ হাত (৩০ আঙ্গুল) গভীর, ১।০ হাত পার্শ্ব ও ১।০ হাত দৈর্ঘ্য গর্ত্তকে গজপুট বলে। এইরূপ গজপুট প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে পাঁচ শত ঘুটে দিবে। পরে একটী মাটির মুষায় ঔষধ রাখিয়া তাহার মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিবে, এবং ঐ ঘুটের উপরে রাখিবে। পরে মুষার উপরে আর পাঁচ শত ঘুটে সাজাইয়া উপরে আগুন দিতে হয়। গজপুটে এই প্রণালীতে পাক করিতে হয়। সকলপ্রকার পুট হইতে গজপুটশ্রেষ্ঠ। (ভাবপ্র° পূর্ব্ব° ২ ভা°)

গজপুর (ক্লী) গজস্য হস্তিনাম নৃপস্য পুরং ৬তৎ। যুধিষ্ঠিরের রাজধানী, হস্তিনাপুর।

"স নির্যযৌ গজপুরাদশ্বকৈঃ পরিবারিতঃ।"

(ভারত অনু° ১৬৭ অঃ)

গজপুষ্পী (স্ত্রী) গজস্যেব ইব গন্ধযুক্তপুষ্পমস্যাঃ বহুব্রী, ততো ঙীপ্। নাগপুষ্পা লতা। (শব্দার্থচিন্তামণি।)

"ততো গিরিতটে জাতাং মারুত সুহৃদাসবাম্।

লক্ষ্মণো গজপুষ্পীং তাং তস্য কণ্ঠে সসজ্জবান্॥" (রামা° ৪।১৩।৪৬)

গজপ্রিয়া (স্ত্রী) গজস্য প্রিয়া ৬তৎ। শল্লকীবৃক্ষ। (হেম°)

গজবন্ধনী (স্ত্রী) গজা বধ্যন্তেঽত্র বন্ধ ল্যুট্ ঙীপ্ চ। হাতী বাঁধিবার স্থান, হাতীশালা। পর্য্যায়—বারী, বারি, আরদ্ধি।

গজবন্ধিনী (স্ত্রী) গজস্য বন্ধোঽস্ত্যত্র গজবন্ধ-ইনি-ঙীপ্। হাতী বাঁধিবার স্থান, হাতীশালা। (জটাধর)

গজভক্ষক (পুং) গজো ভক্ষকোঽস্য বহুব্রী। অশ্বত্থবৃক্ষ।

গজভক্ষা (স্ত্রী) ভক্ষ্যতেঽসৌ ভক্ষণিচ্ কর্ম্মণি অপ্ ততঃ টাপ্। শল্লকীবৃক্ষ। (শব্দরত্নাবলী)

গজভক্ষ্যা (স্ত্রী) গজেন ভক্ষ্যা ৩তৎ। শল্লকীবৃক্ষ। (অমর)

গজভূষণ (ক্লী) গজস্য ভূষণং ৬তৎ। হস্তীর অলঙ্কার, হস্তিভূষণ।

গজমণ্ডলী (স্ত্রী) গজানাং মণ্ডলী বেষ্টনাকারপরিধিঃ ৬তৎ। ১ হস্তীর বেষ্টনকারপরিধি। ইহার উত্তর স্বার্থে কন্ হইলে ঈ-কার হ্রস্ব হইয়া গজমণ্ডলিকা শব্দ হয়।

"চন্দ্রাকৃতীনি গজমণ্ডলিকাভিরুচ্চৈঃ।" (মাঘ)

২ হস্তিসমূহ।

গজমাচল (পুং স্ত্রী) গজস্য মাচং শাঠ্যং লুনাতি লু-বাহুলকাৎ ডঃ। সিংহ। (হারাবলী) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া গজমাচলী হয়।

গজমাত্র (ত্রি) গজেন পরিমাণমস্য গজ-মাত্রচ্। গজপরিমিত।

গজমুক্তা (স্ত্রী) গজে গজকুম্ভে জাতা মুক্তা হস্তিকুম্ভজাত এক-প্রকার মুক্তা, এই মুক্তা সকল মুক্তার মধ্যে উৎকৃষ্ট। প্রাচীন আর্য্যগণ—গজ, মেঘ, বরাহ, শঙ্খ, মৎস্য, সর্প, শুক্তি ও বেণু এই আটটী মুক্তার উৎপাত্তস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"করীন্দ্রজীমূতবরাহশঙ্খমৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি।
মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষাস্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি॥"

(কুমারটীকা—মল্লিনাথ)

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা হস্তিকুম্ভকে মুক্তার আকর বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা কখনও হস্তিকুম্ভে মুক্তা দেখিতে পান নাই।

গজমুখ (পুং) গজস্য মুখং মুখমস্য বহুব্রী। ১ গণেশ।

[গজানন দেখ।]

"প্রমথাধিপো গজমুখঃ।" (বৃহৎসং ৫৮ অঃ।) (ক্লী) গজস্য মুখং ৬তৎ। ২ হস্তীর মুখ।

গজমোটন (পুং স্ত্রী) গজং মোটয়তি পীড়য়তি গজ মুট্-ণিচ্ ল্যু। সিংহ। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া গজমোটনী শব্দ হয়।

গজমৌক্তিক (ক্লী) মুক্তা এব মুক্তা স্বার্থে কন্ ঠঞ্। গজমুক্তা।

"গজমৌক্তিকাবালয়ুচেন বক্ষসা।" (কিরাত ১২।৪১)

গজর (দেশজ) ১ গর্জ্জন। ২ বাজে বকা।

গজরা (দেশজ) গর্জ্জন।

গজল (পারসী) একজাতীয় সঙ্গীত, ইহা প্রায়ই পারসী ভাষায় রচিত হয়। ইহাতে নায়ক নায়িকার বিরহ বর্ণিত থাকে।

গজলণ্ড (ক্লী) গজস্য লণ্ডং ৬তৎ। হাতীর নাদ। (চক্রদত্ত)

গজবদন (পুং) গজস্য বদনং যস্য বহুব্রী। ১ গণেশ। (ক্লী) গজস্য বদনং ৬তৎ। ২ হাতীর মুখ।

গজবৎ (ত্রি) গজোঽস্ত্যস্য গজ-মতুপ্ মস্য বঃ। গজবিশিষ্ট, যাহাতে হাতী আছে।

গজবল্লভা (স্ত্রী) গজস্য বল্লভা ৬তৎ। ১ গিরিকদলী, চলিত কথায় পাহাড়ে কলা ও স্থানবিশেষে বয়া-কলা বলে। ২ গজপীপুক। (রাজনি° ।)

গজবীথী (স্ত্রী) ১ রোহিণী, আর্দ্রা ও মৃগশিরা এই তিনটী নক্ষত্রকে গজবীথী বলে। [নক্ষত্র দেখ।] গজস্য বীথী ৬তৎ। ২ হস্তিপংক্তি।

গজযোক্ষ, অপর নাম গজাবাড়ী। মানভূমস্থ একটী গিরিশৃঙ্গ।

গজব্রজ (ত্রি) হস্তীবৎ ভ্রমণশীল।

গজশিক্ষা (স্ত্রী) গজানাং শিক্ষা ৬তৎ। হাতীচালনা অভ্যাস।

"ভবৈব গজশিক্ষায়াং নীতিশাস্ত্রেষু পারগঃ।" (ভারত ১।১০৯ অঃ)

গজশিরস্ (পুং) গজস্য শিরঃ-ইব শিরোঽস্য বহুব্রী। ১ দৈত্য-বিশেষ। (হরিবংশ ২৪০ অং) বহুব্রী। ২ গণেশ।

গজশাসন, যোগিনীতন্ত্রোক্ত কামরূপের বায়ুকোণস্থ পবিত্রস্থান।

"ঈশানে চৈব কেদারো বায়ব্যাং গজশাসনঃ।"

(যোগিনীতন্ত্র ১১ পং।)

গজসার, একজন জৈনগ্রন্থকার, ধবলচন্দ্রের শিষ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় চতুর্বিংশতিদণ্ডকস্তোত্র রচনা করেন।

গজসাহ্বয় (পুং) গজেন হস্তিনামক নৃপেণ সহ আহ্বয়ো-যস্য বহুব্রী। হস্তিনাপুর।

"নির্যযুঃ গজসাহ্বয়াৎ।" (ভারত ৩।১ অঃ)

গজস্কন্ধ (পুং) গজস্য স্কন্ধ ইব স্কন্ধোঽস্য বহুব্রী। দৈত্যবিশেষ।

গজা (দেশজ) মিষ্টান্নবিশেষ।

গজাখ্য (পুং) গজং গজকর্ণং আখ্যাতি পত্রেণ আখ্যা-ক। ১ চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দে। (রাজনি° ।) গজেন তুল্যা আখ্যা যস্য বহুব্রী। ২ হস্তিনাপুর।

গজাগ্রণী (পুং) গজস্য অগ্রণীঃ শ্রেষ্ঠঃ ৬তৎ। ঐরাবত।

গজাজীব (পুং) গজৈস্তৎপালনাদিভি রাজীব্যতে জীব-অপ্, হস্তিপালক। (হেম°)

গজাণ্ড (ক্লী) গজস্যাণ্ডমিব অণ্ডমস্য বহুব্রী। শিশুমূল। (রাজনি°)

গজাদন (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষ।

গজাদনী (স্ত্রী) অশ্বত্থলক্ষ।

গজাদিনামন্ (স্ত্রী) গজ ইতি শব্দ আদৌ যস্য তাদৃশং নাম যস্যাঃ বহুব্রী। গজপিপ্পলী। "কালমৃতাশিগ্রু পুনর্ণবাব গজাদিনামাকরহাটকুটৈঃ॥" (সুশ্রুত, চিকিৎসিত° ১৮ অঃ)

গজাধ্যক্ষ (পুং) গজস্য অধ্যক্ষঃ ৬তৎ। যাহার উপরে হাতীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়, হাতীর কর্ত্তা।

গজানন (পুং) গজস্যাননমাননং যস্য বহুব্রী। ১ গণেশ। পার্ব্বতীনন্দন গণেশের গজানন হইবার কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গণেশখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—

দক্ষকন্যা সতী পতিনিন্দায় প্রাণত্যাগ করিয়া হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিলে, মহাদেব তাঁহাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর উভয়ের সম্ভোগ হইতে [illegible] [illegible] [illegible] হইল না, পার্ব্বতীর মনে বড়ই [illegible]

একদিন মহাদেবের নিকটে বসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মহাদেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। পার্ব্বতী বিষ্ণুর আরাধনা করিলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রবর দিলেন। কিছুদিন পরে পার্ব্বতীর একটী পুত্র হইল। দম্পতী আমোদে মাতিয়া দান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল প্রভৃতি সকল স্থানেই আমোদ প্রমোদ হইতে লাগিল। সকলেই নবজাত শিশুকে দেখিতে কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পরে শনিও আসিয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। শনি স্ত্রীর অভিশাপে যাহার দিকে তাকাইতেন, তাহাই ভস্ম হইয়া যাইত। শনি ঠাকুর সেই ভয়ে পার্ব্বতীনন্দনকে দেখিতে যাইলেন না। পরিশেষে শিবের কথায় তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে যাইতে হইল; গ্রহরাজ পার্ব্বতীর নিকটে যাইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পার্ব্বতীর তাহা ভাল লাগিল না। তিনি বালককে দেখিতে অনুরোধ করেন। শনি সব কথা খুলিয়া বলিলেন, তথাপি পার্ব্বতী গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অগত্যা শনিকে বালক দেখিতে হইল। শনির দৃষ্টিমাত্রই বালকের মাথাটী উড়িয়া গেল। পার্ব্বতী কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুর নিকটে এই সংবাদ পাঠান হইল। বিষ্ণু আসিবার সময় রাস্তায় দেখিলেন, একটা হাতী পরমসুখে শুইয়া আছে। তিনি সেই হাতীটার মাথা লইয়া আসিয়া সেই ছিন্নমস্তক বালকের শরীরে লাগাইয়া দিলেন। হাতীমুখো বলিয়া যদি কেহ আদর করিয়া পূজা না করে, এই আশঙ্কায় সকল দেবতা মিলিয়া বিধান করিলেন যে, এই গজাননের পূজা না করিলে, আমাদের পূজা সিদ্ধ হইবে না, সেই হইতে সকল দেবদেবীর পূজার অগ্রে গণেশের পূজা করিবার নিয়ম হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে ইহার উপাখ্যানটী অন্য প্রকার লিখিত আছে—

সিন্দুর নামক একটী দৈত্য পার্ব্বতীর গর্ভে অষ্টম মাসের সময় প্রবেশ করিয়া, গণেশের মাথাটী কাটিয়া ফেলে। তাহাতে বালকের জীবনের কোন অনিষ্ট হইল না। প্রসবের পরে নারদ আসিয়া বালককেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক এই কথা নারদকে বুঝাইয়া বলিলেন, নারদ তাঁহাকে সমস্তক হইতে অনুরোধ করেন। বালক আপনার তেজেই গজাসুরের মাথাটী কাটিয়া আপনার স্কন্ধে যোজনা করিয়া দিলেন, সেই হইতেই তাহার গজানন নাম হইল। ভাদ্রমাসীয় চতুর্থী তিথিতে গজাননের জন্ম হয়। (স্কন্দপুরাণ গণেশখণ্ড ৩৮ অধ্যায়।) [গণেশ দেখ।]

গজানীক, বাগীশ্বরী দেবীর ভক্ত বৈবস্বতবংশীয় একজন রাজা, মেঘনাদের পুত্র ও বাসুবাদের পিতা। (মহাভারত ঃ শান্তিপর্ব্ব)

গজারি (পুং) গজস্য অরিঃ শত্রুঃ ৬তৎ, ১ সিংহ। ২ বৃক্ষবিশেষ। ঢাকা অঞ্চলে গরাণ বৃক্ষকে গজারি বা গজা এবং তাহার চারাকে গোছি বলে। ইহার পত্র বিশাল, ফল স্থূল। ইহার কাণ্ড খুঁটির জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহা এক জাতীয় শালবৃক্ষ, মধুপুর জঙ্গলে ও আসাম অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে।

গজারোহ (পুং) গজমারোহতি আ-রুহ-অণ্। হস্তিপাল, মাহুত।

গজাশন (পুং) গজৈরশ্যতে ভক্ষ্যতে অশ কর্ম্মণি ল্যুট্, যদ্বা অশ্নাতীতি অশনঃ গজোঽশনোভক্ষকো যস্য বহুব্রী। গজভক্ষ্য, অশ্বত্থবৃক্ষ। (রত্নমালা।)

গজাশনা (স্ত্রী) গজাশন-টাপ্। ১ ভঙ্গা, ভাঙ্। ২ শল্লকীবৃক্ষ, হিন্দীতে শালুই বলে। ৩ পদ্মমূল।

গজাসুর (পুং) গজাকারোঽসুরঃ। গজাকৃতি একটী অসুর। ইহার উপাখ্যান—পূর্ব্বকালে মহেশ নামে একজন অতিশয় সচ্চরিত্র বিত্তবান্, জ্ঞানবান্ নরপতি ছিলেন। সর্ব্বদাই ইনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা করিতে ভালবাসিতেন। একদিন মহেশ নরপতি আপনার বন্ধুবান্ধবের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। এমন সময় নারদকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাহার কোনরূপ আদর বা অভ্যর্থনা করিলেন না। নারদ চটিয়া গেলেন এবং শাপ দিলেন যে, "নরাধম তুই গজযোনি প্রাপ্ত হইবি।" নারদের বাক্য মিথ্যা হইল না। কিছুদিন পরেই তিনি গজযোনি প্রাপ্ত হইয়া, গজাসুর নামে বিখ্যাত হইলেন, এই অসুর হইতে দেবগণ সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। শিব ইহার চর্ম্ম নিজে পরিধান করিয়াছেন। (স্কন্দপু° গণে° ১০ অঃ।)

গজাসুরদ্বেষিন্ (পুং) গজাসুরং দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ণিনি। মহাদেব। [কৃত্তিবাসঃ দেখ।]

গজাস্য (পুং) গজস্য আস্যং মুখমেব আস্যমস্য বহুব্রী। ১ গণেশ। (ক্লী) গজস্য আস্যং ৬তৎ। ২ হাতীর মুখ।

গজাহ্ব (ক্লী) গজসহিতা আহ্বাযস্য বহুব্রী। ১ হস্তিনাপুর। (পুং) [বহু] ২ একটী প্রদেশ, হস্তিনাপুর যে প্রদেশের অন্তর্গত। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগের মধ্যস্থানে এই দেশের উল্লেখ আছে। "গজাহ্বয়তেতি মধ্যমিদং।" (বৃহৎস° ১৪ অঃ।)

গজাহ্বয়, (ক্লী) গজেন সহিত আহ্বয়ো যস্য বহুব্রী। হস্তিনাপুর।

"যুধিষ্ঠিরস্তাবসতে গজসাহ্বয়ে।" (ভারত ৩.৬ অঃ।)

গজাহ্বা (স্ত্রী) গজোপপদা আহ্বা যস্যাঃ বহুব্রী। ১ গজপিপ্পলী। ২ হস্তিনাপুরী।

গজেক্ষণ (পুং) ১ গজচক্ষু। ২ দানবিশেষ।

গজেন্দ্র (পুং) গজইন্দ্র ইব উপমিতস° যদ্বা গজস্য ইন্দ্রঃ ৬তৎ। ১ গজশ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট হাতী। ২ গজযূথাধিপতি। "নেন্দ্রশ্রিয়ং বিকসতো বিদধুর্গজেন্দ্রাঃ।" (মাঘ)

৩ অগস্ত্যমুনির শাপে গজযোনি প্রাপ্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা। ভাগবতে ইহার এইরূপ উপাখ্যান আছে।—পূর্ব্বকালে দ্রবিড়দেশে পাণ্ড্যবংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত বিষ্ণুভক্ত নরপতি ছিলেন। একদিন নরপতি একাগ্রচিত্তে হরির আরাধনা করিতে ছিলেন, সেই সময়ে অগস্ত্য মুনি আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন না, তিনি আপন মনে আরাধনায় থাকিলেন। মুনির রাগ হইল, রাজাকে ডাকিয়া বলিলেন, "নরাধম! তুমি ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছ, ইহার ফলে কুঞ্জরযোনি প্রাপ্ত হইবে।" মুনির বাক্য মিথ্যা হইল না, কিছু দিন পরেই রাজা হাতী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। মৃত্যুকালেও তাঁহার হরিভক্তির হ্রাস হয় নাই, সেই কারণে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কথা সকলই মনে রহিল, কিছুই বিস্মৃত হইলেন না। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন হাতী হইয়া বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন; দৈবাৎ এক দিন চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বতে বরুণোদ্যান নামে একটী মনোহর উপবন আছে। রাজা সেই উপবনে যাইয়া স্নান করিতে সরোবরে অবগাহন করিলে, একটা কুম্ভীর তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার সহচর অপর মাতঙ্গরাজেরা তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল, তিনি কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই সেই মহাবল কুম্ভীর পরাজিত হইল না। ইন্দ্রদ্যুম্ন বেগতিক দেখিয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। রাজা সেই দিনেই শাপ হইতে মুক্ত হন। বিষ্ণু রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আর একটা বর দিলেন যে, "তুমি যে স্তবে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, অপর যে কোন ব্যক্তি সেই স্তব পাঠ করিবে, তাহার ঐহিক কীর্ত্তি, দুঃস্বপ্ন দূর ও দুঃখবিনাশ হইবে এবং চরমে স্বর্গলাভ হইবে।" যে প্রাতে উঠিয়া সেই গজকৃত বিষ্ণুস্তব পাঠ করে তাঁহার বুদ্ধি কখনও কলুষিত হয় না। ভাগবতে ৮ম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে সেই স্তব লিখিত আছে।

গজেন্দ্রগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কলাড্‌গি জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। কলাড্‌গি নগর হইতে ২৫। ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ও বাদামী হইতে ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫° ৪৪′ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ০′ ৪৫″ পূঃ।

মহাবীর শিবাজি এই স্থানে গজেন্দ্রগড় নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইতে এই নগরের নামও গজেন্দ্রগড় হইয়াছে। এখন এই নগর মুধোলের ঘোরপড়ে নামক সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের জমিদারীভুক্ত।

এখানে বিরূপাক্ষদেবের প্রাচীন মন্দির আছে। নগরের বাহিরে দুর্গা, রামলিঙ্গ, রামসীতা, পাণ্ডুরঙ্গ প্রভৃতি দেবতার মন্দির অবস্থিত।

গড়ের নিকট পাহাড়ের দিকে একটী শিবতীর্থ আছে; এখানে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে। পাহাড়ের উপর কতকগুলি তীর্থ ও শিবালয় আছে, তন্মধ্যে বীরভদ্রের মন্দির ও পাতালগঙ্গাতীর্থই প্রধান। পাতালগঙ্গার পার্শ্বে বসবন্ন বা নন্দীমূর্ত্তি আছে। অনেক বন্ধ্যারমণী পুত্র কামনা করিয়া সেই নন্দীর পূজা দিতে আসেন।

গজেষ্টা (স্ত্রী) গজানামিষ্টা ৬তৎ। ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভুঁই কুমড়া।

গজোদর (পুং) গজস্য উদরমিব মস্য বহুব্রী। দৈত্যবিশেষ।

গজোপকুল্যা (স্ত্রী) গজপ্রিয়া উপকুল্যা পিপ্পলী মধ্যপদলো°। গজপিপ্পলী। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

গজোষণা (স্ত্রী) গজোপপদা উষণা। গজপিপ্পলী। (রাজনি°।)

গঞ্জ (পুং) গাজ ঘঞ্। ১ অবজ্ঞা। ২ ভাণ্ডাগার। ৩ খনি। (হেম°।) ৪ গোষ্ঠগৃহ, গোয়ালঘর। (পুং ক্লী) ৫ ভাণ্ডাগার। (মেদিনী।)

গঞ্জজগদল, বাঙ্গলায় বার্বকাবাদ সরকারের অধীন একটী মহল। (আইন্-ই-অক্‌বরী।)

গঞ্জভৈরব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। সচরাচর 'গঞ্জি-ভৈরো' নামে খ্যাত। এখানে হেমাড়পন্থীদিগের একটী বৃহৎ শিবমন্দির আছে, মন্দিরের নিকট অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

গঞ্জন (ত্রি) গজি-ণিচ্ ল্যু। ১ তিরস্কার, নিন্দা করা। "নেত্রেখঞ্জনগঞ্জনে সরসিজ প্রত্যর্থিপাণিদ্বয়ম্।" (সাহিত্যদ°) (ক্লী) গঞ্জ ভাবে ল্যুট্। ২ তিরস্কার।

গঞ্জনা (গঞ্জন শব্দজ) গ্লানিসূচকবাক্য, ভর্ৎসনা।

গঞ্জবর (পুং) কোষাধ্যক্ষ।

গঞ্জা (স্ত্রী) গঞ্জ-টাপ্। ১ পামরের গৃহ। ২ হট্টস্থান, হাট বসিবার স্থান। ৩ মদ্যভাণ্ড। ৪ মদিরাগৃহ, শুঁড়ীর দোকান। ৬ বিজয়া, গাঁজা।

গঞ্জা [গাঁজা দেখ।]

গাঞ্জাম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরপূর্ব্বদিকের একটী জেলা।

ক্ষা° ১৮°.২৫´ হইতে ২০° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি ৮৪°. ৫২´ হইতে
° ১৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। "গঞ্জ-ই-আম্" অর্থাৎ
থিবীর গঞ্জ এই অর্থে ইহার নাম গঞ্জাম্ হইয়াছে। ইহার
ত্তরে উড়িষ্যার অন্তর্গত নয়াগড়, দশপল্লা ও বোদ
মক করদরাজ্য, পূর্ব্বে পুরীজেলা ও বঙ্গোপসাগর,
শ্চমে মধ্যভারতের অন্তর্গত কালাহণ্ডি, পাটনা নামক
রদরাজ্য ও মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিশাখপত্তন
জলা। ইহার ভূপরিমাণ ৮৩১১ বর্গমাইল। ইহার অধি-
াংশই পর্ব্বতময়। লোকসংখ্যা প্রায় আঠারলক্ষ হইবে।
াহাতে ১৬টী বড় ও ৩৫টী ছোট জমিদারী এবং ৩টী গবর্মেণ্টের
লুক আছে। প্রদেশটী পাহাড়ে ও উপত্যকায় পরিপূর্ণ।
ধ্য মধ্যে সমতল ভূমিও দেখা যায়। ইহার আকৃতি
চকটা ডমরুর মত, মধ্যস্থল সঙ্কীর্ণ। উত্তর ও দক্ষিণদিকে
স্তৃত। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে সারি সারি সুন্দর
 শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। পর্ব্বতগুলি ঘন জঙ্গলে
রপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া আছে। সমুদ্র-
ল সঙ্কীর্ণ জলরাশি। সমুদ্র হইতে মধ্যে বালুকার
বধান। ইহার পশ্চিমদিকে পূর্ব্বঘাট নামক পর্ব্বতশ্রেণীর
দ নামক অংশ। ইহাদের মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে।
াদ নামক প্রদেশের প্রান্তভাগে পর্ব্বত প্রায় ১৩৩২ হাত
চ। দারিঙ্গবাড়ীর নিকট প্রায় ইহার দ্বিগুণ উচ্চ।
ন্দা কিমেদি ও পার্লাকিমেদী নামে পাহাড়শ্রেণী
জেই ২০০০ হাত উচ্চ। ইহাদের মধ্যে মহেন্দ্রগিরি
মক শৃঙ্গ ৩২৮২ হাত, সিংহরাজ ২৩১৬ হাত ও দেবড়ঙ্গা
২২ হাত উচ্চ। গিরিপথ অনেকগুলি, কিন্তু শুদ্ধ কলিঙ্গ-
ট নামক পথে শকটাদি গমনের সুবিধা আছে। অন্যান্য
থ পশ্বাদি যাইতে পারে। গঞ্জামে কএকটী নদী আছে।
ষিকুল্যা নদী উত্তরদিকের পর্ব্বত হইতে ৫০ ক্রোশ
সিয়া গঞ্জামের নিকট সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। বর্ষা-
ল ব্যতীত অন্য সময় ইহাতে নৌকাদি চলে না।
ংশধারা নদী জয়পুরের পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ৭২ ক্রোশ
 আসিয়া গঞ্জামের দক্ষিণ কলিঙ্গপত্তনের নিকট সমুদ্রে
ড়য়াছে। সমুদ্র হইতে ৩৫ ক্রোশপথ পর্য্যন্ত পোতাদি
। লাঙ্গুলিয়া নামক নদী কালাহাণ্ডি হইতে বাহির
য়া ৫৭ ক্রোশ পথ আসিয়া মাফুজবন্দর নামক স্থানে সমুদ্রে
ড়য়াছে। নদী ও সমুদ্র নিকট বলিয়া এখানে ধীবরের
্যা কিছু অধিক। শোণপুরের উপকূলে ও চিল্কা হ্রদ,
ত ঋষিকুল্যা নদীর মুখ পর্য্যন্ত নানাস্থানে সামান্য মুক্তার
ক পাওয়া যায়। লোহার, ছুম্বাদাঘর, রেণুপ্যাক,

অভ্র ও হাবাহার খনিজ অনেক স্থলে পাওয়া গিয়া থাকে।
জঙ্গলের মধ্যে শাল, চন্দন, আবলুস প্রভৃতি কাষ্ঠ পাওয়া যায়।
মধু, মোম, হরিদ্রা, লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্য বন্যজাতিগণ বন
হইতে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। পাহাড়ে বড় বড় অনেক
দেখিতে পাওয়া যায়।

গঞ্জামে ধান্য যথেষ্ট জন্মে। কিন্তু দুইবার ফসল প্রায় হয়
না। কেবল সমুদ্রতীরে ইচ্ছাপুরে জন্মিয়া থাকে। গঞ্জামের
ইক্ষু অতি উৎকৃষ্ট, তবে চাষে বিশেষ যত্ন করিতে হয়। কৃষকগণ
প্রায়ই ঋণগ্রস্ত। জমিসম্বন্ধে তিনপ্রকার বন্দোবস্ত প্রচলিত।
১ম, রায়তবারী বন্দোবস্ত—গবর্মেণ্ট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
প্রজা জমি লইয়া থাকে। ২য়, কোল্জুস্তা বন্দোবস্তে সমস্ত
গ্রামের লোক মিলিত হইয়া গবর্মেণ্টের নিকট হইতে জমি
লইয়া চাষ করে। ৩য়, মুস্তাজারী প্রথা—ইহাতে জমিদারগণ
প্রজাদিগকে জমি বিলি করিয়া দেন। কখনও বা অনা-
বৃষ্টি, কখনও বা বন্যায় অত্র শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয়।
১৭৮৯-৯২, ১৭৯৯-১৮০১, ১৮৩৬-৩৯ ও ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে
অজন্মা হেতু দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ১৮৬৫।৬৬ খৃষ্টাব্দের
দুর্ভিক্ষে গঞ্জামের প্রায় ৬০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়।
সাহায্যার্থ গবর্মেণ্টের ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া-
ছিল। সমভূমি ও পার্ব্বত্য ভূমিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাস্তা
আছে। ১৩ ক্রোশ দীর্ঘ একটী খালকাটা হইয়াছে। চিল্কা-
হ্রদ হইতে ঋষিকুল্যা নদী পর্য্যন্ত একটী ৪।।০ ক্রোশ দীর্ঘ খাল
আছে, উহাতে জোয়ার-ভাটা খেলিয়া থাকে।

গঞ্জাম্ পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশেরই অংশ ছিল। [কলিঙ্গ দেখ।]
উড়িষ্যার গজপতি বা গঙ্গাবংশীয় রাজগণের সময়ে উড়িষ্যার
অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে, যখন বাঙ্গালা হইতে মুসল-
মানেরা উড়িষ্যা জয় করেন, তখন তাঁহারা গঞ্জামের বড়
অধিক জয় করিতে পারেন নাই। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে কুতুব-
সাহীবংশীয় নবাব সেরমহম্মদ খাঁ চিকাকোল সরকারের
ফৌজদার হইয়া আসেন। গঞ্জাম্ প্রদেশটী চিকাকোল
সরকারের অধীন ছিল। ঋষিকুল্যা নদীর দক্ষিণ হইতে বাশী-
বুগা পর্য্যন্ত ইচ্ছাপুর জেলা নামে অভিহিত হইত। চিকাকোল
সরকার এইরূপে ফৌজদার ও নায়েবের অধীন ছিল।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম সলাবৎজঙ্গ নিজের ফরাসীসৈন্য-
গণের প্রাপ্য বেতন ইত্যাদির পূরণ করিয়া দিবার জন্য
ফরাসীদিগকে উত্তর-সরকার-প্রদেশ অর্পণ করেন। সেই
সময়ে মুসো বুসি হায়দ্রাবাদে ফরাসীদিগের প্রতিনিধি ছিলেন।
১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজে উত্তর-সরকার দখল করিতে যান।
তিনি গঞ্জামের জমিদারদিগের এবং বিং, ঘুমসর প্রভৃতি

দখল করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্ষে (১৭৫৮ খৃঃ অঃ) পুঁদিচারীর গবর্ণর মুসো লালী তাঁহাকে মান্দ্রাজ অবরোধের জন্ত ডাকিয়া পাঠাইলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে ক্লাইব কর্ণেল ফোর্ডকে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠান। ফোর্ডসাহেব মসলিপত্তন জয় করাতে ফরাসীরা দেখিল যে, উত্তর-সরকার রক্ষা করা বৃথা। তাঁহারা গঞ্জাম্ ও নিকটস্থ কুঠিগুলি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে মোগল-সম্রাট্ একখানি ফরমাণ দ্বারা উত্তর-সরকার ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম আলি ১২ই নবেম্বর ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে এই ফরমাণ মঞ্জুর করিয়া ইংরাজদিগকে গঞ্জাম্ জেলা ছাড়িয়া দেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা গঞ্জাম্ অধিকার করিয়া এডওয়ার্ড কটস্ফোর্ড সাহেবকে এখানকার রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেন। তিনি এখানে একটী দুর্গ ও একটী কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রেসিডেণ্টদিগের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। তাহার পর পুঁড়িনদীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত লইয়া গঞ্জাম্ জেলা নামে অভিহিত হয়। রেসিডেণ্টদিগের সময়ে জমিদারগণ সহজে কর দিতেন না। তাহাদিগকে বিশেষ পীড়াপিড়ি করিতে হইত। তখন এখানে নিয়ত লুণ্ঠন ও গৃহদাহাদি হইত। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গঞ্জামে একপ্রকার জ্বর হয়, তাহা তিন বৎসর থাকে; তাহাতে প্রায় ২০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারিগণ আসিয়া ইচ্ছাপুর হইতে গঞ্জাম্ পর্য্যন্ত লুঠতরাজ করে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত ইংরাজ গবর্মেণ্ট একজন ইংরাজসেনানায়ককে পাঠাইয়া দেন; শেষে সৈন্তাদি পাঠাইতেও হইয়াছিল। রসেল সাহেব স্পেসাল কমিসনর হইয়া আসিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে দেশে শান্তি স্থাপন করেন। এখানকার কন্দজাতি নরবলি দিত, গবমেণ্ট তাহা জানিতে পারিয়া তন্নিবারণে বিশেষ উদ্যোগী হন। কন্দদিগকে অনেক বুঝাইয়া তবে এই প্রথা রহিত করা হয়। কন্দেরা প্রথমতঃ উত্তেজিত হইয়াছিল, শেষে শান্ত হয়। সেই অবধি দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে। পার্ব্বত্যপ্রদেশ ব্যতীত বার্হামপুর, চিকাকোল ও গুম্সর নামক তিনটী তালুক একজন কালেক্টর ম্যাজিষ্টরের কর্তৃত্বাধীনে আছে। তিনিই প্রধান কর্ম্মচারী। তাহার পর একজন রাজস্বসংগ্রাহক, ও তাঁহার অধীনে ৩ জন সাহেব কর্ম্মচারী। জেলার প্রধান জজ ও ৪ জন মুন্সেফ, একজন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কতকগুলি ইংরাজ ও দেশীয় কর্ম্মচারী। এজেন্সিবিভাগের জন্ত একজন জজ ও ৪ জন মুন্সেফ আছেন। বার্হামপুর ও রসেলকণ্ডা পাহাড়ে দুইটী জেল আছে। জেলায় প্রায় ১০০টী বিদ্যালয় হইয়াছে।

২ উক্ত গঞ্জাম্ জেলার প্রধান তালুক।

৩ গঞ্জাম্ জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৯° ২২′ ২১″ উঃ, ও দ্রাঘি° ৮৫° ৭′ পূঃ, ঋষিকুল্যা নদীর মোহানায় ঢালু ভূমির উপর অবস্থিত। এখানে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহা প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। এখানে একটী দুর্গ, একজন দুর্গস্বামী ও তাঁহার সভা ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বার্হামপুর প্রধান নগর হইয়াছে। সেই অবধি গঞ্জামনগরের গৌরবের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। এইখানে গবর্মেণ্টের লবণের কারখানা ও একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত জাহাজী কারখানা আছে, শেষোক্ত স্থানে দেশীয় সমুদ্রপোতগুলি মেরামত হইয়া থাকে। এখান হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানি হয়।

৪ গঞ্জাম্ জেলার একটী নদী।

৫ মহিসূরের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গপত্তনের উপনগর। অক্ষা° ১২° ২৪′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪৭′ পূঃ। টিপুসুলতান এই নগরটী স্থাপন করিয়া অনেক প্রজাকে এখানে আনয়ন করেন। এখানে বস্ত্র-ব্যবসা চলিয়া আসিতেছে। মাঘ অথবা ফাল্গুনমাসে এখানে 'কড়িঘাটা যাত্রা' নামে একটী উৎসব হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায় ২০,০০০ লোক সমবেত হয়।

গঞ্জাকিনী (স্ত্রী) গাঁজা হইতে যাহা উৎপন্ন হয় (?)।

গঞ্জিকা (স্ত্রী) গঞ্জা-স্বার্থে কন্। ১ মদিরাগৃহ, মদের ঘর। (শব্দরত্না°।) ২ গাঁজা। [গাঁজা দেখ।]

গঞ্জিফা (পারসীক) এক গোছা তাস।

গঠন (দেশজ) নির্ম্মাণ, রচনা, গড়া।

গঠিত (দেশজ) প্রস্তুত, নির্ম্মিত, রচিত।

গড় (পুং) গড় সেকে অচ্। ১ মৎস্যবিশেষ, চলিত কথায় গড়ুই বলে। পর্য্যায়—গরগী। ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত, কষায়, বাতপিত্তনাশক, কফঘ্ন, রুচিকর, লঘু, দীপন ও বলবীর্য্যকারী। (ভাবপ্রকাশ।) ইহার লেজা ও মুড়া বাদ দিয়া কাসমর্দ্দ (কাসন্দি) মাখাইয়া হিঙ্ মিশান তৈলে ভাজিয়া লইলে তাহার গুণ বাতনাশক, বলকর, বীর্য্যবৃদ্ধিকারী, পথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রবৃদ্ধিকর, অল্পকফবৃদ্ধিকারক এবং ভেদক। (বৈদ্যক)

২ অন্তরায়। (মেদিনী।) ৩ পরিখা। ৪ ব্যবধান। (শব্দরত্নাবলী।) ৫ দেশবিশেষ, শাবর। (রাজনি°)

গড়ু (দেশজ) ১ নমস্কার। ২ ঢেঁকির মুষলের পতনস্থান, যাহাতে ধান প্রভৃতি দেওয়া হয় এবং মুষলের আঘাতে চাউল প্রস্তুত হয়। ৩ দুর্গ। পরিখাবেষ্টিত স্থান।

"রাজার আদেশে দিল বেদের অধিকার।
বসতি গড়ের মাঝে হইল গোয়ালার॥" (ধর্ম্মমঙ্গল।)

গড়, গুজরাটের রেবাকাণ্ঠার অন্তর্গত শত্থেরা মেহবাসের একটী রাজ্য। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে ছোট উদয়পুর, দক্ষিণে নর্ম্মদা, তাহার পর খান্দেশ, পশ্চিমে পলাসিনী ও বীরপুর। রাজ্যমধ্যে ১০৩টী গ্রাম আছে। ছোট উদয়পুরে ইহার কর দিতে হয়। অধিবাসী ভীলজাতীয়। শত্থেরা ও মেহবাস ইহার প্রধান গ্রাম। চোহান রাজপুতবংশীয় একজন সামন্ত এই রাজ্যের অধিকারী।

গড়ই (গড় শব্দজ) গড়, গড় ইমাছ।

গড়ক (পুং) গড়সংজ্ঞায়াং কন্। গড়ু ইমাছ। (অমর।)

গড়কাঠ (দেশজ) ধান পরিষ্কার জন্য ঢেঁকির নীচে ফেলা এক-খানি বড় কাঠ।

গড়খাই (গড়খাত শব্দজ) দুর্গের চতুর্দ্দিকে যে খাল কাটা হয়।

গড়খানা (গড়খান শব্দজ) রাজা বা ভূম্যধিকারী প্রধান প্রধান জমিদারগণের বাড়ীর চারিদিকের পরিখা, গড়খাই।

গড়গড় (দেশজ) ১ এক প্রকার ঘাস। (Coix barbata) ২ গাড়ী চলিবার শব্দ।

গড়গড়িয়া (দেশজ) অলঙ্কার ভেদ।

গড়গাঁ, আসামের শিবসাগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর ও গড়। শিবসাগর নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে ও দিখু নদীর তীরে অবস্থিত। এক সময়ে এইখানে অহম্ রাজাদিগের রাজধানী ছিল, রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। সেই রাজবাটী এক সময়ে এক ক্রোশ বিস্তৃত ইষ্টকের প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল। এখনও তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। গড়টীরও ভগ্নাবস্থা। দুর্গপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ এখনও দাঁড়াইয়া আছে।

গড়চাঁদ, বঙ্গদেশের অন্তর্গত ত্রিহুত জেলার একটী পরগণা। ছোট গণ্ডক, বাঘমতী ও লখন্দাই নদী এই পরগণা দিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি পাকা রাস্তা আছে। এই পরগণার আদালত মজঃফরপুরে। ইহার অন্তর্গত সরিফ্-উদ্দীনপুর, ধনৌর ও অকবরপুর, উফ্‌কৎপা এই কএকটী গ্রামই প্রধান। অকবরপুর গ্রামে চামুণ্ডাদেবীর মন্দির আছে, সেখানে প্রতি বর্ষে আশ্বিন মাসে এক মেলা হয়।

গড়দেশজ (ক্লী) গড়দেশে শাম্বরদেশে জায়তে জন-ড। শাম্বর-দেশজাত লবণ। (রাজনি°)।

গড়ন (দেশজ) গঠন, নির্ম্মাণ।

গড়মণ্ডল, মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডবানার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত বিভাগ। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ভূভাগ স্বাধীন হিন্দুরাজগণের অধিকারে ছিল। সেই সময় গড়া ও মণ্ডল নামক স্থানে হিন্দুরাজগণের রাজধানী ছিল। এখনও ঐ দুই স্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও হিন্দুরাজগণের সময়ে খোদিত প্রাচীন শিলালিপি দ্বারা পূর্ব্বসমৃদ্ধির বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে ভট্ট, সোহাগপুর, ছত্রিশগড়, সম্বলপুর, গাজপুর, যশপুর প্রভৃতি জেলাগুলিও এই গড়মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল। এখন আর সে পূর্ব্বসমৃদ্ধি নাই, গড়া ও মণ্ডলনামক দুইটী নগরমাত্র পূর্ব্ব-নামের পরিচায়ক। পূর্ব্বকালে গড়মণ্ডলে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত হইল—

রাজার নাম।			রাজ্যকাল।
যাদবরায়	...	...	৩৮২ খৃঃ অঃ (?)।
মাধবসিংহ	...	...	৩৮৭ " "
জগন্নাথ	...	...	৪২০ " "
রঘুনাথ	...	...	৪৪৫ " "
রুদ্রদেব	...	...	৫০৯ " "
বিহারীসিংহ	...	...	৫৩৭ " "
নরসিংহদেব	...	...	৫৬৮ " "
সূর্য্যভানু	...	...	৬০১ " "
বাসুদেব	...	...	৬৩০ " "
গোপালসাহী	...	...	৬৪৮ " "
ভূপালসাহী	...	...	৬৬৯ " "
গোপীনাথ	...	...	৬৭৯ " "
রামচন্দ্র	...	...	৭২৬ " "
সুরতানসিংহ	...	...	৭২৯ " "
হরিহরদেব	...	...	৭৫৮ " "
কৃষ্ণদেব	...	...	৭৭৫ " "
জগৎসিংহ	...	...	৭৮৯ " "
মহাসিংহ	...	...	৭৯৮ " "
দুর্জ্জনমল্ল	...	...	৮২১ " "
যশস্কর্ণ	...	...	৮৪০ " "
প্রতাপাদিত্য	...	...	৮৭৬ " "
যশশ্চন্দ্র	...	...	৯০০ " "
মনোহরসিংহ	...	...	৯১৪ " "
গোবিন্দসিংহ	...	...	৯৪৩ " "
রামচন্দ্র	...	...	৯৬৬ " "
কর্ণনাথ [illegible]	...	...	৯৮৯ " "
কমলন[illegible]	...	...	[illegible] " "
নরহরি[illegible]	...	...	[illegible] " "
বীরসি[illegible]	...	...	[illegible] " "
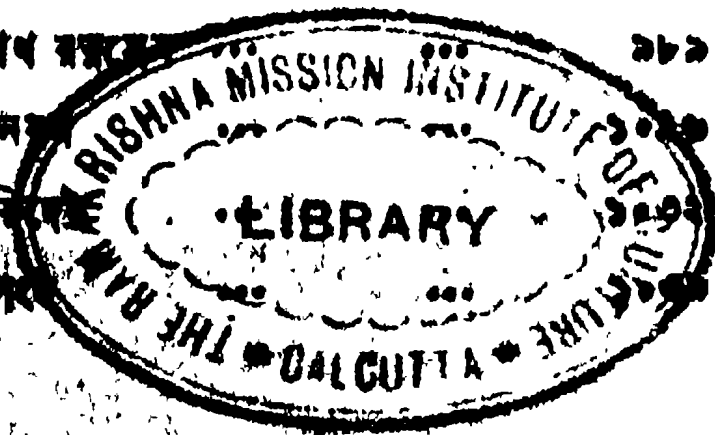
রাজার নাম।			রাজ্যকাল।
ত্রিভুবনরায়	...	...	১০৬৫ খৃঃ অঃ।
পৃথ্বীরায়	...	...	১০৯৩ „ „
ভারতীচন্দ্র	...	...	১১১৪ „ „
মদনসিংহ	...	...	১১১৬ „ „
উগ্রসেন	...	...	১১৫৬ „ „
রামসাহী	...	...	১১৯২ „ „
তারাচাঁদ	...	...	১২১৬ „ „
উদয়সিংহ	...	...	১২৫০ „ „
ভানুমিত্র	...	...	১২৬৫ „ „
ভবানীদাস	...	...	১২৮১ „ „
শিবসিংহ	...	...	১২৯৩ „ „
হরিনারায়ণ	...	...	১৩১৯ „ „
শবলসিংহ	...	...	১৩২৫ „ „
রাজসিংহ	...	...	১৩৫৪ „ „
দাদিরায়	...	...	১৩৮৫ „ „
গোরক্ষদাস	...	...	১৪২২ „ „
অর্জ্জুনসিংহ	...	...	১৪৪৮ „ „
সংগ্রামসাহী	...	...	১৪৮০ „ „
দলপতি	...	...	১৫৩০ „ „
বীরনারায়ণ	...	...	১৫৪৮ „ „
চন্দ্রসাহী	...	...	১৫৬৩ „ „
মধুকরসাহী	...	...	১৫৭৫ „ „
প্রেমনারায়ণ	...	...	১৫৯৯ „ „
হৃদয়েশ্বর	...	...	১৬১০ „ „
ছত্রসাহী	...	...	১৬৮১ „ „
কেশরীসাহী	...	...	১৬৮৮ „ „
নরেন্দ্রসাহী	...	...	১৬৯১ „ „
মহারাজসাহী	...	...	১৭৩১ „ „
শিবরাজসাহী	...	...	১৭৪২ „ „
দুর্জ্জনসাহী	...	...	১৭৪৯ „ „
নিজামসাহী	...	...	১৭৫১ „ „
নরহরসাহী	...	...	১৭৭৭ „ „
সুমেরসাহী	...	...	১৭৮১ „ „

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা সুমেরসাহী নিহত হইলে, এই রাজবংশের লোপ হয়। কানিংহাম প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ গড়মণ্ডলের উক্ত রাজগণকে গোণ্ডরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গড়মণ্ডলরাজ হৃদয়েশ্বরের খোদিত শিলাফলক পাঠে জানা যায়—তাঁহারা হিন্দু এবং আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন।

সুমেরসাহীর মৃত্যুর পর, গড়মণ্ডলের অধিকাংশ নাগপুরের মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বৃটিশ গবর্মেণ্টের অধীন হইয়াছে।

গড়মান্দারণ, বর্দ্ধমান জেলার জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, ইহার অপর নাম বিঠুরগড়। মুসলমানদিগের আমলে এখানে মৃত্তিকানির্ম্মিত একটী বৃহৎ গড় ছিল। এখানে ইস্মাইল্ গাজী ঘণি লস্কর নামক একজন মুসলমান সাধুর গোরস্থান আছে। স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীগণ ঐ সাধুকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

গড়মুক্তেশ্বর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মিরাট জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৮° ৪৭′ ১০″ উঃ, দ্রাঘি° ৮′ ৩০″ পূঃ। গঙ্গার দক্ষিণকূলে, বুড়ীগঙ্গাসঙ্গমের ২ ক্রোশ নিম্নে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

লোকের বিশ্বাস, এই নগরটী এক সময় প্রাচীন হস্তিনাপুরের একটী মহল্লা বলিয়া গণ্য ছিল। মুক্তেশ্বর মহাদেবের একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, তাহা হইতে এই নগরের নাম হইয়াছে। এ ছাড়া আরও কএকটী পুরাতন মন্দির এবং ৮০টী সতীস্তম্ভ আছে। প্রতি বর্ষে কার্ত্তিক মাসে এক মহামেলা হয়, সেই সময় নানাস্থান হইতে লক্ষাধিক যাত্রী আসিয়া থাকে।

গড়ুয়স্ত (পুং) গড়-ণিচ্ বহ্। (ভৃভূবহি বসিভাসিসাধি গড়িমণ্ডিজিনন্দিভ্যশ্চ। উণ্ ৩।১২৮) হ্রস্বশ্চ। মেঘ। (উজ্জ্বল°।)

গড়ুলবণ (ক্লী) গড়দেশজং লবণং। শাম্বরদেশোৎপন্ন শুভ্র লবণ, সম্বরলুণ। ইহার পর্য্যায়—শুভ্র, পৃথ্বীজ, গড়দেশজ, গড়োত্থ, মহারম্ভ, সাম্বর (শাম্বর), সম্বরোদ্ভব।

ইহার গুণ—উষ্ণ, লবণ, ঈষদম্ল, মলনাশক, দীপন, কফ, বাত ও অর্শনাশক এবং কোষ্ঠপরিষ্কারক। (রাজনি°।) ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ লঘু, বাতনাশক, অতিশয় উষ্ণ, ভেদকারক, পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, অভিষ্যন্দি, কটুপাক।

গড়ুবা, বঙ্গদেশের লোহারডাঙ্গা জেলার অন্তর্গত দোক্কো নদীর তীরে অবস্থিত একটী নগর। অক্ষা° ২০° ৯′ ৪৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ৫১′ ১০″ পূঃ। পালামৌ ও সরগুজা প্রভৃতি বিভাগের উৎপন্ন দ্রব্য এইখানে আসিয়া জমে এবং এখান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। গ্রীষ্মকালে দোক্কো নদীর বালির উপর বাজার বসে। এখানে বাতি, গালা, রজন, খএর, রেশমের গুটী, চামড়া, তিল, তিসি, ঘৃত, তুলা ও লৌহ সংগৃহীত হইয়া বাহিরে চালান হয়। আমদানীর মধ্যে চাউল, পিত্তল-কাঁসার বাসন, বিলাতী কাপড়, কম্বল, রেশমী কাপড়, লবণ, তামাক ও মসলা প্রধান।

গড়বাল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৯°২৬´ হইতে ৩১° ৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১৭´ ১৫´´ হইতে ৮০° ৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে তিব্বত (চীনের অধিকার), পূর্ব্বে কুমাওন জেলা, দক্ষিণে বিজনোর ও পশ্চিমে তেহরী ও দেরাদুন জেলা। ইহার ভূপরিমাণ ৫৫০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। পৌরিনগর ইহার সদর। প্রধান নগর শ্রীনগর। গড়বাল জেলা পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। এই সকল পর্ব্বতাদি হিমালয়পর্ব্বতের অংশমাত্র। ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ও গভীর খাত আছে। উপত্যকাদির মধ্যে শ্রীনগর উপত্যকাই সমধিক প্রশস্ত। রোহিলখণ্ডের দিকে ইহার ভূমি অনেকটা সমতল। উত্তরভাগে হিমালয়ের কোলে কএকটী চূড়া আছে। তন্মধ্যে ত্রিশূল নামক শৃঙ্গ ১৫৫৫৮ হাত উচ্চ, নন্দাদেবী ১৭১০৬ হাত, দ্রুনাগিরি ১৫৪৫৪ হাত, কমেত ১৬৯৪২ হাত, বদরীনাথ ১৫২৬৬ হাত ও কেদারনাথ ১৫২৩৪ হাত উচ্চ। হিমালয়ের দক্ষিণে কতকগুলি পর্ব্বতশ্রেণী গড়বালের উত্তরপূর্ব্বে ও উত্তরপশ্চিমে সমান্তরালভাবে গিয়াছে। নায়ার নামক নদীর দক্ষিণে পাহাড়গুলি অধিক উচ্চ নহে, উহা হইতে ভূমি ক্রমশঃ সমতল হইয়া আসিয়াছে। এই প্রদেশে অলকানন্দা নদীর উৎপত্তি। অলকানন্দাতে যেখানে অপর নদী আসিয়া পড়িয়াছে, সেই স্থান এখানকার এক একটী তীর্থ বলিয়া গণ্য। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছে। এইজন্য দেবপ্রয়াগ একটী মহাতীর্থ। রামগঙ্গা নামক নদী লোভা নামক স্থান হইতে বাহির হইয়া কুমাওন ও রোহিলখণ্ড দিয়া ফরক্কাবাদ জেলায় গিয়াছে। অতিরিক্ত স্রোতের জন্য এখানকার কোন নদীতে নৌকাদি চলে না। তবে কাঠ ভাসাইয়া লইয়া যাইবার বেশ সুবিধা আছে। দেশের অধিকাংশই বন; তাহাতে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ। তবে শস্যক্ষেত্র বিস্তার হওয়াতে বনভূমি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে।

গড়বালে হিন্দু অধিবাসীই অধিক। হিন্দুরসংখ্যা ৩৪৩১৮৩ জন। মুসলমান অধিক নাই। এতদ্ব্যতীত জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতির বাস। পৌরীনামক স্থানের নিকট চাপরার একটী খৃষ্টানদিগের আড্ডা আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেণিয়া, গোঁসাই ও ডোম অধিক। অন্যান্যজাতির মধ্যে গড়বালের দক্ষিণভাগে ধুমনামক জাতির বাস। ইহারা লোকের বাড়ী চাকর থাকে। উত্তর ও মধ্যভাগে খশ নামক জাতির বাস। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুত প্রভৃতি শ্রেণী আছে। কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। যে যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ স্থানান্তর হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কনকপাল নামক এক রাজা বহুকাল পূর্ব্বে চাঁদপুরে আসিয়া বাস করেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সঙ্গে আসিয়াছিলেন। চাঁদপুরের দুর্গের ভগ্নাংশ এখনও দেখা গিয়া থাকে। তুষারাবৃত হিমালয় প্রদেশে ভুটিয়াদিগের বাস। ভুটিয়ারা হিন্দু ও চীনের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের সংখ্যা অল্প। তিব্বতের বাণিজ্য ইহাদেরই হস্তে। ইহারা হুনিয়া নামক তিব্বতীয় ভাষা ও হিন্দী কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। উহাদের উচ্চারণ কিছু স্বতন্ত্র। ইহারা দৃঢ়কায়, অপরিষ্কার ও স্ত্রীপুরুষ উভয়েই মদ্যপায়ী।

গড়বালে সাধারণতঃ বহুবিবাহ প্রচলিত। লোকেরা স্ত্রীলোককে দিয়া চাকরের কর্ম্ম করাইয়া লয় এবং যে যত স্ত্রীলোককে আহার দিতে পারে, তত স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। বিবাহ হইতেও যেমন, বিবাহবিচ্ছেদও তেমনি। স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাও অনেক শুনিতে পাওয়া যায়।

গড়বালে কৃষিকার্য্য অতি অল্প ভূমিতেই হয়। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক ভূমি কৃষিযোগ্য হইয়াছে। অনেক যত্নে এখানে ফসল উৎপাদন করিতে হয়। পর্ব্বতের মধ্যে যেখানে এক বা দেড়হাত ভূমি পায়, সেখানেও শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। গম, চাউল ও মড়ুয়া নামক একপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, ইহাতেই অধিবাসীদিগের অভাব পূরণ করে এবং রপ্তানির জন্য কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া তিব্বত ও বিজনোরে প্রেরিত হয়। মড়ুয়া কিছু অধিক জন্মিয়া থাকে। তুলার চাষ অল্প। এখানে তুলা প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যয় পড়ে। এজন্য অধিবাসীগণ স্থানান্তর হইতে তুলা ক্রয় করিয়া থাকে। ইদানীং কৃষককুলের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। তাহারা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গোরু রাখিতে পারে। তাহার জন্য সারও অধিক পায়। পাহাড়ের ধারে যথেষ্ট চারণভূমি আছে। উপত্যকা ও পাহাড়ের নিম্নস্থ ভাবর জমিতে পশ্বাদি চরিবার বেশ জায়গা আছে। কিন্তু গবর্মেণ্টের বন্য বিভাগের কর্ম্মচারী পশু প্রতি কর আদায় করিয়া থাকেন। কুমাওন প্রদেশে ভাল চারণভূমি নাই বলিয়া সেখানকার পশুগুলিকে এখানে চরাইতে আনা হয়।

কৃষকেরা নিজেই জমির অধিকারী। অন্যান্য স্থানের কৃষকের মত তাহারা ঋণগ্রস্ত নহে। খাজনা প্রায়ই টাকায় দেওয়া হয়। তবে কেহ কেহ শস্যের সিকি বা তৃতীয়াংশ দ্বারা খাজনা শোধ করিয়া থাকে। প্রথম ধান্য, পরে গম ও

তাহার পর মড়ুয়া হয়। পরে আবার যতদিন না ধান্ত রোপিত হয়, ততদিন জমি পড়িয়া থাকে। চা এখানে প্রচুর হয়। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে মজুরের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

অলকানন্দা নদীতে মধ্যে মধ্যে বন্যা হইয়া থাকে। একবার শ্রীনগর পর্য্যন্ত প্লাবিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের বন্যায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭০ সালে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন দেশের শস্য বাহিরে রপ্তানি হইতে দেওয়া হয় নাই আর বাহিরের তীর্থযাত্রী-দিগকেও আসিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে শস্য প্রচুর জন্মিয়াছিল। এই কারণে অধিবাসীবৃন্দ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনুভব করিতে পারে নাই। এই দুর্ভিক্ষের পর হইতে অধিবাসীরা চাষের দিকে অধিক মনোযোগী হইয়াছে। তথাপি ১৮৭৭।৭৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয়। গম টাকায় ৵৮ সের ও মড়ুয়া ।৹ সের মূল্য হইলেই বুঝিতে হইবে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত।

উৎপন্ন—শস্য, চিনি, বস্ত্র ও তামাক ভুটিয়াগণ তিব্বতে রপ্তানি করে ও তথা হইতে লবণ, সোহাগা, পশম, স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া আসে। চমার, মেষ ও ছাগল দ্বারা বহনকার্য্য সম্পন্ন হয়। অশ্বাদি জন্তু এই পাহাড়ের পথে চলিতে পারে না। পূর্ব্বে গড়বাল হইতে পক্ষীর ছাল ও মৃগনাভি দক্ষিণে চালান হইত। তাহাতে অনেক হত্যা-কাণ্ড ঘটিত। এক্ষণে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে এই ব্যবসায় কিছু কমিয়াছে।

গড়বালে অল্পপরিমাণে তাম্র, লৌহ, সীসা, রৌপ্য ও স্বর্ণ পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীদিগের আগমনে দেবমন্দির-গুলিতে অনেক অর্থাগম হয়। চায় চাষ বিশেষ লাভকর নহে। তবে খরচ কমাইয়া কিছু কিছু লাভ হইতেছে। দেশের মধ্যে ৪টী প্রধান রাস্তা আছে। তন্মধ্যে একটী শ্রীনগর হইতে নীতি পর্য্যন্ত, তাহার দৈর্ঘ্য ৬২ ক্রোশ। এই পথে তিব্বতের বাণিজ্য হয়। শ্রীনগর হইতে কোটদ্বার পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য ২৭ ক্রোশ। এই পথে দেশের অন্যান্য সমতল স্থানের সহিত বাণিজ্য চলে। কৈনূর হইতে রামনগর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে পার্ব্বতীয় দ্রব্যাদি চালান হয়। পৌরী হইতে আলমোরা পর্য্যন্ত আর একটী রাস্তা গিয়াছে।

গড়বালে প্রায় ছয়মাস কাল বৃষ্টি হয়। বৎসরে ছয়মাস কাল বেশ শুষ্ক ও গরম থাকে। নীতি ও মানা গিরিপথে বর্ষাসময়ে বৃষ্টি হয় না বটে, কিন্তু তথাপি স্থানগুলি প্রায় শীতল থাকে। উপত্যকা ভূমিতে গ্রীষ্মকালে বড় গরম হয়, কিন্তু শীতকালে প্রাতে ও রাত্রিকালে অত্যন্ত শীত হয়। জ্বর, উদরাময় ও গলাউঠা কিছু অধিক দেখা যায়। পূর্ব্বে বসন্তরোগ অত্যন্ত হইত, গবর্মেণ্ট গোবীজের টীকা দেওয়া আরম্ভ করিয়া অবধি এখন আর তত হয় না। শ্রীনগর, কর্ণপ্রয়াগ, চিমোলী, যোষীমঠ, পণই ও বিধিয়া-কাণ্টাই নামক স্থানে এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

একজন প্রধান সহকারী কমিসনর পৌরীতে থাকেন। ইহার উপর সমস্ত প্রদেশের ভার অর্পিত। রাজস্ব ও বিচার উভয় বিভাগই তাঁহার কর্তৃত্বাধীন। তাঁহার অধীনে এক-জন অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর ও একজন তহশীলদার আছেন। পৌরীতে একজন জজ আছেন, তাঁহাকে ফৌজ-দারী ও দেওয়ানি উভয়বিধ মোকদ্দমাই করিতে হয়। দেশে অপরাধের সংখ্যা বড় কম।

পুলিসের বন্দোবস্ত ভাল নাই। তাহার প্রয়োজনও নাই। আলমোরায় যে জেল আছে, তাহাতে যাহারা দীর্ঘকাল কারাবাস করিবে, তাহারাই কেবল থাকে। অল্পদিনের জন্য কারাবাসীরা পৌরীতে থাকে।

এই জেলা ১১টী পরগণা ও ৮৬টী পট্টীতে বিভক্ত।

গড়বালের কতক অংশ দেশীয় রাজার অধীন। এই রাজ্যের অপর নাম তেহরী। এই অংশ অক্ষা° ৩০°২´ হইতে ৩১° ২০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৫৪´ হইতে ৭৯° ১৯´ পূঃ মধ্যে হিমালয়ের দক্ষিণপশ্চিম ঢালু ভাগে অবস্থিত। ইহারও মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী ও উপত্যকা আছে। সেখানকার সমস্ত জল গঙ্গায় গিয়া পড়িতেছে। গড়বালের ক্ষত্রিয় রাজা চন্দ্রবংশোদ্ভব। এই বংশ বহুকাল হইতে গড়বালে রাজত্ব করিতেছেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভোগধূর্ত্ত রাজার নাম পাওয়া যায়। তাহার পর ৯০০ বৎসরের রাজগণের নাম পাওয়া যায় না। তাহার পর ক্রমানুসারে যে সকল রাজা হইয়াছেন, তাহাদের রাজত্বকালের বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়। যথা—

নাম।	রাজত্বকাল। বর্ষ	নাম।	রাজত্বকাল। বর্ষ
১ আদিপাল	৫০	৯ রামদেব	৫১
২ বিজয়পাল	৬০	১০ রণজিৎদেব	৫৩
৩ লোকপাল	৫৫	১১ ইন্দ্রসেন	৩৫
৪ ধর্ম্মপাল	৬৫	১২ চন্দ্রসেন	৩৯
৫ কর্ম্মপাল	৭০	১৩ মঙ্গলসেন	৩২
৬ নারায়ণদেব	৭২	১৪ চূড়ামণি	২৯
৭ [illegible]দেব	[illegible]	১৫ চিন্তামণি	৩৩
৮ [illegible]	[illegible]	১৬ পূর্ণমণি	২৭

নাম।	রাজত্বকাল। বর্ষ
১৭ বীরবেবাণ	৭৯
১৮ বীর	৮১
১৯ সূর্য্যবাণ	৭৯
২০ খড়্গসিংহ	৬০
২১ সুরত্তসিংহ	৭২
২২ মহাসিংহ	৭৫
২৩ অনুপসিংহ	৫৯
২৪ প্রতাপসিংহ	২৯
২৫ হরিসিংহ	৩৯
২৬ জগন্নাথ	৫৫
২৭ বিজয়নাথ	৬৫
২৮ গোকুলনাথ	৫৪
২৯ রামনাথ	৭৫
৩০ গোপীনাথ	৮২
৩১ লক্ষ্মীনাথ	৬৯
৩২ প্রেমনাথ	৭১
৩৩ সদানন্দ	৬৫
৩৪ পরমানন্দ	৬২
৩৫ মহানন্দ	৬৩
৩৬ সুখানন্দ	৬১
৩৭ শুভচাঁদ	৫৯
৩৮ তারাচাঁদ	৪৪
৩৯ মহাচাঁদ	৫২

নাম।	রাজত্বকাল। বর্ষ
৪০ গোপালচাঁদ	৪১
৪১ রামনারায়ণ	৫৯
৪২ গোবিন্দনারায়ণ	৩৫
৪৩ লক্ষ্মণনারায়ণ	৩৭
৪৪ জগৎনারায়ণ	৩২
৪৫ মহাতাব নারায়ণ	২৫
৪৬ সেতাবনারায়ণ	৩৭
৪৭ আনন্দনারায়ণ	৪২
৪৮ হরিনারায়ণ	৪৫
৪৯ মহানারায়ণ	৩৩
৫০ রণজিৎনারায়ণ	৩১
৫১ রামরু	৩৯
৫২ কৃষ্ণরু	৪৯
৫৩ যজ্ঞরু	৪২
৫৪ হরু	৩২
৫৫ ফতেশাহ	৩৯
৫৬ দুর্লভ	৫০
৫৭ প্রতীত	৩৫
৫৮ ললিত	৪০

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র

৫৯ জয়কীর্ত্তিশাহ	২॥০
৬০ প্রধুম্নশাহ *।	

আর একটী তালিকায় এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

নাম	রাজত্বকাল।	মৃত্যুবর্ষ।	সম্বৎ।
১ কনকপাল	১১	৫১	৭৫৬
২ শ্যামপাল	২৬	৬০	৭৮২
৩ পদ্মপাল	৩১	৪৫	৮১৩
৪ অবিজ্ঞাতপাল	২৫	৩১	৮৩৮
৫ সিগলপাল	২০	২৪	৮৫৮
৬ রত্নপাল	৪৯	৬৮	৯০৭
৭ শালিপাল	৮	১৭	৯১৫
৮ বিধিপাল	২০	২০	৯৩৫
৯ মদনপাল	১৭	২২	৯৫২
১০ ভক্তিপাল	২৫	৩১	৯৭৭
১১ জয়চাঁদপাল	২৯	৩৬	১০০৬
১২ পৃথ্বীপাল	২৪	৪০	১০৩০
১৩ মদনপাল	২২	৩০	১০৫২
১৪ অগস্তিপাল	২০	৩৬	১০৭২
১৫ সুরতিপাল	২২	৫৬	১০৯৪
১৬ জয়ৎসিংহপাল	১৯	৬০	১১১৩
১৭ অনন্তপাল	১৬	২৪	১১২৯
১৮ [illegible]পাল	[illegible]	[illegible]	[illegible]

নাম	রাজত্বকাল।	মৃত্যুবর্ষ।	সম্বৎ
১৯ বিভোগপাল	১৮	২২	১১৫৯
২০ সুজনপাল	১৪	২০	১১৭৩
২১ বিক্রমপাল	১৫	২৪	১১৮৮
২২ বিচিত্রপাল	১০	২৩	১১৯৮
২৩ হংসপাল	১১	২০	১২০৯
২৪ শোণপাল	৭	১৯	১২১৬
২৫ কাদিলপাল	৫	২১	১২২১
২৬ কামদেবপাল	১৫	২৪	১২৩৬
২৭ সলক্ষণদেব	১৮	৩০	১২৫৪
২৮ লক্ষ্মণদেব	২৩	৩২	১২৭৭
২৯ অনন্তপাল	২১	২৯	১২৯৮
৩০ পূর্ব্বদেব	১৯	৩৩	১৩১৭
৩১ অভয়দেব	৭	২১	১৩২৪
৩২ জয়রামদেব	২৩	২৪	১৩৪৭
৩৩ আসলদেব	৯	২১	১৩৫৬
৩৪ জগৎপাল	১২	১৯	১৩৬৮
৩৫ জিতপাল	১৯	২৪	১৩৮৭
৩৬ আনন্দপাল	২৮	৪১	১৪১৫
৩৭ অজয়পাল	৩১	৫৯	১৪৪৬
৩৮ কল্যাণশাহ	৯	৪০	১৪৫৫
৩৯ সুন্দরপাল	১৫	৩৫	১৪৭০
৪০ হংসদেবপাল	১৩	২৪	১৪৮৩
৪১ বিজয়পাল	১১	২১	১৪৯৪
৪২ সহজপাল	৩৬	৪৫	১৫৩০
৪৩ বলভদ্রশাহ	২৫	৪১	১৫৫৫
৪৪ মানশাহ	২০	২৯	১৫৭৫
৪৫ শ্যামশাহ	৯	৩৯	১৫৮৪
৪৬ মহীপতশাহ	২৫	৬৫	১৬০৯
৪৭ পৃথ্বীশাহ	৬২	৭০	১৬৭১
৪৮ মেদিনীশাহ	৪৬	৬২	১৭১৭
৪৯ ফতেশাহ	৪৮	৫১	১৭৬৫
৫০ উপেন্দ্রশাহ	১	২২	১৭৬৬
৫১ প্রদীপ্তশাহ	৬৩	৭০	১৮২৯
৫২ ললিপৎশাহ	৮	৬০	১৮৩৭
৫৩ জয়কীর্ত্তিশাহ	৬	২৩	১৮৪৩
৫৪ প্রধুম্নশাহ	১৮	২৯	১৮৬১

এইরূপ সময় সময় রাজগণের আরও তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে। সকলগুলি সমান নহে, তাহাদের মধ্যে অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তবে কনকপাল হইতেই এই বংশের উৎপত্তি, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। কনকপাল গুজরাট হইতে আসেন। প্রধুম্নশাহের রাজ্যকাল ১৭৮৫ হইতে ১৮০৫। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে নেপালের গুর্খাগণ দেশ লুটপাট করিয়া রাজাকে তাড়াইয়া দেয়। ১২ বৎসর কাল গুর্খাগণ গড়বালে রাজত্ব করিয়া অত্যাচারে দেশটাকে উৎসন্ন দেয়। প্রত্যেক [illegible] আপন আপন অংশমত ভাগ করিয়া

* ইনি ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে [illegible] আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের [illegible]

লইয়া প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করেন। অধিবাসীরা গ্রাম ছাড়িয়া বনে পলায়ন করিতে থাকে। গুর্খাগণ ক্রমশঃ গোরক্ষপুর ও ত্রিহুত লুঠপাঠ আরম্ভ করে। ইংরাজেরা প্রথমতঃ শান্তভাবে তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা বিফল হইল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরাজেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সুদর্শন শাহকে স্বাধীন গড়বাল-সিংহাসনে বসাইলেন। আর বাকি অংশ ইংরাজরাজ্য ভুক্ত হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সুদর্শনশাহ ইংরাজগবর্মেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সুদর্শনের মৃত্যু হয়। তাঁহার রাণীর গর্ভে সন্তানাদি হয় নাই। তবে তাঁহার কৃতোপকারের জন্ত গবর্মেণ্ট রাজার জারজপুত্র ভবানীসিংহকে রাজপদাভিষিক্ত করিয়া দিলেন। গবর্মেণ্ট এই ভবানীসিংহকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপশাহের জন্ম হয়। প্রতাপশাহ ইংরাজ-গবর্মেণ্টকে কর দেন না।

গড়বাল হিন্দুদিগের মহাতীর্থ স্থান। গঙ্গার উৎপত্তি বলিয়াই এস্থানের এত মাহাত্ম্য, তদ্ব্যতীত এখানে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। যেখানে যে যে মূর্ত্তি আছে, তাহার তালিকা নিয়ে দেওয়া যাইতেছে।

শিবমূর্ত্তি।

শ্রীনগর ... কমলেশ্বর, কপিলমুনি, গোরক্ষনাথ
কোটেশ্বর ... ... কোটেশ্বর
ইদালসান ... ... ভিল্লকেদার
দইল মওয়ালসান ... ... বীণেশ্বর
পাতাল, মন্দসান ... ... একেশ্বর
পরন্তর নাগপুর ... ... মলেশ্বর
জিলাসু নাগপুর ... ... জীলেশ্বর
গুপ্তকাশী ... ... বিশ্বনাথ
গড় নাগপুর ... ... মদমহেশ
চৌপাটা নাগপুর ... ... তুঙ্গনাথ
কালাপাহাড় নাগপুর ... ... রুদ্রনাথ
গোঠলা ... ... গোপেশ্বর
ক্ষেত্রপাল পোখড়ি ... ... নাগরাজ
উরগাম ঐ ... ... কল্পেশ্বর ও বৃদ্ধকেদার
সহইকোল ... ... সর্ব্বেশ্বর
পাণ্ডুকেশ্বর ... ... পাণ্ডুকেশ্বর
বদরীনাথ ... ... মহাদেব
জমুরগড় ... ... ভৈরব
কুজরি ও চাঁদপুর ... ... শিলেশ্বর
কোলেখ, শিতারলা ... ... কোলেশ্বর
[illegible] ঐ ... ... [illegible]

ইচোলি, পিণ্ডারপুর ... ... বেতালেশ্বর
লাটুগাহের, দোত্তা ... ... ধনবার
কেদারনাথ ... ... কেদারনাথ

দেবীমূর্ত্তি।

দিউরারী, নাদলসান ... মহিষমর্দ্দিনী বা দেউরারি-দেবী
শ্রীনগর ... ... জয়দেবী
ভাটগাঁও ও ঘরঘরসান ... কালিকা
নয়ার নগর, কপোলসান ... জয়দেবী
ধনী, চলনসান ... ... কল্যাণী
ফেগু, নাগপুর ... ... নবদুর্গা
বিরান, নাগপুর ... ... চামুণ্ডা
উক্ষীমঠ ঐ ... ... উষা
উরগাম্ নাগপুর ... ... গৌরী
মৈখণ্ড ... ... মহিষমর্দ্দিনী
ভরশালী ঐ ... ... চণ্ডিকা
নৈন্তি, চাঁদপুর ... ... অপর্ণা
কর্ণপ্রয়াগ ... ... উমা
ক্রুর, দশলি ... ... নন্দা
হিন্দোলি ঐ ... ... নন্দা
নৌলী ... ... লাটদেবী
তপোবন ... ... গৌরী
যোষীমঠ ... ... নবদুর্গা

বিষ্ণুমূর্ত্তি।

শিবানন্দী, ধানপুর ... লক্ষ্মীনারায়ণ
লুগাই ঐ ... ... নরসিংহ
দইল, সিলসান ... ... লক্ষ্মণজী
বিভাকোটী, কন্দবলসান ... মুরলীমনোহর
বনিবাই নাগপুর ... ... অগস্ত্যমুনি
চন্দ্রপুরী ... ... মুরলীমনোহর
শিলানাগপুর ... ... ঐ
হাটনাগপুর ... ... নারায়ণ
ক্ষেত্রপাল পোখড়ি ... ... নরসিংহ
বিষ্ণুপ্রয়াগ ... ... বিষ্ণু
উরগাম্ ... ... ধ্যানবদরী
পাণ্ডুকেশ্বর ... ... যোগবদরী
বদরীনাথ, পইনখণ্ড ... বদরীনাথ
ভলাবকোটী ঐ ... ... মুরলীমোহন
যোষীমঠ ঐ ... নরসিংহ, বাসুদেব, গরুড়, রূপবতী, ভবিষ্যবদরী।
ত্রিযুগী ... নারায়ণ, ত্রিযুগীনারায়ণ, ত্রিযুগী বন্দ, রাম।
হাথিদেরা ... ... আদিবদরী, বদরীনাথ।
চাইনাগপুর ... ... সীতা।

এই সকল মন্দির ব্যতীত আরও অনেক পবিত্র স্থান আছে, তাহার সংখ্যা নাই। উপরোক্ত পবিত্র দেবমূর্ত্তির মাহাত্ম্য অধিকাংশই স্কন্দপুরাণে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

গড়বেতা, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানকার সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ও কংসেশ্বর শিবের মন্দির অতি প্রাচীন। পূর্ব্বে এখানে বৃহৎ গড় ছিল। যেখানে যেখানে গড়ের বৃহৎ দ্বার ছিল, এখন সেই সকল স্থান লাল-দরজা, হনুমান দরজা, পেশা দরজা, রাউতা দরজা ইত্যাদি নামে খ্যাত। এখানকার রায়কোটে রাজা তেজচন্দ্রের রাজভবন ছিল। তাহার চারিদিকে বড় বড় কামান সজ্জিত থাকিত। ইংরাজেরা সেই সকল কামান লইয়া আসিয়াছেন।

গড়বেতার সাতপুখুরও প্রসিদ্ধ, এই সাতটী বড় বড় পুখুরের মধ্যে এক একটী পাথরের দেবালয় আছে।

এখানে মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের কাছারী আছে। পূর্ব্বে এখানেই মহকুমার প্রধান আড্ডা ছিল, এখন ঘাটালে উঠিয়া গিয়াছে।

গড়সুন্দর (দেশজ) একজাতীয় বৃক্ষ। (Mimosa Arabica)

গড়া, (দেশজ) গঠন, নির্ম্মাণ।

গড়া, ১ মধ্যভারতের জব্বলপুর জেলার একটী প্রাচীন নগর। সাগর হইতে ৭৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে। অক্ষা° ২৩.১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°৫৬´৩০´´ পূঃ। পূর্ব্বকালে গড়া গড়মণ্ডলের রাজধানী ছিল। রাজা মদনসিংহ ১১০০ খৃষ্টাব্দে নিকটস্থ পর্ব্বতের উপর মদনমহল নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতেও অতি সুন্দর। তাহার নিম্নভাগে গঙ্গাসাগর ও বালসাগর নামক দুইটী সরোবর। গড়াতে একটী ভাল বিদ্যালয় আছে। এখানে বাণিজ্য যৎসামান্য হয়। পূর্ব্বে এখানে একটী টাকশাল ছিল, তাহাতে বালাশাহী নামক মুদ্রা প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে এই মুদ্রা সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে প্রচলিত ছিল।

২ মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার বিভাগের অন্তর্গত একটী সামান্য রাজ্য। [ঘড়া দেখ।]

গড়ান (দেশজ) ১ নির্ম্মাণ। ২ ঘুরাইয়া ফেলিয়া দেওয়া।

গড়ানিয়া (দেশজ) ঢালু, যাহা উচ্চ হইতে নিম্ন হইয়া আসিয়াছে।

গড়ি (পুং) গড়-ইন্। ১ বৎসতর। (রাজনি°।) বাছুর। অলস গো-প্রভৃতি পশু, চলিত কথায় গড়িয়া বলে।

"গুনানামেব দৌরাত্ম্যাদ্ধুরি ধুর্য্যো নিযুজ্যতে।
অসংজাতকিণস্কন্ধঃ সুখং স্বপিতি গৌর্গড়ি।" (কাব্যপ্রকাশ)

৩ বসন্তের পর শরীরে যে দাগ হয়।

গড়িমসী (দেশজ) বিলম্ব।

গড়িয়া (দেশজ) অলস।

গড়িয়ান (দেশজ) ঢালু।

গড়ু (পুং) ১ গলগণ্ড, ঘাড় ও মস্তকের মধ্যে মাংসবৃদ্ধিকারক রোগবিশেষ। (ভরত।) ২ কুব্জ। (মেদিনী।) ৩ জলপাত্র। (শব্দরত্নাবলী।) ৪ কিঞ্চুলক, কেঁচো। ৫ বিষমগ্রন্থি। ৬ নিরর্থক, অজাগলস্তনের ন্যায় যাহার কোন প্রয়োজন নাই। "কাব্যান্তর্গতভূতা বা সাতু নেহ প্রপঞ্চ্যতে।"(সাহিত্যদ°৭০প)

এই শব্দটী আহিতাদির অন্তর্গত বলিয়া কণ্ঠশব্দের সহিত সমাস হইলে বিকল্পে পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা গড়ু কণ্ঠঃ কণ্ঠগড়ুঃ। (সপ্তম্যাঃ পূর্ব্বনিপাতে গড়াদিভ্যঃ পর বচনং। ২।২।৩৫বার্ত্তিক।)

গড়ুক (পুং) গড়ুর্গলগণ্ডইব কায়তি মধ্যে কৈ-ক। ১ ভৃঙ্গার, গাড়ু। "ঘণ্টা গড়ুককুম্ভাদিমানোপস্করভাজনৈঃ।" (কাশীখণ্ড ৩ অঃ)

২ ঋষিবিশেষ। অপত্যার্থে ইহার উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় হয়।

গড়ুর (ত্রি) গড়ুঃ কুব্জরোগোঽস্ত্যস্য গড়ু-শিখাদিত্বাৎ লঃ তস্য চ রত্বং। কুব্জ। (শব্দরত্নাবলী।)

গড়ুল (ত্রি) গড়ুঃ কুব্জরোগঽস্ত্যস্য গড় শিখাদিত্বাৎ লঃ। (সিধ্মাদিভ্যশ্চেতি। পা ৫।২।৯৭) কুব্জ। (অমর)

গড়ুশিরস্ (ত্রি) শিরসি গড়ুর্যস্য বহুব্রী, সপ্তম্যন্তস্য পূর্ব্বনিপাতঃ। যাহার মাথায় গড়ু আছে।

গড়েরু (পুং স্ত্রী) গড়-এরক্। (পতিকঠিকুঠিগড়িগুড়ি-দংশিভ্য এরক্। উণ্ ১।৫৯।) মেঘ, গাড়োল। (ত্রিকাণ্ড।) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া গড়েরী শব্দ হয়।

গড়োত্থ (ক্লী) গড়াৎ গড়াখ্যদেশাৎ উত্তিষ্ঠতি উদ-স্থা-ক। শাম্বরদেশোৎপন্ন লবণবিশেষ। (রাজনি°)

গড়োল (পুং) গড়্-ওলচ্। (কপিগড়িগণ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১।৬৭।) ১ গুড়। (উণাদিকোষ।) ২ গ্রাস। (হেম°) ৩ গুড়ুক, গুলী। (উজ্জ্বলদত্ত।)

গড়গড়ি (দেশজ) মেঘের ডাক।

গড়বড়ি (দেশজ) ১ গোলমাল। ২ তাড়াতাড়ি। ৩ কলহ, বিবাদ।

গড্ডর (পুং) গড়-বাহুলকাৎ ডলঃ তস্য ডকারস্য পক্ষে ন ইত্বং। মেষ।

গড্ডরিকা (স্ত্রী) গড্ডরং মেষমনুধাবতি। গড্ডর-ঠন্। ১ মেষপংক্তি, যাহা অবিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তিতে মেষের অনুগমন করে। ২ ধারাবাহী, অবিচ্ছিন্ন গতি, যে প্রবাহের মূল জানিতে পারা যায় না।

গড্ডল (পুং) গড়-বাহুলকাৎ ড-ল। মেষ।

গড্ডলিকা (স্ত্রী) গড্ডলং অনুসরতি গড্ডল-ঠন্। ১ মেষ-পংক্তি। ২। ধারাবাহী। [গড্ডরিকা দেখ।]

গড্ডলিকাপ্রবাহ (পুং) গড্ডলিকায়াঃ প্রবাহ ইব ৬তৎ। গড্ডলিকার ন্যায় কোন ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সকলের

দেখাদেখি প্রচলিত মতের অনুসরণ করিয়া চলা।

গড্ডালিকা (স্ত্রী) মেষপংক্তি, ভেড়ার দল।

গড্ডুক (পুং) গড়ুক পৃষোদরাদিত্বাৎ ডস্য দ্বিত্বং। ১ ভৃঙ্গার, গাড়ু। (শব্দরত্ন°)

গড্ডূক (পুং) গড়ুক পৃষোদরাদিবৎ ডস্য দ্বিত্বং উকারস্য দীর্ঘত্বঞ্চ। ভৃঙ্গার, গাড়ু।

গণ (পুং) গণ কর্ম্মণি অচ্ কর্ত্তরি অচ্ বা। ১ সমূহ।

"গণানাং ত্বাং গণপতিম্" (বাজসনেয়সং ২৩।১৯।)

'গণপতিং গণানাং সমূহানাং পালকম্' (মহীধর)

২ প্রমথ, শিবের সেবক।

"ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ।" (মেঘদূত ৩৫)

৩ সেনার সংখ্যাবিশেষ। সাতাশখানি রথ, সাতাশটী গজ, একাশীটী ঘোড়া ও একশ পঁয়ত্রিশটী পদাতি, সর্ব্বসমেত দু'শ সত্তরটীকে গণ বলা যাইতে পারে। ৪ চোর নামক গন্ধদ্রব্য (মেদিনী।) গণঃ প্রমথাদি গণঃ সত্ত্বাদিগুণগুণোবা ব-হুত্বেন অস্ত্যস্ত যদ্বা গণো দৈত্যবিশেষোনাশ্যত্বেনাস্ত্যস্ত গণ-অচ্। ৫ গণেশ। "গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তকঃ"। (মহানির্ব্বাণ)

৬ বিবাহে বর ও কন্যার সদ্ভাব বা অসদ্ভাব জানি-বার উপায়বিশেষ। জ্যোতিষিকগণ ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—দেবগণ, নরগণ ও রাক্ষসগণ। পূর্ব্ব-ফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ভরণী, আর্দ্রা ও রোহিণী এই কয়টী নক্ষত্রে জন্মিলে নরগণ হয়। জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, মূলা, ধনিষ্ঠা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, চিত্রা, মঘা ও বিশাখা এই কয় নক্ষত্রে জন্মিলে রাক্ষসগণ। অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, স্বাতী, হস্তা, পুনর্ব্বসু, অনুরাধা, মৃগশিরা ও শ্রবণা এই কয় নক্ষত্রে জন্মিলে দেবগণ। বর ও কন্যা এক গণ হইলে ভাল, একজন দেবগণ অপরে নরগণ হইলে মধ্যম, দেবগণ ও রাক্ষসগণ হইলে অধম সৌহৃদ্য হইয়া থাকে, কিন্তু নরগণ ও রাক্ষসগণ হইলে যাহার নরগণ তাহার মৃত্যু হয়। (জ্যোতিষ।) ৭ ধ্রুবাদি সংজ্ঞক নক্ষত্রসমূহ। "উগ্রঃ পূর্ব্বমঘান্তকা ধ্রুবগণ" (জ্যোতিষ)

৮ বাণিজ্যকারী বণিক্‌সমূহ, যাহারা একত্র বাণিজ্য করে। "গণদ্রব্যং হরেদ্ যস্তু সংবিদং যশ্চ লঙ্ঘয়েৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

৯ ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ ভ্বাদি, অদাদি, জুহোত্যাদি, দিবাদি, স্বাদি, তুদাদি, রুধাদি, তনাদি, ক্র্যাদি ও চুরাদি এই দশটীকে গণ বলে। ১০। গণপাঠগ্রন্থ। ১১ পাণিনিরচিত স্বরাদি স্বরূপ-প্রতিপাদক পাঠগ্রন্থ। ১২ দৈত্যবিশেষ। স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে ইহার উপাখ্যানটী এইরূপ লিখিত আছে—

অভিজিৎ নামক একজন ব্রাহ্মণ আপনার পত্নী গুণবতীর সহিত সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। গুণবতী তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সমুদ্র-জল পান করেন, সেই জলের সহিত ব্রহ্মার বীর্য্য তাহার উদরে প্রবেশ করে এবং সেই অমোঘবীর্য্যে ব্রাহ্মণপত্নী গুণবতীর গর্ভসঞ্চার হয়। যথাসময়ে গুণবতী একটী পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্রই গণ নামে প্রসিদ্ধ দৈত্য। গণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন। শিব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন। সেই বরে গণদৈত্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের উপরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করে। কালক্রমে গণদৈত্য ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইল। একদিন মহামুনি কপিলকে অপমানিত করিয়া তাঁহার বহু-মূল্য চিন্তামণিটী কাড়িয়া লইল। কপিল মনোদুঃখে গণেশের আরাধনা করেন, গণেশ সন্তুষ্ট হইয়া গণদৈত্যকে বিনাশ করিতে অঙ্গীকার করেন। কিছুদিন পরে পার্ব্বতী-নন্দন সেই দৈত্যের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে নিধন করেন। (স্কন্দপুরাণ গণেশখণ্ড ৬-৭ অঃ। ১৩ স্বপক্ষ)

"সগণায় সপরিবারায় সাযুধায় সশক্তিকায় ইন্দ্রায় নমঃ।" (বিধানপারিজাত°)

১৪ বাক্য। (নিঘণ্টু) ১৫ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক একাক্ষর প্রভৃতির সংজ্ঞাবিশেষ। ইহা আবার দশভাগে বিভক্ত—ম-গণ, ন-গণ, ভ-গণ, য-গণ, জ-গণ, র-গণ, স-গণ, ত-গণ, গ-গণ ও উ-গণ। (ছন্দোমঞ্জরী)

১৬ একজন সংস্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্ররচয়িতা, দুর্দান্তের পুত্র। ইনি অশ্বায়ুর্ব্বেদ বা সিদ্ধযোগসংগ্রহ নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গণক (ত্রি) গণয়তি সংখ্যাং করোতি গণ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ সংখ্যা-কারক, যে সংখ্যার নিরূপণ করে। (পুং) গণয়তি গ্রহ-স্থিতিশুভাশুভফলাদিকানি নিরূপয়তি গণ-ণিচ্-ণ্বুল।

২ মাতৃকাদেবীভক্ত-মুনিবিশেষ। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩৩।১১০।)

৩ জ্যোতির্ব্বিদ্। ইহার পর্য্যায়—সাম্বৎসর, জ্যোতিষিক। দৈবজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ্, মৌহূর্ত্তিক, মৌহূর্ত্ত, জ্ঞানী, কার্ত্তান্তিক।

অনেকেরই বিশ্বাস যে যাহারা গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয় গণনা করে, যাহারা জ্যোতিশাস্ত্রের অধ্যয়ন বা ব্যবসায় করে, তাহারা একরূপ পতিত, অপাঙ্‌ক্তেয় ও অস্পৃশ্য এবং শাস্ত্রেও অনেক স্থানে গণকের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়।

"বরং চাণ্ডালসংস্পর্শঃ কুর্য্যাৎ তু সাধকোত্তমঃ।
তথাপ্যস্পৃশ্য গণকং সর্ব্বদা তু পরিত্যজেৎ॥
(শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ১৬ উল্লাস)

চাণ্ডাল স্পর্শ বরং ভাল, সাধক দায়ে ঠেকিলে অগত্যা তাহা করিতে পারে, কিন্তু গণক সর্ব্বদাই অস্পৃশ্য, সাধক কখনও তাহাকে স্পর্শ করিবে না, তাহার সংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ করিবে।

ধর্মশাস্ত্রকার সুমন্তও বলিয়াছেন, "সাংবৎসরিকোঽপাঙ্‌ক্তেয়ঃ" সাংবৎসরিক বা দৈবজ্ঞ অপাঙ্‌ক্তেয়, অর্থাৎ তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করিবে না।

মহাভারতে লিখিত আছে—

"কুশীলবো দেবলকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।

এতানিহ বিজানীয়াদ্ ব্রাহ্মণান্ পংক্তিদূষকান্॥"

কুশীলব, বেতনে-গ্রহণে দেবপূজক এবং যাহারা নক্ষত্র-গ্রহ প্রভৃতি গণনা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, এই সকল ব্রাহ্মণকে পংক্তিদূষক অর্থাৎ অপাংক্তেয় জানিবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার কশ্যপ বলেন—

"...ভ্রূণহন্তৄংশ্চ ব্যঙ্গান্ নক্ষত্রসূচকান্।

বর্জয়েদ্ ব্রাহ্মণানেতান্ সর্ব্বকর্ম্মসু যত্নতঃ॥"

...ভ্রূণহন্তা, কুটিলাঙ্গ ও নক্ষত্রসূচক (গণক) এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে সকল কার্য্যেই পরিত্যাগ করিবে। অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রেও গণকের অনেক নিন্দার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংগ্রহকারগণের মতে যাহারা জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন বা জ্যোতিষের ব্যবসায় করে, তাহারা সকলেই পতিত বা নিন্দনীয় নহে। তাঁহারা বলেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্র বেদের অঙ্গ, বেদে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, এইরূপ বিধান আছে। যদি অধ্যয়ন করিলেই পতিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান মিথ্যা হয়। (১)

ইহা ব্যতীত শাস্ত্রে জ্যোতিষিকের ভূয়সী প্রশংসাও দেখিতে পাওয়া যায়।

"ত্রিস্কন্ধপারগম এব পূজ্যঃ শ্রাদ্ধে সদা ভূসুরবৃন্দ-মধ্যে।

নক্ষত্রসূচী খলু পাপরূপো হেয়ঃ সদা সর্ব্বসুধর্ম্মকৃত্যে॥" (বসিষ্ঠ)

যাঁহারা জ্যোতিঃশাস্ত্রের স্কন্ধত্রয় ভালরূপে অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রাদ্ধে সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে পূজনীয়, কিন্তু যাঁহারা নক্ষত্রসূচী অর্থাৎ জ্যোতিঃশাস্ত্রানভিজ্ঞ অথচ নক্ষত্রাদি গণনা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা পতিত, সকল ধর্ম্মকার্য্যেই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। বরাহমিহির বলেন—

"গ্রন্থতশ্চার্থতশ্চৈব কৃৎস্নং জানাতি যো দ্বিজঃ।

অগ্রভুক্ স ভবেচ্ছ্রাদ্ধে পূজিতঃ পংক্তিপাবনঃ।

না সাম্বৎসরিকে দেশে বস্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা॥" (বরাহ)

যে ব্রাহ্মণ জ্যোতিষের সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থগ্রহণ করিতে পারেন, তিনি শ্রাদ্ধে অগ্রভুক্, পূজিত ও পংক্তিপাবন। যে দেশে জ্যোতিষিক নাই, যিনি মঙ্গলকামনা করেন, তিনি সেই দেশে বাস করিবেন না। ইহা ব্যতীত সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থে জ্যোতিষিকের প্রশংসা আছে এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ যে অতিশয় পূজনীয়, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন কথা হইতেছে যে, শাস্ত্রে উভয়ই পাওয়া গেল, কতকগুলি শাস্ত্রের মতে গণক পতিত ও নিন্দনীয় এবং কতকগুলির মতে তাহার বিপরীত, গণক পূজনীয় এবং অনিন্দিত। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার মীমাংসা না করা হয়, তবে শাস্ত্রে বিরোধ ঘটে। এই কারণে সংগ্রহকারগণ বলেন যে, শাস্ত্রে দুইপ্রকার গণকের বিষয় লিখিত আছে, যাহারা বাস্তবিক জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, অথবা অধ্যয়ন করিলেও কিছুই ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে নাই, তাহারাই নক্ষত্রসূচী। (১) ইহারা বাড়ী বাড়ী যাইয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করিলেও নক্ষত্রের গণনা করিয়া গৃহস্থের শুভাশুভ ফল বলিয়া থাকে, এই কারণে শাস্ত্রকারেরা ইহাদিগকে নক্ষত্রসূচী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা বাস্তবিক জ্যোতিষী নহে। ইহারাই পতিত, অপাংক্তেয় ও নিন্দনীয়। পূর্ব্বে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাও অপর বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া এইরূপেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং "ত্রিস্কন্ধপারগম" ইত্যাদি বসিষ্ঠ-বচন দ্বারা স্পষ্টই নক্ষত্রসূচীর নিন্দার উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত অপর অপর শাস্ত্রেও নক্ষত্রসূচীর নিন্দাই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা নিন্দনীয় বা অপাঙ্‌ক্তেয় নহেন।

বৃহৎসংহিতার মতে—যিনি সদ্বংশজাত, প্রিয়দর্শন, বিনীতবেশ, সত্যবাদী, যাহার পক্ষপাত অসূয়া বা অঙ্গের কোনরূপ বিকলতা নাই, যাহার শরীরসন্ধি সুবিভক্ত ও উপচিত, যিনি কর চরণ নখ নয়ন চিবুক দন্ত কর্ণ ললাট ও মস্তক প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চারুতাসম্পন্ন, যিনি স্থূলশরীর, গম্ভীর অথচ মিষ্টভাষী, যিনি দেশ ও কালের তত্ত্ব জানেন, যিনি শাস্ত্রীয় তর্কে সভায় যাইয়া কখনও

(১) "সিদ্ধান্তসংহিতা হোরা রূপস্কন্ধত্রয়াত্মকম্।
বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুর্জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষম্॥
বিনৈতদখিলং শ্রৌতং স্মার্ত্তকর্ম্ম ন সিধ্যতি।
অতএব দ্বিজৈরেতদধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ॥" (মুহূ° চী° পীযূষধারা)

(১) "অবিদিত্বৈব যঃ শাস্ত্রং দৈবজ্ঞত্বং প্রপদ্যতে।
স পঙ্‌ক্তিদূষকঃ পাপো জ্ঞেয়ো নক্ষত্রসূচকঃ॥" (বরাহসংহিতা)
"তিথ্যুৎপত্তিং ন জানন্তি গ্রহাণাং নৈব সাধনং।
পরবাক্যেন বর্ত্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রসূচকাঃ॥" (বরাহসংহিতা)

নীত হয় না, নিপুণ, অব্যসনী, গ্রহগণিত জানিবার জন্য কৌতূহলী, দেবপূজা, ব্রত ও উপবাস করিতে যাহার ইচ্ছা আছে, তিনিই জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার উপযুক্ত। গ্রহগণিত অর্থাৎ পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পাঁচখানি সিদ্ধান্তশাস্ত্রে যে যুগ, বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র, যাম, মুহূর্ত্ত, নাড়ী, বিনাড়ী, প্রাণ, ক্রটী, প্রভৃতি কাল ও ক্ষেত্র নির্ণীত হইয়াছে, তাহার সম্যক্‌বেত্তা, সৌর, সাবন, নাক্ষত্র ও চান্দ্র এই চারি প্রকার মাস, অধিমাস, ও অবম প্রভৃতির কারণাভিজ্ঞ, ষষ্টি সংবৎসর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিন ও হোরা প্রভৃতির অধিপতি-নির্ণয়ে এবং সৌরাদি পরিমাণে অভিজ্ঞ, গ্রহগণের শীঘ্র মন্দ যাম্য উত্তর ও নীচ উচ্চ প্রভৃতির কারণনির্ণয়ে পটু, ইহা ব্যতীত যিনি অপরাপর জ্যোতির্মণ্ডলের দুরূহ বিষয়গুলির সুন্দর মীমাংসা করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকেই গণক বলিয়া থাকেন।

(বৃহৎসংহিতা ২ অঃ।)

৪ জাতিবিশেষ। ইঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার-ব্যবহারবিশিষ্ট। দেশবিশেষে ইহাদিগকে গ্রহবিপ্র, বা আচার্য্য বলিয়া থাকে। যামলে ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"শঙ্খদ্বীপে চ বেদাগ্নিঃ শাকদ্বীপে চ সিদ্ধতিঃ।
ভূমধ্যে ব্রহ্মচারী চ দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে।
দ্রাবিড়ে মৈথিলে চৈব গ্রহবিপ্রেতি সংজ্ঞকঃ।
ধর্ম্মাজে ধর্ম্মবক্তা চ পাঞ্চালে শাস্ত্রিসংজ্ঞকঃ।
সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্রপণ্ডিতঃ।
তীরহোত্রে চ তিথিবিন্নাটকে ঋক্ষসূচকঃ।
রুদ্রালে জ্যোতিষী বিপ্রো ব্রহ্মালে বিধিকারকঃ।
বত্রাটে যোগবেত্তা চ নিপালে দেবপূজকঃ।
রাঢ়দেশে উপাধ্যায়ো গয়ায়াং তন্ত্রধারকঃ।
কলিঙ্গে জ্ঞানমাচ আচার্য্যো গৌড়দেশকে।"

শঙ্খদ্বীপে বেদাগ্নি, শাকদ্বীপে সিদ্ধ, ভূমধ্যে ব্রহ্মচারী, দ্বারকায় দৈবজ্ঞ, দ্রাবিড় ও মিথিলায় গ্রহবিপ্র, ধর্ম্মাজে ধর্ম্মবক্তা, পাঞ্চালে শাস্ত্রী, সরস্বতীনদীতীরে শুভমুখ, গান্ধারে চিত্রপণ্ডিত, তীরহোত্রে (ত্রিহুতে) তিথিবিৎ, নাটদেশে ঋক্ষসূচক, রুদ্রালে জ্যোতিষীবিপ্র, ব্রহ্মে বিধিকারক, বত্রাটে যোগবেত্তা, নেপালে দেবপূজক, রাঢ়দেশে উপাধ্যায়, গয়ায় তন্ত্রধারক, কলিঙ্গদেশে জ্ঞান এবং গৌড়দেশে আচার্য্য বলে।

গ্রহদোষ-শান্তির জন্য যাহা কিছু দান করা হয়, তাহা ইঁহারাই পাইয়া থাকেন। এদেশীয় লোকের বিশ্বাস যে, গ্রহবিপ্রকে দান করিলেই গ্রহ সন্তুষ্ট হন, গৃহস্থের কোন অমঙ্গল হয় না। শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থ ধরিয়া বলিতে হইলে যাহারা জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গ্রহদিগের গতিনির্ণয় ও কোষ্ঠী গণনা করিয়া শুভাশুভ-ফল নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেই গণক বলা যাইতে পারে। কিন্তু দেশে চলিত কথায় 'গণক' শব্দটী সেইরূপ তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হয় না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি আর কোন জাতি জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার ব্যবসায় করিলে তাহাকে গণক বলে না; জ্যোতিষিক, জ্যোতির্বিদ্ প্রভৃতি অপর কোন নামে তাহার উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বকথিত জাতির মধ্যে কেহ কেহ গ্রহগণনা দূরে থাকুক, তিথি বা সকল নক্ষত্রের নাম না জানিলেও তাঁহাদিগকে গণক বলা হইয়া থাকে। অপরাপর ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহাদের কন্যা আদান-প্রদান চলে না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত ও ধনী তাঁহাদের আচার-ব্যবহার উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের ন্যায়। তাঁহাদের সহিত উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণের কোন ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল আদান-প্রদান-প্রথা প্রচলিত নাই। অপর কতকগুলি বর্ণবিপ্র বা গণকব্রাহ্মণ আছে, তাহারা অশিক্ষিত গ্রহদান লইয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। নূতন বৎসর পড়িলে ইহারা বাড়ী বাড়ী যাইয়া নূতন পঞ্জিকার ফল শুনাইয়া থাকে; গৃহস্থেরা ইহাদিগকে তাহার দক্ষিণা বা পারিশ্রমিক স্বরূপ চাউল, ডাল, বস্ত্র ও ফল প্রভৃতি দেয়। পূর্ব্বে যে উচ্চশ্রেণী গণকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। উচ্চশ্রেণীরাও ইহাদিগকে আপনাদের এক জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। ইহাদের আচার-ব্যবহার ঠিক চণ্ডালের মত, ইহারা চণ্ডালস্পৃষ্ট জল খাইয়া থাকে। গলদেশে দোদুল্যমান যজ্ঞোপবীতটী দেখিতে না পাইলে ইহাদিগকে ঠিক চণ্ডাল বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের জল শুদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ইহাদিগকে চণ্ডালের সমান মনে করেন। পূর্ব্ববঙ্গ, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের অনেকের বাস। যাহারা চণ্ডালের পুরোহিত তাহাদের সহিত ইহাদের আচার-ব্যবহার ও আদান-প্রদান চলিত আছে, আবার কোন কোনস্থানে ইহাদের মধ্যে কতক লোকই চণ্ডালগণের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ইহারা উচ্চশ্রেণী গণকদিগকে আপনার সজাতীয় মনে করে, কিন্তু অপরাপরেরা ইহাদিগের সহিত উচ্চশ্রেণীর গণকের যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করে না।

মনু যে সকল সঙ্করজাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের

মধ্যে ইহাদের নাম পাওয়া যায় না। রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালায় লিখিত আছে—

"দেবলাৎ গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ

তস্য বৃত্তিং দদৌ বিপ্র! তিথিবারবিবেচনাম্॥"

দেবলের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে গণকজাতি উৎপন্ন, তিথিবার প্রভৃতির বিবেচনা (গণনা) করাই ইহাদের বৃত্তি। এই প্রমাণ অনুসারে বোধ হয়, বৈশ্যার গর্ভে দেবলের ঔরসে যে সঙ্করজাতি উৎপন্ন তাঁহারই সম্প্রতি আচার্য্য বা গণক বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু পরশুরামোক্ত জাতিমালার মতে—

"অম্বষ্ঠাদ্ গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ।

নক্ষত্রতিথিযোগাদিগ্রহনির্ণয়কারকঃ।"

অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে গণক বলে। নক্ষত্র, তিথি, যোগ ও গ্রহ প্রভৃতির নির্ণয় করাই ইহাদের বৃত্তি।

স্থানে স্থানে গণকদিগকে বর্ণবিপ্র বলা হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জাতিমালা দুইখানির মতে পতিত ব্রাহ্মণকেই বর্ণবিপ্র বলা হইয়াছে, সঙ্কর গণকজাতিকে বর্ণবিপ্র নামে উল্লেখ করা হয় নাই।

"ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভূত্বা দ্বিজবর্ণত্বমাগতঃ।" (রুদ্রযাম° জাতিমা°)

"ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভূত্বা বর্ণানাং ব্রাহ্মণোঽভবৎ।"

(পরশু° জাতি°)

কোন কারণে পতিত ব্রাহ্মণকেই বর্ণদ্বিজ বা বর্ণবিপ্র বলা হইয়া থাকে।

পরশুরামোক্ত জাতিমালায় ইহাদের পতিত হইবার কারণও নির্দ্দিষ্ট আছে।

"চত্বারিংশৎ জাতিভেদা অমী পুত্রা বিলোমজা।

এতেষাং বিংশতেশ্চৈব পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়োদ্বিজঃ॥"

শ্রোত্রিয়ঃ পতিতো ভূত্বা বর্ণানাং ব্রাহ্মণোঽভবেৎ॥"

(পরশুরামোক্ত জাতিমালা)

পূর্ব্বে যে চল্লিশটী সঙ্করজাতির কথা বলা হইয়াছে, ইহারা সকলেই বিলোমজ। ইহাদের বিংশতিটীর পৌরোহিত্য কার্য্য করিলে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পতিত হয়, এবং সেই পতিত ব্রাহ্মণকেই বর্ণব্রাহ্মণ বলে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে বর্ণব্রাহ্মণ ও গণক একজাতীয় নহে। যাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি নিকৃষ্টজাতির পুরোহিত, তাহারা বর্ণবিপ্র এবং যাহারা পূর্ব্বোক্ত সঙ্করজাতি, তাহারা গণক। কালক্রমে আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন হইয়া কোন কোন স্থানে উভয় জাতিই মিশিয়া গিয়াছে।

আবার গ্রহযামলে লিখিত আছে—

"গ্রহাণামর্চনাহেতুঃ শাকদ্বীপসমুদ্ভবঃ।

ব্রহ্মবক্ত্রাদ্ভবেৎ জন্ম দৈবজ্ঞো ব্রাহ্মণো ধ্রুবম্।"

গ্রহগণের পূজার জন্য যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে শাকদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

বঙ্গে এখনকার অনেক শাস্ত্রবিৎ দৈবজ্ঞ আপনাদিগকে ঐরূপ গ্রহযামলোক্ত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। শাম্বপুরাণেও শাম্বকর্ত্তৃক শাকদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ আনিবার কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। [কোণার্ক ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ শব্দ দেখ।] কিন্তু ঐ পুরাণে ৪৩ অধ্যায়ে—

"ন ব্রাহ্মণ পরিবাদী ন তিথিনক্ষত্রদেশিকঃ স্যাৎ।"

ইত্যাদি বচন দ্বারা তিথিনক্ষত্রনিরূপণাদি দৈবজ্ঞের কার্য্য করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বোধ হয়, উক্ত পুরাণোক্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াও কোন কোন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণ হইতে হীন এবং গণকজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে "যে দেব-ব্রাহ্মণের ধন হরণ করে, সে ধূমান্ধকার নরকভোগ করিয়া শতজন্ম নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া শবর, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, পরে যবনসেবি ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে গণনোপজীব দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।" (শব্দকল্পদ্রুম)

বসেৎ স্বলোমমানাব্দং তত্রৈব নাগদংশিতঃ।

ততো ভবেৎ স গণকো বৈদ্যশ্চ সপ্তজন্মসু॥" (প্রকৃতিখণ্ড)

বাস্তবিক গণকজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারি গোলযোগ। জাতিমালা প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থে সঙ্করজাতির কথা লিখিত আছে, তাহার কোথায়ও ইহা ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার সঙ্করগণকজাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে ফরিদপুর অঞ্চলে পূর্ব্বোক্ত সঙ্করজাতিই গণক নামে পরিচিত। রাঢ় প্রভৃতি অঞ্চলের শাস্ত্রবিদ্ গণকেরা বলেন, তাঁহাদের সহিত ঐ জাতির কোনরূপ সংস্রব নাই। যাহা হউক প্রত্যেক গ্রন্থের মত ভেদ থাকায় ভিন্ন ভিন্ন গণকজাতি থাকিতে পারে। কিন্তু বাচস্পত্য কাহারও মত গ্রহণ না করিয়া চণ্ডালের ঔরসজাত একটী গণকজাতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে "চর্ম্মকারস্য দ্বৌপুত্রৌ গণকো বাদ্যপূরকঃ" এই কথাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু ঐ অসংপূর্ণ বচনটী কোন্ গ্রন্থের তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। নূতন সংস্করণের শব্দকল্পদ্রুমেও ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতেও কোন্ গ্রন্থের নাম নাই। আমরা বিশেষ প্রমাণ না পাওয়ায় ঐ মতকে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। [গ্রহাচার্য্য দেখ।]

৫ কেতুবিশেষ, ইহারা আটটী, দেখিতে ঠিক তারাপুঞ্জের

স্তায়, জ্যোতির্বিকগণ ইহাদিগকে প্রজাপতিজাত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "তারাপুঞ্জনিকাশা গণকা নাম প্রজাপতেরষ্টৌ"।
(বৃহৎসংহিতা ১১।২৫)

গণকর্ম্মন্ (ক্লী) গণযজ্ঞ। [গণযজ্ঞ দেখ।]

গণকর্ণিকা (স্ত্রী) গণস্ত গণেশস্ত কর্ণইব পত্রমস্তাঃ বহুব্রী টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। ইন্দ্রবারুণী। (রাজনি°)

গণকার (পুং) গণং ধাত্বাদিপাঠং করোতি গণ-কৃ-অণ্ উপপদস°। ১ ধাতুসংগ্রহকর্ত্তা, যে গণপাঠ প্রণয়ন করে। ২ ভীমসেন। (শব্দরত্নাবলী।) গণং গণনাং করোতি গণ-কৃ-অণ্। ৩ যে গণনা করে, গণক।

গণকারি (পুং) গণং ধাত্বাদিপাঠং করোতি গণ-কৃ-বাহুলকাৎ ইঞ্। ১ ধাতুসংগ্রহকর্ত্তা, গণকার। এই শব্দটী পাণিনির কুর্ব্বাদিগণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে ণ্য প্রত্যয় হয়।

গণকী (স্ত্রী) গণক-ঙীষ্। গণকপত্নী। (জটাধর)

গণকুণ্ড, হিমালয়স্থ একটী পবিত্র কুণ্ড। (হিমাদ্রিখ° ৮।৪৮)

গণকুট (পুং) গণরূপং কূটং। বর এবং কন্তার দেবমনুষ্য বা রাক্ষসগণরূপ কূট। [বিবাহ দেখ।]

গণগতি (স্ত্রী) গণনাগতি।

গণচক্রক (ক্লী) গণানাং ধার্ম্মিকানাং চক্রমত্র বহুব্রী কপ্। ধার্ম্মিকগণের মিলিত হইয়া একত্র ভোজন। (ত্রিকাণ্ড)

গণচ্ছন্দস্ (ক্লী) পাদপরিমিত ছন্দ।

গণজীববিজয়, সন্দেহসমুচ্চয় নামে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

গণতা (স্ত্রী) গণস্ত ভাবঃ গণ-তল্ টাপ্। ১ সমূহের ভাব, সমূহত্ব। ২ সমূহ। ৩ (দেশজ) পক্ষপাত, আপনাদের বা পক্ষীয় লোকের পোষকতা করা, অন্তের যথার্থ অধিকার বিবেচনা না করিয়া স্বপক্ষীয় লোকের পক্ষে টানা।

গণতিথ (ত্রি) গণানাং পূরকং গণ-তিথুগ্। গণপূরক।

গণৎকার (গণকার শব্দজ) গণক।

গণদীক্ষিন্ (পুং) গণান্ দীক্ষয়তি দীক্ষ-ণিনি। ১ বহুযাজক।
"বেণাভিশস্তবার্দ্ধুষিগণিকা গণদীক্ষিণাম্।" (যাজ্ঞবল্ক্য)
'গণদীক্ষিণো বহুযাজকাঃ।' (মিতাক্ষরা)
(ত্রি) গণস্ত গণেশস্ত শিবস্ত বা দীক্ষা বিদ্যতেঽস্মিন্ অস্ত বা গণদীক্ষা-ইনি। ২ যিনি গণেশমন্ত্রে বা শিবমন্ত্রে দীক্ষিত।

গণদেবতা (স্ত্রী) গণভূতা দেবতা। দ্বাদশ আদিত্য, ১০ বিশ্বদেব, ৮বসু, ৩৬ তুষিত, ৬৪ আভাস্বর, ৪৯ বায়ু, ২২০ মহারাজিক, ১২ সাধ্য ও ১১ রুদ্র ইহাদিগকে গণ-দেবতা বলে। (জটাধর)

গণদ্রব্য (ক্লী) গণনায় দ্রব্যং ৬তৎ। ১ সাধারণ দ্রব্য, যাহার স্বামী অনেক। ২ দ্রব্যসমূহ।

গণদ্বীপ (পুং ক্লীং) গণানাং সপ্তানাং রাজ্যানাং দ্বীপঃ। দ্বীপবিশেষ, এই দ্বীপে সাতটী রাজ্য ছিল বলিয়া ইহাকে গণদ্বীপ বলে।

গণধর (পুং) ১ আচার্য্য। ২ অর্হৎ মহাবীরের অধীন সাধুভেদ।

গণন (ক্লী) গণ্যতে গণ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ সংখ্যা করা, গণা, ঠিক্ দেওয়া।
"যেনৈব লিখিতং কুর্য্যাৎ তেনৈব গণনং ভবেৎ।" (বিশ্বসার)
২ গ্রাহ্য করা। ৩ অবধারণ।
"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।" (হিতোপ°)

গণনা (স্ত্রী) গণ-যুচ্ টাপ্। সংখ্যা করা।
"যদি ত্রিলোকী গণনা পরাস্যাং
তস্যাঃ সমাপ্তি র্যদিনায়ুষঃ স্যাৎ।" (নৈষধ ৩।৪০)

গণনাগতি (স্ত্রী) কোন নির্দ্দিষ্ট উচ্চসংখ্যা।

গণনাথ (পুং) গণানাং প্রমথাদীনাং নাথঃ ৬তৎ। ১ প্রমথাধিপতি শিব। ২ গণেশ। (শব্দরত্নাবলী।) (ত্রি) ৩ যিনি অনেকের উপর আধিপত্য করেন, বহুলোকের স্বামী।

গণনায়ক (পুং) গণানাং নায়কঃ। ৬তৎ। ১ গণেশ।
"লেখকা ভারতস্যাস্য ভবত্বং গণনায়কঃ।" (ভারত ১।১।৭৭)
২ গণদেবতার অধিপতি।
"যত্র হ দেবপতয়ঃ স্বৈঃ স্বৈর্গণনায়কৈর্বিহিতমহার্হণাঃ।" (ভাগবত ৫।১৭।১৩) গণানাং প্রমথানাং নায়কঃ ৬তৎ। ৩ শিব।

গণনায়িকা (স্ত্রী) গণানাং নায়কঃ শিবঃ তস্ত শক্তিঃ গণনায়ক টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। দুর্গা। (ত্রিকাণ্ড)

গণনাপতি (পুং) ১ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্। ২ গণেশ।

গণনা-মহামাত্র (পুং) আয়-ব্যয়ের মন্ত্রী।

গণনীয় (ত্রি) গণ-অনীয়র্। গণনার্হ, যাহা গণনা করার যোগ্য।

গণপতি (পুং) গণানাং পতিঃ ৬তৎ। ১ গণেশ।
"অত্তুং বাঞ্ছতি শাম্ভবো গণপতেরাখুং ক্ষুধার্ত্তঃ ফণী।"
(পঞ্চতন্ত্র ১।১৭০)
২ শিব। ৩ বহুস্বামী, অনেক লোকের অধিপতি। ৪ আথর্ব্বোপনিষদ্বিশেষ।
"ত্রিপুরাতপনদেবীভাবনাভস্মজাবালগণপতিমহাবাক্যগোপালতপনকৃষ্ণহয়গ্রীবেতি।" (মুক্তিকোপনিষদ্)
৫ মৃচ্ছকটিক নাটকের একজন টীকাকার।
৬ গোপালের পুত্র, রত্নপ্রদীপ নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।
৭ বীরেশ্বরের পুত্র, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।
৮ রাম উপাধ্যায়ের পুত্র, চৌরপঞ্চাশিকা-টীকাকার।
৯ একটী বিশিষ্ট রাজোপাধি, দক্ষিণাপথে বরঙ্গলের

রাজগণ এই উপাধি ধারণ করিতেন। চোলরাজগণের অধঃপতনে গণপতি রাজগণের অভ্যুদয় হয়। কাহারও মতে ত্রিভুবনমল্লই এই বংশের প্রথম রাজা, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এখনও গণপতি রাজগণের আবির্ভাবকাল স্থির হয় নাই। [বরঙ্গল দেখ।]

গণপতিকল্প (পুং) বিঘ্নশান্তির জন্য গণপতির উদ্দেশে পূজা প্রভৃতি প্রক্রিয়াবিশেষ। বিনায়ক নামে একপ্রকার অপদেবতা বা ভূত আছে; সে সময়ে সময়ে সুন্দর নরনারীদিগকে আশ্রয় করে বা যাহার প্রতি ইহার দৃষ্টি হয়, তাহাকে দেখিয়াই লোকে ভূতে পাইয়াছে বলিয়া স্থির করে। বিনায়কের আশ্রয় বা দৃষ্টি হইলে প্রায়ই দুঃস্বপ্ন হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিতে পায় যেন সে অগাধ জলের তলে প্রবেশ করিয়া হাবুডুবু করিতেছে, কখনও সে কাটামুণ্ড দেখিতে পায়। ইহাই বিনায়ক-দৃষ্টির প্রধান লক্ষণ। ইহা ব্যতীত স্বপ্নে কাষায়-বস্ত্র-আচ্ছাদিত হিংস্র জন্তুর উপরে অধিরোহণও হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি সর্ব্বদাই চণ্ডাল প্রভৃতি নিকৃষ্টজাতি, গর্দ্দভ বা উষ্ট্রের সহিত একত্র বাস করিতে ভালবাসে। যখন একাকী কোথাও যাইতে থাকে, তখন বোধ হয় যেন আর কতকগুলি লোক তাহার অনুগমন করিতেছে, ইহাতে সেই ব্যক্তি ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠে। মনের স্ফূর্ত্তি একেবারেই বিলুপ্ত হয়। যে কোন কাজ করিতে আরম্ভ করে, তাহারই বিপরীত ফল হয়। রাজকুমারের প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হইলে তিনি রাজত্ব হইতে বঞ্চিত থাকেন। কুমারীর প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হইলে সেই কুমারী স্বামিসুখে বঞ্চিত থাকিয়া ঘোর যাতনায় কালযাপন করে। গর্ভিণীর প্রতি বিনায়কের আবির্ভাব হইলে সন্তান নষ্ট হয়। বিদ্যার্থীর প্রতি ইহার দৃষ্টি হইলে সে ব্যক্তি আচার্য্য বা শ্রোত্রিয় হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টিতে বণিকের বাণিজ্যে লোক্সান ও কৃষকের কৃষি নষ্ট হয়। ইহার শান্তির জন্য যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বিধান করিয়াছেন। যাহার প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হয়, শুভদিনে শ্বেতসর্ষপ শিলায় পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত তাহার শরীরে মাখাইয়া দিবে এবং মাথায় সর্ব্বৌষধি ও সর্ব্বগন্ধ লেপন করিবে। পরে ঐ ব্যক্তিকে ভদ্রাসনে বসাইবে। অশ্বশালা, হাতীশালা, বল্মীক, নদীসঙ্গমস্থান ও হ্রদের মৃত্তিকা, রোচনাগন্ধ ও গুগ্‌গুল্‌ জলে নিক্ষেপ করিবে। হ্রদ হইতে একবর্ণ চারিটী কলসী করিয়া জল আনিতে হয় এবং ভদ্রাসনখানিও রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মের উপরে স্থাপন করিতে হয়। পরে ঐ জল দিয়া সেই ব্যক্তিকে স্নান করাইতে হয়।

তাহার মন্ত্র—

"সহস্রাক্ষং শতধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতম্।
তেন ত্বামভিষিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে ॥
ভগন্তে বরুণো রাজা ভগং সূর্য্যো বৃহস্পতিঃ।
ভগমিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো দদুঃ ॥
যত্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্দ্ধনি।
ললাটে কর্ণয়োরক্ষ্ণোরাপস্তদ্‌ঘ্নন্তু সর্ব্বদা ॥"

এই প্রকারে স্নান করাইয়া তাহার মাথায় উড়ুম্বরের স্রুব দিয়া সর্ষপতৈল দিবে, বামহস্তে কুশাগ্রহণ করিয়া। এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। মিত, সংমিত, শালকটঙ্কট, কুষ্মাণ্ড ও রাজপুত্র এই কয়টী নামের সহিত স্বাহা যোগ করিয়া চতুষ্পথে কুলার উপরে কুশ বিছাইয়া তাহার উপরে বলি দিতে হয়। কৃতাকৃত তণ্ডুল, পলান্ন, পক্ক ও অপক্ক মৎস্য এবং মাংস, নানাবর্ণ সুগন্ধ পুষ্প, তিনপ্রকার মদ, মূলক, পূরী, কচুরী প্রভৃতি মিষ্টান্ন, এরণ্ডের মালা, দধিযুক্ত অন্ন, পায়স, পিষ্টক ও মোয়া এই সকল দ্রব্য বিনায়কের পূজোপহার বা বলি। এই সকল পূজোপহার একত্র করিয়া মস্তকটী মাটিতে রাখিয়া বিনায়কজননীর আরাধনা করিবে, দূর্ব্বা ও সরিষার ফুল দিয়া ইহার অর্ঘ্য দিতে হয়। হাত যোড় করিয়া এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে।

"রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥"

ইহার পরে শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া শাদা চন্দন ও শাদা ফুলের মালায় শোভিত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং গুরুকে একটী যোড়া কাপড় দিবে। এই প্রকারে বিনায়কের পূজা শেষ হইলে নবগ্রহ, লক্ষ্মী ও আদিত্যপূজা আর মহাগণপতির তিলক করিবে। ইহাতে সকল দোষের শান্তি হয়। বিনায়কও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। (যাজ্ঞবল্ক্য)

গণপতিদেব, দক্ষিণাপথের বরঙ্গলের একজন রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র। শিলালিপিপাঠে জানা যায়, ইনি (১২২৮ খৃষ্টাব্দে) চোলদিগকে পরাস্ত করিয়া কলিঙ্গদেশ অধিকার করেন।

গণপতিনাগ, সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক আর্য্যাবর্ত্তবাসী একজন রাজা, ইনি সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন।

গণপতিরাবল, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার, রাবল হরিশঙ্করের পুত্র ও রামদাসের পৌত্র। ইনি পর্ব্বনির্ণয়, মুহূর্ত্তগণপতি, শান্তিগণপতি, শ্রৌতাধানপদ্ধতি ও সম্বন্ধগণপতি নামে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

গণপতিব্যাস, ১ একজন প্রাচীন কবি, ইনি ১২৭২ খৃষ্টাব্দের

পূর্ব্বে "ধারাধ্বংস" নামে একখানি ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন।

২ যোগসারসমুচ্চয় নামে বৈদ্যক গ্রন্থরচয়িতা।

গণপর্ব্বত (পুং) গণানাং প্রমথাদীনাং আবাসরূপঃ পর্ব্বতঃ। কৈলাসপর্ব্বত, এই পর্ব্বতে গণদেবতারা বাস করেন বলিয়া ইহাকে গণপর্ব্বত বলে।

গণপাঠ (পুং) গণানাং স্বরাদিগুণানাং পাঠোঽত্র বহুব্রী। পাণিনি-প্রণীত একখানি গ্রন্থ, ইহাতে স্বরাদিগণের বিষয় লিখিত আছে।

গণপাদ (পুং) গণস্যেব পাদোঽস্য বহুব্রী। যাহার পা-দুখানি প্রমথের ন্যায়। এই শব্দটী যুক্তারোহ্যাদি গণান্তর্গত, ইহার আদিস্বর উদাত্ত। (যুক্তারোহ্যাদয়শ্চ। পা ৬।২।৮১।)

গণপীঠক (ক্লী) গণস্য শিবস্য পীঠ আসনমিব কায়তি কৈ-কঃ। বক্ষঃস্থল। (শব্দচন্দ্রিকা।)

গণপুঙ্গব (পুং) গণঃ পুঙ্গবইব উপমিতসঃ। ১ গণশ্রেষ্ঠ। ২ দেশবিশেষ। [বহু।] ৩ তদ্দেশবাসী। ৪ সেই দেশের রাজা।

"কৌলিঙ্গান্ গণপুঙ্গবানথশিবীনাযোধ্যকান্ পার্থিবান্।"

(বৃহৎসংহিতা ৪।২৪)

গণপূজ্য (পুং) গণো গণেশো প্রমথো বা পূজ্যোঽত্র বহুব্রী। ১ দেশবিশেষ। [বহু] ২ তদ্দেশবাসী। ৩ সেই দেশের রাজা।

"গণিপূজ্যস্খলিতব্রতশবরপুলিন্দার্থপরিহীনাঃ।" (বৃহৎস° ১৬।৩৩)

গণপূর্ব্ব (পুং) গণানাং গ্রাম্যাদিস্থনীকানাং পূর্ব্বঃ প্রধানাং ৬তৎ। গ্রামণী, গ্রামের অধিনায়ক।

"অপরিজ্ঞাতপূর্ব্বাশ্চ গণপূর্ব্বাশ্চ ভারত।" (ভারত ১।২৩ অঃ)

'গণপূর্ব্বাঃ গ্রামণ্যঃ।' (নীলকণ্ঠ)

গণপ্রমুখ (পুং) জাতির বা শ্রেণীর মধ্যে প্রধান।

গণভর্ত্তৃ (গণানাং প্রমথাদীনাং ভর্ত্তা ৬তৎ। ১ মহাদেব।

"শৃঙ্গাণ্যমুষ্য ভজতে গণভর্ত্তুরুক্ষা" (কিরাতার্জ্জুনীয় ৪।৪২)

২ গণেশ। (ত্রি) ৩ বহুজনস্বামী, অনেকের অধিপতি।

গণভোজন (ক্লী) সাধারণ ভোজ।

গণমুখ (পুং) গণানাং মুখঃ ৬তৎ। গ্রামণী। "রবিজে নসিতে বিজতে গণমুখ্যাঃ শস্ত্রজীবিনঃ ক্ষত্রম্" (বৃহৎসং ১৭।২৪)

গণযজ্ঞ (পুং) গণস্য ভ্রাতৃণাং সখীনাং বা সমূহস্য করণীয়ো যজ্ঞঃ। ভ্রাতৃবর্গ অথবা বন্ধুবর্গের অনুষ্ঠেয় মরুৎস্তোমনামক যজ্ঞ।

"বৈশ্যস্তোমদাক্ষণ্যালণো মরুৎস্তোমে গণযজ্ঞো ভ্রাতৃণাং সখীনাং বা।" (কাত্যায়নশ্রৌত° ২২।১১।১২)

গণযাগ (পুং) গণোদ্দেশেন শাস্ত্রার্থং যাগঃ। ১ গণপতিকল্প। গণেশের উদ্দেশে করণীয় পূজাদি।

"বিজয়স্নানগ্রহযজ্ঞগণযাগারিলিদেত্যাদি।" (বৃহৎস° ২ অঃ)

গণরত্ন (ক্লী) গণাঃ স্বরাদি গণাঃ রত্নানীব যত্র বহুব্রী। একখানি গ্রন্থ, পাণিনি গণপাঠে যে সকল গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই পদ্যাকারে ইহাতে লিখিত আছে। ব্যাকরণাধ্যায়ীর পক্ষে উহা বিশেষ উপকারী।

গণরাজ্য (ক্লী) দক্ষিণ অঞ্চলের একটী প্রদেশ।

"গণরাজ্যকৃষ্ণবেল্লূরপিশিকশূর্পাদ্রিকুসুমনগরাঃ।" (বৃহৎসং ১৪।১৪)

গণরাত্র (ক্লী) গণানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ সমাহারদ্বিগু, অচ্। রাত্রিসমূহ।

গণরূপ (পুং) গণা বহুনি রূপাণি যস্য বহুব্রী। অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। (রাজনি°।)

গণরূপিন্ (পুং) গণা বহুনি রূপাণি সন্ত্যস্য গণরূপ-ইনি। শ্বেতার্কবৃক্ষ। (রত্নমালা)

গণবৎ (ত্রি) গণোঽস্ত্যস্য গণ-মতুপ্ মস্য বঃ। গণযুক্ত।

"গণবতী যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ।" (তৈত্তিরীয় স° ২।৩।৩।৫)

গণবতী (স্ত্রী) গণবৎ-ঙীপ্। দিবোদাসের মাতা। (ত্রিকাণ্ড°)

গণশস্ (অব্য) গণ-বীপ্সায়াং কারকার্থে শস্। বহুশঃ, দলে-দলে।

"স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণেশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বদেবা মরুতঃ" (শত° ব্রা° ১৩।৪।২।২৪)

গণশ্রি (পুং) গণং শ্রয়তি-গণ-শ্রি-ক্বিপ্ নিপাতনে হ্রস্বভাবঃ। দেবতাবিশেষ, যাঁহারা কোন একটী গণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, মরুৎ প্রভৃতি সাতটী গণদেবতা।

"রোদসী আবদতা গণশ্রিয়ো নৃষাচঃ শূরাঃ শবসাহি মন্যবঃ।"

(ঋক্ ১।৬৪।৯)

'গণশ্রিয়ো গণেশঃ শ্রয়মাণাঃ সপ্তগণরূপেণাবস্থিতাঃ' (সায়ণ।)

গণহাস (পুং) গণান্ হাসয়তি গণ-হস-ণিচ্ অণ্। ১ চোর-নামক গন্ধদ্রব্য, হিন্দীভাষায় "কো-অরা" এবং নেপাল চলিত কথায় "ভটাউর" বলে। (ত্রি) ২ যে অনেক লোককে হাসাইতে পারে।

গণহাসক (পুং) গণান্ হাসয়তি গণ-হস-ণিচ্ ণ্বুল্, যদ্বা গণ-হাস-স্বার্থে কন্। ১ চোর নামক গন্ধদ্রব্য। (অমর।) (ত্রি) ২ যে বহু লোককে হাসাইয়া থাকে।

গণা (গণনা শব্দজ) ১ সংখ্যা করা, গণনা। ২ গ্রহদিগের স্থিতি বা গতি অনুসারে শুভাশুভ নির্ণয় করা। ৩ কোন ভবিষ্য বা অতীত ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষিক যে উপায়ে তাহার বিষয় নির্ণয় করেন, তাহাকেও গণনা বলিয়া থাকে।

গণাক্রান্ত (ত্রি) গণেন আক্রান্তঃ। ১ কোন দলে বা পক্ষে-স্থিত। ২ যে ব্যক্তিকে বহুলোকে আক্রমণ করিয়াছে।

গণাগ্রণী (পুং) গণানাং অগ্রণীঃ ৬তৎ। ১ গণেশ। (ত্রিকাণ্ড°) ২ যিনি অনেকের মধ্যে অগ্রগণ্য, সম্মানিত।

গণাচল (পুং) গণভূয়িষ্ঠোঽচলঃ। কৈলাসপর্ব্বত। এই পর্ব্বতে গণদেবতারা বাস করেন বলিয়া ইহাকে গণাচল বলে।

গণাচার্য্য (পুং) লোকগুরু, সাধারণের শিক্ষক।

গণাধিপ (পুং) গণানামধিপঃ ৬তৎ। ১ গণেশ। (অমর।) ২ শিব। (হলায়ুধ।) ৩ জৈনশাস্ত্রে জৈনশ্রেষ্ঠদিগকে গণাধিপ বলে, ইহারা এগারটী।

('গণা নবাস্তুর্বিসংখ্যা একাদশ গণাধিপাঃ।' (হেম°)

গণান্ন (ক্লী) গণানামন্নং ৬তৎ। ১ বহুস্বামিক অন্ন, যাহাতে অনেকের স্বত্ব আছে। এই অন্ন খাইতে নাই। মনুর মতে— গণান্ন খাইলে উত্তম লোক লাভ করিতে পারে না, ইহা বেশ্যার অন্নের সমান। "গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি।" (মনু ৪। ২১৯) গণেভ্য উৎসৃষ্টমন্নং। ২ বহু লোকের খাওয়ার জন্য যে অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে।

গণাভ্যন্তর (পুং) গণঃ গণার্থোৎসৃষ্টমঠধনাদিঃ তেন অভ্যন্তরউপজীবী, ৩তৎ। যে ব্যক্তি মঠাদিতে গণ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ধনাদি দ্বারা প্রতিপালিত হয়।

"যক্ষ্মী চ পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ।

ব্রহ্মদ্বিট্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এবচ॥" (মনু ৩।১৫৪)

'গণাভ্যন্তরো গণার্থোৎসৃষ্টমঠধনাদ্যুপজীবী।' কুল্লূক। ভাষ্যকার মেধাতিথি 'গণাভ্যন্তর°' শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাঁহার মতে যাহারা মিলিত হইয়া একটী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে গণ বলে, চলিত ভাষায় ইহাকেই, 'কোম্পানী' বলা হইয়া থাকে। এই গণের অন্তর্গত চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণকে গণাভ্যন্তর বলে।

'গণঃ সঙ্ঘঃ সহৈকয়া ক্রিয়য়া জীবন্তি যেতে গণশব্দবাচ্যাঃ তদন্তর্গতচাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণঃ গণাভ্যন্তরঃ' (মেধাতিথি)

গণি (স্ত্রী) গণ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) গণন, গণনা।

গণিআরী (গণিকারী শব্দজ) [গণিয়ারী দেখ।]

গণিকা (স্ত্রী) গণোলম্পট গণ উপপতিত্বেনাস্তি অস্যাঃ গণ-ঠন্ টাপ্। ১ বেশ্যা। মেধাতিথির মতে যে কামিনীগণ কেবল সম্ভোগলিপ্সায় বহুপুরুষে অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে পুংশ্চলী বলে এবং যাহারা সাজপোষাক করিয়া হাবভাবে যুবক মাতাইয়া বেশ্যাবেশে বাস করে, বাস্তবিক তাহাদের হৃদয়ে সম্ভোগলিপ্সা বা প্রেম কখনও স্থান পায় না, অর্থ দিতে পারিলে সকলের প্রতিই অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই বেশ্যাদিগকে গণিকা বলে।

"অন্যা গণিকা অন্যা পুংশ্চলী। গণিকা বেশ্যাবেশেন জীবন্তি, পুংশ্চলীত্বিন্দ্রিয়চপলা পুংশ্চলী যস্ত কস্ত চিন্মৈথুন-সম্বন্ধেন ঘটতে" (মনু ৪।২১১ মেধাতিথি।) মনুর মতে ইহাদিগের অন্ন খাইলে কোনরূপ সদ্গতি হইতে পারে না। [বেশ্যা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] ২ যূথিকা, যুঁই।

গণিকারিকা (স্ত্রী) গণিং গণনং করোতি গণি-কৃ অণ্-ঙীষ্ গণিকারী স্বার্থে-কন্-টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বত্বঞ্চ। যদ্বা গণিং করোতি কৃ-ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বঞ্চ। ১ নদী সমীপে উৎপন্ন বৃক্ষবিশেষ। চলিত বাঙ্গালায় বড় গণেরী বা আজালু এবং হিন্দীভাষায় গণিয়ার বা অগেথ্ বলে। (Premna spinosa) ইহার পর্য্যায়—শ্রীপর্ণ, অগ্নিমন্থ, গণিকা, জয়া, তেজোমন্থ, জ্যোতিষ্ক, পাবক, অরণি, বহ্নিমন্থ, মথন, গিরিকর্ণিকা, অগ্নিমথন, তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা, অরণীকেতু, শ্রীপর্ণী, কর্ণিকা, নাদেয়ী, বিজয়া, অনন্তা, নদীজা। ইহা হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে দুইপ্রকার। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত; কফ, বায়ু, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, মলবন্ধ ও শ্রমনাশক। (রাজনি°)

গণিকারী (স্ত্রী) গণিকারিকা, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বসন্তকালে ইহার ফুল ফুটিয়া থাকে, ইহার সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হয়, চলিত কথায় ইহাকে গণিয়ারী বলে। ইহার পর্য্যায়—কাঞ্চনিকা, কাঞ্চনপুষ্পী, বসন্তদূতী, গন্ধকুসুমা, অলিমোদা, বাসন্তী, মদনমাদনী। ইহার গুণ—সুরভি, ত্রিদোষনাশক, দাহ, কামক্রীড়াজনক ও চাপল্যবৃদ্ধিকারী। (রাজনি°)

গণিত (ক্লী) গণ-ভাবে-ক্ত। ১ গণন, গণনা।

"পারে পরার্দ্ধং গণিতং যদি স্যাৎ।" (নৈষধ ৩।৪০)

২ গ্রহদিগের গতি-স্থিতি প্রভৃতির গণনা। গণয়ত্যনেন গণ করণে ক্ত। ৩ অঙ্কশাস্ত্র। গণিত দুই ভাগে বিভক্ত, ব্যক্ত গণিত বা পাটীগণিত ও অব্যক্ত গণিত বা বীজগণিত। [যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি শব্দে বিশেষ দ্রষ্টব্য।]

"দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তসংজ্ঞং

তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ।" (গোলাধ্যায়)

(ত্রি) গণ কর্ম্মণি ক্ত। ৪ যাহার গণনা করা হইয়াছে। গণিতেন গণনয়া আগতং গণিত-অচ্। ৫ ক্ষেত্রাদির ফল, কালি।

"ক্ষেত্রস্য পঞ্চকৃতিতুল্যচতুর্ভুজস্য

কর্ণৌ ততশ্চ গণিতং গণক! প্রচক্ষ্।" (লীলাবতী)

গণিতাধ্যায় (পুং) গণিতং গ্রহস্থিত্যাদিগণনমধীয়তেঽত্র অধি-ই-আধারে ঘঞ্। ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত সিদ্ধান্তশিরোমণির একটী বিস্তৃত অধ্যায়। ইহাতে গ্রহদিগের মধ্যগতি ও

স্ফুটাদির বিষয় অতি সুন্দরভাবে লিখিত আছে। লীলাবতী ও বীজগণিত পড়া থাকিলে অনায়াসেই ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করা যাইতে পারে। [গ্রহ, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।]

গণিতিন্ (ত্রি) গণিতমনেন গণিত-ইনি (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৮৮) যে গণনা করে।

গণিপিটক (ক্লী) জৈনদিগের দ্বাদশটী অঙ্গ। ১ আচারাঙ্গ, ২ সূত্রকৃত, ৩ স্থানাঙ্গ, ৪ সমবায়যুক্, ৫ ভগবতী, ৬ জ্ঞাতা ধর্ম্মকথা, ৭ উপাসকাস্তকৃৎ, ৮ অনুত্তরৌপপাতিকা, ৯ দশাহঃ, ১০ প্রশ্নব্যাকরণ, ১১ বিপাকশ্রুত, ১২ দৃষ্টিবাদ এই দ্বাদশটী অঙ্গকে গণিপিটক বলে। (১)

গণিয়ারী (গণিকারী শব্দজ) গণিকারী।

গণীভূত (ত্রি) গণ-চ্বি-ভূ-ক্ত। কোন গণ বা পক্ষে স্থিত, গণাক্রান্ত।

গণেয় (ত্রি) গণ-এয়। সংখ্যেয়, গণনীয়।

"পারে পরার্দ্ধং গণিতং যদি স্যাদ্
গণেয়নিঃশেষগুণোঽপি স স্যাৎ।" (নৈষধ ৩।৪০)

গণেরু (পুং) গণ-বাহুলকাৎ এরুঃ। ১ কর্ণিকার বৃক্ষ। (মেদিনী) কর্ণিকার। (স্ত্রী) ২ বেশ্যা। ৩ হস্তিনী। (মেদিনী)

গণেরুকা (স্ত্রী) গণেরুঃ বেশ্যেব কায়তি কৈ-কঃ। দূতী, কুট্টনী। (ত্রিকাণ্ড)

গণেশ (পুং) গণানামীশঃ ৬তৎ। পার্ব্বতীনন্দন, শনির দৃষ্টিতে ইহার মস্তকটী ছিন্ন হইলে, বিষ্ণু হস্তীর মস্তক সংযোজিত করিয়া দেন, তাহাতে ইনি গজানন হইয়াছেন। [গজানন দেখ।] মহাবল ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়া শিব ও পার্ব্বতীকে নমস্কার করিতে কৈলাসে উপস্থিত হন। সেই সময়ে শিব ও পার্ব্বতী স্বচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন, তাঁহাদের নিদ্রার বিঘ্ন না হয়, এই জন্য গজানন দ্বারে প্রহরী ছিলেন। পরশুরাম দ্বারে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি শিব ও পার্ব্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। কিন্তু গণেশ তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন তাঁহারা নিদ্রিত, আপনি কিছুকাল এই স্থানেই থাকুন, পরে যাইয়া দেখা করিবেন।" পরশুরাম তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। কিছুকাল উভয়েই উভয়কে মিষ্ট বাক্যে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। পরশুরামের ক্রোধ হইল, তিনি গণেশকে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করায় গণেশ আপনার হাত দুইটী বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং একে একে সমস্ত ত্রিভুবনে তাঁহাকে ঘুরাইতে লাগিলেন, পরিশেষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে পরশুরাম নিতান্ত লজ্জিত হইয়া গণেশকে লক্ষ্য করিয়া পরশু নিক্ষেপ করিলেন, অমোঘ পরশু গণেশকে বিনাশ করিতে পারিল না, কিন্তু গণেশের একটী দাঁত সমূলে উৎপাটিত করিল, সেই হইতেই গণেশ একদন্ত হইলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—গণেশখণ্ড)

গণেশ একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব যোগবলে বিপুলায়তন মহাভারত মনে মনে রচনা করিলেন, কিন্তু লেখকের অভাবে জনসমাজে তাহার প্রচার করিতে না পারিয়া নিতান্তই চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইলেন। একদিন হিরণ্যগর্ভ তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাঁহাকে আপনার মনোদুঃখ জানাইলেন। তাহাতে হিরণ্যগর্ভ গণেশকে লেখক করিতে পরামর্শ দিলেন। ব্যাসদেব গণেশকে লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। গণেশ লিখিতে অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথা থাকে, যদি ব্যাসদেবের বলিতে কাল বিলম্ব হয়, অর্থাৎ তাঁহার দোষে গণেশের লেখনীর বিশ্রান্তি হয়, তবে আর তিনি লিখিবেন না। গণেশ লিখিতে আরম্ভ করেন, ব্যাস বলিতে লাগিলেন। যখন ব্যাস দেখিতেন যে, আর বলিতে পারেন না, তখনই দুই একটী কূটশ্লোক রচনা করিয়া বলিতেন। গণেশ অর্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না, কাজেই সেই কূট শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কিছুকাল লেখনীবদ্ধ থাকিত, এই অবসরে ব্যাস মনে মনে অনেক রচনা করিয়া ফেলিতেন। (ভারত ১।১ অঃ।)

গণেশকে স্মরণ করিয়া বা গণেশের মূর্ত্তি দেখিয়া যে কোন কার্য্যের আরম্ভ করা হয়, তাহাই নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধি হয়, এই কারণে গণেশকে সিদ্ধিদাতা বলে।

আস্তিক হিন্দু লেখকগণ সর্ব্বপ্রথমে গণেশের নাম লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে গণেশ একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও সিদ্ধিদাতা, প্রথমে তাঁহার নাম লিখিলে আর বিঘ্ন হয় না।

স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে, বক্রতুণ্ড কপিল, চিন্তামণি ও বিনায়ক প্রভৃতি রূপে গণেশের অবতারের কথা লিখিত আছে।

গণপতিতত্ত্ব নামক গ্রন্থের মতে গণেশই পরব্রহ্ম, শ্রুতি, স্মৃতি পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর বা পরমাত্মা বলিয়া গণেশকেই উল্লেখ করিয়াছেন। গণপতিতত্ত্বে প্রমাণস্বরূপ এই শ্রুতি উদ্ধৃত আছে—"এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ ভূতপতিঃ এষ ভূত

---

(১) "আচারাঙ্গ সূত্রকৃতং স্থানাঙ্গং সমবায়যুক্।
পঞ্চমং ভগবত্যঙ্গং জ্ঞাতাধর্ম্মকথাপিচ।
উপাসকান্তকৃদনুত্তরোপপাতিকা দশাহঃ।
প্রশ্নব্যাকরণঞ্চৈব বিপাকশ্রুতমেবচ।
ইত্যেকাদশ সোপাঙ্গান্যঙ্গানি দ্বাদশ পুনঃ।
দৃষ্টিবাদো দ্বাদশাঙ্গী স্যাদ্‌গণিপিটকাহ্বয়ঃ।" (হেমচন্দ্র)

লয়ঃ…প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গণেশঃ।" অর্থাৎ গণেশই সকলের ঈশ্বর, ইনি সকল ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান পদার্থ জানিতে পারেন, মূর্ত্তিভেদে এই গণপতিই সমস্তকে প্রতিপালন করেন, আবার সমস্ত জন্তু-পদার্থ ইহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মার অধিপতিও গণেশ, ইঁহার আরাধনায় মুক্তি হইয়া থাকে। গণপতিতত্ত্বে এই মতের পরিপোষক অনেক যুক্তি ও প্রমাণ আছে। এদেশে যেরূপ শক্তির উপাসককে শাক্ত ও বিষ্ণুর উপাসককে বৈষ্ণব বলে, সেই প্রকার যাহারা গণপতির উপাসক, তাহাদিগকে গাণপত্য বলে। হিন্দুগণ সিদ্ধিদাতা গণেশকে ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে পূজা করিয়া থাকেন। গণেশ অনেক প্রকার। তন্ত্রে পঞ্চাশটী গণেশের উল্লেখ আছে। যথা—১ বিঘ্নেশ, ২ বিঘ্নরাজ, ৩ বিনায়ক, ৪ শিবোত্তম, ৫ বিঘ্নকৃৎ, ৬ বিঘ্নহর্ত্তা, ৭ গণ, ৮ একদন্ত, ৯ অদন্তক, ১০ গজবক্ত্র, ১১ নিরঞ্জন, ১২ কপর্দ্দী, ১৩ দীর্ঘজিহ্বক, ১৪ শঙ্কুকর্ণ, ১৫ বৃষভধ্বজ, ১৬ গণনায়ক, ১৭ গজেন্দ্র, ১৮ সূর্পকর্ণ, ১৯ ত্রিলোচন, ২০ লম্বোদর, ২১ মহানন্দা, ২২ মৃতমূর্ত্তি, ২৩ সদাশিব, ২৪ আমোদ, ২৫ দুর্মুখ, ২৬ সুমুখ, ২৭ প্রমোদক, ২৮ একপাদ, ২৯ দ্বিজিহ্ব, ৩০ পুরবীর, ৩১ যন্মুখ, ৩২ বরদ, ৩৩ বামদেব, ৩৪ বক্রতুণ্ড, ৩৫ দ্বিরণ্ডক, ৩৬ সেনানী, ৩৭ গ্রামণী, ৩৮ মত্ত, ৩৯ বিমত্ত, ৪০ মত্তবাহক, ৪১ জটী, ৪২ মণ্ডী, ৪৩ খড়্গী, ৪৪ বরেণ্য, ৪৫ বৃষকেতন, ৪৬ ভক্ষপ্রিয়, ৪৭ গণেশ, ৪৮ মেঘনাদ, ৪৯ ব্যাপী, ৫০ গণেশ্বর (১)। (শারদাতিলকে রাঘবটীকা) ইহার মধ্যে অনেকগুলি নামই আভিধানিকেরা এক গণেশের পর্য্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে গণেশ একটী—এইগুলি তাঁহার নামান্তর। এই পঞ্চাশটী গণেশের আবার পঞ্চাশটী শক্তি আছে, তাঁহাদের নাম—১ হ্রী, ২ শ্রী, ৩ পুষ্টি, ৪ শান্তি, ৫ স্বস্তি, ৬ সরস্বতী, ৭ স্বাহা, ৮ মেধা ৯ কান্তি, ১০ কামিনী, ১১ মোহিনী, ১২ নটী, ১৩ পার্ব্বতী, ১৪ জ্বলিনী ১৫ নন্দা, ১৬ সুযশা ১৭ কামরূপিণী, ১৮ উমা, ১৯ তেজোবতী ২০ সত্যা, ২১ বিঘ্নেশানী, ২২ সুরূপিণী, ২৩ কামদা, ২৪ মদজিহ্বা, ২৫ ভূতি, ২৬ ভৌতিক, ২৭ সিতা ২৮ রমা, ২৯ মহিষী, ৩০ শৃঙ্গিণী, ৩১ বিকর্ণপা, ৩২ ভ্রূকুটি, ৩৩ দীর্ঘঘোণা, ৩৪ ধনুর্দ্ধরা, ৩৫ যামিনী ৩৬ রাত্রি, ৩৭ কামান্ধা, ৩৮ শশিপ্রভা, ৩৯ লোলাক্ষী, ৪০ চঞ্চলা, ৪১ দীপ্তি, ৪২ সুভগা ৪৩ দুর্ভগা, ৪৪ শিবা, ৪৫ ভর্গা, ৪৬ ভগিনী, ৪৭ ভগদা, ৪৮ কালরাত্রি, ৪৯ কালিকা, ৫০ লজ্জা।

(শারদাতিলকটীকায় রাঘবভট্ট।)

গণেশের শরীরটী স্থূল অথচ খর্ব্ব, হস্তিমুখ, উদর লম্বিত, ইঁহার কপাল হইতে মদজল বাহির হইতেছে, তাহার সৌরভে আকুল হইয়া মধুপকুল গণ্ডস্থলের নিকটে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিয়া থাকে। বৃহৎ দন্তের আঘাতে অরিকুল নিধন করায় তাহাদের রক্তে সিন্দূরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। গণেশ বাস্তবিকই বড় সুন্দর, ইঁহার আরাধনা করিলে বিঘ্ন বিনাশ হয় ও সিদ্ধি হইয়া থাকে। (তন্ত্র)

গণেশের ধ্যান। যথা—"খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল-গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরং বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু।"

প্রায় সকলেই এই ধ্যান করিয়া গণেশের পূজা করিয়া থাকেন। তন্ত্রসারে গণেশের আর একটী ধ্যান লিখিত আছে, তান্ত্রিকগণ সেই ধ্যান করিয়া গণেশপূজা করেন। গণেশের তান্ত্রিক ধ্যান যথা—

"সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং,
দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্ বীজপূরাভিরামম্।
বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং,
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্।" (তন্ত্রসার)

এই ধ্যান অনুসারে জানা যায় যে গণেশের চারিখানি হাত ও তিনটী নেত্র, ইনি ইন্দুরবাহন, ইন্দুরে চড়িয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অনেক স্ত্রীলোকের বিশ্বাস যে, গণেশের আরাধনা করিলে গৃহে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য থাকে না। অনেক গৃহস্থ কৃষকমহিলা বিজয়ার দিনে দুর্গাপ্রতিমার পার্শ্বস্থিত গণেশমূর্ত্তির পায়ে ইন্দুর মাটি দিয়া ইঁদুরের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে প্রার্থনা করিয়া থাকে।

গণেশের বীজ গৌ। গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে

(১) "বিঘ্নেশো বিঘ্নরাজশ্চ বিনায়কশিবোত্তমো—
ব্যাপী গণেশ্বরঃ প্রোক্তাঃ পঞ্চাশদ্ গণপা ইমে।
(শারদাতিলকটীকায় রাঘবভট্ট)

স্বাহা, ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিতে হয়। গণেশের পৌরাণিকমন্ত্র, "ওঁ নমো গণেশায়।"

ইঁহার গায়ত্রী—

"একদংষ্ট্রায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
তন্নো বিঘ্ন প্রচোদয়াৎ।" (প্রাণতোষিণী)

গণেশের নমস্কারমন্ত্র—

"দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নান্ হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ॥"

পশ্চিম-উত্তর অঞ্চলে বক্রতুণ্ড ও ঢুন্ঢিরাজ এই দুই গণেশ অতি প্রসিদ্ধ, সেই অঞ্চলে এই দুই গণেশের উপাসনাই অধিক প্রচলিত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে—,'ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গণেশ্বরায় ব্রহ্মরূপায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদেশায় বিঘ্নেশায় নমো নমঃ।" এই মন্ত্রে গণেশের পূজা করিতে হয়। তুলসীপত্র দ্বারা গণেশের পূজা করা নিষিদ্ধ। গণেশের এই মন্ত্রটী পঞ্চাশ লক্ষ জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। গণেশের পূজা শেষ হইলে স্তব পাঠ করিতে হয়। গণেশের স্তব, যথা—

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

"ঈশ! ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
নিরূপিতুমশক্তোঽহং অনুরূপমনূহকম্
প্রবরং সর্ব্বদেবানাং সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরুম্।
ব্রহ্মস্বরূপং সর্ব্বেশং জ্ঞানরাশিস্বরূপিণম্॥
অব্যক্তমক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্।
বায়ুতুল্যাতিনির্লিপ্তং চাক্ষতং সর্ব্বসাক্ষিণম্॥
সংসারার্ণবপারেচ মায়াপোতে সুদুর্লভম্।
কর্ণধারস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহকারকম্॥
বরং বরেণ্যং বরদং বরদানামপীশ্বরম্।
সিদ্ধং সিদ্ধিস্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদং সিদ্ধিসাধনম্॥
ধ্যানাতিরিক্তং ধ্যেয়ঞ্চ ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধার্ম্মিকম্।
ধর্ম্মস্বরূপং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মাধর্ম্মফলপ্রদম্॥
বীজং সংসারবৃক্ষাণামঙ্কুরঞ্চ তদাশ্রয়ম্।
স্ত্রীপুংনপুংসকানাঞ্চ রূপমেতদতীন্দ্রিয়ম্॥
সর্ব্বাদ্যমগ্রপূজ্যঞ্চ প্রাকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্।
ত্বাং স্তোতুমক্ষমোঽনন্তঃ সহস্রবদনেন চ॥
নক্ষমঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ নক্ষমশ্চতুরাননঃ।
সরস্বতী ন শক্তাচ ন শক্তোঽহং তব স্তুতৌ॥
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা সুরেশং সুরসংসদি।
সুরেশশ্চ সুরৈঃ সার্দ্ধং বিররাম রমাপতি॥
ইদং বিষ্ণুকৃতং স্তোত্রং গণেশস্য চ যঃ পঠেৎ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ॥
তদ্বিঘ্ননিঘ্নং কুরুতে বিঘ্নেশঃ সততং মুনে।
বর্দ্ধয়েৎ সর্ব্বকল্যাণং কল্যাণজনকঃ সদা॥
যাত্রাকালে পঠিত্বাতু যো যাতি ভক্তিপূর্ব্বকম্।
তস্য সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥
তেন দৃষ্টঞ্চ দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নমুপজায়তে।
কদাপি ন ভবেৎ তস্য গ্রহপীড়া চ দারুণা॥
ভবেদ্ বিনাশঃ শত্রূণাং বন্ধূনাঞ্চ বিবর্দ্ধনম্।
শশ্বদ্ বিঘ্নবিনাশশ্চ শশ্বৎ সম্পদ্বিবর্দ্ধনম্॥
স্থিরা ভবেদ্ গৃহে লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যমিহ প্রাপ্য অন্তে বিষ্ণুপদং লভেৎ॥
ফলঞ্চাপি চ তীর্থানাং যজ্ঞানাং যদ্ভবেৎ ধ্রুবম্।
মহতাং সর্ব্বদানানাং শ্রীগণেশপ্রসাদতঃ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণেশখণ্ডে বিষ্ণুকৃতং গণেশস্তোত্রং।

গণেশের কবচ—

শনৈশ্চর উবাচ।

সর্ব্বদুঃখবিনাশায় দুঃখপ্রশমনায় চ।
কবচং বিঘ্ননিঘ্নস্য বদ বেদবিদাংবর॥
বভুবৈষাং বিবাদশ্চ শক্ত্যাচ মায়য়া সহ।
উদ্বিগ্ন শমনার্থঞ্চ কবচং ধারয়াম্যহম্॥

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

বিনায়কস্য কবচং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
সুগোপ্যঞ্চ পুরাণেষু দুর্লভঞ্চাগমেষু চ॥
উক্তং কৌথুমশাখায়াং সামবেদে মনোহরম্।
কবচং বিঘ্ননাথস্য সর্ব্বাবিঘ্নহরং পরম্॥
রাজ্যং দেয়ং শিরোদেয়ং প্রাণাদেয়াশ্চ সূর্য্যজ।
এবং ভূতঞ্চ কবচং নদেয়ং প্রাণসঙ্কটে॥
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ স্বেচ্ছয়াস্য চ মায়য়া।
নিত্যোঽয়মেকদন্তশ্চ কবচং চাস্য বৎসক॥
পূজাস্য নিত্যা স্তোত্রঞ্চ কল্পে কল্পেঽপি সন্ততম্।
অস্যাস্য জন্মনঃ পূর্ব্বং মুনয়শ্চ সিষেবিরে॥
যথা মদবতারেষু জন্মবিগ্রহধারণম্।
তথা গণেশ্বরস্যাপি জন্ম শৈলসুতোদরে॥
যদ্ ধৃত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে জীবন্মুক্তাশ্চ ভারতে।
নিঃশঙ্কাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে শত্রুপক্ষবিমর্দ্দকাঃ॥
কবচং বিভ্রতাং মৃত্যুর্নযাতি সন্নিধিং ভিয়া।
নায়ু র্ব্যয়োনাশুভঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডেন পরাজয়ঃ॥
দশলক্ষ জপেনৈব সিদ্ধঞ্চ কবচং ভবেৎ।
যো ভবেৎ সিদ্ধকবচো মৃত্যুং জেতুং স চ ক্ষমঃ॥

অসিদ্ধকবচো বাগ্মী চিরজীবী মহীতলে।
সর্ব্বত্র বিজয়ী পূজ্যো ভবেদ্‌গ্রহণমাত্রতঃ ॥
মালাতন্ত্রমিদং পুণ্যং কবচঞ্চেদমেবচ।
বিভ্রতাং সর্ব্বপাপানি প্রণশ্যন্তি সুনিশ্চিতম্ ॥
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
ডাকিন্যো যোগিন্যশ্চৈব বেতালাদয় এবচ ॥
বালগ্রহা গ্রহাশ্চৈব ক্ষেত্রপালাদয়স্তথা।
তেষাঞ্চ শব্দমাত্রেণ পলায়ন্তে চ ভীরবঃ ॥
আধয়ো-ব্যাধয়ো মোহাঃ শোকাশ্চৈব ভয়াবহাঃ।
ন যান্তি সন্নিধিং তেষাং গরুড়স্য যথোরগাঃ ॥
ঋজবে গুরুভক্তায় স্বশিষ্যায় প্রকাশয়েৎ।
খলায় পরিশিষ্যায় দত্ত্বামৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥
সংসারমোহনস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ বৃহতী দেবোলম্বোদরঃ স্বয়ম্ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
সর্ব্বেষাং কবচানাঞ্চ সারভূতমিদং মুনে।
ওঁ গৌং গং শ্রীগণেশায় স্বাহা মে পাতু মস্তকম্ ॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরোমন্ত্রো ললাটং মে সদাবতু।
ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ গমিতি চ সন্ততং পাতু লোচনম্।
তালুকং পাতু বিঘ্নেশঃ সন্ততং ধরণীতলে ॥
ওঁ গৌং গং শূর্পকর্ণায় স্বাহা পাত্বধরং মম।
দন্তানি তালুকাং জিহ্বা পাতু মে ষোড়শাক্ষরম্ ॥
ওঁ লং শ্রীঁ লম্বোদরায়েতি স্বাহা গণ্ডং সদাবতু।
ওঁ ক্লীঁ হ্রীঁ বিঘ্ননাশায় স্বাহা কর্ণং সদাবতু ॥
ওঁ শ্রীঁ গং গজাননায়েতি স্বাহা স্কন্ধং সদাবতু।
ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বিনায়কায়েতি স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু ॥
ওঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ইতি কঙ্কালং পাতু বক্ষঃস্থলঞ্চগম্।
করৌ পাদৌ সদা পাতু সর্ব্বাঙ্গং বিঘ্ননিঘ্নকৃৎ ॥
প্রাচ্যাং লম্বোদরঃ পাতু আগ্নেয্যাং বিঘ্ননায়কঃ ॥
দক্ষিণে পাতু বিঘ্নেশো নৈর্ঋত্যান্তু গজাননঃ।
পশ্চিমে পার্ব্বতীপুত্রো বায়ব্যাং শঙ্করাত্মজঃ ॥
কৃষ্ণস্যাংশশ্চোত্তরে চ পরিপূর্ণতমস্য চ।
ঐশান্যামেকদন্তশ্চ হেরম্বঃ পাতু চোর্দ্ধতঃ ॥
গণাধিপ ইত্যধঃ পাতু সর্ব্বপূজ্যশ্চ সর্ব্বতঃ।
স্বপ্নে জাগরণে চৈব পাতু মাং যোগিনাং গুরুঃ ॥
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম।
সংসারমোহনং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণেন পুরা দত্তং গোলোকে রাসমণ্ডলে।
বৃন্দাবনে বিনীতায় মহ্যং দিনকরাত্মজ ॥
পরং বরং সর্ব্ব পূজ্যং সর্ব্ব সঙ্কটতারণম্।
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং ধারয়েত্তু যঃ ॥
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্নসংশয়ঃ।
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানিচ।
গ্রহেন্দ্র! কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
ইদং কবচ মজ্ঞাত্বা যোভজেচ্ছঙ্করাত্মজম্।
শত লক্ষ প্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ।"
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সংসারমোহনং নাম কবচং সমাপ্তং।

২ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্, ইনি আপপ্রশ্ন, জাতক-কল্পলতা, তিথিচিন্তামণিপঞ্চাঙ্গসাধন, তিথিচিন্তামণিসারণী, পাটীটীকা, ভাবাধ্যায়, রত্নাবলীপদ্ধতি, স্ত্রীজাতক প্রভৃতি সংস্কৃত জ্যোতিষ রচনা করেন।

৩ হিরণ্যকেশিকারিকারচয়িতা।

৪ পিষ্টপশুসরণী ও মহিষোৎসর্গবিধি নামক ধর্ম্মশাস্ত্র-সংগ্রহকার।

৫ ভাগবতবাদিতোষিণী-রচয়িতা।

৬ রসতরঙ্গিণীর রসোদধি নামে টীকাকার।

৭ স্মৃতিচন্দ্রোদয়-প্রণেতা।

৮ কৃষ্ণভট্টের পুত্র, ঋগ্বেদপাঠানুক্রমণদীপিকা-রচয়িতা।

৯ গোপালের পুত্র, ইনি ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে জাতকালঙ্কার নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

১০ ঢুণ্ঢিরাজের পুত্র, ইনি গণিতমঞ্জরী, তাজিকচন্দ্রিকা-বিনোদ, তাজিকভূষণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১১ বল্লালের পুত্র, শিবতোষিণী নামে লিঙ্গপুরাণের টীকাকার।

১২ রামদেবের পুত্র, নলোদয়টীকা-রচয়িতা।

গণেশকুণ্ড (ক্লী) ১ নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী একটী কুণ্ড। স্কন্দ-পুরাণে গণেশখণ্ডে এই কুণ্ডটীর উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—একদিন পার্ব্বতী ও শিব পর্য্যঙ্কাসনে নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময়ে সিন্দুর নামক একটা দুষ্ট দৈত্য আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। পার্ব্বতী ও শিবকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া সিন্দুর পার্ব্বতীর উদরে প্রবেশ করিল এবং পার্ব্বতীর গর্ভস্থ সন্তানের মুণ্ড কাটিয়া লইয়া বাহির হইল। ঐ গর্ভে গণেশের জন্ম হয়। সিন্দুর গণেশের মুণ্ডটী নর্ম্মদার তীরে যে স্থানে রাখিয়াছিল, সেই স্থানে একটা কুণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম গণেশকুণ্ড। এই কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী শিলাখণ্ড রক্তবর্ণ, কেহ কেহ সেই শিলাখণ্ডকে গণেশশিলা বলিয়া থাকেন। রাজগীরের মধ্যবর্ত্তী একটী পবিত্র উষ্ণপ্রস্রবণ।

গণেশকুসুম (ক্লী) গণেশবদ্ রক্তং কুসুমং। ১ রক্তকুসুম। (শব্দার্থচিন্তামণি।) ২ রক্তকরবীর। (রাজনি°)

গণেশখণ্ড (ক্লী) স্কন্দপুরাণের একটী অংশ, ইহাতে গণেশের আবির্ভাব প্রভৃতি বর্ণিত আছে। ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এক খণ্ড, ইহাতেও গণেশের বিষয় বর্ণিত আছে।

গণেশখিন্দ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলার অন্তর্গত একটী খ্যাত গণ্ডগ্রাম। বোম্বাই যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে চতরসিংহী দেবীর মন্দির আছে। ভীমবর্দ্ধা পাহাড় অশ্বখুরাকারে ঘুরিয়া আসিয়া এইখানে প্রায় মিলিত হইয়াছে। এইখানে পাহাড়ের উপর একটী গুহামন্দির আছে। তাহার দৈর্ঘ্য ২০ ফিট, বিস্তার ১৫ ফিট ও উচ্চতা ১০ ফিট হইবে। এখন একজন বাবাজী এই গুহামন্দিরে বাস করিতেছেন। একটী শিব লিঙ্গ, বিথোবা ও লক্ষ্মীরমূর্তি আছে। তাহার ২০ হস্ত পশ্চিমে পাহাড়ের উপরদিকে দুইটী গুহা আছে। তাহার কিয়দ্দূরে জল রাখিবার একটী ভূমি আছে। প্রতি শুক্রবারে এখানে হাট বসে। আশ্বিন মাসে নবরাত্রির সময় মন্দিরে কিছু ধুমধাম হয়। জাটদিগের রাজা গুহার দ্বারদেশে একটী দেওয়াল গাঁথাইয়া দিয়াছেন। জাটরাজের প্রতিষ্ঠিত একটী কূপও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে।

গণেশখিন্দে বোম্বাইয়ের লাটসাহেবের একটী বাটী আছে। আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তিনি এই বাটীতে অবস্থিতি করেন। নিকটে অন্যান্য সাহেবদিগের থাকিবারও স্বতন্ত্র বাটী আছে।

গণেশগুহা, ১ (গণেশ লেনা) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে পুণানগরের নিকটস্থ কতকগুলি গুহা, যেখানে হাটকেশ্বর ও সলিমান পাহাড় মিলিয়াছে, তথা হইতে একটী ছোট পাহাড় বাহির হইয়া পুণানগরের উত্তরদিকে গিয়াছে। এই ছোট পাহাড়ে সারি সারি অনেকগুলি গুহা খোদিত, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর গুহাটীর নাম গণেশলেনা। ইহার মধ্যে গণপতির মন্দির। নগরের উত্তরভাগ হইতে কুডকি, তৎপরে ইক্ষু, তেঁতুল ও আম বাগান দিয়া এই মন্দিরে যাইতে হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৬ষ্ঠ পেশবা রঘুনাথরাওর পুত্র অমৃতরাও এই সকল আম্র-বৃক্ষ রোপণ করেন। তাহার পর মন্দিরে উঠিবার পথে পাহাড়ের গায়ে গণপতির ভক্তগণের নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী। সোপান ও অসম পাহাড়ের ভূমি পার হইয়া মন্দিরে যাইতে হয়। একাদিক্রমে ইহার মধ্যে ২৪টী গুহামন্দির আছে। তাহাতে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও নানাবিধ শিল্পলিপি খোদিত।

২ উড়িষ্যার অন্তর্গত উদয়গিরি পাহাড়ের একটী গুহা-মন্দির। পাহাড়ের উপরদিকে এই গুহা অবস্থিত। ইহার অভ্যন্তরে গণেশদেবের মূর্ত্তি এবং অপর অপর বহুবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই গুহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

গণেশচতুর্থী, দক্ষিণাপথবাসীর করণীয় একটী প্রধান ব্রত। বোম্বাই ও পুণা অঞ্চলে এই উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের মতে, ভাদ্রপদী চতুর্থীতে গণেশের জন্ম, তদুপলক্ষে এই ব্রতের উৎপত্তি *। এইজন্য বোম্বাই প্রদেশের অনেকের বাটীতে স্বতন্ত্র দালান নির্দ্দিষ্ট আছে। এই ব্রতে পূজার আড়ম্বর যথেষ্ট। ব্রতের কএক দিন পূর্ব্বে দালান চূণকাম করিয়া পরিষ্কার করা হয়। যাহার যেমন সাধ্য, সে সেইরূপ আলোকমালায় গৃহ সজ্জিত করে। গণেশচতুর্থীর দিন প্রাতে বাটীর কর্ত্তা ও বালকগণ বেহারা, পাল্কী ও বাদ্যকর সঙ্গে লইয়া বাজারে যান। তথায় গণপতির একটী মাটির মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া পাল্কিতে বসাইয়া বাদ্য করিতে করিতে গৃহে আনেন। বড়লোকের মধ্যে অনেকের বাটীতেই মূর্ত্তি গড়া হয়। কোথাও বা একটী থালের উপরে চাউলের গুঁড়ি দিয়া গণেশমূর্ত্তি অঙ্কিত করে। ভিন্ন ভিন্ন বাটীর ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম। মূর্ত্তি প্রায়ই চতুর্ভুজ। বাজারে যে মূর্ত্তি বিক্রয় হয়, তাহা একশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা নির্ম্মাণ করে। দেবমূর্ত্তি-নির্ম্মাণই তাহাদের ব্যবসায়। বাজার হইতে গণেশমূর্ত্তি বাটীতে পৌছিলে গৃহিণী প্রদীপ লইয়া আরতি করিয়া দালানে আনিয়া সিংহাসনে স্থাপন করেন। পরে পুরোহিত আসিয়া যথাবিহিত পূজাদি করেন। গণেশের বাহন ইন্দুরটীও নিকটে থাকে। পুরোহিতের পূজার পর গৃহস্বামী বাটীর সকলের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গণপতিদেবের মহিমা গান করেন। এইরূপ গান প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় হয়। প্রাতে সকলে চাউলের গুঁড়ির প্রস্তুত আনন্দলাড়ু আহার করে। রাত্রিতে উহার কতকঅংশ ইন্দুরদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। প্রবাদ আছে যে, একদিন গণপতি মূষিকে চড়িয়া যাইতে যাইতে পড়িয়া যান। আকাশে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। গণপতি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে অভিসম্পাত করেন যে, কেহ আর চন্দ্রদেবকে দেখিবে না। চন্দ্রদেব অপরাধ স্বীকার করিয়া শাপমোচনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গণপতি তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে। এইজন্য বলিলেন যে, বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিনও

* ভবিষ্যোত্তরপুরাণের মতে ফাল্গুনমাসের চতুর্থীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

লোকে তাঁহার মুখ দেখিবে না। এইজন্ত গণপতির জন্ম-দিবসে নষ্টচন্দ্র হয়। সেইদিন কেহ চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। চতুর্থীব্রতের পর কেহ বা একদিন কেহ বা দুইদিন কেহ বা ২১ দিন পর্য্যন্ত গণপতির প্রতিমার পূজা করে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় পূজা হইয়া থাকে। বিসর্জ্জনের দিন আবার বেহারা পাল্কি লইয়া আসে। বাগ্ত হইতে থাকে। পুরোহিত আসিয়া গণেশের পূজা করিয়া গৃহস্থের মঙ্গল ও বালকের জন্য বিদ্যা প্রার্থনা করেন। তাহার পর বিসর্জ্জন হয়। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে গৃহিণী আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া আরতি করিয়া যাত্রার জন্ত হস্তে দধি দিয়া দেবমূর্ত্তিকে পাল্কিতে তুলিয়া দেন। পাল্কি নানাপুষ্পে সুশোভিত হইয়া নিকটস্থ নদী বা হ্রদের কূলে আনীত হয়। জলের নিকটে পাল্কি রাখিয়া দেবমূর্ত্তি বাহির করিয়া একবার প্রদীপ লইয়া আরতি করা হয়। তাহার পর সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবমূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন করে। আবার এক বৎসর পরে তাঁহার দেখা হইবে কি না! এই ভাবিয়া সকলে দুঃখে শোকে কাতর হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসে।

ভাদ্রপদের পঞ্চমী অর্থাৎ গণেশপূজার পরদিন স্ত্রীলোকেরা 'সপ্তভাত' বা সাতভাইয়ের সম্মানার্থ ব্রত পালন করে। সে দিন চাষের বা মানবহস্তপ্রস্তুত কোন দ্রব্য তাহারা ভক্ষণ করে না। কেবল ফলমূল আহার করিয়া দিন যাপন করে। ভাদ্রপদীয় অষ্টমী ও নবমী দিনে অর্থাৎ গণেশের জন্মের তৃতীয় ও চতুর্থদিনে গণেশ-জননী গৌরীর ব্রত হয়। সেইদিন বাটীর মধ্যে চন্দনের আলিপনা ও গৃহদ্বারে 'তেড়দা' নামক ছোটগাছের পাতা ঝুলাইয়া দেয়। তেড়দা গাছগুলি কাপড়ে জড়াইয়া নবপত্রিকা প্রস্তুত হয়। তাহাই গৌরী। কোন বালিকা তাহাকে কোলে করিয়া লয়, তাহার হাতে একটী পাত্র, একটী প্রজ্ব-লিত দীপ, কএকটী শঙ্খ, একটী সিন্দূরের কৌটা, কএকটী "বাদলিখণ্ড" থাকে। একজন বালক ঘণ্টা বাজাইতে বাজা-ইতে সঙ্গে সঙ্গে যায়। গৃহস্থরমণী সেই বালিকাকে গৃহের ভিতর লইয়া বসিতে দেয়, প্রদীপ জ্বালিয়া বালিকার ও গৌরীর মুখের নিকট লইয়া আরতি করে। এক একখণ্ড কলা তাহাদিগকে খাইতে দেয় ও বলে—"লক্ষ্মী লক্ষ্মী তুমি এসেছ কি?" বালিকা বলে, "আমি এসেছি।" "তুমি কি আনিয়াছ? "ঘোড়া, হাতি, সৈন্ত ও রাশি রাশি ধন, তাহাতে তোমার বাড়ী ও এই নগর পরিপূর্ণ হইবে।" এইরূপে একে একে সকল ঘরে গিয়া শেষে গৌরীকে মধ্যস্থ দালানে আনিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার পর নানাবিধ ফল, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন ভোগ হয়, আবার অধিক রাত্রিতে নানাবিধ অলঙ্কার দিয়া সজ্জিত করে। পরদিবস মৎস্ত ও মাংসের ভোগ হয়। দিবসে কোলি ও কুণবীজাতির রমণীগণ আসিয়া দেবীর সম্মুখে নৃত্যগীত করে। তিনদিন অন্ন-ভোগের পর দেবীর গহনাদি খুলিয়া লইয়া তাঁহার কাপড়ে কিছু খাদ্য ও ৪টী পয়সা বাঁধিয়া দিয়া অনেক দাস বা দাসীর হস্তে দেওয়া হয়। দাস তাহা লইয়া বাটীর বাহির হয়। গৃহিণী জলের ধারা দিতে দিতে যান। শেষে দাস দেবীকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া বস্ত্রখানি ও একটু জল লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে।

গণেশজননী (স্ত্রী) গণেশস্ত জননী ৬তৎ। দুর্গা।
"গণেশজননী দুর্গা রাধালক্ষ্মীঃ সরস্বতী।" (তন্ত্রসার)
গণেশমাতৃ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গণেশদত্ত, ক্রমদীপিকা তন্ত্রের একজন টীকাকার।

গণেশদত্তশর্ম্মা, ইনি "মৈথিল গণেশদত্ত" নামে খ্যাত, মালতী-মাধবের "প্রকরণোদ্ধার" নামক টীকাকার।

গণেশদাস, দ্রব্যাদর্শ নামে বৈদ্যক-গ্রন্থকার।

গণেশদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত দার্শনিক। ভাবা বিশ্বনাথ-দীক্ষিতের পুত্র, ভাবা রামকৃষ্ণের পৌত্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর শিষ্য। ইনি সাংখ্যসূত্রের টীকা, প্রবোধচন্দ্রোদয়ের চিচ্চন্দ্রিকা নামে টীকা, তর্কভাষার তত্ত্বপ্রবোধিনী নামে টীকা, তত্ত্বসমাস-যাথার্থ্যদীপন, যোগানুশাসনসূত্রবৃত্তি প্রভৃতি সংস্কৃত টীকা রচনা করেন।

গণেশদেব, একজন সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, ইনি রাজা খড়্গবাহুর আদেশে সঙ্গীতকল্পতরুর সুবোধিনী নামে এক-খানি টীকা প্রণয়ন করেন।

গণেশদৈবজ্ঞ, নন্দিগ্রামবাসী একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্, অপর নাম গণেশ্বর আচার্য্য, কেশবার্কের পুত্র ও নৃসিংহ দৈবজ্ঞের খুল্লতাত। ইনি বিস্তর জ্যোতিঃগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে গ্রহলাঘব (সিদ্ধান্তরহস্য), চাবুকযন্ত্র, তর্জ্জনীযন্ত্র, প্রতোদযন্ত্র, লঘুপযন্ত্র, বৃহৎ ও লঘুতিথিচিন্তামণি, মঙ্গলনির্ণয় (ধর্ম্মশাস্ত্র), শ্রাদ্ধাদিনির্ণয়, সিদ্ধান্তশিরোমণিবিবৃতি, চন্দোর্ণবটীকা, পাতসারণী, বুদ্ধিবিলাসিনী নামে লীলাবতী-ব্যাখ্যা এবং কেশবের মুহূর্ত্ততত্ত্ব ও বিবাহবৃন্দাবনের টীকা পাওয়া যায়।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে গ্রহলাঘবই প্রধান। গণেশের গ্রহলাঘব ১৪৪২ শকে (১৫২০ খৃঃ অঃ), পাতসারণী ১৪৪৪ শক (১৫২২ খৃঃ অঃ) এবং লীলাবতীব্যাখ্যা ১৫৪৬ খৃঃ অঃ রচিত হয়।

গণেশ শুভাশুভ ফল-নির্ণয়কে অকিঞ্চিৎকর বলেন, তাঁহার মতে, যাহার প্রতিবিধান হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা জানিয়াই বা ফল কি।

গণেশপণ্ডিত, হরিবিনোদ নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

গণেশপাঠক, নির্ণয়কৌস্তুভ নামে স্মার্ত ও প্রয়োগকৌস্তুভ নামে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা।

গণেশপুরাণ, একখানি উপপুরাণ, ইহাতে গণেশের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

গণেশভট্ট, ১ উদ্বাহবিবেক নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ২ শাকুনদীপকরচয়িতা।

গণেশভারতী, শিবতাণ্ডব-স্তোত্রটীকা প্রণেতা।

গণেশভিষক্ (স্ত্র), একজন বিখ্যাত চিকিৎসক, ইনি চিকিৎসামৃত, যোগচিন্তামণি, রুগ্‌বিনিশ্চয়ার্থপ্রকাশিকা প্রভৃতি বৈদ্যক-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গণেশরায়, দিনাজপুর অঞ্চলের একজন রাজা। কাহারও মতে বঙ্গাধিপ রাজা বংশ ও গণেশ একব্যক্তি, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। [বিশ্বকোষে কুলীন শব্দ দেখ।]

গণেশভূষণ (ক্লী) গণেশং ভূষয়তি গণেশ ভূষি-ল্যুট্। সিন্দূর।

গণেশমিশ্র, প্রায়শ্চিত্তপারিজাত নামে ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

গণেশমহামহোপাধ্যায়, হরিভক্তিদীপিকা রচয়িতা।

গণেশশৈশব (দেশজ) শিব।

"গণেশ-শৈশব বিভূতিবৈভব ভবেশ ভৈরব দিগম্বর।"

(অন্নদামঙ্গল)

গণেশান, (পুং) গণানামীশানঃ ৬তৎ। ১ গণেশ।

"ততঃ সস্মার হেরম্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।

স্মৃতমাত্রো গণেশানো ভক্তচিন্তিত পূরকঃ॥" (ভারত ১।১৩ অঃ)

২ শিব।

গণেশ্বর (পুং) গণানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। ১ গণেশ। ২ শিব। ৩ গণাত্মক ঈশ্বরঃ। ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ৮ বসু ও ২ অশ্বিনীকুমার এই তেত্রিশটী দেবতাকে গণেশ্বর বলে।

"এতে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশং সর্ব্বভূতে গণেশ্বরাঃ॥"

(ভারত অনু ১৫০ অঃ)

গণেশ্বর, বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার মধ্যে চালুনি গাঁ ও পাইক্রুপা নামক দুইটী গণ্ডগ্রাম আছে।

গণেশ্বরী, একটী নদী। আসামের অন্তর্গত গারো পর্ব্বতের কৈলাস নামক শৃঙ্গ হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণবাহিনী হইয়া ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তথায় যে স্থানে দুইকূলে পাহাড়ের মধ্য দিয়া ইহা প্রবাহিত হইয়াছে, তথাকার শোভা চমৎকার।

গণোৎসাহ (পুং স্ত্রী) গণে গণ-ভাবে সন্তুষ্য করণে উৎসাহো যস্ত বহুব্রী। গণ্ডক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া 'গণোৎসাহী' হয়।

গণ গণিয়া (দেশজ) অতিশয় প্রখর।

গণতি (গণয়তি শব্দজ) গণা, গণনা করা।

গণ্ড (পুং) গড়ি বদনৈকদেশে গড়ি অচ্। যদ্বা গম্-ড (ক্রমস্বাদ্ ডঃ। উণ্ ১।১১৩।) ১ কপোল, গাল। ২ হস্তিকপোল। ইহার পর্য্যায়—কট, করট, কটক, হস্তিগণ্ডক।

"প্রমাণাভ্যধিকস্যাপি গণ্ডশ্যামমদচ্যুতেঃ।

পদং মূর্দ্ধি সমাধাত্তু কেশরী মত্তদন্তিনঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র)

(পুং স্ত্রী) ৩ গণ্ডক, গণ্ডার। ৪ বীথ্যঙ্গ। ৫ পিটক। ৬ চিহ্ন। ৭ বীর। ৮ অশ্বভূষণ, ঘোড়ার সাজোয়ার্। ৯ বুদ্বুদ। (মেদিনী)। ১০ স্ফোটক, ফোড়া। ১১ গ্রন্থি। (অমরটীকা° রমানাথ।) ১২ বিষ্কুম্ভাদি যোগের মধ্যে ১০ম যোগ।

"গণ্ডোবৃদ্ধির্ধ্রুবশ্চৈব ব্যাঘাতো হর্ষণস্তথা।" (জ্যোতিষ°)

কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে এই যোগে জন্মিলে স্বার্থপর, পরের অনিষ্টকারী, অতিশয় ধূর্ত্ত, কুরূপ ও আত্মীয়বর্গের যন্ত্রণার কারণ হয়, ইহার গণ্ডদুটী অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং কথাও কিছু বড় বড় হইয়া থাকে।

১৩ অশ্বিনী প্রভৃতি কএকটী নক্ষত্রের দুষ্ট অংশ। কোন নক্ষত্রের কোন অংশকে গণ্ড বলে এবং তাহার ফলই বা কি? এ বিষয়ে জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতভেদ লক্ষিত হয়।

অশ্বিনী, মঘা ও মূলানক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ড এবং রেবতী, অশ্লেষা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ পাঁচদণ্ডকে গণ্ড বলে। ইহার মধ্যে মূলা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের গণ্ডকে দিবাগণ্ড, মঘা ও অশ্লেষার গণ্ডকে রাত্রিগণ্ড এবং রেবতী ও অশ্বিনীর গণ্ডকে সন্ধ্যাগণ্ড বলে। গণ্ডযোগে জাতবালকের প্রায়ই মৃত্যু হয়। বাঁচিয়া থাকিলে পিতা বা মাতার মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু দিবাগণ্ডে বালিকার এবং রাত্রিগণ্ডে বালকের জন্ম হইলে কোনরূপ বিঘ্ন হয় না। মূলার প্রথমপাদে অর্থাৎ গণ্ডের মধ্যে বালক অথবা বালিকার জন্ম হইলে পিতার বিনাশ হয়, এই প্রকার মূলার দ্বিতীয়পাদে জননীর ভয়ানক রোগ, তৃতীয়পাদে ধনহানি ও চতুর্থপাদে সম্পত্তি লাভ হয়। অশ্লেষা নক্ষত্রে ইহার বিপরীত জানিবে। গণ্ডযোগে বালক অথবা বালিকার জন্ম হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত। যদি স্নেহবশতঃ পরিত্যাগ করা না হয়, তবে ৬ মাসের মধ্যে পিতা তাহার মুখ দেখিবেন না, দেখিলে বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে কুঙ্কুম, চন্দন, কুড়, গোরোচনা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া চারিটী জলপূর্ণ কলসী দ্বারা বালককে স্নান করা-

হইবে। সহস্রাক্ষ মন্ত্রে স্নান করাইতে হয়। বালক দিবাগণ্ড জাত হইলে তাহার পিতার সহিত তাহাকে স্নান করাইতে হয়, রাত্রিগণ্ড জাত হইলে জননী এবং সন্ধ্যাগণ্ড জাত হইলে পিতামাতা উভয়ের সহিত বালককে স্নান করাইবে। ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র, সুবর্ণ ও ধেনু গ্রহবিপ্রকে দান করিবে এবং গ্রহগণের পূজা করিবে। এইরূপ করিলে গণ্ডদোষ শান্তি হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও পীযূষধারা গ্রন্থে লিখিত আছে (১) যে, নারদের মতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের শেষ চারিদণ্ড ও মূলানক্ষত্রের প্রথম চারিদণ্ড এই আটদণ্ডকে গণ্ড বলে। অশ্লেষার শেষ চারিদণ্ড ও মঘার প্রথম চারিদণ্ডকেও গণ্ড বলা যায়। বসিষ্ঠের মতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ একদণ্ড ও মূলার প্রথম দুই দণ্ড এই তিন দণ্ডকে গণ্ড নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠার শেষ অর্দ্ধদণ্ড ও মূলানক্ষত্রের প্রথম অর্দ্ধ দণ্ডকে গণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন জ্যোতির্বিদের মতে মূলার প্রথম আটদণ্ড ও জ্যেষ্ঠার শেষ পাঁচদণ্ড এই ১৩ দণ্ড গণ্ড বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পীযূষধারার মতে নারদের মতই গ্রাহ্য। ইহাতে বালক বা বালিকা জন্মিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে অথবা ৮ বৎসর পর্য্যন্ত পিতা বালকের মুখ দেখিবে না। [কোষ্ঠী দেখ।]

১৪ জাতিবিশেষ। [গোণ্ড দেখ।]

গণ্ডক (পুং) গণ্ড-স্বার্থে কন্। ১ খড়্গী, গণ্ডার। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ সংখ্যাপ্রভেদ, চারি কড়া। ৩ জ্যোতির্বিদ্যাবিশেষ। ৪ অবচ্ছেদ। ৫ অন্তরায়। ৬ ভূষণ, অলঙ্কার।

"ব্যাঘ্রনখপঙ্‌ক্তিমণ্ডিতা গণ্ডকাভরণা চ।" (কাদম্বরী)

৭ দেশভেদ, গণ্ডকীনদী প্রবাহিত জনপদ।

"ততঃ স গণ্ডকান্ শূরো বিদেহান্ ভরতর্ষভ।" ভারত ৩।২৯।৪।

৮ ছন্দোভেদ। ৯ গ্রন্থি। "গোরোচনালিখিতভূর্জ্জপত্রগর্ভান্ মন্ত্রগণ্ডকান্" (কাদম্বরী।)

১০ স্ফোটক রোগবিশেষ।

"অনেকবেত্রাঘাতনির্ম্মিত রহগাত্রগণ্ডকম্।" (কাদম্বরী।)

১১ নদীবিশেষ। [গণ্ডকী দেখ।]

গণ্ডকারী (স্ত্রী) গণ্ডঃ তদাখ্যগ্রন্থিং করোতি সংযোজয়তি, গণ্ড-কৃ-অণ্ ঙীপ্। ১ খদিরবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা।) ২ বরাহক্রান্তা। (রত্নমালা।) ৩ গড়ুক মৎস্য, গড়ুই মাছ।

গণ্ডকালী (স্ত্রী) গণ্ড-কৃ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) রক্তলজ্জ। যথা গণ্ডেষু গ্রন্থিষু কালী যস্যাঃ বহুত্রী। খদিরীবৃক্ষ।

"গণ্ডকালী নমস্কারী সমঙ্গা খদিরী কচিৎ।" (বৈদ্যকরত্নমালা)।

গণ্ডকী (স্ত্রী) গণ্ডক ঙীষ্। ১ গণ্ডকজাতীয় স্ত্রী।

২ (বড়।) নদীবিশেষ, সচরাচর 'বড় গণ্ডক' নামে খ্যাত। ইহার অপর নাম নারায়ণী, শালগ্রামী ও হিরণ্যবাহ। হিমালয়ে নেপালরাজ্যের মধ্যে অক্ষা° ৩০° ৫৩´ ৪´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২° ৬´ ৪০´´ পূঃ মধ্যে সপ্তগণ্ডকী শৈল হইতে উদ্ভূত হইয়া দক্ষিণপশ্চিমদিকে গিয়া গোরক্ষপুরে ও চম্পারণ জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া মজঃফরপুর জেলার পশ্চিম ও সারণ জেলার পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া পাটনার অপরপারে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। গণ্ডকী পূর্ব্বে ধবলাগিরি ও পশ্চিমে গোঁসাইথানের পার্ব্বতীয় তুষাররাশি হইতে স্রোতস্বিনীরূপে পরিণত হইয়া চম্পারণের উত্তর-পশ্চিম ত্রিবেণীঘাট হইতে নদীরূপে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে পূর্ব্বদিকের তটে একটী বালুপাথরের পাহাড় আছে। উহা বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ। ইহার অপরদিকে বাজবোটবালের বন। এই বন একেবারে গণ্ডকনদীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। এই স্থান হইতে হিমালয়ের তুষাররাশি দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিবেণীঘাট হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ পথ দুইপার্শ্বে বনাকীর্ণ। নদী পার্ব্বতীয় ভূমির উপর দিয়া চলিয়াছে, সেইজন্য জলও পরিষ্কার। বন্যার পলিতে পার্শ্বস্থ ভূমি দূরস্থ ভূমি অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। কূলের ভূমির যে স্থান নিম্ন, সেইস্থান দিয়া বন্যার জল প্রবেশ করিয়া নিকটস্থ প্রদেশ প্লাবিত করে। বন্যা হইতে দেশ রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ঐ প্রদেশের জমির জল গড়াইয়া নদীতে পড়ে না, অপর দিকে যায়। পাহাড় হইতে নদীর যেখানে উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানে অত্যন্ত স্রোত, মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণজল, নৌকাদি তাহাতে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা। তবে উহাতে নেপালের কাষ্ঠ আসিয়া থাকে। বরফ গলিয়া ইহার জল বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহাতে বারমাস জল থাকে। বর্ষার পর স্থানে স্থানে বালির চড়া পড়ে। কোন্ সময় কোথায় চড়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই। বর্ষার সময় ইহা কোথাও দেড় ক্রোশ কোথাও বা এক ক্রোশ প্রশস্ত হয়। কিন্তু শীতকালে কোথাও অর্দ্ধপোয়ার অধিক থাকে না। চম্পারণে ধেকাহা বা সত্তরঘাট, সংগ্রামপুর, গোবিন্দগঞ্জ, বরি-

(১) "অভুক্তমূলং ঘটিকা চতুষ্টয়ং জ্যেষ্ঠান্ত্যমূলাদিভবং হি নারদঃ।
বসিষ্ঠ এক দ্বিঘটীমিতং জগৌ বৃহস্পতিস্ত্বেক ঘটীপ্রমাণকম্।
অথোচ্যতে প্রথমাষ্টঘট্যোমূলস্য শাক্রান্তিমপঞ্চনাড্যঃ।
জাতং শিশুং তত্র পরিত্যজেদ্বা মুখং পিতাহস্যাষ্টসমা ন পশ্যেৎ॥"

মীরপুর, রত্নাল, বগহা, নারায়ণপুর, ও শনিচরি, সারণে সলিমপুর, সত্তর, সারঙ্গপুর, সোহাঁসি, রেবা, বারবা, সজ্জা ও শোনপুরে ইহার ঘাট আছে।

গণ্ডক নদী অতি প্রাচীন কাল হইতে পুণ্যসলিলা বলিয়া বিখ্যাত। (স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ড ৮।৪, পাতাল খণ্ড ১১৩।১, ভবিষ্যব্রহ্মখং ৩৮।১-১০।) মহাভারতের সভাপর্ব্বের ২০ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন কুরুদেশ হইতে গমন করিয়া কুরুজাঙ্গল পার হইয়া পদ্মসরোবরে আসিলেন। তথা হইতে কালকূট পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, চক্রাবর্ত্ত ও একটী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী পার হইয়া চলিলেন। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও গণ্ডকীনদীর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। মিগাস্থিনিস ইহাকে কণ্ডকেতিস্ (Candochates) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমী ইহার কোন নাম উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু প্রকারান্তরে ইহার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে এই নদী সেলামপুর হইতে উঠিয়া শৈলপুর বা শৈলগ্রাম হইয়া আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদীতে শালগ্রামশিলা পাওয়া যাইত বলিয়া ইহার নাম শালগ্রামী বা নারায়ণী। কথিত আছে, নারায়ণ শনির ভয়ে ভীত হইয়া মায়াপ্রভাবে শৈলময় পর্ব্বত হইয়াছিলেন। শনি তাহা বুঝিতে পারিয়া কীটরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একদিক্ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত গর্ত্ত করিয়া ফেলে। এক বৎসর কাল এইরূপে উত্যক্ত হইয়া নারায়ণের ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। এক গণ্ডে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ ঘর্ম্ম বাহির হইল। সেই কৃষ্ণবর্ণ ঘর্ম্ম হইতে কৃষ্ণা ও শ্বেতবর্ণ ঘর্ম্ম হইতে শ্বেত গণ্ডকী প্রবাহিত হইল। একটী পূর্ব্বে ও অপরটী পশ্চিমে চলিল। এক বৎসরের পর বিষ্ণু নিজরূপ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু শালগ্রামশিলাকে নারায়ণরূপে পূজা করিতে বলিয়া দিলেন। [শালগ্রাম দেখ।] সেই অবধি উহা পূজিত। গণ্ডকের জলে নারায়ণের অংশ আছে বলিয়া উহা হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র। ৩ পূর্ব্বোক্ত গণ্ডকী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

গণ্ডকীদেবী দশহাজার বৎসর পর্য্যন্ত বহুকষ্টে বায়ু ও বৃক্ষগলিতপত্র খাইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করেন। বিষ্ণু গণ্ডকীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। গণ্ডকী সেই চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুকে দেখিয়া ভক্তিসহকারে নানাবিধ স্তব করেন। তাহাতে বিষ্ণু আরও প্রীত হইলেন এবং গণ্ডকীকে বর লইতে বলিলেন। গণ্ডকী বলিল, "জগদীশ্বর! যদি এ দাসীর প্রতি আপনার করুণা হইয়া থাকে, তবে দাসীর অভিপ্রায় যে, আপনি আমার গর্ভগত হইয়া আমার পুত্র হউন।" বিষ্ণু বলিলেন, "গণ্ডকি! আমি শালগ্রামশিলারূপে তোমার গর্ভে বাস করিব, তুমি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইবে। তোমার দর্শন, স্পর্শন, তোমাতে অবগাহন বা স্নান এবং তোমার জলপান করিলে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই তিন প্রকার পাপ বিনষ্ট হয়।" বিষ্ণু এই প্রকার বর দিয়া চলিয়া গেলেন। সেই হইতেই গণ্ডকী নদী সকল নদীর প্রধানা হইল। এদেশে যে সকল শালগ্রাম শিলা ভক্তিসহকারে বিষ্ণু ভাবিয়া পূজিত হইয়া থাকে, সেই সকল শিলাই গণ্ডকী নদী হইতে উৎপন্ন। বিষ্ণুর বরেই তাহা সকলের আদরণীয় হইয়াছে। (বরাহপুরাণ) [শালগ্রাম দেখ।]

গণ্ডকী (ছোট) একটী প্রসিদ্ধ নদী। বড়গণ্ডকের মত ইহাও নেপালরাজ্যের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়া গোরক্ষপুর জেলা হইয়া আসিয়াছে। ইহা বড় গণ্ডক হইতে ৪ ক্রোশ দূরে থাকিয়া সমান্তরালভাবে আসিয়া সারণজেলার মধ্যে সুনারিয়া নামক স্থানে (অক্ষা° ২৫°৪১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫°১৪´ ৩০´´ পূঃ) ঘর্ঘরা নদীতে পতিত হইয়াছে। যে স্থানে ইহার উৎপত্তি সেই স্থানকে সোমেশ্বর পর্ব্বত বলে। উহা চম্পারণের দুন নামক পর্ব্বতের অংশ। হরহা নামক গিরিশঙ্কট ইহার অতি নিকট। এজন্য ছোটগণ্ডকের প্রথমাংশ হরহা নামে অভিহিত। তৎপরের অংশ ক্রমশঃ শিখরেনা, বুড়িগণ্ডক ও ছোটগণ্ডক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। রামনগর, বেতিয়া ও সগৌলিনগর ইহার তীরে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে ইহাতে জল থাকে না। তখন ইহার বিস্তার ৪০ হস্তমাত্র। কিন্তু বর্ষাকালে ইহাতে প্রচুর জল আসিয়া পড়ে। উড়িয়া, ধোরাম, জমুয়া, পাণ্ডাই, হরবোরা, বালইয়া, রামরেখা ও মাসাই নামক উপনদী ইহাতে মিলিত হইয়াছে। কাহারও মতে এই ছোট গণ্ডকের অপর নাম হিরণ্বতী।

গণ্ডকী, পূর্ব্বোক্ত গণ্ডকী নদী-নিঃসৃত একটী পয়োপ্রণালী। গণ্ডকনদীর একটী শাখা হইতে বাহির হইয়া সারণ জেলার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে শীতলপুরের নিকট মহী নামে শোনপুরের নিকট গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। গোপালগঞ্জ, চৌকি হসন, রামপুর, খোবাস, গুরখা ও শীতলপুর ইহার তটে অবস্থিত। গঙ্গায় বন্যা হইলে সেই জল গুরখা পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। দিঘবারা পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান জলে প্লাবিত হয়। গ্রীষ্মকাল হইলে সামান্যই জল থাকে; কৃষকেরা তখন ইহার মধ্যে বাঁধ বাধিয়া দিয়া জল ধরিয়া কৃষিকার্য্য

করে। গণ্ডকের ধারে বাঁধ দেওয়াতে ইহার জল কমিয়া গিয়াছে! বাঁধ দেওয়ার পূর্ব্বে গণ্ডকনদী পর্য্যন্ত ইহাতে বড় বড় নৌকা গতিবিধি করিত। এখন বর্ষাকালে হাজার মণী নৌকা গুরথা পুল পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। এই গণ্ডকীর দৈর্ঘ্য ৪৫ ক্রোশ। ইহার মধ্যে নদীগর্ভ ৫২ হস্ত নামিয়া আসিয়াছে। ধনাই নামক নদী ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

গণ্ডকীপুত্র (পুং) গণ্ডক্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। শালগ্রামশিলা।

গণ্ডকুসুম (ক্লী) গণ্ডস্য হস্তিকপোলস্য কুসুমমিব ৬তৎ। হস্তিমদ। (হারাবলী)

গণ্ডকূপ (পুং) গণ্ডে গণ্ডবদুচ্চে পর্ব্বতভূগৌ কূপঃ, ৭তৎ। পর্ব্বতের উচ্চস্থান।

'উদ্দেশো গণ্ডকূপস্তু পর্ব্বতস্যাভিধীয়তে।' (হারাবলী)

গণ্ডগড়, পঞ্জাবের অন্তর্গত রাবলপিণ্ডি ও হাজারা জেলার মধ্যে একটী গিরিশ্রেণী, অক্ষা° ৩৩°৫৭´উঃ ও দ্রাঘি° ৭২°৪৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পাহাড়গুলি হাজারা হইতে আরম্ভ করিয়া রাবলপিণ্ডি পর্য্যন্ত গিয়া গণ্ডগড় পর্ব্বতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। চচ নামক উপত্যকার দিকে এই পর্ব্বত ক্রমশঃ ঢালু হইয়া আসিয়াছে। অপর সকল দিক উচ্চ ও দুরারোহ। এই সকল দিক্ হইতে কএকটী উপনদী নির্গত হইয়া হরো নামক নদীতে মিলিত হইয়াছে।

গণ্ডগাত্র (ক্লী) গণ্ডইব উচ্চাবচং গাত্রমস্য বহুব্রী। ফলবিশেষ। (শব্দচিন্তামণি।) আতা। হিন্দীভাষায় সারিফা বলে। ইহার গুণ শীতল, বৃষ্য, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর, তৃষ্ণানাশক ও বমন-ক্লেশনিবারক। (আত্রেয়সংহিতা)

গণ্ডগোল (দেশজ) ১ বিবাদ। ২ অতিশয় কোলাহল।

গণ্ডগ্রাম (পুং) গণ্ডঃ ভূষণস্বরূপঃ প্রশস্তঃ গ্রামঃ। প্রশস্ত গ্রাম, যে গ্রামে বহুলোক বাস করে, তাহাকে গণ্ডগ্রাম বলে।

গণ্ডদূর্ব্বা (স্ত্রী) গণ্ডা গ্রন্থিযুক্তা দূর্ব্বা কর্ম্মধা°। দূর্ব্বাবিশেষ, চলিতভাষায় গাঁটিয়াদূর্ব্বা ও হিন্দীতে দুবিপাৎ বলে।

ইহার পর্য্যায়—গণ্ডালী, অতিতীব্রা, মৎস্যাক্ষী, বারুণী, মীনপর্ণী, সূচীনেত্রা, শ্যামগ্রন্থি, গ্রন্থিলা, গ্রন্থিপর্ণী, সূচীপত্রা, শ্যামকাণ্ডা, জলস্থা, শকুলাক্ষী, কলায়া, চিত্রা। ইহার গুণ—মধুর, বাত, পিত্ত, জ্বর, ভ্রান্তি ও তৃষ্ণাশ্রমনাশক এবং শীতল। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, লোহদ্রাবক, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত, কষায়, মধুর, কটুপাক, বাতবৃদ্ধিকর; দাহ, তৃষ্ণা, দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কুষ্ঠ ও পিত্তজ্বর নাশক। (ভাবপ্রকাশ)

গণ্ডদেব, দক্ষিণাপথের গঙ্গাবংশীয় একজন প্রাচীন রাজা। শিলালিপিপাঠে জানা যায়, ইনি কাঞ্চিপুরের পল্লবরাজ ও চোলরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কাঞ্চীরাজ গণ্ডদেবকে কর দিতেন। পাণ্ড্যরাজ ইহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন।

গণ্ডদেশ (পুং) গণ্ডস্থল, কপোল।

গণ্ডপাদ (ত্রি) গণ্ডস্য পাদ ইব পাদোঽস্য বহুব্রী। যাহার পা দুখানি গণ্ডের সদৃশ। এই শব্দটী হস্ত্যাদি গণান্তর্গত বলিয়া পাদশব্দের অকার লোপ হইল না।

গণ্ডফলক (ক্লী) গণ্ডঃ ফলকমিব উপমিতস°। ১ বিস্তীর্ণ গণ্ডস্থল। (ত্রি) গণ্ডঃ ফলকমিব যস্য বহুব্রী। ২ যাহার গণ্ডস্থল অতিশয় বিস্তীর্ণ। "ধুতমুগ্ধগণ্ডফলকৈর্বিবভুর্বিকসন্তিরাস্যকমলৈঃ প্রমদাঃ।" (মাঘ ৯। ৪৭)

গণ্ডপোলিকা (স্ত্রী) কীটবিশেষ, চলিত কথায় গণ্ডহুয়া বলে।

গণ্ডপ্রপালী (স্ত্রী) কীটবিশেষ। (বৈদ্যক)

গণ্ডভিত্তি (স্ত্রী) গণ্ডং ভিত্তিরিব উপমি°। প্রশস্ত গণ্ডস্থল। "অনুগতমলিবৃন্দৈর্গণ্ডভিত্তীঃ বিহায়।" (রঘু ১২।১০২)

গণ্ডমাক, আফগানস্থানের নিকট জলালাবাদ হইতে কাবুলে যে রাস্তা গিয়াছে তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত একটী গ্রাম। জলালাবাদ হইতে ১৭৸৹ ক্রোশ; পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে সমধিক উচ্চ। জলালাবাদ হইতে এস্থান অধিক শীতল। অধিবাসীরা গুটিপোকার চাষ করে। ১৮৩৯ ও ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহার নিকটে ইংরাজদিগের সহিত আফগানবাসীদিগের যুদ্ধ হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনা যখন কাবুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন অবশিষ্ট ২০ জন সেনানায়ক ও ৪৫ জন গোরা এইখানে কাটা পড়ে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে আফগানস্থানের আমীর সের আলির পুত্র যাকুবর্খার সহিত একটী সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে ইংরাজ অধিকার আফগানপ্রান্তে বিস্তৃত হয় ও কাবুলে একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট রাখিবার বন্দোবস্ত হয়।

গণ্ডমালা (স্ত্রী) গণ্ডানাং গ্রীবাজাত স্ফোটবিশেষাণাং মালা সমূহোঽস্যাং বহুব্রী। গলরোগবিশেষ, গলগণ্ড। [গলগণ্ড দেখ।]

গণ্ডমালিকা (স্ত্রী) গণ্ডানাং গ্রন্থীনাং মালা যত্র বহুব্রী, কপ্ অত ইত্বং। লজ্জালুলতা। (রত্নমালা)

গণ্ডমালিন্ (ত্রি) গণ্ডমালা অস্ত্যস্য গণ্ডমালা ইনি। যাহার গণ্ডমালা রোগ আছে, গলগণ্ডরোগযুক্ত।

গণ্ডমূর্খ (ত্রি) গণ্ডঃ অতিশয়িতঃ মূর্খঃ। অতিশয় মূঢ়, ঘোর নির্ব্বোধ।

গণ্ডযন্ত (পুং) গড়ি ঝচ্। মেঘ। (উজ্জ্বলদত্ত) [গড়য়ন্ত দেখ।]

গণ্ডলিখ্যা (স্ত্রী) চর্ম্মকষা। (বৈদ্যক)

গণ্ডলী (স্ত্রী) গণ্ডইব ক্ষুদ্রশৈলং তত্র লীয়তে লী-ক্বিপ্। মহাদেব। "গণ্ডলী মেরুধামা চ দেবাধিপতিরেবচ।" (ভারত, অনু ১৭ অঃ।) 'সুলোপ আর্ষ' নীলকণ্ঠ।

গণ্ডলেখা (স্ত্রী) লিখ্যতেহস্য লেখাস্থলীগণ্ডঃ লেখাইব। প্রশস্ত গণ্ডস্থল।

গণ্ডবানা, [গোণ্ডবন দেখ।]

গণ্ডবিন্দু, (পুং) কুবেরের সেনাপতি। বিশ্রবামুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ কুবের পিতার আজ্ঞায় লঙ্কায় রাজত্ব করিতে-ছিলেন। দুর্বৃত্ত রাবণ তাঁহাকে তাড়াইয়া লঙ্কা নগরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। কুবের তাঁহার ভয়ে দেশ ছাড়িয়া কৈলাসপর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, রাবণের চক্ষে তাহাও অসহ্য হইয়া উঠিল, রাবণ কুবেরপুরী আক্রমণ করেন। তখন কুবের আপনার সেনাপতি গণ্ডবিন্দুর উৎসাহে ও পরামর্শে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। সেই যুদ্ধে সেনাপতি গণ্ডবিন্দু অনেক ভুজবিক্রম ও যুদ্ধ-কৌশল প্রকাশ করেন। তাহার কৌশলে রাবণের অনেক সৈন্য কালগ্রাসে পতিত হয়। পরিশেষে মারীচের মায়াযুদ্ধে গণ্ডবিন্দুকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। (রামরসায়ণ উত্তর ৫ অঃ)

গণ্ডশিলা (স্ত্রী) গণ্ডঃ ভূমে রুচ্ছ্নপ্রদেশঃ তদ্বৎ শিলা। স্থূলপাষাণ। "দৃষ্টোহঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাদ্ গণ্ডশিলা সমঃ।" (ভাগবত ৩।১৩।৩১)

গণ্ডশৈল (পুং) গণ্ডইব শৈলঃ যদ্বা শৈলস্য গণ্ডইব রাজ-দণ্ডাদিত্বাৎ গণ্ডশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ। ১ ভূকম্পাদি দ্বারা পর্ব্বত হইতে পতিত স্থূলপাষাণ। (অমর)
"অস্মিন্ ভজন্তি কনকোপলগণ্ডশৈলাঃ।" (মাঘ)
২ ক্ষুদ্র পর্ব্বত। ৩ ললাট। (হেম°)

গণ্ডসাহ্বয়া (স্ত্রী) গণ্ডেন সহিত আহ্বয়ো যস্যাঃ বহুব্রী। গণ্ডকী নদী। "গঙ্গাচ শতকুম্ভাচ সরযূর্গণ্ডসাহ্বয়া।" (ভারত ৩।২১২ অঃ)

গণ্ডস্থল (ক্লী) গণ্ডঃস্থলমিব উপমিতসং। গণ্ডদেশ, সমস্ত গাল। "অভিনবমদলেখাশ্যামগণ্ডস্থলানাম্" (ভর্ত্তৃহরি)

গণ্ডস্থলী (স্ত্রী) গণ্ডঃস্থলীব উপমিতসং। গণ্ডদেশ, কপোলস্থল। "সুরতজনিতখেদ স্বার্দ্র গণ্ডস্থলীনাম্।" (ভর্ত্তৃহরি)

গণ্ডা (দেশজ) অঙ্কশাস্ত্রের পারিভাষিক সংজ্ঞাবিশেষ, চারি কড়া।

গণ্ডা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অযোধ্যাপ্রদেশের একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ৭´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২° পূঃ মধ্যে ফয়জাবাদ হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা গণ্ডা জেলার প্রধান নগর। এই জেলার আহীরজাতি কৃষি-কার্য্য করে। এই প্রদেশ পূর্ব্বে উত্তরকোশল রাজ্যের অন্তর্গত গৌড় বলিয়া খ্যাত ছিল। [শ্রাবস্তী দেখ।] শ্রাবস্তীনগরের ধ্বংসাবশেষ এইখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

গণ্ডাকিয়া (দেশজ) চারি কড়ায় একগণ্ডা, আটকড়ায় দুই গণ্ডা ইত্যাদি প্রকারে গণনা করিবার প্রণালীকে গণ্ডাকিয়া বলে। এ দেশীয় পাঠশালায় এই নিয়মে ছোট বালক-বালিকাদিগকে গুরুমহাশয় গণ্ডাকিয়া পড়াইয়া থাকেন।

গণ্ডাঙ্গ (পুং স্ত্রী) গণ্ড ইব উচ্ছ্নমঙ্গং যস্য বহুব্রী। গণ্ডক। (শব্দচন্দ্রিকা) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ হইয়া গণ্ডাঙ্গী শব্দ হয়।

গণ্ডান্ত (ক্লী) তিথি, নক্ষত্র ও লগ্নের সন্ধিকাল।
"নক্ষত্রতিথিলগ্নানাং গণ্ডান্তং ত্রিবিধং স্মৃতং।
নবপঞ্চ-চতুর্থানাং ঘোকার্দ্ধঘটিকামিতং॥" (জ্যোতিষ°)

গণ্ডার (গণ্ডক শব্দজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তুবিশেষ, গণ্ডক। [গাণ্ডার দেখ।]

গণ্ডারি (পুং) গণ্ডস্য গণ্ডরোগস্যারিরিব তস্য নাশকত্বাৎ। কোবিদার বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ) [কোবিদার দেখ]

গণ্ডারী (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (বৈদ্যক)

গণ্ডালী (স্ত্রী) গণ্ডেন গ্রন্থিনা অল্যতে ভূষ্যতে অল্-ঘঞ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। যদ্বা গণ্ডং অলতি গণ্ড-অল কর্ম্মণ্যণ্। উপপদসং ততঃ ঙীপ্। ১ শ্বেতদূর্ব্বা। ২ সর্পাক্ষী বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ।) ৩ মৎস্যাক্ষী।

গণ্ডাব, বলুচিস্থানের কাছি নামক বিভাগের প্রধান নগর। বাঘ নামক স্থান হইতে ২০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে মুলা নামক গিরিসঙ্কট যাইবার পথে অক্ষা° ২৮°০২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৭°৩২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটী উচ্চ ভূমির উপর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত গড় দ্বারা সুরক্ষিত। এই স্থানে খিলাতের খাঁর একটী বাটী আছে। শীতকালে খাঁ তথায় অবস্থিতি করেন।

গণ্ডি (পুং) গড়ি--ইন্। বৃক্ষের মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত ভাগকে গণ্ডি বলে। চলিত কথায় গাছের গুঁড়ি।

গণ্ডি (দেশজ) বৃত্তাকারে অঙ্কিত রেখা।

গণ্ডিক (ত্রি) গণ্ডঃ বুদ্বুদ্ ইব আকারেণাস্ত্যস্য গণ্ড ঠন্। ১ বুদ্বুদের তুল্য ক্ষুদ্র পাষাণাদি।
"গন্ধমাদনপার্শ্বেতু পরে ত্বপরগণ্ডিকাঃ°" (ভারত ৬৬ অঃ)
'অপরে অন্য গন্ধমাদনস্যৈবাবয়বভূতাঃ বুদ্বুদোপমাঃ ক্ষুদ্র-শৈলাঃ°। নীলকণ্ঠ।

গণ্ডিকা (স্ত্রী) গণ্ড-অল্পার্থে-ঙীপ্-স্বার্থে কন্ ঈকারস্য হ্রস্বত্বঞ্চ। ক্ষুদ্রগণ্ড পাষাণ।
"তথা মাল্যবতঃ শৃঙ্গে পূর্ব্বাপূর্ব্বানুগণ্ডিকাঃ। (ভারত ৬৭ অঃ)

গণ্ডিকোট বা গণ্ডিকোটা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত

কদাপা জেলার মধ্যে বেরমলয় নামক পর্ব্বতের একটী দুর্গ। ইহা অক্ষা° ১৪° ৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ২০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটী সুদৃঢ় দুর্গ। এখানে বিজয়নগর রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী দেবমন্দির আছে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক ফেরিস্তা বলেন যে, ইহা ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। গোলকণ্ডার রাজা ইহা একবার অধিকার করিয়াছিলেন। অরঙ্গজিবের সময় তাঁহার সেনাপতি মীরজুম্লা কয়েক বৎসর দখল করিয়াছিলেন। তাহার পর হায়দ্রাবাদের বালাঘাটের ৫টী সরকারের মধ্যে একটীর রাজধানী হইয়াছিল। শেষে কদাপার পাঠান নবাব এই স্থান অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। প্রসিদ্ধ হায়দারআলির পিতা ফতে নায়কের বীরত্ব এইখানে প্রকাশ পায়। হায়দার আলি অধিকার করিয়া আরও সুদৃঢ় করেন। কিন্তু ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে টিপুর সহিত যুদ্ধের সময় ইংরাজ সেনাপতি কাপ্তেন লিটল্ জয় করিয়া লন; ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিজাম ইহা ইংরাজদিগকে দান করেন। এই দুর্গ বালুপাথরের পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। ইহার মধ্য দিয়া পেনার নামক নদী প্রবাহিত হইয়া কদাপা অঞ্চলে গিয়াছে।

গণ্ডী (স্ত্রী) খড়ির রেখা টানিয়া সীমা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া। (দিব্যাবদান)

গণ্ডীর (পুং) গড়ি বাহুলকাৎ ঈরন্। ১ সমষ্ঠিলা। (জটাধর।) শশা। ২ অনুপদেশজাত শাক। (ভরত।) পুঁয়িয়া। ৩ বীর।

গণ্ডীরা (স্ত্রী) গণ্ডীর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। সেহুণ্ড বৃক্ষ। (রাজনি°) চলিত কথায় সিজ বলে।

গণ্ডু(ণ্ডূ) (পুং স্ত্রী) গণ্ড্যতে গড়ি-উন্। স্ত্রীলিঙ্গে উঙ্ হয়। ১ উপধান, বালিশ। (জটাধর) (পুং) ২ গ্রন্থি। (শব্দার্থচিন্তামণি) (ত্রি) ৩ গ্রন্থিযুক্ত।

গণ্ডুপদ (পুং) গণ্ডুঃ গ্রন্থিযুক্তানি পদানি যস্য বহুব্রী। ১ কিঞ্চুলক, কেঁচো।

গণ্ডুপদভব (ক্লী) গণ্ডুপদইব ভবতি উৎপদ্যতে ভূ-অচ্। সীসক। (হেম°)

গণ্ডূপদী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রো গণ্ডূপদঃ গণ্ডূপদ অল্পার্থে ঙীপ্। ১ ক্ষুদ্র কিঞ্চুলক, ছোট কেঁচো। ২ কিঞ্চুলকজাতীয় স্ত্রী। (অমর)

গণ্ডূষ (পুং) গড়ি-উষম্। (গণ্ডেশ্চ। উণ্ ৪।৭৮) ১ মুখপূরণ।

"ভীমস্তু বিজয়স্থাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ।
তস্য জহ্নুঃ সুতো গঙ্গাং গণ্ডূষীকৃত্য যোঽপিবৎ॥"
(ভাগবত ৯।১৫।৩)

২ মুখের মধ্যোদ্ধৃত জল।

"গণ্ডূ[illegible]" ([illegible])

৩ হাতীর শুঁড়ের অগ্রভাগ। ৪ প্রসৃতি পরিমিত, এক কোষ। (মেদিনী)

"গণ্ডূষ জলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে।" (উদ্ভট)

গণ্ডূষবিধি (পুং) গণ্ডূষস্য বিধিবিধানং ৬তৎ। ভাবপ্রকাশোক্ত মুখগণ্ডূষ করিবার নিয়ম। ভাবপ্রকাশের মতে দন্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখনের পরে শীতল জল দিয়া বার বার গণ্ডূষ ধারণ করিবে। ইহাতে কফ, তৃষ্ণা, মুখমল বিনষ্ট হয়, এবং মুখের অভ্যন্তরও বিশোধিত হয়। ঈষৎ উষ্ণজলে গণ্ডূষ ধারণ করিলে কফ, অরুচি, মুখ-মল ও দন্তের জড়তা নিবারিত হয়। বিষ, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, রাজযক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে গণ্ডূষ ধারণ অহিতকর। যাহার চক্ষু দূষিত বা মল কুপিত হইয়াছে কিম্বা যে ব্যক্তি অতিশয় দুর্ব্বল বা রুক্ষ তাহার পক্ষে উষ্ণজলে গণ্ডূষ ধারণ প্রশস্ত নহে।

গণ্ডূষা (স্ত্রী) গণ্ডূষ-টাপ্। গণ্ডূষ। (অমর)

গণ্ডোপধান (ক্লী) উপধীয়তে অত্র উপধা অধিকরণে ল্যুট্ গণ্ডস্য উপধানং ৬তৎ। উপধানবিশেষ, যাহাতে গণ্ডস্থল বিন্যস্ত করিয়া রাখা যায়, গালবালিশ।

"মৃদুগণ্ডোপধানানি শয়নানি সুখানি চ।" (সুশ্রুত, চি° ৫ অঃ)

গণ্ডোল (পুং) গড়ি-ওলচ্। (কপিগড়িগণ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১।৬৭) ১ গুড়। ২ গ্রাস। (হেম°)

গণ্ডোলপাদ (ত্রি) গণ্ডোলইব পাদোযস্য বহুব্রী। গণ্ডোলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার পাদবিশিষ্ট। এই শব্দটী হস্ত্যাদি গণান্তর্গত বলিয়া অন্ত্যলোপ হইল না। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

গণ্য (ত্রি) গণং লব্ধা গণ-যৎ (ধনগণং লব্ধা। পা ৪।৪।৮৪) যথা গণ্যতে হসৌ ঋণ কর্ম্মণি যৎ। ১ যিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠা। ২ গণনীয়, যাহা গণনা করিবার যোগ্য। গণে ভবঃ গণ-যৎ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ৩ গণ হইতে যাহার উৎপত্তি হয়।

গৎ (ত্রি) গচ্ছতি গম্-ক্বিপ্ মকারস্য লোপঃ (গমঃ কৌ। পা ৬।৪।৪০) তুগ্যাগমশ্চ। ১ যে গমন করে। এই শব্দটী প্রায়ই অন্য শব্দের যোগে ব্যবহৃত হয়। যথা অধ্বগৎ।

গত (ত্রি) গম-কর্ত্তরি-ক্ত (গত্যর্থাকর্ম্মকশ্লিষশীঙ্স্থাসবসজনরুহজীর্য্যতিভ্যশ্চ। পা ৩।৪।৭২।) ১ যিনি গমন করিয়াছেন। ২ অতীত। "আয়ুষোঽর্দ্ধং গতং তস্য।" (সুং সিং) ৩ প্রাপ্ত। "প্রনোদ তস্য স্থলপদ্মিনীগতঃ বিতর্কমাবিষ্কৃতফেনসন্ততি।" (কিরাত ৪।৫।) ৪ সমাপ্ত। ৫ পতিত। গত-র্ণিচ্-ক্ত। ৬ জাত। ৭ লব্ধ।

৮ যে স্থানে বা যে গ্রামে গমন করা হইয়াছে। গম ভাবে ক্ত। ৯ গমন। "গতং তিরশ্চীন মনূরু সারথেঃ" (মাঘ ১।২)

গতকলুষ (ত্রি) গতং কলুষং পাপং যস্য বহুব্রী। নিষ্পাপ, যাহার পাপ নষ্ট হইয়াছে।

গতকল্মষ (ত্রি) গতং কল্মষং পাপং যস্য বহুব্রী। নিষ্পাপ, যাহার পাপ নাই।

গতকল্য (ক্লী) গতঞ্চ তৎ কল্যঞ্চেতি কর্ম্মধা°। বর্ত্তমান দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বদিন, গতকাল।

গতকার্য্য (ত্রি) গতং অতীতং প্রমাদান্নষ্টং কার্য্যং কর্ত্তব্যং যস্য বহুব্রী। ১ যাহার কর্ত্তব্য কার্য্য নষ্ট হইয়াছে। (ক্লী) গতঞ্চ তৎকার্য্যঞ্চেতি কর্ম্মধা°। ২ অতীত কর্ম্ম।

গতকাল (গতকল্যশব্দজ) বর্ত্তমান দিনের অব্যহিত পূর্ব্বদিন, গতকল্য।

গতকীর্ত্তি (ত্রি) গতা অতীতা নষ্টা বা কীর্ত্তির্যস্য মহুব্রী। যাহার কীর্ত্তি অতীত হইয়াছে।

গতক্লম (ত্রি) গতঃ ক্লমঃ শ্রমোযস্য বহুব্রী। যাহার শ্রম দূর হইয়াছে, বিশ্রান্ত।

গতত্রপ (ত্রি) গতা ত্রপা লজ্জা যস্য বহুব্রী। নির্লজ্জ, যাহার লজ্জা নাই।

গতনাসিক (ত্রি) গত নাসিকাযস্য বহুব্রী। নাসিকাশূন্য, যাহার নাক নাই, চলিত কথায় খাঁদা বলে।

গতনিধন (ক্লী) পাশচ্ছেদ।

গতপর্শু (গত পরশ্বঃ শব্দজ) বর্ত্তমানদিনের পূর্ব্বদিনের পূর্ব্বদিন, গত কালের অব্যবহিত পূর্ব্বদিন।

গতপাপ (ত্রি) গতং বিনষ্টং পাপং যস্য বহুব্রী। যাহার পাপ নষ্ট হইয়াছে, নিষ্পাপ।

গতপুণ্য (ত্রি) গতং বিনষ্টং পুণ্যং যস্য বহুব্রী। যাহার পুণ্য নষ্ট হইয়াছে।

গতপ্রত্যাগত (ত্রি) পূর্ব্বং গতঃ পশ্চাৎ প্রত্যাগতঃ কর্ম্মধা°। ১ যে গমন করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়াছে। (ক্লী) [দ্বি] গতঞ্চ প্রত্যাগতঞ্চ দ্বন্দ্ব°। গমন ও প্রত্যাগমন।

গতপ্রভ (ত্রি) গতা দূরীভূতা প্রভাযস্য বহুব্রী। যাহার প্রভা নাই, নিষ্প্রভ।

গতপ্রাণ (ত্রি) গতাঃ প্রাণাযস্য বহুব্রী। যাহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গিয়াছে, মৃত।

গতবুদ্ধি (ত্রি) গতা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। বুদ্ধিশূন্য, নির্ব্বোধ।

গতভর্ত্তৃকা (স্ত্রী) গতো নষ্টঃ প্রোষিতো বা ভর্ত্তা যস্যাঃ বহুব্রী, কপ্। ১ বিধবা। যাহার স্বামী দূরদেশে গমন করিয়াছে। "বিমু মুহু র্মুহু র্গতভর্ত্তৃকাঃ।" (মাঘ)

গতরস (ত্রি) গতঃ নষ্টঃ রসোযস্য বহুব্রী। যাহার রস নষ্ট হইয়াছে, বিরস।

"যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুসিতঞ্চ যৎ।" (গীতা)

গতব্যথ (ত্রি) গতা নষ্টা ব্যথা পীড়া যস্য বহুব্রী। ব্যথাশূন্য, যাহার ব্যথা নাই।

গতমর্য্যাদ (ত্রি) গতমর্য্যাদা যস্য বহুব্রী। অপমানিত, যাহার মর্য্যাদা লুপ্ত হইয়াছে।

গতর (গাত্র শব্দজ) শরীর, গাত্র।

গতরাত্রি (স্ত্রী) গতা চাসৌ রাত্রিশ্চেতি। অতীত রাত্রি।

গতলজ্জ (ত্রি) গতা লজ্জা যস্য বহুব্রী। নির্লজ্জ, যাহার লজ্জা নাই।

গতরায়তী (যাবনিক) প্রজার কোন জমি জমা হইতে খারিজ হইলে তাহাকে গতরায়তী বলে।

গতশোচন (ক্লী) গতস্য শোচনং ৬তৎ। গতানুশোচনা, অতীত বিষয়ের অনুশোচনা।

গতশোচনা (স্ত্রী) গতস্য শোচনা ৬তৎ। গতানুশোচন।

গতশ্রী (ত্রি) গতা শ্রীঃ শোভা যস্য বহুব্রী। যাহার শোভা নাই, নিষ্প্রভ। "গতশ্রীঃ প্রতিষ্ঠাকামঃ।" (তৈত্তিরীয়সং° ২।১।৩।৪)

গতসঙ্গ (ত্রি) গতঃ নষ্টঃ সঙ্গ আসক্তির্যস্য বহুব্রী। ১ যে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে, নিঃসঙ্গ, ফলকামনাশূন্য। গতঃ প্রাপ্তঃ সঙ্গ আসক্তি র্যেন বহুব্রী। ২ যে সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, ফলকামনাযুক্ত।

গতসন্নক (পুং) গতঃ সন্নমবসাদহেতুর্ম্মদোহস্য বহুব্রী, কপ্। মদ শূন্য হস্তী। (শব্দচিন্তামণি)

গতস্পৃহ (ত্রি) গতা নষ্টা স্পৃহা যস্য বহুব্রী। যাহার স্পৃহা নাই, নিস্পৃহ। "গতস্পৃহো হস্ত্যাগমনপ্রয়োজনং।" (মাঘ)

গতস্ময় (ত্রি) গতঃ স্ময়োগর্ব্বো বিস্ময়ো বা যস্য বহুব্রী। ১ গর্ব্বশূন্য। ২ বিস্ময়শূন্য।

গতাক্ষ (ত্রি) গতমক্ষিযস্য বহুব্রী সমাসান্ত টচ্। নেত্রহীন, অন্ধ।

গতাগত (ক্লী) গতং গমনং আগতং আগমনং দ্বয়োঃ সমাহারঃ, সমাহারদ্বন্দ্ব°। গমনাগমন।

"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।" (গীতা)

গতং ঊর্দ্ধগমনং আগতমধোগমনং যত্র বহুব্রী। ২ পক্ষির গতিবিশেষ। (জটাধর।) (পুং) গতং বিনষ্টং আগতং পুনঃ সংসারগমনং যস্মাৎ বহুব্রী। ৩ মহাদেব।

"নীতির্হ্যনীতিঃ শুভাত্মা শুদ্ধো মান্যো গতাগতঃ।"

(ভারত ১৩।১৭।৭৯)

গতাগতি (স্ত্রী) গতোত্তরমাগতিঃ। গমনাগমন।

"আবালিরপি জানীতে লোকস্যাস্য গতাগতিম্।"

(রামা° ২। ১১০ অ:)

গতাগতিক (ত্রি) গতাগতেন নির্ব্বৃত্তং গতাগত-ঠন্। গমনাগমনে যাহা নিষ্পাদিত হইয়াছে।

গতাজু (গতায়ু শব্দজ) যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে।

গতাধ্বন্ (ত্রি) গতঃ অধ্বা যেন বহুব্রী। ১ তত্বজ্ঞ, জ্ঞাততত্ব।

"সাঙ্খ্যজ্ঞানে চ যোগেচ মহীপালবিভো তথা।
ত্রিবিধে মোক্ষধর্ম্মেহস্মিন্ গতাধ্বা ছিন্নসংশয়ঃ॥"

(ভারত ১২।২ অ:)

গতাধ্বা (স্ত্রী) গতাধ্বন্-ডাপ্। (ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাং। পা ৪। ১। ১৩) চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যা তিথি।

"সংমিশ্রা যা চতুর্দ্দশ্যা অমাবাস্যা ভবেৎ কচিৎ।
খর্ব্বিকাং তাং বিদুঃ কেচিৎ গতাধ্বামিতি চাপরে।" (কাত্যায়ন)

গতানুগত (ত্রি) গতস্য অনুগতঃ ৬তৎ। ১ যিনি অগ্রগামী কোন ব্যক্তির অনুগমন করেন। (ক্লী) গতস্য অনুগতং অনুগমনং ৬তৎ। ২ গমনের অনুগমন।

গতানুগতিক (ত্রি) গতানুগতিং অস্ত্যস্য গতানুগত-ঠন্। গমনানুগমন বিশিষ্ট।

"একস্য কর্ম্ম সংবীক্ষ্য করোত্যন্যোহপি গর্হিতং।
গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র)

গতান্ত (ত্রি) গতঃ উপস্থিতঃ অন্তঃ অন্তকালোযস্য বহুব্রী। ১ যাহার অন্তকাল উপস্থিত, মুমূর্ষু।

"মম বৃদ্ধস্য কৈকেয়ি! গতান্তস্য তপস্বিনঃ।" (রামা° ৩।১২।৩০)

গতঃ প্রাপ্তঃ অন্তে যেন বহুব্রী। ২ যে চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গতায়াত (ক্লী) গতঞ্চ আয়াতঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ, সমাহারদ্বন্দ্ব। গমনাগমন।

গতায়ুস্ (ত্রি) গতং গতপ্রায়ং আয়ুর্জীবনকালোযস্য বহুব্রী। যাহার আয়ুঃ শেষ, চরমকাল প্রায় উপস্থিত।

বৈদ্য রোগীকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রোগীর আয়ুর বিষয়ে ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই বিষয়টী বৈদ্যশাস্ত্রের মধ্যে বড়ই কঠিন। মহাত্মা সুশ্রুত আয়ু প্রায় শেষ হইলে রোগীর যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহার কতকগুলি নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—মানুষের মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইলে শরীর ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, এই দুইটীই প্রধান লক্ষণ। যে ব্যক্তি বাস্তবিক কোন শব্দ না হইলেও নানা প্রকার শব্দ শুনিতে পায়, সমুদ্র, পুর বা মেঘের শব্দ শুনিয়া অন্য প্রকার মনে করে, অথবা সেই শব্দ শুনিতেই পায় না, যে ব্যক্তি নিবিড় অরণ্যের ঘোরতর শব্দকে গ্রাম্যশব্দ ও গ্রামের জনরবকে বন্য জন্তুর শব্দ বলিয়া অনুমান করে, যে ব্যক্তি বন্ধুবান্ধবের কথা শুনিতে ভালবাসে না, শুনিলেও আপনার অনিষ্টকর ভাবিয়া কুপিত হয় এবং শত্রুর কথা বা উপদেশ যাহার অতিশয় প্রীতিকর, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বলিয়া স্থির করিবে। যে ব্যক্তি উষ্ণকে শীতল ও শীতলকে উষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করে, শীতে শরীর রোমাঞ্চ হইলেও যাহার গাত্রদাহের শান্তি হয় না, শরীর অতিশয় উষ্ণ হইলেও যে ব্যক্তি শীতে কম্পিত হয়, প্রহার বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যাহার বেদনা অনুভব হয় না, যাহার শরীরে অকস্মাৎ বর্ণান্তর বা রেখার ন্যায় চিহ্ন জন্মে, চন্দন মাখাইলে যাহার শরীরে নীলমক্ষিকা আশ্রয় করে, অকস্মাৎ যাহার শরীর হইতে সুরভি গন্ধ নিঃসৃত হয়, তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী জানিবে। যে ব্যক্তি একপ্রকার রস আস্বাদন করিয়া অন্য রস বিবেচনা করে, এবং সকল রসই যাহার দোষবৃদ্ধিকর অথবা মিথ্যা আহারে যাহার দোষ বৃদ্ধি বা অগ্নিমান্দ্য হয়, যে ব্যক্তি কোন রস বা সুগন্ধ কি দুর্গন্ধ জানিতে পারে না, অথবা যাহার ঘ্রাণশক্তি একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি কাল অবস্থা বা দিক্ বিষয়ে যাহার বিপরীত জ্ঞান, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় আকাশমণ্ডলে প্রজ্বলিত নক্ষত্র, বা চন্দ্রকিরণ ও রাত্রিকালে জ্বলন্ত সূর্য্য দেখিতে পায়, মেঘশূন্য আকাশে ইন্দ্রধনু বা বিদ্যুৎ এবং নির্ম্মল আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যাহার দৃষ্টিগোচর হয়, যে ব্যক্তি আকাশমণ্ডল অট্টালিকা বা বিমান-যানে পরিপূর্ণ এবং ভূমণ্ডল ধূম, নীহার বা বস্ত্র দ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ করে, যাহার নিকট সমস্ত লোক প্রজ্বলিত বা জল-প্লাবিত বলিয়া বোধ হয়, যে ব্যক্তি অরুন্ধতী, ধ্রুব, আকাশ, গঙ্গা এবং উষ্ণজলে, জ্যোৎস্নায় বা আদর্শে আপনার ছায়া দেখিতে পায় না। অথবা অঙ্গহীন, বিকৃত বা কুকুর, কাক, গৃধ্র, প্রেত, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচের ছায়ার ন্যায় দেখিতে পায় এবং যে ব্যক্তি নির্ধূম অগ্নিকে ময়ূরের কণ্ঠ সদৃশ অবলোকন করে, সে ব্যক্তি সুস্থ শরীরে থাকিলেও পীড়িত হয় এবং পীড়িত থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়। (সুশ্রুত সূত্র° ৩০ অ:)

শ্যাব, লোহিত, নীল বা পীতবর্ণ ছায়া যাহার অনুগমন করে, তাহার মৃত্যু আসন্ন। হঠাৎ যাহার লজ্জা ও শ্রী বিনষ্ট হয়, অথবা তেজ, বল, স্মৃতি বা প্রভা যাহার হঠাৎ জন্মে, তাহার নিশ্চয়ই আসন্ন কাল উপস্থিত। যাহার নীচের ওষ্ঠ পতিত ও উপরিভাগের ওষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত অথবা দুইটী ওষ্ঠই জামফলের ন্যায় নীলবর্ণ হয়, তাহার আয়ুঃ শেষ

হইয়াছে। যাহার দন্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ, শ্যামবর্ণ বা পতিত হয়, অথবা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিবে। যাহার জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক, অবলিপ্ত, কর্কশ বা স্ফীত, যাহার নাসিকা বক্র, স্ফুটিত, শুষ্ক, অবনত বা উন্নত, চক্ষু দুইটীর একটী ছোট ও একটী বড়, অথবা চক্ষু দুইটী ক্ষুদ্র, নিশ্চল, রক্তবর্ণ ও অধোদৃষ্টিবিশিষ্ট, এবং যাহার চক্ষু হইতে অনবরত জল পড়ে, সে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। যাহার কেশ সীঁতে কাটার ন্যায় দুই পাশে বিক্ষিপ্ত, ভ্রূদুইটী ক্ষুদ্র বা বিস্তৃত এবং চক্ষুর পক্ষ্ম ছিন্ন, সে রোগী শীঘ্র প্রাণত্যাগ করে। যে ব্যক্তি মুখস্থিত অন্ন গ্রাস করিতে পারে না, মস্তক সরলভাবে ধারণ করিতে পারে না, একাগ্রদৃষ্টি এবং অচেতন, সে রোগীর শীঘ্র মৃত্যু হয়। রোগী সবলই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া বসাইলে যে মূর্চ্ছিত হয়, তাহার আর বাঁচিবার আশা নাই। যে রোগী চিৎ হইয়া শুইয়া পাদুখানি কুঞ্চিত করে, অথবা সর্ব্বদাই প্রসারণ করিতে অভিলাষ করে, যাহার হস্ত, পদ অতিশয় শীতল এবং ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্ন শ্বাস বা কাকের ন্যায় মুখ বিকৃত হইয়া শ্বাস বাহির হয়, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিবে, যাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না; অথবা যে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকে ও কোন কথা বলিতে উদ্যত হইলে মোহ প্রাপ্ত হয়, যে রোগী নীচের ওষ্ঠ লেহন করে, ঘন ঘন উদ্গার তোলে ও প্রেতের সহিত কথা বলে, সে রোগীর মৃত্যু হয়। শরীর কোনরূপে বিষদূষিত না হইলেও যাহার রোমকূপ হইতে রক্ত নির্গত হয়, সে রোগী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। বাতষ্ঠীলা রোগে যাহার অষ্ঠীলা ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া হৃদয়ে উঠে, এবং সেই কারণে ঘোর যন্ত্রণা ও অন্নে অরুচি জন্মে, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, অন্য কোন উপদ্রব ব্যতীত পুরুষের পাদ স্ফীত বা নারীর গুহ্যদেশ অথবা মুখ স্ফীত হইলে মৃত্যু হয়। অতীসার, জ্বর, হিক্কা, বমী এবং অণ্ড ও মেঢ্রদেশ স্ফীত, শ্বাসরোগী বা কাশরোগীর এই সকল উপদ্রব ঘটিলে তাহার আশা পরিত্যাগ করিবে। অতিশয় ঘর্ম্ম, দাহ, হিক্কা ও শ্বাস এই কয়টী উপদ্রব জন্মিলে বলবান্ রোগীরও প্রাণ বিয়োগ হয়। যে রোগীর চক্ষুজলে মুখ পরিপূর্ণ হয়, পা দুখানিতে অবিরতই ঘর্ম্ম হইতে থাকে, চক্ষু আকুলিত হয়, যাহার শরীর হঠাৎ অতিশয় লঘু বা অতিশয় ভারযুক্ত বলিয়া বোধ হয় অথবা যাহার বমনে পঙ্ক, মৎস্য, বসা, তৈল বা ঘৃতের ন্যায় গন্ধ হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। যাহার মাথার উকুন কপালে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, যাহার মঙ্গল কামনায় প্রদত্ত বলি কাকে প্রভৃতিতে গ্রহণ করে না এবং যাহার রতিশক্তি একেবারেই বিনষ্ট হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। যে রোগীর জ্বর, অতীসার ও ফুলা এই তিনটীই প্রবল হইয়া উঠে এবং মাংসে ও বলে ক্ষীণতা জন্মে, তাহাকে কেহই চিকিৎসা করিতে পারেনা। শরীর অতিশয় ক্ষীণ হইলে রুচিকর, মিষ্ট ও হিতকর অন্ন পান দ্বারা যাহার ক্ষুধা বা তৃষ্ণার শান্তি হয় না, তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিবে। গ্রহণী, শিরঃশূল, কুক্ষিশূল, অতিশয় পিপাসা ও বলহানি এককালে যাহার এই কয়টী উপদ্রব ঘটে, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। (সুশ্রুত সূত্র° ৩১ অঃ)

শরীরের যে অঙ্গ স্বভাবতঃ যে প্রকার হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হইলে মৃত্যুর লক্ষণ বলা যায়। শরীরের শুক্লবর্ণের কৃষ্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের শুক্লতা, রক্ত প্রভৃতি বর্ণের অন্য প্রকার বর্ণ হওয়া, স্থিরের অস্থিরতা, স্থূলের কৃশতা, কৃশের স্থূলতা, দীর্ঘের খর্ব্বতা, খর্ব্বের দীর্ঘতা; অথবা কোন অঙ্গ হঠাৎ শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রূক্ষ, বিবর্ণ বা অবসন্ন হওয়া যাহার শরীরে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, অল্পদিন মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। শরীরের কোন স্থান স্বস্থান হইতে স্খলিত, উৎক্ষিপ্ত, অবক্ষিপ্ত, পতিত, নির্গত, অন্তর্গত, গুরু বা লঘু হওয়াও স্বভাবের বিপরীত। শরীরের অকস্মাৎ প্রবালের ন্যায় চাকা চাকা দাগ জন্মান, ললাটের শিরাসকল দৃষ্ট হওয়া, নাকের ডাঁটিতে পিড়ক উৎপত্তি, প্রভাতকালে ললাট হইতে ঘর্ম্ম বাহির হওয়া, নেত্ররোগ না থাকিলেও অশ্রুধারা পতন, মস্তকে গোময়চূর্ণের ন্যায় ধূলিদর্শন অথবা মস্তকে কপোত, কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষীর পতন, ভোজন না করিলেও মলমূত্রের বৃদ্ধি অথবা ভোজন করিলেও মলমূত্রের অভাব, স্তনমূল, বক্ষঃস্থল বা হৃদয়ে অতিশয় বেদনা, কোন অঙ্গের মধ্যস্থল স্ফীত ও উভয়পার্শ্ব কৃশ অথবা মধ্যস্থল কৃশ ও উভয়পার্শ্ব স্ফীত, অর্দ্ধাঙ্গে শোথ, সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক এবং স্বর নষ্ট, হীন, বিকৃত, বিকল অথবা দগ্ধ, মুখ বা নখ প্রভৃতি স্থানে বিবর্ণ পুষ্পের ন্যায় চিহ্ন, কফ পুরীষ বা রেতঃ জলে দিলে মগ্ন হওয়া, দৃষ্টিমণ্ডলে ভিন্নপ্রকার বিকৃতরূপ দর্শন, কেশ বা অঙ্গ তৈল মাখার ন্যায় দেখান, অতীসার রোগে অরুচি ও দুর্ব্বলতা, কাশরোগে তৃষ্ণায় অভিভূত হওয়া, ক্ষীণতা, বমন, অরুচি, ফেণার সহিত পূয রক্ত বমন, ভগ্নস্বর ও বেদনায় অভিভূত হওয়া, হস্ত, পদ ও মুখ স্ফীত, ক্ষীণ, রুচিহীন, শান্তি, স্কন্ধে ও হস্তপদের মাংসের শিথিলতা, জ্বর ও কাশে অভিভূত হওয়া;

এই সকল লক্ষণের মধ্যে কোন প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাইলে আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে আহার করিয়া অপরাহ্ণে বমন করে এবং যাহার পাকাশয়ে অন্নরস না জন্মিয়াও অতীসারের ন্যায় মল নিঃসৃত হয়, যে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইয়া ছাগলের ন্যায় শব্দ করে, কোষ শিথিল, উপস্থ সঙ্কুচিত, এবং গ্রীবাভগ্ন হইয়া পড়ে, যে ব্যক্তি নীচের ওষ্ঠ দংশন করিতে থাকে, বা উপরের ওষ্ঠ লেহন করে অথবা যে ব্যক্তি কেশ বা কর্ণদ্বয় ছিঁড়িয়া ফেলে, যে ব্যক্তি দেবতা, দ্বিজ, গুরু, সুহৃদ্ এবং বৈদ্যের দ্বেষ করে, যাহার পাপগ্রহ সকল অধিকতর মন্দ বা মন্দস্থানে গমন করিয়া জন্মনক্ষত্রকে পীড়িত করে অথবা উল্কা বা বজ্র দ্বারা অভিহত হয়, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বলা যায়। স্ত্রী-পুত্র, গৃহ, শয়ন, আসন, যান, বাহন ও মণি-রত্ন প্রভৃতি গৃহের উপকরণ দ্রব্যের দুর্লক্ষণের প্রাদুর্ভাব হইলেও আয়ুঃ-শেষ জানিবে। বল ও মাংসহীন রোগীর চিকিৎসা করিলেও যদি রোগ বৃদ্ধি হয়, তবে সেইটী তাহার আয়ুঃশেষের লক্ষণ। যাহার উৎকট পীড়া এককালে হঠাৎ নিবৃত্তি হইয়া যায় অথবা যাহার শরীরে আহারের ফল দেখা যায় না, তাহার মৃত্যু শীঘ্রই হয়।

(সুশ্রুত সূত্র° ৩২ অঃ)

গতার্ত্তবা (স্ত্রী) গতং নির্বৃত্তং আর্ত্তবং রজো যস্যাঃ বহুব্রী, টাপ্। ১ বৃদ্ধা স্ত্রী, যাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের উপরে। বৈদ্যকশাস্ত্র মতে দ্বাদশবর্ষ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত রমণীগণের ঋতু বা রজোদর্শন হয়। তাহার পরেই রমণীকে গতার্ত্তবা বলা যায়।

"দ্বাদশাদ্ বৎসরাদূর্দ্ধমাপঞ্চাশৎ সমং স্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

২ বন্ধ্যা স্ত্রী। (রাজনি°)

গতার্থ (ত্রি) গতো বিদিতঃ অর্থোযস্য বহুব্রী। ১ যাহার অর্থ জ্ঞাত হইয়াছে, চরিতার্থ।

"তদপি স্বলক্ষণ কথনেনৈব গতার্থম্।" (সাহিত্যদ°)

গতঃ সমাপ্তঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য বহুব্রী। ২ যাহার প্রয়োজন নিবৃত্তি হইয়াছে, আর যে বিষয়ের প্রয়োজন নাই।

গতাসু (ত্রি) গতা অসবো যস্য বহুব্রী। ১ মৃত। ২ শব।

"গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।" (গীতা)

৩ গতায়ুঃ, যাহার আয়ুঃ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

গতি (স্ত্রী) গম-ভাবে ক্তিন্। ১ গমন।

"মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" (রঘু ১।৪)

২ পরিণাম। "মহদসুপদধে স এব ক্রান্তাং দুরধিগমা হি গতিঃ প্রয়োজনানাম্। (কিরাত° ১০।৪০) 'গতিঃ পরিণতিঃ' মল্লিনাথ।

৩ জ্ঞান। "নতে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।" (ভাগবত ৭। ৫। ৩১)

'স্বস্মিন্নেব অর্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তে স্বার্থাঃ তত্ত্ববিদঃ-তেষাং গতিং জ্ঞানং স্বরূপং বিষ্ণুং'। (শ্রীধর।) গম্যতে-হনয়া গম করণে ক্তিন্। ৪ প্রমাণ।

"রূপেতি চেদস্ত মৃগঃ ক্ষতঃ ক্ষণা-
দনেন পূর্ব্বং ন ময়েতি কা গতিঃ।" (কিরাত° ১৪। ১৫)

'কা গতিঃ কিং প্রমাণম্' মল্লিনাথ।

গম্যতে হস্যাং গম অধিকরণে ক্তিন্। ৫ মার্গ, পথ।

"শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ॥" (গীতা ৮।২৬)

৬ স্থান। "গতিং প্রতাপস্য জগৎ প্রমাথিনঃ।" (কিরাত°) 'গতিং স্থানং' মল্লিনাথ। গম্যতে গম কর্ম্মণি-ক্তিন্। ৭ স্বরূপ।

"চরতস্তপস্তব বনেষু সদা ন বয়ং নিরূপয়িতুমস্য গতিম্।"

(কিরাত ৬। ৩৬) 'গতিং স্বরূপং' মল্লিনাথ। ৮ বিষয়।

"তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে।" (কুমার° ৫। ৬৪) 'মনোরথানাং কামানাং অগতিরবিষয়ঃ' (মল্লিনাথ।) গম-ভাবে ক্তিন্। ৯ যাত্রা। গম্যতে হনয়া গম-করণে-ক্তিন্। ১০ অভ্যুপায়, উপায়।

"যজ্ঞ ইজ্যো মহেজ্যশ্চ ক্রতুঃ সত্রং সতাং গতিঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।৬১)

১১ নাড়ীব্রণ। ১২ সরণী। ১৩ কর্ম্মফল।

"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।" (গীতা ৯।১৮)

'গতিঃ কর্ম্মফল' (শঙ্করভাষ্য) ১৪ দশা, অবস্থা।

"অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।" (গীতা ৬।৩৭)

১৫ পাণিনিকৃত একটী সংজ্ঞাবিশেষ। পাণিনির ১। ৪। ৬০ হইতে ৭৯ সূত্র পর্য্যন্ত গতি সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে। (গতিশ্চ। পা ১। ৪। ৬০) ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকিলে প্রাদি উপসর্গের গতি সংজ্ঞা হয়। (ঊর্য্যাদিচ্বিডাচশ্চ। ১। ৪। ৬১) ক্রিয়ার যোগে থাকিলে চ্বি বা ডাচ প্রত্যয়ান্ত ঊর্য্যাদি শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা ঊরীকৃত্য, পটপটাকৃত্য। (অনুকরণং চানিতি-পরম্।" ১। ৪। ৬২) ইতিশব্দ পরে না থাকিলে অনুকরণ শব্দের গতিসংজ্ঞা হয়। যথা খাট্‌কৃত্য। (আদরানা-দরয়োঃ সদসতী। ১। ৪। ৬৩) আদরার্থে সৎশব্দের ও

অনাদরার্থে অসৎশব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা সৎকৃত্য, অসৎকৃত্য। (ভূষণেঽলং। পা ১।৪।৬৪) অলঙ্কার বুঝাইলে অলং শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা—অলংকৃত্য। (অন্তরপরিগ্রহে। পা ১। ৪। ৬৫) পরিগ্রহ না বুঝাইলে অন্তর শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা অন্তর্হত্য। (কণে মনসী শ্রদ্ধাপ্রতীঘাতে। পা ১। ৪। ৬৬) শ্রদ্ধার প্রতীঘাত বুঝাইলে কণে ও মনস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, কণেহত্য, মনোহত্য। (পুরোঽব্যয়ম্। পা ১।৪।৬৭।) অব্যয় পুরস শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, পুরস্কৃত্য। (অস্তং চ। পা ১। ৪। ৬৮) অস্তং এই অব্যয় শব্দটীর গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, অস্তংগত্য, (অচ্ছগত্যর্থবদেষু। পা ১।৪।৬৯) গত্যর্থ ও বদ ধাতুর যোগে অব্যয় অচ্ছশব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা অচ্ছগত্য, অচ্ছোদ্য। (অদোঽনুপদেশে। পা ১।৪।৭০) পরের প্রতি উপদেশ না বুঝাইলে অদস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, অদঃ কৃত্য। (তিরোঽন্তর্দ্ধৌ। (পা ১।৪।৭১) ব্যবধানার্থে তিরস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, তিরোভূয়। (বিভাষা কৃঞি। পা ১।৪।৭২) কৃঞ্ ধাতুর যোগে তিরস্শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, তিরস্কৃত্য, তিরঃকৃত্বা। (উপাজেঽন্বাজে। ১।৪।৭৩) কৃঞ্ ধাতুর যোগে উপাজে ও অন্বাজে শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, উপাজেকৃত্য, অন্বাজেকৃত্য। সাক্ষাৎ প্রভৃতীনি চ। পা ১। ৪। ৭৪) কৃঞ্ যোগে সাক্ষাৎ প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা, সাক্ষাৎকৃত্য। (অনত্যাধান উরসিমনসী। পা ১।৪।৭৫) অত্যাধান না বুঝাইলে কৃঞ্ ধাতুর যোগে উরসি ও মনসি শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা উরসিকৃত্য, উরসিকৃত্বা, মনসিকৃত্য, মনসিকৃত্বা। (মধ্যে পদে নিবচনেচ। পা ১।৪।৭৬) অত্যাধান না বুঝাইলে কৃঞ্ ধাতুর যোগের মধ্যে, পদে ও নিবচনে একয়টী শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা মধ্যেকৃত্য, মধ্যেকৃত্বা। (নিত্যং হস্তে পাণাবুপযমনে। পা ১।৪।৭৭) কৃঞ্ ধাতুর যোগে বিবাহ বুঝাইলে হস্তে ও পাণৌ এই দুইটী শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা হস্তেকৃত্য, পাণৌকৃত্য। (প্রাধ্বং বন্ধনে। পা ১।৪।৭৮) বন্ধন বুঝাইলে কৃঞ্ যোগে প্রাধ্বং শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা প্রাধ্বং কৃত্য।

(জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে। পা ১।৪।৭৯) কৃঞ্ ধাতুর যোগে সাদৃশ্যার্থে জীবিকা, ও উপনিষদ্শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। যথা জীবিকাকৃত্য, উপনিষৎকৃত্য।

যে সকল শব্দের গতি সংজ্ঞা আছে, তাহাদের সহিত অপর সমস্যমান পদের নিত্য সমাস হয়। (কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা ২।২।১৮) গতি সংজ্ঞক শব্দ পরে থাকিলে গতিসংজ্ঞক অনুদাত্ত হয়। (গতির্গতৌ। পা ৮।১।৭০) উদাত্তযুক্ত কোন তিঙন্ত পদ পরে থাকিলে গতিসংজ্ঞক শব্দ অনুদাত্ত হয়। যথা যৎ প্রপচতি। নিঘণ্টুতে গতিবোধক ১২২টী ধাতুর উল্লেখ আছে।

১৬ যুক্তি।

গতিক (ক্লী) ১ গতি। ২ অবস্থা। ৩ আশ্রয়।

গতিক্রিয়া (স্ত্রী) গমন ক্রিয়া, যাওয়া।

গতিতালিন্ (পুং) গতেস্তালোঽস্ত্যস্য গতি তাল-ইনি। কার্ত্তিকেয়ের একজন সৈন্য।

"বৈতালী গতিতালীচ তথা কথকবাচকৌ।"

(ভারত শল্য ৪৬ অঃ)

গতিলা (স্ত্রী) গম্-ইলচ্ (মিথিলাদয়শ্চ। উণ্ ১।৫৮) নিপাতনে সাধুঃ ততঃ টাপ্। ১ বেত্রলতা। (উজ্জ্বলদত্ত) ২ নদী বিশেষ। ৩ পরম্পরা। (উণাদিকোষ)

গতিবিধি (পুং) গতির্বিধিঃ ৬তৎ। ১ গতিবিধান। ২ সামান্যরূপে জ্ঞান।

গতিশক্তি (স্ত্রী) গতেঃ শক্তিঃ ৬তৎ। গমনাগমনের ক্ষমতা, চলিতে পারা।

গতিশক্তিরহিত (ত্রি) গতিশক্ত্যা রহিতঃ ৩তৎ। যাহার গতিশক্তি লোপ হইয়াছে। গমনাগমনে অক্ষম।

গতিসত্তম (পুং) গতির্বোধঃ স চাসৌ সত্তমশ্চেতি কর্ম্মধা°। পরমেশ্বর। "আদিত্যো জ্যোতিরাত্মা চ সহিষ্ণুর্গতিসত্তমঃ।"

(বিষ্ণুস°)

গত্বীক (ত্রি) গমনযোগ্য।

গত্বন্ (ত্রি) গম-ক্বনিপ্ মলোপে তুক্। গমনকর্ত্তা, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া গত্বরী শব্দ হয়।

গত্বর (ত্রি) গচ্ছতি গম-করপ্ (ইণ্নশজিসর্ত্তিভ্যঃ করপ্। পা ৩।২।১৬৩) গমনশীল। "বীভৎসাবিষয়া জুগুপ্সিততমঃ কায়ো বয়ো গত্বরং" (শান্তিশতক ১।২০।) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গত্বা (অব্য) গম-ক্ত্বা। গমন করিয়া, যাইয়া।

"সদ্যঃ পুরী পরিসরেচ শিরীষমৃদ্বী
গত্বা জবাৎ ত্রিচতুরাণি পৎসানি সীতা।" (উত্তরচরিত)

গত্বায় (অব্য) [বৈ] গম-ক্ত্বা ততো যক্ (ক্ত্বো যক্চ। পা ৭।১।৪৭) গমন করিয়া, যাইয়া।

"দিবং সুপর্ণো গত্বায় সোমং বজ্রিণ আভরৎ।" (ঋক্ ৮।১০০।৮)

'গত্বায় গত্বা' সায়ণ।

গত্বী (অব্য) [বৈ] গম্ ক্ত্বা আকারস্য ঈকারঃ। (স্নাত্ব্যাদয়শ্চ। পা ৭।১।৪৯) গমন করিয়া, যাইয়া।

"সা নোহুবী যদ্ যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ।" (ঋক্ ৪।৪১।৫) 'গত্বী গন্ত্রী' সায়ণ।

গদ (পুং) গদ-অচ্। ১ রোগ।

"অসাধ্যং কুরুতে কোপং প্রাপ্তে কালে গদোযথা।" (মাঘ ২সঃ)

গদ অভ্রধ্বনৌ ভাবে অচ্। ২ মেঘধ্বনি। (ক্লী) ৩ বিষ। ৪ কুষ্ঠ, কুড়। (রাজনি॰)

(পু॰) ৫ বসুদেবের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা, রোহিণীর গর্ভজাত। (ভাগবত ১।১৪ ১৮) ৬ অসুরবিশেষ। (বায়ুপু॰ গয়া॰ ৫অঃ)

গদগ (গড্যা), ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। অক্ষা॰ ১৫° ২৬´ উঃ ও দ্রাঘি॰ ৭৫° ৪৩´ পূঃ। ইহার উত্তরসীমা রোণ মহকুমা, পশ্চিমে নবালগণ্ড, দক্ষিণে জামখণ্ডি মহকুমার শ্রীহট্টি ও কুন্দগুল বিভাগ ও পূর্ব্বে নিজাম রাজ্য। ইহাতে গবর্মেণ্টের খাসদখলে ১১৪ খানি ও যৌতে ১৪ খানি গ্রাম আছে। ভূমির পরিমাণ ৬২৯ বর্গমাইল। দেয় রাজস্ব ২৫৭৪০০৲ টাকা।

গদগ নগরের ১ মাইল পূর্ব্বে বেত্তিগেরি গ্রাম, এইজন্য সচরাচর লোকে নগরটীকে গদগ-বেত্তিগেরি বলিয়া থাকে। এই স্থানে রাজস্ব আদায়ের জন্য একটী কাছারি ও পুলিশের ফাঁড়ি আছে। স্থানীয় মোকদ্দমাদি নিষ্পন্ন করিবার জন্য একটা সবজজ আদালত, পোষ্টাপিস ও মিউনিসিপ্যালটী আছে। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলার ব্যবসা হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর এখানকার কল হইতে ৫০০০০০৲ টাকা মূল্যের তুলা রপ্তানি হইয়া থাকে। রেলওয়ে কোম্পানীর হুব্লী-গদগ গাঁও মর্ম্ম ও বেলারি দুই শাখা পূর্ব্বে ও দাক্ষিণে থাকায় ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এইখানে গবর্মেণ্ট বাহাদুরের জিন কাপড়ের একটী কুঠি আছে। এতদ্ভিন্ন "সাদী" নামে স্থানীয় একপ্রকার সূক্ষ্ম ও (পাকা) রাঙ্গা সুন্দর সুন্দর কাপড় প্রস্তুত হয়। প্রতি শনিবারে কাপড় ও চাউল বিক্রয়ের জন্য হাট বসে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে দরিদ্রদিগের শুশ্রূষার জন্য একটী হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত একটী চতুষ্কোণ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহার কতক সংস্কার হইয়া সৈনিকাবাস হইয়াছে। ইহার চারিদিকের পরিখা উচ্চে ১৮ ফিট এবং তাহার চারিধারে গড়খাই কাটা, তাহার বাহির পার্শ্বে ক্রমনিম্ন ঢালু জমি দ্বারা রক্ষিত। দুর্গের চারিদিকের বেড় সর্ব্বসমেত ১৫৩৪ গজ; ইহাতে ২১টি বুরুজ দেখা যায়।

এই নগরের মধ্যে অনেকানেক সুন্দর ও শিল্পকার্য্যপরিপূর্ণ মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তন্মধ্যে ত্রিকূটেশ্বর, সরস্বতী, নারায়ণ, সোমেশ্বর ও রামেশ্বরের মন্দিরই প্রধান।

একটী দেবসভার মধ্যে ত্রিকূটেশ্বর ও সরস্বতীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। মন্দির কয়টি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন, ইহার থামগুলি এরূপ সুন্দররূপে শিল্প-খোদিত যে ভারতের অপর কোন শিল্পকার্য্যের সহিত সহজে তুলনা করা যায় না। মন্দিরের সম্মুখে একটী মণ্ডপ আছে, তাহার পরই দেবীমন্দির, বহুকাল হইতেই ইহার চূড়া খসিয়া গিয়াছে। সরস্বতী দেবীর মন্দিরের উত্তরদিকে অবস্থিত ও দরদালানের পশ্চিমদিকে শালুঙ্কার উপরিস্থিত তিনটী শিবমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাই ত্রিকূটেশ্বর। সোমেশ্বরদেবের মন্দিরে এখন গদগের বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার দক্ষিণে রামেশ্বরদেবের মন্দির। বাজারের নিকট বীরনারায়ণ দেবের মন্দির। মন্দিরটী ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর হইবে, কারুকার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি নাই, কেবলমাত্র ইহার গোপুরটী সুন্দররূপে খোদিত ও উচ্চতায় ১০৯ ফিট হইবে।

বেত্তিগেরি গ্রামের মধ্যে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত স্থানে ১৫ খানি বীরমূর্ত্তি খোদিত বড় বড় প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটী ১৩ ফিট উচ্চ হইবেক। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রস্তরে পুরাতন কণাড়ি অক্ষরে খোদিত লিপি আছে। ইহা ছাড়া গ্রামের প্রবেশদ্বারে একখানি বড় শিলালিপি বিদ্যমান আছে।

গদগের মামলাৎদার আপিসে কতকগুলি তাম্রশাসন ও মন্দিরাদিতে প্রায় ২০ খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

১ম, শিলালিপি খানি কণাড়ী ভাষায় ও কণাড়ী অক্ষরে লিখিত, ইহাতে চালুক্যরাজ ২য় সত্যাশ্রয়ের প্রধান সামন্ত রাজা শোভন কর্ত্তৃক ৯২৪ সম্বতে ত্রিকূটেশ্বরদেবের মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রশস্তি বর্ণিত। মন্দিরাদিতে খোদিত প্রশস্তি ও অনেকানেক তাম্রশাসন সুন্দররূপ বুঝিতে পারা যায় না। তাহাতে চালুক্যরাজ ৩য় জয়সিংহ (১০১৮-১০৪২), আহবমল্ল ২য় (১০৪২-১০৬৮) এবং ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৫-১১২৬ সং) ও অপর একখানি বিক্রমপত্নী বাচলদেবী প্রদত্ত শাসন আছে, লেখা কিছু অস্পষ্ট। কলচুরি বংশীয় বিজ্জলপুত্র সংক্রমদেব (১১৭৫-১১৮০ সং)-প্রদত্তও একখানি শাসন পাওয়া যায়।

১১১৫ সম্বতে হয়শাল বীরবল্লাল প্রদত্ত ত্রিকূটেশ্বরের প্রশস্তি, ১১২১ সম্বতে বীর বল্লালের রাজমন্ত্রী রায়দেব প্রদত্ত প্রশস্তি; ১১৩৫ সম্বতে দেবগিরি যাদববংশীয়

২য় সিংহানা প্রদত্ত প্রশস্তি, ১৪৬১ সম্বতে বিজয়নগর-রাজ অচ্যুতরায় প্রদত্ত এবং বীরনারায়ণের মন্দিরে চারখানি (৯১৯, ১০২০, ১০২২, ১৪৬১ সম্বতের) প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বীরনারায়ণ মন্দিরের দক্ষিণস্থিত নরসিংহদেবের মন্দিরে ১০১৬ ও ১৪৬১ খৃষ্টাব্দের দুইখানি খোদিত শিলালিপি পাওয়া যায়।

এই গদগের পুরাতন সংস্কৃত নাম "ক্রতুক", তাহা ১১৩৫ সম্বতে রাজা ২য় সিংহানার প্রশস্তির পারম্ভেই লিখিত হইয়াছে।

গদগের ত্রিকূটেশ্বর ও বীরনারায়ণের মন্দির ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর হইবে। উক্ত শিলালিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কালে এই গদগ নগর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে (৯৭৩-১১৯০) চালুক্য, (১১৬১-১১৮৩) কলচুরি, (১০৪৭-১৩১০) হয়শাল বল্লাল, (১১৭০-১৩১০) দেবগিরি-যাদব ও (১৩৩৬-১৫৮৭ খৃঃ) বিজয়নগর প্রভৃতি রাজবংশের অধীনে ছিল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ধম্বল দুর্গ অবরোধের পর কর্ণেল ওয়েলেস্‌লি গদগ যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনে ধুন্দিয়ারা সকলেই নগর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। পরে তিনি পেশোবার সৈন্যাধ্যক্ষের উপর ধম্বল ও গদগ দুর্গের ভার দিয়া চলিয়া আসেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে জেনারেল মনরো পুনরায় গদগ আক্রমণ করেন এবং একদিন গুলিবর্ষণের পর ধুন্দিয়ার হাত হইতে পুনর্ব্বার গদগ ইংরাজ-অধিকারে আইসে।

গদ্‌গদ (ক্লী) গদ্‌গদ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। গদ্‌গদ ভাষণ, গদ্‌গদস্বরে কথা বলা। "বক্ত্রেষু কণ্ঠৌষ্ঠতালুনা মন্যন্তমস্মিং-স্তৈর্গদগদবাক্যতা রসাজ্ঞানং মুখরোগাশ্চ ভবন্তি।" (সুশ্রুত° নি° ২ অঃ)

গদমুরারি (পুং) জ্বররোগের ঔষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তামা, হিঙ্গুল ও সীসক এই সকল দ্রব্য সমভাগে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা দুই রতি। ইহা সেবন করিলে সন্ততজ্বর বিনাশ হয়। (রসেন্দ্রসার°)

গদমুরারিইচ্ছাভেদী, ঔষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, তামা, হরিতাল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোহাগা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং ইহাদের সমষ্টির পরিমাণের সমান জয়পাল দিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে দুইপ্রহর খল করিবে। ইহা সেবনে ভেদ হয় এবং সন্নিপাতাদি সকল রোগ নষ্ট হয়। বিরেচনের পরে মৎস্য, মাংস ও ঘৃতসংযুক্ত দ্রব্য পথ্য। (রসেন্দ্রসার°)

গদয়িত্নু (পুং) গদয়তি পীড়য়তি গদ-ইত্নুচ্ (উণ্ ৩।২৯।) ১ কাম। (ত্রি) ২ কামুক। ৩ বাবদুক। (পুং) ৪ শব্দ। (উজ্জ্বল)

গদরিয়া, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী মেষপালক জাতিবিশেষ। ইহাদের মধ্যে অনেক শ্রেণী ভেদ আছে, একশ্রেণী অন্য শ্রেণীর সহিত বিবাহে দানগ্রহণ করে না। ইহাদের বিধবারা দেবরকে বিবাহ করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ মৃত কনিষ্ঠের বিধবাকে বিবাহ করিতে পারে না। আগ্রা ও ফরুখাবাদ অঞ্চলে এই জাতির বাস অধিক।

গদসিংহ, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী নামে একখানি সংস্কৃত অভিধান, তত্ত্বচন্দ্রিকা নামে কিরাতার্জ্জুনীর টীকা ও উন্মাবিবেক রচনা করেন। অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরীতে রুদ্র, গদাধর, ধরণী ও রত্নকোষ এবং তত্ত্বচন্দ্রিকায় প্রকাশবর্ষের টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে। রঘুনন্দন গদসিংহের কোষ উল্লেখ করিয়াছেন।

গদা (স্ত্রী) গদ-অচ্-টাপ্। ১ স্বনামখ্যাত লৌহময় অস্ত্রবিশেষ। যন্ত্রযুদ্ধের মধ্যে গদা যুদ্ধই অতিশয় কঠিন ও যোদ্ধৃবর্গের বলসাপেক্ষ। অগ্নিপুরাণে আহত, গোমূত্র, প্রভূত, কমলাসন, ঊর্দ্ধগাত্র, নামিত, বামদক্ষিণ, আবৃত্ত, পরাবৃত্ত, পাদোদ্ধৃত, অবপ্লুত, হংসমার্গ ও বিমার্গ এই কয় প্রকার গদাযুদ্ধের উল্লেখ আছে। মহাভারতে মণ্ডল, গতপ্রত্যাগত, অস্ত্রযন্ত্র, স্থান, পরিমোক্ষ, প্রহারবর্জ্জন, পরিধাবন, অভিদ্রবণ, আক্ষেপ, অবস্থান, সবিগ্রহ, পরিবর্ত্ত, সংবর্ত্ত, অবপ্লুত, উপপ্লুত, উপন্যস্ত ও অপন্যস্ত এই কয়প্রকার গদা যুদ্ধের কৌশলের কথা আছে। গদাযুদ্ধনিপুণ মহাবল ভীম ও দুর্য্যোধন এই সকল যুদ্ধকৌশল প্রকাশে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালবাসীদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া ভয়ঙ্কর গদা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ভারত, শল্য ৫৭ অঃ।) টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে যুদ্ধকালে শত্রুর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া যুদ্ধকরার নাম মণ্ডল। যে কৌশলে শত্রুর নিকটে উপস্থিত হইয়া সহসা দূরে সরিয়া পড়া যায়, তাহাকে গতপ্রত্যাগত বলে। শত্রুর কঠিন মর্ম্মদেশের আক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠান বা ভূতলে নিক্ষেপ করাকে অস্ত্রযন্ত্র বলা হইয়া থাকে। আঘাতের উপযুক্ত মর্ম্মদেশ অর্থাৎ কর্ম্মস্থানে আঘাত করাকে স্থান বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অতিশয় বেগে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসাকে পরিধাবন, বেগে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকে অভিদ্রবণ, শত্রুর যত্নেই তাহারই নিপাতের কারণ সম্পাদন করাকে আক্ষেপ, যুদ্ধে কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ না করাকে অবস্থান, শত্রু উপস্থিত হইলে পুনরায় তাহার সহিত যুদ্ধ করাকে সবিগ্রহ, শত্রুর চারিদিকে বিচরণ করাকে পরিবর্ত্তন, শত্রুকে এদিক্ ওদিক্ সরিতে না দেওয়াকে সংবর্ত্ত, শত্রুর প্রহার হইতে আপনাকে

রক্ষা করিবার জন্য অবনত হইয়া সরিয়া যাওয়াকে অবপ্লুত, বিপক্ষের আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পিছনে সরিয়া যাওয়াকে উপপ্লুত, শত্রুর নিকটে আসিয়া গদা প্রহারকে উপন্যস্ত এবং ফিরিয়া হস্তদ্বারা শত্রুকে তাড়না করাকে অপন্যস্ত বলে। (ভারত শল্যপ° ৫৭ অধ্যায়ের নীলকণ্ঠ টীকা দেখ।)

দেবগণের মধ্যে বিষ্ণুই গদাযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, গদ নামে একটা ভয়ঙ্কর অসুর ছিল। তাহার শরীরের অস্থি বজ্র হইতে কঠিন। গদাসুর অতিশয় দুর্বৃত্ত হইয়া দেবগণের উপরে ভয়ানক অত্যাচার করিত। পরিশেষে ব্রহ্মা তাহার অস্থি চাহিয়া লন। সেই অস্থিতে বিষ্ণুর গদা নির্ম্মিত হয়। (বায়ুপুরাণ)

২ বুদ্ধিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব।

"মনস্তত্ত্বাত্মকং চক্রং বুদ্ধিতত্ত্বাত্মিকাং গদাম্।" (বিষ্ণুস°)

৩ পটোলা বৃক্ষ। ৪ যোগবিশেষ।

লঘুজাতকের মতে সকল গ্রহ অনন্তর কেন্দ্রস্থিত হইলে গদা নামক যোগ হইয়া থাকে।

গদাক্ষেত্র, বিরজাক্ষেত্রের অপর নাম। [বিরজা ও যাজপুর দেখ।]

গদাখ্য (ক্লী) গদা ইত্যাখ্যা যস্য বহুব্রী। কুড়, কুষ্ঠ। (রত্নমালা°)

গদাগদ (পুং) [দ্বি°] গদমাগচ্ছতি গদ-আ-গম-ড গদাগং রোগগণং দায়তঃ শোধয়তঃ গদাগা। দা-ক ১ অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

গদাগ্রজ (পুং) গদস্য অগ্রজঃ ৬তৎ। ১ বলরাম। ২ কৃষ্ণ।

"তথ্যামৃতপ্রাগ্রজবজ্ঞগাদাগ্রে গদাগ্রজং।" (মাঘ ২ সর্গ)

গদাগ্রণী (পুং) গদস্য অগ্রণীঃ ৬তৎ। ক্ষয়রোগ। সকল রোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ক্ষয়রোগের নাম গদাগ্রণী হইয়াছে।

গদাধর (পুং) গদাং ধরতি গদা ধৃ-অচ্। ১ বিষ্ণু, গদাসুরের অস্থিনির্ম্মিত গদাধারণ করিয়া ইঁহার নাম গদাধর হইয়াছে। [গদা দেখ। বিষ্ণুর গদা প্রাপ্তির কথা বায়ুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হেতিরক্ষ নামে একটা ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মার আরাধনা করে। তাহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিরিঞ্চি তাহাকে বর দিতে উপস্থিত হন। হেতি বলিল, 'প্রভো! অধমের প্রতি কৃপা হইয়া থাকিলে এই বিধান করুন, আমি যেন ত্রিলোকে অজেয় হইতে পারি; দেবাস্ত্র, অসুরাস্ত্র বা মনুষ্যাস্ত্রে যেন আমার জীবনের অনিষ্ট না হয়।' ব্রহ্মা তাহাই স্বীকার করিলেন। ব্রহ্মার বর পাইয়া দুর্বৃত্ত হেতি মাতিয়া উঠিল। কএকদিন পরেই ইন্দ্রকে তাড়াইয়া স্বর্গের রাজত্ব অবধি অধিকার করিল, ক্রমে ক্রমে সকল দেবতাকেই পদচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। হেতির অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে মিলিয়া বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং হেতির ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথা জানাইলেন। দেবগণের কাতরে বিষ্ণুর দয়া হইল, তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন যে, তোমরা যদি আমাকে একটী মহাস্ত্র দিতে পার, তবে হেতির বিনাশ করিতে পারি। ইহার পূর্ব্বে গদাসুরের বজ্রকঠিন অস্থিতে একটী গদা নির্ম্মিত হয়, দেবগণ সময় বুঝিয়া সেই গদাটী বিষ্ণুকে দিলেন। বিষ্ণু গদার দৃঢ় আঘাতে হেতিকে বিনাশ করিলেন। গদাটী তাঁহার প্রিয় হইল, তিনি গদাটী আর ফিরাইয়া দিলেন না, স্বহস্তে ধারণ করিলেন। তদবধি তাঁহার গদাধর নাম হইল। (গয়ামাহাত্ম্য ৫ অঃ)

২ গয়াতীর্থস্থিত দেবমূর্ত্তিবিশেষ।

"ভোজপুরে ভোজনাথো গয়ায়াঞ্চ গদাধরঃ।" (মাহেশ্বরতন্ত্র)

(ত্রি) ৩ যে গদা ধারণ করে।

গদাধর, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম।

১ ক্রিয়াকল্পক্রম প্রণেতা।

২ গ্রহযাগাযুতহোমাদিসিদ্ধি নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

৩ একজন প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থকার, ভাবমিশ্র ও বৈদ্যবাচস্পতি ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার, রাজগুরু বলিয়া আখ্যাত। ইনি গদাধরপদ্ধতি, সম্প্রদায়প্রদীপ ও নবকণ্ডিকাসূত্রভাষ্য প্রণয়ন করেন।

৫ বৃহত্তারতম্যস্তোত্ররচয়িতা।

৬ ভগবত্তত্ত্বদীপিকা নামে ভক্তিশাস্ত্রপ্রণেতা।

৭ রসিকজীবন নামে সংস্কৃত অলঙ্কার-রচয়িতা।

৮ বিবাহসিদ্ধান্তরহস্য নামে জ্যোতিঃগ্রন্থপ্রণেতা।

৯ একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক, রাঘবেন্দ্রের পুত্র, ধীরসিংহের পৌত্র এবং দর্পনারায়ণের প্রপৌত্র। ইনি তন্ত্রপ্রদীপ নামে সারদাতিলকের একখানি টীকা রচনা করেন।

১০ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন প্রাচীন কবি।

গদাধরচক্রবর্ত্তী, কাব্যপ্রকাশের একজন টীকাকার।

গদাধরতর্কাচার্য্য, রামতর্কালঙ্কারের পুত্র, দেবীমাহাত্ম্যটীকারচয়িতা। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা নামক কুলগ্রন্থে একজন নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়, তিনিও রামতর্কালঙ্কারের পুত্র বলিয়া উক্ত। এরূপ স্থলে উভয়ে একব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন।

গদাধরদাস, একজন হিন্দী কবি, ব্রজবাসী প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি কৃষ্ণদাসপয়-অহারীর শিষ্য ও বল্লভাচার্য্যের প্রশিষ্য। হিন্দীসংহে ইঁহার পাণ্ডিত্যসম্বন্ধে হিন্দী কবিতায় সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।

গদাধরদীক্ষিত, একজন প্রাচীন বৈদিক সূত্রভাষ্যকার, ইঁহার পিতার নাম বামন, ইঁহার রচিত আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রভাষ্য ও পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্য পাওয়া যায়। দেবভদ্র ও যাজ্ঞিকদেব ইঁহার ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গদাধরনদী, ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা নদী। ভুটানের গিরিমালা হইতে নির্গত হইয়া জলপাইগুড়ি ও গোয়ালপাড়াকে পশ্চিম ও পূর্ব্বধারে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার গতি বড়ই পরিবর্ত্তনশীল, তাই স্থানে স্থানে নামভেদ ঘটিয়াছে। কাহারও মতে, এই নদী উত্তরাংশে সঙ্কোশ, গোয়ালপাড়ায় গঙ্গাধর এবং ইহার নিম্নাংশেও প্রাচীন গর্ভ এখনও গদাধর নামে খ্যাত। রামনাই নামে ইহার একটী শাখা আছে।

গদাধরনাথ, সদুক্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন প্রাচীন কবি।

গদাধরপণ্ডিত, চৈতন্যদেবের একজন প্রধান অন্তরঙ্গ। গৌরাঙ্গ ইঁহার রাধাভাব দেখিয়াছিলেন। চৈতন্যভক্তগণ ইঁহাকেও বিশেষ ভক্তি করেন।

গদাধরভট্ট, বর্ত্তমান শতাব্দীর বান্দাপ্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইঁহার প্রপিতামহ মোহনভট্ট, পিতামহ পদ্মাকর ও পিতা মিহীলাল, তাঁহারা সকলেই কবি ছিলেন, কিন্তু গদাধর কবিতা লিখিয়া পিতৃগণ হইতে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। ইনি রাজা ভবানীসিংহ দতিয়ার সভায় থাকিতেন এবং অলঙ্কার-চন্দ্রোদয় রচনা করেন। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন।

গদাধরভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত অধ্যাপক ও বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণবংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম জীবাচার্য্য। পাবনা জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড়া নামক গ্রামে তাঁহার আদিবাস। বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কবাগীশের টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গদাধরের শিক্ষা সমাপ্ত না হইতেই হরিরামের মৃত্যু হয়। টোলের অধ্যাপনা করাইতে পারে হরিরামের এরূপ পুত্র ছিল না। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যান যে, ছাত্রবর্গের মধ্যে গদাধরকে যেন টোলের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। হরিরাম জানিতেন যে, যদিও গদাধরের পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, তথাপি এই ছাত্র স্বীয় বুদ্ধিবলে সকল বাধা অতিক্রম করিবে। গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ছাত্রগণ সহাধ্যায়ীর নিকট পাঠ স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া অন্য টোলে পড়িতে গেল। তেজস্বী গদাধর তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া হরিরামের টোল পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নানের পথের পার্শ্বে একটী স্বতন্ত্র চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন একটী ফুলের বাগান করিলেন। ফুলবাগানের উদ্দেশ্য যে, পণ্ডিতগণ সম্ভবতঃ পূজার জন্য তথায় পুষ্পচয়ন করিতে আসিবেন। সেই সুযোগে তিনি তাহাদের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া নিজ পাণ্ডিত্য প্রচার করিবেন। এদিকে তিনি নিজ বাসস্থান লক্ষ্মীচাপড়া হইতে ছাত্র আনিতে পাঠাইলেন। যতদিন না ছাত্র আসে, ততদিন বাগানে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া পড়াইতে লাগিলেন ও আপন ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক ও ছাত্র মধ্যে অনেকেই পুষ্প চয়ন করিতে আসিতেন। তাঁহারা গদাধরের অধ্যাপনা-প্রণালী ও ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ছাত্রগণ গোপনে আসিয়া তাঁহার নিকট নানা বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিয়া লইতে লাগিলেন, কেহ বা তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা বিশদ বলিয়া তুলিয়া লইতে লাগিলেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার সেই সময় নবদ্বীপের একজন প্রধান নৈয়ায়িক, তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসাও সুদূর বিস্তৃত। গদাধর বৌদ্ধাধিকারদীধিতির টীকা রচনা করেন। তাহাতে লিপিকর ভ্রমক্রমে "শিব্যস্তে" পাঠের পরিবর্ত্তে "শিচ্যস্তে" লিখিয়া বসেন। সেই পত্র কোন মতে জগদীশের টোলের কোন ছাত্রের হস্তে পতিত হয়। ছাত্রেরা উপহাস করিয়া সেই পত্র একটী কুকুরের গলায় বাঁধিয়া দেয়। গদাধর এই সংবাদ পাইয়া কুকুরের গলা হইতে তাহা খুলিয়া লইয়া নিজ বুদ্ধিবলে "শিচ্যস্তে" পাঠই বজায় রাখিয়া নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সেই টীকা জগদীশের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার ঐ টীকা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "গদাধরের টীকা পড়িয়া আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, যে কোন পাঠ প্রকৃত।" জগদীশের এই কথায় গদাধরের খ্যাতি নবদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইল। তৎপরেই ছাত্রগণ অবাধে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নার্থ আসিতে লাগিল। গদাধরের বংশধরেরা এক্ষণেও নবদ্বীপে রহিয়াছেন। গদাধর হইতে সাতপুরুষ হইয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, দুইশত বর্ষের পূর্ব্বে গদাধর জীবিত ছিলেন। কথায় বলে—

"হরের গদা, গদার জয়।
জয়ার বিশু, লোকে কয়॥"

অর্থাৎ হরিরামের ছাত্র গদাধর ভট্টাচার্য্য, গদাধরের ছাত্র জয়রাম ও জয়রামের ছাত্র বিশ্বনাথ।

গদাধর ভট্টাচার্য্য অনেক টীকা প্রণয়ন করেন। সাধারণতঃ সেই সমস্ত "গাদাধরী টীকা" ও "গদাধরী পাতড়া" বলিয়া কথিত।

গদাধর ব্রহ্মনির্ণয় নামে একখানি বেদান্ত, কুসুমাঞ্জলি-

ব্যাখ্যা, মুক্তাবলীটীকা এবং তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি ও তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের গাদাধরী নামে সুবৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গাদাধরী নব্যন্যায়ের অপূর্ব্বগ্রন্থ এবং গদাধরের অক্ষয়কীর্ত্তি। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা বড়ই দুর্ঘট, তবে যত অংশ পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

অতএবচতুষ্টয়ীরহস্য ও টীকা, অনুকরণবিচার, অনুপসংহারী, অনুপসংহারীগ্রন্থরহস্য, অনুপসংহারীবাদ, অনুমাননিরূপণ, অনুমিতিটিপ্পন, অনুমিতিতত্ত্ববাদ, অনুমিতিমানসবাদার্থ, অনুমিতিরহস্য, অনুমিতিবিচার, অনুমিতিসংগ্রহ, অন্যথাখ্যাতিবাদ, অন্বয়বাদ, অন্বয়ব্যতিরেকি, অপূর্ব্ববাদ, অর্থাপত্তিবাদ, অবচ্ছেদকতানিরুক্তি, অবচ্ছেদকত্ববাদ, অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তিরহস্য, অবয়বনিরূপণ, অবয়বগ্রন্থরহস্য, অষ্টাদশবাদ, অসাধারণবাদ আসক্তিগ্রন্থরহস্য, আকাশবাদ, আখ্যাতবাদ বা আখ্যাতবিচার, আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতিটীকা, আলোকটিপ্পনী, উৎপত্তিবাদ, উদাহরণলক্ষণটীকা, উপনয়নলক্ষণটীকা, উপসর্গবিচার, উপাধিবাদ, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, কারকবাদ, কেবলব্যতিরেকিরহস্য, কেবলান্বয়ি, কেবলান্বয়িকেবলব্যতিরেকিরহস্য, কেবলান্বয়িগ্রন্থবিবরণ, চতুর্দ্দশলক্ষণী, চিত্ররূপবাদ, তদাদিসর্ব্বনামবিচার, তর্করহস্য, তর্কবাদ, তাৎপর্য্যজ্ঞানকারণতাবিচাররহস্য, তাদাত্ম্যবাদ, তত্তদাদিভাবপ্রত্যয়বিচার, দ্বিতীয়প্রগল্ভলক্ষণটীকা, দ্বিতীয়স্বলক্ষণটীকা, দ্বিতীয়াদি ব্যুৎপত্তিবাদ, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকপ্রত্যাসত্তি, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকবাদ, নানার্থবাদটীকা, নানার্থসান্দর্ভার্থবিচার, নঞ্‌বাদটীকা, নব্যধর্ম্মিতাবচ্ছেদকবাদার্থ, নব্যমতরহস্য নব্যমতবাদার্থ, নির্দ্ধারণবিচার, পক্ষতা, পক্ষতারহস্য, পক্ষতাবাদ, পক্ষতাবাদার্থ, পক্ষতাসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, পঞ্চলক্ষণী, পঞ্চবাদটীকা, পরামর্শরহস্য পরামর্শবাদ পরামর্শবাদার্থ, পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, পূর্ব্বপক্ষরহস্য, পূর্ব্বপক্ষব্যাপ্তি, পূর্ব্বসিদ্ধান্ত, প্রতিজ্ঞালক্ষণটীকা, প্রথমপ্রগল্ভলক্ষণটীকা, প্রথমস্বলক্ষণবিবরণ, প্রবৃত্তাঙ্গ, প্রাগভাববাদ, প্রামাণ্যবাদটীকা, প্রামাণ্যবাদসংগ্রহ, প্রামাণ্যবাদার্থ, বাধগ্রন্থরহস্য, বাধতা, বাধতাবাদ, বাধবুদ্ধিবাদ, বাধবুদ্ধিবাদার্থ, বাধরহস্য, বাধবাদ, বুদ্ধিবাদ, ভূয়োদর্শনবাদ, মঙ্গলবাদ, মুক্তিবাদ, মুক্তিবাদার্থ, মোক্ষবাদ, রত্নকোষবাদার্থরহস্য, লক্ষণবাদ, লঘুবাদার্থ, লিঙ্গকারণতাবাদ, লিঙ্গোপধৈয়িকবাদার্থ, বায়ুপ্রত্যক্ষবাদ, বিধিবাদ, বিধিবাদার্থ বা বিধিস্বরূপবাদার্থ, বিরুদ্ধগ্রন্থরহস্য, বিরুদ্ধসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, বিরোধ, বিরোধবাদ, বিরোধিগ্রন্থ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানবাদার্থ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবাদ, বিশেষজ্ঞানবাদার্থ, বিশেষনিরুক্তিটীকা, বিশেষব্যাপ্তি বিশেষব্যাপ্তিরহস্য, বিষয়তাবাদ বা বিষয়তাবিচার, বিষয়তাবাদার্থ, বৃত্তিবাদ, ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নবাদ, ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়টীকা, ব্যাপ্তিনিরূপণ, ব্যাপ্তিপঞ্চকটীকা, ব্যাপ্তিবাদ, ব্যাপ্ত্যনুগমটীকা, ব্যাপ্ত্যনুগমরহস্য ব্যাপ্ত্যনুগমবাদার্থ, ব্যুৎপত্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদার্থ, শক্তিবাদ বা শক্তিবিচার, শব্দপরিচ্ছেদ, শব্দালোকরহস্য, সকৃৎপক্ষতাবাদ, সঙ্কেতবাদ, সঙ্কেতবাদার্থ, সঙ্গতিবাদ, সঙ্গত্যনুমিতিবাদ, সৎপ্রতিপক্ষ, সৎপ্রতিপক্ষগ্রন্থরহস্য, সৎপ্রতিপক্ষপত্র, সৎপ্রতিপক্ষপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, সৎপ্রতিপক্ষবাদগ্রন্থ, সৎপ্রতিপক্ষবাদ, সর্ব্বনামশক্তিবাদ, সব্যভিচারগ্রন্থ, সব্যভিচারগ্রন্থরহস্য, সব্যভিচারবাদ, সহচারবাদ, সহচারিগ্রন্থরহস্য, সাদৃশ্যবাদ, সাধারণগ্রন্থ, সাধারণরহস্য, সাধারণাসাধারণানুপসংহারিবিরোধগ্রন্থ, সামগ্রীবাদ, সামগ্রীবাদার্থ, সামান্যনিরুক্তি, সামান্যনিরুক্তিগ্রন্থরহস্য, সামান্যলক্ষণরহস্য, সামান্যবাদটীকা, সামান্যাভাবরহস্য, সামান্যাভাবরহস্য, সামান্যাভাবসাধন, সিংহব্যাঘ্রলক্ষণী, সিংহব্যাঘ্রী, সিদ্ধান্তলক্ষণ, সিদ্ধান্তলক্ষণক্রোড়, সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্য, সিদ্ধান্তব্যাপ্তি, হেতুলক্ষণটীকা, হেত্বাভাস, হেত্বাভাসনিরূপণ, হেত্বাভাসসামান্যলক্ষণ।

কৃষ্ণভট্টআর্ডে, কৃষ্ণমিত্র, গোস্বামী, নীলকণ্ঠ, রঘুনাথ, শঙ্কর, হরনারায়ণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গাদাধরীর কোন কোন অংশের ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন।

গদান্তক (পুং) গদাসুরনিহন্তা বিষ্ণু।

গদাপাণি (পুং) গদা পাণৌ যস্য বহুব্রী। ১ বিষ্ণু। ২ মাতৃকাদেবীভক্ত গণকমুণিগোত্রীয় রাজা চাপপাণির পুত্র।

(সহ্যাদ্রিখণ্ড ১।৩৩।১১৬)

গদাভৃৎ (পুং) গদাং বিভর্ত্তি গদা-ভৃ-কিপ্ তুগাগমশ্চ। বিষ্ণু।
"তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা।" (ভাগ° ১।১৩।১০)
(ত্রি) ২ যে গদা ধারণ করে।

গদামুদ্রা (স্ত্রী) বিষ্ণুপূজার অঙ্গমুদ্রাবিশেষ। হাত দুইখানি পরস্পর মুখামুখী করিয়া অঙ্গুলী আবদ্ধ করিবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও মধ্যমা দুইটী সংলগ্ন করিয়া প্রসারিত করিবে, ইহাকে গদামুদ্রা বলে। (১) (তন্ত্রসার)

গদাম্বর (পুং) গদোহভ্রধ্বনির্যুক্তমম্বরং যস্মাৎ বহুব্রী। মেঘ।

গদারাতি (পুং) গদস্য অরাতিঃ ৬তৎ। ঔষধ। (রাজনি°)

(১) "অন্যোন্যাভিমুখৌ হস্তৌ কৃত্বা তু গ্রথিতাঙ্গুলী।
অঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমে ভূয়ঃ সংলগ্নে সম্প্রসারিতে।
গদামুদ্রেয়মুদিতা।" (তন্ত্রসার)

গদালোল (ক্লী) গয়াতীর্থস্থ একটী তীর্থ। বিষ্ণু হেতিকে মারিয়া যে স্থানে গদাটী ধুইয়াছিলেন, সেই স্থান গদালোল। (গয়ামাহাত্ম্য)

গদাবসান (ক্লী) গদায়া জরাসন্ধত্যক্তগদাগতেরবসানমত্র বহুব্রী: মথুরার নিকটবর্ত্তী একটী স্থান। শ্রীকৃষ্ণ কংসবধ করিলে কংস-শ্বশুর জরাসন্ধ জামাতৃহন্তা যদুনন্দনকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে একটী গদাকে নবনবতিবার ঘুরাইয়া গিরিব্রজ হইতে মথুরায় নিক্ষেপ করেন। গিরিব্রজ হইতে মথুরা ১০০ যোজন, গদা মথুরা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না। ৯৯ যোজন আসিয়াই ভূতলশায়ী হইল। যে স্থানে গদা পতিত হয়, মথুরার নিকটবর্ত্তী সেইস্থানকে গদাবসান বলে। (ভারত ২। ১৮ অঃ)

গদাসন (ক্লী) আসনবিশেষ। বাহু দুইটী ঊর্দ্ধ করিয়া গদার ন্যায় উপবেশনকে গদাসন বলে, এই আসনে সিদ্ধি হইয়া থাকে। গদাসনমথোবক্ষ্যে গদাকৃতি বসেদ্ ভুবি।
ঊর্দ্ধবাহুর্ভবেৎ যেন তস্য সাধনহেতুনা।" (তন্ত্রসার)

গদাহ্ব (ক্লী) গদএব আহ্বা যস্য বহুব্রী। কুষ্ঠ, কুড়।

গদাহ্বয় (ক্লী) গদ ইত্যাহ্বয়ো যস্য বহুব্রী। কুষ্ঠ, কুড়।

গদিত (ত্রি) গদ-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ কথিত, উক্ত। (ক্লী) গদ ভাবে-ক্ত। ২ কথন।

গদিতোজ্জ্বলা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। "ননজৈরঃ সহিতা গদিতোজ্জ্বলা।" (বৃত্তরত্না°) যে সমবৃত্তের প্রতি চরণের ৭ম, ১০ম ও ১২শ অক্ষর গুরু; অপর সকল অক্ষরই লঘু, তাহার নাম গদিতোজ্জ্বলা। ইহার প্রতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকে। কোন ব্যাখ্যাকার উক্ত বৃত্তের উজ্জ্বলা নাম বলিয়া থাকেন।

গদিন্ (পুং) গদা হস্তাস্য গদা-ইনি। ১ বিষ্ণু।
"কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ।" (গীতা)
(ত্রি) ২ যাহার গদা আছে, গদাধারী।
"পিনাকিনং বজ্রিণং দীপ্তশূলং
পরশ্বধিনং গদিনং স্বায়তাসিম্।" (ভারত, দ্রোণ ২০১ অঃ)
গদো রোগোঽস্যাস্ত গদ-ইনি। ৩-রোগযুক্ত, রোগী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গদী (হিন্দী) ১ আসন। ২ মোটা কাপড়ের ভিতর তুলা-পোরা ও টোপ্ তোলা শয্যাবিশেষ। ৩ মহাজনের কর্ম্মস্থান।

গদখালী বঙ্গের যশোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কলিকাতা হইতে যশোর যাইবার পথে কবদক (কপোতাক্ষ) নদীর ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ৬´ পূঃ। বোম্বাজাতির উৎপাতের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

গদ্গদ (পুং) গদগদ-কণ্ডা° ভাবে ঘঞ্। ১ অব্যক্ত অস্পষ্ট শব্দ। (ত্রি) ২ অস্পষ্ট শব্দযুক্ত। নিদানপ্রণেতা মাধবকরের মতে কফ ও বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী আবৃত করিলে শব্দ স্পষ্ট হইয়া বাহির হইতে পারে না, এই কারণেই গদ্গদস্বর হইয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণের মতে স্বরভঙ্গকে গদ্গদ স্বর বলে, ইহা সাত্ত্বিক ভাবের অন্তর্গত; মদ, অতিশয় আহ্লাদ বা পীড়াই ইহার প্রতি কারণ।
"বিললাপ স বাষ্পা গদ্গদং সহজামপ্যহায় ধীরতাম্।" (রঘু)

গদ্গদক (ত্রি) গদ্গদে চাটু-বাক্যে কুশলঃ গদ্গদ-কন্ (আকর্ষাদিভ্যঃ কন্। পা ৫।২।৬৪) চাটুবাক্যনিপুণ।

গদ্গদধ্বনি (পুং) গদ্গদঃ কফাদিনা অব্যক্তধ্বানঃ। ১ অব্যক্ত ধ্বান। (ত্রি) গদ্গদোধ্বনির্যস্য বহুব্রী। ২ যাহার কথা স্পষ্ট হয় না, অব্যক্ত ধ্বনিযুক্ত।

গদ্গদস্বর (পুং) গদ্গদঃ কফাদিনা অব্যক্তঃ স্বরো ধ্বনিঃ। অব্যক্ত ধ্বনি।
"সগদ্গদস্বরং কিঞ্চিৎ প্রিয়ং প্রায়েণ ভাষতে।" (সাহিত্যদ°)

গদ্দি (দেশজ) ১ পরিহাস, কৌতুক।
২ হিমালয় ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী জাতিবিশেষ। গড়মুক্তেশ্বর, সরবা ও রামপুর অঞ্চলে অনেকের বাস। অনেকেই ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আচার-ব্যবহার অনেকটা ঘোষীর ন্যায়। [ঘোষী দেখ।]

গদ্য (ত্রি) গদ-যৎ (গদমদচর-যমশ্চানুপসর্গে। পা ৩।১।১০০) ১ কথনীয়, যাহা বলা হইবে।
"সন্থঃ কথং নিয়োগশ্চ গদ্যমেতৎ ত্বয়া মম।" (ভট্টি ৬। ৪৭)

(ক্লী) ২ শ্রব্যকাব্য বিশেষ, যাহা ছন্দোবন্ধে রচিত নহে। সাহিত্যদর্পণের মতে ছন্দোবন্ধহীন কাব্যকে গদ্য বলে। ইহা চারিভাগে বিভক্ত—মুক্তক, বৃত্তগন্ধি, উৎকলিকা-প্রায় ও চূর্ণক।

সমাসরহিত গদ্যভাগকে মুক্তক বলে। যথা, গুরুর্বচসি, পৃথুরুরসি, অর্জ্জুন যশসি ইত্যাদি। যে গদ্যভাগের কতক অংশে কোন একটী বৃত্তলক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহাকে বৃত্তগন্ধি বলে। যথা—"সমরকণ্ডূলনিবিড়ভুজদণ্ডকুণ্ডলীকৃতকোদণ্ড-শিঞ্জিনী টঙ্কারোজ্জাগরিতবৈরিনগরঃ" এই গদ্য ভাগের "কুণ্ডলীকৃতকোদণ্ড" এই অংশটুকু অনুষ্টুব্বৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে বৃত্তগন্ধি বলা যাইতে পারে।

দীর্ঘসমাসযুক্ত গদ্যকে উৎকলিকা প্রায় বলে। যথা "অণিশবিশ্রৃমরশিলিমুখনিকরবাবসরবিদালিতসমরপরিগতপবরবল-দল" ইত্যাদি।

অল্পসমাসযুক্ত এবং প্রসাদগুণভূষিত গদ্যকে চূর্ণক বলে। যথা, "গুণরত্নসাগর জগদেকনাগর কামিনীমদন জনরঞ্জন" ইত্যাদি।

ছন্দোমঞ্জরীর মতে গদ্য তিনপ্রকার—বৃত্তক, উৎকলিকা-প্রায় ও বৃত্তগন্ধি। কঠোর অক্ষরশূন্য অল্পসমাসযুক্ত গদ্যকে বৃত্তক বলে, ইহা বৈদর্ভী রীতিতে রচিত হয়। কঠোরাক্ষর ও বহুতর সমাসযুক্তকে উৎকলিকাপ্রায় এবং বৃত্তের একদেশযুক্তকে বৃত্তগন্ধি গদ্য বলে।

কাব্যাদর্শের মতে পাদলক্ষণরহিত পদসমূহকে গদ্য বলে। গদ্যকাব্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, কথা ও আখ্যায়িকা। (কাব্যাদর্শ ১ পরিচ্ছেদ।) [কাব্য দেখ।]

গদ্যাণ (পুং) পরিমাণবিশেষ। ভাবপ্রকাশের মতে দুই যবে এক গুঞ্জা, ৮ গুঞ্জায় এক মাষ এবং ৬ মাষ বা ৪৮ গুঞ্জায় এক গদ্যাণ হয়। কোন কোন বৈদ্যকের মতে, ৭ গুঞ্জায় এক মাষ, ৬ মাষে বা ৪২ গুঞ্জায় এক গদ্যাণ হয়।

গদ্যাণক (পুং) গদ্যাণ এব স্বার্থে কন্। ১ গদ্যাণ। ২ লীলাবতী উক্ত পরিমাণ বিশেষ। লীলাবতীর মতে ২ যবে এক গুঞ্জা, ৩ গুঞ্জায় এক বল্ল, ৮ বল্লে এক ধরণ ও ২ ধরণে এক গদ্যাণক হয়।

কোন কোন পুস্তকে 'গদ্যাণক' স্থলে গদ্যানক বা গদ্যালক এইরূপ পাঠও লক্ষিত হয়। কোন বৈদ্যকের মতে ৬৪ গুঞ্জা বা রতিতে এক গদ্যাণক হয়।

গদ্রা, ১ বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবারপ্রান্তের অন্তর্গত একটী নগর। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সহজানন্দ-প্রতিষ্ঠিত স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের এখানে একটী প্রধান আড্ডা আছে। এইখানে সহজানন্দ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ফৌজদারী আদালত, বালক ও বালিকাবিদ্যালয় এবং ঔষধালয় আছে।

২ সিন্ধুপ্রদেশের থর ও পার্কর জেলার অন্তর্গত উমারকোট তালুকের একটী নগর। এখানে প্রায় দুই সহস্র লোকের বাস।

গধালি, কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবারপ্রান্তের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। উজ্‌লবার রেল ষ্টেসন্ হইতে ৩॥০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত, এখানে তিনজন করদ সামন্তের অধীন তিনখানি গ্রাম আছে। আয় প্রায় ৯০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বরদার গাইকবাড়কে ১৬৯৯৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ৩০০৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধি দুভার, উ° প° প্রদেশের মজফরনগর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে দুই সহস্রাধিক লোকের বাস, তন্মধ্যে বলুচি মুসলমানই অধিক। এখানে কএকটী ইষ্টকালয়, তিনটী মস্‌জিদ্ ও প্রাত্যহিক বাজার আছে। এখানে চিনি ও লবণের ব্যবসাই অধিক। গ্রামের চারিদিকে সুন্দর উপবন।

গধিয়া, দক্ষিণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। গিরিজঙ্গলের ধারে অবস্থিত। ইহার মধ্যে দুইখানি গ্রাম দুইজন সামন্তের অধীন। আয় প্রায় ২৫০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বরদার গাইকবাড়কে ২৭৪৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ২০৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধুল, কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবারপ্রান্তের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ধোলা রেলপথের ২॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। দুইজন সামন্তরাজের অধীন। আয় প্রায় ৩০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বরদার গাইকবাড়কে ১৬৮৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ২৮৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধ্কা, কাঠিয়াবাড়ের হলার প্রান্তের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। একজন করদ সামন্তের অধীনে এখানে ছয়খানি গ্রাম আছে। রাজকোট হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। আয় ১০০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বৃটিশ গবমেণ্টকে ৪৬০৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ২০০৲ টাকা কর দিতে হয়।

গধ্য (ত্রি) [বৈ] গ্রহ-যৎ পৃষোদরাদি-বৎ নিপাতনে সাধুঃ। প্রাপ্য, যাহা পাইবার যোগ্য। "ত্বাং বাজী হবতে বাজিনেয়ো মহো বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ।" (ঋক্ ৬।২৬।২)

'গধ্যস্য প্রাপ্যস্য' (সায়ণ)।

গনতঙ্গ, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর বিভাগে স্থিত কুনাবার ও চীনসাম্রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী গিরিসঙ্কট। অক্ষা° ৩১° ৩৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৪৭´ পূঃ। ঐ সঙ্কটের উপর ঋষি গনতঙ্গ পর্ব্বত। ইহা উচ্চে ২১২২৯ ফিট হইবে। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থানসমূহ চিরদিনই বরফাবৃত থাকে। বরফাবৃত বলিয়া এই স্থানের পার্ব্বতীয় দৃশ্য ভয়াবহ ও পর্ব্বতটী দুরারোহ। এস্থানে কোন বৃক্ষাদি জন্মে না। গিরিসঙ্কট হইতে পর্ব্বত-শিখরের উচ্চতা ১৮২৯৫ ফিট।

গনুটিয়া, জেলা বীরভূমের অন্তর্গত পুকুর পরগণার একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৫২´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫২´৪৫´´ পূঃ। এই গণ্ডগ্রামখানি মোর (ময়ূরাক্ষী) নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত, এই স্থানে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে রেশমের চাষ হইত। গ্রামের সমস্ত অধিবাসীরা গুটী ভাঙ্গিয়া রেশম তৈয়ার করিয়া ইংরাজের কুঠিতে বিক্রয় করে। ইহাই তত্রত্য বাসন্দাদিগের একমাত্র জীবনোপায়।

খৃষ্টীয় ১৭৮৬ অব্দে ফ্রুসহার্ট সাহেব সর্ব্বপ্রথমে এইখানে

রেশমব্যবসায় জন্য একটী কুঠি নির্ম্মাণ করেন এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট হইয়া এই বীরভূমিজাত রেশম পাট করিয়া রপ্তানি করিতেন। গণুটিয়ায় আর সে পরিমাণে গুটির চাষ হয় না। ফ্রাসহার্ড সাহেবের ঐ কুঠি এক্ষণে কলিকাতার একজন ইংরাজ বণিক্ ক্রয় করিয়াছেন। তিনিই এখনকার স্বল্পজাত গুটি রেশম কলিকাতায় আমদানী করিয়া থাকেন।

গনিমর্দ্দী, বোম্বাই প্রদেশের সম্পর্গাও উপবিভাগের ১০ মাইল দক্ষিণে হিরেনন্দীহল্লী গ্রামের নিকটস্থ একটী পর্ব্বতশ্রেণী। ইহা সমতলক্ষেত্র হইতে ৬০০ ফিট উচ্চ। পর্ব্বতটী সমস্তই কালপাথরের।

গন্তব্য (ত্রি) গম-তব্য। গমনীয়, গমন করিবার যোগ্য।

"গন্তব্যমস্তি কিয়দিত্যসকৃদ্ব্রুবাণা
রামাশ্রুণঃ কৃতবতী প্রথমাবতারম্।" (উত্তরচরিত)

গন্তি (দেশজ) গণনা।

গন্তু (ত্রি) গম-কর্ত্তরি তুন্ (সিতনিগমিমসিসচ্যবিধাঞ্ ক্রুশিভ্যস্তুন্। উণ্ ১। ৭০) ১ পথিক। (উজ্জ্বলদত্ত) ২ গমনকর্ত্তা, যে গমন করে। (পুং) গম-ভাবে তুন্। ২ গমন।

"মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ।" (ঋক্ ১।৮৯।৯)

'গন্তোঃ" কৃপুস্তায়ুষো গমনাৎ পূর্ব্বং সায়ণ। সায়ণাচার্য্য 'গন্তোঃ' এই পদের সাধনপ্রণালীতে লিখিয়াছেন "গন্তোঃ 'ভাবলক্ষণে সেণ্' (পা ৩। ৪। ১৬) ইতি গমেস্তোসুন্ প্রত্যয়ঃ।" ইহাতে বোধ হয় যে সায়ণাচার্য্যের মতে গম ধাতুর উত্তর পাণিনির ৩।৪।১৬ সূত্র অনুসারে তোসুন্ প্রত্যয় হইয়া গন্তোঃ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পাণিনির ৩।৪।১৬ সূত্রে গমধাতুর পাঠ নাই, ভাষ্যকার, বৃত্তিকার বা বার্ত্তিককার ঐ সূত্র অনুসারে গন্তোঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ কোন উল্লেখ করেন নাই। এস্থলে সায়ণের মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ গমধাতুর উত্তর বাহুল্যে তোসুন্ প্রত্যয় হইয়া গন্তোস্ সিদ্ধ হয় এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে গন্তোস্ শব্দ এবং ঐ শব্দটী অব্যয়। ৩ সন্মার্গ, উৎকৃষ্ট পথ। "যুযোত ন অনপত্যানি গন্তোঃ" (ঋক্ ৩।৫৪।১৮) 'গন্তোঃ সন্মার্গাৎ।' সায়ণ। এ স্থলে সায়ণাচর্য্যের মতেও গম ধাতুর উত্তর তুন্ প্রত্যয়ে গন্তু পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'গন্তোঃ গম্ল গতৌ তুন্ প্রত্যয়ঃ।' সায়ণ।

গন্তৃ (ত্রি) গম-শীলার্থে-তৃণ্। ১ গমনশীল। ২ প্রাপ্তিশীল। শীলার্থে তৃণ্ করিয়া যে গন্তৃ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার কর্ম্মে ষষ্ঠী হয় না। "তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।" (গীতা ২।৫২) গম-কর্ত্তরি-তৃচ্। ৩ গমনকর্ত্তা, যে গমন করে। ইহার কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া গন্ত্রী শব্দ সিদ্ধ হয়।

গন্ত্রী (স্ত্রী) গম্যতেহনয়া গম-ষ্ট্রন্ (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ততো ঙীপ্। ১ বৃষবংনীয় শকট, গোরুর গাড়ী। ২ গমনকারিণী স্ত্রী।

"গন্ত্রী বসুমতীনাশমুদধিদৈবতানি চ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১০)

গন্ত্রীরথ (পুং) গন্ত্রীরথহব যদ্বা গন্ত্রীণাং গচ্ছন্তীনাং স্ত্রীণাং গমনায় রথঃ ৬তৎ। শকট। (অমর)

গন্দিকা (স্ত্রী) নগরীবিশেষ। এই শব্দটী সিন্ধ্বাদি গণান্তর্গত।

গন্ধ (পুং) গন্ধ পচাদিত্বাদচ্। ১ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ। প্রাচীন আর্য্য দার্শনিকগণের মতে কেবল পৃথিবীতেই গন্ধ আছে আর কোন পদার্থে গন্ধ নাই। জল প্রভৃতি অন্য যে কোন পদার্থে আপাততঃ গন্ধের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক জলাদির গন্ধ নহে, উহাদের সহিত মিশ্রিত পার্থিবাংশের গন্ধ আছে আর কোন পদার্থে গন্ধ নাই। জল প্রভৃতি অন্য যে কোন পদার্থে আপাততঃ গন্ধের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক জলাদির গন্ধ নহে, উহাদের সহিত মিশ্রিত পার্থিবাংশের গন্ধ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জলের গন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন, উট্ বহুদূর হইতে জলের গন্ধ পায়, ইহাই তাহাদের প্রধান প্রমাণ, উট্ যদি জলের গন্ধ না পাইত, তবে বহুদূর হইতে জলের অনুসরণ করিয়া জলের নিকটে উপস্থিত হইতে পারিত না। আধুনিক মত ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। আমরা বিশুদ্ধ পরিস্কৃত জলের কোন গন্ধ পাই না, কিন্তু নিকটে জলাশয় থাকিলে বায়ুর শীতল স্পর্শেই তাহার অনুমান করিয়া থাকি। বায়ু যে প্রকারে বহুদূরস্থিত পদার্থের গন্ধ লইয়া আমাদের নাসিকার নিকটে উপস্থিত হইলে আমরা দূরস্থিত পদার্থের গন্ধ পাইয়া থাকি, সেই প্রকার বায়ু জলের শীতলস্পর্শ (শীতল স্পর্শযুক্ত জলীয় সূক্ষ্মাংশও) বহন করিয়া থাকে, তাহাতে আমরা দূরস্থিত জলাশয়ের অনুমান করিতে পারি। আমাদের ন্যায় উটও দূরস্থিত জলের স্পর্শ অনুভব করিয়াই জলের অনুসরণ করিয়া থাকে। এইরূপ স্বীকার করিলেই চলিতে পারে। ইহা না করিয়া কোন উটের অনুরোধে মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য জলের গন্ধ স্বীকার করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বৈশেষিকদর্শনের উপস্কারপ্রণেতা শঙ্করমিশ্রের মতে গন্ধ নিত্য ও অনিত্য এই দুইভাগে বিভক্ত। নিত্য পৃথিবী বা পরমাণুতে যে গন্ধ আছে, তাহাই নিত্য, কখনও

তাহার বিনাশ হইবে না। ইহা ব্যতীত বালুক প্রভৃতি-জন্য পৃথিবীর গন্ধ অনিত্য, পাক প্রভৃতি কারণে বিনষ্ট হইয়া থাকে।(১)

মুক্তাবলীকার বিশ্বনাথের মতে সকল গন্ধই অনিত্য। তিনি নিত্য গন্ধ স্বীকার করেন না।

দার্শনিকের মতে এই গন্ধ আবার দুই প্রকার, সুরভি ও অসুরভি। মহাভারতের মতে গন্ধ দশভাগে বিভক্ত।(২) ১ ইষ্ট, ২ অনিষ্ট, ২ মধুর, ৪ অম্ল, ৫ কটু, ৬ নির্হারী, ৭ সংহত, ৮ স্নিগ্ধ, ৯ রূক্ষ ও ১০ বিশদ। ইহাদের মধ্যে কুস্তুরী প্রভৃতির গন্ধ ইষ্ট, বিষ্ঠাদির গন্ধ অনিষ্ট, মধুযুক্ত পুষ্পাদির গন্ধ মধুর, মরিচ প্রভৃতির গন্ধ কটু, হিঙ্গুর গন্ধ নির্হারী, মিশ্রিত গন্ধ চিত্র, সদ্য তপ্ত ঘৃতের গন্ধ স্নিগ্ধ, সর্ষপ তৈলের গন্ধ রূক্ষ, শালীতণ্ডুলের গন্ধ বিশদ ও তিন্তিড়ী প্রভৃতির গন্ধ অম্ল নামে বিখ্যাত।

কালিকাপুরাণের মতে সুরভি গন্ধ পাঁচভাগে বিভক্ত—চূর্ণীকৃত, ঘৃষ্ট, দাহাকর্ষিত, সম্মর্দ্দজ রস ও প্রাণীর অঙ্গসমুদ্ভব রস। গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ, গন্ধপত্র বা পুষ্পের চূর্ণ এই সকল প্রকার গন্ধকে চূর্ণীকৃত গন্ধ বলে। চন্দন, সরল ও নমেরুর ঘর্ষণ জন্য গন্ধ এবং অগুরু প্রভৃতি ঘর্ষণ দ্বারা যাহার গন্ধ নির্গত করিয়া দেবতাকে অর্পণ করা যায়, ইহাদিগকে ঘৃষ্ট গন্ধ বলে। দেবদারু, অগুরু, পদ্ম, গন্ধসার ও চন্দন-প্রিয়া চোয়াইয়া যে সুগন্ধি রস নির্গত হয়, তাহার নাম দাহাকর্ষিত গন্ধ। সুগন্ধ করবীর, বিল্ব, গন্ধিনী এবং তিলক প্রভৃতি নিষ্পীড়ন করিয়া যে রস গৃহীত হয়, তাহার নাম সম্মর্দ্দজগন্ধ। মৃগনাভি বা তাহার কোষ হইতে যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রাণ্যঙ্গজগন্ধ। ইহা স্বর্গবাসীদের অত্যন্ত আমোদপ্রদ। কর্পূর ও গন্ধ-সারাদি চূর্ণ এবং ঘৃষ্ট এই উভয়ের অন্তর্গত।

(কালিকাপুরাণ ৬৯ অধ্যায়।)

তন্ত্রসারের মতে মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা দেবতাদিগকে গন্ধ দিতে হয়। [গন্ধযুক্তি দেখ।]

২ লেশ। ৩ সম্বন্ধ। ৪ গন্ধক। ৫ গর্ব্ব। ৬ শোভাঞ্জন। (শব্দরত্নাবলী)

(১) "এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তং।" (বৈশেষিক সূ°) 'রূপা-দীনামেব চতুর্ণাং নিত্যেষ্বণাদেষু বর্ত্তমানাং নিত্যত্বমুক্তম্।' (উপস্কার)

(২) "ইষ্টশ্চানিষ্টগন্ধশ্চ মধুরোহম্লঃ কটুস্তথা।
নির্হারী সংহতঃ স্নিগ্ধো রূক্ষো বিশদ এব চ।
এবং দশবিধো জ্ঞেয়ঃ পার্থিবো গন্ধ ইত্যুত।" (ভারত ১৪।৫০ অঃ)

(ক্লী) ৭ কৃষ্ণাগুরু। (ত্রি) গন্ধোঽস্ত্যস্য অস্তি গন্ধ-অচ্। ৮ গন্ধযুক্ত, যাহার গন্ধ আছে। ৯ প্রতিবেশী।

বহুব্রীহি সমাস হইলে উৎ, পূতি, সু, ও সুরভিশব্দের পরবর্ত্তী গন্ধ শব্দের অকারের স্থানে ইকার হয়। যথা উদ্গন্ধিঃ, পূতিগন্ধিঃ, সুগন্ধি, সুরভিগন্ধিঃ।

গন্ধক (পুং) গন্ধোঽস্ত্যস্য গন্ধ-অচ্ ততঃ স্বার্থে কন্। ১ শিগ্রু বৃক্ষ। (শব্দরত্নাবলী) সজনা। ২ স্বনামখ্যাত উপধাতু-বিশেষ। পর্য্যায়—গন্ধাশ্মা, সৌগন্ধিক, গন্ধিক, সুগন্ধিক, গন্ধপাষাণ, পামাঘ্ন, গন্ধমোদন, পূতিগন্ধ, অতিগন্ধ, বর, সুগন্ধ, দিব্যগন্ধ, রসগন্ধক, কুষ্ঠারি, ক্রূরগন্ধ, কীটঘ্ন, শর-ভূমিজ, গন্ধী। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তীব্র, অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধিকর। (রাজনি°) কৃমি, প্লীহা ও নেত্র-রোগনাশক। (রাজবল্লভ)

ভাবপ্রকাশে গন্ধকের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।—কোন একদিন দেবী ভগবতী শ্বেতদ্বীপে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি আর্ত্তবরক্তে প্লাবিত হয়। পর্ব্বতনন্দিনী আস্তে ব্যস্তে সেই কাপড় পরিয়াই ক্ষীরসমুদ্রে স্নান করেন। ইহাতে রজঃ নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে গন্ধকের উৎপত্তি হয়। গন্ধক বর্ণভেদে চারিপ্রকার। রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। স্বর্ণসংস্কারবিষয়ে রক্তবর্ণ, রসায়নক্রিয়াতে পীতবর্ণ ও ব্রণ-আলেপন বিষয়ে শ্বেতবর্ণ গন্ধক প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক স্বর্ণসংস্কারাদি সমস্ত কার্য্যে প্রশস্ত, কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ম ভা°।) অশুদ্ধগন্ধক কুষ্ঠ, পিত্তরোগ ও ভ্রান্তিজনক এবং বীর্য্য, বল ও রূপনাশক, সুতরাং গন্ধক শোধন না করিয়া প্রয়োগ করিতে নাই।

গন্ধকশোধনপ্রণালী—একটী লৌহনির্ম্মিত পাত্রে ঘৃত চাপাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। ঘৃত উত্তপ্ত হইলে তাহার সমান পরিমাণ গন্ধকচূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। গন্ধক গলিয়া গেলে সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া দুগ্ধ মধ্যে ফেলিবে। এইরূপ করিলেই গন্ধক শোধিত হইবে। শোধিত গন্ধকের গুণ—কটু, তিক্ত, কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, ষড়্গুণবিশিষ্ট, পিত্ত-বৃদ্ধিকর, কটুপাক, রসায়ন এবং কণ্ডু, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ২ ভা°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে গন্ধকের শোধনপ্রণালী—একটী ভাঁড়ের মধ্যে দুগ্ধ ও ঘৃত রাখিয়া কাপড় দিয়া ভাঁড়ের মুখ বাঁধিয়া দিবে এবং তাহার উপরে গন্ধক রাখিয়া শরা ঢাকা দিয়া সন্ধিস্থানে লেপ দিবে। পরে মাটির মধ্যে পুতিয়া উপরে লঘু পট প্রদান করিলে গন্ধক গলিয়া দুগ্ধে

পতিত হইবে। এই বিশুদ্ধ গন্ধক ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবে। বিশুদ্ধ গন্ধকের গুণ—রসায়ন, সুমধুর, পাকে কটু ও উষ্ণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বীসর্পরোগনাশক। অগ্নিবৃদ্ধিকর, পাচন, আমশোধক ও নিবারক, কৃমিনাশক, বিষঘ্ন, পুত্রোৎপাদক, ইন্দ্রিয়ের বলকারক ও বীর্য্যপ্রদ। ইহা স্বর্ণ হইতেও অতিশয় বীর্য্যকর। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে গন্ধকশোধনের আর একটী উপায়ও লিখিত আছে,—গন্ধকচূর্ণ ভৃঙ্গরাজ রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইবে। এইরূপ তিনবার করিয়া কুলকাঠের আগুনে গলাইয়া বস্ত্রাবৃত পাত্রপূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসে ঢালিয়া দিবে। এইরূপ দুইবার করিয়া ধৌত ও শুষ্ক করিলে গন্ধক শুদ্ধ হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

পাশ্চাত্যমতে গন্ধক শুদ্ধ হরিদ্রাবর্ণ, কখন হরিদ্রাবর্ণের সঙ্গে অন্যান্য রঙের আভা থাকে। ইহা দহনশীল, কঠিন, ভঙ্গপ্রবণ, স্বাদবিহীন, ২২৬° ডিগ্রি উত্তাপে গলিয়া যায়। ৫৬০° ডিগ্রি উত্তাপে দগ্ধ হয়। পুড়িবার সময় ইহা হইতে এক প্রকার গন্ধ ও নীলবর্ণ শিখা বাহির হয়। অধিক উত্তাপে শিখা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। গন্ধক খনিজ, কিন্তু ধাতু নহে। খনিতে ইহা কখন স্বতন্ত্র, কখন বা সীসা, দস্তা, লোহা, বিষ, পারদ, লৌহ ও তাম্রের সহিত মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। সরিষার বীজের মধ্যেও গন্ধকের অংশ আছে। ডিম্বের শ্বেত অংশে ও মনুষ্যদেহের রক্তের মধ্যে গন্ধক দেখা গিয়া থাকে। খনিজ গন্ধকই সচরাচর ব্যবহার হয়। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত থাকিলে চোলাই করিয়া গন্ধক বাহির করিয়া লইতে হয়। দ্রবগন্ধক ছাঁচে ফেলিয়া গন্ধকের বাতি প্রস্তুত হয়। আগ্নেয়পর্ব্বতের পার্শ্বদেশেই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। য়ুরোপের স্পেন, সিসিলি, সুইজর্লণ্ড, আমেরিকায় ইউনাইটেডষ্টেট্‌স্ বা যুক্তরাজ্য, এসিয়ায়, পারস্য, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, বলুচীস্থান, আফগানস্থান, উত্তরব্রহ্ম, ভারতের মরিপাহাড়, দেরা-ইস্মাইল খাঁ, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। এক্ষণে দক্ষিণ ভারতে মসলিপত্তন, সালেম, কদাপা, ত্রিবাঙ্কুড়, ত্রিচিনপল্লী, উত্তর আরকট প্রভৃতি স্থান হইতে অল্প পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। ভারতের নানাস্থানে উষ্ণপ্রস্রবণে অনেক গন্ধক দেখা যায়। এরূপ উষ্ণপ্রস্রবণ যবদ্বীপ, সিলিবিশ প্রভৃতি নানাস্থানে আছে।

গন্ধক হইতে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে এদেশে গন্ধকের দেশলাই হইত। এখনকার অনেক দেশলাইয়ে গন্ধক দেওয়া হয়।

পাশ্চাত্যমতে গন্ধক হইতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। গন্ধকের ভাপ্‌রা লইলে রক্ত পরিষ্কার হয়। ফুস্‌ফুসের পীড়া, বুকে সর্দ্দিবসা, যক্ষ্মা, উদরাময়, ওলাউঠা, ক্রিমিরোগ, খোসপাঁচড়া, বসন্ত, বাত, বহুমূত্র, আমাশয় প্রভৃতি রোগে গন্ধকের প্রয়োগ বিশেষ উপকারজনক। কি হোমিওপ্যাথি, কি এলোপ্যাথী উভয়বিধ চিকিৎসাপ্রণালীতেই ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

গন্ধককজ্জলী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—কণ্টকারী, নিসিন্দা ও নাটাকরঞ্জের রস একটী পাত্রে রাখিয়া তাহাতে গন্ধক নিক্ষেপ করিবে এবং অল্প আগুণে জ্বাল দিবে। গন্ধক গলিয়া গেলে গন্ধকের সমান পরিমাণ পারা তাহাতে দিবে। যখন দেখিবে যে পারা ও গন্ধক মিশিয়াছে, তখন নামাইয়া মাড়িতে থাকিবে। এইরূপে মাড়িতে থাকিলে যখন উহা ঠিক কজ্জলবর্ণ হইবে, তখন ঔষধ প্রস্তুত হইল জানিবে। ইহার মাত্রা এক রতি। জীরা একমাষা, লবণ এক মাষা ও পানের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে ত্রিদোষজনিত জ্বর নাশ হয়। ঔষধ খাইয়া পরে উষ্ণজল পান করিবে। বমনে চিনি, আমে গুড়, ক্ষয়ে ছাগদুগ্ধ, রক্তাতীসারে কুরচীমূলের ছালের রস ও রক্তবমনে যজ্ঞডুমুরের রস অনুপানে সেবন করিলে ভাল হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

গন্ধকচূর্ণ (ক্লী) গন্ধকপ্রধানং চূর্ণং মধ্যপদলো°। গন্ধপ্রধান চূর্ণ, বারুদ।

গন্ধকদ্রাবক (ক্লী) ঔষধবিশেষ। [গন্ধদ্রাবক দেখ।]

গন্ধকন্দ (পুং) গন্ধপ্রধানঃ কন্দোঽস্য বহুব্রী। কশেরুবৃক্ষ, কেশুর। (বৈদ্যক)

গন্ধকস্তূরিকা (স্ত্রী) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধকস্তূরী (স্ত্রী) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধকারিকা (স্ত্রী) গন্ধং গন্ধপ্রধানং বেশাদিকং করোতি গন্ধ কৃ-ণ্বুল্-টাপ্-অতইত্বং। স্বৈরিন্ধ্রী, পরগৃহস্থিতা শিল্পনিপুণা স্বাধীনা রমণী; (হলা°)

গন্ধকালিকা (স্ত্রী) গন্ধকালী-কন্-টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বত্বঞ্চ। ব্যাসদেবের মাতা।

গন্ধকালী (স্ত্রী) গন্ধঃ প্রশস্তগন্ধস্তস্মৈ অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল্-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ব্যাসদেবের মাতা, ইহার অপর নাম সত্যবতী।

"অস্ত ত্বং জননীং ভীষ্ম! গন্ধকালীং যশস্বিনীম্।"
(হরিব° ২০।৫০) [সত্যবতী দেখ।]

২ কুম্ভীর-মূর্ত্তিধারিণী শাপভ্রষ্টা একটী অপ্সরা। হনুমানের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করে। (রামায়ণ)

গন্ধকাষ্ঠ (ক্লী) গন্ধযুক্তং কাষ্ঠমস্য বহুব্রী। ১ অগুরুচন্দন। (ত্রিকাণ্ড°) ২ শম্বর চন্দন। (রাজনি°)

গন্ধকুটী (স্ত্রী) গন্ধস্য কুটীব আধারঃ। ১ মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। (অমর)

গন্ধকুসুমা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং কুসুমং যস্যাঃ বহুব্রী। গণিকারী, গাণিয়ারী। (রাজনি°)

গন্ধকূটী (স্ত্রী) বৌদ্ধবিহারস্থ আরামস্থান।

"যাবৎ ভগবতা গন্ধকূট্যাং সাভিসংস্কারং পাদোন্যস্তঃ।"

দিব্যাবদানে পূর্ণাবদান।

গন্ধকেলিকা (স্ত্রী) গন্ধং কেলতি সঞ্চারয়তি কেল-ণ্বুল্-টাপ্ অত‍ইত্বং। কস্তূরী। (রাজনি°।) মৃগনাভি।

গন্ধকোকিলা (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা কোকিলাইব। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফনাশক, তিক্ত ও সুগন্ধি। (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধখেড় (ক্লী) গন্ধস্য খেলা যত্র বহুব্রী। লকারস্য ডকারঃ। ভূতৃণ, গন্ধবেণ। (রত্নমালা) ইহার পর্য্যায়—ভূতৃণ, রৌহিষ, গোময়প্রিয়, গন্ধতৃণ, সুগন্ধভূততৃণ, সুরস, সুরভি, সুগন্ধি, মুখবাস। ইহার গুণ—ঈষৎ তিক্ত, রসায়ন, স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, কফ, পিত্ত ও শ্রমনাশক এবং সুগন্ধি। (রাজনি°)

গন্ধগকুলা (গন্ধগোকুল শব্দজ) খট্টাশ।

গন্ধগোকুল (দেশজ) খট্টাশ। [খট্টাশ দেখ।]

গন্ধচেলিকা (স্ত্রী) গন্ধঃ চেলতি গচ্ছতি চেল-ণ্বুল্-টাপ্ অত‍ইত্বং। কস্তূরী, মৃগনাভি।

গন্ধজটিলা (স্ত্রী) গন্ধেন জটিলা ৩তৎ। বচা, বচ।

গন্ধজল (ক্লী) গন্ধাঢ্যদ্রব্যবাসিতং জলং মধ্যপদলো°। সুগন্ধি কুসুমাদি বাসিত জল, গোলাপজল প্রভৃতি।

"সিক্তাং গন্ধজলৈ রুপ্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ।"

(ভাগবত ১। ১১। ১৫)

গন্ধজাত (ক্লী) গন্ধো ব্যঞ্জনাদৌ জাতো যস্মং বহুব্রী। ১ তেজপত্র, তেজপাত। গন্ধানাং জাতং সমূহঃ ৬তৎ। ২ গন্ধসমূহ।

গন্ধজ্ঞা (স্ত্রী) গন্ধং জানাতি জ্ঞা কর্ত্তরি ক-টাপ্। নাসিকা। (হেম)

গন্ধতণ্ডুল (ক্লী) গন্ধঃ প্রধানং তণ্ডুলমস্য বহুব্রী। শালিবিশেষ, বাসমতী।

গন্ধতন্মাত্র (ক্লী) গন্ধস্য তন্মাত্রং ৬তৎ। সাংখ্যমতসিদ্ধ স্থূল পৃথিবীর কারণ সূক্ষ্ম দ্রব্য; ইহা আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া আমাদের ভোগ্য নহে। যোগীরা ও দেবগণই ইহা ভোগ করিয়া থাকেন। স্থূল পৃথিবীর গন্ধ আমরা যাহা অনুভব করিয়া থাকি, তাহা শান্ত, ঘোর বা মূঢ় অর্থাৎ সুখকর, দুঃখকর বা মোহজনক। কিন্তু গন্ধতন্মাত্রে যে গন্ধ আছে, তাহা শান্ত, ঘোর বা মূঢ় নহে। বৈদান্তিকগণ এই তন্মাত্রকেই অপঞ্চীকৃতভূত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা তন্মাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে পরমাণু (পৃথিবীর অতিশয় সূক্ষ্মাংশ, যাহাকে আর ভাগ করিতে পারা যায় না) তাহাই চরম অবয়ব—তাহার আর অবয়ব নাই। সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ঐ মতটী খণ্ডন করিয়াছেন। [তন্মাত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

গন্ধতূর্য্য (ক্লী) গন্ধে হিংসাস্থানে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহন্যমানং তূর্য্যং। রণবাদ্যবিশেষ। ইহার পর্য্যায়—রণতূর্য্য, মকাস্বন।

গন্ধতৃণ (ক্লী) গন্ধপ্রধানং তৃণং মধ্যপদলো°। গন্ধযুক্ত তৃণবিশেষ, বেণা। ইহার পর্য্যায়—সুগন্ধি, ভূতৃণ, সুরস, সুরভি, সুগন্ধি, মুখবাস। ইহার গুণ—ঈষত্তিক্ত, সুগন্ধি, রসায়ন, স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, কফ, পিত্ত ও শ্রান্তিনাশক। (রাজনি°)

গন্ধতৈল (ক্লী) গন্ধযুক্তস্য চন্দনস্য অগ্নিযোগেন জনিতং তৈলং মধ্যপদলো°। যন্ত্রপাকে উৎপন্ন গন্ধযুক্ত তৈলবিশেষ, চলিত কথায় চন্দনী আতর বলে।

"প্রদীপৈঃ কাঞ্চনৈস্তত্র গন্ধতৈলাবসেচিতৈঃ।" (ভারত ৯।৯৮অঃ)

২ সুশ্রুতোক্ত ঔষধ ও তৈলবিশেষ। ইহা পাক করিবার প্রণালী—কৃষ্ণতিল রাত্রিকালে জলে আলোড়িত করিবে এবং দিনে রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইয়া গো-দুগ্ধের ভাবন দিবে। তিন রাত্র বা সাত রাত্র এইরূপ করিয়া পরে মধু মিশ্রিত জলে ভাবনা দিবে। অনন্তর গো-দুগ্ধের ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। কাকোল্যাদিগণ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, কুড়, ধূনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শতপুষ্প, এই সকলের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত তিল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। গুড়ত্বক্, এলাচ, তেজপাত, নাগকেশর, কর্পূর, কক্কোল, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ ইহাদের যোগে দুগ্ধ পাক করিবে, সেই দুগ্ধযোগে এই সকল চূর্ণ পাক করিয়া তৈল বাহির করিবে এবং সেই তৈল চতুর্গুণ দুগ্ধযোগে পাক করিবে। ইহার পর এলাচ, শালপর্ণী, তেজপাত, জীরক, তগরপাদুকা, লোধ্, প্রপৌণ্ডরীক, শৈলজ, সৈরেয়ক, শুষ্ক ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, মধুলিকা, ও শৃঙ্গাটক একত্র পেষণ করিয়া উষ্ণ তৈলের সহিত অল্প অগ্নিতে একত্র পাক করিবে। ভগ্ন রোগের চিকিৎসায় সকল প্রকার কার্য্যেই এই তৈল প্রয়োগ করিবে। আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, তালুশোষ, অর্দ্দিত, সামক, বায়ুরোগ, মন্যা-স্তম্ভ, শিরোরোগ, কর্ণশূল, হনুগ্রহ, বধিরতা, তিমিররোগ

ও শুক্রক্ষয় অঙ্গ ক্ষীণতা এই সকল রোগে পানে মর্দ্দনে নস্তে বস্তিকার্য্যে ও ভোজনে এই তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহাতে গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মুখখানি পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও নিশ্বাস সুগন্ধযুক্ত হয়। ইহার নাম গন্ধতৈল; সকল প্রকার বায়ু জন্য বিকারের শান্তিকর। (সুশ্রুত, চি° ৪ অঃ)

গন্ধত্বচ্ (ক্লী) গন্ধ প্রধানা ত্বক্ যস্য বহুব্রী। এলবালুক। (রাজনি°)

গন্ধদলা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং দলং যস্যাঃ বহুব্রী। অজমোদা, বন-যমানী। (রাজনি°)

গন্ধদারু (ক্লী) গন্ধ প্রধানং দারু। চন্দন। (হেম°)

গন্ধদ্রব্য (ক্লী) গন্ধ প্রধানং দ্রব্যং। ১ নাগকেশর। (ত্রিকাণ্ড°) ২ তৈলপাক হইয়া আসিলে যে সকল দ্রব্য দিয়া ঔষধকে সুগন্ধি করিতে হয়, বৈদ্যকশাস্ত্রে তাহাকে গন্ধ বলে। এলাচ, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরা, কক্কোল, জটা-মাংসী, শঠী, শ্রীবাসচ্ছদ, চোরক, কর্পূর, শৈলজ, উশীর, কস্তূরী, নখী, রোহিষতৃণ, মুথা এবং লবঙ্গাদি ইহাদিগকে গন্ধদ্রব্য বলে। (বৈদ্যক)

গন্ধদ্রাবক (ক্লী) গন্ধযুক্তং দ্রাবকং। প্লীহাদি রোগনাশক ঔষধবিশেষ। একপ্রকার আরক। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী বঙ্গ বা গন্ধক এবং সোরা যন্ত্রযোগে পৃথক্‌ভাবে পোড়াইয়া তাহাদের ধূম সীসার পাত্রে অম্বুবাষ্পের সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহাকেই গন্ধদ্রাবক বলে। ইহার গুণ অগ্নি-বীর্য্য, অতিশয় উগ্র, প্লীহাদি পীড়ানাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, সকল প্রকার উদররোগবিনাশক। রক্তস্রাব, অতিশয় ঘর্ম্ম, বিসূচী, তরুণজ্বর ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। পরিমিত দ্রাবক চৌদ্দগুণ জলের সহিত মিশাইয়া ১ বিন্দু পান করিবে। ইহা অতিশয় দাহকর। জল ব্যতীত পান করিবে না। (আত্রেয়সংহিতা)

গন্ধদ্রাবককে ইংরাজীভাষায় Sulphuric Acid বা Oil of Vetriol বলে। উহা কখন কখন আগ্নেয় পর্ব্বতের নিকটে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ঔষধাদিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা গন্ধক ও সোরা হইতে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। প্রস্তুতের প্রণালী আত্রেয়-সংহিতায় লিখিত প্রণালীর অনেকটা অনুরূপ।

গন্ধদ্বিপ (পুং) গন্ধপ্রধানো মদগন্ধযুক্তো দ্বিপঃ। মদগন্ধ যুক্ত হস্তী, উৎকৃষ্ট হস্তী।

"গন্ধদ্বিপস্যেব মতঙ্গজৌঘঃ।" (কিরাত ১৭।১৭)

গন্ধধারিন্ (ত্রি) গন্ধং গন্ধযুক্তং দ্রব্যং ধারয়তি ধারি-ণিনি। ১ যে গন্ধদ্রব্য ধারণ করে। (পুং) ২ মহাদেব।

"অজশ্চ বহুরূপশ্চ গন্ধধারী কপর্দ্দ্যপি।" (ভারত অনু° ১৭ অঃ)

গন্ধধূমজ (পুং) গন্ধস্য গন্ধাঢ্যস্য ধূমাৎ জায়তে গন্ধধূম-জন-ড। স্বাহুনামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধধূলি (স্ত্রী) গন্ধযুক্তো ধূলিশ্চূর্ণো যস্যাঃ বহুব্রী। কস্তূরী।

গন্ধন (ক্লী) গন্ধ-ল্যুট্। ১ উৎসাহ। ২ প্রকাশ। ৩ হিংসা। ৪ সূচন। (মেদিনী) ৫ তৃণভেদ, গন্ধতৃণ। (শব্দার্থচিন্তা°)

"বাগতিগন্ধনয়োঃ।" (কলাপ, ধাতুপাঠ)

গন্ধনকুল (পুং) গন্ধঃ গন্ধপ্রধানো নকুল ইব। ছুছুন্দরী, ছুঁচো। (হারাবলী)

গন্ধনাকুলী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তা নাকুলী। ১ রাস্নাবিশেষ, স্থান-বিশেষে ইঁহাকে গন্ধরাস্না বলে। (Opioxyton Serpen-tiuum) ইহার পর্য্যায় মহাসুগন্ধা, সুবহা, সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক্, বিষমর্দ্দনিকা, অহিমর্দ্দনী, মহাহিগন্ধা, অহিলতা। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ত্রিদোষনাশক ও বিষঘ্ন। (ভাবপ্রকাশ)

২ চবিকা, চই। ৩ কন্দবিশেষ, নাই।

গন্ধনামন্ (পুং) গন্ধেতি পদযুক্তং নাম যস্য বহুব্রী। রক্ত তুলসী, লালতুলসী।

গন্ধনাম্নী (স্ত্রী) গন্ধনামন্ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ক্ষুদ্ররোগবিশেষ।

গন্ধনালিকা (স্ত্রী) গন্ধস্য গন্ধজ্ঞানস্য নালিকা ইব। নাসিকা।

গন্ধনালী (স্ত্রী) গন্ধস্য নালীব। নাসিকা। (ত্রিকাণ্ড°)

গন্ধনিলয়া (স্ত্রী) গন্ধস্য নিলয়ো বাসোযত্র বহুব্রী। নবমল্লিকা।

গন্ধনিশা (স্ত্রী) গন্ধেন নিশা হরিদ্রাইব। গন্ধপত্রা, শঠীবিশেষ।

গন্ধপ (ত্রি) গন্ধং পিবতি গন্ধ-পা-ক। দেবতাবিশেষ।

"আভাস্বরা গন্ধপা দৃষ্টিপাশ্চ
বাচা বিরুদ্ধাশ্চ মনো বিরুদ্ধাঃ।" (ভারত° অনু ১৮ অঃ)

গন্ধপত্র (ক্লী) গন্ধযুক্তং পত্রং। ১ পচা পাতা। ইহার গুণ বাতনাশক, শীতল ও অগ্নিবৃদ্ধিকর।

"গন্ধাঢ্যা সৌরভেয়ীচ গন্ধপত্রং নপুংসকম্।
গন্ধপত্রং বাতহরং শীতলং বহ্নিবর্দ্ধনম্॥" (বৈদ্যক)

(পুং) গন্ধযুক্তং পত্রং যস্য বহুব্রী। ২ শ্বেততুলসী। (রত্নমালা) ২ মরুবক বৃক্ষ। ৩ বর্বর। ৪ নাগরঙ্গ। ৫ বিল্ব। (রাজনি°)

গন্ধপত্রা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী, ততঃ টাপ্। শঠীবিশেষ, মালবদেশে চলিত কথায় পলাশ বলে। ইহার পর্য্যায়—স্থূলা, তিক্তকন্দিকা, বনজা, শঠিকা, বন্ধ্যা, তবক্ষীরী, একপত্রিকা, গন্ধপীতা, পলাশাস্তা, গন্ধাঢ্যা, গন্ধপত্রিকা, দীর্ঘপত্রা, গন্ধনিশা, বেদমুখ্যা, সুপাকিনী।

ইহার গুণ—কটু, স্বাদু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফ, বাত, কাস, ছর্দ্দি ও জ্বরনাশক, এবং পিত্তকোপবৃদ্ধিকর। (রাজনি°)

গন্ধপত্রিকা (স্ত্রী) গন্ধপত্রা সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অতইত্বঞ্চ। ১ গন্ধপত্রা। ২ অজমোদা। (রাজনি°)

গন্ধপত্রী (স্ত্রী) গন্ধপত্র-ঙীষ্। ১ অশ্বঠা, দক্ষিণাপথে অশ্বাড়া নামে প্রসিদ্ধ। ২ অশ্বগন্ধা। ৩ অজমোদা, বনযোয়ান।

গন্ধপর্ণ (ক্লী) গন্ধযুক্তং পর্ণমস্য বহুব্রী। গন্ধপত্র।

গন্ধপলাশিকা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পলাশমস্যা বহুব্রী, কপ্ টাপ্, অতইত্বং। হরিদ্রা। (হারাবলী) কোন কোন বৈদ্যকের মতে গন্ধপলাশিকা শব্দে গন্ধপত্রাও বুঝায়।

গন্ধপলাশী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পলাশং যস্যাঃ বহুব্রী। শঠী। (ভাবপ্রকাশ) কোন বৈদ্যকের মতে গন্ধপত্রাও বুঝায়।

শব্দার্থচিন্তামণির মতে ইহার গুণ—কষায়, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু, মলনাশক, কাস, ব্রণ, শ্বাস, শূল ও হিক্কানাশক।

গন্ধপাষাণ (পুং) গন্ধযুক্তঃ পাষাণঃ। উপধাতুবিশেষ, গন্ধক।

"গন্ধপাষাণচূর্ণেন যবক্ষারেণ লেপিতম্।
সিধ্মনাশং ব্রজত্যাশু কটুতৈলযুতেন চ॥" (চক্রপাণি° কুষ্ঠরো°)

গন্ধপিশাচিকা (স্ত্রী) গন্ধেন পিশাচান্ কিরতি দূরীকরোতি যয়া গন্ধেন পিশাচান্ কৃণাতি হন্তি পিশাচ-কৃ-ড, পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ, বাহুলকাৎ টাপ্। ধূপ। (হেম°) ধূপ-গন্ধ পাইলে পিশাচেরা দুঃখিত হইয়া পলায়ন করে বলিয়া উহাকে গন্ধ-পিশাচিকা বলে।

গন্ধপীতা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পীতং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। ১ শঠীবিশেষ। ২ গন্ধপত্রা। (রাজনি°)

গন্ধপুষ্প (পুং) গন্ধযুক্তং পুষ্পং যস্য বহুব্রী। ১ বেতস বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ অঙ্কোট বৃক্ষ, ধলা আকড়া। (জটাধর) ৩ বহুবার বৃক্ষ, চাল্‌তে গাছ। ৪ অশোক বৃক্ষ। (রাজনিঃ) (ক্লী) গন্ধযুক্তং পুষ্পম্। ৫ গন্ধযুক্ত পুষ্প।

(দ্বি) (ক্লী) গন্ধশ্চ পুষ্পঞ্চ ইতরেতরদ্ব°। ৬ গন্ধ ও পুষ্প। "অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং কেবলেন জলেন বা।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

গন্ধপুষ্পক (পুং) গন্ধপুষ্প সংজ্ঞার্থে কন্। বেতস বৃক্ষ।

গন্ধপুষ্পা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ নীলী-বৃক্ষ। ২ কেতকীবৃক্ষ। ৩ গণিকারীবৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধপ্রিয় (ত্রি) গন্ধঃ প্রিয়ো যস্যাঃ বহুব্রী। যাহার গন্ধ অতিশয় প্রিয়।

গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা প্রিয়ঙ্গুকা, প্রিয়ঙ্গুবিশেষ। [প্রিয়ঙ্গু দেখ।]

গন্ধফণিজ্ঝক (পুং) গন্ধপ্রধানঃ ফণিজ্ঝকঃ। রক্ত তুলসী বৃক্ষ। (রত্নমালা)

গন্ধফল (পুং) গন্ধযুক্তং ফলং যস্য বহুব্রী। ১ কপিত্থবৃক্ষ, কৎবেল। ২ বিল্ববৃক্ষ। ৩ তেজঃফলবৃক্ষ, চলিত কথায় তেজ বল। (রাজনি°)

গন্ধফলা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং ফলং যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। ১ প্রিয়ঙ্গু-বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ মেথিকা। ৩ বিদারী, ভূঁইকুমড়া। ৪ শল্লকীবৃক্ষ। (রাজনিঃ)

গন্ধফলী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তং ফলং যস্যাঃ বহুব্রী, ততো গৌরাদি-ত্বাৎ ঙীষ্। ১ চম্পককলিকা, কাঁটালে চাঁপা। ২ প্রিয়ঙ্গু।

গন্ধবণিক্ (জ) (পুং) গন্ধস্য আমোদযুক্তদ্রব্যস্য বণিক্ ৬তৎ। চলিত কথায় "গন্ধবেনে," বা "গন্ধবেণিয়া," কোথাও কোথাও ইহাদিকে "পুটুলি" বলিয়া থাকে।

এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক লোকে অনেক প্রকার বলিয়া থাকে। ইহারা আপনাদিগকে বৈশ্য জাতির অন্তর্গত ও চাঁদসওদাগরের বংশসম্ভূত বলিয়া মনে করে। কেহ কেহবা পদ্মপুরাণোক্ত শাচরাজকেই তাহাদিগের বংশের আদিপুরুষ বলিয়া জানে। এইরূপ আপনাদিগকে বৈশ্য জাতিভুক্ত করিলেও তাহারা কোনকালে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে নাই বা বিবাহাদি শুভকার্য্যে ঐ জাতির মত কুশণ্ডিকা নাই; আগরওয়ালা বেণিয়ার মত ১৩ দিন মৃতাশৌচের পরিবর্ত্তে শূদ্রের ন্যায় ১ মাস অশৌচগ্রহণ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পরশুরামপদ্ধতি ও রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালার মতে—

"অম্বষ্ঠাৎ রাজপুত্র্যাঞ্চ জায়তে গান্ধিকো বণিক্।
গন্ধচন্দনধূপাদিক্রয়বিক্রয়কারকঃ॥"

অম্বষ্ঠের ঔরসে রাজপুতমহিলার গর্ভে গন্ধবণিকের জন্ম, গন্ধ, চন্দন ও ধূপাদির ক্রয় ও বিক্রয় ইহাদের উপজীবিকা।

প্রবাদ আছে, কংসরাজসভায় কুব্জাদাসী রাজসদনে ফুল-চন্দন প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য যোগাইত। যখন কৃষ্ণ মথুরায় কংসপুরে যাইতেছেন, পথে এই কুব্জার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই কুব্জাদাসীকে সুন্দরী করিয়া নিজের পাটরাণী করেন। ঐ কুব্জাগর্ভপ্রসূত কুমারই সর্ব্বপ্রথমে গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করেন এবং তিনিই গন্ধবণিকের আদি পিতা। অপর একটী প্রচলিত প্রবাদ এই, যে দেবাদিদেব শিবের দুর্গার সহিত বিবাহের সময় গন্ধদ্রব্য প্রয়োজন হওয়ায় তিনি প্রথমে নিজ কপালদেশ হইতে "দেশ" গন্ধবণিক, বগল হইতে "শঙ্খ", নাভি হইতে "আঁউত" ও পাদদেশ হইতে "ছত্রিশ" এই চারিজনকে সৃষ্টি করিলেন।

গন্ধবণিক্ জাতির মধ্যে আঁউতাশ্রম, ছত্রিশাশ্রম, দেশা-শ্রম ও শঙ্খাশ্রম এই চারিটী নামধের শ্রেণী বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কালম্যান, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ,

কৃষ্ণাত্রের, মৌদ্গল্য, নৃসিংহ, রাজর্ষি, সাবর্ণ ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্র আছে। দেশাশ্রমী গন্ধবণিকের মধ্যে সাহা, সাধু, লাহা, ও খাঁ এবং আঁউতাশ্রমীদিগের মধ্যে দত্ত, দে, ধর, ধার, কর, নাগ প্রভৃতি পদবী প্রচলিত দেখা যায়। ঢাকা জেলায় উপরিলিখিত শেষোক্ত তিনটী আশ্রমের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানপ্রথা ও ভোজনাদি প্রচলিত আছে।

গন্ধবণিকেরা বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। বর ও কন্যা পক্ষের সাংসারিক অবস্থানুসারে কন্যাপণ দিতে হয়। বিক্রমপুরের গন্ধবণিকেরা বংশমর্য্যাদায় উন, তাহারা নিম্নশ্রেণীর ঘরে কন্যার বিবাহে বেশী পণ লইয়া থাকে এবং পুত্রাদির বিবাহে অল্প পণ দিয়া থাকে। ঢাকা সহরে গন্ধবণিক্‌দিগের ছয়টী দল আছে, তাহাদের মধ্যে বংশমর্য্যাদায় মান্য গণ্য এক এক ব্যক্তি দলপতি আছেন। ছয় দলের মধ্যে একটী দলের বিবাহ রীতি কিছু নূতন ধরণের। বর বিবাহ করিতে আসিয়া একটী চাঁপা গাছে চড়িয়া বসে, তাহার পর কন্যাকে একখানি চৌকি বা পিঁড়িতে বসাইয়া সাতবার বরকে প্রদক্ষিণ করান হয়। যেথানে চাঁপা গাছ পাওয়া যায় না, সেইথানে চাঁপা গাছের ডাল কাটিয়া বা চাঁপা কাঠের নির্ম্মিত তক্তায় বরকে বসিতে দেওয়া হয়। অন্যান্য দলেরা শূদ্রের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকে। ইহারা প্রকাশ্যভাবে উপরিউক্ত দলের সহিত সামাজিকতা রাখে না, কিন্তু গোপনে পরস্পরের মধ্যে যাওয়া আসা চলিত হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সময়ে বরকন্যা উভয়কেই লালপাড় জরদ চেলী পরিতে হয়। কন্যাকে বিবাহের দশদিন পর পর্য্যন্ত ঐ চেলী পরিয়া থাকিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে দুই বা বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। তবে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সন্তানাদি না হইলে, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে বাধা নাই। বিবাহবন্ধনচ্ছেদ বা বিধবার বিবাহ একবারে নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোক অসতী (পরপুরুষগামী) জানিতে পারিলে তাহাকে জাতি ও হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার স্বামী তাহার মূর্ত্তি গড়িয়া দাহকার্য্য সম্পন্ন করে এবং তজ্জন্য একটী মিথ্যা শ্রাদ্ধও সম্পন্ন হয়।

ইহাদের ক্রিয়াকলাপাদি সমস্তই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মত। কায়স্থজাতির যাহা নিষিদ্ধ, তাহা ইহারাও মানিয়া চলে। ইহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব, কতকগুলি শাক্ত ও অল্প শৈব দেখা যায়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ইহারা একটী পাত্রে সিন্দুর মাখাইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়ি, বাটখারা ও হিসাবের খাতা রাখিয়া ষোড়শোপচারে নিজ নিজ ইষ্টদেবীর পূজা করিয়া থাকে। গন্ধেশ্বরী ইহাদেরই ইষ্টদেবী। ব্রাহ্মণেরা আসিয়া গন্ধেশ্বরী মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন।

ইহারা নানাবিধ মসলা চন্দনাদি দ্রব্য ও নানাবিধ গাছ গাছড়া ও ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে ইহারা বিলাতজাত নানাপ্রকার দ্রব্যেরও ব্যবসা করিতেছে। এবং অধীত বিদ্যা না থাকিলেও ইহারা কতক কবিরাজী ঔষধের ব্যবস্থা দিতে পারে। জাত ব্যবসা করিয়া ইহারা এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে যে সহজেই লবণ ও কোনরূপ খনিজ পদার্থের বিভিন্নতা ধরিতে পারে। অল্প স্বল্প রোগ হইলে ইহারা ঔষধ দিয়া থাকে। হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহাদিগকে "পন্‌সারী" বলে। একখানি পন্‌সারীর (বেনের) দোকানে প্রায় ৩৬০ রকম ঔষধ পাওয়া যায়। ইহারা নিজ হইতেই নানাবিধ পাচনাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

এই গন্ধবণিক্‌দিগকে বর্ত্তমান সময়ে অনেকে নবশাকের অন্তর্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, 'পরাশরপদ্ধাততে'ও নবশাক বলিয়া ইহাদের কোন উল্লেখ নাই।

গন্ধবন্ধা (স্ত্রী) গন্ধস্য বন্ধো গ্রহণং যয়া বহুব্রী, টাপ্। নাসিকা। (শব্দরত্না°)

গন্ধবন্ধু (পুং) গন্ধং বধ্নাতি বন্ধ-উণ্ যদ্বা গন্ধস্য বন্ধুরিব। আম্রবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) গন্ধবশিষ্ট। (গীতগো°)

গন্ধবহল (পুং) গন্ধো বহলো বহুলোঽস্য বহুব্রী। তিতার্জ্জক।

গন্ধবহুল (পুং) গন্ধো বহুলো যস্য বহুব্রী। গন্ধশালি।

গন্ধবহুলা (স্ত্রী) গন্ধো বহুলো যস্যাঃ বহুব্রী তত° টাপ্। গোরক্ষীবৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধভদ্রা (স্ত্রী) গন্ধো ভদ্রং রোগনাশকো যস্যাঃ বহুব্রী। গন্ধোলা, গন্ধভাদলী। (শব্দরত্না°)

গন্ধভাদালী (গন্ধভদ্রা শব্দজ) গন্ধোলী।

গন্ধভাণ্ড (পুং) গন্ধস্য ভাণ্ড ইব। গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ, গাঁধিভাঁট। (শব্দরত্নাবলী) ইহার পর্য্যায় নন্দিবৃক্ষ, তাম্রপাকী, ফলপাকী, পীতক, গন্ধমুণ্ড ও ক্ষিপ্রপাকী। (বৈদ্যকরত্নমালা)

গন্ধমাংসী (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা মাংসী। জটামাংসীবিশেষ। ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ, কেশর জটার সদৃশ। পর্য্যায়—কেশী, ভূতজটা, পিশাচী, পূতনা, ভূতকেশী, লোমশা, জটালা, লঘুমাংসী। ইহার গুণ—তিক্ত, শীতল, কফ, কণ্ঠরোগ, রক্তপিত্ত, বিষ ও জ্বরনাশক এবং কান্তিপ্রদ। (রাজনি°)

[জটামাংসী দেখ।]

গন্ধমাতৃ (স্ত্রী) গন্ধস্য মাতা জননী ৬তৎ। পৃথিবী। (হেম)

গন্ধমাদ (পুং) ১ রামের সৈন্য একটী বানর। (ভাগব° ৯।১০।১৯) রামরাবণের যুদ্ধে ইহার যুদ্ধকৌশলের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ১ শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে জাত অক্রূরের ভ্রাতা। (ভাগবত ৯।১৪।৯০)

গন্ধমাদন (পুং ক্লী) গন্ধেন মাদয়তি মদ-ণিচ্-ল্যু। ১ পর্ব্বত-বিশেষ। গন্ধমাদন শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই পুংলিঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

"তথৈবাপরেণ পূর্ব্বেণ চ মাল্যবদ্গন্ধমাদনৌ নীলনিষধায়তৌ।" (ভাগবত ৫।১৬।১০২) কোন কোন স্থলে ক্লীব-লিঙ্গেও প্রয়োগ আছে—"যস্য চোপবনং বাহ্যং গন্ধবদ্গন্ধমাদনং" (কুমার) বাস্তবিক এই পাঠটী আধুনিক, প্রাচীন পুস্তকে "সুগন্ধির্গন্ধমাদনঃ" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

গোলাধ্যায়ের মতে, গন্ধমাদনপর্ব্বত রোমকপত্তনের উত্তরে, কেতুমাল ও ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত। এই পর্ব্বতটী নীল ও নিষধ পর্য্যন্ত আয়ত। বিষ্ণুপুরাণের মতে ইহা সুমেরুপর্ব্বতের দক্ষিণদিকে তাহার বিষ্কম্ভরূপে অবস্থিত। ইহাতে জম্বু নামক একটী কেতুবৃক্ষ আছে। এই পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে চৈত্ররথ, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরে নন্দন নামক চারিটী মনোহর উপবন আছে। দেবগণ এই সকল উপবনে মনের সুখে বিচরণ করিয়া থাকেন। গন্ধমাদন কিম্পুরুষ, সিদ্ধ ও চারণগণের আবাসস্থান। বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী, কিন্নর ও কিন্নরীগণ সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে। শাল, তমাল, পাটল, বকুল প্রভৃতি বিটপি-শ্রেণী মালার ন্যায় ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। সানুদেশে বিমল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ কলহংস ও সারসগণ বিচরণ করিয়া থাকে। (ভারত বন ১৫৮ অঃ)

বিষ্ণুপুরাণের মতে এই পর্ব্বতে মহাভদ্র নামে একটী বৃহৎ দেবভোগ্য সরোবর আছে। (১) কিন্তু সিদ্ধান্তশিরোমণির "সন্ত্যংস্তথৈতেষ্বরুণঞ্চ মানসং মহাহ্রদং শ্বেতজলং যথাক্রমং" এই বচন অনুসারে জানা যায় যে, গন্ধমাদনে মানস-সরোবর আছে, কেহ কেহ কল্পভেদে একটী সরোবরেরই দুইটী নাম হইয়াছে এইরূপ স্বীকার করিয়া বিরোধ ভঞ্জন করেন। মানসসরোবর হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের মধ্যে। [মানস দেখ।]

২ গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থিত একটী বন। ৩ গন্ধমাদন পর্ব্বত-নিবাসী একটী বানর, রামরাবণযুদ্ধে রামের সহায়তা করে। "গন্ধমাদনবাসী চ প্রথিতো গন্ধমাদনঃ।" (ভারত বন ২য় অঃ।)

৪ উড়িষ্যার কেউঞ্ঝর রাজ্যের অন্তর্গত একটী পাহাড়। অক্ষা° ২১° ৩৮′ ১২″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ৩২′ ৫৬″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত একটী গিরিশৃঙ্গ, ইহার উচ্চতা ৩৪২৯ ফিট্।

গন্ধমাদনী (স্ত্রী) গন্ধেন মাদয়তেঽনয়া গন্ধমাদি-ণিনি। ১ মদিরা। ২ বন্ধ্যার। ৩ চৌড়া নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধমাদিনী (স্ত্রী) গন্ধেন মাদয়তি গন্ধ-মদ-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্। ১ লাক্ষা। ২ মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধমাদ্রিকা (স্ত্রী) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধমাদ্রী (স্ত্রী) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

গন্ধমার্জার (পুং) গন্ধপ্রধানো মার্জারঃ। খট্টাশ, খটাস।

গন্ধমালতী (স্ত্রী) গন্ধেন মালতীব। লতাবিশেষ। ইহার গুণ গন্ধকোকিলার তুল্য।

"গন্ধকোকিলয়া তুল্যা বিজ্ঞেয়া গন্ধমালতী।" (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধমালিনী (স্ত্রী) গন্ধমালা অস্ত্যস্যাঃ গন্ধমালা ইনি ঙীপ্। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধমাল্য (ক্লী) [দ্বি] গন্ধশ্চ মাল্যঞ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব। গন্ধ ও মাল্য।

"অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতঃ।" (ছান্দোগ্য উপ° ৮।২।৬)

গন্ধমুখা (স্ত্রী) গন্ধো মুখে যস্যাঃ বহুব্রী। ১ ছুছুন্দরী, ছুঁচা। (শব্দার্থচিন্তা°) ১ (ত্রি) ২ যাহার মুখে গন্ধ আছে।

গন্ধমুণ্ড (পুং) গন্ধং অপরগন্ধঃ মুণ্ডয়তি নিবারয়তি গন্ধ-মুড়ি-ণিচ্-অণ্। লতাবিশেষ, গন্ধভাদালিয়া। ইহার পর্য্যায় নন্দীবৃক্ষ, তাম্রপাকী, ফলপাকী, পীতক, গর্দ্দভাণ্ড, ক্ষিপ্র-পাকী। (বৈদ্যক)

গন্ধমূল (পুং) গন্ধপ্রধানং মূলং যস্য বহুব্রী। কুলঞ্জনবৃক্ষ।

গন্ধমূলক (পুং) গন্ধমূলএব গন্ধমূল স্বার্থে কন্। ১ শটী। (শব্দরত্না°) ২ কচ্ছুর, খোস। (রাজনি°)

গন্ধমূলা (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানং মূলং যস্যাঃ বহুব্রী, ততঃ টাপ্। ১ শল্লকী। ২ শটী। (রাজনি°)

গন্ধমূলিকা (স্ত্রী) গন্ধমূলা কন্ টাপ্ ইত্বঞ্চ। ১ মাকন্দী। ২ শটী। (রাজনি°)

গন্ধমূলী (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানং, মূলং যস্যাঃ বহুব্রী। ততো জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শটী। (অমর ২।৪।১৪৫।) ২ শল্লকী (রাজনি°)

গন্ধমূষিক (পুং) গন্ধপ্রধানো মূষিকঃ। ছুছুন্দরী।

গন্ধমূষা (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা মূষী। ছুছুন্দরী। (হেম°)

গন্ধমৃগ (পুং) গন্ধপ্রধানো মৃগঃ। ১ কস্তূরী মৃগ। যে মৃগ হইতে কস্তূরী পাওয়া যায়। ২ খট্টাশ, খটাস।

(১) "অরুণোদং মহাভদ্রং সশিতোদং সমানসম্। সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্ব্বদা।" (বিষ্ণুপুরাণ)

গন্ধমৈথুন (পুং) গন্ধেন যোনিগন্ধগ্রহণেন মৈথুনং মৈথুনারম্ভো যস্য বহুব্রী। বৃষ। (জটাধর)

গন্ধমোজবাহ (পুং) শ্বফল্কের পুত্রের নাম। (বিষ্ণুপু°)

গন্ধমোদন (পুং) গন্ধেন মোদয়তি আহ্লাদয়তি গন্ধ-মুদ-ণিচ্-ল্যুট্। গন্ধক। (রাজনি°)

গন্ধমোদিনী (স্ত্রী) গন্ধেন মোদয়তি মুদ-ণিচ্-ণিনি ঙীপ্। ১ চম্পককলিকা, কাঁটালেচাঁপা। ২ চম্পকপুষ্পকলিকা।

গন্ধমোহিনী (স্ত্রী) গন্ধেন মোহয়তি মুহ-ণিচ্-ণিনি। চম্পককলিকা। (রাজনি°)

গন্ধযুক্তি (স্ত্রী) গন্ধানাং গন্ধদ্রব্যাণাং যুক্তিঃ যোগঃ ৬তৎ। গন্ধদ্রব্যের যোগবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় ইহার প্রস্তুত-প্রণালী। ও গুণাদি এইরূপ লিখিত আছে—

যাহার কেশ শুক্ল হইয়াছে, কাপড় ও অলঙ্কারাদি কিছুই তাহাকে ভাল দেখায় না, কেশের শোভায় মনুষ্যকে সর্ব্বদাই শোভিত দেখায়। বলিতে গেলে কেশই মানুষের প্রকৃত মনোহর ও শোভাকর অলঙ্কার। কিন্তু মনুষ্যের এই অনুপম অলঙ্কারটী বড় বেশী দিন স্থায়ী নহে, অল্পদিন মধ্যেই নানা কারণে শুক্ল হইয়া একেবারে শোভাহীন করিয়া ফেলে, এই কারণে অঞ্জন ও ভূষণাদির ন্যায় যাহাতে কেশের বর্ণ রক্ষা হয়, তাহাও করা একান্ত কর্ত্তব্য।

নির্ম্মল লৌহপাত্রে কোদো ধানের চাউল পাক করিয়া লৌহচূর্ণের সহিত পেষণ করিবে। ভালরূপে পেষিয়া অম্ল পরিমাণে শুক্ল কেশের উপরে প্রলেপ দিবে এবং ভিজা পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, দুই প্রহর পরে প্রলেপ পরিত্যাগ করিয়া মস্তকে আমলকের প্রলেপ দিবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ভিজা পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, দুই প্রহর পরে প্রলেপ ফেলিয়া মাথাটী ভাল করিয়া প্রক্ষালন করিবে। এইরূপ করিলে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার পরে শিরঃস্নান সুগন্ধ তৈলাদি বিবিধ মনোহর গন্ধ ও ধূপদ্বারা মস্তকের দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে হয়।

শিরঃস্নানপ্রস্তুত করিবার প্রণালী—দারুচিনি, কুড়, ক্ষেৎপাপড়া, নখী, পিড়িঙ্শাকের রস, তগর ও বালা ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া কেশরপত্রের সহিত মিশাইলে অতি উৎকৃষ্ট শিরঃস্নান প্রস্তুত হয়। ইহা রাজগণের ব্যবহারযোগ্য।

চম্পকগন্ধিতৈল—মঞ্জিষ্ঠা, ব্যাঘ্রনখ, নখী, দারুচিনি, কুড়, বোলনামক গন্ধদ্রব্য ও চূর্ণ, তৈলের সহিত মিশাইয়া রৌদ্রে তপ্ত করিবে। ইহাকে চম্পকগন্ধিতৈল বলে।

গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিয়ম—শিলারস বা সিহ্লা, বালা ও তগর এই সকল দ্রব্য সমানভাগে মিশ্রিত করিলে, যে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে কামোদ্দীপকগন্ধ বলে। ইহার সহিত ব্যাম, বকুল ও হিঙ্গুর ধূপ মিশাইলে কটুক নামক গন্ধদ্রব্য হয়। কটুকের সহিত কুড় মিশাইলে পদ্ম; পদ্মগন্ধের সহিত চন্দন যোগ করিলে চম্পক; চম্পকগন্ধের সহিত ধনে, জাতিফল ও দারুচিনি যোগ করিলে অতিমুক্ত নামক গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

সুগন্ধধূপ প্রস্তুত করিবার প্রণালী—শতপুষ্পা, কুন্দুরু চারিভাগের এক ভাগ, নখী ও শিলারস অর্দ্ধেক এবং চন্দন ও প্রিয়ঙ্গুর সিকি ভাগকে গুড় ও নখের সহিত মিশাইলে এক প্রকার সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত হয়। ইহা ব্যতীত গুগ্গুলু, বালা, লাক্ষা, মুথা, নখী ও শর্করা সমভাগে মিশ্রিত করিলে এক প্রকার ধূপ প্রস্তুত হয়। জটামাংসী, বালা, শিলারস, নখী ও চন্দন দ্বারা পিণ্ড করিলেও ধূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হরীতকী, শঙ্খ, ঘনদ্রব ও বালা সমভাগে মিশ্রিত হইলে এক প্রকার ধূপ হয়, ইহার সহিত গুড় ও উৎপল মিশ্রিত করিলে দ্বিতীয় প্রকার ধূপ হয়; দ্বিতীয় প্রকার ধূপের সহিত শৈলজ ও মুথা মিশাইলে আর একপ্রকার ধূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে ক্রমে অন্ত্যদ্রবের সিকি পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে অতিশয় মনোহর ধূপ হইয়া থাকে। শর্করা, শৈলেয় ও মুস্তার চারিভাগ, শ্রীবাসক ও সর্জ্জ দুইভাগ, নখী ও গুগ্গুলু দুইভাগ, কর্পূরচূর্ণের সহিত যোগ করিয়া মধু দিয়া পিণ্ড প্রস্তুত করিলে কোপচ্ছদ নামক ধূপ হয়।

দারুচিনি ও উশীরপত্রের সহিত ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ ছোট এলাচি মিশাইয়া চূর্ণ করিবে, ইহার সহিত অল্পপরিমাণ মৃগনাভি ও কর্পূর মিশাইলে পটবাসক নামক অতি উৎকৃষ্ট গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ঘন (অভ্র), বালা, শৈলেয় ও কর্পূর; উশীর, নাগপুষ্প, ব্যাঘ্রনখ ও পিড়িঙ্শাক; অগুরু, দমনক, নখ ও তগর; ধনে, কর্পূর, চোর ও চন্দন এই চার-চারিটী পদার্থে এক একটীগণ হয়, ইহাদের সমভাগে এক একপ্রকার গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত হইবে, ইহার প্রত্যেক গণেরই নাম গন্ধার্ণব। এই গন্ধদ্রব্য ১৭৪৭২০ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। সমস্ত গন্ধদ্রব্যেই নখী, তগর ও শিলারস মিশাইতে হয়। জাতি, কর্পূর ও মৃগনাভি দ্বারা সুগন্ধি এবং গুড় ও নখীদ্বারা ধূপিত করিতে হয়, ইহারই নাম সর্ব্বতোভদ্র। এই মিশ্রিত পদার্থে জাতীফল, মৃগনাভি ও কর্পূর দ্বারা সুগন্ধি করিয়া আম্রমধুদ্বারা সিক্ত এবং ইচ্ছানুসারে চারিভাগ করিলে বহু প্রকার পারিজাততুল্য সদ্গন্ধ উৎপন্ন হইবে। সর্জ্জরস

ও শ্রীবাসক মিশাইলে যত পরিমাণ দ্রব্য হয়, তাহাতে সেই পরিমাণ বালা ও দারুচিনি যোগ করিবে। শ্রীবাস ও সর্জ্জরস দিবে না, পরে সেই সকল দ্রব্য দ্বারা স্নান-জল প্রস্তুত করিবে।

লোধ্র, উশীর, তগরপাদুকা, অগুরু, মুথা, প্রিয়ঙ্গু, বন ও পথ্যা এই সকল দ্রব্যকে নবকোষ্ঠ কচ্ছপুট হইতে তিন তিনটী দ্রব্য সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিয়া চন্দন ও শিলারস দুইভাগ, অর্দ্ধপরিমাণ শুক্তি, সিকি পরিমাণ শতপুষ্পা, কটু হিঙ্গুল ও গুড় দিয়া ধূপিত করিলে চৌরাশি প্রকার কেশর-গন্ধ প্রস্তুত হয়। হরীতকীচূর্ণসংযুক্ত গোমূত্রে দন্তকাষ্ঠ ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া গন্ধজলে নিক্ষেপ করিবে। এলাচী, দারুচিনি, তেজপাতা, মধু, মরিচ, নাগপুষ্প ও কুড় এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার জলে কিছুকাল রাখিয়া দিলে গন্ধজল প্রস্তুত হয়। পরে জাতিফল, তেজপাতা, এলাচি ও কর্পূর যথাক্রমে চারি, দুই, এক ও তিনভাগ দ্বারা অবচূর্ণিত করিয়া সূর্য্যাকিরণে শুকাইবে। গন্ধযুক্ত দন্তকাষ্ঠ সেবন করিলে মুখের প্রসন্নতা, কান্তি ও সৌগন্ধ বৃদ্ধি হয় এবং বাক্যও অতিশয় শ্রুতিসুখকর হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৭৭ অঃ)

গন্ধযুক্তি (স্ত্রী) নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্যের একত্র মিশ্রণ।

গন্ধরস (পুং) গন্ধযুক্তো রসো যস্য বহুব্রী। উপধাতুবিশেষ, বোল, চলিত কথায় ফুলসম্ব বলে। ইহার পর্য্যায়—বোল, প্রাণ, পিণ্ড, গোপ, রস, গোস, পিণ্ডগোস, শশ, গোসশশ, গান্ধার, মসীবর্দ্ধন, বোলজ, গোপক। [দ্বি] গন্ধশ্চ রসশ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব°। ২ গন্ধ ও রস।

"ন্যায়োপেতং ব্রাহ্মণেভ্যো যদন্নং
শ্রদ্ধাপূতং গন্ধরসোপপন্নম্।" (ভারত ৫।২৭।১১)

গন্ধরসাঙ্গক (পুং) গন্ধরসোঽঙ্গে যস্য বহুব্রী ততঃ স্বার্থে কন্। শ্রীবেষ্ট নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

গন্ধরাজ (পুং) গন্ধানাং গন্ধসারাণাং রাজা ৬তৎ ততঃ টচ (রাজাহসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) ১ মুদ্গার বৃক্ষ। ২ কণ-গুগ্‌গুলু। ৩ স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ, ইহার পুষ্প অতিশয় সুগন্ধি, গন্ধে দশদিক্ আমোদিত হয়। শ্বেতবর্ণ ১২টী দল ও ৬টী কেশরবিশিষ্ট। বসন্তকালে ও বর্ষাকালে প্রস্ফুটিত হয়। ইহার ফল নাই, ডাল রোপণ করিলে বাঁচিয়া থাকে। ৪ শ্রেষ্ঠগন্ধ। (স্ত্রী) গন্ধেন রাজতে রাজ-অচ্। ৫ চন্দন। ৬ জবাদি নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধরাজী (স্ত্রী) গন্ধরাজ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নখী নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধরাজ (পুং) গন্ধেন রাজতে রাজ-ক্বিপ। ধূপক, ধুনা।

গন্ধরুহা (স্ত্রী) বনমল্লিকা, কাঠমল্লিকা ফুলগাছ। ইহার পর্য্যায় মদয়ন্তী, মোদয়ন্তি, সমস্রবা। (রাজনি°)

গন্ধর্ব্ব (পুং) গাঃ স্তুতিরূপা গীতিরূপা বা বাচঃ রশ্মীন্ বা ধারয়তি ধৃ-ব। গোশব্দস্য চ গমাদেশঃ। ১ ঘোটক।

"রথং সংযোজয়ামাস গন্ধর্ব্বৈর্হেমমালিভিঃ।" (ভারত ৩।১৬১।২৩।) ২ মৃগবিশেষ, কস্তুরীমৃগ। ৩ অন্তরাভবসত্ত্ব। (৩।৩।১৩২) অমরের টীকাকার রায়মুকুটের মতে প্রাণীর মৃত্যু হইলে যতদিন পর্য্যন্ত অপর শরীর প্রাপ্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত একটী সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করিয়া যাতনা অনুভব করে, এই অবস্থায় তাহাদিগকে অন্তরাভবসত্ত্ব বলে।

টীকাকার রমানাথের মতে অন্তরাভবসত্ত্বের অর্থ গুপ্ত প্রাণী, তিনি উদাহরণস্বরূপ বিরাটপর্ব্বের "গন্ধর্ব্বাঃ পতয়ো মম" এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ গ্রহবিশেষ, ইহারা সময় পাইলে মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া নানা রকমের অশান্তির উৎপাদন করে। আর্য্যচিকিৎসক সুশ্রুত বলেন, যে, কবিরাজ ক্ষত ও আতুর রোগীকে নিশাচরদিগের হাত হইতে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করিবেন। রোগী ক্ষত হউক আর যাই হউক কোনরূপে অশুচি হইলে অথবা তাঁহা-দিগের মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে গ্রহগণ হিংসাভিলাষ পূরণ করিতে অথবা পূজা পাইবার আশায় রোগীকে আশ্রয় করিয়া নানা রকমের অশান্তি জন্মাইতে পারে, যথানিয়মে তাহাদের পূজা কিম্বা উপযুক্ত ঔষধ সময় মত দিতে না পারিলে রোগীকে মারিয়াও ফেলে।

এইরূপ গ্রহ অসংখ্য, কিন্তু প্রধানতঃ ইহাদিগকে আটভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা—দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিতৃ, রক্ষ, ভুজঙ্গ ও পিশাচ। ইহাদিগের আবেশ হইলে রোগী ভূত, ভবিষ্যৎ জানিতে পারে, তখন রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যে কোন অতীত বা ভবিষ্যৎ গোপনীয় ঘটনা ঠিক বলিয়া দিতে পারে, তখন তাহার সহিষ্ণুতা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, যে সকল কার্য্য মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য কখনও মনুষ্য দ্বারা সম্পন্ন হইবার সম্ভব নাই, রোগী অনায়াসেই সেই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়াপন্ন ও আত্মীয়-স্বজনকে ভয়বিহ্বল ও শোককাতর করিয়া তোলে। আধু-নিক বৈজ্ঞানিকমতে যাহাই বলুন, প্রাচীনেরা কিন্তু এই অবস্থাকেই ভূতে পাওয়া বা গ্রহাবেশ বলিয়া থাকিতেন এবং গ্রহপূজাদি করিয়া রোগীকে প্রকৃতিস্থ করিতেও পারিতেন। [দেব প্রভৃতি অপর অপর গ্রহগণের কথা তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

গন্ধর্ব্ব গ্রহের আবেশ হইলে রোগীর মন সর্ব্বদাই হৃষ্ট থাকে, নদীতীরে বা নির্জ্জন বনে বেড়াইতে এবং শুদ্ধাচারে থাকিতে অভিলাষ জন্মে। এই অবস্থায় রোগী গন্ধ, মাল্য ও গীতে অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করে, সর্ব্বদাই হাস্য করিতে

থাকে, নাচিতে ভালবাসে এবং তাহার কথা অতিশয় মনোহর ও মৃদু হয়।

দর্পণে ছায়া বা প্রতিবিম্ব, প্রাণীদেহে শীতোষ্ণ ও সূর্য্য-কিরণ এবং দেহে জীব যেরূপ অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করে, গন্ধর্ব্বগ্রহও সেইপ্রকার অলক্ষিত হইয়া মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। অষ্টমী তিথিতে ইহাদের প্রথম আবির্ভাব হয়।

ইহার শান্তির জন্য নিয়মিত জপ ও হোম প্রভৃতি দৈব-ক্রিয়া করিতে হয়। রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য, মধু, ঘৃত, সকল প্রকার খাদ্য, বস্ত্র, মদ্য, মাংস, রুধির ও দুগ্ধ প্রভৃতি প্রদান করিবে।

এই সমস্ত ক্রিয়ার নিবৃত্তি না হইলে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ছাগল, ভালুক, শল্যাক ও উলুক ইহাদের চামড়া ও রোম, হিঙ্গু এবং ছাগমূত্র মিশাইয়া ধূম প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বলবান্ গ্রহেরও শান্তি হয়।

গোসাপ, নকুল, বিড়াল ও ভালুকের পিত্ত একত্র করিয়া গজপিপ্পলীর মূল, ত্রিকটু, আমলকী ও সরিষা দিয়া ভাবিত করিবে। ইহার নস্য, অভ্যঙ্গ বা সেবনে গ্রহের শান্তি হয়।

নাটাকরঞ্জার ফল, ত্রিকটু, সোণা, বেলমূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এক সঙ্গে লইয়া ইহা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, পিত্তসহযোগে ইহার অঞ্জন সেবন করিলে গ্রহের শান্তি হয়।

এই সকল ঔষধ বা অন্য কোন চিকিৎসা দেবগ্রহস্থলে অযুক্তরূপে প্রয়োগ করিবে না। পিশাচ ভিন্ন অপর গ্রহের স্থলে কোনরূপ প্রতিকূল আচরণ করিতে নাই, করিলে গ্রহ ক্রুদ্ধ হইয়া বৈদ্য ও রোগী উভয়কেই বিনাশ করে।

(সুশ্রুত° উত্তর° ৬০ অঃ)

এই গন্ধর্ব্বগ্রহের কথা বৈদিক উপন্যাসেও শুনিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে যে, কএক জন মুনিকুমার অধ্যয়ন করিতে মদ্রদেশে গিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশ্রামের জন্য কপিগোত্রসম্ভব পতঞ্জলের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নন্দিনীকে গন্ধর্ব্বগ্রহগ্রস্তা দেখিতে পাইলেন (১)। শতপথব্রাহ্মণেও (১৪।৬।৩।১) এই প্রস্তাবটী ঠিক এই-ভাবেই লিখিত আছে। ৫ এরণ্ড।

"গন্ধর্ব্বতৈলসিদ্ধাং হরীতকীং গোমূত্রেণ পিবেৎ।"
'গন্ধর্ব্বতৈলং এরণ্ডতৈলং' (ভাবপ্রকাশ)

৬ দেবযোনিবিশেষ, স্বর্গগায়ক, ইহারা দেবগণের সভায় গান, বাদ্য ও নাট্যাভিনয় করিয়া থাকে, ইহারা অতিশয় রূপবান্, স্বর্গলোকে ইহাদের মত আর কোন জাতি সুন্দর নাই, ইহাদের আবাস গুহ্যলোক ও বিদ্যাধর লোকের ঠিক মধ্যস্থলে। শব্দার্থচিন্তামণির মতে গন্ধর্ব্ব দুই ভাগে বিভক্ত—দিব্য ও মর্ত্ত্য(২)। যে সকল মনুষ্য এই কল্পের মধ্যে পুণ্যবলে গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্বসমাজ-ভুক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে মর্ত্ত্য ও যাহারা এই কল্পের আদিতে গন্ধর্ব্ব, তাহাদিগকে দিব্য গন্ধর্ব্ব বলে। ঋগ্বেদেও দিব্যগন্ধর্ব্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বিশ্বাবসু রসি তন্নো গৃণাতু দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ।" (ঋক্ ১০।১৩৯।৫)

বহ্নিপুরাণের মতে দিব্য গন্ধর্ব্ব আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত—১ অভ্রাজ, ২ অঙ্ঘারি ৩ রম্ভারি, ৪ সূর্য্যবর্চ্চা, ৫ কৃধু, ৬ হস্ত, ৭ সুহস্ত, ৮ মূর্দ্ধন্বান্, ৯ মহামনাঃ, ১০ বিশ্বাবসু, ১১ কৃশানু। জটাধর আটটী প্রধান গন্ধর্ব্বের নাম উল্লেখ করিয়া গন্ধর্ব্ববংশের পরিচয় দিয়াছেন। যথা—হাহা, হূহূ, চিত্ররথ, হংস, বিশ্বাবসু, গোমায়ু, তুম্বুরু ও নন্দি। ইহারাই গন্ধর্ব্বনগরে গণ্যমান্য এবং ইহাদের নামেই এক একটী বংশ প্রতিষ্ঠিত। অথর্ব্ববেদে ৬৩৩৩ জন গন্ধর্ব্বের উল্লেখ আছে।

মনুষ্যের ন্যায় গন্ধর্ব্ব দুইশ্রেণীতে বিভক্ত—মৌনেয় ও প্রাধেয়। মুনি ও প্রধা নামে কশ্যপের দুইটী পত্নী ছিল। দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে ষোলটী গন্ধর্ব্ব উৎপন্ন হয়; ১ ভীমসেন, ২ উগ্রসেন, ৩ সুপর্ণ, ৪ বরুণ, ৫ গোপতি, ৬ ধৃতরাষ্ট্র, ৭ সূর্য্য-বর্চ্চা, ৮ অর্কপর্ণ, ৯ পর্য্যন্য, ১০ কলি, ১১ প্রযুত, ১২ ভীম, ১৩ চিত্ররথ, ১৪ সর্ব্ববিদ্বশী, ১৫ শালিশিরা, ১৪ নারদ। ইহাদিগকে মৌনেয় বলে। প্রধার গর্ভে ১০টী গন্ধর্ব্ব উৎপন্ন হয়। ১ সিদ্ধ, ২ পূর্ণ, ৩ বর্হী, ৪ পূর্ণায়ু, ৫ ব্রহ্মচারী, ৬ রতি-গুণ, ৭ সুপর্ণ, ৮ বিশ্বাবসু, ৯ ভানু, ১০ চন্দ্র।

(ভারত ১।৬৫ অঃ)

বহ্নিপুরাণের মতে—

"ধয়ন্তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্ব্বাস্তস্য তৎক্ষণাৎ। ৪৪।
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্ব্বাস্তেন তে দ্বিজ।" ১।৫অঃ।

ব্রহ্মা হইতে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হইল, ইহারা

---

(১) "মদ্রেষু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম তে পতঞ্জলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম, তস্যাসীদ্ দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা।" (বৃহদারণ্যক ৭ ব্রাহ্মণ)

'তে বে পর্য্যটন্তঃ পতঞ্জলস্য নামতঃ কাপ্যস্য কপিগোত্রস্য গৃহানৈম গতবন্তঃ তস্যাসীদ্ দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা, গন্ধর্ব্বেণ অমানুষেণ কেনচিৎ সত্ত্বেন আবিষ্টা।' (ভাষ্য)

(২) "অস্মিন্‌কল্পে মনুষ্যাঃ সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ।
গন্ধর্ব্বত্বং সমাপন্না মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্বা উচ্যতে।
পূর্ব্বকল্পকৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদাবস্যচেদ্ ভবেৎ।
গন্ধর্ব্বত্বং তাদৃশোহত্র দিব্যগন্ধর্ব্ব উচ্যতে।" (শব্দার্থচি°)

গো (বাক্য বা গীত) ধমন অর্থাৎ উচ্চারণ বা গান করিতে করিতে জন্মিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত।

হরিবংশের মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে অরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্ব্ব জন্মগ্রহণ করে। (হরিবংশ ৩ অধ্যায়) কোন কোন পুরাণের মতে ব্রহ্মার কান্তি হইতে এই জাতির উৎপত্তি হয়। ইহারা রূপ দান করেন।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, গন্ধর্ব্বেরা পাতালে গিয়া নাগদিগকে পরাস্ত করে ও তাহাদের ধনরত্নাদি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়। নাগগণ বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহাতে বিষ্ণুও স্বীকার করেন যে তিনি পুরুকুৎসরূপে তাহাদের সাহায্য করিবেন। নাগেরা ভগিনী নর্ম্মদাকে বিষ্ণুর নিকট পাঠাইল। নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে সঙ্গে করিয়া পাতালে আসিল। এবার পুরুকুৎস কর্ত্তৃক পাতালস্থ গন্ধর্ব্বেরা সকলেই বিনষ্ট হইল।

(ত্রি) ৭ গায়ক, যে গান করিতে পারে। (মেদিনী) গাঃ রশ্মীন ধারয়তি ধৃ-ব, গোশব্দস্য গমাদেশঃ। ৮ রশ্মি-ধারক, যে রশ্মি ধারণ করে, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি।

"গন্ধর্ব্বোঽস্য রসনাম গৃভ্ণাৎ।" (ঋক্ ১।১৬৩।২)

"গন্ধর্ব্বঃ সোমঃ"। সায়ণ

'উর্দ্ধো গন্ধর্ব্বো অধিনাকে অস্থাৎ'। (ঋক্ ৯।৮৫।১২)

'গন্ধর্ব্বো রশ্মীনাং ধারকঃ' সায়ণ।

(পুং) ৯ দ্বীপবিশেষ।

"নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্তথ বারুণঃ।" (বায়ুপুং)

১০ দিন, দিবস।

"তস্যাহানীহ গন্ধর্ব্বাঃ গন্ধর্ব্বোরাত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।" (ভাগবত ৪।২৯।২১)

"নটনর্ত্তকগন্ধর্ব্বাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।

গায়ন্তি চোত্তমশ্লোকচরিতান্যদ্ভুতানি চ।" (ভাগ° ১।১১।২০)

১১ শরীরাধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ, ইহারা অবিবাহিতা কামিনীর স্বামিসম্ভোগের পূর্ব্বে ঈষদ্ বিকসিতযৌবন উপ-ভোগ করেন। ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে, রমণীদিগকে প্রথম চন্দ্র, তৎপরে গন্ধর্ব্ব ও তৎপরে অগ্নি উপভোগ করেন। ইহাদের উপভোগ শেষ হইলে মনুষ্যপতি তাহাদিগকে পাইয়া থাকেন। (১) ১২ প্রাণবায়ু। "পতঙ্গো বাচং মনসা বিভর্ত্তি তাং গন্ধর্ব্বোঽবদদ্গর্ভে অন্তঃ।" (ঋক্ ১০।১৭৭।২) 'গাং শব্দান্ ধারয়তীতি গন্ধর্ব্বঃ প্রাণবায়ু' (সায়ণ)।

১৩ মহাভারতবর্ণিত ভারতের উত্তরবাসী জাতিবিশেষ। জাতিবাচক গন্ধর্ব্ব শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

"নৈব দেবী ন গন্ধর্ব্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী।" (রামায়ণ ৩।৮৩ অঃ)

গন্ধর্ব্বখণ্ড (ক্লী) গন্ধর্ব্বনামকং খণ্ডং মধ্যপদলো°। ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটী প্রদেশ।

গন্ধর্ব্বগড়, বোম্বাই প্রদেশের বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। এই উপ-বিভাগে বেলগাম্ হইতে প্রায় ২১ মাইল পশ্চিমে সহ্যাদ্রিপর্ব্বতের পার্শ্বশাখার সমতল ক্ষেত্র হইতে ৪০০ ফিট উচ্চে গন্ধর্ব্বগড় গিরিদুর্গ। এই দুর্গ ১০০০ ফিট চতুরস্র ভূমির উপর নির্ম্মিত, ইহার অধিকাংশ স্থল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র চারিধারের প্রাচীর ভগ্নাবশেষ দুর্গের পরিচয় দিতেছে। এই দুর্গটী ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে সাবন্তবাড়ীর রাজা ফোন্দ সামন্তের দ্বিতীয় পুত্র নাগসামন্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৭৭৮ খৃঃ কোল্হাপুররাজ গন্ধর্ব্বগড় অধিকার করেন। পরে, ১৭৯৩ খৃঃ সিন্ধিয়ারাজের সাহায্যে গন্ধর্ব্বগড় পুনরায় সাবন্তবাড়ীর দখলে আইসে। মধ্যে ১৭৮৭ খৃঃ নেসর্গী সর্দ্দার নিজ প্রভু কোল্হাপুররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গন্ধর্ব্বগড় ও অন্যান্য স্থান কাড়িয়া লন। কিন্তু অনতিকাল পরেই রাজা পুনরায় আসিয়া সর্দ্দারকে তাড়া-ইয়া গন্ধর্ব্বগড় দখল করেন।

গন্ধর্ব্বগৃহীত (ত্রি) গন্ধর্ব্বেণ গৃহীতঃ ৩তৎ। যাহাকে গন্ধর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছে। [গন্ধর্ব্ব দেখ]।

গন্ধর্ব্বগ্রহ (পুং) শরীরপ্রবেশকারী উপদেববিশেষ। [গন্ধর্ব্ব দেখ]

গন্ধর্ব্বতীর্থ (পুং) তীর্থবিশেষ। (ভারত শল্য ৮ অঃ)

গন্ধর্ব্বনগর (ক্লীং) গন্ধর্ব্বাণাং নগরং ৬তৎ। ১ গগনমণ্ডলে উদিত অনিষ্টসূচক পুরবিশেষ। [খপুর দেখ] ২ মানস-সরোবরের নিকটবর্ত্তী হাটকের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত একটী নগর, গন্ধর্ব্বেরা ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়া ইহাকে গন্ধর্ব্বনগর বলে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, মহা-পরাক্রমশালী অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্বরক্ষিত গন্ধর্ব্বনগর জয় করিয়া তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডুক নামে অশ্বরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। (ভারত ২।২৭ অধ্যায়)

গন্ধর্ব্বতৈল (ক্লী) ঔষধ তৈলবিশেষ, ইহার অপর নাম এরণ্ড তৈল। ভাবপ্রকাশের মতে এই তৈল দিয়া হরীতকী সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রের সহিত ভক্ষণ করিলে, গোদ ও বিবদ্ধরোগ ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ)

গন্ধর্ব্বরাজ, রাগরত্নাকর নামে সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থপ্রণেতা।

গন্ধর্ব্বলোক (পুং) গন্ধর্ব্বাণাং লোক আবাসস্থানং ৬তৎ। গুহ্যক লোকের উপরে ও বিদ্যাধরলোকের নীচে অবস্থিত একটী স্থান। এই স্থানে দেবগায়ক গন্ধর্ব্বগণ বাস করেন;

(১) "সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদে উত্তরঃ তৃতীয়োঽগ্নিষ্টে-পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ।" (ঋক্ ১০।৮৫।৪০)

কাশীখণ্ডের মতে যাহারা গীতশাস্ত্রাভিজ্ঞ, গান করিয়া রাজা রাজড়ার মনস্তুষ্টি করিতে পারে এবং ধনলোভে মোহিত হইয়া ধনশালী মানবগণকে গীতি দ্বারা স্তুতি করে, রাজা প্রসন্ন হইয়া বস্ত্র প্রভৃতি দান করিলে যে তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাকে, গানেই যাহাদের অতিশয় প্রীতি, এবং নাট্যশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শিতা আছে, তাহারা গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করে। (কাশীখণ্ড)

গন্ধর্ববধূ (স্ত্রী) গন্ধর্ব্বস্য বধূরিব। ১ শঠী। ২ চোঁড়া নামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধর্ববিদ্যা (স্ত্রী) গন্ধর্ব্বাণাং বিদ্যা ৬তৎ। সঙ্গীতবিদ্যা।

গন্ধর্ববিবাহ (পুং) গন্ধর্ব্বমতানুসারী বিবাহঃ মধ্যপদলো°। আটপ্রকার বিবাহের অন্তর্গত একপ্রকার বিবাহ, কেবল কন্যা ও বরের অভিপ্রায় অনুসারে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া যে বিবাহ হইয়া থাকে। [গান্ধর্ব্ব দেখ।]

গন্ধর্ববেদ (পুং) গন্ধর্ব্বাণাং বেদঃ ৬তৎ। সঙ্গীতের মূলগ্রন্থ সামবেদের উপবেদবিশেষ। শৌনকোক্ত চরণব্যূহের মতে আয়ুর্বেদ গন্ধর্ব্ববেদের উপবেদ, যজুর্বেদের ধনুর্বেদ, সামবেদের গন্ধর্ববেদ ও অথর্ব্বের উপবেদ শস্ত্রশাস্ত্র।

গন্ধর্ব্বহস্ত (পুং) গন্ধর্ব্বস্য মৃগবিশেষস্য হস্তঃ পাদইব পত্রমস্য বহুব্রী। এরণ্ডবৃক্ষ।

গন্ধর্ব্বহস্তক (পুং) গন্ধর্ব্বস্য স্বার্থে কন। এরণ্ড বৃক্ষ। সুশ্রুতের মতে ইহা হইতে লবণ উৎপন্ন হয়।

গন্ধর্ব্বী (স্ত্রী) গন্ধর্ব্ব-জাতিত্বাৎ ঙীপ্। ১ গন্ধর্ব্বজাতীয় স্ত্রী। গন্ধর্ব্বাণাং পত্নী গন্ধর্ব্ব-ঙীষ্। গন্ধর্ব্বের পত্নী, গন্ধর্ব্বের বিবাহিত স্ত্রী। ৩ সুরভীর কন্যা। ৪ অশ্বজাতীয় জননী।

গন্ধলতা (স্ত্রী) গন্ধযুক্তা লতা। প্রিয়ঙ্গু। (শব্দার্থচিন্তামণি)

গন্ধলোলুপা (স্ত্রী) গন্ধেন লোলুপা ৩তৎ। মধুমক্ষিকা।

গন্ধবৎ (ত্রি) গন্ধো বিদ্যতেঽস্য গন্ধমতুপমস্য বঃ। গন্ধযুক্ত।

"গন্ধবদ্রুধিচন্দনোক্ষিতা।" (রঘু)

গন্ধবতী (স্ত্রী) গন্ধবৎ-ঙীপ্। ১ পৃথিবী। ২ মৎস্যগন্ধা, ব্যাসের মাতা; ইঁহার অপর নাম সত্যবতী। মহাভারতে লিখিত আছে যে, জালিককন্যা মৎস্যগন্ধা পিতার আদেশে নৌকা বাহিয়া যাত্রিদিগকে নদী পার করিয়া দিত। একদিন পরাশর মুনি পার হইবার কালে তাহাকে দেখিয়া মাতিয়া উঠিলেন এবং মৎস্যগন্ধার গায়ের দুর্গন্ধে তাহার ধারে যাইতে না পারিয়া তপোবলে তাহাকে সুগন্ধযুক্তা করিয়া লইলেন। সেইদিন হইতেই তাঁহার নাম গন্ধবতী হইল। (ভারত ১।৬৩ অঃ) ৩ সুরা। (মেদিনী) ৪ নবমল্লিকা। (রত্নমালা) ৪ মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর) ৫ বায়ুপুরী। ইহা বরুণপুরীর উত্তরভাগে অবস্থিত।

"ইমাং গন্ধবতীং রম্যাং পুরীং বায়োর্বিলোকয়।
বারুণ্যা উত্তরে ভাগে মহাভাগ্যনিধে দ্বিজ।" (কাশী° ১৩ অঃ)

৬ গঙ্গা।

"গঙ্গা গন্ধবতী গৌরী গন্ধর্ব্বনগরপ্রিয়া।" (কাশী ২৯।৪৯)

৭ পুরীজেলার অন্তর্গত পুণ্যক্ষেত্র ভুবনেশ্বরের নিকট প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদীর অনেক স্থানে প্রায় জল থাকে না, সকল সময়েই লোক হাঁটিয়া পার হয়। পূর্ব্বে ইহা আরও খানিকটা বিস্তৃত ছিল, অদ্যাপি এই নদীর গর্ভে হিন্দুরাজনির্ম্মিত পুরাতন আঠারনালার ভগ্নাবশেষ কতক কতক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র হইলেও এই নদী হিন্দুদিগের নিকট অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। একাম্রপুরাণে লিখিত আছে—

"পুরাসৌ ভগবান্ রুদ্রো ক্ষেত্রজ্ঞো ভূতভাবনঃ।
ভূতানাঞ্চ হিতার্থায় চক্রে গন্ধবতীং নদীম্।......
স্বর্ণকূটগিরেঃ পৃষ্ঠে সরিদেষা সনাতনী।
প্রচ্ছন্নরূপিণী গঙ্গা শিবোপাসনতৎপরা॥
দক্ষিণাবর্ত্তমালভ্য ক্ষেত্ররাজাৎ পরেতরাৎ।
নাম্না গন্ধবতী খ্যাতা যাতি গঙ্গা সরিদ্বরা॥" ১৭ অঃ।

স্বয়ং ভগবান্ রুদ্র ভূতগণের মঙ্গলবিধানের জন্য সর্ব্বপাপহারিণী কীর্ত্তিপ্রদায়িনী প্রচ্ছন্নরূপিণী গন্ধবতী নাম্নী গঙ্গাকে স্বর্ণকূটে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

কপিলসংহিতার মতে রুদ্রের জটাকলাপ মধ্যে ভ্রমমাণা গঙ্গাকে ভগীরথ আনয়ন করেন, সেই ভ্রমমাণা ত্রিকোটিকুলতারিণী গঙ্গা হইতে হিমালয় আদিগঙ্গাকে নিঃসারিত করেন, মুনিগণ সেই আদিগঙ্গাকেই গন্ধবতী বলিয়া থাকেন। সেই গন্ধবতী স্বর্ণকূটাচলে প্রবাহিত হইতেছেন।

"জটাকলাপে রুদ্রস্য ভ্রমমাণা মহাতপাঃ।
নীতা ভগীরথনৈব গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী॥ ৪৮॥
তাং ক্ষেত্রমধ্যে হিমবান্ সসর্জ্জ শিবভক্তয়ে।......
আদ্যাং গঙ্গাং বিতস্তাঞ্চ ত্রিকোটিকুলতারিণীম্।
পুণ্যাং গন্ধবতী নাম্না মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।" ৫০।

কপিলসংহিতা ১৭ অঃ।

শিবপুরাণের মতে দক্ষিণসমুদ্রের নিকট বিন্ধ্যপাদ হইতে এই গন্ধবতী নদী নিঃসৃত।

"শ্রীমদুৎকলকে ক্ষেত্রে দক্ষিণার্ণবসন্নিধৌ।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবাদিত্যা নন্দাস্তে পূর্ব্বগামিনী॥
সরিদুদ্ভবা হ্যেকা নাম্না গন্ধবতী শ্রুতা॥" উত্তরখণ্ড ২৬ অঃ।

গন্ধবধূ (স্ত্রী) গন্ধযুক্তা বধূরিব। ১ শঠী। ২ চোঁড়ানামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধবন্ধু (পুং) গন্ধস্য বন্ধুরিব। আম্রবৃক্ষ।

গন্ধবল্কল (ক্লী) গন্ধো বল্কলেহস্য বহুব্রী। ত্বক্, দারুচিনি।

গন্ধবল্লরী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তা বল্লরী। লতাবিশেষ, সহদেবী। গন্ধবল্লরী স্থলে গন্ধবল্লী পাঠও দৃষ্ট হয়। (রাজনি°)

গন্ধবহ (পুং) গন্ধং গন্ধযুক্তং পার্থিবাংশং বহতি বহ-অচ্। ১ বায়ু। "দিগ্ দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন।" (কুমার)

(ত্রি) গন্ধযুক্ত নায়কবিশেষ।

"নবা লতা গন্ধবহেন চুম্বিতা।" (নৈষধচ°)

(ত্রি) ৩ গন্ধধারী, যাহার গন্ধ আছে।

"আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।" (মনু° ১।৭৬)

গন্ধবহল (পুং) গন্ধং বহতি বহ-বাহুলকাৎ অলচ্ যদ্বা গন্ধো বহলো যস্য বহুব্রী। ১ সিতার্জকবৃক্ষ। ২ শ্বেত তুলসী।

গন্ধবহা (স্ত্রী) গন্ধঃ গুণবিশেষঃ বহতি গৃহ্নাতি বহ অচ্-টাপ্। ১ নাসিকা। ২ ভুবনেশ্বরের নিকট প্রবাহিত গন্ধবতী নদীর নামান্তর। [গন্ধবতী দেখ।]

গন্ধবহুল (ক্লী) গন্ধো বহুলো যস্য বহুব্রী। ১ কঙ্কোল, কাকলা। (পুং) গন্ধশালি, কলমা।

গন্ধবহুলা (স্ত্রী) গন্ধো বহুলো যস্যাঃ বহুব্রী। গোরক্ষী, মালব দেশেই ইহা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

গন্ধবাকুচী (স্ত্রী) লতাকস্তুরী।

গন্ধবারি ক্লী) গন্ধদ্রব্যবাসিতং বারিঃ। সুগন্ধি দ্রব্যবাসিত জল, গোলাপ-জল প্রভৃতি।

গন্ধবাহ (পুং) গন্ধং বহতি গন্ধ-বহ-অণ্-উপপদস°। ১ বায়ু। "প্রসরদসমবাণ প্রাণবদ্ গন্ধবাহঃ।" (গীতগোবিন্দ)

২ কস্তুরী মৃগ। (হেম।)

গন্ধবাহী (স্ত্রী) গন্ধবাহ ঙীষ্। নাসিকা।

গন্ধবিহ্বল (পুং) গন্ধেন বিহ্বলয়তি বিহ্বল-ণিচ্ অচ্। গোধূম। (শব্দচন্দ্রিকা)

গন্ধবীজা [স্ত্রী) গন্ধো বীজে যস্যাঃ বহুব্রী, ততো টাপ্। মেথিকা, মেথী। (রাজনি°)

গন্ধবৃক্ষক (পুং) গন্ধপ্রধানো বৃক্ষঃ সংজ্ঞায়াং কন্। সাল-বৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধবোধিকা (স্ত্রী) কস্তুরী, মৃগনাভি। (শব্দচন্দ্রিকা)

গন্ধবেষ্ট (পুং) গন্ধং বেষ্টয়তি স্বগন্ধেন পরগন্ধমাবৃণোতি গন্ধ-বেষ্ট-ণিচ-অণ্। ধূনক, ধূনা।

গন্ধব্যাকুল (পুং ক্লী) গন্ধেন ব্যাকুলয়তি বি-আ কুল-ণিচ্-অচ্। কঙ্কোল। (শব্দচ°)

গন্ধশঠী (স্ত্রী) গন্ধপ্রধানা শঠী শাকপার্থিববৎ মধ্যলো°। শঠী। (শব্দচন্দ্রিকা)

গন্ধশাক (ক্লী) গন্ধপ্রধানং শাকপার্থিববৎ মধ্যলো°। গৌর সুবর্ণশাক। এই শাক চিত্রকূট অঞ্চলে অধিক পাওয়া যায়।

গন্ধশালি (পুং) গন্ধ প্রধানঃ শালিঃ। ধান্যবিশেষ, সুগন্ধিশালি ধান্য, চলিত কথায় বাসমতী বলে। ইহার পর্য্যায়—কলমাব, গন্ধাল্য, উত্তমোত্তম, সুগন্ধি, গন্ধবহুল, সুরভি, গন্ধতণ্ডুল, সুগন্ধিশালি। ইহার গুণ—মধুর, বলকারী, পিত্ত ও শ্রম-নাশক, স্নায়ুবিদাহনিবারক, গর্ভের স্থিরতাসম্পাদক, অল্প বাতনিবারক এবং অল্প পরিমাণে কফ ও বলবৃদ্ধিকর। (রাজনি°)

গন্ধশুণ্ডিনী (স্ত্রী) গন্ধযুক্তঃ শুণ্ডোহস্যাস্যাঃ গন্ধশুণ্ড-ইনি-ঙীপ্। ছুচুন্দরী। (রাজনি°)

গন্ধশেখর (পুং) গন্ধঃ শেখরে শিরোদেশেহস্যাস্য বহুব্রী। কস্তুরী। (হারাবলী)

গন্ধসার (পুং) গন্ধং গন্ধযুক্তঃ সারঃ স্থিরাংশো যস্য বহুব্রী। ১ চন্দনবৃক্ষ। (অমর) ২ মুদগর বৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধসারণ (পুং) গন্ধং সারয়তি সৃ-ণিচ্-ল্যু। ১ বৃহন্নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (রত্নমালা) ২ মুদগর বৃক্ষ। (রাজনি°)

গন্ধসোম (ক্লী) গন্ধার্থং সোমশ্চন্দ্রো যস্য বহুব্রী। কুমুদ।

গন্ধহস্তিন্ (পুং) গন্ধযুক্তো মদগন্ধযুক্তো মত্তোহস্তী। মত্ত হস্তী, মাতয়াল হাতী। "গন্ধহস্তীব দুর্দ্ধর্ষঃ।" (রামায়ণ ৫।৭৩।২৬)

২ বৌদ্ধস্তূপবিশেষ, বুদ্ধগয়া হইতে আধ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে লীলাজন নদীর পূর্ব্বতটে বর্ত্তমান বাকুরর নামক স্থানে অবস্থিত।

গন্ধহারিকা (স্ত্রী) গন্ধং হরতীতি হৃ ণ্বুল্ ক ততষ্টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। শিল্পনিপুণা, যে কামিনী পরের গৃহে যাইয়া কর্ম্ম করে।

গন্ধা (স্ত্রী) গন্ধয়তি গন্ধং বিতরতি গন্ধ-ণিচ্-অচ্-টাপ্। ১ চম্পককলিকা। (শব্দরত্নাবলী) ২ শঠী। (রাজনি°) ৩ শালপর্ণী। (অমরটী° ভরত) ৪ গন্ধযুক্তা স্ত্রী।

গন্ধাখু (পুং) গন্ধযুক্ত আখুঃ। ছুছুন্দরী। (হারাবলী)

গন্ধাজীব (পুং) গন্ধেন গন্ধদ্রব্যেণ আজীবতি আ-জীব-অচ্। গন্ধবণিক্। (জটাধর)

গন্ধাঢ্য (ক্লী) গন্ধেন আঢ্যং। ১ জবাদি নামক গন্ধদ্রব্য। ২ চন্দন। (ত্রি) ৩ গন্ধযুক্ত। (পুং) ৪ নারঙ্গক বৃক্ষ।

গন্ধাঢ্যা (স্ত্রী) গন্ধেন আঢ্যা ৩তৎ। ১ গন্ধপত্রা। ২ স্বর্ণ-যূথী, হলদে যুঁই ফুল। ৩ তরুণীপুষ্প, সেঁউতী। ৪ আরাম-শীতলা। (রাজনি°) ৫ গন্ধালী, গন্ধভাদলী। ৬ মুগানামক গন্ধদ্রব্য। ৭ শতপত্রী, গোলাপ ফুল। ৭ গন্ধপত্র, পচাপাত্য।

গন্ধাধিক (ক্লী) গন্ধোহধিকো যস্য বহুব্রী। তৃণকুঙ্কুম। (রাজনি°)।

গন্ধাধিবাস (পুং) গন্ধেন গন্ধদ্রব্যেণ অধিবাসঃ ৩তৎ। আত্মা-

ধার্ম্মিক প্রভৃতি কর্ম্মে চন্দন ও পুষ্প-মাল্য প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে যে অধিবাস করা হয়, তাহার নাম গন্ধাধিবাস।

গন্ধাম্লা (স্ত্রী) গন্ধোযুক্তোঽম্লো রসো যস্যাঃ বহুব্রী। বনবীজ-পূরক। (রাজনি°)

গন্ধার (পুং) [বহু] ১ দেশবিশেষ। [গান্ধার দেখ।]
"কাশ্মীরাঃ সিন্ধুসৌবীরা গন্ধারাদর্শকাস্তথা।" (ভারত ভীষ্ম ৯ অঃ)
২ গন্ধারদেশীয় রাজা।

গন্ধারি (পুং) [বহু] গন্ধং ঋচ্ছতি ঋ-ইন্ ৬তৎ। গন্ধারদেশ।
"সর্ব্বাহ মস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা।" (ঋক্ ১।১২৬।৭)

গন্ধারী (স্ত্রী) গন্ধং দেশরূপং গর্ত্তং ঋচ্ছতি গন্ধ-ঋ-অণ্ উপপদস° ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। গর্ভধারিণী স্ত্রী, গর্ভবতী।
"যদ্বা গন্ধারীণাং গর্ভধারিণীনাং স্ত্রীণাং।" (মাধব ঋক্ ১।১২৬।৭)

গন্ধালা (স্ত্রী) গন্ধায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল্-অচ্ ততঃ টাপ্ চ। বৃক্ষবিশেষ। (শব্দচন্দ্রিকা) চলিত কথায় জিয়তী বলে।

গন্ধালী (স্ত্রী) গন্ধস্য আলী শ্রেণী যস্যাং বহুব্রী। যদ্বা গন্ধং অলতি পর্য্যাপ্নোতি গন্ধ-অল্-অণ্ ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। লতাবিশেষ, গন্ধভাদালী, গাঁদাল। ইহার পর্য্যায়—প্রসারণী, ভদ্রপর্ণী, কটম্ভরা, গন্ধাঢ্যা, সরণা, রাজবালা, ভদ্রবলা, সারণী। ইহার গুণ—উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, তিক্ত, গুরু, বৃষ, বলবৃদ্ধিকর, বাত, রক্ত ও কফনাশক। (ভাবপ্রকাশ) [প্রসারণী দেখ।]

গন্ধালীগর্ভ (পুং) গন্ধালী গন্ধশ্রেণী গর্ভে যস্য বহুব্রী। ছোটএলাচি। (রাজনি°)

গন্ধাশ্মন্ (পুং) গন্ধযুক্তোঽশ্মা শাকপার্থি°। গন্ধক।

গন্ধাষ্টক (ক্লী) গন্ধানাং গন্ধদ্রব্যাণাং অষ্টকং ৬তৎ। আট-প্রকার গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিলে তাহাকে গন্ধাষ্টক বলে। তন্ত্রে দেবতাভেদে ভিন্ন প্রকার গন্ধাষ্টক নিরূপিত আছে।

শক্তির গন্ধাষ্টক—১ চন্দন, ২ অগুরু, ৩ কর্পূর, ৪ চোর নামক গন্ধদ্রব্য ৫ কুঙ্কুম, ৬ গোরোচনা, ৭ জটামাংসী ও ৮ কপিযুতা।

বিষ্ণুর গন্ধাষ্টক—১ চন্দন, ২ অগুরু, ৩ বালা, ৪ কুড়, ৫ কুঙ্কুম, ৬ বীরণমূল, ৭ জটামাংসী ও ৮ মুরা।

শিবের গন্ধাষ্টক—১ চন্দন, ২ অগুরু, ৩ কর্পূর, ৪ তমাল, ৫ জল, ৬ কুঙ্কুম, ৭ রক্তচন্দন ও ৪ কুড়।

গণেশের গন্ধাষ্টক—১ স্বরূপ, ২ চন্দন, ৩ চোর, ৪ রোচনা, ৫ অগুরু, ৬ মৃগমদ, ৭ কস্তূরী ও ৮ কর্পূর। (শারদাতি°)

মেরুতন্ত্রের মতে—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, গোরোচনা, কুঙ্কুম, মৃগমদ ও বালা এই আটটী গাণপত্য গন্ধাষ্টক। মাংসাদির যূষ প্রস্তুত করিয়া সুগন্ধির জন্য আটটী গন্ধদ্রব্য তাহাতে দিতে হয়, ইহাকেও গন্ধাষ্টক বলে। লঙ্কানাথের মতে জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, নাগকেশর, মরিচ ও মৃগনাভি ইহাদিগকে গন্ধাষ্টক বলে।

গন্ধাহ্বা (স্ত্রী) গন্ধেন আহ্বয়তি আ-হ্বে-ক-টাপ্। রক্ততুলসী।
"মালতী কটুতুম্বী গন্ধাহ্বা মূলকং তথা।" (সুশ্রুত চি° ৯)

গন্ধি (ক্লী) গন্ধ-ইন্ (সর্ব্ব-ধাতুভ্যইন্। উণ্ ৪।১১৭) তৃণ-কুঙ্কুম। (রাজনি°)

গন্ধিক (পুং) গন্ধো হস্ত্যস্য গন্ধ-ঠন্। ১ গন্ধক। গন্ধো গন্ধদ্রব্যং পণ্যত্বেনাস্ত্যস্য গন্ধ-ঠন্। ২ গন্ধবণিক্।

গন্ধিন্ (ত্রি) প্রশস্তো গন্ধোঽস্ত্যস্য গন্ধ-ইনি। প্রশস্ত গন্ধযুক্ত।
"যস্নৈব গন্ধিনো রস্যং নো রূপি ন চ শব্দবৎ।
মন্যন্তে মুনয়ো বুদ্ধ্যা তৎ প্রধানং প্রচক্ষতে ॥"
(ভারত আশ্ব° ৫২ অঃ)

গন্ধিনী (স্ত্রী) গান্ধন্-ঙীপ্। মুরানামক গন্ধদ্রব্য।

গন্ধিপর্ণ (পুং) গন্ধি গন্ধযুক্তং পর্ণং যস্য বহুব্রী। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছেতেন। গন্ধিপত্রাদি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গন্ধেন্দ্রিয় (ক্লী) গন্ধগ্রাহকং ইন্দ্রিয়ং শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধের অনুভব হয়। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মধ্যে একটু মতভেদ লক্ষিত হয়। ন্যায়দর্শনের মতে পৃথিবীর অংশ হইতে গন্ধেন্দ্রিয় বা নাসিকা উৎপন্ন হয়, ইহা দ্বারা আমরা গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকি। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জলের মতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর অংশ হইতে উৎপন্ন নহে, উহা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। আবার প্রলয় সময়ে তাহাতে লীন হয়। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ববাদ অতিসুন্দররূপে নিরাকরণ করিয়া আহঙ্কারিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন।

গন্ধেভ (পুং) গন্ধযুক্তঃ মদগন্ধযুক্ত ইভঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। গন্ধগজ, মত্তহস্তী।
"সিন্ধুরানিব গন্ধেভো গন্ধেনৈব ব্যদারয়ৎ।" (রাজতর° ১।৩০০)

গন্ধো(ন্ধৌ)তু (পুং) গন্ধপ্রধান ওতুঃ বা বৃদ্ধিঃ। খট্টাশ, খটাশ। (ত্রিকাণ্ড°)

গন্ধোৎকটা (স্ত্রী) গন্ধেন উৎকটা উগ্রা ৩তৎ। দমনক বৃক্ষ।

গন্ধোত্তমা (স্ত্রী) গন্ধেন উত্তমা উৎকৃষ্টা ৩তৎ। মদিরা।

গন্ধোদ (ক্লী) গন্ধবাসিতমুদকং শাকপার্থিববৎসমাসঃ উদকস্য উদাদেশশ্চ। গন্ধদ্রব্যবাসিতজল, গন্ধজল।
"আসক্তিমার্গং গন্ধোদৈঃ" (ভাগবত ৯।১১।১৮)

গন্ধোদক (ক্লী) গন্ধবাসিতমুদকং শাকপার্থিববৎসমাসঃ বিকল্পপক্ষে উদকস্য ন উদাদেশঃ। গন্ধদ্রব্যবাসিত জল, গন্ধজল।

গন্ধোপজীবিন্ (পুং) গন্ধং গন্ধদ্রব্যং উপজীবতি উপ-জীব-ণিনি। গন্ধবণিক্।

"দন্তকারাঃ সূপকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ।" (রামা° ২।৭৩।১)

গন্ধোলি (স্ত্রী) গন্ধয়তি গন্ধ বাহুলকাৎ ওলচ্ ততো জাতৌ ঙীষ নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। ১ (শব্দরত্নাবলী) ২ ভদ্রমুস্তা। (মেদিনী)

গন্ধোলী (স্ত্রী) গন্ধয়তি অর্দ্দয়তি গন্ধ-অর্দ্দনে ওলচ্ জাতৌ-ঙীষ্। বরটা, বোল্‌তা। (অমর ২।৫।২৭)

গন্নাবেগম, নবাব আলী কুলীখাঁর কন্যা। আলীকুলি পঞ্চহাজারী মনসবদার ছিলেন। তাঁহার হস্তে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলী থাকায় লোকে তাহাকে ছঙ্গা বা ষড়ঙ্গুলি বলিয়া ডাকিত। প্রথমে নবাব সফ্‌দরজঙ্গের পুত্র সুজাউদ্দৌলার সহিত গন্নাবেগমের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়, কিন্তু পরে কোন কারণবশতঃ পিতার অভিমতে ইনি উজীর ইমাদ্-উল্-মুলুক-গাজিউদ্দীন্ খাঁকে বিবাহ করেন। ইনি মুসলমান সমাজের মধ্যে সম্রান্তবংশীয়া বিদুষী রমণী। ইঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কবিত্ব-শক্তির বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী ভাষায় ইঁহার কৃত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা * অদ্যাপি পশ্চিমা-ঞ্চলে গীত ও সকলের নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে। ধোল-পুরের নিকট নুরাবাদ গ্রামে সম্রাট্ আলমগীর নির্ম্মিত উদ্যানে ইঁহাকে ১১৮৯ হিজিরাতে কবরিত করা হয়। ইঁহার কবিতাগুলি শোজসোদা ও মির্‌রৎ প্রভৃতি কবি-কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল।

গপ্প (দেশজ) গল্প, উপন্যাস।

গপ্পিয়া (দেশজ) যে সর্ব্বদা গল্প করিতে ভালবাসে।

গপ্পী (দেশজ) যে সর্ব্বদা গল্প করে।

গভ (ক্লী) ভগ পৃষোদরাদিবৎ বর্ণবিপর্য্যয়ে সাধুঃ। ভগ, যোনি।

"আহন্তি গভে পসো নিগলগলীতিধারকঃ।" বাজসনেয়স° ৩২২৩।

'গভে বর্ণবিপর্য্যয় আর্ষঃ ভগযানৌ' (মহীধর)

গভস্তি (পুং) গম্যতে জ্ঞায়তে গম-ড গঃ বিষয়ঃ তং বভস্তি ভস্-ক্তিচ্। ১ কিরণ। ২ সূর্য্য। ৩ শিব।

"গভস্তি র্ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণোগতিঃ।"

(ভারত ১৩।১৭।১২৩)

ভস করণে-ক্তিচ্। ৪ স্বাহা। (বহু) ৫ অঙ্গুলী। [দ্বিব°]

(স্ত্রী) গচ্ছতি প্রাপ্নোতি গম-ড গোহর্ম্মিঃ তং বভস্ত্যনয়া। ৬ বাহুযুগল। (নিঘণ্টু) "পৃথু করস্না বহুলা গভস্তী" (ঋক্ ৬।১৯।৩) 'গভস্তী বাহূ।' (সায়ণ।)

৭ হস্ত। "পাণী বৈ গভস্তী পাণিভ্যাং হ্যেনং পাবয়ন্তি"

(শতপথব্রা° ৪।১।১।৯)

গভস্তিনেমি (পুং) গভস্তয় এব চক্রং তস্য নেমিরিব। পরমেশ্বর।

'গভস্তিনেমিঃ সত্ত্বস্থঃ।' (বিষ্ণুস°)

গভস্তিপাণি (পুং) গভস্তিঃ পাণিরিবাস্য রসাকর্ষণকর্ম্মণি। সূর্য্য। (হেম°)

গভস্তিমৎ (পুং) গভস্তয়ো ভূয়াংসস্ত্যস্য গভস্তি-মতুপ্। ১ সূর্য্য। "বিভাবসুঃ সারথিনেব বায়ুনা

ঘনব্যপায়েন গভস্তিমানিব।" (রঘু° ৩।৩৭)

(ক্লী) গভস্তয়ো নিত্যং সন্ত্যত্র গভস্তি নিত্যযোগে মতুপ্। ২ পাতালবিশেষ, সপ্তপাতালের অন্তর্গত একটী, ইহার অপর নাম তলাতল। (শব্দরত্নাবলী) [পাতাল দেখ] ৩ দ্বীপবিশেষ। (ত্রি) ৪ কিরণযুক্ত।

গভস্তিহস্ত (পুং) গভস্তয়ো হস্তা ইব রসাকর্ষণায় যস্য বহুব্রী। সূর্য্য। "গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ।" (শাম্বপু°)

গভস্তীশ (পুং) কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। [কাশী দেখ।]

"গভস্তীশো মহালিঙ্গমেতদ্দিব্যমহঃপ্রদম্।" (কাশীখণ্ড)

গভি (ত্রি) গচ্ছতি নীরমত্র গম-আধারে ইন্ ভশ্চান্তাদেশঃ। গভীর।

গভিষজ্ (ত্রি) [বৈ] গভৌ সজ্যতে সনজ-ক্বিপ্। গভীরস্থায়ী, যাহা গভীর স্থানে অবস্থিত।

"তেষাং হি ধাম গভিষক্‌সমুদ্রিয়ম্।" (অথর্ব্ববেদ ৭।৭।১)

গভীকা (স্ত্রী) গভীরে কায়তি কৈ-ক পৃষোদরাদিবৎ লোপে সাধু। ১ বৃক্ষবিশেষ, গাম্ভার। গভীকায়াঃ ফলং গভীকা অণ্ তস্য লোপঃ। (হরীতক্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।৩।১৬৭) ২ গভীকার ফল।

গভীর (ত্রি) গচ্ছতি জলমত্র গম-ঈরন্ ভশ্চান্তাদেশঃ। (গভীরগম্ভীরৌ। উণ্ ৪।৩৫।) ১ নিম্নস্থান। ২ অতলস্পর্শ। ৩ মন্দ্রধ্বনি। ৪ গহন। ৫ দুষ্প্রবেশ। ৬ দুর্ব্বোধ। ৭ প্রচণ্ড।

"কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা।" (ভাগবত ১।৫।১৮)

গভীরক (ত্রি) গভীরএব স্বার্থে কন্। [গভীর দেখ।]

গভীরচেতস্ (ত্রি) গভীরং দুষ্প্রবেশং চেতঃ চিত্তবৃত্তির্যস্য বহুব্রী। যাহার মানসিক ভাব অতিশয় গভীর।

গভীরবেপস্ (ত্রি) [বৈ] বেপৃ-অসুন্ বেপঃ গভীরং দুর্ব্বোধং সাধারণৈরলক্ষ্যং বেপঃ কম্পনং যস্য বহুব্রী। যাহার কম্পন সাধারণে জানিতে পারে না।

"বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্ গভীরবেপাঃ অসুরঃ সুনীথঃ।"

(ঋক্ ১।৩৫।৭) 'গভীরবেপা গম্ভীরকম্পনঃ।' (সায়ণ।)

গভীরা (স্ত্রী) ১ বাক্য। (নিঘণ্টু) [দ্বিব°] ২ দ্যাবা পৃথিবী, রোদসী। (নিঘণ্টু)

---

* এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৫৫ পৃষ্ঠায় ইঁহার কবিতা মুদ্রিত আছে।

গভীরাত্মন্ (পুং) গভীরঃ দুর্লক্ষ্য আত্মা স্বরূপং যস্য বহুব্রী। পরমেশ্বর। "চতুরস্রো গভীরাত্মা" (বিষ্ণুসহস্রনাম)

'আত্মা স্বরূপং চিত্তং বা গভীরং পরিচ্ছেত্তুমশক্যমস্য গভীরাত্মা।' (ভাষ্য)

গভীরিকা (স্ত্রী) গভীরা সংজ্ঞার্থে কন্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। ১ বৃহৎ ঢক্কা, বড় ঢাক। (শব্দরত্নাবলী) ২ মন্দ্রধ্বনিযুক্তা স্ত্রী।

গভোলিক (পুং) মসূর। (হারাবলী)

গম (পুং) গম-অপ্। ১ জিগীষু ব্যক্তির যাত্রা, পরাজয় করিবার ইচ্ছায় গমন। ২ পথ। (অমর) ৩ দ্যূতক্রীড়াবিশেষ, অক্ষবিবর্ত্ত। ৪ গমন। ৫ অপর্য্যালোচিত পথ, যাহার কখনও পর্য্যালোচনা করা হয় নাই। (মেদিনী) ৬ গম্যতে গম কর্ম্মণি অচ্। ৭ গম্যমান। (পুং) ৮ উপভোগ, মৈথুন।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।" (মনু ১১।৫৪)

গমক (ত্রি) গময়তি গম-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ গময়িতা, যে গমন করে। ২ বোধক।

"যৎ প্রৌঢ়ত্বমুদারতা চ বচসাং যচ্চার্থতো গৌরবং

তচ্চেদস্তি ততস্তদেব গমকং পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধ্যয়োঃ।" (মালতীমাধব)

৩ স্বরভেদ, একটী স্বরের শ্রুতিপ্রচয় প্রকাশের নাম গমক। ইহা সাত প্রকার, যথা—কম্পিত, স্ফুরিত, লীন, ভিন্ন, স্থবির, আহত ও আন্দোলিত। গায়ক পৌষ ও মাঘ মাসে বা এক প্রহর রাত থাকিতে জলে নামিয়া এই সকল গমক সাধনা করিবেন। (সঙ্গীতদামোদর)

মতান্তরে গমক ২৩ প্রকার, যথা—অপূর্ব্বাহত, অঙ্কিত, অয়োঘর্ষণ, অস্ত্রাহত, আন্দোলিত, আহত, আঘর্ষিত, উত্রাহত, কম্পিত, কয়োরি, কর্ষোমস্থান, ঘর্ষিত, জয়ত, ঢালা, তুরিত, নিষ্পত্ত, পুরোহত, প্রহ্বাহত, বায়মি, মুদ্রিত, শান্ত, সুবালা ও সোমস্থান। (সঙ্গীতশা°)

গমকারিত্ব (ক্লী) গম্যতে গম ভাবে অপ্ গমং করোতি কৃ-ণিচ্ তস্য ভাবঃ গমকারিন্-ত্ব। রসত্ব। (ত্রিকাণ্ড°)

গমথ (পুং) গম অধিকরণে অথ। (শীঙ্শপিগমিবঞ্চিজীবি প্রাণিভ্যোহথঃ। উন্ ৩। ১১৩।) ১ পথ। গম কর্ত্তরি অথ। ২ পথিক। (উজ্জ্বলদত্ত)

গমন (ক্লী) গম ভাবে ল্যুট্। ১ ক্রিয়াবিশেষ।

"প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

[ক্রিয়া দেখ।] ২ জিগীষু ব্যক্তির যাত্রা, পারস্য ভাষায় কুচ বলে। ইহার পর্য্যায় যাত্রা, ব্রজ্যা, অভিনির্যাণ, প্রস্থান, গম, প্রয়াণ, প্রস্থিতি, যান ও প্রাণন। ৩ যাত্রা।

"নচ মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকং প্রতি।" (রামায়ণ ৩।১৩।১২)

৪ উপভোগ।

"অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষস্য চ ভক্ষণাৎ।

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্ত্রস্য ধারণাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

গম-করণে ল্যুট্। ৫ যাহা দ্বারা গমন করা যায়, রথ, শকট প্রভৃতি।

গমনাগমন (ক্লী) গমনঞ্চাগমনঞ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্বং। গতায়াত, যাওয়া আসা।

গমনার্হ (ত্রি) গমনস্য অর্হো যোগ্যঃ ৬তৎ। যাইবার উপযুক্ত।

গমনীয় (ত্রি) গম-অনীয়র্। গম্য, যাইবার উপযুক্ত।

গময়িতৃ (পুং) গম-ণিচ্-তৃচ্। [গমক দেখ।]

গময়িতব্য (ত্রি) গম-ণিচ্-তব্য। গমন করাইবার উপযুক্ত।

গমাগম (পুং) [দ্বি] গমশ্চ আগমশ্চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব°। ১ চরাচর, সংসার। ২ গমনাগমন।

গমিত (ত্রি) গম-ণিচ্-ক্ত। ১ প্রাপিত। ২ জ্ঞাপিত। ৩ অতিবাহিত।

গমিন্ (ত্রি) গমিষ্যতি গম-ইনি (গমেরিনিঃ। উণ্ ৪।৬।) (ভবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ। পা ৩।৩।৩।) গমনকর্ত্তা, যে গমন করিবে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

গমিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন গন্তা গন্তৃ-ইষ্ঠন্। গন্তৃতম, যিনি অতিশয় গমন করিতে পারেন।

"কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্ত্তিং গমিষ্ঠাহু র্বিপাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ।" ঋক ১।১১৮।৩) 'গমিষ্ঠা গন্তৃতমৌ' (সায়ণ।)

গম্বাত, সিন্ধুপ্রদেশের খয়েরপুর ক্ষুদ্ররাজ্যের একটি নগর। এই স্থানের তাঁতিরা তুলা হইতে একপ্রকার দেশী কাপড়ের থান প্রস্তুত করিয়া থাকে।

গম্বাল, পঞ্জাবের বন্নু জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটী নদী। আফগানস্থানের মঙ্গলজাতির পার্ব্বত্য আবাসের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া দাবাড় অধিত্যকার মধ্য দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া অক্ষা° ৩২° ৩৭´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭১° ৬´ ১৫´´ পূর্ব্বে লক্ষীনগরের দক্ষিণে কুরমনদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে মরবৎ তহসীল পর্য্যন্ত ইহার নাম টোকীনদী। এই তহসীলের নিকট কতকগুলি প্রস্রবণ আছে। এই নদীর উত্তরতীরবর্ত্তী ভূমি বালুকাময়, তজ্জন্য তথায় চাষবাস করিবার বিশেষ সুবিধা নাই। ইহার জল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। নদীটী সচরাচর হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় ইহার গভীরতা ৪½ ফিটের অধিক হয় না, ইহা হইতে কতকগুলি কাটা খাল হওয়ায় স্থানীয় কৃষিকার্য্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

গন্তন্ (ত্রি) গম-বাহুলকাৎ অন্ ভুগাগমশ্চ। প্রভীর।

"অপাং গম্ভন্ সীদমাম্বা সূর্য্যোঽভিতাপসীন্মাপি বৈশ্বানরঃ।"
(বাজসনেয় ১৩।৩০) 'গম্ভন্ গম্ভনি গম্ভীরে স্থানে' মহীধর।

গম্ভর (ক্লী) গম-বিচ্, গমং নিয়গতিং বিভর্ত্তি-ভৃ অচ্ ভতৎ। জল। (নিঘণ্টু) "বৃহস্তেব গম্ভরেষু প্রতিষ্ঠাং" (ঋক্ ১০।১০৬।৯) 'গম্ভরেষু গহনেষু জলেষু' (সায়ণ।)

গম্ভার পঞ্জাব প্রদেশের একটী পার্ব্বতীয় জলস্রোত। অক্ষা° ৩০° ৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৮´ পূঃ, হিমালয়শ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়া উত্তরপশ্চিমদিকে গিয়া সুবাথুর সৈনিক নিবাস অতিক্রম করিয়া শতদ্রু নদীতে মিশিয়াছে। ইহার গভীরতা অল্প বলিয়া নৌকা যাতায়াতের সুবিধা নাই, কিন্তু বর্ষাকালে অতিরিক্ত বন্যা হইয়া থাকে। সুবাথু হইতে সিমলা শৈলে যাইবার পথে এই নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত আছে।

গম্ভারিক (স্ত্রী) গম বিচ্, গমং নিয়গতিং বিভর্ত্তি ভৃ ণ্বুল্ টাপ্ অতইত্বং। গম্ভারীবৃক্ষ।

গম্ভারী (স্ত্রী) গমঃ গতিভেদং বিভর্ত্তি-অণ্ উপপদস° গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় গামীর, গম্ভার বা যুগনিচক্র বলে। (Gmelina arborea) ইহার পর্য্যায়—সর্ব্বতোভদ্রা, কাশ্মরী, মধুপর্ণিকা, শ্রীপর্ণী, ভদ্রপর্ণী, কাশ্মর্য্য, কাশ্মরী, ভদ্রা, গোপভদ্রিকা, কুমুদা, সদাভদ্রা, কটুফলা, কৃষ্ণবৃন্তিকা, কৃষ্ণবৃন্তা, হীরা, সর্ব্বতোভদ্রিকা, স্নিগ্ধপর্ণী, সুভদ্রা, কম্ভারী, গোপভদ্রা, বিদারিণী, ক্ষারিণী, মহাভদ্রা, মধুপর্ণী স্বরভদ্রা, কৃষ্ণা, অশ্বেতা, রোহিণী, পৃষ্টি, স্থূলত্বচা, মধুমতী, সুফলা, মধাকুমুদা, সুদৃঢ়ত্বচা। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, গুরু, উষ্ণ, ভ্রম, শোথ, ত্রিদোষ, বিষদাহ, জ্বর, তৃষ্ণা ও রক্তদোষনাশক। (রাজনি°) ইহার ফলের গুণ তিক্ত, গুরু, গ্রাহী, মধুর, কেশহিতকর, রসায়ন, মেধ্য, শীতল, দাহ ও পিত্তনাশক। ইহার মূলের গুণ অতিশয় উষ্ণ, মানসিক ব্যাধির অহিতকর। (রাজবল্লভ) ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ কষায়, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, গুরু, দীপন, পাচন, ভ্রম ও শোষ, তৃষ্ণা, আমশূল, অর্শ, বিষদাহ ও জ্বরনাশক। ইহার ফলের গুণ—বৃংহণ, বৃষ্য, গুরু, কেশহিতকর, রসায়ন, বাত, পিত্ত, তৃষ্ণা, ক্ষয়, মূত্র ও আনাহরোগনাশক, পাকে স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধ, কষায় ও অম্লরস। (ভাবপ্রকাশ)

গম্ভিষ্ঠ (ত্রি) গম্ভন্ ইষ্ঠন্। গম্ভীরতম।
"গম্ভিষ্ঠং যজ্ঞৈব এতৎ পততি।" (শত°ব্রা° ৭।৫।১।৮)

গম্ভীর (ত্রি) গচ্ছতি জলমত্র গম ঈরন্ নিপাতনাৎ ভুগাগমঃ। (গভীরগম্ভীরৌ। উণ্ ৪।৩৫) ১ নিম্নস্থান, গভীর।
"ধৃতগম্ভীরখনীখনীলিম।" (নৈষধ)। ২ মন্দ্র শব্দ। মেঘের ডাক।
"স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকস্যন্দনমাস্থিতৌ।" (রঘু ১ স।)
(পুং) ৩ জম্বীর। ৪ পদ্ম। ৫ ঋঙ্মন্ত্রবিশেষ।
"ঋয়ে সত্রে চ মাত্তৌ চ ত্রিষু গম্ভীরতা শুভা।" (স্মৃতি)

গম্ভীরনাথ, একটী গুহামন্দির। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলার অন্তর্গত খণ্ডালবিভাগে বেয়ান্ বা নাথপথার পাহাড়ে ইহা অবস্থিত। খণ্ডালনগর হইতে চলিয়া যাইতে প্রায় ছয় ঘণ্টা লাগে। যানাদি লইয়া সে পথে যাইবার সুবিধা নাই। গুহামন্দিরের সম্মুখভাগে ঢালু ভাবে একটী আটচালা আছে। কদলীপত্রে উহা আচ্ছাদিত। আটচালা পার হইয়া গম্ভীরনাথের গুহামন্দির। পাহাড় কাটিয়া এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে।

গম্ভীররায়, একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি নূরপুরের ইতিহাস হিন্দিকবিতায় রচনা করেন। ১৬২৮ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সুমেরুর রাজা জগৎসিংহের সহিত দিল্লির বাদশাহ শাহজানের যুদ্ধ হয়। কবিতায় সেই সকল যুদ্ধ-বৃত্তান্ত অলঙ্ক ভাষায় বর্ণিত আছে।

গম্ভীরবেদিন্ (পুং) গম্ভীরং গহনং বহুলাকাৎ পরং বেত্তি গম্ভীর-বিদ্-ণিনি। ১ একপ্রকার হাতী।
"চিরকালেন যো বেত্তি শিক্ষাং পরিচিতামপি।
গম্ভীরবেদী বিজ্ঞেয়ঃ স গজো গজবেদিভিঃ॥"
(রাজপুত্রীয় হস্তিশিক্ষা)
যে হাতী পরিচয়, শিক্ষা বা উপদেশ বহুকাল পরে বুঝিতে পারে, তাহাকে গম্ভীরবেদী বলে। ইহার পর্য্যায়—অঙ্কুশদুর্দ্ধর, চালক, ব্যালক, অবমতাঙ্কুশ।
"স প্রতাপং মহেন্দ্রস্য মূর্দ্ধি তীক্ষ্ণং ন্যবেশয়ৎ।
অঙ্কুশং দ্বিরদস্যেব যন্তা গম্ভীরবেদিনঃ॥" (রঘু ৪।৩৯)
২ মোটা বুদ্ধি।

গম্ভীরবেদিতৃ (পুং) গম্ভীর-বিদ্-তৃচ্। অজহস্তী।
"ত্বগ্‌ভেদাৎ শোণিতস্রাবাৎ মাংসস্য ক্রথনাদপি।
আত্মানং যো ন জানাতি স স্যাদ্ গম্ভীরবেদিতা।"
(রঘুটী° মল্লিনাথ)
যে হাতীর চর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্ত বাহির করিলে অথবা মাংস ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে জানিতে পারে না, তাহাকে গম্ভীরবেদিতা বলে।

গম্য (ত্রি) গম্-যৎ। ১ গমনীয়। ২ প্রাপ্য।
"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্।" (গীতা ১৩।১৭)
গম অর্হার্থে যৎ। ৩ গমনযোগ্য।
"গম্যান্যপি চ তীর্থানি কীর্ত্তিতান্যগমানি চ।" (ভারত ৮৩।৮৫)

গম্যমান (ত্রি) গম-কর্ম্মণি শানচ্। ১ জ্ঞায়মান। ২ বর্ত্তমান গমনের কর্ম্ম, যে গ্রামে যাওয়া হইতেছে।

গম্যা (স্ত্রী) গম-যৎ-টাপ্। সম্ভোগার্হা স্ত্রী, যাহার সম্ভোগ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। "অভিকামাং স্ত্রিয়ং যশ্চ গম্যাং রহসি যাচিতঃ।" (ভারত ১।৮৩।৩৫)

গম্যাদি (স্ত্রী) নিপাতনে সিদ্ধ ইনি প্রত্যয়ান্ত কএকটী শব্দ। গমী, আগমী, ভাবী, প্রস্থায়ী, প্রতিরোধী প্রতিবোধী, প্রতিবোধী, প্রতিযায়ী ও প্রতিবেধী ইহাদিগকে গম্যাদি বলে। ইহাদের যোগে দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয়।

গয় (পুং) ১ রামায়ণ-প্রসিদ্ধ একটী বানর।

(ভারত ৩।২৮২ অঃ)

২ হবির্ধান রাজার পুত্র। (ভাগবত ৪।১৩।৭) ৩ প্রিয়ব্রতবংশীয় একজন রাজা। ইনি অতিশয় উদারচিত্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। (ভাগবত ৫।১৫।৬।১৪)

৪ একজন রাজর্ষি, ইঁহার পিতার নাম অমূর্ত্তরয়। ইনি শত বর্ষ পর্য্যন্ত কেবল আহুতির অবশেষ ভক্ষণ করিয়া অগ্নির উপাসনা করেন। অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে উপস্থিত হইলে গয়রাজ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, হুতাশন যদি এ অধমের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে বেদে অধিকার প্রদান করুন, আমার বেদ অধ্যয়ন করিতে বড়ই অভিলাষ হইয়াছে এবং আমি যেন ধর্ম্মানুসারে বিপুল ধনের অধীশ্বর, শত্রুকুলের নিহন্তা, ধনরত্ন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে যত্নবান্ এবং সুখী হইতে পারি। অগ্নি তাহাই হইবে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। গয়রাজ অগ্নির বরে সমস্ত বিপক্ষদল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া সমগ্র পৃথিবীর উপরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। গয়রাজের দিন দিন ধর্ম্মনিষ্ঠা বাড়িতে লাগিল। তিনি একটী বৃহদ্‌যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ আর কোন রাজাই করিতে পারেন নাই। ইঁহার যজ্ঞের সুবর্ণময় বেদিটী দৈর্ঘ্যে ৩০ যোজন ও প্রস্থে ২৭ যোজন নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইঁহার যজ্ঞফলে একটী বটবৃক্ষ চিরজীবী হয়, তাহা অক্ষয়বট নামে প্রসিদ্ধ। যজ্ঞের অবসানে ব্রহ্ম নামক একটী সরোবর নির্ম্মিত হয়। (ভারত দ্রোণ° ৬৬ অঃ।) ৫ ধন। ৬ অপত্য। ৭ গৃহ। (নিঘণ্টু)

"ইন্দ্রো বসুভিঃ পরিপাতু নো গয়ম্।" (ঋক্ ১০।৬৬।৩) 'গয়ং গৃহনামৈতৎ' (সায়ণ।)

৮ অন্তরীক্ষ। "গয়মস্মাকং শর্ম্ম" (ঋক্ ৫।৪৩।৭) 'গয়ং গৃহমন্তরীক্ষং বা' (সায়ণ।)

৯ গৃহগত প্রাণী। "যানো গয়মাবিবেশ" (ঋক্ ৬।৭৪।২) 'গয়ং গৃহগতপ্রাণিজাতম্।' (সায়ণ।)

১০ স্বস্থান। "দিবো গয়মারেঅবস্ত আগাৎ" (ঋক্ ১০।৯১।৫) 'গয়ং স্বস্থানং' (সায়ণ।)

[বহু] ১১ প্রাণ। 'সা হৈষা গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রেতদ্ যদ্ গয়াংস্তত্র তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম।" (শত° ব্রা° ১৪।৮।১৫।৭)

[বহু] গয়া অস্ত্যত্র গয়া অচ্। ১২ গয়াপ্রদেশ।

"গয়স্য যজমানস্য গয়েষ্বেব মহাক্রতুম্।

আহূতা সরিতাং শ্রেষ্ঠে গয়যজ্ঞে সরস্বতী।" (ভারত শল্য ৩৯)

১৩ অসুরবিশেষ, গয়াসুর। [গয়া দেখ।]

গয়দাস, একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার।

গয়রসপুর, মধ্যভারতে ভিল্‌সার নিকট একটী স্থান। এখানে অতি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জৈনদিগের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া অনেকের অনুমান।

গয়শাত (পুং) একজন প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য।

গয়শিরস্ (ক্লী) গয়স্য শিরঃ। ৬-তৎ। ১ গয়ার নিকটস্থ পর্ব্বতবিশেষ। ২ গয়াসুরের মস্তক। (ভারত, বন) [গয়া দেখ।]

গয়সাধন (ত্রি) গয়স্য সাধনম্। ৬ তৎ। গৃহের সাধন, গৃহের ধনাদি বৃদ্ধিকারক।

"সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্।" (ঋক্ ৯।১০৪।২) 'গয়সাধনং গৃহস্য সাধনম্।' (সায়ণ।)

গয়স্ফান (ত্রি) স্ফায়ী বৃদ্ধৌ অন্তর্ভূতণ্যর্থাৎ ল্যুট্, যলোপ, গয়স্য ধনস্য স্ফানো বর্দ্ধকঃ। ধনবর্দ্ধনকারক।

"গয়স্ফানো অমীবহা" (ঋক্ ১।৯১।১২) 'গয় ইতি ধননাম। গয়স্য বর্দ্ধয়িতা।' (সায়ণ)

গয়া, বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীন একটী বিস্তৃত জেলা, ইহার উত্তরসীমা পাটনা জেলা, পূর্ব্বে মুঙ্গের, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্বে লোহারডাগা ও হাজারিবাগ, পশ্চিমে শোণনদী সাহাবাদ হইতে এই জেলাকে পৃথক্ করিয়াছে। অক্ষা° ২৪° ১৭´ হইতে ২৫° ১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৪´ হইতে ৮৬° ৫´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৪৭১২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২১ লক্ষের অধিক।

ইহার প্রধান নগর গয়া, কিন্তু রাজকীয় আদালতাদি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সাহেবগঞ্জ নামক স্থানে আছে।

গয়া জেলার দক্ষিণাংশে গিরিমালা, উহা বিন্ধ্যগিরির অংশ বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন। দক্ষিণ ভাগ হইতে জমি ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া গঙ্গাতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জেলার নানাস্থানেই ছোট ছোট পাহাড় আছে, তন্মধ্যে মাহের পাহাড় সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সমুদ্র হইতে প্রায় ১৬২০ ফিট্ উচ্চ হইবে। এই পাহাড় গয়াপুরী হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এ ছাড়া বরাবর ও রাজগৃহ নামে একটী বিখ্যাত পাহাড় আছে। [বরাবর ও রাজগৃহ দেখ।]

এই জেলার শোণ ও ফল্গুনদীই প্রধান, এ ছাড়া কুশী, দোজা ধারহার, তিলিয়া, ধনর্জি, শোব ও শকরি নদী আছে। এই জেলার মধ্য দিয়া দুইটী বৃহৎ কাটাখাল গিয়াছে, একটী শোণ হইতে পুনপুন্ নদী পর্য্যন্ত ৪ ক্রোশ বিস্তৃত, অপরটী শোণখালের ২ ক্রোশ দূরে উত্তরভাগে প্রবাহিত হইয়া প্রায় ৪০ ক্রোশ গিয়া বাঁকিপুর ও দানাপুরের মধ্যে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। উক্ত নদী ও খালের জলে একপ্রকার কৃষিকার্য্য চলে। জেলার পূর্ব্বাংশেই চাষবাস অধিক, উত্তর ও পশ্চিমাংশ তেমন উর্ব্বরা নহে। এখানকার পাহাড়ে ও জঙ্গলে গুটি, মৌচাক, নানাপ্রকার গঁদ ও উৎকৃষ্ট মউয়া সংগৃহীত হয়। পাহাড়ের বন জঙ্গলে নানাপ্রকার বাঘ, ভালুক, হায়না, হরিণ, শূকর প্রভৃতি বন্যজন্তু এবং বন্যকুকুট, পাতিহাঁস প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষী দেখা যায়।

গয়া জেলা অতি পূর্ব্বকাল হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের পুণ্যভূমি ও মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার মুরহর-নদীতীরস্থ টিকারি নগরে টিকারিরাজের দুর্গ আছে। জাহানাবাদ ও দাউদনগরে এক সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কাপড়ের কুঠী ছিল। শোণনদীতীরবর্ত্তী অরবাল নামক স্থান এক সময়ে কাগজ ও চিনির ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, এখন গয়া জেলার মধ্যে এই স্থানেই কেবল নীলের কারবার চলে। দেও নামক স্থানে এখানকার প্রাচীন রাজগণের রাজভবন আছে। নবাদা, বজীরগঞ্জ, বেলা, হসুয়া ও বারিসালীগঞ্জে নানাপ্রকার ব্যবসা হয়।

এখানে ধান্য বেশ জন্মে। যব, গম, কোদো, ছোলা, মটর, খেসারি, কলাই, শণ, পাট, তুলা, সর্ষপ, অহিফেন, নীল, ইক্ষু, পাণ, আলু প্রভৃতিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

এখানে বন্যা হয় না, তবে মধ্যে মধ্যে অতিবৃষ্টিতে শস্যের হানি করে। পূর্ব্বে স্থানে স্থানে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে জলাভাব ঘটিত। এখন খাল কাটিয়া দেওয়াতে সে অভাব দূর হইয়াছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এখানে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহার উপর ঐ বর্ষে ওলাউঠার বিস্তর লোকের প্রাণ নষ্ট হয়। এক সময়ে গয়া জেলায় দেশীয় বস্ত্র ও কাগজের ব্যবসা প্রবল ছিল, কিন্তু এখন প্রায় তাহা লোপ হইয়া আসিয়াছে। এখানকার প্রধান রপ্তানী—সকল প্রকার শস্য, সর্ষপ, নীল, আফিম, সোরা, চিনি, কম্বল ও পিত্তলের বাসন। আমদানীর মধ্যে লবণ, থানবস্ত্র, তুলা, তক্তা, তামাক, লাক্ষা, লৌহ, গরম মসলা ও নানাবিধ ফল।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার সকল প্রকার রাজকীয় কাগজপত্র নষ্ট হওয়ায় ইতিহাস ও পূর্ব্বেকার শাসন-বিবরণী জানিবার কোন উপায় নাই। বিদ্রোহের সময় এই জেলা হইতে ২১৩১২৫০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত, এখন ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে।

এখন সমস্ত গয়া জেলার মধ্যে ১২টী ফৌজদারী ও ৫টী দেওয়ানী আদালত আছে। এখানে ১৪টী থানা ও ২৪টি ফাঁড়ি আছে। গ্রাম্য চৌকিদার ছাড়া এখানে দিগ্‌বার নামে একপ্রকার প্রহরী আছে।

পূর্ব্বে গয়াতীর্থযাত্রীর প্রতি পথে ঘাটে দস্যুদিগের অত্যাচার ছিল, সেই দস্যু দমন করিবার জন্য গ্রামের জমিদারেরা দিগ্‌বার নিযুক্ত করেন। দিগ্‌বারী প্রথা হইবার পর হইতে পথে ঘাটে যাত্রীদের প্রতি পূর্ব্ববৎ আর অত্যাচার হয় না।

গয়াজেলার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানকার তাপমানযন্ত্রে সচরাচর ৭২.৯৮° ডিগ্রি উষ্ণতা উঠে, অধিক গ্রীষ্মের সময় ১১১.৫° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। গড়পড়তা জলপাত ১১.৩৭ ইঞ্চি হয়। রোগের মধ্যে ওলাউঠা, কুষ্ঠ, বসন্ত, শিরঃপীড়া, স্নায়ুশূল ও পাদশোথ হয়। এখানকার লোকেরা টীকা দিতে চায় না বলিয়া বসন্ত কিছু প্রবল।

পূর্ব্বকালে গয়াজেলা মগধরাজের অধীন ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে এখানকার বুদ্ধগয়া সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। [বুদ্ধগয়া শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে পালবংশীয় বৌদ্ধরাজ ও পরে কনোজের হিন্দুরাজগণের অধিকারে ছিল। তৎপরে মুসলমান অধিকারভুক্ত হয়। দিল্লীর মোগল বাদশাহগণের গৌরবরবি অস্তমিত হইবার উপক্রম হইলে মহারাষ্ট্রেরা গয়াপুর লুট করিতে আসিয়া সময়ে সময়ে এই স্থান আক্রমণ করে, কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই। [বেহার দেখ।]

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বেহারপ্রদেশ ইংরাজের হস্তগত হইলে রাজা সেতাব রায়ের উপর এই জেলার বন্দোবস্তের ভার অর্পিত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম এখানে বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হন।

গয়া, উপরোক্ত গয়াজেলার প্রধান নগর, অক্ষা° ২৪°৪৮′৪৪″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ৩′ ১৬″ পূঃ, ফল্গুনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ইহারই পার্শ্বে সাহেবগঞ্জ, সাহেবগঞ্জে গবর্মেণ্টসংক্রান্ত বিচারালয়াদি, সাহেব ও মুসলমানদিগের বাসভবন আছে। নিজ গয়াপুরীতে সাহেব বা মুসলমানের বাস করিবার অধিকার নাই। এই পুরীই হিন্দুজাতির প্রধান পুণ্যধাম "গয়া" নামে বিখ্যাত, এইখানেই গদাধরের পাদপদ্ম বিরাজিত ও গয়ার পাণ্ডা গয়ালীগণের বাস।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল ও বিচক্ষণ হণ্টর সাহেবের মতে (১)—এই গয়াক্ষেত্র প্রথমে হিন্দুতীর্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই, প্রথমে ইহা প্রধান বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, বৌদ্ধদিগের অধঃপতন হইলে হিন্দুগণ বৌদ্ধকীর্ত্তির উপরে আপনাদিগের বর্ত্তমান গয়াধাম স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহাদের উক্ত মতটী সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। কারণ বৌদ্ধপ্রাধান্যের এমন কি বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই গয়া হিন্দুজাতির একটী প্রধান প্রাচীনতীর্থ এবং পিতৃ-পুরুষদিগের পিণ্ড দিবার একমাত্র পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে লিখিত আছে;—

"শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বেব পিতৄন্ প্রতি॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন যঃ পাতি সর্ব্বতঃ॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিৎ গয়াং ব্রজেৎ॥"

অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭।১১-১৩।

শুনা যায়, গয়াপ্রদেশে গয় নামে কোন ধীমান্ ও যশস্বী যজমান পিতৃলোকের প্রতি উদ্দেশ করিয়া এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, 'সন্তান পুৎ নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে ও সর্ব্বতোভাবে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই পুত্র নামে অভিহিত।' লোকে এইজন্যই নানাবিদ্যায় পারদর্শী গুণবান্ বহুপুত্র কামনা করে, (তাঁহাদের ইচ্ছা) তাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একজন পুত্রও গয়ায় গমন করিবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে।" যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।২৬০।

গয়াতে শ্রাদ্ধকালে যাহা প্রদত্ত হয়, তাহাই অনন্ত-ফলজনক।

এইরূপ মহাভারত (বনপর্ব্ব° ৮৪, ৮৭, ৯৫ অঃ, অনুশাসন ২৫ অঃ) হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থেও গয়াতীর্থের উল্লেখ আছে।

গয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থসমূহেও মতভেদ লক্ষিত হয়। মহাভারতের মতে—

অমূর্ত্তরয়ার পুত্র রাজর্ষি গয় এইখানে প্রচুরান্ন ও ভূরি-দক্ষিণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; ঐ যজ্ঞে শত-সহস্র অন্নাচল ও ঘৃতকুল্যা প্রস্তুত হয়, শত শত দধির নদী এবং শত-সহস্র উত্তমোত্তম ব্যঞ্জন-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজর্ষি গয় যাচকদিগকে প্রতিদিনই এইরূপ সমারোহে অন্নদান করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিও বহু-বিধ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিত। দক্ষিণা প্রদানকালে বেদ-ধ্বনি গগন স্পর্শ করিয়াছিল, অন্য কোন শব্দ কর্ণগোচর হয় নাই। রাজর্ষি গয় যেরূপ সমারোহে যজ্ঞ করেন, সেরূপ কেহ কখন করে নাই এবং করিবে এমন বোধও হয় না। দেবগণ গয়রাজ প্রদত্ত হবিঃ দ্বারা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়া-ছিলেন, যে তাঁহারা আর কাহারও দ্রব্যগ্রহণে ইচ্ছা করি-তেন না। রাজর্ষি গয় ব্রহ্মসরোবরের নিকট এইরূপ যজ্ঞা-নুষ্ঠান করিয়াছিলেন। [বনপর্ব্ব ৯৫ অঃ] বোধ হয় রাজর্ষি গয় যজ্ঞ করেন বলিয়া এই স্থান গয়া ও মহাপুণ্য স্থান বলিয়া পূর্ব্বকালে বিখ্যাত হয়। [মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব ৬৬ অঃ দেখ।] (২) পাণ্ডবেরাও এইখানে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন।

হরিবংশের মতে—মনুর যজ্ঞে মিত্র ও বরুণের অংশে ইলা নামে যে কন্যা জন্মে, সেই কন্যাই পুরুষরূপে মনুর পুত্র সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হন, এই সুদ্যুম্নের তিনটী পুত্রের মধ্যে গয় নামে একটী পুত্র হয়, তিনি গয়াপুরীতে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন (৩)। (হরিবংশ ১০ম অধ্যায় দেখ।]

বায়ুপুরাণীয়—গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

মহাবলশালী গয়নামে একটী বিষ্ণুভক্ত অসুর ছিল। সে ১২৫ যোজন উচ্চ ও ৬০ যোজন স্থূল, ইহার আকৃতিটা ভয়ঙ্কর হইলেও চরিত্র মন্দ ছিল না। গয়াসুর অতিশয় ধার্ম্মিক ও নম্র স্বভাব ছিল, অকারণে কাহারও কোন অনিষ্টের দিকে যাইত না। অসুর কিছুদিন পরে কোলাহল পর্ব্বতে যাইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে আরম্ভ করে, তাহার কঠোর তপস্যা দেখিয়া দেবতাদের প্রাণ চমকিয়া উঠিল, তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে, গয় যদি এইরূপ ভাবে আর কিছুদিন তপস্যা করে, তাহা হইলে সকল দেবতাকেই স্বীয় স্বীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, অতএব পিতামহ এই বেলাই ইহার যা হয়, একটা বিধান করুন।

---

(১) Sir W. W. Hunter's Imperial Gazetteer of India, (2nd Ed.) Vol. V. p. 47; Sir Alex. Cunninggham's Archæological Survey Reports, Vols I. III.; Raja R, Mitra's Buddha Gaya.

(২) এইজন্য বোধ হয়, মহাভারতে এই স্থান গয়রাজ-অভিসংস্কৃত মহীধর তীর্থ বলিয়া অভিহিত। যথা—

"ততো মহীধরং জগ্মুর্ধর্ম্মজ্ঞেনাভিসংস্কৃতম্।
রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্যুতে।
নগো গয়শিরো যত্র পুণ্যা চৈব মহানদী।" বনপর্ব্ব ৯৫।৯-১০।

(৩) "প্রদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ ভারত।
দিক্‌পূর্ব্বা ভরতশ্রেষ্ঠ গয়স্য তু গয়াপুরী।" হরিবংশ ১০ অ°।

বিরিঞ্চি দেবগণকে লইয়া বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটী সভা হইয়া স্থির হইল যে, এই বেলাই সকলে মিলিয়া বর দিয়া গয়কে তপস্যা হইতে বিরত করা উচিত। এই পরামর্শ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই কোলাহল পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া গয়াসুরকে বর লইতে বলিলেন। পরোপকারী গয়াসুর রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কিছুই না চাহিয়া বলিল যে, "যদি আপনারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বিধান করুন যে, আমার শরীর যেন ব্রাহ্মণ, তীর্থশিলা, দেবতা, মন্ত্র, যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, ধর্ম্মী, জ্ঞাতি প্রভৃতি সকল পবিত্র পদার্থ হইতেও পবিত্র হয়।" দেবগণ অসুরের চালাকী বুঝিতে পারিলেন না। অসুর যাহা চাহিলেন, তাহাই স্বীকার করিয়া যথা স্থানে চলিয়া গেলেন। গয়াসুরের শরীর পবিত্র হইল। গয়াসুর তাহার পরে নগরভ্রমণে বাহির হইল, তাহার পবিত্র শরীর দেখিয়া সকল জীবজন্তুই চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে লাগিল। নগরটী জনশূন্য হইয়া পড়িল। তাহার পরে গয়াসুর যে গ্রামে বা নগরে যাইতে লাগিল, তথাকার প্রাণিগণই চতুর্ভুজ হইতে লাগিল। তখন দেবগণ অসুরের চালাকী বুঝিতে পারিলেন এবং চিন্তা করিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। যমেরই চিন্তা বেশী, গয়াসুরের শরীর পবিত্র হওয়ার পরে একটী পশুপক্ষীও যমের বাড়ী যাইত না। যম ও অপর দেবগণ মিলিত হইয়া পিতামহের নিকটে যাইয়া বলিলেন, "প্রভো! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, গয়াসুরের পবিত্র শরীর দেখিয়া সকলেই পবিত্র হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছে, যমপুরী একপ্রকার প্রাণীশূন্য, আপনি যাহা হয় একটা উপায় করুন।" ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে গয়াসুরের শরীর যজ্ঞের জন্য চাহিয়া লন, কতকগুলি ব্রাহ্মণ কল্পনা করিয়া তাহাদের দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমস্ত দেবগণই সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গয়াসুরের শরীরের উপরেই যজ্ঞ করা হয়। ব্রহ্মার আদেশে যম ধর্ম্মশিলাটী আনিয়া গয়াসুরের উপরে চাপা দেন এবং গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার জন্য সকল দেবগণই তাহার উপরে উঠীয়া দাঁড়ান। কিন্তু তাহাতে গয়াসুর নিশ্চল হইল না, পরে গদাধর বিষ্ণু আসিয়া দাঁড়াইলে গয়াসুর নিশ্চল হয়। গয়াসুর দেবগণের উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিল যে, "আপনারা অধমকে একটীবার বলিলেই আমি নিশ্চল হইতাম। আপনারা আমাকে বঞ্চিত করিয়া এরূপ বিরাট আয়োজন করিলেন কেন?" দেবগণ তাহার বিনয়বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বর লইতে বলিলে অসুর কহিল, "যে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য বা পৃথিবী থাকিবে, তত কাল পর্য্যন্ত সমস্ত দেবগণ এই শিলায় অবস্থিতি করিবেন, এবং আমার নামে এই স্থানে একটী পুণ্যক্ষেত্র হইবে, ইহার পাঁচক্রোশ গয়াক্ষেত্র এবং একক্রোশ গয়াশিরঃ, ইহা সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে এইরূপ বরপ্রদান করুন।" দেবগণ তাহাই স্বীকার করিলেন। গয়াসুর নিশ্চল হইল *।

(গয়ামাহাত্ম্য)

বর্ত্তমানকালে অনেকেই শেষোক্ত বিবরণটী জানেন এবং গয়ার পাণ্ডারা এইরূপেই গয়াতীর্থের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কিন্তু শেষোক্ত গয়াসুরের উপাখ্যানটী অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতে গয়াক্ষেত্রের মধ্যস্থ অনেক তীর্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু গয়াসুর অথবা গয়াসুরের মস্তকে গদাধর ও অন্যান্য দেবগণের পদস্থাপন বিষয়ের কোন কথা মহাভারতে নাই। ইহাতে অনুমিত হয়, বিষ্ণুপাদ-পদ্মের নিমিত্ত এখন যেমন গয়া ভারতপ্রসিদ্ধ হইয়াছে, অতি পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না।

"মহাভারতে গয়াস্থ গয়শির, অক্ষয়বট, মহানদী, ধর্ম্মারণ্য ব্রহ্মসর, ধেনুকতীর্থ, গৃধ্রবট, উদ্যন্তপর্ব্বত, যোনিদ্বার, ফল্গু-তীর্থ, ধর্ম্মপ্রস্থ, মতঙ্গাশ্রম ও ধর্ম্মতীর্থ কেবল এই কয়টীর উল্লেখ আছে, এ ছাড়া বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যে ও অগ্নিপুরাণে যে সকল স্থান বা তীর্থ এবং যে সকল দেবপদে পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা মহাভারতে নাই। এতদ্দ্বারাও স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মহাভারতে গয়ায় আসিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদির ব্যবস্থা থাকিলেও তৎকালে গয়ামাহাত্ম্যবর্ণিত ও এখনকার মত ৪৫টী বেদী ও বহুতর তীর্থ ছিল না। এখন যেমন গয়া একটী প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, মহাভারতের সময় এরূপ ছিল না। ভারতে গয়াতীর্থের যথেষ্ট বিবরণ লেখা থাকিলেও এই তীর্থপ্রসঙ্গে আদৌ বিষ্ণুর কথাই নাই, ইহাও বিস্ময়কর বটে! বরং এখানে 'ধর্ম্মরাজ স্বয়ং বাস করিতেছেন এবং পিনাক-পাণি ভগবান্ শঙ্কর নিরন্তর সন্নিহিত আছেন।'+ এরূপ কথা মহাভারতে বিবৃত দেখা যায়।

*দেবগণ গয়াশিরে পদার্পণ করায় গয়াক্ষেত্রে দেবগণের পদচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং গয়ামাহাত্ম্যে ঐ সকল দেবপদচিহ্নে পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে।

+ "উবাস স স্বয়ং তত্র ধর্ম্মরাজঃ সনাতনঃ।"

"যত্র সন্নিহিতো নিত্যং মহাদেবঃ পিনাকধৃক্।

মহাভারত বনপর্ব্ব ২৫।১২১।১২২।

গয়া অতি প্রাচীন হিন্দুতীর্থ হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এখানেও বৌদ্ধাধিকার প্রবল হইয়াছিল। স্বয়ং শাক্যসিংহ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত গয়াশীর্ষ পর্ব্বত হইয়া নৈরঞ্জনানদীতীরে উপস্থিত হন *। এবং তাহারই অদূরে বোধিতরুমূলে বুদ্ধপদ লাভ করেন। যেখানে তিনি যোগবলে বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন সেই স্থান বোধিগয়া বা বুদ্ধগয়া নামে প্রসিদ্ধ।

[বুদ্ধগয়া শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

এইখানে বুদ্ধদেব গয়াকাশ্যপ ও নদীকাশ্যপকে দীক্ষিত করেন। বুদ্ধদেব এখানে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধদিগের নিকট এই স্থান এমন কি সমস্ত গয়াক্ষেত্র অতীব পুণ্যপ্রদ মোক্ষধাম বলিয়া পরিগণিত হয়। বৌদ্ধসম্রাট্ অশোক গয়ার ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে একশত ফিট উচ্চ একটী স্তূপ করিয়া দিলেন ও বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্রসমূহে বিস্তর বিহার, মঠ, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। দক্ষিণে, সিংহল ও উত্তরে চীন অবধি নানাস্থান হইতে বৌদ্ধতীর্থযাত্রীগণ ঐ সকল পুণ্যস্থান দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল, এখনও সেই প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির পরিচয় গয়ার নানাস্থানে পড়িয়া আছে। † [বুদ্ধগয়া প্রভৃতি শব্দ দেখ।] এই সময় প্রাচীন হিন্দুতীর্থের নিতান্ত দুরবস্থা হইল। বৌদ্ধগণ সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া বসিল। প্রাচীন পুণ্যভূমি গয়ানগরীর পূর্ব্ব-গৌরব বিলুপ্ত হইল। ৪০১ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ গয়া নগরী বিধ্বস্ত ও জনমানবহীন মরুপ্রায় দেখিয়া গিয়াছিলেন (১)। তখনও এই বিধ্বস্ত নগরীর দেড়ক্রোশ দক্ষিণে বৌদ্ধকীর্ত্তি জাজ্জ্বল্যমান। কিন্তু এখানে অনতিকাল পরেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইল। ধর্ম্মোন্মত্ত হিন্দুজাতি আবার আপনাদিগের পুণ্যধাম গয়াপুরীর বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলোপ করিয়া তীর্থোদ্ধারে যত্নবান্ হইলেন। এই সময় অশেষ শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত কত শত বৌদ্ধমঠ, বিহার, সঙ্ঘারাম ও প্রাচীন স্তূপ বিলুপ্ত, চূর্ণিত ও বিধ্বস্ত হইল। এইরূপে কত প্রাচীন হিন্দুতীর্থের পুনরুদ্ধার, আবার কত প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির উপর পুনরুবেদী ও তীর্থ হইল। এই সময়ে বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যের সৃষ্টি। গয়াসুররূপী বৌদ্ধধর্ম্মের উপর দেবরূপী হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন, তাহাই গয়াসুরের প্রকৃত রূপক উপাখ্যান। বোধ হয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর পূর্ব্বেই এই ঘটনা হইয়াছিল। কারণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন গয়ানগরীতে আগমন করেন, তখন এখানে প্রায় হাজার ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। হিউএন্ সিয়াং লিখিয়াছেন—'ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ ঋষিবংশসম্ভূত। সর্ব্বত্রই লোকে তাঁহাদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন*।' চীনপরিব্রাজকবর্ণিত ব্রাহ্মণগণকে এখনকার গয়ালীদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। বোধ করি, তাঁহারাই প্রাচীন গয়াতীর্থ উদ্ধার করিয়া থাকিবেন, এইজন্যই গয়ালীদিগের এত প্রাধান্য ও তাঁহারা মহাধনবান্ হইতে দীন-দরিদ্র সকলপ্রকার হিন্দুতীর্থযাত্রীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন।

চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, তিনি বোধিতরুর উত্তরে কোন কোন স্থানে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন †। বোধ হয়, সেই সকল পদচিহ্নই ব্রাহ্মণেরা গদাধরের পাদপদ্ম বলিয়া প্রচার করিয়া থাকিবেন। প্রচার করিবার আরও একটী কারণ ছিল;—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা জানিতেন যে, মহাভারতে গয়ার অন্তর্গত ধেনুকতীর্থে গোবৎসের পদচিহ্ন এবং উদ্যন্ত পর্ব্বতে সাবিত্রীর পদচিহ্ন বর্ণিত আছে। সুতরাং যখন তাঁহারা দেখিলেন, পূর্ব্বেও যখন ব্রাহ্মণগণ এই গয়াতে পাদপূজা করিতেন, তখন এখনই বা পাদপূজা কেন না হইবে? এইরূপে বৌদ্ধেরা যাহা যাহা বুদ্ধপদ বলিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, গয়ার ব্রাহ্মণেরাও সেই সকল গদাধর প্রভৃতি দেবপদচিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। গয়ামাহাত্ম্যেও লিখিত আছে—

সর্ব্বত্র মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃ পাদৈরেভিঃ সুলক্ষিতঃ।
প্রয়াস্তি পিতরঃ সর্ব্বে ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥" ৭।৭৭॥

কেবল তাহাই নয়, গয়ানগরের বহির্ভাগে পাঁচক্রোশের মধ্যে যে সমস্ত বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহাও হিন্দুতীর্থ বলিয়া গৃহীত হইল, তন্মধ্যে বর্ত্তমান বুদ্ধগয়াস্থ যে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে শাক্যসিংহ বুদ্ধপদ লাভ করেন, সেই মহাবোধিতরুই

---

* "ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো যথাভিপ্রেতং গয়ায়াং বিহৃত্য গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে জঙ্ঘাবিহারমনুচংক্রম্যমানো যেনোরুবিল্বাসেনাপতিগ্রামকস্তদনুসৃতস্তদনু প্রাপ্তোঽভূতৎ। তত্রাদ্রাক্ষীন্নদীং নৈরঞ্জনাং চ্ছোদকাং সুপতীর্থ্যাং প্রাসাদিকৈশ্চক্রমণ্ডৈরলঙ্কৃতাং সমন্ততশ্চ গোচরগ্রামান্॥" ললিতবিস্তর ১৩ অঃ।

† এখনও বিষ্ণুপদ-মন্দিরের নিকট বৌদ্ধস্তূপ ও তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিচায়ক "যে ধর্ম্মহেতুপ্রভবা" ইত্যাদি সূত্র এবং সূর্য্যমন্দিরে অশোকবল্ল কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ১৮১৩ বর্ষ পরে প্রদত্ত বৌদ্ধশিলালিপি দৃষ্ট হয়।

(১) Fo-kwo-ki Ch, XXXI.

* Beal's Records of the Western Countries Vol, II p. 113.

† Beal's Records &c. Vol II. p. 122.

প্রধান *। এখনও হিন্দুগণ গয়ার আড়াইক্রোশ দক্ষিণে বুদ্ধগয়াস্থ বোধিতরুমূলে পিণ্ডদান করিতে গিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান গয়াক্ষেত্রে ৪৫টী বেদী বা তীর্থ আছে। গয়ালীরা বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা আরও অনেক তীর্থ ছিল, কালক্রমে সে সমস্ত লোপ হইয়াছে। গয়াতীর্থযাত্রীগণ ঐ সকল তীর্থের মধ্যে কেহ ১টী, কেহ বা ২টী, কেহ কেহ ৩৮টী এবং কেহ বা ৪৫টীই দর্শন ও তথায় পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। ঐ সকল তীর্থদর্শনাদি সম্বন্ধে নিয়ম আছে। ত্রিস্থলীসেতু ও গয়াযাত্রাপদ্ধতিতে লিখিত আছে—

যে দিন গয়াযাত্রা করিবে, তাহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দিনে একাহার, হবিষ্যভোজন ও স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিয়া শুচিভাবে থাকিবে, তৎপরদিন প্রাতঃস্নানাদি করিয়া দেশ-কালনিয়মানুসারে গয়াযাত্রার অঙ্গরূপে উপবাস করিয়া সংকল্প করিবে। তৎপর দিন অর্থাৎ গয়াযাত্রাদিনে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ও ইষ্টপূজাদি করিবার পর মস্তক মুণ্ডন করিয়া কুলাচারানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধান্তে নিজগ্রাম ৫ বার প্রদক্ষিণ করিয়া মৃত পিতৃপুরুষগণকে তাঁহার সহিত গয়ায় যাইতে অনুরোধ করিবেন। গয়ায় আসিলে তাঁহার পাণ্ডা যাত্রীকে তীর্থ সকল দর্শনাদি করাইবার জন্ম সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দেন।

গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে (১ম দিবস) গয়ায় আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে সবস্ত্র ফল্গুতীর্থে পরে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিবে। পরে প্রেতপর্ব্বতে প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া—

"কব্যবালোহনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ।
আগচ্ছন্তু মহাভাগাঃ যুষ্মাভীরক্ষিতাস্ত্বথ।
মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতা সনাভয়ঃ।
তেষাং পিণ্ডপ্রদানায় আগতোঽস্মি গয়ামিমাম্।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শ্রাদ্ধেনানেন শাশ্বতীম্॥"

এই মন্ত্রদ্বারা পিতৃলোকের আবাহন ও পূজা করিয়া পিণ্ডদান করিবে।

শ্রাদ্ধার্থ জল লইয়া প্রেতপর্ব্বতে রাখিয়া পরে সুবর্ণরেখাস্থিত শিলায় যাইয়া পাদশৌচাদি করিয়া পূর্ব্বদর্শিত "কব্যবাল" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিবে। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শ্রাদ্ধস্থান শোধন করিবে। পরে প্রেতপর্ব্বতে শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিয়া পিতৃগণ ও আপনার প্রেতত্ব মুক্তিকামনায় সংকল্প করিয়া প্রেতপর্ব্বতে তিলমিশ্রিত সক্তু ও তিলযুক্ত অঞ্জলি প্রমাণ দান করিবে। অনন্তর প্রেতপর্ব্বত হইতে নামিয়া গয়াগ্রামের উত্তরভাগে প্রায় আড়াইক্রোশ দূরে মহানদীর পশ্চিমভাগস্থ প্রেতশিলায় গমন করিবে। প্রায় ৪০০ ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া তবে প্রেতশিলায় উঠা যায়, এখানে পাদশৌচ সংকল্প করিয়া "কব্যবাল" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন এবং যথাশক্তি তাঁহাদের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানমাত্র করিবে। পরে প্রেতশিলার নিম্নে প্রভাসপর্ব্বতে সঙ্গত মহানদীর রামতীর্থে যাইবে। মহাভারতে এই রামতীর্থের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু মহানদীর উল্লেখ আছে, তন্মতে এই মহানদীতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে অক্ষয়লোক লাভ ও নিজ কুল উদ্ধার হয়। (বন ৮৪ অঃ) গয়ামাহাত্ম্যের মতে এখানে

"জন্মান্তরশতং সাগ্রং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। পরে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিয়া—

"রাম রাম মহাবাহো দেবানামভয়ঙ্কর।
ত্বাং নমামাত্র দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্।"

এই মন্ত্র দ্বারা রামকে প্রণাম করিবে। পরে যমরাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া যমবলি ও কুক্কুরবলি দিবে (২)।

গয়ামাহাত্ম্যের মতে এই প্রথমদিনেই উত্তরমানসে গমন করিবে। তথায় মানস নামে একটী সরোবর আছে, ইহা গয়ার প্রথমতীর্থ ও মুণ্ডপৃষ্ঠ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানে—"উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে।
সূর্য্যলোকাদিসংসিদ্ধিসিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে॥" গং মাং

এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্নান করিবে, পরে দেব প্রভৃতির তর্পণ করিয়া পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ করিবে। এখানে মৌনী হইয়া দক্ষিণমানসে যাইবে। উত্তর মানস ও উদীচীনদীর মধ্যে কনখল নামে পিতৃমুক্তিদায়ক একটী তীর্থ আছে, গয়ামাহাত্ম্যে ও অগ্নিপুরাণের মতে এই তীর্থে স্নান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

বিষ্ণুপদ মন্দিরের কিছু দূরে একটী সরোবর ও একটী সূর্য্যমন্দির আছে, গয়ামাহাত্ম্যে ঐ সূর্য্যমূর্ত্তি মৌনার্ক নামে বর্ণিত। ঐ মন্দিরের নাটমণ্ডপ প্রায় দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফিট্ ও প্রস্থে

* বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যে এবং অগ্নিপুরাণেও এই মহাবোধিতরুর উল্লেখ আছে। যথাস্থানে গয়াযাত্রার বিবরণ মধ্যে বিবৃত হইবে।

(২) তারানাথ বাচস্পতিকৃত গয়াযাত্রাপদ্ধতিতে দ্বিতীয় দিবসেও এইরূপ করিবার বিধান আছে। কিন্তু বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যে এরূপ বিধান না থাকায় ৺তারানাথের মত গ্রহণ না করিয়া গয়ামাহাত্ম্যের নিয়মানুসারে লিখিত হইল।

২৫২ ফিট্ হইবে, ইহার পশ্চিমাংশে গর্ভগৃহ, উহা প্রায় ৮২ বর্গ ফিট্, মন্দিরের প্রাচীর ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু স্তম্ভগুলি গ্রেণাইট্ পাথরের। অরুণচালিত সপ্তাশ্বরথে দ্বিহস্ত সূর্য্যমূর্ত্তি বিরাজমান। উক্ত সরোবরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত, তাহা দৈর্ঘ্যে ২৯২ ফিট্ ও প্রস্থে ১৫৬ ফিট্ হইবে। এই সরোবরের পশ্চিমে একটী নিমগাছ আছে, সে স্থানকেই লোকে কনখল বলে। তাহার দক্ষিণে দক্ষিণমানস, এখানেও তিনটী তীর্থ আছে, এখানে—"দিবাকরকরোমীহস্নানং দক্ষিণমানসে।

নমামি সূর্য্যতৃপ্ত্যর্থং পিতৃণাং তারণায় চ।

পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যায়ায়ুরোগ্যবৃদ্ধয়ে॥"

এই মন্ত্রদ্বারা স্নান ও পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে। দানান্তে ঐ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মৌনার্ককে নমস্কার করিবে।

তৎপরে (দ্বিতীয় দিবসে) ফল্গুতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ অতি প্রাচীন। মহাভারতেও লিখিত আছে, গয়াস্থ ফল্গুতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও মহাসিদ্ধি লাভ হয়। (বনপ° ৮৪ অঃ।) বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যের মতে, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিষ্ণু ফল্গুরূপী হইয়া দক্ষিণাগ্নিতে যে হোম করিয়াছিলেন, তাহার রজকণাতে ফল্গুতীর্থ হইয়াছিল। গঙ্গা বিষ্ণুর পদজাতা, কিন্তু স্বয়ং আদিগদাধর দ্রবীভূত হইয়া ফল্গুতীর্থ হয়, এইজন্য গঙ্গা হইতে ফল্গুতীর্থ শ্রেষ্ঠ। ত্রিভুবনে যত পবিত্র তীর্থ আছে, স্নানকালে সে সমস্ত ফল্গুতীর্থে সন্নিহিত হয়। (গয়ামা° ৭।১৪-১৭)

অগ্নিপুরাণের মতে গয়াশিরই ফল্গুতীর্থ। ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া গদাধর দর্শন করিলে যে সুকৃত লাভ হয়, আর কিছুতে তেমন হইতে পারে না। (অগ্নিপু° ১১৫।২৬) গয়ামাহাত্ম্যের অন্যত্র লিখিত আছে—নাগকুট, গৃধ্রকুট ও উত্তরমানস, এই সকলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে গয়াশির ও ফল্গুতীর্থবলে—মুণ্ডপৃষ্ঠপর্ব্বতের নিম্নস্থানেই ফল্গুতীর্থ আছে। এখানে—

"ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ।

পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় মুক্তিভুক্তি প্রসিদ্ধয়ে॥"

এই মন্ত্রে স্নান ও তর্পণ করিয়া প্রেতশিলা-সংলগ্ন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানান্তে স্বশাখানুসারে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে। পরে

"নমঃ শিবায় দেবায় ঈশান পুরুষায় চ।

অঘোর বামদেবায় সদ্যোজাতায় শম্ভবে॥"

এই মন্ত্রে পিতামহকে এবং তৎপরে—

"ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।

প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে॥"

এই মন্ত্রে গদাধরকে প্রণাম ও পূজা করিবে। দ্বিতীয় দিবসে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে। এই স্থানে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এখানে মতঙ্গবাপীতে স্নানান্তে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিবে। পরে এই মন্ত্রে মতঙ্গেশ্বরকে প্রণাম করিবে—

"প্রমাণং দেবতাঃ সন্তঃ লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ।

ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতাঃ॥"

ধর্ম্মারণ্যের পূর্ব্বে ব্রহ্মতীর্থ। মহাভারতে লিখিত আছে—ধর্ম্মারণ্যোপশোভিত ব্রহ্মসরতীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়, ব্রহ্মা এই সরোবরে এক যূপকাষ্ঠ নিখাত করিয়াছিলেন, ঐ যূপকে প্রদক্ষিণ করিলে অশ্বমেধের ফল হয়। গয়ামাহাত্ম্যমতে—ঐ ব্রহ্মকূপ ও ব্রহ্মযূপ মধ্যে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ উদ্ধার হয়। ইহারই নিকট (বুদ্ধগয়াস্থ) মহাবোধি নামক অশ্বত্থবৃক্ষ। গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে নমস্কার করিয়া মহাবোধিতরুকে (১) এই তিন মন্ত্র দ্বারা নমস্কার করিবে—

"চলদ্দলায় বৃক্ষায় সর্ব্বদা স্থিতিহেতবে।

বোধিসত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমো নমঃ॥ ১॥

একাদশোঽসি রুদ্রাণাং বসূনাং পাবকস্তথা।

নারায়ণোঽসি দেবানাং বৃক্ষরাজোঽসি পিপ্পল॥ ২॥

অশ্বত্থ যস্মাত্ত্বয়ি বৃক্ষরাজ নারায়ণস্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালম্।

অতঃ শুভস্ত্বং সততং তরূণাং ধন্যোঽসি দুঃস্বপ্নবিনাসনোঽসি॥"৩

তৎপরে (বুদ্ধগয়াস্থ) বিষ্ণুকে (বুদ্ধকে) এই বলিয়া নমস্কার করিবে—

"অশ্বত্থরূপিণাং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।

নমামি পুণ্ডরীকাক্ষং বৃক্ষরূপধরং হরিম্॥"

তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মসরোবরে যাইবে। মহাভারতে লিখিত আছে, রাজর্ষি গয়ের যজ্ঞাবসানে ঐ ব্রহ্মসরোবর নির্ম্মিত হয়। (দ্রোণপ° ৬৬ অঃ।) এখানে—

"শ্রাদ্ধায় পিণ্ডদানায় তর্পণায়াত্মশুদ্ধয়ে।

স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ ঋণত্রয়বিমুক্তয়ে॥"

এই মন্ত্র দ্বারা স্নান করিয়া, পরে শ্রাদ্ধ করিবে।

---

(১) "ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধিতরুং নমেৎ।"

বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্য ৭।৩১।

অগ্নিপুরাণেও (১১৬।৩৭) লিখিত আছে—

"মহাবোধিতরুং নত্বা ধর্ম্মবান্ স্বর্গলোকভাক্।" মহাবোধিতরুকে নমস্কার করিলে ধর্ম্ম ও স্বর্গলোক লাভ হয়। কিন্তু মহাভারতে এই মহাবোধিতরু অথবা ধর্ম্মেশ্বরের কোন উল্লেখ নাই। বুদ্ধদেব ঐ অশ্বত্থবৃক্ষমূলে মহাবোধি লাভ করেন বলিয়া উহা মহাবোধিতরু নামে বৌদ্ধসমাজে বিখ্যাত হয়। সুতরাং অগ্নিপুরাণের অংশ ও গয়ামাহাত্ম্য যে বৌদ্ধপ্রাধান্যের পর লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মসরের নিকট গোপ্রচার তীর্থ। এক্ষণে একটী আম্র-বৃক্ষ আছে। গয়ামাহাত্ম্যের মতে ঐ আম্রবৃক্ষ ব্রহ্মপ্রকল্পিত। এই বৃক্ষমূলে—"আম্রং ব্রহ্মসরোদ্ভূতং সর্ব্বদেবময়ং তরুম্।
বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেচন করিবে। তৎপরে ব্রহ্মযূপকে প্রদক্ষিণ করিয়া—

"ওঁ নমো ব্রহ্মণেঽজায় জগজ্জন্মাদিকারিণে।
ভক্তানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ তারণায় নমোঽস্তুতে॥"

এই মন্ত্রে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবে। ইহার পর যথাক্রমে যমবলি ও কুক্কুরবলি দিবে। যমবলি দিবার মন্ত্র—

"যমরাজ ধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং হি সংস্থিতৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি পিতৃণাং মুক্তিসিদ্ধয়ে॥"

কুক্কুরবলি দিবার মন্ত্র এই—

"দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি রক্ষেতাং পথি সর্ব্বদা॥"

পরে কাকবলি দিয়া স্নান করিবে। কাকবলি দিবার মন্ত্র—

"ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাযাম্যা বৈ নৈঋর্তাস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু ভূম্যাং পিণ্ডং ময়োজ্ঝিতম্॥"

চতুর্থ দিবসে—ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া গয়াশীর্ষে বিষ্ণুপদে যাত্রা করিবে। বিষ্ণুপদের মন্দিরই গয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহার নাটমন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। গয়াগ্রাম মধ্যে এমন কারুকার্য্য ও গঠনপ্রণালী অন্য কোন মন্দিরে নাই। মহারাষ্ট্ররাজ্ঞী অহল্যাবাই এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মন্দিরটী ধূসরবর্ণ গ্রেণাইট্ পাথরে নির্ম্মিত। মণ্ডপটী ৫৮ ফিট্ চতুরস্র। প্রত্যেক কোণে আট থাক থাম আছে। মূলস্থান ৮ আটকোণা বুরুজের মত, বিস্তারে প্রায় ৩৮ ফিট্, ইহার মাথায় ৮০ ফিট্ উচ্চ চূড়া আছে। নাটমন্দিরের মধ্যে ও মূলমন্দিরের সম্মুখে নেপালরাজমন্ত্রী রণজিৎ পাঁড়ে প্রদত্ত একটী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে, তাহার নিনাদ, যাত্রীগণের জয়ধ্বনি ও ব্রাহ্মণগণের ঘন ঘন মন্ত্রপাঠ শ্রবণ করিলে মনে স্বতই ভক্তির সঞ্চার হয়। এখানে যেমন লোকের জনতা, গয়ার মধ্যে এত আর কোথাও নাই। এই মন্দির মধ্যেই হিন্দুর আরাধ্য গদাধরের পাদপদ্ম। পাদপদ্মের চারিদিক্ রৌপ্য-মণ্ডিত। এইখানেই যাত্রীগণ পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। নিক্ষেপমাত্র পিঙ্গলবর্ণের গাভিগণ খাইয়া ফেলে। গয়ামাহাত্ম্যের মতে এই খানেই সাক্ষাৎ গয়াসুরের মস্তক বিন্যস্ত আছে, ইহাই গয়াসুরের মুখ্যস্থান। এখানে শ্রাদ্ধে অক্ষয় পুণ্য হয়। আদিগদাধর পিতৃগণের মুক্তিহেতু ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে বিষ্ণুপদরূপে বাস করিতেছেন। এখানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানে স্বয়ং এবং সহস্রকুল বিষ্ণুলোকপ্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণুপদ মন্দিরের নিকট গয়েশ্বরীদেবীর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। সাধারণের বিশ্বাস, ইনিই গয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বিষ্ণুপদমন্দিরের কার্য্য শেষ করিয়া যাত্রী নাটমন্দির পার হইয়া আর একটী স্থানে আসিবেন, এখানে একস্থানে ব্রহ্মপদ, রুদ্রপদ, দক্ষিণাগ্নিপদ, গার্হপত্যপদ, আহবনীয়পদ, সভ্যপদ, আবসথ্যপদ, অর্কপদ, কার্ত্তিকেয়পদ, ইন্দ্রপদ, আগস্ত্যপদ, কাশ্যপপদ, গজকর্ণপদ, প্রভৃতিপদ আছে (১)। এই কয়টী পদে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে। এখন অনেকেই উক্ত পদগুলির মধ্যে কেবল রুদ্রপদ ও বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিয়া থাকে। গয়া-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, "একতম পদে শ্রাদ্ধ করিলেও কর্ত্তার মঙ্গল হয়।"

পদশিলার উত্তরস্থ পথে বনকেশ, কেদারেশ্বর, নরসিংহ, বামন প্রভৃতি দেবতা আছেন। গয়ামাহাত্ম্যে তাঁহাদের পূজা করিবার বিধান আছে।

পঞ্চম দিবসে—গদালোলতীর্থে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড-দান করিবে। তাহার পর সর্ব্বশেষে অক্ষয়বট সমীপে যাইবে। মহাভারতে লিখিত আছে—রাজর্ষি গয়ের যজ্ঞ-কালে একটী বটবৃক্ষ চিরজীবি হয়, তাহাই অক্ষয়বট। (দ্রোণপর্ব্ব ৬৬ অঃ)। গয়ামাহাত্ম্যমতে এখানে পিতৃ-উদ্দেশে যাহা দত্ত হয়, তাহাতেই অক্ষয় ফল হইয়া থাকে।

গয়ামাহাত্ম্যে যেরূপ তীর্থযাত্রার কথা লিখিত আছে; তাহাই লিখিত হইল। এ ছাড়া গয়ার মধ্যে গায়ত্রীতীর্থ, সমুদিততীর্থ, সরস্বতীতীর্থ বিশালানদী, লেলিহানতীর্থ, ভরতাশ্রম, বৈতরণী নদী, ঘৃতকুল্যা ও মধুকুল্যা, কোটিতীর্থ, রুক্মিণীতীর্থ, পাণ্ডুশিলা, মধুশ্রবানদী, কর্দ্দমালতীর্থ, আকাশ-গঙ্গা, স্বর্গদ্বার, যোনিদ্বার, ব্রহ্মযোনি, ধৌতপাদ, মাহেশ্বরী-তীর্থ, দেবদারুবন, দেবীরূপাশিলা, ধর্ম্মশিলা বা ধর্ম্মপ্রস্থ ও মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রির উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত আধুনিক গয়াযাত্রা-পদ্ধতিতে রামশিলা রামগয়া, জীব্যালোল, রামশির, তামশির, সাতশির, ভীমগয়া প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এখন যাহারা গয়াস্থ ৪৫টী বেদী পর্য্যটন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ১৩ দিনে ঐ সকল তীর্থ ও স্থান দর্শন করিয়া থাকেন।

(১) গয়ামাহাত্ম্যে উক্ত পদ কয়টী উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে, উক্ত পদ কয়টী ব্যতীত দধীচিপদ, চন্দ্রপদ, মাতঙ্গপদ, কর্ণপদ, ক্রৌঞ্চপদ, ইত্যাদি ১৮টী পদে পিণ্ড দিবার বিধান আছে।

ইতরেতর, অন্যভূতাবয়ব যে সমূহ তাহাকে সমাহার কহে। এই চারি প্রকারের মধ্যে সমুচ্চয় ও অন্বাচয় এই দুইটীতে সামর্থ্য না থাকায় সমাস হইবে না। পরস্পর অপেক্ষা হেতু—একক্রিয়া সম্বন্ধ থাকিলে তাহাকে ইতরেতর এবং সংহতি বা একত্রঅবস্থান বুঝাইলে সমাহারদ্বন্দ্ব হয়। ইতরেতর দ্বন্দ্বসমাসে যদি দুই পদে বা বহু পদে সমাস হয়, তাহা হইলে শেষপদে দ্বিবচন হইয়া থাকে। যথা "দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ,=দ্যাবাভূমী; ধবশ্চ খদিরশ্চ পলাশশ্চ=ধবখদিরপলাশাঃ" এই দুই স্থলে দুই পদে দ্বিবচন এবং তিনটী পদে বহুবচন হইল। ইতরেতরদ্বন্দ্বে এইরূপ সকল স্থলে বুঝিতে হইবে।

সমাহার দ্বন্দ্বে ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন হয়। হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গবাচক, পটহ মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যবাচক, পঞ্চম মধ্যম প্রভৃতি স্বরবাচক, পদাদি প্রভৃতি সেনাবাচক, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি অস্ত্রবাচক শব্দের সমাহারদ্বন্দ্ব হয়। দেশ ও নদীবাচক শব্দের সমাহার হয়, কিন্তু সমলিঙ্গ ও গ্রাম্যবাচকের হয় না। বিরুদ্ধার্থ অদ্রব্যবাচক পদার্থের বিকল্পে সমাহার হয় এবং পশু, পক্ষী, ক্ষুদ্রজন্তু, ফল, শস্য, তৃণ ও বৃক্ষবাচক শব্দেরও বিকল্পে সমাহার হইয়া থাকে। শূদ্রবাচক শব্দের নিত্য সমাহার হয়। কিন্তু অস্পৃশ্য শূদ্রের হয় না। 'কর্ম্মকারকুম্ভকারং, শৌণ্ডিকচাণ্ডালৌ' এই স্থলে কর্ম্মকার ও কুম্ভকার শূদ্রবাচক হওয়ায় সমাহার হইল, কিন্তু শৌণ্ডিক ও চাণ্ডাল ইহারা অস্পৃশ্য শূদ্র হওয়ায় সমাহার না হইয়া ইতরেতর হইল। বহুবচন বুঝাইলে নিত্যবিরোধী জন্তুর সমাহার হয়।

একশেষদ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব সমাসে একটী পদ অবশিষ্ট থাকে, অপর পদের লোপ হয়, এইজন্য উহার নাম একশেষ হইয়াছে। 'মাতাচ পিতাচ পিতরৌ' এই স্থলে মাতৃশব্দের লোপ হইয়া পিতৃশব্দ অবশিষ্ট থাকিল, এইজন্য একশেষদ্বন্দ্ব হইল। এই একশেষ দ্বন্দ্বে কোন্ শব্দ অবশিষ্ট থাকিবে এবং কোন্ শব্দের লোপ হইবে, তাহার বিশেষ বিধান ব্যাকরণে লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীবাচক পদের সহিত উক্তি হইলে পুং-বাচক পদেরই অবশেষ হয়। শ্বশ্রূ ও দুহিতৃ শব্দের সহিত ভ্রাতৃ ও পুত্রশব্দের সমাস হইলে ভ্রাতৃ ও পুত্র শব্দের অবশেষ থাকে। পুং ও স্ত্রী লিঙ্গের সহিত যদি ক্লীবলিঙ্গের সমাস হয়, তাহা হইলে ক্লীব লিঙ্গেরই অবশেষ থাকে। ত্যদ্ প্রভৃতি সর্ব্বনাম শব্দের স[illegible] হইলে যে শব্দশেষে থাকিবে তাহারই অবশেষ থাকিবে[illegible] ইত্যাদি এই বিশেষবিধি, বাহুল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল না।

বহুব্রীহি—যে কয়েক পদে সমাস হয়, সেই সকল পদের অর্থ না বুঝাইয়া তদর্থবিশিষ্ট অন্যপদার্থ বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাস হয়। সুতরাং সমাসান্ত পদ বিশেষণ পদ হইয়া থাকে। অনেকমন্যপদার্থে। (পা ২।২।২৩) প্রথমাভিন্ন অন্যপদার্থ বোধক অনেকগুলি পদের বিভক্তির সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। যথা,—আরূঢ়বানরো-বৃক্ষঃ আরূঢ়ঃ বানরঃ যং স আরূঢ়বানরোবৃক্ষঃ। এই স্থলে আরূঢ় বানর এই দুই পদে সমাস হইয়াছে, কিন্তু এইস্থলে আরূঢ় ও বানর এই দুই শব্দের অর্থ না বুঝাইয়া আরূঢ় বানরবিশিষ্ট বৃক্ষ এইরূপ অর্থ বুঝাইল; সুতরাং এই পদটী বিশেষণ হইল। জিতশত্রু, যিনি শত্রু জয় করিয়াছেন। এইরূপ বহুব্রীহি সমাস স্থলে তদর্থবিশিষ্ট অন্যপদার্থের বোধ হইবে। এই বহুব্রীহি সমাসেও সমাসের পরে কপ্, অচ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। তাহারও বিশেষ বিধি ব্যাকরণে অভিহিত হইয়াছে।

কর্ম্মধারয়—বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের সমাসকে কর্ম্মধারয় সমাস কহে। কর্ম্মধারয় সমাসে উত্তর পদের প্রাধান্য হয়, শেষ যে পদ থাকে, সেই পদই প্রধান হইয়া থাকে। স্থিরা বুদ্ধিঃ স্থিরবুদ্ধি; এইস্থলে স্থির বিশেষণ বুদ্ধি বিশেষ্য—এই বিশেষ্য বিশেষণ উভয় পদে সমাস হইয়া স্থিরবুদ্ধি এই পদ হইল। এখানে বুদ্ধি এই পদেরই প্রাধান্য হইল। পুরুষব্যাঘ্র, বাহুলতা প্রভৃতি স্থলে উপমিত কর্ম্মধারয় ও রূপককর্ম্মধারয় জানিতে হইবে। পুরুষব্যাঘ্রের ন্যায়, ব্যাঘ্র শব্দ এখানে শ্রেষ্ঠার্থবাচক। "উপমেয়ং ব্যাঘ্রাদিভিঃ শ্রেষ্ঠার্থে।" ব্যাঘ্রাদি শব্দ শ্রেষ্ঠাদি বোধক হইলে উপমিতি কর্ম্মধারয় সমাস হয়। বাহু লতার ন্যায়, এই স্থলে রূপকরূপে সমাস হওয়ায় রূপক কর্ম্মধারয় হইল। এই কর্ম্মধারয় সমাসের পর সমাসান্ত প্রত্যয় হইয়া থাকে, তাহারও বিশেষ বিবরণ ব্যাকরণে বর্ণিত হইয়াছে। যথায় রূপক বা উপমা বুঝায়, তথায় সমলিঙ্গ বা অসমলিঙ্গই হউক দুই বিশেষ্য পদে কর্ম্মধারয় সমাস হয় এবং তুল্যাদি শব্দের লোপ হয়। এইরূপ সমাসকে রূপককর্ম্মধারয় ও উপমিতি-কর্ম্মধারয় কহে। দেহপিঞ্জর, এইস্থলে দেহরূপ পিঞ্জর, এই সমাসবাক্যে রূপ শব্দের লোপ হওয়ায় দেহপিঞ্জর শব্দ হইল। এইস্থলে রূপক কর্ম্মধারয়। যেখানে উপমান বাচক চন্দ্রাদি শব্দ পূর্ব্বে ও উপমেয় মুখাদি শব্দ পরে থাকে এবং সদৃশাদি শব্দের লোপ হয়, তথায় উপমিতি-কর্ম্মধারয় হয়। চন্দ্র সদৃশ মুখ=চন্দ্রমুখ, এই স্থলে সদৃশ শব্দের লোপ হইল। ইহা ভিন্ন যে স্থলে সমাসবাক্যে মধ্যপদের লোপ হয় তথায় মধ্যপদ-লোপি-কর্ম্মধারয় সমাস হয়। ছায়াতরু, ছায়াপ্রধানতরু, এইস্থলে মধ্যস্থিত প্রধান পদের লোপ হইয়া মধ্যপদলোপি কর্ম্মধারয় সমাস হইল। বিশেষণ ও বিশেষণে যে সমাস হয়, তাহাকেও কর্ম্মধারয় সমাস কহে। যথা পীনোন্নত, পীন ও উন্নত; এইস্থলে এই দুইটী পদই বিশেষণ।

• তৎপুরুষ—পূর্ব্ব শব্দ অর্থানুসারে দ্বিতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত হইলে এবং পর শব্দে প্রথমা বিভক্তি থাকিলে তৎপুরুষ সমাস হয়, এই তৎপুরুষ সমাস দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী ভেদে ৬প্রকার। যথা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন নঞের সহিতও তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস কহে। এই দ্বিতীয়াদি তৎ পুরুষের বিশেষ বিধান ব্যাকরণে লিখিত হইয়াছে।

উপপদ সমাসও তৎপুরুষসমাসের অন্তর্গত। 'কৃত্তদর্থোপপদং' কৃদন্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে তদর্থ উপপদের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস কহে। সুবন্ত পদের পরবর্ত্তী যে সকল ধাতুর উত্তর অণ্‌ অচ্‌ প্রভৃতি কৃৎ-প্রত্যয় বিহিত হয়, তথায় উপপদ সমাস হয়। কুম্ভকার, এই স্থলে কুম্ভং করোতি কুম্ভ-কৃ-অণ্‌; অণ কৃদন্ত প্রত্যয়। এই স্থলে কৃদন্ত প্রত্যয় পরে কুম্ভ এই উপপদের সহিত সমাস হওয়ায় উপপদ সমাস হইল।

দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ সমাস স্থলে কারকানুসারে যেরূপ বিভক্তি হইবে, তথায় সেই তৎপুরুষ সমাস হইবে। যথা বৃক্ষাৎপতিত, এই স্থলে পতন অর্থে অপাদান হওয়ায় বৃক্ষাৎ পঞ্চমী হইয়াছে, সুতরাং এইস্থলে পঞ্চমী তৎপুরুষ হইল। এইরূপ কারকযোগে যেরূপ বিভক্তির প্রাপ্তি হইবে, তদনুসারেই সেই তৎপুরুষ সমাস হইবে।

দ্বিগু—দ্বিগু সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকে, সমাহার প্রতিপত্ত্যর্থে দ্বিগু সমাস হয়। সমাহার দ্বিগু হইলে সমস্ত পদ ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত হয়। পঞ্চানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ, এইস্থলে 'পঞ্চরাত্রং' এই পদ হইল, পঞ্চরাত্রির সমাহার অর্থ বুঝাইয়াছে, এই জন্য এখানে সংখ্যা শব্দপূর্ব্বক দ্বিগু সমাস হইল। "সংখ্যা পূর্ব্বোদ্বিগুঃ" (পা ২।১।৫২) যেস্থলে এইরূপ হইবে, তথায় দ্বিগুসমাস হইবে।

অব্যয়ীভাব—অব্যয় পদের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব কহে, এই সমাসে পূর্ব্বপদ অব্যয় এবং পরপদ অন-ব্যয়, অব্যয় পদের সহিত অনব্যয়পদের যে সমাস, তাহাই অব্যয়ীভাব। এই সমাস হইলে সমস্ত পদ অব্যয়সদৃশ হয়, এই সমাসে অব্যয় পদ দ্বারা বিভক্তি, সমীপ, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, অর্থাভাব, অত্যয়, অসম্প্রতি, শব্দ, প্রাদুর্ভাব, পশ্চাৎ, যথা, বীপ্সা, পর্য্যন্ত, অনতিক্রম, অভাব, যৌগপদ্য, সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থ বুঝাইবে, অর্থাৎ এই সকল অর্থ বুঝাইলে এই সমাস হয়। বিভক্তির উদাহরণ—'অধ্যাত্মং আত্মানমধিকৃত্য' এই স্থলে পূর্ব্বপদ অধি অব্যয় এবং পরপদ আত্মন্‌ অনব্যয়, এই অব্যয়পদের কারকার্থে অনব্যয় পদের সমাস হইয়া এই পদ অব্যয়সদৃশ হইয়াছে। উপকূলং, কূলস্য সমীপং, এই স্থলে উপ শব্দের অর্থ সমীপ, উপ অব্যয়, এই অব্যয় সমীপার্থে কূল শব্দের সহিত সমাস হইয়াছে। কূলের সমীপ উপকূল। বীপ্সা—প্রতিদিন—'দিনং দিনং প্রতিদিনং' এই স্থলে বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব হইয়াছে। পর্য্যন্ত—আসমুদ্র—সমুদ্রাদাসমুদ্রপর্য্যন্তং, এই স্থলে আশব্দের অর্থ পর্য্যন্ত। যোগ্যতা—অনুরূপ, রূপস্য যোগ্যং, অনুরূপং, এই স্থলে অনু শব্দের অর্থ যোগ্যতা, পশ্চাৎ অনুপদং পদস্য পশ্চাৎ, এই স্থলে অনুশব্দের অর্থ পশ্চাৎ। অনতিক্রম যথাবিধি বিধিমনতিক্রম্য, এই স্থলে যথা শব্দের অর্থ অনতিক্রম। অভাব—নির্বিঘ্নং, বিঘ্নস্য অভাবঃ, এই স্থলে নিঃশব্দের অর্থ অভাব। ইত্যাদি রূপ অব্যয়ের অর্থ বুঝাইলে অনব্যয় পদের সহিত এই সমাস হয়।

"অব্যয়ং সমীপসমৃদ্ধিবৃদ্ধ্যর্থাভাবাত্যয়াসম্প্রতিশব্দপ্রাদুর্ভাব-পশ্চাদ্‌ যথানুপূর্ব্ব্য যৌগপদ্যসাদৃশ্যসম্পত্তিসাকল্যান্তবচনেষু।" (পা ২।১।৬) অকারান্ত অব্যয়ীভাবের সুপের লুক্‌ হয় না, এবং পঞ্চমী ভিন্ন অন্য বিভক্তিতে অমাগম হয়। দিশোমধ্যং অপদিশং এখানে বিভক্তি স্থানে অমাগম হইয়াছে। অপশব্দ ও দিশ্‌ শব্দের সহিত সমাস হইয়া 'অপদিশং' এই পদ হইয়াছে।

অকারান্ত অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর তৃতীয়া ও সপ্তমী স্থলে বিকল্পে অমাগম হয়। অপদিশ্‌ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে "অপদিশং, অপদিশেন' এবং সপ্তমীর একবচনে 'অপদিশং অপদিশে' এইরূপ পদ হইবে। অব্যয়ীভাব সমাস করিলে ঐ শব্দ নপুংসক লিঙ্গ হয়, এবং নপুংসকে প্রাতিপদিকের হ্রস্ব হয়। অব্যয়ীভাব সমাসে সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হয়, কিন্তু কাল অর্থ বুঝাইলে হয় না। সচক্র, চক্রের সহিত বর্ত্তমান, এই স্থলে অব্যয়ীভাব সমাসে সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হইয়া সচক্র এই পদ হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণের সহিত বর্ত্তমান, এই স্থলে সপূর্ব্বাহ্ণ না হইয়া সহপূর্ব্বাহ্ণ এই পদ হইবে, কারণ এখানে কাল অর্থ বুঝাইয়াছে, এই জন্য সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হইল না।

অসাদৃশ্যার্থেই যথা শব্দের সমাস হয়। যথা হরিস্তথা হরঃ, এই স্থলে যথা শব্দের সহিত হরি শব্দের সমাস হয় নাই, কারণ এখানে যথা শব্দের অর্থ সাদৃশ্য অর্থাৎ উপমানত্ব অর্থ হইয়াছে। অবধারণার্থে যাবৎ শব্দের যোগে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। দ্যূত-ব্যবহারে পরাজয় বুঝাইলে অক্ষ, শলাকা ও সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত এই সমাস হয়।

অপ, পরি, বহি, অঞ্চ শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির সহিত বিকল্পে সমাস হয়। মর্য্যাদা ও অভিবিধি বুঝাইলে পঞ্চম্যন্তের সহিত আঙ্‌শব্দের বিকল্পে সমাস হয়। আভিমুখ্যদ্যোতক অভি ও প্রতি শব্দের চিহ্নবাচক শব্দের সহিত এই সমাস হয়। যে পদার্থের সামীপ্য বুঝাইবে, তাহার সহিত অনু শব্দের এই সমাস

হয়। অনু শব্দ দ্বারা যাহার দৈর্ঘ্য বুঝাইবে, তাহার সহিত অনু-শব্দের এই সমাস হইবে। 'অনুগঙ্গং বারাণসী' অর্থাৎ গঙ্গা সদৃশ দৈর্ঘ্যসম্পন্ন বারাণসী। তিষ্ঠদ্গু ইত্যাদি শব্দ নিপাতন-প্রযুক্ত এই সমাস হয়। তিষ্ঠদ্গু শব্দের অর্থ দোহনকাল, গোরু সকল যে কালে স্থির থাকে, তিষ্ঠন্তি গাবো যস্মিন্ কালে স তিষ্ঠদ্গু।

পর এবং মধ্য শব্দ ষষ্ঠ্যন্তের সহিত বিকল্পে সমাস হয়। বংশ্যবাচক শব্দের সহিত সংখ্যাবাচকের বিকল্পে সমাস হয়। বিদ্যা ও জন্ম দ্বারা বংশ দুই প্রকার. 'দ্বৌ মুনী বংশ্যৌ' এই বাক্যে দ্বিমুনি, এই থানে অব্যয়ীভাব সমাস হইল। নদীবাচক শব্দের সহিত সংখ্যাবাচক শব্দেরও এই সমাস হয়। ইত্যাদি রূপ অর্থ সকল বুঝাইলে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়া থাকে।

এই ছয় প্রকার সমাসের পর সমাসোত্তর বিভক্তির লোপ হইয়া টচ্ অন্ প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় হয়, উহাদিগকে সমাসান্ত প্রত্যয় কহে। এই জন্য ব্যাকরণে উহা সমাসান্ত প্রকরণ নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা ইন্দ্রসখ, ইন্দ্রের সখা, এই স্থলে ইন্দ্র ও সখি শব্দের সমাস হইয়া ইন্দ্রসখি এইরূপ পদ হইল, পরে সমাসোত্তর টচ্ সমাসান্ত হইয়া সখি এই শব্দের ইকারের লোপ হইয়া ইন্দ্রসখ এই পদ হইল। এইরূপ সমাসান্ত বিধি সকল জানিতে হইবে।

সমাস হইলে সমাসের পর পূর্ব্ব পদের বিভক্তির লোপ হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে বিশেষ বিধানানুসারে বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে অলুক সমাস কহে। যথা মাতুঃষসা, এই স্থলে মাতৃ-শব্দের সহিত স্বসৃ শব্দের যোগে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে, মাতৃ শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে মাতুঃ এই পদ হইয়াছে, সমাসের পর এই বিভক্তির লোপ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিশেষ বিধানানুসারে অলুক্-সমাস হইল অর্থাৎ বিভক্তির লোপ হইল না। যে কোন স্থলে ইচ্ছা করিলেই যে অলুক্ সমাস হইবে, তাহা নহে, ব্যাকরণে যে যে স্থলে অলুক্-সমাসের বিধান আছে, কেবল সেই সেই স্থলেই এই সমাস হইবে। ব্যাকরণের অলুক্ সমাস প্রকরণে ইহার বিশেষ বিধান অভিহিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, খেচর, সরসিজ, অন্তেবাসী প্রভৃতি পদ অলুক্-সমাসান্ত হইয়াছে।

নিত্যসমাস—কুশব্দ ও প্রাদি শব্দের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে নিত্যসমাস কহে। "কু প্রাদয়ো নিত্যং" কু অর্থাৎ কুৎসিত, প্র, পরা, অপ প্রভৃতি উপসর্গ, অলং, অন্তর, পুরস্, তিরস্ প্রাদুস্, আবিস্ প্রভৃতি অব্যয় শব্দ এবং চ্বি, ক্তাচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকেই নিত্যসমাস কহে। কুরাজ, কুৎসিতো রাজা, এই স্থলে কুশব্দ এবং রাজন্ শব্দের সহিত সমাস হইয়া কুরাজ এই শব্দ হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে কুশব্দের সহিত নিত্যসমাস হইল। নিত্যসমাস স্থলেই ঐইরূপ বিধি জানিতে হইবে। প্রণাম, ঝনৎকার, অলঙ্কার, অন্তর্হিত প্রভৃতি নিত্যসমাস।

অর্থ শব্দের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদের নিত্যসমাস হয়। নিত্য-সমাস বাক্য উল্লেখ না করিয়া ইদং শব্দের উল্লেখ করিতে হয়। ভোজনায় ইদং ভোজনার্থং, ইহাও নিত্যসমাস।

প্রাচীনগণ উক্ত ৬ প্রকার সমাস স্বীকার করেন না, তাঁহারা ৪ প্রকার সমাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব; কিন্তু ৪ প্রকার সমাসে সকল স্থলে সমাসসিদ্ধ না হওয়ায় এই চারি প্রকার সমাসের অতিরিক্ত যে সমস্ত সমাস তাহাদিগকে 'সহ সুপা' এই সূত্র দ্বারা সমাস বিধান করিয়াছেন। ইহাদের মতে পূর্ব্বপদার্থপ্রধানের নাম অব্যয়ীভাব অর্থাৎ দুইটী পদে সমাস হয়, এই দুই পদের মধ্যে পূর্ব্ব যে পদার্থ তাহারই প্রাধান্য হইবে, পর পদ অপ্রধান থাকিবে। যে সমাস উত্তরপদ প্রধান তাহাকে তৎপুরুষ, যে সমাসে অন্যপদ প্রধান তাহাকে বহুব্রীহি, এবং যে সমাসে উভয়পদ প্রধান তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস কহে।

উক্ত সমাস-স্থলে উহা যথার্থ রূপে হইলেও কোন কোন স্থলে ইহার ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য সিদ্ধান্তকৌমুদী ও তৎপরবর্ত্তী ব্যাকরণসমূহে ৬টী প্রধান সমাস স্বীকৃত হইয়াছে।

সমাস বাক্যবিন্যাস কালে পদকে বিশ্লেষণ করিতে হয়, ইহাদ্বারা অর্থ পরিস্ফুট হয়, এই জন্য ইহাকে বিগ্রহ বা ব্যাস-বাক্য কহে। কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সনাদি প্রত্যয়ান্ত ধাতুরূপ ভেদে বৃত্তি পাঁচ প্রকার। প্রত্যয়ান্ত ভাব দ্বারাই হউক আর পরপদার্থান্তর্ভাব দ্বারাই হউক, পদের যে বিশিষ্ট অর্থ তাহার নাম পরার্থ। যদ্দ্বারা সেই পরার্থ বর্ণিত করা যায় তাহাকে বৃত্তি কহে; এই বৃত্ত্যর্থজ্ঞাপক বাক্যের নাম বিগ্রহ। এই বিগ্রহ দুই প্রকার, লৌকিক ও অলৌকিক। রাজ্ঞঃ পুরুষঃ এই স্থলে এইটী লৌকিক বিগ্রহ, এবং রাজ্ঞঃ, রাজন্ শব্দের ষষ্ঠীর একবচন ঙস্ বিভক্তি, পুরুষঃ প্রথমার একবচন সুপ্ বিভক্তি, ইহা অলৌকিক বিগ্রহ। সকল সমাসস্থলেই এইরূপ লৌকিক ও অলৌকিক এই দুই প্রকার বিগ্রহ হইয়া থাকে।

সমাসস্থলে সুপের সহিত সুপের, তিঙের সহিত সুপের, নামের সহিত সুপের, ধাতুর সহিত সুপের, তিঙের সহিত তিঙের এবং সুপের সহিত তিঙের সমাস হইয়া থাকে। ইহাদের যথাক্রমে উদাহরণ; যথা—রাজপুরুষ, পর্য্যভূষং, কুম্ভকার, অজস্র, পিবতখাদতা, কৃন্তবিচক্ষণা। রাজপুরুষ স্থলে রাজ্ঞঃ পুরুষঃ, সুপের সহিত সুপের সমাস হইয়াছে, কারণ রাজ্ঞঃ ষষ্ঠীর একবচন, পুরুষঃ প্রথমার একবচন, এই দুই সুপের সহিত সমাস হইয়াছে। এইরূপ সকল পদেই জানিতে হইবে। (সিদ্ধান্তকৌ°)

পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে সমাসের বিশেষ বিবরণ ও বিচার বিশেষ রূপে অভিহিত হইয়াছে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকার এই সকল সমাসের নামের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ ও বিচারপ্রণালী অতিশয় পাণ্ডিত্যসহকারে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় তৎসমুদায় আলোচনা দুর্ব্বোধ্য হইবে, বিবেচনায় তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

সমাসক্ত (ত্রি) সম্-আ-সন্‌জ্-ক্ত। ১ সংযুক্ত, সংলগ্ন। ২ অভিনিবিষ্ট। ৩ অত্যাসক্ত। ৪ লব্ধ। ৫ রাশীকৃত।

সমাসক্তি (স্ত্রী) সম্-আ-সন্‌জ্-ক্তিন্। সম্যক্ প্রকারে আসক্তি।

সমাসঙ্গ (পুং) সম্-আ-সন্‌জ্-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে আসঙ্গ। মেলন, সংযোগ।

সমাসঞ্জন (ক্লী) সম্-আ-সন্‌জ-ল্যুট্। মেলন, সংযোগ।

সমাসত্তি (স্ত্রী) সম্-আ-সদ ক্তিন্। সন্নিকর্ষ, নিকট। (পা ৩।৪।৫০)

সমাসন (ক্লী) সমান আসন, একাসন।

সমাসন্ন (ত্রি) সম্-আ-সদ-ক্ত। নিকটস্থ।

"অথ বেলাসমাসন্নশৈলরন্ধ্রানুনাদিনা।" (রঘু ১০।৩৫)

সমাসপুর, প্রাচীন ভোজরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। (ভবিষ্যব্র°খ° ৩।৩৮-৪৪)

সমাসভাবনা (স্ত্রী) বীজগণিতোক্ত অঙ্কপ্রক্রিয়াভেদ। বিভিন্ন গুণফলের যোগফল নিরাকরণ। সিদ্ধান্তশিরোমণি মতে দুইটী বৃত্তাংশের শরসমষ্টি (sine of the sum of two arcs) অবধারণ প্রণালীবিশেষ।

সমাসবৎ (পুং) সমাসঃ সংক্ষেপঃ অস্ত্যস্যেতি মতুপ্ মস্য ব। ১ তুন্নবৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ সমাসবিশিষ্ট, সমাসযুক্ত। সংক্ষিপ্ত।

সমাসাদিত (ত্রি) সম্-আ সদ্ ণিচ্-ক্ত। ১ প্রাপ্ত, লব্ধ। ২ আহৃত। ৩ সমানীত। ৪ উদ্ধৃত। ৫ আক্রান্ত।

সমাসাদ্য (ত্রি) সম্ আ-সদ-ণ্যৎ। প্রাপ্য। সমাসাদনযোগ্য।

সমাসান্ত (পুং) সমাস হইবার পর প্রত্যয় বিশেষ। ব্যাকরণে সমাসান্ত একটী প্রকরণ আছে, সমাস হইবার পর এই প্রত্যয় হয়। যেমন মহারাজ, মহান্ রাজা, এই দুইপদে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া মহারাজন্ এই শব্দ হইল, 'রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্' এই সূত্রানুসারে টচ্ সমাসান্ত, ন'র লোপ; এইরূপে মহারাজ পদ হইয়াছে। সমাসের পর টচ্ প্রত্যয়, ইহা সমাসান্ত প্রত্যয়। এইরূপ সমাস-বিধানের পর যে প্রত্যয় তাহাকেই সমাসান্ত কহে। ব্যাকরণে ইহার বিশেষ বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

সমাসার্থা (স্ত্রী) সমাসেন সংক্ষেপেণ অর্থো যস্যাঃ। সমস্যা। শ্লোকের এক, দুই বা তিন পাদ দ্বারা পূরণ।

সমাসার্দ্ধ (ত্রি) অর্দ্ধমাসবিশিষ্ট। পক্ষব্যাপী। স্ত্রিয়াং টাপ্।

সমাসেচন (ক্লী) সম্যক্‌রূপে অভিষেক।

সমাসোক্ত (পুং) সমাসেন উক্তঃ। সমাস দ্বারা উক্ত, সংক্ষেপরূপে কথিত।

সমাসোক্তি (স্ত্রী) অর্থালঙ্কারভেদ। লক্ষণ—

"সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ।
ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেঽন্যস্য বস্তুনঃ।" (সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

সমান কার্য্য, সমানলিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা যে স্থলে প্রস্তুত অর্থাৎ প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ে অন্যের ব্যবহার সমারোপ হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"ব্যাধূয় যদ্বসনমম্বুজলোচনায়া
বক্ষোজয়োঃ কনককুম্ভবিলাসভাজোঃ।
আলিঙ্গসি প্রসভমঙ্গমশেষমস্যা ধন্যস্ত্বমেব মলয়াচলগন্ধবাহঃ॥"
অত্র গন্ধবাহে হঠকামুকব্যবহারসমারোপঃ।"(সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

বায়ু তুমি কোন অম্বুজলোচনা কামিনীর কনককুম্ভবিলাসভাজী স্তনদ্বয়ের বসন অপনয়ন করিয়া ঝটিতি ইহার সমস্ত অঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছ, অতএব হে মলয়াচল গন্ধবাহ! একমাত্র তুমিই ধন্য। এই স্থলে মলয়াচল গন্ধবাহকে হঠকামুকত্ব-ব্যবহারের সমারোপ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল। এই স্থলে নায়িকার স্তনবসনাক্ষেপপূর্ব্বক আলিঙ্গনই কার্য্য। প্রকৃত বায়ুর অপ্রকৃত নায়কের সমারোপ হইয়াছে। যে স্থলে এইরূপ কার্য্য, লিঙ্গ ও বিশেষণাদি দ্বারা ব্যবহারসমারোপ হইবে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

"ব্যবহারোঽথ বা তত্ত্বং নৌপম্যে যৎ প্রতীয়তে।
তন্নৌপম্যং সমাসোক্তিরেকদেশোপমা স্ফুটা॥"(সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

যে স্থলে ঔপম্যগর্ভ (অন্তর্ভূত উপমা) বিশেষণসাম্য হয়, সেইস্থলে অপ্রস্তুতের ব্যবহারস্বরূপ বা সধর্ম্ম হইয়া থাকে, সুতরাং সেইস্থলে ব্যবহারসমারোপ হইলেও সমাসোক্তি হইবে না।

এই সমাসোক্তি চারিপ্রকার। যে স্থলে বিশেষণসাম্য হয়, সেই স্থলে শ্লিষ্ট বিশেষণ দ্বারা উত্থাপিত ও সাধারণ বিশেষণ দ্বারা উত্থাপিত দুই প্রকার এবং কার্য্য ও লিঙ্গসাম্যেও দুই প্রকার। এই সকল স্থলেই ব্যবহারের সমারোপই এই অলঙ্কারের একমাত্র কারণ জানিতে হইবে। কোন স্থলে লৌকিক বস্তুতে লৌকিক বস্তুর ব্যবহারসমারোপ বা শাস্ত্রীয় বস্তুর সহিত শাস্ত্রীয় বস্তুর ব্যবহারসমারোপ, অথবা শাস্ত্রীয় বস্তুতে লৌকিক বস্তু এবং লৌকিক বস্তুতে শাস্ত্রীয় বস্তুর এই চারি প্রকার ব্যবহারসমারোপ হয়। পূর্ব্বে যে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, ঐস্থলে লৌকিক বস্তুতে লৌকিক হঠকামুকের ব্যবহারের সমারোপ হইয়াছে। এইরূপ সকল স্থলেই জানিতে হইবে।

"বিশেষণসাম্যে শ্লিষ্টবিশেষণোত্থাপিতা সাধারণবিশেষণো-

প্রাণিতা চেতি দ্বিধা। কার্য্যলিঙ্গয়োস্তুল্যত্বেঽপি চ দ্বিবিধেতি চতুঃপ্রকারা সমাসোক্তিঃ। সর্ব্বত্রৈবাত্র ব্যবহারসমারোপঃ কারণং। স চ ক্বচল্লৌকিকে বস্তুনি লৌকিকবস্তুব্যবহার-সমারোপঃ। লৌকিকে বা শাস্ত্রীয়বস্তুব্যবহারসমারোপঃ, শাস্ত্রীয়ে বা লৌকিকবস্তুব্যবহারসমারোপঃ ইতি চতুর্দ্ধা।" (সাহিত্যদ° ১০।৭০৩ বৃত্তি)

সমাহত (ত্রি) সম্-আ-হন-ক্ত। আহত, তাড়িত।

সমাহর (ত্রি) সম্যক্‌রূপে আহরণশীল।

সমাহরণ (ক্লী) সং-আ-হৃ-ল্যুট্। সমাহার।

সমাহর্ত্তৃ (ত্রি) সম্-আ-হৃ-তৃণ্। ১ সমাহরণকারী, মিলনকারী। ২ সংক্ষেপকারী।

সমাহার (পুং) সম্-আ-হৃ-ঘঞ্। ১ সমুচ্চয়। ২ মিলন। ৩ সংগ্রহ। ৪ সংক্ষেপ। ৫ সমূহ। ৬ বহু বস্তুর একত্র করণ। ৭ সমাসবিশেষ, দ্বন্দ্ব ও দ্বিগু সমাসবিশেষ, সমাহারদ্বন্দ্ব ও সমাহারদ্বিগু। [সমাস দেখ।]

সমাহারবর্ণ (পুং) সংক্ষেপ বর্ণ।

সমাহার্য্য (ত্রি) সম্-আ-হৃ-ণ্যৎ। ১ সমাহারযোগ্য। সমাহারের উপযুক্ত। ২ সংক্ষেপযোগ্য। ৩ মিলনার্হ।

সমাহিত (ত্রি) সম্-আ-ধা-ক্ত। সমাধিস্থ, সমাধিস্থিত; যাহারা চিত্ত সমাধান করিয়াছেন। ২ কৃতসিদ্ধান্ত, মীমাংসিত। ৩ অঙ্গীকৃত। ৪ অভ্রান্তচিত্ত। ৫ অবহিত, একাগ্রচিত্ত। ৬ নিষ্পাদিত। ৭ আহিত। ৮ স্থাপিত। ৯ নির্ব্বিবাদীকৃত। ১০ প্রতিজ্ঞাত। ১১ সমাধিক্ষেত্রে নিহিত। ১২ অবিচলিত, দৃঢ়। ১৩ নিষ্পন্ন। (ধরণি) (পুং) ১৪ শুচি।

সমাহিতিকা (স্ত্রী) মালবিকাগ্নি মিত্রবর্ণিতপুরনারীভেদ।

সমাহৃত (ত্রি) সম্-আ-হৃ-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে আহবনীকৃত। ২ সংগৃহীত। ৩ একত্রীকৃত। ৪ সংক্ষেপরূপে প্রতিপাদিত।

সমাহৃতি (স্ত্রী) সম্-আ-হৃ-ক্তিন্। সংগ্রহ, সংক্ষেপ। "এককর্ত্তৃকানামনেককর্ত্তৃকাণাং বা একাভিপ্রায়াণাং বাক্যানাং সমাহরণং সমাহৃতিঃ" (ভরত) এক কর্তৃক বা অনেক কর্তৃক একাভিপ্রায় বাক্যের একীকরণকে সমাহৃতি কহে।

সমাহেয় (ত্রি) মাহেয় নামক জাতিসংযুক্ত। (মার্কপু° ৫৭।৫১)

সমাহ্বয় (পুং) সমাহূয়তেঽত্রেতি সম্-আ-হ্বে পুংসীতি ঘ। বাহুলকাৎ নাত্বং। ১ দ্যূত। ২ আহ্বান, যুদ্ধে আহ্বান। ৩ পশুপক্ষিদ্যূত, পাণিদ্যূত, মেষ কুক্কুটাদিদ্বারা যুদ্ধ করান। ৪ সঙ্গর, যুদ্ধ।

"দ্যূতসমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবারয়েৎ।
রাজ্যান্তঃকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাং॥
প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ॥
অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥
দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥"
(মনু ৯।২২১-২৪)

রাজা রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিবারণ করিবেন। এই দুইটী দোষ রাজাদিগের রাজ্যনাশক হইয়া থাকে। দ্যূত এবং সমাহ্বয় এই দুইটী প্রকাশ্য চৌর্য্য মাত্র। এই জন্য ইহা নিবারণে বিশেষ যত্নপর হওয়া আবশ্যক। অক্ষ শলাকাদি অপ্রাণিদ্বারা পণপূর্ব্বক ক্রীড়া করাকে দ্যূত এবং মেষকুক্কুটাদি প্রাণীদ্বারা পণপূর্ব্বক যে ক্রীড়া করা হয়, তাহাকে সমাহ্বয় কহে। অতএব যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিজে করে বা অপর দ্বারা করায়, রাজা উহাদিগের সকলেরই অপরাধানুসারে হস্তচ্ছেদাদি প্রাণবধ পর্য্যন্ত দণ্ডবিধান করিবেন। দ্যূত ও সমাহ্বয়-কর্ত্তা, নটবৃত্তিজীবী, ক্রূরচেষ্ট চৌরাদি, ও কিতব প্রভৃতিকে রাজা পুরমধ্যে বাস করিতে দিবেন না। কারণ এই সকল প্রচ্ছন্ন তস্করেরা রাজ্য মধ্যে বাস করিলে নানা-প্রকার বঞ্চনাদি অধর্ম্মদ্বারা ভদ্র প্রজাগণ পীড়িত হইয়া থাকেন। এইজন্য ইহাদিগকে দূরে নির্ব্বাসন করা বিধেয়।

সমাহ্বা (স্ত্রী) সম্যক্ আহ্বা যস্যাঃ। গোজিহ্বা, চলিত গজিয়া শাক। (শব্দচ°)

সমাহ্বাতৃ (ত্রি) সম্-আ-হ্বে-তৃচ্। ১ সমাহ্বানকারী। ২ দ্যূতের জন্য আহ্বানকারী।

সমাহ্বান (ক্লী) সম্-আ-হ্বে-ল্যুট্। ১ সম্যক্‌প্রকারে আহ্বান। ২ দ্যূতের জন্য আহ্বান।

সমিক (ক্লী) শেল, অস্ত্রবিশেষ, চলিত বর্শা, খোচ্।

সমিৎ (স্ত্রী) সমীয়তেঽত্রেতি সম্-ইণ্-ক্বিপ্। যুদ্ধ। (অমর)

সমিত (ত্রি) সম্যক্‌প্রাপ্ত।

সমিতা (স্ত্রী) সম্যক্ প্রকারেণ ইতা প্রাপ্তা। গোধূম-চূর্ণ, চলিত ময়দা। ইহার লক্ষণ—

"গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতা শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতা সমিতা স্মৃতা॥"

শ্বেত গোধূম উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কুট্টিত করিবে, পরে তাহা শুষ্ক করিয়া জলের প্রোক্ষণ দিয়া যন্ত্রে পেষণপূর্ব্বক ছাকিয়া লইবে। এইরূপে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে সমিতা কহে। গুণ—গোধূমের ন্যায়। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। অনেক স্থানে ইহাই প্রধান খাদ্য।

সমিতি (স্ত্রী) সংযন্ত্যস্যামিতি সং-ইণ্-ক্তিন্। ১ সভা। ২ যুদ্ধ। ৩ সঙ্গ। ৪ সাম্য। (হেম) ৫ সন্নিপাত।

"প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে।
স্বধর্ম্মে চানুতিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা॥"(ভাগ° ১১।১৫।৮)
'সমিতিঃ সন্নিপাতঃ' (স্বামী)

সমিতিক, একটী প্রাচীন জাতি। বাইবেল গ্রন্থে ইহারা সেমের বংশধর বলিয়া Semites নামে কথিত। কাহারও মতে সমিতিকাস্ নামক ফিনিকরাজ হইতে এই জাতির নামকরণ হইয়াছে। এক সময়ে পারস্য হইতে সমগ্র পশ্চিম এসিয়ায় এই জাতির বাস ছিল। কালে উহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সমিতিঙ্গম (পুং) সভাসমিতিতে গমনকারী।

সমিতিঞ্জয় (ত্রি) সমিতিং জয়তি জি-খশ্ মুমাগমঃ। ১ যুদ্ধজেতা। ২ সভাজয়কারী। (পুং) ৩ যম। ৪ বিষ্ণু। ৫ ভারতবর্ণিত যোদ্ধৃভেদ। (সভাপর্ব্ব)

সমিৎকলাপ (পুং) সমিধ্ কাষ্ঠের তাড়া বা বোঝা।

সমিত্ব (ক্লী) সমিধের ধর্ম্মবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ২।১।৩।৮)

সমিৎপাণি (ত্রি) সমিৎপাণৌ যস্য। সমিদ্ধস্ত, যাহার হস্তে সমিধ্ আছে।

সমিথ (পুং) সমেতীতি সম্ ইণ্ (সমীণঃ। উণ্ ২।১১) ইতি থক্। ১ অগ্নি। (উজ্জ্বল) ২ যুদ্ধ। (ঋক্ ৪।২০।৮) যুদ্ধার্থে এই শব্দ কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গেও প্রয়োগ আছে।
"স ইন্দ্রহানি সমিথানি মজ্জনা।" (ঋক্ ১।৫৫।৫)
৩ আহুতি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

সমিথুন (ত্রি) মিথুনেন সহ বর্ত্তমানঃ। মিথুনের সহিত বর্ত্তমান, মিথুনযুক্ত।

সমিদ্ধ (ত্রি) সম্ ইন্ধ-ক্ত। প্রদীপ্ত, প্রজ্বলিত। হোম করিবার সময় প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিতে হয়। অসমিদ্ধ অগ্নিতে হোম করিলে পীড়িত ও দরিদ্র হয়।
"যোঽনর্চিষি জুহোত্যগ্নৌ ব্যঙ্গারিণি চ মানবঃ।
মন্দাগ্নিরাময়াবী চ দরিদ্রশ্চ স জায়তে।
তস্মাৎ সমিদ্ধে হোতব্যং নাসমিদ্ধে কদাচন॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

সমিদ্ধন (ক্লী) সম্ ইন্ধ-ল্যুট্। ১ অগ্নিপ্রজ্বলনার্থ কাষ্ঠাদি। ২ উদ্দীপন।

সমিদ্ধবৎ (ত্রি) সমিদ্ধ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সমিদ্ধবিশিষ্ট। সমিদ্ধ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।১।১১)

সমিদ্ধাগ্নি (ত্রি) সমিদ্ধঃ অগ্নির্যস্য। প্রদীপ্ত অগ্নিবিশিষ্ট। (ঋক্ ৫।৩৭।২)

সমিদ্ধার (ত্রি) সমিধ্ আহরণে নিযুক্ত। সমিধ্ সংগ্রহকারী।

সমিদ্ধার্থক (পুং) মুদ্রারাক্ষসবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

সমিদ্ভার (পুং) সমিধাং ভারঃ। সমিধের ভার।

সমিদ্বৎ (ত্রি) সমিধ্-মতুপ্, মস্য ব। সমিধ্ বিশিষ্ট, সমিধ্ যুক্ত।

সমিধ্ (স্ত্রী) সমীধ্যতে হনয়েতি ইন্ধ-ক্বিপ্। অগ্নিসন্দীপনার্থ তৃণকাষ্ঠাদি, অগ্নি জ্বালিবার জন্য তৃণ বা কাষ্ঠ। পর্য্যায় ইন্ধন, এধ, ইধ্ম, সমিন্ধন। (শব্দরত্না°) অর্ক, পলাশ, যজ্ঞডুম্বুর প্রভৃতির সাগ্রপত্রকে সমিধ্ কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সমিধ্ দ্বারা হোম করিতে হয়। হোমীয় সমিদের লক্ষণ ও শুভাশুভের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে,
"প্রাদেশমাত্রাঃ সশিখাঃ সবল্কাশ্চ পলাশিনী।
সমিধঃ কল্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বদা॥" (সংস্কারতত্ত্ব)
অগ্রভাগ, বল্কল ও পত্রের সহিত যজ্ঞডুম্বুর প্রভৃতির শাখাকে প্রাদেশ পরিমাণে সমিধ্ কল্পনা করিবে। সমিধ্ গ্রহণকালে যদি উহার অগ্র ভঙ্গ, ত্বক্ ছিন্ন এবং পত্রচ্যুত হয় তাহা হইলে তাহা সমিধ্ পদবাচ্য হইবে না। 'সমিধেজুহুয়াৎ' সমিধ দ্বারা হোম করিবে। এই বিধানানুসারে লক্ষণাক্রান্ত সমিধ্ বাছিয়া লইবে, পরে তাহা দ্বারা হোম করিতে হয়।

এই সমিধ্ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল হইবে, এবং ইহার ত্বক্ যেন মুক্ত কীটযুক্ত ও পাটিত না হয়, ইহা প্রাদেশ পরিমাণ হইবে। নির্বীর্য্য অর্থাৎ শুষ্ক হইয়া যাইলে তাহাকে সমিধ্ কার্য্যে ব্যবহার করিবে না।

বিশীর্ণ, বিদল, হ্রস্ব, বক্র, স্থূল ও দ্বিধাকৃত, কৃমিদষ্ট ও দীর্ঘ এই সকল গুণযুক্ত সমিধ্ নিষিদ্ধ, ইহা দ্বারা হোম করিবে না। নিন্দিত সমিধ্ দ্বারা হোম করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে। সমিধ্ বিশীর্ণ হইলে আয়ুঃক্ষয়, বিদল হইলে পুত্রনাশ, হ্রস্ব হইলে পত্নীনাশ, বক্র হইলে বন্ধুনাশ, কৃমিদষ্ট হইলে রোগ, দ্বিধা হইলে বিদ্বেষ, দীর্ঘ হইলে পশুনাশ এবং স্থূল হইলে অর্থনাশ হইয়া থাকে।

অতএব গুণযুক্ত সমিধ্ দ্বারা হোম করিতে হইবে। উক্ত দোষাক্রান্ত সমিধ্ হোমকার্য্যে কদাচ ব্যবহার করিবে না। নবগ্রহ হোমস্থলে নবগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন সমিধ্ অভিহিত হইয়াছে। রবিগ্রহ হোমে অর্ক সমিধ্, চন্দ্রের পলাশ, মঙ্গলের খদির, বুধের অপামার্গ, বৃহস্পতির পিপ্পল, শুক্রের উডুম্বর, শনির শমী, রাহুর দূর্ব্বা এবং কেতুগ্রহের জন্য কুশ এই ৯ প্রকার সমিধ্; এই ৯ প্রকার সমিধ্ দ্বারা নবগ্রহের হোম করিতে হয়।

উপনয়নাদি সংস্কারকার্য্যে যজ্ঞডুম্বুর সমিধ্ দ্বারাই হোম করিবে। তান্ত্রিক হোমস্থলে প্রায়ই বিল্বপত্রদ্বারা হোম হইয়া থাকে।

সমিধ (পুং) সমিধ্যতে ইতি সং-ইন্ধ-ক। অগ্নি। (ত্রিকা°)

সমির (পুং) সমীর, বায়ু। (হেম)

সমিশ্র (ত্রি) একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান।
"গুণানামসমিশ্রানাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ।" (ভাগ° ১১।২৫।১)

সমিষ্ (স্ত্রী) ১ প্রক্ষেপণশীল অস্ত্রযুক্ত। ২ ইন্দ্র। (বালখিল্য ২।২)

সমিষ্টযজুস্ (ক্লী) যজ্ঞ সম্পাদনার্থক মন্ত্র। (শুক্লযজুঃ ১৯।২৯)

সমিষ্টি (স্ত্রী) যজ্ঞসম্পাদন।

সমীক (ক্লী) সম্-অণীকাদয়শ্চেতি ঈক। যুদ্ধ, সংগ্রাম। (অমর)

সমীকরণ (ক্লী) সম-কৃ-চ্বি-ল্যুট্। গণিত মতে অজ্ঞাত সংখ্যাজ্ঞানার্থ প্রক্রিয়া বিশেষ। কোন ব্যক্ত রাশি অবলম্বন করিয়া তত্তুল্য কোন অব্যক্ত রাশির পরিমাণ নির্ণয় করণ। Equation) ২ এক জাতীয় করণ, তুল্যকরণ, সদৃশীকরণ। ৩ গোষ্ঠীপতিদিগের যত্নে ও আগ্রহে সময় হইতে সময়ান্তরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমপর্য্যায়ের কুলীনদিগের যে একত্র সমাবেশ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা সমীকরণ পদবাচ্য।

সমীকার (পুং) সম-কৃ-চ্বি-ঘঞ্। সমানীকার, অসমানের সমান করণ, তুল্যকরণ। একীকাব।

সমীকৃত (ত্রি) একীকৃত, সমানীকৃত।

সমীকৃতি (স্ত্রী) সমান করণ।

সমীক্রিয়া (স্ত্রী) বীজগণিতোক্ত অঙ্ক প্রক্রিয়াবিশেষ। কোন ব্যক্তি রাশিদ্বারা তত্তুল্য অব্যক্ত রাশির অবধারণ (Equation)।

সমীক্ষ (ক্লী) সম্যগীক্ষ্যতেঽনেনেতি সম্-ঈক্ষ-ঘঞ্। ১ সাংখ্য শাস্ত্র, এই শাস্ত্র দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের সম্যক্ ঈক্ষণ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে দর্শন হয়, এই জন্য ইহার নাম সমীক্ষ।

"ফলভাজি সমীক্ষোক্তে বুদ্ধের্ভোগইবাত্মনি।" (মাঘ ২ স°)

২ সম্যক্ দর্শন। ভাবে ঘঞ্। ৩ দৃষ্টি, দর্শন। ৪ যত্ন। ৫ অন্বেষণ। ৬ বিবেচনা। ৭ সম্যকৃজ্ঞান।

সমীক্ষণ (ক্লী) সম্-ঈক্ষ-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রকারে দর্শন, উত্তমরূপে দর্শন, প্রেক্ষণ। ২ অন্বেষণ, অনুসন্ধান। ৩ আলোচনা। (ত্রি) ৪ প্রকাশক।

"ত্বমর্ক দৃক্ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণো
বৃতো গুরু র্নঃ স্বগতিং বুভুৎসতাং।" (ভাগবত ৮।২৪।২০)

সমীক্ষা (স্ত্রী) সম্-ঈক্ষ-গুরোশ্চেতাঃ, টাপ্। তত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্বিংশতিতত্ব, প্রকৃতি। ২ বুদ্ধি। ৩ নিভালন। (মেদিনী) ৪ মীমাংসাশাস্ত্র। ৫ যত্ন। (শব্দরত্না°) ৬ আত্মবিদ্যা। (স্বামী) ৭ সম্যক্ দর্শন। (ভাগবত ১১।২৮।৩৪)

সমীক্ষিত (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-ক্ত। ১ আলোচিত। ২ অন্বেষিত। ৩ সম্যক্ প্রকারে দৃষ্ট, উত্তমরূপে দৃষ্ট।

সমীক্ষিতব্য (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-তব্য। সম্যক্ প্রকারে ঈক্ষণযোগ্য, সমীক্ষণের উপযুক্ত।

সমীক্ষ্য (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-যৎ। সমীক্ষণযোগ্য। সমীক্ষণার্হ।

সমীক্ষ্যকারিন্ (ত্রি) সমীক্ষ্য-কৃ-ণিনি। যিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যকারী।

সমীক্ষ্যবাদিন্ (ত্রি) সমীক্ষ্য-বদ-ণিনি। যিনি পূর্ব্বাপর সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বাক্য বলেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক যিনি বাক্য প্রয়োগ করেন।

সমীচ (পুং) সংযন্তি নদ্যো যস্মিন্নিতি সং-ইণ (সমীণঃ। উণ্ ৪।১২) ইতি চট্ দীর্ঘশ্চ। সমুদ্র। (উজ্জ্বল)

সমীচক (পুং) মৈথুন।

সমীচী (স্ত্রী) সংযাতীতি সং ইণ্-চট্ দীর্ঘ ঙীপ্। ১ মৃগী। ২ বন্দনা, স্তুতি। (ত্রিকা°)

সমীচীন (ক্লী) সমাগেব সম্যক্ (বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং। পা ৫।৪।৮) ইতি খ। ১ যথার্থ। পর্য্যায় সত্য, সম্যক্, ঋত, তথ্য, যথাতথ, যথাস্থিত, সদ্ভূত। (হেম) (ত্রি) ২ ন্যায্য।

"সমীচীনং বচো ব্রহ্মন্ সর্ব্বজ্ঞস্য তবানঘ।" (ভাগব° ২।৪।৫)

সমীচীনতা (স্ত্রী) সমীচীনস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। সমীচীনত্ব, সমীচীনের ভাব বা ধর্ম্ম।

সমীদ (পুং) গোধূমচূর্ণ, সমিতা, চলিত ময়দা।

সমীন (ত্রি) সমামধীষ্টো ভৃতো ভূতো ভাবী বা সমা (সমায়াঃ খঃ। পা ৫।১।৮৫) ইতি খ। বৎসরসম্বন্ধী, বাৎসরিক। ২ মীনের সহিত বর্ত্তমান, মৎস্যবিশিষ্ট।

সমীনিকা (স্ত্রী) প্রতিবর্ষপ্রসূতা গাভী, যে গাভী প্রতিবৎসর প্রসব করে, বছর-বিয়ানী গোরু।

সমীপ (ত্রি) সঙ্গতা আপো যত্র (ঋক্ পুরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) ইতি ক, (দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ। পা ৬।৩।৯৭) ইতি ঈৎ। নিকট, অন্তিক, সন্নিহিত। (অমর) এই শব্দ কেবল ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

সমীপকাল (পুং) সমীপঃ কালঃ। নিকট সময়, সমীপদেশ

সমীপগ (ত্রি) সমীপং গচ্ছতি গম-ড। সমীপগামী, যিনি নিকটে গমন করিয়াছেন।

সমীপগমন (ক্লী) সমীপ-গম-ল্যুট্। নিকট গমন।

সমীপজ (ত্রি) সমীপ-জন-ড। সমীপজাত, নিকটে জাত।

সমীপতা (স্ত্রী) সমীপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সমীপত্ব, সমীপের ভাব বা ধর্ম্ম, সামীপ্য, নৈকট্য।

সমীপনয়ন (ক্লী) সমীপ-নী-ল্যুট্। নিকটে আনয়ন, নিকটে লইয়া আসা।

সমীপবর্ত্তিন্ (ত্রি) সমীপং বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। নিকটগামী, সমীপগামী।

সমীপস্থ (ত্রি) সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। সমীপস্থিত, নিকটস্থিত।

সমীয় (ত্রি) সম (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। সমসম্বন্ধী, তুল্যকারণক।

সমীর (পুং) সম্যগীর্ত্তে গচ্ছতীতি সং-ঈর গতৌ ক। বায়ু। (অমর) ২ শমীবৃক্ষ। (রাজনি°)

সমীরণ (পুং) সমীরয়তীতি সম্-ঈর-ল্যু। ১ বায়ু। ২ মরুবক বৃক্ষ, চলিত গন্ধতুলসী। (অমর) ৩ পথিক। (মেদিনী) (ক্লী) সম্-ঈর-ল্যুট্। ৪ প্রেরণ। (ত্রি) ৫ প্রেরক। (হরিবংশ ১০২।২০)

সমীরিত (ত্রি) সম-ঈর্ প্রেরণে-ক্ত। ১ সম্যক্‌রূপে প্রেরিত। ২ উচ্চারিত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ প্রেরণ।

সমীমন্তী (স্ত্রী) বিষ্টিভেদ। (কাত্যা° ৬।২।২২)

সমীহন (ক্লী) সম্-ঈহ ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে ঈহন, সম্যক্ প্রকারে চেষ্টা। (পুং) ২ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

সমীহা (স্ত্রী) সম্-ঈহ-অচ্-টাপ্। ১ সম্যক্ ইচ্ছা। ২ উদ্যোগ, চেষ্টা। ৩ সন্ধান।

সমীহিত (ত্রি) সম্-ঈহ-ক্ত। ১ সম্যক্ চেষ্টিত। ২ অভীষ্ট ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ চেষ্টা, ৪ ইচ্ছা।

সমুক্ষণ (ক্লী) সম্যক্ প্রকারে সিঞ্চন। সমুক্ষণ। (মালতীমাধব)

সমুখ (ত্রি) মুখেন সহ বর্ত্তমানঃ। বাগ্মী, বাবদুক, যাহারা উত্তমরূপে বলিতে পারেন। (হেম)

সমুচিত (ত্রি) সম্যগুচিত, উপযুক্ত, যোগ্য, সমঞ্জস।

"তদেতৎ কষ্টবাং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ।" (তন্ত্রসার)

সমুচ্চয় (পুং) সম্-উৎ-চি-অচ্। ১ সমাহার, মিলন। ২ সমূহ, রাশি।

'রাশৌ দ্বয়োর্বহূনাঞ্চ সমাহারঃ সমুচ্চয়ঃ।' (শব্দরত্না°)

দুই বা বহুর রাশিতে মিলনকে সমুচ্চয় কহে। অনেক কারণের এক ক্রিয়াতে অন্বয়। ৩ অর্থালঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

সমুচ্চয়োঽয়মেকস্মিন্ সতি কার্য্যস্য সাধকে।
খলে কপোতিকা ন্যায়াত্তৎকরঃ স্যাৎ পরোঽপি চেৎ।
গুণৌ ক্রিয়ে বা যুগপৎ স্যাতাং যদ্বা গুণক্রিয়ে॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৭৩৯)

কার্য্যের সাধক একটী হইলে খলে কপোতিকন্যায়ে যদি অপরেও তৎকর অর্থাৎ সেই কার্য্যের সাধক হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইবে। বৃদ্ধ, যুবা, শিশু কপোত সকল যেমন এককালে খলে (জালে) পতিত হয়, তেমনি সকল পদার্থ এককালে পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট হইলে তাহাকে কপোতিক ন্যায় কহে। এই অলঙ্কারে কার্য্যের সাধক একটী এবং তাহাতে এককালে অনেক গুলি কার্য্যের সাধক হইবে। গুণ ও ক্রিয়াতে যদি যুগপৎ গুণ ক্রিয়ার আপতন হয়, তাহা হইলেও এই অলঙ্কার হয়।

"শশী দিবসধূসরো গলিতযৌবনা কামিনী
সরো বিগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ।
প্রভুর্ধনপরায়ণঃ সততদুর্গতঃ সজ্জনো
নৃপাঙ্গনগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানি মে॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৭৩৯)

দিবস কালীন ধূসর চন্দ্র, বিনষ্টযৌবনা স্ত্রী, পদ্মরহিত সরোবর, সুন্দর পুরুষের অনক্ষর বদন অর্থাৎ মূর্খ সুন্দর পুরুষ, ধনপরায়ণ অর্থাৎ ধনলোভে সদসদ্‌বিবেকরহিত প্রভু, সতত দুর্দ্দশাগ্রস্ত সজ্জন এবং রাজাঙ্গনগত খল এই সাতটী আমার অন্তঃকরণে শল্য স্বরূপ। এই স্থলে দুঃখদায়ক হেতু এই ৭টী অন্তঃকরণের শল্যরূপ। রাত্রিকালে চন্দ্র শোভন এবং দিবসে অশোভন, স্ত্রীদিগের যৌবন শোভন, বিনষ্টযৌবন অশোভন, বিদ্বান্ সুন্দর পুরুষ শোভন, অবিদ্বান্ অশোভন ইত্যাদি রূপ সাধকের এক কালীন বর্ণন হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল। এই স্থলে খলে কপোতবৎ সকল কারণের সাহিত্যরূপে অবতারণ হইয়াছে। সুতরাং এই অলঙ্কার হইল। যেখানে কারণ সকল মিলিত হইয়া কার্য্য বিশেষ উৎপাদন করে, সেই খানেই সমুচ্চয় হয়। এই স্থলেও কারণ সকল মিলিত হইয়া আমার হৃদয়ে শল্য স্বরূপ এই কার্য্য জন্মাইয়াছে। সুতরাং এই অলঙ্কার হইল।

সমুচ্চরৎ (ত্রি) সম্-উৎ-চর-শতৃ। ১ উৎপতনশীল। ২ উচ্চারক।

সমুচ্চারণ (ক্লী) সম্যক্ রূপে উচ্চারণ।

সমুচ্চিত (ত্রি) সম-উৎ-চি-ক্ত। ১ রাশীকৃত। ২ সংগৃহীত। সমুচ্চয়যুক্ত।

সমুচ্চিচীর্ষা (স্ত্রী) একত্র উৎসর্গেচ্ছা বা অর্পণেচ্ছা। (ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্য)

সমুচ্চিত (ত্রি) সম্-উৎ চি-ক্ত। একত্র, মিলিত।

সমুচ্ছলিত (ত্রি) সম্-উৎ-শল-ক্ত। ১ সমন্তাৎ বিস্তীর্ণ, চারিদিকে ছড়ান। ২ সম্যক্‌রূপে উথলিয়া পড়া।

সমুচ্ছিত্তি (স্ত্রী) ধ্বংস, বিনাশ। (দিব্যাবদান)

সমুচ্ছেদ (পুং) সম্-উৎ-ছিদ-ঘঞ্। বিনাশ, ধ্বংস, উন্মূলন।

সমুচ্ছেদন (ক্লী) সম্-উৎ-ছিদ-ল্যুট্। সমুচ্ছেদ শব্দার্থ।

সমুচ্ছ্রয় (পুং) সম্-উৎ-শ্রি-অচ্। ১ বিরোধ। ২ উৎসেধ। উচ্চতা, অত্যুন্নতি, বৃদ্ধি।

সমুচ্ছ্রায় (পুং) সম্-উৎ-শ্রি-ঘঞ্। সমুচ্ছ্রয় শব্দার্থ।

সমুচ্ছ্রিত (ত্রি) সম্-উৎ-শ্রি-ক্ত। উচ্চ, উন্নত, বর্দ্ধিত।

সমুচ্ছ্রিতি (স্ত্রী) সম্-উৎ-শ্রি-ক্তিন্। সমুচ্ছ্রয়।

সমুচ্ছ্বসিত (ত্রি) সম্-উৎ-শ্বস-ক্ত। পুনরুজ্জীবিত, উচ্ছ্বাসযুক্ত।

সমুচ্ছ্বাস (পুং) সম্-উৎ-শ্বস-ঘঞ্। ১ নিশ্বাস প্রশ্বাস। ২ স্ফীতি ও স্ফূর্ত্তি।

সমুজ্জিহীর্ষু (ত্রি) সমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছুঃ, সম্-উৎ-হৃ-সন্, সন্নন্তাৎ উ। সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিতে অভিলাষী। (ভাগবত ১০।৭৫।৩৯)

সমুজ্জ্বল (ত্রি) সম্-উৎ-জ্বল-অচ্। সম্যক্ উজ্জ্বল, অতিশয় উজ্জ্বল।

সমুজ্ঝিত (ত্রি) সম্ উজ্ঝ-ক্ত। ত্যক্ত।

সমুঝা (হিন্দী) বোধগম্যকরণ।

সমুৎক (ত্রি) সম্যক্ উৎক। সম্যক্ অভিলাষী।

সমুৎকচ (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে উৎকচ।

সমুৎকণ্ঠ (ত্রি) সম্যক্রূপে উৎকণ্ঠান্বিত। ব্যগ্র, ব্যস্ত।

সমুৎকর্ষ (ত্রি) সম্-উৎ-কৃষ-ঘঞ্। সম্যক্ উৎকর্ষ।

সমুৎক্রম (পুং) সম্-উৎ-ক্রম-অপ্। সম্যক্ উৎক্রম, ঊর্দ্ধগমন।

সমুৎকীর্ণ (ত্রি) সম্-উৎ-কৄ-ক্ত। ১ ক্ষোদিত, বিদ্ধ। ২ বিদীর্ণ, ভগ্ন।

"মনৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" (রঘু ১স°)

সমুৎক্রোশ (পুং) সমুৎক্রোশতীতি সম্-উৎ-ক্রুশ-অচ্। ১ কুরর পক্ষী। (শব্দরত্না°) ভাবে-ঘঞ্। উচ্চশব্দ। উচ্চৈঃশব্দ।

সমুৎক্ষেপ (পুং) সম্যক্রূপে তুলিয়া ফেলা।

সমুৎক্ষেপণ (ক্লী) সমুৎক্ষেপ দেখ।

সমুত্তর (ক্লী) সম্যগুত্তরং। সম্যক্ উত্তর।

সমুত্তান (ত্রি) উত্তান, সম্যক্ উত্তান।

সমুত্তার (পুং) সম্-উৎ-তৄ-ঘঞ্। সম্যক্ পার, সম্যক্রূপে উত্তরণ।

সমুত্থ (ত্রি) সমুত্তিষ্ঠতীতি সম্-উৎ-স্থা-ক। সমুদ্ভব, উৎপন্ন, জাত।

"দশকাম সমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৭।৪৫)

২ উদিত, উত্থিত, উঠা।

সমুত্থান (ক্লী) সম্-উৎ-স্থা-ল্যুট্। ১ আরম্ভ, সমুদ্যোগ। ২ উত্থান, উঠা। ৩ উদয়, উৎপত্তি। ৪ উত্তোলন। ৫ ব্যাধিনির্ণয়। ৬ রোগশান্তি, রোগমুক্তি।

সমুত্থাপ্য (ত্রি) সম-উৎ-স্থা-ণিচ্-যৎ। সমুৎথাপনের যোগ্য, সমুত্থান করাইবার উপযুক্ত।

সমুত্থিত (ত্রি) সম্-উৎ-স্থা-ক্ত। সম্যক্রূপে উত্থিত।

"সমুত্থিতস্তং শ্রবণাত্তপাদে।" (তিথিতত্ত্ব)

সমুত্থেয় (ত্রি) সম্-উৎ-স্থা-য। সমুত্থানের উপযুক্ত, সমুত্থানার্হ।

সমুৎপতন (ক্লী) সম্-উৎ-পত-ল্যুট্। সম্যক্রূপে উৎপতন, উড্ডয়ন।

সমুৎপত্তি (স্ত্রী) সম্-উৎ-পদ্-ক্তিন্। সম্যক্ বিকাশ, সম্যক্রূপ উৎপত্তি।

সমুৎপন্ন (ত্রি) সম্-উৎ-পদ-ক্ত। সমুদ্ভূত। সম্যক্ উৎপন্ন, জাত। ১ উদ্গত, ঘটিত, প্রবৃত্ত।

সমুৎপাত (ত্রি) সম্-উৎ-পত-ঘঞ্। উৎপাত, উপদ্রব।

সমুৎপাদ (পুং) সম্যক্ উৎপত্তি।

সমুৎপাদ্য (ত্রি) সম্ উৎ-পদ-ণ্যৎ। সমুৎপাদনযোগ্য, উৎপাদনে উপযুক্ত।

সমুৎপাটন (ক্লী) সম্-উৎ-পাটি-ল্যুট্। সম্যক্ উৎপাটন, উন্মূলন।

সমুৎপাটিত (ত্রি) উন্মূলিত, যাহা উৎপাটন হইয়াছে।

সমুৎপিঞ্জ (ত্রি) সম্-উৎ-পিজি-হিংসায়াং অচ্। অত্যন্ত ব্যাকুল। অতিশয় কাতর।

'উৎপিঞ্জলসমুৎপিঞ্জ পিঞ্জলা ভৃশমাকুলে।' (হেম)

(পুং) ২ ব্যাকুল সৈন্য, যে সকল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সমুৎপীড়ন (ক্লী) সম্ উৎ-পীড় ল্যুট্। সম্যক্রূপে উৎপীড়ন, অতিশয় পীড়ন।

সমুৎফাল (পুং) তরঙ্গায়িত ভাবে গমন। অশ্বের আস্ফালনসহ গমন। গা দোলাইয়া যাওয়া।

সমুৎসর্গ (পুং) সম্ উৎ-সৃজ্-ঘঞ্। উৎসর্গ, ত্যাগ।

"মূত্রোচ্চারসমুৎসর্গং দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।" (মনু ৪।৫০)

সমুৎসব (পুং) সম্-উৎ-সু-অচ্। সম্যক্ উৎসব, অতিশয় উৎসব।

সমুৎসাহ (পুং) সম্-উৎ-সহ ঘঞ্। অতিশয় উৎসাহ।

সমুৎসাহতা (স্ত্রী) সমুৎসাহস্য ভাবঃ সমুৎসাহ-তল্-টাপ্। সমুৎসাহিত্ব, উৎসাহের ভাব বা ধর্ম্ম, অতিশয় উৎসাহের সহিত কার্য্য।

সমুৎসুক (ত্রি) সম্যগুৎসুকঃ। সম্যক্ উৎকণ্ঠিত। অভীষ্ট লাভের জন্য আগ্রহযুক্ত।

সমুৎসুকত্ব (ক্লী) সমুৎসুকস্য ভাবঃ ত্ব। সমুৎসুকের ভাব বা ধর্ম্ম, সমুৎসুকের সহিত কার্য্য।

সমুৎসৃষ্ট (ত্রি) সম্ উৎ-সৃজ-ক্ত। সম্যক্রূপে উৎসৃষ্ট, ত্যক্ত।

সমুৎসেধ (পুং) সম্-উৎ-সিধ্-ঘঞ্। উচ্চতা, উচ্ছ্রায়, সম্যক্ উৎসেধ।

সমুদ্ভূত (ত্রি) সম্-উৎ-ভূ-ক্ত। সমুৎপন্ন, জাত।

সমুদক্ত (ত্রি) সমুদচ্যতে, স্মেতি সম্-উৎ-অন্চ-ক্ত। উদ্ধৃত, কূপাদি হইতে উদ্ধৃত জলাদি। (অমর)

সমুদন্ত (ত্রি) ১ সীমান্ত উচ্চতাবিশিষ্ট। ২ সম্যক্ উদন্ত।

সমুদয় (পুং) সম্ উৎ-ইন-অচ্। ১ সমূহ, সমগ্র, সকল। ২ উত্থান, উদয়, উন্নতি। ৩ যুদ্ধ। ৪ দিবস। (শব্দর°) (ক্লী) ৫ জ্যোতিষ মতে লগ্নকে সমুদয় কহে।

"সামর্থ্যং তনু কলাতে সমুদয়ে বিত্তং কুটুম্বং ততঃ" (জ্যোতিসার)

৫ যন্নাড়ীচক্রের অন্তর্গত চতুর্থনাড়ী। এই নাড়ী জন্মনক্ষত্র হইতে অধিক অষ্টাদশ নক্ষত্ররূপ, যাহার যে নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র হইবে, সেই নক্ষত্র হইতে অষ্টাদশ নক্ষত্রকে সমুদয়নাড়ী কহে।

"জন্মর্ক্ষং কর্ম্ম ততোদশমং সাংঘাতিকং ষোড়শভং।
সমুদয়মষ্টাদশভং বিনাশসংজ্ঞং ত্রয়োবিংশং॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[বিশেষ বিবরণ যন্নাড়ীচক্র শব্দ দেখ]

সমুদাগম (পুং) সম্‌-উৎ-আ-গম-ঘঞ্‌। সমাক্‌জ্ঞান। (ত্রিকা°)

সমুদাচার (পুং) সম্‌-উৎ আ-চর-ঘঞ্‌। ১ আশয়, অভিপ্রায়। ২ শিষ্টাচার, সম্যগ্‌ আচার। ৩ নমস্কার, অভিবাদন। (দিব্যা°)

সমুদাচারবৎ (ত্রি) সমুদাচার অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্য ব। সমুদাচার-বিশিষ্ট, শিষ্টাচারযুক্ত ২ আশয়যুক্ত।

সমুদানয় (পুং) ১ সমিতি। ২ শেষ করিয়া আনা। সম্পাদন।

সমুদায় (পুং) সম্‌-উৎ-অয়-ঘঞ্‌। সমূহ, সমগ্র, সকল। ২ যুদ্ধ। ৩ পৃষ্ঠস্থায়ি বল। পশ্চাদ্‌ভাগে স্থিত সৈন্য। (অজয়) ৪ সমুচ্ছ্রয়, উদয়, উন্নতি। (মেদিনী)

সমুদাহার (পুং) কথোপকথন, বাক্যালাপ।

সমুদিত (ত্রি) সম্‌-বদ-ক্ত। ১ সম্যক্‌ প্রকারে কথিত। ২ উত্থিত। ৩ উন্নত। ৪ উৎপন্ন, জাত।

সমুদীরণ (ক্লী) সম্‌-উৎ-ঈর-ল্যুট্‌। সম্যক্‌ উদীরণ, সম্যক্‌ কথন।

সমুদীরিত (ত্রি) সম্‌-উৎ-ঈর-ক্ত। ১ সম্যক্‌ কথিত। উচ্চারিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ উদীরণ, উচ্চারণ।

সমুদীর্ণ (ত্রি) সম্যক্‌ উদীর্ণ। সম্যক্‌ কথন। (ভারত ভীষ্মপ°)

সমুদ্গ (পুং) সমুদ্গচ্ছতীতি সম্‌-উৎ-গম অন্যেষ্বপীতি ড। ১ সম্পুটক, চলিত কৌটা, ঠোঙ্গা ও থঙ্গী প্রভৃতি (ত্রি) মুদ্গেন সহ বর্ত্তমানঃ। মুদ্গের সহিত বর্ত্তমান, মুদ্গযুক্ত, মুদ্গবিশিষ্ট।

সমুদ্গক (পুং) সমুদ্গ এব স্বার্থে কন্‌। সমুদ্গচ্ছতীতি জনজনাদ্যাদাদে রতি ডে সমুদ্গঃ ততঃ স্বার্থে ক। সম্পুটক। (অমর) ২ ছন্দোবিশেষ।

সমুদ্গত (ত্রি) সম্‌-উৎ গম-ক্ত। উদিত, উৎপন্ন।

সমুদ্গীত (ত্রি) সম্‌-উৎ-গৈ-ক্ত। উচ্চৈর্গীত, উচ্চৈঃস্বরে গীত।

সমুদ্গার (পুং) সম্যক্‌ উদ্গার, অতিশয় বমন।

সমুদ্গীর্ণ (ত্রি) সম্‌-উৎ-গৄ-ক্ত। ১ বমিত, যাহারা বমন করিয়াছে। ২ কথিত। ৩ উত্তোলিত।

সমুদ্ঘাতিন্‌ (ত্রি) সম্যক্‌উদ্ঘাতযুক্ত।

সমুদ্ঘর্ষ (ক্লী) যুদ্ধ। পরস্পরে বিবাদ।

সমুদ্দিধীর্ষু (ত্রি) সমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছুঃ, সম্‌ উৎ-ধৃ-সন্‌, সন্নন্তাৎ উ। সম্যক্‌ রূপে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক।

সমুদ্দেশ (পুং) সম্‌-উৎ-দিশ্‌-ঘঞ্‌। সম্যক্‌ উদ্দেশ, অনুসন্ধান।

সমুদ্দিষ্ট (ত্রি) সম্‌-উৎ-দিশ-ক্ত। সম্যক্‌ উদ্দিষ্ট।

সমুদ্ধত (ত্রি) সম্‌ উৎ-হন-ক্ত। ১ সম্যক্‌ প্রকারে উদ্ধত, অবিনীত, অতি উদ্ধত। (অমর) ২ সমুদ্গীর্ণ। (হেম)

সমুদ্ধরণ (ক্লী) সম্‌-উৎ-হৃ ল্যুট্‌। ১ বান্তান্ন, যে অন্ন বমন করা হইয়াছে। ২ উন্নয়, উত্তোলন। ৩ উন্মূলন। কূপাদি হইতে জলাদির উত্তোলন বা বৃক্ষাদির উন্মূলন।

৪ উদ্ধার, মোচন।

সমুদ্ধর্ত্তৃ (ত্রি) সম্‌-উৎ-হৃ-তৃণ্‌। উদ্ধারকর্ত্তা, যিনি উদ্ধার করেন। ২ উন্মূলয়িতা, উন্মূলনকারী। ৩ ঋণশোধনকারী।

সমুদ্ধর্ষ (পুং) সম্যক্‌ ধর্ষণ।

সমুদ্ধস্ত (ত্রি) হস্তদ্বারা মুছিয়া ফেলা।

সমুদ্ধার (পুং) সম্‌-উৎ-হৃ-ঘঞ্‌। সমুদ্ধরণ শব্দার্থ।

সমুদ্ধৃত (ত্রি) সম্‌-উৎ-হৃ-ক্ত। সমুৎকীর্ণ। ২ মোচিত, উদ্ধার করা। ৩ অপনীত। ৪ উত্তোলিত। ৫ বান্ত। ৬ উন্মূলিত। ৭ অসদ্‌ব্যবহারপ্রাপ্ত। ৮ অংশ করিয়া গৃহীত, অংশীকৃত। ৯ গৃহীত। ১০ অধিকৃত। ১১ সম্যক্‌ প্রকারে উদ্ধৃত, উত্থাপিত।

সমুদ্ধূমর (ত্রি) ধূসরবর্ণময়।

সমুদ্বোধ (পুং) সম্‌-উদ্‌-বুধ-ঘঞ্‌। উদ্বোধ, জ্ঞান।

সমুদ্ভব (পুং) সম্‌-উৎ-ভূ-অপ্‌। ১ উৎপত্তি, জন্ম। ২ অগ্নির নামভেদ। কার্য্য বিশেষে হোম করিবার কালে অগ্নির নাম সমুদ্ভব স্থির করিয়া হোম করিতে হয়। (স্মৃতি)

সমুদ্ভূতি (স্ত্রী) সম্‌-উৎ-ভূ-ক্তিন্‌। সমুদ্‌ভব, উদ্ভব, উৎপত্তি। "সুখতঃখসমুদ্‌ভূতিনানারসনিরন্তরম্‌।" (সাহিত্যদ° ৩।২৭৭)

সমুদ্ভাসিত (ত্রি) সম্‌-উৎ-ভাস-ক্ত। ১ প্রদীপ্ত। ২ শোভিত। ৩ উজ্জ্বলীকৃত।

সমুদ্ভূত (ত্রি) সম্‌-উৎ-ভূ-ক্ত। উৎপন্ন, জাত।

সমুদ্ভেদ (পুং) ১ উদ্ভেদন। ২ বিকাশ। ৩ সম্যক্‌ উপপত্তি। ৪ প্রস্রবণ, জলাদির উদ্গমন।

সমুদ্যত (ত্রি) সম্‌-উৎ-যম-ক্ত। সম্যক্‌ উদ্যত, সম্যক্‌ উদ্যুক্ত।

সমুদ্যম (পুং) সম্যক্‌ উদ্যমঃ উদ্‌-যম্‌-অপ্‌। সম্যক্‌ উদ্যম। সম্যক্‌ চেষ্টা। ২ আরম্ভ।

সমুদ্যমিন্‌ (ত্রি) সম্‌-উদ্‌-যম্‌-ইন্‌। সমুদ্যমবিশিষ্ট, উদ্যমযুক্ত, চেষ্টাযুক্ত। ২ আরম্ভকারী।

সমুদ্যোগ (পুং) সম্‌-উদ-যুজ্‌-ঘঞ্‌। সম্যক্‌ উদ্যোগ।

সমুদ্র (পুং) জলসমূহস্থান, অম্বুধি, সাগর। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—চন্দ্রোদয়াৎ আপঃ সম্যক্‌ উন্দন্তি ক্লিদ্যন্তি অত্র,চন্দ্রোদয়াৎ সমুন্দন্তি বা সমুদ্রঃ, উন্দধী ক্লেদে নাম্নীতি রক্‌, হসুঙ্‌ নলোপ ইতি নলোপঃ।

অপাং চৈব সমুদ্রেন সমুদ্র ইতি স্মৃতঃ। (বায়ুপুরাণং)

মুদ্রা মর্য্যাদা তয়া সহ বর্ত্ততে ইতি বা সম্যগুদ্গতো মোহম্বিন্নত্র ইতি মুদং রাতি দদাতীতি তে, মুদ্রাণি রত্নাদীনি তৈঃ সহ বর্ত্ততে ইতি বা' (ভরত) চন্দ্রোদয়ে জল সকল যেখানে উচ্ছ্বসিত হয়, তাহাকে সমুদ্র কহে। অথবা মুদ্রা শব্দের অর্থ মর্য্যাদা, মর্য্যাদার সহিত বর্ত্তমান, সমুদ্র মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন করে না, এই জন্য

উহার নাম সমুদ্র। বা যাহাতে র অর্থাৎ অগ্নি সমুদ্গত হয়, তাহাকে সমুদ্র, অথবা মুদ শব্দের অর্থ আনন্দ, আনন্দ দান করে যে তাহার তাহার নাম মুদ্র রত্ন প্রভৃতি। রত্ন প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান, সমুদ্রে রত্নাদি আছে এই জন্যও উহা সমুদ্র পদ-বাচ্য। পর্য্যায়—অব্ধি, অকূপার, পাবাবার, সরিৎপতি, উদন্বৎ, উদধি, সিন্ধু, সরস্বৎ, সাগর, অর্ণব, রত্নাকর, জলনিধি, যাদঃপতি, অপাংপতি, (অমর) মহাকচ্ছ, নদীকান্ত, তরীয়, দ্বীপবৎ, জলেন্দ্র, মহির, ক্ষৌণী প্রাচীব, মকরালয়, (জটাধর) সরিতাংপতি, নীরধি, অম্বুধি, পাথোনিধি, যাদসাম্পতি, নদীন, ইন্দুজনক, তিমি-কোষ, নিধি, কীলালধি, ধরণীপূর, ক্ষারাব্ধি, ধরণিপ্লব, বাঙ্ক, কচঙ্গল, পেরু, মিত্রদ্রু বাহিনীপতি, গঙ্গাধর, দারদ, তিমি প্রাণভাস্বৎ, উর্ম্মিমালী, মহাশয়, অম্ভোধি, তারিষ, কুলঙ্কষ, তারিষ। (শব্দরত্না°) বারিরাশি, শৈলশিবির, পরাকব, তরন্ত, মহীপ্রাচীর (ত্রিকা°) পয়োনিধি, সরিন্নাথ, অম্ভোরাশি, ধুনীনাথ, নিত্য, কব্ধি, অপাংনাথ। জলগুণ—লবণ, রক্তাময়-প্রদ, উষ্ণ, বৈবর্ণদোষজনক, বিশেষতঃ দাহপীড়াকারক ও পিত্ত-বৰ্দ্ধক। (রাজনি°) রাজবল্লভে লিখিত আছে যে সমুদ্র জল সকল প্রকার দোষজনক এবং ক্ষার।

"সামুদ্রমুদকং ক্ষারং সর্ব্বদোষপ্রকোপণং।" (রাজবল্লভ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে সমুদ্র ভগবানের মেঢ়দেশ হইতে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিরজার গর্ভে ৭ পুত্র হয়। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজা এক স্থানে আসীন আছেন, এমন সময় পুত্রগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রহার করিল, ঐ পুত্র ক্রন্দন করিতে থাকায় বিরজা যাইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর বিরজা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া সমীপে আর তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি প্রিয়-বিরহে অতি কাতর হইয়া বিলাপ করিলেন। অনন্তর পুত্রের জন্য প্রিয় অন্তর্হিত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার প্রতি কোপ পরবশ হইয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি লবণ সমুদ্র হইবে, তোমার জল যেন কেহ পান করিতে না পারে। অন্যান্য পুত্রদিগকেও তিনি ঐরূপ শাপ দেন। তাহাতে তাঁহার এই সপ্তপুত্র হইতে সপ্তসমুদ্র হয়। (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখ° ৩ অ°)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, চন্দ্রের উদয় হইলে সমুদ্র উদিত, অর্থাৎ স্ফীত এবং চন্দ্রের অস্তে সমুদ্র ক্ষীণ হইয়া থাকেন। জলরাশির সমুদ্রেক হয়, এই জন্য ইহার নাম সমুদ্র হইয়াছে।

"অপাং চৈব সমুদ্রেকাৎ সমুদ্র ইতি সংজ্ঞিতঃ।
উদয়ত্যৈন্দৌ পূর্ব্বে তু সমুদ্রঃ পূর্য্যতে সদা॥
প্রক্ষীয়মাণে বহুলে ক্ষীয়তে হস্তমিতেন বৈ।
আপূর্য্যমানোহ্যদধিরাত্মনৈবাভিপূর্য্যতে॥ ইত্যাদি।
(মৎস্যপু° ১০০ অ°)

চন্দ্র যেমন উদিত হন, তৎক্ষণাৎই সমুদ্র জল অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতেই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে জোয়ার হয়, এবং চন্দ্র যখন অস্তমিত হন, তখন সমুদ্রের জল নামিয়া যায় সুতরাং নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে ভাটা হয়। অতএব সমুদ্রের জোয়ার ভাটার কারণ একমাত্র চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্ত। দেবতা ও অসুর একত্র মিলিত হইয়া এক যোগে সমুদ্র মন্থন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে ৬ অধ্যায় হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। অমৃতলাভের জন্য সমুদ্র মথিত হয়, দেবতা ও অসুর মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করিলে প্রথমে হলাহল বিষোৎপত্তি হয়। এই বিষের জ্বালায় সকলে অতিশয় উৎপীড়িত হন, তখন তাহারা আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মহাদেবের স্তব করেন। মহাদেব দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া এই বিষপান করেন। তখন আবার সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ হয়। এইবার সুরভি ও লক্ষ্মী প্রভৃতি এবং ধন্বন্তরি অমৃতভাণ্ড লইয়া আবির্ভূত হন। অসুরগণ অমৃতভাণ্ড অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুরদিগকে বঞ্চনা করেন এবং সেই ভাণ্ড অপহরণ করিয়া দেবতাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম হয়। নারদ আসিয়া এই যুদ্ধ নিবারণ করেন। দেবগণ যে সকল দৈত্যদিগকে হনন করিয়াছিলেন, শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

(ভাগবত ৮ স্ক°)

কলিকালে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কলিকালে সমুদ্রযাত্রা করিলে পাতিত্য হইবে এই বিষয়ে বাদিদিগের মধ্যে মতভেদ আছে।

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥...
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুঃ মনীষিণঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সমুদ্রযাত্রাস্বীকার, অর্থাৎ সমুদ্রগমন, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজ-দিগের অসবর্ণ-বিবাহ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, অতিথির জন্য মধুপর্ক দানকালে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসভক্ষণ, বানপ্রস্থাশ্রম, দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য এবং নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান এই সকল কলিকালে বর্জ্জনীয়। কলিকালে এই সকলের অনুষ্ঠান করিলে পাতিত্য হয়। ইহাতে কেহ কেহ

বলেন যে, কলিকালে সমুদ্রযাত্রা দোষাবহ নহে। আবার কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মার্থ সমুদ্রযাত্রা করিতে নাই, মতান্তরে তীর্থযাত্রা ব্যপদেশে সমুদ্রযাত্রা করিলে পাপ নাই। বাণিজ্য ও বিদ্যা শিক্ষার্থে সমুদ্রযাত্রা করা যাইতে পারে। কিন্তু তীর্থযাত্রা ব্যতীত সমুদ্রযাত্রা করিলে সংস্কারার্হ হইতে হয়। পূর্ব্বে যে হিন্দু (আর্য্য) সমাজে সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রার অত্যন্ত প্রভাব ছিল, পরবর্ত্তি-কালের এই নিষেধাজ্ঞাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। যবদ্বীপের বোরোবুদর মন্দিরে ও সারনাথের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আর্য্যজাতির প্রাচীন অর্ণবপোতের চিত্র প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আছে।

[উপনিবেশ, আর্য্য ও বৈশ্য শব্দ দেখ।]

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, সমুদ্র বর্ণন করিতে হইলে দ্বীপ, অদ্রি, রত্ন, উর্ম্মি, পোত, জলজন্তুসমূহ, লক্ষ্মীর উৎপত্তি, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রবর্দ্ধন এবং ঔর্ব্বাঙ্গপূরণ প্রভৃতি বর্ণন করিতে হয়।

"অব্ধৌ দ্বীপাদ্রিরত্নোর্ম্মি পোতযাদো জলপ্লবাঃ।
বিষ্ণুকুল্যাগমশ্চন্দ্রাদ্‌বৃদ্ধিরৌর্ব্বাঙ্গপূরণং॥"

(কবিকল্পলতা ১৩ কুসুম)

২ প্রাচীন জাতিবিশেষ। (আশ্ব° গৃ°)

সমুদ্রকফ (পুং) সমুদ্রস্য কফ ইব। সমুদ্রফেন, সমুদ্রের ফেনা। (ত্রিকা°)

সমুদ্রকর, একজন প্রাচীন দীধিতিকার। রঘুনন্দন ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সমুদ্রকল্লোল (পুং) সমুদ্রস্য কল্লোলঃ। সমুদ্রের কল্লোল, সমুদ্রগর্জ্জন।

সমুদ্রকাঞ্চী (ত্রি) সমুদ্রাঃ কাঞ্চীব মেখলেব যস্যাঃ। সমুদ্র-মেখলা পৃথিবী।

সমুদ্রকান্তা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য কান্তা। নদী, সরিৎ। নদীদিগের পত্যবস্থান সমুদ্র। যেখান হইতে যে নদী উৎপত্তি হউক না কেন, সমুদ্রে মিশিতে পারিলেই যেন ইহাদের কার্য্য শেষ হয়। এই জন্য নদীমাত্রকেই সমুদ্রকান্তা কহে।

সমুদ্রগ (ত্রি) সমুদ্রং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ সমুদ্রগামিমাত্র, যে সমুদ্রে গমন করে। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। সমুদ্রগা—নদী। (হেম) ৩ গঙ্গা।

সমুদ্রগুপ্ত (পুং) গুপ্ত রাজবংশীয় একজন প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্‌। ইনি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। [গুপ্তরাজবংশ দেখ।]

সমুদ্রগৃহ (ক্লী) সমুদ্র ইব জলযুক্তং গৃহং। জলযন্ত্রগৃহ, চলিত ফোয়ারার ঘর।

সমুদ্রচুলুক (পুং) সমুদ্রশ্চুলুক ইব অনায়াসেন পেয়ত্বাৎ যস্য। অগস্ত্যমুনি। (ত্রিকা°)

সমুদ্রজ (ত্রি) সমুদ্রে জায়তে জন ড। ১ সমুদ্র জাত, যাহা সমুদ্রে জন্মে। প্রবাল মুক্তাদি রত্ন।

সমুদ্রজ্যেষ্ঠ (ত্রি) সমুদ্রপ্রধান।

"সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য" (ঋক্‌ ৭।৪৯।১)

'সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সমুদ্রোঽর্ণবো জ্যেষ্ঠঃ প্রশস্ততমো যাসামপাং তাঃ'

(সায়ণ)

নদীদিগের মধ্যে সমুদ্রই প্রশস্ততম এইজন্য উহাকে সমুদ্র-জ্যেষ্ঠ কহে।

সমুদ্রতত্তা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই সকল অক্ষরের মধ্যে ২,৩,৪,১১ ১২, ১৪, ১৭, ও ১৯ অক্ষর গুরু, এতদ্ভিন্ন অক্ষর সকল লঘু, ৮ ও ১২ অক্ষরে যতি। ইহার লক্ষণ—

"গজাব্ধিতুরগৈর্জ্জসৌজসলভাগশ্চেৎসমুদ্রতত্তা" (ছন্দোম°)

সমুদ্রতীর (ক্লী) সমুদ্রস্য তীরং। সমুদ্রের তীর। উপকূল।

সমুদ্রতীরীয় (ত্রি) সমুদ্রতীরবাসী।

সমুদ্রদত্ত (পুং) একজন গ্রন্থকার। (স্মৃতিরাবলী ২।৭৫)

সমুদ্রদয়িতা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য দয়িতা। নদী। সমুদ্রকান্তা। (হেম)

সমুদ্রনবনীত (ক্লী) সমুদ্রস্য ক্ষীরোদস্য নবনীতমিব। ১ অমৃত। ২ চন্দ্র। (মেদিনী)

সমুদ্রনিষ্কুট (পুং) ১ সমুদ্রোপকূলস্থ উপবনভেদ। ২ বনভেদ।

(ভারত সভাপর্ব্ব)

সমুদ্রনেমি (স্ত্রী) পৃথিবী।

সমুদ্রপত্নী (স্ত্রী) সমুদ্রস্য পত্নী। নদী, সরিৎ।

সমুদ্রপর্য্যন্ত (ত্রি) সাগরাবধি, সাগরপর্য্যন্ত, সমুদ্র হইয়াছে যাহার শেষ।

সমুদ্রফল (ক্লী) সমুদ্রফলমিব। অব্ধিফল, ঔষধবিশেষ।

"সমুদ্রনাম প্রথমং পশ্চাৎফলমুদাহরেৎ।
সমুদ্রফলমিত্যাদিনাম বাচ্যং ভিষগ্বরৈঃ॥" (রাজনি°)

গুণ—কটু, উষ্ণকর, বাতদোষনাশক, ভূতাবিবোধকারী, কফ ও ভ্রমবৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) ইহার পত্রের প্রলেপ দিলে চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়। ইহার মূল—বাতনাশক এবং স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে হিতকর। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, বাতঘ্ন, মাকড়-সার বিষনাশক, ত্রিদোষঘ্ন, কফরোগ ও ভ্রান্তিনাশক। (ভাবপ্র°) ২ স্বনামখ্যাত বৃক্ষফল। কপিত্থফল, দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রাকন্তা, হিন্দী—কইথফল বা সমুদ্রকা পং, বঙ্গে—সমুন্দরশোক, তৈলঙ্গ —সমুন্দরপাল।

সমুদ্রফেন (পুং) সমুদ্রস্য ফেনঃ। স্বনামখ্যাতদ্রব্য, সমুদ্রের ফেনা। পর্য্যায়—ফেন, অব্ধিকফ, অর্ণবজমল, হিণ্ডীর, সমুদ্রকফ, জলহাস, ফেনক, বাব্ধিফেন, পয়োধজ, সুফেন, অব্ধিডিণ্ডীব,

সামুদ্র। ইহার গুণ—শীতল, নেত্ররোগ, কফ, কণ্ঠামর, অরুচি ও কর্ণরোগনাশক। (রাজনি°)

বৈদ্যকনিঘণ্টু মতে—রুচিকর, লেখন, তুবর, লঘু, চক্ষুর হিতকর, বিষদোষনাশক, কর্ণশূলহর, কফ, কণ্ঠরোগ ও পিত্ত-কর্ণদোষ নাশক। (বৈদ্যকনি°)

সমুদ্রমথন (পুং) ১ দৈত্যভেদ। (হরিবংশ) (ক্লী) ২ সমুদ্রালোড়ন।

সমুদ্রমণ্ডূকী (স্ত্রী) জলশুক্তি, ঝিনুক। (সুশ্রুত)

সমুদ্রমালিন্ (ত্রি) পৃথিবী। (গো° রামা° ১৪৯।১৫)

সমুদ্রমালিনী (স্ত্রী) পৃথিবী. পৃথিবীর চারিদিকে সমুদ্র মালাকারে রহিয়াছে এইজন্য উহাকে সমুদ্রমালিনী কহে।

সমুদ্রমেখলা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ মেখলেব যস্যাঃ। পৃথিবী। (ত্রিকা°)

সমুদ্রযাত্রা (স্ত্রী) সমুদ্রে যাত্রা গমনং। সমুদ্রগমন, সমুদ্র-ভ্রমণ। [সমুদ্র শব্দ দেখ]

সমুদ্রযান (ক্লী) সমুদ্রস্য যানং। অর্ণবপোত, জাহাজ, যে সকল যান সমুদ্রে গমন করে। ২ সমুদ্রগমন, সমুদ্রযাত্রা।

"সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥" (মনু ৮।১৫৭)

সমুদ্রযায়িন্ (ত্রি) সমুদ্রে গচ্ছতীতি গম-ণিনি। সমুদ্রগামী, যাহারা সমুদ্রগমন করিয়াছেন, মনু ইহাদিগকে অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ ইহাদিগের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহারা দ্বিজাধম।

"আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥
এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্॥"
(মনু ৩।১৫৮)

সমুদ্ররসনা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ রসনেব যস্যাঃ। পৃথিবী। কোন কোন স্থলে সমুদ্ররশনা এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রলবণ (ক্লী) সমুদ্রজাতং লবণং। জলজাতলবণ, সমুদ্রের জল হইতে যে লবণ জন্মে.চলিত করকচ। পর্য্যায় সামুদ্রক, সামুদ্র, শিব, বশির, সারোথ, অক্ষীব, লবণাব্ধিজ। গুণ—লঘু, গুরু,পালত, অম্ল ও পিত্তবর্দ্ধক, বিদাহী, কফ ও বাতনাশক, দীপন, রুচি-কারক। (রাজনি°) [লবণ শব্দ দেখ]

সমুদ্রবর্ম্মন্ (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫২।৩৬৫)

সমুদ্রবসনা (স্ত্রী) সমুদ্রা এবং বসনং যস্যাঃ। পৃথিবী।

সমুদ্রবহ্নি (পুং) সমুদ্রস্য বহ্নিঃ। বাড়বানল। (হলায়ুধ)

সমুদ্রবাসস্ (ত্রি) সমুদ্রজল আচ্ছাদন যাহার, অগ্নি।
(ঋক্ ৮।৯১।৪)

সমুদ্রবাসিন্ (ত্রি) সমুদ্রে সমুদ্রতীরে বসতীতি বস-ণিনি। সমুদ্রতীরে বাসকারী; সমুদ্রে বাসকারী।

সমুদ্রবিজয় (পুং) ১ বৃত্তার্হৎপিতা। (হেম) ইনি জৈনতীর্থঙ্কর বসুদেবের পুত্র ও কৃষ্ণের ভ্রাতা। [জৈন শব্দ দেখ]।

সমুদ্রব্যচস্ (ত্রি) সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপ্তিযুক্ত, সমুদ্র যেরূপ চারিদিক্ ব্যাপিয়া আছে, তদ্রূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। "অবীবৃধন সমুদ্রব্যচসং গিরঃ" (শুক্লযজুঃ ১২।৫৬) 'সমুদ্রব্যচসং সমুদ্রবদ্ ব্যচো ব্যাপ্তির্যস্য তং সমুদ্রবদ্‌ব্যাপকং' (মহীধর)

সমুদ্রশূর (পুং) বণিগ্‌ভেদ। (কথাসরিৎস° ৫৪।৯৭)

সমুদ্রসার (পুং) শুক্তি। মুক্তা। (ভারত সভাপর্ব্ব)

সমুদ্রসুভগা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য সুভগা। গঙ্গা। (রাজনি°)

সমুদ্রসূরি, রঘুবংশটীকাপ্রণেতা।

সমুদ্রসেন (পুং) ১ বঙ্গরাজভেদ, চন্দ্রসেনের পিতা। (ভারত আদিপর্ব্ব) ২ বণিগ্‌ভেদ। (কথাসরিৎস° ২৯।১১৯) ৩ কাঙ্‌ড়া জেলার কুলূবিভাগের একজন সামন্তরাজ। ইনি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বরুণসেনের পুত্র সঞ্জয়সেন, তৎপুত্র বারষেণ, তৎপুত্র সমুদ্র-সেন। ইনি মহাসামন্ত ও মহারাজ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

সমুদ্রস্থলী (স্ত্রী) সমুদ্রতীরস্থ তীর্থক্ষেত্রভেদ। (পা ৪।২।১২৮)

সমুদ্রা (স্ত্রী) সমাগুদ্‌গতো রোহগ্নির্যস্যাঃ। ১ শমী। (রাজনি°) ২ সটী।

সমুদ্রান্ত (ক্লী) সমুদ্রস্য অন্ত উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যেতি অচ্। ১ জাতীফল। সমুদ্রস্য অন্তঃ। ২ সমুদ্রতীর। সমুদ্রঃ অন্তো যস্য। (ত্রি) ৩ সমুদ্রান্তবিশিষ্ট।

সমুদ্রান্তা (স্ত্রী) সমুদ্রান্ত-অচ্-টাপ্। ১ দুরালভা। (অমর) ২ কার্পাসী। ৩ পৃক্কা। (মেদিনী) ৪ যবাস। (রাজনি°)

সমুদ্রাভিসারিণী (স্ত্রী) সমুদ্রদেবের অনুচারিণী দেববালা।

সমুদ্রাম্বরা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ অম্বরমিব যস্যাঃ। পৃথিবী। (ত্রিকা°)

সমুদ্রায়ণ (ত্রি) ১ সমুদ্রে গমনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। নদী।

সমুদ্রারু (পুং) সমুদ্রং ঋচ্ছতীতি ঋ-উন্। ১ কুম্ভীর। ২ সেতু-বন্ধ। ৩ তিমিঙ্গিল মৎস্য। (মেদিনী)

সমুদ্রার্থ (ত্রি) সমুদ্রই যাহাদের একমাত্র গন্তব্য। "সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ" (ঋক্ ৭।৪৯।২) 'সমুদ্রার্থাঃ সমুদ্র এবার্থো গন্তব্যো যাসাং তাঃ সমুদ্রার্থাঃ' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং টাপ্। সমুদ্রার্থা—নদী। নদীদিগের একমাত্র গন্তব্য স্থান সমুদ্র, এই জন্য উহারা সমুদ্রার্থা পদবাচ্য।

সমুদ্রাবরণ (ত্রি) ১ সাগরসমাচ্ছাদিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। পৃথিবী।
(ভাগ° ১২.৩।৫)

সমুদ্রিয় (ত্রি) সমুদ্রে ভবঃ ইতি সমুদ্র (সমুদ্রাভ্রাদ্‌ঘঃ। পা ৪।৪।১১৮) ইতি ঘ। ১ সমুদ্রভব। ১ সমুদ্রসম্বন্ধীয়। "বৃষাগ্নিং বৃষণং ভরন্নপাং গর্ভং সমুদ্রিয়ং" (শুক্লযজুঃ ১১।৪৬)

সমুদ্রীয় (ত্রি) সমুদ্র-নীয়। সমুদ্রসম্বন্ধী।

সমুদ্রেক (পুং) সম্-উৎ-রিচ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রকারে উদ্রেক।

সমুদ্রেষ্ঠ (ত্রি) সমুদ্রে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক, অলুক্; যদ্ব সমুদ্রস্থ, সমুদ্রস্থিত। (তৈত্তিরীয় স° ৩।৫।৬।৩)

সমুদ্রোন্মাদন (পুং) স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

সমুদ্বহ (ত্রি) সম্ উৎ-বহ-ক। ১ শ্রেষ্ঠ। ২ বহনকারী, উদ্বহনকর্ত্তা।

সমুদ্বাহ (পুং) সম্-উৎ-বহ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রকারে বহন। ২ বিবাহ।

সমুদ্বেগ (পুং) সম্-উৎ-বিজ্-ঘঞ্। সম্যক্ উদ্বেগ, অতিশয় উদ্বেগ।

সমুন্দন (ক্লী) সম্-উন্দ-ল্যুট্। ১ আর্দ্রীভাব। আর্দ্রতা, ভিজা। পর্য্যায়—তেম, স্তেম। (অমর)

সমুন্ন (ত্রি) সম্-উন্দ-ক্ত। আর্দ্র, জলসিক্ত, (অমর)

সমুন্নত (ত্রি) সম্-উৎ-নম-ক্ত। সম্যক উন্নত, অতিশয় উন্নত। উন্নতিবিশিষ্ট। ২ বৃদ্ধিযুক্ত। উচ্চ, মহৎ। ৩ স্তম্ভভেদ। (ধবণি)

সমুন্নতি (স্ত্রী) সম-উৎ-নম-ক্তিন্। সম্যক উন্নতি, বৃদ্ধি। ২ মহত্ব। ৩ উচ্চতা, উচ্চপদ।

সমুন্নদ (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৬।৩২।১৫)

সমুন্নদ্ধ (ত্রি) সম্-উৎ-নহ-ক্ত। ১ পণ্ডিতম্মন্য, যিনি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করেন। ২ গর্ব্বিত। ৩ প্রভু। ৪ সমুদ্ভূত, উৎপন্ন। ৫ উর্দ্ধবদ্ধ। (হেম)

সমুন্নমন (ক্লী) উর্দ্ধে উত্তোলন বা আকুঞ্চন।

সমুন্নয় (পুং) সম্-উৎ-নী-অপ্। সমুন্নয়ন।

সমুন্নয়ন (ক্লী) সম্-উৎ-নী-ল্যুট্। উৎক্ষেপণ, উর্দ্ধে নয়ন। ২ উদ্ভাবন। ৩ লাভ, প্রাপ্তি।

সমুন্নস (ত্রি) উন্নস, উর্দ্ধনাসিকাবিশিষ্ট।

সমুন্নাদ (পুং) অনুক্রমিক চিৎকার। সমূহ শব্দ।

সমুন্নাহ (পুং) সম্-উৎ-নহ-ঘঞ্। উচ্ছ্রায়, উচ্চতা।

"মেরুর্দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ" (ভাগবত ৫।১৬।৭)

'সমুন্নাহঃ উচ্ছ্রায়:' (স্বামী)

সমুন্নেয় (ত্রি) ১ অভিব্যক্তিযোগ্য। ২ যাহা সম্যক্ আয়ত্তে আনয়ন করা যায়।

সমুন্মুখ (ত্রি) উন্মুখ।

সমুন্মিশ্র (ত্রি) উন্মিশ্র, মিশ্র।

সমুন্মূলন (ক্লী) সম্যক্‌রূপে উন্মূলন, নাশ।

সমুপক্রম (পুং) সম্-উপ-ক্রম-অপ্। সম্যক্ উপক্রম, আরম্ভ।

সমুপগন্তব্য (ত্রি) গমনকর্ত্তব্য।

সমুপচার (পুং) সম্-উপ-চর-ঘঞ্। সম্যক্ উপচার, পূজা।

সমুপচিত (ত্রি) সম্-উপ-চি-ক্ত। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বহুলীকৃত, বর্দ্ধিত। ২ গৃহীত, সম্যক্ উপচিত।

সমুপচ্ছাদ (পুং) সম্-উপ্-ছদ-ঘঞ্। সম্যক্ আচ্ছাদন।

সমুপজোষম্ (অব্য°) সম্-উপ-জুষ-অম্। আনন্দ, হর্ষ। ২ ভাগ্যক্রমে, সৌভাগ্যবশতঃ। এই শব্দ তালব্য শকারেও হয়।

সমুপধান (ক্লী) ১ উৎপাদন, জনন। ২ স্থাপন, রক্ষাকরণ।

সমুপভোগ (পুং) সম্-উপ-ভুজ-ঘঞ্। সম্যক্ উপভোগ।

সমুপবেশ (পুং) ১ অভ্যর্থনা। ২ বসান।

সমুপবেশন (ক্লী) সম্-উপ-বিশ-ল্যুট্। উপবেশন, সম্যক্ প্রকারে বসা। ২ অভ্যর্থনা।

সমুপস্তম্ভ (পুং) সংক্ষেপকরণ।

সমুপস্থা (স্ত্রী) সম্-উপ্-স্থা-অঙ্। ১ নৈকট্য, সমীপ্য। ২ ঘটনা।

সমুপহব (পুং) হোমাদির দ্বারা দেবাদিকে আমন্ত্রণ। (শতপথব্রা° ৪।৬।৯।২৫)

সমুপহ্বর (পুং) লুকাচুরির ন্যায় ক্রীড়াবিশেষ। ২ গুপ্তস্থান। ৩ লুকাইবার স্থান।

সমুপানয়ন (ক্লী) সম্-উপ্-আ-নী-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে উপানয়ন।

সমুপাভিচ্ছাদ (পুং) সমুপচ্ছাদ। (পা ৬।৪।২৭ বার্ত্তিক)

সমুপার্জ্জন (ক্লী) সম্-উপ-অর্জ্জ-ল্যুট্। সম্যক্ উপার্জ্জন। (মনু ৭।১৫২)

সমুপালম্ভ (পুং) সম্-উপ-আ-লম্ভ-ঘঞ্। সম্যক্ উপালম্ভ, তিরস্কার। ২ সরোষবাক্য।

সমুপেক্ষক (ত্রি) সমুপেক্ষাকারী, যিনি উপেক্ষা করেন, যে ব্রাহ্মণ দীনদিগকে উপেক্ষা করেন, তাহার তপস্যা বিনষ্ট হয়।

"ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ।

স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়োযথা॥" (ভাগ ৪।১৪।৪১)

সমুপেত (ত্রি) সম্-উপ-ইণ-ক্ত। সমাগত।

সমুপেয়িবস্ (ত্রি) সম্-উপ-ইণ-কসু। গমনকর্ত্তা, গমনবিশিষ্ট। ২ উপস্থিত। ৩ প্রাপ্ত।

সমুপেপ্সু (ত্রি) সমুপ্রাপ্তুমিচ্ছুঃ সম্-উপ-আপ-সন্-উ। সম্যক্‌প্রকারে পাইতে ইচ্ছুক বা লাভ করিতে ইচ্ছুক।

সমুপোঢ় (ত্রি) সম্-উপ-বহ-ক্ত। ১ সমাসন্ন। ২ সঙ্গত। ৩ সঞ্জাত। ৪ সমুদিত। ৫ দান্ত, দমিত, চাপিয়া রাখা।

সমুপোষক (ত্রি) সম্যক্‌রূপে উপবাসকারী।

সমুল্লসৎ (ত্রি) সম্-উৎ-লস-শতৃ। সম্যক্ উল্লাসযুক্ত, হর্ষবিশিষ্ট। ২ দীপ্তিবিশিষ্ট।

সমুল্লসিত (ত্রি) সম্-উৎ-লস-ক্ত। উল্লাসযুক্ত, আনন্দিত। ২ শোভিত। ৩ ক্রীড়াশীল।

সমুল্লাস (পুং) সম্-উৎ-লস-ঘঞ্। সম্যক্ উল্লাস, হর্ষ, আনন্দ।

সমুল্লাসিন্ (ত্রি) সম্-উৎ-লস-ণিনি। হর্ষবিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত।

সমুল্লিখৎ (ত্রি) সম্-উৎ-লিখ-শতৃ। পাদাদি দ্বারা ভূমি খননকর্ত্তা।

তুষারসংঘাতশিলাঃ ক্ষুরাগ্রৈঃ

সমুল্লিখৎ দর্পকলঃ ককুদ্মান্।" (কুমার ১।৫৬)

সমুল্লেখ (পুং) সম্-উৎ-লিখ-ঘঞ্। সমুল্লেখন।

সমুল্লেখন (ক্লী) সম্-উৎ লিখ-ল্যুট্। ১ সম্যকরূপে উল্লেখ, কথন। ২ খনন, আচড়ান। ৩ কুন্দন। ৪ চাঁচা।

সমুল্বণ (ত্রি) ১ সম্যক্ উল্বণ। ২ পুষ্টদেহ।

সমুষ্ণ (ত্রি) ১ সম্যক্ উষ্ণ। ২ দীপ্তিশীল।

সমুষ্যল (ত্রি) সম্যক্ উপ্তফল। 'সমুষ্যলা সম্যক্ উপ্তফলা'। (অথর্ব্ব ৬।১৩৯।৩ সায়ণ)

সমূহৎপুরীষ (ত্রি) অগ্নি। (শতপথব্রা° ৬।৭।২।৮)

সমূঢ় (ত্রি) সম্-বহ-ক্ত। ১ পুঞ্জিত, রাশীকৃত। পুঞ্জীকৃত। ২ ধৃত। ৩ সঞ্চিত। ৪ ভুক্ত। ৫ বিবাহিত। ৬ পরিষ্কৃত। ৭ শোধিত। ৮ সদ্যোজাত। ৯ দমিত। ১০ অনুপক্রত। ১১ সঙ্গত। ১ মূঢ়ের সহিত বর্ত্তমান।

সমূর (পুং) মৃগভেদ। (হেম)

সমূরু (পুং) মৃগবিশেষ, চমূরুমৃগ। (অমর)

সমূল (ত্রি) মূলেন সহ বর্ত্তমানং। মূলের সহিত বর্ত্তমান, মূলযুক্ত, মূলবিশিষ্ট। ২ হেতুর সহিত, কারণবিশিষ্ট।

সমূলক (ত্রি) সমূল-স্বার্থে কন্। সমূল, মূলের সহিত, সহেতুক।

সমূলকাষ (অব্য°) সমূলং কষতি (নিমূলসমূলয়োঃ কষঃ। পা ৩।৪।৩৪) ইতি ণমুল্। মূলের সহিত হননকারী, এইরূপ হনন করিতে হইবে যাহাতে আর মূল না থাকে। "অবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি" (সর্ব্বদর্শনস°) এই শব্দের পর কষ ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়।

সমূলঘাতি (অব্য°) সমূলং হন্তি সমূল-হন (সমূলাকৃতজীবেষু হন্ কৃঞ গ্রহঃ। পা ৩।৪।৩৬) ণমুল্। মূলের সহিত হননকারী।

"সমূলঘাতং অবধীদরীংশ্চ।" (ভট্টি ১ স°)

এই শব্দের পরও হন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। সমূলঘাতং হন্তি, ইত্যাদি।

সমূহ (পুং) সমুহ্যতে ইতি সম্-উহ ঘঞ্। ১ অনেক। পর্য্যায়— নিবহ, ব্যূহ, সন্দোহ, বিসর, ব্রজ, স্তোম, ওঘ, নিকর, ব্রাত, বার সংঘাত, সঞ্চয়, সমুদায়, সমুদয়, সমবায়, চয়, গণ, সংহতি, বৃন্দ, নিকুরম্ব, কদম্বক, পুগ, সন্নয়, স্কন্ধ, নিচয়, জাল, অগ্র, পটল, কাণ্ড, মণ্ডল, চক্র, বিস্তর, উৎকার সমুচ্চয়, আকর, প্রকর, সংঘ, প্রচয়, জাতি। (শব্দরত্না°) উহ-ভাবে ঘঞ্। ২ সম্যক্ তর্ক।

সমূহক (পুং) সমূহ-স্বার্থে কন্। সমূহ শব্দার্থ।

সমূহন (ত্রি) ১ সমাহরণকারী, উৎসারণকারী, বিনষ্টকারী।

"কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবাপাংশুসমূহনে।

এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥" (মনু ৪।১০২)

২ উৎসারণ। ৩ সমূহ তর্ক।

সমূহনী (স্ত্রী) সমুহ্যতেঽনয়েতি সম্-উহ-ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা। (হেম)

সমূহ্য (পুং) সমুহ্যতে ইতি সম্-উহ ণ্যৎ। ১ যজ্ঞাগ্নি। পর্য্যায়— পাবচার্য্য, উপচার্য্য, (অমর) (ত্রি) ২ সম্যক্ উহযোগ্য, তর্কণীয়, তর্ক করিবার উপযুক্ত।

সমৃজীক (ত্রি) সর্ব্বশুদ্ধিবিশিষ্ট। মৃজীকা শব্দের অর্থ সর্ব্বশুদ্ধি, তদুদ্দেশে তাহার সহিত ক্রিয়মাণ কার্য্যকে সমৃজীক কহে। "মৃজীকা সর্ব্বশুদ্ধিস্তদুদ্দেশেন ক্রিয়মাণং সমৃজীকং" (হরিবংশ ৭২।২৬ নীলকণ্ঠ)

সমৃত (ত্রি) সম্-ঋ-ক্ত। সম্প্রাপ্ত।

"অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষু" (ঋক ১০।১০৩।১১)

'সমৃতেষু পরসেনাং সংপ্রাপ্তেষু।' (সায়ণ)

সমৃতি (স্ত্রী) সম্-ঋ ক্তিন্। সম্প্রাপ্তি। (ঋক ৫।৭।২)

সমৃদ্ধ (ত্রি) সম্ ঋধ্-বৃদ্ধৌ-ক্ত। সমৃদ্ধিযুক্ত, বৃদ্ধিযুক্ত। পর্য্যায় – অধিকর্দ্ধি, অধিসম্পত্তিশালী। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ উৎপন্ন, জাত। ৪ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১৭)

সমৃদ্ধি (স্ত্রী) সম-ঋধ-ক্তিন্। সম্যকবৃদ্ধি, অতিশয় সম্পত্তি, পর্য্যায়—এধা, বিধা। (জটাধর) সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, উন্নতি, বৃদ্ধি, শ্রেয়ঃ, মঙ্গল। ২ কৃতকার্য্যতা। ৩ প্রভাব, আধিপত্য।

সমৃদ্ধিন্ (ত্রি) বর্দ্ধনশীল। ধনবৃদ্ধিকারী।

সমৃদ্ধিমৎ (ত্রি) সমৃদ্ধি অস্ত্যর্থে মতুপ। সমৃদ্ধিবিশিষ্ট।

সমৃধ্ (ত্রি) সম্ ঋধ-ক্বিপ্। সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধিবিশিষ্ট। "সমৃধো বিশ্‌পতে কৃণু জুষস্ব" (ঋক ৬।২।১০) 'সমৃধঃ সমৃদ্ধান্' (সায়ণ)

সমৃধ (ত্রি) সম্ ঋধ-ক। সমৃদ্ধ। (ঋক ৭।১০৩,৫)

সমেড়ী (স্ত্রী) বন্দমাতৃভেদ। (ভারত ৯ প°)

সমেত (ত্রি) সম্-আ ইণ-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রাপ্ত। ২ সংযুক্ত, সম্মিলিত। ৩ সমেত দ্র নামক পর্ব্বত। (শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য ১।৩৬৮)

সমেতম্ (অব্য°) যুক্তভাবে।

সমেদ্ধৃ (ত্রি) সম্ ইন্ধ্-তৃচ্। প্রবোধক। "নিপাতি সমেদ্ধারং" (ঋক ৭।১।১৫) 'সমেদ্ধারঃ প্রবোধকং' (সায়ণ)

সমেধ (ত্রি) যজ্ঞযোগ্যাহবিভাগযুক্ত। (ঐতরেয়ব্রা° ২।৮) (পুং) মেরুর অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৪৩)

সমেধন (ক্লী) সম্-এধ-ল্যুট্। সম্যক্ বর্দ্ধন, অতিশয় বর্দ্ধন।

"অগ্নেঃ সমেধনার্থায় গন্ধং মাল্যঞ্চ পুষ্কলং।" (রামা° ২।৪।১৬)

সমেধিত (ত্রি) সম্-এধ-ক্ত। সম্যক্ বর্দ্ধিত।

সমেশ্বরী (সোমেশ্বরী), আসামপ্রদেশের গারোহিল্ (পার্ব্বত্য) বিভাগে প্রবাহিতা একটী নদী। তদ্দেশবাসীর নিকট উহা সমসাঙ্গ নামে পরিচিত। তুরা শৈলমালার তুরা নামক গণ্ডগ্রামের নিকট হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা ক্রমশঃ উক্ত পর্ব্বতের উত্তর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে বাহিয়া গিয়াছে। তদনন্তর দক্ষিণাভিমুখী হইয়া পর্ব্বতাঙ্ক সুন্দর-দৃশ্য প্রপাতনিচয়ে সমলঙ্কৃত করিয়া বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার সমতল প্রান্তর দিয়া অবশেষে সুসঙ্গ পরগণার কংস নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

গারো-পার্ব্বত্য প্রদেশের ইহা একটী প্রধান নদী। উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে এই নদীবক্ষে প্রায় ২০ মাইল পথ পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়। সিজু নামক স্থানের উদ্ধে দানাদার পাথরের পাহাড় থাকায় নদীর স্রোতোগতি কতকাংশে রুদ্ধ হইয়াছে; এই কারণে ঐ স্থলে কএকটী খর-প্রবাহ প্রপাত দৃষ্ট হয়। ঐ প্রপাতসমূহের অবস্থান হেতু নিম্নদেশ হইতে নৌকা সমূহ আর উপরে উঠিতে পারে না। তাহার উদ্ধে দেশবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া যাতায়াত করে। সমেশ্বরী উপত্যকার যে স্থলে এই নদী কোলে পাথর স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তথায় প্রভূত পরিমাণে কয়লার খাত আছে।

নদীর উভয়কূলে স্থানে স্থানে চূণাপাথরের স্তরও দেখা যায়। ঐ সকল স্তরের মধ্যে অনেক গুহা আছে। কোন কোন গুহা এরূপ কৌতুকাবহ যে পরিদর্শকগণ উহা দেখিয়া বিস্মিত হন।

উৎপত্তি স্থানের সন্নিকটে এই নদীর উভয়কূলের দৃশ্য পরম রমণীয়। কোথাও উচ্চ চূড় গিরিশৃঙ্গ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান, কোথাও গভীর পর্ব্বত কন্দর, প্রকৃতির নিজ্জন বক্ষে সেই বিশাল পর্ব্বতপৃষ্ঠ যেন স্থানটীকে গাম্ভীর্য্য পূর্ণ করিয়াছে, আবার কোন স্থানে বসুন্ধরা শস্য শ্যামলা হইয়া পূর্ণশ্রীতে বিরাজিত, ঐ স্থান যেন উদ্ভিজ্জাদিতে পূর্ণ ও ফলমূলপরিশোভিত। জনসমাগমে ঐ নিজ্জন পর্ব্বতপৃষ্ঠও অপূর্ব্ব শোভাময়। নদীর এই ক্ষীণ জলে মহা-কায় মহশীর (মহাশোল) মৎস্য প্রচুর জন্মিতে দেখা যায়। গারো জাতি ইহা আগ্রহের সহিত ঐ মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে।

সমোকস (ত্রি) সম্ সমানং ওকঃ বাসস্থানং যস্য। সমান নিবাস; সমানবাসযুক্ত।

"বায়ুনা ভবথঃ সমোকসা" (ঋক্ ৮।৯।১২)

'সমোকসা সমাননিবাসৌ' (সায়ণ)

সমোদ, রাজপুতনার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। সমোদ জমিদারীর মধ্যে ইহা একটী বাণিজ্য প্রধান স্থান। নগরটী বেশ সমৃদ্ধিশালী। জয়পুররাজের অধীন প্রধান সামন্ত গণের মধ্যে এখানকার ঠাকুরেরা এক জন। রাঠোর রাজদরবারে সমোদ-পতিগণের যথেষ্ট সম্মান ছিল এবং তাঁহারা যথার্থ রাজপুত বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বর্ত্তমানে যে শৈলপাদমূলে সমোদ নগর অবস্থিত, সেই শৈলশৃঙ্গে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সমোদপতি আপন দেশ ও বল রক্ষা করিয়াছিলেন।

সমোদক (ক্লী) সমং উদকং যত্র। অর্দ্ধজলযুক্ত ঘোল, মথিতার্দ্ধাম্বুদধি। পর্য্যায়—উদশ্বিৎ। (ত্রি) ২ সমান উদকবিশিষ্ট সমানজলযুক্ত।

সমোহ (পুং) সংগ্রাম, যুদ্ধ। "সমোহে বা য আসত (ঋক্ ১।৮।৬ 'সমোহে সংগ্রামে' (সায়ণ)

(ত্রি) ২ মোহের সহিত বর্ত্তমান, মোহযুক্ত, মোহবিশিষ্ট।

সম্পা (পুং) পতন। (ভূরি-প্রয়োগ)

সম্পক্ব (ত্রি) সম্-পচ-ক্ত। পক্ব, সম্যক্‌রূপে পক্ব। যাহা উত্তমরূপে পাক করা হইয়াছে।

"তিলতণ্ডুলসম্পক্বঃ কৃশরঃ সোহভিধীয়তে।"

(মনু ৫।৭ টীকায় কুল্লুক)

(দেশজ) সম্পর্ক শব্দার্থ।

সম্পত্তি (স্ত্রী) সম্-পদ-ক্তিন্; বিভবোৎকর্ষ। পর্য্যায়—শ্রী, লক্ষ্মী, সম্পদ্, ঋদ্ধি, ভূতি। (মেদিনী) ধন, ঐশ্বর্য্য। ২ শোভা। ৩ গুণোৎকর্ষ। ৪ গৌরব।

সম্পত্তিক (ত্রি) সম্পত্তিবিশিষ্ট।

সম্পদ্ (স্ত্রী) সম্-পদ-ক্বিপ্। ১ সম্পত্তি। ২ গুণোৎকর্ষ।

"গুণসম্পদা সমধিগম্যপরং

মহিমানমত্র মহিতে জগতাম্।" (কিরাত ৫।২৪)

৩ হারভেদ। (মেদিনী)

সম্পৎপ্রদ (ত্রি) সম্পৎ প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। সম্পত্তি প্রদান কারী, যিনি সম্পৎ প্রদান করেন।

সম্পৎপ্রদাভৈরবী (স্ত্রী) ভৈরবী বিশেষ। এই ভৈরবীর উপাসনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলে সকল সম্পদ্ লাভ হয়। এই জন্য ইহার নাম সম্পৎপ্রদা ভৈরবী হইয়াছে। তন্ত্রসারে ইহার মন্ত্র ও পূজাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল।

"যথেয়ং ত্রিপুরা বালা তথা ত্রিপুরভৈরবী।

সম্পৎপ্রদা নাম তস্যাঃ শৃণু নির্ম্মলমানসে॥

শিবচন্দ্রো বহ্নিসংস্থে বাগ্‌ভবং তদনন্তরং।

কামরাজং তথা দেবি শিবচন্দ্রান্বিতং ততঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই ভৈরবীর পূজা করিতে হইলে ত্রিপুরা-ভৈরবীর ন্যায় পূজা করিবে। কেবল মন্ত্র মাত্র প্রভেদ। মন্ত্র যথা—হসরৈং, হসকলরীং, হসরৌঃ। এই মন্ত্রে উক্তোক্ত পূজাপ্রণালী ক্রমে এবং

ত্রিপুরা-ভৈরবীর যে পীঠ পূজাদি অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে পূজা করিবে। ইহার ধ্যান—

"আতাম্রার্ক সহস্রাভাং স্ফুরচ্চন্দ্রকলাজটাং।
কিরীটরত্নবিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাং॥
স্রবদ্রুধিরপঙ্কাঢ্যমুণ্ডমালাবিরাজিতাং।
নয়নত্রয়শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাং॥
মুক্তাহারলতারাজৎ পীনোন্নতঘটস্তনীং।
রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিণীং॥
পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাং।
বরদানপ্রদাং নিত্যাং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥" (তন্ত্রসার)

এই ধ্যানে দেবীর পূজা করিবে। ত্রিপুরাভৈরবীর পূজার সহিত কেবল মাত্র অঙ্গ-ন্যাসে একটু প্রভেদ আছে। এই ভৈরবী মন্ত্রের পুরশ্চরণ তিনলক্ষ জপ, জপের দশাংশ হোম, তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, এক লক্ষ জপেও এই মন্ত্র পুরশ্চরণ হইতে পারে। বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে দ্রষ্টব্য। (তন্ত্রসার)

সম্পদ (ক্লী) সম্যক্ পদং যত্র। সমপদযুগ। যুক্তপদে দাঁড়ান। (শব্দমালা)

সম্পদিন্ (পুং) বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের পৌত্রভেদ।

সম্পদ্বর (পুং) সম্ পদ-ষ্বরচ্। রাজা, নরপতি।

সম্পদ্বসু (পুং) সূর্য্যরশ্মিভেদ। (বিষ্ণুপু°) সংযদ্বসু পাঠান্তর।

সম্পদ্বিপদ (ক্লী) সম্পদাং বিপদাং সমাহারঃ (দ্বন্দ্বাচ্চুদষহান্তাৎ সমাহারে পা ৫।৪।১০৬) ইতি সমাহারে টচ্, ক্লীবত্বং। সম্পদ্ ও বিপদের সমাহার, সম্পদ্ ও বিপদের একত্র সম্মিলন।

সম্পন্ন (ত্রি) সম্-পদ-ক্ত। ১ সাধিত। "লৌকিকং বচনং সার্থং সম্পন্নং ত্বৎপ্রসাদতঃ। (পঞ্চদশী ৮।৮১) সমগ্র, সম্পূর্ণ, নিষ্পন্ন, সম্পাদিত। ২ সহিত, যুক্ত, বিশিষ্ট। ৩ সম্পত্তিযুক্ত, ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট।

সম্পন্নক্রম (পুং) বৌদ্ধ-সমাধিভেদ। (তারনাথ)

সম্পন্নতা (স্ত্রী) সম্পন্নস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সম্পন্নের ভাব বা ধর্ম্ম, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য। সম্পূর্ণতা।

সম্পর (ত্রি) পরবর্ত্তী কাল। (পা ৪।২।৮০)

সম্পরায় (পুং) সম্যক্ পরে কালে ঈয়তে ইতি ইণ-ঘঞ্। ১ আপৎ। ২ যুদ্ধ। ৩ উত্তরকাল। আয়তি। (অমর) ৪ সন্তান।

সম্পরায়ক (ক্লী) যুদ্ধ। (ভরত) সম্পরায়-স্বার্থে কন্। সম্পরায় শব্দার্থ।

সম্পরায়িক (ক্লী) যুদ্ধ। (অমরটীকা স্বামী)

সম্পরিগ্রহ (পুং) সম্-পরি-গ্রহ-অচ্। ১ সম্যক্রূপে পরিগ্রহ, স্বীকার। ২ বিবাহ।

সম্পরিপালন (ক্লী) সম্-পরি-পালি-ল্যুট্। সম্যক্রূপে পরিপালন।

সম্পরিপ্রেপ্সু (ত্রি) পরিদর্শনেচ্ছুক।

সম্পরিমার্গন (ক্লী) অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। (রামা° ৫।২৪।৩১)

সম্পরিশোষণ (ক্লী) সম্যক্ শোষণ, ক্ষয় বা লোপ।

সম্পরীয় (ত্রি) সম্পর সম্বন্ধীয় (পা° ৪।২।৯০)

সম্পর্ক (পুং) সম্-পৃচ-ঘঞ্। ১ মলক। ২ সংসর্গ, সম্বন্ধ। ৩ সংযোগ, মিলন। ৪ মৈথুন, রতি, স্ত্রী সংসর্গ। (মেদিনী)

সম্পর্কিন্ (ত্রি) সম্-পৃচ সম্পর্কে (সম্পৃচেতি। পা ৩।২।১৪২) ইতি ঘিনুণ, বা সম্পর্ক অস্ত্যর্থে-ইন্। সম্পর্কবিশিষ্ট, সম্পর্কযুক্ত।

সম্পর্কীয় (ত্রি) সম্পর্ক-ঈয়। ১ সম্পর্কযুক্ত। ২ সম্পর্ক সম্বন্ধীয়। সংক্রান্ত।

সম্পর্য্যাসন (ক্লী) সম্যক্ পরিবর্ত্তন। (বৃহৎ সংহিতা ৪৬।৮)

সম্পবন (ক্লী) পুতকরণ। (গৃহ্য° ২।৬)

সম্পা (স্ত্রী) সম্পততীতি সম্-পত-ড, টাপ্। ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ।

সম্পাক (পুং) সম্যক্ পাকো যস্য। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। (অমর) (ত্রি) ২ ধূর্ত্ত, অবিনীত। ৩ লম্পট। ৪ অল্প। ৫ তর্ক, তর্ককারী।

সম্পাচন (ক্লী) সম্যক্ পক। (সুশ্রুত)

সম্পাট (পুং) তর্কু, চলিত টেকো। (শব্দমালা)

সম্পাঠ্য (ত্রি) সম্-পঠ-ণ্যৎ। সম্যক্রূপে পাঠনের যোগ্য, পড়াইবার উপযুক্ত। (মনু ৯।২৩৮)

সম্পাত (পুং) সম্-পত-ঘঞ্। ১ সম্যক্রূপে পতন, পতন, উড্ডয়ন, ওড়া। ২ গমন। ৩ প্রবেশ। ৪ সমূহ। ৫ পক্ষীদিগের গতিবিশেষ। (জটাধর)

সম্পাতবৎ (ত্রি) প্রস্তুত। সম্যক্নিষ্পন্ন করিয়া আনা।

সম্পাতি (পুং) ১ অরুণপুত্র, পক্ষিবিশেষ। জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অরুণের দুই পুত্র সম্পাতি ও জটায়ুঃ।

অরুণের পত্নীর নাম শ্যেনী। এই শ্যেনীর গর্ভে মহাবলবান্ দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, এবং কনিষ্ঠ জটায়ুঃ। এই পক্ষীদ্বয় চিরজীবী। সূর্য্যের কিরণে ইহার পক্ষদগ্ধ হয়। রামায়ণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বধ হইলে সম্পাতি ও জটায়ুঃ ইন্দ্রবিজয়ের জন্য সুরপুরে গমন করেন। তথায় ইহারা যুদ্ধ করিতে করিতে সূর্য্যের সম্মুখীন হন। তখন জটায়ু সূর্য্যের প্রখর কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া অতি সন্তপ্ত হন। তখন সম্পাতি জটায়ুকে বিহ্বল দেখিয়া পক্ষদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করেন, ইহাতে সম্পাতি দগ্ধপক্ষ হইয়া বিন্ধ্য মধ্যে নিপতিত হন।

বানরগণ সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ বৃত্তান্ত সম্পাতির নিকট অবগত হয়। রামায়ণে

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে ৫৬ সর্গ হইতে ৬২ সর্গ পর্য্যন্ত এতদ্ বিবরণ বর্ণিত আছে। [জটায়ুস্ শব্দ দেখ]

সম্পাতিক (পুং) সম্পাতি স্বার্থে কন্। গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। (শব্দমালা) সম্পাতি, অরুণের জ্যেষ্ঠপুত্র।

সম্পাতিন্ (ত্রি) সম্-পত-ণিনি। সম্যক্ পতনশীল।

সম্পাদ (পুং) সম্-পদ-ঘঞ্। সম্যক্ নিষ্পাদন।

সম্পাদক (ত্রি) সম্পাদয়তি সম্-পদ-ণিচ্-ণ্বুল্। নিষ্পাদক, নিষ্পন্নকর্ত্তা, যিনি কার্য্য-সম্পাদন করেন, কার্য্যনির্ব্বাহক।

সম্পাদন (ক্লী) সম্-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। নিষ্পাদন, কার্য্যনির্ব্বাহ। ২ উপার্জ্জন।

সম্পাদনীয় (ত্রি) সম্-পাদি-অনীয়র্। সম্পাদনের যোগ্য, সম্পাদনের উপযুক্ত।

সম্পাদয়িতৃ (ত্রি) সম্-পাদি-তৃচ্। সম্পাদনকারী, সম্পাদক, কার্য্য-নির্ব্বাহক।

সম্পাদিত (ত্রি) সম্-পাদি-ক্ত। নিষ্পাদিত, নির্ব্বাহিত, সমাপিত।

সম্পাদিন্ (ত্রি) ১ সম্পাদনকারী। ২ শোভাবিশিষ্ট। শোভাসম্পন্ন। "কর্ণবেষ্টাভ্যাং সম্পাদিমুখং = কর্ণালঙ্কারাভ্যাং অবশ্যং শোভতে।" পা° ৫।১।২৯ বার্ত্তিক।

সম্পাদ্য (ত্রি) সম্-পাদি-যৎ। সম্পাদন করিবার যোগ্য, সম্পাদনার্হ। ২ যে প্রতিজ্ঞায় কোন ক্রিয়াসাধন উদ্দেশ্য থাকে। জ্যামিতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্যসাধক প্রতিজ্ঞাগুলি Problem নামে কথিত।

সম্পার (পুং) রাজভেদ। সমরের পুত্র ও পারের ভ্রাতা। (বিষ্ণুপু° ৪।১৯।১২)

সম্পারণ (ত্রি) সম্যক্পূরক, সম্যক্পূরণকারী। "ইন্দ্রসম্পারণং বসু" (ঋক্ ৩।৫৪।৪) 'সম্পারণং অস্মাদিচ্ছায়া সম্যক্পূরণং, পৃ-পালনপূরণয়োঃ অস্মাৎ করণে ল্যুট্।' (সায়ণ) সম্যক্ পালক, সম্যক্পালনকারী।

সম্পারিন্ (ত্রি) পারনয়নহেতু। গমাময়নযজ্ঞের সম্যক্ পারনয়নশীল। (ঐতরেয়ব্রা° ৪।১৩)

সম্পাবন (ক্লী) সম্যক্পবিত্র। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৫।১৩।১৬)

সম্পবৈয়শ্ব (ক্লী) সামভেদ।

সম্পিণ্ডিত (ত্রি) সম্যক্ পিণ্ডীকৃত, একত্র, মিলিত, যুক্ত।

সম্পিধান (ক্লী) সম্-অপি-ধা-ল্যুট্। সম্যক্পিধান, আচ্ছাদন।

সম্পিব (ত্রি) সম্যক্পাতা।

"সমুদ্র ইব সংপিবঃ।" (অথর্ব্ব° ৬।১৩৫।২)

'সমুদ্র ইব যথা সমুদ্রঃ নদীমুখাৎ সর্ব্বং জলং আদায় সম্পিব সম্যক্ পাতা ভবতি। আত্মসাৎ করোতি ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

সম্পীড় (পুং) সম্-পীড়-অচ্। সম্পীড়ন, সম্যক্ পীড়া, অতিশয় পীড়া।

সম্পীড়ন (ক্লী) সম্-পীড়-ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে বাধন, অতিশয় নিপীড়ন, ক্লেশ দেওয়া। ২ প্রেরণ।

সম্পীতি (স্ত্রী) সম্-পা-পানে-ক্তিন্। সম্যক্পান, অতিশয় পান।

সম্পুট (পুং) সম্-পুট-ক। ১ কুরুবকবৃক্ষ, রক্তঝাটি। (অজয়) ২ কৌটা, ঠোঙ্গা, খুড়ি, ও পেটরা প্রভৃতি, পেটিকা, পেড়া। (হেম) ৩ একজাতীয় উভয়মধ্যবর্ত্তী, একজাতি পদার্থের মধ্যে ভিন্ন পদার্থের সম্যক্ ব্যাপ্তি। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে সকাম ব্যক্তি মন্ত্র সম্পুট করিয়া জপ এবং নিষ্কামী সম্পুট ব্যতীত জপ করিবে।

"সকামঃ সম্পুটো জপ্যো নিষ্কামঃ সম্পুটং বিনা।" (তন্ত্রসার)

চণ্ডীপাঠ স্থলে সম্পুট করিয়া পাঠ করিলে বিশেষ ফল হয়, চণ্ডীপাঠ করিবার কালে এক একটী শ্লোক পড়িতে হইবে, আর যে মন্ত্র দ্বারা সম্পুট হইবে, তাহা অগ্রে এবং পশ্চাতে পাঠ করিতে হয়।

৩ রতিবন্ধবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

সম্প্রসার্য্যোভয়োঃ পাদৌ শয্যাগতকপোলকঃ।

ভগলিঙ্গস্য সংযোগাৎ রমতে সম্পুটো হি সঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

সম্পুটক (পুং) সম্পুটাতে ইতি সংপুট-কন্। আধারবিশেষ। পর্য্যায়—সমুদ্গক, সমুদ্গ, সম্পুট। (হেম)

সম্পুষ্টি (স্ত্রী) সম্-পুষ-ক্তিন্। সম্যক্ পুষ্টি, পোষণ।

সম্পূজন (ক্লী) সম্-পূজি-ল্যুট্। সম্যক্ পূজা, অতিশয় পূজন

সম্পূজা (স্ত্রী) সম-পূজ-অঙ্-টাপ্। সম্যক্ পূজা।

সম্পূজিত (ত্রি) সম্-পূজ-ক্ত। বিশেষরূপে পূজিত, অতি সম্মানিত। (পুং) ২ বুদ্ধ। (ললিতবি°)

সম্পূজ্য (ত্রি) সম্-পূজ-যৎ। সম্যক্ পূজনীয়, অতিশয় পূজার যোগ্য। ২ সম্মানার্হ।

সম্পূর্ণ (ত্রি) সম্-পৃ-ক্ত। সমগ্র, পরিপূর্ণ, সাঙ্গ। যজ্ঞ, পূজা ও হোম প্রভৃতিতে যদি অজ্ঞান, মোহ প্রভৃতি কারণে অসম্পূর্ণতা হয়, তাহা হইলে শেষে ভগবান্ বিষ্ণুর নাম করিলে সম্পূর্ণ হয়।

"অজ্ঞানাদ্যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।

স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥" (পূজাপদ্ধতি)

(পুং) রাগের জাতিবিশেষ। ইহা সপ্তস্বরমিশ্রিত, সম্পূর্ণস্বর—সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি।

"ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্ভিশ্চ ষাড়বঃ।

সম্পূর্ণঃ সপ্তভিঃ প্রোক্তো রাগজাতিস্ত্রিধামতা॥"

(সঙ্গীতদামোদর)

সম্পূর্ণকালীন (ত্রি) সম্পূর্ণকালভব। (মনু ৫।৮৩)

সম্পূর্ণতা (স্ত্রী) সম্পূর্ণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সম্পূর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম। সমাপ্তি।

সম্পূর্ণমূর্চ্ছা (স্ত্রী) ১ পূর্ণরূপ মূর্চ্ছা। ২ মৃত্যু। রণক্ষেত্রে নিহত সৈন্যবৃন্দের মূর্চ্ছা ও সম্পূর্ণমূর্চ্ছা হয়। মূর্চ্ছার অপনোদনে জ্ঞান হয়, সম্পূর্ণমূর্চ্ছায় তাহা হয় না।

সম্পূর্ণব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ। (ভবিষ্যপুরাণ)

সম্পূর্ণা (স্ত্রী) সম্পূর্ণ-টাপ্। একাদশী বিশেষ। একাদশী যদি সূর্য্যোদয়কালে পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তদ্বয়যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্পূর্ণা কহে। ইহার অন্যথা হইলে তাহাকে বিদ্ধা কহে।

"আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্ মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
সৈকাদশী হি সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

সম্পূর্ত্তি (স্ত্রী) সম্-পূ-ক্তিন্। সম্যক্ পূরণ।

সম্পৃচ্ (ত্রি) সম্পৃক্ত। "সম্পৃচৌ স্থঃ" (শুক্লযজু ৯।৪)
'সম্পৃচৌ স্থঃ সম্পৃক্তৌ ভবথঃ। পৃচী সম্পর্কে কিপ্।' (মহীধর)

সম্পৃক্ত (ত্রি) সম্-পৃচ-ক্ত। মিশ্রিত, মিলিত। পর্য্যায়—করম্ব, কবর, মিশ্র, খচিত। (হেম)

সম্পৃণ (ত্রি) পূর্ণতাযুক্ত। যাহা পূর্ণ করা হইয়াছে।

সম্পেষ (পুং) সম্-পিষ-ঘঞ্। সম্পেষণ, সম্যক্ পেষণ, সম্যক্ প্রকারে চূর্ণ।

সম্প্রকাশক (ত্রি) সম্প্রকাশয়তীতি সম্-প্র-কাশি-ণ্বুল্। সম্যক্রূপ প্রকাশকারী।

সম্প্রকাশন (ক্লী) সম্-প্র-কাশি-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রকাশ। ২ সম্যক্ বিকাশ।

সম্প্রকাশ্য (ত্রি) সম্-প্র-কাশি-যৎ। সম্যক্ প্রকাশের যোগ্য, সম্যক্ প্রকাশের উপযুক্ত।

সম্প্রক্ষাল (পুং) সম্-প্র-ক্ষালি-অচ্। সম্যক্ প্রক্ষালন।

সম্প্রক্ষালন (ক্লী) সম্-প্র-ক্ষালি-ল্যুট্। সম্যক্রূপে প্রক্ষালন, সম্যক্ ধৌতকরণ।

সম্প্রণাদ (পুং) সং-প্র-নদ-ঘঞ্, ততো ণত্বং। অতিশয় নাদ, অতিশয় শব্দ।

সম্প্রণেতৃ (ত্রি) সম্-প্র-নী-তৃচ্। সম্যক্ রূপে প্রণয়নকারী, প্রস্তুতকারী, নির্ম্মাতা।

সম্প্রতর্দ্দন (পুং) বিষ্ণু। (ভারতবর্ণিত বিষ্ণুর সহস্রনাম) সম্প্রমর্দ্দন পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতাপন (ক্লী) সম্-প্র-তাপি-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে তাপন, পীড়ন। (পুং) নরকভেদ। এই নরকে জীব সকল অতিশয় পীড়িত হয়, এই জন্য ইহার নাম সম্প্রতাপন হইয়াছে।

"সঞ্জীবনং মহাবীচীং তপনং সম্প্রতাপনং।" (মনু ৪।৮৯)

লুব্ধ শাস্ত্রমার্গপরিত্যাগী রাজার নিকট যে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করেন, তাহার এই নরক হইয়া থাকে। (মনু ৪ অ°)

সম্প্রতি (অব্য°) সম্ চ প্রতি চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ। এক্ষণ, এই সময়। পর্য্যায়—এতর্হি, ইদানীং, অধুনা, সাম্প্রত। (অমর) (পুং) ২ অতীত কল্পীয় উপসর্পিণী শাখার ২৪শ অর্হদ্ভেদ। (হেম) ৩ সম্রাট্ অশোকের পৌত্র ও কুণালের পুত্রভেদ।

সম্প্রতিপত্তি (স্ত্রী) সম্-প্রতি-পদ-ক্তিন্। উত্তরবিশেষ, স্বীকার, গ্রহণ, বাদীর অভিযোগ শুনিয়া যদি প্রতিবাদী তাহা স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে সম্প্রতিপত্তি কহে।

"মিথ্যা সম্প্রতিপত্তিশ্চ প্রত্যবস্কন্দনং তথা।
প্রাঙ্ন্যায়শ্চোত্তরাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারঃ শাস্ত্রবেদিভিঃ॥
শ্রুত্বাভিযোগং প্রত্যর্থী যদি তং প্রতিপদ্যতে।
সা তু সম্প্রতিপত্তিঃ স্যাচ্ছাস্ত্রবিদ্ভিরুদাহৃতাঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

২ সম্যক্জ্ঞান। ৩ সঙ্গ, সমভিব্যাহারী হওয়া। ৪ অভিমতি। ৫ সাহচর্য্য, সহায়তা। ৬ চুক্তি। ৭ আপোষ। ৮ আক্রমণ। ৯ কার্য্যকরণ। ১০ সম্পাদন।

সম্প্রতিপত্তিমৎ (ত্রি) সম্প্রতিপত্তি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সম্প্রতিপত্তিবিশিষ্ট।

সম্প্রতিপাদন (ক্লী) সম্যক্ প্রতিপাদন।

সম্প্রতিপূজা (স্ত্রী) সম্যক্ পূজা, সম্মানদান।

সম্প্রতিরোধক (ত্রি) সম্যক্ প্রকারেণ প্রতিরুণদ্ধীতি সং-প্রতি-রুধ-ণ্বুল্। প্রতিবন্ধক।

সম্প্রতিবিদ্ (ত্রি) বর্ত্তমান বিষয়াভিজ্ঞ। (কৌশিতকী উপ° ১।৪)

সম্প্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) সম্-প্রতি-স্থা অঙ্। স্থিতি।

"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা॥" (গীতা ১৫।৩)

সম্প্রতিসঞ্চর (পুং) প্রলয়বিশেষ, প্রতিসঞ্চর, ব্রাহ্মপ্রলয়, এই প্রলয়ে ব্রহ্মারও বিনাশ হয়। [প্রতিসঞ্চর শব্দ দেখ]

সম্প্রতীক্ষ্য (ত্রি) সম্-প্রতি-ঈক্ষ-যৎ। সম্যক্রূপে প্রতীক্ষণীয়, প্রতীক্ষার্হ, প্রতীক্ষা করিবার উপযুক্ত।

স্ত্রী স্বামীর বাক্য পালন করিবে, ইহাই পরম ধর্ম্ম, কিন্তু স্বামী মহাপাতকী হইলে স্ত্রী শুদ্ধিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে।

সম্প্রতীতি (স্ত্রী) সম্-প্রতি-ইন্-ক্তিন্। ১ সম্যক্ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। সম্যক্জ্ঞান, প্রত্যয়।

সম্প্রতোলী (স্ত্রী) প্রতোলী, রাস্তা, রথ্যা। [প্রতোলী দেখ]

সম্প্রত্যয় (পুং) সম্-প্রতি-ই-ঘঞ্। সম্যক্ প্রত্যয়, জ্ঞান, বোধ, অবগম।

সম্প্রদাতৃ (ত্রি) সম্-প্র-দা-তৃচ্। সম্প্রদানকর্ত্তা, যিনি সম্প্রদান করেন, যিনি দান করেন।

সম্প্রদান (ক্লী) সম্-প্র-দা-লুট্। সম্যক্ প্রকারে দান। ব্যাকরণ মতে ষট্কারকের অন্তর্গত কারক বিশেষ। এই কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যিনি দান করেন, তিনি কর্ত্তা আর যাহাকে দান করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান কহে।

'সম্প্রদানন্ত প্রকৃষ্টং দানং যো লভতে সঃ,
তথাচোক্তং—
"সম্প্রদানং তদেব স্যাৎ পূজানুগ্রহকাম্যয়া।
দীয়মানেন সংযোগাৎ স্বামিত্বং লভতে যদি॥"
(মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস)

পূজা ও অনুগ্রহকামনা করিয়া যাহা দান করা যায়, এবং তাহাতে যদি তাহার স্বামিত্ব লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্প্রদান কহে।

ব্যাকরণমতে সম্প্রদানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে 'কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানং" (সিদ্ধান্তকৌ° ১।৪।৩৪) দা ধাতুর কর্ম্ম দ্বারা যাহাকে অভিলাষ করা যায়, অর্থাৎ যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। 'বিপ্রায় গাং দদাতি' ব্রাহ্মণকে গোরু দান করিতেছে, এই স্থলে দা-ধাতুর কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণকে অভিলাষ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে দান করিবার অভিলাষ হইয়াছে, এইজন্য বিপ্র সম্প্রদান পদ হইল, সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়, এই নিয়মে 'বিপ্রায়' চতুর্থী বিভক্তি হইল। সম্প্রদান স্থলে স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপাদান অর্থাৎ পরস্বত্বের গ্রহণ হইবে। নিজের তাহাতে আর কোন স্বত্ব থাকিবে না, যাহাকে দান করা হইবে, তাহার তাহাতে সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মিবে। রজককে বস্ত্র দিতেছে, এস্থলে রজক সম্প্রদান হইবে না, কারণ তাহাতে তাহার স্বামিত্ব জন্মে নাই। ইহাই সম্প্রদানের সাধারণ লক্ষণ।

রুচ্যর্থ-ধাতুর যোগে রুচিমান যে অর্থ তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। অন্য কর্ত্তৃক অভিলাষের নাম রুচি। যে স্থলে রুচিমান অর্থ না বুঝাইবে, তথায় সম্প্রদান হইবে না। শ্লাঘ, হ্নু, স্থা ও শপ-ধাতুর প্রয়োগে 'বুঝাইবার ইচ্ছা' বুঝাইলে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "গোপীস্মরাৎ কৃষ্ণায় শ্লাঘতে, হ্নুতে তিষ্ঠতে শপতে বা" এইস্থলে ঐ সকল ধাতুর প্রয়োগ এবং বুঝাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, এইজন্য কৃষ্ণায় সম্প্রদান হইল। ধারি ধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণের সম্প্রদান হয়। স্পৃহ ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিতের সম্প্রদান সংজ্ঞা এবং ক্রুধ, দ্রুহ, ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার্থ ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি কোপ বুঝাইবে, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। যাহার প্রতি কোপ করা হয়, তাহারই উত্তর চতুর্থী হইয়া থাকে।

রাধ ও ঈক্ষ ধাতুর কারকের যাহার নিমিত্ত বিবিধ প্রশ্ন করা যায়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। যথা কৃষ্ণায় রাধ্যতি এই স্থলে কৃষ্ণায় সম্প্রদান হইল। প্রতি ও আঙ্ পূর্ব্বক শ্রু-ধাতুর যোগে প্রবর্ত্তনারূপ ব্যাপারের কর্ত্তায় সম্প্রদান হয়। যথা 'বিপ্রায় গাং প্রতিশৃণোতি বা' অর্থাৎ বিপ্র কর্ত্তৃক আমাকে দেও এইরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহার প্রতিজ্ঞা করিতেছে। অনু ও প্রতি পূর্ব্বক গৃ-ধাতুর কারক পূর্ব্ব-ব্যাপারের কর্ত্তৃভূত হইলে সম্প্রদান হয়। পরিক্রয়ণ অর্থ বুঝাইলে তাহাতে সাধকতম কারকের বিকল্পে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। 'নিয়তকাল ভৃত্যাদির স্বীকরণকে পরিক্রয়ণ কহে। যথা 'শতেন শতায় বা পরিক্রীতঃ' এই স্থলে বিকল্পে সম্প্রদান অর্থাৎ একবার শতায় ও আর একবার শতেন এই-রূপ হইল। (সিদ্ধান্তকৌ° কারক)

সিদ্ধান্তকৌমুদী ও অন্যান্য সকল ব্যাকরণেই ইহার বিশেষবিধান ও বিচার বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। কেবল যাহার মাত্র সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়, তাহাই উল্লিখিত হইল। সম্প্রদান ভিন্নও নমঃ স্বস্তি প্রভৃতি শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই স্থলে সম্প্রদান হয় না।

কন্যাসম্প্রদান স্থলে পিতা স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিবেন। যদি তিনি বিশেষ অসমর্থ হন, তাহা হইলে পিতামহ, ভ্রাতা, সপিণ্ডজ্ঞাতি, সকুল্যজ্ঞাতি, মাতামহ-মাতা বা মাতুল, কন্যাদান করিবেন, এই সকলের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে তৎসজাতি কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

"পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতাবানুমতঃ পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা॥
মাতাত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।
তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ সজাতয়ঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

[বিবাহ শব্দ দেখ]

সম্প্রদানীয় (ত্রি) সম্-প্র-দা-অনীয়র্। সম্প্রদানের যোগ্য, সম্প্রদানের উপযুক্ত।

সম্প্রদায় (পুং) সম্-প্র-দা-ঘঞ্ (আতো যুক্ চিন্কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ১ গুরুপরম্পরাগতসদুপদেশ, গুরুপরম্পরা হইতে যে সকল সদুপদেশ প্রচলিত আছে, শিষ্টপরম্পরার নির্ণোপদেশ, পর্য্যায় —আম্নায়। (অমর)

২ গুরুপরম্পরাগত সদুপদিষ্ট ব্যক্তিসমূহ। যথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শাক্তসম্প্রদায়। ইহারা গুরুপরম্পরা হইতে বিষ্ণু বা শক্তি বিষয় উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। ৩ দল, সজাতীয়।

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীমাধ্বিরুদ্রসনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥" (পদ্মপু°)

সম্প্রদায়বিহীন যে মন্ত্র তাহা নিষ্ফল। অতএব কলিতে চারিটী সম্প্রদায় যথা শ্রী, মাধ্ব, রুদ্র ও সনক; এই চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ইহারা ক্ষিতিপাবন। তন্ত্রে সৌব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়েরও বিষয় লিখিত আছে।

সম্প্রদায়িন্ (ত্রি) সম্প্রদায় অস্ত্যর্থে ইনি। সম্প্রদায়বিশিষ্ট, সম্প্রদায়যুক্ত।

সম্প্রধারণ (ক্লী) সম্-প্র-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্। সম্প্রধারণা, উচিতানুচিত নিশ্চয়।

সম্প্রধারণা (স্ত্রী) সম্-প্র-ধৃ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। উচিতানুচিত নিশ্চয়, উচিত ও অনুচিত বিবেচনা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়, অবধারণ। পর্য্যায়—সমর্থন। (অমর)

সম্প্রধার্য্য (ত্রি) সম্প্রধারণযোগ্য।

সম্প্রপাদ (ক্লী) সম্-প্র-পদ গতৌ-ক। ভ্রমণ, পর্য্যটন।

"স্বপ্যাদ্ভূমৌ শুচীরাত্রৌ দিবা সম্প্রপদৈর্নয়েৎ।
স্থানাসনবিহারৈর্বা যোগাভ্যাসেন বা তথা॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য° [illegible])

সম্প্রপুষ্পিত (ত্রি) প্রচুর পুষ্পযুক্ত, সম্যক্প্রস্ফুটিত পুষ্পবিশিষ্ট। (রামায়ণ ৪।৫৭।৫)

সম্প্রভব (পুং) সম্-প্র-ভূ-অপ্। সম্যক্ উৎপত্তিবিশিষ্ট।

"অনিয়তদিক্সম্প্রভবো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মদণ্ডাখ্যঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ১১।১৫)

সম্প্রমর্দ্দন (পুং) বিষ্ণু। (ভারতবর্ণিত বিষ্ণুর সহস্রনাম) সম্প্রতর্দ্দন পাঠান্তর।

সম্প্রমাদ (পুং) সম্-প্র-মদ ঘঞ্। সম্যক্ প্রমাদ, মোহ, ভ্রান্তি। (ভাগবত ৫।৫।১২)

সম্প্রমুক্তি (স্ত্রী) সম্-প্র-মুচ্-ক্তিন্ সম্যক্ মুক্তি, মোচন।

সম্প্রমেহ (পুং) প্রমেহ রোগ, প্রমেহ।

সম্প্রমোদ (পুং) সম্যক্ আমোদ। (ভারত ১২ প°)

সম্প্রমোষ (পুং) সম্-প্র-মুষ্-ঘঞ্। চৌর্য্য।

"অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ" (পাতঞ্জলদ° ১।১১)

'অসম্প্রমোষঃ অস্তেয়ঃ' (ভাষ্য)

সম্প্রমোহ (পুং) সম্যক্ মোহ, মানসিক বিকৃতি।

সম্প্রয়াণ (ক্লী) সম্-প্র-যা-ল্যুট্। সম্যক্ প্রয়াণ, সম্যক্ গমন স্বর্গারোহণ, সম্যক্ প্রস্থান, মহাপ্রস্থান।

"যচ্ছ্রদ্ধয়েতৎ ভগবৎপ্রিয়াণাং
পাণ্ডোঃ সুতানামিতি সম্প্রয়াণং।" (ভাগবত ১।১৫।৫১)

সম্প্রয়াস (পুং) সম্-প্র যস্ ঘঞ্। সম্যক্ প্রয়াস, অতিশয় প্রয়াস, অতিশয় যত্ন।

"ন রাতি যদ্দ্বেষ উদ্বেগ আধির্ম্মদঃ কলির্ব্যসনং সম্প্রয়াসঃ।"
(ভাগবত ৬।১১।২১)

সম্প্রয়োক্তব্য (ত্রি) সম্-প্র-যুজ তব্য। সম্যক্ প্রকারে প্রয়োগের যোগ্য।

সম্প্রয়োগ (পুং) সম্-প্র-যুজ ঘঞ্। ১ নিধুবন, রতি, রমণ। ২ ধনাদি বিনিয়োগ, প্রয়োগ, খাটান। ৩ সম্বন্ধ, সম্পর্ক। ৪ সাপেক্ষতা। ৫ ইন্দ্রজাল। ৬ বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য, মারণ উচ্চাটন, প্রভৃতি আভিচারিক ক্রিয়াকে সম্প্রয়োগ কহে। (ত্রি) ৭ অর্থিত, প্রার্থিত। (অজয়)

সম্প্রয়োগিন্ (পুং) সম্প্রয়োগঃ অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ কলাকেলি। কামুক, লম্পট। (ত্রি) প্রয়োগকর্ত্তা। ৩ ঐন্দ্রজালিক।

সম্প্রয়োজ্য (ত্রি) সম্-প্র-যুজ-ণ্যৎ। সম্যক্‌রূপে প্রয়োগের যোগ্য, প্রয়োগার্হ।

সম্প্রলাপ (পুং) সম্-প্র-লপ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রলাপ, অতিশয় প্রলাপ। (সাহিত্যদ° ২১৪)

সম্প্রবর্ত্তক (ত্রি) সম্প্রবর্ত্তয়তীতি সম্-প্র-বর্ত্তি ণ্বুল্। সম্যক্ প্রবর্ত্তনকারী, প্রচলনকারী।

সম্প্রবর্ত্তন (ক্লী) সম্-প্র-বৃত-ল্যুট্। সম্যক্ প্রবর্ত্তন, প্রচলন।

সম্প্রবাহ (পুং) সম্-প্র-বহ-ঘঞ্। প্রবাহ, ধারা।

"তথা যতোঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ" (ভাগবত ৮।৩।২৩)

সম্প্রবৃত্তি (স্ত্রী) ১ সম্যক্ আসক্তি। ২ অনুগমনেচ্ছা। ৩ বিকাশ, আবির্ভাব। ৪ উপস্থিত। ৫ সংঘটন।

সম্প্রবৃদ্ধি (স্ত্রী) সম্যক্ প্রবৃদ্ধি, অতিশয় বৃদ্ধি।

"ফলকুসুমসম্প্রবৃদ্ধিং বনস্পতীনাং বিলোক্য বিজ্ঞেয়ং।
সুলভত্বং দ্রব্যাণাং নিষ্পত্তিশ্চাপি শস্যানাং॥"
(বৃহৎসংহিতা ২৯।১)

বনস্পতিগণের ফল ও কুসুমের যদি অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে শস্য সুলভ হইয়া থাকে।

সম্প্রবেশ (পুং) সম্-প্র-বিশ্-ঘঞ্। সম্যক্ প্রবেশ।

সম্প্রশ্ন (পুং) সম্যক্ প্রশ্ন।

"ইতি সংপ্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।" (ভাগ° ১।২।১)

'সম্যক্ প্রশ্নৈঃ সম্যক্ সংহৃষ্টঃ' (স্বামী)

সম্প্রশ্রয় (পুং) প্রশ্রয়, বিনয়, নম্রতা।

"সম্প্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেযদ্
ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধসিতাননাহ।" (ভাগবত ৩।২৩।২)

'সম্প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ প্রণয়ঃ প্রেম তাভ্যাং বিহ্বলা' (স্বামী)

সম্প্রষ্টব্য (ত্রি) সম্-প্রচ্ছ-তব্য। সম্যক্‌রূপে জিজ্ঞাসার যোগ্য।

সম্প্রসর্পণ (ক্লী) সম্যক্ প্রসর্পণ। অভিমুখে বা সম্মুখে গমন।

সম্প্রসাদ (পুং) সম্-প্র-সদ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রসাদ, চিত্তের প্রসন্নতা। যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্তের নির্ম্মলতাসাধক বস্তুবিশেষ, যাহাতে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে। ২ সুষুপ্তি। ৩ প্রসন্নতা। ৪ বিশ্বাস।

সম্প্রসাধ্য (ত্রি) ১ প্রসাধনার্হ। ২ সুশৃঙ্খলা বা সুব্যবস্থাস্থাপন।

সম্প্রসারণ (ক্লী) সম্-প্র-সৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রসারণ, বিস্তারণ, ছড়ান, বিছান। ২ ব্যাকরণ মতে সংজ্ঞাবিশেষ। ইকার, উকার, ঋকার ও ৯কার স্থানে য, ব, র, ও ল হওয়াকে সম্প্রসারণ কহে। ব্যাকরণে ইহার বিশেষ বিধান লিখিত আছে।

সম্প্রসূতি (স্ত্রী) প্রসবকারিণী। যে স্ত্রীলোক দুই তিন বা ততোধিক সন্তান প্রসব করে। (বৃহৎস° ৪৬৷৫২)

সম্প্রস্থিত (ত্রি) সম্-প্র-স্থা-ক্ত। সম্যক্ প্রস্থিত, চলিত, গত। যিনি প্রস্থান করিয়াছেন বা চলিয়া গিয়াছেন। ২ প্রস্থানোন্মত।

সম্প্রহর্ষ (পুং) সম্-প্র-হৃষ্-ঘঞ্। সম্যক্ হর্ষ, অতিশয় হর্ষ, আনন্দ, আহ্লাদ।

সম্প্রহর্ষিন্ (ত্রি) সম্-প্র-হৃষ্-ণিনি। হর্ষ-বিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত, আহ্লাদবিশিষ্ট।

সম্প্রহার (পুং) সম্যক্ প্রহারেণ প্রহ্রীয়তেঽত্রেতি সম্-প্র-হৃ ঘঞ্। ১ যুদ্ধ। (অমর) ২ গমন। ৩ হনন। (ধরণি)

সম্প্রহারি (পুং) সম্-প্র-হৃ (বাহুলকাদ্ক্রোঽপি। উণ্ ৪৷১২৪ ইতি উজ্জ্বলোক্ত্যা) ইঞ্। পথিক-সংহতি। (উজ্জ্বল)

সম্প্রহারিন্ (ত্রি) যুদ্ধকারী। অস্ত্রপ্রহারকারী। (রামা° ৬৷৭৩৷২১)

সম্প্রহাস (পুং) সম্যক্‌হাস্য। উপহাস, বিদ্রূপ। (রামা°৩৷২৪৷২০)

সম্প্রাপ্ত (ত্রি) সম্-প্র-আপ-ক্ত। সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত, লব্ধ, যাহা পাওয়া গিয়াছে।

"সম্প্রাপ্তে মকরাদিত্যে পুণ্যে পুণ্যপ্রদে সদা।
কর্ত্তব্যো নিয়মং কশ্চিদ্ ব্রতরূপী নরোত্তমৈঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

২ আগত, উপস্থিত। ৩ কথিত।

সম্প্রাপ্তব্য (ত্রি) সম্-প্র-আপ-তব্য। সম্যক্‌রূপে লাভের উপযুক্ত। পাইবার যোগ্য।

সম্প্রাপ্তি (স্ত্রী) সম্-প্র-আপ-ক্তিন্। ১ সম্যক্‌প্রাপণ, সম্যক্ প্রাপ্তি।

"আত্মনেপদসম্প্রাপ্তৌ পরস্মৈ কুত্রচিদ্ভবেৎ।" (সংক্ষিপ্তসারব্যা°)

ধাতুর আত্মনেপদ বিষয়ে সম্প্রাপ্তি থাকিলেও কোন কোন স্থলে পরস্মৈপদ হয়। প্রাপ্তি, লাভ। ২ সমাগত। ৩ উপস্থিতি। ৪ রোগের সন্নিকৃষ্ট কারণ। (মাধবনি°) ৫ রূপবিশিষ্ট হইয়া রোগের উৎপত্তি। রোগের পঞ্চনিদানের মধ্যে সম্প্রাপ্তি একটী। বৈদ্যকে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা।
উৎপত্তির্যাময়স্যাসৌ সম্প্রাপ্তির্জাতিরাগতিঃ॥" (ভাবপ্র°)

যথাকারণে দূষিত দোষ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌ভাবে প্রসারিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিলে তাহাকে সম্প্রাপ্তি কহে। জাতি ও আগতি ইহার কাল বিশেষ দ্বারা সম্প্রাপ্তির ভেদ জানিতে হইবে। সংখ্যা যথা—জ্বর ৮ প্রকার, অতীসার ৬ প্রকার, ইত্যাদি। বিকল্প—পরস্পরমিলিত বাতাদিদোষের অংশাংশ, অর্থাৎ বাতাদি দোষের মধ্যে কাহার ভাগ অধিক এবং কাহারও মধ্য বা হীন ইত্যাদি রূপে কল্পনা করাকে বিকল্প কহে। প্রাধান্য স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য প্রভেদ দ্বারা রোগের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য জানিতে হইবে, অর্থাৎ কুপিত দোষ কর্তৃক জ্বর উপস্থিত হইয়া শ্বাসাদি উপদ্রব জন্মিলে ঐ জ্বরেরই প্রাধান্য এবং শ্বাসাদির অপ্রাধান্য, এবং শ্বাসাদি কোন রোগ স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত হইলে শ্বাসাদির প্রাধান্য এবং তদধীন জ্বরের অপ্রাধান্য জানিতে হইবে। হেতু, পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রভৃতির সম্পূর্ণ লক্ষণ দ্বারা ব্যাধির বল এবং অসম্পূর্ণ লক্ষণ দ্বারা ব্যাধির অবল নির্দ্ধারণ করিবে।

কাল যথা—রাত্রি, দিবা, ঋতু ও আহারের কালভেদে ব্যাধির কাল অবগত হইবে। অর্থাৎ রাত্রি, দিবা, ঋতু ও আহারের যে সময়ে যে দোষ প্রকুপিত ও প্রশমিত হওয়া নির্দ্ধারিত আছে, সেই সময়ে সেই দোষজাত রোগও পরিবর্দ্ধিত ও প্রশমিত হয়। রোগের ইত্যাদি লক্ষণকে সম্প্রাপ্তি কহে।

সম্প্রাপ্তিই রোগজ্ঞানের হেতু। সুতরাং একমাত্র সম্প্রাপ্তি দ্বারাই রোগ-জ্ঞান হইয়া থাকে। অনিয়মিত আহার ও বিহার দ্বারা বাতাদি দোষ কুপিত রসকে এবং ঐ কুপিত দোষ আমাশয়ে গমন করিয়া রসকে দূষিত ও জঠরাগ্নিকে বহিষ্করণাদি দ্বারা জ্বর উৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশ করে এবং ব্যাধির সংখ্যা, দোষ, দোষের অংশাংশ কল্পনা, রোগের প্রাধান্য, বল ও কাল এই সমস্তই সম্প্রাপ্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। চিকিৎসক এই সম্প্রাপ্তির বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইয়া চিকিৎসা করিবেন। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি এই পাঁচটী দ্বারাই রোগের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়া থাকে। মাধবনিদানের পঞ্চনিদানে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, দোষসমূহ যে রূপে কুপিত হইয়া শারীরিক অবয়ববিশেষে অবস্থান বা বিচরণ পূর্ব্বক রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সম্প্রাপ্তি কহে। সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল ও কালানুসারে এই সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত) [নিদান শব্দ দেখ।]

সম্প্রাপ্তিদ্বাদশী (স্ত্রী) দ্বাদশীব্রতবিশেষ। (ভবিষ্যপু°)

সম্প্রার্থনা (স্ত্রী) সম্যক্‌রূপ প্রার্থনা, যাচ্‌ঞা।

সম্প্রার্থ্য (ত্রি) সম্-প্র-অর্থি-যৎ। সম্যক্‌রূপে প্রার্থনীয়।

সম্প্রিয় (ত্রি) সম্যক্ প্রিয়, অতিপ্রিয়।

সম্প্রীণন (ক্লী) সম্-প্রী-ল্যুট্। সম্যক্ প্রীণন, প্রীতি, প্রণয়।

"এতাবদ্দৃষ্টপিতরৌ যুবয়োস্ম পিত্রোঃ
সম্প্রীণনাভ্যুদয়ঃ পোষণপালনানি।" (ভাগবত ১০।৮২।৩৮)

সম্প্রীতি (স্ত্রী) সম্-প্রী-ক্তিন্। সম্যক্ প্রণয়। ২ সন্তোষ, হর্ষ।

সম্প্রীতিমৎ (ত্রি) সম্প্রীতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সম্প্রীতিবিশিষ্ট, প্রণয়যুক্ত।

সম্প্রেক্ষক (ত্রি) সম্-প্র-ঈক্ষ-ণ্বুল্। সম্যক্‌রূপে দর্শনকারী। সম্যক্‌দ্রষ্টা।

সম্প্রেপ্সু (ত্রি) সম্প্রাপ্ত মিচ্ছুঃ, সং-প্র-আপ্-সন্, উ। সম্যক্‌রূপে পাইবার জন্য ইচ্ছুক, সম্যক্‌লাভ করিতে অভিলাষী।

সম্প্রেরণ (ক্লী) সম-প্র-ঈর-ল্যুট্। সম্যক্ প্রেরণ।

সম্প্রেষ (পুং) সম্প্রেষ। (হেম)

সম্প্রেষণ (ক্লী) সম্-প্র-ইষ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে প্রেষণ, প্রেরণ। (মনু ৭।১৫৩)

সম্প্রেষ (পুং) সম্-প্র-ইষ-ঘঞ্। ১ নিয়োগবিধি। (হেম)

সম্প্রোক্ষণ (ক্লী) সম-প্র-উক্ষ-ল্যুট। সম্যক্‌প্রোক্ষণ, জলসেক। পূজাদিতে পশুবধ স্থানে পশুকে প্রথমে বিশুদ্ধ জল দ্বারা সম্প্রোক্ষণ করিতে হয়।

সম্প্লব (পুং) সম্-প্র-অপ্। ১ প্রলয়।

"ছিত্ত্বাহচ্যুতাত্মানুভবোহবতিষ্ঠতে
তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গসম্প্লবং।" (ভাগবত ১২।৪।৩৪)

২ সংশ্লেষ, সঙ্ক্ষোভ, চাঞ্চল্য। (ভাগবত ১।৩।১৫)

৩ ইতস্ততঃ পতন, চারিদিকে বর্ষণ।

"বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সম্প্লবে।" (মনু ৪।১০৩)

'সম্প্লবে ইতস্ততঃ পাতে' (কুল্লূক)

৪ বন্যা।

সম্ফাল (পুং) সম্যক্ ফালো গমনং যস্য। ১ মেষ। (হেম)

সম্ফুল্ল (ত্রি) সম-ফল-ক্ত (উৎফুল্লসম্ফুল্লয়োরিতি বক্তব্যং। পা ৮।২।৫৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা নিপাতিতঃ। বিকসিত, প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত। (অমর)

সম্ফেট (পুং) নাট্যোক্তিতে আস্ফালন, রোষপূর্ব্বক কথন। নাটকে ক্রুদ্ধ হইয়া যে আস্ফালন করা হয়, তাহাকে সম্ফেট কহে।

"দোষপ্রখ্যাহপবাদঃ স্যাৎ সম্ফেটো রোষভাষণং।"
(সাহিত্যদ° ৩৭৯)

উদাহরণ যথা—শৃণু রে—

"কৃষ্টা কেশেষু ভার্য্যা তব তব চ পশোস্তস্য রাজ্ঞস্তয়োর্ব্বা
প্রত্যক্ষং ভূপতীনাং মম ভুবনপতেরাজ্ঞয়া দ্যূতদাসী।
তস্মিন্ বৈরানুবন্ধে বদ কিমপকৃতং তৈর্হতা যে নরেন্দ্রা
বাহ্বোর্বীর্য্যাতিভারদ্রবিণগুরুমদং মামাজিত্বৈব দর্পঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৩৭৯)

২ দ্বন্দ্বযুক্ত।

সম্ব, সর্পণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সম্বতি। লুঙ্ অসম্বীৎ। সন্ সিসম্বিষতি।

সম্ব, সম্বন্ধ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সম্বয়তি। লুঙ্ অসসম্বৎ।

সম্ব (ক্লী) সম্বতি সর্পতীতি সম্ব-অচ্। ১ জল। (জটাধর) ২ বারদ্বয় কর্ষণ, দুইবার চসা। ৩ প্রতিলোম-কর্ষণ, উল্টা দিকে চসা।

সম্বদ্ধ (ত্রি) সম্-বন্ধ-ক্ত। সম্বন্ধযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট। ২ সংযুক্ত, মিলিত।

সম্বন্ধ (পুং) সম্বধ্যতে ইতি সম্-বন্ধ-ঘঞ্। ১ সমৃদ্ধি। ২ ন্যায়। (অজয়) ৩ সখ্য, বন্ধুত্ব।

"সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুর্বৃত্তঃ স নৌ সঙ্গতয়োর্ব্বনান্তে।"
(রঘু ২।৫৮)

৪ সংসর্গ, এক-পদার্থে অপর-পদার্থ সংসর্গ। এই সংসর্গ প্রতিযোগী, অনুযোগী, আধার, আধেয়, বিষয় ও বিষয়িভাবরূপ। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ও প্রথমাব্যুৎপত্তিবাদ প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিচার লিখিত আছে।

৫ সম্পর্ক, ইহা ত্রিবিধ, বিদ্যাজ, যোনিজ ও প্রীতিজ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি দ্বারা বিদ্যাজ সম্বন্ধ, উৎপত্তিহেতুক যোনিজ এবং পরস্পরের প্রণয় হইতে প্রীতিজ সম্বন্ধ হয়। এই তিন প্রকার ব্যতীত আর কোনরূপ সম্বন্ধ নাই।

"সম্বন্ধো যেষু যেষাং যঃ সর্ব্বজাতিষু সর্ব্বতঃ।
তং তাং ব্রবীমি বেদোক্তং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা॥
পিতা তাতস্তু জনকো জন্মদাতরি বর্ত্ততে।
অম্বা মাতা চ জননী গর্ভধাত্র্যাং প্রসূরিতি॥" ইত্যাদি।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মখ° ১০ অ°)

সকল জাতির মধ্যে যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহার বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে সম্বন্ধ-জাতিনির্ণয় নামক ১০ অধ্যায়ে বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এইস্থলে লিপিবদ্ধ হইল না। যাহার সহিত যে সম্বন্ধ থাকুক না কেন, পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার হইবেই হইবে। ৬ যোগ্যতা। ৭ সমীচীনতা। ৮ উপ-

যুক্ততা। ৯ ব্যাকরণমতে জন্যজনকাদি। ১০ ষট্‌কারকের অন্তর্গত কারকবিশেষ। সম্বন্ধকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। (ত্রি) ১১ শক্ত। ১২ হিত। ১৩ উপযুক্ত, সমীচীন। ১৪ মিলিত।

সম্বন্ধক (পুং) সম্বন্ধ-স্বার্থে কন্‌। সম্বন্ধ শব্দার্থ।

সম্বন্ধন (ক্লী) সম্‌-বন্ধ-ল্যুট্‌। সম্যক্‌ বন্ধন।

সম্বন্ধয়িতৃ (ত্রি) সম্বন্ধকারক।

সম্বন্ধিতা (স্ত্রী) সম্বন্ধিনো ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। সম্বন্ধিত্ব, সম্বন্ধ-বিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম্ম।

সম্বন্ধিন্‌ (ত্রি) সম্বন্ধোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ সম্বন্ধবিশিষ্ট, পর্য্যায়—গুণবৎ, সংযুক্ত। (ত্রিকা০) (পুং) ২ মাতৃপক্ষীয়। ৩ শ্বশুরাদি। ৪ জামাতা। ৫ শ্যালকাদি।

"বিপ্রোষ্যপাদগ্রহণমন্বহঞ্চাভিবাদনম্।" "বিপ্রোষ্যাত্পসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ।" (মনু ২।১৩২)

'জ্ঞাতয়ঃ পিতৃপক্ষাঃ পিতৃব্যাদয়ঃ, সম্বন্ধিনঃ মাতৃপক্ষাঃ শ্বশুরাদয়শ্চ তেষাং জ্যেষ্ঠানাং বা স্ত্রিয়ঃ' (কুল্লূক) 'জামাতৃ-শ্যালকাদয়ঃ' (মনু ৪।১৭৯ কুল্লূক)

চলিত কথায় সম্বন্ধী বলিলে শ্যালককেই বুঝায়। ৬ বৈবাহিক। ৭ মিত্র। (রঘু ২।৫৮ মল্লিনাথ) ৮ সম্বন্ধযুক্ত, যাহার সহিত কোন না কোনরূপ সম্বন্ধ আছে। কুটুম্ব। ৯ বিদ্বান্‌, সদ্‌গুণবিশিষ্ট, সুদৃশ্য।

সম্বন্ধু (ত্রি) ১ শোভনবন্ধু, স্বাভাবিক বন্ধু, আপনা হইতেই বন্ধু।

"দিবঃ সম্বন্ধুজ্ঞুষা পৃথিব্যাঃ" (ঋক্‌ ৩।১।৩)

'সম্বন্ধুঃ শোভনবন্ধুঃ স্বত এব বন্ধুরিতি যাবৎ' (সায়ণ)

২ জ্ঞাতি। (নিঘণ্টু ৪।২১)

সম্বল (ক্লী) শম্বল শব্দার্থ। ১ কূল। ২ পাথেয়, পথখরচ। ৩ মৎসর। (মেদিনী)

সম্বহুল (ত্রি) সম্যক্‌বহুল, বহুল, প্রচুর।

সম্বাকৃত (ত্রি) সম্বং কৃতং ডাচ্‌। বারদ্বয়কৃষ্ট ক্ষেত্র, যে ভূমি দুইবার চসা হইয়াছে। (অমর) এই শব্দ তালব্য শকারাদিও হয়।

সম্বাদী, সঙ্গীতমতে স্বরভেদ। বাদীর সহগামী স্বর।

সম্বাধ (পুং) সম্যক্‌ বাধা যত্র। ১ সঙ্কট, ভয়। ২ বাধা। ৩ ভিড়, সঙ্ঘর্ষ। ৪ ভগ, যোনিমার্গ। ৫ নরকের পথ। (ত্রি) ৫ অপ্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ। ৬ জনতাপূর্ণ।

সম্বাধন (ক্লী) সম্যক্‌ বাধনং যত্র। ১ মদনের দ্বার। ২ শূলাগ্র। ৩ দ্বারপাল। (মেদিনী) ৪ বাধা দেওয়া।

সম্বুদ্ধ (ত্রি) সং-বুধ-ক্ত। সম্যক্‌ বোধযুক্ত, সম্যক্‌জ্ঞাত, সম্যক্‌ বোধাশ্রয়। ২ চৈতন্যবিশিষ্ট। ৩ জাগরিত।

(পুং) বুদ্ধাবতার। (ত্রিকা°) ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের সম্যক্‌বোধ জন্মিয়াছিল, এইজন্য তাঁহার নাম সম্বুদ্ধ হইয়াছে।

সম্বুদ্ধি (স্ত্রী) সম্‌-বুধ-ক্তিন্‌। ১ সম্বোধন, আহ্বান, অভিমুখী করণ। ২ আমন্ত্রণ। ৩ দর্শন। ৪ বিশেষণ।

সম্বুবোধয়িষু (ত্রি) সম্যক্‌ বোধলাভ করিতে ইচ্ছুক। (ভারত ১২ পঃ)

সম্বৃংহণ (ক্লী) বলসম্বিধান। (চরক ৮।৪)

সম্বোধ (পুং) সম্‌-বুধ-ঘঞ্‌। ১ বোধন, বোধ।

"জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধং শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা॥" (ভারত ৩।৩১২।৮৫)

২ ক্ষেপ। ৩ নাশ। (অজয়)

সম্বোধন (ক্লী) সম্‌-বুধ-ল্যুট্‌। আহ্বান, অভিমুখী-করণ। অন্যত্র কার্য্যাসক্তব্যক্তির কার্য্যান্তরে নিয়োজনের জন্য যে অভিমুখীকরণ তাহাকে সম্বোধন কহে। পর্য্যায়—আমন্ত্রণ, সম্বুদ্ধি। ব্যাকরণমতে সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। নাটকে সম্বোধনোক্তি ও প্রত্যুক্তি আকাশ-ভাষিত দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

"সম্বোধনোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্য্যাদাকাশভাষিতৈঃ।
(সাহিত্যদ° ৬।১৩৩)

সম্বোধয়িতৃ (ত্রি) ১ সম্বোধনকারী। ২ যিনি সম্যক্‌ বোধ করান, জ্ঞানদাতা। (মৈত্র্যুপনিষৎ ৬।৪)

সম্বোধি (স্ত্রী) সম্যক্‌ জ্ঞান। প্রজ্ঞা।

সম্বোধ্য (ত্রি) সম্‌-বুধ-ণ্যৎ। সম্বোধনের যোগ্য, সম্যক্‌-জ্ঞানের উপযুক্ত।

সম্ভক্ত্‌ (ত্রি) সম্‌-ভজ্‌-তৃচ্‌। সম্যক্‌ বিভাগকারী। পরস্পরে বিজ্ঞাপনশীল।

সম্ভক্তি (স্ত্রী) ১ সম্যক্‌ বিভাজন। ২ সম্যক্‌ ভক্তি।

সম্ভক্ষ (পুং) সম্‌-ভক্ষ-অচ্‌। সম্যক্‌ভক্ষণ।

সম্ভয় (পুং) সম্‌-ভী-ঘঞ্‌। সম্যক্‌ভয়, অতিশয় ভয়। (কাম° নীতি ৭।৫৮)

সম্ভর (ত্রি) ১ সম্যক্‌ ভার। ২ আহরণ। সংগ্রহ।

সম্ভরণ (পুং) ১ ইষ্টকাভেদ। ২ সম্যক্‌ পূর্ণকরণ। ৩ পূর্ণতা-প্রাপণ।

সম্ভরণীয় (ত্রি) সম্ভরণযোগ্য। যে ইষ্টি পূর্ণতায় আনীত হইয়াছে।

সম্ভল (পুং) ১ সম্ভাষক। ২ কন্যার্থী পুরুষ।

"আনো অগ্নে সুমতিং সম্ভলো" (অথর্ব্ব ২।৩৬।১)

'সম্ভলঃ সম্ভাষিকঃ সমদাতা বা কন্যার্থী পুরুষঃ।' (সায়ণ)

সম্ভলী (স্ত্রী) কুট্টনী, চলিত কুটনী। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

'শং কল্যাণং ভলতে নিরূপয়তি শম্ভলী ভল ও নিরূপণে

পচাদিত্বাদন্, নদাদিত্বাদীপ্. শন্তলী, তালব্যাদিঃ, সম্যক্ভলতে রিত্যন্যে' (ভরত) এই শব্দ তালব্য শকারাদিও হয়।

সম্ভব (পুং) সম্‌-ভূ-অপ্। ১ হেতু, কারণ। ২ উৎপত্তি, জন্ম। ৩ সম্ভাবনা, উপযোগ্যতা। ৪ সঙ্কেত। ৫ উপায়। ৬ যুক্তি, আপোষ। ৭ ক্ষতি, ধ্বংস। ৮ সমীচীনতা, উপযুক্ততা। ৯ শক্তি, ক্ষমতা। ১০ মেলক, আধেয়-ধারণ, আধারের অনতিরিক্তত্ব। (মেদিনী) ১১ বর্ত্তমান কল্পীয় অর্হদ্বিশেষ। (হেম)

সম্ভবন (ক্লী) উদ্ভাবন। জন্ম। (ত্রি) উৎপন্ন হইবার যোগ্য।

সম্ভবপর্ব্বন্ (ক্লী) মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৬৫ অধ্যায়।

সম্ভবিন্ (ত্রি) সম্ভবনীয়। সম্ভবশীল।

সম্ভবিষ্ণু (ত্রি) সম্‌-ভূ-ইষ্ণুচ্ সহচরেত্যাদি ইষ্ণুচ্। সম্ভবনশীল। সম্ভবশীল। ২ উৎপাদনশীল।

"ত্বং বৈ প্রজানাং স্থিরজঙ্গমানাং
প্রজাপতীনামসি সম্ভবিষ্ণুঃ ॥" (ভাগবত ৮।১৭।২৮)
'সম্ভববিষ্ণুঃ উৎপাদনশীলঃ' (স্বামী)

সম্ভব্য (ত্রি) সম্‌-ভূ-যৎ। সম্ভবনীয়, সম্ভব বা উৎপত্তির যোগ্য। সম্ভাবনাযোগ্য, সম্ভাবনীয়। (পুং) ২ কপিত্থ, কতবেল। (শব্দচন্দ্রিকা)

সম্ভার (পুং) সম্‌-ভৃ-ঘঞ্। ১ সংগ্রহ, সম্ভৃতি। ২ সমূহ, রাশি। ৩ পরিপূর্ণতা। ৪ পুষ্টিসাধন। ৫ পোষণ। ৬ সরবরাহ। ৭ উপকরণ। যজ্ঞোপকরণ। (ভাগবত ১।১২।৩৫)

সম্ভারিন্ (ত্রি) সম্ভারবিশিষ্ট। ভারযুক্ত।

সম্ভার্য্য (ত্রি) সম্ভরণীয়। ভরণের উপযুক্ত। (পুং) অহীনভেদ। (আশ° শ্রৌ° ১০।৩৫)

সম্ভাব (পুং) অবস্থা, দশা, সম্যক্ ভাব। (রামা° ৫।৫১।১০)

সম্ভাবন (ক্লী) সম্ভাবয়ত্যনেনেতি সম্‌-ভূ-ণিচ্-ল্যুট্। সম্ভাবনা। ১ অনুগ্রহ, সুখ্যাতি। যশ। ২ পূজা, সৎকার। ৩ চিন্তা। ৪ যোগ্যতা। ৫ স্বীকার। ৬ সম্পাদন। ৭ উৎকট-কোটিক সংশয়, যদি এ প্রকার হয় এইরূপ তর্ক। কাব্যালঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

"সম্ভাবনং যদীদং স্যাদিত্যূহোঽন্যস্য সিদ্ধয়ে।
যদি শেষো ভবেদ্বক্তা কথিতাঃ সুগুণাস্তব ॥" (চন্দ্রালোক)

অপর বস্তু সিদ্ধির জন্য ইহা যদি এই প্রকার এইরূপ তর্ক হয়, তাহা হইলে সম্ভাবন অলঙ্কার হয়। ৮ ব্যাকরণ মতে ক্রিয়াতে যোগ্যতার অধ্যবসায়কে সম্ভাবন কহে।

"সম্ভাবনং ক্রিয়াসুযোগ্যতাধ্যবসায়ঃ" (মুগ্ধবোধব্যা°)

(ত্রি) ৯ সম্ভাবক, সম্ভাবনাকারী।

"পুমান্ যোষিদুত ক্লীব আত্মসম্ভাবনোঽধমঃ।
ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বধোঽবধঃ ॥"
(ভাগবত ৪।১৭।২৬)

সম্ভাবনা (স্ত্রী) সম্‌-ভূ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। শব্দার্থ, উৎকট-কোটিকসংশয়। যদি এ প্রকার হয় এইরূপ ধূমদর্শনের পর যে বহ্ন্যাদির ব্যবহার, ধূমদর্শন হইলে পরে যে বহ্নির জ্ঞান তাহা সম্ভাবনা মাত্র।

"ধূমদর্শনাদনন্তরং বহ্ন্যাদিব্যবহারস্তু সম্ভাবনামাত্রাৎ"]
(কুসুমাঞ্জলিটীকায় হরিদাস)

সম্ভাবনীয় (ত্রি) সম্‌-ভূ-ণিচ্-অনীয়র্। সম্ভাবনযোগ্য, সম্ভাবনের উপযুক্ত।

সম্ভাবয়িতব্য (ত্রি) সম্‌-ভূ-ণিচ্-তব্য। সম্ভাবনীয়, সম্ভাবনার্হ, সম্ভাবনার যোগ্য।

সম্ভাবিত (ত্রি) সম্‌-ভূ-ণিচ্-ক্ত। সম্ভাবনাবিশিষ্ট। সম্ভাবনযোগ্য। ২ সৎকৃত, পূজিত, অনুগৃহীত। ২ বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ। বহুমত।

"অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াং।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥" (গীতা ২।৩৪)

৫ সম্ভাবনার বিষয়। ৬ সন্দেহের বিষয়। ৭ তর্কিত।

সম্ভাবিতব্য (ত্রি) সম্মাননীয়। (ভাগ° ৫।৫।২৬)

সম্ভাবিন্ (ত্রি) সম্ভাবনাযোগ্য। সেইরূপ হইবার উপযুক্ত।

সম্ভাব্য (ত্রি) সম্‌-ভূ-ণিচ্-যৎ। ১ শ্লাঘ্য, প্রশংসনীয়। ২ সম্ভাবনার যোগ্য, প্রতর্ক্য।

"সম্পন্নং গোষু সম্ভাব্যং সম্ভাব্যং ব্রাহ্মণে তপঃ।
সম্ভাব্যং চাপলং স্ত্রীষু সম্ভাব্যং জ্ঞাতিতো ভয়ং ॥"
(ভারত আদিপ°)

সম্ভাষ (পুং) সম্‌-ভাষ্-ঘঞ্। সম্ভাষণ, কথন, আলাপন।

সম্ভাষণ (ক্লী) সম্‌-ভাষ-ল্যুট্। সম্যক্ ভাষণ, কথন, আলাপন। সত্যযুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পাতিত্য হইত। কিন্তু কলিযুগে কেবল কর্ম্ম দ্বারাই পাতিত্য হয়।

"কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন তু।
দ্বাপরে ত্বর্থমাদায় কলৌ পতিতকর্ম্মণা ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সম্ভাষা (স্ত্রী) সম্‌-ভাষ-অঙ্-টাপ্। সম্ভাষণ।

সম্ভাষণীয় (ত্রি) সম্‌-ভাষ-অনীয়র্। সম্ভাষণযোগ্য, কথনের উপযুক্ত।

সম্ভাষিন্ (ত্রি) সম্ভাষণকারী।

সম্ভাষ্য (ত্রি) ১ সম্‌-ভাষ-যৎ। সম্ভাষণীয়।

সম্ভিন্ন (ত্রি) সম্‌-ভিদ-ক্ত। ১ সম্যক্ ভেদবিশিষ্ট। ২ মিলিত।

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাসোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদম্ ॥" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

২ ভগ্ন। ৩ বিদলিত। ৪ সংকোচিত, চালিত। ৫ প্রস্ফুটিত।

সম্ভু (ত্রি) সম্ভবতীতি সম্-ভূ (বিপ্রসম্ভ্যোড্বসংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৮০) ইতি ডু। যিনি সম্ভব হন অর্থাৎ উৎপন্ন হন, তাহাকে সম্ভু কহে। জনিতা।

সম্ভুজ (ত্রি) সম্ভতব্যাপক, বা সম্যক্ ভোগের জন্য সাধু। "যস্য সম্ভুজং সম্ভতভুজং ব্যাপকং ভবতি, যদ্বা যস্য ধনং সম্ভুজং সম্যক্ ভোগায় সাধু' (সায়ণ)

সম্ভূত (ত্রি) সম্-ভূ-ক্ত। উৎপন্ন, উদ্ভূত, জাত।

সম্ভূতবিজয় (পুং) সম্ভূতো বিজয়ো যস্য। জৈনদিগের একজন শ্রুতকেবলি। (হেম) [জৈন দেখ।]

সম্ভূতি (স্ত্রী) সম্-ভূ-ক্তিন্। ১ উৎপত্তি, উদ্ভব। ২ যোগ। ৩ ক্ষমতা, শক্তি। ৪ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যবিশেষ, বিভূতি।

সম্ভূয়সন্ধান (স্ত্রী) সম্ভূয় মিলিত্বা যৎ সন্ধানং। পরস্পর মিলিত হইয়া যে সন্ধিকরণ।

সম্ভূয়সমুত্থান (স্ত্রী) সম্ভূয় মিলিত্বা সমুত্থানং কর্ম্মকরণং যত্র। মিলিত হইয়া একত্র বাণিজ্যকরণ, পরস্পর মিলিত হইয়া যে এক যোগে বাণিজ্য করা হয়, তাহাকে সম্ভূয়-সমুত্থান কহে। চলিত যৌথকারবার। ২ বিবাদ পদবিশেষ। যৌথকারবারে যদি পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকেও সম্ভূয়-সমুত্থান কহে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যে সকল বণিক্ একত্র মিলিত হইয়া লাভের জন্য ব্যবসা করে, তাহাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ অংশ প্রদান করিয়াছেন, বা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ প্রতিশ্রুতি আছে, তদনুসারে তাহারা লাভালাভ গ্রহণ করিবেন। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ সাধারণের নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া দ্রব্যক্ষতি করে, অথবা যিনি নিজের অসাবধানতার জন্য ক্ষতি করেন, তিনি সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন। যদি কেহ ব্যবসায় বিপত্তি উপস্থিত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ লভ্যাংশের দশভাগের এক ভাগ অধিক লাভ পাইবেন।

রাজা এই বণিকদিগের পণ-দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন বলিয়া সাধারণ লভ্যাংশ হইতে বিংশতি ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। রাজা যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিবেন, কদাচ তাঁহারা সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না। যিনি শুল্ক বঞ্চনার্থ পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে মিথ্যা কথা কহেন, যিনি শুল্ক-গ্রহণস্থান হইতে পার্শ্বকর্ত্তন করিয়া অপসৃত হন এবং যিনি বিবাদী দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করেন, রাজা তাহাদিগকে পণ্য দ্রব্যাপেক্ষা আটগুণ দণ্ড বিধান করিবেন।

সম্ভূয় বণিকের মধ্যে যদি কেহ বিদেশে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পুত্রাদি যিনি তাহার দায়াধিকারী হইবেন, তাহাকেই ঐ ধন দিতে হইবে। যদি ইহাতে কেহ বঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাকে ঐ ব্যবসাতে লাভরহিত করিয়া বাহির করিয়া দিবে। এই সকল মিলিত বণিকের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ, ও আয়ব্যয়-পরিদর্শন করিতে অশক্ত হন, তাহা হইলে তিনি অপরের দ্বারা উহা করাইতে পারিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২ অ°) মনুর অষ্টম অধ্যায়েও ইহার বিবরণ বর্ণিত আছে।

সম্ভৃত (ত্রি) সম্-ভৃ-ক্ত। সম্যক্ পুষ্ট। সম্যক্ হৃত। ২ সম্ভূসিদ্ধ, সঞ্চিত। ৩ দত্ত। ৪ লব্ধ। ৫ পরিপূর্ণ। ৬ সম্যক্ বর্দ্ধিত। ৭ প্রস্তুত। ৮ সঙ্কলিত। ৯ জনিত। ১০ সম্যক্ প্রকারে ধৃত। ১১ সরূপ অর্থাৎ সমান রূপ। (ঋক্ ৮।৩৪।১২)

সম্ভৃতক্রতু (ত্রি) সম্পাদিতকর্ম্মা, যিনি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।

"হরিভিঃ সম্ভৃতক্রতমিন্দ্র" (ঋক্ ১।৫২।৮)

'সম্ভৃতক্রতো সম্পাদিতকর্ম্মন্ সম্পাদিতপ্রজ্ঞ বা' (সায়ণ)

সম্ভৃতশ্রী (ত্রি) সম্ভৃতা শ্রীর্যস্যাঃ। জলদ, মেঘ।

সম্ভৃতসম্ভার (পুং) সম্পাদিত যজ্ঞোপকরণ। যিনি যজ্ঞীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

"তেন সম্ভৃতসম্ভারো লব্ধকামো যুধিষ্ঠিরঃ।" (ভাগবত ১।১২।৩৫)

'সম্ভৃতসম্ভারঃ সম্পাদিতযজ্ঞোপকরণঃ' (স্বামী)

সম্ভৃতাঙ্গ (ত্রি) পুষ্টাঙ্গ, পুষ্ট-অবয়ববিশিষ্ট।

সম্ভৃতাশ্ব (ত্রি) পুষ্টাশ্ব, পুষ্ট অশ্বযুক্ত।

"সম্ভৈতঃ সম্ভৃতাশ্বঃ" (ঋক্ ৮।৩৪।১২) 'সম্ভৃতাশ্বঃ পুষ্টাশ্বঃ' (সায়ণ)

সম্ভৃতি (স্ত্রী) সম্ভৃ ক্তিন্। ১ সম্যক্ পোষণ। ২ সম্যক্ ভরণ। সম্যক্ ধারণ। ২ সম্ভার।

"অন্যেদ্যুর্গণকৈঃ সুনোর্গ্রহে নিশ্চিতে নৃপঃ।
চকারাম্বরদত্তোঽহত্র তদ্বিবাহায় সম্ভৃতিম্॥"

(কথাসরিৎসা° ১০৩।১১)

সম্ভৃত্য (ত্রি) সম্-ভৃঞ্ (ভৃঞোঽসংজ্ঞায়াং। পা ৩।১।১১২) ক্যপ্-তুক্চ। সম্ভার্য্য।

সম্ভৃত্বন্ (ত্রি) সম্ভরণশীল। (অথর্ব্ব ৩।২৪।২)

সম্ভেদ (পুং) সম্ ভিদ্-ঘঞ্। সঙ্গম, নদীসঙ্গম।

"পরস্মিংং যোঽভিবদেৎ তীর্থেঽরণ্যে বনেঽপি বা।
নদীনাং বাপি সম্ভেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ॥" (মনু ৮।৩৫৬)

২ স্ফুটন। ৩ মেলন। ৪ সম্যক্ভেদ, ভেদন। সম্ভেদনশব্দার্থ। ৫ একরূপতা। ৬ আসামের অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখানে শুভবাসিনী দেবী বিদ্যমান। (বৃহন্নীল° ২২ অঃ)

সম্ভেদন (স্ত্রী) সম্-ভিদ্-ল্যুট্। সম্যক্ ভেদন। সম্ভেদশব্দার্থ।

সম্ভেদ্য (ত্রি) সং-ভিদ্-যৎ। সম্ভেদযোগ্য, সম্ভেদের উপযুক্ত।

সম্ভোক্তৃ (ত্রি) সম্-ভুজ-তৃচ্। সম্যক্ ভোগকারী।

সম্ভোগ (পুং) সম্-ভুজ্-ঘঞ্। ভোগ।

"সম্ভোগো দৃশ্যতে যত্র ন দৃশ্যেতাগমঃ কচিৎ।
আগমঃ কারণং তত্র ন সম্ভোগ ইতি স্থিতিঃ॥" (মনু ৮।২০০)

২ সুরত, রতিক্রীড়া। উপভোগ, সুখাস্বাদন। ৩ হর্ষ, আনন্দ। ৪ কেলিনাগর। (জটাধর) ৫ শৃঙ্গারভেদ। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে শৃঙ্গার দুই প্রকার, করুণ বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গার ও সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার। ইহার লক্ষণ—

"দর্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ।
যত্রানুরক্তাবন্যোন্যং সম্ভোগোঽয়মুদাহৃতঃ॥"
আদিশব্দাদন্যোন্যাধরপানচুম্বনাদয়ঃ—
সংখ্যাতুমশক্যত্বয়া চুম্বনপরিরম্ভাদিবহুভেদাৎ॥
অয়মেক এব ধীরৈঃ কথিতঃ সম্ভোগশৃঙ্গারঃ।
তত্র স্যাদৃতুষট্‌কং চন্দ্রাদিত্যৌ তথাস্তময়ঃ॥
জলকেলিবনবিহারপ্রভাতমধুপানযামিনীপ্রভৃতিঃ।
অনুলেপনভূষাদ্যা বাচ্যং শুচিমেধ্যমন্যচ্চ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ২২৫-২৭)

যে স্থলে বিলাসী ও বিলাসিনী পরস্পর দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে ভজনা করে, তথায় সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার হয়। এই শৃঙ্গার বর্ণন করিতে হইলে পরস্পরের চুম্বন, আলিঙ্গন, অধরপান, চন্দ্র ও সূর্য্যের অস্ত, ষট্‌ঋতুবর্ণন, জলকেলি, বনবিহার, প্রভাত, মধুপান, রাত্রিবর্ণন, অনুলেপন ও বেশভূষাদি বর্ণন করিতে হয়।

বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহ ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না, এইজন্য সম্ভোগ-শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভ বর্ণন করিতে হয়। প্রথম নায়ক ও নায়িকার দর্শনে পূর্ব্বরাগ জন্মে, এই অনুরাগ প্রবল হইলে পরস্পর মিলিত হইবার চেষ্টা করে। কোন সুযোগে ইহাদিগের মিলন হইলে পরে আবার ইহাদের বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদকালে পরস্পরের অনুরাগ অতি প্রবল হইয়া সম্ভোগশৃঙ্গার পূর্ণ হয়।

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥" (সাহিত্যদ°)

সম্ভোগকায় (পুং) বুদ্ধভেদ।

সম্ভোগযক্ষিণী (স্ত্রী) যোগিনীভেদ।

সম্ভোগবৎ (ত্রি) সম্ভোগ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। ভোগবিশিষ্ট, ভোগযুক্ত। সম্ভোগযুক্ত।

সম্ভোগবেশ্মন্ (স্ত্রী) সম্ভোগগৃহ, রতিগৃহ, কেলিগৃহ।

সম্ভোগিন্ (ত্রি) সম্ভোগোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ সম্ভোগবিশিষ্ট। (পুং) ২ কেলিনাগর।

সম্ভোগ্য (ত্রি) সম্-ভুজ-ণ্যৎ। ভোগ্য, সম্ভোগযোগ্য, সম্ভোগের উপযুক্ত।

সম্ভোজ (পুং) ভোজন, ভক্ষণ। সম্যক্ ভক্ষণ।

"সর্ব্বৈরুপায়ৈর্হন্তব্যঃ সম্ভোজশয়নাশনৈঃ।" (ভাগবত ৭।৫।৩৮)

সম্ভোজক (ত্রি) রন্ধনপূর্ব্বক ভোজনকারী।

সম্ভোজন (স্ত্রী) মিত্রতাসাদন বা গোষ্ঠভোজন।

"সম্ভোজনী সাভিহিতা পৈশাচী দক্ষিণা দ্বিজৈঃ।
ইহৈবাস্তে তু সা লোকে গৌরন্ধেবৈকবেশ্মনি॥" (মনু ৩।১৪১)

'সম্ভোজনী সম্ শব্দঃ সহার্থে বর্ত্ততে সহ ভুজ্যতে যয়া সা সম্ভোজনী, মৈত্রাহি সহভোজনং প্রবর্ত্ততে, গোষ্ঠীভোজনং বা সম্ভোজনমিষ্যতে' (মেধাতিথি)

যাহাদিগকে ভোজন করাইলে, মিত্রতাসাদন অর্থাৎ বন্ধুত্ব হয়, তাহারই নাম সম্ভোজন। শ্রাদ্ধে এইরূপ ভোজন নিন্দিত হইয়াছে। দ্বিজগণ শ্রাদ্ধকর্ম্মে কদাচ এই সম্ভোজন করাইবে না। দ্বিজগণ কর্ত্তৃক মিত্রতাসাদন যে সম্ভোজন অর্থাৎ গোষ্ঠীভোজন ঋষিরা উঁহাকে পিশাচধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে এইরূপ ভোজন করান, তাহার ইহলোকে মিত্রতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে পিতৃদিগের কোন উপকার সাধিত হয় না।

সম্ভোজনীয় (ত্রি) সম্-ভুজ-অনীয়র্। ভোজনার্থ, ভোজনের যোগ্য, ভোজনের উপযুক্ত।

"দধ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে।
সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥"
(ভাগবত ১০।২০।২৯)

সম্ভোজ্য (ত্রি) সম্-ভুজ-যৎ। ভোজনযোগ্য, ভোজনার্হ।
(মনু ৯।২৩৮)

সম্ভ্রম (পুং) সম্-ভ্রম-ঘঞ্। ১ ভয়াদি জনিত ত্বরা আনন্দ বা ভয়াদি জনিত ব্যস্ততা। পর্য্যায়—সম্বেগ, আবেগ, প্রবেগ, ত্বরা, ত্বরি। (অমর ও তট্টীকা) ২ ভয়। ৩ সম্মান, গৌরব, মান্যতা। ৪ আদর। ৫ ভ্রান্তি। ৬ ঘূর্ণন। ৭ সূত্র। (অজয়)

সম্ভ্রান্ত (ত্রি) সম্-ভ্রম্-ক্ত। ১ মান্য, গৌরবান্বিত, সম্ভ্রমশালী। ২ আদরণীয়, ত্বরাবিশিষ্ট।

সম্ভ্রান্ততন্ত্র, সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদিগের হস্তগত রাজ্যশাসন। (Aristocracy)

সম্ভ্রান্তসমাজ, ইংলণ্ড দেশের রাজকীয় সভাসংক্রান্ত সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদিগের সভা (House of Lords)

সম্ভ্রান্তি (স্ত্রী) সম্-ভ্রম্-ক্তিন্। সম্ভ্রম।

সম্মত (ত্রি) সম্-মন-ক্ত, ক্তিতি নস্য লোপঃ। অনুমত, অভিমত, অভিপ্রেত।

সম্মতি (স্ত্রী) সম্‌-মন-ক্তিন্‌। ১ অনুমতি, আদেশ, অনুজ্ঞা। ২ মত, অভিপ্রায়। ৩ সম্মান। ৪ ইচ্ছা, বাসনা। ৫ ঐকমত্য। ৬ আত্মবোধ, আত্মজ্ঞান। (অজয়)

সম্মতিমন্‌ (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ৫।১।১২৩)

সম্মতায় (ত্রি) সম্মত শাখাভেদ। (তারনাথ)

সম্মদ (পুং) সম্‌-মদ (প্রমদসম্মদৌ হর্ষে। পা ৩।৩।৬৮) ইতি অপ্‌। ১ হর্ষ, আমোদ, আহ্লাদ।

২ মৎস্যবিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, এই মৎস্য অধিক জলে অবস্থান করে, পরিমাণে অতিবৃহৎ এবং অনেক সন্ততিযুক্ত। "তত্র চাম্ভর্জলে মৎস্যঃ সম্মদোনাম অতিবহুপ্রজঃ অতিপ্রমাণো মীনাধিপতিরাসীৎ" (বিষ্ণুপু° ৪।২।৬৯) (ত্রি) ৩ সুখী, আনন্দিত। হর্ষযুক্ত।

সম্মদময় (ত্রি) সম্যক্‌ হর্ষ বা আনন্দবিশিষ্ট।

সম্মনস্‌ (ত্রি) ১ সমান মনস্ক। ২ পরস্পরানুরাগযুক্ত। (অথর্ব্ব ৬।৪২।১)

সম্মনিমন্‌ (ত্রি) পরস্পরে সমান অনুরাগবন্ত। একমনা।

সম্মন্তব্য (ত্রি) সম্‌-মন্‌-তব্য। সম্যক্‌ মননযোগ্য, সম্যক্‌ মননের উপযুক্ত।

সম্মন্ত্রণীয় (ত্রি) সম্‌-মন্ত্র-অনীয়র্‌। সম্যক্‌রূপে মন্ত্রণীয়, সম্যক্‌ মন্ত্রণার যোগ্য।

সম্ময়ন (ক্লী) যূপপ্রোথন বা যূপের চারিধারে খাত খনন।

সম্মর্দ্দ (পুং) সম্মৃদ্যতেঽত্রেতি সম্‌-মৃদ-ঘঞ্‌। ১ যুদ্ধ। ২ জনতা, ভিড়, সঙ্ঘর্ষ। ৩ পরস্পর বিমর্দ্দ।

"বদ্‌গো প্রতরকল্লোহভূৎ সম্মর্দ্দস্তত্র মজ্জতাং।" (রঘু ১৫।১০১)

সম্মর্দ্দন (পুং) ১ বাসুদেবের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৫১) ২ বিদ্যাধরবিশেষ। (কথাসরিৎসাগর ৪৮।৭৮) (ত্রি) ৩ সম্মর্দ্দকারী।

সম্মর্দ্দিন্‌ (ত্রি) সম্মর্দ্দয়তীতি সম্‌-মৃদ্‌ গ্রহাদিত্বাদিন্‌। (পা ৩।১।১৩০) সম্মর্দ্দকারী।

সম্মর্শন (ক্লী) সম্যক্‌ ব্যাপন, ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়া।

সম্মর্শিন্‌ (ত্রি) বিচারকারী। (তৈত্তিরীয়পনিষৎ ১।১১।৪)

সম্মর্ষ (পুং) সম্যক্‌ মর্ষ, সহন। (ভাগবত ১১।১৯।৩৬)

সম্মা (স্ত্রী) তুল্য। 'সম্মাঃ ইত্যত্র দ্বিতীয়ো মকারশ্ছান্দসঃ। তস্মিন্‌ পচীতে সতি সম্মা তুল্যেত্যুক্তং ভবতি।' (ঐত°ব্রা°৩।১৩।°)

সম্মা (দেশজ) শম্মা, শর্ম্মন্‌ শব্দের অপভ্রংশ।

সম্মাতৃ (ত্রি) পতিব্রতাপুত্র। যাহার মাতা সৎ।

সম্মাতুর (ত্রি) সতীতনয়, পতিব্রতাপুত্র।

সম্মাদ (পুং) সম্‌-মদ-ঘঞ্‌। সম্যক্‌প্রকারে মত্ততা, উন্মাদ, অতিরোষ।

সম্মান (পুং) সং-মন-অচ্‌। ১ সমাদর, পূজা, গৌরব। (ক্লী) সম্‌-মা-ল্যুট্‌। ২ সম্যক্‌ পরিমাণ।

সম্মানন (ক্লী) সম্‌-মান-ল্যুট্‌। সম্মান, সম্ভ্রম।

সম্মাননা (স্ত্রী) সম্‌-মান-যুচ্‌-টাপ্‌। সম্মান।

সম্মাননীয় (ত্রি) সম্‌-মান-অনীয়র্‌। সম্মানের যোগ্য, সমাদরের উপযুক্ত।

সম্মানিত (ত্রি) সম্মানোঽস্য জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্‌। সমাদৃত, সৎকৃত, পূজিত।

সম্মানিন্‌ (ত্রি) সম্মান অস্ত্যর্থে ইন্‌। সম্মানবিশিষ্ট, সম্মানযুক্ত।

সম্মান্য (ত্রি) সং-মান-যৎ। সম্মানার্হ, সম্মানের যোগ্য, সম্মানের উপযুক্ত।

সম্মার্গ (পুং) সাধুমার্গ, উৎকৃষ্ট পন্থা। যে পথে বিচরণ করিলে মোক্ষাদি শ্রেষ্ঠ পদে উন্নীত হওয়া যায়।

সম্মার্জ্জক (ত্রি) সম্মার্জয়তীতি সং-মৃজ্‌-ণ্বুল্‌। সম্যক্‌-মার্জ্জনকারী। পরিষ্কারক। পরিষ্কারকারী। ২ সম্মার্জনী, চলিত ঝাটা।

সম্মার্জ্জন (ক্লী) সম্‌-মৃজ্‌-ল্যুট্‌। ১ সংশোধন।

"সম্মার্জ্জনঞ্চ সংশুদ্ধিঃ সংশোধনবিশোধনে।" (রত্নমালা)

২ পরিষ্করণ।

সম্মার্জ্জনী (স্ত্রী) সম্মৃজ্যতেঽনয়েতি সম্‌-মৃজ ল্যুট্‌। ধূল্যাদিমার্জ্জনসাধনী, যাহা দ্বারা ধূলি প্রভৃতি পরিষ্কার করা যায়, চলিত ঝাঁটা, কোস্তা, খেঙরা। পর্য্যায়—শোধনী, উহনী, সমূহনী, বহুকারী, বর্দ্ধনী। (হেম) গৃহস্থদিগের পঞ্চসূনার মধ্যে ইহা একটী; কুণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভী ও সম্মার্জ্জনী এই পাঁচটী পঞ্চসূনা। গৃহস্থেরা প্রতিদিন সম্মার্জ্জনকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রাণিবধ করেন। এই পঞ্চসূনা জন্য পাপ দ্বারা মানব স্বর্গলাভে অধিকারী হয় না, এইজন্য শাস্ত্রে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের বিধান আছে। যাহারা বিধিপূর্ব্বক পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের পঞ্চসূনা জন্য পাপ নিরাকৃত হয়।

[পঞ্চসূনা দেখ]

সম্মিত (ত্রি) সম্‌-মা-ক্ত। সমান পরিমাণ, তুল্য পরিমাণ। ২ সদৃশ, তুল্য, সমান।

সম্মিতত্ব (ক্লী) সম্মিতস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। সম্মিতের ভাব বা ধর্ম্ম, সদৃশত্ব, তুল্যত্ব।

সম্মিতি (স্ত্রী) ১ উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ২ সদৃশাভিলাষ।

সম্মিমর্দ্দিষু (ত্রি) সম্মর্দ্দয়িতুমিচ্ছুঃ সম্‌-মৃদ-সন্‌, উ। সম্মর্দ্দন করিতে অভিলাষী।

সম্মীমানয়িষু (ত্রি) মান খর্ব্ব করিতে অভিলাষী।

সম্মিলন (ক্লী) সম্‌-মিল-ল্যুট্‌। সম্যক্‌মিলন, সংযোগ, একত্র হওন।

সম্মিলিত (ত্রি) সম্-মিল-ক্ত। সম্যক্‌মিলিত, সংযুক্ত, একত্র।

সম্মিশ্র (ত্রি) সম্যক্‌প্রকারেণ মিশ্রয়তীতি মিশ্র মিশ্রণে অচ্। সংযুক্ত, মিশ্রিত।

সম্মীলন (ক্লী) সম্-মীল-ল্যুট্। সম্যক্‌মীলন, সম্যক্‌মুদ্রিতকরণ, বুজা, সঙ্কোচন।

"চেতঃ সম্মীলনং নিদ্রা" (সাহিত্যদ° ১৮৫)

সম্মীল্য (ত্রি) সম্-মীল-যৎ। ১ সম্মীলনযোগ্য। (ক্লী) ২ সামভেদ।

সম্মুখ (ত্রি) সম্যক্ মুখং যস্য। ১ অভিমুখাগত। পর্য্যায়— ভগ্নপৃষ্ঠ। (ত্রিকা°) (ক্লী) ২ সমক্ষ, অভিমুখ, সুমুখ।

"দৃষ্টা দর্শয়তি ব্রীড়াং সম্মুখং নৈব পশ্যতি।" (সাহিত্যদ° ৩।১৫৪)

সর্ব্বং মুখমিতি নিপাতনাদন্তলোপে সম্মুখমিতি সিদ্ধং। ৩ সমস্ত মুখ, সকল মুখ। (কাশিকা ৫।২।৬)

সম্মুখিন্ (পুং) সম্মুখমস্যাস্তীতি ইনি। দর্পণ।

সম্মুখীন (ত্রি) সর্ব্বস্য মুখস্য দর্শনঃ সম্মুখ (যথামুখসম্মুখস্য দর্শনঃ খঃ। পা ৫।২।৬) ইতি খ। ১ অভিমুখ। ২ অভিমুখেস্থিত, সম্মুখবর্ত্তী।

সম্মূঢ় (ত্রি) সম্-মুহ-ক্ত। সম্যক্‌মোহযুক্ত, মুগ্ধ।

"মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণং।
যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ রাশীকৃত। ৩ ভগ্ন। ৪ শীঘ্রজাত। ৫ নির্ব্বোধ, অজ্ঞান।

সম্মূঢ়পিড়কা (স্ত্রী) শূকরোগভেদ। লক্ষণ—

"পাণিভ্যাং ভৃশসম্মূঢ়ে সম্মূঢ়পিড়কা ভবেৎ॥"

(মাধবনি° শূকরোগাধি°)

লিঙ্গে শূকরোগ হইলে হস্তদ্বারা যদি লিঙ্গ অতিশয় ঘর্ষণ করা হয়, এবং তাহাতে যদি লিঙ্গ পিচ্ছিত হইয়া অবনত হয়; তাহা হইলে তাহাকে সম্মূঢ়পীড়া কহে। বায়ু প্রকুপিত হইয়া এই রোগ জন্মে। [শূকরোগ দেখ]

সম্মূত্রণ (ক্লী) সম্যক্ মূত্রণ, সম্যক্ মূত্রত্যাগ।

"শুষ্কসম্মূত্রণে শুষ্কমল্লং" (বৃহৎস° ৮৯।১)

সম্মূর্চ্ছ (পুং) সম্-মূর্চ্ছ-অচ্। ১ সম্যক্ মোহ। ২ ব্যাপ্তি।

সম্মূর্চ্ছজ (পুং) সম্যক্ প্রকারেণ মূর্চ্ছতি ব্যাপ্নোতীতি মূর্চ্ছ ব্যাপ্তৌ অচ্ তথাবিধঃ সন্ জায়তে ইতি জন-ড। তৃণাদি। (হেম)

সম্মূর্চ্ছন (ক্লী) সম্-মূর্চ্ছ ব্যাপ্তৌ মোহে চ ল্যুট্। ১ সর্ব্বতো ব্যাপ্তি, অতি ব্যাপ্তি। ২ মোহ, মূর্চ্ছা। ৩ বৃদ্ধি। ৪ বিস্তার। ৫ উচ্চতা, উচ্ছ্রায়।

সম্মূর্চ্ছনোদ্ভব (পুং) সম্মূর্চ্ছনামুদ্ভবতীতি উৎ-ভূ-অচ্। মৎস্যাদি। (হেম)

সম্মৃষ্ট (ত্রি) সম্-মৃজ-ক্ত। সংশোধিত, পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত, নির্ম্মলীকৃত। (অমর)

সম্মেঘ (পুং) ১ সম্যক্ মেঘ। ২ মেঘযুক্ত আকাশ।

(পঞ্চবিংশব্রা° ৫।৯।১০)

সম্মেত (পুং) পর্ব্বতভেদ। বাঙ্গালার পরেশনাথ পাহাড়।

সম্মেলন (ক্লী) সম্যক্ মিলন।

সম্মোদ (পুং) সম্-মুদ-ঘঞ্। আমোদ, আনন্দ, প্রীতি, হর্ষ। (শব্দরত্না°)

সম্মোদন (ক্লী) সম্-মুদ্-ল্যুট্। ১ সম্মোদ, হর্ষ, আনন্দ।

সম্মোহ (পুং) সম্-মুহ-ঘঞ্। সম্যক্ মোহ। মুগ্ধকরণ।

সম্মোহক (ত্রি) সম্মোহয়তীতি সম্-মোহি-ণ্বুল। মোহকারক, মোহজনক। (পুং) ২ সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। লক্ষণ—

"প্রবৃদ্ধমধ্যহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগস্তএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ।
প্রলাপায়াসসম্মোহকম্পমূর্চ্ছারতিভ্রমাঃ॥
একপক্ষাভিঘাতশ্চ তত্রাপ্যেতে বিশেষতঃ।
এষ সম্মোহকো নাম সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥"

(ভাবপ্রকাশ জ্বরাধি°)

যে স্থলে বায়ু অতি প্রবল, পিত্ত মধ্যবল এবং কফ অতি হীনবল হইয়া সন্নিপাতের লক্ষণযুক্ত জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে সম্মোহক সন্নিপাত কহে। এই রোগে বায়ু অতি প্রবল থাকে, এই জন্য বেদনা, কম্প, নিদ্রানাশ ও বিষ্টম্ভ প্রভৃতি বায়ুকোপজন্য লক্ষণ সকল অতিমাত্রায় প্রকাশ পায়। দাহ, পিপাসা, উষ্ণতা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি পিত্তজ লক্ষণ সমূহও ঐ সঙ্গে মধ্যমরূপে প্রকাশিত হয়। গুরুত্ব, অগ্নিমান্দ্য, উৎকাস, এবং মুখনাসিকাস্রাব প্রভৃতি কফজ লক্ষণ সকল কফের হীনতা প্রযুক্ত অল্পরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন প্রলাপ, আয়াস অর্থাৎ অকারণে শ্রমবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, ভ্রম, এবং বাম কি দক্ষিণ যে দিক্‌ই হউক একপক্ষ অবসন্ন হয়। এই সন্নিপাতজ্বর অতি ভয়ানক এবং কষ্ট সাধ্য। এই জ্বর হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষ সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করিবেন।

[সন্নিপাত ও জ্বর দেখ]

সম্মোহন (ক্লী) সম্-মুহ-ল্যুট্। ১ মুগ্ধকরণ। (ত্রি) ২ মোহজনক, মোহকারক। (পুং) ৩ কন্দর্পের পঞ্চবাণের অন্তর্গত বাণবিশেষ।

সম্মোহনতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

সম্যক্ (অব্য°) সমুদায়।

"সম্যক্ সংসাধনং কর্ম্মকর্ত্তব্যমধিকারিণা।
নিষ্কামেণ সদা পার্থ কাম্যং কামান্বিতেন চ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

সর্ব্বপ্রকারে, সমগ্ররূপে, উপযুক্তরূপে, উত্তমরূপে। (ত্রি) সম্যচ্। সম্যচ্ শব্দের প্রথমায় একবচনে সম্যক্ হয়।

[সম্যচ্ দেখ।]

সম্যক্কর্ম্মান্ত (পুং) সম্যক্‌রূপে কর্ম্মের সর্ব্বশেষ। নিষ্পাদনাবস্থা।

সম্যক্চারিত্র (ক্লী) জৈনমতে বিশুদ্ধ তত্ত্ব অবগত হইয়া তদনুসারে চরিত্ররক্ষা, ইহা ধর্ম্মত্রয়ের অন্তর্গত।

[জৈনশব্দ ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

সম্যক্ত্ব (ক্লী) উপযুক্ততা।

সম্যক্‌জ্ঞান (ক্লী) জৈনমতে ধর্ম্মভেদ। [জৈন ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

সম্যক্‌দর্শন (ক্লী) জৈনমতে ধর্ম্মভেদ। [জৈন দেখ]

সম্যক্‌দর্শিন্ (ত্রি) ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শী।

সম্যক্‌দৃশ্ (ত্রি) সম্পূর্ণ দৃষ্টিযুক্ত।

সম্যক্‌দৃষ্টি (স্ত্রী) ১ সম্যক্ দর্শন। ২ ভাল করিয়া দেখা।

সম্যক্‌প্রবৃত্তি (স্ত্রী) সম্যক্ ইচ্ছা।

সম্যক্‌সঙ্কল্প (পুং) সম্যক্‌রূপে সঙ্কল্প।

"সম্যক্‌সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতং।" (যাজ্ঞবল্ক্য° ১।৭)

সম্যক্‌সত্য (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সম্যক্‌সমাধি (পুং) বৌদ্ধদিগের সমাধিবিশেষ।

সম্যক্‌সম্বুদ্ধ (পুং) ১ বুদ্ধ। (ত্রি) ২ সম্যক্ সবুদ্ধ, সম্যক্ জ্ঞানবিশিষ্ট।

সম্যক্‌সম্বোধ (পুং) বুদ্ধভেদ। ২ সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত।

সম্যক্‌বোধ (পুং) সম্যক্ জ্ঞান।

সম্যগ্‌যোগ (পুং) সম্পূর্ণ যোগ, সমাধি।

সম্যগ্‌বাচ্ (স্ত্রী) সম্যক্ আলাপ।

সম্যচ্ (ত্রি) সম্-অঞ্চ ঋত্বিগাদিনা ক্বিন্ (সমঃ সমি। পা ৬।৩।৯৩) ইতি সম্যাদেশঃ। ১ সত্যবচন। অর্থেন সহ সমর্থিত সঙ্গচ্ছতে অঞ্চ-ক্বিন্। ২ সঙ্গত। ৩ মনোজ্ঞ।

সম্রাজ্ (পুং) সম্যক্ রাজতে ইতি সম্-রাজ ক্বিপ্। (মোরাজিসম্ ক্বৌ। পা ৮।৩।২৫) ইতি সমো মকারস্য মাদেশস্তেন নানুস্বারঃ। সার্ব্বভৌম নরপতি, রাজসূয়যজ্ঞকারী, যিনি সকল নরপতিকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাকে সম্রাট্ কহে। মণ্ডলেশ্বর, দ্বাদশ রাজমণ্ডলের অধিপতি, সর্ব্বভূমীশ্বর, রাজা, রাজাধিরাজ, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি। অমরসিংহ লিখিয়াছেন যে, যাহার আজ্ঞানুসারে রাজগণ পৃথিবী শাসন করেন, তাঁহাকে সম্রাট্ কহে। এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাজ্ঞী এই পদ হয়।

সম্রাজ্ঞী (স্ত্রী) সম্রাজন্-ঙীষ্। সম্রাট্‌পত্নী। রাজমহিষী। রাজেশ্বরী।

সযতি (ত্রি) সমান যতিবিশিষ্ট।

সযত্ন (ত্রি) যত্নেন সহ বর্ত্তমানঃ। যত্নের সহিত বর্ত্তমান। যত্নযুক্ত, যত্নবিশিষ্ট।

সযত্ব (ক্লী) সঙ্গম, মিলন, সহবাস। (তৈ° স° ৬।৬।৭।৬)

সযন (ক্লী) ১ বন্ধন। (পুং) ৩ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ।

সযব (ত্রি) যবের সহিত বর্ত্তমান, যবযুক্ত, যববিশিষ্ট।

সযাবক (ত্রি) ১ যাবকযুক্ত। ২ সমান গতিবিশিষ্ট।

সযাবন্ (ত্রি) সমানং যাবতীতি চ প্রাপণে আতো মনিন্নিতি বনিপ্। সমানগতিবিশিষ্ট, তুল্যগতি। "দৈবৈনর্গে সযাবভিঃ" (ঋক্ ১।১৪৪।১৫) 'সযাবভিঃ সমানগতিভিঃ' (সায়ণ) স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের অন্ত্য ন স্থানে র করিয়া সযাবরী পদ হইবে।

সযুক্ত্ব (ক্লী) সযুক্ ভাবে ত্ব। সংযোগের ভাব বা ধর্ম্ম।

সযুগ্বন্ (ত্রি) সহায়যুক্ত।

"সযুগ্বোঞ্ছিহয়া সবিতা" (ঋক্ ১০।৩০।৪)

'সযুগ্বা সহায়যুক্তাগ্নেঃ সহায়ভূতাঃ' (সায়ণ)

সযুজ্ (ত্রি) সমানযোগবিশিষ্ট, সমানযোগযুক্ত।

"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং" (ঋক্ ১।১৬৪।২০)

'সযুজা সমানযোগৌ' (সায়ণ)

সযূথ্য (ত্রি) সযূথে ভবঃ (সগর্ভসযূথসনুতাদ্যৎ। পা ৪।৪।১১৪) ইতি যৎ। সযূথভব।

সযোগ (ত্রি) যোগের সহিত বর্ত্তমান, যোগযুক্ত, সংযোগ।

সযোনি (পুং) যোনিভিঃ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ ইন্দ্র। (ত্রি) ২ যোনির সহিত বর্ত্তমান, সমানোৎপত্তিস্থানক, যাহার উৎপত্তিস্থান এক।

"সনা অত্র যুবতয়ঃ সযোনীরেকং গর্ভং দধিরে" (ঋক্ ৩।১।৬)

'সমানং অন্তরীক্ষং যোনিস্থানং যাসাং তাঃ' (সায়ণ)

সযোনিতা (স্ত্রী) সযোনি ভাবে তল্-টাপ্। সযোনির ভাব বা ধর্ম্ম।

সর (ক্লী) সরতীতি সৃ-অচ্। ১ সরোবর। (শব্দরত্না°) ২ জল। (জটাধর) (পুং) ৩ দধ্যগ্র, দধির অগ্রভাগ।

'সরশ্চ দধ্যগ্রগং দধিস্নেহন্ত কট্টরং।' (রত্নমালা)

৪ গতি। ৫ বাণ। ৬ লবণ। (পুং স্ত্রী) ৭ নির্ঝর। (ভবতদ্দ্বিরূপকোষ) (ত্রি) ৮ সারক। ৯ ভেদক। ১০ গমনকর্ত্তা। (পুং) ১১ মহাপিণ্ডীতরু। (রাজনি°)

সর, বাঙ্গালার পুরীজেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। পুরীনগরের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ও ভার্গবী নদীর সঞ্চিত জলে গঠিত। ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪ মাইল লম্বা এবং উত্তর দক্ষিণে ২ মাইল বিস্তৃত। অক্ষা° ১৯°৫১´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৫৫´ পূঃ। চিল্কার ন্যায় এই ক্ষুদ্র হ্রদের সহিত সমুদ্রের কোনরূপ সংযোগ নাই। হ্রদ ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে উচ্চ বালিয়াড়ি-

সমূহ বিদ্যমান থাকায় সমুদ্রের জল ইহাতে প্রবেশ করিতে পায় না। এই স্থান প্রায়ই জনশূন্য, জেলেরা এই স্থান হইতে মাছ তুলিয়া বিক্রয়ার্থ নগরে লয় না। যখন একান্তই বৃষ্টির অভাব হয়, তখন অদূরদেশবাসী কৃষকেরা এখান হইতে নালী দ্বারা জল লইয়া শস্যক্ষেত্রাদিতে সরবরাহ করিয়া থাকে।

সরঃকাক (পুং) সরসঃ কাকঃ। হংস। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সরঃকাকী—হংসী। (শব্দরত্না°)

সরক (ক্লী) সরমেব স্বার্থে কন্। ১ সরোবর। ২ আকাশ। (পুং ক্লী) সরতীতি সৃ-বুন্। ৩ শীধুপাত্র। ৪ শীধুপান। ৫ মদ্যপরিবেশন। "কিমস্ত্রয়াত্রিপর্য্যাপ্তমস্তি নঃ সরকং ন বা॥" (কথাসরিৎসাগর ৫৪।১২৯)

(ত্রি) ৬ গতিশীল।

সর্‌কশ্ (পারসী) ১ অবাধ্য। ২ অগ্রাহ্য।

সর্‌কার (পারসী) ১ বিচারালয়। ২ গভর্ণমেণ্ট। ৩ সম্পত্তি। ৪ প্রধানস্থান। ৫ প্রধানকর্ম্মচারী। ৬ উপাধিবিশেষ। যাহারা রাজসরকারে প্রধানকার্য্য করিত, তাহারা এই উপাধি পাইত, অদ্যাবধি এই উপাধি তাহাদের বংশগত হইয়া আসিতেছে।

সরকারী (পারসী) রাজকীয়, গবর্মেণ্ট সংক্রান্ত।

সরক্ত (ত্রি) রক্তের সহিত বর্ত্তমান, রক্তযুক্ত, রক্তবিশিষ্ট।

সরক্তগৌর (ত্রি) রক্তিমাভ গৌরবর্ণযুক্ত।

সর্‌খৎ (পারসী) লিখিত আদেশপত্র। কর্ম্মচারী নিয়োগকালে তাহার নিয়োগপত্রে তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়।

সর্‌গরম্ (পারসী) সাধারণে জাহির করা। জানান, ঘোষণা।

সরগুজা, বাঙ্গালার ছোট নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী সুবিস্তৃত সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২২°৩৭´৩০´´ হইতে ২৪°৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°৩২´৫´´ হইতে ৮৪°৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৬০৫৫ বর্গ মাইল। ইহার উত্তর সীমায় যুক্ত-প্রদেশের মীর্জ্জাপুর জেলা ও রেবারাজ্য, পূর্ব্বে লোহারডাগা জেলা, দক্ষিণে যশপুর ও উদয়পুর সামন্তরাজ্য ও মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার কতকাংশ এবং পশ্চিমে কোরিয়া সামন্ত রাজ্য।

এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান অধিত্যকা, উপত্যকা ও পার্ব্বত্য ক্রমোচ্চনিম্ন ভূমিতে পূর্ণ। ইহার পূর্ব্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০০ ফিট্ উচ্চ। পালামৌ ও যশপুরের সীমান্ত দেশভাগে প্রায় ৩৫০০ হইতে ৪০০০ ফিট উচ্চ শৈলমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার মেনপাট নামক অধিত্যকাভাগ দৈর্ঘ্যে ১৮ মাইল এবং বিস্তার ৬ হইতে ৮ মাইল। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭৮১ ফিট উচ্চ। জমীরাপাট নামক অপর অধিত্যকাভূমিও দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ মাইল হইবে। উক্ত অধিত্যকাদ্বয় বনমালাবিভূষিত ও শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রশস্ত প্রান্তর পরিশোভিত। ঐ তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ড গবাদি বিচরণের উপযোগী। এইস্থান হইতে রাজার প্রায় বার্ষিক ২৫০০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। শৈলশৃঙ্গ গুলির মধ্যে মৈলান ৪০২৪ ফিট্, জাম ৩৮২৭ ফিট্ এবং পাণ্ডাঘর্সা ৩৮০৪ ফিট্ উচ্চ।

এখানে কতকগুলি পর্ব্বতগাত্রবাহিনী নদী দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কন্‌হার, বেড়া ও মাহান উত্তরবাহিনী হইয়া শোণনদে নিপতিত হইয়াছে। শঙ্খ নামক নদী ব্রাহ্মণী নদীর অন্যতম শাখা। এই নদী গুলিতে বর্ষাকালেই জলাধিক্য হয়, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে আদৌ জল থাকে না। বর্ষার সময় বন্যার প্রবাহের খরতানিবন্ধন নদীবক্ষে নৌকাচালন অসম্ভব হয়; অন্যান্য সময়ে জলাভাববশতঃ নৌকা চলে না। রাজ্যের উত্তরে তপ্তপাণি নামক স্থানে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বিশ্রামপুরে কয়লার খাত দৃষ্ট হয়। প্রায় রাজ্যের সর্ব্বত্রই শালবন আছে।

এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। রাজবংশমালা আলোচনা করিলে যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহা সন্দেহজনক এবং তাহা হইতে প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই এখানকার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। ঐ সময়ে একদল মরাঠাসৈন্য গঙ্গাতীরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া প্রথমে এই রাজ্য অধিকার ও লুণ্ঠন করে এবং এখানকার সর্দ্দারকে বেরাররাজের শাসনাধীনে আনয়ন করে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে পালামৌ নামক স্থানে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ঐ বিদ্রোহে সরগুজার রাজা সহায়তা করায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ণেল জোন্সকে তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। ইংরাজ-সৈন্যের আগমনে বিদ্রোহ প্রশমিত হয় এবং ছোটনাগপুরের রাজার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটী মৈত্র্যসূচক সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ সন্ধি অনুসারে অধিকদিন উভয় পক্ষে কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই, ইংরাজসৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই রাজা ও রাজপরিবারবর্গের মধ্যে এখানে পুনরায় অন্তর্বিপ্লব ঘটে। তদনুসারে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পলিটিকাল এজেণ্ট মেজর রফ্‌সেজ্ স্বয়ং সরগুজায় যাইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলাস্থাপনে ও বিপ্লব শান্তি করিতে প্রয়াস পান। অনেক বুঝাইলেও যখন রাজকুমার পলিটিকাল এজেণ্টের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না, তখন রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে পরিচালনের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইল। উদ্ধত যুবরাজ ও তাঁহার অনুচরেরা ঐ ইংরাজ-কর্ম্মচারীকে গোপনে নিহত করেন এবং বৃদ্ধ রাজা ও তাঁহার রাণীদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিবার প্রয়াস পান। মেজর রফ্‌সেজ

রাজার দেহরক্ষার জন্য যে ইংরাজ সিপাহী সরগুজায় রাখিয়া যান, তাহারা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করে। ১৮১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে ঘোর শাসনবিশৃঙ্খলা চলিয়াছিল। উক্ত বর্ষে মধুজী ভোন্‌সলে (অপাসাহিব) ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত অনুসারে এই প্রদেশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। তদবধি এখানে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এখানকার সর্দ্দার ইংরাজ গবর্মেণ্ট হইতে মহারাজ উপাধি ও যথোপযুক্ত উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা রঘুনাথ শরণ সিংহ সাবালক হইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে ছোটনাগপুরের কমিসনর বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে ইহার শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছিল।

সরঘা (স্ত্রী) সরং মধুবিশেষং হন্তীতি হন-ড নিপাতনাৎ সাধুঃ। মধুমক্ষিকা, মৌমাছি। (অমর)

সরঙ্গ (পুং) সরতীতি সৃ-অঙ্গচ্। ১ চতুষ্পাৎ। ২ পক্ষী।

সরজ (ক্লী) সরাৎ জায়তে ইতি জন-ড। নবনীত, হৈয়ঙ্গবীন। (হারাবলী) ২ মলিন।

"সা তদ্ভর্ত্তুঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণা।
সরজং বিভ্রতী বাসো বেণীভূতান্ স্বমূর্দ্ধজান্॥"
(ভাগবত ৩।২৩।২৩)

সরজৎ (ত্রি) এককালীন রঞ্জনকারী বা উদকজনয়িতা।

"মহিমব্রতং ন সরজমধ্বনঃ" (ঋক্ ১০।১১৫।৩) 'সরজন্তং মার্গাৎ সহযুগপদেব রঞ্জয়ন্তং, বা সরস্য উদকস্য জনয়িতারং'(সায়ণ)

সরজত (ত্রি) রজতের সহিত বর্ত্তমান, রজতযুক্ত, রজতবিশিষ্ট।

সরজস্ (স্ত্রী) রজসা সহ বর্ত্তমানা। ১ ঋতুমতী স্ত্রী। (ত্রিকা°) ২ পঙ্কজ। (কাশিকা ৫।৪।৭৭)

সরজাষ্ক (ত্রি) রজোযুক্ত, ধূলিবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সরজস্কা—ঋতুমতী স্ত্রী।

সরঞ্জাম (পারসী) আসবাব। উপকরণ দ্রব্যাদি, সাজসজ্জা।

সরট্ (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সর্ত্তেরটিঃ। উণ্ ১।১৩৩) ইতি অটিঃ। ১ বায়ু। ২ মেঘ। (উজ্জ্বল) ৩ মধুমক্ষিকা, মৌমাছি। ৪ কৃকলাস।

সরট (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ শকাদিত্বাদটন্। কৃকলাস, চলিত গিরগিট, কাঁকলাস। জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে যে, যদি সরট মস্তকে আরোহণ করে তাহা হইলে রাজ্যলাভ, কপালে ঐশ্বর্য্য, কর্ণদ্বয়ে ভূষণলাভ, নেত্রদ্বয়ে বন্ধুদর্শন, নাসিকাতে সুগন্ধ বস্তুলাভ, মুখে মিষ্টান্নভোজন, কণ্ঠে লক্ষ্মীলাভ, ভুজদ্বয়ে ঐশ্বর্য্য, বাহুমূলে ধনলাভ, স্তনমূলে সৌভাগ্য, হৃদয়ে সুখ, পৃষ্ঠে মহীলাভ, পার্শ্বদ্বয়ে বন্ধুদর্শন, কটিদ্বয়ে বস্ত্রলাভ, গুহ্যে মৃত্যু, জঙ্ঘাদ্বয়ে অর্থক্ষয়, গুহ্যদেশে রোগ, উরুদ্বয়ে বাহনলাভ, জানু জঙ্ঘাতে অর্থক্ষতি, বাম ও দক্ষিণ পাদে নিয়ত ভ্রমণ হইয়া থাকে। রাত্রিকালে যদি ইহা গায় পড়ে, তাহা হইলে মৃত্যু বা ব্যাধি প্রভৃতি নানারূপ অমঙ্গল হয়। ইহা যদি ঊর্দ্ধবক্ত্রে আরোহণ করে এবং অধোবক্ত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শুভ ফল হইয়া থাকে। পড়িবা মাত্রই যদি অঙ্গে আরোহণ করে, তাহা হইলেও শুভ ফল হয়।

কৃকলাস অঙ্গে পড়িলে তৎক্ষণাৎ স্নান করা বিধেয়। স্নানের পর পঞ্চগব্য ভক্ষণ এবং সূর্য্যাবলোকন করা আবশ্যক। ইহার দোষশান্তির জন্য শিবস্বস্ত্যয়নেরও বিধান আছে।*

২ বাত, বায়ু। (উণ্ ৪।১০৫ উজ্জ্বল)

সরটক (পুং) কৃকলাস।

সরটি (পুং) সরতীতি সৃ-অটিন্। ১ বায়ু। ২ মেঘ।

সরটু (পুং) সৃ-অটু। কৃকলাস।

সরণ (ক্লী) সরতীতি সৃ-গতৌ, (জুচঙ্ক্রম্যদন্দ্রম্য সৃগৃধীতি

---

* "বল্যাঃ প্রপাতে চ ফলং সরটস্য প্ররোহণে।
শীর্ষে রাজশ্রিয়োহবাপ্তির্ভালে চৈশ্বর্য্যমেব চ॥
কর্ণয়োর্ভূষণাবাপ্তির্নেত্রয়োর্বন্ধুদর্শনং।
নাসিকায়াঞ্চ সৌগন্ধং বক্ত্রে মিষ্টান্নভোজনং॥
কণ্ঠে চৈব শ্রিয়োহবাপ্তির্ভুজয়ো র্বিভবো ভবেৎ।
ধনলাভো বাহুমূলে করয়োর্ধনবৃদ্ধয়ঃ।
স্তনমূলে চ সৌভাগ্যং হৃদি সৌখ্যবিবর্দ্ধনং॥
পৃষ্ঠে নিত্যং মহীলাভঃ পার্শ্বয়োর্বন্ধুদর্শনং।
কটিদ্বয়ে বস্ত্রলাভো গুহ্যে মৃত্যুসমাগমঃ॥
জঙ্ঘে চার্থক্ষয়ো নিত্যং গুদে রোগভয়ং ভবেৎ।
উর্ব্বোশ্চ বাহনাবাপ্তির্জানুজঙ্ঘার্থসংক্ষয়ঃ॥
বামদক্ষিণয়োঃ পাদো ভ্রমণং নিয়তং ভবেৎ।
বল্যাঃ প্ররোহণে চৈব পতনে সরটস্য চ॥
বাত্যাসাচ্চ ফলং চৈব তদ্বদেবং প্রজায়তে।
বল্যাঃ প্ররোহণং রাত্রৌ সরটস্য প্রপাতনং॥
নিধনার্থায় ভবতি ব্যাধিপীড়াবিপর্য্যয়ৌ॥
পতনানন্তরং চৈব রোহণং যদি জায়তে।
পতনে ফলমুৎকৃষ্টং রোহণেহন্যৎ ফলং ভবেৎ।
আরোহণঞ্চোর্দ্ধবক্ত্রে অধোবক্ত্রে চ পাতনং॥
ভবেদিষ্টফলং তস্য তৎফলং জায়তে ধ্রুবং।
স্পৃষ্টমাত্রেণ যঃ সদ্যঃ সচেলং জলমাবিশেৎ॥
পঞ্চগব্যপ্রাশনঞ্চ কুর্য্যাদর্কাবলোকনং॥
বল্মীরূপং সুবর্ণস্য রক্তবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাদ্যৈস্তদগ্রপূর্ণকুম্ভকে।
পঞ্চগব্যং পঞ্চরত্নং পঞ্চামৃতং সপল্লবং।
পঞ্চবৃক্ষকষায়ঞ্চ নিঃক্ষিপ্য বাহয়েত্ততঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পা ৩।২।১৫০) ইতি যুচ্। ১ লৌহমল। (হেম) স্থ-ল্যুট্। ২ গমন। ৩ গমনশীল। ৪ মাধবী মণ্ড। (বৈদ্যকনি°)

সরণা (স্ত্রী) স্থ-যুচ্-টাপ্। ১ প্রসারণী, চলিত গন্ধভাদুলী। ২ ত্রিবৃতা, তেউড়ী। (শব্দমালা) (ত্রি) ৩ গমনকর্ত্তা।

সরণি (স্ত্রী) সরত্যনয়েতি সৃ গতৌ (অর্ত্তিসৃধৃধমীতি। উণ্ ২।১০৩) ইতি অণি। ১ পঙ্‌ক্তি। ২ পন্থা, পথ, (মেদিনী) "সবলাং সরণিং ত্যক্ত্বা জীবিতস্পৃশরা সমং।" (রাজতর° ৩।৪০১) ৩ প্রসারণী। (ভরত)

সরণী (স্ত্রী) সরণি বা ঙীষ্। ১ পঙ্‌ক্তি। ২ পন্থা। ৩ প্রসারণী। ৪ গন্ধভাদুলিয়া। (রাজনি°)

সরণ্ড (পুং) সরতীতি সৃ (অণ্ডন্ কৃসৃভৃবৃঞঃ। উণ্ ১।১২৮) ইতি অণ্ডন্। ১ ধূর্ত্ত। ২ সরট। ৩ ভূষণভেদ। (মেদিনী) ৪ কামুক। ৫ পক্ষী। (শব্দরত্না°)

সরণ্য (ত্রি) সরণ-যাঞ্। গম্য, গন্তব্য।

সরণ্যু (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সৃযুবচিভ্যোহন্যুজাগুজন্চ:। উণ্ ৩।৮১) ইতি অন্যুচ্। ১ মেঘ। ২ বায়ু। ৩ জল। (শব্দরত্না°) ৪ বসন্ত। ৫ অগ্নি। (উজ্জ্বল)

সরৎ (স্ত্রী) সৃ-শতৃ। ১ সূত্র। (ত্রি) ২ গন্তা, গমনশীল।

সরত্নি (পুং স্ত্রী) রত্নি পরিমাণ, কনুই অবধি বদ্ধমুষ্টি, হস্তাগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ, চলিত কনুই হাত।

সরথ (ত্রি) রথের সহিত বর্ত্তমান, রথযুক্ত, রথবিশিষ্ট।

সরথিন্ (ত্রি) সমানরথযুক্ত, একরথারূঢ়। তুল্যরথবিশিষ্ট। "প্রথমা বা সরথিনা সুবর্ণা" (শুক্লযজুঃ ২৯।৭) 'সরথিনা সরথিনৌ সমানো রথো যয়োস্তৌ একরথারূঢৌ' (বেদদীপ) ২ রথীর সহিত বর্ত্তমান।

সরদণ্ডা (স্ত্রী) নদীভেদ।

সর্‌দার (পারসী) প্রধান, শ্রেষ্ঠ-কর্ম্মচারী, নেতা। সর্দ্দার, মেট।

সর্‌দারী (পারসী) সরদারের কার্য্য। নেতৃত্ব।

সর্‌দা (পারসী) ঠাণ্ডা। কাসী।

সরদ্বৎ (ত্রি) ১ গৌতম মুনি। ২ গৌতম মুনির পুত্র।

সরন্ধ্র (ত্রি) রন্ধ্রের সহিত বর্ত্তমান, রন্ধ্রযুক্ত, ছিদ্রবিশিষ্ট।

সরপত্রিকা (স্ত্রী) সরপত্রং জলস্থপত্রমস্ত্যস্যা ইতি ঠন্-টাপ্ অত ইত্বং। ১ পদ্ম। ২ পদ্মপাত্র।

সর্‌পোশ্ (পারসী) ঢাকন, যাহা দ্বারা ঢাকা যায়, আচ্ছাদন-দ্রব্যবিশেষ। পানপাত্রের আবরক।

সর্‌ফরাজ্ (পারসী) সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতাভিমানী। যে অসমর্থতা সত্ত্বেও কঠিন কর্ম্মসাধনে অগ্রসর।

সরফরাজ খাঁ, বাঙ্গালার একজন মুসলমান নবাব। তিনি নবাব সুজাউদ্দৌলা বা সুজা উদ্দীন্ খাঁর পুত্র। তাঁহার জননী নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর কন্যা ছিলেন। কুলীখাঁ স্বীয় জামাতাকে নায়েব দেওয়ান ও পরে নায়েব নাজিম পদ হইতে উন্নীত করিয়া উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া দেন।

শ্বশুরের অনুগ্রহে পদোন্নতি ঘটিল বটে, কিন্তু কামাসক্তি হেতু তাঁহার চরিত্র উত্তরোত্তর কলুষিত হইতে লাগিল। সরফরাজজননী জিন্নেৎ উন্নিসা বেগম ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন। তিনি স্বামীর এই ব্যভিচারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সংসর্গ ত্যাগপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করেন।

মুর্শিদের মৃত্যুর পর সুজা বাঙ্গালার নবাবীপদ গ্রহণ করিবার জন্য সদলবলে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পুত্র সরফরাজ তখন রাজধানীতেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপনাকে মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী জানিয়া নিশ্চিন্তমনে রাজ্যভোগসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। সুজা পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযান অকর্ত্তব্য জানিয়াও রাজ্যলালসা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। মন্ত্রিবর্গের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে সরফরাজ পিতার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া সৈন্য প্রেরণ দ্বারা তাঁহার গতিরোধ করিবার পরামর্শ করেন; কিন্তু ধর্ম্মশীলা মাতা ও মাতামহীর সুযুক্তিতে নিবৃত্ত হইয়া পিতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক আনয়ন করেন।

সুজা নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং স্বীয় পুত্র সরফরাজ খাঁকে বাদশাহী দেওয়ানের পদে স্থায়ী রাখিলেন। নবাব সুজা উদ্দীন্ ১৭৩৯ খৃঃ ১৩ মার্চ্চ লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র আলাউদ্দৌলা নবাব সরফরাজখাঁ নামে নির্ব্বিবাদে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজোচিত গুণগ্রামের যথেষ্ট অভাব না থাকিলেও তিনি রাজ্যশাসন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, ধর্ম্ম কর্ম্মের লৌকিক আচার লইয়াই তিনি অধিক সময় ব্যস্ত থাকিতেন। দুঃখের বিষয় তাঁহাকে অধিক কাল এ সুখভোগ করিতে হয় নাই। এক বৎসর দুই মাস মাত্র রাজত্বের পর এই দুর্ব্বল নবাব কূটবুদ্ধি রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের চক্রান্তে পড়িয়া রাজ্যচ্যুত হন। আলীবর্দ্দী খাঁ ও হাজি আহম্মদ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে প্রধান।

নবাবের বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহীদিগের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ দর্শাইয়াছেন। আলীবর্দ্দী খাঁর অগ্রজ হাজি আহম্মদ নবাব দরবারে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত করায় রাজকার্য্য হইতে বিতাড়িত হন, তিনি তাঁহার এই অবমাননা অতিরঞ্জিত করিয়া বিহারে ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করেন এবং ভ্রাতাকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী সনন্দ দিবার জন্য দিল্লীদরবারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন

সরফরাজ নিজ উকীল দ্বারা সংবাদ পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অবশেষে আলীবর্দ্দীর বলক্ষয় জন্য বিহারে প্রেরিত সৈন্যসমূহ প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন, ঐ সঙ্গে বিহারের পূর্ব্ব হিসাবও চাহিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু আলীবর্দ্দীর আকর্ষণে কেহই নবাবের আদেশ মান্য করিল না। ইহা দেখিয়া সরফরাজ্ মনে করিলেন, একবারে এতদূর অগ্রসর হওয়া ভাল হয় নাই। হাজির মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাঁহার দৌহিত্রী এবং রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লাখাঁর দুহিতার সহিত নিজ পুত্রের পরিণয় সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। এই কন্যার সহিত পূর্ব্বেই মীর্জ্জা মহম্মদের (সিরাজের) সম্বন্ধ বন্ধন হইয়াছিল। সরফরাজ বলপূর্ব্বক বিবাহ দিলে বংশে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে এই সকল কথা হাজি আলীবর্দ্দীকে লিখিয়া জানাইলেন। এই সংবাদ শ্রবণে আলীবর্দ্দী নবাবের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযান করিলেন। বাঙ্গালায় আসিয়া আলীবর্দ্দী নানা অছিলায় সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। শেষে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইল। সরফরাজ খাঁ সদলে গিরিয়ায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভাগীরথীতীরে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি নিহত হইলেন। গ্রন্থান্তরে প্রকাশ আলাউদ্দৌলা উজীর মহম্মদ জঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্রীর অলৌকিক রূপের কথা শুনিয়া এক বার তাহার মুখাবলোকনের বাসনা করেন। অনেক মিনতির পর নবাব অবশেষে বলপূর্ব্বক তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সেই লজ্জাবনতা সুন্দরীকে কিছুক্ষণ নয়নপথের পথিক করিয়া চলিয়া যান। সম্ভ্রান্তবংশীয়া পতিব্রতা ললনার এ অপমান সহ্য হইল না, তিনি বিষপ্রয়োগে স্বীয় অপবিত্র দেহ ত্যাগ করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই আতাউদ্দৌলা ও উজীর নবাবের প্রাণনাশ করেন।

অন্য একখানি ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, নবাব সরফরাজ খাঁ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মহাতাব্ রায়ের বালিকাপত্নীর অনিন্দিত সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করেন। জগৎশেঠ নবাব কর্ত্তৃক বলপ্রকাশের ভয়ে নিশাযোগে কুলবধূকে নবাবভবনে প্রেরণ ও পুনরানয়ন করেন। ইহা ভিন্ন সরফরাজ খাঁ মুর্শিদ কুলীখাঁর গচ্ছিত সাতকোটী টাকার দাবী করিয়া ফতেচাঁদকে যথেষ্ট তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করেন। জগৎশেঠ নানারূপে অবমানিত হইয়া এই সময়ে হাজির সহিত যোগদান করিয়া আলীবর্দ্দীকে উত্তেজিত করেন।

সর্ফরাজী (পারসী) সরফরাজের কার্য্য।

সর্বৎ (পারসী) সুমিষ্ট পানীয়। ফল বা দ্রব্যবিশেষের রসের সহিত শর্করাযোগে জল মিশাইলে সরবৎ হয়।

সর্বরা (পারসী) সরবরাহ। যোগান দেওয়া।

সর্বরাকার্ (পারসী) যিনি সরবরাহ করেন।

সরর্ভ (পুং) শরভ শব্দার্থ। [শরভ দেখ।]

সরভস (ত্রি) রভসের সহিত বর্ত্তমান, বেগযুক্ত, বেগবিশিষ্ট।

সর পুরিয়া (দেশজ) খাদ্য দ্রব্য বিশেষ। ইহা দুগ্ধের সর, ছানা, ক্ষীর, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণনগরের সর পুরিয়া বিখ্যাত ও অতি উপাদেয় খাদ্য।

সর ভাজা (দেশজ) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। দুগ্ধের সর পুরু করিয়া তুলিয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিতে হয়। ইহা অতি সুস্বাদু।

সরমা (স্ত্রী) রময়া শোভয়া সহ বর্ত্তমানা। রাক্ষসীভেদ। বিভীষণের স্ত্রী। সীতার লঙ্কা-বাসকালে রাবণ ইহাকে সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। সীতার সহিত ইহার অতিশয় প্রণয় হয়। সীতা এক মাত্র সরমার যত্নে নানা দুঃখক্লিষ্টা হইয়াও সুখে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং ইহা দ্বারাই লঙ্কাপুরীর ও শ্রীরাম চন্দ্রের সকল সংবাদ অবগত হইতেন। লঙ্কাকাণ্ডে ইহার পরিচয় বিবৃত আছে।

২ কুকুরী। ৩ ঋগ্বেদোক্ত দেবশুনী। (মেদিনী) ৪ কশ্যপপত্নী বিশেষ। ভ্রমরাদিগণ ইহার অপত্য।

"গোলাঙ্গুলশ্চকোরশ্চ চৈত্যাপত্যং তথৈব চ।
অপত্যং সরমায়াশ্চ গণো বৈ ভ্রমরাদয়ঃ॥" (অগ্নিপু°)

সরমাত্মজ (পুং) ১ সরমার আত্মজ, সরমার পুত্র, তরণীসেন। (রামা°) ২ কুকুরবৎস। (বৃহৎস° ৯২।২)

সরযু (পুং) সরতীতি সৃ গতৌ (সর্ত্তেরযুঃ। উণ্ ৩।২২) ইতি অযু। ১ বায়ু। ২ নদীবিশেষ।

সরযূ (স্ত্রী) সরযু-ঊঙ্। স্বনামখ্যাত নদীবিশেষ। এই নদীর জল স্বাদু, বল ও পুষ্টিপ্রদায়ক।

"সরযূসলিলং স্বাদুবলপুষ্টিপ্রদায়কং।" (রাজনি°)

কালিকাপুরাণে এই নদীর উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—স্বর্ণময় মানসপর্ব্বতে যখন অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠের বিবাহ হয়, তখন তাঁহাদের বিবাহ-ভূত জল ও শান্তিজল প্রথমে মানসপর্ব্বতকন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা ঐ স্থান হইতে সপ্তধা বিভক্ত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের গুহা, সানু ও সরোবরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পতিত হইয়া ৭টী নদীরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল। যে জল হংসাবতার-সমীপবর্ত্তী গুহাতে পতিত হয়, তাহা হইতে সরযূ নাম্নী পুণ্যতমা নদীর উৎপত্তি হইল। এই নদী দক্ষিণ সমুদ্রগামিনী এবং চিরকালস্থায়িনী। এই নদীতে স্নানাদি করিলে গঙ্গাস্নানাদির ন্যায় ফল হয়। সুতরাং এই নদী গঙ্গার ন্যায় পুণ্যতোয়া। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিদান বলিয়া অভিহিত। (কালিকাপু° ২৩ অ°)

রামায়ণে অযোধ্যাপ্রদেশে প্রবাহিত সরযূ নদীর উল্লেখ

আছে। লক্ষ্মণ এই সরযূগর্ভে আত্মদেহ বিসর্জ্জন করিয়া অনন্ত-দেবরূপে স্বর্গ-ধামে গমন করেন। রামচন্দ্রও লক্ষ্মণের মহা-প্রস্থানবার্ত্তা অবগত হইয়া উক্ত নদীগর্ভেই স্বীয় দেহ রক্ষা করেন। এই নদী বহু প্রাচীন। বৈদিক যুগে এই পুণ্যসলিলা নদী-তটে আর্য্য ঋষিগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের ৪।৩০।১৮ মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, সরযূতীরবর্ত্তী দেশে অর্ণ ও চিত্ররথ নামক রাজদ্বয়ের রাজধানী ছিল। আর্য্য-ঋষিগণ ঐ রাজদ্বয়ের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৫।৫৩।৯ ও ১০।৬৪।৯ মন্ত্রে লিখিত হইয়াছে, ঋষিগণ পুণ্যসলিলা এই নদীতীরে বসিয়া যজ্ঞাদি সমাপন করিতেন। মহাভারত, হরিবংশ ও রামায়ণ গ্রন্থে সরযূর বহুবার উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণীযুগে অযোধ্যাপ্রবাহিত সরযূর চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ ও শ্রীরামচন্দ্র এই নদী-তীরস্থ অযোধ্যানগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সমগ্র নদীটী ঘর্ঘরা নামে পরিচিত এবং ইহা হিমবৎপাদ বিনিসৃতা; অযোধ্যাপ্রদেশেই ইহার কতকাংশ সরযূ নামে আখ্যাত হইয়াছে। [ঘর্ঘরা দেখ।]

সরল (পুং) সরতীতি সৃ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮) ইতি কলচ্ বাহুলকাৎ গুণঃ। বৃক্ষবিশেষ। সরল গাছ, দেবদারু বিশেষ। (Pinus longifolia) হিন্দী—চির্-কা-পেড়, সরল, ধূপসরল; বম্বে—সুরুচে-ঝাড়; তৈলঙ্গ—সরল, দেবদারু, গরিক, দেবদারি চেট্টু; তামিল—সরল, দেবদারী, দ্রাবিড়—চির্। পর্য্যায়—পীতদ্রু, পূতিকাষ্ঠ, ধূপবৃক্ষক, পীতদারু, ভদ্রদারু, মনোজ্ঞ, পীত-স্নিগ্ধদারুসংজ্ঞ, স্নিগ্ধ, মরিচপত্রক, পীতবৃক্ষ, সুরভিদারু। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কফ বাত, ত্বগ্‌দোষ, কণ্ডূতি ও ব্রণনাশক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে ইহা মধুর, তিক্ত, পাকে কটু, লঘু, স্নিগ্ধোষ্ণ; কর্ণ, কণ্ঠ ও অক্ষিরোগ-হারক এবং কফ, বায়ু, স্বেদ, দাহ, কাসমূর্চ্ছা ও অক্ষিব্রণনাশক। (ভাবপ্রকাশ) ২ বৃক্ষ। ৩ অগ্নি। (ধরণি) (ত্রি) ৪ উদার। ৫ অবক্র, সোজা। (মেদিনী)

সরলত্ব (ক্লী) সরলস্য ভাবঃ ত্ব। সরলের ভাব বা ধর্ম্ম, সারল্য, ঔদার্য্য, অবক্রত্ব।

সরলতৃণ (ক্লী) সুগন্ধতৃণ। (বৈদ্যকনি°)

সরলদ্রব (পুং) সরলস্য দ্রবঃ। সরলবৃক্ষরস, চলিত তারপিন। পর্য্যায়—পায়স, শ্রীবাস, বৃকধূপ, শ্রীবেষ্ট, তৈলপর্ণী, শ্রীপিষ্ট, শ্রীবেশ, বাস, যবাস, ঘৃতাহ্বয়, দধ্যাহ্বয়, অবক্র, ক্ষীরশ্রী, বায়স। (শব্দরত্না°) ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, শ্লেষ্ম ও পিত্তনাশক, যোনিদোষ, অজীর্ণ, ব্রণ ও আধ্মাননাশক। (রাজনি°)

সরলনির্য্যাস (পুং) সরলস্য নির্য্যাস। সরলদ্রব।

সরলা (স্ত্রী) সরল-টাপ্। ১ ত্রিপুটা। (অমর) ২ নদী-বিশেষ। (ভূরিপ্রয়োগ) ৩ ত্রিবৃতা, তেউড়ী। ৩ শ্বেত-তেউড়ী। ৫ কপিলদ্রাক্ষা। ৬ কৃষ্ণতুলসী। (বৈদ্যকনি° ৭ সরলপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রী।

সরলাঙ্গ (পুং) সরলঃ পীতদ্রুরঙ্গমস্য। শ্রীবেষ্ট, তার্পিণ। (রাজনি°) সরল আটা।

সরব (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ। ২ পিতৃভেদ। ৩ ঋষিভেদ।

সরব্য (ক্লী) সরং রাগং ব্যয়তীতি ব্যে-ড। লক্ষ্য, শরব্য। (অমরটীকা) তালব্যশকারেও এই শব্দের অধিক প্রয়োগ।

সরশ্মি (ত্রি) সমানদীপ্তি, তুল্যদীপ্তিবিশিষ্ট।

"সরশ্মিঃ সূর্য্যো সচা" (ঋক্ ১।১৩৫।৩)

'সরশ্মিঃ সমানদীপ্তিঃ' (সায়ণ)

২ রশ্মির সহিত বর্ত্তমান, রশ্মিযুক্ত।

সরষট্ট (ক্লী) বৌদ্ধমতে সংখ্যাভেদ। (পুং) ২ জনপদভেদ।

সরস্ (ক্লী) সরসীতি সৃ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। ১ সরোবর। পুষ্করিণী, ইহার জলগুণ—লঘু, তৃষ্ণানাশক, বলকর, স্বাদু ও কষায়।

'সারসং লঘুতৃষ্ণাঘ্নং বল্যং স্বাদুকষায়বৎ।' (রাজবল্লভ)

২ নীর। (রুদ্র) ৩ বাচ্, বাক্য।

সরস (ত্রি) রসেন সহ বর্ত্তমানং। ১ রসযুক্ত।

"কবিতা কোমলবনিতা আয়াতা সুখদায়িকা।
বলাদানীয়মানা সা সরসা বিরসা ভবেৎ॥" (উদ্ভট)

২ সুস্বাদ। ৩ মধুর। ৪ নূতন। (ক্লী) ৫ সরোবর। ৬ কাষ্ঠাগুরু। (বৈদ্যকনি°)

সরসতা (স্ত্রী) সরসস্য ভাব তল-টাপ্। সরসত্ব, সরসের ভাব বা ধর্ম্ম, রসযুক্ততা, রসবিশিষ্টতা।

সরসম্প্রত (ক্লী) ত্রিকণ্টবৃক্ষ, তেকাটাসিজ।

'ত্রিকণ্টঃ পত্রগুপ্তশ্চ পেষণঃ সরসম্প্রতং।' (শব্দচ°)

সরসবাণী (স্ত্রী) ১ মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী।

[মণ্ডনমিশ্র ও শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

২ সুমিষ্ট বাক্য, মধুর বাক্য।

সরসা (স্ত্রী) রসেন সহ বর্ত্তমানা। ১ শ্বেতত্রিবৃতা, শ্বেত-তেউড়ী। ২ রসযুক্তা।

সরসরী (পারসী) সহজসাধ্য, সোজাসোজি।

সরসিজ (ক্লী) সরসি জায়তে ইতি জন-ড, সপ্তম্যা অলুক্ সমাসঃ। ১ পদ্ম। (ত্রি) ২ সরোবরজাত, যাহা সরোবরে জন্মে।

"অধরাৎ গুরবো জ্ঞেয়া মৎস্যাঃ সরসিজাঃ স্মৃতাঃ।"(সুশ্রুত ১।৩৪)

সরসী (স্ত্রী) সৃ-অসুন্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ সরোবর। (অমর) ২ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ২১টী করিয়া

অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯ ও ২১ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

"নরমজজাজরৌ যদি তদা গদিতা সরসী কবীশ্বরৈঃ।" উদাহরণ—

"চিকুরকলাপশৈবলকৃতপ্রমদাসু লসদ্রসোর্ম্মিষু
স্ফুটবদনাম্বুজাসু বিলসদ্ভুজবালমৃণালবল্লিষু।
কুচযুগচক্রবাকমিথুনানুগতা সুকলা কুতূহলী
ব্যবচরদচ্যুতো ব্রজমৃগীনয়না সরসীষু বিভ্রমম্॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

এই ছন্দের প্রয়োগ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে এই ছন্দের নাম সিংহক ও সলিলনিধি।

সরসীক (পুং) সরস্যাং কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক। সারস পক্ষী। (শব্দরত্না°)

সরসীরুহ্ (ক্লী) সরস্যাং রোহতীতি রুহ-ক। পদ্ম।

সরস্য (ত্রি) সরসি ভবঃ যৎ। সরোবরভব, সরোবরজাত। (শুক্লযজু° ১৬।৩৭)

সরস্বৎ (পুং) সরস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ সমুদ্র, সাগর। ২ সরোবর। ৩ নদ। ৪ মহিষ। (ত্রি) ৫ রসযুক্ত।

সরস্বতী (স্ত্রী) সরো নীরং তদ্‌° সন্তি বাস্যাং ইতি সরস-মতুপ্-মস্য বঃ। তসৌ মত্বর্থ ইতি ভত্বান্ন পদকার্য্যং। ১ নদী-ভেদ, সরস্বতী নদী। সপ্তপুণ্যতোয়া নদীর মধ্যে ইহা একটী। এই নদী পুণ্যসলিলা, যে কোন পূজাদি করিতে হইলে অগ্রে এই নদীর আহ্বান করিতে হয়।

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"
(পূজাপদ্ধতি জলশুদ্ধির মন্ত্র)

পূজাকালে পূজার্থ জলে উক্ত পুণ্যসলিলা ৭টী নদী অবস্থিতা আছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ জলদ্বারা পূজা করিতে হয়। মনুতে লিখিত আছে যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটী দেবনদী। এই দেবনদী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে খ্যাত, এবং এই দেশের যে প্রচলিত আচার তাহাই সদাচার।

"তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥" (মনু ২।১৮)

এই নদীর পর্য্যায়—প্লক্ষসমুদ্ভবা, বাক্‌প্রদা, ব্রহ্মসুতা, ভারতী, বেদগর্ভা, পয়োষ্ণীজাতা, বাণী, বিশালা, কুটিলা। দেশ ভেদে এই নদীর ৭টী নাম হইয়াছে—পুষ্করে পিতামহের যজ্ঞে এই নদী আহুতা হইয়া সুপ্রভা নামে, এইরূপ নৈমিষারণ্যে সহস্রাজী ঋষিগণ কর্ত্তৃক আহুতা হইয়া কাঞ্চনাক্ষী, গয়দেশে গয়রাজ যজ্ঞে আহুতা হইয়া বিশালা, উত্তর-কোশলাতে ঔদ্দালক মুনিযজ্ঞে মনোরমা, কুরুক্ষেত্রে কুরুরাজ-যজ্ঞে ওঘবতী, গঙ্গাদ্বারে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞে সুরেণু ও হিমালয় পর্ব্বতে ব্রহ্মার যজ্ঞে আহুতা হইয়া বিমলোদা, উক্ত ৭টী স্থানে সরস্বতী নদী ৭টী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন।

সরস্বতী একটী মহাপুণ্যতীর্থ। মহাভারতে এই নদীর মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে,—সমুদয় সরিতের মধ্যে সরস্বতী অতিপবিত্রা এবং সতত সর্ব্বলোকের শুভাবহা, মানবগণ সরস্বতী নদীকে প্রাপ্ত হইলে ইহলোকে বা পরলোকে কদাচ অত্যন্ত সুদুষ্কৃত বিষয়ের জন্যও শোকপ্রকাশ করে না। এই নদীতে স্নানাদি করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সরস্বতী-তীরে বাস করিলে যাদৃশী গুণোৎপত্তি হয়, তদ্রূপ আর কুত্রাপি হয় না। কতশত মানব সরস্বতীকে আশ্রয় করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অতএব সরস্বতী নদী পুণ্যনদী সকলের মধ্যে প্রধানা। (ভারত শল্যপ° ৫৪অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, এই নদী অতি পুণ্যতমা। যদি কেহ এই নদীতে স্নান করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং তিনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুলোকে বাস করেন। চাতুর্ম্মাস্য, পূর্ণিমা, অক্ষয়া, অমাবস্যা প্রভৃতি শুভ তিথিদিতে যিনি সরস্বতীতোয়ে অবগাহন করেন, তাঁহার সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ হয়। অগ্নিতে যেমন সকল বস্তু দগ্ধ হয়, তদ্রূপ এই সরস্বতী নদীতে সকল পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।

"তপস্বিনাং তপোরূপা তপস্যাকাররূপিণী।
কৃতপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী॥
জ্ঞানে সরস্বতীতোয়ে মগ্নাং বৈ মা°বৈর্ভুবি।
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরিসংসদি॥
ভারতে কৃতপাপী চ স্নাত্বা তত্রাবলীলয়া।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরং॥
চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যামক্ষয়ায়াং দিনক্ষয়ে।
ব্যতীপাতে চ গ্রহণেহন্যস্মিন্ পুণ্যদিনেহপি চ॥
আনুসঙ্গেন যঃ স্নাতি হেলয়া শ্রদ্ধয়াপি বা।
সারূপ্যং লভতে নূনং বৈকুণ্ঠে স হরেরপি॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬অ°)

হেলা বা শ্রদ্ধা যে কোন রূপেই হউক এই নদীতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সরস্বতী দেবী গঙ্গার শাপে নদীরূপে পরিণতা হন। এই নদীর উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, একদা দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভগবন্! সরস্বতী দেবী ভারতবর্ষে গঙ্গার শাপে কেন উৎপন্না হন, এই পুরাতন ইতিহাস জানিতে আমার অতিশয় কুতূহল জন্মিয়াছে। তদুত্তরে ভগবান্ নারদকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ, তোমার

নিকট এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই তিন জন হরিপ্রিয়া ছিলেন এবং ইঁহারা সর্ব্বদা হরিসন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন। হরিও এই তিনজনকে সর্ব্বদা সমানভাবে দেখিতেন। কাহারও প্রতি কোনরূপ ব্যবহারের তারতম্য করিতেন না। কিন্তু একদা সরস্বতী বিষ্ণুকে গঙ্গার প্রতি অধিক প্রেমযুক্ত দেখিয়া অতিশয় কুপিতা হন এবং বিষ্ণুর প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, সুভর্ত্তৃগণ কামিনীগণের প্রতি সকল স্থানেই সমান ব্যবহার করেন, কিন্তু খলস্বভাব ব্যক্তিগণ ইহার বিপরীত আচরণ করেন, অতএব আপনার গঙ্গার প্রতি অধিক প্রীতি-প্রদর্শন যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মসঙ্গত নহে। লক্ষ্মী ইহা ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু আমি কখনই ক্ষমা করিব না। সরস্বতী এইরূপে বিষ্ণুকে তিরস্কার করিলে গঙ্গা তাঁহাকে কহিলেন, স্বামীর সমীপেই তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, দেখি তোমার কান্ত কি করিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি সরস্বতীকে শাপপ্রদান করেন যে, তুমি অদ্য হইতে সরিৎরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবে। গঙ্গা সরস্বতীকে এইরূপে শাপ দিলে সরস্বতীও গঙ্গাকে সরিৎরূপে পরিণতা হইতে অভিশাপ করেন। অতঃপর দুইজনে পরস্পরের অভিশাপে সরিৎরূপে পরিণতা হইলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬অ°)

সরস্বতী নদীর এত মাহাত্ম্য কেন? তাহার কারণ আমরা বেদ হইতে পাই।

সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে আর্য্যগণ যেমন ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে আর্য্যাবর্ত্তভূমে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, ঐ সময়ে তাঁহারা প্রধানতঃ এক একটী নির্ম্মলসলিলা খরপ্রবাহা পুণ্যপ্রদা নদীতটে আপনাদের বাসভবন মনোনীত করিয়া লন। ঋগ্বেদসংহিতা আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, মধ্য-এসিয়া হইতে এই নদী প্রবাহিত হইয়া ভারতীয় আর্য্য উপনিবেশের মধ্য দিয়া প্রবহমানা ছিল। এই নদীতটে আর্য্যগণ স্বভাবজাত প্রভূত শস্য লাভ করিতেন। ঋক্ ২।৪১।১৬-১৮ মন্ত্রে সরস্বতী অন্নবতী, উদকবতী, ও দ্যুতিমতীরূপে বর্ণিতা, অন্ন তাঁহাকে নিরন্তর আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তিনি অসমৃদ্ধকে সমৃদ্ধি দান করেন। এই কারণে প্রাচীন বৈদিক সমাজে সরস্বতী "অম্বিতমে, নদীতমে দেবীতমে" বলিয়া পূজিতা হইয়াছিলেন। এই নদী নিরন্তরই বর্দ্ধমানকলেবরা ("সরস্বতী সিন্ধুভি পিন্বমানা" ঋক্ ৬।৫২।৬) থাকিতেন। সরস্বতী আর্য্যজাতির জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ ছিলেন বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি লইয়া নিয়তই তাঁহার স্তুতিগান করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডলের বহু মন্ত্রে সরস্বতী নদীর উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে, আর্য্য-সমাজ বহুদিন এই নদীতটে বাস করিয়াছিলেন। (বাজসনেয়সংহিতা ১৯।৯৩, অথর্ব্ববেদ ৪।৪।৬ ইত্যাদি, তৈত্তিরীয়-সংহিতা ১।৮।১।৩; শতপথব্রাহ্মণ ১৬।২।৪)। আর্য্য উপনিবেশ যতই উত্তরপশ্চিম ভারত হইতে সরিয়া আসিতে লাগিল ততই সরস্বতীর সীমা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাই ভগবান্ মনু লিখিলেন,—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" (মনু ২।১৭)

ঋগ্বেদের ৩।২৩।৪ মন্ত্রের "দৃষদ্বত্যা মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে" উক্তি হইতে মনে হয়, আর্য্য ঋষিগণ এই সকল স্থানকেই আর্য্যোপনিবেশের উপযুক্ত উত্তমস্থান বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। সায়ণাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"উত্তমানি স্থানানি দর্শয়তি। দৃষদ্বত্যাং দৃষদ্বতী নাম কাচিন্নদী তস্যাং। মানুষে মনুষ্যসঞ্চারবিষয়ে তীরে। আপয়ায়াং আপয়া নাম কাচিন্নদী তস্যাং সরস্বত্যাং নদ্যাং। এতেষু স্থানেষু ত্বং রেবৎ ধনযুক্তং যথা ভবতি তথা দিদীহি দীপ্যস্ব। মহর্ষয়ঃ সরস্বতীতীরে খলু যজ্ঞাদি কর্ম্মাণ্যকার্ষুঃ। তথা চ ব্রাহ্মণং ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। (ঐতরেয়ব্রা° ২।১৯)।" অপর ৬।৩০।১ মন্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যগণ সরস্বতীতীরে ভূমিকর্ষণ করিয়া যব উৎপাদন করিতেন।

"যবং সরস্বত্যামধিমণাবচর্কৃষুঃ।" (৬।৩০।১) 'যবং দীর্ঘশূকং ইমং ধান্যবিশেষং সরস্বত্যাং অধি সরস্বত্যাখ্যায়া নদ্যাঃ সমীপে মণৌ মনুষ্যজাতৌ দেবাঃ অচকৃষুঃ কৃতবন্তঃ। তদানীং কর্ষণেন ভূমৌ তদ্ ধান্যং উৎপাদয়িতুং শতক্রতুঃ ইন্দ্রঃ সীরপতিঃ হলাধিষ্ঠাতা স্বামী আসীৎ।' (সায়ণ)

অতঃপর যখন আর্য্যগণ আরও পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণের পূজনীয় পবিত্রতম সরস্বতীসলিলের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্তত্যাগ করিয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সুজলা সুফলা অন্তর্বেদী মধ্যে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। তখনও তাঁহারা সরস্বতীর মাহাত্ম্য দেখিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে তিনটী নদী প্রধানতঃ সরস্বতী নামে প্রবাহিত। তন্মধ্যে বেদোক্ত পুণ্যতোয়া সরস্বতী পঞ্জাবে অক্ষা° ৩০° ২৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ১ পূর্ব্বে সিরমুর রাজ্যের ক্ষুদ্র শৈলমালা হইতে বাহির হইয়া অম্বালায় আধবদরী নামক প্রান্তর দিয়া থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র ভেদ করিয়া কর্ণাল জেলা ও পাতিয়ালা রাজ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। অবশেষে সিরসা জেলায় (অক্ষা° ২৯° ৫´´ উঃ

ও দ্রাঘি° ৭৬° ৫´ পূঃ) কাগার (দৃষদ্বতী) নদীতে আসিয়া বিলীন হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এই মিলিত নদী বিশাল জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া রাজপুতনার বহু স্থান জলসিক্ত করিয়াছিল এবং সিন্ধুর সঙ্গে সংযোগ ছিল। এদিকে প্রয়াগের নিকট গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে মিলিত হইয়া ত্রিবেণীর সৃষ্টি করিয়াছিল। যে সকল স্থান হইতে সরস্বতী তিরোহিত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক গ্রন্থে বিনশন নামে খ্যাত। সাধারণের বিশ্বাস প্রয়াগে সরস্বতী অন্তঃসলিলা বহিতেছে।

বৈদিক কাল হইতে সরস্বতী হিন্দুর নিকট অতি পুণ্যতোয়া বলিয়া পূজিতা হইয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী জনপদই ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে প্রথিত ছিল। এই স্থান হইতেই ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সুপ্রাচীন নদী জন্দ অবস্থায় 'হরকুইতি' ও চীনদিগের নিকট 'চৌকুত' নামে পরিচিত ছিল। যে যে প্রাচীন স্থান দিয়া সরস্বতী গিয়াছে, সেই সেই স্থানেই পাপনাশক বহুতীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাভারত ও নানা প্রাচীন পুরাণে ঐ সকল প্রাচীন তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

২ আর একটী সরস্বতী রাজপুতানার আবু পাহাড় হইতে বাহির হইয়া পালনপুর ও রাধনপুর রাজ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে এই সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

৩ বাঙ্গালার হুগলী জেলায় একটী সরস্বতী নদী প্রবাহিত আছে। পূর্ব্বে ইহাই গঙ্গার মূল স্রোত বলিয়া পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম অবধি এই নদী দিয়া বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিত। এখন সম্পূর্ণ মজিয়া গিয়া একটী খাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। প্রয়াগের ন্যায় নৈহাটীর নিকটও এক ত্রিবেণী আছে। [ত্রিবেণী দেখ।]

দ্বিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়াছিল। যমুনা ও সরস্বতীর স্রোত বিলীন হইলেও আজও ত্রিবেণী মহাতীর্থ বলিয়া বঙ্গবাসীর নিকট প্রসিদ্ধ।

সরস্বতী (স্ত্রী) ১ জলবতী, নদী। ২ বাণী। ৩ স্ত্রীরত্ন। ৪ গো, গাভী। ৫ মনুপত্নী। (মেদিনী) জ্যোতিষ্মতী। ৭ ব্রাহ্মী। ৮ সোমলতা। (শব্দচ°) ৯ বুদ্ধশক্তিবিশেষ। (ত্রিকা°) ১০ দুর্গা।

"সরাঃ স্মরণশীলত্বাৎ পেরাখ্যাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।
অতি প্রাপণদানে যা তেন দেবী সরস্বতী॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

১০ বাগ্‌দেবতা। পর্য্যায়—ব্রাহ্মী, ভারতী, ভাষা, গির্, বাচ্, বাণী, ইরা, সারদা, গিরা, গিরাংদেবী, গীর্দ্দেবী, ঈশ্বরী, বাচা, বচসামীশ, বাগ্‌দেবী, বর্ণমাতৃকা, গো, শ্রী, বাক্যেশ্বরী, অন্ত্যাসন্ধ্যেশ্বরী, সায়ংসন্ধ্যাদেবতা। (কবিকল্পলতা)

এই দেবীর উৎপত্তিবিবয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—পরমাত্মার মুখ হইতে একটী দেবীর আবির্ভাব হয়। এই দেবী শুক্লবর্ণা, বীণাধারিণী, ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় শোভাযুক্তা। এই দেবী শ্রুতি ও শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, এবং পণ্ডিতদিগের জননী। বাগধিষ্ঠাতৃদেবী কবিদিগের ইষ্টদেবতা, ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা বলিয়া সরস্বতী নামে আখ্যাতা।

"আবির্বভূব কন্যৈকা ধর্ম্মস্য বামপার্শ্বতঃ।
মুক্তি মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয়া কমলালয়া॥
আবির্বভূব তৎপশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ।
একা দেবী শুক্লবর্ণা বীণাপুস্তকধারিণী॥
কোটিপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যা শরৎপঙ্কজলোচনা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নাভরণভূষিতা॥
সস্মিতা সুদতী বামা সুন্দরীণাঞ্চ সুন্দরী।
শ্রেষ্ঠা শ্রুতীনাং শাস্ত্রাণাং বিদুষাং জননী পরা॥
বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী সা কবীনামিষ্টদেবতা।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ শান্তরূপা সরস্বতী॥" (ব্রহ্মখ° ৩ অ°)

ঐ পুরাণের গণেশখণ্ডে লিখিত আছে যে, সৃষ্টিকালে প্রধানা শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে পঞ্চধা বিভক্তা হন। ঐ পঞ্চশক্তি—রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী। এই পঞ্চধা বিভক্ত শক্তির মধ্যে যে দেবী বাগধিষ্ঠাত্রী, এবং শাস্ত্রজ্ঞানদায়িনী ও কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা তাঁহার নাম সরস্বতী।

"সা চ শক্তি সৃষ্টিকালে পঞ্চধা চেশ্বরেচ্ছয়া।
রাধা পদ্মা চ সাবিত্রী দুর্গা দেবী সরস্বতী॥
বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদা সদা।
কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা যা চ সা চ দেবী সরস্বতী॥
পঞ্চধাদৌ স্বয়ং দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
ততঃ সৃষ্টিক্রমেণৈব বহুধা কলয়া চ সা॥" (গণেশখ° ৪০অ°)

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই দেবীর পূজা করেন, তদবধি এই দেবীর পূজা প্রচলিত হয়। এই দেবীর আরাধনা করিলে মূর্খও পণ্ডিত হইয়া থাকে। যখন এই দেবী কৃষ্ণযোষিতের মুখ হইতে আবির্ভূতা হন, তখন ইনি প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, হে সাধ্বি! তুমি মদংশস্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণকে ভজনা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন কর। মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে ও বিদ্যারম্ভকালে সকলে তোমাকে পূজা করিবে। তুমি প্রসন্ন না হইলে কেহই বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে সরস্বতী চতুর্ভুজ নারায়ণকে ভজনা করেন এবং তদবধি মাঘের শুক্লাপঞ্চমীতে বিদ্যারম্ভকালে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে।

"আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা।
যৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥

আবির্ভূতা যদা দেবী বক্তৃতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ।
ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী ॥
স চ বিজ্ঞায় তদ্ভাবং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমাতরং।
তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণামসুখাবহং ॥
ভজ নারায়ণং সাধ্বী মদংশং তং চতুর্ভুজং।
যুবানং সুন্দরং সর্ব্বগুণযুক্তঞ্চ মৎসমং ॥...
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে চ সুন্দরি।
মানবা দানবা দেবা মুনীন্দ্রাশ্চ মুমুক্ষবঃ ॥
সন্তশ্চ যোগিনঃ সিদ্ধাঃ নাগগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
মদ্বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পে লয়াবিধি ॥" (প্রকৃতিখ° ৪ অ°)

শ্রীকৃষ্ণের বরে মাঘীয় শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে দেব, দানব ও মানব প্রভৃতি সকলেই এই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

দেবী-ভাগবতে লিখিত আছে যে, অনন্তশক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী এই তিনটি শক্তি প্রদান করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে অনন্তশক্তি পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি এই দিব্যরূপা চারুহাসিনী রজোগুণযুতা, শ্বেতাম্বরধারিণী, শ্বেতসরোজবাসিনী মহাসরস্বতী নাম্নী শক্তিকে ক্রীড়াসহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর। এই অনুত্তমা ললনা তোমার প্রিয়সহচরী হইবেন। ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্ব্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে; কদাচ অবমাননা করিবে না। তুমি ইহার সহিত সত্যলোকে গমন কর, এবং তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্বিধ জীব-নিবহের সৃষ্টি কর।

"গৃহাণ মাং বিধে! শক্তিং সুরূপাং চারুহাসিনীং।
মহাসরস্বতীং নাম্না রজোগুণযুতাং বরাং ॥
শ্বেতাম্বরধরাং দিব্যাং দিব্যাভরণভূষিতাং।
বরাসনসমারূঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীং ॥" (দেবীভাগ° ৩।৬অ°)

দেবীভাগবত মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নী।

কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে সরস্বতী ব্রহ্মার মানসকন্যা। কোন সময়ে ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে দেখিয়া কামমোহিত হন। পরে অতি কষ্টে কাম বেগ দমন করিয়া কামদেবকে অভিশাপ প্রদান করেন, ব্রহ্মার এই শাপে পরে মহাদেবের নয়নানলে কামদেব ভস্মীভূত হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে সরস্বতীর উপাখ্যানাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল না।

বিদ্যাকামনায় প্রতি হিন্দুগৃহেই এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীই এই পূজার নির্দ্দিষ্ট দিন। ইহা ভিন্ন বালকের যে দিন প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়, সেই দিনেও ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। ইঁহার পূজাদির বিষয় স্মৃতিতে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় লিখিত হইল। বেদে যেমন শ্রীসূক্ত দ্বারা লক্ষ্মীর পূজাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ সরস্বতীর সূক্তও দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীপূজা করিতে হইলেও সরস্বতীপূজা করিতে হয়, এবং সরস্বতীপূজার দিনও প্রথমে লক্ষ্মীপূজা করিয়া সরস্বতীপূজা কর্ত্তব্য। কৃত্যতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে যে, মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া শালগ্রাম বা জলে প্রথমে লক্ষ্মীর পূজা করিবে। সঙ্কল্প বাক্যের নিয়মানুসারে 'অদ্যেত্যাদি লক্ষ্মীপ্রীতিকামঃ লক্ষ্মীপূজনমহং করিষ্যে' এই রূপে সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ্মীপূজার বিধান ও নিয়মানুসারে লক্ষ্মীপূজা করিয়া পরে সরস্বতীপূজার স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবে—

'বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্যেত্যাদি বিদ্যাপ্রাপ্তিকামঃ বা সরস্বতীপ্রীতিকামঃ সরস্বতীপূজনমহং করিষ্যে' এইরূপ সঙ্কল্পের পর পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ঘটস্থাপন ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি এবং গণেশপূজা, শিবাদি পঞ্চ দেবতা প্রভৃতির পূজা করিয়া মূলপূজা করিবে। ধ্যান—

"ওঁ তরুণ সকলমিন্দো র্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিসন্না সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ ॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসপূজা, অর্ঘ্যস্থাপন ও পীঠপূজাদি করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা হইলে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তৎপরে আবাহন ও যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিতে হয়। 'ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে নৈবেদ্যান্ত উপচার সকল নিবেদন করিয়া উক্ত মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। মন্ত্র—

"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা ॥"

উক্ত মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরে উক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেত্তথা ভব বরপ্রদা ॥
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবিঃ তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥
লক্ষ্মী মেধা ধরা পুষ্টি গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি ॥"

এইরূপে প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবে। পরে আচার

প্রযুক্ত পুস্তক, লেখনী ও মস্যাধারপূজা করিতে হয়,—পুস্তকায় নমঃ, লেখন্যৈ নমঃ, মস্যাধারায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে অন্য দেবতা সকলের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা শেষ করিবে। লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা ও ধৃতি সরস্বতী দেবীর এই ৮টী অঙ্গ, সুতরাং এই সকল অঙ্গের পূজা করাও বিধেয়। পূজার শেষে দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া পূজা শেষ করিতে হয়। (কৃত্যতত্ত্ব) সরস্বতীপূজায় বন্ধুজীব ও দ্রোণপুষ্প প্রদান করিতে নাই।

"বন্ধুজীবঞ্চ দ্রোণঞ্চ সরস্বত্যৈ ন দাপয়েৎ।" (কৃত্যতত্ত্ব)

এই পূজায় বাসকপুষ্প বিশেষ প্রশস্ত।

তন্ত্রসারেও এই দেবীর পূজা ও যন্ত্রাদির বিবরণ আছে—

'বদ বদ বাগ্‌বাদিনি বহ্নিবল্লভা' সরস্বতীর এই দশাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্রে ইহার উপাসনা করিলে সকল বিদ্যা সিদ্ধি হয়। তন্ত্রোক্ত পূজা প্রণালী অনুসারে ইহার পূজা করিতে হয়। মেধা, প্রজ্ঞা, প্রভা, বিদ্যা, ধী, ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি ও বিদ্যেশ্বরী এই সকল ইহার পীঠদেবতা, এই সকল পীঠদেবতার যথা বিধানে পূজা করিতে হয়। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ দশলক্ষ জপ।

এই দশাক্ষর ভিন্ন আরও অন্য মন্ত্র আছে, সেই সকল মন্ত্রেও পূজা পুরশ্চরণাদি করিবার বিধান আছে। ঐ সকল মন্ত্রের ধ্যান ও পীঠশক্তি ভিন্ন ভিন্ন। ধ্যান যথা—

"শুভ্রাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলাং
ব্যাখ্যামক্ষ গুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ।
বিভ্রাণাং কমলাসনাং কুচনতাং বাগ্‌দেবতাং সস্মিতাং
বন্দে বাগ্‌বিভবপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পৎকরীং॥"

এই ধ্যানে পূজা করিতে হয়। ইহা ভিন্ন আরও ধ্যান আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। তন্ত্রসারে ইঁহার বিশেষ বিবরণ এবং যন্ত্র, স্তব, কবচ প্রভৃতিও উল্লিখিত হইয়াছে।

তন্ত্রসারে পারিজাতসরস্বতী নামে আর একটী সরস্বতী-প্রকরণ আছে, তাহাতে তাঁহার পৃথক্ মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতি লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রে তারাদেবী নীলসরস্বতী নামেও প্রসিদ্ধা।

[তারা ও নীলসরস্বতী দেখ।]

সরস্বতীকুটুম্ব (পুং) কবি।

সরস্বতীতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ। এই তন্ত্রে সরস্বতীদেবীর মন্ত্রতন্ত্রাদির বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে।

সরস্বতীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ, সরস্বতীনদীরূপতীর্থ।

[সরস্বতী দেখ]

সরস্বতীবলবাণী (স্ত্রী) বালকথিত ভাষা। ভাষাভেদ।

সরস্বতীবৎ (ত্রি) সরস্বতী অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। স্তুতিবিশিষ্ট।

"আহ সরস্বতীবতোরিন্দ্রাগ্ন্যো" (ঋক্ ৮।৩৮।১০)

'সরস্বতীবতো স্তুতিমতোঃ' (সায়ণ)

সরস্বতীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ, সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীপঞ্চমী ব্রত।

সরস্বতীসূক্ত (ক্লী) বৈদিক সূক্তভেদ।

সরহস্য (ত্রি) রহস্যের সহিত বর্তমান, মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রের সহিত।

সরাই (পারসী) পান্থনিবাস।

সরাইকলা, বাঙ্গালা সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ইহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের পলিটিকাল বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ভূপরিমাণ ৪৫৭ বর্গমাইল। অক্ষা° ২২° ৩৩´ হইতে ২২° ৫৪´ ৩০´´ উঃ।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান গ্রাম। এখানে সরাইকলার রাজা বাস করেন। অক্ষা° ২২° ৪১´ ৫২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫৮´ ২৮´´ পূঃ।

সরাই খেট, যুক্ত প্রদেশের জৌনপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। খুটাহন নগর হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫৮´ ১৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪১´ ২১´´ পূঃ। এখানে আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলপথের একটী ষ্টেশন থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখানে একটী বৃহৎ সরাই আছে। সপ্তাহে দুইবার হাট বসে।

সরাই মীর, যুক্তপ্রদেশের আজমগড় জেলার একটী নগর।

সরাইয়া খীল্ (সরাই-অখীল্) যুক্তপ্রদেশের আলাহাবাদ জেলার চৈল তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। প্রয়াগ নগর হইতে ২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২২´ ৫৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৩০´ ১২´´ পূঃ। এখানে ঠঠেরা বণিক্‌গণের বাস। উহাদের নির্ম্মিত পিত্তলের পাত্রাদি ও ধাতব অলঙ্কারাদি সাধারণের আদরের জিনিষ।

সরাইয়া ঘাট (সরাই আঘাট), যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলার মধ্যস্থিত একটী প্রাচীন নগর। এখন ইহার অধিকাংশই ধ্বংসমুখে নিপতিত। ইটা নগর হইতে ৪১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ও ফতেগড় হইতে অর্দ্ধক্রোশাধিক দূরে কালীনদীর উভয়কূলে এই নগর অবস্থিত।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে ফরুখাবাদ জেলা হইতে তিন জন আফগান সর্দ্দার আসিয়া এই নগর স্থাপনপূর্ব্বক এখানে সরাই আবদর রসুল ও একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নগরের পশ্চিমাংশে উপকণ্ঠে একটী বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ দৃষ্টি-গোচর হয়। ঐ স্তূপটী ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪০ ফিট্ উচ্চ এবং উহার ব্যাস প্রায় অর্দ্ধ মাইল। উহার উত্তরাংশে কতকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ দৃষ্ট হয়। ঐ গৃহগুলির ইষ্টকরাশি নিম্নস্থ স্তূপ-

গর্ত্ত হইতে বাহির করা হইয়াছে, ভূগর্ত্তখননকালে উহার মধ্য হইতে কতকগুলি বুদ্ধাদি দেবমূর্ত্তি এবং বিভিন্ন সময়ের স্বর্ণরৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে একটী গর্ত্তখননকালে প্রায় ২০ হাজার টাকা মূল্যের গৃহসাজসরঞ্জাম ও মুদ্রাদি পাওয়া গিয়াছিল। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে এই স্তূপটী অগস্ত্য মুনির নামে উৎসর্গীকৃত। অগস্ত্য হইতে অগাত ও পরে আঘাট হইয়াছে। এই আঘাট প্রাচীন সাঙ্কাশ্য-নগরীর অংশভূত ছিল বলিয়াই মনে হয়।

সরাই সালেহ, পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থান বাণিজ্য বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হরিপুরের বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে স্থাপিত হওয়ায় বহু দূরদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া এই নগরে আসিবার সুবিধা হইয়াছে। এখনও এখানে সেই পূর্ব্বকার বাণিজ্যসমৃদ্ধির অবসান হয় নাই। হরিদ্রাই এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। স্থানীয় তন্তুবায়সমিতি উৎসাহে ও উদ্যমে বস্ত্রবয়ন করিয়া স্ব স্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। এখানে তামার ও পিত্তলের বাসনাদি নির্ম্মাণেরও বিস্তৃত কারবার দেখা যায়। এখানকার স্বর্ণকারেরা স্ব স্ব বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রত্যাশায় সময় সময় আফগানস্থান ও মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। কোন কোন স্বর্ণকার বংশপরম্পরায় ঐ সকল স্থানে বাস করিতেছে।

সরাই সিধু, পঞ্জাব প্রদেশের মূলতান জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ১৭৫২ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। অক্ষা° ৩০° ৩৫´ ০৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১´ পূঃ।

সরাগূড়, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মহিসুর রাজধানী হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কব্বনী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ০´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৫´ পূঃ। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই নগরে হেগ্‌গ দেব্বনকোট তালুকের বিচার সদর স্থাপিত হইয়াছে। এখানে মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সরাজক (ত্রি) রাজাসহ বর্ত্তমানঃ। রাজার সহিত বর্ত্তমান, রাজযুক্ত, রাজবিশিষ্ট।

সরাজন্ (ত্রি) রাজার সহিত বর্ত্তমান।

সরাট (পুং) জনপদভেদ।

সরাতি (ত্রি) দানের সহিত বর্ত্তমান, দানযুক্ত, দানবিশিষ্ট।

"বিশ্বে সাকং সরাতয়ঃ" (ঋক্ ৮।২৭।১৪)

'সরাতয়ঃ ধনাদিদানেন সহিতাঃ' (সায়ণ)

সরাত্রি (ত্রি) সমানা রাত্রিঃ (জ্যোতির্জনপদরাত্রীত্যাদি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য সাদেশঃ। সমানরাত্রি, তুল্যরাত্রি।

সরায়ন, অযোধ্যাপ্রদেশে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। খেরী জেলায় অক্ষা° ২৭°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩২´ পূঃ হইতে উদ্ভূত এবং ২৯ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বগতিতে চালিত হইয়া সীতাপুর জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর এই জেলায় অক্ষা° ২৭° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৫´ পূঃ মধ্যে অখারি নামী একটী স্রোতস্বিনী বামদিক্ হইতে আসিয়া ইহাতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। অখারিসঙ্গমের পর এই নদী ৩ মাইল উত্তরপশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পরে পুনরায় দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে এবং অক্ষা° ২৭° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৫´ পূর্ব্বে ইহা গোমতীতে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর গতি ৯৫ মাইল। মাঝে মাঝে নদীতে বন্যা হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের চাসবাসের বিশেষ ক্ষতি করে।

সরাব (পুং) সরাৎ সরণাৎ অবতীতি অব-রক্ষণে-অচ্। শরাব, মৃণ্ময়পাত্রবিশেষ, চলিত সরা।

সরাব্ (আরবী) মদ্য।

সরাসর্ (পারসী) ১ সম্পূর্ণরূপে। ২ পূর্ণ।

সরাসরী (পারসী) সংক্ষিপ্ত। ২ খাড়াখাড়া।

সরাহন, পঞ্জাব প্রদেশের বুশহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। শতদ্রু নদীর বামকূল হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে হিমালয় পাদমূলে অবস্থিত। ইহার এক পার্শ্বেই তুষারধবলিত হিমবৎ শৃঙ্গ এবং অপর পার্শ্বত্রয়ে বনমালা বিরাজিত। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৭২৪৬ ফিট উচ্চ। এখানে বুসহর রাজ্যের গ্রীষ্মাবাস আছে। এখানকার কালীমন্দির দেখিবার জিনিষ। ব্রাহ্মণ অধিবাসীরা নগরের উত্তর প্রান্তে বাস করিতে পারেন না।

সরি (পুং স্ত্রী) সরতীতি সৃ-ইন্। ১ নির্ঝর। (হেম)

সরিক্ (আরবী) অংশীদার।

সরিক (ত্রি) গমনকারী, গন্তা, সর।

সরিকা (স্ত্রী) ১ হিঙ্গুপত্রী। (শব্দচ°) ২ গমনকর্ত্তা।

সরিৎ (স্ত্রী) সরতীতি সৃ-গতৌ। (হৃসৃরুহিযুষিভ্য ইতিঃ। উণ্ ১।৯৯) ইতি ইতি। ১ নদী। ২ সূত্র। (শব্দমালা) ৩ দুর্গা।

"ক্রিয়াকারণরূপত্বাৎ সরণাচ্চ সরিৎস্মৃতা।
সজ্জমাদ্‌গমনাদ্ গঙ্গা লোকে দেবী বিভাব্যতে॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

সরিৎপতি (পুং) সরিতাং পতিঃ। সমুদ্র। (অমর)

সরিদ্বৎ (পুং) সরিতঃ সন্ত্যস্যেতি সরিৎ মতুপ্ মস্য বঃ। সমুদ্র।

সরিৎসুত (পুং) সরিতো গঙ্গায়াঃ সুতঃ। ভীষ্ম।

সরিতাম্পতি (পুং) সরিতাং পতিঃ অলুক্‌সমাসঃ। সরিৎপতি, সমুদ্র।

সরিদধিপতি (পুং) সরিতামধিপতিঃ। সমুদ্র।

সরিদ্ভর্ত্তৃ (পুং) সরিতাং ভর্ত্তা। সমুদ্র।
সরিদ্বরা (স্ত্রী) সরিৎসু বরা শ্রেষ্ঠা। ১ গঙ্গা। (হেম) ২ শ্রেষ্ঠা নদী।
"সাতমথিসমং বিপ্রমহুচিন্ত্য সরিদ্বরা।
শতধা বিদ্রুতা যম্মাচ্ছতদ্রুরিতি বিশ্রুতা॥" (ভারত ১।১৭৮।৯)
সরিন্ (ত্রি) সরতীতি সর্ত্তেরৌণাদিক-ইনি। গন্তা, গমনশীল।
"ভব বাজে বাজে সরীভব" (ঋক্ ১।১৩৮।৩)
'সরীভব গমনশীলো ভব' (সায়ণ)
সরিন্নাথ (পুং) সরিতাং নাথঃ। সমুদ্র। (রাজনি°)
সরিন্মুখ (ক্লী) সরিতাং মুখং। নদীর মুখ, নদীর মোহানা।
সরিমন্ (পুং) সরতীতি সৃ-(হৃভৃধৃসৃস্তৃশৃভ্যইমনিচ্। উণ্ ৪।১৪৭) ইতি ইমনিচ্। ১ গমন। ২ বায়ু। (উজ্জ্বল)
সরির (ক্লী) ১ সরিৎ, সলিল। (ত্রি) ২ বহু।
সরিল (ক্লী) সলিলং রলয়োরৈক্যাৎ লস্য র। সলিল, জল।
সরিষপ (পুং) সৃ গতৌ অপঃ যুগাগমশ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। (উজ্জ্বল ৩।১৪১ উণাদি) সর্ষপ। (ত্রিকা°)
সরী (স্ত্রী) সরি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। নির্ঝর, ঝরণা।
সরীমন্—সৃ-ঈমনিচ্। ১ বায়ু। ২ গমন। এই প্রত্যয় কাহারও মতে হ্রস্ব ইকারান্ত হইয়া 'সরিমন্' এইরূপ হইবে। আবার কাহার মতে দীর্ঘ ঈকার হইয়া সরীমন্ এইরূপও হয়। এই পদ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। "দীর্ঘাদিরপ্যয়ং প্রত্যয় ইতি কেচিৎ" (উণাদি ৪।১৪৭ উজ্জ্বল)
সরীসৃপ্ (পুং) সরীসৃপ-ক্বিপ্। সরীসৃপ শব্দার্থ।
সরীসৃপ (পুং) কুটিলং সর্পতীতি সৃপ, যঙ্, লুক্, পচাদ্যচ্। ১ সর্প। কুটিলভাবে যাহারা গমন করে, যাহারা বুকে হাটিয়া যায়। সর্প, বৃশ্চিক, ভেক প্রভৃতি। জ্যোতিষমতে মীন, বৃশ্চিক ও কর্কট রাশির নাম সরীসৃপ। (ত্রি) ২ জঙ্গম।
"পতঙ্গ ন শেকু দ্বিরেফশ্চতুষ্পদঃ
সরীসৃপং যদত্র দৃশ্যতে।" (ভাগবত ৫।১৮।২৭)
সরু (পুং) সৃ-উন্। সরু, খড়্গমুষ্টি, খড়্গের বাট্। (ত্রি) ২ সূক্ষ্ম। (ভূরিপ্রয়োগ)
সরুজ্ (ত্রি) রোগযুক্ত।
সরুজ (ত্রি) রুজা পীড়া তয়া সহ বর্ত্তমানঃ। পীড়ার সহিত বর্ত্তমান, পীড়াযুক্ত, ব্যাধিবিশিষ্ট।
সরুজত্ব (ক্লী) সরুজস্য ভাবঃ ত্ব। সরুজের ভাব বা ধর্ম্ম, পীড়া।
সরুজসিদ্ধাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।
সরুদ্ভব (ক্লী) সরোদ্ভব, সরোজ, পদ্ম।
সরুষ্ (ত্রি) ক্রোধযুক্ত, ক্রুদ্ধ।
সরূপ (ত্রি) সমানং রূপং যস্য (জ্যোতির্জনপদেতি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য স। ১ সদৃশ। ২ সমানরূপ।

সরূপকৃৎ (ত্রি) সরূপং করোতি কৃ-ক্বিপ্, তুক্চ্। সদৃশকারী, সরূপকারী।
সরূপঙ্করণ (ত্রি) স্বরূপকৃৎ।
সরূপতা (স্ত্রী) সরূপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সরূপের ভাব বা ধর্ম্ম, সরূপত্ব, তুল্যতা।
সরূপবৎসা (স্ত্রী) সবৎসা গো।
সরূপোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ, সমানোপমা।
[সমানোপমা দেখ।]
সরে (আরবী) ১ পথ, রাস্তা। ২ অনুজ্ঞা। ৩ উপদেশ। ৪ সরা।
সরেতস্ (ত্রি) রেতোযুক্ত।
সরেফ (ত্রি) রেফযুক্ত।
সরোগ (ত্রি) রোগেণ সহ বর্ত্তমানঃ। রোগের সহিত বর্ত্তমান, রোগযুক্ত, রোগবিশিষ্ট।
সরোজ (ক্লী) সরসি জায়তে ইতি জন-ড। ১ পদ্ম। (হেম) (ত্রি) ২ সরোবরজাত।
সরোজন্মন্ (ক্লী) সরসঃ জন্ম উৎপত্তির্যস্য। ১ পদ্ম। (হেম)
সরোজিন্ (পুং) সরোজং উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যেতি ইনি। ব্রহ্মা। (শব্দরত্না°)
সরোজিনী (স্ত্রী) সরোজানি সন্ত্যস্যামিতি (সরোজপুষ্করাদিভ্যো-দেশে। পা ৫।২।১৩৫) ইতি ইনি। ১ কমলাকর। ২ পদ্ম। (মেদিনী) ৩ পদ্মসমূহ। (রত্নমালা)
"নিসর্গসৌরভোদ্ভ্রান্তভৃঙ্গসঙ্গীতশালিনী।
উদিতে বাসরাধীশে স্মেরাজনি সরোজিনী॥"(সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)
কমলিনী, পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। ৪ পদ্মবহুলপুষ্করিণী।
সরোৎসব (পুং) সরে সরোবরে উৎসবো যস্য। সারসপক্ষী।
সরোবিন্দু (পুং) গীতিভেদ।
সরোধ (ত্রি) রোধেন সহ বর্ত্তমানঃ। রুদ্ধ, রোধযুক্ত, রোধবিশিষ্ট।
সরোমন্নগর, অযোধ্যা প্রদেশে হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩৫ বর্গমাইল। পূর্ব্বকালে এই স্থান ঠঠেরাদিগের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের মধ্যভাগে গৌড় রাজপুতগণ ঠঠেরাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা এই স্থান অধিকার করিয়া লয়। ইহারই কিছু পরে সোমবংশীয়া পুনরায় গৌড়রাজপুতদিগকে তাড়াইয়া এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। মহম্মদীর অধীশ্বর রাজা ভবানীপ্রসাদ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পালি ও সারী পরগণা হইতে কএকটী গ্রাম বিভাগ করিয়া লইয়া এই প্রদেশ সরোমন্নগর নামধেয় একটী স্বতন্ত্র পরগণার বিভক্ত করিয়া যান।

২ উক্ত জেলার উক্ত পরগণার একটী নগর। এখানে বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত আছে। শাহাবাদ হইতে এই স্থান

৬ মাইল দক্ষিণে এবং হার্দোই হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু। সপ্তাহে দুইবার হাট বসে।

সরোরুহ্ (ক্লী) সরসি রোহতীতি রুহ-ক্বিপ্। পদ্ম। (হেম)

সরোরুহ (ক্লী) সরসি রোহতীতি রুহ-ক। পদ্ম। (হেম)

সরোরুহবজ্র (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সরোরুহাসন (পুং) সরোরুহমাসনং যস্য। পদ্মাসন, ব্রহ্মা, প্রলয়কালে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থান করেন, এইজন্য ইঁহার নাম পদ্মাসন হইয়াছে।

সরোরুহিনী (স্ত্রী) সরোজিনী, পদ্মিনী।

সরোবর (ক্লী) সরঃসু বরঃ শ্রেষ্ঠঃ পদ্মাকরত্বাৎ। জলাশয় বিশেষ, পর্য্যায় পদ্মাকর, কাসার, তড়াগ, তটাক, সরস, সরসী, সরস, সর, সরক। (শব্দরত্না°) [পুষ্করিণী দেখ।]

সরোষ (ত্রি) রোষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। রোষের সহিত বর্ত্তমান, রুষ্ট, রোষযুক্ত, রোষবিশিষ্ট।

সর্ক (পুং) বায়ু। ২ মনঃ। ৩ প্রজাপতি। (সংক্ষিপ্তসা° উণাদি)

সর্কান্দি, ফতেপুর জেলার গাজীপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গাজিপুর নগর হইতে ৬ মাইল দূরে যমুনানদীতটে অবস্থিত, অক্ষা° ২৫° ৪৪´ ৩২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৮´ ৪´´ পূঃ। এখানকার সমগ্র অধিবাসীই প্রায় ব্রাহ্মণ।

সর্গ (পুং) সৃজ-ঘঞ্। ১ স্বভাব। ২ নির্ম্মোক। ৩ অধ্যায়। কাব্যে অধ্যায়কে সর্গ কহে। (সাহিত্যদ°) ৪ সংসার।

"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ॥" (গীতা ৫।১৯)

৫ মোহ। ৬ উৎসাহ। (মেদিনী) ৭ অনুমতি। (হেম) ৮ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩০) ৯ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৪৮) ১০ বস্তুর প্রবণতা, মত, চুক্তি। ১১ পরিত্যাগ। ১২ সৃষ্টি। এই জগৎসৃষ্টির নাম সর্গ। এই সর্গের বিষয় সাংখ্যাদি-দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ আছে—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥" (সাংখ্যকা° ২১)

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই সর্গের কারণ, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষ কর্তৃক প্রকৃতির যে ভোগ এবং পুরুষের যে মুক্তি এই উভয়ের জন্য পঙ্গু এবং অন্ধের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ বশতঃ সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভোগ এবং মুক্তি পুরুষার্থ অর্থাৎ ইহাই পুরুষের প্রয়োজন। পুরুষার্থ দুই প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত বা অনাগতাবস্থ পুরুষার্থ অদৃষ্টের নামান্তর। এই পুরুষার্থ অনাদি। এক সর্গ চলিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, আর সেই প্রলয়ের পূর্ব্বে কত কত সর্গ ও প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং ইহার নূতন করিয়া আরম্ভ নাই। সেই অনাদি পুরুষার্থ প্রকৃতিকে প্রত্যেক পুরুষের সহিত একটী বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই পুরুষার্থ অভিব্যক্তিপ্রবণ, তখনই সর্গ, ইহাই সর্গের আদি অর্থাৎ আরম্ভকাল।

প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত অবস্থায় থাকিয়া পুরুষের সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার হয়, ইহাই ভোগ, এবং এই সুখ দুঃখই প্রকৃতির স্বরূপ। ভোক্তা না থাকিলে ভোগ নিরর্থক, অতএব ভোক্তার অপেক্ষা ভোগ্য বস্তুতে আছে। পুরুষ যখন বারংবার জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিয়া কাতর হইয়া পড়ে, তখন তাহার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রকৃতি পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন এইরূপ দৃঢ় সাক্ষাৎকার আবশ্যক। সাক্ষাৎকারও বুদ্ধির বৃত্তি। বুদ্ধি না থাকিলে ভোগও হয় না, এবং প্রকৃতি না থাকিলে বুদ্ধিও হয় না। এইরূপ পরস্পর অপেক্ষা জন্য প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ। অন্ধ পঙ্গুকে স্কন্ধে করিলে দর্শনশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু এবং চলনশক্তিসম্পন্ন অন্ধ উভয়ে মিলিয়া একটী অবিকলেন্দ্রিয় মানুষের ন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে, সেইরূপ ক্রিয়াশক্তিহীন চেতন পুরুষ এবং ক্রিয়াশীল অচেতন প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হইয়া এক ক্রিয়াশীল চেতন ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কার্য্যই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব প্রথম সর্গ। মহত্তত্ত্ব হইতেই পরে আর আর সৃষ্টি হইয়া থাকে।

"ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥
অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥
ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমো বিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজো বিশালো ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্তঃ॥"

(সাংখ্যকা° ৫২-৫৪)

প্রকৃতি হইতে দুই প্রকার সর্গ হয়, প্রত্যয় সর্গ ও তন্মাত্র সর্গ, এই দুই প্রকার সর্গের মধ্যে একটী জ্ঞানপ্রধান ও একটী জড়প্রধান। যে সকল বস্তু জড় বিষয়ের সহিত আত্মরূপী চৈতন্যের সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য সূত্র, তাহারাই জ্ঞানপ্রধান সর্গের অন্তর্গত। আর যাহারা কেবল জড়, মধ্যসূত্রের সম্পর্ক ব্যতীত জ্ঞানের আলোকে আসিতে পারে না, তাহারাই জড়-প্রধান সর্গ। বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় এবং তৎসমুদয়ের ব্যাপার এই জ্ঞানপ্রধান সর্গের অন্তর্গত, এবং পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত জড়প্রধান সর্গের অন্তর্গত।

এই দ্বিবিধ সর্গ পরস্পর সাপেক্ষ। বুদ্ধির বৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম, অর্থাৎ অদৃষ্ট না থাকিলে তন্মাত্র সর্গ হইতে পারে না, অদৃষ্টই তন্মাত্র প্রভৃতির উৎপত্তির সহকারী কারণ। তন্মাত্র সর্গ না হইলেও

প্রত্যয় সর্গের অন্তর্ভূত ভোগ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় না। কেন না ভোগ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যের উপযোগী বস্তু শব্দাদি তন্মাত্র সর্গের অন্তর্গত এবং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকার উভয়বিধ সর্গ ব্যতীত উপপন্ন হয় না, কেন না শব্দাদি না থাকিলে শ্রবণ মননাদি এবং যোগজ ধর্ম্ম না থাকিলে বিবেকসাক্ষাৎকার হয় না। অতএব পরস্পরের অপেক্ষা বশতঃ দুই প্রকার সর্গ হইয়া থাকে।

এই সকল সর্গের মধ্যে দেবসর্গ অষ্টবিধ, তির্য্যক্ সর্গ পঞ্চবিধ এবং মনুষ্যসর্গ একবিধ। সুতরাং সংক্ষেপে সর্গ চতুর্দ্দশ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দৈবসর্গ—১ ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মলোকবাসী। ২ প্রাজাপত্য লোক ও প্রাজাপত্যলোকবাসী। ৩ ইন্দ্রলোক ও ইন্দ্রলোকবাসী। ৪ পিতৃলোক ও পিতৃলোকবাসী। গন্ধর্ব্বলোক ও গন্ধর্ব্বলোকবাসী। ৬ যক্ষলোক ও যক্ষবৃন্দ। ৭ রাক্ষসলোক ও রাক্ষসসমূহ। এবং ৮ পিশাচ লোক ও পিশাচগণ এই ৮ প্রকার দৈবসর্গ। তির্য্যক্ সর্গ—১ পশু যাহার লোম ও লাঙ্গূল আছে, ২ মৃগ, লোমযুক্ত লাঙ্গূল যাহার নাই অথচ চতুষ্পদ। ৩ পক্ষী। ৪ সরীসৃপ। ৫ স্থাবর। এই পাঁচ প্রকার তির্য্যক্ সর্গ। মানব সর্গ এক প্রকার।

সর্গের ইহাই সংক্ষেপ বিভাগ। নতুবা দেবতা পক্ষে ধ্রুব লোক সূর্য্যলোক ইত্যাদিকে ব্রহ্মলোক ইন্দ্রলোকের মধ্যে না ধরিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ধরিতে পারা যায়। তির্য্যক্ সর্গ পক্ষে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি নানারূপ ভেদ আছে, মানবের মধ্যেও আর্য্য ও অনার্য্য ইত্যাদি ভেদ আছে।

ব্রহ্মা হইতে তৃণ গুল্ম পর্য্যন্ত সমুদয় সর্গ নামে অভিহিত। এই সকল সর্গের মধ্যে ঊর্দ্ধ লোক সত্ত্বপ্রধান, পশু প্রভৃতি স্থাবর পর্য্যন্ত সকলই তমোগুণ প্রধান, মধ্যলোক অর্থাৎ মনুষ্য রজঃপ্রধান। ঊর্দ্ধলোক অর্থাৎ স্বর্গবাসিগণ সত্ত্বপ্রধান বলিয়া সুখী, তির্য্যক্ সর্গ তমঃপ্রধান বলিয়া জ্ঞানমূঢ় এবং মনুষ্য রজঃ প্রধান বলিয়া দুঃখী।

যতদিন না লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি হয়, ততদিন চেতন-পুরুষকে সেই শরীরে জরামরণ জন্য দুঃখভোগ করিতে হয়; এই জন্য লিঙ্গশরীরের পক্ষে "দুঃখ" স্বাভাবিক। সর্গের ক্রম এইরূপ, অর্থাৎ

"প্রকৃতের্মহাংস্ততো ঽহঙ্কারস্তস্মাদানশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি॥" (সাংখ্যকা° ২২)

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে ষোড়শ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত। ইহা ভিন্ন আর কোন সর্গ নাই। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই এই সকলের কোন না কোন বিদ্যমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে গুণ সকলের মহত্ত্বাদি রূপে যে পরিণাম, তাহা দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয়, তাহাই কাল, কিন্তু ঐ কাল স্বতঃ ও নির্ব্বিশেষ, এবং আদ্যন্ত শূন্য, ইহাই আত্মাতে নিমিত্তরূপে বর্ত্তমান। ভগবান্ পরম পুরুষ লীলাবশতঃ উহাকেই নিমিত্ত করিয়া আপনাকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করেন।

"গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ॥ * *
সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ।
কালদ্রব্যগুণৈরস্য ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ॥
আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ।
দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ॥" (ভাগব° ৩।১০অ°)

এই বিশ্বের সর্গ ৯ প্রকার, ১ম মহৎ। আত্মস্বরূপ ভগবানের প্রকাশ হইতে যে গুণ সকলের বৈষম্য হয়, তাহার নাম মহৎ। ২য় অহঙ্কার—যাহাতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, তাহাকে অহংকার, ৩য় পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপ ভূতসূক্ষ্ম, এবং তাহা হইতে মহাভূতের উৎপত্তি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় স্বরূপ যে সর্গ, ইহা চতুর্থ। বৈকারিক সর্গ পঞ্চম, ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং মন, এবং পঞ্চবৃত্তি স্বরূপা অবিদ্যা সর্গ ষষ্ঠ, তাহাতেই জীবগণের অবুদ্ধি অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ হইয়া থাকে। এই ৬ প্রকার সর্গ প্রাকৃত সর্গ। সপ্তম স্থাবর সর্গ। স্থাবর ষড়্‌বিধ। বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্‌সার, বীরুধ্ ও বৃক্ষ। এই স্থাবর সর্গ উৎস্রোতঃ অর্থাৎ আহারার্থ ঊর্দ্ধে সঞ্চরণশীল এবং তাহারা অব্যক্ত পরিণামাদি ভেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

তির্য্যক্ সর্গ, অষ্টম। ইহা অষ্টাবিংশতি প্রকার। এই তির্য্যক্ সর্গ ভবিষ্যৎজ্ঞানশূন্য এবং তমোবহুল। ইহারা কেবল আহারাদি মাত্রেই তৎপর এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অভিলষিত বস্তু জানিতে পারে, তাহাদের হৃদয়ে কোন জ্ঞান থাকে না।

মানব সর্গ নবম। এই সর্গ রজোগুণবহুল। এই নিমিত্ত ইহারা কর্ম্মে তৎপর এবং দুঃখেও সুখবোধ করিয়া থাকে।

দৈবগণ বৈকৃত সর্গ। বৈকৃত সর্গ ৮ প্রকার। ১ দেব, ২ পিতৃ, ৩ অসুর, ৪ গন্ধর্ব্ব, অপ্‌সরস্, ৫ যক্ষ রাক্ষস, ৬ সিদ্ধ, চারণ বিদ্যাধর, ৭ ভূত, প্রেত, পিশাচ, ৮ কিন্নর, কিংপুরুষ। এই দশ প্রকার সর্গ।

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া উক্তরূপে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করেন। (ভাগবত ৩।১০ অ°)

একমাত্র কালই সর্গ ও প্রলয়কারী। কালের প্রথমভাগ অতীত হইলে জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছা অতীত হয়। অনন্তর পরমেশ্বর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ইচ্ছামাত্র বিক্ষোভিত

করিলে ঐ প্রকৃতিই সর্ব্বকার্য্যের উপযোগিনী হইলেন। যেমন গন্ধ সন্নিহিত হইলেই মনের ক্ষোভ অর্থাৎ অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা নহে, নিমিত্ত মাত্র। প্রকৃতির ক্ষোভ সম্বন্ধে পরমেশ্বরও ঠিক তদ্রূপ। সেই ব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই ক্ষোভক, আবার তিনিই সঙ্কোচবিকাশশালিনী প্রকৃতিরূপে ক্ষোভ্য : ঈশই সর্গের জন্য জীবাত্মগণকে ইচ্ছামাত্রে ক্ষোভিত করেন। সেই সাম্যাবস্থাপন্ন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে জীবাত্মগণ অধিষ্ঠিত হইলে গুণবৈষম্য হয়। তখন ঈশ্বরেচ্ছা-পরিচালিত প্রকৃতি তাহাকে আবরণ করেন। প্রধান সংবৃত মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। অহঙ্কার উৎপন্ন হইবামাত্র মহত্তত্ত্ব তাহাকে আবরণ করিলেন। মহতাবৃত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হইল। এই অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হইল। প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তৎপরে স্পর্শ, রূপ, রস এবং সর্ব্বশেষে গন্ধতন্মাত্র, এইরূপে তন্মাত্র সর্গ হইল। পরে এই অহঙ্কার সকল তন্মাত্রকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে আবরণ করিলে শব্দ-তন্মাত্র হইতে শব্দের উপাদান আকাশ উদ্ভূত হইল। তামস অহঙ্কার শব্দতন্মাত্র সহ আকাশ আবৃত করিল। পরে এই আকাশের সহিত স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শের উপাদান গুণান্বিত বায়ু উৎপন্ন হইল। আকাশ বায়ুসহকৃত রূপতন্মাত্র হইতে প্রদীপ্ত তেজ উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। পরে আকাশ-বায়ু তেজসমন্বিত রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। অমিততেজা বিষ্ণু অনিলান্দোলিত নিরাধার জলরাশি ধারণ করিলেন। পরমেশ্বর তাহাতেই প্রথমে বীজাধান করেন। সেই বীজ সূর্য্যসন্নিভ সুবর্ণময় অণ্ডাকারে পরিণত হইল। ঐ অণ্ড মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত এবং তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিকে সংবৃত। জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের গঠন। সুতরাং পরমেশ্বরের স্থাপিত বীজ এই সকল পদার্থের মধ্যবর্ত্তী। এইরূপে এই ব্রহ্মাণ্ড ও জল প্রভৃতি তৎসমস্ত বস্তু দ্বারাই যথাক্রমে আবৃত। স্বয়ং বিষ্ণু সেই অণ্ড মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ দেহ স্থাপন করিয়া দিব্য মানে এক বৎসর তথায় অবস্থিত করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিলেন। পরে তিনি ইচ্ছা মাত্রে সেই অণ্ড ভেদ করিয়া ক্ষণকাল তথায় রহিলেন। তখন অন্যান্য চতুর্ভূত সহকৃত গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। এই নিখিল পৃথিবী তন্মাত্র সাহায্যে নির্ম্মিত বলিয়া শব্দ, স্পর্শ এবং সমুদয় রূপ, রস ও গন্ধ সকলই ইহাতে বর্ত্তমান্। এই ব্রহ্মাণ্ডের কললে সুমেরু, জরায়ু দ্বারা পর্ব্বতসমূহ, এবং গর্ভ সলিলে সপ্ত সমুদ্র উৎপন্ন হইল।

ব্রহ্মাণ্ডের তেজোরাশিতে মহর্লোক, ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ পবনে জনলোক, ঈশ্বরেচ্ছাবলে তপোলোক, এবং ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধগতি দ্বারা সত্যলোক উৎপন্ন হইল। সর্ব্বোপরি স্বয়ং অচ্যুত বিষ্ণু অবস্থিত, এই বিষ্ণুলোকই জ্ঞানগম্য চরম পদ বলিয়া অভিহিত হয়। পরমেশ্বর ব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগৎ স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপী হইলেন। পরে এই বিষ্ণু বরাহরূপে দংষ্ট্রাদ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিলেন। তৎপরে সপ্তফণাসমন্বিত অনন্তরূপী হইয়া ফণার উপরে এই পৃথিবী স্থাপন করিলেন। দীর্ঘকায় অনন্ত কূর্ম্ম পূর্ব্বে ৯টী কুণ্ডলী করিয়া অনায়াসে পৃথিবী ধারণ করিলেন। কিন্তু অনন্তফণোপরি অবস্থিত হইয়াও পৃথিবী স্থির হইল না, বিচলিত হইতে লাগিল। তখন বিষ্ণু-রূপী বরাহ পৃথিবীকে অচলা করিবার জন্য পর্ব্বতকুলকে দৃঢ় করিতে লাগিলেন। তখন তিনি সুমেরু পর্ব্বতকে ভূতলে প্রোথিত করিলেন। সুমেরু পৃথিবী ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। এই সুমেরু যাহাতে বিচলিত না হয়, তাহার জন্য তাহার পার্শ্বে কতিপয় সীমাপর্ব্বত স্থাপন করিলেন। এইরূপে পৃথিবীকে স্থির করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে ব্রহ্মা অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্দ্ধশরীরে নারী হইয়া সেই নারীর গর্ভে বিরাট্ পুরুষকে উৎপাদন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার নাম প্রজাপতি রাখিয়া তাঁহাকে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন। অনন্তর এই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করিলেন। এই মনু তখন তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতোষ করিলে ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া সর্গের জন্য মনের সাহায্যে দক্ষকে উৎপাদন করিলেন। দক্ষ উৎপন্ন হইলে মনু বিধিকে দশবার প্রণাম করেন। তখন ব্রহ্মা. মরীচি প্রভৃতি আরও দশজন মানস পুত্র উৎপন্ন হইল। পরে ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মনু এবং এই সকল মানস পুত্রকে প্রজাসর্গ কর, এই অনুমতি দিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

বিরাট্ পুরুষের আজ্ঞায় মনু, দক্ষ ও মরীচি প্রভৃতি মানস-পুত্রগণ প্রত্যেকে যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে প্রতিসর্গ কহে। ইহারা সকলেই বহুতর প্রজা সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে এই সকল প্রজা দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইল। (কালিকাপুরাণ ২৬-২৭ অ°)

এইরূপে সর্গ হয়, কিছুকাল সর্গের স্থিতি, তৎপরে আবার প্রলয় হয়। প্রত্যেক পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ ও প্রলয় বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। কারণ পুরাণের লক্ষণেও লিখিত আছে যে, সর্গ ও প্রতিসর্গ বর্ণন করিতে হইবে। সুতরাং সকল পুরাণেই সর্গক্রম বিবৃত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণে ইহার কিছু কিছু মতভেদ আছে। তাহা তত্তদ্ পুরাণে দ্রষ্টব্য। সংক্ষিপ্তভাবে সর্গক্রম প্রদর্শিত হইল মাত্র। মনুর প্রথম

অধ্যায়ে ও সকল দর্শনশাস্ত্রেই সৃষ্টির প্রক্রম বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। তত্তদ্ দর্শনশব্দে তাহা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া সেই সকল মত এস্থলে লিখিত হইল না।

[তত্তদ্ দর্শন শব্দ দ্রষ্টব্য]

সর্গকর্ত্তৃ (পুং) সর্গস্য কর্ত্তা। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করেন। (ত্রি) ২ সৃষ্টিকারিমাত্র।

সর্গকৃৎ (পুং) সর্গং সৃষ্টিং করোতি কৃ-ক্বিপ্-তুক্চ। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা।

সর্গতক্ত (ত্রি) গমনে প্রবৃত্ত। "প্রসবঃ সর্গতক্তঃ" (ঋক্ ৫।৩০।৪) 'সর্গতক্তঃ সর্গে গমনে প্রবৃত্তঃ' (সায়ণ)

সর্গপ্রতক্ত (ত্রি) সর্গেণ প্রতক্তঃ। বিসর্জ্জন অর্থাৎ ত্যাগ দ্বারা প্রগমিত, গমনপ্রাপিত। "সর্গপ্রতক্তঃ সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ" (ঋক্ ১।৬৫।৫) 'সর্গপ্রতক্তঃ সর্গেণ বিসর্জ্জনেন প্রগমিতঃ' (সায়ণ)

সর্গবন্ধ (পুং) সর্গৈরধ্যায়ৈর্বন্ধো যস্য। মহাকাব্য। সাহিত্যদর্পণে আছে যে মহাকাব্যের অধ্যায় সর্গ দ্বারা নিবদ্ধ করিতে হয়।

"সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণং॥" (দণ্ডী)

[মহাকাব্য শব্দ দেখ।]

সর্জ্জ, অর্জ্জন। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট সর্জ্জতি। লোট্ সর্জ্জতু। লিট্ সসর্জ্জ। লুট্ সর্জ্জিতা। লুঙ্ অসর্জ্জীৎ, অসর্জ্জিষ্টাং, অসর্জ্জিষুঃ।

সর্জ্জ (পুং) সৃজতি নির্য্যাসাদীনিতি সৃজ-অচ্। ১ শালবৃক্ষ। (অমর) ২ সর্জ্জরস। (ভরত) ৩ পীতসাল। (শব্দরত্না°) ৪ শল্লকীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সর্জ্জক (পুং) সর্জ্জ এব স্বার্থে কন্। ১ পীতশাল। (অমর) ২ শাল। (জটাধর)

সর্জ্জগন্ধা (স্ত্রী) সর্জ্জস্যেব গন্ধো যস্যা। রাস্না।

সর্জ্জন (ক্লী) সৃজ-ল্যুট্। ১ সৈন্যপশ্চাদ্ভাগ। (শব্দরত্না°) ২ বিসর্জ্জন। ৩ সৃষ্টি, সর্গ।

"তস্মাদীশ্বরস্য জগৎসর্জ্জনং ন যুজ্যতে" (সর্ব্বদর্শন অক্ষপাদ)

সর্জ্জনামন্ (পুং) সর্জ্জ নাম যস্য। সর্জ্জতরু। (সুশ্রুত)

সর্জ্জনির্য্যাসক (পুং) সর্জ্জস্য নির্য্যাসঃ স্বার্থে কন্। রাল, ধুনা। (রাজনি°)

সর্জ্জমণি (পুং) সর্জ্জস্য মণিরিব। ধূনক, ধুনা।

সর্জ্জরস (পুং) সর্জ্জস্য রসঃ। শালবৃক্ষনির্য্যাস, ধুনা। পর্য্যায়—যক্ষধূপ, অরাল, সর্ব্বরস, বহুরূপ, রাল, বহ্নিবল্লভ, শালজ, শালনির্য্যাস, সর্জ্জ্য, ধূনক, শালসার, বিরূপ, শালবেষ্ট, অগ্নিবল্লভ, সর্জ্জমণি। (হেম)

সর্জ্জাপুর, মহিসুর রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১২° ৫২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯′ ৫″ পূঃ। হায়দর আলী ও তৎপুত্র টিপুসুলতানের সময়ে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল; তৎকালে এখানে বহু ধনাঢ্য মুসলমান বাস করিতেন। এক্ষণে তাঁহাদের সকলেই প্রায় দুঃস্থ, তাঁহাদের সুবৃহৎ অট্টালিকাদিও ভগ্ন। এখানে এখনও কার্পাস-বস্ত্র, কার্পেট, ও ফিতা প্রস্তুতের বিস্তৃত কারবার আছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানে আর সুন্দর কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয় না।

সর্জ্জি (স্ত্রী) সর্জ্জ অর্জ্জনে ইন্। সর্জ্জিকাক্ষার। (রত্নমালা)

সর্জ্জিকা (স্ত্রী) সর্জ্জিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্। সর্জ্জিকাক্ষার, সাজিমাটী। (জটাধর) ২ নদীবিশেষ। (ভারত)

সর্জ্জিকাক্ষার (পুং) সর্জ্জিকা-এব ক্ষারঃ, যদ্বা সর্জ্জিকা যাঃ নস্যাক্ষারঃ। সাচিক্ষার, চলিত সাজিমাটি। পর্য্যায় কাপোত, সুখবর্চ্চক, সৌবর্চ্চল, রুচক, সৃজিক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, স্বর্জ্জিকা, স্বর্জ্জিকা, সুবর্চ্চক, সর্জ্জিক্ষার, সর্জ্জিক, সর্জ্জী, সুখোর্জ্জিক, সুবর্চ্চিক, সুবর্চ্চী, সুখবর্চ্চস্। গুণ কটু, উষ্ণ, কফ, ও বাতোদরপীড়ানাশক। (রাজনি°)

সর্জ্জী (স্ত্রী) সর্জ্জি বাহুলকাৎ-ঙীষ্। সর্জ্জিকাক্ষার। (রাজনি°)

সর্জ্জীক্ষার (পুং) সর্জ্জিকাক্ষার।

সর্জ্জূ (স্ত্রী) সর্জ্জতীতি সর্জ্জ (কৃষিচমিতনিধনীতি। উণ্ ১।৮২) ইতি উ। ১ বিদ্যুৎ। (মেদিনী) ২ অভিসার। ৩ হার। (শব্দরত্না°)

সর্জ্জ্য (পুং) সর্জ্জ্যতেঽদমিতি যৎ। ১ সর্জ্জরস। (ত্রি) ২ অর্জ্জনীয়।

সর্দ্দার সহর (সর্দ্দার-শির), রাজপুতানার বিকানের রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। বিকানের নগর হইতে ৭৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

সর্দ্ধানা (সরধান), যুক্তপ্রদেশের মীরাট্ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। সরধান ও বরণাবর পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ২৫১ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া হিন্দননদী প্রবাহিত। গঙ্গানদী ও পূর্ব্ব-যমুনা খালের জল দিয়া এখানকার ক্ষেত্রাদির জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। মীরাট নগর হইতে ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে গঙ্গা-খালের নিকটবর্ত্তী নিম্নপ্রান্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৯′৬″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৯′২৮″ পূঃ। এক সময়ে এই নগরে বেগম সমরুর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এখানে অসংখ্য সৌধমালা নির্ম্মিত ও নগরের শ্রীসম্পদও যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; এখন আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই। বেগম সমরুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার আদরের রাজধানী ধনজনবিরহিত এবং সৌভাগ্যসম্পদ্বিবর্জ্জিত হইয়াছে। বেগম সমরু এই নগরের উত্তরে লস্করগঞ্জ নামে একটী নগর স্থাপন করেন, এইস্থলে তাঁহার সেনাবাস ও একটী প্রাচীন দুর্গ বিদ্যমান আছে। উহারই দক্ষিণে বিস্তৃত সেনা-পরিক্রম-

স্থান (parade grounds), তাহারই দক্ষিণে সর্দ্ধানা নগর। স্থানীয় প্রবাদ, এই প্রদেশে মুসলমানের বিজয়বাহিনী সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বহুপূর্ব্বে রাজা সরকত এই নগর স্থাপন করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই নগর সরধান নামে বর্ণিত হইয়াছে। (মার্ক° পু° ৫৮।৪৪)

এই নগরের প্রাচীন ইতিহাস তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক নহে। ইহার আধুনিক ইতিহাসই ইহাকে ঐতিহাসিকের নিকট প্রথিত করিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এখানে ওয়ালটার রীণ্‌হার্ডট্ ও জর্জ্জ টমাস নামে দুইজন য়ুরোপীয়ের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা অদৃষ্টবশে পরিচালিত হইয়া ভারতে সৌভাগ্যান্বেষণে আগমন করেন এবং স্ব স্ব অধ্যবসায় ও ভাগ্যবশে এখানকার শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া য়ুরোপীয় সৈনিকের সৌভাগ্যপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ওয়ালটার রীন্‌হার্ডট্ লুক্সেম্বর্গবাসী এবং মাংসবিক্রয়ই তাঁহার উপজীবিকা বা বংশগতবৃত্তি। সাধারণের নিকট সমরু বা সমব্রে (Sombre) নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে ওয়াল্টার ফরাসী সেনাদলভুক্ত হইয়া সৈনিকের বেশে ভারতে আগমন করেন। কিছুকাল তথায় কার্য্য করিয়া ফরাসীর অধীনতা ত্যাগপূর্ব্বক ইংরাজসেনাদলে আসিয়া প্রবেশ করেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই সার্জ্জিন্টের (Sergeant) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ইংরাজ সেনাদল হইতে পলাইয়া চন্দননগরে ফরাসী গবর্ণমেন্টের অধীনে সেনাদলে মিলিত হন। নবাবীবিপ্লবে ফরাসীগণ চন্দননগর ইংরাজ কোম্পানীর করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলে রীন্‌হার্ডট্ ফরাসী সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া ১৭৫৭ খৃঃ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসোঁলার দলভুক্ত হইয়া সেই বিপ্লবের দিনে আপনার ভাগ্য ফিরাইবার জন্য সমগ্র ভারতপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। উক্ত বর্ষেই শাহ আলম্ বাদশাহ নবাবের হস্ত হইতে বাঙ্গালা পুনরুদ্ধার মানসে সদলবলে বাঙ্গালায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। মুসোঁলা এই সময়ে ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া স্বীয় সেনাদল সহ বাঙ্গালায় সম্রাটের সহিত মিলিত হইলেন। গয়ার নিকটে নবাবপক্ষীয় ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল কার্ণাকের সহিত বাদশাহী দলের যুদ্ধ বাঁধে। সম্রাট্ এই যুদ্ধে পরাজিত হন। রীন্‌হার্ডট্ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া কৌশলে মীর কাসেমের সেনাদলে প্রবেশ করেন। নবাব মীর কাসেম ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে এই সেনানী সমরুকেই পাটনার কয়েদী ইংরাজদিগের নিধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। [পাটনা দেখ]

নবাবের আদেশে সমরু ইংরাজ বন্দীদিগের বধসাধন করিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের শত্রুতা করিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। বাঙ্গালায় একেশ্বর প্রভুত্ব স্থাপনপ্রয়াসী প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরাজগণ তাঁহার এই অন্যায়াচরণের প্রতিশোধ লইবেই জানিয়া তিনি অযোধ্যাপ্রদেশে পলায়ন করিলেন এবং তথায় আসিয়া ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয়েকটী দেশীয় রাজসরকারে সেনাপতির কার্য্য করিতে থাকেন। শেষোক্ত বর্ষে তিনি সম্রাট্ ২য় শাহ আলমের মন্ত্রী ও সেনাপতি নজফর্খার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট্-সেনাপতির অনুগ্রহে সর্দ্ধানা পরগণা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হইল। এই জায়গীর হইতে একটী সেনাদল পোষণ করিয়া আবশ্যকমত মোগল সম্রাট্‌কে সাহায্য করিবার ভারও তাঁহার উপর রহিল।

সমরু মোগলসম্রাটের অধীনে সামন্ত পদ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিক দিন রাজ্য-সুখভোগ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে; তদনন্তর তাঁহার বিধবা পত্নী বেগম সমরু স্বহস্তে সেই সেনাবাহিনীর পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। বীরত্বপ্রতিভায় প্রতিষ্ঠাপন্না এই রমণী আরবদেশীয় কোন মুসলমানের অবৈধ সন্তান, সমরু মুসলমান রাজসরকারে কর্ম্ম করিবার পর কোন সুযোগে এই রমণীর রূপে আকৃষ্ট হন, পরে সম্মিলন ঘটে। পরম্পরে শাস্ত্রমত বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে রীন্‌হার্ডট-রমণী সর্দ্ধানা প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সশরীরে সেনাদল পরিচালন করিতেন। তাঁহার অধীনে ৫ বাটেলিয়ন সিপাহী সৈন্য, ৩০০ য়ুরোপীয় সেনানায়ক ও কামানচালক, ৫০টী কামান ও বহু অশ্বারোহী ছিল।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বেগম রোমান কাথলিক গীর্জ্জায় জোহানা নামধারণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে গোকুলগড়ের যুদ্ধে বেগমপরিচালিত সর্দ্ধানার সেনাদল বিশেষ দক্ষতাসহকারে দিল্লীশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ সময় জর্জ্জ টমাস নামক বেগমের সেনাপতি ভীমবেগে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়া সম্রাটের সম্মানরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বেগম তাঁহার অধীনস্থ অশ্বারোহী সেনাদলের নায়ক বিখ্যাত ফরাসী যোদ্ধা লেভাসোন্টের পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার অপরাপর য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অধীনস্থ য়ুরোপীয় সেনানায়কগণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তাহারা রীন্‌হার্ডটের অবৈধতনয় জাফর আয়াব খাঁকে আপনাদের দলপতি করিয়া বেগমের বিদ্বেষাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহাদের অত্যাচারে বেগম নবপরিণীত পতিকে লইয়া প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করেন, কিন্তু তাঁহারা অধিক পথ অতিক্রম করিতে না করিতে বিদ্রোহীদল

বেগমের পালকী আক্রমণ করে। বেগম শত্রুহস্তে পতিত হইয়া ঘৃণিতভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন না। তিনি স্বীয় বীরজীবন বীরভাবেই ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিবার জন্য স্বীয় বক্ষে ছুরিকা বসাইলেন। পূর্ব্ব অঙ্গিকার-মত লেভাসোল্ট্ স্বীয় কণ্ঠে বন্দুক লাগাইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। বেগমের আঘাত তাদৃশ গুরুতর হয় নাই, তাঁহাকে অবিলম্বে পালকী করিয়া সর্দ্ধানায় আনয়ন করা হইল। সুচিকিৎসায় বেগম শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিলেন। অপর একটী কিংবদন্তীতে প্রকাশ, বেগম তাঁহার বর্ত্তমান স্বামীর ব্যবহারে উত্তরোত্তর উত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় ও তাঁহাকে বিশেষ শাস্তি দিবার মানসে আপনার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেন।

বেগমের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত যে কোন সূত্রেই সম্পাদিত হউক না কেন, তাঁহার হস্ত হইতে সর্দ্ধানার শাসনকর্তৃত্ব কিছুকালের নিমিত্ত তৎপুত্র জাফর. আয়াব খাঁর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। এই সময়ে সমরুপুত্র জাফর মাতার প্রতি অতিশয় ঘৃণিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। বেগমের প্রতি এই কঠোর অত্যাচার তাঁহার বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য জর্জ টমাসের ভাল লাগিল না। তিনি সেই বিপ্লবের মধ্যে বেগমের সপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার বীরত্বপ্রতিভায় ও রাজনৈতিক কৌশলে বেগম পুনরায় রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন, এই সময় হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বেগম নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

দিল্লীর যুদ্ধের অবসানে, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর অন্তর্ব্বেদী-প্রদেশে ইংরাজের বিজয়কেতন উড্ডীন হইলে বেগম ইংরাজ-রাজের প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। এই সময়ে বেগম সমরুর রাজ্য বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। সর্দ্ধানা, বরাউত, বর্ণাবা, ধানকৌর প্রভৃতি কতকগুলি বাণিজ্যপ্রধান নগর তাঁহার অধিকারে ছিল। ঐ নগরগুলি মীরাট, দিল্লী, খুর্জ্জা, বাগপৎ প্রভৃতি রাজধানীর সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালীও হইয়াছিল। একমাত্র মীরাট জেলার সম্পত্তি হইতে তাঁহার বার্ষিক ৫৬৭২১০্ টাকা আয় ছিল। সর্দ্ধানা, দিল্লী, মীরাট, খীরবা, জালালপুর প্রভৃতি স্থানে বেগম সমরুর বাসভবন নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার উদ্যোগে সর্দ্ধানায় একটী গির্জ্জা (Cathedral) ও দরিদ্রাবাস (Poor-house) স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ দুইটী বাটিকার যাবতীয় ব্যয় এবং কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও আগ্রার কতকগুলি কাথলিক গির্জ্জায়, সেন্ট জন্স রোমান কাথলিক কলেজ ও মীরাট কাথলিক চাপেলের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেন। সাধারণের দানার্থ তিনি কলিকাতার বিশপ্‌কে লক্ষাধিক সোনাৎ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্মপ্রচারক অনেক সমিতিতেও তিনি অর্থ দান করেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে সমরুপুত্র জাফর আয়াব খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল। বেগম ঐ কন্যাকে স্বীয় অধীনস্থ ডাইস নামক এক সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ কন্যার গর্ভজাত একমাত্র তনয় ডেভিড্ অক্টর্লোনী ডাইস্ সমুদ্রে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্যারী রাজধানীতে দেহত্যাগ করেন। তখন সর্দ্ধানারাজ্য তাঁহার বিধবাপত্নী ভাইকাউণ্ট সেন্ট ভিন্‌সেণ্টের কন্যা অনরেবল মেরী এনি ফরেষ্টারের অধিকারে আসে।

সর্দ্ধানা নগরের পূর্ব্বাংশে বেগমের প্রাসাদ। উহা দেখিবার জিনিস। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এখানকার রোমান কাথলিক কাথিড্রেল নির্ম্মিত হয়। এ ছাড়া আরও অনেক অট্টালিকা আছে। চারিটী জৈনমন্দির এখনও এখানকার জৈনসমাজের প্রভাবের পরিচয় দিতেছে। লম্বরগঞ্জের প্রাচীন দুর্গ এখন ভগ্নাবস্থায় নিপতিত।

সর্প (পুং) সৃপ্যতে সৃপ-ঘঞ্। ১ নাগকেশর। (রত্নমালা) সৃপ-ভাবে ঘঞ্। ২ গমন। সর্পতি ইতস্ততো গচ্ছতীতি সৃপ-অচ্। ৩ শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ। এই জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল। পুরাণমতে রাজা সগর বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে ইহাদিগকে বিনাশ না করিয়া বেদে অনধিকার এবং বেশের অন্য প্রকার করাইয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। এই কারণে ইহারা শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

"শকা যবনকম্বোজাঃ পারদাঃ পহ্লবাস্তথা।
কোলি-সর্পা মাহিষকা দার্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥
সর্ব্বেতে ক্ষত্রিয়া তাত! ধর্ম্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বশিষ্ঠবচনাদ্রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥" (হরিবংশ ২৪অ°)

৪ স্বনামখ্যাত সরীসৃপজাতি বিশেষ, চলিত সাপ, পর্য্যায়— পৃদাকু, ভুজগ, ভুজঙ্গ, অহি, ভুজঙ্গম, আশীবিষ, বিষধর, চক্রী, ব্যাল, সরীসৃপ, কুণ্ডলী, গূঢ়পাৎ, চক্ষুশ্রবস্, কাকোদর, ফণী, দর্ব্বীকর দীর্ঘপৃষ্ঠ, দন্দশূক, বিলেশয়, উরগ, পন্নগ, ভোগী, পবনাশন, বিলশয়, কুম্ভীনস, দ্বিরসন, ভেকভুজ্, শ্বসনোৎসুক, ফণাধর, ফণধর, ফণাবৎ, ফণাকর, ফণকর, সমকোল, ব্যাড়, দংষ্ট্রী, বিষাস্য, গোকর্ণ, উরঙ্গম, গূঢ়পাদ, বিলবাসী, দর্ব্বীভৃৎ, হরি, প্রচলাকিন্, দ্বিজিহ্ব, জলরুণ্ড, কঞ্চুকী, চিকুর, ভুজ। (জটাধর) [ইহাদের উৎপত্তির বিবরণ নাগ শব্দে দেখ।]

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু গবেষণাদ্বারা এইরূপ সর্পতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—

সর্পজাতির দেহ দীর্ঘায়তন, নলাকার বা অর্দ্ধনলাকার;

কোন জাতি পুচ্ছাগ্র সূচীমুখ কোনটী বা অপেক্ষাকৃত স্থূল। ইহাদের দেহে পদাদি কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয় না, সমগ্র দেহবষ্টি আঁইসযুক্ত ত্বকে আবৃত। ঐ আঁইসযুক্ত ত্বকের নিম্নভাগ এরূপ ভাঁজকাটা যে তদ্বারা সর্পগণ অনায়াসে মৃত্তিকার উপর বুকে হাটিয়া যাইতে পারে। দেহাভ্যন্তরের কশেরুকাস্থি ভিন্ন আর কোন অস্থি নাই, পঞ্জরাস্থি গুলি তাহাদের অঙ্গচালনার সঙ্গে সঙ্গেই চালিত হয়। মস্তকভাগে তালু ও হনুর অস্থি ইচ্ছাক্রমে সঙ্কলিত হয়। উক্ত তালু ও হনুতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূচ্যাকার বহু দন্ত বিরাজিত আছে। চক্ষুদ্বয় খোলা, উহার আবরক নাই। কর্ণরন্ধ্র নাই। জিহ্বা সূত্রাকার, সরু ও দ্বিখণ্ডিত। এই জন্য সর্পজাতি দ্বিজিহ্ব নামে বিদিত। ইহাদের চোয়ালদ্বয় স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা সম্মুখদিকে সম্বদ্ধ এবং আবশ্যক হইলে তাহা বিস্তৃত হয়। সে সর্পের শিরোভাগ কপিত্থাকার, সে অনায়াসে একটী পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যদেহ গলাধঃকরণ করিতে পারে অর্থাৎ নরদেহ বা মস্তক উদরস্থ করিবার কালে ঐ সর্প মস্তকের চিবুক ভাগ এতদূর প্রসারিত হইতে পারে যে, তাহাতে সর্পমস্তকের দশগুণ বর্দ্ধিত দেহও তাহার মুখবিবরে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে।

ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। এক সময়ে ১০টী হইতে ৮০টী পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। ঐ ডিম্বগুলি অর্দ্ধবৃত্তাকার (Ellipsoid) ও কোমল চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত। উষ্ণপ্রধান দেশে সর্পেরা তাহাদের ডিম্ব ফুটাইতে কোনরূপ যত্ন লয় না। তাহারা এক স্থানে ডিম্ব ত্যাগ করিয়া সরিয়া যায়। ঐ ডিম্বগুলি সূর্য্যোত্তাপে অথবা স্থানীয় জলবায়ুর কোমল উত্তাপে আপনিই ফুটিয়া পড়ে এবং তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প-শাবক (সলুই) বাহির হয়। এক মাত্র ময়াল সাপেরাই (Pythons) আপনাদের ডিম্ব ফোটাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করে। তাহারা ডিম্বপ্রসবান্তে আপনাদের দেহ ঐ ডিমের চারিদিকে কুণ্ডলী করিয়া ধীরে ধীরে তাপদান করে। যতদিন না ঐ ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হয়, ততদিন তাহারা ডিম্বরক্ষায় বিশেষ মনোযোগী থাকে। ডিম্বপ্রসবকারিণী সর্পিণী আপনাকে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত জানিতে পারিলে, শাবকরক্ষার জন্য অতি ভীষণ ভাবে আততায়ীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। সুমিষ্ট জলে বাসকারী নানা জাতীয় সর্প, লবণসমুদ্রজ সর্পজাতি এবং ভাইপরিডি (Viperidæ) ও ক্রোটালিডি (Crotalidæ) শ্রেণীর সর্প জাতির ডিম্বগুলি পূর্ণকাল পর্য্যন্ত ডিম্বাধারে থাকে। পরে যথাকালে গর্ভাশয়ে ডিম্বস্থ সলুই গুলি আবরণোন্মুক্ত হইয়া মাতৃজঠর হইতে প্রসূত হয়। এই জন্য এই সর্পদিগকে Ovo-viviparous সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি সর্প জাতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৫০০। কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার উহাদের সংখ্যা ১৮০০ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। য়ুরোপের ৭০° উত্তর অক্ষাংশ ও আমেরিকার কলম্বিয়া প্রদেশের ৫৪° উত্তর অক্ষাংশে এবং বিষুব রেখার দক্ষিণে ৪০° পর্য্যন্ত স্থানে সর্পজাতি বাস করিতে দেখা যায়। শীতপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ দেশে সর্পের জাতি ও তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প; একমাত্র উষ্ণপ্রধান দেশেই সর্পের বহুলতা দৃষ্ট হয়। এখানে ইহারা স্বচ্ছন্দে নদী বা পুষ্করিণীর জলে ও জলা জমিতে নিমগ্ন থাকে, কখন বা সূর্য্যের উত্তাপে আপনাদের দেহ উত্তপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বায়ু সেবন করে। এই জন্য ইহারা 'বায়ুভক্ষ' নামেও কথিত।

উষ্ণপ্রধান দেশে কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীতে পূর্ণ থাকায় এখানে ইহাদের আহার্য্যের অভাব হয় না। কোন কোন সর্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু ধরিয়াও গলাধঃকরণ করে। ইন্দুর, ছুচা, ভেক, এমন কি ছাগলছানা পর্য্যন্তও সর্পের করালকবল হইতে পরিত্রাণ পায় না। উষ্ণপ্রধান দেশে অজগর, ময়াল (Boa constrictor, python) প্রভৃতি ভীষণ দেহ সর্প, বৃক্ষারোহণকারী সর্প, সমুদ্রসর্প, নানা জাতীয় বিষধর সর্প প্রভৃতি যে সকল বিশেষ বিশেষ সর্প জাতি দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর অপর কোন স্থলেও সেরূপ সর্প সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মাত্র বলা যায় যে প্রত্যেক দেশেই তথাকার মৃত্তিকায় বাসোপযোগী এক এক প্রকার সর্প আছে। জনশূন্য মরুভূমেও সর্পের বাস পরিলক্ষিত হয়। সর্প জাতির এইরূপ সর্বস্থলে বাসব্যবস্থা অনুসরণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, স্থানভেদে ইহাদের জীবনের অবস্থা, দেহগঠন ও গতিবিধির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। একটী সর্প দেখিলেই তাহার আকার হইতে তাহার অন্তরঙ্গ গুণ অনুভব করা যায়। নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১ বিলেশয় সর্প—ইহারা গর্ত্ত খুড়িয়া ভূগর্ভে থাকে, কখনও ভূপৃষ্ঠে আসে না। ইহাদের দেহ নলাকার ও দৃঢ়, উপরিভাগ কঠিন মসৃণ আঁইসে আচ্ছাদিত, মস্তক গোলাকার ক্ষুদ্র ও ছুচাল এবং মুখবিবর অপ্রশস্ত। চক্ষু ক্ষুদ্র, দন্ত বিরল। ইহারা মৃত্তিকাগর্ভস্থ ক্রিমি কীটাদি ভক্ষণ করে। ইহাদের দন্তে বিষ নাই।

২ মৃদচারী সর্প—ইহারা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে, জলে বা জঙ্গলে থাকিতে ভাল বাসে না, কখনও গুল্মলতাদিতে উঠে না। দেহ নলাকার, কোমল ও মসৃণ আঁইসযুক্ত ত্বকে আচ্ছাদিত। ইহাদের অধিকাংশই বিষহীন, তবে কোন কোন জাতির বিষ আছে। ইহারা প্রধানতঃ কীটপতঙ্গাদি ধরিয়া খায়।

৩ বৃক্ষারোহী সর্প—ইহারা প্রায়ই বৃক্ষাদির উপরে থাকে। যে গাছে থাকে গাত্রবর্ণ প্রায় সেই বৃক্ষের মত উজ্জ্বল হয়। ইহাদের গাত্র সরু ও চেপ্টা। এই জাতীয় অনেক সর্পকে বৃক্ষোপরিস্থ পক্ষিকুলায় উঠিয়া পক্ষিশাবক খাইতে দেখা গিয়াছে। লাউডগা নামক সর্পের বর্ণ ঠিক লাউ গাছের ন্যায় উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ। এই জাতীয় সর্পেরা সাধারণতঃই বিষাক্ত হয় ও ইহাদের চক্ষু বড় বড় হইয়া থাকে।

৪ মিষ্টজলবাসী সর্প—জলঢোড়া সাপ, ইহারা সাধারণতঃ পুষ্করিণীর জলে বাস করে, কখনও জলের উপরে সন্তরণ করে, কখনও বা জলগর্ভে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ইহারা মৎস্য ভেক ও জলজ জীবজন্তু খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের দেহ মধ্যমাকার ও গোলাকার, মস্তক চেপ্টা ও ক্ষুদ্র, চক্ষু ক্ষুদ্র, পুচ্ছ ছুচাল। মস্তকের উপরে নাসারন্ধ্র আছে, উহা দ্বারাই ইহাদের শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়।

৫ সমুদ্রসর্প—ইহাদের দেহ চেপটা ও পুচ্ছ হালের ন্যায়, পৃষ্ঠ বংশাস্থিসংযুক্ত; পুচ্ছাস্থি স্নায়ুবন্ধনী দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃভাবে রক্ষিত ও পরিচালিত। ইহারা সমুদ্রেই থাকে, কখনও স্থলে উঠিয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না। মৎস্যাদিই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। ইহারা বিষাক্ত ও একেবারে সন্তান প্রসব করে।

সর্পমাত্রেই দিবাভাগে বিচরণ করে, দিবার আলোক যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহাদের স্ফূর্ত্তির বিকাশ হয়। কোন জাতি দারুণ প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে মধ্যদিবাভাগে শুইয়া গা শুকাইতেছে, কোন জাতি বা জঙ্গলের জলা জমির গুমো গরমে আনন্দে কালাতিপাত করিতেছে, কেহ বা বায়ুসেবনার্থ ভূপৃষ্ঠে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। এই সময়ে তাহাদের প্রকৃতি যতদূর চঞ্চল হয়, রাত্রিতে সেরূপ দেখা যায় না। রাত্রিকালে তাহাদের চক্ষুগোলক আকুঞ্চিত হয় এবং তাহা চক্ষুর উপরিস্থ অস্থির ঊর্দ্ধদিকে সরিয়া যায়।

শীতকালে ইহারা সাধারণতঃ একস্থানেই থাকে। শীতের কঠোর প্রভাব তাহাদের কোমল শীতলদেহে আদৌ সহ্য হয় না। ইহা ভিন্ন গ্রীষ্মেও তাহারা সাধারণতঃ একস্থানেই থাকিতে ভালবাসে। যতদিন ঐ আবাসের (গর্ত্তের) নিকটবর্ত্তী স্থানে খাদ্যাদির অভাব না হয় এবং যতদিন তাহারা আপন গর্ত্তে নিরাপদে আশ্রয় লইতে পারে, ততদিন তাহাদের কিছুতেই বাসা পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সর্প মাত্রেই মাংসভোজী। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা যে কেবল সম্মুখনিপতিত কীটপতঙ্গাদি উদরস্থ করে? শুদ্ধ তাহাই নহে, কোন কোন সর্প পক্ষিডিম্ব খাইতে ভাল বাসে এবং প্রায়ই তাহার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রায় সকল সর্পই আপনাদের অণ্ড বা সন্তান জীবন্ত গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। কখন বা ভেকাদি ধরিয়া ধীরে ধীরে গিলিয়া ফেলে। কোন কোন জাতীয় সর্প প্রথমে আপনার শীকার ধরিয়া পুচ্ছ দ্বারা জড়াইয়া ফেলে এবং ক্রমশঃ তাহার শরীরে স্বীয় দেহলতা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এরূপ পাক দিতে থাকে যে আক্রান্ত পশু তাহাতে পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বিষাক্ত সর্পেরা প্রথমেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু বা পক্ষীকে দংশন করে এবং ঐ আঘাতে তাহাদের প্রাণবায়ু অবিলম্বে বহির্গত হয় ও তাহারা সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে। কখন কখন শীকার আয়ত্ত হইলেও তাহারা তৎক্ষণেই তাহাকে উদরস্থ করে না, ইচ্ছানুসারে ও সময় মত ঐ নিহত পশুদেহ গিলিয়া থাকে। জীবদেহ গিলিবার সময় তাহারা হনুদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রসারিত করে ও প্রথমে মস্তক ধরিয়া গিলিতে আরম্ভ করে। তাহাদের এই গলাধঃকরণকার্য্য এত ধীরে ধীরে হয় যে কবলিত পশুদেহ সর্প দেহাপেক্ষা দশগুণ অধিক হইলেও অনায়াসে সর্পোদরে স্থান পায়, কারণ তাহাদের গলার নলী ও উদরদেশ এতই স্থিতিস্থাপক যে গিলিত জীবদেহ বড় হইলেও স্থান পায় এবং সময় সময় উদরের চর্ম্ম এত প্রসারিত হয় যে গলাধঃকৃত জীবদেহের আকৃতি বাহির হইতে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ হয়। গলাধঃকরণকালে ইহাদের মুখ হইতে প্রচুর লালা নির্গত হয়। উহার দ্বারাও বিষধর সর্পের বিষ সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গিলিত পশুর অস্থিমাংস কোমল হইয়া যায়।

সর্পজাতি সাধারণতঃ হিংস্র নহে, মনুষ্য বা অন্য কোন পশুকে সম্মুখে সমাগত দেখিলেই যে তাহারা আক্রমণ করে তাহা নহে। তাহারা বৃহদাকার জীবদেহ দেখিলেই সরিয়া যাইবার চেষ্টা পায় তবে কেউটিয়া প্রভৃতি দু একটী সর্প জাতি মনুষ্যের আগমন জানিতে পারিলেই তাহাকে আক্রমণের জন্য ফণা উত্তোলন করে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে কেউটিয়া সাপ মানুষের ছায়ার উপর দংশন করিয়াছে। কখন বা তাহারা মানুষের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদের আশ্রয়স্থলে গিয়াও তাহাদিগকে দংশন করিয়াছে। গোখুরা প্রভৃতি বিষধর সর্প কেউটিয়ার ন্যায় হিংস্র নহে; তাহারা কদাচিৎ আত্মরক্ষার্থেই দংশন করিয়া থাকে।

ভারতের মৃত্যুতালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতে প্রায় বিংশতি সহস্র লোক প্রতি বৎসর সর্পাঘাতে শমন সদনে প্রেরিত হইতেছে। ইহাদের বিষের তেজ এতই প্রখর যে মনুষ্য সর্পদষ্ট হইবার অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যুর লক্ষণসমূহ প্রকাশ করিতে থাকে। তাহাদের মুখ দিয়া তখন লালা নির্গত হয়, হস্তপদাদি নীলবর্ণ হইয়া ক্রমশঃই হিমাঙ্গ হইতে থাকে। ইহা যে কেবল বিষের প্রভাবেই সংঘটিত হয়, তাহা সাধারণে স্বীকার করেন না। স্নায়বিক ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্পদংশনে

মৃত্যু অবধারিত জানিয়া এতই ভীত ও শীর্ণ হয় যে তৎক্ষণাৎ হৃদ্রোগ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় সাপের বিষ না থাকিলেও অনেক সময় মৃত্যু ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

আজিও সর্পবিষ নিবারণের উপযুক্ত ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। লৌহ পোড়াইয়া লাল করিয়া ক্ষতস্থান দগ্ধ করা অথবা জলন্ত কয়লার সেই স্থান পোড়ান হয়, নাইটেট্ অব সিলভার বা কার্ব্বলিক বা মিনারল এসিড প্রভৃতি দ্বারা এই স্থান পোড়াইয়া দিলে, অথবা পার্ম্মাঙ্গানেট অব পটাশ পিচকারী দ্বারা ক্ষত স্থানে প্রবেশ করাইলেও বিষের প্রভাব খর্ব্ব হয়। অনেক সময় ক্ষত স্থান উগ্র বীর্য্য এমোনিয়া ক্ষার দ্বারা ধৌত করিলে ও ক্ষতের চারি পাশে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে মাদকাদি উত্তেজক ঔষধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে রোগীর হৃদয়ে বল সঞ্চার হয়, দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হইয়া তাহার শারীরিক অবসন্নতা দূর করে এবং রোগীর মানসিক বল প্রবল হইয়া সম্পূর্ণ হিমাঙ্গিতা হইতে দেয় না। আমাদের দেশের বিষ-পাথর (Snake's stones) বিষ নাশে বিশেষ উপযোগী বলিয়া সাধারণের ধারণা; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ রূপ বিষ নাশ করিতে পারে না, কেবল মাত্র ক্ষতস্থানের বিষ কতকটা শুষিয়া লয় মাত্র, সামান্য সর্প দংশন স্থলে ইহাতে উপকার পাওয়া যায়।

যদি হস্ত পদাদিতে সর্প দংশন করে, তাহা হইলে তাহার উপরিস্থ শিরা বহুল স্থান সুদৃঢ় রূপে বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিষ রক্তে মিশ্রিত হইয়া যেন আর উপরে উঠিতে না পারে।

ক্ষত স্থানের উপরিদেশ উত্তম রূপে বাঁধিয়া তৎপরে তাহার যথাযথ চিকিৎসা করিয়া বিষনাশ করাই শ্রেয়ঃ।

অতঃপর শস্ত্রদ্বারা দষ্টস্থান কাটিয়া দিলে ক্ষতভাগ বিস্তৃত হইয়া তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় ও সেই সঙ্গে বিষ মিশ্রিত রক্ত বাহির হইয়া যায়। অন্যথা সর্পদষ্ট স্থানের চারিপার্শ্ব হইতে কতকটা মাংস কাটিয়া ফেলা উচিত। শুনা যায়, কৃষকেরা ধান্যাদি বপন রোপণ বা কর্ত্তনকালে সর্প কর্ত্তৃক আহত হয়। ঐ সময়ে যদি অঙ্গুলির অগ্রভাগে সর্প কামড়ায়, তাহা হইলে তাহারা সেই অঙ্গুলী হস্তস্থিত কাস্তিয়া দ্বারা কাটিয়া ফেলে। অনেক সময়ে অপর কাহারও দ্বারা দষ্ট স্থান চুষাইয়া রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হয়। কাপি-গ্লাস দ্বারা রক্ত শোষণ করা যায় বটে, কিন্তু তাদৃশ উপকার হয় না। আমাদের দেশের বেদেরা গাছগাছড়ার শিকড় দ্বারা ও ওঝারা ঝাড়মন্ত্র দ্বারা সাপের বিষ নামাইয়া দেয়। বিল্ববৃক্ষের শিকড় ও শ্বেত করবীর শিকড়ে সর্পবিষ নাশে শুনা যায়। যেখানে ঐ দুইটীর একটী শিকড় বিদ্যমান থাকে, সেখানে সর্প প্রবেশ করে না।

সর্পজাতি সরীসৃপ জগতের ophidia শ্রেণীভুক্ত। দেশভেদে ও স্থানীয় জলবায়ুর বিপর্য্যয়ে ইহাদের আকৃতি ও গঠনের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সর্পবিদ্‌গণ ইহাদের জাতি বা বংশগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তদনুসারে আমরাও এক এক জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন থাকে নিবদ্ধ করিলাম—

১ Hopoterodontes—(ক) Typhlopidæ, (খ) Steno stomatidæ. (বিলেশয় সর্প)

২ Ophidii Colubriformes—(ক) Tortricidæ, (খ) Xenopeltidæ, (গ) Uropeltidæ (ঘ) Calamariidæ (ঙ) Oligodontidæ, (চ) Colubridæ (ছ) Homalopsidæ, (জ) Psammophidæ, (ঝ) Rhaciodontidæ, (ঞ) Dendrophidæ, (ট) Dryophidæ, (ঠ) Dipsadidæ, (ড) Scytalidæ, (ঢ) Lycodontidæ, (ণ) Amblycephalidæ, (ত) Erycidæ, (থ) Boidæ, (দ) Pythonieæ, (ধ) Acrochordidae (ন) Xenodermidæ. এই কুড়িটী থাকে নানাজাতি সর্প আছে। ইহা ভূপৃষ্ঠচারী ও বিষহীন।

৩ Ophidii Colubriformes Venenosi—(ক) Elapidæ, (খ) Atractaspididæ, (গ) Causidæ, (ঘ) Dinophidæ, (ঙ) Hydrophidæ. কেউটিয়া, গোখুরা, সামুদ্রসর্প প্রভৃতি বিষধর এই পঞ্চ থাকের অন্তর্ভুক্ত।

৪ Ophidii Viperiformes—(ক) Viperidæ, (খ) Crotalidæ. ঝম ঝম শব্দকারী Rattle snake নামক বিষধর সর্প ও পিট্-ভাইপার প্রভৃতি সর্প শেষোক্ত থাকে সন্নিবিষ্ট।

উপরে যে কয়টী থাক নির্দ্দেশ করা গেল, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রায় ১৮০০ বিভিন্ন প্রকার সর্প আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের নাম ও স্বতন্ত্র লক্ষণাদি লিখিতে বিরত হওয়া গেল। কোন জাতীয় সর্প গোলাকার, কোনটী চেপ্টা। কাহারও উপরের চোয়ালে দাঁত, আবার কাহারও নীচের চোয়ালে কেবল দাঁত আছে। কাহারও মাথায় একটী চক্র, কাহারও মাথার দুইটী মাত্র চক্র, কাহারও কাহারও আঁইস শ্রেণী বিভিন্ন ইত্যাদি রূপ নানা পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

উপরে যে সর্পের বিবরণ প্রদত্ত হইল, সাধারণের অবগতির জন্য তন্মধ্যস্থ কএক প্রকার সর্পের পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল :—

১ Coluber æsculapii—প্রাচীন রোমানগণ ইহার পূজা করিতেন।

২ Passerita mycterizans—বেত আঁচড়া। (Indian whip snake).

৩ Boa-canina—ময়াল।

৪ Python reticulatus—অজগর।

৫ Crotalus durissus ঝম্ ঝম্ শব্দকারী সর্প।

৬ Naja Tripudians—Cobra—কেউটিয়া।

৭ Ophiophagus, Hamadryad—শঙ্খচূড়।

আমাদের দেশেও নাগপূজার বিধান আছে। নাগপঞ্চমীতে রমণীরা সর্প আঁকিয়া পূজা করে। মনসাদেবী সর্পের অধিপতি। বেহুলার উপাখ্যান হইতে বাঙ্গালায় সর্প পূজার প্রসার বৃদ্ধি হয়।

হরিবংশে সর্পসত্রের কথা আছে। তক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত নিহত হইলে রাজা জনমেজয় তক্ষক বিনাশের জন্য সর্প যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞের হোমাগ্নিতে বহু সর্প ভস্মীভূত হইয়াছিল। [জনমেজয় দেখ।]

অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে নানাজাতীয় সর্পের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

বৈদ্যকে সর্পের নাম ও লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—প্রথমতঃ সর্প দ্বিবিধ দিব্য ও ভৌম। যে সকল সর্পের দৃষ্টি ও নিঃশ্বাসে বিষ তাহাদিগকে দিব্যসর্প এবং যাহাদের দংষ্ট্রায় বিষ তাহাদিগকে ভৌমসর্প কহে। একদা সুশ্রুত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধন্বন্তরিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে সর্পগণের শ্রেণী সংখ্যা ও দংশনের লক্ষণ, এবং বিষরোগের জ্ঞান আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ধন্বন্তরি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি অসংখ্য অগ্নিকল্প সর্প আছে। তাহাদের নিয়ত গর্জ্জন ও বিষবর্ষণ দ্বারা সন্তাপ জন্মে। তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে নিঃশ্বাস ও দৃষ্টি দ্বারা সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হয়। তাহাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারাই সুফল হয় না। এই সকল দিব্য সর্প। এই সকল সর্পের উদ্দেশে নমস্কার। ইহাদের বিষনাশের মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি কিছুই নাই।

যে সকল সর্প ভৌম, এবং যাহারা পৃথিবীর মানবদিগকে দংশন করে তাহাদের নাম, সংখ্যা ও বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি শ্রবণ কর।

"যে তু দংষ্ট্রাবিষা ভৌমা যে দশন্তি চ মানুষান্।
তেষাং সংখ্যাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥
অশীতিশ্চৈব সর্পাণাং ভিদ্যতে পঞ্চধা তু সা।
দর্ব্বীকরা মণ্ডলিনো রাজিমন্তস্তথৈব চ॥" (সুশ্রুত সূত্র° ৪অঃ)

ভৌমসর্প সকলের বিষ দংষ্ট্রায়, ইহারা দংশন করিলে বিকার উপস্থিত হয়। যতক্ষণ দংশন না করে, ততক্ষণ ইহাদের বিষে কোন ভয় নাই। এই সকল সর্প অশীতি প্রকার। তাহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা দর্ব্বীকর, মণ্ডলী, রাজিমন্ত, নির্ব্বিষ ও বৈকরঞ্জ। তন্মধ্যে দর্ব্বীকর জাতীয় ২৬ প্রকার, মণ্ডলী ২২ প্রকার, রাজিমন্ত ১০ প্রকার, বৈকরঞ্জ ৩ প্রকার ও নির্ব্বিষ ১২ প্রকার। বৈকরঞ্জ জাতি হইতে সপ্তপ্রকার চিত্রা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা মণ্ডলী ও রাজিমন্ত উভয় গুণবিশিষ্ট। পদাভিমৃষ্ট দুষ্ট ক্রুদ্ধ বা ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহারা অতি ক্রোধে দংশন করে। এই দংশন তিন প্রকার, সর্পিত, রদিত ও নির্ব্বিষ।

যে কোন দংশনে একটী, দুইটী অথবা অনেকগুলি দন্তের গভীর চিহ্ন সরক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে ও দংশনের স্থান বিকৃত হয়, অথবা সংক্ষিপ্তভাবে দন্তশ্রেণীর চিহ্নযুক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে, তাহাকে সর্পিত কহে। দংশন স্থানে রক্ত, নীল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখা প্রকাশ হইলে তাহার নাম রদিত। এই দংশনে অল্প বিষ থাকে। আর যদি দংশনের স্থান ফুলিয়া না উঠে এবং অল্প দূষিত রক্ত বা অধিক দংশনের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাকে নির্ব্বিষ দংশন কহে।

ভীরুব্যক্তির অঙ্গে কোন প্রকার সর্প পতিত বা সংলগ্ন হইলে ভয়প্রযুক্ত তাহার বায়ু কুপিত হওয়াতে শরীর ফুলিয়া উঠে, তাহাকে সর্পাঙ্গাভিহত কহে। সর্প পীড়িত বা উদ্বিগ্ন হইয়া দংশন করিলে তাহাকে অল্পবিষযুক্ত কহে। অতিশয় বৃদ্ধ সর্প দংশন করিলে, অথবা দেবতা, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ বা সিদ্ধগণ নিসেবিত স্থানে দংশন করিলে বা দংশনকালে বিষঘ্ন ঔষধ শরীরে সংলগ্ন থাকিলে শরীরে বিষ সঞ্চরণ করিতে পারে না।

সর্প সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত। যে সকল সর্পের মস্তকে রথাঙ্গ, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক অথবা অঙ্কুশের চিহ্ন থাকে, তাহাদিগকে দর্ব্বীকর সর্প কহে। যাহারা ফণাবিশিষ্ট ও শীঘ্রগামী এবং বিবিধ প্রকার মণ্ডলাকারে আভাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী কহে। যে সকল সর্প চিক্‌-চিকে ও শরীরের উর্দ্ধাধোভাগে বিবিধ বর্ণের রেখা দ্বারা চিত্রিত, তাহাদের নাম রাজিমন্ত। এই সকল সর্প মুক্তা অথবা রৌপ্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, যে সকল সর্পের শরীর সুগন্ধ ও সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ জাতি কহে। যাহাদের বর্ণ স্নিগ্ধ অর্থাৎ চিক্‌চিকে এবং যাহারা শীঘ্র কুপিত হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়জাতি। যাহাদের শরীরে চন্দ্র, সূর্য্য ছত্র বা পদ্মের ন্যায় আকৃতি থাকে, অথবা যাহাদের শরীরে কৃষ্ণ, লোহিত, ধূম্র বা পারাবতের বর্ণ ও দেহ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় তাহাদিগকে বৈশ্য, এবং যে সকল সর্পের বর্ণ মহিষ বা হস্তীর ন্যায়, অথবা অন্য প্রকার এবং যাহাদের ত্বক্ অতিশয় পরুষ, তাহারা শূদ্রজাতি।

যে সকল সর্প সঙ্করবর্ণ অর্থাৎ যাহারা অসবর্ণ জাতির সমাগমে জন্মে, তাহাদের বিষে দুই দোষ কুপিত হইয়া থাকে সেই সেই দোষের লক্ষণ দ্বারা সর্পের পিতা মাতার জাতি জানা যায়। রজনীর শেষভাগে চিত্রা জাতি, এবং অবশিষ্টভাগে মণ্ডলীজাতি ও দিবাভাগে দর্ব্বীকরজাতি বিচরণ করে।

দর্ব্বীকর তরুণবয়স্ক, মণ্ডলী বৃদ্ধ এবং রাজিমন্ত মধ্যবয়স্ক হইলে তাহাদের দংশনে দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সর্প যদি নকুল দ্বারা আকুলিত, কিংবা জল বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিহিত, বা কৃশ, বালক, বৃদ্ধ, মুক্তত্বক্ (নূতন খোলস ছাড়া) বা ভীত হয়, তাহা হইলে তাহার বিষ অল্প হইয়া থাকে।

দর্ব্বীকর।—কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেত, কপোত, মহাকপোত, বলাহক, মহাসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণা, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম, দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রুকুটীমুখ, পুষ্পাভিকী, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশির, অলগর্দ্দ ও আশীবিষ এই ২৬ প্রকার দর্ব্বীকর অর্থাৎ ফণাবিশিষ্ট সর্প। এই দর্ব্বীকর সর্পের বিষে ত্বক্, চক্ষু, নখ, দন্ত, পুরীষ ও দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং শরীরের রুক্ষতা, মস্তকে ভারবোধ, সন্ধিস্থানে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা, জৃম্ভণ, কম্প, বাক্যের জড়তা, কণ্ঠদেশে ঘড়ঘড় শব্দ, শরীরে জড়তা, শুষ্ক উদগার, কাস, শ্বাস, হিক্কা, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, বেদনা, বমনেচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব, ফেণানিঃসরণ, ইন্দ্রিয়কার্য্যের নিরোধ, এবং বায়ুজন্য অন্য প্রকার যাতনা জন্মে।

মণ্ডলী—আদর্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমণ্ডল চিত্রমণ্ডল, পৃষত, লোধ্রপুষ্প, মিলিন্দক, গোনস, পনস, মহাপনস, বেণুপত্রক, শিশুক, মদন, পালিংহির, পিঙ্গল, তন্তুক, পুষ্পপাণ্ডু, ষড়ঙ্গ, অগ্নিক, বভ্রু, কষায়, কলুষ, পারাবত, হস্তাভরণ, চিত্রক, ও এণীপদ এই ২২ প্রকার মণ্ডলীজাতীয় সর্প। এই মণ্ডলী সর্পের বিষে ত্বক্ ও চক্ষুঃ প্রভৃতির পীতবর্ণতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে শোণিত নিঃসরণ, মাংসের অবসাদন অর্থাৎ টানিলে খসিয়া পড়া, দষ্টস্থানে বেদনা ও পীতবর্ণ এবং কোপন স্বভাব এই সকল লক্ষণ ও পিত্তজন্য অপরাপর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রাজিমন্ত—পুণ্ডরীক, রাজিচিত্র, অঙ্গুলরাজি, বিন্দুরাজি, কর্দ্দম, তৃণশোষক, সর্ষপ, শ্বেতহনু, দর্ভপুষ্প, চক্র, গোধূম, ও কিক্কিসাদ এই দশ প্রকার রাজিমন্তসর্প। এই রাজিমন্ত সর্পের বিষে ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির শুক্লতা, শীতজ্বর, রোমহর্ষ, শরীরের স্তব্ধতা, দংশনের স্থানে ফুলা, গাঢ় কফের স্রাব, বমন, নিরন্তর চক্ষুর কণ্ডূ, কণ্ঠদেশে ফুলা ও ঘড়্ঘড়্ শব্দ, উচ্ছ্বাসের নিরোধ এবং তমোদৃষ্টি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নির্ব্বিষসর্প—গলগোলী, শূকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ষাহিক, পুষ্পশালী, জ্যোতীরথ, ক্ষীরিক, পুষ্পক, অহিপাতক, অন্ধাহি, গৌরাহি ও বৃক্ষেশয় এই দ্বাদশ প্রকার নির্ব্বিষ সর্প।

বৈকরঞ্জ সর্প তিন প্রকার। দর্ব্বীকর প্রভৃতির পরস্পর সমাগমে, মাকুলি, পোটগল ও স্নিগ্ধরাজি এই তিন প্রকার সর্পের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণসর্প ও গোনসের সমাগমে মাকুলি; রাজিল ও গোনসের সমাগমে পোটগল, এবং কৃষ্ণসর্প ও রাজিমন্তের সমাগমে স্নিগ্ধরাজি উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের মধ্যে ম্যাকুলিজাতি মাতৃপ্রকৃতি এবং অপর দুই জাতি পিতৃপ্রকৃতি।

উক্ত তিন প্রকার বৈকরঞ্জ হইতে দিব্যেলক, রোধ্রপুষ্প, রাজিচিত্র, পোটগল, পুষ্পাভিকীর্ণ, দর্ভপুষ্প ও বেল্লিতক এই ৭ প্রকার সর্প উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে প্রধান তিন প্রকার রাজিমন্তের ন্যায় এবং অবশিষ্ট চারি প্রকার মণ্ডলীর ন্যায়। সমুদায়ে এই সর্প সকল ৮০ প্রকার।

সর্পমাত্রেরই চক্ষু, জিহ্বা, মুখ ও মস্তক বৃহৎ হইলে তাহাকে পুরুষ, ক্ষুদ্র হইলে স্ত্রী এবং মধ্যবিধ হইলে নপুংসক বলা যায়। নপুংসক সর্প অক্রোধ এবং মন্দবিষবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের বিষ বিলম্বে সঞ্চরণ করে।

এই সকল প্রকার সর্পই দংশন করিবামাত্র বিশেষরূপে চিকিৎসা করিতে হয়। না করিলে শীঘ্র প্রাণনাশের সম্ভাবনা। পুরুষ সর্পের দংশনে রোগীর ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়, স্ত্রীসর্পের দংশনে অধোদৃষ্টি হয় ও ললাটের শিরা সকল বাহির হয়, এবং নপুংসক সর্পের দংশনে তির্য্যক্‌ভাবে দৃষ্টি স্থির হইয়া থাকে। গর্ভিণী সর্পের দংশনে মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও উদরের আধ্মান, নবপ্রসূতা সর্পীর দর্শনে শূলবেদনা, রক্তস্রাব ও উপজিহ্বিকা এই সকল উপসর্গ ঘটে। গ্রাসার্থী সর্পের দংশনে রোগীর অন্নে অভিলাষ জন্মে। বৃদ্ধ সর্পের দংশনে বিষের বেগ মন্দ ও বালসর্পের দংশনে তীব্র হইয়া থাকে। নির্ব্বিষ সর্পের দংশনে অবিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্ধ সর্প দংশন করিলে রোগী অন্ধ এবং অজগর সর্প গ্রাস করিলে শরীর ও প্রাণ বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বিষদ্বারা নহে; সদ্যপ্রাণনাশক সর্পদিগের দংশনে রোগী শস্ত্র বা বজ্রাহতের ন্যায় শিথিলাঙ্গ ও অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হয়।

সকল প্রকার সর্পবিষের বেগ সপ্ত প্রকার। রস, রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু। বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে প্রথমে রস ধাতু দূষিত করে, পরে রক্ত ধাতু দূষিত হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সপ্তধাতু দূষিত হওয়া পড়ে। এইরূপ এক এক ধাতু দূষিত করাকে বিষের এক একটী বেগ বলা যায়।

দর্ব্বীকর জাতীয় সর্প দংশন করিলে ইহার বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, এবং রোগীর দেহে যেন কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতে থাকে। দ্বিতীয়

বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরে শোথ ও গ্রন্থি জন্মে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত এবং তাহাতে দষ্ট স্থানে ক্লেদ, মস্তক ভার ও ঘর্ম্মোদ্গম এবং দৃষ্টি স্থির হইয়া পড়ে। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ দেশে প্রবেশপূর্ব্বক কফজনিত সকল উপদ্রব জন্মায় এবং তদ্দ্বারা তন্দ্রা, লালাস্রাব, ও সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। পঞ্চম বেগে বিষ অস্থি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ ও অগ্নি দূষিত করে, এবং পার্শ্বভেদ, দাহ ও হিক্কা জন্মায়। ষষ্ঠ বেগে বিষ মজ্জামধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে গ্রহণী, শরীরভার, হৃদয়ের পীড়া ও মূর্চ্ছা হয়। সপ্তমে বিষ শুক্র মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ব্যান বায়ুকে কুপিত করিয়া লোমকূপ প্রভৃতি সূক্ষ্ম দ্বার হইতে কফস্রাব, কটি ও পৃষ্ঠ ভঙ্গ এবং সকল ইন্দ্রিয়কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। লালা ও স্বেদের অত্যন্ত নিঃসরণ হইতে থাকে, এবং শ্বাস রোধ হইয়া পড়ে।

মণ্ডলী জাতীয় সাপ কামড়াইলে বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত করিয়া ফেলে। তাহাতে রক্ত অতিশয় শীতল হয়, সর্ব্ব শরীরে দাহ জন্মে, ও শরীর পীতবর্ণ ধারণ করে। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হয়, তখন শরীর অতিশয় পীতবর্ণ এবং অতি দাহ জন্মে, দষ্ট স্থান ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত, এবং তজ্জন্য দৃষ্টি স্থির, তৃষ্ণা, দষ্ট স্থানে ক্লেদ ও ঘর্ম্ম এই সকল উপদ্রব দৃষ্ট হয়। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশপূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে। পঞ্চম বেগে সর্ব্ব শরীরে দাহ হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্বোক্ত দর্ব্বীকরের ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

রাজিমন্ত সাপে দংশন করিলে বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া পড়ে, তাহাতে শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ, এবং ঈষৎ শ্বেতবর্ণের আভা দৃষ্ট ও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়া অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ এবং দেহের জড়তা ও মস্তক ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত হইয়া দৃষ্টি স্থির ও নিষ্ক্রিয় হয়, এবং ঘর্ম্ম হইতে থাকে। নাসিকা ও চক্ষুঃ হইতে রক্ত নিঃসারিত হয়। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে গ্রীবা সঞ্চালনশক্তিরহিত এবং মস্তকে ভারবোধ হয়। পঞ্চমবেগে বাক্যরহিত, কম্প ও জ্বর হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু ও ইহাদিগের এক একটী অতিক্রম করিয়া বিষের এক একটী বেগ উৎপন্ন হয়। বিষ বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কোন একটী ধাতু ভেদ করে, সেই সময়কে বেগান্তর কহে।

শিশুদিগকে সাপে দংশন করিলে বিষের প্রথম বেগে অঙ্গ স্ফীত হয়, এবং তাহাদের মন দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত দেখা যায়, দ্বিতীয় বেগে লালাস্রাব হয়, অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, হৃদয়ের পীড়া উপস্থিত হয় এবং কণ্ঠ ও গ্রীবা ভঙ্গ হইয়া পড়ে। চতুর্থ বেগে তাহারা পুনঃ পুনঃ কাঁপিতে থাকে, নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, দন্ত দ্বারা দন্ত পেষণ এবং তৎপরে প্রাণত্যাগ করে। কাহারও কাহার মতে পশুদিগের সর্পাঘাত হইলে তাহাদের তিনটী বেগ হয়, এবং শেষ বেগেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে। পক্ষিগণের সর্পাঘাত হইলে প্রথম বেগে তাহারা চিন্তিত হয়, ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ে বিহ্বলতা ও তৃতীয় বেগে প্রাণত্যাগ করে। কাহারও কাহার মতে পক্ষিদিগের বিষের একটী মাত্র বেগ হয়,এবং এই বেগেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে। বিড়াল ও নকুলের শরীরে সর্পবিষ অধিক সঞ্চারিত হইতে পারে না। বিষধর সর্প দংশন করিলে অধিকাংশ স্থলেই প্রাণনাশ হয়। তবে সর্প দংশন করিবা মাত্রই যথোক্ত রূপে যদি চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। বিষের ক্রিয়া এত শীঘ্র শীঘ্র হয়, যে চিকিৎসার সময় থাকে না। বিষদ্বারা রসাদি ধাতু দূষিত হইলে তখন আর কোন রূপেই প্রতীকার হয় না।

সর্পদংশনের চিকিৎসা।—হস্তে বা পদে সর্পদংশন করিবা মাত্রই প্রথমে দষ্ট স্থানের চারি অঙ্গুল উপরে বন্ধন করিবে। চর্ম্ম বা গাছের ভিতরের ছাল পাকাইয়া তদ্দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকার কোমল রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করা আবশ্যক। বন্ধন দ্বারা বিষ নিবারিত হইলে আর দেহ মধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না। তৎপরে বন্ধনের সমুদয় নিম্নদেশ চিরিয়া দগ্ধ করিবে। এই সময় ঐ সকল স্থান চুষিয়া লওয়া, ছেদ করা ও দগ্ধ করা সর্ব্বত্রই প্রশস্ত। বস্তিযন্ত্রের মুখ প্রতিপূরিত করিয়া চুষিলে উপকার হয়। পিচকারী বা শিঙ্গার ন্যায় এক প্রকার যন্ত্রের নাম বস্তিযন্ত্র। এই যন্ত্র দষ্ট স্থানে বসাইয়া অধোভাগ হইতে আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে পূরণ করাকে প্রতিপূরণ কহে। শিঙ্গা বসাইবার ন্যায় বস্তিযন্ত্রের এক মুখ দষ্ট স্থানে বসাইয়া অপর মুখ হইতে মুখ দ্বারা আকর্ষণ করিলে দষ্ট স্থান হইতে রক্ত সমেত বিষ আকৃষ্ট হইয়া বস্তিযন্ত্র মধ্যে আসে।

মণ্ডলীসর্পের দংশনে তৎক্ষণাৎ দষ্ট স্থান দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহা পিত্তবহুল বিষ, উহা দষ্টস্থানের উষ্ণতাসাধন করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

মন্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকেরা মন্ত্র দ্বারাও বিষবন্ধন করিয়া রাখেন। যেমন রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করিলে বিষ আর উপরে উঠিতে পারে না, তদ্রূপ মন্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলেও বিষ আর উপরে যাইতে পারে না। সত্য ও তপোময় মন্ত্রসমূহ এবং দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণের বাক্য দ্বারা দুর্জ্জয় বিষ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। সত্য ব্রহ্ম

ও তপোময় মন্ত্র দ্বারা বিষ যেমন শীঘ্র দূর হয়, ঔষধ দ্বারা সেরূপ হয় না। মন্ত্রচিকিৎসাই সর্পবিষনিবারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যে সকল ব্যক্তি সিদ্ধমন্ত্র, তাহারা যথা বিধানে ইহার চিকিৎসা করিলে নিশ্চয়ই ইহা আরোগ্য হয়। এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রী, মাংস ও মধু পরিত্যাগ করা বিধেয়। তাহারা জিতাহার, পবিত্র ও কুশশায়ী হইবে এবং গন্ধমাল্যাদি উপহার পরিত্যাগ করিবে। এই সময় নানাবিধ উপহার জপহোমাদি দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করা বিধেয়। মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক গৃহীত না হইলে বা স্বরবর্ণে হীন হইলে মন্ত্র দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয় না। অতএব সেই স্থলে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক যখন দেখিবেন, সর্পবিষ শরীর মধ্যে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ হইয়াছে, হস্ত, পাদ বা ললাট প্রভৃতি যে স্থলে সর্প দংশন করিয়াছে,তাহার চারিদিকের শিরা বিদ্ধ করিবেন। ঐ সকল শিরা বিদ্ধ হইয়া রক্ত নিঃসারিত হইলে বিষ অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। অতএব রক্তমোক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহাই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। এই রূপে দষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া অগদের প্রলেপ দিবে এবং ঘৃষ্ট চন্দন ও বেনামূল-মিশ্রিত জল তাহাতে নিয়ত পরিষেচন করিবে। সর্পের জাতি অনুসারে অগদ পান করাইতে হয়। দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু প্রভৃতি অগদের অনুপান। এই সকল দ্রব্যের অভাবে উষ্ণবর্ণ বল্মীক মৃত্তিকাও অনুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৈল, কুলথ কলাই, মদ্য বা কাঁজী পান করিতে নাই। অন্য যে কোন বমনকারক দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পান করাইয়া পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে। বমন দ্বারা বিষ সহজে নির্গত হয়।

ফণাবিশিষ্ট সর্পের প্রথম বিষবেগে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় বেগে ঘৃত ও মধু সহযোগে অগদ পান, তৃতীয় বেগে বিষ-নাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ, চতুর্থ বেগে বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেগে প্রথমে বমন ও বিরেচন প্রয়োগ এবং তীক্ষ্ণ শোধনী দ্রব্য ভোজন, অবশেষে সপ্তম বেগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন নস্য, অঞ্জন এবং কাকপদ আকারে মস্তক মুণ্ডন অথবা সেই স্থানে সরক্ত মাংস ছেদ এই সকল উপায় অবলম্বন করিবে।

মণ্ডলীর বিষেও প্রথম ও দ্বিতীয় বেগে পূর্ব্বের ন্যায় প্রক্রিয়া করা বিধেয়। তৎপরে বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। তৃতীয় বেগে তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীরশোধনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যবের মণ্ড পান করা বিধেয়। চতুর্থ ও পঞ্চম বেগে শীতলপ্রক্রিয়া কর্ত্তব্য। ষষ্ঠে কাকোল্যাদিগণ, মধুরগণ ও দুগ্ধ হিতকর, সপ্তমে বিষনাশক অগদের নস্য উপকারী।

রাজিমন্ত বিষের প্রথম বেগে পূর্ব্বের ন্যায় রক্তমোক্ষণ, এবং ঘৃত ও মধুযোগে অগদপান, দ্বিতীয় বেগে বমন করাইয়া অগদ পান, তৃতীয় বেগে বিষনাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ, চতুর্থে বমন ও ঘৃত মধুযোগে যবের মণ্ডপান, পঞ্চম বেগে শীতল প্রক্রিয়া, ষষ্ঠে অতিশয় তীক্ষ্ণ অঞ্জন এবং সপ্তমে নস্যপ্রয়োগ কর্ত্তব্য।

গর্ভিণী, বালক ও বৃদ্ধ ইহাদিগকে সর্প দংশন করিলে শিরা বিদ্ধ না করিয়া মৃদু প্রতীকার করা আবশ্যক। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দেশ, রোগীর প্রকৃতি, অভ্যাস, ঋতু, বিষের বেগ, রোগীর বলাবল প্রভৃতি বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে চিকিৎসা করিবেন।

মানবের ন্যায় ছাগ, গর্দ্দভ ও গো প্রভৃতিকেও সর্প দংশন করিলে তাহাদেরও উক্ত প্রণালী অনুসারে রক্ত মোক্ষণ করিতে হয় এবং উক্ত ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করাইতে হয়।

রোগীর যখন বিষ জন্য বিকার উপস্থিত হয়, তখন সেই সেই বিকারের চিকিৎসা করা আবশ্যক। বিষে শরীর বিবর্ণ, কঠিন, বা ফুলিয়া উঠিলে এবং বেদনাবিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে শীঘ্র রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। বিষার্ত্ত রোগী ক্ষুধার্ত্ত বা বিষ জন্য বায়ুপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাকে দধি, তক্র, ঘৃত, মধু কিংবা মাংসরস প্রদান করিবে। রোগীর পিত্ত জন্য তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম ও অজ্ঞানতা ঘটিলে সংবাহন স্নান, ও শীতল প্রসেক সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং সেই সকল রোগীকে এবং মূর্চ্ছিত রোগীকে তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগে বমন করাইবে। বিষের প্রকোপে পিত্ত জন্য মল ও বায়ুরুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠদাহ, বেদনা, আধ্মান ও মূত্ররোধ হইলে বিরেচন করাইবে। চক্ষু মধ্যে ফুলিয়া উঠিলে বিবর্ণ বা আবিল হইলে অথবা সমস্ত বস্তুকে বিবর্ণ দেখিলে নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। মস্তকের যাতনা, শরীরের গৌরব ও আলস্য, হনুস্তম্ভ, গলগ্রহ এবং মন্যাস্তম্ভ এই সকল উপদ্রব ঘটিলে শিরোবিরেচন নস্য প্রয়োগ করিবে। বিষবিকারে রোগী চক্ষু উন্মিলিত করিয়া থাকিলে এবং জ্ঞানশূন্য বা গ্রীবা ভঙ্গ হইলে তাহার গলমধ্যে নল দ্বারা বিরেচনচূর্ণ সঞ্চালিত করিবে এবং হস্ত, পদ ও ললাটের শিরা সকল তাড়িত করিবে। অর্থাৎ ঐ শিরা সকল বিদ্ধ করিয়া চুষিয়া রক্ত বাহির করিবে। তাহাতে যদি বিষের প্রকোপ-বশতঃ রক্তস্রাব না হয়, তাহা হইলে মস্তকদেশে কাকপদ আকারে ক্ষত করিয়া রক্তস্রাব করাইবে, অথবা সেই স্থানের সরক্ত মাংস ও চর্ম্ম তুলিয়া ফেলিবে এবং সেই স্থানে চর্ম্ম-বৃক্ষের ক্বাথ বা চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। রোগী জ্ঞানশূন্য হইলে দুন্দুভি নামক বাদ্য বিশেষে অগদ লেপন করিয়া রোগীর পার্শ্বে বাদন করিতে থাকিবে। ইহাতে যদি রোগীর জ্ঞান হয়, তাহা

হইলে পুনর্ব্বার বমন বিরেচন ও নস্য দ্বারা তাহার ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ সংশোধন করিয়া দিবে।

বিষবিকারে যে প্রণালীতেই হউক না কেন, যাহাতে নিঃশেষ রূপে দেহ হইতে বিষ নিষ্কাশিত হয়, তাহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিষ অল্প মাত্রও যদি দেহে অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাহার বেগ জন্মে। ইহাতে শরীরের অবসন্নতা, বিবর্ণতা, জ্বর, কাস, শিরোরোগ, ফুলা, শোষ, প্রতিশ্যায়, তিমির-রোগ, দৃষ্টিহীনতা, অরুচি ও পীনস প্রভৃতি রোগ জন্মে, ইহাদের মধ্যে যে কোন রোগ উৎপন্ন হইলে সেই রোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। তৎপরে বিষদোষ বিমোচনের জন্য দষ্ট স্থানের বন্ধন মোচন করিয়া উহা আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে।

দষ্ট স্থানে শুষ্ক বিষ থাকিলে পুনর্ব্বার তাহাতে বেগ জন্মে। মন্ত্র, ঔষধ ও চিকিৎসা দ্বারা বিষের তেজ নষ্ট হইলেও পরে যদি কোন দোষ কুপিত হয়, তাহা হইলে তৈল, মৎস্য, কুলথ ও অম্ল এই গুলি ভিন্ন অন্য প্রকার স্নেহ প্রভৃতি বায়ুশান্তিকর ঔষধ দ্বারা বায়ুর শান্তি করিতে হয়। পিত্তজ্বরনাশক কাথ ও স্নেহ বিরেচন দ্বারা পিত্তের শান্তি, এবং মধু সহকারে আরগ্বধাদির কাথ দ্বারা শ্লেষ্মনাশক অগদ ও তিক্ত রুক্ষ ভোজন দ্বারা কফের শান্তি করা কর্ত্তব্য।

দষ্টস্থানের উপরিভাগে গাঢ়তর বন্ধন করিলে এবং তীক্ষ্ণ লেপদ্বারা প্রলেপ দিলেও যদি বিষে শরীর স্ফীত হয়, ক্লিন্ন ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, তৎকালে শরীর বিদ্ধ করিলে যদি কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে, সর্ব্বদা জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে, ক্ষতস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্লিন্ন শীর্ণ দুর্গন্ধ মাংস অজস্র নিঃসৃত হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি, দাহ ও জ্বর এই সকল উপদ্রব ঘটে, তাহা হইলে ইহার সকল শরীরে বিষ সঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সমস্ত শরীরে বিষ পরিব্যাপ্ত হইলে সেই রোগীর জীবনের আশা অতি কম। বিষ শরীরে সঞ্চার হইবার পূর্ব্বেই উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিলে তবে বিষ-দোষ নিরাকৃত হয়। সর্পদংশনে বিষ যেরূপ সঞ্চালিত হয়, এত শীঘ্র আর কোন বিষই শরীরে সঞ্চালিত হয় না। মহাগদ, অজিতঅগদ, তার্ক্ষ্যঅগদ, ঋষভঅগদ, সঞ্জীবনীঅগদ, ও মুখ্য-অগদ প্রভৃতি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পবিষ নাশক অগদ কথিত হইয়াছে। সুশ্রুতে সর্পদংশনচিকিৎসা স্থলে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে ঐ সকল অগদের প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইল না। (সুশ্রুত কল্পস্থা° সর্পদংশনচি°)

বিষধর সর্প দংশন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণ-বিয়োগ হয়। প্রতীকার করিবার কিছুমাত্র সময় থাকে না। হস্ত বা পদে যদি সর্প দংশন করে, এবং তৎক্ষণাৎ যদি ঐ দষ্টস্থানের উপরি বন্ধন করা যায়, এবং তৎপরে ঐ বিষ দষ্ট স্থান সকল চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে প্রতীকার হয়। যতক্ষণ বিষ থাকে, ততক্ষণ কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বাহির হয়, বিষ নিঃশেষরূপে বাহির হইয়া যাইলে যখন পরিষ্কার রক্ত বাহির হয়, তখন বিষ নিঃসৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিলে অনেক স্থলে চিকিৎসায় উপকার হইতে দেখা যায়। সর্পদংশনে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত, তবে উপযুক্ত সময়ে যথাবিধানে চিকিৎসা করিলে দুই চারি জনকে আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

শাস্ত্রানুসারে সর্পের মন্ত্রচিকিৎসাই সর্ব্বপ্রধান। মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে যে কোন সর্পই দংশন করুক না কেন, তাহা অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে। কিন্তু অধুনা এইরূপ চিকিৎসক অতি বিরল।

এরূপ অনেক সাঁপুড়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যে অতি তীক্ষ্ণ-বিষধর সর্পও অনায়াসে ধরিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করে। তাহারা প্রথমে সর্প ধরিয়া তাহার বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে, সুতরাং ঐ বিষহীন সর্প দংশন করিলে কোনরূপ অপকার হয় না।

মন্ত্র, জলসার, ঝাঁপান প্রভৃতি বহু প্রকারে সর্পবিষ নিবারণের উপায় আছে, শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল মন্ত্র ও ঔষধাদির অনেক লোপ হইয়াছে, দুই এক জনের জানা থাকিলেও তাঁহারা কাহাকেও তাহা শিক্ষা দিতে চান না। তাঁহা-দের বিশ্বাস এই মন্ত্র ও ঔষধ সাধারণে প্রচার করিলে ফল-দায়ক হইবে না, এই জন্য তাহারা অতিগোপনে ইহা রক্ষা করেন। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতেও সর্প ও সর্পের দংশনচিকিৎসা এবং মন্ত্রাদিরও বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, শেষ, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি ৯টী নাগ শ্রেষ্ঠ। এই সকল নাগ হইতে অসংখ্য ভুজঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই সকল ভুজঙ্গে এই ধরামণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ফণী, মণ্ডলী ও রাজিল এই তিন প্রকার সর্প যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত, ও কফাত্মক। ইহাদের মধ্যে মিশ্র সর্পেরা দর্ব্বীকর নামে খ্যাত। এই সকল সর্প আষাঢ়াদি মাসত্রয়ে গর্ভধারণ করে, তৎপরে চতুর্থ মাসে ২৪০টী ডিম্ব প্রসব করে, সর্পিণীগণ স্ত্রী ব্যতিরেকে পুংনপুংসকসুতসমূহকে গ্রাস করে। কৃষ্ণসর্পের ৭ দিনে চক্ষু প্রস্ফুটিত এবং একমাস পরে তাহারা বাহিরে বাহির হয়। ১২ দিনের পর ইহাদের বোধ জন্মে এবং সূর্য্যদর্শন করিলেই দন্তোদ্গম হয়। ইহাদের মধ্যে কাহারও ৩২ দিনে, কাহারও ২০ দিনে চারিটী দংষ্ট্রা অর্থাৎ বৃহদ্দন্ত হইয়া থাকে। ছয়মাসের পর ইহারা যক্

উন্মোচন করে। সর্পদিগের ছত্র, লাঙ্গল, স্বস্তিক, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্ন আছে। একশত বিংশতি বৎসর ইহাদের পরমায়ু।

গোনস সাপ দীর্ঘাকার, মন্দগামী, নানা প্রকার ও মণ্ডলাকারে অবস্থিত থাকে। রাজিলগণ স্নিগ্ধবাণাদি চিহ্নদ্বারা ঊর্দ্ধ ও বক্রভাবে চিত্রিত। ব্যন্তরগণ মিশ্রচিহ্নবিশিষ্ট এবং ভূ, বর্ষা, অগ্নি ও বায়ুভেদে চারি প্রকার। ইহাদের মধ্যে আবার ষড়্‌বিংশ প্রকার অবান্তর ভেদ আছে। গোনসগণ ১৬ প্রকার, রাজিলগণ ১৩ প্রকার, ও ব্যন্তরগণ একবিংশতি প্রকার। যে সকল সাপ অমুক্তকালে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে ব্যন্তর কহে।

এই সকল সাপ দংশন করিলে প্রাণনাশ হয়। কুলিকোদয়কাল, ইহা ভিন্ন কৃত্তিকা, ভরণী, স্বাতী, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, অশ্বিনী, বিশাখা, আর্দ্রা, মঘা, অশ্লেষা, চিত্রা, শ্রবণা, রোহিণী, হস্তা, শনি ও মঙ্গল এই সকল বার, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, রিক্তা নন্দা ও চতুর্দ্দশীতিথি, সন্ধ্যাকাল, দগ্ধযোগ ও দগ্ধরাশি এই সকল কালে যদি সর্প দংশন করে, তাহা হইলে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে।

দেবালয়, শূন্যগৃহ, বল্মীক, উদ্যান, বৃক্ষকোটর, পথসন্ধি, শ্মশান, নদী, সিন্ধুসঙ্গম, দ্বীপ, চতুষ্পথ, সৌধ, গৃহ, অব্জি, পর্ব্বতাগ্র, বিল, জীর্ণকূপ, দেওয়াল, শ্লেষ্মাতক, বহুবারক, জম্বু, ডুম্বুর, বট ও জীর্ণ প্রাচীর এই সকল স্থানে সর্পগণ অবস্থান করিয়া মুখ, হৃদয়, কক্ষ, জত্রু, তালু, শঙ্খ, গল, মস্তক, চিবুক, নাভি, ও পাদ এই সকল অঙ্গে দংশন করিলে প্রায়ই মৃত্যু হয়। এইরূপ দংশন বিশেষ অশুভ।

সর্প দংশনের পর যে দূত সংবাদ দেয়, তাহা দ্বারাই সর্প দংশনের শুভাশুভ স্থির করিতে পারা যায়। দূত পুষ্পহস্ত, সুবাক্, সুধী, শুক্লবস্ত্র ও শুচি প্রভৃতি হইলে শুভ এবং অপ্রশস্ত, দ্বারস্থিত, শস্ত্রধারী, প্রমাদী, ভূতলনিঃক্ষিপ্তচক্ষু, গদ্গদভাষী, আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী, পাদলেখন (পদ দ্বারা ভূমি খনন) ইত্যাদি গুণযুক্ত হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

সর্পদংশনের চিকিৎসাস্থলে লিখিত আছে যে প্রথমে 'ওঁ নমো ভগবতে নীলকণ্ঠায়', এই মন্ত্রে ভগবান্ নীলকণ্ঠকে প্রণাম করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে।

'ওঁ জল মহামতে হৃদয়ায় গরুড় বিরলশিরসে গরুড়শিখায়ৈ গরুড় বিষভঞ্জন প্রভেদন প্রভেদন বিত্রাশয় বিত্রাশয় বিমর্দ্দয় বিমর্দ্দয় কবচায় অপ্রতিহতশাসনং বং হুং ফট্, অস্ত্রায় উগ্ররূপধারক সর্ব্বভয়ঙ্কর ভীষয় সর্ব্বং দহ দহ ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা নেত্রায়।' ইত্যাদি।

এই সকল মন্ত্র যথাযথরূপে প্রয়োগ করিলে সর্প বিষ আশু নিবারিত হয়। এইরূপ মন্ত্রাদির বিস্তর উল্লেখ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। (অগ্নিপু° ৩০৩-৬ অ°)

গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অনেকে নানারূপ মন্ত্রাদির বিষয় অবগত আছেন।

সর্পভয় নিবারণের জন্য মনসা দেবীর পূজা হইয়া থাকে, মনসাপূজাকালে সেই সঙ্গে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ এই প্রধান অষ্ট নাগেরও পূজা দিতে হয়। নাগপঞ্চমী ও দশহরা তিথিতে মনসাপূজা হইয়া থাকে। [নাগপঞ্চমী ও মনসা শব্দ দেখ]

সর্পঋষি (পুং) ঋষিভেদ।

সর্পকঙ্কালিকা (স্ত্রী) সর্প কঙ্কালীএব স্বার্থে কন্। ১ বৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায় তীক্ষ্ণা, বিষদংষ্ট্রা, বিষাপহা। ২ গন্ধরাস্না।

সর্পকঙ্কালী (স্ত্রী) সর্পস্য কঙ্কালমিবাঙ্গং যস্যাঃ ঙীষ্। সর্প কঙ্কালিকা, বরাক্রান্তাবিশেষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

সর্পগতি (স্ত্রী) সর্পস্য গতিঃ। সর্পের গতি, বক্রগমন, কুটিল গমন। সর্পগণ কুটিলভাবে গমন করে, এইজন্য বক্রগতির নাম সর্পগতি। (ত্রি) ২ সর্পের ন্যায় গতিবিশিষ্ট।

সর্পগন্ধা (স্ত্রী) সর্পং গন্ধয়তে হিনস্তীতি গন্ধ হিংসনে অণ্ টাপ্। বৃক্ষবিশেষ। 'ছত্রাকী সর্পগন্ধা চ রসনা চ ফলত্রয়।' (জটাধর) ২ গন্ধরাস্না, রাস্না। ৩ নাকুলী নাম মহাকন্দশাক। (রাজনি°) ৪ নাগদমনী। (বৈদ্যকনি°)

সর্পগন্ধিনী (স্ত্রী) সর্পগন্ধা।

সর্পগ্রাম, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যব্র°খ° ৮।২৯)

সর্পঘাতি (পুং) তন্নামক ফলবিষভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ১ অ°)

সর্পঘাতিন্ (ত্রি) সর্পং হন্তি হন-ণিনি। সর্পহন্তা, সর্পহননকারী।

সর্পঘাতিনী (স্ত্রী) সর্পঘাতিন্ ঙীষ্। সর্পকঙ্কালীভেদ।

সর্পচ্ছত্র (ক্লী) শাকবিশেষ, অহিচ্ছত্রক। গুণ—মলভেদক, রুক্ষ, মধুর, শীতল ও বিষ্টম্ভ। (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অ°)

সর্পতৃণ (পুং) সর্পস্তৃণমিব ছেদ্যো যস্য। নকুল। (হেম)

সর্পদংষ্ট্র (পুং) সর্পস্য দংষ্ট্রেব পুষ্পমস্য। দন্তীবৃক্ষ।

সর্পদংষ্ট্রা (স্ত্রী) সর্পস্য দংষ্ট্রেব। বৃশ্চিকালী, চলিত বিছাতি। (রত্নমালা) ২ সিংহপিপ্পলী। গুণ—সারক, উষ্ণ, কটু, কফ ও বাতনাশক। (বৈদ্যকনি°) ৩ সর্পের দাঁত।

সর্পদংষ্ট্রিকা (স্ত্রী) সর্পদংষ্ট্রা স্বার্থে কন্, টাপি অত-ইত্বং। ১ অজশৃঙ্গী, চলিত মেড়াশিঙে।

সর্পদণ্ডা (স্ত্রী) সর্পং দণ্ডয়তীতি দণ্ড-অণ্-টাপ্। সৈংহলী, সিংহপিপ্পলী। (রাজনি°)

সর্পদণ্ডী (স্ত্রী) সর্পং দণ্ডয়তীতি দণ্ড-অণ্-ঙীষ্। গোরক্ষী, গোরক্ষতণ্ডুলা, গোরক্ষ চাকুলা। (রাজনি°)

সর্পদন্তী (স্ত্রী) সর্পস্য দন্তইব পুষ্পমস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নাগদন্তী। (রাজনি°)

সর্পদমনী (স্ত্রী) সর্পস্য দমনমস্যাঃ ঙীষ্। ১ বন্ধ্যা-কর্কোটকী, ২ নাগদন্তী, চলিত হাতিশুঁড়া। (রাজনি°)

সর্পদষ্ট (ক্লী) ১ সর্পদংশন। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে সর্পদষ্ট তিন প্রকার, সর্পিত, রদিত ও নির্বিষ। (সুশ্রুত) [সর্প দেখ।] (ত্রি) ২ সর্পকর্তৃক দষ্ট, সর্পদংশনবিশিষ্ট।

সর্পদেবী (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। (ভারত বনপ°)

সর্পদ্বিষ্ (পুং) সর্পং দ্বেষ্টিং দ্বিষ্-ক্বিপ্। সর্পদ্বেষকারী, সর্পশত্রু।

সর্পনাম (ক্লী) সাধু-বাক্য, সদুপদেশ। (শতপথব্রা° ৭।৪।১।২৫) স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্পনামা=সর্পঘাতিনী। (রত্নমালা)

সর্পনামা (স্ত্রী) সর্পস্য নাম যস্যাঃ। সর্পকঙ্কালীভেদ।

সর্পনির্ম্মোক (পুং) সর্পস্য নির্ম্মোকঃ। সর্পত্বচ্, সাপের খোলস। (চরক শারীরস্থা° ৮ অ°)

সর্পনেত্রা (স্ত্রী) ১ সুগন্ধরাস্না। ২ সর্পাক্ষী, চলিত পান-সিউলী, সর্পকঙ্কালীবিশেষ। (রাজনি°)

সর্পমালিক, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। উত্তর কণাড়া-জেলার হোনাবর তালুকের চন্দ্রাবর নগরে ইহার রাজধানী ছিল। এক্ষণে ঐ নগর ধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সর্পপতি (পুং) সর্পস্য পতিঃ। নাগাধিপতি বাসুকি।

সর্পপুষ্পা (স্ত্রী) সর্পস্য দন্তইব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। নাগদন্তী।

সর্পপ্রিয় (পুং) সর্পস্য প্রিয়ঃ। চন্দনবৃক্ষ। এই বৃক্ষে সর্প-অবস্থিতি করে, এই জন্য ইহার নাম সর্পপ্রিয়। (বৈদ্যকনি°)

সর্পফণ (পুং) সর্পস্য ফণঃ। সাপের ফণা।

সর্পফণজ (পুং) সর্পস্য ফণাৎ জায়তে ইতি জন-ড। সর্পের ফণাজাত মণি, যে মণি সর্পের ফণায় জন্মে।

সর্পফেণ (ক্লী) অহিফেণ। (বৈদ্যকনি°)

সর্পবন্ধ (পুং) ১ সর্পবন্ধনী। সর্প যেরূপ পাকাইয়া বন্ধন করে তদ্রূপ বন্ধনী। ২ কুশলতাপূর্ণ বাক্যদ্বারা মধ্যস্থতা। চতুরতা পূর্ণ কুচক্র।

সর্পবল (ত্রি) ১ সর্পের শক্তি বা বীর্য্য। ২ বিষ। ৩ সর্পবলে যাহা লভ্য হয়, অমৃতাহরণ।

সর্পবলি (পুং) ১ সর্পযজ্ঞ। ২ দানক্রিয়াবিশেষ।

সর্পভুজ্ (পুং) সর্পং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-ক্বিপ্। ১ ময়ূর। ২ রাজসর্প। (হলায়ুধ) ৩ গৃধ্র, হাড়গিলা। (ত্রি) ৪ সর্প-ভক্ষক, সর্পভোজনকারীমাত্র। ৫ নাকুলীকন্দ।

সর্পমালা (স্ত্রী) সর্পস্য মালেব। সর্পকঙ্কালীভেদ। (রাজনি°) সর্পনামা পাঠান্তর।

সর্পমালিন্ (ত্রি) ১ সর্পকে মালাকারী, শিব। ২ ঋষিভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

সর্পযাগ (পুং) সর্প নাশকো যাগঃ। সর্পনাশক যজ্ঞ। [সর্পসত্র দেখ]

সর্পরাজ (পুং) সর্পাণাং রাজা, সমাসে টচ্ সমাসান্তঃ। সর্প-দিগের রাজা বাসুকি। (ত্রি) ২ সর্পশ্রেষ্ঠ। (হরিবংশ ৩৮।১৫)

সর্পরাজ্ঞী (স্ত্রী) ঋষিকন্যাভেদ: ইনি ঋক্ ১০।১৮৯ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন।

সর্পলতা (স্ত্রী) সর্পইব লতা। নাগবল্লী। (রাজনি°)

সর্পবল্লী (স্ত্রী) সর্পইব বল্লী। লতাভেদ, নাগবল্লী।

সর্পবিদ্ (ত্রি) সর্পজ্ঞানবিশিষ্ট। ২ সর্পতত্ত্বজ্ঞ।

সর্পবিদ্যা (স্ত্রী) সর্পবিষয়ক বিদ্যা, বিষবিদ্যা।

সর্পবিষ (ক্লী) সর্পস্য বিষং। সর্পের বিষ। ঔষধ প্রস্তুত স্থলে সর্পবিষশোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

সর্পবেদ (পুং) সর্পবিদ্যা। (গোপথব্রা° ১।১০)

সর্পশিরস্ (পুং) হস্তবিন্যাসভেদ। হস্ত সর্পফণাকারে রাখা। বক দেখাইবার মত।

সর্পশীর্ষ (পুং) ১ সাপের মাথা। ২ ইষ্টকাভেদ।

সর্পসত্র (ক্লী) সর্পনাশকং সত্রং। সর্পনাশক যজ্ঞবিশেষ। পরীক্ষিৎকে সর্পদংশন করিলে রাজা জনমেজয় সর্পসমূহকে বিনাশ করিবার জন্য এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাভারতে এই যজ্ঞের বিষয় লিখিত আছে। একদা রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থ বনগমন এবং তথায় একটী মৃগ বাণ বিদ্ধ করিয়া তাহার অনুগমন করেন। কিন্তু তিনি এই মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাহার আর কোন সন্ধান পাইলেন না, তিনি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে শ্রমকাতর হইয়া পড়িলেন। কিয়দ্দূরে শমীক মুনি মৌনী অবস্থায় ছিলেন, রাজা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সেই মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু মুনি মৌনী ছিলেন কথার কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটস্থিত একটী মৃত সর্প তাঁহার গলদেশে বান্ধিয়া দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন।

শমীকপুত্র শৃঙ্গী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ প্রদান করেন যে, অদ্য হইতে ৭ দিনের মধ্যে তক্ষকদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ব্রহ্মশাপে যথাসময়ে তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন করিল। রাজা পরীক্ষিৎ সেই দংশনে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা পরীক্ষিৎ স্বর্গারোহণ করিলে জনমেজয় অমাত্য, পুরো-হিত ও ঋত্বিক্‌দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তক্ষকের দংশনে আমার পিতার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, অতএব এই তক্ষক বন্ধুবান্ধব সকলের সহিত যাহাতে বিনষ্ট হয়, আপনারা তাহার সদ্যুক্তি বিধান নির্দ্দেশ করুন। ইহাতে ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, রাজন্! পুরাণে এক সর্পসত্রের বিধান আছে, পূর্ব্ব হইতে দেবগণ আপনার জন্য এই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি

ভিন্ন আর কেহই এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। আমরা ঐ যজ্ঞের সম্যক্ বিধান অবগত আছি। আপনি ঐ যজ্ঞ করিলে সর্পগণ সমূলে বিনষ্ট হইবে।

রাজা ঋত্বিক্‌দিগের নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করেন। এই সত্রে চ্যবন-বংশোৎপন্ন চণ্ডভার্গব হোতা, বৃদ্ধ কৌৎস উদ্‌গাথা, জৈমিনি ব্রহ্মা, শার্ঙ্গরব ও পিঙ্গল অধ্বর্য্যু হইলেন। পুত্র ও শিষ্য সহ ব্যাস, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি মুনিগণ সদস্ত হইলেন। যথাবিধানে এই সত্র আরম্ভ হইল।

ঋত্বিক্‌গণ উক্ত সত্রে আহুতি প্রদান আরম্ভ করিলে ঘোর ও ভীষণ সর্পগণ আসিয়া তাহাতে পতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের বসা ও মেদ দ্বারা নদী উৎপন্ন হইল। নিরন্তর দহ্যমান সর্পগণের পূতিগন্ধ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তক্ষক ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে সর্পগণ অজস্র হুতাশনে নিপতিত হওয়ায় বাসুকি স্বীয় পরিবারবর্গকে অল্পাবশিষ্ট দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত, চিন্তিত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি স্বীয় ভগিনীকে কহিলেন, ভগিনি! এখন আমাদের বিনাশ কাল উপস্থিত। পূর্ব্বে পিতামহ আমাকে বলিয়াছিলেন যে সর্পসত্র আরম্ভ হইলে আস্তীক ঋষি তাহা নিবারণ করিবেন। এখন তুমি আস্তীককে এই যজ্ঞ নিবারণের জন্য প্রেরণ কর। পরে আস্তীক মাতৃকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বাসুকির নিকট গমন করিলে বাসুকি তাহাকে কহিলেন যে, আমি ঘূর্ণিত হইতেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমার সমুদয় পরিবার যজ্ঞানলে ভস্মীভূত হইতেছে, তুমি সত্বর ইহার প্রতিবিধান কর। আস্তীক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন যে, আপনি ভীত হইবেন না, এখনই আমি ঐ ভয় নিবারণ করিব।

তখন আস্তীক বাসুকির মনোব্যথা দূর করিয়া সর্পগণের উদ্ধারের জন্য জনমেজয়ের যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তথায় গিয়া জনমেজয়কে এই যজ্ঞের জন্য অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বালককে অতি তেজস্বী ও জ্ঞানী দেখিয়া রাজা অতিশয় প্রীত হইলেন ও তাঁহাকে কহিলেন, আমি আপনার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, আপনি বর প্রার্থনা করুন। এই কথা বলিলে যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌গণ রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ কিঞ্চিৎকাল আপনি বর প্রদানে বিরত থাকুন, কারণ আমাদের অভিলষিত তক্ষক এখনও আসে নাই। রাজা তাঁহাদের কথায় কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া অবস্থিত করিতেছিল। ঋত্বিক্‌গণ ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে আহুতি প্রদান করিলে তক্ষক ইন্দ্রের সহিত আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন ঋত্বিক্‌গণ রাজাকে বরপ্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। জনমেজয় আস্তীককে বরগ্রহণ করিতে বলিলে, আস্তীক কহিলেন রাজন্! আপনার যদি আমাকে বরপ্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনা যে আপনার এই সর্পসত্র বন্ধ হয় এবং সর্পগণ যেন আর ইহাতে পতিত না হয়। জনমেজয় আস্তীকের এই প্রার্থনা শুনিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, আপনি সুবর্ণাদি অন্য দ্রব্য প্রার্থনা করুন, এই যজ্ঞ নিবারিত হইবে না। রাজন্! আমার অন্য কোন দ্রব্যে অভিলাষ নাই। আপনার এই যজ্ঞ নিবারিত হয়, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অন্য বর গ্রহণ করিতে বলিলে কিছুতেই তিনি অন্য বর গ্রহণ করিলেন না। পরে বেদবিশারদ সমস্ত সদস্যগণ মিলিত হইয়া ভূপতিকে কহিলেন, আপনি এই ব্রাহ্মণকুমারের অভিলষিত বর প্রদান করুন। তখন রাজা যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল অবস্থানের পর সদস্যগণের সাতিশয় অনুরোধে কহিলেন, আস্তীক যাহা বলিতেছেন, তাহাই হউক। ঋত্বিক্‌গণ আপনারা সর্পসত্র সমাপন করুন। সর্পগণ নিরুদ্বেগ হউক। রাজা এই কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ সর্পসত্র নিবারিত হইল। তখন সর্পগণ ভয়শূন্য হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। আস্তীকও জনমেজয়কে ভূয়ো ভূয়ো আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আস্তীক সর্পগণকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, এই জন্য সর্প সকল একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, যে ব্যক্তি আস্তীক এই নাম স্মরণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবে না। সর্পগণ জননী কদ্রুর শাপে ও জনমেজয়ের যজ্ঞে এইরূপে বিনষ্ট হন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে বিস্তৃতভাবে এই বিবরণ লিখিত আছে।

(ভারত আদিপ° ৪০—৪৭ অ°)

সর্পসত্রিন্ (পুং) সর্পসত্রমস্যাস্তীতি ইনি। জনমেজয়রাজ।

সর্পসহা (স্ত্রী) সর্পং সহতে ইতি সহ-অচ্। সর্পকঙ্কালীভেদ। সর্পঘাতিনী।

সর্পসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।১৫।১)

সর্পহন্ (পুং) সর্পং হন্তীতি হন-ক্বিপ্। নকুল, বেজী। (হেম)

সর্পহৃদয়নন্দন (পুং) চন্দনকাষ্ঠ।

সর্পাক্ষ (ক্লী) সর্পস্য অক্ষীব অক্ষং যস্য যচ্ সমাসান্ত। রুদ্রাক্ষ।

সর্পাক্ষী (স্ত্রী) সর্পস্য অক্ষীব পুষ্পং যস্যাঃ ঙীপ্। ১ গন্ধনাকুলী। (রাজনি°) ২ বৃক্ষবিশেষ, হিন্দী—সহচরী বা গণ্ডিনী। পর্য্যায়—গণ্ডালী, নাড়ীকলাপক। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কৃমিনাশক ও ব্রণরোপণ। (রাজনি°) ৩ শ্বেতাপরাজিতা, ৪ রক্তশঙ্খিনী। (বৈদ্যকনি°)

সর্পাখ্য (পুং) সর্পস্ত আখ্যা যস্ত। ১ মহিষকন্দভেদ। (রাজনি॰) ২ নাগকেশর। (রত্নমালা) (ত্রি) ৩ সর্পনামক, সর্পনামবিশিষ্ট।

সর্পাঙ্গী (স্ত্রী) সর্পস্তেব অঙ্গং যস্তাঃ ঙীষ্। ১ সর্পকঙ্কালীভেদ। (রত্নমালা) ২ সৈংহলী। (রাজনি°)

সর্পাদনী (স্ত্রী) সর্পস্ত তদ্বিষস্ত অদনং ভক্ষণং যস্তাঃ ঙীষ্। নাকুলী। (রাজনি°)

সর্পান্ত (পুং) সর্পং অন্তয়তি নাশয়তি অন্ত-অচ্। গরুড়।

সর্পারাতি (পুং) সর্পস্ত অরাতিঃ। গরুড়। (হেম)

সর্পারি (পুং) সর্পস্ত অরিঃ। ১ নকুল। (রাজনি॰) ২ গরুড়। (হরিবংশ ৬৮।৩৭)

সর্পাবাস (ক্লী) সর্পস্ত আবাসো যত্র। ১ চন্দন, চন্দনগাছে সর্পগণ অবস্থান করে, এই জন্ত ইহার নাম সর্পাবাস। (রাজনি°) (পুং) ২ সর্পস্থান, সর্পের আবাসভূমি। (হরিবংশ ৬৮।২৫)

সর্পাশন (পুং) সর্পমশ্নাতীতি অশ-ল্যু। ১ ময়ূর। ২ গরুড়।

সর্পাস্য (পুং) রাক্ষস। (রামায়ণ ৩।২৯।৩১)

সর্পি (পুং) ঋষিভেদ। (ঐতরেয় ব্রা° ৬।২৪)

সর্পিকা (স্ত্রী) গোকর্ণীলতা। (বৈদ্যকনি°)

সর্পিকা, একটী প্রাচীন নদী। (রামায়ণ ২।৪৪।১২) ইহা গোমতীর শাখারূপে প্রবাহিত ও বর্ত্তমানে সই নামে খ্যাত। [সই দেখ।]

সর্পিণী (স্ত্রী) সর্পতীতি সৃপ্-ণিনি, ঙীষ্। ১ সর্পভার্য্যা, সাপিনী। (শব্দরত্না°)। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুপভেদ। পর্য্যায় ভুজগী, ভোগী, কুণ্ডলী, পন্নগী, ফণী। গুণ—বিষঘ্ন ও কুচবর্দ্ধন। (রাজনি॰)

সর্পিত (ক্লী) সর্পদংশনবিশেষ। (সুশ্রুত)

সর্পিন্ (ত্রি) সর্পতি গচ্ছতীতি সৃপ-ণিনি। গমনকর্ত্তা,গমনকারী।

সর্পিরন্ন (ত্রি) ঘৃতৌদন, ঘৃতমিশ্রিত ওদন। "ইধনবৎ সর্পিরন্নঃ" (ঋক্ ১০।২৭।১৮) 'সর্পিরন্নঃ ঘৃতৌদনঃ' (সায়ণ)

সর্পিরব্ধি (পুং) ঘৃতসমুদ্র। (মার্কণ্ডেয়পু॰ ৫৪।৭)

সর্পিরাসুতি (ত্রি) সর্পি যে অগ্নিতে আসিক্তিত হয়। "সর্পিরাসুতি প্রত্নো হোতা" (ঋক্ ২।৭।৬) 'সর্পিরাসুতিঃ সর্পিরাহুয়ত আসিচ্যতে যস্মিন্ তাদৃশঃ' (সায়ণ)

সর্পিরিলা (স্ত্রী) রুদ্রাণী বিশেষ। (ভাগবত ৩।১২।১৩)

সর্পিগর্ভ (ক্লী) নবনীতক। (বৈদ্যকনি॰)

সর্পিগ্রীব (ত্রি) ঘৃতসিক্ত গ্রীবাবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৫।২।৮।৪)

সর্পির্মণ্ড (পুং) নবনীত খণ্ড। (সুশ্রুত)

সর্পির্মালিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

সর্পিমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। বায়ু দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে এবং ইহাতে সর্পির ন্যায় মেহ ক্ষরিত হইতে থাকে। (সুশ্রুত নি॰ ৬ অ°) [প্রমেহ দেখ।]

সর্পিমেহিন্ (ত্রি) সর্পিমেহঃ অস্ত্যাস্তীতি ইনি। সর্পিমেহ রোগবিশিষ্ট, যাহার সর্পিমেহ রোগ আছে। (সুশ্রুত নি॰ ৬ অ°)

সর্পিষ্কুণ্ডিকা (স্ত্রী) সর্পিপাত্র। ঘৃতকুম্ভ বা কুণ্ড।

সর্পিষ্টম (ক্লী) ঘৃতবিশিষ্ট। (পা ৩।৪।৪২)

সর্পিষ্টর (ক্লী) সর্পিযুক্ত। (পা ৮।৩।১০১)

সর্পিষ্টা (স্ত্রী) ঘৃতযুক্তের ভাব।

সর্পিষ্ট্ব (ক্লী) ঘৃতযুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

সর্পিস্ (ক্লী) সর্পতীতি সৃপ গতৌ (অর্চ্চিশুচিহুসৃপিচ্ছাদীতি। উণ্ ২।১০৯) ইতি ইসি। ঘৃত, আজ্য, হবিস্। (অমর) ২ উদক। (নিঘণ্টু ১।১২)

সর্পিঃসমুদ্র (পুং) সপ্তসমুদ্রের অন্তর্গত সমুদ্রবিশেষ। (ত্রিকা°)

সর্পিস্সাৎ (অব্য°) সর্পিস্ দেয়ার্থে-চসাৎ। সর্পিতে দেয়, সর্পিতে যাহা অর্পণ করা হয়।

সর্পী (স্ত্রী) সর্প-জাতৌ ঙীষ্। সর্পিনী। (শব্দরত্না°)

সর্পীষ্ট (ক্লী) সর্পীণাং সর্পভার্য্যাণামিষ্টং। শ্রীখণ্ডচন্দন। (রত্নমালা)

সর্পেশ্বর (পুং) সর্পাণামীশ্বরঃ। সর্পাধিপতি বাসুকি, নাগরাজ। ২ তীর্থবিশেষ, সর্পেশ্বরতীর্থ।

সর্পেষ্ট (ক্লী) সর্পাণামিষ্টং। শ্রীখণ্ডচন্দন। (জটাধর)

সর্য্যা, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মুজঃফরপুর নগর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বয়া নামক নদীতটে অবস্থিত। ছাপরা যাইবার একটী পাকা রাস্তা এই গ্রামের সম্মুখ দিয়া নদীবক্ষ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। একটী নীলকুঠী স্থাপিত হইবার পর হইতেই এখানে নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম হওয়ায় স্থানটী বেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। এই গ্রামের অদূরে এক ব্রাহ্মণের বাস্তুভিটায় একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত একটী ৩০ ফিট্ উচ্চ স্তম্ভ (monolith) বিরাজিত আছে। উহার শীর্ষদেশে একটী সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত। মৃত্তিকাভ্যন্তরে উহার ভিত্তি কতদূর বিস্তৃত আছে, অনেক দূর খনন করিয়াও উহার মূলদেশ পাওয়া যায় নাই। যে ব্রাহ্মণের ভিটায় ঐ স্তম্ভ আছে তাহার ও গ্রামবাসী সাধারণের বিশ্বাস ঐ স্তম্ভের নিম্নভাগে বহুধন রত্ন প্রোথিত আছে। ধনের আশায় ব্রাহ্মণ উহার পার্শ্বে একটী কূপ খনন করান, দুঃখের বিষয় তাহাতে কোন ফল হয় নাই। স্থানীয় লোকে ঐ স্তম্ভটীকে 'ভীমসেনের গদা' বলিয়া অভিহিত করে।

সর্ব্ব, সর্ব্বণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সকর সেট্। লট্ সর্ব্বতি। লোট্ সর্ব্বতু। লিট্ সসর্ব্ব। লুট্ সর্ব্বিতা, লুঙ্ অসর্ব্বীৎ। ণিচ্ সর্ব্বয়তি। সন্ সিসর্ব্বিষতি।

সর্ব্ব (পুং) সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বতীতি সর্ব্ব গতৌ পচাদ্যচ্ বা সৃ-গতৌ

(সর্ব্বনিম্নৃষ্টেতি। উণ্ ১।১৫৩) ইতি বন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ শিব, মহাদেব। ইহা মহাদেবের ক্ষিতিমূর্ত্তি, শিবপূজাকালে এই সর্ব্বস্বরূপ ক্ষিতিমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা বিহিত হইয়াছে। ২ বিষ্ণু।

"অসতশ্চ সতশ্চৈব সর্ব্বস্য প্রভবাব্যয়াঃ।
সর্ব্বস্য সর্ব্বদা জ্ঞানাৎ সর্ব্বমেতৎ প্রচক্ষতে॥" (বিষ্ণুপু°)

যিনি অসৎ এবং সৎ সকল কার্য্যের মূল এবং অব্যয় এবং যাহার সকল বিষয়ে সর্ব্বদা জ্ঞান তাহাকে সর্ব্ব কহে।

সর্ব্ব (ত্রি) সৃ-বন্। সম্পূর্ণ, সকল, সমগ্র, সমুদায়। এই শব্দ সর্ব্বনাম। সুতরাং ব্যাকরণ মতে সাধারণ অকারান্ত শব্দের মতন রূপ না হইয়া সর্ব্বনাম শব্দের ন্যায় রূপ হইবে।

সর্ব্বংসহ (ত্রি) সর্ব্বং সহতে ইতি সহ-(পূঃসর্ব্বয়োর্দারিসহোঃ। পা ৩।২।৪১) ইতি খচ্, অরুর্দ্বিষদিতি মুম্। সকল সহিষ্ণু, সর্ব্বক্লেশাদিসহ, যিনি সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন।

"কামং সন্তু দৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামোঽস্মি সর্ব্বংসহঃ।"
(সাহিত্য দ° ২১২০)

(পুং) রাজা, ভূপতি। (কাশিকা) স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বংসহা=পৃথিবী। (অমর)

সর্ব্বংহর (ত্রি) ১ সকল হরণকারী। ২ যাহা সকল হরণ বা বহন করে। (শাঙ্খা° ব্রা° ২১৯)

সর্ব্বক (ত্রি) সর্ব্বশব্দস্য টেঃ পূর্ব্বমকঃ তস্মাৎ স্বার্থে কঃ। সকল, সমুদায়।

সর্ব্বকভার্য্য (ত্রি) সর্ব্বিকা ভার্য্যা যস্য। সর্ব্বিকার স্বামী। (পা ৬।৩।৩৫ বার্ত্তিক ৪)

সর্ব্বকর্ত্তৃ (পুং) সর্ব্বেষাং কর্ত্তা। ব্রহ্মা, তিনি এই সকল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্য তিনি সর্ব্বকর্ত্তা। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বকর্ম্মন্ (ক্লী) সর্ব্বং কর্ম্ম। সকল প্রকার কর্ম্ম, সমুদায় কার্য্য।

সর্ব্বকর্ম্মীণ্ (ত্রি) সর্ব্বকর্ম্মণি ব্যাপ্নোতীতি সর্ব্বকর্ম্ম (তৎ-সর্ব্বাদেঃ পথ্যঙ্গ কর্ম্মপত্রপাত্রং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭) ইতি খ। সকল কর্ম্মকর্ত্তা, সকল প্রকার কর্ম্মকারী।

"সংগ্রামে সর্ব্বকর্ম্মীণৌ বাহুযস্তোপজাহুকৌ।" (ভট্টি ৫ স°)

সর্ব্বকাঞ্চন (ত্রি) সর্ব্বং কাঞ্চনং যস্য। সকল কাঞ্চনযুক্ত, সমুদায় কাঞ্চননির্ম্মিত।

"ততোঽপশ্যৎ সুবিস্তীর্ণে পর্য্যঙ্কে সর্ব্বকাঞ্চনে।"(মার্ক°পু° ২১।১৬)

সর্ব্বকাম (পুং) সর্ব্বঃ কামঃ। সকল কামনা, সকল প্রকার কামনা। (ত্রি) সর্ব্বঃ কামো যস্য। ২ সকল প্রকার কামনা-বিশিষ্ট।

সর্ব্বকামদুঘ (ত্রি) সর্ব্বান্ কামান্ দোগ্ধি দুহ-ক। সকল কামনা দোহনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বকামদুঘা—সকল কামনা দোহনকারিণী=পৃথিবী।

কামং ববর্ষ পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বকামদুঘামহী।" (ভাগবত ১।১০।৩)

সর্ব্বকামদুহ্ (ত্রি) সর্ব্বান্ কামান্ দোগ্ধি দুহ্-ক্বিপ্। সকল কামনা দোহনকারী।

সর্ব্বকামময় (ত্রি) সর্ব্বকাম-স্বরূপে ময়ট্। সকল কামনা স্বরূপ।

সর্ব্বকামিক (ত্রি) ১ যাহা সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দেয়। সর্ব্বকামনা পূর্ণকারী। (ভাগবত ৯।৫।১৯) ২ সকল বিষয়েই বাসনাকারী।

সর্ব্বকামিন্ (ত্রি) সর্ব্বকাম অস্ত্যর্থে ইনি। সকল প্রকার কামনাযুক্ত।

সর্ব্বকাম্য (ত্রি) সকল কামনার বিষয়ভূত। (স্ত্রিয়াং)ম্যা।

সর্ব্বকারক (ত্রি) সর্ব্বস্য কারকঃ। সকলের কারক। (পুং) ২ ব্যাকরণোক্ত কর্ত্তা কর্ম্ম প্রভৃতি সকল প্রকার কারক।

সর্ব্বকারণ (ক্লী) সর্ব্বস্য কারণং। সকলের কারণ। সকলের হেতু।

সর্ব্বকারিন্ (ত্রি) সর্ব্বং করোতি-কৃ-ণিনি। সকল যিনি করেন, সর্ব্বজগৎস্রষ্টা, ব্রহ্মা। 'কারঃ কৃত্যং তদ্ যেষামস্তি তে কারিণস্তেষাং কার্য্যাপেক্ষিণাং সর্ব্বেষাম্।' (রামা° ৭।৫৯।২২ টীকা)

সর্ব্বকাল (পুং) ১ সকল সময়, সর্ব্বদা। ২ চিরন্তন।

সর্ব্বকৃচ্ছ্র (ত্রি) সকল প্রকার কষ্ট বা তদ্বিশিষ্ট। (ভারত ১২প°)

সর্ব্বকৃৎ (ত্রি) সর্ব্বং করোতি-কৃ-ক্বিপ্-তুক্‌চ্। সকল-কারী সর্ব্বস্রষ্টা।

সর্ব্বকৃষ্ণ (ত্রি) সর্ব্বঃ কৃষ্ণো যস্য। সকল কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট।

সর্ব্বকেশ (পুং) সকল কেশ।

সর্ব্বকেশক (ত্রি) সর্ব্বগাত্রে উৎপন্ন কেশযুক্ত। (অথ° ৪।৩৭।১১)

সর্ব্বকেশিন্ (পুং) সর্ব্বকেশোঽস্যাস্তীতি সর্ব্বকেশ (সর্ব্বাদে-শ্চেতি বক্তব্যং। পা ৫।২।১৩৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ইনি। নট, নৃত্যকারক। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বক্রতু (পুং) সসোম যাগনিচয়। সর্ব্বক্রতু ও সর্ব্বযজ্ঞ শব্দ সাধারণতঃ শ্রীভগবানের নাম স্বরূপেই উক্ত হইয়া থাকে।

সর্ব্বক্রতুময় (ত্রি) সর্ব্বক্রতু-ময়ট্। সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু।

সর্ব্বক্ষার (পুং) সর্ব্বেষাং ক্ষারঃ। ক্ষারভেদ। চলিত সাবান, পর্য্যায়—বহুক্ষার, সমূহক্ষারক, স্তোমক্ষার, মহাক্ষার, মলারি, ক্ষারভেদক। গুণ—অতিশয়ক্ষারত্ব, চক্ষুষ্যত্ব, বস্তিশোধন, উদাবর্ত্ত ও কৃমিনাশক, মল ও বস্ত্র বিশোধন। (রাজনি°)

সর্ব্বক্ষিৎ (ত্রি) সর্ব্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন, ব্রহ্মন্।

সর্ব্বগ (ক্লী) সর্ব্বং গচ্ছতীতি গম (অন্তাত্যন্তাধ্বেতি পা ৩।২।৪৮)

ইতি ড। ১ জল। (মেদিনী) (পুং) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১০৪) ৩ ব্রহ্মা। (মেদিনী) ৪ আত্মা। (শব্দমালা) ৫ ভীমের পুত্র। (ভারত ১।৯৫।১৭) (ত্রি) ৬ সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বব্যাপী।

সর্ব্বগত (ত্রি) সর্ব্বং গতঃ দ্বিতীয়াতৎপু°। সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রস্থিত।

সর্ব্বগন্ধ (ক্লী) সর্ব্বে গন্ধা যত্রেতি। চতুর্জ্জাতকাদি কক্কোল, লবঙ্গ, অগুরু, সিহ্লক।

"চতুর্জ্জাতককক্কোললবঙ্গাগুরুসিহ্লকং।
সর্ব্বগন্ধমিদং চাগ্রং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতং॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

ভাবপ্রকাশমতে লবঙ্গের সহিত কর্পূর, কক্কোল, অগুরু ও কুঙ্কুম মিশ্রিত হইলে সর্ব্বগন্ধ বলা যায়।

"চতুর্জ্জাতককর্পূরকক্কোলাগুরুকুঙ্কুমং।
লবঙ্গসহিতঞ্চৈব সর্ব্বগন্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

এই শব্দ পুংলিঙ্গেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। (ত্রি) ২ সর্ব্বগন্ধবিশিষ্ট। (ছান্দোগ্যউপ° ৩।১৪।২)

সর্ব্বগন্ধময় (ত্রি) সর্ব্বগন্ধস্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বগন্ধস্বরূপ, সকল প্রকার গন্ধস্বরূপ।

সর্ব্বগন্ধিক (ত্রি) সকল প্রকার গন্ধবিশিষ্ট। (সুশ্রুত)

সর্ব্বগা (স্ত্রী) সর্ব্বং গচ্ছতীতি গম-ড-টাপ্। প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ সর্ব্বত্রগামিনী।

সর্ব্বগায়ত্র (ত্রি) সম্পূর্ণ গায়ত্রী মন্ত্রবিশিষ্ট।
(শতপথব্রা° ১১।৫।২।৯)

সর্ব্বগু (ত্রি) গবাদি পশুসমষ্টিবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ৫।৬।১১)

সর্ব্বগুণ (ত্রি) সকলগুণবিশিষ্ট, সকলপ্রকার গুণযুক্ত। (ক্লী) ২ সকলপ্রকার গুণ।

সর্ব্বগুণবিশুদ্ধিগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বগুণসঞ্চয়গত (পুং) বৌদ্ধমতে, সমাধিভেদ।
(প্রজ্ঞাপারমিতা)

সর্ব্বগুণিন্ (ত্রি) সর্ব্বগুণমস্ত্যস্তীতি গুণ-ণিনি। সকল প্রকার গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বগুণান্বিত।

সর্ব্বগুপ্ত, ১ একজন জৈনসূরি। (জৈনহরিবংশ ১২। ৭৫) ২ একজন কবি। ভট্টসর্ব্বগুপ্ত নামে পরিচিত। ৭৪৬ বিক্রম-সম্বতে রাজা দুর্গগণের রাজত্ব সময়ে উৎকীর্ণ ঝালরাপাটনের শিলালিপি ইঁহার বিরচিত।

সর্ব্বগুরু (পুং) সর্ব্বস্ত গুরু। সকলের গুরু।

সর্ব্বগুহ্যময় (ত্রি) যাহা সর্ব্বতোভাবে গোপনীয় ভাবাপন্ন। যে ব্যাপারের আভ্যন্তরিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। যে সকল মন্ত্রাদির মৌলিক তাৎপর্য্যার্থ বোধগম্য হইবার নহে।

সর্ব্বগৃহ্য (ত্রি) সমগ্র গৃহস্থ। ভৃত্যাদিযুক্ত পরিবার।

সর্ব্বগ্রন্থি (পুং) সর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থিরিব যত্র। পিপ্পলীমূল। (রাজনি°)

সর্ব্বগ্রন্থিক (ক্লী) সর্ব্বগ্রন্থি-স্বার্থে কন্। পিপ্পলীমূল। (হেম)

সর্ব্বগ্রহ (পুং) সমুদয় গ্রহ, আদিত্যাদি সকল গ্রহ।

সর্ব্বগ্রহরূপিন্ (পুং) সর্ব্বগ্রহরূপ-অস্ত্যর্থে ইনি। সকল গ্রহস্বরূপ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, জনার্দ্দন।

সর্ব্বগ্রাস (ত্রি) সম্যক্ গ্রাস। (নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎ)

সর্ব্বগ্রাসম্ (অব্য) রোম ও চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভক্ষণ।

সর্ব্বঙ্কষ (ত্রি) সর্ব্বং কষতি-কষ-(সর্ব্বকূলাভ্রকরীষেষু কষঃ। পা ৩।২।৪২) ইতি খচ্ ততো মুম্। খল, সর্ব্বাতিক্রামক, যিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া উঠেন, সর্ব্বপ্রধান পাপী।

সর্ব্বচক্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তিবিশেষ।

সর্ব্বচণ্ডাল (পুং) মারপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

সর্ব্বচন্দ্র, বাসবদত্তাটীকাপ্রণেতা।

সর্ব্বচরু (পুং) ঋষিভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।১)

সর্ব্বচর্ম্মীণ (ত্রি) সর্ব্বচর্ম্মণা কৃতঃ সর্ব্বচর্ম্মন্ (সর্ব্বচর্ম্মণঃ কৃতঃ খখঞৌ। পা ৫।২।৫) ইতি খ। সকল চর্ম্মনির্ম্মিত।
(সিদ্ধান্তকৌ°)

সর্ব্বচ্ছন্দক (ত্রি) সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ণকারী। (নীলকণ্ঠ)

সর্ব্বজ (ত্রি) সর্ব্বস্মাৎ জায়তে জন-ড। সকল কারণ হইতে জাত। সকল দোষ হইতে জাত।

সর্ব্বজন (পুং) সকল জন, সকল লোক।

সর্ব্বজনতা (স্ত্রী) সর্ব্বজন ভাবে তল-টাপ্। সর্ব্বজন।

সর্ব্বজনপ্রিয় (ত্রি) সর্ব্বজনস্য প্রিয়ঃ। সকল লোকের প্রিয়। সকল লোকের হিতকর। স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বজনপ্রিয়া= ঋদ্ধি, বৃদ্ধি। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বজনীন (ত্রি) সর্ব্বজনায় হিতঃ সর্ব্বজন (সর্ব্বজনাৎ ঠঞ্ খশ্চ। পা ৫।১।৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা খঃ। ১ সর্ব্বজনসম্বন্ধী। ২ সকলের হিতকারী। সর্ব্বলোকহিতকর। ৩ বিখ্যাত।

সর্ব্বজনীয় (ত্রি) সকল লোকের হিতকর। (পাণিনি ৫।১।৯)

সর্ব্বজন্মন্ (ত্রি) সর্ব্বজনবিশিষ্ট, সকল জাতিত্ব যাহাতে বিদ্যমান।
(অথর্ব্ব ১১।৪।২৩)

সর্ব্বজয় (পুং) সর্ব্বস্য জয়ঃ। সকলের জয়। সকল বিষয়ে জয়। সকল কার্য্যে জয়।

সর্ব্বজয়া (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং জয়ো যস্যাঃ। যোষিদ্‌ব্রতবিশেষ, অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসের সংক্রান্তিতে স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য একটী ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য। বৎসরান্তে ইহার প্রতিষ্ঠা করা বিধেয়। এই ব্রতের ফলে স্ত্রীদিগের সকল প্রকার সৌভাগ্যলাভ হয়। স্কন্দ-পুরাণে এই ব্রতের বিধান লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মী একদিন

নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভগবন্! কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে নারীগণ সকল মনোরথ, অতুল সৌভাগ্য এবং পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করিতে পারে? ইহাতে ভগবান্ বলেন যে, সর্ব্বজয়া নামে এক ব্রত আছে, ইহা সকল ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরুষদিগের মধ্যে যেমন গয়াশ্রাদ্ধ, তদ্রূপ স্ত্রীদিগের মধ্যে এই ব্রত। তুমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবী মধ্যে এই ব্রতের প্রচার কর। লক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, প্রভু! এই ব্রতের বিধান কিরূপ, কোন সময় ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমাকে নিবেদন করুন। ইহাতে নারায়ণ বলেন যে, এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাস পরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটী দ্রব্য দান করিয়া ত্যাগ করিতে হয়। যে দ্রব্য দান করিয়া ত্যাগ করিতে হয়, সেই দ্রব্য আর গ্রহণ করিতে নাই। অগ্রহায়ণ মাসে শাক, পৌষমাসে লবণ, মাঘে তৈল, ফাল্গুনে পূগ, চৈত্রে পুষ্প, বৈশাখে ভক্ত, জ্যৈষ্ঠে ধারাজল, আষাঢ়ে দধি, শ্রাবণে বস্ত্র, ভাদ্রে ব্যঞ্জন, আশ্বিনে ঘৃত এবং কার্ত্তিক মাসে শয্যা এই দ্বাদশ দ্রব্য যথাক্রমে পরিত্যাগ করিবে। প্রতিষ্ঠাকালে এই সকল দান করিয়া পুনরায় উহা গ্রহণ করিতে হয়। যিনি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার সকল মনোরথসিদ্ধি, পুত্র-পৌত্রাদি লাভ এবং স্বর্গলাভ হয়।

ব্রতবিধান—অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই ব্রতের বিধান অভিহিত হইল। ব্রতের সাধারণ নিয়মানুসারে ব্রতানুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। সামান্যোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

"অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ বিষ্ণুপদী-সংক্রান্ত্যামারভ্য বর্ষপর্য্যন্তং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দ্বাদশমাস-শাকাদিত্যাগফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বক-পুত্রপৌত্রাদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্ত্যুত্তরস্বর্গকামা-গণেশাদিহরগৌরীপূজাত্মকসর্ব্বজয়াব্রতমহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প, সূক্তপাঠ, পরে সামান্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে সামান্যার্ঘ্য, জল ও আসনশুদ্ধি গণেশাদি পূজা করিয়া গৌরী সহিত হরের পূজা করিবে। ধ্যান—

"শ্বেতবর্ণং বৃষারূঢ়ং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনং।
বিভূতিভূষিতাঙ্গঞ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্মধরং শুভং॥
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং জটিলং চন্দ্রচূড়কং।
ত্রিনেত্রং পার্ব্বতীযুক্তং প্রমথৈশ্চ সমন্বিতং।
প্রসন্নবদনং দেবং বরদং ভক্তবৎসলম্॥"

এই ধ্যান, মানসপূজা ও অর্ঘ্যস্থাপনাদি করিয়া 'ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ', এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া ওঁ 'গৌরীসহিত হরায় নমঃ' এই মন্ত্রে শক্তি অনুসারে উপচারাদি দিয়া পূজা করিবে।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র—

"নমস্তে পার্ব্বতীনাথ নমস্তে শশিশেখর।
নমস্তে পার্ব্বতী দেব্যৈ চণ্ডিকায়ৈ নমো নমঃ॥"

এইরূপে পূজা শেষ করিয়া এই ব্রতের কথা শ্রবণ করিতে হয়।

অথ ব্রতকথা—

লক্ষ্মীরুবাচ।

"ভগবন্তং সুখাসীনং লক্ষ্মীঃ পৃচ্ছতি কেশবং।
কেন ব্রতেন দেবেশঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বমনোরথং॥
সৌভাগ্যমতুলঞ্চাপি পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনং।
নানাসুখসমাযুক্তং লভ্যতে বৈষ্ণবং পদং॥
তদ্‌ব্রতং ব্রূহি মে দেব ক্রিয়তে চ ময়া প্রভো॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

"অস্তি সর্ব্বজয়া নাম ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং।
তস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ স্ত্রীণাং সর্ব্বমনোরথং॥
লোকত্রয়হিতে যুক্তা সিধ্যতীহ নসংশয়ঃ।
কুরুস্ব তদ্‌ব্রতং দেবি প্রচারয় মহীতলে॥"

লক্ষ্মীরুবাচ।

"প্রসন্না যদি দেবেশ! বিধানং ময়ি কথ্যতাং।
সুখেন যেন দেবেশ ক্রিয়তে ব্রতমুত্তমং॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

"সর্ব্বজয়াব্রতং বক্ষ্যে শৃণু পদ্মে সুশোভনং।
নৈব দৃষ্টং ব্রতং দেবি যথা সর্ব্বজয়াব্রতং॥
পুরুষাণাং গয়াশ্রাদ্ধং স্ত্রীণাং সর্ব্বজয়াব্রতং।
পিত্রুদ্ধারণকং নাম মনোরথপ্রদায়কং॥
মার্গশীর্ষে ত্যজেৎ শাকং পৌণ্ডরীকং ফলং লভেৎ।
পৌষে তু লবণং ত্যক্ত্বা গোসহস্রফলং স্মৃতং॥
মাঘে তৈলং পরিত্যজ্য শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি মানবী।
ফাল্গুনে চ ত্যজেৎ পূগং ভবেৎ পতিব্রতা সতী।
চৈত্রে পুষ্পং পরিত্যজ্য সা যাতি পরমাং গতিং।
ভক্তং ত্যক্ত্বাথ বৈশাখে যাতি চন্দ্রপুরীং শুভাং॥
জ্যৈষ্ঠে ধারাজলং ত্যক্ত্বা বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ।
আষাঢ়ে চ দধি ত্যক্ত্বা বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ॥
শ্রাবণে বসনং ত্যক্ত্বা প্রজাপতিপুরং ব্রজেৎ।
ভাদ্রে তু ব্যঞ্জনং ত্যক্ত্বা নারায়ণপুরং ব্রজেৎ॥
আশ্বিনে চ ঘৃতং ত্যক্ত্বা লাবণ্যমুত্তমং লভেৎ।
শয্যাঞ্চ কার্ত্তিকে ত্যক্ত্বা প্রযাতি পরমাং গতিং॥
মাসান্তে চোপভুঞ্জীত সর্ব্বংদত্ত্বা দ্বিজাতয়ে।
শয্যা দেয়া ব্রতে পূর্ণে দানানি বিবিধানি চ॥

গৌর্য্যা হরস্য সম্পূজ্য পাকং কুর্ব্বীত পায়সং ।
এবং যা কুরুতে নারী বর্ষং বর্ষং সমাপ্যতে ॥
স্বর্গে বসতি সা নিত্যং পুত্রপৌত্র প্রতিষ্ঠিতা ।
তৎকুরুষ প্রযত্নেন যেন সর্ব্বজয়া ভব ॥
শচীব দেবরাজস্য রতীব মদনস্য চ ।
তৎসদৃশী ভবেৎ ভদ্রে ব্রতস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥"
ইতি স্কন্দপুরাণোক্ত সর্ব্বজয়াব্রতকথা সমাপ্তা ।

এই কথা শ্রবণ ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে। দ্বাদশমাসে যে দ্বাদশটী দ্রব্যত্যাগের বিধান আছে, ঐ দ্বাদশটী দ্রব্যত্যাগ কালে যথাযথ বাক্য করিয়া ত্যাগ করিতে হয় এবং বাক্যস্থলে অমুক দ্রব্য ত্যাগ জন্য অমুক ফল প্রাপ্তি-কামা, এইরূপ বাক্য করিতে হয়। প্রথমে লক্ষ্মীদেবী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, এবং পরে তিনিই এই ব্রতের প্রচার করেন। (কৃত্যচন্দ্রিকা)

সর্ব্বজিৎ (পুং) সর্ব্বান্ জয়তীতি জি-ক্বিপ্-তুক্চ। ১ কাল-চক্রের একবিংশ বর্ষ। ২ ত্বাষ্ট্রযুগে আদ্য-বৎসর। (বৃহৎসংহিতা ৮।৩৭) (ত্রি) ৩ সকল জয়কর্ত্তা।

সর্ব্বজিৎ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত কয়েকজন রাজা।
(সহ্যা° ৩০।১৭, ৩১।১৫, ৩১।১৯, ৩৩।২৪)

সর্ব্বজীব (পুং) সর্ব্ব জীবঃ। সমুদয় জীব।

সর্ব্বজীবময় (ত্রি) সর্ব্বজীবস্বরূপে ময়ট্। সকল জীবস্বরূপ।

সর্ব্বজীবিন্ (ত্রি) সর্ব্বজীব-ইনি। সর্ব্বজীবযুক্ত, সর্ব্ব জীব-বিশিষ্ট।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ (পুং) বিষমজ্বরে ঔষধবিশেষ। ইহা দুই প্রকার স্বল্প ও বৃহৎ। প্রস্তুত প্রণালী—চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপুলমূল, বেণার মূল, দেবদারু, চিরাতা, বালা, কট্কী, কণ্ট-কারী, সজিনা বীজ, যষ্টিমধু, ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক মাষা, লৌহ আড়াই তোলা, এই সকল একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হয়। দোষের বলাবল অনুসারে অনুপান স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার জ্বর আশু প্রশমিত হয়।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ দুই পল, পারদ দুই তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপুল-মূল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, চিতামূল, এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রত্তি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান আদার রস ও মধু। এই ঔষধ সেবন করিলে বিষম জ্বর আশু প্রশমিত হয়, বিষম জ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, সকল প্রকার জ্বর রোগেই এই ঔষধ বিশেষ প্রশস্ত।

অন্যবিধ—প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণ-মাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, শুদ্ধ পুটিত হরিতাল, ইহাদের প্রত্যেকে দুই তোলা, কান্ত-লৌহ ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া উচ্ছে পাতার রস, দশমূলের কাথ, ক্ষেত পাপড়ার কাথ, ত্রিফলার কাথ, গুলঞ্চ রস, পানের রস, কাকমাচীর রস, নিসিন্দাপত্র রস, পুনর্নবার রস ও আদার রস, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া এক রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পিপুল চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার বিষম জ্বর ও অতি কষ্টসাধ্য জ্বর সপ্তাহ মধ্যে নিরাকৃত হয়। পথ্য শালি তণ্ডুলের অন্ন ও তক্র প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিয়া যতদিন শরীর বিশেষ বলবান্ না হয়, ততদিন মৈথুনাদি বিশেষ নিষিদ্ধ। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বররোগাধি°)

সর্ব্বজ্ঞ (পুং) সর্ব্বং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৯) ২ বুদ্ধ। (অমর) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬১) (ত্রি) ৪ সকল জ্ঞাতা, যিনি সকল জানেন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ সর্ব্বজ্ঞা দুর্গা। (দেবীপু° ৪৫ অ°)

সর্ব্বজ্ঞ, ১ কর্ণাট দেশের একজন রাজা। ইঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ-দেব। অনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বরতনয় পদ্মনাভের পুরুষোত্তমাদি পাঁচ পুত্র। পঞ্চম মুকুন্দের পুত্র কুমার-দেব। এই কুমারদেবের ঔরসে বঙ্গের রাজমন্ত্রী ও বৈষ্ণব-প্রধান শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন।
[রূপ ও সনাতন দেখ।]

২ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বজ্ঞতা [ত্ব] (স্ত্রী) সর্ব্বজ্ঞস্য ভাবঃ তল-টাপ্। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম, সকল বিষয়ে জ্ঞাতৃত্ব।

সর্ব্বজ্ঞদেব (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। (তারনাথ)

সর্ব্বজ্ঞ[শ্রী]নারায়ণ (পুং) শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বধৃত একজন স্মৃতি-নিবন্ধকার।

সর্ব্বজ্ঞপুত্র (পুং) জনৈক জৈনসূরি, ইহার অপর নাম শ্রীসিদ্ধ-সেনদিবাকর। ইনি কান্যকুব্জপতি শ্রীমরুণ্ডরাজের প্রতি-পালিত শ্রীস্কন্দিলাচার্য্যের শিষ্য শ্রীবৃদ্ধবাদসূরির শিষ্য।

সর্ব্বজ্ঞমিত্র (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত একজন রাজামাত্য। (রাজতর° ৪।২১০) ২ বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সর্ব্বজ্ঞম্মন্য (ত্রি) আত্মানং সর্ব্বজ্ঞং মন্যতে সর্ব্বজ্ঞ-মন-খশ্ য। সর্ব্বজ্ঞমানী, যিনি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করেন।

সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বর ভট্টারক, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আয়ু-র্ব্বেদবিৎ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রসেশ্বরদর্শনে ইহার উল্লেখ আছে।

সর্ব্বজ্ঞবাসুদেব (পুং) শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত একজন কবি।

সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু (পুং) একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। (সর্ব্বদং° ১।৭)

সর্ব্বজ্ঞাতৃ (ত্রি) সর্ব্বস্ত জ্ঞাতা। সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন।

সর্ব্বজ্ঞাত্মাগিরি (পুং) সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির নামান্তর।

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, সংক্ষেপশারীরকরচয়িতা। ইনি দেবেশ্বরের শিষ্য। মনুকুলাদিত্য নামক এক রাজার আশ্রমে থাকিয়া ইনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। [সর্ব্বজ্ঞাত্মগিরি দেখ।]

সর্ব্বজ্ঞান (ক্লী) সকল বিষয়ক জ্ঞান। সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান।

সর্ব্বজ্ঞানময় (ত্রি) সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ। সকল জ্ঞানাধার বিষ্ণু। (মনু ২।৭)

সর্ব্বজ্যানি (স্ত্রী) সমগ্র সম্পত্তির নাশ বা বিলয়। (অথর্ব্ব ১১।৩।৫৫)

সর্ব্বজ্যোতি[স্] (ক্লী) চারি সহস্রভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৬।১১।১)

সর্ব্বতঃপাণিপাদ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্ত তৎ। বিষ্ণু, সর্ব্ব স্থলে যাহার হস্ত ও পদ।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" (গীতা ১৩।১৪)

সর্ব্বতনু[নূ] (ত্রি) অঙ্গপ্রত্যাদিবিশিষ্ট সমগ্র দেহযষ্টি। (অথর্ব্ব ৫।৬।১১)

সর্ব্বতপোময় (ত্রি) সর্ব্বতপঃ স্বরূপে ময়ট্। সকল তপস্যা স্বরূপ, সমস্ত তপোস্বরূপ।

সর্ব্বতন্ত্র (পুং) সর্ব্বং তন্ত্রমস্যেতি সর্ব্বং তন্ত্রমধীতে বেদা বা। ১ সকল তন্ত্রাধ্যেতা, বা সকল তন্ত্রজ্ঞাতা। (ক্লী) ২ সকল শাস্ত্র। ৩ সমুদায় তন্ত্রশাস্ত্র। ৪ সাধারণ তন্ত্র (Republic)। ৫ স্বতঃ সিদ্ধ, যে কথা প্রমাণসাপেক্ষ নহে, আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।

সর্ব্বতশ্চক্ষুস্ (ত্রি) সর্ব্বতশ্চক্ষুর্যস্ত। চারিদিকে চক্ষুবিশিষ্ট, যাহার চারিদিকে চক্ষু আছে। সর্ব্বতোঽক্ষি বিষ্ণু।

সর্ব্বতঃশুভা (স্ত্রী) সর্ব্বতঃ শুভং যস্যাঃ। প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ চারিদিকে শুভবিশিষ্ট।

সর্ব্বতঃশ্রুতিমৎ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয় যুক্তং। সকল স্থলে শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট, ব্রহ্ম। (গীতা ১৩।১৫)

সর্ব্বতস্ (অব্য°) চতুর্দ্দিগভিব্যক্তি। পর্য্যায়—সমন্ততঃ, পবিতঃ, বিশ্বক্। (অমর) সকল দিকে, সকল বিষয়ে, সকল প্রকারে, সম্পূর্ণ রূপে। সর্ব্ব-তসিল্। ২ সর্ব্ব, সকল।

"অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।" (মনু ১।৫)

'প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ প্রথমার্থে তসিঃ, স্বকার্য্যাক্ষমমিত্যর্থঃ, (কুল্লুক) সর্ব্ব পঞ্চমী বা সপ্তমী স্থানে তসিল্। ৩ সকল বিষয়ে বা সকল বিষয় হইতে।

সর্ব্বতাপন (পুং) সর্ব্বান্ তাপয়তীতি তপ-ণিচ্-ল্যু। ১ কামদেব। (ত্রি) ২ সর্ব্বতাপক, যিনি সকলকে তাপ দেন।

সর্ব্বতিক্তা (স্ত্রী) সর্ব্বতোতিক্তা। কাকমাচী। (রাজনি°)

সর্ব্বতীর্থ (ক্লী) ১ সকল তীর্থ, সমুদায় তীর্থ। ২ প্রাচীন গ্রামভেদ। (রামায়ণ ২।৭১।৪)

সর্ব্বতীর্থময় (ত্রি) সর্ব্বতীর্থ স্বরূপে ময়ট্। সমুদায় তীর্থস্বরূপ। 'সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা।' গঙ্গা সকল তীর্থ স্বরূপ, অর্থাৎ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে গঙ্গায় স্নানদানাদি করিলে সকল তীর্থের স্নান দানাদির ফল হয়।

সর্ব্বতীর্থাত্মক (ত্রি) সর্ব্বতীর্থস্বরূপ।

সর্ব্বতেজস্ (পুং) ব্যুষ্টের পুত্র। (ভাগবত ৪।১৩।১৪)

সর্ব্বতেজোময় (ত্রি) সকল তেজঃস্বরূপ।

সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্ত। সকল স্থানে যাহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, ব্রহ্ম। (গীতা ১৩।১৪)

সর্ব্বতোগামিন্ (ত্রি) সর্ব্বতো গচ্ছতি গম-ণিনি। সকল স্থলে গমনশীল, যিনি সকল স্থানে গমন করিতে পারেন।

সর্ব্বতোভদ্র (পুং ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রমস্যাদিতি। ১ ঈশ্বরগৃহ বিশেষ। (অমর) ২ দ্বার ও অলিন্দাদি ভিন্ন আঢ্য গৃহ। এই গৃহ দেবতা, রাজা ও রাজাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে শুভ। যুক্তিকল্পতরু, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে কোন বাস্তুপ্রকরণে সর্ব্বতোভদ্র গৃহের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। [বাস্তু দেখ] (ত্রি) ২ সর্ব্বতো মঙ্গলপ্রদ। (ভাগবত ১।৯।৭১।১১) সকল স্থানে যাহার মঙ্গল হয়। (পুং) সর্ব্বতোভদ্রমস্য। ৩ নিম্ববৃক্ষ। (অমর) ৪ ব্যূহবিশেষ। ৫ বিষ্ণুরথ। (শব্দরত্না°) ৬ বংশ। (শব্দচন্দ্রিকা) ৭ চিত্রকাব্যবিশেষ। (মেদিনী)

মহাকাব্য মধ্যে সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি চিত্রকাব্যের সমাবেশ করিতে হয়। উদাহরণ। (মাঘ ১৯।২৭)

স	কা	র	না	না	র	কা	স
কা	য়	সা	দ	দ	সা	য়	কা
র	সা	হ	বা	বা	হ	সা	র
না	দ	বা	ফ	দ	বা	দ	ন

ইহার প্রথম ও শেষ সকারনা, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ কায়সাদ, তৃতীয় ও পঞ্চম রসাহবা, চতুর্থ ও পঞ্চম নাদবাদ হইয়াছে, এবং শেষ হইতে ধরিলেও সকার না, কায়সাদ, রসাহবা, নাদবাদ হয় যে দিক দিয়াই ধরা হউক না কেন ঐ সকল অক্ষর প্রতিদিকেই হইবে। কেবল এইরূপে অক্ষর সমাবেশ

করিলেই এই চিত্রকাব্য হইবে না, অর্থ ও ছন্দঃ প্রভৃতিরও সঙ্গতি থাকা আবশ্যক।

"তদিদং সর্ব্বতোভদ্রং ভ্রমণং যদি সর্ব্বতঃ।" (দণ্ডী)

যে চিত্রবন্ধে চারিদিকে অক্ষর সকলের ভ্রমণ হয়, তথায় সর্ব্বতোভদ্র চিত্রবন্ধ হইয়া থাকে। মল্লিনাথ মাঘের ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে ঐ চিত্রবন্ধের উদ্ধার এইরূপে করিতে হয়। প্রথমে চারিটী কোষ্ঠ করিবে, তৎপরে চতুরঙ্গ দ্বারা বদ্ধ চারিটী পাদ ঐ প্রত্যেক কোষ্ঠে লিখিয়া পঙ্‌ক্তি চতুষ্টয়ে অধঃক্রম দ্বারা প্রথম ও চারিপাদে চারিদিকেই ঐ সকল পাদস্থ অক্ষর হইবে, তাহা হইলে এই চিত্রবন্ধ হইবে।

'উদ্ধারস্তু চতুঃকোষ্ঠে চতুরঙ্গবন্ধে পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়ে পাদচতুষ্কং বিলিখ্যানন্তরং পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়ে হপ্যধঃক্রমেণ পাদচতুষ্টয়লেখনে প্রথমাসু চতসৃষু প্রথমপাদঃ সর্ব্বতো বাচ্যাতে এবং দ্বিতীয়াদিষু দ্বিতীয়ঃ ইত্যাদি।" (মাঘটীকা ১৯।২৭)

সর্ব্বতোভদ্রচক্র (ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রং নাম চক্রং। মনুষ্যদিগের জীবিতকালে শুভাশুভজ্ঞানার্থ চক্রবিশেষ। এই চক্র দ্বারা যুদ্ধযাত্রা, গমন প্রভৃতি কার্য্যে শুভ বা অশুভ হইবে, তাহা জানা যায়।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চক্রং ত্রৈলোক্যদীপনং।
বিখ্যাতং সর্ব্বতোভদ্রং সদ্যঃ প্রত্যয়কারণম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই চক্রটী নিম্নোক্ত প্রণালী ক্রমে অঙ্কিত করিতে হয়। ঊর্দ্ধ দশটী রেখা এবং তির্য্যক্ দশটী রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে এই চক্রের মধ্যে অকারাদি ১৬টী স্বর, ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণের চারি চারিটী ঘরে প্রদক্ষিণ ক্রমে চারিবার আবর্ত্তিত করিয়া বসাইবে। প্রথম পঙ্‌ক্তির ঈশানকোণের ঘরে অ, অগ্নিকোণের ঘরে আ, নৈর্ঋত কোণে ই এবং বায়ুকোণে ঈ, এইরূপ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ঈশানে উ, অগ্নিকোণে ঊ, নৈর্ঋতে ঋ, ও বায়ুকোণে ৠ, হইবে। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির ঈশানে ৯, অগ্নিতে ৡ, নৈর্ঋতে এ, বায়ুকোণে ঐ, চতুর্থ পঙ্‌ক্তির ঈশানে ও, অগ্নিকোণে ঔ, নৈর্ঋতে অং এবং বায়ুকোণে অঃ এই ১৬টী অক্ষর বিন্যাস করিবে।

তৎপরে অভিজিৎ ধরিয়া কৃত্তিকা আদি অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র সাত সাতটী ক্রমে পূর্ব্ব আদি চারিটী ঘরে লিখিতে হইবে। কৃত্তিকা হইতে অশ্লেষা পর্য্যন্ত এই ৭টী নক্ষত্র দক্ষিণদিগের প্রথম পঙ্‌ক্তির ৭টী ঘরে, মঘা হইতে বিশাখা পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র পশ্চিমদিগের প্রথম পঙ্‌ক্তির ৭টী ঘরে, অনুরাধা হইতে শ্রবণা পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র উত্তরদিগের প্রথম পঙ্‌ক্তির ৭টী ঘরে, এবং ধনিষ্ঠা হইতে ভরণী পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র বিন্যাস করিবে। এইরূপে উক্ত ২৮টী নক্ষত্র লিখিয়া পূর্ব্বদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পাঁচটী ঘরে অবকহড এই ৫টী অক্ষর, দক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ৫টী ঘরে মটপরত, পশ্চিমদিগের দ্বিতীয়-পঙ্‌ক্তির পাঁচটী ঘরে নয়ভজখ, উত্তর দিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পাঁচটী ঘরে গশদচল এই ৫টী অক্ষর লিখিবে।

পরে প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব্ব আদি দিকে তিন তিনটী করিয়া ১২টী রাশি লিখিবে। পূর্ব্বদিকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তির তিনটী ঘরে বৃষ, মিথুন ও কর্কট, এইরূপ দক্ষিণদিকে সিংহ, কন্যা ও তুলা, পশ্চিমদিকে বৃশ্চিক, ধনু ও মকর এবং উত্তরদিকে কুম্ভ, মীন ও মেষ এই দ্বাদশটী রাশি লিখিবে।

চতুর্থ পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বদিকের চারিটী ও মধ্যের একটী এই পাঁচটী ঘরে নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা এই তিথি এবং মঙ্গলাদি ৭টী বার লিখিতে হইবে। উক্তরূপে সর্ব্বতোভদ্র চক্র অঙ্কিত করিতে হয়। এই চক্র সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া দিলাম। ঐ চক্র দেখিলেই কোথায় কোন গ্রহ, বার, রাশি, অক্ষর প্রভৃতি হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। [পর পৃষ্ঠা দেখ।

এই রূপে চক্র অঙ্কিত করিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিতে হয়। সাধারণতঃ যে সকল গ্রহ ক্রূর এবং যাহারা শুভ, এই চক্রেও সেই সকল গ্রহদিগকে ক্রূর ও শুভ স্থির করিতে হইবে। এই চক্রে যে নক্ষত্রে গ্রহ অবস্থিতি করে, সেই অবধি করিয়া বামে, সম্মুখে ও দক্ষিণে তিনটী বেধ করিবে। ক্রূর গ্রহকর্ত্তৃক ভুক্ত, আক্রান্ত, ভুজ্যমান ও বেধযুক্ত এই চারিটী অবস্থাগত নক্ষত্র শুভ ও অশুভ সকল কার্য্যেই যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে কোন কার্য্যই করিবে না।

মঙ্গল, কেতু, রাহু, রবি ও শনি এই পাঁচটী ক্রূর গ্রহ বক্রগামী হইলে মধ্যভাগে অর্থাৎ সম্মুখে দৃষ্টি হইবে। বাম, দক্ষিণ ও সম্মুখ বেধে যে সকল অক্ষর নক্ষত্র, তিথি ইত্যাদি লিখিত আছে, তাহার ফল তদনুযায়ী হইবে।

এই চক্রের বহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে ঘ ঙ ছ, দক্ষিণে ষ ণ চ, পশ্চিমে ধ ফ ঢ এবং উত্তরে ঞ ঝ থ লিখিতে হইবে। ক প ভ দ এই চারিটী অক্ষরের প্রত্যেক দ্বারা ক্রমে তিন তিনটী অক্ষর বিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্য ঘরের ককারের সহিত ঘ ঙ ছ এই তিনটী অক্ষরের বেধ, দক্ষিণদিকের মধ্য ঘরের পকারের সহিত, ষ, ণ, চ, এই তিন অক্ষরের বেধ, পশ্চিমদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্য ঘরের ভকারের সহিত ধ, ফ, ঢ, এই তিন অক্ষরের বেধ, এবং উত্তরদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্য ঘরের দকারের সহিত থ, ঝ, ঞ, এই তিন অক্ষরের বেধ হয়।

পূর্ব্বদিকের প্রথম পঙ্‌ক্তিস্থ আর্দ্রা নক্ষত্রের সহিত ঘ ঞ ছ, দক্ষিণদিগের হস্তানক্ষত্রের সহিত ষ, ণ, চ, পশ্চিমদিকের

সর্ব্বতোভদ্র চক্র।

পূর্ব্ব—ঘ ঙ ছ

উত্তর—ভ ক ম

অ	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	আ
২	উ	অ	ব	ক	হ	ড	ঊ	১০
১	জ	৯	বৃষ	মিথুন	কর্ক্কট	ঃ	ম	১১
২৭	চ	মেষ	ও	নন্দা, রবি,ম	ঔ	সিংহ	ট	১২
২৬	দ	মীন	শুক্র, রিক্তা	পূর্ণা, শনি	ভদ্রা, বুধ	কন্যা	প	১৩
২৫	শ	কুম্ভ	অঃ	জয়া, বৃহ	অং	তুলা	র	১৪
২৪	গ	এ	মকর	ধনু	বৃশ্চিক	এ	ত	১৫
২৩	ঋ	থ	জ্ঞ	ভ	য	ন	ঋ	১৬
ঈ	২২	০	২১	২০	১৯	১৮	১৭	ই

দক্ষিণ—ঝ ণ ঢ

পশ্চিম—ধ ফ ছ

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের সহিত ধ ফ ঢ, উত্তরদিকের উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রেব সহিত থ, ঝ, ঞ এই অক্ষরের বেধ হইবে।

ব ব, শ স, থ য, জ্ঞ য, এবং ঙ ঞ এই দুই দুইটী অক্ষর প্রত্যেকে পরস্পরের সমান শুভ ও অশুভ গ্রহের বেধে এই দুই দুইটী অক্ষরের কোন একটী অক্ষর বিদ্ধ হইলে অন্য দ্বিতীয় অক্ষর বেধযুক্ত হইবে বুঝিতে হইবে।

অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ৯ ৡ, এ ঐ, ও ঔ, অং, অঃ, এই প্রত্যেক দুই দুইটী স্বরবর্ণের একটি অক্ষরের বেধ হইলে সেই দুইটী অক্ষরেরই বেধ হইবে।

ঈশানকোণের ভরণী ও কৃত্তিকা, অগ্নিকোণের অশ্লেষা ও মঘা, নৈর্ঋতকোণের বিশাখা ও অনুরাধা, বায়ুকোণের শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা এই প্রত্যেক দুই দুইটী নক্ষত্রের শেষ ও প্রথম পাদে গ্রহ গমন করিলে অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ৯ ৡ, এ ঐ, ও ঔ, অং অঃ, প্রত্যেক চারিপঙ্‌ক্তির চারিকোণের চারি চারিটী অক্ষরের এবং পঞ্চমী দশমী পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথির বেধ হয়। ঈশান কোণস্থ ভরণীর অন্ত্যপাদে ও কৃত্তিকার আদ্য পাদে গ্রহ থাকিলে প্রথম পঙ্‌ক্তির ঈশানকোণস্থিত অ, অগ্নিকোণস্থ আ, নৈর্ঋতকোণস্থ ঈ, এই চারিটী অক্ষরের এবং মধ্যকোষ্ঠস্থ পূর্ণ তিথির বেধ হয়। ইত্যাদি রূপে গ্রহদিগের বেধ স্থির করিতে হয়। শনি, রবি, রাহু, কেতু ও মঙ্গল এই পাঁচটী ক্রূর গ্রহের বেধে যথাক্রমে উদ্বেগ, ভয়, হানি, রোগ ও মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক নক্ষত্র বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভ্রান্তি, অক্ষর বিদ্ধ হইলে ক্ষতি, স্বর বিদ্ধ হইলে পীড়া, তিথি বিদ্ধ হইলে ভয়, রাশি বিদ্ধ হইলে মহাবিঘ্ন এবং এই সমুদায়ই যদি বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণহানি হয়। একটী পাপগ্রহের বেধে যুদ্ধে ভয়, দুইটীতে অর্থক্ষতি, তিনটিতে যুদ্ধে ভঙ্গ এবং চারিটীতে মৃত্যু হইয়া থাকে।

যেমন ক্রূর গ্রহের বেধে অশুভফল হয়, তদ্রূপ শুভগ্রহের বেধে শুভফল হয়। কিন্তু বুধ শুভগ্রহ হইয়াও অশুভ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে অশুভফলপ্রদ হইয়া থাকে। সূর্য্যের বেধে মনস্তাপ, ক্ষীণচন্দ্রের বেধে অশুভ এবং পূর্ণচন্দ্রের বেধে শুভ, মঙ্গলের বেধে দ্রব্যক্ষতি, শনির বেধে ব্যাধি, রাহু ও কেতুর বেধে বিঘ্ন, শুক্রের বেধে রতিলাভ, বুধের বেধে বুদ্ধির প্রাখর্য্য, এবং বৃহস্পতির বেধে সর্ব্বত্র শুভফল হয়।

ক্রূরগ্রহ কর্ত্তৃক যে তিথি, রাশি অংশ ও নক্ষত্র বিদ্ধ হয়, সেই তিথি, রাশি ও নক্ষত্রাদিতে সকল প্রকার শুভকার্য্য যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। তিথি ও রাশি আদির বেধ সময়ে কোন কার্য্যের উদ্যোগ করিলে তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। বেধকালে বিবাহে বৈধব্য, যাত্রা করিলে প্রত্যাগমন হয় না এবং রোগ হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। পীড়ার সময় বক্রগামী ক্রূরগ্রহের বেধে পীড়িত ব্যক্তির রোগ বহু কালব্যাপী হয়।

এই চক্রে পূর্ব্বাদিক্রমে যে দিকে নক্ষত্রবেধ হয়, সেই দিকে গ্রামে, ও দুর্গে সৈন্যভঙ্গ, দুর্গাদির নামের প্রথম অক্ষর বিদ্ধ হইলে সেই দুর্গাদির ধ্বংস হয়। শতপদ চক্রানুসারে আদ্য অক্ষর দ্বারা নক্ষত্র ও রাশি নির্ণয় করিয়া লইতে হয়।

পূর্ব্ব আদি দিকে রবি বৃষ আদি ত্রিরাশিস্থ হইলে সেই দিক্ অস্তগত হয় এবং অপর তিনটী দিক্ সর্ব্বদা উদিত থাকে অর্থাৎ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে বৃষ, মিথুন ও কর্কট এই তিন রাশিস্থিত হইলে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই তিন মাসে পূর্ব্বদিকে অস্তমিত এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর এই তিন দিকে উদিত থাকে। সূর্য্য দক্ষিণদিকে সিংহ, কন্যা ও তুলা এই তিন রাশিস্থিত হইলে ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণদিকে অস্তগত হইবেন এবং পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব এই তিন দিক্ উদিত থাকিবেন। এইরূপে সূর্য্য পশ্চিমদিকে বৃশ্চিক, ধনুঃ ও মকর এই তিন রাশিগত হইলে অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসে পশ্চিম দিক্ অস্তগত হয় এবং উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এই তিন দিক্ উদিত এবং সূর্য্য উত্তরদিকে কুম্ভ, মীন ও মেষ এই তিন রাশিগত হইলে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসে উত্তরদিকে অস্তগত এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই তিনদিকে উদিত হয়।

যে দিকে সূর্য্য ত্রিমাসকাল ধরিয়া তিনরাশি ভোগ ক্রমে অবস্থান করেন, তখন সেই দিক্, এবং সেই দিক্ স্থিত নক্ষত্র, স্বর, অক্ষর, রাশি, তিথি এবং বার সমস্তই অস্তগত জানিতে হইবে। অস্তদিকে নক্ষত্র অবস্থিত থাকিলে রোগ, অক্ষর থাকিলে ক্ষতি, স্বর থাকিলে শোক, রাশি থাকলে বিঘ্ন ও তিথি থাকিলে ভয় ঘটিয়া থাকে। এবং যদি অস্তদিকে নক্ষত্র, অক্ষর, স্বর, রাশি ও তিথি এই পাঁচটাই অবস্থিত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। এই অস্তদিকে কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে না, অনুষ্ঠান করিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। উদিত অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

এই সর্ব্বতোভদ্রচক্রে উক্তরূপে কার্য্যের বিশেষতঃ যুদ্ধযাত্রায় শুভাশুভ ফল-নিরূপণ করিতে হয়।

নরপতি-জয়চর্য্যা স্বরোদয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল (ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রমস্ত সর্ব্বতোভদ্রং যৎ মণ্ডলং। মণ্ডলবিশেষ। দেবপ্রতিষ্ঠা, ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা যে মণ্ডল প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল কহে। ইহা এক প্রকার পূজাধার যন্ত্র। এই মণ্ডলের উপর ঘটাদি স্থাপন করিয়া তদুপরি দেবপূজা করিতে হয়। এই মণ্ডল অঙ্কন করিলে একখানি সুন্দর আসনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তন্ত্রসারে এই মণ্ডল অঙ্কনের প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন করিতে না পারিলে স্বল্পসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল এবং তাহাও অঙ্কন করিতে না পারিলে তদভাবে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া পূজাদি করিবে।

সর্ব্বতোভদ্ররস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—অভ্র ৪ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারা অর্দ্ধতোলা, কর্পূর, নাগকেশর, জটামাংসী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, ছোটএলাচি, গজপিপ্পলী, কুঁচ, তালিশপত্র, ধাঁইফুল, দারুচিনি, মুতা, হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বহেড়া, পিপ্পলী, আমলকী প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস, মধু ও চিনি। জ্বররোগাধিকারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার জ্বর, মন্দাগ্নি, আমদোষ, বিসূচিকা, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসং জ্বরচি°)

অন্যবিধ—প্লীহরোগাধিকারোক্ত রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, কান্তলৌহ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে আদার রসে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান রোগীর দোষের বলাবল দেখিয়া স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে প্লীহা, যকৃৎ, সকল প্রকার জ্বর প্রভৃতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

(রসেন্দ্রসারস° প্লীহাচি°)

সর্ব্বতোভদ্রলৌহ (পুং) অম্লপিত্ত-রোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ, তাম্র, অভ্র, প্রত্যেক ১ পল, পারা ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, গুগ্গুল ২ তোলা, বিড়ঙ্গ, ভেলারমুখী, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণ-পলাশের মূলের ছাল, তালমূলী, পুনর্নবা, মুতা, গুলঞ্চ, গোরক্ষ-চাকুলে, চাকুন্দে-বীজ, মুণ্ডিরী, ভীমরাজ, কেশুরিয়া, শতমূলী, বিকঙ্কত, ত্রিফলা, ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ মাষা, এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন

করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধমাষা হইতে আরম্ভ করিবে, রোগী দুর্ব্বল হইলে ইহার কম মাত্রাও আরম্ভ করিতে পারা যায়। এই ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অম্লপিত্তরোগা°)

সর্ব্বতোভদ্রা (স্ত্রী) সর্ব্বতো ভদ্রমঙ্গলমস্যাঃ। ১ গম্ভারী। ২ নটযোষিৎ। (মেদিনী)

সর্ব্বতোমুখ (ক্লী) সর্ব্বতো মুখমস্যেতি। ১ জল। (অমর) ২ আকাশ। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ সমস্তত মুখবিশিষ্ট। (ভারত ১।২১১।১২) (পুং) ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৬৬) ৫ ব্রহ্মা। (কুমার ২।৩) ৬ আত্মা। (মেদিনী) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০০) ৮ ব্রাহ্মণ। (শব্দরত্না°) ৯ স্বর্গ। (শব্দমালা) ১০ অগ্নি। (তিথিতত্ত্ব)

সর্ব্বতোবৃত্ত (ত্রি) সর্ব্বতো বৃত্তং। চারিদিকে গোলাকার, চক্রাকার।

সর্ব্বত্র (অব্য°) সর্ব্বস্মিন্নিতি সর্ব্ব (সপ্তম্যাস্ত্রল্। পা ৫।৩।১০) ইতি ত্রল্। সকল দিকে, সকল স্থানে, সকল কালে, সকল বিষয়ে।

সর্ব্বত্রগ (পুং) সর্ব্বত্র গচ্ছতি গম-(ড-প্রকরণে সর্ব্বত্র পন্নয়োরূপসংখ্যানং। পা ৩।২।৪৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ড। ১ বায়ু। (ত্রি) ২ সর্ব্বত্রগামী।

সর্ব্বত্রগত (ত্রি) সর্ব্বত্রব্যাপ্ত, সম্পূর্ণ।

সর্ব্বত্রগামিন্ (পুং) সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি গম-ণিনি। ১ বায়ু। (শব্দচ°) (ত্রি) সর্ব্বদিকে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে গমনকর্ত্তা।

সর্ব্বত্রসত্ত্ব (ক্লী) সকল স্থলে সত্তাবিশিষ্ট, যিনি সকল স্থলে বিদ্যমান আছেন। (রামতাপনী উপ° ২৮৭)

সর্ব্বথা (অব্য°) সর্ব্বেণ প্রকারেণ সর্ব্ব (প্রকারবচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩) ইতি থাল্। সর্ব্বপ্রকার। সকল প্রকারে। ২ ভৃশ, অতিশয়। ৩ হেতু। ৪ স্বীকার। ৫ নিশ্চয়। ৬ প্রতিজ্ঞা। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বদ (ত্রি) সর্ব্বং দদাতীতি দা-ক। সর্ব্বদানকারী, যিনি সকল দান করেন।

সর্ব্বদণ্ডধর (পুং) শিব। (ভারত অনুশাসনপ°)

সর্ব্বদমন (পুং) সর্ব্বান্ দময়তীতি দম-ল্যু। ভরতরাজ, শকুন্তলার পুত্র। মহাভারতে ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে, এই বালক ষড়্বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই আশ্রমস্থিত সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতিকে ধরিয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিত এবং উঁহাদের মধ্যে কাহারো পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিত এবং এই সকলকেই দমন করিয়া রাখিত। ঋষিগণ ইহার এই অলৌকিক সত্ত্ব অবলোকন করিয়া ইহার নাম সর্ব্বদমন রাখেন। (ভারত ১।৭৪ অ°) [শকুন্তলা ও ভরত দেখ।] (ত্রি) ২ সর্ব্বদমনকর্ত্তা, যিনি সকলকে দমন করেন।

সর্ব্বদরাজ (পুং) রাজভেদ, শাক্যমুনি।

সর্ব্বদর্শন (ক্লী) ১ সকল বিষয়ে দৃষ্টি, দর্শন। (ত্রি) ২ সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টিযুক্ত, যাহার সকল বিষয়ে দৃষ্টি আছে।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ (পুং) দর্শনশাস্ত্রের সংগ্রহগ্রন্থবিশেষ। মাধবাচার্য্য সকল দর্শনের সারসংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে চার্ব্বাক আদি করিয়া ১৮ খানি দর্শনের সারসংগ্রহ ও সাধারণ-মত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে সকল দর্শনের মোটামুটি মত জানিতে পারা যায়। অল্পদিন হইল, শঙ্করাচার্য্যরচিত 'সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তরত্ন' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকায়ত, আর্হত প্রভৃতি সকল দর্শনের সার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [দর্শন শব্দ দেখ।]

সর্ব্বদর্শিন্ (পুং) সর্ব্বং পশ্যতীতি দৃশ-ণিনি। ১ বুদ্ধ। (শব্দরত্না°) ২ পরমেশ্বর। (ত্রি) ৩ সর্ব্বদ্রষ্টা, যিনি সকল অবলোকন করেন, যিনি সমুদয় দর্শন করেন।

সর্ব্বদা (অব্য°) সর্ব্ব (সর্ব্বৈকান্যকিংযত্তদঃ কালে দা। পা ৫।৩।১৫) ইতি দা। সদা, সকল সময়ে, সকল কালে।

সর্ব্বদাস (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

সর্ব্বদুঃখ (ক্লী) সকলপ্রকার দুঃখ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। ইহা ভিন্ন আর কোনরূপ দুঃখ নাই, যে কোন দুঃখই হউক না কেন, তাহা এই ত্রিবিধ দুঃখের অন্তর্গত।

সর্ব্বদুঃখক্ষয় (পুং) সর্ব্বেষাং দুঃখানাং ক্ষয়ো যত্র। মোক্ষ, সকলপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হইলে মোক্ষ হয়। (হেম) ২ সকল পীড়ানাশক।

সর্ব্বদুষ্টান্তকৃৎ (ত্রি) সকল প্রকার দুষ্টের দমন বা নাশকারী।

সর্ব্বদৃশ্ (ত্রি) সর্ব্বং পশ্যতি দৃশ্-ক্বিপ্। সর্ব্বদ্রষ্টা। সর্ব্বদর্শী। (ভাগবত ৮।২৪।৫০)

সর্ব্বদেবতাময় (ত্রি) সর্ব্বদেবতা স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বদেবতাস্বরূপ। (ভাগবত ৫।২৩।৮)

সর্ব্বদেবত্য (ত্রি) সর্ব্বদেবতাসম্বন্ধীয়। সর্ব্বদেবতার নিবাসভূত।

সর্ব্বদেবময় (পুং) সকল দেবতার স্বরূপ।

সর্ব্বদেবমুখ (পুং) সর্ব্বেষাং দেবানাং মুখং যত্র। অগ্নি, অগ্নি সকল দেবতার মুখস্বরূপ। কারণ অগ্নিতে দেবতা সকলের হোম করিলে তাহা দেবগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। (জটাধর)

সর্ব্বদেব সূরি, প্রমাণমঞ্জরী নামক বৈশেষিকগ্রন্থরচয়িতা।

সর্ব্বদেবাত্মক (ত্রি) সর্ব্বে দেবাঃ আত্মাস্বরূপং যস্য। সর্ব্বদেবস্বরূপ।

সর্ব্বদেবাত্মন্ (ত্রি) সর্ব্বদেবাত্মক।

সর্ব্বদেশীয় (ত্রি) সর্ব্বদেশসম্বন্ধীয়।

সর্ব্বদেশ্য (ত্রি) সর্ব্বদেশভব। সকল বা প্রত্যেক দেশেই যাহা আছে। (ঋক্প্রাতি° ৯।২০)

সর্ব্বদৈবসত্ত্ব (স্ত্রী) সর্ব্বদা এব সত্ত্বং যস্য। সর্ব্বপ্রসব, যিনি সর্ব্বব্যাপ্ত, যাহার সত্তা সকল স্থলে বিদ্যমান আছে। (রামতাপনীয় উপনি° ২৪৭)

সর্ব্বদ্রষ্টৃ (ত্রি) সর্ব্বদর্শী, যিনি সকল বিষয় অবলোকন করেন, আত্মাই সর্ব্বদ্রষ্টা। (নৃসিংহতাপনী উপ°)

সর্ব্বদ্রুহ্ (ত্রি) সর্ব্বানদ্রুতি ইতি ক্বিপ্। সকলের পূজক, সকলের পূজাকারী।

সর্ব্বধানন্ (ত্রি) সর্ব্বং ধনমস্তীতি। ইনি। সকলপ্রকার ধনযুক্ত, সকলপ্রকার ধনবিশিষ্ট।

সর্ব্বধন্বন্ (পুং) কামদেব। (হেম)

সর্ব্বধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, সর্ব্বস্য ধরঃ। সকলের ধারক।

সর্ব্বধর, ১ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। রায়মুকুট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ একজন প্রাচীন আভিধানিক।

সর্ব্বধর্ম্ম (পুং) সকলপ্রকার ধর্ম্ম।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (গীতা ১৮।৬৬)

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে হে অর্জ্জুন! তুমি সকলপ্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

সর্ব্বধর্ম্মপদপ্রভেদ (পুং) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মপ্রবেশমুদ্রা (স্ত্রী) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মময় (ত্রি) সর্ব্বধর্ম্ম-স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপ।

সর্ব্বধর্ম্মমুদ্রা (স্ত্রী) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মসঙ্গকা (স্ত্রী) সমাধিভেদ। (প্রজ্ঞাপা° ৮ অ°)

সর্ব্বধর্ম্মসমতা (স্ত্রী) সর্ব্বধর্ম্মস্য সমতা। ১ সকল ধর্ম্মের সমতা, সকল ধর্ম্মের তুল্যত্ব। ২ বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মোত্তরঘোষ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বধা (ত্রি) সকলের ধাতা বা দাতা।

"মদেষু সর্ব্বধা অসি" (ঋক্ ৯।১৮।১)

'সর্ব্বধা সর্ব্বস্য ধাতা দাতা বা' (সায়ণ)

সর্ব্বধাতম (ত্রি) সর্ব্বধাতৃতম, সর্ব্বভোগপ্রদ।

"শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুবং ভগস্য ধীমহি" (ঋক্ ৬।৮২।১)

'সর্ব্বধাতমং সর্ব্বধাতৃতমং সর্ব্বভোগপ্রদমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

সর্ব্বধামন্ (ক্লী) ১ বাসগৃহ। ২ জন্মভূমি, স্বদেশ।

সর্ব্বধারিন্ (পুং) সর্ব্বং ধরতীতি ধৃ-ণিনি। ১ কালচক্রের দ্বাবিংশ বর্ষ। (বৃহৎসং ৮।২৭) (ত্রি) ২ সর্ব্বধারক, যিনি সকল ধারণ করেন।

সর্ব্বধুরাবহ (পুং) সর্ব্বাচাসৌ ধূশ্চেতি সর্ব্বধুরা, ঋক্পূরিত্যঃ, বহতীতি বহ-তৃচ্, সর্ব্বধুরায়াঃ বহঃ। সকলভারবাহক, রথলাঙ্গলাদির ভারবাহক গবাদি। (অমর)

সর্ব্বধুরীণ (পুং) সর্ব্বধুরাং বহতীতি (খঃ সর্ব্বধুরাৎ। ৪।৪।৩৮) ইতি খ। সকল ভারবাহক, রথলাঙ্গলাদির ভারবাহক গবাদি। (অমর)

সর্ব্বনাগ, ১ কোটার একজন সামন্তরাজ। বিন্দুনাগের পৌত্র ও পদ্মনাগের পুত্র। সেরগড়ের বৌদ্ধ শিলাফলক হইতে জানা যায় যে ৮৪৭ বিক্রম সংবতে ইহার পুত্র দেবদত্ত বিদ্যমান ছিলেন।

২ একজন সামন্ত। ইনি গুপ্তসম্রাট্ মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তের অধীনে (গুপ্তস° ১৪৬)। অন্তর্ব্বেদীর বিষয়পতি ছিলেন।

সর্ব্বনাথ, উচ্ছকল্পের একজন অধীশ্বর। ইনি মহারাজ জয়নাথের পুত্র। ১৯৩ কলচুরী সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

সর্ব্বনামন্ (ত্রি) সর্ব্বং নাম যস্য। সকল নামবিশিষ্ট, ব্রহ্ম, যাহার সকলই নাম। (ভাগ° ৬।৪।২৮)

২ সকলের নাম, সকলের সংজ্ঞা। ৩ ব্যাকরণমতে শব্দবিশেষ। সর্ব্বনাম শব্দ ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেষ। ব্যাকরণে সর্ব্বপ্রভৃতি শব্দ সর্ব্বনাম শব্দে অভিহিত। বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম শব্দ ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণে সর্ব্বনাম প্রকরণ বলিয়া একটী প্রকরণ আছে, এই প্রকরণে কোন কোন শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় এবং সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর কার্য্য প্রভৃতির বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

ইহাকে সাধারণ ভাষায় প্রতিসংজ্ঞাও বলা যায়। ইহা ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় প্রকার নাম বা শব্দ। এই শ্রেণীর শব্দগুলি ব্যক্তি বিশেষকে বা ব্যক্তিসমূহকে স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে সমর্থ নহে; ইহা পূর্ব্বের বর্ণিত ব্যক্তি বা বস্তুর অভিজ্ঞাপক মাত্র।

সর্ব্বনাম শব্দ সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—সর্ব্বাদি, অন্যাদি, পূর্ব্বাদি, যদাদি ও ইদমাদি উহাদের মধ্যে সর্ব্বাদি পর্য্যায়ে সর্ব্ব, বিশ্ব, উভয়, এক ও একতর এই পাঁচটী শব্দ আছে। ঐরূপ অন্যাদিতে—অন্য, অন্যতর, ইতর, কতর, কতম ও একতম, পূর্ব্বাদিতে—পূর্ব্ব, পর, অপর, অবর, অধর, দক্ষিণ, উত্তর ও স্ব শব্দ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন যদাদি ও ইদমাদি বিভাগে যথাক্রমে যদ্, তদ্, এতদ্, ত্যদ্ ও কিম্ এই পাঁচটী এবং ইদম্, অদস্, যুষ্মদ্ ও

অস্মদ্ এই চারিটী শব্দ গণ্য হইয়া থাকে। আত্মা বা আত্মীয় অর্থে স্ব শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়।

সর্ব্বাদি, অন্যাদি ও পূর্ব্বাদি অকারান্ত সর্ব্বনাম শব্দসমূহের রূপ অকারান্ত শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে, কেবল ১মা ও ৬ষ্ঠীর বহুবচনে এবং ৪র্থী, ৫মী ও ৭মীর একবচনে রূপের বিভিন্নতা আছে। যদাদি শব্দের দ্ উঠিয়া যায় এবং কিম্ শব্দের ইম্ গিয়া পদটী অকারান্ত হয়, অর্থাৎ য, ত, এত, ত্য ও ক এই রূপ হয় ও পরে সর্ব্বাদির ন্যায় রূপ হইয়া থাকে। কেবল ক্লীবলিঙ্গের ১মার ও ২য়ার একবচনে যৎ, তৎ, এতৎ, ত্যৎ ও কিম্ হয়, আর তদ্, এতদ্, ও ত্যদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে ১মার একবচনে সঃ, এষঃ ও স্যঃ এবং স্ত্রীলিঙ্গে সা, এষা ও স্যা এই বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিম্, অন্য, যদ্ ও তদ্ শব্দের ৭মী বিভক্তি স্থলে হিং ও দা হয়। যেমন কর্হি, কদা, অন্যর্হি, অন্যদা ইত্যাদি।

ইদমাদি শব্দের রূপ পৃথক্ পৃথক্। বাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে সম্যক্ প্রদর্শিত হইল না, তবে সংক্ষেপপরিচয়ার্থ এই মাত্র বলা যায় যে যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের সকল বিভক্তির দ্বিবচনে মূল শব্দ রূপান্তরিত হইয়া যুব ও আব আদেশ হয়। ২য়া, ৪র্থী ও ৬ষ্ঠীর দ্বিবচন ও বহুবচনে ঐ দুই শব্দ স্থানে বাম্, নৌ, বস্ ও নস্ বিকল্পে হয় অর্থাৎ যুষ্মদ্ শব্দের দ্বিবচনে বাম্ ও বহুবচনে বঃ, এবং অস্মদ্ শব্দের দ্বিবচনে নৌ ও বহুবচনে নঃ বিকল্পে আদেশ হইয়া থাকে। যুষ্মদ্ শব্দের ১মার ও ২য়ার একবচনে ত্বম্ ও ত্বাম্, ত্বা এবং অস্মদ্ শব্দের স্থলে যথাক্রমে অহম্ ও মাম্, মা হয়। এই দুইটী শব্দ তিন লিঙ্গেই সমান, কোন প্রভেদ নাই। চ, বা, এব এই তিন অব্যয় শব্দের যোগে যুষ্মদ্ শব্দের ত্বা, তে, বাম্, বঃ এই চারি পদের এবং অস্মদ্ শব্দের মা, মে, নৌ, নঃ এই চারি পদের প্রয়োগ হয় না। যথা,—'প্রভুঃ ত্বা মা চ আজ্ঞাপয়তি' না হইয়া 'প্রভুঃ ত্বাং মাং চ আজ্ঞাপয়তি' এইরূপ হইয়া থাকে।

সর্ব্ব শব্দের পুং ও ক্লীবলিঙ্গের প্রায় একই রূপ, তবে ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়া বিভক্তির তিন বচনেই অন্য প্রকার হইয়া থাকে। সর্ব্ব শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বা পদ হয় এবং রূপ প্রায় আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ লতা শব্দের অনুরূপ। বিশ্ব ও অন্য শব্দ ঠিক সর্ব্ব শব্দের তুল্য। অন্য শব্দের ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়ার একবচনে কেবল অন্যৎ পদ হয়। পূর্ব্ব শব্দের পুং ও ক্লীবলিঙ্গের রূপ প্রায় সর্ব্ব শব্দের মত। কেবল ৫মীর ও ৭মীর একবচনে বিকল্পে পূর্ব্বাৎ ও পূর্ব্বে আদেশ হয়, এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক সর্ব্ব শব্দের ন্যায়, কোন ভেদ নাই। পর, অপর, দক্ষিণ, উত্তর ও স্ব শব্দ পূর্ব্ব শব্দের মত।

ইদম্ শব্দের ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়ায় সর্ব্ব শব্দের ন্যায় পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপর সকল বিভক্তিতেই পুং ক্লীবলিঙ্গের রূপ সমান। স্ত্রীলিঙ্গে ইহার রূপ সম্যক্ স্বতন্ত্র। ইদম্ শব্দের পুংলিঙ্গে ১মার একবচনে অয়ম্, ক্লীবলিঙ্গে ইদম্ ও স্ত্রীলিঙ্গে ইয়ম্ হয়। উক্তির পশ্চাৎ উক্তি বুঝাইলে ইদম্ ও এতদ্ শব্দের ২য়া বিভক্তিতে ৩য়ার একবচনে এবং ৬ষ্ঠী ও ৭মীর দ্বিবচনে এন আদেশ হয়।

যে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া কোন বিশেষ বক্তাকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে উত্তমপুরুষ বলা যায়। আর যে প্রতি সংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া যাহার প্রতি বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহাকেই প্রতিপন্ন করে, তাহাকে মধ্যমপুরুষ কহে। অপর যে প্রতিসংজ্ঞা গুলি পূর্ব্বের অভিপ্রেত কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তির নামের প্রতিনিধিরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা তৃতীয় বা প্রথম পুরুষ। আমি (অস্মদ্) উত্তম পুরুষ, তুমি (যুষ্মদ্) মধ্যম পুরুষ এবং ইদম্, অদস্ ও তদ্ প্রভৃতি শব্দ প্রথম পুরুষ বলিয়া ব্যবহৃত।

যদি বাক্যের উদ্দেশ্য উত্তম বা মধ্যম পুরুষ না হইয়া অন্য কোন প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত বস্তু বা ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে 'এ' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর যদি প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত না হইয়া উদ্দেশ্য বস্তু বা ব্যক্তি দূর বা কিয়দন্তর অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে "সে" ও "ও" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দেশীয় ভাষায় "আমি" শব্দ ইতর প্রয়োগে মুই, তুমি, সম্মানার্থে আপনি, তুমি তুচ্ছার্থে তুই, এবং সম্মানার্থে ইনি। সে সম্মানার্থে তিনি ইত্যাদি সর্ব্ব নামেরও ব্যবহার আছে। আপন বা আপনি শব্দ কখন কখন সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে অন্যার্থেও ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীসর্ব্বনাম প্রচলিত নাই। অল্প দিন হইল, একজন বিখ্যাত-চিকিৎসক তাঁহার হোমিওপাথী চিকিৎসা-গ্রন্থসমূহে স্ত্রীসর্ব্বনাম চালাইয়াছেন। তিনি স্ত্রীসর্ব্বনামে প্রথম পুরুষের একবচনে "সা" ও ষষ্ঠীর একবচনে 'তস্যা' ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোন বঙ্গীয় লেখক এ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবর্ত্তী হন নাই।

সর্ব্বনামস্থান (ক্লী) পাণিনির অষ্টাধ্যায়িবর্ণিত সংজ্ঞাভেদ। (পা ১।১।৪২, ১।৪।১৭)

সর্ব্বনাশ (পুং) সর্ব্বস্য নাশঃ। ধ্বংস, সকলের নাশ। নীতিশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, যখন দেখা যায়, আশু সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি অর্দ্ধেক ত্যাগ করিবেন। অর্দ্ধেক ত্যাগ করিয়া যদি—আর অর্দ্ধেক রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে তাহা শ্রেষ্ঠ।

"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" (চাণক্যশ্লোক)

সর্ব্বনিক্ষেপা (স্ত্রী) সংখ্যাভেদ। (ললিতবি°)

সর্ব্বনিধন (পুং) একাহযাগভেদ। (সাংখ্য°শ্রৌ° ১৪।১০।২)

সর্ব্বনিয়োজক (ত্রি) সর্ব্বস্য নিয়োজকঃ। সকলের নিয়োজনকারী, সকলকে যিনি নিয়োগ করেন। ২ বিষ্ণু।

সর্ব্বনিলয় (পুং) ১ সর্ব্বাধারসম্পন্ন। ২ বাসগৃহযুক্ত।

সর্ব্বনিবরণবিষ্কম্ভিন্ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (তারনাথ)

সর্ব্বন্দদ (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (অবদানকল্পলতা ১৫)

সর্ব্বংদম (পুং) সর্ব্বংদময়তীতি দম-অচ্, দ্বিতীয়ায়াঃ অলুক্। ভরতরাজ, শকুন্তলাপুত্র। (হেম)

সর্ব্বন্দমন (পুং) সর্ব্বদমন, ভরত।

সর্ব্বপতি (পুং) সর্ব্বস্য পতিঃ। সকলের পতি, বিষ্ণু।

সর্ব্বপত্রীণ (ত্রি) সর্ব্বপত্রান্ ব্যাপ্নোতি। সর্ব্বপত্র (তৎসর্ব্বাদে-পথ্যঙ্গ-কর্ম্ম-পত্রপাত্রং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭) ইতি খ। সারথি।

সর্ব্বপথীন (ত্রি) সর্ব্বপথান্ ব্যাপ্নোতি সর্ব্বপথ-খ। (পা ৫।২।৭) রথ, যে রথ সকল পথ ব্যাপ্ত হয়।

সর্ব্বপদ্ (ত্রি) বহুপদবিশিষ্ট (যজ্ঞ)। (অথর্ব্ব ১০।১০।২৭)

সর্ব্বপদ (ক্লী) সকল রকমের পদ (মন্ত্রাদিতে)। (নৈঘণ্ট ৩।১২)

সর্ব্বপরিফুল্ল (ত্রি) ১ সর্ব্বতোভাবে স্ফীত। উৎফুল্ল।

সর্ব্বপরুস্ (ত্রি) সকল প্রকার গ্রন্থিবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ১১।৩।৩২)

সর্ব্বপশু (ত্রি) ১ মৃগবলি। (লাট্যা° শ্রৌ° ৫।৪।৩১) (পুং) ২ সকল প্রকার পশু।

সর্ব্বপা (স্ত্রী) সর্ব্বং পাতীতি পা-ক-টাপ্। ১ বলিরাজার স্ত্রী। (ত্রি) ২ সর্ব্বপানকর্ত্তা। ৩ সর্ব্বরক্ষণকর্ত্তা, যিনি সকল পান করেন বা যিনি সকল রক্ষা করেন।

সর্ব্বপাঞ্চাল (পুং) পাঞ্চালবাসী আচার্য্যভেদ।

সর্ব্বপাত্রীণ (ত্রি) সর্ব্বপাত্রং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বপাত্র-খ (পা ৫।২।৭)। ওদন।

সর্ব্বপাদ (পুং) একজন রাজামাত্য।

সর্ব্বপাল (ত্রি) সর্ব্বং পালয়তি পাল-অচ্। সকলের পালক, যিনি সকলকে পালন করেন।

সর্ব্বপালক (ত্রি) সকলের পালনকারী।

সর্ব্বপুণ্য (ক্লী) সকল পুণ্য, সমুদয় পুণ্য।

সর্ব্বপুণ্যসমুচ্চয় (পুং) সমাধিবিশেষ। (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক)

সর্ব্বপুর, দাক্ষিণাত্যের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজমহেন্দ্রী তালুকের অন্তর্গত একটী তীর্থক্ষেত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সর্ব্বপুরক্ষেত্র মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

সর্ব্বপুরুষ (ত্রি) সকল পুরুষযুক্ত। (পুং) ২ সকল পুরুষ।

সর্ব্বপূত (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ পূতঃ। সকল বিষয়ে পবিত্র।

সর্ব্বপূরক (ত্রি) সর্ব্বান্ পূরয়তি পূর-ণ্বুল্। সকলের পূরণকারী।

সর্ব্বপূর্ণত্ব (ক্লী) সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণত্বং। সত্তার। (ত্রিকা°)

সর্ব্বপূর্ব্ব (ত্রি) সকলের পূর্ব্ব, সকলের প্রথম।

সর্ব্বপৃষ্ঠ (পুং) ১ যাগভেদ। (ত্রি) ২ সকলের পশ্চাৎ।

সর্ব্বপ্রদ (ত্রি) সর্ব্বং প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। সর্ব্বদ, সকল প্রদানকারী, যিনি সকল দান করেন।

সর্ব্বপ্রভু (পুং) সর্ব্বস্য প্রভুঃ। সকলের প্রভু, সকলের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। সকল বিষয়ে প্রভু।

সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত (ত্রি) ১ সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্তযুক্ত, যিনি সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। ২ (ক্লী) ১ আহবনীয় অগ্নিতে ত্যাগ।

সর্ব্বপ্রিয় (ত্রি) সর্ব্বেষাং জনানাং প্রিয়ঃ। সকলজনবল্লভ, সকলের প্রিয়। সর্ব্বস্য শিবস্য প্রিয়ঃ। ২ মহাদেবের প্রিয়। সর্ব্বঃ শিবঃ প্রিয়ো যস্য। ৩ শিবভক্ত।

সর্ব্বফলত্যাগচতুর্দ্দশীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। সকল ফলকামনা বর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

সর্ব্ববর্ম্মন্, ১ একজন হিন্দু নরপতি। মহাসামন্তমহারাজ সমুদ্রসেনের পূর্ব্বপুরুষ। [সমুদ্রসেন দেখ।]

২ অপর একজন রাজা। মগধের গুপ্তরাজবংশের অন্যতম শাখার ২য় জীবিতগুপ্তদেবের শিলালিপিতে ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বলিয়া উল্লিখিত।

৩ মৌখরীবংশীয় একজন মহারাজাধিরাজ। ইহার পিতার নাম ঈশানবর্ম্মন্ ও মাতার নাম লক্ষ্মীবতী।

সর্ব্ববল (ক্লী) সংখ্যাবিশেষ। (ললিতবি°)

৪ কাতন্ত্রসূত্র ও ধাতুপাঠ নামক ব্যাকরণগ্রন্থরচয়িতা।

[শর্ব্ববর্ম্মন্ দেখ।]

সর্ব্ববাহ্য (ত্রি) সকল লোককর্ত্তৃক পরিত্যক্ত।

সর্ব্ববীজ (ক্লী) সর্ব্বস্য বীজং। সকলের বীজ, সকলের কারণ।

সর্ব্ববীজিন্ (ত্রি) সর্ব্ববীজ অস্ত্যর্থে ইনি। সকল বীজবিশিষ্ট।

সর্ব্ববুদ্ধসন্দর্শন (ক্লী) বৌদ্ধজগৎভেদ। (সদ্ধর্ম্মপু°)

সর্ব্বভক্ষ (ত্রি) সর্ব্বান্ ভক্ষয়তীতি ভক্ষ-অণ্। সর্ব্বভক্ষণকর্ত্তা, যিনি সকল দ্রব্য ভক্ষণ করেন।

"ইতি শ্রুত্বা পুলোমায়া ভৃগুঃ পরমমন্যুমান্।

স শাপাগ্নিমতিক্রুদ্ধঃ সর্ব্বভক্ষো ভবিষ্যতি॥"(ভারত ১।৬।১৪)

স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বভক্ষা—ছাগী। (হেম)

সর্ব্বভক্ষত্ব (ক্লী) সর্ব্ব ভক্ষস্য ভাবঃ ত্ব। সর্ব্ব ভক্ষের ভাব বা ধর্ম্ম, সকল প্রকার ভোজন।

সর্ব্বভক্ষিন্ (ত্রি) সর্ব্ব ভক্ষ-অস্ত্যর্থে ইনি। সকল প্রকার দ্রব্যভোজনকারী, সর্ব্বভক্ষক।

সর্ব্বভট্ট, পত্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বভবারণি (স্ত্রী) সকল লোকের জননী।

"কিং মাং মোহয়সে দেব স্বাং মায়াং সমুপশ্রিতঃ।
অনঘ ত্বং তথৈবেয়ং দেবী সর্ব্বভবারণিঃ॥" (মার্ক°পু° ১৭।৭)

সর্ব্বভাজ্ (ত্রি) সর্ব্বং ভজতে ভজ-ণ্বি। সকল প্রকার ভজনাকারী, যিনি সকল প্রকার ভজনা করেন।

সর্ব্বভাব (পুং) সর্ব্ব ভাবঃ। সকল প্রকার ভাব। সর্ব্বান্তঃকরণ, সম্পূর্ণরূপ।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।" (গীতা ১৮।৬২)
'সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা' (স্বামী)

২ জ্যোতিষ মতে তন্বাদি দ্বাদশ প্রকার ভাব। এই সকল ভাব বিচার দ্বারা সকল প্রকার ফল নির্ণীত হয়।

সর্ব্বভাবন (ত্রি) সকল প্রকার ভাবনাযুক্ত।

সর্ব্বভুজ্ (ত্রি) সর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-ক্বিপ্। সর্ব্বভক্ষ, সকল ভোজনকারী।

সর্ব্বভূত (ক্লী) সকল প্রকার ভূত, সকল প্রকার প্রাণী, সকলজীব। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" (শ্রুতি) ২ ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত।

"সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে।" (মনু ১।১৬)

সর্ব্বভূতময় (ত্রি) সর্ব্বভূতস্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বভূতস্বরূপ, সর্ব্বজীবস্বরূপ।

সর্ব্বভূতরুতগ্রহণীলিপি (পুং) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ললিতবি° ১৪৪।১৩)

সর্ব্বভূতাত্মক (ত্রি) সর্ব্বভূত আত্মা স্বরূপং যস্য। সর্ব্বভূত স্বরূপ, এই জগৎ সর্ব্বভূতাত্মক।

সর্ব্বভূতাত্মন্ (পুং) সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনামাত্মা। সকল প্রাণীর আত্মা।

"যুগপত্তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্ মহাত্মনি।
তদায়ং সর্ব্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্বৃতঃ॥" (মনু ১।৫৪)

যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন মহাত্মা পরব্রহ্মে সকল ভূতের আত্মা সকল নির্বৃত হইয়া নিদ্রিত হয়।

সর্ব্বভূতাত্মভূত (ত্রি) সর্ব্বভূতানাং আত্মভূতং। সকল ভূতের আত্মভূত, সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ।

"তং সর্ব্বভূতাত্মভূতং প্রশান্তং সমদর্শনং।
ভগবত্তেজসা স্পৃষ্টং নাশকোদ্ধর্ত্তুমুদ্যমৈঃ॥" (ভাগ° ৭।১।৪২)

সর্ব্বভূতাধিপতি (পুং) সর্ব্বভূতানামধিপতিঃ। সর্ব্বপ্রাণীর অধিপতি, বিষ্ণু।

সর্ব্বভূতাধিবাস (পুং) ১ সর্ব্বভূতের নিবাসভূমি বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। (ভাগবত ৯।১৯।২৯)

সর্ব্বভূতান্তক (ত্রি) সকল ভূতের অন্তকারী, যম।

সর্ব্বভূতান্তরাত্মন্ (পুং) সর্ব্বজীবের আত্মাস্বরূপ। (ভারত° ১২প°)

সর্ব্বভূমি (স্ত্রী) সর্ব্বাভূমিঃ। সকলভূমি।

সর্ব্বভোগীন (ত্রি) সর্ব্বভোগায় হিতং সর্ব্বভোগ (আত্মন্ বিশ্বজনভোগোত্তরপদাৎ খঃ। পা ৫।১।৯) ইতি খ। সর্ব্ব ভোগের হিতকর।

সর্ব্বভোগ্য (ত্রি) সর্ব্বেষাং ভোগ্যঃ। সকলের ভোগ্য, সকলের ভোগের উপযুক্ত।

সর্ব্বমঙ্গল (ত্রি) সকল প্রকার মঙ্গল। (রামায়ণ ১।১৮।১৮)

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥" (পুরাণ°)

(ত্রি) ২ সকল প্রকার মঙ্গলবিশিষ্ট।

সর্ব্বমঙ্গলা (স্ত্রী) সর্ব্বাণি মঙ্গলানি যস্যাঃ। দুর্গা। এই শব্দের নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে—

"মঙ্গলং মোক্ষবচনং চা শব্দো দাতৃবাচকঃ।
সর্ব্বান্ মোক্ষান্ যা দদাতি সা এব সর্ব্বমঙ্গলা॥
হর্ষে সম্পদি কল্যাণে মঙ্গলং পরিকীর্ত্তিতং।
তান্ দদাতি চ যা দেবী সা এব সর্ব্বমঙ্গলা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ৫৪ অ°)

মোক্ষের নাম মঙ্গল, আ শব্দের অর্থ দাতা, যিনি সকল প্রকার মোক্ষরূপ মঙ্গল দান করেন, তাহাকে সর্ব্বমঙ্গলা কহে। অথবা হর্ষ, সম্পদ্ ও কল্যাণ এই তিনটী মঙ্গল বলিয়া অভিহিত; যিনি এইরূপ মঙ্গল দান করেন, তিনিও সর্ব্বমঙ্গলা নামে অভিহিতা হন। দেবীপুরাণে লিখিত আছে—

"সর্ব্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ।
দদাতি চেপ্সিতান্ লোকে তেন সা সর্ব্বমঙ্গলা॥"
(দেবীপু° ৪৫ অ°)

যিনি হৃদয়স্থিত সকল প্রকার শুভ দান করেন, তাহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা। ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার নামনিরুক্তি আছে। বর্দ্ধমানে সর্ব্বমঙ্গলাদেবী বিশেষ প্রসিদ্ধা।

সর্ব্বময় (ত্রি) সর্ব্বস্বরূপ ময়ট্। সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বস্বরূপ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯১।২৩)

সর্ব্বমলাপগত (পুং) সমাধিভেদ, এই সমাধি হইলে সকল চিত্তমল বিদূরিত হয়।

সর্ব্বমহৎ (ত্রি) অতি বৃহৎ। সর্ব্বোচ্চ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বমাগধক (ত্রি) যাহারা সমস্ত মগধদেশ অবলম্বন করিয়া থাকে।

সর্ব্বমাতৃ (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং মাতা। সকলের মাতা।

সর্ব্বমাত্রা (স্ত্রী) বিরাজ্ ছন্দোভেদ।

সর্ব্বমারমণ্ডলবিধ্বংসনকারী (স্ত্রী) রশ্মি (ললিতবি°)

সর্ব্বমিত্র (ক্লী) সর্ব্বেষাং মিত্রং। সকলের মিত্র। সকলের বন্ধু।

সর্ব্বমূর্দ্ধন্য (পুং) শাক্তগ্রন্থকারভেদ।

সর্ব্বমূল্য (ক্লী) সমস্ত মূল্যং। কপর্দ্দক, কড়ি। (ত্রিকা°)

সর্ব্বমুষক (পুং) সর্ব্বান্ মুষ্ণাতীতি মুষ-ণ্বুল, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কাল, সর্ব্বনাশক সময়, কাল সকলকেই ধ্বংস করে। এইজন্য উহার নাম সর্ব্বমুষক।

সর্ব্বমৃত্যু (পুং) সকল প্রকারে মরণ।

সর্ব্বমেধ (পুং) ১ সোম। (শত° ব্রা° ১৩।৭।৪।১) ২ সর্ব্বযজ্ঞ।
"স্বগস্য স্পর্শবায়োশ্চ সর্ব্বমেধস্য চৈবহি।" (ভাগবত ২।৬।৪)
'সর্ব্বস্য মেধস্য যজ্ঞস্য' (স্বামী)
৩ উপনিষদ্‌ভেদ, সর্ব্বমেধোপনিষদ্।

সর্ব্বমেধ্যত্ব (ক্লী) সম্পূর্ণ পূতত্ব, পূর্ণ পবিত্রতা।

সর্ব্বম্ভরি (ত্রি) সর্ব্বং বিভর্ত্তি ভৃ-ইঞ্, মুম্। প্রাণ, প্রাণ সকলকে পোষণ করে। (ছান্দোগ্যউপ°)

সর্ব্বযজ্ঞ (পুং) সকল প্রকার যজ্ঞ।

সর্ব্বযত্নবৎ (ত্রি) সর্ব্বযত্ন-অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য ব। সকল প্রকার যত্নবিশিষ্ট, সকল প্রকার যত্নযুক্ত।

সর্ব্বযন্ত্রিন্ (ত্রি) সর্ব্বযজ্ঞকুশলী। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৪।১।৯)

সর্ব্বযোনি (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং যোনিঃ। ১ সকলের যোনি, সকলের কারণ। ২ সকল প্রকার যোনি।

সর্ব্বরক্ষণ (ক্লী) সর্ব্বস্য রক্ষণং। সকলের রক্ষণ, সকলের রক্ষাকরণ। (ত্রি) ২ সকলের রক্ষক, সর্ব্বরক্ষাকর।

সর্ব্বরক্ষণকবচ (ক্লী) সর্ব্বরক্ষণং সর্ব্বরক্ষাকরং কবচং। সর্ব্বরক্ষাকর কবচবিশেষ। এই কবচ ধারণ করিলে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে এই কবচের বিষয় ও ইহার বিশেষ বিধান লিখিত হইয়াছে। ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ গোরোচনা ও কুঙ্কুমদ্বারা লিখিয়া তৎপরে কবচ-সংস্কারের বিধানানুসারে সংস্কার করিয়া হস্তে বা কণ্ঠে ধারণ করিলে সকল বিপদ্ দূর হইয়া সকল প্রকার শুভ হইয়া থাকে। কবচের লেখ্য শ্লোকগুলি বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে লিখিত হইল না।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১২অ°)

সর্ব্বরত্ন (ক্লী) সকল প্রকার রত্ন।

সর্ব্বরত্নক (পুং) জৈনদিগের রত্নাধীশ্বর দেবতাভেদ।

সর্ব্বরত্নময় (ত্রি) সর্ব্বরত্ন স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বরত্নস্বরূপ, সকল প্রকার রত্নদ্বারা নির্ম্মিত।

সর্ব্বরথ (ক্লী) সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রথ। "সর্ব্বরথা শতক্রতো নি যাহি" (ঋক্ ৫।৩৫।৫) 'সর্ব্বরথা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তেন রথেন' (সায়ণ)

সর্ব্বরস (পুং) সর্ব্বো রসো যত্র। ১ সূরি, পণ্ডিত। (শব্দরত্নাবলী) ২ ধূনক। (অমর) ৩ বাদ্যভাণ্ড, বীণাভেদ, (মেদিনী) ৪ লবণরস। (হেম) ৫ মধুরাদি সকল রস। (ত্রি) ৬ সর্ব্বরসবিশিষ্ট। (ছান্দোগ্য° উপ° ৩।১৪।২) উপনিষদে ব্রহ্ম সর্ব্বরস বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

সর্ব্বরসোত্তম সর্ব্বরসেষু উত্তমঃ। লবণরস। (হেম)

সর্ব্বরাজ্ (পুং) সর্ব্বেষু রাজতে রাজ-কিপ্। সকল বিষয়ে যিনি শোভিত হন। (শুক্লযজুঃ° ৫।২৫)

সর্ব্বরাজেন্দ্র (পুং) সর্ব্বরাজেষু ইন্দ্রঃ। সকল রাজশ্রেষ্ঠ, প্রধান নরপতি।

সর্ব্বরাত্র (পুং) সর্ব্বা রাত্রিঃ (অহঃ সর্ব্বৈকদেশসংখ্যাত পুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ। পা ৫।৪।৮৭) ইতি অচ্ সমাসান্তঃ ইকারলোপঃ। সমস্তরজনী।

সর্ব্বরী (স্ত্রী) শর্ব্বরী, রাত্রি। এই শব্দ দন্ত্যসবাদি দেখিতে পাওয়া যায়। (ধরণি)

সর্ব্বরুতকৌশল্য (ক্লী) সমাধিভেদ।

সর্ব্বরুতসংগ্রহণলিপি (স্ত্রী) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শব্দের 'সর্ব্বরুতসংগ্রহণীলিপি' পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বরূপ (ক্লী) ১ সকল প্রকার রূপ। (ত্রি) ২ সকল রূপ বিশিষ্ট। সকলই যাহার রূপ। ৩ ব্রহ্ম।

সর্ব্বরূপিন্ (ত্রি) সর্ব্বরূপ অস্ত্যর্থে ইনি। সকল রূপবিশিষ্ট।

সর্ব্বরোগ (পুং) সর্ব্বঃ রোগঃ। সকল প্রকার রোগ, সকল প্রকার পীড়া। বৈদ্যকে লিখিতে আছে যে, কুপিত মলই সকল রোগের কারণ, মল শব্দে বায়ু, পিত্ত ও কফ বুঝায়। বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়াই রোগোৎপাদন করে।
"সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।" (বৈদ্যক)
মল শব্দে বিষ্ঠাকেও বুঝায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে সকল রোগই হইতে পারে।

সর্ব্বরোহিত (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে রক্তবর্ণমণ্ডিত।
(শতপথব্রা° ৩।৫।৪।২৩)

সর্ব্বর্ত্তু (পুং) সর্ব্বঃ ঋতুঃ। সকল ঋতু, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ষড়্ঋতু।

সর্ব্বর্ত্তুক (ত্রি) সকল ঋতুতে উৎপন্ন পুষ্প মাল্য ও ফলাদি দ্বারা শোভিত।
"তস্য মধ্যে সুপর্য্যাপ্তং কারয়েদ্ গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্ব্বর্ত্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতং॥" (মনু ৭।৭৬)
'সর্ব্বর্ত্তুকং সর্ব্বর্ত্তুমাল্যফলৈঃ শোভিতং' (মেধাতিথি)

সর্ব্বর্ত্তুপরিবর্ত্ত (পুং) সর্ব্বর্ত্তুনাং পরিবর্ত্তো যত্র। বৎসর, বৎসরে ৬টী ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়। (জটাধর)

সর্ব্বর্ত্তুফল (ক্লী) সর্ব্বর্ত্তুজাতং ফলং। সকল ঋতুজাত ফল।

"সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে।" (শিবরাত্রি ব্রতকথা)

সর্ব্বলক্ষণ (ক্লী) সর্ব্বং লক্ষণং। সকল প্রকার লক্ষণ, সকল প্রকার চিহ্ন।

সর্ব্বলঘু (ত্রি) যাহার সকলই লঘু।

সর্ব্বলবণ (ক্লী) ঔষর লবণ। (রাজনি°)

সর্ব্বলা (স্ত্রী) সর্ব্বং লাতীতি লা-ক, টাপ্। তোমর। (অমর)

সর্ব্বলিঙ্গিন্ (পুং) সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাণাং লিঙ্গং চিহ্নমস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ পাষণ্ড। (অমর) ভরত লিখিয়াছেন যে, বেদবিরুদ্ধাচার সর্ব্ববর্ণ-চিহ্নধারী বৌদ্ধ-ক্ষপণাদিকে সর্ব্ব-লিঙ্গী কহে। "যে বেদ-বিরুদ্ধাচারেষু সর্ব্ববর্ণচিহ্নধারিষু বৌদ্ধক্ষপণকাদিষু, সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাণাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিঙ্গমস্ত্যেষামিতি"। (ভরত) পামর, ধূর্ত্ত; ইহারা সকল প্রকার বর্ণাশ্রমীর কিছু কিছু লিঙ্গ ধারণ করে। (ত্রি) ২ সকল প্রকার চিহ্ন-ধারী।

সর্ব্বলোক (পুং) সর্ব্বঃ লোকঃ। সমস্ত লোক, নিখিল জগৎ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।

সর্ব্বলোকধাতূপদ্রবোদ্বেগপ্রত্যুত্তীর্ণ (পুং) বুদ্ধ।

সর্ব্বলোকপিতামহ (পুং) সর্ব্বলোকস্য পিতামহঃ। ব্রহ্মা। ব্রহ্মার আদেশে মনু এই জগৎ সৃষ্টি করেন, মনুর পিতা ব্রহ্মা, এই জন্য তিনি সকল লোকের পিতামহ নামে অভিহিত।

"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥" (মনু ১।৯)

সর্ব্বলোকভয়াস্তম্ভিতত্ববিধ্বংসনকর (পুং) বুদ্ধভেদ।

সর্ব্বলোকময় (ত্রি) সর্ব্বলোকস্বরূপে ময়ট্। সকল লোকস্বরূপ।

সর্ব্বলোকান্তরাত্মন্ (পুং) সর্ব্বলোকান্তরব্যাপী আত্মাবিশিষ্ট, বিষ্ণু। (ভারত ১৩ প°)

সর্ব্বলোকিন্ (ত্রি) সর্ব্বলোক অস্ত্যর্থে ইনি। সর্ব্বলোক-বিশিষ্ট, সকল লোকযুক্ত।

সর্ব্বলোকেশ (পুং) সর্ব্বলোকানামীশঃ। সকল লোকের অধি-পতি, শ্রীকৃষ্ণ।

সর্ব্বলোকেশ্বর (পুং) সর্ব্বলোকস্য ঈশ্বরঃ। ১ ব্রহ্মা। ২ কৃষ্ণ। ৩ সকল লোকের অধিপতি।

সর্ব্বলোহ (পুং) সর্ব্বো লোহো যস্য। ১ লৌহময় বাণ। ২ সকল ধাতু।

সর্ব্বলোহিত (ত্রি) সর্ব্বলোহিত। (রামা° ৪।৬।১৭)

সর্ব্বলৌহ (ক্লী) তাম্র। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্ববর্ণ (ক্লী) সকল প্রকার বর্ণ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল।

সর্ব্ববর্ণিকা (স্ত্রী) সর্ব্বং বর্ণয়তীতি বর্ণ-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। গাম্ভারীবৃক্ষ। (জটাধর)

সর্ব্ববর্ম্মন্ (পুং) কাতন্ত্রসূত্রপ্রণেতা বৈয়াকরণভেদ।
[শর্ব্ব বর্ম্মন্ দেখ।]

সর্ব্ববল্লভা (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং বল্লভা। অসতী নারী, ইহারা সকলেরই প্রিয়া। (ধরণি) (ত্রি) সকলের প্রিয়।

সর্ব্ববাঙ্নিধন (পুং) একাহভেদ। (শাঙ্খ° শ্রৌ° ১৫।১০।৪)

সর্ব্ববাঙ্ময় (ত্রি) সকল বাক্যস্বরূপ, প্রণব, সকল বাক্যের বীজভূত।

"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবোনারায়ণোনান্য একোঽগ্নির্ব্বর্ণ এব চ ॥" (ভাগ° ৯।১৪।৪৮)

'সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ সর্ব্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণবঃ এক এব বেদঃ।'

সর্ব্ববাদিন্ (ত্রি) সর্ব্বাং বদতি বদ-ণিনি। ১ সকল বাদী, যিনি সকল বলেন। (পুং) ২ শিব। (ভারত অনুশা°)

সর্ব্ববিক্রয়িন্ (ত্রি) সর্ব্ববিক্রয় অস্ত্যর্থে-ইনি। সকল বস্তু-বিক্রয়কারী, নিষিদ্ধ বস্তুবিক্রয়কারী। লবণ, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য যাহারা বিক্রয় করেন, তাহাদিগকে সর্ব্ববিক্রয়ী কহে।

"নাবস্থিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী।" (মনু ২।১১৮)

সর্ব্ববিজ্ঞানিন্ (ত্রি) সর্ব্ববিজ্ঞান অস্ত্যর্থে ইনি। সকল বিজ্ঞানবিশিষ্ট, যিনি সকল বিজ্ঞান অবগত আছেন।

সর্ব্ববিৎ (পুং) সর্ব্বং বেত্তীতি বিদ-কিপ্। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিচ্চ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥"(মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৯)

(ত্রি) ২ সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববিত্ত্ব (ক্লী) সর্ব্ববিদো ভাবঃ ত্ব। সর্ব্ববিদের ভাব বা ধর্ম্ম, সর্ব্বজ্ঞত্ব।

সর্ব্ববিদ্য (ত্রি) সর্ব্বা বিদ্যা যস্য। সকল বিদ্যাবিশিষ্ট, সকল বিষয়ে বিদ্বান্।

সর্ব্ববিদ্যা (স্ত্রী) সর্ব্বা বিদ্যা। সকল বিদ্যা, সকল প্রকার বিদ্যা।

সর্ব্ববিদ্যাময় (পুং) সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপে ময়ট্। সকল বিদ্যাস্বরূপ।

সর্ব্ববিদ্যালঙ্কার, সংক্ষিপ্তসারকারকটিপ্পনীপ্রণেতা। ইনি গঙ্গ-ঘট্টবংশীয় ছিলেন।

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য (পুং) পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্ববিশ্ব (ক্লী) সকল বিশ্ব, সমুদয় জগৎ।

সর্ব্ববীর (ত্রি) সকল পুত্রাদির সহিত যুক্ত।

"ক্ষয়াম সর্ব্ববীরয়া বিশা" (ঋক্ ১।১১১।২)

'সর্ব্ববীরয়া সর্ব্বৈঃ বীরৈঃ পুত্রাদিভিরুপেতয়া' (সায়ণ)

সর্ব্ববীরজিৎ (ত্রি) সকল বীরপুরুষ জয়কারী।

সর্ব্ববেতৃ (পুং) সর্ব্ব-বিদ-তৃণ্। সর্ব্ববিদ, সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববেদ (পুং) সর্ব্বান্ বেদানধীতে ইতি (ক্রতুকথাদিভ্যা-

স্যাঃ চক্। (পা ৪।২।৬০) ইতি চক্, সর্ব্বাদেঃ সাদেশ্চ লুক্‌বক্তব্যঃ। ইতি লুক্। সর্ব্ববেদাধ্যেতা ব্রাহ্মণ। (ত্রি) ২ সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববেদত্রিরাত্র (পুং) অহীনযাগভেদ।
(শাঙ্খ° শ্রৌ° ১৬।২২।২৯)

সর্ব্ববেদময় (ত্রি) সর্ব্বং বেদ স্বরূপে ময়ট্। সকল বেদস্বরূপ। প্রণব সকল বেদস্বরূপ। (ভাগবত ৭।১১।৭)

সর্ব্ববেদস্ (পুং) সর্ব্বং ধনং বেদয়তি নিবেদয়তি ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ নি বিদ-ণিচ্-অসুন্। সর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিন্নামক যজ্ঞকারী, যিনি সর্ব্বস্বদক্ষিণাযুক্ত বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্ববেদস্ কহে। (অমর) ভরত এই শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—"সর্ব্বস্বং দক্ষিণা যত্র স সর্ব্বস্বদক্ষিণো বিশ্বজিন্নাম যাগঃ স যেনেষ্টঃ সম্পাদিতঃ স সর্ব্ববেদা উচ্যতে" (ভরত)

সর্ব্ববেদস (পুং) কৃতসর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ যাগ। (মনু ১১।১)

সর্ব্ববেদসিন্ (ত্রি) সর্ব্বস্ব দক্ষিণাদানরূপ যজ্ঞকারী।

সর্ব্ববেদাত্মন্ (পুং) সর্ব্ববেদস্বরূপ।

সর্ব্ববেদিন্ (ত্রি) সর্ব্ববেদ-ইনি। সর্ব্ববেদবিশিষ্ট। সর্ব্বং বেত্তি-বিদ-ণিনি। যিনি সকল জানেন। (পুং) ৩ শিব। (ভারত অনুশাসনপ°) সর্ব্ববাদিন্ পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্ববেশিন্ (পুং) সর্ব্বেষাং বেশোঽস্ত্যস্তীতি ইনি। ১ নট। (হেম) (ত্রি) ২ সকল বেশধারী, যিনি সকল প্রকার বেশ ধারণ করেন।

সর্ব্ববৈনাশিক (ত্রি) বৈনাশিক। [বৈনাশিক দেখ।]

সর্ব্বব্যাপিন্ (ত্রি) সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বং-বি-আপ-ণিনি। যিনি সকল স্থল ব্যাপিয়া আছেন।

সর্ব্বব্রত (ক্লী) ১ সকল ব্রত। ২ সকল ব্রতবিশিষ্ট, যে ব্রত অনুষ্ঠান করিলে সকল ব্রতের ফল হয়।
"অয়ং বৈ সর্ব্বযজ্ঞাখ্যং সর্ব্বব্রতামতি স্মৃতং।" (ভাগ° ৮।১৬।৬০)

সর্ব্বশস্ (অব্য°) সর্ব্ব-শস্। সকলপ্রকারে, সাধারণরূপে।

সর্ব্বশাকুন (ক্লী) সকল প্রকার শাকুন-শাস্ত্র। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, বরাহ-মিহির শিষ্যগণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য সর্ব্বশাকুনসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। যত প্রকার শাকুন-ফল শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহা ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। (বৃহৎসংহিতা ৮৬।৪)

সকলশান্তি (স্ত্রী) সকল প্রকার শান্তি।

সকলশান্তিকৃৎ (ত্রি) সকলশান্তিং করোতীতি কৃ-কিপ্ তুক্ চ। শকুন্তলাপুত্র ভরতরাজ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ সকল শমকারক, যিনি সকল প্রকার শান্তি করেন।

সর্ব্বশাস (ত্রি) সর্ব্বং শাস্তি শাস্-অচ্। সকলের শাসক, যিনি সকলকে শাসন করেন। "সর্ব্বশাসৈরভিশ্রুতিঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।৪) 'সর্ব্বশাসৈঃ সর্ব্বশাসকৈঃ' (সায়ণ)

সর্ব্বশাস্ত্র (ক্লী) সকল প্রকার শাস্ত্র।

সর্ব্বশাস্ত্রময় (ত্রি) সর্ব্বশাস্ত্র স্বরূপে ময়ট্। সকল শাস্ত্রস্বরূপ।

সর্ব্বশুচি (পুং) অগ্নি, যিনি সকলকে শুচি অর্থাৎ পবিত্র করেন। ২ সকলই পবিত্র।

সর্ব্বশুদ্ধবাল (ত্রি) সকল শুভ্রকেশ, সকল শুভ্রবর্ণ কেশযুক্ত। (শুক্লযজু° ২৪।৩)

সর্ব্বশূন্য (ত্রি) আকাশ, যাহার সকলই শূন্য। সকল শূন্য।
"লগ্নস্ত দশমে শূন্যে রবেরেকাদশে তথা।
চন্দ্রস্ত চাষ্টমে শূন্যে সর্ব্বশূন্যং দরিদ্রতা॥" (জ্যোতিষস°)
যে ব্যক্তির লগ্নের দশম শূন্য, অর্থাৎ কোন গ্রহ না থাকে, এইরূপ রবির একাদশ এবং চন্দ্রের অষ্টম হইলে সর্ব্বশূন্য হয়। এই গুলি প্রধান দারিদ্র্য যোগ।

সর্ব্বশূন্যতা (স্ত্রী) সর্ব্বশূন্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সকল শূন্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সকলই শূন্যময়।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (ত্রি) সর্ব্বেষু শ্রেষ্ঠঃ। সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রধান।

সর্ব্বশ্বেত (ত্রি) সকল শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বশ্বেতা = সর্ষপিকানামক প্রাণহর কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮অ°)

সর্ব্বসংসর্গলবণ (ক্লী) সর্ব্বসংসর্গেণ জাতং লবণং। ঔষর লবণ। (রাজনি°)

সর্ব্বসংস্থ (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে সংস্থা স্থিতির্যস্য। সকল বিষয়ে স্থিতিযুক্ত, যিনি সকল বিষয়ে স্থিতি করেন।

সর্ব্বসংহার (পুং) সর্ব্বস্য সংহারঃ। সকলের সংহার, সকলের নাশ।

সর্ব্বসঙ্গত (পুং) সর্ব্বং সঙ্গতমস্যেতি। ষষ্টিকাধান্য। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ সঙ্গতিযুক্ত। সর্ব্বত্রোচিত।

সর্ব্বসত্ত্বপাপজহন (পুং) সমাধিভেদ।

সর্ব্বসত্ত্বপ্রিয়দর্শন (পুং) ১ বুদ্ধ। ২ বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বসত্ত্বোজোহারী (স্ত্রী) রাক্ষসী, ইহারা সকল প্রাণীর বল হরণ করে, এইজন্য ইহাদের এই নাম হইয়াছে।

সর্ব্বসত্য (ত্রি) প্রকৃত, যথার্থ।

সর্ব্বসন্নহন (ক্লী) সমুদয় সৈন্য সমবেত ও সজ্জিত করা।

সর্ব্বসন্নহনার্থক (পুং) সর্ব্বেষাং সন্নহনস্য অর্থো যত্র। চতুরঙ্গসৈন্য সন্নাহ। পর্য্যায়—সর্ব্বাভিসার, সর্ব্বৌঘ, সমুদয় সৈন্য একত্র ও সজ্জিত করা। (অমর)

সর্ব্বসন্নাহ (পুং) সর্ব্বেষাং সন্নাহো যত্র। ১ সর্ব্বাত্মা। (হলায়ুধ) ২ সর্ব্বসন্নহন।

সর্ব্বসমতা (স্ত্রী) সকলের প্রতি সমান জ্ঞান বা ব্যবহার, সমুদায়ের ঐকামত্য।

"স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং।" (মনু ১২।১২৫)

সর্ব্বসমৃদ্ধ (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ সমৃদ্ধঃ। সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ। সকল বিষয়ে সম্পন্ন।

সর্ব্বসম্পন্ন (ত্রি) সর্ব্বসমৃদ্ধ, সকল বিষয়ে সম্পন্ন।

সর্ব্বসম্পন্নশস্যা (স্ত্রী) বসুমতী, পৃথিবী।

সর্ব্বসম্ভব (পুং) সর্ব্ববিষয়ের প্রস্রবণ স্বরূপ। যাঁহা হইতে সকল বিষয় উৎপন্ন। (মার্ক° পু° ৪৭।৮)

সর্ব্বসর (পুং) মুখরোগবিশেষ।

"স্ফোটৈঃ সতোদৈর্ব্বদনং সমন্তাদ্
যস্যাচিতং সর্ব্বসরঃ স বাতাৎ।" (ভাবপ্র° মুখরোগাধি°)

বাত, পিত্ত ও কফভেদে ইহা তিন প্রকার। বাতজন্য সর্ব্বসররোগে মুখের জিহ্বাদি সপ্তাবয়ব ব্যাপিয়া সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়। পিত্তজন্য হইলে এই রোগে রক্ত বা পীতবর্ণ এবং দাহযুক্ত অল্প স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কফজ সর্ব্বসররোগে শরীরের সমান বর্ণবিশিষ্ট কণ্ডু ও সূক্ষ্ম বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—বাতজ সর্ব্বসররোগে বাতঘ্ন চূর্ণ ও সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারণ এবং বাতঘ্ন ঔষধ দ্বারা তৈল পাক করিয়া কবল ও নস্য প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। পিত্তজন্য সর্ব্বসররোগে বিরেচনাদি দ্বারা কায়শোধন করিয়া সকল প্রকার পিত্তনাশক ক্রিয়া এবং মধুর ও শীতল দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কফজন্য সর্ব্বসররোগে কফঘ্ন প্রতিসারণ, গণ্ডূষ, ধূম ও সংশোধন ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (ভাবপ্র° মুখরোগা°)

[মুখরোগ শব্দ দেখ]

সর্ব্বশস্যা (ত্রি) সকল প্রকার শস্যযুক্ত। (হেম)
স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বশস্যা=ধান্যাদি শস্যবিশিষ্টা। বসুন্ধরা।

সর্ব্বসহ (পুং) সর্ব্বং সহতে ইতি সহ-অচ্। ১গুগ্‌গুলু। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ সকল সহিষ্ণু। সর্ব্বং সহ-স্ত্রিয়াং টাপ্। পুরাণবর্ণিত ঈপ্সিতপ্রদ গাভীভেদ। (ভারত ১৩ প°)

সর্ব্বসাক্ষিন্ (পুং) সকলের সাক্ষি-স্বরূপ। ব্রহ্ম।

সর্ব্বসাদ (ত্রি) সর্ব্বং সীদতি লীয়তেঽস্মিন্, সদ-অণ্। যাহাতে সকল লীন হয়।

সর্ব্বসাধন (ক্লী) সর্ব্বং সাধ্যতেঽনেন সাধ-ল্যুট্। স্বর্ণ, যাহা দ্বারা সকল কার্য্য সাধিত হয়। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বসাধারণ (ত্রি) সকল এবং সাধারণ।

সর্ব্বসামান্য (ত্রি) সর্ব্বসাধারণ।

সর্ব্বসার (ক্লী) সকল বিষয়ের সার।

সর্ব্বসারঙ্গ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

সর্ব্বসারসংগ্রহণীলিপি (স্ত্রী) লিপিবিশেষ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বসারোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বসাহ (ত্রি) সর্ব্বং সহতে সহ-ণ্বি। সকল সহনকারী, যিনি সকল সহ্য করিতে পারেন, সর্ব্বংসহ।

সর্ব্বসিদ্ধা (স্ত্রী) শুক্লপক্ষের চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী রজনী।

সর্ব্বসিদ্ধার্থ (ত্রি) সর্ব্বসিদ্ধিঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য। সর্ব্বসিদ্ধকাম্যফল, যাহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে।

"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্বর্ষশতায়ুষঃ।" (মনু ১।৮৩)

সর্ব্বসিদ্ধি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ২১১ বর্গমাইল। যেলমঞ্চিলিনগর এখানকার বিচারসদর।

সর্ব্বসিদ্ধি (পুং) সর্ব্বেষাং সিদ্ধিরস্মাৎ। ১ শ্রীফল। (শব্দচ°) ২ সকল সাধন।

সর্ব্বসুখদুঃখনিরভিনন্দিন্ (পুং) সমাধিভেদ।

সর্ব্বসুরভি (পুং) সম্যক্ সুরভি।

সর্ব্বসূক্ষ্ম (পুং) কৃষ্ণ। (ভারত ১২ প°)

সর্ব্বসেন (পুং) সর্ব্বা সেনা যস্য, বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদস্যাং-সরত্বং। কৃৎস্নসেনাযুক্ত, সমগ্র সেনাবিশিষ্ট।

'নি সর্ব্বসেন ইষুধীন্" (ঋক্ ১।৩৩।৩)

'স র্ব্বসেনঃ কৃৎস্নসেনাযুক্তঃ' (সায়ণ)

সর্ব্বসেন, যশোধরচরিত ও হরিবিজয়কাব্য প্রণেতা। ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্দ্ধন ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সর্ব্বসৌবর্ণ (ত্রি) সুবর্ণময়। (পা ৬।২।৯৩)

সর্ব্বস্তোম (পুং) একাহভেদ। (কাত্যা° শ্রৌ° ২০।৮।৩) (ত্রি) সমগ্রস্তোমমন্ত্রবিশিষ্ট।

সর্ব্বস্থানগবাট (পুং) যক্ষবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৬৬।৫৬)

সর্ব্বস্ব (ক্লী) সর্ব্বং স্বং। সমুদয় ধন, সকল অর্থ। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, দীক্ষাগ্রহণের পর গুরুকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়, তাহাতে অসমর্থ হইলে তদর্দ্ধ, বা তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ প্রদান করিবে।

"গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে।
সর্ব্বস্বং বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্ঞয়া॥" (তন্ত্রসার)

সর্ব্বস্বরিত (ত্রি) স্বরিত পাঠের যুক্ত। (বাজসনেয় প্রাতি° ১।১)

সর্ব্বস্বর্ণময় (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণমণ্ডিত।

সর্ব্বস্বার (পুং) একাহভেদ।

সর্ব্বস্মিন্ (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই

জাতির বিষয় লিখিত আছে। গোপজাতীয় কন্যাতে নাপিতের ঔরসে এই সঙ্করজাতির উৎপত্তি। (ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখ° ১০অ°)
(ত্রি) ২ সকল ধনবিশিষ্ট, সকল ধনযুক্ত।

সর্ব্বহত্যা (স্ত্রী) সকলের নাশ।

সর্ব্বহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, হরঃ, সর্ব্বস্য হরঃ। ১ সকল নাশকারী, সকল হরণকারী। ২ যম।

সর্ব্বহরণ (ক্লী) সর্ব্বস্য হরণং। সকল হরণ, সকল নাশ।

সর্ব্বহরি (পুং) হরিমন্ত্রময় সূক্ত। (ঋক্ ১০।৯৬।১-৩)

সর্ব্বহর্ষকর (ত্রি) সকল আনন্দদায়ক।

সর্ব্বহায়স (ত্রি) বহুবলযুক্ত। (অথর্ব্ব ৮।২।৭)

সর্ব্বহার (পুং) সর্ব্বস্য হারঃ হরণং। সকল হর।

"তানি নির্হরতো লোভাৎ সর্ব্বহারং হরেন্নৃপঃ।" (মনু ৮।৩৯৯)

সর্ব্বহারিন্ (ত্রি) সর্ব্বং হরতি হৃ-ণিনি। সকল হরণকারী, কাল সকল বস্তুকে হরণ করে।

সর্ব্বহিত (ক্লী) সর্ব্বস্মিন্ হিতং। ১ মরিচ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সকল হিতকারক।

সর্ব্বহুৎ (ত্রি) সর্ব্বাত্মক পুরুষ যে যজ্ঞে হুত হন, তাহাকে সর্ব্বহুৎ কহে।

"সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং" (ঋক্ ১০।৯০।৮)

'সর্ব্বহুৎ সর্ব্বাত্মকঃ পুরুষো যস্মিন্ যজ্ঞে হূয়তে সোঽয়ং সর্ব্বহুৎ' (সায়ণ)

সর্ব্বহুত (ত্রি) যজ্ঞ। (অথর্ব্ব° ১৮।৪।১৩)

সর্ব্বহুতি (স্ত্রী) যজ্ঞ। যাহাতে নানা দ্রব্য আহুতি দেওয়া হয়।

সর্ব্বহৃদ্ (ত্রি) অবিকল হৃদয়বিশিষ্ট, বা সকল ঋত্বিক্‌দিগের হৃদয়। "সর্ব্বহৃদা দেবকাময় সুনোতি" (ঋক্ ১০।১৬০।২)
'সর্ব্বহৃদা সর্ব্বমবিকলং হৃদয়ং যস্য যদ্বা সর্ব্বেষামৃত্বিজাং হৃদয়েন, সামর্থ্যাৎ মত্বর্থো লক্ষ্যতে, হৃদয়বতা মনসা' (সায়ণ)

সর্ব্বহোম (পুং) যজ্ঞে সকল দ্রব্যের হোম।
(কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১০।২৯)

সর্ব্বাকরপ্রভাকর (পুং) সমাধিভেদ। (ব্যুৎপত্তিবাদ)

সর্ব্বাকর-বরোপেত (পুং) সমাধিভেদ।

সর্ব্বাক্ষ (পুং) ১ রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বাক্ষিরোগ (পুং) সর্ব্ব নেত্রগতরোগ। সমস্ত নেত্র ব্যাপিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, এই জন্য ইহাকে সর্ব্বাক্ষিরোগ কহে। এই রোগ ষোড়শ প্রকার। বাতাভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, হতাধিমন্থ, অন্যতোবাত, জিহ্মনেত্র, পিত্তাভিষ্যন্দ, রক্তাভিষ্যন্দ, শুষ্কাক্ষিপাক, সশোফাক্ষিপাক, অক্ষিপাকাত্যয়, অম্লোষিত, সন্নিপাতাভিষ্যন্দ, বাতপিত্তাভিষ্যন্দ, বাতকফাভিষ্যন্দ ও পিত্ত-শ্লেষ্মাভিষ্যন্দ এই ষোড়শ প্রকার সর্ব্বাক্ষিরোগ। ইহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [চক্ষুরোগ, নেত্ররোগ ও তত্তদ্ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সর্ব্বাখ্য (পুং) পারদ। (রসকৌ°)

সর্ব্বাগমোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বাগ্নেয় (ত্রি) সকল অগ্নিসম্বন্ধীয়। (শাঙ্খা° শ্রৌ° ১৪।৪।৬)

সর্ব্বাঙ্গ (ক্লী) সর্ব্বং অঙ্গং। ১ সকল অবয়ব। (পুং) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৫)

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ অঙ্গে সুন্দরঃ। যাহার সকল অঙ্গ সুন্দর, মনোরম।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস (পুং) কাসাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা (এই খই উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইবে), মুক্তা, প্রবাল, ও শঙ্খ প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ ।০ অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য নিম ছালের রসে মাড়িয়া গোলাকার করিয়া পশ্চাৎ তীব্র অগ্নিতে বদ্ধ মূষায় গজপুটে পাক করিবে। পাক শীতল হইলে তুলিয়া লইবে, তৎপরে লৌহ অর্দ্ধতোলা ও হিঙ্গুল ।০ আনা পরিমাণ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, অনুপান পিপ্পলচূর্ণ ও মধু।

এই ঔষধ শুভদিনে মহাদেব প্রভৃতি পূজা করিয়া সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার কাসরোগ আশু প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ ক্ষয় ও রাজ-যক্ষ্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। বাতপিত্তজ্বর, ঘোর সন্নিপাতজ্বর, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, মেহ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° কাসাধি°)

অন্য—সমানাংশ পারদ ও গন্ধক হাতিশুঁড়ার রস ও ভূম্যামলকীর রসে ৭ দিন মাড়িয়া মূষা বদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে মৃদু সন্তাপে দিবারাত্র পাক করিবে। শীতল হইলে ইহা গ্রহণ করিবে। ইহা এক রতি পরিমাণে পানের রসের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে ক্ষুধাবোধ ও সমুদয় উদররোগনাশ হয়। ইহা বলকর ও হৃদ্য। রসচন্দ্রিকাকার এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দররসকে পীত-ভস্মনামে আখ্যা দিয়াছেন। (রসেন্দ্রসারস° জারণমরণাধি°)

অন্যবিধ—শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, তাম্র, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ, স্বর্ণ, রঙ্গ, লৌহ, অভ্র, শুঠী, পঞ্চলবণ, গন্ধক, সমভাগ শুঁঠ, জয়ন্তী, ভাঙ্গ, জলপিপ্পলী, ধুস্তুর, ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক একবার ভাবনা দিয়া একমাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এরণ্ডমূলের রস ও শুঠীচূর্ণ, অনুপানে

সেবন করিলে কফবাতরোগ এবং শুঁঠ, পিপুল, সৌবর্চ্চল-লবণ, ত্রিফু, করঞ্জবীজ ও উষ্ণজল অনুপানে সেবন করিলে সকল শূলরোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° শূলরোগাধি°)

অন্যবিধ—বাতব্যাধি-রোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হিঙ্গুল, গন্ধক, প্রত্যেকের দুইতোলা, সপ্তপর্ণ, আকন্দ, সীজ-দুগ্ধ, বাসক ও এরণ্ড-রসে ভাবনা দিয়া বিষমুষ্টি দুই তোলা মিশাইয়া বালুকা-যন্ত্রে দুই প্রহর পাক করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ ও বিষ একভাগ মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে বাতব্যাধি ও শূলরোগ প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ বাতব্যাধিরোগা°)

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-মহাগন্ধক,—প্রস্তুতপ্রণালী পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে দুই তোলায় কজ্জলী করিয়া জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, নিম্বপত্র, নিসিন্দাপত্র, এলাচবীজ, প্রত্যেকে দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া ঝিনুকে পুরিয়া পুটপাকে পাক করিতে হইবে। মাত্রা ৬ রতি। ইহা যদি পুটপাক না করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কহে। বালকের পক্ষে ইহা মহৌষধ। এই ঔষধ দীপন এবং বল ও বর্ণ-প্রসাধন। এই ঔষধ জ্বর, গ্রহণী, প্রবাহিকা, সূতিকা, রক্তার্শ প্রভৃতি সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক। এই ঔষধ বালকের পিশাচ, দানব ইত্যাদি বিঘ্ননাশক। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণী-রোগাধি°)

সর্ব্বাঙ্গিন্ (ত্রি) সর্ব্বাঙ্গং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭) ইতি খ। সর্ব্বাবয়ব সম্বন্ধযুক্ত, সর্ব্বাবয়বব্যাপ্ত। (ভট্টি ৪।১০)

সর্ব্বাজীব (ত্রি) সমস্ত উপজীবিকাবিশিষ্ট।

সর্ব্বাণী (স্ত্রী) সর্ব্বস্য পত্নী সর্ব্ব-(ইন্দ্রবরুণভবসর্ব্বেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি ঙীষ্, আনুগাগমশ্চ। শর্ব্বাণী, দুর্গা। ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে, যিনি চরাচর বিশ্বস্থ সকলকে মোক্ষ প্রদান করেন, তাহাকে সর্ব্বাণী কহে।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫০ অ°)

সর্ব্বাতিথি (পুং) প্রত্যেক তিথি।

সর্ব্বাতিরথজিৎ (ত্রি) সর্ব্বাতিরথং জয়তি জি-ক্বিপ্, তুক্ চ। সকল অতিরথদিগকে যিনি জয় করেন। (ভাগবত ৯।২২।৩৩)

সর্ব্বাতিসারিন্ (ত্রি) সকল প্রকার অতিসারযুক্ত।

সর্ব্বাত্মক (পুং) সর্ব্ব আত্মা যস্য। সর্ব্বাত্মন্, সর্ব্বস্বরূপ।

সর্ব্বাত্মদৃশ্ (ত্রি) সর্ব্বাত্মদৃশ্-ক্বিপ্। সর্ব্বদ্রষ্টা, সকল অবলোকনকারী।

সর্ব্বাধার (পুং) সকলের আধার।

সর্ব্বাধিকার (পুং) সকলের অধিকার।

সর্ব্বাধিকারিন্ (ত্রি) সকল অধিকারবিশিষ্ট।

সর্ব্বাধিপত্য (ক্লী) সকলের আধিপত্য, সকলের উপর প্রভুত্ব।

সর্ব্বাধ্যক্ষ (পুং) সকলের অধ্যক্ষ।

সর্ব্বান, (শরবাণ) যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা বিভাগের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। উনাও নগর হইতে ২৬ মাইল পূর্ব্বে ও পূর্ব্বা হইতে ৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৬´ পূঃ। এই গ্রামটী বহুপ্রাচীন। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তিস্বরূপ এখানে একটী শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। এই নগরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ এক সময়ে এই প্রদেশে মৃগয়া করিতে আইসেন। রজনী উপস্থিত হইলে তিনি সর্ব্বারা নামক স্থানে একটী দীর্ঘিকা তটে শিবির স্থাপন করেন। গভীর রাত্রে সেই স্থলে সর্ব্বান নামে এক বৈশ্য ঋষি আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার অন্ধ পিতামাতাকে লইয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। পিপাসাতুর সর্ব্বান্ এখানে তাঁহার পিতামাতাকে স্বীয় স্কন্ধ হইতে ভূতলে রক্ষা করিয়া স্বয়ং জলপানার্থ পুষ্করিণীতে নামিলেন। জলের বুদ্বুদ্ শব্দে রাজা দশরথ মনে অনুমান করিলেন, বোধ হয় কোন বন্য জন্তু জলপানার্থ আসিয়াছে। তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণত্যাগ করিলেন। বাণাঘাতে সর্ব্বান্ দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদে পিতামাতা পুত্রের সর্ব্বনাশ মনে করিয়া পুত্রঘাতীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন এবং উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গগামী হইলেন।

সর্ব্বানের নামানুসারে এই স্থান পরে সর্ব্বান্ নামেই খ্যাত হয় এবং এখানে একটী নগরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঋষির অভিশপ্ত স্থান বলিয়া কোন ক্ষত্রিয়সন্তানই এই নগরে বাস করেন না, কারণ যেকেহ কোন সময়ে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাহারই কোন না কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিয়াছে। এখনও সর্ব্বান্ নগরে সেই দীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে। তাহার তটে একটী বৃক্ষমূলে সর্ব্বানের প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বান এখানে পিপাসাশান্তি না হইতেই নিহত হন। স্থানীয় লোকে সেই পিপাসাতুর ঋষির প্রেতের শান্তিকামনায় ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির নাভিকুণ্ডে জল দিতে আসেন। আশ্চর্য্যের বিষয় নাভিকুণ্ডে যতই জল কেন দেওয়া হউক না, উহা অবিলম্বে শুষ্ক হইয়া যায়।

সর্ব্বানন্দ (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে আনন্দ যস্য। ১ সকল বিষয়ে আনন্দযুক্ত, যাহার সকল বিষয়েই আনন্দ। (পুং) ২ সকল প্রকার আনন্দ।

সর্ব্বানন্দ, ১ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি। ২ ত্রিপুরাচন্দ্র-দীপিকা প্রণেতা। ৩ ত্রজ্যামালাকাব্যরচয়িতা।

সর্ব্বানন্দকবি, সদুপহাররত্নাকর প্রণেতা।

সর্ব্বানন্দনাথ, সর্ব্বোল্লাসতন্ত্ররচয়িতা।

সর্ব্বানন্দমিশ্র, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইঁহার বংশে সাংখ্যতত্ত্ববিলাস প্রণেতা রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য আবির্ভূত হন।

সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটীয়, অমরকোষটীকা প্রণেতা। রায়মুকুট ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সর্ব্বানন্দীমেল, (দেশজ) রাঢ়ীয় মেলী-কুলীনদিগের মেলভেদ। [মেল ও কুলীন শব্দ দেখ]

সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ (ত্রি) সর্ব্বং অনবদ্যং অনিন্দিতং অঙ্গং যস্য। সকল অনিন্দিত অঙ্গসম্পন্ন, সকল সুন্দর অঙ্গযুক্ত।

সর্ব্বানুকারিণী (স্ত্রী) সর্ব্বমনুকরোতীতি কৃ-ণিনি-ঙীষ্। শালপর্ণী।

সর্ব্বানুক্রম[ণিকা] (পুং) বেদের অনুক্রমণিকা।

সর্ব্বানুদাত্ত (ত্রি) সকল অনুদাত্ত স্বরবিশিষ্ট।

সর্ব্বানুভূ (ত্রি) সর্ব্ব-অনু-ভূ-ক্বিপ্। সকল বিষয়ের অনুভবকারী।

সর্ব্বানুভূতি (স্ত্রী) সর্ব্বেষামনুভূতির্যত্র। শ্বেতত্রিবৃতা। (অমর) (পুং) ২ চতুর্বিংশতিভূতার্হদ্‌গণের অন্তর্গত অর্হদ্‌বিশেষ। (হেম)

সর্ব্বান্তক (ত্রি) সর্ব্বং অন্তয়তি অন্ত-ণ্বুল্। সকলের অন্তকারী, যিনি সকলকে নাশ করেন, যম।

সর্ব্বান্তকৃৎ (ত্রি) সর্ব্বান্তং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। সকলের অন্তকারী, যম।

সর্ব্বান্তর (ত্রি) সকল অন্তরযুক্ত।

সর্ব্বান্তরস্থ (ত্রি) সকল অন্তর্বর্ত্তিত।

সর্ব্বান্তরাত্মন্ (পুং) সকলের অন্তরাত্মা।

সর্ব্বান্তর্যামিন্ (পুং) সকলের অন্তর্যামী।

সর্ব্বান্নভক্ষক (ত্রি) ভক্ষয়তীতি ভক্ষ-ণ্বুল্, সর্ব্বেষামন্নং সর্ব্বান্নং তস্য ভক্ষকঃ। সকলান্নভোজী। পর্য্যায়—উদরপিশাচ, সর্ব্বান্নীন। (হেম) সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যিনি প্রায়শ্চিত্ত না করেন তাহার পাতিত্য জন্মে। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ]

সর্ব্বান্নভোজিন্ (ত্রি) সর্ব্বেষাং চতুর্ণাং বর্ণানামেবান্নং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ণিনি। সকলের অন্নভক্ষক, চতুর্ব্বর্ণের অন্নভোক্তা।

সর্ব্বান্নীন (ত্রি) সর্ব্বান্নানি ভক্ষয়তীতি সর্ব্বান্ন (অনুপদসর্ব্বান্নায়ানয়মিতি। পা ৫।২।৯) ইতি খ। সর্ব্বান্নভোজী, সকলের অন্নভক্ষক। (অমর)

সর্ব্বাপরত্ব (ক্লী) সর্ব্ব ও অপরের ভাব ও ধর্ম্ম।

সর্ব্বাপ্তি (স্ত্রী) সকল বিষয়ের প্রাপ্তি। (ঐতরেয়ব্রা° ৮।৭)

সর্ব্বাভাব (পুং) সকল প্রকার অভাব। (মনু ৯।১৮৯)

সর্ব্বাভিভূ (পুং) ১ বুদ্ধ। (ললিতবি°) (ত্রি) সর্ব্বং অভিভবতি ভূ-ক্বিপ্। ২ সকলের অভিভবকারী।

সর্ব্বাভিসন্ধক (ত্রি) সকল বিষয়ে অভিসন্ধানকারী।

সর্ব্বাভিসন্ধিন্ (পুং) সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে অভিসন্ধ্যাঽস্ত্যস্যেতি ইনি। বৈড়ালব্রতিক, ছদ্মতাপস, যাহারা ভিতরে বিষয়চিন্তা করিয়া বাহিরে তপস্বীর ভাণ করে। (ত্রিকা°) ২ সকলাভিসন্ধানবিশিষ্ট।

সর্ব্বাভিসার (পুং) সর্ব্বেষামভিসারো যত্র। চতুরঙ্গ সৈন্যসন্নাহ।

সর্ব্বায়স (ত্রি) সকল লৌহময়।

সর্ব্বার, রাজপুতনার কিষেণগঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

সর্ব্বার্থ (পুং) ১ সকল অর্থ, সকল প্রয়োজন। (ত্রি) ২ সকল প্রয়োজনবিশিষ্ট।

সর্ব্বার্থচিন্তক (ত্রি) সর্ব্বার্থং চিন্তয়তি চিন্তি ণ্বুল্। যিনি সর্ব্বার্থ বিষয় চিন্তা করেন। রাজা প্রতিনগরে এক একজন সর্ব্বার্থচিন্তক ব্যক্তি নিয়োগ করিবেন।

"নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকং।" (মনু ৭।১২১)

সর্ব্বার্থনামন্ (ত্রি) বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বার্থসাধক (ত্রি) সর্ব্বান্ অর্থান্ সাধয়তীতি সাধি-ণ্বুল্। সকল প্রয়োজনকারী, সর্ব্বার্থসাধনকারী।

সর্ব্বার্থসাধিকা (স্ত্রী) সর্ব্বার্থ সাধি-ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বং। দুর্গা। (চণ্ডী)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ (পুং) শাক্যমুনি, বুদ্ধ। (অমর)
(ত্রি) ২ সকল প্রয়োজন সিদ্ধযুক্ত।

সর্ব্বার্থসিদ্ধি (পুং) ১ জৈনমতে দেবগণভেদ। (স্ত্রী) ২ সকল অর্থসিদ্ধি।

সর্ব্বার্থানুসাধিনী (স্ত্রী) সর্ব্বানর্থান্ অনুসাধয়তীতি অনু-সাধি-ণিনি ঙীষ্। দুর্গা।

সর্ব্বাবসর (পুং) সর্ব্বেষামবসরো যত্র। অর্দ্ধরাত্র। (ত্রিকা°) এই সময় সকলের অবসর, এই জন্য এই সময়কে সর্ব্বাবসর কহে।

সর্ব্বাবসু (পুং) সূর্য্যরশ্মিভেদ।

সর্ব্বাবাস (পুং) শিব। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

সর্ব্বাশিন্ (ত্রি) সর্ব্বং অশ্নাতি অশ-ণিনি। সর্ব্বভক্ষক, সকল দ্রব্যভোজনকারী।

সর্ব্বাশ্চর্য্যময় (ত্রি) সকল আশ্চর্য্যস্বরূপ, অদ্ভুত। (ভাগ° ১।৮।১৬)

সর্ব্বাশ্য (ক্লী) সর্ব্ব ভক্ষ্য।

সর্ব্বাশ্রমিন্ (ত্রি) সকল আশ্রমবিশিষ্ট।

সর্ব্বাস্তিবাদ (পুং) বৌদ্ধমতভেদ।

সর্ব্বাস্ত্রমহাজ্বালা (স্ত্রী) জৈনদিগের ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্তর্গত দেবীবিশেষ। (হেম)

সর্ব্বাস্ত্রা (স্ত্রী) সর্ব্বাণি অস্ত্রাণি যস্যাঃ। ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্তর্গত দেবীবিশেষ। (হেম) ২ সকল অস্ত্রযুক্তা।

সর্ব্বাস্থ (ক্লী) সকল সুখ।

সর্ব্বাহম্মানিন্ (ত্রি) সর্ব্বং অহমস্মতে মন-ণিনি। আমিই সকল এইরূপ যিনি বিবেচনা করেন।

সর্ব্বাহ্ন (পুং) সর্ব্বমহঃ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্, (অহ্নোহ্ন এতেভ্যঃ। পা ৫।৪।৮৮) ইতি অহ্নাদেশঃ। ণত্বঞ্চ। সমস্ত দিন, সকল দিবস।

সর্ব্বাহ্নিক (ত্রি) সকল দিনের কার্য্য। সকল দিন সম্বন্ধীয়।

সর্ব্বীয় (ত্রি) সর্ব্বস্মৈ হিতঃ সর্ব্ব (সর্ব্বাণ্যস্ত বা বচনং। পা ৫।১।১০) ইতি ছ। সর্ব্বসম্বন্ধী।

সর্ব্বেপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লুর জেলার গুদুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৪°১৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫´৪০´´পূঃ। এখানে রোহিল্লাদিগের একটী প্রাচীন দুর্গ বিদ্যমান। শস্যক্ষেত্রাদিতে জল সরবরাহের জন্য এখানে একটী সুন্দর দীর্ঘিকা (Irrgation tank) আছে, পেন্নার নদীর আনিকট হইতে উহা জলপূর্ণ করিয়া রাখা হয়।

সর্ব্বেশ (পুং) সর্ব্বস্ত ঈশঃ। সর্ব্বেশ্বর।

সর্ব্বেশ্বর (পুং) সর্ব্বেষামীশ্বরঃ। ১ শিব। ২ সার্ব্বভৌম। (ত্রি) ৩ নিখিলপ্রভু। (ভাগবত ৬।৯।৩৩)

সর্ব্বেশ্বর, কামসূত্রটীকাপ্রণেতা ভাস্করনৃসিংহের গুরু। ২ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বেশ্বরত্ব (ক্লী) সর্ব্বেশ্বরস্য ভাবঃ ত্ব। সর্ব্বেশ্বরের ভাব বা ধর্ম্ম।

সর্ব্বেশ্বর দেব, একজন হিন্দু নরপতি।

সর্ব্বোরু ত্রিবেদী, বিবাদসারার্ণব নামক একখানি ব্যবহারশাস্ত্রপ্রণেতা। ইনি মিথিলাবাসী ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। সর উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে ইনি উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

সর্ব্বোল্লাসতন্ত্র, একখানি তন্ত্রগ্রন্থ। সর্ব্বানন্দনাথ বিরচিত।

সর্ব্বেষ্টদ (ত্রি) সর্ব্বেষ্টং দদাতি দা-ক। সকল অভিলষিত বস্তুদানকারী।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য (ক্লী) সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য।

সর্ব্বোচ্ছেদন (ক্লী) সমূলে উচ্ছেদ।

সর্ব্বোত্তম (ত্রি) সকলের মধ্যে উত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বোদাত্ত (ত্রি) সকল উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট।

সর্ব্বোদ্যুক্ত (ত্রি) সকল বিষয়ে উদ্যোগী।

সর্ব্বোপধ (ত্রি) সকল উপধাস্বরযুক্ত।

সর্ব্বোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বৌঘ (পুং) সর্ব্বেষামোঘো যত্র। চতুরঙ্গ সৈন্যসন্নাহ। (অমর) ২ গুরুবেগ। (মেদিনী)

সর্ব্বৌষধ (ক্লী) সর্ব্বৌষধি।

সর্ব্বৌষধি (পুং) সর্ব্ব ওষধয়ো যত্র। ঔষধিবর্গবিশেষ। কুষ্ঠ, জটামাংসী, হরিদ্রা, বচ, শৈলেয়, চন্দন, মুরা, রক্তচন্দন, কর্পূর ও মুস্ত এই সকল দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধিগণ কহে।

"কুষ্ঠমাংসী হরিদ্রাদির্বচা শৈলেয়চন্দনৈঃ।
মুরাচন্দনকর্পূরৈঃ মুস্তঃ সর্ব্বৌষধিঃ স্মৃতঃ॥" (রাজনি°)

অন্যবিধ—মুরা, জটামাংসী, বচ, কুষ্ঠ, শিলাজতু, রজনীদ্বয় (হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা), শটী, চম্পক ও মুস্ত এই সকল দ্রব্যের নাম সর্ব্বৌষধি।

"মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ং।
শটী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

গ্রহবৈগুণ্য, সংক্রান্তি ও অশুভ প্রভৃতি হইলে সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করিলে শুভ হয়। মহাস্নান স্থলেও সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধি দ্বারা দেবতাকে স্নান করাইতে হয়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এই সর্ব্বৌষধিগণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

হরিদ্রা, চন্দন, দারুহরিদ্রা, মুস্তা, দেবতাড়ক, ধন্যাক, জীরক, মেথি, ধাত্রীফল, উশীরক, ত্রিসুগন্ধি, শটী, গন্ধমাত্রী, কর্পূর, বচ, নখী, মরুবক, কুষ্ঠ, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, সরল, পদ্মকাষ্ঠ, বালক, ভদ্রমুস্ত, গ্রন্থিক, জটামাংসী, পলাশ, শৈলজ, শমী, অর্কচ্ছ, গরুক, দূর্ব্বা, মুরামাংসী, কুঙ্কুম, অপামার্গ, মধুরিকা, বিকাসা, খদির, কুশ, চাতুর্জ্জাতকসব, অষ্টবর্গ, যজ্ঞডুম্বুর, নাগেশ্বর, কস্তুরী, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, কঙ্কোল, ধাতকীপুষ্প, ত্রিকটু, রেণুক, যব, তিল, কুন্দুরু, লবুক, ভার্গী, গোরোচনা, বক, শুণ্ঠীপুষ্প, নহলী, শ্রীফল, বংশলোচন, ইন্দীবর, বহুমূত্রা, বকুল, মালতীদল, ইন্দ্রবীজ, কোকনদ, জয়ন্তী, গজপিপ্পলী, ও শ্বেতাপরাজিতা পুষ্প, এই সকল সর্ব্বৌষধিগণ।

(পাদ্মোত্তরখ° ১০৭ অ°)

সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দা (স্ত্রী) লিপিবিশেষ। (ললিতবি°)

সর্ষপ (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সর্ত্তেরপঃ ষুক্ চ। উণ ৩।১৪১) ইতি অপঃ ষুগাগমশ্চ। শস্যবিশেষ, চলিত সরিষা। (Brassica campestris, Syn. Dinapis dichotoma) হিন্দী—সরীষা, সর্ষা, জিরিয়া। পর্য্যায়—তন্তুভ, কদম্বক, সরিষপ, তণ্ডুক, শর্ষপ, রাজক্ষবক। (রাজনি°) ইহার গুণ—কফবাতঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রক্তকারক, কটু, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক। সর্ষপ দ্বিবিধ কৃষ্ণ ও গৌর। চলিত—কালসরিষা। ইহা দুই প্রকার, ছোট ছোট দানাগুলি রাইসরিষা নামে খ্যাত। গৌরবর্ণ সরিষাগুলি শ্বেতী সরিষা বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয়

সরিষা গাছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়, কখনও প্রায় দুই হাতের অধিক উচ্চ হয় না। ইহার শিকড়গুলি কাষ্ঠময়। পাতাগুলি

গাছের পরিমাণে একটু বড় বড় ও ইহার অগ্রভাগ ছুঁচাল হয়। ইহার শুঁটী গুলি লম্বা ও কোণাকার হয়। এই শুঁটীগুলিকে কড়াই শুঁটীর ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, মধ্যভাগে একসারে ১৫।২০টী বীজ থাকে। ঐ বীজগুলি সুপক্ক হইলেই গাছ সমেত শুঁটীগুলি শুকাইয়া আইসে। তখন কৃষকেরা ঐ গাছগুলিকে কাটিয়া আনে ও গৃহপ্রাঙ্গণের এক স্থানে রাখিয়া দেয়। ঐ স্থানে সূর্য্যোত্তাপে ইহা পূর্ণমাত্রায় শুকাইয়া আসলে ঝাড়িয়া সরিষা বাহির করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ এই শ্রেণীর তৈলকর বীজগুলিকে Brassica আখ্যা দিয়া উহাকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ এসিয়াখণ্ড জাত সর্ষপ, ও ২ য়ুরোপের নানাস্থানে যাহা উৎপন্ন হয়। এই দুই মহাদেশজাত সর্ষপের মধ্যে আরও শতাধিক প্রকার ভেদ আছে। ঐ সকলের মধ্যে কএকপ্রকার সাধারণতঃ বাজারে পণ্যদ্রব্যরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। অন্যান্য তৈলকর বীজের মধ্যে সরিষা ভারতীয় বাণিজ্যপণ্যের একটী প্রধান উপকরণ। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কএক প্রকার সরিষার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১ শ্বেতীসরিষা—The white mustard (B. alba) য়ুরোপ ও পশ্চিম এসিয়াখণ্ডের দক্ষিণাংশে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। হরিদ্রাবর্ণের পুষ্প ব্যতীত এই গাছগুলিকে সরিষার গাছ বলিয়া চিনিবার আর অন্য উপায় নাই। ইহাদের শুঁটীতে অতি অল্পই সরিষা পাওয়া যায়। হিন্দী—সফেদ্‌-রাই, সফেদ্‌ রাইয়ান, গুজরাত—উজ্‌লো রাই, মরাঠী—পান্‌ধোরা-মোহরে; তামিল—বেল্লই-কোহুগু; তেলগু—তেল্ল-অবলু; মলয়ালম্‌—বেল্ল-কডুক; কণাড়ী—বিলি-সাসবে; সংস্কৃত—সিদ্ধার্থ, শ্বেত-সর্ষপ; আরব—খর্দ্দনে আব্‌য়াজ; পারসী—সিপান্দনে সুপীদ্‌।

ইহার বীজগুলি একটু বড় বড় ও সাদা হয়। এই বীজ হইতে অতি সামান্য পরিমাণেই তৈল পাওয়া যায়। তৈল অপেক্ষা নিষ্কাশন ব্যয় অধিক পড়ে বলিয়া কেহই এই বীজ হইতে তৈল বাহির করে না। ইহার চূর্ণও সেরূপ ফলদায়ক নহে, তবে তেজী কালসরিষা মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিলে উহা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। ইহাতে Sulphocyanate of acrinyl থাকায় ইহা শীতল জলে গুলিয়া গাত্রে প্রলেপ দিলে জ্বালা অনুভূত হয়।

বড়গাছের পাতাগুলি অনেকে "শাক-ভাজা" করিয়া খায়। খুব কচি চারাগুলি সালাড্‌ (চাটনি) করিয়া ভারত ও য়ুরোপবাসী অনেকেই খাইয়া থাকে। য়ুরোপীয়েরা ছাগলাদিকে পুষ্টকার করিবার জন্য ইহার খইল খাওয়ায়।

কালী-সরিষা—B. Campestris। ইহাই ভারতের প্রধান একটী পণ্যদ্রব্য। ইহার পত্রগুলি শুঁয়াযুক্ত। এই শ্রেণীতে B, glauca=রাঁড়া-সরিষা, শ্বেত-রাই বা রাজিকা গৃহীত হইয়াছে। কালী-সরিষা অপেক্ষা এই রাজিকা হইতেই অধিক পরিমাণে তৈল নির্গত হয়। এই কারণে য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ ইহা সমধিক সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট ইহা Rape-seed নামে পরিগৃহীত।

তেলীরা ঘানিগাছের নিষ্পেষণে ইহার তৈল বাহির করে। সরিষা হইতে সম্পূর্ণরূপে তৈল বাহির হয় না বলিয়া তেলীরা শোরগুজা প্রভৃতি অপরাপর তৈলকর বীজও ইহার সহিত মিশ্রিত করে। প্রায় প্রতি মণ সরিষায় কমবেশ ১৩ সের তৈল ও ২৭ সের খইল পাওয়া যায়।

ইহার খাঁটী তৈল চর্ম্মরোগের বিশেষ উপকারী। উত্তমরূপে ইহা গাত্রে মর্দ্দন করিলে বলবৃদ্ধি ও মাংসপেশীসমূহ সুদৃঢ় হয়, গাত্রে কোনরূপ চুলকণা পাঁচড়া প্রভৃতি হয় না এবং চর্ম্ম শীতল থাকে। খাটী সরিষার অর্দ্ধছটাক তৈলে আধ আনা ওজনের কর্পূর মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে ঘাড়ের আকস্মিক বেদনা বা বাতব্যাধির উপশম হয়। সুকুমার বালকবালিকাদের সর্দ্দিঘটিত জ্বরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের কষ্ট হইলে পায়ের তলদেশে ও বক্ষে উত্তমরূপে কর্পূরমিশ্রিত সরিষার তৈল মালিস করিলে তৎক্ষণাৎ সর্দ্দির চাপ অপসারিত হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সরল হইয়া থাকে। কখন কখন অম্লশূলের বেদনায় এই কর্পূরমিশ্রিত তৈল মালিস করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র খাটী সরিষার তৈল মাখিয়া ডেঙ্গুজ্বরগ্রস্ত অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। খাঁটী সরিষার তৈল সামান্য লবণযোগে উত্তপ্ত করিয়া ছর্দ্দিসংযুক্ত জ্বরগ্রস্ত বালকবালিকাদের পদতলে, বক্ষে, কণ্ঠে, ও রগে মর্দ্দন করিলে দুই দিবসেই ছর্দ্দির শান্তি হয়।

এই শ্রেণীর শাহজাদা-রাই অপর একপ্রকার। ইহা খাস-রাই বা রাই-সরিষা (B. juncea) নামেও খ্যাত। ভারতে ইহার প্রচুর চাস হয়। যুক্তপ্রদেশ ও অযোধ্যার কৃষি-ক্ষেত্রের পাশে পাশে ইহা বোনা হইয়া থাকে। পশ্চিমে মিসর ও পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগেই এই শ্রেণীর সরিষা অল্পবিস্তর উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। রুষসাম্রাজ্যের দক্ষিণে, কাস্পীয় সাগরের উত্তর-পূর্ব্বস্থ ষ্টেপী প্রান্তরে, সরেপ্তা, সারাটু ও মধ্য আফ্রিকায় ইহা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শ্বেতী বা কাল সরিষার ন্যায় ইহার বর্ণ একটু কটা (Brown)। তৈলগুণ প্রায়ই সমান। ইহার পাতা মানুষে ও গবাদিতে খায়। কাল-রাই বা তীরা

B. nigra (The black or true mustard) মাকড়া রাই নামেও প্রসিদ্ধ। ভারত ও তিব্বতের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এবং মধ্য ও দক্ষিণ-যুরোপের প্রায় সর্ব্বত্র এই জাতীয় গাছ জন্মে। পিওফ্রাস্টাস্, দাওস্কোরিডিস, প্লিনি প্রভৃতি পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণ এই সরিষার ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। যুরোপে খাদ্যদ্রব্য রূপে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে ইহার চাস হয় এবং ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইহার তৈল প্রথম পরীক্ষিত হইয়াছিল।

ইহার বীজ হইতে শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। ঐ তৈলে glycerides, stearic, oleic, erucic, ও brassic এসিড্ পাওয়া যায়। জল দ্বারা তৈল সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। ইহা শুকায় না, 0° ফারণহিটে জমাট বাঁধে, খাটী সরিষার তৈলে বিশেষ কোন গন্ধ পাওয়া যায় না, তবে যাহা আমরা নাসাগ্রে উপলব্ধি করি, তাহা কেবল অপর তৈলকর শস্যের মিশ্রণ হেতুই হইয়া থাকে। ইহাতে Myrosin থাকায় গাত্রে ফোস্কা উৎপাদনের কার্য্য করে এবং সরিষাচুর্ণের প্রলেপে বেদনাদি উপশম হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরিষা ভারতের একটী প্রধান বাণিজ্য পণ্য। বাঙ্গালা হইতে প্রতি বৎসর ১১ লক্ষ, বোম্বাই হইতে প্রায় ১৩ লক্ষ, সিন্ধু প্রদেশ হইতে ৯ লক্ষ এবং মান্দ্রাজ হইতে ১ লক্ষমণ সরিষা ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, দেনমার্ক, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, ইতালি, মিসর, আদেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজ্যে রপ্তানী হইয়া থাকে।

তৈলগুণ—তিক্ত, কটু, বাতকফবিকারনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, অস্রদোষপ্রদ, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক, এবং তিলতৈলের ন্যায় চক্ষুর হিতকারক। ইহার শাকগুণ—অত্যুষ্ণ, রক্তপিত্তপ্রকোপণ, বিদাহী, কটুক, স্বাদু, শুক্রনাশক ও রুচিকর। (রাজনি°)

[রাজিকা শব্দ দেখ।]

২ স্থাবরবিষবিশেষ। (হেম) ৩ ষড়্‌লিখ্যাপরিমাণ।

"জালান্তরগতে ভানো যচ্চাণুর্দৃশ্যতে রজঃ।
তৈশ্চতুর্ভির্ভবেল্লিখ্যা লিখ্যাষড়্‌ভিশ্চ সর্ষপঃ॥" (শব্দচ°)

সূর্য্যকিরণ গবাক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে সূক্ষ্ম যে ধূলিকণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চারিটীতে এক লিখ্যা এবং ৬ লিখ্যায় এক সর্ষপ পরিমাণ হয়।

সর্ষপক (পুং) তন্নামক কন্দবিষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ২ অ°)

সর্ষপতৈল (ক্লী) সর্ষপোদ্ভবং তৈলং। সর্ষপজাতস্নেহ, সরিষার তৈল।

সর্ষপনাল (ক্লী) সর্ষপদণ্ড। নালশাকবিশেষ।

সর্ষপা (স্ত্রী) শ্বেতসর্ষপ। (বৈদ্যকনি°)

সর্ষপারুণ (পুং) অসুরগণভেদ। (পারস্ক° গৃ° ১।১৬)

সর্ষপিক (পুং) প্রাণহারক কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

সর্ষপিকা (স্ত্রী) শুকরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"গৌরসর্ষপসংস্থানা শুকদুর্ভগ্নহেতুকা।
পিড়কা কফরক্তাভ্যাং জ্ঞেয়া সর্ষপিকা বুধৈঃ॥"
(সুশ্রুত নি° ১৪ অ°)

শূকপ্রয়োগ বা দুষ্ট যোনিতে গমন দ্বারা শিশ্নে গৌর-সর্ষপের ন্যায় পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে সর্ষপিকা কহে। এই রোগ বাতশ্লেষ্মাত্মক। [শূকরোগ দেখ।]

২ তন্নামক কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°) ৩ মসূরিকারোগভেদ। [মসূরিকা শব্দ দেখ।]

সর্ষপী (স্ত্রী) সৃ-গতৌ-অপঃ যুগাগমশ্চ, ততো ঙীষ্। ১ খঞ্জনিকা। (ত্রিকা°) ২ পীড়কাবিশেষ। (সুশ্রুত ২১৬)

সর্ষীকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ, বিরাট্‌ছন্দ।

সর্সাবা, যুক্ত প্রদেশের শাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। শাহারাণপুর হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে অম্বালা যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। পঞ্জাব প্রদেশে এখানকার অল্পবিস্তর বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

জেনারল কানিংহাম এই স্থানকে রাজা চাঁদের রাজধানী সর্ব্বা বা সরসারহা বলিয়া অনুমান করেন। গজনীপতি মামুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর লুণ্ঠন করেন। পলাতক রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গকে তিনি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের জঙ্গলে পরাজিত করিয়া বহু ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

সল (ক্লী) সরতীতি সৃ-গতৌ-অচ্। রস্য ল, সল-গতৌ-অচ্ বা। জল। (ভরত)

সলক্ষণ (ত্রি) লক্ষণের সহিত বর্ত্তমান, লক্ষণযুক্ত।

সলক্ষ্মন্ (ত্রি) লক্ষ্ম অর্থাৎ চিহ্নের সহিত বর্ত্তমান, চিহ্নযুক্ত, চিহ্নবিশিষ্ট।

সলজ্জ (ত্রি) লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানঃ। লজ্জাবিশিষ্ট।

"সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাঃ কুলযোষিতঃ।" (চাণক্য)

সলবণ (ত্রি) লবণযুক্ত, লবণবিশিষ্ট।

সললুক (পুং) সরণশীল, গমনশীল। "আ কীবতঃ সললূকং চকর্থ" (ঋক্ ৩।৩০।১৭) 'সললুকং সরণশীলং' (সায়ণ)

সলাবৎখাঁ, একজন মুসলমান ওমরাহ। ইনি মোগলসম্রাট্ শাহজহান্ বাদশাহের অধীনে মীরবক্সীর কার্য্য করিতেন। কার্য্যগতিকে গজসিংহের পুত্র অমরসিংহ রাঠোর নামক এক জন রাজপুত-সর্দ্দারের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। রাজপুতবীর ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে একদিন সন্ধ্যাকালে আগ্রা দুর্গে সম্রাট্ সমক্ষেই মীরবক্সীর প্রাণ হনন করেন। সম্রাটের অনুচরবর্গ তৎক্ষণেই তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে দুর্গদ্বারের নিকটে নিহত

করে। তদনুসারে ঐ দ্বারটী "অমরসিংহ-দরওয়াজা" নামে আখ্যাত হইয়াছে।

সলাবৎজঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের একজন মুসলমান অধিপতি। ইনি নিজাম উল্‌ মুলক আসফ্‌জার তৃতীয় পুত্র। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে নবাব মুজঃফরজঙ্গ গুপ্তহত্যাকারীর দ্বারা নিহত হন। এই সময়ে ফরাসীগণ উদ্যোগী হইয়া সলাবৎ জঙ্গকেই দাক্ষিণাত্যের সিংহাসন অর্পণ করেন। ফরাসীদিগের কৃত-উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ও তাঁহাদের প্রতি সৌজন্য দেখাইতে নবাব সলাবৎ জঙ্গ ফরাসী সেনাপতি মুসো বুসিকে স্বীয় দরবারের ওমরাহ মধ্যে পরিগণিত করেন এবং ফরাসী জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য তিনি উত্তরসরকার প্রদেশ বুসির হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার ব্যপদেশে ইংরাজ ও ফরাসীতে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। বুসির আগমনে প্রথমে ফরাসীদল প্রবল হইয়া উঠে এবং কিছু কালের জন্য সমগ্র দাক্ষিণাত্য রাজ্যের রাজকীয় শাসনকর্তৃত্ব বুসীর ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইতে থাকে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নবাবভ্রাতা নিজাম আলী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া রাজমন্ত্রী হায়দর জঙ্গকে নিহত করে। এই সময়ে রাজ্য মধ্যে একটী ভীষণ অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইতেছে দেখিয়া এবং আর্কট প্রদেশে মহম্মদ আলী খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজগণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতবল হইতেছেন জানিয়া বুসি আপনার স্বজাতিবর্গকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া ফরাসী অধিকারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নিজাম আলী এই সময়ে সিংহাসন নিষ্কণ্টক জানিয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে সলাবৎ জঙ্গকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করেন। এইরূপ বন্দী অবস্থায় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সলাবতের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সলামৎ আলী, আলাহাবাদ রাজধানীর এক জন মুনসিফ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগরেই তিনি ধৃত হইয়া রাজাদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সলামৎ আলীখাঁ (হকিম), একজন মুসলমান কবি। বারাণসী ধামে ইঁহার বাস ছিল। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি কাশীধামে বিদ্যমান থাকিয়া সঙ্গীতবিষয়ে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

সলাস্তা, পঞ্জাব প্রদেশের গুরগাঁও জেলার নূহ তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সোণার নামক স্থানের উত্তরে মেবাত শৈলমালার পাদমূলে বিস্তীর্ণ 'নূহ-মহল' নামক লবণময় মৃত্তিকাবিশিষ্ট ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে স্থাপিত। পূর্ব্বে এখানে যে লবণ প্রস্তুত হইত তাহা সাধারণে সলাস্তা-লবণ নামে পরিচিত, ঐ লবণকূপের জল শুকাইয়া ও মৃত্তিকা ধৌত করিয়া প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে যে লবণ হইত, তাহা ততদূর পরিষ্কার ছিল না; তাহাতে ম্যাগ্‌নেসিয়া, ক্লোরাইড ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকিত। বর্ত্তমানে ঐ স্থানে আর লবণ প্রস্তুত হয় না। উৎকৃষ্ট সম্বর হ্রদজাত লবণ আমদানী হওয়া অবধি অধিবাসীরা স্থান-জাত নিকৃষ্ট লবণ আর তৈয়ারী করে না।

সলায়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের নবানগঞ্জ রাজ্যের একটী বন্দর। এই স্থান খম্ভালিয়া নগর হইতে ৯ মাইল উত্তরে স্থাপিত। উক্ত নগরের যাহা কিছু বাণিজ্য তাহাই এই বন্দর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই ও করাচীর পরই এই বন্দরের প্রাধান্য। এই বন্দরের প্রবেশের দুইটী পথ আছে। একটী পথ কুরুম্বর দ্বীপ ও ভারতোপকূল এবং অপরটী কুরুম্বর ও ধানিবেত নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী। বন্দরে রাত্রিকালে পোতাদি আসিবার সুবিধার্থ কুরুম্বরদ্বীপের উত্তরপশ্চিমে ৩০ ফিট্ উচ্চ একটী লাইট হাউস আছে। মোগল শাসনাধিকারেও এই নগরের যথেষ্ট বাণিজ্য-সমৃদ্ধি ছিল। মীরাতই আহ্মদী নামক গ্রন্থে এই বন্দর ইস্‌লাম নগরের অধীন ছিল বলিয়া বর্ণিত। এখান হইতে এখনও প্রচুর ঘৃত ও তুলা বোম্বাই, করাচী ও গুজরাত প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

সলিঙ্গ (ত্রি) লিঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, লিঙ্গযুক্ত, চিহ্নবিশিষ্ট।

সলিতা (দেশজ) বর্ত্তিকাভেদ। বস্ত্রখণ্ড বা তুলা বর্ত্তিকাকারে পাকাইয়া সলিতা প্রস্তুত করিতে হয়। সলিতা তৈলে ভিজাইয়া অগ্নিযোগে প্রজ্বলিত হয় ও দ্রব্যপ্রকাশরূপ কার্য্য করে।

সলিম, একজন মুসলমান কবি। আসল নাম মহম্মদ কুলী। মোগল সম্রাট্ শাহজহান বাদশাহের রাজত্বকালে তিনি স্বীয় জন্মভূমি পারস্য পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আগমন করেন ও উজীর-প্রবর ইসলামখাঁ কর্ত্তৃক রাজদরবারে নিযুক্ত হন। পারস্য-বাসকালে তিনি লহিজান প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া একখানি দিবান্ ও একখানি মস্‌নবি প্রণয়ন করেন। ভারতে আসিয়া তিনি উহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কাশ্মীরবর্ণন নাম দেন। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সলিমচিস্তি (শেখ), ফতেপুর সিক্রীনিবাসী একজন মুসলমান সাধু। ইনি সাধারণে শেখ-উল্-ইসলাম নামে পরিচিত ছিলেন। মোগল সম্রাট্ অকবর বাদশাহ এই ফকিরকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ইনি শেখ ফরিদ সখরগঞ্জের বংশধর বহাউদ্দীনের পুত্র। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী রাজধানীতে ইঁহার জন্ম হয়। বয়ঃকালে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি খাজা ইব্রাহিম চিস্তির

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সিক্রীর অদূরবর্ত্তী একটী গণ্ডশৈলে বাস করিয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলনে দিন যাপন করিতে থাকেন। প্রবাদ আছে, ইঁহারই ভজনাপ্রভাবে অকবরশাহ বহু সন্ততি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইঁহারই নামানুসারে স্বীয় পুত্র জাহাঙ্গীরের নাম সলিম শাহ রাখেন।

সম্রাট্ এই ফকিরের প্রতি এতই ভক্তিমান ছিলেন যে, ইঁহার প্রীত্যর্থে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত শৈলোপরি ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে একটী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ মসজিদ আজিও ফতেপুর সিক্রীর মসজিদ্ নামে প্রখ্যাত রহিয়াছে। উক্ত মসজিদটী নির্ম্মিত হইবার কএক মাস পরে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ফকিরের পরলোক হয়। তদনন্তর সম্রাট্ মহা সমারোহে ঐ শৈলশৃঙ্গে ইঁহাকে সমাহিত করিতে আদেশ দেন। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে যতগুলি শ্রেষ্ঠ মুসলমান সাধুর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন প্রধান। ইঁহার ধর্ম্মোপদেশ বাক্য ইসলামধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইনি জীবিত কালের মধ্যে চতুর্ব্বিংশতিবার মক্কাযাত্রা করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, ইনি পাণিফলের পালোর প্রস্তুত রুটী ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতেন না।

তাঁহার পুত্র কুতবউদ্দীন্ বাঙ্গালায় শের আফগান কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহারই অন্যতম পুত্র বদর উদ্দীন্ পিতার মৃত্যুর পর গদীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। এই বদরউদ্দীনের পুত্র ইসলাম খাঁকে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আমীর মর্য্যাদা প্রদান করিয়া ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান।

সলিমশাহ্, মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের পুত্র।

[জাহাঙ্গীর দেখ।]

সলিম শাহ্ শূর, দিল্লীর শূরবংশীয় একজন মুসলমান নরপতি। তিনি সম্রাট্ শের শাহের কনিষ্ঠ পুত্র, নাম জলালখাঁ। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদিলখাঁ স্থানান্তরে গমন করায় তিনি তাঁহার অবর্ত্তমানে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর দুর্গে স্বয়ং পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যারোহণ কালে তিনি ইস্লাম শাহনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে উচ্চারণের বৈপরীত্যে ইস্লাম শাহ নাম সলিম শাহে পরিণত হয়। তিনি প্রায় নয় বৎসর রাজত্ব করেন। পরে ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র নগরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ সাসেরামে সমানীত ও তাঁহার পিতার সমাধি-পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

যে বৎসর সলিম শাহের মৃত্যু ঘটে, সেই বৎসর গুজরাতের রাজা মাহ্মুদ শাহ ও আহ্মদনগরের অধিপতি বুর্হান-নিজাম শাহেরও মৃত্যু হয়। এই সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ রাজত্রয়ের মৃত্যুঘটনা অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক ফিরিস্তার পিতা মৌলানা আলী "রাজ-নামা" নামে একটী কবিতা রচনা করেন।

সলিমা সুলতানা বেগম, মোগল সম্রাট্ বাবর শাহের দৌহিত্রী। বাবরকন্যা গুলরুখ বেগমের কন্যা। বাবরের জামাতা মীর্জা নূরউদ্দীন্ মহম্মদ স্বীয় তনয়া সলিমাকে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে খান্ খানান্ বৈরাম খাঁর করে অর্পণ করেন। মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের আদেশে জালন্ধরে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বৈরাম খাঁর মৃত্যুর পর অকবর শাহ স্বয়ং তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই রমণীর গর্ভে সম্রাটের শাহজাদা খানুম নামে এক কন্যা ও সুলতান মোরাদ নামে এক রাজকুমারের জন্ম হয়। সলিমা পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন এবং কবিতাদিও লিখিতে পারিতেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সলিমা বানো বেগম, দারাসিকোর পুত্র সুলেমানসিকোর কন্যা। বাদশাহ অরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র যুবরাজ মহম্মদ অকবরের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভজাত তনয় নিকোসিয়ার আগ্রায় সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রুকন্ উদ্দৌলা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হন।

সলিমপুর, অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। লক্ষ্ণৌ নগর হইতে ২০ মাইল দূরে সুলতানপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। গোমতী নদীর সন্নিকটে একটী উচ্চভূমিখণ্ডের উপর এই নগরটী স্থাপিত। এখানে নদীর উপর একটী সেতু আছে।

সলিমপুর, যুক্ত প্রদেশের মোরদাবাদ জেলার আমরোহা তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৯° ৫´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪১´ পূঃ। এক সময়ে এই স্থান একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত ছিল। প্রাচীন ধ্বস্ত মন্দির ও সমাধিমন্দিরাদি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

সলিমপুর-মঝৌলী, যুক্ত প্রদেশের গোরখপুর জেলার দেওরিয়া তহসীলের অন্তর্গত দুইটী পাশাপাশি গ্রাম। লোকে মঝৌলীসলিমপুর বলিয়াও ডাকে। গ্রামদ্বয় বাণিজ্যপ্রধান ও সুসমৃদ্ধ।

সলিল (ক্লী) সলতি গচ্ছতীতি সল-গতৌ (সলিকল্যনীতি। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্। জল। জলে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিতে নাই। যিনি জলে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করেন, তিনি দুর্গন্ধ পূয়পূরিত বিণ্মূত্র নামক নরকে পতিত হন।

"মূত্রশ্লেষ্মপুরীষাণি যৈরুৎসৃষ্টানি বারিণি।
তে পাত্যন্তে চ বিণ্মূত্রে দুর্গন্ধে পূয়পূরিতে॥"

(বামনপু° কর্ম্মবি° ১২ অ°) [জল শব্দ দেখ।]

সলিলকুন্তল (পুং) সলিলস্য কুন্তল ইব। শৈবাল। (ত্রিকা°)

সলিলক্রিয়া (স্ত্রী) সলিলস্য ক্রিয়া। সলিলকর্ম্ম। উদকক্রিয়া।

সলিলগ্রহ (পুং) অশ্বের গ্রহভেদ। (জয়দ°)

সলিলচর (ত্রি) সলিলে চরতীতি চর-অচ্। সলিলচারী, জলচর, যাহারা জলে বিচরণ করে।

সলিলজ (স্ত্রী) সলিলে জায়তে ইতি জন-ড। ১ পদ্ম। (রাজনি°) ২ জলজাত মাত্র, যাহা জলে জন্মে।

সলিলজন্মন্ (স্ত্রী) সলিলে জন্ম যস্তা। ১ পদ্ম। ২ সলিলজাত।

সলিলদ (ত্রি) সলিলং দদাতি দা-ক। সলিলদায়ী, যিনি জল দেন। (পুং) ২ মেঘ।

সলিলধর (পুং) মুস্তা। (বৈদ্যকনি°)

সলিলনিধি (পুং) ১ জলনিধি, সমুদ্র। ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২১টী করিয়া অক্ষর থাকে, এই ছন্দের নাম কেহ কেহ সরসী, ও সিংহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছন্দোমঞ্জরীতে এই ছন্দ সরসী নামে আখ্যাত হইয়াছে। [সরসী দেখ]

সলিলপতি (পুং) সলিলস্য পতিঃ। জলপতি, সলিলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বরুণ। ২ জলপতি সমুদ্র।

সলিলপবনাশিন্ (ত্রি) জল ও বায়ুভোজী।

সলিলপ্রিয় (পুং) শূকর।

সলিলময় (ত্রি) সলিল স্বরূপে ময়ট্। জলময়, জলস্বরূপ।

সলিলমুচ্ (পুং) সলিলং মুঞ্চতি মুচ্-কিপ্। সলিলমোচনকারী, মেঘ, বারিমুচ্।

সলিলযোনি (ত্রি) সলিলং যোনিরুৎপত্তিস্থানমস্য। ১ ব্রহ্মা, সলিলে ইঁহার উৎপত্তি হয়, এই জন্য ইঁহার নাম সলিলযোনি। ২ যে সকল বস্তুর উৎপত্তিস্থান জল।

সলিলরাজ (পুং) সলিলস্য রাজা, টচ্ সমাসান্তঃ। জলরাজ বরুণ। ২ সমুদ্র।

সলিলবৎ (ত্রি) সলিলং অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সলিলবিশিষ্ট, জলবিশিষ্ট, জলযুক্ত।

সলিলস্থলচর (ত্রি) সলিলে স্থলে চ চরতীতি চর-অচ্। জল ও স্থলে বিচরণকারী, উভচর। যাহারা জল ও স্থল এই দুই জায়গায় বিচরণ করে। যেমন হংস, সর্প প্রভৃতি।

সলিলাকর (পুং) সলিলস্য আকরঃ। সমুদ্র।

সলিলাঞ্জলি (পুং) সলিলস্য অঞ্জলিঃ। জলাঞ্জলি।

সলিলাধিপ (পুং) সলিলস্য অধিপঃ। জলাধিপতি বরুণ। (হরিবংশ)

সলিলার্ণব (পুং) সমুদ্র। (রামায়ণ ৫।৩২।৫)

সলিলালয় (পুং) সমুদ্র। (রামা° ৫।৫৬।৫৫)

সলিলাশন (ত্রি) সলিলং অশনং ভক্ষণং যস্য। সলিলভোজী। (ভাগ° ৮।২৪।১০) অস্মদ্দেশীয় রমণীরা কোন কোন ব্রতে সামান্যমাত্র গঙ্গোদক পান করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকেন।

সলিলাশয় (পুং) সলিলানামাশয়ঃ। জলাশয়, পুষ্করিণী। [জলাশয় শব্দ দেখ]

সলিলাহার (ত্রি) সলিলং আহারো যস্য। সলিলভোজী, জলভক্ষক। (রামা° ৩।১০।৩)

সলিলেচর (ত্রি) সলিলে চরতি চর-অচ্, সপ্তম্যাঃ অলুক্। জলেচর, গ্রাহ, হাঙ্গর কুম্ভীরাদি জলজন্তু।

সলিলেন্দ্র (পুং) সলিলস্য ইন্দ্রঃ। জলপতি বরুণ।

সলিলেন্ধন (পুং) সলিলং ইন্ধনং যস্য। বাড়বানল। (ত্রিকা°)

সলিলেশ (পুং) সলিলস্য ঈশঃ। বরুণ।

সলিলেশয় (ত্রি) সলিলে শেতে শী-অচ্। সপ্তম্যাঃ অলুক্। জলশায়ী।

সলিলোদ্ভব (পুং) ১ পদ্ম। (রামা° ৫।১৩।২৮) ২ শঙ্খ, শম্বুকাদি। (ভারত ৯ প°)

সলিলোপজীবিন্ (ত্রি) সলিল যাহাদের প্রধান উপজীবিকা। মৎস্যাদি।

সলিলৌকস্ (ত্রি) সলিলং ওকঃ স্থানং যস্য। জলৌকাঃ, চলিত জোঁক। ২ সলিলবাসী।

সলিলোদন (পুং) সলিল দ্বারা সিদ্ধ ওদন। অন্ন। সিদ্ধতণ্ডুল।

সলীল (ত্রি) লীলয়া সহ বর্ত্তমানঃ। লীলাবিশিষ্ট, লীলাযুক্ত।

সলীলগজগামিন (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবি°)

সলূন (পুং) ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। মানবদেহে parasite নামক যে শ্রেণীর ক্ষুদ্রতম কীট নিরন্তর পুষ্ট হয়, ইহারা সেই জাতীয় কীট।

"লেলিহাশ্চ সলূনাশ্চ সৌসুরঙ্গাঃ ককেরকাঃ।"
(শার্ঙ্গধরস° ১।৭।১০)

সলেক (পুং) আদিত্যভেদ। (তৈত্তিরীয়স° ১।৫।৩।৩)

সলোক (ত্রি) লোকেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১লোকের সহিত বর্ত্তমান, লোকযুক্ত, লোকবিশিষ্ট। ২ অধিবাসিবৃন্দ। ৩ নগর।

সলোকতা (স্ত্রী) সলোকস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। একস্থাননিবাস। (ঐতরেয়ব্রা° ১৬)

সলোক্য (ত্রি) লোকসম্বন্ধীয়। (ভারত ১৩প°)

সলোন, অযোধ্যা-প্রদেশের রায়-বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। সলোন, প্রসাদপুর ও রোখা-জৈশ পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪৩৩ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী পরগণা, পূর্ব্বে ইহা রায়-বরেলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্ত্তমানে বিচার-কার্য্যের সুবিধার্থ উহাকে প্রতাপগড় জেলার সীমাধীন করা হইয়াছে।

ইহার দক্ষিণে গঙ্গানদী ও মধ্যদেশ দিয়া সই নদী প্রবাহিত। এখানকার সুবিস্তৃত জঙ্গলে অনেকগুলি ভগ্ন-দুর্গ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকের মুখে প্রকাশ, হিন্দু-রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে ঐ সকল স্থানে দুর্বৃত্ত দস্যুদলের বাস ছিল। নাইন্ তালুকদারগণও এক সময়ে ঐ জঙ্গলে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কাণপুরিয়া রাজপুত-বংশীয়েরাই এখানকার প্রধান ভূম্যধিকারী।

৩ রায়বরেলী জেলার একটী নগর ও সলোন তহসীলের বিচার-সদর। প্রতাপগড় হইতে রায়বরেলী যাইবার রাস্তার ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ১´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ২৯´ ৫০´´ পূঃ। এক সময়ে এই নগর সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন আর সেই পূর্ব্বশ্রী নাই। প্রাচীন ভর জাতির অভ্যুদয় কালে এই স্থান দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারেও এই নগরের যথেষ্ট উন্নতি ছিল, ঐ সময়ে মুসলমান-প্রভাবে এখানে কএকটী মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। এখনও ১০টী মসজিদ তাহার নিদর্শনস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। এই নগরের পার্শ্বদেশে সম্রাট্ অরঙ্গজেবপ্রদত্ত একটী নিষ্কর জায়গীর। ঐ জায়গীরের বর্ত্তমান সত্ত্বাধিকারী শাহ মহম্মদ মেহন্দী আতা। ইংরাজ গবমেণ্ট আজিও অধিকারীর পূর্ব্ব-সত্ত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছেন।

সলোমন্ (ত্রি) লোমের সহিত বর্ত্তমান, লোমযুক্ত, লোমবিশিষ্ট।

সলোহিত (ত্রি) লোহিতবর্ণযুক্ত, সরক্ত।

সল্টরেঞ্জ (লবণ-পর্ব্বত), পঞ্জাবপ্রদেশের বন্নু, শাহপুর ও ঝিলাম্ জেলার বিস্তৃত একটী পর্ব্বতমালা। এই পর্ব্বতের অভ্যন্তর-স্তরে প্রচুর সৈন্ধব-লবণ (Rock salt) পাওয়া যায়; এই কারণে ইংরাজী ভূগোলে ইহা Salt-range নামে কথিত হইয়াছে। অক্ষা° ৩২° ৪১´ হইতে ৩২° ৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪২´ হইতে ৭৩° পূঃ পর্য্যন্ত এই পর্ব্বতমালা বিস্তৃত।

ঝিলাম নদীতীর হইতে তিনটী পর্ব্বত-শাখা এক মুখে মিশিয়া মধ্যভাগে যে মূল পর্ব্বতাংশ গঠিত করিয়াছে, তাহাই এই পর্ব্বতের মূল পৃষ্ঠ। এই অংশ চেল নামে অভিহিত। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ইহা ৩৭০১ ফিট্ উচ্চ। নদীপ্রবাহিত উপত্যকা প্রদেশ মধ্যে ব্যবধান থাকায় এই হিমালয়-গিরিমালা পাদমূল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উত্তরবাহিনী শাখাটী সুলতানপুরের সন্নিকটে নদীকূল হইতেই উচ্চচূড়ে সমুন্নত হইয়া ঝিলাম্ নদীর সহিত প্রায় ২৫ মাইল সমান্তরাল ভাবে গিয়াছে, তৎপরে কিছু বক্রী হইয়া ৪০ মাইল অতিক্রমণের পর মূল পর্ব্বতপৃষ্ঠে মিশিয়াছে। এই পর্ব্বতাংশ নীলিশৈল নামে খ্যাত। দ্বিতীয় শাখা রোটাস-পর্ব্বত নামে পরিচিত। উপরি বর্ণিত নীলিশৈল ও উক্ত ঝিলাম্ নদীর মধ্যভাগে পরস্পরে সমান্তরাল ভাবে এই শৈলখণ্ড অবস্থিত। এই পর্ব্বতের উপরে ইতিহাসবিখ্যাত রোটাস্-দুর্গ ও টিল্লীর শৈলাবাস প্রতিষ্ঠিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উক্ত স্থানদ্বয় প্রায় ৩২৪২ ফিট উচ্চ।

তৃতীয় পব্বি-শৈল ঝিলাম্ নদীর দক্ষিণকূল হইতে উত্তরকূলে গিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়াই ঝিলাম্ নদী প্রবাহিত আছে। উত্তর-দিগবর্ত্তী পর্ব্বতখণ্ড ক্রমশঃ উত্তরমুখে আসিয়া উপরি উক্ত শাখা-দ্বয় ও মূল চেল শিখরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এখান হইতে ঐ মিলিত গিরিমালা দুইটী বিভিন্ন শাখায় সমান্তরাল ভাবে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া শাহপুর-জেলাস্থ উচ্চ-চূড় সকেশ্বর শৈলে যাইয়া সংযুক্ত হইয়াছে; এই পর্ব্বতপৃষ্ঠ সমুদ্রজল হইতে ৫০১০ ফিট্ উচ্চ।

উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে এবং তাহাদের মধ্যস্থিত কএকটী গিরিচূড়ার মধ্যভাগে একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ ভূমি অতিশয় উর্ব্বর ও নানাবিধ পার্থিব-সৌন্দর্য্য-প্রপূরিত। এই স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে "কল্লার-কাহার" নামে একটী সুবিস্তৃত হ্রদ আছে। উহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ-নিকেতন। এই হ্রদ হইতে যে কয়টী পার্ব্বত্যস্রোত অধিত্যকা-গাত্র বহিয়া সমতল প্রান্তর-পথে চলিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী ভূগর্ভস্থ সৈন্ধব লবণাস্বাদযুক্ত জলরাশিপূর্ণ।

পিণ্ড-দাদন খাঁর উত্তরপূর্ব্বস্থ খেউরা গ্রামের "Mayo Mines" নামক খনি, শাহপুরের বর্দ্ধা নামক স্থানের খনি ও বন্নু জেলার কালাবাগ নামক স্থানের খনি হইতে প্রচুর লবণ উত্তোলিত হয়। মেও খনি হইতে লবণ আনয়নের সুবিধার্থে পিণ্ডদাদন খাঁর নিকটে ঝিলাম্ নদীতে একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

কালাবাগে উলিটিক স্তরে এবং জালালপুর ও পিণ্ডদাদন খাঁর টার্সিয়ারী স্তরে কয়লা পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত স্থানের কয়লায় সিন্ধুনদগামী বাষ্পীয় পোতসমূহের বহ্নিসংস্থানক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপরি বর্ণিত খনিজদ্রব্য ব্যতীত এখানে আরও নানা প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।

এই পর্ব্বতের উত্তরার্দ্ধ নদ্যাদির অববাহিকাবহুল। ঐ স্থানে নিম্ন প্রদেশে নদীজল সঞ্চিত হইয়া নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। হ্রদতীরবর্ত্তী স্থানগুলি নানাজাতীয় বৃক্ষমালায় ও ফলফুলে পরিশোভিত। উহার দক্ষিণাংশ পঙ্কিল কন্দর ও চুণাপাথরের পাহাড়, এইজন্য এই অংশ লতাগুল্মহীন। এই গিরিমালাংশে অল্পস্রোতা কএকটী নদী বিরাজিত আছে। পশ্চিমভাগে শাহপুরের সকেশ্বর শৈল পর্য্যন্ত বিস্তৃত উত্তরপর্ব্বত-ভাগে শুন ও খব্বকি নামক উপত্যকাদ্বয় বিরাজিত। উহাদের তলদেশ পলিময় স্তর হইতে গঠিত। ইহারই ঠিক দক্ষিণে

পর্ব্বতশ্রেণী কন্দর ও গহ্বরপূর্ণ এবং এখানে ইতস্ততঃ চূণা-পাথরের স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সল্টওয়াটার লেক, কলিকাতার ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত একটী বিস্তৃত জলাভূমি। ইহা লবণ জলপূর্ণ। আমাদের দেশবাসীরা ইহাকে ধাপা বলিয়া থাকে। ইহার ভূপরিমাণ প্রায় ৩০ বর্গ মাইল। অক্ষা° ২২° ২৮´ হইতে ২২° ৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৫´ ৩০´´ হইতে ৮৮°৩০´ ৩০´ পূঃ। এই হ্রদ হইতে কলিকাতা-বেলিয়াঘাটা খাল দিয়া বিদ্যাধরী হইয়া সুন্দরবনের মধ্য দিয়া অন্যত্র যাওয়া যায়।

সল্লকী (স্ত্রী) সংক্রত্য লকাতে থাস্যতে গজৈরিতি সৎ-লক-কন্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। (Boswellia thurifera) মহারাষ্ট্রে সল্লকি, কালঙ্গ তদিকু, বম্বে শালই, চলিত কুন্দুরুকী। পর্য্যায়—গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভী, রসা, মহেরণা কুন্দুরুকী, হ্লাদিনী, গজভক্ষা, সুরভি, সুরভীরসা, মহেরুণা, শল্লকী, সিল্লকী, শিল্লকা, হ্লাদিনী। (ভরত) গুণ—তিক্ত, মধুর, কষায়, গ্রাহক, এবং কুষ্ঠ, রক্ত, কফ, বাত, অর্শ ও ব্রণরোগনাশক। (রাজনি°)

সল্লকীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সল্লক্ষ্য (ক্লী) সাধুলক্ষ্য।

সল্লোক (পুং) উত্তম লোক, উত্তম স্থান।

সল্ব (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। [শব দেখ।]

সল্হ[ণ] (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ।

[শালহনি দেখ।]

সব (ক্লী) সূতে রসানিতি সূ-অচ্। ১ জল। (জটাধর) ২ পুষ্পরস। (পুং) সূয়তে সোমোঽত্রেতি সূ-অপ্। ৩ যজ্ঞ। (অমর) ৫ সন্তান। (মেদিনী) ৬ সূর্য্য। ৭ চন্দ্র। (ত্রি) ৮ অজ্ঞ। "সবিতা ত্বা সবানাং সুবতাং" (শুক্ল যজু° ৯।৩৯) 'সবানাং অজ্ঞানাং' (মহীধর)

সবংশা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ।

সবচন (ত্রি) সমান বচন। (পা ৬।৩।৮৫)

সবৎস (ত্রি) বৎসের সহিত বর্ত্তমান, বৎসযুক্ত।

সবথ (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ। (রাজতর° ৮।১১৮৯)

সবন (ক্লী) সু-অভিষবে ল্যুট্। ১ যজ্ঞস্নান। পর্য্যায়—সুত্যা, অভিষব, সোমসন্ধান। (জটাধর) ২ সোমপান। (ভরত) ৩ অধ্বর, যজ্ঞ। ৪ সোম-নির্দ্দলন। (মেদিনী) ৫ প্রসব। (পুং) সু-যুচ্। ৬ চন্দ্র। (উণ্ ২।৭৪) (ত্রি) বনেন সহ বর্ত্তমানং। ৭ বনবিশিষ্ট, বনযুক্ত। ৮ ভৃগুর পুত্রভেদ। ৯ বশিষ্ঠের পুত্রভেদ। ১০ রোহিতমন্বন্তরের সপ্তর্ষিভেদ। ১১ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রভেদ। ১২ প্রিয়ব্রতের পুত্রভেদ। (মার্কপু° ৫৩।১৯) ১৩ অগ্নির নামান্তর।

সবনকর্ম্মন্ (ক্লী) যজ্ঞকর্ম্ম। (শকুন্তলা)

সবনদুর্গ, (সাবনদুর্গ), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মহিসুররাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। দুর্গের নাম হইতে এই পর্ব্বতটীও সবনদুর্গ নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহার অপর নাম মগদি শৈল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০২৪ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১২° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২১´ পূঃ। এই পর্ব্বতটী দানাদার প্রস্তরে গঠিত এবং প্রায় ৮ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। ইহার শিখরভাগ দুইটী চূড়ার দুইভাগে বিভক্ত; উহার একটীর নাম করি (কৃষ্ণ) ও অপরটীর নাম বিলি (শ্বেত)। দুইটী শিখরেই পর্য্যাপ্ত জল পাওয়া যায়। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজা সামন্তরায় এই শৈলশৃঙ্গে স্বনামে দুর্গ স্থাপন করেন। তদবধি ঐ শৈল সামন্ত-দুর্গ নামে সাধারণে সমাখ্যাত হয়। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গলুরবাসী ইম্মাড় কেম্পে গৌড় এই দুর্গ সংস্কারান্তে সুদৃঢ় করিয়া স্বয়ং সপরিবারে তথায় বাস করেন। ঐ সময় হইতে উহা সবনদুর্গ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইম্মাড়ি গৌড়ের বংশধরগণ দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে মহিসুরের জনৈক হিন্দু নরপতি এই দুর্গ অধিকার করিয়া লন। কিছুদিন পরে মহিসুর-রাজের হস্ত হইতে উহা পুনরায় হায়দার আলীর করকবলিত হয়। মুসলমানগণ এই দুর্গ সেনাবল দ্বারা সুদৃঢ় করিলেও ইংরাজের সহিত যুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। হায়দারপুত্র টিপুসুলতানের ইংরাজ-বিদ্বেষ সময়ে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্-পরিচালিত ইংরাজ-সেনাবাহিনী এই দুর্গের সম্মুখদেশে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। সেনাপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট সদলবলে আসিয়া দুর্গের ৩ মাইল দূরে ছাউনি করেন। তিনি এই স্থানে থাকিয়া অতি কষ্টে দুর্গধ্বংসের জন্য কামান সজ্জা করিলেন। ২০এ ডিসেম্বর হইতে অনবরত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। তিন দিনে দুর্গপ্রাচীরের এক অংশ খসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট লর্ড কর্ণওয়ালিসের উপর সমগ্র কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিয়াছিলেন। রণকুশল কর্ণওয়ালিসের দক্ষতায় ও বীরত্বকৌশলে একঘণ্টার মধ্যে এক পার্শ্বের প্রাচীর পরিখাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজসৈন্য দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্গজয় করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে একটী সৈন্যও বিনষ্ট হয় নাই।

সবনভাজ্ (ত্রি) যজ্ঞভাগবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৭।৫।৬।৪)

সবনমুখ (ক্লী) যজ্ঞারম্ভ।

সবনবিধ (ত্রি) যজ্ঞকার্য্য। যজ্ঞের বিষয়ীভূত।

সবনশস্ (অব্য°) সবন-শস্। ১ ত্রিকালম্। (ভাগ° ১১।৬।১০) ২ মন্দ্রমধ্যম ও তারস্বরযুক্ত (গীতধ্বনি)। (ভাগ° ১০।৩৫।১৫)

সবনিক (ত্রি) সবনসম্বন্ধীয়।

সবনীয় (ত্রি) সোমযজ্ঞসম্বন্ধীয়।

সবনূর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ১৪° ৫৬´ ৪৫´´ হইতে ১৫°১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫°২১´৪৫´ হইতে ৭৫°২৫´ পূঃ-মধ্য। ভূপরিমাণ ৭০ বর্গমাইল। এই রাজ্যের মধ্যে একটী নগর ও ২৩ খানি গ্রাম আছে।

এখানকার রাজবংশ মুসলমান ও আফগানবংশীয়। মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেব আবদুল রউফ্ খাঁ নামক জনৈক পাঠান-সেনানীর যুদ্ধকৌশলে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাতহাজারী মন্‌সবদার পদে উন্নীত করেন। ঐ সঙ্গে সম্রাটের অনুগ্রহে অশ্বারোহী সেনাদলপালনার্থ ও স্বীয় মর্য্যাদারক্ষার্থ তিনি বঙ্কাপুর, তোড়গল ও আজীমনগর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তিকালে এখানকার নবাব টিপুসুলতানের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেও ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতক টিপু-সুলতান কুটুম্বের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। টিপুকর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হইলে নবাব পেশবার আশ্রয়ভিক্ষা করেন। পেশবা তাঁহার নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে অশক্ত হইয়া তাঁহাকে বার্ষিক ৪৮০০০৲ টাকা বৃত্তিদান করেন, পরে জেনারল ওয়েলেস্‌লির মধ্যস্থতায় পেশবা ঐ নগদ টাকার বৃত্তির অনুরূপ আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে বাধ্য হন। টিপুকর্ত্তৃক এই নগর অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে এখানে নবাবগণের যত্নে একটী টাকশাল স্থাপিত হয়। ঐ টাকশাল হইতে নবনূরী-হুন নামক স্বর্ণমুদ্রার প্রচার হইত। উহার মূল্য প্রায় ৪৲ টাকা এবং উহাতে নবাবের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই রাজ্যের শাসনভার ধারবাড়ের কালেক্টরের অধীনে থাকে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আবদুল দলীল খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার হস্তে রাজ্যভার প্রদত্ত হয়। নবাবকুমার কোল্‌হাপুরের রাজকুমার কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশের মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হন। দুঃখের বিষয় ঐ যুবক নবাব পরবৎসরেই লোকান্তর গমন করেন।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর, ধারবাড় হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৩´৫´´ পূঃ। নগরটী গোলাকার ও ক্ষুদ্র। চারিদিকে পরিখা ও প্রাচীর আছে, প্রাচীরগাত্রে ৮টী প্রবেশদ্বার; তন্মধ্যে তিনটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নগরটী পথ ঘাট ও ইন্দারা দ্বারা পরিশোভিত হয়। এখানে বৎসরে বৎসরে দেবোদ্দেশে মেলা বসিয়া থাকে।

সবয়স্ (পুং) সমানং বয়োযস্য। ১ বয়স্য। (অমর) (ত্রি) ২ সমান বয়স্ক, এক বয়সী। (স্ত্রী) সমানং বয়োযস্যাঃ (জ্যোতির্জনপদেতি। ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য সঃ। সমানবয়স্কা, পর্য্যায় আলি, বয়স্যা, সখী, সহচরী। (জটাধর)

সবয়স্ (ত্রি) সমান বয়োবিশিষ্ট। (ভাগবত ১০।১৩।৩৮)

সবর (পুং) ১ সলিল। ২ শিব। (ত্রিকা°)

সবর্ণ (ত্রি) সমানো বর্ণো যস্য (জ্যোতির্জনপদেতি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য স। ১ সদৃশ। (হেম) ২ সমান বর্ণ। তুল্য জাতি, তুল্য বর্ণ।

"পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সবর্ণা কন্যাই বিবাহ করিতে হয়, শাস্ত্রে এই রূপ বিধান আছে। কলীতর যুগে অসবর্ণ বিবাহ নিন্দিত ছিল না, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু কলিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কলিতে একমাত্র সবর্ণ বিবাহই প্রশস্ত। [বিবাহ দেখ]

৩ একস্থানোৎপন্ন বর্ণ, ব্যাকরণ মতে ইহার সবর্ণ সংজ্ঞা হয়। যথা অ আ, অর্থাৎ অকারের সহিত আকারের সবর্ণতা আছে।

সবর্ণা (স্ত্রী) সমানো বর্ণো যস্যাঃ। সূর্য্যপত্নী ছায়া। (শব্দরত্না°) ২ সমান বর্ণা স্ত্রী।

সবর্ণাভ (ত্রি) সবর্ণস্য আভা ইব আভা যস্য। সবর্ণ।

সবর্য্য (ত্রি) শ্রেষ্ঠ গুণ বা ধনবিশিষ্ট। বরীয়ান্।

সবল, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ভবিষ্যব্র° খ° ৪২।১৫)

সবলপুর, বিশালরাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন পুরী।
(ভবিষ্যব্র° খ° ৩১।৯৯)

সবলসিংহ, বড়বানের একজন হিন্দু নরপতি। ইনি ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর জেলাস্থ রণপুর দুর্গ অধিকারার্থ সদলে যাত্রা করেন। ঐ সময়ে দুর্গাধিকারী অহিমভাই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও দুর্গাবরোধ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। দুর্গ শত্রুহস্তগত হইলে দুর্গবাসীরা বিশেষভাবে নিগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে বড়োদার অধিপতি দামাজী গাইকোবাড় ঢোলকায় রাজস্বসংগ্রহে আগমন করেন। অহিমভাই গোপনে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া স্বীয় দুঃখবার্ত্তা নিবেদন করেন এবং ঐ সঙ্গে তাঁহার সাহায্যভিক্ষা করিয়াছিলেন। তদনুসারে অহিমভাই সঙ্গে গাইকোবাড়ের সেনাদল তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলে সবলসিংহ দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া নাগেশের অভিমুখে পলাইয়া যান। গাইকোবাড় সৈন্য তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে সবলসিংহ পরাজিত ও বন্দী হন।

সববিধ (ত্রি) সবনবিধ। (শতপথব্রা° ১১।৭।২।১)

সবস্ (ক্লী) সবন। [সবন দেখ]

সবহা (স্ত্রী) ত্রিবৃতা। (ভরত)

সবাচস্ (ত্রি) উৎকৃষ্ট পাঠসম্বলিত। (অথর্ব্ব ৭।১২।২)

সবাতৃ (ত্রি) সমান বৎসর বিশিষ্ট, তুল্য বৎসর যুক্ত।

"সবাতরৌ ন তেজসা" (শুক্ল যজুঃ ২৮।৮)

'সবাতরৌ সমানো বাতা বৎসরো যয়ো স্তৌ' (মহীধর)

সবাত্য (ত্রি) বাতসমূহের সহিত বর্ত্তমান, বাতমণ্ডলী মধ্যস্থ। "সান্তপনেভ্যঃ সবাত্যান্" (শুক্ল যজুঃ ২৪।২৬) 'সবাত্যান্ বাতসমূহো বাত্যা তয়া সহ বর্ত্তন্তে ইতি সবাত্যাঃ বাতমণ্ডলী-মধ্যস্থান্' (মহীধর)

সবার্ত্তিক (ত্রি) বার্ত্তিকেন সহ বর্ত্তমানঃ। বার্ত্তিকের সহিত বর্ত্তমান, যে সকল সূত্রের বার্ত্তিক আছে।

সবাসস্ (ত্রি) বাসযুক্ত। পরিচ্ছদবিশিষ্ট। (মনু ৫।৭৭)

সবাসিন্ (ত্রি) একবস্ত্রধারী বা একত্র বাসকারী। 'সবাসিনৌ সমানং একং বস্ত্রং বসানৌ সমানং একত্র বসন্তৌ বা। বস আচ্ছাদনে ইত্যস্মাদ্ বস নিবাসে ইত্যস্মাৎ বা সমানশব্দোপপদাদ্ "ব্রতে" ইতি ণিনি প্রত্যয়ঃ তত্রঃসূত্রে ব্রতশব্দেন শাস্ত্রীয়ো নিয়মঃ উক্তঃ। সমানস্যচ্ছন্দসি" ইত্যাদিনা সমানশব্দস্য সভাবঃ।'

(অথর্ব্ব ২।৩০।৭ সায়ণ)

সবিকল্প (ত্রি) ১ বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান। সন্দিগ্ধ, উভয় প্রকার মতানুযায়ী। (পুং) ২ সমাধি বিশেষ। সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদে সমাধি দুই প্রকার। সবীজ সমাধি, যে সমাধিতে কোন একটী আলম্বন থাকে, তাহাকে সবিকল্পসমাধি কহে। [বিশেষ বিবরণ সমাধি শব্দে দেখ] ৩ বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান। ৪ বেদান্ত মতে জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভেদজ্ঞান।

সবিকাশ (ত্রি) বিকাশেন সহ বর্ত্তমানঃ। বিকশিত, প্রফুল্ল, বিকাশযুক্ত। ২ অসঙ্কুচিত, প্রসারিত, বিস্তারিত।

সবিকার (ত্রি) বিকারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। বিকারযুক্ত, বিকার-বিশিষ্ট। যাহার চিত্তের বিকার হয়।

সবিগ্রহ (ত্রি) বিগ্রহের সহিত বর্ত্তমান, বিগ্রহযুক্ত, বিগ্রহ-বিশিষ্ট। শরীরবিশিষ্ট, তাৎপর্য্যসূচক, বোধক।

সবিচার (ত্রি) বিচারের সহিত বর্ত্তমান, বিচারযুক্ত, বিচার-বিশিষ্ট। (পুং) সমাধিবিশেষ। সবিকল্প সমাধি বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা ভেদে চারি প্রকার, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। [বিশেষ বিবরণ সমাধি শব্দ দেখ]

সবিজ্ঞান (ত্রি) বিজ্ঞানের সহিত বর্ত্তমান, বিজ্ঞানযুক্ত, বিজ্ঞান-বিশিষ্ট।

সবিড়ালম্ভ (ক্লী) পরিহাস বা কৌতুক নটনভেদ।

(ভরত নাট্যশা° ২০।৪৮)

সবিদ্ (ত্রি) সবিতৃরূপ ও বিদ্বান্।

সবিতর্ক (ত্রি) বিতর্কের সহিত বর্ত্তমান, বিতর্কযুক্ত, বিতর্ক বিশিষ্ট। (পুং) ২ সমাধি বিশেষ। [সমাধি শব্দ দেখ]

সবিতাচল, মেরুর উত্তরস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৩৬)

সবিতৃ (পুং) সূতে লোকাদীনিতি সূ-তৃচ্। ১ সূর্য্য। ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ—

"ধীশব্দ বাচ্যো ব্রহ্মাণং প্রচোদয়তি সর্ব্বদা।
সৃষ্ট্যর্থং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সবিতা সতু কীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা সতু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ॥"

(অগ্নিপু° গায়ত্রীকল্প নামাধ্যায়)

বিষ্ণু ধী শব্দবাচ্য, বিষ্ণু সৃষ্টির জন্য সর্ব্বদা ব্রহ্মাকে প্রেরণ করেন, এইজন্য তিনি সবিতা নামে খ্যাত, অথবা জগৎ প্রসব করেন বলিয়া সবিতা নামে কীর্ত্তিত হন। ঋগ্বেদে সবিতাই আদি দেবতা বলিয়া পূজিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মূল গায়ত্রীতে সবিতাই উপাসিত হইয়াছেন। [সূর্য্য দেখ।] ২ অর্কবৃক্ষ।

সবিতৃতনয় (পুং) সবিতুস্তনয়ঃ। সূর্য্যপুত্র। হিরণ্যপাণি।

সবিতৃদত্ত (পুং) পাণিনিবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

(পা ৫।৩।৮৩ কাশিকা)

সবিতৃদৈবত (পুং) সবিতা দৈবতং যস্য। নক্ষত্রভেদ, হস্তা-নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য এই জন্য এই নক্ষত্রকে সবিতৃ-দৈবত কহে।

সবিতৃপুত্র (পুং) সবিতুঃ পুত্রঃ। সূর্য্যতনয়।

সবিতৃপ্রসূত (ত্রি) সবিতৃ হইতে জাত। (তৈত্তিরীয়স° ৫।১।৬।১)

সবিতৃল (ত্রি) সবিতৃ সম্বন্ধী।

সবিতৃসুত (পুং) সূর্য্যতনয়, শনি।

সবিত্র (ক্লী) সূয়তে ৰনেন সূ (অর্ত্তি-লূধূসূখনসহচর ইত্রঃ। পা ৩।২।১৮৪) ইতি করণে ইত্র। প্রসবকরণ, যাহা দ্বারা প্রসূত হয়।

সবিত্রিয় (ত্রি) সবিতুরয়ং, সবিতৃ-ঘ। সূর্য্যসম্বন্ধীয়।

সবিত্রী (স্ত্রী) সূতে যা সূ-তৃচ্, ঙীপ্। মাতা, জনয়িত্রী, প্রসব-কারিণী। ২ গাভী।

সবিদ্য (ত্রি) বিদ্যয়া সহ বর্ত্তমানঃ। বিদ্বান্। তন্ত্রে লিখিত আছে যে গুরু সবিদ্য বা অবিদ্য হইলেও পূজনীয়।

সবিদ্যুত (ক্লী) বিদ্যুৎ সহিত। (অথর্ব্ব ৪।১৫।১৬)

সবিধ (ত্রি) সমানা বিধাস্যেতি। ১ নিকট। (অমর) ২ সমান প্রকার। (ভাগবত ৩।৩।৮)

সবিনয় (ত্রি) বিনয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। বিনয়ের সহিত বর্ত্ত-মান, বিনীত, বিনয়যুক্ত।

সবিভাস (পুং) সূর্য্যের নামান্তর।

সবিশেষ (ত্রি) বিশেষের সহিত বর্ত্তমান, বিশেষ পদার্থযুক্ত।

সবিশেষক (ত্রি) বিশেষ-স্বার্থে কন্। বিশেষকেণ সহ বর্ত্তমানঃ। বিশেষ পদার্থের সহিত বর্ত্তমান।

"দ্রব্যং গুণা স্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।" (ভাষাপরি°)

২ তিনটী শ্লোকে যে স্থলে এক ক্রিয়ায় অন্বয় হয়, তাহাকে বিশেষক কহে। এইরূপ বিশেষকযুক্ত।

"দ্বাভ্যাং যুগ্মমিতি প্রোক্তং ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকং।" (সাহিত্যদ°)

সবিশেষণ (ত্রি) বিশেষণযুক্ত, বিশেষণবিশিষ্ট।

সবিস্ময় (ত্রি) বিস্ময়েন সহ বর্ত্তমানঃ। বিস্ময়াপন্ন, পর্য্যায় বীক্ষাপন্ন। (হারাবলী)

সবীমন্ (ক্লী) প্রসব। "সবিতা সবীমনি নিবেশয়ন্" (ঋক্ ৪।৫৩।৩) 'সবীমনি প্রসবে' (সায়ণ)

সবীর্য্য (ত্রি) বীর্য্যবিশিষ্ট, তেজোযুক্ত।

সবৃৎ (ত্রি) সহ বর্ত্ততে বৃত-ক্বিপ্। সহবর্ত্তনশীল, সহবর্ত্তী। (শুক্লযজু° ১৫।৯)

সবৃধ্ (ত্রি) পণ্ডিতের সহিত বর্ত্তমান। "বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ" (শুক্লযজু° ১৬।৩০) 'বর্দ্ধন্তে বিদ্যাবিনয়াদিগুণৈস্তে বৃধাঃ পণ্ডিতাঃ ক্বিপ্, তৈঃ সহ বর্ত্ততে ইতি সবৃৎ তস্মৈ নমঃ' (মহীধর)

সবৃষ্টিক (ত্রি) বৃষ্টির সহিত বর্ত্তমান। বৃষ্টিযুক্ত।

সবেগ (ত্রি) বেগযুক্ত, বেগবিশিষ্ট।

সবেণী (স্ত্রী) সমানবেণী।

সবেদস্ (ত্রি) সমান একবেদ অর্থাৎ হবিলক্ষণধন দ্বারা যুক্ত। একপ্রকার হবির্যুক্ত।

"অগ্নী সোমা সবেদসা সহুতী" (ঋক্ ১।৯৩।৯)

'সবেদসা সমানেনৈকেন বেদসা হবিলক্ষণেন ধনেন যুক্তৌ' (সায়ণ)

সবেশ (ত্রি) বেশেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ বেশান্বিত, বেশবিশিষ্ট, বেশযুক্ত। (ধরণি) ২ নিকট। (অমর)

সবেশীয় (ক্লী) সামভেদ।

সব্য (ত্রি) সূ প্রেরণে (মাচ্ছাসসিসূভ্যো যঃ। উণ্ ৪।১০৯) ইতি য। ১ বাম। (অমর) ২ দক্ষিণ। সব্যশব্দের বাম ও দক্ষিণ দুইটী অর্থ হইলেও সাধারণতঃ বাম অর্থে ব্যবহার হয়। ৩ প্রতিকূল। পশ্চাৎ দিকে। (পুং) সূতে বিশ্বমিতি সূ-য। ৪ বিষ্ণু। (শব্দমালা) ৫ যজ্ঞোপবীত। ৬ চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ সময়ে দশপ্রকার গ্রাসের একতম। (বৃহৎস° ৫।৪৩) ৭ ইন্দ্রাশ্রিতভেদ। 'সব্যায়ৈ তন্নামকায় পঙ্গ্রাভমেতন্নামকময়ন্ধয়ং।' (ঋক্ ১০।৪৯।৭ সায়ণ) ৮ অঙ্গিরার পুত্রভেদ। অঙ্গিরা ইন্দ্রকে পুত্র কামনা করিয়া দেবতার উপাসনা করেন। ইন্দ্র তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্র সব্য নামে পরিচিত। ইনি ঋগ্বেদের ১।৫১-৫৭ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

সব্যচারিন্ (পুং) সব্যসাচী, অর্জ্জুন।

সব্যঞ্জন (ত্রি) ব্যঞ্জনবর্ণবিশিষ্ট। (ঋক্প্রাতি° ১৮।১৭)

সব্যতস্ (অব্য°) সব্য-তসিল্। সব্যভাগে, সব্যপার্শ্বে। "সব্যতঃ সাদি দস্যুরিন্দ্রঃ" (ঋক্ ২।১১।১৮) 'সব্যতঃ সব্যপার্শ্বে' (সায়ণ)

সব্যভিচার (ত্রি) ব্যভিচারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ব্যভিচারবিশিষ্ট। (পুং) ২ নৈয়ায়িক মতে হেত্বাভাসভেদ।

[হেত্বাভাস দেখ।]

সব্যষ্ঠা (ত্রি) রথাধিষ্ঠিত যোদ্ধা। (অথর্ব্ব ৮।৮।২৩)

সব্যসাচীন্ (পুং) সব্যেন বামেন হস্তেনাপি সবতি সন্দধাতি বাণমিতি সচ সন্ধানে ণিনি। অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের দশটী নামের মধ্যে ইহা একটী নাম। অর্জ্জুন উভয় হস্ত দ্বারাই তুল্যরূপে আকর্ষণ করিতে পারিতেন, সুতরাং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্তের ন্যায় আকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন বলিয়া তাহার নাম সব্যসাচী হয়।

সব্যাধি (ত্রি) ব্যাধিযুক্ত, পীড়িত, ব্যাধির সহিত বর্ত্তমান।

সব্যানত (ত্রি) বামে নত। যুদ্ধকালে যোদ্ধৃপুরুষ তীর লইয়া বামভাগে ঈষৎ বক্র থাকে।

সব্যাপ্রষ্টি (পুং) মৃগয়াকালে অশ্বের বামে বক্র হইয়া গমন।

সব্যাযুগ্য (পুং) দক্ষিণে ও বামে অশ্বদ্বয়যুক্ত। ঘুড়িঘোড়া।

সব্যাবৃৎ (ত্রি) দক্ষিণে ও বামে হেলিয়া দুলিয়া গমনকারী। (আশ্ব° শ্রৌ° ৫।১৭।৬)

সব্যাবৃত্ত (ত্রি) বামে বা দক্ষিণে আবর্ত্তিত (কুশমুষ্টি)। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৩।২৩)

সব্যাশূন্য (ত্রি) সব্য+অশূন্য। সর্ব্বসুখপূর্ণ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১২।৪।৪)

সব্যাহৃতি (ত্রি) ব্যাহৃতির সহিত, ব্যাহৃতিযুক্ত, প্রণববিশিষ্ট, ওঙ্কারযুক্ত।

সব্যেতর (ত্রি) সব্যাদিতরঃ। সব্য হইতে ভিন্ন, বামেতর দক্ষিণ।

সব্যেতরতস্ (অব্য°) সব্যেতর-তসিল্। দক্ষিণদিকে, দাক্ষিণভাগে। (ভাগবত ৪।৮।৭৯)

সব্যেষ্ঠ (পুং) সব্যে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক (স্থাম্নিন্ স্থণাং। পা ৮।৩।৯৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ষত্বং। হলদন্তাদিত্যলুক্। সারথি। (হলায়ুধ)

সব্যেষ্ঠৃ (পুং) সব্যে তিষ্ঠতীতি স্থা (সব্যে স্থ শ্ছন্দসি। উণ্

২।১০) ইতি ছন্দসি খ, সচ ডিৎ। যদ্বা সপ্তম্যাঃ অলুক্। সারথি। (অমর)

সব্যোত্তান (ত্রি) দক্ষিণ বা বামপার্শ্বে কাত হইয়া শয়ন। সব্যোন্নত।

সব্যোন্নত (ত্রি) যোদ্ধৃপুরুষের দক্ষিণ বা বামাঙ্গ উন্নতকরণরূপ অর্দ্ধবিক্ষেপবিশেষ। সব্যানত ইহার বিপরীত।

সব্রণ (ত্রি) ব্রণের সহিত বর্ত্তমান, ব্রণযুক্ত, ব্রণবিশিষ্ট।

সব্রত (ত্রি) ১ সমানকর্ম্ম, তুল্যকর্ম্মবিশিষ্ট।

"যিক্তা বিষ্ণুরূপাণি সব্রতা" (ঋক্ ৬।৭০।৩) 'সব্রতা সমানকর্ম্মাণি' (সায়ণ) ২ ব্রতবিশিষ্ট, ব্রতের সহিত বর্ত্তমান, নিয়মযুক্ত।

সব্রতিন্ (ত্রি) ব্রতীর সহিত বর্ত্তমান, ব্রতীযুক্ত, সমানব্রতবিশিষ্ট।

সশব্দ (ত্রি) শব্দেন সহ বর্ত্তমানঃ। শব্দের সহিত বর্ত্তমান, শব্দযুক্ত, শব্দবিশিষ্ট।

সশয়ন (ত্রি) শয়নযুক্ত, শয্যাবিশিষ্ট।

সশরীর (ত্রি) শরীরের সহিত বর্ত্তমান, শরীরধারী।

সশল্য (ত্রি) শল্যযুক্ত, শল্যবিশিষ্ট।

সশল্যা (স্ত্রী) শল্যেন সহ বর্ত্তমানা। ১ নাগদন্তী। (রত্নমালা) (ত্রি) শল্যযুক্ত ভূম্যাদি।

সশিরস্ক (ত্রি) শিরসা মস্তকেন সহ বর্ত্তমানঃ কপ্। শিরোবিশিষ্ট, মস্তকযুক্ত।

সশীর্ষন্ (ত্রি) শীর্ষের সহিত, মস্তকযুক্ত।

সশুক্র (ত্রি) শুক্রযুক্ত, শুক্রবিশিষ্ট।

সশূক (পুং) শূকেন দয়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। ১ আস্তিক। (ত্রি) ২ শূকরোগবিশিষ্ট।

সশেষ (ত্রি) শেষের সহিত, শেষযুক্ত।

সশোক (ত্রি) শোকবিশিষ্ট, শোকযুক্ত।

সশ্চৎ (ত্রি) সশ্চ্-শতৃ। বাধনের নিমিত্ত প্রাপ্তিবিশিষ্ট। "অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা" (ঋক্ ১।৪২।৭) 'সশ্চতঃ অস্মদ্ বাধনায় প্রাপ্নুবতঃ' (সায়ণ)

সশ্মশ্রু (স্ত্রী) শ্মশ্রুণা সহ বর্ত্তমানা। শ্মশ্রুযুক্ত স্ত্রী, পর্য্যায় নরমালিনী। (হেম) ২ শ্মশ্রুবিশিষ্ট, শ্মশ্রুযুক্ত।

সশ্রীক (ত্রি) শ্রিয়া সহ বর্ত্তমানঃ, নদীসংজ্ঞকাৎ কপ্ সমাসান্তঃ। শ্রীর সহিত বর্ত্তমান, লক্ষ্মীযুক্ত, লক্ষ্মীবিশিষ্ট।

সশ্লেষ (ত্রি) শ্লেষযুক্ত, শ্লেষের সহিত বর্ত্তমান।

সস্, স্বপ, নিদ্রা। অদাদি পরস্মৈ অক-সেট্। লট্ সস্তি, লোট্ সস্তু। হি-সধি। লিঙ্-সস্যাৎ। লঙ্ অসৎ, অসস্তাং অসসন্। লুট্ সসাস। লুট্ সসিতা। লুঙ্ অসসীৎ, অসাসীৎ।

সসঙ্গ (ত্রি) সঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, সঙ্গযুক্ত, সঙ্গবিশিষ্ট।

সসংজ্ঞ (ত্রি) সংজ্ঞয়া সহ বর্ত্তমানঃ। সংজ্ঞাবিশিষ্ট, সংজ্ঞাযুক্ত।

সসস্ত্রিন্ (পুং) শস্ত্রধারীর সহিত বর্ত্তমান।

সসত্ত্ব (ত্রি) সত্ত্বেন সহ বর্ত্তমানঃ। প্রাণিযুক্ত, প্রাণিবিশিষ্ট। (স্ত্রী) সসত্ত্বা—গর্ভিণী, গর্ভবতী স্ত্রী, ইহাদের গর্ভমধ্যে সত্ত্ব অর্থাৎ জীব থাকে, এইজন্য ইহাদিগকে সসত্ত্বা কহে।

সসন (ক্লী) সস-নাশে ল্যুট্। যজ্ঞার্থপশুহনন। (অমরটীকা) এই শব্দের পাঠান্তর শসন বা শাসন।

সসর্পরী (স্ত্রী) সকল স্থানে শব্দরূপে সর্পণশীল বাক্য।

"সসর্পরী রমতিং বাধমানা" (ঋক্ ৩।৫৩।১৫)

'সসর্পরী সর্ব্বত্র শব্দরূপয়া সর্পণশীলা বাক্' (সায়ণ)

সসা (দেশজ) লতাবিশেষ। এই ফল স্বাদু।

সসাক্ষিক (ত্রি) সাক্ষীর সহিত বর্ত্তমান, সাক্ষিবিশিষ্ট,সাক্ষিযুক্ত।

সসাধ্বস (ত্রি) সভয়, ভয়যুক্ত।

সসীমন্ (ত্রি) সীমার সহিত। সীমার মধ্যবর্ত্তী, নিকটবর্ত্তী।

সসুর (ত্রি) ১ দেবতার সহিত বর্ত্তমান। ২ সুরয়া সহ বর্ত্তমানঃ। ৩ সুরার সহিত বর্ত্তমান, সুরাযুক্ত, সুরাবিশিষ্ট।

সসৌষ্ঠব (ত্রি) বেগগামী, সত্বর। ২ অতি সুন্দর।

সস্ত্রীক (ত্রি) স্ত্রিয়া সহঃ বর্ত্তমান। নদীসংজ্ঞকাৎ কপ্ সমাসান্তঃ। সপত্নীক, স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সস্ত্রীক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

সস্থান (ত্রি) সমানং স্থানং যত্র সমানস্ত সা দেশঃ। (পা ৬।৩।৮৫) সমান স্থান।

সস্নি (ত্রি) সম্ভক্ত। "সস্নির্বাজং দিবে দিবে" (ঋক্ ৯।৬১।২০) 'সস্নিঃ সম্ভক্তা' (সায়ণ)

সস্নেহ (ত্রি) স্নেহযুক্ত, স্নেহবিশিষ্ট, প্রীতিযুক্ত।

সস্মিত (ত্রি) স্মিতেন সহ বর্ত্তমানঃ। ঈষদ্ধাস্যযুক্ত। সহাস্য।

সস্য (ক্লী) সস স্বপ্নে (মাচ্ছাসসিসূভ্যো যঃ। উণ্ ৪।১০৯) ইতি য। ১ বৃক্ষাদির ফল। (ভরত) ২ ধান্য। (হেম)

"জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাং।

রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং সস্যঞ্চ গৃহমাগতং॥" (চাণক্য)

৩ শস্ত্র। ৪ গুণ। (বিশ্ব) এই শব্দ তালব্যশাদিতেই অধিক ব্যবহৃত হয়। [শস্য দেখ]

সস্যক (পুং) সস্যেন গুণেন পরিজ্ঞাতঃ সম্বন্ধঃ সস্য (সস্যেন পরিজ্ঞাতঃ। পা ৫।২।৬৮) ইতি কন্। ১ মণিভেদ। (বৃহৎসংহিতা ৭।২০) ২ অসি। (মেদিনী) ৩ শালি। ৪ সাধু। (কাশিকা)

সস্যক্ষেত্র (ক্লী) সস্যপূর্ণং ক্ষেত্রং। শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র।

সস্যপাল (পুং) সস্যং পালয়তি অণ্। শস্যরক্ষক।

সস্যমঞ্জরী (স্ত্রী) সস্যস্য মঞ্জরী। অভিনব নির্গত ধান্যাদি-শীর্ষক, নূতনোৎপন্ন ধানের শীষ্।

সস্যমারিন্ (পুং) সস্যং মারয়তীতি মৃ-ণিচ্-ণিনি। মহামূষক। চলিত মেটে ইন্দুর। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শস্যনাশক।

সস্যরক্ষক (পুং) শস্যরক্ষাকারী, যাহার নিকট শস্যরক্ষার ভার থাকে।

সস্যবৎ (ত্রি) সস্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শস্যবিশিষ্ট, শস্যযুক্ত।

সস্যশীর্ষক (ক্লী) কর্ণ। (হেম)

সস্যশূক (ক্লী) সস্যস্য শূকং। সস্যের তীক্ষ্ণাগ্র, চলিত শুয়া।

সস্যসম্বর (পুং) সস্যৈঃ সম্ব্রিয়তে ইতি সং-বৃ (গ্রহ-বৃদৃনিশ্চি-গমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ইতি অপ্। শালবৃক্ষ। (অমর) ২ শল্লকীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সস্যসম্বরণ (পুং) সস্যৈঃ সম্বরণমস্যেতি। অশ্বকর্ণবৃক্ষ।

সস্যহন্ (ত্রি) সস্যং হন্তি হন্-ক্বিপ্। ১ সস্যহন্তা, সস্যনাশ-কারী। ২ মেঘ। (পুং) ৩ কলিকন্যা নির্ম্মোষ্টির গর্ভে দুঃসহের ঔরসজাত পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫।৪)

সস্যহন্তৃ (পুং) শস্যনাশকর্ত্তা। (মার্ক°পু° ৫১।৮০১)

সস্যাকরবৎ (ত্রি) সস্যাকর অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সস্যের আকরযুক্ত, শস্যবৎ।

সস্র (ত্রি) সরণশীল, গমনশীল। "ত্রি সপ্ত সস্রা নদ্যঃ" (ঋক্ ১০।৬৪।৮) 'সস্রাঃ সরন্তীঃ' (সায়ণ)

সস্রি (ত্রি) সরণকুশল, গমনকুশল। "প্রধন্যা সু সস্রিঃ" (ঋক্ ১০।৯৯।৪) 'সস্রিঃ সরণকুশল' (সায়ণ)

সস্রুৎ (ত্রি) সহ প্রবর্ত্তমান। "ধেনা অজয়ন্ত সস্রুতঃ" (ঋক্ ১।১৪১।১২) 'সস্রুতঃ সমানং গচ্ছন্ত্যঃ সহৈব প্রবর্ত্তমানাঃ স্রবতে কর্ত্তরি ক্বিপ্।' (সায়ণ)

সস্বন (ত্রি) স্বনেন শব্দেন সহ বর্ত্তমানঃ। স শব্দ, শব্দের সহিত বর্ত্তমান।

সস্বর (ত্রি) স্বরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। স্বরবর্ণের সহিত বর্ত্তমান। স্বরযুক্ত।

সস্বেদ (ত্রি) স্বেদেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ ঘর্ম্মবিশিষ্ট। (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্। সস্বেদা দূষিতা কন্যা। (শব্দরত্না°)

সহ্, মর্ষণ, সহন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ সহতে। লিট্ সেহে। লুট্ সহিতা সোঢ়া। লৃট্ সহিষ্যতে। অসহিষ্ট, অসহিষাতাং অসহিষত। সন্ সিসহিষতে। যঙ্ সাসহ্যতে, যঙ্লুক্ সাসোঢ়ি। সহ চুরাদি° পরস্মৈ°। লট্ সাহয়তি। লুঙ্-অসীসহৎ। উৎ+সহ=উৎসাহ।

সহ (অব্য°) ১ সহিত। পর্য্যায়—সাক, সার্দ্ধ, সত্র, সম, সত্রং। (জটাধর) ২ সাকল্য। ৩ বিদ্যমান। ৪ সাদৃশ্য। ৫ যৌগপদ্য। ৬ সমৃদ্ধি। ৭ সম্বন্ধ। (মেদিনী) ৮ সামর্থ্য। (শব্দরত্না°) (ক্লী) সহতে ইতি সহ-অচ্। ৯ পংশুর লবণ। (রাজনি°) (পুং) সহতে ইতি সহ পচাদ্যচ্। ১০ অগ্রহায়ণ মাস। "সহশ্চ সহস্যশ্চ হৈমান্তিকা বৃত" (শুক্ল যজু° ১৪।২৭)

(পুং) ১১ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১২৬) (ত্রি) ১২ ক্ষম। ১৩ সহিষ্ণু। (হেম) (পুং ক্লী) ১৪ বল। (মেদিনী)

সহকণ্ঠক (ত্রি) বায়ুনলী। স্ত্রিয়াং টাপ্। অতো স্বত্বং। সহ-কণ্ঠিকা। (অথর্ব্ব ১০।৯।১৫)

সহকর্ত্তৃ (পুং) যজ্ঞের সহকারী। 'সহকর্ত্তৃভিঃ কর্ত্তা তৎপুরুষ প্রধানার্থ্যেষাং হোত্রচ্ছাবাত্রাদীনাং প্রস্তোতৃমৈত্রাবরুণপ্রভৃতয়ঃ।' (মনু ৮।২০৬ মেধাতিথি)

সহকর্ম্মন্ (ত্রি) সহ কর্ম্ম যস্য। সহায়, সাহায্যকারী।

সহকার (পুং) সহ যুগপৎ কারয়তি বিক্ষেপয়তি সৌগন্ধমিতি কৃ-ণিচ্-অচ্। অতি সৌরভাঢ্য, অতি সৌরভযুক্ত আম্র বৃক্ষ। (অমর) সহ কৃ-ভাবে ঘঞ্। ২ সহায়, সাহায্যকারী।

সহকারতা (স্ত্রী) সহকারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সহকারের ভাব বা ধর্ম্ম, সহায়তা।

সহকারভঞ্জিকা (স্ত্রী) ক্রীড়া বা অভিনয়বিশেষ।

সহকারিতা (স্ত্রী) সহকারিণো ভাবঃ তল্-টাপ্। সহকারিত্ব, সহকারীর ভাব বা ধর্ম্ম, সহায়তা, সাহায্য।

সহকারিন্ (পুং) সহকরোতীতি কৃ-ণিনি। ১ প্রত্যয়।

'অর্থহেতুরুপাদানাং প্রত্যয়াঃ সহকারিণঃ' (ত্রিকা°)

ন্যায়মতে ইহার লক্ষণ—

"তদ্ভিন্নত্বে সতি তজ্জন্যজনকত্বং সহকারিত্বং"

তৎপদার্থ ভিন্ন হইয়া তজ্জন্য যে জনকত্ব তাহাকে সহকারিত্ব কহে। (ত্রি) ২ সহায়, সাহায্যকারী, সহ অর্থাৎ মিলিত হইয়া যিনি কার্য্য করেন।

সহকৃৎ (ত্রি) সহকারোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্। সহকারী, সাহায্য-কারী, মিলিত হইয়া কার্য্যসম্পাদনকারী।

সহকৃত্বন্ (ত্রি) সহ-কৃ-ক্বিপ্ তুকাগমঃ। সহকারী। এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সহকৃত্বরী এইরূপ হয়।

সহক্রম্য (ত্রি) ক্রমবদ্ধ। (ঋক্প্রাতি° ১৮।১৮)

সহখট্বাসন (ক্লী) খট্বা বা আসন সহিত। মনুতে লিখিত আছে, পরস্ত্রীর সহিত একশয্যায় শয়ন বা একত্র ভোজন করিলে সংগ্রহণদোষ হয়। (মনু ৮।৩৫৭)

সহগমন (ক্লী) সহ পত্যা সহ গমনং। সহমরণ, মৃত স্বামীর দেহের সহিত পত্নীর জীবিতাবস্থায় চিতাগ্নিতে শরীরদাহকরণ।

[সহমরণ শব্দ দেখ।]

সহগোপ (পুং) পশুপালকের সহিত।

"অপশ্যং সহগোপশ্চরন্তীঃ" (ঋক্ ১০।২৭।৮)

'সহগোপাঃ পশুপালকেন সহিতাঃ' (সায়ণ)

সহচর (পুং) সহচরতীতি চর অচ্। ১ ঝিণ্টী। ২ বয়স্য, বন্ধু, সখা। ৩ প্রতিভূ, জামিন। ৪ প্রতিবন্ধক। (হেম) (ত্রি) ৫ অনুচর, সহগামী। (পুং স্ত্রী) ৬ পীতঝিণ্টী ও নীলঝিণ্টী।

সহচরদ্বয় (ক্লী) পীতঝিণ্টী ও নীলঝিণ্টী।

সহচরা (স্ত্রী) সহ চরতি যা চর-অচ্, পচাদিষু চরতেষ্টিৎ করণাৎ ঙীষ্। ১ পীতঝিণ্টী। (অমর) ২ বয়স্যা, সখী। (জটাধর) ৩ পত্নী। (হেম)

সহচরিত (ত্রি) একত্রবাস ও একরূপ আচরণশীল।

"বসন্তসহচরিতমধ্যয়নং বসন্তাধ্যয়নম্।" (পা° ৪।২।৬৩ পতঞ্জলি)

সহচার (পুং) সহ চরতি চর-ঘঞ্। সহচারী, সঙ্গী।

সহচারিত্ব (ক্লী) সহচারিণো ভাবঃ ত্ব। সহচারীর ভাব বা ধর্ম্ম, সহিত গমন।

সহচারিন্ (ত্রি) সহ চরতি চর-ণিনি। সঙ্গী, যাহারা সহচর-রূপে সহিত গমন করে।

সহচ্ছন্দস্ (ত্রি) গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের সহিত বর্ত্তমান।

"সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ" (ঋক্ ১০।১৩০।৭)

'সহচ্ছন্দস গায়ত্র্যাভিশ্ছন্দোভিঃ সহ বর্ত্তমানা' (সায়ণ)

সহজ (পুং) সহ জায়তে ইতি জন-ড। ১ সহোদর, এক জননীর গর্ভোৎপন্ন ভ্রাতা। ২ নিসর্গ, স্বভাব। (ত্রি) ৩ সহোত্থ। (মেদিনী) ৪ স্বাভাবিক। ৫ সুলভ, অনায়াসসিদ্ধ। ৬ সহজাত, প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক। ৭ জ্যোতিষ মতে, জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানকে সহজস্থান কহে। এই সহজ স্থানে জাতকের ভ্রাতা, ভগিনী, বিক্রম, দূরযাত্রা প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিতে হয়।

সহজ, তান্ত্রিক আচার্য্যভেদ। শক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সহজকীর্ত্তি, একজন জৈন বৈয়াকরণ। সারস্বতটীকা নামে ইহার রচিত এক খানি ব্যাকরণটীকা পাওয়া যায়।

সহজগ্ধি (স্ত্রী) [সগ্ধি দেখ।]

সহজন্মন্ (ত্রি) সহ জন্ম যস্য। যমজ, সহোদর।

সহজন্য (পুং) যক্ষ। (স্ত্রী) সহজন্যা অপ্সরোবিশেষ।

সহজপাল (পুং) কাশ্মীররাজপুঙ্গবভেদ। (রাজতর° ৭।৫৩৪)

সহজমিত্র (ক্লী) সহজং মিত্রং। স্বাভাবিক সুহৃদ্। শাস্ত্রে সহজ-মিত্র ও সহজশত্রু পদে দুই শ্রেণীর আত্মীয় পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাগিনেয়, মাসতুত ও পিসতুত ভাই—সহজমিত্র, এবং খুড়তুত ও জেঠতুত ভাই—সহজশত্রু। "সহজং মিত্রং ভাগিনেয়-পৈতৃ-ষস্রীয় মাতৃষস্রীয়াদি" (মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়) ইহাদের সহিত বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহারা সহজমিত্র।

সহজললিত (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (তারনাথ)

সহজবিলাস (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সহজা (স্ত্রী) সহজ, সহৈব উৎপন্ন। "আভূত্যা সহজা বজ্র-সায়কসহঃ" (ঋক্ ১০।৮৪।৬) 'সহজা সহৈবোৎপন্নঃ' (সায়ণ)

সহজাত (ত্রি) সহজাতঃ উৎপন্নঃ। ১ সহোদর। ২ যমজ। (ত্রি) ৩ সহোত্থ।

সহজাদিত্য, একজন সামন্তরাজ, উপাধি রাজরাজ। ১২৩৩ বিক্রম সম্বতে বুলন্দসহরে উৎকীর্ণ অনঙ্গের শিলাফলকে ইনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা রূপে বর্ণিত আছেন।

সহজাধিনাথ (পুং) সহজস্য অধিনাথঃ। জ্যোতিষ মতে, সহজ স্থানের অধিপতি, তৃতীয়াধিপতি, সহজাধীশ, লগ্নস্থান হইতে তৃতীয় স্থানস্থ যে গ্রহ তাহাকে সহজাধিনাথ কহে। (জাতককৌ°)

সহজানন্দ-তীর্থ, অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থপ্রণেতা। –

সহজানন্দনাথ, পুরশ্চরণপ্রপঞ্চপ্রণেতা।

সহজানি (পুং) পত্নী। (তৈত্তিরীয়স° ৩।২।৮।৫)

সহজানুষ (ত্রি) জানুদ্বারা ভূমিতে গমনকারীকে জানুষ কহে,তাহার সহিত বর্ত্তমান। "নঃ পাত্রাভেৎ সহজানুষাণি" (ঋক্ ১।১০৪।৮)

'সহজানুষাণি জানুভ্যাং যাণি ভূমিং সনন্তি গচ্ছন্তীত্যর্থঃ,তানি জানুষাণি তৈঃ সহিতানি।' (সায়ণ)

সহজারি (পুং) সহজঃ স্বাভাবিকঃ অরিঃ। স্বাভাবিক শত্রু, সহজশত্রু। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতৃব্য ও তাহার পুত্রাদির সহিত বিষয়ের অংশ থাকে, এইজন্য তাহারা জন্মতঃই শত্রুভাবাপন্ন হয় বলিয়াই সহজশত্রু নামে উক্ত। [শত্রু শব্দ দেখ।]

সহজিৎ (ত্রি) সহজয়তি জি-কিপ্ তুক্ চ। সহিত জেতা, একত্র মিলিত হইয়া জয়কারী।

সহজিয়া (সহজপন্থী) ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ। বর্ত্তমান কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটী নিম্ন শ্রেণী বলিয়া গণ্য। সাধারণের বিশ্বাস যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী হইতেই এই পন্থীর উদ্ভব, কিন্তু সহজ মত যে বহু পূর্ব্ব-কাল হইতেই গৌড়মণ্ডলে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে ৮।৯ শত বর্ষের প্রাচীন কানুপাদ, ডোম্ভিপাদ, শান্তিদেব প্রভৃতির কতকগুলি প্রাচীন পদ এবং দোহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, সেই সকল পদে সহজিয়াদের মূল ধর্ম্মমতের যথেষ্ট উপকরণ রহিয়াছে। সেই সকল প্রাচীন পদাবলি আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে মনে হইবে যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজ হইতেই এই সহজিয়া মতের উৎপত্তি।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে মহাযান সম্প্রদায় প্রবল হইলে তন্মধ্যে অধবার মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুই মত প্রচলিত হইল। মাধ্যমিকেরা শূন্যবাদী হইলেও নানা বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের উপাসনা স্বীকার করিলেন, এদিকে যোগাচার মতাবলম্বীরা যোগশাস্ত্র চর্চ্চাফলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন স্বীকার করিয়া অনাত্মবাদী মহাযানদিগের মধ্যেও পরোক্ষে আত্মবাদ প্রচার করিলেন। বিভিন্ন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের মূর্ত্তিপূজা এবং ঐ সঙ্গে প্রায় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে মহাযানের মধ্যে মন্ত্রযানের প্রভাব বিস্তৃত হইলে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের এক একটী শক্তি কল্পিত হইল। মহাযান-সম্প্রদায় সম্ভূত মন্ত্রযানেরাই বিভিন্ন শক্তিপূজার সঙ্গে সর্ব্বত্র তান্ত্রিকতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সন্ন্যাসবৈরাগ্য দ্বারাই প্রথমতঃ নির্ব্বাণপদ লাভের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ভগবান্ বুদ্ধশিষ্য আনন্দ নারী জাতিকেও সন্ন্যাসের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কালে বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারামে বহুতর শ্রাবক ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় শত শত শ্রাবিকাও আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রথমতঃ উভয় পক্ষের নিবৃত্তির দিকেই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের একত্র অবস্থানের বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞাননিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় শ্রাবকগণ কামিনী-কাঞ্চন বা প্রবৃত্তিমার্গের যথেষ্ট বিরোধী হইলেও, স্ত্রীসংসর্গফলে কোন কোন অল্পধী প্রবৃত্তির সাধনা দ্বারা নিবৃত্তি বা মোক্ষপথ লাভের উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভোগসাধন দ্বারা যে সহজানন্দ লাভ হয়, তদ্দ্বারাই নির্ব্বাণপদ সিদ্ধ হইতে পারে, এই নব সম্প্রদায় অতিগোপনে এইরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন। এই নব সম্প্রদায় 'বজ্রযান' নামে পরিচিত হইলেন। তৎপূর্ব্বতন মন্ত্রযানসম্প্রদায় স্বয়ম্ভু বা আদি বুদ্ধ, এবং তাঁহার প্রজ্ঞা বা ধর্ম্ম হইতে সম্ভূত যথাক্রমে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এবং এই পঞ্চের যথাক্রমে বৈরোচনী, লোচনা, মামুখী, পাণ্ডরা ও তারা এই পঞ্চ শক্তি এবং এই পঞ্চ বুদ্ধ ও পঞ্চ শক্তির পুত্রস্থানীয় সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি ও বিশ্বপাণি এই পঞ্চ ধ্যানী বোধিসত্ত্ব স্বীকার করেন। ইঁহাদের উপাসকেরা বোধিসত্ত্বযান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গী নবসম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রধাত্বেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাঁহার শক্তি এবং ঘণ্টাপাণি নামে একটী বোধিসত্ত্ব কল্পনা করিয়া যে নূতন মার্গ প্রচার করিলেন, তাহাই 'বজ্রসত্ত্বযান' বা 'বজ্রযান' নামে প্রসিদ্ধ হইল। তাহাদের আচারপদ্ধতি রীতিনীতি অতি-গুহ্য তান্ত্রিক মতসমাচ্ছন্ন। যে সকল সম্ভোগ-লালসাকে পূর্ব্বতন ধর্ম্মপন্থী অতি হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাতর ছিলেন, বজ্রযান শ্রাবকেরা তাহাই শ্রেয়ঃ লাভের উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের মতসমর্থক বহুতর তন্ত্রও প্রচলিত হইয়াছিল, এবং এই ধর্ম্মাচরণ অতি সহজসাধ্য ও আপাত মনোরম হওয়ায় আপামর সাধারণ সকলেই প্রীতির চক্ষে গ্রহণ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের চণ্ডরোষণমহাতন্ত্র খানি অতি প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে প্রায় ৮শত বর্ষের হস্তলিখিত একখানি চণ্ডরোষণতন্ত্রের টীকার কতকাংশ নিজ হস্তে নকল করিয়া আনিয়াছেন, তাহার আরম্ভে "সহজতত্ত্বের" এই রূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়—

"একস্মিন্ কালে ভগবান বজ্রসত্ত্বঃ বজ্রধাত্বীশ্বরী * * বজ্র * * তস্য ধাতুঃ সাংবৃতবিবৃতলক্ষণং। বোধিচিত্তং তস্যেশ্বরা ইব। প্রজ্ঞাবজ্রধাতুনা সেবিতত্বাত্তস্যাঃ। তদ্বরাঙ্গে * * বিজহারেতি। বিহৃতবান্ বজ্রপদ্মসংযোগেন সংপুটযোগেন স্থিতবানিত্যর্থঃ। অয়ঞ্চ বিহারঃ প্রাকৃতজনস্যাপ্যত্যন্তগুহ্যো ভবতি কিং পুনর্ভগবতো বজ্রসত্ত্বস্য ততশ্চার্থাদুক্তং ভবতি।...মেরুগিরি মূর্দ্ধি বজ্রসত্ত্বভূমৌ বজ্রমণিশিখরকূটাগারে বিহরতিস্মেতি। এতেন পাত্রা কালো দেশশ্চোক্তঃ। পর্ষদত্তমাহ অনেকৈশ্চেত্যাদি বজ্রযোগিনঃ শ্বেতবলাদয়ঃ। বজ্রযোগিন্যো মোহবজ্র্যাদয়ঃ। তেষাং তাসাঞ্চ গণাঃ সমূহাঃ এক...বহুবচনস্যৈকবচনস্যাপি পঞ্চত্বগতাস্ত্বাৎ। তদ্দ্বয়মেত্যুপদর্শনে। শ্বেতাচলেনেতি ভগবতো ভগবতীদেহগতরূপজ্ঞানেন এবং পীতাচলেনেতি ভগবতীদেহগত গন্ধজ্ঞানেন। রক্তাচলেনেতি ভগবতীদেহগতরস জ্ঞানেন। শ্বেতিমাচলনেতি ভগবতীদেহগতস্পর্শজ্ঞানেন। মোহবজ্রা চেতি ভগবত্যা ভগবদ্দেহগতরূপজ্ঞানেন। পিশুনবজ্রা চেতি ভগবদ্দেহগতগন্ধজ্ঞানেন। রাগবজ্রাচেতি ভগবদ্দেহগতরসজ্ঞানেন। ঈর্ষাবজ্রা চেতি ভগবদ্দেহগতস্পর্শজ্ঞানেন স্বয়ং তু ভগবান্ ভগবতীদেহগতজ্ঞানরূপঃ। ভগবতী তু ভগবদ্দেহগতশব্দজ্ঞানরূপা অতো নৈতৎ প্রভেদঃ কৃতঃ এবং প্রমুখৈরিতি। এবং প্রকারৈঃ। চক্ষুষা ঘ্রাণেন রসনয়া কায়েন শ্রোত্রেণ রূপেণ বেদনয়া সংজ্ঞয়া সংস্কারেণ বিজ্ঞানেন পৃথিব্যা জলেন তেজসা বায়ুনা আকাশেন ইত্যাদিভিরিত্যর্থঃ। এতৈনৈবং বিধে বিহারে পর্ষদেব্যোপ্যেতাদৃশ্যো বোধিচিত্তে তু কথিতং ভবতি। অতিগুহ্যত্বাৎ নমু তদা ত্বয়া কথং শ্রুতমিতি চেদাহ। অথেত্যাদি। অয়মর্থঃ। তেন বিহারেণ যদা চতুরানন্দসুখমনুভূয় তদনন্তরং সর্ব্বপুরুষেষু মহাকরুণামামুখীকৃত্য...এবং...বলসমাধিং সমাপন্নেদং বক্ষ্যমাণমুদাজহার উদাহৃতবান্। ভগবদ্ভগবতীদেহ এবং স্থিত্বা ময়া শ্রুতমিতি ভাবঃ। কিমুদাহৃতবান্। ভাবাভাবেত্যাদি। ভাব আনন্দপরমানন্দবিকল্পঃ। অভাবে বিরমানন্দবিকল্পঃ। তাভ্যাং বিনির্মুক্তস্ত্যক্তঃ। চত্বার আনন্দাস্তত্র প্রজ্ঞোপায়াভ্যাম-

ত্যোন্যানুরাগলক্ষণমালিঙ্গনচুম্বনস্তনমর্দ্দননখদানাদিনা যন্ত্রারূঢ়বন্ধেন বজ্রপদ্মসংযোগং যাবদানন্দ এতেন কিঞ্চিৎ সুখমুৎপদ্যতে। ততঃ পদ্মান্তর্গতবজ্রচালনেন যাবন্মণিমূলং বোধিচিত্তমায়াতি তাবৎ পরমানন্দঃ এতেন তদধিকং সুখমুৎপদ্যতে। মণিমূলাদ্‌যাবৎ পদ্মোদরান্তর্গতমশেষং ন ভবতি তাবৎ সহজানন্দঃ। এতেন গ্রাহ্যগ্রাহকগ্রহণাভিমানরহিতং পরমং সুখমুৎপদ্যতে। অতঃপরং যাবন্নিশ্চেষ্টীভূয় সুখং ভুক্তং ময়েতি বিকল্পয়তি। তাবদ্বিরমানন্দঃ। বিরমেণ ত্রিবিধসুখবিসর্গেণ আনন্দো হর্ষো যত্র স তথা। এতেন সুখানুভবস্মরণরূপং সুখমুৎপদ্যতে। তৈরেকমানন্দাদিবিকল্পরহিতং সুখজ্ঞানমাত্রং তেন তৎপরং আশক্ত ইত্যর্থঃ।...রাধেয়চক্রভাবনারূপঃ তেন স্বস্থ রূপং যস্য স তথা সংকল্পঃ স্বর্গনবকাদিহেতুকর্ম্মসুখদুঃখাদিফলবিকল্পঃ পুষ্পপুষীতি প্রজ্ঞাসংপর্কোন্মুখে ইতি ভাবঃ। চিতং তৎকথনং পঞ্চাকারেণেতি। নির্ম্মিতা ধারাদ্বয়প্রপঞ্চরূপেণোৎপত্তিক্রমেণ আদিকর্ম্মিকাণামেতদ্ব্যতিরেকেণ কথয়িতুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। অথেত্যাদি। সর্ব্বস্ত্রীষু মহাকরুণামামুখীকৃত্যা তএব দ্বেষবজ্রীসমাধিং সমাপদ্যেদমুদাজহাব। শূন্যতা বিরমানন্দঃ। করুণা আনন্দত্রয়ং তাভ্যামভিন্না কেবলমহাসুখস্বভাবেত্যর্থঃ। অতএব দিব্যকামসুখেন স্থিতা বিকল্প আনন্দাদিপ্রভেদকল্পনাপ্রপঞ্চো বীজচিহ্নাদি বিকল্পঃ। নিরাকুলা চিত্তৈকাগ্রতয়া নার্য্যঃ স্ত্রিয়ঃ। সর্ব্বস্ত্রীণাং দেহঃ পুরুষসম্পর্কোন্মুখঃ তস্মিন্ স্থিতা। অথেত্যাদি। গাঢ়েনেতি সাতিশয়পীড়নেন। দেবি দেবীতি। সত্বার্থং প্রত্যেকাভিপ্রায়েণাতি মহাপ্রেম্না দ্বিরুক্তিঃ। রম্যাকমনীয়ত্বাৎ। রহস্যং গোপনীয়ত্বাৎ শ্রাবকাদিধর্ম্মপ্রবৃত্তেষু সারং পারমিতামহাযানোক্তং তত্ত্বং তস্মাদপি সারতরং শ্রেষ্ঠং। সর্ব্ববুদ্ধৈরিতি বজ্রসত্ত্বনির্ম্মিতৈ দীপঙ্করাদিভিঃ সম্যগুক্তং বুদ্ধৈঃ। মহাতন্ত্রমিতি ত্রিবিধং তন্ত্রং হেতুফলোপায়ভেদেন তত্র হেতুরনাদিনিধনসহজৈকস্বভাবং জ্ঞানং মহাসুখং।"* (১ম পটল ব্যাখ্যা)

উক্ত তন্ত্র-ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, আনন্দ চারি প্রকার— আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ। ইহার মধ্যে প্রজ্ঞা ও উপায় পরস্পরের যাহাতে অনুরাগ জন্মে, তাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দ্দন প্রভৃতি দ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় বজ্রপদ্মসংযোগে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহাকে আনন্দ কহে। তৎপরে পদ্মান্তর্গত বজ্রচালন দ্বারা মণিমূল বোধিচিত্ত প্রাপ্ত হইলে তাহাকে পরমানন্দ কহে। এই পরমানন্দে আনন্দ অপেক্ষা অধিক সুখ হইয়া থাকে। তৎপরে আবার যখন এই মণিমূল হইতে পদ্মোদয়ের অন্তর্গত অশেষরূপে কার্য্য না হয়, তখন তাহাকে সহজানন্দ কহে। ইহাতে গ্রাহ্য গ্রাহক ও গ্রহণাভিমানবর্জ্জিত পরম সুখ উৎপন্ন হয়। ইহার পর নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি সুখভোগ করিয়াছি এইরূপ বিকল্প অনুভব করাকে বিরমানন্দ, বা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার সুখ ত্যাগ দ্বারা যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহাকে বিরমানন্দ কহে। শূন্যতার নামই বিরমানন্দ †। ইহাই অনাদিনিধন সহজৈকস্বভাবজ্ঞানরূপ মহাসুখ।

যদিও চণ্ডরোষণ মহাতন্ত্র আমাদের হস্তগত হয় নাই, কিন্তু তাহার সুপ্রাচীন টীকা হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে 'সহজানন্দ' ও 'সহজৈকস্বভাবজ্ঞান'রূপ মহাসুখ বজ্রযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আজও নেপালের বৌদ্ধগণ এই বজ্রযানসম্প্রদায়ভুক্ত। উক্ত তন্ত্রব্যাখ্যা হইতে আভাস পাওয়া যাইতেছে যে এই সম্প্রদায়ের দীপঙ্কর ও শ্রাবকগণই এই গুপ্ত আনন্দতত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহারা সাধারণকে বুঝাইয়া ছিলেন, স্বয়ং ভগবান্ বজ্রসত্ত্ব তাঁহার শক্তির সহিত একীভূত হইয়া 'সহজানন্দ' ও 'সহজৈকস্বভাব'তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময়ে গৌড়বঙ্গেও এই বজ্রযান বিশেষ প্রবল ছিল, যদিও এই সম্প্রদায় মহাযানের একটী শাখা, কিন্তু এই সম্প্রদায়ীরা মূল পারমিতা মহাযান হইতেও আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, উদ্ধৃত বৌদ্ধ তন্ত্রের টীকা হইতেই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয়চরিতার্থতারূপ সহজসাধন যখন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল, তখন আপাতসুখপিপাসী জনসাধারণ অনায়াসেই যে এই সহজধর্ম্ম আশ্রয় করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। গৌড়বঙ্গে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতন সাধিত হইল, তখন বৈদিক ও হিন্দু তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে উচ্চ জাতি প্রকাশ্য রূপে বজ্রযান মত পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেও সাধারণের হৃদয়ে এই সহজধর্ম্ম এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে তাহা উৎপাটিত করিবার কাহারও সাধ্য হয় নাই। জনসাধারণকে হস্তগত করিবার জন্য শৈব ও শাক্তগণ 'শক্তিসাধন' এবং বৈষ্ণবেরা 'সহজভজন' প্রচার করিলেন। নামে ও ব্যবহারে সামান্য বৈলক্ষণ্য মনে হইলেও 'শক্তিসাধন' ও 'সহজভজন' যে বজ্রযানেরই সংস্করণ তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু শাক্তগণ 'শক্তিসাধন' উপলক্ষে জপধ্যানাদি কতকগুলি পূজাবিধি জড়িত করিয়া এই সাধনকে বজ্রসাধন হইতে কিছু দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু 'সহজভজন'নিরত সহজিয়ারা বেশী দূরে পশ্চাৎপদ হইতে পারেন নাই। যে বজ্রসাধন গৌড়বঙ্গের জন সাধারণ মধ্যে নিত্যানুষ্ঠান বলিয়া বহুদিন গণ্য ছিল, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাতে তাহা যে সহসা উড়িয়া যাইবে, তাহা কখন সম্ভবপর নহে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মপূজক

* নিতান্ত অশ্লীল ও অস্পষ্ট অংশ উদ্ধৃত হইল না।

† বেদান্তে যাহা ব্রহ্মানন্দলাভ, মহাযানেরা তাহাই শূন্যতা বা নির্ব্বাণপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ডোম প্রভৃতি নীচ জাতির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ নিদর্শন পাইয়াছেন, আমরাও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া এখন সহজিয়াদের মধ্যে সেই ভ্রষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ স্মৃতির কতক পরিচয় পাইতেছি। ধর্ম্মপূজকদিগের ন্যায় সহজিয়ারাও আত্মাশক্তি সংশ্রবে অনাদি নিরঞ্জন হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, কোন হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ কথা নাই। [ধর্ম্মঠাকুর দেখ।]

"অনাদির ঘামের হইল শক্তির জনম।
তার রূপে তার মন কৈল আকর্ষণ॥
এক ইচ্ছা দুই ইচ্ছা হইল সঙ্গম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের হইল জনম॥" (আনন্দ-ভৈরব)
"সহজ ভজনে মূল সেই আত্মাশক্তি।
একাকার সমীকরণ কহিল নশ্চিতি॥" (নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী)

বজ্রযানেরা যেরূপ বজ্রসত্ত্ব ও তাঁহার শক্তির মিলনাবস্থায় 'সহজানন্দ' ও সহজৈকস্বভাবজ্ঞানের উৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সহজিয়ারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয়দান করিলেও তাঁহাদের 'আগমসারে' হরগৌরীর মিলনাবস্থায় এইরূপ তত্ত্বপ্রকাশের আভাস পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডরোষণতন্ত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যা এবং গৌরীদাসরচিত 'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী' নামক সহজিয়া গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে যেন চণ্ডরোষণতন্ত্রের ব্যাখ্যাই বিশদভাবে বঙ্গভাষায় নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বেই যে বৈষ্ণব তান্ত্রিকেরা সহজমত-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলিতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। চণ্ডীদাসের বহু পদে 'বাশুলী' দেবীর নাম পাওয়া যায়। এই দেবীর প্রত্যাদেশে চণ্ডীদাস 'সহজতত্ত্ব' প্রকাশ করেন। এই দেবীটী কে? কোন প্রামাণিক হিন্দুশাস্ত্রে এই 'বাশুলী' দেবীর নামোল্লেখ নাই। কোন কোন পণ্ডিত বিশালাক্ষীর অপভ্রংশে 'বাশুলী' করিতে চান। কিন্তু শব্দশাস্ত্রের নিয়মানুসারে 'বিশালাক্ষী' শব্দ কখন 'বাশুলী' হইতে পারে না। গৌড়বঙ্গের যে যে স্থানে এক সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের প্রভাব ছিল, সেই সেই স্থানেই প্রায় এক একটী 'বাশুলী' বিদ্যমান। নেপালের বজ্রাচার্য্যেরা বজ্র-সত্ত্বের শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরীর যেরূপ গুহ্যমূর্ত্তি চিত্রিত করেন, তাঁহার সহিত নান্নুরের বাশুলী মূর্ত্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বলাবাহুল্য নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিটীই চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী। সংস্কৃত 'বজ্রধাত্বীশ্বরী' প্রথমতঃ বজ্রেশ্বরী এবং তাহাই সাধারণের মুখে অপভ্রংশে 'বাজশলী' বা 'বাশুলী'তে পরিণত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। সুতরাং বৈষ্ণব সহজিয়াদের আদি উপাস্যা বাশুলী এবং বজ্রযানের বজ্রধাত্বীশ্বরী যেন এক ও অভিন্ন দেবী বলিয়াই মনে হইতেছে।

গৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলোপের সহিত মুণ্ডিত-কেশ বৌদ্ধ শ্রাবক ও শ্রাবিকাগণের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে, তাহারাই তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া পরবর্ত্তী কালে নাড়া নাড়ী বা নেড়া নেড়ী নামে পরিচিত হন। নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র যে বহু শত নেড়া নেড়ীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি তাঁহাদেরই নিকট প্রচ্ছন্ন বজ্রযান-মত (সহজতত্ত্ব) জানিয়া থাকিবেন। তাহার এইরূপ পরিচয় পাই—

"শ্রীকান্ত কহেন পদ্মা শুন মোর বাণী।
এই ধর্ম্ম যাজন করাছিল ভরত মুনি॥
কামরূপ মন্ত্রে হয় তার উপাসন।
আপনেই লিখিয়াছে আপন ভজন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহার চরিত্র গোঁসাঞি করিয়াছে বর্ণন॥
সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ।
চণ্ডীদাস সেই ধর্ম্ম করাছে যাজন॥
জয়দেব গোসাঞির তত্ত্ব সেই মত হয়।
গৌণরূপে ভজন কৈল ছয় মহাশয়॥
মহাপ্রভুর মনের করণ না যায় বর্ণনে
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখহে নয়ানে॥
বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বৈরাগীকে শিখাইল আপন করণে॥
যদি এহো বাক্যে কেহো প্রতীত না হয় মনে॥
বারশত নাড়াকে তেরশত নাড়ী দিল কেনে॥
যে সব বৈরাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে।
এখন প্রকৃতি বিনে তিলার্দ্ধ না থাকে॥
অনন্ত হরি প্রভু সহজতত্ত্ব ধর্ম্ম।
বৈরাগীকে শিখাইলা প্রকৃতির মর্ম্ম॥" (আনন্দভৈরব)

পূর্ব্বতন মহাযান-সম্প্রদায় যেমন জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন, বজ্রযান-সম্প্রদায় সেইরূপ রসমার্গের পথিক। এই রসমার্গের পথিককে সহজিয়ারা 'রসিক' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

"আদিজ্ঞানী শ্রীনারদ পরমাত্মা সাধন।
ঊর্দ্ধরেতা মুনিবর ভকত উত্তম॥
নিত্য দেহে পরমাত্মা সাধন করিলা।
এই হেতু জ্ঞানী বলি তার খ্যাতি হৈলা॥
আপন দেহেতে যেবা যোগাযোগ করে।
জ্ঞানতত্ত্ব বলি তাহা কেবা ছোড়ি তারে॥
রসিক ভকত জ্ঞানতত্ত্ব নাহি মানে।
পরমাত্মা সাধন তাহা মানে কায় মনে॥"

(গৌরীদাসরচিত নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সহজপন্থীরা জ্ঞানমার্গ চান না। তাঁহারা প্রকৃতি-পুরুষের মিলনকেই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা এই সাধনায় লিপ্ত, তাঁহারাই রসিক ভকত। তাঁহাদের মধ্যে গৃহী ও উদাসীন ভেদ নাই সকলেই এই সাধনের অধিকারী।

"কেবা গৃহী উদাসীন নাহিক বিচার।
বস্তুনিষ্ঠা যার হৈল সেই মায়াপার॥
উত্তম স্বভাব হয় জগতে সমজ্ঞান।
বেদাচার কুলাচার সকল ত্যজন॥
ঈর্ষা কর্ষা ভেদাভেদ নাহিক যাহার।
তত্ত্ববস্তু সাধনেতে তার অধিকার॥
সমজ্ঞান কায়মনে রতিনিষ্ঠা যার।
রাধাকৃষ্ণ বিধেয় বস্তু সাধন তাহার॥" (গৌরীদাস)

বর্তমান সহজিয়ারা প্রেমদাসরচিত আনন্দভৈরব, আগমসার, মুকুন্দদাস-রচিত অমৃতরত্নাবলী ও অমৃতরসাবলী এই গ্রন্থ চতুষ্টয়কেই সহজতত্ত্বনির্দ্দেশক সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিয়াই মনে করেন। যথা—

"অমৃতরত্নাবলী আর আনন্দভৈরবে।
আগমসার গ্রন্থ লৈঞা বিচারি বুঝিবে॥
অমৃতরসাবলি অর্থ স্পষ্ট যেই হয়।
চার গ্রন্থ স্পষ্ট অর্থ ইহাতে আছয়॥"

উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সার বুঝাইবার জন্য গৌরীদাস 'নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী' রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি নিতান্ত অশ্লীল হইলেও ইহাতে সহজিয়াদের প্রকৃত গুহ্যতত্ত্ব সবিস্তার বর্ণিত আছে। এ ছাড়া সহজিয়াদের শত শত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ পাওয়া যায়।* এই সকল গ্রন্থ-সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে পরকীয়া-সাধনই এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে গৌরীদাস লিখিয়াছেন—

"স্বীয়া ছাড়ি পরকীয়া ইহা করে কেনে।
শীঘ্র সম রস হয় তরঙ্গের গুণে॥
পরকীয়া সাধন তিন তরঙ্গে হয়।
গুহ্য ইহা সঙ্গ করে মনে রহে ভয়॥
ভয় হেতু সম রস হয় শীঘ্র গতি।
পরকীয়া শ্রেষ্ঠ ইথে জানিবে নিশ্চিতি॥
তিন প্রকার কাম ইথে বিচার করিলা।
প্রাকৃত অপ্রাকৃত কার্য্যরূপা জানাইলা॥
ভূতাত্মার ক্রিয়া তারে প্রাকৃত কহিলা।
জীবাত্মার ক্রিয়া কার্য্যরূপা জানাইলা॥
অপ্রাকৃত পরম ধর্ম্ম পরকীয়া সাধনে।
কাম পুন প্রেম হয় পরমাত্মা গুণে॥"
"অনুভবে চৈতন্যরূপা স্ফূর্ত্তি হয় যার।
কামধ্বংস হৈয়া তার প্রেমের সঞ্চার॥" (গৌরীদাস)

ইঁহাদের মতে, ছয় গোস্বামী ও অন্যান্য সাধকবৃন্দ নিজ জীবনে বিশেষ রূপে এই ভজনপ্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন, উহা বাহিরের কোন গ্রন্থে নাই, তবে সঙ্গ করিতে করিতে উহা জানা ও বুঝা যায় এবং তাঁহাদের পথাবলম্বনে সেই শ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধারাণীর কৃপা লাভ হয়। আরও তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে কোন নিয়ম কানন আচার-বিচার নাই। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর তিন দিবসও ইঁহারা অস্পৃশ্য ধরেন না, বা মানেন না। উক্ত অবস্থাতেও শ্রীভগবানের সেবাপূজাদি সমস্তই করিয়া থাকেন। তাঁহারা নায়িকার দেহই শ্রীবৃন্দাবন ও উক্ত নায়িকাতেই শ্রীশ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর অধিষ্ঠান এইরূপ বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে দেহ-বৃন্দাবন-তত্ত্ব এইরূপ,—

"বৃন্দাবন বলি মাত্র সবে করে ধ্যান।
কোথা আছে বৃন্দাবন কারো নাহি জ্ঞান।
মানুষের দেহ হয় নিত্য বৃন্দাবন।
পুরুষ প্রকৃতি ইথে জানিহ কারণ॥
ভক্ত হৃদে বৃন্দা দেবী কহিল মাধুরী।
দ্বাদশ বন আর অষ্ট মঞ্জরী॥
দ্বাদশ কুঞ্জ আছে আর ছয় গোসাই।
অষ্ট সখী আছে ইহা কহি শুন ভাই॥
এই নিত্য বস্তু সদা কর আস্বাদন।
এবে যে নির্ণয় করিব দ্বাদশ বন॥
কেশ মূলেতে দেখ হয় অগ্রবন।
কর্ণ বেষ্টিত কাম্য বনের নিয়ম॥
মুখাগ্রেতে মধুবন এই শাস্ত্রে কয়।
রসিক-ভকত ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
এই তিন বনের কথা কহিলাম নিদ্ধারে।
নিধুবন হয় তার নয়ন ভিতরে॥
বক্ষঃস্থল মধ্যে দেখ হয় ভাণ্ডীরবন।
কক্ষ বাম ভাগে খদিরবনের নিয়ম॥
এই যে কহিল সপ্তবনের আখ্যান।
বহুলবন জঙ্ঘে ইহা জানিহ কারণ॥
ঝাউবন হয় তার নাভির নীচেতে।
কুমুদবন হয় তার কুচদ্বয়েতে॥
এইত কহিল দশবনের আখ্যান।
মজ্জা স্থানে অম্বুবন হয় রসায়ন॥

* বাঙ্গালা সাহিত্য শব্দের শেষাংশে সহজিয়া সাহিত্যের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ভদ্রবন হয় তার নাসিকা অগ্রেতে।
এইত দ্বাদশ বন হয় শরীরেতে ॥
এবেত কহি যে সব কুঞ্জের আখ্যান।
দ্বাদশ কুঞ্জ শরীরেতে আছে স্থানে স্থান ॥
নাসিকা ভিতরে হয় নিভৃত কুঞ্জ-দ্বারে।
কনক কুঞ্জ হয় তার কণ্ঠের উপরে ॥
মদনসুখদা কুঞ্জ হয় মুখ মাঝে।
নন্দনানন্দ নাম কুঞ্জ কর্ণ মধ্যে আছে ॥
কামকেলি কুঞ্জ হয় দুই চক্ষুর্বয়ে।
মনোহারী নাম কুঞ্জ বদনেতে হেবে ॥
অবলানন্দনাম কুঞ্জ হয় নাভিদেশে।
চন্দ্রসুখদা নাম হৃদয়ে প্রকাশে ॥
বসন্তসুখদা কুঞ্জ মস্তক ভিতরে।
সুখপ্রদক্ষিণকুঞ্জ রহু মজ্জা স্থানে ॥
সুখনিকুঞ্জ হয় তার কটি সন্নিধানে।
নিত্যকুঞ্জ হয় তার নিত্য বৃন্দাবনে ॥
এইত কহিল দ্বাদশ কুঞ্জের নির্ণয়।
এবে যে কহিয়ে অষ্টমঞ্জরী নির্ণয় ॥
নয়নেতে স্থিতি করে শ্রীরূপমঞ্জরী।
নাসামূলে হয় তার কস্তুরী মঞ্জরী ॥
লবঙ্গমঞ্জরী হয় পদযুগলেরে।
বিলাসমঞ্জরী হয় সর্বাঙ্গ শরীরে ॥
শ্রবণেতে থাকে তার শ্রীগুণমঞ্জরী।
জিহ্বাতে বসয়ে সেই শ্রীরসমঞ্জরী ॥
মজ্জাস্থানে বৈসে তার শ্রীরতিমঞ্জরী।
মনোমধ্যে থাকে সেই শ্রীমণিমঞ্জরী ॥
এইত কহিল অষ্ট মঞ্জরী নির্ণয়।
এ সকল কথা যেন জীব না শুনয় ॥"
এই বৃন্দাবনতত্ত্ব নায়িকাদেহেতে বর্তমান।

তৎপরে দেহের অবস্থাভেদে তাহাদিগের গুরু, ধ্যান, স্বরূপ, আনন্দ, সাধ্যসাধন ও রস ইত্যাদি কাহাকে বলে ও বৈষ্ণব কে? ইত্যাদি বিস্তর বিষয় আছে, যাহা সাধারণে জানেন না। রাধাবল্লভদাসের 'সহজতত্ত্ব' নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে এই দেহের তিন অবস্থা—প্রবর্তদেহ, সাধকদেহ ও সিদ্ধদেহ। এই তিন অবস্থায় গুরু, কৃষ্ণ বা উপাস্যদেব ও বৈষ্ণবের ভেদ আছে। সহজতত্ত্বে লিখিত আছে, "প্রবর্তদেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? গুরু মন্ত্রদাতা, কৃষ্ণ রাধামাধববিগ্রহ, বৈষ্ণব চৈতন্যের স্বরূপধারী। সাধক দেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? শিক্ষাগুরু তিন। চৈতন্যের স্বরূপধারী তিন। ভাব প্রেম রস বর্তে শ্রীমতীতে। শ্রীমতীকে বৈষ্ণব কহি। সেই সব বর্তে শিক্ষাগুরুর ঠাঞি। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব এই তিন বর্তে শিক্ষাগুরুতে। সিদ্ধদেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? শ্রীরূপ রঘুনাথ। কিমৎ প্রকার হন? স্বরূপ কৃষ্ণ, রূপ শ্রীমতী, এই দুই চৈতন্য গোসাঞি।"

সহজতত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগের ভাব ও প্রেম কি? বীজমন্ত্রস্বরূপ অমৃততত্ত্ব কি? সম্বন্ধতত্ত্ব, রতিতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্ব কি? ইত্যাদি গূঢ় রহস্য জানা আবশ্যক। ঐ সকল জানিলে পর সাধনভজন দ্বারা ভাবদেহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এই,—

"ভাব প্রেমের স্বরূপ শুন সর্বজন।
প্রেম বিনে প্রাপ্তি নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
প্রেমপ্রাপ্তির স্বরূপতত্ত্ব বস্তুনিরূপণ।
প্রাপ্তি বস্তু হয় রাধাকৃষ্ণপ্রেম ধন ॥
এইত স্বরূপতত্ত্ব কহিল কারণ।
এবে কহি বীজমন্ত্র স্বরূপ লক্ষণ ॥
মন্ত্রের স্বরূপ কৃষ্ণ বীজ রাধিকা স্বরূপ।
কামনা রতি কামবীজ হয় কৃষ্ণ স্বরূপ ॥
শ্রীচরণামৃত স্বরূপ হয় শ্রীহরিনাম।
অধরামৃত মন্ত্রের স্বরূপ এইত বিধান ॥
পদধূলি ব্রজের স্বরূপ এই তত্ত্বসার।
কহিব সম্বন্ধতত্ত্ব করিয়া বিচার ॥
গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবে কি সম্বন্ধ হয়?
গুরুতে স্বামী সম্বন্ধ জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণেতে আত্মা সম্বন্ধ উপপতি ভাব।
বৈষ্ণবে বন্ধু সম্বন্ধ সখী অনুভব ॥
সম্বন্ধতত্ত্ব এই কৈল নিরূপণ।
এবে কহি রতিতত্ত্ব করিয়া যতন ॥
ইষ্ট দেবে নিষ্ঠারতি কৃষ্ণেতে মধুর।
বৈষ্ণবে আনন্দরতি ভজনের মূল ॥
কেবা কোন্ বর্ণ হয় কহিব এখন।
বীজ হয় বিদ্যুৎ বর্ণ শুনহ কারণ ॥
অধরামৃত বর্ণ হয় দলিত কাঞ্চন।
পদধূলি শ্যামবর্ণ শুনহ কারণ ॥
এইত স্বরূপতত্ত্ব করিয়া স্মরণ।
অবশ্য পাইবে ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
স্বরূপ সম্বন্ধতত্ত্ব যে যেমন ভজে।
ভাবযোগে দেহ পেয়ে কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥"

সুতরাং ইহা সাধারণে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এবং এ

ভাবে পরকীয়া নারীর সহিত তাহার দেহ-বৃন্দাবনে বিচরণ করিয়া উক্ত বৃন্দাবনে নিজের জীবন, যৌবন ও দেহ অর্পণ ও তাহার রতিতে নিজ রতি মিশাইয়া ভাবপ্রেম এক করিয়া সেই কাম-বীজ কামগায়ত্রী দ্বারা সেই কামিনীর কামরতি উত্তেজনাপূর্ব্বক তাঁহার অধরামৃত স্বরূপ মন্ত্র লইয়া শ্রীহরি নাম স্বরূপ শ্রীচরণামৃত গ্রহণপূর্ব্বক ব্রজের তত্ত্ব স্বরূপ তাঁহার পদধূলিতে অবগাহন ও সম্বন্ধ তত্ত্ব স্থাপন করিবে এবং বৈষ্ণবেতে বন্ধু সম্বন্ধে সখী অনুভব করিয়া লইবে। বৈষ্ণব তিনি যিনি সেই বিষ্ণুকে অর্থাৎ পরম কৃষ্ণকে জানাইয়া বা দেখাইয়া দেন। নায়িকা আপনাকে সখী অনুভবে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রতি দ্বারা ভজনের মূল স্থাপন করিয়া বিদ্যুৎবর্ণ বীজ ও অধরামৃত স্বরূপ দলিতকাঞ্চন সংযোগ করিতে পারিলে অবশ্য সেই ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন, ইহার অন্যথা নাই, এবং ইহা রসিক ভক্ত ব্যতীত অরসিক বা বহিরঙ্গ ব্যক্তিগণ কখনও জানিতে বা বুঝিতে পারিবে না। কেন না সেই ব্রজের নয়নরূপ নিধুবনে ও বক্ষঃ-স্থলরূপ ভাণ্ডীরবনে, কুচস্বরূপ কুমুদবনে ও সেই রসের আকর রসায়নসদৃশ মজ্জাস্থানরূপ জম্বুবনে ইত্যাদি দ্বাদশ বনে বিচরণ এবং হৃদয়ে চন্দ্রসুখদাকুঞ্জ ও সুখের চরম মজ্জাস্থানে "সুখ-প্রদক্ষিণকুঞ্জ" এবং তাঁর নিত্য বৃন্দাবনে অর্থাৎ "মজ্জাভ্যন্তরে" বিহার ইত্যাদি দ্বাদশ কুঞ্জ পরিভ্রমণ এবং জিহ্বারূপ শ্রীরসমঞ্জরী ও মজ্জাস্থানে শ্রীরতিমঞ্জরী ইত্যাদি অষ্ট মঞ্জরীদের সহিত মিলন, আর এই সকল প্রেম ও ভাব ধারণ করাও সাধারণ জীবের সাধ্য নহে। এইরূপ সাধনভজন তাঁহাদের গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাহা অরসিকে জানিলে অভীষ্ট হানি এবং রসিকে জানিলে ইষ্ট লাভ হইবে, ইহাই প্রকৃত সহজিয়ার বিশ্বাস।

সুতরাং ইঁহাদিগের মতে, ভজন সাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ একটী সুন্দরী ও নবযৌবনসম্পন্না পরকীয়া রমণী আবশ্যক, পরে রসিকভক্ত বা গুরুর নিকট ইহার রীতিমত উপদেশ লইয়া সেই নায়িকাতে দেহ মন আরোপ পূর্ব্বক সাধন ভজন করিলে অচিরাৎ সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। সহজিয়ারা বলেন যে এইরূপ ভজন শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধারণ জনগণকে না দেখাইয়া অতি গোপনে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি কয়েকজন মর্ম্মী ভক্তের সঙ্গে আস্বাদন করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন এবং তাহাই স্বরূপ দামোদরের কড়চাতে এবং অন্যান্য বিখ্যাত প্রেমিক ও সাধক ভক্তদের গ্রন্থে লেখা আছে। তাহাতেই—

"প্রভুর অন্তর কথা কেহো নাহি জানে।
স্বরূপ রঘুনাথের হয় প্রাণধনে।
আর কারো গোচর নাহি এই কথা।
এই দুইজনে বার্ত্তা জানয়ে সর্ব্বথা ॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায় মহাশয়।
জয়দেব কর্ণামৃত এ সব জানয় ॥
'অপ্রাকৃত বস্তু' তেঁহ এই সব জানে।"

সুতরাং বাহিরের লোকের এই সকল তত্ত্ববিষয় জানিবার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই। অতএব সাধক ভক্তদিগের সর্ব্বাগ্রে মানুষ ভজনই কর্ত্তব্য। এই মানুষভজন দ্বারাই অপ্রাকৃত প্রেমলাভ এবং সেই বেদগুহ্য নিত্যবৃন্দাবন দর্শন লাভে মানব কৃতার্থ হয়। সেই জন্যই সহজিয়াদের শাস্ত্রে আছে যে,

"শুনহ সাধক জন মানুষ লক্ষণ।
মানুষ স্বভাবপর মানুষ ভজন ॥"

অতএব যদি জীবের কোন দিন ভাগ্যবশে রসিকের সঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে তিনিই বৃন্দাবন জানিতে পারেন এবং সেই বৃন্দাবনেই মানুষ বিরাজ করেন ও উহার আশ্রয় লইয়াই মানুষ বিহার করেন. মনুষ্যশরীরই ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের মধ্যে যে অতিগুহ্য পরম মাধুর্য্যময় "গভীর স্থান" আছে, যাহার জন্য জীব সকল চতুর্দ্দিকে উন্মাদের মত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, রসিকভক্ত রসিক গুরুর কৃপায় উক্ত স্থানের তত্ত্ব পাইয়া তাহার আজ্ঞামত দেহ, মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন অর্পণ করিয়া নিত্যানন্দময় হইয়া পরমানন্দে পরমানন্দময়ীর সহিত পরমানন্দধামে সেই পরমানন্দময় শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপের ছটায় বিমুগ্ধ হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে এবং চেতন মাত্রই পুনরায় উক্ত আনন্দময়ীর আনন্দসম্ভোগপ্রাপ্তিহেতু সর্ব্বদাই সুখশয্যায় অবস্থিত থাকে। ইহাতে আকুলি ব্যাকুলি হইয়া কাঁদা কাটা নাই, কেননা সর্ব্বদা সাক্ষাতে সর্ব্বানন্দদায়িনী মূর্ত্তি বিরাজমানা এবং যাহাতে জীব সর্ব্বদা আনন্দ উপভোগ করিতে পাবে, তিনি নিজে সেই "আনন্দরস" প্রদানে মোহিত করিয়া রাখেন। ইহাই সাধনার চরম, ইহাই অপ্রাকৃত রস। সহজিয়ারা বলেন, মধুর রস পাইবার জন্য এ হেন সুগম ও সুখপন্থা ছাড়িয়া যাহারা দুরূহ কঠিন নিয়ম কাননের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ভজন সাধন করিতে যায়, তাহাদের পরিণাম সেই চিরবন্ধন। তাহারা কখন নিত্য বৃন্দাবনে চিরসুখ উপভোগ করিতে পাইবে না।

"সর্ব্বোপরি বৃন্দাবন জান সর্ব্বজনে।
রসিকের সঙ্গ হইলে জানিবে কারণে ॥
সেই বৃন্দাবনে সদা বিরাজে মানুষ।
তাহার আশ্রয় হৈয়া বিরাজে পুরুষ ॥
ব্রহ্মাণ্ড আকার হয় মানুষ শরীর।
শরীর ভিতর জান আছয়ে "গভীর" ॥ ইত্যাদি

এই হেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী শ্রীমতী রুক্মিণী হইতে পরকীয়া শ্রীমতী রাধিকাতে প্রচুর প্রেম ও রসাধিক্য। অতএব রাগবস্তুকে পাইতে হইলে শিক্ষা গুরু আবশ্যক এবং এই শিক্ষা গুরু হইতেই প্রেম লাভ হয়। কাজেই শিক্ষাগুরুকে দেহ সমর্পণ করিলে সেই ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায়। অতএব—

"শিক্ষা গুরুতে যে করে দেহসমর্পণ।
সেই জন পায় ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥"

তারপর তাঁহার নিকট

"কামগায়ত্রী কামবীজ শিক্ষা করিবে।
এই বীজ লইয়া তবে দেহ সমর্পিবে ॥"

তৎপর সেই শিক্ষা গুরুর সহিত—

"হাস্য রস কৌতুকে সদা কাল গোঙাইবে।
ইহা নহিলে ব্রজপ্রাপ্তি করিতে নারিবে ॥"

অতএব এই রাগের ভজন সাধারণের নিকট বলিলে অপরাধ হয় এবং সে অপরাধ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াও খণ্ডন করিতে পাবেন না।

"বড়ই নিগূঢ় কথা রাগের ভজন।
ইহা প্রচারিলে হয় নরকে গমন ॥
আপনার করিয়া যে লইতে নারিবে।
এই সব ধর্ম্ম কথা তারে না জানাবে ॥
শিক্ষা গুরু স্থানে যদি জন্মে অপরাধে।
আপনে শ্রীকৃষ্ণ আসি নারে খণ্ডাইতে ॥
এই কথা মিথ্যা নহে কহিল বিদিতে।
কলির অধম জীব না পারে বুঝিতে ॥
কহিল যে এই কথা কহিব পশ্চাতে।
ধর্ম্মস্ফূর্ত্তি হইলে সব বুঝিবে মনেতে ॥
অন্য ঠাই অপরাধ যদ্যপিহ হয়।
সেই অপরাধ গুরু খণ্ডান নিশ্চয় ॥
যদ্যপি গুরুর স্থানে অপরাধ হয়।
ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হয় ॥"

তজ্জন্যই গোস্বামিগণ এই সকল গুহ্য বিষয় সাধারণ জীবকে তামা কাঁসাদি ধাতু রূপক ছলে বুঝাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং চিন্তামণি স্বরূপ হইয়া সুবর্ণ স্বরূপ প্রেম, সেই প্রাণপ্রতিম প্রেমময়ীর অতি মাধুর্য্যময় সারাৎসার "রসের" সহিত জড়িত করিয়া দুঁহু দোঁহার প্রেমে মজিয়া চিন্ময় ধামের চিন্ময় রসপানে বিভোর হইয়া থাকেন, তাই সহজতত্ত্ব গ্রন্থে আছে—

"তার মধ্যে আর কহি শুন সাধক জন।
শুনিলে পাইবে পুণ্য অপূর্ব্ব কথন ॥
তাঁমা কাঁসা রূপা সোনা রত্ন চিন্তামণি।
বাণিজ্য করিতে গোঁসাই দিলে ভক্তে আনি ॥
তামা কাঁসা লইয়া সবে নানা দেশে ফিরে।
সোণাকে লুকাইয়া রাখি আছেন অন্তরে ॥
এই চারি ধন পাইয়া ফিরে নানা স্থানে।
রত্ন চিন্তামণি ধন না জানে সন্ধানে ॥
রত্ন চিন্তামণি ধন নিগূঢ় বস্তু হয়।
গড়িয়া রাখিল ধন না দিল সভায় ॥
কোন জীব ভাগ্য হৈতে শ্রদ্ধা যদি হয়।
অন্বেষণ হইতে ধন উপরিয়া লয় ॥
সভাই পাইবে যদি মহারত্ন ধন।
কেমনে চলিবে তবে যমের করণ ॥
নাম হয় তামা। মন্ত্র হয় কাঁসা।
রূপা হয় ভাব। প্রেম হয় সোণা ॥
রস হয় রত্ন। চিন্তামণি স্বয়ং।"

ইহাই ভজনের মূল। সেই জন্যই—

"দীক্ষা হইতে শিক্ষাগুরু হয় মূলাধার।
শিক্ষাগুরু কৃপা হইলে ঘুচে অন্ধকার ॥"

তজ্জন্যই রায় রামানন্দ বলিয়াছেন,—

"এই কার্য্যকর তুমি শুনহ সাধক।
রসবতী নায়িকা যে আনহ প্রত্যক্ষ ॥
মহাপ্রভুর মন বৃত্তি যেরূপ করণ।
সাক্ষাতে থাকিয়া আমি শিখাব সাধন ॥"

অতএব ইহাই সাধকের সাধনার চরম।

এই সাধনার কথা বিস্তারিত খুলিয়া লেখা এ স্থানের কাজ নয়। তাই রসিকভক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর রসের সহজভজন করিতে বলিয়া গিয়াছেন,—

"সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়।"

তাই সহজিয়ারা বলেন—

"রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।"

এই হেতু পরকীয়া রতির দ্বারাই আরোপের সার জানিবে।

সহজিয়াবা বলেন, ইহাই কলির ভজন, ইহা ব্যতীত আর কিছুই ভজন শ্রেয় নহে।

"বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
শুনহ দ্বিজের সুত।
একথা লবে না না জানে যে জনা
সেই সে কলির ভূত ॥"

সেই জন্যই চণ্ডীদাস রজকিনীকে গুরু আশ্রয়ে—

"সাধন শৃঙ্গার রস ইহাতে হইবে বশ,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে।"

বলিয়া গিয়াছেন এবং তাই রজকিনী রামীকে,

"চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কলপতরু॥
শুন রজকিনি রামি।
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।"

এই সহজ-ভজন সাধারণের অবোধ্য। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,—

"তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে তুমি সে গলার হারা॥"

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে?
সহজ কথাটী মনে করিলাম
শুনগো রাজার ঝি।
বাশুলী আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি?"

যাহারা রসিক তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম জানেন।

"অভাগিয়া কাকে স্বাদ নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চ্যুত মুকুলে।"

তাই রসিকনগরের রজকিনীরূপ রাধাতে গুরু হইয়া দাস অভিমানে সাধন করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে।

"হাসিয়া বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়,
আমি থাকি রসিকনগরে।
সে গ্রামদেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,
জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে॥
সে দেশের রজকিনী, হয় রসের অধিকারী,
রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমিত রমণের গুরু, সেব রসের কল্পতরু,
তার সনে দাস অভিমান॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা, কহিলে সাধনকথা,
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধনগুরু সেই রসের কল্পতরু,
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল॥"

অপিচ—

"রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥"

অতএব এই রস অতি গুহ্য—

"শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে আই॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি॥"

এই হেতু পরকীয়া রতিই সার। তজ্জন্য শিক্ষাগুরুর নিকট রীতিমত শিক্ষা না লইলে শৃঙ্গাররস কেহ বুঝিতে পারেন না।

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে?
সব রসসার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গাররসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥" তাই এ হেন—
"গুরু বস্তু এবে বলিব কায়?
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায়॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥"

সাধারণে রসিক হইতে পারে না। দুটো রসের কথা, দুটো বল্লের গান বা কালিদাসের রসমঞ্জরীর কয়েকটা পদ জানিলে রসিক হয় না।

"রসিক রসিক সবাই কহয়ে,
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥
সখি হে! রসিক বলিব কারে?
বিবিধ মসলা, রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে॥"

তাই রসিকভক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর রসবতী রামীকে বলিতেছেন,—

"চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতী,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক যে জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥"

চণ্ডীদাস আরও বিস্তার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"রসিকা নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা॥
অবলা মুরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ॥

রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাঢ়া'য়ে পরশ মাগে।
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রসবিলাস ॥"

আর এই রসভজন করিতে গেলে উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সহজিয়ারা বলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতীর অত্যুৎকট রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমতীভাবাপন্ন হইয়া উক্ত রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—

"দুহুঁক যোটন, বিনহি কথন,
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যো কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি॥
প্রকৃতি অবশ, প্রকৃতি সবশ,
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি সুখকালে অধিক সুখহি
তা নাকি পুরুষে পায়ে?"

কেননা প্রকৃতিই শক্তি, শক্তির শক্তিতেই পুরুষ শক্তিমান্। অতএব এ রস—

"যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়রে
মরণ বাঁটিয়া লেই।
সখি হে! পিরীতি বিষম বড়।
পরাণে পরাণে, মিশাতে যে পারে
তবে সে পিরীতি দড় ॥"

সুতরাং বীর্য্যস্তম্ভন যাঁহারা শিক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন বলিয়াই অসংখ্য গোপিনীর সহ এই রস আস্বাদন করিয়াছেন। তাই বলিয়া কতকগুলি প্রকৃতি লইয়া সাধনভজন হয় না, তাহাতে হিতে বিপরীত হয়।

"ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে করে প্রীত।
মধুপান করি, উড়িয়ে পলায়,
এমতি তাহার রীত॥
সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
সদাই দুখের সর।
আপন সুখেতে যে করে পিরীতি,
তাহারে বাসিব পর॥
সুজনে সুজনে, অনন্ত পিরীতি,
শুনিতে বাড়ে সে আশ।
তাহার চরণে, নিছনি লইয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥"

এই পরকীয়া রস অতি চতুর না হইলে যাজন করা যায় না।

"ধনি! কহব তোহার ঠাঞি।
পরকীয়া রস, করিতে হে বশ,
অধিক চাতুরী চাই॥
হইবি কুলটা, কুল তেয়াগিবি,
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি হেমকান্তি রতি
সপতি ভাবিবি লেহা॥
কলঙ্ক সাগরে, সিনান করিবি,
এলায়া মাথার কেশ।"

অতএব এ ধর্ম্ম করা বড়ই বিষম, আচার বিচার কিছুই নাই, কাজেই সাধারণ লোকে পারে না ও না পারিয়া না বুঝিয়া শেষে দোষারোপ করে ও ফাঁপরে পড়িয়া অস্থির হয়।

"রাগের ভজন, শুনিয়া বিষম
বেদের আচার ছাড়ে।
রাগানুগা মতে, লোভ বাড়ে চিতে,
সে সব গ্রহণ করে॥
ছাড়িতে বিষম তাহার কারণ,
আচার বিষম না পারে।
অতি অসম্ভব, অলৌকিক সব,
লৌকিক কেমনে করে॥
করিয়া গ্রহণ, না করে যাজন,
সে কেন সাধন করে?
বুঝিতে না পারে, আনাগোনা করে,
ফাঁপরে পড়িয়া মরে॥
তার একুল ও কুল দুকুল গেল,
পাথারে পড়িল সে।
চণ্ডীদাস কয়, সেত দেব নয়,
তাহারে তরাবে কে?"

যেমন ধ্যানপুষ্প মস্তকে দিবার পূর্ব্বে আপনাকে দেবতা মনে করিতে হয়, সেইরূপ সেই ভজনের দ্বারা দেবতা না হইলে রসচিন্তামণিকে পাওয়া যায় না। তাই (সহজিয়া) রসিক ভক্তেরা বলেন, যে রায় রামানন্দ শ্রীজগন্নাথের দেবদাসীর প্রতি, চণ্ডীদাস ঠাকুর রজকিনী রামীর প্রতি, বিদ্যাপতি শিবসিংহ ভূপতির রাণীলছীমা দেবীর প্রতি, জয়দেব পদ্মাবতীর প্রতি,

শ্রীরূপ গোস্বামী মীরাবাইর প্রতি, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির প্রতি ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্যামাঙ্গিনীর সহিত পরকীয়া রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। উক্ত সম্প্রদায়ীরা ইহাঁদিগের সকলকেই রসিকভক্ত বলেন। কিন্তু তন্মধ্যে রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব ও বিল্বমঙ্গল ইঁহারাই পঞ্চরসিক বলিয়া অভিহিত এবং ইহাঁদের ভজন-সাধনের মতকে "পঞ্চ রসিকের মত" বলে।

সেই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁহার স্বনামধন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে,

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"

যে হেতু ইঁহারা সকলেই এক রসের রসিক। যাঁহারা এক রসের রসিক, তাঁহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই বন্ধুতা স্থাপিত হয় ও রসচর্চ্চাও কিঞ্চিৎ অধিক হয়। সেইজন্য অরসিকের সহিত এই সম্প্রদায়ীরা বেশী উঠাবসা বা কথাকর্ত্তা বলিতে চান না বা বলেন না। তাই—

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥"

উক্ত প্রমাণ দিয়া শ্রেষ্ঠ সহজিয়ারা আপনাদিগকে ভাবগ্রাহী মনে করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে এই সহজ-সাধনে যদিও কামরতিসেবার কথা আছে, তাহা প্রবর্ত্ত দেহে সম্ভব, কিন্তু সাধক ও সিদ্ধ দেহে প্রকৃত কামগন্ধের সম্পর্ক নাই। তাই সহজতত্ব-রচয়িতা রাধাবল্লভ দাস ভাব, প্রেম, ভাবোল্লাস, মধুর ও রতি এই পঞ্চ প্রকার শৃঙ্গারের উল্লেখ করিয়া স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে সাধকদেহে রতি নিষিদ্ধ। প্রকৃত প্রেমলাভই সাধকের উদ্দেশ্য। প্রধান সহজিয়া গৌরীদাস লিখিয়াছেন,

"প্রেমের করণ নহে কামের আচার।
রসিকের গণ ইহা করহ বিচার॥
প্রেমের নাহিক ধ্বংস প্রেম ভাঙ্গে কার।
প্রেমের করণ নহে কাম হয় তার॥
প্রেম নিত্য সাধ্য বস্তু সাধনের সার।
ইহা বিনে বস্তুতত্ব নাহি কিছু আর॥
বিষামৃত বলি কিবা করিলা লিখনে।
বিষামৃত হয় দেখ কাম আর প্রেমে।"

(নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী)

এই প্রেমের অধিকারী সম্বন্ধে চণ্ডীদাস এইমত প্রকাশ করিয়াছেন—

"সকল ত্যজিয়া, যুগল হইয়া, গোলোকে রহিল সে॥
পুত্রপরিজন সংসার আপন সকল ত্যজিয়া দেখ।
পিরীতি করিলে তাহারে পাইবে মনেতে ভাবিয়া দেখ॥
পিরীতি পিরীতি তিনটী আখর পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে নিগূঢ় হইলে হইবে একই মত॥
পরকীয়া ধন সকল প্রধান যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে পদ্ধতিসাধক হই॥
পদ্ধতি হইয়া রস আস্বাদিয়া নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রবৃত্তিসাধনের ভিতর দিয়াও তাঁহাদের এক উচ্চ লক্ষ্য ছিল, তাহা কাম গন্ধহীন, রতি-লালসা-বর্জ্জিত, অমৃতরূপ অনন্ত প্রেম। প্রথমেই চণ্ডরোষণ তন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, গ্রাহ্য গ্রাহক ও গ্রহণাভিমানবর্জ্জিত যে পরম সুখ বা সহজানন্দ, সাধনের দ্বারা তাহার বিকল্প হইতেই বিরমানন্দ অর্থাৎ অনন্ত প্রেম, যাহা সহজৈকস্বভাব জ্ঞান বা শূন্যতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালে সহজসাধকদিগেরও সেই দিকে লক্ষ্য ছিল। ভোগ ও ইন্দ্রিয়-সেবার মধ্যেও ইন্দ্রিয়জয়রূপ সাধন-প্রণালী থাকায় এই সম্প্রদায় তত্দূর ঘৃণিত বা অনাদৃত হন নাই। বর্ত্তমান কালে অনেকেই ইহার উচ্চ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়াছে এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক কদাচার এই সম্প্রদায় মধ্যে প্রসারিত হওয়ায়, বিশেষতঃ কামিনীকাঞ্চনপরিত্যাগী নির্লিপ্ত প্রেমের অবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও ছয় গোস্বামীর উপর পরকীয়া দোষারোপ করায়, উচ্চ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সহজিয়ারা হেয় ও নিন্দিত হইতেছেন। যাহা হউক, এই সহজিয়ারাই ৪।৫ শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে সরল বাঙ্গালা গদ্যে তাঁহাদের বহুতর ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশে গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সহজীবিন্ (ত্রি) পরস্পরে বা একত্র জীবনধারণকারী।

সহজেন্দ্র (পুং) সহজস্য ইন্দ্রঃ। জ্যোতিষমতে লগ্নস্থানাবধি তৃতীয়াধিপতি।

সহজোষণ (ত্রি) পরস্পরে আনন্দানুভব। [সজোষণ দেখ]

সহগুক (ক্লী) মাংসব্যঞ্জনবিশেষ। একপ্রকার মাংসের যূষ। প্রস্তুত-প্রণালী—

"ছাগাদের্ম্মাংসমুর্ব্বাদেঃ কুট্টিতং খণ্ডিতং পুনঃ।
শুদ্ধমাংসবিধানেন পচেদেতৎ সহগুকং।
সহগুকং গুণগ্রহে শুদ্ধমাংসগুণং স্মৃতং॥" (ভাবপ্রকাশ)

ছাগাদির উরু প্রভৃতি মাংসল স্থানের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ একটী পাকপাত্রে ঘৃত (ঘৃতের অভাবে তৈল) ঢালিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিবে, অনন্তর উহা ছাকিয়া ফেলিবে এবং ঐ ঘৃতে বা তৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে মাংস ভাজিয়া লইবে। যখন এই মাংস সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে বুঝা যাইবে, তখন উপযুক্ত জল ও লবণ দিয়া পাক করিতে হইবে। মাংস-পাকের মধ্যাবস্থায় বেশবার অর্থাৎ বাটনা জলে গুলিয়া তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ইহা উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হইলে নামাইবে। এইরূপ প্রণালীতে পাক করিলে তাহাকে সহগুক কহে। ইহার গুণ—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, শরীরের উপচয়কারক, ত্রিদোষশান্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ, অগ্নিপ্রদীপক এবং ধাতুপোষক। (ভাবপ্র°)

সহদান (ক্লী) বহু দেবোদ্দেশে একত্র দান বা উৎসর্গ। (পা ৬৩২৬)

সহদানু (ত্রি) দানু শব্দের অর্থ দানবী, বৃত্রমাতা, তাহার সহিত বর্ত্তমান বা দানবের সহিত বর্ত্তমান। "সহদানুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্তং" (ঋক্ ৪৷৩০৷৮) 'সহদানুং দানু র্দানবী বৃত্রমাতা, তয়াসহ বর্ত্তমানং, যদ্বা দানুভির্দানবৈঃ সহ বর্ত্তম্ভঃ সহদানুঃ' (সায়ণ)

সহদেব (পুং) পাণ্ডুর পঞ্চম পুত্র। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সহদেব পঞ্চম। মাদ্রীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। মহাভারতে ইহার জন্মাদির বিবরণ লিখিত আছে। রাজা পাণ্ডুর দুই স্ত্রী—কুন্তী ও মাদ্রী। মুনিশাপে পাণ্ডু স্ত্রী সহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র জন্মে।

[পাণ্ডুশব্দ দেখ]

কুন্তীর পুত্র হইয়াছে দেখিয়া মাদ্রী একদা পাণ্ডুকে নিভৃতে কহিলেন, আমরা দুই সপত্নী তুল্যা, অথচ আমার সন্তান হইল না, অধুনা ভাগ্যক্রমে কুন্তীতে আপনার পুত্র হইল। এক্ষণে যদি কুন্তিরাজনন্দিনী আমার সন্তানোৎপত্তির উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়, এবং তাহাতে আপনারও হিতানুষ্ঠান হয়। কুন্তী আমার সপত্নী, এইজন্য তাহাকে বলিতে আমার অভিমান হয়। যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তবে আপনিই তাহাকে অনুমতি করুন। ইহাতে পাণ্ডু কহিলেন, আমিও এই বিষয় অনেক সময় চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু ইহা তোমার অভিমত কি না, জানিতে না পারিয়া এতদিন ইহার কোন উপায় করি নাই, এখন আমি কুন্তীকে বলিলেই কুন্তী ইহা স্বীকার করিবেন।

অনন্তর পাণ্ডু নির্জ্জনে কুন্তীকে কহিলেন, কল্যাণি! যাহাতে আমার বংশ বিচ্ছিন্ন না হয়, এবং যাহাতে তোমার ন্যায় মাদ্রীতে সন্তান হয়, তাদৃশ উপায় বিধান কর। কুন্তী এই কথা শুনিয়া মাদ্রীকে, কহিলেন তুমি একবার কোন দেবতাকে স্মরণ কর, তাহা হইতে তোমার তদনুরূপ পুত্র হইবে সন্দেহ নাই। তখন মাদ্রী মনে মনে বিবেচনা করিয়া অশ্বিনীকুমারযুগলকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথায় আগমন করিয়া নিরুপম রূপসম্পন্ন যমজপুত্র উৎপাদন করিলেন। এই দুই পুত্রের নাম হইল নকুল ও সহদেব। ইহারা সর্ব্বদাই যুধিষ্ঠিরের অনুগত ছিলেন। (ভারত আদিপ°) [নকুল শব্দ দেখ]

২ জরাসন্ধের পুত্র। ইনি যুধিষ্ঠিরের সময় মগধদেশের রাজা ছিলেন। (ভাগবত) ৩ হর্য্যশ্ব-পুত্র। (হরিবংশ ২৯৷৩) ৪ সোমদত্তের পুত্র। (হরিবংশ ৩২৷৮০)

(ত্রি) দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ। ৫ দেবতার সহিত বর্ত্তমান।

সহদেব, অগ্নিস্তোত্র, ব্যাধিসঙ্ঘবিমর্দ্দন ও শাকুনশাস্ত্ররচয়িতা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে।

সহদেব চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মমঙ্গলপ্রণেতা একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইবার পর ইনিও তৎসংক্রান্ত আর একখানি কাব্য রচনা করেন। হুগলীজেলার বালিগড় পরগণার রাধানগর গ্রামে কবির জন্ম। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্নাদেশে ইনি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। এই ধর্ম্মমঙ্গল খানি ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যানুকরণ নহে। ইহার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাতে নানা হিন্দু দেবদেবীর প্রসঙ্গের সহিত বৌদ্ধ উপাখ্যান গুলিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি গ্রাম্যভাষাপূর্ণ ও অনেক স্থলে মর্ম্মস্পর্শী।

সহদেবা (স্ত্রী) সহ দীব্যতীতি দিব-অচ্-টাপ্। ১ বলা। ২ দণ্ডোৎপল। ৩ শারিবৌষধি। (মেদিনী) ৪ অর্হন্মাতা। (হেম) ৫ দেবককন্যার অন্যতমা কন্যা। ইনি বসুদেবের পত্নী। (ভাগবত ৯৷২৪৷২৩)

সহদেবী (স্ত্রী) ১ সর্পাক্ষী। (মেদিনী) ২ পীতদণ্ডোৎপলা। (রত্নমালা) ৩ বলাভেদ, বেড়েলা, পীতপুষ্প বলা, পীতবেড়েলা। পর্য্যায়—মহাবলা, জ্যেষ্ঠবলা, কটম্ভরা, কেশারুহা, কেশরিকা, মৃগাদনী, বর্ষপুষ্পা, কেশবর্দ্ধিনী, পুরাসিনী, দেববলা, সারিণী, পীতপুষ্পী, দেবার্হা, গন্ধবল্লরী, মৃগা, মৃগরসা। ইহার গুণ—হৃদ্রোগ, বাত, অর্শঃ ও শোফহারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর ও বিষমজ্বরনাশক। (রাজনি°) ৩ সহদেবের স্ত্রী। ৪ প্রিয়ঙ্গু। ৫ মহানীলী। (বৈদ্যকনি°) ৫ পীতদণ্ডোৎপলা, পীত-ডানকোণী।

সহদেবীগণ (পুং) সহদেবীনাং গণঃ। ঔষধিসমূহ। দেবপ্রতিমা ও দেবস্নানাদিতে ইহা দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

"পঞ্চগব্যেঃ স্নাপয়েচ্চ সহদেব্যাদিভিস্ততঃ।
সহদেবী বলা চৈব শতমূলী শতাবরী॥

কুমারী চ গুড়ূচী চ সিংহী ব্যাঘ্রী তথৈব চ।
যা ওষধীতি মন্ত্রেণ স্নানমোষধিমঙ্গলৈঃ॥" (গরুড়পু° ৪৮ অ°)
সহদেবী, বলা, শতমূলী, শতাবরী, কুমারী, গুড়ূচী, সিংহী ও ব্যাঘ্রী এই সকল দ্রব্যকে সহদেবীগণ কহে। "যা ওষধিঃ সোমরাজ্ঞী" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া এই সকল দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

সহধর্ম্ম (পুং) ১ ধর্ম্ম। ২ ধর্ম্মের সহিত। ৩ সমান ধর্ম্ম।

সহধর্ম্মচর (ত্রি) সহ-ধর্ম্ম চরতীতি চর-ট। সহিত ধর্ম্মাচরণকারী। একত্র ধর্ম্মাচরণকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সহধর্ম্মচরী-পত্নী।

সহধর্ম্মচরণ (ক্লী) একত্র ধর্ম্মাচরণ, সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান।

সহধর্ম্মচারিন্ (ত্রি) সহ ধর্ম্মচরতীতি চর-ণিনি। একত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী।

সহধর্ম্মচারিণী (স্ত্রী) সহধর্ম্মচারিন্-ঙীষ্। সহধর্ম্মচরী, সহধর্ম্মিণী, পত্নী, স্ত্রী পতির সহিত ধর্ম্মাচরণ করে, এইজন্য ইহাকে সহধর্ম্মচারিণী কহে।

সহধর্ম্মন্ (ত্রি) ধর্ম্ম সহিত, ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান।
"যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।" (ভাগবত ৩।১৫।২৪)
'সহধর্ম্ম ধর্ম্মসহিতং' (স্বামী)

সহধর্ম্মিণী (স্ত্রী) সহধর্ম্মোঽস্ত্যস্যা ইতি ইনি, ঙীপ্। পত্নী, শাস্ত্রবিধানে বিবাহিতা স্ত্রী। (অমর)

সহধান্য (ত্রি) ১ ধান্যের সহিত। ২ জীবনরক্ষার উপায়বিশিষ্ট।

সহন (ক্লী) সহ-ল্যুট্। ১ ক্ষান্তি, ক্ষমা, সহ্যকরা, তিতিক্ষা। (হেম) (ত্রি) সহতে ইতি সহ-ল্যু। ২ সহনশীল। পর্য্যায়—সহিষ্ণু, ক্ষমিতা, ক্ষমী, তিতিক্ষু, ক্ষন্তা। (হেম)

সহনর্ত্তন (ক্লী) সহ মিলিত্বা নর্ত্তনং। একত্র মণ্ডলাকারে নৃত্যকরণ, সহিত নৃত্যকরণ।

সহনীয় (ত্রি) সহ-অনীয়র্। সোঢ়ব্য,সহনযোগ্য,সহ্য করিবার যোগ্য।

সহন্তম (ত্রি) শক্রদিগের অভিভবকারী।
"ত্বমগ্নে সহসা সহন্তমঃ" (ঋক্ ১।১২৭।৯)
'সহন্তমঃ অতিশয়েন শক্রণামভিভবিতা' (সায়ণ)

সহন্ত্য (ত্রি) শক্রদিগের অভিভবনশীল, অগ্নি।
"ন কিরস্য সহন্ত্য পর্য্যেতা" (ঋক্ ১।২৭।৮)
'সহন্ত্য শক্রণামভিভবনশীলাগ্নে' (সায়ণ)

সহপতি (পুং) ১ ব্রহ্মা। ২ পতির সহিত। ভর্ত্তৃযুক্ত।
(শুক্লযজু° ৩৭।২০)

সহপত্নী (স্ত্রী) পতিপত্নীযুক্ত। দম্পতী।

সহপাংশুকিল (পুং) সহপাংশুনা রজসা কিলতি ক্রীড়য়তীতি কিল-ক্রীড়নে ক। বয়স্য, সখা। (ত্রিকা°)

সহপাংশুক্রীড়ন (ক্লী) ধূলিখেলা।

সহপাঠ (পুং) একত্রপাঠ, একত্র অধ্যয়ন।

সহপাঠিন্ (ত্রি) সহ পঠতি পঠ-ণিনি। একত্র অধ্যয়নকারী, যাহারা একসঙ্গে পড়ে।

সহপান (ক্লী) সহ মিলিত্বা পানং। একত্র মদ্যভক্ষণ। পর্য্যায়—সপীতি, তুল্যপান, সহপীতি। (শব্দরত্না°)

সহপিণ্ডক্রিয়া (ত্রি) সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়া, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ।
"সংপিণ্ডক্রিয়ায়ান্তু কৃতায়ামস্য ধর্ম্মতঃ।
অনয়ৈবাবৃতা কার্য্যং পিণ্ডনির্ব্বপনং সুতৈঃ॥" (মনু ৩।২৪৮)
'সহপিণ্ডক্রিয়ায়াং কৃতায়াং স্বগৃহ্যাদি বিধিনা সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধে কৃতে' (কুল্লূক)

সহপীতি (স্ত্রী) একত্র মদ্যপান, সহপান।

সহপু[পূ]রুষ (ত্রি) পুরুষযুক্ত। লোকসমন্বিত। (অথর্ব্ব ৬।৬৩।১)

সহপূর্ব্বাহ্ণ (ক্লী) পূর্ব্বাহ্ণস্য সদৃশং (অব্যয়ীভাবে চাকালে। পা ৬।৩।৮১) ইত্যত্র অকালে ইতি কথনাৎ ন সাদেশঃ। পূর্ব্বাহ্ণ সদৃশ।

সহপ্রম (ত্রি) যজ্ঞের ইয়ত্তা পরিজ্ঞান। (ঋক্ ১০।১৩০।৭)

সহপ্রযায়িন্ (ত্রি) সহপ্রযাতি যা-ণিনি। একত্রযায়ী, মিলিত হইয়া যাহারা গমন করে, সহগামী।

সহপ্রয়োগ (পুং) প্রয়োগের সহিত। একত্র প্রয়োগ।

সহপ্রবাদ (ত্রি) সপ্রবাদ, প্রবাদের সহিত বর্ত্তমান।

সহপ্রস্থায়িন্ (ত্রি) সহ প্রস্থা-ণিনি। একত্র প্রস্থানকারী, যাহারা পরস্পরে মিলিত হইয়া প্রস্থান করেন।

সহভক্ষ (ত্রি) ১ সহভোজন। ২ সমান সোমপানবিশিষ্ট।
(অথর্ব্ব ৬।৪৭।১)

সহভস্মন্ (ত্রি) ভস্মের সহিত।

সহভাব (পুং) ভাবের সহিত। সমান ভাববিশিষ্ট। সমান জাতীয়। (সর্ব্বদর্শনস°)

সহভাবিন্ (ত্রি) সহ ভবতীতি ভূ ণিনি। সহায়, আনুকুল্যকারী। (পুং) ২ সহোদর, সোদর। ৩ সহচর। ৪ সহিত উৎপন্ন।

সহভুজ্ (ত্রি) সহ-ভুজ্-ক্বিপ্। একত্র ভোজনকারী।

সহভূ (ত্রি) একত্রোৎপন্ন।

সহভূতি (স্ত্রী) ১ ঐশ্বর্য্যের সহিত। আপনার সহিত উৎপন্ন।
'হে সহভূতে আত্মনা সহ ভূতিঃ উৎপত্তির্যস্য।'
(অথর্ব্ব ৪।৩১।৬ সায়ণ)

সহভোজন (ক্লী) সহ-মিলিত্বা ভোজনং। একত্রভক্ষণ, পর্য্যায়—সগ্ধি। ২ সহভোগকরণ।
"এষ নঃ সময়ো রাজন্ রত্নস্য সহভোজনং।
ন চ তং হাতুমিচ্ছামঃ সময়ং রাজসত্তম॥" (ভারত ১।১২৬।২৪)

সহভোজিন্ (ত্রি) সহ-ভুজ-ণিনি। একত্র ভোজনকারী।

সহম (ক্লী) জ্যোতিষমতে তাজকোক্ত যোগ। বর্ষপ্রবেশ বিচার কালে সহম স্থির করিয়া তবে ফলাফল নিরূপণ করিতে হয়। তাজকে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—সহম পঞ্চাশ প্রকার। ইহাদের নাম ১ পুণ্যসহম, ২ গুরু, ৩ জ্ঞান, ৪ যশঃ, ৫ মিত্র, ৬ মাহাত্ম্য, ৭ আশা, ৮ বলত্ব, ৯ ভ্রাতা, ১০ গৌরব, ১১ রাজা, ১২ পিতা, ১৩ মাতা, ১৪ পুত্র, ১৫ জীবিত, ১৬ জল, ১৭ কর্ম্ম, ১৮ রোগ, ১৯ কাম, ২০ কলি, ২১ ক্ষমা, ২২ শাস্ত্র, ২৩ বন্ধু, ২৪ বন্দক, ২৫ মৃত্যু, ২৬ পরদেশ, ২৭ ধর্ম্ম, ২৮ পরদার, ২৯ অন্যকর্ম্ম, ৩০ বাণিজ্য, ৩১ কার্য্যসিদ্ধি, ৩২ উদ্বাহ, ৩৩ প্রসব, ৩৪ সন্তাপ, ৩৫ শ্রদ্ধা, ৩৬ প্রীতি, ৩৭ বল, ৩৮ শরীর, ৩৯ জড়তা, ৪০ ব্যাপার, ৪১ জলপতন, ৪২ রিপু, ৪৩ শৌর্য্য, ৪৪ উপায়, ৪৫ দরিদ্রতা, ৪৬ গুরুতা, ৪৭ জলপথ, ৪৮ বন্ধন, ৪৯ কন্যা, ও ৫০ অশ্বসহম, এই ৫০ প্রকার সহম।

এই সকল সহম-সাধন নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে করিতে হয়। প্রথমে গণনাকালে এই ৫০ প্রকার সহমের মধ্যে কোন প্রকার সহম হইয়াছে, তাহা প্রথমে স্থির করিতে হইবে, তৎপরে ফল নিরূপণ করিবে।

সহমসাধন করিতে হইলে দিবাভাগে চন্দ্রস্ফুট হইতে রবিস্ফুট বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে লগ্ন-স্ফুট যোগ ও রাত্রিতে সহম সাধন করিতে হইলে রবিস্ফুট হইতে চন্দ্রস্ফুট বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্কে লগ্নস্ফুট যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম পুণ্য-সহম। কিন্তু শোধ্য রাশি হইতে শুদ্ধ রাশি পর্য্যন্ত ইহাদিগের মধ্যে যদি লগ্ন না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সহমে একযোগ করিতে হইবে। আর শোধ্য ও শুদ্ধ রাশির মধ্যে লগ্ন থাকিলে একযোগ করিতে হইবে। আর শোধ্য ও শুদ্ধ রাশির মধ্যে লগ্ন না থাকিলে এক-যোগ করিতে হইবে না।

দিবাভাগে যাহা পুণ্যসহম হইবে, তাহা রাত্রিতে গুরুসহম এবং রাত্রিতে যাহা পুণ্যসহম, তাহা দিবাভাগে জ্ঞানসহম হইবে। আর বৃহস্পতির স্ফুট হইতে পুণ্যসহম বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্কে লগ্নস্ফুট যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই দিবাতে যশঃসহম এবং রাত্রিতে পুণ্যসহম হইবে। বৃহস্পতি স্ফুট বিয়োগ করিয়া তাহাতে লগ্নস্ফুট যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই যশঃসহম। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় যদি এক-যোগ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাও করিবে, ইত্যাদি। তাজকে এই সহম সকল আনয়নের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এইস্থলে লিখিত হইল না।

সহম সকল নির্ণয় করিয়া যে রাশি পাওয়া যাইবে, সেই রাশির অধিপতি গ্রহই সহমাধিপতি হইবে। এই সহমাধিপতি গ্রহ স্বীয় উচ্চস্থানে ও স্বীয় ক্ষেত্রাদিতে স্থিত হইয়া যদি লগ্নকে দৃষ্টি করে, তাহা হইলে তিনি বলবান্, এবং লগ্নকে দৃষ্টি না করিলে বলহীন স্থির করিতে হইবে।

জন্মকালে যে সহম স্বীয় স্বামী ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও যুক্ত হইবে এবং যে সহমের অধিপতি বলবান্, সেই সহমের ফলের বৃদ্ধি হইবে এবং যদি কোন সহম স্বীয় স্বামী ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই সহমের ফল অশুভ হয়। যে সহম জন্মলগ্নের অষ্টমাধিপতি ও পাপ-গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত কিম্বা সহমাধিপতির সহিত উক্ত গ্রহ-দ্বয়ের ইথশাল যোগ হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। জাতকের জন্মকালে এই ৫০ প্রকার সহম সাধন করিয়া তাহার বলাবল বিচারপূর্ব্বক যে সকল সহমের সম্ভব হইবে, বর্ষপ্রবেশ কালেও সেই সকল সহমের সাধন করিয়া ফল-নিরূপণ করিতে হইবে।

জন্মকালে কি বর্ষপ্রবেশ-কালে পুণ্যসহম বলবান্ ও স্বীয় স্বামী বা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধি ও ধনাগম হয়, ইহার বিপরীত হইলে ফলেরও বৈপরীত্য হইয়া থাকে। পুণ্যসহম লগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম, বা দ্বাদশস্থ হইলে ধর্ম্মভাগ্য ও যশের হানি হয়। ঐ সময়ে শুভগ্রহ বা সহমাধিপতির দৃষ্টি যোগ থাকিলে বর্ষের শেষভাগে সুখ ও ধর্ম্মাদি লাভ হয়, ঐ সহম যদি পাপযুক্ত এবং শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বৎসরের প্রথমার্দ্ধে শুভ এবং শেষার্দ্ধে অশুভ হয়। যে বর্ষে পুণ্যসহম শুভ হইবে, সেই বৎসরই শুভ-বৎসর জানিতে হইবে এবং এই সকল অশুভ হইলে বৎসরও অশুভ জানিবে। পুণ্যসহম জন্মকালে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশস্থ হইয়া বর্ষপ্রবেশ কালে পাপগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে সেই বর্ষে ধর্ম্ম, অর্থ সুখের হানি হয় এবং সহমাধিপতি যদি অস্তগত হয়, তাহা হইলেও উক্তরূপ ফল জানিবে। এইরূপ নিয়মে জন্মকালে বর্ষপ্রবেশকালে সমস্ত সহম বিচার করিবে। রোগসহম, শত্রুসহম, কলিসহম, মৃত্যু ও দরিদ্রসহম ইহাদের বিপরীত ফল অর্থাৎ এই সকল সহম শুভ হইলে অশুভ ফল এবং অশুভ হইলে শুভফল হইয়া থাকে।

গুরুসহমে উপদেশক, বিদ্যাসহমে জ্ঞান, শাস্ত্রসহমে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি, জাড্যসহমে মোহ, বলসহমে সৈন্য, দেহসহমে শরীর, জলসহমে দেহের কান্তি, গুরুতাসহমে মহাধিপত্য, গৌরবসহমে প্রতিষ্ঠা, রাজসহমে অধিপতিত্ব, মাহাত্ম্যসহমে গাম্ভীর্য্য, ধৃতিসহমে বুদ্ধির স্থূলসূক্ষ্মতা, সামর্থ্যসহমে শরীরের শক্তি, শৌর্য্যসহমে শত্রুনিগ্রহে যত্ন, আশাসহ

ইচ্ছা, শ্রদ্ধাসহমে ধর্ম্মমতি, বন্ধনসহমে পরাশ্রয়, পানীয়পাতি সহমে বৃষ্টি ও অকস্মাৎ জলমর্জ্জন, তাপসহমে শোক, মান্দ্যসহমে রোগ, বন্ধুসহমে জ্ঞাতি, বাণিজ্যসহমে ব্যবসায়, প্রসব সহমে আধান ও পরকর্ম্মসহমে দাসত্ব এই সকল বিষয় বিচার করিতে হয়। অন্যান্য সহমের নাম দ্বারা তত্তদ্‌ বিষয় স্থির করিয়া তাহার শুভাশুভ নিরূপণ করিবে। প্রশ্ন কালে উক্তরূপে সহমদ্বারা শুভাশুভ ফল নিরূপিত হয়।

তাজকে সহমবিচারস্থলে ইহার প্রত্যেকের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না। (নীলকণ্ঠোক্ত তাজক)

সহমরণ (ক্লী) সহপত্যা মরণং। এই মৃত্যু সঙ্কল্পপূর্ব্বক ও ক্রিয়াবিশেষ সহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। [সহমরণপদ্ধতি দেখ] মৃত পতির সহিত জলচ্চিতায় আরোহণপূর্ব্বক স্বীয় দেহ ভস্মীকরণ। যে স্ত্রী পতির সহিত অনুগমন করেন, তাঁহাকেই সতী বলা হয়। সতীর লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে —

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।"

অর্থাৎ পতি ব্যথিত হইলে যে স্ত্রী ব্যথিতা, হৃষ্ট থাকিলে যিনি হৃষ্টা, বিদেশে গেলে যিনি মলিনা ও কৃশা এবং পতির মৃত্যুতে যিনি মৃতা হয়েন, তিনিই সতী। সুতরাং জীবনসর্ব্বস্ব পতির মৃত্যুতে সতী রমণীর প্রাণত্যাগপ্রয়াস: অস্বাভাবিক নহে। যাঁহার অভাবে জগতের কোনও সুখ হৃদয়কে হৃষ্ট করিতে পারে না, যাঁহার অভাবে হৃদয় অন্ধতমসে নিমজ্জিত হইয়া একেবারে সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কার্য্যের অনুপযুক্ত হয়, এমন কি যাঁহার অভাবে জীবনধারণই একপ্রকার অসহনীয় ক্লেশকর কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাদৃশ স্বামীর মৃত্যুতে পতিপ্রাণা পতিময়জীবিতা রমণী মৃতপতির শবের সহ গমন করিয়া তাঁহার জলচ্চিতায় দেহের আহুতি প্রদান করিয়া শোকের অনন্ত অক্ষয়বীজ ভস্মসাৎ করিবেন ইহা অস্বাভাবিক নহে। এই অবস্থায় মৃত্যুই জীবের একমাত্র শান্তি। মৃত পতির সহমরণ-প্রয়াস প্রাচীনতম ঋক্‌ সূত্রেও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঋগ্‌বেদে ইহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখিতে পাওয়া যায় না, অপর পক্ষে সহমরণপ্রথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এ সম্বন্ধে যে ঋক্‌ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই—

"ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যতে উপত্বা মর্ত্ত প্রেতম্‌।
বিশ্বং পুরাণ মনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি।"

সায়ণাচার্য্য ইহার নিম্নলিখিত ভাষ্য করিয়াছেন—

'হে মর্ত্ত্য মনুষ্য যা নারী মৃতস্য তব ভার্য্যা সা পতিলোকং বৃণানা কাময়মানা প্রেতং মৃতং ত্বামুপনিপদ্যতে সমীপে নিতরাং প্রাপ্নোতি। কীদৃশী। পুরাণং বিশ্বমনাদিকালপ্রবৃত্তং কৃৎস্নং স্ত্রীধর্ম্মমনুক্রমেণ পালয়ন্তী। পতিব্রতানাং স্ত্রীণাং পত্যা সহৈব বাসঃ পরমো ধর্ম্মঃ। তস্যৈ ধর্ম্মপত্নৈ ত্বমিহ লোকে নিবাসার্থ মনুজ্ঞাং দত্বা প্রজাং পূর্ব্ববিদ্যমানাং পুত্রাদিকাং দ্রবিণং ধনং চ ধেহি সম্পাদয় অনুজ্ঞানীহীত্যর্থঃ।'

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সহমরণই যেন বিধবা নারীর কর্ত্তব্য ছিল, তবে পুত্রধনাদি রক্ষার নিমিত্ত মৃত পতির অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে সহমরণের দায় হইতে রক্ষা করা হইত।

আরও একটী ঋক্‌ এই যে—

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষ এহি।"

সায়ণ ইহার যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই—

'হে নারি ত্বমিতাসুং গতপ্রাণমেতং পতিমুপশেষ উপেত্য শয়নং করোসি। উদীর্ষ্বাস্মাৎ পতিসমীপাৎ উত্তিষ্ঠ। জীব লোকমভিজীবন্তং প্রাণিসমূহমভিলক্ষ্যেহি।'

এই উভয় মন্ত্রই তৈত্তিরীয় আরণ্যক গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই দুইটী মন্ত্র দ্বারা বিশিষ্ট রূপে সপ্রমাণ হয় যে বৈদিক সময়েও সহমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পুত্রাদি রক্ষণের জন্য সহমরণ বাধিত হয়। পরবর্ত্তীকালে ও স্থলবিশেষে সহমরণ-প্রথা প্রতিনিবর্ত্তক নিষেধ স্পষ্ট রূপেই বিবিদ্ধ হইয়াছিল।

"বালাপত্যাশ্চগর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥"

(কৃত্যতত্ত্বার্ণবে বৃহন্নারদীয়ম্‌।)

অর্থাৎ গর্ভিণী, শিশুসন্তানবিশিষ্টা বা রজস্বলা স্ত্রীদিগের পক্ষে সহমরণ নিষেধ। বৃহস্পতি বলেন—

"বালসম্বর্দ্ধনং ত্যক্ত্বা বালাপত্যা ন গচ্ছতি।
রজস্বলা সূতিকা চ রক্ষেদ্‌ গর্ভঞ্চ গর্ভিণী॥"

অঙ্গিরা সহমরণের বিধান করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্‌।
সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
তিস্রঃকোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি তা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতি বিলাৎ।
তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥
মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে।
পুনাতি ত্রিকুলং নারী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
তত্র সা ভর্ত্তৃপরমা পরা পরমলালসা।
ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রা চতুর্দ্দশ॥

এইরূপ পুণ্যফলশ্রবণে এ দেশীয় নরনারীগণের অনেকেই সহমরণের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া সম্ভবতঃ এই ব্যাপারের সমর্থন করিয়াছিলেন। কোন কোন রমণী এই সকল শাস্ত্রীয় প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া অলচিতায় নিজ দেহের আহুতি প্রদান করিতেন এবং বন্ধু বান্ধবগণ ও ত্রিকুল উদ্ধারের এই সহজ উপায় অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন।

ব্যাস এই মতের সমর্থক ছিলেন, যথা—

"ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি যো নরঃ।
তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতম্॥
সাধ্বীনামেব নারীনামগ্নিপ্রপতনাদৃতে।
নান্যো ধর্ম্মো হি বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হি চিৎ॥"

এইরূপ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বান্ধবগণও যে সতীদাহ-ধর্ম্মের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া স্থানবিশেষে বিধবাকে মৃতপতির সহগমন করিতে প্রবৃত্ত করিয়া তুলিবেন, এমন মনে করা একবারে অসঙ্গত নহে। এইরূপে শাস্ত্রের সাহায্যে সামাজিক রীতি এবং সামাজিক লোকদের প্রবর্ত্তনায় শাস্ত্রের বিধান,—সহমরণের সংখ্যা ক্রমশঃ অস্বাভাবিক ভাবে প্রবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল, সহমরণের নিমিত্ত অনুরাগের বদলে শাস্ত্রীয় বিধানই দিন দিন প্রশ্রয় পাইতেছিল। বিষ্ণুস্মৃতিতেও দেখিতে পাই,—

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্ বা।"

ব্রহ্মপুরাণের বচনে সহমরণ সম্বন্ধে আরও অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিকল্পনা পরিলক্ষিত হয় যথা—

"দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্॥
ঋগ্‌বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ॥"

অর্থাৎ দেশান্তরে পতির মৃত্যু হইলে সাধ্বী তাঁহার পাদুকাদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। ঋগ্‌বেদের অনুশাসনে ইহাতে সাধ্বী স্ত্রীর আত্মহত্যাদোষ ঘটিবে না। ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণান্তর তাঁহার যথা শাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

ঋগ্‌বেদের কোন্ মন্ত্র সহমরণের সমর্থক, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলেন—

"ইমা নারী রবিধবা সপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্ত।
অনশ্রবো অনমীবা সুরত্না আরোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্রে॥"
(১০।১৮।৭)

ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রটাই নাকি সহমরণের সমর্থক। কিন্তু এই উক্তির কোনও সারবত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। সায়ণাচার্য্য এই ঋকের যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই—

"অবিধবাঃ। ধবঃ পতিঃ। অবিগতপতিকাঃ। জীবদ্ভর্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নী শোভনপত্নিকা ইমা নারী নার্য্য আঞ্জনেন সর্ব্বতোঞ্জনসাধনেন সর্পিষা ঘৃতেনাক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশন্ত। স্বগৃহান্ প্রবিশন্ত। তথাহনশ্রবোহশ্রুবর্জ্জিতা অরুদত্যোহনমীবাঃ। অমীবা রোগঃ তদ্বর্জ্জিতাঃ মানসদুঃখবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্নাঃ শোভনধনসহিত। জনয়ঃ জনয়ন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্য্যাঃ। তাঃ অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমতঃ এব যোনিং গৃহমারোহন্ত। আগচ্ছন্ত।'

সায়ণের এই ভাষ্যে অগ্নি-প্রবেশের কোনও কথা নাই। কিন্তু স্মার্ত্ত রঘুনন্দন উক্ত মন্ত্রের "অগ্রে" পাঠের স্থানে "অগ্নে" পাঠ কল্পনা করিয়া এই মন্ত্রটী সহমরণের শ্রৌত-মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারতেও আমরা সহমরণের প্রমাণ দেখিতে পাই। মাদ্রী পাণ্ডু রাজার চিতাধিরোহণ করিয়া সহমৃতা হইয়াছিলেন যথা কুন্তী সহমৃতা হইবার বাসনায় মাদ্রীকে বলিতেছেন—

"অহং জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী জ্যৈষ্ঠং ধর্ম্মফলং মম।
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবাম্মা মাং মাদ্রি নিবর্ত্তয়॥
অন্বাগমিষ্যামীহ ভর্ত্তারমহং প্রেতবশং গতম্।
উত্তিষ্ঠ ত্বং বিসৃজ্যৈনমিমান্ পালয় দারকান্॥"

মাদ্রি! আমি পাণ্ডু রাজার জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী। ধর্ম্মফল লাভ করায় আমারই আগ্র অধিকার; অবশ্যম্ভাবী বিষয় হইতে তুমি আমায় নিবর্ত্তন করিও না। আমিই মৃত পতির অনুগমন করিব, তুমি স্বামীর মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া উঠ এবং সন্তানদিগের পালন কর। প্রত্যুত্তরে মাদ্রি বলিলেন—

"অহমেবানুযাস্যামি ভর্ত্তারমপলায়িনম্;
নহি তৃপ্তাস্মি কামানাং জ্যেষ্ঠামামনুমন্যতাম্॥
মাঞ্চাভিগম্য ক্ষীণোহয়ং কামাদ্ভরতসত্তমঃ।
তমুচ্ছিন্দ্যামস্য কামং কথং নু যমসাদনে॥
ন চাপ্যহং বর্ত্তয়ন্তী নির্ব্বিশেষং সুতেষু তে।
বৃত্তিমার্য্যে চরিষ্যামি স্পৃশেদেনস্তথাচ মাম্॥
তস্মান্মে সুতয়োঃ কুন্তি বর্ত্তিতব্যং স্বপুত্রবৎ।
মাঞ্চ কাময়মানোহয়ং রাজা প্রেতবশং গতঃ॥
রাজ্ঞঃ শরীরেণ সহ মমাপীদং কলেবরম্।
দগ্ধব্যং সুপ্রতিচ্ছন্নমেতদার্য্যে প্রিয়ং কুরু॥
দারকেষ্বপ্রমত্তা চ ভবেথাশ্চ হিতা মম।
অতোহন্যন্ন প্রপশ্যামি সন্দেষ্টব্যং হি কিঞ্চন॥
ইত্যুক্ত্বা তং চিতাগ্নিস্থং ধর্ম্মপত্নী নরর্ষভম্।
মদ্ররাজসুতা তূর্ণমন্বারোহদ্ যশস্বিনী॥"
(আদিপর্ব্ব ১২৫ অধ্যায়)

মাদ্রীর এই আগ্রহাতিশয্যে কুন্তী আর আপত্তি করিলেন না। মাদ্রী পতিলোকগামিনী হইবার নিমিত্ত অনুরাগভরে পতির জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিলেন এবং পতির মৃতকলেবরের সহিত ভস্মীভূতা হইলেন।

মৌষলপর্ব্বে দৃষ্ট হয়, বসুদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার চারিটী মহিষী তাঁহার মৃতদেহের সহিত ভস্মীভূত হন। তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পতির জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিয়া তাহাতেই দেহ আহুতি প্রদান করেন যথা—

"প্রকীর্ণমূর্দ্ধজাঃ সর্ব্বা বিমুক্তাভরণস্রজাঃ।
উরাংসি পাণিভির্ঘ্নন্ত্যো ব্যলপন্ করুণং স্ত্রিয়ঃ॥
তং দেবকী চ ভদ্রা চ রোহিণী মদিরা তথা।
অন্বারোহন্তে চ তদা ভর্ত্তারং যোষিতাং বরাঃ॥
তং চিতাগ্নিগতং বীরং শূরপুত্রং বরাঙ্গনাঃ।
ততোহন্বারুরুহুঃ পত্ন্যশ্চতস্রঃ পতিলোকগাঃ॥
তং বৈ চতসৃভিঃ স্ত্রীভিরন্বিতং পাণ্ডুনন্দনঃ।
অদাহয়চ্চন্দনৈশ্চ গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি॥" (মৌষলপ° ৭মঅধ্যায়)

দ্রোণপত্নীও সহমৃতা হইয়াছিলেন। মহাভারত অনুসন্ধান করিলে এইরূপ সহমরণের উদাহরণ আরও অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে সহমরণপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীমাত্রেই সহমৃতা হইত না। কেহ কেহ মৃত পতির অনুগমন করিতেন। মনুসংহিতায় পতি মৃত হইলে সাধ্বী স্ত্রীর ব্রহ্মচারিণী হওয়ার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে যথা—

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।"

সুতরাং সহমরণপ্রথা অবশ্য-কর্ত্তব্য (Compulsory) বলিয়া কোনও সময়ে বিহিত হয় নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে সহমরণের প্রকৃত-ভাবের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইত। অনুরাগ জন্য সহমরণের সামাজিক কর্ত্তব্যতা সম্ভবতঃ কিয়ৎপরিমাণে বিমিশ্রিত হইয়াছিল, উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রাণহীন অনুকরণে জগতে যেমন মঙ্গল হয়, আবার তাহা হইতে অমঙ্গলও তেমনই ঘটিয়া থাকে। কেহ বা সহমরণের যশোস্পৃহায় কেহ বা সামাজিক কর্ত্তব্যতায়, কেহ বা লোকনিন্দার ভয়ে, কেহ বা পর প্রণোদনায়, আবার কেহ বা উৎপীড়িত হইয়া সহমৃতা হইতেন। বলা বাহুল্য যে, সময়ে সময়ে এই সকল কারণে সতীদাহ জঘন্য ব্যাপারে পরিণত হইত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্কের শাসন সময়ে এই প্রথা আইন দ্বারা রহিত করা হয়। স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় এই প্রথা প্রতিষেধ-কল্পে যথেষ্ট আলোচনা ও আন্দোলন করিয়াছিলেন। পরে উক্ত আইন উদ্ধৃত হইয়াছে।

সহমরণপদ্ধতি।

সহমরণকালে এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে আরোহণ করিতে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর, পুত্রাদি শ্মশানে চিতা প্রস্তুত করিয়া স্বগৃহোক্ত বিধি দ্বারা অগ্নি প্রদান করিলে তৎপরে সাধ্বী স্ত্রী স্নানান্তে ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া হস্তে কুশ লইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন। তৎপরে তাহাকে সঙ্কল্প করিতে হয়। তখন ব্রাহ্মণগণ ওঁ তৎ সৎ এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন, সাধ্বী স্ত্রী নারায়ণকে স্মরণ করিয়া 'নমোহদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী অরুন্ধতীসমাচারত্বপূর্ব্বকস্বর্গলোকমহীয়মানত্বমানবাধিকরণকলোমসমসংখ্যাব্দাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসভর্ত্তৃসহিতমোদমানত্বমাতৃপিতৃশ্বশুরকুলত্রয়পূতত্ব-চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নকালাধিকরণকাপ্সরোগণস্তূয়মানত্বপতিসহিত-ক্রীড়মানত্ব-ব্রহ্মঘ্নপতিপূতত্বকামা ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণমহং করিষ্যে।' এইরূপ বাক্য দ্বারা সঙ্কল্প করিবে। যে স্থলে সহমরণ না হইয়া অনুমরণ হইবে, তথায় "ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণং" এই বাক্য স্থলে অর্থাৎ এই বাক্য প্রয়োগ না করিয়া 'জ্বলচ্চিতাপ্রবেশেন ভর্ত্ত্রনুমরণং' এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। তৎপরে সতী অষ্ট লোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়স্থ অন্তর্য্যামী পুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা ও ধর্ম্ম আপনারা সকলে সাক্ষী হউন, এইরূপে তাঁহাদিগকে সাক্ষী করিয়া স্বামীর চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর চিতায় আরোহণ করিবেন। সেই সময় ব্রাহ্মণগণ নিম্নোক্ত ঋগ্বেদীয় মন্ত্র ও পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্র—

"ওঁ ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥"
"ওঁ ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো যা যাঃ সুশোভনাঃ।
সহভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুং॥"

ব্রাহ্মণগণ উক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে সাধ্বী স্ত্রী নমঃ নমঃ বলিতে বলিতে হৃষ্টচিত্তে চিতায় প্রবেশ করিবেন। যদি কোন স্ত্রী মোহবশতঃ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া চিতা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, ইহা দ্বারাই এই পাপ হইতে তাহার শুদ্ধি হইবে।

"চিতি ভ্রষ্টাতু যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আপস্তম্ব)

স্বামী ও স্ত্রী এক চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত হইলে তাহাদের দুই জনেরই পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে, একত্র শ্রাদ্ধাদি হইবে না।

"একচিত্যাং সমারূঢ়ৌ দম্পতী নিধনং গতৌ।
পৃথক্‌শ্রাদ্ধং তয়োঃ কুর্য্যাদোদনন্তু পৃথক্ পৃথক্ ॥" ইত্যাদি।

এই সকল বচনানুসারে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। সাম্বৎসরৈকোদ্দিষ্ট স্থানে মৃতাতপিতে শ্রাদ্ধ করিবে। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

১৮১৮ সালের প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় সতীদাহের প্রতিষেধের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় আলোচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহাতে উভয় পক্ষের শাস্ত্র-যুক্তি আলোচিত হইয়াছিল। এস্থলে সেই পুস্তিকা অবলম্বনে সহমরণের অনুকূল ও প্রতিকূল শাস্ত্রযুক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। অধিকন্তু আমরা উক্ত গ্রন্থ-নিবদ্ধ প্রমাণ ব্যতীত আরও অন্যান্য বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিব। প্রথমতঃ অনুকূল বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সহিত সহমৃতা হন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে অবস্থান করেন, এবং তাঁহার ত্রিকুল উদ্ধার হয়। স্বর্গলোকে তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পরিমিতকাল স্বামীর সহিত অবস্থান করেন। স্বামী যে কোন পাতকী হউক না কেন, যাহার সাধ্বী স্ত্রী সহমৃতা হয়, এই পুণ্যফলে তাহার সকল পাতক বিনষ্ট হয় ইহাই অঙ্গিরার অনুশাসন।

ব্যাস বলেন—

"পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং।
তত্র চিত্রাঙ্গদবৎ ভর্ত্তারং সান্বপশ্যত ॥"

হারীত বলেন—

"যাবদ্‌ব্যগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রীনাত্মানং প্রদাহয়েৎ।
তাবন্ন মুচ্যতে সাহি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চন ॥"

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে—

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।

ব্রহ্মপুরাণের প্রমাণ যথা—

"দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্ ॥
ঋগ্‌বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ॥" ইত্যাদি

সংহিতা ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী তাহার সহিত অনুমৃতা হইবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণই স্ত্রীদিগের প্রধান ধর্ম্ম, স্বামীর মৃত্যু হইলে অগ্নিপ্রপতন ব্যতীত সাধ্বী স্ত্রীদিগের আর কোন ধর্ম্ম নাই, অর্থাৎ ইহাই নারীদিগের প্রশস্ত ধর্ম্ম। ইহা ভিন্ন আর যে কোনই ধর্ম্ম নাই, এমন নহে; কারণ শাস্ত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নীর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনেরও বিধান আছে, সুতরাং বিধবার পক্ষে স্বামীর চিতারোহণ বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এই দুইটীই ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা সহমরণ প্রশস্ত, তাই শাস্ত্রে এইরূপ প্রশংসাবাদ আছে।

যিনি সহমরণ না করিবেন, তিনি স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মৈথুন ও তাম্বুল বর্জ্জন করিবেন। তাহার পক্ষে প্রতিদিন একাহারী হইয়া মৃত্তিকায় শয়ন কর্ত্তব্য। যদি কোন বিধবা স্ত্রী পর্য্যঙ্ক বা খট্টায় শয়ন করেন, তাহা হইলে তাহার স্বামী অধঃপতিত হন। ঐ বিধবা রমণী প্রতিদিন তিল ও কুশোদক দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে তর্পণ করিবেন। কিন্তু তর্পণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, যাহার পুত্র ও পৌত্রাদি নাই, তাহারই পক্ষে তর্পণ করিতে হইবে। অন্যের পক্ষে নহে।

স্বামী যদি দেশান্তরে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর পাদুকাযুগল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া যথাশাস্ত্র চিতা সজ্জিত করিয়া ঋগ্‌বেদবিহিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চিতারোহণ করিবেন। এইরূপে যিনি চিতারোহণ করেন, তাহার অশৌচ তিন দিন ও চতুর্থ দিনে তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হইবে।

"দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং ॥
ঋগ্‌বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণী কেবল স্বামীর সহিত এক চিতায় আরোহণ করিয়া সহমৃতা হইবেন, পৃথক্ চিতায় আরোহণ করিবেন না। ইহা দ্বারা দেশান্তরে মৃতস্বামিক ব্রাহ্মণীর পক্ষে সহমরণ অবিধি বলিয়া সূচিত হয়। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণের পৃথক্ চিতারোহণ নিষিদ্ধ নহে। তাহারা সহমরণ ও অনুমরণ এই দুইই করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর সহমরণ ব্যতীত অনুমরণে অধিকার নাই। অনুমরণ স্থলে যে পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া অনুমৃতা হইতে হইবে ইহা উপলক্ষণ মাত্র, স্বামীর প্রিয় কোন একটী দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অনুমৃতা হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

"পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।
ইতরাসান্তু নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং পরঃ স্মৃতঃ ॥

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ্যাঃ সহমরণমেব, ইতরাসান্তু উভয়মিতি। কল্পতরুরত্নাকরশুদ্ধিচিন্তামণিষু পাদুকাদ্বয়মিতি দর্শনাৎ পাদুকাদিকমিত্যপ্যপপাঠঃ। কিন্তু পাদুকাদ্বয়মিত্যুপলক্ষণং। উশনসা বিপ্রেতরাসাং দ্রব্যবিশেষমনুপাদায় পৃথক্‌চিতারোহণমিত্যুক্তেঃ।

পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।
অন্যস্যামেব নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং পরঃ স্মৃতঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

কেহ কেহ ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অঙ্গিরার বচনানুসারে ব্রাহ্মণাদি সকলের পক্ষেই সহমরণ ও অনুমরণ এই দুইই বিধেয় বলিয়াই স্থির করেন।

ইহা ভিন্ন বালাপত্যা, গর্ভিণী, রজস্বলা, এবং অদৃষ্ট-ঋতু, অর্থাৎ যাহাদের রজস্বলা হয় নাই, এই সকল স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সহিত সহমরণ নিষিদ্ধ, ইহাদের সহমরণে অধিকার নাই।

"বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

দিনৈকগম্য প্রদেশে অর্থাৎ যে স্থলে এক দিনে গমন করিতে পারা যায়, সেই স্থানে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, এবং স্ত্রী যদি সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হন, তাহা হইলে যতক্ষণ সেই স্ত্রী আগমন না করেন, ততক্ষণ তাঁহাকে দাহ করিবে না, তাহার শব-রক্ষা করিবে। স্ত্রী আসিলে তাহার সহিত একচিতায় দাহ করিবে।

"দিনৈকগম্যদেশস্থা সাধ্বী চেৎ কৃতনির্ণয়া।
ন দহেৎ স্বামিনন্তস্যা যাবদাগমনং ভবেৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই সকল বচন-প্রমাণ সহমরণের অনুকূল।

প্রতিকূলবাদীরা বলেন, সংহিতাকারগণের মধ্যে মনুই প্রধান। মনু সহমরণের ব্যবস্থা না দিয়া বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে।" অর্থাৎ যে স্মৃতি মনুর বিধানের বিপরীত সে স্মৃতি প্রশস্ত নহে। বিশেষতঃ উপনিষদ্ বলেন, শ্রবণ মননাদি দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, সুতরাং স্বর্গভোগবাসনার নিমিত্ত আত্ম-হত্যা করা অবৈধ। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির বিধান অঙ্গিরার বিধান অপেক্ষা অধিকতর মাননীয়। সহমরণের অনুকূল-মতাবলম্বী ব্যক্তিদের আপত্তি এই যে ঋগ্‌বেদে "ইমা নারী রবিধবাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র সহমরণের বিধানসূচক। সুতরাং মনুতে স্পষ্টরূপে সহমরণের বিধান না থাকিলেও মনু বেদবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এই আপত্তিখণ্ডনের জন্য প্রতিকূলবাদী বলেন, বেদের এই বিধান ভোগবাসনামূলক। কিন্তু ভোগবাসনার চরিতার্থতা জীবের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয় নাই। মুণ্ডক উপনিষদ্ বলেন, কর্ম্ম সকল ক্ষয়শীল। যাহারা স্বর্গাদি ভোগসুখজনক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও জরামৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে হইবে। গীতায় আছে—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসের সার। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ভোগৈশ্বর্য্যপ্রদ ক্রিয়াবিশেষ বহুল কর্ম্মমূলক বেদবাক্য সকল অজ্ঞেরই প্রলোভনকারী। প্রকৃত পণ্ডিতগণের পক্ষে এই সকল অনুষ্ঠান অবলম্বনীয় নহে। মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদ্‌সমূহেরও এইরূপ অভিপ্রায়। ফলতঃ যাহাতে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায়, জীবের তাহাই প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনু এই সকল বিষয়ে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি বিধবাগণের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তবে যে শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মফলজনিত স্বর্গসুখাদি লাভের বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল ভোগলালসাপরায়ণ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম-বিষয়ে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে মোক্ষ-লাভই জীবের চরমসাধন। আত্মহত্যা তাহার পরিপন্থী। সেই জন্য ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।'

উপনিষদ্ বলেন—'ইহ কর্ম্মচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতলোকঃ ক্ষীয়তে।"

অনুকূল-মতাবলম্বিগণ বলেন, শাস্ত্রের মর্ম্ম এইরূপই হইতে পারে। কিন্তু হারীত, অঙ্গিরা ও বিষ্ণু প্রভৃতি সংহিতাকারগণের বাক্য উপেক্ষণীয় নহে। তদুত্তরে প্রতিকূলবাদী বলেন, সাধারণতঃ সহমরণে যে সকল ঘটনা দেখা যায় তাহা কোন শাস্ত্রেরই অভিমত হইতে পারে না। সহমরণের সঙ্কল্প এই যে, সতী আপন ইচ্ছায় জ্বলচ্চিতায় প্রবেশ করিবে! কিন্তু কার্য্যতঃ এমন দেখা গিয়াছে যে, বিধবাকে স্বামীর মৃত দেহের সহিত একত্র আবদ্ধ করিয়া চিতাকাষ্ঠরাশি দ্বারা আবৃত করা হয়, সেই কাষ্ঠরাশির ভারেই বিধবা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, সে উঠিতে চেষ্টা করিলেও উঠিতে পারে না। তাহার পরে অনলশিখার তীব্রদহনে অসহনীয় যাতনা ভোগ করিয়া সে মস্তকোত্তলন করিলে তৎক্ষণাৎ বংশদণ্ডের আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ভীষণ ব্যাপার কখনও শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। অনুকূল মতাবলম্বীরা বলেন, এই প্রথা অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত নহে তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সহমরণের সঙ্কল্প করিয়া সহমৃতা না হইলে তাহা অত্যন্ত পাপজনক। সম্ভবতঃ এই নিমিত্তই স্থানে স্থানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। প্রতিকূলবাদিগণ এই আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলেন যে, এই পাপের কথা ভিত্তিমূলক নহে। শাস্ত্রে আছে—

"চিতিভ্রষ্টাচ যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেৎ তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥"

উক্ত আপস্তম্ব বচন দ্বারা স্পষ্টতঃই চিতি-ভ্রষ্টতা পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান পরিলক্ষিত হয়। আর যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলেই কি এই নিষ্ঠুর নারীহত্যা পরমকারুণিক শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত ছিল? ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। প্রতিকূলাবলম্বীরা আরও বলেন, বিষ্ণু বলিয়াছেন "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা"; সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম কল্প। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ততর হয়। বিষ্ণুর এই বাক্যের স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা মিতাক্ষরায় দেখিতে পাওয়া যায়:—

"অতশ্চ মোক্ষমনিচ্ছন্ত্যা অনিত্যাল্পসুখরূপস্বর্গার্থিন্যা অনুগমনং যুক্তমিতরকাম্যানুষ্ঠানবদিতি সর্ব্বমনবদ্যম্।"

অর্থাৎ যে বিধবা মুক্তিলাভের ইচ্ছা না করিয়া অনিত্য অল্প সুখরূপ স্বর্গাদি কামনা করে, তাঁহারই পক্ষে অনুগমন বিধেয়। কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুর এই বচনটীর অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া বলেন, অনুগমন ভিন্ন বিধবা নারীর আর অপর প্রশস্ত ধর্ম্মোপায় নাই।

সহমরণ সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতিতে বিধি আছে। আবার অবস্থা বিশেষে নিষেধও আছে। সুবিখ্যাত রামমোহন রায় মহাশয় এই বিচার লইয়া যখন আন্দোলন করেন, তখন সহমরণের অনুকূলে কতিপয় পণ্ডিত পুস্তিকা লিখিয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনিও গ্রন্থাকারে সেই সকল পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় উক্তি ও যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

রাজা রামমোহন রায় মহাশয় এতৎ সম্বন্ধে যে বাঙ্গালা ভাষায় দুই খানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, তাহা অতঃপর ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। এই প্রথা যে অতীব নিষ্ঠুর, অমানুষিক ও অশাস্ত্রীয় মহাত্মা রামমোহন রায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়া যান। য়ুরোপে যে সকল পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন, তন্মধ্যে উইলসন সাহেবও একজন। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের ষোড়শ খণ্ডে, প্রফেসার হোরেশ হেমন্স উইলসন সাহেব হিন্দু বিধবার জীবিতাবস্থায় স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এরূপ নিষ্ঠুর প্রথা বেদাদি শাস্ত্রের অনুজ্ঞার বিপরীত। কলিকাতা মহানগরীর সুবিখ্যাত রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয় এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া প্রফেসর উইলসনকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রফেসর উইলসন সাহেব ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "Religious sects of the Hindoos" নামক সুপরিচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৬২ অব্দের সংস্করণের) ২৯৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। এস্থলে রাজাবাহাদুরের পত্রের শাস্ত্রীয় মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

তৈত্তিরীয় সংহিতার অক্ষ নামক শাখার দুইটি শ্লোকে "সতী" হইবার কথা পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত আছে। নারায়ণ উপনিষদের ৮৪ সংখ্যক শ্লোকে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে মূল শ্লোক ও সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য এবং অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইল।

"অগ্নে ব্রতানাং ব্রতপতিরসি পত্যানুগমব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্।"—

সায়ণকৃত ভাষ্য—'হে অগ্নে! কর্ম্মসাক্ষিন্। যতঃ ত্বং ব্রতানাং প্রাজাপত্যাদীনিবব্রতানাং ব্রতপতিরসি। পুনর্ব্রতগ্রহণং ত্বমেব ব্রতানামধিপতির্নান্য: ইতি নিয়মবোধনায়। তস্মাদস্মাচর্য্যমানং মৎ সাম্প্রতিকং ব্রতং তদ্ব্রতং কর্ত্তুং শকেয়ং তথা রাধ্যতাং ক্রিয়তামিত্যর্থঃ। ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ। কিং ময়াচর্য্যমানং তৎ ব্রতমিতি পত্যানুগমেতি পত্যা ভর্ত্রা সহ অনুস্মৃত্য গমনব্রতং চরিষ্যামি করিষ্যামিত্যর্থঃ।'

দ্বিতীয় শ্লোক—"ইহ ত্বা অগ্নে নমসা বিধেয় সুবর্গস্য লোকস্য সমেত্যৈ। জুষাণো অদ্য হবিষা জাতবেদো বিশানি ত্বা সত্যতো নয় মা পত্যুবগ্রে।"

সায়ণকৃত ভাষ্য—'হে অগ্নে ইহ অস্মিন্ কর্ম্মণি। ত্বা ত্বামুদ্দিশ্য। হবিষা হবির্ভোগেন নমসা নমস্কারেণ চ। বিধেয় নমো বিদধামীত্যর্থঃ। কিমর্থমিত্যাক্তৌ তত্রাহ। সুবর্গস্যেতি সুবর্গস্য প্রতিসংপ্রাপ্য লোকস্য। সমেত্যৈ সম্যক্প্রাপ্ত্যর্থং। ত্বা ত্বয়েত্যর্থঃ সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া ছন্দসি। বিশানি প্রবিশানি অতএব অদ্য অস্মিন্দিনে। হে জাতবেদো হবিষা মদ্দত্তেন হবির্ভোগেন জুষাণঃ সন্তুষ্টঃ সন্। সত্যতঃ সত্যমার্গপ্রদর্শনদ্বারা সহগমনবিষয়কসাহসপ্রদানদ্বারেতি যাবৎ। মা মাং পতিমাত্রৈকদেবতাং পত্যুর্মম ভর্ত্তুরগ্রে সমক্ষং নয় প্রাপয়েত্যর্থঃ।'

হে অগ্নে! তুমি সমস্ত ব্রতের অধিপতি, এজন্য তোমার নাম ব্রতপতি। স্বামীর সহগমন-ব্রতের প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিব। যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, তুমি আমার সহায় হও।১।

হে অগ্নে! এই ব্রতে (বা ক্রিয়ায়) আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে জাতবেদ! তোমার কৃপায় আমি অদ্যই যেন স্বর্গধামে পৌছিতে পারি। হে অগ্নে! মৎপ্রদত্ত ঘৃতসংযুক্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া, আমাকে সাহস প্রদান করুন, আমি যেন সহমৃতা হইয়া স্বামী-সদনে যাইতে পারি।২।

উপরি উক্ত বৈদিক বিধি অনুসারে সূত্রকারেরা ব্যবস্থা দেন যে, বিধবা স্ত্রী স্বামীর চিতায় শয়ন করিয়া সহমৃতা হইবার অধিকারিণী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকন্যা হইলে, যথাক্রমে স্বর্ণ, ধনু বা রত্নখণ্ড চিতার উপরে রাখিয়া দিতে হয়।

স্বামীর মৃত দেহ পার্শ্বে সতী শায়িতা হইলে, 'দেবর কিংবা ভর্ত্তার কোন বন্ধু সতীকে সম্বোধন করিয়া "উদীর্ষ" (ইত্যাদি)

অথবা "সুবর্ণগুপ্তহস্তাৎ" (ইত্যাদি) কিম্বা "মণিগুপ্তহস্তাৎ" শীর্ষক মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। এই মন্ত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-কন্যার শুদ্ধি হয়। এই মন্ত্র উচ্চারিত শ্রুত বা পঠিত হইবার পরে বিধবা যদি সহমরণে সম্মতা হয়েন তাহা হইলে আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু ইত্যাদিকে সান্ত্বনা বাক্য কহিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন। যদি তখনও ঐ বিধবার মনে কোন সংশয় বা চিন্তা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও (বোধ হয় মন্ত্রগুণে) তিনি এই সহমরণ-ক্রিয়ার সম্মতা হন।

ভরদ্বাজ ও আশ্বলায়ন প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রে সহমরণবিধির উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ও সর্ব্বজনগৃহীত "সহমরণ-বিধি" নামক সুপরিচিত গ্রন্থেও উদ্ধৃত সহমরণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। উদ্ধৃত শ্লোক যথা—

"অথৈনং চিতাবুপর্য্যু-ধ্যুহন্ত্যত্রৈব বা পত্যাঃ সংবেশনা ক্রিয়তে ইতি।" ভরদ্বাজসূত্র ১ম প্রশ্ন।

টীকা—'অথৈতানি পাত্রাণি যোজয়েৎ দক্ষিণে হস্তে জুহুং সব্যে উপভৃতং দক্ষিণে পার্শ্বে ধৃত্য সব্যে অগ্নিহোত্রহবনীমুরসি ধ্রুবাং শিরসি কপালানীত্যাদি'।—আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র, ৪।৩।

দ্বিতীয় সূত্রে—"উত্তরতঃ পত্নীং"। টীকা—'ততঃ প্রেতস্যোত্তরতঃ পত্নীং সংবেশয়ন্তি। শায়য়ন্তীত্যর্থঃ। চিতাবেব উপশোষ ইতি লিঙ্গাৎ এতাৎবর্ণত্রয়স্যাপি সমানং।*

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসং বভূথ॥

হস্তৌ সন্মার্ষ্টি সুবর্ণেন ব্রাহ্মণস্য সুবর্ণং হস্তাদিতি। ধনুষা রাজন্যস্য ধনুর্হস্তাদিতি মণিনা বৈশ্যস্য মণিং হস্তাদিতি। (ভরদ্বাজ-সূত্র) তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানীয়ো অন্তেবাসী জরদ্দাসো উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতি। (আশ্বলায়ন ২।২)

উত্তরতঃ পত্নীং। তাং প্রেতস্যোত্তরতঃ। সুপ্তাং সত্বর-চিতাং দেবরঃ শিষ্যো বা করে ধৃত্বা নমস্কৃত্য উদীর্ষ্বেতি দ্বাভ্যামুত্থাপয়েৎ। সত্যাধিকাত্তু স্বয়মেব সুহৃদঃ সম্বন্ধিনঃ পুত্রাংশ্চ সমামন্ত্র্য ভর্ত্তারং বিষ্ণুরূপং ধ্যাত্বা হুতাশনং প্রবিশেদিত্যুক্তং।"

(সহমরণ-বিধি)।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম ও অষ্টম ঋকে লিখিত আছে—"ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্রে। উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ।"

* Max Muller's Commentory, "Zeitschrift der Morgenl. Gest."—IX. p. VI.

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "শুদ্ধিতত্ত্বে" উক্ত ঋগ্বেদ ও ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সহমরণ-প্রথা বেদবিধি-সম্মত। আচার্য্য কোলব্রুক সাহেব রঘুনন্দনের ঐ প্রসিদ্ধ শ্লোক, তাঁহার "বিধবার কর্ত্তব্য" নামক ইংরাজি প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।*

রাজা রাধাকান্ত উক্ত প্রমাণ দেখাইয়া লিখিয়াছেন, "ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাংজনেন সর্পিষা সং বিশন্তু। অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্রে। ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী। আশ্বলায়নী, সাংখ্যায়নী, শাকলা, বাস্কলা, মাণ্ডুকেয়ী প্রভৃতি"। এস্থলে দেখা যাইতেছে, সহমরণের সময়ে বিধবাকে সধবার সমুদয় লক্ষণ ধারণ করিতে হয়। এস্থলে "সাধ্বী" শব্দের অর্থ, স্বামী সনে চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণপরিত্যাগকারিণী স্ত্রীলোক।

ভরদ্বাজ ও আশ্বলায়নের বচন হইতেও স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে, বৈদিক যুগেও সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল ভরদ্বাজসূত্রে লিখিত আছে—

"নবম্যাং বৃষ্টায়াং যজ্ঞোপবীতীত্যস্তরাগ্রামং শ্মশানং চাগ্নিমুপসমাধায় সংপরিস্তীর্য্য পরেনাগ্নিং লোহিতচর্ম্মানডুহং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমাস্তীর্য্য বেতসশাখিনো জ্ঞাতিনারীহত্যারোহতে-ত্যথৈনানানুপূর্ব্বাম্ কাময়তি যথার্হানীতি প্রতিলোমকৃতয়া চারণ্যা স্রুচা দ্বে চতুর্গৃহীতে জুহোতি ন হি তে অগ্নে তমুব ইতি দশ চ সুবাহুতীর অমনোস্যো শুচদধমিতি হুত্বাপাশাং সম্পাতয়ত্যা চোভয়ং প্রহরতি যেন জুহোত্যপরেনাগ্নিং লোহিতো অনড্বান-প্রাংমুখো অবস্থিতো ভবতি তং জ্ঞাতয়ো অন্বারভন্তে অননরূঢ মন্বারভামহ ইতি প্রাচি অশ্চস্তোমে জীবা ইতি জঘন্যো বেতস-শাখয়া অবকাভিশ্চ পদানিত্য গোভয়ন্তে মৃত্যোঃ পদমিত্যথৈভ্যোঃ অধ্বর্য্যু দক্ষিণতো শ্মশানং পরিধিং দধাতি ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামিতি স্ত্রীগ্রামজনিষু সংপাতানবনয়তীমা নারীরিতি ত্রৈমুখানি মৃজন্তে যদাঞ্জনং ত্রৈককুদমিতি ত্রৈককুদেনাংজনেনাংক্তে যদি ত্রৈককুদং নাবগচ্ছেদ্যেনৈব কেনচিদাঞ্জনেনাজ্জীবন্।"

(ভরদ্বাজসূত্র ২।১)

আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—"উত্তরস্মাদগ্নিমুপসমাধায় যচ্চাদস্যানডুহঃ চর্ম্মাস্তীর্য্য প্রাগ্রীবমুত্তরলোম তস্মিন্-মাত্যাদিনারোহয়েদারোহতায়ুর্জ্জর সংবৃণানাং ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামিতি পরিধিং দধ্যাদন্তর্মৃত্যুং দধতাং পর্ব্বতে নিত্য-স্নানমুত্তরতোয়েঃ কৃত্যা পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থামিত্যাদি চতসৃভিঃ প্রত্যৃচং হুত্বা যথাহাঙ্গনুপূর্ব্বং ভবস্ত্যত্যমাত্যাদীনীক্ষেৎ।

* Asiatic Researches, Vol, IV. On the duties of a faithful widow.

যুবতয়ঃ পৃথক্‌পাণিভ্যাং দর্ভতরণকৈর্নবনীতেনাঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যামক্ষোনাক্ষিণী আজ্যং পরাচ্চো বিসৃজেয়ুরিমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীবিতি অঞ্জনা ঈক্ষেৎ। অস্মিন্ অভিরায়তে সংরভন্ত্যামিতি।”
(আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ৩য় অধ্যায়)

এইরূপে রাজা বলেন, বেদে যদি সহমরণবিধি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এই প্রথা কখনই প্রবর্ত্তিত হইত না, কারণ এরূপ গুরুতর বিষয়ে বেদের প্রমাণ আবশ্যক। বাস্তবিক বৈদিকশাস্ত্র সহমরণ নিষেধ করেন নাই তৈত্তিরীয় সংহিতার অঙ্গশাখার শ্লোকনিচয় সহমরণের অনুকূল। অগ্নির প্রতি সতীর সম্বোধন বাক্য ইহার অকাট্য প্রমাণ।

মীমাংসকেরা কহেন “যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী ব্যবস্থা দেখা যায়, তখন তৃতীয় ব্যবস্থা করিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত”। “তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ”—গৌতম-ন্যায়। কুল্লুকভট্টেরও তাহাই অভিমত। বৈদিক সূত্রকারেরা কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা আলোচনা করুন। সূত্রকারেরা কহেন, ব্রাহ্মণদিগের বলিদানার্থ অস্ত্রাদি বা পাত্রাদি যেরূপ অগ্নির উপরে রাখিতে হয়, তদ্রূপ সতীকে অগ্নির উপরে রাখা আবশ্যক, নতুবা শুদ্ধা হয় না। কিন্তু যে বিধবা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে চাহেন, তাঁহাকে অগ্নি সমীপে লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই, কারণ তিনি স্বয়ং চিতায় গিয়া উপস্থিত হন। যে তথায় যাইতে সম্মতা নহে, সে তথায় যাইলে শুদ্ধা হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধা হওয়া বা না হওয়া তাহার ইচ্ছা। তাই শ্রুতি ব্যবস্থা করিয়াছেন,—বিধবাকে নিজের বশবর্ত্তিনী হইতে দাও, বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা উচিত নহে। তর্ক এই, যদি বিধবা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে না চায়, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য (নিষেধ) করা উচিত কি না? কখনই নহে। বিধবা যখন চিতায় শয়ন করে, তখন বুঝিয়া লইতে হইবে, সহমরণে তাহার ইচ্ছা ও সম্মতি আছে। অষ্টম শ্লোক আবৃত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, “তুমি স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে আসিয়াছ কি না?” [দক্ষিণদেশের সহমরণ-বিধি নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।] যদি সে কহে “স্বেচ্ছায় সম্মতা আছি”, তাহা হইলে সহমরণ-ক্রিয়া অবশ্য হইতে পারিবে। যদি সম্মতা না হয়, চিতা হইতে বিধবা উঠিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে। এইরূপ স্ত্রীলোকের নাম “চিতাভ্রষ্টা”। প্রাজাপত্য নামধেয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিধবার এই পাপ নষ্ট হইতে পারে। কারণ এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। (তাহার বচন পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।) ৮ম ঋকের সায়ণকৃত ভাষ্য পাঠ করুন, “যস্মাদ্ অনুমরণনিশ্চয়ম্ আকর্ষাশ তস্মাদাগচ্ছ”। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, হিন্দু-স্ত্রী বিধবা হইলে, সহমরণের পরামর্শ তাহাকে কেহ সহজে দেয় না, বরং যাহাতে সেই স্ত্রীলোক পরিবার মধ্যে থাকিয়া প্রকৃত বৈধব্য ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক গার্হস্থ্য-কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাহারই পরামর্শ দেওয়া হয়; কিন্তু যদি ঐ স্ত্রী সহমৃতা হইতে চাহেন তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ বাধা দেয় না। তাহা হইলেই দেখা গেল, ঋগ্বেদের ৮ম ঋক্, সহমরণের কেবল অনুকূল নহে, বরং মন্ত্রস্বরূপ। রাজা রাধাকান্ত দেব এইরূপে সতীদাহ সমর্থন করেন।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রপারটীয়স্ (Propertius) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত ভারতবর্ষের সহমরণ প্রথার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বয়শেপ্ নামক ইংরাজ পণ্ডিত, ঐ গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। নিম্নে সেই অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—

“Happy the laws that in those climes obtain,
Where the bright morning reddens all the main,
There, whensoever the happy husband dies,
And on the funeral couch extended lies,
His faithful wives around the scene appear,
With pompous dress and a triumphant air;
For partnership in death, ambitious strive,
And dread the shameful fortune to survive!
Adorned with flowers the lovely victims stand,
With smiles ascend pile, and light the brand!
Grasp their dear partners with unaltered faith,
And yield exulting to the fragrant death.”

তিনি আরও বলেন, ইহারও অনেক বৎসর পূর্ব্বে সিসিরো নামক ভুবন-প্রখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত তাঁহার Tusculum গ্রন্থে সহমরণ-প্রথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হেরোদোতস্ নামে বিশ্বপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, থ্রেশ্ দেশের এক জাতীয় রমণীগণ স্বামীর কবরে আত্মবলি দিয়া প্রাণত্যাগ করিত।

প্রকৃত সতীদাহ সম্বন্ধে একটী সত্য-কাহিনী বলা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়। ১৮২৯ সালের অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার হালিডে হুগলী জেলার মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি নিজ চক্ষে একটী সতী-দাহ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজে উহার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বক্‌লাণ্ড সাহেবের লিখিত ‘Bengal under Lieutinant governors’ নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে উহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—যাঁহারা মনে করেন এদেশে জোর জবরদস্তী পূর্ব্বকই সতীদাহ করা হইত, তাঁহাদের মত যে অতি ভ্রান্ত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইবে। সার এফ্ হালিডে লিখিয়াছেন, ‘আমি যখন হুগলী জেলায় মাজিষ্ট্রেট ছিলাম, তখন এক দিবস সহসা সংবাদ পাইলাম, আমার বাসা হইতে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে সতী-

দাহের আয়োজন হইতেছে। তখন গঙ্গাতীরে এইরূপ ঘটনা সময়ে সময়ে পরিলক্ষিত হইত। যখন এই সংবাদ পাইলাম, তখন ডাক্তার ওয়াইজ এবং গবর্ণর-জেনারলের চাপলেন আমার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তিন জনেই ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি, গঙ্গাতীরে ঘটনাস্থলে লোকে লোকারণ্য। জনতাঁর মধ্যে সতী রমণী উপবিষ্টা ছিলেন। আমরা উঁহার নিকটে গিয়া বসিলাম। আমার সহচর দুই জন উঁহাকে আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য অনেক প্রকার যুক্তিময় উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, সতী রমণী মনোযোগের সহিত উঁহাদের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

'কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি মরণশয্যায় শয়নের নিমিত্ত নিরতিশয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। ইহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা অসম্ভব দেখিয়া অগত্যা আমি অনুমতি দিলাম। এই সময়ে পাদরী সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন 'আমার দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে। সতি! আপনি যে শ্মশান-শয্যায় যাইতেছেন, ইহাতে আপনার যে কি যাতনা হইবে, আপনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি?' সতী আমার দিকে অবনত দৃষ্টিতে দৃক্‌পাত করিয়া বলিলেন, 'একটা প্রদীপ আনুন।' তিনি নিজ হাতে ঘৃত সলিতাযুক্ত প্রদীপ সাজাইলেন, প্রদীপের শিখা প্রদীপ্ত ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। সতী উঁহার উপরে স্বীয় হস্তের একটী অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। সতীরমণী তীব্রভাবে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি যেন আমাকে নীরবে বুঝাইতেছিলেন যে তোমরা যাহা মনে করিতেছ তাহা কিছুই নহে; অগ্নি সর্ব্বদাহক ও সর্ব্বপীড়ক হইলেও ইহাতে সতীরমণীর কোনও যাতনার কারণ নাই। তিনি নিরুদ্বেগে অঙ্গুলী বিন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। আগুনে তাঁহার অঙ্গুলী ঝলসিয়া গেল, ফোস্কা পড়িল, তথাপি রমণী অটল ও অচলভাবে রহিলেন, তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্রও যাতনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। দেখিতে দেখিতে অঙ্গুলীটী দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু সতী তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভূতির চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে অঙ্গুলীটী পুড়িয়া পুড়িয়া সঙ্কুচিত সরু ও বক্র হইয়া গেল। একটী হংসপুচ্ছকে কিয়ৎক্ষণ অগ্নিসন্তাপে রাখিলে উহার যেরূপ অবস্থা হয়, সতী রমণীর অঙ্গুলীটী সেইরূপ অবস্থা ধারণ করিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি পলকের তরেও তাহার হস্ত-সঞ্চালন করেন নাই, অথবা বাক্য ও অঙ্গভঙ্গীতে কোনও প্রকার যাতনার চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা প্রবোধ পাইয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম, "যথেষ্ট প্রবোধ পাইয়াছি"। তখন সতী বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি এখন চিতায় প্রবেশ করিতে পারি?' আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম। সতীরমণী তখন শ্মশান-শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার উপরে হাল্‌কা হাল্‌কা কাঠ রাখিয়া দেওয়া হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই সেই কাষ্ঠ-ভারের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইতে পারিতেন। শ্মশান-বন্ধুগণ তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টিত হইয়াছিল, আমার নিষেধে তাহারা বিরত হইল। এই সময়ে তাঁহার বিংশবর্ষ বয়স্ক পুত্র চিতায় অগ্নি-প্রদান করিলেন। দূর দেশে সতীর পতির মৃত্যু হইয়াছিল। তথা হইতে তাঁহার দেহ আনিয়া এক সঙ্গে সংকার করা অসম্ভব হওয়ায় তাঁহার বস্ত্রাদি সহ সতী অনুমৃতা হইলেন। ঘৃত ধুনার সহযোগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আমি চিতার অতি নিকটে দণ্ডায়মান হইলাম, দেখিলাম, চিতায় সজ্জিত কাষ্ঠরাশিতে আগুণ জ্বলিতেছে, উহার মধ্যে সতীর দেহ নিস্পন্দভাবে দগ্ধ হইতেছে, একবার অতি সামান্য ভাবে কাষ্ঠ গুলিতে ঈষৎ আলোড়ন পরিলক্ষিত হইল মাত্র, কিন্তু কোনও শব্দ শুনিতে পাইলাম না। নীরব নিস্পন্দভাবে চিতার অনলে সতীদেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল, পুত্রটী শোকাকুল হইয়া গঙ্গাতীরে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।" ভারতবর্ষে এইরূপে লক্ষ লক্ষ সতী চিত্তের গাঢ়তর অনুরাগে চিতার অনলে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া পতির অনুগামিনী হইয়াছেন।

১৩১৮ সাল হইতে ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিবর্ষে ৩০০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত সতী-দাহের এইরূপ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে জবরদস্তী পূর্ব্বকও যে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত, সে ভীষণ কাহিনীও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে রামনাথ নামে একজন সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মুখে প্রকাশ, শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী উলাগ্রামের মুক্তারাম বাবু নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণের ১৩টী পত্নী পতির সহ সহমৃতা হন। ইঁহাদের মধ্যে একটী মহিলা প্রথমে উৎসাহ করিয়া সহমৃতা হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণ করিতে ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে ঐ রমণীর গর্ভজাত মুক্তারামের পুত্র নাকি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক শ্মশানাগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রাণের দায় আপনার অপর এক সপত্নীর গলা জড়াইয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে লইয়া চিতাগ্নিতে ঝম্প প্রদান করেন।

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন*

* সতীদাহনিবারণকল্পে ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রচার করেন, সাধারণের অবগতির জন্য পরপৃষ্ঠায় তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল—

বিধিবদ্ধ হইলেও ভারতের বহুস্থানে বহুবার সতীদাহের ঘটনা ঘটিয়াছে। আইন-অনুসারে অপরাধিগণও তজ্জন্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অধুনা আইনের প্রবল শাসনে সতী-রমণীগণ পতিবিয়োগের দুর্ব্বিসহ শোকে আচ্ছন্ন হইয়াও কদাচ চিতানলে আত্ম-দেহ সমর্পণ করিতে সুবিধা পান, কিন্তু এমন ঘটনা বিরল নহে, যে শোকের উত্তেজনায় পতিব্রতা পতিপ্রাণা সতীগণ আত্মহত্যা করিয়া শোকের যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জয়পুর রাজ্যে উতর্ণা নামক স্থানে শ্যামসিংহ ঠাকুরের পত্নী মৃত স্বামীর সহ এক চিতায় ভস্মীভূত হয়েন। তজ্জন্য আইন অনুসারে অপরাধিগণ দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আইনের শাসন প্রচলিত হইলেও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও রাজপুতনায় এখনও মধ্যে মধ্যে সতীদাহের ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনার সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে সহমরণের প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। রাজনৈতিক কারণেও তাহারা

Regulation XVII of 1829.

I. The practice of Satí or of burning or burying alive the widows of Hindús is revolting to the feelings of human nature, it is nowhere enjoined by the religion of the Hindús as an imperative duty, on the contrary a life of purity and retirement on the part of the widow is more especially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people throughout India the practice is not kept up nor observed. In some extensive districts it does not exist. In those in which it has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have been shocking to the Hindús themselves and in their eyes unlawful and wicked. The measures hitherto adopted to discourage and prevent such acts have failed of success, and the Governor-General in Council is deeply impressed with the conviction that the abuses in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether. Actuated by these considerations the Governor-General in Council—without intending to depart from one of the first and most important principles of the system of British Government in India, that all classes of the people be secure in the observance of their religious usages so long as that system can be adhered to without violation of the paramount dictates of justice and humanity—has deemed it right to establish the following rules, which are hereby enacted to be in force from the time of their promulgation throughout the territories immediately subject to the Presidency of Fort William.

II. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindús is hereby declared illegal and punishable by the Criminal Courts.

First. All zemindárs, tálukdárs or other proprietors of land, whether malguzári or lakhiráj, all sadr farmers and under-renters of land of every description, all dependent tálukdárs, all naibs and other local agents, all native officers employed in the collection of the revenue and rents of lands on the part of Government or the Court of Wards, and all mandals or other headmen of villages are hereby declared especially accountable for the immediate communication to the officers of the nearest Police station of any intended sacrifice of the nature described in the foregoing section, and any zemindár or other description of persons above noticed, to whom such responsibility is declared to attach, who may be convicted of wilfully neglecting or delaying to furnish the information above required, shall be liable to be fined by the Magistrate or Joint Magistrate in any sum not exceeding two hundred rupees, and in default of payment to be confined for any period of imprisonment not exceeding six months.

Second. Immediately on receiving intelligence that the sacrifice declared illegal by this Regulation is likely to occur, the Police darogha shall either repair in person to the spot or depute his muharrir or jamádar accompanied by one or more barkandazes of the Hindú religion, and it shall be the duty of the Police officers to announce to the persons assembled for the performance of the ceremony that it is illegal, and to endeavour to prevail on them to disperse, explaining to them that in the event of their persisting in it they will involve themselves in a crime and become subject to punishment by the Criminal Courts. Should the parties assembled proceed in defiance of these remonstrances to carry the ceremony into effect, it shall be the duty of the Police officers to use all lawful means in their power to prevent the sacrifice from taking place and to apprehend the principal persons aiding and abetting the performance of it, and in the event of the Police officers being unable to apprehend them they shall endeavour to ascertain their names and places of abode and shall immediately communicate the whole of the particulars to the Magistrate or Joint Magistrate for his orders.

Third. Should intelligence of a sacrifice declared illegal by this Regulation not reach the Police officers until after it shall have actually taken place, or should the sacrfice have been carried into effect before their arrival at the spot, they will nevertheless institute a full enquiry into the circumstances of the case in like manner as on all other occasions of unnatural death, and report them for the information and orders of the Magistrate or Joint Magistrate to whom they may be subordinate.

মৃত পতির অনুগমন করিতেন। যুদ্ধে মুসলমান পক্ষের জয় হইলে রাজপুতনার রমণীগণ পাছে মুসলমানদের হস্তে পড়িয়া কলুষিত হন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা স্বামীর চিতানলে জীবনের আহুতি প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। শিখগণের মধ্যেও এই প্রথা বিরল ছিল না। ইন্দুরের সুবিখ্যাত জীবনসিংহের পত্নী ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

মানসিংহের ১৫০০ পত্নীর মধ্যে ৬০টী সহমৃতা হন। টড্ সাহেবের রাজস্থানে বর্ণিত হইয়াছে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে মারবাড়ের রাজা অজিতসিংহের মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে তাঁহার চৌহানরাণী, দেরাবল রাজকুমারী, তুয়াররাণী, ছাওরা রাণী, সেখাবতী রাণী এবং অন্যান্য আরও পঞ্চাশ জন পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে সতী-স্তম্ভের উপরে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভের গাত্রে সতীগণের হস্ত বা পদ অঙ্কিত করা হইত। ঔকোণের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-বাড়ী নামক স্থানে বাপু গোখলের কন্যার চিতাস্তম্ভের উপর যে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত রহিয়াছে, উহাতে তাঁহার পদ অঙ্কিত হইয়াছে। কুড়িগাঁয়ের যুদ্ধে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে এই বীররমণী এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ চিতার অনলে স্বীয় দেহ আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন।

ভোজনগরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষরাও প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শ্মশানস্তম্ভের উপরে অশ্ব-পৃষ্ঠে তাঁহার মূর্ত্তি খোদিত আছে। তাহার দক্ষিণপার্শ্বে আটজন ও বামপার্শ্বে সাতজন পত্নীর মূর্ত্তি আছে। এই ১৫ জন সহমৃতা হইয়াছিলেন।

সরগুজার কাউর জাতীয় লোকদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও তথায় প্রতাপপুরের সন্নিকটে সতীক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। সম্রাট্ অকবর এই প্রথার বিরোধী ছিলেন। যোধপুর-রাজকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রবধূ সহমৃতা হইতে উদ্যত হন; অকবর এই সংবাদ শুনিয়া উহা নিবারণ করিবার জন্য তীব্রগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এক শত মাইল দূরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অকবর বলিতেন, যাঁহারা আপন ইচ্ছায় সহমৃতা হইবেন, তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু এ বিষয়ে জোর জবরদস্তী করা অত্যন্ত অসঙ্গত। হিন্দুগণও সতীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেন। অনেক স্থলে রাজগণও শোকার্ত্তা বিধবা রমণীকে পতির চিতারোহণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সহানুভূতিসূচক বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

মহারাষ্ট্র-প্রদেশের রাজা শাহুর পত্নী সুখবার বাই সহমৃতা হইতে উদ্যত হইলে অনেকেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি বলেন, আমি আমার স্বামিকুলের গৌরব সংরক্ষণের নিমিত্ত নিশ্চয়ই সহমৃতা হইব, এই বলিয়া তিনি চিতার অনলে স্বীয় দেহ আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন।

য়ুরোপের পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেরই এই প্রথার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের বিবরণ অত্যন্ত বিভিন্ন। মিঃ এল্ফিনষ্টোন বলেন, দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণভাগে কখনও এইরূপ ঘটনা ঘটিতে শুনা যায় নাই। আবি দুবই (Abbe Dubois) এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মার্কো-পলো ও ওডরিক বলেন, দক্ষিণভারতেও এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক গ্যাসপারো বালবী নাগপত্তনে সতীদাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং এই প্রথা সর্ব্বত্রই যে প্রবর্ত্তিত ছিল তাহাতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। কার্ম্মেলাইতগণের প্রকিউরেটার-জেনারল পি, ভিনসেন্সো সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে এদেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কনাড়া অঞ্চলে বহু সতীদাহ দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানে একটী গল্প শুনিয়াছিলেন যে মদুরার নায়কের এগার হাজার স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। ১১ হাজার সতীর কথা অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু মদুরা অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্তও সতীদাহপ্রথা যে প্রচলিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মিঃ পি, মার্টিনের ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের লিখিত পত্রে প্রকাশ তথাকার তিন জন সম্রান্ত বংশ্য লোকের মৃত্যুতে এক জনের সহিত ৪৫ জন, অপরের সহিত ১৭ জন এবং অন্য জনের সহিত ১২ জন সহমৃতা হইয়াছিলেন। ত্রিচীনপল্লীর রাজার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তিনি প্রসবের পরে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সতীদাহ বহু পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় বঙ্গদেশের ন্যায় বেশী সতীদাহ দেখা যাইত না। কিন্তু গঞ্জাম, রাজমহেন্দ্রী ও বিশাখপত্তনে সতীদাহের বহু প্রচলন ছিল। মহারাষ্ট্রগণের শাসন সময়ে বোম্বাইর সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভেও পুণাতে অনেকবার সতী-দাহ দেখা গিয়াছে। মিঃ মুর এক বৎসরে মুট্টা ও মুলা নদীর সঙ্গম-স্থলে ছয়টী সতী-দাহ দেখিয়াছিলেন। নদীসঙ্গমই সতী-দাহের পুণ্যস্থল বলিয়া কথিত আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সতীদাহের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ছিল। বঙ্গ-দেশে সতীকে চিতার সহিত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। উড়িষ্যাতে মৃত্তিকার নিম্নে শ্মশান-[illegible]

সতী তাহাতে ঝম্প প্রদান করিয়া আপতিত হইতেন। দাক্ষিণাত্যে সতী মৃতপতির মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া উপবেশন করিয়া থাকিতেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক বঙ্গদেশে ৭০৬টী ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮৩৯টী সতীদাহ হইয়াছিল। পতিশোকে সতীগণ জলে প্রবেশ করিয়াও প্রাণত্যাগ করিতেন। কাশীধামে শ্মশানে সতীর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইত। ললনাকুল স্নানান্তে গঙ্গাতীরে উঠিয়া সেই সকল স্তম্ভে সতী সতী বলিয়া গঙ্গাজল সেচন করিতেন।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শাসন-প্রভাব ভারতে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সতীদাহনিবারণের জন্য রাজবিধি প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সঙ্গে সতীদাহের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল হইয়াছে। তথাপি মধ্যে মধ্যে এই সতীদাহের সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৬০ খৃঃ দিল্লী গেজেটে মধ্যভারতের এক জবরদস্তী সতীদাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়, ইহাতে আসামীরা দণ্ডিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ ফরক্কাবাদ জেলায় এক সতীদাহ হয়। ইহাতে আসামীগণের কোন শাস্তি হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরের মহারাণার মৃত্যুতে তাঁহার মহিষী সহমৃতা হয়েন। একটী পরিচারিকাকেও এই সময়ে চিতার অনলে সমর্পণ করা হইয়াছিল। ইহার পর আরও কয়েকটী সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭১ খৃঃ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গেজেটিয়ারের ৩য় ভাগে ৩১৬ পৃষ্ঠায় রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া সতীর দেহত্যাগের কথা আছে। অতঃপর জজ বাহাদুর কাম্বেল ও কেম্পের সমক্ষে ঐরূপ একটী সতীদাহের বিচার হয়। Revenue, Judicial and Political Journal এর ১ম ভাগের ২৪ পৃষ্ঠায় ইহার পরিচয় আছে। ১২০১ সালে গয়া জেলায় দুখিয়া নাম্নী এক রমণী মৃত স্বামীর চিতারোহণ করে। কলিকাতা হাইকোর্টে জষ্টিস্ ঘোষ ও টেলরের সমক্ষে তাহার বিচার হয়।

শিখগণের মধ্যে সতীদাহপ্রথা বড় বিরল। শিখগণের আদিগ্রন্থে লিখিত আছে, যাঁহারা সহমৃতা হন, প্রকৃত সতী তাঁহারা নহেন। পতির বিয়োগে যাঁহারা চিরদিন ভগ্নহৃদয়ে শোক সহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত সতী। কিন্তু এইরূপ উপদেশ সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে শিখরমণীগণ মৃত স্বামীর অনুগমন করিতেন। শিখরাজ সুচেত সিংহের মৃত্যুতে তাঁহার ৩০০ স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন। রণজিত সিংহের মৃত্যুতেও তাঁহার চারি জন রাণী সহমরণে গিয়াছিলেন। প্রত্যেক রাণীই অতীব অনুরাগে ও প্রফুল্লতার সহিত চিতানলে দেহ সমর্পণ করিয়াছিলেন। [অনুমরণ শব্দ দেখ।]

খড়্গসিংহের বহু অনুনয় বিনয় ও বাদপ্রতিবাদসত্ত্বেও রাণীরা নিজ নিজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহাদের সহমরণশয্যা বাসর-শয্যার ন্যায় বিবিধ কুসুমে সুশোভিত করা হইয়াছিল। রাণীগণ বিবিধ অলঙ্কার ও বহুমূল্য বসন পরিধান করিয়া হৃষ্টচিত্তে শ্মশানের অভিমুখে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ও শিখ-পুরোহিতগণ মন্ত্রাদি উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ইরাবতী নদীর পবিত্র তটে বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ অপূর্ব্ব পবিত্র বহুল দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এমন কি, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আলেকসন্দারও এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া গিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণ উহা সমুজ্জ্বল চিত্রের ন্যায় পরিস্ফুট ভাষায় সাহায্যে বর্ণনাকৌশলে লিখিয়া রাখিয়াছেন। রণজিৎপত্নীগণের মধ্যে দুইটী রাণীর বয়স ১৬ বৎসরের অধিক ছিল না। তাঁহাদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও অটল দৃঢ়তা এবং প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় প্রফুল্ল মুখচ্ছবি দেখিয়া দর্শক মাত্রই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। চন্দন-কাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। রাজকীয় সৈন্যগণ বিবাহে শোভা যাত্রার ন্যায় শ্মশান-প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিল। রাণীগণের উজ্জ্বল মুখের পবিত্রতায় দর্শকমাত্রেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ এই দৃশ্য দর্শনে একবারে অবাক্ হইয়াছিলেন। রাণীগণ হাসিতে হাসিতে চিতার অনলে প্রবেশ করিলেন, আগুণ ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহারা যেন মহাশান্তির সুখময় ক্রোড়ে সানন্দে ঘুমাইয়া পড়িলেন; দেখিতে দেখিতে চিতার অনল পতিসহ সতীগণকে ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিল। ইহাদের এক জনের নাম কুন্দন, ইনি নূরপুরের মহারাজ সমসের সিংহের কন্যা, দ্বিতীয়ার নাম হিন্দেরী, ইনি নূরপুরের মিঞা পদ্মসিংহের কন্যা, তৃতীয়ার নাম রাজকুমারী ইনি চাইনপুরের সরদার জয়সিংহের কন্যা, চতুর্থার নাম বায়াস্তলী।

প্রাচীন শাকদ্বীপবাসীদিগের মধ্যেও এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। সুপ্রাচীন থ্রেসীয়, জিট ও শাকগণ 'সতীর' গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন। ৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে দিওদোরাস লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের ৩ শত বর্ষেরও বহুপূর্ব্বে ইউমেনিসের সেনাবাহিনী মধ্যে এইরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল (Diodorus Siculus, lib xix. chapter II) আরিষ্টোবিউলাস ও ওনেসিক্রিটাসের লিখিত বিবরণীর উল্লেখ করিয়া ষ্ট্রাবো সতীমাহাত্ম্যের ক্ষীণ-স্মৃতি পাশ্চাত্য-জগতে বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। আরিষ্টোবিউলাস্ তক্ষশিলাবাসিনী পতিহীনা রমণীগণের আত্মোৎসর্গপ্রথার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সিসিরো তাহার 'টাসকিউলিয়ান্ ডিসপিউটেসন' গ্রন্থে এবং ৬৬ খৃষ্টাব্দে প্লুতার্ক রচিত নীতিমালায় ভারতীয় সতীদিগের সহমরণ-কাহিনী উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তিত আছে। প্রোপার্সিয়াস্ বর্ণিত সতীকাহিনী রামুসিওর লেখনীতে লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ভারতীয় সতীর কীর্ত্তি ১২০০

বৎসর পূর্ব্বে সুসভ্য রোমানেরা কিরূপ মর্য্যাদার চক্ষে দেখিতেন! যে দৃশ্য দাম্পত্য-প্রণয়ের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া একদিন সমগ্র জগৎকে মাতাইয়া ছিল।

'Uxorum fusis stat pia turba comis;
Et certamen habit lædi, quæ viva sequatur
Conjugium; pudor est non licuisse mori.
Ardent victrices, et flammæ pectora præbent,
Imponuntque suis ora perusta viris,'—P. 80.

উত্তর-দেশবাসী দিনেমারগণ এই সতী-কাহিনী তাহাদের দেশের বল্দারের উপাখ্যানে বিবৃত রাখিয়াছে। বল্দারের সুন্দরী পত্নী নান্না স্বামীর মৃত্যুতে স্বীয় জীবন অসার জ্ঞান করিয়া তাঁহার চিতাগ্নিতে নিজ দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

শাকদ্বীপবাসীরা জানে, যে স্ত্রী অনন্তকাল-স্বামি-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী ও তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী সেই রমণীই সতী। স্ত্রীলোকেরাও পরলোকে স্বামিসঙ্গলাভ করিবার আশায় স্বামীর মৃতদেহের সহিত কবর মধ্যে দেহরক্ষা করিতে অগ্রসর হয় (Herod. iv. 17) থেসীয়দিগের মধ্যে সাধারণতঃ বহু বিবাহ প্রচলিত। ঐ সকল পত্নীগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বামীর প্রিয়তমা হইত, মৃতের কোন নিকটাত্মীয় তাহাকে স্বহস্তে ঐ সমাধির উপর নিহত করিয়া তৎপরে মৃত-স্বামি-দেহের সহিত একত্র নিহিত করিত।

চীনদেশের তাতার-কুলোদ্ভবদিগের মধ্যে শাকদ্বীপীয় সতী-প্রথা অদ্যাপিও বলবৎ রহিয়াছে। এখানে সম্রান্তবংশীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশেষতঃ রাজপুরুষদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কেবল তাঁহার স্ত্রী বলিয়া নহে, ঐ সঙ্গে তাঁহার অনুচরদিগকেও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করা হইত। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ছুনৎ-ছির মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুচরবর্গ পরলোকে সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার আশায় আপনাপনি কাটাকাটি করিয়া মরিয়াছিল।

আর একটী স্থলে কোন রমণী পরলোকে মৃতস্বামীর সঙ্গলাভের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে অভিলাষিণী হইলে তাহার আত্মীয়বর্গ প্রথমে তাহাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার ন্যায় কতকগুলি অনুষ্ঠানে ব্রতী করে। তৎপরে বিবাহকালে যেমন কন্যাকে বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া বাদ্যোদ্যমের সহিত পতাকাদি শোভাযাত্রাপূর্ব্বক পথে বাহির করা হয়, বিধবাকে আর তদ্রূপ সাধারণের নয়ন-পথের অন্তরাল করিয়া লইয়া যাওয়া হয় না। রমণীগণ ও বালিকারা সাধারণতঃ এই সমারোহের যাত্রায় তাহার পশ্চাদ্গামী হয়। চীনরমণীদিগের পাদতল ক্ষুদ্র, এই কারণে তাহারা সরলভাবে হাটিতে পারে না। মাতা ও কন্যা পিতা বা পুত্রের স্কন্ধে, ভগিনীরা ভ্রাতার স্কন্ধে হাত দিয়া সেই ক্ষুদ্র পায়ের সাহায্যে হেলিতে দুলিতে চলিতে থাকে। দেখিলেই বোধ হয় যেন তাহারা ঐ বিধবাকে রমণীকুলের গৌরব মনে করিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছে অথবা শোকে কাতর হইয়া চলৎশক্তিহীনের ন্যায় অপরের স্কন্ধে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া লুটাইয়া চলিতেছে।

যাত্রীর দল তাঞ্জামে করিয়া ঐ সতীকে যথাস্থানে আনয়ন করিলে সতী স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া তাহার জন্য নির্ম্মিত সম্মুখস্থ মঞ্চোপরি আরোহণ করে। মঞ্চটী দুইভাগে নির্ম্মিত, প্রথমাংশ ভূপৃষ্ঠ হইতে অতি সামান্য উচ্চ। ঐ স্থানে সতীর জন্য একটী মেজের উপর নানা সুখাদ্য সজ্জিত থাকে। অপর ভাগ ইহা অপেক্ষা উচ্চ। এই স্থানে কেবল মাত্র গলায় ফাঁস দিবার জন্য মঞ্চের ছাদের বাঁশ হইতে দড়ি ঝুলান থাকে। তাহারই নিম্নে একখানি চেয়ার। ঐ চেয়ারে দাঁড়াইয়া সতী নিজ হস্তে গলায় ফাঁস লাগাইয়া রজ্জুসংলগ্ন লোহিতবর্ণ রেশমের রুমাল খানি দ্বারা স্বীয় মুখে আবৃত করিয়া দেয়। এই ঘটনার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার জন্য মঞ্চের সমগ্র ছাদ ও পার্শ্বদেশ কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত রাখা হয়।

নিম্ন মঞ্চে ঐ রমণী ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিতে মঞ্চে বসিয়া অন্তিম ভোজন করে। তখন ঐ স্থলে বর্ত্তমান সময়ে চীন রাজকর্ম্মচারীরা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। পূর্ব্বে এইরূপ "সতীর" সময়ে রাজাদেশে দুই জন জেলার মাজিষ্ট্রেট্ উপস্থিত থাকিতেন। পরে ঐরূপ একটী ঘটনার শেষ মুহূর্ত্তে সতীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে উক্ত রাজপুরুষেরা বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং তদবধি তাহারা ঐ সময়ে তাহাদের একজন নিম্নতম কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। ভোজন শেষ হইলে সতী ধীরে ধীরে উপরের মঞ্চে উঠে এবং নিজ ভ্রাতা প্রভৃতি নিকটাত্মীয়ের নিকট সস্নেহে বিদায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কেদারায় দাঁড়াইয়া গলায় রজ্জু লাগাইয়া দেয়। নিজে রজ্জু ধরিতে অশক্ত হইলে, তাহার ভ্রাতা বা অন্য কেহ গিয়া গলায় ফাঁস পরাইয়া আসে। এইরূপে তাহার দেহাবসান ঘটিলে রজ্জু কাটিয়া সতীদেহ ভূমে নামান হয় এবং দেহ পালকীতে বহিয়া নিকটস্থ মন্দির সমক্ষে লইয়া যায়। সতীর পূতদেহে পবিত্র ঐ রজ্জু খণ্ড খণ্ড করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে অর্পণ করা হয়। ঐ রজ্জু লইবার প্রত্যাশায় লোকে সেই জনতার মধ্যে বিশেষ হুড়াহুড়ী করে। তদনন্তর তাহারা ঐ সতীর শেষ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য সদলে মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হয়।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বালি ও লম্বকদ্বীপে এখনও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচলিত। এখানে এখনও সতীদাহপ্রথা

যে ভাবে প্রচলিত আছে, সে ভাব ভারতে এখন আর দৃষ্ট হয় না। কেবল বিধবা পত্নী নহে, এখানে ক্রীতদাস দাসীরাও স্বীয় প্রভুর প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিয়া দেহত্যাগ করে। চিতানলে দাহ ব্যতীত কখন কখন কিরিচ নামক ছুরিকা দ্বারা ঐ নারীকে নিহত করা হয়। লম্বকদ্বীপে বিধবা রমণীরা চিতানলে অনুগমনাপেক্ষা কিরিচ-বিদ্ধ হইয়া পতির অনুবর্ত্তিনী হওয়াই বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করে। এখানে কেবল পুরোহিতের পত্নীরা আত্মোৎসর্গ করেন না, কিন্তু যাঁহারা বিশেষ ধনশালী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের বিধবা পত্নীরাই মৃত-স্বামীর চিতায় দেহরক্ষা করিয়া "সতী" খ্যাতি লইতে সমর্থ হন। ঐ সময়ে মৃতের চিতার পার্শ্বে একটী বংশমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। বিধবা রমণী ঐ মঞ্চে আরোহণের পূর্ব্বে পরলোকে স্বামীর সঙ্গলাভের জন্য কতকগুলি ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান করেন। তাহার সেই অনুষ্ঠান গুলি শেষ হইয়া আসিলে চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। মৃতদেহ দগ্ধীভূত করিয়া চিতানল প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বিধবা-পত্নী ঐ মঞ্চোপরি হইতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক অগ্নিগর্ভে আত্মজীবন উৎসর্গ করেন।

কিরিচ দ্বারা নিহত হইয়া অনুগমনপ্রথা অতীব বর্ব্বর জনোচিত। মৃত্যুর পরদিন মৃতদেহ মঞ্চে রাখিয়া স্নান করান হয়। পুরোহিত তাহার উপর পূতবারি সিঞ্চন এবং চম্পক ও কনক পুষ্প প্রদান করিতে করিতে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তদনন্তর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রঞ্জিত চাউলগুড়া বিলেপন করিয়া তদুপরি কুট্টিত পুষ্পাচ্ছাদন দেওয়া হয়। এই সময়ে রমণীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া বিধবা নারী ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিতে তথায় আগমন করে। তৎকালে তাহার দেহ শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত ও পুষ্পমাল্য বিভূষিত থাকে। অনন্তর উপস্থিত রমণীরা সতীর হস্তে এক একটী ফুলের তোড়া দেয় ও তাহা পুনরায় গ্রহণ করে। ইহার পর সতী পতিসঙ্গলাভের আশায় ভগবানের আরাধনা করিয়া স্বীয় স্বামীর মৃতদেহের নিকট উঠিয়া যায় এবং তাহার মুখ হইতে পাদ পর্য্যন্ত সকল অবয়বই চুম্বন করিয়া পুনরায় নিজ স্থানে ফিরিয়া আসে।

অতঃপর উপস্থিত রমণীরা হস্তের অঙ্গুরীয়ক গুলি খুলিয়া লইলে সতী স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা স্বীয় বক্ষ আবরিত করে এবং তখন দুইজন রমণী তাহাকে জাপটাইয়া ধরে। এই সময়ে সতীর দেহে কিরিচ বসাইবার জন্য তাহার একটী ভ্রাতাকে মনোনীত করা হয়। ঐ ভ্রাতা প্রথমে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি স্বামীর অনুগামিনী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছ কি না। তাহাতে বিধবা ঘাড় নাড়িয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে ঐ ভ্রাতা তাহাকে হত্যাকরণ জন্য অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তদ্দণ্ডেই কিরিচ লইয়া তাহার বাম বক্ষে আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঐ আঘাত তাহার বক্ষ স্পর্শ করে মাত্র, বেশী দূর পর্য্যন্ত যায় না, তদনন্তর অপর এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ ছুরিকা আমূল বক্ষে বসাইয়া দেয়। তারপর তাহার স্কন্ধে অপর একটী আঘাত করা হয়, তাহাতেও তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত না হইলে তাহার দেহে আরও দুই বা তিনবার ছুরিকাঘাত করা হয়। দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলে ঐ শব তাহার স্বামীর পার্শ্বে আনিয়া রাখে এবং পতিপত্নীর উভয়ের দেহ ধুনা ও ধূপাদি গন্ধানুলেপন দ্বারা আবৃত করিয়া শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদিত করে। ঐ রূপে কয়দিন একটী ক্ষুদ্র গৃহে দেহদ্বয় রক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাদিগকে একত্র দাহ করা হয়।

সহমাতৃক (ত্রি) মাত্রা সহ বর্ত্তমানঃ, কপ্ সমাসান্তঃ, সহশব্দস্য সাদেশো নঃ। সমাতৃক, মাতার সহিত বর্ত্তমান, মাতৃযুক্ত, মাতৃবিশিষ্ট।

সহমান (ত্রি) ১ সমর্য্যাদ। মানের সহিত, বিনা গোলমালে, ভালয় ভালয়। ২ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। (ছান্দোগ্য উপ° ৩।১৫।২) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ বৃক্ষভেদ। (অথর্ব্ব ২।২৫।২)

সহমুর (ত্রি) সহমূল লস্য র। মূলের সহিত, মূলযুক্ত। "সহমূরান্ ক্রব্যাদঃ" (ঋক্ ১০।৮৭।১৯) 'সহমূরান্ মূলেন সহিতান্ মারকব্যাপারেণ যুক্তান্' (সায়ণ)

সহমূল (ত্রি) মূলেন সহ। সমূল, মূলের সহিত, মূলযুক্ত। "রক্ষঃ সহমূলমিন্দ্র" (ঋক্ ৩।৩০।১৭)

সহমৃতা (স্ত্রী) ভর্ত্রা সহ মৃতা। স্বামীর সহিত যে স্ত্রী মৃতা হন, যে স্ত্রী সহমরণ করেন। [সহমরণ দেখ।]

সহযশস্ (ত্রি) যশসা সহ। যশস্বৎ, যশোযুক্ত, যশোবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৪।৪।১২।২)

সহযায়িন্ (ত্রি) সহ যাতীতি যা-ণিনি। মিলিতগামী, যাহারা মিলিত হইয়া গমন করে।

সহযুজ্ (ত্রি) সহযুক্ত। একত্র।

সহযুধ্বন্ (ত্রি) সহ-যুধ-(সহেচ। পা ৩।২।৯৬) ইতি ক্বনিপ্। সহযুদ্ধকারী।

সহর (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

সহর্ (পারসী) প্রধান নগর।

সহর-কোতোয়াল (পারসী) সহরের অধ্যক্ষ বা পরিদর্শক রাজকর্ম্মচারীবিশেষ। বর্ত্তমান Commissionor of Police পদ।

সহরক্ষস্ (ত্রি) অগ্নি ও অসুর।

সহরতলী (পারসী) উপকণ্ঠ, সহরের সীমাদেশ।

সহরসা (স্ত্রী) সহ রসো যস্যা। মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী।

সহরাজক (ত্রি) সরাজক, রাজার সহিত বর্ত্তমান, রাজযুক্ত।

সহরি (অব্য) হরেঃ সদৃশং, সদৃশ্যার্থে অব্যয়ীভাবঃ। ১ হরির সদৃশ। (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ বৃষ।

সহরুণ (পুং) চন্দ্রাখভেদ।

সহর্ষ (পুং) সহ হর্ষো যত্র। ১ স্পর্দ্ধন। ২ হর্ষ। (ত্রিকা°) হর্ষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। (ত্রি) ৩ হর্ষযুক্ত, হর্ষবিশিষ্ট। আনন্দযুক্ত।

সহর্ষভ (ত্রি) বৃষযুক্ত (ধেনু)। স্ত্রিয়াং টাপ্। (তৈত্তিরীয়স° ২।৬।৭।৩)

সহল্ (আরবী) সহজ, সাধারণ, সামান্য।

সহলনীয় (ত্রি) হলযোগে কর্ষণীয়।

সহলোকধাতু (পুং) বৌদ্ধলোকভেদ। পৃথিবীভেদ।

সহবৎস (ত্রি) বৎসের সহিত, বৎসযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সহবৎসা = ধেনু।

সহবসতি (স্ত্রী) একত্রাবস্থান।

সহবসু (পুং) অসুরভেদ। (ঋক্ ২।১৩।৮ সায়ণ)

সহবহ (ত্রি) একত্র বহন। (ঋক্ ৭।৯৭।৬)

সহবাচ্য (ত্রি) একত্র কথনযোগ্য। (লাট্যা° ১।১১.২৬)

সহবাদ (পুং) সহ-বদ-ঘঞ্। একত্র কথন। পরস্পরে তর্ক বা বাদানুবাদ।

সহবাস (পুং) সহ-বস্-ঘঞ্। একত্র অবস্থিতি, একসঙ্গে বাস। সঙ্গম।

সহবাসিক (ত্রি) একত্র বাসকারী। একত্র বাসযুক্ত।

সহবাসিন্ (ত্রি) সহ বসতি বস-ণিনি। একত্র বাসকারী, একত্রাবস্থানকারী, যাহারা একত্র বাস করে।

সহবাহ্ (ত্রি) মিলিত হইয়া বহনকারী। "অশ্বা বৃহস্পতিং সহবাহো বহন্তি" (ঋক্ ৭।৯৭।৬) 'সহবাহঃ সংহতা বাহকাঃ'

সহবীর (ত্রি) পুত্র সহিত। "ধাতা রয়িং সহবীরং" (ঋক্ ৩।৫৪।১৩) 'সহবীরং পুত্রসহিতং' (সায়ণ)

সহবীর্য্য (ক্লী) বীর্য্য সহিত। সদর্প।

সহব্রত (ত্রি) সহ ব্রতং যস্য। একত্র ব্রতাচরণকারী। সহিত ব্রতকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সহব্রতা = সহধর্ম্মিণী।

সহশয্যা (স্ত্রী) শয্যার সহিত।

সহশয্যাসনাশন (ত্রি) শয্যা, আসন ও ভোজনের সহিত, শয্যা, আসন ও অশনের সহিত বর্ত্তমান।

"এতে যৌনেন সংবদ্ধাঃ সহশয্যাসনাশনাঃ।
বৃষ্ণয়স্তুল্যতাং নীতা অস্মদ্ভর্তুনুপাসনাঃ॥" (ভাগ° ১০।৬৮।২৫)

সহশেয্য (ক্লী) সহশয়ন, একত্র শয়ন।

"সমানে যোনৌ সহশেয্যায়" (ঋক্ ১০।১০।৭)
'সহশেয্যায় সহশয়নার্থং' (সায়ণ)

সহস্ (পুং) সহতে ইতি (সহতে রসুন্। উণ্ ৪।১৮।৮) ইতি অসুন্। ১ মার্গশীর্ষমাস, অগ্রহায়ণ মাস। (উজ্জ্বল) ২ জ্যোতিঃ। ৩ বল। (শব্দরত্না°)

সহসংবাদ (পুং) সংবাদ সহিত, সংবাদযুক্ত, বার্ত্তাবিশিষ্ট।

সহসংবাস (পুং) একত্র বাস।

সহসংসর্গ (পুং) পরস্পরে চর্ম্মসংঘর্ষ। পরস্পরে সহবাস।

সহসঞ্জাতবৃদ্ধ (পুং) একত্রজাত ও পরিবৃদ্ধ।

সহসত্তলা (স্ত্রী) প্রেমার্থীযুক্ত। প্রণয়ী সহিত। (অথর্ব্ব ১৪।১।১৯)

সহসম্ভব (পুং) সহজ। সহজন্মন্। একত্রজাত।

সহসা (অব্য) হঠাৎ। পর্য্যায়—অতর্কিত, অকস্মাৎ। (শব্দরত্না°) নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সহসা কোন কার্য্য করিতে নাই, সহসা কার্য্য করিলে তাহার অনেক দোষ হয়, এইজন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক।

"সহসা বিদধীত নক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদং।
বৃণুতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥" (ভারবি)

(ত্রি) ২ হাস্যযুক্ত, সহাস্য। (মাঘ ৬।৫৭)

সহসাদৃষ্ট (ত্রি) হঠাৎ দৃষ্ট, যাহা হঠাৎ দেখা যায়। (পুং) ২ দত্তকপুত্র।

সহসান (পুং) সহতে ইতি সহ (ঋঞ্জিবৃধি মন্দি সহিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ২।৮৭) ইতি অসানচ্। ১ ময়ূর। ২ যজ্ঞ। (ত্রি) ৩ ক্ষমাযুক্ত। (উজ্জ্বল) ৪ শত্রুদিগের অভিভবকারী। "মানস্তু সূনুঃ সহসানেহগ্নৌ" (ঋক্ ১।১৮২।৮) 'সহসানে শত্রূণামভিভবিতরি' (সায়ণ)

সহসামান্ (ত্রি) বেদত্রয়তেজঃ সহিত। "দেবাঃ সহসামানমর্কং" (ঋক্ ১০।১১৪।১) 'সহসামানং সাম শব্দ উপলক্ষকঃ, বেদত্রয়তেজঃসহিতং। সর্ব্বং তেজঃ সামরূপং হ শশ্বদিত্যাম্নানাৎ' (সায়ণ)

সহসাবৎ (ত্রি) সহস্বৎ, তেজোযুক্ত, বলযুক্ত।

"সোম রায়ো ভাগং সহসাবন্" (ঋক্ ১।৯১।২৩)
'সহসাবন্ সহঃ শব্দাম্মতুপি ছন্দসি আকারোপজনঃ' (সায়ণ)

সহসিদ্ধ (ত্রি) জন্ম হইতে সিদ্ধ।

সহসিন্ (ত্রি) বলবান্, বলযুক্ত। "ভদ্রং তে অগ্নে সহসিন্" (ঋক্ ৪।১১।১) 'হে সহসিন্ বলবন্' (সায়ণ)

সহসূক্তবাক্ (ত্রি) মন্ত্রসূক্তের বাক্যবিশিষ্ট (যজ্ঞ)। (অথর্ব্ব ৭।৯৭।৬)

সহসেবিন্ (ত্রি) সহ সেবতে ইতি সেব-ণিনি। সহসেবাকারী, একত্র সেবাকারী।

সহসোদ্গত (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ।

সহসোম (ত্রি) সোমের সহিত। "সহসোমা ইন্দ্রায়" (শুক্লযজুঃ ৮।১১) 'সহসোমা সোমেন সহিতা' (মহীধর)

সহস্কৃৎ (ত্রি) বলকারক। "সহস্বস্তঃ সহস্কৃতং" (শুক্লযজুঃ ৩।১৮) 'সহস্কৃতং সহো বলং করোতীতি সহস্কৃৎ তং' (মহীধর)

সহস্কৃত (ত্রি) বল দ্বারা কৃত, বলদ্বারা মথিত, বলদ্বারা যাহা করা হয়। "সহস্কৃতং সোমপেয়ায় সন্ততঃ" (ঋক্ ১।৪৫.৯)

"সহস্কৃতং বলেন মথিতং সহতে অভিভবত্যনেনেতি সহো তেন ক্রিয়তে ইতি সহস্কৃতং (সায়ণ)

সহস্ত (ত্রি) হস্তেন সহ বর্ত্তমানঃ। হস্তের সহিত বর্ত্তমান, হস্তযুক্ত, হস্তবিশিষ্ট।

সহস্তোম (ত্রি) স্তোমের সহিত বর্ত্তমান, ত্রিবৃৎ ও পঞ্চদশাদি স্তোমের সহিত বর্ত্তমান।

"সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ" (ঋক্ ১০।১৩০।৭)

'সহস্তোমাঃ ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদিভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ' (সায়ণ)

সহস্থ (ত্রি) একত্র স্থিতিযুক্ত।

সহস্থান (ক্লী) একত্র অবস্থিতির স্থান।

সহস্থিত (ত্রি) একত্রাবস্থিত। সহস্থ।

সহস্য (পুং) সহসি বলে সাধুঃ তত্র সাধুরিতি যৎ। ১ পৌষমাস। (অমর)

সহস্র (ক্লী) সহো বলমস্ত্যস্মিন্নিতি সহস্-র। সহো বলনামসু-ব্যাখ্যাতং রো মত্বর্থীয়ঃ। সংখ্যাবিশেষ, দশশত সংখ্যা, চলিত হাজার। এই বাচক শব্দ জাহ্নবীবক্ত্র, শেষশীর্ষ, পদ্মচ্ছদ, রবিকর, অর্জ্জুন, বেদশাখা, ইন্দ্রবৃষ্টি। (কবিকল্পলতা)

সহস্রক (ত্রি) সহস্র শীর্ষবিশিষ্ট। [সহস্রকরপন্নেত্র দেখ।]

সহস্রকর (পুং) সহস্রং করা যস্য। সহস্রকিরণ।

সহস্রকরপন্নেত্র (পুং) সহস্রহস্ত, পদ ও নেত্রযুক্ত।

"মোহজালমপাস্যেহ পুরুষো দৃশ্যতে হি যঃ।
সহস্রকরপন্নেত্রঃ সূর্য্যবর্চ্চাঃ সহস্রকঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩.১১৯)

সহস্রকাণ্ড (ত্রি) সহস্রং কাণ্ডানি যস্য। সহস্রসংখ্যক কাণ্ডযুক্ত।

সহস্রকাণ্ডা (স্ত্রী) শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

সহস্রকিরণ (পুং) সহস্রং কিরণানি যস্য। সূর্য্য। (হলায়ুধ)

সহস্রকৃত্বস্ (অব্য°) সহস্রং বারার্থে কৃত্বস্। সহস্রাবৃত্তি, সহস্রবার, হাজারবার।

"সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥" (মনু ২।৭৯)

সহস্রবার করিয়া যদি গায়ত্রী জপ করা হয়, তাহা হইলে মহৎপাপও একমাসের মধ্যে বিনষ্ট হয়।

সহস্রকেতু (ত্রি) অনেক ধ্বজবিশিষ্ট, বহু পতাকাযুক্ত। বা ধনের জ্ঞাপয়িতা। "সহস্রকেতুং বনিনং শতদ্বসুং" (ঋক্ ১।১১৯।১) 'সহস্রকেতুং অনেকধ্বজং বা সহস্রস্য ধনস্য কেতয়িতারং জ্ঞাপয়িতারং' (সায়ণ)

সহস্রগু (ত্রি) গো-সহস্রপরিমিত ধন, যাহার হাজার গরু আছে।

"যোঽনাহিতাগ্নিঃ শতগুরযজ্বা চ সহস্রগুঃ।
তয়োরপি কুটুম্বাভ্যামাহরেদবিচারয়ন্॥" (মনু ১১।১৪)

'সহস্রগুঃ গোসহস্রপরিমিতধনঃ' (কুল্লূক) (পুং) ২ সূর্য্য, সহস্রকিরণ। (বৃহৎস ২৮।১৮)

সহস্রগুণ (ত্রি) ১ সহস্রগুণযুক্ত, হাজার গুণ।

সহস্রগুণিত (ত্রি) সহস্র দ্বারা গুণিত, যাহাকে হাজার দ্বারা গুণ করা হইয়াছে।

সহস্রচক্ষুস্ (পুং) সহস্রং চক্ষুংষি যস্য। ইন্দ্র, সহস্রনেত্র-যুক্ত ইন্দ্র।

সহস্রচরণ (ত্রি) সহস্রং চরণানি যস্য। বিষ্ণু, সহস্রপাদ।

সহস্রচিত্য (পুং) রাজভেদ। (ভারত অনু° প°)

সহস্রচেতস্ (পুং) সহস্রচিত্ত, বিষ্ণু।

সহস্রজিৎ (ত্রি) সহস্রং জয়তি জি-কিপ্, তুক্চ। ধনজেতা বা সহস্র সংখ্যক শত্রুজয়কারী। "দেবো দেবৈঃ সহস্রজিৎ" (ঋক্ ১।১৮৮।১) 'সহস্রজিৎ সহস্রস্য ধনস্য এতৎসংখ্যকানাং শত্রূণাং বা জেতা' (সায়ণ) (পুং) ৩ বিষ্ণু। (হেম)

সহস্রজ্যোতিস্ (পুং) সুভ্রাজের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপ°)

সহস্রণী (পুং) যিনি যুদ্ধস্থলে সমীপস্থিত সহস্র রথীকে রক্ষা করিতে পারেন, ভীষ্ম।

"তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণী
বিমুক্তসঙ্গং মন আদিপুরুষে।" (ভাগবত ১।৯।৩০)

'সহস্রণীঃ যুদ্ধে সমীপস্থান্ সহস্রং রথিনোনয়তি পালয়তি ইতি সহস্রণী ভীষ্মঃ' (স্বামী)

ভীষ্মদেব যুদ্ধস্থলে নিকটস্থিত রথীকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিতেন, এইজন্য তাঁহাকে সহস্রণী কহে।

সহস্রনীতি (ত্রি) সহস্রনয়ন। "সহস্রনীতির্যতিঃ" (ঋক্ ৯।৭১।৭) 'সহস্রনীতিঃ সহস্রনয়নঃ' (সায়ণ)

সহস্রতম (ত্রি) সহস্র পূরণার্থে তমপ্। সহস্রসংখ্যার পূরণ।

সহস্রতয় (ক্লী) সহস্রসংখ্যা। (শিশুপালবধ ৯।৮০)

সহস্রদ (ত্রি) সহস্রং দদাতি দা-ক। গোসহস্রদাতা বা বহু-প্রদ, যিনি অনেক দান করেন।

"বেদার্থবিৎ প্রবক্তা চ ব্রহ্মচারী সহস্রদঃ।" (মনু ৩।১৩৬)

'সহস্রদঃ দেয়বিশেষানুপাদানেঽপি গাবো বৈ যজ্ঞস্য মাতর ইত্যাদি বিশেষপ্রবৃত্তশ্রুতিদর্শনাৎ গোসহস্রদাতা বহুপ্রদো বা' (কুল্লূক) যিনি সহস্র দান করেন, ইহাতে দেয় বিশেষের

কোন উল্লেখ না থাকিলেও 'গরু যজ্ঞের মাতৃস্বরূপ' এইরূপ শ্রুতি আছে বলিয়া গোসহস্রপ্রদানকারীকে সহস্রদ কহে।

সহস্রদংষ্ট্র (পুং) সহস্রং দংষ্ট্রা যস্য। পাঠীন মৎস্য, বোয়ালমাছ, চিতলমাছ। (অমর)

সহস্রদংষ্ট্রিন্ (পুং) সহস্রদংষ্ট্রা সন্ত্যস্যেতি ইনি। বোদাল মৎস্য, বোয়ালমাছ।° (শব্দরত্না°)

সহস্রদক্ষিন্ (ত্রি) সহস্রং দক্ষিণা যস্য। যাগভেদ, সহস্র দক্ষিণাযুক্ত যাগ। (ঋক্ ১০।৩৩।৫)

সহস্রদল (ক্লী) সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্ম, যে পদ্মের অনেক পাপড়ী থাকে, তাহাকে সহস্রদল কহে। (ত্রি) ২ সহস্রপত্রবিশিষ্ট।

সহস্রদাবন্ (ত্রি) সহস্র সংখ্যক ধনদাতা। "ইন্দ্রঃ সহস্রদাব্নাং বরুণঃ" (ঋক্ ১।১৭।৫) 'সহস্রদাব্নাং সহস্রসংখ্যক-ধনপ্রদানাং' (সায়ণ)

সহস্রদৃশ্ (পুং) ১ বিষ্ণু। (পুরুষসূক্ত) ২ সহস্রনয়ন ইন্দ্র।

সহস্রদোস্ (পুং) সহস্রং দোষো বাহবো যস্য। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। (জটাধর)

সহস্রদ্বার (ত্রি) বহুদ্বারবিশিষ্ট, অনেক দ্বারযুক্ত গৃহ।

"সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে" (ঋক্ ৭।৮৮।৫)

'সহস্রদ্বারং বহুদ্বারং' (সায়ণ)

সহস্রধা (অব্য) সহস্র প্রকারার্থে ধাচ্। সহস্রপ্রকার, বহুপ্রকার। (ঋক্ ১০।১১৪।৮)

সহস্রধার (ত্রি) সহস্রধারাযুক্ত, সহস্রধারাবিশিষ্ট, পাত্র।

সহস্রধারা (স্ত্রী) সহস্রং বহবো ধারা জলপ্রপাতা যত্র। দেবতাস্নানার্থ সহস্র ছিদ্রযুক্ত পাত্র গলিত জলধারা। দেবতার মহাস্নানকালে সহস্রধারা দ্বারা স্নান করাইতে হইবে।

"সহস্রধারয়া দেবীং স্নাপয়ামি সুরেশ্বরীং।" (দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

সহস্রধী (ত্রি) সহস্র বুদ্ধি যাহার। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী।

সহস্রনয়ন (পুং) সহস্রং নয়নানি যস্য। ১ ইন্দ্র। (হলায়ুধ) ২ সহস্র নয়নযুক্ত।

"কিঞ্চাত্র বহুভিঃ সূক্তৈর্হেতুবাদৈঃ পুরন্দর।
সহস্রনয়নং দৃষ্ট্বা ত্বামেব সুরসত্তম॥" (ভারত ১৩।১৪।২০৪)

৩ বিষ্ণু। (ভাগবত)

সহস্রনামন্ (ক্লী) সহস্রং নামানি। সহস্র সংখ্যক নাম, মহাভারতাদিতে বিষ্ণুর সহস্র নাম, শিবের সহস্র নাম, দুর্গার সহস্র নাম বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল সহস্র নাম পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ বৈশাখ, কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে বিষ্ণুর সহস্র নাম শ্রবণ অবশ্য বিধেয়। (ত্রি) সহস্রং নামানি যস্য। ২ বিষ্ণু। ৩ শিব। ৪ অম্লবেতস্। (ভাবপ্র°)

সহস্রনেত্র (পুং) সহস্রং নেত্রাণি যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ সহস্র চক্ষুঃ। ৩ বিষ্ণু।

সহস্রনেত্রাননপদবাহু (পুং) বিষ্ণু, সহস্রচক্ষুঃ আনন, পাদ, ও বাহুযুক্ত।

সহস্রপতি (পুং) সহস্রস্য পতিঃ। সহস্রের অধিপতি। যিনি সহস্র গ্রাম শাসন ও পালন করেন, তাহাকে সহস্রপতি কহে। রাজা দশপতি, শতপতি ও সহস্রপতি প্রভৃতি নিযুক্ত করিবেন, তাহারা সেই সেই গ্রামের শাসনাদি কার্য্য করিবেন।

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥" (মনু ৭।১১৫)

সহস্রপত্র (ক্লী) সহস্রাণি পত্রাণি যস্য। পদ্ম, সহস্রদল পদ্ম। (অমর)

সহস্রপর্ণ (ত্রি) সহস্রাণি পর্ণানি যস্য। ১ শর। (ঋক্ ৮।৬৬।৭) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ সহস্রসংখ্যক পত্রোপেত। সহস্রপত্রাচ্ছাদিত। ৩ বৃক্ষভেদ। (অথর্ব্ব ৬.১৩৯।১, ৮।৭।১৩)

সহস্রপাদ্ (পুং) সহস্রং পাদা যস্য সংখ্যাসু পূর্ব্বস্যেতি পাদস্যান্তলোপঃ। ১ বিষ্ণু।

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (পুরুষসূক্ত)

২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৯)

৩ ঋষিবিশেষ। (ভারত ১।১০।৭)

সহস্রপাদ (পুং) সহস্রং পাদা যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ সূর্য্য। ৩ কারণ্ড-পক্ষী। (মেদিনী)

সহস্রপোষ (পুং) সহস্র প্রকারে পোষণ।

সহস্রপোষিন্ (ত্রি) সহস্র সংখ্যক পোষণকারী।

সহস্রপোষ্য (ক্লী) সহস্রসংখ্যক পুরুষপোষক গোসমূহ বা পুত্র। "ব্রহ্মকদা স্তোত্রে সহস্রপোষ্যং" (ঋক্ ৬।৩৫।১) 'সহস্রপোষ্যং সহস্রসংখ্যকপুরুষপোষকং গোসমূহং পুত্রং বা' (সায়ণ)

সহস্রপ্রাণ (ত্রি) সহস্রপ্রাণযুক্ত। (অথর্ব্ব ১৯।৪৬।৬)

সহস্রবল (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু°)

সহস্রবাহবীয় (ক্লী) সামভেদ।

সহস্রবাহু (পুং) সহস্রং বাহবো যস্য। ১ বাণরাজ। ইনি বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। (ভাগবত ১০।৬২।২) ২ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩১) (ত্রি) বহু বাহুযুক্ত।

"ততোঽতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্ দিবং
সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ত্রিসূর্য্যদৃক্।" (ভাগবত ৪।৫।৩)

সহস্রবুদ্ধি (ত্রি) সহস্রধী।

সহস্রভক্ত (ক্লী) উৎসববিশেষ। (স্কান্দতন্ত্র° ৪।২৪৩)

সহস্রভর (ত্রি) ধনভর্ত্তা, ধনপতি। "তং নঃ সহস্রভরমুব রাসাং" (ঋক্ ৬।২০।১) 'সহস্রভরং সহস্রস্য ধনস্য ভর্ত্তারং' (সায়ণ)

সহস্রভাগবতী (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তিভেদ।

সহস্রভাব (পুং) সহস্রপ্রকার অবস্থা। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।৬।৩২)

সহস্রভুজ (পুং) সহস্রং ভুজা যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন। ৩ বলিপুত্র বাণরাজ।

সহস্রভুজা (স্ত্রী) সহস্রং ভুজা যস্যাঃ। মহালক্ষ্মী, এই দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী। ইনি যুদ্ধকালে সহস্রভুজা হইয়া থাকেন। চণ্ডীপাঠকালে ইঁহার পূজা করিতে হয়। এই দেবীর পূজা করিলে সকল প্রকার হিত সাধিত হইয়া থাকে। ইঁহার ধ্যান—

"শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা।
রক্তমধ্যা রক্তদেহা নীলজঙ্ঘোরুতালুকা॥
চিত্রানুলেপনা কান্তা সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী।
অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা রণে॥
আয়ুধান্যত্র বক্ষ্যন্তি দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ।
অক্ষমালা চ স্রুবলং বাণাসিকুলিশং গদাং॥
চক্রং ত্রিশূলং পরশুং শঙ্খঘণ্টে চ পাশকং।
শক্তিং দণ্ডং চর্ম্মচাপং পানপাত্রং কমণ্ডলুং॥
অলঙ্কৃতা ভুজা স্বেভিরায়ুধৈঃ পরমেশ্বরী।
স্মর্ত্তব্যা স্তুতিকালাদৌ মহিষাসুরমর্দ্দিনী॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণীয় দেবীমাহাত্ম্যপাঠক্রম)

সহস্রমঙ্গল (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর° ৮।৫৩৬)

সহস্রমন্যু (ত্রি) সহস্রপ্রকার মনোবৃত্তিবিশিষ্ট।

সহস্রমুতি (ত্রি) বহুবিধ রক্ষণবিশিষ্ট। "সহস্রমুতিস্তবিষীষু বাবৃধে" (ঋক্ ১।৫২।২) 'সহস্রমুতিঃ বহুবিধরক্ষণবান্' (সায়ণ)

সহস্রমূর্ত্তি (পুং) বিষ্ণু, ব্রহ্মরুদ্রাদি অনেক মূর্ত্তিবিশিষ্ট।
"অস্য চক্রমৎ পুণ্যচিকির্ষয়োর্ব্ব্যা-
মধিষ্ঠিতো যানি সহস্রমূর্ত্তিঃ।" (ভাগবত ৩।১।১৭)
'সহস্রমূর্ত্তিঃ ব্রহ্মরুদ্রাদ্যনেকমূর্ত্তিঃ' (স্বামী)

সহস্রমূর্দ্ধন্ (পুং) সহস্রং মূর্দ্ধানো যস্য। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৭) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩০)

সহস্রমূল (ত্রি) সহস্রসংখ্যক মূলযুক্ত। (অথর্ব্ব ১৩।৩।১৫)

সহস্রমূলী (স্ত্রী) সহস্রং মূলানি যস্য ঙীষ্। ১ দ্রবন্তী। (রাজনি°) ২ আখুকর্ণী, মূষাকাণী। (বৈদ্যকনি°)

সহস্রমৌলি (পুং) সহস্রং মৌলয়ো যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ অনন্ত-দেব। (দেবীভাগ° ১।২।৭)

সহস্রম্ভর (ত্রি) সহস্রং ভরতি খস্-মুম্। অনেক বিধের ভর্ত্তা, বিহরণ দ্বারা নানাবিধ রূপের ধারক বা সকলের ভর্ত্তা।
'বশিষ্ঠঃ সহস্রম্ভরঃ" (ঋক্ ২।১।১) 'সহস্রম্ভরঃ সহস্রস্য অনেকবিধস্য ভর্ত্তা, বিহরণেন নানাবিধরূপস্য ধারক ইত্যর্থঃ। যদ্বা সহস্রস্য সর্ব্বস্য ভর্ত্তা' (সায়ণ)

সহস্রযজ্ঞ (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (ললিতবি°)

সহস্রযজ্ঞতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সহস্রযাজ্ (ত্রি) সহস্রযাজিন্।

সহস্রযাজিন্ (ত্রি) সহস্র যজ্ঞ যজনাকারী।

সহস্রযামন্ (ত্রি) বহুমার্গ। "সহস্রযামা পথিকৃৎ বিচক্ষণঃ" (ঋক্ ৯।১৬৫) 'সহস্রযামা বহুমার্গঃ' (সায়ণ)

সহস্ররশ্মি (পুং) সহস্রং রশ্ময়ো যস্য। সূর্য্য, সহস্র কিরণ।

সহস্ররশ্মিতনয় (পুং) সূর্য্যতনয়, সূর্য্যপুত্র। (বৃহৎস° ২৩।১৩)

সহস্ররেতস্ (ত্রি) বহুবিধ হিরণ্যরেতস্ক বা প্রভূতসার। "সহস্ররেতা বৃষভস্তুবিষ্মান্" (ঋক্ ৪।৫।৩) 'সহস্ররেতাঃ বহুবিধ-হিরণ্যরেতস্কঃ, রেতঃ শব্দো সারবাচী, প্রভূতসারো বা' (সায়ণ)

সহস্রলিঙ্গী (স্ত্রী) সহস্র লিঙ্গ। (রাজতর° ২।১২৯)

সহস্রলোচন (পুং) সহস্রং লোচনানি যস্য। সহস্রলোচন ইন্দ্র।

সহস্রবক্ত্র (পুং) সহস্রং বক্ত্রাণি যস্য। সহস্রবদন, বিষ্ণু।

সহস্রবৎ (ত্রি) সহস্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সহস্রবিশিষ্ট, সহস্রযুক্ত। যাহার সহস্র পরিমাণ ধনাদি আছে।

সহস্রবর্চস্ (ত্রি) সহস্র কিরণবিশিষ্ট। অতিশয় দীপ্তিমান্।

সহস্রবাচ্ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি°)

সহস্রবাজ (ত্রি) ১ অপরিমিতান্ন। ২ অপরিমিত বলশালী।
"সহস্রবাজমভিমাতিষাহং" (ঋক্ ১০।১০।১৭)
'সহস্রবাজং অপরিমিতান্নং অপরিমিতবলং' (সায়ণ)

সহস্রবীর (ত্রি) সহস্র সংখ্যক শত্রুকে যিনি বিশেষরূপে প্রেরণ করেন বা অনেক পুত্রাদিবিশিষ্ট।
"সহস্রবীর মস্তৃণন্" (ঋক্ ১।১৮৮।৪)
'সহস্রবীরং সহস্রসংখ্যকা বীরাঃ শত্রুণাং বিশেষেণ ঈরয়িতারো দেবা যস্য তত্তাদৃক্, যদ্বা অপরিমিতবীরাঃ পুত্রাদয়ো যেন তাদৃক্' (সায়ণ)

সহস্রবীর্য্য (ত্রি) সহস্রং বীর্য্যাণি অস্য। ১ প্রভূত বলশালী। (শুক্লযজু° ১৩।২৬)

সহস্রবীর্য্যা (স্ত্রী) সহস্রং বীর্য্যাণ্যস্যাঃ। ১ দূর্ব্বা। (অমর) ২ মহাশতাবরী। (রাজনি°)

সহস্রবেধ (ক্লী) সহস্রং বেধা যস্য। ১ চুক্র, চুক্রনামক কাঞ্জিক বিশেষ। (রাজনি)

সহস্রবেধিন্ (ক্লী) সহস্রং বেধিতুং শীলমস্য। বিধ ছিদ্রী-করণে ণিনি। ১ হিঙ্গু। (রাজনি°) (পুং) ২ অম্লবেতস, জলবেতস। (মেদিনী) ৩ কস্তূরী। (ত্রি) ৪ সহস্রবেধকর্ত্তা, যিনি সহস্র বেধ করেন।

সহস্রশতদক্ষিণ (ত্রি) সহস্রশতং দক্ষিণা যস্য। সহস্রশত দক্ষিণাযুক্ত, যে যজ্ঞের দক্ষিণা সহস্রশত। (শতপথব্রা° ১৩।৫।৪।৭)

সহস্রশস্ (অব্য°) সহস্র বারার্থে চশস্। সহস্র সহস্র, হাজার হাজার। হাজার বার।

সহস্রশাখ (ত্রি) সহস্রং শাখা যস্য। সহস্র শাখাবিশিষ্ট চারিবেদ, এক একটী বেদের সহস্র করিয়া শাখা আছে।

সহস্রশিখর (ত্রি) সহস্রং শিখরাণি যস্য। বিন্ধ্য পর্ব্বত।
"সহস্রশিখরশ্চাদ্রিঃ পারিপাত্রঃ সশৃঙ্গবান্।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।১০)

সহস্রশিরস্ (পুং) সহস্রং শিরাংসি যস্য। সহস্রমস্তক, বাসুকি। (ভাগবত ৫।২৫।২)

সহস্রশীর্ষন্ (পুং) বিষ্ণু।
"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (পুরুষসূক্ত)

সহস্রশীর্ষাজাপিন্ (ত্রি) বিষ্ণুমন্ত্রজপকারী। (যাজ্ঞ° ৩।৩০৫)

সহস্রশোকস্ (ত্রি) অপরিমিত দীপ্তি। "সহস্রশোকা অভবৎ" (ঋক্ ১০।৯৮৪) 'সহস্রশোকা, শুচ দীপ্তৌ অপরিমিতদীপ্তির্ভবতি' (সায়ণ)

সহস্রশ্রবণ (পুং) সহস্রং শ্রবণানি যস্য। বিষ্ণু।

সহস্রশ্রুতি (পুং) পর্ব্বতভেদ, জম্বুদ্বীপের মধ্যে একটী বর্ষপর্ব্বত। (ভাগবত ৫।২০।১০)

সহস্রসম্বৎসর (ক্লী) সহস্র সংখ্যক বৎসর।

সহস্রসনি (ত্রি) সহস্রদান। বহু ধনদান। (ঐতরেয়ব্রা° ৫।১৪)

সহস্রসম্মিত (ত্রি) বহু ব্যক্তিদ্বারা স্থিরীকৃত। সর্ব্ববাদিসম্মত। (তৈত্তিরীয়স° ৭।২।১।৪)

সহস্রসা (ত্রি) সহস্রসংখ্যক লাভোপেত, সহস্রসংখ্যক লাভযুক্ত।
"ক্রাধ সহস্রসামৃষিং" (ঋক্ ১।১০।১১)
"সহস্রসাং সহস্রসংখ্যকলাভোপেতং' (সায়ণ)

সহস্রসাব (পুং) অশ্বমেধযজ্ঞ। "দদতো মঘানি সহস্রসাবে" (ঋক্ ৩।৫৩।৭) 'সহস্রসাবে সহস্রং সূয়তেঽস্মিন্নিতি সহস্রসাবোঽশ্বমেধঃ' (সায়ণ)

সহস্রসাব্য (ক্লী) অয়নভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।৫।২২)

সহস্রস্তুতি (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২৭)

সহস্রস্রোত (পুং) বর্ষপর্ব্বতভেদ। (ভাগবত ৫।২০।২৬)

সহস্রহর্য্যাশ্ব (পুং) ইন্দ্ররথ।

সহস্রা (স্ত্রী) সহস্রং বীর্য্যাণি সন্ত্যস্যামিতি অচ্-টাপ্। অম্বষ্ঠা।

সহস্রাংশু (পুং) সহস্রং অংশবো যস্য। সূর্য্য। (অমর)

সহস্রাগ্রজ (ত্রি) শনিগ্রহ।

সহস্রাক্ষ (পুং) সহস্রং অক্ষীণ্যস্যেতি (বহুব্রীহৌসক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎষচ্। পা ৫।৪।১১৩) ইতি ষচ্। ১ ইন্দ্র, সহস্রলোচন। (অমর) ২ বিষ্ণু। (পুরুষসূক্ত) ৩ পীঠস্থানবিশেষ। এই পীঠস্থানের দেবীর নাম উৎপলাক্ষী।
"উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা"(দেবীভা° ৭।৩০।৩৫)

সহস্রাক্ষজিৎ (পুং) সহস্রাক্ষং ইন্দ্রং জয়তি জি-ক্বিপ্। রাবণপুত্র, ইন্দ্রজিৎ। [ইন্দ্রজিৎ দেখ।]

সহস্রাক্ষধনুস্ (ক্লী) সহস্রাক্ষস্য ইন্দ্রস্য ধনুঃ। ইন্দ্রধনুঃ, শক্রধনুঃ।

সহস্রাক্ষর (ত্রি) সহস্রং অক্ষরাণি যস্য। অপরিমিত বচনযুক্ত।
"সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্" (ঋক্ ১। ১৬৪। ৪১) 'সহস্রাক্ষরা অপরিমিতবচনো হয়ং' (সায়ণ)

সহস্রাখ্য (পুং) সহস্রং আখ্যা যস্য। সহস্র আখ্যাযুক্ত, সহস্র আখ্যা-বিশিষ্ট।

সহস্রাঙ্ক (পুং) সহস্র সংখ্যক অঙ্ক।

সহস্রাজিত (পুং) ভগবানের পুত্র রাজভেদ। (ভাগ° ৯।২৪।৮)

সহস্রাত্মন্ (ত্রি) সহস্রং আত্মা স্বরূপং যস্য। আদিদেব, ব্রহ্মা।
"সহস্রাত্মা ময়া যো ব আদিদেব উদাহৃতঃ।
মুখবাহূরুপজ্জাঃ স্যু স্তস্য বর্ণা যথা ক্রমং।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।১২৬)

সহস্রাধিপতি (পুং) সহস্রং অস্য অধিপতিঃ। সহস্রগ্রামের অধিপতি, মনুতে লিখিত আছে, রাজা শতপতি ও সহস্রাধিপতি নিযুক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করিবেন। (মনু ৭।১১)

সহস্রানন (পুং) সহস্রং আননানি যস্য। বিষ্ণু।

সহস্রানীক (পুং) শতানীক-রাজপুত্র। রাজা শতানীক যজ্ঞস্থানে সহস্র সহস্র অশ্ব হস্তী প্রভৃতি দান করিতেন, এবং অশেষ গুণের আধার ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ গুণযুক্ত বলিয়া তাঁহার পুত্রকে সহস্রানীক এই নাম দেন।
(অগ্নিপু° পাপনাশকবৃষদানাধ্যায়)

সহস্রাপোষ (পুং) সহস্রপোষ। (অথর্ব্ব ৬।৭৯।৩)

সহস্রাপ্সস্ (ত্রি) বহুরূপ, অনেক প্রকার রূপবিশিষ্ট।
"নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাট্" (ঋক্ ৯। ৮৮। ৭) 'সহস্রাপ্সাঃ অপ্স ইতি রূপনাম বহুরূপস্তং' (সায়ণ)

সহস্রামঘ (ত্রি) বহুধন, অনেক ধনযুক্ত। 'সহস্রামঘং বৃষণং বৃহন্তং (ঋক্ ৭।৮৮।১) 'সহস্রামঘং বহুধনং বৃষণং' (সায়ণ)

সহস্রায়ু (পুং) সহস্রবৎসর পরমায়ুবিশিষ্ট। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।৩৩)

সহস্রায়ুতীয় (ক্লী) সামভেদ।

সহস্রায়ুধ (ত্রি) সহস্র আয়ুধবিশিষ্ট।

সহস্রায়ুষ্ট্ব (ক্লী) সহস্র বৎসর পরমায়ুবান্।

সহস্রায়ুস্ (ত্রি) সহস্রায়ুঃ।

সহস্রার (পুং ক্লী) সহস্রং আরাণি কোণা যস্য। শিরোবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমল। মস্তকে এই সহস্রার নামক সহস্র দল পদ্ম অধোমুখে অবস্থিত আছে। এই পদ্ম মধ্যে সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক পরবিন্দু অবস্থিত। চিত্তের বিক্ষেপ দূর করিয়া এই পরবিন্দুর ধ্যান করিতে হয়।

"সহস্রারে হিমনিভে সর্ব্ববর্ণবিভূষিতে।
অকথ দি ত্রিরেখাঙ্ক হলক্ষত্রয়ভূষিতে॥
তন্মধ্যে পরবিন্দুশ্চ সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকং। এবং সমাহিত-মনাধ্যায়েন্ন্যাসোঽহমাত্মরঃ॥" (তন্ত্রসার মাতৃকান্যাস)
(ত্রি) সহস্রং অরাণি যস্ত। বহু চক্রাঙ্গবিশিষ্ট।

সহস্রারজ (পুং) জৈনদিগের দেবতাভেদ।

সহস্রার্চ্চিস্ (পুং) ১ শিব। ২ সূর্য্য।

সহস্রাবর্ত্তকতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সহস্রাবর্ত্তা (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তিভেদ।

সহস্রাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

সহস্রাহ (পুং) সহস্র দিন, হাজার দিন।

সহস্রিক (ক্লী) সহস্র। সংস্রক সাধুপাঠ।

সহস্রিন্ (পুং) সহস্রং বলমস্ত্যস্যেতি সহস্র (তপঃ সহস্রাভ্যাং বিনীনৌ। পা ৫।২।১০২) ইতি ইনি। সহস্র দ্বারা বলী, যাহার সহস্রসংখ্যক অশ্বগজাদি সৈন্যবল আছে। পর্য্যায়—সাহস্র। (অমর) ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন, যে সহস্রেণ সহস্রসংখ্যেন গজাদিনা বলিনঃ সৈন্যবন্তঃ তে' (ভরত) (ত্রি) ২ সহস্রবিশিষ্ট।

সহস্রিয় (ত্রি) সহস্রেণ সম্মিতঃ সহস্র (সহস্রেণ সম্মিতৌ ঘঃ। পা ৪।৪।১৩৫) সহস্রং বিদ্যতে হস্যাং অশ্মিন বা ইতি মত্বর্থে বেদে ঘ। ২ সহস্রযুক্ত, সহস্রবিশিষ্ট। বৈদিক প্রয়োগে সহস্র বিশিষ্ট অর্থে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

সহস্রীয় (ত্রি) সহস্র সম্বন্ধীয়।

সহস্রোতি (ত্রি) সহস্র রক্ষণ। "সহস্রোতে শতামঘ" (ঋক্ ৮।৩৪।৭) 'সংস্রেতে সহস্ররক্ষণা' (সায়ণ)

সহস্বৎ (ত্রি) সহস্-মতুপ্। সহনযুক্ত, সহিষ্ণু।
"প্রমদস্মে সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি" (ঋক্ ১।৯৭।৫)
'সহস্বতঃ সহনবতঃ' (সায়ণ)

সহাচর (পুং) সহ আচরতীতি, আ-চর-অচ্। ১ পীতঝিণ্টী। (শব্দরত্না°) ২ সহচর।

সহাদর (অব্য°) সাদর, আদরের সহিত।

সহাধ্যয়ন (ক্লী) সহ একত্র অধ্যয়নং। সহপাঠ, একত্র অধ্যয়ন, একত্র পড়া।

সহাধ্যায়িন্ (ত্রি) সহ অধ্যেতি ইতি অধি-ইন্-ণিনি। সহপাঠী বা এক পাঠী, একত্র অধ্যয়নকারী, এক গুরুর শিষ্য।

সহানুগমন (ক্লী) ভর্ত্তা সহ অনুগমনং। সহমরণ, স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার সহিত মরণ। [সহমরণ শব্দ দেখ।]

সহানুভূতি (স্ত্রী) অন্যের সুখদুঃখাদিতে তাদৃশ সুখদুঃখাদি অনুভব করা। অন্যের সহিত অনুভব করা (sympathy)।

সহাপবাদ (ত্রি) অপবাদের সহিত, অপবাদবিশিষ্ট, নিন্দাযুক্ত

সহাম্পতি (পুং) ব্রহ্মা। (ললিতবি°)

সহায় (পুং) সহ অয়তে ইতি অয়-অচ্। অনুকূল, যিনি আনুকূল্য করেন, সাহায্যকারী। পর্য্যায়—অনুপ্লব, অনুচর, অভিসর। (অমর)
রাজা সহায়সম্পন্ন না হইয়া কদাচ পররাষ্ট্র গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবেন না। সাধু চরিত্র, পুষ্ট অর্থাৎ সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ সর্ব্বদা প্রতিমানিত ব্যক্তিকে সহায় করিবেন।
"সদ্বৃত্তাশ্চ তথা পুষ্টাঃ সততং প্রতিমানিতাঃ।
রাজ্ঞা সহায়াঃ কর্ত্তব্যাঃ পৃথিবীং জেতুমিচ্ছতাঃ॥"
(মৎস্যপু° ২১৫।৭৪)

সহায়তা (স্ত্রী) সহায় (গ্রামজনবন্ধুসহায়েভ্যস্তল্। পা ৪।২।৪৩) ইতি তল্-টাপ্। সহায়ত্ব, সহায়ের ভাব বা ধর্ম্ম, সাহায্য।

সহায়ন (ক্লী) সহ অয়নং গমনং। ১ সহিত গমন।
(রামায়ণ ১।৩।১০)

সহায়বৎ (ত্রি) সহায়ো বিদ্যতেঽস্য সহায়-মতুপ্ মস্য ব। সহায়বিশিষ্ট, সহায়যুক্ত।

সহায়িন্ (ত্রি) সহায় অস্ত্যর্থে ইনি। সহায়যুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সহায়িনী।
"ধর্ম্মার্থকামকালেষু ভার্য্যা পুংসঃ সহায়িনী।" (রামা° ৪।২।৩৬)

সহার (পুং) সহতে ইতি সহ (তুষারাদয়শ্চ। উণ্ ৩।১৩৯) ইত্যারন্। ১ আম্রবৃক্ষ। (উজ্জ্বল) (২) মহাপ্রলয়। (হলায়ুধ)

সহার, যুক্তপ্রদেশের মথুরাজেলার ছাতা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। ছাতা নগর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে আগ্রা খালের বামকূলে স্থাপিত। এই নগরে ভরতপুরের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা সূর্য্যমল্লের পিতা ঠাকুর বদনসিংহের বাসভবন ছিল। তাঁহার ঐ প্রাসাদ এক্ষণে ধ্বংস-প্রায় নিপতিত রহিয়াছে। এক সময়ে উহার গঠননৈপুণ্য ও দীর্ঘায়তন সাধারণের নয়ন আকর্ষণ করিত। নগর মধ্যে স্থাপত্যবিদ্যার পরাকাষ্ঠাজ্ঞাপক আরও কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। উহাদের প্রস্তরনির্ম্মিত সুবিস্তৃত খিলান করা প্রবেশ-দ্বারগুলি এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। উহার এক স্থানে একটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বস্ত নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এক্ষণে মথুরার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

সহার, গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

সহারণপুর, যুক্ত প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা ও নগর। [শাহরাণপুর দেখ।]

সহারোগ্য (ত্রি) আরোগ্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ। নীরুক্, রোগশূন্য, আরোগ্যের সহিত বর্ত্তমান।

সহার্দ্দ (পুং) হার্দ্দেন সহ বর্ত্তমানঃ। সপ্রেম, স্নেহযুক্ত।

সহালাপ (পুং) আলাপের সহিত, আলাপযুক্ত।

সহাবৎ (ত্রি) সহনযুক্ত, সহিষ্ণু। "সহরিঃ সহাবান্" (সায়ণ)

সহাবন্ (ত্রি) বলবান্, বলযুক্ত।

"সহাবানং তরুতারং রথানাং" (ঋক্ ১০।১৭৮।১)

'সহাবানং সহস্বন্তং বলবন্তং' (সায়ণ)

সহাবর, যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলার কাসগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। ইটা নগর হইতে ২৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। রাজা নৌরঙ্গদেব নামক জনৈক চৌহান রাজপুত এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারই নামানুসারে ইহা নৌরঙ্গাবাদ নামে আখ্যাত হয়। কিছু দিন পরে মুসলমানগণ এই নগর আক্রমণ করেন, রাজা শিরহপুরা রাজ্যে পলাইয়া যান এবং নগরবাসীরা বিজেতা মুসলমান কর্ত্তৃক ধৃত ও উৎপীড়িত হইয়া ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। প্রজাবর্গের উপর অন্যায় উৎপীড়ন হইতেছে দেখিয়া প্রজাবৎসল রাজা নৌরঙ্গ বিচলিত হইয়া পড়িলেন, তিনি শিরহপুরার নরপতি ও প্রজাসাধারণের নিকট মুসলমানের অযথা অত্যাচার ও তাঁহার রাজ্যাপহরণবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে মুসলমানবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করেন, তাঁহাদের সাহায্যে রাজা নৌরঙ্গদেব মুসলমানদিগকে নৌরঙ্গাবাদ হইতে তাড়াইয়া দেন এবং স্বীয় রাজ্যোদ্ধার করিয়া উহার সহাবর নামে পরিবর্ত্তন করেন। এখন এই নগরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি আদৌ নাই। একমাত্র ফৈজ-উদ্দীন্ ফাকবের সমাধি-মন্দির এখানকার প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

সহাসন (ক্লী) সহ অসনং। একাসন।

"সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥"(মনু ৮।২৮১)

সহিত (ত্রি) সম্-ধা-ক্ত, ধাঞো হিঃ' ইতি হি (সমো বা তত হিতয়োঃ। পা ৬।১।১৪৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা মলোপঃ, বা সহশব্দাদিনচ্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। ১ সমভিব্যাহৃত, মিলিত, সংযুক্ত। ২ সংহিত। ৩ সম্যক্ হিত, হিতকর, ইষ্টসাধক। হিতবিশিষ্ট।

সহিতত্ব (ক্লী) সহিতস্য ভাবঃ ত্ব। সহিতের ভাব বা ধর্ম্ম।

সহিতব্য (ত্রি) সহ তব্য। সোঢ়ব্য, সহনযোগ্য, সহ্য করিবার উপযুক্ত।

সহিতস্থিত (ত্রি) একত্র অবস্থিত।

সহিতাঙ্গুল (ত্রি) অঙ্গুলিযুক্ত। (পা ৪।১।৭০)

সহিতৃ (ত্রি) সহতে ইতি সহ-তৃচ্, (তীষসহেতি। পা ৭।২।৪৮) ইতি পক্ষে ইট্। সহনশীল, সোঢ়া।

সহিতোরু (ত্রি) উরুসংযুক্ত। [সংহিতোরু দেখ।]

সহিত্র (ক্লী) সহ্যতেঽনেনেতি সহ (অর্ত্তি-লূধূ-সূ-সহচর ইত্রঃ। পা ৩।২।১৮৪) ইতি ইত্রঃ। সহনকরণ, যাহা দ্বারা সহ্য করা যায়।

সহিরণ্য (ত্রি) হিরণ্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। হিরণ্যযুক্ত, হিরণ্য-বিশিষ্ট, সুবর্ণযুক্ত।

সহিষ্ঠ (ত্রি) বলবত্তম, অতিশয় বলবান্।

"মহ্যে সহঃ সহিষ্ঠঃ" (ঋক্ ৬।১৮।৪)

'সহিষ্ঠ বলবত্তমঃ' (সায়ণ)

সহিষ্ণু (ত্রি) সহতে ইতি সহ (অলংকৃঞ্ নিরাকৃঞিতি। পা ৩।২।১৩৬) ইতি ইষ্ণুচ্। সহনশীল। পর্য্যায়—সহন, ক্ষন্তা, তিতিক্ষু, ক্ষমিতা, ক্ষমী। (অমর) যিনি সহ্য করিতে পারেন।

সহিষ্ণুতা (স্ত্রী) সহিষ্ণো র্ভাবঃ সহিষ্ণু-তল্-টাপ্। সহিষ্ণুর ভাব বা ধর্ম্ম। পর্য্যায়—তিতিক্ষা, ক্ষমা, ক্ষান্তি। (জটাধর)

সহাসপুর (সহিসপুর), যুক্তপ্রদেশের বিজনৌর জেলার ধামপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। বিজনৌর নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে মোরাদাবাদ হইতে হরিদ্বার যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৭´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪০´ ১৫´´ পূঃ। এখানে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়, উহার ৫ গজের একখানি বস্ত্র ৫্ টাকা মূল্যে আদরের সহিত বিক্রীত হইয়া থাকে। সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। আউধ রোহিলখণ্ড রেলপথের উত্তর-শাখার একটী ষ্টেসন এই নগরে স্থাপিত।

সহিসবান, (সহাসবান্), যুক্তপ্রদেশের বুদাউন জেলার একটা তহসীল। গঙ্গাতীর হইতে উত্তর দিকে বিস্তৃত এবং সহিসবান ও কোট পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪৭৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও সহিসবান তহসীলের বিচার সদর। বুদাউন নগর হইতে ১ মাইল দূরে মহাবা নদীর বামকূলে স্থাপিত। অক্ষা° ২৮° ৪´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৭´ ২০´´ পূঃ। মিউনীসিপালিটী থাকায় নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে সোম, বৃহস্পতি ও শনিবারে হাট বসে। গুন্নৌর, বিশৌলী, বিলসি ও উঝানী নগরের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার জন্য কয়টী রাস্তা আছে। কেওড়া ফুল হইতে কেওড়ার জল প্রস্তুতের জন্য এখানে কেওড়াগাছের বিস্তৃত চাস আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে আর অপর কোন দ্রব্যের কোনরূপ বিশেষ কারবার নাই। এই নগরের একাংশে একটী সুবৃহৎ স্তূপ দৃষ্ট হয়। উহা একটী প্রাচীন দুর্গ ও প্রাসাদের ধ্বস্ত নিদর্শন। স্থানীয় লোকে উহাকে রাজা সহস্রবাহুর নির্ম্মিত দুর্গ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে।

সহীয়স্ (ত্রি) অতিশয়রূপে শত্রুদিগের অভিভবকারী।

"যদ্বিষু পচন্তং সহীয়ান্" (ঋক্ ১।৬১।৭) 'সহীয়ান্ অতিশয়েন শত্রূণামভিভবিতা' (সায়ণ)

সহুরি (পুং) সহতে ইতি সহ-(অসি-সহীকৃষিন্। উণ্ ২।৭৩) ইতি উরিন্। ১ সূর্য্য। (স্ত্রী) ২ পৃথিবী। (উজ্জ্বল)

সহূতি (স্ত্রী) স্তুতি, স্তব। "সহূতিং তিরো বিশ্বান্" (ঋক্ ১০।৮৯।১৬) 'সহূতিং স্তুতিং' (সায়ণ)

সহৃদয় (ত্রি) হৃদয়েন অন্তঃকরণেন সহ বর্ত্তমানঃ। প্রশস্তমনাঃ, প্রশস্তচিত্ত, সদন্তঃকরণ। ২ সামাজিক। ৩ রসজ্ঞ। ৪ বিদ্বান্।

সহৃল্লেখ (ক্লী) হৃল্লেখেন সহ বর্ত্তমানং। বিচিকিৎসিতান্ন, দূষিতান্ন।

"বিচিকিৎসা তু হৃদয়ে অন্নে যস্মিন্ প্রজায়তে।
সহৃল্লেখন্ত বিজ্ঞেয়ং পুরীষস্ত স্বভাবতঃ॥" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

সহেতিকরণ (ত্রি) ইতিপদযুক্ত। (ঋক্প্রাতি° ১০।৬)

সহেতিকার (ত্রি) উপসংহার বা ইতিপদ দ্বারা সমাপ্তকরণ।

সহেতু (ত্রি) হেতুনা সহ বর্ত্তমানঃ। হেতুর সহিত বর্ত্তমান, হেতুযুক্ত, হেতুবিশিষ্ট।

সহেতুক (ত্রি) সহেতু-স্বার্থে কন্। হেতুযুক্ত, সহেতু।

সহেদেরপুর, যশোরের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।
(ভবিষ্যব্র° খ° ১১।১৭)

সহেল (ত্রি) হেলার সহিত বর্ত্তমান, হেলাযুক্ত।

সহৈকস্থান (ক্লী) একস্থানের সহিত বর্ত্তমান। একস্থানবিশিষ্ট।

সহোক্তি (স্ত্রী) সহ উক্তিঃ। অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"সহোক্তি সহভাবেন কথনং গুণকর্ম্মণাং।" (কাব্যাদর্শ ২।৩৫১)
যে স্থলে গুণাদির সহভাবে অর্থাৎ সাহিত্যরূপে কথন হয়, তথায় সহোক্তি অলঙ্কার হয়।
'গুণাদীনাং সহভাবেন সাহিত্যেন যৎকথনং সা সহোক্তিঃ' (টীকা)
যে স্থলে সহশব্দার্থবলে একটী পদ দুইটী বিষয়ের বাচক হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"সহার্থস্য বলাদেকং যত্র স্যাদ্বাচকং দ্বয়োঃ।
সা সহোক্তির্মূলভূতাতিশয়োক্তির্যদা ভবেৎ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০।৭০১)

সহোজা (ত্রি) ১ অগ্নি। (ঋক্ ১।৮৮।১) ২ ইন্দ্র।
(ঋক্ ১০।১০৩।৫)

সহোটজ (পুং) উটজেন সহ বর্ত্তমানঃ। মুনিদিগের পর্ণশালা।
"মুনীনাঞ্চ চিতা কুড্যাং পর্ণোটজসহোটজৌ" (হারাবলী)

সহোঢ় (পুং) উঢ়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ। পুত্র ১২ প্রকার, সহোঢ় তাহার মধ্যে একবিধ। নারী গর্ভবতী হইয়া পরে যদি তাহার বিবাহসংস্কার হয়, এবং গর্ভ জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হইয়া যিনি ইহাকে বিবাহ করেন, এই গর্ভ তাহার বলিয়া অভিহিত হয় ও এই গর্ভস্থ সন্তানকে সহোঢ় বলে।

"যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী।
বোঢ়ুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে॥" (মনু ৮ অ°)

(ত্রি) হোঢ়েন হৃতদ্রব্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ হৃত দ্রব্যের সহিত বর্ত্তমান। মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা হৃত দ্রব্যের সহিত চোরকে দণ্ডবিধান করিবেন।

"ন হোঢ়েন বিনা চৌরং ঘাতয়েদ্ধার্ম্মিকো নৃপঃ।
সহোঢ়ং সোপকরণং ঘাতয়েদবিচারয়ন্॥" (মনু ৯।২৭০)

সহোত্থ (ত্রি) সহ উত্থ, সহিত উত্থানকারী।

সহোত্থায়িন্ (ত্রি) সহ উত্থানকারী, যাহারা সঙ্গে সঙ্গে উত্থান করে, যাহারা এক সময়ে বাঁচিয়া উঠে।

সহোদক (ত্রি) সমানোদক। (মার্কণ্ডেয়পু° ৩০।২০) উদকের সহিত।

সহোদর (পুং) উদরেণ সহ বর্ত্ততে ইতি সহ সমানঃ উদরং যস্যেতি বা। একমাতৃগর্ভজাত ভ্রাতা, এক মায়ের পেটের ভাই। পর্য্যায়—সহজ, সোদর, ভ্রাতা, সগর্ভ, সমানোদর্য্য, সোদর্য্য।

সহোদা (ত্রি) পরাভিভবসামর্থ্যবলদাতা, শত্রুকে অভিভব করিতে পারা যায় এইরূপ বল যিনি প্রদান করেন।

"উগ্রং উগ্রভিঃ স্থবিরঃ সহোদাঃ" (ঋক্ ১।১৭১।৫)
'সহোদাঃ পরাভিভবসামর্থ্যং বলং সহঃ তস্য দাতা' (সায়ণ)

সহোপধ (ত্রি) উপধাস্বরবিশিষ্ট।

সহোপলম্ভ (পুং) উপলম্ভের সহিত। (সর্ব্বদর্শনস° ১৬।১৮)

সহোর (ত্রি) সহতে সর্ব্বমিতি সহ (কিশোরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৬৬) ইতি ওরন্। সাধু, ধার্ম্মিক। (উজ্জ্বল)

সহোরু (ত্রি) উরুর সহিত।

সহোবল (ক্লী) সহসা তেজসা বলমত্রেতি। দৌরাত্ম্য।

সহোবৃধ (ত্রি) বলবর্দ্ধয়িতা, যিনি বলবর্দ্ধন করেন। "অগ্নিং দধিরে সহোবৃধং" (ঋক্ ১।৩৬।২) 'সহোবৃধং বলস্য বর্দ্ধয়িতারং বৃধ্ বৃদ্ধৌ অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্' (সায়ণ)

সহোষিত (ত্রি) সহ উষিতঃ। একত্র যাহারা বাস করেন।

সহৌজস্ (ত্রি) বলের সহিত বর্ত্তমান। (শুক্লযজুঃ ৩৬।১)

সহ্য (ত্রি) সোঢ়ুং শক্যঃ সহ (শকিসহোশ্চ। পা ৩।১।৯৯) ইতি যৎ। ১ সোঢ়ব্য, সহনীয়, সহনযোগ্য, সহ্য করিবার উপযুক্ত। সহ্যতে ইতি সহ-যৎ। ২ আরোগ্য। ৩ সাম্য। ৪ সুমধুর। (শব্দরত্না°) ৪ প্রিয়।

"ততস্তং প্রত্যুবাচাথ মারীচো রাক্ষসেশ্বরং।
কিন্তে সহ্যং ময়া কার্য্যং করিষ্যাম্যবশোঽপি তৎ॥"
(মহাভারত ৩।২৭৭।১০)

(পুং) ৫ পর্ব্বতভেদ, সহ্যপর্ব্বত, সহ্যাদ্রি, এই পর্ব্বত সপ্ত-কুলাচলের মধ্যে একটী।

সহ্বস্ (ত্রি) অতিশয়রূপে অভিভাবকারী (শত্রু)।
"তেভিন্ পাতং সহ্বসঃ" (ঋক্ ১০।৯৩।১)
'সহ্বসঃ অতিশয়েন অস্মানভিভাবিতুঃ শত্রোঃ' (সায়ণ)

সহ্যতা (স্ত্রী) সহ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সহ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সহন।

সহ্যাদ্রি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীস্থিত একটী পর্ব্বতমালা। তাপ্তী নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের শাখা প্রশাখাই সহ্যাদ্রিশৈল নামে কথিত; কিন্তু বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যের উপকূলবর্ত্তী জেলাসমূহে বিস্তৃত পর্ব্বতমালাই সহ্যাদ্রি বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এই সহ্যাদ্রি শৈলখণ্ড খান্দেশ হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া রাজধানী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পালঘাট নামক শাখা-পর্ব্বতগুলিও এই পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, ইহা উত্তর ও দক্ষিণ কোঙ্কণ প্রদেশের পূর্ব্ব সীমারূপ সমুদ্রোপকূলের প্রায় সমান্তরাল ভাবে দণ্ডায়মান। রত্নগিরি নামক উপকূলবর্ত্তী জেলা এই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

এই পর্ব্বতপৃষ্ঠ সাধারণতঃ ২ হাজার হইতে ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। উহার উপরিস্থ কোন কোন পর্ব্বতশৃঙ্গ ৫ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ঐ সকলের কোথাও কোথাও উপরে ও নিম্নে আগ্নেয়গিরিসমুদ্ভূত ধাতব স্তর (Basaltic ores) বিদ্যমান আছে। এই কারণে উক্ত পর্ব্বতশিখরস্থ ভূমি সাধারণতঃই দুরারোহ। সামান্য আয়াস ও যত্ন করিলে অনায়াসেই ঐ পর্ব্বতের উপর দুর্গম ও দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় গিরিদুর্গ বিনির্ম্মিত হইতে পারে। এই সুবিধা থাকায় মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ে এখানে অনেকগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেক গিরিশিরেই সুমিষ্ট জলোদ্গারী প্রস্রবণ বিরাজিত, এই জন্য তথায় কখনও জলাভাব হয় না। দুর্গরক্ষিত সেনাদলের স্বাস্থ্যকর পানীয় জন্য উহা অনায়াসেই গৃহীত হইতে পারে। অনেকে বাঁধ দিয়া বা চৌবাচ্ছা গাঁথিয়া ঐ জল আটক করা হইয়া থাকে।

এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে অসংখ্য গিরিপথ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বকালে সেই সকল সঙ্কট দিয়া মহারাষ্ট্র সৈন্যেরা ও দেশীয় বণিকবৃন্দ যাতায়াত করিত। বাণিজ্যের সুবিধার্থ ইংরাজ রাজবাহাদুর ঐ পর্ব্বত-পৃষ্ঠে কএকটী নূতন রাস্তা কাটাইয়া দিয়াছেন। এই গিরিসঙ্কটগুলির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। ৪ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানেও সুন্দর দৃশ্য বৃক্ষলতাদি মণ্ডিত। দেখিলেই বোধ হয় এখানে চির বসন্ত বিরাজিত এবং ইহা বসন্তসখার বিশ্রামোপবন। কেবল মাত্র যে সকল স্থানে দৃঢ় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরাবলী বিরাজিত সেই সকল স্থানে একটী সামান্য লতা ও উদ্ভিদ্ হইতে দেখা যায় না।

সহ্যাদ্রিশৈল শৃঙ্গের মধ্যে মহাবলেশ্বর (৪৭১৭ ফিট্) সর্ব্বোচ্চ। এখানে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ ও দেবমন্দিরাদি বিদ্যমান আছে। [মহাবলেশ্বর দেখ।] পালঘাট ও সহ্যাদ্রি শৈলের মধ্য পথ দিয়া মান্দ্রাজ হইতে বেপুর পর্য্যন্ত একটী রেল রাস্তা বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাদ্বারা দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যাদি নির্ব্বিঘ্নে নানা স্থানে চালিত হইয়া থাকে। পশ্চিম ঘাট, পালঘাট, নীলগিরি, পালনিস্ প্রভৃতি শব্দে এই পর্ব্বতের প্রাকৃতিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় পুনরালোচিত হইল না। [তত্তদ্ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দক্ষিণ-পশ্চিম মসুম বায়ুর আরম্ভে ও শেষে এখানে সাধারণত ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইয়া থাকে।

সহ্যাদ্রিখণ্ড, স্কন্দপুরাণের একটী অংশ। এই অংশে সহ্যাদ্রি শৈলের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন রাজবংশের বংশাবলী ও পরিচয় এবং দেবস্থানাদি কীর্ত্তিত আছে। স্কন্দপুরাণের সহ্যবর্ণন অধ্যায়েও সহ্যাদ্রি প্রদেশের বিশদ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

সহ্যু (ত্রি) শত্রুদিগকে অভিভবকারী। "প্রভিষ্টিঃ পুরুমায়স্য সহ্যোঃ" (ঋক্ ৬।১৮।১২) "সহ্যোঃ শত্রূণামভিভবিতুঃ" (সায়ণ)

সা (স্ত্রী) ১ গৌরী। ২ লক্ষ্মী। (শব্দরত্না°) ৩ পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ-বিষয়ীভূতা, পূর্ব্বে যাহার উল্লেখ হইয়াছে, পরে তাহার আর উল্লেখ না করিয়া সা এই শব্দ প্রয়োগ করিলে তৎপদার্থকে বুঝায়। ৪ প্রসিদ্ধা। সর্ব্বনাম তৎশব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে সা হয়।
"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥" (সাহিত্যদ°)

সাইঙ্গ (দেশজ) বংশদণ্ড, যাহাতে পোট্টলি বাঁধিয়া লোকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়।

সাই (দেশজ) প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, যে সকল আম্র অতি উত্তম, তাহাকে সাই আম কহে। ছোটসাই, বড়সাই প্রভৃতি উপাদেয় আম আছে।

সাইদ্ (আরবী) স্মৃতি, নিদর্শন।

সাইন্ (পারসী) চিহ্ন। ইংরাজী Sign শব্দজ।

সাইর্ (আরবী) ১ গমন। ২ অবশিষ্টাংশ। ৩ সম্পূর্ণ। ৪ রাজকরবিশেষ।

সাংক্রামিক (ত্রি) সংক্রাম-ঠঞ্। সংক্রমণশীল, যাহার সংক্রমণ হয়, স্পর্শতে যাহা উৎপন্ন হয়, চলিত ছোঁয়াচে।

সাংখ্য, মহর্ষি কপিলপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। [সাঙ্খ্য দেখ।]

সাংগ্রামিক (ত্রি) ১ যুদ্ধোপযোগী। ২ যুদ্ধসম্বন্ধীয়। ৩ যুদ্ধনিপুণ, রণদক্ষ। (পুং) ৪ সেনাপতি।

সাংঘাতিক (ত্রি) সংঘাতে সাধুঃ সংঘাত (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। ১ সম্যক্ প্রকার হননকারক। মারাত্মক। যে স্থলে রোগাদি অতি প্রবল হইয়া মারাত্মক হয় তাহাকে সাংঘাতিক কহে। ২ ষণ্নাড়ীচক্রোক্ত নক্ষত্রবিশেষ। জন্মনক্ষত্র হইতে ষোড়শনক্ষত্রকে সাংঘাতিক নাড়ী কহে। এই নক্ষত্রে যে সকল গ্রহ থাকেন, তাহারা বিশেষ অনিষ্ট ফলপ্রদ হন। গ্রহ এই নাড়ীস্থ হইলে দেহ, দ্রাবণ ও বন্ধুনাশ হয়। গ্রহগণের শুভাশুভ ফলবিচারকালে গ্রহগণ ষণ্নাড়ীস্থ হইয়াছে কি না, তাহা প্রথমে বিশেষ করিয়া দেখিবে। ষণ্নাড়ীর মধ্যে এই সাংঘাতিক বিশেষ অনিষ্ট ফলদ।

"জন্মাত্তং কর্ম্ম ততোহপি সাংঘাতিকং ষোড়শভং।
দেহদ্রাবণবন্ধূনাং হানিঃ সাজ্ঘাতিকে তথা॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব) [ষণ্নাড়ী শব্দ দেখ]

সাংদৃষ্টিক (স্ত্রী) সংদৃষ্টা প্রত্যক্ষে ভবং সংদৃষ্টি ঠঞ্। (অমর) ২ দৃষ্টিপরিকল্পনান্যায়, পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের মনে মনে কল্পনা। পূর্ব্বের অনুক্রম দেখিয়া পরে সেই কল্পনা করিলে এই ন্যায় হয়। পূর্ব্বে যে প্রণালী দেখা গিয়াছে, সেইরূপ স্থানে তদনুরূপ কল্পনা করিয়া লইতে হয়, এইরূপ কল্পনা করিয়া লওয়াকে সাংদৃষ্টিক-ন্যায় কহে।

"যথা পিত্রভাবে মাতা তথা পিতামহাভাবে পিতামহীতি, সাংদৃষ্টিকন্যায়েন পিতামহ্যধিকারস্ত সিদ্ধত্বাৎ"

(দায়ভাগটীকা শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার)

পিতার অভাবে মাতা অধিকারিণী একস্থানে বলা হইয়াছে, কিন্তু পিতামহের অভাবে কে অধিকারী হইবে তাহা অভিহিত হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে পিতার অভাবে মাতা, এই সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে পিতামহের অভাবে পিতামহী হইবে। যথায় এইরূপ কল্পনা হয়, তথায় সাংদৃষ্টিক ন্যায় হইয়া থাকে।

সাংযাত্রিক (পুং) সংযাত্রা দ্বীপান্তরগমনং সা প্রয়োজনমস্যেতি, তদস্ত প্রয়োজনং ইতি ঠঞ্। পোতবণিক্, যাহারা জলপথে বাণিজ্য করে। (অমর) ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন, 'দ্বেবহিত্রগামিনি বণিক্জনে, সংপূর্ব্বো যাতির্দ্বীপান্তরগমনবৃত্তিঃ ততস্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ামাপ্, সংযাত্রা দ্বীপান্তরগমনং তদস্ত প্রয়োজনমিতি বিকারসঙ্ঘেতি ষ্ণিকঃ, সম্যক্‌যাত্রা সংযাত্রা তয়া ব্যবহরতি চঘে কাদিতি ষ্ণিকো বা' (ভরত)

সাংযুগীন (ত্রি) সংযুগে সাধুঃ সংযুগ (প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্। পা ৪।৪।৯৯) ইতি খঞ্। যুদ্ধকুশল, রণে সাধু। (অমর)

সাংযোগিক (ত্রি) সংযোগায় প্রভবতি সংযোগস্তস্মৈ প্রভবতি (সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সংযোগের নিমিত্ত যাহা প্রভব হয়।

সাংরক্ষ্য (স্ত্রী) সংরক্ষস্ত ভাবঃ কর্ম্মবা (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) সংরক্ষের ভাব বা কর্ম্ম, সম্যক্‌রূপ রক্ষা।

সাংরাবিন্ (স্ত্রী) সং রু শব্দে ধ্বনৌ (অভিবিধৌ ভাবে ইনুন্। পা ৩।৩।৪৪) ইতি ইনুন্ (অনিনুণঃ। পা ৫।৪।১৫) ইতি স্বার্থে অণ্। হট্টের সম্যক্ শব্দ, হাটের গোলমাল।

"যং দোর্ম্মাত্রপরিচ্ছদো যুধিমুদোৎক্ষিপ্য প্রতীচ্ছন্ মুহুঃ।
সংতেনে দশভির্নিজৈরপি মুখৈঃ সাংরাবিণং রাবণং।"

(অনর্ঘরাঘব ৭।১৭)

সাংবৎসর (পুং) সংবৎসরং তজ্জ্ঞানোপযোগিশাস্ত্রং বেত্তি অধীতে বা সংবৎসর অণ্। গণক। বৃহৎসংহিতায় ইহার লক্ষণ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে যে, যিনি সদ্বংশসম্ভূত, প্রিয়-দর্শন, বিনীতবেশ, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, সমব্যবহারী ও অবিকলাঙ্গ, যাহার গাত্র সন্ধিসকল সুসংহত অথচ উপচিত, সুস্বরযুক্ত, ও গম্ভীর প্রকৃতি এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে তিনি সাম্বৎসর হইতে পারিবেন এবং তিনি শুচি, দক্ষ, প্রগল্ভ, বাক্‌পটু, উপস্থিতবুদ্ধি, দেশকালজ্ঞ, অনভিভবনীয়, নিপুণ, অব্যসনী, শান্তিপৌষ্টিক অভিচার-স্নানাদি বিদ্যাবিষয়ে অভিজ্ঞ, দেবপূজা ব্রত ও উপবাসনিরত, গ্রহগণিতে কৌতুহলী হইয়া জ্ঞানপ্রভাববিশিষ্ট, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বক্তা, ভৌমাদি উৎপাতত্রয়ের শান্তিবিষয়ে অজিজ্ঞাসিত বক্তা, গ্রহগণিত, সংহিতা ও হোরা প্রভৃতি গ্রন্থ সকলের অর্থবেত্তা, এই সকল গুণ-যুক্ত হইবেন।

গ্রহগণিত অর্থাৎ পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সৌর ও পিতামহ এই পঞ্চসিদ্ধান্তশাস্ত্রে যে যুগ, বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র, যাম, মুহূর্ত্ত, নাড়ী, বিনাড়ী, প্রাণ, ও ত্রুটি প্রভৃতি কাল ও ক্ষেত্র সকল কথিত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ বেত্তা, সৌর, সাবন, নাক্ষত্র ও চান্দ্ররূপ চতুর্ব্বিধ মাস, অধিমাস ও অবম প্রভৃতির কারণাভিজ্ঞ, ষষ্টি-সম্বৎসর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিন ও হোরা প্রভৃতির অধিপতি সকলের প্রতিপত্তিবিষয়ক বিচ্ছেদে অভিজ্ঞ, সৌরাদি পরিমাণ সকলের সদৃশাসদৃশত্ব ও যোগ্যা-যোগ্যত্বের প্রতিপাদন বিষয়ে নিপুণ, অয়ননিবৃত্তিতে সিদ্ধান্ত-ভেদ হইলেও সমমণ্ডল, রেখা সম্প্রয়োগ ও অভ্যুদিত অংশ সকলের প্রত্যক্ষকরণে এবং ছায়া, জলযন্ত্র ও দৃগ্‌গণিতের সমতা-প্রতিপাদনে কুশল, সূর্য্যাদি গ্রহসকলের শীঘ্র, মন্দ, যাম্য, উত্তর ও নীচ-উচ্চ প্রভৃতি গতি সকলের কারণাভিজ্ঞ, সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণের আদি ও মোক্ষকাল, দিক্‌নিরূপণ, পরিমাণ, স্থিতিকাল, বিমর্দ্দ, বর্ণভেদ ও দেশ সকলের উপদেষ্টা, অনাগত গ্রহসকলের সমাগম ও যুদ্ধাদির সময়নিরূপক প্রত্যেক গ্রহেরই ভ্রমণ-যোজন, ভ্রমণ, কক্ষা প্রভৃতি প্রতিবিষয়েরই

যোজন সকলের পরিচ্ছেদ বিষয়ে কুশল, পৃথিবী এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির ভ্রমণ-সংস্থানাদি, অক্ষাংশ অবলম্বন, দিন, ব্যাস, চরার্দ্ধ, কাল, রাশি, উদয়, ছায়া, নাড়ী ও করণ প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও নানাপ্রকারে কথিত প্রশ্ন সকলের ভেদজ্ঞান দ্বারা বাক্যসারসম্পন্ন, সকল প্রকার জ্যোতি-শাস্ত্রেরই সকল বিষয়ের বক্তা এই সকল গুণ থাকিলে তিনি সাংবৎসর নামে অভিহিত হন। স্থূলকথা এই যে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সকল সংহিতায় সুনিপুণ ব্যক্তিকেই সাংবৎসর কহে। (বৃহৎসংহিতা ২ অ°)

যাহাদের জ্যোতিশাস্ত্রে সম্যক্ অধিকার নাই, শুভাশুভ বা গ্রহগণের গতি প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহারা সাংবৎসর পদবাচ্য নহেন।

সাংবৎসরক (ত্রি) সংবৎসরে দেয়ং ঋণং (সংবৎসরাগ্রহায়ণীভ্যাং ঠঞ্ চ। পা ৪।৩।৫০) ঠঞ্। সংবৎসরে দেয় ঋণ। (পুং) সংবৎসর স্বার্থে কন্। সাংবৎসর, দৈবজ্ঞ, গণক।

সাংবৎসরিক (ত্রি) সাংবৎসর (কালাৎ ঠঞ্। পা ৪।৩।১১) ইতি ঠঞ্। সংবৎসরে ভব, সম্বৎসর সম্বন্ধীয়, বার্ষিক। ২ প্রতিবর্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, বৎসরে বৎসরে মৃততিথিতে পিত্রাদির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ কহে।

"অত উর্দ্ধং সংবৎসরে সংবৎসরে প্রেতায়ান্নং দদ্যাৎ। যস্মিন্নহনি প্রেতঃ স্যাৎ অত উর্দ্ধং সপিণ্ডীকরণান্তশ্রাদ্ধনিমিত্তাদান্তসংবৎসাদূর্দ্ধং প্রতিবর্ষং যস্মিন্নহনি মৃতস্তস্মিন্নহনি মৃতায় দদ্যাৎ"

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত গোভিল)

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের পর প্রতিবর্ষে মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যতদিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন এই শ্রাদ্ধ হইবে না। মৃতাহের পূর্ণ সংবৎসরে চান্দ্র মৃত তিথিতে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়, যদি কেহ সম্বৎসর তিথি পতিত করিয়া ফেলে অর্থাৎ ঐ কালে সপিণ্ডীকরণ না করে, তাহা হইলে যতদিন না ঐ পতিত সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবে না

যদি কাহারও অপকর্ষসপিণ্ডীকরণে অর্থাৎ সংবৎসর মধ্যে বৃদ্ধি উপলক্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলেও পূর্ণ সংবৎসরে মৃত তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবে না। তৎপরে বর্ষে বর্ষে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পিত্রাদি তিন পুরুষ, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই ছয় জনের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য।

পিতা বা মাতার মৃত্যুতে যতদিন তাহার সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন দেহাশুদ্ধি থাকে। সুতরাং এই এক বৎসর নিত্যকর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন কর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। কিন্তু তাহার উক্তরূপ কালাশৌচে দেহ অশুদ্ধ হইলে পিতামহাদির মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। এই অশৌচে ঐ শ্রাদ্ধের বাধ হইবে না। সুতরাং এই শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ না করিলে বিশেষ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত ও তৎপত্নী তাহাদের যদি পুত্রাদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শ্রাদ্ধকে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কহে, কারণ এই শ্রাদ্ধ একের উদ্দেশে হইয়া থাকে। সংবৎসর কর্ত্তব্য বলিয়া সাংবৎসরিক এই নাম হইয়াছে।

স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধে অধিকার নাই, কিন্তু সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের বিশেষ বিধান আছে যে সধবা স্ত্রীগণ পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর প্রতি সংবৎসরের মৃতাহ তিথিতে এই সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ কুশ ও তিলের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা ও যব দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু যদি মৃতাহ তিথিতে করিতে না পারেন, তাহা হইলে পতিত শ্রাদ্ধের ন্যায় কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যা তিথিতে করিতে পারিবে। বিধবা স্ত্রীদিগের পক্ষে যদি তাহার পুত্র বা পৌত্র না থাকে, তাহা হইলে তিনি তিল ও কুশ দ্বারা স্বামীর মৃতাহ তিথিতে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবেন। এই শ্রাদ্ধ তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিধবা স্ত্রী পিতামাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ তিল ও কুশ দ্বারা করিবেন। পণ্ডিত, জ্ঞানী, মূর্খ, স্ত্রী, ব্রহ্মচারী যে কোন ব্যক্তিই মৃত তিথিকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ না করেন, তিনি ধর্ম্মহীন চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

"পণ্ডিতা জ্ঞানিনো মূর্খাঃ স্ত্রিয়োঽথ ব্রহ্মচারিণঃ।
মৃতাহং সমতিক্রম্য চাণ্ডালেষভি জায়তে॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

সুতরাং এই শ্রাদ্ধ সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন ক্রমেই এই মৃতাহ তিথি বাদ দেওয়া উচিত নহে।

[শ্রাদ্ধ শব্দে বিধান ও ব্যবস্থাদি দ্রষ্টব্য।]

(পুং) গণক, দৈবজ্ঞ।

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, যে স্থানে সাংবৎসরিক নাই, সেই স্থলে ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি বাস করিবেন না।

"না সাংবৎসরিকে দেশে বস্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
চক্ষুর্ভূতো হি যত্রৈষ পাপং তত্র ন বিদ্যতে॥" (বৃহৎস° ২।১১)

সাংবৎসরীয় (ত্রি) সংবৎসর সম্বন্ধীয়।

সাংবরণ (পুং) মনুর গোত্রসম্ভূত সংবরণাত্মজ।

সাংবরণি (পুং) সাংবরণের অপত্যাদি।

সাংবর্গজিত (পুং) গৌতমের গোত্রাপত্য। বর্গজিতের অপত্যাদি।

সাংবর্ত্ত (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চব্রা° ১৪।১৬।৬।৭)

সাংবর্ত্তক (ত্রি) ১ সম্বর্ত্ত। ২ প্রলয়াগ্নি। ৩ সূর্য্য।

সাংবহিত্র (ত্রি) সংবহিতুরিদং সংবহিতৃ (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ইতি অণ্। সংবহিতৃ সম্বন্ধীয়।

সাংবাদিক (পুং) সম্যক্ বাদায় প্রভবতীতি সংবাদ-ঠঞ্। ১ নৈয়ায়িক।

'নৈয়ায়িকঃ সাক্ষপাদঃ স্যাৎ সাংবাদিক আহিতঃ।' (জটাধর)

(ত্রি) ২ সংবাদদাতা; যিনি খবর দেন।

সাংবাদ্য (ক্লী) সংবাদিনো ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ষ্যঞ্। ইন্‌ভাগস্য লোপঃ। সংবাদীর ভাব বা কর্ম্ম, সংবাদ, বার্ত্তা।

সাংবাসিক (ত্রি) সংবাসায় প্রভবতি সংবাস (তস্মৈ প্রভবতি সংতাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সহবাসের নিমিত্ত যিনি প্রভু হয়।

সাংবাস্যক (ক্লী) সংবাস। একত্র বাস।

সাংবাহিক (ত্রি) একত্র বহনকারী।

সাংবিত্তিক (ত্রি) সাংবৃত্তিক। পারমার্থিক বৃত্তিচারী।

সাংবিদ্য (ক্লী) সংবিদ।

সাংবেশনিক (ত্রি) সংবেশন-ঠঞ্। যিনি সংবেশন নিমিত্ত প্রভু হন। (পা ৫।১।১০১)

সাংবেশ্য (ক্লী) সংবেশিনো ভাবঃ কর্ম্ম বা, সংবেশিন্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষৎ, ইন্ ভাগস্য লোপঃ। সংবেশীর ভাব বা কর্ম্ম।

সাংবৈদ্য (ক্লী) সংবেদনীয়।

সাংব্যবহারিক (ত্রি) সংব্যবহার সম্বন্ধীয়। সাধারণ বিনিময় বা বাণিজ্য।

সাংশয়িক (ত্রি) সংশয়মাপন্নঃ সংশয় (সংশয়মাপন্নঃ। পা ৫।১।৭৩ ইতি ঠঞ্। সংশয়যুক্, সন্দেহবিশিষ্ট। পর্য্যায়—সংশয়াপন্নমানস, সন্দিহান। (জটাধর) ২ সংশয়বিষয়ক।

"তদ্ ব্রূহি ত্বং মহাভাগ যৎ তে সাংশয়িকং হৃদি।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১০।৪৫)

সাংশয়িকত্ব (ত্রি) সাংশয়িকস্য ভাবঃ ত্ব। সাংশয়িকের ভাব বা ধর্ম্ম, সংশয়, সন্দেহ।

সাংশিত্য (পুং) সংশিতস্য গোত্রাপত্যং সংশিত-(গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি গোত্রাপত্যে যঞ্। সংশিতের গোত্রাপত্য।

সাংসর্গবিদ্য (ত্রি) সংসর্গবিদ্যামধীতে বেদ বা অণ্। (পা ৪।২।৬০) যিনি সংসর্গবিদ্যা অধ্যয়ন বা তাহা জ্ঞাত আছেন।

সাংসর্গিক (ত্রি) সংসর্গ-ঠক্। সংসর্গসম্বন্ধীয়।

সাংসারিক (ত্রি) সংসার-ঠক্। সংসার সম্বন্ধীয়, সংসার বিষয়-সম্বন্ধীয়। ২ সংসারোপযোগী।

সাংসিদ্ধিক (ত্রি) স্বাভাবিক, যাহা স্বভাবসিদ্ধ, সংসিদ্ধি সম্বন্ধীয়।

সাংসিদ্ধ্য (ক্লী) সংসিদ্ধ ষ্যঞ্। সংসিদ্ধের ভাব বা কার্য্য, সম্যক্ রূপ সিদ্ধ।

সাংসৃষ্টিক (ত্রি) সংসৃষ্টি সম্বন্ধীয়। অকস্মাৎ উৎপন্ন।

সাংস্কারিক (ত্রি) সংস্কার সম্বন্ধীয়, যাহা সংস্কারোপযোগী, যাহাকে সংস্কার করিতে হইবে।

সাংস্থানিক (ত্রি) সংস্থানে ব্যবহরতীতি সংস্থান (কঠিনান্তপ্রস্তারসংস্থানেষু ব্যবহরতি। পা ৪।৪।৭২) ইতি ঠক্। ২ সমান দেশীয়। ২ সংস্থানযুক্ত, যাহার সংস্থান আছে।

সাংস্ফীয়ক (ত্রি) সংস্ফীয় সম্বন্ধীয়।

সাংস্রাবিণ (ক্লী) বৃক্ষের বৃক্ষ ব্যাপিয়া সম্যক্ স্রাব। (সংক্ষিপ্তসার)

সাংহত্য (ক্লী) সংহতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা অণ্। মিলিতের ভাব বা কর্ম্ম, মিলন, একত্র সম্মিলন।

সাংহাতিক (ক্লী) ষণ্নাড়ীচক্রস্থ সাংঘাতিক নক্ষত্র।

[ষণ্নাড়ী ও সাংঘাতিক শব্দ দেখ]

সাংহার (ত্রি) সংহার-অণ্। সংহার সম্বন্ধীয়।

সাংহিত (ত্রি) সংহিতা-অণ্। সংহিতা সম্বন্ধীয়।

সাংহিতিক (ত্রি) সংহিতামধীতে বেদ বা ঠঞ্। যিনি সংহিতা অধ্যয়ন করেন, বা সংহিতাসমূহের মর্ম্ম অবগত আছেন।

সাঁইচ (দেশজ) গৃহের অগ্রভাগ, যে সকল গৃহ গোল পাতাদি দ্বারা ছাওয়া হয়, তাহার অগ্রভাগকে সাঁইচ বা ছাঁচ কহে।

সাঁইত্রিশ (দেশজ) সপ্তত্রিংশৎ শব্দের অপভ্রংশ, ৩৭ সংখ্যা।

সাঁওতাল, ভারতবর্ষের একটি আদিম অনার্য্য জাতি। পশ্চিম-বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, ভাগলপুর ও সাঁওতালপরগণা জেলায় এই জাতির প্রধানতঃ বাস। সাঁওতাল নাম সাঁওতার শব্দের অপভ্রংশ। সাঁওতালগণ বহুপুরুষ পূর্ব্বে মেদিনীপুরের অন্তর্গতঃ সাঁওত নামক স্থানে বাস করিত। এই সাঁওত নাম হইতেই সাঁওতাল নামের উৎপত্তি। কথিত আছে,এই স্থানে আগমন করিবার পূর্ব্বে তাহারা 'খরবার' নামে পরিচিত ছিল। এখনও সাঁওতালগণের মধ্যে 'হোড়' নাম প্রচলিত আছে। কিন্তু কর্ণেল ডালটন সাহেবের মতে সাঁওতাল নাম হইতে মেদিনীপুরের সাঁওত গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। কারণ উড়িষ্যার সরগুজা ও কেউন্‌ঝড় প্রদেশে সাঁওত নামে এক ক্ষুদ্র জাতি বাস করে। সুতরাং সাঁওত গ্রামের নাম হইতে সাঁওতাল জাতির নামকরণ হইয়াছে, অথবা সাঁওত জাতি পূর্ব্বে সেই গ্রামে বাস করিত বলিয়া, সেই গ্রাম সাঁওত নামে অভিহিত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। কোন সাঁওতালকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে সে কোন জাতিভুক্ত তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করে যে, সে মাঝি (অর্থাৎ গ্রামের প্রধান) বা সাঁওতাল মাঝি।

যুরোপীয় জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ সাঁওতালদিগের শারীরিক বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় বংশসম্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শ্যামবর্ণ কিন্তু অধিকাংশই অঙ্গারসদৃশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। নাসিকার অগ্রভাগ নিগ্রোদিগের ন্যায় স্থূল এবং হিন্দুগণের ন্যায় ইহাদিগের নাসিকা উন্নত নহে। মুখ বৃহৎ এবং ওষ্ঠদ্বয় পুরু; নিম্ন ওষ্ঠ সম্মুখ ভাগে অধিক বহির্গত। মস্তকের কেশ ঘন কুঞ্চিত এবং কৃষ্ণবর্ণ।

সাঁওতাল কিংবদন্তীতে প্রচলিত আছে যে, একটি বন্য হংসী (হাঁসডাক) হইতে এই জাতির উৎপত্তি। এই হংসী দুইটী ডিম্ব প্রসব করে এবং এই দুইটী ডিম হইতে তাহাদের জাতির জন্মদাতা পিলচুরম ও পিলচুবর্হি জন্মগ্রহণ করে। এই দুইজন পূর্ব্বপুরুষের বংশধরগণ সাতটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়। এই বিভাগ এখনও তাহাদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ইহারা প্রথমে আহিরি-পিপিরি নাম স্থানে বাস করিত। অনেকের বিশ্বাস এই আহিরী-পিপিরি হাজারিবাগের আহুরি পরগণা। তথা হইতে তাহারা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রবর্ত্তী হইয়া খোজ-কমনে উপস্থিত হয়। সেই স্থানে তাহাদিগের পাপাচরণ হেতু অগ্নিবর্ষণ হওয়ায় সকলেই বিনষ্ট হয়, কেবল একটি দম্পতী হর পর্ব্বতোপরি আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করে। এই দম্পতী নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে চাপা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে তাহারা বংশানুক্রমে বহুকাল অতিবাহিত করে এবং এই স্থানেই সাঁওতালদিগের বর্ত্তমান সমাজ গঠিত হয়। হিন্দুগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া, সাঁওতালগণ সাঁওতে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রায় দুই শত বৎসর তথায় রাজত্ব করে। পুনরায় হিন্দুগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, তাহারা হাম্বির সিং রাজার অধীনে মানভূম জেলার পাঁচেট নামক স্থানে উপনীত হয়। তথায় তাহাদের রাজগণ হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজপুত বলিয়া গণ্য হইল। সেই জন্য এখনও সরগুজার রাজবংশের সহিত তাহাদের বিবাহাদি প্রচলিত আছে। কিন্তু সাঁওতাল প্রজাগণ স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল না, তাহারা রাজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাঁওতাল পরগণার অভিমুখে যাত্রা করিল। এখনও তাহারা তথায় বাস করিতেছে।

এই সকল কিংবদন্তির মূলে বোধ হয় কোন ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত নাই। কারণ সাঁওতালদিগের মধ্যে কোন প্রকার ভাট বা চারণ নাই; তদ্ভিন্ন তাহারা এখনও এতাদৃশ অসভ্য যে অতীত ঘটনাবলী স্মরণ রাখিবার অভিপ্রায়ে কেবল মাত্র রজ্জুতে গ্রন্থি দেয়। সুতরাং কোন ঐতিহাসিক তাহাদিগের কিংবদন্তির উপরে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না।

সাঁওতালগণ দ্বাদশটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। হাসডাক, মুরমু, কিসকু, হেম, প্রোম, মরন্দি, সারেন, তুডু এই সাতটি শ্রেণী আদিপুরুষ পিলচুরম ও পিলচুবর্হির সাতটি পুত্রের বংশধর। তদ্ভিন্ন অন্য ৫টি শ্রেণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পগুলি প্রচলিত আছে। যখন সাঁওতালগণ চাপায় অবস্থিতি করিতেছিল সেই সময় একদল লোক দেবতাদিগকে 'বনাঙ্ক' নামক খাদ্য প্রদান করে, তজ্জন্য তাহারা "বঙ্কে" নামে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়। অন্য একদল লোক দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিল বলিয়া, তাহারা 'বেসরা' বা কামুক নামে অভিহিত হইল। সাঁওতালগণ দলবদ্ধ হইয়া অরণ্যে মৃগয়া করিত। এইরূপ একটি মৃগয়া করিতে গিয়া একদল লোক কেবল পারাবত শীকার করিল এবং অন্য দলও অন্য কোন শীকার না পাইয়া, কেবল গিরগিটি শীকার করিয়া আনিল। এই জন্য, উক্ত দুই দল পৌরিয়া (পারাবত) এবং চোরে (গিরগিটী) নামে পরিচিত হইল। সাঁওতালগণ যখন চাপা পরিত্যাগ করিল, তৎকালে কেবল মাত্র একদল তথায় রহিয়া গেল। ইহারাই বেদিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের মধ্যে এই বেদিয়া সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী। শুনা যায়, এই শ্রেণীর জন্মদাতার ঠিক নাই, আবার কোন কোন সাঁওতাল বলে যে রাজপুতের ঔরসে ও কিস্কু রমণীর গর্ভে এই শ্রেণীর উৎপত্তি। এই সাঁওতাল বেদীয়া শ্রেণী ও ভ্রমণশীল বেদিয়া জাতি এক কি না, ঠিক বলা যায় না, তবে হইতে পারে যে ভ্রমণকারী বেদিয়াগণ, রাজপুত ও সাঁওতাল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কেবল নামের উপর নির্ভর করিয়া সাঁওতাল বেদিয়া ও ভ্রমণশীল বেদিয়াগণ যে এক জাতি তাহা প্রতিপন্ন করা সমীচীন নহে।

দ্বাদশটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। সম্প্রদায়গুলি আবার ভিন্ন ভিন্ন খুঁট বা থাকে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সেই সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে পারে না; তাহাদিগকে অন্যকুলে বিবাহ করিতে হয়, তবে তাহারা মাতৃকুলেও বিবাহ করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

রমণীগণ পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হইলে, নিজ মনোমত পতি নির্ব্বাচন করে। অবিবাহিত বালিকা কোন যুবকের সহবাসে গর্ভবতী হইলে, সেই যুবক তাহার প্রণয়িনীকে বিবাহ করিতে বাধ্য। সে এই বিবাহে অস্বীকৃত হইলে, গ্রামের প্রধান বা মণ্ডল তাহাকে অত্যন্ত প্রহার করে এবং তাহার পিতার জরিমানা করে। সাঁওতাল-বিদ্রোহের পরে (১৮৫৫ খৃঃ অব্দে) ধনী সাঁওতালগণ হিন্দুদিগের ন্যায় ৮।১০ বয়স্ক বালিকার বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করে। কিন্তু এই প্রথা অধিক দিন প্রচলিত ছিল না। আজকাল পূর্ণবয়স্ক না হইলে প্রায়ই বালিকার বিবাহ

হয় না। সাঁওতালদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা নাই; তবে পত্নী বন্ধ্যা হইলে, তাহার অনুমতি লইয়া, স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারে। সেইরূপ প্রথমা পত্নী বর্ত্তমান থাকিতেও দেবর স্বীয় বিধবা ভ্রাতৃ-জায়াকে বিবাহ করিতে পারে। এক সময়ে সাঁওতাল স্ত্রীগণের মধ্যে বহুপতিগ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূকে উপভোগ করে, তবে প্রকাশ্য ভাবে এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া ইহাদিগের চক্ষে বিশেষ নিন্দনীয় কর্ম্ম। আবার বিবাহিতা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনীকে তাহার স্বামীর সহিত সহবাস করিতে দেয় এবং সে গর্ভবতী হইলে, যুবক তাহাকে বিবাহ করিয়া লোক-লজ্জা নিবারণ করে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে;—(১) বপল বা কিরিং বেহু, (২) ঘারদি জাবাই, (৩) ইতুত, (৪) নিরবোলোক, (৫) সাঙ্গা, (৬) কিরিং জাবাই। পুত্রের পিতা কন্যান্বেষণকরণার্থ একজন ঘটক নিযুক্ত করে। কন্যার পিতা এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, কন্যা তাহার দুইজন সহচরী সমভিব্যাহারে জগ-মাঝির (গ্রামের প্রধান পুরোহিত) গৃহে গমন করে। তথায় পাত্রের পিতা কন্যাকে দর্শন করে। এই কন্যা তাহার মনোমত হইলে, কন্যার পিতাও পাত্রের বাটীতে উপস্থিত হইয়া, পাত্র মনোনীত করে। এইরূপে পাত্র ও পাত্রী উভয়পক্ষের মনোনীত হইলে, কন্যা ক্রয়ের মূল্যের কিয়দংশ প্রদত্ত হয়। কন্যার মূল্য সাধারণতঃ ৩৲ টাকা; তদ্ব্যতীত পাত্রকে কন্যার জন্য একখানি সাড়ি এবং তাহার পিতামহী ও মাতামহী জীবিত থাকিলে, তাহাদের ব্যবহারার্থও দুই খানি সাড়ি প্রদান করিতে হয়। এই সকল দ্রব্য ভিন্ন অধিক কোন সামগ্রী উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইলে, তৎপরিবর্ত্তে কন্যার পিতা স্বীয় জামাতাকে একটী গাভী প্রদান করিতে বাধ্য। বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রীবিবাহে কন্যার মূল্য সাধারণ বিবাহ মূল্যের অর্দ্ধেক। কারণ সাঁওতালদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এইরূপ স্ত্রী কেবল মাত্র ইহলোকে উপভোগ্য; কিন্তু পরলোকে ইহারা তাহাদের পূর্ব্বস্বামীর প্রাপ্য।

মহুয়া বৃক্ষের নিম্নে বিবাহসংক্রান্তক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ, কন্যার কপালে ও সীমন্তে সিন্দুর-লেপন। ইহার নাম সিন্দুর-দান। বোধ হয়, সিন্দুরদানপ্রথা সাঁওতালগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, মনুষ্যের আদিম অসভ্য অবস্থায় বিবাহকালে স্ত্রীপুরুষে স্বীয় রক্ত মিশ্রিত করিয়া, সেই রক্ত তাহারা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিত। পাশ্চাত্য জাতিবিদ্‌গণ অনুমান করেন, এই শোণিতলেপন হইতে কালক্রমে বিবাহকালে সিন্দুর লেপনের উৎপত্তি হইয়াছে।

কন্যা কুৎসিত বা বিকৃতাঙ্গ হইলে তাহার ঘারদি-জাবাই নামে দ্বিতীয় প্রকার বিবাহ হয়। এই বিবাহ হইলে, জামাতা ৫ বৎসর শ্বশুরের চাকরি করে, গৃহে অবস্থিতি করিয়া তাহার অধীনে কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে এবং এই ৫ বৎসর গত হইলে সে একজোড়া বলদ, কিছু চাল এবং কএকটি কৃষি যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে; তাহার পর আর তাহার সহিত শ্বশুর কুলের কোন সম্পর্ক থাকে না।

যদি কোন যুবক মনে করে যে, তাহার প্রণয়িনী তাহাকে সুনয়নে দৃষ্টি করে না, অথচ সে তাহাকে বিবাহ করিতে নিতান্ত ব্যাকুল, তাহা হইলে সেই যুবক হস্তে সিন্দুর অথবা ধূলি লেপন করিয়া হাট বা অন্য কোন প্রকাশ্য-স্থানে সেই যুবতীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং পাছে পথমধ্যে কন্যার অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক প্রহারিত হয় এই ভয়ে তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার অঙ্গে সিন্দুর বা ধূলি-লেপনপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করে। এই ঘটনা কন্যার অভিভাবকগণের কর্ণগোচর হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ গ্রামের প্রধানের অনুমতি লইয়া যুবকের গৃহে উপস্থিত হয় এবং যুবকের তিনটি ছাগ বধ করিয়া ভোজন করে। তৎপরে এই বিবাহে কন্যার মূল্য স্বরূপ দ্বিগুণ অর্থ নির্দ্ধারিত হয়। এই বিবাহের নাম ইতুত।

সেইরূপ কন্যা জোর করিয়া কখন কখন স্বীয় মনোমত পাত্রকে বিবাহ করে। ইহাকে নির-বোলোক বলে। যুবতী একটি হাঁড়িতে হাঁড়িয়া নামে এক প্রকার মদ লইয়া তাহার প্রেমাস্পদের ভবনে গিয়া তথায় বাস করিবার জন্য তাহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে। এই যুবতীকে বলপ্রয়োগে গৃহবহিষ্কৃত করা রীতি ও রুচি বিরুদ্ধ। পাত্রের মাতা তাহাকে বিতাড়িত করণার্থ অগ্নিতে লঙ্কা প্রক্ষেপ করে, এই লঙ্কার ধূম সহ্য করিয়া যদি যুবতী তথায় অবস্থান করে, তাহা হইলে পাত্রের মাতা তাহার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেয়।

বিধবা ও পরিত্যক্তা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের নাম সাঙ্গা। কন্যা পাত্রের বাটীতে উপনীত হইলে, পাত্র দিম্বু পুষ্প সিন্দুর চিহ্নিত করিয়া বামহস্তে কন্যার কেশোপরি সংলগ্ন করিয়া দেয়।

কোন অবিবাহিত-কন্যা তাহার অবিবাহ্য শ্রেণীর কোন যুবক কর্ত্তৃক অন্তঃসত্ত্বা হইলে, তাহার অভিভাবকেরা একটি পাত্র অন্বেষণ করে। কন্যার প্রেমাস্পদ তাহাকে দুইটী বলদ, একটি গাভী ও কিছু চাল দিতে স্বীকৃত হইলে সে সেই কন্যাকে স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। তৎপরে গ্রামের প্রধান তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলেই এই কিরিং-জাবাই নামক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

সাঁওতালদিগের মধ্যে যদিও বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত

আছে, তথাপি মৃতপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করাই প্রশস্ত। বিধবা স্বীয় ভাসুরকে কোন মতেই বিবাহ করিতে পারে না। স্বামী অথবা স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে বিবাহ ভঙ্গ হয়। যদি বিনা-কারণে স্বামী বিবাহভঙ্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে স্বামী জরিমানা স্বরূপ কএক টাকা স্ত্রীকে প্রদান করিতে বাধ্য এবং স্ত্রীর ইচ্ছায় এই কার্য্য সংসাধিত হইলে,কন্যার পিতা জামাতাকে বিবাহের মূল্য ও কিঞ্চিৎ জরিমানা দিতে বাধ্য। সমাগত পল্লীবাসীর সম্মুখে স্ত্রীপুরুষ উপস্থিত হইলে, পুরুষ তাহাদের বিবাহভঙ্গের চিহ্ন স্বরূপ তিনটি শালপত্র ছিন্ন করে এবং একটি জলপূর্ণ পিত্তল কলস উল্টাইয়া দেয়। এইরূপে সাঁওতালদিগের মধ্যে বিবাহ-ভঙ্গ সম্পন্ন হইয়া থাকেন।

সাঁওতালদিগের উত্তরাধিকারিত্ববিধি হিন্দুগণের ন্যায় নহে। পিতার মৃত্যুর পর, পুত্রগণ পৈতৃকসম্পত্তি উত্তরাধিকারি-সূত্রে সমভাবে প্রাপ্ত হয়। কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির কোন অংশ পায় না, তবে সম্পত্তি-বিভাগকালে একটি গাভী লাভ করে। পিতার মৃত্যুর সময় পুত্রগণ অল্পবয়স্ক থাকিলে, যে পর্য্যন্ত না তাহারা সকলে সম্পত্তি ভাগ করিয়া পৃথক্ ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত হয়, ততদিন মাতা সেই সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে। তৎপরে মাতা স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়া থাকে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে বহুবিধ পূজা প্রচলিত আছে। নিম্নে কএকটি দেবতার বিষয় লিখিত হইল। (১) মরঙ্গ বুরু—ইনি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। (২) মোরোকো (অগ্নি); পূর্ব্বে মোরোকোর পঞ্চ সহোদেবের পূজা প্রচলিত ছিল,এক্ষণে কেবলমাত্র মোরোকোর পূজা হইয়া থাকে। (৩) জাইর ইরা—মোরোকোর ভগিনী। প্রত্যেক গ্রামের বন মধ্যে এক একটি স্থান এই দেবীর অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া পরিচিত হয়। (৪) গোসেন ইরা—জাইর ইরার কনিষ্ঠা ভগিনী। (৫) পরগণা—ইনি ডাকিনীগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, সেই জন্য সকলেই ইহাকে বিশেষ ভক্তি করে। (৬) মাঝি—ইনি পরগণার অধীনস্থ সর্ব্বপ্রধান দেবতা। দেবতারা যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট করিতে না পারে, এই বিষয়ে তিনি সতত দৃষ্টি রাখেন। সাঁওতালদিগের বিশ্বাস যে, তাহাদের ন্যায় দেবতাদিগের মধ্যেও মাঝি বা প্রধান আছে, দেব-মাঝিও অন্যায় দেবতাদিগকে শাসন করে। বন মধ্যে এই সকল দেবতার পূজা হয় কেবল মরঙ্গ বুরুর পূজা গৃহেও সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক গৃহস্বামীর দুইটি বিভিন্ন কুলদেবতা আছে; ওরাক্ বংগ বা গৃহদেবতা এবং আবগে বংগ বা গুপ্তদেবতা! কোন সাঁওতাল তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন অপর কাহারও নিকটে স্বীয় কুলদেবতাদ্বয়ের নাম প্রকাশ করে না। গৃহস্বামী স্বীয় পরিবারস্থ স্ত্রীগণের নিকটে এই দেবতাদ্বয়ের নাম ও পূজাপ্রকরণ বিশেষভাবে গোপনে রাখে; কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহারা এই সকল দেবতাদিগকে ভূত করিয়া ফেলিবে ও অবিলম্বে ডাকিনীতে পরিণত হইয়া পরিবারস্থ সকলকে খাইয়া ফেলিবে। ওরাক্ বংগের উদ্দেশে যে সকল খাদ্য সামগ্রী উৎসর্গীকৃত হয়,সেগুলি পরিবারস্থ সকলেই আহার করে। কিন্তু আব্‌গে-বংগের প্রসাদ কেবল মাত্র পুরুষেরা গ্রহণ করিতে পারে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে পূর্ব্বে মনুষ্যবলি প্রচলিত ছিল। এখনও সময়ে সময়ে সাঁওতালগণ নিজ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার মানসে অথবা প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির আশায় দেবতার সম্মুখে মনুষ্য-বলি দিয়া থাকে।

পৌষমাসে ক্ষেত্র হইতে ধান্য গৃহে আনীত হইলে সাঁওতালেরা এই উপলক্ষে উৎসব করে। ইহাই তাহাদিগের প্রধান উৎসব। দেবতার স্থানে পুরোহিত কর্ত্তৃক কুক্কুটবলি প্রদত্ত হয়, তদ্ভিন্ন গ্রামবাসীরা শূকর, ছাগ ও কুক্কুট উৎসর্গ করিয়া থাকে। এই উৎসব কালে গ্রামস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই মদিরা-সেবনে উন্মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারে আনন্দ উপভোগ করে। তৎকালে রমণীগণ সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। এই সময়ে এরূপভাবে যথেচ্ছাচারী হইয়া স্ত্রীগণের পরপুরুষ সহবাস তেমন নিন্দনীয় নহে। ফাল্গুন মাসে শালফুল প্রস্ফুটিত হইলে সাঁওতালগণ আর একটি উৎসব সম্পন্ন করে। এই উৎসব উপলক্ষেও দেবতার সম্মুখে বহু বলি প্রদত্ত হয় এবং সাঁওতালগণ পরস্পর প্রীতিভোজে যোগদান করে। দিবারাত্র নাচ-গান চলিতে থাকে এবং বংশীর মধুর রবে পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার সময়ে এবং ভাদ্র মাসে ধান্যের অঙ্কুরোদ্গম হইলে সাঁওতালগণ নানাবিধ উৎসব করে। পৌষের প্রথম দিবসে, ইহারা মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে চিড়া, গুড় ও রুটি উৎসর্গ করে। অন্য সময়েও ইহারা মৃতব্যক্তির পূজা করিয়া থাকে। মাঘ মাসে সাঁওতালদিগের বর্ষ সমাপ্ত হয়। প্রত্যেক সাঁওতাল জীবনে অন্ততঃ একবারও জমসিম্ পূজা করিতে বাধ্য। এই পূজায় তাহারা সূর্য্যদেবের উদ্দেশে একটি ছাগল ও একটি ভেড়া বলি দেয়। এই পূজার এক বৎসর পরে, সাঁওতালেরা গৃহ দেবতার সম্মুখে একটি গাভী এবং মরংবুরু ও পূর্ব্বপুরুষগণের প্রেতাত্মার উদ্দেশে একটি ষাঁড় বলি দেয়। এই পূজা কুতম্ দংগ্রা নামে অভিহিত।

প্রত্যেক সাঁওতাল-পল্লীতে যেমন এক একজন মাঝি বা প্রধান থাকে,সেইরূপ কএকটি পল্লী বা প্রত্যেক পরগণা একজন পরগণাইতের অধীনে থাকে। পরগণাস্থ সমাজের সকলের উপরে

এই ব্যক্তি কর্ত্তৃত্ব করে। প্রত্যেক বিবাহে এই পরগণাইতের অনুমতি লইতে হয় এবং কোন ব্যক্তি সমাজনীতি বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলে, এই ব্যক্তি গ্রামের পঞ্চায়তের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহাকে গ্রাম হইতে বিদূরিত করিয়া দেয় অথবা অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত করে।

সাঁওতালগণ শবদাহ করে। কোন পল্লীতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, গ্রামস্থ সকলেই সেই মৃত ব্যক্তির সৎকারার্থ নিকট-বর্ত্তী নদীতীরে গমন করে। সাঁওতালগণ এখনও ধনুর্ব্বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, তাহাদের লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হয় না। কেবল মাত্র ধনু-র্ব্বাণ সাহায্যে ইহারা ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে সাঁওতাল পরগণায় বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল। সাঁওতালগণের প্রকৃতি অতি সরল এবং ইহারা সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সাঁক (দেশজ) শঙ্খ শব্দের অপভ্রংশ।

সাঁকো (দেশজ) সেতু, সোপান, পুল।

সাঁচা (দেশজ) ১ সত্য, যথার্থ, অকৃত্রিম। ২ জল ছেঁচা।

সাঁচান (দেশজ) শকুন পক্ষী।

সাঁচি (দেশজ) ১ নূতন। ২ খাঁটী।

সাঁচিপাণ (দেশজ) পর্ণ বিশেষ। এই পর্ণ খাইবার কালে এক প্রকার সুগন্ধ ও সুস্বাদ পাওয়া যায়।

সাঁচিবেত (দেশজ) সাধারণ বেত্র।

সাঁচিসরিষা (দেশজ) সর্ষপ ভেদ। কৃষ্ণ সরিষা।

সাঁচিসর্ষা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Brassica erucoides)।

সাঁজো (দেশজ) সদ্যো শব্দের অপভ্রংশ। যাহা সদ্যঃ হয়, রজকা-লয়ে সাঁজো ও বাসি কাপড় কাচা হয়, সেই দিনই যে কাপড় কাচিয়া দেয়, তাহাকে সাঁজো কহে।

সাঁজোয়া (দেশজ) বর্ম্ম, অস্ত্রনিবারণার্থ কবচ।

সাঁঝ (দেশজ) সন্ধ্যাকাল, সন্ধ্যাবেলা।

সাঁড়ক (দেশজ) বাঁশের চটাবিশেষ। ঘর প্রস্তুত করিতে হইলে বাঁশের সাড়ক এবং বরেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা চাল বাঁধিতে হয়। একটী বাঁশে চারিটী সাড়ক এবং ৮টী বরেয়া হয়। রৌদ্র ও বৃষ্টি না লাগিলে সাড়ক বহু দিন স্থায়ী হয়। রৌদ্র বৃষ্টিতে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য উহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া জলে পচাইয়া লইলে আর ঘূণ ধরিবার সম্ভাবনা থাকে না।

সাঁড়াশী (দেশজ) লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। সন্দংশ যন্ত্র।

সাঁতার (দেশজ) সন্তরণ। জলের উপরিভাগে ভাসন।

সাঁতলান (দেশজ) মৎস্যাদি অল্প তৈলে ভাজিয়া লওয়াকে সাঁতলান কহে। যথা সাতলান মৎস্য। অনেক স্থলে উত্তপ্ত তৈলে লঙ্কা, তেজপাত, সরিষা বা পাঁচফড়ং প্রভৃতি সম্বরা ঝোলাদি সিদ্ধ করাকে সাঁতলান বলা হয়।

সাঁস (দেশ) শস্য।

সাক (অব্য) সহার্থ, সহ, সহিত, সঙ্গে।

"অহং জনস্তা গুরুভিশ্চ সাকং
মাসাস্ত লক্ষ্মীমবসং চিরায়" (কথাসরিৎসা° ৪।১৩৬)

সাকংযুজ (ত্রি) সাকং যুজ-ক্বিপ্। সহিত যুক্ত, সহিত বর্ত্তমান।

"সাকং যুজা শকুনস্তেব পক্ষা" (ঋক ১০।৯।১০৩)

'সাকং যুজা সাকং যুজৌ সহ বিযুক্ত্য বর্ত্তমানৌ' (সায়ণ)

সাকংজ (ত্রি) সাকং জায়তে জন-ড। সহোৎপন্ন।

"সাকংজানা সপ্তথমাহুঃ" (ঋক্ ১।১৬৪।১৫)

'সাকংজানাং একস্মাদাদিত্যাৎ সহোৎপন্নানাং' (সায়ণ)

সাকংবৎ (ত্রি) সহযুক্ত।

সাকংবৃধ্ (ত্রি) সাকং বর্দ্ধতে বৃধ-ক্বিপ্। প্রবৃদ্ধ।

"ভূতং সাকং বৃধা শবসা" (ঋক্ ৭।৯৩।২)

'সাকং বৃধা সহ প্রবৃদ্ধৌ' (সায়ণ)

সাকমুক্ষ্ (ত্রি) সহিত বা যুগপৎসিঞ্চনকারী, একত্র যাহারা জল সিঞ্চন করে।

"সাকমুক্ষো মর্জ্জয়ন্ত স্বসারঃ" (ঋক্ ৯।৯৩।১)

'সাকমুক্ষঃ সহ যুগপৎ সিঞ্চন্তঃ উক্ষ সেবনে ক্বিপি রূপং' (সায়ণ)

সাকমেধ (পুং) চাতুর্মাস্যে যাগভেদ।

সাকম্প্রস্থায়ীয় (ত্রি) যাগভেদ।

সাকল্য (ক্লী) সকল ভাবে ষ্যঞ্। ১ সমুদায়। ২ সকলের ভাব।

"যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যে নাতিরিচ্যতে।
স তদাতদ্‌গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণং॥" (মনু ১২।২৫)

সাকাঙ্ক্ষ (ত্রি) আকাঙ্ক্ষয়া সহ বর্ত্তমানঃ। ১ আকাঙ্ক্ষার সহিত বর্ত্তমান, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, সস্পৃহ, লালস।

"পরস্ত যুবতীং ভার্য্যাং সাকাঙ্ক্ষং বীক্ষতে ন কঃ।" (উদ্ভট)

২ লোভী, ইচ্ছুক।

সাকাঙ্ক্ষতা (স্ত্রী) সাকাঙ্ক্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাকাঙ্ক্ষত্ব, সাকাঙ্ক্ষের ভাব বা ধর্ম্ম।

সাকার (ত্রি) আকারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আকারবিশিষ্ট, মূর্ত্তিযুক্ত। "সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুং। সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমাম্যহং॥" (ব্রহ্মবৈ° পু° গণ° ৩২।৩১)

সাকারোপাসনা (স্ত্রী) সাকারস্য উপাসনা। দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা, দেবমূর্ত্তিপূজা। সগুণ-ব্রহ্মের উপাসনা, প্রথমাধিকারীর পক্ষে সাকারোপাসনাই শ্রেয়ঃ। যাহাদের চিত্ত-শুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাম বিজিত হয় নাই, তাহারা সাকারোপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিবেন। (তন্ত্র)

সাকারতা (স্ত্রী) সাকারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাকারের ভাব বা ধর্ম্ম।

সাকুরুণ্ড (পুং) সকুরণ্ড এব স্বার্থে অণ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ-বিশেষ। পর্য্যায়—গ্রন্থিফল, বিকট, বস্ত্রভূষণ, কর্বুরফল, সকুরুণ্ড। ইহার গুণ—কষায়, রুচিকারক, দীপন, সারক, শ্লেষ্মা, বাতনাশক, বস্ত্ররঞ্জক ও লঘু। (রাজনি°)

সাকূত (ত্রি) আকূতেন সহ বর্ত্তমানঃ। সাভিপ্রায়, অভিপ্রায়-যুক্ত, অভিপ্রায়বিশিষ্ট।

সাকেত (ক্লী) অযোধ্যানগরী। (শব্দরত্না°)

সাকেতক (ত্রি) সাকেত (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। সাকেতদেশবাসী, অযোধ্যাবাসী।

সাকেতন (ক্লী) সাকেত, অযোধ্যানগর।

সাক্তুক (পুং) সক্তুষু সাধুঃ সক্তু (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। ১ যব। সক্তূনাং সমূহঃ সক্তু (অচিত্তহস্তিধেনোষ্ঠক্। পা ৪।২।৪৭) ইতি ঠক্। (ক্লী) ২ সক্তুসমূহ। (ত্রি) ৩ সক্তুসম্বন্ধী। ৪ সক্তু সমর্থ।

সাক্ষত (ত্রি) অক্ষতেন সহ বর্ত্তমানং। অক্ষত বা আতপ তণ্ডুলের সহিত বর্ত্তমান।

সাক্ষর (ত্রি) অক্ষরেণ সহ বর্ত্তমানং। ১ অক্ষরযুক্ত, বিদ্বান্। (ক্লী) ২ স্বনামলিখন, সহি করা।

সাক্ষাৎ (অব্য) ১ প্রত্যক্ষ, সম্মুখ। ২ প্রত্যক্ষীভূত। ৩ মূর্ত্তিমান্। ৪ স্বয়ং। ৫ তুল্য, সদৃশ।

সাক্ষাৎকর (ত্রি) প্রত্যক্ষজনক।

সাক্ষাৎকরণ (ক্লী) সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ করা, দেখা করা।

সাক্ষাৎকার (পুং) প্রত্যক্ষ করা, দেখা করা।

সাক্ষাৎকারতা (স্ত্রী) সাক্ষাৎকারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাক্ষাৎ-কারের ভাব বা ধর্ম্ম, সাক্ষাৎ।

সাক্ষাৎকারবৎ (ত্রি) সাক্ষাৎকার অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সাক্ষাৎকারযুক্ত, প্রত্যক্ষবিশিষ্ট।

সাক্ষাৎকারিন্ (ত্রি) সাক্ষাৎ করোতি কৃ-ণিনি। সাক্ষাৎ-কর্ত্তা, যিনি দেখা করেন।

সাক্ষাৎকৃতি (স্ত্রী) সাক্ষাৎকার, দেখা করা।

সাক্ষিতা (স্ত্রী) সাক্ষিণো ভাবঃ কর্ম্ম বা তল্, নস্য লোপঃ, টাপ্। সাক্ষিত্ব, সাক্ষীর কার্য্য; সাক্ষ্য, সাক্ষী দেওয়া।

সাক্ষিন্ (ত্রি) অক্ষেণ দর্শনেন্দ্রিয়েন সহ বর্ত্তমানং, যৎ তৎ সাক্ষ্যং জ্ঞানং তদস্যাস্তীতি সাক্ষ্য-ইনি। বৃত্তজ্ঞ, প্রত্যক্ষদর্শন, প্রত্যক্ষদর্শী, স্বয়ংদ্রষ্টা, যিনি প্রত্যক্ষরূপে সকল দেখিয়াছেন। কোন বিষয় লইয়া পরস্পরের বিবাদ উপস্থিত হইলে সাক্ষীদ্বারা তাহার মীমাংসা করা হয়। সুতরাং বিবাদমীমাংসায় সাক্ষীই মূল। মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে সাক্ষীর বিধি-নিষেধ এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিশেষ বিবরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহা আলোচিত হইল।

বাদী রাজার নিকট কোন বিষয় মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত করিলে অর্থাৎ কোন বিষয়ের নালিশ করিলে, তিনি সাক্ষী দ্বারা সেই বিষয়ের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবেন। ঋণদানাদি ব্যবহারে যেরূপ সাক্ষী করিতে হইবে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, কৃতদার, পুত্রবান্, এবং একদেশবাসী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রজাতীয় লোক অর্থীকর্ত্তৃক মানিত হইলে তাহারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়, অনাপদ্‌কালে অর্থাৎ ফৌজদারী ঘটনা ব্যতীত অপর সময়ে কোন ব্যক্তিকেই সাক্ষ্য মানা যাইতে পারে না, সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী ও যাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে, এবং যাহারা অলুব্ধ, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়। ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে।

যাহাদের সহিত কোনরূপ অর্থ সংস্রব আছে, যাহারা মিত্র, সাহায্যকারী, ভৃত্যাদি, শত্রু, এবং যাহাদের কূটসাক্ষিত্ব পূর্ব্বে জানা গিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত, এবং মহাপাতকাদি দোষে দূষিত ইহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে। এই সকল ব্যক্তিকে সাক্ষী মানিতে নাই, এবং যদিও ইহারা সাক্ষ্য দেয়, তাহা বিচারস্থলে গ্রাহ্য হইবে না। রাজাকে সাক্ষী মানিতে নাই। সূপকার, কারুজীবী, নটাদি, বহু বেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিবে না। দাস, লোকবিগর্হিত ব্যক্তি, দস্যু, নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী, বৃদ্ধ, শিশু, একজন ব্যক্তি, চণ্ডালাদি নীচজাতি, অন্ধ-খঞ্জাদি বিকলেন্দ্রিয়, অর্ত্তি, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত, পথশ্রমে শ্রান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ এবং তস্কর ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিতে নাই।

স্ত্রীদিগের সাক্ষী স্ত্রীলোক হইবে। দ্বিজের সাক্ষী সদৃশ-দ্বিজ হইবে। সাধুশূদ্রের শূদ্র এবং নীচজাতির সাক্ষী চণ্ডালাদি নীচ-জাতিই হওয়া উচিত। কিন্তু গৃহ মধ্যে, অরণ্যাদি নির্জ্জন স্থলে, চৌরাদিকৃত উপদ্রবে অথবা আততায়িকৃত প্রাণহত্যাস্থলে এই সকল ব্যাপার যে কোন ব্যক্তিই জানেন, তাহাকেই সাক্ষী মানা যাইতে পারে। ইহারা উক্ত দোষযুক্ত হইলেও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে। উক্ত স্থলে গুণবান্ সাক্ষীর অভাবে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, শিশু, বন্ধু, দাস এবং ভৃত্যও সাক্ষী হইতে পারে। সকল প্রকার সাহসকার্য্যে, চৌর্য্যে, স্ত্রীসংগ্রহণে এবং বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য, এই সকল বিষয়ে গৃহস্থ, পুত্রবান্ ইত্যাদি সাক্ষ্য-পরীক্ষা নাই, অর্থাৎ এই সকল স্থলে সকলকেই সাক্ষী মানিতে পারা যায়।

সাক্ষী দ্বৈধস্থলে রাজা বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিবেন, অর্থাৎ অনেক সাক্ষী যেখানে এক কথা বলে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সমান হইলে গুণের বা বাক্যের দ্বারা সত্য

নির্ণয় করিতে হয়। ঋণের বৈধ-স্থলে যাহারা ক্রিয়াবান্ তাহা-দেরই বাক্য গ্রহণীয়।

সাক্ষ্যস্থলে চক্ষুগ্রাহ্যবিষয়ে সাক্ষাৎ-দর্শনে এবং শ্রবণযোগ্য ব্যাপারের শ্রবণে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়। ঐ সকল ঘটনায় যে সাক্ষী সত্য কথা বলেন, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হন না। যাহা দেখিয়াছে বা যাহা শুনিয়াছে, সাক্ষী যদি তাহার অন্যথা বলে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরকালে অধোমুখী হইয়া নরকগামী হয়।

অর্থী ও প্রত্যর্থীর মানিত না হইলেও যদি কেহ কিছু দেখে বা শুনে, বিচারক যদি তাহাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাহারা যথাদৃষ্ট বা যথাশ্রুত বিষয় বলিবে, তাহারা যথাযথ বলিলে পাপভাগী হয় না। লোভহীন এক ব্যক্তিই সাক্ষী হইবে, কিন্তু স্ত্রীলোক শুচি হইলেও সাক্ষীর যোগ্য নহে। কারণ স্ত্রী-বুদ্ধি অস্থির। চৌর্য্যাদি দোষাক্রান্ত স্ত্রী বা পুরুষ কেহই সাক্ষী হইতে পারিবে না। সাক্ষীরা স্বাভাবিক যাহা বলিবে, রাজা তাহাই গ্রহণ করিবেন। ভয়াদি কোন কারণ বশতঃ স্বভাবাতিরিক্ত যাহা কিছু বলিবে, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাক্ষীকে কোনরূপ জেরা করিবে না, সাক্ষী আপনা হইতেই যাহা বলিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। জেরাতে যদি কোনরূপ ভিন্ন বলে, তাহা প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইবে না।

সভা মধ্যে বিচারক অর্থী ও প্রত্যর্থীর সম্মুখে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিয়া প্রিয় বচনে তাহাদিগকে বলিবেন যে, তোমরা বাদী ও প্রতিবাদীর উপস্থিত বিষয়ে যাহা জান, তাহা সত্য করিয়া বল, যে হেতু তোমাদিগকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য মানা হইয়াছে। সাক্ষ্য-স্থলে সত্য-বাক্য কহিয়া সাক্ষী পরকালে উৎকৃষ্টতর লোক সকল লাভ এবং ইহকালে অনুত্তমা কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাও সত্যবাক্যের পূজা করেন। সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাবাক্য বলিলে বরুণ-পাশে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে শতজন্ম যাতনাপ্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব সত্য-সাক্ষ্য দিবে।

সত্য-কথনে সাক্ষী পাপমুক্ত এবং তাহার ইহাতে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়; অতএব সকল বর্ণের সাক্ষীরই সত্য বলা উচিত। দেহস্থিত আত্মাই আপনার শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী, তিনিই একমাত্র মানবের শরণ, অতএব মিথ্যাসাক্ষ্য দ্বারা তাঁহাকে অবমাননা করিও না। পাপকারীরা মনে করে যে, আমাদিগের পাপ কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহা নহে, দেবতারা তাহাদিগের সেই পাপ সকল দেখিয়া থাকেন এবং অন্তরপুরুষ তাহা জানিতে পারেন। আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, যম ও বায়ু প্রভৃতি ইহা বিশেষ রূপে জানিয়া থাকেন। অতএব সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাপ্রয়োগ কদাচ বিধেয় নহে।

বিচারক সাক্ষীগ্রহণস্থলে পূর্ব্বাহ্ণ কালে দেবতাপ্রতিমা সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণসমীপে ব্রাহ্মণকে সাক্ষীবিষয়ে যাহা জান তাহাই বল, এবং ক্ষত্রিয়কে সত্য করিয়া বল, এবং বৈশ্যকে গো, বীজ ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ করিয়া বল এবং শূদ্রকে সমুদায় পাতক দ্বারা শপথ করিয়া বল, বর্ণবিশেষে তিনি সাক্ষীকে এইরূপে প্রশ্ন করিবেন। তিনি সাক্ষীদিগকে আরও কহিবেন যে, ব্রাহ্মণহন্তা, স্ত্রী-হন্তা, বালক-হন্তা, মিত্রদ্রোহীর ও কৃতঘ্নের যে যে লোক শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে তোমার ঐ ঐ লোক প্রাপ্তি হইবে। হে ভদ্র! তুমি জন্মাবধি যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, সে সকল পুণ্য কুকুরে গমন করিবে। যদি তুমি সাক্ষ্য স্থলে মিথ্যা বল, তুমি মনে করিয়াছ যে তুমি একাকী আছ, তাহা নহে, পাপপুণ্যের দ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ এই পরমাত্মা নিত্য তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া সত্য সাক্ষ্য দিবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দানে সকল পুণ্য ক্ষয় এবং নরক-ভোগ ইহা বুঝিয়া তুমি যাহা দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ তাহা সত্য করিয়া বল।

গোরক্ষক, বাণিজ্য-জীবী, পাচক, নর্ত্তকাদি, দাসকর্ম্মজীবী এবং বৃদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ন্যায় সাক্ষ্যপ্রশ্ন করিবে। স্থান বিশেষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেও তাহা দোষাবহ হয় না, এক প্রকার জানিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে অন্য প্রকার কহিলে তাহার হানি হইবে না। এইরূপ বাক্যকে দেববাক্য কহে। যে স্থলে সত্য কথা কহিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের প্রাণ-বধ হয়, এইরূপ স্থলে মাত্র মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে পারা যায়। কিন্তু যিনি এইরূপ মিথ্যা-সাক্ষ্য দিবেন, তিনি দোষ পরিহারের জন্য চরুপাক করিয়া বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর উদ্দেশে যাগ করিবেন।

যদি কোন সাক্ষী অরোগী থাকিয়া ত্রিপক্ষের মধ্যে ঋণাদি ব্যবহারবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান না করে, তাহা হইলে উক্ত ঋণ উহাকে দিতে হইবে এবং যত ঋণের দাবী হইবে, তাহার দশ ভাগের একভাগ রাজাকে দণ্ডস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। সাক্ষী দিয়া সপ্তাহ মধ্যে যদি সাক্ষীর উৎকট রোগ, গৃহদাহ বা পুত্রাদি সন্নিহিত জ্ঞাতিমরণ হয়, তবে ঐ সাক্ষীকে ঋণ ও শক্ত্যনুসারে রাজদণ্ড দিতে হইবে।

যে বিবাদে মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রকাশ পাইবে, রাজা সেই বিবাদের পুনরায় আবার বিচার করিবেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা যাহা কিছু কৃত হইয়াছিল, তাহা সকলই অকৃতের ন্যায় গণ্য হইবে। লোভ, মোহ, ভয়, স্নেহ, কাম ও ক্রোধ হেতু যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং অজ্ঞানে বা অমনোযোগে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য।

যাহারা মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদান করে, রাজা তাহাদিগকে দণ্ড-বিধান করিবেন। এই দণ্ডবিধানের বিশেষ নিয়ম আছে, লোভাধীন মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে হাজার পণ দণ্ড, মোহজন্ত মিথ্যা-সাক্ষ্যে আড়াই শত পণ, কামাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াই হাজার পণ, ক্রোধাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে তিন হাজার পণ, অজ্ঞানতঃ মিথ্যাসাক্ষ্যে দুইশত পণ এবং অনবধানতাবশতঃ মিথ্যা-সাক্ষ্য দিলে একশত পণ দণ্ড হইবে। রাজা এইরূপে মিথ্যা-সাক্ষ্য-কারীকে দণ্ডবিধান করিবেন।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই তিন বর্ণ যদি বারংবার মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপে দণ্ডবিধান করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ এইরূপ করিলে তাহার কোনরূপ অর্থদণ্ড না করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। (মনু ৮ অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই সাক্ষীর বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে। কোন বিষয় মীমাংসার জন্ম রাজার নিকট নালিশ করিলে অন্ততঃ তিনজন সাক্ষী দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সদ্বংশীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, সরল-স্বভাব, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রৌত-স্মার্ত্ত ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুচারী এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এই সকল গুণবিশিষ্ট তিনজন সাক্ষী হওয়া আবশ্যক। সজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিকেই সাক্ষী মানা যাইতে পারে।

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব, শ্রোত্রিয়বৃদ্ধ, তাপসবৃদ্ধ এবং পরিব্রাজকাদি ইহারা শাস্ত্রীয় বচনানুসারে সাক্ষিমধ্যে পরি-গণিত নহে। এই বিষয়ে শাস্ত্রেও কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশস্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থসম্বন্ধী অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদী বিষয়ের স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, সহায়, শত্রু, চৌর, সাহসী (গোঁয়ার), দৃষ্টদোষ, বন্ধু, পরিত্যক্ত ইত্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার অযোগ্য। উভয়পক্ষ সম্মত ধর্ম্মজ্ঞ একজন সাক্ষ্য হইবে, কিন্তু এই নিন্দিত গুণযুক্ত ব্যক্তি-গণকে কদাচ সাক্ষ্য মানিবে না। রাজা সাক্ষী লইবার কালে মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে যে দোষ হয়, তাহা সাক্ষীকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

সাক্ষী মানিত হইয়া যে ব্যক্তি সাক্ষ্যপ্রদান না করে, তাহার পাপ এবং দণ্ড কূটসাক্ষীর ন্যায়। সাক্ষিগণ যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয়, এবং লিখিত প্রতিজ্ঞান যাহার অন্যরূপ প্রমাণ হয়, তাহার পরাজয় হইয়া থাকে। কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্য পক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ স্যাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব-সাক্ষীগণ কূটসাক্ষী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যাহারা কূট-সাক্ষী দিবে রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, কূটসাক্ষীর তাহার দ্বিগুণ হইবে এবং রাজা তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কূটসাক্ষী হইলে তাহার কোনরূপ দণ্ড না করিয়া তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে।

সাক্ষী সাক্ষ্য দিবার জন্য অঙ্গীকৃত হইয়া পরে যদি তাহা অস্বীকার করে তাহা হইলে বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তদপেক্ষা ৮ গুণ অধিক তাহার দণ্ড হইবে। রাজা তাহার এইরূপ দণ্ডবিধান করিয়া পরে তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। যে বিবাদে সত্যকথা বলিলে ব্রহ্ম-চারীর প্রাণদণ্ড হয়, সেই স্থলে সাক্ষী মিথ্যা বলিতে পারে। পরে এই পাপনাশের জন্য সারস্বতচরু নির্ব্বপণ করিতে হয়।
(যাজ্ঞবল্ক্যস° ২ অ°)

মিথ্যাসাক্ষ্য-দানকারীর সকল পুণ্যক্ষয় এবং নরক হইয়া থাকে, এইজন্য সাক্ষ্যস্থলে কদাচ মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা মহাপাপ বলিয়া গণ্য, তাহার উপর রাজার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি মিথ্যা প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে কিরূপ পাপ হইবে, তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। ব্যবহারতত্ত্বে এই সাক্ষীর বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না।

সাক্ষিপ্ত (অব্য) আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আক্ষেপ, মনোবৈকল্য, তাহার সহিত বর্ত্তমান, মনোবিক্লবতাযুক্ত।

"বেষং সাক্ষিপ্তমাধায় রক্তেনৈকেন বাসসা" (ভারত ১ প°)

'সাক্ষিপ্তং আক্ষিপ্তঃ আক্ষেপোমনোবৈকল্যং তেন সহ যথাস্যাত্তথা' (নীলকণ্ঠ)

সাক্ষিভূত (ত্রি) সাক্ষীস্বরূপ, সাক্ষীভূত, ভগবান্ বিষ্ণু, তিনি সাক্ষীস্বরূপ।

"নমস্তে আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ।
নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ॥"(ভাগবত ৩।১৬।৩৪)

সাক্ষিমৎ (ত্রি) সাক্ষিন্ অস্ত্যর্থে মতুপ্, নস্য লোপঃ। সাক্ষী-যুক্ত, সাক্ষীবিশিষ্ট। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২।৯৪)

সাক্ষেপ (ত্রি) আক্ষেপেণ সহ বর্ত্তমানং। আক্ষেপের সহিত বর্ত্তমান, আক্ষেপযুক্ত, আক্ষেপবিশিষ্ট।

সাক্ষ্য (ক্লী) সাক্ষিণো ভাবঃ কর্ম্মবা, সাক্ষিন্-ষ্যঞ্। যদ্বা সাক্ষিণি ভবং সাক্ষিন্ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ। সাক্ষীর কর্ম্ম, সাক্ষ্যপ্রদান, সাক্ষীর কার্য্য।

"সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচৈব সিদ্ধ্যতি।" (ব্যবহারতত্ত্বধৃত মনু) সমক্ষ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়। [সাক্ষিন্ শব্দ দেখ] (ত্রি) ২ দৃশ্য। "তাবানয়ং ব্যবহারঃ সদাবিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসাক্ষ্যো ভবতি স্থূলসূক্ষ্মঃ।" (ভাগবত ৫।১১।৭)

সাখেয় (ত্রি) সখ্যুরিদং সখি (বুঞ্ছণ্কটজিতি। পা ৪।২।৮০) ইতি ঢঞ্। সখিসম্বন্ধী।

সাখ্য (ক্লী) সখ্যুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা সখি-ষ্যঞ্। সখ্য, সখিত্ব, বন্ধুত্ব।

সাগর (পুং) সগরস্য রাজ্ঞোঽয়মিতি সগর-অণ্। সমুদ্র, অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন যে রাজা সগর ইহাকে অবতারিত করেন, এই জন্য সমুদ্রের নাম সাগর হইয়াছে। "সগরেণাবতারিতত্বাৎ তস্যায়মিতি ষ্ণে সাগরো দন্ত্যাদিঃ। (ভরত) এই সাগর ৭টী। [সমুদ্র দেখ।]

সগরস্যাপত্যং পুমানিতি সগর-অণ্। ২ সগরপুত্র। (ভাগবত ৩,১০৭) (ত্রি) সাগরস্যেদং অণ্। ৩ সাগরসম্বন্ধী।

সাগরক (পুং) জনপদভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। সাগরীকা। রত্নাবলীর সখী।

সাগরগ (ত্রি) সাগর-গম-ড। সাগরগামী, সাগরপর্য্যন্ত গমনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সাগরগা-নদী, ২ গঙ্গা। (ভার° আদিপ°)

সাগরগম (ত্রি) সাগরপর্য্যন্তগামী।

সাগরগামিন্ (ত্রি) সাগরং গচ্ছতীতি গম-ণিনি। সাগর পর্য্যন্ত গমনকারী, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সাগরগামিনী নদী।

"মহীধরং মার্গবশাদুপেতং স্রোতোবহা সাগরগামিনীব।"(রঘু ৬।৫২)

৩ সূক্ষ্মৈলা। (রাজনি°)

সাগরদত্ত (পুং) ১ শাক্যবংশীয় একজন খ্যাত ব্যক্তি। ২ গন্ধর্ব্বরাজভেদ।

সাগরনন্দিন্ (পুং) একজন কোষকার। (উজ্জ্বল ৪।১২১)

সাগরনেমি (স্ত্রী) সাগরঃ নেমিরিব যস্যঃ। পৃথিবী। (হেম)

সাগরপর্য্যন্ত (ত্রি) সমুদ্রপর্য্যন্ত, সমুদ্র অবধি।

সাগরপাল (পুং) নাগরাজ। (তারনাথ)

সাগরমুদ্রা (স্ত্রী) ধ্যানমুদ্রাভেদ।

সাগরমেখল (স্ত্রী) সাগরঃ মেখলেব যস্যাঃ। পৃথিবী। (হেম) এই শব্দ বাচ্যলিঙ্গেও দেখিতে পাওয়া যায়।

"অংশুমানপি ধর্ম্মাত্মা মহীং সাগরমেখলাং।
প্রশশাস মহারাজ যথৈবাস্য পিতামহঃ॥" (ভারত ৩।১০৭।৬৪)

সাগরলিপি (স্ত্রী) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ললিতবি°)

সাগরবর্ম্মন্ (পুং) রাজভেদ।

সাগরবাসিন্ (ত্রি) সাগরে সাগরতীরে বসতীতি বস-ণিনি। সাগরতীরে বাসকারী, যাহারা সাগরতীরে বাস করে।

সাগরব্যূহগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সাগরসূনু (পুং) সাগরপুত্র।

সাগরানূপক (ত্রি) সাগরবাসী। (ভারত বনপর্ব্ব)

সাগরান্ত (ত্রি) সাগরপর্য্যন্ত।

সাগরাম্বরা (স্ত্রী) সাগরঃ অম্বরং বস্ত্রমিব যস্যাঃ। পৃথিবী।

সাগরালয় (পুং) সাগর আলয়ো যস্য। বরুণ। (শব্দমালা)

সাগরাবর্ত্ত (পুং) সাগরদ্বীপ। (মহাভারত বনপর্ব্ব)

সাগরেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

সাগরোত্থ (ক্লী) সাগরাদুত্তিষ্ঠতীতি উৎ-স্থা-ক। সমুদ্রলবণ।

সাগরোদক (ক্লী) সাগরস্য উদকং। সাগরের জল, সমুদ্রজল, মহাস্নানকালে সাগরোদক দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

সাগরোপম (ত্রি) সাগর উপমা যস্য। সাগরতুল্য, সমুদ্রসদৃশ।

সাগস্ (ত্রি) পাপের সহিত বর্ত্তমান, পাপযুক্ত, পাপবিশিষ্ট।

সাগ্নি (ত্রি) অগ্নির সহিত বর্ত্তমান, অগ্নিযুক্ত, অগ্নিবিশিষ্ট।

সাগ্নিক (ত্রি) অগ্নির সহিত বর্ত্তমান, অগ্নিযুক্ত। কলি ভিন্ন অন্য যুগে ব্রাহ্মণ সকল সাগ্নিক ছিলেন। উপনয়নকালে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত, উপনীত ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক সেই অগ্নি রক্ষা এবং প্রতিদিন তাহাতে হোম করিতেন, পরে অন্তকালে সেই অগ্নি দ্বারা তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইত। সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে স্নাতক কহে। কলিকালে ব্রাহ্মণ সকল নিরগ্নিক।

সাগ্নিচিত্য (ত্রি) অগ্নিচয়নক্রিয়াযুক্ত।

সাগ্র (ত্রি) অগ্রের সহিত বর্ত্তমান, অগ্রবিশিষ্ট, অগ্রযুক্ত। ২ সমগ্র।

সাগ্রহ (ত্রি) আগ্রহের সহিত বর্ত্তমান, আগ্রহযুক্ত, আগ্রহবিশিষ্ট, আগ্রহান্বিত।

সাঙ্কথিক (ত্রি) সঙ্কথায়াং সাধুঃ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। সঙ্কথা বিষয়ে সাধু।

সাঙ্করিক (ত্রি) সঙ্করবর্ণ বা মিশ্রবর্ণসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কর্য্য (ক্লী) সঙ্করস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সঙ্করের ভাব, মিশ্রণ, মিলন, সঙ্করত্ব।

সাঙ্কল (ত্রি) সঙ্কল (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫) ইতি অঞ্। ১ সঙ্কল দ্বারা নির্বৃত্ত। ২ সঙ্কলন হইতে জাত।

সাঙ্কল্পিক (ত্রি) সঙ্কল্পসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কাশিন (ক্লী) প্রগুণ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।৭।৪)

সাঙ্কাশ্য (পুং) উত্তরভারতের প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম সঙ্কিশ। [সঙ্কিশ দেখ।]

সাঙ্কাশ্যক (ত্রি) সাঙ্কাশ্যসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কুচী (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ, সাঁকোচ মাছ, এই শব্দ তালব্য শকারান্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

সাঙ্কৃত (ত্রি) সঙ্কৃতি প্রবরসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কৃতি (পুং) মুনিভেদ। এই মুনি বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রের প্রবর।

"বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।

অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই মন্ত্রে ভীষ্মদেবের তর্পণ করিতে হয়।

সাঙ্কৃত্য (পুং) সঙ্কৃতস্য গোত্রাপত্যং সঙ্কৃত গর্গাদিভ্যো যঞ্। সঙ্কৃতের গোত্রাপত্য।

সাঙ্কৃত্যায়ন (পুং) সাঙ্কৃত্যের গোত্রাপত্য।

সাঙ্কেতিক (ত্রি) ১ সঙ্কেতকারক। সঙ্কেতসম্বন্ধীয়। ২ সঙ্ক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অঙ্ক কসা।

সাঙ্কেত্য (ক্লী) মূল প্রমাণশূন্য পাষণ্ডাগম, পাষণ্ডদিগের শাস্ত্র।

'আর্য্যসময়পরিগতাঃ সাঙ্কেত্যেনাভিধত্তে।" (ভাগব' ৫।১৪।২৯)

'সাঙ্কেত্যেন মূলপ্রমাণশূন্যেন পাষণ্ডাগমেন' (স্বামী)

সাঙ্ক্রামিক (ত্রি) সঙ্ক্রামে সাধু। (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি সঙ্ক্রামক-ঠঞ্। সঙ্ক্রামবিষয়ে সাধু, যাহা শীঘ্র সংক্রম করে।

সাঙ্ক্ষেপিক (ত্রি) সঙ্ক্ষেপায় হিতঃ সঙ্ক্ষেপ-ঠঞ্। ১ সংক্ষিপ্ত।

"ইদং বক্ষ্যমাণং সাঙ্ক্ষেপিকং ক্রমেণ লক্ষণং জ্ঞাতব্যং"(মনুটীকা কল্লূক ১২।৩৪) ২ সঙ্ক্ষেপকারক, যিনি সঙ্ক্ষেপ করেন।

সাঙ্খ্য (ক্লী পুং) সংখ্যা সম্যক্জ্ঞানং সা অস্যাস্তীতি সংখ্যা-অণ্, বা সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানং আত্মতত্ত্বং সাঙ্খ্যং। ষট্দর্শনের অন্তর্গত দর্শন শাস্ত্র বিশেষ। পর্য্যায় কাপিল। (হেম) মহর্ষি কপিল এই দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সাংখ্য শব্দের অর্থ সম্যক্জ্ঞান, এই সম্যক্জ্ঞান এই শাস্ত্র আছে বলিয়া ইহার নাম সাংখ্য হইয়াছে, বা যাহা দ্বারা বস্তুতত্ত্বসমূহ সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকেও সাংখ্য কহে, ইহারও অর্থ সম্যক্জ্ঞান, এই জ্ঞানে প্রকাশমান যে আত্মতত্ত্ব তাহাকে সাংখ্য কহে। এই দর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।

"সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।

তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

সংখ্যা সম্যক্‌বিবেকেনাত্মকথনং। অতঃসাংখ্যশব্দস্য যোগরূঢ়তয়া তৎকারণং সাংখ্যযোগং।" (সাংখ্য ভাষ্য)

যাহাতে সংখ্যা, প্রকৃতি এবং চতুর্বিংশতিতত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে সাংখ্য কহে। সম্যক্ বিবেক দ্বারা আত্মকথনের নাম সংখ্যা, অতএব যাহাতে সম্যক্ বিবেকখ্যাতি দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহাকেই সাংখ্য কহে।

পরমজ্ঞানী কপিল জীবের দুঃখ বিমোচনের জন্য এই দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ দেন। তিনি যে সাংখ্যের উপদেশ দেন, তাহার নাম তত্ত্বসমাস, ইহা অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি দয়া করিয়া আসুরি মুনিকে এই শ্রেষ্ঠ পবিত্র জ্ঞান প্রথমে প্রদান করেন, পরে আসুরিমুনি পঞ্চশিখকে এবং পঞ্চশিখ মুনি পরে বহু প্রকারে এই জ্ঞান প্রচার করেন, এইরূপে শিষ্যপরম্পরা ক্রমে এই জ্ঞান প্রচারিত হয়।

"এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনি রাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।

আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥"

(সাংখ্যকা' ৭০)

মহর্ষি কপিল তত্ত্বসমাস নামে যে অতি সংক্ষিপ্ত সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ দেন, কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ইদানীন্তন প্রচলিত যে সাংখ্যসূত্র আছে, তাহাও বিজ্ঞানভিক্ষু কপিল প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে বর্ত্তমান সূত্রে সংক্ষিপ্ত সাংখ্যদর্শনের প্রপঞ্চন অর্থাৎ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা আছে বলিয়া ইহার নাম সাংখ্যপ্রবচন। কালক্রমে যে শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহাও প্রকারান্তরে তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

"কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরং।

কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥" (সাংখ্যভাষ্য)

কালরূপ অর্ক কর্ত্তৃক জ্ঞানসুধাকর সাংখ্যশাস্ত্র ভক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু কলামাত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল, বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা তাহাই আমি পূরণ করিব। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর এই কথা দ্বারা জানা যায় যে, বিজ্ঞানভিক্ষুই সংক্ষিপ্ত যে সাংখ্য দর্শন ছিল, তাহাই বিস্তৃত ভাবে যেখানে যাহা প্রয়োজন তথায় সেই সকল বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কপিলের শিষ্য আসুরি পঞ্চশিখাচার্য্যকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দেন, তিনি এই দর্শনের প্রকাশকল্পে বিস্তর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু কালক্রমে সেই সকল গ্রন্থও অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। পরে ঈশ্বরকৃষ্ণ এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া আর্য্যাশ্লোকে সাংখ্যকারিকা প্রণয়ন করেন। এই কারিকাই সাংখ্যদর্শনের অতি সমীচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রাচীন আচার্য্যদিগের নিকট ইদানীন্তন প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের সূত্র অপেক্ষা সাংখ্যকারিকা সমাদৃত ও বিশেষ প্রামাণিক রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে সাংখ্য দর্শনের মতখণ্ডন প্রসঙ্গে প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের কোন সূত্র উদ্ধৃত না করিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে পরমার্থ চীনভাষায় এই কারিকায় অনুবাদ প্রকাশ করেন, সুতরাং এই কারিকাও যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা দ্বারা জানা যায় যে প্রচলিত সাংখ্যসূত্র অপেক্ষা এক সময়ে সাংখ্যকারিকাই বিশেষ সমাদৃত ছিল। ষড়্‌দর্শন টীকাকৃৎ

বাচস্পতিমিশ্রও সাংখ্যসূত্রের টীকা না করিয়া এই কারিকারই টীকা করিয়াছেন, ইহার নাম সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, এখানিও অতি প্রামাণিক গ্রন্থ, বাচস্পতিমিশ্র এই দর্শনের টীকা না করিলে ষড়্দর্শনের টীকাকৃৎ হইতেন না, সুতরাং তিনিও সাংখ্যসূত্র অপেক্ষা এই কারিকাই প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া ইহারই টীকা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যে সাংখ্যদর্শন প্রচলিত আছে, তাহা ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং সমগ্র দর্শনে ৪৫৬টী সূত্র আছে। বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যেমন রোগ, আরোগ্য, রোগ-নিদান ও ভৈষজ্য এই চারিটী ব্যূহ, তদ্রূপ এই সাংখ্যশাস্ত্রও হেয়, হান, হেয়হেতু এবং হানোপায় এই চারিটী ব্যূহ।

"তত্র ত্রিবিধ দুঃখং হেয়ং, তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানং, প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগদ্বারা চাবিবেকো হেয়হেতুঃ, বিবেকখ্যাতিস্তু হানোপায়ঃ।"
(সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য)

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ হেয়, এই তিন প্রকার দুঃখ হানের যোগ্য, পরিত্যাগের উপযুক্ত, এই জন্য ইহা হেয়। ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তির নাম হান, প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক বা অভেদজ্ঞান হেয়হেতু, বিবেক-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি বা তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদি পুরুষ নহে, পুরুষ তাহা হইতে ভিন্ন, প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথক্ যে জ্ঞান, তাহাই হেয়হেতু, এই জ্ঞান হইলে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়।

সাংখ্য দর্শনের প্রথমাধ্যায়ে হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানো-পায় নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রকৃতির সূক্ষ্মকার্য্য; তৃতীয়াধ্যায়ে প্রকৃতির স্থূল কার্য্য, লিঙ্গশরীর, স্থূলশরীর, অপর বৈরাগ্য ও পরবৈরাগ্য; চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, কতকগুলি আখ্যায়িকা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকারান্তরে বিবেকজ্ঞানসাধনের উপদেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষনিরাস, অর্থাৎ স্বসিদ্ধান্তে বাদী-দিগের সমুদ্ভাবিত দোষের নিরাস, ও তাহাদের মতখণ্ডন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রার্থের উপসংহার বর্ণিত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের প্রমাণ স্বীকৃত হয় নাই এই জন্য ইহার নাম নিরীশ্বরসাংখ্য। শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যকে নিরীশ্বর ও সেশ্বর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাঁহার মতে কপিলপ্রণীত নিরীশ্বর সাংখ্য এবং পতঞ্জলি প্রণীত সেশ্বর সাংখ্য। কপিল স্বয়ং বাসুদেব ও পতঞ্জলি অনন্তের অবতার। কপিলের মতে জ্ঞান দ্বারা মুক্তি, আর পতঞ্জলির মতে যোগপ্রভাবে মুক্তি হয়।* শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, যোগী কাপিলীয়তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হইবেন। এই কারণেই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও ভারত এমন কি শৈবাগমাদিতেও স্পষ্ট সাঙ্খ্যমত দৃষ্ট হয়।† ভগবান্ গীতায় "নৈব সাংখ্যাৎ পরং জ্ঞানং" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভের পক্ষে সাংখ্যই প্রধান শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ দিকে আবার সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে সাঙ্খ্য ও যোগ এই উভয় দর্শনকেই আন্বীক্ষিকী-বিদ্যা মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।‡ সেশ্বর সাঙ্খ্যের বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। [যোগ দেখ।] এক্ষণে নিরীশ্বর সাঙ্খ্যের বিষয় আলোচিত হইতেছে—

সাংখ্যসূত্র ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য এবং ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা যোগসূত্রকে ও বাচস্পতিমিশ্রের তত্ত্বকৌমুদী এই কয় খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, বাচ-স্পতিমিশ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু প্রকারান্তরে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, সূত্রকার অভ্যুপগমবাদ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, মানিলাম বিচার মুখে ঈশ্বরসিদ্ধ হইলেন না, কিন্তু তদ্দ্বারা বিবেকসাক্ষাৎ-কার হইলে মুক্তি হইবার কোন বাধা হইতে পারে না, বিচার স্থলে যদি ঈশ্বর না মানা যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? কারণ জীবের প্রয়োজন কি? না মুক্তি। কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার না করিলে বিবেক সাক্ষাৎকার হইলেই যখন মুক্তি হইবে, তখন ঈশ্বর স্বীকারে বা অস্বীকারে আসে যায় কি? বিজ্ঞানভিক্ষু যে ঈশ্বর স্বীকার করিতেন না, তাহা নহে, তবে তিনি বলেন যে তাহাকে প্রমাণ করা যায় না অর্থাৎ ঈশ্বর অপ্রমেয়। তিনি 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্র দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধি করা যায় না, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদি ঈশ্বর নাই, ইহাই তাঁহার মত হইত, তাহা হইলে তিনি 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্রের পরিবর্ত্তে "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র করিতেন। আরও তিনি বলিয়াছেন "ঈশ্বরোহি দুর্জ্ঞেয় ইতি নিরীশ্বরত্বম্" (বিজ্ঞান ভিক্ষু) ঈশ্বর অতি দুর্জ্ঞেয় এই জন্য নিরীশ্বরত্ব অভিহিত হইয়াছে, যাহা প্রয়োজন, তাহা যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয় লইয়া বিশেষরূপ আলো-চনার আবশ্যক কি? ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলেই যখন মুক্তির কোন রূপ প্রতিবন্ধক নাই, তখন সেশ্বর ও নিরীশ্বর লইয়া

---

* "সাঙ্খ্যশাস্ত্রং দ্বিধাভূতং সেশ্বরঞ্চ নিরীশ্বরম্।
চক্রে নিরীশ্বরং সাঙ্খ্যং কপিলোহস্তৎ পতঞ্জলিঃ।
কপিলো বাসুদেবঃ স্যাদনন্তঃ স্যাৎ পতঞ্জলিঃ।
জ্ঞানেন মুক্তিং কপিলো যোগেনাহ পতঞ্জলিঃ।" (সর্ব্বসিদ্ধান্তরহস্য ৯।১-২)

† "যোগী কপিলপক্ষোক্তং তত্ত্বজ্ঞানমপেক্ষতে।
শ্রুতিস্মৃতির্গণেষু পুরাণে ভারতাদিকে।
সাঙ্খ্যোক্তং দৃশ্যতে স্পষ্টং তথা শৈবাগমাদিষু।" (ঐ ৯।৩-৪)

‡ "সাঙ্খ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী।" (অর্থশাস্ত্র ১ অঃ)

বাদবিতণ্ডায় আবশ্যক কি। তাঁহার এই সকল বাক্য দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি ঈশ্বর স্বীকার করিতেন।

কিন্তু সাংখ্যসূত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র দ্বারাই কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তাহা নহে তিনি আরও কতক গুলি সূত্র দ্বারা নিরীশ্বরত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন—"প্রমাণাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ" (সাংখ্যসূ° ৫।১০) প্রমাণের অভাব বশতঃ তাহার সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ প্রমাণ নাই বলিয়া ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না।

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধি করা যায় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহেন, ইহা বলাই বাহুল্য,অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কোন রূপেই তাঁহার সিদ্ধি হয় না, যে স্থলে প্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধি হয় না, তথায় অনুমান প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু অনুমান প্রমাণ দ্বারাও ইহা সিদ্ধ করা যায় না। "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং" (সাংখ্যসূ° ৫।১১) কোন বস্তুর সহিত যদি অন্য কোন বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে একটী দেখিলে আর একটীর অনুমান হইয়া থাকে। এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই একমাত্র অনুমানের কারণ, যে স্থলে এই সম্বন্ধ নাই, সেই স্থলে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে জগতে কিসের সহিত ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে, ইহাতে সাংখ্যকার বলেন, কিছুরই সঙ্গে নহে।

তৃতীয় প্রমাণ শব্দ, আপ্ত বাক্যকেই শব্দ প্রমাণ কহে, বেদই আপ্তোপদেশ, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া ঈশ্বরকৃত নহে।

"শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য" (সাংখ্যসূ° ৫।১২)

কিন্তু বেদে যে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মুক্তাত্মার প্রশংসা বা সিদ্ধের উপাসনা। সুতরাং আপ্ত প্রমাণ দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে উক্ত রূপ প্রমাণ দিয়াছেন যথা ঈশ্বরের লক্ষণ কি? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বা পাপপুণ্যের ফল বিধাতা, তিনি বদ্ধ বা মুক্ত? যদি মুক্ত বল, তাহা হইলে তাহার সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, যদি বল বদ্ধ, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি হইতে পারে না। অতএব একজন যে সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, ইহা অসম্ভব।

"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎ সিদ্ধিঃ।" "উভয়থাপ্যসৎকরত্বং"
(সাংখ্যসূ° ১।৯৩, ৯৪)

যদি বল ঈশ্বর পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতা, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মানুসারে ফল বিধান করিতে হইবে। যদি তিনি তাহা না করেন অর্থাৎ স্বেচ্ছামতে ফল বিধান করেন। তাহা হইলে তাঁহার ইহা আত্মোপকারের জন্যই করা সম্ভব। ইহাতে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী ও দুঃখের অধীন হইয়া পড়েন।

যদি তাহা না বলিয়া তিনি কর্ম্মানুযায়ীই ফলবিধাতা হন, তাহা হইলে কেন কর্ম্মকে ফলবিধাতা বল না, ফল নিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশানুমানের প্রয়োজন কি? ইত্যাদি রূপে নিরীশ্বরত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় যে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, ইহা নিঃসংশয় রূপে বলা যাইতে পারে। সাংখ্যসূত্র সকল দেখিলেও বোধ হয় যে এই কারিকা অবলম্বন করিয়াই বিজ্ঞানভিক্ষু অধিকাংশ সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদাচার্য্যকৃত সাংখ্যকারিকাভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্র কৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্য ভাষ্য এবং তৎকৃত সাংখ্যসার প্রভৃতি সাংখ্য শাস্ত্রের বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ।

বাচস্পতি মিশ্র স্বয়ং বলিয়াছেন যে এই সাংখ্যকারিকাই সাংখ্যশাস্ত্র, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সাংখ্য শাস্ত্র বিদ্যমান ছিল না। শঙ্করাচার্য্য উদয়নাচার্য্য এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই কারিকাকেই সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাকে এক্ষণে সাংখ্যদর্শন বা সাংখ্যপ্রবচন বলা যায়, পূর্ব্বে কেহ তাহার নামগন্ধ করেন নাই। সুতরাং সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিতে হইলে বাচস্পতি মিশ্রের ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর মত উভয়ই আলোচনা করা আবশ্যক।

জগতে দেখা যায় প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। অতএব এই যে দর্শনশাস্ত্র বিবৃত হইয়াছে, এই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? সকল দর্শন শাস্ত্রেরই প্রয়োজন মুক্তি, সুতরাং এই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন যে মুক্তি তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। জীব সদা ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে, তাই কপিল জীবের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাহাদের মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য এই দর্শনের প্রথম সূত্র এইরূপ—নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" (সাংখ্যসূত্র ১।১)

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তির নাম পরমপুরুষার্থ, ইহার নিবৃত্তিই মুক্তি। পুরুষের প্রয়োজন কি? না মুক্তি, ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি। যাহাতে আর কোন কালেও দুঃখোৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন। দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। যেদুঃখ আত্মাকে অধিকার করিয়া নিষ্পন্ন হয়, আভ্যন্তরীণ উপায়ে যে দুঃখ সম্পন্ন হয়, তাহাকে

আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। সাধারণ লোকে সংঘাত অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাদৃশ উপায়সাধ্য দুঃখই আধ্যাত্মিক দুঃখ। এই আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার শারীর ও মানস। শরীরও স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দুই প্রকার। এই পরিদৃশ্যমান দেহকে স্থূলদেহ এবং বুদ্ধি, মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রে গঠিত অদৃশ্য দেহকে সূক্ষ্ম দেহ কহে। রোগ হইতে স্থূল দেহের দুঃখ সংঘটিত হয়, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার সাম্যাবস্থার নাম আরোগ্য, ইহাই স্বাস্থ্যের নিদান, উহাদের বৈষম্য ঘটিলেই রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং রোগজনিত যে দুঃখ অনুভব হয়, তাহাকেই শারীর দুঃখ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ভয়াদি জন্য যে দুঃখানুভব হয়, তাহার নাম মানস দুঃখ। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই দ্বিবিধ দুঃখই বাহ্য উপায়সাধ্য, আভ্যন্তরীণ উপায় সাধ্য নহে। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ভূতসমূহ হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায়, তাহাকে আধি-ভৌতিক দুঃখ কহে। ভূতসমূহ দ্বারা এই দুঃখ ঘটে বলিয়া ইহার নাম আধিভৌতিক হইয়াছে। যক্ষ, রাক্ষসাদির আবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিদৈবিক কহে। এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নামই মুক্তি। একমাত্র বিবেকজ্ঞানই এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদি হইতে পুরুষ পৃথক্ এই জ্ঞানই বিবেকজ্ঞান। এই বিবেকজ্ঞানের প্রকাশার্থ সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজন।

তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিত আছে—"এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত, যদি দুঃখনাম জগতি ন স্যাৎ, সদ্বা ন জিহাসিতং, জিহাসিতং বা অশক্যসমুচ্ছেদং, অশক্যসমুচ্ছেদতাচ দ্বেধা দুঃখস্য নিত্যত্বাদ্বা তদুচ্ছেদোপায়াপরিজ্ঞানাদ্বা, শক্যসমুচ্ছেদত্বেঽপি চ শাস্ত্রবিষয়স্যজ্ঞানস্যানুপায়ত্বাদ্বা সুকরস্যোপায়ান্তরস্য সদ্ভাবাদ্বা"।

(সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে জগতে যদি দুঃখ না থাকিত, এবং জগতে যদি দুঃখ থাকিয়াও লোকে দুঃখ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী না হইত, তাহা হইলে কেহই শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে চাহিত না। জগতে জীবমাত্র প্রতি মুহূর্ত্তেই দুঃখের অনুভব করে, এবং তাহাকে প্রতিকূল বলিয়া ভাবিয়া থাকে; এইরূপ লোক বিরল, যিনি দুঃখকে নিজের অনুকূল বিবেচনা করেন। সাংখ্যশাস্ত্র এই অনুকূল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বলিয়া এই শাস্ত্র মুক্তিকামীর নিকট সমাদৃত।

শাস্ত্রে দুঃখনাশের যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিশেষ কষ্টসাধ্য। একমাত্র বিবেকজ্ঞানই দুঃখনাশের উপায়, ইহাই শাস্ত্রদৃষ্ট উপায়, এই শাস্ত্রদৃষ্ট বিবেক জ্ঞান অনায়াসসাধ্য নহে। অনেক জন্মপরম্পরায়, বিপুল আয়াসে এই বিবেকজ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" (গীতা)

বহু জন্মের পর জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু লৌকিক উপায়ে অনায়াসে দুঃখের নিবৃত্তি করা যাইতে পারে, উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশানুসারে উত্তম ঔষধ ব্যবহার করিলে শারীরদুঃখের, মনোজ্ঞস্ত্রীপানভোজনাদির পরিসেবনে মানস-দুঃখের, নীতিশাস্ত্রে কুশলতা ও নিরাপদ সমীচীন স্থানে অবস্থিতি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের এবং মণিমন্ত্রাদির সাহায্যে আধিদৈবিক দুঃখের প্রতিকার অনায়াসেই হইতে পারে। ঈদৃশ সহজ উপায়ে যখন দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, তখন অতি কষ্টসাধ্য শাস্ত্রোপদিষ্ট বিবেকজ্ঞানে কি প্রকারে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে? কেন না। একটী প্রবাদ আছে—

"অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
দৃষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥" (সাংখ্য°কৌ°)

অর্কে অর্থাৎ ঘরের কোণে যদি মধু পাওয়া যায়, তাহা হইলে মধু অন্বেষণে কি জন্য লোকে পর্ব্বতে গমন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দৃষ্টসুকর উপায় থাকিতে দুষ্কর উপায়ে কেহই প্রবৃত্ত হয় না।

এই আপত্তি আপাততঃ রমণীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা সহকারে দেখিলে সহজেই ইহার অসারতা প্রতি-পন্ন হয়। দেখা গিয়াছে যে, যথাবিধি ঔষধসেবন, মনোজ্ঞ স্ত্রী ও পানভোজনাদির উপযোগ, নিরাপদ্ স্থানে অবস্থিতি, নীতি শাস্ত্রের অভ্যাস এবং মণিমন্ত্রাদির সংগ্রহ করিয়াও আধ্যাত্মি-কাদি দুঃখের প্রতিকার করিতে পারা যায় নাই, অতএব ঔষধ সেবনাদি দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইলেও উহা ঐকান্তিক বা অব্য-ভিচারী উপায় নহে। আরও বিবেচ্য যে ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিলে তৎকালে ক্ষণিক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু কালান্তরে তজ্জাতীয় দুঃখের পুনরাবির্ভাব হয়। তাই সূত্রে অভিহিত হইয়াছে যে—

"প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং।"

(সাংখ্যসূ° ১।২৩)

প্রতিদিন ক্ষুধা পাইলে যেমন ভোজন দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়, আবার পরে ক্ষুধা হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের প্রতীকার হইলেও পরে আবার দুঃখোৎপত্তি হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা মন্দ পুরুষার্থ। যাহাতে পুনর্ব্বার দুঃখোৎপত্তি না হয়, দুঃখনাশের জন্য এবংবিধ উপায়ই অবলম্বনীয়।

বিবেকজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র ঐকান্তিক উপায়। এই বিবেকজ্ঞান দ্বারা একবার দুঃখের উচ্ছেদসাধন হইলে পুনরায়

আর তাহার আবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ মিথ্যাজ্ঞান দুঃখের নিদান বা আদি কারণ। বিবেকজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উন্মূলিত হইলে কারণের অভাবে কার্য্যের উৎপত্তির আশঙ্কাই হইতে পারে না। বৃক্ষ উৎপাটিত হইলে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ফলের প্রত্যাশা করেন না।

ভাল স্বীকার করিলাম, দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের একান্ত নাশ হয় না, কিন্তু আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক উপায়ে ইহার নাশ হইতে পারেত, সুতরাং অতিকষ্টসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা সহজসাধ্য যজ্ঞাদি দ্বারা অনায়াসেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে। এ সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, বৈদিক যজ্ঞাদিতেই একান্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না। যদিও বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গলাভ করা যায় সত্য, (স্বর্গ শব্দের অর্থ দুঃখবিরোধী সুখ বিশেষ)। সুতরাং তদ্দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে, এবং অনেক জন্মপরম্পরার আয়াসসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা বেদবিহিত যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান অল্পকালসাধ্যও বটে, তথাপি ইহার অনুষ্ঠানে একান্ত দুঃখের উচ্ছেদ হইলেও অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় না। তাহার কারণ এই যে, যজ্ঞ হিংসাদোষে দুষ্ট, যজ্ঞ করিতে হইলেই হয় পশুহিংসা না হয় বীজাদির হিংসা করিতে হয়। তিল ও যব প্রভৃতি দ্বারা হোম করিলে বীজহিংসা হইয়া থাকে। সুতরাং যজ্ঞ হিংসাদুষ্ট। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে বৈধহিংসাও বিশেষ পাপজনক। বাচস্পতি মিশ্র বৈধহিংসার বিশেষ রূপ বিচার করিয়া ইহা পাপজনক সুতরাং দুঃখপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, এই নিষেধবিধির তাৎপর্য্য এই যে, হিংসা করিলেই পুরুষের পাপ হইবে, 'অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত', অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে, এই বিধি দ্বারা জানা যায় যে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,পশু প্রভৃতির হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, অতএব ঐ সকল হিংসা করিয়াও যজ্ঞ সম্পাদন করিবে।

কোনও প্রাণীর হিংসা করিবেনা, ইহা সামান্য শাস্ত্র, আর অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে, ইহা বিশেষ শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সচরাচর বিশেষ শাস্ত্রের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য শাস্ত্রের বিষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র সামান্য শাস্ত্রের বাধক এবং সামান্য শাস্ত্র বিশেষ দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে ঐরূপ বাধ্য বাধক ভাব হইতে পারে না। পরস্পর বিরোধ না হইলে বাধ্য বাধক ভাব হয় না, এই স্থলে কোন বিরোধই নাই, তবে কিরূপে বাধ্যবাধক ভাব হইবে, এই স্থলে উল্লিখিত দুইটী শ্রুতিই পরস্পর ভিন্ন। কেননা প্রথম শ্রুতিতে নিরূপিত হইয়াছে যে কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই নিষেধবিধি দ্বারা শ্রুতি বুঝাইয়া দিয়াছে যে, হিংসা করিলেই প্রত্যবায়ভাগী হইবে, হিংসা মাত্রই পাপজনক, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে, এই বিধি দ্বারা জানা যায় যে, যজ্ঞে পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক, পশুহিংসা ব্যতীত যজ্ঞ হইবে না, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। একটী শ্রুতি বলিতেছে, হিংসা করিও না, করিলে পাপ হইবে, আর একটী শ্রুতি বলিতেছে, পশুহিংসা ভিন্ন যজ্ঞ হয় না, পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক। সুতরাং এই দুইটী বিধির কিছুমাত্র বিরোধ নাই, ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বিধি। কেননা যজ্ঞীয় পশুহিংসা যজ্ঞের সম্পাদন এবং পুরুষের প্রত্যবায় এই উভয়ই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ। সুতরাং এ স্থলে বিধিদ্বয়ের বিরোধ বা বাধ্যবাধক ভাব হইতে পারে না। শাস্ত্রে যদি এইরূপ উপদেশ থাকিত যে অগ্নিষোমীয় পশুহিংসা পুরুষের পাপোৎপাদন করে না, তাহা হইলে বিরোধ এবং বাধ্যবাধক ভাব হইতে পারিত। যে হেতু পাপের উৎপাদন করা এবং না করা পরস্পর বিরুদ্ধ; ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় এক পদার্থে থাকিতে পারে না।

এই সকল যুক্তিপ্রণালী দ্বারা সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রতিপাদন করেন যে, বৈধহিংসাতেও পাপ হইবে, এবং যজ্ঞ সম্পূর্ণ জন্য পুণ্যও হইবে। অতএব বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেমন প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেইরূপ ঐ যজ্ঞ হিংসাসাধ্য বলিয়া প্রভূত পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞকর্ত্তা যখন স্বোপার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ স্বর্গসুখের উপভোগ করিবেন, তখন হিংসা জন্য পাপাংশের ফলস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখও তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে। কিন্তু স্বর্গবাসী পুরুষগণ স্বর্গের মোহিনীশক্তিপ্রভাবে এইরূপ মুগ্ধ হইয়া থাকেন যে, ঐ দুঃখকণিকাকে তাহারা দুঃখ বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না, অনায়াসেই তাহা সহ্য করিয়া থাকেন।

"মৃষ্যন্তে হি পুণ্যসম্ভারোপনীতস্বর্গসুধামহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাং" (তত্ত্বকৌ•)

বেদোক্ত স্বর্গফলজনক কর্ম্মগুলি এক প্রকার নহে, তাহার মধ্যে ইতরবিশেষ আছে। কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে কর্ম্মফল স্বর্গের তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ আছে। কারণের বৈজাত্য বা তারতম্য থাকিলে কার্য্যের বৈজাত্য বা তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গের যদি উৎকর্ষ অপকর্ষ থাকে, তাহা হইলে স্বর্গবাসীদিগেরও উৎকর্ষাপকর্ষ অপরিহার্য্য। যিনি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট স্বর্গভোগ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্গভোগীর সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া দুঃখানুভব করেন, ইহা বিচিত্র নহে, বরং ইহা স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং

স্বর্গবাসিগণ একেবারে দুঃখবিমুক্ত নহেন, স্বর্গবাসিদিগের মধ্যে প্রধান অপ্রধান আছেন। সুতরাং ইঁহাদেরও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না।

আরও এক কথা এই যে স্বর্গ বিনাশী, উহা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ শব্দের অর্থ সুখবিশেষ মাত্র। সুখ যেমন উৎপন্ন, সেইরূপ বিনাশশীল। সুখ নিত্য বা অবিনাশী হইতে পারে না। যাহা কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, কারণ বিগমে তাহার বিনাশ হইবেই হইবে। পক্ষান্তরে দুঃখনিবৃত্তি বিবেকজ্ঞানরূপ কারণসাধ্য হইলেও উহা অভাবস্বরূপ, ভাবপদার্থ নহে। অভাব উৎপন্ন হইলেও তাহার বিনাশ হয় না। মুদ্গর পাতনে ঘটের এবং পাটনে পটের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু মুদ্গরপাত বা পাটনের বিগমে তজ্জনিত ঘট-পট বিনাশের বিনাশ হয় না। ঘটপটের বিনাশ বিনষ্ট হইলে বা না থাকিলে ঘটপটের সত্তা থাকিবার কথা। কিন্তু তাহা সর্ব্ব প্রমাণ বিরুদ্ধ, এবং প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অনুমত নহে। ঘট পটাদিরূপ সমুৎপন্ন ভাব-পদার্থের বিনাশ কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলরূপে কীর্ত্তিত হয় নাই। স্বর্গ নামক সুখ বিশেষই তাহার ফল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুখ অভাবরূপ নহে, উহা ভাবরূপ। উৎপন্ন ভাবপদার্থের বিনাশ আছে, সুতরাং স্বর্গেরও বিনাশ আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥" (গীতা)

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

সুতরাং এই বাক্য দ্বারাও বুঝা যায় যে, দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় যে ঔষধাদি বা অদৃষ্ট উপায় যাগ যজ্ঞাদি ইহার কোন প্রকার উপায়েই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। এইজন্য কারিকায় অভিহিত হইয়াছে যে—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ॥"(সাংখ্যকা° ২)

বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম দৃষ্ট উপায়ের তুল্য, যেমন দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ বৈদিক যাগানুষ্ঠানেও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অসম্ভব। সুতরাং বেদবিহিত একমাত্র বিবেকজ্ঞানরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে। পরম কারুণিক কপিল তিনি জীবের অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির জন্য সাংখ্যদর্শনে সেই বিবেকজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। বিবেকজ্ঞান যে অজ্ঞান নিবৃত্তির দ্বারাই মুক্তির সাধন, তাহা যুক্তি ও প্রমাণাদি দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

সাধারণ ব্যক্তি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে কোন কথা বলিলেই যে তাহা গ্রহণ করে, তাহা নহে, যতক্ষণ তাহার বিশেষরূপে প্রমাণ না পায়, ততক্ষণ তাহার সারবত্তা কেহই স্বীকার করে না। এইজন্য কপিল ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে একমাত্র বিবেকজ্ঞানই অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির উপায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ। বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষু এই প্রমাণত্রয়ের বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন।

"প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতং।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু॥" (সাংখ্যকা° ৫)

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে যে অধ্যবসায় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ব্যাপ্যব্যাপকভাব ও পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা অনুমান এবং আপ্ত বাক্য জন্য বাক্যার্থ জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিই প্রমাণ হইবে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ নহে। কারণ তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে যাহা প্রমাণ তাহা চিরদিনই প্রমাণ, কখন প্রমাণ, কখন অপ্রমাণ এইরূপ হইতে পারে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলিলে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই এই মতে ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলা হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বটে, কিন্তু সকল বুদ্ধিবৃত্তিই কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাহা নহে। তবে যে বুদ্ধিবৃত্তি বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিষয় অর্থে ঘট পট রূপ রস প্রভৃতি বস্তু। চক্ষুঃ প্রভৃতির নাম ইন্দ্রিয়, সন্নিকর্ষ শব্দে সম্বন্ধ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ব্যবধানাদি প্রতিবন্ধক না থাকিলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়। এই সম্বন্ধ নানাপ্রকার। চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বচ্ছ এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়সকলের সহিত বিষয়ের নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা না হইলেও সম্বন্ধ ঘটে, সরসদ্রব্য রসনায় গাঢ় সংযুক্ত না হইলে রসনার সহিত রসের সম্বন্ধ ঘটে না। কিন্তু চক্ষুর ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন হয় না। বিষয় কিছু দূরে থাকিলেও চক্ষুতে তাহা প্রতিফলিত হয়। এইরূপ বিষয় ও বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ তাহা হইতে চিত্তের একপ্রকার পরিণাম বা বিকার উপস্থিত হয়। অর্থাৎ বিষয়টী যে আকারের বা যে প্রকারের চিত্তও সেই আকার বা প্রকার প্রাপ্ত হয়। এই পরিণাম বা বিকারকেই চিত্তবৃত্তি বলা হইয়াছে। এই বুদ্ধিবৃত্তি অর্থে নিশ্চয়রূপা চিত্তবৃত্তি।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, প্রথমে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগই বৃত্তি নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়ের

উক্তরূপ বৃত্তি হইলেও ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের সমুদ্রেক হয়, তখন সত্ত্বগুণ প্রধান বা প্রবল হইয়া উঠে। এই সত্ত্ব সমুদ্রেকই অধ্যবসায় বৃত্তি বা জ্ঞান নামে আখ্যাত। অতএব বুদ্ধির এই বৃত্তিরূপ জ্ঞানই প্রমাণ পদবাচ্য।

বিষয়ের সহিত যখন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তখন মন প্রথমে বিষয়রূপে পরিণত হয়, তৎপরে অহঙ্কারের পরিণাম হয়, তাহার পর বিষয়, অহং এবং কৃতি, জ্ঞান, ইচ্ছা বা দ্বেষ এই ত্রিবিধ বস্তুকে লইয়া বুদ্ধির তিনটী বিকার বা পরিণাম হয়। তাহা হইতেই আমি ঘট করি, আমি ঘট দেখিতেছি ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়। উক্ত তিনটী পরিণামের মধ্যে বিষয়ঘটিত যে বুদ্ধিপরিণাম তাহাকেই এস্থলে কথিত বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সাংখ্যমতে অনুমানও বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ, কিরূপ বুদ্ধিবৃত্তি অনুমান তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, ব্যাপ্যব্যাপক ভাব ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইতে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাই অনুমান। ব্যাপ্যব্যাপক ভাব অর্থে স্বভাবসম্বন্ধ, যাহার সহিত যে বস্তুর স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হইয়া থাকে। যথা ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, কেননা বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ধূম যেখানেই কেন থাকুক না, সেই থানেই বহ্নি থাকিবে, কখনই ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। ধূমের স্বভাবই এই যে, সে বহ্নির সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে না। এই স্বভাবসম্বন্ধ জ্ঞানই ব্যাপ্যব্যাপক ভাবজ্ঞান। পক্ষ শব্দে অনুমিতি জ্ঞান, যথা পর্ব্বত বহ্নিমান্, এই স্থলে পর্ব্বত পক্ষ, কারণ কোন্ স্থলে বহ্নির অনুমান হইতেছে, না পর্ব্বতে, অতএব পর্ব্বত পক্ষ। যে বস্তুকে ব্যাপ্য বলিয়া জানিয়াছ, সেই বস্তু পক্ষে বর্ত্তমান আছে, এই যে জ্ঞান তাহাকে পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান কহে।

এই অনুমান আবার তিন প্রকার পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামন্যতো দৃষ্ট। বাচস্পতিমিশ্র ইহাকে বীত ও অবীত এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যাহা সাধ্য, ঠিক সেই বস্তু যদি অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে সেই সাধ্যানুমানকে পূর্ব্ববৎ বলা যায়; কিন্তু যাহা অতীন্দ্রিয়, দৃষ্টির অগোচর, তাদৃশ সাধ্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ হইতে পারে না, তাহা হয় শেষবৎ না হয় সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হয়। কিন্তু শেষবৎ অনুমানস্থলে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবজ্ঞান নাই এবং ইহাতে সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের ব্যাপ্যব্যাপকভাবজ্ঞান আবশ্যক। ইহার ফলে সাধ্যাভাবের নিষেধ হয়, সুতরাং সাধ্য জ্ঞান হইয়া পড়ে।

"পৃথিবী পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্বাৎ" পৃথিবীতে পৃথিবী ভেদ নাই, হেতু গন্ধ। পৃথিবী ভেদ গন্ধাভাবের ব্যাপ্য, এবং গন্ধাভাব পৃথিবীতে নাই, এই জ্ঞান হইলে পৃথিবীতে পৃথিবী ভেদ নাই এইরূপ জ্ঞান হয়। পরিণামে পৃথিবীয় যে তাহাতে আছে এই জ্ঞানই হইয়া থাকে। পৃথিবীত্ব এ অনুমিতির বিধেয় নহে, বিষয় মাত্র পূর্ব্ববৎ অনুমান দ্বারা পর্ব্বতে যে বহ্নির অনুমিতি হয় তাহাতে বহ্নি বিধেয় হইয়া থাকে। বিধেয়তাও মনোবৃত্তি বিশেষ। যে অনুমিতিতে বিধেয়রূপ মনোবৃত্তির সম্পর্ক নাই, সেই অনুমিতিসাধনপ্রমাণই শেষবৎ অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান পূর্ব্ববতের বিপরীত। যে সাধ্যের অনুমানে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহার বা ঠিক সেই আকারের আর একটী বস্তুর প্রত্যক্ষ কদাচ হইবে না, কিন্তু তাহার তুলনা প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানপথাগত যাবতীয় বস্তুর ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব জ্ঞান ও প্রকৃত হেতুতে পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইলে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যথা ইন্দ্রিয়ানুমান। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, এই ইন্দ্রিয়ের যে অনুমান ইহাই সামান্যতো দৃষ্ট। এই অনুমানপ্রণালী এইরূপ "রূপাদিজ্ঞানং সকরণকং ক্রিয়াত্বাৎ ছিদাদিবৎ" রূপাদি প্রত্যক্ষেরও করণ আছে, যে হেতু রূপাদি প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যেমন ছেদন ইত্যাদি, ছেদনের করণ কুঠার। রূপপ্রত্যক্ষের করণ কাহাকে বলিবে, দেহ করণ নহে, কারণ অন্ধের দেহ আছে, কিন্তু তাহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। দেহকে করণ বলিলে তাহার প্রত্যক্ষ হইত। যাহাকে করণ কহে, তাহাই ইন্দ্রিয়। এই করণ নানা। কোন করণ বা করণত্বপ্রত্যক্ষদৃষ্ট হইলেও ইন্দ্রিয়ের আকারের করণ একেবারেই অতীন্দ্রিয়। যাহা যাহা ক্রিয়া, তৎ সমস্তেরই করণ আছে, এইরূপ জ্ঞানের পর জ্ঞানপথাগত সকল ক্রিয়াগুলিতেই করণসম্বন্ধ জ্ঞান হইলে এবং রূপাদি প্রত্যক্ষ যে ক্রিয়া এইরূপ উপলব্ধি হইলে যে চিত্ত বৃত্তি হয়, তাহাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। এই অনুমান দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়। ইহাতে কেবল ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব নহে। অপ্রত্যক্ষ অনেক বস্তুরই অনুমান হইয়া থাকে। (ন্যায়দর্শনেও পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই তিন প্রকার অনুমান অঙ্গীকৃত হইয়াছে)। [ন্যায়দর্শন দ্রষ্টব্য]

বক্তার দোষ অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ে ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি যদি না থাকে, তাহা হইলে বাক্য শ্রবণের পর প্রতিপাদ্য বিষয়ে যে মনোবৃত্তি হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ। তাহার ফল শাব্দবোধ। বেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহাতে প্রমাদ নাই, ইহাতে বক্তা বা রচয়িতার দোষ সম্ভাবনা নাই। সেই বেদবাক্য শ্রবণের পর বেদবাক্য সম্বন্ধে যে চিত্তবৃত্তি হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ। যাহারা ভ্রমপ্রমাদাদি শূন্য ঋষি তাঁহাদের বাক্য যে প্রমাণ হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ। সকল প্রমাণ অপেক্ষা এই প্রমাণই শ্রেষ্ঠ।

বাচস্পতি মিশ্র এই প্রমাণত্রয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে প্রথমে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগকে বৃত্তি কহে। ইন্দ্রিয়ের উক্তরূপ বৃত্তি হইলেই ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত হয়, তখন সত্ত্ব সমুদ্রেক অর্থাৎ সত্ত্ব গুণের উদ্ভব ও তাহা প্রবল হইয়া উঠে। ইহার নাম অধ্যবসায়বৃত্তি বা জ্ঞান। বুদ্ধির এই বৃত্তিরূপ জ্ঞানই প্রমাণ নামে অভিহিত হয়। এই জ্ঞান দ্বারা চেতনাশক্তির বা চেতনের যে অনুগ্রহ তাহাই প্রমাণফল বা প্রমা। ইহারই অপর নাম বোধ।

প্রকৃতি অচেতন, তৎসমুদ্ভূত বুদ্ধিসত্ত্বও অচেতন। সুতরাং বুদ্ধির অধ্যবসায় বা বৃত্তিও অচেতন। অচেতন বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তি নিজে বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। পুরুষ চেতন ও অপরিণামী। সুতরাং অপরিণামী পুরুষের জ্ঞান বা বৃত্তিরূপ পরিণাম হইতে পারে না। বিষয় বুদ্ধি দ্বারাই প্রকাশিত হয়, বুদ্ধি পরিণামিনী, পরিণাম সর্ব্বদা হয় না, কখন কখন হইয়া থাকে। এই জন্য সর্ব্বদা বিষয়ের ভান হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি জড় বলিয়া স্বপ্রকাশ নহে। পুরুষ দ্বারাই উহার প্রকাশ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি অনবগত বা অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে না। এই জন্য পুরুষ অপরিণামী। পুরুষ পরিণামী হইলে সর্ব্বদা বুদ্ধিবৃত্তির ভান বা প্রকাশ হইতে পারিত না।

বুদ্ধিসত্ত্বে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন। আবরক তমোগুণ অভিভূত হইলে সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়। সত্ত্ব স্বচ্ছ, তাহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে। মলিন আদর্শ উজ্জ্বল আলোকের নিকটবর্ত্তী হইলেও উজ্জ্বলিত হয় না, কিন্তু নির্ম্মল আদর্শ উজ্জ্বল বস্তুর সন্নিধানে উজ্জ্বলতা ধারণ করে। সেইরূপ চিচ্ছক্তির সন্নিধান থাকিলেও তমোঽভিভূত চিত্তে চিচ্ছায়া বা প্রকাশরূপতা হয় না। সত্ত্ব সমুদ্রেক হইলে চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যবশতঃ চিত্তও উজ্জ্বলতা বা প্রকাশরূপতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা চিৎপ্রতিবিম্বের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

বুদ্ধিসত্ত্বে চিতিশক্তির প্রতিবিম্ব পড়িলেই জ্ঞানাদি বৃত্তিগুলি বস্তুগত্যা বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম হইলেও পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণের মালিন্য যেমন মুখে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতত্ত্বগত জ্ঞানাদি বৃত্তিও পুরুষগতরূপে প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম চেতনাশক্তির অনুগ্রহ বা পুরুষের বোধ। পক্ষান্তরে বুদ্ধিতত্ত্ব ও তাহার অধ্যবসায় অচেতন হইলেও উহাতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া উহা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় পুরুষ এবং বুদ্ধিসত্ত্ব অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে বাচস্পতি মিশ্রের মতে বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন, কিন্তু পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর প্রতিবিম্ববিষয়ে পাতঞ্জল ভাষ্যকার বেদব্যাসেরও এই মত। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর মত ইহা নহে, তিনি বলেন বুদ্ধিবৃত্তি ও পুরুষ এই উভয়েতেই উভয়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। তাহার মতে পুরুষ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন, বুদ্ধিবৃত্তিও সেইরূপ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হন। তিনি বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম বা বৃত্তি হয়। সেই বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভাসমান হয়। পুরুষ অপরিণামী, অথচ তাহার বুদ্ধির ন্যায় বিষয়াকারতা ভিন্ন বিষয়গ্রহণ বা বিষয়ভোগ হইতে পারে না। অতএব পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে বিষয়াকারতা স্বীকার করিতে হইতেছে। বিজ্ঞানভিক্ষু এই মত সমর্থনের জন্য উক্ত প্রমাণ দিয়াছেন।

"তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তাঃ বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥" (সাংখ্যপ্র° ভাষ্য)

তটস্থ বৃক্ষ সকলের প্রতিবিম্ব যেমন সরোবরে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ চৈতন্যরূপ নির্ম্মল দর্পণে সমস্ত বস্তু সকল প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকারবৃত্তি সকল তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে—

"প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ।
প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥" (ভাষ্য)

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে চেতন পুরুষ প্রমাতা অর্থাৎ প্রমা সাক্ষী। বিষয়াকারবুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ। এই বুদ্ধিবৃত্তিসকলের পুরুষে যে প্রতিবিম্বন হয়, উহাই প্রমা। পুরুষ সুখদুঃখভোগবিবর্জ্জিত, প্রকৃতির প্রতিবিম্বনে পুরুষ সুখী, দুঃখী, ভোগী ইত্যাকার জ্ঞান হইয়া থাকে, প্রকৃতি অচেতন, পুরুষের প্রতিবিম্বনে প্রকৃতি চৈতন্যযুক্ত জ্ঞান করিয়া থাকে। পরস্পরের প্রতিবিম্বনে পরস্পরের এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্যের পরস্পর এইরূপ প্রতিবিম্ব হয় বলিয়াই প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ডে অগ্নিব্যবহারের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিতে বোধব্যবহার হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষণভঙ্গুর এই জন্য বোধও ক্ষণভঙ্গুর। বিজ্ঞানভিক্ষু স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছেন যে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক ইহার পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ নহে। এমন কি তার্কিকেরাও এ বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছে। (তার্কিক শব্দে নৈয়ায়িক।) সাংখ্যাচার্য্যগণ বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং এই বিবেকজ্ঞানই অন্য সকল দর্শনশাস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট।

"তদ্বিবেকাংশ এব সাংখ্যজ্ঞানস্য দর্শনান্তরেভ্য উৎকর্ষং প্রতিপাদয়তি" (ভাষ্য)

পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখদুঃখাদির অস্তিত্ব না থাকিলেও প্রতিবিম্বরূপে সুখদুঃখাদির অস্তিত্ব আছে।

বিষয় সকল প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাহা অনুমান দ্বারা এবং যাহা অনুমান দ্বারাও সিদ্ধ হয় না, তাহা আপ্ত বাক্যানুসারে সিদ্ধ হইবে। প্রধান এবং পুরুষ ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না, এই জন্য ইহা অনুমান প্রমাণসিদ্ধ। প্রকৃতি হইতে মহৎ, বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি যে সৃষ্টি-ক্রম তাহা আপ্তপ্রমাণসিদ্ধ।

কেহ কেহ বলেন যে প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া যেমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ ও সপ্তম রসের অভাব নিশ্চয় হইয়া থাকে, সেইরূপ কেন প্রধান ও পুরুষের অভাবনিশ্চয় হউক না, এ আপত্তি একেবারেই অসঙ্গত। কারণ তাহারা বলিয়াছেন যে অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অভাব, অন্যমনস্কতা, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব, তুল্য বস্তুর সহিত মিশ্রণ, অনুদ্ভব এবং তুল্য বস্বন্তরে সংশ্লেষ বশতঃ বিদ্যমান বস্তুরও উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না।

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্মাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥" (সাংখ্য° ৭)

আকাশ প্রদেশে উড্ডীয়মান পক্ষী যখন নিকটে থাকে, তখন দেখিতে পাওয়া যায়; অতি দূরে গমন করিলে তখন আর তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু দূরস্থানিবন্ধন দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার অভাব নিশ্চয় করা যায় না। লোচনস্থ অঞ্জন চক্ষুর অতি নিকট বলিয়া তাহা দেখা যায়, ইন্দ্রিয়ঘাত, অন্ধত্ব বধিরত্বাদি, অন্ধ দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায় না, ইত্যাদি। অনবস্থিত চিত্ত যাহার মন বিষয়ান্তরে ব্যাসক্ত, সেই ব্যক্তি উজ্জ্বল আলোকস্থিত ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইলে অতিসূক্ষ্ম বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। ব্যবহিত রুদ্ধদ্বার গৃহ মধ্যে বস্তু থাকিলে ব্যবধানবশতঃ তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। রাত্রিকালের ন্যায় দিবাভাগে গ্রহনক্ষত্রমণ্ডল বিদ্যমান থাকিলেও সূর্য্যের প্রখর তেজে অভিভূত হয় বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। দুগ্ধাদি অবস্থায় দধি ও তিলে তৈল প্রভৃতি উদ্ভূত হয় নাই বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না। ক্ষীরমিশ্রিত নীর জলাশয়পতিত বৃষ্টিজল তুল্য বস্বন্তরের সংশ্লেষ বশতঃ তাহার পৃথক্ রূপে প্রত্যক্ষ হয় না।

ইত্যাদি উদাহরণসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, বস্তু সকলের প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তি না হইলেও বস্তুর অভাব নিশ্চয় করা যায় না, এবং তাহা করাও অসঙ্গত। কারণ এই সকল উদাহরণে দেখান হইয়াছে যে বস্তু সকল বিদ্যমান আছে, অথচ তাহাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না। যে বস্তু প্রত্যক্ষযোগ্য, যদি তাহার প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা হইলে তাহার অভাব নিশ্চয় করা যাইতে পারে। ঘটপটাদি প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ অথচ গৃহে তাহার প্রত্যক্ষ না হইলে গৃহে ঘটপটাদি নাই, এইরূপ অভাব নিশ্চয় হইতে পারে, যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহাদের অভাব নিশ্চয় করা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ অন্য প্রমাণ দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ ও সপ্তম রস কোনও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং উহারা প্রত্যক্ষের অযোগ্য। এইরূপ কল্পনা করাই অসঙ্গত।

এই মতে প্রমেয় বা পদার্থ সকল তত্ত্ব নামে অভিহিত। প্রমাণ দ্বারাই এই সকল প্রমেয় পদার্থ প্রমাণিত হইয়াছে। তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি, মূল তত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি। পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর লইয়া ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণামে জগৎসৃষ্টি ও প্রলয় হইতেছে। প্রকৃতির এই পরিণাম দুই প্রকার সরূপপরিণাম ও বিরূপপরিণাম, যখন প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম হয়, তখন জগতের সৃষ্টি এবং যখন সরূপপরিণাম তখন জগৎ ধ্বংস হইয়া প্রলয় হয়।

প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত এবং পুরুষ এই পঞ্চ বিংশতিতত্ত্ব। ইহার প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব জড় এবং পুরুষ চেতন।

এই সকল তত্ত্ব চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন তত্ত্ব কেবল প্রকৃতি, কোন তত্ত্ব প্রকৃতিবিকৃতি, কোন তত্ত্ব কেবল বিকৃতি এবং কোন তত্ত্ব অনুভয়াত্মক অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে।

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥" (সাংখ্যকা° ৩)

প্রকৃতি শব্দের অর্থ উপাদান কারণ। বিকৃতি শব্দের অর্থ কার্য্য। মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার অপর নাম প্রধান, তাহার কোন কারণ হইতে উৎপত্তি সম্ভবে না। কেন না মূলপ্রকৃতি কারণ জন্য হইলে সেই কারণও কারণান্তরজন্য, সেই কারণান্তরও অপর কারণ জন্য। ইত্যাদি রূপ অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে। অতএব মূল কারণ উৎপন্ন বস্তু নহে। উহা স্বতঃসিদ্ধ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। মূল প্রকৃতি কেবলই প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টী প্রকৃতি বিকৃতি। কারণ ইহারা কোন কোন তত্ত্বের প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা মূল প্রকৃতির বিকৃতি, এবং এই মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং অহঙ্কারের প্রকৃতি মহৎ, এই জন্য উহা প্রকৃতি, এবং ইহা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কেবল বিকৃতি। পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়

কেবল বিকৃতি অর্থাৎ এই সকল হইতে কোন তত্ত্বান্তরের উৎপত্তি হয় নাই। পুরুষ অনুভয়রূপ অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে ও বিকৃতিও নহে।

"প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা। সা অবিকৃতিঃ প্রকৃতিরেব। সা মূলপ্রকৃতিঃ বিশ্বস্য কার্য্য-সংঘাতস্য মূলং, নত্বস্যামূলান্তরমস্তি অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ।" (তত্ত্বকৌ°)

যাহা হইতে বস্তন্তরের উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম প্রকৃতি, এই জন্য ইহার নাম প্রধান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, এই প্রধানই বিশ্বসংসারের কার্য্যসমূহের মূল। ইহার আর অন্য কোন মূলান্তর নাই, কারণ যদি ইহার অন্য মূলান্তর স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে, এই জন্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়, যাহার অন্য কোন মূল নাই, তাহারই নাম প্রকৃতি।

পুরুষ কূটস্থ, অর্থাৎ অন্য ধর্ম্মের অনাশ্রয়, অধিকারী ও অসঙ্গ। এ জন্য পুরুষ কারণ হইতে পারে না, পুরুষ নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাই। সুতরাং কার্য্যও হইতে পারে না। অতএব পুরুষ অনুভয়াত্মক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকল পদার্থ অতীন্দ্রিয়, তাহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। অতএব জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ অনুমান করিতে হয়। কেন না জগতে দেখা যায় যে কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, এই জগৎ যখন কার্য্য তখন অবশ্য ইহার কারণ আছে, সেই কারণ কি, সেই কারণ প্রকৃতি; ইহা অনুমানসিদ্ধ।

এই জগতের কারণ সৎ কি অসৎ ইত্যাদি বিষয় লইয়া দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ সৎপদার্থবাদী। এই জগতের মূল কারণ যে প্রকৃতি তাহা সৎ। বাচস্পতি মিশ্র অন্যান্য বাদীদিগের মত নিরাশ করিয়া সৎপদার্থবাদ স্থির করিয়াছেন। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অসৎপদার্থবাদী, তাঁহারা বলেন এই জগৎ অসৎ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু পার্থিব উষ্ণতা ও জলাদির সংযোগে বীজ বিনষ্ট হইলে তাহার পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং ভাব রূপ বীজ অঙ্কুরের কারণ নহে, বীজের প্রধ্বংসরূপ অভাবই অঙ্কুর রূপ ভাব পদার্থের কারণ। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা সকল স্থলেই অভাবই ভাবোৎপত্তির কারণ, ইহাই বৌদ্ধাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ কহেন যে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ বীজ ধ্বংস হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া বীজের নিরন্বয় বিনাশ হয় না। বীজ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট-বীজের অবয়ব বিনষ্ট হয় না। ঐ ভাব স্বরূপ বীজাবয়ব অঙ্কুরের উৎপাদক। বীজের অভাব অঙ্কুরের উৎপাদক নহে। অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ হইলে অভাব সকল স্থলে সুলভ হইয়া সকল স্থলে সকল ভাবপদার্থ উৎপাদন করিতে পারিত। ইহা হইলে সকল স্থলেই সকল পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ নহে। এই ভাব পদার্থই সকল ভাবপদার্থের উৎপত্তির কারণ। এইরূপে বৌদ্ধদিগের অসৎপদার্থবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বিবর্ত্তবাদী। বৌদ্ধদিগের ন্যায় বৈদান্তিকদিগেরও এই মত খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের মতোক্ত বিবর্ত্তবাদের পরিবর্ত্তে পরিণামবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাও অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥"

বস্তুর সহিত যে অন্যথা প্রথা, অর্থাৎ অন্য প্রকার যে জ্ঞান তাহার নাম বিকার এবং বস্তু না থাকিয়াও যে অন্যরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। পরিণামবাদী সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে কারণ বিকৃত বা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়। সুতরাং এই মতে কার্য্যরূপ বস্তু আছে। কার্য্যজ্ঞান বস্তুপরিশূন্য নহে। বিবর্ত্তবাদীদিগের মতে কারণ অবিকৃতই থাকে, অথচ তাহাতে বস্তুস্বরূপে কার্য্য না থাকিলেও কার্য্যের প্রতীতি হয় মাত্র। দুগ্ধের পরিণাম দধি ইহাই পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত, দুগ্ধ দধি রূপে পরিণত হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম, ইহাই বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত। বৈদান্তিকগণ বলেন যে, যেমন সর্প না থাকিলেও রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ বা জগৎ না থাকিলেও ব্রহ্মে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুসর্পের প্রতীতির কারণ যেমন ইন্দ্রিয় দোষ, সেইরূপ জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীতির কারণ অবিদ্যাদোষ, অবিদ্যাদোষে ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চের ভান হইতেছে। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত, ব্রহ্মে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, প্রকৃতপক্ষে প্রপঞ্চ নামে কোন বস্তু নাই। রজ্জুসর্পের ন্যায় প্রপঞ্চ ও প্রতীয়মান মাত্র।

ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ কহেন যে, রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হওয়ার পর নৈপুণ্য সহকারে প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহা সর্প নহে, রজ্জুতে এইরূপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। সুতরাং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে ঐরূপ বাধজ্ঞান কখনই হইতে পারে না। সুতরাং ঐ প্রপঞ্চপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক তাহাও বলা যায় না। এই যুক্তি দ্বারা সাংখ্যাচার্য্যগণ

বিবর্ত্তবাদে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া পরিণামবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে একটু বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। দুগ্ধ দধিরূপে, সুবর্ণ কুণ্ডলরূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্তু পটরূপে পরিণত হয়। অতএব দধি, কুণ্ডল, ঘট ও পট যথাক্রমে দুগ্ধ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা ও তন্তু বস্তু স্বরূপরূপে ভিন্ন নহে, একই। কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্ন না হইল, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারকব্যাপার অর্থাৎ যে সকল উপায়ে কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া সচরাচর বিবেচনা করা যায়, বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল উপায় বা কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে। কেন না তাহার পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে ছিল। সুতরাং কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে, অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক। পূর্ব্বে কারণে সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত রূপে কার্য্য ছিল, কারকব্যাপার দ্বারা তাহার স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হইল মাত্র। সাংখ্যাচার্য্যগণ ইত্যাদি রূপে বিবর্ত্তবাদের উপর দোষ দিয়া পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া জগতের মূল কারণ সৎ ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। মহামতি শঙ্করাচার্য্য আবার বেদান্তদর্শনের শারীরকভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিককারও সৎকার্য্যবাদী। কিন্তু ইঁহারা সৎকার্য্যবাদী হইলেও ইঁহাদের মতোক্ত সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হয় নাই, তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। ইঁহারা সৎকার্য্যবাদী হইলেও প্রবল প্রতিপক্ষ। কারণ ইঁহারা সৎ পদার্থ হইতে অসৎ পদার্থের উৎপত্তি হয়, এইরূপই স্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে জগতের মূল কারণ চতুর্ব্বিধ পরমাণু সৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান। দ্ব্যণুক হইতে মহাবয়বিপর্য্যন্ত কার্য্যগুলি সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে পরমাণু হইতে উৎপন্ন, সুতরাং কার্য্যসমূহ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, সৎ ছিল, উৎপত্তির পরেই অসৎ হইয়াছে, অতএব সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি ইহা সিদ্ধ হইল। ইঁহাদের মতে কার্য্য কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেন না কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান, কিন্তু কার্য্য কালে অসৎ অবিদ্যমান।

ইহাতে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে, কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে যদি বস্তুতঃই কার্য্য অসৎ অবিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে কেহই কার্য্যের সত্ত্ব অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব সম্পাদন করিতে পারিতেন না। শতসহস্রশিল্পীও যত্ন করিয়া নীলকে পীত ও পীতকে নীল করিতে পারে না। কারণ নীল পীত নহে। তদ্রূপ কার্য্য বস্তুতঃ অসৎ হইলে কোন মতেই সৎ হইতে পারে না। যাহা অসৎ তাহা চিরকালই অসৎ, কোন কালেই তাহা সৎ হইতে পারে না, এবং যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ। আপত্তি হইতে পারে যে, ঘট যেমন পাকের পূর্ব্বে শ্যামবর্ণ এবং পাকের পরে রক্তবর্ণ, ইহা প্রত্যক্ষ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ কার্য্য ও কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে অসৎ এবং কারণ ব্যাপারের পর সৎ হইবার কোন বাধা হইতে পারে না। অর্থাৎ কালভেদে ঘটের শ্যামত্ব ও রক্তত্বের ন্যায় অসত্ত্ব ও সত্ত্ব ঘটের ধর্ম্ম হইতে পারে, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে প্রকারান্তরে সৎকার্য্যবাদেরই অঙ্গীকার করা হয়। কেন না শ্যামাবস্থা ও রক্তাবস্থা এই উভয়কালেই ঘট সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বলিয়া কালভেদে ঘটের শ্যামত্ব ও রক্তত্বরূপ ধর্ম্মভেদ হইতে পারে। প্রকৃত স্থলে কালভেদে অসত্ত্ব ও সত্ত্ব ঘটের ধর্ম্ম অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে ঘটের অসত্ত্ব এবং উৎপত্তির পরে তাহার সত্ত্ব স্বীকার করিলেই উভয় কালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে ও পরকালে ঘটের সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ধর্ম্মীর আশ্রয়েই ধর্ম্মের অবস্থিতি। কারণব্যাপারের পূর্ব্বে ধর্ম্মীরূপ ঘট নাই, অথচ তাহার ধর্ম্ম অসত্ত্ব থাকিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব ও হাস্যাস্পদ।

কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বেও যদি কার্য্য সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কারণ ব্যাপার নিষ্প্রয়োজন, এ আপত্তিও অসঙ্গত। কেন না সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যই কারণব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং কার্য্য, কারণব্যাপারের পূর্ব্বেও সৎ ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কারণব্যাপারের পূর্ব্বে তাহা কেবল অনভিব্যক্ত থাকে মাত্র। কারণব্যাপার দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র। সুতরাং কারণব্যাপার যে নিরর্থক বলা হইয়াছে, তাহা একেবারেই অসঙ্গত। নিপীড়ন দ্বারা তিলে তৈলের এবং আঘাত দ্বারা ধান্যে তণ্ডুলের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিলে তৈলের, ও ধান্যে তণ্ডুলের বিদ্যমানতা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং কারণব্যাপার দ্বারা সতের অভিব্যক্তি সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

সতের অভিব্যক্তি বিষয়ে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যাহা স্বতঃপ্রমাণ, তাহার আর প্রমাণের প্রয়োজন কি। কিন্তু অসতের উৎপত্তির একটীও দৃষ্টান্ত নাই। যাহা অসৎ, কোন কালেই তাহার উৎপত্তি হয় না, এবং হইতেও পারে না। মনুষ্যশৃঙ্গ, কূর্ম্মরোম, ও আকাশকুসুম এই সকল দ্রব্য সৎ নহে, এই জন্য ইহাদের উৎপত্তি কেহ দেখে নাই, এবং শুনেও নাই। অতএব সিদ্ধ হইল যে, সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যেরই কারণব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব প্রকাশ হয়, তাহা বলিয়া অসতের উৎপত্তি হয় না। আরও একটী বিশেষ

কথা এই যে, যে কারণের সহিত যে কার্য্যের সম্বন্ধ থাকে, সেই কারণ দ্বারাই সেই কার্য্যের আবির্ভাব হয়। যে কার্য্যের সহিত যে কারণের সম্বন্ধ নাই, সেই কারণ দ্বারা সেই কার্য্যের আবির্ভাব হয় না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তন্তুর সহিত পটের এবং মৃত্তিকার সহিত ঘটের সম্বন্ধ আছে বলিয়া তন্তু হইতে পটের এবং মৃত্তিকা হইতে ঘটের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তন্তুর সহিত ঘটের এবং মৃত্তিকার সহিত পটের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া তন্তু হইতে ঘট এবং মৃত্তিকা হইতে পটের আবির্ভাব হয় না।

সম্বন্ধশূন্যতার ইতর বিশেষ না থাকায় সমস্ত কার্য্য সমস্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। এই অব্যবস্থাদোষ নিবারণ জন্য বলিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণ বিশেষের সহিত কার্য্যবিশেষের সম্বন্ধ থাকে। ইহা হইলেই সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইল। কেননা একাধিক বিদ্যমান বস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে, একটী বিদ্যমান অপরটী অবিদ্যমান এ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

যদি বলা হয় যে, কারণগত এমন অসাধারণ শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে কারণবিশেষ কার্য্যবিশেষের উৎপাদন করে, সমস্ত কার্য্যের উৎপাদন করে না। তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে,ঐ অসাধারণ শক্তির সহিত কার্য্যবিশেষের কোন রূপ সম্বন্ধ আছে কি না? যদি সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে অসতের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়া সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে সম্বন্ধ না থাকিলে কারণের ন্যায় কারণগত শক্তিও কার্য্যবিশেষের নিয়ামক হইতে পারে না। সুতরাং অব্যবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। ফলতঃ কারণগত শক্তি কার্য্যের অব্যক্তাবস্থা মাত্র। অন্যরূপ শক্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আরও বিবেচনা করা উচিত কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, উহা কারণাত্মক; কারণ যে সৎ এ বিষয়ে মতভেদই হইতে পারে না। ইত্যাদি রূপে সৎকার্য্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাংখ্যকারিকায় এই কয়টী হেতু দ্বারা সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হইয়াছে—

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যং॥"
(সাংখ্যকা° ৯)

কার্য্য সৎ, হেতু অসতের অকরণ, উপাদানের গ্রহণ, সর্ব্ব সম্ভবের অভাব এবং শক্তের শক্য করণ এই সকল হেতু দ্বারা অনুমান করা হয় যে কার্য্য সৎ। এই সকল হেতুর তাৎপর্য্য পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের আর বিবৃত আলোচনা এই স্থলে হইল না। কেবল শব্দার্থ মাত্র বিবৃত হইল।—অসতের অকরণ, যাহা ছিল না, তাহাকে কখনই উৎপন্ন করা যায় না। উপাদানের গ্রহণ, যখন সকল স্থলে সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তখন কার্য্যের সহিত কারণের একটী সম্বন্ধ আছে, এই হেতুও কার্য্য সৎ, শক্তের শক্যকরণ অস্তিত্ব-শূন্য কার্য্যে শক্তিসম্বন্ধ অসম্ভব, সুতরাং কারণে কার্য্যের সম্বন্ধ মানিলেও শক্তি সম্বন্ধের অনুরোধে কার্য্যকে সৎ বলিতে হইবে। এইরূপে সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

বাচস্পতিমিশ্র এইরূপে বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, বৈদান্তিক প্রভৃতি বাদীদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া নানারূপ যুক্তিতর্ক দ্বারা সেই সকল মত খণ্ডন করিয়া সাংখ্যোক্ত সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিয়াছেন। কপিলসূত্রে 'নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ' (সাংখ্য ১৷৭৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইয়াছে।

এইক্ষণ সিদ্ধ হইল যে, জগতের যে কারণ তাহা সৎ সৎ-কারণ হইতেই এই সৎ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কার্য্য কারণাত্মক, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, কার্য্যকারণশৃঙ্খলা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত ও সমাদৃত। কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতেই পারে না। এই জগৎ কার্য্য, তাহার কারণ, প্রধান বা প্রকৃতি, এই প্রধান সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক, জগতের সমস্ত জিনিসেই সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে। কারণে যদি সুখ দুঃখ ও মোহ না থাকিত, তাহা হইলে কার্য্যে যে জগৎ তাহাতেও সুখ দুঃখ ও মোহ থাকিতে পারিত না। কার্য্য যখন কারণাত্মক, তখন সুখ, দুঃখ ও মোহ দেখিয়া ইহার কারণে যে সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যায়।

প্রত্যেক দ্রব্যেই সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে, বাচস্পতি মিশ্র ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে রূপযৌবনকুলশীলসম্পন্না একটী স্ত্রী স্বামীকে সুখী, সপত্নীকে দুঃখিনী এবং তাহার লোভে বঞ্চিত পুরুষান্তরকে মোহ বা বিষাদ যুক্ত করে। তাহার কারণ এই যে স্বামীর প্রতি তাহার সুখ রূপ সমুদ্ভূত, দুঃখাদি রূপ অভিভূত, সপত্নীর প্রতি দুঃখ রূপ সমুদ্ভূত, সুখাদিরূপ অভিভূত। যে অপর পুরুষ তাহার লাভে বঞ্চিত, তাহার প্রতি তাহার মোহ রূপ সমুদ্ভূত, সুখাদি রূপ অভিভূত।

"একৈব স্ত্রীরূপযৌবনকুলশীলসম্পন্না স্বামিনং সুখাকরোতি, তৎকস্য হেতোঃ, স্বামিনং প্রতি তস্যাঃ সুখরূপ সমুদ্ভবাৎ। সৈব স্ত্রী সপত্নীর্দুঃখাকরোতি তৎ কস্য হেতোঃ, স্বামিনং প্রতি তস্যাঃ দুঃখরূপসমুদ্ভবাৎ। এবং পুরুষান্তরং তামবিন্দন্ সৈব মোহয়তি, তৎকস্য হেতোঃ, তৎপ্রতি তস্যাঃ মোহরূপসমুদ্ভবাৎ। অনয়া চ স্ত্রিয়া সর্ব্বে ভাবঃ ব্যাখ্যাতাঃ।"(সাংখ্যত° কৌ°)

এই একটী স্ত্রীর উদাহরণ দ্বারাই সকল ভাবে বলা হইল। এই এক স্ত্রীতে যেমন সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে, এইরূপ জগতের সকল জিনিষেই সুখ দুঃখ ও মোহ আছে, ইহা বুঝিতে

হইবে। যদি ঐ স্ত্রীতে সুখ দুঃখ ও মোহ না থাকিত, তাহা হইলে স্বামীকে সুখী, সপত্নীকে দুঃখিনী এবং পুরুষান্তরকে মুগ্ধ করিতে পারিত না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, যখন সুখ, দুঃখ ও মোহ কার্য্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। তখন ইহার কারণে যে সুখ, দুঃখ, ও মোহ আছে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, জগতের যে মূলকারণ তাহা সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক। প্রকৃতিই যখন জগতের মূলকারণ। তখন প্রকৃতি সুখ দুঃখ ও মোহাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি কহে। অব্যক্ত ও প্রধান প্রভৃতি ইহারই নামান্তর। সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক এবং চঞ্চল ও চালক বা প্রবর্ত্তক। তমোগুণ মোহ বা বিষাদাত্মক, গুরু আবরক ও নিয়ামক।

কিন্তু এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী, ইহারা পরস্পর বিরোধী হইলেও কার্য্যজননে কোন ব্যাঘাত হয় না, পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য জন্মাইয়া থাকে। এই গুণসমূহের মধ্যে যে গুণের প্রাবল্য হয়, তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। যেমন বর্ত্তি ও তৈল প্রত্যেকে অনলবিরোধী হইলেও উভয়ে মিলিত হইয়া স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয়। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় এবং কার্য্য জন্মাইয়া থাকে। যখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হয়, তখন সুখ হইয়া থাকে। তখন রজঃস্তম সত্ত্ব কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া থাকে। এইরূপ রজোগুণের প্রাবল্যে দুঃখ এবং তমোগুণের প্রাবল্যে মোহ ঘটিয়া থাকে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহাদিগকে গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহারা কি বৈশেষিকোক্ত গুণ পদার্থ? আচার্য্যগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, ইহারা গুণ পদার্থ নহে। সত্ত্বাদির পরস্পর সংযোগ ও লঘুত্বাদি গুণ আছে বলিয়া উহারা দ্রব্য পদার্থ। সত্ত্বাদি গুণত্রয় পুরুষের উপকরণ বা পশুস্বরূপ পশুকে বন্ধন করে বলিয়া ইহাদিগকে গুণ বলা হইয়াছে, রজ্জু দ্বারা যেমন পশু বদ্ধ হন, তদ্রূপ উহাদ্বারা পুরুষ বদ্ধ হইয়া থাকেন। গুণ বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা গুণ পদার্থ নহে, দ্রব্য পদার্থ।

এখন সিদ্ধ হইল যে সত্ত্বাদিগুণ দ্রব্য পদার্থ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সর্ব্বদাই পরিণামিনী। প্রকৃতির এই পরিণাম দুই প্রকার। স্বরূপ বা সদৃশপরিণাম এবং বিরূপ বা বিসদৃশ পরিণাম। যখন জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতির সদৃশপরিণাম হইতে থাকে। অর্থাৎ তখন সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, এবং রজঃ রজোরূপে পরিণাম হয়। এই পরিণামে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব সকলের উদ্ভব হয় না। বরং ঐ সকল তত্ত্ব স্ব স্ব কারণে লীন হইতে থাকে। গুণত্রয়ের যখন বিসদৃশ পরিণাম হয়, তখন এই জগতের সৃষ্টি হয়, কালে গুণত্রয় মিলিত হইয়া পরিণত হয়। পৃথক্‌রূপে ইহাদের পরিণাম হয় না। জগতে যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই গুণত্রয়ের পরিণামবৈষম্যই তাহার একমাত্র কারণ।

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রাধান্য এবং অপরাপর গুণ ভাব বা অপ্রাধান্য হইয়া থাকে। যেমন জলের রস এক হইলেও ভূমি বিকার বিশেষের সংযোগে নারিকেল, জম্বীর, চিরবিম্বাদি ফলরসরূপে পরিণত হইয়া মধুর, অম্ল ও তিক্তাদিরূপে অনুভূয়মান হয়, তদ্রূপ কার্য্যবিশেষের উদ্ভব এবং গুণান্তরের অভিভব হওয়াতে অপ্রধানগুণ প্রধানগুণের আশ্রয়ে বিচিত্র পরিণামের কারণ হইয়া বিচিত্র কার্য্যের উৎপাদন করে। অতএব জগতে এই যে নানা প্রকার বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, গুণের পরিণাম-বৈষম্যই তাহার একমাত্র কারণ। ইহাতে আর কোন সংশয় নাই।

এইরূপে সিদ্ধান্ত হইল যে প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চরম কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত জড়বর্গই সংহত অর্থাৎ মিলিত গুণত্রয় স্বরূপ, সুতরাং সুখদুঃখমোহাত্মক। ইহারা সকলেই পরার্থ অর্থাৎ অপরের প্রয়োজন সম্পাদনের জন্যই ইহাদের উদ্ভব। গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহা দ্বারা অনুমান করা হয়, যে সংঘাত মাত্রই পরার্থ। প্রকৃতি মহদাদি তত্ত্ব সকল সমস্তই সংঘাত, অতএব ইহা পরার্থ। এই পর কে? কাহার প্রয়োজনের জন্য ইহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই পরপুরুষই আত্মা। এই পুরুষের প্রয়োজনের জন্যই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

পুরুষ সংঘাতাতিরিক্ত, অর্থাৎ ইহা ত্রিগুণাত্মক নহে, ত্রিগুণাতীত। কারণ পুরুষ সংঘাত হইলে পরার্থ হইত। সেই পরসঙ্ঘাতাত্মক হইলে তাহাও পরার্থ হইবে। এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। সুতরাং পুরুষ অসংহত।

"সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥"(সাঙ্খ্যকা° ১৭)

সাংখ্যসূত্রেও এই সকল হেতু বর্ণিত হইয়াছে—"সংহতপরার্থত্বাৎ।" "ত্রিগুণাদিবিপর্য্যযাৎ" "অধিষ্ঠানাচ্চ" ইত্যাদি।
(সাংখ্যসূ° ১।১৪০, ১, ২,)

ত্রিগুণাত্মক রথাদি সারথি প্রভৃতি চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। বুদ্ধ্যাদিও ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং তাহাও অন্য চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইবে। সেই জন্য চেতনই পুরুষ বা আত্মা। সুখ অনুকূল-

বেদনীয় ও দুঃখ প্রতিকূলবেদনীয়, বুদ্ধ্যাদি নিজেই সুখ ও দুঃখাত্মক। এইজন্য পুরুষ সুখের অনুকূলনীয় বা দুঃখের প্রতিকূলনীয় হইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে স্বক্রিয়া বিরোধ হইয়া পড়ে। বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য, তাহার দ্রষ্টারূপে পুরুষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ দ্রষ্টা ভিন্ন দৃশ্য থাকিতে পারে না।

এই পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন। সকল শরীরের এক পুরুষ হইলে জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাহা হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম এবং একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু, একের অন্ধত্বাদিতে সকলের অন্ধত্বাদি, একের সুখে সকলের সুখ, এবং একের দুঃখে সকলের দুঃখ হইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। ইহা কেহ কখনও শুনেও নাই। সুতরাং প্রতি শরীরভেদে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

"জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগবৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব॥" (সাংখ্যকা° ১৮)

এই পুরুষ সাক্ষী। প্রকৃতি নিজের সমস্ত আচরণ এই পুরুষকে দেখায়। বাদী ও প্রতিবাদী বিবাদ বিষয় যাহাকে দেখায় লোকে তাহাকে সাক্ষী কহে। প্রকৃতিও নিজের আচরণ পুরুষকে দেখায় বলিয়া পুরুষ সাক্ষী ও দ্রষ্টা। পুরুষ ত্রিগুণের অতীত এই জন্য অকর্ত্তা, উদাসীন ও কেবল অর্থাৎ কৈবল্যযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত অভাবই কৈবল্য। দুঃখ গুণ ধর্ম্ম, পুরুষ গুণাতীত।

প্রধান মহদাদি ভোগ্য বলিয়া ভোক্তার অপেক্ষা করে। কারণ ভোক্তা ভিন্ন ভোগ হইতেই পারে না। বুদ্ধ্যাদিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বুদ্ধ্যাদিগত দুঃখ নিজের বলিয়া বিবেচনা করে, বিবেকজ্ঞান দ্বারা এই দুঃখের পরিহার হয়।

বিবেকজ্ঞান ও বুদ্ধি বৃত্তিবিশেষ। এই কারণে বিবেকজ্ঞানের জন্য পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা করে। এইরূপে উভয়ের উভয়ের প্রতি অপেক্ষা আছে বলিয়া প্রকৃতিপুরুষের পরস্পর সংযোগ হয়। এই সংযোগ বশতঃই সৃষ্টি হইয়া থাকে। গতিশক্তিহীন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু এবং দৃকশক্তিহীন গতিশক্তিযুক্ত অন্ধ এই উভয়ের পরস্পর অপেক্ষা হয় বলিয়া উভয়েই পরস্পর সংযুক্ত হয়। দৃকশক্তিবিশিষ্ট পঙ্গু গতিশক্তিযুক্ত অন্ধের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া পথ প্রদর্শন করে, অন্ধ তদনুসারে গমন করে, এইরূপে উভয়েরই অভিলাষ সিদ্ধ হয়। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগও এইরূপ, পুরুষ দৃকশক্তিযুক্ত ও ক্রিয়াশক্তি শূন্য বলিয়া পঙ্গু স্থানীয়, প্রকৃত ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ও দৃকশক্তিশূন্য বলিয়া অন্ধ স্থানীয়। এই উভয়েই সংযোগ বশতঃই প্রকৃতি মহদাদি অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় এবং পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইয়াও গুণের কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥
পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥"

(সাঙ্খ্যকা° ২০, ২১)

প্রধান বুদ্ধি হইতে সূক্ষ্ম ভূত পর্য্যন্ত এক একটী সমষ্টি ও এক একটী পুরুষ অনাদি অদৃষ্ট সূত্রে সূর্য্যাভিমুখ দর্পণ ও সূর্য্যের ন্যায় পরস্পর সন্নিহিত, যেমন দর্পণে তেজ না থাকিলেও সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ায় ঐ দর্পণ তেজস্বী হয়, এবং সূর্য্যে মলিনতা চঞ্চলতা না থাকিলেও দর্পণের মলিনতা ও আন্দোলনে প্রতিবিম্ব সূর্য্যও মলিন এবং চঞ্চল হইয়া থাকে। সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন হইলেও চেতন পুরুষ সন্নিধানে চেতন হইয়া থাকে, এবং কর্ত্তৃত্বযুক্ত বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত পুরুষ কর্ত্তৃত্বশূন্য হইলেও কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং পুরুষের যে কর্ত্তৃত্ব, অহংকর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহা অবিবেক বা ভ্রমবশে হইয়া থাকে।

পুরুষের কৈবল্যার্থ প্রকৃতির এই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ভোগ ও মুক্তি পুরুষার্থ। পুরুষার্থ দুই প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত বা অনাগতাবস্থ পুরুষার্থ অদৃষ্টের নামান্তর। এই পুরুষার্থ অনাদি। এক সৃষ্টি চলিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেই প্রলয়ের পূর্ব্বে কত সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং নূতন করিয়া আরম্ভ নাই। সেই অনাদি পুরুষার্থ প্রকৃতিকে প্রত্যেক পুরুষের সহিত একটী বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই পুরুষার্থ অভিব্যক্তি প্রবণ, তখন মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। ইহাই এক এক সৃষ্টির আরম্ভকাল। প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত অবস্থায় থাকিয়া পুরুষের সুখদুঃখ সাক্ষাৎকার হয়। ইহাই ভোগ এবং এই সুখ দুঃখ প্রকৃতিরই স্বরূপ। ভোক্তা না থাকিলে ভোগ নিরর্থক হয়। অতএব ভোক্তার অপেক্ষা ভোগ্য বস্তুতে আছে। তাহার পর দুঃখের তাপে তাপিত হইয়া মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রকৃতি ও পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন এই বিবেকসাক্ষাৎকার আবশ্যক। বুদ্ধি না থাকিলে ভোগ হয় না, প্রকৃতি না থাকিলে বুদ্ধি হয় না। এইরূপ পরস্পর অপেক্ষা আছে, পরস্পরের এইরূপ অপেক্ষাই পরস্পরের সম্বন্ধ।

যতদিন না পুরুষের অপবর্গ সাধন হইবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষকে ত্যাগ করিবে না, পুরুষের অপবর্গ সাধন হইলেই তখন আর তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। একদিন না একদিন প্রকৃতি পুরুষকে বিবেকসাক্ষাৎকার করাইবেই করাইবে। যতদিন না

ইচা হয়, ততদিন জন্মমৃত্যু অপরিহার্য্য। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হয়, এই সৃষ্টি দুই প্রকার, প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্র সর্গ। বুদ্ধি সৃষ্টির নাম প্রত্যয়সর্গ এবং ভূতভৌতিক সর্গকে তন্মাত্রসর্গ কহে। প্রকৃতির যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহার নাম বুদ্ধি বা মহৎ, ইহার অসাধারণ বৃত্তি অধ্যবসায় বা নিশ্চয়। এই বুদ্ধির ধর্ম্ম ৮টী—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই ৮টীর মধ্যে প্রথম চারিটী সাত্ত্বিক এবং পরবর্ত্তী চারিটী তামসিক।

মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহার বৃত্তি অভিমান। আমি ইহাতে শক্ত, এই সকল বিষয় আমার প্রয়োজন, ইত্যাদি রূপ অভিমান অহঙ্কারের অসাধারণ বৃত্তি। এই অহঙ্কার আবার তিন প্রকার বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজস, ও ভূতাদি বা তামস। সাত্ত্বিক একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে এবং তামস পঞ্চতন্মাত্র তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। রাজস অহঙ্কার এই উভয় বর্গের উৎপত্তির সাহায্যকারী মাত্র। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও ত্বক্ এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয় এবং ইহা উভয়াত্মক অর্থাৎ মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়ই বলা যাইতে পারে। কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয় মনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কেহই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। গুণ সকলের পরিণামবিশেষ বশতঃই নানা ইন্দ্রিয় এবং নানা বাহ্য পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

মনের অসাধারণ বৃত্তি সঙ্কল্প, অর্থাৎ সম্যক্ রূপে বিশেষ্য বিশেষণভাবে কল্পনা। চক্ষুর রূপ, শ্রোত্রের শব্দ, ঘ্রাণের গন্ধ, রসনার রস এবং ত্বকের স্পর্শ এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা ধর্ম্ম। বাক্যের বচন বা কথন, পাণির আদান বা গ্রহণ, পাদের বিহরণ বা গমন, পায়ুর উৎসর্গ বা ত্যাগ এবং উপস্থের আনন্দ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার। মনঃ অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই তিনটীর নাম অন্তঃকরণ। চক্ষুরাদি দশটী বাহ্যকরণ।

অন্তঃকরণত্রয়ের অসাধারণ বৃত্তি বলা হইল। ইহা ভিন্ন উহাদের একটী সাধারণ বৃত্তি আছে। তাহা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। নাসাগ্র, হৃদয়, নাভি ও পাদাঙ্গুষ্ঠে স্থিত প্রাণবায়ু; কৃকাটিকা, পৃষ্ঠ, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও পার্শ্ববৃত্তি অপান বায়ু; হৃদয়, নাভি ও সমস্ত সন্ধিস্থানে সমান বায়ু; হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও ভ্রূমধ্যস্থিত বায়ুর নাম উদান এবং ত্বক্ বৃত্তি বায়ুকে ব্যান কহে, এই বায়ু সর্ব্বশরীরব্যাপী। ইহাই অন্তঃকরণের সাধারণ বৃত্তি।

মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতির এই সকল বৃত্তি কিরূপে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, প্রথমে কোন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে অপরিস্ফুট রূপে বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলোচনজ্ঞান বা নির্বিকল্পকজ্ঞান। কারণ ঐ জ্ঞান বিকল্প অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবশূন্য। মূক বা বালক যেমন তাহাদের জ্ঞান শব্দ দ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারে না, তদ্রূপ এই আলোচনজ্ঞানও শব্দদ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারা যায় না, অর্থাৎ অপরিস্ফুট রূপে এই আলোচনজ্ঞান হইয়া থাকে। শব্দ দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হয়, তাহা বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই আলোচনজ্ঞান বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন নহে। সুতরাং শব্দ দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হয় না। অতএব বুদ্ধীন্দ্রিয় দ্বারা ইহা একটী বস্তু, ইত্যাকার আলোচন মাত্র হয়। পরে ইহা এইরূপ, এরূপ নহে, ইত্যাকারে কল্পনা করা মনের কার্য্য। মনঃ সঙ্কল্পিত বিষয়ে অহঙ্কার পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থাৎ আমি ইহা সম্পাদন করিতে সমর্থ, এই প্রকার অভিমান করে। এই অভিমত বিষয়ে ইহা আমার কর্ত্তব্য, এই প্রকার নিশ্চয় বুদ্ধির কার্য্য।

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, বাহ্যেন্দ্রিয় সকল গ্রামাধ্যক্ষ, মন দেশাধ্যক্ষ, বুদ্ধি সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং পুরুষ মহারাজস্থানীয়। যেমন গ্রামপতি প্রজাদের নিকট কর আদায় করিয়া দেশপতির নিকট অর্পণ করে, এবং দেশপতি উহা সর্ব্বাধ্যক্ষকে এবং তিনি আবার মহারাজকে অর্পণ করেন, ইহাতে মহারাজের প্রয়োজন সম্পাদন হয়, তদ্রূপ বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয় সকলের আলোচনা মনের নিকট উপস্থিত করে, মন তাহা সঙ্কল্প করিয়া বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে। বুদ্ধি উক্ত ক্রমে পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করিয়া থাকে।

বাহ্যেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি ইহাদের বৃত্তি ক্রমে ক্রমে হয়। ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়া পর পর হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখনও এক কালেও এই সকলের বৃত্তি হইতে দেখা যায়। যেমন স্ফুটালোকে দংশনোদ্যত সর্প দেখিলে তৎক্ষণাৎ লোকে পলায়ন করে, এই স্থলে ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান ও বুদ্ধির অধ্যবসায় একই সময়ে হয়। কারণ সর্পকে দংশনোদ্যত দেখিলেই পলায়ন করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব হয় না। সুতরাং এই সকল বৃত্তি এক কালে না হইলে পলায়ন সম্ভব হইত না।

ভোগ অপবর্গরূপ পুরুষার্থ নির্ব্বাহের জন্যই ইন্দ্রিয় সকলের প্রবৃত্তি। মনে করিতে হইবে যে, অগ্নি সংযোগে লোহগোলক যেরূপ অগ্নির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়, তদ্রূপ পুরুষসংযোগে চিৎপ্রতিবিম্ব দ্বারা বুদ্ধিও চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহাই পুরুষের সংসার। পুরুষ চিরকালই কেবল আছেন, কোন কালেই তিনি কৈবল্যশূন্য নহেন। সুতরাং সংসারদশাতেও তিনি মুক্ত। উক্ত প্রণালী ক্রমে বুদ্ধিই পুরুষের ভোগ সম্পাদিকা এবং বুদ্ধিই বিবেকজ্ঞান দ্বারাই পুরুষের মুক্তি সাধন

করিয়া থাকেন। বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার স্বরূপতঃ পুরুষের নাই। বুদ্ধি পুরুষের আশ্রয়েই বন্ধ মোক্ষ ও সংসারভাগিনী।

এইরূপে করণ ত্রয়োদশ প্রকার। দশ ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই ত্রয়োদশ করণের মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল আহরণ এবং অন্তঃকরণত্রয় সাধারণ বৃত্তিরূপ পঞ্চ প্রাণ দ্বারা শরীর ধারণ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার নাম প্রত্যয় সর্গ।

তন্মাত্র সর্গ—তন্মাত্র সর্গ সকল সূক্ষ্ম, সুতরাং ইহা অস্মদাদির ভোগ্য নহে। এই কারণে উহা অবিশেষ নামে অভিহিত। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ এবং এই আকাশের গুণ শব্দ, শব্দতন্মাত্র যুক্ত স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ু, এই বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; শব্দস্পর্শ-তন্মাত্রযুক্ত রূপতন্মাত্র হইতে তেজঃ এবং এই তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; শব্দ-স্পর্শ-রূপতন্মাত্র সহিত রসতন্মাত্র হইতে জল ও তাহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং উক্ত চারিটী তন্মাত্রের সহিত গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ দুঃখকর ও চঞ্চল; কেহ বিষাদকর বা গুরু। এই জন্য ইহারা বিশেষ নামে অভিহিত। এই বিশেষ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সূক্ষ্মশরীর, মাতা-পিতৃজ বা স্থূল শরীর এবং তদতিরিক্ত মহাভূত। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ তন্মাত্র, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই অষ্টাদশকে সূক্ষ্মশরীর কহে। এই অষ্টাদশের সমষ্টিই সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্মশরীর কল্পান্তকালস্থায়ী। এই শরীর ইন্দ্রিয়ঘটিত, ইন্দ্রিয় সকল শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াত্মক, সুতরাং ইহা বিশেষ মধ্যে পরিগণিত। এক একটী পুরুষের জন্য এক একটী সূক্ষ্মশরীর নির্দ্দিষ্ট আছে, এই সকল সূক্ষ্মশরীর প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যতদিন না পুরুষের বিবেকসাক্ষাৎকার হইবে, ততদিন এই সূক্ষ্মশরীর যাতায়াত অর্থাৎ পূর্ব্ব গৃহীত স্থূলদেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূলদেহের গ্রহণ করিবে। ইহার নাম সংসার। চিত্র যেরূপ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, তদ্রূপ এই সূক্ষ্মশরীর ভোগায়তন স্থূলশরীর ভিন্ন থাকিতে পারে না। জলৌকা যেমন একটী আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করে না, তদ্রূপ এই সূক্ষ্মশরীরও একটী স্থূলশরীর অবলম্বন না করিয়া এই শরীর ত্যাগ করে না। এই জন্য লিঙ্গশরীরের আশ্রয়স্বরূপ স্থূলশরীর অপেক্ষিত।

বাচস্পতিমিশ্রের মতে শরীর দুই স্থূল ও সূক্ষ্ম। কিন্তু সূত্র-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে শরীর তিন—সূক্ষ্মশরীর, অধিষ্ঠান-শরীর ও স্থূলশরীর। তিনি বলেন যে স্থূলদেহের পরিত্যাগের পর লিঙ্গদেহের যে লোকান্তরগমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠান শরীরের আশ্রয়ে হইয়া থাকে। তাঁহার মতে কোন কালে লিঙ্গশরীর আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থূল ভূতের সূ[ক্ষ্ম] অংশই অধিষ্ঠানশরীর নামে অভিহিত। এই অধিষ্ঠানশরীরকে আতিবাহিকশরীর বলা যায়। মৃত্যুর পর রসান্ত, ভস্মান্ত [ও] বিষ্ঠান্ত রূপে স্থূল শরীরের নাশ হয়, এই স্থূল শরীর মাটীতে পুতিয়া রাখিলে রস, দগ্ধ করিলে ভস্ম, এবং কোন প্রাণীতে ভক্ষণ করিলে বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়।

এই সূক্ষ্মশরীর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদি কারণে নানাবিধ স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ধর্ম্মাদি কাহারও বা স্বাভাবিক এবং কাহারও উপায়ানুষ্ঠানসাধ্য। শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে সৃষ্টির আদিতে মহামুনি কপিল ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়াই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মাদির ফল এইরূপ বিবৃত হইয়াছে, ধর্ম্ম দ্বারা ঊর্দ্ধ গমন এবং অধর্ম্ম দ্বারা অধো-গমন, জ্ঞান দ্বারা অপবর্গ, অজ্ঞান দ্বারা বন্ধ, বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতিতে লয়, রাগ দ্বারা সংসার, ঐশ্বর্য্য দ্বারা ইচ্ছার সাফল্য এবং অনৈশ্বর্য্য দ্বারা ইচ্ছার বিঘাত বা নিষ্ফলতা হইয়া থাকে।

উক্ত প্রত্যয়সর্গকে আবার প্রকারান্তরে চারিভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি। ইহার মধ্যে বিপর্য্যয় আবার অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশভেদে পাঁচ প্রকার। ইহাদের নামান্তর যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। অনাত্মবস্তুতে আত্মখ্যাতিকে অবিদ্যা কহে। অনিত্য ও অনাত্মীয় বস্তুতে নিত্য ও আত্মীয় রূপে অভিমানের নাম অস্মিতা, সুখানুশয়ীকে রাগ, দুঃখানুশয়ীকে দ্বেষ এবং ভয়কে অভিনিবেশ কহে।

উক্ত অবিদ্যাও বিষয়ভেদে ৮ প্রকার, যথা প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টবিধ অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি হয় বলিয়া আট প্রকার অবিদ্যা কথিত হইয়াছে। দেবগণ অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া উহাকে নিত্য ও আত্মীয়রূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা অনাত্মীয় ও অনিত্য। কারণ ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিধর্ম্ম, সুতরাং অস্মিত ও বিষয়-ভেদে ৮ প্রকার। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারাই রঞ্জনীয় অর্থাৎ রাগের বিষয়। শব্দাদি বিষয়ও আবার দিব্য ও অদিব্য ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং বিষয়ভেদে রাগ দশ প্রকার। এই শব্দাদি দশটী বিষয় স্বভাবতঃ রঞ্জনীয় হইলেও উহারা পরস্পর প্রতিহন্যমান হইয়া থাকে অর্থাৎ একবিধ শব্দাদি অপরবিধ শব্দাদির ভোগের প্রতিবন্ধক হয়। প্রতিবন্ধক শব্দাদি বিষয়ে দ্বেষের আবির্ভাব স্বভাবতঃই হয়।

ভোগ্য শব্দ প্রভৃতির উপায় স্বরূপ অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য

স্বভাবতঃ দ্বেষবিষয়। কারণ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সম্পাদন বহু আয়াসসাধ্য। শব্দাদি দশটী ভোগ্য বিষয় ও তৎসম্পাদক অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যসম এই অষ্টাদশ বিষয়ে দ্বেষ হয় বলিয়া এই দ্বেষও অষ্টাদশ প্রকার। উক্ত অষ্টাদশ বিষয়ে বিনাশ হয় বলিয়া বিষয়ভেদে অভিনিবেশও অষ্টাদশ প্রকার।

একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশ প্রকার এবং বুদ্ধির নিজের অশক্তও সপ্তদশ প্রকার, সুতরাং অশক্তি অষ্টাদশ প্রকার। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অশক্তি অন্ধত্বাদি। তুষ্টি ৯ প্রকার। সিদ্ধি ৮ প্রকার। ইহাদের বিপর্য্যয় বা অভাবনিবন্ধন বুদ্ধির নিজের অশক্তি সপ্তদশ প্রকার। বিষয়বৈরাগ্য জন্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার। বৈরাগ্যের হেতুও পাঁচ প্রকার, যথা অর্জ্জনদোষ, রক্ষণদোষ, ক্ষয়দোষ, ভোগদোষ এবং হিংসাদোষ। এই পাঁচটি দোষ দর্শন করিয়া বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

ধনার্জ্জনের উপায় সকল অতি কষ্টকর ইহা ভাবিয়া বিষয়বৈরাগ্য হইলে যে তুষ্টি উপস্থিত হয় তাহার নাম পরা; অর্জ্জিত ধন রক্ষা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইলেও ইহা ভাবিয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয় তাহা সুপার; মহাকষ্টে ধনের অর্জ্জন, এবং কষ্টে রক্ষিত হইলেও ভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় ইত্যাদি ভাবিয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয় তাহা পারাপার। বিষয়ভোগের অভ্যাসে ভোগাভিলাষ দিন দিন বৃদ্ধি হয়, কোন রূপে যদি বিষয় ভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ভাবিয়া বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম অনুত্তমাম্ভঃ। প্রাণীদিগের পীড়া না জন্মাইলে ভোগ হয় না, সমস্ত ভোগেই অল্প বিস্তর প্রাণীহিংসা আছে, ইত্যাদি হিংসাদোষ দর্শন করিয়া বিষয়বৈরাগ্যে যে তুষ্টি হয় তাহা উত্তমাম্ভঃ। বিষয়বৈরাগ্য জন্য এই পাঁচ প্রকার তুষ্টিকে বাহ্যতুষ্টি কহে। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার—প্রকৃতিতুষ্টি, উপাদানতুষ্টি, কালতুষ্টি ও ভাগ্যতুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকারও প্রকৃতিরই পরিণাম বিশেষ। সুতরাং ইহা প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতিই বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্ত্রী। আমি (পুরুষ) বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্ত্তা নহি। সুতরাং আমি কূটস্থ ও পূর্ণ এইরূপ ভাবনাতে যে তুষ্টি হয়,তাহার নাম প্রকৃতিতুষ্টি, ইহার অপর নাম অম্ভঃ। সংন্যাসগ্রহণে যে তুষ্টি তাহাকে উপাদানতুষ্টি এবং ইহার অপর নাম সলিল। সংন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল ধ্যান অভ্যাস বা সমাধির অনুষ্ঠানে যে তুষ্টি তাহার নাম কালতুষ্টি এবং ইহারই নামান্তর ওঘ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরমোৎকর্ষ স্বরূপ ধর্ম্মমেঘসমাধিলাভ হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম ভাগ্যতুষ্টি, ইহার নামান্তর বৃষ্টি। ইহাই ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মত।

কিন্তু বাচস্পতিমিশ্রের মতে আধ্যাত্মিক তুষ্টি গুলি অসদুপদেশ জন্য। তিনি বলেন, আত্মা প্রকৃত্যাদি হইতে অতিরিক্ত। যে স্থলে শিষ্য অসদুপদেশে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রবণমননাদিক্রমে বিবেকসাক্ষাৎকারের জন্য কোন যত্ন করে না, শিষ্যের তাদৃশ তুষ্টিই আধ্যাত্মিক তুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকার প্রকৃতিরই পরিণাম বিশেষ। প্রকৃতিই তাহা সম্পাদন করিবে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইহাতে প্রয়োজন নাই, এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রকৃতিবিষয়ে যে তুষ্টি তাহার নাম প্রকৃতিতুষ্টি। বিবেকখ্যাতি প্রকৃতির কার্য্য বটে, কিন্তু প্রকৃতিমাত্রের কার্য্য নহে। কারণ ইহা প্রকৃতিমাত্রেরই কার্য্য হইলে সর্ব্বকালে সকল লোকের বিবেকখ্যাতি হইতে পারে। সুতরাং বিবেকখ্যাতি সহকারিকারণান্তরের অপেক্ষা করে। সেই সহকারি-কারণান্তর প্রব্রজ্যা বা সংন্যাস। অতএব সংন্যাস অবলম্বন কর, ধ্যানাভ্যাস করিয়া কষ্ট স্বীকারের কোন আবশ্যক নাই। এই প্রকার উপদেশ শুনিয়া যে তুষ্টি হয়, তাহাকে উপাদানতুষ্টি কহে। সংন্যাস অবলম্বন করিলেই যে তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয় তাহা নহে, তাহা হইলেও কালক্রমে ইহা দ্বারাই মুক্তি হইবে, উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই, এই অসদুপদেশ শুনিয়া যে তুষ্টি হয় তাহাকে কালতুষ্টি কহে। সংন্যাস বা কাল ইহার কোনটীই মুক্তির কারণ নহে, একমাত্র ভাগ্যই মুক্তির কারণ। অতএব ধ্যানাভ্যাসাদির জন্য অতি আয়াস করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। ভাগ্য থাকিলে অবশ্যই মুক্তি হইবে। মদালসার পুত্রগণ সংন্যাস বা ধ্যানাভ্যাস কিছুরই অনুষ্ঠান করে নাই। অথচ তাহারা অতি বাল্যকালে মাতার উপদেশ শুনিয়াই মুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ অসদুপদেশ শ্রবণ জন্য তুষ্টির নাম ভাগ্যতুষ্টি।

তাঁহার মতেও সিদ্ধি আট প্রকার। আধ্যাত্মিকাদি ভেদে দুঃখ তিন প্রকার এবং প্রতিযোগিভেদে দুঃখনিবৃত্তিও তিন প্রকার। এই তিন প্রকার দুঃখনিবৃত্তিই মুখ্য সিদ্ধি। এই সিদ্ধিত্রয়ের নাম—প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান। ইহার সাধনগুলি গৌণসিদ্ধি বলিয়া অভিহিত। এই গৌণসিদ্ধি পাঁচ প্রকার—অধ্যয়ন, শব্দ, উহ, সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান। গুরুসকাশে অধ্যাত্মশাস্ত্রের যথাবৎ অক্ষরগ্রহণের নাম অধ্যয়ন। ইহার নামান্তর তার। গুরুর নিকট যে অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়, তাহার সম্যক্‌রূপে অর্থবোধ করার নাম শব্দ, নামান্তর সুতার। এই দুই প্রকার সিদ্ধি শাস্ত্রোক্ত শ্রবণ নামে অভিহিত। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (শ্রুতি) আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপ শ্রুতি আছে। বিবেকসাক্ষাৎ করিবার জন্য এইরূপে প্রথমে শ্রবণ করিবে। শ্রবণের পর মনন করিতে হয়। উহ শব্দের অর্থ তর্ক, শাস্ত্রের অবিরোধি

যুক্তি দ্বারা সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ নিরসনপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থের অবধারণই তর্ক নামে অভিহিত। ইহাকেই মনন কহে। শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক করিতে নাই, এইরূপ তর্ক দ্বারা বস্তুতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না, কারণ অনেক বিষয় আছে, যাহা এইরূপ তর্কের দ্বারা কিছুমাত্র মীমাংসা হয় না, বরং আরও সন্দেহ বাড়িয়া যায়। এইজন্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ না হয়, এইরূপ যুক্তি দ্বারা তর্ক করিতে হয়। তর্কে অপ্রতিষ্ঠাদোষ হয়, এইজন্য কেবল তর্ক পরিত্যাগ করিবে।

"অতএব তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি বেদান্তসূত্রেণাপি অপ্রতিষ্ঠাদোষতঃ কেবল তর্কোহপাস্তঃ। তথা মনুনাপি—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

ইতি বেদাবিরুদ্ধতর্কস্যৈবার্থনিশ্চায়কত্বমুক্তং।" (সাংখ্যভাষ্য)

অতএব ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে বেদের অবিরুদ্ধ তর্ক দ্বারাই অর্থনিশ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপে শাস্ত্রার্থ চিন্তা করিলেই মননসিদ্ধি হয়। এই তৃতীয় সিদ্ধির নামান্তর তারতার। স্বয়ং যুক্তি দ্বারা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিলেই যে পর্য্যন্ত তাহা অন্যের অর্থাৎ গুরুশিষ্য বা সব্রহ্মচারীর অনুমোদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অতএব সুহৃদ্প্রাপ্তি অর্থাৎ গুরুশিষ্য সব্রহ্মচারিপ্রভৃতির প্রাপ্তি চতুর্থ সিদ্ধি। ইহার অপর নাম রম্যক। বিবেকজ্ঞানশুদ্ধির নাম দান। ইহা সদামুদিত নামে অভিহিত। আদরের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগানুশীলন ও বিবেকশাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা বিবেকখ্যাতির শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিশুদ্ধ বিবেকখ্যাতিই সকল প্রকার সংশয় বিপর্য্যয় উচ্ছেদ কবিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা বলেন, একবার তত্ত্বকথা শুনিলেই তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারা যায়, ইহা তাঁহাদের ভ্রম। অধিকন্তু বহুবার তত্ত্বকথা শুনিবার পরও মিথ্যাজ্ঞান অপনীত হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আরও তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, শুক্তিরজতাদি শত শত স্থলে দেখা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান অপনয়ন করিতে সমর্থ। রজ্জুসর্পভ্রম ও দিঙ্মোহাদি স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞান পরোক্ষতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অপনীত হয় না, অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই অপনীত হয়। সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞান বা অবিবেক অপরোক্ষজ্ঞান। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের অপরোক্ষত্ব সম্পাদনের জন্য দীর্ঘকাল শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের মত।

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর সহিত এই বিষয়ে বাচস্পতিমিশ্রের মতভেদ আছে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে গুরুশিষ্যভাবে গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহার নাম অধ্যয়নসিদ্ধি। গুরু শিষ্য ভাবে কোন অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয় নাই, কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছে তাহা শুনিয়া এবং নিজে অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যে জ্ঞানলাভ হয় তাহার নাম শব্দ। কোনরূপ উপদেশাদি প্রাপ্ত না হইয়াই পূর্ব্বজন্মের শুভাদৃষ্ট বশতঃ যে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়, তাহার নাম উহ। দয়াপরবশ কোন সাধু স্বয়ং গৃহে উপস্থিত হইয়া যে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন, এবং তাহা দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে সুহৃদ্প্রাপ্তি কহে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে ধন দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া জ্ঞানলাভ করার নাম দান। এই সকল সিদ্ধির মধ্যে অধ্যয়ন, শব্দ ও উহ এই তিনটীকে গৌণসিদ্ধি কহে। ইহাই মুখ্য সিদ্ধিত্রয়ে অন্তরঙ্গসাধন।

বাচস্পতিমিশ্র বলেন যে বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি এই তিনটী তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক। তাঁহার মতে প্রত্যয় সর্গের মধ্যে সিদ্ধিই উপাদেয়। বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি হেয়। প্রত্যয়সর্গ ব্যতীত তন্মাত্র সর্গ ও তাহার পুরুষার্থসাধন হইতে পারে না। আবার তন্মাত্র সর্গ ভিন্নও প্রত্যয়সর্গ ও তাহার পুরুষার্থসাধন সম্ভব নহে। এই জন্য দ্বিবিধ সর্গের অর্থাৎ তন্মাত্রসর্গ ও প্রত্যয়সর্গের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ভোগ্য শব্দাদি বিষয় এবং ভোগায়তন শরীরদ্বয় ভিন্ন ভোগরূপ পুরুষার্থ হইতে পারে না বলিয়া তন্মাত্রসর্গের বিশেষ উপযোগিতা আছে। কারণ শব্দাদি বিষয় ও শরীরদ্বয় তন্মাত্রসর্গের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে ভোগসাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ভিন্ন ভোগ হইতে পারে না। ধর্ম্মাদি ভিন্ন ইন্দ্রিয় ও শরীরাদির সৃষ্টি হইতে পারে না। ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারাই সূক্ষ্মশরীর বার বার স্থূলশরীর গ্রহণ এবং শরীরে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভোগ করিয়া পুনরায় আবার শরীর ত্যাগ করে। যতদিন বিবেকখ্যাতি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের নাশ না হয়, ততদিন এইরূপে জন্মমৃত্যু অপরিহার্য্য। সুতরাং প্রত্যয়সর্গের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অপবর্গরূপ পুরুষার্থ বিবেকখ্যাতিসাধ্য। এই বিবেকখ্যাতিও প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ এই উভয় সাপেক্ষ। ইহা দ্বারাও উভয়বিধ সর্গের আবশ্যকতা প্রতিপাদন হইতে পারে। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে ধর্ম্মাদি সৃষ্টির সাপেক্ষ না সৃষ্টি ধর্ম্মাদির সাপেক্ষ, অর্থাৎ ধর্ম্মাদি হইতে সৃষ্টি হয়, না সৃষ্টি হইতে ধর্ম্মাদির উৎপত্তি হয়। সুতরাং ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয়। এই দোষ পরিহারের জন্য শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্মাদি দ্বারা বর্ত্তমান শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বতর জন্মসঞ্চিত ধর্ম্মাদি দ্বারা পূর্ব্ব জন্মের এবং পূর্ব্বতম জন্মে আচরিত কর্ম্মরাশি দ্বারা পূর্ব্বতর জন্মের শরীরাদি হইয়াছে। দার্শনিকদিগের মতে সংসার অনাদি বলিয়া আদি সর্গের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। সুতরাং এই অন্যোন্যাশ্রয়দোষ প্রমাণসিদ্ধ, এই জন্য দোষাবহ নহে। বীজ হইতে বৃক্ষ, কি বৃক্ষ হইতে বীজ, ইহার যেমন কোন মীমাংসা নাই, তদ্রূপ ধর্ম্মাদি হইতে সৃষ্টি কি সৃষ্টি হইতে ধর্ম্মাদি ইহার কোন মীমাংসা নাই।

এই সংসার বিচিত্র প্রকার ভোগের লীলাভূমি। ভোগের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইবেন না। সংসারে ভোগের বৈচিত্র থাকিলেও জীবের মরণভয় স্বাভাবিক। কোন প্রাণীই মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। জরা মরণাদি যেরূপ স্বাভাবিক, সুখ কিন্তু সেরূপ স্বাভাবিক নহে। ইহা আগন্তুক উপায়সাধ্য। জরা মরণাদির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না, উহা আপনিই উপস্থিত হয়। সুখের জন্য কিন্তু বিস্তর চেষ্টা যত্ন করিতে হয়। উপরি ভাগে শাণিত কৃপাণ সূক্ষ্ম সূত্রে ঝুলিতেছে, তাহার নিম্ন ভাগে উপবেশন করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করার ন্যায় সাংসারিক সুখ দুঃখানুষক্ত ও বিপদসঙ্কুল।

সংসার প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। তন্মধ্যে রজোগুণ দুঃখস্বরূপ। সুতরাং এই সংসার যে দুঃখাত্মক তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সত্বগুণ সুখাত্মক; রজোগুণের ধর্ম্ম যেমন দুঃখ, তদ্রূপ সত্বগুণের ধর্ম্ম সুখ, সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তদ্রূপ সুখও আছে, সংসারে সুখ নাই কে বলিল? শাস্ত্র বলিয়াছেন, সংসারে সুখ আছে সত্য, কিন্তু তাহা দুঃখের তুলনায় নাই বলিলেও চলে। সাংসারিক সুখ কুপিত ফণিফণার ছায়ার তুল্য। সুখলেশ যৎসামান্য, দুঃখ রাশির অবধি নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের ন্যায় দুঃখরাশি সুবিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে খদ্যোতিকার ন্যায় সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র।

তাঁহাদিগের মতে, দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সত্ত্ববহুল। ঐ স্থান সত্ত্ববহুল বলিয়া ঐ স্থানে সুখের ভাগ অধিক। যাঁহারা স্বর্গাদি ভোগ করেন, তাঁহারাই সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ভূলোক বা মনুষ্যলোক রজোবহুল। সুতরাং এই স্থলে দুঃখই অধিক ও স্বাভাবিক। পশ্বাদি স্থাবরান্ত সৃষ্টি তমোবহুল। সুতরাং মোহাত্মক। এই জন্য পশ্বাদি মোহবহুল। সমস্ত কার্য্যই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত।

সাক্ষাৎ বা পরম্পরা প্রকৃতিই কার্য্যমাত্রের একমাত্র কারণ। প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বৈদান্তিকদিগের মতে প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ, এক ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ বৈদান্তিকদিগের এই মত খণ্ডন করিয়া প্রকৃতির জগতের কর্ত্তৃ ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। চিতিশক্তি বা ব্রহ্ম অপরিণাম, সুতরাং এই ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম হইতেই পারে না। তাঁহারা ইত্যাদিরূপ যুক্তি প্রভৃতি উপন্যস্ত করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে আলোচিত হইল না।

প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টিকর্ত্রী। বৎসের পরিপোষণের জন্য যেমন অজ্ঞের নিকট দুগ্ধের প্রবৃত্তি, পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্য সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিরও প্রবৃত্তি হয়। নর্ত্তকী যেরূপ সভাসদ্দিগকে নৃত্য দর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্তি হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিকট নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয়। গুণবান্ ভৃত্য নির্গুণ প্রভুর আরাধনা করিয়া যেমন কোন রূপ প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করে না, গুণবতী প্রকৃতিও সেইরূপ নানাবিধ উপায়ে নির্গুণ পুরুষের উপকার করিয়া তাহা হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা করেন না। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ দৈবাৎস্খলিতবস্ত্রাঞ্চল অবস্থায় একবার মাত্র কোন পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে লজ্জায় যেমন দ্বিতীয় বার তাহার দর্শনপথবর্ত্তিনী হয় না, প্রকৃতিও সেইরূপ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক বিবেকজ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার আর তাহার দর্শনপথে উপস্থিত হন না।

"বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥
রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥
নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সত স্তস্যার্থমপার্থকঞ্চরতি॥
প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তি মে মতি র্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥"(সাংখ্যকা° ৫৭-৬০)

প্রকৃতির বিবেকসাক্ষাৎকার দ্বারা পুরুষ যখন মুক্ত হন, তখন প্রকৃতির আর সৃষ্টি হয় না। পুরুষের আশ্রয়েই প্রকৃতিরই বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার। স্বভাবতঃ পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার নাই, ভৃত্যাগত জয় পরাজয় যেরূপ স্বামীতে উপচরিত হয়, সেই রূপ প্রকৃতিগত বন্ধ মোক্ষও পুরুষে উপচরিত হয়। কোশকার কীট যেমন নিজেই নিজকে বন্ধন করে, প্রকৃতিও তেমনি নিজেই নিজকে বন্ধন করেন।

আদরের সহিত দীর্ঘকাল নিরন্তর ভাবে পূর্ব্বকথিত তত্ত্ব সকলের বিবেকজ্ঞান অভ্যাস করিলে, আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বুদ্ধ্যাদি নহি, আমি কর্ত্তা নহি, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক স্বামিত্ব নাই, এইরূপ বিবেকবিষয়ে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যদিও মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞানবাসনা অনাদি, পক্ষান্তরে বিবেকজ্ঞান ও বিবেকজ্ঞানবাসনা আদি যুক্ত। একটী সাদি এবং একটী অনাদি, এইরূপ বিবেকজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের এবং

বেকজ্ঞানবাসনা মিথ্যাজ্ঞানবাসনার উচ্ছেদ সম্পাদন করিতে ারে। ইহাতে কোন প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ তত্ত্ব ষয়ে বুদ্ধির স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান াবল, ও মিথ্যাজ্ঞান দুর্ব্বল। শাস্ত্রে আছে যে বিরোধ স্থলে াবল দুর্ব্বলকে উচ্ছেদ করে, সুতরাং এই ন্যায়ানুসারে প্রবল ত্ত্বজ্ঞান দুর্ব্বল মিথ্যাজ্ঞানকে একেবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে মর্থ হয়। সুতরাং বিবেকজ্ঞান হইলে আর মিথ্যাজ্ঞানের ম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান জন্য যে সংসার,জন্ম মৃত্যু, াহারও আর উদ্ভব হয় না, সুতরাং তখন মুক্তি হয়। যেমন জের অভাবে অঙ্কুর হয় না, তেমনি প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ াকিলেও বিবেকখ্যাতি দ্বারা অবিবেক বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া াহার বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, তাহার পক্ষে আর সৃষ্টি হয় না।

শব্দাদি বিষয়ভোগ পুরুষের স্বাভাবিক নহে, উহা উপচরিত। কমাত্র মিথ্যাজ্ঞানই ভোগের নিবন্ধন বা হেতু। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে ভোগ হইতে পারে না। সুতরাং তখন সৃষ্টির কোন য়োজন নাই। উক্ত রূপে বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে সঞ্চিত র্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহা জন্মাদি রূপ ল উৎপাদন করিতে পারে না। যেমন ধান্যাদি ভৃষ্ট হইলে, রে তাহা আর অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ বিবেকজ্ঞান ারা অজ্ঞান ভৃষ্ট হইলে, অজ্ঞানের কার্য্য যে সংসার তাহা আর ন্মাইতে পারে না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।" (গীতা)

জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সকল কর্ম্ম তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।

বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন—

"ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্ম বীজান্যঙ্কুরং প্রসু-তে, তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসকলক্লেশসলিলায়ামূষরায়াং কুতঃ র্ম্মবীজানামঙ্কুরপ্রসবঃ।"

জলসিক্ত ভূমিতেই বীজ অঙ্কুরোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। প্রখর সূর্য্যতাপে যে ভূমির সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়াছে, তথাবিধ ঊষর ভূমিতে বীজের অঙ্কুরোৎপাদন অসম্ভব, তদ্রূপ মিথ্যা জ্ঞানাদিরূপ ক্লেশ থাকিলেই সঞ্চিত কর্ম্ম, ফল জননে সমর্থ হইয়া াকে। উক্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদি ক্লেশ অপনীত হইলে আর কর্ম্মফল উৎপন্ন হইতে পারে না, তাই বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে ক্লেশরূপ জলে অবসিক্ত বুদ্ধিরূপ ভূমিতেই কর্ম্মরূপ বীজ ফলরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রখর সূর্য্যকিরণে সমস্ত ক্লেশরূপ সলিল নিপীত হইলে বুদ্ধিভূমি ঊষর হইয়া যায়। সুতরাং তাদৃশ ঊষরভূমিতে অঙ্কুরোৎপত্তি কিরূপে হইবে?

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তি-লাভ হয়। যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মফল হইতে পারে না, তথাপি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে ধর্ম্মা-ধর্ম্মপ্রভাবে যাহার ফলভোগ জন্য বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হই-য়াছে, তাহা প্রবৃত্ত বেগ বলিয়া তাহার প্রতিরোধ হয় না।

"জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণং।
তাবদ্বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে॥"

(সাংখ্যপ্র° ভাষ্য ১।২)

জ্ঞানী বা অজ্ঞানী যিনিই কেন হউন না, যতদিন পর্য্যন্ত দেহ থাকিবে ততদিন কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কর্ম্মভোগ করিতে হইবে, ইহাতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, জ্ঞানী কেবল মাত্র প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া ক্ষয় করিবেন, এবং অজ্ঞানী প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ এবং পুনবার কর্ম্মের বীজ সঞ্চয় করিবেন, ও তাহার ফলে অজ্ঞানীর বারংবার জন্মমৃত্যু হইবে। জ্ঞানীর আর তাহা হইবে না, দেহবিগমে তিনি মুক্ত হইবেন।

কুম্ভকার দণ্ডাদি দ্বারা চক্রের পরিভ্রমণ সম্পাদন করে। কিন্তু কুম্ভকারচক্র কএকবার ঘুরাইয়া দিলে দণ্ডটী তুলিয়া লইলেও যেমন বেগাখ্য সংস্কারবলে চক্র কিছু কাল আপনিই ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলজননে অসমর্থ হইলেও যে কর্ম্মফল জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাবিধ ফল কর্ম্মানুসারে তত্ত্বজ্ঞানীর শরীর কিছুকাল অবস্থিত থাকে। এবং প্রারব্ধকর্ম্মফলভোগের পর জ্ঞানীর দেহ পাত হইলে আর দেহান্তরের আরম্ভ হইতে পারে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাশয়ের বীজভাগ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। দগ্ধবীজ যেমন অঙ্কুর জন্মায় না, তদ্রূপ জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ জন্মাইতে পারে না। তখন তাহার ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্য-ন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ কৈবল্য সম্পাদিত হয়। এইরূপ হইলেই পুরুষ মুক্ত হন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ভোগ ব্যতীত কর্ম্মের ক্ষয় হইবে না।

"না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।" (সাংখ্যভাষ্য)

শত কল্পকোটি কালেও কর্ম্মভোগ না হইলে ক্ষয় হইবে না। কর্ম্মাশয়ে বিচিত্র কর্ম্মের অনন্ত বীজ সঞ্চিত থাকে, ভোগ ভিন্ন যখন কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, এবং কর্ম্ম ক্ষয় ব্যতীত যখন মুক্তি হয় না, তখন মুক্তি একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্য সাংখ্য-শাস্ত্র বলিয়াছেন, যে কর্ম্ম ফলপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই কর্ম্মই ভোগ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষয় হয় না, কিন্তু যে সকল কর্ম্ম কর্ম্মাশয়ে বীজ ভাবে আছে, তাহারা জ্ঞান দ্বারা ভৃষ্ট ভাবাপন্ন হইয়া যায়, সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মবীজ থাকিলেও মুক্তির বাধা হয় না। তখন পুরুষ আপনার স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হন।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানং" (পাতঞ্জলদ°)

পুরুষের এই অবস্থা হইলে জন্ম. জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হয় না, ত্রিতাপ আর তখন তাহাকে ব্যথিত করিতে পারে না। তখন তিনি মুক্ত হন। (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°, সাংখ্যসূত্র ও ভাষ্য)

সাঙ্খ্যদর্শন, কপিলপ্রদর্শিত শাস্ত্রভেদ। [সাঙ্খ্যদর্শন দেখ।]

সাঙ্খ্যময় (ত্রি) সাংখ্য স্বরূপে ময়ট্। সাংখ্যজ্ঞান স্বরূপ, সাঙ্খ্যজ্ঞান, এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া মুমুক্ষু মুক্তিলাভ করেন।

"যত্তেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহনৌ
যয়া মুমুক্ষু স্তরতে দুরত্যয়ং॥" (ভাগবত ৯।৮।১৩)

সাঙ্খ্যযোগ (পুং) সাংখ্যোক্তঃ যোগঃ। জ্ঞানযোগ, ব্রহ্মবিদ্যা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে এই যোগের উপদেশ দেন। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যা ও জ্ঞানযোগের সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানু শোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥" (গীতা ২।১১)

তুমুল সংগ্রামে আত্মীয় স্বজন সকলেরই বিনাশ হইবে, ইহা ভাবিয়া অর্জ্জুনের নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, তাঁহার এই নির্ব্বেদ বা দৈন্য দেখিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক ভগবান্ তাঁহাকে প্রথম সাংখ্যযোগের উপদেশ দেন। তিনি তাঁহাকে প্রথমে বলেন যে, 'যাহাদিগের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, পণ্ডিতের ন্যায় কথা কহিতেছ অথচ যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা কখন গতাসু বা অগতাসুর জন্য শোক করেন না', অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের ইহাই প্রথম উপদেশ। তিনি নানাবিধ তর্কযুক্তি প্রভৃতি দ্বারা অর্জ্জুনকে উপদেশ দেন যে, আত্মা অজর, অমর, ইহাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না, তুমি যাহাদিগের বিনাশভাবনায় ব্যাকুল হইয়াছ, কেহই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। দেহ আত্মা নহে। তাহাদের এই পার্থিব দেহ বিনষ্ট হইলে তাহারা বিনষ্ট হইবে না, যাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ, তাহারা যে পূর্ব্বে ছিলেন না, তাহা নহে, তাহারা পূর্ব্বেও ছিলেন এবং পরেও থাকিবেন। যেমন বস্ত্র জীর্ণ হইলে লোকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ আত্মা শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বাল্য কৌমার, যৌবন ও জরা অবস্থা ভোগ করিয়া জীর্ণ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন দেহ পরিগ্রহ করেন। ইহাই তাঁহার জন্মমৃত্যু, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার জন্মমৃত্যু কিছুই নাই। তুমি অজ্ঞানবশে তাহাদের শোকে কাতর হইয়াছ, কালই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া রাখিয়াছে, তুমি এই যুদ্ধে তাহার নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং তোমার শোক পরিহার করিয়া তোমার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ করাই বিধেয়।

যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার মৃত্যু ও যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার জন্ম অবশ্যম্ভাবী, ইহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে না, অদৃষ্টবশে জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাণিগণ উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকাশ এবং মধ্যে অর্থাৎ উৎপত্তি হইলে প্রকাশ ও তৎপরে আবার অপ্রকাশ হইয়া থাকে। ইত্যাদি রূপে আত্মার অবিনাশিতা প্রতিপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মোহ অপনয়ন করেন। গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ইহার বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে বিবৃত হইল না। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে সাংখ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানবিষয়ক যোগই সাংখ্যযোগ। যাহাতে অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া সাংখ্যবিবেকজ্ঞান দ্বারা জীবের মুক্তি হয়, তাহাই সাংখ্যযোগ। ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া নিঃশ্রেয়লাভ করিয়া থাক, কিন্তু কর্ম্মযোগ অপেক্ষা সাংখ্যযোগ শ্রেষ্ঠ। ইহাতে অর্জ্জুন অতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়া ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন যে, আপনি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা এই যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া আমাকে ঘোর কর্ম্ম করিতে কেন আদেশ করিতেছেন, এই বিভিন্ন বাক্যের তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥" (গীতা ৩।৩)

সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ এই দ্বিবিধ যোগ দ্বারাই নিঃশ্রেয় লাভ করা যায় সত্য, যাহারা অল্পাধিকারী তাহারা প্রথমে কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবে, তৎপরে সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ অবলম্বনে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং প্রথমে কর্ম্মযোগ, তৎপরে সাংখ্যযোগ অবলম্বনীয়।

সাংখ্য দর্শনে যে যোগের বিষয় অভিহিত হইয়াছে, তাহাও সাংখ্যযোগ নামে কথিত। [সাংখ্য দ্রষ্টব্য।]

সাঙ্খ্যযোগবৎ (ত্রি) সাঙ্খ্যযোগ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সাঙ্খ্যযোগযুক্ত।

সাঙ্খ্যায়ন (পুং) সূত্রকারভেদ।

সাঙ্গ (ত্রি) অঙ্গেন সহ বর্ত্তমানঃ। অঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গযুক্ত, সম্পূর্ণ। যাহার সমুদয় অঙ্গ সম্পূর্ণ, কোন অঙ্গই বিকল নহে। দেবপূজা ও যাগযজ্ঞাদির শেষে ভগবান্ শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিতে হয়। এই কীর্ত্তন কারলে যদি কোন অঙ্গ অপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে তাহা সাঙ্গ অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয়।

"সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্ণামকীর্ত্তনাৎ।"
(দেবপূজাপদ্ধতি)

সাঙ্গতিক (পুং) সঙ্গতিরেব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪)

ইতি ঠক্। সঙ্গতি, সম্মিলন। ২ সহাধ্যায়ী। ৩ বিচিত্র পরিহাসাদি কথাজীবী। যাহারা বিচিত্র বাক্য এবং পরিহাসাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
উপস্থিতং গৃহে বিন্দ্যাদ্ ভার্য্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা ॥"(মনু ৩।১০৩)

'সাঙ্গতিকঃ সহাধ্যায়ী। যোঽপি সর্ব্বেণ সঙ্গচ্ছতে বিচিত্রপরিহাসকথাদিভিঃ, সাঙ্গতিকশব্দেন যুক্তঃ' (মেধাতিথি)

'লোকেষু বিচিত্রপরিহাসকথাদিভিঃ সঙ্গত্যা বৃত্ত্যর্থিনং' (কুল্লূক)

সাঙ্গত্য (ক্লী) সাঙ্গতিক।

সাঙ্গম (পুং) সঙ্গম এব স্বার্থে অণ্। সঙ্গম। (অমরটীকা ভরত)

সাঙ্গমন (পুং) সঙ্গম।

সাঙ্গমিষ্ণু (পুং) সঙ্গমেচ্ছু।

সাঙ্গরেবস্ (পুং) শার্ঙ্গরবের পাঠান্তর। (ভারত)

সাঙ্গলক্ষণ (ক্লী) অঙ্গলক্ষণের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গলক্ষণযুক্ত।

সাঙ্গুষ্ঠ (ত্রি) অঙ্গুষ্ঠেন সহ বর্ত্তমানঃ। অঙ্গুষ্ঠের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গুষ্ঠযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সাঙ্গুষ্ঠা গুঞ্জালতা। (রত্নমালা)

সাঙ্গ্রহণ (ত্রি) সংগ্রহ।

সাঙ্গ্রহসূত্রিক (ত্রি) সঙ্গ্রহসূত্রমধীতে বেদ বা (ক্রতুকৃথাদিসূত্রান্তাঠ্ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি ঠক্। যিনি সংগ্রহসূত্র অধ্যয়ন করেন, বা যিনি ইহার সম্পূর্ণ মর্ম্মার্থ অবগত আছেন।

সাঙ্গ্রহিক (ত্রি) সংগ্রহে সাধুঃ সঙ্গ্রহ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। সংগ্রহকারী, যিনি সংগ্রহ করিতে উত্তম। সঙ্গ্রহগ্রন্থং অধীতে বেত্তি বা সংগ্রহ-ঠক্। যিনি সংগ্রহ গ্রন্থ অধ্যয়নকারী বা যিনি সংগ্রহ গ্রন্থ সকল জানেন।

সাঙ্গ্রাম (ত্রি) সংগ্রামে কার্য্যং দীয়তে ইতি (ব্যুষ্টাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।৯৭) ইতি অণ্। সঙ্গ্রামকার্য্যকারী, যুদ্ধে যাহাকে কার্য্য প্রদত্ত হয়। (পুং) সঙ্গ্রাম স্বার্থে অণ্। ২ যুদ্ধ।

সাঙ্গ্রামজিত্য (ক্লী) সংগ্রামজয়।

সাঙ্গ্রামিক (পুং) সঙ্গ্রামে সাধুঃ সঙ্গ্রাম (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। ১ সেনাপতি। (ত্রি) ২ সংগ্রামকুশল। ৩ যুদ্ধ সম্বন্ধীয়। (সিদ্ধান্তকৌ°)

"তে তস্য বচনং শ্রুত্বা মন্ত্রয়িত্বা চ বহ্বিতং।
সাঙ্গ্রামিকং ততঃ সর্ব্বং সজ্জং চক্রুঃ পরন্তপাঃ ॥"
(ভারত ১।২।২৩২)

সাঙ্ঘটিক (ত্রি) সঙ্ঘটমধীতে বেদ বা সঙ্ঘট-ঠঞ্। (পা ৪।২।৬০) যাহারা সঙ্ঘট অধ্যয়ন করে বা তাহা জানে।

সাঙ্ঘট্টিক (ত্রি) সঙ্ঘট্টমধীতে বেদ বা ঠঞ্। সঙ্ঘট্ট অধ্যয়নকারী, সঙ্ঘট্টবেত্তা।

সাঙ্ঘাটিকা (স্ত্রী) ১ যুগল, স্ত্রীমিথুন। ২ কুট্টনী। ৩ বৃক্ষভেদ।

সাঙ্ঘাত (ত্রি) সঙ্ঘাতে দীয়তে কার্য্যং অণ্ (পা ৫।১।৯৭) সঙ্ঘাতে কার্য্যকারী, সঙ্ঘাতসমূহ, দল।

সাঙ্ঘাতিক (ত্রি) সঙ্ঘাতে সাধুঃ (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। সম্যক্ প্রকারে হননকারক, মারাত্মক, প্রাণনাশক। ২ যন্নাড়ীচক্রের মধ্যে নাড়ীভেদ। এই নাড়ী জন্ম নক্ষত্র হইতে ষোড়শ নাড়ী। [যন্নাড়ীচক্র দেখ]

৩ এক প্রকার ঝিণুক, সান্না নামে ঝিণুক। যে সকল ক্ষুদ্র ঝিনুক একত্র সংশ্লিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকারে থাকে।

সাঙ্ঘাত্য (ক্লী) সংহাত্য।

সাম্মুখী (স্ত্রী) সঙ্মুখায় হিতা সঙ্মুখ-অণ্ ঙীপ্। সায়াহ্নব্যাপিনী তিথি, যে তিথি সায়ং কাল ব্যাপিয়া থাকে। স্মৃতিতে লিখিত আছে, যে পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ ও নবমী এই সকল তিথি সাম্মুখী অর্থাৎ সায়ংকালব্যাপিনী হইলে গ্রাহ্য, অর্থাৎ সেই তিথিই ধর্ম্মকার্য্যে গ্রহণ করিতে হইবে।

"পঞ্চমী সপ্তমী চৈব দশমী চ ত্রয়োদশী।
প্রতিপন্নবমী চৈব কর্ত্তব্যা সাম্মুখী তিথিঃ ॥
ইতি পৈঠীনসিবচনস্তু—
সাম্মুখ্যং নাম সায়াহ্নব্যাপিনী দৃশ্যতে যদা।" (তিথিতত্ত্ব)

সাচার (ত্রি) আচারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আচারযুক্ত, আচারবিশিষ্ট, আচারের সহিত বর্ত্তমান।

সাচি (অব্য) সচ-ইন্। তির্য্যক্, বক্র নত, পর্য্যায় তিরঃ। (অমর)

সাচিবাটিকা (স্ত্রী) সাচি যথা তথা বটতি বেষ্টয়তীতি বট বেষ্টনে ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। শ্বেত পুনর্ণবা। (রত্নমালা)

সাচিব্য (ক্লী) সচিবস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সচিবের কর্ম্ম, মন্ত্রিত্ব। ২ সাহায্য, সহায়তা।

সাচিব্যাক্ষেপ (পুং) অলঙ্কারভেদ। (কাব্যাদর্শ ২।১৬৮)

সাচীকৃত (ত্রি) অসাচি সাচিকৃতং অভূততদ্ভাবে চ্বি। বক্রীকৃত, পূর্ব্বে যাহা বক্র ছিল না, পরে তাহাকে বক্র করা হইয়াছে।

"প্রালম্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং নিনায় সাচীকৃতচারুবক্ত্রঃ ॥"(রঘু৬।১৪)

সাচীগুণ (পুং) দেশভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৮।২৩) ২ প্রকৃষ্ট গুণবান্ দেশ। (ভাগ° ৯।২০।২৬ স্বামী)

সাচেয় (ত্রি) পূরক।

সাচ্য (ত্রি) সমবেতব্য। "সাচ্যং কুপয়ং বর্দ্ধনং পিতুঃ" (ঋক্ ১।১৪০।৩) 'সাচ্যং সমবেতব্যং' (সায়ণ)

সাজ (ত্রি) পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র।

"সাজে শর্তাভিষজিভিষক্কবিশৌণ্ডিকপণ্যনীতিবার্ত্তানাং।"
(বৃহৎসং° ১০।১৭) ২ অজের সহিত বর্ত্তমান।

সাজ (দেশজ) সজ্জা শব্দের অপভ্রংশ, বেশ, ভূষণ, দ্রব্য, যাহা দ্বারা সজ্জিত হওয়া যায়। ২ অস্ত্র শস্ত্রাদি।

সাজা (পারসী) দণ্ড, যথা পাপের সাজা। ২ প্রস্তুত করণ, যথা তামাক সাজা।

সাজাত্য (ক্লী) সজাতি-ষ্যঞ্। সজাতি সম্বন্ধীয়, বস্তু ধর্ম্ম দুই প্রকার সাজাত্য ও বৈজাত্য, সমান জাতি সম্বন্ধীয় যে ধর্ম্ম তাহার নাম সাজাত্য, সজাতীয়তা, একধর্ম্মাক্রান্ততা, একবিধতা, যে দুই বস্তুর পরস্পর ধর্ম্ম এক তাহার পরস্পরের ধর্ম্মের সাজাত্য আছে।

সাজান (দেশজ) সজ্জিতকরণ, অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিতকরণ।

সাজোয়াল (পারসী) মুসলমান আমলে রাজস্ববিভাগে উচ্চপদ এখনকার Collector এর ন্যায়।

সাঞ্জি (দেশজ) গুল্মভেদ।

সাঞ্জিরাজ (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ। চলিত সাঁঞ্জিগাছ। সাঞ্জিরাজের বীজ ক্রিমির উত্তম ঔষধ। পল্লীগ্রামে বালকদের ক্রিমির উপদ্রব হইলে স্ত্রীলোকপরম্পরায় এই ঔষধ খুব প্রচলন আছে।

সাঙ্করিক (ত্রি) সঙ্কারযোগ্য, যে সকল গ্রহাদি সঙ্কারের যোগ্য।

সাঞ্জ (পুং) একজন প্রাচীন গ্রন্থকার।

সাঞ্জন (পুং) অঞ্জনেন তদ্বচ্ছরীরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ কৃকলাস। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ অঞ্জনবিশিষ্ট। অঞ্জনের সহিত বর্ত্তমান। ৩ শরীরেন্দ্রিয় সম্বন্ধ, শরীর ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহাকে সাঞ্জন কহে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে লিখিত আছে যে সাঞ্জন ও নিরঞ্জন এই দুই প্রকার পিণ্ড, যে স্থলে শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তাহাকে সাঞ্জন, আর তদ্রহিতের নাম নিরঞ্জন।

"দ্বিবিধঃ সাঞ্জনো নিরঞ্জনশ্চেতি। তত্র সাঞ্জনঃ শরীরেন্দ্রিয়-সম্বন্ধঃ নিরঞ্জনস্তু তদ্রহিতঃ।" (সর্ব্বদর্শনস°)

সাঞ্জীবীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

সাঞ্জ্ঞায়নি (পুং) সংজ্ঞার অপত্য।

সাট, প্রকাশ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ সাটয়তি লোট্ সাটয়তু। লিট্ সাটয়াঞ্চকার। লুট্ অটসাটৎ।

সাড়ি (পুং) সড়ের গোত্রাপত্য। (পা ৮।৩।৫৭)

সাণ্ড (পুং) অণ্ডেন সহ বর্ত্ততে। অণ্ডের সহিত বর্ত্তমান, অণ্ড-যুক্ত, অণ্ডবিশিষ্ট।

সাৎ (ক্লী) সাত্ সুখে ক্বিপ্। ব্রহ্ম।

সাত, সুখ। অদন্ত চুরাদি°। পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ সাতয়তি। লুঙ্ অসসাতৎ। ইহা সৌত্র ধাতু।

সাত (ক্লী) সাত সুখে-অচ্। ১ সুখ। ২ দত্ত। ৩ নষ্ট।

সাতত্য (ক্লী) সতত-ষ্যঞ্। সতত সম্বন্ধীয়, সর্ব্বদা, অবিচ্ছেদ। (পা ৬।১।১৪৪)

সাতদৌলা, বাঙ্গালার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। মোগলমারী গ্রামের ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বিখ্যাত দাঁতন হইতে মোগলমারী ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একসময়ে মোগল ও মরাঠাসৈন্যে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তন্নিবন্ধন ঐ স্থান মোগলমারী নামে আখ্যাত হইয়াছে।

রাজঘাটের রাস্তা যখন সাতদৌলা গ্রামের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন এখানকার ভূমিখননকালে সুবিস্তৃত রাজ-ভবনাদির ধ্বংসাবশেষ-নিদর্শন বহুসংখ্যক ইষ্টকরাশি ও প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়। ঐ সকল দৃষ্টে অনুমান হয় যে একসময়ে এই স্থানটী কোন প্রাচীন রাজবংশের রাজধানী ছিল। [মোগলমারী দেখ।]

সাতয় (ত্রি) সাতয়তীতি সাত সুখে (অনুপসর্গাৎ লিম্পবিন্দেতি। পা ৩।১।১৩৮) ইতি শ। সুখজনক। মুগ্ধবোধে দুর্গাদাস ইহার বুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—"সাতক সুখে ইত্যস্মাৎ ক্রৌ শপ্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ সাতয়ঃ" (দুর্গাদাস)

সাতলা (স্ত্রী) সাতং সর্পবিষাদি নাশং লাতীতি লা-ক। চর্ম্মকষা, ক্ষুপ বিশেষ, সেহুণ্ড ভেদ, পীতদুগ্ধসেহুণ্ড, পর্য্যায় সপ্তলা, সারী, বিদুলা, বিমলা, অমলা, বহুফেণা, ফেণা, দীপ্তা, বিষাক্তিকা, স্বর্ণ-পুষ্পী, পত্রঘনা। গুণ—কফপিত্তঘ্ন, লঘু, কষায়, বিসর্প, বিষ, বিস্ফোটক, ব্রণ ও শোফনাশক। (রাজনি°)

সাতবাহন (পুং) সাতঃ বাহনো যস্য। শালিবাহনরাজ। (হেম) কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে সাত নামক গুহ্যকে ইহাকে বহন করিত, এই জন্য এই রাজার নাম সাতবাহন হইয়াছিল।

"ইত্যুক্তান্তর্হিতে তস্মিন্ সাত নামনি গুহ্যকে।
স রাজা তং সমাদায় বালং প্রত্যাযযৌ গৃহং ॥
সাতেন যস্মাদূঢ়োঽভূৎ তস্মাত্তং সাতবাহনং।
নাম্না চকার কালেন রাজ্যে চৈনং ন্যবেশয়ৎ ॥"

(কথাসরিৎসা° ৬।১০৬-৮)

[ভারতবর্ষ শব্দে অন্ধ্রভৃত্যবংশের বিবরণ দেখ।]

সাতসইকা (স্ত্রী) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী বৃহৎ পরগণা। এই পরগণার পূর্ব্বতন অধিবাসী ব্রাহ্মণেরাই সপ্তশতী বা সাত-শতী নামে পরিচিত।

সাতহন্ (ত্রি) সাতং সুখং হন্তি হন-ক্বিপ্। সুখহন্তা, সুখনাশক।

সাতি (স্ত্রী) সন্-ক্তিন্ (জনসনখনামিতি। পা ৬।৪।৪২) ইতি নস্য আত্বং। যদ্বা সনু দানে ক্তিন্, (উতিযূতিজূতিসাতীতি। পা ৩।৩।৯৭) ইতি আত্বং। ১ অবসান, শেষ। ২ দান। ৩ তীব্র বেদনা। (অমর) ৪ সংভজন। 'পতত্রিভির্নসত্যা সাতয়ে কৃতং' (ঋক্ ১০।১৪৩।৪) 'সাতয়ে সংভজনায়' (সায়ণ)

সাতিরেক (ত্রি) অতিরেকের সহিত বর্ত্তমান। অতিরিক্ত, অতিরেকবিশিষ্ট।

সাতিশয় (ত্রি) অতিশয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অতিশয়ের সহিত বর্ত্তমান, অতিশয় যুক্ত।

সাতিসার (ত্রি) অতিসারেণ সহ বর্ত্ততে। অতিসারের সহিত বর্ত্তমান, অতিসারযুক্ত, অতিসার রোগবিশিষ্ট।

সাতীন (পুং) সতীন এব স্বার্থে অণ্। সতীন শব্দার্থ, ১ বংশ। ২ সতীনক। (ক্লী) ৩ জল। (নিঘণ্টু)

সাতীলক (পুং) সতীলক এব স্বার্থে কন্। সতীলক, কলায়।

সাতৃ (পুং) ১ পশ্বাদি লক্ষণ দান। ২ দীপ্তি।

"ন যস্য সাতু র্জনিতোর বারি" (ঋক্ ৪।৬।৭)

'সাতুঃ সনিঃ পশ্বাদিলক্ষণং দানং দীপ্তির্ব্বা' (সায়ণ)

সাতোর্ব্বাহন (ত্রি) সতোবৃহতী নামক যজ্ঞসম্বন্ধীয়।

সাত্ত্ব (ত্রি) সত্ত্ব-অণ্। সত্ত্ব সম্বন্ধীয়। (আশ্ব° গৃ° ১১।২।১)

সাত্ত্বিক (ত্রি) সত্ত্ব-ঠঞ্। সত্ত্ব সম্বন্ধীয়।

সাত্ব (ত্রি) সত্ব-অণ্। সত্বগুণ সম্বন্ধীয়, সাত্বিক।

সাত্বকি (পুং) সত্বকস্য গোত্রাপত্যং (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি ইঞ্। সত্বকের গোত্রাপত্য।

সাত্বত (পুং) সাত্বতস্যাপত্যং পুমান্ সাত্বত-অণ্। ১ বলরাম। ২ শ্রীকৃষ্ণ। ৩ যাদব মাত্র। ৪ বিষ্ণু। (ত্রিকা°) সচ্ছব্দেন সত্ব মূর্ত্তি র্ভগবান্, স উপাস্যতয়া বিদ্যতেঽস্যেতি মতুপ্, ততঃ স্বার্থে অণ্। ৫ বিষ্ণুভক্তবিশেষ। সচ্ছব্দে ভগবান্‌কে বুঝায়। জগতে ভগবান্‌ই এক মাত্র সত্ব, সেই ভগবান্‌কে যাহারা উপাসনা করেন, তাহাদিগকে সাত্বত কহে। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ইহাদের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সত্বং সত্বাশ্রয়ং সত্বগুণং সেবেত কেশবং।
যোঽনন্যত্বেন মনসা সাত্বতঃ সমুদাহৃতঃ॥
বিহায় কাম্যকর্ম্মাদীন্ ভজেদেকাকিনং হরিং।
সত্যং সত্বগুণোপেতো ভক্ত্যা তং সাত্বতং বিদুঃ॥
মুকুন্দপাদসেবায়াং তন্নামশ্রবণেঽপি চ।
কীর্ত্তনে চ রতো ভক্তো নাম্নঃ স্যাৎ স্মরণে হরেঃ॥
বন্দনার্চ্চনয়ো র্ভক্তিরনিশং দাস্যসখ্যয়োঃ।
রতিরাত্মার্পণে যস্য দৃঢ়ানস্যস্য সাত্বতঃ॥"(পাদ্মোত্তরখ° ৯৯অ°)

যিনি অনন্য চিত্তে সত্বগুণাশ্রয় সত্ব স্বরূপ একমাত্র কেশবকে সেবা করেন, তাহাকে সাত্বত কহে এবং যিনি সকল প্রকার কাম্য কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া একান্ত চিত্তে সত্বগুণ বিশিষ্ট হইয়া হরির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও সাত্বত কহে। যিনি সদা মুকুন্দ পাদসেবায় এবং তন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে রত, যাঁহার ভগবান্ হরি অর্চ্চনে দাস্য ও সখ্য ভাব সর্ব্বদা বিদ্যমান, এবং আত্মসমর্পণে দৃঢ় রতি তিনিই সাত্বত পদবাচ্য।

যাঁহারা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্যচিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহারাই সাত্বত নামে অভিধেয়।

হিন্দু ধর্ম্মে যে সকল উপাসক সম্প্রদায় আছেন, সাধারণতঃ সেই সকল সম্প্রদায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত—সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে অতি প্রাচীন ও বৈদিক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। "বিষ্ণু র্দেবতা অস্য" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা "বৈষ্ণব" পদ সাধিত হইয়াছে। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা। সুপ্রাচীন ঋক্‌বেদে বিষ্ণু উপাসনার বহুল মন্ত্র দৃষ্ট হয়। কোনও সময়ে যাজ্ঞিকগণ বৈদিক মন্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। তাঁহাদিগকে বৈদিক যাজ্ঞিক বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু যাজ্ঞিকগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব পরিগ্রহে সমর্থ ছিলেন না। যাজ্ঞিকগণেরও বহু পূর্ব্বে শুদ্ধ সত্ব ঋষিগণ দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈদিক মন্ত্রের আলোচনায় তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর উপাসক সাত্বিক ভাবে বিষ্ণুর যজন করিতেন, তাঁহাদের স্বর্গ কামনা ছিল না, জীববলি ছিল না, তাঁহাদের মধ্যে সোমপান করারও অভ্যাস ছিল না। ইহারা শুদ্ধ সাত্বিক ভাবে সত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। ইহারা বিষ্ণুকে "সত্ব" বলিয়া অভিহিত করিতেন। সৎ শব্দ সত্ব মূর্ত্তি শ্রীভগবানকেই বুঝায়। যাঁহারা সাত্বিক ভাবে এই সত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিতেন, তাহারাই সাত্বত নামে অভিহিত হইতেন।

এই সাত্বত সম্প্রদায় বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতেন, ইঁহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও উপাসনাপদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে উত্তম, নিষ্কাম ও ভগবদ্ভাবপূর্ণ ছিল। ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একান্ত ভাবে শ্রীহরির আরাধনা করিতেন, তাঁহার পাদ সেবা করিতেন, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার বন্দনায়, অর্চ্চনায় দাস্যে সখ্যে ও আত্মনিবেদনে জীবন উৎসর্গ করিতেন। তাঁহাদের জীবন শ্রীভগবানের স্মরণ মনন, তাঁহার নাম গুণাদি কীর্ত্তন, ও তাঁহার সেবায় নিরন্তর নিমগ্ন থাকিত। এই শ্রেণীর ভগবদ্ভক্তগণ বৈদিক সময়েও সাত্বত বলিয়া অভিহিত হইতেন। বেদের বহুল শাখা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বেদ দুষ্পার, বৈদিক মন্ত্রের অর্থও দুর্ব্বোধ্য। বিশেষতঃ বেদ অসীম ও অপার। এই অবস্থায় বেদের বিকার ও বৈদিক তথ্যাদি নিরূপণ প্রকৃতই এক অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ এই কাঠিন্য উপলব্ধ করিয়াছিলেন, এই জন্য বৈদিক তথ্য বিনির্ণয়ের জন্য তাঁহারা এক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা তাঁহারা বেদের সমুপবৃংহণ করিতেন। এই জন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিতেন—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদসমুপবৃংহয়েৎ॥"

আমরাও বৈদিক সাত্বত সম্প্রদায়ের কার্য্যাদি আলোচনার জন্য আদৌ পুরাণ ও ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত

হইলাম। সর্ব্ব প্রথমেই পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি কাম্য কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণাবলম্বনে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান্‌কে যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন তিনিই সাত্বত।

পুরাণ বেদমূলক। পুরাণে বেদার্থই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং পদ্মপুরাণের এই বচনের আলোচনায় প্রাচীন বৈদিক সাত্বত সম্প্রদায়ের ভগবদ্ভজন প্রণালীর ভাব আমরা অবশ্যই কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারি। সাত্বত সম্প্রদায়ই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক। কূর্ম্মপুরাণ পাঠে জানা যায় যদুবংশের সত্বত নৃপতি এই সাত্বত ধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সত্বত নৃপতি অংশু নৃপতির পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম সাত্বত। সাত্বত রাজা নারদের নিকট এই সাত্বত ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর বাসুদেব অর্চ্চনায় নিমগ্ন থাকিতেন। ইনি কুণ্ডগোলাদি দ্বারা সাত্বত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। যথা—

"অথাংশো সত্বতো নাম বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্।
মহাত্মা দাননিরতো ধনুর্ব্বেদবিদাং বরঃ॥
স নারদস্য বচনাদ্ বাসুদেবার্চ্চনান্বিতঃ।
শাস্ত্রং প্রবর্ত্তয়ামাস কুণ্ডগোলাদিভিঃ শ্রুতম্॥
তস্য নাম্নাতু বিখ্যাতং সাত্বতং নাম শোভনম্।
প্রবর্ত্ততে মহাশাস্ত্রং কুণ্ডাদীনাং হিতাবহম্॥
সাত্বতস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
পুণ্যশ্লোকো মহারাজস্তেন চৈতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥
সাত্বতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কৌশল্যান্ সুষুবে সুতান্।
অন্ধকং বৈদেহং ভোজং বিষ্ণুং দেবাবৃধং নৃপম্॥"

কৌর্ম্মে পূর্ব্বভাগে যদুবংশানুকীর্ত্তনে।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে দেবর্ষি নারদ যদুবংশীয় অংশু নৃপতিকে সাত্বত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং সাত্বত সম্প্রদায় যে অতি প্রাচীন ইহাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। [পঞ্চরাত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৬ যদুবংশীয় সত্বতরাজপুত্র। (কূর্ম্মপু° পূর্ব্বভা° ২৪ অঃ)

৭ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। মনুসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে ব্রাত্য বৈশ্য কর্ত্তৃক সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানগণ নিম্নোক্ত আখ্যা প্রাপ্ত হয়, যথা সুধন্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা মৈত্র এবং সাত্বত।

"বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মাচ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥" (মনু ১০।২৩)

(পুং) ৭ দেশভেদ, সাত্বত দেশ, এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত।

'যদবস্তু দশার্হাঃ স্যুঃ সাত্বতাঃ কুকুরাশ্চ তে।' (ত্রিকা°)

সাত্বতী (স্ত্রী) সাত্বতস্যাপত্যং স্ত্রী, সত্বত-অণ্-ঙীষ্। ১ শিশুপালমাতা (ভারত ২।৪৫।৭) ২ সুভদ্রা। (ভারত ১।২২২।৭৩)

৩ নাটকবৃত্তিবিশেষ। নাটকে সাত্বতী, কৌশিকী ও আরভটী প্রভৃতি বৃত্তি নির্দ্দেশ করিতে হয়।

"অভিনেয়প্রকারাঃ স্যুর্ভাবাঃ ষট্ সংস্কৃতাদিকাঃ।
ভারতী সাত্বতী কৌশিক্যারভট্যো চ বৃত্তয়ঃ॥" (হেম)

এই বৃত্তির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে স্থলে বাক্য সকল অতি হর্ষপ্রধান, এবং অধিক সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, ত্যাগপ্রধান উদার বাক্যযুক্ত সুতরাং মনোজ্ঞ ও আশ্চর্য্য সম্পদ্ দ্বারা সুভগ হয়, তথায় এই সাত্বতী বৃত্তি হইয়া থাকে। যে স্থলে শব্দ বিন্যাস অতি গূঢ়ার্থক নহে এবং সুললিত শব্দদ্বারা মনোরম হয়, তথায়ও এই বৃত্তি হয়। বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত ও শান্তরসে এই সাত্বতী বৃত্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

"হর্ষপ্রধানাধিকসত্ত্ববৃত্তিস্ত্যাগোত্তরোদারবচো মনোজ্ঞা।
আশ্চর্য্যসম্পৎ সুভগাচ যা স্যাৎ সা সাত্বতী নাম মতাঽস্য বৃত্তিঃ॥
নাতিগূঢ়ার্থসম্পত্তিঃ শ্রব্যশব্দমনোহরা।
বীরে রৌদ্রেঽদ্ভুতে শান্তে বৃত্তিরেষা মতা যথা॥"

(শৃঙ্গারতিলক ৩।৪২-৭৩)

যে স্থলে বর্ণনা প্রাসাদগুণবিশিষ্ট, ও সুললিত অর্থসংযুক্ত হয়, তথায় এই বৃত্তি হয়। ইহার উদাহরণ—

"লক্ষ্মীস্তে জনকো নিধিশ্চ পয়সাং নিঃশেষরত্নাকরো
মর্য্যাদানিরতস্ত্বমেব জলধে ক্রতেঽত্র কোঽস্যাদৃশং।
কিং ত্বেকস্য গৃহং গতস্য বড়বা বহ্নেঃ সদা তৃষ্ণয়া
ক্লান্তস্যোদরপূরণেঽপি ন সহোযত্তন্মনাগু্ মধ্যমম্॥"

(শৃঙ্গারতি° ৩ পরি°)

সাত্ত্বিক (পুং) সত্ত্বাৎ সত্ত্বগুণপ্রধানাৎ বিষ্ণোর্ভূতঃ সৎ-ঠঞ্। ১ ব্রহ্মা। সাত্ত্বং সত্ত্বগুণো হস্ত্যাতীতি ঠন্। ২ বিষ্ণু।

(ভারত ১৩।১৪৯।১০৬)

৩ ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত ভাববিশেষ। লক্ষণ—

"সত্ত্বোৎকটে মনসি যে প্রভবন্তি ভাব-
স্তে সাত্ত্বিকা ইতি বিদুর্নিপুণাস্তে॥" (সর্ব্বানন্দ)

সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া অন্তঃকরণে যে ভাব প্রবল হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব কহে, এই সাত্ত্বিকভাব উপস্থিত হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়,—স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রুপাত ও প্রলয় অর্থাৎ মূর্চ্ছা।

"স্বেদঃস্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বিবর্ণমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ।" (ভরত)

(ত্রি) ৪ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, সত্ত্বগুণযুক্ত। সত্ত্বগুণ হইতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক কহে। এই জগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। যে সকল বিষয়ে সত্ত্বগুণের ভাগ

অধিক প্রবল তাহাই সাত্ত্বিক বলিয়া জানিতে হইবে। গীতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, দান, যজ্ঞ, ভোজন প্রভৃতি সকল কার্য্যই সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার।

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারা সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥"(গীতা ১৭।১৮)

আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য ভোজন করিলে আয়ু, বল প্রভৃতি বৃদ্ধি হয়, যাহা রস্য বা রসাল, স্থির ও হৃদ্য, তাহাই সাত্ত্বিক আহার।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে যাহারা মুক্তিকামী, তাহারা প্রথমে যত্নপূর্ব্বক সাত্ত্বিক ভোজন করিবেন। দেহ অন্নময় কোষ ও ইন্দ্রিয় সকল ভোজন দ্বারা পুষ্ট, অতএব যদি সাত্ত্বিক ভোজন করা হয়, তাহা হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে যে এত বাধাবাধি ভোজনের ব্যবস্থা আছে, তাহার কারণ এই যে, সাত্ত্বিক ভোজন না করিতে পারিলে সাত্ত্বিক প্রকৃতি হয় না। অতএব রাজসিক ও তামসিক আহার পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আহার দ্বারা শরীর সুস্থ, মানসিক বল ও আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" আহার শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়।

সাত্ত্বিকযজ্ঞ—

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥" (গীতা ১৭।১১)

যে যজ্ঞে কোনরূপ ফল কামনা নাই, এবং যাহা যথাবিধি শাস্ত্রের নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত ও ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে যাহা করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। কোনরূপ ফল কামনা না করিয়া ভগবানের উপাসনাই অবশ্য কর্ত্তব্য এই বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রে যেরূপ বিধান আছে, তাহার কোন অঙ্গে ত্রুটি না হয়, ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ নামে অভিহিত। সাত্ত্বিক তপস্যা—

"শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥"(গীতা ১৭।১৭)

ফলকামনারহিত হইয়া অতিশয় ভক্তির সহিত যে ত্রিবিধ তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা কহে। ত্রিবিধ তপস্যা যথা দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও পণ্ডিতদিগের পূজা, শৌচ, বিধি ও নিষেধের পালন, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা ইহাদিগের নাম শারীর-তপস্যা. অনুদ্বেগকরবাক্য অর্থাৎ যে বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের কোনরূপ ক্লেশ না হয়, এইরূপ বাক্য, প্রিয় অথচ হিতকর সত্যবাক্য প্রয়োগ, এবং বেদাভ্যাস ইহাদিগের নাম বাঙ্ময় তপস্যা, মনঃপ্রসাদ, বা যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তের অবসাদ না হইয়া প্রসন্নতা জন্মে, সৌম্যতা, মৌন, মনোনিগ্রহ এবং অন্তঃকরণশুদ্ধি এই সকলের নাম মানসতপস্যা, এই ত্রিবিধ তপস্যা শ্রদ্ধা সহকারে আচরিত হইলেই তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা কহে। সাত্ত্বিকদান—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তে হনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥"(গীতা ১৭।২০)

ইহা আমার দাতব্য, অর্থাৎ ইহা আমি দান করিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কোনরূপ উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া দেশ-গঙ্গাদিতীর্থ, কাল চন্দ্রগ্রহণাদি সময় এবং ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকদান কহে। সাত্ত্বিকত্যাগ—

"কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ॥"(গীতা ১৮।৯)

আত্মাভিমান ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া এই কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ কহে। সাত্ত্বিকজ্ঞান—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং।"(গীতা ১৮।২০)

যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে এক অবিনাশী অভিন্নভাব লক্ষিত হয়, তাহাকেই সাত্ত্বিকজ্ঞান কহে। অর্থাৎ যে জ্ঞানের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থিত এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে পরমাত্মার ন্যায় উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, অভিন্ন, অব্যয়, ও সর্ব্বত্র অনুস্যূত বলিয়া লক্ষিত হয়, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। এই সাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারাই বস্তুতত্ত্ব স্বরূপরূপে অবগত হওয়া যায়। সাত্ত্বিকবুদ্ধি—"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥"
(গীতা ১৮।৩০)

যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধন ও মুক্তি বুঝিতে সমর্থ তাহাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কহে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারা সকল বিষয়ের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। সাত্ত্বিক কর্ত্তা—"মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥"
(গীতা ১৮।২৬)

ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত, অর্থাৎ যিনি কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না, অনহংবাদী, অর্থাৎ আমি করিতেছি এইরূপ অহংজ্ঞানশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে বিকারশূন্য, এইরূপ কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা কহে। যাহার ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার কার্য্য সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে কিছুই আসিয়া যায় না, অতএব তাহার সকল অবস্থায়ই তুল্য জ্ঞান, আমি কিছুরই কর্ত্তা নাই, এবং কার্য্যে সদা ধৈর্য্য ও উৎসাহ বিদ্যমান, কার্য্য

করিতেই হইবে, এই বুদ্ধিতে যিনি কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা।

সাত্ত্বিককর্ম্ম—"নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥" (গীতা ১৮।২৩)

পুরুষ ফলাসক্তিশূন্য, নিঃসঙ্গ ও রাগদ্বেষাদি শূন্য হইয়া যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম কহে। ফলকামনাবিরহিত কর্ম্মাধিকারী পুরুষ অহঙ্কার ও অভিমানশূন্য এবং রাগদ্বেষাদি বিরহিত হইয়া যে সকল নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম নামে অভিহিত।

সাত্ত্বিক সুখ—"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥"
(গীতা ১৮।৩৭)

যে সুখ অগ্রে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃততুল্য, আত্মজ্ঞান দ্বারা জাত যে সুখ তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। এই সুখ প্রথমে অতি কষ্টকর, কারণ যম, নিয়ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইলে অতি কষ্ট হয়, এই জন্য ইহার প্রথমাবস্থা ক্লেশকর। কিন্তু পরিণামে ইহা অমৃত তুল্য; এই সুখ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, এই সুখোৎপত্তি হইলে আর নিবৃত্তি হয় না। এই জন্য ইহা অমৃত তুল্য।

গীতায় এইরূপে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ কর্ম্ম ও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সত্ত্বগুণের ফল সুখ, যাহাতে সুখ হয় এবং যে সকল বস্তু সুখকর, তাহাই সাত্ত্বিক।

বেদব্যাসপ্রণীত যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ আছে, তাহাও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। পাদ্মমতে, এই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ এই ৬ খানি পুরাণ সাত্ত্বিক।

"বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥"
(পাদ্মোত্তরখ° ৪৩ অ°)

স্মৃতিও এইরূপ সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার। সাত্ত্বিক স্মৃতি যথা—বাশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, পারাশর, ভারদ্বাজ ও কাশ্যপ।

"বাশিষ্ঠঞ্চৈব হারীতং ব্যাসং পারাশরং তথা।
ভারদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ॥"
(পদ্মপু° উ° খ° ৪৩ অ°)

সাত্ত্বিকী (স্ত্রী) সাত্ত্বং সত্ত্বগুণোঽস্ত্যস্যা ইতি সাত্ত্ব-ঠন্, ঙীপ্। ১ দুর্গা। (শব্দরত্না°) ২ পূজাবিশেষ, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার পূজা, তাহার মধ্যে জপযজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকী পূজা কহে। পুরাণাদিতে যে দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মনা হইয়া সেই দেবীমাহাত্ম্যাদি পাঠের নাম জপযজ্ঞ।

"শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তৎশৃণু॥
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা॥" (দুর্গোৎসবতত্ত্ব)

সাত্ম (ত্রি) আত্মার সহিত বর্ত্তমান, আত্মাযুক্ত, আত্মবিশিষ্ট।

"যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তৎ-ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা॥"
(ভাগবত ১০।১৪।১৭)

'সাত্মং তৎসহিতং' (স্বামী)

সাত্মক (ত্রি) আত্মনা সহ বর্ত্ততে কপ্। আত্মার সহিত বর্ত্তমান। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে লিখিত আছে যে দুঃখান্ত দুই প্রকার অনাত্মক ও সাত্মক, ইহার মধ্যে সকল প্রকার দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ রূপকে অনাত্মক এবং দৃক্ক্রিয়াশক্তিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যকে সাত্মক কহে।

"দুঃখান্তো দ্বিবিধঃ অনাত্মকঃ সাত্মকশ্চেতি।
তত্র অনাত্মকঃ সর্ব্বদুঃখানামত্যন্তোচ্ছেদরূপঃ।
সাত্মকস্তু দৃক্ক্রিয়াশক্তিলক্ষণমৈশ্বর্য্যং।" (সর্ব্বদর্শনস°)

সাত্মন্ (ত্রি) আত্মার সহিত বর্ত্তমান।

সাত্ম্য (ক্লী) আত্মনো হিতং কর্ম্ম আত্ম্যং, আত্ম্যেন সহ বর্ত্তমানং। সুখজনক। ইহার লক্ষণ—

"যো রসঃ কল্পতে যস্য সুখায়ৈব নিষেবিতঃ।
ব্যায়ামজাতমন্যদ্বা তৎ সাত্ম্যমিতি নির্দ্দিশেৎ॥" (সুশ্রুত ১৩অঃ)

যে রস সেবন করিলে শরীরের উপকার এবং ব্যায়াম প্রভৃতি যে কোনরূপে যাহাতে শরীরের উপচয় হয়, তাহাই সাত্ম্য। দেশ, কাল, ঋতু, রোগ, ব্যায়াম, জাতি, বল, রস ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও যদি শরীরে কোন পীড়া না হয়, এবং শরীরপোষণের উপকারী হয়, তাহা হইলে তাহাই সাত্ম্য নামে অভিহিত। চরকে লিখিত আছে যে যাহা কিছু শরীরের পক্ষে উপকারী, তাহাই সাত্ম্য, যে ঋতুতে যেরূপ আহার বিহার হিতকর, সেইরূপ আহার বিহারই সেই ঋতুর সাত্ম্য, অর্থাৎ তাহাকেই ঋতুসাত্ম্য কহে। যে ঋতুতে যে সকল দ্রব্য শরীরের পীড়াদায়ক, তাহা সাত্ম্য নহে, অসাত্ম্য। আর কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃতি অনুসারে অভ্যাসবশতঃ তাহার যেরূপ আহার বিহার সুখজনক হয়, সেইরূপ আহারবিহারকে ওকসাত্ম্য কহে। এবং আনূপাদি দেশের ও জ্বরাদি রোগের যে যে ধর্ম্ম, সেই সেই ধর্ম্মের

সেতুর উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন মূলরাজের জনৈক সৈন্য হঠাৎ অগ্রসর হইয়া অগনিউ সাহেবকে বর্ষাঘাতে অশ্ব হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তরবারি দ্বারা তাঁহাকে দুইটী গুরুতর আঘাত করিল, কিন্তু সাহেবকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বেই এই আঘাতকারী সৈন্য পরিখামধ্যে পড়িয়া গেল। মূলরাজ এই ব্যাপারে কোনরূপ হস্তার্পণ না করিয়া নিজ আবাস আমখাস অভিমুখে স্বীয় অশ্বকে ধাবিত করিলেন। ইহার পর মূলরাজের কএকজন সৈন্য অণ্ডারসনকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহাকে মৃতের ন্যায় ফেলিয়া রাখিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। অগনিউ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া লাহোরে রেসিডেণ্ট সাহেবকে সমস্ত সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং মূলরাজকে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ও দোষীদিগকে আবদ্ধ করিতে লিখিলেন। মূলরাজ উত্তর দিলেন, তিনি এই পত্রানুসারে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।

মূলরাজের প্রথম উদ্দেশ্য যাহাই হউক না, তিনি এখন প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ১৯এ তারিখে ইংরাজদিগের যানবাহনাদি মূলরাজ কাড়িয়া লইলেন। ইংরাজপক্ষ পলায়নের কোন উপায় না দেখিয়া এড়গা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের মনে এই ভরসা ছিল যে, ৩।৪ দিবসমধ্যে লাহোর হইতে সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু তাহাদের এ আশা মুকুলেই শুকাইল। লাহোরের গোলন্দাজগণ যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইল। ২০এ, সন্ধ্যাকালে খাঁসিংহ, ৮।১০ জন সৈন্য, জন কএক মুন্সী ও ইংরাজদিগের কএকজন ভৃত্য ও কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিল। তাঁহারা জীবনের অন্য কোন আশা নাই দেখিয়া মূলরাজের নিকট বশ্যতাস্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মূলরাজ তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তাহারা রক্তপাত ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট ছিল না। যখন খাঁসিংহ প্রভৃতি চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন মূলতানের সৈন্যগণ ঘোর বেগে তাহাদিগের উপর পতিত হইল এবং খাঁসিংহকে বন্দী ও ইংরাজকর্ম্মচারীদ্বয়কে নিহত করিল। মূলরাজ সৈন্যদিগকে পুরস্কার প্রদান করিলেন।

রেসিডেণ্ট সাহেব দুই দিবস পরে বিদ্রোহ সংবাদ পাইলেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, মূলরাজ এ বিদ্রোহে লিপ্ত নহেন। এইজন্য তিনি কএক জন সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ২২এ তারিখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, এ যুদ্ধ তত সহজে মিটিবে না। লাহোর দরবারের সৈন্যগণ ইংরাজদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এই সংবাদে রেসিডেণ্ট কারি সাহেব মূলতানে ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে শিখসর্দ্দারগণ মূলরাজকে কিছুতেই দমন করিতে পারিবেন না, এই ধারণায় লাহোর-দরবার ইংরাজসৈন্য পাঠাইবার জন্য রেসিডেণ্টকে বার বার অনুরোধ করিলে কারি সাহেব ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সিমলায় প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। বৃটীশ শাসিত ভারতের সুনাম রক্ষা ও রাজনৈতিক স্বার্থসাধনোদ্দেশে লাহোর দরবারের সৈন্যের অভাবেও যাহাতে ইংরাজসৈন্য মূলতান দুর্গ ও নগর অধিকার করিতে পারে, এরূপ একদল সৈন্য অবিলম্বে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু গাফ্ তখন সৈন্য পাঠাইলেন না। মন্ত্রিসভাস্থিত গবর্ণরজেনারল সাহেবেরও প্রধান সেনাপতির সহিত একমত হইল। সুতরাং যুদ্ধযাত্রার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এদিকে অগ্নিস্ সাহেব সুস্থ হইয়া লাহোরে বিদ্রোহ সংবাদ এবং লেপ্টেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ সাহেবকেও সত্বর সাহায্যার্থ আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। এডওয়ার্ডস সাহেব সেই পত্র পাইয়া অধীনস্থ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মূলতানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি লিইআ নামক স্থানে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে একখানি পত্র পাইয়া তাঁহার মনে শিখদিগের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মূলরাজ চন্দ্রভাগানদী পার হইয়া লিহআ দিকে আসিতেছেন। এডওয়ার্ডস সাহেব তখন সিন্ধুনদের অপরপারে গিরং দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে সেনাপতি কর্টলাণ্ড কতকগুলি মুসলমান-সৈন্যের সহিত আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে ইংরাজদিগের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বহবলপুরের নবাব শতদ্রু পার হইয়া মূলতান আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া দেরা-গাজিখাঁ অবরোধ করিল। মূলরাজ জলালখাঁর উপর এই প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। জলালের প্রধান শত্রু খোবরখাঁ ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া জলালকে আক্রমণ করিল। জলাল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। দেরাগাজিখাঁ ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। ইহার পর কিনেরি নামক স্থানে একটী যুদ্ধ হয়; সে যুদ্ধেও ইংরাজপক্ষ বিজয় লাভ করে। কিনেরি যুদ্ধের পর অনেক

শিখসর্দ্দার ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল; মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এডওয়ার্ডস পুনঃ পুনঃ বিজয় লাভ করায় অতিশয় উৎসাহের সহিত মূলতান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। শুদ্ধসাম গ্রামের নিকট উভয়পক্ষে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ইংরাজপক্ষে সৈন্যসংখ্যা অতিশয় অধিক ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরে মূলরাজ যুদ্ধস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল। ইংরাজগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া মূলতান দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইল। দুর্গ অবিলম্বে অবরোধ করা উচিত, এই মর্ম্মে এড্ওয়ার্ডস সাহেব লাহোরে রেসিডেণ্ট সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ডালহৌসি ও গাফসাহেব তখনও দুর্গ অবরোধ করা উচিত নয় এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহা-দের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই রেসিডেণ্ট সাহেব দুর্গ অবরোধ করিতে মূলতানে সংবাদ দিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ বন্দো-বস্তও করিয়াছিলেন। কাজেই বড়লাট ডালহৌসি রেসি-ডেণ্টের ক্ষমতা ও আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দৃঢ়তর উৎসাহের সহিত মূলতান-দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য ২৪এ জুলাই সেনাপতি লুইস সাহেব অভিযান করিলেন। বহবলপুর হইতে লেক সাহেবের অধীনে ৫৭০০ পদাতি ও ১৯০০ অশ্বারোহী এবং রাজা সেরসিংহের অধীনে ৯০৯ পদাতি ও ৩৩৮২ অশ্বারোহী শিখসৈন্য অগ্রসর হইল। কর্টল্যাণ্ড, এডওয়ার্ডস, লেক ও সেরসিংহের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য মূলতান অবরোধ করিল। মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি বৃটনেশ্বরী ও তাঁহার মিত্র মহারাজ দলীপসিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এই সময় এক নূতন ব্যাপারে সমস্ত স্রোত ফিরাইয়া দিল। ইংরাজ ও দলীপসিংহের পক্ষীয় শিখদিগের মধ্যে বিদ্রোহ লক্ষণ দেখা গেল। হাজরাদেশে সেরসিংহের পিতা ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। মূলরাজের মনে নূতন আশা অঙ্কুরিত হইল।

৭ই সেপ্টেম্বর রীতিমত দুর্গ আক্রমণ করা হইল। সের-সিংহ এ পর্য্যন্ত তলম্বা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর মূলতানে অগ্রসর হইয়া তাঁহার জয়ঢক্কা খালসাদিগের নামে বাজাইতে আদেশ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ইংরাজসেনাপতিগণ পরামর্শ করিয়া টিব্বি নামক স্থানে পিছাইয়া আসিলেন এবং প্রধান সেনাপতি যে সৈন্য পাঠান, তাহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেরসিংহ মূলরাজের সহিত যোগ দিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন; কিন্তু মূলরাজ সেরসিংহকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি শপথ করিলেও মূলরাজের সন্দেহ সমূলে দূর হইল না। অবশেষে সেরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদিগকে কিছু অগ্রিম বেতন দিলে তিনি হাজারাদেশে যাইয়া তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হইবেন। মূলরাজ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিল না, সেরসিংহ অন্য প্রদেশে এক নূতন শিখযুদ্ধ প্রজ্বলিত করিলেন।

ইংরাজগণ অবরোধ পরিত্যাগ করিলে মূলরাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজগণ পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে ও অধিকতর বলে দুর্গ আক্রমণ করিবে। এই জন্য তিনি দুর্গসংস্কার করিলেন এবং সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র ইহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া তিনি কাবুলে দোস্তমহম্মদ ও কন্দাহারে সর্দ্দারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

ইংরাজগণ এদিকে দুর্গ জয় করিবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, তজ্জন্য তাহারা বিবিধ উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। ক্রমে বোম্বাই ও বঙ্গদেশ হইতে কএকদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক সময় নষ্ট না করিয়া ইংরাজ-সেনাপতি ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় দুর্গ আক্রমণের আদেশ দিলেন। অল্প আয়াসেই দুর্গের কয়েকস্থান ভগ্ন হইলে মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইহাতে মূলরাজ স্বীকৃত না হইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন কাটিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে কি হইবে? বাহিরে শত্রু অসীম, তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অতি অল্প। শত্রুগণ দিন দিনই বিজয় লাভ করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে দূর করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহার সাহস ক্ষয় পাইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজগণ দুর্গ অধিকার করিল। লাহোরে মূলরাজের বিচার হইল, বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন।

এদিকে ছত্রসিংহের বিদ্রোহানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ২৪এ অক্টোবর পেশাবরের সমস্ত শিখসৈন্য বিদ্রোহী হইল। মেজর লরেন্স তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে কোহাটে পলায়ন করিলেন। কোহাট দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতা সুলতান মহম্মদের শাসিত প্রদেশ। তিনি

পেশাবর বিভাগের কোন স্থানের বিনিময়ে মেজর লরেন্স তাঁহার স্ত্রী ও তদীয় সহকারী বাউয়ি সাহেবকে ছত্রসিংহের নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়াছেন।

সেরসিংহ ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদে ডালহৌসির মনে অতিশয় ভয়সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, শিখগণ একত্র হইয়া পুনরায় ইংরাজবিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে বৃটীশগবর্মেণ্টের সমূহ বিপদ্। ইংরাজরাজ্য রক্ষা করিতে হইলে এখন হইতেই বিশিষ্টরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। এই বিবেচনা করিয়া তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন এবং প্রধান সেনাপতি গাফসাহেবকে ফিরোজপুরে সৈন্যসমাবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। লর্ড গাফ আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্বয়ং যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন এবং অবিলম্বে চন্দ্রভাগাভিমুখে একদল সৈন্য চালিত করিলেন। উক্ত নদীর বামতটে প্রায় ১২ মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে সেরসিংহ অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থান হইতে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা হয়। যুদ্ধে সেরসিংহেরই জয় হয়; ইংরাজপক্ষে কর্ণেল হ্যাবলক ও কিউরটন নিহত হন। পরে স্যর জোসেফ থ্যাকরেল ও লর্ডগাফ উভয়ে মিলিয়া সেরসিংহের সৈন্য আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারি লর্ডগাফ্ ডিঙ্গি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন; এস্থানে আসিয়া দেখিলেন যে নিকটেই শিখগণ অবস্থিতি করিতেছে। শত্রুদিগের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইবার জন্য তিনি রুসুল নামক স্থানে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে কএকজন খালসা-গ্রামের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ইংরাজগণের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। লর্ডগাফ তাহাদিগকে ভীত করিবার জন্য কএকটী তোপধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল না। শিখপক্ষ হইতে অসংখ্য গুলি তাঁহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এতক্ষণে গাফ বুঝিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তিনিও সৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। ইহার পরই সেই প্রসিদ্ধ চিলিনবালার যুদ্ধ। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি দিনটী শিখদিগের চিরস্মরণীয়। এই যুদ্ধে সেরসিংহের সৈন্যগণ যেরূপ অসীম সাহস, অমিততেজ ও প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধের পর গাফের সৈন্য অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধে ব্রুকক্, পেনিকুইক প্রভৃতি কএকজন সেনাপতিও প্রায় ২৪০০০ সৈন্য নিহত হয়। শিখগণ ইংরাজদিগের ৪টী কামান ও ৮টী পতাকা কাড়িয়া লয়। যুদ্ধ করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হয়; রাত্রির শেষাংশে শিখগণ এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; এই জন্যই প্রায় অধিকাংশ ইংরাজ ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের ফল অমীমাংসিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই সেরসিংহের অদৃষ্টে শনির দৃষ্টি পড়িল। ২১এ ফেব্রুয়ারি শিখসৈন্য গুজরাটে উপস্থিত হইল। লর্ড-গাফ তথায় যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের জয় হইল। এই যুদ্ধে শিখ ও আফগান একপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংরাজের অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন বলিয়াই তাহারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বড়লাট ডালহৌসিও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ইংরাজসৈন্য এরূপ আশ্চর্য্যরূপে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ২১এ ফেব্রুয়ারির যুদ্ধ ভারতে ইংরাজদিগের যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।" চিলিনবালা যুদ্ধের পর ডালহৌসি ভীত হইয়া সৈন্য পাঠাইবার জন্য ইংলণ্ডে সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু সে সৈন্য আসিবার পূর্ব্বেই গুজরাটের যুদ্ধে লর্ডগাফ তাঁহার প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেরসিংহ বিতস্তার অপরপারে পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণরূপেই বিরত হইলেন এবং পূর্ব্বে যে মেজর লরেন্সকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহা দ্বারা ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট বশ্যতা-স্বীকার করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অতঃপর পঞ্জাবশাসন সম্বন্ধে কি করা হইবে, ডালহৌসি পূর্ব্বেই তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র সময় অতিবাহিত হয় নাই। অবিলম্বে লাহোরে সংবাদ পাঠান হইল। মহারাজ রণজিৎসিংহ-পরিবারে শোকধ্বনি উঠিল। দলীপসিংহের সুখ চিরকালের জন্য ডুবিল। ডালহৌসি লাহোরদরবারে জানাইলেন, শিখরাজত্বের শেষ হইল। দলীপসিংহের বয়স তখন একাদশ বর্ষমাত্র। দরবারের সদস্যগণ ডালহৌসির প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। বিনাদোষে দলীপসিংহের প্রতি দণ্ড হইল, ইহা ডালহৌসিকে জানাইলেও কোন উপকার হইত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক একখানি সন্ধিপত্র লিখিত হইল এবং ইহাতে মহারাজ দলীপসিংহ স্বাক্ষর

করিলেন (১৮১৯ খৃঃ অব্দ)। এই সন্ধিপত্রে নিম্নলিখিত ৫টী নিয়ম ছিল—

(১) মহারাজ দলীপসিংহ পঞ্জাবের স্বত্ব চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন।

(২) রাজসম্পত্তি বৃটীশগবর্ণমেণ্টের অধীন হইল।

(৩) কোহিনুর ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর শিরোদেশে সুশোভিত হইল।

(৪) গবর্ণরজেনারাল যেস্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে দলীপ বাস করিবেন।

(৫) 'মহারাজ দলীপসিংহ বাহাদুর' এই আখ্যা তাঁহার যাবজ্জীবন থাকিবে, তিনি যথোচিত মান্যের সহিত ব্যবহৃত হইবেন এবং ৪ লক্ষের অন্যূন ও ৫ লক্ষের অনধিক টাকা ভাতা পাইবেন।

২৯এ মার্চ্চ লর্ড ডালহৌসি নিম্নলিখিত মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন—

'ভারতগবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আর অধিক রাজ্য-বিজয়ের ইচ্ছা নাই এবং এতাবৎকাল সেই প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষিত হইয়াছিল। এখনও গবর্ণমেণ্টের রাজ্য-অধিকারে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নিজের নিরাপদ এবং যাহাদের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়, তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য। এই উদ্দেশ্যে এবং অকারণ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য যে লোকদিগকে তাহাদের নিজ অধিপতি শাসন করিতে সমর্থ হয় নাই, কোন প্রকার শাস্তিই যাহাদিগকে উৎপীড়ন হইতে বিরত বা ভীত করিতে পারে না এবং কোন প্রকার মিত্রতাই যাহাদিগকে শান্তিতে রাখিতে পারে না, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিবার মনস্থ করিতে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারাল বাধ্য হইয়াছেন। এই হেতু গবর্ণরজেনারাল প্রচার করিয়াছেন এবং ইহাদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, পঞ্জাবরাজত্ব শেষ হইল, মহারাজ দলীপসিংহের অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশ এখন হইতে ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল।'

[পঞ্জাব, শিখ ও শিখযুদ্ধ দেখ।]

চিলিনবালাযুদ্ধের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে কোম্পানীর প্রায় সকল কর্ম্মচারীই স্যর চার্লস নেপিয়ারকে সেনাপতি করিয়া ভারতে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ডিরেক্টরগণ অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ডালহৌসি সাহেব নেপিয়ারের ক্ষমতায় অতিশয় ঈর্ষাপরবশ ছিলেন। ভারতে আসিলে পর ডালহৌসি ও নেপিয়ার উভয়ের মধ্যে মনোবিকার জন্মিতে লাগিল, এবং এক বৎসর যাইতে না যাইতে এই মনোমালিন্য অতিশয় বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। পঞ্জাবে ইহাদের প্রকাশ্য বিবাদের সূত্রপাত হইল। খাদ্যক্রয় করিবার অতিরিক্ত ভাতাহেতু ডালহৌসি সিপাহীদের বেতন হ্রাস করিয়াছিলেন। ইহাতে পঞ্জাবের সিপাহীগণের মধ্যে ভাবী বিদ্রোহের সূচনা হইতেছিল। এই জন্য চার্লস নেপিয়ার গবর্ণরজেনারাল অথবা সুপ্রিম কৌন্সিলের অনুমতি না লইয়া গবর্ণমেণ্টের নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন। ডালহৌসি তখন সমুদ্র বিহার করিতেছিলেন। ইহার পর বিদ্রোহাশঙ্কা করিয়া নেপিয়ার ৬৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতি-সৈন্যদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন। ডালহৌসি পত্রদ্বারা এই বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়টী এত সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া সেক্রেটরী দ্বারা সৈনিক বিভাগের অড্‌জুটাণ্ট জেনারালের নিকট নিয়মানুসারে পত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রখানি তীব্র তিরস্কার-পরিপূর্ণ। এই পত্রে নিম্নলিখিত ভাব অভিব্যক্ত ছিল,—সেনাপতি পঞ্জাবের কর্ম্মচারিদিগের উপর যে আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে জানান যাইতেছে যে, ভারতের সৈন্যদিগের ভাতা ও বেতন পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে কোন অবস্থাই কেন হউক না, যদি তিনি কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহাতে গবর্ণরজেনারাল কখনই সম্মতি দিবেন না। এই বিষয়ে আদেশ দিবার ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রিম-গবর্ণমেণ্টেরই আছে, তিনি ইহাতে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। এই পত্র পাইবার পর স্যর চার্লস্ নেপিয়ার পদত্যাগ করিয়া ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন।

পঞ্জাবের গোলযোগ সম্যক্‌রূপে নিবারিত হইতে না হইতে অন্যদিকে আবার রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার একটী নিয়ম ছিল যে, বৃটীশ প্রজাগণ ব্রহ্মদেশের বন্দরে নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে। ডালহৌসির রাজত্বকালে ১৮৫১ খৃঃ অব্দে রেঙ্গুণের শাসনকর্ত্তা ইংরাজ-বণিক্‌দিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন এবং তাহাতে ব্যবসায়ের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে; এই মর্ম্মে কতিপয় বণিক্ ও বাণিজ্য-জাহাজের অধ্যক্ষ কলিকাতায় এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার জন্য নৌ-সেনাপতি ল্যাম্বার্ট একদল সৈন্যের সহিত রেঙ্গুণ যাইতে আদিষ্ট হইলেন। গবর্ণরজেনারাল তাঁহাকে বলিয়া দিলেন

যে, প্রথমে তিনি রেঙ্গুণের শাসনকর্ত্তার নিকট সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিবেন, যদি ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হয়, তবে তিনি চলিয়া আসিবেন। কিন্তু বিষয়টী যে সহজে নিষ্পন্ন হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকায় ডালহৌসি ল্যামবার্টের সহিত উভয় গবর্ণমেণ্টের মিত্রতারক্ষা হেতু রেঙ্গুণের শাসন-কর্ত্তাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য ব্রহ্মরাজের নিকট একখানি পত্রও দিলেন এবং সেনাপতিকে এই আদেশ করিলেন, 'যদি রেঙ্গুণে ক্ষতিপূরণ পাওয়া না যায়, তবে যেন এই পত্র ব্রহ্মরাজের নিকট পাঠান হয়।' নবেম্বর মাসের শেষভাগে তিনি রেঙ্গুণে উপস্থিত হইলেন এবং ২৮এ তারিখে কলিকাতার কৌন্সিলে লিখিলেন যে, রেঙ্গুণের শাসন-কর্ত্তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে অভিযোগ তাহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর, এই জন্য তিনি উক্ত শাসন-কর্ত্তার নিকট কোন বিষয় উল্লেখ না করিয়াই ব্রহ্মরাজের নিকট পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন। ডালহৌসি সেনাপতির কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন, স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার সহিত বাদানুবাদ না করিয়া ল্যাম্বার্ট বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু হঠাৎ যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। হয়ত ব্রহ্মরাজ পত্রের উত্তর না দিতে পারেন, অথবা ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত না হইতে পারেন, এই জন্য গবর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যাহাতে এই অনিষ্ট সহ্য করিতে অথবা হঠাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে না হয়, তজ্জন্য মৌলমেনের যে দুই নদী দিয়া ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যতরী যাতায়াত করে, সেই দুই নদী অবরোধ করা আবশ্যক। ১৮৫২ অব্দের ১লা জানুয়ারি আবা হইতে উত্তর আসিল যে, রেঙ্গুণে অন্য শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ অর্পণ করিতে তাঁহার উপর আদেশ আছে। নৌ-সেনাপতি এই সংবাদে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া নূতন প্রতিনিধির নিকট সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিতে ফিসাবোর্ণ এবং অন্য ২ জন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত ঘটিল। তাঁহারা রেঙ্গুণে উপস্থিত হইয়া শাসন-কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; তাঁহাদিগকে বলা হইল, "শাসন-কর্ত্তা নিদ্রিত, এখন সাক্ষাৎ হইবে না।" ইংরাজগণ সম্ভবতঃ এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া কোনরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং তজ্জন্যই বিশেষ অপমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্যই ল্যাম্বার্টের আদেশানুসারে ফিসাবোর্ণ আবা-রাজের একখানি জাহাজ আটক করিলেন। ইহাতে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১০ই জানুয়ারি, প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণ আরম্ভ হইল। ল্যাম্বার্ট সংবাদ দিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিলেন। ডালহৌসি তখন ব্রহ্মরাজের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন;—

(১) ব্রহ্মরাজ রেঙ্গুণের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার কার্য্য অনুমোদন করিবেন না এবং বৃটীশ-কর্ম্মচারীদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তজ্জন্য মন্ত্রী দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিবেন।

(২) দুই জন কাপ্তেনের প্রতি অত্যাচার ও ইংরাজ বণিক্‌দিগের অর্থহানি হেতু আবারাজ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

(৩) যান্দাবু-সন্ধি অনুসারে একজন এজেণ্ট রেঙ্গুণে অবস্থিত করিবেন এবং ব্রহ্মরাজের প্রজামাত্রেই তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিবে।

(৪) রেঙ্গুণের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। উল্লিখিত নিয়মে সম্মতি প্রদান ও ১২ই এপ্রিলের পূর্ব্বে তদনুসারে কার্য্য না করিলে সমরানল প্রজ্বলিত হইবে।

এই পত্র আবায় পৌছিলে রাজা পত্রানুসারে কার্য্য না করায় উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। কলিকাতা হইতে সেনাপতি গড্‌উইন ২৮এ মার্চ্চ যাত্রা করিয়া ২রা এপ্রিল ইরাবতীনদীতে আসিয়া নৌ-সেনার প্রধান অধিপতি অষ্টিনের সহিত মিলিত হইলেন। মান্দ্রাজ হইতে আর একদল সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। গড্‌উইন অবিলম্বে মার্ত্তাবান্ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। ১১ই এপ্রিল ইংরাজসৈন্য রেঙ্গুণে অবতীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা অল্পবিস্তর বাঁধা অতিক্রম করিয়া ১৭ই মে তারিখে পাগড়া অধিকার করিয়া লইল। পাগড়ার যুদ্ধে ব্রহ্মবাসিগণ যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল। যাহা হউক, পুনঃ পুনঃ বিজিত হইয়াও ব্রহ্মবাসিগণ ভীত না হইয়া ২৬এ মে মার্ত্তাবান্ পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অমিততেজে ইংরাজবাহিনী আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে যদিও তাহারা জয়লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি সহজে যে তাহারা ইংরাজের বশীভূত হইবে না, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদিগকে ভীত করিবার জন্য রাজধানী আবা অথবা অমরপুর আক্রমণ করিবার কল্পনা হইল। কাপ্তেন টারলেটন্ প্রোম পর্য্যন্ত যাইয়া অধিবাসীদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া আসিলেন। ইহাতেও মগগণ ভীত হইল না দেখিয়া গবর্ণরজেনারল ডালহৌসি স্বয়ং

রেঙ্গুণে যাত্রা করিলেন এবং ২৭এ জুলাই তারিখে তথায় উপস্থিত হইলেন। দশ দিবস তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক অধিকতর সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া বিপুলতর আয়োজনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পরামর্শ দিলেন। ৯ই অক্টোবর ইংরাজ-চমূ পুনরায় প্রোম অভিমুখে উপনীত হইল। ব্রহ্মবাসিগণ এ স্থানে কোনরূপ বাঁধা দিল না। ইংরাজসৈন্য ক্রমেই জয়লাভ করিতে লাগিল। তাহারা পেগু অধিকার করিল। গডউইন অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত মেজর হিলকে তথায় রাখিয়া নিজে রেঙ্গুণে আগমন করিলেন। ব্রহ্মেরা কিয়ৎদিবস পরেই পেগু পুনরধিকার করিয়া পাগড়া আক্রমণ করিল। হিল তাহাদের আক্রমণে বাঁধা দিতে অসমর্থ হইয়া গডউইনের নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি সাহায্যার্থ বহির্গত হইলেন। পথে ব্রহ্মসৈন্য কএকদিন তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মেরা পেগু হইতে প্রস্থান করিল। পেগু পুনরায় ইংরাজ-হস্তে পড়িল।

২০এ ডিসেম্বর, ডালহৌসি পেগু অধিকারের সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন ;—

"ব্রহ্মরাজের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে বৃটীশ প্রজাগণের যে অপমান ও অনিষ্ট হইয়াছে, আবা-দরবার তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাল অস্ত্রবলে তাহা আদায় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তজ্জন্য উপকূলস্থ দুর্গ ও নগর আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং বহুস্থান হইতে ব্রহ্মসৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে ও পেগু প্রদেশ ইংরাজসৈন্যের অধিকারে পতিত হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের ন্যায্য ও উপযুক্ত দাবী আবা-রাজ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য তাঁহাকে যে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করেন নাই এবং তাঁহার রাজ্য-বিনাশ নিবারণ করিবার জন্য তিনি যথসময়ে বশীভূত হয়েন নাই। অতএব গতবিষয়ের ক্ষতিপূরণার্থ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপদের জন্য মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অদ্যাবধি পেগু-প্রদেশ বৃটীশগবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই প্রদেশে ব্রহ্মসৈন্য আসিলে শীঘ্রই দূরীভূত হইবে, বিভিন্ন বিভাগ শাসন করিবার জন্য ইংরাজপক্ষ হইতে শীঘ্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল পেগু-অধিবাসীদিগকে বৃটীশগবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিতে আদেশ প্রচার করিতেছেন। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাল ব্রহ্মদেশে আর অধিক বিজয় ইচ্ছা করেন না, এবং উভয় রাজ্যের শত্রুতা নাশ করিতে অভিলাষী আছেন। কিন্তু যদি ব্রহ্মরাজ বৃটীশগবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব মিত্রতায় সম্বদ্ধ না হন, কিংবা যদি ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে অশান্তি উৎপাদন করেন, তবে গবর্ণরজেনারাল তাঁহার ক্ষমতা পুনরায় পরিচালন করিবেন, তাঁহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং রাজা ও রাজবংশ নির্ব্বাসিত হইবে।

ইরাবতী নদীর মুখ ইংরাজসৈন্যকর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের অভাবহেতু ব্রহ্মরাজধানীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ রাজা অতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভ্রাতা তৎপদ অধিকার করিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ৪ঠা এপ্রিল বৃটীশ ও ব্রহ্ম-কমিসনরগণ সন্ধির নিয়ম অবধারিত করিবার জন্য প্রোমনগরে মিলিত হইলেন। ডালহৌসির ঘোষণাপত্রানুসারেই ব্রহ্মরাজপ্রতিনিধিগণ সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন; কেবলমাত্র পেগুর প্রান্তসীমা মিদ নামক স্থান নির্দ্দিষ্ট না করিয়া প্রোমের নিকট কিছু নিম্নে কোনস্থান নির্দ্ধারিত করিতে চাহিলেন। ডালহৌসির নিকট আবেদন প্রেরিত হইল; তিনি সম্মত হইলেন। এখন প্রতিনিধিগণ বলিলেন, যাহাতে প্রদেশ অর্পণের কথা লিখিত আছে, এরূপ সন্ধিপত্রে রাজা স্বাক্ষর করিতে পারেন না। ইহাতে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হইল এবং পুনরায় প্রচণ্ডতররূপে যুদ্ধ হইবে সকলেই এইরূপ অনুমান করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মরাজ পরোক্ষভাবে সমস্তই স্বীকার করিয়া ডালহৌসির নিকট এক পত্র লিখিলেন। ডালহৌসি এই পত্রকেই সন্ধিপত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের ৩০ জুন সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা সন্ধিপত্র প্রচারিত হইল।

ডালহৌসি সার্ব্বভৌম-ক্ষমতার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বৃটীশগবর্ণমেণ্টকে ভারতের সর্ব্বেসর্ব্বা এবং ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ক্রমে ক্রমে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে সাতারা রাজ্য বৃটীশ-শাসনভুক্ত করিলেন। সাতারার রাজা অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি শাস্ত্রানুসারে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়মানুসারে এই পোষ্যপুত্রই রাজ্যের অধিকারী, কিন্তু ডালহৌসি বলিলেন, সাতারা বৃটীশসাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য, সাতারার রাজা বৃটীশগবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না, করিলে তাহা অগ্রাহ্য। বৃটীশগবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, এই জন্য এই বালক রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না। এই জন্যই সাতারার দেশীয় রাজত্বের শেষ হইল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে করৌলি-রাজের মৃত্যু হইল। এ রাজ্যটীও বিলুপ্ত করিতে ডালহৌসি ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু এবার ডিরেক্টরগণ তাঁহার প্রস্তাব রক্ষা করিলেন না। করৌলির রাজাও নিঃসন্তান অবস্থায় পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হন; কিন্তু ডালহৌসির অনুমতি না লইয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সাতারার ন্যায় এরাজ্যটী ডালহৌসি গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু এটী মিত্ররাজ্য, অধীনরাজ্য নয় বলিয়া ডিরেক্টরগণ করৌলি-রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিলেন না।

যাহা হউক, ডালহৌসি দেশীয়রাজ্যগ্রাসে নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এবার ঝাঁসিরাজ্যে সুবিধা দেখা গেল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ঝাঁসির রাজা বাবা গঙ্গাধর রাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইনি মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু ডালহৌসি ঝাঁসিরাজ্য ইংরাজ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইল এবং রাজনৈতিক নিয়মানুসারে উক্ত সাম্রাজ্যভুক্তই থাকিবে, এইরূপ স্থির করিয়া ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য ডিরেক্টরদিগের গোচর করিলেন,—

বৃটীশগবর্ণমেণ্টের করদ ও অধীন রাজ্য ঝাঁসির রাজা মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজ্যে পূর্ব্বে যে একটী ঘটনা হইয়াছিল, তদনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই পোষ্যপুত্রগ্রহণ সঙ্গত নহে,—ইহা দ্বারা পোষ্যপুত্রের রাজ্যশাসনের অধিকার জন্মিতে পারে না এবং এই রাজ্যের রাজার কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের সন্তানাদি না থাকায় রাজ্যটী বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। বিধবা রাণী যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া ডালহৌসির আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিল না; সাতারার ন্যায় ঝাঁসির নামও দেশীয় রাজ্যশ্রেণী হইতে বিলুপ্ত হইল।

ডালহৌসির সংযোজন-নীতি কর্তৃপক্ষীয়গণ দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিলে তিনি অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। এবার তিনি মহারাষ্ট্রপ্রদেশের বৃহত্তর রাজ্যটী বিলুপ্ত করিলেন। নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোন্‌স্‌লে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ১১ই ডিসেম্বর গতাসু হন। তাঁহার কোন পুত্রাদি কিংবা নিকট জ্ঞাতি ছিল না। তিনি কোন পোষ্যপুত্রও গ্রহণ করেন নাই। এই রাজ্য-গ্রহণকালে ডালহৌসি এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন;—

'এই রাজ্যের (নাগপুরের) রাজা উত্তরাধিকারিবিহীন অবস্থায় প্রাণত্যাগ করায় রাজ্যটী পুনরায় বৃটীশগবর্ণমেণ্টের হস্তে পতিত হইয়াছে; যে অধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহা আর হস্তান্তরিত করা উচিত নহে; কারণ দ্বিতীয়বার এ স্বত্ব-পরিত্যাগ ন্যায় ও বিচারানুসারে অবশ্যকর্ত্তব্য নহে এবং রাজনীতি অনুসারে এ স্বত্বপরিত্যাগ সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়।'

লর্ড ডালহৌসি যেন দেশীয় রাজগণের প্রভুত্ব গ্রাস করিতেই এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র উক্ত তিনটী রাজ্য বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে কতিপয় বিভাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও তঞ্জোররাজ্য বৃটীশ অধিকারভুক্ত করিলেন। অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে পেশবা বাজিরাও সিংহাসনচ্যুত হইয়া বার্ষিক ৮০,০০০০ টাকা বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নানাসাহেব উক্ত বৃত্তিপ্রার্থী হইলেন, কিন্তু ডালহৌসি বৃত্তিও বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই সমস্ত অধিকারেও ডালহৌসির রাজ্য-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি অবশেষে অযোধ্যারাজ্য গ্রাস করিতে উৎসুক হইলেন। এবার তিনি এক নূতন চাল চালিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দৌলা ক্লাইবের নিকট হইতে অযোধ্যার পুনরধিকার প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজ-আশ্রয়ে উক্ত দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজের সহিত মিত্রতা হেতু তাঁহাদিগকে কোনরূপ যুদ্ধাদি ব্যাপারে বিশেষ ব্যাপৃত হইতে হইত না। অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাগণ ক্রমে ক্রমে অতিশয় অকর্ম্মণ্য ও প্রজা-পীড়ক হইয়া উঠিতেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণরজেনারালগণ ইঁহাদিগকে রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। অবশেষে লর্ড হার্ডিঞ্জ অযোধ্যায় গমন করিয়া তথনকার অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাকে দুই বৎসরের মধ্যে স্বীয় রাজ্য সুবন্দোবস্ত করিতে বিশেষরূপে বলিয়া আসিয়াছিলেন। তথন ওয়াজিদ আলি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা। তিনি হার্ডিঞ্জের ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না এবং রাজ্যেরও কোনরূপ উন্নতি করিলেন না। লর্ড ডালহৌসি গবর্ণর-জেনারাল হইয়া আসিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলেই তৎকালীন রেসিডেণ্ট স্লিমান সাহেবকে রাজ্য পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহাকে জানাইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫২ অব্দে স্লিমান ডালহৌসিকে লিখিলেন যে, রাজ্যে অত্যাচারহেতু নবাব ওয়াজিদ আলির বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে—অভিযোগের মাত্রা উহা অপেক্ষা অধিক। প্রজাসাধারণ সকলেই সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট-কর্তৃক শাসিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে—এ বিষয়ে রাজবংশীয়-গণেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইচ্ছা দেখা যাইতেছে।

ডালহৌসির যদিও তখনই এই রাজ্যটীর অস্তিত্ব লোপ করিবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ ও পারস্যরাজের সহিত শত্রুতার আশঙ্কায় তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন নাই। এই সময় ডালহৌসির ভারত-শাসনকাল ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি ডিরেক্টরদিগকে লিখিলেন, যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তবে তিনি আরও কিছুদিন ভারতে থাকিয়া অযোধ্যা সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা সিদ্ধান্ত করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। ডিরেক্টরগণ আনন্দের সহিত তাঁহার এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং অযোধ্যাগ্রহণের পক্ষপাতী হইয়া কার্য্যের ভার সমস্তই ডালহৌসির উপর দিলেন। পূর্ব্বে অযোধ্যার সহিত যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা লোপ করিয়া অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। ১৮০১ ও ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে অযোধ্যারাজের সহিত ইংরাজগবর্মেণ্টের দুইটী সন্ধি হয়। পূর্ব্বসন্ধি অনুসারে ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ অনুসারে নবাব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, এই সর্ত্তে অযোধ্যার অর্দ্ধাংশ বৃটীশ গবর্মেণ্ট প্রাপ্ত হন। যদি সুনিয়মে রাজ্য শাসিত না হয়, তবে ইংরাজ-কর্ম্মচারী উৎপীড়িত প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া সুবন্দোবস্ত করিবেন এবং ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ অযোধ্যার রাজকোষে প্রেরিত হইবে, শেষোক্ত সন্ধির এই নিয়ম ছিল। সৈন্যরক্ষাহেতু বার্ষিক ১৬০০০০০৲ টাকা ইংরাজ-গবর্মেণ্টকে দিতে হইবে, এ কথাও উক্ত সন্ধিতে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিরেক্টরগণ এই অংশ অনুমোদন করেন নাই; কারণ সৈন্য রাখিবার খরচের জন্য নবাব তাঁহাদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলেন। এই অংশ ভিন্ন উক্ত সন্ধির অপর কোন অংশই ডিরেক্টরগণ অগ্রাহ্য করেন নাই।

এইরূপ সন্ধিপত্র থাকিলেও বৃটীশ গবর্মেণ্ট অযোধ্যারাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। ডালহৌসি রেসিডেণ্ট আউট্রামকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন;—'বাদানুবাদকালে হয়ত রাজা (অযোধ্যার নবাব) ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির কথা উত্থাপিত করিবেন। রেসিডেণ্ট অবগত আছেন যে, উক্ত সন্ধিপত্র ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করেন নাই। রেসিডেণ্ট সাহেব আরও অবগত আছেন যে, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির সৈন্য সম্বন্ধীয় ধারা কার্য্যে পরিণত হইবে না, ইহা রাজাকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল; কিন্তু সন্ধিপত্র যে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, তাহা তখন তাঁহাকে জানান হয় নাই। এই বিষয় গোপনে রাখিবার ফল এখন অতিশয় কষ্টজনক ও ব্যাকুলতাব্যঞ্জক বলিয়া অনুমিত হইবে। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তকে এই বিষয় লিখিত ছিল। অযোধ্যা সুশাসনের জন্য ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কার্য্য করিতে পারেন, এ কথা উত্থাপিত হইলে রাজা জানিতে পারিবেন যে, সন্ধিপত্র ডিরেক্টরগণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির কোন কোন নিয়ম রহিত করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্ণৌ দরবারকে জানান হইয়াছিল। ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে, তৎকালীন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য উক্ত সন্ধির যে যে নিয়মের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহা কেহ ব্যক্ত করেন নাই। অমনোযোগ হেতু কার্য্যের এরূপ অবহেলা হইয়াছে, এই জন্য মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্মেণ্টজেনারাল দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, রেসিডেণ্ট সাহেব ইহা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

ডালহৌসি ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধিভঙ্গ করিতে কূটরাজনীতি ও ক্ষুদ্র অনোচিত উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৮০১ খৃঃ অব্দের সন্ধিও এইরূপ কোন অন্যায় উপায়ে ভঙ্গ করা হইল। অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। ওয়াজিদ আলিকে সম্মত করাইবার জন্য ডালহৌসি বিবিধ উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। নবাব কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। লর্ড ডালহৌসি সাধারণ ঘোষণা দ্বারা অযোধ্যারাজ্য বিলুপ্ত করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন, অযোধ্যার প্রজাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যপালন হেতু এবং পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই কার্য্য সম্পাদন করিলাম।" এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, অযোধ্যা বৃটীশ-অধিকারভুক্ত করিবার জন্য কোন অধিবাসীই ডালহৌসির নিকট প্রার্থী হয় নাই। পক্ষান্তরে অনেকেই ইংরাজদিগকে অন্যায় আক্রমণকারী ও রাজ্যলিপ্সুরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এইরূপে ডালহৌসি অযোধ্যার নবাবদিগের রাজভক্তির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া পক্ষান্তরে মিথ্যা উপায়ে স্বীয় মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিলেন।

যাহা হউক, লর্ড ডালহৌসির সমস্ত কার্য্যই দোষাবহ নহে; কতকগুলি ভাল কার্য্যও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ভারতের অনেক স্থলে লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইতেছিল এবং স্থানে স্থানে বাষ্পীয় যানও চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা, স্থানে স্থানে সেতু এবং ৪০০০ মাইল বৈদ্যুতিক তার বসান হইয়াছিল। এই সময় গঙ্গার খালকাটা ও পঞ্জাব খালের সংস্কার এবং ভারতের নানা স্থানে পয়ো-

প্রণালীর বন্দোবস্ত হয়। এই কার্য্যের জন্য তিনি পব্লিক্ওয়ার্কস্ বিভাগের নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সাধারণের উপকারার্থ তিনি আর একটী কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসাভাজন। যাহাতে অল্প ব্যয়ে পত্র দ্বারা লোকে পরস্পরের সংবাদ অবগত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি ডাকের নূতন বন্দোবস্ত করেন। সিভিল সার্ভিস বিভাগ ও কারাপ্রথাসংস্কারও তাঁহার সময় হয়। শিক্ষাবিভাগের উন্নতি ডালহৌসির রাজত্বের অপর একটী সুফল। ব্যবস্থাপক বিভাগেরও তিনি অনেক সংস্কার করেন। হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ ও ধর্ম্মপরিত্যাগ হেতু কেহ সম্পত্তির অধিকারলাভে বঞ্চিত হইবে না, এই দুই বিষয়ে তিনি নূতন বিধি স্থাপন করেন।

এইরূপে ৮ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া লর্ড ডালহৌসি ৪৪ বৎসর বয়সে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চ ভারত পরিত্যাগ করিলেন। রাজকার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে গমন করিয়া অধিক দিন শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অসুস্থতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ১৯এ ডিসেম্বর তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল।

লর্ড ডালহৌসি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ও তাঁহার দৃষ্টি সকল দিকেই পতিত হইত। তিনি কঠোর ভাবে ভারত শাসন করিয়াছেন। বোধ হয় যেন দেশীয় রাজ্য বিলুপ্ত করিতে পূর্ব্ব হইতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা সাক্ষাৎভাবে অধিকারভুক্ত করিবার জন্য তাঁহার উন্নত হৃদয় ঘৃণিত হীনতা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি অনেকগুলি সৎকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে গুলি অসৎকার্য্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। একচ্ছত্ররাজশক্তির বিশেষ পক্ষপাতী হওয়ায় তাঁহার সুযশ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকুশল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু ভারতীয়গণের প্রতি তিনি বিশেষ অন্যায় করিয়াছেন এবং তিনিই পরবর্ত্তী সিপাহীবিদ্রোহের মূল কারণ, ইহার কিছুই অত্যুক্তি নহে। ডিরেক্টরদিগের নাম করিয়া অযোধ্যা অধিকারকালে তিনি যে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ হয়।

তাঁহার সময় কোম্পানীর শাসননীতির একটী প্রধান পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ২০এ আগষ্ট তারিখে পার্লামেণ্টসভায় স্থিরীকৃত হইল যে, যতদিন পার্লামেণ্ট কোন নূতন আদেশ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্য ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধিস্বরূপ কোম্পানীর শাসনাধীনেই থাকিবে। অল্পদিন পরেই কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে ইহা অনুমান করিয়া কোম্পানীর স্বত্বাধিকারিগণ ডিরেক্টরদিগের সংখ্যা কমাইয়া ২৪ জন স্থানে ১২ জন করিলেন। এই ১২ জনের ৬ জন রাজ্ঞী মনোনীত করিবেন, অপর ৬ জন অধিকারিগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবে। এই সঙ্গে আর একটী নিয়মও হইল, পূর্ব্বে ডিরেক্টরগণ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ভারতের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও সিভিল সার্ভাণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; এখন অবধি সাধারণের প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা উক্তপদে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে, এইরূপ নিয়ম হইল। ডালহৌসির সময়েই লেফ্‌টেনাণ্টগবর্ণরের পদ সৃষ্টি হয়।

ডালা (দেশজ) ১ বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। [ডল্লক দেখ।] ২ নিক্ষেপ।

ডালিম (দেশজ) স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ, দালিম ফল। [দাড়িম্ব দেখ।]

ডালি (দেশজ) ১ উপহার, ভেট, উপঢৌকন। ২ ডালা।

ডাহল (পুং) ত্রিপুরদেশ। (ত্রিকাণ্ড° ২।১।১০)

ডাহির দেশপতি, সিন্ধুপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজা। সমগ্র সিন্ধুদেশ, মুলতান ও সিন্ধুকূলবর্ত্তী বহুদূর পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ইঁহার রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে আরবগণ সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। ডাহিরের রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত দেবলবন্দরে আরবদিগের একটী জাহাজ লুণ্ঠিত হয়। আরবগণ ইহার ক্ষতিপূরণের দাবী করিলে ডাহির বলিলেন, দেবল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত নহে, সুতরাং তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। তাহাতে আরবগণ প্রথমে একদল সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্তু তাহারা পরাজিত ও নিহত হয়। তৎপরে ৭১১ খৃষ্টাব্দে বসোরার শাসনকর্ত্তা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বেন কাসিমকে প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে ডাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বেন্-কাসিম আসিয়া প্রথমেই দেবল আক্রমণ ও অধিকার করেন।

ইহার পর মহম্মদ-কাসিম-পরিচালিত বিজয়ী আরবসেনা নিরূণ (বর্ত্তমান হায়দরবাদ) প্রভৃতি নগর জয় করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ডাহির নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিংহকে বহুসংখ্যক সৈন্য সমেত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পারস্য হইতে আরও ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া

মহম্মদ কাসিমের সহিত যোগ দেওয়ায় জয়সিংহ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। বেন্-কাসিম রাজধানী আরোর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডাহির ইহার পর একবার প্রাণপণে সমস্ত সৈন্যদল লইয়া বেন্-কাসিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার পক্ষে তৎকালে ৫০,০০০ সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল। বেন্-কাসিম এক সুদৃঢ়স্থানে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক দিন যুদ্ধ হইল। অবশেষে এক দিন ডাহির স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের তীরে বিদ্ধ হইলেন। তাঁহার হস্তীও ঐ সময়ে এক জলন্ত অনলগোলায় আহত হইয়া বেগে নিকটস্থ নদীতে অবগাহন করিল। এই অতর্কিত বিপদে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে রাজা অশ্বে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যদিগকে পুনর্ব্বার উৎসাহিত করিতে ও সুশৃঙ্খলে আনিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন। মিহরাণ নদী দদাহাওর মধ্যবর্ত্তী রাবর দুর্গের নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরাজিত সৈন্যগণ পলাইয়া রাবরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাহিরের পুত্র জয়সিংহ ও বিধবারাণী রাণীবাই দুর্গরক্ষায় প্রাণপণে যত্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ডাহিরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী জয়সিংহকে ঐ দুর্গ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন।

রাবরের দুর্গ বেন্-কাসিমের অধিকৃত হইল। দুর্গবাসী রাজপুত-সৈন্যগণ জীবন আশা বিসর্জ্জন দিয়া শত্রুমধ্যে ভীষণ বেগে ধাবিত হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। রাণী কয়েকটী সন্ততিসহ অনলে দেহত্যাগ করিলেন। বিজয়ী মুসলমান-সেনা দুর্গের অস্ত্রধারী পুরুষমাত্রকেই নিহত করিয়া অবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বন্দী করিল। ইহার পর মহম্মদ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ জয় করেন। জয়সিংহ পূর্ব্বেই ইহার রক্ষণভার ১৬ জন সেনাপতির হস্তে দিয়া হালিসরে গমন করিয়াছিলেন।

ডাহিরের দুই কন্যা মাতার সহিত দেহত্যাগ করে নাই। ইহারা মহম্মদ কাশিমের হস্তে বন্দিনী হয়। মহম্মদ ইহাদের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য-দর্শনে ইহাদিগকে খলিফাকে উপহার দিবার মনস্থ করেন। উভয়ে খলিফের তাৎকালিক রাজধানী দামস্কাস্ নগরে খলিফ ওয়ালিদের সমক্ষে আনীত হইলেন। উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা করুণ স্বরে খলিফাকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার আমরা আপনার যোগ্যা নহি, মহম্মদ কাসিম ইতিপূর্ব্বেই আমাদের ধর্ম্মনাশ করিয়াছে।" খলিফ এই কথায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই একেবারে মহম্মদ কাসিমকে চর্ম্মের থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল, এবং যথাসময়ে বেন্-কাসিমের শব চর্ম্মভস্ত্রামধ্যে খলিফ-সমক্ষে আনীত হইল। রাজকুমারী পিতৃশত্রুর মৃতদেহ দর্শনে উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "এত দিনে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। আমি মিথ্যা কথা বলিয়া আমার কুলোচ্ছেদকারী এই দুর্ব্বৃত্তের প্রাণ নাশ করাইয়াছি।" এইরূপে ডাহিরের কন্যাদ্বয় পিতৃনিধনের প্রতিহিংসা সাধন করেন।

ডাহুক (পুং) দাত্যূহ পক্ষী, ডাকপাখী। (জটাধর) Gallinulla phœnicura) ইহাদের উপরিভাগ হরিতাভ কৃষ্ণবর্ণ; কণ্ঠ, কপোল ও বক্ষঃস্থল শ্বেতবর্ণ, পুচ্ছ ও বস্তির নিম্নভাগ গাঢ় ধূসরবর্ণ, চঞ্চু হরিতাভ পীতবর্ণ এবং প্রান্তভাগে ঈষৎ পাটলবর্ণ, চক্ষুর পাতা ঘোর লোহিতবর্ণ এবং পদদ্বয় হরিতবর্ণ, ইহাদের দৈর্ঘ্য সচরাচর ১২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চ হইয়া থাকে।

ইহারা নদী, হ্রদ, সরোবর, খাল, ঝিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে কিছুদূরে ক্ষুদ্র গুল্মাবৃত জঙ্গলে বাস করিতে ভাল বাসে। সময় সময় গ্রামের নিকট উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রাদিতেও ইহাদিগকে দলে দলে চরিতে দেখা যায়। কেহ নিকটে গেলে তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুতবেগে পুচ্ছ উত্তোলিত করিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করে। ইহারা অতি সহজে নিবিড় গুল্মাদির ভিতর পলায়ন করিতে পারে, তজ্জন্য ইহাদিগকে ধরা সহজ নহে। ইহারা শস্য এবং কীটপতঙ্গাদি দ্বারা জীবন ধারণ করে। ইহাদের স্বর তীক্ষ্ণ। অনেকে শিকার করিবার জন্য ডাকপাখী পুষিয়া থাকে। রাত্রিকালে উচ্চস্থানে রাখিয়া দিলে পোষা ডাকপাখীর স্বর শুনিয়া নিকটস্থ জঙ্গল হইতে অন্যান্য ডাকপাখী আসিয়া থাকে এবং ফাঁদে পড়ে। ইহাদিগের মাংস সুস্বাদ। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মলয় প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে। ডাহুক জাতীয় অনেক প্রকার পক্ষী অনেকাংশে জল-মুরগী প্রভৃতি জলচর পক্ষীর সমান।

ডি (পারসী ডিহ্) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি ক্ষুদ্র পরগণা।

ডিগ, মধ্যভারতে, রাজপুতানার অন্তর্গত ভরতপুর রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ২৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২২´ পূঃ। এখানে একটী দুর্গ আছে। এই নগর চতুর্দ্দিকে জলাভূমি-পরিবেষ্টিত, সুতরাং বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই শত্রুর পক্ষে দুর্গম থাকে। ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ইহার দুর্গ অতি দুর্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এখনও মথুরার ২৪ মাইল পশ্চিমে তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। ঐ দুর্গে ভগ্নরাজ-প্রাসাদ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার গঠনপ্রণালী অতি দৃঢ় ও

সুন্দর, এবং সমগ্র স্তম্ভ প্রাচীরাদি মনোহর ও সূক্ষ্ম খোদকার্য্যে চিত্রবিচিত্রিত। এই নগর বহুপ্রাচীন, অনেক পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নজাফ খাঁ এই নগর জাটদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ নগর পুনর্ব্বার ভরতপুরের রাজার অধিকারে আইসে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নবেম্বর ইংরাজসেনা হোলকরের অনুসরণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিলে অনেক সৈন্য ডিগের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। জেনারাল ফ্রেজার (General Fraser) পরিচালিত ইংরাজসৈন্য ডিগ অবরোধ করে। ক্রমাগত মাসাধিককাল অবরোধের পর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ডিসেম্বর এখানকার দুর্গ ও নগর ইংরাজের অধিকৃত হয়। ডিগনগরের বনবন অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের নিমিত্ত বিখ্যাত। বুদনসিংহ এখানকার দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভরতপুর-দুর্গ অধিকৃত হইলে ডিগের সুদৃঢ় নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। [ভরতপুর দেখ।]

ডিগ্‌বাজী (দেশজ) সম্মুখে মুখ দিয়া মাথা ঘুরিয়া উল্‌টাইয়া পড়া।

ডিগ্‌বাজীকর (দেশজ) যে ডিগ্‌বাজী খায়।

ডিগ্‌রী (ইংরাজী Decree) আদালতের রায় বা নিষ্পত্তি।

ডিঙ্গন (দেশজ) উল্লঙ্ঘন, উৎপ্লবন।

ডিঙ্গর (পুং) ডঙ্গর পৃষো: সাধুঃ। ১ ডঙ্গর। ২ ধূর্ত্ত, শঠ, ডেগরা। ৩ ক্ষেপ, ৪ বন। ৫ সেবক, দাস। (শব্দর°)

ডিঙ্গরামি (দেশজ) নীচতা, অপকৃষ্টতা।

ডিঙ্গা (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা, দ্রোণী। যথা—

"কোষের যতেক দ্রব্য ডিঙ্গায় তুলিল।"

ডিঙ্গাচকা (দেশজ) এক প্রকার চক্রবাক। (Anus acuta)

ডিঙ্গাচালক (দেশজ) পোতবাহী।

ডিঙ্গান (দেশজ) উল্লঙ্ঘন।

ডিঙ্গি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে খয়েরপুর রাজ্যের একটী দুর্গ। অক্ষা° ২৬° ৫২´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮°৪০´ পূঃ। এখানে প্রচুর জল পাওয়া যায়।

ডিঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা।

ডিডকা (স্ত্রী) যৌবনকালজাত রোগভেদ। যৌবনকালে মুখে যে ব্রণ জন্মে।

"যৌবনে ডিডকাস্বেব বিশেষাচ্ছর্দ্দনং হিতম্।" (সুশ্রু°)

এই রোগে বমন বিশেষ উপকারী। ধন্যা, বচ, লোধ্র, ও কুষ্ঠ অথবা রোধ্র, বচ, সৈন্ধব ও সর্ষপ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে ইহা আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত)

ডিডিমা (পুং) দাত্যূহ শ্রেণীস্থ পক্ষী। (সুশ্রুত) [দাত্যূহ দেখ।]

ডিণ্ডিম (পুং) ডিণ্ডীতি শব্দং মাতি মা-ক। বাদ্যভেদ, আর্য্যদিগের প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ, ঢোল, কাড়া।

"আর্য্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ।" (বীরচ°)

২ কৃষ্ণপাকফল, পানী আমলা। (শব্দচ°)

ডিণ্ডিমেশ্বরতীর্থ (পুং) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

ডিণ্ডির (পুং) হিণ্ডির পৃষো° সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা। (হেম°)

ডিণ্ডিরমোদক (স্ত্রী) ডিণ্ডির ইব মোদকঃ, মোদি দ্যুল্। গৃঞ্জন। [গৃঞ্জন দেখ।]

ডিণ্ডিশ (পুং) ডিণ্ডিক পৃষো° সাধু°। ডিণ্ডিশবৃক্ষ, চলিত কথায় ঢাঁড়শ। ইহার গুণ—রুচিকারক, ভেদক ও পিত্তশ্লেষ্মনাশক, শীতল, বাতল, রুক্ষ, মূত্রল ও অশ্মরীনাশক। (ভাবপ্র°)

ডিণ্ডির (পুং) হিণ্ডির পৃষো° সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা।

ডিত্থ (পুং) ১ কাষ্ঠময় হস্তী।

"ডিত্থঃ কাষ্ঠময়ো হস্তী ডবিত্থস্তন্ময়ো মৃগঃ।" (সুপদ্মব্যা°)

২ একব্যক্তিমাত্রবোধক সংজ্ঞাশব্দবিশেষ। (সাহিত্যদ°)

৩ বিশেষ লক্ষণযুক্ত পুরুষ।

"শ্যামরূপো যুবা বিদ্বান্ সুন্দরঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ডিত্থ ইত্যভিধীয়তে।" (কলাপব্যা° টীকা)

শ্যামবর্ণ, যুবা, বিদ্বান্, সুন্দর, প্রিয়দর্শন ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলে ডিত্থ এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ডিম (পুং) ডিম-ক। দৃশ্যকাব্যরূপনাটকভেদ। এই দৃশ্যকাব্যে মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ উদ্ভ্রান্তাদিবেষ্টিত উপরাগ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে রৌদ্র রস অঙ্গী (অর্থাৎ প্রধান), অঙ্ক ৪টী, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ বা মহোরগ নায়ক হইবে। ভূত, প্রেত ও পিশাচাদি অত্যন্ত উদ্ধত হইবে। বৃত্তিসকল কৌশকীহীন (নাটকপ্রসিদ্ধ রচনাবিশেষের নাম কৈশিকী) ও সন্ধিসকল বিমর্ষরহিত হইবে। শান্ত, হাস্য ও শৃঙ্গার এই ৩টী রস ইহাতে বর্জ্জনীয়। অন্য ৩টী রস প্রদীপ্ত হওয়া আবশ্যক। (সাহিত্যদ°) [নাটক দেখ।]

ডিম (দেশজ) অণ্ড, ডিম্ব। [অণ্ড দেখ।]

ডিম্ব (পুং) ডিব-ঘঞ্। ১ ভয়। ২ কলল। ৩ ফুস্‌ফুস্। ৪ ডমর। ৫ ভয়ধ্বনি। ৬ অণ্ড। ৭ প্লীহা। ৮ বিপ্লব। (মেদিনী)

ডিম্বজ (পুং) ডিম্বাৎ জায়তে ডিম্ব-জন্-ড। অণ্ডজ, ডিম্ব হইতে যাহারা জন্মে।

ডিম্বসাঁচ (দেশজ) ডিম্বের ছাঁচ। অণ্ডমধ্যস্থ শীতাংশ।

ডিম্বাহব (স্ত্রী) ডিম্বং ভয়ধ্বনিযুক্তং আহবং কর্ম্মধা°। সামান্য যুদ্ধ, যে যুদ্ধে রাজা নাই।

"ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যাত্তা পার্থিবেন চ।" (মনু ৫।৯৫)

ডিম্বাহবে মৃত হইলে এক দিনমাত্র অশৌচ হয়।

ডিম্বিকা (স্ত্রী) ডিব-ণ্বুল্-টাপ্। ১ কামুকী। ২ জলবিম্ব। ৩ শোণাকবৃক্ষ। (শব্দর°)

ডিম্ভ (পুং) ডিভ অচ্। ১ শিশু।

"শুভারম্ভেহদম্ভে মহিতমতিডিম্ভেঙ্গিতশতম্।" (রসিকর°)

২ মূর্খ। দ্বিরূপকোষে ইহার রূপান্তর ডিম্ব।

ডিম্ভক (পুং) ডিম্ভ স্বার্থে কন্। ১ বালক। ২ শাল্বদেশাধিপতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র। হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—

শাল্বনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক পরম দয়ালু নরপতি ছিলেন। তাঁহার পরম রূপবতী ও অসামান্তগুণশালিনী দুই ভার্য্যা ছিল। যজ্ঞদত্ত পুত্রের নিমিত্ত মহিষীদ্বয়ের সহিত একাগ্রচিত্তে দশবৎসরকাল মহাদেবের আরাধনা করেন।

মহাদেব ইঁহাদের আরাধনায় অত্যন্ত প্রীত হইলেন। একদা রজনীযোগে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, 'রাজন্! তোমার আরাধনায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, এখন বর প্রার্থনা কর।' রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'ভগবন্! দুই মহিষীর গর্ভে যেন দুইটী পুত্র লাভ হয়, এই আমার প্রার্থনা। ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নরপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কালক্রমে রাজমহিষীদ্বয় শঙ্করপ্রসাদলব্ধ দুই মহাবীর্য্য পুত্র প্রসব করিলেন। নৃপতিতনয়দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হংস ও কনিষ্ঠের নাম ডিম্ভক।

ক্রমে হংস ও ডিম্ভকের তপশ্চরণের অভিলাষ জন্মিল। তাঁহারা যাঁহার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই শঙ্করের আরাধনার নিমিত্ত হিমালয়প্রস্থে গমন করিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের বীর্য্য ও অস্ত্রবল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহাদেব ইঁহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও বর লইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণের মধ্যে কেহই পরাস্ত করিতে না পারে, ইহাই আমাদের প্রথম প্রার্থনা, দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, যেন রুদ্রাস্ত্রসমুদয় আমাদের সংগ্রহ হয়। অন্যান্য যত অস্ত্র ও কবচ প্রভৃতি আছে, তাহা যেন আমাদের সমস্তই অধিকৃত হয় এবং আমরা যখন যুদ্ধযাত্রা করিব, তৎকালে দুইটী মহাভূত যেন আমাদের সহায়তা করেন।' মহাদেব তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং ভূতপ্রধান কুণ্ডোদর ও বিরূপাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'বৎস বিরূপাক্ষ! বৎস কুণ্ডোদর! তোমরা ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যখন এই বীরদ্বয় যুদ্ধযাত্রা করিবে, তখন তোমরা ইহাদের সহায়তা করিও।'

এইরূপে ইহারা মহাদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া দেবদানব প্রভৃতির অজেয় হইয়া উঠিলেন।

একদা হংস ও ডিম্ভক অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলেন। ক্রমে বহুসংখ্যক মৃগ, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতিকে নিহত করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে পিপাসা দূর করিবার নিমিত্ত পুষ্কর সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক পদ্মের মৃণাল ও পত্র ভক্ষণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। সেই সরোবরতীরে ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহ্নকালোচিত বেদগান করিতেছিলেন। ইঁহারা তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, 'আপনারা এই যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমাদের আলয়ে গমন করিবেন, আমার পিতা রাজসূয়যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়াছি, ত্রিভুবনে আমাদিগকে পরাজিত করে এমন বীর কেহই নাই, আমরা মহাদেবের নিকট সমুদয় অস্ত্রলাভ করিয়াছি, আপনারা জানিবেন, কোন শত্রুই আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না।

মুনিগণ কহিলেন, 'রাজন্! যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সশিষ্য আপনার আলয়ে গমন করিব, কিন্তু এখন আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিলাম। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পুষ্করহ্রদের উত্তর তীরে গমন করিলেন, সেখানে ভগবান্ দুর্ব্বাসা বাস করিতেছেন, ও শিষ্যগণ সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তখন বীরদ্বয় ভগবান্ দুর্ব্বাসাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই কাষায় বস্ত্রধারী বর্ণশ্রেষ্ঠ মহাভূতটী কে? গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই বা কোন্ আশ্রম? গৃহস্থই তো ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্ব্বজীবের মাতা ও জীবন। যে মূঢ় সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অন্যাশ্রম আশ্রয় করে, সে ত উন্মত্ত, বিকৃতরূপ ও মহামূর্খ। আমার বোধ হইতেছে, এই ভণ্ড তপস্বী কেবল ধ্যানচ্ছলে লোককে বঞ্চনাই করিয়া থাকে। ইঁহারা যেরূপ ঘোর মূঢ় বিজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাহাতে সহজে না হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। কোন্ মহামূর্খই বা এই দুর্ম্মতিগণের উপদেষ্টা, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। এই বিষয় চিন্তা করিয়া উভয়েই সহসা সেই অতীন্দ্রিয় দুর্ব্বাসা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আমি দেখিতেছি, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই, তুমি

এ কি কার্য্য করিতেছ? তুমি যাহা আশ্রয় করিয়াছ, ইহাই বা কোন্ আশ্রম? তুমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এ কোন পদ সাধন করিতেছ? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ঘোরতর দম্ভই এরূপ অনুষ্ঠানের মূল কারণ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমিই সমস্ত লোক নাশ করিবে, তুমি সকলকেই নরকে পাতিত করিবে। তুমি স্বয়ং নষ্ট হইয়াছ, পরকেও নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কেহ কি তোমার শাসনকর্ত্তা নাই, এখনও বলিতেছি, সাবধান হও, এই সকল পরিত্যাগ করিয়া সত্বর গৃহী হও, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে স্বর্গলাভ করিতে পারিবে, স্বর্গই মানবগণের পরম সুখাস্পদ।'

দুর্ব্বাসা এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ের প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যেন ত্রিলোক ভস্মাৎ হইল। তিনি সেই রোষারুণনেত্রে নৃপতিদ্বয়কে কহিলেন, 'তোমরা শীঘ্র নিপাত হও, শীঘ্র নিপাত হও এবং এখনিই এই স্থান হইতে দূর হও, বিলম্ব করিও না। আমি সমস্ত নরপতিকে দগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু আমরা যতিধর্ম্মাবলম্বী, আমরা কাহারও অনিষ্ট করিব না, সেই ভূতনাথ ভগবান্ তোমাদিগকে ইহার ফল প্রদান করিবেন।' এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন বীরদ্বয় তাঁহাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মহর্ষির হস্তধারণ করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রূরবুদ্ধিতে তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য যতিগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হংস ও ডিম্ভক উভয়ে কালপ্রেরিত হইয়া মহাক্রোধভরে মহর্ষির শিক্য, কমণ্ডলু, দারুময়ছিদল, দণ্ড ও পাত্রসমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। অনন্তর দুর্ব্বাসা অত্যন্ত অবমানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, 'সত্বরই আমি ইহার প্রতিবিধান করিব।'

অনন্তর হংস ও ডিম্ভক রাজসূয়যজ্ঞের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের অতিশয় ঔদ্ধত্য জানিতে পারিয়া সত্বর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন।

পথিমধ্যে উভয় দলে অতিশয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ হংসের সহিত ও সাত্যকি ডিম্ভকের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হংসকে অতি দূরে লইয়া চলিলেন। হংস রথ হইতে অবতরণ করিয়া কালীয়হ্রদে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ডিম্ভক হংস শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যমুনার জলে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ জিহ্বা উৎপাটন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং এই আত্মহত্যাপাপে ঘোরনরকে গমন করিয়াছিলেন। (হরিবংশ ২৯৫-৩২০)

ডিম্ভচক্র (ক্লী) ডিম্ভ ইব চক্রম্। মনুষ্যের শুভাশুভনির্ণায়ক চক্রবিশেষ।

ডিম্ভজ (ত্রি) ডিম্ব হইতে যাঁহারা জন্ম-গ্রহণ করে।

ডিম্ভা (স্ত্রী) ডিম্ভ-টাপ্। অতি শিশু।

ডিল্লী, মোগলসাম্রাজ্যের রাজধানী। বর্ত্তমান দিল্লী। [দিল্লী দেখ।]

"এতস্মাদো গৌড়মর্দ্দী ভ্রমরবরনৃপঃ ধ্বস্তডিল্লীন্দ্রবর্গাঃ।"

(গোপীনাথপুর-শিলাফলক)

ডিহি (পারস্য ডিহ্) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটী ক্ষুদ্র পরগণা।

ডিহিদার (পারসী) ডিহির শাসনকর্ত্তা।

ডিহিবন্দী (দেশজ) ডিহির রাজস্ব-নির্দ্ধারণ।

ডীতর (ত্রি) ডী-ক্বিপ্, ততস্তরপ্। নভোগতিযুক্ত তর।

"তস্মাদিমা অজা অরা ডাতরা"। (শতপথব্রা° ৪।৪।৪।৫)

ডীন (ক্লী) ডী ভাবে ক্ত। ১ পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। [খগ-গতি দেখ।] ২ আগমশাস্ত্রবিশেষ।

"ডামরং ডমরং ডীনং শ্রুতং কালীবিলাসকম্।" (মুণ্ডমালাত°)

ডীনডীনক (ক্লী) ডীনেন সহ ডীনকং নিন্দিতং পতনম্। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ।

ডীনাবডীনক (ক্লী) ডীনেন সহ অবডীনকম্। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। একের গতিতে অন্যের গতিমিশ্রণ।

ডুক্‌রণ (দেশজ) চিৎকার করিয়া ক্রন্দন।

ডুগ্‌ডুগী (দেশজ) সাপুড়িয়া বা বাজিকরদিগের বাদ্যযন্ত্র।

ডুঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্রনৌকাবিশেষ।

ডুডুম (দেশজ) ১ অশ্বতর। ২ বৃক্ষ।

ডুণ্ডুভ (পুং) ডুণ্ডুঃ সন্ ভাতি ভা-ক। সর্পবিশেষ, ঢোঁড়াসাপ। পর্য্যায়—রাজিল, ডুণ্ডুভ, নাগভৃৎ, ডুণ্ডু।

"মহাদর্পে সর্পে গিয়া ধরিছে সালুব।
বিড়ালে ডুণ্ডুভ দিয়া খেদিছে ইন্দুর॥" (শ্রীধর্ম্মম° ১৯৪)

ডুণ্ডুল (পুং) ডুণ্ডুরিতি শব্দং লাতি লা-ক। ক্ষুদ্রপেচক, ছোট পেঁচা। পর্য্যায়—ক্ষুদ্রোলুক, শাকুনেয়, পিঙ্গল, বৃক্ষাশ্রয়ী, বৃহদ্রাবী, বিশালাক্ষ, ভয়ঙ্কর। (রাজনি°)

ডুপ্লে (প্রকৃত নাম ফ্রান্সিস্ জোসেফ ডুপ্লে) ভারতবর্ষীয় ফরাসী-অধিকারে বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি। ইনি ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টরের পুত্র।

অল্প বয়সেই ডুপ্লে ভারতীয় ফরাসী অধিকারের প্রধান সহর পুঁদিচেরির মন্ত্রিসভায় প্রধান সদস্যের পদ প্রাপ্ত হন। দশ বৎসর এই পদে কার্য্য করিবার পর ১৭৩০ খৃঃ অব্দে চন্দন-

নগরের কুঠীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অতিশয় দক্ষতা-সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করায় তিনি শীঘ্রই কেম্পানীর অধ্যক্ষদিগের অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে তাঁহারা তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পুঁদি-চেরিতে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে এতদিন পর্য্যন্ত ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কেম্পানীর বাণিজ্যবৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন এবং তদ্বিষয়ে যথেষ্ট কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন, কিন্তু এই নূতন পদপ্রাপ্তির পর তাঁহার মন অন্য দিকে প্রধাবিত হইল। তিনি স্বভাবতঃই অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অহঙ্কারী, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। পুঁদিচেরির শাসনকর্ত্তা হইয়া প্রাচ্যভূমে ফরাসী-অধিকার ও ফরাসী-প্রভাব বদ্ধমূল করিবার জন্য কল্পনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই দেশের অনেক স্থলে বৃটীশ ও ওলন্দাজদিগের বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং বাণিজ্যব্যাপারে ইহারা যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিও সম্পাদন করিয়াছিল। ডুপ্লে দেখিলেন যে, বাণিজ্যবিষয়ে ইহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনি কখনই স্বীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং তিনি উপায়া-ন্তর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অভ্যস্ত বুদ্ধিবলে ও নৈপুণ্যগুণে শীঘ্রই দেশীয় লোকদিগের রীতি-নীতি অবগত ও দেশীয় রাজ্যের রাজনীতির অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিবার উপায় দেখিতে পাইলেন।

এই কালে মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার অধীন সুবাদারগণ স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় অধিকৃত প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন এবং নবাবেরাও সুবাদারদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেছিল। বাস্তবিক তৎকালে মোগলসাম্রাজ্য সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তা কোন বলবান্ সুবাদারের আশ্রয় ও সাহায্যে আপনার স্বাধীনতা প্রচার করিতেছিলেন। ফরাসী-গবর্ণর ডুপ্লেও এই সময়ে চিরপোষিতা নিজ আশা ফলবতী করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সৌভাগ্যক্রমে এই বিষয়ে তাঁহার পরমসহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। স্ত্রীর সাহায্যে ডুপ্লে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিবার সহজ ও উত্তম সুযোগ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার স্ত্রী ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন এবং ভারতেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা অবগত থাকায় তিনি আপন স্বামী ও অধিবাসিবর্গের মনোভাব প্রকাশ ও পরামর্শের পথ সুগম করিয়াছিলেন। এইরূপ স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহায়তায় ডুপ্লে ফরাসীরাজ্য জয় ও ক্ষমতাবৃদ্ধি করিবার উপায় গোপনে পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে য়ুরোপে ফরাসী ও ইংরাজদিগের মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও উভয় কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। লাবোর্ডোনে ফরাসী রণপোতের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতে আগমন করিলেন। তিনিও ভারতবর্ষে ফরাসীক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন ডুপ্লের সহিত একযোগে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু পুঁদিচেরিতে পৌছিয়া তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন। পুঁদি-চেরিতে উপনীত হইলে, গবর্ণর ডুপ্লে তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা করিলেন না। তিনি যে লাবোর্ডোনের প্রতি ঈর্ষা-পরবশ হইয়াছেন, প্রথমেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ করি-লেন। ডুপ্লে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, যদি তাঁহার কখনও বিপদ্ হয়, তবে লাবোর্ডোনে তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন। তিনি দেখিলেন যে, যুদ্ধাদি তাঁহার অধিকারসীমায় সঙ্ঘটিত হইবে না; পক্ষান্তরে লাবোর্ডোনকে অনুকূল পরামর্শ এবং সৈন্য ও নিজ চেষ্টাদি দ্বারা সাহায্য করিতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। লাবোর্ডোনের ক্ষমতায় তিনি অতিশয় দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে তাঁহার সহিত শত্রুতা-চরণ করিতে লাগিলেন। এই শত্রুভাবই লাবোর্ডোনের ও ডুপ্লের সর্ব্বনাশ করিল এবং এই প্রতিকূল কার্য্য হেতুই ভারতে ফরাসী-ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল।

যাহা হউক, লাবোর্ডোনের পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মান্দ্রাজদুর্গ আক্রমণ করিয়া ২০এ তারিখে অধিকার করিলেন। ৪৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিলে ৩ মাস পরে ফরাসীসৈন্য মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবে এই নিয়মে মান্দ্রাজদুর্গবাসী ইংরাজগণ লাবোর্ডোনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু ডুপ্লে এ সন্ধিতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মান্দ্রাজ তাঁহার শাসিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং একমাত্র তিনিই এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে সমর্থ। এই সময় আর্কটের নবাব তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে ফরাসীদিগের মান্দ্রাজ আক্রমণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই, এই মর্ম্মে ডুপ্লের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে নবাবকে বলিলেন যে, এই নগর তাঁহার হস্তে অর্পিত হইলেই তিনি নবাবকে প্রত্যর্পণ করিবেন। নবাবকে ইহা জানাইয়া ডুপ্লে লাবোর্ডোনকে লিখিলেন যে, তিনি যেন মান্দ্রাজ-দুর্গস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সন্ধির কোন নিয়মে মত প্রদান

করেন; কারণ বিষয়টী পুঁদিচেরির শাসনকর্তার বিচার্য্য। কিন্তু এই পত্র আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গ প্রত্যর্পণের কথা স্থির হইয়াছিল। লাবোর্ডোনের যথেষ্ট আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ছিল, যে নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করা অতি হীন জনোচিত বলিয়া তিনি মনে করিলেন। ডুপ্লের যে নগর সমর্পণের নিয়ম স্থির করিতে ক্ষমতা আছে, এ কথা তিনি স্বীকার করিতে পারিলেন না—পক্ষান্তরে ইহা যে ডুপ্লের নিতান্ত দাম্ভিকতা ও তাঁহাদের পরস্পরের কার্য্যের প্রতিকূল এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন। ডুপ্লে ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং লাবোর্ডোনেকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি পুঁদিচেরি নগরে এক ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং অর্থগ্রহণে মান্দ্রাজ নগর পরিত্যাগ করিলে যে, ফরাসীস্বার্থের হানি হইবে এই মর্ম্মে পুঁদিচেরির ফরাসী অধিবাসী দ্বারা এক আবেদন-পত্র উপস্থিত করাইলেন। তাঁহার সম্মতি অনুসারে প্রত্যেক কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে তিনি মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবেন না, লাবোর্ডোনে তাঁহার এই দৃঢ় সঙ্কল্প ডুপ্লেকে জানাইলেন। এদিকে ডুপ্লে তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে যতদিন পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত হইতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত যাহাতে মান্দ্রাজ ইংরাজদিগের প্রত্যর্পণ করা না হয়, তাহার জন্ম বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময় ফ্রান্স হইতে আরও কএকখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। ডুপ্লে লাবোর্ডোনে একমত হইয়া কার্য্য করিলে তাঁহারা এখন ইংরাজদিগের সমস্ত স্থানই অধিকার করিতে পারিতেন। ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃই ইহারা এইকালে ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন।

কিছু পরে ডুপ্লে লাবোর্ডোনের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। লাবোর্ডোনে ডুপ্লের বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে আর্কটের নবাব আনয়ারউদ্দীন্ এতদিন পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পিত হইল না দেখিয়া ১০০০০ সৈন্যের সহিত তৎপুত্র মহাফেজ খাঁকে বলপূর্ব্বক উক্ত নগর অধিকার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। ডুপ্লে কূটনীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব করিতে ডুপ্লের নিকট হইতে যে দুই জন দূত আসিয়াছিল, মহাফেজ খাঁ তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। ডুপ্লে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ফরাসী বন্দুকে অনেক মোগলসৈন্য প্রাণ হারাইল, অবশিষ্ট প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মহাফেজ তাঁহার সৈন্য একত্র করিয়া মৈলাপুর নামক স্থানে শিবির সংস্থাপিত করিতে আদেশ দিলেন। এস্থানে তিনি সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতে ফরাসী-সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

ডুপ্লে এখন একটী ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মান্দ্রাজ সম্বন্ধে লাবোর্ডোনের কোন প্রতিজ্ঞাই অক্ষুণ্ণ রাখিলেন না। ১৭৪৬ খৃঃ অব্দের ৩০এ অক্টোবর তারিখে তিনি ইংরাজদিগকে অবগত করাইলেন যে, তাহাদের সমস্ত সম্পত্তিই ফরাসীগবর্মেণ্টের কোষভুক্ত হইল এবং তাহারা হয় যুদ্ধবন্দীস্বরূপ থাকিবে, নয় পুঁদিচেরিতে প্রেরিত হইবে। ইহার পরে কেহ কেহ পলায়নপূর্ব্বক সেণ্টডেভিডদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট লোককে ধৃত করিয়া পুঁদিচেরিতে পাঠান হইল। মান্দ্রাজের ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা এই সঙ্গে বন্দী হইলেন।

এখন ডুপ্লে ইংরাজদিগকে উপকূল-প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া সেণ্টডেভিডদুর্গ হস্তগত করিবার জন্ম উদ্যোগী হইলেন। ডুপ্লে মান্দ্রাজ অধিকার করিয়া তথায় পরাডিস নামক একজন সুইজারলণ্ডবাসীকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ডুপ্লের আদেশানুসারে ডেভিডদুর্গ আক্রমণার্থ ৩০০ যুরোপীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যখন তিনি পুঁদিচেরি অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন মহাফেজ খাঁ ৩০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ডুপ্লের নিকট সংবাদ আসিলে তিনি পুঁদিচেরি হইতে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পরাডিসকে নিরাপদে পুঁদিচেরিতে লইয়া গেল। ডিসেম্বর মাসে বেরির অধীনে সেণ্টডেভিডদুর্গ অধিকার জন্য কতকগুলি সৈন্য অগ্রসর হইল। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে যখন তাহারা দুর্গের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান অধিকার করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন মহাফেজ খাঁ এবং মহম্মদ আলি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করায় ফরাসী-সৈন্য ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এই সামরিক সজ্জা বৃথা হওয়ায় আকস্মিক আক্রমণে দুর্গ অধিকার করিবার জন্য ডুপ্লে গোপনে ৫০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এবারও ডুপ্লের আশা ফলবতী হইল না। ডুপ্লে ইহাতে কিছুমাত্র ভীত বা হতাশ হইলেন না। তিনি এখন বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার আদেশে ফরাসী-সৈন্য মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী নবাব-শাসিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। তিনি উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার

নাই, ইহা অবগত হইলেই নবাব ইংরাজদিগের সহিত আর সংস্রব রাখিবেন না। অতি অল্প সময়েই নবাবের সহিত ফরাসীদিগের সন্ধি হইয়া গেল। সেণ্টডেভিডদুর্গ হইতে পুনরাহুত নবাবসৈন্যের সহিত মহাফেজখাঁ পুঁদিচেরিতে প্রেরিত হইলেন। ডুপ্লে নবাবপুত্রকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আবার ডেভিডদুর্গ অধিকার করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারি, নবাবসৈন্য ও ফরাসীসৈন্যের সেনাপতি হইয়া পরাডিস অগ্রসর হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশ হইতে একখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। ফরাসীসৈন্য নিষ্ফল হইয়া প্রস্থান করিল। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে এইরূপ জনরব শুনা গেল যে, ডুপ্লে শীঘ্রই ডেভিড-দুর্গ পুনরাক্রমণ করিবেন। এই সময় ইংরাজ শিবিরে এক বিষম ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ডুপ্লে স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ত্ততা সহকারে ইংরাজপক্ষীয় দেশীয় সৈন্যদিগের ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতে প্রলোভিত করিয়াছেন। ইংরাজগবর্ণর এ বিষয়ে যথোচিত সতর্ক হইলেন। ডুপ্লে বারবার পরাজিত হইয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিতে সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু এবারও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ২৯এ জুলাই ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি রণপোত আসিয়া সেণ্টডেভিড-দুর্গের নিকট নঙ্গর করিল। ইংরাজদিগের দল বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া নবাব পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এখন ইংরাজগণ সাহসী হইয়া মিলিত সৈন্য লইয়া পুঁদিচেরি অবরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ইংরাজসৈন্য অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া ডেভিডদুর্গে ফিরিয়া আসিল। ইংরাজদিগের পরাজয়ে ডুপ্লে চারিদিকে ফরাসী-প্রভাব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তিনি দেশীয় রাজন্য-বর্গের এমন কি মোগলসম্রাটেরও নিকট ইংরাজদিগের ভীরুতাবিষয়ক লিপি প্রেরণ করিলেন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না। মান্দ্রাজ যাহাতে হঠাৎ তাঁহার হস্তচ্যুত না হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সন্ধি হওয়ায় এ দেশেও সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজেরা মান্দ্রাজে ফিরিয়া যাইলেন।

যুদ্ধকালে ডুপ্লে দেখিলেন যে, অতি অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় সৈন্য বহুসংখ্যক দেশীয় সৈন্যকে সহজেই পরাজিত করিতে পারে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যাধিকারের আশা বাড়িয়া উঠিল। দেশীয় রাজগণ তখন পরস্পর শত্রুতাচরণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ইহার এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফরাসী ক্ষমতা বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৪১ খৃঃ অব্দে চাঁদসাহেব ত্রিচিনপল্লির বিধবা-রাণীকে ছলনা করিয়া উক্ত নগর অধিকার করেন। রঘুজী ভোন্‌সে চাঁদ-সাহেবকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিলেন। চাঁদসাহেব তাঁহার স্ত্রীপুত্রদিগকে গোপনে ডুপ্লের আশ্রয়ে রাখিয়া রঘুজীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রঘুজী কর্তৃক বন্দী হইয়া তিনি সাতারায় প্রেরিত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইংরাজ ও ফরাসী-যুদ্ধকালে আর্ক-টের নবাব আনওয়ারুদ্দীন্ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য কখন ইংরাজপক্ষ ও কখন ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতেছিলেন। ডুপ্লে এখন এই নবাবকে শাস্তি দিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। সুযোগও উপস্থিত হইল। যখন চাঁদসাহেবের স্ত্রী পুঁদিচেরিতে ছিলেন, তখন ডুপ্লের স্ত্রীর সহিত তাঁহার অতিশয় মিত্রতা জন্মিয়াছিল। তিনি ডুপ্লের স্ত্রীর নিকট তাঁহার স্বামীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ডুপ্লে তাঁহার স্ত্রীর নিকট এই বিষয় শুনিয়া ভাবিলেন যে, চাঁদ-সাহেব আনওয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রজাসাধারণ আনওয়ার অপেক্ষা তাঁহারই বশীভূত। চাঁদসাহেব মুক্তি পাইলে সকলেই তাঁহাকে নবাবরূপে স্বীকার করিবে এবং ফরাসীসৈন্যসাহায্যে তিনি সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। এই সঙ্গে ফরাসী-ক্ষমতাও বদ্ধমূল হইবে। এই কল্পনা করিয়া তিনি চাঁদসাহেবের স্ত্রী দ্বারা গোপনে ৭ লক্ষ টাকা রঘুজীর নিকট প্রেরণ করিলেন; চাঁদসাহেব মুক্তিলাভ করিয়া পুঁদিচেরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় নিজাম-উল-মুলুকের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সিংহাসন লইয়া অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার দৌহিত্র মজফরজঙ্গ সিংহাসন দাবী করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্য পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু চাঁদসাহেব আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং ফরাসীসৈন্য তাঁহার পৃষ্ঠ সমর্থন করিতেছে, একথাও তাঁহাকে বলিলেন। মজফর ইহাতে সাহসী হইয়া চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া আনওয়ারের সহিত একটী যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। যুদ্ধে আনওয়ার নিহত ও তৎ-পুত্র মহাফেজ বন্দী হইলে মজফর ও চাঁদসাহেব যথাক্রমে সুবাদার ও নবাব উপাধিগ্রহণ করিয়া আর্কটে প্রবেশ করিলেন, ইহার পর তাঁহারা পুঁদিচেরিতে আসিলে স্বীয় অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য ডুপ্লে তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। চাঁদসাহেবও পুঁদিচেরির নিকটবর্ত্তী ৮১ খানি গ্রাম ফরাসীদিগকে দান করেন। অল্পদিন পরেই ডুপ্লে চাঁদসাহেব ও মজফরকে ত্রিচিনপল্লি অবরোধ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই স্থানে আনওয়ারের পুত্র মহম্মদআলি

আশ্রয় লইয়া ছিলেন। চাঁদসাহেব প্রথমেই ত্রিচিনপল্লি না যাইয়া তঞ্জোরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে নাজিরজঙ্গ (মজফরের প্রতিদ্বন্দ্বী) আসিয়া আর্কট অধিকার করিলেন। তাঁহারা এবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না, ডুপ্লেই প্রথমে তাঁহাদিগকে নাজিরজঙ্গের আক্রমণের সংবাদ দিলেন। তাঁহারা পুঁদিচেরি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ফরাসীগণ চাঁদসাহেবের ও মজফরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে দেখিয়া ইংরাজগণ মহম্মদআলি ও নাজিরজঙ্গের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। নাজিরজঙ্গ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মজফরকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া ডুপ্লে মজফর ও চাঁদকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু ডুপ্লের সহিত সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের তত মনের মিল ছিল না। কোন অপ্রকাশ্য কারণে ফরাসীসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। মজফর আত্মসমর্পণ করিলে নাজিরজঙ্গ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন, চাঁদসাহেব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অন্যত্র যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

ফরাসীসৈন্য বিনাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করায় ডুপ্লে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি কৌশলে স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ হইলেন। এবং চর নিযুক্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে, নাজিরজঙ্গের সৈন্যগণ বিদ্রোহভাবপরিশূন্য নহে। নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি করিবেন এই প্রস্তাব করিয়া তিনি কএকজন দূত প্রেরণ করিলেন। যাহাতে নাজিরজঙ্গের অধীন সামন্তগণ বিদ্রোহী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে ডুপ্লে তাঁহার প্রেরিত দূতদিগকে গোপনে পরামর্শ দিলেন। তাহারাও তদনুরূপ কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিল।

নাজিরজঙ্গের আদেশে ফরাসীদিগের একটী বাণিজ্যকুঠী লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ডুপ্লে ১৭৫০ খৃঃ অব্দে মসলিপত্তন অধিকার করিবার নিমিত্ত জলপথে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেই স্থান অধিকার করিয়া লইল। মহম্মদআলি ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। এই সময় ফরাসীদিগের বিখ্যাত সেনাপতি বুসি চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া গিঞ্জিদুর্গ হস্তগত করিলেন।

নাজিরজঙ্গ ফরাসীদিগের কৃতকার্য্যতায় অতিশয় ভীত হইয়া ডুপ্লের সহিত সন্ধি করিবার জন্য পুঁদিচেরিতে দুইজন দূত পাঠাইলেন। ডুপ্লে নিম্নলিখিত প্রস্তাবে সন্ধি করিতে চাহিলেন,——মজফরজঙ্গ বিমুক্ত, চাঁদসাহেব কর্ণাটের নবাব উপাধি প্রাপ্ত এবং মসলিপত্তন ও তদধীন প্রদেশসমূহ ফরাসীদিগকে প্রদত্ত হউক।' নাজিরজঙ্গ উক্ত নিয়মে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ডুপ্লে যে তাঁহার প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, নাজিরজঙ্গ তাহার কিছুই অবগত ছিলেন না। ডুপ্লেও টৌসে (Touche)-কে নাজিরজঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। যুদ্ধে ফরাসীসৈন্য বিজয়লাভ করিল; নাজিরজঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত এবং মজফর সুবাদার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মজফর মসলিপত্তন ও তাহার অধীন প্রদেশসমূহ ফরাসীদিগের এবং ২০ লক্ষ টাকা ডুপ্লেকে প্রদান করিলেন। এই সময় আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। মজফর ডুপ্লেকে বলিলেন, নাজিরজঙ্গের অধীন যে ৩ জন পাঠানসর্দ্দার ডুপ্লের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহারা দাবী করিতেছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকৃত প্রদেশের জন্য কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাউক এবং নাজিরজঙ্গের ধনরত্ন তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হউক। ডুপ্লে এই বিষয়ের মধ্যস্থ হইলেন এবং অনেক বাদানুবাদের পর উভয় পক্ষের মধ্যে একটী সন্ধি করিয়া দিলেন।

ইহার পর ডুপ্লে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ ভূভাগের মোগলপ্রতিনিধি বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এই প্রদেশের সমস্ত কর তাঁহার হস্ত দিয়া মোগলসম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত এবং পুঁদিচেরিতে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তদ্ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা কর্ণাটপ্রদেশে চলিত না। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে মজফরজঙ্গ নিহত হইলে ডুপ্লে সলাবৎজঙ্গকে সুবাদার স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময় মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ডুপ্লে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চাঁদসাহেবকে পরামর্শ দিলেন। ইংরাজগণ এতদিন পর্য্যন্ত কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। ফরাসীদিগের প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহারা মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এখন অবধি ডুপ্লে সৈন্য প্রায় প্রতি যুদ্ধেই পরাজিত হইতে লাগিল। চাঁদসাহেব অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। চাঁদসাহেবের মৃত্যুর পর ডুপ্লে স্বয়ংই কর্ণাটের নবাব উপাধি গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিবস পরে তিনি রাজা সাহেবকে নবাবোচিত মান্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুরতজা আলি ৮০০০০০ টাকা প্রদান করায় শীঘ্রই ডুপ্লের নিকট নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে ইংরাজসৈন্য ফরাসীদিগের গিঞ্জিদুর্গ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হওয়ায় পলায়ন করিল ইহাতে ডুপ্লের মনে যথেষ্ট আশার উদয় হইল;

কিন্তু বাহার নামক স্থানে ফরাসীসৈন্য বিশেষরূপে পরাজিত হওয়ায় ডুপ্লের আশালতা শুকাইয়া গেল। যাহা হউক, ডুপ্লে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহিত হইলেন না। তিনি দেখিলেন যে, সহজে এ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইবে না; তজ্জন্য তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার দুর্ভেদ্য কৌশলে মহারাষ্ট্র ও মহিসুর-সৈন্য ইংরাজ-পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফরাসীদিগের সহিত মিলিত হইল। পুঁদিচেরিতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। এই যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী কখন ফরাসী কখন বা ইংরাজ-পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ যুদ্ধ চলিল।

এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীপ্রভাব বর্দ্ধিত ও অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু অতিরিক্ত অর্থব্যয় জন্য কোম্পানী বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। এই জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে ডুপ্লেকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছিলেন। যদিও ডুপ্লের অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল, তথাপি তিনি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ভীত হইয়া ১৭৫৪ খৃঃ অব্দের প্রথমেই মান্দ্রাজে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মান্দ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট ও সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া নিয়মাদি স্থির করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ সন্ধি হইল না। উভয়পক্ষীয় প্রতিনিধিগণ কিছুদিন বাদানুবাদের পর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ফরাসী-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ডুপ্লের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা শান্তির ইচ্ছা করিতেছিলেন। তাঁহারা ডুপ্লেকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া গডেহোকে (M. Godeheu) পুঁদিচেরির গবর্ণর করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ইনি ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ২রা আগষ্ট ভারতে উপস্থিত হইয়া ডুপ্লের নিকট হইতে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর দুইমাস ডুপ্লে পুঁদিচেরি নগরে ছিলেন। এই দুইমাস তিনি আপনাকে কর্ণাটের নবাব বিবেচনা করিয়া বিবিধ চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

যাহা হউক, তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাগত হইলে যথোপযুক্ত সম্মান লাভ করিলেন না। এ দেশে থাকিতে ফরাসীরাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। ফরাসীগবর্মেণ্ট তাঁহাকে কিছুই বৃত্তি প্রদান করিলেন না; কেবলমাত্র তাঁহার উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে আশ্রয়লিপি (Letter of protection) প্রচার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহার অর্থ প্রাপ্ত হইবার জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু এ বিষয় সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই সর্ব্বস্বান্ত ও নিরাশ হইয়া এই বৎসরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ডুপ্লে প্রতিভাশালী অতিশয় সুদক্ষ রাজনীতিকুশল শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অহঙ্কারী ও পরাক্রমপ্রিয় ছিলেন। চরিত্রের প্রকৃত উন্নতির প্রতি তিনি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করিতেন না। তিনি ফরাসী অধিকার বিস্তৃত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বন করিতে পারিতেন। ভারতে ফরাসী অধিকারের সহিত ডুপ্লের নাম চিরসম্বদ্ধ।

ডুব (দেশজ) ১ নিমগ্ন। ২ জলে অবগাহন।

ডুবাড়িয়া (দেশজ) যে ডুব দিয়া বেড়ায়।

ডুবন (দেশজ) নিমজ্জন, অবগাহন, বুড়ন, ডোবা।

ডুবরী (দেশজ) নিমজ্জক, যাহারা জলে অধিক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে।

ডুবা (দেশজ) নিমগ্ন হওয়া।

ডুবান (দেশজ) নিমগ্ন করান।

ডুবারু (দেশজ) ১ জলচর পক্ষিবিশেষ। (Dol-chick) ২ এক জাতীয় হাঁস। (Anus fulica)

ডুবিত (দেশজ) নিমজ্জিত।

ডুবু (দেশজ) ডুবারুপাখী।

ডুবুডুবু (দেশজ) প্রায় ডুবিয়া যাওয়া।

ডুমা (দেশজ) টুকরা, চিলতা, ক্ষুদ্র খণ্ড।

ডুমুর (দেশজ) সংস্কৃত উডুম্বর শব্দের অপভ্রংশ। একপ্রকার বৃক্ষ ও তাহার ফল। এই বৃক্ষ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আসামস্থ পর্ব্বতসমূহে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ ফিট্ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে নানাজাতীয় ডুমুর আছে। ঐ সকল বৃক্ষের ও ফলের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও আকারগত অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কোন কোন জাতীয় ডুমুরের পাতা ও ফল অতি বৃহৎ এবং বৃক্ষ অনেকাংশে লতার ন্যায় আবার কোন কোন জাতীয় ডুমুরবৃক্ষ অশ্বত্থাদি বৃক্ষের ন্যায় সুদীর্ঘ ও শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ হইলেই তাহার পত্র ও ফল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আইসে।

এই বৃক্ষের পুষ্প দৃষ্ট হয় না, একবারে কোষ হইতে থোপা থোপা ফল বহির্গত হয়। বৃক্ষের স্কন্ধদেশ এবং শাখাপ্রশাখার সন্ধিস্থানসকল হইতেই অধিকাংশ ফল ধরিয়া থাকে। এদেশে সাধারণ লোকেরা বলিয়া থাকে, ডুমুরের ফুল দেখিলে রাজা হয়, বাস্তবিকই ডুমুরের ফুল দেখা যায় না।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা ডুমুরগাছকে অশ্বত্থ, পাকুড়, বটবৃক্ষাদির সমজাতীয় বলিয়া গণ্য করেন। সকলেরই ত্বকচ্ছেদ করিলে দুগ্ধের ন্যায় আঠা নির্গত হইয়া থাকে, ঐ আঠা হইতে রবরের ন্যায় পদার্থ উৎপন্ন হয়। ডুমুরের আঠা অনেক সময় এ দেশে বেদনার উপর প্রলেপস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিম্নে কয়েকপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় ডুমুরের বিষয় লিখিত হইল।

যজ্ঞ-ডুমুর (Ficus glomerata) সাধারণতঃ হোমকার্য্যে ইহার শাখা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম যজ্ঞডুমুর হইয়াছে। হিমালয়প্রদেশ, রাজপুতানা, মধ্যভারত, বাঙ্গালা, দাক্ষিণাত্য, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। চান্দায় ইহার ক্ষীর অর্থাৎ আঠা হইতে একরূপ রবার প্রস্তুত হয়।

এই বৃক্ষ হইতে অনেক সময় লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যাধগণ ইহার ক্ষীর হইতে পক্ষী ধরিবার আঠা প্রস্তুত করে।

লোহারডাগায় যজ্ঞডুমুরের ছাল সিদ্ধ করিয়া কাল রং প্রস্তুত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। যজ্ঞডুমুরের পত্র, মূল, ত্বক্‌ ও ফল সমস্তই দেশীয় বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা ইহার ছালের জল বিরেচক ঔষধরূপে প্রয়োগ করেন এবং ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার করেন। ব্যাঘ্র ও বিড়াল দংশনেও ইহা বিষঘ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহার শিকড় আমাশয়রোগে উপকারক এবং অনেক ডাক্তারের মতে শিকড়ের রস অতি তেজস্কর ও বলকারী ঔষধ, দীর্ঘকাল ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। পিত্তাধিক্যে ইহার শুষ্ক পত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হয়। আট্‌কিন্‌সন্‌ সাহেব (Atkinson) লিখিয়াছেন—ইহার পত্রস্থ বসন্তের ন্যায় পদার্থগুলি দুগ্ধে ভিজাইয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হইলে মসূরিকা জন্য শরীরে দাগ হয় না। বহুবিধ রজোরোগ, মূত্ররোগ, মেহঘটিতরোগ ও কাশরোগে ইহা নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শ ও উদরাময়রোগে যজ্ঞডুমুরের ক্ষীর প্রদত্ত হয়। ঐ ক্ষীর তিলতৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ের উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সদ্য ডুমুরের রস অনেক ধাতুঘটিত ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেবকার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এদেশের অনেকে এই ডুমুর খায় না। ইহার আকার সাধারণ ডুমুর অপেক্ষা কিছু বড়, কিন্তু তত সুখাদ্য নহে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত এই ফল জন্মিয়া থাকে। ইতরলোকে কাঁচা অবস্থায় ইহার ফল তরকারীর সহিত ভক্ষণ করে। পাকিলে সমস্ত ফল পাঁশুটে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। অন্নাভাব ও দুর্দ্দিনের সময় অনেকে ইহা খাইয়া থাকে।

ছাগমেষাদি এই ফল খাইতে অতিশয় ভালবাসে। ইহার পত্রাদি হস্তী প্রভৃতির খাদ্য।

ইহার কাষ্ঠ অন্তঃসারশূন্য, লঘু, ভঙ্গুর ও মোটা দানাবিশিষ্ট, জলের নীচে থাকিলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। তজ্জন্য অনেক স্থানেই ইহা কূপের চৌদিকে দেওয়া হয় এবং ইহার ভেলা ও জল সেঁচিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে।

কাক-ডুমুর (Ficus hispida) ইহার গাছ যজ্ঞডুমুরের গাছ অপেক্ষা ঈষৎ ক্ষুদ্র এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, মলয়, সিংহল, চীন, আন্দামান দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে হিমালয়প্রদেশে এই বৃক্ষ ৩৫০০ ফিট্‌ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে জন্মিয়া থাকে।

ইহার ছাল হইতে একরূপ দড়ি প্রস্তুত হয়।

ইহার ফল, বীজ ও ছাল বমনকারক এবং বিরেচক। ইহার শুষ্ক ফলচূর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া বোম্বাই ও কোঙ্কণপ্রদেশে বিদারিকা প্রভৃতিতে প্রলেপ দেয়। দুগ্ধবতী গাভীকে দুগ্ধ শুকাইবার জন্যও ইহা খাওয়াইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয়মতে ইহা দুগ্ধকর ও গর্ভস্থ ভ্রূণের হিতকর। [কাকোডুম্বর দেখ।]

ইহার পত্রাদি পশুদিগের খাদ্য। কাষ্ঠে জ্বালানীব্যতীত কিছুই হয় না। ইহার বীজ পাখীরা লইয়া অট্টালিকা প্রাচীরাদিতে ফেলে, তাহাতে অট্টালিকা প্রভৃতিতে বৃক্ষ উৎপন্ন করে। ঐ সকল বৃক্ষ অট্টালিকার বড় অনিষ্টকারী।

ডুমুর (Ficus Roxburghii) এই বৃক্ষ হিমালয় প্রদেশ হইতে ভোটান, আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সকল স্থানে জন্মে। ৬০০০ ফিট্‌ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ইহা দেখা যায়। বৃক্ষ সাধারণতঃ বৃহৎ। ইহার ফল কাঁচা অবস্থায় তরকারীর সহিত ব্যবহৃত হয়। পাকিলে কোমল, রক্তবর্ণ এবং একটু সুগন্ধ ও সুমিষ্ট হয়। অনেকে পাকাডুমুরও খাইয়া থাকে। গাছের গোড়ায় এবং শাখার গায়ে থোপা থোপা ডুমুর ধরে। শতদ্রুতীরে ডুমুরের ছালে একরূপ মোটা দড়ি প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ কার্য্যকর নহে। পাতায় পশ্বাদির খাদ্য হয়।

ভুঁই ডুমুর (Ficus heterophylla) এই জাতীয় ডুমুর গাছ একরূপ লতানে গুল্ম। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর প্রদেশে, চট্টগ্রাম, তেনাসেরিম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে নদীতীরে জন্মিয়া থাকে। স্থানভেদে ইহার আবার জাতিভেদ আছে। ইহার পত্র ও মূল নানাবিধ ঔষধে প্রযুক্ত হয়। ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্ত গুণসম্পন্ন। উহার চূর্ণ

ধনিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কাশ, কফ প্রভৃতি হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হয়। চট্টগ্রাম প্রদেশে ইহার ফল ভক্ষণ করে।

ডুমুরদহ, বাঙ্গালার অন্তর্গত হুগলী জেলার একটী সহর। এই সহর ভাগীরথীর তীরে নয়াসরাইয়ের উপরেই অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ২´ ১৩´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৮´ ৫০´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থান ডাকাইতির জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোকে এই স্থান দিয়া যাইতে ভয় করিত। সূর্য্যাস্তের পর কোন পথিকই নিকট দিয়া যাইত না, এমন কি দিবাভাগেও কেহ এখানকার ঘাটে নৌকাদি বাঁধিত না। এখানকার প্রসিদ্ধ ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবুর নাম তৎকালে কাহারও অবিদিত ছিল না। এই দুর্ব্বৃত্ত পথশ্রান্ত পথিকদিগকে রাত্রিসমাগমে অতি সৌজন্য ও আতিথেয়তা সহকারে আশ্রয় প্রদান করিত এবং নিদ্রাবস্থায় উহাদিগকে নদীতে ভাসাইয়া দিত। চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান এই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইত। ইহার গতিবিধি অপরিজ্ঞাত থাকায় বিশ্বনাথ বহুকাল পর্য্যন্ত পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া ডাকাইতি করিতে থাকে। পরে ইহার জনৈক অনুচর সন্ধান বলিয়া ধরাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, সমধর্ম্মাবলম্বী দস্যুদিগের মনে ভীতিসঞ্চারের জন্য বিশ্বনাথকে যে স্থানে ধরা হয়, সেই স্থানে তাহার ফাঁসি হইল। বিশ্বনাথ কখনও দরিদ্রকে উৎপীড়ন করিত না, বরং অনেক দীন দুঃখী তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইত।

ডুমার, ব্রহ্মখণ্ড-বর্ণিত ভোজদেশের অন্তর্গত সিদ্ধাশ্রমের দক্ষিণাংশে অবস্থিত নগর। (বর্ত্তমান ডুম্‌রাওন্‌ বলিয়া অনুমিত হয়।) ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডের মতে, এখানে ভূমিহারক জাতীয় প্রবল পরাক্রান্ত উদয়বন্ত সিংহের রাজত্ব। তাঁহার বংশীয় বিক্রমসিংহ এখানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করেন। (ভ° ব্রহ্ম° ৩১ অঃ)

ডুম্‌রাওন্‌, শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন সহর। এখানে ডুম্‌রাওনের রাজবংশ বাস করেন। ডুম্‌রাওনের রাজগণ পম্বরনামক রাজপুতকুলোদ্ভব। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উজ্জয়িনীনগরে বাস করিতেন, তথা হইতে মধ্যভারতে ছড়াইয়া পড়েন। মহারাজ সিন্ধোলসিংহ সর্ব্বপ্রথম বেহারে আসিয়া বাস করেন। তিনি আপন পুত্র ভোজসিংহকে সোপার্জ্জিত রাজত্ব দান করিয়া যান। ভোজসিংহের নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত জনপদ ভোজপুর নামে বিখ্যাত হয়। কালচক্রে এই রাজবংশ নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে প্রধানবংশ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজধানী ডুম্‌রাওনে বাস করিতে লাগিলেন, একশাখা বক্সারে ও অপর শাখা জগদীশপুরে গিয়া বাস করিল।

এই বংশে রাজা নারায়ণমল্ল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের নিকট রাজা উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বীরবরসাহি, রুদ্রপ্রতাপসাহি, মান্ধাতাসাহি, হোবিলসাহি, ছত্রধারী সিংহ ও বিক্রমজিৎ সিংহ রাজ্যশাসন করিয়া মোগল বাদশাহগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আলমগীর, ফরুখশিয়ার, মহম্মদশাহ ও শাহআলমের নিকট উক্ত রাজগণ অনেক জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বক্সারে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জয়প্রকাশসিংহ ইংরাজসেনানায়ক হেক্‌টর মন্‌রোর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

সেই জন্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ্চ জয়প্রকাশ বড়লাট মার্ক্‌ইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংসের নিকট মহারাজ বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

জয়প্রকাশের পর তাঁহার পৌত্র জানকীপ্রসাদ সিংহ অতিঅল্প বয়সে রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় মহেশ্বরবক্স সিংহ বাহাদুর ডুম্‌রাওন্‌ রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিলেন। ইনি নেপাল-যুদ্ধকালে ও সিপাহীবিদ্রোহের সময় বৃটীশ গবমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জগদীশপুরে ইহার জ্ঞাতি কুমারসিংহ বিদ্রোহী হইলে মহারাজ মহেশ্বরবক্সের যত্নে অতি অল্প কালমধ্যেই বিদ্রোহিগণ পরাজিত ও শাসিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বৃটীশগবমেণ্ট তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধি এবং তাঁহার বর্ত্তমানেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার রাধাপ্রসাদসিংহকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

মহারাজ রাধাপ্রসাদের যত্নেও ডুম্‌রাওন্‌রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ডুম্বুর, বঙ্গদেশের চন্দ্রদ্বীপ-ভূভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

একদিন মহাদেব উমার সহিত ব্যোমমার্গে ইন্দ্রপুরে গমন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। এখানে তিনি ভক্তগণের নৃত্যদর্শনে বিমোহিত হইলেন, তাঁহার হস্ত হইতে ডমরু পতিত হইল, পড়িয়াই তাহা হইতে অপূর্ব্ব শব্দ হইতে লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ তদ্দৃষ্টে বেদবিধিক্রমে ডম্বরুর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন শিবডম্বরু সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়া গেল, "এখানকার লোকেরা সকলেই ধার্ম্মিক, বিদ্বান, জ্ঞানী, ধনী ও নিরোগী হইবে।" যেখানে ডম্বরু পড়িয়াছিল, সেই স্থানই কালক্রমে ডুম্বরু বা ডুম্বুর নামে খ্যাত হয়; (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৩ অঃ)

ডুম্বুর (পুং) ডুমুর। [ডুমুর দেখ।]

ডুম্বুরপর্ণী (স্ত্রী) দন্তীবৃক্ষ।

ডুরিয়া (দেশজ) ১ ডোরা কাটা। ২ কুক্কুরপালক।

ডুরা (দেশজ) ১ দড়ি। ২ পাকওয়াজ, তবলা ইত্যাদি বাদ্য-যন্ত্রের পার্শ্বে যে চামড়ার বন্ধনী থাকে, তাহাকে ডুরী কহে।

ডুরীপড়া (দেশজ) দড় পড়া, গাঁটপড়া।

ডুরীহার, একপ্রকার শৈবযোগী। ইহারা ডুরী অর্থাৎ কার্পাস-সূত্রের ও পট্টসূত্রের বস্ত্র পরিধান করে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ডুরীহার বলে।

ডুলি (স্ত্রী) দুলি পৃষো° সাধু। ১ দুলি, কমঠী, কচ্ছপস্ত্রী। ২ যানবিশেষ। ইহাতে স্ত্রীলোকেরা যাতায়াত করে।

ডুলিকা (স্ত্রী) ডুলিরিব কায়তি কৈ-ক। খঞ্জনাকার পক্ষিবিশেষ।

ডুলী (স্ত্রী) ডুল-ঙীষ্। চিল্লীশাক।

ডেউয়া (দেশজ) ডেও, মাদর।

ডেউয়া-পিপীড়া (দেশজ) কৃষ্ণকায় বড় জাতীয় পিপীলিকা।

ডেঁতে (দেশজ) ১ দণ্ডিত।

ডেঁপ (দেশজ) রসগ্রাহী, বৃক্ষমূল।

ডেকরা (দেশজ) ডঙ্গর, দুষ্ট, বদমাইস।

ডেকরামি (দেশজ) ডেকরার কার্য্য।

ডেকরা (দেশজ) যে স্ত্রীলোক দুষ্টামি বা বদমাইসী করে, নিষ্ঠুর স্ত্রী।

ডেগ (পারসী) তাম্র বা লৌহনির্ম্মিত স্থালীপাত্র।

ডেগরা (দেশজ) ১ ধূর্ত্ত, শঠ। ২ উচ্ছৃঙ্খল।

ডেঙ্গর (দেশজ) মৎকুণ, উকুণ।

ডেঙ্গুয়া (দেশজ) ১ একপ্রকার গুল্ম। ২ যে পুরুষের স্ত্রী নাই।

ডেঙ্গুয়াশাক (দেশজ) একপ্রকার গুল্ম।

ডেড় (দেশজ) অর্দ্ধাধিক এক, সার্দ্ধেক।

ডেড়া (দেশজ) অভাব, দারিদ্রতা।

ডেনা (দেশজ) পক্ষ, ডানা, পাখা।

ডেন্মার্ক, য়ুরোপের উত্তরাংশবর্ত্তী একটী দেশ। অক্ষা° ৫৩° ২৩´ হইতে ৫৭° ৪৪´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮° ৫´ হইতে ১২´ ৪৫´ পূঃ। ইহার উত্তরে স্কাকারাক উপসাগর, পূর্ব্বে কাটিগাট ও সাউণ্ড প্রণালী ও বাল্টিক সাগর, দক্ষিণে জর্ম্মণির কতকাংশ এবং পশ্চিমে জর্ম্মণসাগর বা দিনেমারদিগের ভাষায় পশ্চিম মহাসমুদ্র।

জিলণ্ড, ফিউনন, লালাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ, জট্লাণ্ড উপদ্বীপ ও বাল্টিকসাগরস্থ বর্ণহোলম্ দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত। পূর্ব্বে শ্লেস্‌ভিগ হোগষ্টিন ও লোয়েনবার্গ নামক দুইটী প্রদেশও ডেন্মার্কের অন্তর্গত ছিল, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণির সহিত যুদ্ধে ডেন্মার্ক ঐ দুই প্রদেশ হারাইয়াছে। বর্ত্তমান রাজ্যের পরিমাণফল ১৪৭৮৯ বর্গমাইল; অধিবাসীর প্রায় অর্দ্ধেক কৃষিজীবী। প্রায় একচতুর্থাংশ শিল্প ও বাণিজ্য-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ইহার জট্লণ্ড উপদ্বীপ য়ুরোপখণ্ডের সহিত সংলগ্ন এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৩০০ মাইল, বিস্তার পূর্ব্বপশ্চিমে নানাস্থানে নানারূপ; কোন স্থানে ৩০ মাইল মাত্র, কোথাও বা ১০০ মাইল। ইহার উপকূল-ভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০০ মাইল, কিন্তু এই সুদীর্ঘ উপকূলের অধিকাংশ স্থানেই জল নিতান্ত অগভীর এবং অসংখ্য চড়া, ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বালুকাবাঁধ থাকায় বাণিজ্যের অসুবিধাজনক।

দ্বীপসকলের মধ্যে জিলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাজধানী কোপেনহেগেন এই দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপের ভূমি নিম্ন এবং প্রায় সমতল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কয়েক ফিট্ উচ্চ। স্থানে স্থানে দুই একটী বিরল পাহাড় আছে, উহাদের উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৫০০ ফিটের অধিক নহে। জিলণ্ড ও জট্লণ্ডের মধ্যে ফিউনন্ দ্বীপ অবস্থিত। লালাণ্ড, সোংলাণ্ড, ফল্‌ষ্টার, মোয়েন প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপ ফিউনন ও জিলণ্ডের দক্ষিণে অব-স্থিত। ইহাদের প্রকৃতি ও সন্নিহিত সাগরের অল্প গভীরতা দৃষ্টে অনুমান হয়, বহুপূর্ব্বে ঐ সমস্ত দ্বীপ পূর্ব্বে সুইডেন ও পশ্চিমে জটলণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া এক বৃহৎ ভূখণ্ড ছিল; কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হইয়াছে।

ডেন্মার্কে খাড়ী অর্থাৎ দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট সাগরশাখা বিস্তর। উত্তরভাগে লিম-ফোর্ড খাড়ি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পশ্চিম প্রান্তস্থ অপ্রশস্ত যোজক ভাঙ্গিয়া গিয়া ইহা জর্ম্মণ-সাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। ডেন্মার্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ অনেক আছে, কিন্তু উচ্চ পর্ব্বত ও বৃহৎ নদী নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, অনতি উচ্চ পাহাড় এবং অনেক কৃত্রিম খাল আছে।

সমুদ্র-সন্নিহিত বলিয়া ডেন্মার্কে শীতগ্রীষ্মের প্রকোপ তাদৃশ অধিক নহে। বায়ু অনেক সময় সরস ও মনোরম। বড়দিনের পূর্ব্বে এবং ফাল্গুন গত হইলে শীতের প্রখরতা প্রায় থাকে না। কখন কখন গ্রীষ্মকালে অসাধারণরূপে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এখানকার জলবায়ুর অবস্থা অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল, বৃষ্টি ও কুজ্ঝটিকা প্রায় ঘটিয়া থাকে। রাজধানী কোপেনহেগনের তাপাংশ শীতকালে ৩২'৯, বসন্তকালে ৪৩'৫, গ্রীষ্মকালে ৬৩'৫ এবং শরৎকালে ৪৯'৩ ফা°।

ভূমি উর্ব্বরা এবং গোধুম, যব, রাই প্রভৃতি নানাবিধ শস্য উৎপন্ন করে। কেবলমাত্র জিলণ্ড দ্বীপে ফলশাকাদি উৎপন্ন

হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ২০০০০ হইতে ২৫০০০ অশ্ব বিদেশে প্রেরিত হয়। প্রধানতঃ দুগ্ধের জন্যই লোকে গোমেষাদি প্রতিপালন করে। খাড়ী ও নদীসকলে মৎস্য প্রচুর। অনেক স্থানে মাছ ধরিবার আড্ডা আছে, ঐ সকল স্থান হইতে বিস্তর আয় হয়। শুক্তিও বিস্তর উত্তোলিত হয়; কিন্তু উহা রাজার একচেটিয়া। জটলণ্ডের উত্তরভাগে বহুসংখ্যক কড মৎস্য পাওয়া যায়। ইহা হইতে কডলিভার অয়েল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তিমিও পাওয়া যায়। ডেন্মার্কে আকরিক বিরল। বর্ণহোলম্ দ্বীপে পাথরিয়া কয়লা অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। কাষ্ঠও স্বচ্ছল নহে।

এখানে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নীত হইতেছে। শস্য, মাখন, পনির, লবণাক্ত মাংস, মস্য, ছাগ, মেষ, অশ্বগবাদি পশু, চর্ম্ম, চর্ব্বি, লোম এবং নানাবিধ মৎস্য, কড, তিমি প্রভৃতির তৈলাদি বিদেশে প্রেরিত হয়। আমদানীর মধ্যে কার্পাস ও রেসমবস্ত্র, লৌহ, নানাবিধ কলকব্জা, মদ্য, ফল, চা, তামাক, কাফি, কড়িকাঠ ইত্যাদি প্রধান।

ডেন্মার্কের সৈন্যসংখ্যা ৫০, ৫২২ জন, প্রয়োজনমত ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে। ৩৭টী যুদ্ধ-জাহাজ ও তাহাতে ২২৭টী কামান এবং ১১৭০ জন সৈন্য কর্ম্মচারী আছে।

ডেন্মার্কের রেলপথের পরিমাণ প্রায় ১২০৮ মাইল এবং টেলিগ্রাফ-তার ৬৮৮৯ মাইল।

রাজ্যের আয় ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে ৩,৯১, ০০০০৲। ডেন্মার্কে বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত অতিশয় উত্তম। এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশেষ বিখ্যাত। ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে বালকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে প্রত্যেক অভিভাবকই বাধ্য। ডেন্মার্কের সকল বিদ্যালয়ই রাজার অধীন।

ডেন্মার্কের রাজাদিগকে লুথার-সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু প্রজাগণ ইচ্ছানুসারে যে কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে লুথারের সংস্কার ডেন্মার্কে প্রবেশ করে। এই রাজ্যে ৯ জন বিশপ আছেন। বিশপদিগকে রাজা স্বয়ং মনোনীত করেন। তাঁহাদের শাসন-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা নাই।

ডেন্মার্কের ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও নগরে অনেকগুলি বিচারালয় আছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিচারালয় কোপেনহেগন নগরে অবস্থিত। কোর্ট অব কনসিলিয়েসন্ (Court of Conciliation) নামক আদালতে সর্ব্বপ্রথম অভিযোগ উপস্থিত করিতে হয়। নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এই রাজ্যে বংশানুক্রমিক রাজ-নিয়োগ প্রচলিত ছিল না। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে তৃতীয় ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে রাজ্যশাসন-ক্ষমতা বংশানুগত হয়। সেই অবধি রাজা নিজ ইচ্ছানুসারে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অনেকে অসন্তুষ্ট হওয়ায় ১৮৩১ খৃঃ অব্দে জটলণ্ড ও দ্বীপগুলি শাসন করিবার জন্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী সভা গঠিত করিলেন। ইহাতে কার্য্যের অতিশয় বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা ৭ম ফ্রেডারিক কর্তৃক ডেন্মার্কের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী বদ্ধমূল হইল। প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় এবং এই প্রতিনিধিগণ মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণ করেন। এই জাতীয় সভা দুই ভাগে বিভক্ত; —Folksthing and Landsthing। এই দুই সভা কতকাংশে বৃটীশ পার্লামেণ্টের House of Commons এর সমতুল্য।

ডেন্মার্কে রাজার দেহ অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রাজ্যের কোনরূপ বিশৃঙ্খলার জন্য মন্ত্রিগণই দায়ী।

রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণকে রাজা কাউণ্ট এবং ব্যারণ এই দুই প্রকার উপাধি দিয়া থাকেন; কিন্তু উপাধিহীন প্রাচীন বংশীয় লোকগণই সাধারণের নিকট অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হন। উপনিবেশ শাসন করিবার জন্য রাজার অধীনে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়। রাজার একটী মন্ত্রিসভা আছে। এই সভা রাজা, তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী ও ৮ জন সভ্য-দ্বারা গঠিত।

দিনেমারগণ অতিশয় বলিষ্ঠ। ইহাদের আকৃতি খর্ব্ব নহে। ইহাদের দেহের বর্ণ পরিষ্কার, চক্ষু নীলবর্ণ এবং কেশ পাতলা। ইহারা সহজে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় না; কেহ ইহাদের সত্ব অধিকার করিলেও সহজে তাহাকে বাধা দেয় না। কিন্তু ইহারা অতিশয় সাহসী এবং স্বদেশের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে ইহারা অণুমাত্রও কুণ্ঠিত নহে। ডেন্মার্কের সকল শ্রেণীর লোকই অতি যত্নের সহিত মৃতের কবর রক্ষা করে। ইহারা ফুল অতিশয় ভালবাসে। ইহাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান প্রশংসার্হ।

সিম্রি (Cymri)-গণই ডেন্মার্কের আদিম নিবাসী। তৎপরে অডিনের অধীনে গথগণ আসিয়া এই স্থানে বাস করে। এই কালে ডেন্মার্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং অধিবাসিগণ জলদস্যুতা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। অধিবাসিগণ বিনডার (Bœnder) এবং ট্রেল (Trælle) এই দুই শ্রেণীতে পরিচিত হইত। শেষোক্তগণ ভূমিকর্ষণ, শিকার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এই কালে স্ত্রীলোকগণ পুরুষের সমকক্ষ বিবেচিত হইত। রোম-সাম্রাজ্যের

অবনতিকালে ইহারা ইংলণ্ড প্রভৃতিদেশে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ৮২৬ খৃঃ অব্দে ডেন্মার্কের রাজা হারাল্ড ক্লাক (Harold Klak) জর্ম্মণিদেশ হইতে অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সময় উক্ত রাজা অন্সগোরিয়াস্ কর্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু প্রজাগণ খৃষ্ট ধর্ম্মকে অতিশয় ঘৃণা করিত। ১০৪১ খৃঃ অব্দে এসট্রিডসন রাজা হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হেতু ডেন্মার্ক ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তৃতীয় ভলডেমারের রাজত্বকালে দিনেমারদিগের জাতীয় বিধিব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইল। ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে ভলডেমারের কন্যা মারগারেট সমস্ত স্কন্দনাভিয়ার রাজ্ঞী হইলেন; কিন্তু ১৪১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্য কএকটী পুনরায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে ক্রিষ্টফার ডেন্মার্ক শাসন করিতে লাগিলেন। ১৪৪৮ অব্দে ১ম খৃষ্টিয়ান ডেন্মার্কের এবং ২৫১৩ অব্দে ১ম ফ্রেডারিক নির্ব্বাচনানুসারে ডেন্মার্ক ও নরওয়ে এই যুক্ত রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে ৪র্থ খৃষ্টিয়ান রাজা হইয়া ডেন্মার্ককে অতিশয় ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিলেন। কিন্তু উচ্চবংশীয়গণ প্রতিকূল আচরণ করায় ডেন্মার্ক শীঘ্রই নিজ অধিকার হারাইল। ১৬৬০খৃঃ অব্দে Arve-Envold's Regiering's Akt অনুসারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর প্রায় এক শতাব্দী কৃষকগণ অতিশয় অধীনতা সহ্য করিতে লাগিল। ৭ম খৃষ্টিয়ানের সময় ডেন্মার্কের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইঁহার রাজত্বকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত ও গবর্মেণ্টের অব্যাহত ব্যবসা রহিত হয়। নেপোলিয়ানের সহিত মিলিত হইয়া য়ুরোপীয় অপরাপর রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সর্ব্বদা যুদ্ধ করায় ডেন্মার্ক প্রায় দেউলিয়া পড়িয়াছিল। ১৮০৭খৃঃ অব্দে নেল্‌সন দিনেমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পর ভিয়েনা সন্ধি অনুসারে ডেন্মার্ক রাজ্য হইতে নরওয়ে সুইডেনের সহিত সংযোজিত হইল। বহুপূর্ব্ব হইতেই রাজ্য লইয়া জর্ম্মণবাসীদিগের সহিত দিনেমারদিগের শত্রুভাব ছিল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই শত্রুভাব প্রকাশ্যযুদ্ধের অবতারণা করিল। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে দিনেমারগণ জয়লাভ করিলে উভয় রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ডেন্মার্কের প্রজাগণ রাজার নিকট হইতে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখন সুখে বাস করিতেছে। কিন্তু ডেন্মার্কের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হইতে এখনও অসন্তোষভাব দূরীভূত হয় নাই। ডেন্মার্কের বর্ত্তমান রাজার নাম ৯ম খৃষ্টিয়ান্।

ডেবরা (দেশজ) স্ফীত, উন্নত।

ডেবরি (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ডেরা (দেশজ) কিছুদিনের জন্য কোন স্থানে বাস করা, আড্ডা।

ডেলা (দেশজ) মাটির চাপ, ভাঙ্গা ইট।

ডেলাডাঙ্গামুগুর (দেশজ) মাটির চাপ বা খোওয়া ভাঙ্গিবার মুগুর। (Harrow)

ডেহরিয়া, কাশী প্রদেশের পূর্ব্বভাগে কর্ম্মনাশানদীকূলে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডের মতে এখানে পূর্ব্বকালে তাড়কারাক্ষসী বাস করিত। রামচন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিলে তাহার অস্থিগুলি কালক্রমে মাটি হইয়া যায়। (ভ° ব্রহ্ম° ৫৭ অঃ)

ডেহুয়া (দেশজ) ডেও, মাদার।

ডোকরা (দেশজ) লক্ষীছাড়া, ইহা প্রায় ইতর লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ডোকরান (দেশজ) ১ ভয় পাইয়া অস্ফুট স্বরে রোদন করা। ২ দুগ্ধপোষা বালকের উচ্চহাস্য।

ডোকলা (দেশজ) উদরম্ভরি, পেটুক।

ডোগ (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

ডোঙ্গা (দেশজ) তালবৃক্ষ বা কলার বাগদো-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র তরি।

ডোড়িকা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ, হিন্দী করেরূআ। [ডোরী দেখ।

ডোড়া (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—জীবন্তী, শাকশ্রেষ্ঠা, সুখালুকা, বহুবল্লী, দীর্ঘপত্রা, সূক্ষ্মপত্রা, জীবনী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন, কফ, বাত, কণ্ঠাময় রক্তপিত্ত ও দাহনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি°)

ডোম, ভারতবর্ষের নীচশ্রেণীর জাতিবিশেষ। এই জাতি বহু স্থানে বিস্তৃত ও নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। বেহারের মগহিয়া ডোমগণ বলিয়া থাকে যে, একদিন মহাদেব এবং পার্ব্বতী সমস্ত জাতিকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডোমদিগের আদিপুরুষ সুপত ভকত সকলের শেষে নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, অন্যান্য জাতীয় লোকদিগের আহার শেষ হইয়াছে। তাহার অতিশয় ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে সকলের ভুক্তাবশিষ্ট একত্র করিয়া ভোজন করিল। উপস্থিত সকলেই তাহার এই কার্য্যের অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইল। বেহারের যে কোন ভিক্ষোপজীবী ডোমকে তাহার জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সে ঝুটা-খাই অর্থাৎ উচ্ছিষ্টভক্ষক। কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে ডোমদিগের নিকট তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই প্রবাদটী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ইহারা বলে বাগ্দী জাতির লেটশ্রেণীর পুরুষের ঔরসে ও চণ্ডাল জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে কালুবীরের জন্ম হয়। [ডম দেখ।]

সেই কালুবীর এই সমস্ত ডোমশ্রেণীর আদিপুরুষ। কালুবীরের প্রাণবীর, মনবীর, বাণবীর ও শাণবীর এই চারিপুত্র হইতে আঙ্কুরিয়া, বিশভলিয়া, বাজুনিয়া এবং মগহিয়া এই চারি শ্রেণীর ডোম উৎপন্ন হইয়াছে। ধাকালদেশিয়া কিংবা তপসপুরিয়া ডোমগণও কালুবীরকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া থাকে। ইহারা অপরের মৃতদেহ স্থানান্তর করে ও চিতা কাটে। এই ডোমগণের এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহাদেব কালুবীরের এক পুত্রকে গঙ্গা হইতে জল আনিতে পাঠাইলেন। এই ব্যক্তি গঙ্গাতটে আসিয়া দেখিল যে, কতজন লোক একটী মৃতদেহ দগ্ধ করিবার জন্য তথায় আনয়ন করিয়াছে। তখন সে মৃতব্যক্তির আত্মীয়-দিগের নিকট অর্থ লইয়া মাটি কাটিয়া একটী চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিলে মহাদেব তাহাকে অভিশাপ দিলেন যে, সে এবং তাহার বংশধরগণ চিরকাল মৃতদেহ সৎকারাদি করিয়া কালযাপন করিবে। ডোমদিগের স্ত্রীলোকগণ ধাত্রীর কার্য্য করায় তাহারা 'দাই' নামে উক্ত হইয়া থাকে, এই শ্রেণীর পুরুষগণ মজুরি করে। এক শ্রেণীর ডোম বাঁশ কাটিয়া চুপরি, ঝাকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদিগকে বাঁশফোর বলে। ছপর প্রস্তুত করে বলিয়া এই শ্রেণীর কোন কোন ডোম ছপরিয়া নামে খ্যাত।

ডোমদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের গোত্রই অধিক প্রচলিত। সাধারণতঃ ডোমদিগের পঞ্চম পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বেহারের মগাহিয়া ডোমদিগের মধ্যে বিবাহের জন্য গোত্রের নিয়ম অতিশয় প্রবল। (১) পিতা, (২) পিতামহী, (৩) প্রপিতামহী, (৪) বৃদ্ধা প্রপিতামহী, (৫) মাতা, (৬) মাতামহী এবং (৭) প্রমাতামহী—ইহারা যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণীতে মগহিয়া ডোমগণ বিবাহ করিতে পারে না। বঙ্গদেশের ডোমগণের মধ্যে কেবলমাত্র এক মূলের স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ নিয়ম-বিরুদ্ধ। বাঁকুড়ায় অধস্তন ৩ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না, কিন্তু ভৈয়াদি থাকিলে ৫ পুরুষের মধ্যেও বিবাহ হইতে পারে না। ২৪ পরগণাবাসী কোন ডোম সপিণ্ড স্ত্রী গ্রহণ করে না।

অন্যজাতীয় কোন লোক ইচ্ছা করিলে পঞ্চায়তকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও নিকটবর্ত্তী ডোমদিগকে একটী ভোজ দিয়া ডোমজাতিভুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ডোমশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক পঞ্চায়তের নিকট হইতে এক প্রকার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গের ডোমগণ অতি অল্প বয়সেই তাহাদের কন্যার বিবাহ দেয়। ১০ বৎসরের অধিকবয়স্কা কোন কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিলে সমাজে কন্যার পিতার নিন্দা হয়। ইহাদের মধ্যে কন্যার পণ ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা। ঢাকাজেলার ডোমগণ বিবাহকালে আত্মীয়স্বজনাদিকে আমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইলে বরের পিতা পুত্রকে কোলে লইয়া মরোচের মধ্যস্থলে উপবেশন করে এবং কন্যার পিতা ও কন্যাকে লইয়া বরের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়। কন্যার পিতা ৭ পুরুষের এবং বরের পিতা ৩পুরুষের নাম উচ্চারণ করে। তৎপরে তাহারা ঈশ্বরকে এই ব্যাপারে সাক্ষী করে এবং বরের পিতা কন্যার পিতাকে তাহার কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করে। কন্যার পিতা সম্মতিসূচক উত্তর দিলে বর কন্যার কপালে সিন্দূর দেয়। এইরূপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২৭ পরগণার ডোমগণ বিবাহকালে বিবাহসভার মধ্যস্থলে একপাত্র গঙ্গাজল রাখে। এই পাত্রের উপর বর ও কন্যা উভয়ের হস্ত স্থাপিত করে। ধর্ম্মপণ্ডিত মন্ত্রাদি পড়িলে অবশেষে বর ও কন্যা পরস্পরের পুষ্পমালা বদল হয়। বিবাহের পূর্ব্বে দুর্গা, মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দেবতা অর্চ্চিত হইয়া থাকে।

ডোমদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিধবার সহিত তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ বেহারের ডোমগণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে। বস্ত্র ও সিন্দূরদানই সাঙ্গা অথবা বিধবা-বিবাহের অঙ্গ। মুর্শিদাবাদের ডোমদিগের মধ্যে পতিপত্নীপরিত্যাগ-প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এই পরিত্যাগ পঞ্চায়তের সম্মতিক্রমে হওয়া আবশ্যক। পঞ্চায়ত 'যাও' বলিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। উত্তর ভাগলপুরে স্বামী কতকগুলি খড় লইয়া সকলের সাক্ষাতে দ্বিখণ্ড করিলে বিবাহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। মুঙ্গেরে ২য় স্বামী সকলকে ভোজন করাইবার জন্য পঞ্চায়তকে একটী শূকর দেয়। যদি কেহ কোন স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে, তবে পূর্ব্বস্বামীকে ৯টী টাকা দিলেই সে সমাজ হইতে মুক্তি পায়।

ডোমদিগের পঞ্চায়তগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে; যথা,—সরদার, প্রধান, মণ্ডল, মরার, গোরৈত, কবিরাজ। এক ব্যক্তির সন্তানগণই উত্তরাধিকারক্রমে পঞ্চায়ত নাম লাভ করে। প্রতি পঞ্চায়তের অধীনে এক এক জন ছড়িদার থাকে।

ডোমদিগের ধর্ম্মের শৃঙ্খলা নাই। বিভিন্ন প্রদেশীয় ডোমদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর সামঞ্জস্য দেখা যায় না। ইহাদিগের

কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত না থাকায় ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভাগিনেয়-গণই সচরাচর পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। যদি ভাগিনেয় অথবা ভাগিনেয়-সম্পর্কীয় কোন লোক না থাকে, তবে পরিবারের কর্ত্তা মন্ত্রাদি পাঠ করে। বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলায় দেঘরিয়া এবং অন্যান্য জেলায় ধর্ম্মপণ্ডিত নামে অভিহিত ডোমগণ দ্বারা পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইহাদের পদ পুরুষানুক্রমিক। অঙ্গুলিতে তাম্রঅঙ্গুরি দ্বারা ইহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাঁওতাল পরগণায় নাপিতগণ পৌরোহিত্য করে।

বাঁকুড়া ও পশ্চিমবঙ্গের ডোমগণ অনেকাংশে বৈষ্ণব। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ ব্যতীত ধর্ম্মরাজও ইহাদিগের প্রধান উপাস্য। ইহারা ভাত এবং বাজুনিয়াগণ দুর্গাপূজাকালে ঢাকপূজা করিয়া থাকে। মধ্যবঙ্গের ডোমগণ একান্ত কালীভক্ত। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ডোম শোভন-ভকতকে গুরুরূপে পূজা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে তাহাদিগের উৎপত্তির উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে হরিশচন্দী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদিগের মতে, হরিশ্চন্দ্র যথাসর্ব্বস্ব বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া পরে এক ডোমের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন। ডোমের সদয় ব্যবহারে হরিশ্চন্দ্র অতিশয় প্রীত হইয়া সমস্ত জাতিকে তাঁহার নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; তদবধি ডোমগণ ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গে শ্রাবণিয়া পূজা ডোমদিগের প্রধান উৎসব। এই উৎসব শ্রাবণমাসে সম্পন্ন হয়। তৎকালে একটী শূকর বলি দিয়া একটী পাত্রে উহার শোণিত ও অপর একটী পাত্রে দুগ্ধ এবং তিন পাত্র সুরা নারায়ণকে উৎসর্গ করা হয়। ভাদ্র কৃষ্ণনিশিতেও ঐরূপ একদিন একপাত্র দুগ্ধ, চারিপাত্র সুরা, একটী নারিকেল, এবং গাঁজা-কলিকা হরিরামকে উৎসর্গ করিয়া পরে শূকরবলি দিয়া উৎসব করে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সর্ব্বত্র একটী প্রথা ছিল। সূর্য্য বা চন্দ্র-গ্রহণসময়ে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ বহির্দ্বারে কয়েকটী তাম্রমুদ্রা রাখিত, উহা ডোমদিগের প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি গ্রহাচার্য্যগণ উহা লইয়া থাকে। রিশ্‌লি সাহেব অনুমান করেন, এই প্রথাদ্বারা প্রতীত হয় যে, ডোমগণ পূর্ব্বে অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি ভূতোপাসক অনার্য্য জাতিদিগের পুরোহিত ছিল।

বেহারের ডোমগণ বাঙ্গালার ডোমদিগের অপেক্ষা হিন্দু-য়ানিতে অনেক পশ্চাৎপদ। ইহারা মহাদেব, কালী, গঙ্গা, প্রভৃতির সময় সময় পূজা করিলেও শ্যামসিংহ, রক্তমালা, গোহিল, গোরৈয়া, বন্দী, লোকেশ্বর, বিহবার প্রভৃতি ইহাদের অগণ্য দেবতা আছে। ইহাদের মধ্যে শ্যামসিংহকে অনেকে ইহাদের আদিপুরুষ বলিয়া অনুমান করেন। শ্যামসিংহই ইহাদের প্রধান দেবতা, দারভঙ্গের দেওধা নামক স্থানে ইঁহার এক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য দেবতাসকলের বিবরণ এবং আকারপ্রকার ডোমদিগের ধর্ম্মজ্ঞানের ন্যায় অস্পষ্ট। বিবাহ, উৎসব কিংবা মারীভয় উপস্থিত হইলে ডোমগণ মৃত্তিকা দ্বারা পিণ্ডাকৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শূকরবলি দিয়া তাহাদিগের উপাসনা করে। গ্রামের প্রান্ত-ভাগে একটী গৃহে কিংবা তরুতলে ঐ সমস্ত পূজাদি সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, ঐ সকল ঠাকুরের সংখ্যা ও উৎপত্তি-বিবরণ অসংখ্য। কোন ব্যক্তি নিজ কার্য্য, মৃত্যু বা অপর কারণে বিখ্যাত হইলে ডোমগণ তাহাকেই ঠাকুর বলিয়া উপাসনা করে। শ্যামসিংহ ও সম্ভবতঃ এইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। গয়ার নিকটস্থ মগাহয়া ডোমগণ বিখ্যাত ডাকাইত। কেহ ডাকাইতি করিতে বাহির হইলে তাহার মঙ্গলার্থ সন্সারিমাই দেবীর পূজা করিত। অনেকে অনুমান করেন, এই দেবী কালীরই নামভেদমাত্র, আবার অনেকে বলেন, ইহা পৃথিবী। এই দেবীর উপাসনার জন্য প্রতিমূর্ত্তির প্রয়োজন হয় না। গৃহমধ্যে সার্দ্ধ বিঘত পরিমিত স্থানে গোময়জলে একটী মণ্ডলী করিয়া উপাসক ঐ মণ্ডলীর সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করে এবং দক্ষিণ হস্তে ডোম-দিগের বিখ্যাত কাটারি লইয়া তদ্দ্বারা বামবাহুতে একস্থানে কর্ত্তন করে। পরে কুস্থুলী দ্বারা ঐ রক্ত ৪।৫ ফোঁটা লইয়া মণ্ডলীর মধ্যে চিহ্নিত করিয়া দেয় এবং মৃদুস্বরে দেবীর নিকট প্রার্থনা করে যেন ঐ রাত্রি খুব অন্ধকারময় হয়, যেন তাহার চৌর্য্যলব্ধ ধন প্রচুর হয় এবং যেন সে কিংবা তাহার অনুচরবর্গের কেহ ধরা না পড়ে।

অনেকের বিশ্বাস ডোমগণ মৃতদেহের অগ্নিসৎকার বা গোর কিছুই করে না, তাহারা নিশিযোগে মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সন্নিহিত নদীতে ভাসাইয়া দেয়। যাহা হউক, এই ভীষণ ধারণা নিতান্ত অমূলক, সম্ভবতঃ ডোমদিগকে পূর্ব্বে রাত্রিযোগেই মৃতসংকার করিতে বাধ্য করায় ঐরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ঢাকাপ্রদেশে ডোমগণ মৃতদেহ নদীতে ভাসাইয়া দেয়; সম্ভ্রান্ত হইলে তাহার দেহ সমাহিত করা হয়। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থানেই দাহ করিবার প্রথা প্রচ-লিত হইয়াছে। মৃতের সংকার সম্পন্ন হইলে সকলে স্নান করিয়া, ক্রমান্বয়ে লৌহ, প্রস্তর ও শুষ্ক-গোময় স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হয়, এবং মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে অন্ন ও মদ্য উৎসর্গ

করে। ৯ দিন পর্য্যন্ত কেহ মৎস্ত বা মাংস খায়না। ১০ম দিবসে শূকরমাংস-ভোজন ও মন্তাদি পান করিয়া উৎসব করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বেহারপ্রদেশে ডোমগণ সচরাচর মৃতের অগ্নিসংকার করে; কচিৎ পুতিয়া ফেলা হয়। তবে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে মরিলে কিংবা ৩ বৎসরের অনধিকবর্ষবয়স্ক হইলে পুতিয়া ফেলে। তথায় স্থানে স্থানে ১১শ ১২শ বা ১৩শ দিবসে মৃতের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

সকল হিন্দুই ডোমদিগকে অতিশয় ঘৃণা ও ভয়ের সহিত নিরীক্ষণ করেন। ইহাদের আচার-ব্যবহার, খাদ্য প্রভৃতি এতই জঘন্য যে, হিন্দুগণ ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করেন। আবার ডোমদিগের কার্য্য যেরূপ নৃশংস, তদ্দ্বারা সকলেরই বিশ্বাস, ইহারা দয়া-মায়া-লেশশূন্য। ইহাদের পানদোষ ও চরিত্রদোষ অতিশয় প্রবল। ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলে, ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চিত রাখে না। এইরূপ প্রবাদ যে, ঢাকার কোন নবাব জল্লাদের কার্য্য করিবার জন্য একজন ডোমকে তথায় আনাইয়াছিলেন। ঢাকার ডোমগণ সকলেই এই ব্যক্তির সন্তান। ফাঁসি-দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায় প্রতি জেলায় একজন ডোম নিযুক্ত আছে। যখন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফাঁসি দেয়, তখন সেই ডোম দোহাই মহারাণী বা দোহাই জজসাহেব বলিয়া চীৎকার করে। ইহারা মনে ভাবে যে, এইরূপ করিলেই বুঝি পাপ হইতে মুক্তি হয়।

ডোমগণ শ্মশানঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। ডোমগণের সাহায্য ব্যতিরেকে কাশীতে মৃতদেহ-সৎকারের বিশেষ অসুবিধা হয়। ইহারা প্রথমে চিতা সজ্জিত করিয়া দেয়, অগ্নি, খড় প্রভৃতিও ইহারা আনয়ন করে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট হইতে অবস্থানুসারে কিছু অর্থ লয়। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের দাহ-ঘাটে অনেক ডোম নিযুক্ত আছে।

সকল ডোমই শ্মশানঘাটের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে না; কিন্তু মৃতদেহ সৎকারের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কার্য্য যে তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় ইহা সকলেই স্বীকার করে। খাদ্য সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইহারা শূকর, অশ্ব, কুক্কুট, হংস, মূষিক প্রভৃতির মাংসভক্ষণ করে। কোন কোন দেশের ডোমদিগের মধ্যে গোমাংসও চলিত আছে।

ডোমেরা ধোবার স্পৃষ্ট দ্রব্য খায় না। এই সম্বন্ধে একটী গল্প শুনা যায়। একদিন ডোমদিগের আদিপুরুষ সুপত ভকত অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দূরদেশ হইতে গৃহাভিমুখে আসিতেছিল। পথিমধ্যে সে গর্দ্দভপৃষ্ঠে কতকগুলি কাপড় বোঝাই করিয়া জনৈক ধোবাকে যাইতে দেখিল, এবং তাহার নিকট কিছু খাদ্য ও একটু জল চাহিল। ধোবা তাহাকে কিছুই দিল না; পক্ষান্তরে তাহাকে কটু কথা বলায় সে প্রহারপূর্ব্বক ধোবাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার গর্দ্দভটীকে মারিয়া এবং সেই স্থানেই তাহার মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিল। ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে গর্দ্দভহত্যার জন্য তাহার মনে অতিশয় অনুতাপ হইল। ধোবাই এই পাপ-কার্য্যের মূল দেখিয়া ধোপাজাতিকে অতিশয় ঘৃণাই বিবেচনা করিতে লাগিল। সেই অবধি কোন ডোমই ধোপার বাড়ীতে অথবা ধোপার স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না। বীরভূমবাসী অঙ্কুরিয়া এবং বিশভেলিয়া ডোমগণ ঘোড়া ধরে না বা কুকুর মারে না। ইহারা কাঠের বাঁট লাগান দা ব্যবহার করে না। এই দেশবাসী ডোমগণ কুকুরহত্যা করে না বটে, কিন্তু প্রায় সকল সহরের ডোমগণ কুকুর হত্যা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

ঝাঁকা, চুপাড়ি, দড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ডোমদিগের জাতিগত ব্যবসায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের রাইয়তি স্বত্ব নাই; ইহারা প্রায়ই স্থানপরিবর্ত্তন করে। মানভূম জেলার দক্ষিণাংশে শিবোত্তরগুলি ডোমদিগের অধিকারভুক্ত। বাজুনিয়া ডোমগণ বিবাহকালে বাদ্যাদি করে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ স্বজাতীয়দিগের বিবাহকালে গানবাদ্য করিয়া থাকে। কাহারও মতে চৌর্য্যবৃত্তিই চম্পারণের মগহিয়া ডোমদিগের ব্যবসায়। এই শ্রেণীর ডোম অধিকদিন এক-স্থানে থাকে না। ইহারা কোন পল্লিগ্রামে রাস্তার নিকট সিরকি বাঁধে এবং তথায় চৌর্য্যবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। মগহিয়া ডোমদিগের প্রত্যেকেই চোর নহে। গয়াবাসী মগহিয়াগণ বাঁশ ও কৃষিকার্য্য দ্বারা কালযাপন করে।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডোমগণ বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি বলেন, ডোমগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করে না, ধর্ম্ম-পুরোহিতশ্রেণীর ডোমগণ কর্তৃক তাহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হয়। বুদ্ধদেবের একটী নাম ধর্ম্মরাজ। সর্ব্বপ্রথমে কালুডোম ধর্ম্মরাজের পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘনরামের পুস্তকে লিখিত আছে, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল মহামদকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহামদ রঞ্জাকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। ধর্ম্মরাজ রঞ্জাকে বিশেষ ভালবাসিতেন, মহামদ তাহার ভাগিনেয়

রঞ্জার পুত্র লাউসেনকে বিবিধ উপায়ে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজের প্রিয়পাত্র হওয়ায় লাউসেনের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। মহামদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি লাউসেনকে যুদ্ধার্থ কামরূপ এবং উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। ধর্ম্মরাজের অনুগ্রহে লাউসেন প্রতিকার্য্যেই কৃতকার্য্য হইলেন। মহামদ অবশেষে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ভাগিনেয়কে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্য ও শূকরমাংস-ভক্ষণের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাউসেনের প্রিয় সেনাপতি কালুডোমকে ধর্ম্মরাজের পুরোহিত করা হইল। ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম-রাজপূজার সৃষ্টি ধর্ম্মপালের সময়েই হয়। সেই পূজা এখনও প্রচলিত আছে। জৈন ও বৌদ্ধগণের ন্যায় ডোমগণও পক্ব দ্রব্য দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করে না। ডোমগণ প্রায়ই শূকরের মাংসদ্বারা ধর্ম্মরাজের উপাসনা করে। ধ্যানের মন্ত্র শুনিলে ধর্ম্মরাজকে বুদ্ধদেব বলিয়াই প্রতীত হয়। মন্ত্রটী এই ;—

"যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণং নাস্তি কায়নিনাদম্।
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্মম্ব যস্য (?)
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্ব্বলোকৈকনাথম্
তত্ত্বং তৎ চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥"

এই মন্ত্রটী সম্যক্ আলোচনা করিলে বুদ্ধদেবের রূপই মনোমধ্যে উদিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন যে, শূকর-বলি ও ধ্যানহেতু ধর্ম্মরাজপূজা বৌদ্ধধর্ম্মানুগত নহে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে এ সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। ভোট-দেশীয় তারানাথের পুস্তকে লিখিত আছে, রামপালের রাজত্বকালে বিরূপ আবির্ভূত হন। তিনি ধর্ম্মপালনামেও খ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মপালের শিষ্যের নাম কাল-বিরূপ, কাল-বিরূপের প্রধান শিষ্যের নাম বিরূপহেরুক। ইনি ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। ইনি আচার্য্য কালবিরূপের নিকট দীক্ষিত হন; পরে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য ভবিষ্যবাণী অনুসারে ডোমজাতিয়া পদ্মাবতী নাম্নী কোন রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। ইহাতে প্রজাগণ তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল। রাজা ডোমনীর সহিত বনে যাইয়া ব্রত রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সিদ্ধ হইয়া ডোমরাজা বা ডোমাচার্য্য নামে পরিচিত হইলেন। পরে একদা ত্রিপুরা রাজ্যে অতিশয় বিপৎপাত উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি ধর্ম্মনামক বৌদ্ধ-তান্ত্রিকমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেকে তাহার শিষ্য হইল। ডোমাচার্য্যের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া রাঢ় দেশের রাজা তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে অনেকেই তাহাকে মান্য করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্ম-উপাসনাও বৃদ্ধি পাইল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষকালে ধর্ম্ম উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মরাজের অর্চ্চনা বৌদ্ধ-উপাসনার তান্ত্রিক আকৃতি। এই উপাসনা-প্রণালী হাড়ি, ডোম, পোদ প্রভৃতি অস্ত্যজদিগের মধ্যে আবদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাবস্থায় বুদ্ধ এবং বোধি-সত্ত্বদিগের উপাসনা পরিত্যক্ত এবং দিক্‌পাল, ধর্ম্মপাল প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।*

অনেকের মতে ডোমগণ ভারতের আদিম নিবাসী অনার্য্য-জাতির এক শ্রেণী। ইহাদের আকৃতি দেখিলেও কতকটা তাহাই বোধ হয়। মগহিয়া ডোমগণের আকৃতি ক্ষুদ্র, বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ দীর্ঘ এবং চক্ষু অনার্য্যবৎ। পূর্ব্ববঙ্গের ডোম-দিগের চুল কাল এবং লম্বা; কিন্তু তাহাদিগের গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত কটা। কেহ কেহ বলেন, ডোমগণ দ্রাবিড় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সকলে একমত নহেন। যাহা হউক, বহু শতাব্দী হইতে ডোমগণ অতিশয় হীন ও ঘৃণিত কার্য্য করিয়া কালযাপন করিতেছে। ইহাদের আচার-ব্যবহার আজকাল ক্রমেই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতেছে।

এই জাতি অস্পৃশ্য, ভ্রমবশতঃ যদি ইহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে স্নান করিয়া ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। "স্পৃষ্ট্বা প্রমাদতঃ স্নাত্বা গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ।"

(মৎস্যসূক্তং ৩৯ পটল)

ডোমচালুয়া (দেশজ) ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট এক প্রকার নিকৃষ্ট চাউল।

ডোমচিল (দেশজ) এক প্রকার চিল।

ডোমনগড়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত গোরখ্‌পুর জেলার একটী প্রাচীন দুর্গ। এই দুর্গ গোরখ্‌পুর নগরের প্রায় ১½ মাইল উত্তরপশ্চিমে রোহিন ও রাপ্তি নদীদ্বয়ের সঙ্গমের সন্নিকটে অবস্থিত। এই দুর্গের অবস্থান স্বভাবতঃ দুর্গম। ইহার উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে রোহিন নদী, দক্ষিণে রাপ্তিনদী, উত্তরপূর্ব্ব, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে কুকরাহয়া নালা। বর্ষাকালে ইহার প্রায় চতুর্দ্দিকই স্বাভাবিক পরিখাপরিবৃত থাকে। এখনও সহজে ইহাকে সুদৃঢ় দুর্গে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। ইহা পূর্ব্বে একটী দুর্জ্জয় দুর্গমধ্যে পরিগণিত ছিল সন্দেহ নাই। এখন দুর্গের ভগ্নাবশেষমাত্র আছে। ভগ্নস্তূপের উপর ইংরাজদিগের একটী

* Journal of the Asiatic Society of Bengal. for 1895, p. 65.

আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। গোরখ্‌পুর হইতে ইংরাজগণ মধ্যে মধ্যে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ তথায় গিয়া বাস করেন।

কথিত আছে, ডোমকাট্টার রাজগণ কর্ত্তৃক এই দুর্গ স্থাপিত হয়, তদনুসারেই ইহার নাম ডোমনগর হইয়াছে। সকলের বিশ্বাস এই জাতি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ডোমরাজদিগকে কাটিয়া রাজ্য লাভ করেন। ডোমকাট্টার নামদ্বারাও ঐরূপ অনুমান হয়। সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, ডোমনগর অর্থাৎ ডোমদিগের দুর্গ ডোমরাজগণ দ্বারাই নির্ম্মিত। আবার অনেকের অনুমান ডোম-জাতির অধিপতিগণ ঐ দুর্গ স্থাপন করেন, বাস্তবিক তাঁহারা ডোম ছিলেন না এবং ডোমগণও এখানে রাজত্ব করেন নাই। যাহা হউক, ডোমনগড়ের প্রতাপ অনেক সময় এরূপ হইয়াছিল যে, প্রায় বর্ত্তমান সমস্ত গোরখ্‌পুর এবং রাপ্তিনদীতীরে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। অনেকে অনুমান করেন, ঐ প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণ ডোম ছিল, অদ্যাপি ডোমনগড়, ডোমরি, ডোমদাব, ডোমকৈবা, ডোম্‌রা, ডোমহাট, ডোম্‌রিয়া, ডোমা, ডোমাঠ ইত্যাদি অনেক স্থানের নাম প্রাচীন ডোম-অধিবাসিদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রাচীন ডোমনগড়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে যে দুই একখান গোটা ইষ্টক পাওয়া যায়, উহাদের আকার সমচতুরস্র এবং অতি বৃহৎ ও পুরু। *

* Cunningham's Archæological Survey of India, Vol. XXII. p. 65-67.

ডোমনা (যাবনিক) গ্রাম্য সঙ্গীতবিশেষ।

ডোমনী (দেশজ) ডোমদিগের স্ত্রী।

ডোম্বর, কর্ণাটক প্রদেশের জাতিবিশেষ। [কোলাতি দেখ।]

ডোর (ক্লী) দোর-রা-ড পৃষো° সাধুঃ। হস্ত প্রভৃতির বন্ধন-সূত্র, অনন্ত প্রভৃতি ব্রতে ইহা ধারণ করিতে হয়। ইহা হিন্দু স্ত্রীলোকেরা বাম করে ও পুরুষেরা দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া থাকে। [ব্রত দেখ।

ডোরক (ক্লী) ডোর স্বার্থে কন্। ডোর, হস্ত প্রভৃতির বন্ধনসূত্র। "চতুর্দ্দশগ্রন্থিযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং সুডোরকম্॥" (অনন্তব্রতকথা)

ডোরডা (স্ত্রী) ডোরমিব ডয়তে ডী-ড গৌরাঃ ঙীষ্। বৃহতী।

ডোরা (দেশজ) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অঙ্কন, নানাবর্ণে চিহ্নিত।

ডোরাও (দেশজ) ১ ডোরা কাটা। ২ ফলবিশেষ।

ডোরিয়া (দেশজ) ডোরা কাটা।

ডোল (দেশজ) ধান্যাদি রক্ষণপাত্র, ইহা নল বা বাঁশে নির্ম্মিত হয়।

ডোলী (দেশজ) ক্ষুদ্রশিবিকা, যানবিশেষ।

ডোবা (দেশজ) ১ জলে নিমগ্ন হওয়া। ২ ক্ষুদ্র জলাশয়।

ডোবান (দেশজ) নিমজ্জিত করণ।

ডৌণ্ডুভ (দেশজ) ডুণ্ডুভ পক্ষী।

ডৌল (দেশজ) প্রকার, রকম, রূপ, ঢপ, মূর্ত্তি।

ড্যাপল (দেশজ) ডেও, মাদার।

ড্রেক, কলিকাতার একজন ইংরাজশাসনকর্ত্তা। যে সময় (১৭৫৬ খৃঃ অব্দে) সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময় ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক, কলিকাতার শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন।

ঢ

ঢ, ঢকার ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্দ্দশ, এবং টবর্গের চতুর্থবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, উচ্চারণকাল অদ্ধমাত্রা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন, জিহ্বা মধ্যদ্বারা মূর্দ্ধার স্পর্শ, বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ।

মাতৃকান্যাসে ইহার দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে ন্যাস করিতে হয়।

ইহার লিখনপ্রণালী বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, বাম ও দক্ষিণ দিকে উর্দ্ধ ও অধঃক্রমে একটী রেখা টানিবে, তাহার পর নিম্নে একটা কুণ্ডলী করিয়া দিবে, এই বর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজিত আছেন।

"উর্দ্ধাধঃক্রমতো রেখা বামদক্ষিণতো গতা।
ততঃ সা কুণ্ডলীরূপা বিষ্ণ্বীশব্রহ্মরূপিণী॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

বর্ণাভিধানে ইহার বাচক শব্দ ঢক্কা, নির্ণয়, শূর, যজ্ঞেশ, ধনদেশ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বর, তোয়, ঈশ্বরী, ত্রিশিখী, নব, দক্ষপাদাঙ্গুলীমূল, সিদ্ধিদণ্ড, বিনায়ক, প্রহাস, ত্রিবেরা, ঋদ্ধি, নিগুর্ণ, নিধন, ধ্বনি, বিঘ্নেশ, পালিনী, তক্ষধারিণী, ক্রোড়পুচ্ছক, এলাপুর, স্বগাত্মা, বিশাখা, শ্রী, মন, রতি। (নানাতন্ত্র।) এই অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ, পরমারাধ্যা, পরাকুণ্ডলী, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণ ও আত্মাদি সকল তত্ত্বসংযুক্ত এবং বিদ্যুল্লতাকার। (কামধেনুত°) ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ধ্যান—

"রক্তোৎপলনিভাং রম্যাং রক্তপঙ্কজলোচনাম।
অষ্টাদশভুজাং ভীমাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বর্ণ রক্তোৎপলসদৃশ, লোচন রক্তপদ্মতুল্য, ইনি অষ্টাদশভুজা, ভয়ঙ্করী ও পরমমোক্ষপ্রদায়িনী। মাত্রাবৃত্তে এই অক্ষর প্রথম বিন্যাস করিলে বিশোভা হয়। [ড দেখ।]

ঢ (পুং) ঢৌকতে শ্রবণেন্দ্রিয়ং ঢৌক-ড। ১ ঢক্কা। ২ কুক্কুর। ৩ কুক্কুর-লাঙ্গুল। ৪ নির্গুণ। ৫ ধ্বনি।

ঢক্ (দেশজ) ধাক্কা, ঠেলা।

ঢক (দেশজ) ১ পরিমাণ। ২ দ্রব্য।

ঢক্ঢক্ (দেশজ) শ্লথরূপে স্থাপিত বস্তুর অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

ঢকার (পুং) ঢ-স্বরূপে কারপ্রত্যয়ঃ। ঢস্বরূপবর্ণ।

"ঢকারং প্রণমাম্যহং।" (কামধেনুত°)

ঢক্ক (পুং) দেশবিশেষ, চলিত কথায় ঢাকা। (ভূরিপ্র°)

ঢক্কা (স্ত্রী) ঢক্ ইতি গম্ভীরশব্দেন কায়তি কৈ-ক টাপ্ চ। বাদ্যবিশেষ, চলিত কথায় ঢাক। পর্য্যায়—যশঃপটহ, বিজয়মর্দ্দল। ইহা অতি প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র, দক্ষিণমুখে দুইটী দণ্ডদ্বারা বাদিত হয়। ইহার উপর পক্ষীর পালকাদি দেওয়া থাকে। (যন্ত্রকো°)

ঢক্কানাদচলজ্জলা (স্ত্রী) ঢক্কায়া নাদ ইব চলৎ জলং যস্যাঃ বহুব্রী। গঙ্গা। (কাশীখ°)

ঢক্কারবা (স্ত্রী) ঢক্কায়া রব ইব রবো যস্যাঃ বহুব্রী। তারিণীদেবী।

ঢক্কারী (স্ত্রী) ঢক্ ইতি শব্দং করোতি কৃ-অণ্ গৌরা° ঙীষ্। তারিণী।

"ঢক্কারবা চ ঢক্কারী ঢক্কারবরবা ঢকা।" (তারাসহস্রনামস্তো°)

ঢগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রৈমাসিক প্রস্তারবিশেষ।

ইহা তিনপ্রকার,—(।।) ১ ধ্বজা, (।।) ২ তাল, (।।।) ৩ তাণ্ডব।

ঢঙ্গ (দেশজ) ১ খল, শঠ, ছদ্ম, ছল। ২ বেশ।

ঢণ্টা (স্ত্রী) বাক্যভেদ।

"ঢণ্টা বাক্যস্বরূপা চ ঢকারাক্ষররূপিণী।" (রুদ্রযা°)

ঢনা (দেশজ) কৃশ, দুর্ব্বল, শুষ্ক, ম্লান।

ঢপ (দেশজ) ১ মূর্ত্তি, ধারা, প্রকার, চলন। ২ কীর্ত্তনাঙ্গ গানবিশেষ। মধুসূদন কান নামে এক ব্যক্তি কীর্ত্তনাঙ্গে নূতন সুর মিলাইয়া এবং পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ঢপ প্রচলন করেন। [কৃষ্ণকীর্ত্তন দেখ।]

ঢল (দেশজ) ১ পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত জল। ২ নিম্নস্থল।

ঢলাঢলি (দেশজ) যাহা প্রকাশ বা দেখান উচিত নয়, তাহাই করা, কেলেঙ্কারী।

ঢলান (দেশজ) ঢলাঢলি করা।

ঢলানী (দেশজ) ১ বেশ্যা। ২ যে স্ত্রী কেলেঙ্কারী করে।

ঢল্‌ক (দেশজ) আল্‌গা, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বড় হওয়া।

ঢল্‌কন (দেশজ) আল্‌গা হওয়া।

ঢল্‌ঢল (দেশজ) ১ আল্‌গা। ২ সুন্দর বা সুশ্রী দেখান।

ঢল্‌ঢলিয়া (দেশজ) আলগা।

ঢসন (দেশজ) নিঃসরণ, ভগ্ন হওন, গলন, পতন, ভাঙ্গিয়া পড়ন।

ঢসা (দেশজ) ভাঙ্গিয়া পড়া।

ঢাক (দেশজ) ঢক্কা, পটহ, বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র।

ঢাকঢেকী (দেশজ) ১ আচ্ছাদন, আবৃতকরণ। ২ লুকান।

ঢাকন (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ঢাকনা (দেশজ) আবরণ, আচ্ছাদন।

ঢাকনী (দেশজ) ১ আবরণ।

ঢাকা, ১ কমিসনরের অধীন পূর্ব্ববঙ্গের একটী বিভাগ। অক্ষা° ২১° ৪৮´ হইতে ২৫° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২০´ হইতে ৯১° ১৮´ পূঃ। ইহার উত্তরে গারোপাহাড়, পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে খুলনা, যশোর, পাবনা, বগুড়া এবং রঙ্গপুর জেলা। পরিমাণফল ১৫০০০ বর্গমাইল।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ এই চারিটী জেলা উক্ত বিভাগের অন্তর্গত।

২ পূর্ব্ববঙ্গের একটী জেলা। অক্ষা° ২৩° ৬´ ৩০´´ হইতে ২৪° ২০´ ১২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪৭´ ৫০´´ হইতে ৯১° ১´ ১০ পূঃ। ইহার উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা, পূর্ব্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং পশ্চিমের অল্পাংশে পাবনাজেলা অবস্থিত। ইহার প্রায় সব দিকেই নদীদ্বারা সীমাবদ্ধ; পূর্ব্বে মেঘনা, দক্ষিণপশ্চিমে পদ্মা এবং পশ্চিমে যমুনানদী নামক ব্রহ্মপুত্রনদের প্রধান শাখা অবস্থিত। পরিমাণফল ২৭৯৭ বর্গমাইল। ঢাকানগর ইহার সদর।

ঢাকা জেলার ভূমি সমতল; ধলেশ্বরী এই সমতলের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই দুই ভাগের প্রকৃতি অনেকাংশে বিভিন্ন। উত্তরভাগ আবার লক্ষ্মিয়ানদী কর্ত্তৃক দুইভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের পশ্চিমদিকের বৃহত্তর অংশে ঢাকা নগর অবস্থিত। ইহার ভূমি বন্যাজলের অপেক্ষা উচ্চ, মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর, স্থানে স্থানে কর্দ্দম ও তদুপরি গলিত উদ্ভিজ্জস্তরও দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মিয়া-নদীর উভয়তীর উচ্চ এবং গভীর জঙ্গলপূর্ণ, স্থানে স্থানে নদীতীরের দৃশ্য অতি মনোরম। ঢাকা হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে মধুপুর জঙ্গলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অর্থাৎ টিলা দেখা যায়, ঐ সকল টিলার উচ্চতা কোথাও ৩০।৪০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে এবং প্রায়ই তৃণগুল্ম বা জঙ্গলাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই অনুর্ব্বর এবং বন্যশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময়। সম্প্রতি এই বিভাগে কৃষিবিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। নগরের সন্নিকটে ঝিল ও খালসকলের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি, ধান্য, সর্ষপ, তিল প্রভৃতি উৎপাদনের উপযোগী। ঢাকার পূর্ব্বভাগ ধলেশ্বরী ও লক্ষ্মিয়া নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত ভূমি পল্বলময় এবং উর্ব্বরা। পূর্ব্বো-ত্তরখণ্ড লক্ষ্মিয়া ও মেঘনানদীর মধ্যবর্ত্তী এবং অধিকাংশ পল্বলময়, সুতরাং পশ্চিমস্থ খণ্ড অপেক্ষা ইহার কৃষিকার্য্যের অবস্থা অনেক উন্নত। ইহার অনেক স্থান বন্যায় প্লাবিত হয়। ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণস্থ বিভাগই জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ বর্ষাকালে ২ ফিট্ হইতে ১৪ ফিট্ পর্য্যন্ত বন্যার জলে আবৃত হইয়া পড়ে। এই সময় ঐ স্থান একটী প্রশস্ত হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম উচ্চ ডাঙ্গার গ্রামসকল নির্ম্মিত। বর্ষাকালে সমস্ত ভূভাগ হরিতবর্ণ ধান্যক্ষেত্রে শোভিত হয়। অধিবাসিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা ঐ সকল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করে। সম্প্রতি ইহাতে স্থানে স্থানে শণ পাট প্রভৃতির চাষ হইতেছে।

এই জেলার নদীর সংখ্যা বিস্তর, বৎসরের সকল সময়েই জলপথে অধিকাংশস্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটী বৃহৎ নদী ব্যতীত আরিয়লখাঁ, কীর্ত্তিনাশা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, লক্ষ্মিয়া, বংশীখালী ও গাজী-খালী নামক ৭টী নদীতেও বৃহৎ নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে। ইহাদের অধিকাংশই হয় গঙ্গা, নয় ব্রহ্মপুত্রের শাখা কিংবা প্রাচীন পরিত্যক্ত নদীগর্ভ। আজিও জেলার দক্ষিণখণ্ডে নদীসকলের গর্ভ প্রায়ই বন্যার সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদীসকলের মধ্যে ভিল্‌সামারী, বাঁশী, তুরাগ, টুঙ্গী, বালু ও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন স্রোত প্রধান। ঐ নদীতেই জোয়ারের প্রভাব লক্ষিত হয়। ঢাকার নিকটস্থ বুড়ীগঙ্গার জোয়ার ২ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। অনেক স্থানে নদী সরিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ ঝিল অর্থাৎ জলা উৎপন্ন হইয়াছে। এক নদী হইতে অন্য নদীতে যাইবার নিমিত্ত অনেক খাল খনন করা হইয়াছে। জেলার সমস্ত নদীই উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া প্রান্তভাগে গঙ্গা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলের নিকট উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

কতিপয় জলজ ও জাঙ্গল ঔদ্ভিজ্জ ব্যতীত এখানে বিশেষ কোন ফলপুষ্পাদি উৎপন্ন হয় না। জঙ্গলসকলেরও কাষ্ঠাদি হইতে আয় অল্প। পশুচারণের ভূমি অধিক নাই। নদী-সকল হইতে প্রতিবৎসর বিস্তর মৎস্য ধৃত হয়।

ঢাকা বহুকাল পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের রাজধানী থাকায় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে মুসলমানঅধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সমস্ত অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৫৯ জন মুসলমান এবং ৪০ জন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী।

ঢাকা জেলার জলবায়ু ও কৃষি প্রভৃতির উৎকর্ষনিবন্ধন এবং পাটের ব্যবসা খুলিয়া অবধি ইহার লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ-সম্প্রদায়ভুক্ত; সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদিগের সংখ্যা অপে-ক্ষাকৃত অনেক অল্প। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য,

বাড়ুই অর্থাৎ সূত্রধর, বারুই, বোপয়া, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, কুম্ভকার, জেলে, কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, যুগী, চাষা, শুঁড়ী ইত্যাদি প্রধান। চণ্ডাল এবং কোচজাতিও হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করে; ইহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। জাতিভ্রষ্ট অনেক হিন্দু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম নহে। অধিকাংশ নীচজাতি পূর্ব্বে মুসলমান বা খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সকলে আপনাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বলিয়া পরিচয় দেয়। ঢাকার খৃষ্টানসম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকার, তাহারা পর্ত্তুগীজ, আর্মেনীয়, গ্রীক, য়ুরোপীয় অথবা দেশীয় খৃষ্টানদিগের বংশধর। ফিরিঙ্গী অর্থাৎ পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান এ দেশীয়দিগের মিশ্রণে উৎপন্ন। খৃষ্টানগণ জেলার অনেক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং কৃষি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা গোয়া-নগরস্থ প্রধান পাদরি সাহেবকে প্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করে।

নিম্নলিখিত ৭টী নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে। যথা ১ ঢাকা, ২ নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ, ৩ মাণিকগঞ্জ, ৪ চরজজিরা, ৫ শোণগড়, ৬ কামার গাঁ এবং ৭ নরিসা। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটীতে মিউনিসিপালিটি আছে। ঢাকা নগরে জেলার সদর, লক্ষ্মিয়ানদীর পরস্পর বিপরীত তীরে অবস্থিত, নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা। সহরবাস অধিবাসীদিগের অভিপ্রেত নহে। শিল্পাদির বিশেষ কোন কারখানা নাই। উপরোক্ত নগর কয়টী ব্যতীত নিম্নলিখিত স্থানগুলিও উল্লেখযোগ্য। যথা সুবর্ণগ্রাম, ইহাই পূর্ব্ব বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম মুসলমানরাজধানী; ফিরিঙ্গীবাজার পর্ত্তুগীজদিগের আদি উপনিবেশ; বিক্রমপুর, সাভার ও তুর্-তুরিয়া। শেষোক্ত তুইটীতে কতিপয় ভগ্ন প্রাসাদাদি দৃষ্ট হয়, লোকে উহাদিগকে ভুঁইয়া ও পাল রাজাদিগের কীর্ত্তি কহে। তদ্ভিন্ন জেলার নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজা-দিগের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

সম্প্রতি কৃষিকার্য্যের অনেক উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধিত হওয়ায় এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকগণের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। তিল, সর্ষপ, কসুমফুল, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ করিয়া অনেক কৃষক নিজ অবস্থার সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য, নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী কর্ম্মচারী বা করগ্রাহী তালুকদার-দিগের এ উন্নতিতে বিশেষ কোন সংস্রব নাই।

কৃষি। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও তণ্ডুলই লোকের প্রধান খাদ্য। চারি প্রকার ধান্য প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ আমন বা হৈমন্তিক, ২ আউশ বা আশু ধান্য, ৩ বোরোধান্য, এবং ৪ উড়ি ধান্য অর্থাৎ জলা প্রভৃতিতে স্বভাবজাতঃ ধান্য। তন্মধ্যে হৈমন্তিক বা আমনধান্যই প্রধান। ঢাকায় যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে ঐ জেলায় পর্য্যাপ্ত হয় না, অন্যস্থান হইতে চাউলের আমদানী করিতে হয়। অন্যান্য খন্দের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, নানাবিধ কলায়, তিল সর্ষপাদি, তূলা, শণ, পাট, কুসুমফুল, ইক্ষু, পাণ, গুবাক্, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান। সম্প্রতি তূলার চাষ অনেক পরি-মাণে কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে এখানকার তূলা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহা হইতে ভুবনবিখ্যাত ঢাকাই শাড়ী প্রস্তুত হইত। এখন তিল, সর্ষপ, শণ, পাট, কুসুমফুল প্রভৃতিই অন্যস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। ধান্য-ক্ষেত্র অধিকাংশই বন্যাজলে প্লাবিত হয়, সুতরাং তাহাতে সারের আবশ্যকতা করে না, অন্য খন্দের ক্ষেত্রে প্রচুর সার দেওয়া হইয়া থাকে। সমস্ত জেলার প্রায় ½ অংশে কর্ষণ হয়। উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রে ধান্য কাটিয়া লইলে আবার দ্বিতীয় একটা ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি; বন্যা প্রভৃতি দৈব-দুর্ব্বি-পাক বড় অধিক নহে। প্রায়ই দৈবদুর্ঘটনায় একবারে শস্যহানি হয় না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক বন্যা এবং তৎপরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬৫ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টিতে শস্য মহার্ঘ হইয়া উঠে। সম্প্রতি আজি কয়েক বৎসর হইতে বিক্রমপুরে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যাই-তেছে। সম্প্রতি রেলপথ ও জলপথে অন্যান্য জেলার সহিত সংযোগ হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিণামে অপনীত হইতেছে। ঢাকা জেলায় বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ নদী থাকায় সম্বৎসরই প্রায় সকল স্থানে জলপথে গমনাগমনের সুবিধা আছে। কোন স্থানই বৃহৎ নদী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সুতরাং যাতা-য়াত ও বাণিজ্যাদি অধিকাংশ জলপথেই সম্পন্ন হয়।

রাস্তাসকলের মধ্যে ঢাকা নগরের ভিতর দিয়া ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত পাকারাস্তাই প্রধান। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আরও দুইটী রাস্তা আছে; তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জের রাস্তা দিয়া অনেক বাণিজ্য হইয়া থাকে। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রেলপথ খুলিয়াছে। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে ঢাকার কার্পাস-বস্ত্র, শঙ্খ ও স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত বহুবিধ পদার্থ, মৃত্তিকার বাসন এবং কাপড়ের উপর চিকণকার্য্য প্রধান। পূর্ব্বে ঢাকার কার্পাস-সূত্র-নির্ম্মিত অতিসূক্ষ্ম নানাপ্রকার মলমল্ বা মস্‌লিন সর্ব্বত্র বিখ্যাত

ছিল, অদ্যাপি য়ুরোপে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কলদ্বারাও সেরূপ আশ্চর্য্য মল্‌মল্ প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু এখন কাটুতি না থাকায় ঢাকার সে গৌরব দিন দিন হ্রাস হই-তেছে। যাহারা ঐ সকল বস্ত্রের জন্য সূতা কাটিত এবং যে সকল তন্তুবায় ঐ ভুবনবিখ্যাত মলমল্‌সকল বয়ন করিত, তাহারা কেহই নাই। যে কার্পাস হইতে উহার সূতা হইত, অনেকে বলেন তাহাও লোপ পাইয়াছে। কথিত আছে, মলমলের জন্য চরকাকাটা অর্দ্ধছটাকমাত্র সূতার মূল্য ৫০৲ টাকা বড় বেশী ছিল না। এখনও দুই এক জন তন্তুবায় দুই চারিজন সৌখিন ব্যক্তির কৌতূহল নিবারণার্থ বরাতমত দুই চারিখানি মলমল্ বুনিয়া থাকে। তন্তুবায়গণ অধিকাংশই নানাবিধ দেশীয় বস্ত্র বুনিয়া থাকে। ইহারা অনেকেই মহাজনদিগের নিকট ঋণগ্রস্ত, সমস্ত বস্ত্রাদি মহাজনগণই লইয়া বিক্রয় করে। স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির অলঙ্কার নির্ম্মাতাগণ এবং শঙ্খবণিক্‌গণের অবস্থা এরূপ নহে, তাহারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্ম্মশালায় কর্ম্ম করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য যথা ইচ্ছা বিক্রয় করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এখানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, খোদকারী, স্বর্ণরৌপ্যের ফিতা, হস্তিদন্তের নানারূপ দ্রব্য, চিত্র, ফুলতোলা সাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঢাকা একটী বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। জলপথ দিয়াই ইহার অধিকাংশ বাণিজ্যসম্পন্ন হয়, সম্প্রতি রেলপথেও অনেক বাণিজ্য চলিতেছে। য়ুরোপীয়, য়িহুদী, মুসলমান, মাড়-বারী প্রভৃতি নানাজাতীয় ও দেশীয় বণিক্‌গণ এখানে বিস্তীর্ণ বস্ত্রের কারবার করিত, সম্প্রতি এই ব্যবসা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ ও সন্নিহিত মদনগঞ্জ বর্দ্ধিষ্ণু নগর। এখানে বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মুন্সীগঞ্জে প্রতিবৎসর ক্রমাগত তিন সপ্তাহ ধরিয়া একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলায় ভারতবর্ষীয় নানাস্থান, এমন কি দিল্লী, অমৃতসর, আরাকান প্রভৃতি দূর-দেশ হইতেও বণিক্‌গণের সমাগম হইয়া থাকে।

এই জেলায় শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ঢাকা সহর ব্যতীত অন্যান্য অনেক স্থানেও ছাপাখানা স্থাপিত হই-য়াছে এবং অনেকগুলি পাক্ষিক ও মাসিক সংবাদপত্র দেশীয় জনগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। পাঠশালাসমূহে গবর্-মেণ্টের সাহায্য প্রদত্ত হইবার প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইংরাজী বিদ্যা-লয়ও অনেক স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকানগরে একটী কলেজ আছে। বালিকাগণ নানাস্থানে বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠ করে। মুসলমানদিগের জন্য ঢাকায় মাদ্রাসা আছে।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এই জেলা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ এই চারিটী উপবিভাগে এবং ঐ সমস্ত উপবিভাগ আবার মোটে ১২টী থানায় বিভক্ত।

জলবায়ু। চতুর্দ্দিক প্রশস্ত নদীবেষ্টিত থাকায় গ্রীষ্ম-কালে ঢাকার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। বৈশাখের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এখানে বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়ে চতুর্দ্দিক্ জলময় হইয়াউঠে। এই বর্ষাকালের শেষ-ভাগ এখানে বড়ই অপ্রীতিকর। বার্ষিক গড়ে বৃষ্টিপাত প্রায় ৭°৪ ইঞ্চ। গড়ে বার্ষিক তাপাংশ প্রায় ৭৮°৮° ফা°। ঢাকায় ভূমিকম্প বড় বিরল নহে। ১৭৬২ ও ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল।

রোগসকলের মধ্যে জ্বর, কোরণ্ড, গলগণ্ড আমাশয়, অতিসার, বাত, চক্ষুউঠা প্রভৃতি সাধারণ। ওলাউঠা ও বসন্ত সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া অনেকের প্রাণনাশ করে। পল্লীগ্রামবাসীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কাহারও যত্ন নাই। নবাব আবদুলগণি ঢাকানগরের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্য ও স্বাস্থ্যসমিতি সংগঠন এবং পরিষ্কৃত জলপ্রাপ্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া ঢাকাবাসীর অনেক উপকার করিয়াছেন। দাতব্য-চিকিৎসালয়ের মধ্যে একটী পাগলাগারদ, মিটফোর্ড হাঁসপাতাল, আবদুলগণি-প্রতিষ্ঠিত একটী সদাব্রত ও ৯টী অপর হাঁসপাতাল আছে।

ইতিহাস। এখন বাঙ্গালা বলিলে যেমন রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগ্‌ড়ি প্রভৃতি স্থান বুঝায়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এখন যাহাকে ঢাকাবিভাগ বলা হয়, তাহারই অধিকাংশ পূর্ব্ব-কালে বঙ্গনামে বিখ্যাত ছিল। এখন সচরাচর লোকে যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া থাকে, মহাভারত ও পৌরাণিক সময় হইতে গৌরের সেনরাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাহাকেই কেবল বঙ্গ বলিত। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুর নামে খ্যাত হইত; সেনরাজ বিশ্বরূপের তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হয়। *

ঢাকা নাম কতদিন হইতে প্রচারিত, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের শিলা-লিপিতে বর্ণিত আছে, তিনি ডবাক ও সমতট জয় করিয়া-ছিলেন। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান পূর্ব্বকালে সমতটনামে খ্যাত ছিল। উভয় নাম পাশাপাশি থাকায় এখনকার ঢাকাকেই পূর্ব্বোক্ত ডবাক বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রবাদ আছে, আদিশূরাদির বহুপূর্ব্বে এখানে বিক্রমাদিত্য

* Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1895.

নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুরের নামকরণ হয়।

ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

'এখানে ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া মহাকালী অবস্থান করেন, সেই জন্য দেশীয় লোকেরা এই স্থানকে ঢক্কা (ঢাকা) বলিয়া থাকে। ইহার অপর নাম জাঙ্গির পত্তন' (১) (জাহাঙ্গীরাবাদ)।

ঢাকা জেলার প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারময়। মহাভারতের সময় এখানে ক্ষত্রিয় বীরগণ রাজত্ব করিতেন। [বঙ্গ দেখ] বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে গৌড়ের অপরাংশে বৌদ্ধধর্ম্মের সূচনা হইলেও এখানে যে কোন সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ বালাদিত্য পূর্ব্বসমুদ্র পর্য্যন্ত জয় করিয়া কাশ্মীরীদিগের বসবাসের জন্য এখানে কালম্বা নামে একটী জনপদ স্থাপন করেন (২)।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে গৌররাজ্য পালবংশীয়রাজগণের অধিকৃত হইলে এখানেও তাঁহাদের বংশীয় কেহ কেহ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, যখন (১০ম শতাব্দে) মহারাজ রাজেন্দ্রচোল বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এখানে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। [গৌড়শব্দ দেখ।]

পাশ্চাত্যবৈদিক-কুলপঞ্জিকার মতে ১০০১ শকে মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা (পূর্ব্ব) বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। উৎকলের বিখ্যাত ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে ভট্ট ভবদেবের এক প্রশস্তি আছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সেনবংশীয় রাজগণের সময়ে দক্ষিণ-রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র এই তিন স্থানেই তাঁহাদের রাজধানী ছিল। [সেনরাজবংশ দেখ।] মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ১১৯৯ খৃঃ অব্দে কৌশলক্রমে নদীয়া অধিকার করিলে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন গৌড়রাজ্য ছাড়িয়া বিক্রমপুরে পলাইয়া আসেন। তখন এখানে লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র বিশ্বরূপসেন শাসনকর্ত্তাস্বরূপ ছিলেন। এখন তিনিও যবনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময় সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও সমতট স্বাধীন ছিল, মুসলমানেরা জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার পর সদাসেন (?) কিছুকাল বঙ্গরাজ্য সাশন করেন, এ সময় সুবর্ণগ্রামে সেনরাজগণের রাজধানী ছিল। তৎপর প্রবল পরাক্রান্ত সেনরাজ দনৌজামাধব বা দনুজমর্দ্দন বহুদিন রাজত্ব করেন। তৎকালে দিল্লীসম্রাট্ বল্‌বন্ তুগ্রিলখাঁকে শাসন করিবার জন্য গৌড়রাজ্যে উপস্থিত হন। মহারাজ দনৌজামাধব জলপথে সম্রাটের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই জন্যই লক্ষ্মণাবতীর সুবাদার তাঁহার উপর বিরক্ত হন, এবং বল্‌বন্ প্রত্যাগমন করিলে সুবাদারগণও দনৌজের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। রাজা দনৌজ বাধ্য হইয়া সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। [সুবর্ণগ্রাম দেখ।] বর্ত্তমান ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ লইয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপিত হয়। দনৌজামাধবের বংশধরগণ বহুকাল চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।] প্রায় ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলা মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইলেও অনতিপরে বৈদ্যবংশীয় বল্লাল নামে একব্যক্তি প্রবল হইয়া বিক্রমপুরের অধিকাংশ অধিকার করেন এবং কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার শিক্ষক গোপালভট্ট ১৩০০ শকে অর্থাৎ ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে 'বল্লালচরিত' রচনা করেন। তাঁহার সময়ে রাজবাটী ও সরোবর প্রস্তুত হয়, তাহা এখনও বল্লালবাড়ী ও বল্লালদীঘী নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ, তিনি বাবা আদম্ নামে এক মুসলমান ফকিরের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহার পরিবারবর্গকে বলিয়া যান যে, যদি যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী পায়রা উড়িয়া আসিবে, তাহা হইলেই তোমরাও সকলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু যুদ্ধে বল্লালেরই জয় হইল। তিনি যেমন এক সরোবরে নামিয়া আপনার রক্তাক্তকলেবর পরিষ্কার করিতে যাইবেন, সেই অবকাশে তাঁহার পায়রাটীও উড়িয়া যায়। এদিকে পায়রাকে দেখিয়া রাজপরিবারবর্গ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। বল্লাল ফিরিয়া আসিয়া সেই ঘটনাদৃষ্টে অতিশয় শোকাতুর হইয়া সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করেন। তাঁহার বিপুলরাজ্য ভোগ করিবার জন্য আর কেহ রহিল

(১) "বৃদ্ধগঙ্গাতটে যেদবর্ষসাহস্রব্যত্যয়ে।
স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈর্জাঙ্গিরং পত্তনং মহৎ॥
তত্র দেবী মহাকালী ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া সদা।
গাস্যন্তি পত্তনং ঢক্কাসংজ্ঞকং দেশবাসিনঃ॥"
(ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৯ অঃ।)

(২) "যস্যাদ্যাপি জয়স্তম্ভাঃ সন্তি তে পূর্ব্ববারিধৌ।
প্রভাবাঙ্কেন বঙ্গালাং জিত্বা যেন ব্যধীয়ত।
কাশ্মীরিকনিবাসায় কালম্বাখ্যা জনাশ্রয়ঃ॥"
(রাজতরঙ্গিণী ৩।৪৮২।)

না। ঢাকা জেলা পুনরায় যবনকবলিত হইল। কাহারও মতে তখনও ভাবাল ও শাভার প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-জমিদারগণ স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন।

[ভাবাল দেখ।]

১৩৩০ খৃঃ অব্দে মহম্মদ তোগলক পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত করেন, এই সময়ে বঙ্গরাজ্য লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁ ও সোণারগাঁ এই তিন বিভাগে বিভক্ত হয়। ঢাকা শেষোক্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে সোণারগাঁর শাসনকর্ত্তা তাতার বহরামখাঁর মৃত্যু হইলে ফকর-উদ্দীন্ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া মুবারকশাহ নামে ১০ বৎসরের অধিক কাল উক্ত প্রদেশ শাসন করিলেন। ১৩৫১ খৃঃ অব্দে সামসুদ্দীন্ ইলিয়াস শাহ এবং তাঁহার পুত্র সেকন্দরশাহের অপরিহত চেষ্টায় সমগ্র বঙ্গদেশ একরাজ্যভুক্ত এবং ঢাকার নিকটবর্ত্তী সোণারগাঁয় রাজধানী স্থাপিত হইল। সেকেন্দরের পুত্র আজম শাহ দিল্লীর অধীনতা পরিত্যাগ করিলেন। রাজাখাঁর আধিপত্যকালে এই প্রদেশ ত্রিপুরা, আসাম ও আরাকানের রাজগণ কর্ত্তৃক কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। ১৪৪৫ খৃঃ অব্দে মহম্মদ শাহ পুনরায় সমগ্র বঙ্গ আপনার শাসনাধীন করিলেন। এই বংশের রাজত্বকালে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশগুলি জালালাবাদ ও ফতয়াবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৫৩৮ খৃঃ অব্দে সেরশাহ বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ মোগল-দিগের নিকট পরাজিত হন। ইঁহারা সম্রাট্ অক্‌বর কর্ত্তৃক মধ্যবঙ্গ হইতে দূরীভূত হওয়া উড়িষ্যা ও ঢাকায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে ইঁহাদের একজন সর্দ্দার ওসমানখাঁ কর্ত্তৃক নিম্ন বঙ্গ লুণ্ঠিত হইল। তিনি উক্ত প্রদেশ ১৬১২ অব্দ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এই বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এই সময় ইসলাম খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই যুদ্ধের পর তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় হইতে ১৬৩৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ হেতু ঢাকা কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। এইকালে আসামবাসী ও মগগণ যথাক্রমে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ ভূভাগ লুণ্ঠন করিয়াছিল। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে সুলতান মহম্মদ সুজা ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে মীরজুম্লা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে আবার ঢাকায় রাজধানী করা হইল। মীরজুম্লার শাসনকালেই ঢাকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মগ এবং আরাকানদিগকে বাধা দিবার জন্য তিনি লক্ষ্মিয়া ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমে কতকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হাজিগঞ্জ ও ইদরক্‌পুরের দুর্গই সমধিক বিখ্যাত। ইঁহার সময়ে ঢাকার নিকটে অনেকগুলি রাস্তা ও সেতু নির্ম্মিত হয়। সায়েস্তাখাঁর রাজত্বকালে এই নগরে স্থাপত্যবিদ্যা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি অনেকগুলি মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার সময় ইষ্টকালয়-নির্ম্মাণের এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, তাহাকে সায়েস্তাখানি বলে। এই পদ্ধতির দুই একটী গৃহ এখনও ঢাকানগরীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সায়েস্তাখাঁ ঢাকা সহর ও উপকণ্ঠ উত্তরদিকে টুঙ্গী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের আদেশে তিনি কিছুদিনের জন্য ইংরাজবণিক্‌দিগের ঢাকাস্থিত এজেন্টগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সম্রাট্ হইয়া বঙ্গদেশের রাজস্ব বর্দ্ধিত করিবার জন্য মুর্শিদকুলিখাঁকে বঙ্গদেশের দেওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। এই কালে কুমার আজিম উশান সম্রাটের আদেশে বঙ্গদেশের নিজামতে নিযুক্ত ছিলেন। মুর্শিদ ঢাকায় আসিয়া সম্রাট্‌পৌত্রের অনেক জায়গীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। আজিম-উশান ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া মুর্শিদের প্রাণনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। মুর্শিদ অসম সাহসে ষড়যন্ত্রকারী-দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ সমস্ত অবগত হইয়া পৌত্রকে বেহারে পাঠাইয়া দিলেন এবং মুর্শিদকুলিখাঁকে নাজিম করিলেন। ফরুখসিয়ারের শাসনসময়ে তিনি প্রকৃত নাজিম হইলেন। এইরূপে ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে রাজধানী উঠিয়া গেল। পূর্ব্বপ্রদেশ শাসনের ভার একজন নায়েব অর্থাৎ অধীন নাজিমের উপর অর্পিত হইল। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে মীর্জা লতীফ্‌উল্লা ত্রিপুরারাজ্য ঢাকা নিজামতের অন্তর্গত করিলেন। পরবর্ত্তী অধিকাংশ নায়েবই অধীন কর্ম্মচারীর প্রতি ভার দিয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেক কর্ম্মচারী ঢাকা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঢাকাবাসিগণ এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিল। এই সময় ইংরাজকোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানি পাইলেন, হুজুরী এবং নিজামত এই দুই বিভাগে ঢাকাশাসনের বন্দোবস্ত হইল। রাজস্বসম্বন্ধীয় প্রথম বিভাগের কার্য্য মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নির্ব্বাহ করিতেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অভিযোগাদি দ্বিতীয়

বিভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে উভয় বিভাগ পরিদর্শন করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দ হইতে এই কর্ম্মচারী কালেক্টর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এই বৎসরেই একটী দেওয়ানী আদালত এবং ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এদেশে কৌন্সিল স্থাপিত হয়। নায়েবগণ রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতে বিচার করিতেন। উক্ত কৌন্সিলে ইহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে কৌন্সিল উঠিয়া গেল এবং রাজকীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য মাজিষ্টর, কালেক্টর, জজ প্রভৃতি নিযুক্ত হইলেন।

পূর্ব্বতন জায়গীরদারগণ ঢাকা-বিভাগের ⅓ অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। প্রধান জায়গীরটীকে নবারা বলিত। মগ ও আসামবাসিগণের আক্রমণ হইতে উপকূলপ্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য নবারার আয় ব্যয়িত হইত। নবারা আবার কতকগুলি তালুকে বিভক্ত ছিল। নাবিক প্রভৃতি বেতনের পরিবর্ত্তে এই তালুকের উপস্বত্ব ভোগ করিত। এইরূপ নবাব প্রধানসেনাপতি প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সরকার আলি আহসাম প্রভৃতি প্রদেশ অবধারিত হইয়াছিল।

নবাবগণ ঢাকা হইতে নিম্নলিখিত আবওয়াব আদায় করিতেন—

(১) পাট্টা বদলাইবার সময় জমীদারদিগের নিকট হইতে এক প্রকার কর।

(২) ইদ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মুসলমান-পর্ব্ব-সময়ে নবাবের নিকট যে সমস্ত উপহার পাঠান হইত, তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ এক প্রকার কর।

(৩) বিভাগীয় রাজস্বের উপর শতকরা কর।

(৪) ঢাকা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে নায়েব কর্ত্তৃক গৃহীত জমির উপর এক প্রকার স্থায়ী কর।

(৫) মহারাষ্ট্রীয় চৌথ।

নিম্নলিখিত বিষয়ে সায়ের আদায় হইত।

(১) নৌকাপস্তুৎ, (যে সমস্ত জলযান ঢাকাবন্দরে আসিত বা তথা হইতে অন্যত্র যাইত, তাহাদের উপরও এই কর আদায় হইত)। (২) বাজারে বিক্রীত দ্রব্য। (৩) ঘাস বিক্রয়। (৪) যাহারা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বাঁশ, খড় প্রভৃতি আনিত। (৫) যাহারা যুদ্ধসজ্জা প্রস্তুত করিত। (৬) সিন্দূর প্রস্তুত। (৭) পাণবিক্রয়। (৮) শাকসবজি বিক্রয়। (৯) কাগজ বিক্রয়। (১০) নগরে যাহারা ব্যবসা করিত। ১১ দোকানদার প্রভৃতি। ১২ বানর, ভল্লুক, সর্প-ক্রীড়া প্রভৃতি কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত থাকিত। (১৩) গায়ক। ১৪ কাষ্ঠবিক্রয়। ১৫ ওজনপরিদর্শনকারী কর্ম্মচারিগণও শতকরা ৷৷০ হিঃ কর আদায় করিতেন।

মোগল-সম্রাট্‌দিগের অধীনে ঢাকার রাজস্ব আদায় করিতে মোট রাজস্বের শতকরা দশ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। কোম্পানী দেওয়ানি গ্রহণ করিলে ঢাকার রাজস্ব কিছু কমিয়া গেল। শ্রীহট্ট প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশ ঢাকা বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। কিন্তু ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর ঢাকা কালেক্টরীর সহিত মিশিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে ১২৫০০০০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। বৃটিশ গবর্মেণ্ট সায়ের কর উঠাইয়া দিয়া মদ, অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন।

ঢাকায় ৭০৩৫ সংখ্যক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন। ১৮০টী জমিদারী পরে উক্ত বন্দোবস্তের অধীন হয়। শেষোক্তের মধ্যে ৫১ খানি লাখেরাজ এবং ১২৮ খানি চর। এই জেলায় ১৩৫০ খানির জমিদারীস্বত্ব গবর্মেণ্ট বিক্রয় করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে কর না দিলে গবর্মেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত জমিদারীগুলিকে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতেন। ১২ই জানুয়ারী, ২৮এ মার্চ্চ, ২৮এ জুন এবং ২৮এ সেপ্টেম্বর এই কএকটী দিবস ঢাকা, কালেক্টরীতে কর আমানত করিবার অবধারিত দিন। ঢাকা জরিপের সময় কতকগুলি লাখেরাজ জমি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। গবর্মেণ্ট প্রথমে এইগুলিকে আত্মসাৎ করিলেন। কিন্তু বহুকাল গবর্মেণ্টের কোন স্বত্ব না থাকায় অথবা অন্য জমিদারীর অন্তর্গত বলিয়া গবর্মেণ্ট এগুলিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

ইংরাজদিগের ন্যায় ফরাসী ও ওলন্দাজগণ ঢাকায় বাণিজ্য-কুঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহাও যথাক্রমে ১৭৭৮ ও ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হয়। মুসলমান-দিগের শাসনকালে ঢাকার বস্ত্রব্যবসায় ও সাধারণ বাণিজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার মস্‌লিনের প্রশংসা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজশাসনে ঢাকার ব্যবসায় ঢাকা পড়িতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টরি মহামন্ত্রে ঢাকার তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইতেছে। ইংরাজবণিক্‌সমিতি ঢাকা অধিকার করিয়া তথায় ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ক্রমে আয় কম হওয়ায় ১৮১৭ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের কুঠী উঠাইয়া দিলেন।

ইংরাজরাজত্বকালে ঢাকায় তত অধিক রাজকীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই; তবে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ঢাকার সিপাহীদিগের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। ৭৩ নং দেশীয় পদাতিক সৈন্য দুই দলে ঢাকা সহরে অবস্থিতি করিত। মীরাটের

সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়াছে এই সংবাদ আসিলে ঢাকার সিপাহীদিগের মধ্যেও অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃটীশগবর্মেণ্ট ভাবী অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া সহররক্ষার জন্য কতকগুলি সৈন্য পাঠাইলেন। য়ুরোপীয় ও য়ুরেসীয়গণও নগররক্ষার্থ সখের সৈন্যদিগের মধ্যে আপনাদিগের নাম লেখাইলেন। ২১এ নবেম্বর পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ঐ দিবসে সংবাদ আসিল যে, চট্টগ্রামের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া গবর্মেণ্ট ঢাকার সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে মনন করিলেন। পরদিন প্রাতে ৫ টার সময় সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে য়ুরোপীয়গণ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ধনাগারের প্রহরীকে নিরস্ত্র করা হইল। পরে নৌসেনাগণ লালবাগ অভিমুখে গমন করিল। কার্য্যের প্রথম অবস্থা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সিপাহীগণ সহজেই গবর্মেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কিন্তু লালবাগে উপস্থিত হইয়া ইংরাজগণ দেখিল যে সিপাহীগণ বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং উভয়পক্ষে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাঁধিল। সিপাহীগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইহাদের মধ্যে কএকজন ধরা পড়িয়া ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

১৫৫৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল করগ্রহণের সুবিধার জন্য বাজুহা এবং সোণারগাঁ এই দুই বিভাগে ঢাকাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ঢাকাসহর প্রথম বিভাগের অন্তগত এবং পূর্ব্বদিকে বারবকাবাদ হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলসম্রাট্গণ মহল এবং সায়ের এই দুই শ্রেণীর রাজস্ব আদায় করিতেন। ভূমির কর আদায় করিবার জন্য বাজুহা ৩২ এবং সোণারগাঁ ৫২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক বিভাগ হইতে যথাক্রমে ৯৮৭৯২০৲ এবং ২৫৮২৮০৲ টাকা আদায় হইত। ১৭২২ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশ ১৩শ চাকলায় পরিবর্ত্তিত হয়। সোণারগাঁ, বাকরগঞ্জ, বাজুহা বিভাগের কতকাংশ, ত্রিপুরা, সুন্দরবন এবং নোয়াখালির ফেণীনদী পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা আবার ২৩৬ পরগণায় ও কতকগুলি জমিদারীতে বিভক্ত হইল। এই প্রদেশ হইতে ১৯২৮২৯০৲ টাকা কর ধার্য্য হইয়াছিল *।

৩ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর উপবিভাগ। পরিমাণফল ১২৬৮ বর্গমাইল। ইহাতে ৪টী থানা আছে; যথা লালবাগ, সাভার, কাপাসিয়া ও নবাবগঞ্জ।

৪ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর নগর। এই নগরই জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঢাকাবিভাগের কমিশনার সাহেব এখানে বাস করেন। এই নগর বুড়ীগঙ্গার উত্তর-তীরে অবস্থিত এবং বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন প্রদেশ নগরসমূহের মধ্যে ইহা লোকসংখ্যায় ৫ম। অক্ষা° ২৩° ৪৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ২৬´ ২৫´´ পূঃ। ঢাকা মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থানের পরিমাণ প্রায় ৮ বর্গমাইল। অধিবাসিসংখ্যা ৮২৩২১। তন্মধ্যে হিন্দু ৪১৫৬৬, মুসলমান ৪০১৮৩, খৃষ্টান ৪৬৭, জৈন ১৩, এবং বৌদ্ধ ১৬ জন।

নগর নদীর উত্তরকূলে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ, এবং নদীকূল হইতে উত্তরদিকে প্রায় ১½ মাইল বিস্তৃত। দোলাইখাড়ীর এক শাখা ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নগরের প্রধান রাস্তা দুইটী, একটী পশ্চিমে লালবাগ প্রাসাদ হইতে পূর্ব্বে দোলাইখাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত এবং অপরটী নদী হইতে উত্তরদিকে প্রাচীন কেল্লা পর্য্যন্ত। দুইটী রাজবর্ত্মই প্রশস্ত এবং উভয়পার্শ্বে সুন্দর হর্ম্যাবলি ও বিপণিশ্রেণীদ্বারা সুশোভিত। অবশিষ্ট রাস্তাগুলির অধিকাংশ অপ্রশস্ত ও কুটিল। নগরের পশ্চিম-প্রান্তে চক অর্থাৎ হাট অবস্থিত। য়ুরোপীয়গণ নগরের মধ্যভাগে নদীতীরে প্রায় ½ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বাস করেন। আর্ম্মেনীয় ও গ্রীক পল্লীতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। দেশীয়দিগের পল্লী অতি-সঙ্কীর্ণ। বিশেষতঃ তন্তুবায় ও শঙ্খবণিক্‌দিগের পল্লীতে অনেকের বাস্তবাটীর সম্মুখভাগ ৬।৭ হাতের অধিক নহে। কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বাড়ীসকলের মধ্যস্থান খোলা, দুই প্রান্তে মাত্র গৃহ থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ঢাকানগর বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন ইহার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির অধিক পরিচয় বিদ্যমান নাই। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় প্রতিষ্ঠিত ঢাকার দুর্গ বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানরাজগণের কেবলমাত্র দুইটী চিহ্ন বিদ্যমান আছে— সুলতান মহম্মদ সুজা-নির্ম্মিত কাট্‌রা এবং লালবাগ প্রাসাদ। এই দুইটীও এখন ভগ্নাবশেষমাত্র, ইহার খোদিত প্রস্তরময় অংশসকল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ইংরাজ ও ফরাসীদিগের কুঠীসকলও নদী-গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বহুকাল হইতে ঢাকার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসকল মগ

* ঢাকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এই গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য— Dr. Taylor's Topography of Dacca, D'Oyley's Antiquities of Dacca, Hunter's Statistical Account of Bengal vol. V.

ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইতেছিল। উহাদিগের আক্রমণ হইতে এই প্রদেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ১৬১০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকানগরে স্থাপিত হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলিখাঁ ঢাকা হইতে নিজ প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লইলেন। তদবধি ঢাকার অবনতি আরম্ভ হয়। কথিত আছে, ইহার সমৃদ্ধির সময় ঢাকানগর বহুজনাকীর্ণ এবং নদীতীর হইতে উত্তরদিকে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও টুঙ্গী গ্রামে অরণ্যের মধ্যে বহুসংখ্যক অট্টালিকা ও মস্‌জিদ্ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকানগরের মলমল্ বহু সমাদরে য়ুরোপখণ্ডে বিক্রীত হইত। তখন এখানকার হিন্দু তন্তুবায়গণ বংশপরম্পরাক্রমে ঢাকাই-মল্‌মলের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। সূক্ষ্মতায়, বয়নপারিপাট্যে এবং চিক্কণতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কেহই ইহাদের সমকক্ষ ছিল না। ঢাকার কার্পাসও তৎকালে সূক্ষ্মসূত্র উৎপাদন করিতে ভূতলে অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও দেশীয় সওদাগরগণ প্রতিবৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার ঢাকাই মস্‌লিন ক্রয় করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাঞ্চেষ্টার তন্তুবায়দিগের অপেক্ষাকৃত সুলভ মলমলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকার মলমলের কাট্‌তি কমিতে লাগিল; অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী উঠিয়া গেল। ইহাই ঢাকার অবনতির দ্বিতীয় কারণ। তদবধি আর ইহার উন্নতির কোন আশা রহিল না। এতদিন বস্ত্রব্যবসায়ই ঢাকার প্রধান আয়ের উপায় ছিল। এখন সে ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় অধিবাসিগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িল। বহুসংখ্যক অধিবাসী স্থানত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অদ্যাপি তন্তুবায়গণের দুরবস্থা এবং বহুসংখ্যক পরিত্যক্ত গৃহাদি ইহার বিষম ফল ঘোষণা করিতেছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসিসংখ্যা ২ লক্ষের অন্যূন বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা কেবলমাত্র ৬১২১২ জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসিসংখ্যা ৭৯,০৭৬ জন মাত্র ছিল। রেল-বিস্তার এবং বাণিজ্যের সমূহ বিস্তার হওয়ায় দিন দিন ইহার লোকসংখ্যা কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা যে কখনও পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে পারিবে, এরূপ আশা দুরাশামাত্র। সম্প্রতি ঢাকার মস্‌লিনের কিয়ৎপরিমাণে আদর হইতেছে। কয়েক জন তন্তুবায় ধনকুবেরদিগের উৎসাহে অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম মস্‌লিন প্রস্তুত করিতেছে।

ঢাকানগরের অবস্থান বাণিজ্য পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক। গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটী বৃহৎ নদী হইতে ইহা অধিক দূর নহে। মদনগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ ঢাকারই বন্দর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার বাণিজ্য পাটনা ব্যতীত বাঙ্গালার অন্যান্য সকল মধ্যবর্ত্তী নগর অপেক্ষা অধিক। তণ্ডুল, পাট, তিল, সর্ষপাদি, চর্ম্ম এবং বস্ত্রাদি প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। ঢাকার মাঝিগণ বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাঝি বলিয়া বিখ্যাত।

ঢাকা নগরের জলবায়ু অতিশয় কদর্য্য ছিল। বর্ষাকালে চতুর্দ্দিক্ জলমগ্ন হইয়া যাওয়ায় অনেক রোগ উৎপন্ন হইত। সংপ্রতি বিশুদ্ধ জলপ্রাপ্তির সুবিধা হওয়ায় ঢাকা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মিটফোর্ড হাঁসপাতাল স্থাপিত হইল। এখানে বিস্তর রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইত।

(দেশজ) ৫ চাপা। লুকান। ৬ আচ্ছাদন।

ঢাকাদক্ষিণ, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণার মধ্যেই স্বনামখ্যাত 'ঢাকাদক্ষিণ' গ্রাম। ইহা শ্রীহট্টের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ও গুপ্তবৃন্দাবননামে খ্যাত।

এই গ্রাম শ্রীহট্ট সহর হইতে সাত ক্রোশ দূরে দক্ষিণপূর্ব্বকোণে অবস্থিত। সহর হইতে ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা আছে। নৌকাযোগেও যাওয়া যায়। ঢাকাদক্ষিণ একটী সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বহুসহস্র লোকের বসবাস।

এই ঢাকাদক্ষিণ শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথমিশ্রের জন্মস্থান ও তাঁহার পিত্রালয়। উপেন্দ্রমিশ্রের বাসভবনই এখন বৈষ্ণবতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর অনেক বৈষ্ণব এ তীর্থদর্শনে সমাগত হইয়া থাকেন।

চারিশত বর্ষের প্রাচীন চৈতন্যোদয়াবলী এবং পরবর্ত্তী মনঃসন্তোষিণী গ্রন্থে এই তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে—

ঢাকাদক্ষিণে উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র জগন্নাথমিশ্রের বাস। জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন, নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শচীদেবীর সহ তাঁহার পরিণয় হয়। বিবাহের পর তিনি নবদ্বীপেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে পরে তিনি সপরিবারে পিতৃদর্শনে আগমন করেন, এখানে শচীর গর্ভ হয়, এই গর্ভের সন্তানই শ্রীচৈতন্যদেব। গর্ভাবস্থায় শচীকে লইয়া জগন্নাথ পুনর্ব্বার নবদ্বীপে গমন করেন, বিদায়ের পূর্ব্বে শচীকে তাঁহার শাশুড়ী অনুরোধ

করেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে তাহাকে যেন একটীবার ঢাকাদক্ষিণে পাঠাইয়া দেন।

যথাকালে শ্বাশুড়ীর অনুরোধ শচীদেবী পুত্রকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে আসিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের পর ১৪৩১ শকেই তিনি শ্রীহট্টস্থ ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেন।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধা স্বীয় পৌত্রের কাছে নানা কথাবার্ত্তার সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে চৈতন্য তাঁহাকে দুইটী মূর্ত্তি দেন, একটী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অপরটী তাঁহার। এই মূর্ত্তি দুইটী প্রদান করিয়াই তিনি চলিয়া যান, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই দুইটী মূর্ত্তির প্রভাবে সে গ্রাম হরিভক্ত হইল—বিরুদ্ধবাদী কেহই রহিল না এবং এই মূর্ত্তি দুইটীর প্রভাবেই মিশ্রবংশের পারিবারিক অভাব দূরীভূত হইল। আজিও মিশ্রবংশের অন্য কোন জীবিকা নাই, এই মূর্ত্তি-পূজাই তাঁহাদের জীবিকা। উৎসবাদি উপলক্ষে এখানে যে আয় হয়, তাহা হইতেই একটী বংশ (১৮ ঘর ব্রাহ্মণ) প্রতিপালিত হয়, এই জন্যই মনঃসন্তোষিণী গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

"গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে।

* * * * * * *

অতি গুপ্ত বিহার করেন আত্মারাম।

নিরন্তর পূর্ণ করেন যার যেই কাম॥" (ম° স°)

এই উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী, যেখানে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদ্বয় বিরাজিত, তাহা এখন 'ঠাকুরবাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। এই 'ঠাকুরবাড়ীর' সম্মুখে ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি আছে। রথযাত্রা এবং ঝুলনোৎসবই অধিক জাঁকজমকের সহিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ঢাকাদক্ষিণে প্রসিদ্ধ 'গোপেশ্বর শিব' আছেন, ঠাকুরবাড়ী হইতে তাহা প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। কৈলাস নামক এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্যদেব এই শিবদর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কৈলাসের পার্শ্বেই অমৃতকুণ্ড।

ঢাকাঘোড়া (দেশজ) পর্দ্দা, বেড়া।

ঢাকাঢোকা (দেশজ) ১ আচ্ছাদিত। ২ লুক্কায়িত।

ঢাকী (দেশজ) ঢাকবাদ্যকারী, যে ঢাক বাজায়।

ঢাকুনী (দেশজ) আবরণী, আচ্ছাদনী, পর্দ্দা।

ঢাণ্ডা (দেশজ) সমারোহ, জনতা।

ঢাপা (দেশজ) ১ গোপন। ২ আচ্ছাদন।

ঢামরা (স্ত্রী) হংসী। (শব্দার্থচি°)

ঢামাল (দেশজ) ১ জনতা। ২ গোলমাল।

ঢাল (পুং) ঢৌক-অচ্। পৃষো° সাধুঃ। চর্ম্মনির্ম্মিতফলক।

ঢালা (দেশজ) ১ নিক্ষেপ করা, ফেলা। ২ খালি করা।

ঢালাই (দেশজ) গড়নবিশেষ, যাহাতে জোড়া থাকে না, কেবল পিটিয়া গড়া হয়।

ঢালা উবরা (দেশজ) আশেপাশে ফেলা।

ঢালি [ঢালী দেখ।]

ঢালী (ত্রি) ঢালমস্ত্যস্যেতি ঢাল-ইনি। ঢালবিশিষ্ট, ঢাল ধারী, চর্ম্মী।

"ঢালিপক্ষজয়করী ঢকারবর্ণরূপিণী।" (অন্নপূর্ণাস্তো°)

ঢালু (দেশজ) নিম্ন, গড়ানিয়া।

ঢপন (দেশজ) কিলমারা, ঘুষামারা।

ঢিপি (দেশজ) উচ্চস্থান।

ঢিপী (দেশজ) উচ্চস্থান, স্তূপ, ঢিবী, রাশি।

ঢিপ্ল্যা (দেশজ) লুটি।

ঢিবি (দেশজ) [ঢিপী দেখ।]

ঢিমা (দেশজ) মৃদু, নম্র, ক্ষীণ, কৃশ।

ঢিল (দেশজ) ক্ষুদ্র মাটির চাপ, ইষ্টকখণ্ড।

ঢিলা (দেশজ) ১ শিথিল, আল্গা। ২ অলস।

ঢিলমিলিয়া (দেশজ) শিথিল, কোমল।

ঢীলা (দেশজ) [ঢিলা দেখ।]

ঢীলামি (দেশজ) শৈথিল্য।

ঢু (দেশজ) মস্তকদ্বারা আঘাত।

ঢুড় (দেশজ) অন্বেষণ, অনুসন্ধান।

ঢুকন (দেশজ) প্রবেশন, অন্তর্গত-করণ।

ঢুণ্টন (ক্লী) ঢুণ্ট-ল্যুট্। অন্বেষণ, খোঁজন, ঢোঁড়ন।

ঢুণ্টি (পুং) ঢুণ্ট্যতেঽসৌ ঢুণ্ট-ইন্। গণেশ, ইনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন, কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

"অন্বেষণে ঢুণ্টিরয়ং প্রথিতোঽস্মিধাতুঃ
সর্ব্বার্থঢুণ্টিততয়া তব ঢুণ্টিনামা।
কাশীপ্রবেশমপি কো লভতেঽত্র দেহী
তোষং বিনা তব বিনায়ক ঢুণ্টিরাজ॥" (কাশীখ°)

ঢুণ্টি এই ধাতু জগতে অন্বেষণার্থক রূপেই প্রথিত আছে, সমস্ত বিষয়ই তোমার অন্বেষিত (জ্ঞাত), এই জন্যই তোমার নাম ঢুণ্টি। তোমার সন্তোষ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই কাশীতে প্রবেশ করিতে পারে না, তুমি আমার অন্নদক্ষিণে ঢুণ্টিরাজরূপে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তগণকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রদান করিতেছ, এই জন্যই তোমার নাম ঢুণ্টি। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে

যে সকল লোক বিবিধ প্রকার গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ঢুণ্ঢি-রাজের পূজা করে, তাহারা শিবের অনুচর হইয়া কাশীতে অবস্থান করে। প্রতি চতুর্থীতে যাহারা পূজা করে, তাহারাও এ জগতের অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে।

মাঘমাসে শুক্লা চতুর্থীতে নক্তব্রত করিয়া যে সকল ব্যক্তি ঢুণ্ঢিগণেশের পূজা করে, শুক্লতিল দ্বারা লাড়ু প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করে এবং যাহারা তিলদ্বারা হোম করে, তাহারা সকল প্রকার বাধারহিত হইয়া অচিরে সিদ্ধি লাভ করে। (কাশীখ° ৫৭ অ:) [কাশী দেখ।]

২ জাতকপদ্ধতি নামক জ্যোতিগ্রন্থকার। ৩ মাংসাদি-নির্ণয়নামক সংস্কৃতগ্রন্থ-রচয়িতা।

৪ একজন সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগী রাজা, ইঁহারই উৎসাহে বিশ্বনাথভট্ট বিখ্যাত "ঢুণ্ঢিপ্রতাপ" নামে একখানি বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশ করেন।

ঢুণ্ঢিরাজ, ১ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্, পার্থপুরবাসী নৃসিংহের পুত্র। ইনি অনেকগুলি জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—খণ্ডভঙ্গাধ্যায়, কুণ্ডকল্পলতা, গ্রহফলোৎপত্তি, গ্রহলাঘবোদাহরণ, জাতক-কৌস্তুভ, জাতকাভরণ, তাজিকভূষণ, তাজিকাভরণ, পঞ্চাঙ্গ-ফল, রাজযোগাধ্যায়, শিষ্টাধ্যায়, অনন্তরচিত সুধারসের সুধারসসারিণী নামে টীকা, সুধারসকরণচতুষ্ক প্রভৃতি।

ইঁহার পুত্র গণেশ গণিতমঞ্জরী রচনা করেন।

২ বৌধায়নীয় চাতুর্মাস্য প্রয়োগরচয়িতা।

৩ কাবেরী-স্তোত্র-প্রণেতা।

ঢুণ্ঢিরাজ মল্ল, একজন বৈদিক পণ্ডিত, ইনি মৃতপত্নীকাধান, স্বর্গদ্বারেষ্টিসত্রপ্রয়োগ এবং বৌধায়নীয়হোত্রসামান্য রচনা করেন।

ঢুণ্ঢিরাজ ব্যাসযজ্বন্, একজন মহারাষ্ট্র পণ্ডিত। ইনি ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে শাহজীর প্রীত্যর্থ শাহজিবিলাস নামে এক-খানি সঙ্গীতপুস্তক ও পরে মুদ্রারাক্ষসটীকা রচনা করেন।

ঢুণ্ঢুভ (পুং) ডুণ্ডুভ, ঢোঁড়া শাপ।

ঢুপ্ (দেশজ) ১ খালি। ২ খালি পাত্রের শব্দ।

ঢুলঢুল্ (দেশজ) ১ নিদ্রাবেশ, চক্ষু যেন বুজিয়া আসার ভাব। ২ ঝিমান।

ঢুলা (দেশজ) নিদ্রাবেশে নড়া বা মাথা দোলান।

ঢুষ্ (দেশজ) ১ গুঁতা মারা। ২ ঢু দেওয়া।

ঢুষণ (দেশজ) ১ ঢু দেওয়া। ২ গুঁতা মারণ।

ঢুষণা (দেশজ) ১ কর্ম্মঠ হইয়াও যে কিছু করে না। ২ অপব্যয়কারী।

ঢুষাঢুষি (দেশজ) পরস্পর গুঁতা মারা, ঢু দেওয়া।

ঢেউ (দেশজ) ১ তরঙ্গ, হিল্লোল। ২ খেয়াল।

ঢেওন (দেশজ) জল দিয়া ভাসাইয়া দেওন।

ঢেঁকি (দেশজ) তণ্ডুলাদি প্রস্তুত করণের যন্ত্রবিশেষ।

ঢেঁকিশালা (দেশজ) ঢেঁকিগৃহ, ঢেঁকিঘর।

"পরিবারে দিবা খুঞা উড়িতে খোসলা।
শয়ন করিতে তারে দিবা ঢেঁকিশালা ॥" (কবিক° চণ্ডী)

ঢেঁটা (দেশজ) শঠ, দুষ্ট, খল।

ঢেঁটরা (দেশজ) ঢক্কাবাদনপূর্ব্বক ঘোষণা করা, কোন একটী বিষয় সাধারণ্যে জানাইতে হইলে একজন লোক ঢোল বাজাইতে বাজাইতে গমন করে, আর তাহার পিছনে আর একজন লোক সেই বিষয় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে গমন করিয়া থাকে।

ঢেঁড়রিয়া (দেশজ) যে ঢেঁড়া দেয়।

ঢেঁড়স (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহার ফলকে দেশভেদে রামঝিঙ্গা বলে।

ঢেঁড়া (দেশজ) ঘোষণা, প্রচার।

ঢেঁড়ী (দেশজ) ১ অহিফেন বৃক্ষের ফুল। ২ কর্ণাভরণ-বিশেষ। ৩ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ঢেঁপ (দেশজ) পদ্মের জীবকোষ।

ঢেঁশা (দেশজ) ১ আঘাত, ধাক্কা, বিদ্রূপ। ২ দোষসূচক দৃষ্টান্ত।

ঢেক (দেশজ) ছাপাইয়া উঠা।

ঢেক চালুয়া (দেশজ) যে চাল ভাল রাঁধা হয় নাই।

ঢেকা (দেশজ) ১ ধাক্কা মারণ। ২ নির্গত করণ। ৩ ঠেলন।

ঢেকাঢোকা (দেশজ) আবরণ, আচ্ছাদন।

ঢেকুর (দেশজ) হিক্কা।

ঢেঙ্গা (দেশজ) লম্বা, আয়ত।

ঢেমন (দেশজ) লম্পট, নায়কনায়িকার সংঘটনকারক, কোটনা।

ঢেমনা (দেশজ) উপপতি, প্রণয়ী, ভালবাসার লোক।

ঢেমনী (দেশজ) উপপত্নী।

ঢেমসা (দেশজ) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ঢেম্নী (দেশজ) উপপত্নী।

ঢের (দেশজ) বহু, অনেক।

ঢেরা (দেশজ) ১ পাট কাটিবার যন্ত্র। ২ নিরক্ষর লোক-দিগের দস্তখতের ঢেরাকার চিহ্ন।

ঢেরি (দেশজ) রাশি, গুচ্ছ, সমূহ।

ঢেলা (দেশজ) মাটির চাপ, ইষ্টকখণ্ড।

ঢোলপুর, রাজপুতানার উত্তরপূর্ব্বকোণে একটী দেশীয়

রাজ্য অক্ষা° ২৬°২২″ এবং ২৬°৫৭′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ১৬′ ও ৭৮°১৯′ পূঃ। এই রাজ্যটী উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৭২ মাইল দীর্ঘ এবং গড়পড়তা ১৬ মাইল প্রস্থ। ইহার উত্তরসীমায় আগ্রা, দক্ষিণে চম্বল নদী এবং পশ্চিমে করৌলি ও ভরতপুর। প্রধান সহর ঢোলপুর। এই রাজ্যে একজন বৃটীশ গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি কর্ম্মচারী (Political agent) বাস করেন।

চম্বলনদী এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বে ১০০ মাইল প্রবাহিত। গ্রীষ্মকালে ইহার বিস্তৃত ৩০০ গজ, বর্ষাকালে ইহা প্রায় ১০০০ গজ বিস্তৃত হয়। চম্বলনদীর সমতলের আকস্মিক পরিবর্ত্তন হেতু নদীর উপর দিয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করা যায় না, এই নদী পার হইয়া গোয়ালিয়রে যাইবার অনেকগুলি ঘাট আছে। রাজঘাটটীই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের উত্তরাংশে বাণগঙ্গা (অথবা উতনর্গা) নদী। ঢোলপুরে পার্ব্বতী ও মোর্ক নামে ইহার ডুইটী শাখানদীও আছে। গ্রীষ্মকালে এই তিনটী নদী অধিকাংশ স্থলেই শুকাইয়া যায়। ঢোলপুরের নদীগুলি সাধারণতঃ দেশের সমতল অপেক্ষা অতিশয় নিম্ন এবং ইহাদের তট স্থানে স্থানে লম্বা গর্ত্তে পরিপূর্ণ।

ঢোলপুরের আড় দিকে একটী রক্তবর্ণ বালুকা পাথরের ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। অধিবাসিগণ এই পাহাড় হইতে প্রস্তর লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে এই পাথরগুলি শক্ত হয় এবং পাত করিলেও নষ্ট হয় না। চম্বলের রেলওয়ে-সেতু এই প্রস্তর-নির্ম্মিত। নদীর তটে অনেক গর্ত্তে কাঁকর পাওয়া যায়। ঢোলপুর সহরের ২১ মাইলের মধ্যে চূণের পাথর দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী ভূমি অনুর্ব্বর। উত্তর এবং উত্তরপশ্চিম ভাগের দোমাটিতে (বালুকা ও কর্দ্দমমিশ্রিত মৃত্তিকায়) যথেষ্ট ফসল জন্মে। রাজাখেরা পরগণার নিকটস্থ কৃষ্ণমৃত্তিকা হৈমন্তিক শস্যের পক্ষে অনুকূল। বাজরা, জোয়ার, যব, গোধূম ঢোলপুরের প্রধান উৎপন্ন শস্য। তূলা ও ধান্য জন্মে। কূপ ও পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া জমিতে দেওয়া হয়। সচরাচর কূপাদির ২৫ ফুট নীচে জল থাকে।

ঢোলপুরের রাজাই এই রাজ্যের সমগ্র ভূখণ্ডের একমাত্র অধিকারী। জমিদার অথবা মাতব্বরগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করেন। গ্রাম-স্থাপয়িতার বংশধরগণই জমিদার শ্রেণীভুক্ত। যতদিন পর্য্যন্ত জমিদারগণ রাজার সহিত যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অব্যাহত রাখেন, ততদিন তাঁহারা জমির অধিকার ভোগ করিতে পারেন। পতিত জমি পুষ্করিণী প্রভৃতি রাজার সাক্ষাৎ অধিকারান্তর্গত।

১৮৭৬খৃঃ অব্দে এই রাজ্যে একবার জরিপ হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈন ধর্ম্মের অনেক লোক ঢোলপুরে বাস করে। ব্রাহ্মণ ও চামারের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাজপুত, গুর্জ্জর, কচ্ছী, মীনা, জাট, বণিয়া, আহীর প্রভৃতি শ্রেণীর লোক এই প্রদেশে দেখা যায়। বারী ও গির্দ্দ তালুকের গুজ্জরীগণ গৃহপালিত পশু চুরি করে। মীনাগণ কৃষিজীবী। বৈষ্ণবধর্ম্মই ঢোলপুরে সমধিক প্রবল। চৌনী, বারী, পুরণী এবং রাজাখেরা এই চারিটী প্রধান সহর। এই রাজ্যে হিন্দি, পার্শি, ইংরাজী প্রভৃতি শিখাইবার জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে।

ঢোলপুররাজ্যের মধ্য দিয়া আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। ঢোলপুর হইতে রাজাখেরি দিয়া আগ্রা, ঢোলপুর হইতে বারী এবং ঢোলপুর হইতে কোলারী ও বসেরি পর্য্যন্ত ৩টী ভাল রাস্তা আছে। সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ের রাস্তাও এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

রাজস্বকার্য্যের সুবিধার জন্য রাজ্যটী ৫টী তহসীলে বিভক্ত। যথা (১) গির্দ্দ ঢোলপুর, (২) বারী, (৩) বসেরী, (৪) কোলারি (৫) রাজাখেরা। উক্ত তহসীলগুলিতে যথাক্রমে ৫, ৭, ২, ৩ ও ২টী তালুক আছে। সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবার জন্য ৫৫ খানি গ্রাম জায়গীর এবং ৪৪ খানি গ্রাম দেবোত্তর অর্পিত হয়। জায়গীরদারগণ অত্যাচার করিলে রাজা তাহার বিচার করেন। প্রজাদিগের জীবন-মৃত্যুর ক্ষমতা রাজার হাতে। রাজকার্য্যের পরামর্শের জন্য কৌন্সিলে ৩ জন সভ্য থাকেন। নাজিম পুলিস ও বিচারবিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা, কিন্তু কৌন্সিলের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া তিনি কাহাকেও ৩ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন না। এই রাজ্যে কতকগুলি থানা, ফাঁড় এবং প্রতি গ্রামে একজন করিয়া চৌকিদার আছে। বনবিভাগের বন্দোবস্ত তহসীলদার করিয়া থাকেন। ঢোলপুরের কারাপ্রথা বৃটীশসাম্রাজ্যের তুল্য।

দেশের জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যজনক। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে অতিশয় উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ২৭ হইতে ৩০ ইঞ্চ। এই রাজ্যে ৩টী দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। রাজকোষ হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

১০০৪ খৃঃ অব্দে তোমরবংশোদ্ভূত রাজা ঢোলন-দেব-তলবার চম্বল ও বাণগঙ্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ শাসন

করিতেন। প্রবাদ, তাঁহার নামানুসারে ঢোলপুরের রাজা বাবরকে কিছুদিন বাঁধা দিয়াছিলেন। অকবরের সময় ঢোল-পুর মোগলসাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে ঢোলপুরের ৩ মাইল পূর্ব্বে রঞ্জচবুত্র নামক স্থানে সাম্রাজ্য লইয়া অরঙ্গজেব মুরাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজম ও মুয়াজমের মধ্যে ঢোলপুরে একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। নবীন সম্রাট মুয়াজমকে বিপদাপন্ন দেখিয়া রাজা কল্যাণসিংহ ঢোলপুর অধিকার করিয়া বসিলেন।

ঢোলপুরের শাসন-কর্ত্তাগণ জাটবংশীয়। ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ প্রাচীনকালে গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী গোহদ নামক একটী গ্রামের জমিদার ছিলেন। প্রাচীন বর্ণনানুসারে ঢোল-পুর কনোজরাজ্যের অংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। সম্রাট্ অকবর ঢোলপুরকে আগ্রারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঢোলপুরের শাসন-কর্ত্তাগণ অতিশয় পরিশ্রমী ও যুদ্ধকুশল হওয়ায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। পেশবা বাজিরাওয়ের সময় ইঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে গোহদরাজ উপাধি-ভূষিত হইলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে পাণি-পথের ভীষণক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতনের পর গোহদ-রাজ গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া নিজ স্বাধীনতা-প্রচার ও রাণা উপাধি ধারণ করিলেন। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে গোহদের মহারাণা লকিন্দর সিংহের সহিত ইংরাজদিগের এই সর্ত্তে একটী সন্ধি হইল যে, বৃটিশগবর্মেণ্ট মহারাণাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈন্য সাহায্য করিবেন এবং জয়-পরাজয়ের ফলভাগী হইবেন। ইংরাজদিগের সহায়তায় মহারাণার রাজ্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই, এই অপরাধে ইংরাজগবর্মেণ্ট তাঁহার সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করিলেন। সুবিধা পাইয়া সিন্ধিয়া গোয়ালি-য়র ও গোহদ অধিকার এবং মহারাণাকে বন্দী করিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি শাসন-কর্ত্তা অম্বজি ইঙ্গলিয়া গোহদ, গোয়ালিয়র ও অন্যান্য কএকটী স্থান বৃটীশগবর্মেণ্টকে প্রদান করেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গব-র্মেণ্ট মহারাণা লকিন্দরের পুত্র কিরাতসিংহকে গোহদ ও তাঁহার অধীন জনপদগুলি ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বৃটীশগবর্মেণ্টকে মহারাণা কিরাতসিংহের নিকট হইতে গোহদ প্রদেশ গ্রহণ করিয়া সিন্ধিয়াকে অর্পণ করিতে হইল। মহারাণার ক্ষতিপূরণার্থ বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহাকে ঢোলপুর, বর এবং রজকির পরগণা প্রদান করিলেন। এই-রূপে কিরাতসিংহ ঢোলপুরের মহারাণা হইলেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে কিরাতসিংহের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র ভগবন্তসিংহ মহারাণা উপাধি পাইলেন। ইনি সিপাহীবিদ্রোহকালে বৃটীশ গবর্মেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ ভগবন্তসিংহ বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট হইতে 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' উপাধি পাইলেন। পাতিয়ালার মহারাজের ভগিনীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ নেহালসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মহারাণা ভগবন্তসিংহের মৃত্যুর পর নেহালসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনি আগ্রায় প্রিন্স অব্ ওয়েলসের অভ্যর্থনা-সভায় ও দিল্লীদর-বারে উপস্থিত ছিলেন। ঢোলপুরের মহারাণাদিগের সম্মা-নার্থ ১৫টী তোপ হইবার নিয়ম আছে। এইরাজ্যে ৬০০ অশ্বারোহী, ৩৬৫০ পদাতি, ১০০ গোলন্দাজ সৈন্য ও ৩২টী কামান আছে।

ঢোলপুররাজ্যে শ্বেত ও রক্তবর্ণ বালুকাপ্রস্তরের থাম, খিলান, বক্র ও অন্যান্য আকারের বাতায়ন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এ গুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম। কারুকার্য্যের তারতম্যানুসারে ইহাদের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঢোলপুরে পিত্তলের এক প্রকার হুকা প্রস্তুত হয়। এই অঞ্চলে এই হুকাকে কল্লি কহে। এই হুকাগুলি বিবিধরূপে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত। এই রাজ্যের কাষ্ঠনির্ম্মিত খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্যগুলিও অতিশয় সুন্দর। এই স্থানের বার্ণিস করা দ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত।

২ মধ্যভারতের অন্তর্গত ঢোলপুররাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৬০° ৪২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৬° পূঃ। আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোডে আগ্রার ৩৪ মাইল দক্ষিণে এবং গোয়ালিয়রের ৩৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে রাজঘাটের নিকট চর্ম্মণ্বতী নদীর উপর নৌসেতু আছে। ঐ নৌসেতু ১লা নবেম্বর হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট সময় খেয়া নৌকা দ্বারা যাতায়াত সম্পন্ন হয়। আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত সিন্ধিয়া ষ্টেটরেলওয়ে ঢোলপুর দিয়া গিয়াছে। এই রেলপথ ঢোলপুর হইতে ৫ মাইল দূরে সেতু দিয়া চর্ম্মণ্বতী নদী পার হইয়াছে।

কথিত আছে, রাজা ঢোলনদেব বর্ত্তমান নগরের দক্ষিণে প্রাচীন ঢোলপুর নগর স্থাপন করেন। সম্রাট্ বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ঢোলপুর অধিকার করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তৎ-পুত্র হুমায়ুন চর্ম্মণ্বতী নদীর গর্ভশায়ী হইবার আশঙ্কায় নদীতীর হইতে নগরকে আরও উত্তরে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট অকবর এখানে একটী উচ্চ ও সুরক্ষিত সরাই নির্ম্মাণ করেন। নগরের নূতন অংশ এবং রাজপ্রাসাদ রাণা কিরাতসিংহকর্তৃক

নির্ম্মিত। কার্ত্তিকমাসে ১৫ দিন ধরিয়া এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে, ঐ মেলায় বহুসংখ্যক অশ্ব, গবাদি এবং দিল্লী, আগ্রা, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত নানাবিধ পণ্যজাতও বিক্রয় হইয়া থাকে। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে মুচুকুন্দহ্রদের নিকটও প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র মাসে দুইটী মেলা হয়, ঐ সময়ে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া তথায় স্নানদানাদি করিয়া থাকে। এই হ্রদ প্রায় ১২৫ বিঘা বিস্তৃত এবং অতিশয় গভীর। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পাহাড় সকল হইতে বৃষ্টিজল আসিয়া ঐ খাতে সঞ্চিত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে অন্যূন ১১৪টী দেবালয় আছে। ফাল্গুনমাসে ঢোলপুরের ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ সন্পৌ নগরেও একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

ঢোলসমুদ্র, বাঙ্গালার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার একটী ঝিল বা জলা। ইহা ফরিদপুর সহরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ষাকালে এই ঝিলের পরিসর বৃদ্ধি হইয়া নগরের গৃহ-সন্নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। শীতকালে উহা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া অবশেষে গ্রীষ্মকালে এক বা দুই মাইলে পরিণত হয়।

ঢোঁ (দেশজ) ১ ভার বহন। ২ আসিয়া বৃথা চলিয়া যাওয়া।

ঢোঁওন (দেশজ) ১ ভার বহন। ২ গাড়ী হাঁকান।

ঢোঁড়ন (দেশজ) অন্বেষণ, খুঁজন।

ঢোঁড়া (দেশজ) ১ খুঁজা, অন্বেষণ করা। ২ এক প্রকার সাপ।

ঢোক (দেশজ) ১ স্বুবর্ণাদির পরিমাণ করিবার দ্রব্যবিশেষ। ২ এক ঝলক, একবার কণ্ঠদেশে যতটা ধরে।

ঢোকন (দেশজ) প্রবেশ করণ।

ঢোকা (দেশজ) প্রবেশ করা।

ঢোকান (দেশজ) প্রবেশ করান।

ঢোঢ়ুমিশ্র, প্রাণকৃষ্ণমিশ্রের পুত্র। ইনি শ্রাদ্ধবিবেক রচনা করেন।

ঢোল (পুং) ঢক্কা তদাকারং লাতি লা-ক পৃষো° সাধুঃ। ১ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, রুদ্রযামলে এই বাদ্যের নাম পাওয়া যায়। এই বাদ্য একদিকে দণ্ডদ্বারা ও অপরদিকে হস্তদ্বারা বাদিত হয়। ইহা গলদেশে ঝুলাইয়া বাজানই প্রসিদ্ধ। (যন্ত্রকোষ] ২ রাগ বিশেষ, ওড়ব, বরাড়ী ও রেখবযোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতর°)

ঢোলক (পুং) ঢোল স্বার্থে কন্। ঢোলের অনুকৃত যন্ত্রবিশেষ, ইহা কাষ্ঠকোষের উভয় মুখে চর্ম্মাচ্ছাদন করিয়া নির্ম্মিত হয়। বাম মুখে খরলি লেপিত থাকে। ঐ চর্ম্মদ্বয় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। স্বুরের উচ্চ, নীচ ও সমতা সাধন করিবার নিমিত্ত ঐ রজ্জুতে অঙ্গুরী বা কড়া দেওয়া থাকে। ইহা সভ্যযন্ত্র এবং যাত্রা, পাঁচালী ও ঐক্যতান বাদ্য প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (যন্ত্রকো°)

ঢোলকলমী (দেশজ) এক প্রকার শাক। (Ipomœa grandiflora)

ঢোলকী (দেশজ) ছোট ঢোল।

ঢোলন (দেশজ) নিদ্রাতে অভিভূত হওন, ঝিমন।

ঢোলা (দেশজ) ১ টলা, নড়া। ২ ঝিমন।

ঢোলী (ত্রি) ঢোলঃ অস্ত্যস্য ইনি। যে ঢোল বাজায়।

ঢোষা (দেশজ) ১ গুতা মারা। ২ মোটা, স্থূলকায়।

ঢোষাণ (দেশজ) গুতা মারণ।

ঢৌকন (ক্লী) ঢৌক-ল্যুট্। ১ গমন। ২ উৎকোচ।

ণ

ণ ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চদশ ও টবর্গের পঞ্চমবর্ণ। এই বর্ণ অর্দ্ধমাত্রাকাল দ্বারা উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক প্রযত্ন, জিহ্বামধ্য দ্বারা মূর্দ্ধার স্পর্শ ও নাসিকাতে যন্ত্রবিষয়ের প্রভেদ। বাহ্য প্রযত্ন, সংবার, নাদ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ। মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে ন্যাস করিতে হয়। তন্ত্রে ইহার লিখন-প্রণালী এই প্রকার লিখিত আছে। প্রথমে একটী রেখা কুণ্ডলী যুক্ত করিবে। পরে মধ্যস্থল হইতে ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া দিবে। পুনর্ব্বার বামদিক্ হইতে অধোগত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে টানিবে। এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন।

"কুণ্ডলীত্রগতা রেখা মধ্যতস্তূ উর্দ্ধতঃ।
বামাদধোগতা সৈব পুনরূর্দ্ধং গতা প্রিয়ে॥
ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপা সা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা।" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বাচক শব্দ—নির্গুণ, রতি, জ্ঞান, জম্ভল, পক্ষি-বাহন, জয়া, জম্ভ, নরকজিৎ, নিষ্কল, যোগিনীপ্রিয়, দ্বিমুখ, কোটরী, শ্রোত্র, সমৃদ্ধি, বোধনী, ত্রিনেত্র, মানুষী, ব্যোম, দক্ষপাদাঙ্গুলীমুখ, মাধব, শঙ্খিনী, বীর, নারায়ণ। (নানাতন্ত্র)

ইহার স্বরূপ—পরমকুণ্ডলী, পীতবিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চ-দেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণযুক্ত, আত্মা প্রভৃতি তত্ত্বযুক্ত ও মহামোহপ্রদ। (কামধেনুত°) ইহার ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ইহার ধ্যান—

"দ্বিভুজাং বরদাং রম্যাং ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনীম্।
রাজীবলোচনাং নিত্যাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইনি দ্বিভুজা, বরদায়িনী, পদ্মলোচনা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়িনী। ইনি সর্ব্বদা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

মাত্রাবৃত্তে প্রথমে এই অক্ষর বিন্যাস করিলে মরণ হয়।
(বৃত্তর° টী°)

ণ (পুং) ণ থ-ড পৃষো° সাধুঃ। ১ বিন্দুদেব, বুদ্ধবিশেষ। ২ ভূষণ। ৩ গুণবর্জ্জিত। ৪ পানীয় নিলয় (মেদিনী) ৫ নির্ণয়। ৬ জ্ঞান (একাক্ষরকো°)

"ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত ণকার নির্ণয়।
ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয়॥"

ণকার (পুং) ণ-স্বরূপে কারপ্রত্যয়ঃ। ণ স্বরূপবর্ণ, ণকার।

ণত্ববিধান (ক্লী) ণত্বস্য বিধানং ৬তৎ। ণত্ববিষয়ক বিধান, পাণিনিতে ইহার বিধান এই প্রকার লিখিত আছে।

ঋ, ৠ, র ও ষ এই চারিবর্ণের পর দন্ত্য ন থাকিলে মূর্দ্ধণ্য হয়। যদি স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব, হ ও অনু-স্বার ব্যবধান থাকে, তাহা হইলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

পদের অন্তস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না এবং ন ভিন্ন তবর্গ-যুক্ত (ত, থ, দ, ধ,) এবং প ও ভ যুক্ত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

যদি একপদে ঋ, ৠ, ষ থাকে, আর অন্যপদে দন্ত্য ন থাকে, তাহা হইলে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

যদি অন্য পদাস্থিত দন্ত্য ন বিভক্তিস্থানে জাত অথবা বিভক্তিযুক্ত হয় বা স্ত্রীলিঙ্গবিহিত ঈপ্রত্যয়ের সহিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়। কিন্তু যুবন্, ভগিনী, কামিনী, ভামিনী, যামিনী, যুনী প্রভৃতির দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

ওষধিবাচক ও বৃক্ষবাচক শব্দের পরস্থিত বনশব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়; কিন্তু হাতিরিকা, ঈরিকা, হরিদ্রা, তিমিরা, বিদারী ও কর্ম্মার এই কয় শব্দের পর বনশব্দ হইলে মূর্দ্ধণ্য হয় না।

শস্য পক্ব হইলে যে সকল উদ্ভিদের জীবন শেষ হয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। ওষধিবাচক শব্দ দ্বিস্বর অথবা ত্রিস্বর না হইলে হয় না।

শর, ইক্ষু, প্লক্ষ, আম্র ও খদির এই কয় শব্দের পরস্থিত বন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, নির, অন্তর, অগ্রে এই কয়শব্দের পরস্থিত বনশব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়। অন্য পদাস্থিত র প্রভৃতির পরবর্ত্তী পান শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

বয়স অর্থ বুঝাইলে ত্রি ও চতুর শব্দের পরবর্ত্তী হায়ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, পূর্ব্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের পরবর্ত্তী অহ্ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

পর, পার, উত্তর, চান্দ্র ও নারা শব্দের পরবর্ত্তী অয়ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্ত্তী নী শব্দের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

শূর্পের পরস্থিত নখের ন এবং প্র, দ্রু, খর ও বাধ্রী শব্দের পরস্থিত নসের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

গিরিনদী, স্বর্ণদী, গিরিনিতম্ব, গিরিনখ, গিরিনদ্ধ, চক্রনদী, চক্রনিতম্ব, তূর্য্যমান, মাষোর্ণ, আর্গয়ন এই সকল শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গের ও অন্তর্ শব্দের পর যদি নদ্, নম্, নশ্, নড্ নী, নু, নুদ্, অন্, হন্ এই সকল ধাতু থাকে, তাহা হইলে উহাদের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

যদি হন্ ধাতুর ন ম ও ব যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

হন্ ধাতুর হ স্থানে ঘ হইলে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের পর নিংস্, নিক্ষ্, নিন্দ্ এই তিন ধাতুর ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর হিনু ও মীনার ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর লোটের আনি বিভক্তির ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর গদ্, পড্, দা, ধা, হন, নদ্, পদ্, দান্, দো, সো, দে, ধে, মা, যা, দ্রা, প্সা, বপ্, বহ্, শম্, চি, দিহ্ এই সকল ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী নি উপসর্গের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

ধাতুর পূর্ব্বে প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ অথবা অন্তরশব্দ থাকিলে কৃৎপ্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

যে সকল ধাতুর আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে এবং অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

ণ্যন্ত ধাতুর উত্তর বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

ভা, ভূ, পূ, কম, গম, প্যায়, বেপ, কম্প এই সকল ধাতু ণ্যন্ত করিলে তাহাদিগের উত্তর বিহিত কৃতে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

কৃৎপ্রত্যয়ের ন ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে মূর্দ্ধণ্য হয় না।

নশ্ ধাতুর শ মূর্দ্ধণ্য হইলে ণ মূর্দ্ধণ্য হয়।

ক্ষুভ্‌নাদির ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

ণ্য (পুং) ব্রহ্মলোকস্থিত সরোবরবিশেষ।

"ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাং।" (ছান্দোগ্য উপ°)

ত

ত, ব্যঞ্জনবর্ণের ষোড়শবর্ণ। তবর্গের প্রথমবর্ণ। অর্দ্ধমাত্রাকালদ্বারা এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক প্রযত্ন দন্তমূলদ্বারা জিহ্বাগ্রের স্পর্শ।

বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস ও অঘোষ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। মাতৃকান্যাসে বামনিতম্বে ন্যাস করিতে হয়।

তন্ত্রমতে, ইহার লিখন-প্রণালী এইরূপ—

প্রথমে একটী বিন্দু লিখিবে, তাহা হইতে মধ্যস্থলে কুণ্ডলী করিয়া বাম ও দক্ষিণ দিকে টানিয়া দিবে।

এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজমান।

"আদৌ বিন্দুস্ততো মধ্যে কুণ্ডলীত্বমবাপ্য সা।

দক্ষাদ্বামগতা নিত্যা ব্রহ্মবিষ্ণীশরূপিণী॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বাচক শব্দ—পূতনা, হরি, শুদ্ধি, শক্তি, শুক্তি, জটী, ধ্বজী, বামস্ফিচ্, (বামনিতম্ব), বামকটী, কামিনী, মধ্যকর্ণক, আষাঢ়ী, তণ্ডুভুক্ কামিকা, পৃষ্ঠপুচ্ছক, রত্নক, শ্যামমুখী, বারাহী, মকর, অরুণা, সুগত, ঊর্দ্ধমুখ, ঊর্দ্ধজানু, ক্রোষ্টুপুচ্ছক, গন্ধ, বিশ্ব, মরুৎ, ছত্র, অনুরাধা, সৌরক, জয়ন্তী, পুলক, ভ্রান্তি, অনঙ্গ, মদনাতুরা। (নানাতন্ত্র°)

ইহার স্বরূপ কামধেনুতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত আছে। ইহা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী এবং পঞ্চপ্রাণময় ও পঞ্চদেবাত্মক। এই বর্ণ ত্রিশক্তিযুক্ত এবং আত্মাদিতত্ত্বোপেত ত্রিবিন্দুযুক্ত ও পীতবিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। (কামধেনুত°)

ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পাবে। ধ্যান—

"চতুর্ভুজাং মহাশান্তাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্।

সদা ষোড়শবর্ষীয়াং রক্তাম্বরধরাং পরাম্॥

নানালঙ্কারভূষাং বা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্।

এবং ধ্যাত্বা তকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চারিটী হস্ত আছে। ইনি পরম

মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন ও সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, রক্তবস্ত্র-পরিধায়িনী ও নানাভূষণদ্বারা পরিশোভিতা—ইনি সাধক-দিগকে সকল সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।

এই বর্ণ মাত্রাবৃত্তে প্রথমে প্রয়োগ করিলে ফল, ধন নষ্ট হয়। "তোব্যোমাস্তলঘুর্ধনাপহরণং" (বৃত্তর° টী°)

ত (পুং) তক-ড। ১ চোর। ২ অমৃত। ৩ পুচ্ছ। ৪ ক্রোড়। ৫ ম্লেচ্ছ। (মেদিনী) ৬ গর্ভ। ৭ শঠ। (শব্দচ°) ৮ রত্ন। ৯ সুগতদেব, বুদ্ধ। ১০ গৌরববর্জ্জিত। ১১ ক্রোষ্টুপুচ্ছ। (একাক্ষরকো°) (ক্লী) (স্ত্রী) ১২ তরণ। ১৩ পুণ্য।

ত্রিবর্ণপ্রস্তাবে (ত বলিলে যখন তিনটী বর্ণ বুঝাইবে) আদি দুইটী গুরু ও অন্ত্যটী লঘু গণবিশেষ (ऽऽ।) অর্থাৎ প্রথম ২টী গুরু ও শেষটী লঘু হইবে। "সোহন্ত্যগুরুঃ কথিতোহন্ত্যলঘুস্তঃ।" (ছন্দোম°)

তংসু (পুং) তাস-উন্। পুরুবংশীয় নৃপভেদ। পৌরবরাজ মতিনারের ঔরসে সরস্বতীর গর্ভে তংসু জন্মগ্রহণ করেন। রাজা মতিনারের আরও তিনটী পুত্র ছিল। কিন্তু তংসু নিজ বীর্য্য-বলে পুরুবংশ উজ্জ্বল ও পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। (ভারত আঃ ৯৪-৯৫)

তঅজব্ (আরবী) তাজ্জব, আশ্চর্য্য।

তঅলক্ (আরবী) ১ সম্বন্ধ। ২ চিন্তা। ৩ বাণিজ্য। ৪ সম্পত্তি। ৫ তালুক।

তইনাৎ (আরবী) নিয়োগ, কার্য্য।

তউ (দেশজ) তাওয়া, পাকপাত্রভেদ।

তংখা (পারসী) ১ বেতন। ২ হার।

তংখাদার (পারসী) ১ বেতনভুক্। ২ যে বেতন বা হার নির্দ্দিষ্ট করে।

তক্ (হিন্দী) পর্য্যন্ত।

তক (ত্রি) তং গৌরববর্জ্জিতং যথা তথা কায়তি কৈ-ক। ১ নিন্দিত। "ইয়ত্তকঃ কুসুম্ভকস্তকং" (ঋক্ ১।১৯১।১৫) 'তকং কুৎসিতং' (সায়ণ) তক-অচ্। ২ সহনশীল। "তকাবয়ং প্রবামহে ইদং মধু" (কাত্যা° শ্রৌ° সূ° ১৩।৩।২১) ৩ স্খলিত। "শ্রুতং গায়ত্রং তকবানস্য" (ঋক্ ১।১২০।৬) 'তকবানস্য স্খলৎ গতেরন্ধস্য।' (সায়ণ)

তকৎ (অব্য) তক-বা-অতি। অতিশয় অল্প। "তকৎসু তে মনায়তি তকৎসু তে মনায়তি" (ঋক্ ১।১৩৩।৪) 'তকদিতি মনায়তি অত্যল্পমিদং।' (সায়ণ)

তকনকর, দাক্ষিণাত্য ও বরার প্রদেশবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি। ইহারা তৈলঙ্গ ভাষায় কথা কহে। প্রস্তর কাটিয়া জাঁতা নির্ম্মাণ করাই ইহাদের উপজীবিকা। তজ্জন্য ইহাদিগকে চাকি-কয়নে-ওয়ালা ও পাথরাও কহিয়া থাকে। ইহারা এক স্থানে অধিক দিন বাস করে না; নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা প্রস্তুত করিয়া বেড়ায়। সট্বাই নামে ইহাদের এক দেবতা আছে। তকনকরেরা তাঁহার মূর্ত্তি গড়াইয়া গলায় ধারণ করে। ঐ মূর্ত্তি হনুমানের মূর্ত্তির ন্যায়। ইহারা তৃণপত্রাদি-নির্ম্মিত কুটীরে বাস করে। বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু মৃতদেহ গোর দেয়।

তকরা (স্ত্রী) তং নিন্দিতং করোতি কৃ-ট-ঙীপ্। কুৎসিত-কারিণী স্ত্রী। "তেভিনস্থিতকরীং" (তৈত্তি° স° ৩।৩।১০।১)

তকল্লবী (আরবী তকলীফ শব্দজ) বিরক্ত, বিপদ্গ্রস্ত, দায়গ্রস্ত।

তকাবী (আরবী) যে টাকা অগ্রিম দেওয়া যায়, দাদন।

তকার (পুং) ত স্বরূপে কার। ত স্বরূপ বর্ণ।

"এবং ধ্যাত্বা তকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (কামধেনুত°)

তকারা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা মুসলমান জাতি-বিশেষ। প্রবাদ আছে, শোলাপুরের ধুন্ধুফোড়া অর্থাৎ পাথরকাটা জাতি হইতে উৎপন্ন। তকারাগণ বলে, সম্রাট্ অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক তাহারা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। আকৃতি ও পরিচ্ছদে ইহারা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মুসলমান-দিগের অনুরূপ। ইহারা পরস্পর হিন্দীভাষায় কথাবার্ত্তা কহে এবং অপরের সহিত মরাঠীভাষা ব্যবহার করে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও কৃষ্ণবর্ণ, সকলেই মস্তক মুণ্ডন এবং দীর্ঘ বা হ্রস্ব শ্মশ্রু ধারণ করে। ইহাদের পরিধেয় ধুতি, জাকেট ও হিন্দী পাগড়ী। স্ত্রীলোকেরা মরাঠী কামিনী-গণের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। মোটের উপর ইহারা অপরিষ্কার। খনি হইতে প্রস্তর-উত্তোলন ও তাহা কাটিয়া জাঁতা, মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা মিতব্যয়ী এবং পরিশ্রমী। কাজ না জুটিলে দরিদ্র তকারাগণ নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা কাটিয়া বেড়ায়। অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্তগণ গৃহে বসিয়া আদেশ মত লোককে কাটা পাথর ইত্যাদি সরবরাহ করে। কার্য্যাভাবে অনেকেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকে কৃষি, মজুরিগিরি, চাকরি প্রভৃতি অন্যান্য উপজীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু শূকর-মাংস ভোজন করে এবং সট্বাই ও মরিয়াই ঠাকুরকে মান্য করে। সকলে রীতিমত নমাজও করে না। মুসলমান-ধর্ম্মাচরণের মধ্যে কেবল মাত্র সুন্নত্ দিয়াই ক্ষান্ত হয়। ইহাদের সমাজ-পতি বলিয়া কেহ নাই, তবে কাজিকে মান্য করে। তিনিই ইহাদের বিবাহাদি রেজেষ্টরী এবং সামাজিক বিবাদের মীমাংসা

করেন। ইহারা সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না। ক্রমেই ইহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।

তকারি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা এক জাতি। আহ্মদনগর জেলার জামখেড়, কর্জটনগর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহারা সম্ভবতঃ তেলিঙ্গ হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। ইহারা বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও কৃষ্ণবর্ণ, অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথোপকথন করিলেও ইহারা পরস্পরে তৈলঙ্গী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। গো ও শূকর প্রভৃতি ভিন্ন অন্য মাংস ভক্ষণ এবং সুরাপান করিয়া থাকে। পুরুষগণ ধুতি, চাদর, পিরাণ, জুতা এবং মরাঠী পাগড়ী ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা মরাঠী স্ত্রীলোকের ন্যায় শাটী ও কোর্ত্তা পরে, কিন্তু কাচা দেয় না। ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসবাদির সময় সকলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিয়া থাকে। তকারিগণ সাধারণতঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, মিতাচারী ও আতিথেয়, কিন্তু অনেকেরই গাঁইটকাটা অপবাদ আছে। স্ত্রীলোকেরা ঘুঁটে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করে। পুরুষগণ পাথর কাটিয়া জাঁতা নির্ম্মাণ করে, ইহাতেই তাহাদের প্রধানতঃ জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়। কেহ কেহ কৃষি ও মজুরিগিরিও করিয়া থাকে। ইহারা ভৈরবীদেবী ও খণ্ডোবার প্রতিমূর্ত্তি গৃহমধ্যে রাখিয়া প্রতি হিন্দু পর্ব্বদিনে পূজাদি করে। ঐ সময়ে এবং বিবাহাদি সময়েও ইহাদেরই মধ্যে একজন পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। বিবাহকালে কন্যাকর্ত্তা বা তৎপক্ষীয় অপর কোন প্রৌঢ় ব্যক্তি বর ও কন্যার বস্ত্রপ্রান্তে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে বেদ বা পুরাণাদি পাঠ করে না এবং অনেকাংশে কুণবীদিগের ন্যায় সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করায় না অথবা কোন নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় না।

তকিআ (পারসী) ১ বড় অর্দ্ধগোলাকার বালিস। ২ ঠেস। ৩ বিশ্বাস।

তকিৎ (আরবী) নিশ্চয়তা।

তকিল (ত্রি) তক-ইলচ্ (মিথিলাদয়শ্চ। উণ্ ১।৫৬) ১ ধূর্ত্ত। ২ ঔষধ। (উজ্জ্বলদত্ত)

তকিলা (স্ত্রী) তকিল-টাপ্। ঔষধ। (উজ্জ্বল)

তকু (ত্রি) তক গতৌ উন্। গতিশীল। "পুরুমেধশ্চিৎ তকবে" (ঋক্ ৯।৫৭।৫) 'তকবে তকতির্গতিকর্ম্মা ঔণাদিক উন্ প্রত্যয়ঃ সোমমধিগচ্ছতে'। (সায়ণ)

তক্ক, জাতিবিশেষ। তক্কজাতি রাবলপিণ্ডি বিভাগের অক্ষা° ৩৩° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৯´ ২৫´´ পূঃ মধ্যে শাহধেরি গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। কানিংহাম বলেন, তক্ক জাতির নামানুসারেই তক্ষশিলাদেশের নামকরণ হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে সমগ্র সিন্ধুসাগর দোয়াব ইহাদিগের অধিকারে ছিল। পরে পঞ্জাবের পশ্চিমপ্রদেশ হইতে গক্করগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মধ্যপ্রদেশে মদ্রদিগের সহিত একত্র বাস করিতে আরম্ভ করে। তক্কদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ফিলস্ট্রেটস্ এবং ফাহিয়ান প্রায় একরূপই বলিয়াছেন। উভয়েরই বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তক্কগণ যে কোন বিদেশীকে তিন দিবস পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করে। আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তক্ষশিলার রাজা তাঁহাকে তিন দিন অতিথিবৎ পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকও উক্তরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, ৪০০ খৃঃ অব্দেও তক্কবংশীয় রাজগণ তক্ষশিলাপ্রদেশ শাসন করিতেন এবং আলেকসান্দারের ভারত আগমনের পূর্ব্বেই সিন্ধুসাগর দোয়াব তক্কদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়।

সিন্ধুনদীর তটবর্ত্তী আটকনগরে এখনও তক্কজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীপাঠে জানা যায়, রাজা শঙ্করবর্ম্মা ৯০০ খৃঃ অব্দে তক্কদেশ কাশ্মীর রাজ্যভুক্ত করেন। এই কালে তক্কদেশ গুর্জ্জরের উত্তরপূর্ব্বকোণে অবস্থিত ছিল। এখনও এই প্রদেশে বিতস্তানদীর উভয় পার্শ্বে অনেক তক্কের বাস আছে। কাশ্মীরের ইতিহাস-লেখকগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে অনেক তক্ক এই প্রদেশে বাস করিত; যাদবগণ তাহাদিগকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়াছে।

সিন্ধুপ্রদেশে যে ৩টী আদিম নিবাসীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তক্কজাতি তাহার একটী। কোন য়ুরোপীয় পাণ্ডিত বলেন, তক্ষশিলা প্রদেশ হইতে তাড়িত হইলে তক্কদিগের মধ্যে কেহ কেহ সিন্ধুপ্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে আষাঢ় দুর্গ তক্কবাজ ছাতের অধীনে ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শারঙ্গ তক্ক মজফ্ফর শাহ নামে গুজরাটে রাজত্ব করিতেন।

টডসাহেবের মতে তক্ষক তক্কবংশের আদিপুরুষ। ইনি নাগবংশ স্থাপন করেন এবং হিন্দুদিগের বিশ্বাস ইনি ইচ্ছামত মনুষ্যের আকার ধারণ করিতে পারিতেন। তক্কগণ নাগের উপাসনা করিত। তক্ষশিলার রাজার দুইটী প্রকাণ্ড সর্প-বিগ্রহ ছিল। কানিংহাম বলেন, কাশ্মীর উপত্যকা-প্রদেশে পূর্ব্বে তক্কজাতি বাস করিত। নাগরাজ নীল এই প্রদেশ রক্ষা করিতেন। অধিবাসিগণ একান্ত সর্পোপাসক

ছিল। বৌদ্ধরাজ কনিষ্ক সর্পপূজা উঠাইয়া দেন, কিন্তু তৃতীয় গোনর্দের সময় ইহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়।

জম্বু, রামনগর এবং কৃষ্ণবার প্রভৃতির পার্ব্বত্য প্রদেশে তক্কজাতি বাস করে। তক্কগণ অনার্য্যবংশসম্ভূত, রাজপুত অপেক্ষা নিকৃষ্ট; ইহাদের সামাজিক-মর্য্যাদা জাটদিগের ন্যায়। ভটিসরদার মঙ্গলরাওয়ের পুত্রগণ সতিদা তক্কের সহিত একত্র আহার করায় জাটমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তক্কদিগের সামাজিক হীনতা দৃষ্টি করিলে ইহাদিগকে অনার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। ইহারা প্রাচীনতম তুরাণীয় বংশোৎপন্ন এবং সম্ভবতঃ তক্ষশিলা প্রদেশের আদিম অধিবাসী।

দিল্লী ও কর্ণাল জেলায় অনেক তক্ক বাস করে, ইহাদের প্রায় ⅓ অংশ ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

তকন্ (স্ত্রী) তক-কনিন্। অপত্য। (নিঘণ্টু)

তক্মন্ [বৈ] ১ চর্ম্মরোগভেদ, বসন্তরোগ। ২ শীতলা দেবী।

তক্মনাশন (স্ত্রী) বসন্তনাশকারী।

তক্ত (স্ত্রী ১ তক্ষিত, ছিন্ন। ২ (পারসী) আসন।

তক্তপোস (দেশজ) শয্যাধার।

তক্ত্-ই-সুলেমান, ১ কাশ্মীরের একটী পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬২৫০ ফিট্ এবং চতুর্দ্দিকস্থ সমতল হইতে সহস্র ফিট্ উচ্চ। শ্রীনগরের অনতিদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ৪´ ৮´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৩´ পূঃ। এই পর্ব্বতের চূড়া হইতে দৃষ্টি করিলে চতুর্দ্দিকে সুন্দর উপত্যকাপ্রদেশ এবং তৎপরে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বতের চূড়াতেই জ্যেষ্ঠেশ্বর দেবের মন্দির অবস্থিত। ইহাই কাশ্মীরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। প্রবাদ আছে, অশোকের পুত্র জলোক ৩২০ পূঃ খৃঃ অব্দে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুগণ ঐ দেবকে শঙ্করাচার্য্য কহে। এখন ইহা একটী মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে।

২ পঞ্জাব ও আফগানস্থানের মধ্যবর্ত্তী সুলেমান পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শাখা। ইহার দুইটী চূড়া, তন্মধ্যে দক্ষিণদিকের চূড়াতে সলোমনের তক্ত আছে। ইহা অতি উচ্চ এবং দুরারোহ। চূড়া দুইটী যথাক্রমে ১১৩১৭ ও ১১০৭৬ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বতচূড়া হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। উচ্চতম চূড়া হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে পর্ব্বতশীর্ষ বিস্তৃত হইয়া প্রায় অর্দ্ধবর্গমাইল বিস্তৃত মালভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। পর্ব্বতের অনেকস্থান তরুলতাশূন্য এবং প্রস্তরময়। উল্লিখিত মালভূমি অর্থাৎ ময়দানে দুইটী পুষ্করিণী আছে। বর্ষাকালে উহা জলপূর্ণ হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী শীতকাল পর্য্যন্ত জল থাকে।

তক্ত্-পুর, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলাসপুর জেলার বিলাসপুর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৫৪´ ৩০´´ পূঃ। এই সহর বিলাসপুর নগর হইতে ২০ মাইল পশ্চিমে বিলাসপুর ও মণ্ডলের পথে অবস্থিত। রত্নপুরের রাজা তক্তসিংহ আনুমানিক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ ও শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানেও বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে। সপ্তাহে একটী করিয়া হাট হয়। প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত জল পাওয়া যায়।

তক্তা (পারসী) চেটাল কাষ্ঠখণ্ড।

তক্তারামা (দেশজ) ১ রাজকীয় পাল্কী। ২ বিবাহাদি সাধারণ উৎসবে ব্যবহৃত একপ্রকার দোলা।

তক্তী (দেশজ) ১ ছোট তক্তা। ২ শ্লেটের মত তক্তাখণ্ড, যাহার উপর বালকেরা লেখে। ৩ অলঙ্কারভেদ।

তক্য (ত্রি) তকং হাসং অর্হতি তক-যৎ (তকিশসিচতিজনিভ্যো যদ্বাচ্যঃ। পা ৩৪।১০৫ ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা যৎ। সহনীয়।

তক্র (স্ত্রী) তনক্তি সঙ্কোচয়তি দুগ্ধং তনচ্-রক (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) দুগ্ধবিকার, চতুর্থাংশ জলযোগে মন্থনজাত দধিবিশেষ। মথিত দধি হইতে নবনীত গ্রহণ করিলে যে দ্রবভাগ অবশিষ্ট থাকে, ঘোল। পর্য্যায়—গোরসজ, ঘোল, কালসেয়, বিলোড়িত, দণ্ডাহত, অরিষ্ট, অম্ল, উদশ্বিৎ, মথিত, দ্রব। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—তক্র পাঁচ প্রকার—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা। তন্মধ্যে সরের সহিত নির্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলা যায়। সারবিহীন দধি জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং বহুপরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া মন্থনদ্বারা নবনীত উদ্ধৃত করিলে তাহাকে ছচ্ছিকা কহে। ইহাদিগের গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক। [ঘোল দেখ।]

মথিত কফ ও পিত্তনাশক। তক্র মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট, পশ্চাৎ কষায়। লঘু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, প্রীতিজনক ও বায়ুনাশক। গরল, শোথ, অতীসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শ, প্লীহা, গুল্ম,অরুচি, বিষমজ্বর, তৃষ্ণা, বমনপ্রসেক, শূল, মেদ, শ্লেষ্মা, ও বায়ুরোগে হিতকর। তক্র লঘু বলিয়া ধারক। বিপাকে মধুর বলিয়া পিত্তপ্রকোপক নহে।

কিন্তু ইহার কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, বিকাশিত্ব এবং রুক্ষতাদ্বারা কফ নষ্ট হইয়া থাকে।

তক্রসেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব অথবা তক্র সেবন করিয়া কোন রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবগণের সুখাবহ, তদ্রূপ তক্রপানও মানবের সুখাবহ।

উদাশ্বৎ, কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক। ছচ্ছিকা। শীতবীর্য্য, লঘু, কফকারক এবং পিত্ত, শ্রম, পিপাসা ও বায়ুনাশক। উহা লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নিদীপ্তিকারক।

যে তক্রের ঘৃত সম্যক্ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রের ঘৃত অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত গুরু, পুষ্টিকারক ও কফজনক। যে তক্র হইতে একেবারে ঘৃত উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফবর্দ্ধক।

বায়ুপ্রশান্তির নিমিত্ত শুণ্ঠী, সৈন্ধব ও অম্লরসংযুক্ত তক্র প্রশস্ত।

পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত ও মধুর রসসমন্বিত ঘোল ব্যবহার্য্য।

কফপ্রশমনের নিমিত্ত ত্রিকটুযুক্ত ঘোল ভাল।

ঘোলে হিঙ্গু, জীরা ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিলে সকল প্রকার বায়ু প্রশমিত হয়। এই ঘোল রুচিকারক, পুষ্টিকারক, বলজনক, বস্তিগতশূলনাশক, অর্শ ও অতীসাররোগে বিশেষ হিতকর।

গুড়মিশ্রিত ঘোল মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে উপকারী।

অপকতক্রের গুণ—কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কণ্ঠগত কফকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পকতক্র—পীনস, শ্বাস ও কাসরোগে হিতকর।

শীতকালে মন্দাগ্নিতে, বায়ুরোগে এবং অরুচিতে স্রোতঃসকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়।

ক্ষতরোগে, দুর্ব্বল শরীরে মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে ও গ্রীষ্মকালে তক্র সেব্য নহে। (ভাবপ্র° তক্রবর্গ)

তক্রকূর্চ্চিকা (স্ত্রী) তক্রজাতা তক্রযোগেন উষ্ণদুগ্ধাৎ জাতা কূর্চ্চিকা। ছানা, গরম দুগ্ধে অম্লসংযুক্ত হইলেই ছানা হয়, ইহা অতিশয় মলমূত্রাবরোধক, বায়ুবৃদ্ধিকর, রুক্ষ এবং অতিশয় গুরুপাক। (সুশ্রুত) এই ছানাতে নানাপ্রকার উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

তক্রপিণ্ড (পুং) তক্রেণ জাতঃ পিণ্ডঃ। তক্রদুষ্ট দুগ্ধপিণ্ড, ছানা।

"দধ্না তক্রেণ বা দুষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা।
দ্রব্যভাগেন হীনং যৎ তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে॥"

দধি ও তক্র দ্বারা দুগ্ধ নষ্ট হইলে উত্তম বস্ত্রে বান্ধিয়া রাখিয়া দিবে, পরে উহা হইতে দ্রবভাগ হ্রাস হইলে পিণ্ডবৎ পদার্থ থাকিবে, তাহাকে তক্রপিণ্ড বা ছানা বলা যায়।

তক্রভিদ্ (স্ত্রী) কথ্‌বেল। (Feronia elephantum)

তক্রমাংস (ক্লী) তক্রযোগেন পচিতং মাংসং। তক্রসংযোগে পক্কমাংস, আখ্‌নী। তক্রমাংসের বিষয় ভাবপ্রকাশে এই প্রকার লিখিত আছে—পাকপাত্রে ঘৃত দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে ছাগাদির মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ ঘৃতে ভাজিয়া যথোপযুক্ত জলদ্বারা মৃদু মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তদনন্তর জীরকাদিসংযুক্ত তক্রে সেই মাংসখণ্ড নিঃক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে তাহাকে তক্রমাংস বলা যায়। ইহার গুণ বায়ুনাশক, লঘু, রুচিজনক, বলকারক, কফনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক। এই তক্রমাংস সমস্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিপাকজনক। (ভাবপ্র°)

তক্রবটক (পুং) পিষ্টকবিশেষ। [বটক দেখ।]

তক্রবামন (পুং) তক্রং বাময়তি বাম-ণিচ্-ল্যু। নাগরঙ্গ।

তক্রাট (পুং) তক্রায় তক্রোৎপাদনায় অটতি অট্-অচ্। মন্থানদণ্ড।

তক্রারিষ্ট (পুং) তক্রেণ প্রস্তুতঃ অরিষ্টঃ। অরিষ্ট ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—যমানী, আমলা, হরীতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল; পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া ৮ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারি দিন রাখিবে। ইহার নাম তক্রারিষ্ট। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শোথ, গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রায় গ্রহণীরোগে ব্যবহার্য্য। (চক্রদত্ত)

তক্‌রর (আরবী) ১ বাদানুবাদ। ২ পুনরুক্তি।

"কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তক্‌রার।
দোফর করিবে কাজ বালাই তাহার॥" (বিদ্যাসুন্দর)

তক্‌রারী (আরবী) ১ বিরক্তিজনক। ২ কেজালিয়া। ৩ বাদানুবাদজনক, বিবাদী।

তক্‌লাফ্ (আরবী) ঝন্‌ঝাট্, দায়, ক্লেশ, বিপত্তি।

তক (ত্রি) তক গতৌ ব। গমনশীল। "তকো নেতা তদিদ্বপুরুপমা।" (ঋক্ ৮।৬৯।১৩) 'তকো গমনশীলঃ।' (সায়ণ)

তকন্ (ত্রি) তক গতৌ বণিপ্। ১ গতিশীল। "তকা ন ভূর্ণির্বনা সিষক্তি" (ঋক্ ১।৬৬।২) তক-সহনে বণিপ্। ২ চোর। "নিমৃচ উষসস্তক বীরিব" (ঋক্ ১।১৫১।৫) 'তকা স্তেনঃ তস্য বেতা গন্তা।' (সায়ণ)

তকবী (ত্রি) তকানাং চোরাণাং বীঃ গতিঃ ঙতৎ। চোরদিগের গতিবিশেষ। "ভগমীট্টে তকবীয়ে।" (ঋক্ ১।১৩৪।৫) 'তকবীয়ে তস্করাণাং বস্তুবিঘাতিনাম্ অন্যত্র গমনায়।' (সায়ণ)

তকৃবারা, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত দেরা-ইস্মাইলখাঁ জেলার একটী সহর। ইহা কতকগুলি পল্লীসমষ্টিমাত্র এবং দেরা-ইস্মাইলখাঁ নগরের ২৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৪০´ পূঃ। অধিবাসিগণ গন্দপুর ও জাটজাতীয় এবং সকলেই কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। পর্ব্বতের উপত্যকাপ্রদেশে ১২।১৪ ফিট্ গভীর কূপ খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। এখানে রসদ সুলভ।

তকৃবাল-বাল পেশাবর জেলার একটী গ্রাম। এই গ্রাম পেশাবর হইতে থাইবার, জামরুড প্রভৃতির রাস্তায়, বুর্জ-ই-হরিসিংএর ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বহুপ্রাচীন বৌদ্ধ-স্তূপের ভগ্নাবশেষ আছে। উহাদের একটীকে স্থানীয় লোকে তকৃবাল-বাল গ্রামের নামানুসারে তকৃবাল-বাল-কা দেহড়ি কহে। এই সকল স্তূপ অতি বৃহৎ। তকৃবাল-বাল-কা দেহড়িতে খনন করিতে করিতে দুইটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীমূর্ত্তির প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত মস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একটী বুদ্ধদেবের ও একটী কোন রাজার বলিয়া অনুমিত হয়। স্ত্রীমুখটী অতি বিকটাকার।

তক্ষ (পুং) নৃপতিবিশেষ, রামানুজ ভরতের পুত্র।

"তক্ষঃ পুষ্কল ইত্যাস্তাং ভরতস্য মহীপতেঃ।" (ভাগ ৯।১১।১২)

২ বৃকের পুত্র। (ভাগ ৯।২৪।৪২

তক্ষক (পুং) তক্ষ-ণ্বুল্। ১ সর্পবিশেষ, অষ্ট নাগের মধ্যে একটী।

"অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মোঽথ তক্ষকঃ॥" (ভারত ১)

পুরাণমতে, অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক এই তিন জন প্রধান। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুগর্ভে তক্ষকের জন্ম হয়। খাণ্ডবারণ্যে ইহার আবাস ছিল। শৃঙ্গী নামক ঋষিকুমারের শাপ সফল করিবার জন্য তক্ষক রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়াছিল। তজ্জন্য রাজা জনমেজয় ইহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তক্ষক এই সর্পযজ্ঞের সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয় এবং বাসুকি মহর্ষি আস্তিককে সর্পসত্র নিবারণ করিতে প্রেরণ করেন। রাজা জনমেজয় তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত জানিয়া ঋত্বিক্-দিগকে কহিলেন, ইন্দ্র যদি তক্ষককে পরিত্যাগ না করে, তবে তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত ভস্মসাৎ করুন।

হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। সেই সময় তক্ষক সমেত ইন্দ্র যজ্ঞানলাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র ভীত হইয়া তক্ষককে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তক্ষকও ভয়বিহ্বল হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত পাবকশিখার সমীপবর্ত্তী হইল। এমন সময় আস্তীক মহারাজ জনমে-জয়ের নিকট সর্পযজ্ঞ নিবারিত হউক, এই ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করেন। (ভারত আদি প°)

[পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, আস্তীক দেখ।]

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, তক্ষক ইচ্ছানুসারে মানবদেহ ধারণ করিতে পারিত। কানিংহামপ্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, তকগণ তক্ষকের সন্তান। টডসাহেব বলেন, রাজা শালিবাহন তক্ষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগাগণও তক্ষকের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়।

যুরোপীয় পুরাবিদ্গণ বলেন, প্রাচীন হিন্দুগণ অনার্য্যদিগকে তক্ষক ও নাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় তক্ষক কথাটী কেবলমাত্র একজনের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। খাণ্ডব-দাহকালে অর্জ্জুন এক তক্ষককে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তক্ষক ও নাগবংশীয়গণ বৃক্ষ ও সর্পোপাসক ছিল। শকজাতীয় বিভিন্ন বংশ তক্ষক ও নাগবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইত।

কানিংহাম বলেন, সর্পোপাসক তক এবং হিন্দুদিগের বর্ণিত তক্ষকজাতি একই বংশ; পঞ্জাবে তকদিগের বাস ছিল। তিনি আরও বলেন, পঞ্জাববাসী তক অথবা তক্ষকদিগের সহিত দিল্লীর পাণ্ডবদিগের একটী মহাযুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয় এবং তক্ষকগণ জয়লাভ করে। ইহাই মহাভারতে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

টডসাহেবের মতে, তক্ষকবংশ তুরুষ্কজাতির শাখা। ইহারা প্রথমে উত্তরপশ্চিম অংশে বাস করিত। মহাভারতীয় যুদ্ধের পর হইতে ইহারা ক্রমাগত ভারতের নানা স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের জাতীয় নিদর্শন সর্প, এই হেতু ইহাদিগকে তক্ষকবংশ কহে। ৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দে শেষনাগের অধীনে ইহারা প্রথম ভারত আক্রমণ করিয়াছিল।

মগধ পর্য্যন্ত ইহাদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তক্ষকবংশীয় রাজগণ ১০ পুরুষ পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজবংশের এক শাখার নামানুসারেই নাগপুরের নামকরণ হইয়াছে। টডসাহেব বলেন, শেষনাগের আক্রমণ পার্শ্বনাথের আবির্ভাবের সমসাময়িক। কথিত আছে, এই বংশের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাহাদের বংশ অগ্নিকুল নামে পরিচিত।

তক্ষকবংশীয় অনেক রাজা ভারতের বহু প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। গুর্জ্জরেও তক্ষকবংশীয়গণ কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন।

ভাগলপুর জেলায় অনেকস্থলে তক্ষক একটী গ্রাম্যদেবতা।

"মসূরং নিম্বপত্রঞ্চ যোঽত্তি মেষগতে রবৌ।

অপিরোষান্বিতস্তস্য তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি॥" (লিখিত)

রবি মেষ রাশিতে গমন করিলে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসে) যাহারা মসুর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করে, তক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে কিছু করিতে পারে না। "তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি" তক্ষক এই পদটী লক্ষণা, অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মসুর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ সর্পবিষনাশক।

২ বিশ্বকর্ম্মা। (শব্দর°) ৩ ক্রমভেদ। (হেম°) ৪ সঙ্কর জাতিবিশেষ, ছুতার। সূচকের ঔরসে বিপ্রকন্যার গর্ভে জন্ম। [সূত্রধর দেখ।] ৫ স্বনামখ্যাত প্রসেনজিৎ পুত্র।

(ভাগ° ৯।১২।৮)

(ত্রি) ৬ ছেদক।

তক্ষকীয় (ত্রি) তক্ষা অস্ত্যস্য নড়াদিত্বাৎ ছ কুক্ চ। তক্ষবিশিষ্ট।

তক্ষণ (ক্লী) তক্ষ তনূকরণে ভাবে ল্যুট্। কৃশকরণ, চাঁচা ছোলা, অস্ত্রদ্বারা কাষ্ঠকে সম ও মসৃণ করা, রেঁদা দেওয়া। কাষ্ঠ তক্ষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়।

"প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ তক্ষণং।" (মনু ৫।১১৫)

তক্ষণী (স্ত্রী) তক্ষ্যতেঽনয়া তক্ষ করণে ল্যুট্ টিত্বাৎ ঙীপ্। বাসী অস্ত্র, বাইস, ইহাদ্বারা কাষ্ঠ চাঁচা ছোলা প্রভৃতি হয়। [বাসী দেখ।]

তক্ষন্ (পুং) তক্ষ-কনিন্ (কনিন্ যুবৃষিতক্ষিরাজীতি। উণ্ ১।১৫৬) ত্বষ্টা, ছুতার। "আপ্তেন তক্ষ্ণা ভিষজেব তৎক্ষণম্।" (মাঘ ১২।২৫)

২ বিশ্বকর্ম্মা। (অমর) ৩ চিত্রানক্ষত্র। (ত্রি) ৪ তক্ষণ-কর্ত্তৃমাত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উপধার লোপ করিয়া তক্ষ্ণী।

তক্ষশিল, তক্ষশিলার একজন রাজা। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ বলেন, আলেকসান্দার ৩২৭ খৃঃ অব্দে সিন্ধুনদের তট পর্য্যন্ত আসিলে এই রাজা অগ্রসর হইয়া আলেকসান্দারের সহিত যোগ দান করেন।

আলেক সান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন পঞ্জাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজগণ প্রায় সর্ব্বদাই পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই রাজাদিগের মধ্যে পুরু অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তক্ষশিল আলেকসান্দারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

তক্ষশিলা, দেশবিশেষ। ভরতপুত্র তক্ষের এই স্থানে রাজধানী ছিল। মহাভারতের মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে। (ভারত ১।৩.২২) জনমেজয় এই স্থানে সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। (ভারত স্বর্গারোহণ ৫ অঃ)

এই নগরের ভগ্নাবশেষ এখন ৬ বর্গমাইল ভূমির উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির ও স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে তক্ষবংশীয়গণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। এই বংশের নামানুসারেই তক্ষশিলার নাম হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশীলা অমন্ত্র নামে পরিচিত ছিল।

তক্ষশিলার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এইস্থানে অনেক নদী ও নির্ঝর আছে। ফল ও পুষ্প প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অধিবাসিগণ অতিশয় সাহসী ও সতেজ। পূর্ব্বে অনেক সঙ্ঘারাম ছিল, এখন কেবল তাহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অতি অল্প বৌদ্ধ এই স্থানে বাস করে।

৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেকসান্দার ভারত-আক্রমণকালে তক্ষশিলায় আগমন করিলে এখানকার রাজা তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া রাখিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকগণ এই নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও এই রাজ্যে তিন দিবস যথোচিত সমাদর পাইতেন। তিন দিবস পর্য্যন্ত অভ্যাগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করিবার নিয়ম তক্ষশিলায় প্রচলিত ছিল।

চীন-পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তক্ষশিলাবাসিগণ ভারতের মধ্যপ্রদেশে যে ভাষা প্রচলিত সেই ভাষায় কথা কহিত। ইহাদের মধ্যে তাতার অক্ষর প্রচলিত ছিল।

তক্ষশিলার দৃশ্য অতিশয় মনোহর। রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমাংশে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবর। এই সরোবরের জল অতিশয় স্বচ্ছ, বিবিধ বর্ণের পদ্মফুলে সরোবরটী যেন চিত্রিত হইয়া আছে। এই সরোবরের দক্ষিণপূর্ব্বে অশোক-নির্ম্মিত গহ্বর। প্রবাদ এই গহ্বরের চারিদিকে ১০০ পদ পরিমিতি ভূমি ভূকম্পে কখন কম্পিত হয় না। সহরের উত্তরাংশে অশোক একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পর্ব্ব দিবসে নাগরিকগণ এই স্তূপ পুষ্পাচ্ছাদিত ও আলোকিত করিত।

পুরাবিদ্‌গণের মতে, তক্ষবংশীয়গণ বিতস্তা নদীর তটে তক্ষশিলা রাজ্য স্থাপন করিয়া বহুদিন স্বাধীন ভাবে তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। আলেকসান্দারের সময়ও তক্ষশিলা স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজার সহিত আলেক-সান্দার মিত্রতা করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের সময় তক্ষশিলা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মৌর্য্যবংশীয়গণ কিছুকাল তক্ষশিলার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

যখন অশোক পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তখন তক্ষ-শিলানগরেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র কুণাল ও

এই স্থানে বাস করিতেন। কানিংহাম্ বলেন, খৃঃ পূঃ শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশিলা য়ুক্রেটাইডসের রাজ্যভুক্ত ছিল। ১২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে অবারনামক শকগণ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রায় এক শতাব্দীকাল ভোগ করিয়াছিল। পরে কুষাণ-কুলোদ্ভব কনিষ্ক আসবলে এই প্রদেশের রাজা হন। এই সময় তাঁহার প্রতিনিধি শাসনকর্তৃগণ তক্ষশিলা শাসন করিতেন। এই শাসনকর্তাদিগের কতকগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণলিপি শাহধেরি নগরে পাওয়া গিয়াছে। রবার্টস্ সাহেব যে লিপি-খানি পাইয়াছেন, তাহাতে তক্ষশিলার নাম অঙ্কিত আছে।

গ্রীকগণের বর্ণনাপাঠে জানা যায়, তক্ষশিলা নগরের চারিদিকে গ্রীকসহরগুলির ন্যায় প্রাচীর এবং সহরমধ্যে কতকগুলি গলি ছিল। কার্টিয়াস নগরমধ্যে একটী সূর্য্যের মন্দির একটী উদ্যান ও একটী মনোহর সরোবরের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে নগরের বাহিরেও একটী প্রশস্ত বৃহৎ স্তম্ভ-বেষ্টিত মন্দির ছিল। গ্রীকদিগের পর বহু অব্দ পর্য্যন্ত তক্ষশিলার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া একান্ত দুর্ঘট। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে ফা-হিয়ান্ এই স্থানে আগমন করেন। তিনি তক্ষশিলাকে চৌ-শ-শি-লো বলিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই স্থানে তাঁহার মস্তক কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন, এই হেতু চীনভ্রমণকারী এই নগরের উক্ত আখ্যা দিয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধগণ তক্ষশিলাকে তক্ষশির বলিয়াই জানে। ৬৩০ খৃঃ অব্দে হিউএন্-সিয়াং এই নগরে আগমন করেন। এই সময়ে রাজবংশ বিলুপ্ত এবং তক্ষশিলা কাশ্মীরের অধীন হইয়াছিল। এইকালে বৌদ্ধমঠের অপ্রতুল ছিল না; কিন্তু অতি অল্পই মহাযানমতাবলম্বী বাস করিত।

এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্লিনি বলেন, প্রাচীন তক্ষশিলা হস্তিনানগর হইতে ৫৫ মাইল দূরবর্ত্তী। প্লিনির বর্ণনা অনুসারে এই নগরটী সিন্ধুনদী হইতে দুই দিনের পথ দূরে হারনদীর তটে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জানা যায়, সিন্ধুনদী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে তিন দিন পদব্রজে গমন করিলে এই নগরে উপস্থিত হওয়া যায়। চীনাদিগের লিপি অনুসারে কলকুসরৈর নিকটস্থ কোন স্থানে তক্ষশিলা নগর ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। জেনারল কানিংহাম বলেন, শাহধেরি প্রাচীন তক্ষশিলা। প্রাচীন লেখকগণ সকলেই তক্ষশিলাকে ধনাঢ্য সহর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

তক্ষশিলার প্রজাগণ মগধরাজ বিন্দুসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে বিন্দুসারের আদেশানুসারে সুসিম আসিয়া নগর অবরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হইলে অশোকের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। অশোক আসিলে তক্ষশিলাবাসিগণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিল। মহারাজ অশোকের শাসনকালে তক্ষশিলার আয় ৩৬ কোটী টাকা ছিল। শাহধেরি নগরের ভগ্নাবশেষ ও স্তূপগুলি এখনও ইহার পূর্ব্ব গৌরব ও ধনশালিতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ কতকগুলি অংশে বিভক্ত। অদ্যাপি এইগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছে। দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বে এগুলি বিস্তৃত। দক্ষিণ দিক্ হইতে ইহাদের নাম (১) বীর, (২) হাত্তিয়াল, (৩) শির-কপ্-কা-কোট, (৪) কাছকোট, (৫) বারখানা, (৬) শির-সুখ-কা-কোট। এই নগরের স্তূপ, মঠ প্রভৃতি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই প্রদেশে প্রাচীন মুদ্রা ও পুরাকীর্ত্তি অধিকতর পাওয়া যায়। কচ্ছকোটের তত্রানলের নিকটবর্ত্তী স্থান অতিশয় উর্ব্বরা। ষ্ট্রাবো এবং প্লিনি উভয়েই বলেন, চারিদিকে বিস্তৃত পাহাড়ের উপত্যকাপ্রদেশে তক্ষশিলা অবস্থিত। শাহধেরি নগরের অবস্থিতি এবং ইহার ভগ্নাবশেষের সহিত প্রাচীন তক্ষশিলার অবস্থিতি ও তাহার হর্ম্ম্যাদির সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে এই স্থান হইতে যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে এই স্থান তক্ষশিলা বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধদিগের গ্র[ন্থে] বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব তক্ষশিলার অনেক আত্মোৎসর্গ কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহার নিদর্শনও এই নগরে পাও[য়া] যায়। এই সমস্ত ও অন্যান্য কারণে শাহধেরি নগরই প্রাচী[ন] তক্ষশিলা বলিয়া অনুমিত হয়।

ইহা পঞ্জাববিভাগে রাবলপিণ্ডি জেলার ৩৩° ১৭´ [উ] অক্ষা° এবং ৭২° ৪৯´ ১৫´´ পূঃ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

তক্ষশিলা নগরটী অতিশয় প্রাচীন। রামায়ণেও ই[হার] উল্লেখ আছে। এই নগর গন্ধর্ব্বদিগের রাজধানী ছি[ল]। ভরত এই রাজ্য জয় করেন। কেকয়ভূপতি যুধাজিৎ [ভরতকে] রাজ্য জয় করিবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে ভ[রত] গন্ধর্ব্বদেশ অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ভ[রত] রাজ্য জয় করিয়া নিজ পুত্র তক্ষকে তথায় স্থাপন করিলে[ন]। রামায়ণে তক্ষশিলা সিন্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া ব[র্ণিত] আছে।

তক্ষশিলাদি (পুং) তক্ষশিলা আদির্যস্য বহুব্রী। পাণি[নির] গণবিশেষ, সোঽস্যাভিজনঃ এই অর্থে তক্ষশিলাদির [উত্তর] প্রথমান্ত ও ষষ্ঠ্যন্তের উত্তর যথাক্রমে অণ্ ও ঞ্যঞ্ হয়, তক্ষা

বৎসোদ্ধরণ, কৈর্ম্মেদুর, গ্রামণী, ছগল, ক্রোষ্টুকর্ণ, সিংহকর্ণ, সংকুচিত, কিন্নর, কাণ্ডধার, পর্ব্বত, অবসান, বর্ব্বর, কংস এইগুলি তক্ষশিলাদিগণ। (পা ৪।৩।৯৩)

তক্ষশিলাবতী (স্ত্রী) তক্ষশিলা বিদ্যতেহস্যাঃ তক্ষশিলা-মতুপ্ (মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৮৬) যাহাতে তক্ষশিলা আছে।

তক্‌সীর্ (আরবী) দোষ। এদেশে চলিত কথায় তস্‌কীর বলে।

তক্‌সীরদার্ (পারসী) দোষী।

তখন (দেশজ) সেইকাল, তৎক্ষণ।

তখনি (দেশজ) সেইকালে।

তখ্‌ত (পারসী) সিংহাসন, রাজাসন।

তখ্‌তা (পারসী) কাষ্ঠফলক, চওড়া কাষ্ঠখণ্ড।

তগণ (পুং) ছন্দোগ্রন্থপ্রসিদ্ধ ত্রিবর্ণাত্মক গণবিশেষ, এই তগণের আদি দুইটী বর্ণ গুরু ও শেষ বর্ণ লঘু (।।।)। "কথিতোহন্ত্যলঘুস্তঃ" (ছন্দোম°)

তগর (পুং) তস্য ক্রোড়স্য গরঃ ৬তৎ। নদীসমীপজাতবৃক্ষ, তগরমূল। কাশ্মীরে তরবট্ ও কোকণদেশে পিণ্ডীতগর নামে প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—কালানুশারিবা, বক্র, কুটিল, শঠ, মহোরগ, নত, জিহ্ম, দীপন, তগরপাদিক, বিনম্র, কুঞ্চিত, হণ্ড, নহুষ, দণ্ডহস্ত, বর্হণ, পিণ্ডীতগরক, পার্থিব, রাজহর্ষণ, কালানুসারক, ক্ষত্র, দীন। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, দৃষ্টিদোষ, বিষদোষ, ভূতোন্মাদ, ভয়নাশক ও পথ্য। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশের মতে তগর দুইপ্রকার, তন্মধ্যে প্রথমটীর নাম কালানুসার্য্যতগর। পর্য্যায়—কুটিল ও মধুর। দ্বিতীয়টীর নাম পিণ্ডতগর। পর্য্যায়—দণ্ডহস্তী ও বর্হিণ। এই উভয়বিধ তগরই উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, লঘু এবং বিষ, অপস্মার শূল, অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক।

সাধারণতঃ যাহা নদীসমীপজ বৃক্ষ তাহাকে পাদুক বা তগরপাদুক (Patrocarpus Dalburjiodus) বলে। ইহা ব্রহ্মদেশে সিটাং নদীর পূর্ব্বাংশে শলুন এবং থাঙ্গাইন, উঞ্জানী ও হ্যাটারণ নদীর ধারেও অল্প অল্প পাওয়া যায়। অপর পিণ্ডীতগর (Taberr.eamontana Coronaria) কোঙ্কণাদি প্রদেশে বহুতর জন্মে। কেহ কেহ বলেন, যখন তগরের নামান্তর দণ্ডহস্ত, তাহা হইলে জলকচুরী-নামক নদীজ কচুজাতীয় কোঠরমধ্যকুঞ্চিত নীলপুষ্প শাক তগরপাদুক। যে হেতু ইহার কাণ্ড দণ্ডাকৃতি এবং পত্র পাদুকাকৃতি। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত শাকের পুষ্প নীলবর্ণ ও কোঠরমধ্য। এজন্য উহাকে নালবুক্কা বলাই সঙ্গত।

২ তগরমূলজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়না কাঁটাগাছ। ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, টগরফুল, এই পুষ্প শুক্লবর্ণ ও ইহার অনেকগুলি দল আছে। পর্য্যায়—সিতপুষ্প, কালপর্ণ, কটুচ্ছদ। (শব্দর°)

এই পুষ্প নারায়ণপূজা প্রভৃতিতে প্রশস্ত।

"প্রিয়ঙ্গুচন্দনাভ্যাঞ্চ বিল্বেন তগরেণ চ।
পৃথগেবানুলিম্পেত কেশরেণ চ বুদ্ধিমান্॥" (ভারত ১৩।১০৪।৮৫)

তগর, টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাস্-বর্ণিত ভারতবর্ষের একটী প্রাচীন নগর। এই নগর প্রতিষ্ঠান-নগরের পূর্ব্বে দশ দিনের পথে অবস্থিত এবং বস্ত্র-প্রস্তুত-করণে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক নির্দ্দেশ করা কঠিন। এই নগর এক সময়ে শিলাহার রাজাদিগের রাজধানী হইয়াছিল। পণ্ডিত ভগবানলালইন্দ্রজী বলেন, পুণা জেলার বর্ত্তমান জুন্নার নগরই প্রাচীন টলেমীবর্ণিত তগরনগর। ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি বলেন, জুন্নার নগরের প্রাচীন শিলালিপি ও মন্দির গুহাদির দ্বারাই বহু প্রাচীন বলিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয়। আবার ইহা বহু প্রাচীন কালেও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া বিখ্যাত এবং শিলার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী। এই শিলাবাড়ী নামসাদৃশ্যে শিলাহার রাজগণের সংস্রব অনুমিত হইতে পারে। শিলাহারগণও তগরনগরকে আপনাদিগের আদিম বাসস্থান বলিয়া বর্ণন করেন। আরও জুন্নার নগরে অবস্থান লেনাদ্রি, মানমাড় ও শিবনের এই তিনটী পর্ব্বত অর্থাৎ ত্রিগিরির মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং ত্রিগিরি শব্দের অপভ্রংশে তগর হওয়া অসম্ভব নহে। এই মতের বিপক্ষে এই আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, জুন্নারনগর পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) নগরের ১০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, কিন্তু টলেমী ও পেরিপ্লাস্-লেখক বলেন, তগরনগর পৈঠানের ১০ দিনের পথে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। আরও সম্প্রতি নিজামের রাজধানী হায়দরাবাদ নগরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে; ঐ ফলকে তগরনগরবাসী একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে আবার বর্ত্তমান হায়দরাবাদ প্রাচীন তগরনগর বলিয়া অনুমিত হয়। টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাসের নির্দ্দিষ্ট অবস্থানও হায়দরাবাদের নিকট পড়ে *।

তগরপাদিক (ক্লী) তগরস্য পাদো মূলমস্যত্র ইতি ঠন্। তগর, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

তগরপাদী (স্ত্রী) তগরঃ গন্ধদ্রব্যভেদঃ পাদে মূলেহস্যাঃ জাতিত্বাৎ ঙীষ্। তগরবৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

* Bombay Gazetteer, vol. xviii, part II, p. 211.

তগলুব্ (আরবী) তছ্‌রূপ, ঘাট্‌তি।

তগলুবী (আরবী) ছল, চাতুর্য্য।

তগাদা (আরবী) পাওনা আদায় করিবার উত্তেজনা করা, তাগাদা।

তগাবি (যাবনিক) জমির উন্নতি করিবার উদ্দেশে জমিদার বা গবর্মেণ্ট প্রজাদিগকে যে কর্জ্জ দেন।

তগীর (আরবী) পরিবর্ত্তন, বদল।

তঙ্ক (পুং) তক-অচ্। ১ পাষাণভেদনাস্ত্র, পাথরকাটা বাটালি। ২ দুঃখদ্বারা জীবনধারণ। ৩ প্রিয় বিরহজন্য সন্তাপ। ৪ ভয়। (ভরত) কর্ম্মণি ঘঞ্। ৫ পরিধেয় বসন। (রমানাথ)

তঙ্কন (ক্লী) তক ভাবে ল্যুট্। কষ্টদ্বারা জীবন-ধারণ।

তঙ্কা, মুদ্রাবিশেষ, টাকা। সংস্কৃত টঙ্ক শব্দ হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ, তুর্কিস্থান প্রভৃতি বহুস্থানে তঙ্কা প্রচলিত ছিল। এখনও তুর্কিস্থানে তঙ্কা বা তঙ্গানামক মুদ্রা প্রচলিত হইয়া থাকে। মুসলমানরাজাদিগের সময়ে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় তঙ্কাই ব্যবহৃত হইত। সম্প্রতি তঙ্কা ও টঙ্কার পরিবর্ত্তে টাকা প্রচলিত হইয়াছে। এখন টাকা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এক সময়ে তঙ্কাশব্দও সেই অর্থে প্রচলিত ছিল।

বর্দ্ধমান প্রভৃতি রাজসরকারে অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও সৈনিক, অধ্যাপক, সভাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে যে বৃত্তি প্রদত্ত হয়, উহাকেও তঙ্কা বা তন্খা কহে।

তঙ্গণ (পুং) ১ ভোট দেশীয় অশ্ব। [ঘোটক দেখ।] ২ সকল প্রধান পুরাণবর্ণিত একটী প্রাচীন জনপদ, বর্ত্তমান আফগানস্থানের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। [আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।]

তচ্ছীল (ত্রি) তৎ শীলং যস্য বহুব্রী। তৎস্বভাববিশিষ্ট, ফল অপেক্ষা না করিয়া যাহারা স্বভাব অনুসারে কার্য্য করে।

তজ্জ (ত্রি) ততো তস্মাৎ জায়তে জন-ড। তাহা হইতে জাত।

তজ্জলান্ (ত্রি) ততো জায়তে জন-ড, তস্মিন্ লীয়তে লী-ড তেন তজ্জলেন অনিতি অন-ক্বিপ্। তাহা হইতে জাত, তাহাতেই লীন এবং তাহাতেই অবস্থিত পদার্থবিশেষ, অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, পরে তাহাতেই লীন হইবে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" (ছান্দো°)

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রবিশন্তি অভিসংবিশন্তি।" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্মাইতেছে, যাহাতে জীবন ধারণ করিতেছে এবং পরে যাহাতেই লীন হইবে, তাহাই ব্রহ্ম।

"যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥" (স্মৃতি)

আদি সর্গকালে যাহা হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, যুগক্ষয়ে যাহাতেই লীন হইবে, সেই ব্রহ্ম। [ব্রহ্ম দেখ।]

তজ্ঝী (স্ত্রী) তং নিন্দিতং জবতে জু-ক্বিপ্ গৌরা° ঙীষ্। হিঙ্গুপত্রীবৃক্ষ। (রাজনি°)

তঞ্চক (দেশজ) প্রবঞ্চক, প্রতারক।

তঞ্চকতা (দেশজ) প্রবঞ্চনা, শঠতা, ছল, চাতুরী।

তঞ্জাম (হিন্দী) চতুর্দ্দোলবিশেষ। ইহার আকার অনেকাংশে এদেশের বিবাহকালে ব্যবহৃত খোলা পাল্কীর মত। পশ্চিমভারতে রাজন্যবর্গ ও বিবাহাদি সময়ে অন্যান্য লোক তঞ্জামে চড়িয়া থাকেন। চারি বা ছয়জন লোকে স্কন্ধে করিয়া বহন করে।

তঞ্জোর, তঞ্জৌর, (তঞ্জাবুর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ইংরাজশাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ৯° ৪৯´ হইতে ১১°২৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৫৮´ হইতে ৭৯°৫৪´ পূঃ। পরিমাণফল ৩৬৫৪ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে কোলরুণ নদী ত্রিচিনপল্লি ও দক্ষিণ আর্কট হইতে ইহাকে পৃথক্ করিতেছে, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ পশ্চিমে মদুরা জেলা এবং পশ্চিমে মদুরা ও ত্রিচিনপল্লী জেলা অবস্থিত। এই জেলা দক্ষিণ কর্ণাটের একটী অংশ। তঞ্জোর নগর জেলার সদর। কাবেরী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত।

তঞ্জোর জেলা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উপবনস্বরূপ। ইহার উত্তরভাগে বহুজনাকীর্ণ অগণ্য নারিকেলকুঞ্জশোভিত কাবেরী নদীর বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ প্রভূত পরিমাণে ধান্য প্রসব করে। বহুসংখ্যক পয়ঃপ্রণালী এই খণ্ডকে জালের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, অতি সহজে ও সুন্দররূপে এই সকল খালদ্বারা শস্যক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পারা যায়।

তঞ্জোর নগরের দক্ষিণপশ্চিমাংশ কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ, কিন্তু সমস্ত জেলার মধ্যে কোথাও পাহাড় নাই। উপকূলভাগে বালুকাস্তূপ ও তৎপরেই সামান্য জঙ্গল আছে, কেবলমাত্র কালীমীর অন্তরীপ হইতে অদ্রমপত্তন অন্তরীপ পর্য্যন্ত একটী বহুবিস্তৃত লবণাক্ত জলাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে প্রস্তরাদি অধিক পাওয়া যায় না।

দক্ষিণাংশে উপকূল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে ভূমির দুই গজমাত্র নিম্নে একটী প্রস্তরস্তর বাহির হয়। এই প্রস্তর কিছু কোমল হইলেও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী। নগ্নপত্তনের দক্ষিণে মৃত্তিকাগর্ভে সামুদ্রিক শুক্তি, শঙ্খ ও শম্বুকাদির বিস্তীর্ণ স্তর খোদিত হইয়াছে। এই সকল স্তরের উপরিভাগে বহু

কাল-সঞ্চিত পলিরাশি পতিত হইয়াছে। এইরূপ শুক্তিস্তরের মধ্যে অনেকগুলি অতি প্রাচীন আবার অনেকগুলি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। মোটের উপর এই জেলার ভূমি অধিক উর্ব্বরা নহে, কেবলমাত্র জলসেচনের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্তের গুণেই প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপ ব্যতীত উচ্চভূমির মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ ও সারবান্ কৃষ্ণবর্ণ কার্পাসোৎপাদনের উপযোগী, অথবা বালুকাময় লঘু মৃত্তিকা। কোন কোন স্থানে পীতবর্ণ ক্ষারমৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, ইহা অত্যন্ত অনুর্ব্বর।

জেলার উপকূলভাগ প্রায় ১৪০ মাইল। উপকূলভাগে এরূপ ভীষণ তরঙ্গাঘাত হয় যে, সহজে এখানে জাহাজাদি আসিতে পরে না।

তণ্ডুলই এখানকার অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্য। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন করিয়া কৃষকগণ প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপাদন করে। সুতরাং ব-দ্বীপে সমতল ভূমিতে এবং উচ্চ ভূমিতে কেবলমাত্র বৃহৎ সরোবরাদির নিম্নস্থানসকলেই অধিকাংশ ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। প্রধানতঃ কার ও পিশানম্ নামক দুই প্রকার ধান্যের চাষ হয়। কার ধান্য জ্যৈষ্ঠমাসে বপন করে এবং কার্ত্তিকমাসে কাটিয়া থাকে। পিশানম্ ধান্য আষাঢ়ে বপন করে এবং মাঘমাসে কাটিয়া লয়।

রবিশস্যের আবাদ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। চীনা, বাজরা, কঙ্গু ও কলায় বেশ জন্মে। জেলার পশ্চিম ভাগে উচ্চ ভূমিতে চীনা ও কলায় উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপে যেখানে জলসেচনের সুবিধা নাই, এরূপ ভূমিতে কিংবা ধান্যক্ষেত্রে ধান্য কাটিবার পর ঐ সকল শস্যের চাষ করে।

তঞ্জোরে শাকসবজী সুলভ। গৃহসংযুক্ত উদ্যান এবং নদীতীর প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে মূলা, পেঁয়াজ, গোলআলু এবং বহুবিধ শাকাদি উৎপন্ন হয়। ধনে, মহুরী প্রভৃতি বহুবিধ মসলাও পাওয়া যায়।

এই জেলার ব-দ্বীপভাগে বিস্তর কদলী, তাম্বূল, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে। উচ্চ ভূমিতে শণ পাট ইত্যাদি হইয়া থাকে। গৃহসংলগ্ন পতিত ভূমে এবং নদীতীরেই সচরাচর তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তে কালীমীর অন্তরীপের নিকট বালুকাভূমিতেই বিস্তীর্ণ তামাকের চাষ হয়। এই তামাকের পাতা পুরু ও ঘ্রাণ অতি তীক্ষ্ণ, প্রধানতঃ নস্যরূপে কিংবা তাম্বূলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐস্থানে তামাকই প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। প্রতিবৎসর বহু পরিমাণে তামাক ত্রিবাঙ্কুর ও ষ্ট্রেটস্‌সেট্‌লমেণ্টস্ প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়।

কার্পাসও অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ব্যতীত অপর সর্ব্বত্র আম ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ সহজেই জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণপশ্চিমাংশে পাথরিয়া মাটি বলিয়া ভাল গাছ হয় না।

বয়ঃপ্রাপ্ত অধিবাসী পুরুষগণের প্রায় অর্দ্ধেক ভূ-সম্পত্তি-শূন্য এবং শ্রমজীবী, ইহাদের প্রায় ⅚ অংশ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ইহারা প্রধানতঃ পল্লার ও পরিয়াজাতিসম্ভূত এবং কোন না কোন ভূম্যধিকারীর ক্ষেত্রে চিরস্থায়িরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু এবং মরবার প্রভৃতি কাবেরীনদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশ হইতে আগত।

ব-দ্বীপ ভাগে যে স্থানে নদীর বন্যাদ্বারা ভূমি প্লাবিত হয়, তথায় পলি পড়িয়াই উত্তম সারের কার্য্য করে, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে এবং যে স্থানে খাল প্রভৃতি দ্বারা জলসেচন করিতে হয়, তথায় সারের প্রয়োজন। সচরাচর জমিতে গো-মেষাদির গোষ্ঠ করিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করা হয়। তদ্ভিন্ন গোময়গলিত উদ্ভিজ্জ, ভস্ম ও আবর্জ্জনা প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

তঞ্জোর জেলায় স্বভাবতঃই জল অতি প্রচুর। তাহার উপর ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক খাল-খননাদি-দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের আরও সুবিধা হইয়াছে। উত্তর সীমায় প্রবাহিত কোলরুণ নদী অতি নিম্নগর্ভ বলিয়া ইহার জলে তত কাজ হয় না।

এই জেলা স্বভাবতঃই নদীপ্রচুর, তাহার উপর বহুসংখ্যক কৃত্রিম খাল-খননাদি দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের সম্যক্ সুবিধা হইয়াছে। ত্রিচিনপল্লীর ৮মাইল পূর্ব্বে কাবেরী নদী, তঞ্জোর জেলায় প্রবেশ করিয়া বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া উত্তর ভাগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই প্রদেশকে কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ কহে, ইহাতে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। জেলার পশ্চিম ভাগে কোলরুণ ও কাবেরী নদী পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী। ঐ স্থানে কোলরুণের গর্ভ কাবেরী নদী অপেক্ষা প্রায় ৯।১০ ফিট্ নিম্ন। সুতরাং অতিঅল্পমাত্র সুযোগ পাইলেই কাবেরী নদীর সমস্ত জল কোলরুণ নদীতে আসিয়া পড়িতে পারে। এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে চোলবংশীয় জনৈক রাজা ঐ স্থানে শাখা কাবেরী নদীর তীরে এক সুবৃহৎ পাকা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দেন, ইহার উপরেই তঞ্জোরের উর্ব্বরতা নির্ভর করে, তজ্জন্য ইহাকে তঞ্জোরের উর্ব্বরতারক্ষক বাঁধ কহে। এই বাঁধ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর এত প্রাচীন না হইলেও যে ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্ম্মিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত এবং দৈর্ঘ্যে ১০৮০ ফিট্, প্রস্থে ৪০ হইতে ৬০ ফিট্ এবং উচ্চতায় ১৫ হইতে ১৮ ফিট্। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কোলরুণ শাখার উপর এক আনিকট প্রস্তুত হয়, তাহাতে কাবেরীর শাখায় জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কাবেরীর উপর আর এক আনিকট নির্ম্মিত হইয়াছে। কোলরুণের নিকট ৭৫০ গজ এবং কাবেরীর নিকট ৬৫০ গজ দীর্ঘ। এই শেষোক্ত দুইটী আনিকট দ্বারা তঞ্জোরে জলাগম সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা হইয়াছে। কোলরুণের উপর আনিকট হওয়ায় ইহার জল কমিয়া যায়, কাজেই পূর্ব্বে যে সকল স্থান ইহার জলে সিঞ্চিত হইত, এখন আর তত দূর জল উঠিল না। ইহার প্রতিকারার্থে পূর্ব্বে আনিকটের ৭০মাইল নিম্নে আর একটী আনিকট প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সময়েই কোলরুণ হইতে দুইটী খাল কাটিয়া একটী আর্কট (অক্কড) ও অপরটী তঞ্জোর নগর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে। উত্তরের খালকে উত্তর-রজনবায়াখাল ও দক্ষিণের খালকে দক্ষিণরজনবায়াখাল বহে। তদ্ভিন্ন আরও অনেক খাল খাত হইয়াছে। এবং ঐ সকল হইতে আবার শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া বহু বিস্তীর্ণ প্রদেশে জলসেচন হইতেছে। যাহা হউক, ক্রমশঃ উন্নতি চলিতেছে। বলা বাহুল্য, নদীদ্বারাই প্রায় $\frac{১}{১০}$ অংশ শস্যক্ষেত্রে জল যোগান হয়। অতি অল্পমাত্র ভূমি পুষ্করিণী বা বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর করে।

তঞ্জোরে বন্যা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক নাই বলিলেই হয়। সমুদ্রকূলে বালুকার উচ্চ পাহাড় থাকায় ঝটিকাবর্ত্ত বিতাড়িত সাগরতরঙ্গ জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্বভাগের ভূমিও কূলের দিকে ঢালু থাকায় নদী বা বৃষ্টির জল সহজেই নিকাশ হইয়া যায়; সুতরাং জল জমিয়া দেশ প্লাবিত করিতে পারে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য—তঞ্জোরের সর্ব্বত্র গতিবিধির বিশেষ সুবিধা আছে। দক্ষিণভারতীয় রেলপথের দুইটী শাখা ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। একটী শাখা ত্রিচিনপল্লী হইতে উপকূল দিয়া নগপত্তন নগর এবং অপর শাখা তঞ্জোর নগর হইতে বহির্গত হইয়া মান্দ্রাজ অভিমুখে চলিয়াছে। জেলার মধ্যে প্রায় ১২৩৩ মাইল লম্বাচোড়া ও নদী খালাদির উপর সেতুসম্বলিত রাস্তা আছে। একটী ৩২ মাইল দীর্ঘ খাল দিয়া নৌকাদি যাতায়াত করে। ঐ সকল নৌকায় প্রধানতঃ বেদরণ্যম্ নামক স্থানের উৎপন্ন লবণ বহন করে।

শিল্পের মধ্যে তঞ্জোরের নানাবিধ ধাতুর তার, পট্টবস্ত্র কার্পেট, কাষ্ঠনির্ম্মিত নানাবিধ বস্তু প্রধান। কার্পাসবস্ত্র, কার্পাসসূত্র, য়ুরোপ হইতে আনীত নানাবিধ ধাতু এবং ষ্ট্রেটস্‌-সেট্‌লমেণ্টস্ ও সিংহলদ্বীপ হইতে গুবাক্ প্রভৃতি আমদানী হয়। রপ্তানীদ্রব্যের মধ্যে তণ্ডুলই প্রধান।

তঞ্জোরে বৃষ্টিপাত করমণ্ডল-উপকূলের অন্যান্য স্থানের ন্যায় সকল বৎসর সমান নহে। জ্যৈষ্ঠ মাসে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুম-বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ভাদ্র পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। এই সময়ে বৃষ্টি অতি বিরল এবং কদাচ ক্রমাগত দুই ঘণ্টার অধিককাল ব্যাপী হয় না। আশ্বিন বা কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত উত্তরপূর্ব্ববায়ু বহে। এই সময়ে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রচুর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। এই কালে গড়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১৫ ও ২৫ ইঞ্চি হইয়া থাকে। প্রায় সকল মাসেই বৃষ্টি হয়, তবে ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্তই অধিক। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সময় গ্রীষ্মকাল। গড় তাপাংশ ফাল্গুনে প্রায় ৮২°, গ্রীষ্মকালে প্রায় ১০৪° এবং শীতকালে ৬৪° পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ঝড় ঝাপট প্রভৃতি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ঝড়ের সময়ে নৌকাজাহাজাদি জেলার দক্ষিণস্থ পক্ক উপসাগরে আশ্রয় লয়।

তঞ্জোরে কোন রোগই দেশব্যাপী হইয়া পড়ে না। পূর্ব্বে তঞ্জোরে গোদরোগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন তাহা কুম্ভ-ঘোনম্ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন স্বাস্থ্য বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় এই রোগ প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে। জ্বর, বসন্ত ও ওলাউঠা রোগই কতক পরিমাণে সংক্রামক হইয়া পড়ে। জেলায় প্রায় ৩০টী ঔষধালয় আছে, তাহা হইতে বহুসংখ্যক লোক বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। জেলার মধ্যে ৫টী নগরে মিউনিসিপালিটী আছে।

অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু। উহারা বেলিয়ার (মজুর), বেল্লনর (কৃষক) পরিয়া, ব্রাহ্মণ, শেম্বড়বন (ধীবর), ইদৈয়ার (মেষপালক), কম্মনর (কারিগর), কৈকলার (তন্তুবায়), সাতানি (মিশ্রজাতি), শানচ (তাড়িকর) ও শেঠি (বণিক্), অম্বত্তান্ (নাপিত), বেন্নান্ (ধোপা), কুশবন (কুম্ভকার), ক্ষত্রিয়, কণক্কন (লেখক) প্রভৃতি প্রধান। মুসলমানগণ শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, আবর, গহ্বর প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তদ্ভিন্ন খৃষ্টান ও জৈন এবং অল্পসংখ্যক অসভ্যজাতি বাস করে।

তঞ্জাপুরী-মাহাত্ম্যে তঞ্জাবুরের উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়। তঞ্জান্ নামক এক রাক্ষস তঞ্জাবুরে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিত। অধিবাসিগণ একান্ত প্রপীড়িত হওয়ায় বিষ্ণু এই রাক্ষসকে বধ করেন। সে মৃত্যুকালে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তাহার নামে যেন এই নগর প্রসিদ্ধ হয়। ভগবান্ বিষ্ণু 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া প্রস্থান

করিলেন। সেই রাক্ষসের নাম হইতেই সংস্কৃত নাম তঞ্জাপুর ও তামিল তঞ্জাবুর হইয়াছে।

বহুপূর্ব্ব হইতে ১৫০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চোলরাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তঞ্জাবুর নগর ঠিক কোন সময় রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। চোলরাজগণ ত্রিশিরাপল্লীর নিকট ওরেয়ুরনামক স্থানে এবং ইহার ধ্বংস হইবার পর কুম্ভঘোণে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

তঞ্জাবুরে বৃহদীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে খোদিত অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, রাজা কুলোত্তুঙ্গ এই অনুশাসন প্রদান করিয়াছেন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, রাজা কুলোত্তুঙ্গ চোল কিংবা তাঁহার পিতা তঞ্জাবুরে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১০,৩ হইতে ১০৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

ডাক্তার বুর্‌নল সাহেব চোলরাজবংশের যে, তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ চোল ১১২৮ খৃঃ অব্দে তঞ্জাবুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল হইতেই তঞ্জাবুরের চোলরাজবংশের অধঃপতন আরম্ভ হইতে থাকে এবং চোলরাজলক্ষ্মী ক্রমে চঞ্চলা হয়েন।

তঞ্জাবুর-বৃহন্নারি-চরিত নামক হস্তলিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চোলবংশীয় শেষরাজার নাম বীরশেখর। ইনি প্রভূত পরাক্রমশালী ছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী ইহার সময়ে তঞ্জাবুর রাজ্যভুক্ত হয়। মধুরাপুরীর সিংহাসনচ্যুত রাজা চন্দ্রশেখর বিজয়নগররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণরায় তাঁহাকে মধুরাপুরীতে পুনঃস্থাপন করিবার জন্য কতিয়ান নাগ-নায়ক নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। এদিকে বীরশেখরও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মধুরাপুরীর নিকট উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধের পর তঞ্জাবুরের রাজা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মধুরাপুরী, ত্রিশিরাপল্লী ও তঞ্জাবুর বিজয়নগরের অধীন হইল। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে অচ্যুতরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার শ্যালিকার সহিত সেবাপ্পানায়কের বিবাহ হয়। এই সম্বন্ধ হেতু উক্ত বর্ষে অচ্যুতরায় সেবাপ্পানায়ককে তঞ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। তাহা হইতে তঞ্জাবুরের নায়ক-রাজবংশের উৎপত্তি হয়। নায়ক-রাজগণ প্রথমতঃ বিজয়নগরের অধীনেই রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বিজাপুররাজ কর্ত্তৃক বিজয়নগরের রাজাদিগের ধ্বংস সাধিত হইলে সেই সময় ১৬৭২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত রাজগণ স্বাধীনভাবে তঞ্জাবুর শাসন করিয়াছিলেন। এই রাজগণের সময়ে অরুণতোঙ্গা, পত্তুকোটৈ, কৈলাসিবাই প্রভৃতি কয়েকটী দুর্গ ও কতকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। নায়ক রাজাদিগের সময়ে ১৬১২ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজগণ নগপত্তনে এবং ১৬২০ অব্দে দিনেমারেরা ট্রান্‌কুইবার নামক স্থানে আবাস স্থাপন করেন।

যখন নায়কবংশের চতুর্থ রাজা বিজয়রাঘব তঞ্জাবুর-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন মদুরার শোক্কানাথ নায়ক তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার ছল খুঁজিয়া রাজকন্যার কর প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিলে তিনি ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে দলবায় বেঙ্কট-কৃষ্ণাপ্পা নায়ককে তঞ্জাবুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি গোবিন্দদীক্ষিত বাধা দিলেন; কিন্তু দলবায় তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তঞ্জাবুর অধিকার করিলেন এবং শীঘ্রই রাজবাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিজয়রাঘব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সমস্ত অবগত হইয়া তাহার বীর পুত্রকে আজ্ঞা দিলেন, রাজবাটীর সমস্ত মহিলাকে একগৃহে রাখিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে বারুদ সংগ্রহ করিয়া রাখ, সঙ্কেত পাইলে তাহাতে অগ্নি দিয়া অসি হস্তে যুদ্ধার্থ বাহিরে আসিও। বিজয়রাঘব যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন। এদিকে পুত্র পিতার নিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া অন্দরমহলে বারুদে অগ্নি প্রদান করিলেন। তঞ্জাবুর শ্মশানভূমে পরিণত হইল। রাজবাটীর দক্ষিণপশ্চিম-কোণে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এই অংশ এখনও সেইরূপ ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া অতীত দুর্ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

তঞ্জাবুর বিজিত হইলে শোক্কানাথনায়ক একস্তনপায়ী এলাগিরিকে তথায় শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এলাগিরি প্রথমে শোক্কানাথের অধীনে শাসন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত মনান্তর ঘটায় স্বাধীন হইলেন। তঞ্জাবুরের রাজবাটী বারুদে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে ধাত্রী বিজয়রাঘবের একটী নাবালক পুত্রকে লইয়া নগ-পত্তনে পলাইয়া আইসে। এই বালকটী জনৈক শেটীর আলয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ৫।৭ বৎসর পর বিজয়রাঘব রায়ের অন্যতম রয়-সম (সেক্রেটরী) বেনকন্না নামক কোন নিয়োগী ব্রাহ্মণ বালকটীর সন্ধান পাইয়া স্বর্গীয় রাজার কয়েকজন আত্মীয়ের সাহায্যে উক্ত বালক ও ধাত্রীকে লইয়া বিজাপুরে গমন করিলেন। বিজাপুরের সুলতান সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তঞ্জাবুরের নায়কদিগের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এই সময় শিবাজির কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একোজি বিজা

পরের সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এলাগিরিকে দূর করিয়া দিয়া বিজয়রাঘবের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিজাপুর-সুলতান একোজিকে আদেশ দিলেন। একোজি জানিতে পারিলেন যে, শোক্যনাথের সহিত এলাগিরির বিরোধ ঘটিয়াছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া আয়ামপটী নামক স্থানে এলাগিরিকে পরাজিত করিয়া সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুরের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। বেনকন্না আশা করিয়াছিলেন যে, সিংহমাল রাজা হইলে তিনি মন্ত্রিত্ব পাইবেন। কিন্তু ধাত্রীর অনুরোধে শেটীই মন্ত্রী হইলেন। ইহাতে বেনকন্না নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া একোজিকে রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। একোজি প্রথম প্রথম এ বিষয়ে আদৌ মন দেন নাই। কিন্তু বিজাপুর-সুলতানের মৃত্যুসংবাদ আসিলে তঞ্জাবুর গ্রহণ-মানসে সসৈন্যে উক্ত রাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেনকন্নাও রাজবাটীতে রটাইয়া দিলেন যে, সমূহ বিপদ্ উপস্থিত। রাজা এই ঘটনায় অতীব ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিনা রক্তপাতে তঞ্জাবুর একোজির হস্তে আসিল। এইরূপে তঞ্জাবুরে মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশ স্থাপিত হইল। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে ঘটিয়া থাকিবে।

একোজির অন্যতম পুত্র তুকাজীর ৫ পুত্র। তুকাজীর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র বাবাসাহেব রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় স্ত্রী-সুজানাবাই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোহনজী ঘাটগে নামক একজন সচিব রূপনাম্নী কোন স্ত্রীলোকের পুত্রকে একোজীর ২য় পুত্র শরভোজীর উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করেন এবং কোন মুসলমান কেল্লাদারের সাহায্যে সুজানাবাইকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া রূপীর পুত্রের জন্য সিংহাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রিগণ শীঘ্রই কোহনজীর ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া তুকাজীর ২য় পুত্র শয়াজীকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তুকাজীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহ কয়েকজন রাজামাত্যের সাহায্যে শয়াজিকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে আন্‌ওয়ারুদ্দিন নবাবের সহিত প্রতাপসিংহের ২ বার যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধেই পরাভূত হইয়া প্রতাপসিংহ নবাবকে ৭ লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিলেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে শয়াজী রাজ্য পুনরায় পাইবার জন্য সেণ্ট ডেভিড দুর্গের ইংরাজগবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রতাপসিংহ আসন্ন বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া গোপনে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন যে, যদি তাঁহাকে রাজপদে থাকিতে দেওয়া হয়, তবে তিনি দেবকোটনামক দুর্গ এবং উপস্থিত যুদ্ধের আয়োজন-ব্যয়স্বরূপ ৬ হাজার পেগোড়া ইংরাজদিগকে এবং শয়াজীর খরচের জন্য বার্ষিক ৪০০০ পেগোড়া অর্থাৎ ১৪০০০৲ টাকা দিবেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবের ভয়ে তাঁহাকে ৫৮ লক্ষ টাকার এক খত লিখিয়া দেন। কিন্তু অল্পদিবস পরেই তিনি ৩০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য মঙ্কোজীর অধিনায়কত্বে মহম্মদআলির সাহায্যার্থ চাঁদসাহেবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। মহম্মদআলি জয়লাভ করিয়া তঞ্জাবুররাজকে পুরস্কারস্বরূপ বাকী ১০ বর্ষের পেশকাস্ ছাড়িয়া দিলেন এবং কোইলদি ও লঙ্গাড্ নামে ২টী প্রদেশ দান করিলেন।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ মন্ত্রী *কোজীর কু-পরামর্শে সেনাপতি মঙ্কোজীকে কার্য্য হইতে অবসর দেন। মুরারিরাও উহা জানিতে পারিয়া কোইলদি অধিকার করিয়া তঞ্জাবুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া মঙ্কোজীর শরণ লইলেন। মঙ্কোজী মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে দূরে তাড়াইয়া দিলেন।

১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ফরাসি-সেনানায়ক তঞ্জাবুর-রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া কোলরুণের বাঁধ কাটিয়া দিলেন। প্রতাপসিংহ ইংরাজদিগের সাহায্যে কোলরুণ নদীর বাঁধ সংস্কার করিয়া লয়েন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবকে যে ৫৬ লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ফরাসিগবর্ণরের হস্তে পড়ে। এই টাকা পাইবার জন্য ফরাসিগবর্ণর কাউণ্ট লালি কয়েকস্থান লুণ্ঠন করিয়া তঞ্জাবুর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় তাঁহার বারুদ ও রসদ ফুরাইয়া যায়। তিনি মানে মানে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। প্রতাপসিংহ তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আসিলেন।

মহম্মদআলি ইংরাজদিগের নিকট যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নবাব হইয়া ঋণ-পরিশোধের কোন সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দেখিলেন যে, প্রতাপসিংহ কএকবৎসর পেশকাস্ দেন নাই। তিনি ভাবিলেন যে, তঞ্জাবুর খাস দখল করিতে পারিলে অনেক নগদ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া রাজার বাকী পেশকাস্ আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য কৌন্সিলের অন্যতম

সমস্ত জোসিয়াই-ডি-প্রেকে পাঠাইলেন। তিনি এই মীমাংসা করিলেন যে, রাজা প্রতিবৎসর নবাবকে ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন; বাকী পেশকাস (২২ লক্ষ টাকা) দুই বৎসরে ৫ বারে পরিশোধ করিতে হইবে। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি হয়।

কাবেরীর উত্তরতীরে ত্রিশিরাপল্লীর নিকটে নেল্লরনামক স্থানে একটী বাঁধ ছিল। রাজা প্রতাপসিংহের প্রার্থনায় ও ব্যয়ে ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা মহাজিজ উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কখন উক্ত শাসনকর্ত্তা কখন বা রাজার ব্যয়ে এই বাঁধের সংস্কার হইত। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে উহার এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায়। নবাব উহার সংস্কার করিলেন না বা রাজাকেও উহা সংস্কৃত করিতে অনুমতি দিলেন না। এই কালে তুলজাজী তঞ্জাবুরের রাজা ছিলেন। তিনি ভীত হইয়া ইংরাজগবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই অবধি যখনই এই বাঁধের সংস্কার আবশ্যক হইত, তখনই রাজাকে ইংরাজদিগের সাহায্য লইতে হইত।

ইহার পর হায়দর আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ করিলে রাজা তাঁহাকে বহু অর্থ প্রদান করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত রাজার এক সন্ধি হয়। শিবগঙ্গার রাজা ৮ বৎসর পূর্ব্বে তঞ্জাবুরের যে সকল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন, রাজা তুলজাজী ১৭৭১ খৃঃ অব্দে তাহা পুনরধিকার করেন। নবাব ইহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। দুই বৎসরের খাজনা বাকী পড়িয়াছিল। এই ছলে তঞ্জাবুর আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে নবাবপুত্র তঞ্জাবুর দুর্গ অবরোধ করিলে ২৭এ তারিখে রাজা বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধিপত্রে এই নিয়ম অবধারিত হইল যে, ২ বৎসরের বাকী পেশকাস্ ৮ লক্ষ টাকা ও যুদ্ধব্যয়-স্বরূপ ৩২৷৷০ লক্ষ টাকা নবাবকে দিবেন এবং শিবগঙ্গায় রাজার নিকট হইতে যে সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; আর্ণি, ত্রিবাপুর, ইলাঙ্গাড়ু ও কৈলদী ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং উক্ত ৩২৷৷০ লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য মায়াবরম্ ও কুম্ভঘোণম্ প্রদেশদ্বয় দুই বৎসরের জন্য নবাবের অধিকারে থাকিবে, রাজা নবাবের মিত্রের সহিত মিত্রতা ও শত্রুর সহিত শত্রুতা করিবেন। ১৭৭১—৭৩ খৃঃ অব্দের পেশকাস পুনরায় বাকী পড়ায় নবাব ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজগবর্ণরের নিকট তঞ্জাবুর রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন যে, পেশকাস্ হিসাবে দশলক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছে; রাজা হায়দারআলি ও মহারাষ্ট্রীদিগের সহিত নবাব ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইংরাজগবর্ণরের আদেশে সেনাপতি স্মিথ সেপ্টেম্বর মাসে তঞ্জাবুরে আসিয়া রাজা তুলজাজীকে বন্দী করিলেন। নবাব তঞ্জাবুর খাস দখল লইলেন।

ডাইরেক্টরদিগের নিকট এই সংবাদ আসিলে তাঁহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ১৭৬২ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্মেণ্ট তুলজাজীকে সাহায্য করিতে বাধ্য। পেশকাস্ বাকী পড়িয়াছিল বলিয়া রাজাকে বন্দী করা মান্দ্রাজগবর্মেণ্টের অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। তাঁহারা পিগট সাহেবকে মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন এবং এই আদেশ দিলেন যে, তুলজাজীকে সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজা নবাবকে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন। মান্দ্রাজগবর্ণরের অনুমতিক্রমে নবাবের সাহায্যার্থ রাজা সময়ে সময়ে সৈন্য-সাহায্য করিবেন এবং রাজা ইংরাজদিগের মিত্র হইবেন। একদল ইংরাজসৈন্য তঞ্জাবুরে থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিবে; তাহার ব্যয় রাজা বহন করিবেন। ইংরাজদিগের অনুমতি ভিন্ন রাজা অন্য কাহারও সহিত সন্ধি করিতে পারিবেন না।

ডাইরেক্টরদিগের আদেশানুসারে পিগটসাহেব ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ১১ই এপ্রেল তারিখে তুলজাজীকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ১২ই এপ্রেল তারিখে রাজা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন এবং ইংরাজসৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হায়দরআলি তঞ্জাবুরের দুর্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অধিকার করিয়া ৬ মাস নিজ শাসনে রাখিয়াছিলেন।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দে তুলজাজীর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে শরভোজী নামক কোন এক আত্মীয় পুত্রকে দত্তক লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দত্তক শাস্ত্রসঙ্গত হয় নাই, ইহা ইংরাজদিগের নিকট প্রমাণ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। অমরসিংহ তুলজাজীর বিধবা স্ত্রীকে বার্ষিক ৩ হাজার ও শরভোজীকে ১১ হাজার পেগোডা দিবেন বলিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন।

মান্দ্রাজ বাসকালে তুলজাজীর বিধবাপত্নী লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের নিকট দত্তকগ্রহণ শাস্ত্র-সম্মত হইয়াছে কি না ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য এক আবেদন করিলেন। বারাণসী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের মতানুসারে দেখা গেল যে, দত্তক গ্রহণে কোন দোষ হয় নাই। ডাইরেক্টরগণ ইহা অবগত হইয়া শরভোজীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে আদেশ করিলেন। মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলি ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করেন।

রাজকার্য্যে শরভোজীর অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহার অছি স্বরূপ কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ২৫এ অক্টোবর তারিখে যে সন্ধি হয়, তাহাতে অবধারিত হইয়াছিল যে, বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ তঞ্জাবুর শাসন করিবেন। রাজা দুর্গমধ্যে থাকিয়া একলক্ষ পেগোডা ও সমস্ত আয়ের ⅕ অংশ মাত্র পাইবেন। এই সন্ধি অনুসারে তঞ্জাবুর দুর্গ ভিন্ন সমস্ত প্রদেশ এক প্রকার বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়বংশীয় রাজগণ ১২২ বৎসর কাল এই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শরভোজীর পর তাঁহার পুত্র ২য় শিবাজী পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। শিবাজী মৃত্যুর পূর্ব্বে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কুইস অব্ ডালহৌসি সে দত্তক স্বীকার না করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তঞ্জাবুর রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিলেন। রাজপরিবারবর্গের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

এখন তঞ্জাবুরের সে পূর্ব্ব শ্রী আর নাই। দুর্গটী স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; রাজবাটীরও কোনরূপ সংস্কার হইতেছে না। রাণীদিগের নিজ ভূসম্পত্তি রিসিবরের হস্তে গিয়াছে। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় ১॥০ লক্ষ টাকা। তঞ্জাবুরের সরস্বতীমহল নামক পুস্তাকাগার যত্নের সহিত সুরক্ষিত। এই পুস্তকাগারে রাজা শরভোজী বহুসংখ্যক হস্তলিখিত-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

তঞ্জাবুরে বৃহদেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমউত্তরকোণে সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। মূলমন্দিরের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড নন্দীর মূর্ত্তি আছে, তাহার সম্বন্ধে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। নন্দীর আকৃতি পূর্ব্বে ছোট ছিল, কোন সময়ে তাহার মনে হইল মহাদেব অপেক্ষা সে আয়তনে বৃহৎ হইবে। ইহা মনে ভাবিয়া সে প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। মহাদেবও নন্দী অপেক্ষা ছোট থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। অর্চ্চক তাহা দেখিয়া সঙ্কটবোধে পরিশেষে নন্দীর বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্য নন্দীর পশ্চাতে একটী বৃহৎ লৌহময় প্রেক মারিয়া দিলেন। সেই অবধি নন্দী আর বাড়িতে পারে নাই; মহাদেবও তদবস্থায় আছেন। এ প্রবাদ সত্য বা মিথ্যা, যাহা হউক, কিন্তু এরূপ বৃহৎ মন্দির, লিঙ্গ ও নন্দী অন্যত্র দেখা যায় না।

হিন্দুরাজদিগের শাসনকালে তঞ্জাবুর সকল প্রকার শিল্প, বাদ্যযন্ত্র, স্বরবিদ্যা, কাব্যরচনা ও চিত্রবিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এখন উক্ত সকল প্রকার চর্চ্চা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু এখনও তঞ্জাবুরে যে চিত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় মনোরম। হাবভাবে কলিকাতার আর্টষ্টুডিওর চিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান উপবিভাগ। পরিমাণফল ৬৭২ বর্গমাইল। দক্ষিণভারতীয় রেলপথ এই উপবিভাগের উত্তরে প্রবেশ করিয়া তঞ্জোর নগর দিয়া পশ্চিমে বাহির হইয়া গিয়াছে।

৩ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান নগর ও সদর। ইহার প্রকৃত নাম তঞ্জাবুর। অক্ষা° ১০° ৪৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১০´ ২৮´´ পূঃ। ইহা দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের একটী ষ্টেশন। অধিবাসীর সংখ্যা ৫৪৩৯০, তন্মধ্যে হিন্দু ৮৬৪০৪, মুসলমান ৩৪১৬, খৃষ্টান ৪২৮৯ ও জৈন ১৮৭ জন।

এখানে জেলার জজ, কলেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বাস করেন। এই নগরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই নগর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজবংশের রাজধানী এবং রাজনীতি ধর্ম্মনীতি বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির কেন্দ্রস্থান ছিল। এই স্থান প্রাচীন হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তি এবং পূর্ব্বতন স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহার মন্দির ভুবনবিখ্যাত। এই মন্দির ১৯০ ফিট্ উচ্চ। তদ্ভিন্ন ঐ মন্দিরেই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। উহাদের মধ্যে কোন কোনটীর গঠনপ্রণালী ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মন্দিরমধ্যস্থ দেবমূর্ত্তি, বৃষমূর্ত্তি প্রভৃতিও বিস্ময়কর।

তঞ্জোরের ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গ বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া আছে। দুর্গের প্রাচীরাভ্যন্তরেই রাজপ্রাসাদ ও নগর স্থাপিত। রাজপ্রাসাদে প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যাবলীর একটীতে রাজাদিগের পুস্তকালয় ছিল। এত সংস্কৃত গ্রন্থ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। মান্দ্রাজ সিভিলসার্ভিসের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার বার্ণেল ঐ সকল পুস্তকের এক তালিকা প্রস্তুত করেন।

তঞ্জোর নগর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের জন্য বিখ্যাত। ইহার রেসমী কার্পেট, সূক্ষ্ম খোদকারী তামার তার, নানাপ্রকার খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর। তঞ্জোর হইতে পূর্ব্বদিকে সমুদ্রকূলে নগ্নপত্তন বন্দর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিচিনপল্লী পর্য্যন্ত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত।

তট (ত্রি) তট-অচ্। নদী প্রভৃতির কূল, তীর, জলাশয়ের জলভাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থলভাগ।

"কর্ত্তব্যমার্গৌ ভ্রাজেতে হ্রদস্থাস্ত তটাবুভৌ ॥" (হরি° ৬৭৫৫)

(ক্লী) ২ উচ্চক্ষেত্র। (মেদিনী) ৩ (পুং) শিব, শিব সর্ব্বপ্রধান বলিয়া তাঁহার নাম তট।

"নমস্তটায় তট্যায় তটানাং পতয়ে নমঃ।" (ভারত ১২।২৮৪।৬৬)
(ত্রি) ৪ উচ্ছ্রিত।

তটগ (পুং) তড়াগ পৃষো° সাধুঃ। তড়াগ। (দ্বিরূপকো°) (ত্রি) তট-গম-ড। তটগামী।

তটস্থ (ত্রি) তটে সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ সমীপস্থিত। ২ উদাসীন ব্যক্তি, নির্লিপ্ত, যাঁহারা সদসৎ কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না, অপক্ষপাতী।

"সমীরসঙ্গাদিব নীরভঙ্গ্যা ময়া তটস্থস্তমুপদ্রুতোঽসি।" (নৈষধ ৩।৫৫)

৩ তীরস্থ, যাহারা তটে থাকে। ৪ ব্যস্ত। ৫ চমৎকৃত। ৬ উদাসীন, যাঁহারা কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না।

"তটস্থঃ শঙ্কতে" (জাগদীশ্যাদৌ ভূরিপ্র°)

৭ লক্ষণবিশেষ, প্রত্যেক বস্তুই দুই প্রকার লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতে পারে, এক স্বরূপলক্ষণ, অপর তটস্থলক্ষণ।

কোন কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া যে বিশেষণটী বলিলে বিশেষ কিছু মর্ম্ম না বুঝাইয়া কেবল সেই একরূপ অর্থই বুঝায় অর্থাৎ পূর্ব্বের কথা দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের কথা দ্বারাও ঠিক তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ বলে। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে;—কলস এবং কুম্ভ, এই স্থলে কুম্ভ কলসের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল, আবার কলসও কুম্ভের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইতে পারে, কারণ এখানে কুম্ভ শব্দ দ্বারা কলসের কিংবা কলস শব্দদ্বারা কুম্ভের বিশেষ কিছু মর্ম্মই বুঝা যায় না। কুম্ভ বলিলেও যেরূপ বুঝা যায়, কলস বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা-যায়। বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় না। আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক,—কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফাঁক পদার্থ-টী কিরূপ," তখন আপনি কহিলেন, "ফাঁকটা শূন্য পদার্থ", কিন্তু এই শূন্য কথা দ্বারা ফাঁকের কোন মর্ম্মই বুঝা গেল না। ফাঁক বলিলেও পূর্ব্বে যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, শূন্য বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা গেল। অতএব শূন্য কথাটা ফাঁকের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপলক্ষণের বিবরণ। আবার অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে যদি অন্য কোন বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়, তবে তাদৃশ বাক্যকে তটস্থলক্ষণ বলে।

"তস্মিন্নম্বে সতি তদ্বোধকত্বং। তথাচ স্বরূপং তটস্থং দ্বিধালক্ষণং স্যাৎ স্বরূপস্য বোধো যতো লক্ষণাভ্যাং। স্বরূপে প্রবিষ্টাৎ স্বরূপেঽপ্রবিষ্টাৎ যথা কাকবস্তো গৃহাঃ খং বিলক্ষ॥" (বেদান্তসা°)

এই তটস্থলক্ষণও ঐ ফাঁক বা শূন্যের দৃষ্টান্তেই বুঝা যায়। তোমার নিকট কেহ ফাঁক বা শূন্যপদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিলে তুমি বলিলে এই গৃহভিত্তির অভ্যন্তরে থাকা ও যেখানে এই গৃহভিত্তির শেষ হইয়াছে, তাহাই ফাঁক বা শূন্য, এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্য পদার্থ-টী পরিজ্ঞাত হইল। অতএব এই কথাটী তটস্থলক্ষণ হইল।

ব্রহ্মকেও এই স্বরূপ ও তটস্থ এই দুই প্রকার লক্ষণে বুঝান যাইতে পারে। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ইত্যাদি বলিলে তাহার স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করা হইল, কারণ ইহা দ্বারা তাহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় না, সেই এক বস্তুমাত্রই বুঝায়। চিৎ বলিলেও যাহা বুঝায়, সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আবার ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিলেও তাহাই বুঝায়। আর যখন বলা যায় যে, তিনি কর্ত্তা, তিনি হর্ত্তা ও বিধাতা, তখন কর্তৃত্ব, হর্তৃত্ব বিধাতৃত্বাদি গুণের সাহায্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করা হইল, অতএব ইহা তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইল। কারণ কর্তৃত্বশক্তি ও পালয়িতৃত্বাদি শক্তি-গুলি প্রাকৃতপদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হয়। সুতরাং ইহা ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নহে, উহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বা পৃথগ্‌ভূত কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া কোন বস্তুর প্রকাশ করিতে হইলেই তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইয়া থাকে। [স্বরূপলক্ষণ দেখ।]

তটাক (পুং) তট-আকন্ বা তটং অকতি অক-অণ্। তড়াগ।

তটাঘাত (পুং) তটে আঘাতঃ ৭তৎ। বপ্রক্রীড়া, বৃষ প্রভৃতির শৃঙ্গদন্তাদি দ্বারা ভূমিখননরূপ ক্রীড়াবিশেষ।

"অভ্যস্যন্তি তটাঘাতং নির্জ্জিতৈরাবতা গজাঃ।" (কুমারস°)

তটিনী (স্ত্রী) তটমস্ত্যস্যাঃ তট-ইনি ততো ঙীপ্। নদী।

তটী (স্ত্রী) তট-অচ্ ততো-ঙীষ্। তীর, তট, প্রান্তভাগ।

"বিচিত্র কপাল তটী গলায় জালের কাটি,
করজোড়ে লোহার শিকলি।" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

তট্য (পুং) তটং উচ্চ্রায়ং অর্হতি তট-যং। শিব। "নমস্তটায় তট্যায়" (ভারত ১২।২৮৪।৬৬)

তড়গ (পুং) তড়াগ পৃষো° সাধুঃ। তড়াগ। (দ্বিরূপকো°)

তড়তড় (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ, বৃষ্টিপতন-শব্দ।

তড়পথ (দেশজ) স্থলপথ।

তড়বড়ি (দেশজ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

"ধাঁও ধাঁও ধমসা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি।
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি॥" (কবিক° ২।১৬৩)

তড়াক (পুং) তডাতে আহন্যতে ঊর্ম্মিভিঃ তড়-আক (পিনা-কাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫।) তড়াগ।

তড়াকা (স্ত্রী) তড়াক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ নদী ও সমুদ্রের তটভাগ। তাবে। ২ আঘাত। (সংক্ষিপ্তসা° উণা°)। ৩ প্রভা। (উজ্জ্বল)

তড়াগ (পুং) তড়-আগ (তড়াগাদয়শ্চ। ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ যন্ত্রকূটক। (মেদিনী) ২ জলাশয়বিশেষ। পর্য্যায়—পদ্মাকর, তড়াক, তটাক, তড়গ।

পঞ্চশত ধনুঃপরিমিত গভীর পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা এবং প্রশস্ত ভূমিভাগে অবস্থিত বহুদিনস্থায়ী যে জলাশয়, তাহাই তড়াগ।

২৪ অঙ্গুলিতে এক হস্ত, চারিহস্তে এক ধনুঃ হয়।

ইহার একশত ধনুঃপরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে পুষ্করিণী, আর পঞ্চশত ধনুঃপরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে তড়াগ কহে *। ইহার জলের গুণ বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় ও কটুপাক, শিশির ও হিমকালে অতিশয় প্রশস্ত। (রাজব°) যে সকল ব্যক্তি যথাবিধি তড়াগোৎসর্গ করেন, তাঁহারা এককল্প ব্রহ্মালয়ে ও তৎপরে দিব্যযুগ স্বর্গে বাস করেন। [উৎসর্গবিধির বিশেষ বিবরণ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা দেখ।]

কালবিশেষে তড়াগ জলের ফল।

বর্ষা ও শরৎকালে অবস্থিত জল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সদৃশ, হেমন্ত ও শিশির কালে বাজপেয়, বসন্তকালে অশ্বমেধ ও গ্রীষ্মকালে রাজসূয়যজ্ঞ সদৃশ ফলদায়ক।

"প্রাবৃট্‌কালে স্থিতং তোয়ং অগ্নিষ্টোমসমং স্মৃতম্।
শরৎকালে স্থিতং তোয়ং যদুক্তফলদায়কম্॥
বাজপেয়ফলসমং হেমন্তশিশিরস্থিতম্।
অশ্বমেধসমং প্রাহুর্বসন্তসময়স্থিতং॥
গ্রীষ্মেঽপি তু স্থিতং তোয়ং রাজসূয়ফলাধিকম্॥" পদ্মপুরাণ)

যাঁহারা তড়াগোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই ফল লাভ করিয়া থাকেন। এক তড়াগোৎসর্গ করিলেই সকল যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়।

তড়ি (পুং) তড়-আঘাতে তড়-ইন্। ১ আঘাত। (ত্রি) ২ আঘাতকর্ত্তা।

তড়িৎ (স্ত্রী) তাড়য়তাভ্রং তড়-আঘাতে ইতি প্রত্যয়ঃ (তাড়েনি লুক্‌চ। উণ্ ১।১০০)। বিদ্যুৎ [বিশেষ বিবরণ বিদ্যুৎ শব্দে দেখ।]

তড়িৎপ্রভা (স্ত্রী) তড়িতঃ প্রভেব প্রভা যস্যাঃ বহুব্রী। কুমারানুচর মাতৃভেদ।

"কেশযন্ত্রী ত্রুটিনামা ক্রোশনাহথ তড়িৎপ্রভা।"
(ভারত শল্য ৪৭ অ°)

(ত্রি) বিদ্যুৎসদৃশ দীপ্তিযুক্ত। তড়িতঃ প্রভা ৬তৎ। বিদ্যুতের প্রভা, বিদ্যুতের আলোক।

তড়িত্বৎ (পুং) তড়িৎ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ, অপদান্তত্বাৎ তস্য ন দঃ। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। (অমর) (ত্রি) ৩ তড়িদ্বিশিষ্ট।

তড়িত্বতী (ত্রি) তড়িত্বৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তড়িদ্‌বিশিষ্ট, তড়িদ্যুক্ত।

"সমুদিতস্নিচয়েন তড়িত্বতীং লঘয়তা শরদম্বুদসংহতিম্।"
(কিরাত° ৫।৪)

তড়িদ্গর্ভ (পুং) তড়িতো গর্ভে যস্য বহুব্রী। মেঘ। "তড়িদ্গর্ভ-ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।" (শ্বেতাশ্ব° উ° ৪ অ°)

তড়িন্ময় (ত্রি) তড়িদাত্মকঃ, স্বরূপে তড়িৎ-ময়ট্। তড়িৎ-স্বরূপ, বিদ্যুতের সদৃশ।

"তড়িন্ময়ৈরুন্মিষিতৈর্বিলোচনৈঃ।" (কুমার ৫।২৫)

তণ্ড (পুং) তড়ি-অচ্। ১ ঋষিবিশেষ। (স্ত্রী) ভাবে অ। ২ আহতি।

তণ্ডক (পুং) তণ্ডতে নৃত্যতি তণ্ড-ণ্বুল্। ১ খঞ্জনপক্ষী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ ফেন। ৩ সমাসবহুল বাক্য। (ক্লী) ৪ গৃহদারু-বিশেষ। ৫ তরুস্কন্ধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ মায়াবহুল। ৭ উপঘাতক। (ক্লী) ৮ পরিষ্কার। ৯ বহুরূপী।

তণ্ডি (পুং) সত্যযুগের একজন মহর্ষি। ইনি দশসহস্রবৎসর মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব ইঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার প্রসাদ-বলে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী দিব্যজ্ঞানসমন্বিত, অমর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবে। মহাদেবের এই বরে তণ্ডির এক পুত্র হয়। এই তণ্ডিপুত্র যজুর্ব্বেদীয় তাণ্ডিন শাখার কল্পসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।
(ভারত অনু° ১৬।১৭ অ°)

তণ্ডু (পুং) মহাদেবের দ্বারপালভেদ, নন্দিকেশ্বর।

"নন্দী ভৃঙ্গরিটস্তণ্ডু নন্দিনো নন্দিকেশ্বরঃ।" (মল্লিনাথধৃতকো°)

তণ্ডুরীণ তণ্ডা অস্ত্যর্থে উরচ্ তত্র ভবঃ ছঃ। ১ কীট-মাত্র। (ত্রি) ২ বর্ব্বর (ক্লী) তণ্ডুলে ভব ছঃ লস্য রঃ। ৩ তণ্ডুলোদক।

তণ্ডুল (পুং ক্লী) তণ্ডাতে আহন্যতে তড়-উলচ্ (সানসিবর্ণ-সীতি। উণ্ ৪।১০৭) ১ নিস্তুষ ধান্য, চলিত কথায় চাউল, ধান ভানিয়া তুষ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে।

"শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুষং ধান্যমুচ্যতে।
নিস্তুষস্তণ্ডুলঃ প্রোক্তঃ স্বিন্নমন্নমুদাহৃতম্॥" (আ° ত°)

---

* "প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহুসংবৎসরোষিতঃ।
জলাশয়স্তড়াগঃ স্যাদিত্যাহুঃ শাস্ত্রকোবিদঃ॥" (শব্দার্থচি°)
"চতুর্বিংশাঙ্গুলো হস্তো ধনুস্তচ্চতুরুত্তরং।
শতধনুস্তরৈকৈব তাবৎ পুষ্করিণী শুভা॥
[illegible] প্রোক্তস্তড়াগ ইতি নির্ণয়ঃ॥" (বশিষ্ঠ)

ক্ষেত্রগত হইলে তাহাকে শস্ত, তুষযুক্ত হইলে ধান্ত ও তুষরহিত হইলে তাহাকে তণ্ডুল বলা যায়। ঐ তণ্ডুল সিদ্ধ করিলে অন্ন হয়। উত্তমরূপে শালিতণ্ডুলের অন্নদ্বারা চরু প্রস্তত করিয়া সূর্য্যদেবকে নিবেদন করিলে তণ্ডুলসংখ্যক কাল সূর্য্যলোকে বাস হয়। সপ্তমীতিথিতে নিবেদন আরও অধিক ফলদায়ক। (তিথিতত্ব)

ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য। প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্যও বটে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থলে ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি শস্ত খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তণ্ডুল যে ভক্ষদ্রব্য-রূপে চলে না, তাহা নহে। মোটের উপর ভারতের সকল স্থলেই ধান্য জন্মে এবং সকল স্থানের অধিবাসী অল্পবিস্তর চাউল ব্যবহার করে। চাউল অগ্নি-সাহায্যে জলে সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। বাঙ্গালাদেশে ভাতই জীবনধারণের প্রধান উপায়। লোকে অন্যান্য উপকরণ সহযোগে ভাত খায়। অন্ন দ্রব্য না পাইলে কিছুদিন ভাত খাইয়াও জীবন ধারণ করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, তণ্ডুলই প্রধানতঃ আমাদের জীবনী-শক্তি রক্ষা করে।

লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকা কর্ষণ করিয়া ধানের বীজ বপন করিলে ধান জন্মে। ধান পাকিলে ক্ষেত হইতে কাটিয়া লইতে হয়। পরে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে ১০০০০ প্রকার ধান্য, সুতরাং তত প্রকার চাউলও দেখা যায়। এই বিবিধ প্রকার চাউলের আকৃতি ও গঠন বর্ণন করা অসম্ভব। সূক্ষ্মদৃষ্টি অনুসারে ইহাদের আকৃতি পরস্পর বিভিন্ন; মোটামুটি কতকগুলিকে প্রায় একরূপই দেখায়।

তণ্ডুল সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আতপ ও সিদ্ধ। ধান কেবলমাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল হয়, তাহাকে আতপ চাউল কহে। হিন্দুদিগের মতে এই প্রকার চাউলই পরিশুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ চাউল ভক্ষণ করা উচিত। সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ধান ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। ধান সিদ্ধ হইলে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল পাওয়া যায়, তাহাকে সিদ্ধ চাউল কহে। দাক্ষিণাত্যে কোড়গরাজ্যে একরাত্রি ধান ভিজাইয়া রাখে। পর দিন প্রাতে আধঘণ্টামাত্র সিদ্ধ করা হয়, পরে সেই ধান ১৫ দিন ছায়ায় মেলিয়া দেয়; পরে ২ ঘণ্টামাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া তাহা ভানা হয়। ভানিবারকালে প্রতি ধান ৪।৫ খণ্ড হইয়া যায়। এই চাউলকে কোড়গে ঐদ্রু-নুগু-অক্কি কহে; ইহা ধনী লোকে ব্যবহার করে। ব্রাহ্মণবিধবাদিগের সিদ্ধ চাউলের অন্ন ভক্ষণ করা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। এদেশে আমন ভিন্ন অন্য কোন চাউলও ভদ্র বিধবাদিগের ভক্ষণ করা বিহিত নহে।

ধান্যভেদে চাউলও আমন, আউস, বোরো, প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। আমন ভিন্ন অন্য কোন চাউল দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা যায় না। বালামের চাউল আমন-শ্রেণীর অন্তর্গত।

ঢেঁকিতে ধান কুটিয়া চাউল বাহির করিতে হয়। প্রথমে তুষ (ধানের খোসা) বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাকে একপালটা কহে। দ্বিতীয় পালটার সময় কুঁড়ো বাহির হয়। কুলাদ্বারা তুষ কুঁড়ো ঝাড়িয়া ফেলিলে চাউল পাওয়া যায়। আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ করিয়া ধান ভানিলে চাউল বেশী হয়। ঢেঁকি ভিন্ন আজকাল কলেও ধান ছাটাই হইয়া চাউল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চাউলে ভাত, পলান্ন, মুড়ী, পিষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। পিষ্টক প্রস্তুত করিতে হইলে চাল ভিজাইয়া পরে শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হয়।

মুড়ীর চাউল প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভাতের চাউল প্রস্তুত প্রক্রিয়া হইতে অন্যরূপ।

এখন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে য়ুরোপ ও আমেরিকায় চাউল পাওয়া যাইত না। বহু পূর্ব্ব হইতেই চীনদেশে চাউলের উল্লেখ দেখা যায়। আমা-দের অথর্ব্ববেদে চাউলের বর্ণনা আছে। [আমন দেখ।] বাবিলন দেশেও চাউলের ব্যবহার বহুপূর্ব্বকালীন।

এক বৎসর গত হইলেই চাউলকে পুরাতন বলা যাইতে পারে। নূতন চাউল খাইতে কিছু ভাল লাগে, কিন্তু কিছু গুরু। পুরাতন তণ্ডুল অপেক্ষাকৃত অনেক উপকারী।

পুরাতন তণ্ডুল পীড়িত ও আশুরোগমুক্ত ব্যক্তিদিগের পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তণ্ডুলচূর্ণ আদা ও মরিচ প্রভৃতির সহিত জলে সিদ্ধ করিয়া যবাগূ প্রস্তুত হয়। এই যবাগূও রোগীর পথ্য। এদেশে দরিদ্র লোকগণ তাহাদের প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক আহারের জন্য তণ্ডুল ভাজিয়া মুড়ী প্রস্তুত করে। ইহা পীড়িতদিগের পথ্যস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। তণ্ডুল, দুগ্ধ ও মিষ্ট দ্বারা যে পায়স পাক করা হয়, তাহা অতিশয় সুখাদ্য। ডাক্তার পাউল সাহেব বলেন, মূত্রাশয় রোগে ও সর্দ্দি প্রভৃতি ব্যারামের সময় তণ্ডুল ব্যবস্থেয়; তপ্তজলজ ক্ষত ও দগ্ধস্থানে তণ্ডুল-প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ঈষৎ পক্ব ও পরিশেষে শোষিত তণ্ডুলকে নেপাল প্রভৃতি দেশে বকবা বলে। ইহা পীড়িত লোকদিগের পথ্যস্বরূপ। চাউলের রেচকগুণ অন্যান্য শস্যাপেক্ষা অল্প, এই জন্য ভাতের মণ্ড উদরাময়াদি রোগে

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সকল চাউলের গুণ একরূপ নহে। গম যত পুষ্টিকর, চাউল তত নহে। চাউলে যবক্ষার জানের অংশ অল্প। চালুনিজল বিশেষ স্নিগ্ধকারী। প্রদাহিক রোগে চালুনিজল ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। নেবুর রস ও শর্করামিশ্রিত চালুনিজল অতিশয় সুখাদ্য। অম্লরোগে এই ক্বাথ ব্যবস্থেয়। তণ্ডুলের পুলটিস ও লেই যথেষ্ট উপকারজনক। ওলাউঠা ও উদরাময়রোগে চালের জল কষায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয়দিগের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল। মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অশ্ব ও গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যের জন্যও চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পিলিভিত চাউল বহুমূল্য। টানা প্রভৃতি দেশে একপ্রকার সুগন্ধ চাউল পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের চাউল তত ভাল নহে। বঙ্গদেশের চাউল অধিকতর শ্বেতবর্ণ এবং সুস্বাদবিশিষ্ট। এখানকার পাটনার চাউল সাহেবেরা বড় ভালবাসে। উচ্চ-প্রদেশজাত তণ্ডুল সাধারণতঃ স্বাদবিহীন। এই চাউল ভক্ষণে কোষ্ঠমান্দ্য জন্মে।

ভারতীয় চাউল হইতে বহুল পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হয়। গত ৩০০ বর্ষ হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুতের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল হইতে পচাই মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে অনেকেই চাউলের গুঁড়া দিয়া বিবিধ প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে। এই জন্য চাউলের গুঁড়ারও বাণিজ্য প্রচলিত আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতিবর্ষে প্রায় ৫০০০০ টন চাউলের গুঁড়া রপ্তানি হয়। চাউল প্রথমতঃ জলে ভিজাইয়া জাঁতায় পিশিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করে; পরে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া বিক্রয় করে, অথবা চাউল রৌদ্রে শুকাইয়া পরে জাঁতায় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করা হয়। য়ুরোপীয়গণ ও দেশীয় খৃষ্টানগণ ওপার নামক তণ্ডুলচূর্ণের পিষ্টক যথেষ্ট-পরিমাণে আহার করিয়া থাকে।

১০০ ভাগ চাউলে নিম্নলিখিত দ্রব্য আছে ;—

জল	...	..	১২·৮
অণ্ডলাল	...	..	৭·৩
শ্বেতসার	...	...	৭৮·৩
তৈলাক্ত পদার্থ	...	...	·৬
সেল্প	...	...	·৪
ক্ষার	...	...	·৬

এক সের পরিষ্কার চাউল সিদ্ধ করিলে দুই সেরের অধিক ভারী হয়। চাউলে খনিজ পদার্থের অংশ অতি অল্প। ভাতের ফেন ফেলিয়া দিলে তাহার সহিত খনিজ অংশের কতকও বাহির হইয়া যায়। এই জন্য যে পরিমাণ জল ভাতের সহিত শুষিয়া যাইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত জল না দিলেই ভাল হয়। ডাক্তার পেন বলেন, ১০০ ভাগ শুষ্ক চাউলে যবক্ষারজান ৭·৫৫, কার্ব্বোহাইড্রেটস্ ৯০·৭৫, চর্ব্বি ৮, এবং খনিজ পদার্থ ·৯ অংশ আছে। চাউলের রাসায়নিক সংযোগ আলুর তুল্য।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ময়দা, জোয়ার, ভুট্টা প্রভৃতিই অধিক পরিমাণে খায় বটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চাউলও ব্যবহার করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ সাধা-রণতঃ ভাতই আহার করে। মান্দ্রাজের দক্ষিণ ও বোম্বাইএর পশ্চিমাংশে চাউলই প্রধান খাদ্য। যাহারা ভাত খায়, তাহাদের দাইল, শাকসব্জি প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত। যাহারা মাংস খায় না, তাহাদের পক্ষে দাইল প্রভৃতি আহারে তণ্ডুলের যবক্ষারের ন্যূন অংশ পরিপূরিত হয়।

বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন উপায়ে এই দেশে চাউলের আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। অন্তর্বাণিজ্যের ঠিক হিসাব পাওয়া দুর্ঘট। তবে রেল, ষ্টীমার প্রভৃতিতে যে পরিমাণে চাউল চালান হয় ও যাহার রেজেষ্টরী থাকে, তাহার পরিমাণ একরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দিয়া নৌকা করিয়া এক স্থান হইতে অন্যত্র যে পরিমাণ চাউল নীত হয়, তাহার পরিমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে বঙ্গদেশে ৫৩৭৭৯৩ মণ আম-দানি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যায় ৮২৯৩৯০ মণ এবং আসাম হইতে ৩৩৫৩২৪ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। কলিকাতা নগরীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাউল আমদানি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ১৩৯৬২৯৮২ মণ, আসাম হইতে ৫৩৩২৪, উত্তরপশ্চিম হইতে ২৮৪৩ এবং পঞ্জাব হইতে ৮৪ মণ চাউল আসিয়াছে। জলপথে বাকরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ হইতে ১৬৭৩৩৬২ মণ, মেদিনীপুর হইতে ১৩৫৯৪৭৩, ঝালকাঠী হইতে ৬৪৮১০৫, দিনাজপুর হইতে ৪৩৯৬৬১, হুগলি হইতে ৩৩৬০৪৯, বরিশাল হইতে ৩০৩৭৬৩ এবং ১৬টী বন্দরের প্রত্যেক স্থান হইতে প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল কলিকাতায় আইসে। বর্দ্ধমান হইতেও কলিকাতায় রেলপথে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়।

নেপাল, সিকিম ও ভূটান হইতে ১০৩৮৯৮১ মণ বঙ্গদেশে আমদানি ও বঙ্গদেশ হইতে পূর্ব্বোক্তপ্রদেশে ৪৭৫২৬ মণ রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ১৮৮৮খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম, ও বালেশ্বর হইতে ৫৮৩৮০৫ মণ চাউল রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষের বহির্ভাগেও বঙ্গদেশের চাউল যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। বাহ্য-দেশের মধ্যে, সিংহলেই বাঙ্গালার চাউলের কাট্‌তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সিংহলের পরেই গ্রেট-বৃটেন। য়ুরোপে ১ লক্ষ টনের অধিক চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত বর্ষে মরিচ দ্বীপে চাউলের আমদানি কিছু কম হইয়াছিল। জর্ম্মণ রাজ্যেও আমদানি পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় হয় নাই, কিন্তু ফ্রান্সে অনেক বাড়িয়াছিল।

এক বঙ্গদেশেই প্রায় ৪০০০ বিভিন্ন প্রকার চাউল পাওয়া যায়। কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) আউস (২) আমন—(ক) ছোটনা, (খ) বড়ান, (৩) বোরো (৪) রায়দা (৫) বেনাফুলি (৬) কামিনী, (৭) বাসমতী (৮) রাঁধুনী-পাগলা (৯) কাজলা (১০) লক্ষ্মীভোগ (১১) উড়ি প্রভৃতি। ৫ম হইতে ৮ম প্রকার চাউল অতি সুগন্ধযুক্ত। ভদ্রলোকগণ ছোটনা আমনের চাউল ব্যবহার করেন; পাটনা চাউল, যাহা রক্তবর্ণ, ছোট ও মোটা, গরিবলোকেরা সাধারণতঃ ভক্ষণ করে। মুসলমান-গণ পিলিভিত চাউল অধিক পছন্দ করে। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় কাঁকরযুক্ত, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর।

বঙ্গদেশে প্রায় ৬৬ লক্ষ লোকের বাস এবং ৪২ লক্ষ প্রকার ধানের জমী। যে পরিমাণ চাউল আমদানি হয়, তাহা ধরিয়া রপ্তানি বাদ দিলে বেহারে প্রতি লোক প্রতিদিন গড়পড়তা ১৩ ছটাক এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানের প্রতি অধি-বাসী ১১ ছটাক চাউল ভক্ষণ করে।

ঢাকাবিভাগে নিম্নলিখিতরূপ চাউল দৃষ্ট হয়;—

রায়দা, বাওয়া, খামা, রোয়া, সাল, ভেসলান, বৈরৈলা-যাইটা, সুর্য্যমণি, লোপ, বোরো।

ফরিদপুর জেলায় আমন, আউস, বোরো এবং রায়দা প্রধান খাদ্য। এখানে আশ্বিনি আমনের চাউলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধারণ আমন খাইতে সকলের চেয়ে ভাল। যশোর জেলায়ও উক্ত সকল প্রকার তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। এখানে দিঘার চাউল যথেষ্ট মিলে। খুলনাজেলায় বিবিধ প্রকার বালাম জন্মে। বাকরগঞ্জ জেলার আমন মোটা ও চিকণ এই দুইভাগে বিভক্ত। বাকরগঞ্জের বালাম বিশেষ বিখ্যাত। নদীয়া জেলায় কার্ত্তিকমাসে ফলি চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঙ্গপুরে কাউনিয়া আউস, সাধারণ আউস, জালি আউস, বোপা এবং ভুঁইয়া চাউল পাওয়া যায়। নিম্ন-বঙ্গের বোরো দুই প্রকার—কলাপেন বোরো এবং ছাটা বোরো। ছোটনাগপুরে সুরুহান্, লহহান এবং ভেবান্ চাউল প্রধান। মানভূম জেলার চাউলের নাম পোড়া সুয়ান এবং আমন। উড়িষ্যায় নানা রকমের চাউল পাওয়া যায়;—সাতিকা, কুলিআ, আশ্বিনা, খৈয়া, কলাসুর, রাইচ, মতয়া, ধজিআসিনা, নৃপতিভোগ, গোপালভোগ, বাস্‌মতী, বন্দিরি, পিরা, কসুন্দা, দালুয়া, লক্ষ্মীনারায়ণপ্রিয়, বামনবহা, অস্তরখা, সারবাফুল, দুধসর, নিয়ালি, দোকশালি, হাব্‌সাতিয়া, বকরি, ইছিরি, চৌল, হাকুয়া ইত্যাদি।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজ হইতে ২৫৭৭১৩৬ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। শতকরা ৭০ মণ সিংহলে, ১১ মণ বোম্বাই প্রদেশে, ৮ মণ গোয়ায় এবং ৪ মণ গ্রেটবৃটনে গিয়াছিল। সম্বা, (কদম, কলবন, চিনা, জদম), কার, (মুটা পেরম্), মনকট, মোকানম্, পুমপালৈ, পিসিনি, পুনৈসা, পেইমি, মিলাপি প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার চাউল মান্দ্রাজ বিভাগে পাওয়া যায়। তঞ্জাবুরে কার এবং পিশানম্ চাউলই প্রধান খাদ্য। কোড়গের লোকেরা সচরাচর দোদাবত্ত চাউল ভক্ষণ করে। এস্থানের সন্নবত্ত এবং কেসারি উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই বিভাগে সৌরাষ্ট্রে মৃগনাভিগন্ধ তণ্ডুল পাওয়া যায়। এই চাউলের দানা সাধারণ চাউলের অর্দ্ধেক। এই চাউলের ভাত বরফ অপেক্ষাও অধিক শ্বেতবর্ণ দেখায়। হল্‌ভা, পর্ভা, কুড্ৰে, ভর্ণা, মহাড়, পতনি, আম্বিমোরি, কৌক-শালি, সংভাতা, বেদারশালি, হগকালশালি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার তণ্ডুল বোম্বাই বিভাগে ব্যবহৃত হয়।

মহা, বাসমতী, বাসফল, ঝিলমা, রামালি, কপূরচীনা, গঙ্গেশ্বর, বেন্দি, গজবেল, অঞ্জনবা, ষঢী, খোনদার প্রভৃতি উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যার তণ্ডুল। পিলিভিত, উন্না, পুরা, হাকুয়া প্রভৃতি নেপালের চাউল।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিস্তর চাউল পঞ্জাবেও আমদানি হয়। বাঙ্গালা হইতে প্রায় ৫০ হাজার মণ চাউল পঞ্জাবে যায়। পঞ্জাব হইতেও রাজপুতনা, করাচী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে। চহোরা, বেগমি, ঝোলা, রতক, সুখচেন, মুখি, খসু, কলোনা প্রভৃতি তণ্ডুল এই প্রদেশে প্রচলিত। কাশ্মীরে শাদা ও লাল দুই রকম চাউল পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশে প্রায় ১২০২৮০ মণ আমদানি এবং ৯৪২০২৪ মণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। এই প্রদেশের টিন্নুর চাউল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। চন্দ্রী, মাধাবালাম, আম্বামোহর, কালিকা, মুড়, রামকেল, দুধরাজ, কেল ভেলাসি, লালবেনি, সাম্বিদানি, হকলুমি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার তণ্ডুল পাওয়া যায়। পেশাবরের চাউলে উত্তম পলান্ন প্রস্তুত হয়।

বঙ্গদেশের তণ্ডুল-বাণিজ্য বিশেষ বিখ্যাত। ১৮৮১

হইতে ১৮৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে নিম্নব্রহ্ম হইতে প্রায় ১১ লক্ষ মণ চাউল অন্যত্র চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে ৫,৯১,১১৭মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। আসামের চা-বাগানে বঙ্গদেশের চাউল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা হইতে প্রায় ২৫০০০ মণ চাউল উক্ত বর্ষে আসামে গিয়াছিল। নাগা, মিস্‌মি, লুসাই, ত্রিপুরা প্রভৃতি হইতে আসামে চাউল আইসে, এবং আসামের চাউল ভুটান, তোয়াঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যায়। আসামে লাহি, বোর, আহু, বারো, অতিস, মুরালি, সাইল, আমন, কতরিয়া, বুরা, চুবৈ, অসরা প্রভৃতি তণ্ডুল প্রধান।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোথায়ও সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে ২৬,৭৭৪,২৫১ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল থাকে ও লোকসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, প্রতি ব্যক্তি গড়পড়তা ৶৩ সের চাউল খায়। কতক চাউল গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কতক অপ্রতিহতকারণবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৭০০০ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন কোচিন, জাপান, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চাউল জন্মে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ভারতীয় তণ্ডুল গ্রেটবৃটন, মাল্টা, ফ্রান্স, ইজিপ্ট, জর্ম্মণী প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে প্রায় ১৩৯৭৭ হাণ্ড্রেডওয়েট, সিংহল, আরব, পারস্য প্রভৃতি এসিয়ার বিভিন্ন দেশে ৮৭২২ হাণ্ড্রেডওয়েট, মরিচসহর, রুনিও, ইষ্টকোষ্ট প্রভৃতি আফ্রিকার দেশে ২২৭০, আমেরিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে এবং কানাডায় ১৭৪৮ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ৫৮ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল রপ্তানি হইয়াছিল।

বিদেশে চাউল তিন প্রকার কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা খাদ্য, কলপ ও মদ্যের উপকরণ। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় মোটা এবং ইহার ভাত তত রুচিকর নহে। এই তণ্ডুল দ্বারা সাধারণতঃ কলপ ও মদ্য প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশ হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট চাউল য়ুরোপে রপ্তানি হয়; এই চাউল য়ুরোপীয়গণ ভক্ষ্যার্থ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ চাউলই মদ্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ২১৯,২৯২ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল হইতে মদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানি করিতে হইলে গবর্মেণ্টকে শুল্ক দিতে হয়। এই শুল্ক শতকরা ১৫৲ টাকা অবধারিত আছে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ধান ও চাউল রপ্তানি হেতু ৭৫,৭৪,৯৮৫ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের তণ্ডুল বিদেশে চলিয়া যাইত না। সুতরাং তখন সুলভ মূল্যে চাউল বিক্রীত হইত। এখন রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির আধিক্য প্রযুক্ত একস্থলের চাউল শীঘ্রই অন্যত্র নীত হয়। সুতরাং ইহার মূল্যও বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতের চাউল য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চলিয়া যাওয়ায় ভারতের নানাস্থানে প্রায় অনবরতই অন্নকষ্ট হইতেছে। ভারতে অনেক দরিদ্রতম লোকের বাস। রপ্তানি হেতু চাউলের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অনেক গরিবকে দিনান্তর একবেলা আহার এবং স্থানে স্থানে উপবাসও করিতে হইতেছে। ইতিহাসে লিখিত আছে, সায়েস্তাখাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশে টাকায় ৮৶ মণ করিয়া তণ্ডুল বিক্রীত হইত; কিন্তু এখন টাকায় ১২।১৩ সেরের অধিক মোটা চাউলও পাওয়া যায় না। এখন প্রতি বর্ষেই ভারতের কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষে ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং অনেক লোক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে। বিদেশে চাউলের রপ্তানি বন্ধ না হইলে এ বিপৎপাতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া দুর্ঘট।

ভাবপ্রকাশ মতে, বিভিন্ন তণ্ডুলের বিভিন্ন গুণ। শালিধান্যের যে তণ্ডুল হয়, তাহার গুণ স্নিগ্ধ, বলকারক, মলের কাঠিন্য ও অল্পতাকারক, লঘুপাক ও রুচিকারক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈষৎ বায়ু ও কফবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং মূত্রবর্দ্ধক। দগ্ধভূমিজাত শালিধান্যের তণ্ডুল-গুণ—কষায়রস, লঘুপাক, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ এবং কফনাশক। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ধান্য বপন করিলে যে ধান্য জন্মে তাহার তণ্ডুলের গুণ বায়ু ও পিত্তনাশক। গুরু, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, মলের অল্পতাকারক, মেধাজনক এবং বলবর্দ্ধক।

অকৃষ্ট ভূমিতে স্বভাবতঃ আপনা হইতে যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহার তণ্ডুলের গুণ ঈষৎ তিক্তসংযুক্ত, মধুর, কষায়রস, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটু, বিপাক।

একবার তুলিয়া যাহা বপন করা যায়, তাহাকে বাপিতধান্য কহে। ইহার তণ্ডুল গুণ—মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তঘ্ন, কফবর্দ্ধক, মলের অল্পতাকারক, গুরু এবং শীতবীর্য্য।

অবাপিতধান্যের অর্থাৎ বুনাধান্যের তণ্ডুল বাপিতধান্যের গুণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনযুক্ত।

রোপিতধান্যের তণ্ডুল নূতন অবস্থায় শুক্রবর্দ্ধক, এবং

পুরাতন হইলে লঘু। অতি রোপ্যারোপ্য তণ্ডুল, রোপ্যারোপ্য ধান্তের তণ্ডুল অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ও লঘুপাক। শালিধান্ত তণ্ডুলের মধ্যে রক্তশালি ধান্ত তণ্ডুলই শ্রেষ্ঠ। এই তণ্ডুলকে দাউদখানী চাউল কহে। ইহার গুণ—বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রবর্দ্ধক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিপাসা, জ্বর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক। মহাশালি প্রভৃতি ধান্তের তণ্ডুল রক্তশালি তণ্ডুল অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত। ব্রীহিধান্তের তণ্ডুল মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী এবং মলবেরিক ও ষষ্টিকতণ্ডুলসদৃশ। এই ষষ্টিকধান্তের তণ্ডুল উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়। ইহাদিগকে ব্রীহিতণ্ডুলও কহে; ইহার গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য লঘু, মলবেরিক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক এবং শালিতণ্ডুলের স্থায় গুণযুক্ত। এই ষষ্টিকধান্ত তণ্ডুল অনেক প্রকার—তন্মধ্যে ষষ্টিকধান্ত-তণ্ডুলই ইহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত। এই তণ্ডুল লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মধুর রস, মৃদুবীর্য্য, ধারক, বলকারক, জ্বরনাশক এবং রক্তশালি তণ্ডুলের স্থায় গুণযুক্ত।

তৃণধান্তের তণ্ডুল—ঈষৎ উষ্ণ, কষায়, মধুর রস, কটু, বিপাক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মলমূত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক।

কঙ্গুধান্তের তণ্ডুল বায়ুবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভগ্ন সন্ধানকারক, গুরু, রুক্ষ, কফনাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং অতিশয় গুণকর। চীনাকধান্তের তণ্ডুলের গুণ কঙ্গু তণ্ডুলের সদৃশ।

শ্যামক ধান্ত-তণ্ডুল শোষক, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, কফ এবং পিত্তনাশক। কোদ্রব-তণ্ডুল বায়ুবর্দ্ধক, ধারক, শীতবীর্য্য, পিত্ত এবং কফনাশক। বনকোদ্রবধান্ত তণ্ডুল উষ্ণবীর্য, ধারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক। নীবার-তণ্ডুল, (উড়ীধানের চাউল) শীতবীর্য্য, ধারক, পিত্তনাশক এবং কফ ও বায়ুজনক।

নূতন তণ্ডুল মধুর রস, গুরু এবং কফকারক। পুরাতন তণ্ডুল লঘু, হিতজনক। ধান্ত এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পুরাতন হয়। এই ধান্তের তণ্ডুলকে পুরাতন তণ্ডুল বলা যায়।

তণ্ডুল পুরাতন হইলে লঘু হয় বটে, কিন্তু বীর্য্য হ্রাস হয় না। বেশী পুরাতন হইলে ক্রমেই স্বীয় বীর্য্য হ্রাস হইতে থাকে। (ভাবপ্রকাশ)। [ধান্ত দেখ।]

অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন অর্থাৎ পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তণ্ডুল খাইতে হয়। অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন না করিতে পারিলে মাঘ বা ফাল্গুন মাসে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তণ্ডুল আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে দিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। যিনি পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিতে না পারেন, তাঁহার অন্ততঃ দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া নূতন তণ্ডুল ভোজন বিধেয়। শুভদিনে চন্দ্র ও তারা-বিশুদ্ধিতে নব তণ্ডুল-ভক্ষণ শ্রেয়স্কর। [নবান্ন দেখ।] ভ্রষ্ট তণ্ডুলের গুণ, রুক্ষ, সুগন্ধি ও কফনাশক, পিত্তকারী। (রাজব°)

২ বিড়ঙ্গ। "পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ কৃমিঘ্নোজন্তুনাশনঃ। তণ্ডুলশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা॥" (ভাবপ্রকাশ)
[বিড়ঙ্গ দেখ।]

৩ তণ্ডুলীয়শাক। ৪ হীরকের পরিমাণবিশেষ, ৮টী শ্বেতসর্ষপে এক তণ্ডুল হয়।

"সিতসর্ষপাষ্টকং তণ্ডুলো ভবেৎ।" (বৃহৎসংহিতা ৮০।১২)

তণ্ডুলপরীক্ষা (স্ত্রী) তণ্ডুলেন পরীক্ষা ৩তৎ। দিব্যবিশেষ, নব প্রকার দিব্য মধ্যে ইহা এক প্রকার। চলিত কথায় চাউলপড়া। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে—সন্দেহ হইলে বিচারক এই দিব্য প্রয়োগ করিবেন। ইহার বিধান—তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক হইলে দেবতাস্নানজলে একটী নূতন মৃণ্ময়পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। এই রূপে একরাত্রি রাখিবে, বিচারক পরদিন শুচি হইয়া যথানিয়মে আসন পরিগ্রহ করিবেন। পরে যাহাদের উপর সন্দেহ হইবে, তাহাদিগকে স্নান করাইয়া শুদ্ধাচারে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইবেন। পরে একখানা ভূর্জ্জপত্রের উপর অথবা ভূর্জ্জপত্রের অভাবে পিপ্পলপত্রের উপর এই মন্ত্র লিখিবেন।

"আদিত্যচন্দ্রাবনিলোহনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপোহৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মোহি জানাতি নরস্য বৃত্তং॥"

তৎপরে সেই পত্রিকা তাহাদের মস্তকস্থ করিয়া ঐ তণ্ডুল চর্ব্বণ করিতে দিবেন। সেই সময় যাহার গাত্রকম্প ও তালু শুষ্ক হইবে এবং চর্ব্বণ করিয়া ভূর্জ্জপত্রে বা পিপ্পলপত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে রক্ত দৃষ্ট হইবে, সেই দোষী, পরে বিচারক তাহাকে অপরাধানুসারে দণ্ড দিবেন। (বীরমিত্রোদয়)

তণ্ডুলা (স্ত্রী) তণ্ড-উলচ্ ততষ্টাপ্। ১ বিড়ঙ্গ। ২ মহাসমঙ্গা বৃক্ষ, হিন্দী কগহিয়া। (রাজনি°)

তণ্ডুলাম্বু (ক্লী) তণ্ডুলক্ষালিতং অম্বুঃ মধ্যলো°। তণ্ডুলোদক, চাউল ধোয়া জল, চেপুনীজল। পর্য্যায়—জোষ্ঠাম্বু, তণ্ডুলোদক, তণ্ডুলোত্থ। পল পরিমিত তণ্ডুল ৮ গুণ জলে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ইহা ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই প্রকার জল বিশেষ হিতকর। (বৈদ্যক)

তণ্ডুলিকাশ্রম (পুং ক্লী) তীর্থবিশেষ, যাহারা এই তীর্থে গমন করে, তাহারা ইহলোকে কষ্ট পায় না, অন্তিমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

"অম্বুমার্গাদপাবৃত্য গচ্ছেত্তণ্ডুলিকাশ্রমং।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"
(ভারত বন° ৮২ অঃ)

তণ্ডুলী (স্ত্রী) তণ্ডুল-ঙীষ্। ১ যবতিক্তা লতা। ২ শশাণ্ডলী কর্কটী। ৩ তণ্ডুলীয়শাক। (রাজনি°)

তণ্ডুলীক (পুং) তণ্ডুলীব কায়তি কৈ-কঃ। তণ্ডুলীয়শাক।

তণ্ডুলীয় (পুং) তণ্ডুলায় তণ্ডুলকণায় হিতঃ তণ্ডুল ছ। (বিভাষা-হবিরপূপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৪) পত্রশাকবিশেষ, চলিত কথায় চাঁপানটে, ক্ষুদেনটে ও গোয়ালনটে কহে। হিন্দী চবরাই ও অন্নমরষা। পর্য্যায়—অল্পমারিষ, তণ্ডুলীক, তণ্ডুল, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, তণ্ডুলীয়ক, গ্রন্থিল, বহুবীর্য্য, মেঘনাদ, ঘনস্বন, সুশাক, পথ্যশাক, স্ফূর্জথু, স্বনিতাহ্বয়, বীর, তণ্ডুলনামা। (Amaranthus polygonoides)। ইহার গুণ শিশির, মধুর, বিষ, পিত্ত, দাহ ও ভ্রমনাশক, রুচিকারক, দীপন ও পথ্য। ইহার পত্রের গুণ হিম, অর্শ, পিত্তরক্ত ও বিষকাশনাশক, গ্রাহক, মধুর, বিপাকে দাহ ও শোষনাশক এবং রুচিকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে চাঁপানটের পর্য্যায়—কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, বীর, বিষঘ্ন, অল্পমারিষ। ইহার গুণ—লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, রক্তদোষাপহারক, মলমূত্র-নিঃসারক, রুচিজনক, অগ্নিপ্রদীপক ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

আরও এক প্রকার তণ্ডুলীয় দেখা যায়, তাহাকে পানীয়তণ্ডুলীয় কহে। এই জল তণ্ডুলীয়কণ্টক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"পানীয়ং তণ্ডুলীয়ঞ্চ কঞ্চটং সমুদাহৃতং।" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ তিক্ত, রক্ত, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক ও লঘু। (ভাবপ্র°)

তণ্ডুলীয়ক (পুং) ১ তণ্ডুলীয়শাক, চাঁপানটেশাক। ২ বিড়ঙ্গ।

তণ্ডুলীয়কমূল (ক্লী) তণ্ডুলীয়কস্য মূলং ৬তৎ। তণ্ডুলীয় শাকের মূল, কাঁটানটের শিকড়। ইহার গুণ উষ্ণ, শ্লেষ্মনাশক, রজোরোধকর, রক্তপিত্ত ও প্রদরনাশক। (আত্রেয়সংহিতা)

তণ্ডুলীয়িকা (স্ত্রী) তণ্ডুলীয় স্বার্থে কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্ কাপি অতইৎং। বিড়ঙ্গ। (রাজনি°)

তণ্ডুলু (পুং) তণ্ডুল পৃষো° উত্বে সাধুঃ। বিড়ঙ্গ। (শব্দর°)

তণ্ডুলের (পুং) তণ্ডুল বাহুলকাৎ স্বার্থে ঢ়্। তণ্ডুলীয় শাক।

তণ্ডুলেরক (পুং) তণ্ডুলের স্বার্থে কন্। তণ্ডুলীয় শাক।

তণ্ডুলোত্থ (ক্লী) তণ্ডুলাৎ উত্তিষ্ঠতি উৎ-স্থা-কঃ। তণ্ডুলাম্বু, চাউল দোয়া জল, চেলনী জল। [তণ্ডুলাম্বু দেখ।]

তণ্ডুলোদক (ক্লী) তণ্ডুলস্য উদকং ৬তৎ। তণ্ডুলক্ষালিত জল, চেলনী জল। [তণ্ডুলাম্বু দেখ।]

তণ্ডুলৌঘ (পুং) তণ্ডুলানামোঘঃ ৬তৎ। ১ তণ্ডুলরাশি। ২ তণ্ডুলরাশির ন্যায় দৃশ্যমান বলিয়া বেড়বাঁশ।

তণ্ডেশ্বর (পুং) ৬২ জন শিবভক্তের মধ্যে এক প্রধান ভক্ত। [তণ্ডি দেখ।]

তৎ (অব্য) ১ হেতু। (অমর)

"তদঙ্গমগ্র্যং মঘবন্ মহাক্রতো।" (রঘু ৩।৪৬)

তৎ এই অব্যয় শব্দ হেত্বর্থে ব্যবহৃত হয়। (ত্রি) তন-ক্বিপ্। ২ বিস্তারক। (ক্লী) ৩ ব্রহ্মের নামবিশেষ।

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা॥" (গীতা ১৭।২৩)

ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম। এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকারপূর্ব্বক উদাহৃত হইয়া থাকে। (ত্রি) (সর্ব্বনাম) বুদ্ধিস্থ।

তৎ, পরামর্শবিশেষ। সেই, তিনি, বিশেষ্য শব্দের পরিবর্ত্তে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। "যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ।" (শব্দশ°)

যৎ ও তৎ শব্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। যৎ শব্দ প্রয়োগ করিলেই তৎ শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে। কিন্তু তৎ শব্দ যদি প্রসিদ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যৎ শব্দের প্রয়োগ না করিলেও চলিতে পারে।

তত (ক্লী) তনোতি তন-তন্ (তনিমৃঙ্ভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৭।১৮) ১ বীণাদিবাদ্য যন্ত্র, যে সকল বাদ্য-যন্ত্র তন্ত্র বা তার-সংযোগে বাদিত হয়।

"সততমৃষভহীনং ভিন্নকীকৃত্য সড়ঙ্গং।" (মাঘ ১১ স°)

'সততং বীণাদিবাদ্যসহিতং।' (মল্লিনাথ)

যেমন বীণা, সেতার, রবাব, সারঙ্গী, রঞ্জনী, তম্বুরা, কানুন, সুরশৃঙ্গার, এস্রার, একতারা ও গৌরীযন্ত্র প্রভৃতি। (যন্ত্রকোষ) ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার ধনুঃযোগে বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধনুঃযন্ত্র কহে যথা বেহালা, এস্রার ইত্যাদি। অপর প্রকার অঙ্গুলিত্র বা কোণযোগে বাদিত হয়, তাহাদিগকে অঙ্গুলিত্রযন্ত্র কহে। (সঙ্গীতর°) (ত্রি) তন-ক্ত। ২ বিস্তারিত। ৩ ব্যাপ্ত। ৪ বায়ু। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ৫ বিস্তার, সন্তান। ৬ পিতা। ৭ পুত্র। "কারুরহং ততো ভিষক্" (ঋক্ ৯।১১২।৩) ততইতি সন্তান নাম তন্যতে-হস্মাৎ ততঃ পিতা তন্যতেহসৌ ততঃ পুত্রো বা° (সায়ণ)

ততস্ত্র (ক্লী) সঙ্গীতশাস্ত্রে অষ্টমাত্রা।

ততদিন (দেশজ) সেই অবধি।

ততস্তুষ্টি (পুং) ততং ধর্ম্মসন্ততিং সুদতি বষ্টি কামযতে কামান্ সুদ-ড়ু বশ-ক্তিচ্। ধর্ম্মসন্ততিনোদক, ধর্ম্মসন্ততিকামুক। "অপাপশক্রুস্ততনুষ্টিমূহতি" (ঋক্ ৫।৩৪।৩) 'ততং ধর্ম্মসন্ততিং সুদতি বষ্টি কাময়তে কামান্ ততস্তুষ্টিঃ।' (সায়ণ)

ততপত্রী (স্ত্রী) ততং বিস্তৃতং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ। (শব্দচ°)

ততম (ত্রি) তেষাং মধ্যে নির্দ্ধারিতো যোঽসৌ তদ্ ডতমচ্। (বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্। পা ৫।৩।৯৩)
বহুর মধ্যে তিনি, অনেকের মধ্যে সেই।
"স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদং।"
(ঐতরেয়োপনি° ৩।১২।১৩)

ততর (ত্রি) তয়োর্মধ্যে নির্দ্ধারিতো যোঽসৌ তদ্ ডতরচ্। (কিংযত্তদো নির্দ্ধারিণে দ্বয়োরেকস্য ডতরচ। পা ৫।৩।৯২) দুই জনের মধ্যে তিনি।

ততস্ (অব্য) তদ্-তসিল্। তদ্ শব্দের উত্তর সকল বিভক্তিতে তসিল্ হয়। অনন্তর, তন্নিমিত্ত, সেই হেতু, তথায়, সেই স্থানে, তবে, তৎকর্ত্তৃক। প্রথমাদির অর্থে তসিল প্রত্যয় হইলে সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ততঃপ্রভৃতি (অব্য) সেই অবধি, তদবধি।

ততস্ততঃ (অব্য) ততঃততঃ বীপ্সায়াং দ্বিত্বং। তাহার পর তাহার পর। "ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা" (শকুন্ত° ১ অ°)

ততস্তরাং (অব্য) হেতুভূতয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একস্যাতিশয়ে ততঃতরপ্। হেতুস্বরূপ দুইটীর মধ্যে একটীর উৎকর্ষ।

ততস্তমাং (অব্য) হেতুভূতানাং বহূনাং মধ্যে একস্যাতিশয়ে ততঃ তমপ্। হেতুস্বরূপ বহুর মধ্যে একটীর উৎকর্ষ।

ততস্ত্য (ত্রি) ততস্তত্র ভবঃ ততঃ ত্যপ্। তত্র ভব, তত্রত্য, তদাগত, তজ্জাত, তৎসম্বন্ধি। "ততস্ত্যয়াং বিনিস্তমক্ষমা" (মাঘ)

ততামহ (পুং) ততস্য পিতুঃ পিতা পিতরি তত ডামহঃ। পিতামহ। "অস্মাকং তাবকানমবনতানাং ততামহ॥" (ভাগ° ৬।৯।৪১) কোন কোন পুস্তকে তত তত এইরূপ পাঠ দেখা যায়। সেইস্থলে তত তত ইহার অর্থও পিতামহ।

ততি (স্ত্রী) তন-ক্তিন্। ১ শ্রেণী। ২ সমূহ। ৩ বিস্তার। "বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাঙ্গততিভিঃ মুক্তাকৃতিঃ পল্লবে।" (শকুন্তলা)
(ত্রি) তৎ পরিমাণং যেষাং তৎ ডতি। তৎ পরিমাণ, ততগুলি। এই ততি শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত।

ততিথী (স্ত্রী) তাবতীনাং পূরণী তাবৎ ডট্ তিথুডাগমঃ ঙীপ বেদে অবশব্দলোপঃ। তাবতের পূরণীভূত। "পরিবিদেশ ততিথীঃ সমাং" (শত° ব্রা° ১।৮।১।৫) 'তাবতিথীমিতি প্রাপ্তে ছান্দসোঽবশব্দলোপঃ।' (ভাষ্য°)

ততিধা (অব্য) ততঃ প্রকারে ততিধাচ্। তত প্রকার।
"তাবতেভ্যস্ততিধা বাজিনানি" (অথর্ব্ববে° ১২।২।৩।২)

ততুরি (ত্রি) তুর্ব্ব হিংসায়াং কি দ্বিত্বং পৃষো° সাধুঃ। ১ হিংসক। "সত্যো হ্মাস্মা তিরন্তে ততুরিঃ" (ঋক্ ৬।৬৮।৭) 'ততুরিঃ হিংসক' (সায়ণ) ২ তারক। "দদথুর্মিত্রাবরুণং ততুরিং" (ঋক্ ৪।৩৯।২) 'ততুরিং তারকং' (সায়ণ)

ততৃপি [তাতৃপি দেখ।]

তৎকর (ত্রি) তৎ করোতি তৎ-কৃঞ্-ট। তৎপদার্থকারক।

তৎকাল (পুং) স চাসৌ কালশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ বর্ত্তমানকাল। ২ সেই সময়, সেইকাল। (ত্রি) স কালো যস্য বহুব্রী। ৩ তৎকালবৃত্তি। "প্রতিনিধৌ তৎকালাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৪।১৫)
'সকালো যস্যাসৌ তৎকালঃ ভাবপ্রধানোনির্দ্দেশঃ প্রতিনিধেস্তৎকালত্বাৎ যতঃ প্রতিনিধেঃ স এব কালো যো মুখ্যদ্রব্যস্যাভাবঃ, (কর্ক)

তৎকালধী (ত্রি) তস্মিন্‌কালে কার্য্যকালে ধী উপস্থিতা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত বুদ্ধি, যাহার সেই সময়ে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।

তৎকাললবণ (ক্লী) বিট্‌লবণ।

তৎকালসংক্রান্ত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সংক্রান্ত ৭ তৎ। সেই সময় যাহা ঘটিয়াছে।

তৎকালসম্ভূত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সম্ভূতঃ ৭তৎ। সেই সময় যাহা উৎপন্ন হইয়াছে।

তৎকালে (দেশজ) সেই সময়ে।

তৎকালোচিত (দেশজ) সেই সময়ের উপযুক্ত।

তৎক্রিয় (ত্রি) বেতনং বিনা স্বভাবতঃ সা ক্রিয়া কর্ম্ম যস্য বহুব্রী। কর্ম্মকরণশীল, বেতন বিনাদুর্ভারবহনাদি কর্ত্তা, কর্ম্মকার। (অমর)

তৎক্ষণ (পুং) স চাসৌ ক্ষণঃ কালঃ কর্ম্মধা। সদ্য, তখনই, সেইক্ষণে। "আপ্তেন তস্যা ভিয়ত্ত্বেব তৎক্ষণঃ।" (মাঘ)

তৎক্ষণাৎ (দেশজ) তখনই, অবিলম্বে।

তৎক্ষণে (দেশজ) সেই সময়ে, তখনই।

তত্তুল্য (ত্রি) তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম।

তত্ত্ব (ক্লী) তনোতি সর্ব্বমিদং তন-ক্বিপ্ তুক্‌চ পৃষো° সাধুঃ। তস্য ভাবঃ তৎ-ত্ব। ১ যাথার্থ। ২ স্বরূপ। ৩ ব্রহ্ম। (অমর) ৪ অনারোপিত স্বরূপ পরমাত্মা। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" (শ্রুতি) এই সকল জগৎই ব্রহ্মময়, যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই ব্রহ্ম। ৫ বিলম্বিত বাদ্যাদি। ৬ চেতঃ। ৭ বস্তু। ৮ সাংখ্যোক্ত প্রকৃত্যাদি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, কার্য্য দেখিয়া ইহার কারণ অনুমান করাই সঙ্গত। পূর্ব্বে বস্তু না থাকিলে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। মনুষ্যের শৃঙ্গ থাকা যেমন অসম্ভব, অসৎ অর্থাৎ অবস্তু হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। কেননা প্রত্যেক বস্তুরই উপাদানকারণ আছে,

ইহা স্বতঃপ্রসিদ্ধ। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট ও সূত্র হইতে পট্ট ইত্যাদি। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, এই জগতের মূল কোন তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্ব প্রথমতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ।

আদিকারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্যপরম্পরার উৎপত্তি হয় বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা আদিকারণকেই প্রকৃতি বলিয়াছেন। কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ এইরূপ যদি কারণপরম্পরা থাকে, তাহা হইলেও এক স্থানে গিয়া কারণের পর্য্যবসান হইবে। প্রকৃতি সেই আদি-কারণের সংজ্ঞামাত্র। এই প্রকৃতি হইতে তত্ত্বসমুদয় আবির্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতিতে উত্তম, মধ্যম ও অধম অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ এই তিনটী গুণ দেখা যায়। সুতরাং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তত্ত্ব সকলেও ঐ ঐ গুণসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্যই জগৎ সুখ, দুঃখ ও মোহময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

তত্ত্ব পদার্থ গুণ হওয়া অসম্ভব, কারণ গুণ হইতে পদার্থ বা তত্ত্ব উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণদ্রব্য নহে, পদার্থ দ্রব্য।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব) অহঙ্কার, মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব।

এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বই এই জগতের মূল কারণ। এই তত্ত্ব সমূহ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার যখন এই জগতের নাশ হইবে, তখন এই তত্ত্বসমূহও প্রকৃতিতেই লীন হইবে। আবার সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতি হইতে তত্ত্বসমূহ উৎপন্ন হইবে।

প্রকৃতি হইতে এই প্রকারে তত্ত্বসকল উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি), মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব, পঞ্চ-তন্মাত্রতত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূততত্ত্ব, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, আবার সৃষ্টির বিলোপকালে পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চ-তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে। সেই সময় প্রকৃতি ও পুরুষ-মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।* (সাংখ্যদ°)

পাতঞ্জলদর্শনের মতে তত্ত্ব ষড়্‌বিংশতি, সাংখ্যোক্ত পঞ্চ-বিংশতি ও ঈশ্বর মায়াবাদী বৈদান্তিকদিগের মতে ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব তাহা ভিন্ন আর কিছুই তত্ত্ব নহে, কেবল মায়াকল্পিত। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সকলই ব্রহ্মময়, যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা সকলই ব্রহ্ম, এইজন্য একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থতত্ত্ব, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য তত্ত্বান্তর নাই।

মায়া পরব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ। ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্থলান্তরে তিনি নিত্য মুক্ত-স্বভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

বৈদান্তিকেরা একটী উপমা দিয়া এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধকথার সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। যেমন বৃক্ষশ্রেণীর অন্তা-স্তর দিয়া উহার অন্তরালস্থ মহান্ আকাশ দর্শন করিলে সেই আকাশ খণ্ড খণ্ড দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না। সেইরূপ ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছিন্ন হয় না। তিনি স্বভাবতঃ পূর্ণ ও মুক্ত স্বরূপ, সেইরূপই থাকেন।

বেদান্তের মতে পরব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও চিন্ময়-স্বরূপ। জগৎ যদি ভ্রম হইল, তাহা হইলে তিনি জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা ইত্যাদি যে সকল উক্ত হইয়াছে, ইহা সত্য নহে, আরোপমাত্র। বাস্তবিক স্বরূপ নয়। জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়; অয়মাত্মা, অহংব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই এক তত্ত্ব, তদতিরিক্ত অন্য কোন তত্ত্ব নাই। [বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

চতুস্তত্ত্ব তেজঃ অপ পৃথিবী আত্মা। পঞ্চতত্ত্ব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। ষট্‌তত্ত্ব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পরমাত্মা।

সপ্ত তত্ত্ব পঞ্চমহাভূত, জীব ও পরমাত্মা। নবতত্ত্ব পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্ষিতি। একাদশতত্ত্ব শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, মনঃ।

ত্রয়োদশ তত্ত্ব নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্ষিতি, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, ঘ্রাণ, জিহ্বা, মন, জীবাত্মা, পরমাত্মা। ষোড়শতত্ত্ব খঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। সপ্তদশতত্ত্ব ষোড়শতত্ত্ব ও আত্মা।

শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মতে শূন্যই একমাত্র জগতেরতত্ত্ব ভাব অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া অনুভূত হয় তাহার শেষফল অভাব বা বিনাশ। সেই বিনাশ বস্তুমাত্রেরই স্বধর্ম্ম বা স্বভাব। শূন্যবাদিদিগের মনোভাব এই যে, বস্তুর আদিতে উৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্য বা অভাবই তত্ত্ব, শেষেও শূন্য বা অভাব। মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ স্থায়িত্ব দেখা যায়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাও অভাব বা শূন্য বলিয়া গ্রাহ্য। সুতরাং

* "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থাপ্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহ-ঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষইতি পঞ্চবিং-শতির্গণঃ।" (সাংখ্যদ° ১।৬১)

"প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।" (সাংখ্যকা°)

শূন্যতত্ত্ববাদীদিগের মতে, মৃত্যুর পর শূন্য ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। অতএব মরিলেই মুক্তি। শূন্যই তত্ত্ব শূন্যই সার, ইহা মূঢ়বুদ্ধি কুতার্কিকদিগের প্রলাপ; শূন্যবাদী নাস্তিকবুদ্ধি মোহবশতঃ ঐ রূপ জল্পনা করে। তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না।

চার্ব্বাকের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, এই চারিটী তত্ত্ব, ইহাই জগতের কারণ। এই চারিভূত হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়েছে। এই চারিটী ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বান্তর নাই। (চার্ব্বাক)

কোন অর্হৎদিগের মতে জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্ব, ইহাই জগতের আদিকারণ। অপর অর্হৎদিগের মতে জীব, আকাশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, অস্তিকায় এই ৫টী তত্ত্ব। এই ৫টী তত্ত্বই জগতের মূল।

অপর অর্হৎদিগের মতে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জর, মোক্ষ এই ৭টী তত্ত্ব। [জৈন দেখ।]

দ্বৈতবাদী পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্য্যদিগের মতে তত্ত্ব দুই প্রকার—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। রামানুজদিগের মতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই ত্রিতত্ত্ব।

পাশুপতশাস্ত্রবিৎ নকুলীশাচার্য্য শৈবদিগের মতে পতি, পশু ও পাশ এই ত্রিবিধ তত্ত্ব।

জ্যোতিষে তত্ত্বের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—তত্ত্ব ৫ প্রকার—পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। ইহাদিগের গুণ—অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্, লোম এই ৫টী পৃথ্বীতত্ত্বের গুণ। শুক্র শোণিত, মজ্জা, মল, মূত্র, এই ৫টী জলতত্ত্বের গুণ। নিদ্রা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, আলস্য এই ৫টী তেজস্তত্ত্বের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন ও প্রসারণ এই ৫টী বায়ুতত্ত্বের গুণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশতত্ত্বের গুণ।" আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির এবং অগ্নি হইতে জলের ও জল হইতে মহীর উৎপত্তি হইয়াছে। মহী জলেতে, জল রবিতে এবং রবি বায়ুতে লয় হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব হইতে সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথ্বীতত্ত্বের ৫টী গুণ। জলের ৪টী গুণ। তেজের ৩টী গুণ। বায়ুর গুণ দুইটী। আকাশের এক গুণ। পৃথ্বী গন্ধতন্মাত্র। জল রসতন্মাত্র। অগ্নি রূপতন্মাত্র। বায়ু স্পর্শতন্মাত্র। আকাশ শব্দ তন্মাত্র। এই ৫টী পঞ্চতত্ত্বের গুণ।

তত্ত্বের প্রকৃতি। পৃথ্বীতত্ত্ব কঠিন, জল শীতল, অগ্নি উষ্ণ, বায়ু চর ও আকাশ স্থির।

তত্ত্বের স্থান। পৃথ্বীতত্ত্বের স্থান নাভির উপরদেশ, জলতত্ত্বের স্থান মস্তিষ্ক, অগ্নিতত্ত্বের স্থান পিত্ত, বায়ুতত্ত্বের স্থান নাভিদেশ এবং আকাশতত্ত্বের স্থান মস্তক।

তত্ত্বের দ্বার। পৃথ্বীতত্ত্বের দ্বার মুখ, জলতত্ত্বের দ্বার লিঙ্গ, অগ্নির নেত্রদ্বয়, বায়ুর উভয় নাসিকা এবং আকাশতত্ত্বের দ্বার কর্ণদ্বয়।

তত্ত্বদ্বারের ক্রিয়া। পৃথ্বীতত্ত্বদ্বারের ক্রিয়া ভোজন, জলদ্বারের ক্রিয়া বমন, অগ্নিদ্বারের দৃষ্টি, বায়ু-দ্বারের আঘ্রাণ এবং আকাশদ্বারের ক্রিয়া শব্দ।

তত্ত্বের গুণ। পৃথ্বীতত্ত্বের ভয়, জলের লোভ, অগ্নির লজ্জা, বায়ুর সন্তোষ এবং আকাশের দুঃখ।

এক এক তত্ত্ব মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয়চক্র—

পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল।
জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি।
অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু।
বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ।
আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী।

প্রায় অনেকেই অবগত আছেন যে, শ্বাস-প্রশ্বাস অহরহ উভয় নাসিকায় সমানরূপে বহন হয়, কিন্তু তাহা ভ্রমমাত্র। শ্বাস-প্রশ্বাস জোয়ার-ভাটার ন্যায় চন্দ্র-সূর্য্যের ও অন্যান্য গ্রহাদির আকর্ষণে এবং তিথিঅনুসারে যথানিয়মে ইড়া, পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম কিংবা দক্ষিণ নাসাপুটমধ্যে প্রথমতঃ সূর্য্যোদয়কালে উদয় হয়। পরে এক এক নাসিকা আড়াই দণ্ড (ইংরাজি একঘণ্টা) কাল স্থিতি হইয়া উভয় নাসিকায় ২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ঐ আড়াই দণ্ডকাল যখন কোন নাসিকার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস বহন হয়, তৎকালে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়। পৃথ্বীতত্ত্ব উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) কাল অবস্থিতি করে; ঐরূপ জলতত্ত্ব ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট), অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল (ইংরাজি ১২ মিনিট), বায়ুতত্ত্ব ২০ পল (ইংরাজি ৮ মিনিট), আকাশতত্ত্ব ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) উদয় হইয়া স্থিতি থাকে।

প্রতি নাসাপুটে বায়ুবহনকালে পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ নিম্নলিখিত উপায়ে জানিতে পারা যায়। প্রথমে তত্ত্বের সংখ্যা নিরূপণ, দ্বিতীয়ে শ্বাসের সন্ধান, তৃতীয়ে স্বরের চিহ্ন, চতুর্থে বায়ুর গতি, পঞ্চমে বর্ণ, ষষ্ঠে তত্ত্বের উপদেশস্থান, সপ্তমে সাধুর নিকট উপদেশ-গ্রহণ, অষ্টমে গতির লক্ষণ জানিতে হইবে। প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া তত্ত্বাদি জ্ঞাত হইবে।

পৃথ্বীতত্ত্বের লক্ষণ নাসিকারন্ধ্রের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া অন্য কোন পার্শ্বে না ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। ঐ শ্বাস দ্বাদশা-

মূল পর্য্যন্ত নির্গত হয়। তৎকালে গলায় মধুর রস উৎপত্তি হইবে। এই সময় কেবল মনে পীতবর্ণ বিষয় চিন্তা হইবে। কোন প্রকরণ করিলে পীতবর্ণ দর্শন হইবে। উত্তম দর্পণে নিঃশ্বাস ফেলিলে চতুষ্কোণ এবং পীতবর্ণ দৃষ্টি হইবে। জানুদেশে ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে ৫০ পল কাল এই অবস্থায় স্থিত থাকিবে। এইরূপ কার্য্য হইলে তাহাকে পৃথ্বীতত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। রবিগ্রহের আকর্ষণে বাম নাসিকায় পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয় এবং দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে যখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয়, তখন বুধগ্রহ তাহার অধিপতি হন। পৃথ্বীতত্ত্বের নক্ষত্র ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৭ রেবতী, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৭ অনুরাধা, ২২ শ্রবণা, অভিজৎ, ২১ উত্তরাষাঢ়া।

জলতত্ত্বের লক্ষণ। ইহার গতি অধোগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের নিম্নভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। শ্বাসের পরিমাণ ১৬ আঙ্গুল হইবে। তখন গলায় কষায় রস অনুভব হয়, দর্পণে নিশ্বাস ফেলিলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। মনে শ্বেতবর্ণ উদয় হইবে। কোন প্রকরণ করিলে শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। পাদান্তে ইহার স্থিতিও আড়াই দণ্ড মধ্যে ৪০ পল কাল। এই সকল কার্য্যই জলতত্ত্বের লক্ষণ জানিবে। দক্ষিণ নাসিকাবহনকালে শনিগ্রহ ইহার অধিপতি হয় এবং বাম নাসিকা বহনকালে চন্দ্র এই তত্ত্বের অধিপতি হয়। এই তত্ত্বের নক্ষত্রের নাম ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, ৯ অশ্লেষা, ১৯ মূলা, ৬ আর্দ্রা, ৪ রোহিণী, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ, ২৪ শতভিষা। অগ্নিতত্ত্বের লক্ষণ—ইহার গতি উর্দ্ধগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের উপরিভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হয়। প্রশ্বাসের পরিমাণ ৪ আঙ্গুল। গলাতে তিক্ত রসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিশ্বাসত্যাগ করিলে ত্রিকোণাকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্টি হইবে। আড়াই দণ্ড মধ্যে ৩০ পল ঐ ভাবে স্থিতি থাকিবে এবং রক্তবর্ণ মনে উদয় হইবে ও কোন প্রকরণ করিলে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে; স্কন্ধদেশে ইহার স্থিতি, দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে মঙ্গলগ্রহ ইহার অধিপতি এবং বাম নাসিকাবহনকালে শুক্রগ্রহ ইহার অধিপতি। এই তত্ত্বের যে যে নক্ষত্র তাহাদের নাম ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৮ পুষ্যা, ১০ মঘা, ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ, ১৫ স্বাতি। বায়ুতত্ত্বের লক্ষণ—শ্বাস তির্য্যক্‌গামী অর্থাৎ নাসাপুট মধ্যে তির্য্যক্‌রূপে পার্শ্বে ঠেকিয়া বহন হয়। ঐ বায়ুর পরিমাণ ৮ আঙ্গুল। ঐ সময় গলায় অম্লরসের উৎপত্তি হয়, দর্পণে শ্বাস নিক্ষেপ করিলে গোলাকৃতি ও শ্যামবর্ণ কিংবা নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। নাভিমূলে ইহার স্থিতি। দক্ষিণনাসিকা-বহনকালে অধিপতি রাহু, বাম নাসিকা বহনকালে অধিপতি বৃহস্পতি। এই তত্ত্বে নক্ষত্রগণের নাম ১৬ বিশাখা, ১২ উত্তরফল্গুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ৭ পুনর্ব্বসু, ১ অশ্বিনী, ৫ মৃগশিরা।

আকাশতত্ত্বের লক্ষণ। সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ নাসাপুটের সর্ব্বস্থান দিয়া বায়ু নির্গত হয়। সর্ব্বগামী এইজন্য পরিমাণ স্থির করা যায় না। গলায় কটুরসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিঃশ্বাস ফেলিলে বিন্দু বিন্দু নানা রকমের বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং মিশ্রিতবর্ণ মনে হয়। ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে মস্তকে ১০ পল মাত্র। এই তত্ত্ব সর্ব্বকার্য্যে নিষ্ফল। এজন্য এ তত্ত্ব বহন সময় কোন কার্য্যাদি করিতে নাই, করিলে সেই কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না।

পৃথ্বীতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, জলতত্ত্বের বিষ্ণু, অগ্নিতত্ত্বের রুদ্র, বায়ুতত্ত্বের ঈশ্বর ও আকাশতত্ত্বের সদাশিব।

পৃথ্বী কিংবা জলতত্ত্ব-সময় প্রশ্ন হইলে কর্ম্মের শুভফল হয়। বহ্নিতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল। বায়ু কিংবা আকাশতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে হানি ও মৃত্যুকর ফল হয়।

অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে মারণাদি কার্য্য করিবে। জলতত্ত্ববহনকালে শান্তিকার্য্য, বায়ুতত্ত্বে উচ্চাটন, পৃথ্বীতত্ত্বে স্তম্ভনাদি কার্য্য, আকাশতত্ত্ব সময় কোন কার্য্য করিবে না। পৃথ্বীতত্ত্ব সময়ে স্থিরকার্য্য ও জলতত্ত্ব সময়ে চর-কার্য্য করিবে।

জলতত্ত্ব পশ্চিমদিকের অধিপতি, পৃথ্বীতত্ত্ব পূর্ব্বদিকের, অগ্নিতত্ত্ব দক্ষিণদিকের, বায়ুতত্ত্ব উত্তরদিকের, আকাশতত্ত্ব উর্দ্ধ-অধঃ মধ্যস্থলে এবং অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈঋতদিকের অধিপতি।

পঞ্চতত্ত্বের উদয় ও স্থিতি জানিবার উপায়:—৬ ঘণ্টা হইতে ৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যখন বাম নাসিকায় বায়ু বহন হইবে, তখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) পর্য্যন্ত স্থিতি। তৎপরে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট পর্য্যন্ত), তৎপরে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইয়া ৩০ পল (ইং ১২ মিনিট), তৎপরে বায়ুতত্ত্বের উদয় হইয়া ২০ পল (ইং ৮ মিনিট) তাহার পর আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) পর্য্যন্ত স্থিতি হইবে। বামনাসাপুটে বায়ুর স্থিতি-সময় তত্ত্বের উদয় ও স্থিতির উদাহরণ।

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৬	২০	পৃথ্বী	বৃহস্পতি
৬	৩৬	জল	শুক্র
৬	৪৮	অগ্নি	বুধ
৬	৫৬	বায়ু	চন্দ্র
৭	•	আকাশ	•

দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর স্থিতিকালে তত্ত্বের উদয়—

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৭	২০	পৃথ্বী	রবি
৭	৩৬	জল	শনি
৭	৪৮	অগ্নি	মঙ্গল
৭	৫৬	বায়ু	রাহু
৮	০	আকাশ	০

এই নিয়মে কোন্ সময় কোন তত্ত্বের উদয় হইবে তাহা জানিতে পারিবে।

তত্ত্বজ্ঞ (ত্রি) তত্ত্বং জানাতি তত্ত্ব-জ্ঞা-কঃ। তত্ত্বজ্ঞানী, যাহার ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে। এই জগতে সকল বস্তুই দুঃখময় ইহা জানিয়া যাঁহারা তত্ত্বকে (ব্রহ্ম) জানিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সমাধির আবশ্যক।

[জীবন্মুক্ত দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞান (ক্লী) তত্ত্বস্য ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানঃ ৬তৎ। ব্রহ্মজ্ঞান। নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ পদার্থের জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, * ইহার স্বরূপ জানিতে পারিলে জীব অপবর্গ লাভ করিতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততদিন অপবর্গ হইতে পারে না। (ন্যায়দর্শন)

সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। পুরুষ যখন নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হইয়া প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, 'সুখ, দুঃখ ও মোহময়ী প্রকৃতির মায়ায় অভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, আমি পুরুষ নির্গুণ, নির্লেপ, সচ্চিদানন্দময়, প্রকৃতি, আমাকে এতদিন বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যক।' এইরূপ জ্ঞান হইলে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ থাকিবার চেষ্টা করিবে। প্রকৃতি ও পুরুষের এই প্রকার ভেদজ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান। এইমতে প্রত্যেক পুরুষের (জীবাত্মার) কোনও এক সময়ে তত্ত্বজ্ঞান হইবেই হইবে। যতদিন না এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষসঙ্গ হইতে বিরত হইবে না। প্রকৃতি পুরুষের এইজ্ঞান উৎপন্ন করাইয়া নিবৃত্ত হইবে। (সাংখ্যদ°)

বেদান্তমতে জীব অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হইয়া বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারে না। রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে পরিদৃশ্যমান জগৎ অবলোকন করে। জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু অবিদ্যাভিভূত জীব জগতে ব্রহ্মকে অবলোকন না করিয়া ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি দেখিয়া থাকে, যতদিন না অবিদ্যা নাশ হইবে, ততদিন ব্রহ্মের স্বরূপ কিছুতেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না।

অবিদ্যা নাশ হইলেই আর জগৎ দেখিতে পাইবে না, তখন দেখিবে জগৎই ব্রহ্ম। পূর্ব্বে যাহা বিচিত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাহাই দেখিবে ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ব্রহ্ম, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (শ্রুতি) সকলই ব্রহ্মময়। তখন আর "ত্বং অহং" তুমি আমি ভেদ থাকিবে না, সকলই অহংপদবাচ্য হইবে। এই প্রকার জ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান।

জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবামাত্র ব্রহ্ম হয়, আত্মজ্ঞ সংসারদুঃখ অতিক্রম করে ইত্যাদি বহুতর শ্রুতিবাক্য প্রমাণে ও তদনুকূলযুক্তিতে স্থির হয় যে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের দুঃখাতীত হইবার আর কোন উপায় নাই, ব্রহ্মই আমি, ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম তত্ত্বজ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী মাত্র। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। তদ্ভিন্ন শ্রবণ শ্রবণ নহে। ইহার একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে।

মনে কর, তোমার বাটীতে গিয়া তোমার চাকরকে কহিলাম 'তামাক সাজ' সে তামাক সাজিল না, পরে আমি দুঃখিত হইয়া কহিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই। এখন দেখ, সত্য সত্যই কি তোমার চাকর, আমার কথা শুনে নাই, "তামাক সাজ" এ শব্দ কি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথা মনে স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অর্থাৎ সে কথার অর্থ কার্য্যে পরিণত করে নাই।

অতএব উপর উপর শুনা শুনা নহে। শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তত্ত্বমসি বাক্যও শ্রবণ করে এবং তাহার অর্থও আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। অথচ অনেকে বেদান্ত অধ্যয়ন না করিয়াও তত্ত্বমসি এই বাক্য না শুনিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। শাস্ত্রে কথিত আছে, কপিল, বামদেব প্রভৃতি জন্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানী, সুতরাং শ্রবণের জন্য তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়, এই জন্য আচার্য্যদেব শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে

* "প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্কনির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" (গৌতমসূ° ১)

চিত্তের অনির্ম্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণ-ফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে। তাহাতে তাহার কারণ-তার অভাব থাকে না। যেমন অগ্নিসংযোগ থাকিলেও মণি-মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধকে দাহ-কার্য্য অবরুদ্ধ থাকে, তেমনি শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান নানা প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় হয়। কপিল প্রভৃতির তাহাই হইয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এজন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য ইহজন্মে তাহাদের শ্রবণ-মননাদি করিতে হয় নাই। অতএব শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। তত্ত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভবনবোধ প্রভৃতি ঘটনা হয়, সে ঘটনা মনন দ্বারা নিবারিত হয়, মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম অন্য কিছু নহি এ অনুভব না হয়, তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই ঐ অনুভব স্থিরতর হয়। অন্যথা হইলে তত্ত্বজ্ঞান হইবে না।

কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মূল কারণ, শ্রবণ ও মনন তাহার সহায়। আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরু-মরীচিকায় জল-ভ্রান্তি, সেই প্রকার ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান-অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ভ্রান্তিবিশেষের বিলাস, অন্য কিছু নহে, সুতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে, রজ্জু সর্পের ন্যায় মিথ্যা এই জ্ঞান যখন অবিচাল্য হয়, তখন আপনা-আপনি "অহং" অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহংজ্ঞান-ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য। তত্ত্বজ্ঞানই জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায়, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তাহাকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই তত্ত্বজ্ঞান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মনোবৃত্তির অতীত, সুতরাং গুণাতীত। এখন যাহা সুখ-দুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থা সে সুখ-দুঃখের অতীত। (বেদান্ত)

তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন (ক্লী) তত্ত্বজ্ঞানস্য অহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎ-কারস্য অর্থঃ তস্য দর্শনং ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আলোচন ও মোক্ষের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান-সাধন। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নিখিল দুঃখ নিবৃত্তিরূপ ও পরম আনন্দপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, তাহার আলোচনাই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন। [মোক্ষ দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞানী (পুং) তত্ত্বস্য জ্ঞানমস্যাস্তি জ্ঞান-ইনি। ব্রহ্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। [তত্ত্বজ্ঞ দেখ।]

তত্ত্বতঃ (অব্য) তত্ত্ব-তসিল্। পরমার্থতঃ, যথার্থরূপে, বস্তুতঃ।

তত্ত্বতা (স্ত্রী) তত্ত্ব ভাবে-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। যথার্থতা, পরমার্থতা।

তত্ত্বদর্শ (ত্রি) ১ যে তত্ত্ব দর্শন করিয়াছে, যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে। (পুং) ২ সাবর্ণি মন্বন্তরের ঋষিভেদ।

তত্ত্বদর্শিতা (স্ত্রী) তত্ত্বদর্শিনো ভাবঃ তত্ত্বদর্শিন্ তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। বিচক্ষণতা, তত্ত্বজ্ঞতা, দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা।

তত্ত্বদর্শিন্ (পুং) তত্ত্বং পশ্যতি তত্ত্ব-দৃশ-ণিনি। ১ জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্ববিৎ। ২ রৈবত মনুর এক পুত্র।

তত্ত্বদীপন (ক্লী) তত্ত্বালোক, যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান উদ্দীপিত করে।

তত্ত্বনিরূপণ (ক্লী) তত্ত্বস্য নিরূপণং ৬-তৎ। স্বরূপনির্ণয়, যথার্থ স্থিরীকরণ, ব্রহ্মনিরূপণ।

তত্ত্বনির্ণয় (পুং) তত্ত্বস্য নির্ণয়ঃ ৬তৎ। স্বরূপাবধারণ, ঈশ্বর-নিরূপণ, ব্রহ্মনির্ণয়।

তত্ত্বন্যাস (পুং) তন্ত্রোক্ত বিষ্ণুপূজাঙ্গন্যাসবিশেষ। এই ন্যাসের বিষয় তন্ত্রসারে এই প্রকার লিখিত আছে, প্রথমতঃ পূজাবিধি অনুসারে পূজাদি করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য সাধক এই ন্যাস করিবে।

"নম পরায়েত্যুচ্চার্য্য ততস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ।" (গৌতমীয়ত°)

প্রথমে নমঃ পরায় এবং পরে তত্ত্বাত্মনে নমঃ এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ, ভং নমঃ পরায় প্রাণ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ এতদ্দ্বয়ং সর্ব্বগাত্রে।

ততোহৃদয়মধ্যে তত্ত্বত্রয়ঞ্চ বিন্যসেৎ।

বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ ফং নমঃ পরায় অহঙ্কার তত্ত্বাত্মনে নমঃ পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ এতত্ত্রয়ং হৃদ।

নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমঃ মস্তকে।

ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে।

দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।

থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে নমঃ গুহ্যে।

তং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।

ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ শ্রোত্রয়োঃ।

ঢং নমঃ পরায় ত্বক্ তত্ত্বাত্মনে নমঃ ত্বচি।

ডং নমঃ পরায় চক্ষুস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ চক্ষুষোঃ।

ঠং নমঃ জিহ্বাতত্ত্বাত্মনে নমঃ জিহ্বায়াং।

টং নমঃ পরায় ঘ্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ ঘ্রাণয়োঃ।
ঞং নমঃ বাক্তত্ত্বাত্মনে নমঃ বাচি।
ঝং নমঃ পরায় পাণিতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাণ্যোঃ।
জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।
ছং নমঃ পরায় পায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ গুহ্যে।
চং নমঃ পরায় উপস্থতত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে।
ঙং নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ মূর্দ্ধ্নি।
ঘং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে।
গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
খং নমঃ পরায় অপ্তত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে।
কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।

ইত্যচ্যুতোক্তত্তন্তুবিদবীত তত্ত্বন্যাসং ম পূর্ব্বক পরাক্ষর-নত্যপেতং। ভূয়পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ নত্যন্তমুদ্ধরতু তত্ত্বমনুক্রমেণ॥

সকল বপুষি জীবং প্রাণমাযোজ্যমধ্যে
স্বসতুমতিমহঙ্কার তত্ত্বং মনশ্চ।
কমুখহৃদয়গুহ্যাঙ্ঘ্রিষ্বথোশব্দপূর্ব্বং
গুণগণমথকর্ণাদিস্থিতং শ্রোত্রপূর্ব্বং॥
বাগাদীন্দ্রিয়বর্গমাত্মনি নমেদাকাশপূর্ব্বং গণং।
মূর্দ্ধাস্যে হৃদয়ে শিরে চরণয়ো হৃৎপুণ্ডরীকং হৃদি।
শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।

হং নমঃ পরায় দ্বাদশ-কলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডলঃতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা ব্যাপ্ত সোমমণ্ডল তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি
রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
ষং নমঃ পরায় পরমেষ্ঠি-তত্ত্বাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ মস্তকে।
যং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে সঙ্কর্ষণায় নমঃ মুখে।
লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রদ্যুম্নায় নমঃ হৃদি।
বং নমঃ পরায় নিবৃত্তিতত্ত্বাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নমঃ লিঙ্গে।
লং নমঃ পরায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ পাদয়োঃ।
ক্ষং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ সর্ব্বগাত্রে।
এবং তত্ত্বানি বিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। (তন্ত্রসা°)

এই প্রকারে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। যথানিয়মে তত্ত্বন্যাস করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় এবং সেই ব্যক্তি বিষ্ণুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

তত্ত্বপ্রকাশ (পুং) তত্ত্বস্য প্রকাশঃ ৬তৎ। তত্ত্বদীপন।

তত্ত্ববোধিনী (স্ত্রী) যাহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

তত্ত্বভাব (পুং) প্রকৃতি, স্বভাব।

তত্ত্ববৎ (ত্রি) তত্ত্বং বিদ্যতেঽস্য তত্ত্ব-মতুপ্। তত্ত্ববিশিষ্ট।

তত্ত্বভাষী (ত্রি) তত্ত্বং ভাষতে ভাষ-ণিনি। যথার্থবাদী, স্পষ্টবাদী।

তত্ত্বমঙ্গলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোচিন রাজ্যের চিতুর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ১০°৪১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৪৬´ পূঃ। এখানে একটী মুন্সেফী আদালত আছে।

তত্ত্বরায়র, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত তামিল শৈব-সন্ন্যাসী। ইনি তামিলভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়া যান।

তত্ত্ববাদী (ত্রি) তত্ত্বং বদতি বদ-ণিনি। যথার্থবাদী।

তত্ত্ববেত্তা (পুং) তত্ত্বজ্ঞানী।

তত্ত্বরশ্মি (পুং) তন্ত্রোক্ত বধূবীজ, স্ত্রী-দেবতার বীজ।
"নাদবিন্দুসমাক্রান্তস্তত্ত্বরশ্মিসমন্বিতঃ।"
'তত্ত্বরশ্মিঃ বধূবীজং॥' (তন্ত্রসার)

তত্ত্ববিদ্ (ত্রি) তত্ত্বং বেত্তি তত্ত্ব-বিদ-ক্বিপ্। ১ তত্ত্বজ্ঞানী। পদার্থ সকলের যথার্থজ্ঞাতা। [তত্ত্বজ্ঞ দেখ।]
২ পরমেশ্বর। "তত্ত্বং তত্ত্ববিদেকাত্মা" (বিষ্ণুস°)

তত্ত্বসঞ্চয় (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তত্ত্বার্থসূত্র (ক্লী) জৈনধর্ম্মের মূলতত্ত্বপ্রকাশক সূত্রগ্রন্থবিশেষ, ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

তত্ত্বানুসন্ধান (ক্লী) তত্ত্বস্য অনুসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার অন্বেষণ, তথ্যানুসন্ধান, স্বরূপনিরূপণের চেষ্টা, কিরূপ আছে ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ লওয়া।

তত্ত্বানুসন্ধায়িন্ (ত্রি) তত্ত্ব-অনু-সংধা ণিনি। যে তত্ত্বানুসন্ধান করে, তত্ত্বান্বেষী।

তত্ত্বাবধান (ক্লী) তত্ত্বস্য অবধানং ৬তৎ। কোন বিষয় প্রকৃতরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা এই বিষয়ের অবলোকন, অধ্যক্ষতা করা।

তত্ত্বাবধায়ক (পুং) তত্ত্বস্য অবধায়কঃ ৬তৎ। তত্ত্বাবধানকারী, যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে।

তত্ত্বাবধারক (পুং) তত্ত্বস্য অবধারকঃ ৬তৎ। যিনি কোন বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ করেন, স্বরূপ-পরিজ্ঞাতা।

তত্ত্বাবধারণ (ক্লী) তত্ত্বস্য অবধারণং ৬তৎ। তত্ত্বনির্ণয়, স্বরূপ-জ্ঞান, যথার্থবোধ।

তত্ত্বাববোধ (ক্লী) তত্ত্বস্য অবরোধঃ ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞান। [তত্ত্বজ্ঞান দেখ।]

তৎপত্রী (স্ত্রী) তৎপত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। হিঙ্গুপত্রী। (শব্দার্থচি°)

তৎপদ (ক্লী) তদিতি পদং কর্ম্মধা। বিষ্ণুর পরমপদ। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইত্যাদিবাক্যস্থং তৎসত্যং স আত্মেত্যাদি" (শ্রুতি) হে শ্বেতকেতো! তাহাই সত্য, সেই আত্মাই একমাত্র সত্য, এইজন্য সেই আত্মাকে তৎপদ বলিয়া জানিবে।
"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

তৎপদলক্ষ্যার্থ (পুং) তৎপদস্য লক্ষ্যোঽর্থঃ ৬তৎ। ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদি সমূহ যে উপাধি তাহার আধারস্বরূপ অনুপাহিত চৈতন্য, চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম।

তৎপদবাচ্য (ত্রি) তৎপদস্য বাচ্যঃ ৬তৎ। ব্রহ্ম, শ্রুতি-প্রতিপাদ্য একমাত্র ব্রহ্মই তৎপদবাচ্য।

তৎপদবাচ্যার্থ (পুং) তৎপদবাচ্যস্য অর্থঃ ৬তৎ। ব্রহ্মের বাচ্যার্থে অজ্ঞানাদিসমূহ উপস্থিত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট চৈতন্য ও অনুপাহিত চৈতন্য এই তিনটী তৎপদবাচ্যের অর্থ। "অজ্ঞানাদিসমষ্টিঃ এতদুপহিতসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্যং এতদনুপহিতচৈতন্যঞ্চৈতৎ ত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ একত্বেনাবভাসমানং তৎপদবাচ্যার্থে ভবতি ব্যুৎপাদিতেঽর্থে।" (বেদান্তটী°)

তৎপদার্থ (পুং) তৎপদস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য অর্থঃ ৬তৎ। জগৎকারণ পরমাত্মা। "তৎ জগৎকারণং তত্ত্বং তৎপদার্থঃ স উচ্যতে।" (বেদান্তসা°) ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ। [ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপদাবিধ (ত্রি) তৎপদস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্থস্য অবিধা যত্র বহুব্রী। তৎপদবাচ্য, তৎপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম।

"মায়োপাধির্জগদ্‌যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লক্ষণঃ।
পরোক্ষ শবলঃ সত্যাত্মাত্মকস্তৎপদাবিধ ॥" (বেদান্তকা°)
[ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপর (ত্রি) তৎ পরমং উত্তমং যস্য বহুব্রী। ১ তদ্গত। ২ তদাসক্ত। (অমর) তস্মাৎপরং ৫তৎ। ৩ তাহা হইতে পর বস্তু, তৎপ্রধান। ৪ নিবিষ্ট, যত্নবান্। ৫ নিপুণ। ৬ সতর্ক, চতুর। (পুং) ৭ নিমেষ পরিমিত কালের ৩০ ভাগের একভাগ।

"অক্ষোর্নিমেষস্য স্বরামভাগঃ
স তৎপরস্তচ্ছতভাগ উক্তঃ" (সিদ্ধান্তশিরো°)

তৎপরতা (স্ত্রী) তৎপর-তল্ টাপ্। ১ সচেষ্টতা। ২ দক্ষতা। ৩ যত্ন, আগ্রহ, অভিনিবেশ। ৪ সতর্কতা।

তৎপরায়ণ (ত্রি) তদেব পরং অয়নং যস্য বহুব্রী। ১ তদাসক্ত, তদাশ্রিত। ২ তৎপ্রধান।

তৎপুরুষ (পুং) সমাসবিশেষ। এই সমাসে উত্তরপদের প্রাধান্য হয়, অর্থাৎ দুই পদে সমাস হইয়া পরে যে পদ থাকে তাহার লিঙ্গ প্রভৃতি হয়; প্রধানতঃ এই সমাস ৬ ভাগে বিভক্ত—দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী তৎপুরুষ। দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্তের উত্তর দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ হয়। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।] সঃ প্রসিদ্ধঃ পুরুষ। ২ রুদ্রভেদ। (ধরণি) তস্য পুরুষঃ (৩ তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ।

"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি" (তৈত্তি° আ° ১০।১।৫।৬)

তৎপূর্ব্ব (ত্রি) সএব পূর্ব্বঃ কর্ম্মধাঃ। সর্ব্বপ্রথম, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী।

তৎপ্রকার (ত্রি) সেইরূপ।

তৎফল (পুং) তনোতি তন-কিপ্ তৎ ফলং যস্য বহুব্রী বা তৎ বিস্তৃতং ফলতি ফল অচ্। ১ কুবলয়, পদ্ম। ২ কুষ্ঠনামক ঔষধিবিশেষ। ৩ চৌরনাম সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। (ধরণি) (স্ত্রী) তস্য ফলং ৬তৎ। ৪ তাহার ফল।

তত্র (অব্য) তস্মিন্ তৎ-ত্রল্। তথায়, সেখানে, তদ্বিষয়ে। "কথং তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ ॥"(মনু৯।১১২)

তত্রত্য (ত্রি) তত্র ভবঃ অব্যয়াৎ ত্যপ্। সেখানে যাহা ঘটে, সে স্থানে উৎপন্ন, তৎস্থানস্থ, সে স্থানসংক্রান্ত।

"মূর্চ্ছা মাপ্নোত্যুরুক্লেশ স্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈ র্মুহুঃ ॥"
(ভাগ° ৩৩১.৬)

তত্রভবৎ (ত্রি) পূজ্যার্থে তত্র ভবান্ নিত্যস° বা সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ। পূজ্য, মান্য, শ্লাঘ্য। নাটকে ইহার ভূরিপ্রয়োগ দেখা যায়। [অত্রভবান্ দেখ।]

তত্রস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক। তত্রস্থিত, সেইখানে স্থিত।

তত্রাপি (অব্য) তথাপি, তথাচ, তবু।

তৎসংক্রান্ত (ত্রি) তস্য সংক্রান্ত ৬তৎ। তদ্ঘটিত, তদীয়।

তৎসদৃশ (ত্রি) তস্য সদৃশঃ ৬তৎ। তাহার তুল্য, তাহার মত, তথাবিধ।

তৎসমনন্তর (অব্য) তদনন্তর।

তৎস্থলাভিষিক্ত (ত্রি) তস্য স্থলে অভিষিক্ত ৬ ও ৭তৎ। তাহার স্থলে অভিষিক্ত, তৎপ্রতিনিধি।

তৎস্বরূপ (ত্রি) তস্য স্বরূপঃ ৬তৎ। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক, তৎপ্রতিনিধি।

তৎসাধুকারিন্ (ত্রি) তৎসাধু যথা তথা করোতি তৎ-সাধু-কৃ ণিনি। তাহার প্রতি সাধুকারী- তাহার প্রতি উত্তম ব্যবহারকর্ত্তা।

তৎস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি তৎ-স্থা-ক। তথায় অবস্থিত।

তথা (অব্য) তেন প্রকারেণ তদ-থাল্ (প্রকার বচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩)। ১ সেই প্রকার। "যথা কামো ভবতি তথা ক্রতু র্ভবতি" (শতপথব্রা° ১৪।৭।২।৭)

২ সাম্য। (অমর) ৩ অভ্যুপগম। ৪ পূর্ব্বপ্রতিবচন, পৃষ্ট প্রতিবাক্য। ৫ সমুচ্চয়। ৬ নিশ্চয়। ৭ সত্য। (মেদিনী)

তথাকর (অব্য) নিশ্চিতপ্রতিবচনে তথা-কৃ-ণমুল্ (যথা তথয়োরসূয়া প্রতিবচনে। পা ৩।৪।২৮) কোন প্রকারে করিয়া। "তথাকারমহং ভোক্ষ্যে" (সি° কৌ°)

তথাগত (পুং) তথা সত্যং গতং জ্ঞানং যস্য বহুব্রী বা যথা স-

পুনরাবৃত্তি ভবতি তথা তেন প্রকারেণ গতঃ। ১ গৌতম বুদ্ধ, সুগত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধের ন্যায় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম তথাগত। [বুদ্ধ দেখ।]

"যথাগতস্তে মুনয়ঃ শিবাং গতিং তথা গতিং সোঽপি গত তথাগতঃ ॥" (সর্ব্বদ° বৌদ্ধাগম) (ত্রি) তথা তেন প্রকারেণ আগত ৩তৎ। সেইরূপে, সেই প্রকারে আগত। "নলং দৃষ্ট্বা তথাগতঃ" (ভার° ৩।৭৭।৫)

তথাগতগর্ভ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তথাগতগুণাজ্ঞানাচিন্ত্যবিষয়াবতারনির্দেশ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তথাগতগুপ্ত (পুং) একজন বৌদ্ধ রাজা।

তথাগতগুহ্যক (পুং) নেপালী বৌদ্ধগণের ৯ খানি প্রধান শাস্ত্রের মধ্যে একখানি ;

তথাগতভদ্র, নাগার্জ্জুনের একজন প্রধান শিষ্য।

তথাগুণ (ত্রি) তদ্রূপ গুণসম্পন্ন।

তথাচ (অব্য) তথাচ চ, চ, ইতিদ্বন্দ্ব। তত্রাপি, তবুও, পূর্ব্বোক্ত কথনের সমর্থন ও দৃঢ়ীকরণ।

"তথাচ শ্রুতয়ো বহ্বো নিগীতা নিগমেষ্বপি।" (মনু ৯।১৯)

তথাতা (স্ত্রী) তথা ভাবে তল্ টাপ্। তথাত্ব, তথাভূতত্ব, সেইপ্রকার।

তথাত্ব (ক্লী) তথা ভাবে ত্ব। তথাভূতত্ব, সেইপ্রকার।

"তথাত্বং চেদিন্দ্রিয়ানাং উপঘাতে কথং স্মৃতিঃ ॥" (ভাষাপ° ৪৭)

তথাপি (অব্য) তথাচ অপিচ দ্বন্দ্ব। তত্রাপি, তবুও, তাহা হইলেও।

"তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥" (উদ্ভট)

তথাভাবিন্ (ত্রি) তৎস্বভাবসম্পন্ন।

তথাভূত (ত্রি) তেন প্রকারেন ভূতঃ ভূ-কর্ত্তরি ক্ত। সেই-প্রকারে সম্পন্ন। "স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং" (কুমারস°)

তথামুখ (ত্রি) সেই দিকে মুখ ফেরান।

তথায় (দেশজ) সেইখানে, সেইস্থানে।

তথায়ত (দেশজ) সেই দিকে ফিরান।

তথারাজ (পুং) তথেতি রাজতে রাজ-টচ্। বুদ্ধ। (শব্দার্থচি°)

তথারূপ (ত্রি) সেইরূপ, তদনুরূপ।

তথারূপিন্ [তথারূপ দেখ।]

তথাবিধ (ত্রি) তথা বিধা যস্য বহুব্রী। তাদৃশ, সেইপ্রকার।

"তথাবিধ স্তাবদশেষ মন্ত্র-সঃ" (কুমারস°)

তথাবিধেয় (ত্রি) সেইরূপ কর্ত্তব্য।

তথাব্রত (ত্রি) সেইরূপ ব্রতপরায়ণ।

তথাস্তু (অব্য) তাহাই হউক, সেইরূপ হউক।

তথাস্বর (ত্রি) সেইরূপ উচ্চারিত।

তথাহি (অব্য) তথাচ হি চ দ্বন্দ্বঃ। ১ নিদর্শন। ২ প্রসিদ্ধি। (শব্দার্থচি°) ৩ পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ দৃঢ়ীকরণ, সমর্থন।

তথৈব (অব্য) তথাচ এব চ দ্বন্দ্বঃ। তদ্বৎ, সেইপ্রকার, তৎ-সমুচ্চয়াবধারণ। (শব্দার্থচি°)

"যথা নদী নদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিং।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিঃ ॥" (মনু)

তথৈবচ (অব্য) তথাচ এব চ চ চ দ্বন্দ্ব। ১ সেইরূপই, সেই প্রকারই। ২ রীতিপূর্ব্বক নয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে নয়, মনোযোগ ব্যতিরেকে।

তথ্য (ক্লী) তথা-সাধু তথা-যৎ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ১ সত্য, প্রকৃত, যথার্থ।

"তথ্যেনাপি ব্রুবন্দাপ্যো দন্ডং কার্ষাপণাবরং ॥" (মনু ৮।৩৭৪)

(ত্রি) তদ্যুক্ত।

তথ্যজ্ঞান (ক্লী) তথ্যস্য জ্ঞানং ৬তৎ। যথার্থজ্ঞান, প্রকৃতজ্ঞান। [তত্ত্বজ্ঞান দেখ।]

তথ্যভাষিন্ (ত্রি) তথ্যং ভাষতে ভাষ-ণিনি। যথার্থবাদী, সত্যবাদী, যে প্রকৃত কথা বলে।

তথ্যবাদিন্ (ত্রি) তথ্যং বদতি বদ্-ণিনি। সত্যবাদী।

তথ্যবোধ (পুং) তথ্যস্য বোধঃ ৬তৎ। তথ্যজ্ঞান, যথার্থজ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।]

তথ্যানুসন্ধান (ক্লী) তথ্যস্য অনুসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান, স্বরূপ-নিরূপণ চেষ্টা, যথার্থনির্ণয়-প্রয়াস, তত্ত্বান্বেষণ।

তদ্ (ত্রি) তন্-আদি ড্চি। ১ বুদ্ধিস্থপরামর্শবিশেষ, তিনি সেই। এই সর্ব্বনাম তদ্ শব্দের প্রথমাদি বিভক্তির রূপানুসারে তিনি তাঁহাকে, তাহা দ্বারা, তাহা হইতে, তাহাতে ইত্যাদি বুঝাইবে। [তৎ দেখ।]

তদংশ (পুং) তস্য অংশঃ ৬তৎ। তাহার ভাগ।

তদতিরিক্ত (ত্রি) তস্য অতিরিক্তঃ ৬তৎ। তাহার অতিরিক্ত, তাহা অপেক্ষা অধিক, তদধিক, তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন, তদ্ব্যতিরিক্ত।

তদধিক (ত্রি) তদতিরিক্ত।

তদনন্তর (ক্লী) তস্য অনন্তরঃ ৬তৎ। তাহার পর, তৎপরে।

তদস্তু (ত্রি) এইরূপে সম্পন্ন বা শেষ হওয়া। (পুং ক্লী) অভিপ্রায়, মতলব, তদ্বারক।

তদন্ন (ত্রি) তদেব অন্নং যস্য বহুব্রী। তাদৃশ জাগ্রদবস্থায় যেরূপ অন্নাদি ভোজনশীল স্বপ্নাবস্থায়ও সেই প্রকার।

"তদন্নায় তদপসে তং ভাগং" (ঋক্ ৮।৪৭।১৬)

'যদেব জাগরাবস্থায়াং ভোজ্যমেন প্রসিদ্ধং মধুপায়সাদি তদেব অন্নং যস্য সঃ। তাদৃশায় প্রত্যক্ষভোজনবৎ স্বপ্নেঽপি ভোক্তে' (সায়ণ) তস্য অন্নং ৬তৎ। তাহার অন্ন।

তদনন্যত্ব (ক্লী) তয়োরনন্যত্বং ৬তৎ। কার্য্য ও কারণের অভেদ, কার্য্য ও কারণ একই।

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।" (বেদান্তসূ°) বেদান্তদর্শনের মতে কার্য্য ও কারণ এক; ইঁহারা বলেন শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ কার্য্যকারণের ভেদ না থাকাই প্রতীত হয়। আকাশাদি বহু পদার্থান্বিত জগৎ কার্য্য ও পরব্রহ্ম কারণ। জগৎ কার্য্য যে ব্রহ্ম, কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উপনিষদ্‌সকল এক-বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে—যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃন্ময় জানা হয়। মৃন্ময়ই সত্য, বাক্যসৃষ্টি বিকারসকল নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই বাক্যে বলা হইয়াছে, মৃত্তিকাই ঘট শরাবাদির পারমার্থিক রূপ, ঘট, শরাব এই সকল কেবল নাম অর্থাৎ কথামাত্র। সুতরাং মৃত্তিকা জানিলে ঘট শরাবাদি সমস্ত মৃত্তিকা জানা হয়। ঘট শরাব এ সকল মৃত্তিকাই উহাদের রূপ, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, তদ্বিকার সকল মিথ্যা বা নামমাত্র। মৃত্তিকার অন্য সংস্থান কাল্পনিক, মৃত্তিকার ও মৃত্তিকাকার্য্যের দৃষ্টান্তে কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কার্য্যভূত জগৎ নাই। এ সমুদায় ব্রহ্ম; যদি এ সকল ব্রহ্ম বলিয়া অস্বীকার কর, তাহা হইলে শ্রুতিপ্রমাণোক্ত এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পন্ন হইবে না। যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃষ্ণিকা যেমন উষর ভূমির অনতিরিক্ত; সেইরূপ কারণ ও কার্য্য একই। (বেদান্তদ°) [হেতু ও ব্রহ্ম দেখ।]

তদনুরূপ (ত্রি) তস্য অনুরূপঃ ৬তৎ। তাহার মত, তদ্রূপ, তৎসদৃশ।

তদনুসার (পুং) তস্য অনুসারঃ ৬তৎ। সেই অনুসারে, তাহা যেরূপ সেই প্রকারে।

তদনুসারিন্ (ত্রি) তদনুসরতি অনু-সৃ-ণিনি। তদনুযায়ী, সেই অনুসারে যে চলে।

তদন্য (ত্রি) তস্মাদন্যঃ ৫তৎ। তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন।

তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ (পুং) তদন্যঃ বাধিতার্থস্য প্রসঙ্গঃ। প্রমাণবাধিত অর্থের প্রসঙ্গ রূপ তর্কভেদ। তর্ক পাঁচ প্রকার—আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, প্রমাণবাধিতার্থ প্রসঙ্গ। [বিশেষ বিবরণ তর্ক দেখ।]

তদপি (অব্য) তথাপি।

তদভিন্ন (ত্রি) তস্মাদভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ।

তদপস্ (অব্য) [বৈ] তৎপ্রসবকর্ম্মা।

"শশ্বত্তমং তদপা বব্রিবাংসং।" (ঋক্ ২।৩৮।১)

তদর্থ (ত্রি) ১ তৎপ্রয়োজনক, তদুদ্দেশ্যক। "অন্তেবাসী বার্থাং তদর্থেষু ধর্মকৃত্যেষু।" (দায়ভাগ°) ২ তদভিধেয়। ৩তৎ-প্রয়োজন, সেই কারণ, তজ্জন্য, তন্নিমিত্ত।

তদর্পণ (ক্লী) তস্য তস্মিন্ নিক্ষিপ্তস্য অর্পণং ৬তৎ। তদ্বস্তুর প্রত্যর্পণ, তাহার বা তাহাতে ন্যস্ত বস্তুর প্রত্যর্পণ।

তদর্হ (ত্রি) তদযোগ্য।

তদবধি (ক্লী) সং অবধি যস্মিন্ তৎ বহুব্রী। সেই অবধি, সেই সময় বা ঘটনা হইতে, তদা প্রভৃতি।

তদবস্থ (ত্রি) সা অবস্থা যস্য বহুব্রী। যে সেই অবস্থায় আছে, যে সেইভাবে রহিয়াছে, যাহার পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তদ্ভাবাপন্ন।

তদা (অব্য) তস্মিন্ কালে তদ্-দা। (তদোদা চ। পা ৫।৩।১৯) তখন, সেই সময়ে। "ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদোৎক্রামতি মূর্ত্তিতঃ॥" (মনু ১।৫৫)

তদাত্মন্ (পুং) ১ তৎস্বরূপ। ২ তদ্ভিন্ন, তাহা হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত এক।

তদাত্ব (ক্লী) তদা ইত্যস্য ভাবঃ তদা-ত্ব। তৎকাল, বর্ত্তমান কাল। "তদাত্বে চায়তিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ।°" (মনু ৭।১৬৯)

তদানীং (অব্য) তস্মিন্ কালে তদ্-দানীং। তদোদা চ। পা ৫।৩।১৯) তখন, সেই সময়ে। "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং" (ঋক্ ১০।১২৯।১)

তদানীন্তন (ত্রি) তত্র ভব ইতি টুাল্ তুট্ চ। তদাতন, তৎ-কালীন, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে।

তদাপ্রভৃতি (ত্রি) তদা তৎকালঃ প্রভৃতিরাদির্যস্য বহুব্রী। সেই অবধি, তদবধি। "তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ" (কুমার) তদাশব্দ সকল স্থলেই প্রায় সপ্তমীর অর্থে ব্যবহৃত হয়, কচিৎ প্রথমার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তদামুখ (ত্রি) তদা মুখং যস্য বহুব্রী। প্রারব্ধ, আরব্ধ।

তদাযুক্তক (পুং) তস্মিন্ আযুক্তঃ ৭তৎ। স্বার্থে কন্। রাজ-পারিষদবিশেষ।

তদিৎ (ত্রি) তদেতি ইণ ক্বিপ্ তুক্। তদ্বিষয়ক স্তোত্র।

তদিদর্থ (ত্রি) তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যস্য বহুব্রী। তদ্বিষয়ক স্তোত্র, যাহাদের প্রয়োজন আছে। "বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র" (ঋক্ ৮।২।১৬) 'ত্বদ্বিষয়কং স্তোত্রং তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তাদৃশাঃ' (সায়ণ)

তদীয় (ত্রি) ১ তৎসম্বন্ধীয়, তাহার। ২ তাহার অধিকৃত। ৩ তাহার সম্বাস্পদীভূত।

তদুপরি (ত্রি) তৎ উপরি। তাহার উপর, তাহার ঊর্দ্ধে।

তদেক (ত্রি) সএব একঃ প্রধানং যস্ত বহুব্রী। তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ, তদভিন্ন।

তদেকাত্মন্ (ত্রি) স এব একঃ আত্মা আত্মস্বরূপঃ যস্ত বহুব্রী। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক।

তদোকস্ (ত্রি) সেই স্থান। "তদোকসে পুরুশাকায় বৃষ্ণে" (ঋক্ ৩৩৫।৭) 'তদ্বিরোকোনিলয়ে যস্ত তস্মৈ' (সায়ণ)

তদোজস্ (ত্রি) সর্ব্ববলস্বরূপ। "সহস্রশৃঙ্গে বৃষভস্তদোজা" (ঋক্ ৫।১।৮) 'যৎপ্রসিদ্ধবলং তেজোবাস্তি তদেবোজো যস্ত তাদৃশঃ সর্ব্ববলস্বরূপ ইত্যর্থ।' (সায়ণ)

তদ্গত (ত্রি) তৎ গতঃ ২তৎ। তৎপর, তন্নিষ্ঠ, তদাসক্ত।

তদ্গুণ (ত্রি) তস্ত গুণ ইব গুণোঽস্ত বহুব্রী। তত্তুল্য গুণযুক্ত, তদীয় গুণের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ২ অর্থালঙ্কারবিশেষ, যেখানে নিজ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অপরের অত্যুৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ করা হয়, সেইখানে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। "তদ্গুণঃ স্বগুণত্যাগাদত্যুৎকৃষ্টগুণগ্রহঃ॥" (সাহিত্যদ° ১০ প°) উদাহরণ—"পদ্মরাগায়তে নাসামৌক্তিকং তেঽধরত্বিষা" (সাহিত্যদ°)

তোমার নাসামৌক্তিক অধর কান্তিদ্বারা পদ্মরাগমণিসদৃশ হইয়াছে, এইস্থলে নাসামৌক্তিক নিজের গুণ পরিত্যাগ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট পদ্মরাগমণির গুণ গ্রহণ করায় তদ্গুণ অলঙ্কার হইল। (পুং) তস্ত গুণঃ ৬তৎ। ৩ তাহার গুণ। ৪ প্রধান বিশেষণ, তদ্গুণসংবিজ্ঞান। "তদ্গুণসারত্বাৎ" (বেদান্তসূ°) 'তত্র প্রধানে গুণঃ বিশেষণং' (ভাষ্য)

তদ্গুণসংবিজ্ঞান (পুং) তত্র বহুব্রীহৌ গুণস্ত গুণীভূতস্ত বিশেষণস্ত সংবিজ্ঞানং সম্যক্জ্ঞানং যত্র বহুব্রী। সমাসবিশেষ। বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার তদ্গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্গুণসংবিজ্ঞান। বহুব্রীহি সমাস করিলে সমস্যমান পদার্থ যেখানে সমাসবাচ্যে থাকে, তাহাকে তদ্গুণসংবিজ্ঞান বলা যায়। যথা "ত্রীণি লোচনানি যস্ত স ত্রিলোচনঃ শিবঃ।" এখানে সমাসবাক্যে অর্থাৎ শিবে তিনটী লোচন রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম তদ্গুণসংবিজ্ঞান। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।]

তদ্দণ্ড (ত্রি) তৎদণ্ডঃ কর্ম্মধা। সেই দণ্ড, সেই সময়, সেইক্ষণ।

তদ্দিন (ক্লী) তৎ দিনং কর্ম্মধা। সেই দিন। "তদ্দিনং হি দুর্দ্দিনং যদেব হরিহরকথামৃতং" (পদাবলী)

তদ্দিনম্ (অব্য) ১ দিন মধ্য। ২ প্রতিদিন। (শব্দার্থচি°)

তদ্ধন (ত্রি) তদেব অব্যয়েনা হীনং ধনং যস্ত বহুব্রী। ১ কৃপণ। (হেম°) কৃপণ লোকদিগের যতই কেন ধন হউক না, তাহারা তাহাতে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা না করিয়া ব্যয় করিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকে, এইজন্ত পরে তাহারা 'তদ্ধন' এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (ক্লী) তৎ ধনং কর্ম্মধা। ২ সেই ধন। তস্ত ধনং ৬তৎ। ৩ তাহার ধন।

তদ্ধর্ম্মন্ (ত্রি) স ধর্ম্ম যস্ত বহুব্রী। তথাভূতধর্ম্মযুক্ত।

তদ্ধিত (ত্রি) তস্মৈ হিতঃ ৪তৎ।১ তাহার হিত, তাহার পক্ষে মঙ্গল, তদ্বিষয়ে উপযুক্ত। (পুং, ক্লী) ২ ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়বিশেষ, তদ্ধিত প্রত্যয় শব্দের উত্তর হয়।

"বিভক্ত্যাদি ত্রিকাদন্তঃ প্রত্যয়ঃ তদ্ধিতং মতং।
নামপ্রকৃতিকো নৈব মতিব্যাপ্ত্যাদিদোষতঃ॥"

"বিভক্তিধাত্বংশ কৃদ্ভ্যোঽন্যঃ প্রত্যয়ঃ তদ্ধিতঃ" (শব্দশক্তিপ্র°) বিভক্তি, ধাত্বংশ ও কৃৎ প্রত্যয় হইতে ভিন্ন যে প্রত্যয় তাহাই তদ্ধিত প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বিবিধ। প্রকৃত্যর্থভিন্নার্থক ও স্বার্থিক। যেস্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় তাহাই প্রকৃত্যর্থ-ভিন্নার্থক আর যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় না, প্রকৃতির অর্থানুরূপ থাকে, তাহাই স্বার্থিক।

তদ্বল (পুং) তস্মিন্ লক্ষ্যে এব বলং যস্ত বহুব্রী। বাণবিশেষ। (হেম°)

তদ্ভাব (পুং) তস্ত ভাব ৬তৎ। ১ তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম। যথা ঘটে ঘটত্ব, গোতে গোত্ব। তস্মিন্ ভাবঃ ৭তৎ। ২ তদ্বিষয়ক চিন্তন। "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" (গীতা)

তদ্ভাবাপন্ন (ত্রি) তদ্ভাবং আপন্নং ২তৎ। সেই ভাবপ্রাপ্ত, তাহার ভাবপ্রাপ্ত, যে সেই ভাবে রহিয়াছে, তাহার পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্ত বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তদবস্থ।

তদ্ভিন্ন (ত্রি) তস্মাৎ ভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্, তদন্য, তদ্ব্যতিরিক্ত।

তদ্রাজ (পুং) তস্ত রাজা ৬তৎ। ১ তাহার নৃপতি। ২ তদ্রাজ এই অর্থবিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ। "তে তদ্রাজা ইত্যেবমাদয়ঃ প্রত্যয়াস্তদ্রাজসংজ্ঞকা ভবন্তি" (পা ৪।১।১৭৪) এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যয়সকল তদ্রাজসংজ্ঞা হইবে।

তদ্রূপ (ত্রি) তৎ রূপং কর্ম্মধা। ১ তদ্বিধ, সেই প্রকার। তৎ রূপং যস্মিন্ বহুব্রী। সেইরূপে, সেই প্রকারে, তদনুসারে।

তদ্বৎ (অব্য) তেন তুল্যং বা তয়া তুল্যা সা-চেৎ ক্রিয়া ইত্যর্থে বতি। ১ তৎসদৃশ ক্রিয়াযুক্ত। তস্যৈব তত্রৈব বা ইত্যর্থে বতি। ২ তত্তুল্য অর্থ, তৎসদৃশ। "তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্নস্তিষ্ঠতে নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং।" (সাংখ্যকা°) (ত্রি) তদ্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত ব। তদ্বিশিষ্ট, তত্তুল্য, তাহার ন্যায়। "দ্রব্যাণি তদ্বন্তি পৃথক্পৃথক্সংখ্যো" (ভাষাপ°) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

তদ্বত্তা (স্ত্রী) তদ্বতো ভাবঃ তদ্বৎ-তল্-টাপ্। তদ্বিশিষ্ট। "পদার্থে তত্র তদ্বত্তা যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা ॥" (ভাষাপ° ৮২)

তদ্বশ (ত্রি) তৎকাম। "তস্মা এতং ভরত তদ্বশায়।" (ঋক্ ২।১৪।২) 'তদ্বশায় সোমকামায়' (সায়ণ)

তদ্বা [তদ্বৎ দেখ।]

তদ্বাচক (ত্রি) তদর্থক, তৎপ্রকাশক।

তদ্বিধ (ত্রি) সা-বিধা প্রকারো যস্য বহুব্রী। তৎপ্রকার, তথাবিধ, সেই প্রকার। "ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা ॥" (মনু ২।১১২)

তদ্ব্যতিরিক্ত (ত্রি) তস্মাৎ ব্যতিরিক্তঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন, তদন্য।

তন (পুং) ধন। "মিত্রা তনা ন রথ্যাত বরুণে ॥" (ঋক্ ৮। ২৫।২) 'তনাস্থ মুকুটকটকাদিনেতি তনানি ধনানি' (সায়ণ)

তনক (পুং) বেতনক।

তনবাল (পুং) জনপদবিশেষ ও তৎস্থানবাসী। (ভারত ভী°)

তনয় (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি কুলং তন-কয়ন্ (বলি মালতনিত্যঃ কয়ন্। উণ ৪।৯৯) ১ পুত্র। [পুত্র দেখ।] ২ জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান। (বৃহৎস°)

তনয়া (স্ত্রী) তনয়-টাপ্। ৭ কন্যা। ২ চক্রকুল্যালতা, চাকুলে লতা। ৪ ঘৃতকুমারী। তনয়া শব্দ "প্রিয়াদিষু" প্রিয়াদির মধ্যে গণনা হেতু সমাস করিলে পূর্ব্বপদ পুংবৎ হয় না, অর্থাৎ পুংলিঙ্গের মত হয় না, যথা, তনয়া জাতা যস্য সঃ তনয়াজাতঃ তনয়জাতঃ এই প্রকার হইবে না।

তনয়িত্নু (পুং) তন-শব্দে তন-ইত্নু পৃষোদরা° সাধুঃ। ১ অশনি। "অগ্নিং পূর্বা তনায়ত্নো রচিত্তাৎ" (ঋক ৪।৩।১) 'তনয়িত্নু রশনিঃ' (সায়ণ) ২ মেঘ। "অজ একাপাত্তনয়িত্নু র্র্ণবঃ" (ঋক্ ১০।৬৬।১) 'তনয়িত্নুর্মেঘঃ' (সায়ণ)

তনস্ (পুং) তনোতি বংশং তন-অসুন্। পৌত্রাদি। "মা শেষসা মা তনসা" (ঋক্ ৫।৭০।৪) 'তনসা পৌত্রাদিনা' (সায়ণ)

তনা (স্ত্রী) তন-অচ্-টাপ্। ধন। (নিঘণ্টু)

তনাদি (পুং) ধাতুপাঠোক্ত ধাতুগণবিশেষ। এই তনাদি ধাতুর উত্তর সার্ব্বধাতুক (লট্, লঙ্ বিধিলিঙ্) বিভক্তিতে উ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

তনিকা (স্ত্রী) তন্যতে ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ বধ্যতে হনয়া করণে ইন্ সংজ্ঞায়াংকন্ কাপি অত ইত্বং। বন্ধনরজ্জু। (শব্দার্থচি°)

তনিমন্ (পুং) তনোর্ভাবঃ তনু-ইমনিচ্। ১ তনুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, কৃশতা। "বিরলাতপস্তনিমানমভজত" (কাদ°) তনয়তি তনুং করোতি তনু ণিচ্-ইমনিচ্। ২ যকৃৎ। "অথ পার্শ্বয়ো রথ তনিম্নো হৃপবৃক্কয়োঃ" (শত° ব্রা° ২।৮।৩।১৭) 'তনিম্নঃযকৃতঃ' (ভাষ্য)

তনিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়ো রতিশয়েন তনুঃ বা অয়মেষা মতিশয়েন তনুঃ তনু-ইষ্ঠন্। ক্ষুদ্র, দুই জনের মধ্যে অতিশয় কৃশ বা অনেকের মধ্যে অতিশয় তনু। "এতেষাং লোকানাং অন্তরিক্ষলোকস্তনিষ্ঠঃ" (শতপথব্রা° ৭।১।২।২০)

তনীয়স্ (ত্রি) বহুনাং মধ্যেঽয়মতিশয়েন। অল্প, অনেকের মধ্যে একজন, অতিশয় তনু। "পক্ষপুচ্ছানি তনীয়াংসীব" (শতপথ ব্রা° ৮।৭।২।১) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

তনু (স্ত্রী) তন-উ (ভৃমৃশী তৃচরীতি। উণ্ ১।৭) ১ শরীর। ২ ত্বচ্। "তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ" (শকুন্তলা) (ত্রি) ৩ কৃশ। ৪ অল্প। ৫ বিরল। "নতুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং" (মনু ৩।১০)

৬ যোগশাস্ত্রোক্ত অস্মিৎ প্রভৃতি কেশ। "অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাং" (পাতঞ্জল সাধন° ৪।)

অবিদ্যাই সকলপ্রকার দুঃখের মূল, অনাত্মাতে আত্মাভিমানের নামই অবিদ্যা। এক অবিদ্যা হইতেই অস্মিতাদি চতুর্বিধ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। এই অস্মিতাদি ক্লেশ চারি প্রকার—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে ক্লেশ চিত্তভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার সহকারী উদ্বোধক ব্যতিরেকে স্বীয় কার্য্য করিতে পারে না, তাহাকে প্রসুপ্ত বলা যায়। যেমন বাল্যাবস্থায় বালকদিগের চিত্ত বাসনারূপে অবস্থিত হইয়াও সহকারী উদ্বোধকের অভাবহেতু তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। যে ক্লেশ স্ব স্ব প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা স্বকার্য্যশক্তি শিথিল হইলে বাসনারূপে চিত্তমধ্যে অবস্থিত থাকে, কিন্তু প্রভূত কার্য্যারম্ভক সামগ্রীর অভাবে স্বকার্য্য আরম্ভ করিতে অক্ষম হয়, তাহাকে তনু বলা যায়। যেমন যোগিগণের চিত্তে বাসনা থাকে বটে, কিন্তু সেই বাসনা উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে কোনরূপ কার্য্য দেখাইতে পারে না। যে ক্লেশ অন্য প্রবল ক্লেশের আক্রমণে পরাভূত থাকে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন বলে। যে ক্লেশ সহকারীর সান্নিধানমাত্র স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে উদার বলে।

(স্ত্রী) ৭ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন স্থান। 'তনুনিধনখভেশাঃ কেন্দ্রকোণে ত্রিলাভে ॥" (জাতকালঙ্কার)

তনুক (ত্রি) তনু-স্বার্থে কন্। শরীর। [তনু দেখ।)

তনুক্ষীর (পুং) তনু অল্পং ক্ষীরং নির্যাসো যস্য বহুব্রী। আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ।

তনুগৃহ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত গৃহভেদ। [তনু দেখ।]

তনুচ্ছেদ (পুং) তনুং দেহং ছাদয়তি ছাদের্ঘঃ হ্রস্বশ্চ। (ছাদের্ঘেঽদ্ব্যুপসর্গস্য। পা ৬।৪।৯৬) কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। "মাতলিস্তস্য মাহেন্দ্রমামুমোচ তনুচ্ছদং ॥" (রঘু ১২।৪৬)

তনুচ্ছায় (পুং) তন্বী ছায়া যস্য বহুব্রী। ১ আলবর্ক্ষরক বৃক্ষ। (রাজনি°)। (স্ত্রী ক্লী) ২ শরীরচ্ছায়া। (ত্রি) ৩ অল্পছায়াযুক্ত। (স্ত্রী) তন্বী ছায়া কর্ম্মধা। ৪ অল্পচ্ছায়া।

তনুজ (পুং) তনোর্দেহাৎ জায়তে জন-ড। ১ পুত্র। ২ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান।

তনুজা (স্ত্রী) তনুজ স্ত্রিয়াং টাপ্। কন্যা, দুহিতা।

তনুতা (স্ত্রী) তনু-ভাবে তল্ টাপ্। তনুত্ব, অল্পত্ব, কৃশতা।

তনুত্যজ্ (ত্রি) তনুং ত্যজতি ত্যজ-ক্বিপ্। যে তনু ত্যাগ করে, তনুত্যাগকারী। "যোগেনান্তে তনুত্যজাং" (রঘু ১।৮)

তনুত্যাগ (পুং) তনুনাং ত্যাগঃ ৬তৎ। দেহত্যাগ।

তনুত্র (ক্লী) তনুং ত্রায়তে ত্রা-ক। বর্ম্ম, সাঁজোয়া, যুদ্ধকালে আঘাত-নিবারণ জন্য যে লৌহময় আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা হইয়া থাকে।

তনুত্রবৎ (ত্রি) তনুত্রং বিদ্যতে অস্য তনুত্র-মতুপ্। তনুত্রধারী, বর্ম্মধারী।

তনুত্রাণ (ক্লী) তনুস্ত্রায়তেঽনেন ত্রৈ করণে ল্যুট্। বর্ম্ম।

তনুত্বচ্ (স্ত্রী) তন্বী ত্বক্ বল্কলং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ সুক্ষ্মাগ্নিমন্থ বৃক্ষ, গণুরীগাছ। (ত্রি) ২ সূক্ষ্মত্বগ্‌যুক্ত।

তনুপত্র (পুং) তনূনি কৃশানি পত্রাণি যস্য বহুব্রী। ১ ইঙ্গুদী বৃক্ষ। (ত্রি) ২ অল্প পত্রযুক্ত বৃক্ষমাত্র।

তনুভব (পুং) তনোর্ভবতি ভূ-অচ্ ৫তৎ। ১ পুত্র। "দৃশ্যতে তনুভবঃ শিশিরাংশো" (বৃহৎস° ৭।১৮) (স্ত্রী) কন্যা।

তনুভস্ত্রা (স্ত্রী) তনোঃ শরীরস্য ভস্ত্রেব। নাসিকা। (শব্দর°)

তনুভাব (পুং) পাতলা। "সন্তানৈস্তনুতাবনষ্টসলিলাঃ।"(শকু°)

তনুভূমি (স্ত্রী) বৌদ্ধশ্রাবকগণের জীবনের একঅংশ।

তনুভৃৎ (ত্রি) তনুং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্। দেহধারী। "ছায়া ফলং তনুভৃতাং শুভমাদধাতি" (বৃহৎস° ৬৭।৯২)

তনুমধ্যা [স্ত্রী) তনু কৃশং মধ্যং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ কৃশমধ্যা। ২ ষড়ক্ষরযুক্ত গায়ত্রীজাতীয় ছন্দোবিশেষ, ইহার ১।২।৫।৬ বর্ণ গুরু। "মূর্ত্তিমুরশত্রোরত্যদ্ভুতরূপা আস্তাং মম চিত্তে নিত্যং তনুমধ্যা। (ছন্দোম°) (ত্রি) ৩ অল্প মধ্য।

তনুরস (পুং) তনোর্দেহস্য রস ইব। ঘর্ম্ম। (হারাবলী)

তনু(নূ)রুহ্ (পুং) তনৌ তস্যাং বা রোহতি রুহ-ক্বিপ্। লোম।

তনুরুহ (ক্লী) তনৌ তস্যাং বা রোহতি রুহ-ক। লোম।

তনুল (ত্রি) তন উলচ্। বিস্তৃত।

তনুবাত (পুং) তনুঃ ক্ষীণঃ বাতঃ যত্র বহুব্রী। ১ নরকবিশেষ। (ত্রি) ২ অল্পবায়ুযুক্ত স্থান।

তনুবার (ক্লী) তনুং দেহং বৃণোতি বৃ-অণ্ উপপদস°। কবচ, সন্নাহ, সাঁজোয়া।

তনুবীজ (পুং) তনূনি কৃশাণি বীজানি যস্য বহুব্রী। ২ রাজবদরবৃক্ষ, নারিকেলকুল (রাজনি°) (ত্রি) ২ স্বল্পবীজযুক্ত।

তনুব্রণ (পুং) তনুঃ ক্ষুদ্রঃ ব্রণো যত্র বহুব্রী। বল্মীকরোগ।

তনুস্ (ক্লী) তনোতি তন-উসি। শরীর, দেহ।

তনুসঞ্চারিণী (স্ত্রী) তনু অল্পং যথা তথা সঞ্চরতি সম্ চর-ণিনি ঙীপ্। যুবতী স্ত্রী। (শব্দমালা)

তনুসর (পুং) তনোঃ সরতি তনু সৃ-অচ্ ৫তৎ। স্বেদ, ঘর্ম্ম।

তনূ(নু)হ্রদ (পুং) তনো হ্রদইব। পায়ু। (ত্রিকা°)

তনূ (পুং) তনোতি কুলং তন-ঊ। ১ পুত্র। "তাবাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে" (ঋক্ ৮।৮৬।১) 'তনোতি কুলমিতি তনূঃ পুত্রঃ' (সায়ণ) (স্ত্রী) তনু-ঊঙ্। ২ শরীর। ৩ প্রজাপতি। ৪ গো। [তনূনপাৎ দেখ।]

তনূকরণ (ক্লী) অতনুং তনুং করণং অভূততদ্ভাবে চ্বি। অল্পীকরণ। "সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ" (পাতঞ্জলসূ° ২।২)

তনূকৃ, অতনুং তনুং করোতি তনু অভূততদ্ভাবে চ্বি কৃক্রোঽনুপ্রয়োগঃ। অল্পীকরণ, পূর্ব্বে যাহা তনু (অল্প) ছিল না তাহাকে তনু করা।

তনূকৃৎ (ত্রি) তনূ-কৃ-ক্বিপ্। পুত্ররূপশরীরকারী। "তনূকৃদ্বোধিপ্রমতিশ্চ" (ঋক্ ১।৩১।৯) 'তনূকৃৎ পুত্ররূপশরীরকারী' (সায়ণ)

তনূকৃত (ত্রি) তনূ-কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ তষ্ট, অল্পীকৃত। (অমর)

তনূকৃথ (বৈ) পুত্রনিমিত্ত স্তুতি। "তাং বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে" (ঋক্ ৮।৮৬।১) "তনূকৃথে তনোতি কুলমিতি তনূঃ পুত্রঃ তস্য বিক্ (রূ)পে। নিমিত্ত হবতে স্তুতিভিরাহ্বয়তি।'(সায়ণ)

তনূজ (পুং) তস্যাঃ দেহাৎ জায়তে জন-ড। পুত্র।

তনূজনি (পুং) তস্যাঃ জনি ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূজন্মন্ (পুং) তস্যাঃ জন্ম ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূজা (স্ত্রী) তনূজ-টাপ্। কন্যা।

তনূত্রাণ (ক্লী) পক্ষ, পালক।

তনূতল (পুং) পরিমাণভেদ, এক ব্যাম।

তনূত্যজ্ (ত্রি) শরীরত্যক্তা। "যে যুধ্যন্তে প্রধানেষু শূরাসো যে তনূত্যজঃ" 'তনূত্যজঃ শরীরাণাং ত্যক্তারঃ।' (সায়ণ)

তনূদূষি (ত্রি (শরীরদূষণ বা নাশকারী।

তনূদেবতা (পুং) অগ্নিমূর্ত্তিভেদ।

তনূদেশ (পুং) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

তনূদ্ভব (পুং) তনোরুদ্ভবতি উদ্-ভূ-অচ্ ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূনং (ক্লী) তস্য ঊনং। বায়ু।

তনূনপ (ক্লী) তস্য ঊনং কৃশং পাতি পা-ক। ঘৃত, ঘৃত শরীরের পুষ্টিসাধন করে এইজন্য ইহার নাম তনূনপ।

তনূনপাৎ [দ] (পুং) তনূং ন পাতয়তি পত-ণিচ্ ক্বিপ্। (নভ্রান্নপাৎ। পা ৬।৩।৭৫) ইতি নিপাতনাৎ ন লোপঃ বা তনূনপং ঘৃতং অত্তি-অদ-ক্বিপ্। ১ অগ্নি। "তনূনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরো" (ঋক্ ৩।২৯।১১) 'সোঽগ্নিস্তনূনপাদুচ্যতে। তনূঃ শরীরাণি ন পাতয়তি ন দহতীতি ব্যুৎপত্তেঃ' (সায়ণ) ২ প্রজাপতির পৌত্র।

"নরাশংস প্রতিশূরো মিমানস্তনূনপাৎ" (যজু ২০।৩৭)

'তনূনপাৎ তনোতি বিস্তারয়তি সৃষ্টিং তনূঃ প্রজাপতির্মরীচিঃ তস্য নপাৎ পৌত্রঃ কশ্যপাখ্যঃ।' (বেদদীপ) (ক্লী) ৩ ঘৃত। ৪ অপ্যদেশ্যক প্রযাজভেদ। "তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানাৎ" (নিরুক্ত ৮।৬)

তনূনপ্ত (পুং) তনোতি তনূঃ পরমাত্মা তস্য নপ্তা পৌত্র ৬তৎ। বায়ু, তনূ পরমাত্মা, পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, এইজন্য বায়ু পরমাত্মার পৌত্র। শ্রুতি ও বেদান্তদর্শনের মতে প্রথমে পরমাত্মা হইতে নিখিল জগতের উপাদান আকাশ উৎপন্ন এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতি সম্ভূত হইয়াছে। "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুঃ" (শ্রুতি)

তনূপা (পুং) তনূং পাতি পা-ক্বিপ্। জঠরাগ্নি, জঠরাগ্নিদ্বারা ভুক্ত দ্রব্যসকল পরিপাক হয়, সারাংশসকল রক্ত-মাংসাদিরূপ শরীরে পরিণত হইয়া দেহকে পোষণ করে, এই জন্য জঠরাগ্নির নাম তনূপা।

"তনূপা অগ্নেসি" (শুক্লযজুঃ ৩।১৭) 'জঠরানলেন ভুক্তান্নে জীর্ণে রসবীর্য্যাদিপাকে সতি দেহপালনং ভবতি' (ভাষ্য) ২ দেহপালকমাত্র। "উগ্রোঽবিতা তনূপাঃ" (ঋক্ ৪।১৬।২০) 'তনূপাঃ শরীরাণাং পালকঃ ইন্দ্রঃ (সায়ণ)

তনূপান (ত্রি) শরীরপালক, অঙ্গরক্ষ। "দেবপরাস্তনূপানাঃ (তৈত্তিরীয়স° ৫।৭।২।২)

তনূপাবন্ (ত্রি) তনু বা জীবনরক্ষাকারী।

তনূপৃষ্ঠ (পুং) সোমযাগভেদ। [সোমযাগ দেখ।]

তনূবল (ক্লী) শরীর-বল।

তনূর (আরবী) উনান, চুলা।

তনূরুহ (ক্লী) তন্বাং রোহতি রুহ-ক। ১ লোম। ২ পক্ষীদিগের পক্ষ, পাখীর ডানা। ৩ পুত্র। ৪ গরুৎ। (হেম°)

তনূরুহাঙ্কুর (ত্রি) লোম। "নাভি সরোবর তথির উপর তনূরুহাঙ্কুরদাম" (কবিকঙ্কণচণ্ডী)

তনূর্জ (পুং] উত্তম মনুর পুত্র একজন নৃপ।

"ঔত্তমেয়ান্ মহারাজ দশ পুত্রান্ মনোরমান্।
ইষ উর্জস্তনূর্জশ্চ মধুমাধব এব চ॥" (হরিব° ৭ অ°)

তনূবশিন্ (পুং) অগ্নি।

তনূশুভ্র (ত্রি) শরীরভূষক।

তনূহবিস্ (ক্লী) বৈদিক তনূরূপ হবিঃ। বেদমন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত ঘৃতাদি হবনীয় বস্তু। "দ্বাদশাহান্তে তনূহবীংষি নির্ব্বপান্তি" (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১০।১৭) 'তনূহবীংষি অগ্নয়ে পবমানায়েত্যাদি' (কর্ক)

তনূহ্রদ [তনুহ্রদ দেখ।]

তনখা (পারসী) ১ অনুসন্ধান। ২ আন্দাজ করা। ৩ বেতন। ৪ হার।

তনখাদার (পারসী) বেতনভুক্।

তন্তি (স্ত্রী) তন কর্ম্মণি ক্তিচ্ বেদে ন দীর্ঘঃ ন লোপাভাবশ্চ। ১ দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জু। "বৎসানাং ন তন্তয়স্ত ইন্দ্র" (ঋক্ ৬।২৪।৪) 'তন্তির্নাম দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জুঃ' (সায়ণ) ২ গোমাতা।

তন্তিপাল (পুং) তন্তিং গোমাতরং পালয়তি পালি-অণ্। ১ গোমাতৃপালক। ২ সহদেব, বিরাটগৃহে সহদেব গুপ্তাবস্থানকালে এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। "তেষাং গোসংখ্যা আসন্ বৈ তন্তিপালেতি মাং বিদুঃ" (ভারত বিরাট ১০ অ°)

কোন কোন স্থলে তন্ত্রিপাল এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন 'তন্ত্রিং বেণীভূততাং পালয়তি ইতি বিগ্রহেণ তন্ত্রিপালং বচনকরং।'

"তন্ত্রিপাল ইতি খ্যাত নাম্নাহং বিদিতস্তথা।" (ভারত ৪।৩৯ অ°)

তন্তু (পুং) তন্যতে বিস্তার্য্যতে তন-তুন্ (সিত নিগমীতি। উণ্ ১।৭০) ১ সূত্র। তস্মিন্নোত মিদং প্রোক্তং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু" (ভাগ° ৯।৯।৭) ২ গ্রাহ, হাঙ্গর। ৩ সন্তান, অপত্য। "তেষামুৎপন্নতন্তূনামপত্যং দায়মর্হতি॥" (মনু ৯।২০৩) ৪ তাঁত (Fiber)। [তাঁত দেখ।]

তন্তুক (পুং) তন্তুরিব কায়তি কৈ-ক বা সংজ্ঞায়াং কন্। ১ সর্ষপ। (স্ত্রী) নাড়ী।

তন্তুকাষ্ঠ (ক্লী) তন্তুসমন্বিতং কাষ্ঠং মধ্যলো°। তন্তুযুক্ত কাষ্ঠ, তাঁতের কাঠ।

তন্তুকী (স্ত্রী) তন্তুক স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নাড়ী। (রাজনি°)

তন্তুকীট (পুং) তন্তুৎপাদকঃ কীট মধ্যলো°। কীটবিশেষ, কোষকার, গুটিপোকা।

তন্তুণ (পুং) তন বাহুলকাৎ তুনন্ নিপাতনাৎ ণত্বং ত্বন্যানকারান্ত ইত্যেকে। গ্রাহ, হাঙ্গর। (হেম°)

তন্তুনাগ (পুং) তন্তুর্নাগ ইব। গ্রাহ, হাঙ্গর।

তন্তুনাভ (পুং) তন্তুর্নাভৌ যস্য বহুব্রী, অচ্ সমাসান্তঃ। লূতা, মাকড়সা।

তন্তুনির্য্যাস (পুং) তন্তুবৎ নির্য্যাসো যস্য বহুব্রী। তালবৃক্ষ।

তন্তুপর্ব্বন্ (স্ত্রী) তন্তোঃ যজ্ঞোপবীতসূত্রস্য দানরূপং পর্ব্ব যত্র বহুব্রী। চান্দ্রশ্রাবণ-পৌর্ণমাসী, শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা, এই তিথিতে ভগবান্ বামনদেবকে যজ্ঞোপবীত দান করিতে হয়।

"শিষ্য স্ত্রিজন্মদিবসে সংক্রান্তৌ বিষুবায়নে।
সন্তীর্থেৎর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বাণো মাসর্ক্ষাদীন্ন শোধয়েৎ।" (স্মৃতি)

'তন্তুপর্ব্ব পরমেশ্বরোপবীতদানতিথিঃ'—শ্রাবণী পূর্ণিমা। (রঘুনন্দন)

এই তিথিতে নক্ষত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধ হইলেও যজ্ঞোপবীত দান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পূর্ণিমাতে মঙ্গলের জন্য হস্তে রক্ষা-সূত্র ধারণ করিতে হয়। ইহার বিষয় নির্ণয়সিন্ধুতে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। শ্রাবণী-পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগের তর্পণ করিবে। পরে অপরাহ্ন সময়ে রক্ষা-পোটলিকা সিদ্ধার্থ ও অক্ষত দ্বারা অর্পিত করিয়া তাহাতে সুবর্ণসংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর পুরোহিত এই মন্ত্রদ্বারা রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া দিবেন। মন্ত্র—

"যেন বদ্ধো বলিরাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
তেন ত্বামপি বধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল॥"

এই রক্ষাসূত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রত্যেকেরই যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া ধারণ করিতে হয়। এই রক্ষাবন্ধ প্রতিপৎ ও দ্বিতীয়াযুক্ত হইলে করিবে না। [রক্ষা-বন্ধন দেখ।]

তন্তুভ (পুং) তন্তুরিব ভাতি ভা-ক। ১ সর্ষপ।

"মরীচং পিপ্পলং কোষং জীরকস্তন্তুভং তথা।
সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥" (কালিকাপু°)

২ বৎস, বাছুর।

তন্তুমৎ (পুং) তন্তবঃ বিদ্যন্তে২স্য তন্তু-মতুপ্। অগ্নি।

তন্তুমতী (ত্রি) তন্তুমৎ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মুরারির মাতা।

তন্তুর (স্ত্রী) তন্তুযন্ত্যস্য কুম্ভাদিত্বাৎ তন্তু-র। মৃণাল। (শব্দর°)

তন্তুল (স্ত্রী) তন্তু-র রস্য ল বা তন্তু-লচ্। মৃণাল। (হেম°)

তন্তুবান (ত্রি) বয়ন।

তন্তুবাপ (পুং) তন্তুন্ বপতি বপ অন্। ১ তন্তুবায়, তাঁতি। ২ তন্ত্র, তাঁত। (শব্দমালা)

তন্তুবায় (পুং) তন্তুন্ বয়তি বিস্তারয়তি বৈ-অণ্। ১ লূতা, মাকড়সা। ২ নবশাখা (শায়ক) র অন্তর্ভুক্ত জাতিবিশেষ, তন্তুবায়, তাঁতি। [নবশাখ দেখ]

বস্ত্রবয়নোপজীবীলোক মাত্রকেই তন্তুবায় বলে, সুতরাং যে সকল লোক এই ব্যবসায় মাত্র অবলম্বন করিয়াছে তাহারা সকলেই নবশাক অন্তর্ভুক্ত তন্তুবায় জাতিসম্ভূত নহে। নানা ভিন্ন জাতি এক ব্যবসা অবলম্বন করায় ঐ সাধারণ বৃত্তিবোধক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই বলিয়া থাকে, উহারা শিবদাস বা ঘামদাসের বংশধর। এক দিন ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে মহাদেবের শরীর হইতে একবিন্দু ঘর্ম্ম পতিত হয়; ঐ ধর্ম্মবিন্দু হইতে তৎক্ষণাৎ শিবদাস উৎপন্ন হইল। ঘর্ম্ম হইতে জন্ম বলিয়া ইহার নাম ঘামদাস। অতঃপর মহাদেব একটী কুশ গ্রহণ করিয়া উহা হইতে ঘামদাসের জন্য কুশবতী নামে কন্যা সৃষ্টি করিলেন। ঐ কুশবতী ঘামদাসের পত্নী হইল। শিবদাসের চারিপুত্র বলরাম, উদ্ধব, পুরন্দর ও মধুকর। এই চারিজন হইতে চারি সম্প্রদায়ের তন্তুবায় সৃষ্টি হইল। জাতিকৌমুদীর মতে মণিবন্ধ পুরুষ ও মণিকার স্ত্রী হইতে তন্তুবায় উৎপন্ন। পরশুরামের জাতিমালা মতে—

"তৈলিকাৎ মণিকন্যায়াং তন্ত্রবায়স্য সম্ভবঃ।"

তৈলিকের ঔরসে মণিকারকন্যার গর্ভে তন্ত্রবায়ের জন্ম হইয়াছে।

রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালা মতে—

"মণিবন্ধাৎ থানিকার্য্যাং তন্তুবায়শ্চ জগ্নিবান্।
তন্তুন্ দত্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠে তন্ত্রবায়মবাপ্তবান্॥
মণিবন্ধ্যাং তন্ত্রবায়াৎ গোপজীবস্য সম্ভবঃ।"

মণিবন্ধের ঔরসে ও থানিকারী-কন্যার গর্ভে তন্তুবায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মুনিবরকে তন্তু দিয়াছিল বলিয়া তন্ত্রবায় নাম প্রাপ্ত হয়। তন্তুবায়ের ঔরসে ও মণিবন্ধ-কন্যার গর্ভে গোপজীবের জন্ম।

মনুসংহিতার মতে—

"নৃপায়াং বৈশ্যসংসর্গাদায়োগব ইতি স্মৃতঃ।
তন্তুবায়ো ভবত্যেব বসুকাংস্যোপজীবিনঃ।
শীলকাঃ কেচিত্তবৈব জীবনং বস্ত্রনির্ম্মিতৌ॥"

ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে আয়োগব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্তুবায়ও এইরূপ। ইহাদের জীবিকা বস্ত্রনির্ম্মাণ। আবার অনেকের মতে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শাপভ্রষ্টা ঘৃতাচীর গর্ভে ৮ পুত্র জন্মে। বিশ্বকর্ম্মা ঐ অষ্ট পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পশাস্ত্র শিক্ষা দেন। তাহাদিগের হইতেই অষ্টজাতীয় শিল্পী উৎপন্ন হয়। তন্তুবায় ইহাদের একতম।

বাঙ্গালায় তন্তুবায়গণ নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা—আশ্বিনা বা আসন তাঁতি, ইহারা আবার বর্দ্ধমানী, বর্ণকুল, মহাকুল, মান্দারণ ও উত্তরকুল এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। বলরামী. বঙ্গ, বড়ভাগিয়া বা ঝাঁপানিয়া, বারেন্দ্র, ছোটভাগিয়া

বা কায়েত, তাঁতি কাতুর, কোরা, ক্ষীর, মধুকরী, মগন, মড়িয়ালী, নীর, পাত্র, পুরন্দরী, পূর্ব্বকূল, রাঢ়ী ও উদ্ধবী।

বেহারস্থ তন্তুবায়গণ বৈশ্বর, বনৌধিয়া, চামার, বৈশ্বর, কাহার, কনৌজিয়া, ত্রিহুতিয়া ও উত্তরা।

উড়িষ্যার তন্তুবায়গণ মাতিবংশতাঁতি, গালাতাঁতি ও হংসীতাঁতি এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

বাঙ্গালার তাঁতিদিগের উপাধি—বরাশ, বসাক, ভড়, ভদ্র, বো, বিট, চন্দ, চৌগরী, দালাল, দাস, দত্ত, দে, গুঁই, প্রামাণিক, হংসী, যাচন্দার, কর, লু, মণ্ডল, মেষ, মুখিম, নন্দী, পাল, সাধু, সর্দ্দার, রক্ষিত ও শীল।

বেহারে উপাধি—দাস, মহাতো, মাঝি, মরাস্ত ও মারিক।

বাঙ্গালার তাঁতিগণ অগস্ত্য ঋষি, অলম্বাসী, অলম্যান, অত্রিঋষি, বড়ঋষি, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মাঋষি, গর্গঋষি, গোতম, জনঋষি, কাশ্যপ, কুল্যঋষি মধুকুল্য, পরাশর, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ ও ব্যাস এই কয়েকটী গোত্রে বিভক্ত। বেহারে ইহাদের চামরতানি, হিন্দুয়া, কাশ্যপ, প্রভৃতি গোত্র আছে।

পশ্চিমবঙ্গে আশ্বিনা তাঁতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা বলে, আশ্বিন তাঁতিগণই মূল জাতি; ইহা হইতেই অপরাপর তন্তুবায়গণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নামানুসারে ৫টী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। আশ্বিন তাঁতিদিগের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাদের স্ত্রীলোকেরা নাসিকায় কখন মাকড়ী ধারণ করে না।

ঢাকার তাঁতিগণ বড়ভাগিয়া বা ঝাম্পানিয়া ও ছোট-ভাগিয়া বা কায়তিয়া এই দুই দলে বিভক্ত। ঝম্পানে চড়িয়া বিবাহ করে বলিয়া প্রথম শাখাকে ঝাম্পানিয়া বলে। শেষোক্ত তাঁতিগণ পূর্ব্বে কায়স্থ ছিল, পরে বস্ত্রবয়নবৃত্তি অবলম্বন করায় জাতিচ্যুত হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ বড়ভাগিয়া শাখাই বহুবিস্তৃত। ইহাদের অনেকের উপাধি বসাক। পূর্ব্বে কোন সম্রান্ত তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়া কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করিলে তাঁহাকে এই উপাধি অর্পণ করা হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানির কুঠিতে যে সকল তন্তুবায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপাধি বংশানুক্রমিক অদ্য পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যথা—যাচনদার বা মূল্যনিরূপক, মুখিম পরিদর্শক, দালাল এবং সর্দ্দার অর্থাৎ এক দল কারিকরের সরদার।

ঢাকার মগ-বাজারে মগী শ্রেণী নামে এক দল জাতিভ্রষ্ট তন্তুবায় বাস করে। ইহারা পতিত হইলেও আচার-ব্যবহার শুদ্ধ তন্তুবায়গণের সমান।

ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, ছোটভাগিয়া অর্থাৎ কায়েত তাঁতিগণ পূর্ব্বে সেকরা ছিল, পরে স্বব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত লাভজনক বস্ত্রবয়নব্যবসা আরম্ভ করে। এখন উহারাও বসাকদিগের সঙ্গে ভোজন করিতে পায়। বসাকগণ আবার তাহাদিগকে সামাজিক মর্য্যাদা প্রত্যর্পণ করেন।

অপেক্ষাকৃত ধনী কায়েত তাঁতিগণ আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। এই তাঁতি ঢাকায় বাস করে। অনেকেই সেকরাগিরি, মহাজনী বা খোদক (নকাশি) বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গতাঁতি নামে আর এক শ্রেণীর তাঁতির বাস আছে। ইহারা নাগরিক তাঁতিদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা বলে, তাহারাই ঐ দেশের আদিম তাঁতি এবং সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশে বস্ত্র দান করিয়া আসিতেছিল। যাহা হউক বসাক তাঁতিগণ ইহাদিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। ঢাকার ২০ মাইল উত্তরে ধামরাই নগরে প্রায় ২৫০ ঘর বঙ্গতাঁতি বাস করে। ঢাকার তাঁতিগণ বিবাহকালে রক্ত পট্টবস্ত্র পরিধান করে। কিন্তু এই বঙ্গ তাঁতিগণ বিবাহকালে শুক্লবস্ত্র পরিয়া থাকে। ইহারা শাড়ী- উড়ানী, ডোরিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ঢাকায় ফুলতোলার জন্য প্রেরণ করে। পূর্ব্বে এই ধামরাই নগরেই সুবিখ্যাত সূক্ষ্মসূত্র প্রস্তুত হইত। স্ত্রীলোকগণ চরকায় হস্ত দ্বারা ঐ সূক্ষ্মসূত্র প্রস্তুত করিত। উহাদের হস্তনির্ম্মিত সূক্ষ্ম সূত্রের প্রশংসা করিয়া একজন বলিয়াছেন যে, একজন কাটুনীর প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ৮৬ গজ সূত্র ওজনে এক রতি অপেক্ষাও কম হইয়াছিল। এখন এক রতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্মতম সূত্র ৭০ গজের অধিক হয় না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, হয় স্ত্রীগণ পূর্ব্বের ন্যায় সূতা কাটিতে পারে না, কিংবা কার্পাস মোটা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উহাদের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত হইয়াছে।

বেহারের তাঁতিদিগকে তাঁতবা কহে। ইহারা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কনৌজিয়া ও ত্রিহুতিয়া।

বেহারের চামারতাঁতি ও কাহারতাঁতিগণ বোধ হয় কোন চামার ও কাহারজাতি হইতে উৎপন্ন। সম্ভবতঃ কোন চামার ও কাহার বস্ত্রবয়ন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমে তাঁতি হইয়া পড়িয়াছে। উড়িষ্যার মাতিবংশ তাঁতিগণ মোটা কাপড় বয়ন করে। ইহাদের অনেকেই সম্প্রতি বস্ত্রবয়ন-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করিতেছে। গালাতাঁতিগণ সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং হংসীতাঁতিগণ নানাবিধ রঞ্জিন বস্ত্র প্রস্তুত করে।

ঢাকায় অনেক হিন্দুস্থানী বা মুঙ্গেরিয়া তাঁতি বাস করে। ইহাদের অনেকেই বাহিরে খোয়াদা, মুটিয়া, মজুর ও মালি-গিরি এবং পাখাটানা ইত্যাদি কার্য্য করে। আবার গৃহে বস্ত্রবয়ন ও কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে, কনৌজিয়া ও ত্রিহুতিয়া। কনৌজিয়াগণই সংখ্যায় অধিক, সমাজে ইহারা অনেক উন্নত। ত্রিহুতিয়াগণ পাল্কীবাহক, গায়ক, বাদ্যকর, সহিস, মাঝি প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করায় সমাজে হেয়।

বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইহা-দের বিবাহাদি অন্যান্য নবশাখ জাতির ন্যায়। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কেহ কেহ পণ গ্রহণ করিয়া কন্যার বিবাহ দেয়। কন্যাদান করাই সমাজে সর্ব্বত্র সম্মান-সূচক ও যশস্কর। সম্প্রতি অপর উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুর ন্যায় কন্যাকর্ত্তাকেও বরের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যানুসারে পণ দিয়া কন্যাদান করিতে হইতেছে।

বেহারে তাঁতিদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পরিত্যক্তা-স্ত্রীর পুনর্ব্বার সাঙ্গা প্রচলিত আছে। স্ত্রী স্বজাতীয় কোন পুরুষের সহিত সহবাস করিলে ইহারা একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করে, কিন্তু ভিন্নজাতীয় পুরুষের সহিত রত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে। এই তাঁতি-দিগের সমজাতীয়া কোন স্ত্রীলোক ইহাদের উপপত্নীরূপে থাকিলে এবং পরে তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহারা প্রথমতঃ সমাজে গৃহীত হয় না। কিন্তু মুখ্যদিগকে একত্র করিয়া একটা ভোজ এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলে পুনরায় ঐ স্ত্রী এবং তাহার সন্তানগণকে সমাজে গ্রহণ করা হয়।

বাঙ্গালার তাঁতিগণ প্রায় সমস্তই বৈষ্ণব ও খড়দহবাসী গোস্বামীদিগের শিষ্য। ইহারা মুখে গুম্ফ রাখা সমাজ-নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করে। আজিও গোঁড়া এবং বৃদ্ধ তাঁতিগণ গোঁফ রাখে না; যাহা হউক সম্প্রতি অধিকাংশ যুবকই এ কুসংস্কার বড় মানে না। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁতিদিগের মধ্যে কেহ পঞ্চায়ত বা সমাজপতি নাই। সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিজ সমাজভুক্ত অন্যান্য নির্ধন তাঁতিদিগের উপর প্রভুত্ব করে এবং উহাদের মধ্যে কলহাদি মীমাংসা করিয়া দেয়। ব্যব-সায়সংক্রান্ত বিষয়সকল বৃহৎ বৃহৎ দল ও দলপতিদিগের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই তন্তুবায়গণ ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মা-ষ্টমী উপলক্ষে মহোৎসব করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঢাকায় তন্তুবায়গণ এই সময় বিস্তর অর্থব্যয়ে মহা আড়ম্বর ও ঘটা করিয়া রাজপথে পর্ব্ব বাহির করে। পূর্ব্বে যখন ঢাকায় নবাব ছিলেন, তখন তাঁহার সৈন্যদল ও বাদ্যকরগণ এই ঘটায় যোগদান করিত। এখন ইহার জাঁকজমক অনেক কমিয়া গেলেও পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকার জন্মাষ্টমী উৎসবই সর্ব্বপ্রধান। এই উৎসব ঢাকায় দুই অংশে হইয়া থাকে। ঢাকার তন্তুবায়গণ বহুকাল হইতে তাঁতিবাজার ও নবাবপুর নামক নগরের দুইটী পল্লীতে বাস করিয়া আসিতেছে। এই দুই পল্লী হইতে নন্দোৎসবের দিন এক একটী পর্ব্ব বাহির হয় এবং সমস্ত সহর পরিভ্রমণ করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ঐ দুই দল পরস্পর মুখোমুখী হইয়া পড়ে, সুতরাং উভয় দলে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট ভবিষ্যতে এইরূপ দাঙ্গার সম্ভাবনা নিবারণার্থ নিয়ম করিয়াছেন যে, একদিনেই দুই দল বাহির হইতে পারিবে না এবং পালাক্রমে এক এক বৎসর এক এক দল পূর্ব্ব দিনে এবং অন্যদল পর দিনে পর্ব্ব বাহির করিবে। তাঁতিবাজারের তন্তুবায়গণ কৃষ্ণের মুরলী-মোহন মূর্ত্তির পূজা করে। নবাবপুরের তন্তুবায়দিগের ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম। উৎসব বাহির হইবার সময় অগ্রভাগে একশ্রেণী হস্তী ও ভূতপূর্ব্ব নবাবপ্রদত্ত পাঞ্জা অর্থাৎ মহরমের সময় বাহিত করের প্রতিমূর্ত্তি গমন করে। তৎপরে চতুর্দ্দোলে বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি, যানাদির উপর বহুসংখ্যক মনুষ্য-পশ্বাদির নানারূপ হাস্যোদ্দীপক ও ব্যঙ্গব্যঞ্জক ছবি এবং নর্ত্তকী, কবি প্রভৃতি কৌতুকজনক গীত গাহিতে গাহিতে ও নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোকসকলকে প্রীত করিতে করিতে গমন করে। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে অসংখ্য লোক ঠাকুর দেখিতে যত না হউক ঠাকুরের পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব দেখিতে ঢাকা নগরে আসিয়া থাকে।

বঙ্গতাঁতিগণ মহাসমারোহে কামদেবের পূজা করে। বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ সাধারণতঃ এবং ঝাঁপানিয়া তাঁতিগণ একবারেই এই উৎসব করে না। কিন্তু ভাবাল, কামরূপ ও উহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি এই পূজা প্রচলিত। মদনচতুর্দ্দশী অর্থাৎ চৈত্রকৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর দিন ঐ উৎসব সমা-হিত হয়। পূর্ব্বে এই উৎসব সাতদিন ধরিয়া হইত। বঙ্গ-তাঁতিগণ জন্মাষ্টমী করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্নরূপ। দুইটী বালককে বহুমূল্য বেশভূষায় কৃষ্ণ ও নন্দগোপ সাজাইয়া মহা-আড়ম্বরে গীতবাদ্যাদি সহ রাস্তায় ভ্রমণ করে। তন্তুবায়গণ সকলেই প্রথমতঃ কুলদেবতা বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে, ঐ সময় চর্কি, নাটাই, দাক্তি, মাকু, শানা প্রভৃতি তন্ত্রের যন্ত্রসকলেরও পূজা হয়। বিশ্বকর্ম্মাপূজায় প্রায় প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হয় না; অন্যান্য শিল্পীদিগের ন্যায় যন্ত্রাদিতেই বিশ্বকর্ম্মার অধিষ্ঠান জ্ঞান করিয়া পূজা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেও

তাঁতিগণ প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, অনেকেই শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ সকল ঠাকুরের সম্মুখে ছাগবলি প্রদান করে না।

বেহারে তাঁতবা বা তাঁতিগণের মধ্যে অতি অল্পই বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশই শক্তি-উপাসক। কনৌজিয়া তাঁতিগণ মহামায়ারূপে দুর্গার উপাসনা করে। বাঙ্গালাবাসী বেহারী তাঁতবাগণ দুর্গাপূজা করে, কালীপূজার দিন ঠাকুরের সম্মুখে ছাগবলি দেয় এবং মধু কুমার নামক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নামে একটী খাসি অর্থাৎ ছিন্নমুষ্ক ছাগ বলি দেয়। ত্রিহুতিয়া তাঁতিগণ অনেকে কালী, দুর্গা, মহাদেব প্রভৃতির উপাসনা করে, কিন্তু অধিকাংশই বুদ্ধরাম নামক ত্রিহুতবাসী জনৈক মুচির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মানিয়া চলে। এই বুদ্ধরাম মুচির মত অনেকাংশই নানকশাহের ন্যায়। তাঁহার মতাবলম্বী তাঁতিগণ জাতিভেদ মানে না, কিন্তু ধর্ম্মাচরণের নানাবিধ বাহ্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বেহারের লোকে বন্দী, গোরৈয়া, ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি যে সকল ঠাকুর পূজা করে সে সমস্ত ভিন্ন তাঁতিগণ সৈসিয়ার, কাকবর প্রভৃতি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজা করে। শ্রাবণ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে ইহাদের উদ্দেশে মেষ বলি প্রদান করিয়া প্রেতপুরুষদিগকে প্রসন্ন করা হয়। এই কার্য্যে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। পুরুষগণ স্বয়ং কার্য্য সমাধা করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণই তন্তুবায়দিগেরও পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তন্তুবায়দিগের যাজকতা করার জন্য তাঁহারা দুই চারিজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট হেয় হইলেও ব্রাহ্মণসমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সমান মান্য লাভ করিয়া থাকেন।

বেহারের তাঁতবাগণের অনেক স্থানেই পুরোহিত নাই, আবার যেখানে আছে সেখানেও ইহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ অতি নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত। অধিকাংশ স্থলে যেখানে তাঁতবাদিগের পুরোহিত নাই, ইহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ সাজিয়া পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। অনেক সময় ভাগিনেয়ই পুরোহিত হয়। এইরূপ অনার্য্য-ক্রিয়া দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয়, বেহারস্থ তাঁতিগণ নীচজাতীয় এবং নীচজাতি হইতে ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজে প্রবেশ করিতেছে। উক্ত শ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ করিয়া বেহারস্থ তাঁতিগণ ত্রয়োদশ দিবসে অশৌচান্ত করিয়া থাকে। যাহা হউক তথাপি হিন্দুসমাজে এবং কোন সদ্ব্রাহ্মণ ইহাদের হস্তে জল গ্রহণ করেন না।

কোন তাঁতি উচ্চ কি নিম্নশ্রেণীস্থ তাহা তাহাদের ব্যবহৃত মণ্ডদ্বারাই জানিতে পারা যায়। উচ্চশ্রেণীস্থ তন্তুবায়গণ বস্ত্রবয়নের সময় খৈ-মণ্ড ব্যবহার করে, এবং অন্নমণ্ডকে উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র জ্ঞান করে; কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ তন্তুবায়গণ অন্নমণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকে তজ্জন্য ইহাদিগকে মেড়ো-তাঁতি কহে। বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে অন্যান্য নবশাখ জাতির ন্যায়। ইহারা সমাজে মদ্য বা মাংস ভক্ষণ করে না। কিন্তু বেহারস্থ তাঁতবাগণের মদ্য-মাংস সেবনে কোন বাধা নাই। মদ্যপানের পূর্ব্বে ইহারা প্রথমে দুই চারি ফোঁটা ইষ্টদেবতা কালী বা মহাদেবের নামে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট পান করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বস্ত্রবয়নই তন্তুবায়গণের উপজীবিকা। এই ব্যবসা উহারা আবহমান কাল অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী সস্তা কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উহাদিগের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত প্রায়। অধিকাংশ তন্তুবায় বাধ্য হইয়া বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে আশ্বিনা ও মাড়িয়ালীদিগের প্রায় ¾ অংশ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যাহারা এইরূপে বৃত্তিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে; কিন্তু যাহারা পুরুষানুক্রমিক বস্ত্রবয়নবৃত্তি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উন্নতির কথা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ দুর্দ্দশাই বৃদ্ধি হইতেছে, বস্ত্রবয়ন দ্বারা তাহাদের অন্নসংস্থান হয় মাত্র, সহজে কেহ সঞ্চয় করিতে পারে না। এবিষয়ে এ প্রদেশে একটী প্রবাদ আছে, সে প্রবাদটী এইরূপ।—মহাদেব শিবদাসকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বস্ত্রবয়ন করিতে আদেশ করিলে শিবদাস সূত্র, তন্তু প্রভৃতির অভাব জানাইল। মহাদেব এক অসুরকে বধ করিয়া তাহার চক্ষু হইতে কার্পাসের গুটি সৃষ্টি করিলেন। ঐ গুটি হইতে কার্পাসবীজ সৃষ্টি হইল। পরে ঐ বীজ হইতে কার্পাস বৃক্ষ এবং ক্রমে উহা হইতে তুলা উৎপন্ন হইল। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া চর্কা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। দুর্গা স্বয়ং সূতা কাটিয়া দিলেন, কিন্তু বলিলেন যে, প্রথম বস্ত্রখান তাঁহাকে দিতে হইবে। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা তন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে দেবতাগণ আসিয়া উহার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গে অধিষ্ঠান করিলেন। মাকুতে পবন, নালায় অগ্নি ইত্যাদি। শিবদাস প্রথম বস্ত্রখানি বুনিয়া গৌরীকে প্রদান করিলে গৌরী পরম প্রীত হইয়া শিবদাসকে বর দিতে চাহিলে শিবদাস বলিল, যেন একখানি বস্ত্র বুনিয়া ছয়মাস খাইতে পাই

এই বর দাও। গৌরী তথাস্তু বলিলেন। এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ দেখিলেন, শিবদাস বর লইয়া গেল যে, একখানি বস্ত্রে তাহার ছয়মাস চলিবে। সুতরাং এত লোকের বস্ত্র সঙ্কুলান হইবে না। যাহাতে সে অনেক বস্ত্র বয়ন করে, তাহার উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা সরস্বতীকে শিবদাসের পত্নী কুশাবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সরস্বতী কুশাবতীর কণ্ঠে গিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে শিবদাস বর লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কুশাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বর লইয়াছ?" শিবদাস আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিল। কুশাবতী সরস্বতীর প্ররোচনায় বলিল, "ও কি বর লইয়াছ একখানি কাপড় বুনিয়া ছয়মাস বসিয়া থাকিবে, তাহা হইলে ছেলেরা কাজকর্ম্ম শিখিবে কেমন করিয়া; প্রতিদিন কাপড় বুনিবে, তবে ত পুত্রগণ কর্ম্মিষ্ঠ হইবে। যাও এখনি বর ফিরাইয়া আন যে, রোজ কাপড় বুনিব আর রোজ খাইব।" শিবদাস স্ত্রীবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তৎক্ষণাৎ বর ফিরাইয়া আনিল। তদবধি সে প্রতিদিন বুনিতে লাগিল আর প্রতিদিন তাহা বেচিয়া খাইতে লাগিল। দেবতাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এইরূপে বুদ্ধিমান তন্তুবায়দিগের সুবুদ্ধি আদিপুরুষ স্বীয় মহা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া আপনাকে এবং নিজ বংশধরদিগকে কর্ম্মকুশল ও পরিশ্রমী হইতে বাধ্য করিলেন। অদ্যাপি অজ্ঞ তন্তুবায়গণ আপনাদের দুরবস্থার জন্য এই উপাখ্যান বলিয়া তাহাদের আদিপুরুষকে দোষী করিয়া থাকে।

এই গল্পটীর মূলে কিছু সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, সাধারণ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস, তন্তুবায়গণের বুদ্ধি তাহাদের উপাখ্যানবর্ণিত আদিপুরুষ হইতে অধিক পৃথক নহে। তাঁতির নির্ব্বুদ্ধি ও ভীরুতার অর্থ যেন পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর ইহারা নিরীহ, দুর্ব্বল, স্বতঃই ভীরু, উদ্যমশূন্য ও স্বল্পেই সন্তুষ্টচিত্ত, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কষ্টে দিনপাত করিতে পারিলে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। বলবানের অত্যাচার শান্তভাবে সহ্য করে, ক্ষমতা সত্ত্বেও কাহারও বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করে না। ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা যত হউক না হউক, লোকের বিশ্বাস তাঁতি বলিলেই নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ বুঝিতে হইবে। এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে, ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার এই প্রকার নানারূপ গল্প প্রচলিত হইয়াছে। কোন তাঁতি উলুবনে বন্যাভ্রমে সন্তরণ দিতেছে, ওদিকে কোন তাঁতি ভূপতিত পিষ্টককে জীর্ণ চন্দ্র-ভ্রমে চাহিয়া দেখিতেছে, কোন তাঁতি খৈ-বন্ধনে বদ্ধ আছে, আবার চাঞ্জী অর্থাৎ দলপতি আসিয়া মুখ হইতে খড়ের ঢাকা, চক্ষু বন্ধন ও কর্ণের তুলা খুলিয়া অগাধ বুদ্ধির একবারমাত্র বিকাশ করিয়া থাম কাটিয়া হাত বাহির করিবার সুযুক্তি প্রদান করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার চক্ষে ঠুলি, মুখে খড় ও কর্ণে, তুলা ঢাকা দিতেছে, কি জানি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বাহির হইয়া যায়। এদিকে কোন তন্তুবায় পয়স্বিনী গাভীকে একমাস কাল দোহন না করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধদিনে একবারেই তাহার এক মাসের দুগ্ধ দোহন করিতে গিয়া যখন পাইতেছে না তখন গাভী-পৃষ্ঠোপবিষ্ট দংশককে ক্ষীরচোর বোধে তাহাকে মারিতে গিয়া গাভীকে হত্যা করিতেছে এবং দংশক যেমন উড়িয়া তাহার ভ্রাতার কপালে বসিতেছে, অমনি ভ্রাতা হস্ত দ্বারা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিতেছে, ডাঁশ এখানে; তন্তুবায় ভ্রাতাকেও ধরাশায়ী করিতেছে। ওদিকে কোন তাঁতি লোভে কষ্ট পাইতেছে। কোন তাঁতি জাল হইতেছে। কোথাও তাঁতিগণ দলবলে ভেকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছে। এরূপে শত শত গল্প অতিরঞ্জিতভাবে ইহাদের গ্লানি করিয়া থাকে। এই সকল গল্প তন্তুবায়দিগের নির্ব্বুদ্ধিতা-পরিচায়ক হউক বা না হউক, রচয়িতাদিগের বিদ্বেষ-বুদ্ধি, পরনিন্দাপ্রিয়তা ও তন্তুবায়দিগের উপর বদ্ধমূল বিরাগ স্পষ্ট প্রকাশ করে।

যাহা হউক সম্প্রতি বহুসংখ্যক তন্তুবায়-যুবক প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইঁহারা যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সর্ব্বকার্য্যকুশলতা, উদ্যমশীলতা প্রভৃতি দ্বারা অনেককে পরাস্ত করিতেছেন, তাহাতে আর কেহ তন্তুবায়গণের কুৎসাবাদ করিতে সাহস করিবে না। মুসলমান জোলাতাঁতিগণ নির্ব্বোধের আদর্শ। [জোলা দেখ।]

তন্তুবায়গণের মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। উত্তরকুলসম্প্রদায় কেবলমাত্র কার্পাসসূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত করে, মড়য়ালী তাঁতিগণ কেবল পট্ট বা তসরের বস্ত্র প্রস্তুত করে, কখন সূত্র-বস্ত্র বয়ন করে না; আশ্বিনা তাঁতিগণ উভয় বস্ত্রই বুনিয়া থাকে।

ঢাকার তাঁতিগণ পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত উৎকৃষ্ট কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিত। এখন সেরূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র আর হয় না। তাহাদের সৌভাগ্য-সময়ে যে সকল সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইত, ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise) তাহার ৫ প্রকারের একটী তালিকা দিয়াছেন, যথা—

১। মলমল—ইহার মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অব্রবান, তঞ্জেব, দেশীয় কার্পাস-সূত্রে নির্ম্মিত মলমল। ২য় প্রকার শাবনাম, খাসা, ঝুনা, (সরকার আলি) গঙ্গাজল ও তেরিন্দম্। ৩য় প্রকার মসলিন সর্ব্বাপেক্ষা মোটা, ইহাদের

সাধারণ নাম বাফ্‌তা। ইহার হাম্মাম, ঝিম্‌তি, শণ, জঙ্গলখাসা ও গলাবন্ধ এই কয়টী ভিন্ন নাম।

২। ডোরিয়া—অর্থাৎ ডোরা দেওয়া মলমল, যথা রাজকোট, ঢাকান, পাদশাহীদার, বুটিদার, কাগজী ও খেলাপাট।

৩। চারখানা—চৌকাকাটা মলমল, যথা নন্দনশাহী, আনারদাশ, কবুতরখোপী, শাকুট্টা, বাচ্ছাদার ও কুন্টিদার।

৪। জামদানি—অর্থাৎ ছোট বুটদার মলমল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব য়ুরোপীয় বণিকগণ ইহাকে নয়নসুখ বলিতেন। বুটার আকার, লতা, ফুল প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি ও উহাদের বর্ণভেদে জামদানির নামভেদ হয়, তন্মধ্যে শাহ, বর্ণাবুটি, চৌবল, মেল, তেড়্‌চা ও ধুন্‌খীজাল সাধারণ।

৫। কাসদা বা চিকণ—মলমলকে লাল, নীল, হরিদ্রা বেগুনে প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহার উপর মুগা, তসরের ফুলতোলা কাপড়। এই প্রকারের মধ্যে কটাওকাম, নৌবাড়ি, রিহুদী, আজিজুল্লা ও সমুদ্র লহর প্রধান।

তন্তুবায়দণ্ড (পুং) তন্তুবায়স্য দণ্ডঃ ৬তৎ। বেমা, তন্তুবায়সাধনদণ্ড।

তন্তুবিগ্রহা (স্ত্রী) তন্তুভিঃ নির্ম্মিতো বিগ্রহো যস্যাঃ বহুব্রী। কদলী। (ত্রিকা°)

তন্তুশালা (স্ত্রী) তন্তুবপনার্থং যা শালা। তন্তুবপনগৃহ, তাঁতঘর।

তন্তুসন্তত (ত্রি) তন্তুভিঃ সন্ততঃ ব্যাপ্তং ৩তৎ। স্যূতবস্ত্র, সূত্র বিস্তৃত বস্ত্র, সিঙ্গান কাপড়। পর্য্যায়—উত, উত, স্যূত। (অমর)

তন্তুসন্ততি (স্ত্রী) তন্তুনাং সন্ততিঃ ৬তৎ। বয়ন।

তন্তুসার (পুং) তন্তুঃ এব সারো যত্র বহুব্রী। গুবাক বৃক্ষ, সুপারি গাছ। (ত্রিকা°)

তন্ত্র (ক্লী) তনোতি তন্যতে বা তন-ষ্ট্রন্ বা তন্ত্রি কুটুম্বধারণে ঘঞ্। ১ কুটুম্বকৃত্য, কুটুম্বদিগের ভরণাদি কার্য্য।

"সর্ব্বাস্তুপায়ানথ সম্প্রধার্য্য সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্ত্রং।"

(ভারত ১৩।৪৮।৬)

২ বেদের শাখাবিশেষ। ৩ সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। ৪ দৃঢ় প্রমাণ। ৫ পরিচ্ছদ। ৬ ঔষধ। ৭ ঝাড়ন-মন্ত্র। ৮ প্রধান। ৯ কার্য্য। ১০ কারণ। ১১ উপায়। ১২ রাজসমাপ্তব্যাহারী লোক। ১৩ সৈন্য। ১৪ অধিকার। ১৫ রাজ্য। ১৬ স্বরাষ্ট্রচিন্তা। ১৭ ইতিকর্ত্তব্যতা। ১৮ সূত্র। ১৯ তন্তুবায়। ২০ যে তন্তু দ্বারা তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, তাঁত। ২১ পদ, ব্যবসায়। ২২ সমূহ। ২৩ বস্ত্রবয়নের সামগ্রী। ২৪ আহ্লাদ। ২৫ রাজ্যশাসন। ২৬ রাজ্যের সমৃদ্ধি-সম্পাদন। ২৭ গৃহ। ২৮ ধন। ২৯ অধীনতা, অন্যের উপর নির্ভর করা। ৩০ চর্ম্মনির্ম্মিত সূক্ষ্মরজ্জু। ৩১ দল, সম্প্রদায়। ৩২ উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি। ৩৩ কুল। ৩৪ শপথ। ৩৫ অধীন, আয়ত্ত। ৩৬ উভয়ার্থ প্রয়োজন। ৩৭ শিবোক্ত শাস্ত্র। ৩৭ বিধির অঙ্গে অঙ্গসমুদায়। "দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যামস্তন্ত্রস্য তত্রাম্নায়ত্বাৎ।" (আশ্ব° শ্রৌ° ১।১।৩) 'তন্ত্রমঙ্গসংহতিঃ বিধ্যন্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদিসংস্থাজপাস্তঃ প্রধানস্য তন্ত্রণাৎ তন্ত্রমিত্যুচ্যতে।' (কর্ক)

৩৮ শিবোক্ত শাস্ত্রভেদ। এই শাস্ত্র প্রধানতঃ আগম, যামল ও তন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বারাহীতন্ত্রের মতে—

"সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথার্চ্চনম্।
সাধনঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥
ষট্‌কর্ম্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্ব্বিধঃ।
সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥"

সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাগণের পূজা, সকলের সাধন, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্মসাধন ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সপ্ত প্রকার লক্ষণ থাকিলে তাহাকে আগম বলা যায়।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ।
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্॥
তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।
সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ॥
উৎপত্তিবিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্।
সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ॥
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্।
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্।
রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্ম্মস্তথৈব চ॥
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥"

সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদিগের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, বিবুধগণের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জ্যোতিষ-সংস্থান, পুরাণাখ্যান, কোষকথন, ব্রতকথা, শৌচাশৌচবর্ণন, স্ত্রী-পুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে তাহাকে তন্ত্র বলা যায়।

"সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনম্।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈব চ॥
যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণম্।

সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতিষের কথা, নিত্যকৃত্য, ক্রম, সূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্ম্ম, এই আটটী যামলের লক্ষণ।

বারাহীতন্ত্রের মতে সমস্ত তন্ত্রের শ্লোক মোটামোটী দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে ও পাতালে ৯ লক্ষ এবং এই ভারতে এক লক্ষ মাত্র। ইহার মধ্যে—

"আগমং ত্রিবিধং প্রোক্তং চতুর্থমৈশ্বরং স্মৃতম্॥
কল্পশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তঃ আগমো ডামরস্তথা।
যামলশ্চ তথা তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্॥"

আগম তিন প্রকার, চতুর্থ ঐশ্বর। কল্প চারি প্রকার— আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র এই প্রকারভেদ দেখা যায়। মহাবিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে—

"চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সফলানীহ বারাহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু॥
কল্পভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ।
পাষণ্ডমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি॥"

যামলাদি লইয়া ৬৪ খানি তন্ত্র বিষ্ণুক্রান্তা ভূমিতে ফলদায়ক। কল্পভেদে যে সকল তন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা পাষণ্ড মোহনের জন্য, তাহাতে কোন ফল হয় না।

শ্রেষ্ঠতা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন—

"কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাতীনাং সুরেশ্বরি।
মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্ণৃণাম্ভবেৎ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেন কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।" ২ উঃ।

কলিদোষে দীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পবিত্র ও অপবিত্র বিচার থাকিবে না। সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা তাহারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে? এইরূপ অবস্থায় স্মৃতিসংহিতাদি দ্বারাও মানবগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। প্রিয়ে! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গতি নাই। শিবে! আমি বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি, কলিযুগে সাধক তন্ত্রোক্ত বিধানদ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন।

"কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

কলিকালে যে আগম (তন্ত্র) উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যমার্গে গমন করে, সত্য সত্যই বলিতেছি—নিশ্চয়ই তাহার সদ্গতি হয় না।

"নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥
কলাবন্যোদিতৈর্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥"

এখন বৈদিক মন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ঐ সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃতাতুল্য হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকা যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও স্বকার্য্যসাধনে অসমর্থ, কলিতে অন্যান্য মন্ত্র সমুদায়ও প্রায় সেইরূপ।" বন্ধ্যাস্ত্রীর যেমন ফল হয় না, সেইরূপ অন্য মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিলে ফলসিদ্ধি হয় না, কেবল শ্রমমাত্র। কলিকালে অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্ব্বোধ তৃষ্ণাতুর হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন করে। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শীঘ্র ফলপ্রদ, জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি সকল কর্ম্মেই প্রশস্ত।

এই জন্যই রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ তন্ত্রগ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

গুহ্যশাস্ত্র। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই তন্ত্র অতি গুহ্যতত্ত্ব (Mystic doctrine) বলিয়া গণ্য। প্রকৃত দীক্ষিত ও অভিষিক্ত ব্যতীত কাহারও নিকট এই শাস্ত্র প্রকাশ করিতে নাই। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে, ধন দিবে, স্ত্রী দিবে, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিবে, কিন্তু এই গুহ্যশাস্ত্র অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। *

আগমতত্ত্ববিলাসে এই কয়খানি তন্ত্রের উল্লেখ আছে— ১ স্বতন্ত্রতন্ত্র, ২ ফেৎকারীতন্ত্র, ৩ উত্তরতন্ত্র, ৪ নীলতন্ত্র, ৫ বীরতন্ত্র, ৬ কুমারীতন্ত্র, ৭ কালীতন্ত্র, ৮ নারায়ণীতন্ত্র, ৯ তারিণীতন্ত্র, ১০ বালাতন্ত্র, ১১ সময়াচারতন্ত্র, ১২ ভৈরবতন্ত্র, ১৩ ভৈরবীতন্ত্র, ১৪ ত্রিপুরাতন্ত্র, ১৫ বামকেশ্বরতন্ত্র, ১৬ কুক্কুটেশ্বরতন্ত্র, ১৭ মাতৃকাতন্ত্র, ১৮ সনৎকুমারতন্ত্র, ১৯ বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র, ২০ সম্মোহনতন্ত্র, ২১ গৌতমীয়তন্ত্র, ২২ বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, ২৩ ভূতভৈরবতন্ত্র, ২৪ চামুণ্ডাতন্ত্র, ২৫ পিঙ্গলাতন্ত্র, ২৬ বারাহীতন্ত্র, ২৭ মুণ্ডমালাতন্ত্র, ২৮ যোগিনীতন্ত্র, ২৯ মালিনীবিজয়তন্ত্র, ৩০ স্বচ্ছন্দভৈরবতন্ত্র, ৩১ মহাতন্ত্র, ৩২ শক্তিতন্ত্র, ৩৩ চিন্তামণিতন্ত্র, ৩৪ উন্মত্তভৈরবতন্ত্র, ৩৫ ত্রৈলোক্যসারতন্ত্র, ৩৬ বিশ্বসারতন্ত্র, ৩৭ তন্ত্রামৃত,

* কুলাচার্য্যপ্রসঙ্গে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

৩৮ মহাফেৎকারীতন্ত্র, ৩৯ বারবীয়তন্ত্র, ৪০ তোড়লতন্ত্র, ৪১ মালিনীতন্ত্র, ৪২ ললিতাতন্ত্র, ৪৩ ত্রিশক্তিতন্ত্র, ৪৪ রাজরাজেশ্বরীতন্ত্র, ৪৫ মহামোহস্বরোত্তরতন্ত্র, ৪৬ গবাক্ষতন্ত্র, ৪৭ গান্ধর্ব্বতন্ত্র, ৪৮ ত্রৈলোক্যমোহনতন্ত্র, ৪৯ হংসপারমেশ্বর, ৫০ হংসমাহেশ্বর, ৫১ কামধেনুতন্ত্র, ৫২ বর্ণবিলাসতন্ত্র, ৫৩ মায়াতন্ত্র, ৫৪ মন্ত্ররাজ, ৫৫ কুব্জিকাতন্ত্র, ৫৬ বিজ্ঞানলতিকা, ৫৭ লিঙ্গাগম, ৫৮ কালোত্তর, ৫৯ ব্রহ্মজামল, ৬০ আদিজামল, ৬১ রুদ্রজামল, ৬২ বৃহজ্জামল, ৬৩ সিদ্ধজামল, ৬৪ কল্পসূত্র। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি তান্ত্রিক গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। যথা—১ মৎস্যসূক্ত, ২ কুলসূক্ত, ৩ কামরাজ, ৪ শিবাগম, ৫ উড্ডীশ, ৬ কুলোড্ডীশ, ৭ বীরভদ্রোড্ডীশ, ৮ ভূতডামর, ৯ ডামর, ১০ যক্ষডামর, ১১ কুলসর্ব্বস্ব, ১২ কালিকাকুলসর্ব্বস্ব, ১৩ কুলচূড়ামণি, ১৪ দিব্য, ১৫ কুলসার, ১৬ কুলার্ণব, ১৭ কুলামৃত, ১৮ কুলাবলী, ১৯ কালীকুলার্ণব, ২০ কুলপ্রকাশ, ২১ বাশিষ্ঠ, ২২ সিদ্ধসারস্বত, ২৩ যোগিনীহৃদয়, ২৪ কালীহৃদয়, ২৫ মাতৃকার্ণব, ২৬ যোগিনীজালকুরক, ২৭ লক্ষ্মীকুলার্ণব, ২৮ তারার্ণব, ২৯ চন্দ্রপীঠ, ৩০ মেরুতন্ত্র, ৩১ চতুঃশতী, ৩২ তত্ত্ববোধ, ৩৩ মহোগ্র, ৩৪ স্বচ্ছন্দসারসংগ্রহ, ৩৫ তারাপ্রদীপ, ৩৬ সঙ্কেতচন্দ্রোদয়, ৩৭ ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বক, ৩৮ লক্ষ্যায়র্ণয়, ৩৯ ত্রিপুরার্ণব, ৪০ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, ৪১ মন্ত্রদর্পণ, ৪২ বৈষ্ণবামৃত, ৪৩ মানসোল্লাস, ৪৪ পূজাপ্রদীপ, ৪৫ ভক্তিমঞ্জরী, ৪৬ ভুবনেশ্বরী, ৪৭ পারিজাত, ৪৮ প্রয়োগসার, ৪৯ কামরত্ন, ৫০ ক্রিয়াসার, ৫১ আগমদীপিকা, ৫২ ভাবচূড়ামণি, ৫৩ তন্ত্রচূড়ামণি, ৫৪ বৃহৎশ্রীক্রম, ৫৫ শ্রীক্রম, ৫৬ সিদ্ধান্তশেখর, ৫৭ গণেশবিমর্শিনী, ৫৮ মন্ত্রমুক্তাবলী, ৫৯ তত্ত্বকৌমুদী, ৬০ তন্ত্রকৌমুদী, ৬১ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ, ৬২ রামার্চ্চনচন্দ্রিকা, ৬৩ শারদাতিলক, ৬৪ জ্ঞানার্ণব, ৬৫ সারসমুচ্চয়, ৬৬ কল্পদ্রুম, ৬৭ স্নানমালা, ৬৮ পুরশ্চরণচন্দ্রিকা, ৬৯ আগমোত্তর, ৭০ তত্ত্বসাগর, ৭১ সারসংগ্রহ, ৭২ দেবপ্রকাশিনী, ৭৩ তন্ত্রার্ণব, ৭৪ ক্রমদীপিকা, ৭৫ তারারহস্য, ৭৬ শ্যামারহস্য, ৭৭ তন্ত্ররত্ন, ৭৮ তন্ত্রপ্রদীপ, ৭৯ তারাবিলাস, ৮০ বিশ্বমাতৃকা, ৮১ প্রপঞ্চসার, ৮২ তন্ত্রসার, ৮৩ রত্নাবলী এ ছাড়া মহাসিদ্ধসারস্বতে সিদ্ধীশ্বর, নিত্যাতন্ত্র, দেব্যাগম, নিবন্ধতন্ত্র, রাধাতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র, মহাকালতন্ত্র, যন্ত্রচিন্তামণি, কালীবিলাস ও মহাচীনতন্ত্রের উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত তন্ত্র ব্যতীত আরও কতকগুলি তন্ত্র ও তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা—আচারসারপ্রকরণ, আচারসারতন্ত্র, আগমচন্দ্রিকা, আগমসার, অন্নদাকল্প, ব্রহ্মজ্ঞানমহাতন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র, ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্র, চিন্তামণিতন্ত্র, দক্ষিণাকল্প, গৌরীকঞ্চুলিকাতন্ত্র, গায়ত্রীতন্ত্র, ব্রাহ্মণোল্লাস, গ্রহযামলতন্ত্র, ঈশানসংহিতা, জপরহস্য, জ্ঞানানন্দ-তরঙ্গিনী, জ্ঞানতন্ত্র, কৈবল্যতন্ত্র, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, কৌলিকার্চ্চনদীপিকা, ক্রমচন্দ্রিকা, কুমারীকবচোল্লাস, লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, নির্ব্বাণতন্ত্র, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্র, বরদাতন্ত্র, মাতৃকাভেদতন্ত্র, নিগমকল্পদ্রুম, নিগমতত্ত্বসার, নিরুক্ততন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্র, পীঠনির্ণয়, পুরশ্চরণবিবেক, পুরশ্চরণরসোল্লাস, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সরস্বতীতন্ত্র, শিবসংহিতা, শ্রীতত্ত্ববোধিনী, স্বরোদয়, শ্যামাকল্পলতা, শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা, শ্যামাপ্রদীপ, তারাপ্রদীপ, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়, বর্ণভৈরব, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র, বীজচিন্তামণিতন্ত্র, যোগিনীহৃদয়দীপিকা, জামল প্রভৃতি।

বারাহীতন্ত্রে তন্ত্রসমূহের নাম ও শ্লোকসংখ্যা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	তন্ত্রের নাম	শ্লোকসংখ্যা।
মুক্তক	৬০৫০	যোগার্ণব	৮৩০৭
শারদা	১৬০২৫	মায়াতন্ত্র	১১০০০
প্রপঞ্চ (১ম)	১২৩০০	দক্ষিণামূর্ত্তি	৫৫৫০
প্রপঞ্চ (২য়)	৮০২৭০	কালিকা	১১০১৩
প্রপঞ্চ (৩য়)	৫৩১০	কামেশ্বরীতন্ত্র	৩০০০
কপিল	৬০৮০	তন্ত্ররাজ	১০৯০
যোগ	১৩৩১১	হরগৌরীতন্ত্র (১ম)	২২০২০
কল্প	৫০৯০	হরগৌরীতন্ত্র (২য়)	১২০০০
কপিঞ্জল	২৮০১২০	তন্ত্রনির্ণয়	২৮
অমৃতশুদ্ধি	৫০০৫	কুব্জিকাতন্ত্র (১ম)	১০০০৭
বীরাগম	৬৬০৬	কুব্জিকাতন্ত্র (২য়)	৬০০০
সিদ্ধসম্বরণ	৫০০৬	কুব্জিকাতন্ত্র (৩য়)	৩০০০
যোগডামর	২৩৫৩৩	কাত্যায়নীতন্ত্র	২৪২০০
শিবডামর	১১০০৭	প্রত্যঙ্গিরাতন্ত্র	৮৮০০
দুর্গাডামর	১১৫০৩	মহালক্ষ্মীতন্ত্র	৫৫০৫
সারস্বত	৯৯০৫	দেবীতন্ত্র	১২০০০
ব্রহ্মডামর	৭১০৫	ত্রিপুরার্ণব	৮৮০৩
গান্ধর্ব্বডামর	৬০০৬০	সরস্বতীতন্ত্র	২২০৫
আদিযামল	৩৫৩০০	আস্থাতন্ত্র	২২৯১৫
ব্রহ্মযামল	২২১০০	যোগিনীতন্ত্র (১ম)	২২৫৩২
বিষ্ণুযামল	২৪৬২০	যোগিনীতন্ত্র (২)	৬৩০৩
রুদ্রযামল	৬৪৬৫	বারাহীতন্ত্র	"
গণেশযামল	১০৫২৩	গবাক্ষতন্ত্র	৬৫২৫
আদিত্যযামল	১২০০০	নারায়ণীতন্ত্র	৫০২০৩
নীলপতাকা	৫০০০	মৃড়ানীতন্ত্র (১ম)	৪৪৯০

তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।
বামকেশ্বর	২৫	মৃড়ানীতন্ত্র (২য়)	৩০০০
মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র	১৩২২০	মৃড়ানীতন্ত্র (৩য়)	৩৩০

বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে—এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ ও কপিলোক্ত অনেক উপতন্ত্র আছে। জৈমিনি, বসিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুলস্ত্য, ভার্গব, সিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ অনেক উপতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাহাদের আর সংখ্যা করা যায় না।

হিন্দুগণের তন্ত্র যেমন শিবোক্ত, বৌদ্ধদিগের তন্ত্র সেইরূপ বজ্রসত্ব বুদ্ধ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল বৌদ্ধতন্ত্রও সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও সংখ্যায় বিস্তর; তন্মধ্যে এই সকল তন্ত্রই প্রধান। ১ প্রমোদমহাযুগ, ২ পরমার্থসেবা, ৩ পিণ্ডীক্রম, ৪ সম্পুটোদ্ভব, ৫ হেবজ্র, ৬ বুদ্ধকপাল, ৭ সম্বরতন্ত্র বা সম্বরোদয়, ৮ বারাহীতন্ত্র বা বারাহীকল্প, ৯ যোগাম্বর, ১০ ডাকিনীজাল, ১১ শুক্লযমারি, ১২ কৃষ্ণযমারি, ১৩ পীতযমারি, ১৪ রক্তযমারি, ১৫ শ্যামযমারি, ১৬ ক্রিয়াসংগ্রহ, ১৭ ক্রিয়াকন্দ, ১৮ ক্রিয়াসাগর, ১৯ ক্রিয়াকল্পদ্রুম, ২০ ক্রিয়ার্ণব, ২১ অভিধানোত্তর, ২২ ক্রিয়াসমুচ্চয়, ২৩ সাধনমালা, ২৪ সাধনসমুচ্চয়, ২৫ সাধনসংগ্রহ, ২৬ সাধনরত্ন, ২৭ সাধনপরীক্ষা, ২৮ সাধনকল্পলতা, ২৯ তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি, ৩০ জ্ঞানসিদ্ধি, ৩১ গুহ্যসিদ্ধি, ৩২ উত্থান, ৩৩ নাগার্জ্জুন, ৩৪ যোগপীঠ, ৩৫ পীঠাবতার, ৩৬ কালবীরতন্ত্র বা চণ্ডরোষণ, ৩৭ বজ্রবীর, ৩৮ বজ্রসত্ব, ৩৯ মরীচি, ৪০ তারা, ৪১ বজ্রধাতু, ৪২ বিমলপ্রভা, ৪৩ মণিকর্ণিকা, ৪৪ ত্রৈলোক্যবিজয়, ৪৫ সম্পুট, ৪৬ মর্ম্মকালিকা, ৪৭ কক্ষকুল, ৪৮ ভূতডামর, ৪৯ কালচক্র, ৫০ যোগিনী, ৫১ যোগিনীসঞ্চার, ৫২ যোগিনীজাল, ৫৩ যোগাম্বরপীঠ, ৫৪ উড্ডামর, ৫৫ বসুন্ধরাসাধন, ৫৬ নৈরাত্ম, ৫৭ ডাকার্ণব, ৫৮ ক্রিয়াসার, ৫৯ যমান্তক, ৬০ মঞ্জুশ্রী, ৬১ তন্ত্রসমুচ্চয়, ৬২ ক্রিয়াবসন্ত, ৬৩ হয়গ্রীব, ৬৪ সঙ্কীর্ণ, ৬৫ নামসঙ্গীতি, ৬৬ অমৃতকর্ণিকানামসঙ্গীতি, ৬৭ গূঢ়োৎপাদনামসঙ্গীতি, ৬৮ মায়াজাল, ৬৯ জ্ঞানোদয়, ৭০ বসন্ততিলক, ৭১ নিষ্পন্নযোগাম্বর ও ৭২ মহাকালতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন হিন্দুদিগের তান্ত্রিককবচের মত নেপালী বৌদ্ধদিগেরও অসংখ্য ধারণীসংগ্রহ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রগুলি অধিকাংশই চীন ও তিব্বতেব ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তিব্বতে তন্ত্র ঋগ্‌যুদ্ নামে আখ্যাত, ঋগ্‌যুদ্ ৮৭ ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ২৬৪০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। তাহাতে প্রধানতঃ বৌদ্ধদিগের গুহ্য ক্রিয়াকাণ্ড, উপদেশ, স্তব, কবচ, মন্ত্র ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। শিবোক্ত তন্ত্রগুলি আবার শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবভেদে তিন প্রকার। তান্ত্রিকগণ স্বসম্প্রদায়ভুক্ত তন্ত্র অনুসারে চলিয়া থাকেন।

উৎপত্তি। কতদিন হইল তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির করা যায় না। প্রাচীন স্মৃতিসংহিতায় চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে তন্ত্র গৃহীত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন কোন মহাপুরাণেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ নাই, ইত্যাদি কারণে তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রাচীনতম আর্য্যশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত মারণোচ্চাটন-বশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্ব্বসংহিতায় দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তন্ত্রের অপরাপর প্রধান লক্ষণগুলি পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে তন্ত্রকে আমরা অথর্ব্বসংহিতামূলক বলিতে পারি না। অথর্ব্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে আমরা সর্ব্বপ্রথম তন্ত্রের লক্ষণ দেখিতে পাই। এই উপনিষদে মন্ত্ররাজ-নরসিংহ-অনুষ্টুভ্ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাস সূচিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যও যখন ঐ উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তখন উহা যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র সকল রচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে বহুসংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। এরূপ স্থলে মূল বৌদ্ধতন্ত্রগুলি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে এবং তাহার আদর্শ হিন্দুতন্ত্রগুলি বৌদ্ধতন্ত্রেরও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে, দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনিয়া নন্দী শিবনিন্দাকারী দক্ষ ও তাহার সমর্থনকারী ব্রাহ্মণগণকে অভিসম্পাত করিলে ভৃগুও এইরূপ প্রতিশাপ দিয়াছিলেন—

"ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥
নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্॥
ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ।
সেতুং বিধারণং পুংসামতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ॥"

যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে এবং যাহারা তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী ও পাষণ্ডী নামে খ্যাত হউক। শৌচাচারহীন ও মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরাই জটাভস্মধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক, যেখানে সুরাসবই দেববৎ আদরণীয়। তোমরা শাস্ত্রের মর্য্যাদাস্বরূপ ব্রহ্ম, বেদ ও ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিয়াছ, এই জন্য তোমাদিগকে পাষণ্ডাশ্রিত কহিলাম।

পদ্মপুরাণে পাষণ্ডোৎপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে, লোক-

দিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্তই শিব নামের দোহাই দিয়াই পাষণ্ডীরা অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত ভাগবত ও পদ্মপুরাণে যে ভাবে পাষণ্ডীমত কথিত, তন্ত্রে তাহাই শিবোক্ত উপদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণববর্গের গ্রন্থপাঠে জানা যায়, চৈতন্তদেবও তান্ত্রিকদিগকে পাষণ্ডী নামে সম্বোধন করিয়াছেন। এরূপ হইলে ভাগবত ও পদ্মপুরাণ রচনাকালে যে তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এক-প্রকার গ্রহণ করা যায়।

চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হিউএন্‌সিয়াং ভারতে আসিয়া এখানকার নানাসম্প্রদায়ের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উভয়েই তান্ত্রিকগণের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে ভোটদেশে বৌদ্ধতন্ত্র অনুবাদিত হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে হিউএন্‌সিয়াং নানাপ্রকার বৌদ্ধশাস্ত্রের উল্লেখ করিলেও বিখ্যাত তন্ত্রশাস্ত্রের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। যখন ৯ম শতাব্দে মূল গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে অবশ্যই মূল তান্ত্রিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তবে এই সময় সেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই, অথবা সাধারণে বিশুদ্ধ মত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের অনেকের বিশ্বাস, অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যই তান্ত্রিক মত প্রচার করেন এবং তিনি মায়াবাদী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যকে আমরা তন্ত্রমত-প্রচারক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। [শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

দক্ষিণাচার-তন্ত্ররাজে লিখিত আছে, গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর এই তিন দেশের লোকেরাই বিশুদ্ধ শাক্ত। কিন্তু আমরা গৌড়দেশকেই প্রধান শাক্ত বা তান্ত্রিকগণের জন্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তান্ত্রিকগণের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই সম্প্রদায়ভেদ থাকিলেও কার্য্যতঃ সকলেই শাক্ত। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণকেও আমরা এই হিসাবে শাক্ত বলিতে বাধ্য। [শাক্ত দেখ।]

বঙ্গে যেরূপ শাক্তের প্রাধান্ত, ভারতের আর কোন স্থানে এরূপ নাই। যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে গৌড়ে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এখন যে সকল শিবোক্ত তন্ত্র পাওয়া যায়, তাহার রচনাপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে এই গৌড়দেশে রচিত হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা হয়। তন্ত্রে যেরূপ পৃথক্ বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ এই গৌড় বা বঙ্গদেশে প্রচলিত। বরদাতন্ত্র, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে যেরূপ বর্ণমালার লিখনপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও আমরা বাঙ্গালা অক্ষর ভিন্ন অপর কোন লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত লিপি এখন কেবল বাঙ্গালাদেশেই প্রচলিত। এই লিপিকে হাজার বারশত বর্ষের অধিক প্রাচীন বলা যায় না। সুতরাং ঐরূপ লিপিমূলক তন্ত্রও যে তৎপরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোটদেশে অতিশের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইনি একজন বাঙ্গালী, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে তিব্বতে গিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহারও পূর্ব্বে যে, বঙ্গবাসী গিয়া ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। সুতরাং বঙ্গ বা গৌড় হইতেই যে নেপাল, ভোট, চীন প্রভৃতি দূরদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধিক সম্ভবপর।

গুজরাতী ভাষায় লিখিত আগমপ্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—হিন্দুরাজগণের আধিপত্যকালে বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডভোই, পাবাগড়, আহ্মদাবাদ, পাটন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া কালিকামূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দু রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (আগমপ্রকাশ ১২।) বাস্তবিক এখন যে মন্ত্রগুরুর প্রচলন আছে, তাহাও তান্ত্রিকদিগের প্রাধান্তকালে প্রচলিত হয়। এরূপ মন্ত্রগুরুর নিয়ম পূর্ব্বকালে ছিল না। বাঙ্গালী তান্ত্রিকেরাই এ প্রথা প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ভারতের নানাস্থানে বা নানা সম্প্রদায় মধ্যে ঐরূপ মন্ত্রগুরুগ্রহণ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

সকল তন্ত্রই প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যোগিনীতন্ত্রে কোচরাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা বিশুসিংহের পরিচয় আছে। বিশ্বসারতন্ত্রে নিত্যানন্দের জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ তন্ত্র যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে মহানির্ব্বাণতন্ত্র সর্ব্বত্র বিশেষ সাদৃত, কিন্তু অনেক স্থলে প্রবাদ প্রচলিত যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুরু এই তন্ত্রখানি রচনা করেন। শক্তিরত্নাকরে বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু নিতান্ত আধুনিক প্রাণতোষিণী ব্যতীত কোন প্রাচীন বা আধুনিক তন্ত্রসংগ্রহে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লেখ না থাকায়, ইহার আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হয়। আবার মেরুতন্ত্রে লণ্ড্রজ, ইঙ্গ্রেজ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ভারতের ইংরাজাগমনের পর যে ঐ তন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্রে প্রাতঃস্মরণ, স্নানবিধি, ত্রিপুণ্ড্রধারণ, ভূশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, জপ, পুরশ্চরণ, করাঙ্গন্যাস, অন্তরমাতৃকা, বহির্ম্মাতৃকা, চিত্রান্যাস, নামাদিবিদ্যা, নিত্যাদিবিদ্যা, মূলবিদ্যা, তত্ত্বন্যাস, দ্বারপূজা, তর্পণ,

ন্যাসবিন্যাস, পাত্রনির্ণয়, নিত্যপূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, তীর্থসংস্কার, গুর্ব্বাদিপূজন, দীক্ষা, পূর্ণাভিষেক, প্রায়শ্চিত্ত, নিত্যপুষ্পপূজা, দমনকপূজা, বসন্তপূজা, শ্রীচক্রপূজা, দীক্ষাকাল, দীক্ষাভেদ, সর্ব্বতোভদ্রাদিচক্রনির্ণয়, যন্ত্রনিরূপণ, পুণ্যাহবাচন, নান্দীশ্রাদ্ধ, নবযোনি, কৌলশ্রাদ্ধ, মন্ত্রশোধন, মন্ত্রোদ্ধার, নামপারায়ণ, তন্ত্রপারায়ণ, পঞ্চাঙ্গন্যাস, মহাষোঢ়ান্যাস, মহান্যাস, সম্মোহনন্যাস, সৌভাগ্যবর্দ্ধনন্যাস, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বিবিধমুদ্রা, অবধূতাদি-নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মনুটীকাকার কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন—

"বৈদিকী তান্ত্রিকীচৈব দ্বিবিধা শ্রুতিকীর্ত্তিতাঃ।"

বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই দুই শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং কুল্লুকভট্টের মতে তন্ত্রকেও শ্রুতি বলা যাইতে পারে। আদিযামলের মতে—

"আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতোপি গিরিজালয়ে।
মগ্ন তত্ত হৃদম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে॥"

হে দুর্গে! শিবের বদন হইতে নির্গত হইয়া তোমার হৃদয়পদ্মে মগ্ন হইয়াছে, সেই জন্যই ইহাকে আগম বলে।

কুলার্ণবের মতে—

"কৃতে শ্রুত্যুক্ত আচারস্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তং কলৌ আগমকেবলম্॥"

বিষ্ণুযামলে বর্ণিত আছে—

"আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধী।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥"

বুদ্ধিমান্ কলিকালে আগমোক্ত ব্যবস্থা অনুসারেই পূজা করিবে, অপর কোন নিয়মে পূজা করিলে দেবগণ প্রসন্ন হন না।

রুদ্রযামলের মতে—

"পঞ্চমন্ত্রৈর্ভবেদ্দীক্ষাহ্যাগমোক্ত শৃণু প্রিয়ে।
যাং কৃত্বা কলিকালে চ সর্ব্বাভীষ্টং লভেন্নরঃ॥"

আগমোক্ত পঞ্চমন্ত্র দ্বারা দীক্ষা লইবে, যাহা করিলে মানব কলিকালে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করে।

দীক্ষা। তন্ত্রমতে, সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে তান্ত্রিক কার্য্যে অধিকার নাই।

গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—

"দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বধর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মসু॥
তথাহদীক্ষিতানাঞ্চ মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোহস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্॥"

যেমন দ্বিজাতিগণের উপনয়ন না হইলে অধ্যয়ন এবং সন্ধ্যাপূজা প্রভৃতি স্বকর্ম্মে অধিকার হয় না, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের মন্ত্রতন্ত্র ও পূজাদি কর্ম্মে অধিকার জন্মে না। সেইজন্য শিবসংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। উক্ত তন্ত্রের ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"দদাতি দিব্যভাবঞ্চেৎ ক্ষিণুয়াৎ পাপসন্ততিঃ।
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রপারগৈঃ॥
যাং বিনা নৈব সিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি।"

দিব্যতা প্রদান করে এবং পাপসন্ততি নাশ করে বলিয়া তন্ত্রপারগ মুনিকর্ত্তৃক ইহা দীক্ষা নামে বিখ্যাত। যাহা ব্যতীত শত বর্ষ মন্ত্রপাঠ করিয়াও সিদ্ধি হয় না।

দীক্ষা লইতে হইলে সদ্‌গুরু চাই। দীক্ষাগুরুর লক্ষণ এইরূপ—

"শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
পঞ্চতত্ত্বার্চ্চকো যস্তু সদ্‌গুরুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সিদ্ধোহসাবিতি চেৎ খ্যাতো বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ।
চমৎকারী দৈবশক্ত্যা সদ্‌গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥
অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং ব্যক্তি সাধু মনোহরম্।
তন্ত্রং মন্ত্রং সমং ব্যক্তি যএব সদ্‌গুরুশ্চ সঃ॥
সদা যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্‌গুরুর্গীয়তে বুধৈঃ॥
পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরমার্থং প্রকীর্ত্তিতম্।
গুরুপাদাম্বুজে ভক্তির্যস্যৈব সদ্‌গুরুঃ স্মৃতঃ॥" (কামাখ্যাতন্ত্র ৪র্থ)

শান্ত, দান্ত, কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পঞ্চতত্ত্বের পূজক, সিদ্ধ, খ্যাত, বহুশিষ্যপালনকারী, চমৎকারী, দৈবশক্তিসম্পন্ন, সাধু, মনোহর, অশ্রুত ও তন্ত্রসম্মত বাক্যবাদী, তন্ত্রমন্ত্র সমভাবে যাহার জানা আছে, শিষ্যবোধে যিনি সর্ব্বদাই হিত করিয়া থাকেন, নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, সর্ব্বদা পরমার্থে দৃষ্টি ও যিনি সর্ব্বদা পরমার্থতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, গুরুর পাদপদ্মে যাহার অচলাভক্তি, তাহাকেই সদ্‌গুরু বলিয়া জানিবে। এইজন্য সকল প্রধান তন্ত্রে লিখিত আছে।

"অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
নেত্রমুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অজ্ঞানরূপ তিমিররোগে যে অন্ধ হইয়াছে, জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি সেই অন্ধতা ঘুচাইয়া জ্ঞাননেত্র খুলিয়া দিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যেমন গুরু শিষ্যও তদনুরূপ চাই। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—

"শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদকুশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রতঃ॥

ধর্ম্মবিদ্ধর্ম্মকর্ত্তা চ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো দৃঢ়দেহো দৃঢ়াশয়ঃ॥
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থকর্ম্মকৃৎ।
বাঙ্মনঃকায়বসুভির্গুরুশুশ্রূষণে রতঃ॥
অনিত্যকর্ম্মসন্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্যো জিতমোহবিমৎসরঃ॥
গুরুবদ্‌গুরুপুত্রেষু তৎকলত্রাদিষু ভক্তিমান্।
এবংবিধো ভবেচ্ছিষ্যস্ত্বিতরো গুরুদুঃখদঃ॥
বর্ষৈকেণ ভবেদ্‌যোগ্যো বিপ্রঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ।
বর্ষদ্বয়ে তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ॥
চতুর্ভির্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা।
যদা শিষ্যো ভবেদ্‌যোগ্যঃ কৃপয়া সদ্‌গুরুস্তদা॥
কৃপয়া পরয়া সম্যগ্‌ দীক্ষায়া বিধিমাচরেৎ।" (৫ অঃ)

শিষ্য কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পুরুষার্থপর, বেদপাঠে নিপুণ, পিতামাতার মঙ্গলে তৎপর, ধর্ম্মজ্ঞ, ধার্ম্মিক, গুরুসেবায় অনুরক্ত, সর্ব্বদা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্মজ্ঞ, দৃঢ়কায় ও দৃঢ়চিত্ত, প্রাণীগণের সর্ব্বদা মঙ্গলকারী, পরলোকের মঙ্গলের জন্য কর্ম্মকারী, কায়মনোবাক্যে যাবজ্জীবন গুরুসেবায় নিরত, অনিত্য কর্ম্মত্যাগকারী, সর্ব্বদা তন্ত্রানুষ্ঠানে তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, আলস্য জয়কারী, মোহ ও মৎসর যিনি জয় করিয়াছেন, গুরুপুত্র ও গুরুর পরিজনবর্গকে গুরুর মত ভক্তিকারী, এইরূপ শিষ্য হইবে; অন্যপ্রকার শিষ্য গুরুর দুঃখদায়ক। সর্ব্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণ একবর্ষে, ক্ষত্রিয় দুইবর্ষে, বৈশ্য তিন ও শূদ্র চারিবর্ষে শিষ্য হইবার উপযুক্ত। শিষ্য উপযুক্ত হইলে সদ্‌গুরু কৃপাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ দীক্ষার বিধি পালন করাইবেন।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সকলের নিকট দীক্ষা লইবার বিধি নাই। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

"পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াত্তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥"

পিতা, মাতামহ, সহোদর বা আপন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং শত্রুপক্ষীয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

কামাখ্যাতন্ত্রের মতে—

"অন্ধং খঞ্জং তথা রুগ্নং স্বল্পজ্ঞানযুতং পুনঃ।
সামান্যকৌলং বরদে বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা॥
উদাসীনং বিশেষেণ বর্জ্জয়েৎ সিদ্ধিকামুকঃ।
উদাসীনমুখাদ্দীক্ষা বন্ধ্যা নারী যথা প্রিয়ে॥
অজ্ঞানাদ্‌ যদি বা মোহাদুদাসীনস্তু পামরঃ।
অভিষিক্তো ভবেদ্দেবি বিঘ্নস্তস্য পদে-পদে॥
সর্ব্বং হি বিফলং তস্য নরকং যাতি চান্তিমে।" (৮ অঃ)

অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন, অল্পজ্ঞানী, সামান্য কৌল, বিশেষতঃ উদাসীনকে মতিমান্ সিদ্ধিকামুক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে। বন্ধ্যা নারী যেমন, উদাসীনের নিকট দীক্ষাও তদ্রূপ। যদি অজ্ঞানে কিংবা মোহে উদাসীনের নিকট অভিষিক্ত হয়, তাহাহইলে তাহার পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। তাহার সকলই বিফল। অন্তিমে নরকে গমন করে।

গণেশবিমর্ষিণী তন্ত্রের মতে—

"যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা॥"

যতি, পিতা, বনবাসী ও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগীর নিকট দীক্ষা মঙ্গলজনক নহে।

রুদ্রযামলে লিখিত আছে—

"ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ॥"

পতি পত্নীকে, পিতা কন্যা বা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষা দিবেন না। পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন, কারণ তাঁহার শক্তিত্বনিবন্ধন কন্যা বলিয়া গণ্য নহেন।

গণেশবিমর্ষিণীর মতে—

"প্রমাদাদ্বা তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষা সমাচরন্।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥"

প্রমাদবশতঃ বা অজ্ঞানতঃ যদি পিতার নিকট দীক্ষা লওয়া হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা লইতে হইবে।

কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবশ্চ শাক্তিকে।
শৈবঃ শাক্তোপি সর্ব্বত্র দীক্ষা স্বামী ন সংশয়ঃ॥

বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, শৈবের শৈব ও শাক্ত গ্রাহ্য। শৈব ও শাক্ত সর্ব্বত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে।

দেশভেদে আবার গুরুর তারতম্য আছে।

বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্রের মতে—

"পাশ্চাত্যা গুরবো মুখ্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ মধ্যমাঃ।
গৌড়দেশোদ্ভবা ন্যূনা কামরূপোদ্ভবাস্তথা।
কলিঙ্গাদ্যাশ্চ যে প্রোক্তা অধমাস্তে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥"

পাশ্চাত্য বৈদিক গুরুই প্রধান, দাক্ষিণাত্য মধ্যম, গৌড় ও কামরূপীয় ব্রাহ্মণগণ তদপেক্ষা ন্যূন, কলিঙ্গাদি অধম।

বিদ্যাধরাচার্য্যধৃত জামল-বচনের মতে—

"মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্রে লাটকোঙ্কণসম্ভবাঃ।
অন্তর্ব্বেদি প্রতিষ্ঠানা অবন্ত্যাশ্চ গুরূত্তমাঃ॥

গৌড়া শাম্বোদ্ভবা সৌরা মাগধা কেরলাস্তথা।
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ॥
কর্ণাট-নর্ম্মদা-রেবা-কচ্ছতীরোদ্ভবাস্তথ।
কলিঙ্গাশ্চ কম্বলাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ।"

মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্র, লাট, কোঙ্কণ, অন্তর্বেদি, প্রতিষ্ঠান ও অবন্তি এই সকল স্থানের গুরু উত্তম বা শ্রেষ্ঠ; গৌড়, শাম্ব, সৌর, মগধ, কেরল, কোশল, দশার্ণ এই সপ্তস্থানবাসী গুরু মধ্যম; কর্ণাট, নর্ম্মদা, রেবা ও কচ্ছতীরবাসী, কলিঙ্গ, কম্বল ও কাম্বোজবাসী গুরু অধম।

তান্ত্রিকদীক্ষা বা মন্ত্রগুরু গ্রহণ স্ত্রীশূদ্র সকলেরই সমান অধিকার। গৌতমীয়তন্ত্রের প্রথমেই লিখিত আছে—

"সর্ব্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ।"

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রের মতে—

"শূদ্রাণাং প্রণবং দেবি চতুর্দ্দশস্বরং প্রিয়ে।
নাদবিন্দুসমাযুক্তং স্ত্রীণাঞ্চৈব বরাননে॥
মনৌ স্বাহা চ যা দেবি শূদ্রোচ্চার্য্যা ন সংশয়ঃ।
হোমকার্য্যে মহেশানি শূদ্রঃ স্বাহাং ন চোচ্চরেৎ।
মন্ত্রোপ্যন্যো নাস্তি শূদ্রে বিষবীজং বিনা প্রিয়ে॥"

হে দেবি! শূদ্রের ও স্ত্রীগণের প্রণব বা বীজমন্ত্র নাদবিন্দুসমাযুক্ত চতুর্দ্দশ স্বর। মনে মনেও শূদ্রের স্বাহা উচ্চারণ করিতে নাই। হোমকার্য্যেও শূদ্র স্বাহা উচ্চারণ করিবে না। বিষবীজ ব্যতীত শূদ্রের আর কোন মন্ত্র নাই।

নীলতন্ত্রের মতে দীক্ষাকাল এইরূপ—

"কৃষ্ণপক্ষস্য চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভেহহনি।
পূর্ব্বভাদ্রপদাযুক্তে মিত্রতারাদিসংযুতে॥
অথবা হ্যনুরাধায়াং রেবত্যাং বা প্রশস্যতে।
জানীয়াচ্ছোভনং কালং চন্দ্রার্কগ্রহণং প্রতি॥
ইষে মাসি বিশেষেণ কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ।
মহাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ং।
পুষ্যা শতভিষা চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে।"

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শুভ লগ্নে ও শুভদিনে, মিত্রতারাদিযুক্ত পূর্ব্বভাদ্রপদ, অনুরাধা বা রেবতীনক্ষত্রে, চন্দ্রগ্রহণকালে, আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে দীক্ষা প্রশস্ত। বিশেষতঃ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্য মহাষ্টমী অতি প্রশস্ত। রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফাল্গুনী, পুষ্যা ও শতভিষা এই কয়টী দীক্ষানক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

মতভেদে দীক্ষাগুরুরও ভেদ আছে। নীলতন্ত্রের মতে—

"বিষ্ণুর্বিষ্ণুমন্ত্রানাং সৌরঃ সৌরবিদাং মতঃ।
গাণপত্যস্তু দেবেশি গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তকঃ।
শৈবঃ শাক্তশ্চ সর্ব্বত্র দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ॥"

বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক গুরু, সৌরমতাবলম্বীগণের সৌর ও গাণপত্যগণের গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তক গুরু হইবে। শৈব ও শাক্ত সর্ব্বত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপাস্য বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি ও অসংখ্য বীজ আছে, সেই সেই বীজ অনুসারেই ইষ্টদেবের ধ্যানপূজাদি হইয়া থাকে। [বীজ দেখ।]

তান্ত্রিকগণ উপাসনা ও বীজমন্ত্রভেদে নানা শাখায় ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও কোন কোন তন্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রই শাক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"সর্ব্বে শাক্তা দ্বিজাঃ প্রোক্তা ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
আদিদেবী চ গায়ত্রী উপাসকবিমোক্ষদা॥"

সকল দ্বিজই শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব নহে, কারণ উপাসকের মুক্তিদাত্রী আদি দেবী গায়ত্রী (সকলের আরাধ্যা)।

আচারভেদ। তান্ত্রিকগণ পাঁচ প্রকার আচারে বিভক্ত।

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে—

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥"

সকল অপেক্ষা বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার মহৎ, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম। কৌলাচারের পর আর নাই।

বেদাচার। প্রাণতোষিণীধৃত নিত্যাতন্ত্রের মতে—

"বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ॥
আনন্দনাথ শব্দান্তৈঃ পূজয়েদথ সাধকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ॥
প্রজপ্য বাগ্‌ভববীজং চিন্তয়েৎ পরমাং কলাম্।"

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বেদাচার বলি, শোন। সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া গুরুর নামের শেষে আনন্দনাথ এই শব্দ বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। সহস্রদলপদ্মে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে পূজা করিবে এবং বাগ্‌ভববীজ জপ করিয়া পরম কলাশক্তিকে চিন্তা করিবে।

বৈষ্ণবাচার—বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥

হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্।
রাত্রৌ মালাঞ্চ যন্ত্রঞ্চ স্পৃশেন্নৈব কদাচন॥"

বেদাচারের বিধি অনুসারে সর্ব্বদা নিয়মতৎপর হইবে। মৈথুন বা তাহার কথাপ্রসঙ্গও কখন করিবে না, হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে কখন মালা বা যন্ত্র স্পর্শ করিবে না।

শৈবাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব শৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতম্।
তদ্বিশেষং মহাদেবি! কেবলং পশুঘাতনম্॥"

শৈব ও শাক্তের যেরূপ বেদাচার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ। শৈবাচারের বিশেষ এই যে, ইহাতে কেবল পশুহত্যার ব্যবস্থা আছে।

দক্ষিণাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥"

বেদাচার-ক্রমানুসারে আদ্যাশক্তির পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে বিজয়া গ্রহণ করিয়া একমনে মন্ত্র জপ করিবে।

বামাচার—

"পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারোভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্॥" (আচারভেদ ৩°)

পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঞ্চ মকার, খপুষ্প অর্থাৎ রজস্বলার রজঃ ও কুলস্ত্রীর পূজা করিবে। তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে নিজে বামা হইয়া পরাশক্তির পূজা করিবে।

সিদ্ধান্তাচার—"শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎ শুদ্ধং শোধনাদেব পার্ব্বতি।
এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্॥"

পার্ব্বতি। শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল বস্তু শোধন করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তাচারের এই লক্ষণ।

সময়াচারতন্ত্রে সিদ্ধান্তাচারী সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"দেবপূজারতোনিত্যং তথা বিষ্ণুপরো দিবা।
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্ব্বং যথালাভেন চোত্তমম্।
বিধিবৎ ক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্ব্বঞ্চ ফলং লভেৎ॥"

যে সর্ব্বদা দেবপূজায় নিরত, দিবায় বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া রাত্রিকালে যথাসাধ্য ও ভক্তিভাবে যথাবিধি মদ্যদান ও মদ্যপান করে, সে সকল ফল প্রাপ্ত হয়।

কৌলাচার—"দিক্কালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
কচিৎ শিষ্টঃ কচিৎ ভ্রষ্টঃ কচিৎ ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দ্দমে চন্দনেহভিন্নং মিত্রে-শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"(নিত্যাতন্ত্র)

দিক্‌কালের নিয়ম নাই, তিথ্যাদিরও নিয়ম নাই, দেবেশি! মন্ত্রসাধনেরও নিয়ম নাই। কখন শিষ্ট, কখন ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূতপিশাচতুল্য, এই প্রকার নানা বেশধারী কৌল মহীতলে বিচরণ করেন। প্রিয়ে। কর্দ্দম ও চন্দনে, মিত্র ও শত্রুতে ভেদ নাই, শ্মশান বা গৃহে, স্বর্ণ বা তৃণে যাহার ভেদজ্ঞান নাই, তাহাকেই কৌল বলা যায়।

যদিও নিত্যাতন্ত্রে ও কুলার্ণবে সাত প্রকার আচারের কথা লিখিত আছে, কিন্তু প্রধানতঃ দক্ষিণাচার ও বামাচার এই দুই প্রকার আচারই দেখা যায়। দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজে লিখিত আছে—

"দক্ষিণাচারতন্ত্রোক্তং কর্ম্ম তচ্ছুদ্ধবৈদিকম্।"

দক্ষিণাচার তন্ত্রে যেরূপ কর্ম্মপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে, তাহাই শুদ্ধ বৈদিক।

বাস্তবিক দক্ষিণচারীরা বেদোক্ত বিধিঅনুসারে অর্থাৎ পশুভাবে ভগবতীর অর্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বামাচারীদের মত মদ্য-মাংস ব্যবহার বা শক্তিসাধনাদি করেন না। দক্ষিণাচারতন্ত্রের মতে রক্ত-মাংসাদিরহিত সাত্ত্বিক বলি দেওয়াই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধেয়। দাক্ষিণাত্যে অনেক দক্ষিণাচারীর বাস আছে। কামাখ্যাতন্ত্রে (৪র্থ পটল) পশুভাবের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"পঞ্চতত্ত্বং ন গৃহ্লাতি তত্র নিন্দাং করোতি ন।
শিবেন গদিতং যত্তু তৎসত্যমিতি ভাবয়ন্॥
নিন্দায়াঃ পাতকং বেত্তি পাশবঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ
তস্যাচারং বদাম্যাশু শৃণু সংশয়নাশকম্।
হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নিত্যং তাম্বূলং ন স্পৃশেদপি।
ঋতুস্নাতাং বিনা নারীং কামভাবে নহি স্পৃশেৎ
পরস্ত্রিয়ং কামভাবো দৃষ্টাং সঙ্গং সমুৎসৃজেৎ।
মস্যাজেন্মৎস্যমাংসানি পশবো নিত্যমেবচ।
গন্ধমাল্যানি বস্ত্রাণি চৌরাণি প্রভজেন্ন চ।
দেবালয়ে সদা তিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ।
কন্যাপুত্রাদিবাৎসল্যং কুর্য্যান্নিত্যঃ সমাকুলঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রার্থয়েন্নৈব যস্তি তত্তু ন ত্যজেৎ।
সদাদানং সমাকুর্য্যাদ্ যদি সন্তি ধনানি চ।
কার্পণ্যোহান্ ক্ষিপেৎ সর্ব্বানহঙ্কারাদিকাংস্ততঃ।
বিশেষেণ মহাদেবি! ক্রোধং সংবর্জ্জয়েদপি।
কদাচিন্নিন্দয়েন্নৈব পাশবঃ পরমেশ্বরি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্যথা বচনং মম।
অজ্ঞানাদ্ যদি বা লোভান্মদ্যদানং করোতি চ।
সত্যং সত্যং মহাদেবি দেবীশাপং প্রজায়তে।

ইত্যাদি বহুধাচারা কচিদ্ভ্রমঃ পশোর্মতিঃ।
তথাপি চ ন মোক্ষঃ স্যাৎ সিদ্ধিশ্চৈব কদাচন।
যদি চংক্রমণে শক্ত খড়্গাধারে সদা নরঃ।
পশ্বাচারং সদা কুর্য্যাৎ কিন্তু সিদ্ধির্ন জায়তে।
জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণো হি কদাচন।
পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ শিবাজ্ঞয়া।"

যাহারা পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করে না বা নিন্দাও করে না। শিবোক্ত কথাই সত্য বলিয়া ভাবে এবং পাপকার্য্য নিন্দনীয় বোধ করে, তাহারাই পশু বলিয়া খ্যাত। তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তাহাদের আচার বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রতিদিন হবিষ্য আহার করে, তাম্বূল স্পর্শ করে না, ঋতুস্নাতা নিজ ভার্য্যা ব্যতীত আর কাহাকেও কামভাবে দেখে না, পরস্ত্রীর কামভাব দেখিলে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে, মৎস্য মাংস কখন গ্রহণ করে না, গন্ধমাল্য, বস্ত্র ও চীর কখন লয় না, সর্ব্বদা দেবালয়ে বাস করে, আহার করিতে গৃহে যায়, পুত্রকন্যাদিগকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখে, তাহারা ঐশ্বর্য্য চায় না বা যাহা আছে তাহাও ত্যাগ করে না; ধন থাকিলে সর্ব্বদাই দরিদ্রকে দান করিয়া থাকে, কখন কার্পণ্য, দ্রোহ ও অহঙ্কারাদি প্রকাশ করে না, বিশেষতঃ মহাদেবি! তাহার ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া থাকে। পরমেশ্বরি! এরূপ পশুদিগকে কখন দীক্ষা দিতে নাই। সত্য সত্যই বলিতেছি, আমার কথা কখন অন্যথা হইবে না। অজ্ঞানে বা ভ্রমক্রমে পশুকে মন্ত্রদান করিলে, সত্য সত্যই দেবীর শাপভাগী হইবে। এইরূপ বহুপ্রকার আচারীকে পশু বলে, ইহাদের কখন মোক্ষ বা সিদ্ধি হয় না। পশ্বাচার যতই কেন করুক না, কিছুতেই সিদ্ধি হইবে না। হে দেবি! শিবের আজ্ঞা এই জম্বুদ্বীপে ব্রাহ্মণ কখন পশু হইবে না।

এই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বলিলে প্রধানতঃ বামাচারীকেই বুঝায়। কাহারও মতে ইহারা অনেক বেদবিরুদ্ধ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া বামাচারী নামে খ্যাত। এখনকার বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণের মধ্যে বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয়াচার মিশ্রিত দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত তান্ত্রিকেরা একথা স্বীকার করেন না।

বামকেশ্বর তন্ত্রে ৫১ পটলে লিখিত আছে—

"আচারো দ্বিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ।
জন্মমাত্রং দক্ষিণং হি অভিষেকেন বামকম্ ॥"

দেবি! বামাচার ও দক্ষিণাচারভেদে আচার দুই প্রকার। জন্মমাত্র দক্ষিণ এবং অভিষেক হইলে বামাচারী হয়।

ভাব। উক্ত সাতটী আচার নির্দ্দিষ্ট হইলেও তন্ত্রে প্রধানতঃ তিনটী ভাবের কথা বর্ণিত আছে। যথা পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। বামকেশ্বরতন্ত্রের মতে—

"জন্মমাত্রং পশুভাবং বর্ষষোড়শকাবধি।
ততশ্চ বীরভাবস্তু যাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ।
দ্বিতীয়াংশে বীরভাব স্তৃতীয়ো দিব্যভাবকঃ।
এবং ভাবত্রয়েণৈব ভাবৈক্যং ভবেৎ প্রিয়ে।
ঐক্যজ্ঞানাৎ কুলাচারো যেন দেবময়ো ভবেৎ।
ভাবোহি মানসো ধর্ম্মো মনসৈব সদাভ্যসেৎ।"

জন্মমাত্র ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত পশুভাব, তৎপরে দ্বিতীয়াংশে পঞ্চাশবর্ষ পর্য্যন্ত বীরভাব, তৎপরে তৃতীয় দিব্যভাব। এই ভাবত্রয় দ্বারা ভাব-ঐক্য হয়। ঐক্যজ্ঞান হইতে কুলাচার, এই কুলাচার দ্বারাই (মানব) দেবময় হইয়া থাকে। ভাবই মানসধর্ম্ম, সর্ব্বদাই মনে মনে অভ্যাস করা উচিত।

কুব্জিকাতন্ত্রে ৭ম পটলে লিখিত আছে—

"ভাবশ্চ ত্রিবিধো দেবি দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ কুলসুন্দরি।
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং পুরুষং শিবরূপিনম্।
অভেদে চিন্তয়েদ্ যস্তু সএব দেবতাত্মকঃ।
নিত্যস্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চ্চনম্।
নির্ম্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ।
বেদশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈব চ।
মন্ত্রেচৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চ্চনং তথা।
বলিবস্তুং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্য্যং শুচিস্মিতে।
শত্রুং মিত্রসমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি।
অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
কদর্য্যঞ্চ মহেশানি নিষ্ঠুরং পরিবর্জ্জয়েৎ।
সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন।
কেবলং দিব্যভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।"

ভাব তিন প্রকার—দিব্য, বীর ও পশু। হে কুলসুন্দরি! এই বিশ্ব দেবতারূপ, সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ও পুরুষ শিব এইরূপ অভেদে যে চিন্তা করে, সে দেবতাত্মক বা দিব্য। সে নিত্যস্নান, নিত্যদান, ত্রিসন্ধ্যা জপপূজা, নির্ম্মল বসন পরিধান, বেদশাস্ত্র গুরু ও দেবতায় দৃঢ়জ্ঞান, মন্ত্র ও পিতৃদেবপূজায় অটল বিশ্বাস, বলিদান, শ্রাদ্ধ ও নিত্যকার্য্য, শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, সকলের অন্ন পরিত্যাগ, সর্ব্বসিদ্ধির জন্য গুরুর অন্নভোজন, কদর্য্য ও নিষ্ঠুরতাচরণ ত্যাগ ও দিব্যভাবে সর্ব্বদা পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে; কখন মিথ্যা কথা বলিবে না।

পিচ্ছিলাতন্ত্রে ১০ম পটলে—

"দিব্যবীরোমহাভাবাবধমঃ পশুভাবকঃ।
বৈষ্ণবঃ পশুভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরি॥
শক্তিমন্ত্রে বরারোহে পশুভাবো ভয়ানকঃ।
দিব্যৈর্বীরৈর্মহেশানি জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা॥
দিব্যে বীরে ন ভেদোঽস্তি ভেদো বীরো মহোদ্ধতঃ।
দিব্যবীরৌ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বভাবোত্তমৌ মতৌ॥
বিনা শক্তিং ন পূজাস্তি মৎস্যমাংসং বিনা প্রিয়ে।
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিনানৈব প্রপূজয়েৎ॥
স্ত্রীভগং পূজনাধারঃ স্বর্ণরূপ্যাত্মকঃ কুশঃ।
অভাবে সর্ব্বদ্রব্যাণামনুকল্পঃ কলৌ যুগে।
অথবা পরমেশানি মানসং সর্ব্বমাচরেৎ॥
স্নানন্তু মানসং প্রোক্তং বৈদিকো মানসঃ সদা।
যত্র ভুক্‌ত্বা মহাপূজা মানসং ভোজনন্তু তৎ॥
স্বকীয়াং পরকীয়াং বা মানসন্তু রমেৎ স্ত্রিয়ং।
মানসং মদ্যমাংসাদি স্বীকুর্য্যাৎ সাধকোত্তমঃ॥
স্বয়ম্ভু কুসুমং তদ্বন্মানসং সমুপাচরেৎ।
মানসং ভগরোমাদিমানসং ভগপূজনং।
সর্ব্বন্তু মানসং কুর্য্যাদ্যেন সিদ্ধ্যতি সাধকঃ।
ন কলৌ প্রকৃতাচারঃ সংশয়াত্মনি নৈব সঃ॥
মানসেনৈব ভাবেন সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ॥"

দিব্য ও বীর এই দুই মহাভাব, পশুভাব অধম। বৈষ্ণব পশুভাবে পূজা করিবে। শক্তিমন্ত্রে পশুভাব ভীতিজনক। দিব্য ও বীরভাবে প্রভেদ নাই। বীরভাব অতি উদ্ধত। সর্ব্বভাবের শ্রেষ্ঠতম দিব্য ও বীরভাবের বিষয় বলিতেছি। শক্তি বা মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন ব্যতীত পূজা করিতে নাই। স্ত্রীভগ পূজার আধার, স্বর্ণ ও রৌপ্যাত্মক কুশ। সর্ব্বদ্রব্যের অভাবে কলিযুগে অনুকল্প আছে অথবা মনে মনে সকল কর্ম্ম করিবে। মানসস্নান, সর্ব্বদা মানস বৈদিককাণ্ড, যেখানে মহাপূজাভোগ সেইখানেই মানসভোজন ও মনে মনে স্বকীয়া বা পরকীয়া নারীর রমণ করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ মনে মনে মদ্যমাংসাদি গ্রহণ করিবে এবং তদ্রূপ স্বয়ম্ভু কুসুমও উপাচার দিবে। মনে মনে ভগরোমাদি চিন্তা ও ভগপূজা এইরূপ মনে মনে সকল কার্য্য করিবে। কলিকালে নিশ্চয়ই প্রকৃত আচার নাই। এই প্রকার মানসভাব দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

পশুভাবের লক্ষণ ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

"দুর্গাপূজাং বিষ্ণুপূজাং শিবপূজাঞ্চ নিত্যশঃ।
অবশ্যং হি যঃ করোতি স পশুরুত্তমঃ স্মৃতঃ॥
কেবলং শিবপূজাঞ্চ যঃ করোতি চ সাধকঃ।
পশূনাং মধ্যতঃ শ্রীমান্ শিবয়া সহ চোত্তমঃ॥
কেবলং বৈষ্ণবো ধীরঃ পশূনাং মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
ভূতানাং দেবতানাঞ্চ সেবাং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা॥
পশূনামধমাঃ প্রোক্তা নরকাস্তা ন সংশয়ঃ।
ত্বৎ সেবাং মম সেবাঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসেবনম্।
কৃত্বাস্তসর্ব্বভূতানাং নায়িকানাং মহাপ্রভো।
যক্ষিণীনাং ভূতিনীনাং ততঃ সেবাং শুভপ্রদাং॥
যঃ পশু ব্রহ্মকৃষ্ণাদি সেবাঞ্চ কুরুতে সদা।
তথা শ্রীতারকব্রহ্মসেবাং যে বা নরোত্তমাঃ॥
তেষামসাধ্যাভূতাদিদেবতা সর্ব্বকামহা।
বর্জ্জয়েৎ পশুমার্গেণ বিষ্ণুসেবাপরোজনঃ॥"

যে নিত্যই দুর্গাপূজা, বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা অবশ্য করিয়া থাকে, সেই পশু উত্তম। পশুদিগের মধ্যে যে শক্তিসহ শিবপূজা করে অথবা যে ব্যক্তি ধীর ও কেবল বৈষ্ণব, তাহাকে মধ্যম এবং পশুদিগের মধ্যে যাহারা ভূতাদি উপদেবতার সর্ব্বদা সেবা করে, তাহারা অধম ও নিশ্চয় নরকস্থ। যে পশু তোমার, আমার ও ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতির সেবা করিয়া পরে সর্ব্বভূত, নায়িকা, যক্ষিণী, ভূতিনী প্রভৃতির সেবা করে, তাহাও শুভপ্রদ জানিবে। আবার যে পশু ব্রহ্ম কৃষ্ণাদি ও তারকব্রহ্মের সেবা করে, ভূতাদি দেবতার সেবা তাহাদের পক্ষে কামহারী, সুতরাং সাধনযোগ্য নহে। বৈষ্ণব পশুমার্গে ভূতাদির সেবা পরিত্যাগ করিবে।

রুদ্রযামলের মতে—

"পশুভাবস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমেকামবাপ্নুয়াৎ।
যদি পূর্ব্বাপরস্থাঞ্চ মহাকৌলিকদেবতাম্॥
কুলমার্গস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতং।
যদি বিদ্যাঃ প্রসীদন্তি বীরভাবং তদা লভেৎ॥
বীরভাবপ্রসাদেন দিব্যভাবমবাপ্নুয়াৎ।
দিব্যভাবং বীরভাবং যে গৃহ্নন্তি নরোত্তমাঃ।
বাঞ্ছাকল্পদ্রুমলতাপতয়স্তে ন সংশয়ঃ॥"

যদি পূর্ব্বাপর পশুভাবে থাকিয়া মহাকৌলিক দেবতার মন্ত্রগ্রহণকারী কেবল সিদ্ধিলাভ করে, তাহা হইলে কুলমার্গস্থ মন্ত্রগ্রহণকারী নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিবে। মহাবিদ্যা প্রসন্ন হইলে বীরভাব প্রাপ্ত হয়। বীরভাবের প্রসাদে দিব্যভাব লাভ করে। যে নরবর দিব্য ও বীরভাব গ্রহণ করে, সে নিঃসন্দেহে বাঞ্ছাকল্পতরুলতার অধিপতি অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

অভিষেক। তান্ত্রিক কার্য্যাদির প্রকৃত সাধন করিতে

হইলে পূর্ব্বে অভিষিক্ত হওয়া চাই, অভিষেক না হইলে চক্রপূজায় বা সাধনে অধিকার জন্মে না। নিরুত্তরতন্ত্রে (১০ম পটলে) লিখিত আছে—

"অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী।
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ ॥...
নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কৌলিকী।
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥"

বীর ও কুলস্ত্রী উভয়েই অভিষিক্ত হইবে, এইরূপ বীর ও শক্তিকে চক্রে নিযুক্ত করিবে। যে অভিষিক্ত হয় নাই, এরূপ পুরুষ বা কুলস্ত্রীকে চক্রে বসিতে দিবে না। বসিলে, সত্য সত্য বলিতেছি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

অভিষেক সাধারণতঃ পট্টাভিষেক বা পূর্ণাভিষেক নামে খ্যাত। যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া গুরুর উপদেশ, সঙ্কেত এবং তান্ত্রিক পরিভাষা বুঝিয়া তদনুসারের সকল প্রকার তান্ত্রিককার্য্য করিতে সমর্থ, শত শতবার পঞ্চমকারের সেবা করিয়াও যিনি বিচলিত হন না, তাহাকে পূর্ণাভিষিক্ত বলা যায়। এইরূপ পূর্ণাভিষিক্ত আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলে, সেই ক্রিয়ার নাম পট্টাভিষেক। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে—

"গুরূপদিষ্টমার্গেণ বোধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পাশমুক্তক্ষণাক্লিষ্ট পরানন্দময়ো ভবেৎ ॥
বোধবিদ্বা শিবঃ সাক্ষান্ন পুনর্জন্মতাং ব্রজেৎ।
এষা তীব্রতরা দীক্ষা ভববন্ধবিমোচনী ॥
সঞ্জীবমীনযুক্তেন সুরয়া পূরিতেন চ।
অয়ং সিদ্ধাভিষেকস্ত আচার্য্যস্যাস্ত পার্ব্বতি ॥
পূর্ণাভিষেকহীনা যে মৃতাশ্চ কুলনায়িকে।
সিদ্ধা পূর্ণাভিষেকেন শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
তেন মুক্তিং ব্রজন্তীতি শাম্ভবী বাক্যমব্রবীৎ ॥"

দীক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর উপদিষ্টমার্গে বিচরণ করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলে ভববন্ধন মুক্ত ও ক্লেশ পরিশূন্য হইয়া পরানন্দময় হয়। সেই বোধবিৎ সাক্ষাৎ শিব, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। মৎস্যমত্যাদিযুক্ত এই কঠোর দীক্ষায় জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। হে কুলনায়িকে! যাহাদের পূর্ণাভিষেক হয় নাই, তাহাদিগকে মৃত বলিয়া জানিবে। পূর্ণাভিষেক দ্বারা সিদ্ধ শিবসাযুজ্য লাভ করে। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, এই পূর্ণাভিষেক দ্বারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হয়।

পূর্ণাভিষেকের বিধান মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্যুগত্রয়ে।
গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তো নরামোক্ষং যযুঃ পুরা ॥
প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্মনঃ।
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ স প্রকাশাভিষেচনম্ ॥
নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্যসেবনাৎ।
পূর্ণাভিষিক্তঃ কৌলঃ স্যাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ ॥
তত্রাভিষেকপূর্ব্বাহ্নে সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।
যথাশক্ত্যুপচারেণ বিঘ্নেশঃ পূজয়েদ্‌গুরুঃ ॥
গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
তদাভিষিক্ত কৌলেন তৎসর্ব্বং সাধয়েৎ প্রিয়ে ॥
খান্তার্ণং বিন্দুসংযুক্তং বীজমন্ত্র প্রকীর্ত্তিতম্।
গণকোঽস্য ঋষিশ্ছন্দো নীবৃদ্বিঘ্নশ্চ দেবতা ॥
কর্ত্তব্যকর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা।
ষড়্‌দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্‌গণপতিং শিবে।
সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর জঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং ॥
খড়্গাপাশাঙ্কুশেষ্টান্যরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভং।
বালেন্দুদ্দীপ্তমৌলীং করিপতিবদনং বীজপূরার্দ্রগণ্ডং ॥
ভোগীন্দ্রা বদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং ॥
ধ্যাত্বৈবং মানসৈ বিষ্ট্বা পীঠশক্তিঃ প্রপূজয়েৎ ॥
তীব্রা চ জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী।
উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিঘ্নবিনাশিনী ॥
পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চয়িত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনং।
পুনর্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ ॥
অভ্যর্চ্চ্য চ চতুর্দ্দিক্ষু গণেশং গণনায়কং।
গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিনিসত্তমঃ ॥
একদন্তং বক্রতুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ।
মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনং ॥
ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তীর্দ্দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়েৎ।
তেষামস্ত্রানি সংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ ॥
এবং সংপূজ্য বিঘ্নেশমধিবাসনমাচরেৎ।
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈ র্ব্রহ্মজ্ঞান্ কুলসাধকান্ ॥
ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ।
আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্ ॥
উৎসৃজেৎ কৌলতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যোকৈকমপি প্রিয়ে।
অর্ঘ্যং দত্বা দিনেশায় ব্রহ্মবিষ্ণুনবগ্রহান্ ॥
অর্চ্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ।
কর্ম্মণোভ্যুদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥
ততো স্বা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্য প্রার্থয়েদিদং।
এহি নাম কুলাচার্য নলিনীকুলবল্লভ ॥
ত্বৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে।

আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে ॥
নির্ব্বিঘ্নং কর্ম্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বৎ প্রসাদতঃ।
শিবশক্ত্যাজ্ঞয়া বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্ ॥
মনোরথময়ী সিদ্ধির্জায়তাং শিবশাসনাৎ।
ইত্থমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে ॥
আয়ুর্লক্ষ্মী বলারোগ্যাবাপ্ত্যৈ সঙ্কল্পমাচরেৎ।
ত তস্য কৃতসঙ্কল্পো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥
কারণৈঃ শুদ্ধিসাহিতৈরভ্যর্চ্চ্য বৃণুয়াদ্‌গুরুং।
গুরুর্ম্মনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে ॥
চিত্রধ্বজপতাকাভিঃ ফলপুষ্পেণ শোভিতে।
কিঙ্কিনীজালমালাভিশ্চন্দ্রাতপৈবিভূষিতে ॥
ঘৃতপ্রদীপাবলিভিস্তমোলেশবিবর্জ্জিতে।
কর্পূরসহিতৈর্ধূপৈর্গন্ধধূপৈঃ সুবাসিতে ॥
ব্যজনৈশ্চামরৈর্বর্হৈর্দর্পণাদ্যৈরলঙ্কৃতে।
সার্দ্ধহস্তমিতাং বেদীমুচ্চৈকশ্চতুরঙ্গুলাং ॥
রচয়েন্মৃণ্ময়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ।
পীতরক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈঃ সুমনোহরৈঃ।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ ॥
স্ব স্ব কল্পোক্তবিধিনা কুর্য্যাদর্চ্চা বিধিক্রিয়াং।
কৃত্বা পূর্ব্বোক্তবিধিনা পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ ॥
সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পূর্ব্বকল্পিত মণ্ডলে।
স্বর্ণং বা রাজনং তাম্রং মৃণ্ময়ং ঘটমেব বা ॥
ক্ষালিতং চন্দ্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতম।
স্থাপয়েদ্ব্রহ্মবীজেন সিন্দূরেণাঙ্কয়েৎ প্রিয়া ॥
ক্ষকারাদ্যৈরকারাদ্যৈর্বর্ণৈবিন্দুবিভূষিতৈঃ।
মূলমন্ত্রপ্রজাপেণ পূরয়েৎ কারণেন তং ॥
অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাপসাপিবা ॥
নবরত্নং সুবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ।
পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থবকুলাম্রসমুদ্ভবং ॥
পল্লবং তন্মুখে দত্ত্বাত্মাগ্‌ভবেন কৃপানিধিঃ।
সরাবং সাত্তিকঞ্চাপি ফলাক্ষতসমন্বিতং ॥
রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি।
বধ্নীয়াদ্বস্ত্রযুগ্মেন গ্রীবাং তস্য বরাননে ॥
শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্ত্তিতং।
স্বাং স্ত্রীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থিরীকৃত্য ঘটান্তরে ॥
নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্ত্বানি নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ।
রাজতং শক্তিপাত্রং স্যাদ্‌গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্ ॥
শ্রীপাত্রন্তু মহাশঙ্খং তাম্রাণ্যন্যানি কল্পয়েৎ।
পাষাণদারুলৌহানাং পাত্রাণি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যা প্রপূজনে।
পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরুন্ দেবীং প্রতর্পয়েৎ ॥
ততস্ত্বমৃতসংপূর্ণঘটমভ্যর্চ্চয়েৎ সুধীঃ।
দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বা বাহু মহেশ্বরীম্।
স্বশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
হোমন্তু কৃত্বা নিষ্পাদ্য কুমারীশক্তিসাধনং।
পুষ্পচন্দনবাসোভিরর্চ্চয়েৎ স গুরুঃ শিবে ॥
অনুগৃহ্ণন্তু কৌলা মে শিষ্যং প্রতিকুলব্রতাঃ।
পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবন্তিবনুমন্যতাম্ ॥
এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তে ক্রয়ুর্গুরুমাদরাৎ।
মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ ॥
শিষ্যো ভবতি পূর্ণস্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ।
শিষ্যেণ চ গুরুর্দ্দেবীমর্চ্চয়িত্বার্চ্চিতে ঘটে ॥
কামং মায়াং রমাং জপ্ত্বা চালয়েদ্ঘটমুত্তমম্।
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্ম কলসমুত্তরাভিমুখং গুরুঃ ॥
মন্ত্রৈরেতৈর্ব্বক্ষ্যমাণৈরভিষিঞ্চেৎ কৃপান্বিতঃ।
শুভপূর্ণাভিষেকস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ দেবতাত্মা প্রণবং বীজমীরিতং।
শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই পূর্ণাভিষেকের বিধান সাতিশয় গুপ্ত ছিল। তখন গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ মোক্ষলাভ করিয়াছে। পরে যখন কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইবে, তখন কুলাচারী মানবগণ রাত্রিকালে বা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিষেক করিবে। অভিষেক ব্যতিরেকে কেবল মদ্যসেবন করিলেই কৌল হয় না, যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনিই কুলার্চ্চক চক্রাধীশ্বর ও কৌল হইতে পারেন। অভিষেকের পূর্ব্ব দিন গুরু সর্ব্ববিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিঘ্নরাজের পূজা করিবেন। যদি গুরু শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে।

থ এই বর্ণের অন্তিম বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া (গঁ) গণপতির বীজ হইবে। এই গণপতি মন্ত্রের ঋষি গণক, ছন্দঃ নীবৃৎ, দেবতা বিঘ্ন, কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে *। ছয়টী দীর্ঘস্বর যুক্ত মূল

* ঋষ্যাদিন্যাস যথা—অস্য গণপতিবীজমন্ত্রস্য গণকঋষিঃ নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নো দেবতা কর্ত্তব্যস্য পূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বিঘ্নায় দেবতায়ৈ নমঃ। কর্ত্তব্যস্য শুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে*। অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া † গণপতির ধ্যান করিতে হইবে।

যিনি সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি নয়নত্রয়বিশিষ্ট, যাঁহার জঠর স্থূলতর, যিনি বাহুচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বর ধারণ করিয়া আছেন, যিনি বিশাল শুণ্ডদ্বারা বারুণীপূর্ণ কুম্ভ ধারণ করিতেছেন, নূতন শশিকলা দ্বারা যাঁহার মৌলি শোভমান হইতেছে, যাঁহার বদন গজরাজের বদন সদৃশ, যাঁহার গণ্ডদ্বয় সর্ব্বদা মদস্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে; যাঁহার শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ দেব গণপতিকে ভজনা কর।

এইরূপ ধ্যানপূর্ব্বক মানস উপচার দ্বারা পূজা করিয়া (প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া নমঃ এইপদ অন্তে দিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা) পীঠশক্তিদিগের পূজা করিবে। তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা, এই অষ্ট পীঠশক্তির পূর্ব্বাদিক্রমে পূজা করিয়া মধ্যদেশে বিঘ্নবিনাশিনীর পূজা করিবে ‡। (পরে প্রণব পাঠপূর্ব্বক নমঃ পদান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া) কমলাসনের পূজা করিতে হইবে। কৌলিকশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া মন্ত্রশোধিত পঞ্চতত্ত্বরূপ উপচার দ্বারা গণেশের পূজা করিবে। পরে তাঁহার চতুর্দ্দিক্, গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, রক্ততুণ্ড, লম্বোদর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ, বিঘ্ননাশন ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে।

অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিয়া দিক্পালদিগের অস্ত্রসমুদায়ের পূজা পূর্ব্বক (বিঘ্নরাজ ক্ষমস্ব এই বাক্য দ্বারা) বিঘ্নরাজের বিসর্জ্জন করিবে।

এইরূপে বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে এবং পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবে।

অনন্তর পরদিনে স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া জন্মাবধি কৃত সমুদয় পাপপুঞ্জের ক্ষয়ের নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে।** প্রিয়ে! তৎপরে কৌলদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত একটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবে††। পরে সূর্য্যকে অর্ঘ্য পদান পূর্ব্বক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ, মাতৃগণ, ইঁহাদের পূজা করিয়া বসুধারা দিবে। পরে কর্ম্মের অভ্যুদয় কামনায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে।

অনন্তর গুরুর নিকট গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে যে, নাথ! আপনি কৌলিকরূপ পদ্মবনের বল্লভ। কৃপানিধে! এখন আমার মস্তকে ভবদীয় চরণ-কমলের ছায়া প্রদান করুন। মহাভাগ! আমার শুভপূর্ণাভিষেক বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি আপনার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

বৎস! শিবশক্তির আজ্ঞানুসারে পূর্ণাভিষেকে অভি-

---

* অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি ষড়ঙ্গন্যাস যথা—গামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈম্ অনামিকাভ্যাং হুম্। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস যথা—গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্। গৈং কবচায় হুম্। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট। গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

† গঁ এই বীজমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিতে হইবে।

‡ পূর্ব্বদিকে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ। অগ্নিকোণে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ। দক্ষিণদিকে, ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। নৈর্ঋতকোণে, ওঁ ভোগদায়ৈ নমঃ। পশ্চিমদিকে, ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ। বায়ুকোণে, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ। উত্তরদিকে, ওঁ তেজস্বত্যৈ নমঃ। ঈশানকোণে, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ। মধ্যে, ওঁ বিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ।

** এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কমলাসনায় নমঃ।

†† এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণনায়কায় নমঃ ইত্যাদি।

‡ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে জম্বুদ্বীপান্তর্গতভারতবর্ষৈকদেশাস্থতামুকগ্রামবাসী অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আজন্মকৃতাশেষ দুষ্কৃত পুঞ্জক্ষয়কামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় ভারতবর্ষৈকদেশস্থিতামুকগ্রামবাসিনে অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়িনে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতান্ তিলানহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে।

ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদান্তর্গতামুক শাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৌলপরিতৃপ্তিকামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়িনে শ্রীমতে অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় কৌলায় দাতুং ভোজ্যমহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করিবে।

যিক্ত হও। মহেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধি হউক। শিষ্য গুরুর নিকট এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এবং আয়ুঃ, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সংকল্প করিবে *।

এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধি সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চনা করিয়া বরণ করিবে †।

গুরু গৈরিকাদি দ্বারা চিত্রিত মনোহর গৃহে উপবেশন করিবেন। ঐ গৃহে মনোহর ধ্বজ পতাকা দ্বারা ও ফল পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে। কিঙ্কিনী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের মালায় বিভূষিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা ঐ গৃহ অলঙ্কৃত হইবে। সে স্থলে এরূপ ঘৃতপ্রদীপশ্রেণী জ্বালিয়া দিতে হইবে, যে সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকিবে না। কর্পূর সহিত শালনির্য্যাস নিশ্মিত ধূপ দ্বারা সেই স্থান সুবাসিত হইবে। টানাপাখা, তালবৃন্ত, চামর, ময়ূরপুচ্ছ ও দর্পণাদি দ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে।

গুরু এই গৃহের অভ্যন্তরে চারি অঙ্গুলি উচ্চ সার্দ্ধ হস্তপরিমিত মৃণ্ময়ী বেদী রচনা করিবেন। অনন্তর পীত, রক্ত, কৃষ্ণ, শ্বেত, শ্যামল, এই পঞ্চবর্ণের অক্ষত চূর্ণ দ্বারা সুমনোহর সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিবেন। পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত বিধানানুসারে মানসপূজা অবধি সমুদায় কার্য্য সমাপন করিয়া মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন।

পঞ্চতত্ত্ব শোধনের পর পূর্ব্বকল্পিত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলের উপরি, সুবর্ণনির্ম্মিত, রজতনির্ম্মিত, তাম্রনির্ম্মিত, অথবা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট আনয়নপূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা ঐ ঘট প্রক্ষালিত করিবে। তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপনপূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহা ঐ মণ্ডলে স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ এই বীজ পাঠ করিয়া সিন্দূর দ্বারা উহা অঙ্কিত করিবে। অনন্তর চন্দ্রবিন্দুবিভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণদ্বারা ঐ ঘট পূর্ণ করিবে অথবা তীর্থজল দ্বারা কিংবা বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা ঘট পূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ নবরত্ন বা স্বর্ণ ঐঁ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর কৃপানিধি গুরু ঐঁ এই বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক কলস মুখে কাঁঠাল, উডুম্বর, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র, এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ হ্রাঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপ তণ্ডুল ও ফলসমন্বিত সুবর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় বা মৃন্ময় শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবে। বরাননে! বস্ত্রযুগল দ্বারা ঐ ঘটের গ্রীবাবন্ধন করিবে। শিবে! শক্তিমন্ত্রে রক্তবস্ত্র ও বিষ্ণুমন্ত্রে শ্বেতবস্ত্রই প্রশস্ত। পরে স্থাঁ স্থীঁ হ্রাঁ শ্রীঁ স্থিরীভব, এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্থিরীকৃত অন্য ঘটে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপন করিয়া নবপাত্র বিন্যাস করিবে।

শক্তিপাত্র রজতনির্ম্মিত, গুরুপাত্র সুবর্ণনির্ম্মিত, শ্রীপাত্র মহাশঙ্খবিরচিত ও অন্য সমুদায় পাত্র তাম্রনির্ম্মিত করিতে হইবে। মহাদেবীর পূজাকালে পাষাণনির্ম্মিত পাত্র, কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র ও লৌহনির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া শক্ত্যনুসারে অন্য পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত পাত্র ব্যবহার করিবে। পরে পাত্র সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের ভগবতীর (ও আনন্দ ভৈরবাদির) তর্পণ করিবে। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃতপূর্ণ ঘটের অর্চনা করিবে। পরে ধূপ দীপ প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া সর্ব্বভূত বলি প্রদান করিবে। অনন্তর পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। পরে প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরী ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক স্বশক্তি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে, কোন মতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। শিবে। সদ্গুরু, হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুষ্প চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা কুমারীদিগকে ও শক্তিসাধকদিগকে অর্চ্চিত করিবেন। হে কুলব্রত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। এই পূর্ণাভিষেক সংস্কারে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন।

চক্রেশ্বর এইরূপ প্রশ্ন করিলে কৌলগণ সমাদরপূর্ব্বক বলিবেন যে, মহামায়ার প্রসাদে এবং পরমাত্মার প্রভাবে আপনকার শিষ্য পরমতত্ত্বপরায়ণ ও পূর্ণ হউন।

অনন্তর গুরু, শিষ্যদ্বারা দেবী ভগবতীর পূজা করিয়া

* ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকাখণ্ডান্তর্গতামুকপ্রদেশীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবশান্তিকামঃ আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যকামশ্চ শুভপূর্ণাভিষেচনমহং করিষ্যে। এই বাক্য পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে।

† ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুক বেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকাখণ্ডান্তর্গতামুক প্রদেশীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রং অমুক প্রবরম্ অমুক বেদীনম্ অমুক শাখাধ্যায়িনং কুমারিকাখণ্ডান্তর্গতামুক প্রদেশীয়ামুক গ্রামনিবাসিনং শ্রীমন্তমমুকানন্দনাথং গুরুত্বেন ভবন্তং বস্ত্রালঙ্কারাদিভিরহং বৃণে। এইরূপ সংকল্প পাঠ করিয়া গুরুকে বরণ করিবে।

অর্চ্চিত ঘটের উপরি ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই নির্ম্মল ঘট চালনা করিবেন। (এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবেন যে) হে ব্রহ্মকলস তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতা-স্বরূপ তুমি উত্থান কর। আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লবদ্বারা সিক্ত হইয়া ব্রহ্মনিরত হউক।

গুরু এই মন্ত্রদ্বারা কলস সঞ্চালিত করিয়া কৃপাযুক্ত হৃদয়ে উত্তরাভিমুখে শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন এবং এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন যে, শুভপূর্ণাভিষেকে ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে।*

তৎপরে এই অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিবে—

"গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
দুর্গা লক্ষ্মী ভবানীস্ত্বামাভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥
জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধাকান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা॥
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্ম্মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ অভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥
অসিতোঙ্গরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তামহোগ্রাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
ইন্দ্রোগ্নিঃ শমনোরক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তুমাং দিগীশ্বরাঃ॥
রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ শিতঃ শনিঃ।
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহা।
নক্ষত্রং করণং যোগো বারাঃ পক্ষৌদিনানি চ॥
ঋতুর্ম্মাসোহায়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ।
সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥
গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যা পতত্রিণঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ॥
পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমচারিণঃ।
পূর্ণাভিষেকসন্তুষ্টা অভিষিঞ্চন্তু পাথসা॥
দৌর্ভাগ্যং দুর্যশোরোগা দৌর্ম্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ॥
ভূতঃ প্রেতঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যে রিষ্টকারিণঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ॥
অভিচারকৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।
মনোবাক্কায়জাদোষাঃ বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ॥
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণা সন্তু মনোরথাঃ॥
ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্।
পশোর্মুখাল্লব্ধমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্ গুরুঃ॥
পূর্ব্বোক্ত নাম্না সংবোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিসাধকান্।
দত্ত্বাদানন্দনাথান্তমাখ্যানং কৌলিকো গুরুঃ॥
শ্রুতমন্ত্রগুরোর্যন্ত্রে সংপূজ্য নিজ দেবতাম্।
পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চ্চয়েত্ততঃ॥
গোভূতিরণ্যবাসাংসি নানালঙ্করণানি চ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা যজেৎ কৌলান্ শিবাত্মকান্॥
কৃতকৌলার্চ্চনো ধীরঃ শাস্ত্রোহতিবিনয়ান্বিতঃ।
শ্রীগুরোশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেবমর্থয়েৎ॥
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধেঃ।
পরামৃতপ্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথম্।
আজ্ঞাং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্॥
চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।
কৃতার্থং কুরু সৎশিষ্যং দেহ্যস্মৈ কৃপামৃতম্॥
আজ্ঞামাদায় কৌলীশং পরমামৃতপূরিতম্।
সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষ্যহস্তে সমর্পয়েৎ॥
হুত্বাকুর্য্যা গুরুর্দ্দেবীং স্রুবসংলগ্নভস্মনা।
স্বস্য শিষ্যস্য কৌলানাং কূর্চ্চে চ তিলকং ন্যসেৎ॥
ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্।

* মন্ত্র যথা—এষাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দ আদ্যাকালী দেবতা ওঁ বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ওঁ বীজায় নমঃ। শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। এইরূপ ঋষিন্যাস করিতে হইবে।

চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্।
ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্ ॥
নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্।
অথবাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্ ॥
সংস্কারেঽস্মিন্ কুলেশানি পঞ্চকল্পাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নবরাত্র বিধানব্যং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ॥
নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাব্জং পঞ্চরাত্রকে।
ত্রিরাত্রে বৈকরাত্রে চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে ॥
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে নবনাভেঽপি সাধকৈঃ।
স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চাব্জে পঞ্চসংখ্যকাঃ ॥
নলিনে হষ্টদলে দেবি ঘটস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশরাদিষু পূজয়েৎ ॥
পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্ম্মলাত্মনাম্।
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ ঘ্রাণাৎ দ্রব্যশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥"

গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। দুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী, এই মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ষোড়শী, তারিণী, নিত্যা, স্বাহা, মহিষমর্দ্দিনী ইঁহারা মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। জয়দুর্গা, বিশালাক্ষী, ব্রহ্মাণী সরস্বতী, বগলা, বরদা, শিবা, ইঁহারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। নারসিংহী, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী, বারুণী, রৌদ্রী, এই সমুদায় শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ভৈরবী, ভদ্রকালী, তুষ্টি, পুষ্টি, উমা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়া, শান্তি, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীলসরস্বতী, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। অসিতাঙ্গ, রুরু, চক্র, ক্রোধোন্মত্ত ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ, ইঁহারা সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিন, বিপ্রচণ্ডা, মহোগ্রা, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, পিতৃপতি, নৈঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশান এই অষ্টদিক্‌পাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু কেতু এই গ্রহগণ ও নক্ষত্রগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ বব প্রভৃতি করণগণ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি যোগগণ, রবি প্রভৃতি বারগণ, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, দিনগণ বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু, বৈশাখ প্রভৃতি দ্বাদশ মাস, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। লবণ-সমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও জলসমুদ্র এই সমুদায় সমুদ্র মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। গঙ্গা, যমুনা, রেবা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সরযু, গণ্ডকী, কুন্তী, শ্বেতগঙ্গা, কৌশিকী, ইঁহারা মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম প্রভৃতি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষিগণ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও পর্ব্বতগণ, তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পাতালচারী, ভূতলচারী ও ব্যোমচারী জীবগণ তোমার মঙ্গল করুন এবং তাঁহারা পূর্ণাভিষেক দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। পূর্ণাভিষেক দ্বারা এবং পর ব্রহ্মের তেজোদ্বারা তোমার দুর্ভাগ্য, অযশ, রোগ, দৌর্ম্মনস্য ও শোক সমুদায় বিধ্বস্ত হউক।

অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনীগণ, যোগিনীগণ, ইঁহারা অভিষেক দ্বারা ও কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক। ভূতগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, গ্রহগণ আর আর সমুদায় অনিষ্টকারিগণ রমাবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক এবং নষ্ট হউক। অভিচারজনিত দোষ, বৈরমন্ত্রসমুৎপন্ন দোষ, মানসিক দোষ, বাচনিক দোষ, কায়িক দোষ, এই সমুদায় তোমার অভিষেক দ্বারা ধ্বস্ত হউক। তোমার সমুদায় বিপদ দূর হউক। তোমার সমুদায় সম্পদ স্থিরতর হউক। এই পূর্ণ অভিষেক দ্বারা তোমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হউক।

এই একবিংশতি মন্ত্র দ্বারা সাধক অভিষিক্ত হইবে। যদি শিষ্য পশুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরু তাহাকে পুনর্ব্বার সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। অনন্তর কৌলিক গুরু শক্তি সাধকদিগকে জানাইয়া পূর্ব্বনাম গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া আনন্দনাথান্ত নাম প্রদান করিবেন। শিষ্য গুরুর মুখে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া 'পঞ্চতত্ত্বোপচার দ্বারা মন্ত্র মধ্যে নিজ অভীষ্ট দেবতার পূজা করিয়া গুরুপূজা করিবে।

অনন্তর গুরুকে গাভী, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, পেয়দ্রব্য, অলঙ্কার এই সমুদায় দক্ষিণাপ্রদান করিয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ কৌলদিগের পূজা করিবে। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি কৌলদিগের অর্চ্চনাপূর্ব্বক শান্ত ও অতি বিনীত হইয়া ভক্তি সহকারে শ্রীগুরুর চরণস্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, শ্রীনাথ আপনি জগতের নাথ, আমার নাথ ও করুণানিধি। আপনি পরমামৃত প্রদানপূর্ব্বক আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। (গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,) কৌলগণ! আপনারা প্রত্যক্ষ শিবরূপী। আপনারা আজ্ঞা দিউন,

আমি এই বিনয়সম্পন্ন সৎশিষ্যকে পরমামৃত প্রদান করি। (কৌলগণ কহিবেন), চক্রেশ্বর! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আপনি কৌলরূপ পদ্মবনের ভাস্করস্বরূপ। আপনি এই সৎশিষ্যকে চরিতার্থ করুন। ইহাকে কুলামৃত দিউন।

পরে গুরু কৌলদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি সহিত পরমামৃত-পূরিত পানপাত্র শিষ্য-হস্তে সমর্পণ করিবেন। পরে গুরু, দেবী ভগবতীকে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া স্রব-সংলগ্ন ভস্ম দ্বারা স্বশিষ্যের ও কৌলদিগের ললাটে তিলক করিয়া দিবেন। অনন্তর প্রসাদতত্ত্ব সমুদায় কৌলদিগকে পরিবেশন করিয়া চক্রানুষ্ঠানের বিধানানুসারে পান ও ভোজন করিবে। এই আমি তোমার নিকট শুভ-পূর্ণাভিষেক কহিলাম। ইহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও শিবত্বলাভ হয়।

নবরাত্রি, সপ্তরাত্রি, পঞ্চরাত্রি, ত্রিরাত্রি অথবা একরাত্রি পূর্ণাভিষেক করিবে। কুলেশ্বরি! এই সংস্কারে পাঁচটী কল্প আছে। যদি নবরাত্রি অভিষেক হয়, তাহা হইলে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা করিতে হইবে। প্রিয়ে! সপ্তরাত্রি অভিষেক-স্থলে নবনাভমণ্ডল, পঞ্চরাত্রি অভিষেক-স্থলে পঞ্চাব্জমণ্ডল, ত্রিরাত্রি ও একরাত্রি অভিষেক-স্থলে অষ্টদলপদ্ম রচনা করিতে হইবে। সাধকগণ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে এবং নবনাভমণ্ডলে নয়টী ঘট এবং পঞ্চাব্জমণ্ডলে পাঁচটী ঘট স্থাপন করিবে। অষ্টদলপদ্ম স্থলে একটী মাত্র ঘট স্থাপন করিতে হইবে। এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণ-দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়। যাঁহারা পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত কৌল, যাঁহারা নির্ম্মলহৃদয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন বা ঘ্রাণ দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি হইয়া থাকে।

সাধক ও সাধিকা। তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার লক্ষণও তন্ত্রে বর্ণিত আছে। নিরুত্তর তন্ত্রের (১১শ পটলে) মতে—

"আত্মনো জ্ঞানমাত্রেণ তত্ত্বজ্ঞান ভবেৎ প্রিয়ে।
তত্ত্বজ্ঞানী ভবেদ্‌যোগী স যোগী ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥
নিরালম্বশ্চ সালম্বো ভক্তশ্চ পরমেশ্বরি।
ভক্তোপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্‌॥
শক্তিমাত্রং যজেদ্‌যোগী ভক্তো যোগপরায়ণঃ।
অভিষেকেন দেবেশি ভৈরবো জায়তে ভুবি॥
অবধূতো ভবেদ্বীরো দিব্যশ্চ কুলসুন্দরি।
শ্মশানাগমনিষ্ঠশ্চ কুলযোষিৎপরায়ণঃ॥
কুলশাস্ত্রার্থসংবক্তা বলিদানরতঃ সদা।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নির্লোভো নির্ভয়ঃ শুচিঃ॥
গুরুদেবরতঃ শান্তো ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতঃ।
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গো রক্তকৌপীনভূষণঃ॥
উদারচিত্তঃ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ।
কুলাচাররতো বীরঃ পণ্ডিতঃ কুলবত্মর্না॥
কুলসঙ্কেতসংবেত্তা কুলশাস্ত্রবিশারদঃ।
মহাবলো মহাবুদ্ধিঃ মহাসাহসিকঃ শুচিঃ॥
নিত্যকর্ম্মণি নিষ্ঠাতো দম্ভহিংসাবিবর্জ্জিতঃ।
পরনিন্দাসহিষ্ণুঃ স্যাৎপরোপকাররতঃ সদা।
বীরমাসনমাসীনঃ পিতৃভূমিগতঃ শুচিঃ॥
সর্ব্বদানন্দহৃদয়ঃ কুমারীপূজনে রতঃ।
এবং যদি ভবেদ্বীর স্তদেব হীনজাং যজেৎ॥
দিব্যোঽপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্‌।
কুলঞ্চ সর্ব্বজাতীনাং পূজনীয়ং কুলার্চ্চনে॥
শ্মশানে নির্জ্জনে রম্যে ত্রিপাস্থে শূন্যমণ্ডলে।
গ্রামে পাতালকে বাপি সাধয়েৎ কুলসাধনম্‌॥"

প্রিয়ে! আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞানী যোগী হইতে পারে; সেই যোগী তিন প্রকার—নিরালম্ব, সালম্ব ও ভক্ত। ভক্তও বীরভাবে কুলসাধন করিবে। যোগপরায়ণ ভক্তযোগী শক্তিমাত্র পূজা করিবে। দেবেশি! অভিষেক দ্বারা এ সংসারে ভৈরব এবং দিব্য ও বীরাচারী অবধূত হইয়া থাকে। শ্মশানাগমে নিষ্ঠাবান্‌, কুলস্ত্রীপরায়ণ, কুলশাস্ত্রার্থ যে ভাল বলিতে পারে, নিত্য বলিদানে রত, দ্বন্দ্বহীন, অহঙ্কারহীন, নির্লোভ, নির্ভয়, শুদ্ধ, গুরু ও দেবতার প্রতি অনুরক্ত, শান্ত, ঘৃণালজ্জারহিত, অঙ্গে রক্তচন্দনলিপ্ত, রক্তবর্ণের কৌপীনধারী, উদারচিত্ত, সকল সময়ে বৈষ্ণবাচারতৎপর, কুলাচাররত, বীরাচারী, কুলমার্গে পণ্ডিত, কুলসঙ্কেতবেত্তা, কুলশাস্ত্রবিশারদ, মহাধনবান্‌, বুদ্ধিমান্‌, অতি সাহসী, শুদ্ধাচারী, নিত্যকর্ম্মনিষ্ঠ, দম্ভ ও হিংসাবর্জ্জিত, পরনিন্দাসহিষ্ণু, সর্ব্বদা পরোপকারে নিরত, বীরাসনে সমাসীন, পিতৃভূমিগত, সর্ব্বদাই আনন্দিত, কুমারীপূজনে রত। এইরূপ হইলে বীর তান্ত্রিকসাধনে হীনজা যজন করিবে। দিব্যও বীরভাবে কুলসাধন করিবে। কুলপূজায় সকল জাতির কুলস্ত্রীই পূজনীয়া। শ্মশানে, নির্জ্জন বা রমণীয় স্থানে, ত্রিমাত্রাপথে ও শূন্যমণ্ডলে, গ্রাম বা সুড়ঙ্গের মধ্যে কুলপূজা করিবে।

সাধিকার লক্ষণ—

"নির্লোভা কামনাহীনা নির্লজ্জা দম্ভবর্জ্জিতা।
শিবসমাগতা সাধ্বী স্বেচ্ছয়া বিপরীতগা॥
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রক্তা প্রশস্তা কুলপূজনে।
চতুর্বর্ণোদ্ভবানাঞ্চ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে॥
বর্ণসঙ্করতো জাতা হীনজা পরিকীর্ত্তিতা।

লজ্জা লাঞ্ছিতভালা যা সা সাক্ষাদ্ভুবনেশ্বরী ॥
নানাজাত্যুদ্ভবানাঞ্চ সা দীক্ষা কুলপূজনে।
ব্রাহ্মণো হীনজাং দেবীং মনসা বা প্রপূজয়েৎ ॥
অজ্ঞাত্বা কৌলিকীং দেবীং পশুবৎ পরিপূজয়েৎ।
পশুবৎ পূজয়েদ্বীরো দীক্ষিতাং বাপ্যদীক্ষিতাম্।
শক্তিমাত্রং যজেদ্বীরঃ প্রাপ্তযোগমনাঃ স্মরেৎ ॥
হীনজাতে তু সংযুক্তা দীক্ষিতাশ্চৈব সর্ব্বদা।
শাম্ভবী শক্তিকা বাপি বৈষ্ণবী বাপ্যবৈষ্ণবী।
সর্ব্বদা সাধনে যোজ্যা সাধকানাং কুলার্চ্চনে ॥" (নিরু° ১১প°)

যে রমণীর লোভ নাই, কামনা নাই, লজ্জা নাই, দম্ভ নাই, যে সাধ্বী শিব* সঙ্গ করিয়াছে, স্ব-ইচ্ছায় বিপরীত রমণ করে, এইরূপ চারিবর্ণজাতা রমণীই কুলপূজায় প্রশস্ত। চারি বর্ণের কুলস্ত্রীরই পুরশ্চরণের বিধান আছে। বর্ণশঙ্কর হইতে জাতা নারী হীনজা বলিয়া খ্যাত। যাহার মুখমণ্ডলে লজ্জার আভা, সে সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী। এরূপ নানাজাতীয়া রমণীই কুলপূজায় দীক্ষিত করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ হীনজাতীয়া দেবীকে মনে মনে পূজা করিবে। কৌলিকীদেবী না জানা থাকিলে পশুবৎ অর্চ্চনা করিবে। বীরাচারী দীক্ষিতা বা অদীক্ষিতাকে পশুবৎ পূজা করিবে অথবা প্রাপ্তযোগমনা হইয়া শক্তিমাত্র স্মরণ করিবে। হীনজামাত্রেই সর্ব্বদা দীক্ষিতা। শৈবা বা শাক্তরমণী, বৈষ্ণবা অথবা অবৈষ্ণবী সাধকগণের কুলসাধনে যোগ্য বলিয়া জানিবে।

সঙ্কেত। তান্ত্রিক উপাসকমাত্রেরই সঙ্কেত জানা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে কুলপূজায় তাহার আদৌ অধিকার নাই। অথবা চক্রমধ্যে সে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। নিরুত্তরতন্ত্রে—

"ক্রমসঙ্কেতকঞ্চৈব পূজাসঙ্কেতমেব চ।
মন্ত্রসঙ্কেতকঞ্চৈব যন্ত্রসঙ্কেতকস্তথা ॥
লিখনং মন্ত্রযন্ত্রাণাং সঙ্কেতং গুরুমার্গতঃ।
সঙ্কেতজ্ঞং বিনা বীরং যদি চক্রে নিয়োজয়েৎ ॥
নিষ্ফলং পূজনং দেবি দুঃখং তস্য পদে পদে।
সঙ্কেতহীনো যো বীরো নাভিষেকী গুরুঃ ক্রমাৎ ॥
কুলভ্রষ্ট স পাপিষ্ঠস্তং ত্যজেদ্বীরচক্রকে।" (নিরু° ১০ প°)

ক্রমসঙ্কেত, পূজাসঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত, যন্ত্রসঙ্কেত, গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র ও যন্ত্র লিখিবার সঙ্কেত, এই সকল সঙ্কেত যাহার জানা নাই, তাহাকে চক্রে নিযুক্ত করিলে পূজা নিষ্ফল ও পদে পদে তাহার দুঃখ হইয়া থাকে। যে বীর সঙ্কেত জানে না অথবা যে গুরু-ক্রমানুসারে অভিষিক্ত নহে, সে কুলভ্রষ্ট, সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে বীরচক্রে পরিত্যাগ করিবে।

ক্রমসঙ্কেত।

খপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডোদ্ভব, গোলোদ্ভব, বজ্রপুষ্প, উল্লাস, প্রৌঢ় ইত্যাদি।

তন্ত্রে ঐ সকল তান্ত্রিক শব্দের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। আবার অনেক সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ অভিষিক্ত গুরুর নিকট ভিন্ন আর কোন প্রকারে জানা যায় না।

স্বয়ম্ভুকুসুম প্রথম ঋতুমতীর রজঃ। যথা—

"হরসম্পর্কহীনায়ালতায়াঃ কামমন্দিরে।
জাতং কুসুমমাদৌ যন্মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥
স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি রক্তচন্দনসংজ্ঞিতম্।
তথা ত্রিশূলপুষ্পঞ্চ বজ্রপুষ্পং বরাননে ॥
অনুকল্পং লোহিতাক্ষচন্দনং হরবল্লভং।" (মুণ্ডমালাতন্ত্র ২ প°)

হর অর্থাৎ পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতিরেকে লতা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যোনি হইতে যে কুসুম অর্থাৎ রজঃ হয়, তাহাকেই স্বয়ম্ভুকুসুম বা রক্তচন্দন বলা যায়। ইহার অভাবে ত্রিশূলপুষ্প ও বজ্রপুষ্প (চণ্ডালীর রজঃ) মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। ইহার অনুকল্প শিবপ্রিয় লোহিতাক্ষ চন্দন।

কুণ্ডোদ্ভব অর্থাৎ সধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

"জীবদ্ভর্ত্তৃকনারীণাং পঞ্চমং কারয়েৎ প্রিয়ে।
তস্য ভগস্য যদ্দ্রব্যং তৎকুণ্ডোদ্ভবমুচ্যতে ॥"
(সময়াচারতন্ত্র ২য় প°)

গোলোদ্ভব অর্থাৎ বিধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

"মৃতভর্ত্তৃকনারীণাং পঞ্চমঞ্চৈব কারয়েৎ।
তস্যা ভগস্য যদ্দ্রব্যং তদ্গোলোদ্ভবমুচ্যতে।"

কুলার্ণবের মতে—

"তত্ত্বত্রয়ং স্যাদারম্ভঃ কথিতং কুলনায়িকে।
কথিতস্তরুণোল্লাসে হ্যরুণং মুখমম্বিকে ॥
যৌবনং মনসঃ সম্যগুল্লাসঃ কথিতঃ প্রিয়ে।
স্খলনং দৃগ্‌মনোবাচাং প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে ॥"

তত্ত্বত্রয়কে আরম্ভ, অরুণ মুখকে তরুণ উল্লাস, যৌবনকে মনের মহোল্লাস, দৃষ্টি মন ও কথার স্খলনের নাম প্রৌঢ় ইত্যাদি।

পূজা-সঙ্কেত। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"দ্রব্যাণাং যাবতী সংখ্যা পাত্রাণাং দ্রব্যসংহতিঃ।
হাটকং রাজতং তাম্রং মারকতমৃদাদিনা ॥
উপচারবিধানে তদ্দ্রব্যমাহুর্ম্মণীষিণঃ।
আসনে পঞ্চপুষ্পাণি স্বাগতে ষট্‌চতুঃপলম্ ॥

* "অষ্টোত্তরশতং দেবি তদ্‌যোগং স্মরতো জপেৎ।
প্রণম্য মনসা দেবীং চুম্বনং মনসা স্মরেৎ।
সুন্দরীং নাগরীং দৃষ্ট্বা এবং সঙ্কিত্তয়েন্নরঃ।
স এব কালিকাপুত্রঃ সদাশিব ইহাপরঃ।" (নিরু° ১১ প°)

জলং শ্যামাকদূর্ব্বা চ বিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্।
পাদ্যে চার্ঘ্যো জলং তাবদ্গন্ধপুষ্পাক্ষতং জবা।
দূর্ব্বাস্তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্রঃ শ্বেতসর্ষপাঃ।
জাতীফললবঙ্গক-কক্কোলাশ্চ ষট্পলম্।
প্রোক্তমাচমনং কাংস্যে মধুপর্কঃ ঘৃতং মধুঃ॥
দধ্না সহ পলৈকন্তু শুদ্ধং বাড়ি তথাচ মে।
পরিমার্গস্তু পঞ্চাশৎ পলং স্নানার্থসম্ভবঃ॥
নির্ম্মলেনোদকেনাথ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণতা।
মলিনং গর্হিতং সর্ব্বং ত্যজেৎ পূজাবিধৌ হরেঃ॥
বিতস্তিমাত্রাদধিকঃ বাসোযুগ্মন্তু নূতনম্।
স্বর্ণাদ্যাভরণান্যেবং মুক্তারত্নযুতানি চ॥
চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধফলাবধি।
নানাবিধানি পুষ্পাণি পঞ্চাশদধিকানি চ॥
কাংস্যাদিনির্ম্মিতে পাত্রে ধূপো গুগ্গুলুকর্ষভাক্।
সপ্তবর্ত্ত্যাস্তু সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ॥
যাবদ্ভক্ষং ভবেৎ পুংসস্তাবদ্দদ্যাজ্জনার্দ্দনে।
নৈবেদ্যং বিবিধং বস্তুভক্ষ্যাদিকচতুর্বিধম্॥
কর্পূরাদিযুতা বর্ত্তি সা চ কার্পাসনির্ম্মিতা।
সপ্তবর্ত্ত্যাস্তু সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ।
শিলাপিষ্টং চন্দনায়াং সপ্তধা বন্দয়েন্নরঃ।
কার্য্যং তাম্রাদিপাত্রে তৎ প্রীতয়ে হরিমেধসঃ।
দূর্ব্বাক্ষতপ্রমাণঞ্চ বিজ্ঞেয়ন্তু শতাধিকম্।
উত্তমোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তো বিভবে সতি সর্ব্বদা।
এষামভাবে সর্ব্বেষাং যথাশক্ত্যাতু পূজয়েৎ।
অনুকল্পং বিবর্জ্জেচ্চ দ্রব্যাণাং বিভবে সতি॥"

দ্রব্যের যত সংখ্যা, পাত্রের তত সংখ্যা বুঝিতে হইবে। উপচারে দ্রব্য বলিলে স্বর্ণ, রজত, তাম্র ও কাংস্য এই চারিটী। পঞ্চবিধ পুষ্পে আসন, ষট্ পুষ্পে স্বাগত, চারি পল জলে পাদ্য, শ্যামাক (বিষ্ণুক্রান্তা) অপরাজিতা, গন্ধপুষ্প, আতপতণ্ডুল, দূর্ব্বা, তিল, কুশাগ্র, শ্বেতসর্ষপ, জায়ফল, লবঙ্গ ও কক্কোল এই সকলে অর্ঘ্য, ষট্পল পরিমিত জলে আচমন, কাংস্যপাত্রে ঘৃত, মধু ও দধি দিয়া মধুপর্ক, একপল বিশুদ্ধ জলে আচমন, ৫০ পল বিশুদ্ধ জলে স্নান, বিতস্তিমাত্রায় অধিক দুইখানি নূতন কাপড়ে বসন, মুক্তা ও রত্নাদিযুক্ত স্বর্ণাদি দ্বারা আভরণ, চন্দন, অগুরু ও কর্পূরে গন্ধ, ৫০ প্রকারের অধিক ফুলে পুষ্প, কাংস্যাদি পাত্রে ধূনা ও গুগ্গুলু দ্বারা ধূপ, সপ্তবর্ত্তীযুক্ত দীপ দ্বারা দীপ। একটী পুরুষে যে পরিমাণ দ্রব্যভক্ষণ করিতে পারে, তাহা দ্বারা নৈবেদ্য। (এই নৈবেদ্যে দ্বিবিধ প্রকার বস্তু দিতে হয়, খাদ্য-বস্তু ৪ প্রকারের কম না হয়)। কার্পাসাদি সূত্র দ্বারা ৪ আঙ্গুল পরিমিত ৭টী বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কর্পূর সংযুক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া দিলে দীপ, ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলে বন্দনা বুঝিতে হইবে। (বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত তাম্রাদিপাত্রে এই সকল কার্য্য করিবে)।

দূর্ব্বাক্ষত বলিলে একশতের অধিক দূর্ব্বা ও অক্ষত লইতে হয়। ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই উত্তম বিধি। এই বিধি অনুসারে যে পূজা করে, সেই ব্যক্তি সকল ভোগান্বিত হইয়া অন্তকালে হরির পুরে গমন করে। বিত্তহীন ব্যক্তির পক্ষে যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিতে পারে। এই অনুকল্প ধনবানের পক্ষে নহে। ধনবান্ ব্যক্তি এইরূপ অনুকল্প করিলে তাহা নিষ্ফল।

মন্ত্রসঙ্কেত অর্থাৎ বীজ। যেমন ভুবনেশ্বরী বীজ।

"নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্।"

নকুলীশ শব্দে 'হ' অগ্নি শব্দে 'র', বামনেত্র শব্দে 'ঈ', এবং অর্দ্ধচন্দ্র শব্দে 'ঁ', এই সমুদায়ে হ্রীঁ এই মন্ত্রটী উদ্ধার হইল।

কালীবীজ যথা—

",বর্গান্তং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতম্।"

বর্গান্ত শব্দে 'ক্" বহ্নি শব্দে 'র্" রতি শব্দে 'ঈ' এবং বিন্দু 'ঁ' ইহাতে ক্রীঁ' এই মন্ত্র উদ্ধার হইল। এই সাঙ্কেতিক পদসমূহকে মন্ত্র-সঙ্কেত বলা যায়। [বীজ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এইরূপে কিরূপ চক্র থাকিলে তাহাকে কোন্ যন্ত্র বলে, তাহা কি প্রকারে আঁকিতে হয়, এই সকল সঙ্কেত জানাকে যন্ত্রসঙ্কেত বলা যায়। [যন্ত্র শব্দ দেখ।]

বীরাচারপূজা। তন্ত্রে বীরাচারপূজা একটী প্রধান অঙ্গ। কুকলাস-দীপিকায় তৃতীয় পটলে লিখিত আছে—

"আদৌ দীপনী দেবেশি বক্তব্যা বীরপূজিতে।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
সর্ব্বেষামেব দেবানাং দীপনীয়া প্রকীর্ত্তিতা।
অনায়ত্তং বিনা বিদ্যা ন সিদ্ধ্যতি কদাচন॥
বিনাপূজাং বিনাধ্যানং বিনাচারং মহেশ্বরি।
সাধকো জ্ঞানমাত্রেণ ভবেন্মুক্তো মহানঘঃ॥
তৎকুলে নৈব দারিদ্র্যং তদ্গোত্রে নাস্ত্যপণ্ডিতঃ।
প্রাণং দেয়াৎ ধনং দেয়াৎ কুলং দেয়াৎ স্ত্রিয়োঽপি চ॥
এনাং বিদ্যাং মহেশানি ন দদ্যাৎ [illegible]
কালী বীজত্রয়ং কূর্চ্চযুগলং [illegible]॥
লজ্জাবীজদ্বয়ং দেবি দক্ষিণে কালিকে তথা।
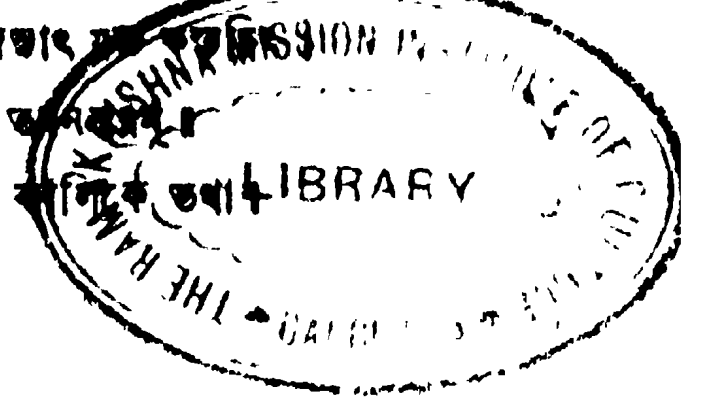
পুনস্তাস্তেব বীজানি বহ্নিকান্তাবধির্মনুঃ।
ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিকৃচ্ছন্দ উদাহৃতম্।
দক্ষিণা কালিকা প্রোক্তা দেবতা তন্ত্রগোপিতা ॥
বীজশক্তিঞ্চ দেবেশি কূর্চ্চং লজ্জাং ক্রমাৎ প্রিয়ে।
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ মায়য়া পরিকীর্ত্তিতৌ ॥
করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী দিগম্বরীম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥
সদ্যঃ কৃত্তা শিরঃ খড়্গবামোর্দ্ধাধঃকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্ ॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং করকাঞ্চীবিভূষিতাম্।
কণ্ঠাবশক্তালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্ ॥
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ ॥
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং।
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্নেন মদ্যৈর্মাংসৈশ্চ ভক্তিতঃ ॥
রক্তপুষ্পৈ রক্তপদ্মৈ রক্তাম্বরসমন্বিতৈঃ।
সংপূজ্য যত্নতো মন্ত্রী পরিবারান্ সমর্চ্চয়েৎ ॥
পীঠপূজা ততো দেবি আধারশক্তিপূর্ব্বকম্।
প্রকৃতি কমঠঞ্চৈব শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ ॥
সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহং তথা।
শ্মশানং পারিজাতঞ্চ তন্মূলে মণিবেদিকাম্ ॥
তস্যোপরি মণেঃ পীঠং ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ।
চতুর্দ্দিক্ষু মুনীন্ দেবান্ শিবাংশ্চ নরমুণ্ডকান্ ॥
ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদীংশ্চৈব ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ।
কেশরেষু চ পূর্ব্বাদিষ্বিচ্ছা জ্ঞানাক্রিয়া তথা ॥
কামিনী কামদা চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ।
প্রিয়া নন্দা মহেশানি মধ্যে চৈব মনোন্মনী ॥
কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্।
বিপ্রচিত্তাং মহেশানি বহিঃ ষট্কোণকে বুধঃ ॥
উগ্রামুগ্রপ্রভাং দীপ্তাং ন্যসেৎ পত্রত্রিকোণকে।
মাত্রাং মুদ্রাং মিতাঞ্চৈব ন্যসেচ্চান্ত্যত্রিকোণকে ॥
সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ।
তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ ॥
দিগাম্বরাহসম্মুখ্যঃ স্ব স্ব বাহনভূষিতাঃ।
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্নেন পূজয়েদষ্টপত্রকে ॥
ব্রাহ্মীং নারায়ণীঞ্চৈব তথা মাহেশ্বরীং প্রিয়ে।
অপরাজিতাঞ্চ কৌমারীং বারাহীমর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥
নারসিংহীং প্রপূজ্যৈব ততো দক্ষিণতো যজেৎ।
মহাকালং যজেৎ দেবি বিপরীতরতান্তরে ॥
দিগম্বরং মুক্তকেশং চণ্ডবেশং প্রযত্নতঃ।
এবং সংপূজ্য যত্নেন যজেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥
বিনা মদ্যং বিনা মাংসং যদি দেবীং প্রপূজয়েৎ।
দেবতা শাপমাপ্নোতি মৃতো নরক মৃচ্ছতে ॥"

বীরাচার পূজাতে প্রথমে দীপনী আবশ্যক। যাহা জানিলে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। এইজন্য সকল দেবতার দীপনী কথিত হইয়াছে, এই বিদ্যা আয়ত্ত না হইলে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধক পূজা, ধ্যান ও আচার ব্যতীত একমাত্র জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয় এবং যাহারা মুক্ত হয়, তাহাদের কুলে কেহ দরিদ্র ও অপণ্ডিত থাকে না। প্রাণ, ধন, কুল, এমন কি স্ত্রীও দান করিতে পার, কিন্তু, এই মন্ত্র যাহাকে তাহাকে দান করিবে না। কালীর বীজত্রয়, তাহার পর কূর্চ্চবীজদ্বয় ও লজ্জাবীজদ্বয়, দেবী দক্ষিণকালিকা, পুনর্ব্বার এই সকল বীজ হইবে। ইহার ঋষি ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক্, দক্ষিণাকালিকা দেবী।

ইহার বীজ কূর্চ্চ ও লজ্জাশক্তি, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস মায়াবীজ দ্বারা করিয়া দেবীর ধ্যান করিতে হইবে।

করাল-বদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, চতুর্ভুজা, ইত্যাদি রূপে কালীর ধ্যান করিয়া মদ্য, মাংস, রক্তপুষ্প ও রক্তপদ্ম দ্বারা এবং রক্ত বস্ত্রান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে হয়।

তাহার পর পরিবারপূজা, তৎপরে পীঠ পূজা করিতে হয়। প্রকৃতি, কমঠ, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, চিন্তা, মণিগৃহ শ্মশান, পারিজাত, এই সকলের মূলে মণিবেদিকা প্রস্তুত করিবে। তাহার মধ্যে সাধকশ্রেষ্ঠ মণিপীঠ ন্যস্ত করিবে। চারিদিকে মুনি, দেবতা, শিব, নরমুণ্ড, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই বলিয়া স্থাপন ন্যস্ত করিবে।

পরে কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা, এই সকলকে সাধক, বাহিঃ ষট্কোণে ন্যস্ত করিবে।

উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তা পত্রত্রিকোণে এবং মাত্রা, মুদ্রা ও মিতা অন্ত্য ত্রিকোণে ন্যস্ত করিবে।

পরে "সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ধ্যান করিয়া অষ্টপত্রে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে।

পরে সাধক ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, অপরাজিতা, কৌমারী ও বারাহীকে পূজা করিবে। পরে নারসিংহীকে পূজা করিয়া তাহার পর দক্ষিণে যাগ করিবে। বিপরীত রতান্তরে মহাকাল যাগ করিবে। সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া চণ্ডবেশ, মুক্তকেশ ও দিগম্বরকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। মদ্য ও মাংস ব্যতীত যদি দেবীকে পূজা করা হয়, তাহা হইলে দেবতা

সকল পাপগ্রস্ত হন এবং পূজাকারিব্যক্তি অন্তে নরকে গমন করে।

"বিনা পরক্রিয়া দেবি জপেৎ যদি তু সাধকঃ।
শতকোটিজপেনৈব তস্য সিদ্ধি র্ন জায়তে॥
স্ত্রিয়ো গতি স্ত্রিয়ো প্রাণাঃ স্ত্রিয়ঃ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
নারীণাং স্মরণে কালী স্মারিতা স্যান্নসংশয়ঃ॥
কণ্ঠে কণ্ঠং মুখে বক্ত্রং বক্ষোজং চোরসি প্রিয়ে।
তস্যৈ কুলরসং দেবি পায়য়িত্বা যথোচিতম্॥
স্বয়ং পীত্বা জপেন্মন্ত্রং সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।"

সাধক পরস্ত্রী ব্যতীত যদি জপ করে, তাহা হইলে শত কোটি জপ দ্বারাও সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ইহাতে স্ত্রীই একমাত্র গতি, স্ত্রীই একমাত্র প্রাণ, স্ত্রীই একমাত্র সিদ্ধি, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। নারীর স্মরণে কালীকে স্মরণ করা হয়। কণ্ঠে কণ্ঠ, মুখে মুখ, উরুস্থলে বক্ষোজ, এই প্রকারে তাহাকে কুলরস পান করাইয়া স্বয়ং পান করিয়া যথোচিত জপ করিবে। এই প্রকার জপ করিলে সিদ্ধি হয়, অন্যথা হইলে সিদ্ধি হইবে না।

ইহাতে অনধিকারী।

"এতস্য চ প্রয়োগেন গ্লানির্যস্য প্রজায়তে।
কালিকামন্ত্রবর্গেষু নাধিকারী স উচ্যতে॥

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে যাহার গ্লানি উপস্থিত হয়, সে বীরাচার পূজার অনধিকারী।

পুরশ্চরণ—

"লক্ষমাত্রজপেনৈব পুরশ্চরণমুচ্যতে।
ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিলক্ষং স্যাৎ বৈশ্যানাঞ্চ ত্রিলক্ষকম্॥
শূদ্রানান্তু চতুর্লক্ষং পুরশ্চরণমুচ্যতে।
লক্ষমাত্রং জপেদ্দেবি হবিষ্যাশী দিবাশুচিঃ॥
রাত্রৌ নিশীথে তাবচ্চ পীত্বা কুলরসং প্রিয়ে।
কুলনারীগণোপেতো জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
এবমুক্তবিধানেন দশাংশং হোমমাচরেৎ।
তদ্দশাংশং তর্পণঞ্চ তদ্দশাংশাভিষেচনম্॥
তদ্দশাংশং বিপ্রভোজ্যং কীর্ত্তিতং পরমেশ্বরি।
পুষ্পিণীমকরন্দেন হোমতর্পণমাচরেৎ॥
এবং প্রয়োগমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
বাক্‌সিদ্ধিং লভতে দেবি কবিত্বং নির্ম্মলং প্রিয়ে॥
ধনেনাপি কুবেরস্যাৎ বিদ্যয়া স্যাৎ বৃহস্পতিঃ।
আকল্পজীবনো ভূত্বা অন্তে মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥

লক্ষমাত্র জপই ইহার পুরশ্চরণ, কিন্তু বৈশ্যদিগের দ্বিলক্ষ ও শূদ্রদিগের চারিলক্ষ জপ পুরশ্চরণ। শুচিপূর্ব্বক হবিষ্যাশী হইয়া নিশীথরাত্রে কুলরস পান করিয়া এবং কুলনারীযুক্ত হইয়া অনন্যচিত্তে এই মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে জপকার্য্য সমাধা করিয়া উক্ত বিধানানুসারে দশাংশ হোম, দশাংশ তর্পণ ও দশাংশ অভিষেক করিতে হইবে, পরে দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পুষ্পিণীমকরন্দদ্বারা হোম ও তর্পণ করিবে। এইরূপ প্রয়োগ করিতে পারিলেই সিদ্ধ হয়, ইহার অন্যথা হইলে হয় না। বাক্‌সিদ্ধি হইলে নির্ম্মল কবিত্বশক্তি লাভ হয়, অর্থে কুবের সদৃশ, বিদ্যাতে বৃহস্পতি তুল্য এবং জীবন কল্পান্ত স্থায়ী হয়। অন্তে মুক্তিলাভ করে।

"প্রয়োগারম্ভকালে চ সুরা দুগ্ধময়ী ভবেৎ।
লোহিতং বা ভবেদ্দেবি মাংসং পুষ্পময়ং ভবেৎ॥
সুরাপাত্রং ভবেৎ শূন্যং মাংসপাত্রং বিশেষতঃ।
কলাকলান্তরঞ্চৈব পুষ্পং পুষ্পান্তরং ভবেৎ॥
নবনীতং মাংসতুলং মাংসং পুষ্পং ভবেৎ প্রিয়ে।
এবং জ্ঞাত্বা সাধকেন্দ্রো জায়তে চ ক্রমেণ তু॥

ইহার প্রয়োগারম্ভকালে সুরাই দুগ্ধতুল্য ও মাংস পুষ্পস্বরূপ হয়। সুরা ও মাংসপাত্র পরে শূন্য হইবে। তাহাতে অবশিষ্ট যেন কিছু না থাকে। ইহাতে নবনীত মাংসতুল্য, সাধকশ্রেষ্ঠ এই প্রকার জানিয়া কার্য্য করিবে।

"সৌবর্ণং রাজতঞ্চৈব তথা মৌক্তিকমেব চ।
বিদ্রুমং পদ্মরাগঞ্চ তথৈব বরবর্ণিনি॥
প্রোক্তং মালাচতুষ্কঞ্চ সমভাগেন মালিকাং।
গ্রথয়েৎ পট্টসূত্রেণ পুষ্পিণী গৃহবর্ত্তিনী॥
লোহিতেন বরারোহে সর্পাকারাং সুশোভনাম্।
স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন মকরন্দেন পার্ব্বতি।
তারং মায়া কূর্চ্চযুগ্মং মালে মালে পদং তথা।
বহ্নি কান্তাং সমুচ্চার্য্য শতং জপ্তাভিমন্ত্রয়েৎ॥
স্থাপয়েৎ পীঠমধ্যেতু শূন্যাগারে বরাননে।
ততস্তাং মালিকাং দেবি গৃহীত্বা যত্নতঃ সুধীঃ॥
জ্ঞাত্বা সিদ্ধিস্তু নিকটে মহোৎসবমথাচরেৎ।
ষোড়শাব্দাং সুযুবতীং সমানীয় প্রযত্নতঃ॥
তামুদ্বর্ত্ত্য স্বয়ং গন্ধৈঃ স্নাপয়েৎ শুদ্ধবারিণা।
দিব্যালঙ্কারশোভাভির্দিব্যপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥
পূজয়িত্বা চ মিষ্টান্নৈর্ভোজয়েত্তাং বরাননাম্।
আসবং পায়য়েৎ যত্নাৎ নিশ্চয়ং তন্ময়ং পিবেৎ॥
ততো মন্ত্রী রময়েত্তাং রতিমিচ্ছতি সা যদা।
তস্যা হস্তে ততো মালাং দত্ত্বা তাং যাচয়েদ্বুধঃ॥
নীত্বা মালাং তয়া দত্তাং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ।
তদা জপেদর্দ্ধরাত্রৌ সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা॥"

সুবর্ণ, রৌপ্য, মৌক্তিক, বিদ্রুম ও পদ্মরাগ, ইহাদিগের মালা পট্টসূত্র দ্বারা গ্রথিত করিয়া তাহা দ্বারা গৃহবর্ত্তিনী পুষ্পিণী স্ত্রীকে গ্রথিত করিবে। পরে পঞ্চগব্য ও মকরন্দ দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর বহ্নিকান্তা (স্বাহা) উচ্চারণ করিয়া অভিমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং পীঠমধ্যে মালিকা স্নান করাইবে। এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি নিকটে জানিয়া মহোৎসব করিবে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে যত্নপূর্ব্বক আনিয়া শুদ্ধবারি ও গন্ধ দ্বারা স্বয়ং স্নান করাইবে। পরে দিব্যালঙ্কার, সুগন্ধ পুষ্প ও মিষ্টান্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া তন্ময় হইয়া তাহাকে আসব পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে। সেই সময়ে যদি ঐ ষোড়শী রতি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে রমণ করিবে এবং তাহার হস্তে মালা দিবে, পরে ঐ মালা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে অর্দ্ধরাত্রি সময় জপ করিলে নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নো চেৎ কলামধ্যে বিশেদ্‌ বুধঃ।
পর্য্যঙ্কস্য চতুঃপার্শ্বে পট্টসূত্রং মনোরমম্‌ ॥
বদ্ধা দ্বাবিংশতিং গ্রন্থিং রমাপুটিতমূলকৈঃ।
নিবিষ্টেব স্বরক্ষার্থং পাঞ্চালীং সৈন্ধবীং তথা ॥
বক্ষ্যমাণক্রমেণৈব বস্ত্রোপরি নিধাপয়েৎ।
ষোড়শাব্দাং পদ্মলতাং গণিকাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
সমানীয় প্রযত্নেন দিব্যপুষ্পৈর্নিবেদয়েৎ।
ভোজয়েৎ মিষ্টভোজ্যানি ক্ষৌমকং পরিধাপয়েৎ ॥
লেপয়েৎ দিব্যগন্ধেন ভূষণৈ র্ভূষয়েৎ স্বয়ম্‌।
রময়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে ॥
জপস্যার্দ্ধজপেনৈব সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
বিনা মদ্যং মহেশানি ন সিদ্ধ্যতি কদাচন ॥
তস্মাদাদৌ প্রযত্নেন পীত্বা তাং পায়য়েদ্‌ বুধঃ।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, অর্থাৎ সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে।

সাধক কলামধ্যে নিবেশিত হইবে, পরে পর্য্যঙ্কের চতুঃপার্শ্বে মনোরথ পট্টসূত্রে দ্বাবিংশতি গ্রন্থি রমাপুটিত মূলক দ্বারা বদ্ধ করিয়া নিজের রক্ষার নিমিত্ত বক্ষ্যমান নিয়মানুসারে পাঞ্চালী ও সৈন্ধবী বস্ত্রের উপর স্থাপিত করিবে। পরে সাধক যত্নসহকারে ষোড়শী পদ্মলতা বা গণিকা আনিয়া তাহাকে দিব্যপুষ্প নিবেদন করিবে, এবং মিষ্ট ভোজ্য ভক্ষণ ও ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান এবং দিব্য গন্ধ ও ভূষণ দ্বারা ভূষিতা করাইবে। সাধক সিদ্ধির নিমিত্ত পরাভক্তি দ্বারা তাহাকে রমণ করিবে। এই প্রকার করিয়া জপের অর্দ্ধভাগ জপ করিলেই সিদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে মদ্য বিনা কখনই সিদ্ধি হইতে পারে না। সেইজন্য পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক স্বয়ং মদ্যপান করিয়া এবং তাহাকে পান করাইয়া জপ করিবে।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ চরুহোমং প্রকল্পয়েৎ।
নিশীথে নির্ভয়ো দেবি শ্মশানে প্রান্তরে তথা ॥
গন্ধৈঃ স্নানাদিকং কৃত্বা পাদশৌচাদিপূর্ব্বকং।
ঘটমারোপয়েত্তত্র সৌবর্ণং রাজতং তথা ॥
তাম্রং বা তন্মহেশানি বিভবানুক্রমেণ তু।
কল্পয়িত্বা নিশাভাগে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্‌ ॥
উপাচারৈ র্যথাশক্তি বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
দেবীপূজাং বিধায়ৈব পিষ্টস্ত পবিধাপয়েৎ ॥
চরৌ নিধায় যত্নেন চতুঃপিষ্টকবর্ত্তুলম্‌।
ততশ্চরুং পাচয়েত্তু কুণ্ডমধ্যে তু পূজয়েৎ ॥
রক্তাং ঘনাং বলাকাঞ্চ নীলাং কালীং কলাবতীং।
দ্বারেষু পূজয়েন্মন্ত্রী লোকপালান্‌ প্রযত্নতঃ ॥
গ্রহান্‌ সংপূজয়েন্মন্ত্রী চতুষ্কোণক্রমেণ তু।
হবির্দ্ধারাং হুনেন্মন্ত্রী যথাশক্ত্যা ততশ্চরুং ॥
শ্রাবয়েৎ মূলমন্ত্রেণ মধুনা সিদ্ধিহেতবে।
হুত্বা সংচ্ছাদয়েন্মন্ত্রী ততো দক্ষিণকালিকাং ॥
ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
পিষ্টবর্ত্তুলসংখ্যাতং সুবর্ণাদি প্রজায়তে ॥
একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে।
তথা হোমো দ্বিতীয়েন রৌপ্যং বাপি সুরেশ্বরি!
তৃতীয়েন ভবেত্তাম্রং লোহং তুর্য্যেণ চ স্মৃতং।
এষামন্যতমাং জ্ঞাত্বা সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং ॥
সিদ্ধায়াং কালিকায়াঞ্চ নেত্রং তন্ত্র্যমুচ্যতে।
গুরুমূলামিদং সর্ব্বং তস্মাদাদৌ সমর্চ্চয়েৎ ॥
তস্য প্রসাদমাত্রেণ সিদ্ধোভবতি নান্যথা।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সাধক চরুহোম করিবে। সাধক শ্মশান বা প্রান্তরে নিশীথ সময়ে নির্ভয় হইয়া স্নানাদি করিবে। অনন্তর পাদশৌচাদিপূর্ব্বক বিভবানুসারে সুবর্ণ, রজত, বা তাম্রময় ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। দেবী-পূজার উপচার বিষয়ে কৃপণতা করিবে না। এই প্রকারে যথাশক্তি দেবী পূজা করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। বর্ত্তুলাকার চতুঃপিষ্টক যত্নপূর্ব্বক চরুতে রাখিয়া চরুপাক করিবে এবং কুণ্ড মধ্যে পূজা করিবে। সাধক রক্তা, ঘনা, বলাকা, নীলা, কালী, কলাবতী এবং দ্বার সমূহে লোকপালদিগকে পূজা করিবে। পরে চতুষ্কোণক্রমে গ্রহদিগকে পূজা এবং যথাশক্তি হবির্দ্ধারা প্রক্ষেপ করিবে। মূল-

মত্ত ও মধুদ্বারা হোম, এবং ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পরে পিষ্ট বর্ত্তুল সংখ্যানুসারে সুবর্ণাদি উৎপন্ন হয়। এক প্রয়োগ দ্বারা যদি সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে হোম করিতে হইবে। দ্বিতীয় দ্বারা রৌপ্য, তৃতীয় তাম্র, চতুর্থ দ্বারা লৌহ হয়, ইহাদের অন্যতম হইলে উত্তম সিদ্ধি সাধন করিবে।

এই প্রকারে কালিকাসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রত্ব দুর্লভ নহে।

এই সকল সিদ্ধি সকলই গুরুমূলক, গুরু ব্যতীত কোন প্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে না, এইজন্য সর্ব্বপ্রথম গুরুর অর্চ্চনা করিবে এবং গুরু সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইলেই সিদ্ধি হয়। ইহার অন্যথা হয় না।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
অমাবাস্যা দিনে চৈব নিশীথে গত সাধ্বসঃ॥
শ্মশানে প্রান্তরে বাপি গত্বা দেবীং প্রপূজয়েৎ।
মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ ধূপদীপৈ মনোরমৈঃ॥
নৈবেদ্যৈঃ সামিষান্নৈশ্চ তথৈব বরবর্ণিনি।
দ্রব্যৈর্লোহিতবস্ত্রেণ স্বর্ণাভরণভূষিতৈঃ॥
জপেন্মূলং ক্রোধরুদ্ধং প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
প্রাণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবনিশং গিরিসম্ভবে॥
নিশায়ামুত্তমং যাবন্নিশাশেষং মহেশ্বরি।
যদি ভীতির্ভবেত্তস্য তদা দৃঢ়তরো ভবেৎ॥
দন্তাদন্তিবিধায়ৈব মনসেব মনুস্মরেৎ।
অবশ্যং শ্রূয়তে শব্দঃ শিখা চ দৃশ্যতে স্থলে॥
যদি তত্র ভবেদ্দেবি শব্দো গুণগুণাভবেৎ।
ততঃ পরলতাসক্তঃ পুনঃকার্য্যং তথৈব চ॥
তদা ভবতি চার্ব্বাঙ্গ দেববাণী সুশোভনা।
সিদ্ধিমাবশ্যকং জ্ঞাত্বা মহোৎসবমথাচরেৎ॥"

ইহাতেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে প্রদক্ষিণ আচরণ করিবে। সাধক অমাবস্যার দিন নিশীথরাত্রে ভয়রহিত হইয়া শশ্মান অথবা প্রান্তরে গমন করিয়া দেবীকে পূজা করিবে। মদ্য, মাংস, ধূপ, দীপ ও মনোরম উপচার, সামিষান্ন, রক্তবস্ত্র ও স্বর্ণাভরণাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ এবং দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে প্রদক্ষিণ করিবে।

যে পর্য্যন্ত নিশাশেষ না হয়, সেই পর্য্যন্তই জপাদি উত্তম। যদি সাধকের মনে সেই সময় ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সময় অতিশয় দৃঢ়তর হইবে এবং দন্তাদন্তি হইয়া মনে মনে স্মরণ করিবে। সেই সময় অবশ্যই শব্দ শ্রুত হইবে, এবং সেইস্থলে শিখা দৃষ্ট হইবে, যদি সেইখানে গুন্‌গুন্‌ শব্দ হয়, তাহা হইলে, পরলতাতে আসক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্য আরম্ভ করিবে এবং তাহার পর সুশোভনা দৈববাণী যদি হয়, তাহা হইলে সিদ্ধি উপস্থিত জানিয়া মহোৎসব করিবে।

"তথাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ ভগযাগমথাচরেৎ।
কামিনীং যুবতীং যত্নাৎ পুষ্পিতাঞ্চ বিশেষতঃ॥
তামানীয় প্রযত্নেন স্বক্ষ ভূষণমাচরেৎ।
তামুদ্বর্ত্ত্য স্বয়ং গন্ধৈর্ভূষণৈর্ব্বসনৈস্তথা॥
মিষ্টান্নৈর্ভোজয়িত্বা চ ভক্ত্যা পরময়া শিবে।
তাং বিবস্ত্রাং বিধায়ৈব স্থাপয়েদূর্দ্ধতল্পগে॥
ততঃ পূজাং বিধায়ৈব নানাসম্ভারসংযুতৈঃ।
তত্রৈব রময়েৎ যন্ত্রং রক্তচন্দনযাবকৈঃ॥
ভগনাসাং ভগ প্রাণাং ভগদেহাং ভগস্তনীং।
পূজয়েদষ্টপত্রেষু মধ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
রক্তগন্ধৈ রক্তমাল্যৈ রক্তবস্ত্রৈ র্মনোরমৈঃ॥
পূজয়েদ্ভক্তিতো মন্ত্রী দেবীদর্শনকাম্যয়া।
এতস্মিন্ সময়ে দেবি রতিমিচ্ছতি সা যদা॥
লতাস্তু রময়েদ্দেবি যাবদ্ধোমং করোতি ন।
পুষ্পিণী মকরন্দেন ততো হোমং সমাচরেৎ॥
ওঁ নমস্তে ভগমালাযৈ ভগরূপধরে শুভে।
ভগরূপে মহাভাগে ভোগমোক্ষৈকদায়িনি॥
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন মম সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি।
অবশ্যং কথয়েৎ কান্তা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরং।
প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাৎ তস্মাৎ যত্নেন গোপয়েৎ॥"

ইহাতে সিদ্ধি না হইলে সাধক ভগযাগ করিবে। যুবতী পুষ্পিণী কামিনীকে যত্নপূর্ব্বক আনিয়া তাহাকে সাধক স্বয়ং গন্ধাদি দ্বারা ভূষিত করাইবে। তাহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বিবস্ত্রা করিয়া, উর্দ্ধতল্পে স্থাপন করিবে। পরে রক্তচন্দন ও অলক্তক দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। অনন্তর নানা উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। ভগযাগে ভগই নাসা, ভগই প্রাণ, ভগই দেহ, ভগই স্তন, অষ্টপত্র মধ্যে দেবীকে পূজা করিবে। পূজা করিবার সময় রক্তগন্ধ, রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্য প্রভৃতি প্রদান করিবে। দেবীর দর্শন কামনা করিয়া এই প্রকারে পূজা করিবে। এই সময়ে তিনি রতি প্রার্থনা করিলে যে পর্য্যন্ত হোম না হয়, সে পর্য্যন্ত লতাতে রত থাকিবে। পরে পুষ্পিণী মকরন্দ দ্বারা হোম করিবে। ওঁ ভগমালায়ৈ নমঃ, তুমি ভগরূপধারিণী, তুমি মহাভাগা, তুমিই একমাত্র মোক্ষদায়িনী, ইত্যাদি রূপে প্রণাম করিবে। তোমার অনুগ্রহে আমার সিদ্ধি হউক, এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি হয়।

ইহা অতিশয় গুহ্যতম। কেহ ইহা প্রকাশ করিলে কার্য্য-হানি হয়। এইজন্য ইহা সর্ব্বতোভাবে গোপন করিবে।

"অত্রাশক্তো মহেশানি কলাবতীং সমাচরেৎ।
কুঙ্কুমং চন্দনং চন্দ্রং একীকৃত্য তু পেষয়েৎ॥
জপেৎ সহস্রং দেবেশি দেবীঞ্চৈব প্রপূজয়েৎ।
কামিনী পূজয়েৎ ভক্ত্যা তস্যা মূর্দ্ধনি কারয়েৎ॥
তিলকং বহুমাত্রেণ স্বয়ং শিরসি ধারয়েৎ।
রমা বাগ্ভবানী চ সর্ব্বসম্মোহিনী তথা॥
ওঁযুতা পরমেশানি বহ্নিকান্তাবধির্মনুঃ।
অনেন শতজপেন তিলকং মূর্দ্ধ্নি কারয়েৎ॥
কলাঞ্চ পূজয়েত্তত্র নানাভরণভূষিতাম্।
পায়য়েৎ সা স্বয়ং যত্নাৎ স্বয়ং পীত্বা চ যত্নতঃ॥
জায়তে দেববাণী চ ততো দেবী ন সংশয়ঃ।
এবং কৃত্বা বরারোহে ততো যত্নং সমাচরেৎ॥
অথবা দেবদেবেশি নগ্নীভূয় বিচক্ষণঃ।
নগ্নাং পরগতাং পশ্যন্ জপেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
বামোত্তরং সমারভ্য বামদ্বয়মতন্দ্রিতঃ।
মত্তমাংসোপচারৈশ্চ পূজয়িত্বেষ্টদেবতাম্॥
রক্ষার্থখড়্গপাণিস্তু স্বপার্শ্বেঽপি নিযোজয়েৎ।
গণনাথং ক্ষেত্রপালং বটুকং যোগিনীং তথা॥
বলিভিঃ সামিষান্নৈশ্চ যজেৎ পরমসুন্দরি।
ঘৃতপ্রদীপং প্রজ্বাল্য ততো দেবীং সমর্চ্চয়েৎ॥
ততঃ সহস্রং জপতো দেবতাদর্শনং ভবেৎ॥
অথবা নিয়মীভূত্বা ভূতলিপ্যাদিসংপুটম্।
জপেৎ প্রতিদিনং দেবি সহস্রং সিদ্ধিহেতবে॥"

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে সাধক অশক্ত হইলে কলাবতী আচরণ করিবে। কুঙ্কুম, চন্দন ও চন্দ্র (কর্পূর) একত্র করিয়া পেষিত করিবে এবং সহস্র জপ করিয়া দেবী পূজা করিবে। অনন্তর কামিনীপূজা করিবে। ওঁযুতা ইত্যাদি মন্ত্র শতবার জপ করিয়া তাহার মস্তকে তিলকধারণ করাইবে এবং নিজেও ধারণ করিবে ও যত্নপূর্ব্বক নানাভরণ ভূষিত কলা পূজা করিবে। পরে যত্নপূর্ব্বক পান করিয়া তাহাকে পান করাইবে এবং সেই সময়ে দৈববাণী হইবে, তখন আরও যত্নসহকারে জপাদি আচরণ করিবে। অথবা তখন সাধক নগ্ন হইয়া এবং তাহাকে নগ্না করিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে অনন্যচিত্ত হইয়া জপ করিবে।

বামোত্তরে আরম্ভ করিয়া বামদ্বয় অতন্দ্রিতভাবে মত্ত ও মাংস প্রভৃতি উপচার দ্বারা ইষ্টদেবীকে পূজা করিবে। আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত খড়্গধারী হইবে এবং পার্শ্বে রক্ষা করিবে। অনন্তর গণনাথ, ক্ষেত্রপাল, বটুক ও যোগিনী, ইহাদিগকে সামিষান্ন দ্বারা যাগ করিবে এবং ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দেবীকে অর্চ্চনা করিবে। এই প্রকারে সহস্র জপ করিলে দেবতার দর্শন হয়। অথবা নিয়মী হইয়া ভূতলিপ্যাদি সংপুট প্রতিদিন সহস্র করিয়া জপ করিবে। তাহা হইলেও সিদ্ধি হয়।

"দিবারাত্রৌ সংস্মরণং হবিষ্যাশনমেব চ।
কুমারীং পূজয়েৎ যত্নাৎ নানাভরণসংযুতাম্॥
মাসে পূর্ণে বরারোহে নিশীথে গতসাধ্বসঃ।
মহাপূজাং প্রকুর্ব্বীত লতামণ্ডলমধ্যগঃ॥
মত্তৈ মাংসৈশ্চ বিবিধৈরন্নৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা সর্ব্বদা তিমিরালয়ে॥
সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
সাক্ষাদায়াতি সা দেবী সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
সাক্ষাৎ যাতি বরারোহে ভবেদিন্দুসমোনরঃ।
অঞ্জনং পাদুকাসিদ্ধিঃ খড়্গসিদ্ধির্বরাননে॥
অন্তরামরতা দেবী কামিনী সিদ্ধিহেতবে।
তথা মধুমতী সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
দেবচেটী শতশতং তস্য বশ্যা ভবন্তি হি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তুমিচ্ছতি॥
তত্রৈব চেটিকা সর্ব্বা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
রম্ভা বা ঘৃতাচী বা যদি জপাতি সাধকঃ॥
তদৈব যাতি সা দেবী নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ইচ্ছামৃত্যুর্ভবেদ্দেবি কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥"

অথবা সাধক হবিষ্যাশী হইয়া দিবারাত্র ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবে এবং নানাভরণভূষিতা কুমারী পূজা করিবে। এই প্রকারে এক মাস করিয়া মাসের পূর্ণ দিনে নিশীথ সময়ে নির্ভয়ে লতামণ্ডল মধ্যগত হইয়া মহাপূজা করিবে। মত্ত-মাংস প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া সহস্র জপ করিবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। সিদ্ধিলাভ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। এই প্রকারে পাদুকা সিদ্ধি, খড়্গসিদ্ধি, মধুমতী প্রভৃতি সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে। যাহার সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার শত শত দেবতা, চেটী প্রভৃতি বশীভূত হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, সেইস্থলে চেটিকা সকল লইয়া যাইবে। সাধক যদি রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতিকে জপ করে, তাহা হইলে স্বয়ং তাহারা উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের ইচ্ছামৃত্যু হইবে।

"অথবা গণিকাং গত্বা পূজয়েৎ ভক্তিভাবতঃ।
তয়া সহ জপেন্মন্ত্রং পিবেদনিশমাসবং॥

নিবেদ্য পরয়া ভক্ত্যা পায়য়েত্তাং প্রযত্নতঃ।
এবং জ্ঞাত্বা বিধানন্তু মাসমেকং বরাননে॥
প্রত্যহং হোময়েদ্বিদ্বান্ নিত্যং স্বাদ্বিপ্রভোজনম্।
মাসপূর্ণে সাধকেন্দ্রো নিশীথে চ লতাযুতঃ॥
সাক্ষাৎ পূজাক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
মহাতিমিরমধ্যস্থো জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
তৎক্ষণাৎ জায়তে সিদ্ধি সত্যং দেবি বদামি তে।"

অথবা সাধক গণিকাতে গত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। তাহার সহিত সহস্র মন্ত্র জপ করিবে, ও অতিশয় ভক্তিসহকারে আসব নিবেদন করিয়া তাহাকে পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে। এই প্রকারে একমাস কাল অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিদিন হোম করিতে হইবে ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। মাস পূর্ণ হইলে সাধক নিশীথ রাত্রে লতাযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পূজাক্রমদ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে এবং মহাতিমির মধ্যস্থিত হইয়া অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে।

"অথবাপি বরারোহে প্রয়োগবিধিমাচরেৎ।
নরমুণ্ডং সমানীয় মার্জ্জারস্যাপি পার্ব্বতি॥
গোমুণ্ডং সাদ্রমানীয় ভূমৌ নিঃক্ষিপ্য যত্নতঃ।
ততঃ পীঠং সমারোপ্য দেবীং ধ্যাত্বা তু সাধকঃ॥
পূজয়েদর্দ্ধরাত্রাদৌ আসবাদিসমন্বিতঃ।
জপেত্তু পরয়া ভক্ত্যা সহস্রাবধিসাধকঃ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"

অথবা সাধক প্রয়োগ-বিধি অনুষ্ঠান করিবে। সাধক নরমুণ্ড ও মার্জ্জারের মুণ্ড আনিবে এবং গোমুণ্ড যত্নপূর্ব্বক আনিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে। তাহাতে পীঠ আরোপণ করিয়া দেবীকে ধ্যান ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে পূজা করিবে এবং আসবাদি যুক্ত হইবে। অত্যন্ত ভক্তিসহকারে এক সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন এবং সাধকও সিদ্ধিলাভ করিবে।

"অথবা বনিতাং রম্যাং গত্বা দেবেশি যত্নতঃ।
পীত্বা তদধরং সম্যক্ কর্পূরেণ তু পূরয়েৎ॥
তদ্যোনৌ কুঙ্কুমঞ্চৈব তৎকর্ণে ক্ষৌদ্রমেব চ।
ততো ভুক্ত্বা তু তাং কান্তাং তন্মন্ত্রং পরমেশ্বরি॥
তৎ কুঙ্কুমঞ্চ তৎক্ষৌদ্রমেকীকৃত্য প্রযত্নতঃ
তদেব তিলকং কৃত্বা নিশীথে গতসাধ্বসঃ॥
সহস্রন্তু জপেৎ মন্ত্রী ততঃ সাক্ষাৎ ভবেত্তদা।"

অথবা সাধক রম্যা বনিতাতে রত হইয়া তাহার অধর পান করিয়া পরে কর্পূর পূরণ করিবে। যোনিতে কুঙ্কুম ও কর্ণে ক্ষৌদ্র প্রদান করিবে। পরে যত্নসহকারে সেই কুঙ্কুমাদি একীকৃত করিয়া তাহার দ্বারা তিলক করিবে। তিলক করিয়া নিশীথ রাত্রে নির্ভয় হইয়া সহস্র বার মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন।

"অথবাপি শরীরোত্থরুধিরেণ বরাননে।
যন্ত্রং নির্ম্মায় যত্নেন তত্র দেবীং সমর্চ্চয়েৎ॥
মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ অর্কপুষ্পৈ র্বরাননে।
সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা॥"

অথবা সাধক শরীর হইতে উত্থিত রুধির দ্বারা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মদ্য ও মাংস উপচার এবং অর্ক-পুষ্প দ্বারা দেবী পূজা করিবে, তাহার পর অনন্যচিত্ত হইয়া সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে সাধক সিদ্ধ হইবে।

"অথবা পরমেশানি গঙ্গাতীরে বসেৎ সুধী।
উপবাসদ্বয়ং কৃত্বা কুর্য্যাৎ স্নানমতন্দ্রিতঃ।
ততো দেবীং সমভ্যর্চ্চ্য ধূপদীপৈ র্মনোরমৈঃ।
হবিষ্যান্নৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ॥
ভুক্ত্বা পীত্বা স্ত্রিয়া সার্দ্ধং নিশীথে গতসাধ্বসঃ।
জপেৎ সহস্রং দেবেশি ততঃ সিদ্ধির্ব্বরাননে॥"

অথবা সাধক গঙ্গাতীরে বাস করিয়া দুইটী উপবাস করিবে, পরে অতন্দ্রিতভাবে স্নান করিবে, ধূপ, দীপ ও হবিষ্যান্ন, নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে এবং নিজেও হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে।

ভোজন ও পান করিয়া স্ত্রীর সহিত নিশীথরাত্রে নির্ভয় হইয়া সহস্র জপ করিবে। তাহাতে সাধক সিদ্ধি হইবে।

"অথবা বটমূলস্থো দিগ্বাসামুক্তকেশবান্।
লতাভির্ব্বেষ্টিতোভূত্বা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।"

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহা হইলে সাধক নগ্ন ও আমুক্ত কেশ হইয়া বটবৃক্ষমূলে লতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অনন্যচিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হইবে।

"এতেনাপি প্রয়োগেন যদি সাক্ষান্নজায়তে।
ততো দেবি! প্রবক্ষ্যামি উপায়ং পরমাদ্ভুতম্॥
একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সাক্ষান্নজায়তে॥
দ্বিতীয়ং বাপি কুর্ব্বীত তৃতীয়ং বাথবা প্রিয়ে॥
তৃতীয়েন নচেৎ সিদ্ধি স্তত্রোপায়ং বদামি তে।
বস্ত্রে শুক্লে তথা রক্তে পীতে বা নীলবাসসি॥
পুত্তলীং রচয়েদ্দেব্যাঃ সর্ব্বাবয়বসুন্দরীম্।
পূজয়েৎ ক্রোধরূপেণ রক্তবস্ত্রৈ র্মনোহরৈঃ॥"

তত্র দেবীং জপেৎ যন্ত্রে সমভ্যর্চ্চ্য সহস্রকম্।
রক্তচন্দনবীজেন তত্র কল্পিতমালয়া ॥
ততঃ শাল্মলীকাষ্ঠেন নিম্বকাষ্ঠেন বা প্রিয়ে।
বহ্নিং প্রজ্বাল্য যত্নেন তত্র বহ্নিং প্রপূজয়েৎ ॥
ততঃ পুত্তলিকা ভালে লিখেৎ মন্ত্রং বরাননে।
সিন্দুরপুত্তলীং দেবি ততো বহ্নৌ তু তাপয়েৎ ॥
তাড়য়েৎ মূলমন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ রক্ষয়েৎ।
ক্ষালয়েৎ শুদ্ধদুগ্ধেন অথবা দধিবারিণা ॥
ততো হুংকারং প্রজপেৎ সহস্রং পরমেশ্বরি।
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥"

পূর্ব্বে যে সকল উপায় কথিত হইয়াছে, তাহাতে দেবীর সাক্ষাৎ না হইলে সাধকদিগের চিত্তের নিমিত্ত পরমাদ্ভুত উপায় বর্ণিত হইতেছে। যদি একটী প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় জানিতে হইবে।

প্রথমে শুক্ল, রক্ত, নীল ও পীত বস্ত্রে সকল অবয়বসম্পন্না একটী পুত্তলিকা রচনা করিবে। মনোহর রক্ত বস্ত্রদ্বারা ক্রোধরূপে ঐ মূর্ত্তিকে পূজা করিতে হইবে। তাহার পর যন্ত্রে রক্তচন্দনলিপিত বীজমন্ত্র দ্বারা অভ্যর্চনা করিয়া সহস্র জপ করিতে হইবে। তাহার পর শাল্মলীকাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা বহ্নি প্রজ্বলিত করিবে এবং পূজা করিতে হইবে। অনন্তর পুত্তলিকার কপালে মন্ত্র লিখিবে এবং সিন্দুর পুত্তলী বহ্নিতে তাপিত করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা তাড়ন ও রক্ষা করিবে। পরে দুগ্ধ অথবা দধি বা বারি দ্বারা ক্ষালিত করিবে। পরে সহস্র হুঙ্কার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেবী সাক্ষাৎ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"অথবা তাড়য়েৎ দেবি! নারসিংহেন পার্ব্বতি।
হবিষ্যাশী দিবা ভূত্বা ব্রহ্মচারিসমোনরঃ ॥
রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যো লতামণ্ডলমধ্যগঃ।
নারসিংহেন দেবেশি পুটিতন্তু মনুং জপেৎ ॥
ততো লক্ষজপেনৈব সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা।
অবশ্যং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥"

অথবা নারসিংহ মন্ত্রদ্বারা দেবীকে তাড়িত করিবে, দিবাতে হবিষ্যাশী হইয়া ব্রহ্মচারীর সমান হইবে। রাত্রিতে তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া লতামণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া নারসিংহমন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ লক্ষ জপ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া থাকেন। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

"অথবাপি বটরোহে নৌকালৌহেন পার্ব্বতি।
শূলং নির্ম্মায় যত্নেন পটে দেবীন্তু কল্পয়েৎ ॥
তাং পূজয়েৎ প্রযত্নেন রক্তচন্দনপুষ্পকৈঃ।
পূজয়িত্বা প্রযত্নেন তত্রাঙ্গে পীঠদেবতাং ॥
আবাহ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
শূলং সংপূজয়েত্তত্রাভীষ্টং পরমদুর্লভম্ ॥
ওঁ মহাশূল নমস্তভ্যং সর্ব্বদৈত্যান্তকারিণে।
অস্ত্রদ্বয়ং সমুচ্চার্য্য ততঃ শূলেন বক্ষসি ॥
উত্তমে নৈব সা কালী আয়াতি চ ন সংশয়ঃ।
অবশ্যং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥"

পূর্ব্বলিখিত উপায়ে যদি দেবী সাক্ষাৎ না হন, তাহা হইলে নৌকালৌহ দ্বারা শূল নির্ম্মাণ করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক দেবী কল্পিত করিবে। রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প দ্বারা ভক্তিসহকারে তাঁহাকে এবং পীঠ-দেবতা সকলকেও পূজা করিবে। পরে বিধিপূর্ব্বক অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর শূল পূজা করিবে। "ওঁ মহাশূল" এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিবে, এই প্রকার প্রয়োগে কালী নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবেন।

"অথবা কালিকাবীজং শতং সংলিখ্য যত্নতঃ।
পূর্ব্বপত্রে কুঙ্কুমেন মন্ত্রং স্বর্ণশলাকয়া ॥
বিলিখ্য ভূয় দেবেশি তত্র কান্তাং সমানয়েৎ।
তদ্গাত্রে পূজয়েদ্দেবীঃ নানাভরণসংযুতাম্ ॥
নিশীথে তু জপেন্মন্ত্রমেকান্তে কান্তয়া সহ।
জপেন্মন্ত্রং সহস্রন্তু ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম্।
অপ্রকাশ্যমিদং দেবি গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ ॥"

পূর্ব্বোপায়ে সাক্ষাৎ না হইলে কুঙ্কুম ও স্বর্ণশলাকাদ্বারা শত কালিকাবীজ লিখিবে। লিখিয়া তাহাতে কান্তা আনয়ন করিবে এবং তাহার গাত্রে দেবীকে পূজা করিবে। নির্জ্জনে নিশীথরাত্রে কান্তার সহিত অনন্যচিত্ত হইয়া সহস্র মন্ত্র জপ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। ইহা অতিশয় গুহ্যতম ও অপ্রকাশ্য, মাতৃজারবৎ এই মন্ত্র গোপনীয়।

"শ্মশানকালিকায়াস্তু কলায়ামুপবেশনম্।
কলাস্থানে মহেশানি কুমারীযাগ উচ্যতে ॥
অষ্টবর্ষাত্তু যা বালা দ্বাদশাব্দো মহেশ্বরি।
স্থাপয়েত্তু চতুঃপার্শ্বে মিষ্টভোজনভোজিতা ॥
পূজয়েৎ শরয়া ভক্ত্যা স্বয়ং ভুঞ্জীত সাধকঃ।
পায়য়েৎ আসবং যত্নাৎ স্বয়ঞ্চাপি পিবেত্ততঃ ॥
সকারঞ্চ মকারঞ্চ লকারেণ সমন্বিতম্।
জপেদষ্টোত্তরশতং তাসাং কর্ণে পৃথক্ পৃথক্ ॥
তমভ্যর্চ্চ প্রযত্নেন কৃত্বা বক্ষসি সাধকঃ।
অজস্রাসবৃতং দেবি জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥

এতস্মিন্ সময়ে দেবী রতিমিচ্ছতি সা যদা।
তদা তাং রময়েৎ মন্ত্রী পীড়া ন জায়তে যথা ॥
শনৈরধরপানঞ্চ শনৈর্কুচবিমর্দনম্।
শনৈর্দন্তনিবেশঞ্চ শনৈরালিঙ্গনং প্রিয়ে।
যদাত্র জায়তে পীড়া তদা সিদ্ধিবিনাশিনী।
এবং প্রয়োগেতু কালী সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা ॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাৎগুহ্যতরং পরং।
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যজ্ঞবেৎ ॥
তদাসিদ্ধিবিলম্বেন নিষ্ফলং নৈব জায়তে।
অবিশ্বাসো নকর্ত্তব্যং আলস্যঃ নৈব পার্ব্বতি।
সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং সারমুদ্ধৃত্য পার্ব্বতি।
দুগ্ধমধ্যে যথা সর্পি কাষ্ঠ মধ্যে যথা নলঃ।
তথা সমুদ্ধৃতঃ সারো দেবি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
স্বয়ং সিদ্ধাশ্চ তে মন্ত্রাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
ইতি তে কথিতং দেবি গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।"

এই তন্ত্রশাস্ত্র অতিশয় গুহ্যতম, বিশেষ গুরূপদেশ ভিন্ন ইহার কোন প্রকার প্রক্রিয়াই হইতে পারে না। এই-জন্য ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত লেখা দুঃসাধ্য।

এই বীরাচারপূজা ও সিদ্ধি প্রক্রিয়া আরও কত আছে, তাহা সংখ্যা হয় না, এবং এই প্রক্রিয়া করিলেও কাহার কাহারও সিদ্ধি বিলম্বে হয়। কোন কোন লোকের হয়ত এই জন্মে সিদ্ধি হয় না। ইহার কারণ কেহ ভক্তিহীন, কেহ ক্রিয়াহীন, কেহ বিধিহীন, এই নিমিত্ত সিদ্ধির বিলম্ব হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই আশু সিদ্ধিলাভ হয়।

ইহার গুহ্যতম বৃত্তান্ত যে কি, তাহা সদ্‌গুরু ভিন্ন অন্য কেহ অবগত নহেন। এই জন্য ইহা পাঠ করিলেই আপাততঃ মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বার্থ নিরূপণ গুরূপদেশ ভিন্ন কিছুতেই সাধ্যায়ত্ত নহে।

পঞ্চমকার। তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ।

"মকার পঞ্চকং দেবি দেবানামপি দুর্লভঃ।
মদ্যৈ র্মাংসৈস্তথা মৎস্যৈ র্মুদ্রাভির্মৈথুনৈরপি ॥
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাসাধু রর্চ্চয়েৎ জগদম্বিকা।
অন্যথা চ মহানিন্দা গীয়তে পণ্ডিতৈঃ সুরৈঃ ॥
কায়েন মনসা বাচা তস্মাত্তত্ত্বো পরোভবেৎ।
কালিকা তারিণী দীক্ষাঃ গৃহীত্বা মদ্যসেবনম্ ॥
ন করোতি নরোযস্তু স কলৌ পতিতো ভবেৎ।
বৈদিকে তান্ত্রিকে চৈব জপহোমবহিষ্কৃতঃ ॥
অব্রাহ্মণ সএবোক্তঃ সএব হস্তিমূর্খকঃ।
শুনীমূত্রসমং তস্য তর্পণং যৎ পিতৃষপি।
কালীতারামনুপ্রাপ্য বীরাচারং করোতি ন ॥
শূদ্রত্বং তজ্জরীরেণ প্রাপ্নুযাৎ স ন চান্যথা।
যা সুরা সর্ব্বকার্য্যেষু কথিতা ভুবি মুক্তিদা ॥
তস্যা নাম ভবেদ্দেবি তীর্থপানং সুদুর্ল্লভম্।
শুদ্ধানাং ভক্ষযোগ্যানাং যন্মাংসং দেহনিশ্মিতম্ ॥
বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিরুত্তমা।
ভোক্ত্যা যোগ্যাশ্চ কথিতা যে যে মৎস্যা বরাননে ॥
তে রহস্যে ময়া প্রোক্তা মীনাঃ সিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।
পৃথুকা তণ্ডুলা ভ্রষ্টা গোধূমচণকাদয়ঃ ॥
তস্য নাম ভবেদ্দেবি মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী।
ভগলিঙ্গস্য যোগেন মৈথুন যস্তবেৎ প্রিয়ে ॥
তস্যনাম ভবেদ্দেবি পঞ্চম পরিকীর্ত্তিতং।
প্রথমস্তু ভবেৎ মদ্যং মাংসঞ্চৈব দ্বিতীয়কম্ ॥
মৎস্যঞ্চৈব তৃতীয়ং স্যাৎ মুদ্রাঞ্চৈব চতুর্থিকা।
পঞ্চমং পঞ্চমং বিদ্যাৎ পঞ্চৈতে নামতঃ স্মৃতাঃ ॥"

পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। পঞ্চমকার ব্যতীত তান্ত্রিকের কোন কার্য্যেই অধিকার নাই। পঞ্চমকার দেবতাদিগেরও দুর্লভ, মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা জগদম্বিকাকে পূজা করিতে হয়। ইহা না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না এবং তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা নিন্দা করিয়া থাকেন। কালী বা তারামন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে মদ্য সেবন না করে, সেই ব্যক্তি কলিতে পতিত হয়, তান্ত্রিক জপ, হোম প্রভৃতি কার্য্যে অনধিকারী হয় এবং সেই ব্যক্তি অব্রাহ্মণ ও হস্তিমূর্খ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই ব্যক্তির পিতৃদিগের তর্পণ কুকুরের মূত্রতুল্য। যে ব্যক্তি কালী ও তারামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বীরাচার করে না, তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল কার্য্যে উক্ত এবং পৃথিবীতে একমাত্র মুক্তিদায়িনীই সুরা, এই সুরার নামই তীর্থ ও পান। বৈদিক প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল মাংস ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই মাংসই বিশুদ্ধ মাংস। রহস্যে যে সকল মীন ভোক্ত্যযোগ্য কথিত হইয়াছে, তাহারা সিদ্ধিপ্রদায়ক মৎস্য। পৃথুক, তণ্ডুল-ভ্রষ্ট, গোধূম, চণকাদি ইহার নাম মুদ্রা, এই মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী। ভগ-লিঙ্গযোগে মৈথুন হয়। সেই মৈথুনই পঞ্চম। মকারের প্রথম মদ্য, দ্বিতীয় মাংস, তৃতীয় মৎস্য, চতুর্থ মুদ্রা, পঞ্চম মৈথুন, এই ৫ দ্রব্যই পঞ্চমকার।

পঞ্চমকারের অর্থ।

"মায়ামলাদি শমনাৎ মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ।
অষ্টদুঃখাদিবিরহাম্মৎস্যেতি পরিকীর্ত্তিতম্।

মাঙ্গল্যজননাদ্দেবি সম্বিদানন্দদানতঃ।
সর্ব্বদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে।
পঞ্চমং দেবি সর্ব্বেষু মম প্রাণপ্রিয়ং ভবেৎ।
পঞ্চমেন বিনা দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ।
যদি পঞ্চমকারেষু ভ্রান্তিশ্চেৎ কুরুতে প্রিয়ে।
তস্য সিদ্ধিঃ কথং দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ।
আনন্দং পরমং ব্রহ্ম মকারাস্তস্য সূচকাঃ।"

যাহা হইতে মায়াদি-মলাদি প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও অষ্ট প্রকার দুঃখের অভাব হয়, তাহার নাম মৎস্য। মাঙ্গল্য-জনন, সম্বিদ্‌দিগের আনন্দদান হেতু এবং সকল দেবতার প্রিয়, এইজন্য ইহার নাম মাংস। পঞ্চমকার সকল কার্য্যে আমার প্রাণতুল্য প্রিয়। পঞ্চমকার ব্যতীত চণ্ডীমন্ত্র জপ কেমন করিয়া হইতে পারে। এইজন্য তাহার সিদ্ধিও অসম্ভব। আনন্দই পরম ব্রহ্ম, পঞ্চমকার তাহার সূচক।

"সুমনং সেবিতত্বাচ্চ রাজত্বাৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে।
আনন্দজননাদ্দেবি সুরেতি পরিকীর্ত্তিতা॥
মুদং কুর্ব্বন্তি দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি চ।
তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতা ব্যাকুলেশ্বরী॥"

উত্তম লোকসকল ইহা সেবন করে এবং রাজত্ব ও আনন্দ-জনন-হেতু, এইজন্য ইহার নাম সুরা। ইহাতে দেবতাদিগের আনন্দ ও মন দ্রবীভূত হয় এবং ইহা দর্শিত হইলে পরমেশ্বরী ব্যাকুলা হন, এইজন্য ইহার নাম মুদ্রা।

পঞ্চমকারের ফল মহানির্ব্বাণতন্ত্রে একাদশ পটলে এইরূপ লিখিত আছে—

"অষ্টৈশ্বর্য্যং পরং মোক্ষং মদ্যপানেন শৈলজে।
মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ॥
মৎস্যভক্ষণমাত্রেণ কালী প্রত্যক্ষতামিয়াৎ।
মুদ্রাসেবনমাত্রেণ ভূপুরো বিষ্ণুরূপধৃক্॥
মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো ন সংশয়ঃ।"

মদ্যপান করিলে অষ্টৈশ্বর্য্য ও পরমোক্ষ এবং মাংস ভক্ষণ-মাত্রেই সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব লাভ হয়। মৎস্য ভক্ষণ সময়ই কালী দর্শন হয়। মুদ্রা সেবনমাত্রই বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত হয়। মৈথুন দ্বারা আমার (শিব) তুল্য হয়। ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চমকার দানফল।—

"দ্রব্যং মধুঃ তথা মৎস্যং মাংসং মুদ্রা চ মৈথুনম্।
মকারপঞ্চসংযুক্তং পূজয়েৎ ভৈরবেশ্বরম্॥
কন্যাকোটিপ্রদানস্য হেমভারশতানি চ।
ফলমাপ্নোতি দেবেশি কৌলিকে বিন্দুদানতঃ॥
পৃথিবী হেমসংপূর্ণা দত্ত্বা যৎফলমাপ্নুয়াৎ।
তৎপুণ্যং কৌলিকে দত্ত্বা তৃতীয়ং প্রথমাযুতম্॥
দ্বিতীয়ং প্রথমাযুক্তং যো দদ্যাৎ কুলযোগিনে।
তৃপ্যন্তি মাতরঃ সর্ব্বাঃ যোগিন্যো ভৈরবাদয়ঃ॥
অশ্বমেধাদিকং পুণ্যমন্নদানাম্বরীণাম্।
তৎফলং লভতে দেবি কৌলিকে দত্তমুদ্রয়া॥
গবাং কোটিপ্রদানেন যৎপুণ্যং লভতে নরঃ।
তৎপুণ্যং লভতে দেবি পঞ্চমস্য প্রদানতঃ॥
পঞ্চমেন বিনা দ্রব্যং যঃ কুর্য্যাৎ সাধকাধমঃ।
তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
চাণ্ডালী চর্ম্মকারী চ মাতঙ্গী মাংসকারিণী।
মদ্যকর্ত্রী চ রজকী ক্ষৌরকী ধনবল্লভা॥
অষ্টৈতাঃ কুলযোগিন্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।"

মধু, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা ভৈরবেশ্বরকে পূজা করিবে। কোটি কন্যা প্রদান করিলে এবং ভূমি ও এক ভার সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, কৌলিক-কার্য্যে ইহার বিন্দুমাত্র দান করিলেও সেই ফল হয়। সুবর্ণসংযুক্ত পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয়, প্রথমযুক্ত তৃতীয় দ্রব্য অথবা প্রথমযুক্ত দ্বিতীয় দ্রব্য দান করিলেও সেই ফল হয়। মাতৃসকল, যোগিনীসকল ও ভৈরবাদি ইহাতে তৃপ্ত হন। কোটি গোদান করিলে যে পুণ্য হয়, পঞ্চমকার প্রদান করিলে মনুষ্য সেই পুণ্য লাভ করে। যে সাধকাধম পঞ্চমকার ভিন্ন দ্রব্য কল্পিত করে, তাহার সকলই নিষ্ফল, ইহা অতিশয় সত্য।

চাণ্ডালী, চর্ম্মকারী, মাতঙ্গী, মৎস্যকারিণী, মদ্যকর্ত্রী, রজকী, ক্ষৌরকী, ধনবল্লভা এই ৮টী স্ত্রী কুলযোগিনী, ইহারাই সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী।

পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, কিন্তু পঞ্চমকার শোধন করিতে হয়।

"অসংশোধনমনাচর্য্য স্ত্রীষু মদ্যেষু সাধকঃ।
আচর্য্যঃ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি সুন্দরী॥"

যে সাধক পঞ্চমকার শোধন শোধ না করিয়া মদ্যাদি ব্যবহার করে, তাহার কার্য্যহানি হয়, তৎপ্রতি দেবী ক্রুদ্ধা হন ও সেই ব্যক্তি কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

পঞ্চতত্ত্ব।—তান্ত্রিক প্রত্যেক কার্য্য যেমন পঞ্চমকারসাধ্য, সেইরূপ সকল কার্য্যেই পঞ্চতত্ত্বের আবশ্যক।

"পূজয়েৎ বহুযত্নেন পঞ্চতত্ত্বেন কৌলিকঃ।
এবং কৃত্বা লভেৎ সিদ্ধিং নাত্র সা দৃষ্টিগোচরে॥
শৈবে শাক্তে গাণপত্যে সৌরে চান্দ্রে সুলোচনে।
তত্ত্বজ্ঞানমিদং প্রোক্তং বৈষ্ণবে পূর্ণ যত্নতঃ॥

গুরুতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং মনস্তত্ত্বং সুরেশ্বরি।
দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে ॥"

কৌলিক অতিশয় যত্নসহকারে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা করিবে। এই প্রকার করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব এই সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে এই পঞ্চতত্ত্ব জানিতে হইবে। গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব।

মাংসাদি শোধন—

"বক্ষ্যেহং পরমেশানি মাংসাদেঃ শোধনং প্রিয়ে।
পূর্ব্ববৎ মণ্ডলং কৃত্বা পূজয়েৎ মণ্ডলোপরি ॥
আধারশক্তিং কূর্ম্মঞ্চ অনন্তং পৃথিবীং তথা ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ মাংসং মৎস্যং মুদ্রাঞ্চ পার্ব্বতি ॥
হুঁ বীজেন সংমন্ত্র্য ফট্‌কারৈঃ প্রোক্ষণঞ্চরেৎ।
বারুণেন চ ধেন্বাদিং দর্শয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥
ততো মায়াং বধূঞ্চৈব শ্রীবীজং ক্রমশো জপেৎ।
শুদ্ধিমন্ত্রং পঠেদ্ভক্ত্যা মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
পবিত্রং কুরু দেবেশি মাংসং মৎস্যং কুলেশ্বরি ॥
মুদ্রাং শস্যোদ্ভবাং দিব্যাং পূজার্থং কুলনায়িকে ॥
ততো হুঁ ফট্ বারুণঞ্চ তস্যোপরি জপেৎ প্রিয়ে।
মূলমন্ত্রঞ্চ তন্মধ্যে দশধা জপনঞ্চরেৎ ॥

মাংসাদির শোধন করিতে হইলে পূর্ব্বের ন্যায় মণ্ডল করিয়া মণ্ডলোপরি আধারশক্তি, কূর্ম্ম, অনন্ত ও পৃথিবীপূজা করিবে এবং সেই মণ্ডলের মধ্যে, মৎস্য, মাংস ও মুদ্রা স্থাপন করিবে। পরে হুঁ এই বীজ মন্ত্র সংমন্ত্রিত করিয়া ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে এবং ধেন্বাদি মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। তাহার পর মায়াবীজ, বধূবীজ ও শ্রীবীজ ক্রমশঃ জপ করিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ব্বক "পবিত্রং কুরু দেবেশি" এই শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করিবে এবং হুঁ ফট্ এই মন্ত্র তাহার উপর ও মূলমন্ত্র তাহার মধ্যে জপ করিবে। এই প্রকারে মৎস্য, মুদ্রা ও মাংস শোধিত হয়।

মদ্যাদি শোধন।

আপনার বামদিকে ষট্‌কোণান্তর্গত ত্রিকোণবিন্দু লিখিয়া বৃত্তচতুরস্র বিধানপূর্ব্বক সামান্যার্ঘোদক দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া তাহাতে "আধারশক্তিভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হইবে।

"নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধারপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া মণ্ডলোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া "ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা কলস প্রক্ষালিত করিবে। রক্তবস্ত্র ও মাল্যাদিভূষিত করিয়া আধারোপরি দেবী এই বিবেচনা করিয়া সংস্থাপিত করিবে। তাহার পর "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধার পূজা করিয়া "অং অর্কমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে কলস, "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তাহার পর ফট্ এই মন্ত্রে দর্ভ দ্বারা সন্তাড়িত করিয়া "হুঁ" এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠিত করিবে। পরে মূলমন্ত্র বীক্ষণ করিবে। তাহার পর অভ্যুক্ষণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার গন্ধগ্রহণ করিবে। "ওঁ" এ মন্ত্রে কুম্ভে পুষ্প প্রদান করিবে। "হ্সৌঃ" এই মন্ত্রে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। "হ্সৌঃ হ্সৌঃ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ক্রীঁ: ক্রীং পরমস্বামিনি পরমাকাশশূন্যবাহিনি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি ভক্ষিণি পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা' এই মন্ত্রে ঘট ধরিয়া দশবার জপ করিবে। "ঐং হ্রীং ক্রীং আনন্দেশ্বরায় বিদ্মহে সুধা-দেব্যৈ ধীমহে। তন্নোঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রচোদয়াৎ" এই মন্ত্র পাত্রের উপরি জপ করিতে হইবে, ইহাতে শাপবিমোচন হয়।

অন্যশাপবিমোচনমন্ত্র—

"অন্যচ্চ শৃণু দেবেশি যথা পানাদিকল্পনি।
দোষো ন জায়তে দেবি তান্ বৈ মন্ত্রান্ শৃণুষ মে ॥
একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্ ॥
সূর্য্যমণ্ডলসংভূতে বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্।

এই পূর্ব্বোক্ত তিনটী মন্ত্র দ্বারা সুরাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া কালিকাকে প্রদান করিবে। তাহার পর নিজে ভোজন করিবে। এই মন্ত্র দেবীর ঘট ধরিয়া তিনবার জপ করিতে হইবে। "ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপ-বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র তিনবার পড়িলে ব্রহ্মশাপ বিমোচিত হয়।

শুক্রশাপ বিমোচন—

"ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ শুক্রে শাপাদ্বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ এই মন্ত্র দশবার জপ করিতে হইবে, এইরূপে শুক্রের শাপ বিমোচিত হয়।

কৃষ্ণশাপ-বিমোচন—

"ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ কৃষ্ণশাপং বিমোচয় অমৃতং শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা," এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে কৃষ্ণশাপ বিমোচিত হয়।

দ্রব্যশুদ্ধি—

"ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথি-দুরোণসৎ। নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।" এই মন্ত্র দ্রব্যের উপর তিনবার পড়িতে

হইবে। তাহার পর দ্রব্য মধ্যে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীকে এই মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিতে হইবে।

পূর্ব্বে পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, অনেকের মনে ধারণা হইতে পারে যে, পঞ্চমকার সেবন পুণ্যপ্রদ, কিন্তু শোধন ও সাধন ভিন্ন মদ্যপান নিষেধ। এইজন্য কুলার্ণবতন্ত্রে পঞ্চমকারের বিষয় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"বহবঃ কৌলিকং ধর্ম্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।
স্ববুদ্ধ্যা কল্পয়ন্তীত্থং পারম্পর্য্যবিমোহিতাঃ॥
মদ্যপানেন মনুজা যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ॥
বৃথাপানন্তু দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে।
যন্মহাপাতকং দেবি বেদাদিষু নিরূপিতম্॥
অনাঘ্রেয়মনালোচ্যমস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কং।
মদ্যং মাংসং পশূনাঞ্চ কৌলিকানাং মহাফলম্॥
অমেধ্যানি দ্বিজাতীনাং মদ্যান্যেকাদশৈব তু।
দ্বাদশাখ্যং মহামদ্যং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতম্॥
সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপাম্মা মলমুচ্যতে।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণ রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্।
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ॥
আজানুভ্যাং ভবেৎ মগ্নো জলে চোপবসেদহঃ॥
উর্দ্ধং নাভেস্ত্রিরাত্রন্তু মদ্যস্য স্পর্শনে বিধিঃ॥
সুরাপানেঽজ্ঞানকৃতে জলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া বিনিক্ষিপ্তে ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
মৎস্যমাংসাদিদোষস্য প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ।
অবিধানেন যোহন্যাৎ আত্মার্থং প্রাণিনঃ প্রিয়ে॥
নিবসেন্নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্বিতানি দুরাচারস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে॥
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদিতাষ্টৌ চ ঘাতকাঃ॥
ধনেন চ ক্রেতা হন্তি খাদিতা চোপভোগতঃ।
ঘাতকোঘাতবন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধোবধঃ॥
মাংসসন্দর্শনং কৃত্বা সূর্য্যদর্শনমাচরেৎ।
তস্মাদবিধিনা মাংসং মদ্যঞ্চ নাচরেৎ ক্বচিৎ॥
বিধিবৎ সেব্যতে দেবি পরমার্থং প্রসীদতি।"(কুলার্ণবতন্ত্র)

অনেক লোক মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়া মদ্যাদিপান করিলে পুণ্য হয়, এই প্রকার কল্পনা করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের ভ্রম মাত্র। মদ্যপান করিলেই যদি সিদ্ধিলাভ হইত, তাহা হইলে মদ্যপপামর সকলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিত। মাংসভক্ষণ মাত্রেই যদি পুণ্য হয়, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই পুণ্যশালী হইতে পারে। স্ত্রীসম্ভোগ করিলে যদি মোক্ষলাভ হয়, তাহা হইলে এই মোক্ষ সকলেরই অনায়াসলভ্য, কিন্তু বৃথা যে মদ্যপান তাহাকে সুরাপান বলে। বেদাদিতে সুরাপানের যে সকল দোষ উল্লেখ আছে, সেই সকল প্রকার মহাপাপ বৃথা পান করিলে হইবে। এই সুরা অস্পৃশ্য, অনাঘ্রেয় এবং অপেয়। কৌলিক কার্য্যেই কেবল ফলপ্রদ।

সকল প্রকার মদ্যই দ্বিজাতিদিগের অপেয়। অন্নের মলই সুরা, সেইজন্য দ্বিজাতিগণ ইহা সেবন করিবে না। যদি কোনক্রমে সুরা অবলোকন করেন, তাহা হইলে সূর্য্য দর্শন করিবে। দৈবাৎ যদি সুরা আঘ্রাণ করেন, তাহা হইলে প্রাণায়ামত্রয় আচরণ করিতে হইবে। আজানু পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া একদিন উপবাস করিলে সুরা আঘ্রাণ জন্য পাপ নাশ হয়। যদি দৈবাৎ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে নাভি পর্য্যন্ত জলে তিনদিন উপবাস করিয়া বাস করিলে সুরাস্পর্শজন্য পাপ দূর হয়। অজ্ঞানকৃত সুরাপান করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত সুরাপান জন্য পাপমুক্ত হয়। মৎস্য ও মাংসাদি দোষের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ। অবিধানে নিজের প্রীতির নিমিত্ত যাহারা মৎস্য ও মাংসাদি হনন করে, তাহারা হতপশুর রোম-সংখ্যানুসারে ঘোর নরকে বাস করে এবং পরে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। এই পশুহত্যায় ঘাতক, অনুমন্তা, বিশসিতা, নিহন্তা, ক্রয়ী, বিক্রয়ী, সংস্কর্ত্তা উপহর্ত্তা ও খাদক এই ৮ জনই পাপভাগী হয়। এইজন্য মাংস অবলোকন করিলে সূর্য্য দর্শন করিতে হয়। কিন্তু বিধিবৎ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে পঞ্চমকার সেবন করিলে পরমার্থতত্ত্ব লাভ হয়। অন্যথা সকলই নিষ্ফল ও বিশেষ পাপজনক। এইজন্য তান্ত্রিক কোন কার্য্য নিজের ইচ্ছানুসারে করিবে না।

শুদ্ধ শক্তির ফল—

"সাধিতা চ জগদ্ধাত্রী যদ্‌যদ্‌বদতি পার্ব্বতি।
তৎসর্ব্বং সত্যতাং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

নারী শোধিতা হইলে জগদ্ধাত্রী তুল্যা হয় এবং সেই নারী যাহা বলে, তাহা সকলই সত্য হয়। ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

শক্তিশোধন।—

"ইদানীং কথয়িষ্যামি নারীণাং শোধনং প্রিয়ে।
অগ্রে বা দক্ষিণে বাপি সংস্থাপ্য মণ্ডলোপরি॥
ভালে চ মণ্ডলং কুর্য্যাৎ ত্রৈপুরং সিন্দূরেণ চ।
নয়নে কজ্জলং দদ্যাৎ মূলমন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্ভাবয়েৎ শাক্তমন্ত্রতঃ।
তাম্বূলং বদনে দদ্যাদিষ্টমূর্ত্তিং বিভাব্য চ॥
ততঃ ষড়ঙ্গমন্ত্রৈশ্চ ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
মাতৃকার্ণং ততোন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ॥
মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি মূলং শতং জপেৎ।
হৃদয়ে কামবীজঞ্চ বধূবীজঞ্চ সংজপেৎ॥
নাভৌ শ্রীং গুহ্যদেশে চ সর্ব্ববীজঞ্চ পার্ব্বতি।
মৌলৌ চ বাগ্ভবং কামং কুণ্ডলীং কুলকুণ্ডলীম্॥
শক্তিবীজং জপেন্মন্ত্রী সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
বামে মায়াং শ্রাবয়েচ্চ কর্ণেচৈব মহেশ্বরী॥
এবং ক্রমেণ দেবেশি নারী শুদ্ধিঃ প্রজায়তে।"

নারীশুদ্ধি করিতে হইলে, নারীকে আনয়ন করিয়া অগ্রে বা দক্ষিণে মণ্ডলের উপরিদেশে স্থাপিত করিবে। কপালে সিন্দূর দ্বারা ত্রৈপুরমণ্ডল করিবে। নয়নে কজ্জল প্রদান করিবে। পরে সাধক মূলমন্ত্র জপ করিবে। অন্য বিবিধ দ্রব্য দ্বারা শাক্তমন্ত্রে তাহাকে সম্ভাবণা করিবে। বদনে তাম্বূল প্রদান করিবে ও ইষ্টমন্ত্র ভাবনা করিয়া ষড়ঙ্গ-মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। পরে মাতৃকান্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। মূল দ্বারা ব্যাপক করিয়া মস্তকে শত মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। হৃদয়ে কামবীজ ও বধূবীজ, নাভিতে শ্রীবীজ, গুহ্যদেশে সর্ব্ববীজ, মৌলিতে কামবীজ এবং কুণ্ডলীতে কুলকুণ্ডলী শক্তিবীজ জপ করিবে। বামে মায়া ও কর্ণে মহেশ্বরী শ্রবণ করাইবে, উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলে নারী শুদ্ধি হয়।

"সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্॥
অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্।
বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্॥
কপালখট্টাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্॥
পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারণম্।
খড়্গাখেটকপট্টীশমুদ্গরং শূলকুণ্ডধৃক্।
বিচিত্রং খেটকং মুণ্ডং বরদাভয়পাণিনম্॥
লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া "হসক্ষমলবরযূং আনন্দভৈরবায় বষট্" এই মন্ত্র দ্বারা আনন্দভৈরবকে তিনবার পূজা করিবে। পরে আনন্দভৈরবীকে ধ্যান করিতে হইবে।

"ভাবয়েচ্চ সুধাং দেবীং চন্দ্রকোট্যাযুতপ্রভাং।
হিমকুন্দেন্দুধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্॥
অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তাং সর্ব্বানন্দকরোদ্যতাম্।
প্রহসন্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবস্য সম্মুখীম্"

এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া "হসক্ষমলবরযীং সুধাদেব্যৈ বষট্" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দ্রব্য মধ্যে শক্তিচক্র লিখিবে এবং ক্রমানুসারে "হং লং ক্ষং" মধ্যে লিখিতে হইবে।

এইরূপ করিয়া শিব ও শক্তির যোগ হয়, এইজন্য দ্রব্য-মধ্যে অমৃতত্ব চিন্তা করিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতী করিবে, "বং" এই বরুণবীজ ও মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিয়া দেবতা-স্বরূপ সেই দ্রব্য চিন্তা করিবে। এইরূপে দ্রব্যশুদ্ধি হয়।

"এতত্তু কারণং দেবি সুরসঙ্ঘনিষেবিতম্।
অতএব তস্যানাম সুরেতি ভুবনত্রয়ে॥
অস্যাঃ গন্ধঃ কেশবস্তু তেন গন্ধেন কৌলিকঃ।
পূজয়েচ্চ পরাং দেবীং কালিকাং দক্ষিণাং শিবাম্॥"

দেবসমূহ ইহা সেবন করেন, এইজন্য ত্রিভুবনে ইহার নাম সুরা এবং এই সুরার গন্ধই কেশব, সেই গন্ধ দ্বারা কৌলিক-পরা কালিকা দেবীকে পূজা করিবে।

মাংসশোধন। "ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগোন ভীমঃ কুচরোগিরিষ্ঠা যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমে ধিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।" এই মন্ত্র দ্বারা মাংস শোধিত হয়।

মৎস্যশুদ্ধি—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাং সঃ সমি-ন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং" এই মন্ত্র দ্বারা মৎস্যশুদ্ধি করিবে।

মুদ্রাশুদ্ধি।—"ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।
গর্ভং দেহি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরস্বতী।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা মুদ্রাশুদ্ধি করিবে। পূর্ব্বে যে সকল বিধান কথিত হইল, তাহাতে পঞ্চমকার শোধিত হয়। কিন্তু পঞ্চমকার শোধিত করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর দরকার। সিদ্ধগুরু ভিন্ন ইহা যে কোন সাধক ইচ্ছানুসারে করিতে পারিবেন না এবং যদি করেন, তাহা হইলে তাহার ফল-লাভ হইবে না।

চক্রানুষ্ঠান। সিদ্ধতান্ত্রিকেরা চক্রানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহা অতি গুহ্য ব্যাপার। নিশীথরাত্রে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

বীরচক্র।—"বীরচক্রং প্রবক্ষ্যামি যেন সিদ্ধ্যন্তি সাধকাঃ।
অনয়া পূজয়া দেব দেহসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
শক্তে যোন সমগ্রাদি যৎপ্রশস্তং নিবেদয়েৎ।
ভূচরাণাং খেচরাণাং তত্তন্মাংসঃ সুসাধয়॥
মুদ্রা সর্ব্বাণি ধান্যানি ধূক্তানি পরমেশ্বরি।
শ্বেতপীতঞ্চ পুষ্পাণি রক্তাণি চ বিশেষতঃ॥
অষ্টবীরঞ্চ ষড়্বীরং নববীরং তথা প্রিয়ে।
কল্পয়েৎ বীরপঙ্ক্তিশ্চ যথাংক্কাশ্চ সুন্দরী॥
বীরেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ আচার্য্যায় বিশেষতঃ।
অসংখ্যপাতকঞ্চৈব ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্॥
নাশয়েৎ তৎক্ষণাদ্দেবি বীরচক্রপ্রভাবতঃ।
দক্ষিণাবিধিহীনঞ্চ তচ্চক্রং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

বীরচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, যে বীরচক্রপূজা-প্রভাবে সাধকসকল অচিরে সিদ্ধ হয়। ইহাতে সমর্থ হইলে সমস্ত না দিয়া কেবল প্রশস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবে।

ভূচর ও খেচর প্রভৃতি মাংসই উত্তম সিদ্ধিপ্রদ। সকলপ্রকার ধান্যই মুদ্রা, শ্বেত, পীত ও রক্তপুষ্প, আনয়ন করিবে। ষড়্বীর, অষ্টবীর বা নববীর ইহার মধ্যে যাহা লাভ হয়, তাহা কল্পনা করিবে। এইরূপ কল্পনা করিলে বীরচক্র হয়। আচার্য্যকে দক্ষিণা দিয়া পরে বীরকে দক্ষিণা দিবে। অসংখ্য পাতক ও ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বীরচক্র-প্রভাবানুসারে তৎক্ষণাৎ দূর হয়। যদি বিধি ও দক্ষিণা হীন চক্র হয়, তাহা হইলে সে চক্র নিষ্ফল।

রাজচক্র।—"চতুর্বর্ণাকুমার্য্যশ্চ স্বরূপা সুমনোহরা।
যামিনী যোগিনীচৈব রজকী শ্বপচী তথা॥
কৈবর্ত্তকসমুৎপন্না পঞ্চশক্তিরুদাহৃতা।
এতা প্রশস্তা সকলা সাধকেন নিযোজিতা॥
অর্পয়েৎ মধুমদ্যঞ্চ শুদ্ধিচ্ছাগলসম্ভবা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং রাজচক্রং বিধীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবলোকে মহীয়তে।"

অতিশয় রূপবতী সুমনোহরা চতুর্বর্ণা কুমারী এইরূপ যামিনী, যোগিনী, রজকী, চাণ্ডালী ও কৈবর্ত্তী ইহারাই পঞ্চশক্তি, এই পঞ্চকন্যা সাধক কর্ত্তৃক নিযোজিতা হইলে প্রশস্তা হয়। পরে মধু, মদ্য ও মাংস অর্পণ করিবে, এইরূপে রাজচক্র হয়। এই রাজচক্রপ্রভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ এবং দেবলোকে ষষ্টি সহস্র বর্ষ বাস হয়।

দেবচক্র।—"দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি যৎসুরৈঃ ক্রিয়তে সদা।
শক্তয়স্তত্র বক্ষ্যামি দিব্যরূপা মনোরমা॥
রাজবেশ্যা নাগরী চ গুপ্তবেশ্যা তথা প্রিয়ে।
দেববেশ্যা ব্রহ্মবেশ্যা গুপ্তা চ কৌলজা।
রাজসেবাপরা রাজবেশ্যা গুপ্তা চ কৌলজা।
দেববেশ্যা নৃত্যকারা ব্রহ্মবেশ্যা চ তীর্থগা॥
নাগরী কশ্চিৎ কন্যা রম্ভাকামরূপস্থলা।
পঞ্চৈতা শক্তয়া দেবি দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ॥"

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, দেবতাসকল সর্ব্বদা যে দেবচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই দেবচক্রে রাজবেশ্যা, নাগরী, গুপ্তবেশ্যা, দেববেশ্যা ও ব্রহ্মবেশ্যা এই পঞ্চবেশ্যাই পঞ্চশক্তি। রাজসেবাপরায়ণা রাজবেশ্যা, কৌলজা গুপ্তবেশ্যা, নৃত্যকারিণী দেববেশ্যা, তীর্থগামিনী ব্রহ্মবেশ্যা এবং যে কোন রূপবতী কন্যা নাগরী এই পঞ্চ বেশ্যা, ইহাদিগকে দেবচক্রে নিয়োজিত করিবে।

"রাজচক্রে রাজদং স্যাৎ মহাচক্রে সমৃদ্ধিদম্।
দেবচক্রে চ সৌভাগ্যং বীরচক্রঞ্চ মোক্ষদম্॥"

রাজচক্রানুষ্ঠান করিলে রাজ্যলাভ, মহাচক্রে সমৃদ্ধি, দেবচক্রে সৌভাগ্য ও বীরচক্রে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। (রুদ্রযামল)।

"পঞ্চচক্রে প্রশস্তায়াস্তাঃ শৃণুষ্ব বরাননে।
চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং প্রপূজয়েৎ॥
রাজচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীয়কম্।
বীরচক্রং চতুর্থঞ্চ পশুচক্রঞ্চ পঞ্চমম্॥"

পঞ্চচক্রে যাহা যাহা প্রশস্ত তাহার বিষয় কথিত হইতেছে। চক্র পঞ্চবিধ, তাহাতে শক্তি পূজা করিবে। রাজচক্র, মহাচক্র দেবচক্র, বীরচক্র ও পশুচক্র এই ৫টী চক্র।

"পঞ্চচক্রে যজেদ্দিব্যো বীরশ্চ কুলসুন্দরি।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ পঞ্চচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বীরচক্রেণ পূজয়েৎ।
যোগিভিঃ পূজ্যতে দেবি সর্ব্বচক্রেষু কামিনী॥
মাতা চ ভগিনী চৈব দুহিতা চ স্নুষা তথা।
গুরুপত্নী চ পঞ্চৈতা রাজচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
গৌড়ী বাপ্যথবা মাধ্বী সুরা শস্তা কুলেশ্বরি।
শুদ্ধিশ্চাগোদ্ভবা শস্তা তৃতীয়া বেদসম্ভবা॥
মুদ্রা গোধূমজা শস্তা স্বয়ম্ভুকুসুমস্তথা।
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং অনুকল্পং নিয়োজয়েৎ॥"

বীর পঞ্চচক্রে যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থও পঞ্চচক্রে পূজা করিতে পারে। যোগিগণ সকল চক্রেই কামিনীপূজা করিতে পারেন। মাতা, ভগিনী, দুহিতা, স্নুষা (পুত্রবধূ), গুরুপত্নী, এই পাঁচজনকে রাজচক্রে পূজা করিতে হয়। গৌড়ী, মাধ্বী, সুরা, মুদ্রা, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডগোলোদ্ভবদ্রব্য এই সকল দ্রব্য অনুকল্পে প্রয়োগ করিতে হইবে।

"রক্তচন্দনং তথাশ্বেতমনুকল্পঞ্চ চন্দনম্।
বস্ত্রালঙ্কারভূষাদ্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনম্॥
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ।
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং নানাবস্ত্রসমন্বিতম্॥
আসবং শুদ্ধিসংযু ং তাভ্যো দদ্যাৎ পুনঃপুনঃ।
প্রণমেৎ প্রজপেন্মন্ত্রং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সহস্রকম্॥
অঙ্গং নৈব স্পৃশেত্তাসাং স্পৃশেচ্চ নরকং ব্রজেৎ।
মধুমত্তা সদা তাস্তু ন শপন্তি সুসম্পদঃ॥
ভক্তৈব ভবেৎ সর্ব্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।"

রক্তচন্দন ও অনুকল্পে শ্বেতচন্দন, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিবে এবং পরমভক্তিসহকারে দেবতাকে নিবেদন করিবে। নানাবিধ ভক্ষ্য-দ্রব্য, চিত্র-বিচিত্র বস্ত্র প্রভৃতি এবং আসব শুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে, প্রণাম করিয়া তাহাদিগের দিকে অবলোকন-পূর্ব্বক সহস্র জপ করিবে, তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবে না, যদি অঙ্গস্পর্শ করে, তাহা হইলে রৌরব নরকে গমন হয়। সেই মধুমত্তাগণ তাহাকে শাপ প্রদান করে না এবং তাহারা ষষ্টি সহস্রবর্ষ স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে।

"মাতা ভগ্নী স্নুষা কন্যা বীরপত্নী কুলেশ্বরী।
মহাশক্তি যজেদেতাঃ পঞ্চশক্তিঃ পুনঃপুনঃ॥
দ্রব্যদানে তু সংপূজ্যা ন শক্তৌ লিঙ্গযোজনম্।
যোজয়েৎ সিদ্ধিহানিং স্যাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
মহাব্যাধির্ভবেদ্দেবি ধনহানিঃ প্রজায়তে।
সদৈব দুঃখমাপ্নোতি সর্ব্বং তস্য বিনশ্যতি॥
আদ্যঞ্চ গৌড়িকং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কুক্কুটোদ্ভবং।
তৃতীয়ং রোহিতং প্রোক্তং চতুর্থং মাসসম্ভবম্।
করবীরোদ্ভবং পুষ্পং চন্দনং রক্তচন্দনম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা শিবলোকে মহীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তত্র দেবীং প্রপূজয়েৎ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং অমায়াঞ্চ কুজেহহনি।
রাজচক্রে মহাচক্রে ভক্ত্যা শক্তিঃ প্রপূজয়েৎ।
শুক্লপক্ষে গুরোর্ব্বারে চতুর্থ-সপ্তমী তিথৌ॥
মহাচক্রে যজেৎ ভক্ত্যা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।"

মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, কন্যা ও বীরপত্নী ইহারা কুলেশ্বরী ও পঞ্চ মহাশক্তি, চক্রে বার বার ইহাদের পূজা করিতে হয়। দ্রব্য দিয়া ইহাদের পূজা করিবে, এই শক্তিতে কখন লিঙ্গ যোজন করিবে না। যোজন করিলে সিদ্ধিহানি, রৌরব নামক নরকে বাস, মহাব্যাধি, ধনহানি, সর্ব্বদা দুঃখভোগ ও তাহার সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম গৌড়ী, দ্বিতীয় কুক্কুটোদ্ভব, তৃতীয় রোহিত, চতুর্থ মাসজাত, করবীর পুষ্প, চন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিলে শিবলোকে গমন করে। তথায় ভক্ত ষাটহাজার বর্ষ দেবীকে পূজা করিয়া থাকে। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা অথবা মঙ্গলবারে রাজচক্রে নামক মহাচক্রে ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চশক্তির পূজা করিবে। সকল কামনা ও অর্থসিদ্ধির জন্য শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে চতুর্থী বা সপ্তমী তিথিতে মহাচক্রে ভক্তিপূর্ব্বক যাগ করিবে।

মাতা, ভগিনী প্রভৃতি যে পঞ্চমহাশক্তির কথা লিখিত হইল, ঐ পাঁচটী শব্দ পারিভাষিক বলিয়া জানিবে। নিরুত্তর-তন্ত্রে ১০ম পটলে লিখিত আছে—

"ভূমীন্দ্রকন্যকা মাতা দুহিতা রজকীসুতা।
শ্বপচী চ শ্বসা জ্ঞেয়া কাপালী চ স্নুষা স্মৃতা॥
যোগিনী নিজশক্তিঃ স্যাৎ পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

মাতা বলিলে রাজকন্যা, দুহিতা বলিলে রজকীর কন্যা, শ্বসা বলিলে চণ্ডালী, স্নুষা বলিলে কাপালী এবং নিজ শক্তিই যোগিনী—এই পাঁচজন পঞ্চ কন্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

"দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ বরবর্ণিনি।
বিদগ্ধা সর্ব্বজাতীনাং পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
গৌড়িকং ফলজং রম্যং দ্বিতীয়ং পক্ষিসম্ভবম্।
তৃতীয়ং শালমৎস্যঞ্চ চতুর্থং ধান্যসম্ভবম্॥
সুগন্ধি গন্ধপুষ্পঞ্চ দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ।
দেবচক্রে যজেৎ শক্তিং দেবলোকে মহীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবকন্যাঃ প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চকন্যাং যজেচ্চক্রে নাতিরিক্তাং কদাচন॥
লোভাদ্বা কামতো বাপি ছলাদ্বা বরবর্ণিনি।
যদি স্যাৎ সঙ্গমস্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
অষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
পিতৃভূমিং সমাগম্য বীরচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
দিব্যবীরান্বিতো মন্ত্রী যজেৎ শক্তিঃ বলিয়সীম্।"

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে—

সর্ব্বজাতিদিগের বিদগ্ধা ৫টী কন্যা, ফলজ রম্য গৌড়িক, দ্বিতীয় পক্ষিসম্ভব, তৃতীয় শালিমৎস্য, চতুর্থ ধান্যসম্ভব ও সুগন্ধি গন্ধপুষ্প ইহা দ্বারা দেবচক্রে শক্তিপূজা করিতে হইবে। দেবচক্রে শক্তি যাগ করিলে দেবলোকে গতি হয়। পঞ্চকন্যা চক্রে যাগ করিবে, কখনই ইহার অতিরিক্ত যাগ করিবে না। লোভহেতু অথবা ছল বা কামানুসারে ইহাদের সহিত যদি সঙ্গম হয়, তাহা হইলে রৌরব নামক

নরকে গতি হয়। উভয়পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে পিতৃভূমি গমন করিয়া বীরচক্রে পূজা করিবে।

"সিদ্ধমন্ত্রী ভবেৎ বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।
অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী॥
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ।
নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তাচ কৌলিকী।
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
এবং ক্রমং বিনা দেবি বীরচক্রে বসেৎ যদি।
সিদ্ধিহানিং সিদ্ধিহানিং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
সর্ব্বমদ্যং সর্ব্বশুদ্ধিং সর্ব্বমীনং কুলেশ্বরি।
সর্ব্বমুদ্রাং সর্ব্বপুষ্পং স্বয়ম্ভুকুসুমন্তথা॥
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং নানারসসমন্বিতম্।
প্রদদ্যাৎ সাধকো শ্রেষ্ঠো বীরচক্রে পুনঃপুনঃ॥
স্বশক্তিং পূজয়েত্তত্র তদুচ্ছিষ্টং পিবেৎ প্রিয়ে।
চব্যঞ্চ জ্যেষ্ঠতোগ্রাহ্যং কনিষ্ঠায় নিবেদয়েৎ॥
একাসনে ন ভুঞ্জীত ভোজনং নৈকভাজনে।
পরস্পরমুখস্পর্শং নকর্ত্তব্যং কদাচন।
এবং ক্রমেণ দেবেশি বীরচক্রং সমাচরেৎ।
আনীয় হীনজাং দেবীং শক্তিমন্ত্রেণ শোধয়েৎ।
সংশোধ্য হীনজাং পূজ্যং বীরশক্তিং নিবেদয়েৎ।
মধুসক্তায় বীরায় যো দদ্যাৎ হীনজাং সুতাম্।
বক্ত্রকোটিসহস্রেণ তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে।
বীরায় শক্তিদানন্ত বীরচক্রে বিধীয়তে।
চক্রভিন্নে চরেৎ দানং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
যাজয়েদ্‌গোপয়েদ্বাপি ন নিন্দেন্ন নিরীক্ষয়েৎ।
কামং ক্রোধঞ্চ মাৎসর্য্যং বিকারং লোভমেব চ।
কুৎসা নিন্দা দুরালাপং গোপয়েদষ্টকং প্রিয়ে।
যন্ত্রং মুদ্রামক্ষমালাং যোনিঞ্চ বীরসঙ্গমম্।
মণ্ডলঞ্চ ঘটং পীঠং সিদ্ধিদ্রব্যানি গোপয়েৎ।
পণ্ডিতং বীরসন্তানং ক্ষেত্রং দেবীঞ্চ যোগিনীং॥
কুলাচারং গুরুদূতীং মনসাপি ন নিন্দয়েৎ।
মাতৃযোনিং পশুক্রীড়াং নগ্নাং স্ত্রীমুন্নতস্তনীং॥
কাস্তেন ক্ষোভিতাং কান্তাং কামতো নাবলোকয়েৎ।
দেবীং গুরুং সুধাং বিদ্যাং শ্রেষ্ঠাং শক্তিং ক্রিয়াত্মজাম্॥
যোগিনীং ভৈরবীতত্ত্বং অষ্টতত্ত্ব প্রপূজয়েৎ।
বিমাতা দুহিতা ভগ্নী স্নুষা পত্নী চ পঞ্চমী॥
পশুচক্রে যজেদ্ধীমান্ পশুবত্তোষণং চরেৎ।
গন্ধপুষ্পঞ্চ মাল্যঞ্চ বস্ত্রাদ্যাভরণানি চ।
সিন্দূরাগুরুকস্তূরীং নানাপুষ্পাণি সুন্দরি।
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং ফলং নানাবিধং প্রিয়ে॥
এতদ্দ্রব্যগণং যস্তু ভক্ত্যা তাভ্যো নিবেদয়েৎ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ক্ষিতৌ রাজা ভবেদ্ধ্রুবম্॥
বীরচক্রে মন্ত্রসিদ্ধি র্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
অমাবস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
শ্মশানেন গতে নার্চ্চেৎ সুচিত্তং ন প্রকাশিতম্।"

মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বীর হয়, মদ্য পান করিলে বীর হয় না। যথাবিধি অভিষিক্ত হইলে বীর ও যথাবিধি অভিষিক্তা হইলে কৌলিকী হয়। বীরচক্রে এই প্রকার বীর ও শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে।

বীর ও কৌলিকী অভিষিক্ত না হইয়া চক্রে বসিয়া যাগ করিবে না, এবং কারলে রৌরব নামক নরকে গমন করে। এই ক্রম ব্যতীত বীরচক্রে কখনই বসিবে না। এই ক্রমভিন্ন বীরচক্রে বসিলে পদে পদে তাহার সিদ্ধিহানি হয়, রৌরব নরকে গমন করে। সকল প্রকার মদ্য, সকল রকম মৎস্য, সর্ব্ব মুদ্রা, সর্ব্ব পুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডগোলোদ্ভব দ্রব্য, সাধক বীরচক্রে পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে এবং স্বশক্তি পূজা করিবে। ভক্ষ্যদ্রব্য জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে কনিষ্ঠকে নিবেদন করিবে। পরস্পর স্পর্শ করিবে না। একাসনে ও একপাত্রে ভোজন করিবে না। হীনজা দেবীকে আনিয়া শক্তি মন্ত্র দ্বারা শোধিত করিবে। বীর হীনজা পূজা ও শোধিত করিয়া শক্তি নিবেদন করিবে। মধুসক্ত বীরকে যে হীনজা কন্যা প্রদান করে, কোটি মুখ দ্বারা তাহার পুণ্য বলিয়া শেষ করা যায় না।

বীরচক্র আচরণ করিবার জন্য বীরকে শক্তিদান করিতে হইবে। বীরচক্র ভিন্ন যদি শক্তিদান করা হয়, তাহা হইলে দাতা রৌরব নরকে গমন করে। এই সকল কার্য্য অতিশয় গোপনে করিবে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, বিকার, লোভ, কুৎসা, নিন্দা, দুরালাপ, এই ৮টী গুপ্ত রাখিবে।

মন্ত্র, মুদ্রা, অক্ষমালা, যোনি, বীরসঙ্গম, মণ্ডল, ঘট, পীঠ ও সিদ্ধিদ্রব্য এই সকলকে গোপন করিবে। পণ্ডিত, বীর সন্তান, ক্ষেত্র, দেবী, যোগিনী, কুলাচার, গুরুদূতী ইহাদিগকে মনেও নিন্দা করিবে না।

মাতৃযোনি, পশুক্রীড়া, নগ্নাস্ত্রী, উন্নতস্তনী, কান্ত ক্ষোভিতা কান্তা, ইহাদিগকে কামভাবে অবলোকন করিবে না। দেবী, গুরু, সুধা, বিদ্যা, শ্রেষ্ঠাশক্তি, যোগিনী, ভৈরবীতত্ত্ব ও অষ্টতত্ত্ব পূজা করিবে।

পশুচক্র—মাতা, দুহিতা, ভগ্নী, স্নুষা ও পত্নী এই পঞ্চশক্তি সমন্বিতা হইয়া পশুচক্রে যাগ করিবে। ইহাতে পশুবৎ

তুষ্টি আচরণ করিবে। গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্রাদি আভরণ, সিন্দূর, অগুরু, কস্তুরী, নানাবিধ পুষ্প ও নানাবিধ ফল এই সকল দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবেদন করিবে। এই প্রকার পশুচক্রে যাগ করিলে যাট্ হাজার বৎসর পৃথিবীতে রাজা হয়, বীরচক্রে মন্ত্রসিদ্ধি নিশ্চয় হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। উভয় পক্ষের অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশীতে শ্মশানে গমন করিয়া এইরূপ আচরণ করিবে। কখন কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। (নিরুত্তরতন্ত্র)

"ন নিন্দেৎ ন হসেৎ বাপি চক্রমধ্যে মদাকুলান্।
এতচ্চক্রগতাং বার্ত্তাং বহির্নৈব প্রকাশয়েৎ।
তেভ্যো ভোজনং কুর্ব্বীত নাহিতঞ্চ সমাচরেৎ।
ভক্ত্যা সংরক্ষয়েদেতান্ গোপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।"

চক্রমধ্যে মদিরাসক্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া হাস্য ও নিন্দা করিবে না। এই চক্রের বার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে না। তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত থাকিবে। ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক এই সকল বৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিবে। (প্রাণতোষণী)

বীরসাধন—

"পুরশ্চরণসম্পন্নো বীরসিদ্ধিং সমাচরেৎ।
সম্যক্পরিশ্রমেণাপি নৈব সিদ্ধিং সমাশ্রিতা॥
জায়তে তত্র কর্ত্তব্যা সাধকৈ বীরসাধনা।
পুত্রদারধনস্নেহলোভমোহবিবর্জ্জিতঃ॥
মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পাতয়াম্যহম্।
প্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্বা বলিদ্রব্যাণি চিন্তয়েৎ॥
যস্য মন্ত্রস্য যদ্দ্রব্যং তত্তদ্দ্রব্যঞ্চ সাধকৈঃ।
শবলক্ষণঃ দেবেশি শৃণু পর্ব্বতনন্দিনি॥
সর্ব্বেষাং জীবহীনানাং জন্তূনাং বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণো গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েৎ বীরসাধনম্॥
মহাশবাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ প্রধানে বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণস্তু স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্বীরসাধনম্॥
শূদ্রাঃ প্রয়োগকর্ত্তণা প্রশস্তাং সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
ঊর্দ্ধং দ্বিবর্ষাৎ যদি বা পঞ্চধা তরুণং যদি॥
সপ্তমাষ্টমমাসীয়ং গর্ভজং যদি বা শবম্।
চাণ্ডালং চাভিভূতঞ্চ শীঘ্রং সিদ্ধিফলপ্রদম্॥
যষ্টিপ্রভৃতিভিবিদ্ধং অন্যং বা বিজনে মৃতম্।
শবমানীয় কর্ত্তব্যং না হরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতম্॥
স্ত্রীরমণপতিতঞ্চাস্পৃশ্যং বর্জ্জং হি তৎশবম্।
কুষ্ঠাদিরোগসংযুক্তং বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ॥
ন দুর্ভিক্ষং মৃতং বাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।
স্ত্রীজনসদৃশং রূপং সর্ব্বদা পরিবর্জ্জয়েৎ।
শূন্যাগারে নদীতীরে বিল্বমূলে চতুষ্পথে।
শ্মশানে বা বিশেষেণ নীত্বা চোদ্ধৃত্য ভূষয়েৎ।
শূন্যাগারে অরণ্যে বা নীত্বা চৈব বিভূষয়েৎ॥
সংস্থাপ্য কুশশয্যায়াং পুরুষং দিব্যরূপিণম্।
আনীয় স্থাপয়েদাদৌ ন্যাসজালং সমাচরেৎ॥
পীঠমন্ত্রং সমালিখ্য গন্ধপুষ্পাদিভিস্ততঃ।
অভ্যর্চ্চ চাসনং দত্বা রক্ষাং মন্ত্রেণ কারয়েৎ॥
ততঃ শবাস্তে বিধিবৎ দেবতাপায়নং চরেৎ।
ভুবনেশী ফড়ন্তাঃস্যুঃ কথিতা মানবোত্তমাঃ॥
ততঃ শবং ক্ষালয়িত্বা স্থাপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
যদি যত্নেন ন ক্রিয়েৎ ভৈরবাচ্চ ভয়ং ভবেৎ॥
এলালবঙ্গকর্পূরজাতিখদিরসাদ্রকৈঃ।
তাম্বূলং তন্মুখে দত্বাৎ শবং কুর্য্যাদধোমুখম্॥
স্থাপয়িত্বা চ তৎপৃষ্ঠে চন্দনেন বিলেপয়েৎ।
বাহুমূলাদিকট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ॥
মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতম্।
ততশ্চৈণেয়মজিনং কম্বলাস্তরিতং ন্যসেৎ॥
পূজাদ্রব্যং সন্নিধৌ চ দূরে চোত্তরসাধকম্।
সংস্থাপ্য শবমভ্যর্চ্চ্য তত্র চারোহণং ভবেৎ॥
কুশান্ পদতলে দত্বা শবকেশান্ প্রসার্য্য চ।
দৃঢ়ং নিবধ্য জুটিকাং তঞ্চ দেবস্বরূপিণম্॥
তস্য দেহং সুসংপূজ্য পঠেদুত্থায় সম্মুখে॥
ওঁং ভীম ভীরুভয়াভাবভবলোচনভাবুকঃ॥
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।
ইতি পাদতলে তস্য ত্রিকোণযন্ত্রমালিখেৎ॥"

সাধক পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া বীরসিদ্ধি বা শবসাধনা করিবে। সম্যক্ পরিশ্রম ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, সাধক ইহা স্থির করিয়া বীরসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। বীরসাধন করিতে হইলে পুত্র, দারা ও ধনাদির প্রতি স্নেহ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে এবং বলিদ্রব্যসকল আহরণ করিবে। যে যে মন্ত্রের যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, সাধক সেই সেই দ্রব্য আহরণ করিবে।

এই বীরসাধনের প্রধান উপকরণ শব, সেই শবের বিষয় প্রথম কথিত হইতেছে। সকল জীবহীন জন্তুর শবই বীরসাধনে উপযুক্ত, কিন্তু শবের মধ্যে কতকগুলি শবসাধনে প্রশস্ত, ব্রাহ্মণ গোময় ত্যাগ করিয়া শবসাধন করিবে। প্রধান বীরসাধনে মহাশবই একমাত্র

প্রশস্ত। এই বীরসাধনে স্ত্রীত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। প্রয়োগকর্ত্তৃদিগের পক্ষে শূদ্রই প্রশস্ত ও সকল সিদ্ধির নিমিত্ত জানিবে। দুই বর্ষের উপর পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত অথবা তরুণ এবং সপ্তম বা অষ্টম মাসীয় গর্ভজ চাণ্ডালের শবই প্রশস্ত। এইরূপ শবদ্বারা আরাধনা করিলে আশু ফল লাভ হয়।

যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অর্থাৎ যে চণ্ডাল যষ্টি, শূল, খড়্গ বা বজ্রের আঘাতে কিংবা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথবা অভিভূত জলমগ্ন বা সম্মুখযুদ্ধে পলায়ন পরাঙ্মুখ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি সুন্দরকান্তিবিশিষ্ট, শৌর্য্যবান্ ও তরুণবয়স্ক হয়, তাহা হইলে শবসাধনার্থ তাহার শব আনয়ন করিবে*।

স্ত্রীরমণ দ্বারা পতিত ও কুষ্ঠাদি মহাপাতক রোগগ্রস্ত শবকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির শব ও বৃদ্ধ লোকের শব গ্রহণ করিবে না। দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তির শব অথবা বাসি মড়াও শবসাধনের অনুপযুক্ত। স্ত্রীজনসদৃশ রূপবিশিষ্ট ব্যক্তির শবও বর্জ্জনীয়।

নানাপ্রকার সাধনের মধ্যে শবসাধন বীরাচারীদিগের একটী প্রধান সাধন, এইজন্য ইহার স্থান বিশেষ আবশ্যক। শূন্য গৃহে, নদীতীরে, পর্ব্বতে, নির্জনস্থানে, বিল্ববৃক্ষ-মূলে বা শ্মশানে অথবা তাহার সমীপবর্ত্তী বনস্থলে সাধনা করিতে হয়। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় মঙ্গলবারে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শবসাধনার উপযুক্ত সময়। শ্মশানাদি স্থলে শব আনিয়া কুশ-শয্যাতে সংস্থাপন করাইয়া ন্যাস করিতে আরম্ভ করিবে এবং পীঠমন্ত্র লিখিয়া গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে আসন প্রদান করিয়া মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে। তাহার পর শবের মুখে বিধিপূর্ব্বক দেবতাদিগের আপ্যায়ন (তুষ্টি) আবরণ করিবে। ভুবনেশী ও অন্তে ফট্ এই প্রয়োগ করিবে। তাহার পর শব প্রক্ষালিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্থাপিত করিবে এবং কোনক্রমে ভীত হইবে না, যত্নেও যদি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে এলা, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতী, খদির ও আর্দ্রক দ্বারা শবকে অধোমুখী করিবে এবং তাহার মুখে তাম্বূল প্রদান করিবে। তৎপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া চন্দন বিলেপিত করিবে, পরে মূল আদি করিয়া কটীদেশ পর্য্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল করিয়া মধ্যে চতুর্দ্বারযুক্ত অষ্টদল পদ্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার পর চৈলের, অজিন, কম্বলাস্তরিত করিয়া ন্যাস করিবে এবং সন্নিকটে পূজাদ্রব্যসকল রাখিয়া দিবে। কিছু দূরে একজন উত্তর সাধক রাখিতে হইবে। শবকে সংস্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিতে হইবে এবং তাহাতে আরোহণ করিবে। কিছু কুশ তাহার পদতলে প্রদান করিবে। শবকেশ প্রসারিত করিয়া তাহাতে ঝুটী বান্ধিয়া দিবে। তাহার দেহ দেবস্বরূপ বিবেচনা করিয়া পূজা করিবে, পরে উত্থিত হইয়া "ভীম-ভীরু-ভয়াভাব" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পদতলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে।

"ভেনোত্থাতুং ন শক্নোতি শবশ্চ নিশ্চলো ভবেৎ।
উপবিশ্য পুনস্তত্র বাহূ নিঃসার্য্যপাদয়োঃ ॥
হস্তয়ো কুশমাস্তীর্য্য পাদৌ তত্র নিধাপয়েৎ।
ওষ্ঠৌ তু সংপুটীকৃত্বা স্থিরচিত্তং স্থিরেন্দ্রিয়ঃ ॥
সদা দেবীং হৃদিধ্যাত্বা মৌনীজপমথাচরেৎ।
চলাসনাৎ ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে ভয়েত্তু তম্ ॥
যংপ্রার্থয়সি দেবেশি দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে ॥
ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়স্তু পুনর্জপেৎ।
ততশ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং লীলয়ানবৈ ॥
ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরন্তু প্রার্থয়েন্নরঃ।
যদি সত্যং ন কুর্য্যাচ্চ বরং বা ন প্রযচ্ছতি ॥
তদা পুনর্জপেদ্ধীমান্ একাগ্রযতমানসঃ।
সত্যে কৃতে বরং লব্ধা সংত্যজেত্তু জপাদিকম্ ॥
ফলং জাতমিদং জ্ঞাত্বা ঝুটিকাং মোচয়েত্ততঃ।
শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবন্ধনম্ ॥
পাদচক্রং মোচয়িত্বা পূজাদ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ।
শবং জলে চ গর্ত্তে বা নিঃক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ ॥
ততশ্চ স্বগৃহং গত্বা বলিং দত্বা দিনান্তরে।
পূজয়িত্বা ততো দেবীং যাচিতোঽহং বলিপ্রিয়ম্ ॥
তেন গৃহ্নন্তু সর্ব্বে চ ময়া দত্তমিদং বলিম্।
পরেঽহ্নি নিত্যমাচার্য্যঃ পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র পঞ্চবিংশতিসংখ্যকান্।
সপ্তপঞ্চবিহীনং বা ক্রমাচ্চৈব দশাবধি ॥
ততঃ স্নাত্বাচ ভুক্ত্বা চ নিবসেদুত্তমে স্থলে।
যদি ন স্যাৎ বিপ্রভোজ্যং তদা নিধনিতাং ব্রজেৎ ॥
তেন চেন্নিধনং নস্যাৎ তদা দেবী প্রকুপ্যতি।
ত্রিরাত্রং বা ষড়্রাত্রং বা নবরাত্রঞ্চ গোপয়েৎ ॥
স্ত্রীশয্যা যদি গচ্ছেত্তু তদা ব্যাধিং বিনির্দ্দিশেৎ।
গীতং শ্রুত্বা চ বধিরো নিশ্চক্ষু নৃত্যদর্শনাৎ ॥

---

* "যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গাবিদ্ধং পয়োমৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্।
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যঞ্চ সম্মুখে রণবর্ত্তিনম্।" (তন্ত্রসারধৃত ভাবচূড়ামণি)

যদি বক্তি দিবা বাক্য তদাস্তু মূকতাং ব্রজেৎ।
পঞ্চদশ দিনং যাবৎ দেহে দেবস্তু সংস্থিতিঃ॥
না স্বীকুর্য্যাৎ গন্ধেপুষ্পে বহির্যাতি যদা ভবেৎ।
তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্নীয়াদ্বসনান্তরম্॥
গোব্রাহ্মণবিনিন্দাঞ্চ ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন।
দেবগোব্রাহ্মণাদীংশ্চ সংস্পৃশেৎ প্রত্যহং শুচিঃ॥
প্রাতনিত্যক্রিয়ান্তে চ বিল্বপত্রোদকং পিবেৎ।
ততঃ স্নাত্বা চ গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শবাসরে॥
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তর্পণান্তে নমঃ প্রদম্।
এবং শতত্রয়াদূর্দ্ধং দেবং বৈ তর্পয়েজ্জলে॥
স্নানতর্পণশূন্যস্তু নস্যাদ্দেবস্য তর্পণম্।
ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ॥
ইতি ভুক্ত্বা বরান ভোগান্ অন্তে যাতি হরেঃ পদম্।"

পদতলে ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিবার পর উত্থান করিতে শক্ত হইবে এবং শবও নিশ্চল হইবে। পনর্ব্বার তাহাতে উপবেশন করিয়া পাদ দ্বারা বাহুদ্বয় নিঃসারিত করিবে, এবং তাহাতে কুশ বিছাইয়া পাদদ্বয় স্থাপিত করিবে। ওষ্ঠদ্বয় সংপুট করিয়া স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইবে। এইরূপে অনন্যচিত্তে হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান করিয়া জপ করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলে যদি আসন চঞ্চল হয়, তাহা হইলে ভয় করিবে না। ভয় হইলে তাহাকে পূজা করিবে, এই সময় তাহাকে কহিবে, হে দেবেশি! তুমি যাহা প্রার্থনা কর, দিনান্তরে আমি তাহা প্রদান করিব। আপনার নাম প্রকাশ করুন। সংস্কৃতে তাহাকে এই কথা বলিয়া নির্ভয় হইয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। তাহার পর যদি সে মধুর বাক্য না বলে, তাহাকে সত্য করাইয়া সাধক বর প্রার্থনা করিবে। যদি তিনি সত্য না করেন, বা বর না দেন, তাহা হইলে সাধক পুনরায় অনন্যচিত্তে জপ করিতে আরম্ভ করিবে। পুনরায় এই প্রকার হইলে যখন তিনি সত্য করিবেন এবং বর দিবেন, তাহার পর সেই বর প্রাপ্ত হইয়া সাধক জপ পরিত্যাগ করিবে। তাহার পর ফল হইযাছে ইহা জানিয়া ঝুটিকা মোচন করিবে। পরে শবকে প্রক্ষালিত করিয়া সংস্থাপনপূর্ব্বক পাদ বন্ধন মোচন করাইবে এবং পাদচক্র মোচন করাইয়া পূজাদ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর শব জলে বা গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিয়া গৃহে গমন করিবে।

দিনান্তরে সাধক দেবীকে পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে এবং প্রার্থনা করিবে, হে দেবি! আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই বলি গ্রহণ করুন, এবং তাহার পরদিন পঞ্চগব্য পান করিয়া পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহার পর স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থলে বাস করিবে। সাধক যদি ব্রাহ্মণ ভোজন না করায়, তাহা হইলে সে নির্ধন হয় এবং যদি নিধনও না হয়, তাহা হইলে দেবী তাহার প্রতি কুপিতা হন। ৩ দিন, ৬ দিন, ৯ দিন, পর্য্যন্ত ইহা গোপন করিবে। সাধক যদি স্ত্রীশয্যা গমন করে, তাহা হইলে তাহার ব্যাধি হয় এবং গীত শ্রবণ করিলে বধির, নৃত্য দর্শন করিলে চক্ষুহীন, দিবাভাগে কথা কহিলে বোবা হয়, এই প্রকারে পঞ্চদশ দিন অতিক্রম করিবে। যেহেতু এই পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেহে দেবতার সংস্থান থাকে এবং ঐ ১৫ দিনের মধ্যে গন্ধ বস্ত্র স্বীকার করিবে না। যে সময়ে বাহিরে গমন করিবে, সেই সময় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র গ্রহণ করিবে। গোব্রাহ্মণ ইঁহাদিগের কখনই নিন্দা করিবে না এবং দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে প্রতিদিন স্পর্শ করিবে। প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়ার পর বিল্বপত্রোদক পান করিবে। তাহার পর ১৬ দিনের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া স্বাহান্ত মূল উচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে এবং তর্পণান্তে নমঃ পদ প্রয়োগ করিবে

এই প্রকারে তিন শতের উদ্ধজলে দেবতর্পণ করিবে। স্নান করিয়া এইরূপ তর্পণ না করিলে, দেবতর্পণ হইবে না। সাধক এইরূপ আচরণ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলে ইহসংসারে বিবিধ ভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করে। (নীলতন্ত্র)

তন্ত্রমতে সৃষ্টিতত্ত্ব—

"নিরাকারং নির্গুণঞ্চ স্তুতিনিন্দাবিবর্জ্জিতম্।
সুনিত্যং সর্ব্বকর্ত্তারং বর্ণাতীতং সুনিশ্চলম্॥
সংজ্ঞাবিবর্হিতং শান্তং কিমাকারং প্রতিষ্ঠিতং।
তস্মাদুৎপত্তির্দেবেশ কিমাকারেণ জায়তে॥
শঙ্কর উবাচ।
শৃণু দেবি পরং তত্ত্বং বর্ণাতীতাঞ্চ বৈখরীং।
গুণালয়াং গুণাতীতাং স্তুতিনিন্দাদিবর্জ্জিতাম্॥
আকাররহিতাং নিত্যাং রোগশোকাদিবর্জ্জিতাম্।
পূজাযোগঞ্চ দেবেশি স্বয়মুৎপত্তিকারণম্॥
যেন রূপেণ ব্রহ্মাণ্ডা জায়ন্তে শৃণু তৎ শিবে।
আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ॥
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী।
পঞ্চভূতেষু ব্রহ্মাণ্ডা ভবেয়ুঃ পর্ব্বতাত্মজে॥
ব্রহ্মাণ্ডস্থাপনার্থায় কূর্ম্মপৃষ্ঠে হ্যনন্তকঃ।
তন্মূর্দ্ধি বায়ুরাকারা ব্রহ্মাণ্ডা বহব স্থিতাঃ॥

কারণ্য বারিমধ্যে তু কূর্ম্মশ্চরতি নিত্যশঃ।
অহমেব ত্রিশূলেন পালয়ামি পুনঃপুনঃ॥"

হে দেবেশ! নিরাকার, নির্গুণ, স্তুতিনিন্দাবিবর্জ্জিত, বর্ণাতীত, সুনিশ্চল, সংজ্ঞাবিরহিত ইহা কি আকারে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার উৎপত্তিই বা কোথা হইতে এবং কি আকারেই বা জন্মে, ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন। মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্ন পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে পার্ব্বতি! শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আমি বর্ণন করিতেছি, এবং যেরূপে এ ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

গুণালয়া, গুণাতীতা, স্তুতি ও নিন্দাবিবর্জ্জিতা, আকাররহিতা, নিত্যা, রোগ ও শোকাদিবর্জ্জিতা শক্তি স্বয়ংই উৎপত্তির কারণ, তাহার পর যেরূপে ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। প্রথম আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রবি, রবি হইতে জল, জল হইতে মহী উৎপন্ন হয়, এই ৫টী পঞ্চভূত, এই পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। কূর্ম্মপৃষ্ঠে ব্রহ্মাণ্ড সংস্থাপিত আছে এবং অনন্তের মস্তকে বালুকাকার অনেক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। কারণ বারিমধ্যে কূর্ম্ম বিচরণ করে, আমি ত্রিশূল দ্বারা পুনঃপুনঃ পালন করি।

"শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
কথং বা লভতে জন্ম কথং মৃত্যুর্ভবেৎ প্রভো।
তৎ প্রকারং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
শ্রীশঙ্কর উবাচ।
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে।
জীবস্তৃণজলৌকেব দেহাদ্দেহান্তরং ব্রজেৎ॥
সংপ্রাপ্য চোত্তমং দেহং দেহং ত্যজতি পূর্ব্বকম্।
ইতি শ্রুত্বা চ সা চণ্ডী পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্॥
শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
প্রাপ্তক্তোত্তরদেহস্ত পিণ্ডদানাদিকং কথম্।
শিব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মায়াদেহং তবৈবহি।
মায়াদেহং পরেশানি বায়ুরূপেণ চান্যথা॥
বায়ুরূপো যতো দেহ আকাশস্থোনিরাশ্রয়ঃ।
ততশ্চ পিণ্ডদানেন বায়ুঃ স্থিরতরো ভবেৎ॥
প্রথমে মস্তকং দেবি জায়তে চ ক্রমাবধি।
ততো যমপুরং গত্বা ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকঞ্চ যৎ॥
তদ্ভুক্ত্বা চাপরে কিঞ্চিৎ যদা কর্ম্ম ন বিদ্যতে।
তদাজ্ঞয়া তদা জীবঃ প্রযয়ৌ ব্রহ্মশাসনম্॥
তস্মাৎ কর্ম্মানুসারেণ যদিস্যাদ্দুর্লভাং তনুম্।
মহাবিদ্যাং ভাগ্যবশাৎ যদি প্রাপ্নোতি সদ্গুরুম্॥
তত্ত্বজ্ঞানং মহেশানি যদি ভাগ্যবশাল্লভেৎ।
তদৈব পরমং মোক্ষং যাবদ্ব্রহ্মাণ্ডং তিষ্ঠতি॥
ব্রাহ্মণস্য মহামোক্ষং সাযুজ্যং ক্ষত্রিয়স্য চ।
সারূপ্যং বৈশ্যজাতস্য শূদ্রস্য সালোকিকম্॥
মহাবিদ্যাপ্রসাদেন পুনরাগমনং নহি।
বৃহৎব্রহ্মাণ্ড নাশে তু সর্ব্বমোক্ষং যথা শিব॥
তদা সকস্য নির্ব্বাণং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
বৃহৎব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে তু কিং পুনঃ পরমেশ্বর।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥
শিব উবাচ।
ব্রহ্মাণ্ডস্য বাহ্যদেশে ব্রহ্মাণ্ডা বহবঃ স্থিতাঃ।
অনন্তস্য প্রমাণন্তু কিং বক্তুং শক্যতে ময়া॥
স এব নিয়মং সর্ব্বং সৈব সর্ব্বং মহেশ্বরি।"

মনুষ্য কেমন করিয়াই বা জন্মলাভ করে এবং কি প্রকারেই বা তাহাদের মৃত্যু হয়, এই বিষয় আমার শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। হে শিব! আপনি ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করুন। মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে শিবে! মনুষ্য সকল ইহজগতে যে সকল কর্ম্ম করে, অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য অনুষ্ঠান করে, সেই কর্ম্মানুসারে পরলোকে স্বর্গ, নরকাদি ভোগ করিয়া থাকে। জলৌকা (জোঁক) যেমন তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন করে, সেই প্রকার জীবও দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। জলৌকা একটী তৃণ আশ্রয় না করিলে পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ জীবও একটী দেহ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না। পার্ব্বতী মহাদেবের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি জীব অপর আর একটী দেহ গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না, তাহা হইলে সেই মৃতব্যক্তির পিণ্ডাদি গ্রহণ কি প্রকারে হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এ সংশয় অপনোদন করুন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব কহিলেন, হে শিবে! মরণের সময় মায়াদেহ হয়, মায়ারূপ দেহ ইহা বায়ুস্বরূপ, এই মায়াদেহ আকাশস্থিত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত পিণ্ডদান না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ নিরাশ্রয়।

তাহার পর মৃতব্যক্তির পিণ্ডদান হইলে সেই বায়ু স্থির হয়, তৎপরে ক্রমে মস্তক জন্মে, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অবয়ব সকল হয়, তাহার পর যমপুরে গমন করিয়া পাপ ও পুণ্য যাহা কিছু থাকে তাহা ভোগ করে, পাপ ও পুণ্য থাকিলে

স্বর্গ ও নরক ভোগ হয়। সেই সকল ভোগ হইলে যে সময় আর কোন কর্ম্ম থাকে না, সেই সময় জীব যমের আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মশাসনে গমন করে। তাহার পর কর্ম্মানুসারে উত্তমা প্রভৃতি তনুলাভ করে।

কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে সৎগুরু, মহাবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তাহা হইলে সেই জীব যতদিন পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ড থাকে, ততদিন যথাস্থ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ মহামোক্ষ, ক্ষত্রিয় সাযুজ্য, বৈশ্য সারূপ্য ও শূদ্র সালোক লাভ করিয়া থাকে। মহাবিদ্যার প্রভাবে আর পুনরাগমন হয় না। হে শিবে! যে সময় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইবে, তখন সকল জীবই মুক্তিলাভ করিবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ড অনেক অবস্থিত, এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। এই অনন্তের প্রমাণ বলিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়?

"প্রকৃত্যা জায়তে পুংসাং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্ বুদ্বুদং দেবি যথাতোয়ে বিলীয়তে॥
প্রকৃত্যা জায়তে সর্ব্বং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্ বুদ্বুদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে॥
তস্মাৎ প্রকৃতিযোগেন জায়তে নান্যথা ক্বচিৎ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবো দেবি প্রকৃত্যা জায়তে ক্রমম্॥
তথা প্রলয়কালেতু প্রকৃত্যা লুপ্যতে পুনঃ॥" (নির্ব্বাণতন্ত্র)

প্রকৃতি হইতেই সমস্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ করে, প্রকৃতি হইতেই জগতের উৎপত্তি, যেমন জল হইতে বুদ্বুদ হয়, আবার জলেই বিলীন হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি হইতেই সমস্ত জন্মে, আবার প্রকৃতিতেই লয় হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রকৃতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আবার প্রকৃতিতেই লীন হইবেন। যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতেই বিলুপ্ত হইবে।

তান্ত্রিকতত্ত্ব—

"স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে।
স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥
নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়ঃ স্মৃতঃ।
তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন চ যুজ্যতে॥
সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।"

সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে স্ত্রীরূপেই হউক, পুংরূপেই হউক অথবা নিষ্কল ব্রহ্ম ভাবেই হউক স্মরণ করিবে। বাস্তবিক তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ষণ্ডও নহেন অথবা জড়ও নহেন। তথাপি কল্পলতা যেমন স্ত্রীবাচক, তাঁহাতে তদ্রূপ স্ত্রী শব্দই প্রয়োগ করিবে। তাঁহার রূপ নাই, সাধকগণের মঙ্গলের জন্য রূপধারিণী।

প্রপঞ্চসারে লিখিত হইয়াছে—

"তামেতাং কুণ্ডলীত্যেকে সম্মোহন্ময়নাং বিদুঃ।
সা রৌতি সততং দেবী ভৃঙ্গীসঙ্গীতকধ্বনিম্॥"

সেই মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী যোগীন্দ্রগণের হৃদয় আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই জীবের মূলাধারে নিরত ভ্রমরসঙ্গীতবৎ গুন্ গুন ধ্বনি করিতেছেন।

সারদাতিলকে কথিত আছে—

যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নৃত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্ব্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ॥
শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবী সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
কুণ্ডলীভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী॥
সর্ব্ববেদময়ী দেবী সর্ব্বমন্ত্রময়ী শিবা।
সর্ব্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভুঃ।
ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী॥"

তিনি যোগিগণের হৃদয়সরোজে স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন। সর্ব্বভূতের আধারে বিদ্যুতের আকারে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, তিনি সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে সকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দেবী কুণ্ডলীভূত সর্পগণের অঙ্গশ্রীধারিণী, সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, সর্ব্বতত্ত্বময়ী, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতরা, ত্রিলোকজননী ও শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী।

কুলার্ণবে বর্ণিত হইয়াছে—

"যঃ শিবঃ সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মো নিষ্কলশ্চোন্মনাব্যয়ঃ।
ব্যোমাকারোহ্যজোনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে॥
অতএব গুরুঃ সাক্ষাদ্গুরুরূপঃ সমাশ্রিতঃ।
ভক্ত্যা সংপূজয়েদ্দেবি। ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥
শিবোহমাকৃতির্দ্দেবি! নরদৃগ্‌গোচরো নহি।
তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
স্বশিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্য্যটতি ক্ষিতৌ॥
সদ্ভক্তরক্ষণার্থায় নিরহঙ্কারমাকৃতিঃ।
শিবঃ কৃপানিধির্লোকে সংসারীবহিচেষ্টিতঃ॥"

যে শিব অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বগ, নিষ্কল, উন্মনা, অব্যয়, ব্যোমাকার, অজ, অনন্ত, তাঁহাকে কিরূপে পূজা করা যাইবে? এইজন্য পরমগুরু স্বয়ং শিব মানব গুরুরূপকে আশ্রয় করিয়াছেন। দেবি! সাধক সেই পরমগুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে তিনি ভোগ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। দেবি! যদিও আমি স্থূলরূপ গ্রহণ করিয়া এই শিবমূর্ত্তিতে আছি, কিন্তু এ তেজোময় মূর্ত্তি মনুষ্যের নয়নগোচর হইবার

যোগ্য নহে, সেইজন্য নরলোকে গুরুরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক আমি শিষ্যকুলকে সর্ব্বদা রক্ষা করি। মনুষ্যচর্ম্ম আবৃত হইয়া সাক্ষাৎ পরম শিব সশিষ্যবর্গকে অনুগ্রহ করিবার জন্য গূঢ়রূপে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন।

এইজন্যই তান্ত্রিক গুরুর এত আদর, এত যত্ন এবং সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজার বিধান লক্ষিত হয়।

তন্ত্রমতে কন্যা-পুরুষের জন্মবৃত্তান্ত—

"কথং বা জায়তে পুত্রঃ শুক্রস্তু কুত্র বা স্থিতিঃ।
পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সম্প্রাতস্তেন জায়তে॥
পুরুষস্য চ যচ্ছুক্রং শুক্রং বা চাধিকং ভবেৎ।
তদা কন্যা ভবেদ্দেবি বিপরীতাৎ পুমান্ ভবেৎ॥
উভয়োস্তুল্যশুক্রেন ক্লীবং ভবতি নিশ্চিতম্॥"

(মাতৃকাভেদতন্ত্র)

স্ত্রী ও পুরুষ সংযোগে পুত্রকন্যাদির উৎপত্তি হয়। স্ত্রী পুরুষ সংযোগে শুক্র পদ্মমধ্যে অবস্থিত থাকে, এইমতে পুরুষের শুক্রাধিক্য হইলে কন্যা, স্ত্রীর রজো অধিক হইলে পুত্র, এবং শুক্র ও রজঃ তুল্য হইলে ক্লীব হয়।

এই মত আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির সহিত বিরোধ দেখা যায়।

বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে;—

প্রথমে মেরুপর্ব্বত, এখানে সকল দেবতার বাস, ইহার মধ্যদেশে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত। এই সুমেরুর ঊর্দ্ধদেশে সত্যলোক ও অধোভাগে রসাতল। এইরূপে মেরুমধ্যে চতুর্দ্দশ লোক ও সপ্ত পাতাল আছে। উহার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মপদ্ম। সেই চতুর্দ্দশদল পদ্মের নিম্নমুখে বীজকোষে মনোহর বলয়াকারে সপ্ত সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষিতিচক্র অবস্থিত। এই ক্ষিতিচক্রের মধ্যদেশে চতুষ্কোণ ও মনোহর জম্বুদ্বীপ, ইহার চারিদিকে নীলাচল, মন্দর, চন্দ্রশেখর, হিমালয়, সুবেল, মলয় ও ভস্মাচল অবস্থিত। এই সকল পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে তৃণগুল্মলতাকীর্ণ নানাবিধ পর্ব্বত বাহির হইয়াছে।

ঐ পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে ষড়্‌পত্র ও চতুর্দ্বারভূষিত ভৌম নামক পদ্ম, পদ্মমধ্যে বীজকোষে মনোহর সিন্দুরবর্ণ ভুবর্লোক। এখানে লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত বিষ্ণু বাস করেন। ইহারই অপর নাম বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের দক্ষিণে গোলোক, এখানে রাধিকাদেবী ও দ্বিভুজমুরলীধর কৃষ্ণ অবস্থান করেন। ইহার মধ্যে ও বাহিরে জ্যোতির্ম্মণ্ডল, এখানে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে দেখা যায়।

বীজকোষের বাহিরে জলমণ্ডল। তথায় গঙ্গাদি নদী সকল প্রকাশিত। এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দশপত্র নীলবর্ণ ব্যোমরূপ ও জলযুক্ত দুর্লভ মহাপদ্ম আছে, ইহারই অপর নাম স্বর্লোক। এখানেই রুদ্রালয়, ভদ্রকালী প্রভৃতি বাস করেন। এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দ্বাদশপত্রশোভিত শোনবর্ণ পদ্মসুন্দর আছে, ইহাই মহর্লোক। এখানে ঈশ্বরের বামভাগে মহাবিদ্যা অবস্থান করেন। এই মহর্লোকের মাহাত্ম্য গোলোক অপেক্ষা শতগুণ। তাহার ঊর্দ্ধে ষোড়শপত্রযুক্ত মোহান্ধকার-নাশক নির্ম্মল পদ্ম অবস্থিত, তাহাই যমলোক। এখানে বামে গৌরী, দক্ষিণে সদাশিব বিরাজমান। এই পদ্মের ঊর্দ্ধে পত্রদ্বয়সমন্বিত জ্ঞানপদ্ম অবস্থিত, ইহাই তপোলোক। এখানে শিবের বামভাগে সদানন্দরূপিণী সিদ্ধকালী অবস্থান করেন।

"তপোলোকং গোলোকস্য চতুর্লক্ষগুণং শিবে।
ব্রহ্মলোকেষু যে দেবা বৈকুণ্ঠে যে সুরাদয়ঃ॥
তপসাপি ন লভ্যেত তপোলোকমতঃ শিবে।
তপোলোকসমা নাস্তি লোকমধ্যে সুলোচনে॥
সালোক্যং মহর্লোকং স্যাৎ সারূপ্যং জনলোককে।
সাযুজ্যং তপোলোকেষু নির্ব্বাণং হি তদূর্দ্ধগে॥
অতো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তপোলোকার্থিনঃ সদা।
তস্য লোকস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥

তপোলোক গোলোক অপেক্ষা চারিলক্ষ গুণ প্রধান। ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠস্থিত দেবগণও তপস্যা দ্বারা এই তপোলোক প্রাপ্ত হন না। এই তপোলোকের মত আর কোন লোক নাই। মহর্লোকে সালোক্য, জনলোকে সারূপ্য এবং এই তপোলোকে সাযুজ্য লাভ হয়। ইহার পরই নির্ব্বাণ। ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই এই তপোলোক প্রার্থনা করেন। এই লোকের মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ নহি।

"কিমাকারস্তু ব্রহ্মাণ্ডং তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর।
সৃষ্টিপ্রকারং তন্মধ্যে কিমাকারং হিতত্ত্ববিৎ॥"
শঙ্কর উবাচ।
জম্বোরাকারং ব্রহ্মাণ্ডং নানাবিগ্রহং পার্ব্বতি।
ব্রহ্মাণ্ডং বিগ্রহং প্রোক্তং স্থূলক্ষুদ্রাদিকং হি তৎ।
মেরুঃ পর্ব্বতস্তন্মধ্যে তথা সপ্তকুলাচলাঃ॥
মূলাদিমস্তকান্তং বৈ সুমেরু নাম পর্ব্বতঃ।
স্থিতং মেরোরধোভাগে দ্বাঙ্গুল্যাশ্চোর্দ্ধদেশতঃ॥
ভূর্লোকাদি মহেশানি সপ্তস্বর্গং ক্রমেণ হি।
দ্বাঙ্গুল্যাঃ সপ্তপাতালাস্তিষ্ঠন্তি পরমেশ্বরি॥
সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী॥
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং চনকাকাররূপিণী॥
হস্তপাদাদিরহিতা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী।
মায়াবল্কলসংত্যজ্য দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী॥

শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।
প্রথমে জায়তে পুত্রো ব্রহ্মসংজ্ঞো হি পার্ব্বতি ॥"

ব্রহ্মাণ্ডের আকার কিরূপ এবং সৃষ্টি বা কি প্রকারে হয়, পার্ব্বতী মহাদেবকে এই প্রশ্ন করিলে মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! নানা বিগ্রহবিশিষ্ট দেহের আকারই ব্রহ্মাণ্ড এবং স্থূল-সূক্ষ্মাদি বিগ্রহই ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া অভিহিত। তাহার মধ্যে মেরুপর্ব্বত ও সপ্তকুলাচল (মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, এই ৭টী কুলপর্ব্বত) মূল আদি করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত সুমেরু পর্ব্বত। মেরুর ঊর্দ্ধদেশে ভূর্লোকাদি সপ্তসর্গ, অধোভাগে সপ্ত পাতাল অবস্থিত। সত্যলোকে আকাররহিতা মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী মহাশক্তি মায়া দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহাশক্তি চনকাকাররূপিণী, এবং হস্তপদাদিরহিতা ও চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিস্বরূপিণী। এই মহাশক্তি মায়ারূপবন্ধন ত্যাগ করিয়া উন্মুখী হইয়া আপনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। সেই সময় শিব ও শক্তি বিভাগে প্রথমে সৃষ্টি কল্পনা হয়। সেই সময় প্রথম পুত্র হয়, তাঁহার নাম ব্রহ্মা।

"শৃণু পুত্র মহাবীর বিবাহং কুরু যত্নতঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা ততো ব্রহ্মা উবাচ সাদরং প্রিয়ে ॥
ত্বাং বিনা জননী নাস্তি শক্তিং মে দেহি সুন্দরীম্।
তচ্ছ্রুত্বা জগতাং মাতা স্বদেহান্মোহিনীং দদৌ ॥
দ্বিতীয়া সা মহাবিদ্যা সাবিত্রী পরমা কলা।
অস্যাঃ সঙ্গং সমাসাদ্য বেদবিস্তারণং কুরু ॥
অনায়াসং সৃষ্টিকর্ত্তা ভবত্বং মহীমণ্ডলে ॥"

এইরূপে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে মহাশক্তি তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবীর! তুমি বিবাহ কর। ব্রহ্মা শক্তির এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আপনি ব্যতীত আমার আর কেহ জননী নাই, আমি বিবাহ করিব না। আপনি আমাকে শক্তি প্রদান করুন। মহাশক্তি ব্রহ্মার এই কথায় নিজ শরীর হইতে মোহিনীশক্তি উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। এই শক্তি দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা ও পরমা কলা, ইহার নাম সাবিত্রী, তুমি ইহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বেদবিস্তার কর, এবং এই মহীমণ্ডলে তুমি অনায়াসে সৃষ্টিকর্ত্তা হইবে।

"দ্বিতীয়ে জায়তে পুত্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ।
শৃণু পুত্র মহাবীর! বিবাহং কুরু যত্নতঃ ॥
তব দর্শনমাত্রেণ নিষ্কামী জায়তে ধ্রুবম্।
কথং করোমি হে মাতঃ মোহিনীং দেহি মে শিবে ॥
দেহাচ্ছক্তিং বিনির্গত্য দদৌ তস্মৈ চ কালিকা।
শ্রীবৈষ্ণবীং মহাবিদ্যাং শ্রীবিদ্যাং পরমেশ্বরীম্ ॥
তামাশ্রিত্য মহাবিষ্ণুঃ পালয়ত্যখিলং জগৎ।
তৃতীয়ে জায়তে পুত্রো মহাযোগী সদাশিবঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা সা মহাকালী তুষ্টিযুক্তাভবন্ মুদা।
শৃণু পুত্র মহাযোগিন্ মদ্বাক্যং হৃদয়ে কুরু ॥
ত্বাং বিনা পুরুষো কোবা মাং বিনা কাপি মোহিনী।
অতস্ত্বং পরমানন্দ বিবাহং কুরু মে শিব ॥
শিব উবাচ।
যদুক্তং যদি হে মাতস্ত্বাং বিনা নাস্তি মোহিনী ॥
সত্যমেতজ্জগন্মাতঃ মাং বিনা পুরুষো ন চ।
অস্মিন্ দেহে সংস্থিতে চ ন করোমি বিবাহকম্ ॥
কুরু দেহান্তরং মাতঃ করুণা যদি বর্ত্ততে।
তৎক্ষণে সা মহাকালী দদৌ ভুবনসুন্দরীম্ ॥
তামাশ্রিত্য মহাযোগী সংহরত্যখিলং জগৎ।
শম্ভোরষ্টবিভাগশ্চ শক্তিশ্চাষ্টবিধা ভবেৎ ॥
কালীকাদ্যা মহাবিদ্যা যুনেন পরমেশ্বরি।
ইতি তে কথিতং কান্তে যথা ব্রহ্মনিরূপণম্ ॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন বিশ্বোৎপত্তির্যথা প্রিয়ে।"

তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র জন্মে, ইহার নাম বিষ্ণু, এবং ইনি অতিশয় সত্ত্বগুণপ্রধান। এই বিষ্ণু জন্মিলে মহামায়া তাঁহাকে কহিলেন, হে পুত্র! তুমি বিবাহ কর, যেহেতু তোমার দর্শনমাত্রেই লোকসকল নিষ্কামী হইবে। বিষ্ণু কহিলেন, হে মাতঃ! কেমন করিয়া আমি বিবাহ করিব, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মোহিনী প্রদান করুন, তখন মহাকালী নিজ দেহ হইতে শক্তি নির্গত করাইয়া তাঁহাকে দিলেন ও বলিলেন, এই শক্তির নাম বৈষ্ণবী ও শ্রীবিদ্যা। তুমি এই শক্তি আশ্রয় করিয়া জগৎ পালন কর। বিষ্ণু তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন হইল, এই পুত্র মহাযোগী ও ইঁহার নাম সদাশিব। এই পুত্রকে দেখিয়া মহাকালী অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, হে পুত্র! আমি যাহা তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর, তুমি ভিন্ন আর পুরুষ নাই, আমি ভিন্ন আর স্ত্রী নাই, এইজন্য তুমি আমাকে বিবাহ কর। মহাদেব এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! তুমি ব্যতীত অন্য স্ত্রী অথবা আমা ব্যতীত অন্য পুরুষ নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তোমার এই দেহ থাকিতে বিবাহ করিতে পারিব না। যদি আমার প্রতি করুণা থাকে, তাহা হইলে আপনি ঐ মূর্ত্তি পরিহার করিয়া অন্যমূর্ত্তি গ্রহণ করুন। মহাশক্তি এই কথা শুনিয়াই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভুবনসুন্দরীরূপ ধারণ করিলেন। ভুবনসুন্দরী ও মহাশক্তি একই, মহাযোগী শিব এই

ভুবনসুন্দরীকে আশ্রয় করিয়া অখিল জগৎকে সংহার করেন। শিবের ৮টী বিভাগ, মহাশক্তি কালী, তারাভেদেও অষ্টভাগে বিভক্ত। হে পার্ব্বতি! ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবে। ইহা অতিশয় গোপনীয়।

"শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং নাথ পরং ব্রহ্মনিরূপণম্।
ইদানিং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্ষিতৌ সৃষ্টির্যথা ভবেৎ॥
শ্রীশিব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা সৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥
সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা॥
চনকাকৃতিবিস্তারা চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপিকা॥
অনাদিরূপসংযুক্তা তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ॥
জলদগ্নে যথা দেবী স্ফুরন্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঃ॥
তস্যাশ্চ্যুতং পরং ব্রহ্ম যদা ভূমৌ পতত্যপি।
তদৈব সহসা দেবি শক্ত্যাযুক্তো ভবত্যপি॥
স্থাবরাদিষু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে॥
চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্ম চাপ্নোতি সোঽব্যয়ঃ॥
ততো লভেৎ পরেশানি মনুষ্যাং দুর্লভাং তনুম্।
যতো মানুষদেহস্থ ধর্ম্মাধর্ম্মাধিপশ্চ সঃ॥
ততোঽপি লভতে জন্ম পুনর্মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ কর্ম্মপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ॥
চতুরশীতিসহস্রেষু নানাযোনিষু শৈলজে॥"

হে দেবদেব, তোমার প্রসাদে আমি পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলাম, এখন এই ক্ষিতিতলে কি প্রকারে সৃষ্টি হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্র দ্বারা সংপুটিতা হন, এই মহাকালী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি রূপবিশিষ্টা, অনাদি রূপসংযুক্তা এবং চনকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা। জীবসকল এই মহাকালীর অংশমাত্র। যে প্রকার জলদগ্নির বিস্ফুলিঙ্গসকল স্ফুরিত হয়, কিন্তু ঐ বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিভিন্ন নহে, সেইরূপ জীবসকলও মহাকালী ভিন্ন নহে, তবে তাহার অংশমাত্র। মহাকালী হইতে পরব্রহ্ম যে সময় চ্যুত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হন, হে দেবি! সেই সময়ই তিনি শক্তিযুক্ত হন। স্থাবরাদি কীট ও পশুপক্ষি প্রভৃতি চতুরশীতিলক্ষ জন্মপরিগ্রহ করিয়া তাহার পর দুর্লভ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়; এই মনুষ্য-দেহই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আকর। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা মানুষ একবার জন্মপরিগ্রহ করে, আবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপে মানবসকল কর্ম্মপাশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নানাপ্রকার যোনিতে ভ্রমণ করে।

তন্ত্রমতে তত্ত্বজ্ঞান—

পঞ্চভূত, এক একটী ভূতের পাঁচ পাঁচ করিয়া ২৫টী গুণ। অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্, লোম এই ৫টী পৃথিবীর গুণ। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই ৫টী জলের গুণ। নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও আলস্য এই ৫টী তেজের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপন, সঙ্কোচ ও প্রসব এই ৫টী বায়ুর গুণ॥ কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশের গুণ। সমুদায়ে পঞ্চভূতের এই ২৫টী গুণ। এই পঞ্চভূত মহী জলে, জল রবিতে, রবি বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হয়।

এই পঞ্চতত্ত্বের পরও তত্ত্ব আছে, স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ ও শ্রবণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন সাধক ইন্দ্রিয়। এই ব্রহ্মাণ্ড-লক্ষণ দেহ মধ্যে ব্যবস্থিত আছে এবং সপ্তধাতু আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা, ইহাও শরীর মধ্যে অবস্থিত; শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক্ এই সপ্তধাতু।

শরীরই আত্মা, অন্তরাত্মা মনঃ, পরমাত্মা শূন্যময়, এই পরমাত্মাতেই মন বিলীন হয়।

রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা ও শূন্যধাতু প্রাণ, ইহাতেই গর্ভপিণ্ড উৎপত্তি হয়।

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে বাক্য উৎপত্তি এবং মন বাক্যের সহিত বিলীন হয়। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও মন ইহারা কোথায় অবস্থান করে? তালুমূলে চন্দ্র, নাভিমূলে দিবাকর, সূর্য্যের অগ্রে বায়ু ও চন্দ্রের অগ্রে মন এবং সূর্য্যাগ্রে চিত্ত ও চন্দ্রাগ্রে জীবন অবস্থিত। কোন্ স্থানে শক্তি-শিব অবস্থান করেন? কালই বা কোথায় অবস্থিত এবং জরাই বা কেন হয়?

পাতালে শক্তি অবস্থিতা, ব্রহ্মাণ্ডে শিব বাস করেন, অন্তরীক্ষে কালের অবস্থিতি, এই কাল হইতেই জরার উৎপত্তি হয়। কে আহার আকাঙ্ক্ষা করে, কেই বা পান-ভোজন করে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিই বা কার হয় এবং কেইবা প্রতিবুদ্ধ হয়?

প্রাণ আহার আকাঙ্ক্ষা করে, হুতাশন পান ও ভোজন করে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে বায়ুই প্রতিবুদ্ধ হয়।

কে কর্ম্ম করে, কেই বা পাতকে লিপ্ত হয়, এবং পাপ-আচরণ করে, পাপ হইতেই বা কে মুক্ত হয়? মন পাপ কার্য্য করে, মনই পাপে লিপ্ত হয়। মনই তন্মনা হইয়া পুণ্য ও পাপ সাধন করে। জীব কি-প্রকারে শিব হয়? ভ্রান্তিযুক্ত হইলে তাহাকে জীব বলা যায়, ভ্রান্তিমুক্ত হইলে শিব হয়। তামস ব্যক্তিসকল এই তীর্থ এইরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকে। অজ্ঞানান্ধ হইয়া আত্মতীর্থ অবগত হয় না। আত্মতীর্থ না জানিলে কি প্রকারে মোক্ষ হয়?

বেদও বেদ নয়, অর্থাৎ ৪ বেদকে বেদ বলা যায় না, সনাতন ব্রহ্মই বেদ। চারিবেদ ও সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগীরা সার গ্রহণ করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তক্র পান করিয়া থাকে। তপঃ তপস্যা নহে, ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যা, যে ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে ঊর্দ্ধরেতা হয়, সেই তপস্বী।

হোম প্রভৃতিও হোম নহে, ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করার নামই হোম, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে পাপ পুণ্য দুই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান না জন্মে, ততদিন বর্ণবিভাগ থাকে, জ্ঞান জন্মিলেই আর বর্ণাদি বিভাগ থাকে না। চঞ্চলচিত্তে শক্তি অবস্থান করে, স্থিরচিত্তে শিব বাস করেন, স্থিরচিত্ত হইতে পারিলে দেহধারী হইলেও সিদ্ধি হয়।

(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র)

শূদ্র-লিখিত পটলাদি-পাঠ নিষেধ।—

"বিপ্রোবা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা নগনন্দিনি।
পতত্যরকে ঘোরে শূদ্রস্ত লিখনাৎ প্রিয়ে॥
তস্মাত্ত্ব শূদ্রলিখিতং পটলং ন জপেৎ সুধীঃ।
শূদ্রেণ লিখিতং দেবি পটলং যস্তু পঠ্যতে॥
যং যং নরকমাপ্নোতি তং তং প্রাপ্নোতি মানবঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, যদি শূদ্রলিখিত পটলাদি পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার ঘোর নরকে গমন হয়। এইজন্য শূদ্রলিখিত স্তব-কবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে না।

তন্ত্রের এইরূপ নানা কথা জানিবার আছে। বাস্তবিক এখন ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহা সমস্তই তান্ত্রিক। [মন্ত্র, বীজ, তন্ত্র, গায়ত্রী, ন্যাস, মুদ্রা, দুর্গা, তারা, প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

হিন্দুতন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বে যেরূপ লিখিত হইল, বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও ঐরূপ বিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব-দুর্গা প্রভৃতি নামগুলিই যেন বজ্রসত্ব, বজ্রডাকিনী প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রেও চণ্ডী, তারা, বারাহী প্রভৃতি মহাবিদ্যা, যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত আছে। শিবোক্ত তন্ত্রে যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রেও হেরুকাদি দেবদেবীর মূর্ত্তিও তদ্রূপ বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধতন্ত্রমতে বজ্রডাক ও বজ্রডাকিনীর পূজাই প্রধান। হিন্দুতান্ত্রিকগণ যেমন দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে ন্যাস করেন, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বামাবর্ত্ত বিধানে সেইরূপ ন্যাস করিয়া থাকেন।

"বাম্যাবর্ত্তবিবর্ত্তেন পুষ্প্যন্যাসপ্রদক্ষিণম্।
যোহি জানাতি তত্ত্বজ্ঞস্তস্যেদং চক্রদর্শনং।"

(অভিধানোত্তরহৃদয় ৩ পটল)

বৌদ্ধতান্ত্রিকেরাও বলিয়া থাকেন, সাধনের কোন নিয়ম নাই, যখন ইচ্ছা যে অবস্থায় হউক, সাধন করিবে।

"ন তিথিং ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে।
শুচিনা বাপ্যশুচির্বা ন শৌচম্যোদকক্রিয়া॥
কালবেলাবিনির্মুক্ত শৌচাচারবিবর্জ্জয়েৎ।
তন্ত্রমন্ত্রপ্রয়োগজ্ঞঃ সর্ব্বসত্ত্বার্থতৎপরঃ॥
গিরিগহ্বরকুঞ্জেষু নদীতীরেষু সঙ্গমে।
মহোদধিতটে রম্যে একবৃক্ষে শিবালয়ে॥
মাতৃগৃহে শ্মশানে বা উদ্যানে বিবিধোত্তমে।
বিহারচৈত্যালয়েন গৃহে বাথ চতুষ্পথে॥
সাধয়েৎ সাধকো যোগং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।"

(অভিধানোত্তর)

বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও মালামন্ত্র, মাতৃকা, কবচ, হৃদয়াদি অতি গুহ্য বলিয়া জানেন। বৌদ্ধতন্ত্রেও ঐ সকল গুহ্যবিষয় অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নিষেধ আছে।

"আচারযোগিনীতন্ত্রাঃ যোগতন্ত্রাশ্চ বিস্তরাঃ।
ক্রিয়াভেদক্রমেণৈব সর্ব্বতন্ত্রেষ্বভিজ্ঞয়া॥
আগমৈঃ সিদ্ধিশাস্ত্রাণি স্বতন্ত্রৈর্জ্জাতকৈ স্তথা।
অনুত্তরপদা বাচ প্রজ্ঞাপারমিতাদয়ং॥
বাহ্যশাস্ত্রপরিজ্ঞানমাচারবিবিধোত্তমম্।
যোগভাবনয়া যুক্তং নৈষ্ঠিকং পদবিন্ন্যসেৎ॥
সর্ব্বাহারবিহারস্তু নির্ব্বিশঙ্কেন চেতসা।
শতাক্ষরেণ সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং দৃঢ়ভাবনা॥
মালামন্ত্রং যোগনিত্যং সর্ব্বকামার্থসাধনং।
উত্তমে বাপি চোত্তরং যোগিনীজালসম্বরং।
মন্ত্রোদ্ধারঞ্চ কবচো হৃদয়ে হৃদয়েন তু।
লিপিমণ্ডলবিন্যাসং বীরযোগিনীতন্ত্রকং।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং উত্তমো মাতৃকোত্তমং।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং রম্যং সর্ব্বজ্ঞানসমুচ্চয়ং।
আলয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং মাতৃকাখ্যজপাত্তবা।
এতত্তত্ত্বং কথয়ন্ সিদ্ধিহানি র্ভবিষ্যতি।
ভাবনৈষাঞ্চ পরমাকাশসিদ্ধিরনুত্তমা।
ভাবয়েৎ জন্মজন্মানি বজ্রসত্ত্বমাপ্নুয়াৎ।
অপ্রকাশ্যমিদং সর্ব্বং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥"

(অভিধানোত্তর ৪ প°)

বুদ্ধমত প্রতিপাদ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চমকারের নিন্দা ও গ্রহণে নিষেধ আছে। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন। পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতন্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। যে মদ্য, মাংস গ্রহণ বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহার সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়।

"নিত্যং মহামাংসভোজী মদিরাপ্রবঘূর্ণিতম্।"

"......মহামাংসং পীত্বা মদ্যং প্রিয়া সহ।

স্বচ্ছচিত্তো মৃতাগারে ভাবয়েদ্বীরনায়কম্।"

(অভিধান° ৪ প°)

বৌদ্ধতন্ত্রে পশু ও বীর এই দুই ভাবের উল্লেখ আছে। যিনি প্রকৃত সিদ্ধ তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনিই বীরনায়ক বলিয়া অভিহিত। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও এই জগৎ বামোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে চক্রপূজা, বীরযাগ, ভগপূজা প্রভৃতির বিষয়ও বর্ণিত আছে। এখনকার সাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ প্রায় জাতিভেদ স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বিশেষরূপে চতুর্বর্ণ বিচার করিয়া থাকেন। (ক্রিয়াসংগ্রহ-পঞ্জিকা ১ম অ দ্রষ্টব্য)

তান্ত্রিক ব্যাপার যেমন ভারতীয় হিন্দুগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধতান্ত্রিক ব্যাপার তিব্বত ও চীনের বহুসংখ্যক বৌদ্ধগণের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পদ্মকর্প নামে তিব্বতের একজন লামা (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে) বলিয়াছেন, 'যে প্রকৃত তন্ত্রতত্ত্ব অবগত নহে সে মোক্ষমার্গে পথভ্রান্ত পথিকের স্তায় সন্দেহ নাই। ভগবান্ বজ্রসত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট মার্গের বহুদূরে সে বিচরণ করে *।'

তন্ত্রক (ক্লী) তন্ত্রাৎ সূত্রবাপাৎ অচিরাপহৃতং তন্ত্র-কন্ (তন্ত্রাদচিরাপহৃতে। পা ৫।২।৭০) নূতন বস্ত্র।

"বসানস্তন্ত্রকনিভে সর্ব্বাঙ্গীনে তরুত্বচৌ।" (ভট্টি)

তন্ত্রকাষ্ঠ (ক্লী) তন্ত্রস্থং কাষ্ঠং। তন্ত্রস্থিত কাষ্ঠভেদ, তন্ত্রবায়ের তুরী।

তন্ত্রণ (ক্লী) শাসন, শৃঙ্খলাস্থাপন। অধীন করণ।

তন্ত্রতা (স্ত্রী) তন্ত্রস্য ভাবঃ তন্ত্র-তল্ টাপ্। অনেকোদ্দেশে সকৃৎ প্রবৃত্তি, বহুবিধ কার্য্যের উদ্দেশে একটী কার্য্য করা, এবং তাহাতেই বহুবিধ কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

যেমন শাস্ত্রানুসারে স্নান না করিয়া কোন কার্য্যই করিতে নাই, কিন্তু একজন পূজা, তর্পণ ও হোম করিবে।

"অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন॥" (দক্ষ)

এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের পর স্নান আবশ্যক হইয়া উঠে। তজ্জন্য তন্ত্রতা স্বীকার করিয়া সকলকর্ম্মোদ্দেশে একবার স্নান করিলে সর্ব্বকর্ম্মার স্নান সিদ্ধ হইবে। প্রত্যেক কার্য্যের পর স্নান করিতে হইবে না।

একজন বহুতর ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াছে, কিন্তু এই ব্রহ্মহত্যা পাপনাশের জন্য এক একটী প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সর্ব্বোদ্দেশে একটী প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাতে তন্ত্রতানুসারে সকল ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপ নাশ হইবে। (স্মৃতি) *

তন্ত্রধারক (পুং) তন্ত্রং তন্ত্রজ্ঞাপকপদ্ধতিগ্রন্থং ধারয়তি ধারি ণ্বুল্। পুস্তকধারক। পূজাপ্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে যিনি পুস্তক ধরেন, যাজ্ঞিক বিশেষ পারদর্শী হইলেও তন্ত্রধারক ব্যতীত কোন পূজা যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে না। পূজাদিতে একজন পূজা করিতে বসিবে, অপর একজন তন্ত্র (পুস্তক) ধরিয়া বলিয়া দিবে।

"একস্তত্র নিযুক্তস্তাদপরস্তন্ত্রধারকঃ।" (স্মৃতি)

তন্ত্রযুক্তি (স্ত্রী) ত্রায়তে শরীরমনেন তন্ত্রং চিকিৎসিতং তস্য যুক্তয়ঃ ৬তৎ। সুশ্রুতোক্ত ৩২ প্রকার যুক্তিভেদ। অধিকরণ, যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, প্রদেশ, অতিদেশ, অপবর্গ, বাক্যশেষ, অর্থাপত্তি, বিপর্য্যয়, প্রসঙ্গ, একান্ত, অনেকান্ত, পূর্ব্বপক্ষ, নির্ণয়, অনুমত, বিধান, অনাগতাবেক্ষণ, অতিক্রান্তাবেক্ষণ, সংশয়, ব্যাখ্যান, স্বসংজ্ঞা-নির্ব্বচন, নিদর্শন, নিয়োগ, বিকল্প, সমুচ্চয়, উহ্য এই ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তি।

এই ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি, ইহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এই যুক্তি দ্বারা বাক্য ও অর্থ যোজিত হয়। যে স্থলে অসম্বন্ধ বাক্য থাকে, সেই অসম্বন্ধ বাক্যকে সম্বন্ধ করিয়া গ্রহণ করা হয়। অসদ্বাদি প্রযুক্ত বাক্যের প্রতিষেধ ও স্ববাক্য সিদ্ধি এই তন্ত্রযুক্তি দ্বারা হয়।

"অসদ্বাদি প্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনম্।

স্ববাক্যসিদ্ধিরপিচ ক্রিয়তে তন্ত্রযুক্তিতঃ॥"(সুশ্রুত ৬৫ অঃ)

যে সকল স্থলের অর্থ পরিস্ফুট নাই এবং যে সকল স্থল জটিল, সেই সকল স্থল, এই তন্ত্রযুক্তি দ্বারা পরিস্ফুট ও বিশদ হয়।

* E Schlagintsweit's Buddhism in Tibet, p. 49.

* তথা নানা ব্রহ্মবধসঙ্গে সর্ব্বোদ্দেশেন সকৃৎ প্রায়শ্চিত্তে কৃতে ব্রহ্মবধজন্ত পাপনাশঃ। তন্ত্রতায়া হেতুত্বং। অদৃষ্টার্থৈকজাতীয় কর্ম্মণঃ কালদেশ-কর্ত্রাদীনাং প্রয়োগানুবন্ধবৈধহেতুত্বানামভেদে উদ্দেশ্যবিশেষাবগ্রহ ইতি। এবক স্নাতোঽধিকারী ভবতি দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি। পবিত্রাণাং তথা জপ্যে দানে চ বিধিদর্শিতঃ। (বিষ্ণু)

ইতি ক্রিয়াজন্যানাং কর্ম্মসংস্কারাদৈব তদ্বিহিতৈকাদেশকর্ম্মার্থমেকং মব নতু প্রতিকর্ম্মকর্ত্তব্যং।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

১ অধিকরণ। এই শব্দের অর্থ অধ্যায় বা অধিকার। যথা দীর্ঘঞ্জীবিতীয় অধ্যায়।

২ যোগ। এই শব্দের অর্থ অন্বয়। যথা বায়ু, পিত্ত ও কফ যথাক্রমে শীতল, উষ্ণ ও সৌম্যগুণবিশিষ্ট, এইরূপ স্থলে বায়ু শীতল, পিত্ত উষ্ণ এবং কফ সৌম্যগুণবিশিষ্ট, এইরূপ অন্বয় বুঝিতে হইবে।

৩ হেত্বর্থ। এক অর্থ অন্যের সাধক হইলে তাহাকে হেত্বর্থ কহে। যথা পিত্ত ও রক্তের চিকিৎসার তুল্যতা আছে, এই বাক্য দ্বারা ইহাও বুঝাইতেছে, যে পিত্তের প্রকোপ হইলে রক্তেরও প্রকোপ সম্ভাবনা করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

৪ পদার্থ। পদার্থ শব্দের অর্থ অভিধেয়ার্থ, লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ নহে। যথা শ্বাসে ও অধোগত রক্তপিত্তে বিরেচন দিতে নাই। এস্থলে বিরেচন শব্দে ত্রিবৃৎ প্রভৃতি বিরেচন-বর্গোক্ত যোগ বুঝিতে হইবে। কিন্তু এরণ্ডতৈল বুঝিতে হইবে না। কারণ বিরেচনবর্গে এরণ্ডতৈলের উল্লেখ নাই।

৫ প্রদেশ। যাহা হইয়াছে, তাহা হইবে, এরূপ সম্ভাবনাকে প্রদেশ কহে। যথা চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা চরকোক্ত বিধিতে প্রশমিত হইয়াছিল, এই জন্য অপরেরও রাজযক্ষ্মা এই বিধিতে প্রশমিত হইবে।

৬ উদ্দেশ। সংক্ষেপ কথনকে উদ্দেশ বলা যায়। যথা স্বাদু, অম্ল ও লবণ বায়ুনাশ করে, ইহাই এইস্থলে সংক্ষেপে হইতেছে, এইজন্য ইহার নাম উদ্দেশ।

৭ নির্দ্দেশ। উদাহরণ দিয়া বিস্তারপূর্ব্বক কথনকে নির্দ্দেশ কহে।

৮ বাক্যশেষ। বাক্যের মধ্যে কোন কথা অসমাপ্ত থাকিলে তাহাকে বাক্যশেষ কহে। যথা বাহ্য বায়ুর সহিত আভ্যন্তর বায়ুর তুল্যতা আছে, এস্থলে বাহ্য বায়ু ও আভ্যন্তর বায়ু এক নহে, এই বাক্যটী অসমাপ্ত আছে।

৯ প্রয়োজন। [বিমানস্থান দেখ।]

১০ উপদেশ। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশকে উপদেশ কহে।

১১ অপদেশ। কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্য করাকে অপদেশ কহে। যথা জলপান করিলে শরীরে জল সঞ্চয় হয়, এইজন্য জলোদরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জলপান না করিলে জলোদর বৃদ্ধি হইতে পারে না।

১২ অতিদেশ। প্রকৃত অর্থের অতিরিক্ত নির্দ্দেশকে অতিদেশ কহে। যথা হিক্কাশ্বাসী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে দশমূল বা দেবদারুর কাথ বা মদিরা পান করিবে, যেহেতু সন্নিপাত-জ্বরে রোগীর শ্বাস ও তৃষ্ণার আধিক্য থাকে। অতএব সন্নিপাত-জ্বরে দশমূল ও মদিরা সংযুক্ত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। এস্থলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকলের অন্তর্গত বাক্যকেই অতিরিক্ত নির্দ্দেশ বলা যায়।

১৩ অর্থাপত্তি। প্রকৃত অর্থের সহিত বিপরীত অর্থের বোধকে অর্থাপত্তি কহে। যথা প্রদর ও শুক্রশৈথিল্যের চিকিৎসা একই, অতএব যাহা প্রদরে অপথ্য তাহাও শুক্র-শৈথিল্যে অপথ্য জানিতে হইবে।

১৪ নির্ণয়। প্রশ্নের উত্তরের নামই নির্ণয়।

১৫ প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গক্রমে অর্থান্তর-নির্দ্দেশ।

১৬ একান্ত। নির্দ্দেশ করাকে একান্ত কহে। যথা উষ্মা বিনা জ্বর নাই, এস্থলে যদি বলা হইত যে কোন কোন জ্বরে উষ্মা থাকে না, তবে একান্ত নির্দ্দেশ হইত না।

১৭ অনেকান্ত। অনেকান্ত শব্দের অর্থ হইতেও পারে, কখন বা না হইতেও পারে।

১৮ অপবর্গ। যাহা নিয়মের বহির্ভূত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম নির্দ্দেশ করাকে অপবর্গ কহে। যথা দাড়িম্ব ও আমলকী ভিন্ন সকল প্রকার অম্লই পিত্তকর।

১৯ বিপর্য্যয়। বিপরীত অর্থের গ্রহণকে বিপর্য্যয় কহে। যথা স্বাদু, অম্ল ও লবণ বায়ু নাশ করে, অতএব কটু, তিক্ত ও কষায় বায়ু প্রকোপ করে।

২০ পূর্ব্বপক্ষ। এই শব্দের অর্থ প্রশ্ন।

২১ বিধান। ইহার অর্থ পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্দেশ। যথা উদর-রোগ ৮ প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া পরে পর্য্যায়ক্রমে ৮ প্রকারের চিকিৎসা নির্ণীত হইয়াছে।

২২ অনুমত। পরমতের প্রতিষেধ না করাকে অনুমত কহে। যথা কাহার কাহার মতে বস্তিচিকিৎসার একমাত্র উপকরণ।

২৩ ব্যাখ্যান। এই শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা।

২৪ সংশয়। এই শব্দের অর্থ এই কি না, এইরূপ সন্দেহ।

২৫ অতীতাবেক্ষণ। পূর্ব্বোক্তের পুনরুল্লেখকে অতীতাবেক্ষণ কহে। যথা সূত্রস্থানের বিধি শোণিতীয় অধ্যায়ে রক্তপিত্ত রোগের কএকটী গূঢ়-তত্ত্ব আছে।

২৬ অনাগতাবেক্ষণ। বক্ষ্যমাণের বর্ত্তমান উল্লেখকে অনাগতাবেক্ষণ কহে। যথা জ্বর-পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বমন-বিরেচনের বিষয় কল্পস্থানে দেখ।

২৭ স্বসংজ্ঞা। যে সংজ্ঞা অন্য কোন শাস্ত্রে ব্যবহার হয় না, তাহাকে স্বসংজ্ঞা কহে। যথা চতুষ্পাদ শব্দের অর্থ আয়ুর্ব্বেদে বৈদ্য, রোগী, পরিচারক ও ঔষধ।

২৮ উহ্য। যাহা বাক্যের মধ্যে না থাকিলেও বুঝিয়া লওয়া যায়, তাহাকে উহ্য কহে। যথা দোষ দোষান্তর দ্বারা আবৃত

থাকিলে রোগ-নির্ণয় করা কঠিন হয়, এস্থলে অবশ্য এই কথা উহ্য রহিল যে, কেবল বায়ুর লক্ষণ দেখিয়া বায়ুর চিকিৎসা করিলে কখন কখন ভ্রান্তও হইতে হয়।

২৯ সমুচ্চয়। সমুচ্চয় শব্দ ইত্যাদি বোধক। যথা দাড়িম্ব প্রভৃতি অম্লফল। এস্থলে আমলকী প্রভৃতিও অম্ল হেতু বুঝিতে হইবে।

৩০ নিদর্শন শব্দের অর্থ উপমা। যথা জলধারা মৃৎপিণ্ড যেরূপ প্রক্লিন্ন হয়, মুগ ও মাষ দ্বারা ব্রণও সেইরূপ প্রক্লিন্ন হয়।

৩১ নির্ব্বচন। নিশ্চয় করিয়া বলাকে নির্ব্বচন কহে। যথা কুষ্ঠনাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির প্রধান।

৩২ সন্নিয়োগ। এই বাক্যের অর্থ শাসনবাক্য (বা হুকুম)। যথামাত্রা ভোজী হইবে।

৩৩ বিকল্পন' বা এই অর্থবোধক। যথা বহু বা অল্প বা অপ্রাপ্ত কালে বা কালাতিক্রমে ভোজন করার নাম বিষমাসন।

৩৪ প্রত্যুচ্চার। শিষ্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, মধ্যতা, নিকৃষ্টতা-ভেদে বা অন্যান্য কারণে একই অধ্যায় একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুই তিন বার বলাকে প্রত্যুচ্চার কহে।

৩৪ উদ্ধার। সূত্রের অনুবর্ত্তিকে উদ্ধার কহে। যথা কটু বলিলে মরিচাদি, তিক্ত বলিলে নিম্বাদি বুঝিতে হইবে।

৩৫ সম্ভব। এই শব্দের অর্থ উৎপত্তির কারণ। যথা দোষের প্রকোপ রোগের কারণ।

এই তন্ত্রযুক্তি প্রতিকার্য্যেই প্রয়োজনীয়। (সুশ্রুত ৬৫ অ°)

তন্ত্রবাপ (পুং) তন্ত্রং বপতি বপ-অণ্। ১ তন্তুবায়, তাঁতি। ২ লূতা, মাকড়সা।

তন্ত্রবায় (পুং) তন্ত্রং বয়তি বে-অণ্। তন্তুবায়, তাঁতি। ইহারা সঙ্কর জাতি। [তন্তুবায় দেখ।] মণিবন্ধের ঔরসে মণিকারীর গর্ভে তন্তুবায় জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, এই জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে পরাশরের সহিত ভগবান্ মনুর মতভেদ দেখা যায়। মনুর মতে, ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ২ লূতা, মাকড়সা। আধারে ঘঞ্। ৩ তন্ত্র, তাঁত।

তন্ত্রসংস্থা (স্ত্রী) তন্ত্রস্য সংস্থা ৬তৎ। রাজ্যশাসনপ্রণালী।

তন্ত্রসংস্থিতি (স্ত্রী) তন্ত্রস্য সংস্থিতিঃ ৬তৎ। রাজ্যশাসন-প্রণালী।

তন্ত্রহোম (পুং) তন্ত্রেণ হোমঃ ৩তৎ। তন্ত্রশাস্ত্র মতে অনুষ্ঠিত হোম। [হোম দেখ।]

তন্ত্রা (স্ত্রী) তন্দ্রি ভাবে অ টাপ্। অল্প নিদ্রা, তন্দ্রা। (দ্বিরূপকো°)

তন্ত্রায়িন্ (পুং) তন্ত্রে কালচক্রে এতি গচ্ছতি ণিনি। কালচক্রগামী সূর্য্যাদি। "তন্ত্রায়িনে নমো তাম্বা পৃথিবীত্যাং" (শুক্লযজু° ৩৮।২১) (তন্ত্রতে হনেন তন্ত্রং পটস্তদ্বাক্ষ শলাকাযুক্তং যন্ত্রভেদং তদ্বৎ নভসি কালচক্রমপি তন্ত্রমুচ্যতে॥" (বেদদীপ)

তন্দ্রি (স্ত্রী) তন্দ্র-ই (প্রবিতৃতৃ তন্দ্রিভ্যঃ। উণ্ ৪।১৫৮) ১ তন্দ্রী। ২ তন্দ্রা।

তন্দ্রিকা (স্ত্রী) তন্দ্রী এব স্বার্থে কন্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। গুড়ূচী। [গুড়ূচী দেখ।]

তন্দ্রিজ [তন্দ্রি দেখ।]

তন্দ্রিত (ত্রি) তন্দ্রা তন্দ্রাজাতা অস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। আলস্যযুক্ত। "ধার্ম্মিকো নিত্যভক্তশ্চ পিতুর্নিত্যমতন্দ্রিতঃ॥" (ভারত ১২)

তন্দ্রিন্ [তন্দ্রিন্ দেখ।]

তন্দ্রিপাল [তন্তিপাল দেখ।]

তন্দ্রিপালক (পুং) জয়দ্রথ রাজা। (শব্দমালা)

তন্দ্রী (স্ত্রী) তন্ত্রয়তি যোজয়তি লোকান্ তন্ত্র-ঙীপ্। ১ বীণাগুণ। "নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।" (রামা° ২।৩১।২৯) ২ গুড়ূচী। ৩ দেহশিরা। ৪ নাড়ী। ৫ নদীভেদ। ৬ যুবতীভেদ। ৭ রজ্জু।

'ন লঙ্ঘয়েৎ বৎস তন্ত্রীং ন ধাবেচ্চ বর্ষতি।" (মনু ৪।৩৮)

তন্ত্রীমুখ (পুং) হস্তের অবস্থানভেদ।

তন্ত্বগ্র (ক্লী) তন্তূনাং অগ্রং ৬তৎ। সূত্রের অগ্রভাগ।

তন্থা (অব্য) স্বীকার, অভ্যুপগম, পাণিনীয় ঊর্য্যাদিগণে ইহার পাঠান্তর তন্থী এইরূপ দেখা যায়।

তন্দ্র (ক্লী) তন্দ্র ঘঞ্। পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ। "তন্দ্রং ছন্দঃ" (যজু° ১৫।৫) 'পঙ্‌ক্তি বৈ তন্দ্রং ছন্দঃ ইতি শ্রুতেঃ' (বেদদীপ)

তন্দ্রযু (ত্রি) তন্দ্রাং আলস্যং যাতি যা-কু পৃষো° সাধুঃ। আলস্য-যুক্ত। "যোসু ব্রহ্মেব তন্দ্রযুর্ভবো বাজানাং" (ঋক্ ৮।৮১।৩০) 'তন্দ্রযুরালস্যযুক্তঃ।" (সায়ণ)

তন্দ্রবাপ (পুং) তন্ত্রবাপ পৃষো° সাধুঃ। তন্তুবায়, তাঁতি। [তন্তুবায় দেখ।]

তন্দ্রবায় (পুং) তন্ত্রবায় পৃষো° সাধুঃ। (তন্তুবায় দেখ।]

তন্দ্রা (স্ত্রী) তৎ দ্রাতীতি তৎ দ্রা-ক, বা তন্দ্র অবসাদে তন্দ্র-ঘঙ্-ততটাপ্। ১ নিদ্রাবেশ, অল্পনিদ্রা। ২ আলস্য, অব-সন্নতা। পর্য্যায় প্রমীলা, তন্দ্রী, তন্দ্রি, তন্দ্রিকা, বিষয়াজ্ঞান।

ইহার লক্ষণ, ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে অসংবিত্তি (জ্ঞানাভাব), জৃম্ভন, ক্লম ও শরীরের গুরুতা এবং নিদ্রাতুরের যে ইচ্ছা, তাহাও তন্দ্রা বলিয়া জানিবে।

"ইন্দ্রিয়ার্থে ন সংবিত্তি গৌরবং জৃম্ভণং ক্লমঃ।
নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ॥" (নিদান)

তন্দ্রা উপস্থিত হইলে জৃম্ভন (হাই) উঠিতে থাকে, শরীরের গ্লানিবোধ হয় ও ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান থাকে না। ইহাই তন্দ্রার প্রকৃষ্ট লক্ষণ।

চরকসংহিতায় ইহার লক্ষণ এই প্রকার লিখিত আছে। মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু ও অন্নসেবন, চিন্তন, ভয়, শোক ও ব্যাধ্যানুষঙ্গ (রোগাক্রান্ত) হেতু কফ বায়ু প্রেরিত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া হৃদয়স্থিত জ্ঞান সকলকে আচ্ছাদন করে, তাহাতে তন্দ্রা উপস্থিত হয়। এই তন্দ্রা উপস্থিত হইলে হৃদয়ে ব্যাকুলীভাব, বাক্য, চেষ্টা ও ইন্দ্রিয় সকলের গুরুতা, মনঃ ও বুদ্ধির অপ্রসন্নতা জন্মে।* নিদ্রা ও তন্দ্রা এই দুটীর মধ্যে প্রভেদ এই, নিদ্রায় জাগরিত হইলে ক্লান্তির বোধ হয়, আর তন্দ্রায় জাগরিত হইলে শ্রান্তি বোধ হইতে থাকে। কফনাশক বস্তু ও কটুতিক্ত ভক্ষণ অথবা ব্যায়াম ও রক্তমোক্ষণ করিলে তন্দ্রা বিনষ্ট হয়।

তন্দ্রা সুখের ভার্য্যা, নিদ্রার কন্যা ও প্রীতির ভগিনী। (শব্দার্থচি°)

তন্দ্রালু (ত্রি) তন্দ্রা-আলুচ্ (স্পৃহি গৃহিতী। পা ৩।২।১৫৮।) ঈষন্নিদ্রাযুক্ত, আলস্যযুক্ত। (জটাধর)

তন্দ্রি (স্ত্রী) তদি সৌত্রোধাতু ক্রিন্। বঙ্‌ক্রাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৬৬) অল্পনিদ্রা, আলস্য।

তন্দ্রিকা (স্ত্রী) তন্দ্রিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। তন্দ্রি, তন্দ্রা।

তন্দ্রিজ (পুং) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্র। (হরিব° ৬৫ অ°)

তন্দ্রিত [তন্দ্রিত দেখ।]

তন্দ্রিতা (স্ত্রী) তন্দ্রিনো ভাবঃ তন্দ্রি-তল্ টাপ্। নিদ্রালুতা, আলস্যতা।

তন্দ্রিপাল (পুং) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্রভেদ। [তন্দ্রিজ দেখ।]

তন্দ্রী (স্ত্রী) তন্দ্রি ঙীষ্। তন্দ্রা, নিদ্রাবেশ, আলস্য, অত্যন্ত পরিশ্রমাদি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের অপ্রভুত্ব। [তন্দ্রা দেখ।]

তন্ন (অব্য) তৎ-ন। তাহা নহে।

তন্নতন্ন (দেশজ) তাহা নহে তাহা নহে, এ প্রকারে অনুসন্ধান, বিশেষরূপে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম।

তন্নি (স্ত্রী) তন্নয়তি নী বাহুলকাৎ ডি। চক্রকুল্যা, চাকুলিয়া, কোন কোন স্থলে তন্বি এইরূপ পাঠান্তর আছে।

তন্নিমিত্ত তদর্থ, তজ্জন্য, তাহার নিমিত্ত।

তন্নিবন্ধন (ক্লীং) তৎ নিবন্ধনং কর্ম্মধা। সেই কারণ, সেইজন্য। তত্ত নিবন্ধনং ৬-তৎ। সেই কারণযুক্ত।

তন্মতত্তা (স্ত্রী) তস্য মতং ৬তৎ তন্মত-তল্ টাপ্। সেই মত।

তন্মধ্য (ক্লী) তস্য মধ্যং ৬তৎ। তাহার মধ্য।

তন্মধ্যস্থ (ত্রি) তন্মধ্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। তন্মধ্যবর্ত্তী, তাহার মধ্যস্থিত।

তন্ময় (ত্রি) তদাত্মকং তদ্-ময়ট্। তৎস্বরূপ, তন্মত, তদ্ভাবাপন্ন, তদাসক্ত চিত্ত। "তন্ময়ং বিদ্ধিমাং বিপ্র যুক্তোহহং বৈ সর্ব্বাচতে। (হরিব° ১৭৯ অঃ)

তন্মাত্র (ক্লী) তদেব এবার্থে মাত্রচ্ বা সা মাত্রা যস্য বহুব্রী। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম অমিশ্র পঞ্চভূত ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহত্তত্ত্বের অপর পর্য্যায় বুদ্ধিতত্ত্ব।

সেই ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্বিত অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারও তিন প্রকার—সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার।

রাজস অহঙ্কারের সহিত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও তামস অহঙ্কার ও রাজস অহঙ্কারের যোগে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং অল্প সাত্ত্বিক সত্ত্বপ্রযুক্ত তল্লিঙ্গ উৎপন্ন হয়। তল্লিঙ্গ অর্থাৎ অনুভূত স্বভাব বাহেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য মোহাদি লিঙ্গ।

শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র যোগিগ্রাহ্য, সেই সেই মাত্রা যাহাতে এই ব্যুৎপত্তিতে তন্মাত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিজে অবয়বশূন্য অথচ সকল পদার্থের অবয়ব, তাহাকে তন্মাত্র কহে। সেই তন্মাত্র ৫টী এই—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র।

এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উত্তরোত্তর এক একটী তন্মাত্রের বৃদ্ধি ক্রমে উৎপন্ন হয়। যে যাহা হইতে জন্মে, সে তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, এই ন্যায়ানুসারে শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ গুণ আকাশ ও শব্দ-তন্মাত্রসংযুক্ত স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শগুণ বায়ু, শব্দ-স্পর্শ-তন্মাত্রযুক্ত রূপ-তন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ গুণ তেজঃ।

শব্দস্পর্শরূপ-তন্মাত্রযুক্ত রস-তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ অপ্ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গুণ পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

---

* "মধুর স্নিগ্ধগুর্ব্বন্নসেবনাৎ চিন্তনাদ্ভয়াৎ।
শোকাদ্ব্যাধ্যনুষঙ্গাচ্চ বায়ুনোদীরিতঃ কফঃ।
যদাসৌ সমবাপ্নোতি হৃদয়ং হৃদয়াশ্রয়াৎ।
সমাবৃণোতি জ্ঞানাদীন্ তদা তন্দ্রোপজায়তে।
হৃদয়ে ব্যাকুলীভাবো বাক্‌চেষ্টেন্দ্রিয়গৌরবম্।
মনোবুদ্ধ্যপ্রসাদশ্চ তন্দ্রাণাং লক্ষণং মতং॥" (চরক)

শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি এই পঞ্চ তন্মাত্র স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হয়।

এই পঞ্চ তন্মাত্র সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই পঞ্চতন্মাত্রের সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিনটী ধর্ম্ম আছে বলিতে হইবে অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্রাদি ক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহাদি রূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুভবযোগ্য হয়। সুতরাং এস্থলে বুঝিতে হইবে, যে অবিশিষ্ট ভাবাপন্ন পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্মত্ব হেতু তাহা সুখ-দুঃখাদি রূপ দ্বারা বিশেষরূপে অনুভব করা যায় না। যেমন কোন প্রকার সুললিত শব্দ প্রবলবেগে হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া সুখ ও বিকৃত শব্দ শ্রবণ করিয়া দুঃখ অনুভব করা যায়, এবং যদি ঐ সুললিত ও বিকৃত শব্দ অতি সূক্ষ্মভাবে হয়, তাহা হইলে শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহাতে সুখ বা দুঃখ কিছুই হয় না। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টী ইন্দ্রিয়সমূহের ও ভূতের কারণত্ব হেতু ইহাদিগকে দর্শনবিদ্গণ প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতায় মনকে ইহার মধ্যে ধরিয়া ৮টী প্রকৃতি কথিত হইয়াছে।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" (গীতা ৭।৪)

মূল প্রকৃতির কোন কারণ নাই, এইজন্য ইহাকে প্রকৃতি বলা দার্শনিকগণের অভিপ্রেত।

কিন্তু মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টীকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া জানিবে।

প্রকৃতি স্বয়ংই কারণ, ইহার পৃথক্ কারণ নাই। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহারা সকল কার্য্য। (সাংখ্যদ°)
[ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তন্মাত্রতা (স্ত্রী) তন্মাত্রস্য ভাবঃ তন্মাত্র-তল্‌ টাপ্। তন্মাত্রত্ব। [তন্মাত্র দেখ।]

তন্মাত্রিক (ত্রি) তন্মাত্রসম্বন্ধীয়।

তন্যতা [তন্যতু দেখ।]

তন্যতু (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি তন যতুচ্। (ঋতন্যঞ্জিবনীতি। উণ্ ৪।২) ১ বায়ু। ২ রাত্রি। ৩ বাদ্য-সঙ্গীতযন্ত্রবিশেষ। স্তন-শব্দে স্তন যতু চ সলোপশ্চ। ৪ গর্জ্জন। "ন বেপসা তন্যতেন্দ্রং" (ঋক্ ১।৮০।১২) 'তন্যতা ঘোরেণ গর্জ্জনশব্দেন।' (সায়ণ) ৫ অশনি। "হন্বোরিন্দ্র তন্যতুং" (ঋক্ ১।৫২।৬) 'তন্যতুং শব্দকারিণং বজ্রং' (সায়ণ) ৬ পর্য্যন্ত। "আবিষ্কর্ণোমি তন্যতু দৃষ্টিং" (বৃহ° উ°) 'তন্যতু পর্য্যন্ত।' (ভাষ্য)

তন্যু (ত্রি) তন ন্যুন্। অন্যাদেশঃ। "বিসৃত রূপাংসি চিত্রা বিচরন্তি তন্যবঃ।" (ঋক্ ৫।৬৩।৫)

তন্বী (স্ত্রী) তনু-ঙীষ্ (বোতো গুণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪) ১ কৃশাঙ্গী। ২ শালপর্ণী। ৩ শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রী। "শৈব্যস্য চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসাং সমাং।" (হরিবংশ ১৩৮ অঃ) ৪ ছন্দোবিশেষ, ইহার প্রত্যেক চরণে ২৪ করিয়া বর্ণ থাকে, এবং ১।৪।৫।১২।১৩।১৬।২৩।২৪ বর্ণ গুরু; পঞ্চম, দ্বাদশ ও চতুর্বিংশতিতে যতি। "ভূতমুনীনৈর্যতিরিহভতনাঃ সভৌ ভনয়শ্চ যদি ভবতি তন্বী।" (ছন্দোম°)

তপ (পুং) তপ-অচ্। ১ গ্রীষ্ম, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। ২ তপস্যা। "অশ্মকুট্টানিরশনা দশপঞ্চ তপাইমে।" (হরিবংশ ৪৬ অঃ)

তপ (স্ক) কর (ত্রি) তপঃ করোতি কৃ-ট। ১ যে তপস্যা করে, তপস্যাকারী। (পুং) ২ তপস্বী মৎস্য, তপসেমাছ।

তপঃকৃশ (ত্রি) তপসা কৃশং ৩তৎ। ব্রতদ্বারা শীর্ণ দেহ।

তপঃক্লেশসহ (ত্রি) তপসঃ ক্লেশং সহতে সহ-অচ্। তপঃজনিত ক্লেশ যে সহ্য করে, ইন্দ্রিয়-সংযমাদি কারক তপস্বী।

তপঃপ্রভাব (পুং) তপসঃ প্রভাবঃ ৬তৎ। তপস্যার প্রভাব।

তপঃশীল (ত্রি) তপঃ এব শীলং স্বভাবো যস্য বহুব্রী। তপস্যাপরায়ণ।

তপঃসাধ্য (পুং) তপসা সাধ্যঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা সাধনীয়।

তপঃসিদ্ধ (ত্রি) তপসা সিদ্ধঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা সিদ্ধ, যিনি তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

তপতী (স্ত্রী) ১ সূর্য্যকন্যা। এই কন্যা সূর্য্যপত্নী ছায়ার গর্ভসম্ভূতা, ইনি অসামান্যা রূপবতী ছিলেন। কুরুবংশীয় ঋক্ষ-রাজপুত্র সম্বরণ অতিশয় সূর্য্যভক্ত ছিলেন, তাঁহার শুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব তপতীকে সম্বরণের সহিত বিবাহ দেন। (ভারত ১।১৭১ অঃ) [সম্বরণ দেখ।] ২ নদীবিশেষ। এই নদী দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে সহ্যাদ্রি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমমুখে আরব্য সাগরে পতিত হইয়াছে, এই নদী কোঙ্কণ দেশের উত্তর সীমা। [তাপী দেখ।]

তপন (পুং) তপতীতি তপ কর্ত্তরি ল্যু। ১ সূর্য্য। ২ ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলাগাছ। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। ৪ গ্রীষ্মকাল। ৫ অগ্ন্যাদিতে দাহযুক্ত নরকবিশেষ, যে নরকে গমন করিলে শরীর কেবল দগ্ধ হইতে থাকে। ৬ ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ বৃক্ষ। ৭ সূর্য্যকান্ত মণি। ৭ সাহিত্যদর্পণোক্ত স্ত্রীদিগের যৌবনকালে সত্ত্বজাত অলঙ্কার-ভেদ।

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসাং অষ্টবিংশতিসংখ্যকাঃ।"
(সাহিত্যদ° ৩ প°)

স্ত্রীদিগের প্রিয়বিরহে কামাবেশজনিত চেষ্টা বিশেষের নাম তপন। "তপনং প্রিয়বিচ্ছেদে কামাবেশোত্থচেষ্টিতং।"
(সাহিত্যদ°)

৮ অগ্নিভেদ। (পুং) ৯ শিব। "যজ্ঞবাহায় দান্তায় তপ্যায় তপনায় চ ॥" (ভারত শাং ২৮৬ অঃ) (ক্লী) ১০ তাপ। (ধরণি)

তপনকর (পুং) তপনস্থ করঃ ৬তৎ। সূর্য্যকিরণ, রশ্মি।

তপনচ্ছদ (পুং) তপনঃ অতিরুক্ষঃ ছদো যস্থ বহুব্রী। আদিত্যপত্র বৃক্ষ, হুড় হুড়ে গাছ।

তপনতনয় (পুং) তপনস্থ তনয়ঃ ৬তৎ। সূর্য্যপুত্র, যম, কর্ণ, শনি, সুগ্রীব প্রভৃতি।

তপনতনয়া (স্ত্রী) তপনতনয়-টাপ্। ১ শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। ২ সূর্য্যকন্যা যমুনা, তপতী প্রভৃতি।

তপনমণি (পুং) তপনঃ সূর্য্যঃ তৎ প্রিয়ো মণিঃ। সূর্য্যকান্তমণি।

তপনাংশু (পুং) তপনস্থ অংশুঃ ৬তৎ। সূর্য্যকিরণ, রশ্মি।

তপনাত্মজ (পুং) যম, কর্ণ প্রভৃতি। (স্ত্রী) তপনস্থ আত্মজা ৬তৎ। সূর্য্যকন্যা, গোদাবরী নদী, যমুনা।

তপনী (স্ত্রী) তপাত্তে পাপ মনয়া তপ-ল্যুট্-ঙীষ্। গোদাবরী নদী। (হেম°)

তপনীয় (ক্লী) তপ-অনীয়র্। ১ স্বর্ণ। ২ কনকধুস্তুর। (ত্রি) ৩ যাহা উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত, যাহা সন্তপ্ত করা উচিত বা আবশ্যক।

তপনীয়ক (ক্লী) তপনীয় স্বার্থে কন্। সুবর্ণ। (রাজনি°)

তপনেষ্ট (ক্লী) তপনস্য সূর্য্যস্য ইষ্টং ৬তৎ। তাম্র। (রাজনি°)

তপনোপল (পুং) তপন ইতি নাম্না খ্যাতঃ য উপলঃ। সূর্য্যকান্ত মণি।

তপন্তক (পুং) মহারাজ উদয়নের বিদূষক বসন্তকের পুত্র, নরবাহন দত্তের বন্ধু। (কথাস°)

তপশ্চরণ(ক্লী) তপসঃ চরণং। তপশ্চর্য্যা, তপস্যা, তপঃ সাধন।

তপশ্চর্য্যা (স্ত্রী) তপসঃ চর্য্যা ৬তৎ। ব্রতচর্য্যা, তপস্যা।

তপস্ (ক্লী) তপ-অসুন্। ১ যাহা দ্বারা মন নির্ম্মল হয়, তাদৃশ ব্রতনিয়মাদি বৈধ ক্লেশময় কর্ম্মবিশেষ, তপস্যা, মুনিব্রত। ২ আলোচনাত্মক ঈশ্বরজ্ঞানবিশেষ। ৩ ক্ষুৎপিপাসা, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। ৪ মৌনাদি ব্রত। ৫ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনঃ সমাধান (সংযম)। ৬ শাস্ত্রানুসারে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের শোধন। ৭ কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণ, প্রাজাপত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত। ৮ শাস্ত্রবিহিত তপ্তশিলারোহণাদি। ৯ বাণপ্রস্থাবলম্বীর অসাধারণ ধর্ম্ম।

তপঃ তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক।

দেব, দ্বিজ ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসা এই কয়টী শারীরিক তপঃ।

হিত ও প্রিয়, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস (বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন) এই কয়টী বাচিক তপঃ।

মনঃ, প্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি এই কয়টী মানসিক তপঃ।

এই তপঃ আবার তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক তপঃ। যাহারা মনুষ্যসমাজে সৎকার, সম্মান ও পূজাদি লাভের নিমিত্ত দম্ভভরে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, সেই পারত্রিক ফলশূন্য তপস্যাকে রাজস তপঃ এবং অতি দুরাগ্রহ দ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানাপ্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপস্যা করে, তাহাকে তামস তপঃ কহে।* (গীতা) পাতঞ্জলদর্শনে তপস্যাকে ক্রিয়াযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে—

"তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" (পাত° ২।১)

শাস্ত্রান্তরোপদিষ্ট চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, মনের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তনিরুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়।

তপস্যা দ্বারা লোকসকল অভীষ্ট ফললাভ করে। তপস্যা দ্বারা পাপ ক্ষীণ হয়। স্বর্গলোকে গমন ও যশঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহ ও পরলোকে মনুষ্যের যাহা কিছু অভিলষিত থাকে, তাহা সকলই এই এক তপস্যা দ্বারা লাভ হয়।

এ জগতে তপোসিদ্ধ লোকদিগের কিছুই অসাধ্য থাকে না। মনুর মতে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র জ্ঞানই তপঃ। ব্রাহ্মণগণ যাহাতে জ্ঞান উপার্জ্জিত হয়, কেবল তাহাই করিবেন। ক্ষত্রিয়দিগের রক্ষণই তপঃ, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকে বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন। এই রক্ষণই তাহাদিগের একমাত্র তপস্যা। বৈশ্যদিগের বার্ত্তাই (কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি) একমাত্র তপস্যা। শূদ্রদিগের পক্ষে প্রথম তিন বর্ণের সেবাই তপঃ।

"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্ ॥" (মনু ১১।২৩৬)

---

* "দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।"

সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ছিল, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিতে দানই প্রধান। (মনু ১।৪৬)

ব্রাহ্মণদিগের বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নই পরম তপস্যা। (মনু ২।১৬৬) তপোসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা ত্রিভুবন অবলোকন করিয়া থাকেন।

১০ মাঘ মাস।

"তপসেস্বা" (শুক্লযজুঃ ৭।৩০) "তপসে মাঘায়" (বেদদীপ)

১১ নিয়ম। ১২ ধর্ম্ম।

"বিনাপ্যস্মদলং ভূষ্ণুরিজ্যায়ৈ তপসঃ সুতঃ।" (মাঘ ২ স°)

১৩ জ্যোতির্যোক্ত লগ্ন স্থান হইতে নবম স্থান। ১৪ তপোলোক, এই লোক জনলোকের ঊর্দ্ধে, এই লোক তেজোময়।

যাহারা বাসুদেবে অতিশয় ভক্তিপরায়ণ এবং সকল কর্ম্ম পরমগুরু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, তপস্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করিয়াছেন ও সকল অভিলাষ যাহাদের পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাঁহারাই এই লোকে বাস করেন এবং যাঁহারা শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, যাঁহারা গ্রীষ্মে অতি কঠোর পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যা, বর্ষাকালে স্থণ্ডিলশায়ী, হেমন্ত ও শিশিরকালে সলিলে অবস্থান করিয়া তপশ্চর্য্যা করেন, তাহারাই এই লোকের অধিকারী।

যাহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত প্রভৃতি অতি কঠোর নিয়মসকল পালন করেন, সর্ব্বদা ঈশ্বরে ভক্তিমান্ থাকেন, তাহারা ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমিতকাল অকুতোভয়ে এই লোকে বাস করেন। (পদ্মপু°)

১৪ অগ্নি।

তপস (পুং) তপ-অসচ্। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ৩ পক্ষী।

তপসোমূর্ত্তি (পুং) দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ)

তপস্তক্ষ (পুং) তপঃ তপস্যাং তক্ষতি তনুকরোতি তক্ষ-অন্। ইন্দ্র।

তপস্পতি (পুং) তপসাং পতিঃ ৬তৎ। হরি।

"দশবর্ষসহস্রাণি তপসাচ্চ´ৎতপস্পতিং" (ভাগবত ৪।২৪।১৪)

তপস্য (পুং) তপসি সাধুঃ যৎ। ১ ফাল্গুন মাস।

"তপাশ্চ তপস্যাশ্চ শৈশিরাবৃতূ:" (শুক্লযজু° ১৫।৫৭)

২ অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের ফাল্গুন এক নাম ছিল এই জন্য তপস্যও অর্জ্জুনের নাম হইয়াছে। (স্ত্রী) ৩ কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল।

তপশ্চরতি তপস্ ক্যঙ্, তপোভাবে যঞ্। ৪ তপশ্চরণ।

"সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্।" (গীতা ১৭ অঃ)

"অথাস্য বুদ্ধিরভবৎ তপসো তন্ত্রতর্পত।" (ভারত ১৩।১০।১৩)

৫ তাপস মনুর দশ পুত্র মধ্যে একজন। (হরিব° ৭।২৪)

তপস্যা (স্ত্রী) তপশ্চরতি তপস্ ক্যঙ্ (কর্ম্মণো রোমন্থতপোভ্যাং বর্ত্তিচরোঃ। পা ৩।১।১৫) ততো অ, ততঃ টাপ্।

তপঃ। পর্য্যায় ব্রতাদান, পরিচর্য্যা, নিয়মস্থিতি, ব্রহ্মচর্য্যা। (মেদিনী) [তপস্ দেখ।]

তপস্যামৎস্য (পুং স্ত্রী) মৎস্যভেদ, তপ্‌সে মাছ, পর্য্যায় তপঃকর, চেষ্টক, চেষ্ট। (শব্দচ°)

তপস্বৎ (ত্রি) তপস্-মতুপ্ মস্য ব। তপস্বী।

"তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্" (ঋক্ ৬।৫।৪) 'তপস্বান্ তপস্বী' (সায়ণ)

তপস্বিতা (স্ত্রী) তপস্বিনো ভাবঃ তপস্বিন্ তল্-টাপ্। তপস্বিত্ব।

তপস্বিন্ (ত্রি) তপো বিদ্যতে ২স্য তপস্-বিনি (তপঃ সহস্রাভ্যাং বিনীনী। পা ৫।২।১০২) তপোযুক্ত। পর্য্যায়-তাপস, পারিকাঙ্ক্ষ, পারকাঙ্ক্ষী, তপোধন। (শব্দর°) চান্দ্রায়ণাদিব্রতধারী।

স্বাধ্যায়রূপতপ, সময়রূপতপ এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতারূপতপ, এই তিন প্রকার তপস্যাবিশিষ্টকে তপস্বী বলা যায়। বিধিপূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন-সময় যথাশাস্ত্র নিয়মাদি পালন ও মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা অর্থাৎ স্থিরত্ব সম্পাদন না করিলে তপস্বী হওয়া যায় না।

যাহার একাধারে বশিত্ব, নিয়মিত্ব ও বৈদিকত্ব এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই প্রকৃত তপস্বী। যিনি সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছেন, অনন্যমনা ও অনন্তকর্ম্মা হইয়া দেবতার আরাধনা করেন, তিনিও তপস্বিপদবাচ্য।

এ জগতে মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া তপস্যাবিষয়ে যত্নশীল হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন।

প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অনুরাগ জন্মাইতে পারে, অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা প্রদর্শন করা তপস্বিগণের উচিত। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখভোগ করিতে হয়, তাহাতে তাহারা বিরত থাকেন না। তপস্বীরা অহিংসা, সত্যবাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

তাঁহারা অবহিতচিত্তে সমুদয় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান হইতে সর্ব্বদা বিরত

থাকেন। দৃঢ়তর যত্নসহকারে তপস্যার ফল জ্ঞানার্জ্জনে অভি-নিবিষ্ট হন। তাঁহাদিগের বেদবাক্যানুশীলনপ্রভাবে জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহারা অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা, ক্রূরতাপরিশূন্য ও পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি নিজ-মুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্যসকল প্রকাশ করেন। তপস্বিগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া রাজসিক ও তামসিক কার্য্য সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসার-যন্ত্রণা অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির হাত হইতে বিমুক্ত হন। তাঁহারা বীতস্পৃহ, পরিগ্রহ-পরিশূন্য, নির্জ্জনবিহারী, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয়। যিনি তপস্যাপ্রভাবে সকল ক্লেশ নিবারণ ও যোগানুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্ত-প্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধীশক্তি প্রভাবে মনকে এবং মনঃ প্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়-সমূহকে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয়। ইন্দ্রি-য়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়।

তপস্বিগণ বিশুদ্ধবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে তণ্ডুল-কণা, সুপক্ব মাষ, শাক, উষ্ণজল, পক্বযবচূর্ণ, শক্তু ও ফল-মূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। তাঁহাদিগের দেশ-কালের গতি বিবেচনাপূর্ব্বক আহার-নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

তপস্যা-কার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানানুগত অজ্ঞান, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে। আর বুদ্ধি-বৃত্তির অনুগত জ্ঞানও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে ঐ তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, ততকাল সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না। আর যখন তপস্যাপ্রভাবে পৃথক্ত্ব ও অপৃথক্ত্ব বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ হয়, তখন তাহার স্পৃহা একেবারে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সেইকালে তপস্বিগণ তপস্যা প্রভাবে জরা ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরমব্রহ্মলাভে অধিকারী হন। [বিশেষ বিবরণ যোগিন্ দেখ।]

২ অনুকম্পার যোগ্য। ৩ দীন। ৪ তপস্যামৎস্য, তপসে মাছ। ৫ ঘৃতকরঞ্জ-বৃক্ষ। ৬ নারদ। (শব্দর°) ৭ চতুর্থ মন্বন্তরে কশ্যপাত্মজ ঋষিভেদ। [তপসোমূর্ত্তি দেখ।] ৮ ভাগবতোক্ত দ্বাদশমন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ। [তপোমূর্ত্তি দেখ।]

তপস্বিনী (স্ত্রী) তপস্বিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ তপোযুক্তা, তপস্যা-পরায়ণা। ২ জটামাংসী। ৩ কটুরোহিণী। ৪ মহাশ্রাবণিকা। ৫ দীনা, দুঃখিতা। ৬ পতিব্রতা।

"মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী।"

(নৈষধ ১।১৩৫)

তপস্বিপত্র (পুং) তপস্বিপ্রিয়ং পত্রং যস্য বহুব্রী। দমনক বৃক্ষ। (রাজনি°)

তপাত্যয় (পুং) তপস্য গ্রীষ্মস্য অত্যয়ো যত্র বহুব্রী। ১ বর্ষা-কাল। "তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতানবৈঃ" (কুমারস° ৫।২৩) তপস্য অত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপান্ত (পুং) তপস্য অন্তো যত্র বহুব্রী। ১ গ্রীষ্মকাল। তপস্য অন্তঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপিত (ত্রি) তপ দাহে-ক্ত। তপ্ত, উষ্ণ। (ত্রিকাণ্ডশে°)

তপিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্তৃ ন্ ইষ্ঠন তৃণোলোপঃ। ১ অতিশয় তাপক। "তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ" (ঋক্ ৪।৫।৪) 'তপিষ্ঠেন শোচিসাতিশয়েন শত্রূণাং তাপকেন' (সায়ণ) ২ অতিশয়তপ্ত। "তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্" (ঋক্ ৬।৫।৪) 'হে তপিষ্ঠ তপ্ততম অগ্নে' (সায়ণ)

তপিষ্ণু (ত্রি) তপ ইষ্ণুচ্। তাপকারী, তপন।

তপীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্তৃ-ঈয়সুন্, তৃণোলোপঃ। ১ অতিশয়তাপকারী। ২ অতিশয় তপস্যাকারক। "তপস্তপীয়াং তপতাংসমাহিতঃ" (ভাগ° ২।৯।৮)।

তপু (ত্রি) তপ-উন্। ১ তাপক। "তপোষ্পবিত্রঃ বিততং দিবস্পদে" (ঋক্ ৯।৮৩।২) 'তপোঃ শত্রূণাং তাপকস্য' (সায়ণ) ২ তাপযুক্ত। ৩ তপ্ত, উষ্ণ। "তপুর্বধেভিঃ" (ঋক্ ৭।১০৪।২) 'তপুস্তপ্তঃ' (সায়ণ)

তপুরগ্র (ত্রি) অগ্রভাগ উষ্ণতাযুক্ত।

তপুর্জম্ভ (ত্রি) উত্তপ্ত জম্ভ, অগ্নি।

তপুর্মূর্দ্ধন্ (পুং) যাহার মস্তক উত্তপ্ত, অগ্নি।

তপুর্বধ (ত্রি) উত্তপ্ত অস্ত্রযুক্ত।

তপুষি (ত্রি) তপ-উসিন্ বেদে নেকারস্য ইৎ। তাপক। "ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য" (ঋক্ ৩।৩০।১৭) 'তপুষিং তাপকং' (সায়ণ)

তপুষা (স্ত্রী) তপুষি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ক্রোধ। (নিঘণ্টু)

তপুষ্পা (ত্রি) জ্বালা হইতে রক্ষা।

তপুস্ (পুং) তপতি তাপয়তি বা তপ-উসি। (অর্ত্তিপৃবপীতি।

উণ্ ২।১১৮) ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ তাপযুক্ত। ৪ তপন। 'তপুর্জম্ভ যো অগ্ন্যক্ত' (ঋক্ ১।৩৬।১৬) 'হে তপুর্জম্ভ! তপ্যমান-রশ্মিযুক্ত' (সায়ণ) (ক্লী) ৫ তপনশীল। "তপুরগ্রাভিঋষ্টিভিঃ" (ঋক্ ১০।৮৭।২৩) 'তপুরগ্রাভিস্তপনশীলাগ্রাভিঃ' (সায়ণ)

তপোজ (ত্রি) তপসঃ তপস্যাতঃ অগ্নের্বা জায়তে জন-ড। ১ তপস্যাজাত। ২ অগ্নিজাত।

তপোজা (স্ত্রী) তপোজ-টাপ্। জল। "তপসো অগ্নের্জাতা তপোজাঃ অগ্নের্বৈ ধূমো জায়তে ধূমাদভ্রমভ্রাদ্ বৃষ্টিরগ্নের্বা এতা জায়ন্তে তস্মাদাহ তপোজাঃ" (শ্রুতি)

তপস্যার অগ্নি হইতে অপ্ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অগ্নি হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র (মেঘ) ও অভ্র হইতে বৃষ্টি হয়, এই জন্য বৃষ্টি তপস্যাজাত বলিয়া ইহার নাম তপোজা হইয়াছে।

তপোদ (পুং) মগধের একটী তীর্থ।

তপোদান (ক্লী) তপ ইব দানং যত্র বহুব্রী। তীর্থভেদ, পুণ্য-তীর্থের মধ্যে তপোদান একটী প্রধান তীর্থ। (ভারত ১৩।৫২ অঃ) [তীর্থ দেখ।]

তপোধন (ত্রি) তপোধনং যস্য বহুব্রী। ১ তপোরত, তপস্বী, যাহাদের তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের আসক্তি নাই। তপোধন সকল মনঃ, বাক্য, কায় প্রভৃতি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ পাপ করেন, সেই পাপ তপস্যা দ্বারা দগ্ধ হয়।

"যৎকিঞ্চিদেনঃ কুর্ব্বন্তি মনোবাঙ্মূর্ত্তিভির্জনাঃ।
তৎ সর্ব্বং নির্দহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ॥" (মনু ১১।২৪২)

[তপস্বিন্ দেখ।]

(ক্লী) তপ এব ধনং কর্ম্মধা। ২ তপোরূপ ধন। (ত্রি) তপঃ ধনং মূল্যং যস্য। ৩ তপস্যাদ্বারালভ্য স্বর্গাদি। ৪ দমনক বৃক্ষ।

তপোধনা (স্ত্রী) তপোধন-টাপ্। মুণ্ডীরীবৃক্ষ। (মেদিনী)

তপোধর্ম্ম (পুং) তপঃ এব ধর্ম্মোযস্য বহুব্রী। ১ তপস্যাই যাহাদের ধর্ম্ম, তপস্বী। তপসোধর্ম্মঃ ৬তৎ। ২ তপস্যার ধর্ম্ম। ৩ গ্রীষ্মকালের ধর্ম্ম।

তপোধৃতি (পুং) তপসি ধৃতিঃ সন্তোষো যস্য বহুব্রী। ১ তপোরত, তপস্বিবিশেষ। ২ সপ্তর্ষিভেদ, দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

তপোনিষ্ঠ (ত্রি) তপসি নিষ্ঠা যস্য বহুব্রী। তপস্যানিরত।

তপোনিধি (পুং) তপ এব নিধিঃ ধনং যস্য বহুব্রী। তপোধন, তপস্বী। "বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে স দদর্শ তপোনিধিং।" (রঘু ১ সঃ)

তপোভৃৎ (ত্রি) তপোবিভর্ত্তি তপঃ ভৃ ক্বিপ্, তুকচ। তপো-ধারক, যাহারা তপস্যা ধারণ করে।

"স্বর্গে তপোভৃতাং রাজন্ ফলং পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ।" (হরিবংশ ৯ অঃ)

তপোময় (ত্রি) তপঃ প্রচুরঃ তপঃ প্রষ্টব্যপদার্থালোচনং তদাত্মকো বা তপস্-ময়ট্। ১ তপঃপ্রচুর। (পুং) ২ দ্রষ্টব্য পদার্থালোচনাত্মক পরমেশ্বর।

"ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ" (ভাগবত ২।৪।১৮)

তপোময়ী (স্ত্রী) তপোময়-ঙীপ্। তপঃপ্রচুরা, তপঃস্বরূপা। "প্রবিশ্য বদরীং পুণ্যাং মুনিজুষ্টাং তপোময়ীং।"(হরিবংশ ২৬৯অঃ)

তপোমূর্ত্তি (পুং) তপঃ আলোচনাত্মেব এব মূর্ত্তি র্যস্য বা তপঃপ্রধানা মূর্ত্তি র্যস্য বহুব্রী। ১ পরমেশ্বর। ২ তপস্বী। ৩ সপ্তর্ষিভেদ, দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ) [তপোমূর্ত্তি দেখ।]

তপোমূল (ত্রি) তপো মূলং যস্য বহুব্রী। ১ তপস্যাহেতু স্বর্গাদি। (পুং) ২ তামস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্য দেখ।]

তপোযুক্ত (ত্রি) তপসা যুক্তঃ ৩তৎ। তপস্যা দ্বারাযুক্ত।

তপোরতি (ত্রি) তপসি রতি র্যস্য বহুব্রী। ১ তপঃপরায়ণ। (পুং) ২ তামস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্য দেখ।]

তপোরবি (পুং) তপসা রবিরিব। ১ সূর্য্য সদৃশ তেজো-যুক্ত, তপস্ব। ২ দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় পুলহ-তনয় সপ্তর্ষিভেদ।

তপোরাশি (পুং) মহামুনি, মুনিশ্রেষ্ঠ।

তপোলোক (পুং) তপোনাম লোকঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা°। উর্দ্ধস্থিত লোকবিশেষ, এই তপোলোক ভূতল হইতে চারি-কোটি যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত আছে।

"চতুঃকোটিপ্রমাণং তু তপোলোকোঽস্তি ভূতলাৎ।" (কাশীখ° ২৪।২০)

ভূ প্রভৃতি ৭টী লোক ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হই-য়াছে। ব্রহ্মার পাদদ্বয় হইতে ভূর্লোক, নাভি হইতে ভুব-র্লোক, হৃদয় হইতে স্বর্লোক, বক্ষঃস্থল হইতে মহর্লোক, গ্রীবা হইতে জনলোক, স্তনদ্বয় হইতে তপোলোক ও মস্তক হইতে সত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে। (ভাগ° ২।৫।৩৮।৩৯) [বিশেষ বিবরণ সপ্তলোক দেখ।]

তপোবট (পুং) তপসো বট ইব। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। (ত্রিকা°)

তপোবন (ক্লী) তপসো বনং ৬তৎ। ১ তাপস-সেব্য বন-বিশেষ, মুনিদিগের আশ্রমস্থান, যেস্থানে মুনিগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করেন। ২ তন্নামক তীর্থবিশেষ, বৃন্দা-বনস্থিত একটী বন। এইখানে গোপকন্যাগণ কাত্যায়নী-ব্রত করেন। ইহার নিকটেই চীরঘাট। (ভক্তমাল) [বৃন্দাবন দেখ।]

তপোবল (ক্লী) তপসঃ বলং ৬তৎ। তপস্যার বল, তপঃপ্রভাব।

তপোবৃদ্ধ (ত্রি) তপসা বৃদ্ধঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা বৃদ্ধ, তপোজ্যেষ্ঠ।

তপোহশন (পুং) ১ সপ্তর্ষিভেদ। [তপসোমূর্ত্তি দেখ।] ২ তাপস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্ত দেখ।]

তপ্ত (ত্রি) তপ-ক্ত। ১ দগ্ধ। ২ তাপযুক্ত।

তপ্তকাঞ্চন (ক্লী) তপ্তং যৎ কাঞ্চনং কর্ম্মধা। অগ্নিসংযোগ দ্বারা বিমল কাঞ্চন।

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।" (দুর্গাধ্যান)

তপ্তকুম্ভ (পুং) তপ্তঃ কুম্ভো যত্র বহুব্রী। নরকভেদ। এই নরক অতিশয় ভয়ানক, ইহার চারিদিকে তপ্তকুম্ভ সকল পরিবৃত আছে। এই কুম্ভের মধ্যে লৌহচূর্ণ ও তৈলপূর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নিশিখা সকল প্রজ্বলিত হইতেছে। যমদূতগণ দুষ্কর্ম্মকারী লোকদিগের মস্তক অধোদিকে করিয়া এই কুম্ভমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিতেছে। গৃধ্রগণ নেত্র, আন্ত্র প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া তাহাতে নিঃক্ষেপ করিতেছে। সেই কুম্ভমধ্যে শিরঃ, গাত্র, স্নায়ু, মাংস, ত্বক্ ও আস্থ প্রভৃতি দ্রবীভূত হইলে যমকিঙ্করগণ দর্ব্বী (হাতা) দ্বারা ইহা ঘুটিয়া থাকে।

এই প্রকারে আবর্ত্তযুক্ত মহাতৈলে দুষ্কর্ম্মকারী লোকগণ উন্মত্ত হইয়া অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করে। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ) [বিশেষ বিবরণ নরক দেখ।]

তপ্তকৃচ্ছ্র (পুং ক্লী) তপ্তেন জলদুগ্ধাদিনা আচরিতং কৃচ্ছ্রং যত্র বা তপ্তেন আচরিতং। দ্বাদশাহসাধ্য ব্রতবিশেষ। এই ব্রতে প্রথম তিন দিন তপ্তদুগ্ধ, দ্বিতীয় তিন দিন তপ্ত ঘৃত, তৃতীয় তিন দিন তপ্ত জল ও চতুর্থ তিন দিন তপ্ত বায়ু, সমাহিত চিত্ত হইয়া সেবন করিলে দ্বিজগণ পাপ হইতে বিমুক্ত হন। দুগ্ধ উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে যে উষ্ণবাষ্প উঠিতে থাকে, তাহাই তপ্ত বায়ু বলিয়া কথিত হইয়াছে। তপ্তবায়ু ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ দুগ্ধের উত্তপ্ত বাষ্প ভক্ষণ করিবে। দুগ্ধাদি ভক্ষণের পরিমাণ ষট্পল জল, ত্রিপল দুগ্ধ ও এক পল ঘৃত।

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে এই ব্রত ৪ দিনেও হইতে পারে। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত ও জল পান করিবে, চতুর্থ দিবসে উপবাস। ইহাকে চতুরহসাধ্যতপ্তকৃচ্ছ্র কহে *। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

* "তপ্তকৃচ্ছ্রং ব্রহং কুর্ব্বন্ ত্র্যহং সায়ং পিবেচ্ছুচিঃ।
ষট্পলানি সুতপ্তস্য তোয়স্য সুসমাহিতঃ॥
প্রাতস্তে ত্রীণি দুগ্ধস্য সুতপ্তস্য পিবেৎ ত্র্যহম্।
পানং ঘৃতস্য তপ্তস্য মধ্যাহ্নে ত্রিদিনং পিবেৎ॥
বায়ুভক্ষস্ত্র্যহং চান্ত্যং নির্দ্দিষ্টং পাতকং দ্বিজঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)
"তপ্তক্ষীরঘৃতাম্বূনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ।
একরাত্রোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রস্য সাধনং॥"
এতচ্চতুরহসাধ্যং তপ্তকৃচ্ছ্রম্।" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

"তপ্তকৃচ্ছ্রং চরন্ বিপ্রো জলক্ষীরঘৃতানিলান্।
প্রতিত্র্যহং পিবেদুষ্ণান্ সকৃৎস্নায়ী সমাহিতঃ॥" (মনু ১১।২১৫)

তপ্তপাষাণকুণ্ড (পুং) তপ্তানাং পাষাণানাং কুণ্ডমিব। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তবালুক (পুং) তপ্তা বালুকা যত্র বহুব্রী। ১ নরকবিশেষ। [নরক দেখ।] (ত্রি) ২ উত্তপ্ত বালুকাময়।

"সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্ত বালুকে" (ভাগবত ৩।৩০।২২)

তপ্তমাষ (পুং) তপ্তং মাষমিতং সুবর্ণাদিকং যত্র বহুব্রী। পরীক্ষাবিশেষ। একটী লৌহ বা তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে বিংশতিপল তৈল ও ঘৃত স্থাপন করিয়া অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত করিতে হইবে। পরে তাহাতে এক মাষা সুবর্ণ নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তাহা উত্তোলন করিলে যদি অঙ্গুলি দগ্ধ বা বিস্ফোটাদি না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। (বৃহস্পতি)

ইহার আরও এক প্রকার বিধান এই—

সুবর্ণ, রাজত, তাম্র, লৌহ ও মৃণ্ময় পাত্র ধৌত করিয়া অগ্নিতে স্থাপন করিবে। তাহাতে গব্যঘৃত অথবা তৈল নিক্ষেপ করিবে। পরে প্রাড়্বিবাক (বিচারক) ধর্ম্মের আবাহন ও পূজাদি যথাবিধি করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নি শুদ্ধ করিবেক।

"ওঁ পরং পবিত্রমমৃতং ঘৃতত্বং যজ্ঞকর্ম্মসু।
দহ পাবক পাপং ত্বং হিমশীতশুচৌ ভব॥"

পরে যে ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তিনি শুদ্ধ, স্নাত, কৃতোপবাস ও আর্দ্র বস্ত্রযুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্র মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক

"ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক।
সাক্ষিমৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রুহি সত্যং কবে মম॥"

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া তপ্তমাষ উদ্ধার করিবে। যদি হস্ত দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিতে হইবে। (দিব্যতত্ত্ব) [দিব্য দেখ।]

তপ্তমুদ্রা (স্ত্রী) তপ্তা অগ্নিসন্তপ্তা মুদ্রা কর্ম্মধা। শরীরে ধারণোপযোগী অগ্নিসন্তপ্ত ভগবানের আয়ুধাদি চিহ্ন। [মুদ্রা দেখ।]

তপ্তরহস (ক্লী) তপ্তং রহঃ কর্ম্মধা অচ্ সমাসান্ত। ১ বহ্নি। ২ তপ্তবৎ নির্জ্জন স্থান, অন্যের অনধিগম্য স্থান।

তপ্তরাজতৈল (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈলবিশেষ।

প্রস্তুত-প্রণালী—সর্ষপ তৈল ৴৪ সের, নোড়, সজিনা, ধুতুরা, বাসক, নিসিন্দা, আকন্দ, দণ্ডমূল, করঞ্জ, বেড়েলা, প্রত্যেকের রস ৴৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, বেড়েলা, শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, কট্‌ফল, ধুতুরাবীজ, চই, জীরা, গুল্‌ফা, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দেবদারু, ঈশলাঙ্গলা, গুড়ত্বচা, কুড়, দুরা-

লতা, কৃষ্ণজীরা, সিঙ্গাড়া আকন্দঝাটা, জয়পালমূল, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, রক্তচন্দন, সজিনামূল, উৎপল, মরিচ, যষ্টিমধু, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুণ-ছাল প্রত্যেক দুই তোলা। এই প্রকারে এই তৈল প্রস্তুত হয়। শিরঃপীড়ার এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ এবং নেত্রশূল, কর্ণশূল, ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, বাতশ্লেষ্মা, গলগ্রহ, সকল প্রকার শোথ, জ্বর, প্লীহা, শ্লেষ্মারোগ এই সকল রোগ উপশান্ত হয়।

আর এক প্রকার—

কটুতৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কাথের নিমিত্ত ধুতুরা, (পূতিকা), ডহরকরঞ্জ, ঝাঁটী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরিষ, হিজল, ও সজিনা মিলিত দশমূল প্রত্যেক দুইসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ মদনফল, ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, কট্‌ফল, বরুণছাল, মুথা, হিজল, বেলশুঁঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, সজিনাছাল, যমানী ও বঁইচিমূল, প্রত্যেক দুই তোলা। ইহা দ্বারা শিরঃশূল, নেত্রশূল, কর্ণশূল, জ্বর, দাহ, স্বেদ, কামলা, পাণ্ডু ও ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত নষ্ট হয়।

শিরঃশূলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

তপ্তরূপক (ক্লী) তপ্তং বহ্নিশোধিতং রূপকং রূপ্যং কর্ম্মধা। বিশুদ্ধ রৌপ্য। (রাজনি°)

তপ্তশূর্ম্মিকুণ্ড (পুং) তপ্তা অগ্নিময়ী শূর্ম্মি লৌহপ্রতিমূর্ত্তি যত্র তথাবিধং কুণ্ডং যত্র বহুব্রী। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তশূর্ম্মী (পুং) তপ্তা শূর্ম্মী যস্মিন্ বহুব্রী। নরকবিশেষ। যদি পুরুষসকল অগম্যা স্ত্রীতে ও নারীসকল অগম্য পুরুষে উপরত হয়, তাহা হইলে এই নরকে গমন করিয়া থাকে।

এই নরকে পুরুষসকল তপ্তলৌহময়ী নারী আলিঙ্গন করিয়া ও নারীসকল তপ্ত লৌহময় পুরুষ আলিঙ্গন করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। *। [নরক দেখ।]

তপ্তসুরাকুণ্ড (ক্লী) তপ্তায়াঃ সুরায়া কুণ্ডমিব। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তান্ন (ক্লী) তপ্তং অন্নং কর্ম্মধা। তপ্তঅন্ন, গরম ভাত।

তপ্তায়নী (স্ত্রী) তপ্তেন অয্যতেহত্র অয়-ল্যুট্-ঙীপ্। ভূমিভেদ, দরিদ্রগণ সন্তপ্ত হইয়া যে ভূমি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে তপ্তায়নী-ভূমি কহে। "তপ্তায়নী মেঽসি" (শুক্লযজু°) ৫।৯) 'তপ্তং পুরুষময়তি প্রাপ্নোতীতি তপ্তায়নী। যোহি দরিদ্রক্ষেত্ররহিতোঽহমিতি সন্তপ্যতে তং তাপোপশান্ত্যর্থং প্রাপ্নোষি যদ্বা তপ্তঃ সন্ নরো যস্যাং অয়তি সা তপ্তায়নী।' (বেদদীপ)

তপ্য (পুং) তপ-যৎ। ১ শিব। "যজ্ঞাবাহায় দাত্তায় তপ্যায় তপনায় চ।" (ভারত ১৩.২৮৬ অ°) (ত্রি) ২ তপনীয়।

তপ্যতু (ত্রি) তপ-যতুন্। তাপক সূর্য্যাদি। "সূর্য্যস্তপতি-তপ্যতুর্ব্বা" (ঋক্ ২।২৪।৯) 'তপ্যতুস্তাপকঃ সূর্য্য' (সায়ণ)

তফা (আরবী) উত্তম, উৎকৃষ্ট, চমৎকার, অদ্ভুত।

তফাৎ (আরবী) অন্তর, দূরত্ব, প্রভেদ।

তফ্‌রীক্ (আরবী) বিভাগ, অন্তর।

তফসীল (আরবী) জার, তালিকা। বিশেষ দর্শন।

তবঈ (আরবী) ১ স্বাভাবিক। ২ চুম্বক, চূর্ণক।

তবক্ (আরবী) ১ স্তব। ২ থাক। ৩ অংশ। ৪ শ্রেণীভাগ।

তবকী (ত্রি) তবকযুক্ত।

তবল (আরবী) বাদ্যযন্ত্রভেদ।

তবলক্ (আরবী) তবলা।

তবলা (আরবী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম তল-মৃদঙ্গ, ইহা সভ্য যন্ত্র।

তব (পারসী) পাকসাধন লৌহপাত্রভেদ, তাওয়া।

তবাকা (আরবী) নির্ভর, আশা।

তবাজা (আরবী) ১ অবধান, দৈন্যভাব। ২ ভাণ। ৩ ফাঁকা শিষ্টাচার।

তবাস (আরবী) অনুসন্ধান।

তবাহি (আরবী) বিপদ, আপদ, ধ্বংস।

তবিঅৎ (আরবী) ১ অধীনতা। ২ ত্যাগস্বীকার। ৩ স্বভাব, প্রকৃতি। ৪ শরীর।

তবীকুর (*দেশজ*) *লতাভেদ।* (Unona dumosa)

তবীল (*আরবী*) *তহবীল, জিম্মা, বিশ্বাস, নির্ভর।*

তবু (দেশজ) তথাপি।

তম (ক্লী) তাম্যত্যনেন তম করণে সংজ্ঞায়াং ঘঞর্থে ঘ। ১ অন্ধকার। ২ পাদাগ্র। ৩ তমোগুণ। ৪ রাহু। (পুং) ৫ তমালবৃক্ষ।

তমক (পুং) তাম্যত্যত্র তম-বুন্। শ্বাসরোগভেদ, এই শ্বাস-রোগে তৃষ্ণা, স্বেদ, বমথুপ্রায় (সর্ব্বদা গা বমি বমি করা) ও কণ্ঠ-ঘুর্ঘুরিকা হয়। দুর্দ্দিনে (মেঘাচ্ছন্নদিনে) ইহা অতিশয় বাড়িয়া উঠে। "তমকশ্বাসঃ সাধ্যকৃচ্ছ্রসাধ্যতমঃ [illegible] তমকঃ কৃচ্ছ্র উচ্যতে। [illegible] শ্বাসা ন সিধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ।" ([illegible])

তমকা (স্ত্রী) তমাল বৃক্ষ। ([illegible])

তমঙ্গ (পুং) মঞ্চস্থান।

---

* "যদিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষোঽগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া সূর্ম্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ঞ্চ পুরুষরূপয়া সূর্ম্ম্যা।" (ভাগ° ৫।২৬.২০)

গঙ্গার পশ্চিম মোহানার নিকটস্থ তমলুকের অধিবাসীদিগকে দমলিপ্ত বা তমলিপ্ত কহে।

তমলুক অতিশয় সমৃদ্ধিশালী বলিয়া অনেক পুস্তকে বর্ণিত আছে। রত্নাকর নামে তমলুকে একটী সহর ছিল। এই নামের অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ পাইতেছে। রত্নাকর নামেই প্রাচীন তমলুকের ধনশালিতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

এই উপবিভাগের ভূ-পরিমাণ ৬২০ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ১৫২২ খানি গ্রাম আছে। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তমলুক উপবিভাগে পরিণত হইয়াছে। এখানে ৫১৫ একর জমি জায়গীর আছে।

২ উক্ত তমলুক উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২২° ১৭´ ৫০˝ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৫৭´ ৩০˝ পূঃ, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব অংশে ও রূপনারায়ণ নদীর উপর অবস্থিত। তমলুক সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে; হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তমলুক সহর মেদিনীপুর জেলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র।

আধুনিক ইতিহাসে তমলুক বৌদ্ধদিগের একটী বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান এই স্থান হইতে অর্ণব-যানে আরোহণ করিয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। ইহার ২৫০ বর্ষ পরে হিউএন্ সিয়াং তমলুকে আসিয়াছিলেন। তিনিও তমলুককে বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থানে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-মঠ ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী এবং মহারাজ অশোকনির্ম্মিত ২৫০ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পরও এই স্থান সামুদ্রিক বাণিজ্যের আগার বলিয়া বর্ণিত আছে। বহুসংখ্যক ধনাঢ্য বণিক ও জাহাজাধিকারী এই বন্দরে বাস করিত। নীল, তুঁত, পশম এবং বস্ত্র ও উড়িষ্যার বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রাচীন তমলুক নগর হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত। পূর্ব্বে নগরের নীচেই সমুদ্র প্রবাহিত ছিল; সমুদ্র দূরে সরিয়া গেলেও ইহার বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে হিউএন্ সিয়াং এই নগরের নিম্নেই সমুদ্র দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সমুদ্র নগরের ৬০ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গার মোহানায় মৃত্তিকাস্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তমলুক এখন গঙ্গার নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছে। কৃষকগণ কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিবার সময় ১০ হইতে ২০ ফিটের মধ্যে অনেক সামুদ্রিক শুক্তি পায়।

প্রাচীন ময়ূরবংশের শাসনকালে পরিখা ও দুর্গ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া এ [illegible] করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান কৈবর্ত্তরাজগণের প্রাসাদের পশ্চিমাংশে উক্ত ময়ূরবংশের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার অন্য কোন চিহ্ন নাই। কৈবর্ত্তরাজপ্রাসাদ রূপনারায়ণ নদীতটে ৩০ একর জমীর উপর অবস্থিত।

তমলুকের বর্গভীমা (কালী) দেবীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে। নিম্নের বর্ণনাটী তমলুকের অধিকাংশ অধিবাসী বিশ্বাস করে। ময়ূরবংশীয় রাজা গরুড়ধ্বজের আদেশে একজন ধীবর রাজার ভক্ষণার্থে প্রত্যহ শোলমাছ আনয়ন করিত। একদিন ধীবর দুরদৃষ্টবশতঃ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও শোলমাছ পাইল না। ইহাতে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। দরিদ্র ধীবর কোন উপায়ে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল। এই স্থানে ভীমাদেবী তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যথাযথ সমস্ত প্রকাশ করিল। বর্গভীমা তাহাকে কতকগুলি মাছ ধরিয়া শুকাইয়া রাখিতে বলিলেন। দেবী একটী কূপের উল্লেখ করিয়া ধীবরকে জানাইলেন যে, এই কূপের জল প্রক্ষেপ করিলে তাহার ইচ্ছামত মাছ জীবিত হইবে। ধীবর দেবীর অনুগ্রহে উক্ত উপায়ে প্রত্যহ রাজাকে মাছ যোগাইতে লাগিল। সকল সময়েই ধীবর মাছ আনিতেছে, ইহা দেখিয়া রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং কি উপায়ে মাছ আনিতে সমর্থ হইতেছে ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রথমে এই গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে অসম্মত হইল। কিন্তু পরিশেষে রাজার ভয়ে সেই মৃতসঞ্জীবক কূপের কথা বলিল। ভীমাদেবী ধীবরের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হইয়া তাহার বাটীতে বিরাজ করিতেছিলেন; কিন্তু কূপের বিষয় প্রকাশ করায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি ধীবরের গৃহ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন এবং প্রস্তরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপবেশনাবস্থায় কূপের মুখের নিকট রহিলেন। ধীবর রাজাকে কূপটী দেখাইয়া দিল। রাজা কূপের নিকট যাইতে পারিলেন না; তিনি সেই প্রস্তরমূর্ত্তির উপর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই মন্দিরই বর্ত্তমান বর্গভীমার মন্দির। কথিত আছে, এই কূপে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা স্বর্ণে পরিণত হইত। দেবীর মন্দিরটী রূপনারায়ণ নদীর তটে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। [তাম্রলিপ্ত দেখ]

তমঙ্গক (পুং) ইন্দ্রকোষ, মঞ্চক, বারাণ্ডা।

তমত (ত্রি) তম কাঙ্ক্ষায়াং অতচ্। তৃষ্ণাপর, তৃষিত।

তমপ্রভ (পুং) তমইব প্রভা অস্মিন্ বহুব্রী। নরকভেদ। [নরক দেখ।]

তমর (ক্লী) তমং রাতি রা-ক। বঙ্গ।

তমরসেরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মলবার বিভাগের একটী গিরিপথ। অক্ষা° ১১° ২৯´ ৩০´´ ও ১১° ৩০´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪´ ৩০´´ ও ৭৬° ৫´ ১৫´´ পূঃ। কালিকট হইতে মহিসুর পর্য্যন্ত রাস্তা পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উপর দিয়া তমরসেরি অভিমুখে গিয়াছে। কাফি প্রভৃতির রপ্তানির জন্য এই পথটী বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কালিকটে যাত্রাকালে হায়দার আলি এবং মলবার আক্রমণ করিবার জন্য সুলতান টিপু এই পথটী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তমরাজ (পুং) তমইব রাজতে রাজ-টচ্। শর্করাবিশেষ। পর্য্যায় শালক। ইহার গুণ জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্ত-নাশক। (রাজব°)

তমলা, একটী নদী, বর্দ্ধমান জেলায় উথরা গ্রামের পশ্চিমে সেরগড় পরগণা হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বমুখে জোটরা গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া দামোদরে পতিত হইয়াছে।

তমলুক, বঙ্গদেশে মেদিনীপুর জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২১° ৫৩´ ৩০´´ ও ২২° ৩২´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩৯´ ৪৫´´ ও ৮৮° ১৪´ পূঃ। এই স্থানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস আছে, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই উপবিভাগে তমলুক, পাঁচকুড়া, মসলন্দপুর, সুতাহাটা এবং নন্দিগ্রাম এই পাঁচস্থানে ৫টী পুলিশ থানা আছে। ১৮৮৪ সালে এই মহকুমায় ৪টী ফৌজদারী, ২টী দেওয়ানী আদালত এবং ১৪৭ জন পুলিসের কর্ম্মচারী ও ১৩৮০ জন চৌকিদার ছিল।

এখানে ১১ জন বিখ্যাত জমিদার আছেন। এই মহকুমার ভূমির আয় ১২৭৪১০ টাকা। তমলুক সহর ও কেলোমাল গ্রামটী প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে তমলুক হিজলির কলেক্টরের অধীনে লবণ-মহল ছিল।

পূর্ব্বকালে এখানে বৌদ্ধদিগের একটী বিখ্যাত সহর এবং পূর্ব্বাদেশীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহুদিন হইল, তমলুক হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সকল নিদর্শনই বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তমলুকের কোন কোন হিন্দু পরিবার বৌদ্ধদিগের ন্যায় মৃতদেহ কবরিত করে। রাজপুতকুলোদ্ভব ময়ূরবংশ পূর্ব্বে তমলুকে রাজত্ব করিতেন। ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বজ এবং বিদ্যাধর রায়, তমলুকের এই প্রথম পাঁচজন রাজার সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তমলুকের অষ্টচত্বারিংশৎ রাজা কেশবরায় কর না দেওয়ায় ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন এবং ১৬৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হরিরায় এই রাজ্যশাসন করেন। হরিরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। ১৭০১ খৃঃ অব্দে হরিরায়ের ভ্রাতার বংশলোপ হইলে পুনরায় তমলুক রাজ্য একত্র হইয়া নারায়ণরায় ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হয়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে মীর্জা দিদার-বেগ বলপূর্ব্বক সিংহাসন হস্তগত করিয়া ১৭৬৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজ অধিকারে রাখিলেন। উক্ত খৃঃ অব্দে গবর্ণরের আদেশে তমলুক পুনরায় সিংহাসনচ্যুত রাজার স্ত্রী সন্তোষপ্রিয়া এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার অধিকারে আসিল। রাণী সন্তোষপ্রিয়ার দত্তক এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র ছিল। ইহারা যথাক্রমে ।৶০ এবং ॥/০ আনা অংশ পাইলেন। ১৭৯৫ অব্দে ॥/০ আনার অংশীদার আনন্দনারায়ণ রায় ।৶০ আনা অংশীদার শিবনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে একটী দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। আনন্দনারায়ণ রায় অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পত্নী লক্ষ্মীনারায়ণ রায় এবং রুদ্রনারায়ণ রায় নামে দুইটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইলেন। কিন্তু দুই ভ্রাতার মধ্যে অনবরত বিবাদ-বিসম্বাদ হওয়ায় ক্রমে উভয়েরই সম্পত্তি নষ্ট হইল।

তমলুক পরগণায় কয়েকটী বাঁধ আছে; এইজন্য বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায় না। গঙ্গা ও রূপনারায়ণের নিকট তমলুক অবস্থিত। এইজন্য এই প্রদেশের উৎপন্ন-দ্রব্য সহজেই অন্যত্র চালান দেওয়া যাইতে পারে। চাউল, নারিকেল, তুঁত, এবং নানাবিধ শাকসব্জি এই পরগণার বাণিজ্য-দ্রব্য। এই পরগণায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে।

তমলুকের অনেক অধিবাসী পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এখানকার লবণের ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই প্রদেশ ইংরাজগবর্মেণ্টের হস্তগত হইলে গবর্মেণ্ট লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন আর তমলুকবাসিগণ লবণ প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহাতে অনেক দরিদ্রলোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে।

তমলুক গঙ্গার মোহানার নিকট অবস্থিত। ৪র্থ হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্যপোত এই স্থানে আগমন করিত।

তাঁহাদের আদিপুরুষ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অপর একটী উপাখ্যানে আমরা অবগত হই যে, ধনপতি নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বণিক্ রূপনারায়ণ নদী দিয়া যাইবার কালে তমলুক বন্দরে অবরোহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি কোন এক ব্যক্তিকে একটী স্বর্ণকলস লইয়া যাইতে দেখিলেন। কথা-প্রসঙ্গে, তাহার নিকট অবগত হইলেন যে, নিকটবর্ত্তী একটী ঝরণার জল পিত্তলকে স্বর্ণ করিতে পারে। সেই ব্যক্তি তাহাকে ঝরণাটী দেখাইয়া দিল, ধনপতি তমলুক-বাজারের সমস্ত পিত্তল ক্রয় করিয়া স্বর্ণে পরিণত করিলেন, এবং সিংহলের অধিবাসীদিগের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তমলুকে এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতিশয় বিস্ময়জনক। মন্দিরটী ত্রিরাবৃত্ত প্রাচীরে বেষ্টিত, দেখিতে বিশেষ সুন্দর। প্রাচীরটী ৬০ ফিট্ উচ্চ, পত্তনের উপর ইহা ৯ ফিট্ প্রস্থ। এই মন্দিরের স্থানে স্থানে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে এত উচ্চে যে, কিরূপে এই প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডগুলি উত্তোলন করা হইয়াছে, তাহা ভাবিলে তমলুকবাসীদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। মন্দিরের চূড়ায় বিষ্ণুচক্র দৃষ্ট হয়। মন্দিরটী ৪ অংশে বিভক্ত, (১) বড় দেউল (এই স্থানে দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত), (২) জগমোহন, (৩) যজ্ঞমণ্ডপ, (৪) নাটমন্দির। মন্দিরের বহির্ভাগের দরজা হইতে সাধারণ রাস্তা পর্য্যন্ত কতকগুলি সিঁড়ি এবং সিঁড়ির উভয়পার্শ্বে ২টী স্তম্ভ আছে। মন্দিরের অধিকৃত স্থানের মধ্যে বাহিরের দিকে একটী কেলিকদম্ব বৃক্ষ দেখা যায়। প্রবাদ, এই বৃক্ষের অনুগ্রহ হইলে বন্ধ্যানারীও সন্তান লাভ করে। স্ত্রীগণ বৃক্ষের অনুগ্রহলাভার্থ তাহাদের চুলে দড়ি প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষশাখার সহিত ইট ঝুলাইয়া রাখে।

বর্গভীমাদেবীকে সকলেই অতিশয় ভয় করে। দেবীর রাগ অতিশয় প্রচণ্ড। ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীগণ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে যখন তমলুকে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেবীর ভয়ে তথায় কোনরূপ অত্যাচার করিল না; পক্ষান্তরে দেবীকে অতিশয় ধুমধামের সহিত অর্চ্চনা করিল। মন্দিরের নিকটে রূপনারায়ণ নদী প্রশান্ত, কিন্তু কিয়দ্দূরেই ইহার বেগ অতিশয় তীব্র। অধিবাসিগণ বলে, রূপনারায়ণ নদী দেবীর ভয়ে ভীত হইয়াই মন্দিরের নিকটে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। অনেকবার নদী বর্দ্ধিত হইয়া মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল এবং একবার মন্দির হইতে নদীর ৫ গজ মাত্র ব্যবধান ছিল। জলের আঘাতে মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় পুরোহিতগণ পলায়ন করিলেন। কিন্তু নদীর জল আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। মন্দির নিরাপদে রহিয়া গেল।

তমলুকে বিষ্ণুর একটী মন্দির আছে। প্রবাদ, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব তমলুকে আসিলে তমলুকের ময়ূরবংশীয় রাজা তাম্রধ্বজ সেই অশ্ব ধৃত করিলেন। সুতরাং অশ্বরক্ষক সৈন্যদিগের সেনাপতি অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে তাম্রধ্বজ জয়লাভ করিয়া কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে আবদ্ধ করিয়া আনিলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু; এই জন্য কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আবদ্ধ করায় তাম্রধ্বজের পিতা তাহাকে অতিশয় তিরস্কার এবং কৃষ্ণের বিস্তর অনুনয় করিলেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবেন এই আশায় একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিতে রাজা আদেশ দিলেন। এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের নাম বিষ্ণু ও নারায়ণ। প্রায় ৫০০ শত বর্ষ গত হইল, স্থানীয় নদী এই মন্দিরটীকে আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহদ্বয়কে রক্ষা করা হইয়াছিল। এই বিগ্রহের জন্য গোপ-জাতীয় কোন স্ত্রীলোক একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছে। এই মন্দিরের আকৃতি ও নির্ম্মাণ-কৌশল বর্গভীমাদেবীর মন্দিরের সদৃশ।

তমলুক অতি প্রাচীন সহর। ইহার সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্ত। মহাভারতেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমারচরিত, বৃহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপাবলীর সহিত তাম্রলিপ্তের যথেষ্ট বাণিজ্য চলিত এবং সমুদ্র হইতে ৮ মাইল মাত্র দূরে এই সহর অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে ইহা হিন্দুধর্ম্মের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

কেহ কেহ তমসা লিপ্তঃ অর্থাৎ পাপকলঙ্কিত, এই দুই কথা হইতে তাম্রলিপ্তের ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারণ করেন। ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই স্থানে ধর্ম্মনিয়ম তাদৃশ প্রতিপালিত হইত না। যাহা হউক, তাম্রলিপ্তের উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যান প্রচলিত আছে—বিষ্ণু কল্কিঅবতারে দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত হইলে তাঁহার গাত্র হইতে তাম্রলিপ্তে ঘর্ম্ম পতিত হইল। ঘেমধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হওয়ায় এই স্থান পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত ও ইহার নাম তাম্রলিপ্ত হইল। সংস্কৃত গ্রন্থবিশেষে লিখিত আছে

যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণদিকস্থ তাম্রলিপ্ততীর্থে স্নান করিলে নরগণ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আরও কথিত আছে, যখন মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করিলেন, তখন ব্রহ্মহত্যা পাপ-হেতু তাঁহার হস্ত হইতে দক্ষের ছিন্ন মস্তক পরিভ্রষ্ট হইল না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি দেবগণের শরণ লইলেন। দেবগণ তাঁহাকে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিতে পরামর্শ দিলেন। মহাদেব তাম্রলিপ্ত ব্যতীত অপর সমস্ত তীর্থেই গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তাহার হস্তে দক্ষের মস্তক ঘর্ম্মলিপ্ত অবস্থায় রহিয়া গেল। তখন তিনি হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই কালে বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তাম্রলিপ্তে যাইতে বলিলেন। তদনুসারে মহাদেব তাম্রলিপ্তে যাইয়া বর্গভীমা ও বিষ্ণুনারায়ণের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী জলাশয়ে স্নান করিলেন। স্নান করিবামাত্র দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। এইজন্য এই স্থানকে কপাল-মোচন কহে এবং ইহা একটী প্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কালক্রমে এই স্থানটী নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। এখনও বহুসংখ্যক যাত্রী পূর্ব্বে যে স্থানে বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে বারুণী পর্ব্বোপলক্ষে স্নান করিয়া থাকে।

তাম্রলিপ্তের প্রাচীনতম রাজগণ ক্ষত্রিয় এবং ময়ূর-বংশ-সম্ভূত। এই রাজগণের প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ময়ূরধ্বজপ্রমুখ পাঁচজন রাজার বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। ময়ূরবংশের শেষ রাজার নাম নিঃশঙ্কনারায়ণ। ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন। ইহার মৃত্যুর পর কালু ভুঁইয়া নামা জনৈক সরদার তাম্রলিপ্তের সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই কালুভুঁইয়া তাম্রলিপ্তের কৈবর্ত্তরাজবংশের আদিপুরুষ। পাশ্চাত্য-লেখকগণের বিশ্বাস কৈবর্ত্তগণ আদিম-নিবাসী ভুঁইয়াদিগের সন্ততি এবং ইহারা পরবর্ত্তিকালে হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে।

বৃটিশগবর্ণমেণ্টের অধীনে এই সহরে ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে একটী থানা, একটী দাতব্য ঔষধালয় ও একটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

[তাম্রলিপ্ত, মেদিনীপুর ও ময়নাগড় প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

তমস্ (ক্লী) তাম্যত্যনেন তম্-অসুন্ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) প্রকৃতির গুণবিশেষ।

তমস (পুং) তম-অসচ্। (অত্যবিচমিতমীতি। উণ্ ৩।১১৭) ১ কূপ। ২ অন্ধকার। (ক্লী) ৩ নগর।

তমসা (স্ত্রী) তমইব জলমস্ত্যস্যাঃ তমস্-অচ্-টাপ্। নদীবিশেষ। ইহা একটী তীর্থ-স্থান, যাহার নাম স্মরণ করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়, তাহার নাম তমসা।

'যস্যাং স্মরণাৎ তাম্যতি পাপং সা তমসা।' (জয়মঙ্গল)

রামচন্দ্র বনগমন সময়ে এই তমসা নদী তীরে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুমন্ত্র রামচন্দ্রের সহিত এই নদীতীর পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাতে এই নদীতীর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামা° ২।৪৫ অঃ)

বামনপুরাণের মতে—শোণ, নর্ম্মদা, সুরসা, মন্দাকিনী, তমসা, করতোয়া প্রভৃতি নদী অতিশয় বেগবতী, এবং এই সকল নদী বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটাহি বেদিকা।
চিত্রোৎপলা বৈ তমসা করতোয়া পিশাচিকা॥"
"বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাশ্চ নদ্যপুণ্যজলাঃ শুভাঃ।"

(বামনপু° ১৬ অঃ)

এই নদীর জল অতিশয় পবিত্র, পাপবিনাশক এবং দৈব ও পৈত্র্যাদি কার্য্য করিলে আশুফলপ্রদ। এই নদী জগতের মাতৃস্বরূপা ও মহাসাগরের পত্নী। (বামনপু°)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার উৎপত্তি ঐ একরূপই দেখা যায়। (মার্ক° ৫৮।২২-২৫) ইহার বর্ত্তমান নাম তোন্স্।

তমস্যা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল রাজ্য ও দেরাদুন জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্ত্তী যমুনোত্তরীর উত্তরাংশে অক্ষা° ৩১°৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৪০ পূঃ। সমুদ্রতট হইতে ১২৭৮৪ ফিট্ উচ্চ হইতে এই নদী উত্থিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ৩১ ফিটের অনধিক এবং জলও হাঁটুর অধিক নহে। ৩০ মাইল পর্য্যন্ত পশ্চিমবাহিনী; ইহার স্থানে স্থানে কতকগুলি নির্ঝর আছে। ৩০ মাইল পরেই ইহা রূপী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এইস্থলে ইহার বিস্তৃতি ১২০ ফিট্। ১৯ মাইল পরে পাবর নদীর সহিত তমসার মিলন দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে উক্ত মিলিত নদী জৌনসর, বষার এবং জুব্বল ও শিরমুর রাজ্যের সীমারূপে প্রবাহিত হইয়াছে। এইখানে তমসা কতকগুলি উচ্চ-নীচ চূর্ণপ্রস্তরময় গহ্বরের মধ্য দিয়া প্রায় ঠিক দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ইহা শলবী নদীর সহিত মিলিয়াছে, পরে ৩০°৩০´ উঃ, অক্ষা° এবং ৭৭°৫৩´ পূঃ দ্রাঘি° মধ্যে যমুনায় পড়িয়াছে।

তমসার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল। যমুনার সহিত সঙ্গমস্থলে তমসাকে যমুনাপেক্ষা বৃহত্তর দেখায়। সুতরাং ইহাকেই প্রধানরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

তমসার দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল। ইহার উৎপত্তিস্থলের ২৬ মাইল দূরে বামতট দিয়া জব্বলপুর হইতে আলাহাবাদের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আলাহাবাদ হইতে মীর্জাপুরের রাস্তা দিয়া চলিতে হইলে তমসার মোহানার ১২ মাইল দূরে এই নদী পার হইতে হয়। এই নদীর উপর দিয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের সেতু আছে। গ্রীষ্মকালে এই নদীর স্থানে স্থানে নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। জলের বেগ অতি প্রচণ্ড, সময় সময় বান হয়, হঠাৎ জল ২৪।২৫ ফিট্ উচ্চ হইয়া উঠে। ইহার জল ৬৫ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে।

সতুনি, বেহাবা, মোহন, বেলুন, মেওতি এবং অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্রনদী তমসার সহিত মিলিত হইয়াছে। দেরাদুনে মহেশপুর এবং আলাহাবাদের রামনগরের নিকট এই নদী প্রবাহিত। মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে এই নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এই নদী ও মুরলা সীতার সখীরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তমসাকৃত (ত্রি) তমসাচ্ছন্ন।

তমস্থক (আরবী) দলিল, অধমর্ণ রাজকীয় পত্রে যাহা লিখিয়া-দিয়া উত্তমর্ণের নিকট ঋণস্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করে, খত।

তমস্ক (ত্রি) তমস্-কন্। তমঃস্বরূপ।

তমস্কান্ত (পুং) তমসঃ কান্তঃ ৬তৎ। কস্কাদি বিসর্গস্য সঃ। তমঃসমূহ। "ক্ষপাতমস্কান্তমলীমসং নভঃ" (মাঘ)

তমস্ততি (স্ত্রী) তমসাং ততিঃ ৬তৎ। ১ অন্ধকারসমূহ। তমিস্র। (মেদিনী)

তমস্বৎ (ত্রি) তমস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। তমোযুক্ত।

তমস্বতী (স্ত্রী) তমস্বৎ-ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমস্বিন্ (ত্রি) তমোঽস্ত্যস্যেতি তমস্ বিনি সান্তত্বাৎ মত্বর্থে ন বিসর্গঃ। ১ তমোযুক্ত।

তমস্বিনী (স্ত্রী) তমস্বিন্ ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমাক [তামাক দেখ।]

তমাচা [পারসী] চড়, থাবড়।

তমাম্ (আরবী) সম্পূর্ণ।

তমাল (পুং ক্লী) তমাতে কাঙ্ক্ষ্যতে তম কালন্ (তামিবিশি বিড়ীতি। উণ্ ১।১১৭) ১ পত্রক, তেজপাত। (পুং) ২ বৃক্ষ-বিশেষ, তমাল গাছ। পর্য্যায়—কালস্কন্ধ, তাপিঞ্ছ, নীলতাল, তমালক, নীলধ্বজ, কালতাল মহাবল। (Xanthocymus pictorius) এই বৃক্ষ দেখিতে অতিশয় মনোরম। ২০ হইতে ২৭।২৮ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে অনেক স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। তমালের ফুল বৃহৎ ও শাদা। বৈশাখ মাসে ফুল ফুটিয়া থাকে। তমাল ফলও অত্যন্ত সুন্দর এবং দেখিলেই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। ইহার আয়তন কমলানেবুর ন্যায়; উপরিভাগ কুলের ন্যায় মসৃণ, উজ্জ্বল ও পীতবর্ণবিশিষ্ট। কিন্তু এই ফল তীব্র অম্লরসযুক্ত। ইহার বহিস্ত্বক্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টক। কোমল অংশ (যে স্থানে বীজ জন্মে) অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এই অংশ ভক্ষণ করিলেও কাহারও কাহারও প্রায় দুই দিবস পর্য্যন্ত দাঁত টকিয়া থাকে। এইরূপ তীব্র অম্লতা সত্ত্বেও তমাল ফলের একরূপ সুস্বাদ আছে। শ্রাবণ ভাদ্রমাসে এই ফল পাকে। এই কালে শৃগালেরা ঐ ফল বহু পরিমাণে ভক্ষণ করে। তমাল-ফলের আচার সুখাদ্য নহে।

বৈদ্যক-মতে ইহার গুণ—মধুর, বল্য, বৃষ্য, শৈত্য, গুরু, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রমশান্তিকর। (রাজনি॰)

এই বৃক্ষের সার গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ এবং উপরিস্থ ত্বক্ মলিনাভ। পত্র তেজঃপত্রাকৃতি। ইহার ছায়া অন্ধকারময় ও সচঞ্চল। ইহার পর্য্যায়গত নীলতাল, কালতাল ও নীলধ্বজ শব্দত্রয় দ্বারা ইহাকে নীলবর্ণের তালসদৃশ তরু বলিয়া ভ্রম জন্মে। ফলে ইহার সার তালতরুর সদৃশ এবং ফল তাল-ফলাকৃতি, তজ্জন্য নীলতালকে কালতাল কহে। তমালদল পর্য্যুষিত হয় না *। ৩ তিলকবৃক্ষ। ৪ খড়্গভেদ। ৫ বরুণবৃক্ষ। ৬ কৃষ্ণখদির। ৭ বংশত্বক্।

তমালক (ক্লী) তমালপত্রবৎ বর্ণেন কায়তি কৈ-ক। ১ সুনিষণ্ণ শাক। তমালমেব স্বার্থে কন্। ২ পত্রক, তেজপাত। ৩ স্থলপদ্ম। (পুং) ৪ তমালবৃক্ষ। [তমাল দেখ।]

তমালপত্রচন্দনগন্ধ (পুং) বুদ্ধভেদ।

তমালিকা (স্ত্রী) তমালাঃ সন্ত্যত্র তমাল-ঠন্। ১ তাম্রলিপ্ত প্রদেশ, তমলুক। ২ তাম্রবল্লী। ৩ ভূম্যামলকী (রাজনি॰)

তমালিনী (স্ত্রী) তমালো তমালবর্ণো হস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্। ২ তমোলিপ্ত, তমলুক। (হেম॰)

তমালী (স্ত্রী) তম-কালন্ গৌরা॰ ঙীষ্। ১ তাম্রবল্লী। ২ মঞ্জিষ্ঠা। ৩ বরুণবৃক্ষ।

তমি (পুং) তম্যতে গ্লায়তে হত্র তম-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ১ রাত্রি। ২ মোহ।

তমিন্ (ত্রি) তম-ঘিনুণ্ (শমিত্যষ্টাভ্যো ঘিনুণ্। পা॰ ৩।২।১৪১) অন্ধকারযুক্ত।

---

* "বিল্বপত্রঞ্চ মাধ্যঞ্চ তমালামলকীদলং।
কহ্লারং তুলসীচৈব পদ্মকং মুনিপুষ্পকং॥
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকং॥" (যোগিনীতন্ত্র)

তমিনাথ (পুং) তমীনাং নাথঃ ৬তৎ। নিশানাথ, চন্দ্র।

তমিষীচ (স্ত্রী) তমিং মোহং সিঞ্চতি সিচ-ইন্ সংজ্ঞায়াং যত্বং পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ অপ্সরোভেদ।

"যাঃ ক্লন্দাস্তমিষীচয়োঽক্ষকামা মনোমহঃ (অথর্ব ২।২।৫)

(ত্রি) ২ বলবান্। মিন্নত্রসন্ তমিষীচীরভৈষুঃ" (ঋক ৮।৪৮।১১)

'তমিষীচী বলবত্যঃ' (সায়ণ)

তমিস্র (ক্লী) তমোঽস্ত্যত্র (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ বা তমিস্রা অস্ত্যাস্ত্রয়ন্থে-নাস্য অচ্। ১ অন্ধকার। ২ ক্রোধ। ৩ নরকবিশেষ।

"অমঙ্গলানাঞ্চ তমিস্রমুল্বণং বিপর্য্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ।"

(ভাগবত ৪।৭।৪৪)

তমিস্রপক্ষ (পুং) তমিস্রং অন্ধকারং তৎপ্রধানো পক্ষঃ মধ্যলো°। কৃষ্ণপক্ষ।

তমিস্রা (স্ত্রী) তমো বহুত্বমস্তি অস্যাং (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা ৫.২।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ধকার রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ নিশা, তমোযুক্ত রাত্রিমাত্র। ২ দর্শরাত্রি। ৩ তমস্ততি, অন্ধকার রাশি।

"সূর্য্যাতপস্যা বরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা।"

(রঘু ৫।১৩)

তমী (স্ত্রী) তমি-ঙীষ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমুষ্টুহীয় (ক্লী) তমুষ্টুহি ইত্যাদিকর্চমধিকৃত্য প্রবৃত্তঃ ইঃচ্ছ। সূক্তভেদ।

তমেরু (ত্রি) তাম্যতি তম-এরু। গ্লানিযুক্ত।

"অতমেরু যজ্ঞো হুতমেরু যজমানস্য প্রজা ভূয়াৎ।" (শুক্লযজুঃ ১।২৪) 'তমু গ্লানৌ তাম্যতীতি তমেরু ঔণাদিক এরু প্রত্যয়ঃ ন তমেরুঃ অতমেরু। তস্যাচ্ছাদনেন গ্লানিরহিতো ভবতু।'

(বেদদীপ°)

তমোগা (ত্রি) ১ অন্ধকারে গমনকারী। (পুং) ২ কৃষ্ণের নামান্তর।

তমোগু (পুং) রাহু।

তমোগুণ (পুং) তমসঃ গুণঃ ৬তৎ। প্রকৃতির তৃতীয় গুণ, এই গুণের প্রাধান্য হইলে মনুষ্যসকল কাম-ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলে। [তমস্ দেখ।]

তমোঘ্ন (পুং) তমোঽন্ধকারং বা মোহং অজ্ঞানং হন্তি হন-টক্। ১ সূর্য্য। বহ্নি। ৩ চন্দ্র। ৪ বুদ্ধ। ৫ বিষ্ণু। ৬ শিব। ৭ জ্ঞান। ৮ দীপ। (ত্রি) ৯ তমোনাশক।

তমোজ্যোতিস্ (পুং) তমসি জ্যোতির্যস্য বহুব্রী। জ্যোতি-রিঙ্গণ, খদ্যোত।

তমোদর্শন (ক্লী) পৈত্তিক জ্বর।

তমোনুদ্ (ত্রি) তমোঽজ্ঞানং অন্ধকারং বা নুদতি নুদ-ক্বিপ্। ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। ৩ চন্দ্র। ৪ দীপ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক।

তমোনুদ (পুং) তমোনুদতি নুদ-ক (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) ১ অগ্নি। ৩ চন্দ্র। ৩ ঈশ্বর, প্রকৃতিপ্রেরক।

"ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।

মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥" (মনু ১।৬)

'তমোনুদঃ প্রলয়াবস্থাধ্বংসকঃ।' (মেধাতিথি)

(ত্রি) ৪ অন্ধকারনাশক। ৫ অজ্ঞাননাশক।

তমোঽন্তকৃৎ (পুং) তমসোঽন্তং করোতি কৃ-ক্বিপ্। ১ যিনি সমস্ত অজ্ঞান বিনাশ করেন। ২ সকল অন্ধকারনাশক।

তমোঽন্ত (ক্লী) গ্রহণ-ভেদ, যে দশবিধ উপায়ে গ্রহণ হইতে পারে, তাহার একটী।

তমোঽপহ (পুং) তমোঽন্ধকারং অপহন্তি অপ-হন-ড (অপে ক্লেশতমসোঃ। পা ৩.২।৫০) ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ অগ্নি। ৪ বোধ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক প্রদীপাদি। ৬ মোহনাশক।

"তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেৎ" (বেদান্তকা°)

বুদ্ধিদ্বারা অজ্ঞান রাশিকে বিনষ্ট করিবে।

তমোভিদ্ (পুং) তমাস্তমিরং ভিনত্তি নাশয়তি ভিদ্-ক্বিপ্। ১ খদ্যোত। (ত্রি) তমোভেদক।

তমোভিদ (পুং) তমো ভিনত্তি ভিদ-ক। ১ খদ্যোত (ত্রি) ২ তমোভেদক।

তমোভূত (ত্রি) ১ অন্ধকারকৃত। ২ অজ্ঞ।

তমোমণি (পুং) তমসি অন্ধকারে মণিরিব। ১ খদ্যোত। ২ গোমেদক মণি। (রাজনি°)

তমোময় (পুং) তম আত্মকং তমঃ প্রচুরং বা তমস্ ময়ট্। ১ অন্ধকারাত্মক, অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ২ অজ্ঞানাবৃত। ৩ তমঃ-প্রচুর। (পুং) ৪ রাহু। "তমোময়ং সৈংহিকেয়াখ্যাং" (বৃহৎস° ৫।৩) রাহুর কোন প্রকার আকার নাই, উহা অন্ধকারময়।

তমোহরি (পুং) তমসোহরিঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ অগ্নি। ৪ জ্ঞান।

তমোলিপ্তী (স্ত্রী) তমসা লিপ্যতে লিপ-ক্ত নিপাতনাৎ ঙীপ্। জনপদবিশেষ, তমলুকের নামান্তর। পর্য্যায় তাম্রলিপ্ত, বেলাকুল, তমালিকা, দামলিপ্ত, তমালিনী, স্তম্বপু, বিষ্ণুগৃহ। (হেম°) [তমলুক দেখ।]

তমোবিকার (পুং) তমসৈব বিকারো যস্য বহুব্রী। ১ রোগ। তমসো বিকার ৬তৎ। তমোগুণের বিকার, নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি (তমস্ দেখ।) ৩ তমিস্রা, রাত্রি। (শব্দার্থচিং)

তমোবৃধ্ (ত্রি) তমসি বা তমসা বর্দ্ধতে বৃধ-ক্বিপ্। ১ ঘোর

অন্ধকারে আচ্ছন্না রজনীতে ভ্রমণশীল রাক্ষসাদি। ২ অজ্ঞানবৃদ্ধ। "স্বর্পরবং বৃষণা তমোবৃধঃ" (ঋক্ ৭।১৪০।১) 'তমোবৃধঃ তমসা আবরকেণ অন্ধকারেণ মায়ারূপেণ বর্দ্ধমানান্ তমসি রাত্রৌ বর্দ্ধমানান্ বা' (সায়ণ)

তমোহন্ (ত্রি) তমো হন্তি হন-কিপ্। ১ অজ্ঞাননাশক। "জ্যোতীরিয়ং শুক্রবর্ণং তমোহনং" (ঋক্ ১।১০৪।১) ২ অন্ধকারনাশক সূর্য্য চন্দ্র। "তমোহা যদি পাপেন ত্রয়েণৈব হি বীক্ষিতঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

তমোহর (ত্রি) তমো হরতি হৃ-অচ্। ১ অজ্ঞাননাশক। ২ অন্ধকারনাশক। (পুং) ৩ চন্দ্র। ৪ সূর্য্য।

তম্পা (স্ত্রী) তম্যতি গচ্ছতি তম-অচ্ পৃষো° সাধুঃ। সৌরভেয়ী গাভী।

তম্বা (স্ত্রী) তম্যতি তম্-অচ্-টাপ্। গাভী।

তম্বিকা (স্ত্রী) তম-বুন্-টাপ্ কাপি অত ইত্বং। গাভী। (হেম°)

তম্বী (আরবী) শাসন, তাড়ন, ধমকান, তাগাদা।

তম্বীর (পুং) তম-ঈরন্। যোগভেদ। "বলী রাশুস্তগোহস্তক্ষ গামী দীপ্তাংশকৈর্মুহঃ। দত্তেহস্তশৈ কার্য্যকরস্তম্বীরো লগ্নকার্য্যয়োঃ" (নীলকণ্ঠতা°) [যোগ দেখ।]

তম্বু (হিন্দী) তাবু।

তম্বুলী (দেশজ) পাণবিক্রেতা। [তাম্বুলী দেখ।]

তম্বোর, অযোধ্যার সীতাপুর জেলায় বিসবান তহসীলের একটী পরগণা। ইহার উত্তরে খেরি জেলা এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে কুন্ত্রি, বিসবান এবং লাহরপুর পরগণা। ভূ-পরিমাণ ১৯০ বর্গমাইল। এই পরগণায় বহু নদী প্রবাহিত। উত্তরে দহাবর নদী এবং পশ্চিমে ঘর্ঘরা, চৌকা ও কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী মধ্যদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পরগণার সর্ব্বত্রই তরাই এবং গাঙ্গর মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই মাটি অতিশয় আর্দ্র, ক্ষেত্রে জলসেচনের আবশ্যক হয় না। বর্ষাকালে পরগণার প্রায় সকল গ্রামই জল-প্লাবিত হইয়া পড়ে। চৌকা ও দহাবর নদী প্রায়ই প্রবাহপথ পরিবর্ত্তন করে। এই দুইটী নদী যে যে গ্রামে প্রবাহিত, প্রতিবর্ষেই সেই সেই গ্রামের কিয়দংশ গ্রাস করে।

তম্বোর পরগণার কুরমী ও মুরাও কৃষকগণ চাষকার্য্যে বিশেষ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ।

পরগণায় ১২৬ খানি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৮০ খানি তালুক। ইহার ৪৩ খানি গৌড় রাজপুতগণের অধিকারভুক্ত। ৮৬ খানি গ্রাম জমিদারী। ইহারও ৪০ খানির অধিকারী গৌড়রাজপুত।

তম্বোর পরগণায় সোরা প্রস্তুত হয়। একটী রাস্তা পরগণা ভেদ করিয়া সীতাপুর হইতে মল্লাপুর চলিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত সীতাপুর জেলায় বিসবান তহসীলের একটী সহর। মল্লাপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে এবং সীতাপুর সহরের ৩৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ১০০ বৎসরের অধিক কাল গত হইল, তাম্বুলীগণ এই নগর প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদের নামানুসারে ইহার 'তম্বোর' নাম হইয়াছে।

আহ্মদাবাদ গ্রাম তম্বোর নগরের অন্তর্নিবিষ্ট। ইহা এখন কুরমী পঞ্চায়তের হস্তগত।

এই স্থানে একটী স্কুল, বাজার, মহাদেবের মন্দির ও এক মহাত্মার কবর আছে। তথাকার ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাণসরোবরটী ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে পূর্ব্বে একটী দুর্গ ছিল।

তত্র (ত্রি) তামাত্যানেন তম করণে র। গ্লানিসাধন। "প্রতস্রা অবপন্তবাংসি" (ঋক্ ১০।৭৩।৫)

তয়ফা (আরবী) তয়ক্ অর্থে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করা। পূর্ব্বে রজনীযোগে চৌকীদারের ন্যায় গায়কগায়িকারা বাটী বাটী ফিরিয়া গান করিত, সেইজন্য আধুনিক নৃত্যকারিণী স্ত্রীদিগকে তয়ফা বলা যায়। নর্ত্তক-সম্প্রদায়।

তর (পুং) তৄ ভাবে অপ্ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ১ তরণ, পার হওয়া। ২ কৃশানু, অগ্নি। ৩ বৃক্ষ। (ভূরিপ্র°) ৪ প্রত্যয়বিশেষ, দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে গুণবাচক শব্দের পর তর প্রত্যয় হয়। ৫ পথ। ৬ গতি। ৭ সন্তরণ। ৮ পারাণি কড়ি।

"দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ।" (মনু ৮।৪০৬)

তরকশ (পারসী) তূণীর।

তরকশী (পারসী) তূণীরযুক্ত।

তরকারী (হিন্দী) ১ ভক্ষ্য শাকসবজি। ২ ব্যঞ্জন। ৩ আনাজ, ব্যঞ্জনের যোগ্য ফলমূলাদি।

তরক্ষ (পুং) তরক্ষু পৃষোদরাদিত্বলোপঃ। [তরক্ষু দেখ।]

তরক্ষু (পুং) তরং বলং মার্গং বা ক্ষিণোতি ক্ষিণ্ ডু। ব্যাঘ্রবিশেষ, নেকড়িয়া বাঘ, পর্য্যায় তক্ষু, মৃগাদন, তরক্ষুক। (শব্দার°)

ইহারা মাংসাশী হিংস্রজন্তু। ব্যাঘ্রের সদৃশ আকার ও সর্ব্বাঙ্গ রেখাদি দ্বারা চিত্রিত বলিয়া ইহাদিগকে হায়নাও বলে। (Hyæna striata)। ইহাদের আকার কুকুরের অপেক্ষা ঈষৎ বড়, গাত্রের চর্ম্ম পিঙ্গলবর্ণ লোমাবৃত এবং কপিশ, রেখাঙ্কিত, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে কেশরের ন্যায় দীর্ঘলোমাবলিযুক্ত। ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ এবং পুচ্ছ ক্ষুদ্র। উদরের ডোরাসকল সুস্পষ্ট, পৃষ্ঠের বর্ণ ঘোরাল থাকায়, তাহার বক্র ডোরাসকল স্পষ্ট লক্ষ্য হয় না।

তরণী (স্ত্রী) তরেণ তরণেন দীরতে খণ্ড্যতে দো খণ্ডনে ঘঞর্থে-ক, গৌরা° ঙীষ্। কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, কণ্টকিবৃক্ষ। পর্য্যায়—তারণী, তীত্রা, খর্বুরা, রক্তবীজকা। ইহার গুণ তিক্ত, মধুর, শুক্র, বল্য ও কফনাশক। (রাজনি°)

তরদুদ্ (আরবী) ১ অসম্মতি, ইতস্ততঃ করা। ২ চিন্তাকৌশল।

তরঘটী (স্ত্রী) পক্কান্নভেদ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত ও দধি দ্বারা মর্দ্দিত ফেণিবাতাসা একত্র করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পরে ঘৃতে মন্দ মন্দ অগ্নিতে পাক করিয়া কর্পূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিলে তরঘটী প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ বল্য, পুষ্টিকর, হৃদ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক; স্নিগ্ধ ও কফকারক। (শব্দার্থচি°)*

তরদ্বেষস্ (পুং) শত্রু আক্রমণকারী ইন্দ্র।

তরন্ত (পুং) তরতীতি তৄ ঝচ্। (তৄভূবহিবসীতি। উণ্ ৩।১২৮) ১ সমুদ্র। ২ প্লব, ভেলা। ৩ ভেক। ৪ রাক্ষস।

তরন্তী (স্ত্রী) তরন্ত গৌরা° ঙীষ্। নৌকা।

তরন্তুক (ক্লী) কুরুক্ষেত্রস্থ স্থানভেদ। [কুরুক্ষেত্র দেখ।]

তরপণ্য (ক্লী) তৄ ভাবে অপ্ তরস্তরণং তস্য পণ্যং। আতর, পারাণি কড়ি।

তরফ্ (আরবী) ১ পক্ষ, দিক্। ২ শেষসীমা, ধার। ৩ মহালের অন্তর্গত গোমাস্তাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন স্থানকে তরফ কহে।

তরফ, চট্টগ্রাম বিভাগের একটী প্রধান জমি-বিভাগ। এই বিভাগ হইতে অধিক রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্ট কৌন্সিল এই বিভাগের জমীদারদিগের স্বত্ব স্থির করেন। জমীদারদিগের অধিকৃত মহল জরিপ করিয়া বন্দোবস্ত করা হইল। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দের জরিপ অনুসারেই ১৭৯০ খৃঃ অব্দে তরফে দশশালা বন্দোবস্ত হয়, এবং পরে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই দশশালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। ১৭৬৪ অব্দে যে জমীগুলির বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কেবলমাত্র সেই জমীগুলির মালিকানা স্বত্ব গবর্মেণ্ট ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তরফদারগণ উক্ত বন্দোবস্তের বহির্ভূত অনেকগুলি জমী আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রামে গবর্মেণ্ট পক্ষীয় বন্দোবস্তকারী রিকেটস্ সাহেব এই অধিকারকে চৌর্য্যাধিকার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

রিকটস্ সাহেব জরিপ করিয়া কতকগুলি জমী বাহির করিয়া তাহাদের উপর কর নির্দ্ধারিত করিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মহালগুলির সংখ্যা ৩৩৮১ ছিল, কিন্তু ১৮৪৮ অব্দের বন্দোবস্তের পর ইহার সংখ্যা ৩৩২০ এবং ১৮৭৫ অব্দে ৩৩৭৮ দৃষ্ট হয়। এই কালে ৪৪৩,১৩৭্ টাকা রাজস্ব আদায় হইতে দেখা যায়। কিন্তু অনেকগুলি জমী নদীশিখস্থ হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে রাজস্ব কিছু কমিয়া গিয়াছে।

তরফগুলির আয়তন ক্ষুদ্র। এগুলি এক থানার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় অথবা একই মৌজায় বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। তরফগুলির এরূপ অবস্থিতি ও আকৃতি সম্বন্ধে অনেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণা আছে। কেহ কেহ বলেন, হুমায়ুন ও সেরসাহের পুনঃপুনঃ আক্রমণ হেতু গৌড় অধিবাসিগণ শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের জঙ্গলময় প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। বঙ্গদেশের সুবাদার অথবা তাহার করদ জমীদারবর্গের অধীনতা স্বীকার না করিয়া ইহারা প্রথমে খুসবাস অবস্থায় থাকেন। এই খুসবাসগণ চট্টগ্রামে তরফদার নামে পরিচিত। গৌড় অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে চট্টগ্রামে আসিয়াছিল। এখানে ভূরি পরিমাণ জমী দেখিয়া ইহারা ইচ্ছামত এক এক স্থানে বাস করিতে লাগিল। প্রত্যেক অধিনায়ক তাঁহার বশীভূত লোকদিগের জন্য কতকগুলি জমী অধিকার করিলেন। অবশিষ্ট ভূ-ভাগ চট্টগ্রাম কৌন্সিলের ঘোষণা অনুসারে ১৭৬৫ হইতে ১৭৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কতকগুলি বিদেশী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। প্রত্যেক অধিনায়কের অধীন জমীগুলি একত্র সন্নিবেশিত ছিল। জরিপকালে এগুলি যে অধিনায়কের অধীনে ছিল, গবর্মেণ্ট তাহার তরফ বলিয়া গণ্য করিলেন। অপর একটী কল্পনায় আমরা অবগত হই যে, এক ব্যক্তির অনেকগুলি উত্তরাধিকারী ছিল! সেই উত্তরাধিকারিগণ জমী বিভক্ত করিয়া লইলেন। কালক্রমে এক এক মহাজন অনেক মালিকের অংশ খরিদ করিলেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে এক এক মহাজনের অধিকৃত বিভাগগুলি তাহার নামে তরফ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। তরফ-উৎপত্তি সম্বন্ধে তৃতীয় একটী মত প্রচলিত আছে। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বন্দোবস্তের কর্ম্মচারীবর্গ তাহাদের কার্য্যে পারদর্শিতা হেতু পুরস্কারস্বরূপ কতকগুলি ভিন্ন জমী পাইলেন। এই জমীগুলি তাহারা এক এক মহালের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এই মহালগুলিই শেষে তরফ নামে খ্যাত হইয়াছে। চট্টগ্রামে কানুনগো নামে কতকগুলি তরফ আছে। এই তরফগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচ্ছিন্ন।

কালেক্টরীর হিসাবে চট্টগ্রামে ৩৩৭৮ সংখ্যক তরফ দৃষ্ট

---

* "ঘৃতেন মর্দ্দিতাং দধ্না ফেণিকামেকত্রতঃ।
বিধায় বটিকাস্তস্তা ঘৃতে মন্দাগ্নিনা পচেৎ।
প্রলিপ্তাঃ খণ্ডপাকেন কর্পূরেণ বিমিশ্রয়েৎ।
তত এতাঃ মরিচচূর্ণাবচূর্ণিতাঃ স্মৃতাঃ॥" (শব্দার্থচিন্তামণি)

[illegible] সংখ্যা অধিক। উত্তরাংশে [illegible] বাদে ইহার সংখ্যা সর্ব্বাধিক অল্প।

তরবালিকা (স্ত্রী) করপালিকা পৃষো° সাধুঃ। খড়্গভেদ, (বৈদ্য°) [খড়্গ দেখ।]

তরমান (পুং) তর শানচ্। যাহার দ্বারা পার হওয়া যায়, ১ নৌকা, তরি। (ত্রি) ২ নদী প্রভৃতি পার হইতেছে।

তরবুজ [তরম্বুজ দেখ।]

তরম্বুজ (ক্লী) তরং তরণং অম্বুবৎ আরভেহত্র জন বহুলবচনাৎ ড। ফলবিশেষ, এই ফলের মধ্যে জল থাকে। পর্য্যায়—কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ ও কলবর্ত্তুল। ইহার গুণ শীতল মলরোধক, মধুর রস, পাকে মধুর, গুরু, বিষ্টম্ভি, অভিষ্যন্দকারক এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিত্তনাশক। পক্ক ফলের গুণ পিত্তবৃদ্ধিকারক, উষ্ণ, ক্ষার এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার পত্রের গুণ তিক্ত ও রক্তস্থাপক। (পথ্যাপথ্যবি°) জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা তিথিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মহাকালী তৃষ্ণাতুরা হইয়া পিতৃকাননে ভ্রমণ করেন, ইহা জানিয়া যে ব্রাহ্মণ তদুদ্দেশে তরমুজফল দান করেন, তাহাতে হরপ্রিয়া মহাকালী এই ফল ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া বরপ্রদান করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যক্তি চিরায়ুঃ হয়।* এইজন্য জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন অর্দ্ধরাত্রি সময়ে তরমুজ ফল মহাকালীকে উৎসর্গ করা উচিত।

(উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র)

প্রাচীন মহাদ্বীপের প্রায় সর্ব্বদেশে এই তরমুজ পাওয়া যায়। উষ্ণপ্রধান দেশেই ইহা অধিক পরিমাণে জন্মে। হিন্দি ভাষায় ইহাকে তরবুজা, তরমুজ, খরবুজ প্রভৃতি, গুজরাটী ভাষায় তরবুচ, তুরবুচ ও কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্রী ভাষায় তরবুজ ও কলিঙ্গদ; বঙ্গভাষায় তরবুজ ও তরমুজ এবং সংস্কৃতে ইহাকে তরম্বুজ কহে। পারস্য ভাষায় ইহার নাম হিন্দুয়ানা ও কচরেহন ও ইংরাজি নাম ওয়াটার-মেলন। (Citrullus Cucurbita)

তরমুজের পত্র গোলাকার ও মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ গভীর। ইহার ফল গোলাকার ও আয়তনে বৃহৎ, ইহার খোলা মসৃণ গাঢ় সবুজবর্ণ ও চিত্রিতবৎ। পক্কতরমুজের খাদ্যাংশ পীত, পাটল অথবা রক্তবর্ণ; আর কাঁচাগুলির মধ্যভাগ শ্বেত। আবার সকল তরমুজের বীজ একরূপ নহে,—লাল, কাল প্রভৃতি বর্ণবিশিষ্ট দেখা যায়। তরমুজ কুষ্মাণ্ড জাতীয়, কিন্তু ইহাতে জলের ভাগ অনেক অধিক।

ভারতের সকল স্থানেই তরমুজের চাষ হইয়া থাকে; উত্তরাংশে ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। স্থানীয় অধিবাসীগণ ও য়ুরোপীয়গণ এই ফল অতিশয় ভালবাসে। পৌষ ও মাঘ মাসে কৃষকগণ তরমুজের চাষ করে এবং গ্রীষ্মকালের প্রথমেই ইহা জন্মে। অকালে বৃষ্টি অথবা শিলা পতিত হইলে তরমুজের ফসল নষ্ট হইয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কালিন্দ নামে একপ্রকার তরমুজ পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ইক্ষু-ক্ষেত্রে বপিত হয় এবং কার্ত্তিক মাসে পাকে। গ্রেট-বৃটনে তরমুজের চাষ অতিশয় অল্প; কিন্তু অধিবাসিদিগের নিকট অতিশয় প্রিয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার তরমুজ সাধারণ তরমুজ অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র। আফ্রিকার সর্ব্বত্রই তরমুজ পাওয়া যায়। চীনদেশেও তরমুজ জন্মে। চীনগণ যে তরমুজের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, সেই তরমুজই বহুল পরিমাণে ভক্ষণ করে। য়ুরোপীয়গণ স্পেনীয় ইম্পিরিয়াল ও কেরোলিনা তরমুজকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে বঙ্গদেশের প্রতি হাট বাজারে অসংখ্য তরমুজ বিক্রীত হয়।

লিনিয়াস্ বলেন, তরমুজ ইটালিদেশের দক্ষিণাংশ হইতে পৃথিবীর অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেরিঞ্জের মতে, ইহা ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার উৎপন্ন ফল। লিভিংষ্টোনের বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায়, যে আফ্রিকার বহু ভূ-ভাগ তরমুজ দ্বারা আবৃত হয় এবং অসভ্য অধিবাসিগণ ও বিবিধ বন্য জন্তু এই ফল ভক্ষণ করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে অতিশয় শীতলতাসম্পাদক শাকসবজি যে সকল প্রদেশে পাওয়া যায় না, তথায় তরমুজাদি ফল বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অতি প্রাচীনকালাবধি আফ্রিকায় ও এসিয়ায় তরমুজের প্রচলন আছে। ইহা যে প্রথমে কোন্ দেশে জন্মিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ভারতীয় অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তরমুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গ্রেটবৃটেনে ১৬ শতাব্দীর পূর্ব্বে তরমুজ পাওয়া যাইত না। কোন্ দেশ হইতে যে প্রথম এখানে তরমুজ আসিয়াছিল, তাহাও আজ পর্য্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। প্রাচীন ইজিপ্ত-বাসিদিগের চিত্র-দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, ইহারা তরমুজের চাষ করিত। য়ুরোপীয়গণ বলে, [illegible] শতাব্দীর পূর্ব্বে চীনদেশে তরমুজ ছিল না। [illegible]

* "জ্যৈষ্ঠে মাসি মহেশানি। পৌর্ণমাস্যাং নিশার্দ্ধকে।
তৃষ্ণাতুরা মহাকালী ভ্রমতী পিতৃকাননে॥
[illegible]
[illegible]

[illegible] অদ্যাবধিই [illegible] ... [illegible]
তরাইএর যে অংশ [illegible] ... [illegible]
নেপাল-দরবারে [illegible] করিলেন, অযোধ্যার আজ্ঞাবর্ত্তী তরাই-
এর অংশ অযোধ্যার নবাব এবং মেচি ও তিস্তানদীর মধ্যবর্ত্তী
ভূমি অংশ সিকিমের রাজাকে প্রদত্ত হইল।

শাহ্দানদীর সমীপবর্ত্তী তরাইভূমি জঙ্গল পরিপূর্ণ। এ অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত উপযুক্ত আবাদ করা হয় নাই। শীতকালে কয়েকমাস এ প্রদেশের প্রান্তরে গৃহপালিত পশুগণ ঘাস খায়। কিন্তু এ স্থানে ব্যাঘ্রের প্রতাপ অতিশয় প্রবল। রক্ষকগণের একান্ত সতর্কতা সত্ত্বেও ব্যাঘ্র অসংখ্য গো, মহিষের প্রাণবধ করে। দিনের বেলায় বাঘে গৃহপালিত পশুদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। স্থানীয় ব্যাঘ্রগুলি এত ভয়ানক যে, রাখালগণ ইহাদিগকে বাধা দিতে সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারে না। এই প্রদেশে অনেকগুলি ঝিল ও জলাভূমি আছে। এইগুলি আবার বিবিধ তৃণে আচ্ছাদিত। বাম‌ণিয়া তালই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার মধ্যেই ব্যাঘ্রগণ লুকায়িত থাকে। যে জলাভূমিতে খাগড়া ও ঘাসের অংশ অধিক ও ঘন, সেই স্থানে গণ্ডার বাস করে। সিকিমের তরাইভূমে ধিমল, বোদা এবং কোচ দৃষ্ট হয়।

তরাই, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৮°৫০´৩০´´ ও ২৯°২২´৩০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৬´ ও ৭৯°৪৭´ পূঃ। এই জেলার উত্তরে কুমায়ুন জেলা, পূর্ব্বে নেপাল ও পিলিভিত জেলা, দক্ষিণে বরেলি, মুরাদাবাদ ও রামপুর রাজ্য এবং পশ্চিমে বিজনৌর। জেলার প্রধান সহর কাশী-পুর, কিন্তু গ্রীষ্মকালে জেলার কর্তৃপক্ষীয় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ নৈনিতালে অবস্থিতি করেন। বৈশাখের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত নৈনিতাল তরাইএর প্রধান সহরে পরিণত হয়।

তরাই জেলা হিমালয়ের পাদদেশে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৯০ মাইল বিস্তৃত। ইহার বিস্তার গড়পড়তা ১২ মাইল। কুমায়ুনের জনশূন্য বনপ্রদেশে কতকগুলি নির্ঝর আছে। এই নির্ঝর-নিঃসৃত জল নানাদিক্ হইতে একত্র হইয়া বহুসংখ্যক নদীর আকারে তরাই জেলায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াছে। তরাইএর দক্ষিণপূর্ব্বকোণে প্রতি মাইলে ১২ ফিট্ ঢালু। উক্ত নদীগুলির তটদেশ সাধারণতঃ [illegible] এবং নদীগর্ভস্থ [illegible] জলময়। [illegible] ... [illegible] নদীগুলি [illegible] গিয়াছে। [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]
নদী বর্ষাকাল পরেই শুকাইয়া যায়। [illegible] অতিশয় প্রবল। কুশি নদী কাশীপুর [illegible] কিচহা ও কুশিনদীর উৎপত্তি-স্থলের মধ্যে পড়, [illegible] এবং দবকা নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে। [illegible] নদীই শেষে রামগঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

হাতি, বাঘ, ভল্লুক, চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়ে [illegible] শূকর, বিবিধ প্রকার হরিণ প্রভৃতি বন্যজন্তু এইস্থানে পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালাবধি তরাই নেপালরাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশের অধীন ছিল। রোহিলাগণ পুনঃপুনঃ অধিবাসী-দিগকে অতিশয় প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকালে এই প্রদেশের আয় ৯ লক্ষ টাকা এবং ইহা ৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত ধরা হইত; এই জন্য তরাই তখন নৌলক্ষিয়া ও চৌরাশিমাল বলিত। ১৭৪৪ খৃঃ অ[illegible] ইহার কর ৪ লক্ষ এবং রোহিলাদিগের সময়ে ২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। বরবাইক ও মেবাতিগণ চৌথ আদায় করিতে আরম্ভ করায় এই স্থান দস্যু ও পলাতকদিগের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। অন্তর্কলহে পার্ব্বত্য-রাজ্যের অবনতি হইলে কাশীপুরের শাসনকর্তা সুযোগ দেখিয়া বিদ্রোহী হইলেন এবং অবশেষে অযোধ্যার নবাবকে তরাই প্র[illegible] সমর্পণ করিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে যখন রোহিলখণ্ড ইংরাজ-দিগের হস্তগত হয়। তখন নন্দরামের ভ্রাতুষ্পুত্র শিব[illegible] এই রাজ্যের ইজারাদার ছিলেন। তরাইএর আম্রকুঞ্জ, [illegible] প্রভৃতি দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এই প্রদেশ এককালে সমুন্নত ছিল। বৃটীশগবর্মেণ্টের অধীনে এই প্রদেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম গবর্মেণ্ট [illegible] স্থানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। [illegible] খৃঃ অব্দ হইতে তরাই প্রদেশে বাঁধ ও জলসেচন-কার্য্যের সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে [illegible] জেলার সৃষ্টি এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ইহা কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তরাই আশ্চর্য্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

থারু ও বুক্সাগণ এই প্রদেশে সর্ব্বদা বাস করে। [illegible] পর অধিবাসিগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে তরাই [illegible] চলিয়া যায়। থারু ও বুক্সাগণ [illegible] ... [illegible]

মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। কিন্তু এই সংক্রামক রোগ থারু ও বুক্সাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ইহারা বলে যে অনবরত শূকর ও হরিণ মাংস ভক্ষণ হেতু তাহারা এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। জ্বর ও অন্যরোগ হেতু অনেক লোক এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে। আবাদের বাহুলতা নিমিত্ত তরাইএর অধিবাসীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী লোক এই প্রদেশে বাস করে। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বণিয়া, গোসাঞি, কায়স্থ, চামার, কুরমি, কাহার, মালি, লোধ, গদারিয়া, লোহার, অহার, তন্তী, আহীর, নাই, বর্হাই, জাট ও ধোবীর সংখ্যাই অধিক।

এই জেলায় কাশীপুর ও যশপুর দুইটী প্রধান সহর। এই দুই স্থানেই লোকসংখ্যা অধিক।

তরাইএর জমী অতিশয় উর্ব্বরা; অল্প পরিশ্রমেই বহু ফসল জন্মে। এই স্থানের প্রধান শস্য ধান্য। যব, গম, বাজরা, জুটা, কলাই, তিসি, সরিষা, ইক্ষু, তুলা, তামাক, তরমুজ, আদা, হরিদ্রা, মরিচ, পাট প্রভৃতি অল্প বিস্তর উৎপন্ন হয়। এই প্রদেশের ভূমি ও বায়ু আর্দ্র, সুতরাং অনাবৃষ্টি হেতু উৎপন্ন দ্রব্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে একবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তরাই জেলার কোন কোন গ্রামবাসিদিগের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল।

রোহিলখণ্ডের জমীদারদিগের ও বঞ্জারদিগের অনেক পশু তরাই প্রান্তরে বিচরণ করে।

শারদা নদী হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম মুখে একটী রাস্তা আছে। এই রাস্তাটী পরগণার সকলদিকেই গিয়াছে। রাজপুর পরগণায় মধ্য দিয়া মুরাদাবাদ ও নৈনিতালের রাস্তা ২১ মাইল বিস্তৃত। বরেলি এবং নৈনিতালের রাস্তা ১৩ মাইল দীর্ঘ। মুরাদাবাদ এবং রাণীখেট রাস্তা রামনগর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলরাস্তা তরাই জেলার মধ্যে বরেলি, নৈনিতাল রাস্তার সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত।

তরাই জেলায় একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তাঁহার সহকারী এবং রুদ্রপুরের তহশীলদার দেওয়ানী বিচার করেন। ইহাদের ফৌজদারী বিচার করিবারও ক্ষমতা আছে। কুমায়ুনের কমিশনরের নিকট ইহাদের বিচারের আপীল হইতে পারে। বাজপুর, গদারপুর এবং রুদ্রপুরে এক একজন দেশীয় বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট থাকেন। এই জেলাটী কাশীপুর, বাজপুর, গদারপুর, রুদ্রপুর, কিলপুরি, নানকমাতা এবং বিলহরি এই কয়টী পরগণায় বিভক্ত। কাশীপুর ও নানকমাতা ব্যতীত অন্য পরগণার চৌধুরীর অধীনে থাকিত্যানা; জমা নাই। ক্রমে উহা অন্য জাতির মালিক। এই জেলার গড়ভূমি প্রায়ই অধিক। পূর্ব্বে মেবাতি, বঞ্জার ও আহীরগণ এই প্রদেশে অতিশয় লিপ্ত ছিল। তরাই জেলায় ৭টী পুলিশ ষ্টেশন ও অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। এখানের অনেক স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে।

তরাই, দার্জিলিঙ জেলার একটী উপবিভাগ। ক্ষেত্রফল ২৭১ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ১৩৭ খানি গ্রাম এবং তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির বাস আছে। এই উপবিভাগের প্রধান সহর শিলিগুড়ি। এই স্থানটী হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ-ষ্টেট রেলওয়ে ও দার্জিলিঙ-হিমালয়-রেলওয়ে শেষ হইয়াছে। তরাই উপবিভাগে ৪৩টী চা-বাগান আছে।

তরাই প্রদেশ বৃটীশ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে গবর্মেণ্ট এই প্রদেশের উত্তরাংশ দার্জিলিঙ ও দক্ষিণাংশ পূর্ণিয়া কালেক্টরীভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলবাসিগণ পূর্ণিয়ার কালেক্টরের অধীন হইতে একান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করায় সমগ্র তরাই দার্জিলিঙের এলাকাধীন করা হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পূর্ণিয়ার কালেক্টর তরাইএর নিম্নস্থানবাসী রাজবংশী ও মুসলমানদিগের সহিত তিন বৎসরের জন্য জমির কর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তরাই হইতে নিম্নলিখিত প্রকারে রাজস্ব আদায় হইত;—(১) মেচ ও ধিমালদিগের নিকট হইতে দা-কর। (২) নিম্ন তরাইএর বাঙ্গালী অধিবাসিগণের নিকট জমির কর। (৩) তরাইএর নিকটবর্ত্তী বনদেশের ভূ-ভাগ হইতে আগত গৃহপালিত পশুর বিচরণ জন্য পশুপালকদিগের নিকট শুল্ক। (৪) বনে উৎপন্ন দ্রব্যের আয়। (৫) আবকারি আয়। (৬) বাজার শুল্ক। (৭) অর্থদণ্ড। (৮) গ্রামবাসিদিগের উপর এক প্রকার কর। উক্ত প্রথম দুই প্রকার কর চৌধুরীগণ আদায় করিত। চৌধুরীগণ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এবং সকলেই জোতদার। ইহাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা ছিল। এই চৌধুরীগণ নিজ অধিকার মধ্যে নির্দ্ধারিত বেতন ও দস্তুরি পাইত। ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইবারকালে এইরূপ আটজন চৌধুরী ছিল।

তরাই প্রদেশে ৫৪৪টী জোত ছিল এবং প্রায় ১৯৪০২ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। প্রতি বর্ষের শেষে জোতদারগণ চৌধুরীদিগের নিকট হইতে তাহাদের জোতের অধিকারস্বত্ব গ্রহণ করিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জোতদারদিগের একরূপ পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব ছিল।

বৃটিশ গবর্মেণ্টের প্রথম শাসন-সময়ে চৌধুরীগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা হারাইলেন এবং তাঁহারা যত টাকা রাজস্ব আদায় করিবেন, তাহার শতকরা ১০৲ টাকা মজুরি পাইবেন, বোর্ড অব রেভিনিউ এইরূপ আদেশ দিলেন। জোতদারগণ তিন বৎসরের অধিকার-স্বত্ব পাইলেন এবং উক্ত সময়ের পর পুনরায় পাট্টা দেওয়া হইবে, এ নিয়মও পরোক্ষভাবে স্থিরীকৃত হইল। তরাইবাসিগণ অনাবাদী জঙ্গল-মহালে পাঁচ বৎসরের জন্ম পাল-পাট্টা (নিষ্কর অধিকার) পাইল।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে তরাইএর আবাদী অংশ ১০ বর্ষের জন্ম পুনরায় বন্দোবস্ত করা হইল। এই বন্দোবস্ত কেবলমাত্র জোতদারদিগের সহিত করা হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ৫১৫টী জোতের উপর ৩০৭৩০৲ টাকা কর স্থির করিলেন। কর নির্দ্ধারিত হইবারকালে গবর্মেণ্ট জমীর জরিপ না করিয়া মোটামুটি হিসাবে কর আদায়ের আদেশ দিলেন। তখনও চৌধুরিগণ কতক রাজস্ব আদায় করিত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখনও জঙ্গল মহালের জন্ম পালপাট্টা দিতেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্টের আদেশে এই নিয়ম ও ১৮৬৪ অব্দে চৌধুরী দ্বারা কর আদায়ের নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছে।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ৮৬০টী জোতের মিয়াদ ফুরাইল। গবর্মেণ্ট জরিপ করিয়া সেগুলি পুনরায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এ গুলির সরাসরি বন্দোবস্ত করা হইল। পরে জরিপ করিয়া ৭৩৯টী জোতের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট জমি অনুসারে /০ আনা হইতে ৸০ আনা পর্য্যন্ত প্রতি বিঘায় আদায় করিতে আদেশ করিলেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের বন্দোবস্ত কালে তরাইএর সকল জোতের অধিকারকাল ফুরায় নাই। যখন ইহাদের সময় ফুরাইতে লাগিল, তখন নূতন নিয়মে ইহাদের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। কেবলমাত্র ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ৭৬২৫ বিঘা জমী পুরাতন নিয়মে বন্দোবস্ত করা হইল।

পাল-পাট্টা অনুসারে ইজারাদারের ৬০০ বিঘা জমী আবাদ করিবার অধিকার ছিল। জরিপ কালে ইজারাদারদিগকে তাহাদের অধিকৃত জমী দেখাইয়া দিতে বলা হইল এবং জরিপান্তে ৬০০ বিঘার অধিক দেখা গেল। ৬০০ বিঘার অবশিষ্ট জমীকে গবর্মেণ্ট অতিরিক্ত বলিয়া লিখিয়া রাখিলেন। এই সময় ৪২৬৮৪ বিঘা ভূমি বন-বিভাগের জন্ত রাখা হইয়াছিল।

তরাণ (দেশজ) পারকরণ, উদ্ধার করণ, বাঁচান।

তরান্দু (পুং) তরায় তরণায় অন্দুরিব, অতিগন্তারত্বাৎ। নৌকাবিশেষ, ভড়। পর্য্যায়—হোড়, বহন, বার্ব্বট, বহিত্র। (ত্রিকাণ্ড)

তরায়োন, বুন্দেলখণ্ডের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। কালীগঞ্জ চৌবে নামে খ্যাত। এই রাজ্যটী মধ্যভারতের এজেণ্টের কর্তৃত্বাধীন। ভূ-পরিমাণ ১২ বর্গ মাইল। রাজস্ব ২০০৮০৲ টাকা। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কালিঞ্জরের রামকৃষ্ণ চৌবের রাজ্য ৫ ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে তরায়োন একটী। জায়গীরদার অর্থাৎ তরায়োনের রাজার ২৫০ জন পদাতিক সৈন্ত আছে। এখানকার রাজগণ ব্রাহ্মণবংশীয় ও চৌবে উপাধিধারী। রাজধানীর নাম তরায়োনখাস।

তরালু (পুং) তরায় তরণায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি-অল উণ্। নৌকাবিশেষ। (হারাবলী)

তরাবগঞ্জ, অযোধ্যার অন্তর্গত গোণ্ডা জেলার একটী তহসীল। ইহার উত্তরদিকে গোণ্ডা ও উত্রোলি তহসীল, পূর্ব্বদিকে বস্তি জেলা ও দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ঘর্ঘরা নদী। ভূমির পরিমাণ ৬৫৭ বর্গমাইল; ইহার ৩৭০১ বর্গমাইল ভূমি আবাদ হয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস আছে; হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নবাবগঞ্জ, দিগসর, মহাদেও, গুআরিং এই চারিটী পরগণা তরাবগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত। বার্ষিক আয় ৪০,৫৪১০৲ টাকা। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে এই তহসীলে একটী দেওয়ানি, ২টী ফৌজদারী আদালত, ৪টী থানা, ৯০ জন পুলিসের কর্ম্মচারী এবং ৮৪১ জন চৌকিদার ছিল।

তরাহ্‌বান, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বান্দা জেলার একটী প্রাচীন সহর। বান্দা নগরের ৪২ মাইল পূর্ব্বে পয়োষ্ণী নদীর নিকট অবস্থিত। এই সহরটী ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে একটী জমকাল দুর্গ আছে, কিন্তু দুর্গটী এখন ধ্বংসপ্রায়। কথিত আছে, প্রায় ২৭০ বর্ষ পূর্ব্বে পন্নার রাজা বসন্তরায় এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গে এক মাইল দীর্ঘ একটী সুড়ঙ্গ ছিল। এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাতায়াত করা যাইত। এখন এই পথটী প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হইয়াছে। ৬টী হিন্দুমন্দির ও ৫টী মসজিদ্ সহরে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা বসন্তরায়ের পর রহিমখাঁ নবাব উপাধি ও তরাহয়ান রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এখানে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পেশবা রঘুনাথ এর পুত্র অমৃতরাও এখানে বাস করিতেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে বার্ষিক ৭০০০০০৲ টাকা বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি তরাহ্‌বানে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তিনি একটী ক্ষুদ্র জায়গীরও পাইয়াছিলেন।

অমৃতরাওয়ের পুত্র বিনায়করায়ের মৃত্যু হইলে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার দত্তক পুত্রদ্বয় নারায়ণরাও এবং মধুরাও বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইলেন। নারায়ণরাও ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বন্দী অবস্থায় হাজারিবাগে প্রাণত্যাগ করেন; মধুরাওকে ক্ষমা করিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট ৩০০০৲ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন।

তরাহ্‌বানে একটী বিদ্যালয় ও একটী বাজার আছে। এই সহরের পথঘাট প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার জন্য এবং পুলিসের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ এক প্রকার গৃহকর আদায় করা হইয়া থাকে।

তরাস্ (দেশজ) ত্রাস, অকস্মাৎ ভয়।

তরি (স্ত্রী) তরত্যনয়া তৃ-ই (অচ্ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) ১ নৌকা। ২ বস্ত্রাদিপেটক। ৩ বস্ত্রের দশা, দশী। (হেম)

তরিক (পুং) তরায় তরণায় হিতঃ তৃ-ঠন্। ১ প্লব, ভেলা। তরে তরণার্থং দেয়শুল্কগ্রহণে অধিকৃত ইতি ঠন্। ৩ পার-গমনের শুল্কগ্রহণকারী।

"তরিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্নন্ দাপ্যঃ পণান্ দশ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৬৩)

'তীর্থাত্যনেন তরোনাবাদিস্তজ্জন্যং শুল্কং তদ্‌গ্রহণে অধি-কৃতস্তরিকঃ।' (মিতাক্ষরা)

তরিকা (স্ত্রী) তরিক-টাপ্। নৌকা। (শব্দর°)

তরিকিন্ (পুং) তরিক-ইনি। নাবিক, খেয়ার মাঝী, পাটনী।

তরিণী (স্ত্রী) তরস্তরণং কৃত্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্ চ। নৌকা। (হেম)

তরিত (ত্রি) উত্তীর্ণ, পারগত।

তরিতা (স্ত্রী) তরস্তরণং কৃত্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ তারকাদিত্বাৎ ইতচ্-টাপ্। ১ তর্জ্জনী। ২ গৃঞ্জন, গাঁজা।

"সাম্বদা কালকূটশ্চ তাম্রকূটশ্চ ধুস্তরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসস্তাড়িকা তরিতা তথা॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

তরিত্র (ক্লী) তরত্যনেন তৃ-ইত্র্। তরণসাধন নৌকাদি।

তরিয়া, দিনাজপুর জেলায় বড়গাঁও পরগণার মধ্যে একটী খ্যাত গ্রাম।

তরিরথ (পুং) তরেঃ রথইব পরিচালনাৎ। অরিত্র, দাঁড়।

তরিবৎ (পারসী) ১ শিক্ষা, উপদেশ। ২ প্রতিপালন।

তরী (স্ত্রী) তরত্যনয়া তৃ-ঈ (অবিতৃস্তৃ-তন্ত্রিভ্য ঈঃ। উণ্ ৩।১৫৮) ১ নৌকা। ২ গদা। ৩ বস্ত্রপেটক। ৪ ধূম। ৫ দ্রোণী, জল-সেচনী। ৬ বস্ত্রের দশা। (মেদিনী)

তরীক্ (আরবী) ১ পথ। ২ ভাব। ৩ অবস্থা। ৪ নিয়ম।

তরীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন তরীতা ঈয়সুন্-তৃণোলোপঃ। অতি-শয় তারক। "সনতস্তরীযান্" (ঋক্ ৫।৪১।১২) 'তরীয়ান্ তরিতব্যঃ।' (সায়ণ)

তরীষ (পুং) তৃ ঈষণ্ (কৃতৃভ্যামীষণ্। উণ্ ৩।১৫৮)। ১ শুভ-গোময়। ২ নৌকা। ৩ শোভনাকার ভেলা। ৪ ব্যবসায়। ৫ সমুদ্র। ৬ সমর্থ। ৭ স্বর্গ।

তরীষন্ (পুং) তৃ ছন্দসি ঈষন্ নকারস্ত নেত্বং। তরণ। "বিশ্বাআশাস্তরীষণি।" (ঋক্ ৫।১০।৬) 'তরীষণি তরণে।' (সায়ণ)

তরীষী (স্ত্রী) তরীষ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ইন্দ্রকন্যা। (মেদিনী)

তরু (পুং) তরতি সমুদ্রাদিকমনেনেতি তৃ-উ (ভৃমৃশীতৃচরীতি। উণ্ ১।৭) ১ বৃক্ষ। (ত্রি) ২ তারক। "ভূর্ভুবঃ স্ব স্তরুস্তারঃ" (বিষ্ণুস°) 'ভূর্ভুবঃ স্বস্তরুঃ লোকত্রয়তারকঃ।' (ভাষ্য) ৩ তরুবিকার। "সংবর্ত্তয়াণস্তরুভিঃ।" (ঋক্ ৫।৪৪।৫) 'তরুভিস্তরুবিকারৈঃ।' (সায়ণ)

তরুই (দেশজ) ফলবিশেষ, একপ্রকার ঝিঙ্গা।

তরুকূণি (পুং) তরৌ বৃক্ষে কূণয়তি কূণ-ইন্। পক্ষীবিশেষ। বাগ্‌গুদপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)।

তরুক্ষ (ত্রি) তৃ-বাহুলকাৎ উক্ষন্। ১ গো-অশ্বাদির তারক। ২ গো-অশ্বাদির পালনে নিযুক্ত।

"বিপ্রস্তরুক্ষ আদদে" (ঋক্ ৮।৪৬।৩২) 'তরুক্ষে গবাশ্বা-দীনাং তারকে গবাদ্যধিকৃতে বা' (সায়ণ)

তরুখণ্ড (পুং) তরূণাং সমূহঃ (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৩৮ ইতি সূত্রস্য কাশিকায়াং বৃক্ষাদিভ্যঃ খণ্ডঃ)। বৃক্ষসমূহ।

তরুজ (ত্রি) তরু-জন-ড। বৃক্ষজ, বৃক্ষোৎপন্ন।

তরুণ (ক্লী) তৃ-উনন্ (ত্রো রশ্চ লো বা। উণ্ ৩।৫৪) ১ কুব্জ-পুষ্প, সেঁওতিফুল। (পুং) ২ স্থূলজীরক। ৩ এরণ্ডবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে, যুবা। ৫ নব, নূতন, নবীন, অভিনব।

"তরুণং সর্ষপশাকং নবৌদনং পিচ্ছিলানি দধীনি।" (ছন্দো)

তরুণক (পুং) তরুণ-কন্। ১ তরুণ। ১ তরুণদধি।

তরুজীবন (ক্লী) তরোর্জীবনং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছের শিকড়।

তরুণজ্বর (পুং) তরুণশ্চাসৌ জ্বরশ্চেতি কর্ম্মধা। নবজ্বর, ৭ দিন পর্য্যন্ত জ্বরকে তরুণজ্বর বলা যায়।

"আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্ম্মনীষিণঃ।" (চক্রদত্ত) [জ্বর দেখ।]

তরুণদধি (ক্লী) তরুণং তরুণলক্ষণোক্তং দধিঃ কর্ম্মধা। পঞ্চদিনা-তীত দধি, পাঁচদিনের দই, এই দধিভক্ষণ বিশেষ অহিতকর।

"দধি পঞ্চদিনাতীতং তরুণং দধি উচ্যতে।" (বৈদ্যক)
দধি পাঁচদিন অতীত হইলে তাহাকে তরুণদধি বলা যায়।
"শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়োবৃদ্ধো বালার্কস্তরুণং দধিঃ।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যোপ্রাণহরাণি ষট্॥" (চাণক্য)

তরুণপ্রভসূরি, ইনি চন্দ্রকুলোদ্ভূত জিনকুশলের শিষ্য। জিনকুশলের নিকট হইতেই দীক্ষা ও আচার্য্যপদ পাইয়াছিলেন। জিনপদ্ম ও জিনলব্ধি ইহার নিকট সূরিমন্ত্র প্রাপ্ত হন।

তরুণপ্রভসূরি ১৪১১ সম্বতে শ্রাবকপ্রতিক্রমণসূত্রবিবরণ নামক পুস্তক রচনা করেন।

তরুণী (স্ত্রী) তরুণঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ। ১ যুবতী স্ত্রী। ১৬ বৎসর হইতে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তরুণী কহা যায়।

"ততস্ততরুণীজ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্বৎসরাবধি॥" (ভাবপ্র°)

"তরুণীস্ত্রীতে উপগত হইলে শক্তি হ্রাস হয়। ইহার পর্য্যায়—যুবতী, তলুনী, যুবতি, যূনী, দিকরী, ধনিকা, ধনীকা। ২ ঘৃতকুমারী। ৩ দন্তীবৃক্ষ। ৪ চীড়া নামক গন্ধদ্রব্য। ৫ পুষ্পবিশেষ, সেঁওতী, পর্য্যায়—সেবতী, সহা, কুমারী, গন্ধাঢ্যা, চারুকেশরা, ভৃঙ্গেষ্টা, রামতরণী, সুদলা, বহুপত্রিকা, ভৃঙ্গবল্লভা। ইহার গুণ শিশির, স্নিগ্ধ, পিত্ত, দাহ,জ্বর, মুখপাক, তৃষ্ণা ও বিচর্দ্দিনাশক এবং মধুর। (রাজনি°)

এক সহস্র অশোক পুষ্প দিয়া পূজা করিলে যে ফল হয়, ইহার একটী পুষ্প দিলে সেই ফললাভ হয়।

"চম্পকাৎ পুষ্পশতাদশোকং পুষ্পমুত্তমং।
অশোকাৎ পুষ্পসাহস্রাৎ সেবতী পুষ্পমুত্তমং॥" (নারসিংহপু°)

তরুণীকটাক্ষমাল (পুং) তরুণীনাং কটাক্ষাণাং মালা যত্র বহুব্রী। তিলকপুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

তরুতল (ক্লী) তরূণাং তলং ৬তৎ। ১ বৃক্ষমূল, গাছের তলা, বৃক্ষমূলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীস্থান, মধ্যাহ্নকালে মূলের চতুর্দ্দিকে যতদূর ছায়া পড়ে। ২ তরুস্বরূপ।

তরুণপীতিকা (স্ত্রী) মনঃশিলা।

তরুণাভাস (পুং) একপ্রকার পাণা।

তরুণাস্থি (ক্লী) কোমলাস্থিবিশেষ।

তরুতুলিকা (স্ত্রী) তরুস্থিতা তুলিকা চিত্রশলাকাইব বা তরৌ বৃক্ষে তোলয়তি দোলয়তি বা তুল-ণ্বুল টাপি অত ইত্বং পৃষো° সাধুঃ। বাতুলি, বাদুড়পক্ষী। এই পক্ষী বৃক্ষশাখায় তুলাদণ্ডের ন্যায় ঝুলিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে তরুদূলিকা পাঠ দেখা যায়।

তরুতুলিকা [তরুতুলিকা দেখ।]

তরুত্র (ত্রি) তৃ-তৃচ্‌ (প্রসিতস্কভিতস্তভতরুত্রতৃযক্ষরত্রিভি। পা ৭।২।২৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সিদ্ধং। তারক। "অস্মত-রুত্রা বিপ্রেভিঃ" (ঋক্ ১।১২৯।৭) 'তরুত্রা তারয়িতা (সায়ণ)

তরুত্র (ত্রি) তৃ-বাহ° উত্র। তারক।

"তরুত্রো অত্যাতিরুত্রীঃ', (ঋক্ ৪।২২।২) 'তরুত্রস্তারকঃ'(সায়ণ)

তরুদূলিকা [তরুতুলিকা দেখ।]

তরুনখ (পুং) তরোর্নখইব। কণ্টক, কাঁটা। (হারাবলী)

তরুপঙ্‌ক্তি (স্ত্রী) তরূণাং পঙ্‌ক্তিঃ ৬তৎ। বৃক্ষশ্রেণী।

তরুভুক্ (পুং) তরুং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ক্বিপ্‌। বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°) বৃক্ষে ইহা জন্মিলে শীঘ্রই বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যায়।

তরুমূল (ক্লী) তরূণাং মূলং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছতলা।

তরুমৃগ (পুং স্ত্রী) তরৌ তিষ্ঠন্ মৃগইব মধ্যলো°। শাখামৃগ, বানর। (শব্দচ°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্‌।

তরুরাগ (ক্লী) তরূণাং রাগো রক্তিমাভা যস্মাৎ বহুব্রী। কিশলয়, নূতন পল্লব।

তরুরাজ (পুং) তরূণাং রাজা ৬তৎ অত্যুচ্চত্বাৎ সমাসে টচ্‌। ১ তালবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ পারিজাতপুষ্প বৃক্ষ, এই বৃক্ষ নরলোকে পূজিত দেবলোকের ভোগ্য, এইজন্ত ইহা তরুরাজ।

"যদেতদ্দা হৃতং স্বর্গাৎ ৩৫ তদর্থং ময়া বিভো।
দেবোপভোগ্যমেতদ্ধি তরুরাজসমুদ্ভবং।" (হরিব° ১২৪।৫৫)

(ত্রি) তরুশ্রেষ্ঠ মাত্র।

তরুরুহা (স্ত্রী) তরৌ রোহতি রুহ ক টাপ্‌। ১ বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃক্ষারোহিমাত্র।

তরুবা, মধ্যপ্রদেশে চাঁদাজেলার একটী হ্রদ। সেগাঁওয়ের ১৪ মাইল পূর্ব্বে চিমুর পাহাড় হইতে এই হ্রদ উদ্ভূত হইয়াছে। হ্রদটী অতিশয় গভীর।

অনেক পুত্রাভিলাষিণী স্ত্রীলোক এই হ্রদের নিকট আসিয়া অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে। পীড়িত লোকগণও স্বাস্থ্যলাভের জন্ত এই স্থানে আগমন করে।

মধ্যপ্রদেশীয়লোকের বিশ্বাস দেবতাদিগের ইচ্ছায় এই হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই হ্রদের একদিকে একটী কৃত্রিম বাঁধ আছে।—

প্রবাদ, বহুবর্ষ অতীত হইল, গোলীরা বর লইয়া মহাসমারোহে চিমুর পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। এই পথ দিয়া যাইবারকালে বরযাত্রীর কতিপয় ব্যক্তি অতীব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহারা কোন স্থানে জল পাইল না। হঠাৎ জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা এই বৃদ্ধের নিকট তাহাদের জলকষ্টের বিবরণ বলিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, যে বর ও নবোঢ়া বধূ একত্র মৃত্তিকা খনন করিলে একটী ঝরণার উৎপত্তি হইবে এবং সেই ঝরণার জলে তাহারা পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিবে। বৃদ্ধের উপদেশানুসারে বর ও বধূ মৃত্তিকা খনন করিবামাত্র একটী উৎস উদ্ভূত হইয়া হ্রদে পরিণত হইল। এই হ্রদের তটে একটী তালবৃক্ষ জন্মিল। এই গাছটী প্রত্যহ দিনের বেলা বাড়িত, কিন্তু সন্ধ্যাকালে

যাটির নীচে বসিয়া যাইত। এক দিন প্রত্যূষে জনৈক যাত্রী উক্ত বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়াছিল। সে হঠাৎ বৃক্ষের সহিত আকাশে উঠিল এবং তথায় সূর্য্যকিরণে দগ্ধ এবং বৃক্ষটীও তৎক্ষণাৎ ধূলিকণায় পরিণত হইল। বৃক্ষের পরিবর্ত্তে তথায় হ্রদের অধিষ্ঠাতৃদেবী তারোবা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখা গেল। এরূপও প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে যাত্রিগণ কার্য্যান্তে হ্রদে নৌকা রাখিয়া যাইত। কালক্রমে একজন অসৎ লোক নৌকাগুলি প্রত্যর্পণ না করিয়া তাহার সঙ্গে লইয়া চলিল। কিন্তু নৌকাগুলি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। সেই অবধি জলমধ্য হইতে আর নৌকা উঠে নাই।

এই হ্রদের মধ্যে ঢাকের ন্যায় শব্দ শুনা যায়। স্থানীয় বৃদ্ধেরা বলে যে ভাঁটার সময় এই হ্রদের মধ্যে স্বর্ণচূড়শোভিত একটী মন্দির দেখা যায়।

তরুরোহিণী (স্ত্রী) তরুষু রোহতি রুহ-ণিনি-ঙীপ্। বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°)।

তরুলতা (দেশজ) একপ্রকার সুন্দর লতাবিশেষ। (Ipomœa Quamosa)

তরুবল্লী (স্ত্রী) তরুষু বল্লীব। মালবদেশে প্রসিদ্ধ জতুকালতা। (রাজনি°)

তরুবিটপ (পুং) তরূণাং বিটপঃ ৬তৎ। বৃক্ষশাখা, গাছের ডাল।

তরুবিলাসিনী (স্ত্রী) তরোর্বিলাসিনীব। নবমল্লিকা।

তরুশ (ত্রি) তরুঃ অস্ত্যত্র তরু-শ। (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্য শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০।) তরুযুক্ত।

তরুশায়িন্ (ত্রি) তরৌ তরুকোটরে শাখায়াং বা শেতে শী-ণিনি। ১ পক্ষী। (হারাবলী) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তরুষ্ (স্ত্রী) তরুষ্যতি হিনস্ত্যত্র তরুষ আধারে ক্বিপ্। যুদ্ধ। "তনূরুচা তরুষি কৃণ্বেতে" (ঋক্ ৬।২৫।৪) 'তরুষি যুদ্ধে।' (সায়ণ)

তরুষ (ত্রি) তৃ-উষন। তারক। "অর্বঃ পরস্তাৎ তরস্তু তরুষঃ" (ঋক্ ৬।১৫।৩) 'তরুষস্তরীতা' (সায়ণ)

তরুষণ্ড (পুং) বৃক্ষশ্রেণী।

তরুস্ (ত্রি) তৃ-উসি। তারক। "কৃধানশ্চ তরুষঃ (ঋক্ ৬।২।৩) "তরুষস্তারকঃ।" (সায়ণ)

তরুসার (পুং) তরোঃ সারঃ ৬তৎ। ১ কর্পূর। (হারাবলী) ২ বৃক্ষসার মাত্র।

তরুস্থ (ত্রি) তরৌ তিষ্ঠতি তরু-স্থা-ক। বৃক্ষস্থিত।

তরুস্থা (স্ত্রী) তরুস্থ-টাপ্। বন্দাক, পরগাছা।

তরূট (পুং) তরোঃ উট ইব। উৎপলকন্দ, পদ্মমূল, পদ্মের গেঁড়ো, ইহার গুণ গুরু, বিষ্টম্ভি, শীতল। (রাজব°)

তরূণক [তরুণক দেখ।]

তরূষস্ (ত্রি) তৃ-উষস্। ১ তরণকুশল। ২ আপদুদ্ধারক। "ত্বং ন ইন্দ্ররায়া তরূষসোগ্রং" (ঋক্ ১।১২৯।১০) 'তরূষসা তরণকুশলেন অস্মান্ আপদ্ভ্যঃ উত্তরীতুং শক্তেন।' (সায়ণ)

তরে (দেশজ) জন্য, নিমিত্ত।

"তুমি মর যার তরে, সে তোমায় চায়না।"

তরোতাজা (পারসী) সতেজ, (বৃক্ষাদির) সবুজবর্ণ যুক্ত।

তরোলি, মথুরা জেলার অন্তর্গত ছাতা তহসীলের একটী পল্লিগ্রাম। অক্ষা° ২৭° ৪০´ ৪৬´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭°৩৭´ ৪৫´´ পূঃ। কৃষিকার্য্যের জন্যই এই পল্লিটী উল্লেখযোগ্য। এই স্থানের রাধাগোবিন্দদেবের মন্দির বিশেষ খ্যাত। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উক্ত মন্দিরের নিকট একটী মেলা হইয়া থাকে। তরোলিতে হাট ও বাজার আছে।

তরৌচ, সিমলাপাহাড়ের অন্তর্গত ও পঞ্জাব্ গবর্মেণ্টের অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ৩০° ৫৫´ ও ৩১° ৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৭´ ও ৭৭° ৫১´ পূঃ। এই রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৬৭ বর্গমাইল। কতিপয় মুসলমান ব্যতীত এই প্রদেশের সকল অধিবাসীই হিন্দু। তরৌচ পূর্ব্বে সরমোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরাজদিগের হস্তগত হইবার কালে ঠাকুর করমসিংহ তরৌচের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তিনি কোন কার্য্যই করিতেন পারিতেন না। তাঁহার ভ্রাতা ঝোবু সমগ্র রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে করমসিংহের মৃত্যুর পর ঝোবু এই মর্ম্মে এক সনন্দ পাইলেন যে, তাঁহার ও উত্তরাধিকারীগণের হস্তে তরৌচ রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইল। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ঠাকুর কেদারসিংহ তরৌচের রাজা ছিলেন। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া সদস্যগণ কর্ত্তৃক রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

এই রাজ্যের আয় প্রায় ৬০০০৲ টাকা। রাজার অধীনে ৮০ জন সৈন্য থাকে।

তর্ক (পুং) তর্ক ভাবে অচ্। ১ আকাঙ্ক্ষা। ২ ব্যভিচারাশঙ্কানিবর্ত্তক উহভেদ, অর্থাৎ অবিজ্ঞাত অর্থবিষয়ে সযুক্তিক কারণদ্বারা তর্কবিশেষ, শাস্ত্রের অবিরোধী যে তর্ক সন্দিগ্ধ পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাশ করিয়া উত্তরপক্ষে ব্যবস্থাপনপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়তা অবধারণ করার নাম তর্ক।

৩ ব্যাপ্যের আরোপ হেতু ব্যাপকের প্রসঞ্জন। ৪ আগমের অবিরোধী ন্যায়। ৫ আগমার্থ পরীক্ষা। ৬ মীমাংসারূপ বিচার। ৭ মানস জ্ঞানভেদ। ৮ নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্ক (বিচার) মাত্র।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
না প্রতিষ্ঠিততর্কেন গম্ভীরার্থস্য নিশ্চয়ঃ॥" (বেদান্তপ্র°)

যে সকল ভাব অচিন্তনীয়, কিছুতেই যাহা চিন্তার বিষয় হইতে পারে না, সেই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা কখন স্থির করিবে না, অপ্রতিষ্ঠিত তর্কদ্বারা কখনই গম্ভীরার্থের নিশ্চয় হইতে পারে না।

এইরূপ তর্ক করিলে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মে। তর্কে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মিলে তাহা নিরাকৃত হয়; সে তর্ক গ্রহণীয় নহে। তর্ক না করিয়া শাস্ত্রমীমাংসা করিবে না এইরূপ বিধি আছে; কিন্তু সে এরূপ কুতর্ক নহে, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ঐকমত্য করিয়া তর্ক করিবে। ঐরূপ তর্ক করিলেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে। এইজন্য বেদান্তদর্শনে তর্কের বিষয় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—

"তর্কা প্রতিষ্ঠানাদিত্যাদি।" (বেদান্তসূত্র)

যে বস্তু শাস্ত্রগম্য, তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া সে বস্তুর বিরুদ্ধে উত্থম করিতে নাই। কারণ পুরুষ শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত বুদ্ধিমাত্রের সাহায্যে যে সকল তর্কের উদ্ভাবন করেন, সেই সকল তর্কের প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক) নাই। যে যে পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণই কল্পনা করে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এক পণ্ডিত অতি যত্নে এক তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অন্য পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাত্ব (ভুল) দেখান। আবার তদপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সে তর্ককেও মিথ্যা করেন। মানববুদ্ধি বিচিত্র, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব। যেহেতু মানবুদ্ধি অনবস্থিত, একপ্রকার নহে, সেই হেতু তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একরূপ নহে। এইজন্য তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষ দূষিত অর্থাৎ স্থিরতর তর্ক হয় না। এই কারণে তর্ক অবিশ্বাস্য। তর্কের প্রতি বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করা অন্যায্য। মনে কর খ্যাতনামা কপিলদেব সর্ব্বজ্ঞ, এই কারণ তাঁহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বলিলে বলিব, তাহাও অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ঐ কথাটীও তর্কে অন্যরূপ হইয়া যায়। কপিল সর্ব্বজ্ঞ, গৌতম অসর্ব্বজ্ঞ এই বিষয়ে প্রমাণ কি? কপিল, কণাদ, গৌতম ইহারা সকলেই খ্যাতনামা, সকলেই মহাত্মা ও সর্ব্ববিদিত অথচ তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মত-বৈপরীত্য দেখা যায়।

কপিলের মতে কণাদের ও গৌতমের আপত্তি এবং কণাদ গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি দৃষ্ট হয়। যদি বল আমরা এমন একটী তর্কের অনুমান করিব অর্থাৎ অনুমান খাটাইয়া এমন একটী তর্ক বাছিয়া লইব, যাহার প্রতিষ্ঠা-দোষ নাই।

এমন কিছু বলিতে পারা যায় না যে, একটীও অপ্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই। একটী না একটী প্রতিষ্ঠিত তর্ক আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তবে এরূপ বলিতে পার যে কোন কোন তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করিতে গেলে ব্যবহার উচ্ছেদের আপত্তি হইতে পারে, সকল তর্কই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে লোকের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ব্যবহার কি প্রকারে নির্ব্বাহ হয়।

আমরা দেখিতেছি প্রত্যেক লোক ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের প্রাপ্তি পরিহারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টমান; সে চেষ্টা তর্কমূলক।

তর্কের অন্য নাম কল্পনা, তর্কের সত্তা না থাকিলে সে সকল ব্যবহার থাকিত না; এতদিন উচ্ছিন্ন হইত। শ্রুতির অর্থ সন্দেহ হইলে বাক্যবৃত্তি-নিরূপণ-রূপ তর্ক দ্বারা তাহার তাৎপর্য্যার্থনির্ণয় করেন। একথা ভগবান মনুও বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতাঃ॥
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" (মনু)

যাহারা ধর্ম্মশুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রত্যক্ষ অনুমান (তর্ক) ও বিবিধশাস্ত্র উত্তমরূপে বিদিত হইবেন। যে পুরুষ বেদশাস্ত্রের অবিরোধ তর্ক অবলম্বন করিয়া ঋষিসেবিত ধর্ম্ম-বিধি অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য অবগত হন। অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের শোভা দোষ নহে। যে তর্কে দোষ আছে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, নির্দ্দোষ তর্ক গ্রহণীয়। পূর্ব্বপুরুষ মূঢ় ছিলেন বলিয়া কি আমাকেও মূঢ় হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। এক তর্কের দোষ দেখিয়া সকল তর্কের দোষোদ্ঘোষণ অতিশয় অন্যায্য।

আরও দেখ সম্যক্‌জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার নহে। আমার একপ্রকার তোমার একপ্রকার এরূপ নহে, কারণ সম্যক্‌জ্ঞান বস্তুর অধীন, মনুষ্যের অধীন নহে। যেমন অগ্নি উষ্ণ। অগ্নি উষ্ণ এ জ্ঞান একরূপ অর্থাৎ সকল কালে ও সকল পুরুষে সমান, এইজন্য সম্যক্‌জ্ঞানে মতামত (তর্ক) থাকা অসম্ভব। তর্ক বুদ্ধিপ্রভব, তজ্জন্য তাহা নানাজনের নানাপ্রকার এবং বিরুদ্ধ তর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্যক্‌জ্ঞান একই প্রকার। কোন সময়েও বিভিন্ন হয় না।

এক তার্কিক তর্ক বলে বলিবেন, ইহাই সম্যক্‌জ্ঞান, আবার অন্য তার্কিক তাহার মত খণ্ডন করিয়া বলিলেন না, তাহা সম্যক্‌জ্ঞান নহে, ইহাই সম্যক্‌জ্ঞান। অতএব যাহা একরূপ নহে, তাহা অস্থির তর্কপ্রভব, তাদৃশজ্ঞান কিরূপে সম্যক্ হইতে পারে।

এইজন্য তর্কদ্বারা ইহা মীমাংসিত হয় না। দুরূহ স্থলে তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনুসরণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, শাস্ত্র বুঝিতে হইলেও তর্কের আবশ্যক, কিন্তু সে তর্ক শাস্ত্রানুকূল তর্ক, শাস্ত্রের প্রতিকূল তর্কই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্র প্রভৃতি যে কোন বিষয় জ্ঞাত হইলে তর্কই একমাত্র বুঝিবার কারণ। তর্ক না করিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বার্থ অবগত হওয়া যায় না। এই তর্ক শাস্ত্রানুযায়ী হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে তাহাকে কুতর্কবাদ প্রভৃতি বলে। এই প্রকার কুতার্কিকের সহিত কোন প্রকার তর্ক করিবে না এবং করিলেও কোন ফল হইবে না। (বেদান্তদ°)।

গৌতমসূত্রে তর্কের বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে—
'অবিজ্ঞাততত্ত্বে ঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ।'
(গৌতমসূত্র ১।৪০)

ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত ব্যাপকের আরোপই তর্কপদার্থ অর্থাৎ ধূমাদির আরোপ করিয়া ব্যাপক। ব্যাপক বহ্ন্যাদির যে আরোপ হয়, তাহার নাম তর্ক।

আরোপ ইহার অর্থ অযথার্থ জ্ঞান। সূত্রে "কারণোপপত্তিতঃ" এই শব্দ দ্বারা ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত এই অর্থ এবং উহ শব্দে ব্যাপকের আরোপ এই অর্থলাভ হইয়াছে।

তর্কদ্বারা কি ফল জন্মে? শিষ্য গৌতমদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি ইহার উত্তরে কহিয়াছেন—

"অবিজ্ঞাততত্ত্বে ঽর্থে তত্ত্বজ্ঞানার্থং।"

অর্থাৎ কোন পদার্থের বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইলে তর্ক করিবে, তর্ক করিলে সংশয়নিবৃত্তি হইয়া যথার্থ পক্ষের নির্ণয় হইবে।

এইজন্য তর্ক এই পদার্থনির্ণয় বিশেষ প্রয়োজন। তর্ক না হইলে কদাচ একতরের নিশ্চয় হয় না। যেমন জলে উত্থিত বাষ্প দেখিয়া অনেকের এইটী বাষ্প কি ধূম এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে। অনন্তর এটী যদি ধূম হয়, তাহা হইলে জলে অগ্নি থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ জলে অগ্নি থাকে না, তাহা হইলে বাষ্প কি প্রকারে সম্ভবে, অতএব এটী ধূম নহে। এই প্রকার আপত্তি যাহার উপস্থিত হয়, তাহার এই তর্ক দ্বারা এইটী ধূম নহে, এইটী বাষ্প, এইরূপ নিশ্চয়তা জন্মে এবং দূর হইতে একটী প্রকাণ্ড অর্থাৎ বৃক্ষের গুঁড়ি দেখিলে এইটী মনুষ্য কি না, এইরূপ সংশয় জন্মিয়া থাকে। পরে যদি এইটী মনুষ্য হইত, তবে ইহার হস্তপদাদি অবশ্যই থাকিত, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে এটী প্রকৃতই মনুষ্য নহে, এইরূপ স্থির হয়। সৌগত নামক বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকে, এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র পদার্থসকল বিজ্ঞানময় জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ নিদ্রাকালে যে সকল ব্যাঘ্র কি হস্তী, মনুষ্য প্রভৃতি দেখা যায়, তাহারা বস্তুতঃ ব্যাঘ্র, হস্তী ও মনুষ্য নহে, কেবল জ্ঞানরূপ। সেই প্রকার জাগ্রদবস্থায় পৃথিবী, জল, মনুষ্য প্রভৃতি যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ পদার্থ সকলও জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে।

ইহাতে নৈয়ায়িকেরা কহেন, নিদ্রাকালে যে পদার্থসকল অনুভূত হয়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঐ পদার্থসকল মিথ্যা অর্থাৎ মনঃকল্পিত মাত্র বোধ হয়। এজন্য স্বাপ্নিকপদার্থ জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জাগ্রদবস্থার যে নানাপ্রকার পদার্থ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, ইহারা কখন জ্ঞানময় নহে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এরূপ উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা যে পদার্থসকল দেখিতেছি, ইহারা জ্ঞানস্বরূপ, কি জ্ঞানের অতিরিক্ত এই সংশয় অবশ্যই উপস্থিত হয়। পরে দৃশ্যমান চরাচর পৃথিবী, জল, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি পদার্থসকল যদি জ্ঞানস্বরূপ হয়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া, জলকে জল বলিয়া, মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রতিদিন আমরা একরূপ জানিতে পারিতাম না এবং পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া ও জলকে জল বলিয়া ইত্যাদিরূপে আমাদের যেরূপ জ্ঞান হইতেছে, সেই প্রকার সকলেরই জ্ঞান হইতেছে, বাস্তবিক বাহ্যপদার্থ স্বপ্নিক জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানরূপ হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া, জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি একরূপে সকল ব্যক্তির অনুভবের বিষয় হইত না। যখন দেখিতেছি, স্বপ্নাবস্থায় একরূপ জ্ঞান সকলের কখন হয় না, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে দৃশ্যমান পদার্থ সমুদয় জ্ঞানস্বরূপ নহে, জ্ঞান হইতে পৃথক্ অবশ্যই এইরূপ অবধারণ জন্মে। ঐ সকল তর্ক উপস্থিত না হইলে অসংশয়রূপে কখন একতরের অবধারণ হইত না। এজন্য তর্কপদার্থনির্ণয় অতি আবশ্যক। প্রাণিমাত্রেরই তর্ক জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষরূপ পরিচয় না থাকায় উহাকে তর্ক বলিয়া জানে না।

ন্যায়শাস্ত্রে তর্কপদার্থের বিস্তাররূপে প্রকাশ থাকায় ন্যায়শাস্ত্রকে তর্কশাস্ত্রও বলে। তর্ক করিতে হইলে প্রথম সংশয়, অনন্তর তর্ক, তৎপশ্চাৎ নির্ণয়, এই তিন অংশে পরিসমাপ্ত হয়।

উক্ত তর্কে যে কোন পদার্থ আপাদ্য বা আপাদক অর্থাৎ (ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব) হয় না। কারণ জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে পটবিশিষ্ট হইত, এই প্রকার আপত্তি কখন সম্ভবে না এবং এইটী যদি মনুষ্য হইত, তবে শৃঙ্গবিশিষ্ট হইত, এইরূপ আপত্তি কেহ করে না। এইজন্য ব্যাপ্যের আরোপযুক্ত ব্যাপকের আরোপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যাপক

পদার্থেরই আপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে ধূমের ব্যাপক পট নহে, মনুষ্যত্বের ব্যাপক শৃঙ্গ নহে, একারণে তাহাদের আপত্তি হইল না। ঐ আপত্তি পক্ষে আপাদ্যের অভাব নিশ্চয় থাকিলে এই জ্ঞান জন্মে। এজন্য জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে দ্রব্য হইত, এইরূপ আপত্তি হয় না। কারণ জলাশয়ে দ্রব্যত্বের অভাব নিশ্চয় নাই, কিন্তু দ্রব্যত্বের নিশ্চয় আছে। এই তর্ক আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও বাধিতার্থপ্রসঙ্গ এই ৫ প্রকার।

ইহাদিগের মধ্যে স্বতে স্ব অপেক্ষণীয় হইলে যে আপত্তি উপস্থিত হয়, ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় অর্থাৎ ঐ আপত্তিতে আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অপেক্ষা করে এইজন্য ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় হইয়াছে।

যাহার অভাবে যে বস্তু সম্ভব হয় না, তাহাকে অপেক্ষা কহে, অপেক্ষাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথা বৃক্ষ জন্মাইতে বীজ ও পুত্রাদির উৎপত্তিতে পিতা মাতা, বস্ত্রাদিজননে তুরী, তন্তু প্রভৃতির অপেক্ষা চাই এবং কোন পদার্থের সংস্থাপন আবশ্যক হইলে অধিকরণের অপেক্ষা করে, কোন পদার্থের জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি (জ্ঞান) আবশ্যক হইলে ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষিত হয়, এইজন্য উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার অপেক্ষা হওয়ায় আত্মাশ্রয়ও তিন প্রকার, বস্তুতঃ যে আপত্তিতে স্বতে স্বজন্য আপাদক হয়, ঐ আপত্তি প্রথম আত্মাশ্রয়, যেমন একটী বৃক্ষ দেখিয়া এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষ হইতে জন্মিয়াছে কি না, এই সন্দেহ জন্মিলে এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষ জন্য হয়, তবে এই বৃক্ষের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ এই বৃক্ষটী জন্মাইবার পূর্ব্বেও এই বৃক্ষ থাকিত। কারণ যে বস্তু যে পদার্থ হইতে জন্মে, সে বস্তুর পূর্ব্বকালে সেই পদার্থ অবশ্যই থাকে। আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে আপনি কখন থাকে না। এজন্য এ বৃক্ষটী এই বৃক্ষ জন্য নহে। অপর যে আপত্তিতে স্বতে স্ববৃত্তিত্বটী আপাদক হয়, সেই আপত্তির নামও আত্মাশ্রয়। যে প্রকার এই পৃথিবীর উপরে পর্ব্বত প্রভৃতি স্থিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার এই পৃথিবীর উপরিস্থিত হইয়া এই পৃথিবী আছে কি না? এই সংশয় জন্মিলে যদি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর স্থিত হইত, তবে এই পৃথিবী হইতে এই পৃথিবী ভিন্ন হইত, কারণ অধিকরণ হইতে আধেয় পৃথক্, ইহা সকল স্থানে দেখা যায়। অধিকরণ ও আধেয় এক ব্যক্তি কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই আপত্তিটী দ্বিতীয় আত্মাশ্রয়। যে আপত্তিতে স্ব-প্রত্যক্ষে স্বমাত্র অপেক্ষণীয় হয় কিংবা স্বতে স্বজ্ঞান স্বরূপটী আপাদক হয়, সেই আপত্তি তৃতীয় আত্মাশ্রয়। যথা এই ঘটের প্রত্যক্ষ যদি এই ঘট মাত্র হইতে উৎপন্ন হইত, তবে ঘটের উৎপত্তির পর সকল কালেই ইহার প্রত্যক্ষ হইত, যেহেতু এই ঘটের প্রত্যক্ষের কারণ এই ঘট মাত্র এবং এই ঘটটী সর্ব্বদাই আছে। কারণ থাকিলে কার্য্য না হইবে কেন, অথবা এই ঘটটী যদি এতদ্‌ঘট জ্ঞানরূপ হয়, তবে এই ঘটটী জ্ঞান সামগ্রী হইতে উৎপন্ন হইত, কারণ যে জ্ঞানরূপ হয়, সে জ্ঞান সামগ্রী হইতে অবশ্যই জন্মে। সামগ্রী শব্দে যে যে কারণ থাকিলে কার্য্য হইয়া থাকে, সেই কারণ সমুদায়কে বুঝায়।

স্বতে স্বাপেক্ষটী অপেক্ষণীয় হইলে যে অনিষ্টের আপত্তি হয়, তাহাকে অন্যোন্যাশ্রয় কহে। ফলতঃ যে আপত্তিতে স্বজন্য জন্যত্ব স্ববৃত্তি বৃত্তিত্ব, স্বজ্ঞান, জ্ঞানময়ত্ব ইহার মধ্যে যে কোনটী আপাদক হয়, সেই অন্যোন্যাশ্রয়। যথা এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষজন্য জাত, ফল জন্য হইত, তবে এই বৃক্ষ জন্য ফলের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষজাত ফল জন্য হইত তবে এই বৃক্ষজাত ফলটী এই বৃক্ষ জন্মিবার পূর্ব্বে অবশ্যই থাকিত, যেহেতু কারণ কার্য্যের পূর্ব্বে অবশ্যই থাকে। কিন্তু যেরূপ এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সেইরূপ এই বৃক্ষ জন্য ফলটীও এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সুতরাং এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষজাতফলজন্য নহে। এরূপ এই ঘটটী যদি এই ঘটে স্থিত হয়, তবে এই ঘটটী এই ঘট হইতে ভিন্ন হইত এবং এই ঘটটী যদি এই ঘটজ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে এই ঘটটী জ্ঞান সামগ্রী হইতে জন্য হইত এবং যে পদার্থটী স্বীকার করিলে সেইরূপ পদার্থের অসীম আপত্তি ধারা কল্পনাপ্রযুক্ত অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেই অনবস্থাদোষ এবং উক্ত অনবস্থাদোষ ভয়ে কোন একটী পদার্থকে সীমা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যথা অবিভাজ্য পরমাণুকে নিরবয়ব স্বীকার না করিয়া তাহাকে সাবয়ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পরমাণু অবয়বেরও অবয়ব কল্পনা করিতে হয় এবং উক্ত অবয়বের পুনর্ব্বার অবয়ব কল্পনা আবশ্যক। এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনা করিলে সর্ষপ ও সুমেরুর সমান পরিমাণাপত্তি হইতে পারে। কারণ যে বস্তু যদপেক্ষায় অধিক সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত, সেই বস্তু তদপেক্ষা মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট এবং যে দ্রব্য যে বস্তু অপেক্ষা অল্প সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্র।

অতএব এই স্থলে যেরূপ পার্ব্বতীয় পরমাণুর অবয়ব অনন্ত, সেইরূপ সর্ষপীয় পরমাণুর অবয়বও অনন্ত, উভয়ের ন্যূনাধিক্য

স্থির করিবার কাহারও সাধ্য নাই। অতএব উভয়ই অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উভয়ের পরিমাণগত কোন বৈলক্ষণ্য না থাকায় উভয়েরই সমান পরিণামের আপত্তি হইতে পারে। এই অনবস্থাভয়ে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিতে হইবে এবং যেরূপ বিচারস্থলে অপরাধী কি নিরপরাধী ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য সাক্ষীর আবশ্যক করে, সেইরূপ সাক্ষিব্যক্তি সেই ঘটনাস্থলে ছিল কিনা, এইরূপ আপত্তিতে যদি সাক্ষীর সাক্ষী স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত সাক্ষী ব্যক্তিরও সাক্ষীর আবশ্যক হয়, এইরূপে অসংখ্য সাক্ষীর আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং কোন প্রকারেই বিচার নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, এস্থলেও এইরূপ অনবস্থাদোষ ভয়ে একটীমাত্র সাক্ষী প্রচলিত আছে, অথবা বস্তুমাত্রেই কোন শরীরী কর্তৃক সৃষ্ট° সুতরাং নিরাকার জগদীশ্বর দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে না, এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া যদি তাঁহারও শরীর কল্পনা কর, তবে জগদীশ্বরের শরীর সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র কোন শরীরী জগদীশ্বর কল্পনা করিতে হয় এবং তাঁহার শরীর সৃষ্টিনির্ব্বাহার্থেও পুনর্ব্বার শরীরী স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্ত কোটী কোটী সাকার জগদীশ্বর কল্পনা করিলেও কোন প্রকারেই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এজন্য দার্শনিকগণ একমাত্র জগৎস্রষ্টা স্বীকার করিয়াছেন, অথবা এই সসাগরা পৃথিবী শূন্যে স্বীয় শক্তিবলে আছে কি না, অন্য কোন সুবৃহৎ সাকার আধারের উপর আছে, এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া যদি পৃথিবীর কোন সাকার আধার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই আধারবস্তুর স্থিতির জন্য পুনর্ব্বার আর একটী সাকার-আধার কল্পনা করিতে হয়।

ঐরূপে তাহারও আধার কল্পনা করা হইবেক, কিন্তু পৃথিবী কাহার উপর অবস্থিত আছে, তাহা নির্ণীত হইবে না। এইরূপ অনবস্থাদোষে জ্যোতির্বিদ্‌গণ পৃথিবীর কোন সাকার আধারান্তর স্বীকার করেন নাই, পৃথিবী স্বীয় শক্তিবলে আকাশে নিয়তই বিদ্যমান আছে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন।

আত্মাশ্রয় প্রভৃতি যে আপত্তি চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আপত্তি সকলের নাম প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ।

এই প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ দুই প্রকার—ব্যাপ্তিনির্ণায়ক ও বিষয়পরিশোধক, অর্থাৎ যে তর্কদ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয়তা জন্মে সেই তর্কের নাম ব্যাপ্তিনির্ণায়ক, যথা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেই সেই ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সন্দেহ থাকে, সেইকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না।

এজন্য তর্কদ্বারা ব্যভিচার সন্দেহ (বহ্নির অর্থাৎ অভাবাধিকরণে ধূমের বিদ্যমানতার অভাব) দূর করা আবশ্যক, যথা ধূম বহ্নি ব্যভিচারী কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে ধূম যদি বহ্নি-ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্নি হইতে জন্মাইত না। কারণ যে যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহার ব্যভিচারী হয় না এই নিয়ম আছে। এই আপত্তি করিলে ধূমে বহ্নি-ব্যভিচারের সন্দেহ নিবৃত্তি হইয়া বহ্নির ব্যাপ্তিনির্ণয় জন্মে। এইকারণে এই তর্ক ব্যাপ্তিনির্ণায়ক। যে তর্ক দ্বারা ব্যাপ্তি ভিন্ন বিষয়ের অবধারণ হয়, তাহার নাম বিষয়পরিশোধক, যথা পর্ব্বত যদি বহ্নির অভাববিশিষ্ট হয়, তবে ধূমের অভাববিশিষ্ট হইতে পারে। এই তর্কদ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির সন্দেহ নষ্ট হইয়া বহ্নির রূপ বিষয়ের অবধারণ জন্মে, এজন্য এই তর্কের নাম বিষয় পরিশোধক। (গৌতমসূত্র°)

করণে ঘঞ্। ৯ ন্যায়শাস্ত্র। তর্ক ন্যায়শাস্ত্রের নামান্তরভেদ। এই ন্যায়শাস্ত্রে তর্কবিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম তর্কশাস্ত্র। ন্যায়শাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত।

"প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতি শাব্দঃ।" (ভাষাপ°)

প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। তাহার মধ্যে অনুমান খণ্ডেই তর্কের আধিক্যবশতঃ ইহাকেই তর্ক কহে, কিন্তু এই চারিখণ্ডেই তর্কপ্রণালী বিশেষরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। নবদ্বীপে গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই তর্কশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশে তর্কশাস্ত্রের উন্নতি বিধান ইহাই একটী বিশেষ গৌরবের বিষয়। [ন্যায় দেখ।]

১০ মীমাংসাশাস্ত্র, তর্কদ্বারা শাস্ত্রমীমাংসা হয়, এইজন্য মীমাংসার নামও তর্কশাস্ত্র।

তর্কক (ত্রি) তর্কেণ আকাঙ্ক্ষয়া কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। ১। যাচক। তর্কয়তি তর্ক-ণ্বুল্। তর্ককারক।

তর্ককারিন্ (ত্রি) তর্কং করোতি কৃ-ণিনি। তর্ককারক, তার্কিক।

তর্কগ্রন্থ (পুং) তর্কাধিকৃতঃ গ্রন্থঃ মধ্যলো। তর্কপ্রধান গ্রন্থ।

তর্কজ্বালা (স্ত্রী) বালাতে উদ্দীপনা আছে। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তর্কণ (স্ত্রী) চিন্তন, বিচার।

তর্কণীয় (ত্রি) চিন্তনীয়, বিচার্য্য।

তর্কমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।]

তর্কবাগীশ (পুং) তর্কশাস্ত্র যে উত্তম বলিতে পারে, তর্কশাস্ত্রবেত্তা।

তর্কবিদ্যা (স্ত্রী) তর্করূপা যা বিদ্যা তর্কস্য বিদ্যা বা। ন্যায়-

বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা। গৌতম প্রণীত প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থরূপ বিদ্যা ও কণাদোক্ত ষট্‌পদার্থরূপ বিদ্যা, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা।

"আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যা মনুরক্তো নিরধিকাং।" (ভা° ১০।৩৭।১২)

তর্কশাস্ত্র (ক্লী) তর্করূপং শাস্ত্রং মধ্যলো°। ন্যায়শাস্ত্র।

তর্কাভাস (পুং) তর্কস্য আভাসঃ ৬তৎ। কুতর্ক, যাহাতে তর্কের সাদৃশ্য মাত্র আছে কিন্তু যথার্থতঃ তাহা কুতর্ক, অকিঞ্চিৎকর যুক্তি।

তর্কারী (স্ত্রী) তর্কং ঋচ্ছতি ঋ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্)। পা ৩।২।১) ঙীপ্ চ। জয়ন্তী বৃক্ষ, ধনচে গাছ। পর্য্যায় বৈজয়ন্তী, জয়ন্তী, বিজয়া, জয়া। (Sesbania Ægyptiaca or Æschynomene Sesban)

বঙ্গে সাধারণতঃ জয়ন্তীনামেই খ্যাত। বেহারে সম্বরি বা সেবরি, উৎকলে বর্জ-জন্তি, উত্তরপশ্চিমে, জৈন্ত, বোম্বাইএ জৈত বা জনজন্, মহারাষ্ট্রে সেবরি, গুজরাটে বায়সিংগণি. দ্রাবিড়ে চম্পই বা করুমসেম্বাই ও তৈলঙ্গে সইমিণ্ডা বা সমিণ্ডা বলে।

ভারতের সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে, এমন কি হিমালয়ের চারিহাজার ফিট্ উর্দ্ধে এই বৃক্ষ দেখা যায়। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু বেশী। কৃষ্ণা ও বেধানদীর তটে যে সকল স্থান বন্যায় ডুবিয়া যায়, সেই সেই স্থানে এই গাছ এক একটা ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠ নরম। বেড়া অথবা অপর লতাদির আশ্রয় জন্য ইহাতে মাচা প্রস্তুত হয়। ইহার ছালে ভাল দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহার পাতা ও বীজ বড় উপকারী। পুয়সঞ্চয় নিবারণ জন্য ইহার পাতার পুলটিস হয়। আবার কোরণ্ড বা বাত রোগে স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিলে ক্রমে ফুলা কমিয়া থাকে। হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার বীজ তেজস্কর, রজোনিঃসারক ও সঙ্কোচক, উদরাময়নাশক, অধিক রজোস্রাবনিবারক ও প্লীহাবৃদ্ধিহ্রাসকারক। অনেক হিন্দু চুলকানি, পাঁচড়া প্রভৃতিতে ইহার মলম ব্যবহার করেন। এরূপ স্থলে ইহার ছালের নির্য্যাসও ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে বীজ বাটিয়া ময়দা মিশাইয়া খোসপাঁচড়ায় প্রলেপ দিয়া থাকে। মরাঠাদিগের বিশ্বাস, ইহার বীজ দর্শনমাত্রই বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ঢাকার অনেকে ইহার টাট্‌কা পাতা বাটিয়া ১ ছটাক পর্য্যন্ত খাইয়া কৃমিরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ স্বাদু, তিক্ত, কফ ও বাতনাশক। (বাভট ৬ অঃ)

২ গণিকারিকা, গণিয়ারীগাছ (ভাবপ্র°) [গণিকারিকা দেখ।]

তর্কিত (ত্রি) তর্ক-ক্ত। ১ বিচারিত। ২ আলোচিত। ৩ সম্ভাবিত। ৪ অনুমিত।

তর্কিণ (পুং) চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দে গাছ। [চক্রমর্দ্দ দেখ।]

তর্কিল (পুং) তর্ক-ইলচ্। [তর্কিণ দেখ।]

তর্কিন্ (ত্রি) তর্কয়তি তর্ক-ণিনি। তর্ককারক, পণ্ডিতবিশেষ, মীমাংসক।

"ত্রৈবিদ্যোহৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তোধর্ম্মপাঠকঃ।" (মনু ১২।১১১)

তর্কু (স্ত্রী) কৃত-উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। সূত্রনির্ম্মাণযন্ত্র, টেঁকো। পর্য্যায়—কপালনালিকা, তর্কুটী, সূত্রলা। (হারাবলী)

তর্কুক (ক্লী) তর্কু স্বার্থে কন্। [তর্কু দেখ।]

তর্কুট (ক্লী) তর্কয়তি সূত্রোৎপাদকতয়া শোভতে তর্ক-উটন্। কর্ত্তন, কাটনাকাটা।

তর্কুটী (স্ত্রী) তর্কুট স্ত্রিয়াং গৌরা° ঙীষ্। তর্কু। [তর্কু দেখ।]

তর্কুপিণ্ড (পুং) তর্কুস্থিতঃ পিণ্ডঃ মধ্যলো°। টেকোর নিম্নস্থ মৃৎপিণ্ড, টেকোর বাঁটুল। পর্য্যায়—বর্ত্তিনী, তর্কপীঠী, বর্ত্তুলা। (হারাবলী)

তর্কুপীঠী (স্ত্রী) তর্কুস্থিতা পীঠী। তর্কুপিণ্ড। [তর্কুপিণ্ড দেখ।]

তর্কুলাসক (পুং) তর্কুং লাসয়তি লস-ণিচ্-ণ্বুল্। ঝল্লোল, তর্কুচালক যন্ত্র, চরকা।

তর্কশাণ (পুং) তর্কোঃ শাণঃ ৬তৎ। সানক, টেকোর শাণ।

তর্ক্য (ত্রি) তর্কের যোগ্য, বিচার্য্য।

তক্ষু (পুং) তরক্ষুঃ পৃষো° সাধুঃ। তরক্ষু, নেকড়েবাঘ।

তর্ক্ষ্য (পুং) তৃক্ষ বৎ বাহুলকাৎ গুণঃ। যবক্ষার, সোরা।

তর্খান, প্রাচীন তুরস্ক ভাষায় সম্ভ্রমসূচক উপাধিবিশেষ। উচ্চবংশোৎপন্ন ও যাহাদিগকে কোনরূপ বিশেষ কর দিতে হয় না, তর্খান বলিলে তাহাদিগকেই বুঝায়। প্রাচীন তুরস্কভাষায় লিখিত অনেক দলীলে তর্খ কথাটী দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ আশ্রয়লিপি ও সম্ভ্রান্তবংশজ্ঞাপক লিপি। তুরাণীয়দিগের অভিধানে ইহার অর্থ উচ্চপদবী। নরষখি ও তবরিগণ তর্খানের স্থলে তের্খন লিখিয়া থাকে। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য তাহারা এই কথাটী প্রয়োগ করে। চেঙ্গিজ খাঁকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রেষ্টার জন্ যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বট ও কসলক তাহা অবগত হইয়া চেঙ্গিজকে বলিয়া দেন। তাঁহাদের পরামর্শে জীবন রক্ষা হওয়ায় চেঙ্গিজ উহাদের উভয়কে তর্খান উপাধি প্রদান করিলেন। ইঁহাদের সন্তানসন্ততিগণও তর্খান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। খোরাসান ও তুর্কিস্থানে ইঁহাদের বাস।

ভারতবর্ষে সিন্ধুদেশে তর্খানবংশ দেখা যায়। কথিত আছে, তৈমুর এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তুর্কমিন

খাঁ যখন তৈমুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন অর্ঘুন খাঁর প্রপৌত্র একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার প্রতি রোধ করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৈমুর স্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি একুতৈমুরের আত্মীয়বর্গকে তর্খান উপাধি দিলেন। সেই অবধি সিন্ধুদেশে তর্খানবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরগণা প্রদেশেও তর্খানদিগের বাস আছে। ৭০৩ খৃঃ অব্দে এই স্থানের তর্খানগণ পারস্যের সম্রাট্‌কে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে খজরের খাকনদিগের কর্ম্মচারীবিশেষকে তর্খান কহে।

ভারতে তর্খান বংশীয়গণ এখন নসরপুর ও ঠট্টায় বাস করে।

১৫২১ খৃঃ অব্দ হইতে সিন্ধু দেশে অর্ঘুনবংশের আধিপত্য দৃষ্ট হয়। ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে এই বংশীয় শাহ হসেন অপুত্রক অবস্থায় গতাসু হইলে তর্খানবংশ অর্ঘুনবংশের স্থানাধিকার করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবর মীর্জা জানি বেগকে পরাভূত করিয়া সিন্ধুদেশ মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

তর্জ্জন (ক্লী) তর্জ্জ ভাবে ল্যুট্। ১ ভর্ৎসন, তিরস্কার। ২ অবজ্ঞাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করণ। ৩ ভয়প্রদর্শন। ৪ আস্ফালন। ৫ ক্রোধ।

তর্জ্জনগর্জ্জন (দেশজ) ১ ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চনাদ দ্বারা ভয়-প্রদর্শন। ২ ভর্ৎসনা করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন।

তর্জ্জনী (স্ত্রী) তর্জ্জত্যনয়া তর্জ্জ করণে ল্যুট্ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অঙ্গুষ্ঠসমীপাঙ্গুলি। পর্য্যায় প্রদেশিনী।

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্ম্মধ্যং পিতৃতীর্থং প্রচক্ষতে।" (স্মৃতি)

তর্জ্জনীমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাভেদ। বামহস্তমুষ্টি করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়।

"বামমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জনীমধ্যমে ততঃ।
প্রসার্য্য তর্জ্জনীমুদ্রা নির্দ্দিষ্টা শূলপাণিনা।" (তন্ত্র°)

তর্জ্জিক (পুং) তর্জ্জ তর্জ্জনমস্ত্যত্র তর্জ্জ-ঠন্। দেশবিশেষ, তাজিকদেশ। (হেম°)

তর্জ্জিত (ত্রি) তর্জ্জ-ক্ত। ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, অপমানিত।

তর্ণ (পুং) তর্ণোতি তৃণাদিকং ভক্ষয়তি তৃণ-অচ্। বৎস, বাছুর।

তর্ণক (পুং) তর্ণ এব স্বার্থে কন্। ১ সদ্যোজাত বৎস, কচি বাছুর। ২ শিশু বালক। (হেম°)

"গোকর্ণতর্ণকাহরয় তর্ণোতুলপকর্ণকচ্ছেদু।" (অনর্ঘরা° ৫।২৩)

তর্ণি (পুং) তরত্যাকাশপদ্ধতিং তৃ-নি। ১ সূর্য্য। ২ প্লব, ভেলা। (শব্দার্থ°)

তর্ত্তরীক (ক্লী) তীর্যাতাহনেন তৄ-ঈক (কর্করীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ নৌকা। কর্ত্তরি-ঈক। (ত্রি) ২ পারগ। (মেদিনী)

তর্ত্তব্য (ত্রি) তৄ-তব্য। তরণীয়।

তর্দূ (স্ত্রী) তরতি প্লবতে তৄ-উ দুকাগমশ্চ (স্রো দুক্‌চ। উণ্ ১।৯১) দারুহস্তক, কাষ্ঠের হাতা, ডাড়ু।

তর্ম্মন্ (পুং) তৃণ বা মনিন্। ১ চষাল-ছিদ্রাগ্রবেধ।

"দ্ব্যঙ্গুলং ত্র্যঙ্গুলং বা তর্ম্মাতিক্রান্তং যূপস্য।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১।৩০)

'তর্ম্মাতিক্রান্তং চষালছিদ্রাগ্রবেধাদতিক্রান্তং' (কর্ক)। আধারে মনিন্। ২ তর্দন প্রদেশ। "তর্ম্মসমূত্তে পশ্চাদ্বতঃ" (শত° ব্রা° ৩,২।১।২ 'তর্ম্মসমূত্তেইতি যয়োস্তয়ো মাংসপ্রদেশয়োঃ সম্বন্ধী ভবতি তথা চ তর্দনপ্রদেশেষু পশ্চাৎভাগে' (ভাষ্য)।

তর্পণ (ক্লী) তৃপ-প্রীণনে ভাবে ল্যুট্। ১ তৃপ্তি, প্রীণন। ২ যজ্ঞকাষ্ঠ। তৃপ্যন্তি পিতরো যেন তৃপ-করণে ল্যুট্। ৩ জল-দান দ্বারা দেবর্ষি পিতৃ, মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তিসম্পাদন। এই তর্পণ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তর্গত মহাযজ্ঞভেদ।

তর্পণ দ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাতাতপ প্রধান তর্পণের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

স্নাতক দ্বিজগণ শুচি হইয়া প্রত্যহ দেবগণ ঋষিগণও পিতৃগণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক দ্বারা ভর্ত্তার ও শ্বশুরাদির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া প্রতিদিন তর্পণ করিবে।* তাঁহার মতে অঙ্গতর্পণ এইরূপ—

স্নান তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। তর্পণ তাহার অঙ্গ। প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সম্বন্ধীয় স্নান নিত্য। গ্রহণাদি নিমিত্ত স্নান নৈমিত্তিক। গঙ্গাদি তীর্থে যে স্নান তাহা কাম্যস্নান। চাণ্ডালাদিস্পর্শ, শ্মশ্রুকর্ম্ম-অশ্রুপাত, মৈথুন, দুর্দ্দিন ও অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে যে স্নান করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক স্নান কহে। কিন্তু এইরূপ নৈমিত্তিক স্নানে তর্পণাদি অঙ্গক্রিয়া করিবে না। পূর্ব্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান করিলেই তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুত্র নাস্তিকতা প্রযুক্ত প্রতিদিন পিতৃগণের তর্পণ না করে, পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-রুধির পান করেন, অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতিদিন তর্পণ করিবে। স্নান করিয়া তর্পণ করা উচিত, এই নিয়মানুসারে যদি কোন

* "তর্পণন্তু শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্॥
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দিন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন স্নান না করা হয়, তাহা হইলে কি সেই দিন তর্পণ নিষিদ্ধ? অথচ বচনান্তরে "তর্পণং প্রত্যহংকার্য্যং" ইত্যাদি বচন দ্বারা তর্পণের নিত্যতা রহিয়াছে।

"নাস্তিক্যভাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥" (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

তর্পণের নিত্যতা হেতু "শুচি হইয়া তর্পণ করিবে" এই বচনানুসারে প্রধান তর্পণ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার পরেই কর্ত্তব্য। যে হেতু পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত পিতৃযজ্ঞরূপ তর্পণ মধ্যাহ্নকালে বিহিত হইয়াছে।

যদি প্রাতঃস্নান তর্পণ করিয়া মধ্যাহ্ন স্নান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলেও প্রধান তর্পণ করা বিধেয় কি না? ইহার উত্তরে শান্তিরূপ লিখিয়াছেন, প্রাতঃ স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলেই প্রসঙ্গাধীন পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত প্রধান তর্পণেরও সিদ্ধি হয়। মনু বলিয়াছেন, দ্বিজগণ স্নান করিয়া জল দ্বারা পিতৃগণকে যে তর্পণ করেন, সেই তর্পণ দ্বারাই সমস্ত পিতৃযজ্ঞক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হন।

"যদেব তর্পয়ত্যদ্ভিঃ পিতৄন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তেনৈব সর্ব্বমাপ্নোতু পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলম্॥" (মনু)

মনুর এই বচন দ্বারা রাত্রির শেষ চারি দণ্ড হইতে আগামী রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডের মধ্যে স্নান করিবে, অর্থাৎ প্রাতঃ কি মধ্যাহ্ন স্নান ইত্যাদির অনুল্লেখ না থাকায় অরুণোদয় কালীন তর্পণ দ্বারাও পিতৃযজ্ঞ তর্পণ সিদ্ধি হয়। অরুণোদয় সময়ে স্নান করিলে সামবেদিগণের সন্ধ্যাঙ্গ, তর্পণের পর পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। পরে মধ্যাহ্ন স্নান করিলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাঙ্গতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। প্রাতঃস্নান না করিলে সূর্য্যোদয়ের পর যে স্নান হয়, তাহাকে অহঃস্নান বলে, সুতরাং পিতৃতর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পর হইবে।

প্রাতঃকালে স্নান ও তর্পণ করিয়া যদি অহঃস্নান না করা হয়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নকালে প্রধান তর্পণ করিতে হয় না।

কারণ অরুণোদয় তর্পণেই প্রধান তর্পণের সিদ্ধি হয়। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে ও অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগে স্নান করিলে কেবল তর্পণ করিতে হয়।

শরীর অসুস্থ হইলে যদি প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন স্নান না করা যায়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাঙ্গ তর্পণের পর প্রধান তর্পণ করিতে হয়। কোন কারণে যে ব্যক্তি একদা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিয়া অহঃস্নান করেন, তাহার মধ্যাহ্নস্নানানন্তর তর্পণ করিতে হইবে। সন্ধ্যাদি করিয়া যদি তীর্থাদিতে স্নান করা হয়, তাহা হইলেও স্নানের পর তর্পণ করিতে হইবে।

যে জলাশয়ের জল সকল প্রাণীর নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হয় নাই ও অভোজ্য অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদি খানিত কূপ পুষ্করিণ্যাদির জল ও নিপানজ যে জল তাহার দ্বারা তর্পণ করিবে না। (কূপসমীপে পশ্বাদির পানার্থ রচিত জলাশয়ের নাম নিপান।)

"যন্ন সর্ব্বায় চোৎসৃষ্টং যচ্চাভোজ্যনিপানজম্।
তদ্বর্জ্জং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্ম্মণি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বৃষ্টির জলে তর্পণ করিতে নাই, শূদ্রের ও মেঘাদি নিঃসৃত জল দ্বারা স্নান, আচমন, দান, দেব ও পিতৃতর্পণ করিবে না। যে অজ্ঞব্যক্তি বর্ষণ হইতে থাকিলে বৃষ্টিজল মিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহার নিশ্চয়ই ঘোর নরকে গমন হয়। ইষ্টকরচিত স্থানে পিতৃ তর্পণ করিবে না।

"নেষ্টকারচিতে স্থানে পিতৄং স্তর্পয়েৎ।" (শঙ্খ-লিখিত)

আর্দ্রবস্ত্র হইয়া তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই তর্পণ করিতে হয়। আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তীরে বসিয়া তর্পণ করিবে। কিন্তু তীর্থে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিলে জলে এক চরণ ও স্থলে এক চরণ করিয়া তর্পণ করিবে। জলে নামিয়া তর্পণ করিতে হইলে নাভিমাত্র জলে থাকিয়া করিবে। স্থলে তর্পণের একটু বিশেষ আছে, যদি কেহ উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহা হইলে তিল মিশ্রিত করিয়া লইবে। যদি তিলমিশ্রিত না করা হয়, তাহা হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তি বামহস্ত দ্বারা তিল গ্রহণ করিবে।

তিলতর্পণ করিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বাম কর হইতে তিল গ্রহণ ও পাত্রস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে।

যে ব্যক্তি তিল রোমসংস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করেন, পিতৃগণ সেই তর্পণ দ্বারা তর্পিত না হইয়া তাহার রুধির ও মল দ্বারা তর্পিত হন।

"রোমসংস্থান্ তিলান্ কৃত্বা যস্তু সংতর্পয়েৎ পিতৄন্।
পিতরস্তর্পিতাস্তেন রুধিরেণ মলেন চ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বাম করে যেখানে রোম না থাকে, সেইখানেই তিল রাখিবে। কোন শুদ্ধ পাত্রে তিল রাখিয়া তর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে রোমের সহিত মিলিত হয় না। ব্যবহারেও এইরূপ দেখা যায়। তাম্রনির্ম্মিত তিলধানী বাম হস্তের মণিবন্ধে সংযুক্ত করিয়া দ্বিজগণ তর্পণ করিয়া থাকেন। তিল ভিন্ন শুদ্ধ জল দ্বারা তর্পণ হইতে পারে। কিন্তু তিলতর্পণ অধিক ফলদায়ক।

কুশ, রৌপ্য বা স্বর্ণাঙ্গুরীয় দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে ধারণ করিবে। এক হস্তে তর্পণ নিষিদ্ধ। যব ও তিলাক্ত

দ্বারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটক দ্বারা পিতৃদিগের তর্পণ বিধেয়। তিলের অভাবে সুবর্ণ ও রজতযুক্ত করিয়া জল দিবে। তদভাবে দর্ভযুক্ত জলদ্বারা করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকার করিবে না। তিল অভাবে পর পর প্রতিনিধি কথিত হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তিলযুক্ত তর্পণই প্রশস্ত। রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী ও অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যশ্রাদ্ধদিন, সপ্তমী, জন্মতিথি ও সংক্রান্তিতে তিলতর্পণ করিবে না। কিন্তু অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণকাল, যুগাদি, প্রেতপক্ষ, (মহালয়া অমাবস্যার পূর্ব্ব প্রতিপদ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রেতপক্ষ) এবং গঙ্গাদি তীর্থে সকল দিনেই তিলতর্পণ করা যায়, দাহান্তে ও প্রেতোদ্দেশে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিবে। এই সকল স্থলে কোন দিনেই তিলতর্পণ নিষিদ্ধ নহে।

সৌবর্ণ, তাম্র বা রৌপ্যময় অথবা খড়্গনির্ম্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে।

সুবর্ণাদি পাত্র ব্যতীত অথবা তিল ও দর্ভ ভিন্ন তর্পণোদক পিতৃগণের তৃপ্তিকর হয় না। কিন্তু ইহা সমগ্র দ্রব্যের অভাবে বুঝিতে হইবে।

সৌবর্ণাদি পাত্রে সুবর্ণ দ্বারা উদক পিতৃতীর্থ স্পর্শ করিয়া দিতে হইবে।

জলদ্বারা তর্পণ করিলে পাত্র হইতে জলগ্রহণ করিয়া অন্য শুদ্ধ পাত্রে অথবা জলপূর্ণ গর্ত্তে নিঃক্ষেপ করিবে, বহিঃশূন্য স্থানে পরিত্যাগ করিবে না। তর্পণ জলপাত্র হইতে এক বিঘত উচ্চ করিয়া ফেলিতে হয়।

উপবীতী হইয়া দেবগণের, নিবীতী হইয়া মনুষ্যগণের ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়। তর্পণ করিবার সময় বামহস্ত বহুতর কুশযুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ হস্ত কুশপত্রদ্বয় নির্ম্মিত পবিত্রযুক্ত করিবে। কিন্তু প্রত্যহ এ সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহিগণের কার্য্য করা অতীব কঠিন, এইজন্য শাস্ত্রকারগণ একটী সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে রজত ও অনামিকাতে সুবর্ণ ধারণ করিবে, তাহা হইলে কুশাদি ধারণের কার্য্য হইবে।

"তর্জ্জন্যা রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্য মনামরা ॥

কুশকার্য্যকরং বস্মাত্তুরভ্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সার্দ্ধবিগণ সনকাদি দিব্যমনুষ্যের তর্পণ প্রত্যঙ্মুখ হইয়া করিবেন, সামগেতর উদঙ্মুখ হইয়া করিবেন। দেবগণ পূর্ব্ব, পিতৃগণ দক্ষিণ, মনুষ্যগণ প্রতীচী ও অসুরগণ উত্তর দিক্ ভজনা করিয়া থাকেন, সুতরাং তর্পণাদি কার্য্যও উক্ত দিকে মুখ করিয়া করা কর্ত্তব্য। দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার জলতর্পণ করিবে, ঋষিগণের একবার বিধেয়। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী ইহাদিগকে তিনবার করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে। কিন্তু মাতার অনুরোধে মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে একবার করিয়া তর্পণ করিতে হইবে।

এই দ্বাদশ ব্যক্তির মধ্যে যিনি জীবিত থাকেন, তাঁহাকে বাদ দিয়া তদূর্দ্ধ পুরুষকে গ্রহণ করিয়া পূরণ করিবে। সন্ন্যাসী এবং পতিত ব্যক্তির বিষয়ে এইরূপ বিধান জানিবে।

তদনন্তর বিমাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুলপ্রভৃতিকে তর্পণ করিবে। বান্ধবগণের তর্পণের পর সুহৃদগণের তর্পণ করিবে। সুহৃদ্ যদি অসবর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে তর্পণ করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণের অসবর্ণ হইলেও ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণ ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মকে জল না দেন, তাহাদের সম্বৎসরকৃত পুণ্য নাশ হয়।

"ব্রাহ্মণাদ্যাস্ত যে বর্ণাদদ্যুর্ভীষ্মায় নোজলম্।

সম্বৎসরকৃতং তেষাং পুণ্যং নশ্যতি সত্বরম্ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রথমে দেবতর্পণ পরে মনুষ্যতর্পণ, তৎপরে মরীচ্যাদি ঋষিতর্পণ, তৎপরে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ, অনন্তর চতুর্দ্দশ যমতর্পণ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। পরে রাম তর্পণ করিবে।

এই সকল তর্পণে অশক্ত হইলে শঙ্খমুনি লিখিত সংক্ষিপ্ত তর্পণ করিবে। এই সংক্ষিপ্ত তর্পণে সকল তর্পণ সিদ্ধ হইবে।

স্ত্রী ও শূদ্র তর্পণমন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে "নমঃ নমঃ" উচ্চারণ করিয়া জল দিবে। কিন্তু পিত্রাদির নাম উল্লেখপূর্ব্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহা স্ত্রী ও শূদ্র করিবে। অনুপনীত ও জীবৎপিতৃক ব্যক্তি প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্য তর্পণ করিতে পারিবে না।

তর্পণ করিবার পূর্ব্বে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি তর্পণের পূর্ব্বে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করেন, তাঁহার পিতৃগণ দেবগণের সহিত নিরাশ হইয়া গমন করেন।

তর্পণপ্রয়োগ।—

পূর্ব্বে যে সময় উক্ত হইয়াছে সেই সময়ানুসারে প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।

তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তীর্থ-আবাহন করিবে। পরে পূর্ব্ব মুখে উপবীতী হইয়া দেবতর্পণ করিবে। ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং, ব্রহ্মাদি প্রত্যেক দেবতাকে ত্রিপত্র সহিত দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। এইরূপে দেবতর্পণ করিয়া—

"ওঁ দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্বগা খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।"

এই মন্ত্র পড়িয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। পরে পশ্চিম মুখে নিবীতী হইয়া—

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া প্রজাপতিতীর্থদ্বারা দুই অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া 'ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং' ইহা বলিয়া মরীচি হইতে নারদ পর্য্যন্ত যথাক্রমে বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

তাহার পর দক্ষিণ মুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া ওঁ অগ্নিষ্বাত্তা পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা, ওঁ সৌম্যাঃ, ওঁ হবিষ্মন্তঃ, ওঁ উষ্মপাঃ, ওঁ সুকালিনঃ, ওঁ বর্হিষদঃ, ওঁ আজ্যপাঃ।

ইহাদিগকে পিতৃতীর্থ দ্বারা সতিল এক এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এই মন্ত্রটী তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিন অঞ্জলি জল দিবে। যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।

তাহার পর তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলতর্পণ করিবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া—

'ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্তপোঽঞ্জলিং।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে। পরে 'বিষ্ণুরোং অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।"

এই বাক্যটী তিনবার করিয়া তিন অঞ্জলি জল পিতৃউদ্দেশে দিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকেও সতিল তিনঅঞ্জলি জল দিতে হইবে।

"বিষ্ণুরোং অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা।" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে।

পরে পিতামহী ও প্রপিতামহীকেও এইরূপে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, বিমাতা, পিতৃব্য, মাতুল এবং ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকেই এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

পিতৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়া ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা বিধেয়। ভীষ্মাষ্টমী ভিন্ন ভীষ্মের তর্পণ করিতে হইবে না।

ভীষ্মতর্পণ—

'ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥'

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥"

এই মন্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে নমস্কার করিবে। অনন্তর—

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥'

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥"

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।"

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে—

"ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥"

এই মন্ত্রে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার জল দিবে।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা পিতৃচরণোদ্দেশে নমস্কার করিবে।

প্রত্যহ তর্পণ করিতে অশক্ত হইলে—

"ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।"

এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ সম্পন্ন করিতে পারেন।

সংক্ষেপে তর্পণের মন্ত্রান্তর—

"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বে পিতরো মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকং॥"

শূদ্র ও যজুর্ব্বেদিগণ তর্পণকালে "তৃপ্যতু" এই শব্দ প্রয়োগ করিবেন, যথা "ব্রহ্মা তৃপ্যতু" "সনকশ্চ সনন্দশ্চ" এই মন্ত্র উত্তরমুখী হইয়া পাঠ করিয়া দুই অঞ্জলি জল দিবেন।

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ।"

এই মন্ত্র দ্বারা প্রথমে তীর্থ-আবাহন করিবে।

শূদ্রগণ ভীষ্মতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে। আর আর সকল সামবেদীদিগের সহিত সমান।

ঋগ্বেদীদিগের তর্পণ যজুর্ব্বেদীয় তর্পণের সহিত সমান, কেবলমাত্র অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ তিনবার করিয়া করিতে হয়। জন্মাষ্টমী তিথিতে উদকমাত্র দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে শতবর্ষ গয়াশ্রাদ্ধের ফল হয়। (আহ্নিকতত্ত্ব)

তন্ত্রমতে তর্পণ ত্রিবিধ—আন্তর, মানস ও বাহ্য। সোম, অর্ক ও অনলের সংঘট্ট হইতে স্খলিত যে পরম অমৃত, সেই দিব্য অমৃত দ্বারা পরমদেবতাকে তর্পণ করিতে হয়। ইহার নাম আন্তর। আত্মাকে তন্ময় করিয়া অর্থাৎ যে দেবতার তর্পণ করিবে, সেই দেবতাস্বরূপ হইয়া তর্পণ করার নাম মানস তর্পণ। বিশুদ্ধ স্থানে উপবেশন করিয়া তর্পণ আরম্ভ করিবে। প্রথমে গুরুকে তর্পণ করিয়া পরে মূলদেবীকে তর্পণ করিবে। প্রথমে বীজত্রয় গ্রহণ করিয়া, তাহার পর বিদ্যা ও হুতভুগ্দয়িতা (স্বাহা) যুক্ত করিয়া মূলদেবীর নাম কথনের পর "তর্পয়ামি নমঃ" এই পদ প্রয়োগ করিবে।

কুলবারি দ্বারা দেবতা, অগ্নি ও ঋষিদিগকে তর্পণ করিবে। তর্পণের আদিতে "তৃপ্যতাং" এই পদ প্রয়োগ করিতে হয়।

এই প্রকারে বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও ভৈরবদিগকে তর্পণ করিবে। তর্পণের প্রথমে ত্রিপুর পূর্ব্ব এই পদ প্রয়োগ করিবে *।

তর্পণঘাট, দিনাজপুর জেলায় সরহট্ট পরগণার অধীন একটী পল্লিগ্রাম। পরগণার মধ্যে এই গ্রামটীই সমধিক খ্যাত। করতোয়া নদীতটে অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে কতকগুলি বিল ও শালবন আছে। প্রতিবৎসর চৈত্র কিম্বা বৈশাখমাসে তর্পণঘাটে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মেলাস্থলে প্রায় ৪।৫ হাজার লোকের সমাগম হয়।

তর্পণী (স্ত্রী) তৃপ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ১ গুরুস্কন্ধ বৃক্ষ। ২ গঙ্গা।

"তর্পণী তীর্থতীর্থাচ ত্রিপথা ত্রিদশেশ্বরী।" (কাশীখ° ২৯।৩২)

(ত্রি) ৩ প্রীতিদায়িনী।

তর্পণীয় (ত্রি) তৃপ্তির যোগ্য।

তর্পণেচ্ছু (পুং) তর্পণং ইচ্ছতি ইষ উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ভীষ্ম। (ত্রি) ২ তর্পণাকাঙ্ক্ষী, তর্পণ করিতে ইচ্ছুক।

তর্পয়িতব্য (ত্রি) তৃপ-ণিচ্-তব্য। তৃপ্তি বা প্রীণনযোগ্য।

তর্পিণী (স্ত্রী) তর্পয়তি প্রীণয়তি তৃত্-ণিচ্ ণিনি, ততো ঙীপ্। পদ্মচারিণীলতা। (শব্দচ°)

তর্পিত (ত্রি) তৃপ-ণিচ্-ক্ত। প্রীণিত, সন্তোষিত।

তর্পিন্ (ত্রি) তৃপ-ণিচ্ ণিনি। তর্পক, প্রীণয়িতা।

তর্পিলী (স্ত্রী) তৃপ-ইল গৌরা° ঙীষ্। পঙ্কচকারিণী। এই অর্থে তর্ন্নিলী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়। তর্পিলী কপিলকাদি° রস্য ল, তর্ন্নিলী। স্বার্থে কন্। তর্পিলিকা, তর্ন্নিলিকা।

---

* তর্পণঞ্চ ত্রিধা প্রোক্তং সাম্প্রতং তচ্ছৃণুষ মে।
সোমার্কানলসংঘট্টাৎ স্খলিতং যৎপরামৃতং।
তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েৎ পরদেবতাং।
আন্তরং তর্পণং হ্যেতন্মানসং শৃণু সাম্প্রতং।
আত্মানং তন্ময়ং কৃত্বা সদা সন্তর্পিতাম্বরান্।
সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু সন্তুষ্ট স্থিরমানসঃ।
উপবিষ্টঃ শুচৌদেশে ততস্তর্পণমারভেৎ।
তর্পয়িত্বা গুরুনাদৌ মূলদেবীঞ্চ তর্পয়েৎ।
বীজত্রয়ং ততোবিদ্যা হুতভুগ্দয়িতা তথা।
ততো দেব্যাঃ স্বনামান্তে তর্পয়ামি নমঃ পদং।
দেবানগ্নীনৃষীংশ্চৈব তর্পয়েৎ কুলবারিণা।
তর্পণাদৌ প্রযুঞ্জীত তৃপ্যতাং মুখ্য চৈবহ।
তথৈব পরমেশানি বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং।
এবং ঋষীন্প্রতর্প্যাথ পিতৃন্পি চ ভৈরবান্।
তৃপ্যতাং সুন্দরীমাতা পিতা চৈব তৃপ্যতাং।
আদৌ ত্রিপুরপূর্ব্বঞ্চ তর্পণে বিনিযোজয়েৎ।" (গন্ধর্ব্বতন্ত্র)

তর্বট (পুং) তর্বতি দ্রুতং গচ্ছতি তর্ব বাহুলকাৎ অটন্। ১ বৎসর। ২ চক্রমর্দ্দ, চাকুন্দে গাছ। (রাজনি°)

তর্মন্ (ক্লী) তরতি তৃ-মনিন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) যূপাগ্র, যজ্ঞীয়কাষ্ঠের অগ্রভাগ।

তর্ষ্য (পুং) ঋষিভেদ। "বধীয়াৎ বাহুবৃক্তঃ শ্রুতবিত্তর্য্যঃ।" (ঋক্ ৫।৪৪।১২) 'শ্রুতস্য বেত্তাচ তর্ষ্যশ্চ' (সায়ণ)

তর্ষ (পুং) তৃষ তৃষ্ণায়াং ভাবে ঘঞ্। ১ অভিলাষ। ২ তৃষ্ণা।
"লবণার্ণবপানেন তর্ষোৎকর্ষমিবোদ্বহন্।
যৎ প্রতাপো রিপুস্ত্রীণাং সনেত্রাম্ভোঽন্তজস্মুখং॥"
(রাজত° ৩।৪৮২)

তীর্যত্যনেন তৄ-স (বৃতৃবর্দিহনীতি। উণ্ ৩।৬০) ৩ প্লব, ভেলক। ৪ সমুদ্র। ৫ সূর্য্য।

তর্ষণ (ক্লী) তৃষ ভাবে ল্যুট্। ১ পিপাসা। ২ অভিলাষ।
"নির্ব্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্ সাদস্রিয়তর্ষণাৎ॥" (ভাগ° ৯.৬.২১)

তর্ষিত (ত্রি) তর্ষোঽস্য জাতঃ। তর্ষ তারকা° ইতচ্। ১ তৃষিত, পিপাসিত। ২ জাতাভিলাষ, বাঞ্ছিত।
"অতিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ।" (রামা° ২।১০৪।১)

তর্ষুল (ত্রি) তৃষ-উলচ্। তৃষ্ণাযুক্ত।

তর্ষ্যাবৎ (ত্রি) তৃষাবৎ বেদে পৃষো° সাধুঃ। তৃষ্ণাযুক্ত, তৃষিত। "নিরুদ্ধ চিন্নহিবস্তর্ষ্যাবান্।" (ঋক্ ১০।২৮।১০) 'তর্ষ্যাবান্ তৃষাবান্' (সায়ণ)

তর্হন (ত্রি) অনিষ্ট করা, দমন।

তর্হি (অব্য) তদ্-র্হিল্। সেই সময়ে, তজ্জন্য, তবে।
"তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি।" (সাংখ্য সূ° ১।৪৩)

তল (পুং ক্লী) তলতি তল অচ্। ১ অধোভাগ, তলা। ২ পাতাল। ৩ উপরিভাগ, পৃষ্ঠদেশ। ৪ মূলদেশ, মূলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান, মধ্যাহ্নকালে যতদূর ছায়া পড়ে; যথা তরুতল। ৫ টালি। ৬ পায়ের তেলো। ৭ মধ্যদেশ। ৮ স্বরূপ। (ক্লী) ৯ কানন। ১০ গর্ত্ত। ১১ জ্যাঘাতবারণ। ১২ গৃহের পরিচ্ছেদ, যথা একতল গৃহ। ১৩ কার্য্যবীজ। ১৪ চপেট, চাপড়। ১৫ তালবৃক্ষ। ১৬ খড়্গাদির মুষ্টি। ১৭ সব্য হস্ত দ্বারা তন্ত্রীবাদন। ১৮ গোধা। ১৯ ৎসরু। ২০ নরক বিশেষ। এইখানে ব্যাভিচারী হত্যাকারী প্রভৃতিরা বাস করিয়া থাকে। ২১ আধার। ২২ মহাদেব।
"তলস্তালঃ করস্থালী উর্দ্ধসংহননো মহান্।" (ভারত ১৭।১২৮)

তলওয়ার (হিন্দি) ইহার অর্থ তরবারি। সোডা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য যে কাষ্ঠিয়া দ্বারা জলাদি কর্ষিত হয়, তাহাকেও তলওয়ার কহে। [তলবার দেখ।]

তলওয়ার, মহিসুরের জাতিবিশেষ। পলিগারদিগের আধিপত্যকালে ইহারা বার্ষিক একটী ভেড়া ও একপাত্র ঘৃত কর-স্বরূপ প্রদান করিত।

তলক (ক্লী) তলেন গভীর গর্ত্তেন কায়তি কৈ-ক। ১ পুষ্করিণী। ২ ফলবিশেষ।

তলকর, ১ জমাবিশেষ। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জমা সমধিক প্রচলিত। শুষ্ক জলাশয়ের জমীর স্বত্বকে তলকর কহে।

২ মুর্শিদাবাদ জেলার একটী বিলের নাম। এই জেলায় যতগুলি বিল আছে, তাহার মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বহরমপুর হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমদিকে গেলেই এই বিলটী দেখা যায়।

তলকাড়ু, মহিসুর রাজ্যে মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক।

২ উক্ত তালুকের প্রাচীন নগর। পূর্ব্বকালে এই নগরটী তলকাড়ু, তক্কাড়ু এবং তালকাড়ু নামেও খ্যাত ছিল। মহিসুর জেলায় নর্সাপুর তালুকে কাবেরী নদীর বাম তটে ১২° ১১´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭৭° ৫´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। মহিসুর নগর হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ২৮ মাইল গেলে তলকাড়ে উপস্থিত হওয়া যায়।

এই নগরে কাবেরী নদীর এক পার্শ্বে কতকগুলি শৈবমন্দির দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরগুলির প্রায় সর্ব্বাংশ বালুকা ঢাকা পড়িয়াছে। অপর তটে যে মন্দিরটী আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী শুনা যায়। একদা এক ভিক্ষু মহাদেবকে অর্চনা করিবার জন্য তলকাড়ে উপনীত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া তিনি বিষম গোলযোগে পড়িলেন। অসংখ্য শিবমন্দির দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে প্রত্যেক মন্দিরে পূজা করিতে হইলে যে উপকরণের আবশ্যক তাঁহার যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থে কিছুতেই তাহার সঙ্কুলান হয় না; অথচ সকল মন্দিরে পূজা না করিলেও নয়; কারণ যদি কোন মন্দিরে তিনি অর্চনা না করেন, তবে সেই মন্দিরস্থিত বিগ্রহ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার সংগৃহীত অর্থে তিনি কতকগুলি কলাই ক্রয় করিলেন। ইহার এক একটী কলাই তিনি প্রতি মন্দিরে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একটী মন্দিরে উপাসনা বাকী থাকিতে তাঁহার কলাই ফুরাইয়া গেল। ভিক্ষু অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন। যে মূর্ত্তির পূজা হইল না, যাহাতে অপর মূর্ত্তিগুলি তাঁহার উপর প্রাধান্য লাভ করিতে না পারেন, তজ্জন্য নদীর অপর পারে আপনাকে চালিত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় অপর বিগ্রহগুলি বালুকা-সমাচ্ছন্ন হইল।

প্রাচীন তলকাড় নগরের অট্টালিকাগুলি বালুকাস্তূপে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা রহিয়াছে। স্তূপ পর্ব্বতবৎ এই বালিরাশি প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ। প্রতিবর্ষে ২০ ফিট্ করিয়া বালুকাস্তূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। উক্ত বালুকাস্তূপে ৩০টী মন্দির গ্রাস করিয়াছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে ২টীর উচ্চতম চূড়া এখনও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে কীর্ত্তিনারায়ণের মন্দিরে বালুকারাশি কিয়ৎপরিমাণে অপসারিত করা হইয়া থাকে। এই নগরের প্রায় সকল অংশই বালুকাময়; বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে প্রতীতি হয় যে, শীঘ্রই অবশিষ্টাংশ বালুকাচ্ছাদিত হইবে। স্থানীয় লোকগণ বলেন যে, এই নগরের শেষ রাণী এই স্থান বালুকায় পরিণত হইবে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া কাবেরীজলে পতিত হইয়া নিজ জীবন পরিত্যাগ করেন।

তলকাড়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই হিন্দু। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তলকাড় নর্সাপুর তালুকের প্রধান সহর ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তলকাড়কে দলবন কহে। দল-বনপুর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

তলকাড়ের প্রাচীনতম ইতিহাস পাওয়া যায় না। ২৮৮ খৃঃ অব্দ হইতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত অব্দে গঙ্গবংশীয় হারবর্ম্মা তলকাড়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই বংশীয় অন্য এক রাজা তলকাড়ের দুর্গাদি সংস্কার করেন। ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজগণ তলকাড় শাসন করিতে থাকেন। চেরবংশীয়গণ কিছুদিন এই স্থান আপনাদিগের অধীনে রাখিয়াছিলেন। ১০ম শতাব্দীতে তলকাড়ে হয়সালবল্লালবংশের রাজধানী ছিল। ১৬শ শতাব্দীতে পুনরায় গঙ্গবংশীয়দিগের জয়পতাকা এই নগরে উড়িতে আরম্ভ করে। শিবসমুদ্রের পরাক্রমেই এই স্থান পুনরায় গাঙ্গেয়দিগের হস্তগত হয়। কিন্তু এই বংশীয় তিন জনের অধিক রাজা তলকাড়ে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। পরে ইহা বিজয়নগরের জনৈক করদ রাজার অধীনে আসিল। অবশেষে ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে মহিসুরের হিন্দুরাজা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তলকাড় অধিকার করিয়া লইলেন।

তলকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তি-স্থল। কোরগ প্রদেশে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের ব্রহ্মগিরি অংশে অক্ষা° ১২°২৩´ ১০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫°৩৪´ ৫০´´ পূঃ। এইস্থানে একটী দেবমন্দির আছে। অনেক হিন্দুযাত্রী প্রতিবর্ষে এইস্থানে আগমন করে। কার্ত্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসে তলমান-পর্ব্বোপলক্ষে বহুতর লোক এইস্থানে স্নান করিয়া থাকে। এই কালে কোড়গের প্রত্যেক পরিবার স্নানার্থ এক একজন প্রতিনিধি পাঠায়। প্রতিবর্ষে মন্দিরের জন্য গবর্মেণ্টের প্রায় ২৩২০ টাকা ব্যয় হয়।

তলকোট (পুং) বৃক্ষবিশেষ। "তলকোটস্য বীজেষু পচেদ্বৎ কারিকাং শুভাং।" (সুশ্রুত)

তলঘাট, মান্দ্রাজ বিভাগের সালেম জেলার দক্ষিণাংশ। পূর্ব্বকালে এই প্রদেশ কোঙ্গুদেশের অংশভুক্ত ছিল। কোঙ্গু-বংশীয় রট্ট এবং গঙ্গরাজগণ চেল্‌-রাজগণের পূর্ব্বে এই প্রদেশ শাসন করিতেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কোঙ্গুবংশীয় রাজগণ নন্দিদুর্গ পর্য্যন্ত ও ৮ম শতাব্দীতে তুঙ্গভদ্রানদীতীরস্থ হরিহর পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ৮৯৪ খৃঃ অব্দে ইহারা চোলবংশ কর্ত্তৃক আপনাদিগের অধিকার চ্যুত হয়। ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলরাজগণের অধীন অনেক সামন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন। ইহাদিগের মধ্যে হয়শালবংশীয় কোন সামন্ত ১০৮০ খৃঃ অব্দে সালেম প্রদেশ অধিকার করিলেন। ১৩১০ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ মুসলমানদিগের হস্তে পড়িল। কিছুকাল পরে ইহা বিজয়নগর রাজ্যভুক্ত হইল। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রদেশে নায়কগণের আধিপত্য দেখা যায়। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের অবরোধের পর ইহা বৃটিশরাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

তলতাল (পুং) তলেন করতলেন তাড্যতে তাড় কর্ম্মণি ঘঞ্‌ ডস্য লঃ। করতল দ্বারা বাদনীয় বাদ্যভেদ। "আক্ষেটয়ন্ সেলয়ংশ্চ তলতালঞ্চ বাদয়ন্।" (ভারত ৩।১৭৮ অ°)

তলত্র (ক্লী) তলং ত্রায়তে ত্রৈ-ক। চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা।

তলত্রাণ, (ক্লী) তলং করতলং ত্রায়তে ত্রৈ-করণে ল্যুট্‌। কর-তল রক্ষক, চর্ম্মময় গোধাবিশেষ, চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা।

তলদাবাঁশ (দেশজ) এক প্রকার ফাঁপা অথচ সরু বাঁশ, ইহাতে ডালা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

তলপ্ (আরবী) ১ আহ্বান। ২ হুকুম। ৩ বেতন।

তলধ্বনি (পুং) তলস্য ধ্বনিং ৬তৎ। হস্ততলের শব্দ, হাততালি।

তলম্ব, পঞ্জাবে মুলতান জেলায় সরাইসিধু তহসীলের একটী সহর। মুলতান সহরের ৫১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং চন্দ্রভাগা নদীর বামতটের ২ মাইল দূরে ৩০°৩১ উঃ অক্ষাংশে এবং ৭২° ১´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সহরে মিউনিসিপালিটী আছে।

এইস্থানে অনেক প্রত্নতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এক মাইল দক্ষিণে একটী প্রাচীন দুর্গ ছিল। এইদুর্গের ইট দ্বারা তলম্বের অনেক সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুর্গের ইটগুলি প্রাচীন মুলতানের অট্টালিকার ইটের ন্যায়। অনেকের মতে আলেকজান্দার এইস্থানে চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া

ছিলেন এবং মল্লিদিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করেন। এই প্রদেশ একবার মাক্কুদের হস্তগত হয়। তৈমুর ভারতে আসিয়া তলম্ব লুণ্ঠন ও অধিবাসীদিগকে হত্যা করিলেন; কিন্তু দুর্গটী নষ্ট করেন নাই।

তলম্বে অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, মাহ্মুদ লঙ্গের সময় (১৫১০-১৫২৫ খৃঃ অব্দ) চন্দ্রভাগা নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানকার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ একটী নগরের ন্যায়; দক্ষিণদিকে উচ্চ দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। বহির্ভাগের কর্দ্দম-প্রাচীর ২০০ ফিট্ পুরু ও ২০ ফিট্ উচ্চ। এই প্রাচীরের উপর প্রায় সমান উচ্চের অপর একটী প্রাচীর দেখা যায়। পূর্ব্বে উভয়েরই সম্মুখভাগ বৃহৎ ইষ্টক দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল।

বর্ত্তমান তলম্বগ্রামে একটী পুলিশ, একটী ডাক-ঘর, একটী স্কুল ও একটী সরাই আছে। এগুলি একটী অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত।

সহরের প্রায় ½ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী চাউনি-স্থান ও ২টী উত্তম কূপ আছে।

তলপরম্ব [তলিপরম্ব দেখ।] মান্দ্রাজ বিভাগে মলবার জেলার একটী সহর।

১ মলবার জেলার চেরকল তালুকের একটী সহর। কন্নূরের (কননোর) ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ১২° ২´ ৫০´´ উঃ অক্ষা° ও ৭৫°২৪´ ১৬´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই স্থানে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। এখানে সব-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী ও একটী মন্দির আছে। মন্দিরের ছাদ পিত্তল-নির্ম্মিত। নিকটস্থ বালপাথরের পাহাড়ে বহুসংখ্যক গুহা কর্ত্তিত হইয়াছে। এগুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম ও আশ্চর্য্যজনক।

তলপেট (দেশজ) উদরের নাভিকুণ্ডের নিম্নস্থ অংশ। উদরের অধোভাগ।

তলপেট্যাল (দেশজ) নিম্ন হইতে সাহায্যকারী ব্যক্তি।

তলপ্রহার (পুং) তলেন প্রহারঃ ৩তৎ। চপেটাঘাত, চাপড় মারা। "তল প্রহারমশনেঃ সদৃশং ভীমনিস্বনং।"

(রামা° ৬।৭৬ অঃ)

তলভেদ (পুং) তলস্য ভেদঃ ৬তৎ। তলা ফুটা হইয়া যাওয়া।

তলমীন (পুঃ) তলে জলনিম্নে স্থিতো মীনঃ। জলনিম্নস্থিত মৎস্য, চিঙ্গড়ী মাছ।

তলযুদ্ধ (ক্লী) তলস্য চপেটস্য আঘাতেন যুদ্ধং। চপেটাঘাত দ্বারা যুদ্ধবিশেষ, চড়াচড়ি।

তললোক (পুং) তলস্থো লোকঃ মধ্যলো°। পাতাল।

তলব (আরবী) [তলপ দেখ।]

তলব চিঠী (আরবী) আহ্বানপত্র, আদেশপত্র।

তলব (ত্রি) তলং হস্তাদি তলং বাদ্যং নির্ব্বৃত্তি বা-ক। তল-বাদ্যকারক। "তাম্রস্তাবানস্থা তলবং" (যজু° ৩০।২০) 'তলবং তল-বাদ্যবাদকং' (মহীধর)

তলবকার (পুং) ১ সামবেদের শাখাভেদ। ২ তলবকারোপনিষদ্।

তলবা, ভাগলপুর জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদীটী পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। স্থানে স্থানে ইহার প্রাচীন গর্ত্ত দৃষ্ট হয়। এই গর্ত্ত ১৫ হইতে ২০ চেইন প্রশস্ত। দেখিলে বোধ হয় যে, এখন যে স্থান হইতে তিলজুগা নদীতে জল আইসে, পূর্ব্বে সেই স্থান হইতে জল নদীতে আসিত। বর্ষান্তে তলবা স্থানে স্থানে শুকাইয়া যায়। নদীগর্ভস্থ শুষ্ক স্থান চাষ করা হইয়া থাকে। এই স্থানে অনায়াসেই প্রচুর ফসল জন্মে। এই নদী নিঃশঙ্কপুরকুরা পরগণার পশ্চিমদিকে প্রবাহিত। বর্ষাকালে সোনবর্ষা পর্য্যন্ত ২০০ মণ বোঝাই নৌকা এবং বৈজনাথপুর পর্য্যন্ত ৫০ মণ বোঝাই একত্র যাতায়াত করিতে পারে। এই নদী পর্ব্বান ও লোরনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

তলবানা (আরবী) বাদী প্রতিবাদী বা সাক্ষিদিগের প্রতি শমন বা অন্য কোন আদেশ পাঠাইবার জন্য যে খরচ লাগে।

তলবার (হিন্দী) [তরবারি দেখ।]

তলবারণ (ক্লী) তলে বাহুতলে বারয়তি বারি ণ্যুট্। ১ জ্যাঘাত-বারণার্থ হস্ততলবদ্ধ বর্ম্মভেদ, চামাটী। ২ খড়্গ। ৩ খাপ।

তলসান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগে ঝালাবারের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ৪টী পল্লিগ্রাম দ্বারা তলসান রাজ্য গঠিত। ইহার অংশীদার ২ জন।

ভূ-পরিমাণ ৪৩ বর্গ মাইল। রাজস্ব প্রায় ২২৯২০৲ টাকা। প্রায় ৯১৫৲ টাকা বৃটিশগবর্মেণ্টকে ও প্রায় ১৫০৲ টাকা জুনাগড়ের নবাবকে কর-স্বরূপ দিতে হয়।

বোম্বাই, বরোদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের বড়বান-শাখার লখতর ষ্টেসনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তলসান গ্রাম অবস্থিত। প্রতিকনাগের মন্দিরের জন্য এই গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাঠিয়াবাড়ে সর্পপূজার যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ইহা একটী।

তলসারক (ক্লী) তলে সারো বলং যস্য বহুব্রী কপ্। ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজ্জু। পর্য্যায়—বক্রপট্ট, তলিকা। (হেম°) কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঘোটকের অন্নভোজনপাত্র।

তলহৃদয় (ক্লী) তলস্য হৃদয়মিব। পদতলের মধ্যভাগ, পায়ের চেটো।

তলস্থিত (ত্রি) তলে স্থিতঃ ৭তৎ। তলে অবস্থিত, যে তলে থাকে।

তলা (স্ত্রী) তল স্ত্রিয়াং টাপ্। গোধা, জ্যাঘাতবারণ, জ্যাঘাত নিবারণ জন্য বাম প্রকোষ্ঠের চর্ম্মময় আবরণ।

তলহারি, মধ্যপ্রদেশে রায়পুর জেলার অন্তর্গত রাজিমে জগপালের যে উৎকীর্ণ-লিপি পাওয়া গিয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রত্নদেবের রাজত্বকালে জগপাল এই স্থান জয় করেন। ৮৯৬ সম্বতের রত্নপুর শাসনে লিখিত আছে যে, তলহারি হইতে রাজন্নদেব বার্ষিক কর আদায় করিতেন।

তলাগাঙ্গ, ১ পঞ্জাবের ঝিলম্ জেলার একটী তহসীল। ঝিলম্ জেলার সমস্ত পশ্চিমাংশ এই তহসীলের অন্তর্ভুক্ত। লবণ-শৈল দ্বারা তহসীলটী স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন। মুসলমান, হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি এই স্থানে বাস করে। মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গম, যব, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, কলাই, তুলা এইগুলি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

রাজস্ব প্রায় ১১১৪৯০৲ টাকা। এখানে একটী দেওয়ানি ও একটী ফৌজদারী বিচারালয় এবং ২টী থানা আছে। এক-জন তালুকদার সকল প্রকার বিচার-কার্য্য করিয়া থাকেন।

২ ঝিলম্ জেলার অধীন তলাগাঙ্গ তহসীলের প্রধান সহর। ৩২° ৫৫″ ৩০″ উঃ অক্ষা° ও ৭২° ২৮″ পূঃ দ্রাঘিমায় এবং ঝিলম্ নগরের ৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমকোণে অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। সহরে মুসলমানের বাস অধিক।

১৬২৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে অনৈক অজন সরদার এই নগর স্থাপন করেন। তদবধি এই সহরেই স্থানীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। শিখরাজত্বে এবং বৃটীশ-শাসনেও এই স্থান হইতে বিচারালয়াদি স্থানান্তরিত হয় নাই। এই নগরটী একটী মালভূমির উপর নির্ম্মিত। কতকগুলি গুহা দিয়া নগরের জল নিকাশ হয়।

তলাগাঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিবিধ শস্য জন্মে। এখান-কার ব্যবসায় বহু বিস্তৃত। এখানে এক প্রকার জুতা প্রস্তুত হয়। এই জুতায় সোণালী জরির কাজ থাকে। পঞ্জাবের স্ত্রীলোকেরা এই জুতা ব্যবহার করে। দূরবর্ত্তী প্রদেশে ইহা রপ্তানি হয়। এই স্থানের সূসির (পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ) দেশ-বিদেশে সমাদর দেখা যায়।

শিখ-আধিপত্যকালে সরদার যে দুর্গে বাস করিতেন, সেটা কর্দ্দমনির্ম্মিত। এখন এই দুর্গের মধ্যেই পুলিশ ও তহসীলের কাছারী।

ইংরাজ-আধিপত্যের সময় হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত এই স্থানে একটী সেনাবাস ছিল। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ইহা উঠিয়া গিয়াছে।

এখানে একটী স্কুল ও একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলা (দেশজ) তলদেশ, নিম্নভাগ।

তলাও (হিন্দী) জলাশয়বিশেষ।

তলাগুচি (দেশজ) ১ বিক্ষিপ্ত বস্তুর সংগ্রহকরণ। ২ যোগান দেওন। ৩ আনুকূল্য। ৪ মন্দ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান।

তলাচী (স্ত্রী) তলমঞ্চতি অনচ ক্বিপ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। নলনির্ম্মিত কট, বেত্র বা বংশনির্ম্মিত আস্তরণ, দরমা, চেটাই।

তলাজ, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের ভবনগর রাজ্যের একটী নগর। নগরটী চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং ভবনগর সহরের ৩১ মাইল দক্ষিণে ২১° ২১′ ১৫″ উঃ অক্ষাঃ ও ৭২° ৪′ ৩০″ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার দৃশ্য একটী ক্ষুদ্র দুরারোহ সূচাগ্র পর্ব্বতবৎ। ইহা সমুদ্রের সমতল হইতে ৪০০ ফিট্ উচ্চ। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর একটী হিন্দু-মন্দির ও একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর জল অতিশয় বিশুদ্ধ। পাহাড়ের স্থানে স্থানে গহ্বর আছে। পূর্ব্বে দস্যুগণ এই গুহাগুলিতে লুকাইয়া থাকিত। ১৮২৩ খৃঃ অব্দেও এই সকল গহ্বরে দস্যু দেখা যাইত।

তলাড়্, তামিল ভাষায় লিখিত কতকগুলি পদ্য। ইহাতে দেবগণের শৈশবাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বের দিনে মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশবাসিগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি দোলায় রাখিয়া দোলাইতে দোলাইতে এই পদ্যগুলি গান করে। এই পদ্যের কতকগুলি অশ্লীল, আর কতকগুলি কেবল শব্দাড়ম্বরপরিপূর্ণ। ইহার একটীর নাম চক্কড়্। এই পদ্যটীর ভাষা বেশ মধুর। মান্দ্রাজ রমণীগণ শিশু সন্তানদিগকে নিদ্রিত করিবার কালেও তলাড়্ গাহিয়া থাকে। পদ্যগুলি পয়ার-লক্ষণাক্রান্ত।

তলাতল (ক্লী) নাস্তি তলং যস্যেতি অতলং তলাদপি অতলং। পাতালভেদ, সপ্তপাতালের একটী পাতালবিশেষ। এইখানে ময়দানব শিবকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বাস করেন। (ভাগ°)

[পাতাল দেখ।]

তলান (দেশজ) নিমগ্ন হওন, নিমজ্জন।

তলানি (দেশজ) অধোভাগ, নিম্নভাগ, জলাদির নিম্নে সঞ্চিত মল।

তলাভিঘাত (পুং) তলেন অভিঘাতঃ ৩তৎ। করতলদ্বারা প্রহার, চপেটাঘাত।

তলাপা (বৈ) বৃক্ষভেদ।

তলিকা (স্ত্রী) তলং বক্ষস্থলতলং বধ্নস্থানমনেনাস্ত তল-ঠন্। তঙ্গসারক, ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজ্জু।

তলিৎ (স্ত্রী) তড়িৎ ডস্য-ল। বিদ্যুৎ। (শব্দার্থচি°)

তলিত (ক্লী) তলং জাতমস্য তারকা° ইতচ্। ভৃষ্টমাংস, ভাজা মাংস। শুদ্ধ মাংস যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। মাংস এই প্রকারে ঘৃতপক্ক হইলে পণ্ডিতগণ "তলিত" বলিয়া থাকে।

"শুদ্ধমাংস বিধানেন মাংসং সম্যক্ প্রসাধিতং।

পুনস্তদাজ্যে সম্ভৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ বল, মেধা অগ্নি, মাংস, ওজোধাতু ও শুক্রবৃদ্ধি-কারক, তৃপ্তিজনক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক। (ভাবপ্র°)

তলিন্ (ত্রি) তলা অস্যাস্তি ইনি গোধাযুক্ত। "ততঃ কবচ-পাণী চ তলী খড়্গী শরাসনী।" (ভারত উদ্যো° ১৫৭ অ°)

তলিন (ক্লী) তলাতে শয়নার্থং গম্যতেহত্র তল-ইনন্ (তলি পুলিভ্যাংচ। উণ্ ২।৫০) ১ শয্যা। (ত্রি) ২ বিরল। ৩ স্তোক। ৪ স্বচ্ছ। ৫ দুর্ব্বল। (হেম°)

তলিম (ক্লী) তল বাহুলকাৎ ইমন্। ১ কুট্টিম, ছাতা। ২ শয্যা। ৩ খড়্গ। ৪ বিতানক, চাঁদোয়া। ৫ চন্দ্রহাস।

তলীড্য (বৈ) প্রত্যঙ্গভেদ।

তলুন (পুং) তরতি বেগেন গচ্ছতি তৃ উনন্ (ক্ষোরশ্চলোবা। উণ্ ৩।৫৪) রস্য লশ্চ। ১ বায়ু। ২ যুবা।

তলুনী (স্ত্রী) তলুন-ঙীষ্। তরুণী, যুবতী।

তলুয়া (দেশজ) ভাত রাঁধিবার জন্য বড় হাঁড়ী, তলোহাঁড়ী।

তলেক্ষণ (পুং) তলে অধোভাগে ঈক্ষণং যস্য বহুব্রী। শূকর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তলৈঙ্গ, পেগুর অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম। মগগণ ইহা-দিগকে তলৈঙ্গ ও শ্যামবাসীগণ মিঙ্গ-মোন বলিয়া থাকে। তলৈঙ্গদিগের অনেকে ইরাবতী নদীর বদ্বীপে বাস করে। পেগু, মার্ত্তাবান, মৌলমেন এবং আমহার্ষ্টের অধিবাসীগণ মোন নামে খ্যাত। এই নামটী ইহাদের আপনাদিগের মধ্যে প্রচলিত।

পেগুর ভাষাকে মোন (অথবা তলৈঙ্গ) বলে। এই ভাষার অক্ষর ভারতীয় অক্ষরমূলক। পালি অক্ষরের সহিত ইহার বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাওয়া যায়। মগ ও শ্যামবাসীগণ এই ভাষা বুঝিতে পারেনা। তলৈঙ্গ শব্দ সম্ভবতঃ তৈলঙ্গ-শব্দের অপভ্রংশ।

তলেতলে (দেশজ) গোপনে গোপনে, ভিতরে ভিতরে, চুপে চুপে।

তলোদরী (স্ত্রী) তলং নিম্নমুদরং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ ঙীষ্। কৃশোদরী ভার্য্যা, স্ত্রী।

তলোদা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেলার উত্তরপশ্চিম অংশে অবস্থিত একটী উপবিভাগ। ছিথলি ও কাথী নামক ২টী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ইহার অধীন। এই প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেক মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মের লোক বাস করে।

স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে সাতপুরা পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য অতিশয় মনোহর। এই পাহাড় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। পাহাড়ের সানুদেশে একটী বৃহৎ বনভূমি দৃষ্ট হয়। এই বন-প্রদেশে বিবিধ পশু বাস করে।

তলোদার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও উদ্ভিজ্জাদির সার মিশ্রিত। যে স্থানে চাষ করা হয়, তথাকার জলবায়ু মন্দ নহে। সাত-পুরার পাদদেশের নিকটবর্ত্তী ও পশ্চিমস্থ পল্লিগ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়া রোগ অতি প্রবল। এখানে জ্বর ও প্লীহারোগ সচরাচর দেখা যায়। এপ্রেল ও মে মাস ব্যতীত য়ুরোপীয়গণ এই স্থানে নির্ভয়ে থাকিতে পারেনা।

ভূ-পরিমাণ ১১৭৭ বর্গমাইল। এই প্রদেশে বিবিধ প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান সহর। গ্রেট-ইণ্ডিয়ান্-পেনিনসুলা রেলওয়ের ভূষাবাল ষ্টেসনের ১০৪ মাইল পশ্চিমে এবং ধুলিয়ার ৬২ মাইল উত্তরপশ্চিমে ২১° ৩৪´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৪° ১৮´ ৩০´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটি আছে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পারসী প্রভৃতি অধিবাসী দেখা যায়। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। খান্দেশ জেলার মধ্যে তলোদার বৃক্ষের ব্যবসায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাহাদুরি কাঠ এই স্থানে আনীত হইয়া বিক্রীত হয়। ঘোড়াঘাস, তৈল এবং শস্যের ব্যবসায়ও মন্দ নহে। খান্দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাষ্ঠ-শকট এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার এক এক খানির মূল্য ৪০।৪৫৲ টাকা।

তলোদায় একটি ডাকঘর, স্কুল ও দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলোদা (স্ত্রী) তলে উদকং যস্যাঃ বহুব্রী; উদকশব্দস্য উদাদেশঃ। নদী। (ত্রিকা°)

তল্ক (ক্লী) তল বাহুলকাৎ কন্। বন। (ত্রিকা°)।

তল্‌তলিয়া (দেশজ) কোমল, অকঠিন।

তল্প (পুং ক্লী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতে তল-প (খষ্পশিল্প-শষ্পবাষ্পরূপপর্পতল্পাঃ। উণ্ ৩।২৮) ১ শয্যা। ২ অট্টালিকা। ৩ দারা, স্ত্রী।

"পিতৃব্যদারগমনে ভ্রাতৃভার্য্যাগমে তথা।
গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাৎ নান্যা নিষ্কৃতিরুচ্যতে॥" (সম্বর্ত্তস° ১৫৮)

তল্পক (পুং) তল্প-কন্। শয্যাসংস্কারকারক ভৃত্য।

তল্পকীট (পুং) তল্পে শয্যায়াং জাতঃ কীটঃ। কীটবিশেষ, ছার-পোকা। "ওষ্ঠৈকং তল্পকীটশ্চ তথা শূদ্রো ভবেৎ ধ্রুবং" (ব্রহ্মবৈ°)

তল্পগিরি (পুং) দাক্ষিণাত্যের তিরুপতির অদূরে বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত একটী পাহাড়।

তল্পজ (ত্রি) তল্প জন-ড। স্ত্রীর গর্ভজাত, ক্ষেত্রজ পুত্র।
"য তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।" (মনু ৯।১৬৭)

তল্পন (ক্লী) তল্প ইব আচরতি তল্প-ক্বিপ্ ল্যুট্। ১ করিপৃষ্ঠ। ২ পৃষ্ঠাস্থির মাংস, পিঠের ডাঁড়ার মাংস। কোন কোন স্থলে তল্লন এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

তল্পশীবন্ (ত্রি) শয্যাশায়ী, শয্যায় বিশ্রামী।

তল্পী (দেশজ) পুটলী, গাঁঠরী, বস্তা।

তল্পেশয় [তল্পশীবন্ দেখ।]

তল্প্য (পুং) তল্পে ভব তল্প-যৎ। ১ রুদ্রভেদ। "নমস্তল্প্যায় গেহ্যায়" (যজু° ১৬।৪৪) (ত্রি) তল্পে সাধু যৎ। ২ শয্যা সাধু।
"শতং তল্প্যা রাজপুত্রা আশাপালাঃ" (শতপথব্রা° ১৩,১।৬।২)

তল্ল (ক্লী) তস্মিন্ লীয়তে লী-ড। ১ বিল, গর্ত্ত। (ত্রি) ২ তাহাতে লীন। (পুং) ৩ জলাধার বিশেষ, পুষ্করিণী, ইহার হিন্দী নাম তলাও।

তল্লচেরি, মান্দ্রাজ বিভাগের অন্তর্গত মলবার জেলায় কোত্তায়ম্ তালুকের একটী সহর ও বন্দর। ১১° ৪৪´ ৫৩´´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৫° ৩১´ ৩৮´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মের লোক তল্লচেরিতে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নগরকে তেল্লিচেরি ও তলসেরি বলা হইয়া থাকে।

তল্লচেরি মলবার জেলার একটী উপবিভাগ। এইস্থানে উত্তর-মলবার জেলায় আদালত, জেল, শুল্ক-কার্য্যালয়, গবর্মেণ্টের অস্থায়ী কয়েক কার্য্যালয় এবং কতকগুলি বাণিজ্য-কার্য্যালয় আছে। সহরটী স্বাস্থ্যকর ও দেখিতে বেশ সুশ্রী। উহা বৃক্ষময় পাহাড়ের উপরিভাগে নির্ম্মিত। এই পাহাড় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপকণ্ঠ সমেত সহরের ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ-মাইল। এক সময়ে ইহার চারিদিকে একটী দৃঢ় কর্দ্দমনির্ম্মিত প্রাচীর শোভা পাইত। নগরের উত্তরাংশে তল্লচেরি দুর্গ। এটী এখনও দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে। আজকাল ইহা কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। দুইটী সমচতুষ্কোণ আকার দক্ষিণপূর্ব্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগে বপ্র আছে। দক্ষিণপূর্ব্ব বপ্রে একজন অশ্বারোহী যোদ্ধা দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকে আর একটী বপ্র দেখা যায়; ইহা দুর্গ হইতে ১৫০ গজ দূরে। একটী দৃঢ় প্রাচীর দুর্গের অব্যবহিত সীমা রক্ষা করিত। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে বন্দুক ছাড়িবার ছিদ্র ছিল।

কাফি, এলাচি ও চন্দনকাষ্ঠ এই প্রদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানকার রপ্তানি আমদানীর প্রায় দ্বিগুণ।

বার্ষিক বৃষ্টিপাত মোটের উপর ১২৪°৩৪ ইঞ্চ।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী মরিচ ও এলাচির ব্যবসায় করিবার জন্য এই স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ১৭০৮ হইতে ১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কএকবার কোম্পানী চেরাকল রাজা ও স্থানীয় অপরাপর জমিদারদিগের নিকট তেলিচরি ও তাহার নিকটে অনেক জমী পান এবং উক্ত জমীদারী মধ্যে শুল্ক আদায় ও বিচারাদি° করিবার ক্ষমতাও তাহাদিগকে দেওয়া হয়। হায়দরআলি কোম্পানীর অধিকৃত কতকগুলি জমী অধিকার করিয়া লইলেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে এই কুঠী রেসিডেন্সির আকার ধারণ করিল। ১৭৮০ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল এই প্রদেশ হায়দর আলির সেনাপতি সরদার খাঁ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। বোম্বাই হইতে সৈন্য আসিয়া এই স্থান উদ্ধার করে। পরবর্ত্তী মহিসুরযুদ্ধে তল্লচেরি হইতে ইংরাজসৈন্য ঘাটপর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছিল। যুদ্ধান্তে এই স্থানে উত্তর মলবারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যালয় ও প্রাদেশিক শাসনসভা স্থাপিত হইল।

তল্লজ (পুং) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লজতি লজ-অচ্। প্রশস্ত-বাচক, শ্রেষ্ঠতাবোধক শব্দ। শব্দোত্তর প্রযুজ্যমান এই শব্দ অজহল্লিঙ্গ। যথা কুমারীতল্লজ।

তল্লহ (পুং) কুকুর।

তল্লাট (দেশজ) প্রদেশ, বহুদূরব্যাপক স্থান।

তল্লাস (আরবী) অনুসন্ধান, অন্বেষণ।
"অধর্ম্মে হইলি বীর, দিনে ভুঞ্জ তিন সাঁজ,
সতিনের না কর তল্লাস।" (কবিক°)

তল্লিকা (স্ত্রী) তস্মিন্ লীয়তে লী-ড সংজ্ঞায়াং কন্ কাপি অত ইত্বং। ১ কুঞ্চিকা, তালী। ২ চাবি।

তল্লী (স্ত্রী) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লসতি লস-ড স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ তরুণী, যুবতী। ২ নৌকা। ৩ বরুণপত্নী।

তল্ল (ক্লী) সুগন্ধিদ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন সৌরভ।

তল্বকার (পুং) সামবেদের শাখা-ভেদ।

তব (ত্রি) যুষ্মদ্ ৬ একব°। তোমার।

তবক (ত্রি) তব-ক। তোমার, ত্বদীয়, তোমার সম্বন্ধীয়।

তবক (যাবনিক) তোমর, অস্ত্র।
"মুকুটীর শব্দ যেন তবকের গুলি।
একঘায়ে বাঘের ভাঙ্গিল মাথার খুলি।" (শ্রীধর্ম্ম°)

তবকী (যাবনিক) তবকধারী।

তবক্ষীর (ক্লী) তু-অচ্, তবং ক্ষীরমিতি কর্ম্মধা°। ক্ষীর জল, হিন্দী তোয়াক্ষীর, ইহার গুণ মধুর, শিশির, দাহ, পিত্ত, ক্ষয়, কাস, কফ, শ্বাস ও অস্রদোষনাশক। (রাজনি°)

তবক্ষীরা (স্ত্রী) তবক্ষীর ঙীষ্। গন্ধপত্রা, মালবে পলাশশটী। (রাজনি°)

তবর (ক্লী) নির্দ্দিষ্ট উচ্চ সংখ্যা।

তবরাজ (পুং) তু-অচ্ তবঃ পূর্ণঃ সন্ রাজতে রাজ-অচ্। যবাসশর্করা, চলিত কথায় মেনা। (রাজনি°) [যবাসশর্করা দেখ।]

তবরাজোদ্ভবখণ্ড (পুং) তবরাজাতুদ্ভবতি উৎ-ভূ-অচ্। তবরাজোদ্ভবঃ যঃ খণ্ডঃ কর্ম্মধা°। যবাসশর্করাভব খণ্ড, মেনার খাঁড়। পর্য্যায়—সুধামোদকজ, খণ্ডজোদ্ভবজ, সিদ্ধমোদক, অমৃতসারজ, সিদ্ধখণ্ড। ইহার গুণ দাহ, তাপ, তৃষ্ণা, মোহ, মূর্চ্ছা ও শ্বাসনাশক, ইন্দ্রিয়ের তর্পণকারী, শীতল ও সদা মধুর রস। (রাজনি°)

তবর্গ (পুং) ত, থ, দ, ধ, ন, এই পাঁচটী তবর্গ।

তবর্গীয় (পুং) তবর্গে ভব বর্গান্তত্বাৎ ছ। তবর্গভব বর্ণ, তবর্গের বর্ণ।

তবস্ (ক্লী) তু-অসুন্। ১ বৃদ্ধ। ২ মহৎ। ৩ বল। (নিঘণ্ট্)
"অস্মাদচিত্তং তবসা জবস্যঃ। (ঋক্ ৩.৩০।৮) 'তবসা বলেন' (সায়ণ)

তবস্য (ক্লী) তবসে বলায় হিতং তবস্ যৎ। বলসাধন। "তস্মৈ তবস্য মনুদাতি" (ঋক্ ২।২০।৮) 'তবস্যং তবসে বলায় হিতং বলবর্দ্ধনং।' (সায়ণ)

তবস্বৎ (ত্রি) তবোহস্ত্যাস্ত মতুপ্ মস্য বঃ সান্তত্বাৎ মত্বর্থে ন বিসর্গঃ। বলযুক্ত। "বীর উশতে তবস্বান্" (ঋক্ ৯।৯৭।৪৬) 'তবস্বান্ বেগবান্' (সায়ণ)

তবাগা (ত্রি) তবসা বলেন গীয়তে গৈ কর্ম্মণি ক্বিপ্ পৃষো° সাধুঃ। প্রবৃদ্ধ বলযুক্ত। "স্তুতিঃ স সুব স্থবিরং তবাগাং।" (ঋক্ ৪।১৮।১০) 'তবাগাং প্রবৃদ্ধবলং' (সায়ণ)

তবিপুলা (স্ত্রী) বিপুলা ছন্দোভেদ, চারিটী অক্ষরের তগণ হইলে এই ছন্দঃ হয়।
"তোহব্ধেস্তৎপূর্ব্বাস্তা ভবেৎ।" (বৃত্তর°) "অব্ধেশ্চতুর্থাক্ষরাৎ পরং তগণশ্চেৎ তপূর্ব্বা তবিপুলা নামছন্দঃ।" (টীকা)

তবিয়স্ (ত্রি) অতি বলবান্, শক্তি ও সম্পদশালী।

তবিষ (পুং) তব-টিষচ্ (তবের্ণিদ্বা। উণ্ ১।৪৯)। ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র। ৩ ব্যবসায়। ৪ শক্তি। ৫ স্বর্ণ। (ত্রি) ৬ বৃদ্ধ। ৭ মহৎ। ৮ বলবান্।
"ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূথ।" (ঋক্ ৮।৮৫।১৮) 'তবিষঃ প্রবৃদ্ধো বলবান্ বা' (সায়ণ)
কোনস্থলে তবীষ এই প্রকার পাঠ দেখা যায়, কিন্তু ইহা লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়।

তবিষী (স্ত্রী) তবিষ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ১ ভূমি। ২ নদী। ৩ দেবকন্যা। ৪ বল। "কৃষ্ণরজাংসি তবিষীং দধানঃ।" ঋক্ ১।৩৫।৪) 'তবিষীং বলং স্বকীয়ং প্রকাশরূপং' (সায়ণ)

তবিষীমৎ (ত্রি) তবিষী অস্ত্যস্ত মতুপ্। দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত। "তমনূনং তবিষীমন্তমেষাং" (ঋক্ ৫।৫৮।১) 'তবিষীমন্তং দীপ্তিমন্তং' (সায়ণ)

তবিষীয়ু (ত্রি) তবিষীয়-উ। বল-আচরণকারী, বলপ্রয়োগকারী। "বৃষণস্তবিষীযবঃ" (ঋক্ ৮।৪ ১১) 'তবিষীযবঃ বলং আচরন্তঃ।' (সায়ণ)

তবিষীবৎ (ত্রি) বলবান্, সাহসী।

তবিষ্যা (স্ত্রী) বল, শক্তি।

তব্য, ১ বেদান্তভেদ। (ত্রি) তব-যৎ। [বৈ] শক্তিশালী।

তশলা (হিন্দী) ১ অর্গল, হুড়কা। ২ পিত্তলের রন্ধনপাত্র।

তষ্ট (ত্রি) তক্ষ-ক্ত। ১ তনূকৃত, যাহা চাঁচিয়া সূক্ষ্ম করা হইয়াছে। ২ দ্বিধাকৃত। ৩ তাড়িত। ৪ গুণিত।

তষ্টি (স্ত্রী) তক্ষ-ক্তিচ্। তক্ষণ।

তষ্টিদার, তষ্টিরাম (দেশজ) একশ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ, ইহারা আত্মশ্রাদ্ধকালে উপস্থিত হইয়া করুণস্বরে মৃতব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তন করে। ইহারা অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপযুক্ত বিদায় না পায় ততক্ষণ বসিয়া থাকে এবং শরীরকে নানা প্রকারে কষ্ট দেয়।

তষ্টৃ (পুং) তক্ষ-তৃ পৃষোদরা° কলোপে সাধুঃ। ১ সূত্রধর, ছুতার। ২ বিশ্বকর্ম্মা। ৩ আদিত্যভেদ। (রমানাথ)।

তসর (পুং) তনোতীতি তন-সরন্ কিচ্চ।
(তনূষিভ্যাং ক্সরন্। উণ্ ৩।৩৫)। ১ ত্রসর, সূত্রবেষ্টন।
"ব্রসং পরিস্রুতা ন রোহিতং নগ্নহুধীরস্তসরং ন বেম।"
(বাজসনেয় সং ১৯।৮৩]
২ গুটিপোকার সূতা, এইজন্ত ঐ সূতা হইতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহাকেও তসর কহে।

তসর, কোষের-সূত্রবিশেষ; অপেক্ষাকৃত শক্ত, মোটা রেশম। বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর প্রদেশে, বালেশ্বর, ময়ুরভঞ্জ, কেঁওঝড়, প্রভৃতি স্থানে এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলে এবং বাঙ্গালার অন্তান্ত কতিপয় স্থানে শাল,

পিয়াল, হরিতকী, বিভীতকী, আমলকী, কুসুম, মৌল, বদরী প্রভৃতি বৃক্ষে তসর জন্মে। রেশমকীট-জাতীয় কীট উল্লিখিত বৃক্ষ সকলে তসর গুটি প্রস্তুত করে। বলা বাহুল্য তসর রেশমেরই প্রকার-ভেদ মাত্র। [রেশম দেখ।]

উপরে যে সকল স্থানের নাম লিখিত হইল। ঐ সকল প্রদেশের তসর জঙ্গলে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়, তবে ইহার চাষও বহু বিস্তৃত। তসরের চাষ রেশম চাষের মত নহে। রেশমের চাষে যেরূপ তুতপাতা খাওয়াইয়া রেশমকীটদিগকে পালন করা হয় এবং যত্নপূর্ব্বক কীটদিগকে গৃহ মধ্যে প্রতিপালন করিয়া গৃহেই গুটিকা উৎপাদন করা হয়, তসর চাষে ঐ সকল প্রদেশে সেরূপ করে না। চাঁইবাসা, হাজারিবাগ, লোহারডাগা প্রভৃতি স্থানে তসর উৎপাদনকারিগণের তসর-চাষ সেরূপ যত্নসাধ্য নহে। অরণ্য মধ্যে স্বভাবে উৎপন্ন তসর-কীটদিগকে পশু-পক্ষ্যাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তসর-চাষ। পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি পরিপক্ব বীজ অর্থাৎ গুটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয় এবং যথাসময়ে ঐ গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইলে উহাদিগকে ধরিয়া সন্নিহিত অরণ্যে ছাড়িয়া দেয়। এই সময়ে ইহাদের স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন হয়। অবিলম্বেই স্ত্রী প্রজাপতিগণ বৃক্ষের পত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেপ্টা সর্ষপাকার অণ্ড প্রসব করে। ঐ সকল অণ্ড ঈষৎ আটাল, সুতরাং পত্রাদিতে দৃঢ় লগ্ন হইয়া যায়। এক একটী প্রজাপতি ৩।৪ দিন ধরিয়া ২০০ হইতে ২৫০ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। একবার সমস্ত অণ্ড প্রসব করিলেই প্রজাপতিগণের জীবনের কার্য্য শেষ হইল। অণ্ড প্রসব করিবার ৩।৪ দিন পরেই ইহারা মরিয়া যায়। পুং-প্রজাপতিগণ শীঘ্র মরিয়া যায়। তখন কেবল অণ্ডগণই ভবিষ্যৎ তসর কীটবংশের বংশরক্ষক বলিয়া বর্ত্তমান থাকে।

ঐ সকল অণ্ড হইতে ১০।১২ দিন মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট নির্গত হয় এবং পত্রোপরি চঞ্চল ভাবে বিচরণ করিতে থাকে। এই সময় ঐ সকল কীট অতিশয় পেটুক হয়। অনবরত কোমল পত্র ভক্ষণ করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় ইহারা ৩।৪ বার খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িবার সময় ইহারা কিছুক্ষণ আহারবিহার পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধভাবে থাকে। এইরূপে ১০।১৫ দিন পরে ঐ সকল কীট পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাদের আকার ৩।৪ ইঞ্চ হইতে ৫।৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সকল কীট ধূসরবর্ণ এবং নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণে চিত্র-বিচিত্র। চক্ষু দুটী উজ্জ্বল এবং পদ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

ডিম্ব ফুটিবার পর হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সকল কীটের অনেক শত্রু। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র অবস্থায় পিপীলিকা প্রভৃতি ইহাদের পরম শত্রু। চিল, কাক ও অন্যান্য বনচর পক্ষী, কাষ্ঠমার্জ্জার, সর্প প্রভৃতি প্রাণী সুবিধা পাইলেই ঐ সকল কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে। এজন্য এই সময়ে তসর-চাষীদিগকে অতি সন্তর্পণে ঐ সকল কীট রক্ষা করিতে হয়। রক্ষকগণ তীরধনু, প্রস্তর, বংশ প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল অধিকারীদিগকে তাড়াইয়া দেয়; জঙ্গলা ভাষায় ইহাকে আড়া দেওয়া কহে।

যাহারা আড়া দেয়, তাহারা এই সময়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বনমধ্যে বাস করে। তাহাদের বিশ্বাস এরূপ না করিলে কীট মরিয়া যায়। সুতরাং তাহারা অরণ্য মধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ২।৩ মাস কাল ব্রতপরায়ণ হইয়া শুদ্ধাচারে থাকে। মল-মূত্র ত্যাগ করিলেই স্নান করে, প্রত্যহ একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করে এবং তৃণশয্যায় শয়ন করে। যে পর্য্যন্ত গুটিগুলি পরিপক্ব না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্রাদির মুখাবলোকন করে না। ইহাদের আর এক বিশ্বাস আছে যে, আড়া দিয়া ব্যাঘ্র গমন করিলে গুটিপোকার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং ব্যাঘ্র গমন করিলে রক্ষকগণ অধিক লাভের আশা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য সাঁওতাল, কোল, কুড়মি প্রভৃতি জাতীয়েরাই প্রধানতঃ তসর চাষ করে। অনেক ইংরাজ বণিক সম্প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

কীট সকল পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে গুটি নির্ম্মাণ জন্য ব্যগ্র হয়। তখন ইহারা বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় মুখ-নিঃসৃত লালা দ্বারা একটী বৃন্ত নির্ম্মাণ করে। এই লালাই পরে শুষ্ক হইয়া দৃঢ় তসরসূত্ররূপে পরিণত হয়। বৃন্ত নির্ম্মিত হইলে ঐ সকল কীট-মুখনিঃসৃত লালদ্বারা ক্রমান্বয় ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বোক্তরূপে একটী কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বন্দী হয়। এই সকল কোষ বা গুটির আকার ঈষৎ লম্বা গোল অর্থাৎ অণ্ডাকৃতি। কীটের জাতি অনুসারে উহারা ছোট বড় নানা প্রকার হইয়া থাকে। বৃহত্তম তসর গুটি ৩—৩½ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

গুটির মধ্যে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত কীট ক্রমাগত সূত্র বাহির করিয়া পরে ক্ষান্ত হয় এবং গুটির মধ্যে নিদ্রা যাইতে থাকে। এই অবস্থায় ইহারা পানাহার সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মৃতবৎ নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপে ২।৩ মাস থাকিলেও ইহাদের মৃত্যু হয় না। এই অবস্থায় কোষ কাটিয়া ইহাদিগকে বাহির করিলে পিঙ্গলবর্ণ অপাঙ্গ মাংসপিণ্ডবৎ কীট বহির্গত

হয়; কিন্তু অবিলম্বেই উহারা নড়িতে থাকে এবং সজীবতার প্রমাণ প্রদর্শন করে। কিন্তু এইরূপে অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিলে ইহারা অধিকক্ষণ জীবিত থাকে না, শীঘ্রই মরিয়া যায়। যথা সময়ে আপনা হইতে কাটিয়া ইহারা সুন্দর প্রজাপতি-রূপে বাহির হয়।

গুটি সকল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইলে রক্ষকগণ উহা-দিগকে তুলিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। উহারা অভি-জ্ঞতা দ্বারা কখন গুটি পরিপক্ক ও ভাঙ্গিবার উপযুক্ত তাহা অনায়াসেই ঠিক করিতে পারে। এই সময়ে শুভ্র কোষ-মণ্ডিত তরুরাজিবহুল বনভূমি পর্য্যাপ্ত ফলশোভিত ফলো-দ্যানের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। যখন কোষ কাটিয়া দুই একটী পোকা পলাইবার উপক্রম করে, তখন রক্ষকগণ গুটী সংগ্রহ করিয়া বাড়ী লইয়া আসে। কিন্তু কীট জীবিত থাকিলেই গুটি কাটিয়া পলায়ন করিবে, সেই ভয়ে ঐ সকল গুটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া অভ্যন্তরস্থ কীট মারিয়া ফেলে। একটা হাঁড়ীর ভিতর কিঞ্চিৎ জল ও ক্ষার দিয়া তন্মধ্যে গুটিসকল রাখিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করা হয়। যে গুটিগুলিকে সিদ্ধ করা হয় না, সেগুলি অ্যাও বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইগুটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাকে মুদলগুটি কহে। এই গুটি অত্যন্ত কঠিন, এমন কি সজোরে টিপিলেও নত হয় না। অপেক্ষা-কৃত নিকৃষ্ট গুটির নাম ডাবা, বগুই, জাড়ুই। যে সকল গুটি মুখ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়, উহারা রাসকাটা, আমপেতে, বোড়র, ধুকে, ফুকি প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়। আর যে সকল গুটি পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই অকালে ভগ্ন হইয়া সিদ্ধ হয়, তাহারা অতি কোমল এবং সহজেই তোবড়া হইয়া যায়। ইহারা নিতান্ত অপদার্থ এবং অতি অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কাটা গুটিগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। কীটগুলি গুটির বোঁটার নিকট সূতা ঠেলিয়া বাহির হইয়া যায়। সুতরাং উহা হইতে সূতা পাওয়া যায়। পিপীলিকা, মুষিকাদি কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইলে কোষ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আষাঢ় শ্রাবণে আমপেতে, ভাদ্রে মুদল, আশ্বিনে মুগা, কার্ত্তিকে ডাবা, অগ্রহায়ণে বগুই, পৌষ ও মাঘে জাড়ুই গুটি উৎপন্ন হয়।

গুটি সমস্ত সংগ্রহ করা হইলে উহাদিগকে উৎকর্ষ অনু-সারে বাছিয়া পৃথক্ করা হয়। পরে ঐ সমস্ত গুটি বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। চাইবাসা, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি জেলায় এবং ধলভূম, শিখরভূম, তুঙ্গভূম প্রভৃতি স্থানের ব্যব-সায়িগণ জঙ্গলবাসিদিগের নিকট হইতে ঐ সকল গুটি ক্রয় করিয়া লয়। উহারা আবার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, সোণামুখী, মানকর, বাঁকুড়ার নিকটস্থ রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ব্যবসায়ী বা তাহাদিগের পাইকারগণের নিকট বিক্রয় করে। এই দালাল ও পাইকারগণ অনেক সময় অধিক লাভের প্রত্যাশায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সকল গুটি সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু অধিকাংশ গুটিই নিকটস্থ হাটে বিক্রীত হইয়া থাকে। তসরগুটি সংগ্র-হের সময় ঐ সকল হাটে পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে। চাইবাসার অন্তর্গত হলুদ-পুকুর নামক হাটে এবং বওড়া গুড়া নামক স্থানে বিস্তর পরিমাণে এই সকল গুটির ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। বিক্রয় জন্য হাটে গুটি আসিলে বিক্রেতা ঐ সমস্ত গুটি পৃথক্ পৃথক্ স্তূপে সজ্জিত করে। ক্রেতা এক এক স্তূপ হইতে যথেচ্ছা এক মুষ্টি গুটি লইয়া উহাদিগকে পরীক্ষা করে। ইহাকে চাখ বা চাখতি করা কহে, ঐ কয়েকটী গুটির চাখতিতে যেরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দাঁড়ায়, সমস্ত স্তূপ সেইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। পরে এক এক স্তূপের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এইরূপে তসরের ছোট বড় ইত্যাদি আকার, অক্ষুণ্নতা, পুষ্টতা প্রভৃতির গুণানুসারে মূল্যের কমবেশী হইয়া থাকে। অনেক সময় এই অরণ্যবাসী তসরবিক্রেতাগণ ধূর্ত্ত দালাল ও পাইকের দ্বারা বিশেষরূপে প্রতারিত হইয়া থাকে।

সংখ্যা-গণনা দ্বারাই এই সকল গুটির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। ওজনদ্বারা বিক্রয় করিবার রীতি নাই। পাইকার বা দালাল-গণ খুচরা কিনিবার সময় গণ্ডা, পণ দরে কিনিয়া থাকে। গণনায় নিয়ম ৪টীতে গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় পণ এবং ১৬ পণে কাহন। অনেকে আবার ৫টীতে গণ্ডা ধরিয়া তদনুসারে পাকা পণ, পাকা কাহন ইত্যাদি ধরিয়া থাকে। বড় বড় হাটে যখন বহুসংখ্যক গুটির ক্রয়-বিক্রয় হয়, তখন আর সমস্ত গণিয়া উঠা সম্ভব হয় না। এই সময় কুত অর্থাৎ অনুমান দ্বারা এক এক স্তূপের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। কিন্তু অধিক সংখ্যা হইলেও অনেক সময় গণনা করাই শ্রেয়স্কর বিবেচিত হয়। সংখ্যা স্থির হইলে উহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। তসর ভাল না জন্মিলে উৎকৃষ্ট প্রকার গুটির দর প্রতি কাহন ১২৲ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত, মধ্যম প্রকারের গুটির ৭৲ হইতে ৫৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট প্রকারের দর প্রতি কাহন ৫৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আর সুবৎসরে অর্থাৎ উত্তম গুটি জন্মিলে সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট গুটির দর ৯৲ হইতে ৬৲ টাকা, মধ্যমের দর ৭৲ হইতে ৫৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট প্রকারের [illegible] হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীতঋতুতেই তসর-

গুটি জন্মে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যখন সূর্য্যের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তখন তসরকীট কোষমধ্যে নিদ্রা যায়।

ক্রেতাগণ ঐ সমস্ত গুটি ক্রয় করিয়া বাঁকুড়া ও তাহার অন্তর্গত রাজগ্রাম, সোণামুখী, বিষ্ণুপুর, জয়পুর এবং বর্দ্ধমানে মানকর ও হুগলী জেলায় বদনগঞ্জ, শ্যামবাজার, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি নানাস্থানে প্রেরণ করে। ঐ সকল স্থানে গুটি হইতে তসরসূত্র তোলা হয়। ঐ সূত্র কতক পরিমাণে স্থানীয় তন্তুবায়গণ ক্রয় করিয়া সাদা ও নানাবর্ণে রঞ্জিত বিবিধ প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করে, অবশিষ্ট কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরীতে রপ্তানী হয়।

মুর্শিদাবাদ ও তন্নিকটবর্ত্তী বহরমপুর এবং মালদহ প্রভৃতি স্থানেও কতক পরিমাণে তসর উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল স্থানের তসর অপেক্ষা রেশম-পাট অর্থাৎ রেশমেরই চাস অধিক।

গুটি হইতে সূত্র তুলিতে হইলে প্রথমতঃ উহাদিগকে ক্ষার-জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইহাতে কোষ কোমল হইয়া সহজে সূতা উঠিতে থাকে এবং সূতার ময়লাও কতক কাটিয়া গিয়া সূতা কতক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া পড়ে। অনন্তর সমস্ত গুটি শীতল ও পরিস্কৃত জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া ফেলিয়া উহাদের বুঁটি এবং উপরের অপরিষ্কার কতকাংশ ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল রাখিয়া উহাতে ৪।৫ বা ততোধিক গুটি ভাসাইয়া দিয়া উহাদেরই সকলের ক্ষাই একত্র করিয়া একটী বাঁশের নাটাইয়ে গুটান হয়। সচরাচর স্ত্রীলোকেরাই এই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সূতা বাহির করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না। সমস্ত সূত্র বাহির হইলে পরে গুটীর মধ্য হইতে কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ মাংসপিণ্ডবৎ মৃত তসরকীট বাহির হইয়া পড়ে। নীচ জাতীয়েরা ইহাদিগকে তসর-লাড়ু কহে এবং উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করে। তসর-কাটনীগণ ঐ তসরলাড়ু গুলি রাখিয়া দেয় এবং ঐ সকল নীচলোককে বিক্রয় করে।

গুটির পুষ্টতা ও আকার অনুযায়ী উহা হইতে লব্ধ সূত্রের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উৎকৃষ্ট গুটি ১০।১২টা হইতেই ১ তোলা সূতা বাহির হয়। গুটি নিকৃষ্ট হইলে তদনুসারে গুটির সংখ্যা অধিক প্রয়োজন হয়। তসর সূতা অতি উত্তম হইলে টাকায় ৮।১০ তোলা পর্য্যন্ত দর হয়। নিকৃষ্ট হইলে দর ১২।১৩ তোলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

গুটির বুঁটি এবং সূতা বাহির হইলে পর গুটির যে পোতা অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা ও ছিন্ন তসর সূত্রাদিও নষ্ট হয় না। ঐ সকল এবং কাটা গুটিগুলি হইতে এক প্রকার মোটা সূতা প্রস্তুত হয়। স্ত্রীলোকেরা উহাদিগকে কোমল করিয়া এড়ি রেশমের মত তুলার ন্যায় পিঁজিয়া লাতা করে এবং ঐ লাতা হইতে টাকুর দ্বারা সূতা কাটিয়া থাকে। ঐ সকল সূতায় ঘুনশী প্রভৃতি এবং একরূপ খুব শক্ত পুরু কাপড় প্রস্তুত হয়। স্থানভেদে এইরূপ কাপড়কে কেটিয়া, মট্‌কা ইত্যাদি বলিয়া থাকে। পবিত্র অথচ অত্যন্ত টেকসই বলিয়া অনেকে এই কাপড় দেবপূজাকালে ও ব্রতোপবাস প্রভৃতিতে ব্যবহার করে। তসরসূত্রের স্বাভাবিক বর্ণ গোধূমের ন্যায়। উহা আবার কুসুমফুল, হরিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ মনোরম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট ধুতি, শাটী, উড়ানী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সাদা তসরের সূতায় দীর্ঘকালস্থায়ী অথচ সুন্দর চিক্কণ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বিশুদ্ধ তসরের থানে এবং তসরের টানা ও সূতার পড়ান বা ভরণা দিয়া নানারূপ চর্কা গর্ভসূতি প্রস্তুত হয়। ঐ সকল কাপড়ে সুন্দর ও দীর্ঘকালস্থায়ী জামা প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট জামার তসরের থান প্রতি গজ ১৲ হইতে ১৸৹ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে সুন্দর সুন্দর তসরের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তসরের কাপড় টেকসই এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া সাধারণে বলিয়া থাকে—

পরে তসর খায় ঘি,
তার কড়ির বায় কি?

উৎকৃষ্ট তসরের ধুতি, শাড়ী ইত্যাদি পাটের ধুতি, শাড়ী অপেক্ষা অধিক হীন নহে, অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী।

তসর সূতা জলে সহজে পচিয়া যায় না, এবং সমান স্থূল কার্পাস সূত্র অপেক্ষা অনেক দৃঢ়। এজন্য ইহাতে মাছ ধরিবার সুন্দর ডোর প্রস্তুত হয়। পল্লীগ্রামাদিতে যাহাদিগের মাছ ধরিবার বিশেষ সখ আছে, তাহারা সূতা আরও দৃঢ় করিবার জন্য কাঁচা অর্থাৎ সিদ্ধ না করিয়াই কেবল জলে ভিজাইয়া এক একটী গুটি হইতে সূতা তুলিয়া লয়। অনেকে জীবহত্যার ভয়েও কাঁচা গুটি হইতে সূতা তুলে। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রণালীতে সূতা উৎকৃষ্ট হইলেও বস্ত্রাদির জন্য সূতার এত পরিশ্রম পোষায় না। [তসরকীটাদির বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদিগের প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি রেশম শব্দে দ্রষ্টব্য।]

তসবী (আরবী) মুসলমানদিগের জপমালা। ইহাতে ৯৯টি বা তাহার অধিক গুটিকা থাকে।

তসবীর (আরবী) প্রতিমূর্ত্তি, ছবি।

তস্কর (পুং) তদ্ করোতি কৃ-অচ্, সুট্, দলোপশ্চ। ১ চৌর, চোর। ২ পৃক্কশাক, পিড়িঙ্ শাক। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। ৪ চোরনাম গন্ধদ্রব্য।

"কামিনীকায়কান্তারে কুচপর্ব্বতদুর্গমে।
মাসঞ্চ রমণঃ পান্থ! তত্রাস্তে স্মর তস্করঃ॥" (ভর্তৃহরি)

৫ শ্রবণ, কর্ণ।

তস্করতা (স্ত্রী) তস্করস্য ভাবঃ তস্কর-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। চৌর্য্য, চোরের ব্যবসা।

তস্করস্নায়ু (পুং) তস্করস্য স্নায়ুরিব নাড়িকা যস্যাঃ বহুব্রী। কাকনাসালতা। (রাজনি°)

তস্করী (স্ত্রী) তস্কর তদ্-কৃ চৌরান্তর্থে ট, টিত্বাৎ ঙীপ্। কোপনা নারী। (শব্দার্থকল্পত°)

তস্তুব (ক্লী) চৈত্রে বিষঘ্ন ঔষধ।

তস্থিবন্ (ত্রি) স্থা-কসু। স্থিত।

"স পাটলায়াং গাবিতস্থিবাংসং।" (রঘু)

তস্থু (ত্রি) স্থা-কু দ্বিত্বঞ্চ। স্থাবর।

"দেহঞ্চ সর্ব্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা।" (ভাগ° ৭।৭।২৩)

তস্থুস্ (পুং) স্থা-কুসি দ্বিত্বঞ্চ। মানব। (নিঘণ্টু)

তস্য (পুং) তদ্ ৬ একব° সর্ব্ব°। তাহার।

তস্মিন্ (পুং) তদ্ ৭ একব° সর্ব্ব°। তাহাতে।

তহমম্ (আরবী) ১ নালিশ। ২ অপবাদ, মিথ্যা দোষারোপ।

তহবিল (আরবী) ধন, সঞ্চিতধন। ন্যস্তধন।

তহবিলদার (আরবী) ধনাধ্যক্ষ, যাহার নিকট তহবিল থাকে।

তহসীলদারী (আরবী) ধনাধ্যক্ষতা।

তহলীল, আরবদেশের স্ত্রীলোকের একপ্রকার কর্কশ শব্দ। জিহ্বা ও কণ্ঠের গতির একত্র সংযোগে এই শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ উৎপাদন করিবার কালে মুখের উপর হস্ত অতিবেগে সঞ্চালিত করে। তহলীল শুনিলে আরব অথবা কুর্দগণ উত্তেজনায় জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে। অতিশয় তাড়াতাড়ি পুনঃ-পুনঃ লেল, লেল শব্দ উচ্চারণ করিলে যেরূপ শুনায়, তহলীল শুনিতেও তদ্রূপ।

কজেকন ও বুসহরের মধ্যবর্ত্তী আরববংশীয়া স্ত্রীলোকগণ কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনাকালে এই শব্দ করে। ইহা তাহাদের আমোদ-জ্ঞাপক নিদর্শন। মৃতব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করিবার কালেও তাহারা এই শব্দ করিয়া থাকে।

তহসীল, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এক একটী প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার এক একভাগকে এক একটী তহসীল বলা যায়। একজন তহসীলদার তহসীলের প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তহসীলদারই তহসীলের কর্ত্তা।

তহসীলদারের প্রধান কার্য্য তহসীলের করসংগ্রহ। পঞ্জাবের তহসীলদারদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা আছে। ইহারা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন।

তহসীলদারের কার্য্যালয়কে সময় সময় তহসীল বলা হইয়া থাকে।

সব্-কলেক্টর অথবা তহসীলের ভারার্পিত কর্ম্মচারীকে তহসীলদার কহে।

গবর্মেণ্টের ন্যায় জমীদারদিগের অধীনে অনেক তহসীল থাকে। জমীদারীর পরগণা অনেকগুলি তহসীল ও ডিহিতে বিভক্ত।

তহসীলদার, কোন পরগণা কিম্বা তালুকের প্রধান কর-আদায়কারী। পারস্য তহসীলদার ও আরবী তহসীল কথা হইতে হিন্দি তহসীলদার শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মুসলমান-দিগের রাজত্বকালে এই শব্দের সৃষ্টি হয়। পরে ইংরাজ গবর্মেণ্টও এই শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

তহসীলদার বলিলে পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন বাণিজ্যা-লয়ের খাজাঞ্চীকে বুঝাইত। কিন্তু এই অর্থে তহসীলদার শব্দের প্রয়োগ আজকাল দেখা যায় না।

তহসীলদারী (আরবী) রাজস্বাদি সংগ্রাহকের পদ।

তা (দেশজ) ১ শাবক বাহির করিবার জন্য পক্ষী কর্ত্তৃক অণ্ডের উপরি উপবেশন, অণ্ডের উপর বসিয়া উষ্ণতাকরণ। ২ সম্পূর্ণ একখণ্ড কাগজ। ৩ তাহাই।

তাই (দেশজ) ১ তাহাই। ২ করতালি।

তাই (আরবী) ১ উত্তেজনা করা। ২ শাসন করা।

তাউই (দেশজ) ভ্রাতার শ্বশুর, স্থানভেদে তালুই বলে।

তাওই (তাওচি নামেও খ্যাত) চীনদেশের এক প্রাচীন ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়। ৬০৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে লেওকাং নামে একজন দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই এই মত ও সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অদ্ভুত ও অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। তাঁহার কেশ অতিশয় শুভ্র ছিল, এই জন্য তিনি 'লাওচি' অর্থাৎ শুভ্রকেশ নামে বিখ্যাত।

প্রথমে লাওচি চুবংশীয় এক চীনসম্রাটের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার নানা শাস্ত্র পরিদর্শনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চীনসম্রাট্ তাঁহাকে মান্দারিণপদ প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি তিব্বতে আসিয়া এক লামার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা

করেন। এই শিক্ষাবলেই তিনি তাওই বা তাওচি অর্থাৎ অমরপুত্র নামক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাওই গ্রন্থই সর্ব্ব প্রধান। তাওচি মত অনেকটা গ্রীকপণ্ডিত এপিকিউরসের মতের অনুযায়ী এবং কতকটা চার্ব্বাকের মত সদৃশ।

এই মতে উগ্রস্বভাবসুলভ দুরন্ত কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়া দুর্দ্দম ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করাই মানবের প্রধান ধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য। আত্মা ও মনকে যেরূপে পার সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদাই সুখী রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কখন কুচিন্তা অথবা শোকরূপ মূষিককে মনে স্থান দান করিবে না।

তাওচি প্রথমে যে মত প্রচার করেন, তাঁহার শিষ্যগণ তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহারা দেখিল, ভয়াবহ মৃত্যুকাল স্মৃতিপথারূঢ় হইলে মন অস্থির হইয়া উঠে, সুখ দূরে পলাইয়া যায়। এইজন্য তাহারা স্থির করিল, এমন এক অমৃতরস প্রস্তুত করা যাউক, যাহা পান করিলে অমরত্ব লাভ হইবে, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তাহারা রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। অমৃতরস পান করিয়া অমর হইব, এই আশায় শত শত লোক তাহাদের মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কি ধনী কি দরিদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই অভিনব নীতিশিক্ষায় ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এইরূপে অল্প-দিন মধ্যেই তাওচির দল অতিশয় প্রবল হইল। চীনের সর্ব্বত্রই ইন্দ্রজাল, প্রেতাধিষ্ঠান, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির প্রসার হইতে লাগিল। অনেক চীনসম্রাট্ও তাওচিদিগের আপাত-মনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া-ছিলেন। তাওচিরাও লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য নানাস্থানে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা, হোম, বলি ইত্যাদি আরম্ভ করিল। এদেশের তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে যে চীনাচারক্রমের উল্লেখ আছে, তাওচিদিগের ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা তাহার অনুরূপ। এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস তন্ত্রোক্ত চীনাচার চীনদেশ হইতে এ দেশে প্রচারিত হয়। বোধ হয়, চীনের তাওচিরা যে মত প্রচার করেন, তাহাই এ দেশে চীনাচার নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

তাওচিদিগের মধ্যে অনেক পিশাচসিদ্ধ দেখা যায়।

এখন তাওচিরা শূকর, পক্ষী ও মৎস্য দিয়া উপাস্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এখন অনেকে দৈবজ্ঞ নামে খ্যাত।

বহুকাল হইতে অনেক চীন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথাপি বহুসংখ্যক চীনবাসী কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাওচি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তাওচিদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ চীনের কোন প্রধান মান্দারিন্ অপেক্ষা বহু সুখসম্পদ ভোগ করিয়া থাকেন। কিয়াংসী প্রদেশের প্রধান নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রাসাদ আছে, দেবতা বোধে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন অথবা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য বহু দূর দেশান্তর হইতে শত শত ব্যক্তি ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট গমন করিয়া থাকে।

তাওয়া (পারসী) লৌহাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

তাওয়ান (দেশজ) ১ উত্তপ্তকরণ, তাপ দেওন। ২ কুপিত করণ।

তাঁইস্ (আরবী) [তাই দেখ।]

তাঁত (দেশজ) ১ বস্ত্রবপনযন্ত্র। ২ চর্ম্মসূত্র। ৩ বীণাদির তন্ত্রী।

তাঁতকাটা (দেশজ) তাঁত হইতে নূতন বাহির করা।

তাঁতগাড় (দেশজ) তাঁতের গহ্বর।

তাঁতা (দেশজ) ভাবী উন্নতিসূচক আয়োজন বিশেষ।

তাঁতি (দেশজ) জাতিবিশেষ, বস্ত্র বপন করা ইহাদিগের ব্যবসায়। [তন্তুবায় দেখ।]

তাঁতিপাড়া, বীরভূম জেলার হরিপুর পরগণার একটী পল্লি-গ্রাম। নগরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে বহুসংখ্যক তাঁতির বাস। ইহারা তসরের কাপড় ও সূতা প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করে। এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৩০০।৪০০ গজ বিস্তৃত প্রস্তরের একটী সুবিখ্যাত বাঁধ এবং এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নামক কতকগুলি উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। [বক্রেশ্বর দেখ।]

তাঁতিপাড়া, মালদহ জেলার ভটিয়া গোপালপুর পরগণার একটী পল্লিগ্রাম। গ্রামটী মহানন্দা নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে বহুসংখ্যক লোক বাস করে, এইজন্যই পরগণার মধ্যে গ্রামটী বিশেষ খ্যাত।

তাঁবা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাঁবে (আরবী) অধীনে।

তাঁবেদার (আরবী) সেবক, ভৃত্য, অধীনস্থ।

তাক্ (আরবী) ১ভিত্তি প্রভৃতির উপরিভাগস্থ পুস্তকাদির আধার কাষ্ঠফলক বিশেষ। ২ লক্ষ্য, স্থিরদৃষ্টি।

"পক্ষ পসারিতে পাক, লুহিচন্দ্র করে তাক,"

(শ্রীধর্ম্ম° ৪।৪১)

তাকৎ (আরবী) শক্তি, ক্ষমতা।

তাকরিলিপি, বামিয়ান হইতে যমুনা নদীর তট পর্য্যন্ত প্রদেশে যে যে অক্ষর প্রচলিত তাহার নাম তাকরি। নাগরী অক্ষর যে প্রকার, তাকরি অবিকল সেইরূপ নহে; ইহা নাগরীর রূপভেদ। সম্ভবতঃ তক্ষক বা তাকগণ এই অক্ষর সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করে; এইজন্যই তাহাদিগের নামানুসারে ইহার তাকরি নাম হইয়াছে। সিন্ধু নদীর পশ্চিমদিকে ও শতদ্রু নদীর পূর্ব্বভাগে এবং কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই অক্ষর প্রচলিত আছে। কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ার উৎকীর্ণ লিপিতে ও মুদ্রায় এই অক্ষর দেখা যায়; কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থও তাকরি অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। যুসুফজাই ও সিমলার মধ্যে ২৬টী স্বতন্ত্র স্থানে এই অক্ষর দৃষ্ট হয়। ইহার কোন কোন স্থান তাকরি মুণ্ডে ও লুণ্ডে নামে পরিচিত।

এই লিপির বিশেষত্ব এই যে, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত কখন সংযুক্ত হয় না, পৃথক্ করিয়া লিখিতে হয়। এই লিপির সংখ্যাবোধক অক্ষরগুলি ঠিক এখনকার প্রচলিত অক্ষরের ন্যায়। ইহা সহজে লেখা যায়। কেবল মাত্র 'অ' ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে।

তাকারি, একটী গণ্ডগ্রাম। সাতারা তাসগাঁও পথের দক্ষিণে, পেঠ নামক স্থানের ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং করাড়ের ১৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাতারা রাস্তার প্রায় ১ মাইল উত্তরে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট হয়, পাহাড়টী দক্ষিণপূর্ব্বমুখে বিস্তৃত। এই পাহাড়ে একটী অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় গুহা আছে। এই গুহার জন্য তাকারি গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রায় ½ মাইল পাহাড়ের উপর উঠিয়া কিছুদূর গেলেই উক্ত গুহার নিকট যাওয়া যায়। গুহার পশ্চিমদিকস্থ পার্ব্বতীয় ভূমি প্রায় ২০ গজ পর্য্যন্ত অনেকটা সমতল। কমলভৈরবীর শ্বেতবর্ণ মন্দির দক্ষিণপূর্ব্বকোণে প্রতিষ্ঠিত। গুহাটীর ৪০ ফিট্ দৈর্ঘ্য ও ৩০ ফিট্ গভীরতা নৈসর্গিক কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী আয়তাকার সরোবর আছে। তাহার জল অতিশয় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজনক। পূর্ব্বদিকে জল পর্য্যন্ত কতকগুলি সোপান নামিয়া আসিয়াছে। পুকুরটী দেখিতে অতি সুন্দর। পরিমাণ ১১′×১৩′। গহ্বরের পশ্চিমদিকে মহাদেবের মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরটী আধুনিক, পরিমাণ ২৫×১০ ফিট্। আয়তাকার, নলাকার ও অষ্টকোণাকার এই তিন প্রকার ৬ ফিট্ উচ্চ কএকটী স্তম্ভ দ্বারা মন্দিরের দালানটী সুরক্ষিত। ইহার ছাদ প্রস্তরময়। যে কুঠুরির মধ্যে শিবলিঙ্গ থাকে, তাহা সমচতুর্ভুজাকার। মন্দিরের উপরিভাগে একটী বৃত্তাকার গাথনি ও চূড়ায় একটী কলস দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, বেলগামের অধীন চিকোড়ির নিকটবর্ত্তী চন্দরের রামরাও ভগবন্ত ১৭৩০ খৃঃ অব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে এই স্থানে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষের রাত্রিকালে কমলভৈরবীর প্রতিমূর্ত্তির পাল্কী-যাত্রা হয়।

তাকাবী (আরবী) শক্তি, সামর্থ্য।

তাকিদ্ (আরবী) ১ স্বীকার। ২ তত্ত্বাবধান। ৩ নির্দ্ধারণ। ৪ বারম্বার চাহিয়া উত্তেজিত করা।

তাকিদে (দেশজ) অতি শীঘ্র, সত্বরে।

তাকে তাকে (দেশজ) পর পর, থাকে থাকে।

তাক্ষক (ত্রি) তক্ষকীয়া সম্বন্ধীয়।

তাক্ষণ্য (পুং স্ত্রী) তক্ষ্ণোঽপত্যং তক্ষন্-ণ্য তক্ষ্ণোঅপত্যং। তক্ষের পুত্র।

তাক্ষশিল (ত্রি) তক্ষশিলোঽভিজনোঽস্য তক্ষশিল-অণ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যোঽণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩)। তক্ষশিলাজাত বা তক্ষশিলা হইতে আগত।

তাক্ষ্ণ (পুং স্ত্রী) তক্ষ্ণোঽপত্যং তক্ষন্-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২। তক্ষের অপত্য।

তাগ (দেশজ) স্থিরলক্ষ্য, স্থির-দৃষ্টি।

তাগা (দেশজ) ১ পীড়ার উপশম নিমিত্ত দেবোদ্দেশে ধৃতহস্তবন্ধনসূত্র।

কোন কঠিন পীড়া হইলে তারকনাথ বা বৈদ্যনাথ প্রভৃতি দেবতার মানস করিয়া স্ত্রীলোক বামহস্তে ও পুরুষ দক্ষিণহস্তে যে যজ্ঞোপবীতসূত্র ধারণ করে, তাহাকে তাগা কহে। মহাদেবের মানস করিয়া ধারণ করিলে সোমবার করিতে হয়।

২ সর্পকর্ত্তৃক দংশিত হইলে তাহার বিষ শরীরে সঞ্চারিত হইতে না পারে, তদুদ্দেশে ক্ষতস্থানের উর্দ্ধভাগে দৃঢ় বদ্ধ-রজ্জু।

"শুনলো শুনলো সহি, লোচনে দংশিল অহি,
কোন খানে দিব তাগা বন্ধ।" (কবিক°)

৩ উর্দ্ধবাহুতে ধারণযোগ্য অলঙ্কার বিশেষ।

তাগাড় (দেশজ) ১ চূণ-সুরকী প্রভৃতি একত্র মসলা। ২ যে গর্ত্তে চূণ-সুরকী প্রভৃতি মিশাইয়া গৃহনির্ম্মাণ মসলা প্রস্তুত হয়।

তাগাড়ী (দেশজ) রাজমিস্ত্রীর মসলা রাখিবার গামলা।

তাগাড়ী (আরবী) ১ দৃঢ়ীকরণ। ২ সাহায্যদান। ৩ প্রতিযোগিতা। ৪ অগ্রিম অর্থদান।

তাগাদা (আরবী) ১ অধমর্ণের নিকট প্রাপ্য অর্থের জন্য পীড়ন। ২ উত্তেজনা।

তাঙ্গা (দেশজ) এক প্রকার ঘাস।

তাচ্ছল্য (দেশজ) হেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা।

তাচ্ছীলিক (পুং) তচ্ছীলার্থে-বিহিতঃ ঠঞ্। তচ্ছীলার্থ বিহিত-প্রত্যয়।

তাচ্ছীল্য (ক্লী) তৎ শীলং যস্য তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। নিয়তভৎ-স্বভাব, তচ্ছীলতা।

তাজ্ (পারসী) ১ শিরোভূষণ, টুপি। ২ একপ্রকার শিরস্ত্রাণ, মূলতঃ অগ্নি-উপাসকের শিরস্ত্রাণকে বুঝায়। মধ্যএসিয়ার অধিবাসিগণ এই টুপি ব্যবহার করে, ইহা দেখিতে বৃত্তাকার। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে ইহার সমধিক প্রচলন আছে।

মুসলমানদিগের প্রবেশাবধি ভারতে এই টুপি দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকে তাজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে হিন্দুতাজ ও মুসলমানী তাজে কিছু পার্থক্য আছে।

বৃত্তাকার ব্যতীত দুইভাগে বিভক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার তাজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের অনেক তাজে জরির কাজ থাকে।

তাজ, স্বনামপ্রসিদ্ধ তাজমহল সময় সময় তাজ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। [তাজ-মহল দেখ।]

তাজপরাকাঠি, বোম্বাই বিভাগে বেউড় ও গধার অঞ্চলবাসী এক জাতি। সামন্তের পুত্র মগাল খাড়ুর ইহাদের আদিপুরুষ।

তাজক (ক্লী) জ্যোতিষের গ্রন্থবিশেষ, ইহাতে বর্ষ, লগ্ন প্রভৃতির বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

"ন স্যাচ্চ্যুতং কচন তাজকশাস্ত্রগীতং" (নীল° তা°)

[তাজিক দেখ।]

তাজক, ইরাণীয় জাতিবিশেষ। বোখারার খানেতে ও বদকসানে ইহাদিগকে বেশী দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে খোকন, খিবা, চীনতাতার এবং আফগানস্থানে বাস করে।

তাজক শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন। উজ-বক, তাতারা, আফগান, ব্রহুই ও তুর্কশাসিত প্রদেশে যাহারা স্থায়ী ভাবে বাস করে, তাজক সাধারণতঃ তাহাদের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমস্ত প্রদেশে তুর্কি, পুস্ত, ব্রহুই এবং বেলুচি ভাষা ব্যবহৃত, মোটের উপর পারস্যই প্রচলিত। আফগানিস্থান ও তুর্কিস্থানে যে সকল অধিবাসীর জাতিগত ভাষা পারস্য তাহারা তাজক ও পারসিবন উভয় নামেই পরিচিত। পারস্যদেশে তাজক ও ইলিয়ত এই দুইটী বিপরীত অর্থবোধক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। তথায় সর্ব্বত্রই তাজক বলিলে সহরবাসীকে না বুঝাইয়া কৃষককে বুঝায়। বোখারার এই জাতি সর্ত, আফগানস্থানে দেহান্ এবং বেলুচি-স্থানে দেহবার নামে খ্যাত। কাবুল নদীর তটবর্ত্তী ইরাণীয়-দিগকে কাবুলি কহে। সিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই তাজক। ইহারা তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে বাস, মৎস্য ও পক্ষী ধৃত করিয়া জীবন যাপন করে। তুর্ক আক্রমণের পূর্ব্বেই বদকসানে তাজকগণ বাস করিত। এই স্থানের হরাণীয়গণ পর্ব্বতে, উপত্যকায় ও উদ্যান-পরিবেষ্টিত পল্লিতে বাস করে। বদকসানের তাজকগণ চিত্রলের লোকদিগের ন্যায় সুশ্রী নহে। ইহাদের পরিচ্ছদ উজবকদিগের ন্যায়।

বোখারার তাজকগণ স্মরণাতীতকাল হইতে তথায় বাস করিতেছে। ইহারা পূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। হিজরার প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। বোখারার তাজকগণ লম্বা ও সুশ্রী, ইহাদের চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা অতিশয় ভীরু, অর্থ-গৃধ্নু, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক।

কেহ কেহ বলেন, তাজ কথা হইতে তাজক কথার উৎ-পত্তি হইয়াছে। তাজ শব্দের অর্থ অগ্নিপূজকের উষ্ণীষ। কিন্তু তাজকগণ উক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করে না।

তাজকগণ কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায়ে অধিকতর রূপে নিযুক্ত থাকে; সভ্যতা ও শিক্ষার আলোচনায় ইহারা বিরত নহে। ইহাদের যত্নেই মধ্যএসিয়ায় বোখারা, সভ্যতা ও উন্নতির কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। বহুকালাবধি ইহারা মানসিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছে এবং অসভ্য বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও তাহাদিগকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছে। মধ্যএসিয়ার অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তিই তাজক-বংশসম্ভূত। বোখারা ও খিবার প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই তাজক।

তাজক ও সর্ত্তদিগের দেহ-গত অনেক বৈষম্য লক্ষিত হয়। ভম্বেরি সাহেব বলেন, পারসিক ক্রীতদাসীর সহিত সর্ত পুরুষের বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায় সর্ত্তদিগের আকৃতি খর্ব্ব হইয়াছে।

মধ্যএসিয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কবিতা ও গল্প বলিতে ভালবাসে। এই স্থানের সাহিত্য বৈদেশিক অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। স্থানীয় মোল্লা ইমানগণ অনেক ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু সমস্তগুলিই দুর্ব্বোধ—সাধারণ লোকে এ পুস্তকের মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। তাজক-দিগের পুস্তক-লিখিত দুষ্টান্তগুলি বিদেশীয় ছাঁচে ঢালা।

উজবক, তুর্ক ও খিরঘিজগণ অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। গানকালে ইহারা দুই রাগিণী ধরিয়া থাকে। উজবকদিগের

কবিতার মূলভাব আরব্য অথবা পারস্ত হইতে সংগৃহীত। ইহাদের অপূর্ব্বত্ব একান্ত বিরল।

তাতারগণ বীরত্ব-গাথা রচনা ও তাহা গান করিতে অত্যন্ত ভালবাসে।

তাজগী (পারসী) টাট্‌কা, রসাল।

তাজৎ (ত্রি) তনূন সঙ্কোচে অবিবৃদ্ধিনির্লোপৌ। শীঘ্র। (নিঘণ্টু)

তাজভঙ্গ (পুং) [বৈ] কোবিদার বৃক্ষ।

তাজপুর, দ্বারভাঙ্গা জেলার একটী উপবিভাগ। ইহা পূর্ব্বে ত্রিহুতের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী হইতে দ্বারভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই তিনটী মহকুমা লইয়া দ্বারভাঙ্গা জেলা গঠিত হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে এই স্থানে প্রথম মহকুমা স্থাপিত হয়। ২৫°২৮´১৫´´ ও ২৬° ২´ উঃ অক্ষাংশে এবং ৮৫° ৩´৬´´ ৮৬° ৪´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৭৬৪ বর্গমাইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কোল প্রভৃতির বাস আছে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

তাজপুর মহকুমায় ৩টী থানা, একটী দেওয়ানি ও ২টী ফৌজদারী বিচারালয় আছে।

২ উক্ত তাজপুর মহকুমার প্রধান সহর; মুজাফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরে দলসিঙ্গসরাই রাস্তায় ২৫° ৫১´ ৩৩´´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৫°৪৩´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এ স্থানে একটী স্কুল, দাতব্য ঔষধালয় ও বিচারালয় আছে। সহরের নীচে বলন নদী প্রবাহিত।

তাজপুর, পূর্ণিয়া জেলার একটী পরগণা, এই পরগণায় প্রচুর পরিমাণে ধান্ত জন্মে। তিল, সরিষা, পাট, আলু প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পরগণার কোন কোন স্থানে ৪½ হইতে ৭½ হাত নিরিখ চলিয়া থাকে; সাধারণতঃ ৪ হইতে ৫ হাতের নিরিখ অধিক রূপে প্রচলিত। প্রজাদিগকে প্রতি বিঘায় এক টাকা করিয়া কর দিতে হয়।

পরগণায় ৪৪টী জমীদারী আছে। পাইখস্তা ও খোদখস্তা জমীদারী ও করচী আছে। রাইয়তী জমার সংখ্যা ২৭। পরগণার কর প্রায় ৬৯৯৪২ টাকা।

তাজপুর, দিনাজপুর জেলার একটী পরগণা। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্থিত। এই প্রদেশের মৃত্তিকা সমতল নহে; কিছু উঁচু নীচু, দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটু ঢালু, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০ ফিট্‌ উচ্চ। অল্প পরিশ্রমেই ক্ষেত্রের চাস-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে অনেক ঘাসের জমী ও জলাভূমি আছে। বর্ষাকালে পরগণার সকল নদীর জল তীর

ধান, ইক্ষু, তিল, সরিষা কলাই প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গ্রামের নিকটস্থ জমীতে প্রচুর পরিমাণে তামাকু জন্মে। পূর্ব্বে এ স্থানে অনেক নীলের জমী ছিল।

তাজপুর পরগণার সকল বিলেই মাছ পাওয়া যায়। ধীবরগণ মাছ ধরিয়া রাইগঞ্জ ও নিকটবর্ত্তী বাজারে বিক্রয় করে।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষকালে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের দ্বারা অল্প ব্যয়ে পরগণার মধ্যে কয়েকটী রাস্তা প্রস্তুত করান হইয়াছে।

এ স্থানের মাটী ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও বালুকামিশ্রিত কর্দ্দমবৎ। বিলের নিকটস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভিজ্জাদি মিশ্রিত।

জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষার পরেই জ্বরের আধিপত্য আরম্ভ হয়। এইকালে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করে। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা অতিশয় গরম, কিন্তু রাত্রিকালে অপেক্ষাকৃত শীতল বোধ হইয়া থাকে। জ্বর অধিক কালস্থায়ী হইলে বাত জন্মে। অতীসার ও কুষ্ঠরোগের প্রকোপ নিতান্ত কম নহে।

তাজপুর, দিনাজপুর জেলায় বিজয়নগর পরগণার অধীন একটী পল্লিগ্রাম। এই স্থানে হাট ও বাজার আছে।

তাজপুর নিতান্ত আধুনিক নহে। মুসলমানদিগের সময়ে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়। তৎকালে তাজপুর একটী প্রধান সৈন্যাবাসরূপে দৃষ্ট হয়। পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরের সীমান্ত প্রদেশে এই স্থানটী অবস্থিত ছিল। সরকার তাজপুর এখন এই স্থানের নাম রক্ষা করিতেছে। তাজপুরের পূর্ব্বাংশেই প্রথম মুসলমান-রাজধানী দেবকোট নগর। কহলগণ বিদ্রোহী হইয়া তাজপুরে দিল্লীর সম্রাটের সৈন্যের সহিত কয়েকটী যুদ্ধ করে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে তাজপুরের জেলের সংস্কার করা হয়। এই স্থানে একটী জজ-আদালত ছিল; ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে তাহা উঠিয়া যায়। নগর হইতে তাজপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

তাজবাওড়ি, অপর নাম তাজকারী, বোম্বাই বিভাগে বিজাপুর সহরের পশ্চিমকেন্দ্রে এবং নগরের মক্কাদ্বারের ১০০ গজ পূর্ব্বে বাণিজ্যকেন্দ্রের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণদিকে মৃগয়া-বন। তাজকূপের প্রবেশদ্বারে যে একটী প্রকাণ্ড খিলান আছে, তাহার দৃশ্য অতিশয় মনোহর।

১৬২০ খৃঃ অব্দে তাজরাণীর সম্মানার্থ ইব্রাহিম রোজার স্থপতি মালিক সন্দল এই বিখ্যাত বাপী নির্ম্মাণ করেন। ইহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে। মালিক সন্দল সুলতান মামুদের অন্যতম অমাত্য ছিলেন।

কুম্বাকে সুলতান দরবারে আনিবার জন্ম মালিক সন্দলের প্রতি আদেশ হইল। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মালিক অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে রাজার অনিষ্ট করিয়াছেন এই মর্ম্মে তাহার বিরুদ্ধে নিশ্চয় অভিযোগ উপস্থিত হইবে এবং কুম্বাকে সুলতান সমীপে আনয়ন করিতে বিষম বিপদে পতিত হইবেন। বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি পূর্ব্বেই তাহার নির্দোষিতার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কুম্বাকে আনিতে যাত্রা করিলেন। কুম্বাকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বধদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে তাহার পূর্ব্বসংগৃহীত প্রমাণাবলী রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন। সুলতান দেখিলেন, যে মালিকের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করা হইয়াছে। ইহাতে তিনি অতিশয় লজ্জিতও হইলেন। তখন সুলতান কহিলেন সে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তাহাকে দেওয়া হইবে। মালিক বলিলেন যে তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তিনি একটী কীর্ত্তি স্থাপন করিতে চাহেন। মালিকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য সুলতান উপযুক্ত অর্থ দিতে আদেশ দিলেন এবং সেই অর্থে তাজবাপী নির্ম্মিত হইল। কূপটী ৫২ ফিট্ গভীর।

তাজমহল, আগ্রানগরে যমুনানদীতীরে অবস্থিত জগৎ বিখ্যাত সমাধি-মন্দির। স্থানীয় লোকের নিকট রোজা বা তাজ-কা রোজা নামে অভিহিত। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে এটীও একটী।

সম্রাট্ শাহজহান আপনার প্রিয়তমা পত্নী মুম্‌তাজ্-উ-মহলের স্মরণার্থ এই সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মুম্‌তাজের প্রকৃত নাম অর্জ্জমন্দ-বানু বেগম্ বা নবাব আলিয়া-বেগম্। শাহজহান্ এই বেগমকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। এক দিন বেগম স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার গর্ভস্থ শিশু কাঁদিতেছে। তিনি সম্রাট্‌কে ডাকিয়া কহিলেন,—'প্রিয়তম, আমি গর্ভস্থ শিশুর রোদন শুনিয়াছি। এরূপ রোদন কখন কেহ শুনে নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমি আর বাঁচিব না। তবে আমার এই মাত্র প্রার্থনা, আমার মৃত্যুর পর যেন আপনি আর কাহারও পাণিগ্রহণ না করেন। যেন আমার পুত্রগণকেই রাজ্যাধিকারী করেন। আর একটী নিবেদন, আপনি বলিয়াছিলেন, আমার গোরস্থানের উপর একটী হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আপনার এ কথাটীও যেন পূর্ণ হয়।' বেগমের কথা মিথ্যা হইল না, প্রসব হইবার পরই তিনি ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শাহজহানও প্রিয়তমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি পরে আর অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণও করেন নাই, অথবা পরে তাঁহার অপর কোন সন্তান হইবারও কথা শুনা যায় নাই।

প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পরই শাহজহান তাজমহলের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইলেন। সে সময় ভারতবর্ষে দেশীয় ও বিদেশীয় যে সকল প্রধান প্রধান শিল্পী ও স্থপতি উপস্থিত ছিলেন, প্রবাদ এইরূপ, তাঁহারা সকলেই এই মহাকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

যমুনাতীরে প্রসিদ্ধ আগ্রানগরে তাজমহল আরম্ভ হইল। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টাভার্ণিয়ার এই অনুপম অট্টালিকা আরম্ভ ও সম্পূর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন। তৎকালে বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা মালমসলা ও পরিশ্রম শত গুণ সুলভ হইলেও ৩১৭৪৮০২৪ টাকা ব্যয়ে ও ৩০ বর্ষ অনবরত পরিশ্রমের পর এই মহাকার্য্য সমাধা হইল।

১৮ ফিট্ উচ্চ ও ৩১৩ ফিট্ শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত ঠিক চতুরস্র ভূখণ্ডের উপর তাজ প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রতি কোণে ১৩৩ ফিট্ উচ্চ এক একটী অতি সুন্দর ভারতে অতুলনীয় মিনার দ্বারা সুশোভিত। ঐ শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত ভিত্তির মধ্যস্থলে ১৮৬ ফিট্ চতুরস্র বিখ্যাত সমাধি মন্দির অবস্থিত। ঠিক মধ্যভাগে ৫৮ ফিট্ বিস্তৃত ও ৮০ ফিট্ উচ্চ একটী প্রধান গুম্বজ আছে। এই গুম্বজের ভিতরেই খিলানের মাথলায় শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের জালতি ব্যবহৃত। এমন সুন্দর ও শিল্পনৈপুণ্যময় জালতি বা যবনিকা জগতের আর কোথাও নাই। এই গুম্বজের ভিতর ঠিক মধ্যস্থলে মহারাণী মুম্‌তাজ-মহলের সমাধি এবং তাঁহারই পার্শ্বে সম্রাট্ শাহজহানের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই মহাগৃহের প্রতি কোণেই গুম্বজাকৃতি ২৬ ফিট্ ৮ ইঞ্চ আয়তন দ্বিতল গৃহ দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্য দিয়া গৃহান্তরে যাতায়াতের জন্য নানাপথ ও দালান দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব-মধ্যবর্ত্তী গৃহের ভিতর আলোক যাইবার বন্দোবস্ত আছে। এই গৃহের প্রত্যেক খিলানের মাথায়, ভিতরে ও বাহিরে অতি উজ্জ্বল শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের জালতি দেওয়া আছে, তন্মধ্য দিয়া বেশ আলোক যাইতে পারে। অকবরের মৃত্যুর পর মোগলেরা কিরূপ শিল্পনৈপুণ্যের আদর করিত, তাহা এই গৃহটীর কারিকুরী দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। নানা প্রকার ও নানা বর্ণের মূল্যবান্ মণি-প্রস্তরাদির দ্বারা কত সুন্দর, কত মনোহর ও কত স্বাভাবিক শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাজের প্রত্যেক থাক, প্রত্যেক কোণ ও প্রত্যেক ভাস্করকার্য্যে অকীক চুণী বা লালা, সবুজা প্রভৃতি মূল্যবান পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার নিখুঁত ফুলের কাজ ও নানা রচনা দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। এমন কি একটী গোলাপফুলে তাহার প্রত্যেক পাপড়ীতে যত প্রকার বর্ণ যেরূপ আয়তন হইতে পারে, সেই সেই বর্ণের পাথর দিয়া যেন প্রকৃতির ছাঁচ হইতে খুদিয়া তোলা হইয়াছে। এমন অপূর্ব্ব মনোহর শিল্পনৈপুণ্য আর জগতে কোথাও কি আছে! তাজের যেখানে যাইবে, যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে, সেইখানেই এইরূপ মনোমুগ্ধকর ছবি তোমার নেত্রপথের পথিক হইবে। বহুদিন নহে ভারতবাসী যেরূপ অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্করকার্য্যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা কোথাও

তাজই তাহার তুলনা! চিত্রকরের তুলিতে, কবির কল্পনায় ও ভাবুকের ভাবনায় তাজমহলের প্রকৃত ছবি প্রকাশ করা যাইতে পারে না। যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, সেই গলিয়াছে, তাহারই মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে! সামান্য লেখনী দ্বারা সে ভাব, সে ছবি প্রকাশ করা অসম্ভব।

বহুকালের কথা নয়, প্রসিদ্ধ ঠগদমনকারী কর্ণেল শ্লিমান সস্ত্রীক একবার এই অনুপম ভারতীয় কীর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনিত নিজেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি যখন আপনার প্রণয়িনীকে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখিলে? শ্লিম্যান-ভার্য্যা উত্তর করিয়াছিলেন, আমিও কাল মরিতে চাই, এমন যদি আর একটী আমার উপর প্রস্তুত হয়। বাস্তবিক যে রমণী একবার তাজ দেখিয়াছে; তাহারই মনে এই ভাব উদয় হইয়াছে!

তাজের দুই পাশে দুইটী ত্রিগুম্বজযুক্ত শ্বেত মর্ম্মরের মস্‌জিদ্ আছে। ডান ধারের মস্‌জিদ্‌কে সাধারণে জবাব বলিয়া থাকে, ইহাতে উপাসনাদি হয় না, কেবল সাক্ষী-গোপালের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। এই জবাবের চূড়ায় পিত্তলের গোলা, অর্দ্ধচন্দ্র ও কীলক দৃষ্ট হয়।
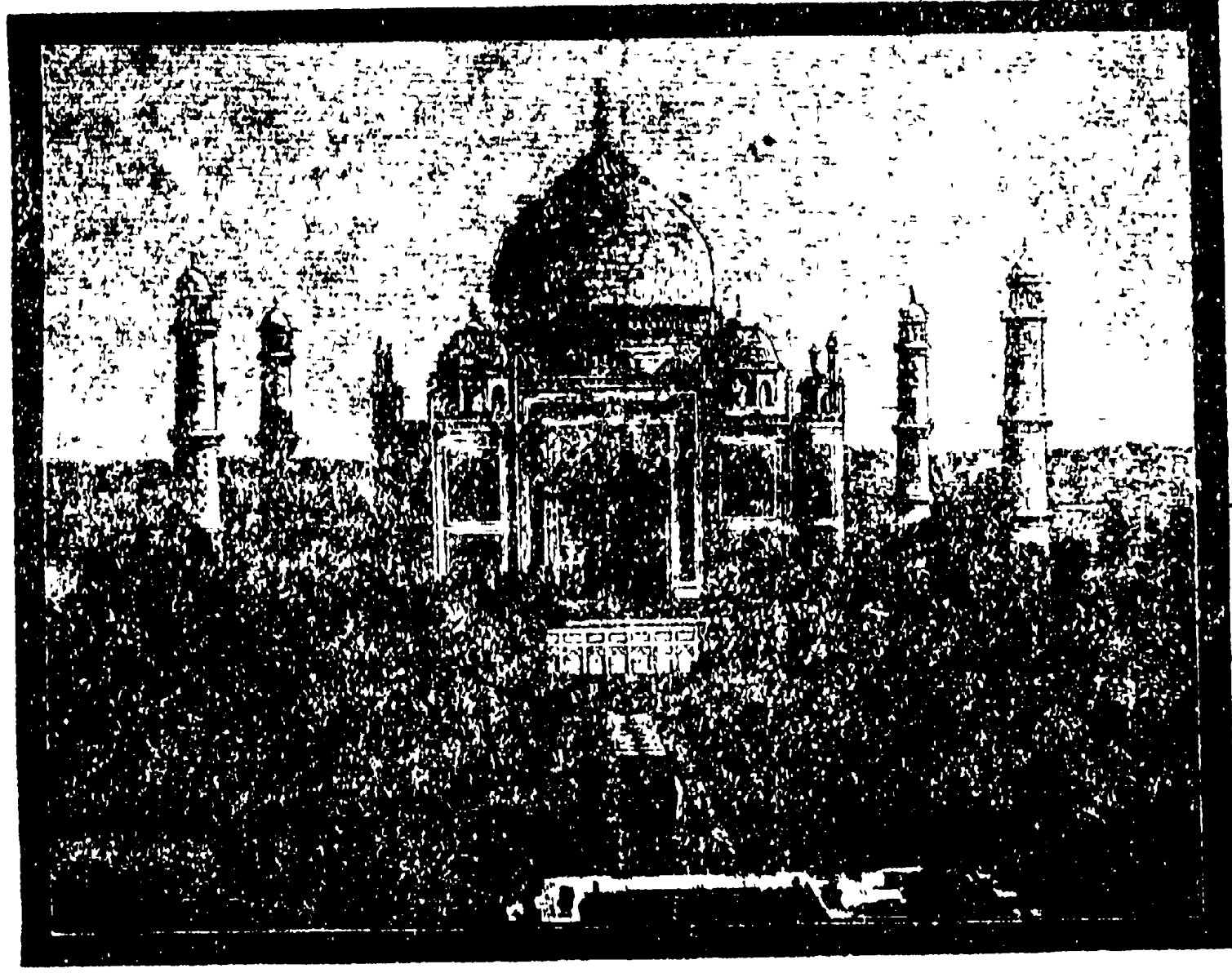
তাজমহল

তাজের কোন্ অংশ কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহাও এখানকার উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা জানা যায়। মস্‌জিদের সম্মুখে পশ্চিমদিকের খিলানে শাহজহানের রাজ্যস্থ বর্ষের ১০ম অঙ্ক ও ১০৪৬ হিজরা দেওয়া আছে। তাজ-মধ্যে প্রবেশ-পথের বামভাগে ১০৪৮ হিজরা এবং ফটকের সম্মুখে ১০৫৭ হিজরা (অর্থাৎ ১৬৪৮ খৃঃ অব্দ) অঙ্কিত আছে। এই শেষ অঙ্কই তাজ সম্পূর্ণ হইবার তারিখ। এইরূপ মুম্‌তাজমহলের গোরের উপর ১০৪০ হিজরা এবং শাহজহানের গোরের উপর ১০৭৬ হিজরা উৎকীর্ণ আছে। পূর্ব্বে যেখানে যেখানে তারিখ খোদা আছে, তাহার সমুদয় খিলানে তুঘ্‌রা অক্ষরে কোরাণের উপদেশপূর্ণ সুরা সকল লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ফটকের সম্মুখে 'পবিত্র ও সরল হৃদয়! চিরশান্তিময় স্বর্গীয় উদ্যানে এস!' ইত্যাদি বচনসমূহ লিখিত আছে।

তাজা (পারসী) নূতন, টাট্‌কা, সজীব, অভুক্ত।

তাজিক (স্ত্রী) জ্যোতির্গ্রন্থবিশেষ। যবনাচার্য্যকৃত জাতক-বিষয়ক গ্রন্থ; ইহা পারস্য ও আরবী ভাষায় লিখিত ছিল। রাজা সমরসিংহ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ইহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত তাজিক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। প্রধান দ্বাদশ রাশির মধ্যে মেষাদি তিন তিন রাশি যথাক্রমে পিত্ত, বায়ু, সম ও কফ স্বভাব অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনুঃ ইহারা পিত্তস্বভাব, ও মকর, বৃষ, কন্যা এই তিন রাশি বায়ুস্বভাব, মিথুন, তুলা ও কুম্ভ এই তিন রাশি সমস্বভাব অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই সকল রাশির কফস্বভাব।

মেষ হইতে তিন তিন রাশি ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ, অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনু এই তিন রাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ; বৃষ, কন্যা ও মকর এই তিন রাশি বৈশ্যবর্ণ; মিথুন, তুলা ও কুম্ভ এই তিন রাশি শূদ্রবর্ণ [illegible]

ইহারা ব্রাহ্মণ বর্ণ। এইরূপে রাশির স্বরূপ ও বর্ণ জানিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা করিবে, এইজন্য প্রথমে রাশির স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে।

বৎসরের শুভাশুভ ফল পরিজ্ঞানার্থ বর্ষপ্রবেশ-সময় নির্ণয়।

জন্ম-সময়ে রবি যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি করেন, পুনর্ব্বার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে আগমন করেন, সেই সময়ই বর্ষপ্রবেশ-সময়।

রবিস্ফুট স্থির করিয়াও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় করা যায়। পরে বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন, বর্ষপ্রবেশে যোগানয়ন, বর্ষপ্রবেশে গ্রহস্ফূটানয়ন, চন্দ্রস্ফুটানয়ন, প্রাঙ্নত ও পশ্চান্নত দণ্ডানয়ন। গ্রহখণ্ডা, লগ্নকুণ্ডলী ও ভাবকুণ্ডলী, পঞ্চবর্গ, দ্রেক্কাণচক্র, উচ্চ-নীচ কথন, লগ্নখণ্ডাচক্র, বলনিরূপণ, দ্বাদশ বর্গাবিবরণ, ক্ষেত্রচক্র, হোরাচক্র, চতুর্থাংশচক্র, পঞ্চমাংশচক্র, ষষ্ঠাংশচক্র, সপ্তাংশচক্র, অষ্টমাংশচক্র, নবাংশচক্র, দশমাংশচক্র, একাদশাংশচক্র, দ্বাদশাংশচক্র, ভাবচিন্তা, বর্ষাধিপানয়ন, গ্রহের স্বরূপ, দৃষ্টি-প্রকরণ, দৃষ্টিসাধন, মৈত্রীভাব, নক্তযোগ, বর্ষপ্রবেশ, দশানিরূপণ, মাসপ্রবেশানয়ন, অন্তর্দ্দশানয়ন, বর্ষারিষ্ট, রিষ্টভঙ্গবিচার, ভাববিচার, ধনভাব, সহজভাব, চতুর্থভাব, পঞ্চমভাব, ষষ্ঠভাব, সপ্তমভাব, অষ্টমভাব, নবমভাব, দশমভাব, একাদশভাব, দ্বাদশভাব ও রবি প্রভৃতি দশার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

আর কতকগুলির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাদের নাম সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয় না, আরবী বা পারসী হইতে গৃহীত। নিম্নে ইহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

হদ্দাবিবরণ, মুন্থানয়ন, ইক্কবালযোগ, ইন্দুবারযোগ, ইত্থশালযোগ, ঈসরাফযোগ, নক্তযোগ, যমরাযোগ, মনূর্ত্তযোগ, কম্বূলযোগ, গৈরিকবুলযোগ, খল্লাসরযোগ, রদ্দাযোগ, দুফালিকুত্থযোগ, দুত্থোত্থ দবীরযোগ, তম্বীরযোগ, কুত্থযোগ, ও দুরফযোগ, এই ১৬টী ষোড়শযোগ, সহমনাম, সহম ৫০ প্রকার, সহমসাধন, সহমফল, মুন্থাভাবফল।

তাজিয়া, মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ-করণ ও শোক-প্রকাশ। মহরমকালে মুসলমানগণ সামান্য উপকরণে হসেন ও হাসনের কবরের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বহিয়া লইয়া বেড়ায়, ভারতবর্ষে তাহাকেই তাজিয়া কহে।

পারস্যদেশে মহরমকালে অলৌকিক বর্ণনাযুক্ত অনেক নাটিকাদি রচিত হয়। এইগুলি তথায় তাজিয়া নামে পরিচিত।

আমেরিকা মহাদেশেও তাজিয়া শব্দ প্রচলিত আছে। এ দেশ হইতে যে সমস্ত কুলি উক্ত মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে, তাহারা আমেরিকায় তাজিয়া কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। মহরমই এই কুলিদিগের প্রধান পর্ব্ব, হিন্দু কুলিগণও মহরমকে প্রধান পর্ব্ব বলিয়া গণ্য করে।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ত্রিনিদাদের কোন একটী সহরের মধ্য দিয়া তাজিয়া লইয়া যাইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। ইহাতে পরিশেষে একটী ভীষণতম ঘটনা ঘটে।

মহরমকালে অনেক মুসলমান তাজিয়া প্রস্তুত করে। অনেক ফকীর ও অন্যান্য লোক বিবিধ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তাজিয়ার পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। অনেক মরাঠী সর্দারকে তাজিয়া প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। ইহারা ব্রাহ্মণ-বংশীয় নহে। ব্রাহ্মণ সর্দারগণ তাজিয়া নির্ম্মাণ করে না।

ভারতবর্ষে জুনাগড়াদি অঞ্চলে তাজিয়া লইয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে।

[মহরম দেখ।]

তাজিয়াখানা, অপর নাম অশুরখানা, মুসলমানদিগের মধ্যে শোকাগার।

তাজী (পারসী) ১ অশ্ববিশেষ, একজাতীয় ঘোটক। ২ জাতিবিশেষ।

তাটঙ্ক (পুং) তাড্যতে তাড় পৃষো° ডস্য টঃ তথাভূতোঽঙ্কঃ চিহ্নং যস্য বহুব্রী। কর্ণাভরণবিশেষ, কর্ণের অলঙ্কার।

তাটস্থ্য (ক্লী) তটস্থস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ ঔদাসীন্য। ২ নৈকট্য, নিকটবর্ত্তিতা।

তাড় (পুং) চুরাদি° তড় ভাবে অচ্। ১ তাড়ন, প্রহার। ২ গুণন। কর্ম্মণি অচ্। ৩ শব্দ। ৪ মুষ্টিপরিমিত তৃণাদি। ৫ পর্ব্বত। ৬ হস্তের অলঙ্কারবিশেষ। ৭ তালবৃক্ষ।

তাড়ক (ত্রি) তাড়-ণ্বুল্। তাড়নকারী, প্রহারকারী।

তাড়কজঙ্গল [তাড়কা দেখ।]

তাড়কা (স্ত্রী) রাক্ষসী ভেদ, সুকেতু নামে কোন পরাক্রমশালী যক্ষ অনপত্যতা হেতু ব্রহ্মার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বরপ্রদান করেন। সুকেতু ব্রহ্মার এই বরে কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন, এই কন্যা ব্রহ্মার বরে সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালিনী ছিল। জম্ভনন্দন সুন্দের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মহামুনি অগস্ত্য কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া সুন্দকে বিনাশ করেন। তাহাতে এই রাক্ষসী ক্রুদ্ধা হইয়া মারীচ নামক স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক ইহাদের দুই জনকে রাক্ষসত্ব প্রদান করেন। তাহাতে এই রাক্ষসী তাহার জনপদ নষ্ট করিয়া প্রাণিশূন্য অরণ্যে পরিণত করে। সেই অরণ্য

তাড়কারণ্য নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত এবং যজ্ঞীয় বহ্নির ধূম আকাশে উদগত হইতে দেখিলেই সদলে উপস্থিত হইয়া তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ইহাদের এইরূপ অত্যাচারে কেহই আর যজ্ঞাদি করিতে সমর্থ হইত না। এইরূপে তাড়কা এই জঙ্গলে অবস্থিতি করিত। পরে বিশ্বামিত্র ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য দশরথের শরণাপন্ন হইয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আগমন করেন। পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন এবং মারীচকে বাণদ্বারা সুদূরে নিক্ষেপ করেন। (রামা° ১।২৫-২৬ স°)।

তাড়কাফল (ক্লী) তারকেব নক্ষত্রমিব ফলমস্য বহুব্রী। বৃহদেলা, এলাচি। (রত্নমা°)

তাড়কায়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। "মহানৃষিশ্চ কপিল স্তথর্ষিস্তাড়কায়নঃ।" (ভারত আনু° ৪ অঃ)।

তাড়কারি (পুং) তাড়কায়াঃ অরিঃ ৬তৎ। তাড়কার শত্রু, রামচন্দ্র।

তাড়কেয় (পুং) তাড়কায়াঃ অপত্যং ঠক্। তাড়কার পুত্র, মারীচ। "মারীচঃ সুন্দপুত্রশ্চ তাড়কায়াং ব্যজায়ত॥"
(হরিব° ৩ অঃ)

তাড়ঘ (পুং) তালং হস্তি হন-টক্ (পাণিঘতাড়ঘৌ শিল্পিনি। পা ৩।২।৫৫) তালবাদক শিল্পিভেদ। কশাঘাত বা বেত্রাঘাতকারী।

তাড়ঘাত (পুং) তাড়ং হন্তি হন-অণ্। যে হাতুড়ি প্রভৃতি দ্বারা পিটিয়া শিল্পকর্ম্ম করে।

তাড়ঙ্ক (পুং) তাড়ঃ অঙ্কঃ চিহ্নং যস্য বা তালং অঙ্ক্যতে লক্ষ্যতে অঙ্ক ঘঞ্, লস্য ড়ত্বং শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ। কর্ণাভরণবিশেষ, কাণতড়্কা। পর্য্যায়—কর্ণদর্প, তাটঙ্ক, কর্ণিকা, তালপত্র, তাড়পত্র, কর্ণমুকুর।

"তাড়ঙ্কাঙ্গদমেখলাগুণরণন্মঞ্জীরতাং প্রাপিতাং" (মনসাধ্যান)

২ হস্তাভরণবিশেষ, তাড়।

তাড়ন (ক্লী) তাড়ি ভাবে ল্যুট্। ১ আঘাত, প্রহার, তর্জ্জন, ভৎ্সন।

"লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ॥" (চাণক্য)।

২ দীক্ষাঙ্গবিষয়ে দীক্ষণীয় মন্ত্রসংস্কারবিশেষ।

"মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।
প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রোতাড়নং সমুদাহৃতং॥" (শারদাতি°)

মন্ত্রবর্ণ সকল চন্দনদ্বারা লিখিয়া প্রত্যেক মন্ত্র বায়ুবীজদ্বারা (যং বীজ) তাড়িত করিবে, তাহা হইলে তাড়ন হয়। ৪ গুণন। ৫ শাসন, দণ্ড।

তাড়না (স্ত্রী) তাড়ন-টাপ্। ১ প্রহার। ২ ভর্ৎসনা। ৩ শাসন। ৪ উৎপীড়ন।

তাড়নী (স্ত্রী) তাড়ন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অশ্বতাড়নযষ্টি, কশা, চাবুক। পর্য্যায়—চর্ম্মযষ্টি, কশা, ভীমা, চর্ম্মনালিকা। (শব্দমালা)

তাড়নীয় (ত্রি) তাড়-অনীয়র্। শাসনযোগ্য, দণ্ডনীয়।

তাড়পত্র (ক্লী) তালস্য পত্রমিব লস্য ড়। কর্ণভূষণবিশেষ।
[তাড়ঙ্ক দেখ।]

তাড়পত্রি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বেলারি জেলার অধীন একটী সহর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সহরটী স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে রাম ও চিত্ররায়ের নামে উৎসর্গীকৃত দুইটী মন্দির আছে। মন্দির দুইটী বিচিত্রভাস্করকার্য্য সুশোভিত। ইহা দেখিতে বিশেষ রমণীয়।

তাড়য়িতৃ (ত্রি) তাড়ি-তৃচ্। তাড়নকারী, আঘাতকারী, শাসনকারী।

তাড়স (দেশজ) ব্যথার উত্তেজনা।

তাড়া (দেশজ) ১ ধমক, বাক্য দ্বারা ভয়প্রদর্শন। ২ যষ্টিগুচ্ছ, তালপত্রাদির গুচ্ছ। ৩ ত্বরা।

তাড়াগ (ত্রি) তড়াগে ভবঃ অণ্। তড়াগভব জল, তড়াগের জল। ইহার গুণ বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় ও কটুপাক। হেমন্তকালে তড়াগ-জল হিতকর। (সুশ্রুত)

তাড়াতাড়ি (দেশজ) শীঘ্র, ঝটিতি, ব্যস্তভাবে।

তাড়ান (দেশজ) বহিষ্কৃতকরণ, দূরকরণ।

তাড়ি (স্ত্রী) তাড়য়াত পত্রৈঃ শোভতে তড়-ণিচ্-ইন্। বৃক্ষবিশেষ। [তাড়ী দেখ।]

তাড়ি (দেশজ) মাদকশক্তিবিশিষ্ট তালের রস। প্রধানতঃ তালের রসকে তাড়ি বলা হইলেও ইক্ষু, খর্জ্জুর, নিম্ব, মৈরেয়, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেই যে গেঁজাযুক্ত রস পাওয়া যায়, যাহা পান করিলে নেসা হয়, তাহাকেও সচরাচর তাড়ি বলা হয়।

ভারতে তাড়ির ব্যবহার আজ নূতন নহে। কুলার্ণবতন্ত্রে তারিকা নামে তাড়ির উল্লেখ আছে। যথা—

"সম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরম্।
আহফেনং খর্জ্জুরসম্ভারিকা তারিতা তথা॥"

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ১৫শ পটলে ইক্ষুরস, বদরীরস, জম্বুরস, খর্জ্জুররস, নারিকেল ও দ্রাক্ষারসে মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের বিধান আছে।

"ইক্ষুরসং সমাদায় পর্য্যুষিতং সুসংস্কৃতম্।
বাদরং জাম্ববঞ্চৈব রসং খার্জ্জুরমেব চ॥
নারিকেলোদ্ভবঞ্চৈব দ্রাক্ষারসসমুদ্ভবম্।" [মদ্য দেখ।]

কুলার্ণবতন্ত্রে ৫ম উল্লাসে লিখিত আছে—

"তালজা স্তম্ভনে শস্তা খার্জ্জুরী রিপুনাশিনী।
নারিকেলভবা শ্রীদা পানসী চ শুভপ্রদা॥
মধুজাখ্যা জ্ঞানকরী দারিদ্র্যরিপুনাশিনী।
মৈরেয়াখ্যা কুলেশানি সর্ব্বদা পাপহারিণী॥"

বাস্তবিক এখনও ভারতের নানাস্থানে নেশার জন্ম তাল, খেজুর, নারিকেল, মৈরেয প্রভৃতির তাড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাড়িতে মাদকতাশক্তি থাকিলেও তাড়ি ও মদ্য এই দুই শব্দে অনেক পার্থক্য আছে। স্বভাবতঃ বা কৃত্রিম উপায়ে তালাদি বৃক্ষ হইতে যে রস বাহির হয়, তাহা রৌদ্রে বা তাপে ফেনা উঠিয়া ফেনস্কর হইলে তাহাকে তাড়ি এবং ঐরূপ রস পচাইয়া চোঁয়াইয়া লইলে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে মদ্য বলা যায়।

ভারতে যে যে গাছ হইতে যেরূপ উপায়ে তাড়ি সংগ্রহ করা হয়, নিম্নে তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে।

তালগাছের ঊর্দ্ধভাগে যে কচি কচি পুষ্পিত শাখা বা মোচ বাহির হয়, তাহার মাথা প্রথমে ভাল করিয়া চাঁচিয়া দিয়া রস বাহির হইয়া পড়িবার স্থানে একটী আধার বা ভাণ্ড বাঁধিয়া দেয়। সচরাচর প্রাতিদিন প্রাতেই ভাণ্ড খালি করিয়া রস ঢালিয়া লওয়া হয়; আবার পূর্ব্ববৎ ভাল করিয়া চাঁচিয়া দেয়। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার মূল পর্য্যন্ত কাটা হয়, সে পর্য্যন্ত চাঁচা হইয়া থাকে। সচরাচর আশ্বিন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত তালগাছ কাটিয়া রস বাহির করা হইয়া থাকে। ভারতের সর্ব্বত্রই তালের রস বাহির করা হয়, তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক। [তাল দেখ।]

সচরাচর তাড়িকরেরা রস লইয়া তাহাতে খানিকটা পুরাতন কাঞ্জি অথবা ফেনাযুক্ত তাড়ি মিশাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই রসের মাদকতাশক্তি অল্প সময় মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

তালের রস বা তাড়ি সাধারণ লোকের নেশা করিবার সহজ উপায়। তাহাতে গবর্মেণ্টের আবকারী আয়ের হানি হয় দেখিয়া একবার বোম্বাই গবর্মেণ্ট সমস্ত তাল ও খেজুর গাছ নির্ম্মূল করিতে আদেশ করেন*। তাহাতে এক সুরাটে প্রায় লক্ষাধিক বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু রক্তবীজের ঝাড় সহজে কি যায়। তাহার অল্পকাল পরেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার তাল বৃক্ষ দেখা গেল। যাহা হউক এখন আর ইংরাজরাজের তাল ও খেজুর বৃক্ষ নির্ম্মূল করিবার ইচ্ছা নাই, বরং ইহা হইতে যে তাড়ি প্রস্তুত করে, গবর্মেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় করিয়া থাকেন।

ভারত ও সিংহলের রুটীওয়ালারা প্রায় সর্ব্বত্রই পাউরুটী করিবার জন্ম এই তালের তাড়িই ব্যবহার করে। ইহাতে সির্কাও প্রস্তুত হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে—

"তালজং তরুণং তোয়মতীব মদকৃন্মতম্।
অম্লীভূতং তদা তু স্যাৎ পিত্তকৃৎ বাতদোষহৃৎ॥"

তালের টাটকা রস অত্যন্ত মাদক, উহা অম্লরস হইলে পিত্তজনক ও বায়ুদোষনাশক।

খেজুর।—দেশীখেজুর, পিণ্ডখেজুর প্রভৃতি নানাবিধ খেজুর গাছের ঊর্দ্ধদণ্ড কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া যে রস বাহির হয়, তাহাতেও তাড়ি প্রস্তুত হয়। খেজুর রস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ও প্রাতঃকালে বেশ সুমিষ্ট ও মাদকতারহিত থাকে, কিন্তু যতই বেলা হইতে থাকে, তাহাতে ফেনা উঠিয়া তাড়িতে পরিণত হয়। তখন ঐ ফেনিল খেজুর রস পান করিলে নেসা হইয়া থাকে।

মৈরেয়। (Caryota urens)—ইহার তাড়ি বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশে ইহার বহুল প্রচার লক্ষিত হয়। যখন ঐ গাছ ১৫ হইতে ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত বড় হয়, তখন মান্দ্রাজীরা মৈরেয়গাছ চাঁচিয়া ছুলিয়া রস বাহির করে। গ্রীষ্মকালেই অধিক রস বাহির হয়, এমন কি এক একটী গাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক মণের অধিক রস পাওয়া যায়। গাছ কাটা হইলে এক মাস পর্য্যন্ত রস বাহির হয়। টাটকা রস খাইতে অতি মধুর, কিন্তু অতি অল্পকাল রাখিলে তাহা ফেনাযুক্ত তীব্র মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট তাড়িতে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ অনেকেই এই তাড়ি ব্যবহার করে। ইহা চুঁয়াইয়া লইলে মৈরেয় (Gin) প্রস্তুত হয়।

নারিকেল।—যেমন তালগাছের মোচ চাঁচিয়া তাহা হইতে রস বাহির করে, নারিকেল গাছের মাথী কাটিয়া চাঁচিয়া সেইরূপ রস বাহির হয়। আর্য্যাবর্ত্তে নারিকেল বৃক্ষ হইতে রস বাহির করিবার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত না থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে খুব প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা দুই প্রকারে নারিকেলগাছ রক্ষা করে, এক ফল পাইবার জন্ম, অপর রসের জন্ম। যে গাছে রস বাহির করা হয়, তৎকালে সে গাছে ফল হয় না। বোম্বাই অঞ্চলে সানারগণ নারিকেল রস বাহির করিয়া থাকে। ইহার জন্ম প্রত্যেক বৃক্ষে বর্ষে ১৲ হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত কর দিতে হয়। তাল বা খেজুর রস অপেক্ষা নারিকেল গাছের রস অতি শীঘ্রই ফেনাযুক্ত হইয়া তাড়িতে পরিণত হয়। এইজন্ম যাহাদের গুড় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহারা টাটকা রস লইয়া শীঘ্র জাল

* Bombay Gazetteer, Vol II, p. 39.

দিয়া লয়। নারিকেলের তাড়ি সাধারণতঃ নীরা নামে খ্যাত। ভারতবর্ষ ব্যতীত ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও নীরা ব্যবহৃত হয়। [নারিকেল দেখ।]

নিম।—কোন কোন নিমগাছের কাণ্ডে দুই তিন স্থান হইতে রস বাহির হয়। কেহ কেহ রসকে নিমের তাড়ি বলে। রস বাহির হইবার অল্প পূর্ব্ব হইতেই যেখান হইতে রস হইবে, তথা হইতে একপ্রকার চুঁই চুঁই শব্দ শুনা যায়। শব্দ শুনিলেই অনেকে বুঝিতে পারে যে, গাছে রস হইয়াছে, শীঘ্র বাহির হইবে; তখন যে স্থান হইতে রস বাহির হইবার সম্ভাবনা, তথায় এক একটী পাত্র রাখিয়া দেয়। তাহাতে অতি অল্প পরিমাণে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়িতে থাকে। নিমগাছ হইতে যেমন স্বভাবতঃ রস বাহির হয়, সেইরূপ কৃত্রিম উপায়েও কোন কোনও স্থানে রস বাহির করা হয়। জলা, নালা, খাল বা বিলের নিকট যে নিমগাছ জন্মে, তাহা হইতেই কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করা যাইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করিতে হইলে গাছের গুঁড়ীর প্রায় অর্দ্ধেকটা কাটিয়া তাহার নীচে পাত্র রাখিয়া দেয়। স্বভাবতঃ যেমন স্বচ্ছ ও বর্ণহীন রস বাহির হয়, কৃত্রিম উপায়ে সেরূপ বা তাহার এক তৃতীয়াংশ রসও বাহির হয় না। মান্দ্রাজ প্রদেশে নিমের তাড়ি হইতে তেজস্কর সুরা প্রস্তুত করিয়া কেহ কেহ পান করে।

তাড়িত (ত্রি) তড়-ণিচ্-ক্ত। ১ আহত। ২ তিরস্কৃত। ৩ উৎপীড়িত। ৪ দূরীকৃত। ৫ দণ্ডিত। ৬ বিদ্ধ। (ক্লী) তড়িৎ স্বার্থে অণ্। বিদ্যুৎ। তাড়িতের উৎপত্তিবিষয় সিদ্ধান্তশিরোমণিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—সমুদ্র মধ্যে বাড়বাগ্নি রহিয়াছে, জলভরনিমগ্ন এই বাড়বাগ্নি হইতে ধূমরাশি উত্থিত হয় এবং ঐ ধূমরাশি আকাশে বায়ুকর্ত্তৃক নীত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয়, পরে দ্যুমণি-কিরণ দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তাহাই বিদ্যুৎ। অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ুর আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পার্থিবাংশের সহিত মিশ্রিত হয়, পরে অকস্মাৎ বৈদ্যুত তেজঃ নির্গত হয়, ইহা প্রায় অকালবর্ষণে হইয়া থাকে। ইহা তিন প্রকার পার্থিব, আপ্য ও তৈজস। যাহাতে পৃথিবীর অংশ অধিক থাকে, তাহাই পার্থিব, যাহাতে জলীয় অংশ অধিক থাকে তাহার নাম আপ্য ও যাহাতে তেজের ভাগ অধিক থাকে, তাহাকে তৈজস কহে।

☞ য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাড়িতের এইরূপ পরিচয় আছে।—অম্বর (Amber) নামক পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে উহা ক্ষুদ্র পালক, তৃণ প্রভৃতি আকর্ষণ করে। বহুকাল হইতে অম্বরের এই গুণ লোকে জানিত। অম্বরের গ্রীক নাম হইতে ইংরাজি electricity শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে তৃণমণি নামক পদার্থের উল্লেখ দেখা যায়। হয়ত তৃণমণি এবং অম্বর একই পদার্থ। ডাক্তার গিলবার্ট তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অন্যান্য পদার্থেরও অবস্থা ভেদে এইরূপ আকর্ষণশক্তির আবিষ্কার করেন।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তাড়িতের সম্বন্ধে মনুষ্য জাতির জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত আমেরিক বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্লিন ও ইংরাজ কাবেণ্ডিসের সময় হইতে তাড়িত-বিজ্ঞানের সৃষ্টি। পরে দ্রুতগতিতে তাড়িত-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়া সম্প্রতি উহা বিজ্ঞানের প্রায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানকালে মনুষ্যসমাজের স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে তাড়িতশক্তিই প্রধান অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সভ্যতম মনুষ্য জাতির ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাজনীতি সমুদয়ই তাড়িতরাশির বিবিধ ক্রিয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলা যাইতে পারে।

য়ুরোপের ও আমেরিকার প্রধান প্রধান মনস্বী ব্যক্তির হস্তে তাড়িত সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্ক্রিয়ার সাধন ও তাড়িত-বিজ্ঞানের বিবিধ উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকলের উল্লেখ অসম্ভব। কিন্তু কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকে। ফ্রাঙ্কলিন্ ও কাবেণ্ডিসের পর আঁপেয়ার, মাইকেল ফারাদে, লর্ড কেনবিল (সর্ উইলিয়ম টমসন) ও ক্লার্ক মক্সবেল ও হার্টজের নাম তাড়িতবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে আঁপেয়ার ফরাসী, হার্টজ জর্ম্মন্ এবং আর সকলেই ইংরাজ। ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা নিতান্ত শ্লাঘার বিষয়। লর্ড কেনবিল অদ্যাপি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকসমাজে মহিমান্বিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছেন।

বর্ত্তমানকালে তাড়িতশক্তি বিবিধ বিধানে মনুষ্যের ও মনুষ্যসমাজের ভৃত্যভাবে উপকার সাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে। কত বিষয়ে কত উপায়ে তাড়িতশক্তির

* "সুজল-জলধিমধ্যে বাড়বোঽগ্নিঃ স্থিতোঽস্মাৎ
সলিলভরনিমগ্নাদুত্থিতা ধূমপালাঃ।
বিয়তি পবননীতাঃ সর্ব্বতস্তা ব্রজন্তি
দ্যুমণিকিরণদীপ্তা বিদ্যুতস্তৎস্ফুলিঙ্গাঃ।" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

'অকস্মাদ্বৈদ্যুতং তেজঃ পার্থিবাংশকমিশ্রিতম্।
বাত্যাবদুদ্ভ্রমদাঘাতে প্রতিকূলানুকূলয়োঃ॥
যাদোত্থং পততি প্রায়ো হ্যকালপ্রাজ্যবর্ষণে।
যতঃ প্রাবৃষি বৈবেক্তে পাংসব প্রসরন্তি হি॥
তৎ ত্রেধা পার্থিবং চাপ্যং তৈজসং তড়িদুত্থিতম্।
ততো নির্ঝরাদ্বৈদ্যু ভুবিহে ন্নহূতে॥' (সিদ্ধান্ত-শিরোমণিটীকা)

ব্যবহারিক প্রয়োগ হইয়াছে তাহার সংখ্যা করাই দুষ্কর; বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাড়িতশক্তির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা যাইবে। তাড়িতের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আবশ্যক। গ্রেহাম বেল, এডিসন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি যে সকল সুন্দর কৌশল-সহকারে বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া তাড়িতশক্তিকে মনুষ্যের কার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকলের আলোচনার স্থান হইবে না।

তাড়িত কোনরূপ জড় পদার্থ অথবা জড় পদার্থের কোনরূপ ধর্ম্মমাত্র, অথবা শক্তির কোনরূপ ভেদমাত্র, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয় নিরূপিত হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া বিবিধ বিতর্ক চলিতেছে। সম্প্রতি আমরা সে বিতণ্ডাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না। তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক-মত প্রবন্ধের শেষে বলা যাইবে।

তাড়িত কাহাকে বলে ?—তাড়িত অর্থে আমরা কি বুঝি, প্রথমে বলা আবশ্যক। একটা কাচের দণ্ডকে রেশমী রুমালে ঘষিয়া ছোট ছোট কাগজের টুকরার নিকট ধরিলে দেখা যাইবে, কাগজের টুকরাগুলি লাফাইয়া কাচদণ্ডের নিকট উঠিতেছে। লাক্ষাদণ্ডকে ফ্লানেলে ঘষিয়া ধরিলে অথবা রবরের চিরুণী চুলে ঘষিয়া ধরিলেও ঠিক এইরূপ দেখা যায়। কাচের লাক্ষাদণ্ডের অথবা চিরুণীর ঐরূপ ঘর্ষণের ফলে কোনরূপ বিকৃতি দেখা যায় না; ঘষিবার পূর্ব্বে কাগজও দেখিতে যেমন ছিল, ঘর্ষণের পরও ঠিক সেইরূপই থাকে; অথচ তাহাতে একটা নূতন ক্ষমতা বা ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নবাবির্ভূত আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট কাচদণ্ড ও লাক্ষাদণ্ডকে তাড়িতধর্ম্মান্বিত বলা যায়। এই নূতন আবির্ভূত ধর্ম্মের নাম তাড়িত-ধর্ম্ম।

তাড়িত-বিকাশের উপায়। কাচে রেশমে ও লাক্ষায় পশম ঘর্ষণ করিলে অতি সহজে তাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকৃতিক যে কোন দুইটী দ্রব্য পরস্পর ঘর্ষণ করিলেই ন্যূনাধিক মাত্রায় তাড়িতের বিকাশ হইয়া থাকে অথবা ঘর্ষণেরও প্রয়োজন হয় না। ইতালি-নিবাসি বল্‌তা প্রথমে দেখাইয়াছিলেন, দুই খানি ধাতুদ্রব্য পরস্পর সংস্পর্শে থাকিলেই উভয়েই তাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। অবশ্য বিকাশের মাত্রা সর্ব্বত্র সমান হয় না। সাধারণতঃ এই নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইতে পারে যে দুইটা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রকৃতিসম্পন্ন দ্রব্য পরস্পর ছুয়াইয়া দিলে উভয়ই তাড়িত-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। স্পর্শই যেখানে তাড়িত-বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে দুইটী দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত।

স্পর্শ ও ঘর্ষণ ব্যতীত অন্য নানা কারণে তাড়িতের বিকাশ পুনঃপুনঃ লক্ষিত হয়। আঘাতপ্রয়োগে ও তাপপ্রয়োগে তাড়িতের বিকাশ দেখা যায়। অনেক জীবশরীরে তাড়িতের বিকাশ হয়। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সেই তাড়িতের ব্যবহার করে। জল বাষ্প হইবার সময় তাড়িতের বিকাশ হয়। এতদ্ভিন্ন তাড়িতের প্রবাহ উৎপাদনের যে সকল উপায় আছে, পরে তাহাদের উল্লেখ করিব।

তাড়িত-নিরূপণের উপায়।—তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে কিনা বুঝিবার জন্য বিবিধ উপায় আছে। এক টুকরা সোলা একগাছা সূতাতে লম্বিত করিয়া ধরিলেই সংক্ষেপে তাড়িত-নিরূপণের সুন্দর উপায় হয়। কোন তাড়িতাক্রান্ত পদার্থ উহার নিকটে আসিলেই সোলার টুকরা উহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইবে। একটা কাচের বোতলের মুখ ছিপি দিয়া আঁটিয়া সেই ছিপির মধ্যে ছিদ্র করিয়া একটা পিত্তলের দণ্ড পরাইয়া দাও। পিত্তল-দণ্ডের এক প্রান্ত বোতলের ভিতর আর এক প্রান্ত যেন বোতলের বাহিরে থাকে। যে প্রান্ত ভিতরে থাকিল, তাহাতে দুইখানা সূক্ষ্ম লঘু সোণার বা তামার পাত (রাংতা) আঁটিয়া দাও। এই যন্ত্রকে তাড়িত-নিরূপণ বা তাড়িতবীক্ষণ যন্ত্র বলা যাইতে পারে। কাচ বা গালা বা অন্য কোন পদার্থে তাড়িতের বিকাশ হইলে সেই পদার্থ বোতলের বাহিঃস্থ পিত্তল প্রান্তের নিকট ধরিলেই অন্য প্রান্তস্থ পাত দুইখান ছাড়াছাড়ি হইবে। দুইখানি পাতের পরস্পর বিকর্ষণ হইবে। এই বিকর্ষণের বিষয় পরে আরও বলা যাইবে।

তাড়িত দ্বিবিধ।—রেশমে কাচ ঘষিয়া সেই কাচ তড়িদ্বীক্ষণের নিকট ধরিলে পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, আবার ফ্লানেলে বা পশমে গালা ঘষিয়া সেই গালা তড়িদ্বীক্ষণের নিকট ধরিলেও পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, অর্থাৎ কাচ ও গালা উভয়েই তাড়িতধর্ম্মের বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থায় কাচ ও গালা উভয়কেই যদি একত্র করিয়া যন্ত্রের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে আর পাত দুইখানি তত ছাড়াছাড়ি হয় না। কাচ ও গালা উভয়ে যে তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে, তাহা যেন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত। পৃথক্ ভাবে উভয়ে যে কাজ করে, একত্র থাকিলে পরস্পর সেই কাজের প্রতিকূলতা করে। সূতা দিয়া কাচখণ্ড ও লাক্ষাখণ্ড ঝুলাইয়া দিলে দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ হইতেছে। দুইখণ্ড কাচ রেশমে ঘষিয়া ঝুলাইলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ না হইয়া বিকর্ষণ দেখা যায়। আবার দুই টুকরা গালা পশমে ঘষিয়া সূতায়

লম্বিত করিলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—

(১) কাচের তাড়িত কাচের তাড়িতকে বিকর্ষণ করে বা ঠেলিয়া দেয়।

(২) গালার তাড়িত গালার তাড়িতকে বিকর্ষণ করে বা ঠেলিয়া দেয়।

(৩) কাচের তাড়িত গালার তাড়িতকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়।

এই সকল দেখিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, কাচের তাড়িত ও গালার তাড়িত বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত। কাচের তাড়িতকে ধন-তাড়িত ও গালার তাড়িতকে ঋণ-তাড়িত বলা প্রথা দাঁড়াইয়াছে।

বীজগণিতের ধন-রাশির সহিত ঋণ-রাশির যে সম্বন্ধ, পাওনার সহিত দেনার যে সম্বন্ধ, প্রবেশের সহিত নির্গমের যে সম্বন্ধ, পূর্ব্বমুখে গতির সহিত পশ্চিমমুখে গতির যে সম্বন্ধ, ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। দান ও গ্রহণ এক সঙ্গে চলিলে যেমন দানও অধিক হয় না, গ্রহণও অধিক হয় না; অগ্রবর্ত্তী হইয়া পাছু হাঁটিলে যেমন অগ্রে বা পশ্চাতে কোন মুখেই অধিক দূর গতি হয় না; সেইরূপ ধন-তাড়িতে ঋণ-তাড়িত যোগ করিলে অর্থাৎ ধন-তাড়িতের নিকট ঋণ-তাড়িত আনিলে উভয়েরই স্বতন্ত্র ফল সমাক্ পরিমাণে লক্ষিত হয় না।

আবার দশ টাকা দেনা বাড়িলেও যে ফল, দশ টাকা পাওনা থাকিলেও ঠিক্ সেই ফল; সেইরূপ ধনতাড়িত খানিকটা বাড়িলে যে ফল, ঋণ-তাড়িত সেই পরিমাণে কমিলেও ঠিক্ সেই ফল। কোন বস্তুতে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে যাহা বুঝিতে হইবে, তাহা হইতে ঋণ-তাড়িতের তিরোভাব হইয়াছে বলিলেও ঠিক্ তাহাই বুঝিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে এই ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ নাই। এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধন-তাড়িত ক হইতে খ'য়ে গেল, অথবা ঋণ-তাড়িত খ হইতে ক'য়ে গেল, উভয় বাক্যই ঠিক সমানার্থবাচী।

আর এক কথা;—কাচের তাড়িতকে ঋণ না বলিয়া ধন বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। দুই রকম তাড়িতের মধ্যে একটি ধন ও অপরকে ঋণ বলিলেই চলিবে। কাচের তাড়িতকে ধন ও গালার তাড়িতকে ঋণ বলা প্রথা দাঁড়াইয়াছে মাত্র।

পরিচালক ও অপরিচালক পদার্থ।—তাড়িতাক্রান্ত কোন দ্রব্যকে শুষ্ক রেশমী সূতা দিয়া শুষ্ক বায়ু মধ্যে বহু দিন পর্য্যন্ত রাখা যায়; তাহার তাড়িতধর্ম্ম লুপ্ত হয় না। কিন্তু সূতা যদি ভিজা হয়, বা বায়ু আর্দ্র হয়, অথবা হাত দিয়া বা কোন ধাতু দ্রব্য দিয়া উহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্র তাড়িতধর্ম্মের লোপ হয়। শুষ্ক সূতা ও বায়ু অপরিচালক এবং আর্দ্র সূতা, আর্দ্র বায়ু এবং মনুষ্যের শরীর ও ধাতুপদার্থ তাড়িতের পরিচালক। অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িত অন্যত্র যাইতে পারে না; পরিচালক পদার্থ তাড়িতের গমনে বাধা দেয় না। কাচ, গালা প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থের গায়ে যেখানে ঘর্ষণ হয়, তাড়িত ঠিক সেই খানেই আবদ্ধ থাকে; ধাতুপদার্থের গায়ে এক স্থানে তাড়িতের বিকাশ হইলে উহা তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত ধাতুপদার্থ দ্বারা তাড়িতকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। ধাতুপদার্থ তাড়িত সঞ্চিত ও আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইলে উহাকে শুষ্ক বায়ু মধ্যে শুষ্ক রেশমী সূতা দ্বারা টানাইয়া বা কাচ প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ নির্ম্মিত দণ্ডের উপর বসাইয়া রাখিতে হয়। বায়ু অধিক আর্দ্র থাকিলে কাচাদির গায়ে জল ও ময়লা জমে; তখন তাহার গা বাহিয়া তাড়িত অন্যত্র চলিয়া যায়। কাচ, গালা, রেশম, পশম, বায়ু, তুলা, শুষ্ক কাষ্ঠ, শোলা, কয়লা, গন্ধক, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। ধাতুপদার্থ মাত্রই সাধারণতঃ উত্তম পরিচালক। মনুষ্যের শরীর পরিচালক। কোন দ্রব্যে তাড়িত থাকিলে স্পর্শমাত্র সেই তাড়িত অন্যত্র চালয়া যায়।

পরিচালকের ধর্ম্ম।—পরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরদেশে তাড়িতের ক্রিয়ার প্রকাশ হয় না। সাধারণতঃ হাল্কা দ্রব্যের নিকট তাড়িত সঞ্চিত হইলে ঐ সকল দ্রব্য তাড়িতের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়; স্থলবিশেষে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি তাড়িতের অন্যরূপ ক্রিয়াও দেখা যায়। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি প্রভৃতি তাড়িতে বিবিধ ক্রিয়া দেখিয়া তাড়িতের বিকাশ ও অস্তিত্ব বুঝা যায়। কিন্তু কোন ধাতুময় দ্রব্যের অভ্যন্তরে এইরূপ কোন ক্রিয়ারই প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ একটা টিনের বাক্সর বা লোহার খাঁচার ভিতর হাল্কা দ্রব্য বা তড়িদ্বীক্ষণযন্ত্র প্রভৃতি রাখিয়া দিলে বাক্সের বা খাঁচার বাহিরে প্রভূত পরিমাণে তাড়িতের সঞ্চয় থাকিলেও সেই সকল হাল্কা দ্রব্যের উপর বা তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্রের উপর উহার অণুমাত্র প্রভাব দেখা যায় না। মাইকেল ফারাডে একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স রাঙতায় মুড়িয়া যন্ত্রযোগে তাহাতে প্রভূত তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া স্বয়ং তড়িদ্বীক্ষণাদি লইয়া সেই বাক্সের ভিতরে প্রবেশ করেন। বাক্সের বাহির

হইতে সুদীর্ঘ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল; কিন্তু বাক্সের ভিতরে তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই।

গণিতশাস্ত্রানুসারে দেখাইতে পারা যায় যে, যে প্রদেশে তাড়িতের কোন ক্রিয়া নাই, সেখানে তাড়িতের অস্তিত্বও নাই। ধাতু দ্রব্যের ভিতর যেমন তাড়িতের ক্রিয়া ঘটে না, সেইরূপ উহার ভিতরে তাড়িতও সঞ্চিত থাকে না। নিরেট বা ফাঁপা যেমন হউক না, কোন ধাতুময় পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সমগ্র তাড়িত উহার পৃষ্ঠে বা গায়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার অভ্যন্তরে একটুও থাকে না। কোন তাড়িতবিশিষ্ট দ্রব্য বাক্স বা খাঁচার মত ফাঁপা ধাতুময় দ্রব্যের ভিতর প্রবেশ করাইয়া স্পর্শ করিয়া দিবা মাত্র সমগ্র তাড়িত সেই বাক্সের বা খাঁচার বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই দ্রব্যটী বাহির করিয়া তাড়িতবীক্ষণ-দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে কিছুমাত্র তাড়িত বর্ত্তমান নাই।

একটা খাঁচার ভিতর বা লোহার জালের ভিতর বাস করিলে বজ্রাঘাতের কোন আশঙ্কা থাকে না।

অপরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র তাড়িতক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হয় এবং উহার গাত্রে ও অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই তাড়িত সঞ্চিত রাখা যাইতে পারে।

পরিচালকের পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন অন্যত্র তাড়িত থাকে না। আবার পিঠেও সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে থাকে না। একটা ঠিক্ বর্ত্তুলাকৃতি ভাঁটার গায়ে সব জায়গায় সমান ভাবে তাড়িত থাকে। কিন্তু ধাতুময় দ্রব্যের পিঠ উচু নীচু হইলে আর সব জায়গা সমান পরিমাণে থাকে না। পিঠের যে জায়গা যত উচু বা কুব্জ, সে জায়গায় তত অধিক জমে, যে জায়গা যত নীচু ও ন্যুব্জ সে জায়গায় তত কম জমে। ফলে উহার প্রান্তভাগ বা যেখানে যেখানে কোণা, খোঁচা বা শিরা বাহির হইয়া আছে, সমুদয় তাড়িত প্রায় সেই ভাগেই আসিয়া জমে, অন্যত্র বড় কিছু থাকে না।

পরিচালকের ভিতরে যে তাড়িতের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, ঠিক সেই ধর্ম্মের ফলে এরূপ ঘটে; তাহা গণিত-শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। কোন নির্দ্দিষ্ট আকারের ধাতুময় দ্রব্যের পিঠের কোন অংশে কতখানি তাড়িত জমিলে ভিতরে সমগ্র তাড়িতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে না, তাহা গণিতসাহায্যে গণনা চলে। গণিতপ্রয়োগ বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত।

পরিচালক ও অপরিচালকের প্রভেদ।—পরিচালকের ভিতরে তাড়িত বলপ্রয়োগ করে না; অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িতের বল প্রযুক্ত হয়। দুইখণ্ড তাড়িত-যুক্ত পদার্থ বায়ুমধ্যে থাকিলে উভয়ের মধ্যে হয় টান নয় ঠেল দেখা যায়। দুইএর মধ্যে একটাকে খাঁচা বা বাক্সে পুরিলে আর টান বা ঠেল কিছুই সেই বাক্সের ধাতু ভেদ করিয়া যায় না। খাঁচা বা বাক্সটা যেন মাটি ছুঁইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ভিতরের তাড়িত ও বাহিরের তাড়িত পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে থাকে। পরিচালক পদার্থ তাড়িতবল সঞ্চালনে অক্ষম, অপরিচালক তাহাতে পটু। উভয়ের এই প্রভেদ কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। ইস্পাত, কাচ, মাটি, পাথর, রবর প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য টানিতে, ভাঙ্গিতে ও বাঁকাইতে পারা যায়; কিন্তু জল, তেল, গুড়, কাদা প্রভৃতি তরলদ্রব্য ঐরূপে টানিতে, ভাঙ্গিতে বা বাঁকাইতে পারা যায় না। কাচকে দুই হাতে ধরিয়া টানা যায়; কাচ সেই টানে যথেষ্ট বাধা দেয়। খানিকটা কাদা লইয়া টানিতে গেলে কাদা এত কম বাধা দেয় যে টানই পড়ে না। জল আবার ততোধিক। তাড়িতের পক্ষে অপরিচালক পদার্থ যেন কঠিন দ্রব্যের মত, আর পরিচালক পদার্থ যেন জলের মত বা কাদার মত। অপরিচালকের ভিতরে তাড়িতের টান পড়ে ও ঠেলও পড়ে; পরিচালকের ভিতরে টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না। কঠিন মাটির পিঠ উচু নীচু, বা বন্ধুর হইতে পারে, কিন্তু তরল জলের পিঠ সমতল হয়, উচু নীচু হয় না। জলের ভিতর যৎসামান্য চাপের ইতরবিশেষ হইলেই জল আপনা হইতে সরিয়া গিয়া চাপ সর্ব্বত্র সমান করিয়া লয়; কিন্তু কঠিন পদার্থের ভিতর বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন মাত্রায় চাপ দিলে কঠিন পদার্থ বাঁকিয়া বা নোয়াইয়া যায়; কিন্তু জলের মত বহিয়া ও গড়াইয়া যায় না। তেমনি অপরিচালকে পিঠে বা ভিতরে বিভিন্নস্থলে তাড়িতের বিভিন্ন মাত্রায় চাপ পড়িতে পারে, সেই চাপে তাড়িতকে এক জায়গা হইতে অন্যত্র ঠেলিয়া দিতে চায়। কিন্তু অপরিচালক ভেদ করিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না। পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের একটু ইতর-বিশেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ খানিকটা তাড়িত জলের মত অবাধে গড়াইয়া সরিয়া যায়, পরিচালক তাহাতে কিছুই বাধা দেয় না। কাজেই পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের কোন ইতরবিশেষ থাকে না; সর্ব্বত্র সমান চাপ হওয়ায় টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না।

জলের চাপের সহিত তাড়িতের যে গুণের তুলনা করা গেল, তাহাকে আমরা উচ্চতি (potential) এই শব্দে ব্যবহার করিব। কঠিন পদার্থের বিভিন্ন স্থলে চাপের ইতর-

বিশেষ থাকিতে পারে, তরল পদার্থের বিভিন্ন স্থানে চাপের যৎসামান্য ইতরবিশেষ ঘটিলে তরল পদার্থ সরিয়া গিয়া চাপ সমান করিয়া দেয়। অপরিচালকের ভিতর তাড়িতের উদ্ধৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে হইতে পারে। পরিচালকের ভিতর তাড়িতের উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান হইবে; একটু ইতরবিশেষ হইলেই তাড়িত খানিকটা সরিয়া গিয়া উদ্ধৃতি সমান করিয়া লইবে। পরিচালক ও অপরিচালক উভয়ের স্বভাব এক। উভয়ে তাড়িতের যে সকল ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তৎসমুদয়ই এই বিভিন্ন স্বভাব হইতে উৎপন্ন। পরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান থাকে; এই কারণে পরিচালকের ভিতরে বাহিঃস্থ তাড়িতের কোন টান বা ঠেল প্রকাশ করে না। এই কারণে পরিচালকের কোন স্থানে খানিকটা তাড়িত সঞ্চার করিলেই সমুদয় তাড়িতটা কেবল পিঠেরই উপর ছড়াইয়া পড়ে আবার এমন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, যাহাতে সমুদয় পরিচালক ব্যাপিয়া উহার উদ্ধৃতি সমান হয়, অর্থাৎ পরিচালকের ভিতরে কোন জায়গায় টান বা ঠেল না পায়। জল যেমন যেখানে চাপ অধিক সেখান হইতে যেখানে চাপ অল্প সেইখানে যাইতে চেষ্টা করে, তাড়িত সেইরূপ যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি অল্প, সেইখান যাইতে চেষ্টা করে, মধ্যে যদি অপরিচালকের ব্যবধান থাকে, তবে ফলে চেষ্টামাত্রই দাঁড়ায়, তাড়িত এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পারে না, মধ্যে একটা টান পড়ে মাত্র। আর যদি পরিচালকের ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে তাড়িত অক্লেশে গড়াইয়া যায়, উভয়ত্র উদ্ধৃতি সমান হইয়া পড়ে, টান পড়িতে পায় না।

পরিচালকের ও অপরিচালকের এই স্বাভাবিক প্রভেদ মনে রাখিলে তাড়িতঘটিত প্রায় সমুদায় ক্রিয়াই একরূপ বুঝা যায়। মনে কর একটা পিত্তলের ভাঁটায় ধন-তাড়িত সঞ্চিত করিয়া সূতা দিয়া ঝুলান গেল। তাহার চারি পার্শ্বে অপরিচালক বায়ু মাত্র বর্ত্তমান। নিকটে উদ্ধৃতি অধিক, যত দূরে যাইবে উদ্ধৃতি ততই কমিবে। আর একটা ছোট ভাঁটায় ধন-তাড়িত লইয়া নিকটে ধরিলে উহা ক্রমে দূরে যাইতে চাহিবে। কেননা এই ধন-তাড়িত যে দিকে গেলে উদ্ধৃতি কমে, সেই দিকেই যাইতে চায়। ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের বিভেদ মনে করিলেই বুঝা যাইবে, যে সেই প্রদেশে ঋণ-তাড়িতযুক্ত একটা ছোট ভাঁটা রাখিলে সে ক্রমে দূর হইতে নিকটে আসিবে। ধন-তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক সেখান হইতে যেখানে কম সেই দিকে যায়, ঋণ-তাড়িত যেখানে কম সেখান হইতে যেখানে বেশী, সেই মুখে যায়। ধন-তাড়িত ধন-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, ঋণ-তাড়িতও ঋণ-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, আর ধন-তাড়িত ঋণ-তাড়িতকে যেন টানিয়া লয়।

তাড়িতের পরিমাণ।—তড়িদ্বীক্ষণযন্ত্র তাড়িতের অস্তিত্ব-নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হয়। তাড়িত কোন্ জাতীয় তাহাও সহজে স্থির করা যাইতে পারে। উপস্থিত তাড়িতে যখন যন্ত্রের পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি করিয়াছে, সেই সময় কাচের তাড়িত নিকটে আনিলে যদি সেই ছাড়াছাড়ি আরও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে উপস্থিত তাড়িত ধন-তাড়িত, আর যদি ছাড়াছাড়ি কমিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিবে যে উহা ঋণ-তাড়িত। ধন ও ঋণ উভয় পাশাপাশি করিয়া আনিয়া ধরিলে যদি পাত দুইখানির কিছুই ছাড়াছাড়ি না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, ধন ও ঋণ উভয়ের পরিমাণ সমান। কতটা ছাড়াছাড়ি হইল দেখিয়া তাড়িতের পরিমাণও স্থূলতঃ নির্ণীত হইতে পারে। সূক্ষ্মভাবে তাড়িত-পরিমাণের যে সকল প্রণালী আছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই পর্য্যন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, যন্ত্রদ্বারা তাড়িতের জাতি ও পরিমাণ উভয়ই নির্ণীত হইতে পারে।

তাড়িতের অনশ্বরতা—এইরূপে যন্ত্রদ্বারা পরিমাণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাড়িতের ধ্বংস নাই। উহা এক স্থান হইতে বা এক আধার হইতে অন্য স্থানে বা আধারে যাইতে পারে, কিন্তু ইহার কণিকামাত্র ধ্বংস পায় না। সাধারণতঃ তাড়িত যে বহুক্ষণ একত্র আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না, তাহার কারণ পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থের আংশিক পরিচালকত্বমাত্র। তাড়িত বায়ুপথে ও ধূলিকণা জলকণা প্রভৃতি আশ্রয়ে আস্তে আস্তে পরিচালিত হইয়া এক দ্রব্যের পিঠ হইতে অন্য দ্রব্যের পিঠে যায়, কিন্তু ধ্বংস পায় না। লর্ড-কেলবিন কাচের ফাঁপা বর্ত্তুল বায়ুশূন্য করিয়া তাহার ভিতর বহু বৎসর ধরিয়া তাড়িতযুক্ত বস্তু আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; বহু বৎসরেও তাড়িতের পরিমাণ কমে নাই।

অর্থাৎ দশভাগ ধন-তাড়িতে পাঁচভাগ ধন-তাড়িত যোগ করিলে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ঠিক্ পোনের ভাগ ধন-তাড়িতই পাওয়া যায়। যোগের সময় পরিমাণ কমে না। আবার দশ ভাগ ঋণ-তাড়িতে পাঁচ ভাগ ঋণ-তাড়িতের যোগে সর্ব্বত্র পোনের ভাগ ঋণ-তাড়িত হয়। আবার দশ ভাগ ধনে আধ ভাগ ঋণ যোগ করিলে দুই ভাগ ধন হয়। দশ ভাগ ধনে দশ ভাগ ঋণ যোগ করিলে ধন বা ঋণ কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। এস্থলেও ধনে ও ঋণে যোগ হইয়াছে বলিতে হইবে, উহাদের ধ্বংস বা নাশ হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে।

তাড়িতের সংক্রমণ।—খানিকটা ধন-তাড়িতের নিকটে একটা পিতলের কোন জিনিষ সূতা দিয়া ধর। পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ধন-তাড়িতের নিকটে উচ্চৃতি বেশী, দূরে উচ্চৃতি কম; কাজেই এই ধাতুদ্রব্যের যে পার্শ্বটা ধন-তাড়িতের সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ সেখানে উচ্চৃতি অধিক ও যে পার্শ্ব পশ্চাতে ও দূরে স্থিত, সেখানে উচ্চৃতি কম। জিনিষটা সেখানে আনিবার পূর্ব্বে উহার পৃষ্ঠে কোনস্থানে তাড়িতের চিহ্নমাত্র ছিল না; কিন্তু যখন দেখিতে পাইবে, সম্মুখের ভাগে ঋণ-তাড়িত ও পশ্চাৎভাগে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে অর্থাৎ পরিচালক ধাতুদ্রব্যের স্বভাবক্রমে খানিকটা ধন-তাড়িত যেখানে উচ্চৃতি অধিক ছিল সেখান হইতে যেখানে উচ্চৃতি কম, সেখানে গিয়াছে, নিকট হইতে দূরে, সম্মুখ হইতে পশ্চাতে গিয়াছে। আর খানিকটা ঋণ-তাড়িত বিপরীত মুখে অর্থাৎ দূর হইতে নিকটে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে গিয়াছে। মাপিলে দেখিতে পাইবে নূতন আবির্ভূত ধন-তাড়িতের পরিমাণ ঠিক ঋণ-তাড়িতের সমান। পূর্ব্বে যেন সেই ধাতুর ভিতরে শূন্য পরিমিত তাড়িত প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল; এখন সেই শূন্য পরিমিত তাড়িত খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিভিন্নমুখে সরিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারের নাম তাড়িতের সংক্রমণ।

বলা বাহুল্য পরিচালকের স্বভাবধর্ম্মে এইরূপ ঘটে। অপরিচালক পদার্থে এরূপ ঘটে না; কেননা উহার উভয় পার্শ্বে উচ্চৃতি সমান না হইলেও তাড়িতের গতি হইবে না। আর পরিচালকের উভয় পার্শ্বে উচ্চৃতি অসমান হইলেই খানিকটা ধন-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া পশ্চাৎ ভাগের উচ্চৃতি একটু বাড়াইয়া দেয়। খানিকটা ঋণ-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া সম্মুখের উচ্চৃতি কমাইয়া দেয়। ফলে উহার বিভিন্ন অংশে উচ্চৃতি অসমান থাকিতে পায় না, এবং সর্ব্বত্র উচ্চৃতি সমান হইয়া পড়ে। তখন উহার ভিতরে আর তাড়িতের টান থাকে না বা তাড়িতের ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি থাকে না।

আবার এই সংক্রমণ-কালে যতখানি ধন ঠিক ততখানি ঋণের বিকাশ হওয়াতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই থাকে। তাড়িতের যেমন ধ্বংসও নাই, তেমনি সৃষ্টিও নাই। বোধ হয় জগতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ চিরকালই শূন্য। এক জায়গা হইতে খানিকটা ধন-তাড়িত সরাইয়া একত্র সঞ্চিত করিলে অন্যত্র কোন না কোন স্থলে ঠিক ততখানি ঋণের আবির্ভাব ও বিকাশ হয়। যোগফল শূন্যই থাকে। মাইকেল ফারাদে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা।

একটা টিনের বা অন্য ধাতুর বাক্স ভূমি হইতে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ অপরিচালক দ্রব্যে পরিবৃত করিয়া তাহার ভিতরে একটা ধন-তাড়িতযুক্ত ভাঁটা ঝুলাইয়া দাও। বাক্সটার বাহিরের গায়ে ধন-তাড়িত ও ভিতরের গায়ে ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে। উল্লিখিত সংক্রমণই ইহার হেতু। বাক্সের বহির্দ্দেশ ছুঁইলে সেখানকার ধন-তাড়িত তৎক্ষণাৎ শরীর মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। অভ্যন্তরে ভাঁটার ধন ও বাক্সের ভিতর গায়ে ঋণ বর্ত্তমান থাকে। তড়িদ্বীক্ষণ দ্বারা বাহিরে কোথাও কোন তাড়িতক্রিয়া দেখা যায় না। ভিতরের ভাঁটাটী সহসা বাহির করিয়া লইলে ঋণ-তাড়িতও সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের অন্তঃপৃষ্ঠ হইতে বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে ও তড়িদ্বীক্ষণে ধরা দেয়। আর ভাঁটাটী যদি বাহির করিবার পূর্ব্বে ভিতরে বাক্সের গাত্র স্পর্শ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাহির করার পর ভাঁটায় অথবা বাক্সে কোথাও কোন তাড়িতের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। প্রমাণ হইল যে, ভাঁটাতে যতখানি ধন ছিল, বাক্সের ভিতরে ঠিক ততখানি ঋণের আবির্ভাব হইয়াছিল; নতুবা উভয়ের যোগফল শূন্য হইত না।

যে কুঠারির ভিতর আমি বসিয়া আছি, উহাকে একটা বৃহৎ পরিচালক বাক্সের সদৃশ মনে করিতে পারি। কুঠারির ভিতর কোন স্থানে খানিকটা ধন-তাড়িত রাখিলে কুঠারির ভিতর গায়ে ঠিক ততখানি ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে অর্থাৎ চারি দিকের দেওয়াল, নীচের মেঝে ও উপরের ছাদ সর্ব্বত্রই একটু না একটু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে, সমুদয় একত্র করিলে ঠিক অভ্যন্তরস্থ ধন-তাড়িতের সহিত পরিমাণে সমান হইবে, একটু কম বা একটু বেশী হইবে না।

কুঠারির ভিতর না হইয়া খোলা ময়দানে যদি ধন-তাড়িতযুক্ত একটা ভাঁটা ঝুলান যায়; তাহা হইলে তাহার চতুর্দ্দিকে যেখানে যেখানে পরিচালকের পৃষ্ঠ আছে, সেই সেই স্থানে কিছু কিছু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ ঘটিবে। নিম্নে ময়দানে জমির গায়ে খানিকটা দূরবর্ত্তী গাছ বা পাহাড়ের গায়ে কিঞ্চিৎ উপরিস্থ আকাশে একখণ্ড মেঘ থাকিলে তাহার গায়েও যৎকিঞ্চিৎ ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু যদি জগতের যেখানে যে কিছু ঋণ-তাড়িতের এইরূপ আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার সমষ্টি সেই সূত্রলম্বিত ভাঁটাটীর পৃষ্ঠদেশবর্ত্তী ধন-তাড়িতের অপেক্ষা একটু অধিক বা অল্প হইবে না।

উপক্রমে যে টিনের বাক্সের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ভিতর ধন-তাড়িত লইয়া গেলে বাহিরের গায়ে ধন ও ভিতরের গায়ে

ঋণ-তাড়িত আবির্ভূত হয়। কিন্তু বাক্সের ভিতরে যদি রেশম দিয়া কাচ ঘষা যায়, তাহা হইলে কাচে ধন-তাড়িতের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু বাক্সের বাহির পিঠে কোন তাড়িতেরই চিহ্ন পাওয়া যায় না। কাচে যেমন ধনের বিকাশ হয়, রেশমে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ঋণের বিকাশ হয়। কাচে যতখানি ধন জন্মে, রেশমে ঠিক ততখানি ঋণ উৎপন্ন হওয়াতেই বাহিরে কোন ফলই পাওয়া যায় না।

তাড়িতের প্রকৃতি।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাড়িত পদার্থ কি শক্তি বা ধর্ম্ম তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তাড়িতের স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। তাড়িত যাহাই হউক না, জগতে উহার নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। শুদ্ধ ধন বা শুদ্ধ ঋণ-তাড়িত আমরা কোন উপায়েই সঞ্চয় করিতে পারি না। খানিকটা ধন-তাড়িত কোন স্থলে কোন উপায়ে সঞ্চিত হইলে ঠিক ততখানি ঋণ-তাড়িত সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন স্থলে আবির্ভূত হইবে। আবার খানিকটা ধনের কোন স্থানে লোপ হইলে ঠিক ততখানি ঋণের অন্য কোথাও লোপ হইবে। যোগফল সমানই থাকিবে। ধন-তাড়িত যেন সমপরিমাণ ঋণ-তাড়িত হইতে বিশ্লিষ্ট বা পৃথক্‌ভূত হয় মাত্র। জল যেমন চাপ দেয়, তাড়িত তেমনি উদ্ধৃতির উৎপাদন করে। ধন-তাড়িতের যত নিকট যাইবে উদ্ধৃতি তত অধিক, ঋণের যত নিকটে যাইবে উদ্ধৃতি তত কম হইবে। ধন অধিক উদ্ধৃতিযুক্ত স্থান হইতে দূরে যাইতে ও ঋণ তাহার বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। ধন যখন একমুখে চলিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে ঋণও বিপরীত মুখে চলিতেছে। অপরিচালক প্রদেশে উদ্ধৃতির ইতরবিশেষ থাকিতে পারে, কেনমা, অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না; পরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান থাকে, কেন না সেখানে ধন ও ঋণ অবাধে চলিয়া সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান করিয়া লয়। সর্ব্বত্রই উদ্ধৃতি সমান করিবার কালে ধন-তাড়িতের গতি ঋণের দিকে, অথবা ঋণের গতি ধনের দিকে, ফল উভয়ের সম্মিলন বা যোগই অর্থাৎ খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণের তিরোভাব হয়।

তাড়িত-গ্রহণের ক্ষমতা।—সাধারণতঃ দুইটা ধাতু-দ্রব্য তাড়িতযুক্ত করিয়া পরস্পর ছুঁইয়া দিলে সমুদয় তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাঁটিয়া লয়। মোটের উপর যেটা বড় সেইটার ভাগে বেশী পড়ে। দ্রব্যের আয়তন ও আকার দেখিয়া কাহার ভাগে কতটা পড়িবে, গণনা করিতে পারা যায়।

কোন দ্রব্যে খানিকটা ধন-তাড়িত দিলে অমনি উহার উদ্ধৃতি পড়ে, তাড়িত যত বেশী দেওয়া যাইবে, উদ্ধৃতি ততই বাড়িবে। আবার ছোট জিনিষে খানিকটা তাড়িত দিলে যতটা উদ্ধৃতি পড়ে, একটা বড় জিনিষেও ততটুক দিলে উদ্ধৃতি ততটা পড়ে না। একখানা থালায় ও একটা চোঙায় সমান জল ঢালিলে উচ্চতা ও বাস্প চোঙায় যত হয়, থালায় ততটা হয় না, কতকটা সেইরূপ। আকৃতি ও পরিমাণ জানা থাকিলে কতটা তাড়িতে কতটা উদ্ধৃতি বাড়ে, বলিতে পারা যায়। দুইটা দ্রব্য ছুঁইয়া দিলে যেটায় উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেটায় কম সেইটায় খানিকটা ধন-তাড়িত চলিয়া যায়। ফলে সমগ্র তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাঁটিয়া লওয়ার পর উভয়েরই উদ্ধৃতি সমান হয়।

অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় পৃথিবীর আকার এত বড় যে অন্য দ্রব্য হইতে পৃথিবীতে তাড়িতের যাতায়াতে পৃথিবীর উদ্ধৃতির ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কাজেই কোন তাড়িত-যুক্ত দ্রব্যের ভূমির সহিত স্পর্শ ঘটিলে প্রায় সমগ্র তাড়িতটা পৃথিবীতে চলিয়া যায়; পৃথিবীর ভাগে প্রায় সবটাই পড়ে। তথাপি পৃথিবীর উদ্ধৃতির কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। মহাসাগরে কত জল পড়িতেছে, আবার মহাসাগর হইতে কত জল উঠিতেছে, তথাপি উহার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি বুঝা যায় না, উহার পৃষ্ঠ সমানই থাকে, কতকটা সেইরূপ।

পৃথিবীর উদ্ধৃতির সহজে হ্রাসবৃদ্ধি নাই বলিয়া অন্যান্য তাড়িতযুক্ত পদার্থের উদ্ধৃতি পৃথিবীর সহিত মিলাইয়া পরিমাণ করা প্রথা আছে। পর্ব্বতের উচ্চতা মাপিতে হইলে উহা সাগরপৃষ্ঠ হইতে কত উঁচু, আর সমুদ্রের গভীরতা মাপিতে হইলে উহা কত নীচু তাহাই দেখা যায়, সেইরূপ কোন স্থানে তাড়িতের উদ্ধৃতি স্থির করিতে হইলে উহা পৃথিবীর উদ্ধৃতি হইতে কত বেশী বা কত কম তাহাই নিরূপণ করা হয়।

জল যেমন উচ্চ হইতে স্বতঃ নিম্নমুখে যায়, তাপ যেমন গরম জায়গা হইতে শীতল জায়গায় যায়, ধন-তাড়িতও তেমনি যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি কম, সেইখানে যাইতে চায়। সুতরাং কোন স্থলে তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দরকার হইলে উদ্ধৃতি যত কম হয়, ততই সুবিধা। জল যেমন উচ্চ স্থলে না রাখিয়া নিম্ন স্থলে রাখিলে সুবিধা হয়, পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না; কতকটা সেইরূপ। সেইজন্য এমন স্থলে ও এমন উপায়ে ধন-তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত, যেখানে উদ্ধৃতি খুব অধিক না হয়। নতুবা তাড়িত বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে।

লীডেন-জার।—একখানা টিনের চাদরে খানিকটা ধন-তাড়িত সঞ্চিত রাখ। আর একখানা টিনের চাদর ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার সম্মুখে সমান্তরাল করিয়া রাখ। এই থালার যে পিঠ প্রথম থালার সম্মুখীন সেই পিঠে ঋণ-তাড়িত সংক্রমণবশে আবির্ভূত হইবে। প্রথম থালায় যতটা ধন এ থালাতে ততটা ঋণ থাকিবে। ধন-তাড়িত একাকী থাকিলে উহার যথেষ্ট উচ্ছ্রিতি হইত, নিকটে ঋণ থাকায় উহার উচ্ছ্রিতি ততটা হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় চাদরখানা যত কাছে রাখিবে, উচ্ছ্রিতি ততই কম হইবে। কাজেই এরূপ স্থলে প্রথম চাদরে অনেকটা ধন-তাড়িত সঞ্চয় করিলেও উহার উচ্ছ্রিতি বড় উচ্চে উঠে না। তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দরকার হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হয়। একটা কাচের বোতলের ভিতরের গায়ে ও বাহিরের গায়ে রাঙতা মুড়িলে তাড়িত ধরিয়া রাখিবার সুন্দর যন্ত্র তৈয়ার হয়। এইরূপ যন্ত্রকে লীডেন-জার বলে। গোটা কত লীডেন-জার সারি সারি সাজাইয়া সবগুলার ভিতর-দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর ও সবগুলার বহির্দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর; এইরূপের যে ব্যাটারি তৈয়ারি হয়, উহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত বহুক্ষণ ধরিয়া যেন সঞ্চিত থাকিতে পারে। বাহিরের পিঠ ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে; ভিতরে যতটা ধন, বাহিরে ততটা ঋণ সঞ্চিত থাকিবে। ফল কথা, ধন তাহার সহচর ঋণের কাছে থাকিলে উভয় উভয়কে যেন বাঁধিয়া রাখে, অন্যত্র পলায়ন করিতে দেয় না। আর দূরে থাকিলে উভয়েই অন্যত্র পলায়নের চেষ্টাতে থাকে।

ধরিতে গেলে যে কোনখানে তাড়িত আছে, সেইখানেই একরূপ লীডেন-জারেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কোন দ্রব্যের পিঠে খানিকটা ধন-তাড়িত থাকিলেই আর কোন দ্রব্যের পিঠে, দেওয়ালের গায়ে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে, তাহার সহবর্ত্তী ঋণ-তাড়িত থাকিবেই থাকিবে। আর, খানিকটা ধনের সম্মুখে খানিকটা ঋণ রাখিয়া মাঝে অপরিচালক ব্যবধান দিলেই লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। কথাটা এই যে, সেই ব্যবধান যত কম হয়, ধন ও ঋণ যত কাছাকাছি হয়, সেই লীডেন-জারের কার্য্যকারিতা, অর্থাৎ উভয় তাড়িতের স্থিতি-শীলতা, ততই অধিক হয়। আবার বায়বীয় ব্যবধান অপেক্ষা কাচাদি দ্রব্যের ব্যবধান সেই স্থিতিশীলতার অধিক অনুকূল।

তাড়িতের সঞ্চালন।—পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাড়িত যেখানে উচ্ছ্রিতি অধিক সেখান হইতে যেখানে উচ্ছ্রিতি অল্প সেই মুখে এবং উহার সহবর্ত্তী ঋণতাড়িত বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। মধ্যে অপরিচালক থাকিলে সহজে যাইয়া পরস্পর মিলিতে পারে না, পরিচালক থাকিলে তৎক্ষণাৎ যাইয়া মিলে। তাড়িতের এই সঞ্চালন বা গতায়াত সাধারণতঃ তিন প্রণালীতে ঘটে।

(১) মধ্যে পরিচালকের ব্যবধান থাকিলে উভয় তাড়িত তৎক্ষণাৎ সম্মিলিত হয়। একটা তামার বা পিতলের বা যে কোন ধাতুর দণ্ড, তার বা শিকল দিয়া ধন-তাড়িত ও ঋণ-তাড়িত পরস্পর স্পর্শ করিয়া দিলে, উভয়ই সেই ধাতু-দ্রব্য দ্বারা বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। সেই ধাতু মধ্যে ক্ষণিক প্রবাহের সঞ্চার হয়। প্রবাহের ফল উভয় তাড়িতের সম্মিলন। সম্মিলন ঘটিলে সর্ব্বত্র উচ্ছ্রিতি সমান হইয়া যায়, প্রবাহ বন্ধ হয়। তাড়িতপ্রবাহের বিশেষ ধর্ম্মের বিষয় পরে বলা যাইবে। ফলে এইটা মনে রাখিতে হইবে, উচ্ছ্রিতি সমীকরণের চেষ্টাতেই পরিচালক মধ্যে এইরূপ ক্ষণিক প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। যাহার ভিতর দিয়া প্রবাহ চলে, তাহা উত্তপ্ত হয়।

(২) ধন ও ঋণ-তাড়িতের মধ্যে কাচ, বায়ু প্রভৃতি অপরিচালক ব্যবধান থাকিলে উভয়ের সম্মিলন সহজে ঘটে না। ধনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে উচ্ছ্রিতি অধিক ও ঋণের নিকটস্থ দেশে উচ্ছ্রিতি কম থাকিয়া যায়। কিন্তু এই উচ্ছ্রিতি-বৈষম্যের ফলে ধন নিরন্তর ঋণমুখে ও ঋণ ধনমুখে যাইতে চেষ্টা করে। যে দুই পৃষ্ঠে উভয় তাড়িত সঞ্চিত থাকে, তাহারা পরস্পর আকৃষ্ট হয়, এবং আটকাইয়া না রাখিলে অগ্রসর হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যেন একটা টান পড়ে। এই উচ্ছ্রিতির বৈষম্য ক্রমশঃ বাড়াইলে সেই টানটা শেষ পর্য্যন্ত এত বেশী হয়, যে মধ্যবর্ত্তী অপরিচালক তখন আর উভয় তাড়িতকে পৃথক্ রাখিতে পারে না। ইস্পাতের অথবা রবরের তার অনেকটা টান সহে, কিন্তু অধিক টানে শেষে ছিঁড়িয়া যায়। সেইরূপ মধ্যের পরিচালক যেন শেষ পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া যায়। পরিচালককে ছিঁড়িয়া তাড়িত যেন আপনার রাস্তা করিয়া লয় এবং সেই রাস্তা দিয়া উভয় তাড়িতের সম্মিলন ঘটে। সম্মিলনের পর আর উচ্ছ্রিতির বৈষম্য থাকে না, অপরিচালক মধ্যে টানও থাকে না।

এইরূপে অপরিচালককে ছিন্ন করিয়া উভয় তাড়িতের মিলন ঘটিতে বিবিধ উৎপাত ঘটে। অপরিচালক বায়বীয় দ্রব্য হইলে তাহা সহসা এক উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় ও শব্দ উঠে। কাচের বা কাগজের বা কাঠের ও কঠিন পদার্থ মধ্যে থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া বা ফাটিয়া যায়। মধ্যে বায়ুবৎ [illegible] পদার্থ থাকিলে উহা,
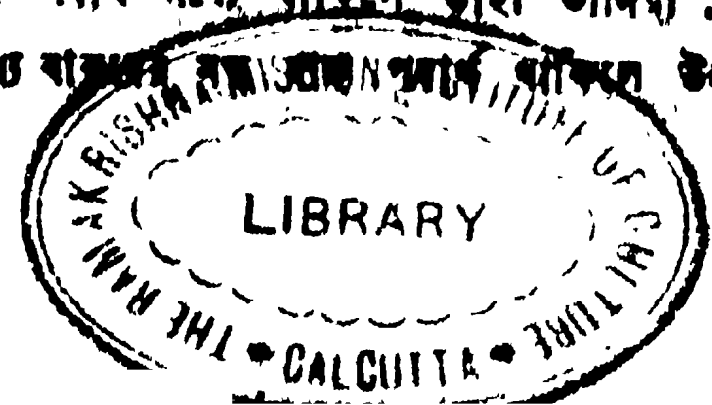
জলিয়া উঠে। কোন জীব-শরীর থাকিলে উহাতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে।

তাড়িতের স্ফুলিঙ্গ, তাহার আনুষঙ্গিক শব্দ ও আঘাত প্রভৃতি ব্যাপার এইরূপে ঘটিয়া থাকে।

বড় বড় তাড়িতযন্ত্রের সাহায্যে এই সকল ব্যাপার সুন্দররূপে দেখান যায়। আলোক, শব্দ প্রভৃতির উৎপাদনে বিবিধ কৌশলে নানাবিধ তামাসা দেখান যাইতে পারে। লীডেন-জারের ব্যাটারিতে প্রভূত পরিমাণ তাড়িত সঞ্চয় করিয়া সেই তাড়িতের এইরূপ সঞ্চালন দ্বারা নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পাদিত করা যাইতে পারে, অনেকগুলি লোককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া হাত ধরাধরি দাঁড় করাইয়া একটা লীডেন-জারের তাড়িতের আঘাত দিলে সকলেরই শরীর কাঁপিয়া উঠে।

বড় বড় কাচের নলে অল্পমাত্রায় অম্লজান, অঙ্গারক প্রভৃতি বিবিধ বায়ু পুরিয়া তন্মধ্যে এইরূপে তাড়িত সঞ্চালন ঘটাইলে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের আলোকের বিকাশ হয়। এই সকল আলোকের বিকাশ বড় মনোহর। বিচিত্র আকারের নল তৈয়ার করিয়া বিবিধ সুন্দর কৌতুক দেখান যাইতে পারে। এইরূপ নলকে গাইস্লারের (Geissler) নল বলে।

বজ্র বিদ্যুতের সহিত তাড়িতযন্ত্রে উৎপাদিত এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারের সাদৃশ্য দেখিয়া বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ উভয়ই যে এক কারণে উৎপন্ন এইরূপ অনুমান করেন। ঘুড়ী উড়াইয়া তিনি উহাতে মেঘস্থ তাড়িতের সংক্রমণ করান, ঐ তাড়িত ঘুড়ীতে সংলগ্ন আর্দ্রসূতা বাহিয়া চলিয়া আসিয়া তাঁহার আঙ্গুলে স্ফুলিঙ্গ দিতে থাকে। অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা তিনি মেঘের তাড়িত ও যন্ত্রের তাড়িত উভয়েরই একতা প্রমাণ করেন। বস্তুতঃ বিদ্যুৎ তাড়িতের বৃহৎ স্ফুলিঙ্গমাত্র ও বজ্রধ্বনি তদানুষঙ্গিক বায়ুর আকস্মিক উত্তাপ ও প্রসারণজনিত শব্দ মাত্র।

লর্ড কেলবিনের উদ্ভাবিত উচ্চৃতিমানযন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে, ভূপৃষ্ঠের উপরে বায়ুমণ্ডলে প্রায় সর্ব্বদাই তাড়িতের কিছু না কিছু টান রহিয়াছে। বায়ু-বাহিত মেঘ প্রায় সর্ব্বদাই তাড়িতযুক্ত থাকে। জলের বাষ্পীভবন ও বায়ুর সহিত ঘর্ষণ বোধ হয় এই তাড়িত-বিকাশের কারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য জলকণা যখন জমাট বাঁধিয়া বৃহত্তর জলকণায় পরিণত হয় ও মেঘের সৃষ্টি করে, তখন সেই তাড়িতের পরিমাণ অল্প হইলেও তাহার উচ্চৃতি অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়ায়। ভূপৃষ্ঠে বা পার্শ্ববর্ত্তী মেঘে পূর্ব্বে তাড়িত না থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে বিপরীত তাড়িতের সংক্রমণ হয়। উচ্চৃতির বৈষম্য ও তাড়িতের টান অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িলে মধ্যস্থ বায়ুরাশি ছিন্ন করিয়া প্রকাণ্ড তাড়িত স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জনাদি ব্যাপার ঘটে।

(৩) সহবর্ত্তী বিপরীত তাড়িত যদি অত্যন্ত দূরে থাকে, তাহা হইলে তাড়িতের পক্ষে মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহার সহিত সম্মিলন কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ স্থলেও কোন একটা জিনিষের গায়ে যত ইচ্ছা তাড়িত সঞ্চিত রাখা যায় না। পৃষ্ঠদেশের যেখানে যেখানে উঁচু, কুজ, সূচ্যগ্র স্থান বর্ত্তমান, অধিকাংশ তাড়িত সেই সেই স্থানে আসিয়া জমে ও চারিপার্শ্বের তাড়িত তাহাকে ঠেলিয়া ধরে। এইরূপ ঠেলিয়া ধরায় তাড়িত সেই সেই স্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইতে চায়। বায়ুরও অপরিচালক অংশ নষ্ট হয়। বায়ুর কণাগুলি প্রত্যেক সেই সঞ্চিত তাড়িতের কিছু কিছু গ্রহণ করে এবং বিরুদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যে দেশে উচ্চৃতি কম সেই দেশ দিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে বায়ু-মধ্যে প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বায়ুপথে বায়ুকণা অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে তাড়িতটা বাহির হইতে থাকে।

কোন সূচ্যগ্র পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সেই তাড়িতকে আটকাইয়া রাখা কঠিন। সূচীর মুখে তাড়িত জমে এবং চারিদিকে ঠেলা পাইয়া সেস্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইয়া যায়। বায়ুতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহা কৌশলক্রমে প্রত্যক্ষ দেখান চলে। আবার সূচীর মুখের নিকট বায়ুমধ্যে নানাবিধ আলোকের বিকাশ হয়। অন্ধকার ঘরে তাড়িতযন্ত্র চালাইলে সূচীমুখে এইরূপ আলোকের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বজ্রপাতের আশঙ্কা-নিবারণার্থ গৃহপার্শ্বে সূক্ষ্মাগ্র ধাতুদণ্ড পুতিয়া রাখা প্রথা আছে। উপরে মেঘে তাড়িত সঞ্চয় হইলে নিম্নে ভূতলেও তাহার সহবর্ত্তী বিপরীত-তাড়িতের সংক্রমণ ঘটে। সেই তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ না থাকিয়া ধাতুদণ্ডের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ বাহির হইয়া যায়। একবারে অধিক পরিমাণ তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ বা সঞ্চিত হইতে না পারায়, বজ্রপাতের অর্থাৎ সঞ্চিত তাড়িতের টানে বায়ুরাশির আকস্মিক ভেদজনিত স্ফুলিঙ্গ সম্ভবের আশঙ্কা থাকে না।

সম্প্রতি তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ সম্বন্ধে বিবিধ নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এইরূপ ধাতুদণ্ড দ্বারা সম্যক্ ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। বজ্রপাতের আশঙ্কা একেবারে ঘুচাইতে হইলে ঘর খানিকে লোহার বা তামার জালে না ঢাকিলে গত্যন্তর নাই।

তাড়িৎযন্ত্র।—পর্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত উৎপাদন ও সঞ্চয় করিবার জন্য বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে। অল্প মাত্রায় তাড়িতের প্রয়োজন হইলে তাহা সহজে পাওয়া যায়। একখানা রেকাবে খানিকটা গালা গলাইয়া ঢাল। আর একখানা রেকাবে কাচ বা অন্য অপরিচালক দণ্ডের হাতল লাগাইয়া ধর। প্রথম গালার থালার পিঠে ফ্লানেল বা বিড়ালের চামড়া দ্বারা দুই ঘষিলেই উহাতে খানিকটা ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে। দ্বিতীয় রেকাবখানা এই তাড়িতের সম্মুখে আন ও আঙ্গুল দিয়া একবার ছুঁইয়া দাও। এখন এই রেকাবে খানিকটা ধন-তাড়িত সংক্রমিত ও আবির্ভূত দেখিবে। বস্তুতঃ প্রথমের ঋণ ও দ্বিতীয়ের ধন উভয়ের মধ্যে খানিকটা বায়ুস্তর ও ব্যবধান থাকায় এক রকম লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। এখন হাতল ধরিয়া দ্বিতীয় রেকাব স্থানান্তরিত কর ও সঞ্চিত ধন-তাড়িতের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার। এইরূপ যন্ত্রকে তাড়িৎবহযন্ত্র বলা যাইতে পারে। ইংরাজী নাম (Electro-phorus)

প্রচুর পরিমাণ তাড়িতোৎপাদনের জন্য বড় বড় নানা রকমের যন্ত্র আছে। এই সকল যন্ত্র সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীতে ঘর্ষণদ্বারা কাচের বা অন্য দ্রব্যের গায়ে তাড়িত জন্মান হয়। সেই তাড়িত আবার বড় বড় তাড়িতাধারে কোনক্রমে সঞ্চালিত ও রক্ষিত করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে রামসদেনের (Ramsden) যন্ত্র প্রসিদ্ধ। ইহাদের দোষ এই যে ইহাতে তাড়িত-শক্তির অত্যন্ত অপচয় ঘটে। যতটা মেহনত করা যায়, তাহার অধিকাংশ বৃথা নষ্ট হয়। ততটা ফল পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র কতকটা তাড়িৎবহযন্ত্রের অনুরূপ। মনে কর দুইটা বড় বড় দ্রব্য ক ও খ তাড়িতের আধারস্বরূপ বর্ত্তমান। আরম্ভে ক'য়ে কিঞ্চিৎ ধন ও খ'য়ে কিঞ্চিৎ ঋণ সঞ্চিত আছে। আর একটা তৃতীয় ক্ষুদ্র দ্রব্য গ লও। গ'কে ক'য়ের নিকট ধর ও একবার ভূমিস্পর্শ করাও। গ'তে খানিকটা ঋণের সংক্রমণ হইবে। গ'কে এখন সরাইয়া খ'কে ছুঁইয়া দাও; গয়ের সমস্ত ঋণটাই প্রায় খ'য়ে যাইবে। কেননা, গ ছোট, খ বড়, খ'য়ে ঋণের মাত্রা বাড়িয়া গেল। আবার খ'কে গ'র সম্মুখে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ করাও। এবার গ'য়ে ধন সংক্রান্ত হইবে। গ'কে ক'য়ের নিকট লইয়া ক'কে ছুঁইয়া দাও। প্রায় সমুদয় ধনটা ক'য়ে যাইবে। এবার ক'য়ে ধনের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এইরূপে মধ্যবর্ত্তী গ'কে একবার ক'য়ের দিকে ও একবার খ'য়ের দিকে লইয়া গেলে এবং মাঝে মাঝে ভূমিস্পর্শের ব্যবস্থা করিলে ক'তে ক্রমশঃ ধন ও খ'তে ক্রমশঃ ঋণের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। উভয় তাড়িতের অল্প পরিমাণ লইয়া আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের প্রচুর সঞ্চয় ঘটিবে।

এই শ্রেণীর যন্ত্রে শক্তির অধিক অপব্যয় হয় না, এবং ছোট খাটো একটা যন্ত্রে অল্প সময়ে এত তাড়িত সঞ্চয় হয় যে, তাহার টানে ক ও খ উভয়ের মধ্যেই বায়ুপথে কয়েক ইঞ্চি বা কয়েক ফুট লম্বা স্ফুলিঙ্গ অনায়াসে পাওয়া যায়।

হোলৎজ (Holtz), বস্ (Voss), বিম্‌হরস্ৎ (Wimhurst) প্রভৃতির নির্ম্মিত তাড়িতযন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আজকাল এই সকল যন্ত্রেরই আদর।

তাড়িতপ্রবাহ।—একটা তাড়িতযন্ত্রের তাড়িতাধারে খানিকটা তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া একটা তাম্রের তার দিয়া ঐ তাড়িতাধার ভূমিস্পর্শ করিয়া দিলে তখনি সমগ্র তাড়িতটা ঐ তার লইয়া ভূমিতে চলিয়া যায়। ফলে তাড়িতাধারের উচ্চৃতি ভূমির উচ্চৃতির সমান হইয়া পড়ে, ইহারই নাম তাড়িতের প্রবাহ। এই প্রবাহ ক্ষণমাত্র স্থায়ী। প্রবাহের ফলে তারটা একটু গরম। হয় প্রবাহ যদি স্থায়ী করিতে চাহ, তবে যন্ত্রের কাজ বন্ধ না রাখিয়া অবিশ্রামে তাড়িতের উৎপাদন কর। এক দিকে যেমন তাড়িত আধার হইতে বাহির হইয়া তার বাহিয়া চলিবে, অন্য দিকে তেমনি নূতন তাড়িত আধারে রক্ষিত হইতে থাকিবে। এইরূপে যতক্ষণ ইচ্ছা তাড়িতের প্রবাহ তারমধ্যে চালান যাইতে পারে। তারটা ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। তারের নিকটে যদি একটা চুম্বকের কাঁটা রাখা যায়, সেটা স্বস্থান হইতে একটু ঘুরিয়া যাইবে।

লীডেন-জারের উভয় পৃষ্ঠ ধাতুদণ্ড বা তারদ্বারা যোগ করিয়া দিলে দণ্ড ও তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চলে। ক্ষণমধ্যে সঞ্চিত তাড়িতটা বাহির হইয়া যায়। ধন-তাড়িত এক পিঠ হইতে এক মুখে যায়, ঋণ-তাড়িত অন্য পিঠ হইতে অন্যমুখে যায়। এস্থলেও তাড়িতপ্রবাহ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। প্রবাহ স্থায়ী করিতে হইলে একপিঠ তাড়িত-যন্ত্রের সহিত অপর পিঠ ভূমির সহিত যোগ করিয়া অবিরত যন্ত্র চালাইতে হইবে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পরিচালক পদার্থ উচ্চৃতি সমান করিবার চেষ্টায় এই প্রবাহের উৎপত্তি। যতক্ষণ জোর করিয়া বা নূতন তাড়িতের উৎপাদন করিয়া পরিচালক পদার্থের দুই অংশের উচ্চৃতি অসমান রাখা যায়, ততক্ষণই তাড়িতের স্রোত এক অংশ হইতে অন্যত্র চলিতে থাকিবে। উচ্চৃতি সমান হইলেই স্রোতের বন্ধ হইবে।

তাড়িত-যন্ত্রের দ্বারা তাড়িতের যে স্রোত জন্মে, তাহাতে বাহিত তাড়িতের পরিমাণ অধিক হয় না। তাড়িতের প্রবল স্রোত পাইবার অন্য উপায় আছে।

সাধারণতঃ তাড়িতের প্রবাহ বলিলে ধন-তাড়িতেরই প্রবাহ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাড়িত ক হইতে খ মুখে বহিতেছে, বলিলেই ধন-তাড়িত ক হইতে খ মুখে ও সঙ্গে সঙ্গে ঋণ-তাড়িত খ হইতে ক মুখে বহিতেছে বুঝিতে হইবে।

তাড়িতযন্ত্র ব্যতীত তাড়িতস্রোত উৎপাদনের প্রধান উপায় তিনটী।

(১) একখণ্ড তামা ও একখণ্ড দস্তার দুই প্রান্ত একত্র করিয়া অপর দুই প্রান্ত ব্যাঙের গায়ে বা শল্কহীন মাছের গায়ে ধরিলে উহাদের নির্জ্জীব দেহ লাফাইয়া উঠে, গালবানি (Galvani) এই ঘটনার আবিষ্কার করেন। দুই খানা বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শমাত্র উভয়ের তাড়িতের আবির্ভাব হয়, একে ধন ও অন্যে ঋণ আবির্ভূত হয়। বলতা (Volta) এই ঘটনার আবিষ্কর্ত্তা। খানিকটা জলে একটু নুন বা কয়েক ফোঁটা দ্রাবক ঢালিয়া তাহাতে একখানা তামা ও একখানা দস্তা আংশিক ভাবে ডুবাও এবং একটা তার দ্বারা তামার সহিত দস্তার বাহিরে সংলগ্ন করিয়া দাও। বাহিরে তামা হইতে দস্তার অভিমুখে তার বাহিয়া তাড়িতের (অর্থাৎ ধন-তাড়িতের) স্রোত বহিবে। জলের ভিতর দস্তা হইতে তামার অভিমুখে স্রোত চলিবে। যতক্ষণ উভয় ধাতু জল-মধ্যে ডুবান থাকিবে, ততক্ষণ এই তাড়িতস্রোত বহিতে থাকিবে। নিমগ্ন দস্তাখানা ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইবে।

এইরূপে তাড়িতের কোষ (cell) তৈয়ার হয়। কোষের ভিতরে সাধারণতঃ গন্ধকদ্রাবক জলে মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়। এই গন্ধকদ্রাবকে একখণ্ড দস্তা ও অন্য একখণ্ড ধাতু ডুবান থাকে। এই দ্বিতীয় ধাতু বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন। তামা, প্লাটিনম্, পারদ, এমন কি জমাট বাঁধা কয়লা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এই ধাতুদণ্ডকে তার দ্বারা দস্তার সহিত যোগ করিয়া দিলে সেই তার বাহিয়া তাড়িতের স্রোত বহে। দস্তা ক্রমশঃ গন্ধকদ্রাবকের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে মিলিয়া গিয়া ক্ষয় পায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় অজনক বায়ু উদ্ভূত হইয়া তামা বা তদ্বিধ অন্য যে ধাতুকোষে থাকে, তাহার গায়ে জন্মে ও তাড়িতপ্রবাহকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করে। এইজন্য সেই উদজন বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলা আবশ্যক হয়। প্লাটিনম্ অথবা কয়লাকে এই নিমিত্ত একটা মাটির ভাণ্ড করিয়া নাইট্রিক এসিডে (যবক্ষারদ্রাবকে) আর্দ্র করিয়া রাখা রীতি আছে। উক্ত দ্রাবক অজনক বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলে।

তাড়িতপ্রবাহের জন্য বিবিধ কোষ প্রচলিত আছে। দানিয়েলের কোষে তামা ও দস্তা, গ্রোবের কোষে প্লাটিনম্ ও দস্তা, বুনসেনের কোষে কয়লা ও দস্তা ব্যবহৃত হয়। দানিয়েলের কোষ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। ক্ষীণপ্রবাহ উৎপাদনের জন্য উহার ব্যবহার হয়। অজনক পোড়াইবার জন্য নাইট্রিকের বদলে বাইক্রোমিক এসিড প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে।

বাহিরে তাড়িতস্রোতের প্রতিবন্ধক অধিক থাকিলে কতক-গুলি কোষ সারি করিয়া সাজাইয়া একের তামা অপরের দস্তা এইরূপে ক্রমান্বয়ে সংলগ্ন করিয়া ব্যাটারি তৈয়ার হয়। বাহিরে প্রতিবন্ধক অধিক না থাকিলে একটা কোষে ও দশটা কোষে সমান ফল; কেননা কোষগুলার নিজেরই কতকটা প্রতিবন্ধক ক্ষমতা আছে। সংখ্যা বাড়াইলে প্রতিবন্ধকও বাড়িবে।

তাড়িতযন্ত্র হইতে তাড়িতস্রোত উৎপন্ন করিলে সে তাড়িতের পরিমাণ বড় অধিক হয় না, কিন্তু উহার উদ্‌গতি খুব বেশী হয়। কোষ হইতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহার উদ্‌গতি উহার তুলনায় সামান্য, কিন্তু প্রবাহগত তাড়িতের পরিমাণ থাকে বেশী। যন্ত্রজাত প্রবাহকে উর্দ্ধ হইতে বেগে পতনশীল ক্ষীণ জলধারার সহিত ও কোষজাত প্রবাহকে প্রায় সমভূমে ধীরে প্রবহমান বিশাল নদী স্রোতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যন্ত্রের প্রবাহ যেন নায়াগ্রার জলপ্রপাত; কোষের প্রবাহ যেন ভাগীরথীর স্রোত।

(২) একটা তামার ও একটা লোহার তার মুখে মুখে জোড়া করিয়া একটা সন্ধিস্থলে যদি উত্তাপ দেওয়া যায়, ও অপর সন্ধিস্থল শীতল থাকে, তাহা হইলে উভয় তার বহিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। কোষজ প্রবাহ রাসায়নিক শক্তিও এস্থলে প্রবাহ-তাপ হইতে জন্মে।

এই প্রবাহের উদ্‌গতি খুব সামান্য; তবে উভয় সন্ধির মধ্যে উষ্ণতার যৎসামান্য ইতরবিশেষ হইলেই একটু না একটু প্রবাহ দেখা যায়। তামা ও লোহার বদলে অন্য দুই ধাতু, বিশেষতঃ এণ্টিমণি (রসাঞ্জন) ও বিসমথের ব্যবহার চলিতে পারে। উভয় সন্ধিতে উষ্ণতার সামান্য তারতম্যে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে বলিয়া এই প্রবাহ উষ্ণতা আবিষ্কার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উষ্ণতা যেখানে এত কম যে সাধারণ পারদঘটিত তাপমান-যন্ত্রে উহা ধরা পড়ে না, সেখানেও এই উপায়ে উহা ধরা যাইতে পারে। চাঁদের

আলোক ও নক্ষত্রালোকের উত্তাপ আনিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল।

(৩) আজি কালি সচরাচর বিবিধ কার্য্যে অত্যুচ্চ উদ্বৃত্তিযুক্ত অথচ পরিমাণেও প্রবল তাড়িতপ্রবাহের নিয়োগ হইয়া থাকে। যন্ত্রজ, কোষজ বা তাপজ প্রবাহে এ সমুদ কাজ চলে না। ডাইনামো নামক যন্ত্র দ্বারা এই সকল উগ্র প্রবল প্রবাহের উৎপাদন হয়। একটা চুম্বকের নিকট তামার তার ঘুরাইতে থাকিলে উহাতেই তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। ডাইনামোর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

তাড়িত-প্রবাহের বহনের নিয়ম।—তাড়িত-প্রবাহ অপরিচালক পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না; এই জন্য ইহাতে তাড়িত স্ফুলিঙ্গাদির ব্যাপার তাল দেখান যায় না। ইহার উদ্বৃত্তি যন্ত্রজ তাড়িতের তুলনায় বড় কম। তবে ইহা পরিচালক মাত্রের মধ্য দিয়া অনায়াসে যায়। সকল ধাতুর পরিচালকতা সমান নহে। যাহার পরিচালকতা কম, তাহার প্রবাহ প্রতিবন্ধের ক্ষমতা অধিক। ধাতুর মধ্যে রূপার পরিচালকতা সব চেয়ে অধিক; তার নীচে তামা। প্লাটি-নম্, লোহা, সীসা প্রভৃতির পরিচালকতা কম, প্রতিবন্ধ অধিক। যাহার প্রতিবন্ধ অধিক, তাহার ভিতর দিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলে, তবে শীঘ্র যাইতে পারে না। অধিক সময়ে অল্প পরিমাণ তাড়িত প্রবাহিত হয়। যাহার প্রতিবন্ধ কম, তাহার ভিতরে অল্প সময়ে অনেকটা তাড়িত চলে। আবার যে তারটা যত দীর্ঘ, তাহার প্রতিবন্ধ তত বেশী; যে যত স্থূল, তাহার প্রতিবন্ধক তত কম। তামার মোটা খাটো তারের বা স্থূল দণ্ডের প্রতিবন্ধ খুব সামান্য।

কোষ হইতে তাড়িতপ্রবাহ বাহির হইয়া পরিচালক রাস্তা ধরিয়া চলে। পথিমধ্যে দুই চারিটা রাস্তা পাইলে সব রাস্তায় কিছু কিছু চলে। যে রাস্তায় প্রতিবন্ধ অধিক, সে রাস্তায় প্রবাহ ক্ষীণ হয়; যে পথে কম, সে পথে প্রবল হয়। আবার রাস্তাগুলা যেখানে একত্র হয়, তাড়িতপ্রবাহও সেইখানে গিয়া মিলে। এ বিষয়ে নদীর সহিত তাড়িত-প্রবাহের বেশ সাদৃশ্য আছে।

প্রবাহের ধর্ম।—প্রবাহের বিবিধ ধর্ম্মের মধ্যে তিনটী প্রধান এবং তিনটীই আমাদের অনেক কাজে লাগে—

(১) যে ধাতুর ভিতর প্রবাহ চলে, তাহা গরম হয়। কোষের ভিতর কতটা দস্তার ক্ষয় হইল দেখিয়া কতটা তাপ মোট জন্মিল তাহার হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। প্রবাহের রাস্তায় যেখানকার প্রতিবন্ধ অধিক, সেইখানে তাপও অধিক পরিমাণে উদ্ভূত হয়। প্লাটিনম্ ধাতুর পরি-চালকতা কম; সরু প্লাটিনম্ তারে প্রবাহ চালাইলে উহা তাপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কাচের বর্ত্তুলের ভিতর প্লাটিনম্ বা কয়লার সূক্ষ্ম তার রাখিয়া সাধারণ তাড়িতপ্রদীপ তৈয়ার হয়। ঐ তার দিয়া প্রবাহ চলিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া আলো দেয়। কয়লার তার হইলে কাচের বর্ত্তুলটীকে বায়ুশূন্য করিতে হয়, নতুবা কয়লা পুড়িয়া যাইবে।

রাজপথ, বাড়ী প্রভৃতি আলোকিত করিতে হইলে দুই একটা কোষে চলে না। বহুসংখ্যক কোষ সারি করিয়া সেই ব্যাটারি হইতে প্রবাহ লইতে হয়। বাহিরে যে তার থাকে, তাহার এক স্থান কাটিয়া দুই টুকরা কয়লা দিতে হয়। দুই মুখের মাঝে সামান্য বায়ুর স্তর ব্যবধান থাকে। প্রবল প্রবাহ সেই বায়ুস্তর ভেদ করিয়া চলে। কয়লার টুকরা ও মধ্যগত বায়ুস্তর উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া ধপ্‌ধপে আলো দেয়।

আজিকালি এরূপ স্থলে ডাইনামো-জনিত প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। একটা ক্ষুদ্র ডাইনামো বহুসংখ্যককোষের কাজ করে।

(২) তাড়িত-প্রবাহের পথে খানিকটা জল রাখ। অর্থাৎ কোষের দুই প্রান্ত হইতে আগত তার দুইটার মুখ জলে ডুবাও। জলে দুই চারি ফোঁটা গন্ধকদ্রাবক মিশাও। প্রবাহ যত চলিবে, জল ততই বিশ্লিষ্ট হইবে। যে তারটা দস্তার সংলগ্ন তাহার মুখে অজনক আর যেটা তামা বা প্লাটিনমে লগ্ন তাহাতে অম্লজন উদ্গত হইবে। জল ভিন্ন অন্যান্য পদার্থেও এইরূপে বিশ্লেষণ চলিতে পারে।

সাধারণতঃ দ্রাবক পদার্থ, ক্ষার পদার্থ ও দ্রাবক ও ক্ষারের সমবায়ে উৎপন্ন লাবণিক পদার্থ মাত্রই যদি তরল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা উহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে। কোন কোন বায়বীয় ও কঠিন পদার্থেরও বিশ্লেষণ হয়, ইহা বিশেষ লক্ষিত হইয়াছে। লাবণিক পদার্থের এক ভাগ ধাতুময়, অন্যভাগ উপধাতুময় (Non-metallic), ধাতু ভাগ দস্তালগ্ন তারের মুখে, আর উপধাতু ভাগ তাম্রলগ্ন তারের মুখে সঞ্চিত হয়। অনেক মূল পদার্থ, যাহা অন্য রাসায়নিক উপায়ে যৌগিকের ভিতর হইতে বাহির করিতে পারা যায় নাই, তাহা এই উপায়ে বিশ্লেষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে সর হম্‌ফ্রি ডেভী এইরূপে পটাসিয়ম্ (পত্রক), সোডিয়ম (সর্জ্জিক), কালসিয়ম্ (খটিক) প্রভৃতি কতিপয় নূতন ধাতুর আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি ফরাসী মোয়াসাঁ সাহেব ফ্লুরিন্ (নীলক) নামক অত্যুগ্র বায়বীয় উপধাতু এই উপায়ে যৌগিক পদার্থ-মধ্য হইতে বাহির করিয়াছেন।

ধাতুজ দ্রব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ধাতুভাগকে পৃথক্ করিতে পারা যায় বলিয়া তাড়িতপ্রবাহ আজ কাল গিল্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন পদার্থের গায়ে রূপা, সোণা, তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়াকে গিল্টি করা বলে। এই সকল ধাতুঘটিত কোন লাবণিক পদার্থ জলে দ্রব করিয়া তন্মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চালিত কর। যে দ্রব্যের গায়ে গিল্টি করিতে হইবে, তাহাকে দস্তালগ্ন তারে আটকাইয়া সেই দ্রবমধ্যে ডুবাও। অচিরে উহার গায়ে ধাতুময় সূক্ষ্ম আবরণ জমিবে। কোন দ্রব্যের উপর একটু স্থূল আস্তরণ জমাইয়া উহার ছাঁচ তোলা চলে।

(৩) যে তার দিয়া তাড়িত-প্রবাহ চলিতেছে, উহাকে একটা চুম্বকের কাঁটার উপরে সমান্তরাল ভাবে ধরিলে কাঁটাটা তখনি ঘুরিয়া তারের সহিত লম্বভাবে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে। চুম্বকের কাঁটা স্বভাবতঃ উত্তরদক্ষিণে থাকে। তারটাকে তাহার নিকটে উত্তরদক্ষিণে ধরিলে কাঁটা ঘুরিয়া যায়। পৃথিবীর চৌম্বক-বল কাঁটাকে উত্তরদক্ষিণে রাখিতে চায়; আর তাড়িতপ্রবাহ উহাকে লম্বভাবে অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে রাখিতে চায়। ফলে কাঁটাটা মাঝামাঝি হেলিয়া রহে। তারবাহিত প্রবাহ যদি দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে চলে, আর কাঁটা তারের নীচে থাকে, তাহা হইলে কাঁটার উত্তরবর্ত্তী মুখ বামে বা পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া যায় ও দক্ষিণবর্ত্তী মুখ ডাহিনে পূর্ব্বমুখে যায়। একটা উল্টাইলে আর সমস্ত উল্টায়।

চুম্বক শলাকাকে তাড়িতপ্রবাহের এইরূপ ঘুরাইবার শক্তি থাকায় টেলিগ্রাফ বা তাড়িত-বার্ত্তাবহের সৃষ্টি। কলিকাতায় তাড়িতকোষ আছে, দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা আছে। কলিকাতায় কোষ হইতে তার বাহির হইয়া দিল্লী চলিল, আবার সেখানে চুম্বকের কাঁটার নিকট হইতে ফিরিয়া কলিকাতার কোষে আসিল। প্রবাহ কলিকাতা হইতে তার-পথে দিল্লী গেল, সেখানে কাঁটা ঘুরাইয়া দিয়া আবার তারপথে কলিকাতার কোষে ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার সময় তারপথে না আসিয়া ভূমিপথে আসিলেও চলে। ভূমিপথে পরিচালকতাও অধিক, খরচও কম। কাজেই কলিকাতায় বসিয়া ইচ্ছামত দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা ঘুরিয়া দেওয়া চলে। চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইলেই সঙ্কেত হইল। কাঁটাটা পাঁচরকমে ঘুরাইয়া পাঁচরকম সঙ্কেত প্রেরণের জন্য বিবিধ কৌশল প্রচলিত আছে। আজকাল এদেশে টেলিগ্রাফ ষ্টেশনে মোর্সের পদ্ধতিতে সঙ্কেত করা হয়। উহাতে চুম্বক-লগ্ন একটা হাতুড়ী টক্ টক্ করিয়া মাঝামাঝি শব্দ করে, অথবা একখানা কাগজে আঁক কাটে। এই শব্দ শুনিয়া বা আঁক দেখিয়া সঙ্কেত নিরূপিত হয়। টেলিগ্রাফি এখন একটা প্রকাণ্ড ও স্বতন্ত্র বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সমুদয় উল্লেখের স্থানাভাব। [তাড়িতবার্ত্তা দেখ।]

তারযোগে প্রবাহ নিমেষ-মধ্যে বহুদূরে নীত হয়। প্রবাহ কতক্ষণে কতদূর চলে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট হিসাব নাই। বস্তুতঃ তাড়িত-প্রবাহের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট বেগ নাই। আজ-কাল মহাসাগরের ভিতর দিয়া এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে সঙ্কেত প্রেরিত হইতেছে। এই সকল তারের প্রতিবন্ধ এত বেশী যে, তাড়িত-প্রবাহ তন্মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। এত ক্ষীণ হয়, যে সহজে চুম্বকের কাঁটা নড়াইতে পারে না। এক ষ্টেশনে তার-কোষে লগ্ন করিবামাত্র তারে একটা তাড়িতের ধাক্কা পড়ে। সেই ধাক্কাটা আবার দূরস্থ অন্য ষ্টেশনে পৌছিতে একটু সময় লাগে। সেই ধাক্কাটা আসিয়া পৌছিলে সঙ্কেত পাওয়া যায়। এইরূপ স্থলে সঙ্কেত সুচারুরূপে পাইবার জন্য প্রথমে বড় কষ্ট হইয়াছিল। গ্লাসগোর অধ্যাপক সর উইলিয়ম টম্‌সনের প্রতিভা সকল বাধা বিঘ্ন পরাজয় করিয়া তাঁহার নাম জগ-দ্বিখ্যাত করে। এই টমসনই এক্ষণে লর্ড কেলবিন নামে পরিচিত।

তাড়িত-প্রবাহ মাপিবার উপায়।—প্রতি সেকেণ্ডে তার দিয়া কতটা তাড়িত চলিতেছে স্থির করিয়া প্রবাহের পরিমাণ হয়। দুই উপায়ে এই পরিমাণ সহজ। জল বা অন্য তরল পদার্থ কত সময়ে কতটা বিশ্লেষিত হইল দেখিয়া প্রবাহের প্রাবল্য বা ক্ষীণতা বুঝা যাইতে পারে। অথবা চুম্বকের কাঁটাকে কতটা ঘুরাইয়া দিল তাহা দেখিয়াও প্রবাহের পরিমাণ হয়। প্রবাহ যত প্রবল হইবে, চুম্বকপ্রতি তৎ-প্রযুক্ত বলও তত অধিক হইবে। প্রবাহ যদি নিতান্ত ক্ষীণ হয়, তবে তারটাকে এক পাকের বদলে কয়েক পাক কাঁটার চারিদিকে বেষ্টন করিতে হয়। যত পাক বেষ্টন দিবে, প্রবাহের বলও তত গুণ বাড়িবে। চুম্বকের কাঁটা বাক্সে ঝুলাইয়া বাক্সের গায়ে তার জড়াইলে তাড়িতের প্রবাহ-মাপক যন্ত্র তৈয়ার হয়। ইহার ইংরাজি নাম (Galvano-meter.)

তাড়িত-প্রবাহের চুম্বকত্ব।—তাড়িত-প্রবাহ চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইয়া দেয়। বস্তুতঃ তাড়িতপ্রবাহ স্বয়ংই সর্ব্বাংশে চুম্বকধর্ম্মযুক্ত। একটা চুম্বকের চারিপার্শ্বস্থ প্রদেশে যে যে ব্যাপার ঘটে, তাড়িত-প্রবাহের পার্শ্বস্থ প্রদেশেও ঠিক সেই সেই ব্যাপার ঘটে। তারের একটা লম্বালম্বি তৈয়ার

করিয়া তাহাতে প্রবাহ চালাইবা মাত্র উহা ঠিক চুম্বকে পরিণত হয়। একটা বড় ইস্পাতের চুম্বকের পার্শ্বে লোহা রাখিলে উহা চুম্বকধর্ম্ম পায়, চুম্বকের কাঁটা রাখিলে উহা একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে লম্বা হইয়া অবস্থান করে। ঐরূপ তাড়িত-প্রবাহের সমীপেও লোহা চুম্বকত্ব পায়; চুম্বক-শলাকা নির্দ্দিষ্ট মুখে অবস্থান করে। ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় ইত্যাদি।

ইস্পাতকে প্রবল চুম্বকের নিকট অধিকক্ষণ রাখিলে বা চুম্বক দিয়া ঘষিলে ইস্পাত স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। তেমনি ইস্পাতের গায়ে তাড়িতবাহী তার জড়াইয়া রাখিলে উহা স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। কাঁচা লোহার গায়ে জড়াইলে যতক্ষণ প্রবাহ থাকে, ততক্ষণই উহার চুম্বকত্ব থাকে। বস্তুতঃ স্থায়ী বা অস্থায়ী চুম্বক তৈয়ার করিবার জন্য তাড়িতের প্রবাহই আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রবলপ্রবাহ সাহায্যে ক্ষমতাশালী চুম্বক সহজে প্রস্তুত হয়।

একটা কাঠের রুলের গায়ে খানিকটা তার পাক দিয়া সুন্দর আকারে জড়াও; পরে কাঠ খানা বাহির করিয়া লইলে যে জড়ানো তারটা থাকে, উহাকে ইংরাজিতে Sobnoid বলে। বাঙ্গালায় উহাকে কুণ্ডলী বলিব। তারের একটা দীর্ঘ কুণ্ডলীতে তাড়িত বহিলে উহা সর্ব্বাংশে চুম্বকের দণ্ডের বা শলাকার অনুরূপ হয়। উহার এক প্রান্ত আপনা হইতে উত্তরমুখে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণমুখে থাকে। চুম্বকে চুম্বকে যেমন আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ঘটে, কুণ্ডলীতে চুম্বকে ও কুণ্ডলীতে কুণ্ডলীতে ঠিক সেইরূপ আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ঘটিয়া থাকে, অথবা কুণ্ডলীতে দরকার কি। খানিকটা তার কেবল এক পাক মাত্র ঘুরাইয়া (কতকটা অঙ্গুরীর মত করিয়া) উহাতে তাড়িতস্রোত চালাইলে উহা চুম্বকধর্ম্মাক্রান্ত ইস্পাতের থালা বা রেকাবের মত কাজ করে। উহার একটা দিক্ বা পাশ উত্তরবর্ত্তী ও অন্য পাশ দক্ষিণবর্ত্তী হইতে চায়। আবার এইরূপ দুইটা অঙ্গুরী পরস্পর সম্মুখীন করিলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয়। প্রবাহ যদি দুই-টাতেই একমুখে চলে, তবে আকর্ষণ ঘটে, বিপরীত মুখে চলিলে বিকর্ষণ ঘটে। ফরাসী পণ্ডিত অ্যাম্পেয়ার প্রথমে উচ্চ-গণিত প্রয়োগে এই আকর্ষণাদি ব্যাপার গণনা করেন। সম্প্রতি ফারাদে ও মক্সবেলের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে এই সকল গণনা আরও সহজে সম্পাদিত হয়।

তাড়িত এঞ্জিন।—চুম্বকের পাশের প্রদেশকে চৌম্বক প্রদেশ বলিব। ঐ প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহা চুম্বকত্ব পায়। চৌম্বক প্রদেশের প্রধান লক্ষণই এই যে সেখানে আর আর চুম্বককে যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা যায় না। সেই অপর চুম্বককে যে ভাবেই রাখ, ছাড়িবামাত্র উহা ঘুরিয়া একটা নির্দ্দিষ্টরূপ অবস্থান গ্রহণ করিবে। সেখান হইতে বলপূর্ব্বক সরাইলেও পুনশ্চ ঘুরিয়া সেই খানে আসিবে। তাড়িতপ্রবাহের চারিপাশেও চৌম্বক-প্রদেশ। সেখানেও চুম্বক বা অন্য তাড়িতপ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে যে সে অবস্থানে রাখা চলে না। হাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। কাজেই এই চৌম্বক প্রদেশে চুম্বক ও তাড়িতপ্রবাহ আপনা হইতে গতিহীন হয়। গতিটা প্রধানতঃ ঘূর্ণন-গতি। কৌশলক্রমে তাড়িতপ্রবাহের পুনঃ পুনঃ দিক্-পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া এই গতিকে স্থায়ী ঘূর্ণনে পরিণত করা চলে। প্রবল তাড়িতপ্রবাহ তারের কিয়দংশে প্রবাহিত থাকিয়া শক্তিশালী চৌম্বক-প্রদেশের সৃষ্টি করে। সেই প্রদেশে তারের অপর অংশ এরূপে সাজান থাকে, যে উহাতে প্রবাহ চলিবামাত্র উহা বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করে। উহার সহিত বড় বড় চাকা সংলগ্ন করিয়া অবলীলাক্রমে ঘুরান চলে। সাধারণ বাষ্পীয় এঞ্জিনে যে সকল কাজ হয়, এইরূপ তাড়িত-এঞ্জিনেও তৎসমুদয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে। বাষ্পীয় এঞ্জিনের কাজ তাপ হইতে জন্মে, উহা কয়লা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। তাড়িত এঞ্জিনের কাজও তাড়িতশক্তি হইতে জন্মে, এবং উহা কোষের মধ্যে গন্ধকদ্রাবকে দস্তা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। গন্ধকদ্রাবকের সহিত দস্তার সম্মিলন সাধারণ দাহনক্রিয়া হইতে মূলতঃ অভিন্ন নহে। কয়লা অপেক্ষা দস্তাতে ব্যয় বাহুল্য বলিয়া তাড়িত এঞ্জিন বাষ্পীয় এঞ্জিনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই।

তাড়িত-প্রবাহের সহিত চুম্বকের সম্বন্ধ।—চুম্বকের সহিত তাড়িত-প্রবাহের এই সাধর্ম্ম্য দেখিয়া উভয়ের প্রকৃতিগত অভিন্নতা সহজেই মনে আইসে। চুম্বক মধ্যে লোহার প্রত্যেক অণুর চারিদিকে তাড়িতপ্রবাহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনুমান করিলে উভয়ের এই সাদৃশ্য বেশ বুঝা যায়। বিবিধ যুক্তি এই অনুমানে সমর্থন করে। বস্তুতঃ লৌহমাত্রেরই (তাহাতে চুম্বকত্ব থাক আর নাই থাক) প্রত্যেক অণু তাড়িতের এক একটা ক্ষুদ্র আবর্ত্তস্বরূপ। লাটু যেমন একটা অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরে, পৃথিবী যেমন আপন অক্ষ-রেখার উপর আবর্ত্তন করিতেছে, প্রত্যেক আণবিক তাড়িত-আবর্ত্ত সেইরূপ এক একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার চারিদিকে চিরকাল ঘুরিতেছে। সাধারণ লৌহপিণ্ডে এই অক্ষরেখাগুলি ইতস্ততঃ বিভিন্নদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে, চুম্বকে এই অক্ষরেখাগুলি প্রধানতঃ একই দিকে থাকে। আর

শুধু চুম্বকের অভ্যন্তরে কেন, চুম্বকের বাহিরে চৌম্বক প্রদেশেও এই আবর্ত্তসকল বর্ত্তমান। আমরা যাহাকে শূন্য বলিয়া থাকি, তাহা বস্তুতঃ শূন্য নহে। কোন একটা অদৃশ্য সামগ্রী সমগ্র শূন্যপ্রদেশ ব্যাপিয়া আছে। চুম্বকের চতুর্দ্দিকে এই অদৃশ্য সর্ব্বদেশব্যাপী পদার্থেও তাড়িতের ক্ষুদ্র আবর্ত্তগুলি বর্ত্তমান। সেখানে এখনও লোহা আনিলে সেই আবর্ত্ত-গুলি লোহাতে সংক্রান্ত হইয়া উহাতে চুম্বকত্বের উৎপত্তি করে অর্থাৎ সেই আবর্ত্তের বেগে লোহার আণবিক অক্ষরেখা-গুলি নির্দ্দিষ্ট মুখে ঘুরিয়া যায়।

তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ।—উপরে বলিয়াছি, চৌম্বক-প্রদেশে তাড়িতপ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা চলে না। সে আপনা হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। সে আপনা হইতে যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে অবাধে যাইতে দাও। দেখিতে পাইবে প্রবাহ চলিতে চলিতে একটু ক্ষীণ হইল। যেন প্রবাহ যে মুখে চলিতে-ছিল, তাহার বিপরীত মুখে আর একটা প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বতন প্রবাহকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া দিল। প্রবাহ যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে যাইতে দিও না; বলপূর্ব্বক উহার উল্টা মুখে ঠেলিয়া লইয়া চল। দেখিবে প্রবাহ আরও একটু প্রবল হইয়া উঠিল। যেন আর একটা নূতন প্রবাহের উৎপত্তি হইয়া পূর্ব্বতন প্রবাহকে বাড়াইয়া দিল। চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে কখন ক্ষীণ হয়, কখন প্রবল হয়; অথবা এ মুখে বা ও মুখে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি হইয়া বর্ত্তমান প্রবাহকে কমায় বা বাড়ায়। চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে এই নূতন প্রবাহ-সৃষ্টির নাম তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ। মাইকেল ফারাদে ইহার আবি-ষ্কর্ত্তা। যে তার অথবা পরিচালক দ্রব্য চৌম্বক প্রদেশে চলিয়া বেড়াইতেছে, উহাতে তাড়িত-প্রবাহ একবারে অস্তিত্বহীন হইলেও এই গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়। উহা যতক্ষণ চলে, প্রবাহ ঠিক ততক্ষণ থাকে; গতি বন্ধ হইলে প্রবাহও বন্ধ হয়। বলা বাহুল্য তারকে চুম্বকের কাছ দিয়া লইয়া গেলে যে ফল, চুম্বককে দূর হইতে তারের নিকটে আনিলেও ঠিক্ সেই ফল। আবার তাড়িত-প্রবাহ সকল বিষয়ে চুম্বকের সদৃশ; সুতরাং তারের নিকট একটা প্রবাহ সহসা উপস্থিত করিলেও ঠিক সেই ফল। গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়; নবাবির্ভূত প্রবাহ এমন দিকে বহিতে থাকে, যাহাতে সেই গতিকেই আবার বাধা দেয়। এই হিসাবটা স্মরণ রাখিলে কোন্ মুখে প্রবাহ জন্মিবে সহজে বলা চলে। হঠাৎ ঘোড়া চলিলে আরোহী যেমন পশ্চাতে ঝোঁকে, আর হঠাৎ থামিলে আরোহী সম্মুখে ঝোঁকে কতকটা সেইরূপ। সহসা তাড়িত-প্রবাহ কোন তারে চালাইতে গেলে ভিতর হইতে যেন একটা বাধা পড়ে; সহসা প্রবাহমান স্রোতকে থামাইতে গেলে উহা থামিতে চাহে না, বরং ক্ষণকালের জন্য প্রবলতর হয়, সেও এই কারণে। চৌম্বক প্রদেশে একটা তারকে ঘুরাইলেই উহাতে প্রবাহের আবির্ভাব বা সংক্রমণ হইবে ইহাই সাধারণ নিয়ম। চৌম্বক-প্রদেশে কোন না কোন চুম্বকের অথবা তদনুরূপ তাড়িত-প্রবাহের প্রভাব বিদ্যমান। সেই প্রভাব সর্ব্বত্র সমান না হইতে পারে। কোথাও প্রভাব অধিক, কোথাও অল্প। অধিক প্রভাব হইতে অল্প প্রভাবের স্থানে, অথবা অল্প প্রভাব হইতে অধিক প্রভাবের স্থানে যে কোন পরি-চালককে লইয়া যাওয়া যায় উহাতেই হয় এ মুখে নয় ও মুখে তাড়িত-প্রবাহ জন্মিবে। যতক্ষণ চলিবে প্রবাহের স্থিতি ততক্ষণ। যদি উভয়ত্র প্রভাব সমান হয়, তাহা হইলে প্রবাহ না জন্মিতেও পারে। পরিচালকটা যত বেগে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবে, উৎপন্ন প্রবাহও তত প্রবল ও পুষ্ট হইবে। বস্তুতঃ তামার তারকে কয়েক পাক জড়া-ইয়া অতিবেগে চৌম্বক প্রদেশে চালাইতে বা ঘুরাইতে থাকি খুব প্রবল তাড়িত-প্রবাহ পাওয়া যাইতে পারে। ব্যবস্থাপূর্ব্বক তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে উৎপাদন করিলে উগ্রতা ও উদ্ধৃতি বিষয়ে উহা তাড়িতযন্ত্রোৎপন্ন প্রবাহের তুলনীয় হয়।

বস্তুতঃ রুম্‌কর্ফের কুণ্ডলী (Roomkorffs coil) নামক যে একরূপ যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়, উহাতে তাড়িত-প্রবা-হের উদ্ধৃতি এত অধিক যে, সেই প্রবাহ অনায়াসে অপরি-চালক বায়ুভেদ করিয়া যায়। দু ইঞ্চি, দশ ইঞ্চি দীর্ঘ তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ ছোট খাটো কুণ্ডলী দ্বারা অনায়াসে পাওয়া যায়। প্রকাণ্ডকোষ ব্যাটারিতে সিকি ইঞ্চি স্ফুলিঙ্গ মিলে না। বায়বীয় পদার্থে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ চলিলে যে সকল ব্যাপার ঘটে, সে সমুদায়ই এই যন্ত্রের সাহায্যে সুচারুরূপে দেখান যাইতে পারে। গাইস্‌লরের নলের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। উহার ভিতরে বিবিধ বায়বীয় পদার্থ অল্প মাত্রায় থাকে। তাহার মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ চলিলে বিবিধ বর্ণের বিচিত্র আলোকের বিকাশ হয়। ক্রুক্‌স্ সাহেব কাচের নলের ভিতর হইতে বায়ু প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাষিত করিয়া কুণ্ডলীদ্বারা তাড়িতপ্রবাহ চালাইয়া বিবিধ বিস্ময়কর ঘটনা দেখাইয়াছেন। ক্রুক্‌সের নলের ভিতরে বায়ু প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। গোটাকতক অণু এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি

করিয়া বেড়ায়। ইহারাই তাড়িত বহন করিয়া ইতস্ততঃ ছুটে। নলের ভিতর এক টুকরা খড়ী, একখণ্ড হীরক প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ রাখিলে এই সকল অণু উহাদের গায়ে ধাক্কা দিয়া বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের আলোক বিকাশ করে। ক্রুক্স্ নলের এই সকল ব্যাপার অতি সুন্দর ও মনোহর।

রুমকর্ফের কুণ্ডলীতে যে উগ্র তাড়িতপ্রবাহ জন্মে, তাহা একটানা অবিচ্ছেদ স্রোতে বহে না। থাকিয়া থাকিয়া ও থামিয়া থামিয়া বহে। মিনিটের মধ্যে বিশ ত্রিশ বার অথবা দু'শ চারি'শ বার করিয়া থামে ও বহে। এই বিচ্ছেদের সংখ্যা যদি কোনক্রমে দশক ও শতক ছাড়াইয়া লক্ষক ও নিযুতকে তোলা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহের উগ্রতা ও উদ্ধৃতি খুব উচ্চে উঠান যায়, তাহা হইলে ক্রুক্স্ নলকে আর যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন রাখারও দরকার করে না। যন্ত্রের পার্শ্বে কোন স্থানে নলকে রাখিলেই উহার অন্তর্দেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, মধ্যে মনুষ্যের শরীর ব্যবধান থাকিলে উগ্র তাড়িত প্রবাহ তাহা ভেদ করিয়া চলিয়া যায় ও দূরস্থ নলকে প্রদীপ্ত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে যাহায় শরীর ভেদ করিয়া যায়, সে কিছুই টের পায় না। সাধারণ রুমকর্ফের যন্ত্রের বা সাধারণ ডাক্তারি ব্যাটারির ধাক্কা মনুষ্যশরীর সহিতে পারে না; কিন্তু এই অত্যুগ্র তাড়িত-প্রবাহের ধাক্কা সেকেণ্ডে শতলক্ষবার প্রচণ্ড উগ্রতার সহিত দেহ ভেদ করিলেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তিন চারি বৎসর মাত্র হইল ইতালীয় যুবক নিচ্‌লা টেস্‌লা এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কৃত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

ডাইনামো।—চৌম্বক প্রদেশে তামার তার বেগে ঘুরাইলে পুষ্ট ও উগ্র তাড়িতস্রোত জন্মে। পুষ্ট অর্থে পরিমাণে অধিক। উগ্র অর্থে উদ্ধৃতি বিষয়ে উচ্চ। ক্লার্ক, সাইমেনস্, গ্রাম, এডিসন প্রভৃতির প্রস্তুত বিবিধ ডাইনামো আজকাল বিবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। চৌম্বক প্রদেশ বিবিধ প্রকারে প্রস্তুত হয়। কোথাও বড় বড় প্রতাপশালী ইস্পাতের চুম্বক ব্যবহৃত হয়। কোথাও ব্যাটারি হইতে তাড়িতপ্রবাহ বৃহৎ লৌহপিণ্ডে জড়াইয়া ঐ লৌহকে পরাক্রান্ত চুম্বকে পরিণত করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মিতেছে তাহারই কিয়দংশ বা সমস্তটা লৌহপিণ্ডে বেষ্টন করিয়া চুম্বক তৈয়ার হয়। প্রবাহ ক্রমশঃ পুষ্ট হয়; চুম্বকের প্রভাবও ততই বাড়ে। প্রবাহ ও চুম্বক উভয়েই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরস্পরকে আরও প্রবল করিয়া তোলে।

নগরের রাজপথ আলোকিত করিবার জন্য, ট্রেণ চালাইবার জন্য ও অন্যান্য বড় বড় কাজ সম্পাদনের জন্য তাড়িত-প্রবাহ বড় বড় ডাইনামো হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই সকল ডাইনামোর তার বেগে ঘুরাইবার জন্য বাষ্পীয় এঞ্জিনের দরকার। ছোট ছোট ডাইনামো হাতে ঘুরান চলে।

ডাক্তারী ব্যাটারী ক্ষুদ্র ডাইনামো বিশেষ। যে ডাইনামোতে ইস্পাতের স্থায়ী চুম্বকের দ্বারা চৌম্বক প্রদেশ জন্মান হয়, উহাকে ডাইনামো না বলিয়া মাগ্নেটো যন্ত্র বলা হয়। ডাক্তারী ব্যাটারি ক্ষুদ্র মাগ্নেটো মাত্র। একটা ইস্পাতের চুম্বকের কাছে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মে, তাহাই রোগীর শরীরে চালিত হয়। এই ব্যাটারীর প্রবাহ একটানা নহে; একবার এ মুখে, একবার ও মুখে চলে। প্রবাহকে একটানা ও অবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ডাইনামোবিশেষে বিশেষ বিশেষ কৌশল আছে।

এক পাক বা কয়েক পাক জড়ান তার চৌম্বক প্রদেশে ঘুরাইলে তাহাতেই রীতিমত প্রবাহ বা স্রোত জন্মে। খানিকটা ধাতুময় পিণ্ডকে চৌম্বক প্রদেশে সহসা ঠেলিয়া দিলে তাহাতে রীতিমত প্রবাহ জন্মে না। তাহার গা বাহিয়া খানিকটা তাড়িত ক্ষণিকের মত সরিয়া যায় মাত্র। তাহার গায়ে যেন তাড়িতের একটা ধাক্কা পড়ে। এই ধাক্কা উহার গাত্র ভেদ করিয়া যত প্রবেশ করে, ততই ক্ষীণ হইয়া যায়, আর উহার প্রবেশের বেগ অতি শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়। আর যদি একটা ধাক্কার বদলে পুনঃ পুনঃ সেকেণ্ডে হাজার বার কি লক্ষবার, একবার এ মুখে একবার ও মুখে ধাক্কা পড়ে, তাহা হইলে সেই ধাক্কাগুলা প্রবেশ লাভেই একরকম অসমর্থ হয়। কিয়দ্দূর মাত্র প্রবেশের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায় বা উত্তাপে পরিণত হয়।

তাড়িত-প্রবাহের আন্দোলন বা স্পন্দন।—ডাক্তারী ব্যাটারিতে অনেক ডাইনামোতে রুমকর্ফের যন্ত্রে বা টেস্‌লার যন্ত্রে তাড়িতের একটানা স্রোত বহে না। স্রোতটা একবার এ মুখে একবার ও মুখে যায়। প্রকৃত পক্ষে প্রবাহটা যেন আন্দোলিত বা স্পন্দিত হইতে থাকে। এত দিন সকলের ধারণা ছিল তাড়িতের এক একটা স্ফুলিঙ্গ এক একটা ধাক্কা মাত্র। প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে খানিকটা ধন-তাড়িত একমুখে ও ঋণ-তাড়িত অন্যমুখে সহসা চলিয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, এই একটা স্ফুলিঙ্গ একটা মাত্র ধাক্কা নহে; ইহাও একটা আন্দোলন মাত্র। লাডেন-জারে বা তাড়িতযন্ত্রে ক হইতে খ মুখে এক পিঠ হইতে অন্য পিঠে খানিকটা ধন-তাড়িত সহসা বায়ু ভেদ করিয়া গেল; ফলে স্ফুলিঙ্গ জন্মিল; একটা ক্ষণিক আকস্মিক উগ্র প্রবাহ উৎপন্ন হইল। এইরূপ এতকাল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু

বস্তুতঃ তাহা নহে। ধাক্কাটা একবার এদিক্ হইতে ওদিক্, আবার ওদিক্ হইতে এদিক্ এইরূপে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করে। প্রবাহ যায়, আবার ফিরিয়া আসে। একটা স্ফুলিঙ্গ ক্ষণিক ব্যাপার; উহার স্থিতিকাল সেকেণ্ডের লক্ষাধিক ভাগ মাত্র। কিন্তু সেই ক্ষণিকের মধ্যে আবার শত লক্ষ ধাক্কা এদিকে ওদিকে পড়িয়া যায়। বহুসংখ্যক বার তাড়িত-প্রবাহের ইতস্ততঃ স্পন্দন বা আন্দোলনের সমষ্টিফল একটা স্ফুলিঙ্গ। একটা স্ফুলিঙ্গের দর্পণগত প্রতিবিম্ব দর্পণের বেগে ঘূর্ণন দ্বারা বিস্ফারিত করিলে প্রতিবিম্বটা কাটাকাটা বোধ হয়। স্ফুলিঙ্গ মধ্যে তাড়িতের আন্দোলনই এইরূপ দেখাইবার কারণ।

তাড়িতের ঢেউ।—পরিচালকের বিভিন্ন অংশে তাড়িতের উদ্ধৃতি বিভিন্ন থাকিতে পারে না। পরিচালকের ইহাই স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্মের বশে পরিচালকে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। প্রবাহফলে পরিচালক গরম হয় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র দেশটা চৌম্বক-ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। প্রবাহ কেবল পরিচালকের ভিতরেই যায় এমন নহে। তবে অপরিচালকের ভিতর প্রবাহ সহজে যায় না; যখন যায় তখন একটা উগ্র প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া অপরিচালককে ছিঁড়িয়া যায়। ধাক্কাটাও আবার এক মুখে হয় না। একটা ধাক্কা পড়িলেই সাধারণতঃ কিয়ৎক্ষণ তাহার ইতস্ততঃ আন্দোলন চলে। এই আন্দোলন থাকিলে স্ফুলিঙ্গের অন্তর্দ্ধান হয় ও সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান হয়। পরিচালক ও অপরিচালকে এই প্রভেদ। অবার প্রবাহ পরিচালকের ভিতর দিয়া যায়, সকল সময়ে ইহা বলা চলে না। পরিচালক প্রবাহের রাস্তাটা দেখাইয়া দেয় মাত্র। তাড়িতস্রোত উহার গা বাহিয়া চলে। শরীরের ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করে এবং প্রবেশের পর তাপে পরিণত হয়। প্রবাহ যে রাস্তায় চলে, তাহার চারিপাশে চৌম্বক-প্রদেশ। চতুর্দ্দিকে একবারে বায়ুশূন্য হইলেও উহার চুম্বকত্ব যায় না। অনুমান হয়, শূন্য স্থানেও এমন পদার্থ বিদ্যমান, যাহাতে ঐ চুম্বকত্ব বর্ত্তমান থাকে। বস্তুতঃ আমরা যে স্থানকে শূন্য বলিয়া থাকি তাহা একবারে শূন্য নহে। আলোকবিজ্ঞানে বলে যে, শূন্যস্থান ও পদার্থবিশেষ একবারে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত। ঐ পদার্থকে ইংরাজীতে ঈথর বলে; বাঙ্গালায় আকাশ বলিব। এই আকাশ অর্থে শূন্য নহে; উহা শূন্যব্যাপী পদার্থবিশেষ। এই ঈথর বা আকাশ সূক্ষ্ম, অদৃশ্য ও অনুভবের অতীত হইলেও অত্যন্ত কঠিন স্থিতি-স্থাপক পদার্থ, বায়ুকণা ও লোষ্ট্রখণ্ড হইতে গ্রহনক্ষত্র পর্য্যন্ত ইহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, অথচ আশ্চর্য্য যে কাঠিন্যবিষয়ে ইস্পাতও ইহার নিকট পরাজিত। এই আকাশ জড়পদার্থের অণু সকলের ইতস্ততঃ কম্পন ও আন্দোলন-জাত ধাক্কার ঢেউ বহন করে। ঢেউগুলি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে আকাশের ভিতর দিয়া চলে।

সম্ভবতঃ তাড়িতপ্রবাহ চতুঃপার্শ্বস্থ আকাশেই এই চৌম্বক-ধর্ম্ম দেয়। মাইকেল ফারাদে চুম্বকের সহিত আলোকের কতিপয় সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন। আলোক আকাশের স্পন্দনমাত্র। এই স্পন্দনের একটা নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে। চৌম্বক প্রদেশে এই স্পন্দনের দিক্‌কে ঘুরাইয়া দিতে পারে। চৌম্বক-ধর্ম্ম যে আকাশেরই ধর্ম্ম, ইহা হইতে ও অন্যান্য কারণেও অনুমিত হয়।

চৌম্বক-ধর্ম্ম যদি আকাশেরই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে যে স্থলে তাড়িতপ্রবাহ এক টানে না বহিয়া ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে, সেখানে এই আকাশেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইবে। জড়-পদার্থের অণুর কম্পনে ঢেউ জন্মিয়া যেমন চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয় ও আলোকের উৎপাদন করে, তাড়িতের আন্দোলনেও এইরূপ ঢেউ জন্মিয়া চারিদিকে আকাশে প্রসারিত হইবে। এই সকল ঢেউকে তাড়িতোর্ম্মি বা চৌম্বকোর্ম্মি বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ কোনস্থানে তাড়িতের একটা ঢেউ উৎপন্ন হইলে তার সঙ্গে চুম্বকত্বেরও ঢেউ জন্মিবে, উভয়ে সহবর্ত্তী ও সহচারী; কেননা যেখানে তাড়িতের প্রবাহ, উহার পার্শ্বেই চুম্বকত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাড়িতের প্রবাহের তুলনা স্রোতের সহিত, চুম্বকের তুলনা আবর্ত্ত বা ঘূর্ণীর সহিত এবং এই প্রবাহের সহিত ঘূর্ণীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়।

যে আকাশে আলোক বহে, সেই আকাশেই তাড়িতের ঢেউ কেন বহন না করিবে, মনস্বী ক্লার্ক মক্সবেলের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। যদি উহাই হয় অর্থাৎ যদি একই আকাশ উভয় ঢেউ বহন করে, তাহা হইলে আলোকের ঢেউ ও তাড়িতের ঢেউ উভয়ই একই বেগে আকাশপথে ধাবিত হইবারই সম্ভাবনা। বিবিধ যুক্তিদ্বারা মক্সবেল নিজ মত সমর্থন করিয়াছিলেন।

তাড়িতের স্ফুলিঙ্গ যে কম্পন বা আন্দোলনমাত্র উহা কয়েক বৎসর হইল স্থির হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে যে চতুঃপার্শ্বে আকাশে তাড়িতের ঢেউ জন্মিতে পারে, মক্সবেল তাহা অনুমানমাত্র করিয়াছিলেন। সেই সকল ঊর্ম্মির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। জর্ম্মণ পণ্ডিত হার্টজ (Hertz) ১৮৮৭ সালের শেষভাগে আকাশবাহী তাড়িতোর্ম্মির অস্তিত্ব সকলকে প্রত্যক্ষ করান। তদবধি

তাড়িতোর্ম্মি এক রকম চর্ম্মচক্ষুর গোচর হইয়াছে। ঢেউ-গুলি কত লম্বা তাহার পরিমাণ হইয়াছে। সেকেণ্ডে কত-গুলা করিয়া ঢেউ চলে উহার গণনা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে তাড়িতোর্ম্মিও ঠিক আলোকোর্ম্মির মত একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে আকাশ বাহিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। দেখা গিয়াছে, তাড়িতোর্ম্মি সর্ব্বাংশেই আলোকোর্ম্মিরই অনু-রূপ, সদৃশ ও সজাতীয়। মক্সবেলের অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, এই আবিষ্কার বোধ হয় সকলেরই প্রধান।

ফলে তাড়িতের ঢেউ ও আলোকের ঢেউ সর্ব্বাংশে সম-ধর্ম্মা। আলোকের রশ্মি যেমন প্রতিফলিত, বক্রীকৃত বা বিবর্ত্তিত ও বিস্ফারিত হয়, তাড়িতের রশ্মিও ঠিক সেইরূপ আচরণ করে। আলোকের স্পন্দনের যেমন নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে, তাড়িতোর্ম্মির স্পন্দনেরও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে। তাড়িতের উর্ম্মিগুলির প্রকৃতি লইয়া বিবিধ গবেষণা অদ্যাপি চলিতেছে। আমাদের স্বদেশী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সম্প্রতি এই সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

উভয় উর্ম্মির মধ্যে অন্য বিভেদ নাই, বিভেদ কেবল দৈর্ঘ্য লইয়া। বর্ণভেদে আলোকোর্ম্মির মধ্যেও আবার ছোট-বড় আছে। সাধারণতঃ চক্ষুর গোচর আলোকের ঢেউ অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির লক্ষভাগ বা দশলক্ষ ভাগ হিসাবে উহাদের দৈর্ঘ্য মাপ হয়। তাড়িতের ঢেউগুলা খুব বড় বড়। দু হাত দশহাত হইতে দু মাইল দশমাইল দীর্ঘ ঢেউ আকাশপথে দেখা গিয়াছে। উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা ক্ষুদ্র ঘনান্দো-লিত প্রবাহোৎপাদন দ্বারা এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত তাড়ি-তোর্ম্মির উৎপাদন হইয়াছে। অণুপ্রমাণ যন্ত্রের সৃষ্টি হইলে তাপাদির সাহায্য ব্যতীত আলোকসৃষ্টিও সম্ভবপর হইবে।

মক্সবেল ও হার্টজের গবেষণা ফলে আলোক তাড়িতেরই ছোট ছোট ঢেউমাত্র স্থির হইল, এবং আলোকবিজ্ঞান তাড়িত-বিজ্ঞানেরই শাখা হইয়া গেল।

তাড়িতের স্বরূপ।—তাড়িতের স্বরূপ এখন কতকটা বুঝা যাইতে পারে। আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, ধাতু পদার্থের ভিতর আকাশ যেন তরল; অপরিচালক মধ্যে ও শূন্যদেশে আকাশ যেন কঠিন। কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চারিত হয়, তরলের ভিতর হয় না। কঠিনে টান পড়ে, তরলে টান পড়ে না। ইস্পাত বা কাঠের সহিত কাদা বা মোমের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। উভয়ের বৈষম্যে আকাশে টান পড়ে। টানে আকাশ ডাহিনে সরিলে যদি ধন-তাড়ি-তের আবির্ভাব হয়, বামে সরিলে ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। ডাহিনে একটু সরিলে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বামেও একটু সরে। ধন-তাড়িতের সঙ্গে সঙ্গে ঋণ-তাড়িতেরও বিকাশ হয়। অপরিচালক মধ্যে টান থাকে, পরিচালকের মধ্যে টান নাই, তাই অপরিচালক হইতে পরিচালকে প্রবেশ-মাত্র একটা পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়। সেইজন্য ধাতুময় পদার্থের গায়ে ভিন্ন অন্যত্র তাড়িতের বিকাশ বুঝা যায় না। ধাতুর ভিতর যৎসামান্য টানেই তরল আকাশে স্রোত জন্মে, যতক্ষণ টান থাকে, ততক্ষণ স্রোত থাকে। এই স্রোত তরল জলস্রোতের সহিত তুলনীয়। অপরিচাল-কের ভিতর কঠিন আকাশে অল্প টানে প্রবাহ জন্মে না, অধিক টানে আকাশ ছিঁড়িয়া যায়। অপরিচালকের টান ইস্পাতের টানের সহিত তুলনীয়। আকাশ ছিঁড়িয়া গেলে উত্তাপ, আলোক, স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতির বিকাশ হয়। কঠিন আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; টানে ছিঁড়িবার পর দুলিতে বা স্পন্দিত হইতে থাকে। সেই স্পন্দন চতুর্দ্দিকে আকাশে উর্ম্মির উৎপাদন করিয়া আকাশ কর্ত্তৃক দশদিক বিপুল বেগে প্রবাহিত হয়। অপরিচালক ভেদ করিয়া ধাক্কার পর ধাক্কা, উর্ম্মির পর উর্ম্মি সঞ্চারিত হয়; পরিচালক ভেদ করিতে পারে না। কেননা পরিচালক ধাক্কা সঞ্চালনে অক্ষম, ধাক্কা পাইলেই তরল আকাশ সরিয়া পড়াইয়া যায়। ধাক্কা উহার গায়ে লাগিয়া ফিরিয়া আইসে ও প্রতিফলিত হয়; যদি একটু প্রবেশ করে, তাহা কিয়দ্দূর যাইতে যাইতেই তরল পদার্থের ঘর্ষণে তাপে পরিণত হয়। তাড়িতের প্রবাহ চারিদিকের আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণী বা আবর্ত্ত উৎপাদন করে, সেই প্রদেশ চৌম্বকপ্রদেশে পরিণত হয়। সেই প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহার অণুগুলি বেষ্টন করিয়া আকাশের আবর্ত্ত ঘুরিতে থাকে। অণুগুলিও হয়ত নির্দ্দিষ্ট মুখ অক্ষরেখার উপরে ঘুরিতে থাকে। শুধু লোহা কেন অন্যান্য জড়-পদার্থের অণুতেও এই আবর্ত্তোৎপাদন ও এই ঘূর্ণমানত্ব হয়। ফারাডে দেখাইয়াছেন, পদার্থমাত্রই অল্পবিস্তর চুম্বকধর্ম্ম পাইতে পারে। তাড়িতের ঢেউগুলা বড় বড় হইলে সাধারণ অপরিচালক পদার্থ ভেদ করিয়া যায়; সাধারণ পরিচালকের গায়ে লাগিয়া প্রতিফলিত হয় ও ফিরিয়া আইসে। সেই জন্য এতদিন উহাদের অস্তিত্ব ধরিতে পারা যায় নাই। ছোট ছোট ঢেউ-গুলি পরিচালক ধাতু পদার্থের গায়ে পড়িয়া কতকটা প্রতি-ফলিত হয়, কতকটা বা ভিতরে ঢুকিয়া উত্তাপ জন্মায়; কাজেই তাপমিতি, তাপমানযন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রে ধরা পড়ে, উহা-

এই মধ্যে আবার কতকগুলা ছোট ছোট ঢেউ চক্ষুর স্নায়বিক যন্ত্রে গৃহীত হইয়া দৃষ্টিবিধান করে। পরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িতের ঢেউ বা আলোকের ঢেউ যাইতে পারে না। ধাতুপদার্থ মাত্রই এইজন্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছতাহীন।

রণ্টগেনের আবিষ্কৃত রশ্মি।—বর্ত্তমান বর্ষের (১৮৯৬) আরম্ভে অস্ট্রিয়-অধ্যাপক রণ্টগেন (Rontgen) এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরে ক্রুক্‌স্ নলের কথা বলিয়াছি। উহার অভ্যন্তর প্রায় বায়ুশূন্য, বায়বীয় পদার্থের গোটাকতক অণু-তাড়িত বহন করিয়া ছুটাছুটি করে ও পদার্থবিশেষে প্রতিহত হইলে বিচিত্র আলোক জন্মায়। রণ্টগেন দেখাইয়াছেন, ক্রুক‌স্ নলের ভিতর হইতে একরকম রশ্মি নির্গত হয়, যাহা আলোকরশ্মি বা তাড়িতরশ্মি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতিক। কাঠ, কাল কাগজ প্রভৃতি অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া এই রশ্মি অবাধে বাহির হয়। ধাতুর মধ্যে আলুমিনিয়মকে সহজে ভেদ করে, সীসাকে ভেদ করিতে পারে না। কাচের ভিতর দিয়া সহজে যাইতে পারে না। নলের বাহিরে অদৃশ্য রশ্মিগুলি সরলরেখাক্রমে চলে। বাহিরে ফটোগ্রাফির জন্য তৈয়ারি কাগজ বা কাচ ধরিলে আমাদের চিরপরিচিত আলোকের দাগের মত দাগ পড়ে। বিশেষ বিশেষ পদার্থে পড়িলে উহাকে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল করে। রাস্তায় যদি সীসা বা কাচের মত জিনিষ ধরা যায়, যাহাকে ঐ রশ্মি ভেদ করিতে পারে না, উহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যের ছায়া পড়ে। মনুষ্য-শরীরের অস্থিকঙ্কাল এই রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ, মাংসপেশী প্রভৃতি অংশ স্বচ্ছ। কাজেই রশ্মির পথে মানুষ দাঁড়াইলে উহার কঙ্কাল ভাগের ছায়া পড়ে এবং ফটোগ্রাফি দ্বারা বা আলোকজনন দ্বারা সেই কঙ্কালের ছায়া স্পষ্ট দেখা যায়। হাড়ের ভিতর কোন স্থান ভাঙ্গিলে, কোথাও কোন ব্যাধি হইলে, কোথাও সীসার গুলি প্রবেশ করিলে, এই নূতন ফটোগ্রাফিতে উহা সহজে ধরা পড়ে।

ক্রুক্‌স্ নল ভিন্ন অন্য উপায়েও এই রশ্মি উৎপাদনের চেষ্টা কতক সফল হইয়াছে। এই রশ্মির আবিষ্কারে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী চকিত হইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহ, প্রতি দিন, ইহার সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির হইতেছে। বস্তুতঃ রণ্টগেন একটা নূতন জগতের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাড়িত-রশ্মির সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে বোধ করি পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

উপসংহার।—শতবৎসর পূর্ব্বে তাড়িত কৌতুকের সামগ্রী ছিল। সম্প্রতি মনুষ্যের সভ্যতা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে রণ্টগেনের রশ্মির আবিষ্কার হইল। ১৯৯৬ অব্দে বিজ্ঞানের অবস্থা কি হইবে তাহা কল্পনারও অগোচর।

তাড়িতবার্ত্তা, তারের খবর। (Electric telegraph) কিরূপ সঙ্কেতাদি দ্বারা পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ করা হইত, তাহা টেলিগ্রাফ শব্দে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ, ঐ সমস্ত সঙ্কেত সমুদ্র মধ্যে এবং সময়ে সময়ে স্থলভাগে প্রয়োজনীয় হইলেও তাড়িতের আবিষ্কারের পর ইহাই বিজ্ঞানবলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বার্ত্তাবহরূপে সর্ব্বত্র নিয়োজিত হইয়াছে। তাড়িত দ্বারা যেরূপ অতি সহজে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশেও অতি অল্প সময় মধ্যে অভ্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ করা যায়, তাহা অতীব বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষে তাড়িতের এই উপযোগিতা এখন ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত সভ্যদেশেই সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহারে লাগিতেছে এবং সন্ধি-বিগ্রহ, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। সভ্য-সমাজের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য এই মহোপকারী ব্যাপার কিরূপে আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ তাহার স্থূল মর্ম্ম আমরা এস্থলে বর্ণনা করিতেছি।

তাড়িতের অত্যদ্ভুত দ্রুতগতির আবিষ্কারের পরই ইহা দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানে সঙ্কেত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিশপ ওয়াট্‌সন্ সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা করেন। তিনি ৬০০ ফিট দীর্ঘ তার দিয়া একটা লীডেন-জার (Leyden-jar) তাড়িত যুক্ত করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে-স্কটস্ ম্যাগাজিন (Scot's Magazine) নামক পত্রিকায় কিরূপে তাড়িত দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানে অক্ষর প্রেরণ করা যায়, তাহার এক সহজ উপায় বর্ণিত হয়। কিন্তু উহা কদাপি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেনিভা নগরে ২৪টী অক্ষরের জন্য ২৪টী তারে প্রত্যেকে এক একটী পিথ-বল ইলেক্ট্রোস্কোপ (Pith-ball electroscope) সংযুক্ত করিয়া টেলিগ্রাফ প্রস্তুত হয়। ঐ বর্ষেই জর্ম্মণিতে রিউসর (Reusser) পিথ-বলের পরিবর্ত্তে সোণার দুইটী পাত ও উহাতে একবারে অক্ষর লিখিয়া তদ্দ্বারা অক্ষর প্রকাশ করেন। এই সমস্ত টেলিগ্রাফ ঘর্ষণ-জনিত তাড়িত (Frictional electricity) দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহাতে অনেক সময় কষ্টে সঙ্কেত জ্ঞাপিত হইত, কখন কখন বা পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইত, কার্য্যে কিছুই হইত না। অবশেষে ভল্‌টা সাহেব প্রবাহ-তাড়িত (current electricity) আবিষ্কার করিলেন। এই তাড়িত সহজে এবং সুবিধামতে তারের মধ্য দিয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইতে পারে এবং তাহাতে ইহার শক্তিরও অণুমাত্র অপচয় হয় না।

কিরূপে প্রবাহতাড়িত দ্বারা সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে, তাহা লইয়া অনেক পরীক্ষা হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মিউনিকবাসী সোমারিং সাহেব (Sommering) ৩৫টী পৃথক্ পৃথক তার দ্বারা ৩৫টী জলপাত্র সংযুক্ত করিয়া পাত্রস্থ জলের বিশ্লেষণ দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আঁপেয়ার (Ampere) সাহেব জলপাত্রের পরিবর্ত্তে ২৫টী কোম্পাসের কাঁটার হেলন দ্বারা অক্ষর প্রকাশ করেন। পরে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ব্যারণ স্কিলিং (Baron Schilling) রুষরাজ্যে কেবল একটী মাত্র কোম্পাসের সূচীর পরিচালন দ্বারা টেলিগ্রাফ প্রস্তুত করেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বেবর (Weber) ও গস (Gauss) সাহেব দুইটী তার দ্বারা ৯০০০ ফিট্ দূরে একটী ক্ষুদ্র চুম্বক-শলাকা সংলগ্ন দর্পণের আন্দোলন দ্বারা সঙ্কেত পরিচালন করেন। এই যন্ত্র টমসন সাহেবের বর্ত্তমান দর্পণতাড়িতমান-যন্ত্রের (Mirror galvanometer) মত।

উঁহাদিগের প্রার্থনা ক্রমে মিউনিকবাসী অধ্যাপক ষ্টাইন হিল (Stein heil) সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা করেন এবং তাড়িতবার্ত্তার বহু উন্নতি সাধন করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম তাড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্ত্তন জন্য অপর একটী তার না রাখিয়া একটী তারেরই দুই মুখ দুই ষ্টেশনে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া একটী তার দ্বারাই টেলিগ্রাফ করিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। এ সময় দুইটী কোম্পাসের কাঁটার হেলন-জনিত দুইটী মূল সঙ্কেতের সংমিশ্রণে সমুদায় বর্ণমালা প্রকাশ হইতে লাগিল। এই দুইটী কাঁটা একটী ধন ও অপরটী ঋণ-তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা একই দিকে হেলিয়া পড়িত। কখন কাঁটার গতি দেখিয়া কখন বা কাঁটাদ্বারা এক খণ্ড কাগজের উপর বিন্দু অঙ্কিত করিয়া অক্ষর সূচিত হইত। বিন্দু অঙ্কনের জন্য কাঁটার অগ্রভাগ সূচী বা মসীপূর্ণ সূক্ষ্মনল থাকিত। ক্রমশঃ সরিয়া যাইত এবং দুই কাঁটাদ্বারা দুই শ্রেণী বিন্দু অঙ্কিত হইত। স্থায়ী চুম্বক উৎপন্ন তাড়িত দ্বারা এই সমুদায় তাড়িতবার্ত্তা সম্পন্ন হইত।

একটী লৌহদণ্ডের উপর অপরিচালক সূত্রাদি মণ্ডিত তামার তার জড়াইয়া ঐ কুণ্ডলী মধ্যে তাড়িতস্রোত প্রবাহিত করিলে ঐ লৌহ চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, আবার তাড়িত স্রোত বন্ধ হইলে লৌহের চুম্বকধর্ম্ম নষ্ট হয়। এইরূপ তাড়িতীয় চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়া একটী ঘণ্টায় আঘাত করিয়া সঙ্কেত করিবার প্রথা ক্রমে উদ্ভাবিত হইল। ইহাই মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের মূলসূত্র। হুইট্‌ষ্টোন সাহেব (Wheatstone) এই উপায়ে ঘণ্টা বাদিত করিয়া টেলিগ্রাফ করিবার পূর্ব্বে কেরাণীকে সতর্ক করিবার উপায় প্রচলিত করেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম তিন দেশে টেলিগ্রাফ ব্যবসারূপে সংস্থাপিত হয়। মিউনিকে ষ্টাইনহিল সাহেবের, আমেরিকায় মোর্স সাহেবের এবং ইংলণ্ডে হুইট্‌ষ্টোন ও কুক্ সাহেবের টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইল। ইংলণ্ডে লণ্ডন-বার্মিংহাম ও গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলপথে সর্ব্ব প্রথম টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়। ঐ সমুদায় টেলিগ্রাফের তার অপরিচালক পদার্থে মণ্ডিত করিয়া মাটীর নীচে প্রোথিত হইত, কিন্তু ইহাতে ব্যয়-বাহুল্য হওয়ায় কাঠের খুঁটিতে তার ঝুলাইয়া লইয়া যাইবার কথা হয়। একটী কাঁটার যন্ত্রে একটী তার ও দুইটী কাঁটার যন্ত্রে দুইটী তার দ্বারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহার পর হুইট্‌ষ্টোন সাহেব টেলিগ্রাফের অনেক উন্নতিসাধন করেন।

তাড়িতকোষ।—সম্প্রতি যাবতীয় টেলিগ্রাফ প্রবাহ-তাড়িত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। চৌম্বকীয় তাড়িত টেলিগ্রাফে নিয়োজিত করিবার বিস্তর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু উহাতে বিস্তর অনর্থক ব্যয় ও অসুবিধা ঘটে বলিয়া বড় ব্যবহৃত হয় না।

তাড়িত-বার্ত্তাবহের জন্য এখন নানা দেশে নানা প্রকার তাড়িতকোষ প্রচলিত। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ডানিয়েল সাহেবের তাড়িতকোষ ব্যবহৃত হইত। এখন অধিকাংশ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে বাইক্রমেট তাড়িতকোষ অধিক উপযোগী বোধে প্রচলিত হইতেছে। এদেশে টেলিগ্রাফ আফিস সকলে মিনোটোর (Minotto's) তাড়িতকোষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তার।—টেলিগ্রাফের তার সচরাচর লৌহনির্ম্মিত ও দস্তার মণ্ডিত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও বিশেষ সুবিধার জন্য তামার তারও ব্যবহৃত হয়। কাঠ বা ধাতুময় খুঁটির উপর সংবদ্ধ চীনামাটীর অপরিচালক টুপি-সংলগ্ন করিয়া তার লইয়া যাওয়া হয়। ঐ সকল টুপি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, বৃষ্টির সময়েও উহার কতকাংশ শুষ্ক থাকে, সুতরাং তার হইতে তাড়িতপ্রবাহ খুঁটিতে যাইতে পারে না। এইরূপে খুঁটির উপর শূন্যে ঝুলান তারই অধিকাংশস্থলে ব্যবহৃত, তবে স্থানবিশেষে যেখানে বাহিরে বিপদের আশঙ্কা অধিক তথায় ভূগর্ভ দিয়া তার নীত হয়। ভূগর্ভস্থ তার গুটাপার্চা, কুচুক, রবর প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ মণ্ডিত এবং কঠিন নলের মধ্যে স্থাপিত করা হইয়া থাকে। এইরূপ তারে তাড়িতের অপচয় অল্প হয় বটে, কিন্তু ইহা দ্রুত সঙ্কেতজ্ঞাপনের পক্ষে তত উপযোগী নহে।

তাড়িত-বার্ত্তাবহের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আবিষ্কর্ত্তাগণের বিশ্বাস ছিল যে, তাড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্ত্তন জন্য একটী দ্বিতীয় তার না থাকিলে বার্ত্তাবহ কার্য্য হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ষ্টাইনহিল সাহেব একদা রেলপথের লৌহবর্ত্ম লাইনের তাড়িতবাহী তারের স্থানীয় হইতে পারে কিনা পরীক্ষা করিতে গিয়া আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবীই তাড়িত প্রত্যাবর্ত্তন জন্য তারের কার্য্য করিতে পারে। তারের দুইমুখ দুই ষ্টেশনে ভূগর্ভে সংযোগ করিয়া দিলে, উহাদিগকে অপর একটী তার দ্বারা সংযোগ করার কার্য্য হয়। তাহা হইলেও তারে যেরূপ বাস্তবিক তাড়িতস্রোত ফিরিয়া আসে পৃথিবী দিয়া সেরূপ ফিরিয়া আসে না। পৃথিবী তারের উভয় মুখ হইতে দুই বিভিন্নপ্রকার তাড়িত শোষণ করিয়া লয়, সুতরাং তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। ভূগর্ভে তার উত্তমরূপে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন। তারের এক প্রান্তে বৃহৎ তামার পাত সংলগ্ন করিয়া সচরাচর গভীর পুষ্করিণী বা কূপাদিতে প্রোথিত করা হয়। বড় বড় সহরে গ্যাস বা জলের কলের নলের সহিত তারের মুখ সংযোগ করিলে উত্তম ভূ-সংযোগ হয়। স্থানবিশেষে বজ্রাঘাত-নিবারক দণ্ডের সহিত সংযোগ করিলেও চলে। ফলতঃ তারের প্রান্ত যে ভূমিতে প্রোথিত হয়, তাহা যেন সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, কখন শুষ্ক হইয়া না যায়।

তাড়িত-বার্ত্তাবহের মূল উপাদান তিনটী যথা—১ম দুই স্থানের মধ্যে ধাতুময় তারের সংযোগ ও তাড়িতপ্রবাহ-উৎপাদক একটী যন্ত্র। ২য়, এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ দান করিবার যন্ত্র। ৩য়, সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র। যে কৌশলে এই সকল ব্যাপার বিশেষতঃ শেষোক্ত দুই কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা বহু প্রকার। তন্মধ্যে কাঁটার টেলিগ্রাফ, ডায়েল টেলিগ্রাফ, এবং প্রিণ্টিং টেলিগ্রাফ বা মুদ্রণবার্ত্তা প্রধান।

কোম্পাসের কাঁটা বা সূচীর টেলিগ্রাফ প্রধানতঃ একটী তড়িৎপ্রবাহমানযন্ত্র (Galvanometer) ব্যতীত আর কিছুই নহে। একটী অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তারকুণ্ডলী মধ্যে ঊর্দ্ধাধোভাবে একটী চুম্বকশলাকা লম্বিত ও এই চুম্বকশলাকার সহিত তারের একটী কাঁটা সংলগ্ন থাকে। এই শেষোক্ত কাঁটাই যন্ত্রের বাহিরে দৃষ্ট হয়। তার দিয়া বিভিন্ন প্রকার তাড়িতপ্রবাহ ঐ কুণ্ডলী মধ্যে প্রবাহিত করিলে চুম্বক-শলাকা দুই বিভিন্ন দিকে হেলিতে থাকে। তাহাতেই সঙ্কেত বুঝা যায়। প্রেরক ইচ্ছামত ধন বা ঋণ-তাড়িত প্রবাহ চালাইয়া ঐ কাঁটাকে ডাহিনে বা বামে হেলাইতে পারেন।

ডায়েল টেলিগ্রাফে একটী ডায়েল বা গোলাকৃতি কাগজে ২৩টী অক্ষর লেখা থাকে। কেন্দ্রস্থলে বদ্ধ একটী কাঁটা তাড়িতীয় চুম্বকের বলে দূরবর্ত্তী ষ্টেশন হইতে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়। ঐ কাঁটা যে অক্ষরের দিকে নির্দ্দেশ করে, উহাই প্রেরিত অক্ষর ধরিতে হয়। এইরূপ টেলিগ্রাফে বিস্তর সময় নষ্ট হয় এবং যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল বলিয়া সহজেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ব্যবসায়িগণ স্ব স্ব ব্যবহার জন্য এইরূপ টেলিগ্রাফ কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন; নতুবা সাধারণ কার্য্যে ইহা একটা বড় ব্যবহৃত হয় না।

মোর্সের টেলিগ্রাফ—এই টেলিগ্রাফ সম্প্রতি বহুল প্রচলিত। মোর্সের টেলিগ্রাফের প্রধান অঙ্গ একটী লৌহদণ্ড এবং তাড়িতপ্রবাহ গমনকালে ইহার অস্থায়ীরূপে চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্তি। নিম্নে ইহার কার্য্যপ্রণালী মোটামুটী লিখিত হইতেছে।

লৌহনির্ম্মিত একটী তাড়িতীয় চুম্বকের উপর অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তামার তার জড়ান থাকে। ঐ তারের এক প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত অপর প্রান্ত লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। ঐ চুম্বকের উপরিভাগে একটী লৌহদণ্ড মধ্যস্থানে অবস্থানের উপর আন্দোলিত হইতে পারে, এরূপ ভাবে বদ্ধ থাকে। একটী ক্ষুদ্র স্প্রিংদ্বারা ঐ দণ্ড চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করে। চুম্বক হইতে অপরদিকে দণ্ডের শেষে একটী সূক্ষ্ম পেন্সিল বা সূচী বদ্ধ থাকে। ঐ সূচী বা পেন্সিলের অতি নিকট দিয়া, কিন্তু উহাকে স্পর্শ না করিয়া একটী কাগজের সরু ফিতা থাকে। এই যন্ত্রকে ইণ্ডিকেটর বা রিসিভার (Indicator or Receiver) অর্থাৎ সংবাদ-নির্দ্দেশ বা গ্রহণ করিবার যন্ত্র বলে।

লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ যেমন ঐ তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলী দিয়া গমন করে, অমনি ইহার লৌহ চুম্বকে পরিণত হয় এবং সন্নিহিত লৌহদণ্ডকে আকর্ষণ করে। দণ্ডের একপ্রান্ত আকৃষ্ট হইয়া নত হইলে অন্যপ্রান্ত উঠিয়া পড়ে এবং উহার পেন্সিল বা সূচী কাগজ সংলগ্ন হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত থাকে, ততক্ষণ সূচী বা পেন্সিল কাগজে সংযুক্ত থাকে এবং তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হইলেই স্প্রিংএর বলে উহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতস্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত করিয়া সংবাদদাতা ইচ্ছামত অল্প বা অধিক কাল পেন্সিল বা সূচীর মুখ কাগজে সংলগ্ন রাখিতে পারেন। ঐ কাগজের ফিতা একটী চাকায় জড়ান থাকে এবং বদ্ধ বা ঘড়ির ন্যায় কোন যন্ত্রদ্বারা সমানভাবে টানিয়া লওয়া হয়; সুতরাং পেন্সিল

[illegible] রেখা— অঙ্কিত হয়।
[illegible] পেন্সিল বা সূচীর পরিবর্তে কালির [illegible] ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে চিহ্নও সুস্পষ্ট হয় এবং [illegible] ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা কার্য্য হয়। এই বিন্দু ও রেখার বিন্যাস দ্বারা সমস্ত অক্ষর বিন্যাস হইয়া থাকে। নিম্নে মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের বর্ণমালা লিখিত হইল।

A · —	N — ·	
B — · · ·	O — — —	1 · — — — —
C — · — ·	P · — — ·	2 · · — — —
D — · ·	Q — — · —	3 · · · — —
E ·	R · — ·	4 · · · · —
F · · — ·	S · · ·	5 · · · · ·
G — — ·	T —	6 — · · · ·
H · · · ·	U · · —	7 — — · · ·
I · ·	V · · · —	8 — — — · ·
J · — — —	W · — —	9 — — — — ·
K — · —	X — · · —	0 — — — — — ·
L · — · ·	Y — · — —	Understood · · · — ·
M — —	Z — — · ·	

দুইটী অক্ষরের মধ্যে একটী ড্যাশ বা রেখা-পরিমিত স্থান ফাঁকা রাখা হয় এবং দুইটী শব্দের মধ্যে উহার প্রায় দ্বিগুণ স্থান ফাঁক রাখা হইয়া থাকে। এক কাঁটার যন্ত্রে | এই চিহ্ন কাঁটার বামদিকে এবং | চিহ্ন দক্ষিণদিকে হেলন বুঝায়। ফলতঃ ইহারা যথাক্রমে মোর্স সাহেবের বিন্দু ও রেখার সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইংরাজী বর্ণমালার ন্যায় ঐ সকল চিহ্নদ্বারা বাঙ্গালা অ, আ, ক, খ প্রভৃতিও সূচিত হইতে পারে।

সংবাদ প্রেরণ করিবার যন্ত্র অথবা মোর্স সাহেবের চাবি (Morse's key)।—এই যন্ত্র একটী ক্ষুদ্রকাঠের পিঁড়ি। উহার

উপর ও অবস্থানে নিবদ্ধ চ চ ধাতুময় দণ্ড অবস্থিত। ইহার [illegible] সর্বদা ব তারের সহিত সংলগ্ন থ [illegible] অপর প্রান্ত ম [illegible]

[illegible] সংবাদ [illegible] [illegible] অপরিবর্তিত অর্দ্ধনিমিত সূত্র হাতল। উপরের চিত্রে সংবাদগ্রহণের সময় ইহার যেরূপ অবস্থা থাকে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর ষ্টেশন হইতে তাড়িতপ্রবাহ লাইনের ত তার দিয়া আসিয়া চ চ দণ্ডে প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে ন প্রান্ত দিয়া দ তারদ্বারা সংবাদনির্দ্দেশক যন্ত্রের তারকুণ্ডলী পরিভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে। নির্দ্দেশক যন্ত্র দিয়া গমনকালে তথায় সঙ্কেত জ্ঞাপিত হয়। সংবাদ-প্রেরণের সময় সংবাদদাতা হাতল টিপিয়া মএর সহিত তাড়িতকোষের সংযোগ করিয়া দেন, অমনি অপর প্রান্ত থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতকোষ হইতে তাড়িত-প্রবাহ সুতরাং চ চ দণ্ড এবং ত তারের লাইন দিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গমন করে। এইরূপে সংবাদদাতা ইচ্ছামত হাতল অল্প বা অধিকক্ষণ টিপিয়া রাখিয়া তার দিয়া অল্প বা অধিক-ক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত রাখিতে পারেন এবং পরবর্ত্তী ষ্টেশনে বিন্দু বা রেখা উৎপন্ন করিতে পারেন। দুইটী ষ্টেশন কিরূপে সংযুক্ত হয়, নিম্নে তাহার একটী মোটামুটি চিত্র প্রদত্ত হইল। চিত্রে দেখা যাইতেছে দুইটী ষ্টেশনের

যন্ত্রাদি অবিকল অনুরূপ, বাস্তবিকও তাহাই। চ ও চ' তাড়িতকোষদ্বয়, ক ও ক' সংবাদ দান করিবার যন্ত্র বা চাবি (Key), ম ও ম' সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র বা নির্দ্দেশক, গ ও গ' তাড়িতমান যন্ত্র এবং ত ও ত' লাইনের তার। চ ও চ' তাড়িতকোষদ্বয়ের এক এক প্রান্ত দ ও দ' স্থানীয় সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে এবং অপরপ্রান্ত ভ ও ভ' ভূগর্ভের সহিত সংযুক্ত চিত্রে দক্ষিণদিকের ষ্টেশন হইতে বামদিকের ষ্টেশনে সংবাদ আসিতেছে, এবং বামভাগের ষ্টেশনে ঐ সংবাদনির্দ্দেশক যন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হইতেছে। চ' তাড়িতকোষ হইতে তাড়িতস্রোত ক' চাবির মধ্য ও গ' তাড়িতমানযন্ত্র দিয়া লাইনের তারে প্রবেশ করিতেছে এবং [illegible]
[illegible]

সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং অবশেষে র্প দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। তাড়িতমানযন্ত্রদ্বারা তাড়িতপ্রবাহ যাইতেছে কিনা তাহাই জানা যায়। একই তারদ্বারা সংবাদ গ্রহণ ও প্রদান উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে।

টেলিগ্রাফ কার্য্যালয়ে আরও কয়েকটী যন্ত্র থাকে। নিম্নে তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

রিলে (Relay)—এই যন্ত্রটী নির্দ্দেশক যন্ত্রেরই অনুরূপ, তবে উহা অপেক্ষা অনেকাংশে সূক্ষ্ম এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। তারের তাড়িতপ্রবাহ স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তাহাতে আবার বহুদূর গমন করিতে হইলে নানাকারণে আরও ক্ষীণতর হইয়া যায়, সুতরাং নির্দ্দেশক যন্ত্রকে সম্যকৃতেজে পরিচালিত করিতে পারে না এবং কাগজে পর্য্যাপ্ত ভাবে দাগ পড়ে না। এই কারণে প্রত্যেক ষ্টেশনে কেবলমাত্র স্থানীয় নির্দ্দেশক যন্ত্রে প্রেরিত সংবাদ মুদ্রনের জন্য একটী পৃথক্ তাড়িতকোষ থাকে। ঐ তাড়িতকোষের দুইটী মেরুর একটী সাক্ষাৎ ভাবে নির্দ্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে, অপরটী জ তার
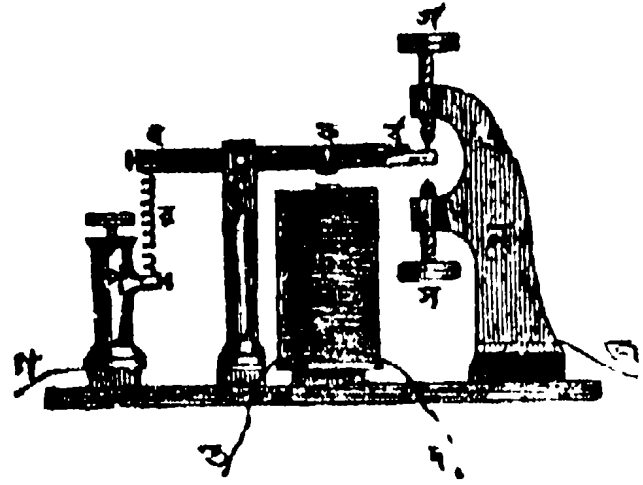
দ্বারা রিলে যন্ত্রের নএর সহিত সংলগ্ন। নির্দ্দেশক-যন্ত্রের তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর অপর প্রান্ত গ তার দ্বারা প র দিয়া ব ক দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। রিলে স্থিত দ তার-কুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংযুক্ত। এখন যেমন লাইনের তার দিয়া তাড়িত-স্রোত রিলে স্থিত তাড়িতীয় চুম্বকের দ তারকুণ্ডলীর মধ্য দিয়া ভূগর্ভে গমন করে, অমনি ঐ তাড়িতীয় চুম্বক ক দণ্ডকে আকর্ষণ করে এবং ইহার ব প্রান্ত ন এর সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং স্থানীয় তাড়িতকোষের দুই মেরু সংযুক্ত হওয়ায় উহার প্রবল তাড়িতপ্রবাহ অবাধে জ ন ক ব র গ পথে নির্দ্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া গমন করে এবং উহাকে কার্য্যকারী করে। আবার যেমন লাইনের তারে তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়, অমনি র স্প্রিংএর জোরে ক উঠিয়া পড়ে, সুতরাং নির্দ্দেশক যন্ত্রে তাড়িতপ্রবাহ ছিন্ন হয়। এইরূপে প্রত্যেকবার যেমন রিলে দিয়া তাড়িতপ্রবাহ গমন করে, নির্দ্দেশক যন্ত্রেও অবিকল সেই-রূপভাবে প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ গমন করে এবং সুস্পষ্ট সঙ্কেত নির্দ্দেশ করে।

টেলিগ্রাফ-কার্য্যালয়ে কর্ম্মচারিগণ যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত অভ্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী প্রতি মিনিটে সচরাচর ৩০।৪০টী শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে পারে। সুনিপুণ কর্ম্মচারী সংবাদ গ্রহণের সময় কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, কেবলমাত্র নির্দ্দেশক যন্ত্রের তাড়িতীয় চুম্বকের সহিত লৌহদণ্ডের আঘাতজনিত শব্দ দ্বারাই সঙ্কেত বুঝিতে পারে। এই উপায়ে আমেরিকায় একরূপ টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে রিলে যন্ত্রের ন্যায় একটী যন্ত্র থাকে। যখন তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ উহাতে প্রবেশ করে, তথনই ইহার তাড়িতীয় চুম্বক একটী ক্ষুদ্র হাতুড়িকে আকর্ষণ করে। ঐ হাতুড়ি চুম্বকে আঘাত করিয়া ঠুং শব্দ করিয়া উঠে। আবার প্রবাহ বন্ধ হইলে স্প্রিংএর জোরে হাতুড়ি উঠিয়া পড়ে। এইরূপে তাড়িত-স্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত রাখিয়া শব্দের হ্রস্ব ও দীর্ঘতার তারতম্য করা যাইতে পারে। এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ শব্দ যথাক্রমে মোর্সের বিন্দু ও রেখার অনুরূপ। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থলেই এই প্রণালী সহজ ও সুবিধাজনক বোধে প্রচলিত হইয়াছে।

যে ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, উহার কর্ম্মচারিগণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একটী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার নাম তাড়িতীয় ঘণ্টা। ইহার গঠনপ্রণালী এইরূপ। একখণ্ড কাষ্ঠের তক্তায় একটী চুম্বক বদ্ধ থাকে। ঐ তাড়িতীয় চুম্বকের এক প্রান্তে স্প্রিং দ্বারা বদ্ধ একটী ধাতুর পাতা ও উহাতে একটী ক্ষুদ্র হাতুড়ি এবং ঐ হাতুড়ির পার্শ্বে একটী ঘণ্টা বদ্ধ থাকে। স্প্রিংএর বলে হাতুড়ি ঘণ্টা ও চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর একপ্রান্ত হাতুড়ির সহিত সংলগ্ন। লাইনের সহিত এই যন্ত্র যোগ করিয়া রাখিলে যেমন তাড়িতপ্রবাহ ঐ হাতুড়ী দিয়া তারকুণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্যদিকে বাহির হইয়া যায়, অমনি চুম্বকের শক্তিতে হাতুড়ি আকৃষ্ট হইয়া ঘণ্টায় আঘাত করে। কিন্তু ঐ হাতুড়ি আকৃষ্ট হইবামাত্র তাড়িতপ্রবাহ খণ্ডিত হইয়া যায়, সুতরাং হাতুড়ি আর আকৃষ্ট না হওয়ায় স্প্রিংএর জোরে সরিয়া যায়। কিন্তু সরিয়া পূর্ব্বাবস্থা পাইবামাত্র

আবার তাড়িতপ্রবাহ সংযুক্ত হয়, সুতরাং আবার হাতুড়ি আকৃষ্ট হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ চলিতে থাকে, ততক্ষণ ঘণ্টায় টুং টুং শব্দ হইতে থাকে। কেরাণী ঐ শব্দ শুনিয়া আসিয়া তাড়িতস্রোত ঐ যন্ত্র হইতে কৌশলে অপসৃত করিয়া একবারে নির্দ্দেশক-যন্ত্রে আসিতে দেয়।

অনেক সময় ঝঞ্ঝা, মেঘ প্রভৃতি দ্বারা তারস্থ স্বাভাবিক তাড়িত বিশ্লিষ্ট হইয়া সংবাদ পরিচালকের বিষম ব্যাঘাত উৎপন্ন করে, এমন কি ভয়াবহ উৎপাতও ঘটিয়া থাকে। এই দৈব উৎপাত নিরাকরণ জন্য তাড়িতপরিচালক একটী যন্ত্র তারের সহিত সংযুক্ত থাকে। লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ একেবারে টেলিগ্রাফের যন্ত্রসমূহে প্রবেশ না করিয়া প্রথমে এই যন্ত্র দিয়া গমন করে। ইহার গঠন-প্রণালী এইরূপ করাতের মত দুইটী তামার পাত লম্বভাবে পাশাপাশি এরূপে সজ্জিত থাকে যে, ইহাদের দাঁতগুলি পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী থাকে, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে না। ইহাদের একটী লাইনের তার ও অপরটী ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। মেঘাদির প্রণোদনশক্তি হেতু যেমন তারে তাড়িত সঞ্চিত হয়, অমনি উহা করাতের সূচ্যগ্র দাঁত দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, সুতরাং বিপদের আশঙ্কা নিরাকৃত হয়। দাঁত পরস্পর স্পর্শ না করায় তারের স্রোত তাড়িত ভূগর্ভে পলাইতে পারে না, সুতরাং বার্ত্তাবহের কিছু অনিষ্ট হয় না, কেবলমাত্র মেঘাদি কর্ত্তৃক উপচীয়মান তাড়িতই পলায়ন করে।

দুইটী প্রধান ষ্টেশনের মধ্যে এক বা ততোধিক ষ্টেশন থাকিলে উহাদের মধ্যে কিরূপে সংবাদ গমন করে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।
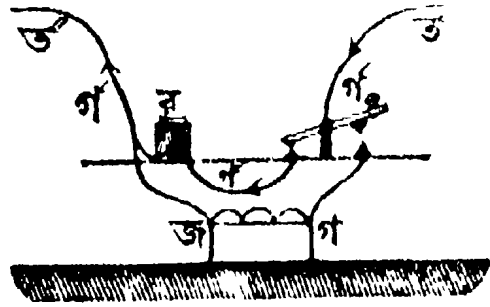
জ গ তাড়িতকোষ। ইহার এক মেরু গ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রের পিঁড়ির সহিত সংলগ্ন, অপর মেরু ত´´ লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। ত´ লাইনের তার দিয়া তাড়িত প্রবাহ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে প্রবেশ করিতেছে, এবং তথা হইতে গ´ অভিমুখে নির্দ্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া ত´´ লাইনের তারে যাইতেছে। এইরূপ গমনকালে তথায় নির্দ্দেশক যন্ত্রে সংবাদ সূচিত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে কালবিলম্ব হয় না। তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহতভাবে সঙ্গে সঙ্গেই ঈপ্সিত ষ্টেশনে গমন করিয়া তথায় সংবাদ জ্ঞাপন করে। এইরূপে এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণের সময় মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সকলেও ঐ সংবাদ জ্ঞাপিত হয়।

দুই ষ্টেশন বহুদূরবর্ত্তী হইলে প্রবল তাড়িতকোষ ব্যবহার করিলেও প্রবাহ গমনকালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এজন্য দূরবর্ত্তী ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে একটী ষ্টেশন থাকা প্রয়োজন। এই মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনের যন্ত্রাদি কিরূপে বিন্যস্ত থাকে, তাহা লিখিত হইতেছে।
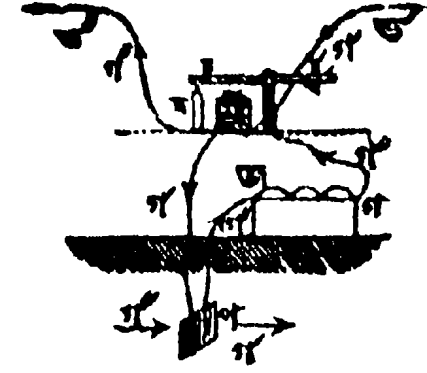
জ তাড়িতকোষ; ইহার এক মেরু গ, চ চ´ দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। অপর মেরু জ ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। ম তাড়িতীয় চুম্বক; ইহার তারকুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। দ ধাতুময় দণ্ড অপরদিকে ত´´ লাইনের তারের সহিত সংযুক্ত। চ চ´ দণ্ড সচরাচর স্প্রিংএর বলে দ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। ত´ লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ ম তাড়িতীয় চুম্বকের কুণ্ডলী ভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কিন্তু ঐ সময়ে চ চ´ দণ্ডের চ প্রান্ত চুম্বকের বলে আকৃষ্ট হয় এবং চ দ সংযুক্ত হওয়ায় জ তাড়িতকোষ হইতে নূতন ও প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ চ চ´ দণ্ড ও দ দিয়া গ´´ গ´ অভিমুখে ত´´ লাইনের তারে প্রবাহিত হয়। আবার ত´ তার দিয়া তাড়িতস্রোত বন্ধ হইলেই দ ও চ পৃথক্ হইয়া যায়, সুতরাং ত´´ তারেও তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়। এইরূপে ত´ তারে যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ থাকে, ততক্ষণ ত´´ তারেও মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনের তাড়িতকোষ হইতে প্রবল তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হয়, সুতরাং দূরগমনবশতঃ প্রবাহের ক্ষীণতা জন্য হানি হয় না।

এ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্যবহারে যে টেলিগ্রাফ প্রচলিত, তাহাই সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত বহুপ্রকার তাড়িতবার্ত্তাবহ দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। বহুবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত টেলিগ্রাফের মধ্যে আমরা নিম্নে কএকটীমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

হিউ সাহেবের প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ (Hughe's Printing telegraph)। ইহা দ্বারা দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে একবারেই ইংরাজী বর্ণমালায় ছাপা সংবাদ প্রেরণ করিতে পারা যায়। বর্ণ

বাহুল্য ইহার যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল এবং সুনিপুণ কর্ম্মচারী ব্যতীত অপরে সহজে ব্যবহার করিতে পারে না।

ক্যাসেলি সাহেবের অটোগ্রাফিক্ টেলিগ্রাফ (Caselli's Autographic telegraph) ইহার দ্বারা চিত্রাদির প্রতিলিপি পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতে পারা যায়।

কাউপার সাহেবের রাইটিং টেলিগ্রাফ (Cowper's Writing telegraph) এই অদ্ভুত যন্ত্র দ্বারা এক ষ্টেশনে সংবাদদাতা যেরূপ লিখিবেন, তৎক্ষণাৎ অপর ষ্টেশনে সেইরূপ লেখা হইবে।

বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সহকারে এই সকল অদ্ভুত যন্ত্র যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভাবনীয় কার্য্যসাধন করিতেছে, তাহা দেখিলে ঐ সকল যন্ত্রের নির্ম্মাতাদিগকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়।

এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার তত অধিক নহে। ইহাদের যন্ত্রাদি অতি জটিল এবং অতি সাবধানতা ও নিপুণতা ব্যতীত সুশৃঙ্খলে থাকে না। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী বর্ণন করিতে বিরত হইলাম।

সামুদ্রিক তার।—সমুদ্র মধ্য দিয়া যে সমুদায় তার স্থাপিত হয়, তাহা অতি দৃঢ় এবং সমুদ্রজল হইতে সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা গঠিত হইয়া থাকে। ৫।৭টী বিশুদ্ধ তামার তার একত্র জড়াইয়া উহার উপর অপরিচালক কোন পদার্থ মণ্ডিত হয়। তাহার উপর গুটাপার্চা, রুচুক প্রভৃতি পদার্থ ৪।৫ পর্দ্দা লাগান হইয়া থাকে। অবশেষে উহার উপর লৌহের তার ও আল্কাতরা-মাখান শণ প্রভৃতি দ্বারা ঘন বেষ্টন করা হয়। এইরূপে মধ্যস্থ তামার তার সুরক্ষিত হইলে উহা পুনর্ব্বার ধুনা, তার্পিণ তৈল, আল্‌কাতরা, মোম, মসিনা তৈল প্রভৃতি পূর্ণ উত্তপ্ত কটাহে ডুবাইয়া লওয়া হয়।

পূর্ব্বে দুই ষ্টেশনের মধ্যে এক সময়েই সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য দুইটী তার ব্যবহৃত হইত, এখন একটী তার দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তাড়িতপদার্থ (পুং) তাড়িতরূপঃ যঃ পদার্থঃ কর্ম্মধা°। পদার্থবিশেষের ঘর্ষণ দ্বারা যে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ আবির্ভূত হয়।

তাড়িতপরিচালক (পুং) তাড়িতস্য পরিচালকঃ ৬তৎ। (The conductor of electricity) যে সকল বস্তু দ্বারা তাড়িত পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুতবেগে চালিত হয়।

তাড়িতবার্ত্তাবহ (পুং) তাড়িত এব বার্ত্তাবহঃ কর্ম্মধা°। (Electric telegraph) তড়িৎবল দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রেরণের যন্ত্র। যে যন্ত্রে বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র সংবাদ আইসে।

[তাড়িতবার্ত্তা দেখ।]

তাড়িতবিয়োজন (ক্লী) তাড়িতস্য বিয়োজনং ৬তৎ। (Electrical repulsion) যে তাড়িত পদার্থের গুণ দ্বারা লঘুবস্তু কাচ অথবা লাক্ষা হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে তাড়িত-বিয়োজন কহে।

তাড়িতাকর্ষণ (ক্লী) তাড়িতস্য আকর্ষণং ৬তৎ। (Electrical attraction) যে তাড়িত পদার্থের গুণদ্বারা বস্তু কাচ অথবা লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই তাড়িতাকর্ষণ কহে।

তাড়িতাপরিচালক (পুং) তাড়িতস্য অপরিচালকঃ ৬তৎ। (Non-conductor of electricity) যে সকল বস্তুদ্বারা তাড়িত পদার্থের সঞ্চালন নিবারণ করা যায়।

তাড়িতালোক, তাড়িতের আলোক বা তাড়িত সাহায্যে যে আলো বাহির হয়, (Electric light)। [বিদ্যুৎ ও তাড়িত দেখ।]

তাড়ী (স্ত্রী) তাড়ি-ঙীষ্। পত্রপ্রধান বৃক্ষ, পত্রদ্রুম, তাড়িয়াৎ গাছ, পর্য্যায়—তাড়ি, তালী, তালি।

"গুবাকতমালপত্রাণি শীর্ণতাড়ীদলানি চ॥" (রাজতর° ৩।৩।২৮)

২ আভরণবিশেষ। (দুর্গাসিংহ)

তাড়ুল (পুং) তাড়য়তি তড়-ণিচ্-উল্। তাড়য়িতা, তাড়ক।

তাড্য (ত্রি) তড়-ণিচ্-যৎ। তাড়নযোগ্য।

তাড্যমান (ত্রি) তড়-ণিচ্-শানচ্। ১ বাধ্যমান, পীড়ামান, আহন্যমান, তাড়নযুক্ত। (পুং) ২ পটহাদি বাদ্যভেদ, ঢক্কা। ৩ যাহাকে প্রহার, দণ্ড বা শাসন করা যাইতেছে।

তাণ্ড (ক্লী) তণ্ডিনা মুনিনা কৃতং অণ্। নৃত্যশাস্ত্র।

তাণ্ডব (ক্লী) তণ্ডিনা মুনিনা কৃতং তাণ্ডি নৃত্যশাস্ত্রং তদস্ত্যতীতি বা তণ্ডুনা নন্দিনাপ্রোক্তং তণ্ডু-অণ্। ১ নৃত্য। ২ পুরুষের নৃত্য।

"পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে।" (শব্দার্থচি°)

পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য কহে, এই নৃত্য মহাদেবের অতিশয় প্রিয়, এইজন্য কেহ কেহ বলেন, এই নৃত্যের প্রবর্ত্তক নন্দী। তাণ্ডব মুনি নৃত্যপ্রণালী প্রথম শিক্ষা দেন, এই নিমিত্ত নৃত্যের নাম তাণ্ডব। ৩ উদ্ধতনৃত্য। ৪ শিবের নৃত্য। ৫ তৃণবিশেষ। (মেদিনী)।

তাণ্ডবতালিক (পুং) তাণ্ডবে শিবনৃত্যকালে যত্তালঃ স কার্য্যত্বেনাস্ত্যস্যেতি ঠন্। মহাদেবের দ্বাররক্ষক নন্দী। (ত্রিকা°)।

তাণ্ডবপ্রিয় (পুং) তাণ্ডবং প্রিয়ং যস্য বহুব্রী। ১ মহাদেব। (ত্রি) ২ নৃত্যপ্রিয়মাত্র।

তাণ্ডবিত (ত্রি) তাণ্ডব-কৃতৌ ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। নর্ত্তিত।

তাণ্ডি (স্ত্রী) তাণ্ডেন মুনিনা কৃতং তাণ্ড-ইঞ্। নৃত্যশাস্ত্র।

তাণ্ডিন্ (পুং) তাণ্ড্যেন প্রোক্তং অধীয়তে ইতি ইনি যলোপঃ। তণ্ডিমুনিপুত্র তাণ্ড্যপ্রোক্ত শাখাধ্যায়ী, যাহারা যজুর্ব্বেদের তাণ্ডিনশাখা অধ্যয়ন করেন।

তাণ্ডিন (পুং) তাণ্ডিন্ অণ্ ইনো ন টিলোপঃ। মুনিভেদ, তণ্ডিমুনির পুত্র, ইনি যজুর্ব্বেদের কল্পসূত্র প্রণয়ন করেন। [তণ্ডি দেখ।]

তাণ্ড্য (পুং) তণ্ডিমুনেরপত্যং গর্গাদি' যঞ্। তণ্ডিমুনির অপত্য।

তাণ্ড্যী (স্ত্রী) তাণ্ড্য স্ত্রিয়াং ঙীষ্ যলোপঃ। তাণ্ডমুনির স্ত্রী অপত্য।

তাত (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি গোত্রাদিকং তন-ক্ত, দীর্ঘশ্চ। (হুতনিভ্যাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৯০)। অনুদাত্তোপদেশেতি নলোপঃ। ১ পিতা। ২ স্নেহাস্পদ অল্পবয়স্কের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ, বৎস। ৩ অনুকম্পা। (ত্রি) ৪ পূজ্য, মান্য।

"তস্মান্মুচ্যে যথা তাত সংবিধাতুং তথার্হসি।" (রঘু ১।৭২)।

(দেশজ) ১ তপ্ত। ২ তাপ।

তাতগু (পুং) তাতস্য পিতুরিব গৌ বাচকশব্দো যত্র বহুব্রী। খুল্লতাত, পিতৃব্য, খুড়া। (ত্রি) জনকহিত, জনকের হিতকারী।

তাতজনয়িত্রী (স্ত্রী) তাতশ্চ জনয়িত্রী চ। পিতা ও মাতা। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত।

তাততুল্য (ত্রি) তাতস্য পিতুস্তুল্যঃ সদৃশঃ। পিতার তুল্য, পর্য্যায়—পিতৃসম, মনোজবস, মনোজব, পিতৃসান্নিভ, প্রাংশু। (মেদিনী)

তাতন (পুং) তাতং প্রশস্তং যথা তথা নৃত্যতি তাত নৃত্-ড। খঞ্জন পক্ষী।

তাতল (পুং) তাপং লাতি-লা-ক পৃষো' পস্য তঃ। ১ রোগ। ২ পাক। ৩ লৌহকূট। ৪ মনোজব। (মেদিনী)। (ত্রি) ৫ তপ্তমাত্র।

তাতান (দেশজ) উত্তপ্তকরণ।

তাতার, মধ্যএসিয়ার উচ্চপ্রদেশবাসী বহুবিস্তৃত এক জাতি। ইহারা মোগলশাখাভুক্ত। ভারত, চীন ও পারস্যের উত্তরে, জাপানের পশ্চিমে, কাস্পিয়ানসাগর ও কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্বে এবং হিমানী মহাসাগরের দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া আছে, তাহার অধিবাসীগণ য়ুরোপীয়দিগের নিকট তাতার নামে পরিচিত। পূর্ব্বে কেবল মোগলজাতিই তাতার নামে খ্যাত ছিল, কিন্তু জঙ্গিস্খাঁর অভ্যুদয়ের পর মোগল-শাসনাধীন সকল জাতিই এক তাতার নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই সময়ে মধ্যএসিয়াস্থ মোগলশাসনাধীন ভূভাগও তাতারী এবং তাহাদের ভাষাও তাতারী নামে খ্যাত হয়। এখন হিমালয়ের সীমান্তবর্ত্তী তিব্বতের ভোটগণ, য়ার্কন্দ, খোতেন ও বোখারার তুর্কগণ এবং চীনের সান্তুজাতি আপনাদিগকে তাতারবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

অনেকের মতে—তাতার জাতি তুর্ক, মোগল ও মাঞ্চু প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

কাশ্মীরের উত্তরে লদাক প্রদেশেও বিস্তর তাতারের বাস। এই তাতার-পরিবারের মধ্যে প্রতি ব্যক্তির দ্বিতীয় পুত্র লামা এবং তৃতীয় পুত্র টোবা-পদ প্রাপ্ত হয়, উভয়েই বিবাহ করিতে পারে না, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে যে কিম্ব্রী, কেল্ট ও গলজাতি য়ুরোপের উত্তর-ভাগ অধিকার করিয়াছিল, তাহারাও তাতার দেশ হইতেই গিয়াছিল। গথ, হুণ, সুইভিস্, ভাণ্ডাল ও ফ্রাঙ্ক জাতিও এই তাতারবংশসম্ভূত।

তাতারী-ভাষা বলিলে সচরাচর দুই ভাব প্রকাশ পায়। এসিয়ার ভ্রমণশীল হুণ জাতিগণ যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহা একটী, ইহা তুরাণীয় নামেও খ্যাত। আবার মধ্য-এসিয়ার যে ভাষার সহিত তুরুষ্ক ভাষার অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাকেও তাতারী বলা হয়।

তাতি (পুং) তায়-ক্তিচ। ১ পুত্র। (জটাধর) তায় তাবে ক্তিন্। (স্ত্রী) ২ বৃদ্ধি। "তদর ভবতা নিষ্প্রাণিষাং কাম মরিষ্টতাতিং" (বীরচ°)

তাৎকালিক (ত্রি) তস্মিন কালে ভবঃ তৎকাল-ঠঞ্। (আপদাদিপূর্ব্বপদাৎ কালান্তাৎ। পা ৪।২।১১৬, অস্য সূত্রস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠঞ্)। তৎকালভব, তৎকালীন, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"তৎঃপ্রাক্রমণঃকৌ তু কুর্য্যাদেকাদশে তথা।

কর্ত্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিরশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ॥ (শুদ্ধিতত্ত্বে শঙ্খ)

মহাগুরু নিপাতে দ্বাদশাহ অশৌচ হয়। কিন্তু একাদশ দিনে অশৌচ সত্ত্বেও শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিবে, সেই সময় অর্থাৎ শ্রাদ্ধকালীন কর্ত্তার তাৎকালিক শুদ্ধি হইয়া থাকে।

তাৎকাল্য (স্ত্রী) তৎকালতা।

তাত্ত্বিক (ত্রি) তত্ত্বসম্বন্ধীয়, যথার্থ।

তাৎপর্য্য (স্ত্রী) তৎপরস্য ভাবঃ তৎপর ষ্যঞ্। ১ বক্তার ইচ্ছা। ২ অভিপ্রায়। ৩ তৎপরতা।

"আকাঙ্ক্ষা বক্তুরিচ্ছাতু তাৎপর্য্যং পরিকীর্ত্তিতং।" (ভাষাপ°)

বক্তার ইচ্ছাই আকাঙ্ক্ষা, তাহাই তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যানুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ

মিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্যটী বলিলে গঙ্গাতীরে ঘোষ এইরূপ বুঝায়, তাৎপর্য্যানুসারেই এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে। যদি তাৎপর্য্য স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে গঙ্গা-মধ্যে মৎস্যাদির বোধ হইতে পারে, গঙ্গায়াং" এই পদে গঙ্গাতীরে এইরূপ লক্ষণাশক্তি দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয়, কিন্তু "গঙ্গায়াং" এই পদে গঙ্গা মধ্যেও "ঘোষ" পদে মৎস্যাদি লক্ষণা হয় না, অর্থাৎ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই কথা বলিলে গঙ্গা-মধ্যে মৎস্যাদি এই অর্থ কিছুতেই হয় না, কারণ, বক্তার এই স্থানে অভিপ্রায় এরূপ নহে, গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে, বক্তার ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। এইরূপ অভিপ্রায়ের নামই তাৎপর্য্য। এইরূপ সকল স্থলে বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্যক (ত্রি) ১ ভাবোদ্দীপক, অর্থবোধক। ২ তৎপর।

তাত্য (ত্রি) তদ্ ছান্দসত্বাঃ দকারস্য আত্বং। তৎকালীন। "মিত্রাত্যা পিতরা ব আসতুঃ" (ঋক ১।১৬১।১২) 'তাত্যা তৎকালীনৌ' (সায়ণ)

তাৎস্তোম্য (ক্লী) সেইরূপ স্তোম বা স্তুতি।

তাৎস্থ (ক্লী) তাহাতে স্থিত।

তাথাভাব্য (ত্রি) যে স্বরিতের পর উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

তাদর্থিক (ত্রি) সেই মত।

তাদর্থ্য (ক্লী) তদর্থস্য ভাবঃ তদর্থ-ষ্যঞ্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪)। ১ তদুদ্দেশ্যক, তন্নিমিত্ত। ২ তদর্থতা, তন্নিমিত্তার্থ।

তাদাত্ম্য (ক্লী) তদাত্মনোভাবঃ তদাত্মন্-ষ্যঞ্। ১ তৎস্বরূপ, অভেদ-সম্বন্ধ।

তাদীত্না (অব্য) তদানীং পৃষো° সাধুঃ। তদানীং, সেই সময়ে। "তাদীত্না শত্রুং ন কিলা বিবিৎসে" (ঋক্ ১।৩২।৪) 'তাদীত্না তদানীমিত্যস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।' (সায়ণ)

তাদুরী (স্ত্রী) ভেকের নামভেদ।

তাদৃক্ষ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতে তদ্-দৃশ-ক্স, সর্ব্বনাম টেরাত্বং। তাহার মত, সেইরূপ। "ততঃ প্রভৃতি তাদৃক্ষ যোগ্যার্থপ্রাপ্তি-লালসঃ" (রাজত° ৪।২৪২)।

তাদৃগ্বিধ (ত্রি) তাদৃশী বিধা যস্য বহুব্রী। সেইপ্রকার, তাহার মত।

তাদৃশ্ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতেঽসৌ তদ্-দৃশ-কিন্ (ত্যদাদিষু দৃশো ঽনালোচনে কঞ্চ। পা ৩।২।৬০) সর্ব্বনামটেরাত্বং। সেইরূপ, তাহার মত।

তাদৃশ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতে তদ্-দৃশ্-কঞ্। তাহার মত, দেখিতে তত্তুল্য। "কস্তাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ।" (কুমারস° ৫ স°)।

তাদৃশী (স্ত্রী) তাদৃশ-ঙীষ্। তাহার তুল্যা, তৎসদৃশী।
"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" (উদ্ভট)

তাদ্ধর্ম্ম্য (ক্লী) একধর্ম্ম, একনিয়মতা।

তান (পুং) তন ঘঞ্। ১ বিস্তার, অবতান, সন্তান। ২ জ্ঞানের বিষয়। ৩ গানাঙ্গভেদ, স্বরাংশ রাগের স্থিতিপ্রবৃত্ত্যাদির হেতু বংশ্যাদি সাধ্য স্বরবিশেষ; অনুলোম, বিলোম গতিতে গমন ও মূর্চ্ছনাদি দ্বারা কোন রাগাদিকে সম্যক্ প্রকারে বিস্তার করার নাম তান। ইহা অশেষ মূর্চ্ছনা-সংশ্রিত, সপ্ত-স্বরোদ্ভূত এবং সংখ্যায় উনপঞ্চাশটী। ইহা হইতে আবার ৮৩০০ কূট তান উৎপন্ন হইয়াছে। (সঙ্গীতদামো°)।*

কিন্তু বাঙ্গালা সঙ্গীতরত্নাকরে লিখিত আছে, তান চারি প্রকার যথা—অরচক, সাতক, ঘাতক ও সুরাতক। যে তানে অনুলোমে বা বিলোমে এক সুর দুইবার প্রয়োগ হয়, তাহাকে অরচক কহে। যাহাতে অনুলোমে একবার ও বিলোমে একবার প্রযুক্ত হয় তাহাকে ঘাতক, তিনবার ব্যবহৃত হইলে সাতক ও চারিবার ব্যবহৃত হইলে সুরাতক কহে।

এক সুরে	১ তান।
দুই সুরে	২ তান।
তিন সুরে	৬ তান।
চারি সুরে	২৪ তান।
পাঁচ সুরে	১২০ তান।
ছয় সুরে	৭২০ তান।
সাত সুরে	৫০৪০ তান।
সমগ্র	৫৯১৩ তান। (সঙ্গীতরত্না°)

তানপূরা (দেশজ) সঙ্গীতের সংযোগী বীণাকার যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে একটী অলাবুনির্ম্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত দণ্ড ও ধ্বনি পটুকাদি দ্বারা প্রস্তুত হয়। তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। গীতবাদ্যের সময় সুর বিরাম নিবারণ জন্য এই যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহাতে দুইটী পিতলের ও দুইটী লৌহের তার থাকে। সুরবন্ধনক্রম—

পি	লৌ	লৌ	পি
স়	স	স	প়

তানপূরাতে যে চারিটী তার থাকে, তাহা এই রীতিতে সুরবদ্ধ হয়। (যন্ত্রকোষ)

তানব (ক্লী) তনোর্ভাবঃ তনু-অণ্ (ইগন্তাচ্চ লঘুপূর্ব্বাৎ। পা

* "বিস্তার্য্যন্তে প্রয়োগা যে মূর্চ্ছনা শেষসংশ্রয়াঃ।
তানাস্তেঽপ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ।
তেভ্য এব ভবন্ত্যন্যে কূটতানাঃ পৃথক্ পৃথক্।
তে স্যুঃ পঞ্চসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশৎ শতানি চ।" (সঙ্গীতদামোদর)

৫।১।১৩১) শরীরের তনুতা। "তানবং তনুতাগাত্রে দৌর্বল্য-ভ্রমণাদিবৎ।" (উজ্জ্বলনীলমণি)

তানব্য (পুং স্ত্রী) তনোরপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তনুর অপত্য।

তানব্যায়নী (স্ত্রী) তনোরপত্যং স্ত্রী তনু লোহিতাদিত্বাৎ ষ্ফ, ষিত্বাৎ ঙীষ্। তনুর অপত্য স্ত্রী।

তানসেন, ভারতের একজন অদ্বিতীয় গায়ক। আবুল-ফজল লিখিয়াছেন, সহস্রবর্ষের মধ্যে এরূপ গায়ক আর দেখা যায় নাই। প্রথমে ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঘেলা-রাজ রামচাঁদ তাঁহার সঙ্গীতগুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত আপন সভায় রাখেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি তানসেনের গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রায় কোটি তঙ্কা দান করিয়াছিলেন।

তানসেনের খ্যাতি অতি অল্পদিন মধ্যেই ভারত-বিখ্যাত হইয়াছিল। এই সময় ইব্রাহিম সুর অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে একবার আগ্রায় আনিতে পারেন নাই। অকবরও তানসেনের অপূর্ব্ব গীতশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আনিবার জন্য ব্যগ্র হন। তানসেনকে আগ্রায় আনিবার জন্য জলালুদ্দীন কূর্চী প্রেরিত হইলেন। রাজা রামচাঁদ অকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তানসেনকে বিদায় দিলেন। তানসেন যে দিন প্রথম দরবারে উপস্থিত হইয়া অকবরকে গান শুনান, সে দিন সম্রাট্ সঙ্গীতনায়ককে দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

প্রবাদ এইরূপ, প্রথমে তানসেন দিল্লীশ্বরের সহিত দেখা করিতে চাহিতেন না। তাঁহার নিকট দিয়া গেলেও গান গাহিতেন না। সম্রাট্ অনেক সময় গুপ্তভাবে তাঁহার গান শুনিতেন। শেষে এক দিন বাদশাহ আপন কন্যাকে তানসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। রমণীর রূপে তানসেন মুগ্ধ হইলেন। তানসেনের গান শুনিয়া অকবরদুহিতাও মজিলেন। অকবর উভয়ের বিবাহ দিলেন। তখন হইতে তানসেন মুসলমান ও অকবরের সভাসদ হইলেন। পূর্ব্বে তিনি স্বরচিত যে সকল গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিপালক রামচন্দ্রের নামের স্তুতিপ্রকাশ অথবা ভণিতা থাকিত। (ঐ সকল গান সহজ-চক্ষে দেখিলেই বোধ হয়, যেন রঘুপতি রামচন্দ্রের মহিমাপ্রকাশক)। কিন্তু অকবরের আশ্রিত হইবার পর হইতে তাঁহার রচিত গানে অকবর অথবা 'তানসেনপতি অকবর' এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়।

তানসেন একজন সঙ্গীতসাধক। সাধকের ভাব তাঁহার হৃদয় হইতে কখন বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি বৈদান্তিক ভাবে ব্রহ্মকে জগতের সহিত একাকার ভাবিতেন। তাঁহার একটী গান আছে।

"প্যারে! তুঁই ব্রহ্ম তুঁই বিষ্ণু তুঁই শেষ তুঁই মহেশ।
তুঁই আদ তুঁই নাদ তুঁই অনাথ তুঁই গণেশ॥
জলস্থল মরুত ব্যোম, তুঁই অকার যম সোম,
তুঁই উকার তুঁই মকার নিরোঙ্কার তুঁই ধনেশ।
তুঁই বেদ, তুঁই পুরাণ, তুঁই হদীশ তুঁই কোরাণ,
তুঁই ধ্যান তুঁই জ্ঞান তুঁই ভুবনেশ।
তানসেন কহে ব্যান তুঁই দেন তুঁই রমণ।
তুঁই ধর পবন তুঁই বরুণ তুঁই দিনেশ॥"

মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর তিনি মিঞা তানসেন নামে খ্যাত হইলেন।

তানসেনের মৃত্যুসম্বন্ধেও এক অপূর্ব্ব উপাখ্যান শুনা যায়। তানসেন অকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, এজন্য অনেকেই তাঁহার ঈর্ষা করিতেন। অনেক ওস্তাদ তাঁহার নিকট সঙ্গীতসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া সকলে স্থির করিল, দীপকরাগ গাহিলে গায়ক জ্বলিয়া যায়, সুতরাং তানসেনকে দীপকরাগ গাহিতে বলিলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। একদিন অকবর সভাস্থ হইলে ওস্তাদগণ দীপকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। সম্রাট্ তাহাদিগকে দীপক গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা সকলেই কহিল, 'দীপক জানি না, কেবল এক মিঞা তানসেন জানেন।' অকবর তানসেনকে দীপক গাহিতে আদেশ করিলেন। গায়কচূড়ামণি তানসেন সম্রাটের নিকট আসিয়া কহিলেন, "যদি আমাকে চা'ন, তবে দীপক গাহিতে আদেশ করিবেন না।" কিন্তু দীপক শুনিবার জন্য দিল্লীশ্বরের অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তিনি তানসেনের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তানসেন কি করেন! আপন কন্যাকে মল্লার গাহিতে বলিয়া নিজে দীপক ধরিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মল্লারের গুণে দীপকানল কতক প্রশমিত হইবে। তানসেনের কন্যা মল্লার গাহিতে লাগিল, কিন্তু পিতার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া তাহার সুর বিকৃত হইল।* তানসেনও দীপকরাগ গাহিতে গাহিতে আপনার দাহনে আপনি দগ্ধ হইলেন। কথিত আছে, তাঁহার স্বরপ্রভাব

* এই বিকৃত মল্লারই মিঞা-মল্লার নাম ধারণ করিয়াছে।

সভায় নির্ব্বাপিত দীপসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনপ্রদীপের সহিত সেই দীপাবলীও নির্ব্বাপিত হইল।

তানসেনের আদিলীলাক্ষেত্র গোয়ালিয়রে মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি হইল। এখনও দূরদেশ হইতে বহু গায়ক ও নর্ত্তকী তাঁহার গোরস্থান দর্শন করিতে গিয়া থাকে। তাঁহার গোরের উপর এখনও একটী বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস, ঐ গাছের পাতা চিবাইলে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও গীতশক্তির বৃদ্ধি হয়। এই জন্য অনেক নর্ত্তকী সেই গোরস্থানে গিয়া সেই পাতা চিবাইয়া আসে। [গোয়ালিয়র দেখ।]

তানসেন যে কেবল একজন অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি অনেক নূতন রাগ-রাগিণী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। আশাবরী, যোগিয়া ও দরবারী-কানাড়া তাঁহারই উদ্ভাবিত। আইন্-ই-অকবরী ও পাদশা-নামায় যথাক্রমে তানতরঙ্গ ও বিলাস নামে তাঁহার দুই পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। উভয়েই প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক সুরতসেন তাঁহারই বংশধর। তাঁহার বংশের প্যারসেন কানুনযন্ত্র সংস্কার করেন।

তানসেনের শিষ্যগণও প্রসিদ্ধ গায়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁর নাম বিখ্যাত।

তানূনপাত (ত্রি) তনূনপাৎ বা অগ্নিসম্বন্ধীয়।

তানূনপ্ত (ক্লী) তনূনপ্তা দেবতা অস্য-অণ্। তনূনপ্ত-দেবতাক পৃষদাজ্য, বায়ুর উদ্দেশে দত্ত দধিমিশ্রিত ঘৃত।

"তানূনপ্ত্রমেতৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।১।২৪) 'এতদাজ্যং তানূনপ্ত্রসংজ্ঞং ভবতি' (কর্ক)

তানূর (পুং) তন-বাহুলকাৎ ঊরণ্। জলাবর্ত্ত, জলের ভ্রম, ঘূর্ণীজল।

তান্ত (ত্রি) তম-ক্ত। ১ ম্লান, পরিশুষ্ক। ২ ক্লান্ত, শ্রান্ত, ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, ক্ষীণ।

তান্তব (ক্লী) তন্তোর্বিকারঃ অণ্। ১ বস্ত্র। (ত্রি) তন্তুনির্ম্মিত, যে সকল দ্রব্যকে টানিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায়।

তান্তবতা (স্ত্রী) তান্তব-তল্-টাপ্। কঠিন দ্রব্যের বিশেষ ধর্ম্ম। যে গুণ থাকাতে কতকগুলি দ্রব্যকে টানিয়া তন্ত অর্থাৎ তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহার নাম তান্তবতা। আঘাতসহ গুণের সহিত তান্তবতা গুণের কোন সম্পর্ক নাই।

যাহার পাতলা পাত হয়, তাহারই যে সরু তার হয়, এমন নহে। লৌহের তার যেমন সূক্ষ্ম হয়, পাত তেমন সূক্ষ্ম হয় না। রাং ও সীসাকে পিটিয়া উত্তম পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে টানিয়া তার প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। প্লাটিনম্, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, দস্তা, রাং, সীসক ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি অপেক্ষা পরবর্ত্তীগুলিতে এই গুণ ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ প্লাটিনম্ অর্থাৎ সিতকাঞ্চন নামক ধাতুর তান্তবতা গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেহ কেহ ইহার এরূপ সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়াছেন, যে তাহার ব্যাস এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের তিন ভাগ মাত্র।

তান্তব্য (পুংস্ত্রী) তন্তোঃ সন্তানস্য অপত্যং গর্গা° যঞ্। তন্তুর অপত্য, সন্তানের অপত্য।

তান্তব্যায়নী (স্ত্রী) তন্তোরপত্যং স্ত্রী ষ্ফ টিত্বাৎ ঙীষ্। তন্তুর অপত্য স্ত্রী।

তান্তিয়াটোপী (তাঁতিয়া টোপী) সিপাহী-বিদ্রোহের নায়ক বিখ্যাত নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রী ও পৃষ্ঠপোষক। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে নানাসাহেব যেরূপ খ্যাতিলাভ করেন, তান্তিয়াটোপী তাহার কোন অংশে ন্যূন নহেন। কানপুরের বিদ্রোহে তান্তিয়া যেরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালে সেনাপতি উইণ্ডহাম, কলিন্ প্রভৃতি অনেকেই ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন। ইহারই প্ররোচনায় গোয়ালিয়রের বৃত্তভোগী চমূ সিন্ধিয়ার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, এবং চর্খাড়ীরাজকে বিশেষরূপে বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল। ইংরাজসেনা আসিয়া রাজাকে সাহায্য দান না করিলে বোধ হয় সে যাত্রা চর্খাড়ীরাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। যে সময় ঝাঁসীর রাণী আপনার পাত্রমিত্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ও ইংরাজ-সেনানায়কের প্রবল আক্রমণে অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তান্তিয়া সেই সময় সসৈন্যে রাণীর সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণীর সহিত বৃটীশসৈন্যের যতবার যুদ্ধ হইয়াছিল, ইনি সকল সময়ই রাণীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাজ হস্তে কাল্পী পতিত হইবার পর গোপালপুরে গিয়া ইনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গোয়ালিয়র অধিকার করেন। এখানে তিনি প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া গোয়ালিয়র অধিকার করিলে এবং ঝাঁসির বীর রাণী শত্রুর গুলিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তান্তিয়া এক প্রকার নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন, তবে সঙ্গে বিস্তর সৈন্য ও অর্থবল থাকায় তিনি নানা সাহেবের নাম করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অগ্রসর হইলেন। বৃটীশ গবর্মেণ্টও তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। বড়লাটের আদেশ

ক্রমে সেনাপতি নেপিয়ার তান্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তান্তিয়া রাও সাহেবের সহিত চর্ম্মণ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুতানায় প্রবেশ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, রাজপুত রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ইংরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবেন। রাজপুতনার দুই এক স্থানে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা গেলেও তান্তিয়ার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয় নাই। জয়পুরে তিনি চর পাঠাইয়াছিলেন, এখানে বিশেষ সাহায্য পাইবারও সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়ায় নসিরাবাদ হইতে রবার্টসাহেব দুই হাজার সৈন্য সহ তান্তিয়ার গতিরোধার্থ উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া স্বদলে নর্ম্মদানদী পার হইবার অভিপ্রায়ে তোঙ্কের মধ্য দিয়া ধাবিত হইলেন। তখন চম্বল নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে, তাঁহার সৈন্যগণ নদীপার হইতে সাহসী হইল না। তজ্জন্য তিনি পশ্চিমাভিমুখে বুন্দীগিরি পার হইলেন। সে সময় রাজপুতানার নদী সকল উদ্বেলিত হইয়াছিল। তখনও রবার্ট সাহেব তান্তিয়ার অনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। ভীলবাড়ার নিকট রবার্ট একবার তান্তিয়া সৈন্যের দেখা পাইয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়াছিল। বনাস্ নদীতীরে আসিয়া রবার্ট তান্তিয়াকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন। এখানে তান্তিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি সৈন্যগণকে সতর্ক করিয়া নিকট দেবালয়ে পূজা করিতে গমন করেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, শত্রুগণ অতি নিকটবর্ত্তী। অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন। পদাতিকগণ সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা তান্তিয়ার আদেশ গ্রাহ্য করিল না। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজগণ সকলে প্রস্তুত হইল। তৎপরদিন একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাঁধিল। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে তান্তিয়ার সৈন্যগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে তান্তিয়া চম্বলনদী পার হইয়া ঝালরাপাটন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ঝালরাপাটন একটী সুবিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের রাজধানী। তান্তিয়া অবলীলাক্রমে এই রাজধানী অধিকার করিলেন এবং অধিবাসীদিগের নিকট করস্বরূপ ৬ লক্ষ টাকা আদায় লইলেন। এ ছাড়া রাজকোষ হইতে প্রায় চারি লক্ষ টাকার জিনিস ও ৩০টী কামান পাইয়াছিলেন। এখানে তিনি অতি অল্প সময় মধ্যে অনেক নূতন সৈন্য নিযুক্ত করিলেন।

এখন তান্তিয়া সৈন্যবলে ও অর্থবলে বিশেষ বলীয়ান্। ইন্দোরের উপর তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। মহারাষ্ট্রীমাত্রেই নানা সাহেবকে পেশবা বলিয়া গণ্য করিতেন। তান্তিয়ার বিশ্বাস ছিল যে, ইন্দোর জয় করিতে পারিলে এবং নানার নাম ঘোষিত হইলে সমস্ত হোলকর-রাজ্যের লোক আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিবেক। কিন্তু তাঁহার সেনানীমধ্যে পরস্পর মিল না থাকায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তান্তিয়াকে আক্রমণ করিবার জন্য লখার্ট, হোপ ও মেজর জেনারেল মাইকেল সসৈন্য রাজগড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তান্তিয়া কৌশলী ও বুদ্ধিমান্ হইলেও সেরূপ সাহসী ছিলেন না, যুদ্ধের সময় তিনি প্রায়ই রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন না। এই দোষেই তাঁহার সৈন্যগণ কাপুরুষ বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এই দোষেই বিপুল সহায় থাকিলেও তিনি বারবার ইংরাজ হস্তে পরাজিত হইয়া আসিতেছিলেন। এই দোষে এবারও তিনি পরাজিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিছুদিন তান্তিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সৈন্যগণকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া এক দল রাও সাহেবের অধীনে উত্তরাভিমুখে ও অপর একদল তান্তিয়ার সহিত দাক্ষিণাত্যমুখে যাত্রা করিল।

তান্তিয়া নর্ম্মদা নদী পার হইয়া দাক্ষিণাপথে অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া বোম্বাই গবর্মেণ্ট ভীত ও চকিত হইলেন। যাহাতে তান্তিয়া নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তান্তিয়া অপর কোন দিকে সুবিধা না পাইয়া পশ্চিমমুখে আসিয়া কাগুন নামক গ্রামে পৌঁছিলেন। এদিকে মেজর সাদারল্যাণ্ড তাঁহার গতিরোধার্থ ঝিলবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া কালবিলম্ব না করিয়া নর্ম্মদা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ছোট উদয়পুর নামক স্থানে পৌঁছিবামাত্র ব্রিগেডিয়ার পার্কি স্বদলে আসিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে পরাস্ত করিলেন। তাহাতে তান্তিয়া ভগ্নহৃদয় হইয়া বংশবাড়ার নিবিড় জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। আবার যে তিনি বৃটীশসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিবেন, সে আশা আর বড় ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। সংবাদ পাইলেন, কুমার ফিরোজশাহ অযোধ্যা হইতে আসিতেছেন, তাঁহার সহিত যোগ দিবেন। তিনি যে দারুণ জালে জড়িত হইয়াছেন, এখন সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য একবার শেষ মস্তক উত্তোলন করিলেন। প্রতাপগড়ের গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া তিনি মেজর রোককে সসৈন্যে পরাস্ত করিলেন। কর্ণেল বেন্সন মালব হইতে এই সংবাদ পাইয়া জীরাপুরে তান্তিয়ার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া ৬টী হস্তী কাড়িয়া লইলেন।

তান্তিয়া ইন্দ্রগড় নামক স্থানে আসিয়া ফিরোজশাহের সহিত মিলিত হইলেন। এ সময় উভয়পক্ষের দুর্দ্দশার এক-

শেষ হইয়াছিল। তবে উভয়দল একত্র হওয়ায় বহুকটা আশার সঞ্চার হইল। তাঁহারা দ্রুতবেগে মালবের মধ্য দিয়া রাজপুতানার উত্তরাংশে ধাবিত হইলেন। এদিকে কর্ণেল হলমেস নসিরাবাদ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৬ ক্রোশপথ অতিক্রম করিয়া শীকার নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই অকস্মাৎ আক্রমণে তান্তিয়া নিতান্ত বিচলিত হইলেন। তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া কতিপয় অনুচর সঙ্গে লইয়া চম্বল নদী পার হইয়া সিরোঞ্জের নিকটবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল-মধ্যে মানসিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মানসিংহ সিন্ধিয়ার অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, সিন্ধিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই-জন্যই তিনি দস্যুবৃত্তি করিয়া জঙ্গল মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিলেন। তান্তিয়ার সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতে আলাপ ছিল। এখন তিনি তান্তিয়ার সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়া সাদরে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

এদিকে সেনাপতি নেপিয়ার মেজরমিডকে মানসিংহ ও তান্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। (১৮৫৯ খৃঃ অব্দ) ৮ই মার্চ মিড্ সাহেব যে গ্রামে মানসিংহ অবস্থান করিতেছিল, সেই গ্রামের ঠাকুরকে পত্র দিয়া মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি নিজে আসিয়া ধরা দেন, তাহা হইলে তাঁহার অনেক সুবিধা হইবে। শেষে মানসিংহকে বলা হইল, তাঁহাকে বৃটীশশিবিরে রাখা হইবে, সিন্ধিয়া তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবেন না, বরং তাঁহার সুখ-স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য ইংরাজ-সেনানায়ক বিশেষ চেষ্টা করিবেন। মানসিংহ ইংরাজ-সেনানায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তখনও তান্তিয়ার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই। তিনি মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি এখানে থাকিবেন কি ফিরোজশাহের সহিত পুনরায় মিলিত হইবেন। মানসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিন দিন মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বৃটিশ-সেনানায়ক জানিতেন, মানসিংহ ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই যে তান্তিয়াকে ধরিয়া আনে। সুতরাং নানা লোভ দেখাইয়া মানসিংহের উপর এই ভার অর্পিত হইল। ৭ই এপ্রেল তারিখে সন্ধ্যার পর মানসিংহ আসিয়া তান্তিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, মিড্ সাহেব তাঁহার উপর সদয় হইয়াছেন। তখনও তান্তিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে এখানে থাকিবেন কি ফিরোজশাহের কাছে যাইবেন। 'আগামী কল্য ইহার ঠিক উত্তর দিব' বলিয়া মানসিংহ চলিয়া আসিলেন। সেই রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় মানসিংহ কতকগুলি সিপাহীর সহিত আসিয়া দেখিলেন, যে তান্তিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ সেই অবস্থায় তান্তিয়াকে বন্দী করিয়া মিড সাহেবের শিবিরে আনিলেন, পরে তান্তিয়াকে সিপ্রিতে পাঠান হইল। বিচারে তান্তিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলেন। বিচারকালে তান্তিয়া জবাব দিয়াছিলেন, "আপন প্রভুর আদেশে এতদিন যুদ্ধ করিয়াছি; আমি কখন ইংরাজ পুরুষ, রমণী বা বালকের প্রাণবধ করি নাই।" ১৮ই এপ্রেল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ডের দিন স্থির হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই কয়টী কথা বলিয়াছিলেন, "আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, তবে আমার পরিবারবর্গ যেন কষ্ট না পায়।" [নানাসাহেব, সিপাহী-বিদ্রোহ, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি শব্দে অপরাপর কথা দ্রষ্টব্য।]

তান্তিয়াভীল, (তাঁতিয়া) একজন বিখ্যাত ভীল-দস্যু। মধ্য-প্রদেশে নিমার জেলার অন্তর্গত ঘাটকেরির নিকটবর্ত্তী বিরদা নামে এক গ্রাম আছে, এই স্থানে হিন্দু ভীলদিগের মধ্যে কএক ঘর গোপের বাস। এই বংশে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কৃষজীবি ভাওসিংহের ঔরসে তাঁতিয়া জন্মগ্রহণ করে।

তাহার বাল্যাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হয়। বিদ্যাশিক্ষার অসদ্ভাব হেতু জ্ঞান মার্জ্জিত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার অনেক সৎগুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও ন্যায়পরতা ছিল।

বাল্যকাল হইতেই তাঁতিয়া অস্ত্র-শস্ত্রের সহিত ক্রীড়া করিতে ভালবাসিত। তাহার শারীরিক সামর্থ্যও মন্দ ছিল না। একদিন একটা মহিষ ক্ষিপ্ত অবস্থায় গ্রামের মধ্য প্রবেশ করে, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁতিয়া অবলীলাক্রমে তাহার শৃঙ্গদ্বয় এরূপ জোর করিয়া নোয়াইয়া ধরে, যে ঐ মহিষ আর মস্তক তুলিতে পারে নাই এবং গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়।

সেই হইতেই তাঁতিয়ার পরাক্রম সকলে অবগত হইতে লাগিল। যে গ্রামে ভাওসিং বাস করিত, সেইখানে তাহার কোন সম্পত্তি ছিল না।

গ্রামের কিছুদূরে পোখার নামক এক গ্রামে তাহাদের কিছু জমী ছিল। শিব পেটেল নামক ঐ গ্রামের এক ব্যক্তির সহিত তাহারা একত্র চাস করিত। তাঁতিয়ার ৩০ বৎসর বয়ক্রমের সময় তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু হইলে শিব পেটেল তাহাকে ঐ জমী হইতে দূর করিয়া দেয়। সে শিব পেটেলের নামে আদালতে নালিস করে, কিন্তু অর্থাভাবে সে মোকদ্দমায় তাঁতিয়ার হার হইল।

তান্তিয়া মোকদ্দমায় হারিয়া শিব পেটেলকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দেয়। এই অন্যায় অত্যাচারে তাহার এক বৎসর কারাদণ্ড হয়।

এই তাহার প্রথম কারাগার দর্শন। নাগপুর সেণ্ট্রাল জেলে অতিকষ্টে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইল।

তান্তিয়া জেল হইতে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু এইস্থানে বাস করিতে করিতে কতকগুলি লোকের ষড়যন্ত্রে পুনরায় তাহার তিনমাস জেল হয়।

জেল হইতে খালাস পাইলে এবার আর ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে বাস না করিয়া হোল্‌কর রাজত্বের ভিতরে সেওয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিল।

এই সময় পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ষড়যন্ত্রকারীদিগের ষড়যন্ত্রে তান্তিয়া পুনরায় পতিত হইল। এই ষড়যন্ত্র ও জেলের কঠোর ব্যবহারই তান্তিয়ার ডাকাইত হইবার একটী প্রধান কারণ। তান্তিয়া ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক এক স্থান হইতে অন্যস্থানে, এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিল, এই সময় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহাকে অল্প অল্প চুরি ও ডাকাইতি করিতে হইত।

খড়োজাগ্রামে বিজানিয়া নামে তাহার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল,—তান্তিয়া তাহার নিকট হইতে ষড়যন্ত্রের অনেক সন্ধান পাইত। তান্তিয়া পুনরায় হিম্মত পেটেল প্রভৃতি কএকটী লোকের ষড়যন্ত্রে পুলিশকর্ত্তৃক পুনরায় ধরা পড়িল।

তাহার সঙ্গে বিজানিয়া ও দৌলিয়া এই দুই জন ধৃত হয়। এই হাজতে তান্তিয়ার অনুচর ভীল কএদী ১০ জন ছিল, তাহারা হাজত ঘরে সিঁদ কাটিয়া বহির্গত হইয়া জেলের প্রহরীদিগকে বলিয়া প্রস্থান করিল।

তান্তিয়া স্বরকবলে জেল হইতে আসিয়া ৬ ঘণ্টা অনবরত চলিয়া ৩০ ক্রোশ আসিয়া সকলে নিরাপদ হইল এবং গলার লৌহনির্ম্মিত হাসলী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যে সকল লোক তান্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তান্তিয়া এইবার সময় পাইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককেই উপযুক্ত শাস্তি দিতে লাগিল। এইরূপে তান্তিয়া কৃপণের ধন লুট করিয়া দরিদ্র-দিগকে দান করিত, যে অন্নাভাবে খাইতে পাইতেছে না, তান্তিয়া তাহাকে প্রভূত অর্থ-প্রদান করিত। যে কৃপণ, বা দুর্দ্দান্ত, তান্তিয়া তাহার পক্ষে যমস্বরূপ।

যে যে লোক তান্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টিত ছিল, তান্তিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষরূপে দণ্ড প্রদান করিল। তাহাদের ঘর-দ্বার পোড়াইয়া দিল, অর্থ সকল লুট করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান করিল। পুলিশ ইহাকে ধরিবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পুলিশের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইতে লাগিল। পুলিশ শত শত চেষ্টা-তেও যখন তান্তিয়াকে ধরিতে পারিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া হোলকর-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করিল। হোলকর-রাজও বৃটীশ পুলিশের সহিত একমত হইয়া তাহার অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

তান্তিয়াকে ধরিবার জন্য পুলিশ যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, তান্তিয়াকে ধরা ততই তাহাদের পক্ষে কঠিন হইতে লাগিল। এখন ভীলগণই যে তান্তিয়ার দলভুক্ত তাহা নহে, কোরকু ও বুনজারাদিগের মধ্য হইতে অনেকেই আসিয়া তাহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল।

তান্তিয়াকে ধরিতে না পারার প্রধান কারণ, তান্তিয়া দরিদ্রের পিতা, বিপন্নের একমাত্র আশ্রয়দাতা। তান্তিয়া যে গ্রামে লুট করিত, সেই গ্রামের দরিদ্র প্রভৃতি লোক-দিগকে সম্মুখ-সাক্ষাতে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিত।

বালক, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোক তান্তিয়ার নিকট বিশেষ-রূপে দোষী হইলেও সে কোনরূপ অনিষ্ট করিত না।

যে সকল গুণে তান্তিয়া সেই প্রদেশীয় দরিদ্র প্রজামণ্ড-লীর নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিল, ডাকাইত হইবার পরে তান্তিয়া তাহা শিক্ষা করে নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহার এই গুণ সকল তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত ছিল।

তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত গবর্মেণ্টের রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, হোলকর মহারাজের অনেক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও সুদক্ষ পুলিশ কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তান্তিয়া এইরূপে কখন ইংরাজরাজত্বে, কখন বা হোলকর রাজ্যে এইরূপে দুষ্টদিগকে দমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে তান্তিয়ার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ দৌলিয়া ধৃত হইয়া চিরনির্ব্বাসিত হইল। তান্তিয়া অনেকগুলি ডাকাইতি করিয়া কি জানি কি ভাবিয়া কিছুদিন সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

তান্তিয়া ৫ বৎসরে যতগুলি ডাকাইতি করিয়াছে, তাহার বর্ণনা অসম্ভব। তাহা দ্বারা যথাক্রমে বড় বড় ৪০০ শত প্রসিদ্ধ ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। কখন পুলিশের সম্মুখে, কখন বা পুলিশকে প্রতারিত করিয়া এই সকল ডাকাইতি ঘটে। তৎকালে তান্তিয়া কতকগুলি পুলিশ-কর্ম্মচারীর নাক কাটিয়া দিয়াছিল। এখন তান্তিয়ার বয়স ৪৫ বৎসর,

এইরূপ অসময়ে বহু পরিশ্রম, শারীরিক অনেক অত্যাচার প্রভৃতিতে তাহার শরীর কিছু দুর্ব্বল হইল এবং ক্রমাগত ১১ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশ, পল্টন, মালগুজার প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র গৃহ-দাহ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এখন দস্যুপতি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট ক্ষমা পাইবার উপায় সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত পরিশেষে সে অনেকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহার পক্ষ হইয়া গবর্মেণ্টকে দুইটী কথা বলিবার নিমিত্ত অনেককে অর্থপ্রদানও করা হইল।

পূর্ব্বে ইহার এতদূর সাহস ও পরাক্রম ছিল যে, যখন যে কোন দরিদ্র ব্যক্তির অন্নকষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হইত, অথচ সহজে কোনস্থান হইতে দ্রব্যসংগ্রহের উপায় দেখিত না, তখন চলতি রেলগাড়ীতে অবলীলাক্রমে উঠিয়া পড়িত, জোর করিয়া মালগাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিত। এইরূপে মধ্যে মধ্যে জি, আই, পি, রেল-গাড়ীতে উঠিয়া চাউল, গম প্রভৃতি বস্তা বস্তা আহারীয় দ্রব্য সকল নীচে ফেলিয়া দিত এবং পরে সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সেই দ্রব্য দ্বারা দরিদ্রদিগের অভাব মোচন করিত। এখন তাহার সেই বল হ্রাস হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছে, সে তেজ সে উদ্যম আর কিছুই নাই।

তান্তিয়া মেজর ঈশ্বরীপ্রসাদ সি আই ই,র সহিত ইংরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত বন্ধুত্ব করিল। ঈশ্বরীপ্রসাদ একদিন তান্তিয়াকে নিমন্ত্রণ করেন। তান্তিয়া ইহার আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে ইহারই ষড়যন্ত্রে তান্তিয়া পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইল। তান্তিয়ার অনুচর-বর্গ এই সংবাদে পুলিশের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

তান্তিয়া ধৃত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। পুলিশ কর্ম্মচারী মাত্রেই তাহাদিগের কষ্টের লাঘব হইল, ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ তান্তিয়াকে বিচারার্থ ইংরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি প্রকৃত তান্তিয়া কিনা। কিন্তু শেষে অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল, এ-ই প্রকৃত তান্তিয়াভীল।

এইবার তান্তিয়ার বিচার আরম্ভ হইল, তান্তিয়ার বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ উপস্থিত হইল। তান্তিয়ার বিচার দিন আদালত লোকে লোকারণ্য হইল। তান্তিয়াকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তান্তিয়া তাহার সকলই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তান্তিয়ার ফাঁসির হুকুম হইল।

তান্তিয়া দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া জব্বলপুরের জেলের ভিতর নীত হইল। অনেক লোক তান্তিয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিল। তান্তিয়া রাজদণ্ডে জন্মের মতন ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

তান্তুবায়ি (পুংস্ত্রী) তন্তুবায়স্য অপত্যং তন্তুবায়-ইঞ্। তন্তুবায়ের অপত্য।

তান্তুবায্য (পুং স্ত্রী) তন্তুবায়স্য অপত্যং তন্তুবায়-ণ্য (সেনান্ত-লক্ষণকারিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১৫২) তন্তুবায়ের অপত্য।

তান্ত্র (ক্লী) ১ তন্ত্রবিশিষ্ট, তারযুক্ত। ২ তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

তান্ত্রিক (ত্রি) তন্ত্রং সিদ্ধান্তমধীতে বেদ বা তন্ত্র-উক্থাদিত্বাৎ ঠক্। ১ জ্ঞাতসিদ্ধান্ত। ২ শাস্ত্রাভিজ্ঞ। ৩ তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা। ৪ তন্ত্রসম্বন্ধীয় বা শাস্ত্রসম্বন্ধীয়। ৫ সন্নিপাত রোগবিশেষ, যে সন্নিপাতে অত্যন্ত তন্দ্রা, ততোধিক পিপাসা, অতীসার, অতিশয় শ্বাস, কাস, গাত্রবেদনা, শরীর অতিশয় উষ্ণ, গল-দেশে শোথ, নাসিকার অগ্রভাগ শীতল, জিহ্বা অত্যন্ত কৃষ্ণ-বর্ণ, ক্লান্তিবোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও দাহ জন্মে, তাহাকে তান্ত্রিক সন্নিপাত বলে। * (বৈদ্যক)। ৬ তন্তুসম্বন্ধীয়।

তান্ত্রিকী (স্ত্রী) তান্ত্রিক-ঙীপ্। ১ তন্ত্রসম্বন্ধীয়া। শ্রুতিপ্রমাণক ধর্ম্ম দুইপ্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক। [তন্ত্র দেখ।]

তান্দন (পুং) বায়ু, পবন।

তান্দুর (ক্লী) তন্দুরেণ পাকযন্ত্রভেদেন নির্বৃত্তং অণ্। তন্দুর-পক্কমাংসভেদ, অঙ্গারপূর্ণগর্ত্তে অলগ্ন অবলম্বিত সংস্কৃত মাংস আচ্ছাদন করিয়া তন্দুর যন্ত্রদ্বারা (পাকযন্ত্রভেদ) পাক করিলে তান্দুর মাংস হয়।

"অঙ্গারপূর্ণে গর্ত্তে যদলগ্নমবলম্বিতং।
সংস্কৃতং পিহিতং মাংসং পক্কং তান্দুরমুচ্যতে॥" (শব্দার্থচি°)

এই মাংস রুচিকর, বল্য ও পথ্য। [মাংস দেখ।]

তাম্ব (পুং) তন্বাঃ প্রাণাধিষ্ঠিতত্বাৎ প্রাণবত্যা অয়ং অণ্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ বেদে ন গুণঃ। ১ তনুজ, পুত্র। তনুনামকস্য ঋষেরপত্যং অণ্। ২ ঋষিভেদ, তনুনামক ঋষির অপত্য। "সম্মোদিদিষ্ট তাম্বঃ" (ঋক্ ১০।৯৪।১৫) 'তাম্বঃ নামর্ষিঃ' (সায়ণ) তনু দশা পবিত্রবস্ত্রং তস্যেদং অণ্। ৩ দশাপবিত্র বস্ত্রসম্বন্ধী। স্বার্থে অণ্। ৪ দশাবস্ত্র।

---

* "অতিতন্দ্রাজ্বরঃ শ্বাস কাসতাপোঽতিসারকঃ।
মূলকণ্ঠঃ সিতাশ্যামা জিহ্বাকণ্ঠে চ কূজতি।
অতিযত্না চেতি বিজ্ঞাৎ তান্ত্রিকে সন্নিপাতিকে।" (বৈদ্যক)

"ঘৃত্ত্পাতিরিশ্রমবিরক্ত তাম্বা। (ঋক্ ১।৭৮) 'তাম্বা স্বকীয়েন যত্নেন'। (সায়ণ)

তাম্বস্ন (পুং) তম্বসের অপত্য।

তাপ (পুং) তপ-ঘঞ্। ক্লেশজনক উষ্ণাদিস্পর্শ জন্য সন্তাপ। ২ কৃচ্ছ্র। ৩ উষ্ণতা। ৪ যাতনা, মনঃপীড়া। ৫ জ্বর। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ। [দুঃখ দেখ।]

তাপ (Heat) প্রকৃতিকার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষ উপযোগী।

ইহা দ্বারা বাত্যা প্রভৃতি কত শত আশ্চর্য্য ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। ইহা না হইলে রসায়নশাস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা আলোচনা করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ পদার্থগণের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়ার তাপ একটী প্রধানতম সাধক।

অধিক কি, এমন কোন রাসায়নিক ক্রিয়াই নাই যাহাতে তাপের বিনিয়োগ উদ্ভব বা বিলয়ন হয় না। ইহার মূলতত্ত্ব ও যথাযোগ্য বিনিয়োগ প্রণালী অবগত হইতে পারিলে সংসারে কত শত অদ্ভুত ও মহোপকারক কার্য্য সংসাধন করিতে পারা যায়। বাষ্পীয়-শকট, বাষ্পীয়-যান ও তাপমান যন্ত্র প্রভৃতিই ইহার নিদর্শন। কি প্রাণিরাজ্যে, কি জড়রাজ্যে তাপের মহোপাদেয়তা সর্ব্বত্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

তাপ না থাকিলে প্রাণী বা উদ্ভিজ্জগণের জন্ম, পরিবর্দ্ধন বা পচন কিছুই হইত না। তাপবিশেষ উপকারী, কিন্তু তাহার লক্ষণ কি? তাপ অদৃশ্য। প্রদীপ জ্বলিতেছে, দেখিয়া কিছু বলা যায় না, যে সে উত্তপ্ত। ইহা ভারবিহীন; কোন বস্তুর শীতকালেও যতটুকু ভার, গ্রীষ্মকালেও ততটুকু ভার থাকে। তাপনিবন্ধন ভারের কিছুই বৈলক্ষণ্য হয় না। অথচ তাহার সত্তার উপলব্ধি হইতেছে। সে সত্তা স্পর্শগ্রাহ্য ও প্রক্রমানুমেয়। তাপ কোন বস্তুতে উপসংক্রামিত হয়, বস্তু তাহা শোষণ করে এবং তখন অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। তখন তাপের প্রক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তখনই বিস্তারণ, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়।

তাপ সকল পদার্থেই বর্ত্তমান থাকে। তবে অল্প আর অধিক। তুষারপিণ্ড যে এত শীতল, ইহাতেও তাপ আছে। কারণ তাপমান-যন্ত্রদ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে, শীতপ্রধান দেশের তুষার গ্রীষ্মকালে যত শীতল থাকে, শীতকালে তাহা অপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া যায়।

তাপের গতি সরলরেখায় এবং আলোকের ন্যায় ইহা বস্তুদ্বারা প্রতিফলিত বা সংক্রামিত হয়। কোন কোন বস্তু ইহাকে আত্মসাৎ বা শোষিত করে। কোন কোন বস্তুদ্বারা প্রতিফলিত হয়। কোন কোন বস্তুদ্বারা পরিচালিত, প্রসারিত ও বিকীরিত হয়। সকল স্থলে তাপ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও পরিমেয়। কোন কোন বস্তু তাপকে শোষিত করে, কিন্তু সে বস্তু উত্তপ্ত হয় না, কিম্বা হইয়াছে, এমন দেখা যায় না। এখানে তাপ গূঢ়, অনিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা অনুমিতি-গ্রাহ্য।

সুতরাং তাপ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য (sensible) ও অনুমিতিগ্রাহ্য (latent)।

কিন্তু তাপের লক্ষণ কি? যাহা কোন বস্তুতে থাকিলে সেই বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম তাপ।

এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পার, যখন গূঢ়ভাবে কোন বস্তুতে থাকে, তখন কি সে তাপ তাপপদবাচ্য হইবে না? হইবে, কারণ সেখানে পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়াছে এবং পরেও তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং সে অবস্থায় দৃষ্ট না হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে, যে তাপ সেখানে বর্ত্তমান।

কোন এক বর্ত্তুল উপরে ফেলিয়া দিলাম, তাহা না পড়িয়া কোন এক ছাতে বা অন্য কোন উচ্চ ভূমিতে গিয়া রহিল, তাহার পতন সেই আধারসংযোগে নিবারিত হইল। তখন কি বলিব যে তাহার পতনশক্তি নষ্ট হইল না, কারণ সেই আধার শূন্য করিলে সেই বর্ত্তুল অমনি ভূমিতে পতিত হইয়া যাইবে। ক্ষণকালমাত্র সেই আধার ভূমি উক্ত বর্ত্তুলের পতনশক্তির প্রতিরোধ করিয়াছিল। তুল্য বল বিরোধিতা-নিবন্ধন সে শক্তি তখন প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই, সেইরূপ তাপও সময়ে গূঢ়ভাবে থাকে, বস্তু উষ্ণ হইয়াছে, এমন বোধ হয় না, অর্থাৎ তাপের কোন কার্য্যই সেখানে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অবস্থান্তরে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহা একে একে বাহুল্যরূপে বলা যাইতেছে।

তাপের প্রকৃতি (Nature of heat) কি?

অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এ বিষয়ে নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সকলের মধ্যে একটীও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু এটা স্থির, তাপ, আলোক এবং তাড়িত এ তিনই এক পদার্থ। একই প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র।

এই তিনের উপাদানীভূত পদার্থ ঈথর (Ether), ইহা অণুসকলের পরস্পর অবান্তর প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিতেন, যাহার উষ্ণ স্পর্শ আছে, তাহার নাম তেজ। পূর্ব্বতন য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ

ইহাকে একপ্রকার অতি সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু নব্যেরা বলেন, তাপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন, জড়াত্মক অণুসমূহের কম্পনই তাপ। তাঁহাদের মতে জড় পদার্থের পরমাণু সকল ইথর বা আকাশ নামক যে একপ্রকার বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম পদার্থে পরিবেষ্টিত তাহারই আন্দোলনে জড়দ্রব্যের অণুসকল আন্দোলিত হইলে তাপ উৎপন্ন হয়।

যাহা হউক তাপের প্রকৃতি বিষয়ে এই দুইটী প্রধানতম মত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শেষোক্তটীই সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।

১ম। তাপ একটী সূক্ষ্মতম অদৃশ্য তরল পদার্থ ইথর (Ether)। ইহা সকল স্থলে এবং সকল বস্তুর সহযোগে অবস্থান করিতে এবং প্রয়োজনবশতঃ আবার সেই সকল হইতে পৃথক্‌ভূত হইতে সমর্থ। এইরূপ সহযোগে এবং বিচ্ছেদে প্রসারণ, গলন প্রভৃতি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে।

২। তাপ অণু সকলের কম্পনজাত। যখন কোন বস্তুর অণুসকল কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্পর্শ করিলে সেই কম্পন আমাদের স্নায়ুতে আসিয়া আঘাত করে এবং তাহাতেই আমাদের উষ্ণ স্পর্শানুভব হয়। আরও সেই কম্পন যে শুদ্ধ অণুসকলেই অবস্থান করে, এমন নহে। সেই অণুসকলের অবান্তর প্রদেশস্থিত ইথরের মধ্যেও বর্ত্তমান থাকে। এই শেষোক্ত মতই এখন বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ এই সংসারে যত কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, প্রকৃত ধরিতে গেলে সকলই অনবচ্ছিন্ন গতিশীল।

বস্তুতঃ প্রকৃত স্থিতি কাহারও নাই, স্থিতিশীল এরূপ কাহাকেও বলিতে পারা যায় নাই। তবে সেই গতি কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ হয় এবং কোন কোন স্থলে বা অনুমিত হয়। সেই গতি আবার বলের অন্তরূপ মাত্র। সেই বল আবার আত্মগত বা অন্যলভ্য হইতে পারে। যাহা হউক সেই গতি বা বল হইতে তাপ জন্মে। পদার্থে পদার্থে সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। যে সকল অণুর সংযোগে সেই সেই পদার্থ জন্মিয়াছে, তাহাদের চলনে বা পরস্পর সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি। বস্তুতে আঘাত করিলে বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, সুতরাং যত অধিক বলপ্রয়োগ করা যাইবে, তত অধিক তাপ জন্মিবে। বাষ্পীয় শকট বা বাষ্পীয়যানের বাষ্প ইহার নিদর্শনস্বরূপ। যখন সেই তাপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন তাহাকে আবার কোনরূপ গতি সমুৎপাদনে প্রযুক্ত করা যায়, তখন তাপ আবার তিরোহিত হয়।

তাপের উৎপত্তি-স্থান (Sources of heat)। এখন তাপের উৎপত্তি-স্থানের বিষয় বিবৃত হইতেছে। যতগুলি তাপপ্রভব পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে সূর্য্য একটী প্রধানতম। সূর্য্যের তাপ পৃথিবীতে পড়ে এবং তাপের সমুদায় কার্য্য সেখানে দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে অধিক তাপ অনুভূত হয়, সেই সময়ে উদ্ভিজ্জগণের পরিবর্দ্ধনাদি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। তাপ পৃথিবীতে পতিত হইয়া পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে, পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ উত্তপ্ত হয়। কিন্তু তাহা পৃথিবীর অভ্যন্তরে হাত কএক মাত্র প্রবেশ করে বলিয়া অনেকে গ্রীষ্মকালে মাটির ভিতর ঘর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। রেলগাড়ীর রাস্তায় রেলের যেখানে পরস্পর সংযোগ, সে স্থলে গ্রীষ্মকালে অধিক তাপের সময় পরিসরণ হইবে বলিয়া একটু একটু ফাঁক করিয়া রাখা হয়। এই সময়ে নানাবিধ ফল পরিপক হয়। এই সময় তাপের আধিক্য হয় বলিয়া পরিশোষণ ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। খাল, বিল, প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

সূর্য্যব্যতীত সংঘর্ষণ (friction), পেষণ, সংঘট্টন (percussion), রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি ইহারাও তাপপ্রভব। তাড়িত ও দহন ইহারা উক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার অন্তপরিণতি মাত্র। ঐ সকল হইতেও তাপের উৎপত্তি হয়।

সংঘর্ষণ। বস্তুতে বস্তুতে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। কাঠে কাঠে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত উত্তপ্ত হয়। কাচের শিশির ছিপি বদ্ধ হইয়া গেলে রজ্জুদ্বারা শিশির গলায় ঘর্ষণ করিলে সে স্থান উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়, সুতরাং ছিপি খুলিয়া যায়। বরফে বরফে ঘর্ষণ করিলে বরফ গলিয়া যায়।

ডেভি সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রেলের উপর কলের গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। পাছে ঘর্ষণে তাপ জন্মে; এইজন্যই কলের গাড়ীতে চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্যই কলের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাযোগ্যরূপে বিনিযোজিত হইয়া থাকে।

সংঘট্টন। সংঘর্ষণ এবং পেষণ এই উভয়ের একত্র সংঘট্টন। চকমকির পাথরে চকমকি দিয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। কর্ম্মকারেরা হাতুড়ি দিয়া লৌহ পিটিবার সময় লৌহ উত্তপ্ত হয়।

রাসায়নিক ক্রিয়া। বস্তুতে বস্তুতে মিলিত হইলে যে নূতন প্রকার বস্তুর সৃষ্টি করে, তাহাকে রাসায়নিক ক্রিয়া বলা যায়। অনেক সময়ে ইহাতে অগ্ন্যুৎপাত হয়। যদিও সময়ে সময়ে ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না। চুণে জল দিলে, জলে

গন্ধক দ্রাবক দিলে তাপ উৎপন্ন হয়। জলে পটাশ দিলে জলিয়া উঠে। প্রদীপ জ্বলা প্রভৃতিও রাসায়নিক ক্রিয়ার উদাহরণস্থল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাপ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তাপ প্রায়ই স্পর্শশক্তি দ্বারা অনুভূত হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে স্পর্শবোধ আমাদের একপ্রকার তাপমানযন্ত্র। যখন আমরা কোন উষ্ণ বস্তু স্পর্শ করি, তখন আমাদের উষ্ণ-স্পর্শানুভব হয়, তেমনি যখন আমরা কোন এক তুষারপিণ্ডে হাত দিই, তখন আমাদের শীতল স্পর্শানুভব হয়। কিন্তু উহা কত শীত বা উষ্ণ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারি না। নির্দ্দেশ না করিতে পারিলেও তাপের বৈলক্ষণ্য ও হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি কিছুই স্থির করিতে পারি না। এইজন্যই তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা সামান্যতঃ যাহা কিছু স্থির করা যায়, তাহা প্রকৃত হইবার সম্ভব নাই। কেননা যদি কোন গৃহস্থের তিনটী পদার্থ থাকে, একটী ধাতুর, একটী কাষ্ঠের আর এক খানি বস্ত্র, এখন তাহাদের প্রত্যেককেই যদি ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের তিনটী বিভিন্ন প্রকার স্পর্শানুভব হয়। যদি গৃহস্থিত বায়ু উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে বস্ত্রখানি উষ্ণ, কাষ্ঠ উষ্ণতর এবং ধাতুর পদার্থটী উষ্ণতম বোধ হয়, কিন্তু সেই বায়ু শীতল থাকিলে তদ্বৈপরীত্য ঘটিবে অর্থাৎ ধাতব পদার্থটী শীতলতম, কাষ্ঠ শীতলতর এবং বস্ত্রখানি শীতল বোধ হইবে। বস্তুতঃ আমাদের স্পর্শশক্তি বিলক্ষণ অনিশ্চিত।

কোন এক পথিক কোন এক পর্ব্বত হইতে নামিতেছেন, আর একজন সেই পর্ব্বতে উঠিতেছে, যিনি নামিতেছেন, তিনি যতই নামেন, ততই উষ্ণ বোধ করেন, আর যিনি উঠিতেছেন, তিনি কেবলই শীত অনুভব করিতেছেন, এ দুই জনের মধ্যে কেহই উষ্ণত্বের বা শীতলত্বের হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। এমন কি কখন কখন গ্রীষ্মকালেও এক এক দিন শীতানুভব হয়, এবং শীতকালেও সময়ে সময়ে উষ্ণ বোধ হয়। এই সকল বৈলক্ষণ্য সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ করিতে গেলে স্পর্শশক্তির উপর কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। কেহ কেহ তাপকে একটী সূক্ষ্ম তরল পদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু ইহাকে তরল পদার্থের ন্যায় সের হিসাবে ওজন করিতে পারা যায় না। ফলতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাপকে কোনরূপেই মাপিতে পারা যায় না, কিন্তু আমরা পদার্থোপরি তাপের নানাবিধ প্রথমে পরিমাণ করিয়া তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। [তাপমান দেখ।]

উষ্ণতা ও শৈত্য।—উষ্ণতা ও শৈত্যে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। এক বস্তুর সহিত তুলনায় যাহাকে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, অন্য আর এক বস্তুর সহিত তুলনায় তাহাকেই আবার শীতল বলিয়া জ্ঞান হয়। এক হস্ত অত্যুষ্ণ জলে ও অন্য হস্ত অত্যন্ত হিম জলে নিমগ্ন করিয়া পরে যদি উভয় হস্তই নাতি-শীতোষ্ণজলে নিমজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে যে হস্ত উষ্ণ জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা শৈত্যের, আর যে হস্ত হিমজলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা উষ্ণতার অনুভব হয়।

তাপ নিবন্ধন জড় বস্তুর প্রসারণ। তাপ নিবন্ধন জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পরকে দূরীভূত করে। এই নিমিত্ত তাপসমাগমে দ্রব্যাদি প্রসারিত হয়। উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা তরল এবং তরল দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃত হয়। তাদৃশ উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য দ্রব ও দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইয়া যায়, কঠিন দ্রব্য সকল উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়। এই নিমিত্ত রেলের রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে রেলগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিতে হয়।

যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন শীতল লৌহদণ্ড যে ছিদ্র মধ্যে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু উত্তপ্ত হইলে আর তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। যে সকল কঠিন পদার্থ তাপসমাগমে বিশ্লিষ্ট না হয়, তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিলে ক্রমে ক্রমে কোমল হইয়া আইসে, এবং অবশেষে তরল হইয়া যায়। কঠিন দ্রব্যের ন্যায় দ্রব দ্রব্য সকলও উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়।

এই নিমিত্ত জলপূর্ণ পাত্রে তাপ দিলে তাহা হইতে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। বায়বীয় বস্তু সকল তাপ পাইলে বিলক্ষণ প্রসারিত হয়। যদি কোন বায়ুপূর্ণ চর্ম্মথলের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা অমনি স্ফীত হইয়া উঠে।

সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও সকল প্রকার কঠিন ও তরল দ্রব্য সমান পরিমাণে প্রসারিত হয় না, কিন্তু যাবতীয় বায়বীয় বস্তুই সমান তাপ প্রাপ্ত হইলে প্রায় সমান পরিমাণে বিস্তৃত হয়।

তাপের ফল। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঘন, তরল বা বাষ্পীয় সকল পদার্থই তাপে প্রসারিত ও শৈত্যে সঙ্কোচিত হয়। এই প্রসরণ ঘন পদার্থে অল্প, তরল পদার্থে অপেক্ষাকৃত অধিক ও বাষ্পীয় পদার্থে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষিত হয়। অর্থাৎ পদার্থের অণু সকল যত,

৩০ টক্কি চাপে ০°শ উষ্ণতায় বরফ দ্রব হয়। কিন্তু অধিক চাপ প্রযুক্ত হইলে সমধিক উষ্ণ না হইলে দ্রব হয় না।

দ্রবমাণ বস্তুতে যত তাপ প্রয়োগ করা যাউক না কেন, কিছুতেই তাহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না।

আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমাণ দ্রব্য ও তদুৎপন্ন দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। ০°শ, অথবা ৩২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে পর বরফে যে তাপ প্রয়োগ করা যায় তদ্দ্বারা উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ঐ তাপের প্রভাবে বরফ দ্রব হইতে থাকে। দ্রবমাণ তুষার হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ০°শ, অথবা ৩২° ফা।

অতএব দৃষ্ট হইতেছে ০°শ বরফকে ০°শ জলে পরিণত করিলে কিয়ৎপরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্হিত তেজকে জলের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন ও গূঢ় তেজ বলা যায়। ৮০°শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জলের সহিত ০°শ প্রমাণ উষ্ণ একসের জল মিশ্রিত করিলে ৪০°শ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়।

কিন্তু ৮০°শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের জলের সহিত ০°শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের তুষারচূর্ণমিশ্রিত করিলে ০°শ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে, ০°শ প্রমাণ এক সের বরফ দ্রব হইয়া ০°শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জল হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা ৮০° অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অন্যান্য কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়েও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকল দ্রব দ্রব্যের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন তেজের পরিমাণ সমান নহে।

০°শ পরিমাণে উষ্ণ হইলে যেরূপ বরফ গলিয়া জল হয়, তদ্রূপ ০°শ পরিমাণে শীতল হইলে জল জমিয়া বরফ হয়। বরফ দ্রব হইবার সময় যতখানি তেজ অন্তর্হিত হয়, জল জমিবার সময়ে ঠিক ততখানি তেজ বিনির্গত হয়।

ফলে যে উষ্ণতায় কোন বস্তু দ্রব হয়, ঠিক সেই উষ্ণতায় তদুৎপন্ন দ্রব দ্রব্য পুনরায় ঘনীভূত হয়। আর গলিবার সময় যে পরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়, জমিবার সময়েও সেই পরিমাণ তেজ নির্গত হয়। এই নিমিত্ত শীতপ্রধানদেশে যখন দারুণ শীতের প্রভাবে জলাশয়াদির জল জমিয়া বরফ হইতে আরম্ভ হয়, তৎকালে সেই হিমময় জলের অন্তর্গত গূঢ়তেজ প্রকাশিত হইয়া দুরন্ত শীতের পরাক্রম কিছু খর্ব্ব করিয়া দেয়।

দ্রবীভূত হইলে দ্রব্যাদির আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১০০ ঘন ইঞ্চি গন্ধক দ্রব হইলে ১০৫ ঘন ইঞ্চি হয়। কিন্তু বরফ দ্রব হইলে সঙ্কুচিত এবং জল জমিলে প্রসারিত হয়। অন্যান্য তরল দ্রব্য জমিলে ভারি হয়, কিন্তু জল জমিয়া বরফ হইলে লঘু হয়, এই নিমিত্ত জলে ভাসে। জল জমিবার সময়ে বিস্তৃত হয়, ইহাতে শীতপ্রধান দেশীয় নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জল জমিয়া বরফ হইলে উপরিভাগে ভাসিতে থাকে এবং নিম্নে ৪°শ প্রমাণ উষ্ণজল থাকাতে মৎস্যাদি জলচর জীবগণ জলাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন উহার আয়তনের বৃদ্ধি সহকারে প্রসারণশক্তিরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। যদি কোন জলপূর্ণ লৌহময় বোতলের মুখ বদ্ধ করিয়া অতিশয় শীতল কোন পদার্থের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখা হয়, তাহা হইলে ইহার অভ্যন্তরস্থ জল বরফে পরিণত হয় এবং বরফ হইবার সময়ে উহার প্রসারণের বল এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, ঐ লৌহময় পাত্র বিদীর্ণ ও ভগ্ন হয়। শীতপ্রধান দেশে রাত্রিকালে শীতের প্রভাবে জলপ্রণালীর অন্তর্গত জল জমিয়া যাওয়ায় কখন কখন নল সকল বিদীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া যায়।

পর্ব্বতের উপর যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহার কিয়দংশ ছিদ্রাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে শীতদ্বারা যখন তাহা তুষাররূপে পরিণত হয়, তখন এই কারণে প্রস্তরখণ্ড সকল বিদারিত হয়।

কঠিন দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে বাষ্প হয়। কাগজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন দ্রব্যকে যেরূপ দ্রব করিতে পারা যায় না; মেদ, নারিকেল, তৈল প্রভৃতি কতিপয় তরল দ্রব্যকেও সেইরূপ বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় না, উত্তাপনিবন্ধন ইহাদিগের উপাদান সকল পৃথগ্‌ভূত অথবা ভিন্ন প্রকারে সংযুক্ত হয়। কর্পূর, আয়দীন (অরুণক) প্রভৃতি কতিপয় কঠিন বস্তু দ্রব না হইয়া একবারে বাষ্প হয়। বাষ্পীয় দ্রব্য সকল সচরাচর বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হইয়া থাকে। কেবল আয়দীন প্রভৃতি কএকটীর দ্রব্যের বাষ্পবর্ণবিশিষ্ট। বাষ্প ও বায়ুতে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। বাষ্পের বায়ব্যভাব নৈমিত্তিক, আর বায়ুর স্বাভাবিক।

যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ তরল, তাহাদিগের পরিণামে যে বায়ুবৎ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প বলা যায়। বায়বীয় বস্তুদিগের ন্যায় বাষ্প সকলও স্থিতিস্থাপক। উষ্ণতা ও চাপের তারতম্যানুসারে বায়বীয় দ্রব্য সকলের আয়তনাদির যেরূপ তারতম্য হয়, বাষ্পদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে।

শতাংশিকের এক অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে বায়বীয় ও বাষ্পীয় বস্তুদিগের আয়তন ১/২৭৩, বা .০০৩৬৬৫ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ ১ ঘন ইঞ্চি কি ১ ঘন ফুট কোন

বায়ু কি বাষ্পের উষ্ণতা যদি ১°শ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে উহার আয়তন $\frac{১}{২৭৩}$, বা ১°০০৩৬৬৫ ঘন ইঞ্চি বা ঘন ফুট প্রমাণ হয়। সুতরাং ২৭৩ অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে আয়তন দ্বিগুণিত হয়।

যেরূপ সকল কঠিন দ্রব্যকে দ্রব করিতে সমান উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয় না, সেইরূপ সকল দ্রব দ্রব্যকে বাষ্প করিতে সমান উত্তাপ আবশ্যক হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতায় বাষ্পাকার ধারণ করে। সুরা-সার, জল, তার্পিণতৈল ও পারদ এই কএকটী দ্রব দ্রব্যকে ফুটাইতে হইলে তাহাদিগকে যথাক্রমে ফারেণহীটের ২৭৩°, ২১২°, ৩১৬° ও ৬৬০° অংশ পরিমাণে উষ্ণ করিতে হয়।

একজাতীয় কঠিন বস্তু সকল যেমন একরূপ উষ্ণতায় দ্রব হয়, একজাতীয় দ্রব বস্তুসকল সেইরূপ সমান পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে। যেরূপ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব সময়েই ০°শ বা ৩২০ ফা প্রমাণ উষ্ণ হইলে জল ফুটিতে থাকে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভূতলস্থ সকল পদার্থ বায়ুরাশির চাপে আক্রান্ত। এই চাপ অতিক্রম করিতে না পারিলে দ্রব দ্রব্য সকল কখনই ফুটে না। বাস্তবিক যখন কোন দ্রব দ্রব্যসম্ভূত বাষ্পের প্রসারণশক্তি বায়ুরাশির চাপের সমান হয়, তখনই উহা ফুটিতে থাকে।

যখন বায়ুরাশির চাপ ৩০ ইঞ্চি পারদের সমান হয়, কেবল সেই সময়ই ফারেণহীটের ২১২° অংশে জল ফুটিয়া উঠে। চাপের ন্যূনাধিক্য হইলে ফুটন-বিন্দুরও ন্যূনাধিক্য হয়।

পর্ব্বতের উপর বায়ুরাশির চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প, এই-জন্য তথায় অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে জলকে ফুটাইতে পারা যায়।

পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যত উচ্চে উঠা যায়, ততই প্রতি ৫৩০ ফিটে ফারেণহীটের ১ অংশ করিয়া ফুটন-বিন্দুর হ্রাস হয়। পর্ব্বতাদির উচ্চতা-নিরূপণ করিবার এই একটী উপায়।

বায়ু-নিষ্কাশনযন্ত্রের আবরণপাত্রের ভিতর একটী জল-পূর্ণ পাত্র রাখিয়া বায়ু নিষ্কাশন করিলে পাত্রস্থিত জল এমন কি ৭০° ফা পরিমিত উষ্ণতায়ও টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকে। ফলতঃ উষ্ণ হইলেই যে জল ফুটে, কি ফুটিলেই জল উষ্ণ হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই।

দ্রব দ্রব্য সকল ফুটিয়া উঠিলে তাহাদিগকে যত উত্তপ্ত করা যাউক না কেন কিছুতেই তাহাদের উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমান কঠিন দ্রব্য ও তদুৎপন্ন দ্রব দ্রব্যের উষ্ণতা যেরূপ একবারে অভিন্ন, ফুটন্ত দ্রব্য ও তদুৎপন্ন বাষ্পের উষ্ণতাও ঠিক সেই-রূপ সমান। বিশুদ্ধ জল ২১২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে এবং একবার ফুটিয়া উঠিলে উহাতে যত উত্তাপ দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা উহার উষ্ণতার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না, আবার ফুটন্ত জল হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ২১২° ফা। অতএব প্রতীয়মান হই-তেছে, কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়ে যেরূপ কিয়ৎপরিমাণে তেজ অপ্রত্যক্ষ হয়, দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইবার সময়েও সেইরূপ কিয়দংশ তেজ প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে পরি-মাণে তাপ দিলে ১ দণ্ডের মধ্যে তুষার হিমজল ফুটিয়া উঠে, সেই পরিমাণে প্রায় আর সাড়ে পাঁচদণ্ডকাল উত্তপ্ত না হইলে উহা বাষ্প হয় না অর্থাৎ হিমজলকে ৩২° ফারেণ-হীট হইতে ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করিতে হয়, ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ জলীয় বাষ্পে পরিণত করিতে তদপেক্ষা ৫.৪ গুণ অধিক পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করার আবশ্যক। অতএব জলীয় বাষ্পের অপ্র-ত্যক্ষ গূঢ় তেজের পরিমাণ প্রায় ১৮০ × ৫.৪ = ৯৭২° ফা। ০°শ ১ সের জলের সহিত ১০০°শ ১ সের জল মিশ্রিত করিলে ৫০°শ প্রমাণ উষ্ণ ২ সের জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১০০°শ ১ সের জলীয় বাষ্পকে শীতলজলের মধ্যস্থিত কোন নলের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া ১০০°শ ১ সের জল উৎপাদন করিলে এত তেজ বিনির্গত হয় যে, তদ্দ্বারা ৫.৪ সের জল ১°শ হইতে ১০০°শ পর্য্যন্ত উষ্ণ হয়। সুতরাং জলীয় বাষ্পের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ তেজের ১০০ × ৫.৪ = ৫৪০°শ ৯৭২ ফা।

আরও দেখা যাইতেছে জল বাষ্প হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইতে পুনর্ব্বার সেই তেজ প্রকাশিত হয়।

যে সকল দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে, উহা বরফে কি বাষ্পে পরিণত হইলে তৎসমুদয় বিমুক্ত হইয়া যায়। বরফ দ্রব কি জলীয় বাষ্প ঘন হইলে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহা এই কারণে বিশুদ্ধ। বৃষ্টির জলও এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ। সচরাচর বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করিতে হইলে জলা-শয়াদির জল লইয়া তাহাকে উত্তাপ দ্বারা বাষ্প এবং সেই বাষ্পকে ঘনীভূত করিয়া পুনর্ব্বার জল করা যায়। এইরূপে যে জল বিশোধিত হয়, তাহাকে চোয়ান জল বলে।

দ্রব দ্রব্যের উপরিভাগ হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে। নদী, হ্রদ, সরোবরাদির পৃষ্ঠ দেশ হইতে নিয়তই বাষ্প উত্থিত হইতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

চাপের ন্যূনাধিক্য হেতু বাষ্পনিঃসরণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। জলাদির উপর বাষ্পরাশির চাপ যত অল্প হয়, বাষ্প-নিঃসারণ তত অধিক হইয়া থাকে। বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্রে কিঞ্চিৎ ইথর নামক তরলদ্রব্য স্থাপন করিয়া বায়ু নিষ্কাশন করিলে এরূপ প্রবলবেগে বাষ্প নিঃসরণ হইতে থাকে যে অনতিবিলম্বেই উহা ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ বাষ্পপরিণামশীল দ্রব দ্রব্যমাত্রেই নির্বাতস্থলে স্থাপিত হইলে অমনি তৎক্ষণাৎ বাষ্পরূপে পরিণত হয়।

হউডিকলন, ইথর প্রভৃতি শীঘ্র বাষ্পপরিণামশীল বস্তু-সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়, তাহার কারণ এই যে উহারা বাষ্প হইবার সময়ে শরীর হইতে তেজ গ্রহণ করে। বৃষ্টির পর বাতাস শীতল হয়, কেন না বৃষ্টিসম্ভূত জলকণা সকল ভূমি ও বায়ু হইতে তেজগ্রহণ করিয়া বাষ্প হয়। গ্রীষ্মকালে কুঁজাতে জল রাখিলে অপেক্ষাকৃত শীতল হয়; তাহার কারণ এই যে, কুঁজার ছিদ্র দিয়া জলকণা সকল বহির্ভাগে নির্গত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করিবার সময়ে অভ্যন্তরস্থ জল হইতে তেজ গ্রহণ করে। বাতাসে রাখিলে কুঁজার জল আরও শীতল হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের প্রাসাদে পাখা ও জলসিক্ত খস্‌খস্‌ দ্বারা যে শৈত্য-সুখানুভব হইয়া থাকে, জলবিন্দু সকল বাষ্প হইবার সময় তেজপরিগ্রহ করাই তাহার কারণ।

তাপ-সঞ্চালন। পরিচালন, পরিবাহন ও বিকীরণ এই তিন প্রকারে এক স্থানের তাপ স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে। সকলেই অবগত আছেন, কোন লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত অগ্নির উপর ধরিলে ক্রমে ক্রমে অপর প্রান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

যে গুণ থাকায় জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল এইরূপে তাপ সঞ্চালন করে, তাহার নাম পরিচালকতা। আর যে বিধান দ্বারা এইরূপে কণা হইতে কণান্তরে তাপ-সঞ্চালিত হয়, তাহার নাম পরিচালন। যে সকল বস্তু তাপ-পরিচালন-ক্ষম, তাহাদিগকে তাপপরিচালক বলা যায়।

সকল দ্রব্যের পরিচালকতাগুণ সমান নহে, বাষ্প ও দ্রব দ্রব্যাপেক্ষা কঠিন বস্তু সকল সমধিক তেজপরিচালক এবং কঠিন বস্তুদিগের মধ্যে ধাতুদ্রব্য সকলের পরিচালকতা-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, পিত্তল, রাঙ্গ, লৌহ, ইস্পাত, সীস, প্লাটিনম্‌ এই কয়টী দ্রব্য বিশেষ পরিচালক। কিন্তু ইহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্বটীর অপেক্ষা উত্তর-উত্তরটীর পরিচালকতাশক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধাতু দ্রব্য অপেক্ষা প্রস্তর ও কাচের পরিচালকতাশক্তি অনেক অল্প এবং অঙ্গার, কাষ্ঠ, বরফ, বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি তদপেক্ষাও অল্প। কোন দীর্ঘ লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত অগ্নিসংযুক্ত হইলে অপর প্রান্ত এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে স্পর্শ করিতে পারা যায় না। কিন্তু কোন প্রজ্বলিত কাষ্ঠ-খণ্ডের যে ভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার ঠিক পার্শ্বে হাত দিলেও কিছুই হয় না। এইরূপ অঙ্গারের একভাগ অগ্নিময় হইয়া উঠিলেও অন্যভাগ দ্বারা উহা অনায়াসে হস্তে ধরিতে পারা যায়। কাচখণ্ডের একভাগ অগ্নিতে দ্রব হইয়া গেলেও অপরদিক কিছুমাত্র উত্তপ্ত হয় না।

তুলা, রেশম প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি এত অল্প যে, ইহাদিগকে অপরিচালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল বস্তুর পরিচালকতা-শক্তি অল্প, তদ্দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। কেন না তাহা হইলে শীতকালে শরীরস্থ তেজ বিনির্গত হইয়া বাহিরে যাইতে পারে না এবং গ্রীষ্মকালে বাহিরের তেজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কম্বল দিয়া বরফ জড়াইয়া রাখিলে যে উহা শীঘ্র দ্রব হয় না, কম্বলের ন্যূন পরিচালকতা তাহার কারণ।

তাপ-পরিবাহন। তরল ও বায়বীয় দ্রব্য সকলের ভিতর দিয়া তেজ পরিচালিত হয় না। এই কারণে কোন জলপূর্ণ পাত্রের উর্দ্ধদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা নিম্নস্থ জল কিছুমাত্র [illegible] হয় না।

তবে [illegible] পাত্রে জল রাখিয়া তাহার নীচে জ্বাল দিলে সমুদয় [illegible] উষ্ণ হয়, তাহার অন্যবিধ কারণ আছে। তাপ সংযোগে নিম্নস্থ জল প্রথমে উত্তপ্ত হয়, উত্তপ্ত হইলেই লঘু হয়, লঘু হইলেই সুতরাং উর্দ্ধগামী হয়। এইরূপে নীচের লঘু জল উর্দ্ধে উত্থিত হইলে উপরিস্থ শীতল ও ভারি জল নীচে পতিত হয় এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়া পুনরায় উপরে উত্থিত হয়, এই প্রকার উর্দ্ধ প্রবাহ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা ক্রমে ক্রমে পাত্রের সমুদয় জল উষ্ণ হইয়া উঠে। তরল দ্রব্যের যে গুণ থাকাতে উর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা তাহাদের পরমাণুসমূহ তাপ প্রবাহিত করে, তাহার নাম পরিবাহকতা। এইরূপে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার নাম পরিবাহন।

দ্রব দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্যাদিগের পরিবাহকতা-শক্তি সমধিক প্রবল। বায়ু অথবা বায়ুবৎ বস্তু পরিপূর্ণ কোন পাত্রের অধোভাগে জ্বাল দিলে পূর্ব্বোক্তরূপ উর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ-নিবন্ধন উহার অভ্যন্তরস্থ বায়ু ক্ষণকালের মধ্যেই বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়া উঠে, চুল্লী হইতে এই কারণে ধূমময় উষ্ণ বায়ু উর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং চতুঃপার্শ্ব হইতে শীতল বায়ু আসিয়া উহার স্থান পূরণ করে, এই বায়ু আবার চুল্লীস্থ অগ্নিসংস্পর্শে উষ্ণ হইয়া উর্দ্ধগামী হয় এবং চতুর্দ্দিক্‌ হইতে পুনর্ব্বার বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। ফলতঃ কোন স্থানের

বায়ু কোন কারণে উষ্ণ হইলে ঊর্দ্ধগামী হইলেই চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। বাহিরের বায়ু সৌরকরসংস্পর্শে এই কারণে উষ্ণ হয়। সূর্য্যকিরণ দ্বারা বহিঃস্থ বায়ু উষ্ণ হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইলে তাহার স্থান-পূরণার্থ গৃহাদির মধ্য হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং ঐ উষ্ণ বায়ু ঊর্দ্ধদেশ দিয়া আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে ভিতর হইতে বাহিরে ও বাহির হইতে ভিতরে কিয়ৎক্ষণ বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে অবশেষে বাহিরের ও ভিতরের বাতাস সমান উষ্ণ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহের দ্বার ও গবাক্ষসকল বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। এই পরিবাহনই যাবতীয় বায়ুপ্রবাহের একটী প্রধান কারণ। বাণিজ্যবায়ু, মৌসুম বায়ু প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ সকল এই প্রকারে উৎপন্ন হয়।

তাপ-বিকিরণ। যদি কোন ধাতুদ্রব্যের উপর কোন উত্তপ্ত অয়ঃপিণ্ড স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহার কিয়দংশ তাপ আধার দ্রব্য দ্বারা পরিচালিত হয়, আর কিয়দংশ চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুদ্বারা প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ কিরণরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও পার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, এই নিমিত্ত লৌহপিণ্ডটী ক্রমশঃ শীতল হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সমান উষ্ণ হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যাদির তেজ কিরণাকারে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাকে বিকীরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অগ্নি সম্মুখে দাঁড়াইলে তথা হইতে তৈজসকিরণ নির্গত হইয়া গাত্রোপরি পতিত ও তৎকর্ত্তৃক পরিশোষিত হওয়াতে উষ্ণতার উপলব্ধি হয়, সূর্য্যের তেজ কিরণরূপে আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। নতুবা পরিচালিত কি পরিবাহিত হইয়া আইসে এরূপ নহে।

সূর্য্যকিরণ বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আসিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা বায়ুরাশির উষ্ণতার তাদৃশ বৃদ্ধি হয় না। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তেজ প্রতিফলিত, পরিচালিত ও পরিবাহিত হইয়া উহাকে উষ্ণ করে। এই নিমিত্ত বায়ুরাশির অধোদেশ মাত্র উষ্ণ, কিন্তু ঊর্দ্ধপ্রদেশ অতিশয় হিম। সকল বস্তুর বিকীরণশক্তি সমান নহে। ভূষা নামক যে বস্তুটী দ্বারা তেলকালি প্রস্তুত করা যায়, তাহার বিকীরণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নিমিত্ত কোন দ্রব্যের উপরিভাগে ভূষা মাখাইয়া রাখিলে তাহার বিকীরণশক্তি সমধিক প্রবল হয়। পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যে দ্রব্য যে পরিমাণে তেজ পরিশোষণ করে, তাহার বিকীরণ-শক্তিও ঠিক সেই পরিমাণে প্রবল হয়। উজ্জ্বল ও মসৃণ ধাতুদ্রব্যের উপর তৈজস কিরণ পতিত হইতে না হইতে প্রতিফলিত হয়, এ কারণ তৎকর্ত্তৃক তেজ পরিশোষিত হয় না, সুতরাং উহার বিকীরণশক্তিও নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে।

অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে দ্রব্যাদি হইতে তেজ বিকীর্ণ হয় না এরূপ নহে। উৎকৃষ্ট হউক আর অপকৃষ্ট হউক যাবতীয় দ্রব্য নিয়ত তেজ বিকীরণ করিয়া থাকে। বরফ যে এত শীতল তথাপি ঘনীভূত পারদ কি অন্য কোন অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুর অনতিদূরে স্থাপিত হইলে উহা হইতে এত তেজ বিনির্গত হয় যে, হিমময় পারদাদির উষ্ণতা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়, যে বস্তু যত তেজ বিকীরণ করে, যদি অন্যান্য দ্রব্য হইতে ঠিক সেই পরিমাণে তেজ বিকীর্ণ হইয়া আসিয়া সেই বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার উষ্ণানুষ্ণতার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, ইহার অন্যথা হইলেই উষ্ণানুষ্ণতার তারতম্য হয়। উত্তপ্ত দ্রব্যসকল তেজ বিকীরণদ্বারা শীতল হয়, তাহার কারণ এই—চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি হইতে তাহারা যে পরিমাণ তৈজস কিরণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের উপরিভাগ হইতে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ তেজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, উষ্ণ দ্রব্য-সংস্পর্শেই যে কেবল দ্রব্যসকল উষ্ণ হয়, এমত নহে। উষ্ণ দ্রব্য হইতে দূরে স্থাপিত হইলেও শীতল দ্রব্য সকল তদ্দ্বারা উষ্ণ হইয়া উঠে। উষ্ণ দ্রব্যের তেজ পরিচালন কি পরিবাহন করিলে দ্রব্য সকল যেরূপ উষ্ণ হয়, দূর হইতে তন্নিক্ষিপ্ত তৈজসকিরণ পরিশোষিত করিয়াও সেইরূপ উষ্ণ হইয়া থাকে। আবার শীতল দ্রব্যসংস্পর্শে উষ্ণ দ্রব্য সকল যেরূপ শীতল হয়, তেজঃ বিকীরণ নিবন্ধনও সেইরূপ হইয়া থাকে।

এই বিকীরণশক্তি শিশির উৎপত্তির প্রধান কারণ। রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়া বায়ু-রাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর অন্তর্গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে উহাদিগের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়। বাষ্পীয় বস্তুদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, দিবাভাগে সূর্য্যকিরণসংযোগে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুতে যে পরিমাণ বাষ্প থাকিতে পারে, রাত্রিকালে তেজ বিকীরণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ সমধিক শীতল হইলেও তদুপরিস্থ বায়ুতে সেই পরিমাণ বাষ্প থাকিবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। উষ্ণতার যতই হ্রাস হয়, বায়ুরাশিতে তত অল্প বাষ্প থাকিতে পারে অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিষিক্ত হয়। সুতরাং দিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে সমধিক

শীতল হইলে যদি তদ্দ্বারা উহা পরিবিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল দ্রব্য স্পর্শমাত্রই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে পরিণত হয়। বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলেই শিশির উৎপন্ন হয়। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল হয় না, একারণ বায়ুস্থ বাষ্পও শিশিররূপে পরিণত হয় না।

যে সকল বস্তুর বিকীরণশক্তি সমধিক প্রবল, তাহারা রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, একারণ সেই সকল বস্তুর উপর সমধিক শিশির সঞ্চিত হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকীরণ-শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না, কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকীরণশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহাদের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়া থাকে।

তাপের উৎপত্তিস্থান। জড় দ্রব্য সকলের পরস্পর সংঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হয়। পুরাকালে আর্য্যগণ অরণিদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। অসভ্য লোকসকল কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঘষিলে দেশলাই জ্বলিয়া উঠে। চকমকির পাথর ও ইস্পাতের পরস্পর প্রতিঘাতেই ইস্পাতের রেণু সমুদয় অগ্নিময় হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। বরফ যে এত শীতল, তথাচ ঘর্ষণ করিলে উষ্ণ হয়।

সঙ্কোচন।—যেরূপ তাপ অপগত হইলে বস্তু সকল সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইলে তাপ সমুদ্ভূত হয়। আকুঞ্চিত হইলে আয়তনের যেরূপ হ্রাস হয়, উষ্ণতার তদনুরূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বারিঘটিত পেষণযন্ত্র দ্বারা কোন কঠিন বস্তুর উপর চাপ প্রয়োগ করিলে উহা আকুঞ্চিত ও উত্তপ্ত হয়। জল ও তৈল সঙ্কুচিত হইলে উষ্ণ হয়।

আঘাত।—আঘাত প্রাপ্ত হইলে জড় দ্রব্য সকল উষ্ণ হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নাইয়ের উপর একখণ্ড সীসক স্থাপিত করিয়া হাতুড়ি দিয়া তদুপরি আঘাত করিলে সীসকের পরমাণু সকল হাতুড়ির বেগ প্রাপ্ত হইয়া বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হয়। বেগগামী বন্দুকের গুলি কোন কঠিন বস্তুর উপরে পতিত হইলে কখন কখন অগ্নি উৎপন্ন হয়। পতনশীল বস্তু ভূতলে পতিত হইলে তাহার পরিদৃশ্যমান গতির তিরোভাবে অপরিদৃশ্যমান আণবিক গতি বা তাপ সমুদ্ভূত হয়। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ১ সের পরিমিত ভারী কোন দ্রব্য ১৩৯২ ফিট্ অথবা ১৩৯২ সের ভারীদ্রব্য ১ ফিট্ উচ্চ হইতে পতিত হইলে যে বেগ প্রাপ্ত হয়, তাহার তিরোভাবে এত তাপ জন্মে যে তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা শতাংশিক তাপমানের ১ অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রাসায়নিক সংযোগ।—কাষ্ঠাদি হইতে যে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদগত দাহ্যপদার্থের সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগই তাহার কারণ। দীপাদি হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহাও তৈলাদির অঙ্গার ও অজনকের সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যে অগ্নিশিখা দেখিতে পাই, তাহা অত্যুষ্ণ বাষ্পমাত্র। বাষ্প বা বায়বীয় দ্রব্য সমধিক উত্তপ্ত হইলেই অগ্নিশিখারূপে প্রতীয়মান হয়।

তড়িৎ।—তড়িৎ হইতেও তাপ উৎপন্ন হয়। বজ্রাগ্নিও এই তাড়িতাগ্নির রূপান্তর মাত্র। [তাড়িত দেখ।]

জীবদেহ।—জীবশরীর তাপের আর একটী উৎপত্তিস্থান। আমাদের শরীরের উষ্ণতা চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সমান নহে। কি আরবদেশীয় বালুকাময় মরুভূমি, কি হিমার্ণবপরিধৌত সুমেরু সন্নিহিত প্রান্তর সকল স্থানেই মনুষ্যশরীরের উষ্ণতা ফারেণহীটের ৯৮ অংশ।

ভূগর্ভ।—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও উৎস জলের উষ্ণতা দেখিয়া বোধ হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময় পদার্থে পরিপূর্ণ। সূর্য্যের উত্তাপে উপরিস্থ দুই তিন ফিট্ মাত্র মৃত্তিকা রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে সমধিক উত্তপ্ত হয়। কিন্তু শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে তদপেক্ষা অধিক দূর নিম্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক ৬০, ৭০, কি ১০০ ফিট্ অপেক্ষা অধিক নিম্নে সৌরতেজের প্রভাব অনুভূত হয় না। ফরাসীদেশের রাজধানী পারি-নগরীর মানমন্দিরের ৫৯ ফিট্ নিম্নে একটী তাপমানযন্ত্র নিহিত আছে। শীত-গ্রীষ্ম দিবারাত্রি কিছুতেই তাহার অন্তর্গত পারদের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় নাই। ভূপৃষ্ঠস্থ সকল স্থানেরই কিয়দ্দূর নিম্নে এমন একটী স্থান আছে, যেথানে দিবারাত্রি, শীত, গ্রীষ্ম, কিছুতেই উষ্ণতার তারতম্য হয় না। ঐ স্থলটীর ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে যথাক্রমে সৌরপার্থিব তেজের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে চিরসমোষ্ণস্থল বলা যায়। এই চিরসমোষ্ণস্থলের উষ্ণতা সর্ব্বত্র সমান নহে। মানচিত্রে সমোষ্ণরেখা দ্বারা যে উষ্ণতা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার নিম্নস্থ চিরসমোষ্ণ স্থলেও সেই উষ্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ চিরসমোষ্ণস্থল হইতে যত নিম্নে যাওয়া যায়, ততই গড়পড়তা প্রতি ৬০ ফিটে ১০ ফারেণহীট করিয়া উষ্ণতার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই বোধ হয়, ভূপৃষ্ঠ হইতে কএক ক্রোশ নিম্নে তাপের এত প্রাদুর্ভাব যে তথায় নীত হইলে লৌহও দ্রবীভূত হইতে পারে।

সূর্য্য।—যে সকল তেজের কথা উল্লিখিত হইল, সৌর-তেজের সহিত তুলনা করিলে সে সমুদয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যই তাপের আদি কারণ। তাহা হইতেই আমরা তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু সূর্য্য তাপ ও আলোক কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। তাপ ও আলোকঘটিত সকল ব্যাপারই তাঁহা হইতে সম্পাদিত হইতেছে। দীপশিখা ও ইন্ধনাগ্নিতে সূর্য্যই প্রকাশমান। দাবাগ্নি, বিদ্যুদগ্নি ও বজ্রাগ্নিতেও রবিই বিরাজমান। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্র জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই নব পল্লবে তরুদলকে সুশোভিত করিতেছেন। তিনিই কাননরাজি দ্বারা ধরণীকে বিভূষিত করিতেছেন। তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই তেজরূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তেজরূপে তিরোভূত হইতেছেন এবং তাঁহার আগমন ও অন্তর্ধান-কালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে।

অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ।—যে তাপ স্পর্শশক্তি কি তাপমান যন্ত্র কিছুতেই লক্ষিত হয় না, অথচ উহার সত্বা উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহার নাম গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ। তাপে অনেক পদার্থ গলিয়া যায়। দেখা যাইতেছে গলিবার সময় যতক্ষণ না গলন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহাদের তাপক্রম স্থির ও সমভাবে থাকে। যদি তাপ লাগিতেছে, তাপমানে তাহার তাপ-বৃদ্ধির কোন লক্ষণই প্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? পদার্থ সকল গলিবার সময় কতক তাপ শোষণ করে, কিন্তু সে তাপ কোথায় যায়, কেনই বা লক্ষিত হয় না? সেই তাপ সেই পদার্থকে তরল অবস্থায় রাখিতে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়া যায়, যখন পদার্থ তরলীকৃত হয়, তখন আর সে তাপের সে কার্য্যে আবশ্যক হয় না, সুতরাং তাহার সত্বা তাপমানে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ইহার পূর্ব্বাবস্থায় তাপ অলক্ষিত থাকে, কিন্তু তাহা না থাকিলে অন্য আর কে সেই পদার্থকে তরলাবস্থায় রাখিতে পারিবে, এইরূপ অনুমানে তাহার সত্বার উপলব্ধি হয় বলিয়া তাহাকে অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। ইহা আরও স্পষ্ট করিতে পারা যায়। দেখা যাইতেছে, যদি অর্দ্ধসের বরফ যাহার তাপক্রম ৮০° আর অর্দ্ধসের জল যাহার তাপক্রম ০°, যদি এই দুইকে একত্র মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে সেই মিশ্রণের তাপক্রম ৪০° হয়। কিন্তু যদি অর্দ্ধসের চূর্ণিত বরফ যাহার তাপক্রম ০° আর অর্দ্ধসের জল যাহার তাপক্রম ৮০° এ উভয়কে মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে বরফ বিগলিত হয়। সেই মিশ্রণ হইতে ১ সের জল পাওয়া যায় আর তাহার তাপক্রম ০° থাকে। এখানে ০° তাপক্রমের অর্দ্ধসের বরফ সেই একই অর্থাৎ ০° এত তাপক্রমের কিছু বৃদ্ধি হয় নাই, তবে সেই ৮০° তাপ কোথায় গেল? সেই বরফকে তরল করিতে সেই পরিমাণ তাপ লাগিল। সে তাপ মিশ্রণের কোন তাপ বৃদ্ধি করিল না, প্রসারণ প্রভৃতি অন্য কোন কার্য্যে বিনিযুক্ত হইল না, কেবল সেই বরফকে তরলাবস্থায় অর্থাৎ সেই জলের অবস্থায় রাখিতেই পর্য্যবসিত হইল। সুতরাং বরফকে সমান পরিমাণের ও সমান তাপক্রমের জলে পরিণত করিতে গেলে যতটুকু পরিমাণ তাপে সেই এক পরিমাণের জলকে ৮০° তাপক্রমে লইয়া যাইবে, ততটুকু তাপের আবশ্যক। এই পরিমাণ তাপকে গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। বরফ গলিবার সময় এত অধিক তাপ লাগে বলিয়া তাহা জমিতে হইলে অনেক সময় লাগে, কারণ সেই পরিমাণের তাপ যতক্ষণ না বাহির হইয়া যায়, ততক্ষণ সে কখন জমিতে পারেনা।

আপেক্ষিক তাপ।—সমান তাপক্রমের কোন দুই বিভিন্ন পদার্থকে একরূপ পাত্রে ও সমান দূরে রাখিয়া এক সময়ে এক আগুনের সমান জ্বাল দেও, শেষে দেখিবে তাহাদের তাপক্রমের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, পারদ ও জলকে সেইরূপ অবস্থায় রাখ, দেখিবে, পারদ জল অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইবে।

পারদকে ০° তাপক্রম হইতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তাপক্রমে উঠাইতে ততটুকু তাপে হইবে না। তাহা অপেক্ষা অধিক তাপ লাগিবে অর্থাৎ পারদ ও জলকে সমান তাপক্রমে উষ্ণ করিতে হইলে জলে অধিক তাপের আবশ্যক হইবে। সেইরূপ আবার যদি সমান পরিমাণের জল ও পারদকে ১০০° তাপক্রম হইতে শীতল করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে পারদের সঙ্গে সমান শীতল হইতে জলের অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগিবে। সেইরূপ জল যেমন পারদের সঙ্গে সমান উষ্ণ হইতে যত অধিক তাপ আবশ্যক করিবে এবং তাহার সঙ্গে সমান শীতল হইতে তেমনি তত অধিক তাপ আবার ত্যাগ করিবে।

যখন এক তাপক্রমের পদার্থ অপর তাপক্রমের পদার্থের সহিত মিশ্রিত করা যায়, উভয়ের পরিমাণ একই থাকুক; তখন তাহাদের তাপক্রমের অনেক ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে।

যদি ১০০° তাপক্রমের অর্দ্ধসের পরিমিত পারদকে ০°

তাপক্রমের অর্দ্ধ সের পরিমিত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের সেই মিশ্রের তাপক্রম ন্যূনাধিক ৩° হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পারদের তাপক্রম ৯৭° কমিয়া জলের তাপক্রম ৩° মাত্র বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং সমান পরিমাণের জল ও পারদ, এ উভয়কে সমান তাপক্রমে আনিতে গেলে ফলে পারদ অপেক্ষা ৩২ গুণ তাপ অধিক প্রয়োগ করিতে হয়।

এইরূপ যদি অন্যান্য পদার্থ লইয়া জলের সঙ্গে তুলনা করিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সকল পদার্থেই তাপক্রমের এরূপ ইতরবিশেষ লক্ষিত হইবে। কোন পদার্থের তাপক্রমকে ০° হইতে ১°তে বর্দ্ধিত করিতে গেলে সে পদার্থ যতটুকু তাপ শোষণ করিবে, আর সমান অবস্থায় সমান ভাবের জলকে সেই তাপক্রমে আনিতে গেলে জল ততটুকু তাপ শোষণ করিবে, এই বিভিন্ন তাপের তুলনায় যে তাপটুকু দাঁড়াইবে, তাহাই সেই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অর্থাৎ সীসের আপেক্ষিক তাপ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমান পরিমাণের জল ও সীস গ্রহণ কর, সেই সীসকে ০° হইতে ১° তাপক্রমে আনিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকু তাপে জলের কত তাপক্রম বৃদ্ধি করিবে। ততটুকুতে সেই পরিমাণ জলের ০°০৩১৪ তাপক্রম হইবে। সুতরাং সীসের আপেক্ষিক তাপ তুলনায় ০°০৩১৪ দাঁড়াইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অর্দ্ধসের পরিমিত জলের তাপক্রম ০° হইতে ১° পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকুকে তাপাঙ্ক (Thermal unit) স্থির করিয়াছেন, তাহাই আপেক্ষিক তাপের মান।

ঘন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিবার জন্য ত্রিবিধ উপায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে—বরফগলন, মিশ্রণ ও শীতলীকরণ। এই শেষোক্তটী সময় দ্বারা জানিতে পারা যায়, অর্থাৎ কোন এক বিশেষ তাপক্রমে আসিয়া পদার্থসমূহের শীতল হইতে যাহার যে সময় লাগে, সেই সময়ের ইতর-বিশেষানুসারে বিভিন্ন পদার্থে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করা যাইতে পারে।

অর্দ্ধসের পরিমিত বরফকে গলাইতে গেলে ৮০ তাপাঙ্ক আবশ্যক হয়। যদি কোন পদার্থকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তাপক্রমে মনে কর, ১০০° তাপক্রমে আনিয়া সহসা তুষারের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সে শীতল হইয়া ১০০° হইতে ০° তাপক্রমে আসিতে আসিতে কতটুকু বরফ গলাইয়া জল করিয়া ফেলিয়াছে। সেই জলের ওজন ও সেই পদার্থের ওজন, শীতল হইতে হইতে যত তাপাংশ নামিয়া পড়িবে, তাহার সংখ্যা দেখিয়া পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারা যায়। ইহা অতি সহজে জানিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাপ্লাস্ তাপমিতি (Calorimeter) নামক এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই যন্ত্রে তিনটী ধাতব বাক্স ভিতর ভিতর বসান থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়টীর মধ্যবর্ত্তী স্থান বরফে পূর্ণ করা হয়। আর তৃতীয় বাক্সের মধ্যে যে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে হইবে তাহাকে রাখা হয়। প্রত্যেক বাক্স ঢাকুনি দিয়া আঁটা থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্সের মধ্যবর্ত্তীস্থানে যে বরফ থাকে, তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্সের মধ্যবর্ত্তী স্থানস্থিত বরফের সঙ্গে বাহ্য তাপের সংস্রব নিবারণ করে, তৃতীয় বাক্সস্থিত পদার্থের তাপই কেবল সেইস্থলে আসিতে পারে, অন্য কোন তাপের সেইস্থলে প্রবেশ সম্ভবে না, সুতরাং সেই তাপে বরফ গলিয়া যতটুকু জল হইবে, কৌশল করিয়া নল দ্বারা তাহা হইতে সে জলকে বাহির করিয়া ওজন করিলে তাহা হইতে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে পারা যাইবে।

তাপবিষয়ক প্রস্তাব একপ্রকার শেষ হইল। বিজ্ঞানের এই অংশ অতি বিস্তৃত। তাপ, তাড়িত ও আলোক ইহার দ্বারা দিন দিন কত নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার বর্ণনা দুঃসাধ্য। এই তাপ হইতেই কুজ্ঝটিকা, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, শিশির ও তুষার সম্ভূত হইতেছে।

তাপক (পুং) তাপয়তীতি তপ্-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ তাপকারক। ২ জ্বর। ৩ রজোগুণ; একমাত্র রজোগুণই তাপের প্রাতকারণ। তাপই (দুঃখ) রজোগুণের ধর্ম্ম। [দুঃখ ও রজোগুণ দেখ।]

তাপতী (স্ত্রী) সূর্য্যকন্যা তাপী। [তাপী দেখ।]

তাপত্য (পুং স্ত্রী) তপত্যাঃ সূর্য্যকন্যায়াঃ অপত্যং ক্ষত্রিয়ত্বাৎ ণ্য। তপতীর অপত্য কুরু। [তপতী ও তাপী দেখ।]

তাপত্রয় (ক্লী) তাপানাং ত্রয়ঃ ভৎ। ত্রিবিধ দুঃখ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ। [দুঃখ দেখ।]

তাপদুঃখ (ক্লী) তাপরূপং দুঃখং। দুঃখভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে এই দুঃখের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে।

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈগুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।" (পাত° দ° ২।১৫)

কর্ম্মসকলের পুণ্যাপুণ্যত্বহেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মফলে উৎকৃষ্ট জাতি, চিরায়ুঃ ও বিষয়ভোগাদি ফল সুখপ্রদ হয় এবং পাপ কর্ম্মপ্রভাবে পরিতাপাদি দুঃখভোগরূপ ফল হইয়া থাকে। অতএব সুখ ও দুঃখভোগই কর্ম্মফলরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণ লোকের উক্ত দ্বিবিধ ফলভোগ হয়, কিন্তু যোগিগণ সুখদুঃখাদি

সেই গুণের নাম প্রসারণ (Expansian), তাপের সংক্রমণে সকল বস্তুই প্রসারিত হয়। বস্তুগত পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইলে বস্তুর প্রসরণ প্রত্যক্ষীভূত হয়। ঘন, তরল, আর বাষ্পীয় এই তিন পদার্থই তাপের এই গুণ বিশেষের বশবর্ত্তী। তন্মধ্যে বাষ্প সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তরল, তাহা অপেক্ষা ন্যূন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বশবর্ত্তী। দুগ্ধ তরল পদার্থ। কোন এক কটাহে দুগ্ধ রাখিয়া অধিক উত্তাপ দিলে উথলিয়া উঠে।

কটাহ ঘনপদার্থ, সুতরাং উত্তাপ লাগিলে উহার প্রসরণ তত লক্ষিত হয় না। দুগ্ধ তরল, সুতরাং ইহারই প্রসরণ বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। কিম্বা একটা মসকের প্রায় দশ আনা অংশ বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে মসকের সমুদয় বায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্বতোভাবে ফুলিয়া উঠিবে। কিন্তু এই প্রসরণ-নিয়ম সর্ব্বত্র-লব্ধ প্রসারণ নহে। জলের সম্বন্ধে ইহার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা পরে বিবৃত হইবে। যাহা হউক এই প্রসারণ গুণ অবলম্বন করিয়া তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই তাপমানযন্ত্র নানা পদার্থের হইতে পারে, তন্মধ্যে পারদ, বায়ু এবং সুরাসার (Alcohal) এই তিনটীই বিশেষ প্রশস্ত। কিন্তু এই তিনেরই নির্ম্মাণ বিধি একই রূপ। পারদের তাপমান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাহারই বর্ণন করা যাউক। প্রথমে ইহা কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা বলা যাউক। একটী কাঁচের নল তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় একটী আপাদমস্তক ছিদ্র থাকে। উক্ত নলের একভাগ অনাবৃত মুখ এবং আর একভাগ একটু প্রসারিত হইয়া একটী গোলাকার বর্ত্তুলের আকার ধারণ করিয়াছে, এই নলের একমুখ খোলা, সুতরাং বাহ্যবায়ু নলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। নলের মধ্যেও বায়ু আছে, এখন নলের সেই বর্ত্তুলাকার ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে নলস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হইতে থাকে; উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়। অধিক স্থান ব্যাপিতেছে বলিয়া নলের মধ্যে আর থাকিতে পারে না। উপরের মুখ খোলা আছে, সুতরাং উহা সেখান দিয়া বহির্গত হয়। এইরূপে নলের মধ্যে বায়ু শীতল না হইলে উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে একটী পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর। নলস্থিত বায়ু শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হইলে নলমধ্যে শূন্য হইয়া পড়ে। তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্রস্থিত পারদের কতক অংশ শূন্যস্থল পূর্ণ করিতে করিতে ক্রমে বর্ত্তুলাকার ভাগে গিয়া পড়ে ও তাহার কতকটা পূর্ণ করে। পরে সেখান হইতে উক্ত নলকে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ উক্ত বর্ত্তুলাকার ভাগ পরে নলের সমুদায় ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত কর। পারদ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে, ক্রমে ফুটিয়া যখন বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখন সমুদয় নলকে ব্যাপিয়া ফেলে এবং অবশিষ্ট বায়ুকে নল হইতে বহির্গত করিয়া দেয়। উক্ত নলে এবং উহার বর্ত্তুলাকার ভাগে পারদবাষ্প ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তখন উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে আবার পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর; এখন উক্ত নলে বায়ু আর নাই; সমুদয়ই কেবল পারদবাষ্পে পূর্ণ, উক্ত বাষ্প ক্রমে শীতল ও সঙ্কোচিত হইয়া তরল পারদরূপে পরিণত হয় এবং নলের কতকভাগ শূন্য করিয়া ফেলে; তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্রস্থিত পারদ ক্রমে নলের মধ্যে উঠিতে থাকে, নল ও উহার বর্ত্তুলাকার ভাগ পারদে পূর্ণ হয়। পারদ সম্পূর্ণ শীতল হয় নাই; এমন অবস্থায় সাবধানে উক্ত অনাবৃত মুখকে তুলিয়া অগ্নিতে গলাইয়া রুদ্ধ কর, তাহা হইলে আর বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহার পর সেই নল সম্পূর্ণ শীতল হইলে দেখা যায়, যে বর্ত্তুলাকার ভাগ ও নলের কিয়দংশ মাত্র পারদপূর্ণ অপরাংশ শূন্য থাকে।

এখন উহা লইয়া একটী তুষারপূর্ণ পাত্রে ডুবাও। তুষার তখন প্রথমতঃ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুষার নিতান্ত শীতল বলিয়া পারদ সঙ্কোচিত হইয়া নলের নিম্নদেশে পতিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় ১৫ মিনিটকাল রাখিলে যখন পারদ আর নামিয়া পড়ে না, তখন সেইখানে এক রেখা অঙ্কিত কর। যখনই কেন পারদকে দ্রবমাণ তুষারে বা তদ্বৎ অন্য কোন শীতল পদার্থে ডুবান যাউক না, সে ঐ রেখার নিম্নে কখনই আর নামিয়া পড়িবে না। তাহার পর উক্ত তাপমান নলকে লইয়া সমুদয় ভাগ ফুটন্ত জলপূর্ণ এক পাত্রে ডুবাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিলে তখন পারদ নলের যতদূর উঠিবে, সেখানে, সেই চরমসীমায়, আর এক রেখা অঙ্কিত কর। জলে যতই জ্বাল দেওয়া যাউক না কেন, পারদ তাহার উপরে আর কখনই উঠিবে না। এখন দুইটী রেখা হইল। প্রথমটীতে দ্রবমাণ তুষারের সংসর্গে পারদ নামিয়া পড়িলে অবনতির চরমসীমা ব্যক্ত করে, আর দ্বিতীয়টী ফুটজলে নিক্ষেপ করিলে নলের মধ্যে পারদের ঊর্দ্ধগতির চরমসীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক, যে ফুটজলের তাপ সকল সময়ে সমভাবে থাকে না। আর ভূবায়ুর পেষণ জন্য তাহার ইতরাবিশেষ হয়। যাহা হউক এখন মোটের উপর স্বীকার করিয়া লওয়া গেল যে সমভাবে থাকে। এখন জানা গেল যে, এই দুই রেখা দুইটী চরমসীমা ব্যক্ত করিয়া থাকে, প্রথমটী জলের ঘনীভাব বা তুষারাকার-বোধিকা, দ্বিতীয়টী বাষ্পীভাববোধিকা। এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী

ভাগকে একশত সমান ভাগে বিভক্ত করিলে শতাংশবোধক তাপমান হইবে। প্রথম রেখায় এক শূন্য বিন্দু এবং দ্বিতীয় রেখায় ১০০ একশত অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। এই সব অঙ্ক নলের উপর, কখন বা নলের আধারে থাকে। নলের উপর অঙ্ক রাখিতে গেলে উক্ত নলকে মোম দিয়া সর্ব্বতোভাবে আবৃত কর। পরে তাহাতে প্রথম রেখা হইতে দ্বিতীয় রেখা অর্থাৎ শেষ রেখা পর্য্যন্ত সূচিকা দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে সমান ভাগে অঙ্ক দিয়া সমুদায় নলকে হাইড্রোফ্লুরিক (Hydrofluoric) অম্লে ডুবাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পরে তুলিয়া মোম পরিষ্কার করিলে দেখা যাইবে, যে (উক্ত অম্লের সম্বন্ধে কাচের এক বিশেষ গুণ থাকায় তাহার সহযোগে) কাচে উক্ত অঙ্কিত স্থান সকল ক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত নলের বর্ত্তুলাকার ভাগকে অধোদিকে রাখিয়া সোজা করিয়া ধরিলে শূন্যবিন্দু হইতে পর-পর স্থিত অঙ্ক সকল তাপের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত রেখাবলীর মধ্যে কোন এক রেখার উর্দ্ধতন রেখা অপেক্ষাকৃত অধিকতর শৈত্য প্রকাশ করে

উক্ত শতাংশিক তাপমানযন্ত্র প্রথমে ব্যবহৃত হয়। এখন নিতান্ত সুবিধাজনক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশস্ত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাতা একৈক সুইডেনদেশীয় বৈজ্ঞানিক। তাঁহার নাম সেল্সিয়স (Celsius)। ইনি ১৭৭০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

এতদ্ভিন্ন ফারেণহাইট্ (Fahrenheit) নামক এক জন প্রুসিয়া দেশীয় বিজ্ঞানবিৎ এক তাপমান যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই তাপমান যন্ত্র ইংলণ্ডে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সেল্সিয়সের তাপমান হইতে বিভিন্ন। ঘনীভাববোধিকা হইতে বাষ্পীভাববোধিকা রেখা পর্য্যন্ত তাপমান ১৮০ ভাগে বিভক্ত। তাঁহার যন্ত্রে বাষ্পীভাব বিন্দুতে ২১২ ও ঘনীভাব বিন্দুতে ৩২ অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। শূন্যবিন্দু ঘনীভাব বিন্দু ৩২ অংশ নিম্নে; কারণ তাঁহার মতে লবণ ও তুষার একত্র হইলে নিম্নতম তাপক্রম উৎপাদন করে, সেইজন্য তিনি সেখানে শূন্য বিন্দু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উক্ত দুই তাপমান ভিন্ন আরও একটী তাপমান আছে। তাহার নাম রিউমার (Reaumer)। রিউমার নামক জনৈক রাসায়নিক এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন. ইহা উত্তর-জর্ম্মণিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বাষ্পীভাববোধিকা হইতে ঘনীভাববোধিকা রেখা ৮০ অংশে বিভক্ত। এই তিনপ্রকার তাপমানযন্ত্রের প্রয়োজন মতে দীর্ঘতার তারতম্য হইয়া থাকে এবং ঘনীভাব বিন্দু ইহার মধ্যস্থলে কখন ১০ ভেদে কখন বা ৫ ভেদে আবৃত হইয়া থাকে এবং তাপাংশ প্রকাশ করিতে গেলে ইহাদের পরস্পরের অঙ্কের উপরে এক বিন্দু থাকে। যেমন ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকালে তাপক্রম ৩৫°।

ইহাবিশেষ নিশ্চয় করিতে গেলে অর্থাৎ ফারেণহাইট তাপমানের সহিত সেলসিয়স্ বা রিউমার তাপমানের তুলনা কিম্বা সেলসিয়স বা রিউমার তাপমানের সহিত ফারেণহাইটের তুলনা করিতে গেলে এইরূপ করিতে হয়।

ফারেণহাইট ফ, সেলসিয়স্ স, রিউমার র,

ঘনীভাব বিন্দু হইতে বাষ্পীভাব বিন্দু ফএ ১৮০, সএ ১০০° ও রএ ৮০ অংশে বিভক্ত। সুতরাং ১৮০° ফ=১০০° স=৮০° র প্রত্যেককে ২০ দিয়া ভাগ দিয়া ৯° ফ=৫° স=৪° র

সুতরাং ১° ফ $\frac{৫}{৯}$ স=$\frac{৪}{৯}$ র আর ১° স=$\frac{৯}{৫}$° ফ=$\frac{৪}{৫}$° র এবং ১° র=$\frac{৯}{৪}$° ফ=$\frac{৫}{৪}$ র

এখন ইহাদ্বারা এক তাপমানের তাপাংশের অঙ্ক দিলে অপর দুই তাপমানের তাপাংশের অংশ সহজেই উপলব্ধি হয়। তাহার তিনটা নিয়ম নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু জানা উচিত ফএর ৩২=র ও সএর ০°, সুতরাং ফকে র ও সএ আনিতে হইলে পরে ৩২ যোগ করিয়া লইতে হইবে।

১ম নিয়ম। ফকে সএর বা রএর মতানুসারে করিতে হইলে অঙ্কপাত এইরূপ।

ফ=৩২
—
স=৯×৫
ফ=৩২
—
র=৯×৪

ফকে সএ আনিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ করিয়া সেই অবশিষ্ট অঙ্ককে $\frac{৫}{৯}$ দিয়া গুণ কর, যথা—

২১২° ফ=(২১২—৩২) $\frac{৫}{৯}$=১৮০×$\frac{৫}{৯}$=১০০° স।

ফকে রএ লইয়া আসিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ কর এবং অবশিষ্টকে $\frac{৪}{৯}$ দিয়া গুণ কর—

২১২°ফ=(২১২—৩২) $\frac{৪}{৯}$=১৮০×$\frac{৪}{৯}$=৮০ র।

২য়। সকে ফ বা রএ আনিতে হইলে—

$$ফ=\frac{স}{৫}\times ৯+৩২,$$

$$র=\frac{স}{৫}\times ৪$$

৩। রকে স বা ফএ আনিতে হইলে—

$$স = \frac{র}{৪} \times ৫$$

$$ফ = \frac{র}{৪} \times ৯ + ৩২$$

রকে সএ লইয়া আসিতে গেলে $\frac{৫}{৪}$ দিয়া গুণ করিতে হয়। যথা ৮০° র = ৮০ × $\frac{৫}{৪}$ = ১০০° স। রকে ফএ আনিতে গেলে $\frac{৯}{৪}$ দিয়া গুণ এবং সেই গুণফলে ৩২ যোগ কর।

যথা ৮০° র = ৮০ × $\frac{৯}{৪}$ = ১৮০ + ৩২ = ২১২ ফ।

পারদ ভিন্ন স্পিরিট এবং বায়ুরও তাপমান হইয়া থাকে। একটী স্পিরিটের তাপমান (Alcohol thermometer) অতি নিম্নতম তাপক্রম জানাইয়া দেয়। কারণ আলকোহল কখনও জমিয়া যায় না, কিন্তু পারদ ঘনীভাব বিন্দুর ৪০ অংশ নিম্নে জমিয়া যায়। সুতরাং তাহা অপেক্ষাও অল্পতর তাপক্রম জানিতে গেলে আলকোহলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত প্রকার তাপমানে অধিকতর তাপক্রম জানিতে পারা যায় না। কারণ শতাংশিক তাপমানের ৭৮ অংশ উঠিলেই আলকোহল ফুটিয়া উঠে। তাপক্রমের অল্প অল্প ইতরবিশেষ বুঝিবার জন্য বায়ুর তাপমান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত করিতে গেলে তাপমানের বর্ত্তুলাকারভাগ ও দণ্ডাকারভাগের কতক অংশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে নলের অপর অংশ কোন এক তরল পদার্থ দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। নলের মুখ সেই তরল পদার্থে মজ্জিত থাকে। সেই তরল পদার্থের প্রসরণ ও সঙ্কোচনই তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধির পর্য্যায়বোধক। যখন উক্তরূপ তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তখন অবশ্যই বর্ত্তুলাকার ভাগ উর্দ্ধদিক থাকে। বায়ুর তাপমানসকল নানা প্রকারের হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের নির্ম্মাণবিধি অতি সূক্ষ্ম ও অনেক অতি দীর্ঘ, সেইজন্য ইহাদিগকে সচরাচর ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ইহা আর সকল প্রকার যন্ত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতমরূপে তাপক্রম জ্ঞাপন করে।

এতদ্ভিন্ন আর এক ভেদজ্ঞাপক তাপমানযন্ত্র আছে। কোন একস্থলের তাপক্রমের সহিত নিকটবর্ত্তী স্থলের তাপক্রমের কত অন্তর তাহা জানিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দুইটী বর্ত্তুলাকার নলমুখ বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ এবং নিম্নদেশে আর একটী বক্র নলদ্বারা পরস্পর সংযত থাকে। উক্ত বক্রনল আবার কোন এক রঞ্জিত তরল পদার্থে পূর্ণ। আর এই নির্ম্মিত বক্রনলে তরল পদার্থ দুই সমীপ এক সমতলে অবস্থান করে। এখন যদি একদিকের বর্ত্তুলাকার মুখ আর একদিকের বর্ত্তুলাকার মুখ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে সঞ্চিত বায়ুর বিস্তারে পেষণ অধিকতর হইবে, সুতরাং একের তরলপদার্থ সেই পেষণে দ্বিতীয়ে পতিত হইবে। আর সেইরূপ যদি দ্বিতীয় উত্তপ্ততর হয়, তাহা হইলে প্রথম নলে ঐরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হইবে। বস্তুতঃও এরূপ যন্ত্রদ্বারা তাপক্রমে অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ভেদ নির্ণীত হইতে পারে।

যদিও পারদ-তাপমান যন্ত্রকে বিশেষজ্ঞগণ এবং যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তদনুরূপ উৎকৃষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়, তথাপি সময়ে সময়ে তাহার সংশোধন আবশ্যক।

১। শূন্যবিন্দু পরিবর্ত্তন। ঘনীভাববিন্দু মাসের মধ্যে শূন্য বিন্দু হইতে $\frac{১}{১০}$ অংশ উঠিয়া থাকে। সকল তাপমানেরই বিশেষতঃ আশুনির্ম্মিত তাপমান সকলের এইরূপ গতি। ইহার কারণ তাপমানযন্ত্রে পারদ পূর্ণ করা হইলে বর্ত্তুলাকার ভাগ সহসা শীতল হওয়ায় সঙ্কোচিত হয়, কিন্তু সেখানেও সঙ্কোচের চরমসীমা পায় না, তখনও অল্প অল্প সঙ্কোচিত হইতে থাকে এবং সেইজন্য তাহার পারদ নলের দিকে উঠিয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্কোচনশক্তি ক্রমে কমিতে থাকে এবং সেইজন্যই আশুনির্ম্মিত তাপমানে ইহা লক্ষিত হয়, সুতরাং পূর্ব্বে তাপমানে যে পর্য্যন্ত তাপ নির্দ্ধারিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু উপরে উপরে উঠিতে থাকিবে। এই দোষ সংশোধন করিতে গেলে তাপমান যন্ত্র মধ্যে মধ্যে দ্রবমান তুষারে নিমগ্ন করিতে হয়। প্রত্যেকবারে তাপাংশ কত দাঁড়াইল, তাহা মনে করিয়া রাখিলে ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পরীক্ষা দ্বারা পরস্পরের কত প্রভেদ তাহা লক্ষিত হয়। অর্থাৎ যদি শূন্য বিন্দু $\frac{২}{১০}$ তাপাংশ উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তাপক্রমে ঐরূপ $\frac{২}{১০}$ বাদ দিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

২। ইহা ভিন্ন আরও সাময়িক পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। ইহার কারণ তাপমানযন্ত্র উত্তপ্ত হইয়া সহসা শীতল হইয়া যাওয়া। এইজন্য কোন তাপমানযন্ত্রে বাষ্পীভাববিন্দু নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্বেই ঘনীভাববিন্দু নির্দ্দিষ্ট করা উচিত অন্যথা হইলে গণনা নিশ্চয়ই পরিশুদ্ধ হইবে না।

অধুনা তাপমান যন্ত্রদ্বারা তাপনির্ণয় করিয়া ঋতু মেঘবৃষ্টি প্রভৃতি কত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতেছে, তাহা নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। অল্প হইলে যাহা দ্বারা দুঃসাধ্য বা সুসাধ্য তাহা নির্ণীত হইতেছে ও অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইতেছে। [তাপ দেখ।]

তাপয়িষ্ণু (ত্রি) তাপ-ইষ্ণুচ্। ১ তাপনীয়, জ্বলনীয়। ২ যন্ত্রণাদায়ক।

তাপশ্চিত (ক্লী) তপসি চীয়তে চি-ক্ত স্বার্থে অণ্। ১ যজ্ঞভেদ। [যজ্ঞ দেখ।] ২ যজ্ঞাগ্নিভেদ।

তাপস (ত্রি) তপঃ শীলমস্য তপস্-ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২) ১ তপস্বী, তপশ্চরণশীল।

"তাপসেম্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাহরেৎ।" (মনু ৬।২৭)

(পুং) ২ দমনকবৃক্ষ। ৩ বকপক্ষী। ৪ ইক্ষুবিশেষ। (সুশ্রুত ১।৪৫)

(ক্লী) ৫ তমালপত্র। তেজপাত। (রাজনি°)। ৬ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী পৌরাণিক জনপদ। টলেমি *Tabassi* নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান অবস্থিতি খান্দেশের মধ্যে অনুমিত হয়।

তাপসক (পুং) তাপস অল্পার্থে কন্। সামান্য যোগী, যে ব্যক্তি অল্পদিন মাত্র তপস্যারত হইয়াছে।

তাপসজ (ক্লী) তাপসাৎ জায়তে জন-ড। তেজপাত।

তাপসতরু (পুং) তাপসপ্রিয় স্তরুঃ মধ্যপদলোপীকর্ম্মধা°। ইঙ্গুদীবৃক্ষ, তপস্বীরা এই বৃক্ষজাত তৈল ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইহার নাম তাপসতরু বা তাপসদ্রুম।

তাপসদ্রুম (পুং) তাপসপ্রিয়ঃ দ্রুমঃ। ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

"ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

তাপসদ্রুমসন্নিভা (স্ত্রী) তাপসদ্রুমেণ সন্নিভা তুল্যা ৩তৎ। গর্ভদাত্রীক্ষুপ, গর্ভদাগাছ। (রাজনি°)

তাপসপত্রী (স্ত্রী) তাপসপ্রিয়ং পত্রং যস্যা বহুব্রী জাতত্বাৎ ঙীষ্। দমনকবৃক্ষ। (রাজনি°।

তাপসপ্রিয় (পুং) তাপসানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, পিয়ালগাছ। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। "পীতপুষ্পোঽঙ্গারপুষ্পইঙ্গুদীতাপসপ্রিয়।" (বৈদ্যক রত্নমা°) (ত্রি) ৩ তাপস প্রিয়মাত্র।

তাপসপ্রিয়া (স্ত্রী) তাপসানাং প্রিয়া ৬তৎ। দ্রাক্ষা, কিস্মিস্। (রাজনি°) [দ্রাক্ষা দেখ।]

তাপসবৃক্ষ (পুং) [তাপসতরু দেখ।]

তাপসেষ্ট (তাপসপ্রিয় দেখ।]

তাপসেষ্টা (তাপসপ্রিয়া দেখ।]

তাপস্য (ক্লী(তাপসস্য ধর্ম্ম ষ্যঞ্। তাপসধর্ম্ম, তপস্বীদিগের ধর্ম্ম। "স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ। (মনু ১।১১৪) বাণপ্রস্থের হিতকর ধর্ম্মই তাপস্য, এই তাপস্যই মোক্ষের একমাত্র সাধন। পূর্ব্বে রাজর্ষিগণ এই ধর্ম্ম অন্তিমে আশ্রয় করিতেন।

তাপস্বেদ (পুং) তাপেন স্বেদঃ ৩তৎ। স্বেদক্রিয়াবিশেষ, সেক দেওয়া। [স্বেদক্রিয়া দেখ।]

তাপহর (ত্রি) তাপং হরতি হৃ-ট। তাপনাশক, স্নিগ্ধকর।

তাপহরী (স্ত্রী) তাপহর স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ব্যঞ্জনবিশেষ, ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—হরিদ্রামিশ্রিত ঘৃতদ্বারা মাসকলায়ের বটী ও সুধৌত তণ্ডুল একত্র ভাজিয়া লইবে। অনন্তর ঐ উভয় দ্রব্য সিদ্ধ হইলে পরে তৎপরিমাণ জল দিয়া উহাদিগকে পাক করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে যথোপযুক্তমাত্রা সৈন্ধব, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিবে। এইরূপে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাকে তাহারা বা তাপহরী বলে। ইহার গুণ বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, শরীরের উপচয়কারক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, গুরু এবং ইহার উপাদান সামগ্রীতে যে যে গুণ আছে ইহাতেও সেই সেই গুণ অবস্থিত করে। (ভাবপ্র°)। (ত্রি) তাপহারিণী মাত্র।

তাপায়ন (পুং) বাজসনেয়ীশাখা-ভেদ।

তাপিক (ত্রি) তাপে তাপকালে ভবং ঠঞ্। গ্রীষ্মভব জলাদি।

তাপিচ্ছ (পুং) তাপিনং ছাদয়তি ছদ-ড পৃষো° সাধুঃ।

[তাপিঞ্জ দেখ।]

তাপিঞ্জ (পুং) তাপিনং ছদতি আচ্ছাদয়তি ছদ্-ড পৃষোদরা° সাধুঃ। ১ তমালবৃক্ষ।

"অঙ্কোনিক্ষিপদঞ্চনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্জ গুচ্ছাবলীং।"

(গীতগো° ১১।১১)

(ক্লী) ২ তাপিঞ্জপুষ্প।

তাপিঞ্জ (ক্লী) তাপিনং জয়তি জি-ড। ১ ধাতুমাক্ষিক। (পুং) ২ তমালবৃক্ষ। ৩ নিসন্দে গাছ।

তাপিত (ত্রি) তপ-ণিচ্-ক্ত। তাপযুক্ত, দুঃখিত, যন্ত্রণাযুক্ত।

"তারিণী ত্বরিতে তার, তাপিত তনয় তোর," (শ্রীদাশর° ২৬২)

তাপিন্ (ত্রি) তাপয়তি তাপ-ণিনি। ১ তাপক। তপ-ণিনি। ২ তাপযুক্ত। (পুং) ৩ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°)

তাপী (স্ত্রী) তাপয়তি তপ-ণিচ্ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নদীভেদ, এই নদী পশ্চিমবাহিনী ও বিন্ধ্যাচল হইতে আবির্ভূতা হইয়াছে।

"তাপীপয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা ক্ষিপ্রা চ ঋষভা নদী।

বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ॥" (মাৎস্য ১১৩২৭)

বিষ্ণুপুরাণের মতে এই নদী সহ্যপাদোদ্ভবা। (বিষ্ণুপু° ২।৩।১১)

এই নদীর জল ঘন, শীত, পিত্তঘ্ন, কফকর, বাতদোষহর, হৃদ্য, কণ্ডু ও কুষ্ঠনাশক। (হারীত ৭ অ°)

স্কন্দপুরাণে তাপীখণ্ডে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। জগৎবিখ্যাত সোমবংশে সম্বরণ নামে এক রাজা ছিলেন। বরুণ অগস্ত্য মুনির শাপে সম্বরণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজা কঠোর তপঃসাধন করিয়া সূর্য্যকন্যা তাপীকে

ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। এই তাপী অশেষ পাপদহনী ও অতিশয় রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। [তপতী দেখ।]

তাপীর নাম। তাপীর একবিংশতি নাম—সত্যা, সত্যোদ্ভবা, শ্যামা, কপিলা, কাপিলা, অম্বিকা, তাপনী, তপনা হার্দ্দা, নাসিকোদ্ভবা, সাবিত্রী, সাহস্রকরা সনকা, অমৃতস্যন্দনা, সুষুম্না, স্বস্থরমণী, সর্পা, সর্পবিষাপহা, তিগ্মতিগ্মরয়া (?), তারা, তাম্রা।

মাহাত্ম্য। যাহারা তাপীতে স্নান করে, তাহারা সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাপী নাম উচ্চারণ করে, তাহাদেরও পাপ দূর হয়।

আষাঢ়মাসে তাপীতে স্নান-দানাদির ফল। দ্বাদশমাসের মধ্যে আষাঢ়মাসের সদৃশ মাস নাই, যেহেতু এই মাসে জগৎপতি শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অনন্তশয্যায় শয়ন করেন এবং এই মাসে বিশ্বকর্ম্মা ভূতসকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

"আষাঢ় সদৃশো মাসো ন মাঘো ন চ কার্ত্তিকঃ।
যত্র সৃষ্টানি ভূতানি ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণা ॥"
"যস্মিন্মাসে সুখীভূত্বা যোগনিদ্রাজগৎপতিঃ।
শেতে ভুজঙ্গশয়নে লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনঃ ॥"(তাপীখ° ৩।২১-২২)

আষাঢ়মাসে তাপীতে স্নান করিলে সকলপ্রকার পাপ বিমুক্ত হয়। প্রয়াগে গমন করিয়া মাঘমাসে দ্বাদশবার স্নান করিয়া যে পুণ্যলাভ করিয়া থাকে, আষাঢ়মাসে এই তাপীতে একবার স্নান করিলে তদপেক্ষা অধিক পুণ্যলাভ হয়।

যদি কোন লোক কপটতা করিয়া ইহাতে স্নান করে, তাহা হইলেও তাপীর মাহাত্ম্যানুসারে তাহার শতজন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস হয়। যদি বালস্বভাবতঃ আষাঢ়মাসে তাপীতে ক্রীড়া করিয়া স্নান করে, তাহা হইলে তাহার দেবালয়, বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার পুণ্যলাভ হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য কামনা করিয়া ইহাতে স্নান করে, সে সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া অশ্বমেধ ফললাভ করে।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আষাঢ়মাসে যাহারা স্নান করে, তাহারা সকল পাপ মুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

"জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি আষাঢ়ে ভাস্বজাজলং।
সেবেত মানবো যস্তু যাতি ব্রহ্ম সনাতনং ॥" (তাপীখ° ৩।৩০)

তাপীর মৃত্তিকা শরীরে লেপন করিয়া অন্যত্র স্নান করিলে জন্মান্তরকৃত পাতক নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়।

আষাঢ় মাসে তাপীতীরে যে দীপদান করে, সে সহস্র কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকে।

"যো দীপদানং কুরুতে আষাঢ়ে তপতীতটে ॥"
কুলকোটীসহস্রাণি স তারয়তি মানবঃ ॥" ((তাপী° ৩।৪১)

কুরুক্ষেত্রে প্রভৃতি সুবর্ণদান করিলে যে পুণ্য হয়, এই তাপীতটে কেবল দীপদানে সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্র, কাশী, নর্ম্মদা প্রভৃতি স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, আষাঢ়মাসে তপতীতে নিমেষার্দ্ধ স্নান করিলে সেই ফল পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রে তথা কাশ্যাং নর্ম্মদায়ান্ত যৎফলং।
তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন তপত্যামাষাঢ়সেবনাৎ ॥" (তাপীখ° ৩।৫০)

তাপী নদীর উভয়তীরে ১০৮টী মহালিঙ্গ বিদ্যমান, তাপীখণ্ডে তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তপনে তপনেশ, ধর্ম্মক্ষেত্রে, ধর্ম্মেশ, গোকর্ণে সিদ্ধনাথ, পার্ব্বতীবনে মহেশ, চ্যবনক্ষেত্রে সুজাতীশ্বর, নিষ্কলঙ্ক মুনির ক্ষেত্রে পঞ্চশিখের লিঙ্গ, পুরুরবার ক্ষেত্রে নরবাহনলিঙ্গ, বালক্ষেত্রে বাল, শ্রাবণক্ষেত্রে ককোলসঙ্গমে ক্রীড়ালিঙ্গ, পাঞ্চালমুনির ক্ষেত্রে পুণ্ডরীকেশ্বর, জৈমিনিক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, গাধিসুতক্ষেত্রে ভরতেশ, বৈরোচনক্ষেত্রে বিরোচনেশ্বর, কল্লোলকূট ও গাধীশ্বর বহ্নিক্ষেত্রে অর্ব্বুদ, নলেশ্বর, ধুন্ধুমারেশ্বর, কর্কোটক, পল্লকোষেশ্বর ও হয়গ্রীব মহালিঙ্গ, খদ্যোতনাথক্ষেত্রে কান্তবীর্য্যাখ্যলিঙ্গ, কুম্ভক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠ ও সুকণ্ঠ, ভৃগুক্ষেত্রে চন্দ্রচূড়, পাশুপতক্ষেত্রে উগ্র, তারকক্ষেত্রে তারেশ, শশিভূষণক্ষেত্রে হংস, বশিষ্ঠক্ষেত্রে মুচুকুন্দেশ্বর ও কুণ্ডলক লিঙ্গ, বুধেশে বিমলেশ্বর, কুশমুনির ক্ষেত্রে কমল ও নীলকণ্ঠ, অরুন্ধতীবনে শান্তেশ, কুঞ্জর, বোচক, পুষ্কর, লক্ষেশ, দুর্ব্বারেশ্বর, জামদগ্ন্যেশ ও আশাপ্রদ্যোতনেশ্বর; পূর্ব্বে বামনেশ, সুন্দরে সুন্দরেশ, রাঘবক্ষেত্রে রামেশ, নন্দনে মৃকণ্ডেশ, শরভঙ্গ মুনির ক্ষেত্রে উজ্জ্বলেশ্বর, সূর্য্যক্ষেত্রে মহালিঙ্গ, পরমুক্তিতে সুরেশ্বর লিঙ্গ ও অভয়াশক্তি, নাগক্ষেত্রে নন্দেশ, নারদক্ষেত্রে আলেশ্বর, ব্রহ্মক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, প্রকাশার উপর মতঙ্গক্ষেত্রে গঙ্গেশ্বর, অর্জ্জুনক্ষেত্রে অর্জ্জুনেশ, যৌধিষ্ঠিরক্ষেত্রে শ্রীকরেশ্বর, অম্বিকাক্ষেত্রে অম্বেশ, কৃষ্ণাশিবক্ষেত্রে, কল্মষাপহ, পঞ্চমুখক্ষেত্রে আমর্দ্দকেশ্বর, কপিলক্ষেত্রে সিংহেশ্বর ও ব্যাঘ্রেশ্বর, চতুর্ভুজক্ষেত্রে চতুর্ভুজেশ্বর, বৃহন্নদীতীরে মল্লেশ্বর ও ভূতেশ্বর, গৌতমক্ষেত্রে গৌতমেশ্বর, নারদক্ষেত্রে গলিতেশ, এইখানে রক্তসরিত্তীরে শ্রীকণ্ঠের ক্ষেত্রে রক্তেশ্বর লিঙ্গ এবং ষোড়শী শক্তি; বরুণক্ষেত্রে প্রাচেতস ও বাসবেশ, ভীমকক্ষেত্রে ভীমেশ্বর, করঞ্জপাবনক্ষেত্রে করঞ্জেশ্বর, খঞ্জনমুনির ক্ষেত্রে খঞ্জনেশ্বর ও বঞ্জকেশ, কশ্যপের ক্ষেত্রে কশ্যপেশ, ভৈরবীক্ষেত্রে ভৈরব, মোক্ষেশ্বর, ভৈরবীশক্তি, ধূতপাপ ও কামপালেশ্বর, মল্লিক্ষেত্রে মল্লেশ্বর ও পরজ্ঞীশ্বর, নীলাম্বরক্ষেত্রে কোটীশ্বর, অজপালীশ্বর ও একবীরা শক্তি, রাক্ষসক্ষেত্রে রুদ্র ও দণ্ডপাণি,

অম্বরীষের ক্ষেত্রে অম্বরীষেশ্বর, অশ্ব বা অশ্বিনীকুমারক্ষেত্রে মহাতীর্থ এবং কাতরীশ্বর লিঙ্গ, গঙ্গাক্ষেত্রে গুপ্তকেশ্বর বা গুপ্তেশ্বর, লোমশের ক্ষেত্রে লোকেশ্বর, তপতীনদীর উত্তর-বেদীতে বিশ্বেশ্বর ও কাপালিক লিঙ্গ, পুষ্করাকক্ষেত্রে সুরেশ্বর, নারদেশ, কামলেশ, সম্বরণেশ্বর ও তপতী স্থাপিত তপনেশ লিঙ্গ, কুরুক্ষেত্রে কৌরবনামক মহালিঙ্গ, সোমক্ষেত্রে সোমেশ, জনকেশ্বর ও মোক্ষেশ্বর; কুমুদাক্ষেত্রে অটবোশ্বর, রাঘবক্ষেত্রে রামেশ্বর, শতানীকক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুরক্ষেত্রে দেবেশ্বর, পিণ্ডেশ্বর দর্ভাবতীপতি, গুবৎকারমুনির ক্ষেত্রে ও তপসীসঙ্গমে তিনটী নাগেশ্বর। মোট ১০৮ লিঙ্গস্থান আছে। শ্রাদ্ধকালে এই ১০৮ লিঙ্গের নাম পাঠ করিবে। পাঠ করিলে সত্যলোকে পিতৃসকল সুধারস দ্বারা পরিতৃপ্ত হন; অপুত্র পুত্র, নির্ধন ধন এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করে। তাপীনদীতে স্নান করিয়া পাঠ করিলে পৃথিবীর সকল তীর্থের ফললাভ হয়। এতদ্ভিন্ন তাপীখণ্ডে আর কএকটী প্রধান তীর্থের উল্লেখ আছে।

গোলানদী—এই নদী কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, ইহাতে স্নানাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

তাপীতটে গোলানদীর জলে স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ হয় এবং তাহার সপ্তজন্মের মধ্যে কুষ্ঠ হয় না।

অক্ষমালাতীর্থ—তপতীর বিভব দেখিয়া মহাত্মা গৌতমের হস্ত হইতে অক্ষমালা পতিত হইয়াছিল, সেই অবধি এই স্থান অক্ষমালাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একটী প্রধান তীর্থ। ইহাতে যে নর পিণ্ডদান ও স্নানাদি করে, তাহার নিরাময় পদ এবং পিতৃগণের অক্ষয়াতৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। এই তীর্থে সঙ্গমেশ্বর নামে গুপ্ত ত্র্যম্বক লিঙ্গ আছেন, ইহার পূজাদি করিলে সকল প্রকার মনোরথ সিদ্ধি হয়।

গঙ্গতীর্থ—তপতীর উত্তরকূলে যেখানে গৌতমীর সহিত তাপীর সঙ্গম হইয়াছে, সেইস্থানে এই তীর্থ আছে, এই তীর্থ মনুষ্যদিগের সকল প্রকার পাপনাশক। যাহারা তাপীসাগর-সঙ্গমে সস্ত্রীক স্নান করিয়া জরৎকন্যাকে দেখে, তাহাদের কোন সময়ে বিয়োগ হয় না এবং যাহারা প্রসঙ্গক্রমে বা দৈবাৎ এইখানে আসিয়া স্নানাদি করে, তাহা হইলে, তাহারা নিরাপদ প্রাপ্ত হয় ও পিতৃদিগের তর্পণাদি করিলে তাহা অক্ষয় হয়। (স্কন্দপুরাণ তাপীখ°)।

এই ত তাপীর পৌরাণিক কথা। এখন এই নদী তপ্তী বা তাপ্তী নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের একটী প্রধান নদী।

মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় (অক্ষা° ২১°৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১৫´ পূঃ) ইহার উৎপত্তিস্থান। মুলতাই নগরে (অক্ষা° ২১° ৪৬ ২৬ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৮´ ৫৬˝ পূঃ) একটী পবিত্র তীর্থ আছে, অনেকে তাহা হইতে তাপ্তীনদীর উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন।

প্রথমে মুলতাই নগর হইতে প্রবলবেগে সুজলা সুফলা ভূমির উপর দিয়া আসিয়া সাতপুরা পাহাড়ের দুইটা শাখা ভেদ করিয়াছে, ইহার বামধারে বেরারস্থ চিকলদা পাহাড় ও ডানধারে কালাভিৎ গিরিমালা। প্রায় ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত তাপ্তীর উপত্যকায় তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ চলিয়াছে। এইরূপে সাতপুরা পাহাড় হইতে নিম্নমুখে আসিয়া সুগভীর ও প্রায় ৭৫ হইতে ১০০ হাত বিস্তৃত স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে আবার জল এত কম যে, গ্রীষ্মকালে অনায়াসে হাটিয়া পার হওয়া যায়। ইহাতে উভয়তট উচ্চ হইলেও তেমন চড়া নাই। কেবল বাঁকের মুখ ছাড়া সর্ব্বত্রই উভয় তীরভাগ ক্রমশঃ ঢালু ও নানাবিধ বৃক্ষতৃণগুল্মলতাকীর্ণ দেখা যায়।

তৎপরে তাপ্তী খান্দেশের উচ্চভূমিতে আসিয়াছে। এখানে পূর্ব্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০ হইতে ৭৫০ ফিট্ উচ্চ হইবে। তথা হইতে ক্রমে নিম্নমুখী হইয়া যে মালভূমি সুরাট জেলা হইতে খান্দেশকে পৃথক্ করিতেছে, তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানে তাপ্তীনদী হইতে অনেকগুলি শাখা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে বামধারে পূর্ণা, বাঘর, গিরণা, বোরি, পাঁজড়া ও শিবা এবং ডানধারে সুকি, অনের, অরুণাবতী, গোমই (গোতমী) ও বালহা প্রধান। খান্দেশের প্রথম ১৬ মাইল সমতল ও সুন্দর কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষ ২০ মাইলের দুইধারে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গবেষ্টিত নিবিড় জঙ্গল স্পর্শ করিয়াছে, এ অংশে লোকালয় নাই, মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর অরণ্যবাসী ভীলজাতির কুটীর দৃষ্ট হয়।

এখানে তাপী পাষাণের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রবল স্রোতাকার ধারণ করিয়া অতি অল্প পরিসর স্থান দিয়া পতিত হইতেছে। এই সঙ্কীর্ণ পথের নাম 'হরণফাল' অর্থাৎ হরিণলম্ফ। ইহারই পর গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তর আরম্ভ। ঐ অংশে তাপ্তী কখন খুব চৌড়া আবার কোথাও খুব সরুমুখে নানা গিরি, দরী ও নির্জ্জন বনরাজি ভেদ করিয়া প্রায় ৫০ মাইল আসিয়াছে। দাব নামক জঙ্গল পার হইয়াই পশ্চিমমুখী হইয়া সুরাট জেলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এখানে রাজপিপ্লার পাহাড় ছাড়া আর কোন শৈল তাপ্তীর মুখে পতিত হয় নাই; এখান হইতে ৭০ মাইল গিয়া

তাপ্তী সাগরে মিলিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও নাতি উর্ব্বর কোথায় বা সমধিক শস্যশালী কৃষিক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আম্‌রোলী হইতে সুরাট নগর পর্য্যন্ত তাপীর এক প্রকাণ্ড বাঁক আছে। আম্‌রোলী হইতে স্থলপথে সুরাট এক ক্রোশের অধিক হইবে না। কিন্তু জলপথে আসিতে হইলে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ ঘুরিতে হয়। সুরাট হইতে দক্ষিণপশ্চিম-মুখী হইয়া প্রায় ৪ মাইল আসিয়াই খুব চৌড়া হইয়া দক্ষিণমুখে সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

তাপ্তী দৈর্ঘ্যে ৪৫০ মাইল এবং প্রায় ত্রিশহাজার বর্গ-মাইল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও সকল স্থানে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। এমন কি ইহার মোহানা হইতে ১৭ মাইল উপরে জোয়ার গেলে স্থানে স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। মোহানার নিকট বিস্তর বালি ও চড়া আছে, সেইজন্য পোতাদি সকল সময় নিরাপদ নহে। সুরাট বন্দরে যে সকল জাহাজ আসিয়া লাগে, তাহা এই নদী দিয়াই যায়।

আশ্বিন হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত এখানে নির্ব্বিঘ্নে জাহাজাদি নঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তৎপরে আর নিরাপদ নহে। মোহানার নিকটে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৃক্ষশ্রেণীও দেখা যায়, কিন্তু স্রোতের সময় তাহার অনেক স্থান ডুবিয়া যায়।

সকল স্থানে সুবিধামত জোয়ার-ভাটা খেলে না। বরাচা হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বেশ জোয়ারভাটা চলে।

এই নদীতে বড় পলি পড়ে, সেজন্য ইহার গতি পরিবর্ত্তন দেখা যায় এবং বাণের সময় কূল ভাসাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম-নগরাদি প্লাবিত করে। পূর্ব্বে দশ বিশ বর্ষ অন্তর এক একবার ভয়ানক বন্যা হইত, তাহাতে সুরাট ও নিকটবর্ত্তী জনপদের কত প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে, কত দ্রব্যজাত নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন আর পূর্ব্বে-কার মত সেরূপ ভীষণতর বন্যা হয় না, তাই রক্ষা। কিন্তু পলি পড়ার কামাই নাই। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ নানা কৌশল করিয়াও তন্নিবারণে কিছুমাত্র সমর্থ হন নাই।

তাপ্তীর মোহানায় সুবেলী নামে একটী বিধ্বস্ত বন্দর দেখা যায়। এক সময় য়ুরোপীয় বণিক্‌গণের বহুতর বাণিজ্য-পোত এখানে উপস্থিত হইত। ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সুবেলীকে আর বন্দর বলা যায় না, পলি পড়িয়া এখানে নদীর স্রোত বন্ধ হওয়ায় এই প্রাচীন বন্দর পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তাপ্তী নদীর উত্তরতীরে যেমন বিস্তর হিন্দুতীর্থ আছে, সেইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্রেরও অভাব নাই। প্রসিদ্ধ অজন্তা (অজন্ট)-গুহা তাপ্তীর দক্ষিণকূলে অব-স্থিত। ইহার তটে বাঘ নামক স্থানে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বৌদ্ধদিগের খোদিত তিনটী গুহা দেখা যায়।

প্রতি দ্বাদশবর্ষ অন্তে তাপ্তীর তীরবর্ত্তী বোড়ন নামক গ্রামে মহামেলা হইয়া থাকে; তাহাতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। সুরাটের দুই মাইল দূরে গুপ্তেশ্বর ও অশ্বিনীকুমার তাপ্তীর তীরে এখন সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। এখনও শত শত হিন্দু ঐ তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে তাপী-খণ্ডে ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখনও অনেক লোক গুপ্তেশ্বরে শবদাহ করিতে আসে। অনেকের বিশ্বাস, এখানে তাপ্তীর সহিত গঙ্গা মিলিত হইয়াছেন।

"দশ কেদারযাত্রায়াং যৎপুণ্যঞ্চ নৃণাং ভবেৎ।
তৎফলং শিবযোগেন শ্রীগুপ্তেশ্বরদর্শনাৎ॥
সুগুপ্তা যত্র গঙ্গা চ তপত্যা সহসঙ্গতা।
তস্য তীর্থস্য কো নাম মহিমা বর্ণ্যতে তব॥ ৮॥
ব্রহ্মহত্যাভিভূতোহং পুরা গঙ্গাগতোপি চ।
সুগুপ্তঞ্চ তদা যাতি স্নাতুং গঙ্গা-সরিদ্বরা॥ ৯॥
কিং গঙ্গেতি প্রবদতা গচ্ছ মালাকরে ধৃতা।
ততো বৈ সা ভবৎ গুপ্তা দাহমত্রৈব সংস্থিতঃ॥ ১২॥
অস্য তীর্থসমং তীর্থং কুত্র কুত্র ন বিদ্যতে।
দাহং বিনাত্র পুরুষো যাতি খং বারিসেবনাৎ॥" ১৩॥

তাপ্তী নদীর মোহানার নিকট বারিতাপ্য নামক এক তীর্থ আছে ইহার বর্ত্তমান নাম বারিআব। কথিত আছে, এখানে তপতী তপস্যা ও তপতেশ লিঙ্গ স্থাপন করেন। তাহার পশ্চিমে কিছুদূরে একটী কুরুক্ষেত্র আছে।

তাপীখণ্ডের মতে—এই পুণ্যক্ষেত্রে তপতীর পুত্র কুরু কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই স্থান কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হয়। (তাপীখ° ৬৮ অঃ)

তাপীসাগরসঙ্গমও একটী বিখ্যাত তীর্থ। ইহার কিছুদূরে নাবিকদিগের সুবিধার জন্য একটী অত্যুচ্চ ইষ্টক-নির্ম্মিত আলোঘর আছে। সমুদ্রে প্রায় আট ক্রোশ দূর হইতে তাহার আলো দেখা যায়।

তাপীজ (পুং) তাপ্যা নদ্যাঃ সমীপে আকরভেদে জায়তে জন-ড। মাক্ষিকধাতু।

"এবঞ্চ মাক্ষিকং ধাতুং তাপীজমমৃতোপমং।" (সুশ্রুত)

[মাক্ষিক দেখ।]

তাপীসমুদ্ভব (ত্রি) ১ তাপীনদীর তীরে বা তাহার নিকটে

উৎপন্ন। (ক্লী) ২ অগ্নিপ্রস্তর অথবা খনিজ পদার্থভেদ। ৩ মণিভেদ।

তাপেশ্বর (পুং) তীর্থভেদ। (শিবপু°)

তাপ্য (ক্লী) তাপে হিতং তাপ-যৎ। ধাতুমাক্ষিক, হেমচন্দ্র এই শব্দ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাপ্যক (ক্লী) তাপ্যমেব স্বার্থে কন্। ধাতুমাক্ষিক।

তাপ্যুত্থসংজ্ঞক (ক্লী) তাপ্যং সংজ্ঞা যস্য বহুব্রী, কপ্। ধাতুমাক্ষিক।

তাবুব (ক্লী) [বৈ] বিষঘ্ন ঔষধভেদ।

তাম (পুং) তাম্যত্যনেন তম করণে ঘঞ্। ১ ভীষণ। ২ দোষ। ৩ গ্লানিকরণ। ৪ গ্লানি।

তামর (ক্লী) তামং গ্লানিং রাতি রা-ক। ১ জল। ২ ঘৃত।

তামরস (ক্লী) তামরে জলে সরতি সস্-ড। ১ পদ্ম। তামাতে হনেন রসস্তে ইতি রসং কর্ম্মধা°। ২ স্বর্ণ। ৩ তাম্র। ৪ ধুস্তুর। ৫ সারস। ৬ ছন্দোভেদ। ইহা দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত। ইহার ৫।৮।১১।১২ বর্ণ গুরু।

"ইহ বদ তামরসং নজজাযঃ।"

"স্ফুটসুষমামকরন্দমনোজ্ঞং
ব্রজললনানয়নালিনিপীতং
তব মুখতামরসং মুরশত্রো
হৃদয়তড়াগবিকাশি মমাস্তু॥" (ছন্দোম°)

তামরসী (স্ত্রী) তামরস-ঙীপ্। পদ্মিনী।

তামলকা (স্ত্রী) ভূম্যামলকী।

তামলিপ্ত (পুং) দেশভেদ, তমলুক। [তমলুক ও তাম্রলিপ্ত দেখ।]

তামলিপ্তক (পুং) তামলিপ্ত স্বার্থে কন। তমলুক দেশ।

তামলী (দেশজ) জাতিভেদ। [তাম্বুলী দেখ।]

তামস (পুং) তমস্তমোগুণঃ প্রধানত্বেনাস্ত্যস্য ইতি অণ্। ১ সর্প। ২ খল। ৩ উলূক। ৪ চতুর্থ মনু, এই মন্বন্তরে বিষ্ণুর অবতার হরি, ইন্দ্র ত্রিশিখ, দেবতা বৈধৃতিগণ, জ্যোতির্ধাম প্রভৃতি সপ্তর্ষি, বৃষখ্যাতি নরাদি মনুপুত্রগণ। (ভাগ° ৮।১।২৪ অ°)। (ত্রি) ৫ তমোগুণযুক্ত। ৬ তমঃপ্রধানগুণক, যাহার তমোগুণ প্রধান। তমোহধিকৃত্য প্রবৃত্তং অণ্। তমোগুণাধিকার দ্বারা প্রবৃত্ত শাস্ত্রবিশেষ, তামস শাস্ত্রের বিষয় পদ্মপুরাণে এই প্রকার লিখিত আছে।

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥" (পদ্মপু,)

প্রথম পাশুপত নামক শৈবশাস্ত্র, কণাদোক্ত মহৎ বৈশেষিক শাস্ত্র, গৌতমোক্ত ন্যায়শাস্ত্র, কপিলোক্ত সাংখ্য, জৈমিনিকথিত মীমাংসা, বৃহস্পতিকথিত চার্ব্বাকশাস্ত্র, বুদ্ধরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক বৌদ্ধশাস্ত্র, শঙ্করাচার্য্যকথিত মায়াবাদযুক্ত বেদান্তশাস্ত্র, এই সকল তামস শাস্ত্র। ইহা শ্রবণ করিলে জ্ঞানীদিগেরও পাতিত্য জন্মে। এই সকল তামস শাস্ত্রে বেদের প্রকৃত অর্থ তিরোহিত হইয়াছে এবং ইহাতে কর্ম্মনাশ হয়; জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠরূপ নির্গুণরূপে দর্শিত হইয়াছে। জগতের নাশের নিমিত্ত কলিযুগে এই সকল শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে।

তামস তন্ত্রের বিষয় কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। এই জগতে শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র আছে, তাহা সকলই তামস শাস্ত্র। কপাল, ভৈরব, যামল, বাম এই সকল তামস শাস্ত্র।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ছয়খানি করিয়া সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। তাহার মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ এই ৬ খানি তামসপুরাণ। এই সকল তামসপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ এই ৬ খানি সাত্ত্বিকপুরাণ, এই সাত্ত্বিকপুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্ম এই ৬ খানি রাজসপুরাণ। এই রাজসপুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (মৎস্যপু°)

কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, জমদগ্নি ইহারা কয়জন তামস মুনি। গৌতম, বার্হস্পত্য, সাংবর্ত্ত, যম, শঙ্খ, ঔশনস এই কয়খানি তামস স্মৃতি।

মনুষ্যদিগের স্বভাবতই তিনপ্রকার শ্রদ্ধা আছে—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যাহারা ভূত ও প্রেতাদির উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উপাসনা করে, তাহাদের তামসী শ্রদ্ধা জানিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত আহার, যজ্ঞ, তপ, দান প্রভৃতি সাংসারিক জগতের কার্য্যই ত্রিবিধ। অপক্ব এবং বিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।) পূতিমৎ, পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য আহার তামস আহার এবং এই আহারই তামস লোকদিগের প্রিয়।

অতি দুরাগ্রহদ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানা প্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপ করা হয়, তাহাই তামস তপ, এবং তামস প্রকৃতির লোকেরাই এই প্রকার তপস্যা করিয়া থাকে।

দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে

যে কোন কালে বা যে কোন পাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা যায়, তাহার নাম তামস দান।

ভবিষ্যতের অশুভফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয় ও পরিজনাদির ক্ষয় এবং প্রাণিহিংসা ও আত্মসামর্থ্যাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান বা অবিবেক বশে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসক্রিয়া।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থাৎ কোন কার্য্যেই বিশেষরূপ মনোযোগ করে না, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কৃত, নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিতে না পারিয়া প্রকৃতিবশে যে কোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হয়, তদনুসারে কার্য্য করিয়া ফেলে, জ্ঞান-পর্য্যালোচনা দ্বারা কিছুমাত্রও পরিমার্জ্জিত হয় নাই, সদুপদেশ দ্বারা যাহাদিগকে কোন প্রকারেই ঠাণ্ডা করা যায় না, অন্তঃসারবিহীন, মায়াবী, যাহারা অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্যরূপ ব্যবহার করে, এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, সর্ব্বদা অবসন্নভাব আর দীর্ঘসূত্রী, এই প্রকার কর্ত্তার নাম তামসকর্ত্তা।

যে মন দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অকর্ত্তব্য বিষয়কে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, এইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক মনকে তামস মন বলা যায়।

যে ধারণাবিশেষ দ্বারা সর্ব্বদাই মনোমধ্যে শোক, ভয়, স্বপ্ন, বিষাদ, মত্ততা প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, সেই দুর্ম্মেধা ব্যক্তির ধারণাকে তামসধৃতি কহে।

নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদদ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা এখন ও পরিণামে আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না, তাহাকে তামসসুখ কহে। (গীতা)।

পৌরোহিত্য, যাচন, দৈবল্য, (শূদ্রাদির প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির নিত্যপূজা), গ্রামযাজন, বিষ্ণুসেবাপরাধ, বিষ্ণুনামাপরাধ, অসৎপরিগ্রহ, অভিচার, পশুজীবাদি হনন, পাতক, উপপাতক, অতিপাপ, মহাপাপ, অনুপাতক, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ এই সকল তামস কর্ম্ম। (পদ্মপু° উ° খ°)

তামস ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক তামস দ্রব্যদ্বারা তামস ভাব অবলম্বন করিয়া যে যজ্ঞ হয়, তাহার নাম তামস যজ্ঞ, এই প্রকার তামস যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা নরকে জন্ম হয়।

তমসো রাহোরপত্যং অণ্। ৮ রাহুসুত, তামসকীল। ৯ শিবের অনুচর ভেদ।

তমোগুণ প্রকৃতির তিনটী গুণের মধ্যে একটী গুণ, যে গুণদ্বারা তমঃ অর্থাৎ গ্লানি উৎপাদন হয়, তাহাকে তমঃ অর্থাৎ আবরক গুণ কহে, সুতরাং তমোগুণ মোহের হেতু। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ পরস্পর জড়িত, যখন একটী গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে সেই গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব ভিন্ন থাকিতে পারে না, তবে যখন সত্ত্ব ও রজকে পরাভব করিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে থাকে, তখনই তাহাকে তমঃ বলা যায়। কিন্তু পরাভূত ভাবে সত্ত্ব ও রজঃ তাহাতে থাকিবে। এইরূপ রজঃ ও সত্ত্ব সম্বন্ধে জানিতে হইবে। তমঃ তমোগুণ, এই গুণশব্দে বৈশেষিকোক্ত গুণপদার্থ নহে, ইহা দ্রব্যপদার্থ জানিতে হইবে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলে অব্যক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গুণত্রয় সর্ব্বকার্য্যব্যাপী, অবিনাশী ও স্থির। যখন এই গুণত্রয় ক্ষুভিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারযুক্ত পুররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ পুরমধ্যে ইন্দ্রিয়গণ অবস্থান করিয়া জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন ঐ পুরমধ্যে থাকিয়া বিষয় সমুদয়কে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়, বুদ্ধি ঐ পুরের কর্ত্রী। লোকে ভ্রান্তিপ্রযুক্ত ঐ পুরকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, জীব ঐ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তথায় অন্যের হীনতা লক্ষিত হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সত্ত্ব ও রজঃ হীন হইলে তমোগুণ প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আবার তমঃ হীন হইলে রজঃ ও তমঃ হীন হইলে সত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক, উহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

এই তমোগুণের প্রাবল্যে মনুষ্যের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চয়তা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্যদূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসদ্বিবেকরাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথা চিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচকর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান, এই সকল তমোগুণের কার্য্য। যাহারা এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তামস প্রকৃতির লোক বলিয়া জানিতে হইবে। এই তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ, রাক্ষস, সর্প, কৃমি, কীট

পক্ষী, বিবিধ চতুষ্পদ জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা সর্ব্বদা নিকৃষ্ট কার্য্য করে, তাহাদিগের তমোগুণের প্রাধান্যে তামস প্রকৃতি বলিতে হইবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনগুণ সর্ব্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সত্ত্বগুণ সত্ত্বে ও তমোগুণ তমে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমে কোন সময়ে তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কেবল জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যনিবন্ধন প্রাণিগণের দেহে ইহাদের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু উহারা রজঃ ও সত্ত্বগুণ একেবারে বিরহিত নহে। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থে এই তমঃ বিদ্যমান রহিয়াছে; ন্যূনাধিক্যভাবে থাকায় কোন দ্রব্যের নাম সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামস হইয়াছে।

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধি ধর্ম্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যং।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তং॥" (সাংখ্যকা°)

অধ্যবসায়, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিরাগ, ঐশ্বর্য্য এইগুলি সাত্ত্বিক, ইহার বিপরীত তামস। এই তমঃ বিষাদাত্মক।

"প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশ প্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥" (সাংখ্যকা° ১২)

বিষাদের নাম মোহ, বিষাদের স্বরূপ তমোগুণ, যখনই এই গুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই বিমূঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন তমোগুণ প্রকাশিত হয় তখন রজঃ ও সত্ত্বকে পরাভব করিয়া নিজের বৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

সত্ত্বগুণ লঘু-প্রকাশক ও ইষ্ট; রজঃ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল এবং তমঃ গুরু-বরণক। গুণ সকল পরস্পর বিরোধী, কিন্তু পরস্পর বিরোধী হইলেও আপনারা সুন্দ ও উপসুন্দবৎ বিনষ্ট হয় না, যে প্রকার বর্ত্তি ও তৈল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া শরীরধারণরূপ কার্য্য করে। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের বৃত্তি অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তমের ভেদ অষ্টবিধ।

"ভেদস্তমসোহষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধঃ।" (সাংখ্যকা° ৪৮)

তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যা, ইহার ভেদ ৮ প্রকার—অব্যক্ত, মহদ্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। এই ৮ প্রকার তমঃ অজ্ঞান।

"সত্ত্বং জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতং।" (মনু)

নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আলোকের অভাবই তমঃ। প্রভাকরাদিগের মতে রূপ দর্শনাভাবই তমঃ। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তামসকীলক (পুং) তামসঃ রাহুসুতঃ কীলকইব। রাহুসুত-কেতু ভেদ, তামসকীলক প্রভৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট রাহুসুত কেতু সকল ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার। বর্ণ, স্থান ও আকারাদি দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফল নির্ণয় করিতে হয়। উহারা যদি সূর্য্যমণ্ডলগত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গল, চন্দ্রমণ্ডলগত হইলে শুভফল আর যদি চন্দ্রমণ্ডলে উহারা কাক, কবন্ধ, বা প্রহরণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গলদায়ক। ঐ কেতু সকলের উদয়ে সকলই বিকৃত হয়। জল সকল মলিন ও আকাশ ধূলি-সমাচ্ছন্ন হয়। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে, চারিদিকেই যেন অগ্নিরাশি উত্থিত হয়। ঐ রাহুসুত-সকলের মধ্যে যদি শিখা ও কীলকাদিরূপবিশিষ্ট রাহুদর্শন হয়, তবে পূর্ব্ববৎ ফল হইবে। পূর্ব্বোক্ত কেতু সকল যে যে দেশে দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দেশের রাজগণের অমঙ্গল হয়। সূর্য্যমণ্ডলে দণ্ডাকৃতি কেতু সংস্থান দৃষ্ট হইলে নরপতির মৃত্যু, কবন্ধ সংস্থান দৃষ্ট হইলে ব্যাধিভয়, ধ্বাঙ্ক্ষাকার দৃষ্ট হইলে চৌরভয় এবং কীলকাকার দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ হয়। (বৃহৎসংহিতা ৩ অঃ) [কেতু দেখ।]

তামসধ্যান (ক্লী) বটুক ভৈরবের ধ্যান ভেদ। বটুক ভৈরবের ধ্যান তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। (তন্ত্রসা°)

তামসসন্ন্যাসিন্ (ত্রি) যিনি রহিয়া সুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষকামনায় অভিমান সহকারে বনে বিচরণপূর্ব্বক তপস্যা করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী।

তামসিক (ত্রি) তমসা তমোগুণেন নির্বৃত্তং তমস-ঠঞ্। তমোগুণের কার্য্য, তমোগুণের প্রাবল্য হেতু যাহা অনুষ্ঠিত হয়, গর্হিত, নিন্দিত, অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তামস।

[তামস দেখ।]

তামসী (স্ত্রী) তমোহন্ধকারপ্রাধান্যেন অস্তি অস্যাং তমস-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ অন্ধকারবহুলা রাত্রি। ২ মহাকালী। ৩ জটামাংসী। ৪ তমোগুণযুক্তা। ৫ এক প্রকার মায়াবিদ্যা। মহাদেব নিকুম্ভিলা যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া মেঘনাদকে এই বিদ্যা দান করেন। এই বিদ্যাপ্রভাবে মেঘনাদ অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিত। (রামা°)

তামা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তামাক, এক প্রকার উদ্ভিদ্। ইহার পাতা, ডাঁটা, ফুল সবই লোকে মৃদু নেশার জন্য নানাবিধ উপায়ে ব্যবহার করে। ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য সর্ব্বত্র ইহাকে গুক

করিয়া অগ্নিসংযোগে ইহার ধূমপান করে। এরূপ ধূমপানের জন্য ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়।

১ম চুরুট—তামাকুর পাতা হইতে ডাঁটা বাদ দিয়া বাছিয়া ফেলিয়া কাচকাচ করিয়া তামাকু পাতাতেই জড়াইয়া সাধারণতঃ অঙ্গুলী পরিমাণ দীর্ঘ করিয়া লয়।

২য় কুচা—বা গুঁড়া তামাক পাইপে সাজিয়া খায়।

৩য় বিড়ি—কাগজ বা অন্যবৃক্ষের পত্রে তামাক কুচা চুরুটের মত জড়াইয়া লয়। ভারতে শেষোক্ত প্রকার বিড়ি ব্যতীত অন্য ত্রিবিধ উপায়ে তামাকু সেবন করিয়া থাকে।

১ম গুণ্ডা—তামাকুপাতা গুঁড়াইয়া চূণ দিয়া মলিয়া গালে রাখিয়া দেয়।

২য় দোক্তা—তামাকুপাতা গুঁড়াইয়া তৎসঙ্গে দারুচিনি, লবঙ্গ, মৌরী, এলাচ প্রভৃতি মশলা মিশাইয়া পানের সঙ্গে ব্যবহার করে, উড়িষ্যাবাসী স্ত্রী-পুরুষ ও বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের মধ্যেই ইহার ব্যবহার বেশী।

৩য় গুড়ুক—তামাকুপাতায় গুড় মিশাইয়া কুটিয়া পচাইয়া পিণ্ডবৎ দ্রব্য প্রস্তুত করে। কলিকায় সাজিয়া অগ্নিসংযোগে হুকায় ইহার ধূমপান করে। বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার ব্যবহার আছে।

বাঙ্গালীরা সচরাচর গুড়ুককেই "তামাক" ও তামাকু পাতাকে "দোক্তা" নামে অভিহিত করে। গুড়ুক বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার প্রশংসার্থ এদেশে একটী প্রবাদ চলিয়া গিয়াছে "গুড়ুকে গম্ভীরাঃ বুদ্ধিঃ।" এতদ্ভিন্ন কি ভারতে, কি পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই দোক্তা গুঁড়াইয়া বা পচাইয়া 'নস্য' রূপে ব্যবহার করে। নস্য নানাবিধ আছে।

তামাক যে কেবলই নেশার দ্রব্য তাহা নহে, ইহাতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

যুরোপীয় উদ্ভিদ্ তত্ত্বানুসারে তামাক নিকোটিয়ানা-(Nicotiana) শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্রান্সের নিসমেস নগর-নিবাসী জিয়া নিকো (Gean Nicot of Nismes) নামক এক ব্যক্তিই ফ্রান্সে সর্ব্বপ্রথমে তামাক আনয়ন করেন। তাহারই নামানুসারে এই শ্রেণীর উদ্ভিদের নাম-করণ হইয়াছে। নিকোটিয়ানা শ্রেণীতে কয়েক প্রকার তামাক ভিন্ন আর কোন উদ্ভিদ্ গৃহীত হয় না। বঙ্গ ও কৃষিগন্ধ সমুদায় তামাকের মধ্যে এপর্য্যন্ত ৫০ প্রকার তামাক গাছের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৫০ প্রকার তামাক গাছের মধ্যে ৪৮ প্রকারের আদিস্থান আমেরিকা, অপর ২ প্রকারের মধ্যে একপ্রকার অষ্ট্রেলিয়ার ও একপ্রকার নব ক্যালিডোনিয়া দ্বীপে পাওয়া যায়। উক্ত ৪৮ প্রকার তামাক গাছের মধ্যে বিশেষতঃ এ দেশে নিকোটিয়ান টাবাকাম্ (N. tabacum) ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা (N. rastica) এই দুই শ্রেণীর প্রচলন অধিক। দেশভেদে জমীভেদে

১। সাধারণ তামাক গাছ। ২। তুর্কী তামাক গাছ।

কৃষির পদ্ধতিভেদে ইহাদের আবার নানারূপ সামান্য বিভাগ দেখা যায়, অধিকাংশই ব্যবসায়ের স্থলের ও জন্মস্থানের নামে পরিচিত হয়। ভার্জ্জিনিয়া, মেরিল্যাণ্ড, কেণ্টাকি, লাটাকিয়া, হাভানা, মানিলা, সিরাজ প্রভৃতি এসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত তামাক এক নিকোটিয়ানা টাবাকাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত তুর্কী তামাক নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা হইতে উৎপন্ন।

নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা বা তুর্কী তামাক সাধারণতঃ য়ুরোপীয়গণের মধ্যে, পূর্ব্বভারতীয় তামাক (Turkish or East Indian tobacco) নামে এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে বিলাতী বা কলিকাতার তামাক নামে খ্যাত। পঞ্জাবে কলাহারী তামাক বা কান্দাহারী ককর নামে খ্যাত।

নিকোটিয়ানা টাবাকাম্ বা সাধারণ তামাক। আমেরিকা বা ভার্জ্জিনিয়ার তামাক নামে খ্যাত।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে তামাকুর নাম।

বাঙ্গালায়	...	তামাক, তামাকু, দোক্তা।
উত্তরপশ্চিমে	...	তামাকু, তম্বাকু, বজ্জরভাঙ্গ্।
সিন্ধু, গুজরাট ও রাজপুতনায়		তামাকু।
বোম্বাই প্রদেশ	...	তম্বাখু।
উড়িষ্যার	...	ধূমপত্র (ধূম্রপত্র)।
সংস্কৃত	..	কলঞ্জ।
ঐ (গঠিত)	...	ধূমপত্র, তাম্রকুট।

তামিল ... পোগাই-ইলাই
তেলগু ... পোগাকু, ধূম্রপত্রম্।
কাশ্মীরে ... সবন্ পাওব।
কর্ণাটিক ... হোগেসপ্পু।
মলয়ে ... পুকাইলা, পোকালো, তামাকো।
ব্রহ্মদেশে ... সে, সাক, সাকপিন।
সিংহলে ... দিঙ্গাক্কহা, দিংকোলা।
পারস্যে ... তম্বাকু।
আরবে ... তুতন, বজ্জরভাঙ্গ।
তুরস্কে ... তুতন, দোখন্।
বালি ও যবদ্বীপে তামাকো।
চীনদেশে ... সিয়াংহয়েন, হয়েনয়াই, দান্পা।
জাপানে ... টাবাকো।
ইতালীতে ... টাবাকো।
লাটিন ... টাবাকাম্।
রুষ, জর্ম্মণী, দেনমার্ক ও ফ্রান্সে টাবাক।
হলণ্ডে .. টোবাক।
পর্ত্তুগাল, স্পেন ও ইংলণ্ডে টোবাকো।
মেক্সিকোদেশে ... কোয়াউইয়েট্।

তামাকুর গাছ সোজা হয়। ইহার পাতা কাণ্ডাশ্লেষী, বৃন্তহীন, কোণাকার এবং ইহা একবারে গুঁড়ির গোড়া হইতে উঠে। গুঁড়ির গায়ে অতি ক্ষুদ্র কোমল লোমবৎ কাঁটা হয়। পাতায় আবরক পত্রগুলি সবুজ বর্ণ ও পঞ্চকোণী হয়। ইহার গাছ বড় কোমল।

এই বৃক্ষ প্রকৃত পক্ষে কোন দেশের স্বভাবজাত তাহা স্থির হয় নাই, তবে ইহা স্থির হইয়াছে যে, মধ্য বা দক্ষিণ আমেরিকার কোন না কোন স্থান হইতে ইহা পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বিষুবরেখা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানই ইহার আদি জন্মভূমি। এখন ইহা পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণ দেশে ও নাতিশীতোষ্ণ দেশে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

বিলাতী বা তুর্কী (Turkish) তামাক মেক্সিকো বা কালিফোর্ণিয়ার স্বভাবজাত বৃক্ষ। উদ্ভিদ্ তত্ত্বানুসারে ইহা ভার্জ্জিনিয়ার তামাক হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। এই জাতীয় তামাকই সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে নীত হয় বলিয়া ইহাকে বিলাতী তামাক বলে। সার ওয়াল্টার রালে এই তামাক ভালবাসিতেন।

পঞ্জাবের বন-বিভাগের পরিদর্শক ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট (১৮৬৯ খৃঃ অঃ) উত্তরভারতে যে এই জাতীয় তামাকুর চাষ আছে, তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি লাহোর, মুলতান, হসিয়ারপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অন্যবিধ তামাকুর ন্যায় এই শ্রেণীর তামাকেরও বিস্তর চাষ দেখিয়াছিলেন। হিমালয়প্রদেশের উত্তরাংশে পাঙ্গি নামক স্থানে, চন্দ্রভাগায় অববাহিকায়, কৃষ্ণগঙ্গাতীরে, লাগান প্রদেশে এবং এমন কি লদাক প্রদেশে ১০৫০০ ফিট উচ্চেও ইহার চাষ আছে। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে কোচ-বিহার, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, কাছাড়, মণিপুর, আসাম প্রভৃতি স্থানেও ইহার চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী জেলার "লঙ্কা তামাকু" এই জাতীয় তামাক হইতে উৎপন্ন। অন্যবিধ তামাক অপেক্ষা ইহা কড়া বলিয়া তামাক ব্যবসায়ীরা গ্রাহকের রুচি অনুসারে অপরাপর তামাকের সহিত মিশাইয়া থাকে। অন্যবিধ তামাক অপেক্ষা ইহার গাছ দৃঢ় হয়, জন্মে বেশী, চাষ করিতেও পরিশ্রম অল্প প্রয়োজন অথচ ইহা মিশাইয়া যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহাতে অর্থাগম বেশী। পঞ্জাবে ইহার পাতা ভাঙ্গিয়া তাড়া বাঁধিয়া রাখে, বাঙ্গালাদেশের মত দাড়িতে বা খড়ে গাঁথিয়া রাখে না। ইহাতে অল্প পরিমাণে নস্য প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ইহা কেহই 'শুখা' করিয়া খায় না। ইহাকে গুড় মিশাইয়া গুড়ুক প্রস্তুত হয় না অথচ চুরুটের জন্য ইহার বেশী প্রচলন। এই তামাকের চুরুটে একটু মিষ্টতা আছে বলিয়া মিঃ ব্যাডেন পাউয়েল অনুমান করেন, ইহাতে অল্প পরিমাণে মধু আছে। ইহাকে উঃ পঃ প্রদেশে কান্দাহারী তামাকু, বিলাতী তামাকু, চিলাসী তামাকু ইত্যাদি বলে। এই সকল নাম হইতে অনুমান হয় যে, ইহা ভারতে ঐ সকল দেশ হইতে প্রথমে আনীত হইয়া থাকিবে।

আমেরিকা বা ভার্জ্জিনিয়ার তামাকই সচরাচর সর্ব্বদেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তামাকের চাষ যথেষ্ট থাকিলেও আজকাল অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের বঙ্গ-প্রদেশে এই জাতীয় তামাক অর্দ্ধ বন্যভাবে যথেচ্ছ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এ ভাবে এদেশে তুর্কী বা বিলাতী তামাক জন্মিতে কোথাও দেখা যায় না। ডাঃ ওয়াট বলেন, কলিকাতার নিকটস্থ ২৪ পরগণার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গ্রামের মধ্যে, পথপার্শ্বে, বাঁশবাগানে, রৌদ্রশূন্য ঝোপ্সা ও স্যাঁতসেঁতে স্থানে এই শ্রেণীর তামাক গাছ আপনা আপনি জন্মিতে দেখা যায়। অতি পুরাতন দেওয়ালের গায়ে এবং হুগলী ও গঙ্গার বালুময় চড়াতেও ইহা আপনা আপনি জন্মে। যে চড়ায় এই গাছ থাকায়, সে স্থলে অন্য কোন স্বভাবজাত তৃণগুল্মাদি জন্মিতে পারে না, তবে এ গুলি চাষের তামাক গাছের ন্যায় পরিপুষ্ট হয় না, মরকুটে হইয়া থাকে। ইহারা বর্ষার শেষে জন্মে, আর চৈত্র বৈশাখে ইহাদের ফুল হয়। ডাঃ ওয়াট্ যে জাতীয়

বন্যগাছকে তামাক গাছের বন্য অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা যে কি তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। ডাক্তার হণ্টার বহুলতা সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পল্লীগ্রামের লোকেরা এই জাতীয় গাছকে নিশ্চয়ই জানেন ও নিশ্চয়ই অন্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে বহুচেষ্টায়ও আমরা তাহা যে কি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কেহ বলেন যে, ডাক্তার যে গাছের কথা বলেন, তাহা "নিকোটিয়া টোব্যাকাম" নহে, তাহা উক্তজাতীয় "নিকোটিয়ানা প্লাম্বগিফোলিয়া"; কিন্তু ডাক্তার তাহাও অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তামাকুর ইতিহাস।—১৪৯২ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয়গণের নিকট তামাকু প্রথম পরিচিত হয়। কলম্বস্ স্বদলে পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পঁহুছিয়া এই দ্রব্যটী লক্ষ্য করেন। তিনি কোন্ দ্বীপে ইহা প্রথমে দেখেন, তাহা লইয়া অনেকটা গোল আছে। কেহ বলেন, কিউবাতে তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, কেহ বলেন, তিনি যে সকল লোককে আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা গুয়ানাহানিদ্বীপে (সান্ সালভেডরে) উপস্থিত হইয়া এই বস্তুটী দর্শন করে। তাঁহারা সে দেশীয় লোককে এক তাড়া জলন্তপাতা হাতে ধরিয়া তজ্জাত ধূমের শ্বাস গ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সে দেশীয়েরা এই গাছকে "কোহিবা" বলিত এবং জলন্ত তাড়াকে 'টোবাকো' বলিত। কলম্বসের দ্বিতীয় যাত্রায় (১৪৯৪—৯৬ খৃঃ অঃ) স্পেনদেশীয় সন্ন্যাসী রোমানো পানো সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলেন সান্-ডোমিঙ্গো দ্বীপের লোকেরা "গুইয়োগো" বা "কোহেবা" নামক এক প্রকার গাছের পাতা পাকাইয়া 'টোবাকো' নামক নলে ধূমপান করিত। তাঁহার বিবরণে উক্ত দেশে নস্য-গ্রহণের বিষয়ও জানা যায়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের সান্-ডোমিঙ্গোর শাসনকর্ত্তার লিখিত গঞ্জালো ফার্ণাণ্ডেজ ডি ওভিডো নিজ পুস্তকে এই 'টোবাকো' নামক ধূমপানের নলের এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা দেখিতে ঠিক ইংরাজী Y নামক অক্ষরের ন্যায়। ইহাতে তামাক সাজিতে হয় না। আগুনের উপর তামাকের পাতা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইতে ধূম উঠিতে থাকে, সেই ধূমের উপর ঐ নলের নীচের দিকটা ধরিয়া উপরের দুইটী মুখ দুই নাসা-ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া শ্বাসের সহিত ধূম টানিয়া পান করিতে থাকে। উক্ত গ্রন্থ হইতে ইহাও জানা যায় যে, সান ডোমিঙ্গোর লোকেরা ইহার ভেষজ-গুণের জন্য ইহাকে বড়ই আদর করিত। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়েরা দক্ষিণ-আমেরিকার উপকূলের লোকদিগের মধ্যে তামাক-চর্ব্বণ প্রথা প্রথম দেখিতে পান। প্রথম প্রথম আমেরিকায় যে সকল ভ্রমণকারী গিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বিবরণেই আমেরিকায় ইহার ত্রিবিধ ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়; কিন্তু টাইডমান বলেন যে, দাক্ষিণ-আমেরিকার লোকেরা তামাকের ধূমপান করিত না, কেবল নস্যগ্রহণ ও তামাকুচর্ব্বণ করিত এবং লাপ্লাটার, উরুগোয়া ও প্যারাগোয়া এই তিন দেশে তামাকুর কোন প্রকার ব্যবহারই ছিল না। উত্তর আমেরিকার পানামাযোজক হইতে কাণাড়া, কালিফর্ণিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সর্ব্বস্থলে ধূমপানের বহুল প্রচার ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ধূমপানপ্রথা যে তদ্দেশে প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। উক্ত 'টোবাকো' নামক নলের গাত্রে অতি সূক্ষ্ম, সুদৃশ্য ও মনোহর কারুকার্য্য আছে তাহা অল্পদিনের উদ্ভাবনা নহে। মেক্সিকো দেশের অনেক জাতির সমাধি মধ্যে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্তূপরাশির মধ্যে ঐরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট নল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রে এমন কতকগুলি জীবের আকৃতি আছে, যে সকল জীব উত্তর আমেরিকায় নাই।

আমেরিকার নানাস্থানে ইহার ভিন্ন নাম আছে। মেক্সিকো দেশে ইহার নাম পিতম্ (Petum) বা পেটন (Petun) এই শব্দ হইতেই এক শ্রেণীর তামাকুর নাম 'পিটুনিয়া' (Petunia) হইয়াছে। 'য়ট্ল্' নামও (Yeti) মেক্সিকোর কোন কোন অংশে শুনা যায়। পেরুতে ইহাকে 'স্যার' (Sayri) বলে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম তামাকু আনীত হয়। দ্বিতীয় ফিলিপের সময় ফ্রান্সিস্কো ফার্ণাণ্ডেজ মেক্সিকোর অপরাপর স্থান আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন, তিনিই তামাকুর শুষ্কপাতা লইয়া আসেন। স্পেনে কয়েকবৎসর ধূমপান প্রচলিত হইলে তামাকুর বিশেষ আদর হয় নাই। শেষে পর্ত্তুগাল হইতেই ইহার বিশেষ প্রচার হয়। জিঁয়-নিকো (Gean Uicot) নামে একব্যক্তি এই সময়ে পর্ত্তুগীজ দরবারে ফরাসীদূতরূপে অবস্থিতি করিতেন। তিনি একজন ওলন্দাজের নিকট তামাকুর বীজ প্রাপ্ত হইয়া লিসবন্ নগরে নিজ উদ্যানে রোপণ করেন। তামাকুর ভেষজগুণে তিনি নিজ লোকজনের অনেক রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও প্রলোভিত হইয়া ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ফরাসী রাজ্ঞী ইহার গুণ শুনিয়া ইহার আদর করায় ইহার কৃষি অতি দ্রুত উন্নতিলাভ করিল। ইহা এই সময়ে নানাবিধ পবিত্র নাম প্রাপ্ত হয়—"হার্ব্বা সাক্টা" (পবিত্র গুল্ম), "হার্ব্বা প্যানিসিয়া,

"হার্ব্ব ডিগাব্রেইন" "হার্ব্ব ডি এল আম্বাস্তডিউর" (দূতগুল্ম) ইত্যাদি। পর্ত্তুগাল হইতে কার্ডিনাল সান্টাক্রোশ ইতালীতে লইয়া যান, তথায় ইহা তন্নামে "আর্ব্বা সান্টাক্রোশ" নামে কথিত হয়। ইতালী হইতে ইহা ক্রমশঃ উত্তর য়ুরোপে বিস্তৃত হয়।

সার্ ওয়াল্টার রালে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়ায় কাপ্তেন রাল্ফ্ লেন নামক এক ব্যক্তির অধীনে একটী উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেখানে ঔপনিবেশিকেরা ইহার চাষ করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেন ইহা ইংলণ্ডে প্রথম পাঠাইয়া দেন। তখন তামাকুর উপর ২ পেন্স শুল্ক দিতে হইত, কিন্তু ১৭ বৎসর পরে প্রথম জেম্স ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইহা বাড়াইয়া ৬ শিলিং ১০ পেন্স করেন।

কিছুদিন ধরিয়া য়ুরোপে ইহার প্রচার বেশ আদরের সহিত বাড়িতে থাকে, সকলেই ভাবিত যে ইহার ভেষজগুণ অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, মানসিক পীড়ার একপ্রকার অব্যর্থ মহৌষধ। শেষে কিছুদিন পরে সে ভুল ভাঙ্গিল, তখন সম্রাট্, রাজা ও পোপেরা ইহার ব্যবহার কমাইবার জন্য অতি নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। তুরস্কে ধূমপায়ীদিগের ওষ্ঠাধর-ছেদন ও নস্যগ্রাহকদিগের নাসাচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। এত করিয়াও কিন্তু তামাকের ব্যবহার কমিল না। শেষে ইহা প্রায় প্রত্যেকের ব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী তামাকুর আমদানী-মাশুল বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল, শেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। আয়র্লণ্ডে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কতক-গুলি বাঁধাবাঁধি নিয়মে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে পরীক্ষারূপে তামাকের চাষ করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতে তামাক। য়ুরোপীয়গণের মতে অকবর বাদ-শাহের রাজত্বের শেষে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারতে আনীত হয়। অনেকে বলেন, আমেরিকা আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বে এশিয়ায় এবং ভারতে ধূমপান প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আজও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভ্রমণকারীরাও কেহ এবিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া যান নাই। য়ুরোপীয়েরা বলেন যে, সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না এবং এশিয়ায় ও ভারতে সর্ব্বত্র ইহার বৈদেশিক নাম গৃহীত হওয়ায় আরও বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহা এদেশের কোথাও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পূর্ব্বে পরিচিত ছিল না। কিন্তু সিদ্ধান্তসারাবলী নামক বৈদ্যক গ্রন্থোক্ত "কলঞ্জ" শব্দের অর্থ "তামাকু" ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। "কলঞ্জসংবেষ্টন" অর্থে চুরুট বলিয়া অনুমিত হয়। [কলঞ্জ দেখ।] এতদ্ভিন্ন ইয়ুল ও বার্ণেলের দেশীয় শব্দের হাতহাসে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত আসাদ-বেগের বিবরণ হইতে তামাকুর কথা পাওয়া যায়।

আসাদবেগ লিখিয়াছেন—"বিজাপুরে আমি তামাকু দেখিলাম। ভারতবর্ষে এরূপ আর দেখি নাই। আমি কিছু সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলাম এবং একটী জহরতের নলও তৈয়ার করাইয়া লইলাম। অকবর বাদশাহ আমার উপহার-গুলি পাইয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি এত আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি কিরূপে সংগ্রহ করিলাম? এই সময়ে বাবকসের উপর ধূমপানের নল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কি এবং আমি কোথায় পাইলাম।

নবাব খাঁ-আজম উত্তর দিলেন, ইহার নাম তামাকু, ইহা মক্কা ও মদিনায় বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। হাকিম সাহেব আপনার ঔষধের জন্য ইহা আনিয়াছেন। সম্রাট্ ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমাকে উহা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার চিকিৎসক তাঁহাকে উহা পান করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে কিছু বেশী তামাকু ছিল, আমি আমীর ওমরাহগণকে পাঠাইয়া দিলাম। সকলেই সেবন করিয়া আরও পাইবার ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হইল। তারপর সওদাগরগণ ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করিল। কিন্তু সম্রাট্ ইহার ব্যবহার অভ্যাস করিলেন না।"

ভারতেও ইহার কিছুদিন পরে য়ুরোপের মত ঘটনা ঘটে। অকবরের সময়ে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হয় বটে, কিন্তু জাহাঙ্গীর ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া ইহার ব্যবহার রহিত করণার্থ আদেশ করেন যে, "তামাকু সেবনে যুবকগণের মনে ও স্বাস্থ্যে নানাদোষ ঘটিতেছে বলিয়া কেহ ইহা ব্যব-হার করিবে না।" ইরাণদেশে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা শাহ আব্বাসও এই সময়ে তামাক রহিতের আদেশ প্রচার করেন। জাহাঙ্গীর ধূমপানাপরাধীর জন্য "তশীর" (উল্টা গাধায় আরোহণ) দণ্ড বিধান করেন।

শিখ, ওহাবি এবং কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম্মহানিকর বলিয়া তামাক ব্যবহার করেন না। মুসলমানেরা পূর্ব্বে ইহাকে যতটা ঘৃণা করিতেন, ততটা ঘৃণা ক্রমশঃ তাঁহাদের মধ্যে লোপ হইয়া যায়। এখন ভারতের সকল স্থানেই তামাক চাষের একটী প্রধান দ্রব্য হইয়া পড়িয়াছে।

পুরী তামাক এদেশে উৎকৃষ্ট। এ ছাড়া, টক, মিঠো ও সিঙ্কী এই তিনপ্রকার তামাক এদেশে জন্মে।

টক—অম্ল ও তিক্ত আস্বাদবিশিষ্ট। মিঠো—মিষ্ট আস্বাদ-বিশিষ্ট। সিঙ্কী—অতি নিকৃষ্ট।

মধ্যভারত। গোয়ালিয়রের মধ্যে ভিলশা নামক স্থানের তামাক অতি উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালাদেশে ইহাহ ভ্যালশা নামে খ্যাত। রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বর অঞ্চলেও এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহাকে অম্বুরী বলে।

বোম্বাই। এ প্রদেশে ১৭১৪৬১ বিঘায় তামাক জন্মে, খেড়া ও খান্দেশ অঞ্চলেই তামাকুর চাষ বেশী। খেড়া ও বেলগাম্ জেলায় আবাদী শস্যরূপে চাষ হয়। গুজরাটে একপ্রকার উত্তম তামাক জন্মে, ইহা উঃ পঃ প্রদেশে রপ্তানী হয়।, পারস্যদেশীয় সিরাজী এবং আমেরিকার হাভানা, মেরিলাণ্ড প্রভৃতি তামাক এদেশে জন্মে।

বরোচ জেলায় ঐ সকলের আবাদ বেশী। এখানকার উৎপন্ন তামাক অধিকাংশ মরিচসহর ও বোরবোঁ দ্বীপে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ। এ অঞ্চলে ২৬৩৫৮০ বিঘা জমিতে তামাক জন্মে, তন্মধ্যে কৃষ্ণা জেলায় বেশী উৎপন্ন হয়।

গোদাবরী জেলার লঙ্কা-তামাক ব্যতীত দিন্দিগুল ও ত্রিচীনপল্লীর তামাক ইংলণ্ডে অতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে অতি উত্তম চুরুট হয়।

এদেশে সাহেবেরা শেষোক্ত দুইপ্রকার তামাকের চুরুট বড় ভালবাসেন। দিন্দিগুল তামাকুর ব্যবহার বড় বেশী। মসলীপত্তনের তামাক নস্যের জন্য বিখ্যাত। এখানকার নস্য পৃথিবীময় প্রচলিত।

মান্দ্রাজেও হাভানা, মেরিলাণ্ড, ভার্জিনিয়া, মানিল্লা, সিরাজী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তামাকুর চাষ অতি উত্তম হইতেছে। এই সকল বিদেশী তামাক দ্বারা বর্ষে প্রায় এ জেলায় ৫৫ লক্ষ টাকা আয় হয়।

গোদাবরী মধ্যস্থ সীতানগরম্ নামক দ্বীপের লঙ্কা-তামাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আরাকান। সান্দোওয়ে নামক স্থানের উৎপন্ন তামাক উৎকৃষ্ট। লণ্ডনেও ইহার ৬ পেন্স কি ৮ পেন্স করিয়া পাউণ্ড বিক্রয় হয়। ইহার মধ্যে একশ্রেণী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা মার্ত্তাবান তামাক নামে খ্যাত; এই তামাক সেবনে ঠিক মেরিলাণ্ডের স্বাদ ও হাভানার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে হুঁকা ও চুরুট উভয়ই অতি উত্তম হয়।

সিংহল। কাণ্ডী, জাফ্না, নেগাম্বো, চিল্ল ও মটুবা নামক স্থানে তামাকের চাষ বেশী। জাফনার তামাক ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে তামাকের চাষ গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ছিল।

পারস্য। এ দেশের "সিরাজী" তামাকু অতি উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। ইহার মৃদুগন্ধ বড়ই সুখদ। ইহার ডাঁটা ও পাতার শির ফেলিয়া দিয়া থাকে। এদেশে আর এক প্রকার নিকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহা খোরাসান প্রদেশেই বেশী জন্মে। বোধ হয় এই খোরাসানী তামাকের বীজ হইতে বাঙ্গালার 'খর্দান' তামাক উৎপন্ন হইয়াছে।

চীন। এ দেশে সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতেই তামাক প্রথম আসে। কিন্তু এখন চীনের অনেক স্থানেই তামাকের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশে তামাকু যাহা জন্মে, তন্মধ্যে নিকোটিয়ানা ফ্রুটিণকোশা ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিকাই প্রধান। এখান হইতে ব্রহ্মরাজ্যে চুরুটের জন্য তামাক রপ্তানি হয়। আজকাল "বার্ডস্ আই" নামে যে সূত্রবৎ ছেদিত তামাকের প্রচার কলিকাতা অঞ্চলে বেশী হইয়াছে, চীনে এই তামাকই সেইরূপ সূত্রাকারে ছেদিত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে পেউড়ী ও সেঁকো ঈষৎ পরিমাণে মিশ্রিত করে, কখন কখন ইহা অহিফেনের জলে ভিজাইয়া লয়।

জাপান। এ দেশীয় লোকেরা আপনাদিগের ব্যবহারের মত তামাকের চাষ করে। নাগাসিক, সিণ্ডে, সাসুমা প্রভৃতি স্থানে তামাক জন্মে। সাসুমার তামাকই উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধবিশিষ্ট, কিন্তু বড় কড়া। জাপানীরা অতি উত্তমরূপে এবং কৌশলে তামাকের পাট করে। যাহারা কোন তামাক ব্যবহার করিতে পারেনা, তাহারাও জাপানী তামাক ব্যবহার করিতে কষ্টবোধ করে না।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। জগদ্বিখ্যাত মানিল্লা তামাক এই দ্বীপে উৎপন্ন হয়। এই তামাকের চুরুট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানকার গভর্মেণ্ট চুরুটের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। এক তামাকের ব্যবসায়ে এ দেশে যথেষ্ট লাভ ও এতদ্দেশীয় অনেকগুলি লোকের জীবিকার উপায় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের যে সমস্ত তামাকের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত এ দেশে সুরাটী, ভ্যালশা ও আরাকানী তামাকের অতি উৎকৃষ্ট আবাদ আছে। সুরাটী ও ভ্যালশা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানেই ভাল জন্মে। চন্দননগরের নিকটে সিঙ্গুরে আরাকানী তামাক অপেক্ষাকৃত উত্তম জন্মে। চুনারের তামাক গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে জন্মে। বাঙ্গালার তামাকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হিঙ্গলী, তৎপরে ভ্যালশা, দেশের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। ভ্যালসা তামাকে যথেষ্ট সার ও ছাই দিতে

হয়। ভুরস্থট পরগণায় একজাতীয় নিকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহা "ভুরস্থটে" তামাক বলিয়া খ্যাত। ইহার গন্ধ বিশ্রী, স্বাদ মন্দ, কিন্তু গুণ এই বড় অল্প পোড়ে। এক কলিকা তামাকে আগুণ দিয়া বোধ হয় একটা লোক তিন ঘণ্টা খাইয়াও শেষ করিতে পারে না। এই তামাক একবার টানিয়া রাখিয়া দেয়, আবার টানিবার সময় কল্কের উপর থাবা মারিয়া ছাই ঝাড়িয়া টানিলেই চলে। কৃষকেরা ইহা বেশী ব্যবহার করে। "থর্সান" তামাকও গরীবের মধ্যে বেশী প্রচলিত।

তামাকের ব্যবহার।—বাঙ্গালায় গুড়ুক, নস্য, সুখা বা, দোক্তা এবং চুরুট সকল প্রকারেই তামাক ব্যবহৃত হয়। গুড়ুকের ব্যবহারই বেশী। তামাকের পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গুড় ও জলের সহিত ঢেঁকিতে কুটিয়া পিণ্ডবৎ করিলেই সামান্যতঃ গুড়ুক প্রস্তুত হয়। তাবপর এই গুড়ুক সুমিষ্ট সুস্বাদ, সুগন্ধ করিবার জন্য ইহাতে কলা পচা, অন্যান্য মশলা ও আতর মিশাইয়া থাকে।

গুড়ুকের মধ্যে খাম্বিরা বা খামিরা বিশেষ বিখ্যাত। অতি উৎকৃষ্ট তামাকপাতার সহিত গুলকন্দ (মিছরি ও গোলাপফুলের পাপড়ীতে প্রস্তুত হয়), আপেলের মোরব্বা, পাড়ি (পানের কুচা শুকনা), মুস্কবাল (চন্দনের ন্যায় সুগন্ধবিশিষ্ট এক জাতীয় কাষ্ঠ), চন্দন, এলাচ, খেসরা (কেওড়া বা গগনফুলের আতর), কোকনদর (সুমিষ্টফলবিশেষ) ও সোঁদালের ফলের আটা মিশাইয়া পচাইয়া প্রস্তুত করে। আবার সস্তা খামিরা শুদ্ধ চন্দন, গুগ্‌গুল ও বেল মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। সস্তা খামিরা টাকায় ৭ সের পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। আসল খামিরা কলসী করিয়া থাউকা দরে বিক্রয় হয়। পঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থলে খামিরা প্রস্তুত হয়। খামিরার সহিত আবার সাদা তামাক পাতা মিশাইয়া "দোরসা" তামাক প্রস্তুত হয়।

বিহার অঞ্চলে খামিরা প্রস্তুত করিতে জটামাংসী, ছাড়িলা, সুগন্ধওয়ালা ও সুগন্ধ কোকিল নামক গন্ধদ্রব্য মিশায়। লক্ষ্ণৌয়ে খামিরা শ্রেণীতে "বাদসাহী" তামাক পাওয়া যায়। ইহা অতি উপাদেয় বস্তু।

গুড়ুক অনেক স্থলেই ভাল হয়। পঞ্জাবের খামিরা, ও লক্ষ্ণৌয়ের বাদসাহী ভিন্ন, চুনার চণ্ডালগড়, গয়া প্রভৃতির তামাকও অতি উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালাদেশে বিষ্ণুপুর, আনরপুর এই উভয় স্থানের গুড়ুক অতি উত্তম। কলিকাতার বাজারে বিষ্ণুপুর, আনরপুর, গয়া ও চণ্ডালগড়ের তামাকই বেশী বিক্রীত হয় ইহার সহিত গ্রাহকের রুচি অনুসারে খামিরা মিশাইয়াও বিক্রীত হয়। বিষ্ণুপুরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুড়ুক কলিকাতার বাজারে প্রতি সের ১॥০ টাকায় বিক্রীত হয়। দিল্লীতে গুড়ুককে 'পিয়ানী' বা "পিইনি" বলে। গুড়ুক খাইতে হইলে হুকা, গড়গড়া প্রভৃতি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

নস্য বা নাস।—মছলীপত্তনের নস্য জগদ্বিখ্যাত ও জগদ্ব্যাপ্ত। এই নস্য বোতলে করিয়া বিক্রয় হয়। ইহা বেশ সরস ও সুগন্ধযুক্ত। এতদ্ভিন্ন কাশী, উড়িষ্যা ও পঞ্জাব অঞ্চলে চূর্ণনস্য প্রস্তুত হয়। কাশীর নস্য সুগন্ধযুক্ত ও বিখ্যাত, কিন্তু বড় কড়া। বাঙ্গালায় ভট্টাচার্য্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণের গুড়ুক ও নস্য উভয়ই প্রিয়। পঞ্জাবে নোক্তা ও বিহারে মতিহারী হইতে নস্য প্রস্তুত হয়। কর্ণাটক প্রদেশে গুড়ুক চলে না, নস্যই অধিক প্রচলিত। এদেশে হিন্দুগণ হুঁকা কি তাহা জানে না। মুসলমানের হুঁকায় হিন্দুর পক্ষে তামাকে ধূমপান জাতিনাশের কারণ বলিয়া গণ্য, কিন্তু নস্য সেবন অতি আদরণীয়। য়িহুদী, আর্ম্মানি ও আরব বণিকেরা মসলিপত্তনের নস্য লইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে যায়। মসলিপত্তনের নস্যপ্রস্তুতপ্রণালী অতি সহজ। যতগুলি দোক্তার নস্য করিতে হইবে তাহার ডাঁটা ও শির বাছিয়া ফেলিয়া অর্দ্ধেকগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়াইয়া লইতে হয়। অপরার্দ্ধ ডহীনার লবণজলে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ করার পর যে জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে নূতন তামাক সিদ্ধ করা চলে। এইরূপ সিদ্ধ করিতে করিতে জল ক্রমশই তামাকের আরকে গাঢ় হইয়া আসিতে থাকে, শেষে যখন চিটাগুড়ের মত হয়, তখন তাহা সংগ্রহ করিয়া শীতল হইতে দেয়। তৎপরে তাহাতে ঈষৎ ব্রাণ্ডি নামক মদ্য মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত দোক্তার গুঁড়া চালিয়া দেয়। ছয় দিন ইহা পচে। পরে চালিয়া বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করে।

চুরুট। ত্রিশিরাপল্লী, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে চুরুটের কারখানা আছে। এই সকল স্থান হইতে স্বনামখ্যাত চুরুট বিদেশে রপ্তানী হয়। এতদ্ভিন্ন সকল স্থানেই দেশী চুরুট প্রস্তুত হয়। মানিল্লা, হাভানা, লঙ্কা ও যবদ্বীপের তামাকের চুরুটও বিদেশে রপ্তানী হয়।

বিড়ি। উড়িয়ারা ও হিন্দুস্থানীরা শালপাতা, বাদামপাতা প্রভৃতিতে তামাক-কুচি জড়াইয়া একপ্রকার সামান্য চুরুট করে, ইহাই বিড়িনামে অভিহিত হয়। দরিদ্র লোকে ইহাই ব্যবহার করে। উড়িষ্যায় ইহাকে পিকা বলে। ইহা ব্রাহ্মণেতর জাতিমাত্রেরই অতিশয় প্রিয়।

সুখা বা দোক্তা।—পশ্চিমে সর্ব্বত্র সুখা, বিহারে খাইনী,

সুরতি ও বাঙ্গালায় দোক্তা নামে তামাকপাতা প্রস্তুত করিয়া চিবাইয়া খায়।

সুখা। তামাকপাতা চূণের সহিত মিলাইয়া হাতে টিপিয়া টিপিয়া ডেলা করিয়া গোল রাখিয়া দেয়। মুখের লালায় ভিজিয়া ইহার রস গলে যায় ও ঈষৎ নেশা হয়।

সুরাত।—তামাক, কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি মশলা দিয়া কুটিয়া মটর প্রমাণ বড়ি করিয়া রাখে, ইহা পানের সঙ্গে হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষে খায়। কাশীর সুরতি অতি উৎকৃষ্ট।

বাঙ্গালায় তামাকপাতা গুঁড়াইয়া তাহার সহিত ধনের চাউল, দারুচিনি, এলাচ, মৌরী, লবঙ্গ ও চোঁয়া আরক মিশাইয়া পানে খাইবার দোক্তা প্রস্তুত করে। বাঙ্গালী স্ত্রীগণই ইহা বেশী ব্যবহার করে। উড়িয়ারা ও গরীব বাঙ্গালী স্ত্রীরা মশলা না দিয়াও তামাকপাতার কুচি পানের সঙ্গে খায়।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা তামাকপাতা পোড়াইয়া তাহার ছাই ও খড়ের ছাই একত্র মিশাইয়া দন্তধাবন করে। প্রাচীনারা উপবাসের দিন "দোক্তাপোড়া" মুখে দিয়া উপবাস ক্লেশ কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে চেষ্টা করেন।

তামাকের চাষ। বাঙ্গালাদেশে উচ্চ জমীতে ধূলিবৎ মাটিতে তামাক ভাল জন্মে। বেগুনের চাষের ন্যায় ইহার চারাও আলের উপর বসাইতে হয়। চারা শক্ত হইলে জল ও সার দেওয়া আবশ্যক।

তামাকের পাতা হইতে একপ্রকার তৈলবৎ নির্য্যাস নির্গত হয়। ইহা বিষাক্ত। হুঁকার নলিচায় এই তৈল ও তামাকপাতা ব্যবহৃত হয়। দেশীয় বৈদ্যের মতে তামাক সংক্রামকবিষঘ্ন।

হুঁকার জলে বিষফোড়া প্রভৃতির বিষ ও ফুলা নষ্ট হয়। হুঁকার কাট হইতে যে তৈলবৎ স্নেহদ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাতে নালী ঘা ও রাতকাণা রোগ ভাল হয়। কোষপ্রদাহ-রোগে নস্য চূর্ণ ও সুলতানী চাঁপাগাছের ছালের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। ডাঃ লিথ বলেন, ধনুষ্টঙ্কারে শিরদাঁড়ার উপরে তামাকের পুলটিস্ দিলে উপকার হয়। অধিক নস্য ব্যবহারে অজীর্ণ, অধিক ধূমপানে (চুরুটের) শরীরযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য, যকৃতের কার্য্যহ্রাস, পাকযন্ত্রের কার্য্য-হানি ইত্যাদি ঘটে; সময়ে সময়ে পক্ষাঘাতের ন্যায় আক্ষেপও হয়। তামাকসিদ্ধ জলে তাপ দিলে ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ কমে। তামাকের ডাঁটা শিশুর গুহ্যদেশে দিলে মৃদু বিরেচন হয়। একশিরায় তামাকপাতা বাঁধিয়া রাখিলে ফুলা ও ব্যথা কমে, কিন্তু গামাথা ঘুরে ও বমি হয়। ষ্ট্রীকনাইন বিষে তামাক ভিজান জল প্রতিষেধের কার্য্য করে। চূণে তামাকপাতার গুঁড়া মিশাইয়া প্লীহার উপর প্রলেপ দিলে উপকার হয়। দাঁতের মাড়ি ফুলিলে তামাক টিপিয়া রাখিলে উপকার দর্শে।

এতদ্ভিন্ন তামাকের সেবনে অনভ্যাস থাকিলে, ইহাতে উদ্গার, বমন, ভেদ ও কাশ হইতে থাকে, হঠাৎ পক্ষাঘাতও হইতে পারে। তামাকের চর্ব্বণে যতটা অনিষ্ট ঘটে, ধূমসেবনে তত নহে এবং নস্য গ্রহণে তদপেক্ষাও অল্প অনিষ্ট হয়। নস্য-গ্রহণে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি, ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতানাশ, অগ্নিমান্দ্য ও স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে।

তামাকে দুইপ্রকার তৈল ও একপ্রকার ক্ষার আছে। এই তিন দ্রব্য হইতেই ঐ সকল ব্যাপার উৎপন্ন করে। এক প্রকার তৈল উদ্বায়ু। জলে তামাক সিদ্ধ করিলে জলের উপর এই তৈল ভাসে। ইহাতেই তামাকের গন্ধ ও গ্রাহিত্ব (অল্প নেশাকর) গুণ থাকে। ইহা উত্তাপে বায়ুতে মিশিয়া যায়। ধূমপানকালে ধূমের সহিত ইহাই শরীরে গিয়া ইহার কর্ম্ম প্রকাশ করিতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার তৈল তামাক পুড়িবার সময়ে চোঁয়াইতে থাকে। ইহার স্বাদ তিক্ত ও ইহা অতি বিষাক্ত। বিড়াল ইহার একবিন্দু তৈলে মারিয়া যায়। ভিনিগার বা সির্কায় এই তৈল শোধন করিয়া লইলে ইহার বিষ নষ্ট হয়।

তামাকের ক্ষার।—গন্ধকদ্রাবক অল্প মিশাইয়া ঈষৎ অম্ল-জলে তামাক ভিজাইয়া তাহাতে কলিচূণ দিয়া চোঁয়াইলে একপ্রকার বর্ণহীন তৈলবৎ উদ্বায়ু ক্ষার পাওয়া যায়। ইহা জল অপেক্ষা গুরু। ইহাও অতি বিষাক্ত। একবিন্দুতে একটা কুকুর মরে। ইহার গন্ধ এত তীব্র যে, একটী ঘরে যদি ইহার একবিন্দু বায়ুতে মিশিয়া যায়, তবে সেখানে শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর হয়। শুষ্ক তামাকপাতায় ঐ ক্ষার ২ হইতে ৮ ভাগ থাকে। সুখাসেবীরা দোক্তার সহিত চূণ মিশাইয়া খায়, সুতরাং তাহাদের শরীরে এই দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা বড়ই বেশী হয়।

হুঁকায় জল থাকে বলিয়া হুঁকায় তামাকু সেবনে ঐ সকল বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে অল্প পরিমাণে প্রবেশ করে। ধূমের সহিত নলিচার মধ্য দিয়া আসিবার সময় উহার কতক নলিচায় ও কতক জলে থাকিয়া যায়। গড়্গড়ার নল বড় বলিয়া তাহাতে উহা আরও অল্প আসে। চুরুট সেবনে এ সকল সুবিধা হয় না। নস্য প্রস্তুতকালে তামাকের ক্ষার ও তৈলভাগ অনেক নষ্ট হয় বলিয়া উহা ব্যবহারে চুরুট সেবনাপেক্ষা অল্প অনিষ্ট হয়।

পৃথিবীতে ৮০ কোটীরও অধিক লোকে তামাকসেবী।

গ্রাহী দ্রব্যের সেবনে শরীর মন কিয়ৎপরিমাণে উত্তেজিত ও অবসাদশূন্য হয় বলিয়াই সকল প্রকার গ্রাহী দ্রব্যের মধ্যে অল্পানিষ্টকর তামাকের এত প্রচলন হইয়াছে।

সম্প্রতি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, তামাকসেবীর ফুসফুস-যন্ত্র অতি শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। [কীটভুক্ উদ্ভিদ্ দেখ।]

তামাচা (পারসী) চড়, চাপড়।

তামাম্ (আরবী) সমগ্র, সমস্ত সমুদায়।

তামামী (আরবী) শেষ, সমাপ্ত।

তামালেয় (ত্রি) তমাল সংখ্যাদি' ঠঞ্। তমালবৃক্ষের অদূর দেশাদি।

তামাসা (আরবী) ১ কৌতুক, রঙ্গ। ২ আমোদার্থ নাচ প্রভৃতি দৃশ্য।

তামিল, দাক্ষিণাপথের দক্ষিণপ্রান্তবাসী এক বিস্তীর্ণ জাতি ও তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা।

তামিল শব্দের সংস্কৃত দ্রাবিড়। মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দ্রাবিড় নামক জনপদ ও তাহার অধিবাসিগণ দ্রাবিড় নামে বর্ণিত হইয়াছে। দ্রাবিড় শব্দের মাগধী (পালি)-রূপ দমিলো *। তামিল ভাষায় 'দ' স্থানে 'ত' হয়, এইরূপে দমিলো 'তামিল' বা 'তমিল' রূপ ধারণ করিয়াছে। † পূর্ব্ব-নিয়মানুসারে দ্রাবিড় শব্দ পালি ভাষায় দমিলো এবং তাহা হইতে তামিল বা তামিল হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের শারীরক-ভাষ্যে দ্রমিল শব্দের উল্লেখ আছে। এই দ্রমিল শব্দ তামিল ব্যাকরণ অনুসারে 'তিরামিড়' রূপ হয়, কাহারও মতে এই তিরমিড় হইতেও তামিল শব্দ হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যপদার্থবিৎ প্লিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এই তামিল দেশ তিরাপিনা (Tropina) এবং তৎপূর্ব্ববর্তী ভূবৃত্তান্তমূলক পিটিঙ্গারের তালিকায় দমিরিক (Damirice) নামে উল্লেখ দেখা যায়।

নামকরণ। জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্যের মতে—

"ইতশ্চ বৃষভস্বামিসুতুর্দ্রাবিড় ইত্যভূৎ।
যন্নাম দ্রবিড়ো দেশঃ পপ্রথে বহুসম্পদ্ভূঃ॥" (শত্রুঞ্জয় ৭।১)

এখানে আদিনাথ ঋষভদেবের দ্রবিড় নামে এক পুত্র হইয়াছিল, যাহার নামে বহুসম্পশালী দ্রাবিড় দেশ খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারত, হরিবংশাদির মতে দ্রাবিড় নামক জাতির বাসহেতু এই জনপদ দ্রাবিড় বা দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। মনুসংহিতা প্রভৃতির মতে দ্রাবিড় জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, ব্রাহ্মণের অদর্শনপ্রযুক্ত তাহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়। (মনু ১০।৪৪)

"দ্রাবিড়াশ্চ কলিন্দাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।"

(ভারত অনুশাসন ৩৩।২৩)

আবার আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে লইয়া যান, সেই সময় নন্দিনীর প্রস্রাব হইতে দ্রাবিড়গণের উৎপত্তি হয়।

"অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রাবাদ্দ্রাবিড়াঞ্ছকান্।"

(আদি ১।১৭৫।৩)

এদিকে জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, ঋষভপুত্র দ্রাবিড়ের অপত্যগণই দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে।

(শত্রুঞ্জয় ৭।২)

জনপদের অবস্থান। মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠে প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল দেশ সাগরতীরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

"দ্বিজাতিমুখ্যেষু ধনং বিসৃজ্য গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ।
ততো বিপাপ্মা দ্রাবিড়েষু রাজন সমুদ্রমাসাদ্য চ লোকপুণ্যম্॥"

(বন ১১৮।৪)

"অচ্ছিন্তঃ পাদযো ভূয়োঃ দক্ষিণং সলিলার্ণবম্।
তত্রাপি দ্রাবিড়ৈরান্ধ্রৈ রৌদ্রৈর্মাহিষকৈরপি।" (অশ্ব৹ ৮৩।১১)

কল্ড্‌ওয়েল সাহেব দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণে লিখিয়াছেন—সমস্ত কর্ণাটিকের অথবা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের নিম্নে, পুলিকাট হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং উত্তরে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত তামিল ভাষা প্রচলিত। ভাষার উপর নির্ভর করিলে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত দক্ষিণাংশই দ্রাবিড় বা তামিল দেশ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এখন তামিল দেশের ভূপরিমাণ প্রায় ৬০০০০ বর্গ মাইল।

জাতিতত্ত্ব। পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ তামিল, তৈলঙ্গ, কর্ণাড়ী, মলয়ালী, তুলু, তোড়া, কোটা, গোণ্ড ও কন্ধ এই কয় শ্রেণীকে দ্রাবিড়ীয় জাতি বা শাখাসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বজ্রসূচী উপনিষদে এই কয় জাতি দ্রাবিড় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

"আন্ধ্রাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরা দ্রাবিড়াস্তথা।
মহারাষ্ট্রা ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে দ্রাবিড়াঃ স্মৃতাঃ॥"

(বজ্রসূচী ২৫৬)

আন্ধ্র, কর্ণাটক, গুর্জ্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র এই পাঁচটী লইয়া পঞ্চদ্রাবিড়। [দ্রাবিড় দেখ।]

---

* মহাবংশ ২১ পরিচ্ছেদ।

† খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং দ্রাবিড় দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে চি-মো-লো (Chi mo-lo) নামে উল্লেখ করেন, ইহার এদেশী রূপ 'দ্রিমল' বা 'দ্রিমর'।

পুরাবিদ্‌গণ তামিলদিগকে আর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইহাদিগকে ভারতের প্রাচীনতম অনার্য্যজাতি-সম্ভূত বলিয়া মনে করেন। রামচন্দ্র যে কপিসেনা লইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল জাতি হইতে উৎপন্ন। তাহারা সে সময় অনেকটা অসভ্য ও তাহাদের ভাষা আর্য্য-জাতির অবোধ্য ছিল বলিয়া বাল্মীকি তাহাদিগকে বানর নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক তাহারা প্রকৃত বানর নহে।

খাঁটি তামিল শব্দ দৃষ্টে কল্‌ডওয়েল্‌ প্রভৃতি কোন কোন ভাষাবিদ্‌ স্থির করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্বে তামিলগণ কতকটা সভ্য হইয়াছিল। সে সময়েও তাহাদের রাজা ছিল, দুর্ভেদ্য গৃহে রাজগণ বাস করিত ও ছোট ছোট ভূভাগে রাজ্য করিত। উৎসবে বন্দী বা গায়কগণ গান করিত। তালপাতায় লেখনী দিয়া লিখিবার অক্ষর ছিল। তাহারা এক ঈশ্বর মানিত, তাহাকে 'কো' অর্থাৎ রাজা বলিত। তাঁহার সম্মানার্থ তাহারা কো-ইল্‌ অর্থাৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিত। টিন, সীসা ও দস্তা ছাড়া আর সকল ধাতুর বিষয়ও তাহারা জানিত। তাহারা শত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত গণিতে পারিত। ঔষধ, কুঞ্জ, গ্রাম, ছোট নগর, নৌকা, ছোট খাট সমুদ্রযানও ছিল। তবে তাহাদের কোন বড় সহর বা রাজধানী ছিলনা, অপর সকল গ্রহের নাম জানা থাকিলেও বুধ ও শনিগ্রহের নাম জানা ছিল না। তীর, ধনু, অসি ও পরশু এই গুলি তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র। যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যে তাহাদের বড় আমোদ হইত। তাহারা এক প্রকার কাপড় বুনিতে জানিত, রং করিতে পারিত, মৃন্ময় পাত্রও ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না। দর্শনশাস্ত্রের দূরের কথা, ব্যাকরণেরও একটা নিয়ম করিতে পারে নাই। মহাত্মা অগস্ত্য হইতে ইহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার স্রোত বহিয়াছে।

এখন সে কাল গিয়াছে। আর্য্য-সংস্পর্শে আর্য্যভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টে সেই অনার্য্যভাব এককালে বিদূরিত হয় নাই। এখন যেখানে টাকা সেইখানে তামিল, যেখানে বড় ঘর পড়িতেছে সেই খানে তামিল উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বতন কুসংস্কার অনেকটা দূর হইয়াছে। সকলেই এখন গোঁড়া হিন্দু হইলেও সমাজে বাধাবিঘ্নে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর।

ধর্ম্ম। পূর্ব্বকালে তামিলেরা ভূতপ্রেতের পূজা করিত। এখনও দক্ষিণাঞ্চলে নীচলোকেরা ভূতপূজায় আসক্ত। তাহাদের মতে, যে মানুষের অপঘাতে বা অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, তাহারাই ভূত হইয়া মানুষের অনিষ্ট করে। এই ভূতেরা সকলেই অতিশয় শক্তিশালী, ক্রূর ও সুবিধা পাইলে ঘাড়ে চাপিয়া বসে; সকলে বলিদানের রক্ত ও তাণ্ডবনৃত্য ভালবাসে। ইহাদের মধ্যে কেহ ছাগ, কেহ শূকরছানা ও কেহ মুর্গীতে সন্তুষ্ট হয়। আবার কেহ সুরা না পাইলে সন্তুষ্ট হয় না। অনেক নিম্ন শ্রেণীর তামিলের বিশ্বাস ভূত হইতেই দুঃস্বপ্নাদি ঘটে। এক প্রকার ভূত আছে, তাহারা নিদ্রাকালে গলা চাপিয়া ধরে।

তামিল ছাত্র

কাহারও রোগ হইলে এখনও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে রোঝা আসে। তাহাদের মাথায় পাগড়ী, গলায় মালা, হাতে বালা ও উর্দ্ধবাহুতে তাগাবদ্ধ এবং সঙ্গে অনেকগুলি ঘণ্টাসংযুক্ত একখানি ধনুক থাকে। সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া লাফাইতে লাফাইতে মন্ত্র উচ্চারণ করে ও সেই ধনুক বাজাইতে থাকে। তাহাতে রোঝার দেহে ভূতাবেশ হয়। তখন সে রোগের ব্যবস্থা করে। ভূত-পূজা নীচ লোকের ধর্ম্ম হইলেও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এ সকল প্রায় লোপ পাইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বহুকাল এখানে জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈনগ্রন্থ শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের মতে আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্রের নামানুসারে দ্রবিড় নাম হয় এবং তাঁহারই অপত্যগণ দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। তামিল দেশে যে এক সময়ে জৈনগণ প্রবল ছিল তাহা ঐ দ্রাবিড়ের উপাখ্যান দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এ দেশে যখন আগমন করেন, সেই সময়েও তিনি নিগ্রন্থ বা দিগম্বর জৈনের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। জৈনদিগের সময়ে দ্রাবিড়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

এখনও দ্রাবিড়ের নানাস্থানে প্রভূত জৈনকীর্ত্তি প্রাচীন জৈন-সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখানকার প্রাচীন জৈনধর্ম্মাবলম্বিদিগকে নীচ অসভ্য বা ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া গণ্য করা যায় না। কোন কোন ভাষাবিদ্ অনুমান করেন, সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট "আন্ধ্রদ্রাবিড়" শব্দে যে দ্রাবিড়ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সমকালীন জৈনগণের ব্যবহৃত তামিল ভাষা।

পাণ্ড্যরাজ সুন্দরপাণ্ড্য পরম শৈব ছিলেন। তাঁহারই সময়ে তামিল-ভূমে শৈবদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং জৈনধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত ঘটে। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে এখানকার জৈনধর্ম্ম এককালে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

তামিলদিগের মধ্যে বহুকাল শৈবধর্ম্মই প্রবল ছিল, এখন শিবোপাসকগণ স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামানুজের যত্নে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তামিলদিগের মধ্যে এখন দুইশ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা যায়, একের নামে তেঙ্গল বা দক্ষিণ-বেদী এবং অপর শ্রেণীর নাম বড়গল বা উত্তরবেদী।

উত্তরভারতে যেমন এখন আর পূর্ব্ববৎ বেদের প্রচলন নাই, কিন্তু দ্রাবিড়ে এখনও সেরূপ ঘটে নাই। তামিলে এখনও বেদের যথেষ্ট আদর দেখা যায়। এমন কি দ্রাবিড়ের এমন কোন মন্দির নাই, যেখানে প্রত্যহ না বেদ পাঠ হয়। তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখনও সকল ধর্ম্মকর্ম্মে বেদপাঠই একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। ব্রাহ্মণগণ এখনও যথাসাধ্য শাস্ত্র মানিয়া চলেন। এখানে বর্ণবিচার প্রথাও শিথিল হয় নাই। এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রস্পর্শ করিলেও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা করিয়া থাকেন। এমনও অনেক ব্রাহ্মণগ্রাম আছে, যেখানে শূদ্রের প্রবেশ করিবারও অধিকার নাই।

মুসলমান-আধিপত্যকালে অতি অল্পসংখ্যক তামিলই ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ আবার অনেকে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ফ্রান্সিস্ জেভিয়রের যত্নে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এখন তামিলদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় একজন করিয়া খৃষ্টান দেখা যায়।

ভাষা ও সাহিত্য। ভারতে যতগুলির বর্ণমালা আছে, তন্মধ্যে তামিল বর্ণমালা অসম্পূর্ণ। ডাক্তার বুর্ণেল সাহেবের মতে, তামিল বর্ণমালা বত্তেলুত্তু নামক এক প্রাচীন বর্ণমালা হইতেই উদ্ভাবিত এবং অতি প্রাচীনকালে ফিনিকীয় বণিক্-দিগের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ আছে। [বর্ণমালা দেখ।]

ইহাতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, (দীর্ঘ) এ, ও, (দীর্ঘ) ও, ঐ এবং ঔ এই বারটী স্বর এবং ক, চ, ট, ত, প, য, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, স, য, র, ল, ব, ড়, ল, এই ১৮টী ব্যঞ্জন।

এই ভাষায় ক, খ, গ, ঘ এই চারিটী বর্ণের, চ, ছ, জ, ঝ এই চারিটীর, ট, ঠ, ড, ঢ এই চারিটীর, ত, থ, দ, ধ এই চারিটীর এবং প, ফ, ব, ভ এই চারিটী বর্ণের উচ্চারণ এক। অর্থাৎ ক থাকিলে তাহাতে ক, খ, গ, ঘ এই চারিটী বর্ণ। উচ্চারিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন শ, ষ, স, হ, ং, ঃ এই কয়টী বর্ণ একেকালেই নাই। সংস্কৃত ভাষায় যেমন বহুসংখ্যক যুক্তব্যঞ্জন হইয়া থাকে, তামিলভাষায় সেরূপ হয় না। কেবল ণ্ট, ন্ত, ন্ন, ম্প, ঙ্ক, চ্চ এইরূপ কএকটী এবং ট্ক, ট্প, ব্ক, য়্চ, য়্প, য্য, ল্ল, ব্ব, ন্ব এই কয়টী যুক্তব্যঞ্জন দেখা যায়। তিনটী ব্যঞ্জনের যোগ কেবল র্ত এবং র্ক। সংস্কৃতের ন্যায় সকল ব্যঞ্জন তামিলভাষায় না থাকায়, কোন সংস্কৃত শব্দ তামিল ভাষায় প্রয়োগ করিতে হইলে, তাহার রূপান্তর হয়; যেমন সংস্কৃত কৃষ্ণ তামিল কিরুট্টিনন্ বা কিট্টিনন্।

য়ুরোপীয় ভাষাবিদ্গণ স্থির করিয়াছেন—তামিল ভাষা সংস্কৃতমূলক নহে। সংস্কৃতমূলক হইলে তামিলভাষায় এত অল্প বা অসম্পূর্ণ বর্ণমালা থাকিত না। কেহ কেহ প্রাকৃত-মূলক দ্রাবিড়ী ভাষাকেই তামিল ধরিয়া সংস্কৃতমূলক বলিতে প্রস্তুত। আধুনিক তামিলভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও তামিলভাষায় লিখিত যে সকল প্রাচীনতম শিলালিপি বা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। এই সকল কারণে মূল তামিলকে সংস্কৃতমূলক বলা সঙ্গত নহে।

তামিলভাষাও নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। বোধ হয় রাম-চন্দ্রও এখানে বর্ত্তমান তামিলভাষার প্রাচীনস্বর শ্রবণ করিয়াছিলেন। বাইবেলের প্রাচীনভাগে হিরমের জাহাজে সলোমানের নিকট ময়ূর আনিবার প্রসঙ্গ আছে। বাই-বেলের এই স্থানে ময়ূরের যে নাম * দেওয়া হইয়াছে, তাহা তামিলভাষামূলক। এতদ্ভিন্ন গ্রীকভাষায় ধান্য প্রভৃতি ভারতের বহু প্রয়োজনীয় শস্যাদির যে নাম লিখিত হইয়াছে এবং যাহা ভারত হইতেই য়ুরোপে প্রথম নীত হয়, তাহার অধিকাংশ নাম আমরা সংস্কৃত ভাষায় পাই না, কিন্তু তামিল ভাষায় দেখিতে পাই।

তামিলভাষা আবার দুই প্রকার। একটীর নাম শেন্ দমির অর্থাৎ প্রাচীন তামিল এবং অপরটীর নাম কোড়ুন্

* বাইবেলে ময়ূরের 'টুকি' নাম দেওয়া আছে, এই শব্দ তামিল 'টোকৈ' বা 'টুকৈ' হইতে গৃহীত।

দমির অর্থাৎ আধুনিক তামিল। উভয়ে এত ভিন্ন যে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিলেও চলে।

জৈনদিগের যত্নেই তামিলভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। আর্য্য ব্রাহ্মণগণ এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দ মিশাইয়া ফেলেন। দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, মহর্ষি অগস্ত্যই বিন্ধ্যাদ্রি লঙ্ঘনপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত সভ্যতা ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার করেন। দ্রাবিড় ও মলবারের লোকদিগের বিশ্বাস যে, অগস্ত্য এখনও জীবিত আছেন এবং মলয়াচলের অন্তর্বর্ত্তী অগস্ত্যাদ্রিতে এখনও তিনি বাস করেন। এখনও কুমারী অন্তরীপের নিকট অগস্ত্যেশ্বর নামে তিনি পূজিত হইয়া থাকেন। কোন কোন দ্রাবিড় পণ্ডিত বলেন যে সুন্দরপাণ্ড্যের সময়েই অগস্ত্য আসিয়া তামিল বর্ণমালা ও তামিল ব্যাকরণ প্রচার করেন। এরূপ স্থলে পাণ্ড্যরাজের সাময়িক অগস্ত্যকে আমরা পুরাণ-বর্ণিত অগস্ত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সম্ভবতঃ ইনি অগস্ত্য-নামধারী স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবেন। তামিলেরা আরও বলিয়া থাকে যে অগস্ত্যই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এমন কি অনেক আধুনিক গ্রন্থও অগস্ত্যের নামে চালয়া গিয়াছে।

জৈনদিগের যত্নে তামিল সাহিত্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। শ্রাবণবেলগোলার শিলাফলক ও জৈনগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু বহুকাল দ্রাবিড় দেশে বাস করিয়াছিলেন; মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত এখানে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি ঘটনা প্রকৃত হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে, বহুপূর্ব্বকাল হইতেই জৈনগণ এখানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল প্রাচীনতম তামিল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ জৈন। অনেকে অনুমান করেন, তামিলভাষায় যে সকল প্রাচীন হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জৈনগ্রন্থই সর্ব্বপ্রাচীন। কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য জৈনাচার্য্যদিগকে তর্কে পরাভূত করিয়াছিলেন এবং উক্ত উভয় মহাত্মার পর হইতেই দ্রাবিড়ে জৈনপ্রভাব হ্রাস হইতে থাকে। এরূপ স্থলে তামিল জৈন-সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতি তৎপূর্ব্বেই স্বীকার করিতে হয়।

তামিলভাষায় কবি তিরুবল্লুর রচিত কুরল্ গ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কবি নিম্নশ্রেণীর পারিয়া জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। বিখ্যাত বিদুষী ঔবেয়ার (আবিয়ার) তরুবল্লুবরের ভগিনী। এই স্ত্রীরত্নের কবিতাও দ্রাবিড়সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছে। কম্বনের তামিল রামায়ণে কবির যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। সুন্দর-পাণ্ড্য তামিলভাষায় কতকগুলি শিবস্তোত্র লিখিয়া গিয়াছেন; তামিল শৈবগণ তাহা তামিল বেদ বলিয়া গ্রহণ করেন। এরূপ ৪০০০ কবিতাত্মক বিষ্ণুস্তোত্র আছে, বৈষ্ণবদিগের নিকট তাহাও বেদস্বরূপ।

তামিলভাষায় রচিত জৈনকাব্যের মধ্যে ১৫০০০ শ্লোকাত্মক 'চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের রচনা-প্রণালী, শব্দযোজনা ও বর্ণনামাধুর্য্য কম্বনের রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তামিস্র (পুং) তামিস্রা তমস্ততি রস্ত্যাস্ত অণ্। ১ নরক-বিশেষ। এই নরক সর্ব্বদা অতিশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যাহারা লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহারাই এই নরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। (ভাগ° ৫।২৬ অ°) তামি-স্রয়া সাধ্য অণ্। ২ দ্বেষ।

"ভেদস্তমসোঽষ্টবিধঃ মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ। তামিস্রো অষ্টাদশধা" (সাংখ্যকা°)। [মোহ দেখ।]

৩ অবিদ্যাবিশেষ, ভোগেচ্ছার ব্যাঘাত ঘটিলে যে ক্রোধ জন্মে, তাহারই নাম তামিস্র। (ভাগ° টীকা শ্রীধর)।

তামু (ত্রি) তম-ডণ্। স্তোতা, স্তুতিকারক। (নিঘণ্ট)

তাম্বুলা (স্ত্রী) তাম্বুলী পৃষো° সাধুঃ। পাণ, তাম্বুল। "মুক্তকাশ তাম্বুল্যা রসানাঃ।" (গোপথব্রা° ২।১০।৭)

তাম্বু (হিন্দী) বস্ত্রগৃহ, শিবির, কাণাৎ, তাঁবু।

তাম্বূল (ক্লী) তম-ঊলচ্ বুগাগমো দীর্ঘশ্চ (খজিপিঞ্জাদিভ্য উরো লচৌ। উণ্ ৪।৯০)। পর্ণ, পাণ।

তাম্বুলবল্লী, তাম্বুলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এই কয়েকটী তাম্বূলের নামান্তর।

স্বনামখ্যাত লতাবিশেষের পাতাকে তাম্বুল বা পাণ বলে (Piper Betle)। পাণ শব্দটী সংস্কৃত পর্ণ শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ 'পাতা'। পাণ ভারতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, একান্ত উত্তরদেশে পাওয়া যায় না।

পাণের বিভিন্ন নাম—

হিন্দী	...	...	পাণ, তাম্বুলী।
বাঙ্গালা	...	...	পাণ।
বোম্বাই	...	...	পাণ, বিদেলে।
মহারাষ্ট্রী	...	...	বিড়েচা-পাণ।
গুজরাটী	...	...	পাণ, নাগর-বেল।
তামিল	...	...	বেত্তিলাই।
তেলগু	...	...	তমালপাকু, নাগবল্লী।
কণাড়ী	...	..	বিলেদেলে।

মলয়	...	...	বেত্তা, বেত্তিলা।
ব্রহ্ম	...	...	কুনিয়োই, কানিনেত্।
সিংহল	...	...	বলাত।
আরব	...	...	তান্বোল।
পারস্য	...	...	বর্গে তাঁবোল, তাম্বোল।

পাণ উষ্ণদেশে স্যাঁত সেঁতে স্থানে জন্মে। ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মে পাতার জন্য ইহার চাষ হয়। অনেকে অনুমান করেন যবদ্বীপে পাণের আদিবাস, সেখান হইতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পাণের চাষ বড় কষ্টসাধ্য। ইহার ক্ষেত্রে তাপ ও রসের পরিমাণ বরাবর সমান থাকা আবশ্যক। কৃষককে সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতে হয়। স্থানভেদে ইহার চাষের কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। মান্দ্রাজ কোইম্বাতুর জেলায় পাণের চাষ ভাল হয়, সেখানে জমী তৈয়ার করিয়া তাহাতে ২ ফিট চওড়া নালা কাটিয়া আল বাঁধিয়া দেয়। ভাদ্রমাসে এই আলের ধারে বকফুলের বীজ রোপণ করে ও আশ্বিনমাস পর্য্যন্ত বকফুলের চারায় জলটল দেয়। তারপর দুই বৎসরের পুরাতন পাণের গাছ তুলিয়া তাহার এক এক গাঁট লইয়া এক এক টুকরা প্রস্তুত করে। প্রতি বকের তলায় দুইখানি টুকরা রোপণ করিয়া দেয়। প্রথম ১৫ দিন একদিন অন্তর জল দেয়, তার পর প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া জল দেয়; এইরূপে তিন মাস চলে। তার পর মাঘমাসের প্রথমে গোময়, ছাই ইত্যাদি সার দিতে থাকে। সারের উপর নালা হইতে পাঁক তুলিয়া চাপা দেয়। তৎপরে পাণের লতাগুলি কলার ছোটা দিয়া বকফুলের গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দেয়। এক বৎসর কাল এইরূপে লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষককে প্রায়ই বাঁধিয়া দিতে হয়। এক বৎসরের পর লতা আপনি জড়াইয়া উঠিতে পারে। আষাঢ় শ্রাবণে আবার সার দিতে হয়। প্রথম বৎসরের পর হইতেই প্রতিদিন গোড়ার পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। ১৬ মাস কাল এইরূপ পাতা ভাঙ্গা চলে।

খুব ভাল ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় প্রতি মাসে ৫ কোণি জন্মে (১০০টী পাতায় ১ কত্তুস (গোছা)। ২৫ কত্তুসে ১ পালাগি, ৮০ পালাগিতে ১ কোণি। প্রতি পালাগি, ⁄০ আনা দরে বিক্রীত হয়। কাজেই প্রতি বিঘায় মাসে ১০ টাকার পাণ জন্মে এবং ষোল মাসে ১৬০৲ টাকার ফসল হয়। পাণের চাষেও যেমন পরিশ্রম, লাভও তেমনি বেশী, তবু লোকে ইহার চাষ তত অধিক করে না।

মধ্যভারত। মান্দ্রাজ অপেক্ষা এ প্রদেশে পাণের আদর বেশী, সুতরাং চাষেও লোকের একটু বেশী আগ্রহ আছে। এদেশে যাহারা পাণ চাষ করে, তাহারা 'বরে' (বারুই) নামে খ্যাত এবং পাণের ক্ষেত্রকে বরোজা (বরজ) বলে। কোথাও কোথাও "পাণ কাটাওা"ও বলে। পাণের লতা বড় কোমল হয়, অতি অল্পেই উত্তাপ আলোকে নষ্ট হইয়া বা দোষ ধরিয়া যায়। যদি ভাল করিয়া পরিদর্শন ও পাট করা যায়, তাহা হইলে লাভে দুই বৎসরের পরিশ্রম পোষায়। পাণের ক্ষেত্র বাঁশ ও দরমা দিয়া চতুর্দ্দিকে ঢাকিয়া দিতে হয়। এরূপে ঢাকিতে হয়, যে পাণের গায়ে রৌদ্র বা জোর বাতাস না লাগে। পাণের লতা ঢাকিবার জন্য ও জড়াইয়া উঠিবার জন্য বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট অরুণবৃক্ষ রোপণ করে। এদেশে পাণের বরজ খুব বৃহৎ হয় ও ক্ষেত্র চিরকাল থাকে এবং যতগুলি কৃষক আছে, সকলে কয়েকখানি বরজের জমি তদ্দেশ-প্রচলিত ভাগ করিয়া লয়। এদেশে বরজের ভিতর অতি সুশীতল বলিয়া গ্রীষ্মকালে ব্যাঘ্রাদি আসিয়া লুকাইয়া থাকে। এখানেও পাণের চাষ ২ বৎসর হয়। প্রথম বৎসরকে উটক ও দ্বিতীয় বৎসরকে করওয়া বলে। প্রথম বৎসরের ফসলেরই দর বেশী হয়। নিমাব নামক স্থানে চাষের ঈষৎ প্রভেদ আছে। এ দেশে একবার চাষ করিলে ১০।১২ বৎসর চলে। এখানকার চাষ মান্দ্রাজের ন্যায় হয়। বকফুলের গাছের পরিবর্ত্তে এখানে 'সাওরা' বা জয়ন্তীগাছ লাগায়। ক্ষেত্রের চারিদিকে 'পাংরা' বা পালতে মাদারের খুঁটী দিয়া বেড়া দেয়। জয়ন্তীগাছ মরিয়া গেলে কুন্দর বা গুগ্গুলের গাছ লাগাইয়া দেয়। দশ বার বৎসর পরে ইহারা বরজ বদলাইয়া ফেলে। এখানকার চাষ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে ও সুবিধায় হয়।

বাঙ্গালা। বাঙ্গালায় যাহারা পাণের চাষ করে, তাহারা বারুই নামে খ্যাত। ইহারা তাম্‌লী বা তাম্বুলী জাতি হইতে পৃথক্ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ। পাণের ক্ষেত্রকে বাঙ্গালায় বরজ বলে। বরজ দেখিতে বেশ। এ দেশে বর্দ্ধমানে ও গঙ্গার ধারে পাণের চাষ বেশী হয়। উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী বাটুল গ্রামের পাণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সেই দেশের চাষের প্রণালী লিখিত হইল। বাঙ্গালায় তিন প্রকার পাণ জন্মে, দেশী বা বাঙ্গালা, সাচি বা খাসা ও কর্পূরকাঠি। কর্পূরকাঠি পাণের আস্বাদ মিষ্ট ও কর্পূরগন্ধবিশিষ্ট, ইহার চাষ খুব অল্প, ইহার চাষ বেশী হইলেও জন্মে অল্প।

পাণের বরজ কোন পুকুর বা খালের নিকটবর্ত্তী উচ্চ জমীতে হওয়া আবশ্যক। মাটি এঁটেলা হইলেই ভাল হয়। বরজে আগাছা হইতে দিতে নাই, হইলে সমূলে তুলিয়া

ফেলিতে হয়। মাটি ১ কি ১৷৷০ ফুট গভীর করিয়া কোদ্‌লাইয়া চারিদিকে পগার কাটিয়া পাড় উঁচা করিয়া দিতে হয়। নূতন বরজে পুকুরের পাঁক দিতে হয়। জমীর ডেলা ভাঙ্গিয়া সারি দিয়া বাখারি বা পাকাটির গোঁজ পুঁতিয়া তাহার প্রত্যেকের গোড়ায় পাণের গাছের এক একখানি গাঁট পুঁতিয়া দেয়, গোঁজগুলি ৪৷৫ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। বরজের চারিদিকে মাথায় পাকাটি, ধঞ্চে প্রভৃতি দিয়া টাটি বাঁধিয়া দেয়। টাটি শক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বাঁশের খোঁটা থাকে। গোঁজগুলির একসারি ১৮ ইঞ্চি ও একসারি ১৭ ইঞ্চি অন্তরে পুতে ও ১৮ ইঞ্চির সারির সাম্‌নাসাম্‌নি ৬টী গোঁজের মাথা টানিয়া একত্র বাঁধিয়া দেয়। পাণের গাঁট ২৭ ইঞ্চি দূরের গোঁজের নীচে পুঁতিয়া দেয়। এক একটা গাঁট ১ হাত বা ১ ফুট্‌ লম্বা করিয়া কাটিতে হয়। ইহা বাঁকা করিয়া পুঁতিয়া খেজুরপাতা চাপা দিয়া রাখে। জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত রোপণকার্য্য চলিতে পারে। লতা গজাইলে গোঁজের গায়ে উলুখড় দিয়া বাঁধিয়া দেয়। পরে বরজের চালে পঁহুছিলে তাহা ঘুরাইয়া নিম্নমুখ করিয়া দেয়। পুকুরের পাঁক ও গাছ-গাছড়া পচা মাটি বেশ শুকাইয়া মধ্যে মধ্যে লতার গোড়ায় দিতে হয়। এইরূপে প্রতিবারে মাটি দিতে দিতে বরজ বিলক্ষণ উচা হইয়া পড়ে। বাঁটুল গ্রামের এক একটা পুরাতন বরজের ভূমি একতালা বাড়ীর ছাদের সমান উঁচা হইয়া পড়িয়াছে। গোময় গুঁড়া, পুকুরের পাঁকমাটির গুঁড়া, সর্ষপের খোল প্রভৃতি পাণের পক্ষে অতি উত্তম সার। রেড়ীর খোল চারা নষ্ট করে। ময়লা জল বরজে দিতে নাই। বরজে জল জমাও বড় অনিষ্টকর। পাণের লতায় এই কয়টি পীড়া বা দোষ হয়—

১। তুতেধরা—পাণের পাতার কাল কাল দাগ ধরে। এই দাগ ক্রমশঃ আয়তনে বাড়িতে থাকে ও পাতা নষ্ট করে।

২। বোঁটা আঙ্গারী—পাতার বোঁটা কাল হইতে আরম্ভ হয়, শেষে পাতা ঝরিয়া যায়।

৩। নোনালাগা—ইহাতে পাতা ক্রমশঃ শুকাইয়া ন্যাকড়ার মত হইয়া পড়ে।

৪। তসরি—পাতার ধারি লাল হইতে থাকে।

৫। চিংগাবৃরি—পাতার ধারি কোঁকড়াইয়া যায়।

এই রোগগুলি কেবল পাতায় ঘটে।

৬। আঙারী (অঙ্গারী)—ইহা সংক্রামক পীড়া, ইহা লতার গাঁটে ধরে এবং ক্রমে কাল হইয়া শুকাইয়া যায়। যে লতায় আঙারী ধরে, যদি সেই লতার জল অন্য লতায় লাগে, তবে তাহাতেও এই রোগ সঞ্চারিত হয়। এই রোগ হইলে তৎক্ষণাৎ সেই লতা ও তাহার মূলের কতকটা মাটি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

৮। গান্দি (গাঁদি)—লতায় গাঁদি লাগিলে গোড়া হইতে লাল হইয়া উঠে ও শেষে শুকাইয়া যায়।

এই সকল রোগে পেঁয়াজের রস মাটিতে মিশাইয়া সেই মাটি গাছের গোড়ায় দিলে উপকার হয়।

উড়িষ্যা। বাঙ্গালার ন্যায় চাষ হয়। এখানে পাণের লতা অতি দীর্ঘজীবী হয়। এক একটা লতায় ৫০।৬০ বৎসর পর্য্যন্ত পাতা ভাঙ্গা চলিতে পারে। কাজেই উড়িষ্যার প্রতি বিঘায় প্রতি বৎসরে খরচ-খরচা বাদে ২০০৲ হইতে ৩১০৲ পর্য্যন্ত টাকা লাভ হয়।

বোম্বাই। পাণের চাষের তত আদর নাই। আহ্মদ-নগরে ৩ বৎসর না হইলে পাতা ভাঙ্গিবার মত হয় না। মান্দ্রাজের মত চাষ হয়। ৮ দিন অন্তর পাতা ভাঙ্গে।

পুণায় বরজকে পাণমালা বলে। কূপের জলে চাষ হয়। ধারবাড়ের পাণ আবাদের বস্তু। ইহা খোলা জমীতে হয়, বরজ বাঁধিতে হয় না। ৩ বিঘায় প্রায় হাজার লতা বসান হয়। একটা আবাদ ৩ হইতে ৭ বৎসর কাল থাকে।

কাণাড়ার পাণ আমগাছের গোড়ায় বুনে। ৩ বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গে। থানা জেলায় ইহা নিতান্ত লোণা, পাথুরে ও জলা জমি ভিন্ন আর সকল জমিতে জন্মে। এখানে ১ ফুট্‌ বা দেড় ফুট গভীর খানা কাটিয়া রাখে, পৌষ মাসে ঐ গর্ত্ত জলে ভরিয়া দেয়। জল শুকাইলে ভিজা থাকিতে থাকিতে এক হাত লম্বা পাণের ডাঁটা কাটিয়া প্রতি গর্ত্তে চারিটী করিয়া পুতিয়া দেয় ও গজাইলে গোঁজের গায়ে বাঁধিয়া দেয়। প্রায় অর্দ্ধ পোয়া সর্ষপের খোল প্রতি গর্ত্তে দিতে হয়। একমাস পরে আবার প্রতি গর্ত্তে একপোয়া করিয়া সর্ষপের খোল দিলে ভাল হয়। লতা বাড়িলে তাহার বাঁধন খুলিয়া মাটীতে লতাইতে দেয়। আবার প্রতি গর্ত্তে একপোয়া খোল দেয় ও লতার মূলে পাঁশমাটি চাপা দেয়। তখন লতার প্রতি গাঁটে ডাল বাহির হইয়া বেশ বর্দ্ধিত হয়। আর একপ্রকার চাষে লতা মাটিতে ছাড়িয়া না দিয়া মাচায় তুলিয়া দেয়। এক বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। কোলাবা জেলায় মাছের সার দেয় ও তালপাতা ঢাকা দেয়। পুণা, সাতারা ও ঘাটপর্ব্বতে উৎকৃষ্ট পাণ জন্মে।

উত্তরপশ্চিম। বুন্দেলখণ্ডে ভাল পাণ জন্মে। এখানে পাণের চাষ বড় নাই।

ব্রহ্মদেশ।—করেণ জাতি এখানে উচ্চ স্থানে বৃহৎ বন্য তরুর মূলে পান চাষ করে। ঐ সকল গাছের নিম্নদিকের

সমস্ত পাতা ডাল কাটিয়া ফেলা। পাণলতা গুঁড়ি বাহিয়া লতাইয়া উঠে ও চারিদিকে বড় বড় পাতা ছড়াইতে থাকে। তাহা দেখিতে বড় মনোহর। যুবকেরা পাণ গাছে উঠা বড় কৌশলে শিক্ষা করে। বোধ হইতেছে এই জাতির নাম হইতেই "কড়ি" পাণের নামকরণ হইয়াছে। "মঘাই" নামে একপ্রকার ও 'মিঠা' নামে আর একপ্রকার অতি সুস্বাদু পাণ আছে।

বৈদ্যক-মতে, ইহা বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বীর্য্য, কষায়, তিক্ত, কটুরস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক এবং কফ, মুখগত দুর্গন্ধমল, বায়ু ও শ্রান্তিনাশক।

ভোজনান্তে সুপারি, কর্পূর, কস্তুরী, লবঙ্গ, জাতীফল অথবা মুখের নির্ম্মলতাজনক কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত ফলের সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে।

রতিকালে, নিদ্রাবসানে, স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে ও পরিশ্রমের পর, পণ্ডিতসভায় এবং রাজসভায় তাম্বূল চর্ব্বণ প্রশস্ত। (রাজবল্লভ)

মতান্তরে তাম্বূল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অত্যন্ত রুচিকারক, সারক, ক্ষারসংযুক্ত, তিক্ত, কটুরস, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বশ্যতাজনক, কফঘ্ন, মুখের দুর্গন্ধ ও মলনাশক, বাতঘ্ন, শ্রমাপহারক, মুখের নির্ম্মলতা ও সৌগন্ধ্যজনক, কান্তিজনক, অঙ্গসৌষ্ঠবকারক, হনু ও দন্তগত মলনাশক, রসনেন্দ্রিয়ের শোধক, মুখস্রাব ও গলরোগবিনাশক।

নূতন তাম্বূল ঈষৎ কষায়সংযুক্ত, মধুর রস, গুরু ও কফকারক এবং প্রায়ই পত্রশাকসদৃশ। পত্রশাকে যে যে গুণ অবস্থিতি করে, নূতন তাম্বূলপত্রেও সেই সেই গুণ আছে। যে সকল তাম্বূল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত কটুরস, সারক, পাচক, পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফনাশক।

পুরাতন তাম্বূল কটুরসবিহীন, লঘু, কোমলতর ও পাণ্ডুরবর্ণ, ইহা অত্যন্ত গুণদায়ক; অন্যান্য তাম্বূল ইহা অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট। পাণ, সুপারি, খদির ও চূর্ণ একত্র ভক্ষণ করিলে কফ, পিত্ত ও বায়ু নষ্ট হয়, মন প্রফুল্ল হয়, মুখ নির্ম্মল ও সুগন্ধি হয় এবং কান্তি ও অঙ্গের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে তাম্বূল ভক্ষণ করিতে হইলে সুপারি অধিক, মধ্যাহ্ন-সময়ে খদির অধিক এবং রাত্রে অধিক চূণ মিশাইয়া তাম্বূল ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

তাম্বূলের অগ্রভাগে পরমায়ু, মূলভাগে যশ এবং মধ্যদেশে লক্ষ্মী অবস্থিতি করেন, এইজন্য তাম্বূলের অগ্রভাগ মূলভাগ, এবং মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ষণ করা উচিত। (রাজনির্ঘণ্ট)

তাম্বূলের মূলদেশ ভক্ষণে ব্যাধি, অগ্রভাগ ভক্ষণে পা[illegible] সঞ্চয়, চূর্ণ পর্ণ ভক্ষণ করিলে পরমায়ুর হ্রাস এবং তাম্বূলে[illegible] শিরা ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি নষ্ট হয়। (রাজবল্লভ)

পাণ, সুপারি প্রভৃতি চর্ব্বণ করিলে প্রথমে যে রস উৎ[পন্ন] হয়, তাহা বিষোপম, দ্বিতীয়বার চর্ব্বণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন তাহা ভেদক ও দুর্জ্জর এবং তৃতীয়বার চর্ব্বণ দ্বারা যে রস উৎ[পন্ন] হয়, তাহা অমৃত তুল্য গুণদায়ক ও রসায়ন। অতএব তাম্বূ[লের] তৃতীয়বার চর্ব্বিত রসই পান করিবার উপযুক্ত। অতি[রিক্ত] তাম্বূল ভক্ষণ করিবে না এবং বিরেচনের পর অথবা ক্ষু[ধা] উপস্থিত হইলে তাম্বূল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত তাম্ব[ূল] ভক্ষণে শরীর, দৃষ্টি, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শ্রবণেন্দ্রিয়, বর্ণ ও হ্রাস হয় এবং শেষে পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দন্ত দুর্ব্বল এবং চক্ষুরোগ, বিষরোগ, মূর্চ্ছারো[গ,] মদাত্যয়, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত ইহাদের মধ্যে কোন এক রো[গে] আক্রান্ত হইলে তাম্বূল ভক্ষণ কর্ত্তব্য নহে। (ভাবপ্রকাশ)

বিধবা, স্ত্রী, যতি, ব্রহ্মচারী ও তপস্বী ইহাদিগের তাম্ব[ূল] ভক্ষণ বিশেষ নিষিদ্ধ। তাম্বূল ইহাদের পক্ষে গোমাংস সদৃশ।
(ব্রহ্মবৈ[বর্ত্ত])

গুবাক ব্যতীত তাম্বূল ভক্ষণ করিবে না, যদি কেহ গুব[াক] ব্যতীত ভক্ষণ করে, তাহা হইলে যত দিন পর্য্যন্ত গঙ্গা গ[মন] না করেন, ততদিন চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

"বিনাপর্ণং মুখে দত্ত্বা গুবাকং ভক্ষয়েদ্যদি।
তাবদ্ভবতি চণ্ডালো যাবদ্গঙ্গাং ন গচ্ছতি॥" (কর্ম্মলোচন)

আচমন করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগ[ণ] দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করেন না।

কবিরাজ মহাশয়েরা পাণের ভেষজ গুণের বড় পক্ষপাতী নানাবিধ ঔষধের অনুপানস্বরূপ পাণের রস ব্যবহৃত হয়।

সুশ্রুতের মতে—পাণ সুগন্ধ, বায়ুনিঃসারক, দাবক উত্তেজক। ইহা সেবনে নিঃশ্বাসে সুগন্ধ হয়, স্বর পরিষ্কা[র] হয়, মুখের দোষ নষ্ট হয়।

পাণের বোঁটা শিশুদিগের গুহ্যদেশে প্রয়োগ করি[লে] তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা নষ্ট হয়। পাণপাতা ভিজাই[য়া] রগে দিলে মাথাধরা উপশম হয়। গলগলা ফুলি[লে] পাণ বাঁধিয়া রাখিলে উপকার দর্শে। ঠুন্‌কারোগে স্ত[নে] বাঁধিলে পাণে বিশেষ উপকার হয়। ঘায়ের উপর পা[ণ] বাঁধিয়া রাখিলে ঘা দূষিত হয় না ও উপকার হয়। পাণের সহিত চূণ, সুপারি, খদির ও অন্যান্য মশলা মিশাই[য়া] খাওয়া ভারতের সকল জাতি মধ্যে প্রচলিত। ইহা অভ্যর্থন[া] কালে অতি প্রিয় ও উপাদেয় উপহাররূপে আগন্তুকে[র]

ভোট	তনস্। নীলঠোকর।
পঞ্জাবী	নীল টুসিয়া।
আরবী	নোহস্।
পারসী, তুর্কী	মিস্।
ব্রহ্ম	কেয়ানি।
চীন	চিটুং, টুং, চিকিন।
দিনেমার	কোবার।
ফরাসী (ফ্রান্স)	কুইভার।
ওলন্দাজ (হলণ্ড), সুইডেন	কোপার।
জর্ম্মণী	কুপার।
ইটালী	রামে।
লাটিন	কিউপ্রাম।
পোলণ্ড	মিয়েজ।
পর্ত্তুগীজ, স্পেন	কেমবার।
রুষ	ক্রীন্সনরক্সেড্ জেড়।

ইহার উৎপত্তির বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। পূর্ব্বকালে গুড়াকেশ নামে একজন মহাসুর তাম্ররূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করে। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইলে ঐ অসুর বিষ্ণুর চক্রে মৃত্যু কামনা করে। বিষ্ণু ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বৈশাখমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে তাহাকে বিষ্ণু-চক্র দ্বারা নিহত করেন, ঐ অসুর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। পরে তাহার মাংসে তাম্র, রক্তে সুবর্ণ, অস্থিতে রৌপ্যাদি এবং তৎসমুদায়ের মলাতে অন্যান্য ধাতু উৎপন্ন হয়।* (বরাহপু°)

মতান্তরে কার্ত্তিকেয়ের যে শুক্র পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাম্র ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে।†

তাম্র ধাতু যে আকারে সাধারণতঃ বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, খনিতে ঠিক সে ভাবে পাওয়া যায় না। অন্যান্য ধাতুর ন্যায় খনিতেও ইহা অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ভারতের উপদ্বীপাংশেই তাম্রের আকর বেশী আছে। সিংহভূম জেলায় ও ধলভূম রাজ্যে তামার আধিক্যবশতঃ তথায় খনির কার্য্য করিবার জন্য কতবার কত বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই সফল হইতে পারে নাই। হাজারীবাগে বরাগণ্ডা নামক স্থানে তামার আকর দেখা গিয়াছে এবং সেখানে পূর্ব্বে যে খনন-কার্য্য চলিত, তাহার চিহ্নও পাওয়া যায়। সম্প্রতি সেই সকল খনি চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজপুতানায় দেশীয় রাজ্যে অনেকগুলি তাম্র আকর আছে, ইংরাজাধি-কৃত আজমীরে সম্প্রতি একদল ইংরাজ বণিক খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন কিন্তু খনির কার্য্য বন্ধ। কুমাউন ও গাড়োবাল জেলায় তামার আকর থাকিলেও আজমীরের ন্যায় দুর্দ্দশা হইয়াছে। দার্জিলিঙ্গের মধ্যে পোংগড়ি নামক স্থানের আকরে একটী খনির কার্য্য চলিতেছে। পশ্চিম-দুয়ারে যে সমস্ত আকর আছে, নেপালীরা তাহা চালায়। মান্দ্রাজে কর্ণুল ও নেল্লুর জেলায় খনির কার্য্য চলিতেছে।

ভারতে তামার খনির কার্য্য সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিবার নাই। পূর্ব্বকালে ভারতে দেশীয়েরাই অধিক পরিমাণে তাম্র উত্তোলনাদি করিত, কিন্তু তাহারাও ক্রমশঃ ইহা ত্যাগ করিতেছে। নেল্লুর, সিংহভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানে তামার পুরাতন খনিগুলি পরিদর্শন করিলে বুঝা যায় যে, এককালে এই কার্য্যে যথেষ্ট লোক খাটিত। অনেকবার ভারতে তামার খনি চালাইবার জন্য ইংরাজ বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই স্থায়ী হইতে পারে নাই। এ দেশের তামার আকরের কার্য্যে তাঁহারা কোনরূপে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এইজন্য ইংরাজেরাও অনুমান করেন যে, এ বিষয়ে দেশীয়েরা মনোযোগী না হইলে উন্নতি হইবে না।

ভারতে ইহা অকসাইড্, এক প্রকার সাল্ফিউরেট, এক প্রকার সাল্ফেট, কার্ব্বনেট, আর্সেনেট ও ফস্ফেট অবস্থায় পাওয়া যায়। শিখাবতী, রামগড় প্রভৃতি স্থানে সাল্-ফিউরেট তামার আকর আছে। আজমীরে কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ-আকরেও কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। নেল্লুর ও কর্ণুল সিলিকেট তামার আকর আছে, কিন্তু তাহা উত্তোলনাদি করিবার মত স্থানে নহে। নজিবাদ, নাগপুর, ধনপুর ও জয়পুররাজ্যেও তামার আকর আছে। কচ্ছে তামার আকরে কার্য্য চলিতেছে।

পঞ্জাব-প্রদর্শনীতে গড়গাঁও হইতে একখণ্ড পাইরাইটিস্ তামা প্রেরিত হইয়াছিল। হিসার জেলা হইতে অতি উত্তম তামা প্রেরিত হয়। কাঙ্ড়া জেলায় কুলুর নিকট মণিকর্ণ ও পিলাং হইতে পাইরাইটিস্ নামক তামা ও স্পিতি হইতে নীলবর্ণের কার্ব্বনেট তামাও প্রেরিত হয়। কাশ্মীরে তামা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার ব্যবসা চলে না। কুমাউন্,

* "তদেব চক্রেণ বিপাটিতোঽসৌ প্রাপ্তোঽপি সদ্যঃ ভগবত্তপ্রধানঃ।
তাম্রঞ্চ তন্মাংসময়ং সুবর্ণং অস্থীনি রূপ্যং বহুধাতবশ্চ॥"

† "শুক্রং যৎকার্ত্তিকেয়স্য পতিতং ধরণীতলে।
তস্মাত্তাম্রং সমুৎপন্নমিদমাহুঃ পুরাবিদঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

গাড়োবাল, সিকিম, নেপাল প্রভৃতি স্থানে তামার খনি আছে, দেশীয়েরাই অত্যল্প পরিমাণে তাহার কার্য্য চালায়। কুমাউনে সিংহানা নামক স্থানে এবং পাপুলি, প্রিপ্সলপাণি, মার্বুগেন্টি, কেরাই, বেলারসিরা, রোই, টোম্বাকেন্টি, দোবিরি, এবং ধনপুরে তামার খনি আছে। বৈদ্যনাথের নিকট দেওঘরেও তামার আকর দেখা যায়। ২ ফিট্ খুঁড়িয়াই এখানে তামা পাওয়া যাইতে পারে। রাজমহলের বাঁশলী কুল্লানামক স্থানের কয়লা খনির লোক আনাইয়া একবার পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে শতকরা ৩০ ভাগ ভাল তামা ও ২৫ ভাগ জলে বিকৃত তামা অনায়াসে পাওয়া গিয়াছিল। নেপালের পার্ব্বত্যপ্রদেশে লৌহ ও তামার খনি যথেষ্ট আছে। এখানকার তামা এত ভাল যে, এক সময়ে বিলাতী আমদানী তামা অপেক্ষা এই তামার সহস্রগুণ আদর ছিল। সিংহভূমে মেদিনীপুরের পশ্চিমে ৮০ মাইলের অধিক স্থানে তামার আকর আছে। ১৩৯ পাউণ্ড ওজনের ৩ খানি পাত এই স্থান হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা মুদ্রা প্রস্তুতের সম্পূর্ণ উপযোগী বটে। এ তামাও আমদানী তামা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কালহস্তী, বেঙ্কটগিরি, নেলুর ও বঙ্গপাড়ুতে তামার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণুলের ২০ মাইল পূর্ব্বে গুল্লিগ্রামের ২ মাইল দূরে তামার আকর আছে। লাম্পেইদ্বীপের তামা বেশ ভাল। মার্গুই দ্বীপপুঞ্জের অনেকদ্বীপে ধূসরবর্ণের আকর দেখা যায়, ইহার মধ্যে শতকরা অর্দ্ধেক ভাল তামা এবং অর্দ্ধেক অঙ্গন, লোহা ও গন্ধক থাকে। অষ্টিরান্, সর্লবিন্ ও চেদুবাদ্বীপে সবুজ কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। আসামে শিবসাগরের ৩০ মাইল দূরে ভাল তামা আছে।

শানরাজ্যে, কোলেন, মাহয়ো ও সটেং নামক স্থানে উৎকৃষ্ট ম্যালকাইট তামা পাওয়া যায়।

সটেং নামক স্থানে পূর্ব্বে চীনেরা খনি চালাইত। তামোউরা নদীতীরে নউন-ক্বং, টুংঘু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত স্থানে তামার আকর আছে।

সুমাত্রা ও ফিলিবিসদ্বীপে তামার খনি চলিতেছে। তিমুর দ্বীপেও তামা আছে। জাপানদ্বীপপুঞ্জে প্রচুর তামা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায় না। জাপানীরা ইহা পরিষ্কার করিয়া এক ইঞ্চ মোটা এক ফুট লম্বা পাত তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। অপেক্ষাকৃত মন্দ তামা ইটের আকারে বিক্রীত হয়। এখানকার তামার আকরে খাদের সঙ্গে স্বর্ণও পাওয়া যায়। চীন হইতে ওলন্দাজেরা প্রতিবৎসর এই তামা দুই হাজার টন রপ্তানী করে। চীনে এক প্রকার নিকেল মিশ্রিত শাদা তামা পাওয়া যায়। ইহা কেবল চীনেই উঠে। ইহাতে থালা, রেকাব পত্ৰভিন্ন ঢাকন, বাতিদান ও পেয়ালা প্রস্তুত হয়। নূতন অবস্থায় ইহা প্রায় রূপার ন্যায় দেখায়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেও তামার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাশ্মীরে শান্দর নদীতীরে অতি উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায়, ইহাতে অল্প পরিমাণে রৌপ্য মিশ্রিত থাকে।

তামার ইতিহাস। অতি পুরাকাল হইতে তামা মানুষের পরিচিত হইয়াছে, এমন কি লৌহ আবিষ্কারের পূর্ব্বে তামাতেই অস্ত্রাদি ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। আদিমজাতি যে লৌহের অগ্রে ইহার ব্যবহার করিত, তাহার কারণ বোধ হয় যে, অন্যান্য ধাতুকে খনি হইতে তুলিয়া ব্যবহারিক ধাতুরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, কিন্তু ইহাকে তাহা করিতে হয় না, কারণ খনিতেই ইহা ব্যবহারিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত আঘাতসহ ও ইহাতে তার হইয়া থাকে।

রোমকেরা কাইপ্রাস্ (সাইপ্রাস্) দ্বীপ হইতে প্রথম প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে প্রথমে 'কাইপ্রিয়াম্' বলিত, ক্রমে তাহাই কিউ-প্রাম্ (কুপ্রাম্ বা কপার) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খনিতে তামা নানাবিধ অবস্থায় পাওয়া যায়—অক্সাইড, ক্লোরাইড, কার্ব্বনেট, ফস্ফেট, সালফেট, আর্সেনেট, সিলিকেট, ভানাডেট, সালফাইড ও ব্যবহারিক ধাতু। প্রকৃতির প্রায় সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব বস্তুতে অল্পবিস্তর তামা আছে। সমুদ্রজ উদ্ভিদে তামা পাওয়া যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে সমুদ্রজলে তামা আছে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদেহেও তামা আছে। ময়দা, খড়, শুষ্ক ঘাস, মাংস, ডিম্ব, পনীর প্রভৃতি দ্রব্যে তামা আছে। জীবরক্তেও তামার সত্তা আছে, যকৃৎ ও মূত্রযন্ত্রে তামার সত্তা শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অনেক অধিক। উপরে যতপ্রকার তামার কথা বলা গেল। ইহা তাহার সকল প্রকার তামা হইতেই ব্যবহারিক ধাতু পাওয়া যায় না।

খনি মধ্যে আকর-তামার সঙ্গে ব্যবহারিক তামা সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, কোথাও পাতলা পাত, কোথাও ছোট ছোট খোঁচাখোঁচা টুকরা আর কোথায় বা বড় বড় চাপ (Solid blocks) অবস্থায় পাওয়া যায়। আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদের তীরের আকরে ব্যবহারিক ধাতুই বেশী পাওয়া যায়। এখানে এক একটা চাপ ৫০০ টন পর্য্যন্ত হয়। উত্তর আমেরিকায় তামার শতকরা ৩ অংশ রৌপ্য থাকে। এই রৌপ্য একখণ্ড তামার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া থাকে, কোথাও বা তামার সঙ্গে চূর্ণবৎ বা সূত্রবৎ অবস্থায় পাওয়া যায়।

আকর তামার নানা বর্ণতায় দেখা যায়; এই সকল তামাই সালফাইড অবস্থাপন্ন।

১। ধূসর তামা (Grey sulphide of copper) ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল নামক স্থানে ইহা সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

২। বেগুণে তামা—(Purple copper) তামা ও ফেরিক সাল্‌ফাইড (Cuprous and Ferric sulphides) বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া এই খনিজ উৎপন্ন হয়। ইহা ত্রিবিধ অর্থাৎ একপ্রকার শতকরা ৭০ ভাগ, একপ্রকারে শতকরা ৬০ ভাগ ও অপর প্রকারে ৫৩ ভাগ খাঁটি তামা থাকে। কর্ণওয়াল, সুইডেন ও উত্তর আমেরিকায় ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

৩। পাইরাইটিস্ বা পীত তামা (Copper pyrites or yellow copper) এই শ্রেণীর তামাই অধিক পাওয়া যায়। শতকরা ৩৪·৪ অংশ তামা থাকে। কর্ণওয়াল, ডিভনসায়ার, সুইডেন, কিউবাদ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের অনেক স্থলে পাওয়া যায়। কর্ণওয়ালের খনিতে বৎসরে ইহা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইতে ৩০ হাজার টন উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহারিক তামা প্রায় ১২ হাজার টন প্রস্তুত হয়।

৪। ফহল্ওর বা প্রকৃত ধূসর তামা (Fahl-ore or true grey copper) ইহাতে বহুধাতু মিশ্রিত থাকে, তন্মধ্যে প্রোটোসাল্‌ফাইড-তামা (Protosulphide of copper), আর্সেনিক, রসাঞ্জন, দস্তা, লোহা, রূপা ও পারা-ই বেশী; শতকরা ৩০।৪৮ অংশ বিশুদ্ধ তামা থাকে। পারা শতকরা ২ হইতে ১৫ অংশ থাকে। রূপা যত কম থাকে, বিশুদ্ধ তামার পরিমাণ তত বেশী হয়। গন্ধক ও রসাঞ্জনযোগে ইহার আর একশ্রেণী উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'বুর্ণোনাইট' (Sulphantimonite of copper) বলে।

৫। আটাকামাইট—(Atacamite) পেরু ও চিলিদেশে পাওয়া যায়। ইহাকে Oxychloride of copper বলে।

৬। ক্রিসোকোল্লা—(Chrysocolla) উক্তদেশে তাম্রখনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে Silicate of copper বলে। এই দুই ধাতু হইতেও তাম্র পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়।

তামার তাড়িত-পরিচালনশক্তি রূপার পরই অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অনেক অধিক, এই জন্য ইহার তারের সাহায্যে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণ হয়।

তাম্র প্রায় সকল প্রকার মৌলিকধাতুর সহিতই মিশিয়া থাকে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ঔষধাদিতে ব্যবহার হয়। নাইট্রোমিউরেটিক অ্যাসিড ও আমোনিয়া সংযোগে তামা দ্রব হয়। ক্লোরাইন গ্যাস সংযোগে তামায় জ্বালাইতে পারা যায়।

তামা হইতে নিত্য ব্যবহার্য্য আরও কতকগুলি মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে পিত্তল [পিত্তল দেখ।] মুঞ্জের ধাতু (Muntz's metal), প্রিন্সের ধাতু (Prince's metal), মোসেয়িক স্বর্ণ (Mosaic gold), মানহিম স্বর্ণ (Mannheim gold), নকল ব্রোঞ্জ (Immitation bronze). সিমিলর (Similor) টম্বাক (Tombac), কাঁসা (Bell-metal.)

তামার আণবিক গুরুত্ব ৩১·৭৫, আপেক্ষিক তাপ হইতে ১০০° মধ্যে ০·০৯৫১৫ অবস্থাভেদে আপেক্ষিক গুরুত্বের বিভিন্নতা ঘটে। শুদ্ধ তামার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯·০০০।

তামার স্বাদ কষা, ইহাতে গ্রাহিতাগুণ আছে। তামা অধিকক্ষণ হাতে থাকিলেও বমনোদ্রেক হয়। ইহা রৌপ্য অপেক্ষা কঠিন। ইহা অত্যন্ত ঘাতসহ, পিটিয়া ইহাকে এত পাতলা পাত করা যায় যে, বাতাসে উড়িয়া যাইতে পারে। ইহাতে তারও অতি সূক্ষ্ম হয়; ০·০৭৮ ইঞ্চ মোটা তারে ৩০২·২৬ পাউণ্ড ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় না। স্যাঁতায় বা বায়ুতে থাকিলে ইহাতে মরচে পড়ে, ইহাকে তামার কলঙ্ক বলে। এই কলঙ্ক বিষাক্ত। তামায় টিন মিশাইয়া ইহাকে আরও ঘাতসহ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে ইহার ভঙ্গপ্রবণতা বাড়ে। শতকরা ৫ ভাগ টিন মিশাইলে ইহার বর্ণ রক্তাভ পীতবর্ণ, কঠিন, ঘন ও স্বনিকর হয়, মরচে ধরে না। এইজন্য টিন মিশাইলে তামার আরও বেশী কার্য্য হয়। ৫ ভাগের অধিক যত টিন মিশবে তামার ভঙ্গপ্রবণতা ততই বাড়িবে।

১। Speculum metal—তামার সহিত ½ অংশ টিন মিশাইলে যে ধাতু হয়, তাহাতে আলোক প্রতিক্ষেপ করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এজন্য ইহাকে Speculum metal (স্পেকুলাম ধাতু) বলে। প্লিনি বলেন, এই ধাতুতে পূর্ব্বে দর্পণ প্রস্তুত হইত। আমাদের দেশেও কাংস্যখণ্ডে দর্পণ প্রস্তুত হইত ইহা দেখা যায়। আজিও পূজা, বিবাহ প্রভৃতিতে কাংস্যধাতুফলক (মলিন হইলেও) দর্পণরূপে ব্যবহৃত হয়।

২। Muntz's metal—জাহাজ ও বড় বড় নৌকার তলা মুড়িবার জন্য এই ধাতু ব্যবহৃত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জি, এফ, মুঞ্জ সাহেবকে ইহার পেটেণ্ট দেওয়া হয়। ৬০ ভাগ তামা ও ৪০ ভাগ দস্তায় এই ধাতু প্রস্তুত হয়। ইহা গলাইয়া ঢালিয়া চাদরের মত বড় বড় পাত প্রস্তুত করে। পাত প্রস্তুত হইলে গন্ধকদ্রাবক মাখাইয়া ধুইয়া ফেলে। ইহা দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ, খালি তামার পাত অপেক্ষা এই ধাতুর পাতে উৎকৃষ্ট ভালরূপে সাধিত হয়। তামা অপেক্ষা ইহা দ্বারা তলা মোড়াই করিতে খরচ কম পড়ে, কিন্তু যুদ্ধজাহাজের জন্য এখনও ইহা ব্যবহৃত হয় না।

৩। Prince's metal—৮০ ভাগ তামার সহিত দস্তা, টিন

ও সিসা মিশাইয়া এই ধাতু প্রস্তুত করে। ইহা দ্বারা ব্রোঞ্জ-ধাতুর ন্যায় রঙের কলাই করা চলে। ৮৮.৫ ভাগ তামা ও ১১.৫ ভাগ দস্তা মিশাইয়া লইলে এই ধাতুকে বাটালি কাটিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করা চলে। ইহা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়।

৪। Mosaic gold—অতি শীতল স্থানে সমভাগে দস্তা ও তামা মিশাইয়া গলাইতে হয়। গলিত দ্রবাকে খুব ঘুঁটিতে হয়, ঘুঁটিবার সময় আবার অল্প পরিমাণে দস্তা মিশাইতে হয় ও ঘুঁটিতে হয়, শেষে রং পরিবর্ত্তন হইতে হইতে ক্রিয়া শ্বেতবর্ণ হয়। তৎপরে শীতল হইলে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে।

৫। Mannheim gold—এই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর ন্যায়, তবে উপাদানে ভাগের ঈষৎ তারতম্য আছে।

৬। Tombac—৮৪.৫ ভাগ তামা ও ১৫.৫ দস্তা মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার ন্যায় ঘাতসহ ধাতু নাই বলিলেও চলে; ইহার পাতও খুব বড় সূক্ষ্ম ও ভাল হয়।

৭। Immitation bronze—এই ভুই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর ন্যায়। ভাগ পরিমাণ ৪ ভাগ টিন, ৬৪ ভাগ তামা ও ৩২ ভাগ দস্তা। ইহা দেখিতে পীতবর্ণ, ইহাতেই মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৮। কাঁসা—(Bell-metal or bronze) [কাংস্য দেখ।]

টম্বাক ধাতু পিটিয়া .০০১ ইঞ্চ পুরু পাত প্রস্তুত করা যায়। এইরূপ সূক্ষ্ম পাতকে "দেলন্দাজী ধাতু" (Dutch metal) বলে। ব্রোঞ্জবং ও ব্রোঞ্জচূর্ণ এই দেলন্দাজী ধাতু, রজন ও জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রস্তুত হয়, কোন কোন স্থলে তৈল অথবা বসার সহিত পিষিয়া লয়।

তামা অতি পবিত্র ধাতু বলিয়া আমাদের দেশে দেব-পূজার সমস্ত বাসনাদি প্রস্তুত হয়, কোশা, কুশী, তাম্রকুণ্ড, ঘট, ঘটী, পুষ্পপাত্র, চন্দনের বাটী, জলশঙ্খ ইত্যাদি। তামার পুষ্পপাত্রে পশ্চিমাঞ্চলে নানাবিধ খোদিত কারুকার্য্য দেখা যায়। হিন্দুর বিশ্বাস, কলিকালে তাম্রপাত্রে ভোজন নিষেধ আছে, কিন্তু মুসলমানেরা বারবৎ তামার "বদনা" নামক নলবিশিষ্ট ঘটী নিত্য ব্যবহার করে। ডেক্‌চি, থালক, বাটী প্রভৃতি বাসন রাং দিয়া কলাই করিয়া লয়। তামাকু রাখিবার জন্য তামার বড় বড় হাঁড়ী বা জালা ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ, এলোপাথি, হোমিওপাথি, হাকিমী ও অব-ধৌতিক চিকিৎসা প্রণালীতে নানাবিধ আকারে ঔষধার্থে তামা ব্যবহৃত হয়।

যে তামা জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল এবং যাহা আঘাতদ্বারা নষ্ট হয় না ও লৌহ বা সিসা মিশ্রিত না থাকে, সেই তাম্রই উত্তম, এবং মারণের উপযোগী।

যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত স্বচ্ছ বা শুক্লবর্ণ এবং আঘাত দিলে নষ্ট হয়, যাহাতে লৌহ ও সিস মিশ্রিত, সেই তাম্র দূষিত, এইরূপ তাম্র মারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

তাম্রের শোধনবিধি—তাম্রের অতি সূক্ষ্মপাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে। পরে উহা অনলবৎ অঙ্গারবৎ তপ্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র এবং কুলত্থ কলায়ের কাথ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটীতে তিন তিন বার করিয়া নিমগ্ন করিলে তাম্র বিশুদ্ধ হয়।

অশোধিত তাম্র বিষ অপেক্ষাও অনিষ্টকারী, কারণ বিষে একটী মাত্র দোষ পরিলক্ষিত হয়, আর অশোধিত তাম্রে ৮ প্রকার দোষ আছে। অশোধিত তাম্র সেবনে ভ্রম, বমি, বিরেচন, ঘর্ম্ম, উৎক্লেদ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি উৎপন্ন হয়। এই অষ্ট দোষযুক্ত তাম্রই একমাত্র বিষ।

তাম্রের মারণবিধি।—তাম্রের পত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে তিন দিন অম্লে ভিজাইয়া খলে ফেলিয়া উহার চারি অংশের এক অংশ পারদ মিশ্রিত করিবে। তাহার পর অম্লদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া খল হইতে উদ্ধৃত করিবে। পরে দ্বিগুণ গন্ধক অম্লদ্বারা পেষণ করিয়া ঐ তাম্র পত্রগুলি লেপিয়া গোলকাকৃতি করিবে এবং স্বরস (আদিক), চিত্রা বা আমরুল বা পুনর্ণবা পেষণ করিয়া কল্ক করিবে। ঐ কল্কদ্বারা উক্ত গোলকের উপর দুই অঙ্গুল পরিমাণ লেপ দিবে। তৎপরে ঐ গোলক একটি পাত্র মধ্যে স্থাপন ও বালুকাদ্বারা ঐ পাত্র পূর্ণ করিয়া মুখে একখানা শরা দিয়া ঢাকা দিবে। অনন্তর মৃত্তিকা, লবণ ও জল একত্র করিয়া পাত্র ও শরার সন্ধিস্থান বন্ধ করিবে। পরে চুল্লীর উপর রাখিয়া চারি প্রহর অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অগ্নির উত্তাপ ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। এইরূপে পাক সম্পন্ন করিয়া শীতল হইলে গোলকটিকে তুলিয়া ওলের রসদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া ওলের মধ্যে পুরিতে হইবে। তৎপরে সেই ওলের চতুর্দ্দিক এক অঙ্গুল পুরু করিয়া মৃত্তিকা লেপিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে তাম্র মারিত হয়। এই মারিত তাম্র বমন বিরেচন, ভ্রম, ক্লম, অরুচি, বিদাহ, স্বেদ ও উৎক্লেদ করণ করে না।

মারিত তাম্রের গুণ,—কষায়, মধুর, তিক্ত, অম্লরস, কটু-বিপাক, সারক, পিত্তনাশক, কফাপহারক, শীতবীর্য্য, ব্রণ-রোপক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, কিঞ্চিৎ রূক্ষ এবং পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলনাশক।

অসম্যক্ মারিত তাম্র সেবন করিলে দাহ, স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, বিরেচন, বমি ও ভ্রম উপস্থিত হয়। (ভাবপ্র°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে তাম্রে অষ্টবিধ দোষ আছে। এই জন্য তাম্র শোধন করা আবশ্যক।

তাম্রশোধন। লবণ ও আকন্দদুগ্ধে তামার পাতায় লেপ দিয়া পোড়াইয়া নিসিন্দাপাতার রসে নিঃক্ষেপ করিলে তাম্র-শোধন হয়।

মতান্তরে। গোমূত্রে তাম্রপত্র দিয়া অতিশয় অগ্নিসন্তাপে এক প্রহর কাল পাক করিলে তাম্র শোধিত হয়।

তাম্রপাক। দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত গাছের ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তামার পাতায় মাখাইয়া লবণযন্ত্রে চারিপ্রহর কাল পাক করিবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সব্যরোগে প্রয়োগ করিবে। জম্বীর লেবুর রস, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক তামার পাতায় লেপ দিয়া ভস্ম হওয়া পর্য্যন্ত পুট প্রদান করিতে হইবে, এইরূপে তাম্র পাক হয়।

অন্যমতে তামার পাতায় লবণ, ক্ষার ও জম্বীর লেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া সিজ ও আকন্দ দুগ্ধ মাখাইয়া বার বার পোড়াইয়া নিসিন্দার রসে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে সমভাগ পারদ, দুগ্ধ, ঘৃত ও গন্ধক মিশাইয়া তিনপুট দিলে ভস্ম হইবে এবং পঞ্চামৃতে তিনপুট দিবে।

শোধিত তাম্রের গুণ। অনুপান বিশেষে সেবন করিলে ক্ষয়, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল, মেহ, অর্শ ও বাত নষ্ট হয়। এক রতি হইতে ছই রতি মাত্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিলে মেদ, মৃত্যু ও জরা নষ্ট হয়।

তাম্র উষ্ণ, বিষদোষ, যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, ক্রিমি, শূল আমবাত, গ্রহণী, অর্শ এবং অম্লপিত্ত প্রভৃতি নাশ করিয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারস°)

তাম্র অম্ল যোগে শুচি হয়, "তাম্রমম্লেন শুদ্ধ্যতি" (মনু)। তাম্রপাত্রে ভোজন করিতে নাই। দেবপূজা প্রভৃতিতে তাম্র পাত্র প্রশস্ত, দেবপূজায় তাম্রনির্ম্মিত পাত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২ কুষ্ঠভেদ। ৩ রক্তবর্ণ। ৪ দ্বীপভেদ।

"দ্বীপং তাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব পর্ব্বতং রামকং তথা॥" (ভারত ২।৩১।৬৮)

তাম্র, মহিষাসুরের এক বিখ্যাত সেনাপতি। এই দানব ইন্দ্র-যমাদি দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া শেষে দেবীর হস্তে নিহত হয়। (দেবীভা° ৫ম স্কন্ধ)

তাম্রক (ক্লী) তাম্র-স্বার্থে কন্। তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাম্রকণ্টক (পুং) নির্যাসপ্রধানকণ্টক বৃক্ষবিশেষ।

তাম্রকর্ণী (স্ত্রী) তাম্রবর্ণৌ কর্ণৌ যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পশ্চিমদিক্‌হস্তীর পত্নী। ইহার নাম অঞ্জনা। (অমর)

তাম্রকার (পুং স্ত্রী) তাম্রং করোতি তাম্রধাতুভিঃ পাত্রাদিকং নির্ম্মাতি কৃ-অণ্। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। পর্য্যায়—তাম্রিক, শৌল্বিক, তাম্রকুট্টক। (শব্দর°) এই জাতির বিষয়ে অনেক প্রকার মত আছে। কোনমতে আয়োগবের ঔরসে ও বিপ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

"আয়োগবেন বিপ্রায়াং জাতাস্তাম্রোপজীবিনঃ॥"

শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব জাতির উৎপত্তি হয়। এই তাম্রকার জাতি কংসকার জাতির অন্তর্গত এবং এই জাতি বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর একমতে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা তাম্রের পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। [কাংসকার দেখ।]

তাম্রকিরি (পুং) লোহিতবর্ণ কীটবিশেষ।

তাম্রকুট্ট (পুং স্ত্রী) তাম্রং কুট্টয়তি কুট্ট অণ্। তাম্রকার। [তাম্রকার দেখ।]

তাম্রকুট্টক (পুং) তাম্রং কুট্টয়তি কুট্ট-ণ্বুল্। [তাম্রকার দেখ।]

তাম্রকুণ্ড (ক্লী) কুণ্ড, তাম্রময়ং কুণ্ডং। তাম্রময় জলাধার পাত্রভেদ, দেবপূজাদি করিবার সময় ইহাতে জল ফেলা হইয়া থাকে।

"শাম্বঃ উপচারাৎ তাম্রকুণ্ডং।" (উজ্জ্বল)

তাম্রকূট (পুং স্ত্রী) তাম্রস্য কূটমিব। ক্ষুপবিশেষ, তামাক।

"সাম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসম্ভূতারিকা তারতা তথা।
ইত্যাদ্যো সিদ্ধিবার্ণিণ যথা সূর্য্যাষ্টকং প্রিয়ে॥" (কুলার্ণবত°)

তন্ত্রের মতে সাম্বিদা, কালকূট, তাম্রকূট, ধুস্তুর, অহিফেন, খর্জ্জুরস, সারিকা, তবিতা এই ৮টী সিদ্ধি দ্রব্য।

তাম্রক্রিমি (পুং) তাম্রবর্ণঃ ক্রিমিঃ কীটঃ মধ্যলো°। ইন্দ্রগোপ-কীট। (রাজ°)

তাম্রগর্ভ (ক্লী) তাম্রং গর্ভ ইব উৎপত্তিস্থানং যস্য বহুব্রী। তুথ, তুঁতে। ইহা তাম্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। [তুথ দেখ।]

তাম্রচক্ষুস্ (পুং) তাম্রচক্ষুষী যস্য বহুব্রী। যাহার চক্ষুঃ রক্তবর্ণ।

তাম্রচূড় (পুং স্ত্রী) তাম্রা রক্তা চূড়া যস্য বহুব্রী। ১ কুক্কুট, কুঁকড়া, তাম্রচূড়গণ ভীত হইয়া "কুক্ কুক্" শব্দ করিয়া থাকে। রাত্রিকালে যদি উক্তশব্দ ত্যাগ করিয়া অপর প্রকার শব্দ করে, তাহা হইলে ভয় হয়। কিন্তু নিশাবসানে স্বস্থ চিত্তে তাম্রচূড় তারস্বরে স্বাভাবিক শব্দ করিলে রাজার রাষ্ট্র ও পুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃহৎস° ৮৬।৩৪) [কুক্কুট দেখ।]

২ কুক্কুরক্রম, কুকসিমা, এই বৃক্ষের অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। (স্ত্রী) ৩ কুমারানুচর মাতৃভেদ।

"সুভগা জাম্বনী লম্বা তাম্রচূড়া বিকাসিনী" (ভারতস° ৪৭ অঃ)

(ত্রি) ৪ রক্ত শিখাযুক্ত।

তাম্রচূড়ভৈরব (পুং) ভৈরবভেদ।

তাম্রজাক্ষ (পুং) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ।

(হরিব° ১৬২ অ°)

তাম্রতনু (ত্রি) তাম্রের ন্যায় শরীরবর্ণ।

তাম্রতুণ্ড (পুং) একপ্রকার বানর, ইহাদের মুখের রঙ্ অনেকটা তামার মত।

তাম্রত্রপুজ (পুং) তাম্রঞ্চ ত্রপু চ তাভ্যাং জায়তে জন-ড। কাংস্য, কাঁসা। [কাংস্য দেখ।]

তাম্রত্ব (ক্লী) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র-ত্ব। তাম্রের ভাব। রক্তবর্ণ।

তাম্রদুগ্ধা (স্ত্রী) তাম্রং রক্তং দুগ্ধং ক্ষীরং রসো যস্যাঃ বহুব্রী। গোরক্ষদুগ্ধা। (রাজনি°)

তাম্রদ্রু (পুং) রক্তচন্দন।

তাম্রদ্বীপ (পুং ক্লী) দক্ষিণদেশস্থিত দ্বীপবিশেষ, সহদেব দাক্ষিণাত্য বিজয় সময়ে এই দ্বীপ জয় করেন। তাম্রপর্ণী।

"দ্বীপং তাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব পর্ব্বতং রামকং তথা।
তিমিঙ্গিলঞ্চ স নৃপং বশে কৃত্বা মহামতিঃ॥"

(ভারতস° ৩০ অ°)

তাম্রধাতু (পুং) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাম্রধূম্র (ত্রি) রক্ত ও ধূম্রবর্ণ, তামাটে লাল।

তাম্রধ্বজ (পুং) রত্নপুরের রাজা ময়ূরধ্বজের পুত্র। ইনি যুদ্ধে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

[তাম্রলিপ্ত ও ময়ূরধ্বজ দেখ।]

তাম্রপক্ষা (স্ত্রী) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের কন্যাভেদ।

(হরিব° ১৬২ অ°)

তাম্রপক্ষিন্ (পুং) কৃষ্ণের এক পুত্র।

তাম্রপট্ট (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং পট্টং মধ্যলো° কর্ম্মধা। তাম্রময় লেখনপত্রভেদ, তাম্রশাসন। পুরাকালে ধর্ম্মবিদ্ রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রপত্রে ভূমির পরিমাণাদি সমস্ত বিবরণ লিখিয়া স্বমুদ্রা চিহ্নিত করিয়া প্রদান করিতেন, ব্রাহ্মণগণ পুরুষানুক্রমে সেই ভূমি ভোগ করিতেন। পরে অন্য কোনও রাজা ঐ ভূমির কোনরূপ অনিষ্ট করিতেন না। ঐরূপ ভূমি দান করা অপেক্ষা পরদত্ত ভূমির রক্ষা করা অতিশয় পুণ্যজনক।* ভারতের নানা স্থান হইতেই এইরূপ শত শত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা ভারতীয় রাজগণের বংশাবলী ও ইতিহাস অনেকটা স্থির হইতেছে।

তাম্রপত্র (পুং) তাম্রং রক্তং পত্রং যস্য বহুব্রী। ১ জীবশাক। ২ রক্তবর্ণ পত্র মাত্র। কর্ম্মধা। ৩ তাম্রময় লেখনপত্র। ৪ রক্তদল নবপল্লব।

তাম্রপত্রক (পুং) [তাম্রপত্র দেখ।]

তাম্রপর্ণ, সিংহল দ্বীপের নামান্তর (Taprobane)।

[সিংহল দেখ।]

তাম্রপর্ণী, মান্দ্রাজের অন্তর্গত তিন্নেবেলি জেলার একটী নদী। ইহার স্থানীয় নাম "পরুনৈ"। টলেমী ও পেরিপ্লাস্ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে অম্বসমুদ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে, তৎপরে উত্তরপূর্ব্বমুখে তিন্নেবেলি হইতে পালমকোটা পর্য্যন্ত তৎপরে কখন দক্ষিণ কখন বা পূর্ব্বমুখে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

ইহার মুখে চিত্তার প্রভৃতি উপনদী আছে। ইহার দৈর্ঘ্য মোট ৭০ মাইল। এই নদীদ্বারা তিন্নেবেলি জেলায় ১৯২০০০ বিঘা জমীতে জল সঞ্চার হয়। এই জল-সঞ্চারের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে নদীগর্ভে এনিকাট প্রস্তুত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ আটটী এনিকাট আছে; সাতটী হিন্দুরাজগণের প্রস্তুত, ৮মটী শ্রীবৈকুণ্ঠম্ নামক স্থানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দ্বারা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। এই এনিকাট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৭'২০ ফিট উচ্চ। কখন কখন নদী এত পূর্ণমাত্রায় ভরিয়া উঠে, যে, এখন এনিকাট ডুবিয়া যায়, এ পর্য্যন্ত একপ ডুবিয়া এনিকাটের উপরেও ১১½ ফিট জল জমিতে দেখা গিয়াছে। ইহার তীরে কোল-কাই নামক একটী স্থান এখন সমুদ্র হইতে ৩ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু টলেমীর বর্ণনায় এই স্থানটী সমুদ্রবর্ত্তী বন্দর বলিয়া জানা যায়। এই কোলকেই এখন গ্রামমাত্রে পর্য্যবসিত। তামিল ভাষায় কোলকৈ অর্থে সেনাদল বা সেনাশিবির বুঝায়। কয়াল নামে আরও একটী ক্ষুদ্রগ্রাম সমুদ্র হইতে ১½ মাইল দূরে আছে। মার্কপোলো এই কয়াল-কেই কয়েল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও সকল প্রধান পুরাণে এই নদীর উল্লেখ আছে। প্রিয়দর্শী অশোকের ১৩শ অনুশাসনে এই নদীর উল্লেখে লিখিত আছে যে, 'দক্ষিণে চোড়গণ ও পাণ্ড্যগণ তম্বপন্নী (তাম্রপর্ণী) পর্য্যন্ত বাস করিতেন, সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল'।

এই নদীর উৎপত্তির নিকট আর এক তাম্রপর্ণী নদী আছে, তাহা পশ্চিমমুখে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

* "দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যন্তু কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতং।
অভিলেখ্যাত্মনোবংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ।
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনং।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্ জেলায় ঘাটপর্ণা নদীতে সিদ্ধিতল নামকস্থানে তাম্রপর্ণী নামে এক উপনদী বাঙ্গাল হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই উপনদী গন্ধর্বগড়ের নিকট মল্লপ্রভা শিখরে প্রবাহিত।

৩ সিংহলদ্বীপের একটী নগরী, তাহা হইতে সমস্ত সিংহল তাম্রপর্ণ নামে খ্যাত হয়। ৪ মঞ্জিষ্ঠা।

তাম্রপর্ণীয় (পুং) সিংহলদ্বীপবাসী বৌদ্ধ।

তাম্রপল্লব (পুং) তাম্রাণি পল্লবানি যস্য বহুব্রী। অশোক-বৃক্ষ, পর্য্যায়—হেমপুষ্প, বঞ্জুল, কঙ্কেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প, নট। (ভাবপ্র°)

তাম্রপাকিন (পুং) পাকঃ ইতি পাকঃ পচ-ঘঞ্, তাম্রঃ পাক-বৎঃ পাক পাকুলাক্ত বক্তাঙ্গ ইতি ইনি। গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ, গাঁধি-ভাঁট গাছ। (রত্নমালা)

তাম্রপাত্র (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং পাত্রং কর্ম্মধা। তাম্রময় পাত্র, তাম্রপাত্রে তর্পণ প্রশস্ত। কোন দৈবকার্য্য করিতে হইলে তাম্রপাত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়। তাম্রপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। তাম্রপাত্রে মধু ও দুগ্ধ রাখিলে মদ্যতুল্য হয়।

"নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু।

গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনা॥" (স্মৃতিসাগর)

তাম্রপাত্রে ঘৃত রাখা প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে দধি ও মাংস দুষ-ণীয় কিন্তু দ্রব্যান্তরযুক্ত মাংস ও গুড়যুক্ত দধি দূষণীয় নহে। তাম্রের পাত্র প্রশস্ত। তাম্রপাত্রাভাবে মৃৎপাত্রই হিতকর।

"চরকস্য তু তাম্রস্য তদভাবে মৃদো হিতং।" (ভাবপ্র°)

২ তাম্রশাসন, যে তাম্রপট্ট লিখিয়া রাজা ভূমি দান করেন।

"তাম্রপাত্রে শুভং লেখ্যং শাসনানি নৃপৈশ্চ।

এতেভ্যো দানান্ পুণ্যং কলৌ বর্দ্ধাপয়েন্নৃপঃ॥"

(হরিমিশ্র কারিকা।)

তাম্রপাদী (স্ত্রী) হংসপদীলতা, গোয়ালে লতা। (রাজনি°,

তাম্রপুষ্প (পুং) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যস্য বহুব্রী। রক্তকাঞ্চন-পুষ্পবৃক্ষ, পর্য্যায়—কোবিদার, চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্র, কুদ্দালকেশরী। ২ ভূমিচম্পক, ভূঁইচাঁপা। (ত্রি) ৩ রক্তপুষ্পযুক্ত মাত্র। (ক্লী) তাম্রং পুষ্পং কর্ম্মধা। ৪ রক্তপুষ্প।

তাম্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী কপ্ টাপি অতইত্বং। রক্তত্রিবৃৎ, লাল তেউড়ী। (রাজনি°)

তাম্রপুষ্পী (স্ত্রী) তাম্রং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ ধাতকীপুষ্প, ধাই ফুল, পর্য্যায়—ধাতুপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী, বহ্নিজ্বালা। (ভাবপ্র°)

২ পাটলাবৃক্ষ, পারুলগাছ। [পাটলা দেখ।] ৩ আমাতিসার।

তাম্রপ্রয়োগ (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—৮ তোলা পরিমিত তাম্র পাত্রে দগ্ধ করিয়া যথাক্রমে আমন্দের আটায়, নিসিন্দার রসে, গোক্ষুরের রসে ও সিজের আটায় তিন বার প্রক্ষিপ্ত করিয়া শোধন করিয়া লইবে। পরে পারা ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর অর্দ্ধভাগ আদার রসে মাড়িয়া তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ তাম্রপাত্র অন্ধমূষায় বদ্ধ করিয়া ৫টী পুট দিবে।

ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু ও ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্য রত্না° ভগন্দরাধিকার)

তাম্রফল (পুং) তাম্রং রক্তবর্ণং ফলং যস্য বহুব্রী। ১ অঙ্কোঠ বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তফলযুক্ত বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং ফলং কর্ম্মধা। ৩ রক্তফল।

তাম্রফলক (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং ফলকং মধ্যলো° কর্ম্মধা। তাম্রনির্ম্মিত পট্ট। [তাম্রপট্ট দেখ।] তামার চাদর।

তাম্রমুখ (ত্রি) তাম্রং মুখং যস্য বহুব্রী। অরুণবদন, যাহাদের মুখ রক্তবর্ণ।

তাম্রমূলা (স্ত্রী) তাম্রং মূলং যস্যাঃ বহুব্রী অজাদিত্বাৎ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। ১ দুরালভা। ২ লজ্জালু, লাজালু। ৩ গন্ধুরাবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় খিরাই। ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ রক্তমূলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং মূলং কর্ম্মধা। ৬ রক্তমূল।

তাম্রমৃগ (পুং) তাম্রঃ রক্তবর্ণঃ মৃগঃ কর্ম্মধা। লোহিতবর্ণ হরিণ।

তাম্রযোগ (পুং) তাম্রস্য যোগঃ ৬তৎ। চক্রদত্তোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ ১ মাষা ও গন্ধক ১ মাষা লইয়া যথাবিধানানুসারে শোধন ও মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, তৎপরে ঐ কজ্জলী একটী দৃঢ় ও নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া তদুপরি কাঁটানটের মূলচূর্ণ ২ মষ দিবে, তাহার পর ১৫ মাষা পরিমিত কণ্টবেধ যোগ্য নেপালদেশীয় তাম্রপাত্র জামবোলীর রসে শোধিত করিয়া পাত্রস্থ ঔষধে ঢাকা দিতে হইবে এবং খড় বা লেই করিয়া তাম্রপাত্র মৃত্তিকাপাত্রের সহিত উত্তমরূপে জোড় লাগাইয়া দিবে, যেন উহা ভেদ করিয়া নিম্নে বালুকা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে না পারে। তদুপরি বালুকা দিয়া পাত্র পূর্ণ করিতে হইবে। তৎপরে ঐ পাত্রের তলায় অর্থাৎ নীচে এক ঘণ্টাকাল জাল প্রদান করিয়া পাত্রটী নামাইতে হইবে।

শীতল হইলে পাত্রের উপরিস্থিত বালুকা সকল বাহির করিয়া ফেলিবে এবং নিম্নস্থ তাম্রপাত্র ও কজ্জলী প্রভৃতি তুলিয়া একত্র খলে পেষণ করিয়া লইতে হইবে।

ঐ পোষিত চূর্ণ ১ রতি, ত্রিফলাচূর্ণ ১ রতি, ত্রিকটুচূর্ণ ১ রতি ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিয়া শীতলজল পান করিবে। উক্ত দ্রব্য একরতি হইতে ১২ দিন পর্যন্ত ক্রমে এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। পরে ১২ দিনের পর হইতে এক এক রতি করিয়া কমাইয়া সেবন করিবে। উক্ত ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণের মাত্রাও এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু বিড়ঙ্গের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে। যদি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং বিরেচন আবশ্যক হয়, তবে বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ রতি দিবে, তাহা হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। এই তাম্রযোগ গ্রহণী-রোগের একটী উত্তম ঔষধ। ইহাতে অম্লপিত্ত, ক্ষয় ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (চক্রদত্ত গ্রহণ্যধিকার)

তাম্ররসায়না (স্ত্রী) তাম্ররসস্য রক্তনির্যাসস্য অয়নী যস্যাঃ। গোরক্ষদুগ্ধ। (জটাধর)

তাম্রলিপ্ত, একটী অতি প্রাচীন জনপদ। মহাভারত ভীষ্ম-পর্ব (৯।৫৬), হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অথর্ব্বপরিশিষ্ট প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শব্দরত্নাবলী, ত্রিকাণ্ডশেষ ও হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে ইহার এই কয়টী পর্য্যায় দেখা যায়—

তমোলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত, বেলাকুল, তমালিকা, তাম্রলিপ্তী, দামলিপ্ত, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ।

জৈমিনিভারতে রত্নপুর এবং প্রাচীন কাশীরামদাসের মহাভারতে রত্নাবতীপুর নামে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার স্থানীয় একটী প্রাচীন নাম রত্নাকর। বর্ত্তমান নাম তমো-লুক, তমলুক বা তাম্‌লুক।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি তামালিতিস্ (Tamalites) এবং মহাবংশ ও দাঠাবংশকার তাম্রলিপ্তি নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত শব্দ সংস্কৃত তাম্রলিপ্ত শব্দ হইতে উৎপন্ন।

গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস গঙ্গার পরপারে তালুক্তি (Taluctæ) নামে এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবাদক মাক্‌ক্রিণ্ডল সাহেবের মতে ঐ শব্দ তাম্রলিপ্তবাসি নির্দ্দেশক।*

তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, কিন্তু কেন এই নাম হইল, এখনও তাহা স্থির হয় নাই। [তমলুক দেখ।] দিগ্বিজয়প্রকাশে নাম সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত উপাখ্যান আছে, তাহা এই—

যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্য্যদেব সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাহাকে জ্যোৎস্না পতিত হইল, তখন অরুণ দুরীভূত হইয়া সমুদ্রপ্রান্তে লিপ্ত হইল, যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল সেইস্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।* পরে রাসলীলা অবসান হইলে দিবাকর অরুণকে উদ্ধার করিলেন ও সেই স্থান ধনধান্যবান হইয়া পড়িল।

প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থান। মহাভারত পাঠে বোধ হয় এই জনপদ সমুদ্রের ধারে ও কপিশের পার্শ্বে ছিল। পালি মহাবংশ পাঠে জানা যায়, খৃষ্টজন্মের ৩০৭ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে তাম্রলিপ্তনগরী সমুদ্রকূলবর্ত্তী একটী বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাজ এই বন্দরে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিদ্রুম সিংহলদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল,—যাহার জন্য সাগরকূলে দাঁড়াইয়া সম্রাট্ অশোক বিলাপ করিয়া-ছিলেন†। দাঠাবংশে লিখিত আছে, দন্তকুমার ও হেমমালা এই প্রাচীন বন্দরে অর্ণবযানে উঠিয়া বুদ্ধদন্ত সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। বৃহৎকথার উপাখ্যান পাঠে জানা যায় যে, শত শত বণিক এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিতেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ দুই বৎসরকাল এখানে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদির প্রতিলিপি লইয়া সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন‡। তাঁহারও দুইশত বর্ষ পরে চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে নগর হইতে সাগর-স্রোত কিছুদূরে সরিয়া গিয়াছে §

পাণ্ডবাশ্রয় নামক সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থে লিখিত আছে—

"তাম্রলিপ্তদেশশ্চক্ষে ভাগীরথ্যাস্তটে নৃপ।
ত্রিযোজনপরিমিতো ভাবো যত্র চ ভূমিপঃ॥"

ভাগীরথীর তটে উত্তরভাগে ত্রিযোজন পরিমিত তাম্রলিপ্ত দেশ, যথায় অনেক লোক আছে।

---

* "জ্যোৎস্নাপতিতকিরণৈরপ্লুতো হি চারণঃ।
সমুদ্রপ্রান্তভূমৌ চ বিষণ্ণকান্তিমোহিতঃ॥ ৫৬
অরুণাখ্য সারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর।
তাম্রলিপ্তমতো লোকে খ্যাতম্ পূর্ব্ববাদিনঃ॥" ৫৭ (দিগ্বিজয়প্রকাশ)

† মহাবংশ ১১শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ।

‡ S Beal's Fa Hian.

§ Beal's Records of the Western World.

* Indian Antiquary Vol. VI. p. 339n.

ইহাতে বোধ হয়, একসময়ে গঙ্গার কোন শাখার নিকট তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল।

ত্রিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"মণ্ডলঘট্টদক্ষিণে চ হৈজল্যাশ্চ চ হ্যুত্তরে।
তাম্রলিপ্তো মহাদেশঃ বণিকজন নিবাসভূঃ॥
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ॥"

মণ্ডলঘাটের দক্ষিণে ও হিজলীর উত্তরে বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্তপ্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অর্থাৎ রূপনারায়ণ নদীর নিকট অবস্থিত।

দিগ্বিজয়প্রকাশ পাঠে বোধ হয়, তৎকালে তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রকূল হইতে অনেকদূরে অবস্থিত ছিল, তবে মধ্যে মধ্যে বন্যার সময় সমুদ্রের জল আসিয়া পড়িত।

এখন আর তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রতটে নহে, সমুদ্র এখন ত্রিশ ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে।

[তমলুক শব্দে বর্ত্তমান অবস্থান দ্রষ্টব্য।]

পুরাতত্ত্ব। তাম্রলিপ্ত অতি প্রাচীন জনপদ, বেদ, উপনিষদ্ অথবা রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও মহাভারত এবং সকল প্রধান পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণে তাম্রলিপ্তের নিকটবর্ত্তী জনপদের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই বিখ্যাত স্থানের কোন উল্লেখ না থাকায়, বোধ হয় তৎকালে এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী ছিল। মহাভারতের সময়ে এই স্থান জাগিয়া উঠে ও জনপদে পরিণত হয়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, তৎকালে এই স্থান কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু—

"কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।"

ভারত আদি ১৮৬।৩১।

মহাভারতের এই বচনানুসারে কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত বিভিন্ন রাজার অধীন বিভিন্ন জনপদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দ্রোণপর্ব্বে লিখিত আছে, এখানকার ক্ষত্রিয় রাজাও পরশুরামের নিশিত শরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন।*

সভাপর্ব্বের মতে রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীমসেন এখানকার রাজাকে পরাজয় করিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন।

(সভাপ° ২৯ অঃ।)

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এখানকার বীরগণ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"শকাঃ কিরাতা দরদা বর্ব্বরাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
অন্যে চ বহবো ম্লেচ্ছা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ॥" (দ্রোণপ° ১১৯ ১৫)

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয়, মহাভারতের সময় এখানে ম্লেচ্ছের রাজত্ব ছিল। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে লিখিত আছে—

যে সময় ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ পিতার অশ্বমেধীয় মুক্ত অশ্ব রক্ষায় ছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুনের অশ্ব তাহার অশ্বের নিকট আসিল। তাম্রধ্বজের সেনাপতি বহুলধ্বজ সেই অশ্বের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া তাম্রধ্বজকে জানাইলেন। অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ গৃধ্রব্যূহ রচনা করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অর্জ্জুন অনুশাল্ব, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বভ্রুবাহন প্রভৃতি মহাযোধগণও সঙ্গে ছিলেন। তাম্রধ্বজের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাম্রধ্বজের নিকট একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি কৃষ্ণার্জ্জুন পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হয়। ঘটনাক্রমে ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অর্জ্জুনের অশ্বও রত্নপুর (তাম্রলিপ্ত) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাম্রধ্বজ মূর্চ্ছিত কৃষ্ণার্জ্জুনকে ফেলিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। ময়ূরধ্বজ পুত্রের মুখে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও পুত্রকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। এ দিকে মূর্চ্ছান্তে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অর্জ্জুন বালকবেশে রত্নপুরে আসিয়া ময়ূরধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনাপূর্ব্বক ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন যে তাঁহার এক পুত্রকে সিংহ ধরিয়াছে; যদি রাজা আপনার অর্দ্ধশরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে সিংহ তাঁহার পুত্রটী ফিরিয়া দেয়। ধার্ম্মিকপ্রবর ময়ূরধ্বজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহধর্ম্মিণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ উভয়েই তাঁহার জন্য স্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া আপনার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। ভার্য্যা ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া করাত দ্বারা রাজা ময়ূরধ্বজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। এই সময় সাধুচেতা ময়ূরধ্বজ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পরের উপকারের জন্য যাহাদের শরীর ও অর্থ, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপকারে বাধিত না হয়, তাহা সর্ব্বথা শোচনীয়।"

* "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ বিদেহান্ তাম্রলিপ্তকান্।
শিবীনঙ্গাংশ্চ রাজন্যান্ দেশাদ্দেশাৎ সহস্রশঃ।
নিজঘান শিতৈর্বাণৈর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্॥" (ভারত দ্রোণ ৭০।১১।)

বাসুদেব ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং স্ব স্ব রূপে দেখা দিলেন। নর-নারায়ণের রূপ দেখিয়া আজ ময়ূরধ্বজ কৃতকৃতার্থ হইল। তিনি ধনজন রাজ্য-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। (১)

তমলুকে এখনও প্রবাদ আছে, পরমবৈষ্ণব রাজা ময়ূরধ্বজ সর্ব্বদা নর-নারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্ব্বদা তাঁহাদের দেখিতে পাইবে এই অভিপ্রায়ে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মূর্ত্তি স্থাপন করেন, সেই মূর্ত্তিদ্বয় এখন জিষ্ণুনারায়ণ নামে খ্যাত। বহুকাল হইল, সেই প্রাচীন মন্দির রূপনারায়ণের গর্ভশায়ী হইয়াছে; এখন সেই মূর্ত্তিদ্বয় অন্য একটী মন্দিরে রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান মন্দির চারি পাঁচশত বর্ষের অধিক প্রাচীন হইবে না।

তাম্রলিপ্তমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

'তাম্রলিপ্ত তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়স্থান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, দেখ অর্জ্জুন! তমোলিপ্ত অপেক্ষা প্রীতিকর স্থান আর আমার নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করে না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও, কালে কালে যুগে যুগে আর সব পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু এই তমোলিপ্ত কখন পরিত্যাগ করিব না।' (২)

এখানকার জিষ্ণুনারায়ণের মন্দির, বর্গভীমা দেবী ও কপালমোচন তীর্থ সমধিক বিখ্যাত। তাম্রলিপ্তমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"কপালমোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্ট্বা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

কপালমোচনতীর্থে স্নান করিয়া জিষ্ণুনারায়ণ ও বর্গভীমার মুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এইরূপ তাম্রলিপ্তের মাহাত্ম্যসূচক অনেক কথা স্থানীয় মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে।

এইরূপ বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের নিকট বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেও বহুদিন হইতেই তাম্রলিপ্তের সেই পূর্ব্বতন মহাসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আর এখানে সেরূপ বন্দর নাই। অথবা হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ প্রধান তীর্থ ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে কেহ গমন করেন না।

তাম্রলিপ্তের পূর্ব্বসমৃদ্ধি কেন বিলুপ্ত হইল? এ সম্বন্ধে দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে একটী অপূর্ব্ব উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা এই—

কায়স্থবংশে পরশুধার নামে এক অস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাম্রলিপ্ত ও কাশজোড়া শাসন করিতেন। তিনি বহুদূর দেশ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভীমাদেবীর প্রসাদে যাগ করাইয়াছিলেন; ঘটনাক্রমে একদিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার নিকট শত ভার রৌপ্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা পরশুধার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কেনই বা ধন চাহিতেছেন?' ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, 'ভাগীরথীর উত্তরে কৌশিকীনদীতীরে মাড়বপুরে আমার বাস, সনাচাগোত্রে আমার জন্ম। আমায় তিনটী বিবাহ করিতে হইবে। যদি তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ করিতে চাও, তবে এখন আমায় লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর।' রাজা ব্রাহ্মণের অসঙ্গত বাক্য শুনিয়া 'দূর দূর' করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া রাজাকে শাপ দিলেন, 'তুই নির্ব্বংশ হ, আজ হইতে তাম্রলিপ্তের মধ্যে মধ্যে শস্যশালী ভূমি সকল সমুদ্রের জলে প্লাবিত হউক। এই স্থান ক্ষার ভূমিতে পরিণত হউক। এখানকার অধিবাসিগণ ক্রিয়াহীন, দরিদ্র ও বৃদ্ধিরোগে ভুগুক। যেন কেহ আর এখানে সুখী না হয়। কলির ৪৫০০ বর্ষ হইলে এখানে ম্লেচ্ছের আধিপত্য হইবে, তোর বংশ নির্ব্বংশ হইবে এবং ভীমাদেবীও নিজধামে গমন করিবেন।' (৩)

এখন কলির গতাব্দ ৪৯৯১। যদি দিগ্বিজয়প্রকাশ মানিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ৪৯৭ বর্ষ গত হইল বর্গভীমা দেবী অন্তর্হিত হইয়াছেন, এখন কেবল তাঁহার মূর্ত্তিখানি পড়িয়া আছে।

এখানে কৈবর্ত্তজাতিরই বাস অধিক, ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থজাতির অধিক বাস নাই। এমন কি এখানকার ব্রাহ্মণগণও অনেকটা হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে। বোধ হয়, এইজন্য দিগ্বিজয়প্রকাশে তাম্রলিপ্ত-বিবরণে লিখিত আছে—

(১) জৈমিনিভারত ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়। কাশীদাসী মহাভারতেও এই গল্পটী আছে, কিন্তু মূল মহাভারতে আদৌ নাই।

(২) "তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নাস্মাকং প্রীতিবিদ্যতে।
যথাহং হৃদয়ং লক্ষ্মী যথাত্যাজ্যং তথা মম।
তমোলিপ্তং নহি ত্যাজ্যমিদমেব সুনিশ্চিতম্।
ত্যজামি সর্ব্বতীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যজামি কদাচন॥"

(৩) "কলের্ব্বর্ষসহস্রাণি বেদপঞ্চশতানি চ।
তদা ম্লেচ্ছযুতা দেশে তাম্রলিপ্তে হি ভাবিনঃ।
তব বংশা হি নির্ব্বংশা ভবিষ্যন্তি তথা খলু।
ভীমাদেবী তদৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি।
অর্থহীনা বলৈর্হীনা ভাবিনো মানবাঃ সদা॥"

(দিগ্বিজয়প্রকাশ ১০১-১০৩।)

"প্রায়ো ভানকবিপাশ্চ বভূবুঃ পতিতাঃ দ্বিজাঃ।
কৈবর্ত্তসদৃশাঃ প্রায়াঃ কৃষিকর্ম্মরতাঃ সদা॥"

বর্গভীমার মন্দিরের উপর যে ম্লেচ্ছের লক্ষ্য হইয়াছিল, তাহা তথাকার বাদশাহী পাঞ্জা দৃষ্টে জানা যায়।

পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্তে যে সকল রাজা রাজত্ব করেন, তাহাদের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অধিক দিন এখানকার প্রাচীনতম রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; বর্ত্তমান রাজবংশের পুত্রাদিক্রমিক ধারাবাহিক তালিকা এইরূপ পাওয়া যায়।

১ বিদ্যাধর রায়।
২ নীলকণ্ঠ রায়।
৩ জগদীশ রায়।
৪ চন্দ্রশেখর রায়।
৫ বীরকিশোর রায়।
৬ গোবিন্দদেব রায়।
৭ মাধবেন্দ্র রায়।
৮ হরিদেব রায়।
৯ বিশ্বম্ভর রায়।
১০ নৃসিংহ রায়।
১১ শম্ভুচন্দ্র রায়।
১২ নীলচন্দ্র রায়।
১৩ দিব্যসিংহ রায়।
১৪ গৌরভদ্র রায়।
১৫ লক্ষ্মণসেন রায়।
১৬ রামচন্দ্র রায়।
১৭ পদ্মলোচন রায়।
১৮ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
১৯ গোলোকনারায়ণ রায়।
২০ নলিনারায়ণ রায়।
২১ কৌশিকনারায়ণ রায়।
২২ অজিতনারায়ণ রায়।
২৩ কৃষ্ণকিশোর রায়।
২৪ চন্দ্রার্ক রায়।
২৫ মৌক্তিকিশোর রায়।
২৬ ইন্দ্রমণি রায়।
২৭ সুধন্বা রায়।
২৮ মৃগয়াদেবী। (সুধন্বার ভগিনী ও কুমার অনিরুদ্ধ রায়ের স্ত্রী।)
২৯ তাম্ররায়। (মৃগয়ার পুত্র)
৩০ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
৩১ চন্দ্রাদেবী (লক্ষ্মীর কন্যা ও রাজা নিঃশঙ্করায়ের স্ত্রী)
৩২ কালুভূঁঞা রায়
৩৩ ধামড়ভূঁঞা রায়।
৩৪ মুরারিভূঁঞা রায়।
৩৫ হরিহরভূঁঞা রায়।
৩৬ ডামড়ভূঁঞা রায়। (১৩২৫ শকে মৃত্যু)

৩৬শ রাজা ডামড়ভূঁঞার পর পুত্রাদিক্রমে প্রত্যেক রাজার রাজ্যকাল লিখিত আছে।

নাম	রাজ্যশক
৩৭ দিবাকর রায়	১৩২৮—১৩৭০।
৩৮ জগন্নাথভূঁঞা রায়	১৩৭১—১৪১৩।
৩৯ যদুনাথভূঁঞা রায়	১৪১৪—১৪৪২।
৪০ রামভূঁঞা রায়*	১৪৪৩—১৪৮১।
৪১ শ্রীমন্তরায়	(রাজ্যশক) ১৪৮২—১৫৩৪।
৪২ ত্রিলোচন রায়	
৪৩ হরিরায়	নাগাদ ১৫৭০।
৪৪ রামরায় (হরির পুত্র) ॥/১০	১৫৭১—১৬১৯।
৪৫ গম্ভীর রায় (মনোহরের পুত্র) ।৵১০	
৪৬ নরনারায়ণ (রামের পুত্র) ॥/১০	১৬১৯—১৬৫৫।
৪৭ প্রতাপনারায়ণ (গম্ভীরের পুত্র) ।৵১০	
কৃপানারায়ণ, কমলনারায়ণ (নরনারায়ণের দুই স্ত্রীর পুত্র)	১৬৫৬—১৬৮০।

১৬৭৪ শকে কৃপানারায়ণের মৃত্যু হয় ও কমলনারায়ণ সমস্ত রাজ্য পান। ১৬৮০ শকে নবাব মসনদী মহম্মদ খাঁর অনুগ্রহে মির্জা দেদার আলিবেগ সমস্ত সম্পত্তি দখল করেন। ঐ বর্ষে কমলনারায়ণের পরলোক হয়।

রাজবাটীর কাছারী মধ্যে এখনও দেদার আলিবেগের কবর দেখা যায়। [অপরাপর বিবরণ তমলুক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণের মধ্যে পরস্পর বিবাদে ও প্রজারা কর না দেওয়ায় জমীদারী নিলাম হইয়া যায়। অদ্ধাংশ সুলতানগাছার মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও অপরার্দ্ধ কলিকাতার ছাতুবাবু ক্রয় করেন। ছাতুবাবুর অংশ বিক্রয় হইলে মহিষাদলের রাজা লওয়া এখন দখল করিতেছেন।

১২৬১ সালে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র উপেন্দ্র ও নরেন্দ্র। উপেন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। ১২৯৫ সালে নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারও ৬টি পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ।

তাম্রলিপ্তক (পুং) তাম্রলিপ্ত-স্বার্থে কন্। দেশবিশেষ।

তাম্রলিপ্তিকা (স্ত্রী) [তাম্রলিপ্ত দেখ।]

তাম্রলিপ্তী (স্ত্রী) নগরীবিশেষ।

তাম্রবর্ণ (পুং) তাম্রস্যেব বর্ণো যস্য বহুব্রী। ১ দ্বিবিবাহ ভূণ। (ত্রি) ২ তাম্রবর্ণযুক্ত মাত্র। কৃষ্ণবা। ৪ রক্তবর্ণ। ৫ ভারতবর্ষীয় দ্বীপভেদ, সিংহল। [সিংহল দেখ।]

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্ নিবোধ মে।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥" (মাৎস্য ১১৩।৮)

তাম্রবর্ণা (স্ত্রী) তাম্রস্যেব বর্ণঃ যস্যাঃ বহুব্রী। ওড়পুষ্পবৃক্ষ, জবাকুল। (শব্দচ°)

তাম্রবল্লী (স্ত্রী) তাম্রবর্ণা বল্লী মধ্যলো° কর্ম্মধা°। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ চিত্রকূটদেশীয় লতা। পর্য্যায়—তাম্রা, তালী, তমালী, তমালিকা, সূক্ষ্মবল্লী, সুলোমা, শোভনা, তালিকা। ইহার গুণ কষায়, কফদোষ, মুখ ও কণ্ঠশোধনাশক এবং শ্লেষ্মা ভঙ্গকারক। (রাজনি°)

* ইহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীমন্তরায় ও কনিষ্ঠ ত্রিলোচন রায়। শ্রীমন্তের ৭ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশব, তৎপরে রাম, মনোহর, হরি, অনন্ত, রূপ ও দুর্গাদাস। শ্রীমন্তের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ত্রিলোচন ।০, জ্যেষ্ঠ কেশব ৵০, আর ছয় পুত্র প্রত্যেক /১০ পাই করিয়া অংশ পাইলেন।

তাম্রবীজ (পুং) তাম্রং বীজং যস্য বহুব্রী। কুলত্থ, কুলথি কলায়। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তবীজকবৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং রক্তং বীজং কর্ম্মধা। ৩ রক্তবর্ণ বীজ। (স্ত্রী) ৫ কুলত্থিকা।

তাম্রবৃক্ষ (পুং) ১ রক্তচন্দন বৃক্ষ। ২ কুলত্থ। ৩ রক্তবর্ণক বৃক্ষ।

তাম্রবৃন্ত (পুং) তাম্রং বৃন্তং যস্য বহুব্রী। ১ কুলত্থ কলায়। (ত্রি) ২ রক্তবৃন্তক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) রক্তং বৃন্তং কর্ম্মধা। ৩ রক্তবৃন্ত।

তাম্রশাটীয় (পুং) তাম্রবর্ণ পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধসম্প্রদায় ভেদ।

তাম্রশাসন (ক্লী) তাম্রে তাম্রপটে লিখিতং শাসনং। তাম্রপট্টে রাজানির্দ্দিষ্ট অনুশাসন। [তাম্রপট্ট দেখ।]

তাম্রশিখিন্ (পুং স্ত্রী) তাম্রবর্ণা শিখা চূড়া অস্ত্যস্য ইতি ইনি। কুক্কুট, কুঁকড়া। (জটাধর) (ত্রি) তাম্রশিখাযুক্ত।

তাম্রসার (ক্লী) তাম্রবৎ রক্তবর্ণঃ সারো যস্য বহুব্রী। ১ রক্তচন্দন। (ত্রি) ২ রক্তসারকবৃক্ষমাত্র। (পুং) রক্তঃ সারঃ কর্ম্মধা। ৩ রক্তসার।

তাম্রসারক (ক্লী) তাম্রসার-স্বার্থে কন্। রক্তচন্দন। (রাজনি°) (পুং) রক্তবর্ণঃ সারো যস্য ইতি কপ্। রক্তখদির। (রাজনি°)

তাম্রসারিক (পুং) তাম্রং সারোঽস্ত্যস্য ঠন্। ১ রক্তখদির। ২ রক্তচন্দন। (শব্দার্থচি°)

তাম্রা (স্ত্রী) তাম্র টাপ্। ১ সৈংহলী। ২ তাম্রবল্লীলতা। ৩ গুঞ্জা, কুচ। ৪ দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, ইনি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী। ইহার গর্ভে কশ্যপের ৬টী কন্যা হয়, তাহাদের নাম— শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধিকা। (গরুড়পু°)

তাম্রাকু (পুং) উপদ্বীপ ভেদ। (শব্দর°)

তাম্রাখ্য (পুং) তাম্রমাত্র আখ্যা যস্য বহুব্রী। উপদ্বীপভেদ, তাম্রদ্বীপ। (শব্দমা°)

তাম্রাক্ষ (পুং স্ত্রী) তাম্রে রক্তাভে অক্ষিণী যস্য। বহুব্রী অক্ষন অচ্। ১ কোকিল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) তাম্রনয়ন, রক্তলোচন।

"তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতং।
ববন্ধাশ্ব তাম্রাক্ষঃ পশুং রশনয়া যথা॥" (ভাগ° ১।৭।৩৩)

তাম্রাভ (ক্লী) তাম্রস্য আভেব আভা যস্য বহুব্রী। ১ রক্তচন্দন। (ত্রি) তাম্রা আভা যস্য। রক্তবর্ণ আভাযুক্ত।

তাম্রায়ণ (পুং) যাজ্ঞবল্ক্যের এক শিষ্য।

তাম্রায়ান (পুং) শুক্ল যজুর্বেদী একজন ঋষি। যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য।

তাম্রারি (পুং) তাম্রবর্ণ শক্রভেদ (?)।

তাম্রারুণ (ক্লী) তীর্থভেদ, এই তীর্থে সমাহিত হইয়া স্নান দানাদি করিলে অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায় এবং অন্তিমে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়।

"তাম্রারুণং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" (ভারত ৩।৮৪ অঃ)

তাম্রার্দ্ধ (ক্লী) কাংস্য, কাঁসা, কাঁসাতে তাম্রের ভাগ অর্দ্ধেক আছে।

তাম্রাবতী (স্ত্রী) তাম্রমাদেয়ত্বেনাস্ত্যস্য তাম্র-মতুপ্ মস্য ব, সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। নদীভেদ, এই নদী তাম্রের আকর।

"তাম্রবতী বেত্রবতী নদ্যস্তিস্রোঽথ কৌশিকা।"
(ভারত বনপ° ২২১ অঃ)

তাম্রাশ্মন্ (পুং) তাম্রং অশ্ম কর্ম্মধা। পদ্মরাগমণি।

তাম্রাশ্মরাশিচ্ছুরিতৈরখাভৈঃ।" (মাঘ) 'তাম্রাশ্মনাং পদ্মরাগানাং।' (মল্লিনাথ)

তাম্রিক (পুং) তাম্রং তৎপাত্রাদিনির্ম্মাণং কার্য্যত্বেনাস্ত্যস্য তাম্র-ঠন্। ১ কংসকার, কাঁসারী। (ত্রি) তাম্রনির্ম্মিত।

"কার্ষাপণস্তু বিজ্ঞেয়স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ।" (মনু ৮।১৩৬)

তাম্রিকা (স্ত্রী) তাম্রিক-টাপ্। ১ গুঞ্জা। ২ বাদ্যবিশেষ, মান বন্ধ্যবাদ্য। (ভুরিপ্র°)

তাম্রিমন্ (পুং) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র ইমনিচ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) তাম্রের ভাব।

তাম্রী (স্ত্রী) তাম্রস্য বিকারঃ ইতি অণ্ ততো ঙীপ্। ১ বাদ্যবিশেষ, পর্য্যায় মানবন্ধ্যা, বিকারিকা। (ত্রিকা°) ২ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্র। ইহা সময়নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। অধুনা য়ুরোপীয় "ক্লক ও ওয়াচ" ঘড়ির বহুল প্রচার সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে এই প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মৃণ্ময়ী)

তাম্রোপজীবিন্ (ত্রি) তাম্রেণ উপজীবতি, তাম্র-উপ-জীব-ণিনি। যাহারা তাম্রদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কাংস্যকার।

তাম্রোষ্ঠ (পুং) তাম্র ইব ওষ্ঠৌ যস্য বহুব্রী। যাহার অধর ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। সমাস করিলে অকারের পর ওষ্ঠ শব্দ থাকিলে ওষ্ঠ শব্দের বিকল্পে অকারের লোপ হয়। তাম্র ওষ্ঠ তাম্রোষ্ঠ, তাম্রৌষ্ঠ, একস্থলে অকারের লোপ অন্যস্থলে অকারের লোপ না হইয়া অ-ওকারে বৃদ্ধি ঔকার হইল। (পাণিনি)

তাম্র্য (ক্লী) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র ষ্যঞ্। তাম্রের ভাব।

তায়ন (ক্লী) তায়-ভাবে ল্যুট্। ১ বৃদ্ধি। ২ উত্তমগতি।

তায়িক (পুং) তায় পালনে মৃত্বাবিত ঠক্। দেশবিশেষ, তাজিকদেশ।

তায়ু (পুং) তায় উন্। চোর। (নিঘণ্টু)

"অপত্যে তায়বো যথা নক্ষত্র" (ঋক্ ১।৫০।২)

তায়ূশ (পারসী) তত যন্ত্রবিশেষ। ইহার অপর নাম ময়ূরী। এই যন্ত্র এসরাজের অবয়বভেদ মাত্র। কেবল ইহার পর্দ্দার মূলে একটী কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত ময়ূরের সুগ্রীবমুখ যোজিত থাকিতে,

দেখা যায়। তজ্জন্য ইহার সংস্কৃত নাম মায়ূরী, পারস্য নাম তায়ুশ। এই যন্ত্র অতিশয় আধুনিক। বঙ্গদেশস্থ বিষ্ণুপুরানবাসী সেবারাম নামক জনৈক শিল্পী ইহার আবিষ্কর্ত্তা, এইরূপ প্রবাদ আছে। (বঙ্গকো°)

তার (ক্লী) তারয়তি বিস্তারয়তি তৃ-ণিচ্-অচ্। ১ রৌপ্য। ২ প্রণব, ওঙ্কার।

"তারয়েদ্ যস্তুবাম্ভোধেঃ স্বজপাসক্তমানসং।
তত্তস্তার ইতি খ্যাতো যন্তং ব্রহ্মা ব্যলোকয়ং॥"(কাশী° ৭২অ°)

যাহারা এই মন্ত্র জপ করে, তাহারা ভবসংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৩ বানরবিশেষ, ইনি রামচন্দ্রের একজন সেনাপতি। বৃহস্পতির অংশে ইহার জন্ম হয়। (রামা°১।১৭স°) ৪ শুদ্ধমৌক্তিক। ৫ মুক্তাবিশুদ্ধি। ৬ দেবীপ্রণব, কূর্চ্চবীজ (হ্রীং)। ৬ তারণ। ৭ মহাদেব ত্রিজগতের উদ্ধার করিয়া থাকেন এই জন্য তাঁহার নাম তার। ৮ নক্ষত্র। ৯ অধ্যয়নরূপ প্রথম গৌণসিদ্ধিভেদ, বিধিপূর্ব্বক গুরুমুখ হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহাতে যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তার-সিদ্ধি, ইহা গৌণ সিদ্ধি *। (তত্ত্বকৌ°) ১০ বিষ্ণু।

"অশোকস্তারণস্তারঃ শূরঃ শৌরির্জ্জনেশ্বরঃ।" (ভা° অনু° ১৪৯ অঃ)

১১ উচ্চশব্দ। ১২ (ত্রি) উচ্চশব্দযুক্ত। ১৩ স্ফুরিতকিরণ। ১৪ নির্ম্মল। দিক্‌বাচক শব্দ পরে থাকিলে তীর শব্দ স্থানে তার হয়। ১৫ তীর। "দক্ষিণতারং দক্ষিণতীরমিত্যর্থঃ।" ১৬ উচ্চৈঃস্বর। ১৭ নেত্রকনীনিকা। ১৮ প্রণব (ওঁ, শ্রীঁ, হ্রীঁ) (তন্ত্র°)।

তারক (ক্লী) তারেণ কনীনিকয়া কায়তি কৈ-ক। ১ চক্ষুঃ। স্বার্থে কন্। (পুং) ২ নক্ষত্র। (স্ত্রী) ৩ চক্ষুর কনীনিকা। তারয়তি দৈত্যান্ তৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। ৪ দ্বাদশ মন্বন্তরীয় ইন্দ্রশত্রু অসুরবিশেষ। এই অসুর ইন্দ্রকে অতিশয় উৎপীড়িত করিয়াছিল, পরে নারায়ণ নপুংসক হইয়া ইহাকে বিনাশ করেন।

"ঋতধামাচ ভবেদিন্দ্রস্তারকোনাম তদ্রিপুঃ।
হরির্নপুংসকো ভূত্বা ঘাতয়িষ্যতি শঙ্কর॥" (গরুড়পু° ৮৭।৫১)

৫ অপর অসুরভেদ, তারকাসুর। ৬ কর্ণ। ৭ ভেলক। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৮ করিয়া অক্ষর থাকে।

"যদিকদশবাত নৌরৌ ভবেতাং রবো তারকা।" (বৃত্তর°)

এই ছন্দের ১০শ অক্ষরে যতি। [তারকাসুর দেখ।]

* "উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ॥" (সাংখ্যকা°)

"বিধিবদ্‌গুরুমুখাদধ্যাত্মবিদ্যাং অক্ষরস্বরূপগ্রহণমধ্যয়নং প্রথম-সিদ্ধিস্তারমুচ্যতে।"

তারকজিৎ (পুং) তারকং তারকাসুরং জয়তি জি-কিপ্, তুগাগমশ্চ। কার্ত্তিকেয়, ইনি তারকাসুরকে হত করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করেন। [তারক ও কার্ত্তিকেয় দেখ।]

তারকতোড়ী রাগবিশেষ। পঞ্চমবর্জ্জিত ও কোমল ঋষভ-যুক্ত। যথা—

"ধ নি সা ঋ গ ম •।" (সংগীতরত্না°)

তারকতীর্থ (ক্লী) তারকং তীর্থং কর্ম্মধা। তীর্থভেদ, গয়া-তীর্থ, এই তীর্থে পিণ্ড দিলে সকলেই মুক্ত হয়।

তারকব্রহ্ম (ক্লী) তারকং সংসারসাগরপারকারকং ব্রহ্ম কর্ম্মধা। ষড়ক্ষর মন্ত্রবিশেষ, "ওঁ রামায় নমঃ", পঞ্চক্রোশী কাশীতে মৃত্যু হইলে মহাদেব স্বয়ং এই মন্ত্র মৃতব্যক্তির কর্ণে প্রদান করেন এবং ঐ মৃত ব্যক্তি ষড়ক্ষরমন্ত্রপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই মন্ত্রদ্বারা যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করে, নিশ্চয়ই তাহাদের মুক্তি হয়। এই মন্ত্রপ্রভাবে সকল দুঃখ নষ্ট হয় এবং ইহা পাপীদিগেরও মোক্ষপ্রদ। নিত্য এই মন্ত্র জপ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। *

তারকহিন্দোল—হিন্দোলের মত ঠাট্। "সা" বাদী, "গ" সম্বাদী, ইহাতে তীব্রমধ্যম ব্যবহৃত হয়।

যথা—গ ম • ধ ধ নি সা ঋ। (সঙ্গীতর°)

তারকাক্ষ (পুং) অসুরবিশেষ। তারকাসুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তারকাক্ষ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অতি কঠোর তপ করিতে থাকে, ইহাদের তপে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বরদান করিতে উদ্যত হইলে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা সর্ব্ব-ভূতের অবধ্য হইবে। কিন্তু ব্রহ্মা এই বর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহাতে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা পুরত্রয়ে বাস করিব ও সকলের পূজ্য হইব। পরে ইহারা ব্রহ্মার বরে পুরত্রয় লাভ করিল। ব্রহ্মার এইরূপ বর ছিল, যে ইহারা পুরত্রয়ে আরোহণ করিয়া অপথে ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া সহস্র বৎসরান্তে কেবল একবার একত্র হইবে। সেই সময় যদি কেহ

* "ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্রহ্ম উচ্যতে।
যে জপন্তি চ মাং ভক্ত্যা তেষাং মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥
রামায় নম ইত্যেবমুচ্চার্য্য মন্ত্রমুত্তমং।
সর্ব্বদুঃখহরঞ্চৈতৎ পাপিনামপি মুক্তিদং।
ইমং মন্ত্রং জপন্নিত্যমমলত্বং ভবিষ্যসি।
তস্মাদ্বিধারণাদ্বৎস সন্তুস্তশ্চাশুচিত্বয়ি।
মুমূর্ষোর্মুনিকর্ণ্যাস্তু অর্দ্ধোদকনিবাসিনঃ।
অহং দিশামি তে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মবাচকং।" (পদ্মপুরাণ)

এক বাণে ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন, তবে ইহাদের মৃত্যু হইবে। ঐ পুরত্রয়ের নির্ম্মাতা ময়দানব। উহার একটী স্বর্ণ, দ্বিতীয়টী রৌপ্য ও তৃতীয়টী লৌহনির্ম্মিত। ঐ পুরত্রয় যথাক্রমে স্বর্গলোক, অন্তরীক্ষলোক ও মর্ত্তালোকে ছিল। তারকাক্ষ স্বর্ণনির্ম্মিতপুরের অধিকারী।

ঐ সময়ে তারকাক্ষের হরি নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক পুত্র কঠোর তপ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করে, 'আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটী বাপী প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সকল অস্ত্রনিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা যাইবে, তাহারা আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও সমধিক বলশালী হইবে।' ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ইহারা অতিশয় বলদর্পিত হইয়া ত্রিভুবনের পীড়া উপস্থিত করিতে লাগিল। দেবগণ এই অসুরগণ দ্বারা অশেষ প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব সেই সময় সকল দেবতার বলার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিপুর ভেদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করেন। (ভা° কর্ণ ৩৫ অঃ) [ত্রিপুর দেখ।]

তারকাখ্য (পুং) তারকা ইতি আখ্যা যস্য বহুব্রী। তারকাক্ষ। [তারকাক্ষ দেখ।]

তারকান্তক (পুং) অস্যতি ইতি অন্তকঃ তারকস্য অন্তকঃ ৬তৎ। কার্ত্তিকেয়।

তারকাদি (পুং) তারক আদির্যস্য। পাণিনুক্তগণ বিশেষ, সঞ্জাত অর্থে তারকাদির উত্তর ইতচ্ প্রত্যয় হয়। তারকা, পুষ্প, কর্ণক, মঞ্জরী, ঋজীষ, ক্ষণ, সূত্র, মূত্র, নিষ্ক্রমণ, পুরীষ, উচ্চার, প্রচার, বিচার, কুড্মল, কণ্টক, মুসল, মুকুল, কুসুম, কুতূহল, স্তবক, কিসলয়, পল্লব, খণ্ড, বেগ, নিদ্রা, মুদ্রা, বুভুক্ষা, ধেনুষ্যা, পিপাসা, শ্রদ্ধা, অভ্র, পুলক, অঙ্গারক, বর্ণক, দ্রোহ, দোহ, সুখ, দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ভর, ব্যাধি, বর্ম্মন্, ব্রণ, গৌরব, শাস্ত্র, তরঙ্গ, তিলক, চন্দ্রক, অন্ধকার, গর্ব্ব, মুকুর, হর্ষ, উৎকর্ষ, রণ, কুবলয়, গর্দ্ধ, ক্ষুধ্, সীমন্ত, জ্বর, গর, রোগ, রোমাঞ্চ, পণ্ডা, কজ্জল, তৃষ্, কোরক, কল্লোল, স্থপুট, ফল, কঞ্চুক, শৃঙ্গার, অঙ্কুর, শৈবাল, বকুল, শ্বভ্র, আরাল, কলঙ্ক, কর্দ্দম, কন্দল, মূর্চ্ছা, অঙ্গার, হস্তক, প্রতিবিম্ব, বিঘ্ন, তন্ত্র, প্রত্যয়, দীক্ষা, গর্জ্জ। (পাণিনি) আকৃতিগণত্ব হেতু এই সকল শব্দের সাদৃশ্যবাচক শব্দের উত্তরও হইবে।

তারকাময় (পুং) শিব।

তারকায়ণ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (হরিব° ২৭ অ°)

তারকারি (পুং) তারকাসুরের শত্রু।

তারকিত (ত্রি) তারকা সঞ্জাতা অস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। নক্ষত্রযুক্ত, নক্ষত্রশোভিত।

তারকিন্ (ত্রি) তারকাঃ সন্ত্যস্য ইনি। তারকাযুক্ত।

তারকিণী (স্ত্রী) তারকিন্-ঙীপ্। নক্ষত্রযুক্তা রাত্রি।

তারকাসুর (পুং) অসুরবিশেষ। ইহার বিবরণ শিবপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

এই অসুর তার নামক অসুরের পুত্র। দেবতাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত তারক সহস্র বৎসর সুদারুণ তপস্যা আরম্ভ করিল। কিন্তু তপস্যার ফল লাভ করিতে পারিল না। তখন ইহার মস্তক হইতে এক তেজঃ নিঃসৃত হইল। সেই তেজে দেবগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রকেও যেন কে টানিতে লাগিল। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন, দেবগণ মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন; বোধ হয় অকালেই এই ব্রহ্মাণ্ড লোপ হইবে। ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিবার জন্য দেবগণ সকলে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তারকের তপোবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবতাদিগের আগ্রহে বরপ্রদান করিতে তারকের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন।

তারকাসুর ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইলে তাহার অসাধ্য কি থাকে, আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে ২টী বর প্রদান করুন। এই জগতে আমার তুল্য কেহ যেন বলবান্ না হয়। যদি মরিতেই হয় তাহা হইলে যেন শিববীর্য্যসমুৎপন্ন পুত্রের হস্তে মৃত্যু ঘটে। তারক ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। তারকের সেই তেজঃ নিবৃত্ত হইল।

তারক স্বালয়ে ফিরিয়া আসিল। সকল অসুর মিলিত হইয়া তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল এবং চারিদিকে আজ্ঞা প্রচার করিল, এ জগতে আর কাহারও শাসন প্রচলিত হইবে না। তারক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই অতি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। দেবতাদিগকে অতিশয় নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিম্পুরুষ প্রভৃতি সকলেই বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ নিগৃহীত হইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, যম দণ্ড, ঋষিগণ কামধুক্ ধেনু ও সমুদ্র রত্ন সকল প্রদান করিতে লাগিল।

সূর্য্য ভীত হইয়া তারকপুরে প্রখররূপে কিরণ প্রদান করিত না, চন্দ্র পূর্ণভাবেই তত্রপক্ষে উদিত হইত, বায়ু অনুকূল হইয়া সর্ব্বদা মন্দ মন্দ বহিত। ত্রিভুবন তারকের

আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। দেবগণ তাহার সেবা করিত। ঋষি সকল তাহার দৌত্যকার্য্য করিত। দেবতাদিগের যে হব্য কব্য তারকাসুর নিজে গ্রহণ করিত।

শেষে দেবগণ উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মাকে সকলের দুঃখ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, আমি তাহাকে মারিতে পারিব না। শিববীর্য্যোৎপন্ন পুত্র ব্যতীত তাহার মৃত্যু হইবে না। হিমালয়ের শিখরে মহাদেব তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। পার্ব্বতী সখীদ্বয়ের সহিত তাহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, তোমরা সকলে তথায় গমন করিয়া পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের যাহাতে সহবাস হয়, তাহার চেষ্টা কর। মহাদেবের পুত্র ভিন্ন তারকবধের আর উপায় নাই।

ইন্দ্রাদি দেবগণ রতির সহিত কন্দর্পকে লইয়া মহাদেবের তপোভঙ্গ করিতে হিমালয়ে গমন করিলেন। কন্দর্প তথায় উপস্থিত হইলে বসন্ত পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে লাগিল, মহাদেব অকালে বসন্তের আবির্ভাব দেখিয়া তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময় পার্ব্বতী পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া শিবপূজার নিমিত্ত মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

কন্দর্পের প্রভাবে পার্ব্বতী বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেন, মহাদেবেরও চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইল।

এই সময় মহাদেব ক্ষণকাল বিচার করিয়া কহিলেন, কি! আমি ঈশ্বর হইয়া পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক, আমার এইরূপ চিত্ত বিকৃতি হইলে ক্ষুদ্রব্যক্তিরা কি দুষ্কর্ম্ম করিতে না পারে' এই বিবেচনা করিয়া মহাদেব দৃঢ় আসনবন্ধনে উপবিষ্ট হইয়া তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

মহাদেব আসনবদ্ধ হইয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কন্দর্প রতির সহিত তাহার তপোভঙ্গ করিতে অনতিদূরে অবস্থিত। ইহা দেখিয়া মহাদেব যেমন ক্রোধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিলেন, অমনি কন্দর্প মহাদেবের নেত্রসমুদ্ভূত অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইল।

মদনভস্ম হইলে মহাদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতীও নিজরূপ নিন্দা করিতে করিতে ফিরিলেন। পরে পার্ব্বতী মহাদেবকে পতি পাইবার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকদিন কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া পার্ব্বতী মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। পরে যথাবিধি পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ হইল। বিবাহের পর অনেক দিন অতীত হইল, তথাচ আর শিববীর্য্যসমুৎপন্ন পুত্র জন্মে না। দেবগণ পুনরায় ভীত হইলেন। মহাদেব ও পার্ব্বতী ক্রীড়ায় আসক্ত, তথায় কেহ গমন করিতে পারেন না। ক্রমে এদিকে তারকাসুরের পীড়ন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, দেবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের সমীপস্থ হইলেন, মহাদেব যেমন কপোতরূপধারী অগ্নিকে দেখিলেন, অমনি তাহাকে কহিলেন, হে কপটরূপধারী কপোত, তুমি কে, তুমি এই শুক্রধারণ কর। এই কথা বলিয়া তাহাতে শুক্র নিক্ষেপ করিয়া ভোগ হইতে বিরত হইলেন, পরে সেই শুক্র হইতে কার্ত্তিক জন্ম গ্রহণ করেন। [কার্ত্তিকেয় দেখ।]

কার্ত্তিক জন্ম গ্রহণ করিলে দেবগণ তাহাকে সেনাপতি করিয়া তারকাসুরের বধোদ্দেশে শোণিতপুরে গমন করিলেন।

এই পুরে তারকাসুরের সহিত অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দশদিন ধরিয়া অতি তুমুল সংগ্রাম হইল। এই দশ দিনের পর তারকাসুরের সৈন্য সকল ক্ষীণ হইতে লাগিল, পরে কার্ত্তিকের সুদারুণ শরে তারকাসুর নিহত হইল। (শিবপু° ৯-২০ অঃ ও দেবীভাগবত)

তারকেশ্বর (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, হরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ, হরীতকী, এই সমুদয় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া কুমড়ার জলে কুশাদি তৃণ পঞ্চমূলের কাথে ও গোক্ষুর রসে ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। ঔষধ সেবনান্তে পক্ব যজ্ঞডুম্বুর ফলচূর্ণ ২ তোলা, মধুসংযুক্ত করিয়া অবলেহ করা কর্ত্তব্য। পথ্য—ছাগদুগ্ধ, চিনি ও ইক্ষুরস। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অন্যবিধ—রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান মধুসংযুক্ত পক্ব যজ্ঞডুম্বুর চূর্ণ। ইহাতে বহুমূত্র নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহাধিকার)

২ হুগলী জেলার অন্তর্গত পুণ্যস্থান। অক্ষা° ২২°৫৩´ উ, দ্রাঘি° ৮৮°৪´ পূঃ। তারকেশ্বর লিঙ্গ ও তাঁহার মন্দিরের জন্য এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ।

কালীঘাটে নকুলেশ্বরের যেমন উৎপত্তি, অনেকে তারকেশ্বরে উৎপত্তিও সেইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। কোন প্রাচীন পুরাণ অথবা তন্ত্রে ইহার বিবরণ না থাকায় ইহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। তবে দুই তিন

শত বর্ষ অপেক্ষা যে প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে (৭।৫৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ আছে;

তারকেশ্বর রাঢ়বাসীর পরমভক্তির দেবতা। তাঁহার নিকট হত্যা দিয়া শত শত দুঃসাধ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অনেক রাঢ়বাসী এখনও বাবা তারকনাথের নামে ভীত হয়। শিবরাত্রিতে ও চড়ক সংক্রান্তির দিন এখানে মহা ধুমধাম হইয়া থাকে, তাহাতে কখন কখন ৫০।৬০ হাজার যাত্রী উপস্থিত হয়। তারকনাথের বিলক্ষণ আয় আছে, তাহা সমস্ত মহান্ত উপভোগ করেন।

পূর্ব্বে অনেক লোকই তারকেশ্বর যাইবার সময়ে দুর্দ্দান্ত দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত। তাহাতে কত যাত্রী কত সময়ে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন তারকেশ্বরের পার্শ্বে রেলষ্টেসন হওয়ায় সে কষ্ট ও ভয় দূর হইয়াছে। তারকেশ্বরের যাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

তারকোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

তারক্ষিতি (পুং) তারা উচ্চা ক্ষিতির্যত্র। দেশভেদ, এই-দেশ পশ্চিমদিকে ১৮।১৯।২০ নক্ষত্রে অবস্থিত। এইখানে নির্ম্মর্য্যাদ ম্লেচ্ছদিগের বাস। (বৃহৎস° ১৪।২১)

তারজ (পুং ক্লী) ধাতবদ্রব্যভেদ।

তারটী (স্ত্রী) [তারদী দেখ।]

তারণ (পুং) তারত্যনেন ল্যু। ১ ভেলক। কর্ত্তরি ল্যু। ২ বিষ্ণু। (ত্রি) ৩ তারয়িতা। ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৪ তারণ-করণ। ৫ উদ্ধারণ, বিপদ হইতে উদ্ধারকরণ। ৬ ষষ্টি-সংবৎসরের অষ্টাদশবর্ষভেদ। এই তারণ বৎসরে অতিবৃষ্টি হয়, ধান্য প্রভৃতি সকল শস্য নষ্ট হয়।

"অতিবৃষ্টিশ্চ জায়তে দারুণাৎ প্রপীড়নং।
শস্যং ভবতি সামান্যং তারণে সুরবন্দিতে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

চতুর্থ হুতাশনামক তৃতীয়বর্গের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। (বৃহৎস° ৮।৩২।) [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

তারণি (স্ত্রী) তার্য্যতেহনয়া তৃ-ণিচ্ অনি। ১ নৌকা।

তারণী (স্ত্রী) তারণি ঙীপ্। কশ্যপের পত্নীভেদ, যাজোপ-যাজের মাতা।

তারণেয় (পুং) তারণ্যাঃ অপত্যং ঠক্। তারণীর অপত্য।

"তারণেয়ৌ যুক্তরূপৌ ব্রাহ্মণাবৃষিসত্তমৌ॥"
(ভারত আ° ১৬৭ অ°)

তারতণ্ডুল (পুং) তারং শুক্লং শুভ্রস্তণ্ডুলো যস্য। ধবল যাব-নাল, শাদা দেধান। (রাজনি°)

তারতম্য (ক্লী) তরতময়োর্ভাবঃ তরতম-ষ্যঞ্। ন্যূনাধিক্য, উত্তরবিশেষ।

"নির্দ্ধনং নিধনমেতয়োর্দ্ধয়োস্তারতম্যবিধিমুগ্ধচেতসা।
বোধনায় বিধিনা বিনির্ম্মিতা রেফএব জয় বৈজয়ন্তিকা॥"
(উদ্ভট)

তারতার (ক্লী) তারয়তীতি তারং তৎপ্রকারঃ প্রকারে দ্বিত্বং। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গৌণ তৃতীয় সিদ্ধিভেদ। আগমের অবিরোধি ন্যায় দ্বারা অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত তর্কদ্বারা আগমের অর্থ পরীক্ষা-পূর্ব্বক সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণ দ্বারা উত্তরপক্ষ ব্যবস্থাপন করাই মনন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তারতার। ইহা গৌণ সিদ্ধি।* (তত্ত্বকৌ°) [সিদ্ধি দেখ।]

তারদী (স্ত্রী) তরদী এব স্বার্থে অণ্-ততো ঙীষ্। তরদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

কোন কোন পুস্তকে তারটী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

তারনাথ (পুং) [তারানাথ দেখ।]

তারনাদ (পুং) তারঃ নাদঃ কর্ম্মধা। উচ্চনাদ, উচ্চশব্দ।

তারপরম, মৃদঙ্গে যে সকল পরম বাদিত হয়, আলাপ বাদন-কালে ছেড়সংযোগে তারেও সেই সকল পরম বাদিত হয়। সেতারাদি যন্ত্রে এক প্রকার প্রণালীতে রাগাদির আলাপ বাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে তারের নিতান্ত আবশ্যক দেখা যায়। সেই প্রণালীর বাদনকে তারপরম বলে।

তারপুষ্প (পুং) তারং রজতমিব পুষ্পং যস্য। কুন্দবৃক্ষ। (রাজনি°)

তারমাক্ষিক (ক্লী) তারং রূপ্যমিব মাক্ষিকং। উপধাতু-ভেদ, এই ধাতু রজততুল্য, উপধাতু ৭টী, তাহার মধ্যে তার-মাক্ষিক রূপার উপধাতু, এই ধাতু রৌপ্য সদৃশ গুণযুক্ত। ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্য সংযুক্ত আছে বলিয়া ইহাকে তার-মাক্ষিক কহে। রৌপ্য অপেক্ষা অপ্রধানতা হেতু গুণেও কিছু খাট। তারমাক্ষিকে যে কেবল রৌপ্যের গুণ আছে, তাহা নহে, অন্যান্য দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত আছে বলিয়া অন্যান্য গুণও ইহাতে আছে। বিশুদ্ধ তারমাক্ষিক কিঞ্চিৎ তিক্ত-সংযুক্ত মধুররস, মধুর বিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিত-কারক; বস্তি-বেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডূ ও ত্রিদোষনাশক। অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিক অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় মন্দাগ্নিজনক, অতিশয় বল-নাশক, বিষ্টম্ভী, নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগোৎ-পাদক। এইজন্য তারমাক্ষিক শোধন করা আবশ্যক।

---

* "উহস্তর্কঃ আগমাবিরোধন্যায়েনাগমার্থপরীক্ষণং সংশয়পূর্ব্বপক্ষ-নিরাকরণেনোত্তরপক্ষব্যবস্থাপনং তদিদং মননমাচক্ষতে আগমিনঃ, সা তৃতীয়া সিদ্ধিস্তারতারমুচ্যতে"। (তত্ত্বকৌ°)

কাকরোল, মেষশৃঙ্গী ও গোঁড়ানেবুর রসদ্বারা এক দিন প্রখর রৌদ্রে ভাবনা দিলে তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

তারমাক্ষিক মারণ। কুলত্থ কলায়ের কাথ দ্বারা পেষণ করিয়া তৈল, তক্র অথবা ছাগলমূত্র দ্বারা পুটপাক করিলে তারমাক্ষিক মারিত হয়। (ভাবপ্রং) অন্যমতে ওলের মধ্যে তারমাক্ষিক রাখিয়া মূত্র, কাঁজি, তৈল, গোতক্র, কদলীরস, কুলত্থ কলায়ের কাথ ও কোদধান্যের কাথ ইহাদের স্বেদ দিয়া ক্ষার, অম্লবর্গ পঞ্চলবণ, তৈল ও ঘৃতসহ তিনবার পুট দিলে বিশুদ্ধ হয়। জম্বীর নেবুর রসে স্বেদ দিয়া মেষশৃঙ্গী ও কদলী-রসে এক দিবস পাক করিলেও তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

তারমূল (ক্লী) স্থানভেদ।

তারয়িতৃ (ত্রি) যে উদ্ধার করে।

তারল (পুং ক্লী) তরল এব অণ্। ১ তরল। সন্তুষ্ট।

তারল্য (ক্লী) তরলস্য ধর্ম্মঃ। তরল বস্তুর ধর্ম্ম। কঠিন ও তরল দ্রব্যে প্রভেদ। কঠিন দ্রব্যের কণা সকল সহজে সঞ্চালিত হয় না। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের এক দিকের কণা সকলকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারা যায় না। কিন্তু জলাদি দ্রব্যের অণু সকল অল্প বল-প্রয়োগেই সঞ্চালিত হয় এবং তাহাদিগের এক দিকের কণা সকলকে অনায়াসেই অপর দিকে লইয়া যাইতে পারা যায়।

যে গুণে জলাদি দ্রব-দ্রব্যের অণুসকল সহজেই সঞ্চালিত ও প্রবাহিত হয়, তাহাকে তারল্য কহে। এই গুণ থাকাতেই জলাদিকে তরল পদার্থ বলা যায়।

দ্রব দ্রব্যমাত্রেই এই গুণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল দ্রব-দ্রব্যে সমান পরিমাণ থাকে না।

ঈথার নামক দ্রব দ্রব্য অতিশয় তরল। ঘৃত, মধু, গুড় প্রভৃতি দ্রব্যের তারল্য গুণ অতি অল্প, এমন কি সময়ে সময়ে তাহারা কঠিন ভাব ধারণ করে।

আণবিক আকর্ষণ ও আণবিক বিকর্ষণের তারতম্যে জড় বস্তু সকল কখন কঠিন, কখন তরল ও কখন বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আণবিক বিকর্ষণের অপেক্ষা আণবিক আকর্ষণের প্রভাব অধিক হইলে কাঠিন্যের সঞ্চার হয়। উভ-য়ের পরাক্রম প্রায় সমান হইলে তারল্যের উৎপত্তি হয়। আর আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণের বল তাদৃশ অধিক হইলে সকল বস্তুই বাষ্পাকার ধারণ করে। উষ্ণতার যত বৃদ্ধি হয়, বিকর্ষণের বলও তত অধিক হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই তাপপ্রভাবে যাহার উপাদান বিশ্লিষ্ট হয় না, উত্তপ্ত হইলে তাদৃশ কঠিন বস্তু তরল ও তরলবস্তু বাষ্প হইয়া যায়।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল আণবিক আকর্ষণ গুণে যেরূপ দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তরল ও বায়বীয় বস্তুর পরমাণু সকল সেরূপ নহে।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল নিবিড় সন্নিবেশ-নিবন্ধন সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্তু তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের পরমাণু সকল বিরল বিনিবেশে সহজেই সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কঠিন পদার্থ সকল এক একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট আকৃতি-বিশিষ্ট। কিন্তু তরল ও বায়বীয় পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই। তাহাদিগকে যেরূপ পাত্রে রাখা যায়, তাহারা সেইরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের প্রভেদ। তরলদ্রব্যের পরমাণু সকল যেরূপ সহজেই সঞ্চালিত হয়, বায়বীয় দ্রব্যের অণু-সকলও সেইরূপ অল্প বলপ্রয়োগেই সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বায়বীয় দ্রব্য সকল চাপপ্রভাবে যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, তরল দ্রব্য সকলকে চাপদ্বারা সেরূপ সঙ্কুচিত করিতে পারা যায় না। বায়বীয় দ্রব্য সকল যেরূপ আকুঞ্চনীয়, তরল পদার্থ সকল সেইরূপ দুরাকুঞ্চনীয়। তবে তরল বস্তু সকল যে একবারে অনাকুঞ্চনীয়, তাহা নহে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সমধিক বল প্রয়োগ করিলে তরল দ্রব্যমাত্রই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চন হয়। প্রতি ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের প্রমাণ চাপ প্রযুক্ত হইলে দশ লক্ষ ভাগ জলের আয়তন পাঁচভাগ কম পড়ে। চাপ অপসৃত হইলে জল ও জলবৎ পদার্থ সকল পুনরায় প্রসারিত হইয়া পূর্ব্ব আয়তন প্রাপ্ত হয়। অতএব তরল বস্তু সকল স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তরল পদার্থে চাপসঞ্চালনের নিয়ম। তরল বস্তুর এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে সেই চাপ তাহার সকল দিকে সমভাগে সঞ্চালিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাস্কাল নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত তরল পদার্থের চাপসঞ্চালন সংক্রান্ত এই নিয়মটী আবিষ্কার করেন, এইজন্য এই নিয়মটী পাস্কালের নিয়ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

জলাদির এক দিকে কোন চাপপ্রয়োগ করিলেই সেই চাপ তাহার সকল দিকে সমভাবে সঞ্চালিত হয়। ইহা বিশিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা দেখান যাইতে পারে।

একটী পিচ্‌কারি সদৃশ বহুছিদ্রসম্পন্ন যন্ত্র জলপূর্ণ করিয়া যদি তাহার অর্গলটীকে বলপূর্ব্বক ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সকল ছিদ্র হইতেই জল নির্গত হয়। সকল দিকে চাপ সঞ্চালিত না হইলে সকল দিকের ছিদ্র দিয়া কখনই জল নিঃসৃত হইত না।

জলাদির এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে ঐ চাপ তাহার সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হইয়া চাপপ্রযুক্ত অংশের সহিত সমায়তনসম্পন্ন অংশ সকলের উপর সমপরিমাণে ও লম্ব-ভাবে কার্য্যকারী হয়। তরল পদার্থের এক অংশে প্রযুক্ত চাপ সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তরল পদার্থের উৎক্ষেপক তাপ। তরল দ্রব্যের উপরিস্থিত অণুসকলের নিম্নাভিমুখ অবক্ষেপক চাপে যেরূপ নিম্নস্থ অণু-সকল আক্রান্ত, অণু সকলের ঊর্দ্ধাভিমুখে উৎক্ষেপক চাপেও উপরিস্থ অণুসকল সেইরূপ উদ্ভাসিত। নিম্নস্থ স্তরসকলের উপর উপরিস্থ স্তরসকলের অবক্ষেপক চাপ এবং উপরিস্থ স্তরের প্রতি নিম্নস্থ স্তরের উৎক্ষেপক চাপ সমান; ইহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কোন জলপূর্ণ পাত্র মধ্যে উভয়মুখ অনাবদ্ধ এরূপ একটী নলাকার পাত্র নিমগ্ন করিলে নলের বাহিরে জল যত উন্নত, উহার ভিতরেও ঠিক তত উন্নত হইয়া উঠিবে। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই নলটীর নিম্নদিকের মুখে ঠিক তাহার সমান করিয়া একখণ্ড পাতলা কাচ কি অভ্র লইয়া সেই কাচ বা অভ্র দিয়া ঐ মুখ আবদ্ধ করিয়া এক গাছি সূতা দিয়া ঐ কাচ কি অভ্রখানি টানিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, সূতাগাছটী ছাড়িয়া দিলেও উহা পড়িয়া যাইবে না, জলের চাপে উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে। এখন যদি নলমধ্যে জল ঢালা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, নলের ভিতরের জল যেমন বাহিরের জল অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠিবে, অমনি উহা পড়িয়া যাইবে। সুতরাং দৃষ্ট হই-তেছে, নিম্নদিকের মুখাস্থিত কাচ কি অভ্রখানি যে বলে উদ্ভাসিত হয়, তাহা উহার সমায়ত ও উহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বহির্ভাগে জল যত উন্নত, তত উন্নত জলের ভারের সমান। অর্থাৎ উহার উপরে ঊর্দ্ধ হইতেও যে চাপ উহার নিম্নেও নিম্নদিক হইতে ঊর্দ্ধদিকেও সেই চাপ অর্থাৎ জল মধ্যস্থিত যে কোন অণুটীকে ধর, তাহার উপর উৎক্ষেপক ও অব-ক্ষেপক চাপ সমান।

সাম্যাবস্থায় তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্র সমতল।

কঠিন পদার্থের উপরিভাগ কোথাও উন্নত, কোথাও অবনত হইতে পারে, কিন্তু তরলদ্রব্যের পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্রই সমান উচ্চ। কঠিনাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ গুণে পরমাণু-গণ পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণ কোন কঠিন দ্রব্যের অংশবিশেষ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠিলেও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিম্নে পতিত হয় না। কিন্তু তরলাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ তাদৃশ প্রবল না হও-য়ায় তরলবস্তুর পরমাণু সকল সহজেই বিচলিত ও প্রবা-হিত হইয়া সমতল ভাব ধারণ করে।

কোন তরলবস্তুর যদি কোন ভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠে, তাহা হইলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তাহাকে পুনরায় নিপাতিত হইতে হয়। বাস্তবিক তরলপদার্থদিগের পৃষ্ঠদেশ স্বভাবতঃ সমোচ্চ। জল উচু নীচু হওনের কারণ সকলেই জ্ঞাত আছেন।

ভূপৃষ্ঠে যেরূপ কোথাও উন্নতগিরিশিখর, কোথাও বা গভীর গহ্বর নয়নগোচর হয়, সাগরপৃষ্ঠে সেরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না। যদি কখন কোন কারণে সাগরবারির কোন স্থানে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই কারণের অসদ্ভাব হইলেই নিপতিত হইয়া সমতলভাব ধারণ করে। যদিও মহাসমুদ্রের যে ভাগে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইখানেই উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া উহার সমগ্র পৃষ্ঠদেশ যে দর্পণাকার সমতল তাহা নহে। উহার পৃষ্ঠদেশের প্রত্যেক বিন্দুটী পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত তুলনায় সমতল ভাবে অবস্থিত, কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ জল-রাশির পৃষ্ঠদেশের আকার বর্ত্তুলপৃষ্ঠের ন্যায় গোল। ফলে যেখানে বহুদূর ব্যাপিয়া জল থাকে, সেখানে তাহার সমুদায় পৃষ্ঠভাগের দর্পণাকার সমতল হওয়া সম্ভব নহে। ২ তরলতা। ৩ পাতলা।

তারবায়ু (পুং) তারঃ বায়ু কর্ম্মধা। অত্যুচ্চ শব্দযুক্ত বায়ু।

তারবিমলা (স্ত্রী) তারং রূপামিব বিমলা। উপধাতুবিশেষ, তারমাক্ষিক। [তারমাক্ষিক দেখ।]

তারশুদ্ধিকর (ক্লী) তারস্য রজতস্য শুদ্ধিং করোতি কৃ-ট। সীসক-সংযোগে রৌপ্য বিশুদ্ধ এবং রৌপ্যমল সীসক দ্বারা দূর হয়।

তারসার (পুং) উপনিষদ্ভেদ।

তারহার (পুং) তারাণাম্মৌক্তিকানাং হারঃ মধ্যলো° কর্ম্মধ। উৎকৃষ্ট মুক্তাহার।

তারা (স্ত্রী) তারয়তি সংসারার্ণবাৎ ভক্তান্ তৃ-ণিচ্ অচ্ টাপ। ১ বৌদ্ধদিগের দেবতাবিশেষ। ২ বানররাজ বালীর পত্নী, ইনি সুষেণ বানরের কন্যা, রামচন্দ্র সপ্ততাল ভেদ করিয়া বালীকে বধ করেন। বালী নিহত হইলে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে তারা সুগ্রীবকে বিবাহ করে। ইহার পুত্রের নাম অঙ্গদ। (রামা°) প্রাতঃকালে উঠিয়া ইহার নাম স্মরণ করিলে সেই দিন মঙ্গল হয়।

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥"

কিন্তু প্রাতঃকালে ইহাদের নামস্মরণের নিয়ম রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বে নাই।

৩ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই ২৭টী প্রধান তারা। [খগোল শব্দ ৭—৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

অশ্বিনীর অশ্বি, ভরণীর যম, কৃত্তিকার দহন, রোহিণীর কমলজ, মৃগশিরার শশি, আর্দ্রার শূলভৃৎ, পুনর্ব্বসুর অদিতি, পুষ্যার জীব, অশ্লেষার ফণি, মঘার পিতৃগণ, পূর্ব্বফল্গুনীর যোনি, উত্তরফল্গুনীর অর্য্যমা, হস্তার দিনকৃৎ, চিত্রার ত্বষ্টা, স্বাতির পবন, বিশাখার শক্রাগ্নি, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার শক্র, মূলার নির্ঋতি, পূর্ব্বাষাঢ়ার তোয়, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্ব-বিরিঞ্চি, শ্রবণার হরি, ধনিষ্ঠার বসু, শতভিষার বরুণ, পূর্ব্বভাদ্রপদের অজৈকপাদ, উত্তরভাদ্রপদের অহির্ব্রধ্ন এবং রেবতীর পূষা অধিপতি। আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্রবণা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ ইহারা ঊর্দ্ধমুখ। মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ এই কয় নক্ষত্র অধোমুখ এবং অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা ও অনুরাধা এই কয়টী নক্ষত্রের নাম তির্য্যঙ্মুখ তারা। অশ্বিনী ও শতভিষা অশ্বজাতি, রেবতী ও ভরণী হস্তী; কৃত্তিকা ছাগ; রোহিণী ও মৃগশিরা সর্প; আর্দ্রা, হস্তা ও স্বাতি ব্যাঘ্র; পুনর্ব্বসু মেষ; পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা ইন্দুর; পূর্ব্বফল্গুনী ও চিত্রা মহিষ; বিশাখা ও অনুরাধা হরিণ; জ্যেষ্ঠা কুক্কুর; মূলা ও শ্রবণা বানর; পূর্ব্বাষাঢ়া নকুল; ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ সিংহজাতি।

মৃগশিরা, হস্তা, স্বাতি, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা, অশ্বিনী ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ; উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, রোহিণী, ভরণী ও আর্দ্রায় নরগণ এবং জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, শতভিষা, চিত্রা, মঘা, ধনিষ্ঠা ও বিশাখায় রাক্ষসগণ হয়।

কোন শুভকার্য্য করিতে হইলেই চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি দেখা আবশ্যক। বিশেষতঃ শুক্লপক্ষে চন্দ্রশুদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে তারাশুদ্ধি দেখিয়া কার্য্য না করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল হয়। তারাশুদ্ধি। যথা—জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও অতিমিত্র এই ৯টী তারা, ইহাদের মধ্যে জন্ম, বিপৎ, প্রত্যরি ও বধ বর্জ্জনীয়, এতদ্ভিন্ন অন্য তারা শুভকর।

জন্মতারায় বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ভৈষজ্য, যাত্রা ও ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ তারায় যাত্রা করিলে বন্ধন, কৃষিকার্য্যে শস্যনাশ, ঔষধ সেবনে মরণ, গৃহারম্ভে গৃহদাহ, ক্ষৌরে রোগোৎপত্তি, শ্রাদ্ধে অর্থনাশ, বিবাদে বুদ্ধি নষ্ট ও যুদ্ধে ভয় হয়।

জন্মতারা হইতে গণনা করিতে হয়। চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি থাকিলে অন্য সকল দোষ বিনষ্ট হয়।*

[বিশেষ বিবরণ নক্ষত্র দেখ।]

৪। দশমহাবিদ্যার প্রথমা বিদ্যা—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশমহাবিদ্যা।

সতী দক্ষযজ্ঞে যাইবার সময় মহাদেবের নিকট বারংবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেব কোনক্রমেই অনুমতি প্রদান করিলেন না। তাহাতে সতী ক্রমে ক্রমে মহাদেবকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ দশরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরে মহাদেব ইহাতে ভীত হইয়া সতীকে দক্ষালয়ে যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

"যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হইলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারারূপা ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটাবিভূষণা॥

---

* "জন্মসম্পদ্বিপৎক্ষেমপ্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মাণি ত্রিষু জন্মসু কারয়েৎ।
বিবাহশ্রাদ্ধভৈষজ্যযাত্রাক্ষৌরাদি বর্জ্জয়েৎ॥
যাত্রায়াং পথিবন্ধনং কৃষিবিধৌ সর্ব্বস্ব নাশো ভবেৎ।
ভৈষজ্যে মরণং তথা মুনিমতং দাহো গৃহারম্ভণে॥
ক্ষৌরে রোগসমাগমো বহুবিধঃ শ্রাদ্ধেঽর্থনাশস্তদা।
বাদে বুদ্ধিবিনাশনং যুধি ভয়ং প্রাপ্নোত্যয়ং জন্মতে॥
পাপাখ্যাতু ত্রিবিধা পঞ্চচতুর্দ্দশ বিংশতিস্তিযুতা।
সিদ্ধিফলাবৃদ্ধিকরী বিনাশসংজ্ঞাক্রমাৎ কথিতা॥
তারাচন্দ্রবলেপ্রাপ্তে দোষাস্তাস্তে ভবন্তি যে।
তে সর্ব্বে বিলয়ং যান্তি সিংহং দৃষ্ট্বা যথা ইভ॥" (শ্রীপতিসমুচ্চয়)

অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ডখর্পর।
চারি হাতে শোভে, আরোহণ শিবোপর ॥"

(অন্নদাম° ২৯ অ:) [দশমহাবিদ্যা দেখ।]

প্রথমা তারা, দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা (শ্লোকে "কালী তারা মহাবিদ্যা") এরূপ নহে, কালী ও তারা দুই আদ্যা মহাবিদ্যা। তবে শ্লোকে কালী তারা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পর্য্যায়বোধক নহে, কালিকা হইতেই তারার উৎপত্তি।

"বিনিঃসৃতায়াং দেব্যাস্তু মাতঙ্গ্যাঃ কায়তস্তদা।"
"ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা।" (কালিকাপু°)

কথিত আছে, যে কৌষিকী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, কালিকা সর্ব্বময়ী, তারা বিশ্বময়ী ধরিত্রীরূপিণী।

"অথভেদান্‌ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাং।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তশ্চ সাধকঃ।
কবিতাং লভতে শুদ্ধামনর্গলবিজৃম্ভিনীং।
পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ॥" (তন্ত্রসার)

তারা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, সাধক তারামন্ত্রাদি জ্ঞাত হইলে অচিরে মুক্তি লাভ করে এবং অনর্গল কবিতা বলিবার শক্তি জন্মে, সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে এবং ধনাধিপতি হয়। [দশমহাবিদ্যা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৪ বৃহস্পতির স্ত্রী। এক দিন অঙ্গিরাতনয় চন্দ্র তারার অলোকসামান্য রূপ দর্শন করিয়া তাহাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি ইহা অবগত হইয়া দেবতাদিগের নিকট বলিলেন। দেবগণ এই কথা শুনিয়া ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া চন্দ্রের নিকট তারাকে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি সোমদেব কিছুতেই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন না। তখন দেবাচার্য্য বৃহস্পতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শুক্রাচার্য্য ইহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। মহাতেজা রুদ্র পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার শিষ্য ছিলেন, তিনিও গুরু, পুত্রের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। মহাত্মা রুদ্রদেব ব্রহ্মশির নামক যে পরমাস্ত্র দৈত্যগণ উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং যদ্দ্বারা দৈত্যগণের যশোরাশি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অতিভীষণ আজগব শরাসন ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তারার জন্য এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল বলিয়া ইহা তারকাময় বলিয়া প্রখ্যাত হইল। এই দেবদানবসমরে প্রভূত লোকক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সমরভূমিতে আসিয়া শুক্রাচার্য্য ও শঙ্কর রুদ্রদেবকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন এবং তারাকে লইয়া বৃহস্পতিকে প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমার ক্ষেত্রে অন্যজনিত গর্ভধারণ করিতে পারিবে না। তারা স্বামীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ গর্ভস্থ পুত্র দস্যুহন্তমকে প্রসব করিয়া শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সদ্যঃপ্রসূত কুমার শরস্তম্বে পতিত হইয়া জলন্ত পাবকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল, তাহার শরীরকান্তিতে দেবগণ যেন তিরস্কৃত হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! সত্য করিয়া বল, এ পুত্র সোমদেবের না বৃহস্পতির? দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেও তারা কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অচিরজাত সেই দস্যুহন্তম স্বীয় জননী তারাকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে নিষেধ করিয়া পুনর্ব্বার তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তারে! তুমি সত্য করিয়া বল এ পুত্র কাহার?' তখন তারা কৃতাঞ্জলিপুটে বরদাতা বিধাতাকে মৃদু বচনে কহিলেন, 'এই মহাত্মা কুমার দস্যুহন্তম ভগবান্‌ সোমদেবের তনয়।' এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি সোমদেব স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নাম বুধ রাখিলেন। এই বুধ অদ্যাপি গগনাঙ্গণে চন্দ্রের প্রতিকূল দিকে উদিত হইয়া থাকেন।

সোমদেব এই পাপে সহসা রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণমণ্ডল হইতে লাগিলেন। তখন চন্দ্র ইহার শান্তির নিমিত্ত পিতার শরণাপন্ন হন, মহাতপা অত্রি ইহার পাপ শান্তি করিয়া দেন, তবে চন্দ্র পাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ দীপ্তিশালী ও পূর্ণমণ্ডল হইয়া উঠিলেন।

৫ অক্ষিমধ্য চক্ষুর তারা। পর্য্যায়—বিম্বনী, কনীনিকা, তারকা।

"তারে জ্যোতিষি সংযোজ্য কিঞ্চিদুন্নময়েদ্ ভ্রুবৌ।"

(হঠযোগপ্রদী° ৪।৩৯)

৬ বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের স্ত্রী। ৭ এক জৈনশক্তি।

তারাকূট (ক্লী) তারাণাং কূটং ৬তৎ। তারাবিষয়ককূটভেদ। বিবাহ বিষয়ে দম্পতীর শুভাশুভজ্ঞাপক কূটভেদ। বিবাহ বিষয়ে ইহাদ্বারা মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় জানা যায়।

[বিশেষ বিবরণ বিবাহ ও নক্ষত্র দেখ।]

তারাক্ষ (পুং) দৈত্যভেদ, তারকাসুরের পুত্র, তারকাক্ষ।

[তারকাক্ষ দেখ।]

তারাগঞ্জ, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে ধান্য, পাট ও তামাকের ব্যবসা প্রধান।

তারাগড়, ১ আজমীর মৈরবারার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা° ২৬°২৬´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°৪০´১৪´´ পূঃ। আজমীরের দিকে শৈলশৃঙ্গ ঢালিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর এই দুর্গ অবস্থিত। ইহার চারিদিকে দুর্ভেদ্য সানুসকল বেষ্টিত, পূর্ব্বতন রাজগণ সকলেই এই দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করিতেন। রাঠোর ও চৌহানের সহিত যুদ্ধে ১২১০ খৃষ্টাব্দে যেস্থানে সৈয়দ হোসেন প্রাণত্যাগ করেন, সেখানে তুঙ্গশৃঙ্গের উপরে তাহারও একটী সুন্দর মসজিদ্ আছে। এখন নসিরাবাদের ইংরাজ সৈনিক পুরুষেরা তারাগড়ে হাওয়া খাইতে আসেন।

২ পঞ্জাবের নলাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ অক্ষা° ৩১°২০ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৫০´ পূঃ। শতদ্রুনদীর বামধারে পর্ব্বতশিরে অবস্থিত। ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে সমরকালে গোর্খা-সৈন্য এই দুর্গে থাকিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

তারাচক্র (ক্লী) তারাণাং চক্রং ৬তৎ। তন্ত্রোক্ত চক্রভেদ, এই চক্রদ্বারা দীক্ষণীয় মন্ত্রের শুভাশুভ জানা যায়।

[নক্ষত্র ও দীক্ষা দেখ।]

তারাচমন (ক্লী) তারায়াঃ আচমনং ৬তৎ। তারাপূজাবিষয়ক আচমন, তারাপূজায় এই আচমন করিতে হয়। [তারা দেখ।]

তারাজ্ (স্ত্রী) একটী বৈরাজ্। (ঋক্প্রাতি° ১৭।৪)

তারাদেবী (স্ত্রী) ১ এক মহাবিদ্যা। [তারা দেখ।]

২ হিমালয়ের গন্ধর্ব-গহ্বর ও ভীষণদৃশ্য একটী গিরিশৃঙ্গ। সিমলার নিকট বিদ্যমান।

তারাধিপ (পুং) তারাণাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ চন্দ্র। তারায়াঃ অধিপঃ। ২ শিব। ৩ বৃহস্পতি। ৪ বালি ও সুগ্রীব বানর। ৫ নক্ষত্রাধিপ, অশ্বি, যম প্রভৃতি নক্ষত্রগণের অধিপতি।

[তারা দেখ।]

তারাধীশ (পুং) তারায়াঃ অধীশঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ।]

তারানগর, বরদপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

(ভ° ব্রহ্মখ° ১৯।৪০)

তারানাথ (পুং) তারাণাং নাথঃ। ১ চন্দ্র। ২ তিব্বতের একজন খ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে এক-খানি বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস রচনা করেন; ভারতীয় পুরাবিদ্গণ তাহার বড় আদর করেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বর্দ্ধমান-জেলার অন্তঃপাতী কাল্না গ্রামে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার বিদ্যাশিক্ষায় প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইনি অল্প দিন মধ্যেই তৎকাল-প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজে ইনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ৬ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া এই স্থানের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কাশীতে গমন করিয়া কিছুদিন বেদান্তাদি শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করেন। ইনি নিজগ্রামে (কাল্না) টোল করিয়া অনেক ছাত্রকে অন্ন-দান করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। সেই সময় ইনি কাহারও প্রতিগ্রহ করিতেন না, নিজে ব্যবসা করিয়া যে উপস্বত্ব পাইতেন, তাহাদ্বারা আপনার সংসারখরচ ও ছাত্রদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

ইনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন, চাউল, বস্ত্র, শাল, চাষ প্রভৃতি তাঁহার ব্যবসায়ের অন্তর্ভূত ছিল। পরে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যা-পকের পদ শূন্য হইলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি প্রতিগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় কলেজের কার্য্যে অধিক সময় ব্যয়িত হইত, ব্যবসার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। বিস্তর টাকার শাল কীটনষ্ট হইয়া অনেক টাকা দায়ী হইয়া পড়েন।

ইহার এই দেনার সংবাদ পাইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউয়েল সাহেব তাঁহাকে প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবার পরামর্শ দেন। ইনি তাঁহার পরামর্শানুসারে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে দেনা শোধ দিয়া বিশেষ লাভবান্ হইলেন। পরে ইনি শব্দকল্পদ্রুমের আদর্শে প্রতি-শব্দের ব্যুৎপত্তির সহিত "বাচস্পত্য" নামে এক বৃহৎ অভিধান সঙ্কলন করেন। এই অভিধান সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে এক অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ, এই অভিধানে সকল শাস্ত্রের কথা আছে। ইহার মুদ্রাঙ্কনে প্রায় ৮০০০০৲ টাকা ও ১২ বৎসর সময় ব্যয়িত হয়।

ইনি বাচস্পত্য ব্যতীত শব্দস্তোমমহানিধি (অভিধান), তত্ত্বকৌমুদীর টীকা, পাণিনির সরলা টীকা, ধাতুরূপাদর্শ প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত পুস্তক লিখিয়াছেন এবং অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া জন সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। কাশীধামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

তারাপতি (পুং) তারাণাং পতিঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ।] ১ চন্দ্র। ২ বৃহস্পতি। ৩ শিব। ৪ বালি। ৫ সুগ্রীব। ৬ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর এক জন বিখ্যাত হিন্দি কবি, ইনি আদিরসঘটিত অনেক কবিতা লিখিয়াছেন।

তারাপথ (পুং) তারাণাং পন্থাঃ ৬তৎ, অচ্ সমাসান্তঃ। আকাশ।

তারাপীড় (পুং) তারাণাং আপীড়ঃ ভূষণমিব ৬তৎ। ১ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ চন্দ্রাবলোকের পুত্র, অযোধ্যার এক রাজা। ইঁহার পুত্রের নাম চন্দ্রাগিরি। (মৎস্যপু°) ৩ কাশ্মীরের এক বিখ্যাত রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

তারাপুর, ১ বোম্বাই প্রদেশের খম্বাৎরাজ্যের একটী নগর। খম্বাৎ (কাম্বে) নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

২ থানা জেলাস্থ একটী বন্দর। অক্ষা° ১৯° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪২´৩০´´ পূঃ। তারাপুর খাড়ীর দক্ষিণধারে বৈসর ষ্টেসনের ৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। খাড়ীর উত্তরধার তারাপুর-চিচ্‌নী নামে খ্যাত। এখানে লক্ষাধিক টাকার কারবার হয়।

তারাপ্রমাণ (ক্লী) তারাণাং প্রমাণং ৬তৎ। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের স্বরূপ-নিরূপক সংখ্যাবিশেষ, বৃহৎসংহিতায় এই সংখ্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—শিখি ৩, গুণ ৩, রস ৬, ইন্দ্রিয় ৫, অনল ৩, শশী ১, বিষয় ৫, গুণ ৩, ঋতু ৬, পঞ্চ ৫, বসু ৮, পক্ষ ২, এক ১, চন্দ্র ১, ভূত ১৪, অর্ণব ৪, অগ্নি ৩, রুদ্র ১১, অশ্বি ১, দহন ৩, শত ১০০ এবং দ্বাত্রিংশৎ ৩২, ইহা তারকা পরিমাণ। অশ্বিনী আদি করিয়া নক্ষত্রের সহিত পূর্ব্বলিখিত তারাসংযুক্ত আছে। ইহাদিগের ফল তারার সংখ্যানুসারে হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৯৮অ°)

তারাভ (পুং) পারদ। (নিঘণ্টু প্র°)

তারাভূষা (স্ত্রী) তারা ভূষা ভূষণং যস্যা বহুব্রী। রাত্রি। (রাজনি°)

তারাভ্র (পুং) তারঃ নির্ম্মলঃ অভ্রো মেঘইব শুভ্রত্বাৎ। কর্পূর।

তারামণ্ডল (ক্লী) তারাণাং মৌক্তিকানাং মণ্ডলং যত্র। ১ ঈশ্বরমণ্ডলভেদ, দেবমন্দিরবিশেষ। তারাণাং মণ্ডলং ৬তৎ। ২ নক্ষত্রমণ্ডল।

তারামণ্ডূর গুড় (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী— শুদ্ধমণ্ডূর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল, প্রক্ষেপার্থ বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল, মৃদু অগ্নিতে অল্পে অল্পে পাক করিয়া পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা, ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ইহাতে পিত্তশূল, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, মন্দাগ্নি, অর্শ, গ্রহণী, গুল্মোদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূলা ধি°)

তারাময়ী (স্ত্রী) তারায়াঃ স্বরূপা স্বরূপে ময়ট্। তারাস্বরূপ।

তারামৃগ (পুং) তারারূপঃ মৃগঃ মৃগশিরঃ। মৃগশিরানক্ষত্র।

"অন্বধাবন্ মৃগং রামো রুদ্রস্তারামৃগং যথা।"

(ভারত বনপ° ২৭৭ অ°)

তারারি (পুং) তারাণাং অরিঃ ৬তৎ। বিট্‌মাক্ষিক উপধাতুভেদ।

তারাবতী (স্ত্রী) চন্দ্রশেখর রাজার পত্নী। আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী নগরীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ককুৎস্থ নামে এক নরপতি ছিলেন। ভর্গদেবের কন্যা মনোন্মাথিনীকে ইনি বিবাহ করেন। ইঁহার ক্রমান্বয়ে ১০০ শত পুত্র হয়। কিন্তু একটীও কন্যা না হওয়ায় ককুৎস্থপত্নী কন্যাকামনায় চণ্ডিকার আরাধনা করেন। তিন বৎসর পরে চণ্ডিকা সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন, 'স্থলক্ষণসম্পন্না সার্ব্বভৌম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালাযুক্ত তোমার একটী কন্যা হইবে।' কালক্রমে মনোন্মাথিনী অসামান্যসুন্দরী একটী কন্যা প্রসব করেন। দেবতার বরে এই কন্যার স্বাভাবিক তার চিহ্ন আছে বলিয়া পিতা যথাকালে তাহার নাম তারাবতী রাখিলেন। তারাবতীর যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া তাহার পিতা বৈশাখমাসের প্রারম্ভে বৃদ্ধচন্দ্রে ও শুভদিনে স্বয়ম্বরসভা করিয়া চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজন্যবর্গ এই স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পৌষ্যতনয় চন্দ্রশেখররাজও নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বয়ম্বরস্থলে আগমন করিয়াছিলেন।

তারাবতী স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চণ্ডিকার মন্দিরে গিয়া দেবী কালিকার আরাধনা করেন। চণ্ডিকা প্রীত হইয়া তাহাকে বলেন, চন্দ্রশেখর নামে মহেশ্বরাবতার পৌষ্য তনয় মনোহর রূপসম্পন্ন। তাহাকেই তুমি বরমাল্য প্রদান কর। তারাবতী কালিকার এই আদেশ শুনিয়া স্বয়ম্বরস্থলে চন্দ্রশেখরকেই বরমাল্য প্রদান করেন।

পরে চন্দ্রশেখর পত্নী তারাবতীর সহিত নিজ রাজধানীতে গমন করেন। ককুৎস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয়া রূপে তারাবতীর সমান, তিনি স্বয়ং দাসীদিগের অধীশ্বরী হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী তারাবতীর সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইনি উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে একদা মহর্ষি অষ্টাবক্রকে ব্যঙ্গ করায় তাঁহার শাপে ইনি তারাবতীর দাসী হইয়াছিলেন। মহারাজ চন্দ্রশেখর দৃষদ্বতী নদীতীরে করবীরপুর নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইখানে ইঁহারা বহুদিন সুখে বাস করেন। একদিন তারাবতী দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় কপোত নামে এক ঋষি ইহাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। এই ঋষি প্রাণিবধের আশঙ্কায় কপোতশরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেন, এই জন্য মুনির নাম কপোত হইয়াছিল।

কপোত অত্যন্ত কামাতুর হইয়া ইহার নিকট সম্ভোগাভিলাষ প্রকাশ করেন। তারাবতী ভীত হইয়া মুনিকে প্রণাম

করিয়া কহিলেন, 'আমি চন্দ্রশেখরের পত্নী, আমার নাম তারাবতী, আমি কি করিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি।' মহর্ষি কহিলেন, ভয় পাইওনা আমি তোমাতে সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রদ্বয় উৎপন্ন করিব এবং তুমি আমার বাক্য না শুনিলে শাপদ্বারা তোমাদিগকে ভস্ম করিয়া দিব। তারাবতী মুনিকে কহিলেন, 'আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন' এই বলিয়া তারাবতী গৃহে গমন করিয়া ভগিনী চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন, 'তুমি আমার তুল্য রূপবতী, তুমি ভিন্ন অন্য এ বিপদ হইতে রক্ষার উপায় নাই।' চিত্রাঙ্গদা কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া তারাবতীর আদেশে মুনির নিকট গমন করেন।

চিত্রাঙ্গদার অনুচারিতায় কপোত মুনির ঔরসে সুবর্চ্চা ও তুম্বক নামে দুই পুত্র হয়; এইরূপে চিত্রাঙ্গদা কপোত মুনির নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর এক দিন তারাবতী ঐ নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় ঐ মুনি চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ অলোক-সামান্যা সুন্দরী কে?' তখন চিত্রাঙ্গদা সভয়ে কহিলেন, ইনি চন্দ্রশেখরপত্নী তারাবতী, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্ব্বার এই নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, আপনি ইহাকে ক্ষমা করুন। কপোত চিত্রাঙ্গদার নিকট তারাবতীর প্রতারণা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কোপপরবশ হইলেন এবং তাহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তারাবতি! তুই আমাকে প্রতারণা করিয়াছিস্, ইহার ফল ভোগ কর। আমার শাপে বীভৎসবেশধারী বিরূপ ধনহীন নরকপালশোভী বৃদ্ধ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে এবং এক বৎসর মধ্যে তোর গর্ভে সদ্য দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইবে।' তখন তারাবতী ঋষির শাপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি যদি বাস্তবিক সতী হই এবং আমার মাতা যদি আমাকে চণ্ডিকা আরাধনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, দেবতা ভিন্ন আমায় কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এই কথা বলিয়া তারাবতী নিজগৃহে প্রত্যাগত হইয়া চন্দ্রশেখরের নিকট মুনির শাপবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা চন্দ্রশেখর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সর্ব্বদাই তারাবতীর নিকটেই থাকিতেন। এক দিন ক্ষণকাল চন্দ্রশেখর নিকটে ছিলেন না; তারাবতী একাগ্রচিত্তে চন্দ্রশেখরের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, 'হে পার্ব্বতি! তুমি এই তারাবতীর শরীরে প্রবিষ্ট হও, আমি উহাতে উপগত হইয়া মুনির শাপমোচন করি। তারাবতী তোমারই অংশ। ইহার গর্ভে ভৃঙ্গী ও মহাকাল উৎপন্ন হইয়া তোমার শাপ হইতে মুক্ত হইবে।' পরে পার্ব্বতী তারাবতীর শরীরে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তারাবতীকে মুগ্ধ করিয়া অস্থি-মাল্যধারী বীভৎসবেশ দুর্গন্ধদেহ জরাজীর্ণ ও অতি বিরূপ শরীর ধারণ করিয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন।

সেই সময়ই তারাবতীর গর্ভে বানরমুখ দুইটী পুত্র উৎ-পন্ন হইল। পুত্র উৎপন্ন হইলেই পার্ব্বতী তারাবতীর দেহ হইতে বাহির হইলেন।

তখন মোহ দূর হইল। তখন তারাবতী সম্মুখে বীভৎস-বেশধারী মহাদেব ও সদ্যোজাত বানরমুখ দুইটী পুত্রকে অব-লোকন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং আপনাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইয়া তারাবতীকে এই অবস্থায় দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল, 'রাজন্! তারাবতীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভার্য্যার নিকট আসিয়াছিলেন, এই দুইটী পুত্র মহাদেবের। আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন। ইহার আমূল বৃত্তান্ত নারদের নিকট অবগত হইতে পারিবেন।' এক দিন নারদ চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হইয়া তারাবতী ও চন্দ্রশেখরকে কহিলেন, 'রাজন্! মহাদেব সাবিত্রীর শাপে পার্ব্বতীকে এই দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহাতে উপগত হইয়াছিলেন, আপনি ইহাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিবেন না এবং আপনিও স্বয়ং মহাদেব এবং তারাবতীও সাক্ষাৎ পার্ব্বতী, এখন আপনাতে শিবত্ব অনুভব করুন।'

নারদ এই কথা বলিবামাত্র, চন্দ্রশেখর আপনাতে শিবত্ব ও তারাবতী সাক্ষাৎ পার্ব্বতী বলিয়া জানিতে পারিলেন। পূর্ব্বকালে বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মনুষ্য যোনিতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই হেতু মনুষ্য শরীরদ্বারা আপনাতে শিবত্ব আপনি অনুভব করিতে পারেন নাই। এইরূপে তাহাদের সকল সন্দেহ দূর হইল। তারাবতীর গর্ভসম্ভূত চন্দ্রশেখরের তিনটী পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন ও কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। তারাবতীর গর্ভে বেতাল ও ভৈরব মহাদেবের সদ্যোজাত দুইটী সন্তান। সমুদয়ে তারাবতীর ৫ পুত্র। পরে পতি-পত্নী উভয়েই মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া শিব ও গৌরীতে মিলিত হইলেন। (কালিকাপু° ৪৮-৫৩ অ°) ২ কাঞ্চনপুররাজ ধর্ম্মধ্বজের পত্নী।

তারাবর্ষ (ক্লী) তারাপতন। (অদ্ভুতব্রা°)

তারাবলী (স্ত্রী) মণিভদ্র যক্ষের কন্যা।

তারাবাই, বেদনুরের বিখ্যাত বীরবালা। বেদনুরের

সোলাঙ্কীরাজ. রাও সুরতানের কন্যা। অনহলবাড়ের প্রসিদ্ধ বলহরাবংশে সুরতানের জন্ম।

সুরতানের পূর্ব্বপুরুষগণ কিছুকাল তোঙ্কথোড়ায় রাজত্ব করেন। লয়লা নামে একজন আফগান সুরতানকে তাড়াইয়া ঐ স্থান অধিকার করিলে সুরতান আরাবল্লীর পাদদেশে বেদনূরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যে সময়ে পিতার ভাগ্যপরিবর্ত্তন হয়, তৎকালে তারাবাই কিশোরী; বসন ভূষণ তাঁহার ভাল লাগিত না, তিনি সর্ব্বদা অসিবর্ম্ম লইয়া খেলা করিতেন, অশ্বে আরোহণ করিয়া বাণ প্রয়োগ করিতেন। বীরবালা সর্ব্বদাই বীরবেশে থাকিতে ভালবাসিতেন। দেখিতে দেখিতে বীরবালার কমনীয় অঙ্গে যৌবন ভাব দেখা দিল। তাঁহার রূপের কথা, তাঁহার গুণের কথা, তাঁহার অদ্ভুত অসিচালনা ও বাণশিক্ষার কথা রাজপুতানার বীরসমাজে অনতিবিলম্বে প্রচারিত হইল। মিবারের রাণা রায়মলের তৃতীয় পুত্র জয়মল তাঁহার কর প্রার্থনা করিলেন। বীরবালা জয়মলকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'যে থোড়া উদ্ধার করিবে, এ কর তাহারই হইবে;' জয়মলও থোড়া উদ্ধারের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইতেই পিতার করালকবলে পতিত হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জয়মলের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ মাড়বারে নির্ব্বাসিত ছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি মহাবীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক গড়বার রাজ্য উদ্ধার করিয়া পিতার ক্ষমালাভ করিলেন।

এখন বীরবর পৃথ্বীরাজ তারার প্রতিজ্ঞাপূরণে অগ্রসর হইলেন। শত্রুমিত্র সকলেই পৃথ্বীরাজের মহাবীরত্বের সুখ্যাতি করিতেন। সেই সুখ্যাতির স্রোতে বীরবালা তারাবাইএর শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। এ দিকে পৃথ্বীরাজ তারাবাইকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জনকের আদেশে তারাবাই পৃথ্বীরাজকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মতি দান করিলেন, কিন্তু তিনি বিবাহের সময় বলিয়াছিলেন, 'যদি পৃথ্বীরাজ থোড়া উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজপুত নহেন।' এই কয়টী কথা পৃথ্বীরাজ কখন ভুলেন নাই।

মহরমের দিন আসিল। থোড়ায় সকল মুসলমান উৎসবে উন্মত্ত। মহাসমারোহে তাজিয়া বাহির হইয়াছে। দম্পতী পঞ্চশত নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সহ থোড়ায় উপস্থিত হইলেন। নগরের কিছু দূরে সৈন্যগণকে রাখিয়া পৃথ্বীরাজ, তারাবাই ও সেনগড়ের সামন্ত নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাজিয়ার সহিত আফগাননায়কও সমাজে যাইতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই নবাগত তিন জন কে?' এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতেই পৃথ্বীরাজের বর্ষা ও তারাবাইএর নিশিত সায়ক যবনপতিকে ভূতলশায়ী করিল। উপস্থিত সকলেই অকস্মাৎ ভীত ও ত্রস্ত হইল। তাহারা কি করিবে এই স্থির করিতে না করিতেই তিন জন অশ্বারোহী নগরতোরণে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে এক বিরাট্‌কায় হস্তী তাঁহাদের গন্তব্যপথে বাধা প্রদান করিলে বীরমাতৃলা তারাবাই অসির আঘাতে তাহার শুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া পথ পরিষ্কার করিলেন।

অনতিবিলম্বেই রাজপুতসৈন্যগণ আসিয়া আফগানদিগকে আক্রমণ করিল। আফগানসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। অল্পায়াসেই থোড়া উদ্ধার হইল। ইহার পর পৃথ্বীরাজ মালবেশ্বরকে বন্দী করিয়া পিতার নিকট আনয়ন করেন। ইহার কিছু দিন পরেই মহাবীর পৃথ্বীরাজের নবীন জীবনমুকুল এইরূপে ছিন্ন হইল—

যে সময় তিনি নিজ বাহুবলে উদ্ধতপ্রকৃতি সর্দ্দারকে শাসন করিবার জন্য শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় সিরোহীর সামন্তের ভার্য্যা তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনীর এক পত্র পাইলেন। ঐ পত্রে সামন্ত প্রভুরাও কর্ত্তৃক তাঁহার ভগিনীর অশেষ লাঞ্ছনার কথা জানিতে পারিলেন। ভগিনীর কষ্ট শুনিয়া তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। তিনি অবিলম্বে সিরোহীতে গিয়া প্রাসাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শাণিত অসি হস্তে ভগিনীপতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্যালকের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া প্রভুরায়ের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল, তিনি স্ত্রী ও শ্যালকের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এখানে পৃথ্বীরাজ পাঁচ দিন থাকিয়া চলিয়া আসেন। আসিবার কালে প্রভুরাও তাঁহাকে কয়েকটী মোদক খাইতে দেন। কমলমীরে আসিয়া তিনি একটী মোদক খাইলেন। মাতাদেবীর মন্দিরের নিকট আসিলে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুঝিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তারাবাইকে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু আর প্রণয়িনীর সহিত দেখা হইল না।

অকালে পতির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারাবাই চিতারোহণ করিলেন। এখনও রাজবাড়ায় বীরবালা তারাবাই ও পৃথ্বীরাজের বীরগাথা ও প্রণয়-কথা অনেকে গান করিয়া থাকেন।

তারাবাই, মহারাষ্ট্রনায়ক রাজারামের জ্যেষ্ঠা পত্নী ও ভারতপ্রসিদ্ধ শিবাজীর পুত্রবধূ।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে সিংহগড়ে রাজারামের মৃত্যু হইল। সম্রাট্ অরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করিলেন। রাজারামের জ্যেষ্ঠা মহিষী তারাবাই এই সময় শোক, লজ্জা ও ভয় বিসর্জ্জন দিয়া স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও পতিরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর করিলেন। এ সময় অনেক মহারাষ্ট্র অরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন

করিয়াছিল। কিন্তু রাণী তারাবাইএর সুমধুর ভর্ৎসনায় ও উৎসাহ বাক্যে আবার অনেক মহারাষ্ট্র-বীর উত্তেজিত হইয়া তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রথমে তারাবাই রামচন্দ্র পন্থ অমাত্য, শঙ্করজী নারায়ণ সচিব ও ধনাজী যাদবের সাহায্যে ১০ম বর্ষীয় বালক (২য়) শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করেন ও ছোট সপত্নী রাজস্বাইকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

১৭০০ হইতে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত অরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করিয়া শেষ অধিকার করেন। গড়ের নাম পরিবর্তন হইয়া 'বক্সিন্দ্ বক্শ' অর্থাৎ ঈশ্বরের দান এই নাম হইল।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট সসৈন্যে পুণা পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোগলসৈন্য পুণা ছাড়িয়া যাইতে না যাইতে তারাবাই শঙ্করজী নারায়ণকে সিংহগড় অধিকার করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে শঙ্করজী সিংহগড ও পরে কোহ্লাপুরস্থ পনহালা অধিকার করিয়া বসিলেন, তাহাতে অরঙ্গজেব অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন।

কাফিখাঁর মুন্তখব উল্ লুবাব্ নামক পারসী ইতিহাসে লিখিত আছে, এই সময় তারাবাই মহারাষ্ট্র সেনাদের হৃদয় অধিকার করিয়া মহোৎসাহে মহাদর্পে মোগলাধিকারভুক্ত জনপদ লুট করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেব অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছু করিতে পারিলেন না। মোগল-বাদশাহ যতই যুদ্ধোদ্যোগ, অবরোধ ও সন্ধিবিধানের উপায় করিতে লাগিলেন, তারাবাইএর প্ররোচনায় মহারাষ্ট্রগণের বলবীর্য্য হ্রাস না হইয়া ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাদশাহ যেরূপ সৈন্য-সামন্ত ও আমীর ওমরাহ সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন; সেইরূপ মহারাষ্ট্র-সেনানায়কগণও যখন যেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেইখানেই রাজবাড়ী শিবির ও পুত্রপরিজন লইয়া মহাআমোদে কাটাইতে লাগিলেন। তাহাদের সাহস খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। নবাজিত স্থানের এক একটী পরগণা এক একজনে ভাগ করিয়া লইলেন, মোগলসাম্রাজ্যের নিয়মের অনুকরণে সেই সেই পরগণা এক একজন সুবাদার, কমাইসদার (রাজস্বসংগ্রাহক) ও রাহাদার (শুল্ক আদায়কারী) প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। (১)

মহারাষ্ট্রগণের পুনরভ্যুদয়ে অরঙ্গজেব বিচলিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সিংহগড় হস্তচ্যুত হইলে সেই দুঃখে তাঁহার কএক দিন অতিশয় পীড়া হইয়াছিল। একটু সুস্থ হইলেই তিনি সম্ভাজীর পুত্র সাহুকে জুল্ফিকার খাঁর সঙ্গে সিংহগড় জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। জুল্ফিকার সাহুকে দিয়া মহারাষ্ট্র সামন্তগণের নিকট পত্র পাঠাইলেন, 'সাহুই প্রকৃত মহারাষ্ট্র-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মহারাষ্ট্রীয় মাত্রেরই তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত।' এসময় অভাবে সিংহগড় জুল্ফিকারের অধীনে আসিল, কিন্তু এখানে রাজাবল্লভ এই অভাব ঘটায় শঙ্করজী নারায়ণ আবার সিংহগড় দখল করিয়া বসিলেন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সিন্দখেড়ের যাদব ও কিন্নরখেড়ের সিন্দিয়ার কন্যার সহিত মহাসমারোহে সাহুর বিবাহ হয়। নানা যৌতুকের মধ্যে অরঙ্গজেব সাহুকে শিবাজীর প্রসিদ্ধ ভবানী অসি ও অফজল খাঁর তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। এই বর্ষেই অরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

ভবানীর উপর মহারাষ্ট্রমাত্রেরই শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। মোগলসৈন্য চলিয়া গেলে তারাবাই পুণা অধিকার করিবার আয়োজন করেন। ধনাজী যাদব পুণাতে মোগল-সেনাপতি লোদীখাঁকে পরাস্ত করিয়া চাকন দখল করিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই ধনাজী সাহুর সহিত যোগ দিলেন। এখন সাহুর অনেকটা বল বাড়িল।

মহারাষ্ট্রদিগের মধ্যে যে যে লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এখন তিনি সকলকেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্করজী নারায়ণ তারাবাইএর পক্ষে পুরন্দর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন; সাহু তাঁহাকে পুরন্দর ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলে তিনি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তখন সাহু শিবাজীর প্রথম রাজধানী রাজগড় কাড়িয়া লইলেন। শঙ্করজী তারাবাইএর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহার প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তিনি তাঁহারই সাহায্য করিবেন, এখন দেখিলেন তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয় ভাবিয়া জলসমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন।

তারাবাই শঙ্করজীর মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। এ সময়ে অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সাহুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে তারাবাইএর পুত্র শিবাজীর বসন্তরোগে মৃত্যু হয়। তাহাতে তারাবাই আপনার রাজকীয় ক্ষমতা হারাইলেন। এখন তাঁহার সপত্নী রাজস্বাইএর পুত্র সম্ভাজী তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। এখন তারাবাই ও তাঁহার পুত্রবধূ ভবানীবাই উভয়েই বন্দী হইলেন। এ সময় ভবানীবাই গর্ভবতী ছিলেন, যথাকালে তাঁহার একটী পুত্র হইল। তারাবাই অতি সাবধানে তাহাকে গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু এ সময় বীরমহিলা তারাবাইএর কষ্টের এক শেষ হইয়াছিল।

(১) Elliot's Muhammadan Historians, Vol. VII. p. 373-375

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সাহুর মৃত্যু হইল। এত দিন তারাবাই যাহাকে গোপন করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সেই প্রিয়তম পৌত্র রামরাজের উত্তরাধিকারী স্থির হইলেন। পেশবা বালাজী সাহুর নিকট তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিয়া লইয়াছিলেন যে, তারাবাইএর পৌত্র রাজা হইলেও রাজ্যশাসন বালাজীর হস্তেই থাকিবে এবং যাহাতে শিবাজীর বংশীয়দিগের নাম উজ্জ্বল থাকে, পেশবা তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

এখন তারাবাইএর বয়স সপ্ততি বর্ষ। কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সে চেষ্টা সে বুদ্ধিবৃত্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। রঘুজীর উপর রামরাজের ভার দিয়া বালাজী পুণায় চলিয়া আসিলেন। এখন হইতে পুনাই মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল। রামরাজ নামমাত্র সাতারার রাজা ছিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। এখন বালাজীই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু তারাবাই সে প্রকৃতির রমণী নহেন যে বালাজীর অধীন থাকিবেন। বালাজীও বড় একটা তাঁহাকে গ্রাহ্য করেন নাই। এখন তিনি বালাজীর হস্ত হইতে রাজশক্তি লইয়া নিজে পরিচালন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

তারাবাই পন্থসচিবকে অনুরোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি সিংহগড়ে পতির সমাধি দর্শন করিতে যাইব, এই সময় যেন তিনি আমাকে সাম্রাজ্যের নেত্রীরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা পান।' বালাজী এ সংবাদ পাইয়া একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি তারাবাইকে শান্ত রাখিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন, 'তাঁহার ন্যায় সদাশয়া বুদ্ধিমতী ও উচ্চপ্রকৃতির রমণী আর নাই; তিনি যাহাতে অবকাশ সুখেই শাসনশক্তির পরিচালন করিতে পারেন, তৎপক্ষে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আমি রাজা সাহুর নিকট যে ক্ষমতা পাইয়াছি, রামরাজ যাহাতে তাহা স্বীকার করেন, বৃদ্ধারাণী তৎপক্ষে অবশ্যই চেষ্টা করিবেন।'

মহারাষ্ট্রসামন্তগণ বালাজীর কূটনীতি বুঝিতে পারিলেন। এ সময় প্রধান পদলাভের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেক বিবাদ-বিসম্বাদ হইল। এই সময় বালাজী ভিতরে ভিতরে মহাশত্রুতা আরম্ভ করিলেন। রামরাজ সাতারাদুর্গে বন্দী হইলেন। তারাবাই কোহ্লাপুরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরে বালাজী তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

তারাবাই বালাজীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে মহারাষ্ট্রগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পেশবা দেখিলেন, তারাবাইএর অনিষ্ট আচরণ করিলে তাঁহার কোন ফল হইবে না। তিনি তারাবাইকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি সাম্রাজ্যের মধ্যে গুণে মানে ও বয়সে সর্ব্বপ্রধান, আপনার বিরুদ্ধ আচরণ করা আমাদের উচিত নয়। আপনি পুণায় আসিয়া প্রধানশক্তি গ্রহণ করুন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তারাবাই এইরূপে শান্ত হইলেন। রামরাজও কিছু দিনের জন্য মুক্তি পাইলেন। কিন্তু রামরাজ তারাবাইএর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তারাবাই তাহাতেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দামাজী গাইকবাড় ও রঘুজী ভোঁসলার সাহায্যে রামরাজকে বন্দী করিয়া নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। বালাজী নিজামরাজ্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তথা হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার পরই তারাবাই সকল ক্ষমতা হারাইলেন। মনের দুঃখে কিছু দিন পরে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

তারামোড়া (স্ত্রী) তারায়াঃ মোড়া ৬তৎ। তারাপ্রকাশ মোড়াগ্নাসভেদ।

তারাস্থান, স্বরবিশেষ।

তারিক (ক্লী) তৃ-ণিচ-ঠন্। (অতঠনঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) তরণমূল্য, পারের কড়ি।

"গর্ভিণী তু দ্বিমাসাদিস্তথা প্রব্রজিতো মুনিঃ।
ব্রাহ্মণা লিঙ্গিনশ্চৈব ন দাপ্যাস্তারিকং তরে॥" (মনু ৮।৪০৭)

গর্ভিণী স্ত্রী, ভিক্ষু, বানপ্রস্থাশ্রমী মুনি, ব্রাহ্মণ, লিঙ্গী ও ব্রহ্মচারী ইহাদের নিকট হইতে তরপণ্য (পারের কড়ি) লইতে নাই।

তারিকা (স্ত্রী) তাড়িকা ডস্য র। তালরসজাত মদ্যভেদ, তাড়ী।

তারিখ (আরবী) দিন, মাসের নির্দ্দিষ্ট দিন।

তারিন্ (ত্রি) তারয়তি তৃ-ণিচ্-ণিনি। তারক, উদ্ধারকর্ত্তা।

তারিণী (স্ত্রী) তারিন্-ঙীপ্। ১ তান্ত্রিকদিগের দেবতাভেদ, পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঁকারা, স্বাহা, শ্রী, মনোরমা, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজা, খদুররাসিনী, ভদ্রা, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (ত্রিকা°) ২ দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা, তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী চামুণ্ডা, এই ৮ জন তারিণী। ইহার আরাধনা করিলে মনুষ্য কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও ধনলাভ, রাজদ্বারে, সভায় ও বিবাদ প্রভৃতি সকল কার্য্যে জয়লাভ করে। * [তারা দেখ।]

৩ উদ্ধারিণী, উদ্ধারকর্ত্রী।

* "তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলসরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতাঃ॥" (মন্ত্রকোষ)
"অথ ভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদান্।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো হি সাধকঃ॥"

তারিফ্ (আরবী) ১ ব্যাখ্যান। ২ প্রশংসা।

তারুই (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

তারুক্ষায়ণি (পুং) তারুক্ষের অপত্য।

তারুক্ষ্য (পুং) তারুক্ষস্য ঋষেরপত্যং পুমান্ তরুক্ষ গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তরুক্ষঋষির অপত্য।

তারুক্ষ্যায়ণী (স্ত্রী) তরুক্ষস্য ঋষেরপত্যং স্ত্রী তরুক্ষ ফ (সর্বত্র লোহিতাদিক তেভ্যঃ। পা ৪।১।১৮) তরুক্ষঋষির অপত্য স্ত্রী।

তারুণ (পুং স্ত্রী) তরুণস্য অপত্যং উৎসাদিত্বাৎ অঞ্। ১ তরুণ ঋষির অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (ত্রি) ২ তরুণ, অল্পবয়স্ক।

তারুণ্য (ক্লী) তরুণস্য ভাবঃ তরুণব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। যৌবন।
"তৃণকোটিসমং বিত্তং তারুণ্যাদিগুণকোটিষু" (মার্ক° পু° ২৪।৭)

তারেয় (পুং) তারায়াঃ অপত্যং তারা-ঢক্। ১ বালিপুত্র অঙ্গদ। ২ বৃহস্পতিভার্য্যা তারার পুত্র বুধ।

তার্কব (ত্রি) তর্কোবিকারঃ তর্কোরবয়ব ইতি বা তর্কু-অণ্ (কৌ° দাঙ্ক। পা ৪।৩।১৩৯) তর্কুবিকার।

তার্কিক (ত্রি) তর্কং বেত্তি তর্কশাস্ত্রমধীতে বা তর্ক-ঠক্। ১ তর্কশাস্ত্রবেত্তা। ২ তর্কশাস্ত্রাধ্যয়নকারী। তর্কশাস্ত্র ৬ প্রকার— বৈশেষিক, ঔলুক্য, বার্হস্পত্য, নাস্তিক, বৌদ্ধ(সৌগত) (বৌদ্ধভেদ) ও চার্ব্বাক, এই সকল শাস্ত্র যাহারা অধ্যয়ন করে বা যাহারা এই সকল শাস্ত্রের যথার্থবিৎ, তাহারাই তার্কিক।
[তর্ক দেখ।]

তার্ক্ষ (পুং) তৃক্ষ এব অণ্। ১ কশ্যপ ঋষি। ২ বিনতাগর্ভজাত কশ্যপের পুত্র গরুড়।

তার্ক্ষজ (ক্লী) রসাঞ্জন।
"মধুনা তার্ক্ষজং বাপি কাসীসং বা সসৈন্ধবং।" (সুশ্রুত ৬°১২অ°)

তার্ক্ষী (স্ত্রী) তার্ক্ষ-গৌরা' ঙীষ্। পাতালগরুড়লতা।

তার্ক্ষাক (পুং স্ত্রী) তৃক্ষাকস্য অপত্যং তৃক্ষাক-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২।) তৃক্ষাকের অপত্য।

তার্ক্ষ্য (পুং) তার্ক্ষস্য অপত্যং তার্ক্ষ-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ১ তৃক্ষমুনির গোত্রাপত্য। ২ গরুড়াগ্রজ অরুণ। ৩ গরুড়।
"স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ" (ঋক্ ১।৮৯।৬) 'তার্ক্ষ্যস্তৃক্ষস্য পুত্রো গরুত্মান্।' (সায়ণ)
"তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ সেনানী গ্রামণ্যৌ।" (শুক্লযজু° ১৫।১৮)
'তার্ক্ষ্য ইত্যরিষ্টনেমি'... 'সুপর্ণপক্ষৌ তার্ক্ষ্যাঃ'। (বেদদীপ) ৪ অশ্ব।

কবিত্বাৎ অন্তকে ওষ্ঠামনর্গলবিজৃম্ভিমাঃ।
পাণ্ডিত্যাৎ সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধৈর্য্যেষ্বপতিতবেৎ॥
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে।
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি বৃহস্পতিরিবাপরঃ।" (তন্ত্রসার)

৫ সর্প। ৬ শাল বৃক্ষ। ৭ স্বর্ণ। ৮ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। ৯ স্যন্দন। ১০। পর্ব্বতভেদ। ১১ বিহগমাত্র। ১২ ক্ষত্রিয়বিশেষ।
"অশ্বষ্ঠা কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ। (ভারত ১৩।১৭।১৫।) ১৩ মহাদেব। "গন্ধর্ব্বোহ্যদিতিস্তার্ক্ষ্যঃ সুবিজ্ঞেয়ঃ সুশারদঃ।" (ভারত ১৩।১৭।৯৭) (ক্লী) ১৪ রসাঞ্জন।

তার্ক্ষ্যজ (ক্লী) তার্ক্ষ্যে পর্ব্বতে জায়তে জন-ড। রসাঞ্জন।

তার্ক্ষ্যকেতন (পুং) তার্ক্ষ্যঃ কেতনঃ যস্য বহুব্রী। গরুড়ধ্বজ, বিষ্ণু।

তার্ক্ষ্যধ্বজ (পুং) তার্ক্ষ্যো ধ্বজোঽস্য বহুব্রী। গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু।

তার্ক্ষ্যনায়ক (পুং) তার্ক্ষ্যাণাং সর্পাণাং নায়কঃ প্রাপকঃ ৬তৎ। গরুড়, গরুড় নিজ মাতার দাসত্বকালে সর্পদিগকে বহন করিয়াছিলেন।

তার্ক্ষ্যনাশক (পুং) তার্ক্ষ্যাণাং সর্পাণাং নাশকঃ ৬তৎ। সর্পনাশক গরুড়।

তার্ক্ষ্যপ্রসব (পুং) অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। (রাজনি°)

তার্ক্ষ্যশৈল (ক্লী) রসাঞ্জন। (রাজনি°)

তার্ক্ষ্যসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যায়ন ১।৮।১৯।)

তার্ক্ষ্যায়ণ (পুং স্ত্রী) তৃক্ষস্য ঋষেরপত্যং যুবা গর্গাদিত্বাৎ যঞ্, যঞন্ত ফক্। তৃক্ষ ঋষির যুবা অপত্য।

তার্ক্ষ্যায়ণী (স্ত্রী) তৃক্ষস্য গোত্রাপত্যং স্ত্রী তৃক্ষলোহিতাদিত্বাৎ ষ্ফ। তৃক্ষ ঋষির অপত্য স্ত্রী।

তার্ক্ষী (স্ত্রী) বনলতাবিশেষ। (শব্দর°)

তার্ণ (ত্রি) তৃণস্য ইদং শিবাদিত্বাৎ অণ্। ১ তৃণসম্বন্ধী। ২ তৃণজন্য বহ্নি। তৃণাৎ তদ্বিক্রয়াৎ স্থানাদাগতঃ শুণ্ডিকাদি' অণ্। ৩ তৃণবিক্রয় রূপ অর্থ স্থানজাত কর।

তার্ণক (ত্রি) তৃণানি সন্ত্যস্মিন্ ছণ্, কুক্ চ তৈণকারাস্তাস্মিন ভবঃ বিল্বকাদিত্বাৎ ছ মাত্রস্য লুক্। তৃণযুক্ত দেশভেদ।

তার্ণকর্ণ (পুং স্ত্রী) তৃণকর্ণস্য ঋষেরপত্যং শিবাদিত্বাৎ অণ্। তৃণকর্ণ ঋষির অপত্য।

তার্ণবিন্দবীয় (ত্রি) তৃণবিন্দুঃ দেবতা অস্য তৃণবিন্দু-ছ (ছ চ। পা ৪।২।২৮) তৃণবিন্দুর উদ্দেশে দেয়।

তার্ণায়ন (পুং স্ত্রী) তৃণস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। তৃণনামক ঋষির গোত্রাপত্য।

তার্ত্তীয় (ত্রি) তৃতীয় এব স্বার্থে অণ্। তৃতীয় পাদন্যাস।
"ক্রমতো গাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ।
খঞ্চ কায়েন মহতা তার্ত্তীয়স্য কুতো গতিঃ।" (ভাগ° ৮।১৯।৩৪;
'তার্ত্তীয়স্য তৃতীয়পাদন্যাসস্য'। (শ্রীধরস্বামী)

তার্ত্তীয়সবন (ত্রি) তৃতীয়সবন সম্বন্ধীয়।

তার্ত্তীয়াহিক (ত্রি) তৃতীয় দিন সম্বন্ধীয়।

তার্ত্তীয়ীক (ত্রি) তৃতীয় এব স্বার্থে ঈকক্। তৃতীয়।

তার্তীয়িকং পুরারেস্তদবতু মদনপ্লোষণং লোচনং বঃ।"

(মালতীমা°)

তাপ্য (ক্লী) তৃপ-ণ্যৎ। তৃপানামক লতাজাত বস্ত্রভেদ। (সায়ণ)

তার্য্য (ত্রি) তৃ-র কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ তরণীয়। তরে তরণে দেয়ং যৎ। ২ তরণার্থ দেয় শুল্ক, তরপণ্য, পারাণি কড়ি।

তার্ষ্টাধ (পুং) বৃক্ষভেদ।

তাল (পুং) তল এব-অণ্। ১ করতল। তাড়্যতে তড়-কর্ম্মণি অচ্ ডস্য লঃ। (ক্লী) ২ হরিতাল। ৩ তালীশপত্র। ৪ দুর্গা-সিংহাসন। তলমত্র তল-ঘঞ্। ৫ বৃক্ষবিশেষ, তালগাছ, পর্য্যায়—তালদ্রুম, পত্রী, দীর্ঘস্কন্ধ, ধ্বজদ্রুম, তৃণরাজ, মধুরস, মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ুঃ, তরুরাজ, দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, আসবদ্রু, লেখ্যপত্র, মহোন্নত। (রাজনি° ভাবপ্র°)

ভারতের নানস্থানে, সিংহল, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ ও পারস্যোপসাগরের তীরধারে তাল গাছ জন্মে। বাঙ্গালায় পুষ্করিণীর পাড়েই এই গাছ অধিক দেখা যায়। এক একটা ৭০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়, কিন্তু গুঁড়ি ৫২ ফিটের অধিক প্রায় মোটা হয় না।

তালবিলাস নামক তামিল গ্রন্থে এই তালগাছের ৮০১ প্রকার গুণের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক তালের সর্ব্বাংশই এক রকম না এক রকমে লাগান যাইতে পারে।

পুরাতন তালই অধিক ব্যবহার্য্য। গাছ বয়সে যত বৃদ্ধ হইতে থাকে, ততই কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে। ততই তাহার পেটী উত্তম বলিয়া গণ্য।

ইহার পেটীতে বরগা, বাতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সিংহলের জাফনার তালকাঠ বিশেষ খ্যাত ছিল। ইহাতে নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইবার জন্য পূর্ব্বকালে নানা দেশে রপ্তানী হইত। ডাক্তার ওয়াইট্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ভাল তালকাঠ শালকাঠ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

তালগাছের আটা হইতে কৃষ্ণোজ্জ্বল বর্ণের গঁদ হয়। পত্রগুচ্ছের আঁশ বা তন্তুতে বেশ শক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়। এক এক গাছা তন্তু ২ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাতে মৎস্যজীবিগণ একপ্রকার সুন্দর জাল প্রস্তুত করে।

পাতায় পাখা, চুবড়ী, পেটিকা প্রস্তুত হয় ও দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থলে কাগজের পরিবর্ত্তে লেখাপড়ার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অতি সহজে দেশালাইএর বাক্স তৈয়ারি হইতে পারে, তাহাতে খরচাও বড় কম পড়ে। কোন কোন স্থানে তালপাতায় ঘর ছাওয়া হয়।

তালগাছের রস হইতে প্রধানতঃ সির্কা, তাড়ি ও মদ্য প্রস্তুত হয়।

তালের রস প্রধানতঃ তেজস্কর, শ্লেষ্মানাশক ও টাট্কা অবস্থায় অতিশয় মধুর। যদি প্রত্যহ প্রাতে রীতিমত পান করা যায়, তাহা হইলে মৃদু বিরেচনের কার্য্য করে। প্রদাহিক রোগ ও শোথের বিশেষ উপকারী।

শুষ্ক তালগুচ্ছ বুকজ্বালায় অম্লনাশক। তালের ফেনাযুক্ত রসকে তাড়ি বলে। [তাড়ি দেখ।]

তাড়ির পুলটিস্ পচা ক্ষত, নালী ও কঠিন ব্রণরোগে উপকারী। টাট্কা তালের রস ময়দায় মিশাইয়া অল্প অগ্নির উত্তাপে ধরিলে যখন গাঁজা উঠিতে থাকে, তখনই পুলটিস হইল। পাকা তালের মজ্জা চর্ম্মরোগে উপকারী। শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে সিংহলের চিকিৎসকেরা রক্তবন্ধ করিবার জন্য তাল-আঁটির রোঁয়া ক্ষতস্থানের উপর চাপড়াইয়া দেন।

যে রসে সবে মাত্র গেঁজা উঠিয়াছে, তাহা খাইলে মূত্র-কৃচ্ছ্ররোগ কতকটা ভাল থাকে; ইহা শোথের উপকারী। তালশাঁসের জলে বমন ও বমনোদ্রেক নিবারিত হয়।

তালের টাট্কা রসে উত্তম গুড় ও চিনি হয়। [চিনি দেখ।] তাড়ি চোয়াইয়া লইলে ভাল আরক বা সুরা হয়। [মদ্য দেখ।]

চৈত্রের প্রথমে তালগাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখে ফল হয়; ভাদ্রমাসে তাহা বেশ পাকিয়া উঠে। এক একটী ফলে প্রায় ৩টী করিয়া আঁটি থাকে, তবে আয়তনে ছোট হইলে প্রায় দুটী দেখা যায়। অপক্ক অবস্থায় তালগুচ্ছ ছাড়াইয়া যে কোয়া পাওয়া যায়, তাহাকেই আমরা তালশাঁস বলি। অপক্ক অবস্থায় উহার মধ্যে জল থাকে। যতই পাকিতে থাকে, ততই জল চাপ বাঁধিয়া শাঁসের সাথে কঠিনাকার ধারণ করে। শেষে সেই আঁটির মধ্যে ফোঁপল হয়। তাহা খাইতে মিষ্ট, মুখপ্রিয় ও গুণ অনেকটা নারিকেলের ফোঁপলের মত।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তালকাঠে নানা প্রকার গৃহসামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। সেইরূপ রসও আহারাদি ভিন্ন আরও অনেক কাজে লাগে। তন্মধ্যে একটী উল্লেখ করিব। ডিমের লালায় তালের রস ঢালিয়া শঙ্খ বা শুক্তির চুণ মিশাইয়া মসলা করিয়া মেজের উপর লেপন করিলে উৎকৃষ্ট পালিস হয়, তাহা দেখিতে ঠিক মর্ম্মর পাথরের মত হইয়া থাকে।

তালের অসংখ্য গুণ দেখিয়া হিন্দুগণ ইহাকে পবিত্র বৃক্ষ মধ্যে গণ্য করেন। কেহ কেহ ইহাকেই কল্পদ্রুম মনে করিয়া থাকেন।

পশ্চিমদেশে এই বৃক্ষকে তার বা তাড়বৃক্ষ কহে। বৈদ্যক-মতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমনাশক। ইহার রসের গুণ—কফ, পিত্ত, দাহ ও শোথনাশক এবং

কোকিলাপ্রিয় (॥ । ॥)

ক্রীড়াতাল (˘˘,)

খণ্ড (কঙ্কাল)—১। (˘˘ ॥ ॥)—২। (˘˘ ।)

খণ্ডতাল (˘˘ ॥ + ˘)

খয়রা—অধুনা চালত। কেহ কেহ ইহাকে খরতা বলেন।

বাব দিদা দিধি দাক তিং : :

খামসা—এই তাল এখন প্রচলিত।

ধা কেটে নাক দিং থুনা কেটে তাক থুন্না : :

খেমটা—অধুনা প্রচলিত, ইহার ৬ মাত্রা, কাহারও মতে চারিমাত্রা।

(১) ধাটে দে, নাতে নে, তাটে দে, না দেনে : :

(২) ধাগেধি নাতিন্ নাকধি নাতিন্ : :

গজ—(। । । ।)

গজঝম্প—(॥ ˘˘˘,)

গজলীল—(। । । । ,)

গারুগি—(˘˘˘˘ ,)

গার্গ—(˘˘˘˘ ,)

গৌরী—(। । । । ।)

ঘটকধট—(॥ ॥ । । ॥ ॥ । । ॥ ˘˘ । । । । । । । । ˘˘˘ । , । , । , । ,)

চচ্চৎপুট—(॥ ॥ । ॥ ।)

চচ্চরী—১। (˘˘, । ˘˘, । ˘˘, । ˘˘, । ˘˘, ।)—২। ˘˘, ˘˘, ˘, ˘˘, ˘˘, ˘˘, ˘˘, ˘˘,)

চণ্ডতাল—(˘˘˘˘ । ।)

চতুরস্র—(॥ । ˘˘ ॥)

চতুর্থতাল—(। । ˘)

চতুর্মুখ—(। ॥ । ॥)

চতুস্তাল—অধুনা প্রচলিত চৌতাল ১। (॥ ˘˘˘ । —২। (˘˘ ।)

চন্দ্রকলা—১। (। । । ,)—২। (॥ ॥ । ॥ । ॥ ॥ । ।)

চন্দ্রক্রীড় (˘˘ + ।)

চন্দ্রতাল (। । ॥ ॥ ॥ ˘˘˘ । ˘ । ˘˘,),

চন্দ্রিকা (একতালী) (।, ॥)

চাচপুট (॥ । । ॥)

চিত্রতাল (। ˘)

চৌতাল—এখন প্রচলিত ৬টী দীর্ঘমাত্রার তাল, তন্মধ্যে ১।৩।৫।৬ এই চারিটী পদে আঘাত এবং ২।৪ পদে ফাঁক। চৌতালের পদ দুই মাত্রা বিশিষ্ট। ইহাতে চারিটী আঘাত বলিয়াই চৌতাল। যথা—

(১) ধা ধা দিন্তা কৎ তেটে, তেটে তা
তেটে কতা গেদি ঘিনা : :

(২) ধা গে, দিন্ তা কৎ তাগে দিন তা,
তেটে কতা গেদি ঘিন : :

ছোট চৌতাল—অধুনা এই তাল প্রচলিত ; ইহা ৭ মাত্রার তাল। চারিটী তাল ও তিনটী ফাঁক; ইহাকে আড়া-চৌতাল কহে।

জগঝম্প—(। ॥ ˘)

জগণমঞ্চ—(। ॥ ।)

জনক—১। (। । । । ॥ ॥ । ॥ ॥)—২। (। ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥)

জয়তাল।—১। (। ॥ । । ˘˘ ॥ ।)—২। (। ॥ ।)—৩। (। ॥ । । । ˘ । । ।)

জয়মঙ্গল—১। (। । ॥ ॥ ॥)—২। (॥ ॥ ॥ ॥)

জয়শ্রী—১। (॥ । । ॥)—২। (॥ । ॥ । ॥)

জলদ তেতালা—অধুনা প্রচলিত, ইহাই দ্রুতত্রিতালী নামে খ্যাত, কাহার কাহারও মতে ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। [কাওয়ালী দেখ।]

ঝম্পতাল ১। (˘, ।)—২। (˘˘, ।)—৩। (˘, +)—৪। অধুনা প্রচলিত ঝাঁপতাল (॥ । । , ॥ ॥,)

ইহা চারিটীপদ এবং দশমাত্রার তাল। বোল—

ধা গে ধা গে দিন্
তা কে ধা কে দিন : :

টঙ্ক—(॥ । ॥ ˘˘˘ +)

ঠুংরি—অধুনা প্রচলিত, ইহা চারি হ্রস্বমাত্রার তাল। দুই তাল ও দুই ফাঁক। বোল—

(১) ধেধা, কিটি, নেধা, কিটি : :
(২) তাক্কাকি, থুন, ধা, থুন্না : :
(৩) ধাক্ ধিন ধেধা গেধিন্ : :
(৪) ধাগে ধিন্ধিন্ ধাগে ধিন্ধিন্ : :

ঢিমাতেতালা—অধুনা প্রচলিত, এই তাল ১৬টী দীর্ঘমাত্রার তাল, ইহার অপর নাম মধ্যত্রিতালী।

ঢেঙ্কিকা—(॥।।।)

তিওট—অধুনা প্রচলিত চারিটী পদযুক্ত তাল, তিনটী তাল ও একটী ফাঁক। প্রথম ও তৃতীয়পদে তিন মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপদে চারিমাত্রা। কখন কখন দুইটী সার্দ্ধ এবং চারিটী হ্রস্বমাত্রা ব্যবহৃত হয়। বোল—

+ ১
। । । । । । ।
ধিন্ ধা ত্রেকেটে ধিন্ ধিন্ ধা ত্রেকেটে
• ১
। । । । । । ।
তিন্ তা ত্রেকেটে ধিন্ ধিন্ ধা ত্রেকেটে : :

তুরগলীল বা তুরঙ্গলীল—১। (ˊ, ˘˘,)—২। (˘˘। ।।॥।)

তৃতীয়তাল—১। (˘ ˘,)—২। (।,)

তেওরা—এখন এই তাল প্রচলিত। ইহা তীব্র তাল, ইহার তিনটী পদ, এবং ৭ মাত্রা। প্রথম ও দ্বিতীয়পদ প্রত্যেক দুইমাত্রা, তৃতীয় পদ তিন মাত্রাবিশিষ্ট।

বোল—

+ ১ ১
। । । । । । ।
ধা ধিনি নাক্ ধাগে নাগে ধিনি নাক : :

তোমুণী—(।।,)

ত্রিপুট—(˘˘।)

ত্রিভঙ্গি—১। (।।॥॥)—২। (॥।।॥)

ত্রিভিন্ন—১। (।॥॥।)—২। (।॥˘)

ত্র্যস্র—(।।˘˘।।)

দর্পণ—(˘˘॥)

দীপক—১। (˘।॥˘।॥)—২। (˘˘।।॥॥)

দুর্ব্বল—(˘˘।।)

দোবাহার—এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা দ্বাদশমাত্রার তাল। ইহার তিনটী ফাঁক এবং সম্ দ্বিমাত্রা কালস্থায়ী।

+ • ১ ১
॥ । । ।
ধা ধিন্‌নাক্ তেরে কেটে গেদে ঘিনি
১ • ১ ১
। । । ।
ঘিটিতাক্ ধিনতাক্ ধুমাকিটি থুন্ থুন্
১ ১ ১
। । ।
নাকধিৎ ধাধা ঘিটিতাক : :

দ্রুতত্রিতালী—অধুনা প্রচলিত ৮টী দীর্ঘমাত্রার তাল, কেহ কেহ কেহ ইহাকে কাওয়ালী কহেন। আর কেহ কেহ বলেন, ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত।

[কাওয়ালীর বিবরণ দেখ।]

দ্বন্দ্ব—(।।॥॥।॥)

দ্বিতীয়—(˘॥)

ধত্তা—(।।˘˘।॥)

ধামার—এই তাল অধুনা প্রচলিত, (।।˘, ।।˘, ।।,)

নন্দন—১। (।˘˘॥।)—২। (।।˘ ॥)

নন্দিবর্দ্ধন—(॥।।॥।)

নান্দী—১। (।˘˘।।॥॥)—২। (। ।॥)

নিঃশঙ্ক—(।॥॥॥॥।)

নিঃশঙ্কলীল—(॥॥॥।।)

নিঃসারুক—১। (॥,)—২। ˘, ।)

নৃপ—(।˘˘।)

পঞ্চতালী—(˘।)

পঞ্চম—(˘˘)

পঞ্চম সওয়ারী অধুনা প্রচলিত।

(। ,।˘, ।।, ।।, ।।, ।।, ।।, ।।,)

পক্ষাঘাত—(॥।।, ।॥,)

পঠতাল—অধুনা প্রচলিত দুইমাত্রার তাল।

পরিক্রম—(˘˘ ॥॥॥)

পার্ব্বতীনেত্র—(।।˘˘ ।।।॥॥।॥।।)

পার্ব্বতীলোচন—(॥॥।।॥॥॥˘˘)

পূর্ণ (কঙ্কাল)—১। (˘ ˘˘ ॥।)—২। (˘˘˘।॥)

পোস্তা—অধুনা প্রচলিত তাল (।˘, ।। ×,)

প্রতাপশেখর—(॥।˘˘,)

প্রতিতাল—১। (।˘˘)—২ (।।˘˘)

প্রতিমঙ্ক—১। (।।॥)—২ (॥।।)—৩। (॥॥॥।।)

প্রত্যঙ্গ—(॥॥।।)

প্রসিদ্ধা—(একতালী) (।˘।)

ফোরদস্ত—এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ৭টী দীর্ঘমাত্রার তাল। [ফোরদস্ত দেখ।]

বঙ্গদীপক—(॥।।॥॥।)

বঙ্গাভরণ—(॥॥।।॥)

বঙ্গোদ্যোত—(॥॥॥।॥)

বনমালী—১। (˘˘˘˘।।˘ ॥)—২। (।˘˘ ॥)

বর্ণতাল—(॥।˘˘॥।)

বর্ণভিন্ন—(˘˘।॥)

বর্ণতীক—(।।।।˘।)

বর্ণমক্ষিকা—১। (॥ ˘ ˘ । ˘ ˘)—২ (। ˘ । ˘ ˘)

বর্ণযতি—১। (। । ˘ ˘)—২। (। । ॥ ॥)

বর্ণলীল—(˘ ˘ । ॥)

বর্দ্ধন—(˘ ˘ । ॥)

বর্দ্ধমান—(˘ ˘ । ॥)

বসন্ত—১। (। । । ॥ ॥ ॥)—২। (॥ ॥ ॥)

বিজয়—১। (॥ ॥ ॥ । ।)—২। (॥ । ॥)

বিজয়ানন্দ—(। । ॥ ॥ ॥)

বিদ্যাধর—(॥ ॥)

বিন্দুমালী—(॥ ˘ ˘ ˘ ˘ ॥)

বিপুলা (একতালী)—(× , ।)

বিলোকিত—(॥ ˘ ˘ ॥)

বিষম—(˘ ˘ ˘ ˘ , ˘ ˘ ˘ ,)

বীরপঞ্চ—অধুনা প্রচলিত তাল, ইহাতে ৮টী হ্রস্ব মাত্রা ব্যবহৃত হয়। [বীরপঞ্চ দেখ।]

বীরবিক্রম—(। ˘ ˘ ॥)

ব্রহ্মতাল—১। (। ˘ । ˘ ˘ । ˘ ˘ ।)—২। (। । । । ॥) ৩। (। । । ˘ ˘ । ˘ ˘)—৪। অধুনা প্রচলিত চতুর্দ্দশ মাত্রার তাল। [ব্রহ্মতাল দেখ।]

ব্রহ্মযোগ—অধুনা প্রচলিত অষ্টাদশমাত্রার তাল।
[ব্রহ্মযোগ দেখ।]

ভগ্নতাল—(। । ।)

ভৃঙ্গতাল—(॥ । ॥)

মকরন্দ—১। (। । ।)—২। ( )

মঞ্চ—১। (॥ । । ˘ , ,)—২। (। । । । ॥ । ।)

মঞ্চক—১। (। । ॥ । । । । ,)—২। (। । ॥ । । ॥ ॥ ॥ ॥ ˘)

মক্ষিকা—১। (॥ ˘ ॥)—২। (। । ˘ ,)—৩। (। , ॥ ॥ । ।)

মদনতাল—(˘ ॥)

মধ্যমান—অধুনা প্রচলিত ৮টী দীর্ঘমাত্রার তাল। [মধ্যমান দেখ।]

মলয়তাল—(॥ । ॥)

মল্লতাল—(। । । । ˘)

মল্লিকামোদ—(। ।)

মহাসন্নি—(˘ ˘ । । । ˘ । । । ।)

মিশ্রতাল—(˘ ˘ ˘ , ˘ ˘ , ˘ ˘ , । ॥ ॥ ˘ ˘ ॥ ॥ । ।)

মিশ্রবর্ণ—(, , ˘ ˘ , ॥ ॥ । ॥ ॥)

মুকুন্দ—১। (। ॥)—২। (। ।)—৩। (। ˘ . . .)

মুদ্রিতমঞ্চ—(॥ । । । । । ।)

মোক্ষপতি—(১৬ দীর্ঘ, ৩২ হ্রস্ব, এবং ৬৪ অর্দ্ধমাত্রা পর পর ক্রম)

মোহনতাল—এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ১২ মাত্রায় তাল। [মোহনতাল দেখ।]

যৎ—(। ˘ , । । , । ˘ , । । ,)।—অধুনা প্রচলিত [যৎ দেখ।]

যতিতাল—(। ˘ ।)

যতিলগ্ন—(˘ ˘ ।)

যতিশেখর—(˘ ˘ । । । ˘ । ˘)

রঙ্গতাল—(˘ ˘ ॥)

রঙ্গপ্রদীপক—(॥ ॥ । ॥ ॥)

রঙ্গলীল—(। ॥ ˘ ˘)

রঙ্গাভরণ—(॥ ॥ ॥ । ॥)

রতিতাল—(। ॥)

রতিলীল—১। (। । । ॥)—২। (। । ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘)

রাগবর্দ্ধন—(˘ , ॥)

রাজকোলাহল—(˘ ॥ । ॥ । ॥)

রাজচূড়ামণি—১। (˘ । । ॥)—২। (। । । ˘ ˘ । ॥)

রাজঝম্পার—(॥ । ॥ ˘)

রাজতাল—(॥ ॥ ॥ । । ॥)

রাজনারায়ণ—(˘ । ॥ । ॥)

রাজমার্ত্তণ্ড—(॥ ।)

রাজমৃগাঙ্ক—(। ॥)

রাজবিদ্যাধর—(। ॥ ˘ ˘)

রাজশীর্ষক—(॥ ॥ ॥ ॥)

রামা—(একতালী)—(˘)

রায়বঙ্কোল—(॥ । ॥ ˘ ˘)

রাসক—(।)

রাসতাল—অধুনা এই তাল প্রচলিত, ইহা ১৩ মাত্রায় তাল। [রাসতাল দেখ।]

রুদ্রতাল—অধুনা প্রচলিত ১৬ মাত্রায় তাল।
[রুদ্রতাল দেখ।]

রূপক—১। (। ।)—২। এইতাল এখন প্রচলিত, ইহা ৭ মাত্রার তাল। [রূপক দেখ।]

লক্ষ্মীতাল—১। (˘ ˘ । × × ˘ , ˘ ˘ । × × ˘ , ˘ ˘ , । × । ,)—২। (˘ ˘ , ॥ ॥)—৩। অধুনা প্রচলিত ১৮ মাত্রার তাল।
[লক্ষ্মীতাল দেখ।]

লক্ষ্মীশ—(, । ॥)

লঘু—(। । । । ॥)

লঘুচচ্চরী—(˙ । ×, ˙˙ । ×, । ×, ˙˙ । ×, ˙˙ । ×, ˙˙ । ×, ˙ । ×)

লঘুশেখর—১। (।)—২ (। ।,)

লয়তাল—(॥ । ॥ । । । ॥ ॥ ˙ ˙˙,)

ললিত—(˙˙ । ॥)

ললিতপ্রিয়—(। । ॥ । ॥)

লীলাতাল—(˙ । ॥)

শম (কঙ্কাল)—(॥ ॥ ।)

শরভলীলক—১। (। ˙ ।)—২ (। । ˙˙˙˙ । । ৩)—এই তাল অধুনা প্রচলিত। [শরভলীলক দেখ।]

শার্ঙ্গদেব—(˙˙ ॥ ॥ ॥ ॥ ।)

শিবতাল—(। ॥)

শ্রীকান্ত—(॥ ॥ । ।)

শ্রীকীর্ত্তি—(॥ ॥ । ।)

শ্রীনন্দন—(॥ । । ॥)

শ্রীরঙ্গ—১। (। । ॥ । ॥)—২। (। । ॥ । । । ॥)

শ্রথত্রিতালী—অপর নাম ঢিমা তেতালা।

[ঢিমা-তেতালার বিবরণ দেখ।]

ষট্‌তাল—(˙˙˙˙˙˙)

ষট্‌পিতাপুত্রক—১। (॥ । । ॥ ॥ । । । ॥)—২। (॥ ॥ ॥ ॥ ॥)

সন্নিতাল—(˙˙˙ । । ˙˙)

সন্নিপাত—১। (॥)—২। (॥)

সম—১। (। ˙˙,)—২। (। ।, ˙˙˙)

সম্পকেষ্টাক—১। (॥ ॥ ॥ ॥ ॥)—২। (॥ ॥ ॥ ॥)

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ—(॥ ॥ । । ˙˙)

সারঙ্গ—(˙˙˙˙)

সারস—(। ˙˙˙ । ।)

সিংহ—(। ˙˙˙˙)

সিংহনন্দন—(॥ ॥ । ॥ । ॥ ˙˙ ॥ ॥ । ॥ । ॥ ॥ । । । । । ।)

সিংহনাদ—(। ॥ ˙˙ ॥)

সিংহবিক্রম—১। (॥ ॥ । । । ॥ । । ॥ ॥)—২। (। । ॥ ॥ ॥ । । ॥ ॥)

সিংহবিক্রীড়িত—১। (। । ॥ । ॥ । । ॥ ॥ । ॥)—২। (। । ॥ । ॥ ॥ । । ॥ ॥ ॥ ॥ ।)

সিংহলীল—(। ˙˙˙)

সুরফাক্তা—(। ।, ।, । ।,) এই তাল অধুনা প্রচলিত।

[সুরফাক্তা দেখ।]

হংস—(। ।,)

হংসনাদ—(। ॥ ˙˙ ॥)

হংসলীল—(। ।,)

পূর্ব্বোক্ত তালের নামগুলির মধ্যে এখন যে সমুদয় চলিত আছে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, প্রসিদ্ধ তাল সমুদয়ের লক্ষণ স্ব স্ব নামে দ্রষ্টব্য। বোল সাধনপ্রণালী বোল-শব্দে দ্রষ্টব্য। (সঙ্গীতরত্না°)

তালক (ক্লী) তালমেব স্বার্থে কন্। ১ হরিতাল। পর্য্যায়—তাল, আল, মাল, শৌলুষ, পিঞ্জক, রোমহরণ, হরিতাল। তালক দুই প্রকার পত্রহরিতাল ও পিণ্ড-হরিতাল, তন্মধ্যে পত্র হরিতাল শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত, পিণ্ড-হরিতাল উহা হইতে অল্পগুণযুক্ত। পত্র-হরিতাল সুবর্ণবর্ণতুল্য, ভারবহুল, স্নিগ্ধ অভ্রের ন্যায় স্তর-সমন্বিত, শ্রেষ্ঠগুণদায়ক ও রসায়ন। পিণ্ডতাল পিণ্ডসদৃশ, স্তরহীন, স্বল্প, সত্ত্ব ও অল্পগুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক।

শোধিততালক—কটুকষায় রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ পিত্ত ও কণ্ঠব্রণনাশক। অশোধিত অসম্যক্ মারিত তালক সেবন করিলে শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয় এবং বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ, কফ, বায়ুবৃদ্ধি ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ)

অশুদ্ধ হরিতাল আয়ুনাশক, কফ বায়ু ও মেহকর। এই অশুদ্ধতালক তাপ, স্ফোট ও অঙ্গ সংকোচন করে, এই জন্য শোধন অত্যাবশ্যক।

তালকশোধন। কুষ্মাণ্ডের রসে চূর্ণের জলে ও তৈলে পাক করিয়া শোধন করিলে হরিতাল দোষহীন হয়।

খণ্ড খণ্ড হরিতাল ১০ ভাগের একভাগ সোহাগাতে মিশাইয়া জম্বীরলেবুর রসে ধুইয়া কাঞ্জিতে বার বার প্রক্ষালন করিয়া চারপুরু কাপড়ে বান্ধিয়া দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিবে। পরে কাঞ্জিতে কুষ্মাণ্ডের রসে ও শিমুলের কাথে এক এক দিন স্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তর। হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কাঞ্জিতে কুষ্মাণ্ডের রসে তৈলে ও ত্রিফলার কাথে এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধন হয়।

বিশুদ্ধ হরিতাল চূণের জলে ও অপামার্গ মূলের ক্ষার জলে মাড়িয়া ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে যবক্ষারচূর্ণ দিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শরা ঢাকা দিয়া কুষ্মাণ্ডে হাঁড়ি পূর্ণ করিবে। তাহার পর মুখ বন্ধ করিয়া চারি প্রহরকাল পাক করিবে। এই হরিতাল কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক।

শোধিত তালকের গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়রস, বিসর্প, কুষ্ঠ, মৃত্যু ও জরাহারক, দেহশোধক, কান্তি, বীর্য্য ও ওজঃবর্দ্ধক।

হরিতালমারণ। হরিতাল আমরুলের রসে, কাগজী

নেবুর রসে ও চূণের জলে দ্বাদশ প্রহর ভাবনা দিয়া ধুইয়া দ্বিগুণ শাল্মলীর ক্ষার মধ্যে রাখিয়া কবচীযন্ত্রে বালুকাদ্বারা ঊর্দ্ধদেশ পূর্ণ করিয়া ১২ প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে গুঁড়া করিবে। ইহা এক রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে কুষ্ঠ, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ) তালমেব কার্য্যং কৈ-ক। ২ দ্বারকপাট, রোধনযন্ত্র, তালা, চাবি। ৩ তুরবিকা। স্বার্থে-ক। ৪ তালবৃক্ষ।

তালকট (পুং) দেশভেদ, কোন পুস্তকে ইহার নাম তালিকটও দেখা যায়। এই দেশ দক্ষিণে এবং ১২।১৩,১৪ নক্ষত্রে অবস্থিত। (বৃহৎসংহিতা ১৪।১১) [তালিকোট দেখ।]

তালকন্দ (ক্লী) তালস্যেব কন্দমস্য। তালমূলী।

"কসেরুকোবিদারঞ্চ তালকন্দং তথামিষং" (প্রায়ঃতত্ত্ব-ধৃত বায়ুপুঃ) 'তালকন্দং তালমূলীতি প্রসিদ্ধং' (রঘুনন্দন)

তালকাভ (পুং) তালকস্য হরিতালস্য আভাইব আভা যস্য বহুব্রী। হরিদ্বর্ণ। (ত্রি) হরিদ্বর্ণযুক্ত।

তালকী (স্ত্রী) তালকস্য ইদং অণ্ ঙীপ্। তালজ মদ্যভেদ, তাড়ী। (ত্রিকা°)

তালকেতু (পুং) তালস্তালচিহ্নিতঃ কেতুরস্য। ভীষ্ম।
"তাসাং প্রমুখতো ভীষ্ম তালকেতুর্ব্যরোচত।" (ভারত উ° ১৪৯অ°)

তালকেশ্বর (পুং) ঔষধ বিশেষ; প্রস্তুত প্রণালী—হরিতাল ২ মাষা, কুমড়ার রস, ত্রিফলার জল, তিল তৈল, ঘৃতকুমারীর রস ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে। পরে গন্ধক ২ মাষা ও পারদ ১ মাষা, উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর সহিত, উল্লিখিত হরিতাল ২ মাষা মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে লেবুর রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে যথাক্রমে তিন দিন ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক ও চক্রাকার করিয়া হাঁড়ির মধ্যে পলাশের ক্ষারের ভিতর স্থাপন করিয়া ১২ প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ২ রতি। ইহাতে কুষ্ঠ, বাত, রক্ত ও ব্রণরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

আর এক প্রকার—কিছু হরিতাল, চাকুন্দে পত্রের রসে ও শরপুঙ্খ পত্রের রসে পুনঃ পুনঃ মাড়িয়া ও শুষ্ক করিয়া পলাশ ক্ষারপূর্ণ স্থালীর মধ্যে রাখিয়া পুটপাক দিতে হইবে, যেন হরিতালের নিম্ন ও উপর উভয়দিকেই ঐ ক্ষার থাকে। অহোমাত্র পাক করিলে হরিতাল ভস্ম হইবে। যখন উহা শুভ্রবর্ণ হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূমোদ্গম হইবে না, তখন জানিবে, যে হরিতাল ভস্ম হইয়াছে। এইরূপে প্রস্তুত করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে কুষ্ঠাদিরোগের শান্তি হয়। ইহার মাত্রা ১ যব। এই ঔষধ সেবনে মসুর, ছোলা ও মুগের ডাইল পথ্য। (ভৈষজ্যরত্না° কুষ্ঠাধিকার)

রসেন্দ্রসারের মতে, হরিতাল, পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ সমভাগ মধুতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান পাকা যজ্ঞডুমুর এক তোলা ও মধু, অথবা কেবল মধুর সহিত সেবনীয়। এই ঔষধে বহুমূত্র রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

তালক্রোশা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালক্ষীর (পুং) তালজাতং ক্ষীরমিব শুভ্রত্বাৎ। শর্করভেদ, তালের চিনি। (রাজনি°)

তালক্ষীরক (ক্লী) তালক্ষীর স্বার্থে কন্। তালের চিনি।

তালগর্ভ (পুং) তালস্য গর্ভঃ ৬তৎ। তালমজ্জা, তালের-মাথি। "ঋষপিত্তমৃগাশ্ববস্তদুগ্ধৈঃকরিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ॥" (বৃহৎসং ৫০।২৪) তরবারিতে যদি তালের মাথির পান দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই তরবারি দ্বারা হস্তিশুণ্ড ছেদ করা যায়।

তালঘাট, দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই হইতে নাসিক যাইবার পথে অবস্থিত একটী প্রধান গিরিপথ, সমুদ্র হইতে ১৯১২ ফিট্ উচ্চ ও ইহা হইতে নিকটবর্ত্তী গিরিচূড়া প্রায় ৩২৪১ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১৯°১৪ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৩৩ পূঃ।

তালঙ্ক, (পুং) তাড়ঙ্ক ডস্য লঃ। ভূষণ বিশেষ। (শব্দার্থচিন্তা°)

তালচর (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী। ৩ তালচর দেশের রাজা। "অঙ্গাস্তালচরাশ্চৈব চূচুপারেণুপাস্তথা।" (ভারত উ° ১৩৯ অ°)

তালচের, উড়িষ্যার দেশীয় রাজার অধীন একটী গড়জাত-মহল। এই রাজ্যের উত্তরে পাললহরা, পূর্ব্বে ঢেঁকানল, দক্ষিণ ও পশ্চিমে অঙ্গুলরাজ্য। অক্ষা° ২০°৭১´ ৩০´´ হইতে ২১°১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°৫৭´ হইতে ৮৫°১৭´৪৫´´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৩৯৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। এখানে কয়লা ও লৌহের খনি আছে, যেখানে ব্রাহ্মণী নদী পাললহরা ও ঢেঁকানল হইতে তালচের রাজ্য পৃথক্ হইয়াছে, সেইখানে নদীতীরে চূণ পাওয়া যায়। এখানে নদীর বালি ধুইয়া স্বর্ণরেণু সংগৃহীত হয়।

এই রাজ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণীনদীতীরে অবস্থিত তালচের নগরই প্রধান। এখানে রাজধানী ও ৫০০ ঘর লোকের বাস।

তালচের-রাজগণ বলিয়া থাকেন যে, ৫০০ বর্ষ অতীত হইল, অযোধ্যারাজের এক পুত্র এখানে আসিয়া অসভ্য অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া রাজ্যস্থাপন করেন। বর্ত্তমান রাজা তাঁহারই বংশধর। অঙ্গুল-বিদ্রোহের সময় এখানকার রাজা বৃটিশগবর্মেণ্টকে সাহায্য করায় 'মহেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে তারিখে রাজা রামচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন বৃটীশগবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক পুরুষানুক্রমিক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। এখনকার রাজার নাম রাজা কিশোরচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন। রাজ্যের আয় প্রায় ৬০০০০৲ টাকা, বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ১০৩০৲ টাকা মাত্র কর দিতে হয়। রাজার প্রায় ১০০ শত সেনা আছে।

তালজঙ্ঘ (পুং) তাল ইব জঙ্ঘা যস্য। ১ দেশভেদ। ২ তালজঙ্ঘপ্রদেশবাসী। ৩ তালজঙ্ঘদেশের রাজা। ৪ গণভেদ।

"নির্ভাসাস্তালজঙ্ঘাশ্চ ব্যাদিশাস্ত্রাঃ ভয়ঙ্করাঃ।"

"এতে গণাশ্চ সকলং রক্ষন্তু মম সর্ব্বদা॥"

(হরিবংশ ১৬৮ অ°)

(কণ্ঠপৃষ্ঠগ্রীবাজঙ্ঘঞ্চ। পা ৮।২।১১৪) পাণিনির এই সূত্রে তালজঙ্ঘ এই পদের উদাত্ত স্বরতা হইয়াছে। যদুবংশীয় এক জন নৃপতি। তালজঙ্ঘগণ ইহারই পুত্র, তাহারা হৈহয়গণ ও শশবিন্দুর সহিত সগরের পিতা অসিত বা বাহুরাজাকে রাজ্যচ্যুত করে। (রামা° হরি° বিষ্ণু°)

তালজটা (স্ত্রী) তালস্য জটেব ৬তৎ। তালবৃক্ষের জটাকার পদার্থবিশেষ, তালপলস্ব।

তালদণ্ডা, ৩২ মাইল দীর্ঘ উড়িষ্যার একটী প্রধান খাল। কটক সহর হইতে মহানদীর প্রধান শাখায় মিলিত হইয়াছে। নৌকা যাতায়াত ও ক্ষেত্রে জল-সেচনা এই উভয় কার্য্যের জন্য এই খাল কাটা হয়।

তালধ্বজ (পুং) তালো ধ্বজো যস্য বহুব্রী। ১ বলরাম। ২ পর্ব্বতবিশেষ।

"শক্রগ্রাসো দৈবতঞ্চ সিদ্ধিক্ষেত্রং সুতীর্থরাট।

ঈশঃ কপর্দ্দী লৌহিত্যস্তালধ্বজকরম্বকৌ॥"

(শক্তিসঙ্গমমাহাত্ম্য ১।৩৫২)

তালধ্বজা (স্ত্রী) তালস্তালবৃক্ষের ধ্বজশ্চিহ্নং যস্যা বহুব্রী। পুরীবিশেষ। "অস্তিস্তালধ্বজা নাম নগরী ত্রিদশোপমা।"

(ক্রিয়াযোগসার)

তালনরু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালনবমী (স্ত্রী) তালোপহারা নবমী। ১ ভাদ্র শুক্লা-নবমী।

"মাসি ভাদ্রপদে যাত্রানবমী বহুলেতরা।

তস্যাং সংপূজ্য বৈ দুর্গামশ্বমেধফলং লভেৎ।"

ভাদ্রমাসে শুক্লা নবমী তিথিতে দুর্গাপূজা করিলে অশ্বমেধফল লাভ হয়।

২ ব্রতবিশেষ। ভাদ্র শুক্লানবমী তিথিতে সৌভাগ্যকামনা করিয়া স্ত্রীগণ তালোপহার দ্বারা এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এইজন্য এই ব্রতের নাম তালনবমী। এই ব্রত ৯ বৎসর সাধ্য। আরব্ধ বৎসর হইতে নবম বৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

ব্রতপ্রয়োগ—পূর্ব্বদিনে সংযত হইয়া থাকিবে, ব্রতদিনে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। "শ্রীবিষ্ণুর্নমোহস্য ভাদ্রে মাসি শুক্লপক্ষে নবম্যান্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী সৌভাগ্য-সৌন্দর্য্যপুত্র-পৌত্রাদি নিত্য-ধন-ধান্য-বিবর্দ্ধনেহলৌকিক-মহাসুখ-পরলোকাধিকরণক-পরমগতি-প্রাপ্তিকামা নববর্ষপর্য্যন্তং তালনবমীব্রতমহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সূর্য্যাদি পঞ্চদেবতা পূজা করিবে। পরে তালপল্লবে গৌরীকে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া নবতালযুক্ত নৈবেদ্য প্রদান করিবে। "নমো গৌর্য্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। পরে একটী ফল হস্তে লইয়া ব্রতের কথা শুনিতে হইবে। ব্রতকথা এই—

"রুক্মিণ্যুবাচ।

কেনোপায়েন ভগবন্নারী দুঃখং ন বিন্দতি।

সৌভাগ্যমথসৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিকং লভেৎ॥

ইহলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং।

তন্মে কথয় তত্ত্বেন সদ্ভাবো যদি তে ময়ি॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে সৌভাগ্যং যেন জায়তে।

পুত্রপৌত্রাদিকং নিত্যং ধনধান্যবিবর্দ্ধনং॥

ইহলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং।

তালনবম্যাব্রতং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং॥

কুরু দেবি প্রযত্নেন সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদং।

ভাদ্রে মাসি সিতেপক্ষে নবমী যা শুভা ভবেৎ॥

তস্যামারভ্য কর্ত্তব্যা নববর্ষাণি সুব্রতে।

কৃত্বা চ তদ্ব্রতং দেবী ত্যক্তব্যস্তালস্য ভক্ষণং॥

তালস্য ব্যজনাদ্বায়ুর্নকর্ত্তব্যঃ কদাচন।

অষ্টম্যাং নিয়মী ভূত্বা প্রাতরুত্থায় সত্বরং॥

স্নানং কৃত্বা নবম্যাঞ্চ ব্রতসংকল্পমাচরেৎ।

তালপল্লবমারোপ্য তত্র গৌরীং প্রপূজয়েৎ॥

পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য নৈবেদ্যং নবতালকং।

সম্পূর্ণে নবমে বর্ষে প্রতিষ্ঠামাচরেৎ ততঃ॥

ফলানি নবদত্ত্বা চ তালস্য ভক্তকোত্তমে।

পিণ্ডখর্জ্জুরজাতী চ এলাচৈব হরীতকী॥

নারিকেলং তথা পূগং রম্ভা পক্বফলান্বিতং।

তত্র মুখ্যং প্রদাতব্যং তালস্য ফলমুত্তমং॥

বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য দদ্যাত্তু ডল্লকং দক্ষিণান্বিতং।
প্রতিষ্ঠার্থং প্রদাতব্যং কাঞ্চনং রজতং তথা ॥
ব্রতাহানি তু কুর্য্যাত নিরামিষং সতালকং।
এবং কৃতে ন সন্দেহঃ পূর্ব্বোক্তং ফলং লভেৎ।
কথিতং তব যত্নেন কুরুধ্ব ব্রতমুত্তমং।

ঋষিরুবাচ।

ব্রতং কেন কৃতং দেব মর্ত্যলোকে প্রকাশিতম্।
তন্মে কথয় তত্ত্বেন ব্রতমেতৎ সুদুর্লভং ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

রম্যে তু যমুনাকূলে কংসস্য তালবৃন্দকে।
ধেনুকস্য পুরং গত্বা ময়া দৃষ্টং সুশোভনং ॥
তত্র গৌরী শচী মেধা সাবিত্রী চাপরাপরা।
দেবীমারোপ্য তত্রৈব তালস্য পল্লবে শুভে।
কাচিদ্ধ্যানপরা তত্র জপস্তুতিপরায়ণা ॥
তাশ্চ দৃষ্ট্বা ময়া পৃষ্টং ব্রতং কস্তেদমুত্তমং।
কিং ফলং কিং স্বরূপঞ্চ তন্মে কথয়ত স্ত্রিয়ঃ ॥

স্ত্রিয় ঊচুঃ।

যদ্বেদং যৎফলং চাত্র শৃণু বীর সুরোত্তম।
ইদং ব্রতং চাস্মিকাস্মা স্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং ॥
তালনবমীতি বিখ্যাতং ধনধান্যবিবর্দ্ধনং।
সৌভাগ্যমথ সৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিদং ততঃ ॥
ইহৈব কুশলং সর্ব্বমন্তে গৌরীপদপ্রদং।
বিধানং শৃণু বক্ষ্যে যেনেদং ক্রিয়তে ব্রতং ॥
অষ্টম্যাং নিয়মীভূত্বা নবম্যাং ব্রতমারভেৎ।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে তালস্য পল্লবে শুভে ॥
গৌরীমারোপ্য যত্নেন বিধানেন প্রপূজয়েৎ।
ফলং তালস্য নবকং দত্ত্বা নৈবেদ্যমুত্তমং ॥
পাদ্যাদিভিঃ নমস্তাঞ্চ গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা।
নিরামিষং ব্রতান্তে চ কর্ত্তব্যং তালভক্ষণং ॥
নববর্ষং ব্রতং কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্ততঃ।
ব্রতাচার্য্যায় দাতব্যং কাঞ্চনং রৌপ্যমুত্তমং ॥
ডল্লকং শোভনং দত্ত্বা ব্রতসাঙ্গং ভবেত্ততঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং তুভ্যং ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শ্রুতিভিঃ ব্রতং ময়া দৃষ্টং সত্যং সত্যং ব্রতং শুভে।
তস্মাৎ কুরু প্রযত্নেন সৌভাগ্যবৰ্দ্ধনং শুভে ॥
ইতি শ্রুত্বা ততো দেব্যা ব্রতং কৃত্বা যথাবিধি।
কাম্বিল্যা কৃষ্ণপত্নী সৌভাগ্যং লব্ধমুত্তমং।
যা নারী চ প্রযত্নেন করোতি ব্রতমুত্তমং।
সা সর্ব্বফলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ ॥

ইতি ভবিষ্যে তালনবমীব্রত কথা সমাপ্তা।

এই কথা শুনিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। এইরূপে ৯ বৎসর হইলে প্রতিষ্ঠা করিবে। [ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ।] প্রতিষ্ঠা বৎসরে প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে হোমাদি পর্য্যন্ত শেষ করিয়া তালডল্লক উৎসর্গ করিতে হইবে।

তালের ডালা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া "নমোঽদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীগৌরী প্রীতিকামা ইমং নবফলযুক্তং সবস্ত্রং তালডল্লকং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে", এইরূপে ডল্লকোৎসর্গ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ তালনবমীব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" এইরূপে দক্ষিণান্ত করিবে, পরে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে।

যাহারা এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহারা তাল ভক্ষণ ও তালবৃন্ত দ্বারা বায়ুসেবন বর্জ্জন করিবেন। এই ব্রতে ৯টী ফল প্রদান করিতে হয়।

পিণ্ডখর্জ্জুর, জাতি, এলাচ, হরীতকী, নারিকেল, পূগ, রম্ভা, পক্কফল ও তাল এই ৯টী ফল।

ভবিষ্যপুরাণে ইহার আর একটী প্রকারান্তর আছে, তাহাতে বিশেষ এই নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। কথা—

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনং কৃষ্ণং কমলয়া সহ।
উবাচ মধুরং বাক্যং স্মিতপূর্ব্বং মৃগাক্ষিকা ॥
শৃণু মে বচনং দেব স্ত্রীণাং সৌভাগ্যকারণং।
কেন বা সুভগা নারী কেন বা দুর্ভগা ভবেৎ ॥
কিং ব্রতেন বিমুচ্যেত কিং কৃতেন ফলং লভেৎ।
তন্মে ব্রূহি সুরশ্রেষ্ঠ নারীণাং কারণং পরং ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পূর্ব্বং হি মম ভার্য্যে দ্বে সত্যভামা চ রুক্মিণী।
রুক্মিণী সুভগা সাধ্বী সত্যভামা চ দুর্ভগা ॥
তস্যাঃ কস্যাবিপাকেন সৌভাগ্যমন্যথা গতং।
কেনচিৎ বাক্যদোষেণ সত্যভামা চ দুর্ভগা ॥
দুঃখার্ত্তা শোকসন্তপ্তা রুদতী বহুশো মুহুঃ।
কিয়ৎকালে চ সম্প্রাপ্তে রুক্মিণী চ তপোবনে ॥
অরণ্যে বিজনে গত্বা কাম্বমুনিবরাশ্রমে।
কৃদিত্বা চ বিধানেন সর্ব্বং দুঃখং ন্যবেদয়ৎ ॥

তচ্ছ্রুত্বা তু মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রোবাচ রুদতীং শুভাং।
ভবো পুত্রিণি মা রোদীঃ সৌভাগ্যং তে ভবিষ্যতি॥

সত্যভামোবাচ।

দুঃখং মে বহুশস্তাত! শরীরং দুর্ভগং কথং।
কথ্যতাং মুনিশার্দ্দূল স্বামি সৌভাগ্যকারণং॥

মুনিরুবাচ।

ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী যা তিথির্ভবেৎ।
তস্যাং নারায়ণং লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ বিধানতঃ।

সত্যভামোবাচ

বিধানং কীদৃশং তস্য কিং দানং কিঞ্চ পূজনং।
তন্মে ব্রূহি মুনিশ্রেষ্ঠ কারণং কিং তদুচ্যতাং॥

মুনিরুবাচ।

স্থণ্ডিলে মণ্ডলং কৃত্বা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ।
তত্র নারায়ণং লক্ষ্মীং গন্ধপুষ্পাদিনার্চ্চয়েৎ॥
নৈবেদ্যেন সদা ভক্ত্যা পূজয়েদ্ভক্তবৎসলাং।
তালেন পূজয়েদ্দেবীং তালেনৈব বিনির্ম্মিতং॥
তস্যৈ দত্বা নিষ্ক দত্বা ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ।
পক্কমালৈঃ সমভ্যচ্য বিপ্রহস্তে সমর্পিতং॥
স্বস্তীতি ব্রাহ্মণো ব্রূয়াৎ নূনং সাঙ্গং সমাচরেৎ।
এবং ক্রমেণ সাধ্বীভিঃ কর্ত্তব্যমতিযত্নতঃ॥
নবমং বৎসরং যাবৎ মাসি ভাদ্রপদে তথা।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা সৌভাগ্যফলং ভবেৎ।
ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ্চ অবৈধব্যঞ্চ নিত্যশঃ।
অভীষ্টফলমাপ্নোতি নবমীব্রতকারণাৎ।
সম্পূর্ণে চ ব্রতে চৈতে প্রাপ্তে তস্মিন্ দিনান্তরে।
বিপ্রায় দক্ষিণা দেয়া সুভোজ্যঞ্চ বিধানতঃ।
এবং কুরু সদা বিপ্রে শৃণু ভাবসমুত্তমং।
তথা চৈকে চ সা সাধ্বী মনোবচনগৌরবাৎ॥
ব্রতে সম্পূর্ণতাং যাতে কেশবস্যানুশাসনাৎ।
অসৌভাগ্যেন যদ্দুঃখং তৎ তে সর্ব্বং বিনশ্যতু।
সৌভাগ্যমতুলং প্রাপ যথা গৌরীহরস্য চ।
শচীব পুরহূতস্য রতী চ মদনস্য চ॥
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথাত্বং ভব শোভনে।
ইতি দত্ত্বা বরং সত্যা প্রতীতা সা প্ররবং যযৌ॥
ইদং যা কুরুতে সাধ্বী ব্রতং সা সুভগা ভবেৎ।
এবং ব্রতঞ্চ যা নারী কুরুতে ধর্ম্মতৎপরা॥
তস্যাশ্চ ভবনে লক্ষ্মীশ্চঞ্চলা নিশ্চলা ভবেৎ।
জন্মান্তরে ভবেৎ সাধ্বী অবৈধব্যং সদা পুনঃ॥
পত্যুশ্চ সুভগা সাধ্বী পুত্রপৌত্রান্বিতা ভবেৎ।
ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ্চ ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত তালনবমীব্রতকথা সমাপ্তা।

এই তাল নবমী ব্রতপ্রভাবে স্ত্রীদিগের ইহলোকে সকল প্রকার সুখ, পরলোকে স্বর্গ এবং জন্ম জন্ম অবৈধব্য লাভ হয়। তাহাদিগের ভবনে লক্ষ্মী নিশ্চলা হইয়া থাকেন।

তালপত্র (ক্লী) তালস্য পত্রমিব। ১ কর্ণভূষণভেদ, তাড়ঙ্ক। তালস্য পত্রং ৬তৎ। ২ তালবৃক্ষের পত্র, তালপত্র দ্বারা বায়ুসেবনের গুণ—রুক্ষ, ঈষৎ উষ্ণ, বাতশান্তিকর, নিদ্রাকারক, প্রীতিকারক, শোষরোগ ও বিকারনাশক, দাহ, পিত্ত, শ্রম ও গ্লানিনাশক। মধুর, অতিশ্রমনাশক। তালপত্র আদ্র করিয়া বায়ুসেবন করিলে বায়ুবৃদ্ধি হয় *। (হারীত)

তালপত্রিকা (স্ত্রী) তালপত্রী-স্বার্থে-কন্-টাপ্ হ্রস্বশ্চ। মুষলী, তালমূলী। (রাজনি°)

তালপত্রী (স্ত্রী) তালস্য পত্রমিব পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। মূষিকপর্ণী। (মেদিনী)

তালপর্ণ (ক্লী) তালঃ পত্রমস্য। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দর°) মুরামাংসী, মিশেয়া, সগন্ধ।

তালপর্ণী (স্ত্রী) তালস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ। মাধুরিকা; মুরা।

তালপাত (দেশজ) তালপত্র, তালের পাতা, প্রাচীনকালে তালপত্রে শাস্ত্রগ্রন্থাদি লিখিত হইত, তালপত্রই শাস্ত্ররক্ষার এক প্রকার প্রধান উপায় ছিল। এখন বহু পরিমাণে কাগজের আমদানি হওয়ায় তালপত্রে শাস্ত্রাদি লেখা কম পড়িয়া গিয়াছে। তালপত্রে লিখিত গ্রন্থাদি ৪০০।৫০০ বৎসর উত্তমরূপে থাকে।

তালপুর (তালপুর) সিন্ধুদেশের শেষ স্বাধীন আমীরদিগের বংশগত উপাধি। সিন্ধুদেশে ইহার নওয়াবদের শাসনকালে শাহদাদ খাঁর পুত্র মীর বহরম খাঁ কলহোড়াদিগের উন্নতির জন্য বহুতর কষ্টসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তালপুরদিগের মধ্যে তাঁহার নামই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। তালপুরগণ বলোচী মুসলমানদিগের শাখাবিশেষ। গোলামশাহের রাজত্বকালে মীর বহরাম তালপুর অতিশয় খ্যাতনামা হইয়া উঠেন। কিন্তু সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া মীরবহরাম ও তাঁহার পুত্রকে গোপনে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে কলহোড়বংশীয় গোলাম নবীর সহিত মীর বহরমের

* "তালপত্রমরুৎ রুক্ষঃ কোষ্ণো বাতস্য শান্তিকৃৎ।
নিদ্রাকরঃ প্রীতিকরঃ শোষরোগবিকারহা।
দাহপিত্তশ্রমগ্লানিনাশনো শ্রমশান্তিকৃৎ।
মধুরোঽতিশ্রমঘ্নঃ স্যাদার্দ্রস্তু কফকোপনঃ।" (হারীত ৫অ°)

অন্যতম পুত্র মীরবিজয় তালপুরের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মীরবিজয় জয়লাভ করেন। যুদ্ধান্তে গোলাম নবীর ভ্রাতা আবদুল নবী খাঁ সিন্ধুদেশের রাজা ও মীর বিজয় তাঁহার অমাত্য হইলেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে মীর বিজয় শিকারপুরের নিকট সিন্ধু আক্রমণকারী কান্দাহার সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। ইহার পরাক্রম ও ক্ষমতা দেখিয়া আবদুল নবী অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। এই নরাধমের চক্রান্তে মীরবিজয়ের প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে। নারকী আবদুল নবী ভীত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া খিলাতে যাইয়া আশ্রয় লইল। মীরবিজয়ের পুত্র আবদুল খাঁ তৎপর মীর ফতেখাঁর সহিত একযোগে সিন্ধুর শূন্য-সিংহাসন অধিকার করিলেন।

আবদুল নবী পুনরায় সিন্ধুরাজ্য অধিকার করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। পরে অতিশয় নৈচ্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক আবদুল খাঁ তালপুরকে নিহত করে, কিন্তু ইহাতেও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিল না। মীরফতে আলি খাঁ তাহাকে পুনরায় সিন্ধুদেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। ফতে আলিখাঁ সচেষ্ট হইয়া কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা জমানশাহের নিকট হইতে 'সিন্ধুরাজ্যের শাসনভার তালপুরবংশীয়দিগের হস্তগত হইল'—এই মর্ম্মে এক সনন্দপত্র গ্রহণ করিলেন। এই ফতে আলি খাঁ হইতেই তালপুরবংশীয়দিগের সর্ব্বাধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মীরফতে আলিখাঁ সিন্ধু সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র মীর করো খাঁ শাহবন্দর ও মীর সোহরব খাঁ রোহরি প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন।

তালপুরবংশ সাধারণতঃ ৩ শাখায় বিভক্ত, (১) হায়দরাবাদ (কিম্বা শাহদাদপুর) (২) মীরপুর, (৩) খয়েরপুর (কিম্বা সোহরবানি)। প্রথম শাখা মধ্যসিন্ধুদেশে, ২য় মীরপুরে এবং ৩য় শাখা খয়েরপুরে বাস করিত। হায়দরাবাদের কিয়দ্দূরে খুদবাদ নামক স্থানে তালপুরবংশীয় অনেকের বাস ছিল। হায়দরাবাদের তালপুরগণ সকল শাখার নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইত। তাঁহাদের পরামর্শ ছাড়া কোন তালপুর-শাসনকর্ত্তা কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন না।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে তালপুরবংশীয় মীরদিগের সহিত বাণিজ্যকার্য্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য জনৈক ইংরাজদূত গমন করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। মীরগণ করাচীস্থিত ইংরাজ-দূতকে সহর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করায় তিনি অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে তালপুরদিগের সহিত ইংরাজদিগের সখ্যতা-সূত্রে সন্ধি হয়। ক্রমে ইংরাজগণ প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ভ করিল।

কাবুল যুদ্ধকালে আমীরগণ রীতিমত ইংরাজদিগের সাহায্য করেন নাই, এই ছলনায় বৃটীশ গবমেণ্ট সিন্ধুরাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। এইকালে তালপুরীয়দিগের মধ্যে একান্ত গৃহবিবাদ চলিতেছিল তালপুরীয়গণ অবশেষে কর-প্রদান করিতে সম্মত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন। কিন্তু চার্লস্ নেপিয়ার দেশটী সম্যক্‌প্রকারে গ্রাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া তালপুরীয়দিগকে নূতন নিয়মে সন্ধি করিবার প্রস্তাব জানাইলেন। অবশেষে গৃহকলহে লিপ্ত হীনমতি তালপুরবংশীয়দিগের সহিত বৃটীশ গবমেণ্টের যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধান্তে তালপুরবংশীয়দিগের রাজ্যশাসনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইল।

তালপুরীয়গণ বলেন, হাসিমের পুত্র মীরহমজা ইহাদের আদিপুরুষ। ইহারা আরব-জাতীয় বলোচি-শাখা হইতে উদ্ভূত। ইহাদের অনেক আদিপুরুষ মীর শাহদাদ খাঁ, তাঁহার স্বজাতের সহিত মনান্তর হওয়ায়, কলহোড-রাজ মিয়ান সহদের অধীনে কার্য্য করেন এবং সিয়াধর্ম্ম অবলম্বন করেন; ইহার সহিত অনেক বলোচি সিন্ধুদেশে আইসে। আতিথেয়তা ও অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্য তালপুরবংশীয় রাজগণ অতিশয় প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই রাজগণ বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। খয়েরপুরের তালপুরগণ সৈন্যদিগকে যথেষ্ট জায়গীর প্রদান করিতেন। ইহারা অতি মিতব্যয়ী ছিলেন; কেবলমাত্র অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার কালে মিতব্যয়িতার প্রতি ইহারা আদৌ মনোযোগ করিতেন না। মৃগয়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন।

তালপুর মীরগণ বহুমূল্য লুঙ্গি, কাশ্মীরিশাল প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য পরিধান করিতেন। সিন্ধুদেশে যেরূপ টুপির ব্যবহার আছে, ইঁহারা সেইরূপ টুপি পরিতেন। ইঁহাদের তরবারির ও কটিবন্ধের কিয়দংশ স্বর্ণখচিত।

ইঁহারা রাজকার্য্যের জন্য অধীন বলোচ সামন্তদিগকে জায়গীর প্রদান করিতেন। শরীর-রক্ষক সৈন্যব্যতীত ইহাদের অপর সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত না। যুদ্ধকালে পদাতিকগণ প্রত্যেকে প্রত্যহ প্রায় ৵০ আনা ও অশ্বারোহীসৈন্যদিগের প্রত্যেক প্রায় ।০ আনা বেতন পাইত। যদিও তালপুরী মীরগণের সৈন্য সজ্জিত থাকিত না, তথাপি যুদ্ধকালে ইহারা অনায়াসে প্রায় ৫০০০০ সৈন্য একত্র করিতে পারিতেন।

ইহাদের করসংগ্রহ জমীদারদিগের প্রথার ন্যায় ছিল।

রাজকর অধিকাংশ স্থলে ফসল হইতে আদায় হইত। ইহার নাম বণ্টাই। কোন কোন স্থলে জমীর ⅓, ½ অথবা ¼ অংশের মূল্য স্থানীয় অর্থ রাজকরস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই করের নাম মক্‌হুলি (মাহুল)। ক্ষেত্রে জলসেচন করিবার জন্য এক প্রকার কর ও কৃষকদিগের উপর এক প্রকার জিজিয়াকর প্রচলিত ছিল। পতিত জমী অল্পকরে বন্দোবস্ত করা হইত। খর্জ্জুর গাছের উপরও একপ্রকার কর ছিল। ইঁহাদিগের অধীনে অনেকগুলি জমীদার দেখা যায়। মালকানো, জমীদারী ও বাজখরচ এই তিন প্রকার লাপো জমীদারগণ আদায় করিতেন। জমীদারগণ মীরদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, জমীদারগণ সেই অনুসারে লাপো আদায় করিতেন। আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক আদায়ের প্রথা দৃষ্ট হয়। বাজারে যত দ্রব্য বিক্রীত হইত, তাহার তরাজু কর দিতে হইত। বিনা লাইসেন্সে কেহ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিত না। ধীবর, তাঁতি ও দোকানদারদিগকে কিছু কিছু শুল্ক দিতে হইত। মীরগণ কর্ম্মচারীদিগকে যথেষ্ট ইনাম ও জায়গীর দিতেন।

তালপুরদিগের শাসনকালে কবদার, কোতয়াল ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ফৌজদারী বিচার করিতেন। সময় সময় মীরগণও এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে হস্ত-পদচ্ছেদন, বেত্রাঘাত, বন্ধন ও অর্থদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি ছিল। মৃত্যুদণ্ড প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। হত্যাকারী মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগকে অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সকল দণ্ড হইতেই অব্যাহতি পাইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নির্দ্দোষ প্রচার করিলেও সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলে অগ্নি ও জলদ্বারা পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম দেখা যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জলনিম্নে রাখা হইত। এক ব্যক্তি ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া যতদূরে পারে, ততদূরে নিক্ষেপ করিত। অপর এক ব্যক্তিকে সেই বাণ আনিতে পাঠান হইত। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি বাণ লইয়া তথায় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জলের নীচে থাকিতে পারে, তবে তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিত। আর যদি বাণ আনিবার পূর্ব্বেই সে জল হইতে মাথা উঠাইত, তবে তাহার দোষ প্রমাণ হইয়া যাইত। অগ্নিপরীক্ষা ইহা অপেক্ষাও ভীষণ। ৭ হাত লম্বা একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা কাষ্ঠদ্বারা পরিপূর্ণ করিত; পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তপদ কলার পাতায় বাঁধিয়া তাহাকে গর্ত্তের মধ্যে ছাড়িয়া দিত। পরে তাহাকে গর্ত্তের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে যাইতে হইত। ইহাতে উদ্ধার পাইলে সকলেই তাহাকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিত।

এই জল ও অগ্নিপরীক্ষা চর ও টুবিনামে খ্যাত ছিল। কয়েদীদিগের জন্য রীতিমত জেল ছিল না। দিনের বেলা প্রহরিগণ ভিক্ষা করাইবার জন্য তাহাদিগকে সহরমধ্যে আনিত। রাজসরকার হইতে ইহারা খাদ্য পাইত না। রাত্রিকালে ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় অথবা হাতকৌড়ি লাগাইয়া রাখিত। ফৌজদারী বিচারকগণই দেওয়ানি বিচার করিতেন। তালপুরদিগের শাসনকালে দেওয়ানী অতিশয় ব্যয়-সাধ্য ছিল; এই জন্যই দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যার অল্পতা দেখা যায়।

ইতিহাসে তালপুরদিগের মুদ্রা কলদার নামে অভিহিত হইয়াছে।

তালপুষ্প (ক্লী) তালরজ্জু, তালের জটা।

তালযন্ত্র (ক্লী) মৎস্যতালুবৎ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যন্ত্রভেদ, ইহার একমুখ বা দুইমুখই মৎস্যের তালুর ন্যায়। কর্ণ, নাসিকা এবং নাড়ীর মধ্যে যে শল্য থাকে, তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। * (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৭ অ°)

এই যন্ত্র মৎস্যের তালুর ন্যায় বলিয়া কেহ কেহ ইহার নাম তালুযন্ত্র বলেন।

তালপুষ্পক (ক্লী) তালঃ খড়্গমুষ্টি রব পুষ্পমস্য পুষ্প-কপ্। ১ প্রপৌণ্ডরীক, পুণ্ডুরিয়া। ২ তালবৃক্ষকুসুম।

তালপ্রলম্ব (ক্লী) তালে বৃক্ষে প্রলম্বতে প্র-লম্ব-অচ্। তালের জটা।

তালভৃৎ (পুং) তালং বিভর্ত্তি ধ্বজরূপেণ ভৃ-ক্বিপ্। বলরাম। (ত্রিকা°)

তালমর্দ্দক (পুং) বাদ্যভেদ, তালমর্দ্দল।

তালমর্দ্দল (পুং) তালস্য তালার্থং মর্দ্দলঃ। বাদ্যভেদ। (হারা°)

তালমাখ্না, ঔষধবৃক্ষবিশেষ।

সংস্কৃত	...	আতচ্ছত্রা।
বাঙ্গালা		কুলেখাখাড়া, কণ্টকালিকা।
হিন্দী, বিহার	...	তালিমাখানা।
বোম্বাই, মান্দ্রাজ	...	তালিমখানা, কোলস্তা।
সাঁওতালী	...	গোকুল খনম্।
তামিল	...	নির্ম্মাল।
কর্ণাটী	...	কালবঙ্কবীজ।

ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় কণ্টকবৃক্ষ। ভারতের সর্ব্বত্র স্যাঁতসেঁতে জমীতে ইহা জন্মে। ইহার বৃক্ষ, বীজ, মূল

* "তালযন্ত্রে দ্বাদশাঙ্গুলে মৎস্যতালুবৎ একতালদ্বিতালকে কর্ণনাসানাড়ীশল্যোদ্ধরণার্থমুপদিশ্যেতে।" (সুশ্রুত সূত্র° ৭অ°)

সমস্তই ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা কন্টিকারী, গোক্ষুর প্রভৃতির স্বজাতি। মুসলমান ও আর্য্যবৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বহু ব্যবহার দেখা যায়। ইহার শৈত্য ও মূত্রকারক গুণ অতি বিখ্যাত। মূত্রকৃচ্ছ্র, উদরী, বাত ও লিঙ্গসম্বন্ধীয় রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ কামবর্দ্ধক। ইহার মূলসিদ্ধ জল অর্দ্ধচামচ পরিমাণে দিনে দুইবার সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে উপকার হয়। মলবার প্রদেশে চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত লোকে ঐ ঐ রোগে ঐরূপে ইহা ব্যবহার করে। য়ুরোপীয় ডাক্তারগণও আপাততঃ ইহা পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত গুণ জ্ঞাত হইয়াছেন।

বীজ—স্নিগ্ধকারক, মূত্রকারক, বলকারক, লিঙ্গদোষ-প্রশমনক।

মূল—স্নিগ্ধকারক, তিক্ত, মূত্রকারক, বলকারক।

পত্র—স্নিগ্ধকারক ও মূত্রকারক।

বোম্বাই প্রদেশে ইহার বীজের ব্যবসায় আছে, ৮৲ টাকায় মণ বিক্রীত হয়। [অতিচ্ছত্র দেখ।]

তালমুট (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালমূলিকা (স্ত্রী) তালমূলী স্বার্থেকন্ টাপ্ হ্রস্বশ্চ। তালমূলী।

তালমূলী (স্ত্রী) তালস্য মূলমিব মূলমস্যাঃ বহুব্রী। স্বনাম-খ্যাত ক্ষুপবিশেষ, দীর্ঘকন্দমূল জাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষভেদ, হিন্দী মুষলী, পর্য্যায়—তালিকা, তালমূলিকা, অশোরা, মুষলী, তালী, খলিনী, সুবহা, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী, দীর্ঘকন্দিকা। ইহার গুণ শীত, মধুর, বৃষ্য, পুষ্টি, বল ও কফ প্রদ, পিচ্ছিল, পিত্ত দাহ ও শ্রমহারক। তালমূলী দুইপ্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণ। শ্বেত অল্পগুণযুক্ত, কৃষ্ণ রসায়ন। শ্বেততালমূলী সফেদমুষলী, কৃষ্ণ তালমূলী স্যাহমুষলী নামে খ্যাত। গুণ—মধুর, রম্য, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য ও বৃংহণ, গুরু, তিক্ত, রসায়ন এবং গুদজ রোগানিলনাশক। (ভাবপ্র°)

তালযন্ত্র (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত শল্যোদ্ধারণার্থ যন্ত্রভেদ।

তালরেচনক (পুং) তালেন রেচয়তি রিচ্-ণিচ্-ল্যু স্বার্থে কন্। নট। (শব্দরত্না°)

তাললক্ষ্মন্ (পুং) তাল এব লক্ষ্ম চিহ্নং যস্য। বলরাম।

তাললক্ষণ (পুং) তালো লক্ষণং ধ্বজো যস্য বহুব্রী। বলরাম। (হেম)

তালবন (ক্লী) বৃন্দাবনস্থিত তালপ্রচুর বনভেদ, এই তালবন দ্বাদশবনের মধ্যে একটী। ইহা মধুবনের পার্শ্বে অবস্থিত। বলরাম এইখানে ধেনুক বধ করেন। ধেনুকবধের পূর্ব্বে এই বন জীবজন্তুর অগম্য ছিল, তৎপর হইতে পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত, ভক্তমাল)

এই তালবন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উত্তরদিকে ও যমুনা-তীরে অবস্থিত। এই বন তালবৃক্ষদ্বারা পরিপূর্ণ, এই স্থানের ভূমি সমতল, স্নিগ্ধ, প্রশস্ত এবং কুশসমাকীর্ণ, এই তালবন মনুষ্য-সমাগমশূন্য এবং নিরতিশয় দুষ্প্রবেশ্য, এই বনের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, লোষ্ট্র বা পাষাণখণ্ডের সম্পর্কও নাই। এই বনে নরমাংসলোলুপ গর্দ্দভরূপধারী অতিদুর্দ্দান্ত প্রভূত বলশালী ধেনুক নামে এক দৈত্য বাস করিত। এক দিন কৃষ্ণ ও বলরাম কালিয়দমন করিয়া এই বনে উপস্থিত হন। ধেনুক দৈত্য ইহাদিগকে আক্রমণ করে, পরে বলরাম তৎক্ষণাৎ তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে করিতে তালবৃক্ষের মস্তকে নিঃক্ষেপ করেন, এই আঘাতেই ধেনুক গতাসু হয়। ধেনুক আত্মীয়গণের সহিত নিহত হইলে এই বন নিরুপদ্রব হয়, সেই অবধি এই বন একটী তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। (হরিবংশ ৬৯ অ°) ২ তালের বন।

তালবৃন্ত (ক্লী) তালে করতলে বৃন্তং বন্ধনমস্য তালস্যেব বৃন্ত-মস্য বা বহুব্রী। ব্যজন, তালের পাখা।

"তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে।" (উদ্ভট)

ইহার বায়ুগুণ ত্রিদোষশমন ও মধুর। (ভাবপ্র°) [তালপত্র দেখ।]

(পুং) ২ সোমবিশেষ।

"একএব খলু ভগবান্ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীর্য্যবিশেষৈ শ্চতুর্বিংশতিধা ভিদ্যতে। প্রতানবাংস্তালবৃন্তঃ করবীরোহংশ-বানপি।" (সুশ্রুত চিকি° ২৯ অ°)

তালবেচনক (পুং) তালস্য বেচনং পৃথক্‌করণং সংস্থানেন নিয়মনং যত্র কপ্। নট। (শব্দর°) তালরেচনক এইরূপও পাঠ দেখা যায়।

তালবেতাল, স্বনামখ্যাত উপদেবতা দ্বয়, এইরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য অসাধারণ সাহস প্রভাবে ও দুষ্কিচাতুর্য্যে তালবেতাল সিদ্ধ হইলে উক্ত উপদেবতাদ্বয় তাহার বশীভূত ও আজ্ঞাবহ হইয়াছিল।

তালবেহাত, উ° প° প্রদেশে ললিতপুর জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৫° ২´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৮´ ৫৫´´ পূঃ। একটী উচ্চ শৈলের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে একটী অতি বৃহৎ তাল (হ্রদ) আছে, তাহারই নাম হইতে স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এক সময় এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল; ভগ্নদুর্গ, শৈলের চারিদিকে শোভিত দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার, প্রাসাদ ও ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা প্রাচীন সমৃদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। সার্ হিউ রোজ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রাচীন দুর্গটী ধূলিসাৎ করেন।

এখন এখানে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। একটী

তাল বাজার আছে। নানাপ্রকার শস্য ও কার্পাসের ব্যবসা চলে। পুলিসের খরচা চালাইবার জন্য প্রতি গৃহস্থের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় হয়।

তালব্য (ত্রি) তালোর্জাতং তালু-যৎ (শরীরাবয়বাদ্যৎ। পা ৪।১।৬) তালুজাত, তালুবর্ণ হইতে উচ্চারিত ইচু "যশানাং তালুঃ" (পা) ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ শ এই কয়টী বর্ণ তালু হইতে উচ্চারিত হয়, এইজন্য ইহাদের নাম তালব্য।

তালশাঁস (দেশজ) তালফলের অপক্ক অবস্থার আঁটী অথবা পক্কতালের শুষ্ক আটীর ভিতরে যে শাঁস থাকে।

তালা (দেশজ) ১ দ্বারাবরোধযন্ত্র, কুলুপ। ২ গৃহপরিচ্ছেদ অট্টালিকার থাক। ৩ উচ্চনাদজনিত শ্রবণশক্তির ক্ষণিক অবরোধ।

তালাক্ (আরবী) মুসলমানী প্রথায় বিবাহভঙ্গ।

তালাক্‌নামা (পারসী) বিবাহচুক্তিভঙ্গের পত্র।

তালাখ্যা (স্ত্রী) তালং তৎপত্রমিব আখ্যায়তে আখ্যা-ক। বা তালং আখ্যা যস্যাঃ। মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°)

তালাঙ্ক (পুং) তালস্তালচিহ্নিতঃ অঙ্কঃ ধ্বজোযস্য বহুব্রী। ১ বলদেব। ২ করপত্র। ৩ শাকভেদ। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন পুরুষ। ৫ পুস্তক। ৬ হর। (হেম°)

তালাঙ্কুর (ক্লী) ১ তালাস্থি শস্য, তালের আঁটির শাঁস। (পুং) ২ মনঃশিলা, মনছাল।

তালাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণবিশেষ। "তালাদিভ্যো হণ্" বিকারার্থে তালাদি শব্দের উত্তর অণ্ হয়। বার্হিণ, ইন্দ্রালিশ, ইন্দ্রাদৃশ, ইন্দ্রায়ুধ, চয়, শ্যামাক, পীযুক্ষা। (তালাদ্ধনুষি) তাল, ধনুঃ, বিকল্পপক্ষে অঞ্ ও ময়ট্ হয়।

তালাবচর (পুং) তালেন অবচরতি নৃত্যতি অব-চর-অচ্। নট। (ত্রিকাণ্ড)

তালি (স্ত্রী) তালয়তি প্রতিষ্ঠিতা ভবতি তল-ণিচ্-ইন্ (সর্ব্ব ধাতুভ্যোইন্। উণ্ ৪।১১৭) ভূম্যামলকী, ভুঁই-আমলা, তালী, তাড়ি়য়াৎ। (দেশজ) ২ হাতে তাল দেওয়া। ৩ শ্রবণাবরোধ, কর্ণের তালা। ৪ জুতা ছিঁড়িয়া যাইলে মুচিরা যে চামড়া দিয়া সেলাই করে তাহাকে তালি বলে। ৫ আঘাত।

"বলে পক্ষী খেয়ে তালি বিনা অপরাধে মেলি" (শ্রীধর্ম্মম° ৪৪।২)

তালিক্ (আরবী) ১ হুকুম। ২ তালিকা।

তালিক (পুং) তলেন করতলেন নির্বৃত্তঃ তল-ঠক (তেন নির্বৃত্তং। পা ৪।১।৭৯) ১ চপেট, প্রসারিতাঙ্গুলিপাণি, পর্য্যায়—চপেট, প্রতল, তল, প্রহস্ত, তাল। (হেম°)

"যথৈকেন ন হস্তেন তালিকঃ সম্প্রপদ্যতে।
তথোদ্যমপরিত্যক্তং ন ফলং কর্ম্মণঃ স্মৃতং॥" (পঞ্চত° ২।১৬৭)

২ লিখিত-নিবন্ধন, কাগজ। পর্য্যায়—কাচলী, কাচনকী। (শব্দর°) ৩ বান্ধিবার দড়ি।

তালিকট [তালকট দেখ।]

তালিকা (স্ত্রী) তালিক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ চপেট, চড়। ২ তাল-মূলী, তাম্রবল্লী। ৩ মঞ্জিষ্ঠা।

তালিকা (আরবী) ফর্দ্দ, দ্রব্যের যাদ্য।

তালিকোট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিজাপুর জেলার মধ্যে মুদ্দোবেহাল উপবিভাগের একটী প্রধান নগর, কলাড়গী নগরের ৬০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ জানুয়ারী, এই নগরের ৩০ মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগরের রাজা রামরাজ ও তাঁহার তিন ভ্রাতার সহিত নিজামশাহী, কুতুবশাহী ও আদিলশাহী রাজ্যের সমবেত মুসলমান শক্তির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজাপুরের হিন্দুরাজ্য একবারে নষ্ট হয়। নিজামশাহী জয়ী হইয়া তালিকোট অধিকার করেন। মরাঠীগণের অভ্যুদয়ের সময়ে এই সহরে একটী প্রধান আড্ডা হইয়াছিল।

তালিত (ক্লী) তাড়্যতে যৎ তড়্-ণিচ্-ক্ত ডস্য লত্বং। ১ বাদ্য-ভাণ্ড। ২ রঞ্জিত পট, রাঙ্গত বস্ত্র। ৩ গুণ, রজ্জু, দড়ি।

(অজয়পাল)

তালিন্ (পুং) তলেনার্ষিণা প্রোক্তং অধীয়তে শৌনকাদি° ণিন। ১ তলোক্তাধ্যেতা, তল ঋষি কথিত যাহারা অধ্যয়ন করে। (ত্রি) তালো বাদ্যভেদোস্ত্যস্য ইনি। ২ দত্ততাল। (পুং) ৩ শিব। "বৈষ্ণবী পণবী তালী খলী কালকটঃ কটঃ।

(ভারত অনু ১৭ অঃ)

তালিপাত, (তালপত্র শব্দের অপভ্রংশ)। দাক্ষিণাত্যের তাল-পত্র। অতিদীর্ঘাকার ও প্রশস্ত হয় বলিয়া ইহাতে ঘর ছাইয়া থাকে, ঝুড়ির ন্যায় পাত্র তৈয়ার করে। ইহার পত্র দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া ইহাতে পুস্তকাদি লিখিত হয়। ইহার বৃহৎ পত্রে হাতপাখা প্রস্তুত হয়। হাতপাখাকে আডানী" বলে। দাক্ষিণাত্যের এক জাতীয় তালের গুঁড়িতে পোড়ের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে, তাহা শুকাইয়া ময়দার ন্যায় গুঁড়াইয়া রাখে। ইহার রুটী দাক্ষিণাত্যের লোকের প্রিয় খাদ্য। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এই জাতীয় তালের আঁটির সোনার নক্সা করিয়া গহনা ও রং করিয়া নকল পলাল প্রস্তুত করে। [তাল দেখ।]

তালিম (আরবী) অভ্যাস দ্বারা শিক্ষা।

তালিমুনিয়া (দেশজ) বড় লতানিয়া গাছ।

তালিশ (পুং) তলতীতি তল-গতৌ ইশ কিং (ইশঃ কপাপি-বড়িতাতলেভ্য কিৎ। উণ্ ১।৩৩৯) ইতি শুক্লজ টীকাধৃতসূত্রাৎ ইশঃ কিত্বাং বৃদ্ধিশ্চ। পর্ব্বত।

তালী (স্ত্রী) তালেন তন্নির্যাসেন নির্বৃত্তা অণ্। ১ তাড়ী, তাল-জাত সুরা। তল-প্রস্থাৎ অচ্ ঙীষ্। ২ বৃক্ষভেদ। ৩ তালমূলী, ভূম্যামলকী, তাড়িয়াৎ, ভুঁইআমলা। ৪ অড়হর। ৫ তালীশ পত্রাখ্য বৃক্ষ। ৬ তালোদ্ঘাটনযন্ত্র, কাটি, কুঞ্চিকা। ৭ চিত্রকূটে প্রসিদ্ধ তাম্রবল্লী লতা। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি-পাদে তিনটী করিয়া অক্ষর আছে।

"তালী সা নির্দ্দিষ্টা। উদ্দিষ্টো যো যত্র।"

যথা— "জ্ঞানী তে জানীতে।

মাদ্রূপাং বৈরূপাং॥" ছন্দোম°

এই তালী ছন্দের নারীও এক নাম।

তালীপত্র (ক্লী) তাল্যাইব পত্রমস্য। তালীশ পত্র। (রাজনি°)

তালায়ক (পুং ক্লী) করতাল, মন্দিরা।

তালীশ (ক্লী) তালীব রোগান্ শ্যতি-শো-ড। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ, তালীশ পত্র।

তালীশক (ক্লী) তালীশ। [তালীশ দেখ।]

তালিশপত্র (ক্লী) তালীশং রোগনাশকং পত্রং যস্য। ভূম্যা-মলকী, স্বনামখ্যাত বণিক্দ্রব্য, তালীশ, পত্রাখ্য, তালিশ পাতা। পর্য্যায়—শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, কাকচ্ছদ, নীল, নীলাম্বর, তাল, তালীপত্র, তমাহ্বয়, তালীশ-পত্রক। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, কফ, বাত, কাস, হিক্কা, ক্ষয়, শ্বাস ও ছর্দ্দিদোষ, গুল্ম, আম ও অগ্নিমান্দ্যনাশক এবং লঘু, অরুচি। (ভাবপ্রকাশ)

তালিশাদ্যমোদক (পুং) চক্রদত্তোক্ত মোদকভেদ, এই মোদক ঔষধ কাসাধিকারে ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুতপ্রণালী—তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, গুড়ত্বচ্ ॥০ তোলা, এলাইচ ॥০ তোলা, চিনি ॥০ সের, একত্র মর্দ্দন করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। চিনির সমান জলে সকলে যথাবিধানে পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিলে, তাহা মোদক অপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে, ইহার গুণ—সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

তালু (ক্লী) তরন্ত্যনেন বর্ণা ইতি তৄ ঞুণ্ রস্য লশ্চ (ক্রোরশ্চ লঃ। উণ্ ১।৫) জিহ্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান স্থান, পর্য্যায়—কাকুদ, তালুক।

"মুখতস্তালুনির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে।

ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোঽধিগম্যতে॥" (ভাগ°)

মুখ হইতে তালু নির্ভিন্ন হইয়াছে, তাহাতে জিহ্বা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে নানারস জন্মে, জিহ্বা ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিরাট পুরুষের তালু নির্ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্রূপে উৎপন্ন হইলে লোকপাল বরুণ, আপনার অংশে জিহ্বার সহিত তাহাতে অধিদেবতাস্বরূপে প্রবিষ্ট হন। (ভাগ° ৩।৬।৪১)

তালুগত রোগ হইলে তাহার প্রতিকার সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে—গলশুণ্ডিকারোগে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও দ্বিতীয় অঙ্গুলি একত্র সংলগ্ন করিয়া গলশুণ্ডিকা আকর্ষণপূর্ব্বক জিহ্বার উপরে রাখিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে, তাহা অল্পাংশ বা সমুদায় আকর্ষণ বা ছেদন করিবে না, একাংশ অবশিষ্ট রাখিয়া তিন অংশ ছেদন করিবে। অত্যন্ত ছেদন করিলে ছেদন জন্য মৃত্যু হইতে পারে, হীনচ্ছেদ হইলে শোক, লালাস্রাব, নিদ্রা, ভ্রম ও তমোদৃষ্টি এই সকল উপদ্রব জন্মে। অতএব দৃষ্টকর্ম্মা ও চিকিৎসাবিশারদ বৈদ্য গলশুণ্ডী রোগে ছেদন করিয়া নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া করিবে। মরিচ, অতিবিষা, পাঠা, বচ, কুড় ও কুটন্নট (শোনবৃক্ষ) এই সকলের ক্বাথ বা চূর্ণ মধু ও সৈন্ধব লবণযোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে। বচ, অতিবিষা, পাঠা, রাস্না, কটুকী ও নিম্ব এই সকলের ক্বাথ কবলগ্রহে প্রয়োজন। ইঙ্গুদী, দন্তী, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু ও অপামার্গ ইহাদিগকে পিষিয়া বর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করিবে। সেই ধূম প্রাতে ও সায়াহ্ন উভয় কালে পান করিবে। ক্ষারযুক্ত মুদ্গযূষ সহ ভোজন করিবে।

তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, কূর্ম্মসঙ্ঘাত ও তালুপুপ্পুট এই সকল রোগে রোগানুসারে শস্ত্রকার্য্য করিবে। তালুপাক রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। তালুশোষে স্নেহ, স্বেদ ও বায়ুশান্তিকর ক্রিয়া কর্ত্তব্য। (সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থান ২২ অঃ)

তালুআ (দেশজ) তালু।

তালুক (ক্লী) তাল স্বার্থে কন্। ১ তালু, টাকরা। ২ তালুরোগ।

তালুক, বাঙ্গালাদেশে জমীদারীর পরই তালুক ভূসম্পত্তির একটী বিভাগ। কতকগুলি গ্রাম বা কয়েক পরগণা লইয়া এক একটী তালুক হয়। জমীদারীর খাজনা গবর্মেণ্টকে দিতে হয়। তালুকীস্বত্ব একপ্রকার ইজারাস্বত্বের ন্যায়। এই স্বত্ব বংশানুক্রমে বর্ত্তমান থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত খাজনা বাকী না পড়ে, ততদিন তালুকীস্বত্ব নষ্ট হয় না। অনেক তালুক জমীদারীর ন্যায় গবর্মেণ্টের সহিত খাস বন্দোবস্ত আছে। সেই সকল তালুক ও জমীদারীতে প্রায় বিভিন্নতা নাই। বঙ্গদেশে তালুকগুলি কোন সহর, গ্রাম বা প্রথম

* বংশলোচন ৫ তোলা এই স্থানে কেহ কেহ বলেন শুভ্রা পিপ্পলী, যে পৈত্তিক কাসে বংশলোচন বুঝিতে হইবে এবং অন্যত্র উহা পিপ্পলী। এই পদের বিশেষণস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে।

অধিকারীর নামে কথিত হইয়া থাকে। তালুকীস্বত্ব বিক্রয় করিতে পারা যায়। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জেলার উপবিভাগকে তালুক বলে। তালুকের প্রধান রাজস্ব আদায়-কারী কর্ম্মচারী তহসীলদার বা আমলদার নামে কথিত হয়। মামলতদারের অধীনে জমীর এক একটী উপবিভাগকেও তালুক বলে। ২ অধিকার। ৩ বিষয়-সম্পত্তি। ৪ পরগণা। ৫ ভূসম্পত্তি।

বাঙ্গালায় তালুক অনেক প্রকার আছে,—খারিজাতালুক, সামিলা তালুক, বাজেআপ্তী তালুক, পত্তনী তালুক ইত্যাদি।

তালুকদার, ১ তালুকের অধিকারী। ২ গুজরাটে ভূসম্পত্তি-শালী লোকমাত্রেই তালুকদার নামে খ্যাত। ৩ নিজামরাজ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী। ৪ জমীদার। ৫ সনন্দবলে জমী ভোগী। ৬ গবর্মেন্টের সহিত বন্দোবস্ত মতে জমীর অর্দ্ধাংশ রাজস্বভোগী জমীদার সম্প্রদায়। ৭ অযোধ্যায় বিখ্যাত তালুকদারেরা প্রকৃতপক্ষে জমীদার এবং তালুকদারও বটেন।

তালুকদারী (পারসী) তালুকদার বা জমীদারের কার্য্য।

তালুকদারীগ্রাম, কতকগুলি গ্রাম, বংশানুক্রমিক বন্দো-বস্তানুসারে উক্ত গ্রামসমূহের খাজনা গবর্মেন্ট ও তালুকদার উভয়ে সমভাগে ভাগ করিয়া লয়েন এবং তালুক-দারকে গ্রামের শাসন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হয়। অনেক সময়ে এই সকল তালুকদার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে গবর্মেন্ট তাঁহাদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লন, কিন্তু রাজস্বের ভাগ দিয়া থাকেন, এই সকল গ্রামকে তালুকদারীগ্রাম বলে। আহ্মদাবাদ জেলায় এইরূপ গ্রামের সংখ্যা বেশী। রাজপুত কোলি ও কুন্‌বী মুসলমানের মধ্যেই এরূপ তালুকদার দেখা যায়।

তালুকণ্টক (পুং ক্লী) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ।

তালুকা (স্ত্রী) তালুর দুইটী নাড়ী।

তালুক্য (পুং স্ত্রী) তলুক্ষর্ষে গোত্রাপত্যং যঞ্। তলুক্ষ ঋষির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) লোহিতাদিত্বাৎ ষ্ফ বিত্বাৎ ঙীষ্। তালুক্ষ্যায়ণী।

তালুজিহ্ব (পুং) তালু এব জিহ্বা যস্য বহুব্রী। ১ কুম্ভীর। ২ আলজিভ, কুম্ভীরদিগের জিহ্বা নাই, ইহারা তালুদ্বারা রসাস্বাদন করিয়া থাকে এইজন্য কুম্ভীরের নাম তালুজিহ্ব। স্ত্রিয়াং টাপ্।

তালুন (ত্রি) তলুনস্যাপত্যং তলুন-অঞ্ (উৎসাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।৮৬) তলুন সম্বন্ধীয়।

তালুপাক (পুং) সুশ্রুতোক্ত তালুগত রোগভেদ। এই রোগের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে। তালুগত রোগ যথা—গলশুণ্ডিকা, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, মাংসকচ্ছপ, অর্ব্বুদ, মাংসসংঘাত, তালুপুপ্পুট, তালুশোষ ও তালুপাক তালুগত রোগ এই ৯ প্রকার।

শ্লেষ্মা এবং রক্ত দ্বারা তালুমূলে বায়ুপূর্ণ বস্তির ন্যায় (স্ফীত মশকের ন্যায়) দীর্ঘ উন্নত শোফ জন্মে ও তাহাতে তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাস হয়, ইহাকে গলশুণ্ডীরোগ বলে। ফুলা, স্থূল ঘা, বেদনা, দাহ ও পাকিয়া উঠা, এই লক্ষণ হইলে তুণ্ডিকেরী বলে। তালুদেশে ফুলা, স্তব্ধভাব (ভার হয়ে থাকা) ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অধ্রুষ বলা যায়। এই রোগ রক্ত কর্ত্তৃক জন্মে এবং ইহাতে অতিশয় জ্বর হয়, তালুদেশ কচ্ছপের ন্যায় উন্নত, বেদনাহীন এবং ফুলা অল্প অল্প বৃদ্ধি হইলে কচ্ছপী বলে। ইহা শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক জন্মে। তালু মধ্যে পদ্মাকার শোফ হইলে তাহাকে রক্তজন্য অর্ব্বুদ বলা যায়। ঐ অর্ব্বুদের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তালুর অভ্যন্তরে শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক মাংস দূষিত হইয়া বেদনাহীন যে ফুলা হয়, তাহাকে মাংসসংঘাত বলে। তালু-দেশে বেদনাহীন স্থায়ী ও কুলের মত যে ফুলা হয়, তাহা কফ মেদজন্য পুপ্পুটরোগ। বায়ু পিত্ত জন্য তালু শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইলে ও তদ্দারা তালুশ্বাস হইলে তাহাকে তালুশোষ বলে। পিত্ত কর্ত্তৃক তালুদেশ পাকিয়া উঠিলে তালুপাক জন্মে।

তালুপাত (পুং) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ।

তালুপীড়ক (পুং) তালুপাত রোগ।

তালুপুপ্পুট (পুং) তালুগত রোগভেদ। [তালুপাত দেখ।]

তালুযন্ত্র (ক্লী) মৎস্য তালুবৎ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যন্ত্রভেদ। [তালযন্ত্র দেখ।]

তালুর (তালুর দেখ।]

তালুবিদ্রধি (পুং) তালুগত শোথবিশেষ, ত্রিদোষ হেতু তালুতে দাহ যুক্ত হইলে এই রোগ হয়।

"স্যাত্তালুবিদ্রধ্যাপ দাহরাগৈর্যহোভবেত্তালুনি স ত্রিদোষাৎ।"

(চরক)

তালুবিশোষণ (ক্লী) তালু শুষ্ক হওয়া।

তালুশোষ (পুং) সুশ্রুতোক্ত তালুগত রোগভেদ। [তালুপাক দেখ।]

তালুর (পুং) তলম্যতি তল-ণিচ্ বাহুলকাৎ উর। আবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণা।

তালুষক (ক্লী) তল-বা উষক। তালু। "অক্ষ তালুষকে শ্রোণী ফলকে চ বিনির্দ্দিশেৎ।" (যাজ্ঞ°) 'তালুষকং ককুদং' (মিতা°)

তালেবর (পারসী) ধনাঢ্য, মান্য।

তালেশ্বর নদী, যশোর জেলার একটী নদী। আঠারবাঁকার শাখানদী চিত্রা হইতে নরেন্দ্রপুরের নিকট তালেশ্বর নদীর উৎপত্তি। ইহা তালেশ্বর গ্রামের নিকট ভৈরব নদীতে মিলিয়াছে। এই নদী ৫ মাইল দীর্ঘ, বর্ষায় ৫০ গজ প্রশস্ত হয়। সারা বৎসরেই ইহাতে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করিতে পারে।

তাল্ল (ত্রি) তল্লের অপত্য।

তাবক (ত্রি) তব ইদং যুষ্মদ্-অণ্ একবচনে তবকাদেশঃ। ত্বৎসম্বন্ধী, তদীয়।

"মৃগং তত্ত্বে তাবকেভ্যো রথেভ্যঃ।" (ঋক ১৷৯৪৷১১)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

তাবকীন (ত্রি) তব ইদং যুষ্মদ্ খঞ্। (যুষ্মদস্মদোরন্যতরস্যাং খঞ্চ। পা ৪৷৩৷১) একবচনে তবকাদেশঃ। ত্বৎসম্বন্ধী, তদীয়, তোমার।

তাবৎ (অব্য) তৎপরিমাণমস্য তৎ ডাবতু। ১ সাকল্য। ২ অবধি। ৩ মান। ৪ অবধারণ। ৫ প্রশংসা। ৬ পক্ষান্তর। ৭ সংগ্রাম। ৮ অধিকার। ৯ তদা, সেই সময়। ১০ বাক্যালঙ্কার।

"ভক্ত্যাপি তাবৎ ক্রথকৌশিকানাং" (রঘু) (তাবৎ তদা)

এই শ্লোকে তাবৎ অর্থে তদা, অর্থাৎ সেই সময় অবধি।

"বক্তুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ" (রঘু)

'তাবৎ আলোকমার্গ প্রাপ্তিপর্য্যন্তং' (মল্লিনাথ)

মানার্থ—"ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং" (কুমা°)

অবধারণ—"ইন্দুপ্রণয়গমস্তাবৎ কারি মা সম্ভ চেদয়ঃ" (মাঘ)

(ত্রি) তৎ পরিমাণমস্য তদ্-বতুপ্। (যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্। পা° ৪৷২৷৩৮) ১১ পরিমাণবিশিষ্ট।

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" (গীতা)

তাবৎ শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে ক্লীবলিঙ্গ হয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"যাবতী সংভবেৎ বৃত্তিস্তাবতী দাতুমর্হতি।" (মনু)

তাবৎক (ত্রি) তাবতা ক্রীতঃ সংখ্যাত্বাৎ কন্। তত দামে কেনা।

তাবৎকৃত্বস্ (ত্রি) তাবৎকৃত্ব ইতি বহুত্বাৎ ক্রিয়াভ্যাবৃত্তিগণনে কৃত্বসুচ্। তত সংখ্যা।

"যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎকৃত্বো হ মারণং।" (মনু ৫৷৩৮)

'যাবৎ সংখ্যানি পশুরোমাণি তাবৎ সংখ্যাবৃত্তং জন্মনি জন্মনি প্রাপ্নোতি।' (কুল্লূক)

তাবদ্দ্বয়স্ (ত্রি) তাবদেব তাবৎ দ্বয়স (প্রমাণে দ্বয়সজ্ দঘ্নজ্ মাত্রচঃ। পা ৫৷২৷৩৭) ইতি সূত্রস্য "বহুত্বাৎ স্বার্থে দ্বয়সজ্ মাত্রচৌ বহুলং" ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা দ্বয়সচ্। তাবৎ।

তাবতিক (ত্রি) তাবৎক ইট্ (বতোরিড্ বা। পা ৫৷১২৷৩) সেই পরিমাণে কেনা।

তাবতিথ (ত্রি) তাবতাং পূরণঃ ডট্, বা "বতো রিথুক্" ইতি সূত্রেণ ইথুক্। তাবতের পূরণ। "যাবৎ সামিধেনি বেদেদমহং তাবতিথেন বজ্রেণেতি" কাত্যা° শ্রৌ° ২৷১৷৯।

তাবন্মাত্র (ত্রি) তাবদেব তাবৎ মাত্রচ্ (বহুত্বাং স্বার্থে দ্বয়সজ্ মাত্রচৌ বহুলং। পা ৫৷২৷৩৭) সেই পরিমাণ।

"তাবন্মাত্রেং প্রকুর্ব্বন্তি যাবতা প্রাণধারণং" (হরিবংশ)

তাবর (ক্লী) ধনুর্গুণ, ধনুকের ছিলা। (ভূরিপ্রয়োগ)

তাবিজ, ১ মুসলমানী কবজ। কোরাণের কোন কোন মন্ত্র বা শ্লোক কাগজে লিখিয়া চৌকা রৌপ্য কবচে বাহুতে বা গলায় ধারণ করিতে হয়। ইহাদ্বারা রোগ, দুঃখ বা অপদেবতার দৃষ্টি নিবারিত হয়। পুরাকালে য়ুরোপেও তাবিজ-ধারণ প্রথা ছিল। ডিউটেরোনমী ১১ অধ্যায় ১৮ পদে এ বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—"Therefore shall ye lay up these my words in your heart, in your soul and bind them for a sign upon your hand that they may be as frontlets between your eyes" ইহা হইতেই বাইবেলের স্থল বিশেষ বা মৃত মহাত্মগণের মহিমা গীতি কাগজে লিখিয়া ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয়। হিন্দুদের মধ্যেও রাজাগ্নিচৌরভয়নিবারণ জন্য, রোগশোক দুঃখ কষ্ট হ্রাসের জন্য ও গ্রহদোষ শান্তির জন্য নানা দেবদেবী ও গ্রহ দেবতার কবচ ধারণ প্রথা প্রচলিত আছে।

২ অলঙ্কার বিশেষ। এই অলঙ্কার স্বর্ণ বা রৌপ্যদ্বারা নির্ম্মিত করিয়া হস্তে ব্যবহৃত হয়।

তাবিষ (পুং) তবতে গম্যতে সৎকর্ম্মিভিরত্র তব সৌত্রধাতুঃ-তব-টিষচ্ (তবে র্ণিদ্বা। উণ্ ১৷৪৯) ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র।

তাবিষী (স্ত্রী) তবতি সৌন্দর্য্যং গচ্ছতি তব-টিষচ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ দেবকন্যা। ২ নদী। ৩ পৃথিবী।

তাবীষ (পুং) তাবিষ পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র। ৩ কাঞ্চন। (মেদিনী)

তাবীষী (স্ত্রী) তাবিষী পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ চন্দ্রকন্যা। ২ ইন্দ্রকন্যা।

তাবুরি (পুং) বৃষ রাশি। [কৌর্প দেখ।]

তাষ্ট্র (ত্রি) তষ্ট-অণ্। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।

তাস (হিন্দী) খেলার জন্য ব্যবহৃত কাগজ। (Playing card) গ্রেট মোগলমার্গা চৌকা তাস সকলেই অবগত আছেন। ইহার এক জোড়ায় ৫২ খানা তাস থাকে। উহাতে চারি প্রকার "রং" থাকে—রংয়ের নাম হরতন, রুইতন, চিড়িতন ও ইস্কাপন। প্রত্যেক রংয়ে ১৩ খানি করিয়া তাস থাকে।

টেক্কার ফোঁটা এক, তাহার পর ক্রমে ছবি, তিরি, চৌকা, পঞ্জা, ছক্কা, সাত্তা, আটা, নহলা ও দহলা পর্য্যন্ত ক্রমে দুই হইতে দশ ফোঁটা পর্য্যন্ত উঠে। তাহার পর গোলাম, বিবি ও সাহেব। এই বাহান্নখানি তাস লইয়া নানারূপ খেলা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে গ্রাবু সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে চার জন খেলোয়ার থাকে। সামনা সামনি দুই দুই জনে এক এক দল হইয়া থাকে। গ্রাবু খেলার সাতা হইতে সাহেব পর্য্যন্ত সাতখানি এবং টেক্কা এই আটখানি তাস লইতে হয়। দুরি হইতে ছক্কা পর্য্যন্ত পাঁচখানি তাস পড়িয়া থাকে। প্রথম খেলা আরম্ভ হইবার সময়ে কে তাস দিবে, তাহা যদি আপোষে সিদ্ধান্ত করিয়া না লওয়া হয়—তাহা হইলে তাস গুলি ভাঁজিয়া সামনে রাখিতে হয় এবং দুই দলে কেহ লাল, কেহ কাল লইবে বলে। কাটাইলে যে দলের রং উঠিবে সেই দলই প্রথম তাস দিবে॥ ডাইনদিকে যে বসে সেই তাস কাটায়; যে কাটায় সেই তাস প্রথমে পায়। প্রথম বারে প্রত্যেককে দুইখানি করিয়া তাস দিতে হয়—তাহার পর দুই দফা তিন তিনখানি করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকের হাতে আটখানি করিয়া তাস থাকে। যদি তাস দিতে কম বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে খেলা ভেস্তা হয়। ভেস্তা হইলে যে দলের হাতে ভেস্তা হয়, তাহারা আর তাস দিতে পাবে না। তাস দিবার স্বত্বের নাম "হাতের পাঁচ"। উহার মূল্য কুড়ি ফোঁটা। যে রং কাটান হয়, তাহার নাম "রং"। অপর রং গুলির নাম "বদ রং"। রংয়ের গোলাম বড়, উহার মূল্য কুড়ি ফোঁটা। তাহার নীচে নহলা, উহার মূল্য চৌদ্দ ফোঁটা। তাহার পর টেক্কা এগার ফোঁটা। তাহার পর দহলা দশ ফোঁটা। সাহেব তিন ফোঁটা, বিবি দুই ফোঁটা, কিন্তু সাহেব ও বিবি দহলাকে মারিয়া লইতে পারে; সাতা ও আটার মূল্য নাই।—বদরংয়ের টেক্কা বড়, মূল্য এগার ফোঁটা। তাহার সাহেব তিন ফোঁটা, তাহার পর বিবি দুই ফোঁটা। তাহার পর গোলাম ১ ফোঁটা। দহলা ১০ ফোঁটা। নহলা, আটা ও সাতার কোন মূল্য নাই। সাহেব, বিবি এবং গোলাম প্রভৃতির মূল্য কম হইলেও দহলা প্রভৃতিকে মারিয়া লইতে পারে।—রংয়ের তাস ক্ষুদ্র হইলেও বদরংয়ের সর্ব্বোচ্চ তাস টেক্কাকেও মারিয়া লইতে পারে। যদি এক দলে আটখানি রংই পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে "আট তুরুপ" বলে। আট তুরুপে খেলা হয় না। আট তুরুপ যাহাদের হয়, তাহারা একখানি তিরি ধরে, আবার অপর পক্ষের আটতুরুপ না হইলে সে তিরি উঠায় না। (তিরি ধরিলে হাতের পাঁচ বিপক্ষে পায়; কিন্তু যদি তিরি না ধরে তাহা হইলে হাতের পাঁচ তাহাদেরই থাকে। যদি একপক্ষে সাতখানি রং গিয়া থাকে, তাহা হইলে "সাততুরুপ" হয়। সাততুরুপে খেলা হয় না। যাহারা সাতখানি রং পায়, হাতের পাঁচ তাহাদেরই হয়। উপার উপরি তিনখানি এক রংয়ের তাস একজনের হাতে হইলে "বিন্তি" হয়—যথা সাতা আটা নহলা; আটা নহলা দহলা; নহলা দহলা দহলা গোলাম; দহলা গোলাম বিবি, গোলাম বিবি সাহেব; বিবি সাহেব টেক্কা। রংয়ে ও বদরংয়ে একই রূপ বিন্তি হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি চার খানি এক রংয়ের তাস এক জনের হাতে হইলে "পঞ্চাশ" কহে। যথা সাতা আটা নহলা দহলা, আটা নহলা দহলা গোলাম; নহলা দহলা গোলাম বিবি; দহলা গোলাম বিবি সাহেব, গোলাম বিবি সাহেব টেক্কা। রংয়ে ও বদরঙ্গে একই পঞ্চাশ হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি পাঁচখানি এক হাতে হইলে "হন্দর" হয়। যথা—সাতা আটা নহলা দহলা গোলাম, আটা নহলা দহলা গোলাম বিবি, নহলা দহলা গোলাম বিবি সাহেব; দহলা গোলাম সাহেব বিবি টেক্কা। রংয়ের ও বদরংয়ে হন্দর একই রূপ হইয়া থাকে। হন্দর হইলে খেলা হয় না। যে দলের হন্দর হয় তাহাদের জিত হয়। তাহারা একখানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাঁচ পায়। রংয়ের সাহেব ও বিবি একজনের নিকটে থাকিলে ইস্তক কহে, ইস্তকের সহিত বিন্তি হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিবি গোলাম বা সাহেব বিবি টেক্কা হইলে তাহাকে "ইস্তক বিন্তি" বলে। কিন্তু একই হাতে "ইস্তক" এবং বদ্‌রংয়ের "বিন্তি" থাকিলে তাহাকে "ইস্তকবিন্তি" বলে না। আবার এক পক্ষের এক হাতে ইস্তক এবং অপর হাতে যে কোন বিন্তি থাকিলে ইস্তকবিন্তি হয়। "ইস্তক-পঞ্চাশ" হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিবি, গোলাম, টেক্কা বা সাহেব বিবি গোলাম দহলা থাকিলে খেলা হয় না। যাহারা ইস্তক পঞ্চাশ পায়, তাহারা জিতে কাগজ ধরে আর হাতের পাঁচ পায়। যে কাটায় সেই সব প্রথম খেলে। সে যে রং খেলে, অন্য লোকের হাতে সে রং থাকিতে অন্য রং দিতে পারে না; তবে সে রং থাকিলেও "রং" মারিতে পারে। ইহাকে "তুরুপ করা" কহে। যে রং খেলিয়াছে, সে রং যদি না থাকে, তবে বদ রং দিতে পারে, ইহাকে "পাস দেওয়া" কহে। যে রং খেলিয়াছে, সেই রংয়ের উচ্চতর তাস যে দিতে পারিবে অথবা উচ্চতর তুরুপ করিবে, সেই "পিঠ" পাইবে অর্থাৎ সে দফার চারিখানি তাস সে জিতিয়া লইবে। যে পিঠ পাইবে সেই পুনরায় দ্বিতীয় দফা আরম্ভ

করিবে। এইরূপ আঠ দফা খেলা হইলে এক বাজী খেলা হইবে। শেষ পিঠ যে পাইবে, সেই হাতের পাঁচ পাইবে। যদি কাহারও বিন্তি আদি না থাকে, তাহা হইলে দুই কুড়ি সাত ফোঁটা উভয় পক্ষকেই দেখাইতে হইবে। যে পক্ষ ৪৭ ফোঁটা দেখাইতে অক্ষম হইবে, সে পক্ষ বাজী হারিবে। জেতৃ-পক্ষ একখানি কাগজ ধরিবে ও হাতের পাঁচ পাইবে। যদি উভয় পক্ষই খেলা হইয়াছে দেখাইতে পারে তাহা হইলে যে শেষ পিঠ পাইবে, হাতের পাঁচ তাহারই থাকিবে অর্থাৎ তাস সেই বিলাগ করিবে। ফোটা গণিবার সময়ে হাতের পাঁচের পাঁচ ফোঁটাও ধরা হইয়া থাকে।—যদি কোন পক্ষে বিন্তি থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে তিন কুড়ি সাত ফোঁটা দেখাইতে হয়। না পারিলে হার হয়। অপরপক্ষে একখানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাঁচ লয়। যদি উভয়পক্ষে বিন্তি থাকে, তাহা হইলে যাহার বড় বিন্তি সেই বিন্তিটী পাইবে, অপরের বিন্তি অগ্রাহ্য হইবে। অর্থাৎ যদি একজনের "বিবি-বড়-বিন্তি" হইলে, তাহা হইলে যাহার সাহেব বড় বিন্তি হইবে সেই বিন্তি পাইবে। উভয় পক্ষেরই সমান বিন্তি থাকিলে যাহাদের হাতের পাঁচ অর্থাৎ যাহারা কাগজ দিয়াছে তাহারা বিন্তি পাইবে না। যদি কোন পক্ষে ইস্তক বিন্তি থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে চারি কুড়ি সাত ফোঁটা দেখাইতে হইবে। না পারিলে অপরপক্ষ কাগজ ধরিবে এবং হাতের পাঁচ পাইবে। যদি একপক্ষে ইস্তক থাকে, তাহা হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে তিনকুড়ি ফোঁটা দেখাইতে হয়, না পারিলে তাহাদের হার হয় ও বিরুদ্ধপক্ষ কাগজ ধরে ও হাতের পাঁচ পায়। যদি কোন পক্ষে পঞ্চাশ থাকে, তাহা হইলে সেইপক্ষ যদি ৫০ ফোঁটা দেখাইতে পারে তাহা হইলে তাহাদের জিত হয়। ইহাকে "পঞ্চাশ কাবার" কহে। যে কোন পিঠে "পঞ্চাশ কাবার" করা যায়, পঞ্চাশকাবার হইলেই খেলা শেষ হইয়া যায়। শেষ পিঠে পঞ্চাশকাবার করিলে ৬০ ফোঁটা দেখাইতে হয়। গুণিতে ভুলক্রমে কম হইলে বিপক্ষপক্ষের জিত হইবে। যদি এক পক্ষের একহাতে ইস্তক এবং অপর হাতে পঞ্চাশ থাকে, তাহা হইলে ৩০ ফোঁটায় পঞ্চাশ কাবার হয়। যদি বিরুদ্ধপক্ষ ইস্তক কাবার করে তবে ৬০ ফোঁটায় পঞ্চাশকাবার করিতে হয়, শেষ পিঠে করিলে ৬৭ ফোঁটা দেখাইতে হয়। যদি বিরুদ্ধপক্ষ একটীও পিঠ না পায়, তাহা হইলে যাহারা সব পিঠ পায় তাহারা ছক্কা ধরে;—অর্থাৎ একখান ছক্কা চিৎ করিয়া রাখে আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি কাগজও ধরে। উপর্যুপরি পাঁচখানি কাগজ ধরা যায়, তাহা হইলে একখানি পঞ্জা চিৎ করিয়া রাখে। ইহার সহিত কাগজ ধরা নাই। যদি কোন দলে চারিখানি ধরা কাগজের উপর ছক্কা হয় তাহা হইলে তাহাকে "ব্যোম" কহে। ব্যোম ধরার রীতি নানা রূপ;—কোথাও কোথাও পঞ্জা ও ছক্কা একত্র ধরে; কোথাও কোথাও তরি, চৌকা, পঞ্জা ও ছক্কা একত্র ধরে; কোথাও কোথাও "মূর্ত্তিমান ব্যোম"—(মহাদেবের এক খানি ছবি) তাসের সহিত থাকে। "ব্যোম" চূড়ান্ত জিত। কাগজ উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধপক্ষকে কাগজ ধরিতে হয়। এক পক্ষের চারিখানি পর্য্যন্ত কাগজ ধরা হইয়াছে এমন সময়ে যদি অপর পক্ষের জিত হয়, তাহা হইলে চারিখানি কাগজই উঠিয়া যায়। ছক্কা উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে ছক্কা ধরিতে হয়, পঞ্জা উঠাইতে হইলে পঞ্জা ধরিতে হয়, ব্যোম উঠাইতে হইলে ব্যোম ধরিতে হয়।

"বিন্তি" খেলায় ফোঁটা গণা, বিন্তি পঞ্চাশ—ইত্যাদি হওয়া ও কাগজ ধরার নিয়ম সমস্তই গ্রাবু খেলার ন্যায়। কেবল দুইজন লোকে খেলে একজন কাটায় ও আর একজন তাস দেয়। প্রথমে দুই পরে তিন তিন করিয়া আটখানি তাস দেওয়া হইয়া গেলে, যে তাসখানি কাটান হইয়াছিল সেইখানি চিত করিয়া রাখিয়া অপর ১৫ খানি তাস তাহার উপর উপুড় করিয়া রাখে। যে কাটায় সেই খেলিতে থাকে। যে পিঠ পায় সে ঐ উপুড় করা তাস হইতে প্রথম তাসখানি লয়। যে হারে সে দ্বিতীয়খানি লয়। এইরূপে আটবার খেলার পর জমা করা তাস ১৬ খানি ফুরাইয়া যায়। তাহার পর হাতের তাসগুলিও ক্রমে ফুরা-ইয়া যায়। খেলা শেষ হইয়া গেলে উভয়ের ফোঁটা গণিয়া যাহার যত কুড়ি বেশী হয় সে ততখানি কাগজ ধরে। ইহাতে তিরি, ছক্কা ও পঞ্জা ধরা হইতে পারেনা। ইহা ছাড়া একপ্রকার বিন্তি খেলা আছে তাহাকে "দেখা বিন্তি" বলে। তাস দেওয়া হইবার পর যে আট আটখানি তাস পাওয়া গেল তাহা সম্মুখে ফেলিয়া খেলিতে হয়। যে পিঠ পায়, সেই জমা করা কাগজ হইতে প্রথমখানি লয়, পরে দ্বিতীয়খানি যে হারে সেই লয়। যে কাগজখানি লইবে, সেখানিও দেখাইয়া খেলিতে হইবে।

এইরূপ চারিজনে বিবিধরা গ্যাম ও গোলামচোর খেলা হয়। তিনজনে ডাকতুরুফ খেলে। বিবিধরা গ্যাম খেলায় কাটাইয়া যে রং হয় সেই রংয়ের বিবি ধরিতে পারিলেই জিত হইল। ডাকতুরুফ খেলায় একখানা ছবি রাখিয়া কাটাইয়া রং করিয়া প্রত্যেকে ১৭ খানি করিয়া তাস লয়। পিঠ লইয়া যাহার ১৭ খানির অধিক হয় তাহারই জিত।

যাহার যত কম হয়, তত তাহাকে ডাক দিতে হয়। এইরূপে ডাকিতে ডাকিতে যখন কাহারও সকল পিঠ হয় এবং অপরের আদৌ পিট না হয়, তাহা হইলে চুড়ান্ত জিৎ হইল। যাহার আদৌ পিঠ না হয় তাহাকে ভুকস্ করা বলে।

তাসের আরও অনেক প্রকার খেলা আছে, যথা, তেতাস, গ্রেমারা, নক্সা ইত্যাদি। বাজী রাখিয়া এ সকল খেলা খেলে। বাহুল্য ভয়ে অধিক লেখা হইল না।

প্রথম কোন দেশে তাস খেলায় সৃষ্টি হয় তাহা লইয়া য়ুরোপে নানা প্রকার মতভেদ আছে। কেহ বলে মিশরেরা প্রথম তাস খেলা সৃষ্টি করে, কেহ বলে, বাবিলোনিয়ার আসিরীয়গণ উহার প্রথম সৃষ্টি করে, কেহ বলে, ভারতবর্ষে উহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আবার অনেকে বলেন, ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লস বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন, তাঁহারই চিত্তবিমোহন জন্য তাসখেলার সৃষ্টি হইল। সেক্সপিয়রে তাস খেলার উল্লেখ আছে। এখন যে "গ্রেট মোগল" মার্কা তাস কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা য়ুরোপ হইতে আমদানি হয়। সাহেব, বিবি, গোলাম ভারতবাসীদিগের তত মনঃপুত নহে দেখিয়া উহার পরিবর্ত্তে নানারূপ দেব-দেবীর ছবি দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি বেলজিয়ম্ হইতে যে "কদম্বকেলী" তাস আইসে, তাহাতে কৃষ্ণলীলার ছবিই অধিক।

তাস খেলার উৎপত্তি কোন দেশে ও কোন কালে হয় তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে বিলাতে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে হাজার বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন এক জোড়া তাস আছে। কিন্তু উহা যে হাজার বৎসরের তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের যে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ঐ তাস ক্রয় করা হইয়াছিল সে বলিয়াছিল উহা হাজার বৎসরের পুরাতন। স্যর উইলিয়ম জোন্স লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষের চতুরাজী নামক একপ্রকার খেলা সর্ব্বাধিক প্রাচীন। আইন-ই-অকবরীতে আবুলফজল সাহেব বলেন—"প্রাচীন ঋষিরা স্থির করিয়াছিলেন, প্রতিপস্থ তাসে ১২ খানি করিয়া তাস থাকিবে, কিন্তু তাহারা বার রংয়ের ভিন্ন প্রকারের বারজন রাজা করিতেন না।

অকবরের তাসে এই কয়রূপ রং ছিল। (১) অশ্বপতি এই রংয়ের প্রধান। তাসের উপর দিল্লীর বাদশাহ অকবর অশ্বারোহণে রহিয়াছেন, তাঁহার হস্তে ছত্র ও পতাকা শোভিত। দ্বিতীয় তাসখানিতে উজীর ঘোড়ায় চড়িয়া রহিয়াছেন। ইহার পর দহলা হইতে টেক্কা পর্য্যন্ত দশখানি তাস ঘোড়ার চিত্রেই চিত্রিত। (২) গজপতি—ইহার প্রথম তাস খানিতে উড়িষ্যার রাজা গজে আরোহণ করিয়া আছেন। তাঁহারও উজীরও গজারূঢ়। খুচরা তাসগুলিও গজচিত্রে চিত্রিত। (৩) নরপতি—বিজাপুররাজ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট। পাদপীঠে তাঁহার উজীর। খুচরা তাসগুলি পদাতিসৈন্যের চিত্রে চিত্রিত। (৪) গড়পতি—গড়ের উপর সিংহাসনে রাজা; গড়ের উপর পাদপীঠে উজীর। খুচরা তাসগুলিতে কেবল গড়ের চিত্র। (৫) ধনপতি—রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে অর্থরাশি; উজীর পাদপীঠে বসিয়া রাজকোষের হিসাব লইতেছেন। খুচরা তাসে কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যপূর্ণ ঘড়া। (৬) দলপতি—বর্ম্মাবৃত রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ও বর্ম্মাবৃত পুরুষে পরিবেষ্টিত; উজীরের বুকে বুকপাটা। খুচরা তাস গুলিতে কেবল বর্ম্মাবৃত পুরুষেরই চিত্র। (৭) নৌপতি—রাজা জাহাজের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট; উজীর জাহাজের উপর পাদপীঠে। খুচরা তাসে কেবল নৌকার চিত্র। (৮) স্ত্রীপতি—প্রথম খানিতে সিংহাসনোপরি রাণী; দ্বিতীয় খানিতে উজীর-পত্নী পাদপীঠে। অপর তাসগুলি স্ত্রীচিত্রে পরিপূর্ণ। (৯) দেবপতি—প্রথম খানিতে ইন্দ্র সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। দ্বিতীয় খানিতে উজীর পাদপীঠে। অপরগুলি কেবল দেব-চিত্রে পূর্ণ।—(১০) অসুরপতি—দায়ুদের পুত্র সুলেমান সিংহাসনে উপবিষ্ট। উজীর পাদপীঠে উপবিষ্ট, অপর তাসগুলিতে কেবল দৈত্যের ছবি। (১১) বনপতি—পশুরাজ ব্যাঘ্র প্রথম তাসে, দ্বিতীয় তাস চিত্রব্যাঘ্র, অবশিষ্ট দশখানি তাসে বন্য পশুর প্রতিমূর্ত্তি আছে। (১২) অহিপতি—মকরের উপর সর্পরাজ আসীন; উজীর সর্পাসনে উপবিষ্ট। অবশিষ্ট তাসগুলিতে সর্পের চিত্র।

প্রথম ছয় রংয়ের তাসকে "বিশবর" অর্থাৎ বিশবল বা "অধিকবল" এবং শেষ ছয় প্রকারকে "কমবর" অর্থাৎ কমবল বা "অল্পবল" কহিত।

বাদশাহ অকবর তাসগুলিতে আরও নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ধনপতি ধনদান করিতেছেন। উজীর ভাণ্ডারের খবর লইতেছেন। আর দশখানি তাসে রাজকোষে নিযুক্ত পুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি যথা—জহরী, ধাতু দ্রব করিবার লোক, টাকা, মোহর প্রভৃতি কাটিবার লোক, ওজন করিবার লোক, ছাপ দিবার লোক, মোহর গণিবার লোক, "মান" নামক মুদ্রা গণিবার লোক, পোদ্দার এবং ধাতু পিটিবার লোক। আর একপ্রকার তাসে বাদশাহ অকবর ভূমিদাতা রাজাকে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে "ফরমান", দানপত্র, দপ্তরের

কাগজ-পত্র। পাদপীঠে উজীর বসিয়া আছেন, সম্মুখে দপ্তর। অন্যান্য খুচরা তাসে রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর্মচারীগণের চিত্র। যথা—কাগজী, কাগজে রুল টানার লোক, দপ্তরের কাগজে লিখিবার লোক, কাগজে সোণালী রূপালী কাজ করিবার লোক, নক্সা করিবার লোক, সোণার জল ও নীলরং দিয়া রেখা টানিবার লোক, ফর্‌মান লিখিবার লোক, বই বাঁধিবার লোক এবং রংরেজ। আর একপ্রকার তাসে অকবর বাদসাহ শিল্পকার্য্যের রাজাকে খুব জাঁকাল করিয়া চিত্র করিয়াছেন, তিনি রেশম, রেশমের কাপড় প্রভৃতি পদার্থ নিরীক্ষণ করিতেছেন। উজীর পাদপীঠে বসিয়া সমস্ত তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসে ভারবাহী জন্তুদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত।—আর একপ্রকার তাসে বংশীরাজ সিংহাসনে বসিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। উজীর গায়ক ও বাদকদিগের তদ্বির করিতেছেন। অবশিষ্ট তাসে গায়ক ও বাদকদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত। আবার অন্যপ্রকার তাসে রৌপ্যরাজ রৌপ্যমুদ্রা বিতরণ করিতেছেন। উজীর দানের তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসগুলি রৌপ্যমুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারিবর্গের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত। একপ্রকার তাসে অসিরাজ তরবারি চালাইতেছেন। উজীর আয়ুধাগার তদারক করিতেছেন। অপর দশখানি তাসে আয়ুধাগারের কর্ম্মচারীগণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত।

তাজপতি—রাজা রাজচিহ্ন প্রদান করিতেছেন। উজীরকে পাদপীঠ দিয়াছেন, পাদপীঠেও রাজচিহ্ন।—ধুমুরী প্রভৃতি শিল্পিগণের মূর্ত্তি।—ক্রীতদাস-পতি—রাজা গজারোহণে যাইতেছেন; উজীর গোযানে যাইতেছেন। অন্যান্য তাসে ভৃত্যগণ কেহ বসিয়া আছে, কেহ মদ খাইতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ বা দেবতার উপাসনা করিতেছে।

আইন-ই-অকবরীতে দৃষ্ট হইবে যে, বাদশাহ অকবর যে তাসে খেলা করিতেন, তাহাতে বারপ্রকার রং ও ১৪৪ খানি তাস ছিল। আবুলফজল ঐ সকল তাস ভারতবর্ষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নতুবা উহাতে ভারতবর্ষীয় নাম থাকিত না! প্রত্যেক রংয়ে বারখানি করিয়া তাস থাকাই এদেশের নিয়ম ছিল। "গোলামটী পাশ্চাত্য দেশসমূহের নূতন সৃষ্টি।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে একপ্রকার তাস খেলা হইয়া থাকে, তাহাকে দশাবতার খেলা বলে। ইহার তাস বা গুরুক সকল গোলাকার এবং কাপড়ের উপর গালা মাখাইয়া প্রস্তুত হয়। গুরুক বা তাসের সংখ্যা ১২০ খানি। ঐ সকল তাস সচরাচর ৪ ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট এবং $\frac{1}{8}$ ইঞ্চ পুরু হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরে ঐ সকল তাস প্রস্তুত হয়।

কতদিন এবং কাহা কর্ত্তৃক এই খেলা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতে বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

[বিষ্ণুপুর দেখ।]

ইহাতে স্থানভেদে নানারূপ খেলিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ সকলেরই পরস্পর বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েক প্রকার প্রধান প্রধান খেলার স্থূল মর্ম্ম লিখিত হইল।

সাধারণ তাসের যেমন চারিটী রং দশ-অবতার তাসে সেইরূপ দশটী রং। ভগবানের দশ-অবতার লইয়া ইহার এক একটী রং হইয়াছে। তদনুসারেই ইহাকে দশ অবতার খেলা কহে। ঐ দশ অবতারের নাম যথা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কি। প্রত্যেক রঙ্গের ১২ খানি তাস। ঐ ১২ খানি তাসের দুইখানি চিত্রময়, অবশিষ্ট ১০ খানি ফোঁটা বা অবতার বিশেষের চিহ্নযুক্ত। প্রত্যেক রঙ্গের চিত্রসহ তাস দুইখানির একটী রাজা এবং অপরটী উজীর। দশ অবতারের যেরূপ মূর্ত্তি, রাজা ও উজীরের চিত্রও সেইরূপ, রাজা ও উজীরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রাজার চিত্রে অশ্ব, রথ, বা অন্য যানবাহনাদিযুক্ত অবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে, উজীরের তাসে সেরূপ যানবাহনাদি থাকে না কেবলমাত্র অবতারের মূর্ত্তি থাকে। অপর দশ দশটী তাসে বিশেষ বিশেষ চিহ্নদ্বারা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত ফোঁটা অঙ্কিত থাকে। যথা মীনের মীন, কূর্ম্মের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমণ্ডলু, পরশুরামের পরশু, বলরামের গদা, রঘুনাথের তীর, জগন্নাথের পদ্ম ও কল্কির তরবার। ফোঁটার সংখ্যা অনুসারে ঐ তাস গুলিকে এক্কা বা এক, দুক্কা বা দুই, তেক্কা বা তিন, চৌকা বা চার, পঞ্জা বা পাঁচ, ছক্কা বা ছয়, সাত্তা বা সাত, আটা বা আট, নহলা বা নয় এবং দশ বলিয়া থাকে। সকল রঙ্গেরই রাজা সকলের বড় এবং রাজার ছোট উজীর। প্রথম পাঁচ রঙ্গের অর্থাৎ মৎস্য, কচ্ছপ, শঙ্খ, (বরাহ), চক্র (নৃসিংহ) ও বামনের রাজা ও উজীরের পর দশ বড় এবং তাহার পর ফোঁটার সংখ্যা অনুসারে ক্রমিক ছোট। এক্কা সকলের ছোট। অবশিষ্ট পাঁচ রঙ্গের অর্থাৎ পরশুরাম, রঘুনাথ, বলরাম, জগন্নাথ ও কল্কির রাজা ও উজীরের পর এক্কা বড়, এক্কার ছোট দুক্কা, তারপর তেক্কা ইত্যাদি এবং দশ সকলের ছোট। এক্কা রঘুনাথের রাজা সকলের বড়, এবং সর্ব্বপ্রথম ইহারই খেলা হয় এবং ইনি সাক্ষীস্বরূপ দুইটী পিঠ অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকট দুইখানি করিয়া তাস পান। রাত্রিতে খেলা হইলে রঘুনাথের পরিবর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম মীনের

খেলা ও মীনের রাজাকে মানস্বরূপ দুই পিঠ দেওয়া হয়।* খেলিবার সময় বৃষ্টি হইতে থাকিলে কূর্ম্মরাজ সকলের বড় এবং ইহাবও সর্ব্বপ্রথম খেলা ও মান্ত হইয়া থাকে।

চারি, পাঁচ বা ছয়জনে এই খেলা খেলিয়া থাকে, খেলিবার সময় কতকগুলি নিয়ম অনুসারে চলিতে হয়। অস্নাত বা অশুচি শরীরে কেহ দশ অবতার খেলে না। খেলিবার পূর্ব্বে দশ অবতারের উদ্দেশে সকলেই প্রণাম করে।

বিন্তি খেলার ন্যায় ইহার তাস কাটিতে হয়। যে ব্যক্তি তাস বণ্টন করে, তাহার বামদিকের খেলুড় তাস কাটিয়া দেয়। বণ্টনকারী প্রত্যেককে ৪ খানি করিয়া তাস বাঁটিয়া দিয়া যান। শেষবার যদি ৪ খানি করিয়া না কুলায়, তবে প্রত্যেককে সমান ভাগ করিয়া দিতে হয়। পরবারের খেলায় প্রথমবারের বণ্টনকারীর ডানদিকের খেলুড়ী এবং তৎপর বারে তাহার ডানদিকের খেলুড়ি ইত্যাদি ক্রমে তাস বাঁটিয়া থাকে। প্রথম বাঁটিবার সময় যথেচ্ছাক্রমে ৪ জনকে ৪ খানি তাস দিয়া যাহার তাস বড় সে হাতে তাস পায়।

এখন মনে কর ৪ জনে খেলা হইতেছে। তাহা হইলে প্রত্যেকের হাতে ৩০ খানি করিয়া তাস থাকিবে। এখন যে ব্যক্তি রঘুনাথের রাজা পাইয়াছে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম ঐ তাস এবং তাহার সঙ্গে আর একটী তাস খেলিবে। অপর তিনজন প্রত্যেকে দুইখানি করিয়া তাস দিবে। ইহাকে খরচ দেওয়া কহে। এই আটখানি তাস অর্থাৎ দুইপিঠ রঘুনাথের পিঠ হইল। এই আটখানি তাসের মধ্যে রঘুনাথের রাজা ব্যতীত অপর ৭ খানি যে কেহ অন্য তাস দিয়া বদলাইয়া লইতে পারেন। অন্য সময় সেরূপ বদলান চলেনা, তাস বদলাইয়া লইলে পর যাঁহার হাতে রঘুনাথের উজীর একা প্রভৃতি বা অপর রঙ্গের রাজা, উজীর, দশ প্রভৃতি বড় তাস থাকে, তবে তিনি ঐ বড় কয়টীর মধ্যে প্রত্যেক রঙ্গের সর্ব্ব ছোট এক একটী রাখিয়া তাহার বড় কয়টীর পিঠ করিয়া লইবেন। এইরূপ কোন এক রঙ্গের রাজা, উজীর, দশ বা একা প্রভৃতি থাকিলে একা বা দশটী রাখিয়া রাজা ও উজীরের পিঠ করিয়া লইতে হইবে; রাজা ও উজীর থাকিলে উজীর রাখিয়া রাজার পিঠ করিয়া লইতে হইবে। ইহাকে জোড়ভাঙ্গা কহে। জোড় না ভাঙ্গিলে বড় তাসগুলির সর্ব্ব ছোটটী ব্যতীত অপর সকলগুলি জ্বলিয়া যায়, অর্থাৎ উহাদের পিঠ হয় না, তবে ঐ রঙ্গের সকলের ছোটটী গেলে উহাদের পিঠ হইতে পারে। প্রত্যেক পিঠে সকলে এক একখানি ইচ্ছামত যে কোন তাস খরচ দেন।

প্রথম যিনি খেলিতেছেন, তিনি রঘুনাথের রাজা এবং অন্যান্য বড় তাসের পিঠ লইয়া যদি দেখেন, তাঁহার হাতে অন্য রঙ্গের এমন তাস আছে, যাহার রাজা বা উজীর বা অন্য একটীমাত্র তাস গেলেই সেইটী বড় হয়, তখন তিনি সুবিধা মত সেই রঙ্গের একখানি ছোট তাস ফেলিয়া দিয়া সেই রঙ্গের খেলা চালান। ইহাকে সেরোয়া করা কহে। যদি সেরোয়া করিবার সুবিধা না থাকে, তবে তিনি সমস্ত বড় তাসগুলির পিঠ করিয়া হাতবোঝ (বুঝান) করিয়া দেন অর্থাৎ তাঁহার হাতের সমস্ত তাসগুলি একজন গোলমাল করিয়া ধরে এবং বামদিকের খেলুড়ী ইচ্ছামত ডাকবুকজ খেলার ন্যায় উপর বা নীচের যেখানে ইচ্ছা একটী তাস বাহির করিতে বলেন। তখন সেই রঙ্গের হুকুম হয় এবং তাহারই খেলা চলে। প্রথম খেলুড়ীর সেরোয়া বা বোঝে যে রং বাহির হয়, ঐ রঙ্গের যাহার হাতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় থাকে, তিনি তাহার পিঠ করিয়া প্রথমে খেলুড়ীর ন্যায় খেলিতে থাকেন এবং অবশেষে সেরোয়া বা বোঝ করিয়া দেন। তখন অন্য ব্যক্তি খেলিতে থাকেন। হাতের বড় অর্থাৎ ফেরাই থাকিতে হাত বোঝ করিয়া দিলে ঐ ফেরাই কয়টী জ্বলিয়া যায়। কিন্তু যদি বোঝে ঐ ফেরাই কি সেই রঙ্গের কোন তাস বাহির হয়, তবে তাহার পিঠ হইবে। একবার হাত বোঝ হইলে তিনি আর সেরোয়া করিতে পারেন না। বোঝে যে তাসখানি বাহির হয়, ঐ খানি সেই রঙ্গের অপর ছোট তাস দিয়া বদলাইয়া রাখিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ রঙ্গের আর তাস না থাকিলে সেইখানিই খেলিতে হয়।

খেলিকে খেলিতে যদি কেহ ফেরাই নয় এরূপ কোন তাস খেলেন এবং অপর তিনজনই ভ্রমক্রমে উহাতে খরচ দিয়া ফেলেন, তবে ঐ তাসের বড় ফেরাই কয়টী জ্বলিয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ খরচ দেন এবং যাহার হাতে তাহার বড় আছে, তিনি ধরিয়া ফেলেন, তবে যে ব্যক্তি ছোট তাস খেলিয়াছিলেন, তিনি আর সেরোয়া করিতে পারিবেন না, তাঁহার হাত বোঝ হইয়া যাইবে। বোঝ হইবার পূর্ব্বে তিনি বড় তাস থাকেত পিঠ করিয়া লইতে পারেন।

সেরোয়া দিলে পর যদি রাজাকে সেরোয়া করা হয়, তাহা হইলে যাঁহার হাতে রাজা আছে, আর যদি তাহার দশ, নয় বা একা কি দোকা থাকে, তাহা হইলে তিনি রাজার সঙ্গে ঐ দুইটীর একটী দিয়া টিপিতে (খেলিতে) পারেন। যদি নয় দিয়া টিপান হয় আর যিনি সেরোয়া করিয়াছেন, তাঁহার হাত

* কোন কোন স্থানে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ দিবসে মীন এবং রাত্রে রঘুনাথকে সকলের বড় ধরে।

ব্যতীত অপর দুইহাতে তাহার দশ না থাকে, তবে রাজার দুই পিঠ হয়। আর যদি দশ থাকে তবে যাহার দশ তিনি একপিঠ ছাড়াইয়া লয়েন এবং খেলিতে থাকেন। তিনি তখন ইচ্ছামত জোড় ভাঙ্গিয়া সেরোয়া করিতে পারেন, বা হাত বোঝ করিয়া দিতে পারেন।

যে ব্যক্তি সেরোয়া করেন, যদি তাঁহার বামদিকে খেলোয়াড় হাত পান, তবে তিনি রাজা, উজীর বা অপর বড় তাসের সহিত সেই রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া টিপিতে পারেন এবং তাঁহার দুই পিঠ হয়, কেহ টিপের বড় তাস দিয়া ছাড়াইতে পারে না। ইহাকে বামদস্তি পাওয়া বলে।

সেরোয়া করিবার সময় সেই রঙ্গের একখানি তাস ফেলিয়া না দিলে সেরোয়া করা হয় না, হাতে না থাকিলে অপরের নিকট চাহিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহা অপরের ইচ্ছাধীন। হাতে ১১ খানি পর্য্যন্ত তাস থাকিলে সেরোয়া চলে। হাতে ১০ খানি তাস হইলে পর আর সেরোয়া চলেনা। তখন হাত বোঝ করিয়া খেলা চলিতে থাকে। যখন সকলের হাতে ৪ খানি তাস হয়, তখন যদি কেহ কোনবার খরচ না দিয়া হাতে ৫ খানি তাস রাখেন, তবে তাঁহার একটী ফেরাই জ্বলিয়া যায়। খেলা শেষ হইলে সকলে নিজের ৩০ খানি মূল রাখিয়া হার জিত হিসাব করেন। ৩০ খানির যাঁহার যত বেশী তাস হয় তাঁহার তত জিত, আর যত কম হয়, তাঁহার তত হার হইয়া থাকে।

৫ জনের খেলা প্রায় ৪ জনের খেলার মত, তবে ইহাতে সেরোয়া করিবার সময় রং দিয়া সেরোয়া করিতে হয় না, মুখে বলিয়া দিলেই হয়।

৬ জনের খেলাও অনেকাংশে ৪ জনের খেলার ন্যায়, ইহার এই কয়েকটী নিয়ম পৃথক্। যথা—ইহাতেও রং না দিয়া মুখে বলিয়া দিলেই সেরোয়া করা হয়। ছয়জনের খেলায় প্রত্যেক হাতে ২০ খানি করিয়া তাস থাকে এবং প্রথম ৫ দস্ত খেলায় অর্থাৎ হাতে ১৫ খানি তাস হওয়া পর্য্যন্ত খরচের তাস হইতে যে যাহা ইচ্ছা বদলাইয়া লইতে পারেন। ইহাতে বামদস্ত টিপ পায়না এবং যিনি সেরোয়া পাইবেন তিনি রাজা হইলে দশ বা একা, উজীর হইলে নয় বা দোক্কা ইত্যাদি মধ্যের একটী অর্থাৎ যেটীর জন্য সেরোয়া করা হয়, সেইটীর ছোটটী দিয়া টিপিতে পারেন; অন্য তাস দিয়া টিপ হয় না। ইঁহাদের ১২ খানি তাস হাতে হইলে সেরোয়া বন্ধ হয় এবং ৬ খানি হাতে থাকিলে জ্বলিয়া যায়।

সামন্তভূমে একপ্রকার দশাবতার খেলা হয়। এই খেলা ৪।৫ বা ৬ জনে খেলা যায়। ইহাতে পাঁচ রঙ্গের একা ও দশ বড়। যিনি তাস দিবেন, তাহার বাম ধারে যিনি বসিবেন তিনি তাস কাটিয়া দিবেন, পরে তাস বিলি হইবে। এখানে কেহ ফেরাই (হুকুম) পাইলে অপর খেলোয়াড়গণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে খরচ দিবেন এবং ঐ সময়ে সেরোয়া দিয়া বন্ধ করা হয়। মনে কর খেলা চলিতেছে, কিন্তু যাহার হাতে খেলা সুরু (আরম্ভ) হইয়াছে, সে যদি আপন হাতের (জোড় হুকুম) অর্থাৎ একের অধিক ফেরাই তাস যদি তাহার হাতে থাকে, আর সে তাহা যদি জোড় ভাঙ্গিতে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাহার হুকুম কথাটীর উপস্থিত পিঠ হইল না বটে, কিন্তু পুনরায় যখন তাহার হাতে খেলা আসিবে, সেই সময় পিঠ করিয়া লইতে পারিবে। তাহার হাতে যদি উজীর থাকে এবং তাহা যদি হুকুম না হয়, তাহা হইলে অগ্রে তাহাকেই সেরোয়া করিতে হইবে, যদি উজীরও থাকে, আর কোন রঙ্গের এমন দুইখানি তাস আছে, যে তাহারা উজীর নহে, কিন্তু উপস্থিত উজীরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যেমন ভৃগুরামের একা ও দোক্কা, কি চক্রীর দশ নয়, কিম্বা রঘুনাথের পঞ্জা ছক্কা, কি মীনের দশ ও নয়, এখন বল দেখি তাহার কোনটীকে সেরোয়া দিতে হইবে? উক্ত চারিরঙ্গের ভাল ৮ খানির যে গুলি বড়, তাহার সকল তাসেরই পিঠ হইয়া থাকে। কেবল ঐ চারি রঙ্গের এক একখানি করিয়া বড় আছে, যে কোনটীকেই সেরোয়া কর, তাহাতে দুইখানি তাস হুকুম হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ইচ্ছানুসারে সেরোয়া দেওয়া যাইতে পারিবে না। দেখিতে হইবে যদি উজীর থাকে, তাহা উহার রাজাকে সেরোয়া করিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন রঙ্গের টিপ্* ২ খানি হুকুম হয়, এস্থলে উজীর থাকিয়াও অগ্রে টিপ্‌কে সেরোয়া দিতে পারে। যে রাজার সেরোয়া পাইবে, সে ঐ রঙ্গের যে কোন তাস কেবল হপ্তা খরচ ও সকলের ছোট তাস দিয়া টিপিতে পারিবে।

রাজা টিপিলে পর অপর খেলোয়ারের মধ্যে যে সেরোয়া দিয়াছে এবং সেরোয়া পাইয়াছে, তাহার ডানধারের খেলোয়াড় ছাড়াইতে পারিবেনা. অর্থাৎ ঐ দুইজন বাদ যাহার হাতে ঐ রঙ্গের বড় থাকিবে, সে ছাড়াইয়া লইবে। মীন প্রভৃতির দশ এবং রঘুনাথ প্রভৃতির একা দিয়া টিপলে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না। অর্থাৎ উজীরের টিপ অপেক্ষা টিপের তাস বোঝ হুকুম হওয়া চাই। তাহা হইলেই উজীর থাকিলেও এমন স্থলে টিপকে সেরোয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি সমান হুকুম হয়, তাহা হইলে উজীরকেই

* উজীর ও রাজা ছাড়া অপর একশ তাস সকলগুলিকেই টিপ কহে।

সেরোয়া করিতে হইবে। যদি জানিতে পারা যায়, উজীর আছে, অথচ টিপকে সেরোয়া করা হইয়াছে এবং টিপকে সেরোয়া করায় কোন লাভ হয় নাই, এইরূপ হইলে যে সময় অবধি সে ঐ নিয়ম অবহেলা করিয়াছে, সেই সময় হইতে তাহার যত দণ্ড (পীট) হইবে, সকলে মিলিয়া তাহা ভাগ করিয়া লইবেন।

উজীর যদি না থাকে আর যদি দশ বা একা থাকে, তাহা হইলে সে দোসরী অর্থাৎ দুইবার সেরোয়া করিতে পারে। যেমন প্রথম রাজাকে ও দ্বিতীয়বার উজীরকে সেরোয়া করিতে পারে, এজন্য ইহাকে দোসরী কহে এবং যখন সেরোয়া করিতে হইবে, তখন বলিয়া দিতে হইবে যে, অমুককে দোসরী করিলাম।

দোসরীও যদি হাতে না থাকে, তাহা হইলে অগত্যা হাত বুঝান করিয়া দিতে হইবে। যে রঙ্গের সেরোয়া পাইবে সে ইচ্ছা করিলে ঐ রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া মারিতে পারে। যদি কেহ ছাড়াইয়া না লয়, তাহা হইলে তাহার দুইদণ্ড (পিঠ) হইবে। কেবল মীন প্রভৃতি রঙ্গের একা ও দোকা এবং রঘুনাথ প্রভৃতির নয় ও দশ দিয়া মারিতে পারিবে না। কারণ উক্ত দোকা এবং নয় তাসগুলি হস্তা (যাহার প্রথমে খেলা চলে) খরচের জন্য, প্রথমতঃ যাহার হাতে থাকিবে তাহাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। অপর একা ও দশগুলি ফেলিয়া বা হাতে রাখিতে পারে এবং ঐ গুলি যদি হুকুম করিতে পারে তাহা হইলেই পিঠ পাইবে। নচেৎ উহা দ্বারা অন্য কোন কার্য্য হইবে না অর্থাৎ হুকুমের সঙ্গে টিপ্ খাইতে পারে। যদি কেহ সেরোয়া করে আর তাহা তাহার বাঁ দস্তী পায়, তাহা হইলে সে সেই রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া টিপিতে পারে ও তাহা দুই দণ্ড হয়। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, মীন প্রভৃতির একা ও দশ দিয়া টিপিতে পারিবে। যাহার হাত বোঝ হইবে, তাহার বাঁ ধারের খেলোয়াড় জানান করিলে পর যে তাস বাহির হইবে, যদি উজীর হয়, তবে তাহাকে রং দিতে হইবে না। আর যদি উজীর ছাড়া অন্য তাস হয়, তাহা হইলে আর ঘুরাইয়া বা বদলাইয়া লইতে পারিবে না। যে তাসটী বাহির হইবে তাহা ফেরত দিতে হইবে। যাহার হাত বোঝ হইয়াছে সে যদি হুকুম খাইতে ভুলিয়া যায় এবং পরে জানাইয়া দেয় এবং হুকুম যাহার হাতে ছিল সেই তাস বাহির হয় তাহা হইলে সে হুকুমের পিঠ পায়। আর যদি অন্য রং বাহির হয়, তাহা হইলে তাহা জ্বলিয়া যায়। এরূপ স্থলে তাস ফেলিয়া দিতে হইবে। ইহাকে সেরোয়া বলে।

দস্তীবাজী খেলাও প্রায় এইরূপ। তাহাতে বিশেষ এই যে, তাস কাটিতে, দিতে, জানাইতে ও টিপিতে সকলই ঐ রকম, ইহার উজীর না থাকিলে দোসরী বলে। কেবল দুইটী নিয়ম ভিন্ন। হস্তাখরচ, নয় ও দোকা যেমন নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ঐ কয়টী তাস দ্বারা সেরোয়া হইবে, অর্থাৎ যখন যিনি সেরোয়া করিবেন, তখন সেই রঙ্গের তাস হস্তাখরচ হইতে বাহির করিয়া দিলে পর সেরোয়া লইবে। যদি হস্তাখরচ একবার সেরোয়া করিয়া বাহির হইয়া যায় বা আর না থাকে তাহা হইলে যিনি সেরোয়া করিবেন তিনি নিজের হাত হইতে সেরোয়ার রং একখানি দিবেন, যদি রং না দিতে পারে, তাহা হইতে যিনি সেরোয়া পাইবেন তিনি ইচ্ছা করিলে একখান রং দিয়া সেরোয়া লইতে পারেন, নচেৎ সেরোয়া করা হইবে না। যদি কেহ সেরোয়া করে, আর তাহার বাঁ দস্তী পায়, তাহা হইলে সেই লোক টিপিতে পাইবে। কিন্তু সেরোয়া তাসের বড় হওয়া চাই। সকল রঙ্গের ছোট যেটী সেইটীকে দস্তী কহে। অর্থাৎ মীন প্রভৃতি ৫ রঙ্গের একা ও রঘুনাথ প্রভৃতি ৫ রঙ্গের দশ। দস্তী সকল রঙ্গেরই আছে, ইহার পরিমাণ ১০টী—

ঐ দশটীর মধ্যে যে কেহ শেষে একটী দস্তী হুকুম করিয়া খাইতে পারিবে, সে সকলের কাছে এক এক দণ্ড করিয়া পাইবে। এইরূপ প্রত্যেকের কাছে দণ্ড পাইলেই দস্তীবাজী করা হইল, এইজন্য ইহার নাম দস্তীবাজী খেলা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরে চলিত আর একপ্রকার তাসের নাম "নক্স-খেলার তাস।" সচরাচর জুয়াখেলার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ১২ খানি করিয়া চারি প্রস্থে ৪৮ খানি তাস আছে। কিন্তু এই চারি প্রস্থ তাসে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এইজন্য চারিখানি করিয়া বারপ্রস্থ তাস বলা বরং ভাল। ইহার টেকা চারিখানিতে পরী (স্ত্রীর) প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। দুর চারি খানিতে মল্ল পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে। তিরিগুলিতে তিনটী করিয়া পাতা। চৌকা চারিখানিতে চারিটী করিয়া শঙ্খ। পঞ্জা চারিখানিতে পাঁচটী করিয়া পানিফলের পাতা। ছক্কা চারিখানিতে ছয়টী করিয়া গালিচার আসন। সাত্তা চারিখানিতে সাতটী করিয়া তরবারি। আটা চারিখানিতে আটটী করিয়া বকুল ফল। নহলা চারিখানিতে নয়টী করিয়া প্রস্ফুটিত পুষ্প। দহলা চারিখানিতে দশটী করিয়া ফুল।

ইহার পর চারিখানি অশ্বপতি অর্থাৎ অশ্বারূঢ় রাজা এবং চারিখানি গজপতি অর্থাৎ গজারূঢ় রাজা আছে। অশ্বের ১১ ফোঁটা ও গজের ১২ ফোঁটা দুইটী মল্লে দুই ফোঁটা ও এক একটী পরী এক ফোঁটা ধরা হয়। এই তাসের শঙ্খ ও তর-

ব্যারগুলি ঠিক দশ অবতার তাসের স্থায়, বোধ হয় এই তাসগুলি দশ অবতার তাসের পর প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে দশ অবতার হইতে কতক কতক লওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলি প্রকৃতিগত পুষ্পাঙ্কন হইতে লওয়া হইয়াছে। কেবল টেক্কা, চুরি, অশ্বপতি এবং গজপতি ইহারাই নূতন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বহুসংখ্যক খোদিত লিপিতে আমরা "অশ্বপতি", "গজপতি", "নরপতি" ও "রাজ্যত্রয়াধিপতি" এই কয়টী শব্দ প্রথমেই পাইয়া থাকি। এইরূপ খোদিতলিপি ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক পাওয়া যায়। অশ্বপতি ও গজপতি এ তাসে আছেই। ইহাতে বোধ হয় যে, এই তাস খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র এই খেলা খেলিয়া থাকে। প্রথমে একজন তাস কাটিয়া প্রত্যেককে এক একখানি তাস দেয়। যাহার তাস সর্ব্বাপেক্ষা বড় সে হাতে তাস পায় এবং আবার তাস বাঁটিয়া প্রথমতঃ এক একজনকে এক একখানি তাস দেয়। এই তাসগুলিকে পায়া বলে। বলা উচিত, নক্সখেলার তাস উপর হইতে বিলি হয় না, নীচদিক হইতে এক একখানি করিয়া দিতে হয়। পায়া বিলি হইলে পর বণ্টনকারী তাঁহার ডানিদিকের খেলুড়ীকে নীচে হইতে এক একখানি তাস দিতে থাকেন। তিনি যতক্ষণ তাস চাহিবেন, ততক্ষণ সকলকে দেখাইয়া এক একখানি দিতে হইবে এবং তাহার পরে তাঁহার ডানিদিকের ব্যক্তিকে এইরূপ ক্রমে তাস দিয়া যাইতে হইবে। যদি তাঁহার হাতে ফোঁটা গণিয়া ১৭ হয় তবে নক্স হইল এবং সে ব্যক্তি তাহারই জিত হইয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়। ১৭ গণিতে না হইলেও যদি কাহারও পায়া দশ, কি ঘোড়া কি হাতী থাকে এবং বিলির সময় প্রথম বারেই তাহার জোড় পায়, তাহা হইলেও দশে দশে, ঘোড়ায় ঘোড়ায় বা হাতীতে হাতীতে নক্স হয়। পায়া ছোট হইলে অর্থাৎ নয়ে নয়ে বা আটে আটে নক্স হয় না। তাস দিতে দিতে যদি কাহারও হাতে ১৭ অপেক্ষা অধিক ফোঁটা হইয়া গেল, তবে তাহার সে বাজি জ্বলিয়া গেল, তাঁহাকে তাস ফেলিয়া দিতে হইবে এবং তাহার পরের ব্যক্তি তাস লইতে থাকিবে। তাস লইতে লইতে যদি কেহ এরূপ বুঝে যে এর পর তাস লইলে জ্বলিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তখন সে তাস লওয়া বন্ধ করে, এবং থাক্ কহে। যদি কাহারও ১৭ ফোঁটা অর্থাৎ নক্স হয়, আর থাক্ কহে, তাস তাহার জবানে গেল অর্থাৎ সে ব্যক্তি তাস ফেলিয়া দিতে হইবে। ফোঁটা গণিতে ভুল করিয়া বলিলেও জবানে যায়। খেলিতে খেলিতে যাহার প্রথম নক্স হয় তাহারই সে বাজি জিত। যদি সকলের জ্বলিয়া যায় আর একজন ১৭ অপেক্ষা কম হাতে রাখিয়া দেয়, তবে তাহারই জিত। আর যদি ২ বা ততোধিক ব্যক্তি হাত রাখিয়া যায়, তবে যাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফোঁটায় আছে, সে জিতিবে। দুইজনের সমান ফোঁটা হইলে যাহার কম সংখ্যক তাস সে জিতিবে। আর যদি সমান সংখ্যক তাসে সমান ফোঁটা থাকে, তবে যাহার পায়া বড় সে পাইবে। পায়াও সমান হইলে বণ্টনকারীর ডানিদিকে যে প্রথম সে জিতিবে।*

সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, কোন জাতির প্রথম চিত্রগুলি স্বভাব হইতেই গৃহীত হয়। পরে ক্রমে তাহাতে ধর্ম্ম এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি আসিয়া মিশ্রিত হয়। সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্ম-শিল্পেই প্রথম স্বভাব তৎপরে স্বর্গ এবং তদনন্তর ইতিহাসের প্রভাবই অধিক। একথা সত্য হইলে উড়িষ্যাদেশপ্রচলিত ছোট ছোট গোলতাস দশাবতার তাস অপেক্ষাও প্রাচীন, কারণ ইহার সমস্ত চিত্রই স্বভাব হইতেই গৃহীত। ইহাতে ধর্ম্ম ও ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। ইহার বার খানিতে এক এক প্রস্থ হয়। এইরূপ ইহাতে আট প্রস্থ আছে—অতএব মোট ৯৬ ছিয়ানব্বই খানি তাস আছে। এই আট প্রস্থের নাম, যথা, (১) ফুল, (২) সমস্বর, (৩) চন্দ্র, (৪) গোলাপ, (৫) কুমাচ, (৬) বরাত, (৭) সূর্য্য, (৮) চ্যাং। ফুলের চিত্রগুলি সাদা কুঁড়ি, উহার জমী পাটল ও কিনারায় লাল ও পীতবর্ণ। সমস্বর শব্দে বাঁশরী; উহাতে বাঁশীর ছবি চিত্রিত, জমী ধূমল, ধারে কাল ও পীতবর্ণ। চন্দ্রের চিত্র সাদা পূর্ণচন্দ্র, জমী কাল, ধারে লাল ও পীতবর্ণ। গোলাপে এক পাপড়ী গোলাপের চিত্র আছে, উহাকে সেঁউতি (সিমন্তী) কহে, জমী সাদা, ধারে লাল ও পীতবর্ণ।—কুমাচ শব্দের অর্থ জানা নাই, কিন্তু কুমাচের চিত্র ক্রীড়া-কন্দুকের স্থায়—ইহার জমী পীত, ধারে লাল ও সবুজবর্ণ। (৬) বরাত শব্দের অর্থ জানা যায় না, কিন্তু চিত্র দেখিয়া বোধ হয় যে বসিবার আসন ঐ তাসের জমি রাঙ্গা, কানায় হরিদ্রা ও সবুজ রং। (৭) সূর্য্যের চিত্র গোল ফোঁটা, মধ্যস্থলে হরিদ্রা ও চতুষ্পার্শ্বে লাল মাত্র, উহার জমি নীল কানায় রাঙ্গা ও সবুজ রং। (৮) চ্যাং এ শব্দের অর্থ জানা যায় না, ছবি ঝুমকার স্থায়, জমি সবুজ, কানায় রাঙ্গা ও হরিদ্রা রং।

* অপরপত্রে দশাবতার তাসের চিত্র দেওয়া গেল, অবতারের মূর্ত্তিগুলি উজীর, এক্কা (টেক্কা) প্রভৃতি এক একখানি ছবি দেখিয়া অন্য ছবি বুঝিয়া লইতে হইবে। নক্স খেলার তাসের কেবল চারিখানি ছবির চিত্র দেওয়া গেল।

প্রতি প্রস্থ তাসের রাজা উৎকলদেশীয় পাকী চাড়িয়া থাকেন, মন্ত্রী অশ্বারূঢ়, সূর্য্য ও চন্দ্রের রাজা মনুষ্যাকৃতি নহেন, সূর্য্য ও চন্দ্রাকৃতি। প্রথম চারি প্রস্থের (দহ) দহলা বড়, একা (টেক্কা) ছোট, শেষ চারিপ্রস্থের একা (টেক্কা) বড়, দহ (দহলা) ছোট। এই তাসে নানারূপ খেলা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সার-খেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই খেলায় চারিজনে গ্রাবুর ন্যায় দুই দল হইয়া বসে, যাহার বয়স বড় সেই তাস দেয়, উহার ডাহিনের লোক তাস কাটায়; কিন্তু উপরের তাসখানিই তিনি কাটাইতে বাধ্য। সে তাসখানি যদি হাকিম অর্থাৎ রাজা বা মন্ত্রী হয়, তবে আবার কাটাইতে হয়, কাটাইবার রীতি পূর্ব্ববৎ। কাটুনির ডাহিনে যে বসে, সেই সব প্রথম তাস পায়, সুতরাং কাটান তাসখান যে কাটায়, সেই পাইয়া থাকে। তাস চারিখানি করিয়া দিতে হয়। যে রং কাটান হয়, তাহার রাজা যে পায়, সে খেলিবে, কিন্তু সে না খেলিয়া অন্যকে হুকুম দিতে পারে। সব কটি পিঠ লওয়াই এ খেলার জিত। যদি এমন বুঝা যায় যে, কেহই সব পিঠ লইতে পারিবেন না, তাহা হইলে আবার তাসাইয়া তাস বাঁটিয়া দেওয়া হয়।

যদি কেহ খেলিতে আরম্ভ করিয়া সব পিঠ লইতে না পারে, তবে তাহার হার হয়। যে দলে রংএর রাজা পাইয়াছে, তাহারা যদি না খেলে, তবে বিরুদ্ধ পক্ষীয়ের যে কেহ একখানি বিনা বা ছোট তাস দিয়া রাজা বদলাইয়া লইতে পারে। এরূপ রাজা বদলাইয়া লইলে যাহার রাজা ছিল, তাহার খেলুড়ীর সহিত আর একখানি ছোট তাসও বদলাইয়া লইতে হইবে, কিন্তু যে রং দিয়া রাজা বদল হইয়াছে, সে রং দিতে পারিবে না।

প্রথমে খেলিতে হইলে রংএর রাজা ও তাহার সঙ্গে যে কোন রংএর একখানি বিনা (ছোট) তাস খেলিতে হইবে, রাজার সহিত খেলা বলিয়া ছোটখানিও বড় কাগজের মধ্যে গণ্য। অপর সকলে সেই সেই রংএর ছোট তাস তাহাতে দিবে, সে রং না থাকিলে যে কোন রংএর ছোট কাগজ দিবে। কিন্তু অন্যান্য বারে কোন তাসের হাকিম অর্থাৎ বড় কাগজ খেলা হইলে অপর সকলকে সেই রংএর তাস না থাকিলে অন্য রংএর হাতের মধ্যে বড় তাস পাশ দিতে দিবে। সে রং থাকিলে তাহারই ছোট দিতে পারিবে।

এইরূপে অন্য হাত হইতে সব বড় বড় তাস বাহির হইয়া গেলে, যে পিঠ লইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সব পিটগুলি পাইতে পারে ও জিতিতেও পারে। এ খেলায় বাজি নাই। এ খেলা চারিপ্রকার যথা—(১) নমাগী (২) মাগী (৩) দর্শনী ও (৪) কান্দা। যে খেলিবে সে রাজা বদলাইয়া না লইয়া খেলিলে মাগী হয়। রাজা মাগিয়া লইয়া খেলিলে মাগী হয়। বাজির (রং) রাজা মাগিয়া হাতের সব বড় বড় কাগজ দেখাইয়া সব পিঠ লওয়া দর্শনী। হাতে বাজির রাজা প্রভৃতি সমুদয় হাকিম থাকিলে সমুদয় পিঠ লওয়ার নাম কান্দা। (ইহা বড় জোরের খেলা)।

এ তাসে বাজি লইয়া খেলাকে "দস্তু" খেলা বলে। ইহাতে দুইজন তিনজন চারিজন খেলুড় থাকিতে পারে। আপনার হাতের ২৪ খানি কাগজ বাদ দিয়া যত কাগজ জিতিবে, সেই পরিমাণে অন্য লোকে হারিবে ও তাহাকে টাকা, পয়সা প্রভৃতি দিতে হইবে। ৩ জনে খেলিলে প্রত্যেক রংএর ৩ খানি করিয়া বিনা (ছোট) কাগজ আলাদা করিয়া রাখিতে হয়। পরে পিঠ অনুসারে, কিন্তু নিজের সেই ২৪ খানি তাস বাদে পয়সাদি জিত হয়।

এই কয় প্রকার তাস ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অন্যান্য প্রকার নানারূপ গোল তাস প্রচলিত আছে। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থলে গঞ্জিফা নামক একপ্রকার গোল তাস প্রচলিত আছে, ঐ তাস সময়ে সময়ে অনেক দরে বিক্রয় হয়, উহার খেলিবার রীতি অনেকটা উড়িষ্যা-দেশপ্রসিদ্ধ সার খেলার ন্যায়।

তাসন (দেশজ) ১ তাড়ন, ভয় প্রদর্শন। ২ সুতা গুটান।
"রোজা নমাজ করি কেহ হৈল গোলা।
তাসন করিয়া নাম বলাইল জোলা॥" (কবিক°)

তাসা (দেশজ) ১ তাসে জড়ান। যেমন তাসাসূতা। ২ বাদ্যযন্ত্রভেদ। কোন ধাতুর পাত্রের উপর পাতলা চামড়া আটিয়া এই বাদ্য প্রস্তুত হয়।

তাসূন (পুং) তস-বাহুলকাৎ উনণ্। শণবৃক্ষ তস্যেদং অণ্। তৎসম্বন্ধী।

তাসূনী (স্ত্রী) তাসূন স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শণনির্ম্মিত মেখলা।
"মুঞ্জকাশতাসূন্যো রসনাঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্বে গোভিল।)
'তাসূনঃ শণঃ তদ্ভবা রসনা মেখলা তাসূনী।' (টীকা)

তাস্কর্য্য (ক্লী) তস্করস্য ভাবঃ তস্কর-ষ্যঞ্। তস্করতা, চৌর্য্য।
"প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতি র্যত্নবান্ ভবেৎ॥" (মনু ৯।২২১)

তাস্যন্দ্র (ক্লী) সামভেদ।

তাহা (দেশজ) তৎ, সেই।

তাহুৎ (আরবী) ১ চুক্তি। ২ কর, খাজনা।

তাহুৎখানা (পারসী) চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল।

তাহেরপুর, বাঙ্গালার একটী বিখ্যাত পরগণা। এই পরগণা দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৭৬২ বর্গ বিঘা। এই পরগণা একটী মাত্র জমীদারী। ২ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটী বিখ্যাত জমীদারী। ইহার বর্ত্তমান জমীদার বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা উপাধি পাইয়াছেন। এই জমীদারবংশ বারেন্দ্রশ্রেণীর ভাদুড়ীগ্রামীণ ব্রাহ্মণ। বারেন্দ্রকুলজী মতে এই বংশ চৌগাঁয়ের রাজবংশের জ্ঞাতি। [বিশ্বকোষ কুলীন শব্দ ৩১৯—৩২০ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

তি (অব্য) ইতি বেদে। পৃষো° সাধুঃ। ইতি শব্দার্থ।
"সতোবাচাস্তীহ প্রায়শ্চিত্তিরিত্যস্তীতি কা তি পিতঃ তে" (শত° ব্রাঃ ১১।৬।১।১৩) 'কা প্রায়শ্চিত্তিরস্তি ইতি প্রশ্নঃ', ভাষ্য)

তিআত (দেশজ) ১ তৃতীয়। ১ সামান্য।

তিআত্তর (দেশজ) ত্রিসপ্ততি, ৭৩।

তিআদাদ্ (আরবী) ১ তায়দাদ। ২ গণনা।

তিআরা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Celastrus monaspermus)

তিউড়ী (দেশজ) উনান।
"উজ্জ্বল চন্দনকাষ্ঠে জ্বালিল তিউড়ি।" (শ্রীধর্ম্মম° ৪।২০২)

তিঁহ (দেশজ) তিনি।

তিক (পুং) তিক্-ক। ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্য তিকাদিত্বাৎ ফিঞ্। তৈকায়নি, তৎগোত্রাপত্য। তস্য তিককিতবাদিত্বাৎ দ্বন্দ্বে গোত্রপ্রত্যয়স্য লুক বহুত্বার্থে। তিক ও কিতব ইহাদের দ্বন্দ্ব সমাস করিলে বহুত্বার্থে গোত্রার্থ প্রত্যয়ের লুক্ হয়। তিককিতবাঃ, তিককিতবের গোত্রাপত্য সকল।

তিককিতবাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ।
(তিককিতবাদিভ্যো দ্বন্দ্বে। পা ২।৪।৬৮)
দ্বন্দ্বসমাসে তিককিতবাদির বহুত্ব অর্থ বুঝাইলে গোত্রপ্রত্যয়ের লুক্ হয়। তিককিতব, বঙ্খরভণ্ডীরথ, উপকলমক, পফকনরক, বক-নখ-গুদ-পরিণদ্ধ, উব্জককুভ, লঙ্কশান্তমুখ, উত্তরশলঙ্কট, কৃষ্ণাজিনকৃষ্ণসুন্দর, ভ্রষ্টককপিষ্ঠল, অগ্নিবেশ-দশেরুক এই কয়েকটী শব্দ তিককিতবাদিগণভুক্ত।

তিকাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ।
(তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪)
অপত্য অর্থে তিকাদি শব্দের উত্তর ফিঞ্ হয়। তিক, কিতব, সংজ্ঞা, বালা, শিখা, উরস্ শাট্য, সৈন্ধব, যমুন্দ, রূপ্য, গ্রাম্য, নীল, অমিত্র, গোকক্ষ, কুরু, দেবরথ, তৈতিল, ঔরস, কৌরব্য, ভৌরিকি, মৌলিকি, চৌপত, চৈটয়ত, শীকয়ত, ক্ষৈতয়ত, ধ্যানবৎ, চন্দ্রমস্, শুভ, গঙ্গা, বরেণ্য, সুযামন, আরদ্ধ, বাহ্যক, খল্ব, বৃষ, লোমক, উদন্‌ত ও যজ্ঞ এই কয়টী শব্দ লইয়া তিকাদিগণ।

তিকীয় (ত্রি) তিক ছ (উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯০) তিকের সন্নিহিত দেশাদি।

তিক্ত (পুং) তেজয়তি তিজ বাহুলকাৎ কর্ত্তরি-ক্ত। ১ রসভেদ, ছয় রসের মধ্যে একটী রস, তিত। (ক্লী) ২ পর্পটকৌষধি। ৩ সুগন্ধ। ৪ কুটজবৃক্ষ। ৫ বরুণবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষে তিক্তরসের আধিক্যবশতঃ ইহারা তিক্তপর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ তিক্তরসবৎ।
"ত্বয্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টিঃ।" (মেঘদূত)
'তিক্তৈঃ সুগন্ধিভিস্তিক্তরসবদ্ভিশ্চ' (মল্লিনাথ)
। ● । এই রসের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি এই পঞ্চভূতে যথাসংখ্যা উত্তরোত্তর এক একটী বৃদ্ধি হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ জন্মে। অতএব রস জলীয় গুণসম্ভূত, পরস্পর সংসর্গ, আনুকূল্য এবং মিশ্রিত হওয়ায় সকল ভূতের অংশ সকলেই মিলিত আছে, তবে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে গৃহীত হইয়া থাকে।

জলীয় গুণসম্ভূত সেই রস ও অবশিষ্ট সকল ভূতের সহিত মিলিত হইয়া বিদগ্ধ হইলে ৬ প্রকারে বিভক্ত হয়। ৬ রস—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। [বিশেষ বিবরণ রস দেখ।] বায়ব্য ও আকাশ গুণ-বাহুল্যে তিক্ত রস জন্মে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, জগতের অগ্নিসোমীয়ত্ব প্রযুক্ত রস দুই প্রকার—আগ্নেয় ও সৌম্য। মধুর, তিক্ত ও কষায় সৌম্য। কটু, অম্ল ও লবণ আগ্নেয়। কটু, তিক্ত ও কষায় লঘু। সৌম্য অর্থে শীতল।

যে রস দ্বারা গলদেশে জ্বালা, মুখের বৈশদ্য, অন্নে রুচি এবং হর্ষ জন্মে, তাহাকে তিক্তরস কহে।

তিক্তরস ছেদন, রুচি, দীপ্তি ও শোধনকর এবং কণ্ডু, কোঠ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও জ্বরশান্তিকারক, স্তন্যশোধক এবং বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদ, বসা ও পূয়শোষণকর; এই প্রকার গুণবিশিষ্ট হইলেও ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে গাত্রের স্পন্দরহিত এবং মন্যাস্তম্ভ (গ্রীবাদেশের সঞ্চালনশক্তির অভাব), হস্তপদাদির আক্ষেপ (খেঁচুনি), শিরঃশূল, ভ্রম, তোদ, ভেদ, ছেদ ও মুখের বৈরস্য জন্মে।

আরগ্বধাদিগণ, গুড়ূচ্যাদিগণ, মঞ্জিষ্ঠা, বেত্রকরীর (বেতের কুঁড়ী), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বরুণবৃক্ষ, গোক্ষুরী, সপ্তপর্ণ, বৃহতী, কণ্টকারী, চোরহুলী, মূষিকপর্ণী, ত্রিবৃৎ (তেউড়ী), ঘোষাফল, কর্কোটক (কাকরোল,) কারবেল্লক (করেলা),

বার্ত্তাক, করীর, করবীর, মালতী, শঙ্খহলী, অপামার্গ, বলা, অশোক, কটুকী, জয়ন্তী, ব্রাহ্মী, পুনর্নবা, বৃশ্চিকালী (বিছুটী) ও জ্যোতিষ্মতী লতা প্রভৃতি সামান্যতঃ তিক্তবর্গ। তিক্তের মধ্যে পটোল ও বার্ত্তাকু উৎকৃষ্ট। (সুশ্রুত সূত্র° ৪২ অ°)

তিক্তক (পুং) তিক্তেন তিক্তরসেন কায়তি কৈ-ক বা তিক্ত সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পটোল। ২ চিরতিক্ত, চিরতা। ৩ কৃষ্ণখদির। ৪ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষের তিক্তরস প্রাধান্য বশতঃ ইহাদের নাম তিক্তক। স্বার্থে-কন্। ৫ তিক্তরস। (ত্রি) ৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ নিম্ববৃক্ষ। ৮ কুটজবৃক্ষ, কুরচী।

তিক্তকন্দিকা (স্ত্রী) তিক্তরসপ্রধানঃ কন্দোমূলং সোঽস্ত্যস্যা-তিক্তকন্দ-কন্-টাপ্ ইত্বং। গন্ধপত্রা। (রাজনি°)

তিক্তকা (স্ত্রী) তিক্তেন রসেন কায়তি কৈ-ক টাপ্। কটুতুম্বী, তিতলাউ, পর্য্যায়—ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী, তুম্বী, মহাফলা। গুণ—শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, তিক্তরস, কটুবিপাক এবং পিত্ত, কাস, বিষ, বায়ু ও পিত্তজ্বরনাশক। (ভাবপ্র°)

তিক্তকাণ্ড (পুং) ভূনিম্ব, চিরতা।

তিক্তকাণ্ডেরুহা (স্ত্রী) কটুকা, কটুকী।

তিক্তগন্ধা (স্ত্রী) তিক্তঃ গন্ধো যস্যা বহব্রী। বরাহক্রান্তা। (শব্দমালা)

তিক্তগন্ধিকা (স্ত্রী) তিক্তগন্ধা-কপ্-টাপ্ অতইত্বং। বরাহক্রান্তা। (শব্দমালা)

তিক্তগুঞ্জা (স্ত্রী) গুঞ্জেব তিক্তা রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। করঞ্জ। পর্য্যায়—ক্ষুদ্ররসা, রসঘ্না, বিষ্ণুপর্কটী। (হারাবলী)

তিক্তঘৃত (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত, ঘৃতভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—

ত্রিফলা, পটোল, নিম্ব, বাসক, কটুকী, দুরালভা, ত্রায়মাণা ও পর্প্পট প্রত্যেকে দুই পল পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ (চতুর্থ ভাগ) থাকিতে নামাইতে হইবে। ত্রায়মাণা, মুতা, ইন্দ্রযব, চন্দন, ভূনিম্ব ও পিপ্পলী, প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উক্ত কাথে পিষিতে হইবে। সেই কল্ক সহযোগে প্রস্থ পরিমিত ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু, বিসর্প ও ষণ্ডতা নিবৃত্ত হয়। (সুশ্রুত চিকি° ৯অ°)

তিক্ততণ্ডুলা (স্ত্রী) তিক্তস্তণ্ডুলোঽস্যাংশস্তং যস্যাঃ। পিপ্পলী, পিপুল। পর্য্যায়—চপলা, শৌণ্ডী, বৈদেহী, মাগধী, কণা, কৃষ্ণোপকুল্যা, মগধী, কোলা। (বৈদ্যক রত্নমালা)

তিক্ততা (স্ত্রী) তিক্তস্য ভাবঃ তিক্ত-তল্-টাপ্। তিক্তরস, কটুতা।

তিক্ততুণ্ডী (স্ত্রী) তিক্ততুম্বী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কটুতুম্বীলতা। (রাজনি°)

তিক্ততুম্বী (স্ত্রী) তিক্তা তুম্বী। কটুতুম্বী, তিৎলাউ। (রত্নমালা)

তিক্তদুগ্ধা (স্ত্রী) তিক্তং দুগ্ধং নির্য্যাসো যস্যাঃ। ১ ক্ষীরিণী বৃক্ষ। ২ অজশৃঙ্গী, স্বর্ণক্ষীরী, চলিতকথায় মেড়াশিঙ্গেগাছ। (জটা°)

তিক্তধাতু (পুং) তিক্তঃ তিক্তরসপ্রধানো ধাতুঃ। পিত্ত। (রাজনি°)

তিক্তপত্র (পুং) তিক্তানি পত্রাণি যস্য। ১ কর্কোটক, কাঁকরোল। (ত্রি) তিক্তপত্রক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তিক্তং পত্রং। ৩ তিতপাতা।

তিক্তপর্ণিকা (স্ত্রী) গোরক্ষকর্কটী।

তিক্তপর্ণী (স্ত্রী) গোরক্ষকর্কটী।

তিক্তপর্ব্বা (স্ত্রী) তিক্তং পর্ব্বগ্রন্থির্যস্যাঃ বহব্রী। ১ দূর্ব্বা। ২ হিলমোচী। ৩ গুড়ূচী। ৪ যষ্টিমধুলতা। (মেদিনী)

তিক্তপুষ্পা (স্ত্রী) তিক্তানি পুষ্পাণি যস্যাঃ। ১ পাঠা, আকনাদি। (ত্রি) তিক্তপুষ্পবৃক্ষমাত্র (ক্লী) ৩ তিক্ত ফুল।

তিক্তফল (পুং) তিক্তানি ফলানি অস্য। ১ কতকবৃক্ষ, নির্ম্মলফল। (ত্রি) ২ তিক্তফলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) ১ তিতফল।

তিক্তফলা (স্ত্রী) তিক্তানি ফলানি যস্যাঃ। ১ যবতিক্তা লতা, যবেচী। ২ বার্ত্তাকী। ৩ বড়ভুম্বা, খরমুজ।

তিক্তভদ্রক (পুং) তিক্তস্তিক্তরসপ্রধানো ভদ্রকঃ ততঃ স্বার্থে কন্। পটোল। (শব্দচন্দ্রিকা)

তিক্তমরিচ (পুং) তিক্তোমরিচ ইব। কতকবৃক্ষ, নির্ম্মলফল। (রাজনি°)

তিক্তযবা (স্ত্রী) তিক্তঃ যব ইন্দ্রযব রসোঽস্যাস্ত্র অচ্। শঙ্খিনী।

তিক্তরসা (স্ত্রী) তিক্তঃ রসোযস্যাঃ। ব্রাহ্মীশাক।

তিক্তরাজ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। Andersonia Rohituki *Rox.*)

তিক্তরোহিণিকা (স্ত্রী) তিক্তরোহিণী স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। কটুকা।

তিক্তরোহিণী (স্ত্রী) তিক্তা সতী রোহতি রুহ-ণিনি ঙীপ্। কটুকা। (রাজনি°)

তিক্তলা (স্ত্রী) শঙ্খিনী।

তিক্তবর্গ (পুং) তিক্তানাং বর্গঃ ৬তৎ। তিক্তরসাত্মক দ্রব্যসমূহ। [তিক্ত দেখ।]

তিক্তবল্লী (স্ত্রী) তিক্তা বল্লী। ১ মূর্ব্বালতা, শোঁচমুখী। (রত্নমালা) ২ তিক্তলতা মাত্র।

তিক্তবীজা (স্ত্রী) তিক্তং বীজং যস্যাঃ। কটুতুম্বী, তিতলাউ। (রাজনি°)

তিক্তশাক (পুং) তিক্তঃ শাকো যস্য। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ বরুণক্রম, বরুণ গাছ। ৩ পত্রসুন্দর বৃক্ষ। গিমেশাক। (ক্লী) ৪ তিতশাক।

তিক্তশাকতরু (পুং) শ্বেতপ্রসূনক বৃক্ষ। (শব্দমা°)

তিক্তশাকদ্রু (পুং) বরুণবৃক্ষ, বর্ণে গাছ।

তিক্তসার (পুং) তিক্তঃ সারো নির্যাসোঽস্য। ১ খদির। ২ বিট্‌খদির বৃক্ষ, গুয়েবাবলা গাছ। (ক্লী) ৩ দীর্ঘরোহিষক তৃণ, হিন্দীতে বড়রোহিষ। (ত্রি) ৩ তিক্তসারক বৃক্ষমাত্র। ৪ তিক্তসার, তিতসার।

তিক্তা (স্ত্রী) তিক্তাস্তিক্তরসোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্‌ ততষ্টাপ। ১ কটুরোহিণী। পর্য্যায়—কট্বী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী, কটুরোহিণী। (ভাবপ্র°) ২ পাঠা, আকনাদি। ৩ যবাতিক্তালতা, যবেচী। ৪ যড়্‌ভুজা, খরমুজ। ৫ ছিকনী, হাঁচুটীর গাছ। ৬ লতাকস্তুরী।

তিক্তাখ্যা (স্ত্রী) তিক্তেতি আখ্যা যস্যাঃ। কটুতুম্বী, তিতলাউ।

তিক্তাহ্বয়া (স্ত্রী) তিক্তেতি আহ্বয়ো যস্যাঃ। কটুতুম্বী, তিতলাউ।

তিক্তাঙ্গা (স্ত্রী) তিক্তং অঙ্গং যস্যাঃ। পাতালগরুড়ীলতা হিন্দীতে ছেড়ড়ী। (রাজনি°)

তিক্তামৃতা (স্ত্রী) লতাভেদ। (Menispermum glabrum)

তিক্তিকা (স্ত্রী) তিক্তা স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ কটুতুম্বী, তিতলাউ। ২ কাকমাচী, গুড়কামাই। ৩ কটুকা।

তিক্তিরী, তিত্তিরী, আর্য্যদিগের একটী প্রাচীন দ্বিনলযন্ত্র। ইহা দেখিতে কতকটা য়ুরোপীয় ব্যাগ-পাইপ (Bag-pipe) যন্ত্রের ন্যায় ছিল। কিন্তু এখন ইহার আকার আর সেরূপ নাই। এখন তুবড়ী নামে খ্যাত। আহিতুণ্ডিকেরা ইহা ব্যবহার করে। ইহার নামান্তর পুঙ্গী। এই যন্ত্রের নিম্নদেশে সচ্ছিদ্র দুইটী নল পরস্পর সমসূত্রপাতে সংযত এবং উপরিভাগে একটী তিক্ত অলাবুকোষ সংযোজিত থাকে। উহাই বায়ুকোষ। তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র। তাহাতে একটী ছিদ্র আছে, উহাই ফুৎকার-রন্ধ্র। তিক্ত অলাবু ব্যবহার জন্য ইহার নাম তিক্তিরী হইয়াছে।

য়ুরোপীয় সংগীত-ইতিহাস-লেখক হিল সাহেব তৎপ্রণীত ট্রাভলস্ ইন্ সাইবিরিয়া (Travels in Siberia) নামক গ্রন্থে ইহাকে তিত্তি (Titty) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও ইহাকে য়ুরোপীয় ব্যাগপাইপের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক তিক্তিরির সহিত ব্যাগপাইপের বিভিন্নতা এই যে, ব্যাগপাইপের বায়ুকোষ চর্ম্মনির্ম্মিত। প্রাচীনকালে ঋষিগণ কখন কখন তিক্ত অলাবু অভাবে মৃগচর্ম্মদ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন, সুতরাং তখনকার তিক্তিরি ব্যাগপাইপের ন্যায় বলা যাইতে পারে। ইহা কখন কখন নাসাদ্বারা বাদিত হয় বলিয়া ইহাকে নাসাবংশীও বলা যায়। ইহার এক নলে একাঙ্গুলি অন্তর নয়টী ও অপর নলে ৫টী ছিদ্র আছে। নয়টীর সর্ব্বনিম্ন দুইটী ছিদ্র মোমদ্বারা আবদ্ধ থাকে। উহা উপরিস্থিত নলের উভয় দিকে থাকে। অপর নলস্থ পাঁচটী ছিদ্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটী আমুক্ত। আর তিনটী মোমদ্বারা আবদ্ধ থাকে। প্রথম নলের সাতটী ব্যবহার্য্য সুর। দ্বিতীয় নলটী কেবল সুরযোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। এই দ্বিনলযন্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান দেশেই অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কৈম্বতুর সনেরাত (Coimbotour Sonnerat)এর ভয়েজেস্ ও ইণ্ডিস্ ওরিয়েন্টালিস্ (Voyages aux Indes Orientales) নামক গ্রন্থে (Tourte) তৌর্ত্তি নামে বর্ণিত। হিল সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। ঔস্লী সাহেব (Sir William Ously) পারস্যে এরূপ যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। তথায় ইহা "নি আম্বানা" (Nei Ambana) নামে প্রসিদ্ধ। মিশরে প্রাচীন "জুক্কারা" (Zouggarah) এবং আধুনিক "আর্গুল" (Argool) ও জুম্মারা (Zummarah) যন্ত্র এইরূপ। দুইটী নল বিভিন্ন ও অলাবুশূন্য খাম নামে এক যন্ত্র আছে, বাইবেলে সামফোনিয়া নামে এইরূপ এক যন্ত্রের উল্লেখ আছে, সেই যন্ত্র আধুনিক ইতালীর "জামপোনা" (Zampogua) ও হিব্রু মাগ্রেপার মত। (যন্ত্রকোষ)

তিখুর, হরিদ্রাজাতীয় একপ্রকার গাছ। ইহার গেঁড় হইতে আরারুট প্রস্তুত হয়। [আরারুট দেখ।] মধ্যভারতেই ইহা অপর্য্যাপ্ত জন্মে। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের পাহাড় অঞ্চলেও ইহার চাষ হয়। হরিদ্রা, আমাদা, শঠী প্রভৃতির ন্যায় মধ্যভারতের রায়পুর জেলায় তিখুরের ব্যবসায়ও বেশ বিস্তৃত। উত্তরপশ্চিম হিমালয়ে, কাণাড়া জেলায় রামঘাট পর্ব্বতে, ত্রিবাঙ্কুড়ে ও কোচীনেও ইহা জন্মে। ইহা দ্বিবিধ—ইংরাজীতে এই দুইজাতির নাম Curcuma angustifolia এবং Curcuma leucorrhiza। বাঙ্গালায় উভয় শ্রেণীকেই তিখুর এবং তৈলঙ্গে আরারুট গড্ডালু বলে।

অনেকের মতে ইহার প্রথম শ্রেণীর দেশী নাম কুন্তা বা কুয়া ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম তিখুর।

ইহার চাষ ঠিক হলুদের চাষের ন্যায়, তবে ইহা তুলিবার জন্য লাঙ্গল দেওয়া আবশ্যক। ইহার গেঁড় এত কঠিন যে লাঙ্গল দিয়া আল্‌গা করিয়া না লইলে উঠাইতে বড় কষ্ট হয়। যত্নপূর্ব্বক চাষ দিয়া প্রস্তুত করিলে ইহা হইতে বিলাতী আরারুটের ন্যায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

কাণাড়া, কোচীন ও ত্রিবাঙ্কুড়ে ইহার আরারুট

প্রস্তুত হয়।, ইহার ময়দা কাশার বাজারে বিক্রীত হয়, সেখানকার হালুইকরেরা ইহা হইতে একপ্রকার মিষ্ট লাড়ু প্রস্তুত করে, তাহা খাইতে চমৎকার লাগে। ইহাতে বিস্কুটও ভাল হয়। ইহাতে কিছু কোষ্ঠবদ্ধ করে। বোম্বাইয়ে জল দেওয়া দুগ্ধ বা ক্ষীর ঘন করিবার জন্য এই ময়দা ব্যবহৃত হয়। ইহাও রোগীর পক্ষে উপযুক্ত। নানাস্থানে নানা উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গোদাবরী জেলায় যে উপায় অবলম্বিত হয়, তাহাই আবাকট শব্দে লিখিত হইয়াছে। অধিক রৌদ্র লাগাইলে ইহাতে ঈষৎ অম্লত্ব জন্মে। যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিলে এক বিঘায় দেড়শত টাকা লাভ হইতে পারে।

তিগর, সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুর জেলার মেহের উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ইহার পরিমাণ ৩০১ বর্গমাইল।

তিগরিয়া, উড়িষ্যার করদমহলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার উত্তরে ঢেঁকানল রাজ্য, পূর্ব্বে আঠগড় রাজ্য, পশ্চিমে বড়ম্বা রাজ্য ও দক্ষিণে মহানদী। করদ-মহলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লোকের বাস আছে। এখানে নিতান্ত পার্ব্বত্য ও জঙ্গলী অংশ ছাড়া অন্যান্য স্থানে চাষবাসের অবস্থাও ভাল। মোটা চাউল, তামাকু, তুলা, ইক্ষু ও তৈলকর সর্ষপাদি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজ্যে প্রায় শতাবধি গ্রাম আছে। হিন্দুঅধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। তিগরিয়া সহরে রাজার আবাস, ইহা অক্ষা° ২০° ২৮´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪ ৩৩´ ৩১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সুরতুঙ্গ সিংহ নামে একজন উত্তরভারতীয় লোক জগন্নাথ তীর্থ হইতে প্রত্যাগমনকালে এইখানে আসিয়া এ দেশের অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। ইঁনিই বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ। পূর্ব্বে এখানে তিনটী গড় ছিল, সেই ত্রিগড় হইতে ইহার নাম তিগাড়িয়া বা তিগরিয়া হইয়াছে। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ের সময়ে এই রাজ্যের অনেকাংশ পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা জয় করিয়া লইয়াছেন। এই রাজ্যের আয় ৮০।৮৫ হাজার টাকা ও রাজস্ব ৮।৯ শত টাকা। ইহার সৈন্য-সংখ্যা ৩০০। রাজ্যে ১২টী স্কুল আছে। বর্ত্তমান ভূ-পরিমাণ প্রায় ৪৬ বর্গমাইল। এখনকার রাজা বনমালী-ক্ষত্রিয়বর চম্পৎসিংহ মহাপাত্র।

তিগিত (ত্রি) নিশিত। "অগ্নিরুস্তৈস্তিগিতৈ রতি" (ঋক্ ১।১৪৩।৫) "তিগিতৈ নিশিতৈস্তীক্ষ্ণীভূতৈঃ" (সায়ণ)

তিগ্ম (ক্লী) তেজয়তি উত্তেজয়তি তিজ-মক্ (যুজিরুচিতিজাং-কুশ্চ। উণ্ ১।১৪৫) ১ তীক্ষ্ণ। ২ তীক্ষ্ণস্পর্শ। (ত্রি) তীক্ষ্ণস্পর্শযুক্ত। ৪ বজ্র (নিঘণ্টু) "তিগ্মবাযাবিষাহেতে দন্দশূকা মহাবলা" (ভারত ১।২০।১১) ৫ ক্ষত্রিয়বিশেষ, পুরু-বংশীয় মৃদুর পুত্র। (মৎস্যপু° ৫০।৮৪)

এই রাজা তিমি নামে বিখ্যাত। [তিমি দেখ।]

তিগ্মকর (পুং) তিগ্মঃ করঃ কিরণো রাজগ্রাহ্যো বা যস্য। ১ সূর্য্য। ২ উচ্চরাজগ্রাহ্য নৃপ। তিগ্মঃ করঃ কর্ম্মধাঃ। ৩ তিগ্মকর, প্রখরকিরণ।

তিগ্মকেতু (পুং) ধ্রুববংশীয় বৎসরের ঔরসে স্ববীথীর গর্ভজ এক পুত্র। (ভাগ° ৪ ১৩।১২)

তিগ্মজম্ভ (ত্রি) তীক্ষ্ণমুখ।

"স তিগ্মজম্ভরক্ষসো দহ"। (ঋক্ ১।৭৯।৬)

"হে তিগ্মজম্ভ তীক্ষ্ণমুখাগ্নে' (সায়ণ)

তিগ্মতা (স্ত্রী) তিগ্মস্য ভাবঃ তিগ্মভাবে তল্ টাপ্। তীক্ষ্ণতা, কটুত্ব, উষ্ণতা।

তিগ্মতেজস্ (ত্রি) তিগ্মং তেজঃ যস্য। তীক্ষ্ণতেজযুক্ত, অতি-তীক্ষ্ণ।

তিগ্মদীধিতি (পুং) তিগ্মা দীধিতয়ো যস্য বহুব্রী। তিগ্মাংশু, সূর্য্য।

তিগ্মভৃষ্টি (ত্রি) তিগ্মাভৃষ্টির্যস্য। তীক্ষ্ণ তেজযুক্ত।

"সামদ্বিবর্হা মহি তিগ্মভৃষ্টিঃ" (ঋক্ ৮।৫৩) 'তিগ্মভৃষ্টি-তীক্ষ্ণতেজাঃ' (সায়ণ)

তিগ্মমন্যু (ত্রি) তিগ্মঃ মন্যু যস্য। ১ উগ্রক্রোধক, যিনি অতি-শয়ক্রোধী। (পুং) ২ মহাদেব।

"অহশ্চরোনক্তচরস্তিগ্মমন্যুঃ সুবর্চসঃ" (ভারত ১৩।১৭।৪৬)

তিগ্মরশ্মি (পুং) তিগ্মা রশ্ময়ো যস্য। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ প্রখর-রশ্মিক, যাহার প্রখর রশ্মি আছে। ৩ প্রখর রশ্মি।

তিগ্মরুচ্ (ত্রি) তিগ্মা রুক্ যস্য। তিগ্মরুচি, তীক্ষ্ণকান্তি।

তিগ্মবৎ (ত্রি) তিগ্ম-মতুপ্ মস্য বঃ। তীক্ষ্ণযুক্ত, অতিশয় তীক্ষ্ণ।

তিগ্মশৃঙ্গ (ত্রি) তীক্ষ্ণশৃঙ্গ। "য উগ্রইব শর্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন" (ঋক্ ৬।১৬।৩৯) 'তিগ্মশৃঙ্গোনবংসগস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গঃ' (সায়ণ)

তিগ্মশোচিস্ (ত্রি) তিগ্মং শোচিঃ যস্য। তীক্ষ্ণজ্বাল। "প্রপূতা তিগ্মশোচিষে" (ঋক্ ১।৭৯।১০) 'তিগ্মশোচিষে তীক্ষ্ণজ্বালায়া-গ্নয়ে'। (সায়ণ)

তিগ্মহেতি (ত্রি) তিগ্মা তীক্ষ্ণা হেতয়োর্যস্য বহুব্রী। তীক্ষ্ণ-জ্বাল, যাহার জ্বালা (শিখা) অতিশয় তীক্ষ্ণ। "মিত্রা ওষতা-তিগ্মহেতে" (ঋক্ ৪।৪।৪) 'তিগ্মাস্তীক্ষ্ণা হেতয়ো জ্বালা যস্য স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

তিগ্মাংশু (পুং) তিগ্মা অংশবো যস্য। ১ সূর্য্য। "তিগ্মাংশুরস্তং গত" (জয়দেব) (ত্রি) ২ প্রখরকিরণযুক্ত। ৩ প্রখর কিরণ।

তিগ্মাত্মন্ (পুং) ঊর্ব্বের পুত্র এক রাজকুমার।

তিগ্মানীক (ত্রি) তিগ্মং তীক্ষ্ণং অনীকং যস্য। তীক্ষ্ণমুখ, তীক্ষ্ণতেজা। "তিগ্মানীকং স্বযশসং" (ঋক্ ১।২৪।২) 'তিগ্মানীকং তীক্ষ্ণমুখং তীক্ষ্ণতেজসং। তিজ-নিশানে (যুজিরুচিতিজাং কুশ্চ। উণ্ ১।১৪৫) ইতি মক্, অনপ্রাণনে অনিদৃশিভ্যাং চেতি কীনন্ তিগ্মং অনীকং যস্য, বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং'। (সায়ণ)

তিগ্মায়ুধ (ত্রি) তিগ্মং তীক্ষ্ণং আয়ুধং যস্য। তীক্ষ্ণায়ুধ। "তিগ্মায়ুধঃ অজয়ৎ" (ঋক্ ১৩০।৩) 'তিগ্মায়ুধস্তীক্ষ্ণায়ুধঃ' (সায়ণ)

তিগ্মেষু (ত্রি) তীক্ষ্ণবাণ।
"তিগ্মেষব আয়ুধা" (ঋক্ ১০।৮৪।১) 'তিগ্মেষবস্তীক্ষ্ণবাণাঃ' (সায়ণ)

তিঙ্গড়ী (দেশজ) ১ বৃক্ষভেদ। (Scytalia rimosa) ২ গুল্মবিশেষ। (Stilago tomertosa)

তিজারা, আলবার রাজ্যের একটী সহর ও তহসীলের নাম। আলবার নগরের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৫৫´ ৫০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৫০´ ৩০´´ পূঃ। এখান হইতে রাজপুতানা মালব রেলওয়ের খৈরতাল ষ্টেশন অতি নিকট; উভয়ের মধ্যে পাকা রাস্তা আছে। এই তহসীলের অধিবাসী মিও, মাল্লী ও খাঁজাদাগণ। চাষবাস, বস্ত্রবয়ন ও কাগজ প্রস্তুত এখানকার লোকদিগের প্রধান উপজীবিকা। এই সহর মেবাত রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। তেজপাল নামে এই ব্যক্তি এই সহরের প্রতিষ্ঠাতা। তহসীলের পরিমাণ ২৫৭ বর্গমাইল।

তিঙ্গুদ (পুং) লতাবিশেষ। তিঙ্গড়ী।

তিজরতী (আরবী) ব্যবসায়। এদেশে প্রধানতঃ টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা।

তিজারৎ (আরবী) ব্যবসা, বাণিজ্য।

তিজিন (পুং) তিজ-ইনচ্ কিচ্চ। চন্দ্র।

তিজিল (পুং) তেজয়তি তীক্ষ্ণীকরোতি, তিজ-ইলচ্ (তিজগুপাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।৫৭) ১ চন্দ্র। ২ রাক্ষস।
(সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

তিজেল (দেশজ) ব্যঞ্জনাদি তরকারি রাঁধিবার মৃৎপাত্র।

তিণ্টী (স্ত্রী) ত্রিবৃৎ, তেউড়ী। (শব্দচ°)

তিনিশ (পুং) তিবকবৃক্ষ, লোধ্রদ্রুম।
"ন্যগ্রোধাশ্বত্থতিবককরিক্রমযোঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২১।৩।২০)
'তিবকস্তিনিশঃ' (কর্ক)

তিড়িংগিড়িং (দেশজ) লম্প ঝম্প, যন্ত্রণায় ধড়ফড় করণ।

তিড়িংবাড়িং [তিড়িংমিড়িং দেখ।]

তিত (দেশজ) ১ তিক্ত, কটু। ২ সিক্ত, ভিজা।

তিতআলু (দেশজ) তিক্তস্বাদযুক্ত কন্দভেদ।

তিতউ (পুং) তনুতে ভূইবা অত্রেতি তন-ডউ (তনোতেডউঃ সন্বচ্চ। উণ্ ৫।৫২) ১ চালনী। সচ্ছিদ্র বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।
"সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্রধীরা।" (ঋক্ ১০।৭১।২)
"শূর্পবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্ণন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী অসাধুস্তিতউর্যথা॥" (উদ্ভট)
কাহার কাহারও মতে এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।
"ক্ষুদ্রচ্ছিদ্রসমোপেতং চালনং তিতউ স্মৃতং।"
২ ছত্র। (উজ্জ্বল)

তিতধুঁদুল (দেশজ) তিক্তধুঁদুল ফল।

তিতন (দেশজ) ভিজান, আর্দ্রকরণ।

তিতপাট (দেশজ) তিক্ত কোষ্ঠা শাক। তিক্তপাট দ্বারা নালিতা প্রস্তুত হয়।

তিতপুঁঠী (দেশজ) তিক্ত পুঁঠীমাছ।

তিতর (দেশজ) তিত্তিরি পক্ষী।

তিতলাউ (দেশজ) তিক্ত অলাবু।

তিতা (দেশজ) তিক্ত, কটু।

তিতাল্লিশ (দেশজ) ত্রিচত্বারিংশৎ।

তিতিক্ষ (ত্রি) তিজ-স্বার্থে সন্-অচ্। ১ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনশীল। যাহারা শীত-গ্রীষ্ম সমানভাবে সহ্য করিতে পারে। ২ ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তৈতিক্ষ্য, ঐ গোত্রের যুবা অপত্য। যঞন্তত্বাৎ ফক্। তৈতিক্ষ্যায়ণ, ঐ গোত্রজাত যুবা অপত্য।

তিতিক্ষা (স্ত্রী) তিতিক্ষ-অ-টাপ্। ১ ক্ষমা, ক্ষান্তি, সহিষ্ণুতা। ২ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন। মুমুক্ষুব্যক্তি শম, দম প্রভৃতি ষট্সম্পত্তি লইয়া মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হন। তিতিক্ষা ষট্ সম্পত্তির মধ্যে একটী।
"তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা।" (বেদান্তসা°)
শীতোষ্ণাদি সহনের নাম তিতিক্ষা, মুমুক্ষু প্রথমে শম, দম ও উপরতি সাধন করিতে পারিলে তিতিক্ষা সাধন করিবে। শম, দম সাধিত না হইলে তিতিক্ষা সাধিত হইতে পারে না।
"সহনং সর্ব্বদুঃখানাম প্রতীকারপূর্ব্বকং।
চিন্তা বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥" (বিবেকচূড়া°)
অপ্রতীকারপূর্ব্বক চিন্তা ও বিলাপরহিত হইয়া সকল প্রকার দুঃখের সহনই তিতিক্ষা। যখন তিতিক্ষা সাধিত হইবে, তখন সুখে হৃদয় উদ্বেলিত ও দুঃখে সন্তপ্ত হইবে না। তখন সুখ, দুঃখ ও মোহ অন্তঃকরণকে কোন প্রকারে ক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না।

তিতিক্ষিত । (ত্রি) তিতিক্ষা সঞ্জাতা অস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। ক্ষান্ত, সহিষ্ণু।

তিতিক্ষু (ত্রি) তিতিক্ষ-উ (সনাশংসভিক্ষউঃ। পা ৩।২।১৬৮) ক্ষমাশীল, ক্ষান্ত, সহিষ্ণু, তিতিক্ষাশীল।

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবান্ সমাহিতো ভূত্বা আত্মান্যাত্মানমবলোকয়েৎ" (বেদান্তসা° ধৃত শ্রুতি) শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত চিত্ত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিয়া থাকেন।

২ পুরুবংশীয় মহামনার পুত্র। (হরিবংশ ৩১.২১)

তিতিভ (পুং) তিতীতি শব্দেন ভণতি ভণ-ড। ইন্দ্রগোপ-কীট, খদ্যোত।

তিত্তির (পুং স্ত্রী) তিত্তিরি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তিত্তিরি পক্ষী। (রাজনি°)

তিতিল (ক্লী) তিলতি স্নিহ্যতি তিল বাহুলকাৎ-ক দ্বিত্বঞ্চ। ১ নন্দক, নাদা, মৃণ্ময়পাত্রভেদ। ২ তৈতিলকরণ। ৩ তিল-পিষ্টক। (অজয়)

তিতুমীর, জেলা চব্বিশ পরগণায় বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। হায়দরপুর বঙ্গ-মধ্য-রেলপথের গোবরডাঙ্গা ষ্টেসন হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এবং ইছামতী নদী হইতেও প্রায় ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গ্রামখানিতে কেবল মুসলমানের বাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৮২ খৃষ্টাব্দে) তিতু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তখনও ইংরাজ-প্রভুত্ব বাঙ্গালায় বদ্ধমূল হয় নাই। তখন চোর ডাকাইতের উপদ্রবে দেশের লোক জ্বালাতন। সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলের বাস করা ভার। তখন জমিদার-শ্রেণীও বিশেষ প্রবল এবং প্রজার উপর তাঁহাদিগের একাধিপত্য।

বাল্যকাল হইতে তিতু নিজধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিল। নিজ ধর্ম্মে যেমন অনুরাগ ছিল, নিজ সম্প্রদায়ের উপরও ততোধিক মমতা ছিল। এখনকার মত পল্লীবাসীদিগের তখন দেশের সংবাদ জানিবার উপায় ছিল না। তথাপি অনেক খবর তাহারা জানিতে পারিত। টিপু সুলতানের পরাজয় ও শাহ আলমের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তিতুমীর নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। যাহা হউক যৌবনে তিতু শান্তস্বভাব গৃহস্থের ন্যায় বিষয়কর্ম্ম করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিয়া-ছিল। ক্রমে তাহার পুত্র হইল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিতু মক্কাতীর্থে গমন করে। সেখানে ওয়া-হাবি সম্প্রদায়ের নায়ক সৈয়দ আহ্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়। উক্ত সৈয়দের নিকট দীক্ষিত হইয়া তিতু দেশে ফিরিয়া আইসে ও নূতন মত প্রচার করিতে তাহার অভিলাষ জন্মে। তখন বাঙ্গালার মুসলমানেরা হিন্দুর ন্যায়ই চলিত। জোলা, নিকারী, পটুয়া, বাজকর প্রভৃতি মুসলমান-সম্প্রদায় পূর্ব্বে হিন্দুই ছিল। আজও তাহাদের নাম হিন্দু রহিয়াছে। তাহারা যে অনেকটা হিন্দুর ন্যায় চলিবে, ইহা তীর্থপ্রত্যাগত তিতুমীরের সহ্য হইল না। তিতু মুসলমানদিগকে সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিল, দেশস্থ সকল মুসলমানকেই তাহার মতে আনিতে উদ্যোগী হইল। কিন্তু সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা কেহই তাহার মতানুবর্ত্তী হইল না। কেবল কতকগুলি জোলা-জাতীয় লোক তাহার উপদেশ-বাক্যে আকৃষ্ট হইল। তিতু নিজ শিষ্যদিগকে দাড়ি রাখিতে বলিল। তাহারা পর্ব্বোপ-লক্ষে বা পুত্রকন্যার বিবাহে বাদ্যোদ্যম করিবে না, টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ লইবে না, কাছা দিয়া কাপড় পরিবে না ইত্যাদি অনেক আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে রাত্রিতে তিতুর বাটীতে এই সকল লোকের সমাগম হইতে লাগিল। এই সময়ে একজন ফকির আসিয়া তিতু-মীরের সহায় হইল। সে অনেক কেরামত দেখাইয়া অজ্ঞ জোলাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। জোলারা আর বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগ দেয় না—পরিবারাদির যত্ন লয় না—কেবল তিতুমীর ও ফকিরের নিকট থাকে। ইহাতে অন্যান্য মুসলমানেরা শঙ্কিত হইল এবং এই বিষয় নিকটবর্ত্তী পুঁড়াগ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট জানাইল। যে সকল জোলা তিতুমীরের মতানুসারে চলিতেছিল, তাহাদের আত্মীয়েরাও উক্ত জমিদার রায়মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল। রায়মহাশয় জোলাদিগকে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া অবসর মত ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে বলিলেন এবং তাঁহার কথা না শুনিলে তাহাদের বিশেষ শাস্তি দিবেন অর্থাৎ দাড়ি প্রতি পাঁচ সিকা কর লইবেন এই ভয় দেখাইলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। এ কথা তিতুমীরের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিতু রাগে জ্বলিয়া উঠিল। বিধর্ম্মী হিন্দুদিগকে বলপ্রয়োগ দ্বারা স্বমতে আনিবার আদেশ করিল। প্রথমতঃ খাসপুরের যে সম্ভ্রান্ত মুসলমান তিতুর বিরুদ্ধে জমিদারকে উত্তেজিত করিয়া ছিল, তাহারই বাড়ী লুঠ করিল। তাহার কন্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া ধর্ম্মনাশ করিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে এই ঘটনা ঘটে।

অতঃপর পুঁড়া আক্রমণ করিয়া জমিদারকে জব্দ করা তিতু-মীরের প্রতিজ্ঞা হইল। যে রাত্রে খাসপুর লুষ্ঠিত হয়, তাহার পরদিন প্রাতেই ইছামতী পার হইয়া তিতুর অনুচরেরা পুঁড়া আক্রমণ করিল। পুঁড়ায় সেদিন বারয়ারি পূজা। কার্ত্তিকী

পুর্ণিমার পরদিন। তদুপলক্ষে যাত্রাও হইতেছিল। তিতুমীর আসিতেছে শুনিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। লোকজন সকলই পলাইল। কেবলমাত্র পুরোহিত তখন পূজাকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই পলায়ন করেন নাই। তিতু বারয়ারিতলায় আসিয়াই একটী গোহত্যা করিল। পুরোহিত সে দৃশ্য সহিতে পারিলেন না। দেবীর হস্তস্থিত খড়্গ লইয়া হত্যাকারী মুসলমানদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধিক লোককর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজেও হত হইলেন। ইত্যবসরে জমিদার বাবুদিগের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে বাধা দিতে প্রস্তুত হইল, তাহাদিগকে পরাভব করা সহজ হইবে না দেখিয়া তিতু প্রত্যাগমনের আদেশ করিল। কিন্তু যাইবার সময় দেবীমন্দিরে গোমাংস টাঙ্গাইয়া অপবিত্র করিতে ভুলে নাই। যাইবার পথে দুজন ব্রাহ্মণকে পাইয়া তাঁহাদেরও মুখে নিষিদ্ধ মাংস দিয়াছিল।

এই সকল কথা বারাসতের জয়েণ্ট-মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণে উঠিল। তখন বারাসত জেলা ছিল। এক কদম্ব-গাছাতে থানা। বাসরহাটে তখন মহকুমা বা বাড়াড়িয়াতে থানা হয় নাই। কেবল গোবরডাঙ্গায় থানা ছিল, কিন্তু উক্ত স্থান নদীয়াজেলার অধীন ছিল। মাজিষ্ট্রেট-সাহেব এই সংবাদ পাইয়া কদম্বগাছীর দারোগাকে তদন্তে পাঠাইলেন। দারোগা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার উপাধি চট্টোপাধ্যায় ছিল। নিবাস নৈহাটীর নিকট। তিনি প্রায় দেড়শত বরকন্দাজ ও চৌকীদার লইয়া আসিলেন এবং কৌশলে তিতুকে ধরিতে গিয়া কয়েকজন অনুচরের সহিত প্রাণ হারাইলেন। তখন তিতুর প্রায় ৫০০।৬০০ শত লোক আজ্ঞাবহ হইয়াছে এবং প্রতিদিন তাহার দলপুষ্টি হইতেছে। দারোগাকে হত্যাকরার পর তিতুর মস্তিষ্ক আরও বিকৃত হইল এবং আপনাকে সসাগরা ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিল। গোবরডাঙ্গা ও টাকীর জমিদারদিগের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইল এবং তিতুর আধিপত্য স্বীকার না করিলে ও কর না পাঠাইলে তাঁহাদের মাথা কাটিয়া ফেলিবে এরূপ ভয় দেখাইল। ভারতে ইংরাজরাজত্বের অবসান হইল বলিয়া তাহার অনুচরেরা স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। তিতুর পরামর্শদাতা সেই ফকির ইংরাজের গোলাগুলি সব খাইয়া ফেলিবে, তাহাদের এরূপ বিশ্বাসও জন্মিয়াছিল, তিতুও প্রাণপণে সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, নিজ অনুচরদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্য তিতু একটী বাঁশের কেল্লাও তৈয়ার করিতে লাগিল। বাঁশবেড়িয়া নামক গ্রামে এই কেল্লা প্রস্তুত হইয়াছিল। একটী আম্রকাননের চতুর্দ্দিকে গড় কাটিয়া বাঁশ পুতিয়া সকল দিক্ ঘেরিয়াছিল। তাহারই মধ্যে তিতু অনুচরদিগের সহিত রাত্রিযাপন করিত, সেইখানেই তাহার দরবার হইত।

এই সকল ঘটনাদ্বারা নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক এতদূর আতঙ্কিত হইয়াছিল যে, সকলে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল, অনেকে যাইয়া টাকীতে আশ্রয় লইল এবং কতক লোক গোবরডাঙ্গায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের লোকও নিঃশঙ্কভাবে রাত্রিযাপন করিতে পারিত না। যমুনার দক্ষিণ-কূলবর্ত্তী সকল লোকই গ্রাম ছাড়িয়াছিল। গোবরডাঙ্গার লোকও ঘাটে নৌকা প্রস্তুত রাখিয়াছিল, বিপদের সূচনা দেখিলেই নৌকা করিয়া পলাইবে। কিন্তু এসময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রতাপ বিলক্ষণ ছিল, তাহাতে তাঁহার বন্ধু লাটুবাবু তাঁহার সাহায্যের জন্য কলিকাতা হইতে ২ শত হাবশী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজেরও ৩।৪ শত লাঠিয়াল, পাইক ও কয়েকটা হস্তী সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। কাজেই তিতু গোবরডাঙ্গা আক্রমণ করিয়া তাহার অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর সুন্দরী জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে নিকা করিতে, উক্তবাবুর কালীমন্দিরে গোহত্যা করিতে এবং ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের নিকা দিয়া তাহাদের হাতের ব্যঞ্জনাদি খাইতে তাহার নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছিল এবং কালী[illegible] বাবুকে পত্রদ্বারা এইরূপ মনোভাবও জানাইয়াছিল।

কালীপ্রস[illegible]বুর চেষ্টায় মোল্লাহাটী কুঠির ম্যানেজার ডেবিস্ সাহেব প্রায় ২ শত লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালা লইয়া ঐক্য করিয়া তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া তিতু প্রস্তুত ছিল। সাহেব নিকটস্থ হইলে তিতু সাহেবের লোকজনকে আক্রমণ করিল। সাহেবের বজরা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সাহেব কোন গতিকে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সাহেবের লোকজন অনেকে হত ও আহত হইল। কতকাংশ গোবরা-গোবিন্দপুরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, এইসূত্রে ঐ গ্রামের রায়মহাশয়দিগের সহিত তিতুমীরের বিবাদ বাঁধিল। তিতু প্রায় পাঁচশত লোক লইয়া ঐ গ্রাম আক্রমণ করিল। রায়মহাশয়েরাও প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারাও স্বদলে আসিয়া তিতুর অনুচরদিগকে বাধা দিলেন। বিদ্রোহীদের কতকাংশ নদী পার হইয়া কূলে উঠিয়াছিল, অপর সকলে নদী পার হইতেছিল এই সময়ে বিবাদ বাধে। তিতুর যে সকল লোক কূলে উঠিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ হত হইল,

কতকাংশ নদীতে ডুবিয়া মরিল। ইছামতী নদী লালবর্ণ হইয়া গেল। তিতুও কোন গতিকে নদী পার হইয়া প্রাণ-রক্ষা করিল। সে এই লড়াইয়ে এতদূর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল যে, তাহাকে জীয়ন্ত দেখিয়া তাহার অনুচরেরা তাহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিল। কেহ কেহ বলিল, তাহারা তিতুকে সুগভীর ও কুম্ভীরপূর্ণ ইছামতী হাঁটিয়া পার হইতে দেখিয়াছে। যাহা হউক তাহার অনুচরদিগের সাহস না কমিয়া বরং বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সাহসী রায়মহাশয়ের জন্য তিতু পরাজিত হইয়াছিল তিনি সংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অতঃপর তিতুমীর যে কয়দিন বাদশাহী করিয়াছিল, সে সময় আর অন্য গ্রাম আক্রমণ করে নাই। অবসরও পায় নাই। কদম্বগাছি থানার দারোগা নিহত হইলে বারাসতে জয়েন্ট-সাহেব নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি গবর্মেন্টকে রিপোর্ট করিয়া উপযুক্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিতেছিলেন। নানাস্থান হইতে গবর্মেন্টের নিকট আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল। গবর্মেন্ট মনে করিতে পারেন নাই যে, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন কয়েকশত চাষালোককে নিরস্ত করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন হইবে। সেইজন্য পুনরায় কয়েকশত চৌকীদার, বরকন্দাজ, কয়েকজন অনিয়মিত সৈন্য ও ৪ জন গোরা অশ্বারোহী, বারাসতের নাজীরের অধীনে পাঠাইলেন। ইহারাও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। একটী ইংরাজ অশ্বারোহী ও আরও কয়েকজন সিপাহী হত হইল, তিতুমীরের দলে তখন সহস্রাধিক লোক জমিয়াছে ও নিত্যই জমিতেছে। সকলেই জয়দৃপ্ত; লাঠী, শড়কি, কাস্তে, কুঠার লইয়া ইংরাজ-প্রভুত্বের মূলোৎপাটন করিতে তাহারা অভিলাষী। তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামের মুসলমানদিগের গোলা লুঠিয়া খাদ্যসংস্থান করিতেছে। হিন্দু প্রভৃতি বিধর্ম্মীদিগকে সত্যধর্ম্মের আলোকে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং আপনাদিগকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। তাহাদের মত্ততা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, গোলাগুলিতে তাহাদের আঘাত লাগিবে না ইহাও বিশ্বাস করিয়াছে। যাহা হউক অধিক দিন আর তাহাদের বাদশাহী রহিল না, তাহাদের মোহও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল।

৮৩১ খৃষ্টাব্দে ১৯এ নবেম্বর প্রাতে (রাত্রি থাকিতে) লেপ্টেনেন্ট ষ্টুয়ার্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত একদল ইংরাজ সৈন্য, একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য পূর্ব্ব-প্রেরিত লোক জনের সহিত মিলিত হইয়া নারিকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লা ঘেরিয়া ফেলিল। বিদ্রোহীদের ধর্ম্মোন্মত্ততা তাহাদিগকে এতদূর উৎসাহিত করিয়াছিল যে, তাহারা কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া এই সুশিক্ষিত ইংরাজ-সৈন্যের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বদিন তাহারা যে সকল ইংরাজসৈন্য নষ্ট করিয়াছিল তাহাদের মৃতদেহ বাঁশের কেল্লার বাহিরে জয়চিহ্নস্বরূপ রাখিয়াছিল।

এতগুলি লোকের প্রাণনাশ করা লেপ্টেনেন্ট ষ্টুয়ার্টের ইচ্ছা ছিল না। তজ্জন্য তিতুমীরকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিতু তাঁহার দূতকে সংহার করিল। সেনাপতি অতঃপর বিদ্রোহীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কামানের ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বাঁশের-কেল্লার চারিকোণে চারিটা কামান সজ্জিত হইয়াছিল, এখন তাহা হইতে ফাঁকা আওয়াজ হইতে দেখিয়া মুসলমানেরা মনে করিল বাস্তবিকই ফকির গোলা খাইয়া ফেলিয়াছে এবং সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "হজরৎ গোলা খা ডালা" এবং সকলে বাহির হইয়া ইংরাজসৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইল। তখন বাধ্য হইয়া সেনাপতি সৈন্যদিগকে গোলাগুলি চালাইবার অনুমতি দিলেন। কামানের গোলায় বাঁশের কেল্লা ভূমিসাৎ হইল। তিতুমীর প্রভৃতি কেল্লার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল, তাহার ভাগিনেয় ও সেনাপতি গোলাম মাসুম সাড়ে তিনশত বিদ্রোহীর সহিত বন্দী হইল। অবশিষ্ট সকলে যে যেমন পারিল পলাইল। কিন্তু ইংরাজসৈন্য এই হতভাগাদের অনুসরণ করিয়া পশুপক্ষীর ন্যায় বধ করিতে লাগিল। কেহবা প্রাণভয়ে বাঁশবনে কেহবা আমবৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল। অনুসরণকারী ইংরাজসৈন্য তদবস্থাতেই তাহাদিগকে সংহার করিল। এইরূপে ৪।৫ শত নিরক্ষর লোকের জীবলীলা সাঙ্গ হইল। বারাসতে বন্দীগণের বিচার হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে নাসরুদ্দি ও আরও দেড়শত লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। এই ঘটনার পর সরাওয়ালাদিগকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, সকলেই দাড়ি ফেলিয়া হিন্দু সাজিতে বাধ্য হইয়াছিল। পরামাণিকদের প্রতি দাড়ী ক্ষৌরী করিতে ১৲ টাকা, ১।০ পাঁচসিকা রোজগার হইয়াছিল। নিম্নোক্ত গীতাংশ হইতে বুঝা যাইবে, সরাওয়ালাদের কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল—

"জোলানী উঠিয়া বলে উঠবে জোলা ঝাট।
হাজামবাড়ী গিয়া শীঘ্র গোঁপদাড়ি কাট॥
তিতুমীরের গলা ধরি নসরদ্দি কয়,
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়।
এসেছে রাঙ্গা গোরা, উর্দ্দিপরা, ব্যাঙের টোপ মাথায়॥
এরা মারছে গুলি, ভাঙ্ছে খুলি, হজরোৎগুলি মানলে না।
মারলে ইংরাজে মামু এবার আর জানে রাখলে না॥"

তিতুমীরের বিদ্রোহ হইতে—"গোলা খা ডালা" ও "তিতুমীরের বাদসাহি" (অল্পদিনের প্রভুত্ব) প্রবাদ বাক্যে দাঁড়াইয়াছে। (Hunter's Indian Mussulmans ও Statistical Act, 24 Perghs, Nuddia and Jessore দ্রষ্টব্য।)

তিতো (দেশজ) তিক্ত, কটু।

তিত্তটীরা (দেশজ) লতাভেদ। (Casearia Vareca)

তিত্তির (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রাতি দদাতি রা-ক। ১ তিত্তির পক্ষী। ২ তিত্তটীরাবৃক্ষ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তিত্তিরি (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রৌতি রু-ডি। পক্ষীভেদ। পর্য্যায়—তৈত্তির, যাজুষোদন, তিত্তির, কপিঞ্জল, লঘুমাংস, খরকোণ, চিত্রপক্ষ, তিত্তির, বসন্তগোর। ইহার মাংসগুণ রুচ্য, লঘু, বীর্য্যবলপ্রদ, কষায়, মধুর, শীত, ত্রিদোষশমন। (রাজনি°) তিত্তিরি দুই প্রকার—কৃষ্ণ ও গৌর। কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি এবং চিত্র-বিচিত্র তিত্তিরিকে গৌরতিত্তিরি বলা যায়। তিত্তির বলকারক, ধারক এবং হিক্কা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক। গৌরতিত্তির উহা অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র°) ২ শ্রুতিবিশেষের শাখা, তৈত্তিরীয়শাখা। ৩ নাগবিশেষ।

"কুমুদঃ কুমুদাখ্যশ্চ তিত্তিরির্হালিকস্তথা।" (ভার° ১।৩৫।১৫)

৪ মুনিগণভেদ। এই মুনিগণ তিত্তিরি রূপধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত যজুঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগবতে ইঁহাদের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে, যজুর্ব্বেদসংহিতাধ্যেতা বৈশম্পায়নের শিষ্যগণের নাম অধ্বর্য্য আর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয়সাধন স্বীয় গুরুর অনুষ্ঠেয় ব্রত আচরণ করাতে তাহাদিগের অপর এক নাম হয় চরক। ঐ ব্রতাচরণকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামক তাহার অন্য এক শিষ্য কহিলেন, ভগবন্ এই অল্পসার শিষ্যগণের আচরিত ব্রত দ্বারা আপনার কি হইবে? আমি ইহা হইতে সুদুশ্চর ব্রতাচরণ করিয়া আপনার পাপক্ষয় করিব। ইহা শুনিয়া তাহার গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য তুমি আমার শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর। অতএব তুমি আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, শীঘ্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে দূর হও।' তখন দেবরাতপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য অধীত যজুঃ বমন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ সেই উদ্গীর্ণ যজুর্গণকে দেখিতে পাইলেন এবং ঋষিগণ তদ্বিষয়ে লোলুপ হইয়া তিত্তিরিরূপ ধারণ করিয়া সেই যজুর্গণকে উদরস্থ করিলেন। তদবধি সেই রমণীয় যজুঃশাখার নাম তৈত্তিরীয় হইল। (ভাগ° ১২।৬।৫৪-৫৮)

তিত্তিরিক (পুং) তিত্তিরি-স্বার্থে কন্। [তিত্তিরি দেখ।]

তিত্তিরীক (ক্লী) তিত্তিরেঃ পক্ষদাহেন জাতং তিত্তিরি-বাহুলকাৎ ইক। তিত্তিরিপক্ষীর পক্ষ দগ্ধদ্বারা জাত অঞ্জনবিশেষ।

"অঞ্জনং তিত্তিরীকঞ্চ নলদং পত্রমুৎপলং।" (সুশ্রু)

কেহ কেহ তিন্তিড়ীক এইরূপ পাঠান্তর স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে দগ্ধতিন্তিড়ীক জাত অঞ্জনবিশেষ।

তিথ (পুং) তেজয়তি তিজ-থক্ (তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উণ্ ২।১২) ১ অগ্নি। ২ কাম। ৩ কাল। ৪ প্রাবৃট্‌কাল।

তিথি (পুং স্ত্রী) অততীতি অত-সাতত্যগমনে অত-ইথিন্। ১ পঞ্চদশ চন্দ্রকলা ক্রিয়ারূপ প্রতিপদাদি। ২ অমাবস্যা হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ও পৌর্ণমাসী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত শশিকলার নাম তিথি *। যে কালবিশেষ ক্ষীয়মান বা বর্দ্ধমান চন্দ্রকলাকে বিস্তার করে, সেই কালবিশেষের নামই তিথি। আধারস্বরূপা যে মহামায়া যিনি দেহীদিগের দেহধারিণী হইয়া সংস্থিতা আছেন এবং যিনি চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শভাগ পরিমিত চন্দ্রের দেহধারিণী অমানাম্নী ও মহাকলা নামে বিখ্যাতা, নিত্যা ও ক্ষয়োদয়রহিতা তাহার নামও তিথি। এইরূপ তিথি দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্লা ও কৃষ্ণা। অমাবস্যার পর প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবসে এক এক পক্ষ হয়। এই প্রকার ভেদে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন (বৃদ্ধিকরঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চন্দ্র ক্ষয়াত্মকঃ) যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রবৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্ল ও যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রের হ্রাস হয় তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। চান্দ্রমাসে প্রথমে শুক্ল পরে কৃষ্ণ ব্যবহৃত হয়। সকল তিথিই প্রায় ৬০ দণ্ড পরিমাণ। সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া চন্দ্র যে ত্রিংশদ্ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করেন তাহাই এক এক তিথি; রাশির পরিমাণ ১২০ দণ্ড, সুতরাং তাহার ৩০ ভাগের ১২ ভাগে ৬০ দণ্ড হইল, এই ৬০ দণ্ডই এক এক তিথির পরিমাণ।

যাহার নাম অমা এবং যিনি ক্ষয়োদয়বর্জ্জিতা, ধ্রুবা, ষোড়শীকলা, এই কালই তিথিসামান্য।

* "অথ তিথয়ো নির্ণীয়ন্তে। তনোতি বিস্তারয়তি বর্দ্ধমানাং ক্ষীয়মাণাং বা চন্দ্রকলামেকাং যঃ কালবিশেষঃ সা তিথিঃ। যদ্বা যথোক্ত কলয়া তন্যতে ইতি তিথিঃ। যদুক্তং সিদ্ধান্তশিরমণৌ

অমাষোড়শভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা।
সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী।
অমাদি পৌর্ণমাস্যন্তা যাএব শশিনঃ কলা।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে।

অয়মর্থ বা মহামায়া আধাররূপা দেহিনাং দেহধারিণী সংস্থিতা যা সা চন্দ্রমণ্ডলস্য ষোড়শভাগেন পরিমিতা চন্দ্রদেহধারিণী অমানাম্নী মহাকলেতি প্রোক্তা ক্ষয়োদয়রহিতা নিত্যা তিথিসংজ্ঞিকৈব।" (তিথিতত্ত্ব)

বৃদ্ধক্ষয়যুক্ত পঞ্চদশকলারূপ যে কালবিভাগ তাহাই পঞ্চদশতিথি। এই পঞ্চদশকলা বহ্নি প্রভৃতি পঞ্চদশদেবতা ক্রমে ক্রমে পান করেন। যথা—বহ্নি প্রথম কলা পান করেন, এইজন্ত তাহার নাম প্রথমা এবং তদ্যুক্ত কাল বিশেষের নামই প্রতিপদ্।

এই প্রকার দ্বিতীয়াদি বিষয়ে জানিতে হইবে। এইরূপে কলাসকল যখন পীত হয়, তখনই কৃষ্ণপক্ষ। এইরূপে প্রথমাকলা, দ্বিতীয়া কলা এবং তদ্যুক্ত কালই প্রতিপদ্, দ্বিতীয়া ইত্যাদি। এইরূপে যখন কলা সকল চন্দ্রমণ্ডলকে পূরণ করে, সেই সময়ের নাম শুক্লপক্ষ।

চন্দ্রের প্রথম কলা অগ্নি, দ্বিতীয় কলা রবি, তৃতীয় বিশ্বদেব, চতুর্থ সলিলাধিপ, পঞ্চম বষট্কার, ষষ্ঠী বাসব, সপ্তম ঋষিসকল, অষ্টম অজএকপাদ্, নবম যম, দশম বায়ু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিতৃসকল, ত্রয়োদশ কুবের, চতুর্দ্দশ পশুপতি ও পঞ্চদশ প্রজাপতি পান করিয়া থাকেন। সমস্ত কলা পীত হইলে চন্দ্রমণ্ডল আর দেখা যায় না। যে ষোড়শ কলা সর্ব্বদা জল মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অমাতে সোম ওষধিকে প্রাপ্ত হন, ওষধিগত ও অম্বুগত হইলে গোসকল তাহা পান করে, সেই গোসম্ভূত ক্ষীরসমূহ অমৃতস্বরূপ, দ্বিজাতি কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া সজ্জীয় অগ্নিতে হুত হয়, তাহাতে শশী পুনর্ব্বার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণতা লাভ করে।

সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে, চন্দ্র সূর্য্য হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে।*

অমাবস্তার দিন শীঘ্রগামী চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলের অধঃপ্রদেশে ও মন্দগামী সূর্য্য চন্দ্রমণ্ডলের উর্দ্ধপ্রদেশে অবস্থিত থাকে, এখন দেখা যাউক, সূর্য্যের সমুদয় কিরণ চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হয়, নিম্ন বা পার্শ্ব কোন দিক্ হইতে সূর্য্যকিরণ বহির্গত হইতে পারে না। চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হইয়া সেইরূপ ভাবেই অবস্থিত থাকে, এইরূপ চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিবিশেষ হেতু এবং সূর্য্যরশ্মিসকল সম্পূর্ণ অভিভূত হয় বলিয়া চন্দ্রমণ্ডল ঈষন্মাত্রও দেখা যায় না। পরে চন্দ্র শীঘ্রগতিদ্বারা সূর্য্য হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে অর্থাৎ ত্রিংশৎ অংশযুক্ত রাশিতে দ্বাদশ অংশদ্বারা সূর্য্য উল্লঙ্ঘন করিয়া গমন করে। অতএব এই সময় চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগে প্রথমভাগ দর্শনযোগ্য হয়, সূর্য্যের কিরণ সেই প্রথমভাগ দিয়া বহির্গত হয়, এইজন্যই সকলে চন্দ্রের ঐ প্রথম কলা দেখিতে পায় এবং ঐ কলাকেই প্রথমাকলা বলিয়া থাকে, ঐ কলানিষ্পত্তিপরিমিত কালই প্রতিপদ্ তিথি। দ্বিতীয়া প্রভৃতিতে এইরূপ জানিতে হইবে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিদ্বারা যে সময়ে কালের পরিচ্ছেদ হয়, সেই চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিবিশেষ আশ্রয় করিয়া তিথির স্বরূপ নির্ণয় করিবে। সমগ্র নক্ষত্রে দ্বাদশটী রাশি ভোগ করে; ৩০ অংশ রাশির ভাগ হয়। চন্দ্র আদিত্য হইতে বহির্গত হইয়া ত্রিংশৎ ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করে, সেই সময় চন্দ্রমাতিথি অর্থাৎ শুক্লপক্ষ হয়*। চন্দ্র নিত্য রাশিচক্রের মধ্যে ১৩ অংশ ১০ কলা ৩৪ বিকলা ৫২ অনুকলা করিয়া পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে। সূর্য্য প্রত্যহ পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে ৫৯ কলা ৮ বিকলা গমন করে। এজন্য চন্দ্র সূর্য্য হইতে দিন দিন ১২ অংশ ১১ কলা ৪৭ বিকলা গমন করিলে এক এক তিথি হয়। ইহা মধ্যগতি দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্যের শীঘ্রগতি ও মন্দগতি অনুসারে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। স্ফুটগণনা দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে চন্দ্র সূর্য্য হইতে দ্বাদশ অংশ গমন করিলে এক এক তিথি হয়। এইরূপে ৩৬০ অংশ গমনদ্বারা প্রতিপদ্ প্রভৃতি ত্রিশটী তিথি হইয়া থাকে। যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাকে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ বলে। শুক্লাষ্টমীর দিন চন্দ্র সূর্য্য হইতে ৯০ অংশ পূর্ব্বাংশে অবস্থিতি করে, এজন্য ঐ দিন অর্দ্ধচন্দ্র দেখা যায়।

চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, সূর্য্য-রশ্মিদ্বারা চন্দ্রের প্রকাশ হয়, এজন্য চন্দ্রমণ্ডলের একদিক্ ক্রমাগত ১৫ দিন দীপ্তিমান্ ও অপরদিকে নিয়ত তিমিরাবৃত থাকে।

---

* "অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্রমানমংশৈস্তু জ্ঞেয়া দ্বাদশভিস্তিথিঃ। অয়মর্থঃ।

সূর্য্যমণ্ডলস্য অধঃপ্রদেশবর্ত্তী শীঘ্রগামীচন্দ্রঃ উর্দ্ধপ্রদেশবর্ত্তী মন্দগামী-সূর্য্যঃ তথা সতি তয়োর্গতিবিশেষবশাৎ দর্শে চন্দ্রমণ্ডলং অন্যূনমতিরিক্তং সূর্য্যমণ্ডলস্যাধোভাগে ব্যবস্থিতং ভবতি তদা সূর্য্যরশ্মিভিঃ সাকল্যেনাভিভূতত্বাৎ চন্দ্রমণ্ডলমীষদপি ন দৃশ্যতে। উপরিতনে শীঘ্রগত্যা সূর্য্যাদ্বিনিঃসৃতঃ শশী প্রাচীং যাতি। ত্রিংশদংশোপেতরাশৌ দ্বাদশভিরংশৈ সূর্য্যমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি। তথা চন্দ্রস্য পঞ্চদশসু ভাগেষু দর্শনযোগ্যঃ ভবতি। সোঽয়ং ভাগঃ প্রথমঃ কলা ইত্যভিধীয়তে। তৎকলানিষ্পত্তিপরিমিতকালঃ প্রতিপত্তিথির্ভবতি এবং দ্বিতীয়াদিষ্বপত্তব্যঃ।" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

* "চন্দ্রার্কগত্যা কালস্য পরিচ্ছেদো যথা ভবেৎ।
তথা তয়োঃ প্রবক্ষ্যামি গতিমাশ্রিত্য নির্ণয়ম্।
ভগণেন সমগ্রেণ জ্ঞেয়া দ্বাদশরাশয়ঃ।
ত্রিংশাংশশ্চ তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে।
আদিত্যাদ্বিপ্রকৃষ্টস্তু ভাগদ্বাদশকং যদা।
চন্দ্রমাঃ স্যাত্তদা রাম তিথিরিত্যভিধীয়তে।" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

"তরণিকিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ডো
দিনকরদিশিচন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালাকুন্তলশ্যামলশ্রীঃ
ঘটইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ ॥" (জ্যোতিষ)

চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিতি করে, সেই সেই অংশ সূর্য্যের কিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহা ভিন্ন চন্দ্রের অপর অংশ বালাস্ত্রীর কেশের ন্যায় শ্যামবর্ণ থাকে। যেরূপ রৌদ্রস্থিত ঘট দ্বারা এক পার্শ্ব তাহার নিজচ্ছায়ায় অপ্রকাশ থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ। আমরা চন্দ্রমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ দেখিতে পাই, সেই অর্দ্ধাংশ যখন সূর্য্যকিরণদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত থাকে, তৎকালে তাহাকে পূর্ণচন্দ্র বলে এবং সেই দিন পূর্ণিমা তিথি হয়। সেই উজ্জ্বল অংশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, কাজেকাজেই তিথিও প্রতিপদাদি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হয়। অমাবস্যার পর শুক্ল দ্বিতীয়াতে চন্দ্র পশ্চিমদিকে উদয় হয় এবং ঐ তিথি হইতে চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিমাংশ সূর্য্য কিরণদ্বারা ক্রমশঃ এক এক কলা প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে পূর্ণিমার দিবসে পূর্ণচন্দ্র হইয়া প্রকাশ পায়। আর যখন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়, তখন প্রতিদিন চন্দ্রমণ্ডলের দৃশ্য অংশ হইতে এক এক কলা হ্রাস হইয়া অমাবস্যার দিন সম্পূর্ণরূপ অদর্শন হয়।

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্রমে সূর্য্য হইতে দূরগামী হয়, এবং তদনুসারে চন্দ্রমণ্ডলের প্রদীপ্ত অংশ পৃথিবীর সম্মুখবর্ত্তী থাকিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র নিজ বৃত্ত বা পথ ১৮০ অংশ ভ্রমণ করে, এই কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য হইতে (পৃথিবী সম্বন্ধে) পশ্চিমদিকে অবস্থিতি করে। আর কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত হয়। সুতরাং চন্দ্র যতই সূর্য্যের নিকটগামী হয়, ততই উহার এক এক কলা পৃথিবীস্থ লোকের দৃষ্টিতে অপ্রকাশ হইতে থাকে। অবশেষে অমাবস্যার দিবস ইহার সমস্ত প্রদীপ্ত অংশ পৃথিবীর বিপরীতদিকে হয় এবং তিমিরাবৃত অংশটী পৃথিবীর সম্মুখস্থ হইয়া থাকে।

তিথির ব্যবস্থা —প্রতিপদ্। যে প্রতিপদ্ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হয়, সেই প্রতিপদ্ই গ্রাহ্য, ইহাতে যুগ্মাদরতা অর্থাৎ দুই তিথির পূজাও নাই। কেবল ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যে তিথি তাহাই পূজ্য। ইহা সর্ব্বত্রই হইবে, কেবল হরিবাসরে তাহার প্রকারভেদ আছে। কৃষ্ণ প্রতিপদ্ দ্বিতীয়াযুক্ত ও শুক্লা প্রতিপদ্ অমাবস্যাযুক্ত হইলে আদরণীয়। কিন্তু উপবাসস্থলে এরূপ ব্যবস্থা নহে অর্থাৎ প্রতিপদ্দিনে উপবাস করিলে কৃষ্ণাদ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদে উপবাস করিবে।

কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্দিনে বলিরাজার পূজা করিতে হয়। উক্ত দিনে যে বলিরাজার পূজা করে, তাহার অশেষবিধ সুখ হয় এবং এই পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, এই প্রতিপদের নাম দ্যূতপ্রতিপদ্।

কার্ত্তিকের প্রথম দিনে অর্থাৎ শুক্ল প্রতিপদ্দিবসে হরগৌরী দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত দ্যূতপ্রতিপদ্ কহে। সে ক্রীড়াতে শঙ্কর পরাজয় ও শঙ্করী জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শিব দুঃখী ও দুর্গা সুখী হইয়াছিলেন। অধুনা মনুষ্য সকল উক্তদিবসে দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে। তাহাতে রাজার জয় ও পরাজয় হয়, সম্বৎসর তাহার সুখ ও দুঃখ হয়। বৎসরের ফলাফল জানিবার জন্য উক্ত দিনে দ্যূতক্রীড়া বিধেয়।* ঐ তিথিতে যদি গঙ্গাস্নান ও দান করে, তবে শতগুণ পুণ্য হয়।
"স্নানং দানং শতগুণং কার্ত্তিকেহস্যাং তিথৌ ভবেৎ" (তিথিত°)

যদি অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত হয় এবং তাহাতে যদি গঙ্গাস্নান করে, তাহা হইলে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফলপ্রাপ্ত হয়। এই তিথিতে কুষ্মাণ্ডভক্ষণ, তৈলমর্দ্দন ও ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নাই।

দ্বিতীয়া। যে দ্বিতীয়া প্রতিপদ্যুক্ত সেই দ্বিতীয়া গ্রাহ্য, শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষেই এই নিয়ম। কিন্তু কেহ কেহ পরযুক্তই গ্রাহ্য এইরূপ বলিয়া থাকেন।

উপবাস তিথিতে যে সকল তিথি আছে, তাহার পরযুক্ত ও পূর্ব্বযুক্ত দুইপ্রকার প্রভেদ আছে। তাহা এই—দ্বিতীয়া, একাদশী, অষ্টমী, ত্রয়োদশী ও অমাবস্যা ইহার উপবাসবিধিতে পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণাতিথিস্থলে ঐ নিয়ম খাটিবে, শুক্লাতে নহে।

শুক্লপক্ষীয় একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, চতুর্দ্দশী, ত্রয়োদশী ও অমাবস্যা ইহার উপবাস শেষ ধরিয়া করিবে।
"একাদশ্যষ্টমী ষষ্ঠী দ্বিতীয়া চ চতুর্দ্দশী।
"ত্রয়োদশ্যাপ্যমাবস্যা উপোষ্যাঃ স্যুঃ পরান্বিতা ॥" (বিষ্ণুরহস্য)

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রসংযুক্ত দ্বিতীয়াতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে, এইজন্য সেই দিনে যাত্রামহোৎসব ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। যদি নক্ষত্রসংযুক্ত

---

* "শঙ্করশ্চ পুরা দ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরং।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেহহনি ভূপতে।
জিতশ্চ শঙ্করস্তত্র জয়ং লেভে চ পার্ব্বতী।
অতোহর্থাচ্ছঙ্করো দুঃখী গৌরী নিত্যং সুখোষিতা।
তস্মাৎ দ্যূতং প্রকর্ত্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ।
তস্মিন্ দ্যূতে জয়ো যস্য তস্য সংবৎসরঃ শুভঃ।
পরাজয়ো বিরুদ্ধস্তু লব্ধনাশকরো ভবেৎ।" (স্মার্ত্তধৃত ব্রহ্মপু°)

না হয়, তথ্যাপি তিথির মাহাত্ম্য জন্ম উক্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য। তাহাতে ভগবানের অত্যন্ত প্রীতি হয়।

যমদ্বিতীয়া। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়াকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কহে। ঐ দিবসে ভগিনীগণ ভ্রাতৃপূজা করিবে।

এই যমদ্বিতীয়াতে যম ও যমুনার পূজা করিতে হয়। যত্নপূর্ব্বক ঐদিন ভগিনীর হস্তে ভোজন করিবে, ভগিনীর দান প্রতিগ্রহ করিবে এবং ভগিনীকে দান করিবে।

অপরপক্ষের পর শুক্লদ্বিতীয়া, কোজাগরের পর কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, চৈত্র পৌর্ণমাসীর পর ও কার্ত্তিকের পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, ইহার তৃতীয়ার সহিত যুগ্মাদর। সুতরাং ঐ দিবসে অনধ্যায়।

যমদ্বিতীয়াতে যাত্রা করিতে নাই, যাত্রা করিলে মৃত্যু হয়। এই তিথিতে বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ।

তৃতীয়া। রম্ভাব্রত ব্যতীত দৈব ও পৈত্রকর্ম্মে চতুর্থীযুক্ত তৃতীয়া গ্রাহ্য। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে রম্ভাব্রত হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় কৃত্তিকা ও রোহিণীযুক্ত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

ঐ দিনে স্নান ও দানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়, এইজন্য ইহার নাম অক্ষয়া; ঐ দিনে জলদান করিলে মহাপুণ্য এবং ঐ দিনে বিষ্ণুকে চন্দনাক্ত দেখিলে বিষ্ণুলোকে বাস হয়।

এই তিথি সত্যযুগের প্রথম। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় ভগবান্ যব সৃষ্টি করিয়া সত্যযুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইজন্য ঐ যবদ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা, যবহোম ও যবান্ন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। আর ঐ তিথিতে গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এইজন্য শঙ্কর, গঙ্গা, হিমালয়, কৈলাস ও সগর নৃপতির পূজা করিবে। ঐ দিন যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গঙ্গাস্নান ও তপহোমাদি করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়। এই তৃতীয়াতে যুগ্মাদর নাই। তৃতীয়া তিথিতে মাংস ও পটোলভক্ষণ নিষেধ।

চতুর্থী। চতুর্থী ও পঞ্চমী সংযুক্তই গ্রাহ্য হইলে, একাদশী অষ্টমী, ষষ্ঠী, অমাবস্যা ও চতুর্থী ইহাতে শেষ ধরিয়া উপবাস করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণান্তর্গত গণেশব্রততে তৃতীয়াযুক্তা চতুর্থী গ্রাহ্য।

"চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা তৃতীয়া চ চতুর্থিকা।
তৃতীয়ায়া যুতানৈব পঞ্চম্যা কারয়েৎ কচিৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী হইলে অক্ষয়া হয় অর্থাৎ ইহাতে স্নানদানাদি করিলে অক্ষয়তিথির ফল হয়। ত্রয়োদশী, চতুর্থী, সপ্তমী ও দ্বাদশী এই কয় তিথিতে প্রদোষে অধ্যয়ন করিবে না। হেমাদ্রির মতে প্রদোষ শব্দার্থ প্রথম প্রহর। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষেরই চতুর্থীর নাম নষ্টচন্দ্র। এই চন্দ্র কখনই দর্শন করিবে না। দৈবাৎ দর্শনে শান্তি করিতে হয়। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে গৌরীপূজা করিতে হয়। এই তিথিতে মূলা ভক্ষণ ও ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ।

পঞ্চমী। যে পঞ্চমী চতুর্থী এবং চতুর্থীর চন্দ্রযুক্তা, সেই পঞ্চমী গ্রাহ্য। পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে।

"চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা পঞ্চমী পরয়া নতু" (হারীত)

পঞ্চমীর সকল কার্য্য চতুর্থী সংযুক্ত হইলে করিবে, পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী পূর্ব্ববিদ্ধ গ্রাহ্য হইলে, শুক্লপক্ষে পরবিদ্ধ গ্রহণীয়, যদি পঞ্চমী পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বাহ্নে চতুর্থীযুক্ত হয়, আর পরদিন পূর্ব্বাহ্নে ষষ্ঠীযুক্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে উপবাসাদি দৈবকার্য্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাহ্নে চতুর্থীযুতা পঞ্চমী যদি না হয়, আর পরদিনে পূর্ব্বাহ্নে মুহূর্ত্তের অন্যূন যদি পঞ্চমী লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নের অনুরোধে পরদিনে পূজা হইবে। আর ঐ দিনে পূজার প্রাধান্য হেতু পূজার দিনই উপবাস করিবে।

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে। ঐ দিনে প্রাঙ্গণে মনসাবৃক্ষে মনসাদেবীর পূজা ও অষ্টনাগের পূজা করিতে হয়। এইরূপ প্রতি পঞ্চমী অর্থাৎ ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণপঞ্চমী পর্য্যন্ত পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সর্পভয় নিবারিত হয়।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে, ঐ দিনে গৌরীপূজা করিতে হয়, আর পঞ্চমীতে লক্ষ্মীসরস্বতীর একত্র পূজা করিয়া মস্যাধার ও লেখনীপূজা করিবে। এই শ্রীপঞ্চমীতে অধ্যয়ন বা লিখিতে নাই এবং এই দিনে সরস্বতীর উৎসব করিতে হয়। এই তিথিতে বিল্বভক্ষণ করিতে নাই।

ষষ্ঠী। সপ্তমীযুক্ত ষষ্ঠীই গ্রহণ করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে অরণ্যষষ্ঠী বলে। এই নিমিত্ত উক্ত ষষ্ঠীতে স্ত্রীলোকেরা এক এক পাখা হস্তে করিয়া অরণ্যে ষষ্ঠীপূজা করিবে। ইহাকে জামাইষষ্ঠীও কহে।

ভাদ্রমাসের শুক্লাষষ্ঠীকে অক্ষয়াষষ্ঠী কহে। এই দিন স্নানাদি করিলে অক্ষয় ফল হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে গুহষষ্ঠী কহে, তাহাতে শিবার শান্তি করিতে হয়।

চৈত্র মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে স্কন্দষষ্ঠী বলে, এই ষষ্ঠীতে কার্ত্তিকেয় পূজা করিলে ইহকালে সুখ, সৌভাগ্য ও পরকালে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়।

আশ্বিন মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে বোধনষষ্ঠী কহে।

কৃষ্ণাষ্টমী অর্থাৎ জন্মাষ্টমী, স্কন্দষষ্ঠী ও শিবরাত্রি ইহাদের শেষ ধরিয়া কার্য্য করিবে। তিথি-অন্তে পারণ করিবে।

সপ্তমী। ষষ্ঠীযুক্তা সপ্তমী যুগ্মাদরহেতু গ্রহণীয়। পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপৎ ও নবমী এই কয় তিথি উপবাস-বিধিতে সামুখী অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী, পরযুক্ত গ্রাহ্য। কেবল হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে শেষ ধরাই কর্ত্তব্য। উপবাস-বিধিতে ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমীতেই উপবাস করিবে, অষ্টমীযুক্ত হইলে নয়। যদি শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতে রবিবার হয়, তবে তাহার নাম বিজয়াসপ্তমী, তাহাতে স্নানদান ও সূর্য্যপূজা করিলে ফল হয়।

ভাদ্রমাসের শুক্লাসপ্তমীকে ললিতাসপ্তমী কহে। ইহাতে কুকুটীব্রত করিতে হয়। যাহারা এই ব্রত করে, তাহার পরজন্মে পৃথিবীতে কিছু দুষ্প্রাপ্য থাকে না।

মাঘ মাসের শুক্লা-সপ্তমীকে মাকরী সপ্তমী কহে এবং তাহাকে যুগাদ্যাও বলে, ঐ দিবসে অরুণোদয়ে যদি গঙ্গাস্নান করে, তবে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল হয়। মাকরী সপ্তমী তিথিতে সপ্তবদরীপত্র ও সপ্তঅর্কপত্র মস্তকে ধারণ করিয়া স্নান করিবে। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণীনক্ষত্রযুক্ত দিবসে অক্ষয়াতৃতীয়া এবং রথাখ্যসপ্তমী অর্থাৎ মাঘ মাসের সপ্তমী এই কয় তিথিতে অধ্যয়ন করিতে নাই।

মন্বন্তরা তিথি। আশ্বিনের শুক্লানবমী, কার্ত্তিকের দ্বাদশী, চৈত্রের ও ভাদ্রের শুক্লাতৃতীয়া, পৌষের একাদশী, ফাল্গুনের অমাবস্যা, আষাঢ়ের শুক্লাদশমী, মাঘের শুক্লাসপ্তমী, শ্রাবণ মাসের রাধাষ্টমী, আষাঢ়ের পূর্ণিমা এবং কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাকে মন্বন্তরা বলা যায়, ঐ সকল তিথিতে দানাদি করিলে মহাফল হয়।

অষ্টমী। শুক্লপক্ষের অষ্টমী শুক্লানবমীযুক্ত, এবং কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কৃষ্ণাসপ্তমীযুক্ত হইলেই গ্রাহ্য। কৃষ্ণপক্ষের, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী উপবাস-বিধিতে পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ পূর্ব্ব তিথিযুক্তই গ্রাহ্য। কিন্তু শুক্লপক্ষে পরযুক্তই গ্রাহ্য।

শনিবারে ও মঙ্গলবারে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী হইলে অতিশয় পুণ্যজনক তিথি হয়। বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী, ইহাতে যে লোক ধর্ম্ম বা পাপ করে, তাহা ৬০ হাজার বৎসর অক্ষয় হয়।

জন্মাষ্টমী। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে সাবর্ণি মন্বন্তরীয় প্রথম যুগে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রাবণেই হউক বা ভাদ্রেই হউক, রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণা অষ্টমীকে জয়ন্তী বলে, জয়ন্তী অষ্টমীরই অপর নাম জন্মাষ্টমী। বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিলে এইস্থলে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, একবার শ্রাবণমাসে ও একবার ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী কথিত হইতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রাবণের মুখ্যচন্দ্রে ও ভাদ্রের গৌণচন্দ্রে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী। এই নিমিত্ত শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুইপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রতে ভাদ্র মাসের উল্লেখ করিতে হইবে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত এবং ঐ দিনেই উপবাস করিবে। [জন্মাষ্টমী দেখ।]

উভয় দিনে নিশীথসম্বন্ধ হইলে কিম্বা না হইলে পরদিনে ইংরাজিমতে অমাবস্যাদি তিথি-গণনার নিয়ম নিম্নে দেখান হইতেছে।

তিথির তালিকা।

সন	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর
১৮৭১	৯	১১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৭	১৭	১৯	১৯
১৮৭২	২০	২২	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৮	২৮	০	০
১৮৭৩	১	৩	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	৯	১১	১১
১৮৭৪	১২	১৪	১৩	১৪	১৬	১৬	১৭	১৮	২০	২০	২২	২২
১৮৭৫	২৩	২৫	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	১	১	৩	৩
১৮৭৬	৪	৬	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১২	১২	১৪	১৪
১৮৭৭	১৫	১৭	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২৩	২৩	২৫	২৫
১৮৭৮	২৬	২৮	২৭	২৮	২৯	০	১	২	৪	৪	৬	৬
১৮৭৯	৭	৯	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫	১৫	১৭	১৭
১৮৮০	১৮	২০	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৬	২৬	২৮	২৮
১৮৮১	০	২	১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৮	১০	১০
১৮৮২	১১	১৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৯	১৯	২১	২১
১৮৮৩	২২	২৪	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	০	০	২	২
১৮৮৪	৩	৫	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১১	১১	১৩	১৩
১৮৮৫	১৪	১৬	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২২	২২	২৪	২৪
১৮৮৬	২৫	২৭	২৬	২৭	২৮	২৯	০	১	৩	৩	৫	৫
১৮৮৭	৬	৮	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৪	১৬	১৬
•১৮৮৮	১৭	১৯	১৮	১৯	০	২১	২২	২৩	২৫	২৫	২৭	২৭
১৮৮৯	২৮	০	২৯	০	১	২	৩	৪	৬	৬	৮	৮

প্রথমবিধি। যে সনের যে মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে, সেই অঙ্ক যে মাসের তিথির আবশ্যক হইবে, সেই মাসের তারিখ ঐ অঙ্কের সহিত একুন করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই তিথির সংখ্যা।

প্রমাণ। তালিকার ১৮৭১ সনের জুনমাসের স্তম্ভের ১৩ অঙ্ক, ঐ মাসের দুই তারিখ দিয়া একুন করিলে ১৫ হয়, ২২ তারিখে পূর্ণিমা। যদি ৩০ হয়, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

অমাবস্যার দিন-নিরূপণের বিধি। উপরের অঙ্কক্রমাণিকায় সনের পূর্ব্বভাগে যে অঙ্ক আছে, তাহা ৩০ হইতে বাদ দিলে যাহা বাকী থাকিবে, সেই সংখ্যক দিন অমাবস্যা। যথা—

১৮৭১ সনের জুন মাসের স্তম্ভের ১৩ অঙ্কের উপরে ৩০ রাখিয়া বাদ দিলে ১৭ বাকী থাকে। সুতরাং জুন মাসের ১৭ দিনে অমাবস্যা।

তিথিদিগের অধিপতি। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথির অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, ষষ্ঠীর কার্ত্তিক, সপ্তমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর দুর্গা, দশমীর যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুর্দ্দশীর হর, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার অধিপতি চন্দ্র।

মাসদগ্ধা তিথি। বৈশাখমাসের শুক্লাষষ্ঠী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লাদশমী, কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী, পৌষের শুক্লাদ্বিতীয়া ও ফাল্গুনের শুক্লাচতুর্থী মাসদগ্ধা হয়। শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদশমী, মাঘের কৃষ্ণাদ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থীতে মাসদগ্ধা হয়।

এই মাসদগ্ধাতে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, অথবা যাত্রা করে, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও তথাপি তাহার মরণ হয় এবং বিবাহে বিধবা, কৃষিকর্ম্মে ফলের অভাব, বিদ্যারম্ভে মূর্খ স্ত্রীসঙ্গমে গর্ভপাত ও বাণিজ্যে মূলধনের নাশ হয়। এইজন্য পণ্ডিতেরা দগ্ধা তিথিতে কোন শুভকর্ম্ম করেন না।

প্রতিপদ্ হইতে অষ্টমীর ব্যবস্থা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

জন্মাষ্টমীর পারণবিধি—রোহিণীযুক্তা অষ্টমী থাকিলে পারণ করিবে না। করিলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম এবং উপবাসজনিত ফল নষ্ট হয়। জন্মাষ্টমীর পারণপক্ষে এই নিয়ম, অন্য অন্য ব্রতের পক্ষেও এইরূপ বিধি। যে তিথি ও নক্ষত্রের যোগে উপবাসাদি করিবে, তাহার একের ক্ষয় ব্যতীত পারণ করা কর্ত্তব্য নহে। জন্মাষ্টমীতে রোহিণীযুক্ত হইলে উপবাসাদি হইবে এবং পূর্ব্বদিনে ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা অষ্টমী আছে, কিন্তু রোহিণীযোগ নাই। পরদিনে যদি রোহিণীযুক্ত হয়, তবে পরদিনে উপবাসাদি করিবে।

যদি জয়ন্তীযোগে পূর্ব্বদিন উপবাস হয়, পরদিন রাত্রি সান্ধপ্রহর যামার্দ্ধে তিথি নক্ষত্র উভয়ের কি একের বিমুক্ত হয়, তবে ঐ দিনে প্রাতে পারণ করিবে। উপবাস-পরদিনে তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিতে হইবে। আর যখন মহানিশার পূর্ব্বে একের অবসান হয়, অন্যের মহানিশাতে স্থিতি থাকে, তখন একের অবসানে পারণ করিবে। মহানিশায় যদি উভয়ের স্থিতি থাকে, তবে সেই দিনে প্রাতঃকালে পারণ করিবে। কোন পণ্ডিত দ্বাদশমাসেই রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে জয়ন্তী অষ্টমী কহেন, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ রবেঃ চন্দ্রসম্পাত অবস্থানে অমাবস্যা হয়, জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই নিয়ম আছে, এখানে সূর্য্য দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে গমন করেন, ইহা স্বীকার্য্য। যদি তাহাই হইল, তবে ভাদ্রমাসে যে রাশিতে ভোগ করেন, অন্য মাসে সে রাশিতে কি প্রকারে ভোগ সম্ভব হয়। অতএব দ্বাদশ মাসের রোহিণীযুক্ত অষ্টমী নিতান্ত অসম্ভব।

দূর্ব্বাষ্টমী—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীকে দূর্ব্বাষ্টমী কহে, এই অষ্টমী পূর্ব্বযুক্ত গ্রাহ্য।

মহাষ্টমী—আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীকে মহাষ্টমী কহে, ইহাতে দুর্গার পূজা ও উপবাস করিবে, পুত্রবান্ ব্যক্তির উপবাস নাই, স্ত্রীলোকের মধ্যে সকলেই করিতে পারে, পরে নবমীতে পারণ করিবে। সহস্রকোটি একাদশী করিলে যে ফল হয়, মহাষ্টমীর উপবাসে সেই ফল হয়। মহাষ্টমীর ব্রত নবমীযুক্ত হইলেই করিবে।

গোষ্ঠাষ্টমী—কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমীকে গোষ্ঠাষ্টমী কহে, সেই দিনে গোপূজা, গোগ্রাসদান ও গবানুগমন করিলে মহাপুণ্য হয়।

অষ্টকা—অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে অষ্টকা কহে। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাষ্টমীর নাম পূপাষ্টকা, এই অষ্টমীতে পিষ্টকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর নাম মাংসাষ্টকা, ইহাতে পিতৃদিগকে মাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মাঘ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীর নাম শাকাষ্টকা, ইহাতে শাকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

ভীষ্মাষ্টমী—মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীর নাম ভীষ্মাষ্টমী। এই দিনে চারি বর্ণেরই ভীষ্মকে তর্পণ করিতে হয়। [তর্পণ দেখ।]

অশোকাষ্টমী—চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীকে অশোকাষ্টমী কহে। ইহাতে ৮টী অশোককলিকা ভক্ষণ করিতে হয় ও স্নানদানাদি করিলে শোক পাইতে হয় না। লৌহিত্য জলে স্নানই বিধি।

অশোককলিকা-পানের মন্ত্র—

"ত্বামশোকহরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তা মামশোকং সদা কুরু॥"

[অশোকাষ্টমী দেখ।]

নবমী—অষ্টমীযুক্ত নবমী গ্রাহ্য, যেহেতু অষ্টমীর সহিত নবমীর যুগ্মাদর। ভাদ্র মাসের আর্দ্রাযুক্তা কৃষ্ণানবমীতে বোধন কল্পের আরম্ভ করিতে হয়। ঐ নবমীকে বোধননবমী কহে। সঙ্কল্পস্থলে আশ্বিন মাস উল্লেখ করিতে হইবে। যদি ঐ দিন আর্দ্রানক্ষত্র না পায়, তবে তিথিমাহাত্ম্য হেতু ঐ দিবসে করিতে হইবে।

কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষীয় নবমীতে ব্রহ্মা চণ্ডীপূজা করিয়াছিলেন ও সেই দিবস যুগের প্রধান, এইজন্য ঐদিনে চণ্ডীপূজা করিতে হয়।

মাঘমাসের শুক্লানবমীর নাম মহানন্দা, সেই দিনে স্নানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়।

শ্রীরামনবমী—চৈত্র মাসের পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত শুক্লানবমীতে ভগবান্ রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তিথির নাম রামনবমী। কোটিসূর্য্যগ্রহণকালের ন্যায় ঐ দিনে যাহা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়।

রামনবমী বৈষ্ণবের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি দশমীযুক্ত হইলে উপবাসাদি করিবে। উপবাসের পর দশমীতে পারণ করিবে, যদি পরদিনে দশমী না থাকে, সেই দিনে একাদশী হয়, তবে অষ্টমী বিদ্ধাতে সাধারণেই উপবাস করিবে।

দশমী—শুক্লপক্ষীয় দশমী একাদশীযুক্ত ও কৃষ্ণপক্ষের দশমী নবমীযুক্ত হইলে গ্রাহ্য, অর্থাৎ উপবাস ও দৈব-পৈত্রকর্ম্মে উক্ত প্রকার প্রসিদ্ধ।

দশহরা—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীকে দশহরা কহে, উক্ত দিনে গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ পাপক্ষয় হয়, এইজন্য ইহার নাম দশহরা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে যদি হস্তানক্ষত্র যোগ হয়, তাহা হইলে গঙ্গাস্নানমাত্র দশজন্মকৃত দশবিধ পাপ নষ্ট হয়।

বিজয়াদশমী—আশ্বিনের শুক্লাদশমীর নাম বিজয়াদশমী। সেই দশমী তিথি উদয়ে প্রশস্ত। এই দশমীতে দেবীর বিসর্জ্জন করিতে হয়। এই দশমী পরযুক্ত হইলে গ্রাহ্য নহে।

একাদশীর সহিত যুগ্মাদরহেতু পরযুত অর্থাৎ দ্বাদশীযুক্ত একাদশীই প্রশস্ত। উভয়পক্ষীয় একাদশীতেই গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক সকলেই উপবাস করিবে। কিন্তু পুত্রবান্ গৃহস্থ কৃষ্ণপক্ষে উপবাস করিবে না। শয়ন ও বোধন মধ্যে যে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী, তাহাতে পুত্রবান্ গৃহস্থব্যক্তিও উপবাস করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে না। আর পুত্রবতী সধবা কোন একাদশীই করিবে না। উপবাস করিলে স্বামীর আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামীর অনুমতি লইয়া উপবাস করিতে পারে। যে নারী বিধবা হয়, তাহার একাদশীব্রত উভয়পক্ষেই কর্ত্তব্য। যদি না করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পুণ্যাদির নাশ ও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতক হয়।

বৈষ্ণবদিগের পক্ষে শুক্ল ও কৃষ্ণ বলিয়া একাদশীর প্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি এইরূপ সমান জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি বৈষ্ণব। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবেরা ভক্তিযুক্ত হইয়া পক্ষে-পক্ষে একাদশীর উপবাস করিবে। ইহাদিগের মধ্যে গৃহস্থ পুত্রবান্ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। বিষ্ণুভক্তের পক্ষে একাদশী নিত্যব্রত। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে একাদশী তাহাদের নিত্য কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সকল পাতক আছে, তাহা একাদশীর দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া বাস করে। অতএব ঐ দিনে অন্নভক্ষণ করিলে সেই সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে। কিন্তু একাদশীর দিনে অন্নভক্ষণ করিতে নাই। আর ৮ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত একাদশীর উপবাস করা কর্ত্তব্য।

একাদশীর ব্যবস্থা—পূর্ণ একাদশী অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা একাদশীকে পরিত্যাগ করিবে। যদি দ্বিতীয় দিনে কিছুকাল একাদশী থাকে, তবে পূর্ণ একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিতে হইবে। আর যদি দ্বাদশীতে পারণযোগ্য কাল না পায় অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ৬০ দণ্ড একাদশী, পরদিনে ১ দণ্ড তৎপরে দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে দ্বাদশীর ক্ষয় হইয়া ত্রয়োদশী হইয়াছে, এমন স্থলে পূর্ণাকেই গ্রাহ্য করিবে। কারণ এরূপ স্থলে পারণযোগ্যকাল পাওয়া যায় না। আর যদি পূর্ব্বদিনে দশমীযুক্তা একাদশী আর পরদিনে দ্বাদশীযুক্তা একাদশী অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ১৫ দণ্ডের পর একাদশী হইয়াছে এবং পরদিনে যদি পারণযোগ্যকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকে বা না থাকে, তথাপি দশমীযুক্ত একাদশী পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দশমীবিদ্ধা একাদশী কখন করিবে না। যদি সূর্য্যোদয়ের পর অল্পকাল দশমী, পরে একাদশী ও তাহার ক্ষয় হইয়া দ্বাদশী হয়, তবে শুদ্ধ দ্বাদশীতেই উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। এইরূপ একাদশী করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়। কিন্তু এরূপ অতি দুর্লভ।

যদি একাদশী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা পরদিনে না থাকে, ও দ্বাদশী হয়, তবে দ্বাদশীর একপাদ পরিত্যাগ করিয়া পারণ করিবে। কারণ দ্বাদশীর প্রথম পাদ একাদশীর তুল্য। একাদশী ব্রত নিত্য, এই নিমিত্ত তাহাদের অশৌচাদির প্রতিবন্ধক হইলেও ব্রতভঙ্গ হয় না।

যদি একাদশীর দিনে স্ত্রীলোক রজস্বলাদি কারণে অশুদ্ধ থাকে, তবে স্বয়ং উপবাস করিয়া অন্য দ্বারা পূজাদি করাইবে। একাদশী করিতে না পারিলে তাহার অনুকল্প আছে, উপবাসা-সমর্থ ব্যক্তি যদি ফল-মূল বা জলাহার করে, বা একবার হবিষ্য বা বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন করে, তবে সে প্রত্যবায়ী হইবে না। আর উপবাস করিতে একেবারে অসমর্থ হইলে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে বা আপনি যাহা আহার করিবে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

এইস্থলে বিশেষ নিয়ম এই যে, বিষ্ণুশয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান একাদশীতে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম থাকিবে না।

ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে আমার শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতে যে ফল-মূল ও জলমাত্র ভক্ষণ করে, সে আমার হৃদয়ে শল্য নিক্ষেপ করে। এইজন্য এই সকল একাদশী সকলেরই কর্ত্তব্য। ভীমএকাদশী সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে।

একাদশীদিনে পতিতশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি করিতে হয়। [পতিতশ্রাদ্ধ দেখ।]

দ্বাদশী—যুগ্মত্ব-হেতু অর্থাৎ যুগ্মাদরপ্রযুক্ত দ্বাদশী প্রশস্তা।

বৈশাখ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে বৈষ্ণবীতিথি বা পিপীতকী দ্বাদশী কহে। অতএব ঐ দিনে পিপীতকীব্রত করিবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে বিশোকা দ্বাদশী কহে। ঐ দিনে বিষ্ণুপূজা করিতে হয়।

আষাঢ়ের শুক্লাদ্বাদশী রাত্রিতে বিষ্ণুর শয়ন, ভাদ্রের শুক্লাদ্বাদশীতে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশীতে উত্থান হয়। যদ্যপি অনুরাধানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উত্তম, নচেৎ তিথিমাহাত্ম্য হেতু রাত্রিযোগে বিষ্ণুর শয়ন করাইবে। শ্রবণানক্ষত্রে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও রেবতীনক্ষত্রে উত্থান করাইবে। বিষ্ণুর নিশিতে শয়ন-দিনে উত্থান ও সন্ধ্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করাইবে।

যদি ঐ সকল নক্ষত্র তিথিতে সম্যক্ যোগ না হয়, তবে পাদযোগ হইলেও ঐ সকল কর্ম্ম অর্থাৎ শয়নোত্থানাদি করাইবে। বিষ্ণু কোন সময়েই দিবাতে শয়ন ও রাত্রিতে উত্থান বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন না।

শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থানে যদি দ্বাদশীতে তত্তৎ নক্ষত্র-যোগ না হয়, তাহা হইলে একাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এই চারি তিথির মধ্যে যে তিথিতে নক্ষত্রের পাদযোগ হয়, সেই তিথিতেই শয়নাদিকৃত্য হইবে। কিন্তু একাদশ্যাদি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কোন তিথিতে নক্ষত্রযোগ না হয়, তবে দ্বাদশীতে সন্ধ্যাসময়ে উক্ত কার্য্যসকল হইবে। আর যদি দ্বাদশী দিনে রাত্রিতে রেবতীর অন্ত্যপাদ যোগ হয়, তবে দিবার তৃতীয় ভাগে উত্থান হইবে।

ভাদ্রের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে যদি শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হয়, তবে সেই তিথিকে শ্রবণাদ্বাদশী ও বিজয়াদ্বাদশী কহে। ঐ দিনে উপবাস ও বিষ্ণুপূজা করিলে অত্যন্ত ফল হয়। যদি ঐ নক্ষত্র একাদশীতে যুক্ত হয়, তাহা হইলে একাদশীর উপবাসেই দ্বাদশীর উপবাসের ফল সিদ্ধ হয়। কারণ দ্বাদশী হইতে একাদশীর কাম্যত্ব আছে। আর যদি একাদশীতে যোগ না হইয়া দ্বাদশীতে যোগ হয়, তবে একাদশী ও দ্বাদশী দুই দিনেই উপবাস হইবে। শ্রবণানক্ষত্রের অবসানে পারণ করিতে হইবে।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে অখণ্ডা দ্বাদশী কহে।

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুষ্যানক্ষত্র যোগ হইলে গোবিন্দদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে মহৎ ফল হয়। এইদিনে গঙ্গাস্নানের মন্ত্র—

"মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি॥"

ত্রয়োদশী—শুক্লাত্রয়োদশী দ্বাদশীযুক্ত ও কৃষ্ণাত্রয়োদশী চতুর্দ্দশীযুক্তই প্রশস্ত।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে যদি মঘানক্ষত্র যোগ হয়, তাহা হইলে মধু ও পায়স দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ, শঙ্খ-বচনে মধু ও পায়স দ্বারা, মনু-বচনে যৎকিঞ্চিৎ মধু দ্বারা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত শ্রাদ্ধ নিত্য উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখন কেবল মধু বা মধুপায়স দ্বারা করিতে হইবে, এই সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও শাতাতপে এইরূপ লিখিত আছে—

"পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ।
তস্মাদ্দদ্যাৎ সদোদ্যুক্তো বিদ্বৎসু ব্রাহ্মণেষু চ॥" (শাতাতপ*)
"মঘাযুক্তা চ তত্রাপি শস্তা রাজংস্ত্রয়োদশী।
তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ শ্রাদ্ধং মধুনা পায়সেন চ॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

এস্থলে প্রথমোক্ত বচনে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্ন দিয়া মঘা-ষ্টকাদি যাবতীয় অষ্টকা-শ্রাদ্ধ করিতে ও শঙ্খ-বচনে মধু ও পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে বিধি আছে। এইস্থলে স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য (তত্রাপিযুক্ কৃষ্ণপক্ষে অন্ন মৎ শ্রাদ্ধং তন্মধুযোগেন

পায়সংযোগেন বা ক্ষয়ং ভবেৎ) এইরূপ কহিয়াছেন। এবং মন্ত্র-বচনের স্থলে (অতোহত্র সুতরাং শূদ্রস্থাপ্যধিকারঃ) এইরূপ বলিয়াছেন।

আশ্বিন মাসের দশম দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রের অধিকার, অর্থাৎ ১০ দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রে সূর্য্য থাকেন। তাহাতে যদি মঘানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাত্রয়োদশী হয়, তবে তাহাকে গজ-চ্ছায়াযোগ কহে। তাহাতে উক্ত শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা ফলাধিক্য হয়। ইহাতে বিভক্ত-অবিভক্ত ভেদ নাই, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সকলেই করিতে পারে।

যেমন বার্ষিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের ভেদ নাই, ইহাতেও সেই প্রকার। এই শ্রাদ্ধে পুত্রবান্ ব্যক্তির পিণ্ডদান করিতে নাই। যে শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান নিষেধ হয়, সেই শ্রাদ্ধে স্বধাবচন (স্বধাং বাচয়িষ্যে) পাঠ করিয়া পবিত্র মোচন করিবে না। কিন্তু ইহাতে অগ্নিদগ্ধাদি পিণ্ড দিতে হইবে।

বারুণী—চৈত্র মাসের শতভিষানক্ষত্রযুক্তা কৃষ্ণাত্রয়োদশীকে বারুণী কহে। ইহাতে গঙ্গাস্নান করিলে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে যদি শনিবার যোগ হয়, তবে ইহাকে মহাবারুণী কহে। ইহাতে স্নান করিলে কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন স্নানের ফললাভ হয়। আর যদি শনিবারে শতভিষানক্ষত্র শুভযোগের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাকে মহামহাবারুণী কহে, এই মহামহাবারুণীতে গঙ্গাস্নান করিলে তিন কোটি কুল উদ্ধার হয়। এস্থলে ফাল্গুনের মুখ্যচান্দ্র ও চৈত্রের গৌণচান্দ্র থাকিলেও স্নানের সঙ্কল্প করিতে হইলে চৈত্র মাসের উল্লেখ হইবে। সধবা স্ত্রীলোক বারুণীতে স্নান করিবে না এবং সামান্য শতভিষা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোগাদি অপ্রাপ্তে যে শতভিষা তাহাতেও স্নান করিবে না। শতভিষানক্ষত্রযুক্ত চান্দ্রে যে নারী স্নান করে, সে নিশ্চয়ই সপ্তজন্ম বিধবা ও হতভাগিনী হয়। বারুণীতে স্নানে দিবারাত্র-সন্ধ্যা বিচার নাই, অর্থাৎ কি দিন, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, যখন তিথি-নক্ষত্রের সমাগম হইবে, তখনই স্নান করিতে হইবে। ঐ দিনে গৃহস্থিত গঙ্গাজলে স্নান করিলেও অশ্বমেধের ফল হয়।

চৈত্র মাসের ত্রয়োদশীতে মদনের পূজা করিতে হয়। চৈত্র মাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে যে মদনের পূজা করিয়া বাজন করে, তাহার সম্বৎসর কোন বিপদ্ হয় না।

চতুর্দ্দশী—শুক্লাচতুর্দ্দশী পূর্ণিমাযুক্ত ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী ত্রয়োদশীযুক্ত হইলে গ্রহণীয়। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশী উপবাসাদি কার্য্যে পরবিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববিদ্ধাতে করিবে।

জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নাম সাবিত্রীচতুর্দ্দশী। এই চতুর্দ্দশী তিথিতে অবৈধব্য-কামনায় স্ত্রীগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা সাবিত্রীব্রত করিবে। এই ব্রত অনন্তচতুর্দ্দশীর ন্যায় ১৪ বৎসর করিতে হয়।

সাবিত্রীব্রতে পরবিদ্ধা কর্ত্তব্য। যদি দুই দিনেই ব্রতকাল পায়, তবে পরদিনে ব্রত করিবে। আর যদি উভয় দিনের প্রদোষসময়ে চতুর্দ্দশী লাভ না হয়, তবে পরদিনে ব্রত করিবে, ব্রতের কাল প্রদোষ, অর্থাৎ বটনামুখ সময়ে করিবে।

"চতুর্দ্দশ্যামমাবাস্যা যদা ভবতি নারদ।

উপোষ্যা পূজনীয়া সা চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ॥" (জ্যোতিষে)

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীকে অঘোরাচতুর্দ্দশী কহে। ইহাতে শিবপূজা ও উপবাস করিলে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়।

ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীকে অনন্তচতুর্দ্দশী কহে। এই অনন্তচতুর্দ্দশীতে ব্রত করিলে সর্ব্বকাম ও সর্ব্বফললাভ হয়। এই অনন্তব্রতের নিমিত্ত পূজাহোমাদি করিতে হয়। এই ব্রত পূর্ব্বাহ্ণকালে না করিতে পারিলে মধ্যাহ্নকালে করিলেও ব্রত সিদ্ধ হইবে।

কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষের উদয়গামিনী চতুর্দ্দশীর নাম ভূত-চতুর্দ্দশী। এই তিথিতে গঙ্গাস্নান, হোম ও তর্পণ করিতে হয়। অপামার্গ-পল্লব মস্তকোপরি ভ্রমণ করাইবে এবং প্রদোষে দীপদান করিবে। ঐ তিথিতে দীপদান করিলে নরক হইতে উদ্ধার হয়। আর যমতর্পণের যে সকল মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র বলিয়া এক এক উদ্দেশে তিলের সহিত তিনবার জল দান করিবে।

অপামার্গ মস্তকোপরি ভ্রমণের মন্ত্র—

"শীতলোষ্ঠসমাযুক্তসকণ্টকদলান্বিত।

হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমানঃ পুনঃপুনঃ॥"

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীকে পাষাণচতুর্দ্দশী কহে। এই তিথিতে রাত্রিকালে গৌরীর অর্চ্চনা করিয়া পাষাণাকার পিষ্টক ভোজন করিয়া ব্রত করিবে।

মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীকে রটন্তীচতুর্দ্দশী কহে। ইহাতে অরুণোদয় কালে স্নান করিলে যমভয় থাকে না। স্নান ও তর্পণে সকল পাপমুক্তি হয়। ঐ চতুর্দ্দশীতে রটন্তীপূজা হয়। যদি ঐ তিথি দুইদিনেই অরুণোদয়-কাল পায়, তবে পূর্ব্বদিনে স্নান ও আর যেদিন সন্ধ্যামুখ পাইবে, সেইদিনে রটন্তীপূজা করিবে। ঐ রটন্তীপূজা পৌষের গৌণচান্দ্র ও মাঘের মুখ্যচান্দ্রে হইবে।

মাঘ মাসের শেষেই হউক আর ফাল্গুন মাসের প্রথমেই হউক, কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিকে শিবচতুর্দ্দশী কহে এবং

তাহাতে শিবরাত্রি ব্রত করিবে। কিন্তু মাঘের গৌণচন্দ্র ও ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্র গ্রহণীয়। মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে রবিবার কি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে ইহার ফলের আধিক্য হয়। আর রবি বা মঙ্গলবারযুক্ত ব্রতদিবসে শিবযোগ যদি হয়, তাহা হইলে এই ব্রতফল উত্তম হইতেও উত্তমতম হয়। এই তিথি যদি পূর্ব্বদিনে মহানিশি পায় ও পরদিনে প্রদোষ পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে ব্রত ও উপবাস হইবে। পূর্ব্বদিনে মহানিশিতে চতুর্দ্দশী না পাইয়া যদি পরদিনে প্রদোষ লাভ হয়, তবে পরদিনে ব্রতাদি করিবে।

পূর্ব্বে জন্মাষ্টমী প্রকরণে কথিত হইয়াছে, যে তিথির অন্তে পারণ করিবে, কিন্তু তাহা কেবল জন্মাষ্টমীর পক্ষে, এখানে সে বিধি নহে। এখানে যে তিথিতে উপবাস সেই তিথিতেই পারণ উচিত। মধ্যরাত্রিব্যাপিনী চতুর্দ্দশীতে যদি শিবরাত্রিব্রতকাল হয়, অর্থাৎ দিবসে চতুর্দ্দশী পতিত হইয়া মধ্যরাত্রিব্যাপিনী হইয়াছে, তাহা হইলে সেই চতুর্দ্দশীতেই পারণ করিবে। ইহাতে ফলাধিক্য আছে—

"ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যেতু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।

পূজিতানি ভবন্তীহ ভূতায়াং পারণে কৃতে॥" (স্কান্দপু°)

এই পৃথিবীর মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে, চতুর্দ্দশীতে পারণ করিলে তাহাদের পূজার ফল প্রাপ্ত হয়। যদি পরদিনে উক্ত চতুর্দ্দশী না থাকে ও পরদিনে প্রদোষব্যাপিনী তিথি না হয়, তবে পূর্ব্ব নিশীথব্যাপিনী চতুর্দ্দশীতে উপবাস ও অমাবস্যাতে পারণ করিতে হইবে।

চৈত্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীকে অঙ্গারকচতুর্দ্দশী কহে। ঐ দিনে গঙ্গাস্নানে ও গঙ্গাতে ভোজনকরণে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয় না। এস্থলে ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্র ও চৈত্রের গৌণচন্দ্র ব্যবস্থা।

পূর্ণিমা।—চতুর্দ্দশীর সহিত যুগ্মত্ব হেতু পূর্ণিমা গ্রাহ্য এবং দৈবকর্ম্মে আদরণীয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে গঙ্গাস্নান করিলে যমপুর দর্শন হয় না। যদি পূর্ণিমাতে চন্দ্র ও বৃহস্পতিগ্রহের যোগ থাকে, তবে তাহাকে মহাপূর্ণিমা কহে। ইহাতে স্নান ও উপবাসের ফল হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে যদি গুরু ও শশী থাকেন এবং সেইদিনে গুরুবার হয়, তাহা হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয় অথবা জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে কি অনুরাধানক্ষত্রে গুরুচন্দ্র উভয় থাকে, তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। যখন জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে অথবা অনুরাধা নক্ষত্রে বৃহস্পতি থাকেন এবং তৎপঞ্চদশকে অর্থাৎ রোহিণী ও মৃগশিরা নক্ষত্রে রবি থাকেন ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত শশী হইলে পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী হয়।

জ্যৈষ্ঠনামা সম্বৎসরে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত হইলে মহাজ্যৈষ্ঠীযোগ হয়।

যে বৎসর মধ্যে জ্যেষ্ঠা কিংবা মূলা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হয়, সেই বৎসরকে জ্যৈষ্ঠনামাবৎসর কহে।

পূর্ণিমা মন্বন্তরার বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, মাঘ ও শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে এবং আশ্বিনের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। যদি পূর্ব্বদিনে সঙ্গমকালে পূর্ণিমা তিথি লাভ হয়, তবে ঐ দিনেই শ্রাদ্ধ করিবে। যদি উভয় দিনেই সঙ্গমকাল লাভ হয়, তবে পরদিনেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তত্রয়কে প্রাতঃকাল কহে, তৎপরে মুহূর্ত্তত্রয়ে সঙ্গমকাল।

কোজাগরপূর্ণিমা প্রদোষ পাইলেই গ্রাহ্য অর্থাৎ যে দিনে প্রদোষ ও নিশীথব্যাপিনী তিথি হয়, সেই দিনেই কোজাগর হইবে। যদি পূর্ব্বদিনে নিশীথ সময়ে ও পরদিনে প্রদোষে উক্ত তিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরদিনে, তৎকৃত্য হইবে। যদি পূর্ব্বদিনে নিশীথকালে উক্ত তিথি হয় ও পরদিনে প্রদোষ সময়ে উক্ত তিথিপাত না হয়, তাহা হইলে নিশীথব্যাপিনী তিথিতে অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে কোজাগরকৃত্য হইবে। কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতে রাসযাত্রা ও মন্বন্তরা হয়।

পৌষমাসের পূর্ণিমা অতীত হইয়া মাঘমাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন যথানিয়মে বিষ্ণুপূজা করিবে, আর ঐ সময় পর্য্যন্ত মূলক ভক্ষণ করিবে না। মাঘমাসে মূলা ভক্ষণ করিলে অধিক দোষ হয়।

ফাল্গুনের পূর্ণিমার নাম দোলপূর্ণিমা, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা করিবে। [দোল দেখ।]

অমাবস্যা। অমাবস্যা প্রতিপদ্‌যুক্ত হইলেই গ্রাহ্য। ভাদ্রের অমাবস্যাকে মহালয়া কহে। এইদিনে বিহিত পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ ও ষোড়শ পিণ্ড দান করিতে হয়।

কার্ত্তিকের অমাবস্যাকে দীপান্বিতা অমাবস্যা কহে। ঐদিনে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়। যে মহালয়াতে এই শ্রাদ্ধ না করে, সেই ব্যক্তি দীপান্বিতাতে এই শ্রাদ্ধ করিবে।

কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যাতে মাংস্বর দধি, ক্ষীর ও গুড়াদি দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা ও পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে দীপদান করিতে হয়। কারণ পিতৃগণ আসিয়া শ্রাদ্ধভাগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিগমনকালে ঐ আলোকে তাহাদের পথ দেখাইতে হয়।

আর ঐ দিনে লক্ষ্মীপূজা ও উক্ত সময়ে দেবগৃহে দীপদান করিবে! তন্ত্রমতে এইদিনে কালিকাপূজারই ব্যবস্থা দেখা যায়। এই পূজা প্রদোষকালে করিতে হয়। যদ্যপি উভয় দিন এই তিথি প্রদোষব্যাপিনী, হয়, তাহা হইলে

যুগ্মাদর হেতু পরদিনে হইবে। উভয়দিনে প্রদোষকাল না পাইলে পার্ব্বণের অনুরোধে পরদিনে উল্কাদান করিবে।

"অমাবস্যা যথা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দ্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীবিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥"

যদি দিবাভাগে চতুর্দ্দশী, রাত্রিতে অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে এই দিনে লক্ষ্মীপূজা করিবে এবং ইহার নাম সুখরাত্রিকা। কিন্তু ইহার একটী বিশেষ বচনে যদি পরদিনে একদণ্ড রজনী পর্য্যন্ত অমাবস্যা থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বদিন ত্যাগ করিয়া পরদিনে লক্ষ্মীপূজা হইবে।

"দণ্ডৈকো রজনীযোগো দর্শস্য স্যাৎ পরেঽহনি।
তদা বিহায় পূর্ব্বেদ্যুঃ পরেদ্যুঃ সুখরাত্রিকা॥" (তিথিতত্ত্ব)

যদি উভয় দিনে প্রদোষসময়ে অমাবস্যা না পায়, তবে শ্রাদ্ধের পরক্ষণে দিবাতেই উল্কাদান করিবে। আর পূর্ব্বদিনে প্রদোষসময়ে অমাবস্যা যোগ হইয়া পরদিন শ্রাদ্ধকাল পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে প্রদোষ-সময়ে উল্কাদান করিয়া পরদিন শ্রাদ্ধ করিবে। আর যদি উভয়দিনে প্রদোষকালে অমাবস্যা লাভ হয়, তাহা হইলে পর দিনে করিতে হইবে। (তিথিতত্ত্ব)

প্রতিপদাদি তিথিতে জন্মফল।

প্রতিপদে জন্ম হইলে সর্ব্বদা নানারত্নে বিভূষিত, মনোহর কান্তিবিশিষ্ট, প্রতাপশালী ও সূর্য্যবিম্বের ন্যায়, স্বীয় কুলরূপ কমলের প্রকাশস্বরূপ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়ার ফল। দ্বিতীয়ায় জন্ম হইলে নিখিল গুণযুক্ত ও গভীর হৃদয়সম্পন্ন, দানশীল, দয়ালু, নির্ম্মলচিত্ত, অতিশয় শূর, স্বীয় কুমুদকুলের চন্দ্রমাসদৃশ, বিপুল কীর্ত্তিশালী এবং নিজ ভুজবল দ্বারা অরাতিকুলকে পরাজিত করেন।

তৃতীয়ার ফল। তৃতীয়ায় জন্ম হইলে সকল গুণ, গভীরমনা, নৃপানুরাগী, বায়ুরোগযুক্ত, সর্ব্বলোকের উপকারক, অন্যাধিকারে আশয়ী, কৌতুকপ্রিয়, সত্যবাদী ও সমস্ত বিদ্যাসম্পন্ন হইবে।

চতুর্থীর ফল। চতুর্থীতে জন্ম হইলে সর্ব্বদা স্বীয় পুত্রমিত্র ও প্রমদা-প্রমোদী, দ্যূতাভিলাষী, কৃপান্বিত, বিবাদশীল, বিবাদে বিজয়ী এবং কঠোর হয়।

পঞ্চমী ফল। পঞ্চমীতে জন্ম হইলে রাজমান্য, সুন্দরদেহ, দয়াবান্, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, কামী, গুণবান ও বন্ধুজনের একমাত্র মাননীয় হইবে।

ষষ্ঠীর ফল। ষষ্ঠীতে জন্ম হইলে বিদ্বান্, বলিষ্ঠ, চতুর, সুন্দরকান্তিসম্পন্ন, আলম্বিত বাহুবিশিষ্ট, ব্রণাকীর্ণদেহ, সত্যপ্রতিষ্ঠ, ধনপুত্রযুক্ত ও চিরায়ু হয়।

সপ্তমীর ফল। সপ্তমীতে জন্ম হইলে কন্যাসন্ততিযুক্ত, অরাতিমাতঙ্গের মৃগেন্দ্রস্বরূপ, বিশালনেত্র, বিখ্যাত প্রতাপ, দেবদ্বিজের অর্চ্চনাপরায়ণ, রসিক, মহাত্মা এবং পিতৃধনহারী হইয়া থাকে।

অষ্টমীর ফল। অষ্টমী তিথিতে জন্ম হইলে রাজলব্ধ ধনসম্পন্ন, কৃশাঙ্গ, সুখী, দয়াবান্, যুবতীপ্রিয়, চতুষ্পদযুক্ত, ধনধান্যসম্পন্ন এবং উত্তম ধীর হয়।

নবমীর ফল। নবমীতে জন্ম হইলে বিরোধকর, সাধুগণের অগম্যস্থল, পরের অনিষ্টকর মতিসম্পন্ন, দুশ্চরিত্র, আচারবিহীন, কৃপণ ও কঠোর হয়।

দশমীর ফল। দশমীতে জন্ম হইলে বিদ্যাবিনোদী, ধনপুত্রযুক্ত, লম্বকর্ণবিশিষ্ট, কন্দর্পাপেক্ষা অধিক শ্রীসম্পন্ন, উদারচেতা, প্রশস্তান্তঃকরণবিশিষ্ট ও দয়ালু হয়।

একাদশীর ফল। একাদশী তিথিতে জন্ম হইলে ক্রোধোৎকটমূর্ত্তিবিশিষ্ট, ক্লেশসহনশীল, সুভাষী, যোগাদিকর্ত্তা, আত্মীয়বর্গের একমাত্র ভর্ত্তা, মহামতিসম্পন্ন, দেবগুরুপ্রিয় এবং অতিশয় হৃষ্ট হইবে।

দ্বাদশীর ফল। দ্বাদশীতে জন্ম হইলে অনেক সন্তানবিশিষ্ট, সর্ব্বজনানুরাগী, নৃপমান্য অতিথিপ্রিয়, প্রবাস-বাসহীন এবং ব্যবহারদক্ষ হয়।

ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে রূপযুক্ত দেহ, সাত্ত্বিকভাবপূর্ণ, বাল্যকালে সুখী, জননীর প্রিয়কর, সর্ব্বদা আলস্যযুক্ত এবং একমাত্র শিল্পগুণবেত্তা হইবে।

চতুর্দ্দশীতে জন্ম হইলে বিরুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বদা রোষপরায়ণ, তস্কর, কঠোর, পরবঞ্চক, পরান্নভোজী ও পরদারচিত্ত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ফল পৃথক হইয়া থাকে, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথির পরিমাণ দণ্ডকে ৬ ভাগ করিবে, প্রথমভাগে জন্ম হইলে বালকের শুভ হইবে, দ্বিতীয়ভাগে জন্ম হইলে পিতার হানি, তৃতীয়ভাগে জননী, চতুর্থভাগে মাতুল, পঞ্চমে বংশনাশ, ষষ্ঠে ধনহানি ও আত্মবংশনাশ হইয়া থাকে।

পূর্ণিমায় জন্ম হইলে কন্দর্পতুল্য রূপবান, যুবতীপ্রিয়, ন্যায়োপার্জ্জিত ধনসম্পন্ন, সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত, শূর, বলবান্ ও শাস্ত্রবিচারে দক্ষ হয়।

অমাবস্যায় জন্ম হইলে ক্রূর, সাহসিক, কৃতজ্ঞ, ত্যাগশীল এবং সর্ব্বদা চৌর্য্যকার্য্যরত হইবে।

সিনীবালী তিথিতে যদি দাসী, পত্নী, পশু, গজ, অশ্ব, মহিষী প্রভৃতির কোন একটী প্রসব হয়, তাহা হইলে গৃহস্বামীর ধনহানি হয়। যদি দেবরাজ ইন্দ্রেরও এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে তাঁহারও ধনহানি হইয়া থাকে। যেরূপ

-গণ্ড প্রভৃতি দোষ বর্ণিত আছে, সিনীবালীতে প্রসব হইলে সেইরূপ দোষকর হইবে। এই তিথিতে প্রসব হইলে গৃহস্বামীর আয়ুঃ ও ধননাশ হয়।

প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথি নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা এই পাঁচ সংজ্ঞায় বিভক্ত আছে।

তন্মধ্যে প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী এই তিন তিথির নাম নন্দা। দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী ভদ্রা। তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী জয়া। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী এই তিন তিথি রিক্তা। পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই কয় তিথির নাম পূর্ণা।

নন্দাতিথিতে জন্ম হইলে মহামানী, পণ্ডিত, দেবতা-ভক্তিনিষ্ঠ এবং জ্ঞাতিগণের প্রিয়বৎসল হইয়া থাকে।

ভদ্রাতিথিতে জন্ম হইলে বন্ধুবর্গের মাননীয়, রাজসেবী, ধনবান্, সংসারভয়ভীত ও পরমার্থতত্ত্বপারগত হয়।

জয়াতিথিতে জন্ম হইলে রাজপূজ্য, পুত্রপৌত্রাদিসংযুক্ত, শূর, শাসনকর্ত্তা, দীর্ঘায়ুর্বিশিষ্ট ও মহাবিজ্ঞ হইয়া থাকে।

রিক্তাতিথিতে জন্ম হইলে ধনহীন, প্রমাদবিশিষ্ট, গুরুনিন্দাকর, শাস্ত্রবেত্তা, শত্রুহন্তা ও ধার্ম্মিক হইবে।

পূর্ণাতিথিতে জন্ম হইলে ধনপূর্ণ, শাস্ত্রার্থের তত্ত্ববেত্তা, সত্যবাদী ও শুদ্ধচেতা হয়। (জ্যোতিষ নামচন্দ্রিকা)

মৃত্যুতিথি-নির্ণয়।

বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাদ্বারা নন্দাদি তিথি নির্ণীত হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দাতিথিতে মৃত্যু হইবে। এইরূপে ২ অবশিষ্ট থাকিলে ভদ্রাতিথিতে, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে জয়া, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে রিক্তা, ও ৫ অবশিষ্ট থাকিলে পূর্ণা তিথিতে মৃত্যু হইবে।

মতান্তরে। বয়সের অঙ্ক, রাশির অঙ্ক ও স্বরাঙ্ক, একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিলে, তাহাদ্বারা নন্দাভদ্রাদি তিথি নির্ণয় করিবে।

বয়োরাশি স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা মৃত্যু তিথি নির্ণয় করিবে। বয়সের অঙ্ক, স্বরাঙ্ক ও রাশির অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া গুণ করিবে, পরে ঐ গুণফলকে ১৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা মৃত্যুতিথি স্থির হইবে। ১ অবশিষ্ট থাকিলে প্রতিপদ, ২ অবশিষ্ট থাকিলে দ্বিতীয়া, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে তৃতীয়া ইত্যাদি।

চন্দ্রবলসাধন। শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে ১০ দিবস অর্থাৎ শুক্লাদশমী পর্য্যন্ত চন্দ্রমধ্যবল, শুক্লা একাদশী হইতে দশদিবস অর্থাৎ কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্য্যন্ত চন্দ্র পূর্ণবল, কৃষ্ণাষষ্ঠী হইতে দশদিবস অর্থাৎ অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্র হীনবল।

তিথি-বিশেষে দ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষেধ। প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে অর্থহানি হয়, দ্বিতীয়াতে বৃহতী (ব্যাকুড়), তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে মাংস ও নারিকেল, নবমীতে তুম্বী (লাউ), দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম্বি, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ও মাংস, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ।

আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত শ্বেতশিম্বী, পটোল, বরবটী, কদম্ব, কলমীশাক, বার্ত্তাকু ও কথবেল এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

কার্ত্তিকের শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। (স্মৃতি)

তিথিবিশেষে যোগিনীনির্ণয়। প্রতিপদ্ ও নবমীতে পূর্ব্বদিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋতে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে এবং অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে যোগিনী থাকে।

যাত্রার ফল। ষষ্ঠী, অষ্টমী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা, কৃষ্ণপ্রতিপৎ, অমাবস্যা, রিক্তা, যমদ্বিতীয়া, অবম ও ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা নিষেধ, এতদ্ভিন্ন অন্য তিথিতে যাত্রা শুভকর। রবি আদি করিয়া বারে দ্বাদশী প্রভৃতি তিথি হইলে দিনদগ্ধা হয়।

রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী ও বুধবারে সপ্তমী হইলে দিনদগ্ধা হয়, ইহাতে কোন শুভ কার্য্য করিবে না।

বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন। গতবর্ষ সংখ্যাকে ১১ দ্বারা গুণ করিয়া এক স্থানে রাখিবে। পরে ঐ গুণফলকে ১৭০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহা ঐ পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্কের সহিত যোগ করিবে। এই যুক্তাঙ্ককে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত জন্মতিথ্যঙ্ক যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্ক দ্বারা বর্ষপ্রবেশের তিথি নির্ণীত হইবে, এই অঙ্ক ত্রিশের অধিক হইলে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা গ্রহণ করিবে। কখন কখন নিরূপিত তিথির পূর্ব্বাপর তিথিতেও বর্ষপ্রবেশ হইয়া থাকে। (জ্যোতিষ)

তিথিভেদে দেবপূজা-ভেদ।

"যদ্দিনং যস্য দেবস্য তদ্দিনে তস্য সংস্থিতঃ।" (নারদ)

যে দেবতার যেদিন নির্দ্ধারিত আছে, সেইদিন সেই দেব-

তার সংস্থিতি হয়। প্রতিপদে অগ্নি, দ্বিতীয়াতে বেধা, দশমীতে যম, ষষ্ঠীতে গুহ, চতুর্থীতে গণনাথ, তৃতীয়াতে গৌরী, নবমীতে সরস্বতী, সপ্তমীতে ভাস্কর, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও একাদশীতে শিব, দ্বাদশীতে হরি, ত্রয়োদশীতে মদন, পঞ্চমীতে ফণীশ, পর্ব্বদিনে (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা) ইন্দ্রপূজা করিবে, এই এই তিথিতে পূর্ব্বোক্ত দেবতা সকল পূজা করিলে আশুফলপ্রদ হয়। (অগ্নিপু°)

তিথিকৃত্য (ক্লী) তিথিষু কৃত্যং ৭তৎ। তিথিবিহিত কার্য্য। বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মসমূহ যে যে তিথিতে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

উদ্বাহ, যাত্রা, উপনয়ন, প্রতিষ্ঠা, চৌলকর্ম্ম, বাস্তুকর্ম্ম, গৃহপ্রবেশও সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য শুক্লপক্ষের প্রতিপদে করিবে না।

"নোদ্বাহযাত্রোপনয়নপ্রতিষ্ঠা সীমন্তচৌলাখিল বাস্তুকর্ম্ম।
গৃহপ্রবেশাখিল মঙ্গলাস্তং কার্য্যং হি মাসাদ্যতিথৈঃ কদাচিৎ॥"
(পীযূষধারাধৃত বসিষ্ঠোক্ত)

কেহ কেহ বলেন, শুক্লা-প্রতিপদের ন্যায় কৃষ্ণা-প্রতিপদও বর্জ্জনীয়, কিন্তু ইহা সুসঙ্গত নহে। কারণ মূলবচনে "মাসাদ্য তিথৈঃ" এইরূপ উল্লেখ আছে, কৃষ্ণ প্রতিপদ্ও নিষিদ্ধ এই রূপ অভিপ্রায় হইলে "পক্ষাদ্য তিথৈঃ" এইরূপ উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। দ্বিতীয়াতে রাজার সপ্তাঙ্গ চিহ্ন, বাস্তু ও ব্রতপ্রতিষ্ঠা, যাত্রা, বিবাহ, বিদ্যারম্ভ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য শুভজনক। তৃতীয়াতে এই এই কার্য্য হিতজনক নহে। পঞ্চমী তিথিতে ঋণপ্রদান ভিন্ন অন্যান্য মঙ্গলকার্য্য শুভকর। ষষ্ঠিতে অভ্যঙ্গ, যাত্রা ব্যতীত পৌষ্টিক মঙ্গলকার্য্য বিধেয়। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমীতে যে যে কার্য্য শুভকর, সপ্তমীতে সেই সেই কার্য্য শুভজনক। অষ্টমীতে সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্তুকর্ম্ম, শিল্প, বিবাহ প্রভৃতি বিধেয়।

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমীতিথিতে যে যে কার্য্য উক্ত হইয়াছে, দশমীতে সেই সেই কার্য্য বিধেয়। একাদশীতে ব্রত, উপবাস, পিতৃকর্ম্ম, সমগ্র ধর্ম্মকার্য্য ও শিল্পকর্ম্ম বিধেয়। দ্বাদশীতে যাত্রা ও নবগৃহ ব্যতীত অন্যান্য শুভকর্ম্ম হিতকর। ত্রয়োদশীতে দ্বিতীয়াদি তিথি কথিত সকল প্রকার কার্য্য বিধেয়। পূর্ণিমাতে যজ্ঞক্রিয়া, পৌষ্টিক ও মঙ্গলকার্য্য, সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্তুকর্ম্ম, উদ্বাহ, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমগ্র মঙ্গল কার্য্য করিতে পারা যায়।

অমাবস্যাতে পিতৃকর্ম্ম ভিন্ন অন্য শুভকর্ম্ম বর্জ্জনীয়। যদি মোহপ্রযুক্ত নিষিদ্ধ এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সকলই বিনষ্ট হয়। (পী° ধা° বসিষ্ঠবচন)

তিথিক্ষয় (পুং) তিথীনাং তিথ্যুপলক্ষিতচন্দ্রকলানাং ক্ষয়ো ক্ষয়স্তো যস্মিন্ বহুব্রী। ১ দর্শ, অমাবস্তা। (শব্দার্থচি°) তিথীনাং ক্ষয়ঃ ৬তৎ। ২ তিথির নাশ, দিনক্ষয়।

"একস্মিন্ সাবনেহহ্নি তিথীনাং ত্রিতয়ং যদা।
তদা দিনক্ষয়ঃ প্রোক্তস্তত্র সাহস্রিকং ফলং॥" (জ্যোতিষ)

একদিনে তিনটী তিথি হইলে তাহাকে দিনক্ষয় কহে এবং ইহাতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করিলে সহস্র গুণ ফল হয়। [অবম ও ত্র্যহস্পর্শ দেখ।]

তিথিপতি (পুং) তিথীনাং পতয়ঃ ৬তৎ। তিথিদিগের অধিপতি। ব্রহ্মা, বিধাতা, হরি, যম, শশাঙ্ক, ষড়ানন, শক্র, বসু, ভুজগ, ধর্ম্ম, ঈশ, সবিতা, মন্মথ এবং কলি এই সকল দেবতা প্রতিপদাদি তিথির যথাক্রমে অধিপতি। অমাবস্যার অধিপতি পিতৃগণ। অধিপতিদিগের সংজ্ঞা সদৃশ ক্রিয়াসকল উক্ত উক্ত তিথিতে করা কর্ত্তব্য। (বৃহৎসং ৯৯ অ°)

শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, ষষ্ঠীর গুহ, সপ্তমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর দুর্গা, দশমীর যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুর্দ্দশীর হর, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার অধিপতি শশী।

"অগ্নিপ্রজাপতির্গৌরী গণেশোঽহি গুহো রবিঃ।
শিবো দুর্গা যমো বিশ্বো হরিঃ কামঃ হরঃ শশী।
পিতরঃ প্রতিপদাদীনাং তিথীনামধিপঃ ক্রমাৎ॥" (জ্যোতিষ)

তিথিপ্রণী (পুং) তিথিং প্রণয়তি তিথি প্র-নী-কিপ্। চন্দ্র।

তিথিযুগ্ম (ক্লী) তিথ্যো তিথিবিশেষয়ো যুগ্মং ৬তৎ। তিথিবিশেষের যুগ্ম অর্থাৎ তিথিদ্বয়।

তিথিসন্ধি (পুং) তিথ্যোঃ সন্ধিঃ ৬তৎ। তিথির সন্ধি, পূর্ব্বাপর তিথির সন্ধি।

তিথী (স্ত্রী) তিথি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। (তিথি দেখ।]

তিথ্যর্দ্ধ (ক্লী) তিথীনাং অর্দ্ধং ৬তৎ। করণ।

তিন (দেশজ) ৩ সংখ্যা।

তিনকাল (দেশজ) ১ বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা ও প্রৌঢ়াবস্থা। ২ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর। ৩ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ৪ খণ্ডপ্রলয়, দৈনন্দিন প্রলয় ও মহাপ্রলয়। ৫ যমত্রয়। ৬ সংহার। কর্ত্তাত্রয়। [ত্রিকাল দেখ।]

তিনখান (দেশজ) তিনখণ্ড। তিন্‌পাতী।

তিনগুণ (দেশজ) তিনবার গুণিত।

তিনাশ (দেশজ) তিনিশ বৃক্ষ।

তিনাশক (পুং) তিনিশ স্বার্থে কন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ আত্বং। তিনিশ বৃক্ষ।

তিনি (দেশজ, তদ্ শব্দের প্রথমার ১ব) সেই, অনুপস্থিত মান্য ব্যক্তিতে প্রযুক্ত।

তিনিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, মথুরা প্রভৃতি স্থলে তিনাশ এই নামে বিখ্যাত। পর্য্যায়—স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু, অতিমুক্তক, বঞ্জুল, চিত্রকৃৎ, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর, স্যন্দনি, অক্ষক, তিনাশক। (Dalbergia Ougeinsis) ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, কফ, রক্ত, অতিবাতামনাশক, গ্রাহক, দাহজনক, শ্লেষ্মা, পিত্ত রক্তদোষ, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্বিত্র, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক। (ভাবপ্র°)

তিন্তিড় (পুং) তিন্তিড়ী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল।

তিন্তিড়িকা (স্ত্রী) তিন্তিড়ী স্বার্থে কন্—টাপ্ পূর্ব্ব হ্রস্বশ্চ। তিন্তিড়ী।

তিন্তিড়া (স্ত্রী) তিম্যতে ক্লিদ্যতে মুখান্ত্যস্তরমনেন তিম-ঈকন্ পৃষোদরা°। বৃক্ষবিশেষ, তেঁতুল। পর্য্যায়—চিঞ্চা, অম্লিকা, তিন্তিড়িক, তিন্তিড়ীকা, অম্লীকা, আম্লিকা, আম্লীকা, চুক্র, চুক্রা, চুক্রিকা, অম্লা, অত্যম্লা, ভুক্তা, ভুক্তিকা, চারিত্রা, শুক্রপত্রা, পিচ্ছিলা, যমদূতিকা, শাকচুক্রিকা, সুচুক্রিকা, সুতিন্তিড়া। (Tamarindos Indioa) কাঁচা তেঁতুলের গুণ—অত্যম্ল, কফ ও পিত্তকারক এবং বাতনাশক।

পাকা তেঁতুল দীপন, রুচিকারক, ভেদক, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, বিষ্টম্ভনাশক, মধুরাম্ল, পিত্ত, দাহ, অস্র ও কফ-দোষ-প্রকোপক। পাকা তেঁতুলের রসের গুণ মধুরাম্ল, রুচি-প্রদ, শোফ ও পাককর, ইহা প্রলেপ দিলে ব্রণদোষ নষ্ট হয়। তেঁতুলপত্রের গুণ শোফ, রক্তদোষ ও ব্যথানাশক। তেঁতুলের শুষ্ক ত্বক্‌সারের গুণ—শূল ও মন্দাগ্নিনাশক। (রাজনি°) তেঁতুলের পক্বফল জলদ্বারা দৃঢ়রূপে মর্দ্দিত করিয়া শর্করা ও মরিচ মিশ্রিত করিবে, পরে লবঙ্গ ও হিঙ্গুদ্বারা সুবাসিত করিবে, এইরূপে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, ইহা অতিশয় মুখরোচক, বাতনাশক, পিত্তশ্লেষ্মাকর ও বহ্নিরোধক। (ভাবপ্র°)

[তেঁতুল দেখ।]

তিন্তিড়ীক (ক্লী পুং) তিম-ঈকন্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল। [তিন্তিড়ী দেখ।]

তিন্তিড়ীদ্যূত (ক্লী) তিন্তিড়ীভিঃ তিন্তিড়ীজাতদ্যূতৈঃ যদ্দ্যূতং। চুক্করী, কাঁই বিচির খেলা, তেঁতুলের বিচি লইয়া যে খেলা হয়, তাহাকে তিন্তিড়ীদ্যূত কহে।

তিন্তিরাঙ্গ (ক্লী) বজ্রলোহ।

তিন্তিলিকা (স্ত্রী) তিন্তিড়িকা ডস্য লত্বং। তিন্তিড়ী, তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলী (স্ত্রী) তিন্তিড়ী ডস্য লত্বং। তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলীকা (স্ত্রী) তিন্তিড়ীকা ডস্য লত্বং। তেঁতুলগাছ।

তিন্তিলীফল (ক্লী) জয়পাল বীজ।

তিন্দিশ (পুং) টিণ্ডিশবৃক্ষ। (রাজনি°)

তিন্দু (পুং) তিম্যতে আর্দ্রীভবতি তিম-কু প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। তিন্দুক বৃক্ষ।

তিন্দুক (ক্লী) তিন্দুরিব কায়তি কৈ-ক। ১ কর্ষপরিমাণ, দুই তোলা। (বৈদ্যকপরি°) (পুং স্ত্রী) তিন্দু স্বার্থে কন্। রক্তলোধ্র বৃক্ষ। পীলুবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় পীল, বৃক্ষবিশেষ, গাবগাছ। পর্য্যায়—স্ফূর্জ্জক, কালস্কন্ধ, শিতিশারক, স্ফূর্জ্জক, কেন্দু, তিন্দু, তিন্দুল, তিন্দুকি, তিন্দুকী, নীলসার, অতিমুক্তক, স্বর্য্যক, রামণ, স্ফূর্জন, স্পন্দনাহ্বয়, কালসার।

অপক্ব গাব ফলের গুণ—কষায়, গ্রাহী, বাতকারক, শীতল, লঘু। পক্ব গাবফলের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, দুর্জ্জর, শ্লেষ্মদ, গুরু, ব্রণ ও বাতনাশক, পিত্ত, মেহ ও রক্তদোষকারক এবং বিষদ। (রাজনি°)

অপক্বগাব—ধারক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু। পক্ব-গাব—মধুর রস, গুরু, পিত্তদোষ, প্রমেহ, রক্তদোষ ও কফ-নাশক। (ভাবপ্র°)

তিন্দুকতীর্থ, তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ মথুরার অতি সন্নিকট, এই তীর্থে স্নান-দানাদি করিলে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়।

(শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত)

তিন্দুকি (স্ত্রী) তিন্দুকী নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। তিন্দুক।

তিন্দুকিনী (স্ত্রী) তিন্দুকবদাকারঃ ফলেঽস্ত্যস্যাঃ তিন্দুক-ইনি ঙীপ্। আবর্ত্তকীলতা, কোকণদেশে ভগতবল্লী। (রাজনি°)

তিন্দুকা (স্ত্রী) তিন্দুক গৌরা° ঙীষ্। তিন্দুক।

তিন্দুল (পুং) তিন্দুক পৃষোদরাদিত্বাৎ কস্য ল। তিন্দুক।

তিন্নেবেলী (তির-নেল্-বেলী অর্থাৎ পবিত্র ধান্যের বেড়া বা বাঁশের বেড়া)—দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মদুরা রাজ্যের ভিতর একটী জেলা ও তাহার প্রধান নগর।

মদুরা যখন ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে আর্কটের নবাবের রাজ্যভুক্ত হয়, সেই সময় হইতেই তিন্নেবেলী একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য হয়। ইহার পরিমাণ ৫৩৮১ বর্গ মাইল। ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে এই জেলাই একেবারে উপকূল-বর্ত্তী, ইহার উত্তরে ও উত্তরপূর্ব্বে মদুরা জেলা, দক্ষিণে মনআর উপসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা। এই পর্ব্বতমালা দ্বারাই ইহা ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্য হইতে বিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ভেম্বার নামক স্থান হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত উপকূলভাগ ৯৫ মাইল দীর্ঘ। জেলাটী দৈর্ঘ্যে ১২২ মাইল ও প্রস্থে ৭৫ মাইল। এখানকার ভূমি সাধারণতঃ

সমতল, জমীর ঢাল পূর্ব্বদিকে। পশ্চিমে পর্ব্বতমালা ৫০০০ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বততলে জমীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮০০ ফিটের অধিক নহে। জেলায় ৩৪টী নদী আছে, তন্মধ্যে প্রধান তাম্রপর্ণী ৮০ মাইল দীর্ঘ, পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হইয়াছে। পাপনাশম্ নামক স্থানে ইহার একটী সুন্দর জলপ্রপাত আছে। চিত্রানদী ইহার প্রধান উপনদী, ইহা কুত্তালম্ নামক স্থানের ঊর্দ্ধে উৎপন্ন হইয়াছে। তাম্রপর্ণীতীরে তিন্নেবেলী ও পালামকোটা নগর অবস্থিত। বৈপার আর একটী প্রধান নদী, ইহার তীরে সাতুর নগর। এই জেলার উত্তরভাগ প্রায় বৃক্ষশূন্য, দক্ষিণভাগে তালবন।

ইতিহাস। ইহার স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। মদুরা ও ত্রিবাঙ্কুড়ের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। এখানে বহুদিন হইতে দ্রাবিড়-সভ্যতা প্রচলিত হইয়াছে ও এখানকার মুক্তা-উত্তোলন ব্যবসা গ্রীকদিগের নিকটেও জানা ছিল। কোল্‌কেই নগরে পাণ্ড্য, চের ও চোলরাজগণ রাজত্ব করিতেন। শেষে বিবাদের পর পাণ্ড্যই এই দেশে রহিলেন। অগস্ত্যঋষি প্রথমে এদেশে আর্য্যব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপিত করেন। প্রবাদ অগস্ত্যঋষি তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তিস্থলে অগস্ত্যপর্ব্বতে আজিও জীবিত আছেন। ব্রাহ্মণেরা বলেন, অগস্ত্যই তামিল ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। পাণ্ড্যদিগের প্রথম রাজধানী কোল্‌কেই, দ্বিতীয় মদুরা। কোল্‌কেইর উল্লেখ টলেমীর গ্রন্থে ও পেরিপ্লাস্‌গ্রন্থে পাওয়া যায় (১৩০ ও ৮০ খৃষ্টাব্দ।) উক্ত গ্রন্থে এই নগর মুক্তা উত্তোলন-ব্যবসায়ের প্রধান স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই নগর এখন একটী ক্ষুদ্রগ্রাম মাত্রে পর্য্যবসিত ও সমুদ্র হইতে প্রায় ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই প্রাচীন কয়াল্ নগরী। মার্কোপোলো ইহাকে কেইল্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম কোরকেই। বর্ত্তমান রামেশ্বরম্ নগরের প্রাচীন নাম কোটী, ইহাও মুক্তা-ব্যবসায়ের জন্ত গ্রীকদিগের নিকট পরিচিত ছিল। "কোল্‌কেই" অর্থে সৈন্যদল বা স্কন্ধাবার। কোল্‌কেই ও সমুদ্রের মধ্যে একটী স্থানকে এখনও প্রাচীন কয়াল বলে। এই প্রাচীন কয়াল্ সমুদ্রতীর হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। কয়াল্ অর্থে সমুদ্রের সহিত সংযোগবিশিষ্ট বৃহৎ হ্রদ। চীন ও আরবের সহিত এই কয়াল্ নগরের প্রাচীন কালে সাক্ষাৎ বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। ইহার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। পর্ত্তুগীজেরা আসিয়া কয়ালকে সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী দেখিয়া তুত্তিকোরিণ (তুতকুড়ি) সহরকে বাণিজ্যবন্দর করিয়া তুলেন। এখনও তিন্নেবেলী জেলায় তুতকুড়ি প্রধান বন্দর। বর্ত্তমান কোরকেই সহর প্রাচীন কয়ালের অংশবিশেষ ছিল, তাহা মন্দিরাদির খোদিত লিপি ও আকাসালেই (টাঁকশাল) প্রভৃতি নামীয় স্থান দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। প্রাচীন চীনের বাণিজ্যসম্বন্ধে কয়ালের কোন স্থানে মৃত্তিকামধ্যে নানাপ্রকার চীনে মাটির টুক্‌রা ও চীনদিগের প্রাচীন জঙ্কনামক জাহাজের ভগ্নখণ্ড পাওয়া যায়। এখন এখানে লাব্বিনামক দেশীয় মুসলমান ও রোমান কাথলিক মৎস্যব্যবসায়ীরা বাস করে। মার্কোপোলো বলেন, পাণ্ড্যবংশীয় পঞ্চভ্রাতার মধ্যে আষারনামক জ্যেষ্ঠভ্রাতা কেইলে রাজত্ব করিতেন। এডেন, হরমস্ প্রভৃতি আরবীয় জনপদ হইতে জাহাজ এদেশে আসিত, এই জাহাজে প্রায় ঘোড়া আমদানী হইত। রাজার যথেষ্ট মণিমাণিক্য ছিল। তাঁহার ৩০০ পত্নী ছিল। এই স্থান মিঃ ক্যাল্ডওয়েল উৎখাত করাইয়া কতকগুলি কলসীবৎ মৃৎপাত্র প্রাপ্ত হন। এই পাত্রে প্রাচীনকালে একজাতি শব প্রোথিত করিত। যতগুলি পাত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটীর বেড় প্রায় ১১ ফুট্। ইহার মধ্যে মনুষ্য-কঙ্কাল ছিল। এখানে স্থানে স্থানে মাঠে ঘাটে বুদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়, পূজাদি হয় না, একস্থলে এক বুদ্ধমূর্ত্তি উল্টাইয়া ফেলিয়া ধোপারা কাপড় কাচিবার পাটা করিয়া লইয়াছে। পর্ত্তুগীজেরা যখন এদেশে প্রথম আসেন, তখন এদেশে জুহলন্-রাজকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ত্রিবাঙ্কুড়ের কোন রাজপুত্র হইবেন, কারণ পর্ত্তুগীজ-আগমনের সময় ইহা ত্রিবাঙ্কুড়-রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১০৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ড্যরাজগণের অধীনে থাকিয়া সুন্দরপাণ্ড্য কর্ত্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত হয়। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে ইহা একবার মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু পাণ্ড্যরাজ জয়ী হন। এই সময়ে ২৫০ বৎসর একপ্রকার অরাজকতা ছিল। পাণ্ড্যরাজবংশীয়েরা ও কর্ণাটী নায়কেরা ইহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া অধিকার করিয়াছিল। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের সেনাপতি নায়কগণ মদুরার নায়ক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর ধ্বংস হইলে ইহা স্বাধীন হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে উপকূলে পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ওলন্দাজেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ইহারা তুতকুড়িতে প্রথম যুরোপীয় কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আর্কটের নবাবের নামমাত্র অধীন হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন পালৈয়কারের (পলিগার) সর্দ্দারগণের অধীনে ছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে কেবল সর্দ্দারদিগের পরস্পর ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে অরাজকতার স্থান হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ য়ুসুফ্ খাঁ মদুরা ও তিন্নেবেলী রাজ্যদ্বয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্ত আসিয়া তিন্নেবেলী

একজন হিন্দু সর্দারের হস্তে ১১০০০০৲ টাকা বার্ষিক কর ধার্য্য করিয়া প্রদান করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ যুসুফ খাঁ চলিয়া গেলে আবার পূর্ব্ববৎ অরাজকতা দেখা দিল। তিনি আবার আসিয়া নিজে উক্ত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন, তৎপরে তিনি রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় সৈন্যদল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফাঁসীতে প্রাণত্যাগ করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব হিসাবে আর্কটের নবাব এই জেলা ইংরাজদিগকে দান করেন।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে চক্রপাত্তি ও পাঞ্চালমুকুরিচ্চি নামক দুইটী পলিগার সর্দ্দারের রাজ্য কর্ণেল ফুলার্টন জয় করেন। কতকগুলি পলিগার-সর্দ্দার তখনও কয়েকস্থানে শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা বিদ্রোহী হওয়ায় টিপু-সুলতানের সহযোগিতার ভয়ে ইংরাজগণ তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া আসেন ও দুর্গ ধ্বংস করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আবার বিদ্রোহ হয়, কিন্তু সমস্ত কর্ণাল ও তিন্নেবেলী এই সময় ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় সমস্ত গোলমাল থামিয়া যায়। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের বাস আছে, মুসলমান অপেক্ষা খৃষ্টানের সংখ্যা অধিক। মুসলমানেরা প্রাচীন আরব-দিগের বংশধর, ইহারা আপনাদিগকে সোনাগর বা বোনাগর বলে। ইংরাজেরা লাধি বলেন। ইহারা মৎস্যব্যবসায়ী।

হিন্দুদের মধ্যে বল্লীয় (মজুর ও কৃষক), বেল্লালর (কৃষি-ব্যবসায়ী), শানান (তাড়িওয়ালা), পরিয়া (চণ্ডালের ন্যায় নীচ জাতি ও জাতিভ্রষ্টা), কম্মালার (শিল্পী), ব্রাহ্মণ, কৈকলর (তাঁতি), সাতানী (বর্ণসঙ্কর ও নীচজাতি), অম্বত্তন (নাপিত), বন্নন (ধোপা), শেঠী (বণিক্), কুশবন (কুম্ভকার), ক্ষত্রিয়, শেম্বাড়বন (জেলে), কণকন্ (মসীজীবী) প্রভৃতি জাতি প্রধান। শানান ও পরবরজাতীয় লোকেরা এদেশে এক প্রকার প্রধান। পরবরজাতীয় সমস্ত লোক রোমক কাথ-লিক খৃষ্টান। শানানেরা তালগাছের কৃষি লইয়াই আছে। ইহাদের মধ্যে প্রেতোপাসনা প্রচলিত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব এখানে অতি অল্প। অনেক ব্রাহ্মণও প্রেতপূজা অবলম্বন করিয়াছেন।

বেল্লালর জাতির মধ্যে কোট্টাই বেল্লালর নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা সকলে এক মৃণ্ময় দুর্গমধ্যে বাস করে, ইহাদের স্ত্রীজাতি এই দুর্গের বাহিরে আসিতে পায় না।

সমুদ্রতীরে তেরুচেন্দুর তাম্রপর্ণীর উপর পাপনাশম্ ও চিত্রাতীরে কোত্তালুর্ নামক স্থানে তিনটী বিখ্যাত হিন্দু-মন্দির আছে। কোত্তালুরের শিবমন্দির ও সহরের দক্ষিণ "তেন্কাশী" অর্থাৎ দক্ষিণবারাণসী নামে খ্যাত।

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার নামক পাদরী পরবরদিগকে প্রথম খৃষ্টান করেন। মুসলমান অত্যাচারের সময় ইহারা পর্ত্তুগীজদিগের আশ্রয় পাইয়া আপনাদিগকে তদবধি সেণ্ট জেভিয়ারের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়।

মদুরা ও তিন্নেবেলী জেলা হইতে সিংহলে কাফিচাষের জন্য লোক চালান হয়। ইহাদের মধ্যে ২।৩ বৎসর বাদে বার আনা ভারতে ফিরিয়া আসে, সিকি সিংহলে থাকিয়া যায়।

এখানে ৩৯টী নগর আছে। তন্মধ্যে তিন্নেবেলী, পালম্‌কোটা, তুত্তকুড়ি ও শ্রীবিল্লপত্তুর নগর প্রধান। এখানকার প্রধান ভাষা তামিল। তৎপরে তেলগু, কর্ণাটী, গুজরাটী, হিন্দী ও পক্তমুল ভাষা চলিত। এখানে ধান, কম্বু, জোয়ার, চিনা ও কলাই প্রভৃতি চাষ হয়। তামাক, কাফি, পেঁয়াজ, পাণ, লঙ্কা, ধনে, তিল, রেড়ী, তুলা, ইক্ষু ও তাল প্রধান কৃষিদ্রব্য। তুত্তকুড়ি হইতে ভেড়া, ঘোড়া ও গোরু সিংহলে রপ্তানী হয় এবং তুলা, কাফি, তালের মিছরি ও লঙ্কা অন্যত্র চালান হয়। উপকূল-ভাগে কড়ি, শঙ্খ ও শুক্তিধারণের ব্যবসায় বিখ্যাত। এক সময়ে ওলন্দাজেরা শঙ্খধারণ-ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। মনআর উপসাগরে ইংরাজেরা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুক্তা উত্তোলন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানকার মুক্তার বর্ণ তত উৎকৃষ্ট নহে। শঙ্খ বঙ্গদেশে বেশী রপ্তানী হয়। এই জেলা শাসন জন্য ৪ ভাগ ও ৯ তালুকে বিভক্ত যথা—তিন্নেবেলী তালুক, (পালম্‌কোটা), তাম্রীড়ারম্ ও তেঙ্কশাই তালুক (তুত্তকুড়ি), নানগুণেরী, অম্বাসমুদ্রম্ তেনকাশী (শর্ম্মদেবী), শ্রীবিল্লপুত্তর, সাতুর, শঙ্করনৈনারকয়ল্ (শ্রীবিল্লিপত্তুর)। এজেলায় রেলপথ আছে।

তিন্নেবেলী সহর তাম্রপর্ণীর বামতীরে ১ মাইল দূরে ৮° ৪৩′ ৪৭″ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৭° ৪৩′ ৪৯′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

ইহার লোকসংখ্যা ২৪৭৬৮, তন্মধ্যে হিন্দু ২২৯৪৮, মুসল-মান ১৫০৪ ও খৃষ্টান ৩১৬। এই নগরের শিবমন্দির অতি বিখ্যাত। দ্রাবিড়ের বৃহৎ মন্দিরাদি এই মন্দিরের ধরণে ও নিয়মে নির্ম্মিত। সমস্ত মন্দিরাধিকৃত স্থান দৈর্ঘ্যে ৭৫৬ ফিট্, প্রস্থে ৫৮০ ফিট্। অন্যান্য বৃহন্মন্দিরের ন্যায় ইহারও সংলগ্নস্তম্ভ নাটমন্দির আছে।

তিপাই, দক্ষিণ আসামের একটী নদী। মণিপুরে ইহাকে তুয়াই বলে। লুসাই পর্ব্বতে ইহার নাম তুইবর। লুসাই পাহাড়ে এই নদী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাছাড়ের দক্ষিণপশ্চিম কোণে "বরাক", নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থলে

ডিপাইমুখ নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে লুসাই-দিগের সহিত ব্যবসা চলিয়া থাকে। লুসাইরা তুলা, পারি কাপড়, কুচুক (ভারতীয় রবার), হস্তিদন্ত, মোম প্রভৃতি বনজাত দ্রব্য লইয়া আসিয়া লবণ, চাউল, লৌহযন্ত্রাদি, কাপড়, পুঁতিরমালা ও তামাকুর সহিত বিনিময় করে।

ডিপাগড়, মধ্যভারতের একটী প্রাচীন স্থান। ইহা চান্দা-জেলায় অবস্থিত। এখানে ডিপাগড় পর্ব্বতের উপর ডিপাগড়-নামে একটী কেল্লা আছে। সেই কেল্লার নিকট একটী সরোবর হইতে ডিপাগড়ী নামে একটী নদীও উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাচীন দুর্গ কানিংহাম্ সাহেবের মতে গৌড়রাজদিগের কীর্ত্তি। দুরারোহ পর্ব্বত, বাঁশবন ও গম্য পথ অভাবে এই দুর্গে সহজে যাওয়া যায় না। পথ এত দুর্গম যে, এক ডিপাগড়ী নদীই সাতবার পার হইতে হয়। এই দুর্গটী ডিপাগড় পর্ব্বতের একটী দুর্গম উপত্যকার উপর অবস্থিত। এই দুর্গের নিয়ে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। ইহা পার্ব্বত্য-হ্রদের ন্যায়। এই দুর্গসরোবর প্রায় চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত, কেবল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে প্রাচীর নাই। প্রাচীর পর্ব্বতের অধিরোহ ও অবরোহ অনুসারে একক্রমে পাঁচটী শিখরকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এই বেষ্টিত স্থানের মধ্যে অনেকটা সমতল উপত্যকা আছে। এই উপত্যকায় ডিপাগড়ী নদীর উপনদীগুলি প্রবাহিত। এই সকল উপনদীর জল প্রায় পাহাড়ের ঢালুস্থান দিয়া উত্তীর্ণ না হইয়া যেখান সেখান হইতে সমতল ভূমিতে পড়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে। দুর্গের সমস্ত অংশ নিকটবর্ত্তী হরলদন্দ গ্রামের লোকেরাও দেখে নাই এবং পাহাড়ের সে অংশে উঠিবার সুবিধা না থাকায় কেহ যাইতেও পারে নাই। প্রাচীরটী বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে গঠিত, কিন্তু এখন কোথাও ৫ ফিটের অধিক উচ্চ দেখা যায় না।

পর্ব্বতের দক্ষিণপশ্চিম শিখরের নিকটে অনেকগুলি বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, এখানে এক রাজবাটী ছিল।

পর্ব্বতের গাত্রে একটী হনুমানের আকৃতি খোদিত আছে মাত্র; এখানে উৎকীর্ণ শিল্পের আর কিছু কোথাও নাই। সরোবরটী চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রস্তর দিয়া বাঁধান। চূণসুরকী বা কোনরূপ মশলার ব্যবহার কোথাও নাই। ইহাতে সিঁড়ি ছিল। সরোবরের এক দিক্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই ভাঙ্গার মুখ হইতেই ডিপাগড়ী নদী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে, কিন্তু এ ভাঙ্গা দিয়া জল নির্গত হয় না বলিয়া অনুমান হয়, অন্য দিক্ হইতে ডিপাগড়ীর উৎপত্তির কারণ জলনালী আছে। সরোবরের তলদেশ হইতে জলজ তৃণ জন্মিয়া জলরোধ হইলেও এখনও ইহার জল অতি স্বচ্ছ, স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। সরোবরের মধ্যস্থলে প্রায় ৫০০ ফিট্ পরিমিত স্থানে কোন প্রকার তৃণ নাই এবং যে দিকে এখনও পাথর বাঁধান আছে, সে দিকেও নাই। প্রবাদ এইরূপ যে এই দুর্গের শেষ রাণী একদিন গোবাহিত রথে নামিতে নামিতে হ্রদের মধ্যে রথসহ অদৃশ্য হন, তদবধি ইহা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। আর একটী প্রবাদ আছে যে, দ্রুপদরাজ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; তিনি মুটরাগড়ে থাকিতেন। মাটির মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ করিয়া তিনি এখানে আসিতেন। এখানে তাঁহার আখড়া (মল্লভূমি) ছিল। পাণ্ডনির রাজাও ভূগর্ভ দিয়া সুড়ঙ্গ দ্বারা এই আখড়ায় আসিতেন। দ্রুপদরাজ কিন্তু ইহাকে ধরিতে পারিতেন না।

তিব্বত, হিমালয়ের উত্তরে একটী দেশ। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার নাম 'পো'। ইহার উত্তরে চীনতাতার, পূর্ব্বে চীন, দক্ষিণে হিমালয় পর্ব্বত, পশ্চিমে তুরাণ। ইহার পরিমাণ ফল ১,৮০,৫০০ বর্গক্রোশ, লোকসংখ্যা ৫০,০০,০০০। ইহার দক্ষিণে যেমন হিমালয় উত্তরেও সেইরূপ এক অতি বিস্তীর্ণ পর্ব্বত আছে, চীনেরা এই পর্ব্বতকে 'কিয়ুনলন্' এবং হিন্দুরা 'কৈলাস' বলেন। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বত হইতে এসিয়ায় অনেকানেক নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই দেশ অতিশয় উন্নত ও শীত-প্রধান। শীতের আতশয় প্রাদুর্ভাব বলিয়া অধিক উদ্ভিদ্ জন্মে না, এজন্য জ্বালানি অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। নানাপ্রকার পশু পক্ষী আছে। গো, মেষ, অশ্ব ও অশ্বতরই সাধারণ পশু। হিমালয়-পথে শকট বা গবাদি পশু চলিতে পারেনা, মেষ ও ছাগই সেজন্য ভারবহনের কার্য্য করে। চমরী নামে এক প্রকার গোজাতি আছে, তাহার পুচ্ছে চামর হয়। [চমরী দেখ।] কস্তুরিকা মৃগও এদেশে বিস্তর। এই দেশীয় ছাগলোমে শাল হয়। [অজ দেখ।]

এদেশীয় কুকুর অতি দীর্ঘাকায় ও বলবান্। [কুকুর দেখ।] তিব্বতের আকরে স্বর্ণ, পারদ, সোহাগা ও লবণ পাওয়া যায়। তিব্বতবাসীরা দেখিতে অনেকাংশে তাতারদিগের ন্যায়। ইহারা অলস, শান্ত, সন্তুষ্টচিত্ত। শাল ও লোমজ বস্ত্রবয়নই ইহাদের প্রধান শিল্প। চীনের সহিত ইহাদের বাণিজ্য বেশী হয়। শবদাহ বা শবপ্রোথিতকরণ-প্রথা এদেশে নাই, ইহারা পারসীদিগের ন্যায় শ্মশানে শব ফেলিয়া দিয়া আসে, কেবল বালকের দেহ দাহ করে। মেষমাংস প্রধান খাদ্য। অনেকে আমমাংস ভক্ষণ করে। ইহারা সকল

সহোদরে মিলিয়া একটী স্ত্রীকে বিবাহ করে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্ত্রী মনোনীত করিবার অধিকারী। তিব্বতবাসীরা বৌদ্ধ, ইহাদের যাজকসম্প্রদায় 'লামা' নামে খ্যাত। দলইলামা সর্ব্বপ্রধান, তশিলামা দ্বিতীয়। তিব্বতবাসীদের সকলের বিশ্বাস, দলইলামা স্বয়ং ঈশ্বর, মনুষ্যবেশে মনুষ্য মধ্যে অবস্থিতি করেন, তাঁহার মৃত্যু নাই, মধ্যে মধ্যে শরীর পরিবর্ত্তন করেন মাত্র। দলইলামার মৃত্যু হইলে শাস্ত্রোক্ত বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত শিশুকে দলইলামার "নবশরীর ধারণ" জানিয়া তাহাকেই তৎপদে অভিষিক্ত করা হয়। সকলে পূর্ব্ব দলইলামার দেহ সোণায় মুড়িয়া মন্দিরে রাখিয়া পূজা করে। তশিলামা বুদ্ধের অংশ বলিয়া গণ্য। ইনি চীনসম্রাটের গুরু ও ধর্ম্মোপদেশক।

তিব্বতের সমস্ত মন্দিরে বুদ্ধপ্রতিমা আছে। তিব্বতের ভাষা স্বতন্ত্র। অক্ষর অত্যল্প পরিমাণে নাগরসদৃশ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ঐ লিপি ভারত হইতে তিব্বতে গিয়াছে। ইহারা কাষ্ঠফলকে উৎকীর্ণ করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করে।

লে, লাসা ও টিসুলম্বু এই তিন নগর এদেশে সর্ব্বপ্রধান। লাসানগরে দলইলামার মন্দির আছে, এজন্য ইহা অতি পবিত্র স্থান। কাশ্মীর-সন্নিহিত লদগ (লদাক) প্রদেশ ব্যতীত তিব্বতের অপর সমস্তাংশ চীনের অধীন। চীনরাজের একজন প্রতিনিধি এখানকার শাসনকর্ত্তা। লাসা নগরেই তিনি বাস করেন। লদাকের রাজধানী লে। [লদাক দেখ।]

আম্‌দো নামক স্থানের লামা সোনপো নোমনথন তিব্বতের একখানি ভূ-বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইল।

তিব্বতদেশে সমশীতোষ্ণতাবশতঃ এখানে অতি গ্রীষ্ম বা অতি শীতের প্রাদুর্ভাব নাই। ঐ কারণে এখানে দুর্ভিক্ষ, বিশেষ হিংস্র পশু ও কীটাদি নাই।

পর্ব্বতমালা।—লোহত্রা প্রদেশে তেসি (কৈলাস), চোমোকন্‌কর, কুলহরি, কুল-কন্‌গ্রি; উত্তর নাংগ প্রদেশে হবে; দো-কান্দস্ প্রদেশে ছি-কদচরিত ও নাছেন-মদল, এতদ্ভিন্ন বয়লহ-সংবু, তোইরিকর্পো, থবা-লোদ, সহত্রা-কর্পো, মছেন-পোমর প্রভৃতি তুষারাবৃত শ্বেতশিখরযুক্ত উচ্চ পর্ব্বতমালা আছে। হোতি-গোঙ্গিয়া, মরি-রব-চাম, জোমো-নগ্রি কোঙ্গ-ৎস্বন-ছেমো প্রভৃতি পর্ব্বত সুগন্ধ তৃণে, ভেষজ-উদ্ভিদে ও সুদৃশ্য তরুলতাগুল্মে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি কৃষ্ণপর্ব্বত দেশময় ব্যাপ্ত আছে।

হ্রদ।—মফম্-যু-চহো (মানস-সরোবর) নন্-চহো, কি-টপ-যো, চহা-চহো, রঙ্গ-বোগ যু চহো, কগ্-চহো, চহো কিয়রেঙ্, জোরেঙ্, খ্রিসহো, গিয়া-যো প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি পরিষ্কার মিষ্ট ও স্বচ্ছ সলিলবিশিষ্ট হ্রদ দেশের নানাস্থানে আছে।

নদী।—চাঙ্-পো (ব্রহ্মপুত্র), সেঙ্গেখবব্ (সিন্ধু), মব্-চিয় খব্ব, চহা-সহিক, জ-চু, দু-চু, ত্রি-চু, ম-চু (হোয়াংহো), যে-চু, বে-চু, সাঙ্-চু, হজুলগ্-চু, চাঙ্গ-চু এবং ইহাদের অসংখ্য উপনদীসহ এতদ্দেশের নানা স্থানে প্রবাহিত।

বিস্তৃত অরণ্য, চারণ ভূমি, তৃণময় প্রান্তর, তৃণপূর্ণ উপত্যকা, তৃণযুক্ত জলা মাঠ, কর্ষিতক্ষেত্র এবং অনুর্ব্বর অধিত্যকা বালুময় মরুদেশের নানাস্থানে আছে। গ্যা-নগ্ (চীন), গ্যা-গর্ (ভারতবর্ষ), পেরসিগ (পারস্য) প্রভৃতি বৃহদ্দেশের সীমায় যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্র আছে, এদেশের চতুর্দ্দিকে সেইরূপ বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বতের অপর পারে গ্যা-নগ্ (চীন), গ্যা-গর্ (ভারতবর্ষ), মোন (হিমালয়-প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ), ব-যো (নেপাল), খ-ছে (কাশ্মীর), স্তগ-সিগস্ (তাজিক বা পারস্য) ও হোর (তাতার) প্রভৃতি বৃহৎ দেশ অবস্থিত। এই সকল দেশের উর্ব্বরতা যে সকল বৃহৎ নদীদ্বারা ঘটিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই এই পো (তিব্বত বা ভোট) দেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই পো দেশ জম্বু-লিঙ্ (জম্বুদ্বীপ) খণ্ডের কেন্দ্রস্থান বলা যাইতে পারে।

পো দেশ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—

১। তো ঙহ্-রি কোর্-সুম—উচ্চ বা ক্ষুদ্র তিব্বত।

২। বু সাঙ্ (চারিটী প্রদেশে বিভক্ত) প্রকৃত তিব্বত।

৩। দো, খম ও গঙ্ ... ... বৃহৎ তিব্বত।

উচ্চ তিব্বত (পো-চুঙ্ নামে সংক্ষেপে কথিত) ইহার কয়েকটী উপবিভাগ আছে—তগ্-যো লদবগ, মঙ্-যু সহাঙ্স হঙ্, গুগে বুহ্রঙ্ (পুরঙ্) এই প্রত্যেক উপবিভাগ আবার নয়টী জেলায় বিভক্ত।

পূর্ব্বে পো দেশের শাসনসীমা তুরষ্কদিগের (তুর্কীদিগের) দেশের কোণ পর্য্যন্ত ছিল। উচ্চ তিব্বত প্রকৃত উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরভাগ বদকশানের মধ্যে। এখানে তিব্বতীয়দিগের একটী দসোঙ্ (দুর্গ) আছে। দোক্‌প নামক দুর্দ্দান্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য দুর্গাধিপতি তিব্বতাধিপতির অধীনে প্রতিনিধিস্বরূপ আছেন। ইনি পূর্ব্বে দোকপ-রাজ নামে কথিত হইতেন। উচ্চ তিব্বতের পূর্ব্বে তুষারমণ্ডিত উচ্চ তেসি (কৈলাস পর্ব্বত), মফম্ (মানস-সরোবর) হ্রদ ও খুঙ্-গ্রোম্ নামক নির্ঝরের জল অতি পবিত্র বলিয়া খ্যাত। যে পান করে, সে মুক্তি পায়। এগুলি তো-শীর্ নামক স্থানে একজন স্বতন্ত্র গারপোন (গবর্ণরের) বা শাসন-

কর্ত্তার অধীনে আছে ; তিনিও লাসার প্রধান শাসনকর্ত্তার অধীন।

মানস-সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বতের মহিমা-প্রকাশক একখানি তিব্বতীয় পুস্তকে লিখিত আছে যে, কৈলাস হইতে চারিটী প্রধান নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদী চতুষ্টয়ের উৎপত্তিস্থল যথাক্রমে হস্তী, গৃধ্র, ঘোটক ও সিংহমুখ সদৃশ। অন্যান্য পুস্তকে এগুলি যথাক্রমে গো, অশ্ব, ময়ূর ও সিংহমুখ সদৃশ বলিয়া বর্ণিত। এই সকল স্থান হইতে গঙ্গা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র), পক্ষু (অক্‌সস্) ও সিন্ধুর উৎপত্তি হইয়াছে।

সিন্ধুনদী পশ্চিমমুখে তিব্বতের অন্তর্গত বল্‌তি প্রদেশ দিয়া কাশ্মীরের অন্তর্গত কপিস্থান নামক স্থানে দক্ষিণপশ্চিম মুখে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। পক্ষুনদী কৈলাসের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে নির্গত হইয়া পোকর প্রদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমমুখে তুর্কীদিগের দেশে প্রবেশ করিয়াছে। কৈলাস-পর্ব্বত হইতে সীতানামে আর একটী নদী পূর্ব্বাংশ হইতে নির্গত হইয়া এখন মানস সরোবরে পড়িতেছে। কথিত আছে, ইহা পুরাকালে হোরদেশ ও চীনদেশের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব-সাগরে পড়িত।

কৈলাস পর্ব্বতের সম্মুখে গোন্‌পেরি নামে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত তীর্থিকগণ কর্ত্তৃক হনুমন্ত নামে কথিত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতের গাত্রে লাঙ্গলের খাদের ন্যায় (লাঙ্গল দিয়া খুঁড়িলে ভূমিতে যেরূপ খাদ হয় সেইরূপ) দাগ আছে। এতৎ সম্বন্ধে নানা গল্প আছে। তিব্বতীয়েরা বলে, জে-ৎসুন্ মিলরপ ও নরোপোনচুঙ্ নামক দুইজন তিব্বতীয় জ্ঞানী পণ্ডিতের ধর্ম্ম-বিচারের সময় শেষোক্ত ব্যক্তি পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার দেহ-ভারে এই দাগ হইয়াছে। ভারতবাসীর মতে ইহা কার্ত্তিকের বাণশিক্ষাকালে তাঁহার শরাঘাতে উৎপন্ন। তাঁহারা আরও বলেন, পূর্ব্বে এই পর্ব্বত কৈলাসের উপরেই ছিল, কিন্তু হনুমান্ বাস করিবার জন্য ইহা কৈলাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি বাস করেন। ইহা হইতেই বোধ হয় তীর্থিকেরা (ব্রাহ্মণেরা) ইহাকে হনুমন্ত পর্ব্বত বলে। এই পর্ব্বতের উপর অনেকস্থলে পদচিহ্ন আছে। ভারতবাসী তাহা শিবদুর্গা, কার্ত্তিক, বকাসুর, হনুমান্ প্রভৃতির পদচিহ্ন বলে। তিব্বতীয়েরা বুদ্ধপদ এবং উক্ত দুই জ্ঞানীর পদচিহ্ন বলিয়া থাকে। এখানে জিগতেন বোগছিয়ু-পের নামে উৎসৃষ্ট এক পবিত্র গুহা আছে। কৈলাসের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা বলে ঐ সকল পদচিহ্ন সিদ্ধ পুরুষগণের। (লদাক) প্রদেশে লে-খর (লে) দুর্গ-অবস্থিত। এখানকার লোকেরা কাশ্মীরের ন্যায় পরিচ্ছদধারী। ইহাদের টুপী চীনদেশীয় অপরাধিগণের টুপীর ন্যায়। যাজকেরা রক্তবর্ণ ও অপরে কৃষ্ণবর্ণ টুপী ধারণ করে। লদগের পূর্ব্বদিকে গুগে প্রদেশ। এখানে থোডিঙের আশ্রম অতি বিখ্যাত। ইহা লোচব রিঞ্চেন সাঙ্‌পো কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পূর্ব্বে পুরঙ্ প্রদেশ। এখানে পূর্ব্বে রাজা স্রোন্-ৎসন্-গম্পো-বংশীয় নৃপতিরা রাজত্ব করিতেন। রাজা হোদ এই বংশে অতি বিখ্যাত ছিলেন। ইহার দক্ষিণে অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ চোভো জম-লির মন্দির, ইহাকে খুরছোগ মন্দিরও বলে। পূর্ব্বে এই স্থানের কিছু দূরে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি নিজ কুটীরে ৭ জন আর্য্যবৌদ্ধপণ্ডিতকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সকল আচার্য্য যখন ভারতে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহারা সন্ন্যাসীর নিকট সাতটী বড় বস্তা রাখিয়া আসেন। বহু বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহারা ফিরিলেন না। শেষে সন্ন্যাসী বস্তা খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুঁটলী আছে, আর তাহাতে জম্‌লী এই নাম লিখিত আছে। সন্ন্যাসী তাহাও খুলিয়া কতকগুলি রূপার থান পাইলেন। এইগুলি লইয়া জুম্‌লাস্ নামক স্থানে গমন করিলেন এবং ঐ রূপার এক বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রতিমার হাঁটু পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইলে প্রতিমা আপনি চলিতে আরম্ভ করে। তখন সন্ন্যাসী লোক নিযুক্ত করিয়া সেই প্রতিমা তিব্বতে লইয়া আসে। এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত প্রতিমা অচল হইয়া গেল। তখন এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্ন্যাসী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং 'জমলী' নামে অভিহিত করেন। জমলী অর্থে অচল। নিম্ন পুরঙের পূর্ব্বে লব-মন্থস্ নামে বহুবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র আছে, ইহা পূর্ব্বে লাসা-শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল, এখন নেপালাধিকারে আছে। ইহার পূর্ব্বে জোঙ্-দসোঙ্গ নামক স্থান। এখানে একটী বৃহৎ কেল্লা ও কারাগার এবং অনেকগুলি সঙ্ঘারাম আছে। ইহার দক্ষিণে কিরোঙ্ নামক স্থান, ইহাই উচ্চ তিব্বতের সর্ব্বশেষ সীমা। এখানকার সম্‌তন্ লিঙ্গ নামক আশ্রম পুরাতন ও পবিত্র। তিব্বতের চারিটী বিখ্যাত চোভো (বুদ্ধ) মন্দিরের একটীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর একটী অর্থাৎ চোভো-ওয়তি সৃসাঙ্-পো নামক মন্দির এই স্থানে আছে। ইহার দক্ষিণে সম্ধু নায়াকোট (নবকোট) ও অন্যান্য স্থান নেপালাধিকৃত। ইহার পূর্ব্বে নলন্ বা ননম্ এবং তৎসংলগ্ন গুণ্‌থঙ্ নামক স্থান জেৎসুন্ মিলরপ, বঁ-লোচব ও তৈপকুগ নামক পণ্ডিতত্রয়ের জন্মস্থান। চুধর নামক স্থানে মিলরপ প্রাণত্যাগ করেন। নলমের নিম্নে নলম্ নামক গিরিবর্ত্ম নেপাল প্রবেশের একটী পথ।

প্রকৃত তিব্বতের প্রধানতঃ দুই ভাগ—ৎসাঙ্ ও উ(বু)। ইহাও আবার চারিটী রু অর্থাৎ সামরিক বিভাগে বিভক্ত। যথা উরু, যেরু, যোনরু এবং রুলগ্। হোর সম্রাটগণের সময়ে এ প্রদেশ ছয়টী থি-কোর নামক বিভাগে বিভক্ত ছিল। যাম্‌দো নামক হ্রদ-প্রদেশে একটী স্বতন্ত্র থি-কোর বলিয়া গণ্য হইত। নেপালসীমায় জোমো কঙ্কর নামক উচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের নিকট মিলরপ পণ্ডিত পাঁচটী পরী-সিদ্ধ হইয়াছিলেন। লব্-ছি নামক শিখরে ৎশেরিঙ্ ৎশে ঙা নামক জ্ঞানীর বাসস্থান ছিল। ইহার মূলদেশে পাঁচটী তুষার-হ্রদ আছে। এই হ্রদগুলির জলের বর্ণ পরস্পর বিভিন্ন। এই হ্রদগুলি উক্ত জ্ঞানীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এখানকার আশ্রমের উত্তরে কোমা নামক একটী বৃহৎ তুষার-হ্রদ। ইহা তিব্বতের চারিটী প্রধান তুষারহ্রদের মধ্যে একটী। ইহার নিকটে রিবো তগ্‌স্‌সাঙ্ নামক অতি পবিত্র স্থান ; ইহাই পদ্মসম্ভব নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যের পত্নী লচম্ মন্দরবার প্রিয়াবাস। এই স্থানে সেই দেবীকল্পিতা স্ত্রীর পদচিহ্ন আছে। নলমের উত্তরে গুঙ্মঙ্লা নামক উচ্চ পর্ব্বতে বিখ্যাত তন্মচুণী নামক দ্বাদশটী অপ্সরার বাস। পদ্মসম্ভব ইহাদিগকে শপথ করাইয়া তীর্থিক-(ব্রাহ্মণ) কবল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম-রক্ষা ও ভারত হইতে শত্রুভাবে ব্রাহ্মণাগমন বন্ধ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, তদবধি শত্রুভাবে আর তীর্থিকেরা তিব্বতে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, ভারতবর্ষ হইতে এখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকেরা তিব্বত দর্শনে গিয়া থাকেন। এই পর্ব্বতে গুঙ্থঙ্লা গিরিবর্ত্ম আছে। এই পথ দিয়া উত্তরে গেলে টেঙ্রি নামক জেলা। এখানে কা তম্প সাঙ্গো নামক পণ্ডিতের তপোবন, গুহা ও সমাধিস্তম্ভ আছে। ইনিই তিব্বতীয় ধর্ম্মের শিচেৎ শাখার মতপ্রবর্ত্তক। এখানে চীনরাজের একদল সৈন্য ও একজন সীমান্ত-রক্ষক সেনাপতি আছেন। ইহার পূর্ব্বাংশে তেসি জোঙ (দুর্গ) ও উত্তরে শেকর দোর্জে জোঙ (দুর্গ) এবং তৎ-সংলগ্ন কারাগার অবস্থিত। ইহার নিকটে শেকর ছোদে আশ্রম। এই আশ্রমের নিকটে পা-শাক্য নামক সঙ্ঘারাম। ইহার মধ্যে এত বড় একটী দৌড়দার গৃহ আছে যে তন্মধ্যে ঘোড়দৌড় হইতে পারে। এই গৃহের নাম দুথঙ্ কর্পো। এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত চলিত। পা শাক্য আশ্রম হইতে একদিনের পথ উত্তরে থহ তগ্ জোঙ্ (দুর্গ) নামক স্থানে বহুলামা জোন্‌পো শাঙ্কর নামক মহাপুরুষ সিদ্ধ হন। এখানে পা-গোম্বিরি নামক একটী গুহা এবং আরিগ কর্পো নামে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ অক্ষরে লিখিত লিপি আছে। ইহার নিকট একখানি ত্রিকোণাকৃতি কাল পাথর দেখা যায়, তাহাকে লোবোন বলে। প্রবাদ এই, উহা পা-গোম লামার হৃৎপিণ্ডের প্রস্তরীভূত অবস্থা। ইহা হইতে অনেক ভক্ত টুকরা চটা উঠাইয়া লইয়া যায়। থহ জোঙের উত্তরে এক তুষারাবৃত উচ্চ পর্ব্বতমালা আছে। ইহার অপর পারে শৃম্পো নামক হোর (মনুষ্যভক্ষক) জাতীয় ব্যক্তির বংশধরগণ তোই-হোর নামে বাস করিত। উক্ত পর্ব্বতমালার তুষাররাশি গলিয়া মাটিতে পড়িলে তিব্বতে অনিষ্টপাত হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস আছে। ইহার পর খিসেলালোগণ (মুসলমান) বাস করে, তাহারা কাসগরের অধীন। ইহাদের দেশের পর গ্যানম্ নামক বিস্তৃত মরুভূমি। এই মরুভূমির পর অঙ্কিয়া নামক মুসলমান জাতির বাস, তাহাদের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের চিরশত্রুতা চলিয়া আসিতেছে। যোন-খঙ্ নামক স্থানে যথেষ্ট নরাস্থি ও নরকপাল দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্যপ ও দিগুন্‌প আশ্রমের যুদ্ধে যে সকল লোক হত হইয়াছিল, এ সমস্ত তাহাদেরই অস্থিমালা বলিয়া কথিত হয়। পা-শাক্য সঙ্ঘারামের নিকট ৎশাঙ্পো নদী প্রবাহিত। ইহার তীরবর্ত্তী লহ-র্‌ৎসে, ঙম্-রিঙ ও ফুন-ৎস-হোস্ জোঙ প্রভৃতি স্থান সান্ গবর্মেণ্টের অধীন। এই সকল স্থানে অনেক পবিত্র মূর্ত্তি আছে। এখানকার থোপূ-চাম-ছেন নামক স্তুপ থোপু লোচব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, আর একটী উচ্চ স্তুপ সন্ন্যাসী থনঙ্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং একটী বৃহৎ মন্দির সিতু-নম্‌গ্যা-তগ্প কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ফুন্-ৎস্‌হো-লিঙ্ নামক আশ্রম সস্তুলের বৌদ্ধ-মন্দিরের ধরণে কুন-খিয়েন-জোমো নঙ্প কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই স্থানে ও ফুণ-ৎসো-লিঙ্গ প্রভৃতি স্থানে রওর-ব নামক বৌদ্ধাচার্য্যের শিষ্যপরম্পরা বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের কালচক্র, ব্যাকরণ ও বিচার গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। ফুন-ৎসো-লিঙ্ হইতে জোনঙ্ মত প্রচলিত হয়। এখানে কুব্লই নামক সম্রাটের গুরু দোগোন-ফগ্পা বাস করিতেন। পরে জোনঙ্প সাম্প্রদায়িক মতের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় ইহার এক প্রকার লোপ হয়। ইহার দক্ষিণে তশি-ল্‌হুন্‌পো সঙ্ঘারাম। ইহা গ্যা-গেদুন্দুব কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে অমিতাভ বুদ্ধ মনুষ্যাকারে পঞ্চেন থম্ চে খন্‌পা নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি একবার মাত্র জন্মিয়াছিলেন তাহা নহে, ঐ একনামে তিনি পর পর কয়েক জন্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তশিংল্হুন্‌পো নামক আশ্রমে তাঁহার কয়েক জন্মের সমাধি আছে। ইহার নিকটে কুন-খ্যাব্-লিঙ্ নামক প্রাসাদ পঞ্চেন তন্‌পই-নিম

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তশি-লহ্নপো আশ্রমের পূর্ব্বে উত্তর রুঙ্‌ নামক স্থানে তিব্বতের তৃতীয় প্রসিদ্ধ নগর গ্যন্‌-ৎসে অবস্থিত। এই সহরের ব্যবসায় অতি বিস্তৃত। পূর্ব্বে ইহা সিতু-রব্‌তন্‌-কুন্‌-সঙ্গে নামক রাজার রাজধানী ছিল। উক্ত রাজা এখানে গোমঙ্‌ পঙ্কোল ছেন্‌পো নামক সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। তশি লহ্নপো আশ্রমের দক্ষিণে ছোইকিৎ দোর্জে নামক এক সন্ন্যাসীর তপোবন, ইহা গর্ম্মো ছোই-জোঙ্‌ নামে কথিত। এখানে একটী অদ্ভুতসম্ভব নির্ঝর আছে, তাহার জলে রোগনাশ হয়। তদ্ভিন্ন হরপার্ব্বতীর লিঙ্গমূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত আছে। ৎসাঙ্গ্‌পো নদীতীরে ৎসাঙ-রঙ্‌ উপত্যকায় রিঞ্চেন পুঙ্‌প জোঙ্‌ অবস্থিত। ইহা দেব রিঞ্চেন পুঙ্‌ নামক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। নিকট-বর্ত্তী থব-গ্যা নামক গ্রামে পঞ্চেন রিন্‌পোছে নামক তশি-লামার জন্ম হয়। এই উপত্যকায় নানাস্থানে অনেক লামা জন্মগ্রহণ করেন। এখানে অনেকের তপোবন আছে, কিন্তু লোকাবাস বেশি নাই।

গ্যন্‌-ৎসে নগরের দক্ষিণে পর্ব্বতমালার অপর পার্শ্বে হি নামক স্থান। ইহার পূর্ব্বে মিবঙ্‌ কোল্‌হ নামক রাজার জন্মস্থান কোল্‌হ গ্রাম। তশিল্‌ হুন্‌পো আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্বে কিঙ্‌কয়ল নামক পর্ব্বতমালার পরপারে সোন্‌ জোঙ নামে দুর্গ ও কারাগার একটী হ্রদের মধ্যে নির্ম্মিত। এই স্থানের পর টিঙ্কি জোঙ। ইহার দক্ষিণে মোন-দজোঙ্‌ নামক রাজ্য, ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে সিকিম বলে। গ্যন্‌-ৎসে নগরের ঠিক দক্ষিণে পর্ব্বতমালার পরপারে ফগ্‌রি জোঙ নামে দুর্গ অবস্থিত; ইহাই লাসা গবর্মেণ্টের সীমান্ত দুর্গ। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বে ল্‌হো-দ্রুক (ভুটান) রাজ্য।

উত্তর রুঙ্‌নামক স্থান হইতে খরুল পর্ব্বতমালা পার হইলে যম্‌দোক (যম্‌ দো) নামক স্থান, ইহা ঠিক ফগরির উত্তরে। এখানে তিব্বতের প্রধান হ্রদচতুষ্টয়ের মধ্যে যম্‌-দোক্‌-যুন্‌ৎশো নামক হ্রদ আছে। শীতকালে হ্রদের উপরিভাগ জমিয়া যায়। তখন সর্ব্বদাই হ্রদগর্ভ হইতে বজ্র-ধ্বনির ন্যায় শব্দ উত্থিত হইতে থাকে। এই শব্দ কাহারও মতে সমুদ্র বা সিংহের গর্জ্জন, কাহারও মতে বায়ুর শব্দ। এই হ্রদের মৎস্য ক্ষুদ্রকায় এবং সকলগুলিই এক আকারের। যমদোক্‌ নামকস্থানের পূর্ব্বে ৎসাঙ্‌পো এবং কিং-ছু নামক নদীর সঙ্গমস্থলেরও কিছু পূর্ব্বে জঙ্‌নামক স্থানে প্রতি বৎসর লামাগণের সভা হয়। সভায় তাঁহারা ৎশানক্তি নামক দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। ইহার নিকটবর্ত্তী থকা নদীর তীরে হুসঙ্গ দোই ল্‌হথঙ্‌ নামক মন্দির রাজা রল্‌পচন্‌ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে লেগ্‌পই শেরব্‌ খুপোন নামক স্থানে জোগ-লোদন-শেবর নামক দেবতার স্বয়ম্ভু প্রতিমাদ্বয় আছে। প্রথম প্রতিমায় শিরা-সংস্থান ও মাংসপেশীসমূহ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সাঙ্‌কু উপত্যকায় নেহজোঙ নামে প্রাসাদ ও দুর্গ আছে, এখানে ফগমো দ্রুব্‌বংশীয় সিতু চঙ-ছুব-গ্যৎশান নামক রাজা ছিলেন। উঁহার ভগ্নাবশেষ এখন তিসগণের (গন্ধর্ব্বগণের) আবাস বলিয়া কথিত হয়।

কিছুদূর পূর্ব্বাভিমুখে গেলে বিতো-গেকেল নামক পর্ব্ব-তের নিকট পদন্দ-পুঙ নামক আশ্রম, ইহা সমস্ত উত্তর প্রদেশে বিখ্যাত। এখানকার বৃহৎ উপাসনাগৃহে মৈত্রেয়ের (চাম্পথোঙ্গদোর) বৃহৎ প্রতিমা আছে। এতদ্ভিন্ন ভারত-বর্ষীয় চন্দ্র পণ্ডিতের হস্তলিখিত পুঁথি, অবলোকিতেশ্বরের (চনরাসিগ) প্রতিমা ও বঁ লোচবের সমাধিও আছে। এখানে দলহ লামার এক প্রাসাদ আছে। এখানকার তান্ত্রিক মতের দেবতা বজ্রভৈরবের প্রতিমা অতি প্রসিদ্ধ। এখানে বিনয়, অভিধর্ম্ম ও মাধ্যমিক দর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রজ্ঞাপার-মিতা পড়ান হয় ও নি-তা-ৎশঙ তান্ত্রিকমতের কিয়দংশের অধ্যাপনাও হয়। ইহার পূর্ব্বে তিব্বতের রাজধানী লা ল্‌হদন (লাসা) নগর। আর্য্যাবর্ত্তের কোন বৃহৎ নগরের সহিত ইহার তুলনা না হইলেও তিব্বতের মধ্যে ইহাই প্রধান নগর। লাসা নগরের মধ্যস্থলে ত্রিতল উচ্চ শাক্যবুদ্ধের মন্দির আছে। ইহার মধ্যে শাক্যসিংহের যে প্রতিমা আছে, তাহা তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়সের প্রতিরূপ। রাজা স্রোন্‌ৎসন্‌ গম্পো যে চীনরাজকন্যাকে বিবাহ করেন, তিনিই এই প্রতিমা চীন হইতে এদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে অবলোকিতেশ্বর (চনরসিগ) ও মৈত্রেয় বুদ্ধের স্বয়ম্ভু-প্রতিমা আছে। এতদ্ভিন্ন ৎসোদথপ, শ্রী-স্থুন্‌ গ্যমোদেবী (ভারতবর্ষে শচী কামিনী নামে খ্যাত) প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে।

তিব্বতের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও জমীদার লাসা নগরে বাস করেন। চীন, কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে বণিকেরা আগমন করে। এই নগরের অর্দ্ধ মাইল দূরে পোতালা নামক প্রাসাদ। প্রবাদ, এই প্রাসাদে জগন্নাথ অবলোকিতেশ্বর বাস করিতেন। ইনিই দলই-লামা-রূপে বর্ত্তমান। পোতালা প্রাসাদ একাদশ-তল উচ্চ ও শ্বেতবর্ণ। স্রোন্‌ৎসন্‌ গম্পোনামক রাজা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এখানে লোহিতপ্রাসাদ (কো-দ্রুঙ-মর্পো) আছে। এই প্রাসাদে লোকেশ্বরের প্রতিমা ও কোন্‌গস্‌-দ্রুপ নামক ৫ম দলই লামার সমাধি আছে। ইহা ত্রয়োদশতল উচ্চ। পোতালা প্রাসাদের দক্ষিণপশ্চিমে চগ্‌পোইরি পর্ব্বতে

চিকিৎসাশাস্ত্রশিক্ষার বিভামন্দির আছে। ঐ মন্দির বজ্রপাণির নামে ও এই পর্ব্বতের পশ্চিমে দরি পর্ব্বত আর্যমঞ্জুশ্রীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এখানে দলুহ যুগহুদ রাজা। পোতালা ও লাসার মধ্যে অম্পন নামে একজন রাজকর্ম্মচারীর বাস আছে। ইনি চীনসম্রাট্ কর্ত্তৃক দলই-লামার গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত। এই নগরের উত্তরে সেরা-থেগ্ছে-লিঙ্ নামক আশ্রমে অবলোকিতেশ্বরের একাদশমুখ প্রতিমা আছে। উ-চু নদীতীর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া একটী জঙ্গল পার হইলে তগোর নামক পাহাড়ের উপর অতিষদেবের তপোবন ও গুহা, আচার্য্য (দফুগ) পদ্মসম্ভবের এবং ৮০ জন যোগীর গুহা দেখা যায়। এখানে অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি, কৃষ্ণপ্রস্তরসম্ভূত স্বয়ম্ভুমণি, নীলপ্রস্তরক্ষেত্র-মধ্যগত একখানি শ্বেতপ্রস্তর হইতে স্বয়ং জাত তারামূর্ত্তি, জম্ভল (কুবের) মূর্ত্তি, রিগচোম (বেদমতী) মূর্ত্তি ও হুব্ঘোব বিরূপমূর্ত্তি আছে। চারিজন মৈত্রেয়ের মধ্যে এখানে যেরূপ চামছেন এই প্রদেশে অমৃতবর্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে পলুহ শিবনামক এক অদ্বিতীয় দেবতার প্রতিমা আছে। উচুনদীর দক্ষিণতীরে প্রসিদ্ধ সংস্কারক শরচোঙ্খপ কর্ত্তৃক স্থাপিত গধ্‌ননামক আশ্রম ও তাঁহার নিজ সমাধিস্থান আছে। এখানে যমান্তক মহাকাল কালরূপ নামক দেবতার প্রতিমা ও গুহ্য-সমাজের মণ্ডল আছে। গধনের উত্তরপূর্ব্বে ছুগল পর্ব্বতের পরপারে রদেঙ নামক আশ্রম। অতিষের প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ডোম রিণ্‌পোছে ইহার স্থাপয়িতা। ইহা অতিষের (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) ভবিষ্যবাণী অনুসারে স্থাপিত হয়। এখানে অতিষের প্রতিষ্ঠিত মৈত্রেয়মূর্ত্তি ও গুহ্যসমাজতন্ত্রের জম্-পল্-দোর্জে নামক জ্ঞানীর মূর্ত্তি আছে। উ ও চঙ্ প্রদেশের উত্তরে তিব্বতের প্রসিদ্ধ হ্রদ চতুষ্টয়ের আর একটী হ্রদ আছে, ইহা নম্ছো ছ্যুগমো (টিঙ্গ্রি-নর) নামে খ্যাত। চঙ্পো ও উ-ছু (কি-ছু) নদীর সঙ্গমস্থলে গোঙ্ কর-জঙ নামে দুর্গ ও কারাগার অবস্থিত। এখান হইতে অর্দ্ধদিনের পথ উত্তরে দোর্জেতগ নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের প্রধান আশ্রম। এই আশ্রমের পূর্ব্বে সাম্য নামক অতি প্রাচীন সঙ্ঘারাম। মগধের ও দন্তপুরীর সঙ্ঘারামের অনুকরণে পদ্মসম্ভবের নির্দ্দেশানুসারে খিস্‌রোঙ দিউৎসন্ নামক রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইহাতে নূতন এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। চঙ্পো নদীর উত্তরতীরে দ-ছো নামক হ্রদ, ইহা পাদন-লহমো বা কালীদেবীর হৃদয় বলিয়া খ্যাত। চঙ্পো গোঙযোল নামক পর্ব্বতের উপর চরি-কিখোর্-থঙ নামক পবিত্র স্থান। এই স্থান খদোমগণ (ডাকিনী) কর্ত্তৃক রক্ষিত। লোকে সহজে এই দেশে আসিতে পারে না। ১৩শ বৎসরে (প্রবঙ্গ সংবৎসরে) ১০০০০ যাত্রী একত্র চরিদর্শনে যাত্রা করে। তাহারা কি-যোর্-থঙ্ নদীর তীর দিয়া নয়টী পার্ব্বত্য সংকীর্ণপথ, নয়টী প্রবাহ, নয়টী সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অতি ভয়ানক ও সংকীর্ণ চ্যাম্বিল্ ও চিম্বিল্ নামক পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া ছগপো চরি থুগ্‌কা নামক স্থানে উপস্থিত হয়। ইহার পর তাহারা চ্যাচুল নামক স্থানে আরোহণ করিয়া ছোরিস্-সাব-ছুঙ নামক বৌদ্ধতীর্থের শেষ সীমায় পৌছে। ইহার অপর পারে আর বৌদ্ধতীর্থ নাই। এখানে মেষ, ছাগ প্রভৃতি ভারবাহী পশু চরিতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের শৃঙ্গে দেবমূর্ত্তি ও মন্ত্রাদি আপনা হইতে অলৌকিক রূপে লিখিত হইয়া যায়, এইরূপ প্রবাদ আছে। খোরলো-ডোম্প নামক তান্ত্রিক দেবতার হৃদয়স্থান বলিয়া চরি অতি পবিত্র ও বিখ্যাত। তীর্থিকগণ (ব্রাহ্মণগণ) বলেন, এই দেশ উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের আবাসভূমি ও ইহাই মহাদেবের আলয়।

প্রকৃত তিব্বতের উত্তরপূর্ব্বে বৃহৎ তিব্বত প্রদেশ অবস্থিত। ইহার মধ্যে আমদো, খম্ ও গঙ্ প্রদেশ সন্নিবিষ্ট। বৃহৎ তিব্বতমঙ্গ-সখো গঙ্, চহচগঙ্, পোম্পো গঙ, মর্থম গঙ্, নিমগ গঙ্ ও যর্ম্মোগঙ্ এই ছয় ভাগে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন চারিটী পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে—ছত রোঙ, সঙনন রোঙ, নাগরোঙ ও গ্যমো রোঙ্।

প্রকৃতি। তিব্বতের সীমাবর্ত্তী কঙপো নমেক স্থানের পূর্ব্বে পর্ব্বতের পারে খম্ প্রদেশ আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বে ছতরোঙ প্রদেশ, ইহার পূর্ব্বে জঙ্। ইহার নিকটে ন-খওর কর্পো নামক অতি পবিত্র স্থান। ইহার দক্ষিণে চীনের যুনান নামক স্থান। নঙ নামক স্থানের পূর্ব্বে পর্ব্বতপারে থম ল্হরি। ইহার পূর্ব্বে ঙু-ছু (রৌপ্য) নদীর বামতীরে রিভোছে নামক প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম। ইহার পূর্ব্বে মর্থম্ প্রদেশ। এখানে রাজা স্রোন্ৎসন্-গম্পোর সময়ে নির্ম্মিত কয়েকটী মন্দির আছে। ইহার পূর্ব্বে কোঙ্ চে-থ নামক স্থান, ইহাই চীন ও তিব্বতের সীমা। ইহার পূর্ব্বে বাহ্ বিভাগের মধ্যে ভুব-ছেন চাম্বলিঙ্ নামে সঙ্ঘারাম লিথঙ্ নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে চন্-নি শাস্ত্রমতাবলম্বী ২৮০০ সন্ন্যাসী অবস্থিতি করে। লিথঙ্ নামক স্থানের উত্তরপূর্ব্বে নাগরঙ জেলা। এখানে নাগছু নদীতীরে কোত নামক মন্দির ভারতবর্ষীয় আচার্য্য ক-তম্প সঙেন্ (সিচোপ-শাস্ত্রমতপ্রবর্ত্তকের) যোগাশ্রম মন্দির। গ্যমো-রোল নামক প্রদেশে লোচব বিরোচনের তপস্তার স্থান ও গুহা আছে। আমদো প্রদেশে চ্য-খুঙ নামক স্থানের

উত্তরে পর্ব্বতের পারে চোঙ্‌মু জেলা। বর্ত্তমান যুগের দ্বিতীয় বুদ্ধ যার চোঙ্‌খপ লোসং তগ্‌প নামক প্রসিদ্ধ সংস্কারকের জন্মভূমির উপর কুমুম নামক সঙ্ঘারাম স্থাপিত। এখানে একটী শ্বেতচন্দন-বৃক্ষ আছে। প্রবাদ যে, উক্ত সংস্কারকের জন্মকালে উহার প্রতি পত্রে সেঙ্গেনারো বুদ্ধের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এখান হইতে উত্তরপূর্ব্বে আম্‌দো গোমঙ্‌-গোন্‌প বা সেরখঙ্‌ গোন্‌প নামক সঙ্ঘারাম অবস্থিত। এই সঙ্ঘারামের প্রধান আচার্য্য তগ্‌চে চোঙো লামার অবতার। তিনিই এই ভূবিবরণপ্রণেতা। এখানে চন্‌-নি মতাবলম্বী ২০০০ শ্রমণ বাস করেন। এখানকার উত্তরে আম্‌দো পরি নামক জেলায় জোমোখোর সঙ্ঘারামগুলি অতি বিখ্যাত। চ্যম্‌লিঙ্‌ নামক একটী মন্দিরে ১ লক্ষ বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও মৈত্রেয়বুদ্ধের ৮০ ফিট্‌ উচ্চ প্রতিমা আছে। লোক্যাতুন সঙ্ঘারামে সম্বর নামক তান্ত্রিক দেবতার মূর্ত্তি আছে। এই দেবতা স্বীয় শক্তি আলিঙ্গন করিয়া আছেন। ইহার উত্তরে কো-কোনর নামক হ্রদ। ইহার গর্ভে মহাদেব নামে এক পর্ব্বত আছে। এখানে কো-কোনর মোঙ্গোল নামক এক শ্রেণীর হোর জাতি ৩৩ জন সর্দ্দারের অধীনে বাস করে, ইহারা বৌদ্ধ। আজকাল তিব্বতের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা প্রায়ই কংফুচির মত গ্রহণ করিতেছে, লদাকের লোকেরা নানকের মত গ্রহণ করিতেছে। এই দেশের স্থানে স্থানে চীন-তাতার, তুর্কীস্থান ও মোঙ্গলিয়ার মুসলমানের বাস আছে, তাহারা তদ্দেশীয় দস্যুব্যবসায়ী লোকদিগকে মুসলমান করিয়াছে।

বর্ত্তমান তিব্বত রাজ্য ২৭° হইতে ৩৭° উত্তর অক্ষাংশে ও ৭২° হইতে ১০৫° পূর্ব্ব-দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোবি নামক বিস্তৃত মরুভূমি। ইহার উচ্চতম সমতল ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪ হাজার ফিট্‌ উচ্চ। উচ্চ তিব্বতে ঐরূপ ভূমি ১২ হইতে ১৩ হাজার ফিট্‌ উচ্চ। তিব্বতকে চীনেরা চঙ্‌ বা সি-তঙ্‌ দেশ বলে। তিব্বত শব্দ ঢ্‌-পেহ-তেহ্‌ (তুবো) শব্দের অপভ্রংশ। তিব্বতীয়েরা নিজে স্বদেশকে পো বা পো-যুল্‌ বলে। পো শব্দ হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে ভোট আখ্যা দিয়াছেন। পো শব্দ লিখিতে 'ষোদ' এইরূপ লিখিত হয়, সুতরাং উহা হইতে ভোট হওয়া আশ্চর্য্য নহে। পো-যুল্‌ অর্থে পোদেশ, পো-প অর্থে পো দেশীয় পুরুষ এবং পো-মো অর্থে পো-দেশীয় স্ত্রী। তিব্বতীয়েরা মধ্যতিব্বতকেই প্রকৃত পক্ষে পো বলে। পূর্ব্বতিব্বত সাধারণতঃ খম্‌ বা বৃহৎ তিব্বত নামে অভিহিত হয়। চীন গবর্মেণ্ট তিব্বতকে দুইভাগে বিভক্ত করেন—অগ্রতিব্বত ও পশ্চাৎতিব্বত। চঙ্‌ প্রদেশ (প্রকৃত তিব্বত) সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত; পূর্ব্বে চিয়েন চঙ (খম), মধ্যে চুঙ্‌, চঙ্‌, পশ্চিমোত্তরে ইউ চঙ্‌ (প্রকৃত ওতি) ও পশ্চিমে নরি (লদাক)।

লদাক প্রদেশে লে প্রধান নগর এবং ইস্কার্দো বল্‌তি প্রদেশের প্রধান নগর। বল্‌তির মধ্যে সিন্ধুনদীতীরে বল্‌তি ও রোঙ্গদো, সিঙ্‌-গে-চু নদীতীরে খরটকসো, তোল্‌তি, পর্কুত, শগর নদীতীরে শগর এবং শ্যেওক নদীতীরে খোবলু, চোর্ব্বত ও কিব্‌স সহর।

তিব্বতবাসীরা হিমালয় পর্ব্বতকে কাঙ্‌রি বলে।

গিরিপথ। ভারতবর্ষ হইতে শতদ্রু নদীর পার্শ্ব দিয়া একটী পথ আছে। এই পথ তিব্বতের প্রধান রাস্তা। ইহা মধ্যএসিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গড়বাল রাজ্যের মধ্যে তেহরি প্রদেশে নীলনঘাট গিরিপথ, ইংরাজাধিকৃত গড়বাল রাজ্যে নিতি ও মানা গিরিপথ, কমায়ুন প্রদেশে যোহর গিরিপথ, কুমায়ুন রাজ্যের সীমান্তে দর্ম্ম ও ব্যাস গিরিপথ-ভারত হইতে তিব্বত-প্রবেশের কয়টী প্রধান রাস্তা।

অধিবাসী। তিব্বতবাসীরা মোঙ্গলীয় জাতি সম্ভূত। নেপাল ও ভুটানের লোকেরাও এই জাতি হইতে উৎপন্ন। তিব্বতীয়েরা এই সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের লোককে মোন্‌ বলে। লদাকের লোকেরা আপনাদিগকে ভুটীয়া বলিয়া পরিচয় দেয়। গোবি মরুর দক্ষিণে খোর্প নামক জাতি বাস করে। ইহারা উইগুর জাতি হইতে উৎপন্ন। হোর বা হোর-প জাতি মোঙ্গলিয়ার ইলুথ জাতি হইতে উৎপন্ন, ইহারা উত্তরতিব্বতে বাস করে। মুসলমানেরা সাধারণতঃ ললো নামে আখ্যাত হয়।

বেশভূষা। ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা গ্রীষ্মে চীনা সাটীন ও শীতে ঐ সাটীনের নিম্নে পশুলোম লাগাইয়া ব্যবহার করে। সাধারণ লোকে গ্রীষ্মে লোমজ বস্ত্র ও শীতে মেষচর্ম্ম ব্যবহার করে। সকলে জুতা পায় দেয়। সাধারণ লোকে শীতে প্রায়ই স্নান করে না; বস্ত্রাদিও সর্ব্বদা ধৌত করে না; এজন্য তাহাদের গাত্রচর্ম্ম ঈষৎ জলস্পর্শে ফাটিয়া উঠে ও শীতব্রণ উৎপাদন করে। সহরবাসী যাহারা বেশীর ভাগ বাড়ীর বাহির হয় না, তাহারা স্নান করে না বা স্নান করাকে অপকর্ম্ম বলিয়া মনে করে। কেহ বড় সাবান ব্যবহার করে না। এক প্রকার বৃক্ষের শিকড় জলে বাটিয়া তদ্দ্বারা কাপড় কাচিয়া লয়।

ব্যবসায়।—পার্ব্বত্যপ্রদেশের লোক সকলেই ব্যবসা করে। ইহারা মার্চ্চ হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত উপত্যকায় থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা এখানে অত্যল্প চাষবাস করে। তদুৎপন্ন শস্যে পুরুষেরা চাউল, ময়দা, তুলা ও চিনি প্রস্তুত করিয়া

তিব্বতে লইয়া যায় এবং সোহাগা, লবণ পশম লইয়া আসে। ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাহারা পর্ব্বত ছাড়িয়া অলকনন্দাতীরে, কুরুপ্রয়াগে ও নন্দীপ্রয়াগে আসিয়া নজিবাবাদের বণিক্‌গণের সহিত বাণিজ্য করে। ইহারা চমরীকে ভারবহনে নিযুক্ত করে। এই পশু ১৫০ হইতে ২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২॥০ মণ পর্য্যন্ত ভার বহিতে পারে। তিব্বতে পর্ব্বতে ও নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়, কিন্তু সোহাগার আদর বাণিজ্য-ব্যাপারে অতি অধিক। এখানে কিছু দিন হইল চাএর ব্যবসায় চলিয়াছে। ৪ সের আন্দাজ এক এক বাণ্ডিল চা ২৪ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। মেষলোম ও ছাগলোম এবং এই দুই প্রকার পশুপালনই এখানকার নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদিগের সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায়। পশুপাল চরাইতে তিব্বতীয়েরা ১৫।১৬ হাজার ফিট্ উর্দ্ধে উঠে, তাহার উপর উঠিতে সাহস পায় না।

ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মই সমগ্রদেশের প্রধান ধর্ম্ম। ক্ষুদ্র তিব্বত-বাসীরা সিয়া-মুসলমান। দলই-লামা বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান যাজক; ইনি লাসা নগরে বাস করেন। তশিলামা দ্বিতীয় যাজক। সাম্পু (ব্রহ্মপুত্রতীরে) তশি-ল্ হুনপো নগরে বাস করেন। সাধারণ যাজকেরা (শ্রমণ) "গাইলঙ্গ" নামে কথিত হয়। ইহাদের পর "তোহ্‌ব" বা "তুপ্প"গণ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ের শিক্ষার্থিবৃন্দ। ইহারা ৮।১০ বৎসর হইতে কোন ধর্ম্ম-মন্দিরে শিক্ষার্থ সন্নিবিষ্ট হয়। ১৫ বৎসরে 'তুপ্প' উপাধি ও ২৪ বৎসরে 'গাইলঙ্গ' উপাধি প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মীরা এখানে দুই সম্প্রদায়ে প্রধানতঃ বিভক্ত—"গেলুগ্‌প" ও "শম্মর"। প্রথম সম্প্রদায়ের যাজকেরা পীত পরিচ্ছদ ধারণ করে ও অবিবাহিত থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের যাজকেরা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করে ও বিবাহ করিয়া থাকে। লামা, গাইলঙ্গ ও তুপ্প ব্যতীত ইহাদের মধ্যে সন্ন্যাসিনী অনেক আছে। ইহারা সকল প্রকার কাজকর্ম্ম করে।

উৎসব। কোন গোন্‌প বা গুম্বের লামার মৃত্যুতিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসর সেই গুম্বে উৎসব ও আলোকমালা প্রদান করা হয়। তশি-ল্ হুন্‌পো গুম্বে প্রতিবৎসরে তিনবার এইরূপ উৎসব হয়। যে দিন এখানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, সেই তিথ্যনুসারে প্রতিবৎসর লাসা নগরে 'লাসা মিউহলুম্' নামক উৎসব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কন্‌ছুপেচ, ছুছুপেচ, গেঙ্গুপেচ, ঘেঙ্গুপেচ, গোম্বুদপেচ, ধ্যাঙ্কিপেচ, লম্নুপেচ, চিন্দুপেচ, ছুহুপেচ, কগুয়াপেচ ও লুক্‌কোপেচ নামক বারটী বার্ষিক উৎসব আছে। ইহাদের মধ্যে বার্হস্পত্য সংবৎসর প্রচলিত। [illegible] ১০২৫ অব্দে ইহাদের অব্দ আরম্ভ হয়।

(৬৩৮ হইতে ৫৪৩ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বের মধ্যে) শাক্যকালে, দ্বিতীয়তঃ অশোককালে (শাক্যের মৃত্যুর ১১০ বৎসর পরে) ও তৃতীয়তঃ কনিষ্ককালে (শাক্যের মৃত্যুর ৪০০ শত বৎসরেরও অধিক পরে) ভারতে যে সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তিব্বতবাসী বৌদ্ধগণেরও সেই মত। বুমনামক ধর্ম্মগ্রন্থ ১২ খণ্ডে বিভক্ত; ইহাতে এপৃথক্ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বর্ণিত আছে।

সংকারবিধি।—ইহারা শব দাহ বা প্রোথিত করে না, কোন উচ্চস্থানে ফেলিয়া দেয়, শকুনিতে আহার করিয়া অস্থি অবশেষ করে। ধনীর দেহ যাচায় করিয়া একটী পর্ব্বতে লইয়া যায়, (শ্মশান উদ্দেশ্যেই এই পর্ব্বত ব্যবহৃত হয়), সেখানে শববাহী লোকেরা শবদেহ হইতে মাংস কাটিয়া পৃথক্ করে, অস্থি গুড়াইয়া চূর্ণ করে, পরে অগ্নি জ্বালিয়া ধূমোৎপাদন করে। ধূমদর্শনে গৃধ্র, শকুনি প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী হয় এবং ঐ সমস্ত উহাদিগকে প্রদত্ত হয়। প্রধান প্রধান লামাদিগের মৃতদেহ তাঁহাদিগের স্বস্ব গোন্‌প মধ্যে নবপ্রস্তুত সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করা হয়। নিম্নপদস্থ লামার দেহ দাহ করা হয়, কিন্তু ভস্মরাশি ধাতব-পুত্তলিকার মধ্যে পুরিয়া মন্দিরে রক্ষা করে। সাধারণ লোকের জন্ম পারসিকদিগের ন্যায় প্রাচীর বেষ্টিত 'মৃতস্থাপন স্থান' আছে। মোঙ্গলদিগের মধ্যে কেহ কেহ দাহ করে, কেহ কেহ প্রস্তররাশির মধ্যে প্রোথিত করে, কেহ কেহ শূন্যস্থানে ফেলিয়া দেয়। হঠাৎ মৃত শিশুর দেহ পথে নিক্ষিপ্ত হয়।

ধর্ম্ম-বিস্তার ও ধর্ম্মমত। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীন বা নদম্ ও আধুনিক বা ছিা-দর এই দুইভাগে বিভক্ত। নহ্-থিৎ-ৎসম্পো রাজার সময় হইতে অধস্তন ২৬ পুরুষ নমরি-স্রোন্-ৎসন্ রাজার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা কেহ জানিত না। লহ-থো-রি-নন্-ৎসন্ নামক রাজার (ইনি সামন্ত-ভদ্রের অবতার বলিয়া বিখ্যাত) রাজত্বকালে রাজপ্রাসাদে কয়েকভাগ পং কোং ছ্যগ-গ্য পুস্তক আকাশ হইতে পতিত হয়। এই পুস্তকের অর্থগ্রহ করিতে না পারায় তিব্বতীয়েরা ইহার 'নং-পো সাং-ব' নাম প্রদান করে। ইহাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রথম বীজ। রাজা স্বপ্নে জানিলেন যে, তাঁহা হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষে এই পুস্তকের অর্থ প্রচারিত হইবে। এতদনুসারে বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার স্রোন্‌ৎসন্-গম্পো রাজার অধিকারকালে তদীয় মন্ত্রী থোন্-মি-সম্ভোট ভারতবর্ষে উপস্থিত হন ও বৌদ্ধধর্ম্মের নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি হিন্দুদিগের শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিব্বতে ফিরিয়া যান। স্বদেশে গিয়া তিনিই তিব্বতের 'বুচেন' নামক অক্ষরমালা সৃষ্টি করেন। মাত্রাযুক্ত নাগরী

অক্ষর ও মাত্রাহীন বুর্ত্ত্ অক্ষর (কাফিরিস্থান বা বাকট্রিয়া-প্রচলিত ভাষা ও অক্ষরমালা) হইতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মাত্রা-যুক্ত 'বুচনং অক্ষর উদ্ভাবিত হয়। ইহাই তিব্বতদেশীয় প্রথম বর্ণমালা। রাজা স্রোন্-ৎসন্-গম্পো নেপাল-রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে অক্ষোভ্য-বুদ্ধের (পঞ্চপ্রাপ্তি বা ধ্যানী বুদ্ধের এক জন) ও চীনরাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে শাক্যমুনির প্রতিমা আনয়ন করেন। এই দুই মূর্ত্তিই তিব্বতের সর্ব্বপ্রথম ও প্রাচীন বৌদ্ধ-প্রতিমা। রস-থুল্ নং-কিচুং-লখং নামে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া রাজা ঐ দুই প্রতিমা স্থাপিত করেন। এই মন্দিরের নামানুসারে তাঁহার রাজধানীর নাম 'লাসা' হয়। থোন্-মি-সম্ভোট ও তাঁহার অনুযাত্রীরা রাজাদেশে তিব্বতের নবসৃষ্ট অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষায় সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করিতে নিযুক্ত হন। সংগ্যো-ফলপো-ছে প্রভৃতি গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথমে অনুবাদিত হয়।

থি স্রোন্-দে-ৎসন্ রাজা মঞ্জুঘোষের অবতার বলিয়া কথিত হইতেন। তাঁহার রাজত্বকালে মহাপণ্ডিত শান্তরক্ষিত, পদ্ম-সম্ভব ও অন্যান্য ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতে আমন্ত্রিত হন। ইহাদের সঙ্গে সাতজন শ্রমণ (বৌদ্ধসন্ন্যাসী) আসিয়া-ছিলেন, বৈরোচন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ইহাদের শিক্ষা-দানগুণে শীঘ্রই দেশে অনেকগুলি লোচব (সংস্কৃতজ্ঞ এবং দুই বা তিন ভাষাবিৎ তিব্বতীয় লোক) উৎপন্ন হইল। লোচবগণের মধ্যে লুই-বন্পো, সেগোর বৈরোচন, আচার্য্য রিন্ছেন-ছোগ, যেসে বন্পো, কছোগ পং প্রভৃতি প্রধান। ইঁহারা সূত্র, তন্ত্র ও ধ্যানশাস্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। শান্তরক্ষিত দুব (বিনয়) শাস্ত্র হইতে মাধ্যমিক শাস্ত্র পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতেন। পদ্মসম্ভব জ্ঞানী ছাত্রদিগকে তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এই সময় হ্বশন্ মহাযান নামক একজন চীন-দেশীয় পণ্ডিত তিব্বতে আগমন করিয়া এক নূতন মত প্রচার করেন। তিনি বলেন, "সতেই হউক আর অসতেই হউক মন যতদিন আসক্ত থাকিবে, ততদিন তাহার মুক্তি নাই; শৃঙ্খল লৌহেরই হউক আর স্বর্ণেরই হউক সমান ভাবে বাঁধিয়া রাখে। নিরাসক্ত না হইলে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহ হইতে পরিত্রাণ নাই।" এইমত প্রচারিত হইলে শান্তরক্ষি-তের দর্শন ও শাস্ত্রজ্ঞান ভাসিয়া গেল। হ্বশন্ মহাযানের মত অতি শীঘ্রই প্রসারিত হইতে লাগিল। রাজা থি-স্রোন্-দে-ৎসন্ আকুল হইয়া ভারতবর্ষ হইতে পণ্ডিত কমল-শীলকে আনাইলেন। কমলশীল তর্কে চীনপণ্ডিতকে পরাস্ত করায় তাঁহার মতও ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে লাগিল। কমলশীল তিব্বতে আবার শিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন। শান্তরক্ষিত ও কমলশীল উভয়ে স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন। ইহার পরে কয়েকজন যোগাচার্য্য পণ্ডিত আসিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক মতের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। রাজা রলপচন্এর রাজত্বকালে পণ্ডিত জিনমিত্র আসিয়া সাধারণের প্রাপ্তিমূলক করিয়া অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইহার পর যখন লন্দর্ম্ম নামে রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাঁহারই যত্নে কিছুকালের জন্য তখন বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বত হইতে বিলুপ্ত হয়। এই সময় তিনজন সন্ন্যাসী পল্-ছেন্-ছু-যো-রি হইতে পলায়ন করিয়া আমদো দেশে গোন্-প-রব্-সল্ নামক লামার শিষ্য হন। ইঁহাদের পর আরও দশজন ঐ লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন। লুম-ছল-থিম্ ইঁহা-দের প্রধান ছিলেন। লন্দর্ম্মের মৃত্যুর পর ইঁহারা ফিরিয়া আসিয়া স্বস্ব সঙ্ঘারামে উপস্থিত হইয়া আবার বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা শ্রমণসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য উ ও ৎসন্ প্রদেশে প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করেন। এইরূপে পুনরায় দুইজন আমদোপ্রদেশীয় লামা গোন্-পরব্-সল্ ও লুমে ছুল্-থিম কর্ত্তৃক তিব্বতে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। ল্হ-লামার সময়ে লোচব রিণছেন্-সসংপো ভারতে শাস্ত্রাদি শিক্ষার্থ গমন করেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সূত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র অনুবাদ করেন।

লন্দর্ম্মরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে 'ন-দর' বলে ও পরবর্ত্তী কালকে 'ছি-দর' বলে।

রিণছেন্ সসংপো তান্ত্রিক মতাবলম্বীদিগের অনেক আচার-ব্যবহারেরও সংস্কার করেন। তাহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেক অশ্লীল ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল। ইনি প্রসঙ্গ-মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন।

রাজা ল্হ-লামা ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপাল ও তাঁহার তিন শিষ্যকে আহ্বান করেন। পূর্ব্বভারত হইতে ধর্ম্মপাল শিষ্য সিদ্ধিপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল-সহ এদেশে আসেন। ইঁহাদের নিকট গাল বৈ-সেরব দীক্ষিত হইয়া নেপালে বিনয়-শাস্ত্র শিখিবার জন্য হীনযান মতাবলম্বী পণ্ডিত প্রেন্তকের নিকট গমন করেন। ইহার শিষ্যগণই তো-দুব (উত্তরদেশীয় বিনয়-বিৎ) বলিয়া খ্যাত। তৎপরে রাজা ল্হদের সময়ে কাশ্মীরপণ্ডিত শাক্যশ্রী আহূত হন। তাঁহা দ্বারা বহুতর শাস্ত্র অনূদিত হয়। তিনি যে আচার-বিধি প্রচার করেন, তাহা 'পঞ্ছেন ডোম গ্যাপ' নামে খ্যাত। আমদো দেশীয় পঞ্ছেন আর একপ্রকার আচার-বিধি নিবদ্ধ করেন, তাহা "লছেন ডোমগ্যাপ" নামে খ্যাত। এইরূপে [illegible]

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিরূপে এবং ডোম্‌শুগ্‌ বা আচার-বিধি বৌদ্ধধর্মের আনুষ্ঠানিক আবরণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালক্রমে নানা পণ্ডিতের নানা ব্যাখ্যাবলে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় ১৮শ প্রকার বৈভাষিক মতের ন্যায় নানা সাম্প্রদায়িক মতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল মতের কতকগুলি মত প্রবর্ত্তয়িতার নামে, কতকগুলি মতপ্রচারের প্রথম স্থানের নামে ও কতকগুলি মতপ্রবর্ত্তকদিগের ভারতীয় গুরুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে, কতকগুলি বা তন্ত্রমতের ক্রিয়াবিশেষের নামেও অভিহিত হয়।

সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত আবার পুরাতন ও সংস্কৃত (গেলুগ্‌প) এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পুরাতন সম্প্রদায়ে নিং ম-প, কহ্‌ দম্প, কহ্‌ গ্যাংপ, শি-চো-প, জোনংপ ও নিছেপ এই সাতটী শাখা আছে। পুরাতন সম্প্রদায় আবার মোটের উপর দুইভাগে বিভক্ত—নিং-ম-প ও শর্ম্মপ। এই ভেদের কথা নাকি তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত আছে। যে সকল গ্রন্থ পণ্ডিত স্মৃতির পূর্ব্বে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত, তাহাই নিংম-প ও যাহা রিন্‌ছেন্‌-সংপো কর্ত্তৃক অনূদিত তাহাই শর্ম্মপ। মঞ্জুশ্রীমূল তন্ত্রগুলি রাজা খি-স্রোন্‌-এর রাজত্বকালে অনূদিত হইলেও সেগুলি শর্ম্মতন্ত্র মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ আরও দুএকটী গোলমাল থাকিলেও রিন্‌ছেন্‌-সংপোই শর্ম্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হন। লোচব রিন্‌ছেন্‌-সংপো প্রজ্ঞাপারমিতা, মাতৃ ও পিতৃতন্ত্র প্রচার করেন, সর্ব্বোপরি যোগতন্ত্র তাঁহাদ্বারাই তিব্বতে প্রচারিত হয়। গো নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত নাগার্জ্জুনের মতে সমাজগুহ্য মত প্রচার করেন এবং সর্প নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত পিতৃতন্ত্রানুসারে সমাজগুহ্যমত, মাতৃতন্ত্রানুসারে মহামায়া-অনুষ্ঠান, বজ্রহর্ষ এবং সম্বর-অনুষ্ঠানবিধি প্রচলিত করেন। এই সকল লোচবদিগের প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও বিধিগুলি 'শর্ম্মতন্‌প' বা নব্যতন্ত্র নামে খ্যাত।

রাজা স্রোন্‌ংসন্‌-গম্পো নিজে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। ইঁহার ছাত্রেরা যে সকল পুস্তক ব্যবহার করিত, তাহা 'কোরম' নামে ও অবলোকিতেশ্বরের উপদেশসমূহ 'বোগ-রিম' নামে কথিত হইত। স্রোন্‌ৎসন্‌-গম্পোই সর্ব্বপ্রথমে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এই মন্ত্র প্রচলিত ও জপবিধি শিক্ষা দেন। তিনিই ভারতবর্ষের কুশর ও শঙ্কর ব্রাহ্মণ নামক আচার্য্যদ্বয়কে ও কাশ্মীর হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে আনয়ন করেন। ইঁহার পঞ্চমপুরুষ পরে রাজা খি-স্রোন্‌ প্রথমে শান্তরক্ষিতকে আনয়ন করেন। ইনি দেশীয় লোকের বর্ব্বরাচারের অবস্থা দেখিয়া অল্পে অল্পে তাহাদিগকে অনুষ্ঠানাদি শিখাইবার জন্য প্রথমে 'দশধর্ম্ম' অর্থাৎ প্রাণীহিংসানিষেধ, চৌর্য্যনিষেধ, ব্যভিচারনিষেধ, মিথ্যাকথননিষেধ, পরনিন্দা বা কুবাক্যকথন-নিষেধ, বৃথা বাক্যব্যয়নিষেধ, লোভনিষেধ, অমঙ্গলচিন্তা-নিষেধ, সত্যের অপলাপ নিষেধ এই দশবিধি প্রচার করেন। তৎপরে তন্ত্রমতশিক্ষাদানার্থ শান্তরক্ষিতের অনুরোধে উদ্যান হইতে পদ্মসম্ভবকে আনান হয়। ইনি এখানে কূটাগারের ন্যায় এক বিহার স্থাপন করেন। পদ্মসম্ভব রাজাকে যোগশিক্ষা দেন। রাজা ও ছাব্বিশ জন শ্রমণ ত্রিবিধ যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন হন। তৎপরে ধর্ম্মকীর্ত্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ্য, শান্তিগর্ভ প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতেরা এদেশে আসেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি বজ্রধাতু-যোগ নামক তান্ত্রিক আচার এবং বিমলমিত্র তন্ত্রের গুপ্তরহস্য শিক্ষা দেন। নিংম মতে নয় প্রকার অনুষ্ঠান আছে—

(১) নং-থো (২) রং-গ্যাল্‌ (৩) চাং-সেম (৪) ক্রিয়া (৫) উপ (৬) যোগ (৭) কোপ মহাযোগ (৮) লুং অনুযোগ (৯) যোগ-ছেন্‌পো-অতিযোগ।

ইহার প্রথম তিনটী নির্ম্মাণকায়-বুদ্ধের (বুদ্ধশাক্যসিংহের) উপদেশ। ইহাই সাধারণ 'যান'। দ্বিতীয় তিনটী সম্ভোগ-কায় বজ্রসত্ত্বের উপদেশ; ইহাই বাহ্যতন্ত্রযান। শেষ তিনটী ধর্ম্মকায় সামন্তভদ্র বা কুন্তুৎসংপোর উপদেশ; ইহাই অনুত্তর অন্তর যানত্রয় নামে খ্যাত। কুন্তুৎসংপো এখানে সর্ব্বপ্রধান বুদ্ধ। বজ্রধর সংস্কৃতমত সম্প্রদায়ীদিগের (গেলুগপ) মধ্যে প্রধান বুদ্ধ। বজ্রসত্ত্ব নিংম মতে দ্বিতীয় ও শাক্যসিংহ বুদ্ধাবতার বলিয়া তৃতীয় বুদ্ধরূপে সম্মানিত হন। বাহ্য ও অন্তর তন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধশাক্যসিংহ স্বয়ং ক্রিয়াতন্ত্রগুলির উপদেষ্টা ও উপ বা কর্ম্মতন্ত্র ও যোগতন্ত্রগুলি বৈরোচন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। পঞ্চজাতি বা ধ্যানী বুদ্ধগণের নাম—(১) অক্ষোভ্য (২) বৈরোচন (৩) রত্নসম্ভব (৪) অমিতাভ ও (৫) অমোঘসিদ্ধ। প্রত্যেকে বুদ্ধাবস্থার পাঁচটী জ্ঞানের প্রতিমাস্বরূপ। বজ্রধর অনুত্তর বা অন্তর তন্ত্রের উপদেষ্টা। নিংম মতে লামাদিগের নয়টী শ্রেণী—

(১ম) বুদ্ধ—যেমন শাক্যসিংহ, কুন্তুৎসংপো, দোর্জেসেম্‌, অমিতাভ। (২য়) রিগ্‌জিন। যাহারা শৈশবেই মহৎগুণসম্পন্ন ও পরে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে মহাবিদ্বান্‌ ও শেষে বিদ্যাধরীগণ (যে সে খহ্‌দোম) কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হন; যথা—পদ্মসম্ভব, শ্রীসিংহ, মানপুর ও অন্যান্য বোধিসত্ত্বগণ। (৩য়) গং-সগ্‌-নন্‌ বা জনম্রু পালিত সন্ন্যাসী, যাঁহারা অতি যত্নে গুহ্যবিষয় রক্ষা করেন। (৪র্থ) কহ্‌-বর্‌-লুন্‌ তন্‌—স্বপ্নাদিষ্ট ও স্বপ্নানুপ্রাণিত লামাগণ। (৫ম) লে-থো-তের—যে সকল লামা হঠাৎ লুক্কা-

রিত ধর্ম্মপুস্তক প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষকের বিনা-সাহায্যে তাহা বুঝিতে ও শিখিতে পারেন ও (৬ষ্ঠ) মোন্-লম্-তংগ্যা—যে সকল লামা উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করেন। এই ছয় উচ্চশ্রেণীর ভেদ ভিন্ন আনুষ্ঠানিক অবস্থায় আর তিনটী ভেদ আছে;—(১ম) রিংকহ্ম (সিদ্ধির দূরস্থ শ্রেণী) (২) নে-ছের্ম (সিদ্ধির নিকটস্থ শ্রেণী) ও (৩) সব্-মো দগ্-নন্ (গভীর ভাবশ্রেণী)। ১ম শ্রেণীতে আবার তিন উপবিভাগ আছে—ত্যাথুন, ডুপৈদো ও সেমছোগ।

ত্যাথুন শ্রেণী—উ-চং ও থম প্রদেশে ব্যাপ্ত। পণ্ডিত বিমলমিত্র সেই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা। ডুপৈদো শ্রেণীর মূলশাস্ত্র দ্বিবিধ মূলতন্ত্র ও বাক্যতন্ত্র। ভারতীয় পণ্ডিত দানবরক্ষিত কাশ্মীরের ধর্ম্মবোধি ও বসুদর নামক পণ্ডিতদ্বয়কে উক্ত দুই পুস্তক শিক্ষা দেন, পরে তাঁহারাই তিব্বতে প্রচার করেন।

সেমছোগ-শ্রেণী ভারতীয় পণ্ডিত কালাচার্য্যের অবতার রোন্সেম লোচব কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। হয়গ্রীব (তামদেন) এই শ্রেণীর তান্ত্রিক দেবতা, ইনি ক্রোধপ্রকৃতিক ও দৈত্য-বিনাশক। ইহাদের মতে জম্পল-কু, পদ্মশ্রব্, থুগ্ম ডুচি, যোনতন ও কুপ-থিন্লে নামক পঞ্চ দেবোপাসনা মোক্ষসাধক। জম্পল-কু নামক দেবতার পূজা শান্তিগর্ভ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। এই দেবতা মঞ্জুশ্রীর প্রতিরূপ বলিয়া কথিত, কিন্তু প্রতিমার আকৃতি ভয়ঙ্কর ও বহুমস্তক এবং বাহুমধ্যে কুৎসিতভাবে আলিঙ্গিত স্ত্রীমূর্ত্তি। যংদগ নামক দেবোপাসনা হুঙ্কার নামক তান্ত্রিক যোগী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হয়গ্রীব, কুপ ও ডুচি উপাসনা বিমলমিত্র কর্ত্তৃক স্থাপিত।

অনুত্তরযানতন্ত্রই এখন নেপালে প্রচলিত। ইহার দার্শনিক ভাব অতি মহৎ। অতিযোগ ইহার প্রধান অনুষ্ঠান। ইহার সেম্দে, লোন্দে ও মনন্গদে নামে ত্রিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। সেমদে গ্রন্থ ১৮ খানি, তন্মধ্যে ৫ খানি বৈরোচন ও ১৩ খানি বিমলমিত্র কর্ত্তৃক রচিত। লোন্দে গ্রন্থ ৯ খানি বৈরোচন ও পংমিকম্ গোন্পে কর্ত্তৃক রচিত। লামা ধর্ম্মবোধি ও ধর্ম্মসিংহ এই শাস্ত্রের প্রধান উপদেশক ছিলেন। মন্গদে শাস্ত্রের ৩ খানি গ্রন্থ বড় আলঙ্কারিক ভাষায় রচিত। বিমলমিত্র ইহা রাজা থি-স্রোন্কে শিক্ষা দেন। বুদ্ধ বজ্রধর প্রথমে ভারতীয় পণ্ডিত আনন্দবজ্রের নিকট ইহা প্রাপ্ত হন। তিনি স্বশিষ্য শ্রী-সিংহকে দেন। তাঁহার নিকট পদ্মসম্ভব ইহা প্রাপ্ত হন।

তিব্বতের ইতিহাস। শাক্যসিংহের পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে রূপতি নামে এক ক্ষত্রিয় নৃপতি যুদ্ধে ভীত হইয়া তুষারাবৃত তিব্বতে পলায়ন করেন। তিনি কৌরবের পক্ষে সেনানী ছিলেন। দুর্য্যোধনের ভয়ে যা পাণ্ডবদিগের পশ্চাদনুসরণের ভয়ে স্ত্রীবেশে এক সহস্র অনুচরসহ পুগ্যাল দেশে আশ্রয় লয়েন। এখানকার আদিম অধিবাসীরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। তিনি নিজ নম্র ও শান্তিপ্রিয় ব্যবহারে তাহাদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া রাজত্ব করেন। ইহার পর খৃষ্টজন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিব্বতের ইতিহাস আর কিছুই জানা যায় না। কোনরূপ প্রবাদও পাওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, রূপতি বংশ ধ্বংস হইলে তিব্বত নানা ক্ষুদ্র স্বাধীনবিভাগে বিভক্ত হয়।

ভোটপণ্ডিত বুতোনের তালিকা অনুসারে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের ৪১৭ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪১৬ অব্দে ভারতবর্ষে তিব্বতের প্রথম একচ্ছত্রী রাজা নহ্-থি-ংসম্পো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভারতীয় নাম কি ছিল, তাহা তিব্বত ইতিহাসে জানা যায় না। তাঁহার পিতা প্রসেনজিৎ কোশল দেশের রাজা ছিলেন। প্রসেনজিতের পঞ্চমপুত্র এক অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তুর্কী-দিগের ন্যায় তাহার গাত্রবর্ণ, ভ্রূলোম নীলবর্ণ, চক্ষুদ্বয় বিষম ভাবে অবস্থিত এবং অঙ্গুলি সকল জলচর প্রাণীর ন্যায় সূক্ষ্মচর্ম্মদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। সদ্যোজাত শিশুর সমস্ত দন্তেরই পূর্ণবিকাশ ও শঙ্খবৎ শুভ্র হইয়াছিল। প্রসেনজিৎ এই পুত্রকে কুলক্ষণাক্রান্ত বুঝিয়া তাম্রপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দেন। এক কৃষক তাহাকে তুলিয়া লইয়া প্রতিপালন করে। কৃষক সরলান্তঃকরণের লোক ছিল বলিয়া, এই পালিত-পুত্র আপন ঔরস-পুত্র বলিয়া প্রচারিত করে নাই, বরং সে যে রাজকুমার তাহা সকলকেই বলিত। বালক বড় হইয়া স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত শুনিল এবং মনে মনে বড় ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, রাজপুত্র হইয়া জন্মিয়াছি, কিন্তু অদৃষ্টদোষে কৃষকগৃহে কৃষকবৃত্তিতে কালযাপন করিতেছি, ইহা অপেক্ষা মরণ মঙ্গল। যদি রাজা হইতে পারি, তবেই জীবন রাখিব, নতুবা এ অকিঞ্চিৎকর জীবন রাখিব না। কিছুদিন পরে বালক প্রতিপালকের গৃহ ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া গোপনে চলিয়া গেল। বন্যফলে জীবন ধারণ করিয়া বালক কতদিন পরে হিমালয়পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আরও উত্তরমুখে চলিতে লাগিল। চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে কষ্ট হইতে লাগিল বটে, কিন্তু যাহার জীবন-মরণ দুই সমান, সে তাহাতে দৃক্পাত করিবে কেন? ক্রমশঃ আর্য্য অবলোকিতেশ্বরের কৃপায় বালক তিব্বতের তুষারমণ্ডিত লহ্রি পর্ব্বতে উপনীত হইল। এই স্থানের

সোপানে বৃক্ষ হইয়া বালক ক্রমশঃ অবতরণ করিয়া চারিদিকে চারিটী পথবিশিষ্ট চন-অব্ নামক মালভূমিতে উপনীত হইল। এখানকার লোকেরা তাঁহার মহিমান্বিত আকার-দর্শনে সসম্ভ্রমে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বালক সে দেশের ভাষা জানিতনা, আকার-ইঙ্গিতে জানাইল যে সে একজন রাজ-পুত্র, লুংরি পর্ব্বতের দিক্ হইতে আসিতেছে। তিব্বতীয়েরা তাঁহাকে উর্দ্ধ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে, সুতরাং বুঝিল যে বালক একজন দেবতা। সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তদ্দেশের রাজা হইবার জন্য অনুরোধ করিল। বালকও স্বীকৃত হইল। পরে তাঁহাকে এক কাষ্ঠাসনে বসাইয়া অনেকে স্কন্ধে করিয়া দেশমধ্যে লইয়া গেল। আসনে বসিয়া মনুষ্যস্কন্ধে বাহিত হওয়ায় বালক নহ্-থি-ৎসম্পো (নহ্ = পৃষ্ঠ, খি বা থি = কাষ্ঠাসন, ৎসম্পো = রাজা) নামে অভিহিত হইলেন। এখন যেখানে লাসানগরী অবস্থিত, সেইখানে নব নৃপতি যম-লগব্ নামে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন।

নম-মুগ-মুগ নামে এক তিব্বতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া নূতন রাজা অতি প্রশংসার সহিত অপক্ষপাতে প্রজা-পালন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ইহার পুত্র মুগ্ থি-ৎসম্পো রাজা হন। নব নৃপতি হইতে অধস্তন সাতজন রাজা "নম্‌খি" নামে ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে। অষ্টম রাজা দি-গুম্-ৎসম্পো লু ৎসন্-মের্-চম্ নামে কন্যাকে বিবাহ করেন, ইহার গর্ভে রাজার তিন পুত্র জন্মে। রাজমন্ত্রী লো-নম্ উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। ঘোর যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে রাজা নিহত হন। এই যুদ্ধে তিব্বতে প্রথম থব (লৌহ-বর্ম্ম) ব্যবহৃত হয়। খম প্রদেশের মারথম নামক স্থান হইতে এই কবচ এই সময়ে প্রথম এদেশে আনীত হয়। মন্ত্রী যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজা হন ও একজন বিধবা রাণীকে বিবাহ করেন। রাজকুমারত্রয় কোন্‌পো নামক স্থানে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। নবপরিণীতা রাণী ও রাজকুমারত্রয়ের মাতা একযোগে যর্-লহ-ৎসম্পো নামক অপদেবতাকে প্রসন্ন করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র কালক্রমে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হয় ও দুষ্ট মন্ত্রিরাজকে নিহত করিয়া পলায়িত রাজকুমারত্রয়কে দেশে আনয়ন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ-চা-থি-ৎসম্পো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই রাজা রোম-থং নামক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বংশীয় রাজারা প্রথম হইতে অধস্তন ২৭ পুরুষ পর্য্যন্ত "বোন্" নামক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই ধর্ম্ম নানাবিধ অপদেবতার উপাসনাপূর্ণ। প্রথম হইতে ৮ম রাজা দি-গুম্-ৎসম্পোর রাজত্বকাল হইতে এই ধর্ম্মের উন্নতি হয়। এই রাজাদিগের নাম রাখিবার সময় স্ব-স্ব পিতা-মাতার নামের কোন কোন অংশ লওয়া হইত। দি-গুম্-ৎসম্পো ও তৎপরবর্ত্তী একজন রাজা তিব্বতে পেকিা-দিং নামে কথিত হইতেন। ইঁহাদের সকলের পত্নীই দেবকন্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। রাজার মৃত্যুকালে রাণীরা স্ব স্ব স্বামীকে লইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতেন, কাজেই ইঁহাদের কোন চিহ্ন পৃথিবীতে নাই। চা-থি-ৎসম্পোর পরবর্ত্তী ছয় জন রাজা 'সৈ-লেগ্' (ভৌমবর) নামে ইতিহাসে কথিত হন। ইঁহাদের পর ৮ জন রাজারই নামের পূর্ব্বে "দে" উপসর্গ যোগ আছে, ইহা সংস্কৃত 'সেন' শব্দার্থপ্রকাশক। তৎপরে তো-রি-লোং-ৎসন্ নামে রাজা হন। ইঁহা হইতে পাঁচজন "ৎসন্" (রাজা) নামে খ্যাত। এসময়েও বোন্ ধর্ম্মের প্রভুত্ব প্রবল, তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের বিন্দুমাত্র তিব্বতে প্রচারিত হয় নাই।

৪৪১ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের সুবিখ্যাত রাজা লহ-থো-থো-রি নন্-ৎসন্ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বোন্ ধর্ম্মের প্রধান দেবতা কুন্তু-ৎসম্পের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি একবিংশতি বৎসর বয়সে রাজ্যারোহণ করেন। রাজা লহ-থো-থোরির, ৮০ বৎসর বয়ক্রম কালে ৫২১ খৃষ্টাব্দে যম্বুলগং প্রাসাদের উপর আকাশ হইতে এক বহুমূল্য সিন্ধুক পতিত হয়। তন্মধ্যে "দোদে সম্‌তোগ" (সূত্রান্তপিটক) 'সে-কি-চোর্তেন' (স্বর্ণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চৈত্য), "পন্‌কোং-চাগ্যা ছেন পো" (সামুদ্রিক শাস্ত্র) ও 'চিন্তামণি নর্পো' (চিন্তামণি মণি ও পাত্র) ছিল। এই রাজাই এইরূপে তিব্বতীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দেবপ্রসাদ লাভ করায় তিব্বতীয়ের নিকট ইনিও দেবসম্মান লাভ করিয়াছেন। রাজা মন্ত্রিগণ সহ এই সমস্ত দ্রব্যের আলোচনা করিতে-ছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, তাঁহা হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ পরে যে রাজার সময়ে এই সমস্ত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফুট হইবে। রাজা যত্নপূর্ব্বক সং-বনং-পো (যাহার অর্থ অপরিজ্ঞাত এরূপ দ্রব্য) নাম দিয়া প্রাসাদে রক্ষা করিলেন ও প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিতেন। ৫৬১ খৃষ্টাব্দে ১২০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার প্রপৌত্র অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অন্য উত্তরাধিকারী না থাকায় অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর অন্ধ রাজকুমারই সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার অভিষেককালে ঐ সকল দেবদত্ত দ্রব্যের পূজা করায় ইঁহার অন্ধত্ব দূর হয়। চক্ষুষ্মান্ হইয়াই সর্ব্বপ্রথম ইনি তগ্রি পর্ব্বতে একটী মেষ ছুটিতেছে দেখিতে পান এবং তজ্জন্য ইঁহার নাম তগ্রি-নন্-সিগ্ হয়। ইঁহার পর ইঁহার পুত্র নম্-রি-স্রোন্-ৎসন্ রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে তিব্বতীয়েরা চীন হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্র প্রথম শিক্ষা করে।

এ সময়ে পশুপালন ও পোষনের এত আদর ও প্রাচুর্য্য হইয়াছিল যে, রাজা নিজ প্রাসাদ-নির্ম্মাণকালে গো ও চমরীর দুগ্ধে গাঁথনীর সমস্ত মসলা মাখাইয়াছিলেন। ইনি (লাসার নিকটবর্ত্তী ১০ মাইল বিস্তৃত) ব্রগস্থম-দিনম্ নামক হ্রদতীরে এক সুন্দর দ্রুতগামী ও বলশালী ঘোটক প্রাপ্ত হন। এই ঘোটক তাঁহার অতিপ্রিয় ছিল, ইহার নাম রাখা হয় দোবাং-চং। একদিন এই অশ্বে আরোহণ করিয়া এক দুর্দ্দান্ত চমরী শীকার করিয়া আসিবার সময় রাজা নম্-রি বিখ্যাত চান্-গি-চ্ছ নামক লবণক্ষেত্র সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে ইঁহার পুত্র সুবিখ্যাত অদ্ভুতকর্ম্মা স্রোন্-ৎসন্-গম্পো রাজা হন। ইঁহা হইতে তিব্বতে এক নূতন যুগ আবির্ভূত হয়।

৩৮ স্রোন্-ৎসন্-গম্পো ৬০০ হইতে ৬১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মস্তকের তালুতে একটী 'আব' ছিল, উহা অমিতাভ বুদ্ধের মূর্ত্তির চিহ্ন বলিয়া লোকে অনুমান করিত এবং ইহাকে স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করিত। রাজার মস্তকের ঐ চিহ্ন অতি পরিস্ফুট ও জ্যোতিঃবিশিষ্ট ছিল বলিয়া তিনি উহা রক্তবর্ণ সাটিনের টুপি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার রাজত্বকালে নানা পর্ব্বতগুহা ও পর্ব্বতের নানা গুপ্ত স্থান হইতে অবলোকিতেশ্বর, তারা, হয়গ্রীব প্রভৃতি দেবতার স্বয়ম্ভূমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি খোদিত লিপিও পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' এই ষড়ক্ষির মন্ত্রও বর্ত্তমান ছিল। রাজা উক্ত দেবপ্রতিমাগুলি স্বয়ং দর্শন করিয়া স্বহস্তে পূজা করেন। এখন যে স্থলে পোতালা প্রাসাদ অবস্থিত, এই রাজা সেই স্থলে নবতল এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার অতি বৃহৎ সৈন্যদল ছিল এবং বিদ্যাবলে তিনি কতকগুলি প্রেতযোনিকে বশীভূত করিয়া একদল সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জ্ঞান ও বলবীর্য্যে এই রাজা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী রাজগণ ইঁহাকে বহুমূল্য উপহার পাঠাইতেন। তিনিও তাঁহাদের সভায় দূত প্রেরণ করিতেন। ইনি অধীন সামন্তরাজগণের প্রতি সদয় সুহৃদবৎ ব্যবহার করিতেন। ইঁহার রাজত্বের প্রথমেও তিব্বতে কোনরূপ লিখনপ্রণালী-সম্বলিত ভাষা ছিল না; কিন্তু রাজা বিদেশী রাজাদিগকে তত্তদ্দেশীয় ভাষায় পত্রাদি লিখিয়া মিত্রতা রক্ষা করিতেন। তিনি নিজে সংস্কৃত, চীন ও নেবারী (নেপালের) ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। রাজা পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী প্রদেশ যুদ্ধে জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন এবং সমরব্যাপার হইতে অবসর লইয়া ধর্ম্মোন্নতির দিকে মন নিবিষ্ট করেন।

রাজা নিজে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রিয় ও ভক্ত ছিলেন, তিনি স্বরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হইলেন। তিনি দেখিলেন, লেখনপ্রণালীবিশিষ্ট ভাষা ভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হইবে না বা দেশ-শাসনের জন্য রাজবিধিও প্রচারিত হইতে পারিবে না। এই স্থির করিয়া অনুর পুত্র থোন্-মি-সম্ভোটকে ১৬ জন সহচর দিয়া ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র শিখিতে পাঠান। তিনি তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্ম শিখিতে তিব্বতীয় ভাষার উচ্চারণ অনুসারে তদ্ভাষার জন্য বর্ণোদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন।

সম্ভোট আর্য্যাবর্ত্তে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতগণকে বিস্তর স্বর্ণাদি উপহার দিয়া লিবিকর নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট শিখিতে লাগিলেন। সম্ভোট অল্পদিনেই সংস্কৃত ভাষা ও ৬৪ প্রকার লিপিপ্রণালী এবং পণ্ডিত দেববিদ্যাসিংহের নিকট কলাপ, চান্দ্র ও সারস্বত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। তৎপরে সম্ভোট ও সহচরগণ ২৪ খানি বৌদ্ধপ্রবচন ও রহস্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা বিদ্যা ও জ্ঞানদেবতা মঞ্জুশ্রীর পূজা করেন এবং তিব্বতীয় ভাষা লিখিবার জন্য সম্ভোট "ড চন্" (মাত্রাবিশিষ্ট) বর্ণমালা সৃষ্টি করেন। তাঁহারাই ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ শাস্ত্র "সুমচু দগ্-বিগ" প্রণয়ন করেন। রাজাদেশে জ্ঞানবান্ লোকে সকলেই লেখা-পড়া শিখিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ নবোদ্ভাবিত অক্ষর-সাহায্যে ধর্ম্মগ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। রাজা লোককে ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবার জন্য ১৬টী আদেশ প্রচার ও প্রজাসাধারণকে তদনুসারে চলিতে বাধ্য করেন। সেই ১৬টী আদেশ যথা—

(১) কোন্-ছোগে (ঈশ্বরে) বিশ্বাস করিবে।
(২) ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবে।
(৩) পিতামাতাকে ভক্তি করিবে।
(৪) জ্ঞানীকে ভক্তি করিবে ও বিদ্বান্‌কে উচ্চাসন দিবে।
(৫) উচ্চবংশীয় ও বয়োবৃদ্ধদিগকে সম্মান করিবে।
(৬) বিনয় ও ন্যায়পর হইবে।
(৭) ধন-ধান্যের সুব্যবহার জানিতে হইবে।
(৮) মহাজনের পদানুসরণ করিবে।
(৯) উপকারীর প্রত্যুপকার ও তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হইবে।
(১০) সদ্ভাব ও প্রীতি রাখিয়া হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করিবে।
(১১) আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সেবাপর হইবে।
(১২) দেশের হিতসাধনে ও দেশের কর্ম্মে তৎপর হইবে।

(১৩) খাঁটি ওজন (বাটখেরা) ব্যবহার করিবে।

(১৪) স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনিবে না।

(১৫) নম্র, সভ্য ও কথোপকথনে পটু হইবে।

(১৬) ধৈর্য্য ও নম্রতাসহকারে বিপদ্ ও ক্লেশ সহ্য করিবে।

এই সকল ব্যবহারে তাঁহার প্রজাবৃন্দের সুখ-স্বচ্ছন্দ এবং শ্রীলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কথিত আছে, রাজা স্রোন্-ৎসন্ গম্পো ভারতমহাসাগরের কূল হইতে অবলোকিতেশ্বরের নাগসারচন্দনের স্বয়ম্ভূ প্রতিমা প্রাপ্ত হন।

রাজা নেপালাধিপতি জ্যোতির্ব্বর্ম্মার কন্যাকে বিবাহ করেন। যৌতুকস্বরূপ রাজা সাতটী অমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে অক্ষোভ্যবুদ্ধের ও মৈত্রেয়ের প্রতিমা, তারাদেবীর চন্দন প্রতিমা এবং 'রত্নদেব' নামক বৈদূর্য্যমণি প্রধান।

তৎপরে ভোটপতি চীনরাজ সেঙ্গে-ৎসন-পো (বৈথ-চুং)র-কন্যা ওণ্-থিন্ কুমারীকে তাঁহার গরনামা প্রধান মন্ত্রীর কৌশলে আনাইয়া বিবাহ করেন। চীনরাজকুমারী সঙ্গে করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি, এক একখানি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ এবং চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্র আনিয়াছিলেন।

ভোটের অধিবাসিগণ রাজা স্রোন-ৎসন গম্পোকে চেন রে-স্সিগের (অবলোকিতেশ্বরের) অবতার এবং উপরোক্ত দুই মহিষীকে তারাদেবী বলিয়া বিশ্বাস করিত। বাস্তবিক এই তিনজনের যত্নে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। রাজা ১০৮টী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি মঞ্জুশ্রীর ভবন পেকিনের উত্তরাংশে ১০৮টী মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মন্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন।

৬৩৯ খৃষ্টাব্দে স্রোন্-ৎসন্ তিব্বতের বিখ্যাত লাসা নগরী স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ সকল অনুবাদ করাইবার জন্য তিনি ভারত হইতে কুশর ও শঙ্কর পণ্ডিতকে, নেপাল হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে এবং চীন হইতে হ্ব-যন্ মহা-ৎযে নামক প্রসিদ্ধ আচার্য্যকে আনাইয়া ছিলেন।

চীনরাজকুমারী ও নেপাল-রাজকুমারীর গর্ভে কোন পুত্র সন্তান হয় নাই, সেইজন্য স্রোন্-ৎসন্ জে-থি-কর ও থি-চম্ নামে দুই কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রথমার গর্ভে মন্-স্রোন্-মন্-ৎসন্ ও দ্বিতীয়ার গর্ভে গুন্-রি গুন্-ৎসন্ নামে এক এক পুত্র জন্মে। গুনরি ১৩শ বর্ষে পদার্পণ করিলে স্রোন্-ৎসন্ তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৮শ বর্ষে রাজকুমারের হঠাৎ মৃত্যু হইল। কাজেই স্রোন্-ৎসন্‌কে আবার রাজদণ্ড পরিগ্রহ করিতে হইল। শেষাবস্থায় তিনি কেবল শাস্ত্রচর্চ্চায়, ধর্ম্মচিন্তায় ও মন্দির-প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেন। বৃদ্ধবয়সে যথাকালে তিনি অমিতাভের ধর্ম্মকায়ে সংযুক্ত হইলেন। তাঁহার দুই প্রধান মহিষীও তুষিতলোকে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইহলোক পরিত্যাগের পূর্ব্বে রাজা হয়গ্রীব ও যম-পূজা বিধি প্রচার করিয়া যান।

তৎপরে মন্-স্রোন্ মন্-ৎসন্ রাজা হইলেন। এদিকে, চীনরাজ দেবাবতার ভোটরাজের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিব্বত অধিকার করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। লাসার নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে চীন-সৈন্য পরাস্ত হইল। তিব্বতীয় সৈন্যগণও চীনরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য শত্রুদিগের অনুগমন করিয়াছিল। কিন্তু এবার চীনদিগের নিকট তাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। সেই যুদ্ধে বৃদ্ধ সেনাপতি গর প্রাণত্যাগ করেন।

চীনেরা আসিয়া লাসানগরী আক্রমণ করিল। তিব্বতীয়েরা অনেক কষ্টে চীনরাজনন্দিনী কর্ত্তৃক আনীত সোণার শাক্যমূর্ত্তি লুকাইয়া রক্ষা করিলেন।

চীনেরা রাজপ্রাসাদ পুড়াইয়া দিল। অক্ষোভ্যমূর্ত্তিও লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু বড় ভারী হওয়ায় একাদিনের পথে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল।

২৭ বর্ষ বয়সে রাজা মন্-স্রোনের মৃত্যু হয়। তাঁহার দু-স্রোন্-মন্‌পো নামে এক শিশুপুত্র সিংহাসন লাভ করেন। দু-স্রোনের রাজত্বকালে ৭ জন মহাবীর তিব্বতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

দু-স্রোনের পর তৎপুত্র মেগ-অগ্-ৎযোম রাজা হন। তিনি আপন প্রপিতামহ স্রোন্‌সনের লিখিত একখানি তাম্রানুশাসন পাইয়াছিলেন। তৎপাঠে জানিয়াছিলেন, তাঁহারই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সমধিক প্রবল হইবে। এখন সেই অনুশাসনবাক্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য তিনি কৈলাসবাসী ভারতীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুহ্য ও বুদ্ধশান্তিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতদ্বয় আসিতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু যে সকল দূত তাঁহাদের আনিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ ভাগ মহাযান-সূত্রাস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া আসেন, পরে তাহাই আবার তাঁহারা তিব্বতীয় ভাষায় প্রচার করেন। রাজা পাঁচটী বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রত্যেকটীতে এক ভাগ করিয়া মহাযানগ্রন্থ রক্ষা করেন। এ ছাড়া তাঁহারই যত্নে সেরহোড্, তম্প প্রভৃতি কএকখানি শাস্ত্র অনুবাদিত হয়। তখনও তিব্বতে কেহ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিত না। তিনি

ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থাপন করিবার জন্য নেপাল (লিয়ুল্) হইতে কতকগুলি বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে আনাইয়াছিলেন। তিনি এক খানি অতি বৃহৎ বৈদূর্য্যমণি পাইয়াছিলেন। প্রবাদ এই-রূপ যে, তত বড় বৈদূর্য্য আর জগতে কাহারও ছিল না। তিনি জন্-রাজকুমারী থি-ৎসুকের পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে জান্‌তষা-লাপোন্ নামে এক অতি রূপবান্ পুত্র জন্মে। রাজা বিবাহ দিবার জন্য পাত্রীর অনুসন্ধানে রাজ্যের চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু উপযুক্ত কন্যা কোথাও মিলিল না। শেষে চীনসম্রাট্ বৈক্ষুনের নিকট লোক গেল। তাঁহার কন্যা কাঙ্গম্-যন্ অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। রাজবালাও তিব্বতের রাজকুমারের অনুপম রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি পিতার অনুমতি লইয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিব্বতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিব্বতের একজন সামন্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রাজকুমারের প্রাণ বিনাশ করেন। রাজা অগ্‌ৎনোম অবিলম্বে সেই নিদারুণ সংবাদ চীনরাজকুমারীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। রাজবালার শোকের অবধি রহিল না। কিন্তু তিনি আর চীনে ফিরিলেন না। তিব্বতের তুষাররাজ্য ও শাক্যমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য এখানেই উপস্থিত হইলেন। ভোটরাজ পরম যত্নসহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। এই রাজকুমারীর যত্নেই তিন বর্ষ পরে আবার অক্ষোভ্য মূর্ত্তি বাহির হইল।

সেই চীনকুমারীর রূপে ভোটরাজারও মন মজিল। তিনি তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে চীনরাজবালা সম্মত হন নাই, অবশেষে কি ভাবিয়া সম্মত হইলেন। এইরূপে পুত্রের স্থলে পিতা চীনরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

তাঁহার গর্ভে থি-স্রোন্-দে-ৎসন্ জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজপুত্রকেই সকলে মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। তিব্বতের ইতিহাসে ইনি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ইঁনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। রাজপুস্তকালয়ে যত প্রাচীন গ্রন্থ ছিল, সেই সমস্ত সমালোচনাপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এ সময়ে রাজসভায় দুই দল লোক ছিল, এক দল বৌদ্ধ ও এক দল বৌদ্ধ বিদ্বেষী। বৌদ্ধবিদ্বেষী মন্ত্রিগণ সর্ব্বদাই রাজাকে বলিত যে, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে রাজ্যে ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, রাজ্যের মঙ্গল জন্য বৌদ্ধদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। প্রধান মন্ত্রী মষন্ এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উপর রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ দৈবজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। তাহারা বলিতে লাগিল, রাজার শীঘ্রই মহা বিপদ্ ঘটিবে, যদি সর্ব্বপ্রধান দুইজন রাজকর্ম্মচারী অন্ধকার গহ্বর মধ্যে গিয়া তিন মাস কাল বাস করেন, তাহা হইলে রাজার জীবন রক্ষা হইবে। রাজা সভাস্থ সকলকে একথা বলিলেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন, তাঁহাকে যথেষ্ট উপহার দিবেন, তাহাও জানাইলেন। প্রধান মন্ত্রী মষন্ রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বৌদ্ধমন্ত্রী গো তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দুই জনে অন্ধকার গহ্বরে নামিলেন। তিন জন মানুষ যত লম্বা হয়, সেই গহ্বরটীও ততটা গভীর। মধ্যরাত্রে গোর বন্ধুগণ পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে একগাছি দড়ি ফেলিয়া গোকে তুলিয়া লইল এবং একখানি বৃহৎ প্রস্তর আনিয়া সেই গভীর গহ্বরের মুখে ঢাকা দিল। এইরূপে প্রধান মন্ত্রী মষনের জীবিতাবস্থায় সমাধি হইল। রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উড্ডয়ন হইতে শান্তরক্ষিত ও পণ্ডিত পদ্মসম্ভবকে আনাইয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজার সাহায্যে পদ্মসম্ভব এখানে সম্যে নামে একটী বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই রাজার সময় হ্বষন্ মহাযান চীন হইতে আসিয়া ভ্রষ্ট বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে স্বমতে আনিতে লাগিলেন। ভারত হইতে কমলশিল আসিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করেন। তখন রাজাও বোন্ ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বিশেষরূপে শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি আপন শাসনবিধি বৃহৎ ফলকে লিখাইয়া সমস্ত রাজ্যে প্রচার করিলেন। প্রজা-সাধারণের মঙ্গলের জন্য দেওয়ানী ও দণ্ডবিধি প্রচলিত হইল। ৪৬ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী ৎষে-পো-স্নাহের গর্ভে তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুনি-ৎসন্‌পো পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। যখন রাজা হন, তখন মুনি-ৎসন্‌পো বালক। তাঁহার ধার্ম্মিক মন্ত্রিগণ তাঁহার হইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তিনি আপন প্রতাপে রাজ্যস্থ ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলকে এক শ্রেণীভুক্ত করেন। ধনিগণ দরিদ্রদিগের অভাবমোচন করিবার জন্য ধনসম্পত্তি সমভাবে বণ্টন করিতে লাগিল। বাস্তবিক যাহা কোন রাজার রাজত্বকালে হয় নাই, তাঁহার সময়ে তাঁহার যত্নে তাহাই সংসাধিত হইল। কিন্তু রাজা দেখিলেন, তাঁহার এত চেষ্টা কৌশল সকলই বৃথা হইতেছে। দরিদ্রের দরিদ্রতা ঘুচিতেছে না। আবার ধনবানেরা সমস্ত ধন

বিতরণ করিয়াও পূর্ব্ববৎ ধনশালী হইতেছে। রাজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পণ্ডিত ও লোচবেরা রাজাকে বুঝাইলেন যে, মানব পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, উচ্চ নীচ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহা হউক, রাজার সাধুসঙ্কল্পের জন্য আপামর প্রজাসাধারণ সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কিন্তু এমন রাজা অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। একবর্ষ নয়মাস না হইতে হইতেই তাঁহার মাতা কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিবার জন্য বিষ খাওয়াইয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিলেন। তখন রাজার কনিষ্ঠ সহোদর মুতিগ্-ৎসন্‌পো রাজা হইলেন। রাজমাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। মুতিগ্ পদ্মসম্ভবের নিকট শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন। আট কি নয় বর্ষের সময় তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল ও তিব্বতীয় ভাষায় অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে ৫ পুত্র রাখিয়া তিনি জীবলীলা শেষ করেন। তাঁহার প্রথম দুই পুত্র অতি অল্পকাল রাজ্য-ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মন্ত্রিগণের ষড়যন্ত্রে অতি অল্প দিন মধ্যেই বিনষ্ট হন। কনিষ্ঠ রল্‌পচন্ মন্ত্রিগণের নির্ব্বাচনে রাজপদ লাভ করেন।

৮৪৫ হইতে ৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রল্‌পচন্ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সময় তিব্বতীয় ভাষার এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। ঐ রাজা মগধ, উজ্জয়িনী, নেপাল, চীন প্রভৃতি নানা স্থানে লোক পাঠাইয়া অসংখ্য বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তিব্বতীয় ভাষায় সেই সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য তিনি ভারত হইতে তৎকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত জিনমিত্র, সুরেন্দ্রবোধি, শিলেন্দ্রবোধি, দানশীল ও বোধি-মিত্রকে আহ্বান করেন। পূর্ব্বে যে সকল অনুবাদে ভ্রম ও যে সকল অসম্পূর্ণ ছিল, সেই সকল সংশোধন করিবার জন্য রত্নরক্ষিত, মঞ্জুশ্রীবর্ম্মা, ধর্ম্মরক্ষিত, জিনসেন, রত্নেন্দ্র-শীল, জয়রক্ষিত, কবপল-ৎসেগ্, চোদে লুই-গ্যল্-ৎষন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য রাজা রল্‌পচন্ চীনদেশের ওজন ও মাপ স্বরাজ্যে প্রচলিত করিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধযাজকগণ যেরূপ বিধি ও রীতি-নীতি পালন করিতেন, তিনি এখানকার যাজকদিগের মধ্যেও সেই নিয়ম প্রচলিত করিলেন। তিনি জানিতেন, যাজকদিগের হস্তে ধর্ম্মশাসন নিহিত, এইজন্য তিনি উপযুক্ত লোক দেখিয়া যাজকশ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিলেন।

ইঁহারই সময় চীন ও তিব্বতে বিবাদ বাধে। চীন আক্রমণ করিবার জন্য রল্‌পচন্ বিস্তর সেনা পাঠাইলেন। চীন ও তিব্বতের যুদ্ধে রক্তের নদী বহিয়াছিল। উভয় দেশের জ্ঞানিগণ এই অনর্থকর রক্তপাত নিবারণের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। তাঁহাদেরই যত্নে যুদ্ধ থামিয়া গেল ও সন্ধি হইল। এই সময় গুঙ্মেরু নামক স্থানে প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করিয়া উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। একখানি প্রস্তর-স্তম্ভে সেই সন্ধিপত্র খোদিত হইয়াছিল।

রল্‌পচনের সময় তিব্বতে অনেক সুনিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। এ সময় শ্রমণ ও যাজকমণ্ডলী যাহাতে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিতে না পারে, তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। শেষে এক দুর্বৃত্ত গলা টিপিয়া রাজার প্রাণবিনাশ করেন। ৯০৮ হইতে ৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজসহোদর লন্দর্মের প্ররোচনায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এখন দুষ্ট লন্দর্ম রাজা হইলেন। তাঁহার মত বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা আর দেখা যায় না। তিনি সর্ব্বদাই বলিয়া বেড়াইতেন, 'বুদ্ধের প্রাধান্য ঘটিলে তাঁহার অসদুপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া ভারত ও চীনের লোকেরা সুখশান্তি হারাইয়াছে।' বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহার দৌরাত্ম্যে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। লন্দর্ম কোন শ্রমণকে গৃহী করিলেন ও কাহাকে বা তাঁহার জন্য পশু শীকার করিয়া আনিতে বনে পাঠাইলেন। যেখানে যত বৌদ্ধগ্রন্থ পাইলেন, সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলেন বা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিলেন; কত শত বৌদ্ধমন্দির তাঁহার আদেশে বিধ্বস্ত হইল। যে মন্দির ভাঙ্গিবার সুবিধা ছিল না, তাহার সম্মুখে প্রাচীর তুলিয়া দ্বারবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার মন্ত্রী ও তোষামোদকারিগণ সেই প্রাচীরের গায় আবার কুরুচিপূর্ণ চিত্র আঁকিয়া দিল। এ সকল অত্যাচার ধর্ম্মপ্রাণ তিব্বতবাসিগণের অসহ্যবোধ হইল। লহলুন্-পল্-দোর্জে নামে এক সাধু পাপিষ্ঠ রাজার হস্ত হইতে ধার্ম্মিক-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য একদিন রণনৃত্য করিতে করিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একটী তীক্ষ্ণ শরদ্বারা রাজাকে বিদ্ধ করিয়া সেস্থান হইতে দ্রুত পলায়ন করিলেন। সেই শরাঘাতেই লন্দর্মের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার সহিত তিব্বতীয় রাজগণের একাধিপত্যও বিলুপ্ত হইল।

লন্দর্মের দুই রাণী ছিল। প্রথমে ছোটরাণী অন্তঃসত্ত্বা হন, তাহাতে বড় রাণীর ঈর্ষা হইল। তিনিও গর্ভের ভাণ করিলেন। যথাকালে কনিষ্ঠা মহিষীর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার নাম নম্-দেহোদ-স্রুন্। বড়রাণী তাহাকে বধ করিবার অথবা হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নবজাত শিশুর নিকট একটী জ্বলন্ত বাতি থাকায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তাহাতে বড়রাণী আরও

ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য তখনই এক দরিদ্র পুত্রকে আনিয়া আপনার পুত্র বলিয়া প্রচার করিলেন। বড় রাণীকে সকলেই ভয় করিত, সকলের সন্দেহ হইলেও ঐ পুত্র সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। সেই বালকের নাম হইল থি দে-যুম্‌তেন্।

প্রথমে বৌদ্ধমন্ত্রিগণই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন; তাঁহারা বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল পুনরায় স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লন্দর্মের দৌরাত্ম্যে যে সকল মন্দির অঙ্গহীন হইয়াছিল, মন্ত্রিগণ সে সমস্ত সংস্কার করাইতে লাগিলেন।

দুই ভাই বড় হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে রাজ্য লইয়া উভয়ে বিবাদ বাঁধিল। অবশেষে সমুদয় রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইল। হোদ্‌স্রুন্ পশ্চিমভাগ এবং যুম্‌তেন্ * পূর্ব্বভাগ পাইলেন। এই ভাগ হওয়া অবধি রাজ্যময় যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে লাগিল। তাহাতে রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া পড়িল।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে হোদ্‌স্রুন্ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র পল্-খোরৎ-সন ১৩ বর্ষমাত্র রাজত্ব করিয়া (৯৯৩ খৃষ্টাব্দে) ৩১শ বর্ষ বয়সে পিতার অনুগমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র, ৎসেগ্‌প-পল ও খি-কি-দেৎ নিমগোন্। কনিষ্ঠ সেগ্‌প নাহ্‌রি (লদাক) দেশে গমন করেন এবং সেখানে তিনি রাজা হইয়া 'পুরাণ' নামে রাজধানী ও নি স্থন্ নামে দুর্গপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ পলগ্যি-দেরিগন্ম-গোন্ মন-যুল প্রদেশে, মধ্যম তসি দেগোন পুরাণ প্রদেশে ও কনিষ্ঠ দেৎসুগ্-গোন শান স্থুম্ (বর্ত্তমান গুগে) প্রদেশে রাজা হন। দেৎসুগ্-গোনের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ খোররে ও কনিষ্ঠ স্রোন্‌নে। জ্যেষ্ঠ যেশে-হোদ নামগ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন।

তসি-ৎসেগ্‌প পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র হয়—পল-দে, হোদ্-দে ও কি-দে।
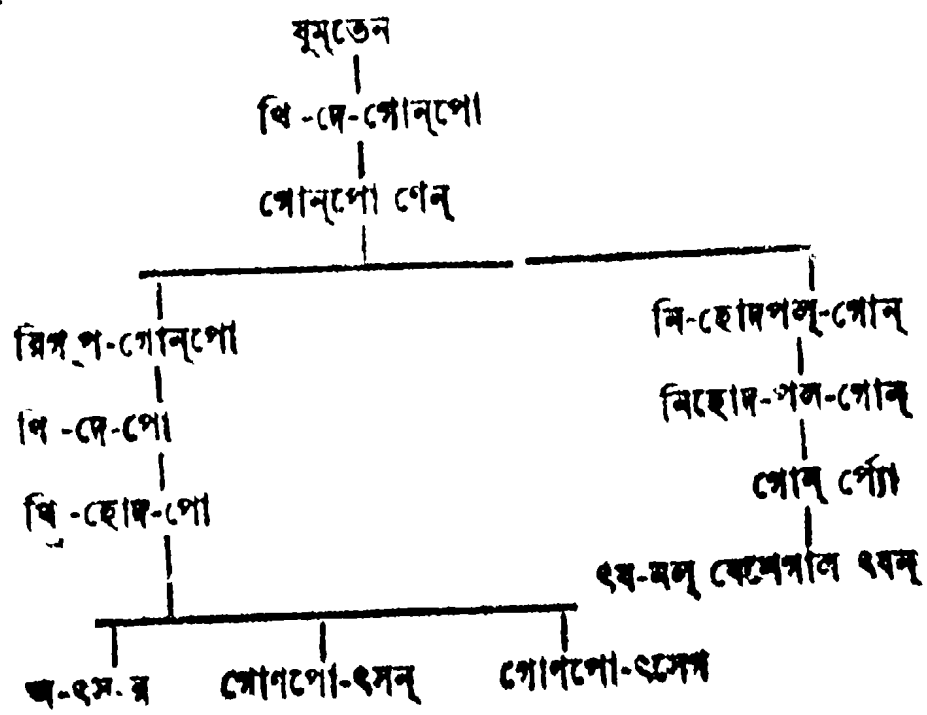
এই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। লন্দর্মের সময় হইতে এই সময় পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে আসেন নাই। বহুকাল পরে একজন নেপালী দ্বিভাষী পণ্ডিত (তিব্বতে লেক্‌-ৎসে নামে পরিচিত) পণ্ডিত থল-রিণ্‌ব ও স্মৃতিকে তিব্বতে আহ্বান করেন; কিন্তু যখন পণ্ডিতেরা তিব্বতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় অন্য লোকে পণ্ডিতদিগকে গ্রাহ্যও করিল না। স্মৃতি বিদেশে নির্ব্বন্ধের অবস্থায় তন্‌গ নামক স্থানে পশুপালবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিব্বতীয় ভাষায় অধিকার জন্মিলে তাঁহার বিদ্যার কথা ক্রমে প্রচারিত হইল, শেষে তিনি খম প্রদেশের পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করেন।

তিনি তিব্বতীয় ভাষায় একখানি 'শব্দমালা" রচনা করেন, এই পুস্তকের "কথনাস্ত্র" নাম দেন।

রাজবংশীয় শ্রমণ যেশে-হোদের যত্নে, পারশ্রমে ও চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। উক্ত শ্রমণ মগধ হইতে ভারতীয় পণ্ডিত ধর্ম্মপালকে আহ্বান করেন। তাঁহার সহিত তিনজন শিষ্য ছিল। রাজা ইঁহাদের সাহায্যে দেশে আবার ধর্ম্ম, কলাশাস্ত্র ও বিনয়শাস্ত্র প্রচারে যথেষ্ট সুবিধা পাইলেন।

খোর-রে শ্রমণের পুত্র ল্‌হ-দে পণ্ডিত সুভূতি শ্রীশান্তিকে আহ্বান করেন। এই মহাপণ্ডিত এদেশে আসিয়া প্রজ্ঞাপারমিতা (শের-চিন্) সমস্ত অনুদিত করেন; বিখ্যাত অনুবাদক রিন্‌ছেন-স্‌সান্‌পো প্রভৃতি ক ক যাজকপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ল্‌হদের তিনপুত্র হোদ্ দে, শিব হোদ্ এবং চ্যান-ছুব-হোদ্। কনিষ্ঠ পুত্র বৌদ্ধশাস্ত্র ও তদ্বিরুদ্ধ মতের দর্শন শাস্ত্রাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য এই পণ্ডিতরাজপুত্র আর্য্যাবর্ত্তে লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ জ্ঞানী পণ্ডিতের অনুসন্ধানার্থ প্রেরিত হন। অনুসন্ধানে প্রভু অতিশ পণ্ডিতের নাম ও যশঃ তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িল। চ্যান্-ছুব-হোদ্ তাঁহাকে তিব্বতে আনিবার জন্য নগৎষো লোচবের সঙ্গে আরও লোকজন পাঠাইয়া দেন। উক্ত লোচব আর্য্যাবর্ত্তে তখনকার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান স্থান বিক্রমশিল নগরে উপস্থিত হন। ঐ স্থানে তখন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি ইহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করেন। সেই রাজা তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক গ্যা-ৎসোন্-সেন্‌গে নামে অভিহিত হইয়াছেন। তৎপরে এই সকল পণ্ডিত প্রভু অতিষের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া রাজপ্রেরিত স্বর্ণাদি বহুমূল্য উপহার দিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার, শ্রীবৃদ্ধি, ধ্বংস ও পুনঃ প্রচা

* যুম্‌তেনের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—

- যুম্‌তেন
  - থি-দে-গোন্‌পো
    - গোন্‌পো গেন্
      - রিগ্‌প-গোন্‌পো
        - পি-দে-পো
          - থি-হোদ-পো
            - অ-ৎস-র
            - গোণপো-ৎসন্
            - গোণপো-ৎসেগ
      - নি-হোদপল্-গোন্
        - নিহোদ-পল-গোন্
          - গোন্ পোঁ্য
            - ৎষ-মল্ যেশেপাল ৎষন্

চেষ্টায় সমগ্র ইতিহাস বলিলেন এবং কাতর হৃদয়ে জানাইলেন যে, এখন তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় জগতে নাই যে তিব্বতকে এই ধর্ম্মবিপ্লব হইতে উদ্ধার করিতে পারে, অতএব তাঁহাকে একবার তিব্বতে যাইতে হইবে।

লোচব ও তাঁহার অনুযাত্রী পণ্ডিতেরা অতিষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মতি পাইবার জন্য দাসের ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। শেষে অতিষ তারাদেবীর প্রত্যাদেশে তিব্বতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি তিব্বতের বহু উপকার এবং একজন মহাসাধকের (উপাসকের) বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন, এইরূপ প্রত্যাদেশ হওয়ায় ৫৯ বৎসর বয়সে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে নিজ প্রাণ উপেক্ষা করিয়া বিক্রমশিলার সঙ্ঘারাম পরিত্যাগপূর্ব্বক তিব্বত যাত্রা করিলেন। নহ্-রি প্রদেশের থো-ডিং সঙ্ঘারামে অতিষ বাস করিতেন। তিনি রাজাকে তন্ত্রসূত্রসকল শিক্ষা দেন। তৎপরে উ ও ৎসন্ প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে লমদোন (সত্যপথপ্রদীপ) প্রধান। ৭৫ বৎসর বয়সে ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে অতিষের মৃত্যু হয়। হোদ্-দের পুত্র অৎসেদের রাজত্ব কালে অতিষ উ, ৎসন্ ও খম্ প্রদেশের সমস্ত লামা ও শ্রমণকে একত্র করিয়া কালগণনার নূতন নিয়ম প্রচার করেন। উত্তরভারতে শম্ভল প্রদেশে ষষ্টি সংবৎসরে বর্ষচক্র গণনার যে নিয়ম অতিষ পাইয়াছিলেন, তাহাই এই সময়ে প্রচারিত করেন। তিব্বতীয়েরা ইহাকে রব্-জুন্ নামে অভিহিত করেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অতিষের মতেই শিক্ষা চলে। এ সময় অনেক বিখ্যাত লোচব সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত মর্প, মিল গোন্পো, কাশ্মীরীয় পণ্ডিত শাক্যশ্রী ও অন্যান্য ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে অশেষ সাহায্য করেন। ৎসেদ হইতে নবম পুরুষ অধস্তন রাজা ওগ্-প-দের * রাজত্বকালে মৈত্রেয় বুদ্ধের এক প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, তাহাতে ১২০০০ দোত-বদ (অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা) খরচ হয়। তিনি মঞ্জুশ্রীদেবের এক প্রতিমা ৭ ব্রে (প্রায় ১ মণ) স্বর্ণরেণুদ্বারা নির্ম্মাণ করান। ইহার পুত্র অনোদে পিতার অপেক্ষা ভক্তিমান্ ছিলেন ও প্রতিবৎসর বুদ্ধগয়ায় বজ্রাসন (দোর্জে-দন) নামক বৌদ্ধপীঠে পূজা পাঠাইতেন। এই প্রথা তিনি আমরণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইঁহার পৌত্র অননমল্ 'কহ্‌গুর' নামক ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে সোণার পাটায় লিখাইয়াছিলেন। অননমলের পুত্র রিডমল্ লাসানগরে বহুব্যয়ে বুদ্ধমূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দিরের গুম্বজ স্বর্ণমণ্ডিত করেন। রিডমলের পুত্র সঙ্-হ,মল্ শাক্যপ লামাগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজ্যারোহণ করেন। এই বংশীয় শেষ রাজা অপুত্রক পর-তব-মলের এক আত্মীয় সো-নম্-দে আহূত হইয়া পুণ্য-মল্ নাম ধারণ করিয়া রাজ্যারোহণ করেন।

তগ-ৎসেগ্-প রাজের পুত্র পল্‌দের বংশধরগণ গুগ-থন্ লুগ্যাল্‌ব, চিৎ-প, লহ-ৎসে, ননলুন্ ও ৎসকোর প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। কি-দের বংশধরগণ ঘু, জন, তনগ, য-রু-লগ ও গাল্-ৎসে জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন। হোদের চারিপুত্র—ফব্‌ছৈসে, থিদে, থিছুন ও নগ্‌প। প্রথম ও চতুর্থ ৎসন্-রোন প্রদেশে, দ্বিতীয় আমদো ও ৎসোন্‌খ প্রদেশে ও তৃতীয় উপ্রদেশে অধিকার স্থাপন করেন। তৃতীয় থিছুন য়ম্-লুন্ নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। থি-ছুনের † অধস্তন পঞ্চম পুরুষ জোবো-নাল্-জোর চোন্-ন-রিন্‌পোছে ও পগ-ফগমো-দু-প নামক লামাদ্বয়কে বিশিষ্টরূপে পরিপোষণ করিতেন। ইহার পৌত্র শাক্যগোন প্রসিদ্ধ শাক্যপণ্ডিতের পরিপোষক ছিলেন। শাক্যগোনের পৌত্র ওগ্‌প-রিন্-পোছে সুবিখ্যাত ফগ্‌প সমভিব্যাহারে চীনসম্রাটের নিকট মহা আদর প্রাপ্ত হন। তিনি তগ-থৈ-ফোদনের বিখ্যাত প্রাসাদ নির্ম্মাণ

* ৎসেদের বংশাবলী—

(১) ৎসে
|
(২) বর্-দে
|
(৩) ক্রশি-দে (১ম)
|
(৪) ভলে
|
(৫) নাগ-দেব
|
(৬) ৎসন্ ফ্যুগ্
|
(৭) ক্রশি-দে (২য়)
|
(৮) প্রগ্‌ৎসন্ দে
|
(৯) তগ্‌প-দে
|
(১০) অসো-দে
|
(১১) জে-দর্-মল্ (১ম)
|
(১২) অনন্-মল
|
(১৩) রিহ মল্
|
(১৪) সঙ্-হ-মল্
|
(১৫) জে-দর্ মল (২য়)
|
(১৬) অ-জিন্-মল্
|
(১৭) কলন্-মল্
|
(১৮) পর্-তব-মল্
|
ইহার পর বংশলোপ।

† থি-ছুনের বংশাবলী—

থিছুন্ বা থিছুন্
|
হোদ্-কি-দ্-বর্
|
য়ুম্ চন (আর ৬ পুত্র)
|
জো গহ্
|
বর্ম্ম (অন্যান্য কয়েক জন)
|
জোবো-নল্-ব্যোর্

জোবো বগ্
|
শাক্য-গোন্ (১ম)
|
শাক্যক্রশি
|
প্রগ্ প্ রিন্‌পোছে
|
শাক্যগোনপো (২য়) আর ৩ জন
|
জে-শাক্য-রিন্‌ছেন্।

২ ঋষিভেদ, ইনি বশিষ্ঠপুত্র শক্তি্র ঔরসে এবং অদৃশ্যন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নামনিরুক্তি যথা—

"পরাসুঃ স যতস্তেন বশিষ্ঠঃ স্থাপিতো মুনিঃ।
গর্ভস্থেন ততো লোকে পরাশর ইতি স্মৃতিঃ।"(ভারত°১।১৭৮।৩)

"পরাসোরাশাসনমবস্থানং যেন স পরাশরঃ, আঙ্ পূর্ব্বা-চ্ছাসস্তেঃ উরন্।" (নীলকণ্ঠ)

ইনি যে সময় গর্ভে অবস্থিতি করেন, সেই সময় বশিষ্ঠ মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার পরাশর নাম হয়।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, মহর্ষি বশিষ্ঠের শত পুত্রের মধ্যে শক্তি্ জ্যেষ্ঠপুত্র। অদৃশ্যন্তীর সহিত ইহার শুভপরিণয় হয়। একদা শক্তি্ অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষপাদ নামে এক রাজা মৃগয়ায় অতিশয় শ্রান্ত হইয়া শক্তি্ যে স্থলে বিচরণ করিতেছিলেন, সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পথ অতি সঙ্কীর্ণ, একজনের বেশী কেহ ইহাতে গমন করিতে পারে না। রাজা শক্তি্কে সরিয়া যাইতে বলিলেন। শক্তি্ রাজাকে পথ ছাড়িয়া দিলেন না। এই লইয়া দুইজনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। নৃপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মোহবশে রাক্ষসের ন্যায় তাঁহাকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। শক্তি্ প্রহারে অভিহত ও ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া সেই ভূপালকে এই বলিয়া শাপপ্রদান করিলেন, আমি তাপস, তুমি আমাকে রাক্ষসের ন্যায় প্রহার করিলে, এই কারণে তুমি অদ্যাবধি রাক্ষস হইবে। পুনরায় ভূপতি অন্য আর একজন ঋষি কর্ত্তৃক এইরূপ শাপাভিভূত হন। শাপাভিভূত ভূপতি তৎক্ষণাৎ রাক্ষস হইয়া প্রথমেই শক্তি্কে ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনষ্ট হইল। বশিষ্ঠের শতপুত্রনাশ বিশ্বামিত্রের কৌশলেই হইয়াছিল। বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া স্বশরীরপাতের জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখন পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। পশ্চাদ্দিকে হঠাৎ বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বেদধ্বনি করিতেছে? তখন অদৃশ্যন্তী কহিল, আমি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী। আপনি যে বেদধ্বনি শুনিয়াছেন, তাহা আমার গর্ভস্থ দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রের জানিবেন। তখন বশিষ্ঠদেব অদৃশ্যন্তীর গর্ভে এক সন্তান আছে জানিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে এক রাক্ষস আসিয়া অদৃশ্যন্তীকে আক্রমণ করিল, বশিষ্ঠদেব তাহাকে মন্ত্রদ্বারা জলপ্রোক্ষণ করিলেন, ইহাতে তাহার শাপ বিমোচন হইল। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষপাদ। অদৃশ্যন্তী আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শক্তি্র ন্যায়, শক্তি্র বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বশিষ্ঠদেব স্বয়ং তাহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সম্পাদন করিলেন। ঐ পুত্র যে সময় গর্ভস্থ ছিল, সেই সময় বশিষ্ঠদেব পরাসু অর্থাৎ জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, একারণ এই পুত্র পরাশর নামে খ্যাত হন। পরাশর জন্মাবধি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন। একদা তিনি মাতা অদৃশ্যন্তীর সমক্ষে বশিষ্ঠকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন। অদৃশ্যন্তী ইহা শুনিয়া সজলনয়নে তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাহাকে পিতা বলিয়া জানিতেছ, ইনি তোমার পিতা নহেন, পিতামহ। বনমধ্যে এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। পরাশর এই কথা শুনিয়া সর্ব্বলোক সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বশিষ্ঠ তাহাকে এইরূপ সকল লোক বিনাশকরণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া অনেক প্রবোধ বাক্যে এই পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করাইলেন। কিন্তু তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না, ক্রোধসম্বরণও করিলেন না। অনন্তর তিনি এক রাক্ষসসত্রের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি শক্তি্র বিনাশ স্মরণ করিয়া আবালবৃদ্ধ সকল রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেব তাহার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া এইবার আর কিছুই নিষেধ করিলেন না। ক্রমে রাক্ষস সকল দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর পুলস্ত্য ও পুলহ প্রভৃতি ঋষিগণ পরাশরের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষ হইতে পরাশরকে কহিলেন, তাত! যে সকল রাক্ষস তোমার পিতৃবধের কিছুই অবগত নহে, সেই সকল নির্দ্দোষ রাক্ষস বধ করিয়া অনর্থক সৃষ্টির ধ্বংস করিতেছ, এখন আমাদের অনুরোধ এই ভয়ানক হত্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যজ্ঞ সমাপন কর। বিশেষতঃ তপস্বিব্রাহ্মণদিগের ইহা ধর্ম্ম নহে, শান্তি তাহাদের পরমধর্ম্ম। তুমি রোষপরতন্ত্র হইয়া এই ভয়াবহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কেবল আমার প্রজাবর্গের সমুচ্ছেদ করিতেছ। তোমার পিতাকে যে রাক্ষসে ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র দোষ নাই। তোমার পিতা আত্মদোষেই ইহলোক হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। নচেৎ তোমার পিতাকে ভক্ষণ করে রাক্ষসের এরূপ সামর্থ্য কোথায়? বিশ্বামিত্রও কেবল এ বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়াছিলেন। তোমার পিতা ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরগণ এবং রাজা কল্মাষপাদ সকলেই স্বর্গে দেবগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তোমার পিতামহ বশিষ্ঠদেব এ সকল বৃত্তান্ত অবগত আছেন। এখন তুমি তোমার যজ্ঞসমাপন কর, তোমার মঙ্গল হউক। তখন পরাশর উঁহাদের আদেশানুসারে এই যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং সকল রাক্ষসসত্রের জন্য যে অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল

আবার হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে মহাপ্রস্থানে পরিত্যাগ করিলেন। তথায় সেই বহ্নি অদ্যাপি প্রতিপর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তরসকল দগ্ধ করিয়া থাকে। (ভারত আদিপর্ব্ব ১৭৫ হইতে ১৮২ অঃ।)

এই পরাশর হইতে বেদবিভাগকর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভাগবতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—একদা পরাশর তীর্থযাত্রার উপলক্ষে সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে যমুনা পার হইবার জন্য ধীবরকে আদেশ করেন। ধীবর কার্য্যে ব্যাপৃত্তা প্রযুক্ত মুনিকে পার করিবার জন্য তাহার পালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধাকে বলিলেন। বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা ধীবরের আদেশানুসারে তাহাকে লইয়া পার করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর যমুনামধ্যে যাইতে যাইতে পরাশর মুনি সেই চারুলোচনা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া দৈবঘটনাবশতঃই কামাতুর হইয়া পড়িলেন। মুনিবর তাহার নবীন যৌবনোদগম দর্শনে উপভোগে অভিলাষী হইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া কহিলেন, আমি নিতান্ত কামপীড়িত হইয়াছি, আমার অভিলাষ পূরণ কর। তখন মৎস্যগন্ধা মুনিকে কহিলেন, আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের বংশধর এবং সকল বেদবেদান্তশাস্ত্র বিশারদ ও অতি তপস্বী। আপনার কুল, শীল ও ধর্ম্মের বিগর্হিত কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইতেছেন? আমার এই শরীর মৎস্যগন্ধে পরিপূর্ণ, তথাপি কেন আপনি এই অনার্য্যোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন? আপনি এই দুষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। মৎস্যগন্ধা যখন দেখিলেন, মুনি নিতান্তই কামপীড়িত, তাঁহার কোন বাক্যেই ফলোদয় হইতেছে না, তখন তিনি মুনিকে কহিলেন, এখন আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, অগ্রে পরপারে যাই, তাহার পর যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। পরাশর ইহা শুনিয়া হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। পরাশর পরপারে নীত হইয়া কামাতুর ভাবে পুনরায় তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন। তখন মৎস্যগন্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে মুনিকে কহিলেন, মুনিবর! কামোপভোগ সমানরূপেই সুখকর হইয়া থাকে। আমার শরীর অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ অতএব নিবৃত্ত হউন্। পরাশর তাহার এই কথা শুনিয়া ক্ষণমাত্রেই তাহাকে চারুবদনা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও যোজনগন্ধা করিয়া দিলেন। কল্যাণী তখন মুনিকে উপভোগাভিলাষী দেখিয়া আবার বলিলেন, মুনিবর! এখন দিবাভাগ, লোক সকল বিশেষতঃ তটস্থিত পিতা দেখিতে পাইবেন, ইহা পশুবৎ অতি জঘন্যকর্ম্ম এবং শাস্ত্রেও দিবা-বিহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব যতক্ষণ না রাত্রি হয়, ততক্ষণ আপনি অপেক্ষা করুন। পরাশর এইবাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক কুজ্ঝটিকাময় করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার হইল। অনন্তর মৎস্যগন্ধা পরাশরকে অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, মুনিবর! আমি এক্ষণে কন্যা, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়াই যথা-ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন, কিন্তু আপনার বীর্য্য অমোঘ, আমাকে নিশ্চয়ই গর্ভধারণ করিতে হইবে, ব্রহ্মন্! তাহার পর আমার কি গতি হইবে। আমাকে ইহার উপদেশ দিন। তখন পরাশর কহিলেন, অদ্য আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া আবার তুমি কন্যাই হইবে। ইহাতেও যদি তোমার ভয় হয়, তাহা হইলে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন মৎস্যগন্ধা এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন, আমার পিতা, মাতা বা অপর কেহ এ বিষয়ের কিছুই যেন জানিতে না পারেন এবং যাহাতে আমার কন্যার ব্রত নষ্ট না হয়, তাহাই করুন ও আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান তেজস্বী ও গুণী হয়। আমার গাত্রে এই সৌগন্ধ যেন চিরবিরাজ করে ও আমার যেন যৌবন সর্ব্বদা নবনবরূপে বিরাজমান থাকে।

পরাশর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তোমার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সেই পুত্র বিষ্ণুর অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে। তুমি নিশ্চয় জানিও কোন বিশেষ কারণবশতঃ আমি তোমাতে কামাসক্ত হইয়াছি, নতুবা ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই। পূর্ব্বে আমি সর্ব্বদা কত অপ্সরাদিগের রূপ দর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। তোমাকে দেখিয়া এইরূপ কামাভিভূত হইবার দৈবই একমাত্র কারণ, অতএব দৈবকে অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নাই। নতুবা তোমাকে এইরূপ দুর্গন্ধময় দেখিয়া কিজন্য মোহ প্রাপ্ত হইলাম। তোমার পুত্র পুরাণ-কর্ত্তা, বেদজ্ঞ ও বেদের বিভাগকর্ত্তা হইবে।

ঋষিবর পরাশর সত্যবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া উপভোগান্তে যমুনায় স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন সত্যবতী সেই মুহূর্ত্তে গর্ভগ্রহণ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় কন্দর্পসদৃশ এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতাকে গৃহগমনের জন্য অনুরোধ করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং কহিলেন, মাতঃ! যখনই আপনার আমাকে প্রয়োজন হইবে, তখনই আমাকে স্মরণ করিবেন, স্মরণ মাত্রেই আমি উপস্থিত হইব। সত্যবতীও তখন পিতৃসমীপে প্রস্থান করিলেন। এই পুত্র দ্বীপে প্রসূত হয় বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল।

(দেবীভাগবত ২।২ অঃ)

ঋষি পরাশর একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন, ইহাতে

কলিযুগে কর্ত্তব্য ব্যবস্থা সকল সন্নিবেশিত আছে। ইহাতে লিখিত আছে—

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥" (পরাশরস°)

সত্যযুগে মনুক্ত ধর্ম্ম প্রধান, ত্রেতাযুগে গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত এবং কলিযুগে একমাত্র পরাশরের মতই গ্রহণীয়। এই সংহিতায় ১২টী অধ্যায়। তাহার প্রথম অধ্যায়ে যুগভেদে ধর্ম্মাদিভেদ কথন, ২ অধ্যায়ে আচারধর্ম্ম ও গৃহধর্ম্মাদি কথন, ৩ অধ্যায়ে অশৌচ ব্যবস্থা ও আত্মহরণাদি দোষ, ৪ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তমত, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কুশপুত্তলিকাদি কথন, ৫ অধ্যায়ে প্রাণিদষ্ট প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, ৬ অধ্যায়ে প্রাণিবধ প্রায়শ্চিত্ত কথন, ৭ অধ্যায়ে দ্রব্যশুদ্ধি প্রভৃতি, ৮ অধ্যায়ে গোবধাদি প্রায়শ্চিত্ত, ৯ অধ্যায়ে গোবধাপবাদ প্রভৃতি ১০ অধ্যায়ে অগম্যাগমনাদি প্রায়শ্চিত্ত, ১১ অধ্যায়ে অমেধ্যভক্ষণাদি প্রায়শ্চিত্ত, ১২ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তান্ত স্নানভেদাদি।

পরাশর সংহিতায় এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরাশরের সহিত অন্য মন্বাদিসংহিতায় বিরোধ হইলেও কলিকালে পরাশরের মতই গ্রহণীয়।

ইনি বিষ্ণুপুরাণ ও পরাশর উপপুরাণের বক্তা।

৩ আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রকারক ঋষিভেদ। (চরক সূত্রস্থা°।)

৪ নাগভেদ।

পরাশর, ইন্দ্র। শত্রুধ্বংসকারী, হিংসাকারী। 'ইন্দ্রো যাতুনামভবৎ পরাশরঃ।' (ঋক্ ৭।১০৪।২১)
'পরাশরঃ পরাশাতয়িতা হিংসিতা।' (সায়ণ)
"পরাশর ত্বং তেষাং পরাহন্তং।" (অথর্ব্ব ৬।৬৫।১)

হে পরাশর পরাগত্য শৃণাতি হিনস্তি শত্রূন্ ইতি পরাশর ইন্দ্রঃ। "ইন্দ্রো বোত্র পরাশরীৎ ইত্যত্র সমাম্নানাৎ। পরাশর ইতি নিগমো ভবতীতি" (নিরুক্ত ৬।৩০) যাস্কবচনাচ্চ। শৃ হিংসায়াম্। অস্মাৎ পচাদ্যচ্।' (অথর্ব্ববেদভাষ্য ৬।৬৫।১)

পরাশর, ১ হোরাশাস্ত্র বা পারাশরীহোরা নামে একখানি জ্যোতিগ্রন্থ রচয়িতা।

২ একজন জ্যোতির্বিদ্। বরাহমিহির কৃত বৃহজ্জাতকগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

৩ কৃষিপদ্ধতিপ্রণেতা।

গৃহ্যসূত্রব্যাখ্যারচয়িতা।

৫ পুরাণরত্ন নামক গ্রন্থপ্রণয়নকর্ত্তা।

৬ যোগোপদেশনামক একখানি যোগশাস্ত্রপ্রণেতা।

পরাশর ভট্ট, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি বৎসাঙ্কের পুত্র ও রঙ্গেশ্বরের কুলপুরোহিত। অষ্টশ্লোকী, ক্ষমাষোড়শী, গণরত্নকোষস্তোত্র (শ্রীরঙ্গরাজস্তোত্র ও স্তোত্ররত্ন), নবরত্নাকর, বেদান্তসার, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য (এই গ্রন্থখানি তিনি শ্রীরঙ্গেশের প্রার্থনানুসারে রচনা করেন) প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত।

২ ইহার আর একটী নাম রঙ্গনাথ। ইনি ভগবদ্গুণদর্পণ বা বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পরাশর, গোত্রভেদ। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, মধুনাপিত, তাম্বুলী, শাঁখারী, সুবর্ণবণিক এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভুঁইমালীদিগের মধ্যে এই গোত্র প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। উড়িষ্যার 'করণ'দিগের ও বিহারবাসী রাজপুত, বাভন ও জোলাদিগের মধ্যেও এই গোত্র প্রচলিত। জোলাদের সগোত্রে বিবাহ হইতে বাধা নাই।

পরাশর দাস, কৈবর্ত্তজাতির শাখাভেদ।

পরাশরীয় (পারাশর্য্য) গুজরাতী ব্রাহ্মণদিগের একটী শাখা। কাঠিয়াবাড় প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে ইহাদের বাস আছে।

পরাশবাড়, বশিষ্ঠগোত্রীয় নেপালী ব্রাহ্মণদিগের একটী থাক।

পরাশরিন্ (পুং) পরাশরেণ প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রং পরাশরং তদ্বিদন্তেঽধ্যায়মায়েতি ক্ত, ইন্‌চ, পরাশরীতি হ্রস্বঃ। পারাশরী, চতুর্থাশ্রমী। (অমর টীকা ভরত)

পরাশরেশ্বর (পুং) স্কন্দপুরাণবর্ণিত দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গভেদ।

পরাশরেশ্বরতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণ উত্তরখণ্ডে বর্ণিত দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত তীর্থভেদ। এখানে স্নান করিলে পুণ্যলাভ হয়।

পরাশস্ (স্ত্রী) পরাশসন, পরাঙ্মুখ হিংসন। 'যৎপরাশসো পামিম" (অথ° ৬।৪৫।২) 'পরাশসা পরাশসনেন পরাঙ্মুখহিংসনেন' (ভাষ্য)

পরাশাতয়িতৃ, শত্রুহিংসাকারী। (নিরুক্ত ৬।৩০)

পরাশ্রয় (ত্রি) পরো আশ্রয়ো যস্য। ১ অন্যাশ্রিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। পরাশ্রয়া বৃক্ষোপরিজাত লতাবিশেষ। চলিত পরগাছা। পর্য্যায়—বন্দা, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, জীবন্তিকা, বন্দিনী, পুত্রিণী, বন্দ্যা, পরপুষ্টা। (শব্দচ°)

পরাশ্রিত (ত্রি) পরের আশ্রিত, পরাধীন।

পরাস (পুং) দূরতা, কোন দ্রব্য ফেলিলে যতদূরে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই নির্দিষ্ট দূরতা।

পরাসঙ্গ (পুং) অবরোধ, শোণিতরোধ। ২ অন্য পুরুষে আসক্তি।

পরাসন (ক্লী) পরা-অস-ভাবে ল্যুট্। ১ মারণ, বধ। পরং আসনং। ২ শ্রেষ্ঠাসন।

পরাসিন্ (ত্রি) ইষ্টকাদি নিক্ষেপ দ্বারা দূরত্বের পরিমাণ।

পরাসু (ত্রি) পরা-গতাঃ প্রহিতা অসবো যস্য। মৃত, যাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছে, তাহাকে পরাসু কহে। ইহার

পরীক্ষার বিষয় বৈদ্যক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে, যাহার উচ্ছ্বাস অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব, স্পন্দনহীন, দন্ত সকল প্রতিকীর্ণ, জাতশর্করা তাহাকে পরাসু জানিতে হইবে। যাহার পক্ষ সকল জটাবদ্ধ, যাহার চক্ষুঃদ্বয় প্রকৃতিহীন, বিকৃতিযুক্ত, অত্যুৎপিণ্ডিত, অতি প্রবিষ্ট, অতি কুটিল; অতি বিষম, অতি প্রস্রুত প্রভৃতি তাহাকে পরাসু জানিতে হইবে।* (চরক ইন্দ্রিয় ৪ অ°) [মৃত্যু শব্দ দেখ।]

পরাসুতা (স্ত্রী) পরাসোর্ম্মৃতস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। ১ মৃতত্ব। ২ নিদ্রাপরবশতা।

পরাস্কন্দিন্ (পুং) পরান্ আস্কন্দিতুং শীলমস্য আ-স্কন্দ-ণিনি। চৌরভেদ। ডাকাইত।

পরাস্ত (ত্রি) পরাস্যতে স্ম, পরা-অস-ক্ত। নিরস্ত, পরাজিত। "হ্রীগিরাস্ত বরমস্ত পুনর্ম্মা স্বীকৃতৈব পরবাগপবাস্তা।"(নৈষধ ৫সর্গ)

পরাস্তোত্র (ক্লী) উৎকৃষ্ট স্তব।

পরাস্য (ত্রি) নিক্ষেপযোগ্য।

পরাহ (পুং) পরমুত্তরবর্ত্তি অহ, ততঃ টচ্ (রাজাহসখিভ্যঃ টচ্। পা ৫।৪।৯১) পরদিন।

পরাহাট (পোড়াহাট), বাঙ্গালা প্রদেশের সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূমির পরিমাণ ৭৯১ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্ব সমেত ৩৮০ খানি গ্রাম আছে।

এখানকার রাজগণের বংশ-আখ্যা সম্বন্ধে দুইটী স্বতন্ত্র ইতিহাস পাওয়া যায়। পরহাটের সর্দ্দারগণ পূর্ব্বে সিংহভূমের রাজা বলিয়া সাধারণের পরিচিত ছিল। এই রাজবংশের আদি-পুরুষ যিনি প্রথমে রাজোপাধি লাভ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ চরিত্রাখ্যান শুনা যায়। কোন ভুঁইয়া বন কাটিতে গিয়া বৃক্ষকোটর মধ্যে একটী বালককে দেখিতে পায়। সে ঐ বালককে গৃহে আনিয়া লালনপালন করে। ক্রমে ঐ বালক ভুঁইয়া জাতির নেতা বলিয়া গণ্য হয়। বালক অতি শৈশব হইতেই পউরি * বা পাহাড়ী দেবীর উপাসনা করিত। কিন্তু সিংহ উপাধিধারী রাজপরিবারের সকলেই বলিয়া থাকে যে, তাহারা ক্ষত্রিয় এবং তাহাদের শরীরে রাজপুতরক্ত বহমান। ইহারা বলেন, 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যিনি প্রথমে এখানে আসিয়া সিংহাসন লাভ করেন; তিনি মাড়বারবাসী ও কদম্ববংশী রাজপুত ছিলেন। তিনি জগন্নাথ-দর্শন-মানসে শ্রীক্ষেত্রে আসিবার কালে এই স্থান দিয়া গমন করেন এবং এখানকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া মনোনীত করে। কিছুকাল পরে সিংহভূমের পূর্ব্বদিকস্থ ভুঁইয়াদিগের সহিত কোলহানবাসী লর্কাকোলদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজা সপরিবারে কোলদিগের সহিত যোগ দেন। যুদ্ধে ভুঁইয়াদিগের পরাজয় হইলে ক্ষত্রিয়রাজ ভুঁইয়া ও কোল উভয় জাতির সর্দ্দার-রাজা হইলেন।' দুইটী গল্পেই কোল বা ভুঁইয়াদিগের উপর আধিপত্যের কথা আছে, কিন্তু কোন্‌টী সত্য, তাহা স্থির করা দুরূহ। সম্বংশীয় সকলেই পরাহাট সর্দ্দারগণকে রাজপুত বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন।

পরাহাট বা সিংহভূমের সামন্তরাজ্য চারিদিকে পর্ব্বতপরি-বেষ্টিত হওয়ায় মহারাষ্ট্র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। পূর্ব্বকাল হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানকার রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে উক্ত বৎসরে ঘনশ্যাম সিংহ দেব ইংরাজের সখ্যতা স্বীকার করেন। সরাইকেলার অধিপতি বিক্রমসিংহ ও খর্স্বাঁরাজ বাবু চৈতন্যসিংহের উপরে শাসনক্ষমতা ও মহারাজ উপাধি পাইবার জন্য এবং লর্কাকোলদিগকে দমন করিতে ও রাজা বিক্রমসিংহের নিকট হইতে কএকটী দেবমূর্ত্তি উদ্ধারের আশায় পোড়াহাটরাজ ইংরাজরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মিত্ররাজরূপে গণ্য হইলেন। ইংরাজরাজ সরাইকেলা ও খর্স্বাঁর উপর তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিলেন না, বরং তাঁহার নিকট হইতে বাৎসরিক ১০১ টাকা কর ধার্য্য করিয়া দিলেন এবং তাঁহার রাজকীয় আইন বা কার্য্যাদি সম্বন্ধে ইংরাজরাজ হস্ত-ক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই সর্ত্তে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ইংরাজরাজ কএকখানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়া লন। ঐ পত্রানুসারে উক্ত সর্দ্দারগণ স্থানীয় বিদ্রোহ-দমনের সময় সৈন্য দিয়া আপনাপন অধিকৃত স্থান রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পোড়াহাটরাজ সরাই-

---

* "তস্য চেদুচ্ছ্বাসোঽতিদীর্ঘ অতিহ্রস্বঃ বা স্যাৎ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ, তস্য চেৎ মধ্যে পরিদৃশ্যমানেন ন স্পন্দেয়াতাং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেদ্দন্তাঃ প্রতিকীর্ণাঃ শ্বেতা জাতশর্করাঃ স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেৎ পক্ষ্মাণি জটাবদ্ধানি স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেৎ চক্ষুষী প্রকৃতিহীনে বিকৃতিযুক্তে অত্যুৎপিণ্ডিতে অতিপ্রবিষ্টে অতি জিহ্মে অতিবিষমে অতিপ্রস্রুতে অতি বিমুক্তবন্ধনে সততোন্মিষিতে সততনিমিষিতে নিমেষোন্মেষাতিপ্রবৃত্তে বিভ্রান্তদৃষ্টিকে হীনদৃষ্টিকে ব্যস্তদৃষ্টিকে নকুলাক্ষে কপোতাক্ষে অলাতবর্ণে কৃষ্ণনীলপীতশ্বেততাম্র-হরিতহরিদ্রশুক্লনৈকারিকাণাং বর্ণানামন্যতমেনাভিসংপ্লুতে বা স্যাতাং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ।" (চরক ইন্দ্রিয়স্থান)।

* কেউঁঝরবাসী ভুঁইয়াগণ এই দেবীকে "ঠাকুরাণী মাই" নামে পূজা করিয়া থাকে।

চলা-পতির নিকট হইতে যে বিগ্রহমূর্ত্তির জন্ত দাবী করেন, ৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের আদেশানুসারে তিনি ঐ গ্রহ ফিরিয়া পান। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহাদের অবস্থার হ্রাস ইলে ইংরাজগণ কোলহানের শাসনভার স্বহস্তে লইয়া উক্ত াজাকে ৫০০৲ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চাঁইবাসায় বিদ্রোহ হইলে পোড়াহাটের শেষ-াজা অর্জ্জুনসিংহ বিদ্রোহদমনভার ইংরাজ গবর্মেণ্টের হস্তে ার্পণ করেন, কিন্তু হঠাৎ আপনি ইংরাজের বিরুদ্ধচারী হওয়ায় ংরাজ কর্ত্তৃক বারাণসীধামে যাবজ্জীবন বন্দী হইয়া থাকেন। ্দবধি এই প্রদেশ ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে।

াহ্ন (পুং) পরঞ্চ তদহশ্চেতি কর্ম্মধাং, (অহ্নোহহ্ন এতেভ্যঃ। ৫।৪।৯১) ইতি অহ্নাদেশঃ ততো ণত্বং। অপরাহ্ন, বিকাল, িবসের পরভাগ।

ি (অব্য) পৃ-ইন্। ১ সর্ব্বতোভাব। ২ বর্জ্জন। ৩ ব্যাধ। শেষ। ৫ ইত্থম্ভূত। ৬ আখ্যান। ৭ ভাগ। ৮ বীপ্সা। ৯ আলি-ন। ১০ লক্ষণ। ১১ দোষাখ্যান। ১২ নিরসন। ১৩ ূজা। ১৪ ব্যাপ্তি। ১৫ ভূষণ। (মেদিনী) ১৬ উপরম। ৭ শোক। (হেম) ১৮ সন্তোষভাষণ। (শব্দর°) পরি—িংশতি উপসর্গের মধ্যে একটী; ইহার অর্থ ১ সর্ব্বতোভাব। অতিশয়। ৩ বীপ্সা। ৪ ইত্থভাব। ৫ চিহ্ন। ৬ ভাগ। ত্যাগ। ৮ নিয়ম। (মুগ্ধবোধটীকা দুর্গা°)

লক্ষণ—ইত্থম্ভূত, আখ্যান, ভাগ ও বীপ্সা অর্থে প্রতি পরি এবং অনুর কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়, অর্থাৎ এই সকল অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্য্যনবঃ।" (পাণিনি)

ইহার উদাহরণ যথা—'লক্ষণার্থে বৃক্ষং প্রতিপর্য্যনু বা বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। ইত্থম্ভূতাখ্যানে ভক্তো বিষ্ণুং প্রতিপর্য্যনু বা। ভাগে লক্ষ্মীর্হরিং প্রতি পর্য্যনুবা, হরের্ভাগ ইত্যর্থঃ। বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি পর্য্যনু বা সিঞ্চতি।' এই সকল উদাহরণের প্রত্যেক স্থলে পরিশব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। বর্জ্জনার্থ বুঝাইলে পরিশব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

দ্যূত, ব্যবহার ও পরাজয় অর্থে অক্ষ, শলাকা ও সংখ্যাবাচক শব্দের 'পরি'র সহিত সমাস হয়। 'দ্যূতে অক্ষং বিপরীতং বৃত্তং' অক্ষপরি, এইরূপ 'শলাকাপরি, একপরি' ইত্যাদি হইবে।

পরিংশ (পুং) লেশ। "যদপামোষধীনাং পরিংশমারিশামহে।" (ঋক্ ১।১৮৭।৮) 'পরিংশং লেশং।' (সায়ণ)

পরিক, রাজপুতনাবাসী ব্রাহ্মণগণের এক শাখা। মাড়বার ও বুন্দী প্রদেশে ইঁহাদের বাস।

পরিকথা (স্ত্রী) পরিতঃ কথা। কথাভেদ, বাক্যের ভেদ। ধর্ম্মসংক্রান্ত বাক্যালাপ বা গল্প। (দিব্যা ২২৫।২৩)

'অথ বাক্যভেদাঃ স্যুশ্চম্পূঃ খণ্ডকথা কথা।
আখ্যায়িকা পরিকথা কলাপকবিশেষকৌ॥' (ত্রিকাণ্ড)

পরিকম্প (পুং) পরিতঃ কম্পো যস্মাৎ, বা পরিকম্পতেঽনেন পরিকম্প-করণে ঘঞ্। ১ ভয়। ২ পরিতঃ কম্প।

পরিকর (পুং) পরিকীর্য্যতে ইতি পরি-কৃ-অপ্। (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) বা পরিক্রিয়তেঽনেনেতি কৃ-ঘ। ১ পর্য্যঙ্ক। ২ পরিবার। ৩ সমারম্ভ। ৪ বৃন্দ। (শব্দর°) ৫ প্রগাঢ়। গাত্রিকা বন্ধ।

গাঢ়ং পরিকরং বদ্ধা শুক্রমাদায় চাধিকং।
স্কন্ধে ভর্ত্তারমাদায় জগাম মৃদুগামিনী॥" (মার্ক° পু° ১৬।২৫)

৬ বিবেক। (বিশ্ব) ৭ সহকারী। জগদীশ সামান্ত নিরুক্তিতে পরিকর অর্থে সহকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "পরিকরঃ সহকারী স চ ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মত্বাদিঃ।" (জগদীশ)

৮ অলঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"উক্তির্বিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০।৭০৪)

যেখানে অভিপ্রায়ব্যঞ্জক বিশেষণ দ্বারা উক্তি হয়, সেই স্থলে পরিকর অলঙ্কার হয়। যথা—উদাহরণ—
অঙ্গরাজ! সেনাপতে! দ্রোণোপহাসিন্।
কর্ণ! রক্ষৈনং ভীমাদ্দুঃশাসনং॥" (সাহিত্যদ°)

দুঃশাসনকে ভীম কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া অশ্বত্থামা কর্ণকে উপহাসরূপে বলিতেছেন, হে কর্ণ! তুমি অঙ্গদেশের রাজা, এখন সেনাপতি ও দ্রোণের উপহাসকারী, ভীম হইতে দুঃশাসনকে রক্ষা কর। কর্ণের দুঃশাসনকে রক্ষা করা নিতান্ত উচিত ছিল, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তাই অশ্বত্থামা কর্ণের প্রতি 'অঙ্গরাজ, সেনাপতে, দ্রোণোপহাসিন্' এই তিনটী বিশেষণ সাভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিয়াছেন। এইজন্ত এস্থলে পরিকর অলঙ্কার হইল। ৯ সমন্বিত। ১০ সংযুক্তহস্ত। "বদ্ধ-পরিকর।" ১১ ভৃত্য। ১২ সংযম, ধারণ।

১৩ নাটকাদির মুখে উৎক্ষেপ, পরিকর প্রভৃতি বিন্যাস করিতে হয়। ইহার লক্ষণ—সমুৎপিত অর্থের অর্থাৎ কাব্যার্থের যে বিস্তার, তাহাকে পরিকর কহে, প্রথমে কাব্যার্থের বিস্তৃতি করিতে হইবে। "সমুৎপন্নার্থবাহুল্যং জ্ঞেয়ঃ পরিকরঃ পুনঃ।"
(সাহিত্যদ° ৬।৩৪০)

পরিকর্ত্তন (ক্লী) ১ অধশ্ছেদ। (সুশ্রুত সূ° ১°অঃ) ২ ছেদনবৎ অনুভাব। (বাগ্‌ভট° চিকিৎসা ৮ অঃ)

পরিকর্ত্তৃ (পুং) পরিকরোতীতি পরি-কৃ-তৃচ্। অনুষ্ঠাতা

কনিষ্ঠ বিবাহের যাজক, জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইবার পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহকর্ম্মে যিনি মন্ত্রাদি পাঠ করেন। (উদ্বাহতত্ত্ব)

পরিকর্ত্তিকা (স্ত্রী) ১ কর্ত্তনবৎ পীড়া। (চরক চি° ৩ অঃ) ২ বমন ও বিরেচনের ব্যাপদ্বিশেষ। (সুশ্রুত চি° ৩৪ অঃ)

পরিকর্ম্মন্ (ক্লী) পরিক্রিয়তে ইতি পরি-কৃ-মনিন্। কুঙ্কুমাদি দ্বারা শরীরশোভাধানরূপ সংস্কার। গাত্রে অলকাতিলকা প্রভৃতি কাটাকে পরিকর কহে। মনোদ্বর্ত্তনাদি। শরীর-সংস্কারমাত্র। পর্য্যায়—অঙ্গসংস্কার, প্রতিকর্ম্মণি। (শব্দর°)

"বিবুধৈরসি যস্য দারুণৈরসমাপ্তে পরিকর্ম্মণি স্মৃতঃ।
তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং চরণং নির্ম্মিতরাগমেহি তে ॥"
(কুমার ৪।১৯)

(পুং) পরিতঃ কর্ম্ম যস্য। ২ পরিচারক, সেবক। (রত্নমা°)

পরিকর্ম্মিন্ (ত্রি) পরিকর্ম্ম বিদ্যতে হস্য, পরিকর্ম্ম-ণিনি। পরি-কর্ম্মা, সকল কর্ম্মকারক পরিচারক। (সুশ্রুত সূ° ৫ অঃ)

পরিকর্ষ (পুং) পরি-কৃষ-ভাবে ঘঞ্। ১ সমাকর্ষণ। কর্ষস্য বর্জ্জনং, অব্যয়ীভাবঃ। ২ কর্ষবর্জ্জন।

পরিকর্ষণ (পুং) টানিয়া লইয়া নানা স্থানে গমন। (দিব্যা° ৪।৫।৩)

পরিকর্ষিন্ (ত্রি) যে টানিয়া লয়।

পরিকলিত (ক্লী) পরিকল-ভাবে-ক্ত। আকলন। তৎকৃতমনেন ইষ্টাদিত্বাদিনি। পরিকলিতিন্, তাহার কর্ত্তা, আকলনকর্ত্তা।

পরিকল্কন (ত্রি) প্রবঞ্চনা, ঠকান, শঠতা।

পরিকল্প (ক্লী) ১ স্থিরনিশ্চয়। ২ রচনা। ৩ আমন্ত্রণ। ৪ নির্দ্দেশ।

পরিকল্পন (ত্রি) ১ মনন, চিন্তন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ রচনা।

পরিকল্পিত (ত্রি) পরি-কল্প-ক্ত। ১ অনুষ্ঠিত। ২ সজ্জিত। ৩ নির্দ্দিষ্ট। ৪ স্থিরীকৃত। ৫ রচিত। ৬ বৃথানুমানলব্ধ।

পরিকাঙ্ক্ষিত (ত্রি) পরিত্যাক্তং কাঙ্ক্ষিতং অভিলাষো যেন। ১ তপস্বী। ২ সম্পূর্ণ অভিলাষযুক্ত।

পরিকায়ন (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পরিকীর্ত্তন (ক্লী) ১ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন। ২ আরোপিত গুণবর্ণন। আত্মপ্রশংসা।

পরিকীর্ণ (ত্রি) পরি-কৄ-ক্ত। ১ ব্যাপ্ত। ২ বিস্তৃত। ৩ বিস্তৃত। ৪ সমর্পিত।

পরিকীর্ত্তিত (ত্রি) ১ প্রশংসিত। ২ উচ্চারিত। ৩ কথিত। ৪ গীত।

পরিকূট (ক্লী) পরি সর্ব্বতো ভূষিতং কূটং। পুরদ্বারকূটক। পর্য্যায়—হস্তিনখ, নগরদ্বারকূটক। (পুং) ১ নাগরাজভেদ।

পরিকুলত্তিরায়, নাগরাজভেদ। গঙ্গবংশীয় নরপতি ৩য় মাধবের বংশধর।

পরিকূল (ক্লী) পরিতঃ কূলং। উভয়ত্র স্থিত কূল।

পরিকৃশ (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবে কৃশঃ। সর্ব্বতোভাবে কৃশ, অতিশয় ক্ষীণ।

পরিকৃষ্ট (পুং) ১ আচার্য্যভেদ। (ত্রি) ২ সর্ব্বতোভাবে কর্ষিত।

পরিকেশ (অব্য) কেশস্যোপরি। কেশের উপরিভাগ।

পরিকোপ (পুং) অত্যন্ত ক্রোধ।

পরিক্রম (পুং) পরি-ক্রম-ভাবে ঘঞ্, (নোদাত্তোপ-দেশস্যেতি। পা ৭।৩।৩৪) ইতি উপধায়া ন বৃদ্ধিঃ। ১ ক্রীড়ার্থ পদদ্বারা গমন, ইতস্ততঃ পাদবিহার। ২ প্রদক্ষিণ। পৃথিবীর সকল দিক্ প্রদক্ষিণ করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হয়। বরাহ-পুরাণে লিখিত আছে—

"শৃণু ভদ্রে মহাপুণ্যং পৃথিব্যাং সর্ব্বতো দিশং।
পরিক্রম্য যথাধ্বানং প্রমাণগণিতং শুভং ॥
ভূম্যাঃ পরিক্রমে সম্যক্ প্রমাণং যোজনানি চ।
ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ ॥
তীর্থান্যেতানি দেবাশ্চ তারকাশ্চ নভঃস্থলে।
গণিতানি সমস্তানি বায়ুনা জগদায়ুষা ॥" ইত্যাদি। (বরাহপু°)

ইহাতে আরও লিখিত আছে, যিনি একবার মথুরা প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার এই সকল প্রদক্ষিণ করার ফল হয়।

পরিক্রমণ (ক্লী) পরি-ক্রম-ল্যুট্। পরিক্রম, গমন, ক্রীড়ার্থ পদদ্বারা গমন। প্রদক্ষিণ।

পরিক্রমসহ (পুং) পরিক্রমং বিহারং সহতে ইতি সহ-পচা-দ্যচ্। ছাগল। (ত্রিকা°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পরিক্রমা, ১ দেবমন্দিরের চতুর্দ্দিকে সীমারূপে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির বা গৃহাদি থাকে, তাহাকে উক্ত মন্দিরের পরিক্রমা কহে। ২ মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর।

পরিক্রয় (পুং) পরি-ক্রী-অচ্। বিক্রীত বস্তুর পুনঃক্রয়, বিনিময়। "কোষাংশেনার্দ্ধকোষেণ সর্ব্বকোষেণ বা পুনঃ। শেষপ্রকৃতিরক্ষার্থং পরিক্রয় উদাহৃতঃ ॥" (কামন্দকী° ৯।১৭)

২ নিয়ত কাল ভৃতি দ্বারা স্বীকরণ। পরিক্রয়ের করণ কারকের বিকল্পে সম্প্রদানতা অর্থাৎ চতুর্থীবিভক্তি হয়। যথা—শতেন শতায় বা পরিক্রীতঃ। ইত্যাদি।

পরিক্রয়ণ (ক্লী) পরি-ক্রী-ল্যু। পরিক্রয়।

পরিক্রিয়া (স্ত্রী) পরিতঃ ক্রিয়া। ১ পরিখাদি দ্বারা বেষ্টন। ২ একাহ যাগভেদ। "সমস্তক্রিয়া অনুক্রিয়া পরি-ক্রিয়া বা স্বর্গকামঃ" (আশ° শ্রৌত° ৯।৫।১২।) পরিক্রিয়া-পোকাহো ভবতি তেষামন্যতমেন স্বর্গকামো যজেত।' (নারায়ণ)

পরিক্লিষ্ট (ত্রি) পরি-ক্লিশ্-ক্ত। ১ পরিক্লত। ২ অতিক্লিষ্ট। ৩ উত্যক্ত।

পরিক্লেদ (পুং) পরি-ক্লিদ-ঘঞ্। অতিশয় ক্লেদ, আর্দ্রতা।
"কৃপণাশ্রুপরিক্লেদো দহেত্মাং শাশ্বতীঃ সমাঃ
(ভারত ১২।৯১৬২ শ্লো°)

পরিক্লেদিন্ (ত্রি) পরিক্লেদোঽস্ত্যস্তেতি। পরিক্লেদযুক্ত।

পরিক্লেশ (পুং) পরি-ক্লিশ-ঘঞ্। অতিশয় ক্লেশ।

পরিক্লেষ্ট (ত্রি) পরি-ক্লিশ্-তৃচ। ১ অতিশয় শ্রান্ত,। ২ কষ্টদায়ক।

পরিক্বণম (পুং) পরি-ক্বণ-কর্ত্তরি-ল্যুট্। মেঘ। (নিরুক্ত ৬।১)

পরিক্ষত (ত্রি) পরি-ক্ষণ-ক্ত। ১ ভ্রষ্ট। ২ নষ্ট।

পরিক্ষয় (পুং) পরি-ক্ষিণোতি ক্ষি-অচ্। ১ ধ্বংস, বিনাশ। ২ পতন। (মনু ৯।৫৯)

পরিক্ষব (পুং) ক্ষুত, চলিত হাঁচি।

পরিক্ষা (স্ত্রী) ১ কর্দ্দম, মৃত্তিকা। ময়লা।

পরিক্ষাণ (ক্লী) পরি-ক্ষৈ-ভাবে ল্যুট্। পরীক্ষা। "যানি পরিক্ষাণাম্ভাসংস্তে কৃষ্ণাঃ পশবোঽভবন্"। (ঐত° ব্রা° ৩।৩৪)

পরিক্ষাম (ত্রি) পরি-ক্ষৈ-ক্ত, তত ক্ষামাদেশঃ পরিতঃ ক্ষামঃ। অতিকৃশ, ক্ষয়প্রাপ্ত। শুষ্ক।

পরিক্ষালন (ক্লী) পরি-ক্ষাল-ল্যুট্। ১ পরিক্ষালনীয় বস্তু, জল। ২ ধৌতকরণ।

পরিক্ষিৎ (পুং) পরি সর্ব্বতো ভাবেন ক্ষীয়তে হন্যতে তুরিতং যেন, পরি-ক্ষি-ক্বিপ্ বা পরিক্ষীণেষু কুরুষু ক্ষিয়তি ইষ্টে ইতি ক্বিপ্। অভিমন্যুর পুত্র। পর্য্যায়—পরীক্ষিৎ, পরিক্ষীত। পরিক্ষিত নামের নিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে, কুরু সকল পরিক্ষীণ হইলে এই পুত্র উৎপন্ন হয় বলিয়া পরিক্ষিৎ এই নাম হয়।
"বিরাটস্য সুতাং পূর্ব্বং স্নুষাং গাণ্ডীবধন্বনঃ।
উপপ্লব্য গতাং দৃষ্ট্বা ব্রতবান্ ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ॥
পরিক্ষীণেষু কুরুষু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি।
এতদস্য পরিক্ষিত্বং গর্ভস্থস্য ভবিষ্যতি।" (ভারত ১০।১৬২-৩)
[পরীক্ষিৎ দেখ।] ২ কুরুপুত্র বিশেষ।
"কুরোস্তু পুত্রাশ্চত্বারঃ সুধন্বা সুধনুস্তথা।
পরিক্ষিৎ তু মহাবাহুঃ প্রবরশ্চারিমেজয়ঃ॥" (হরিব° ৩২।৯০)
৩ অবিক্ষিৎ পুত্র। (ভারত ১।৯৪।৫০) ৪ পর্য্যায়দ্বারা নিবাসকারী। "পরিক্ষিতোস্তমো অন্ত্যা" (ঋক ১।১২৩।৭)
'পরিক্ষিতোঃ পর্য্যায়েণ নিবসতোঃ, পরিক্ষয়তোবা' (সায়ণ)
৫ পরিক্ষয়, ক্ষীণ। "অগ্নির্বৈ পরিক্ষিদগ্নির্হীমাঃ প্রজাঃ পরিক্ষেত্যগ্নিং হীমাঃ প্রজাঃ পরিক্ষয়ন্তি।" (ঐত° ব্রা° ৬।৩২)

পরিক্ষিপ্ত (ত্রি) পরিতঃ ক্ষিপ্যতে স্ম ইতি ক্ষিপ্-ক্ত। পরিখাদিদ্বারা বেষ্টিত, পর্য্যায় নিবৃত্ত। ২ সর্ব্বতোভাবে ক্ষেপযুক্ত।

পরিক্ষীণ (ত্রি) পরি-সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণঃ। অতিশয় ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত।

পরিক্ষেপ (পুং) পরিতঃ ক্ষিপ্যতে বিষয়বাসনায়া জীবাত্মা যেন পরি-ক্ষিপ করণে ঘঞ্। ১ ইন্দ্রিয়।
একাদশ পরিক্ষেপং মনো ব্যাকরণাত্মকং।"(ভারত আশ্ব° ৩৬অঃ)
২ পরিতশ্চালন, চতুর্দ্দিকে বেষ্টন। ৩ নিক্ষেপ।

পরিক্ষেপক (ত্রি) পরি-ক্ষিপ তাচ্ছীল্যে বুঞ্। পরিতশ্চলনশীল। পরিক্রমশীল।

পরিক্ষেপিন্ (ত্রি) পরি-ক্ষিপ-তাচ্ছীল্যে-ঘিনুন। পরিতঃ ক্ষেপণশীল। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পরিখা (স্ত্রী) পরিতঃ খন্যতে ইতি;খন-ড। (অন্যেষ্বপীতি পা ৩।২।১০১) ১ রাজধান্যাদি বেষ্টন খাত। চলিত গড়খাই, পর্য্যায়—খেয়। দুর্গ ও রাজনগর পরিখাদ্বারা বেষ্টন করিতে হয়।
"তিন্দ্যাশ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েৎ তথা॥" (মনু ৭।১৯৬)
ইহার পরিমাণাদি—যে সকল স্থান শত্রু হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন, তাহার চারিদিকে শত হস্ত প্রশস্ত ও দশহস্ত গভীর খাত করিবে এবং প্রবেশপথ সঙ্কেত যুক্ত হইবে। মিত্রগণ কেবল এই সঙ্কেত জানিবেন ও ইহা শত্রুগণের অগম্য হইবে।*

পরিখাত (ক্লী) পরিতঃ খাতং। ১ পরিখা। (ত্রি) ২ পরিখননকর্ম্ম।

পরিখীকৃত (ত্রি) অপরিখাঃ পরিখাঃ কৃতাঃ,অভূততদ্ভাবে চিচ্, ততো দীর্ঘঃ। পূর্ব্বে যাহার পরিখা ছিল না, এখন পরিখাযুক্ত।
"স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরাং। (রঘু ১।৩০)

পরিখেদ (পুং) পরিতঃ খেদঃ। ১ অত্যন্ত খেদ। ক্লেশ। ২ পরিশ্রম। ৩ অবসাদ, ক্লান্তি।

পরিখ্যাতঃ (ত্রি) পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন খ্যাতঃ প্রথিতঃ। বিখ্যাত, অতি প্রসিদ্ধ।

পরিগ (ত্রি) পরি গচ্ছতি গম-ড। চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ।

পরিগণ (পুং ক্লী) বাটী।

পরিগণন (ক্লী) পরি-গণ ভাবে ল্যুট্। ১ সর্ব্বতোভাবে গণন। ২ বিধি ও নিষেধশাস্ত্রের বিশেষরূপে কীর্ত্তন।

পরিগণনীয় (ত্রি) পরি-গণ-অনীয়র্। পরিগণনার যোগ্য, সংখ্যা করার উপযুক্ত।

পরিগণিত (ত্রি) ১ সর্ব্বতোভাবে গণনাযুক্ত, সংখ্যাত। ২ বিধিনিষেধে, বিশেষরূপে কথিত।

---

* "গ্রহে চ পরিখামানং শতহস্তং প্রশস্তকম্।
পরিতঃ শিবিরাণাঞ্চ গভীরং দশহস্তকম্।
সঙ্কেতপূর্ব্বকঞ্চৈব পরিখাদ্বারমীপ্সিতং।
শত্রোরগম্যং মিত্রস্য গম্যমেব সুখেন চ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত° পুঃ শ্রীকৃষ্ণজ° ২০২)

পরিগণ্য (ত্রি) পরি-গণ-যৎ। পরিগণনার যোগ্য।

"অপায়মিচ্ছে পরিগণ্যধায়ে মহানুভাবায় মযো নমস্তে।"
(ভাগ° ৮।৩।৮)

পরিগত (ত্রি) পরি-গম-ক্ত। ১ প্রাপ্ত। ২ বিস্তৃত। ৩ জ্ঞান। ৪ চেষ্টিত। ৫ গত। ৬ বেষ্টিত।

"অথ সবন্ধকুলকুথাদিভিঃ পরিগতোঽলস্ততবালধিঃ।"
(ভট্টিকাব্য ১০।১)

পরিগদিত (ত্রি) পরি-গদ-ক্ত। পরিকথন। পরিকীর্তন।

পরিগদিতিন্ (ত্রি) পরিগদিতং তৎকৃতমনেন ইষ্টাদিত্বাদিনি। পরিগদিতকর্তা, পরিকথনকারী।

পরিগর্ভিক (পুং) বালরোগভেদ। চলিত এঁড়্যা লাগা। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—যে বালক গর্ভিণী মাতার স্তন্যপান করে, প্রায়ই তাহার কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি ও ভ্রম হয় এবং উদরবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বালকের এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে পরিগর্ভিক বা পরিভবে গ কহে। এই রোগ হইলে অগ্নিপ্রদীপক ঔষধসকল প্রয়োগ করিতে হইবে। অগ্নিপ্রদীপ্ত হইলে এই রোগ আপনিই প্রশমিত হয়।(১)

পরিগর্হণ (ক্লী) পরি-গর্হ-ল্যুট্। অত্যন্তগর্হণ, অতি নিন্দা।

পরিগহন (ক্লী) পরি-গহ-ভাবে ল্যুট্। ক্ষুভ্নাদিত্বাৎ ন ণত্বং। অত্যন্ত গহন।

পরিগীতি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

পরিগূঢ় (ত্রি) পরি-গুহ-ক্ত। অত্যন্ত গুপ্ত। ততঃ চতুরর্থ্যাং ঋষ্যাদিত্বাৎ ক। পরিগূঢ়ক, তাহার অদূর দেশাদি।

পরিগৃধ্ন (ত্রি) পেটুক, অধিক ভক্ষণশীল। (দিব্যা° ৩৫।১০)

পরিগৃহীত (ত্রি) পরিগ্রহ-কর্ম্মণি-ক্ত। স্বীকৃত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। উপাত্ত।

পরিগৃহীতি (স্ত্রী) পরি-গ্রহ-ক্তিন্ তত ইটো দীর্ঘঃ। পরিগ্রহ।

"সর্ব্বস্যৈ বাচঃ সর্ব্বস্য ব্রহ্মণঃ পরিগৃহীত্যৈ।"(ঐত° ব্রা° ২।১৫।৩০)

(ত্রি) পরিগ্রহ-ক্যপ্। গ্রহণযোগ্য।

পরিগৃহ্যবৎ (ত্রি) পরিগৃহ্য মতুপ্ মস্য ব। পরিগৃহ্যযুক্ত।
(তৈত্তিরীয়স° ৫।৩।৩।৩)

পরিগৃহ্যা (স্ত্রী) পরি সর্ব্বতোভাবেন গৃহ্যতে বা পরিগ্রহ-কর্ম্মণি ক্যপ্। ভার্য্যা, পাণিগৃহীতা স্ত্রী।

পরিগ্রহ (পুং) পরিগ্রহণমিতি-পরি-গ্রহ-অপ্। (গ্রহ বৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ১ প্রতিগ্রহ।

"কর্ত্তব্যেষপরিগ্রহে শিথিলতা ব্যাজস্ত্ততঃ, ততে ধূর্ত হৃদি স্থিতা প্রিয়তমা কাচিন্মমেবাপরা।" (শকুন্তলা ৩।৭)

২ সৈন্যপশ্চাদ্ভাগ। ৩ পত্নী, ভার্য্যা; ৪ পরিজন। ৫ পরিবার। ৬ আদান। (রঘু ৯।৪৩) ৭ স্বীকার। ৮ মূল। ৯ কন্দ। ১০ শাপ। ১১ শপথ। ১২ রাহুগ্রস্ত রবি চন্দ্র। (অমর) ১৩ পুত্রদারাদির ভর্ত্তব্য পরিমাণ, বেতন।

"প্রকল্প্যা তস্য তৈর্বৃত্তিঃ স্বকুটুম্বাদ্যথার্হতঃ।
শক্তিকাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্॥" (মনু ১০।১২৪)

পরিগৃহ্যতেঽনেনেতি গ্রহ-অপ্। ১৪ হস্ত। ১৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৮) যিনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন, বিষ্ণু তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম পরিগ্রহ হইয়াছে। ১৬ সাধন। "অজিনদণ্ডভৃতং কুশমেখলাং।
যতগিরং মৃগশৃঙ্গপরিগ্রহাম্॥" (রঘু ৯।২১)

'মৃগশৃঙ্গং পরিগ্রহঃ কণ্ডূয়নসাধনং যস্যাস্তাম্' (মল্লিনাথ)

পরিগ্রহক (ত্রি) পরিগ্রহকর্ত্তা। যিনি পরিগ্রহ করেন।

পরিগ্রহণ (ক্লী) ১ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ। ২ বস্ত্রপরিধান।

পরিগ্রহময় (ত্রি) পরিগ্রহ স্বরূপে ময়ট্। পরিগ্রহ স্বরূপ, স্ত্রীপুত্রাদি। পরিগ্রহঃ মতুপ্, মস্য ব। পরিগ্রহযুক্ত স্ত্রীপুত্রাদি সম্বলিত।

পরিগ্রহবৎ (ত্রি) পরিগ্রহঃ মতুপ্ মস্য ব। পরিগ্রহযুক্ত। স্ত্রীপুত্রাদিসমন্বিত।

পরিগ্রহিন্ (ত্রি) পরিগ্রহঃ বিদ্যতেঽস্য, পরিগ্রহ-ইনি। পরিগ্রহযুক্ত। (মার্ক° পু° ৪৭।৩০)

পরিগ্রহীতৃ (ত্রি) পরি-গ্রহ-তৃচ্। ১ দত্তকগ্রহণকারী পিতা। ২ গ্রহণকারী।

পরিগ্রাম (অব্য) গ্রামস্য অভিমুখং। গ্রামের অভিমুখে।

পরিগ্রাহ (পুং) পরি-গ্রহ-ঘঞ্। (পরৌ যজ্ঞে। পা ৩।৩।৪৭) ১ যজ্ঞবেদিবিশেষ।

পরিগ্রাহ্য (ত্রি) পরি-গ্রহ-ণ্যৎ। গ্রহণীয়, গ্রহণের যোগ্য।

"যথা স্থিরং ন বিন্দেয়ুর্বা নগরবাসিনঃ।
তথায়ং ব্রাহ্মণো বাচ্যঃ পরিগ্রাহ্যশ্চ যত্নতঃ॥" (ভারত ১।৬২।৭৯)

পরিঘ (পুং) পরিহন্যতেঽনেনেতি পরি-হন-অপ্, ততো ঘাদেশশ্চ। (পরৌ ঘঃ। পা ৩।৩।৮৪) ১ লৌহময় লগুড়। ২ লৌহমুখ লগুড়। পর্য্যায়—পরিঘাতন, পরিঘাতক।

"বাহুনাস্তুবাজানাং কৰ্ম্ম কাপাঞ্চ ভাষত।
গদানাং পরিঘানাঞ্চ ভল্লানাং তোমরৈঃ সহ॥" (ভারত ৬।৬৭।২৪)

পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় এই অস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

---

(১) "মাতুঃ কুমারো গর্ভিণ্যাঃ স্তন্যং প্রায়ঃ পিবন্নপি।
কাসাগ্নিসাদবমথুতন্দ্রাকার্শ্যারুচিভ্রমৈঃ।
যুজ্যতে কোষ্ঠবৃদ্ধ্যা চ তমাহুঃ পারিগর্ভিকম্।
রোগং পরিভবাখ্যঞ্চ তত্র যুঞ্জীত দীপনম্।" (ভাবপ্রকাশ বালরোগ)

ধনুর্ব্বেদে লিখিত আছে—এই অস্ত্র সুগোল, দৈর্ঘে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত।[১]
৩ পরিঘাত, পরিতোহনন। ৪ জ্যোতিষের অন্তর্গত সপ্তবিংশতি-যোগের মধ্যে ঊনবিংশতি যোগ। কোন শুভকর্ম করিতে হইলে এই যোগের অর্দ্ধেক বাদ দিতে হয়।

"পরিঘস্য ত্যজেদর্দ্ধং শুভকর্ম ততঃ পরম্।" (জ্যোতিঃসারসং)

এই যোগে জাতবালক বংশের কুঠার স্বরূপ, অসত্য সাক্ষী, ক্ষমাবিহীন, স্বল্পান্নভোক্তা ও শত্রুবিজয়ী হইয়া থাকে।

(কোষ্ঠীপ্র°)

৫ অর্গল। ৬ মুদ্গর। ৭ শূল। (অজয়) ৮ কলস, জলপাত্র। ৯ কাচ ঘট। ১০ গোপুর, পুরদ্বার। ১১ সঙ্গ। (শব্দর°) ১২ কার্ত্তিকানুচরভেদ। (ভারত ৯।৪৫।৩৩)

১৩ চণ্ডালবিশেষ। (ভারত ১২।১৩৮।১১৪)

পরিঘ এই শব্দের র স্থলে ল করিয়া পলিঘ এই শব্দ হয়। ১৪ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ১৫ মূঢ়গর্ভবিশেষ। (সুশ্রুত নি° ৮অঃ)

পরিঘট্টন (ক্লী) পরি-ঘট্ট-ল্যুট্। সর্ব্বতোভাবে ঘট্টন, ঘোঁটা, পরিতশ্চালন। (ভারত বনপর্ব্ব)

পরিঘট্টিত (ত্রি) পরি-ঘট্ট-ক্ত। সম্যক্ ঘর্ষিত।

পরিঘর্ম্ম (ত্রি) পরি-ঘৃ-মন্। যজ্ঞাদ মহাবীরপাত্র পতিত ফেনাদির ক্ষরণ।

পরিঘর্ম্ম্য (পুং পরিঘর্ম্মস্তেদং যৎ। মহাবীরাদ ঘর্ম্মসম্বন্ধিপাত্র। 'পরিঘর্ম্ম্যমৌদুম্বরং।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৬।২।৬)

'পরিঘর্ম্ম্যং ঘর্ম্মসম্বন্ধি যৎপাত্রজাতং কাষ্ঠময়মুখাদি তদৌড়ুম্বরং।'

(দেবনাথ)

পরিঘা, (বা পর্ঘা) মুঙ্গের, ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণাবাসী কৃষিজীবি জাতিবিশেষ। পরের কার্য্য করিয়া অথবা চাষবাস করিয়া ইহারা আপনাদের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

ইহাদের বাহ্য আকৃতি ও শরীরাদির গঠন আলোচনা করিলে ইহাদিগকে দ্রাবিড় অথবা প্রাচীন অনার্য্য জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, কোন হিন্দুদেবতা আবশ্যক মত আপনার গায়ের ঘাম হইতে একজন যোদ্ধৃপুরুষ সৃষ্টি করেন, ঐ ব্যক্তিই পরিঘা-জাতির আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন, পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে কতকগুলি রাজপুত উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে পলাইয়া এ অঞ্চলে আশ্রয় লাভ করে। আসিবার সময় তাহারা যজ্ঞোপবীত শোণনদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া গুপ্তভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তদবধি তাহারা 'পালিয়া' নামে প্রসিদ্ধ হয়। দিনাজপুরের 'পালিয়াগণ' কোচবংশোদ্ভব হইলেও তাহারা আপনাদের এইরূপ রাজপুতবংশ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে অনেক ব্রাত্যশাখা আপনা-দিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতে সৌভাগ্যবান্ মনে করে। বোধ হয় সেই পালিয়াগণ হইতেই এই পরিঘাজাতির উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, কোন সময়ে ভুঁইয়াগণ তদ্দেশবাসী হিন্দুগণের রীতি নীতি ও আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিলে, ক্রমশঃই তাহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে গণ্য হইয়া বর্ত্তমান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভাগলপুরে পরিঘার মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ আছে, সুপা পর্ঘা ও পালিয়ার পর্ঘা। কুমার, মান্ঝি, মরাব, মারিক, ওঝা, পাত্র, রাই, রাউত ও শিয়ার প্রভৃতি কএকটী বিভিন্ন পদবী ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

ইহাদের মধ্যে বালিকা ও বয়স্কা কন্যার বিবাহ প্রচলিত আছে। বালিকাবিবাহই ইহাদের মধ্যে বিশেষ আদরণীয়। যে পিতার বালিকা কন্যা পাত্রস্থা করিবার সঙ্গতি আছে, সে কখনই কন্যাকে অবিবাহিতাবস্থায় ঋতুমতী হইতে দিবে না। কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে তাহাকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। সীমন্তে সিন্দূরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। যদি স্ত্রী বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে অথবা যদি স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটী বিবাহ করিতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেও তাহার জাতি নাশ হয় না, বরং সে অন্য পুরুষ বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারে। স্ত্রীত্যাগ করিয়া অন্যপত্নীগ্রহণের কোন নিয়ম নাই।

ইহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যাদি বিশেষ আদরণীয় নহে। এ বিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত কোন কোন অংশে বিসদৃশ ভাব লক্ষিত হয়। নিম্নশ্রেণীর মৈথিল-ব্রাহ্মণেরা ইহাদের যাজকতা করে। শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গোঁড়া হিন্দুর মত। ত্রয়োদশ-দিনে মৃতের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি অসমসাহসী কার্য্যে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে ইহারা একটী গোলাকার শুষ্ক মৃত্তিকাস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া মৃত ব্যক্তির নামে (উপদেবতাবোধে) উক্ত স্তম্ভকে পূজা করিয়া ছাগবলি ও মিষ্টান্ন উপহার দেয়।

পরিঘাত (পুং) পরিহন্যতে অনেন পরি-হন্-ঘঞ্। ততঃ উপধায়া বৃদ্ধিঃ নস্য তঃ। ১ পরিঘ অস্ত্র। ২ হনন।

পরিঘাতন (ক্লী) ১ পরিঘাস্ত্র। (ক্লী) ২ সর্ব্বতোভাবে হনন। ৩ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৪ আঘাত।

পরিঘাতিন্ (ত্রি) পরি-হন-ণিনি। ১ হননকারী। ২ অবজ্ঞা-কারী।

(১) "পরিঘো ঘর্ত্ত নাকাদি[illegible] হুতাশনঃ।
[illegible] জেয়ো ত্রিহস্তঃ॥" (বৈশম্পায়ন ধনু°)

পরিঘৃষ্টিক (ত্রি) পরিতঃ ঘৃষ্টং প্রাহ্বেনাত্যন্ত ঠন্। ১ বাণপ্রস্থভেদ। (ভারত আশ্ব° ৯২ অ°) পরিপৃষ্টিক এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিঘোষ (পুং) পরিতো ঘোষো যস্মিন্। ১ মেঘশব্দ। ২ শব্দ। ৩ অবাচ্য।

'পরিঘোষঃ অবাচ্যে নিনাদে জলদধ্বনৌ।' (হেম)

পরিচক্র (পুং) ১ দ্বাবিংশতি অবদানকের শাখাভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ নগরীবিশেষ।

পরিচক্ষা (স্ত্রী) পরি-চক্ষ-ভাবে শ, সার্ব্বধাতুকত্বাৎ ন খ্যাদেশঃ। ১ নিন্দা। (শত° ব্রা° ১।৩।৫।১৪) পরি-বর্জ্জনে-অ। ২ বর্জ্জন।

পরিচক্ষ্য (ত্রি) পরি-বর্জ্জনে-চক্ষ-ণ্যৎ, বর্জ্জনার্থত্বাৎ ন খ্যাদেশঃ। বর্জ্জনীয়। "মা বো বচাংসি পরিচক্ষ্যাণি" (ঋক্ ৬।৫২।১৪) 'পরিচক্ষ্যাণি বর্জ্জনীয়ানি' (সায়ণ)

পরিচতুর্দ্দশ (ত্রি) পরিচীনশ্চতুর্দশ যতঃ, ততঃ ড সমাসান্তঃ। একাধিক চতুর্দ্দশরূপ, পঞ্চদশ সংখ্যান্বিত। আর্ষপ্রয়োগ স্থলে সমাসান্ত বিধির অনিত্যতাহেতু ড সমাসান্ত হইবে না।

"ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব ভৃত্যাঃ পরিচতুর্দ্দশ।" (ভারত বনপ° ১ অ°)

পরিচপল (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন চপলঃ। অতি চপল।

পরিচয় (পুং) পরি-সমন্তাৎ চয়নং বোধো জ্ঞানমিত্যর্থঃ, পরি-চি অপ্। বিশেষরূপে জ্ঞান, চেনা, জানাশুনা, পর্য্যায়—সংস্তব, প্রণয়। "হেতুঃ পরিচয়স্থৈর্য্যে বক্তুর্গুণনিকৈব সা।" (মাঘ ২।৭৫)

২ নাদের অবস্থাভেদ।

"আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়োঽপি চ।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু স্যাদবস্থাচতুষ্টয়ম্॥" (হঠযোগদী° ৪।৬৯)

পরিচয়বৎ (ত্রি) পরিচয়ঃ বিদ্যতেঽস্য। পরিচয়-মতুপ্, মস্য ব। পরিচয় জ্ঞ।

পরিচর (পুং) পরিতশ্চরতীতি পরি-চর পচাদ্যচ্। ১ যুদ্ধকালে পরপ্রহার হইতে রথরক্ষক। যুদ্ধসময়ে যে যোদ্ধৃপুরুষ কোন রথীর রথ; বিপক্ষ পক্ষের প্রহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত থাকেন ও সৈন্যগণের দোষাদির বিচার করিয়া সামরিক নিয়মে দণ্ডাদি অবধারণ করেন, এবং যে ব্যক্তি রাজ্যের রাজস্বাদি ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ২ প্রজাসামন্ত ব্যবস্থাপনকারী। ৩ সেনাবিষয়ে রাজার দণ্ডনায়ক। পর্য্যায়—পরিধিস্থ, সহায়। ৪ পরিচর্য্যাকারক, অনুচর, ভৃত্য, সেবক।

"উপচারজ্ঞতা দাক্ষ্যমনুরাগশ্চ ভর্ত্তরি।
শৌচঞ্চেতি চতুর্থোঽয়ং গুণঃ পরিচরে জনে॥" (চরক সূত্র° ৯অ°)

যিনি বিশেষরূপে উপচারজ্ঞ, অতিশয় কার্য্যদক্ষ, যাহার প্রভুর প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে ও শৌচসম্পন্ন, তিনিই পরিচরের উপযুক্ত। সুশ্রুতে লিখিত আছে, স্নিগ্ধ, অনিন্দিত, বলবান্, রোগী ব্যক্তির রক্ষাবিষয়ে সর্ব্বদা নিযুক্ত, বৈদ্যের আজ্ঞাকারী ও অশ্রান্ত, এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে পরিচর কহে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৩৪ অ°)

পরিচরণ (পুং) পরি-চর-ল্যু। পরিচর্য্যা, সেবা।

পরিচরণকর্ম্মন্ (ক্লী) পরিচরণং সেবৈব কর্ম্ম। পরিচর্য্যা, সেবা। ইহার বৈদিক পর্য্যায়—ইরজ্যতি, বিধেম, সপর্য্যতি, নমস্যতি, দুবস্যতি, ঋধ্নোতি, ঋণদ্ধি ঋচ্ছতি, সপতি, বিবাসতি। এই দশ পরিচরণকর্ম্ম। (বেদ নিঘণ্টু ৩ অ°)

পরিচরণীয় (ত্রি) পরি-চর-অনীয়র্। পরিচর্য্যার যোগ্য, সেব্য।

পরিচরিতব্য (ত্রি) পরি-চর-তব্য। পরিচর্য্যার যোগ্য।

পরিচরিতৃ (ত্রি) পরি-চর-তৃচ্। পরিচর্য্যাকারক।

পরিচর্ত্তন (ক্লী) অশ্বরজ্জুভেদ। (তৈত্তিরীয়স° ১।৬।৪।৩)

পরিচর্ম্মণ্য (ক্লী) চর্ম্মখণ্ড। (শাংখ্যায়ন ব্রা° ৬।১২)

পরিচর্য্যা (স্ত্রী) পরিচর্য্যতে পরিচরণমিত্যর্থঃ পরি-চর (পরিচর্য্যাপরিসর্য্যেতি। পা ৩।৩।১০১) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা শ, যক্চ ইতি নিপাত্যতে। সেবা, শুশ্রূষা।

"অথবা বার্দ্ধকে প্রাপ্তে পরিচর্য্যাং করিষ্যতি।
পুত্রঃ পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ পুণ্যার্থং কলবিষয়োঃ॥" (দেবীভাগ° ১।৪।১১)

পর্য্যায়—বরিবস্যা, শুশ্রূষা, উপাসন, পরিসর্য্যা, উপাসনা, উপাস্তি, শুশ্রূষণা। (শব্দর°) যত্নে পিতা, মাতা, গুরু, আত্মা ও অগ্নি প্রভৃতির পরিচর্য্যা করা উচিত। (ভারত ৫।৩৩।৩)

পরিচর্য্যাবৎ (ত্রি) পরিচর্য্যা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। ১ যাহার পরিচর্য্যা করা হইয়াছে। ২ মাননীয়।

পরিচায্য (পুং) পরিচীয়তে ইতি (অগ্নৌ পরিচায্যোপচায্যসমূহ্যাঃ। পা ৩।১।১৩১) ইত্যনেন সাধুঃ। যজ্ঞাগ্নিঃ। পর্য্যায়—১ সমূহ্য, উপচায্য। ২ যজ্ঞাগ্নিকুণ্ড। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে লিখিত আছে 'অগ্নিরিহ ন বহ্নিঃ কিন্ত্বগ্নিধারপার্থস্থলবিশেষ।' (সিদ্ধান্তকৌ°) পরিচায্য এই শব্দের অর্থ—অগ্নি, কিন্তু অগ্নি শব্দে বহ্নি নহে, অগ্নিধারাপার্থ স্থলবিশেষ। 'পরিচায্যং বিচন্বীত গ্রামকামঃ' (শত° ব্রা° ৫।৪।১১।৩) (ত্রি) ৩ সেব্য; শুশ্রূষণার্হ।

পরিচার (পুং) পরি-চর ভাবে ঘঞ্। সেবা। (ভার° বনপ° ৯৭অ)

পরিচারক (ত্রি) পরিচরতীতি পরি-চর-ণ্বুল্। সেবক, ভৃত্য, চাকর।

"তত্রাপ্তভূতৈঃ কালজ্ঞৈরহার্য্যৈঃ পরিচারকৈঃ।
সুপরীক্ষিতমন্নাদ্যমদ্যাৎ মন্ত্রৈর্বিষাপহৈঃ॥" (মনু ৭।২১৭)

পর্য্যায়—ভৃত্য, দাসেয়, দাসের, দাস, গোপ্যক, চেটক, নিয়োজ্য, কিঙ্কর, প্রৈষ্য, ভুজিষ্য, ডিঙ্গর, চেট, গোপ্য, পরাচিত, পরিস্কন্দ, পরিকর্ম্মী। (হেম)

২ রোগাদি সময়ে, যাহারা শুশ্রূষা করে (Nurse)। পরিচারক রোগমুক্তির একটী অঙ্গ। উত্তম পরিচারকের গুণে দুরূহ রোগও আরোগ্য হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে শুশ্রূষাভিজ্ঞ, কার্য্যকুশল, প্রভুভক্ত ও শুচিব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পরিচারক বলিয়া কথিত। ৩ দেবমন্দিরাদির কার্য্যনির্ব্বাহক।

পরিচারণ (স্ত্রী) পরি-চর-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সেবা। "শূদ্রধর্ম্মঃসমাখ্যাতস্ত্রিবর্ণপরিচারণং।" (ভারত ১৩৷৬৪৬৮ শ্লোক)

২ সহবাস করণ, সঙ্গত হওন,। (দিব্যা° ১৬) ৩ সেবার জন্ত অপেক্ষাকরণ। (দিব্যা° ১১৪৷২৫)

পরিচারিক (ত্রি) পরিচারে প্রসৃতঃ ঠন্। দাস। স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিচারিকা, দাসী।

পরিচারিন্ (ত্রি) পরিচারঃ অস্ত্যর্থে ইনি। ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী। ২ সেবক।

পরিচার্য্য (ত্রি) পরিচর্য্যতেঽসৌ ইতি পরি-চর্-কর্ম্মণি ণ্যৎ। সেব্য।

পরিচালক (পুং) পরিচালনকারী, নেতা, চালক।

পরিচালকতা, (Conductivity) যে গুণ থাকিতে জড় বস্তুসকল এক পরমাণু হইতে পরমাণু-অন্তরে তাপ সঞ্চালন করে, তাহাদিগকে প্রবল পরিচালক (Good conductors) বলে। ইহার বিপরীত গুণ সম্পন্ন হইলে দুর্ব্বল পরিচালক (Bad conductors) বলে।

পরিচিৎ (ত্রি) পরিতশ্চীয়তে চি-কর্ম্মণি ক্বিপ্। পরিতঃ স্থাপিত, সর্ব্বতোভাবে স্থাপিত, চতুর্দ্দিকে স্থাপিত। (শুক্ল° যজু° ১২৷৪৬) কর্ত্তরি ক্বিপ্। (ত্রি) ২ পরিচয়কর্ত্তা।

পরিচিত (ত্রি) পরি-চি-কর্ম্মণি ক্ত। পরিচয়বিশিষ্ট, জ্ঞাত, অভ্যস্ত। "স্যাৎ ত্বয্যেবং চিরপরিচিতা জন্মভূমীতি বুদ্ধ্যা
মা ধিগ্ধম্ ত্রিভুবনজনত্রাণহেতোঃ ক্রমাৎ।" (পদাঙ্কদূত)

পরিচিতি (স্ত্রী) জ্ঞাপ্তি। পরিচয়। জানা শুনা।

পরিচিন্তক (ত্রি) চিন্তাশীল। অনুধ্যানকারী।

পরিচুম্বন (ক্লী) সপ্রেম চুম্বন।

পরিচেয় (ত্রি) পরি-চি-কর্ম্মণি য। পরিচয়যোগ্য। ২ অভ্যসনীয়।

পরিচ্যুত (ত্রি) ভ্রষ্ট, স্খলিত, পতিত। স্ত্রীলিঙ্গে পরিচ্যুতি এইরূপ পদ হয়।

পরিচ্ছৎ, (পরিক্ষিৎ) একজন কোচরাজ। বাঙ্গালার উত্তরাংশে এবং কোচবিহারের পার্শ্ববর্ত্তী কোচ-হাজো প্রদেশে ইনি রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলা ও নিম্নআসাম এবং ব্রহ্মপুত্রের বামকূলে করাইবাড়ী পরগণায় হাতশিলা (হস্তিশৈল) হইতে গোয়ালপাড়ার উক্ত নদীর বাঁক পর্য্যন্ত উক্তরাজ্য বিস্তৃত ছিল।[১] ইহার পূর্ব্বসীমা কামরূপ। যখন কোচবিহারের সিংহাসনে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বর্ত্তমান, সেই সময়ে অর্থাৎ অকবরশাহের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালের প্রথমে ইনি এই প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৮ম বৎসরে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) ইনি সোসঙ্গ পরগণার জমিদার রঘুনাথকে সপরিবারে বন্দী করিয়া রাখিলে উক্ত জমিদার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা শেখ আলাউদ্দীন্ ফতেপুরি ইস্‌লাম-খাঁর নিকট পরিচ্ছতের নামে নালিশ করিয়া পাঠান। শেখ আলাউদ্দীন্ তদন্তে জানিলেন যে, যথার্থই পরিচ্ছৎ রঘুনাথকে সপরিবারে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাকে সরল মনে রঘুনাথের পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ পাঠাইলেন। পরিচ্ছৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আলাউদ্দীন্ কোচবিহারপতি লক্ষ্মীনারায়ণের স্তায় তাঁহাকে বিনয়াবনত না দেখিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্ত সৈন্য-সজ্জা করিতে লাগিলেন।

সেনাপতি মুকরম খাঁ যুদ্ধার্থ ছয়হাজার অশ্বারোহী, বার হাজার পদাতি ও পাঁচশত ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া কোচহাজো অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখবাহিনী সেনাদল লইয়া কমাল খাঁ হাতশিলায় ছাউনী করিয়া ধুবড়ীদুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া পরিচ্ছৎকে আক্রমণ করিলেন। উক্ত দুর্গে পরিচ্ছৎ ৫০০ শত অশ্বারোহী ও দশহাজার পদাতি লইয়া অবরুদ্ধ হইলেন। একমাস কাল অবরোধ ও উপর্য্যুপরি তোপ বৃষ্টির পর, অনেক সৈন্তক্ষয় ওপ্রান্তে পরিচ্ছৎ নিজ বাসবাটী খেলা হইতে সেনাপতির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং রঘুনাথের পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু সেনাপতি দুর্গ দখল করিয়া লইলেন এবং সন্ধির সংবাদ বাঙ্গালার নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে তিনি আপনার অঙ্গীকার মত ১০০ হস্তী, ১০০ অশ্ব ও ২০ মণ মুসব্বর প্রেরণ করিলেন, কিন্তু বঙ্গাধিপ তাহাতে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে এবং তাঁহাকে সশরীরে বন্দিভাবে আনিতে আদেশ দিলেন। কাজেই পুনর্ব্বার যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। পরিচ্ছৎ নিজ মর্য্যাদারক্ষার জন্ত বর্ষাশেষে ৪৮০ অশ্বারোহী, দশহাজার সৈন্ত ও ২০টী হস্তী লইয়া ভীমবেগে ধুবড়ী আক্রমণ করিলেন। মুসলমানসৈন্ত প্রথমে আত্মরক্ষা করিয়াও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং সেই ভয়ে খেলা অভিমুখে প্রস্থান করিল। নবাবের সেনাদল

(১) ইহা মৈমনসিংহের অন্তর্গত হসন পরগণা। ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্বদিকে বাঁকে ও করাইবাড়ী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত।

...পরিত্যাগ করিয়া পদ্মার সহিত পরিচ্ছেদের স্রোত আক্রমণ করে। এখানে একটী ক্ষুদ্র নৌযুদ্ধ হইয়া যায়।

পরিক্ষিৎ জলযুদ্ধে মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া খেলায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি শুনিলেন যে তাঁহার পিতৃব্যভ্রাতা কোচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার বিরুদ্ধে মোগলসৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন তিনি বনাস নদী তীরবর্ত্তী বুড়নগরে পলায়ন করিলেন। খেলা অতিক্রম করিয়া মোগলেরা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। মুকরম্ খাঁ ধনরত্ন ও পরিচ্ছৎকে বন্দীভাবে লইয়া ঢাকায় আলাউদ্দীন্ ইস্লাম খাঁর নিকট চলিলেন। ইত্যবসরে নবাব আলাউদ্দীনের মৃত্যু ঘটে, মুকরম ঢাকায় উপস্থিত হইয়াই মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। কাজেই আলাউদ্দীন্ ইস্লাম খাঁর পুত্র হোসঙ্গ ও মুকরম খাঁ দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট সংবাদ পাঠাইতে বাধ্য হইলেন, জাহাঙ্গীর পরিচ্ছৎকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে আদেশ করিলেন। তিনিও উক্ত আদেশানুসারে বিচারার্থ সম্রাট্ সমীপে প্রেরিত হইলেন।

রাজা পরিচ্ছতের এই দুরবস্থা ঘটিলে, তাঁহার ভ্রাতা বলদেব আসামরাজ স্বর্গদেবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে সোলমারি পরগণায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই আপনাদের পূর্ব্ব সম্পত্ত উদ্ধার করিবার জন্য মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধের পর তাঁহারাও জীবন বিসর্জ্জন করেন।

পরিচ্ছৎগড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মিরাটজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মিরাট নগর হইতে ৭ ক্রোশদূরে অবস্থিত। এখানে যে প্রাচীন কেল্লার চতুর্দ্দিকে নগরটী প্রতিষ্ঠিত, প্রবাদ অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ ঐ দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীতে গুজরজাতির অভ্যুদয়ে রাজা নয়নসিংহ কর্ত্তৃক ঐ দুর্গের জীর্ণসংস্কার হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত কেল্লার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এখন ঐ বাটীতে পুলিসের আড্ডা হইয়াছে। গঙ্গা হইতে বুলন্দসহর পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে, তাহা এই নগরের নিকট দিয়া প্রবাহিত।

পরিচ্ছদ (পুং) পরিচ্ছাদ্যতেঽনেনেতি পরি-ছদ-ণিচ্, ঘঞো ঘ (ছাদের্ঘে। পা ৬।৪।৯৬) ততো উপধাহ্রস্বঃ। ১ পরিবার। ২ বস্ত্র, অস্ত্র, বস্ত্র, বস্ত্রাদির উপকরণ, বেশ, পোষাক। "সেনাঃপরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনম্।

শাস্ত্রেষকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্বী ধনুষি চাততা ॥" (রঘু ১।১৯) ৩ আচ্ছাদন। ৪ আসবাব। ৫ পরিজন, অনুচর।

পরিচ্ছন্দ (পুং) পরিচ্ছন্দ্যতে হনেন পরি-ছদি সংবরণে-ঘঞ্। পরিচ্ছদ, পোষাক। (জটাধর)

পরিচ্ছন্ন (ত্রি) পরিচ্ছন্নঃ কর্ত্তরি, কর্ম্মণি বা ক্ত। ১ পরিচ্ছদবিশিষ্ট। ২ পরিষ্কৃত। ৩ আচ্ছাদিত। ৪ সজ্জিত। ৫ ভূষিত।

পরিচ্ছিত্তি (স্ত্রী) পরি ছিদ-ভাবে ক্তিন্। ১ অবধারণ। "দৃষ্টোরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা" (সাংখ্যসূ ১৮৮) 'অর্থস্য বস্তুনঃ পরিচ্ছিত্তিরবধারণং' (ভাষ্য) ২ পরিচ্ছেদ।

পরিচ্ছেদ (পুং) পরি-ছিদ ভাবে করণাদৌ চ ঘঞ্। ১ গ্রন্থবিচ্ছেদ, পুস্তকের ভাগ।

'সর্গবর্গপরিচ্ছেদোদ্ঘাতাধ্যায়াঙ্কসংগ্রহাঃ।
উচ্ছ্বাসঃ পরিবর্ত্তশ্চ পটলঃ কাণ্ডমাস্ত্রিয়াং ॥
স্থানং প্রকরণং পর্ব্বাহ্নিকঞ্চ গ্রন্থসন্ধয়ঃ ॥' (ত্রিকাণ্ড)

কাব্যনাটকাদির ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাগ হয়। কাব্যে সর্গ, কোষে বর্গ, অলঙ্কারে পরিচ্ছেদ ও উচ্ছ্বাস, কথায় উদ্ঘাত, পুরাণ ও সংহিতাদিতে অধ্যায়, নাটকে অঙ্ক, তন্ত্রে পটল, ব্রাহ্মণে কাণ্ড, সংগীতে প্রকরণ, ইতিহাসে পর্ব্ব, ভাষ্যে আহ্নিক, এই সকল নামে অভিহিত হয়। এইরূপ পাদ, স্কন্ধ, স্তবক, প্রপাঠক, স্কন্দ, মঞ্জরী, লহরী, শাখা প্রভৃতিও গ্রন্থসন্ধিতে হইয়া থাকে। ২ সীমা, অবধি। ৩ অংশ, ভাগ। ৪ ইয়ত্তারূপে অবধারণ। ৫ নির্ণয়।

"পরিচ্ছেদাতীতঃ সকলবচনানামবিষয়ঃ
পুনর্জন্মন্যস্মিন্ননুভবপথং যো ন গতবান্।
বিবেকপ্রধ্বংসাদুপচিতমহামোহগহনো
বিকারঃ কোঽপ্যন্তর্জড়য়তি চ তাপঞ্চ কুরুতে ॥" (মালতীমাধব)

পরিচ্ছেদক (স্ত্রী) ১ সীমা। ২ পরিমাণ। (ত্রি) ৩ বিচ্ছেদ, অন্তর নির্দ্দেশক। ৪ সীমানিরূপক।

পরিচ্ছেদকর (পুং) সমাধিভেদ।

পরিচ্ছেদ্য (ত্রি) পরি-ছিদ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ পরিমেয়, ইয়ত্তারূপে নির্দ্দেশ্য। ২ অবধার্য্য। ৩ বিভাজ্য।

পরিছা, মন্দিরাদির পরিচারক পুরোহিত। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরের পুরোহিতগণের প্রধান ব্যক্তি এই নামে অভিহিত।

পরিজন (পুং) পরিগতো জনঃ। পরিবার, পোষ্যবর্গ, প্রতিপাল্যলোক।

"বস্তুতঃ পুরারো বয়ং পরমেষ্ঠ্যপি সতী-
মনুজঃ পরিজনবিধেয়ঃ পরিজনবিধেয়ত্বকুবনঃ।" (মহিম্নস্তোত্র)

২ নিয়ত সন্নিধিবর্ত্তি পরিচারক। (আনন্দলহরী ৩০)

পরিজনতা (স্ত্রী) পরি-জন ভাবে তল ততঃ টাপ্। অধীনতা পরাধীনতা। পরিজনের ভাব।

পরিজ্মন্ (পুং) পরিব্রজতে ইতি পরি-জম-মন্ নিপাতনাৎ সাধু। ১ চন্দ্র। ২ অগ্নি। পর্য্যজতীতি অজঃ পরিপূর্ব্বস্ত মন্, অকারলোপঃ, ততঃ নিপাত্যতে। ৩ পরিগন্তা। (বেদভাষ্য)

পরিজয্য (ত্রি) জেতুং শক্য জয্য, পরিতো জয্য। চতুর্দ্দিকে জয় করিতে সমর্থ।

পরিজপিত (ত্রি) অস্ফুটস্বরে আরাধনা করা। বিড়বিড় করিয়া উচ্চারিত।

পরিজপ্ত (ত্রি) মুগ্ধ, মোহিত। (দিব্যাবদান ৩২৭।২৬)

পরিজল্পিত (ক্লী) পরিজল্প ভাবে ক্ত। কথনভেদ, দশাঙ্গ চিত্রজল্পের অন্তর্গত দ্বিতীয় জল্পন।

"প্রভো র্নির্দ্দয়তা শাঠ্য চাপলাদ্যুপপাদনাৎ।
স্ববিচক্ষণতাব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

পরিজা (স্ত্রী) উৎপত্তিস্থান। আদিজন্মভূমি।

"বিদ্ম তে সর্ব্বাঃ পরিজাঃ পুরস্তাৎ"। (অথর্ব্ববেদ ১৯।৫৩।৩)

পরিজাড্য (ত্রি) মূর্খতা। জড়তা। পাণ্ডিত্যহীনের ভাব।

"সলিলপ্লাবিতানীব পরিজাড্যানি মানবঃ।" (সুশ্রুত)

পরিজোঙ্গ, ভুটান সীমান্তে হিমালয়শিখরদেশে অবস্থিত একটী গিরিপথ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় সাতহাজার ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এই পথ দিয়া তিব্বতবাসীদের সহিত বৎসরের সকল সময়েই বাণিজ্যাদি সম্পন্ন হয়।

পরিজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) ১ কথোপকথন। ২ প্রত্যভিজ্ঞান।

পরিজ্ঞা (স্ত্রী) সম্যক্জ্ঞান। নিশ্চয়াবধারণ।

পরিজ্ঞাত (ত্রি) জানিত। অবধারিত। বিশেষরূপে চিহ্নিত।

পরিজ্ঞাতৃ (ত্রি) ১ যিনি সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন বা সম্যক্ পর্য্যালোচনা করেন। ২ পরিদর্শক। ৩ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্।

পরিজ্ঞান (ক্লী) পরি-জ্ঞা-ল্যুট্। সূক্ষ্মজ্ঞান। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৯।১ রঙ্গনাথ) সর্ব্বতোভাবে জানা।

পরিজ্ঞেয় (ত্রি) জ্ঞাতব্য। যাহা অবধারণ করা যায়।

"স্ত্রীমুখমনপ্রত্যানাং শাঠ্যবতাং মণ্ডলং পরিজ্ঞেয়ম্।"
(বৃহৎস° ২৮।৫৫)

পরিজ্মন্ (ত্রি) ১ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত ভূমি।

"ইন্দ্রাপো ন পীপরঃ পরিজ্মন্।" (ঋক্ ১।১৬।৩৮)

"পরিজ্মন্ পরিতো ব্যাপ্তায়াং ভূমৌ। অসাত্মীর্গতিকর্ম্মা অজপতিক্ষেপণয়োঃ আভ্যাং পরিপূর্ব্বাভ্যাং মন্ কনিভাদৌ॥"
(উণ্ ৪।১৫৬)

"কনিন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্॥"
(সায়ণ)

২ ইতস্ততঃ গমনকারী।

"তক্ষনাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথং।"

"পরিজ্মানং পরিতো গন্তারং সুখং উপযুপবেশনে সুখকরং মন্ প্রত্যয়েঽকারলোপ আত্মদাত্বং চ নিপাতনাৎ।" (সায়ণ)

সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ইতস্ততঃ গমন লইয়া এইরূপ লিখিত আছে। কোথাও বায়ু ও রুদ্রের গমনে এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

"বৃষ্টিং পরিজ্মা বাতো দদাতু।" (ঋক্ ৭।৪০।৬)

পরিজ্মনা (পুং) চন্দ্র। চতুর্দ্দিক প্রসর্পিত অগ্নি।

পরিজ্রি (ত্রি) পরি-জ্-কি। পরিতো গন্তা, চারিদিকে গমন।

পরিজ্বন্ (পুং) পরি-জু-কনিন্ (শ্বন্ ক্ষন্ পুষন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ১ ইন্দ্র। ২ অগ্নি। কেহ কেহ পরি-জু-কনিন্ প্রত্যয় করিয়া পরিজ্বন্ ও পরিজ্মন্ এই দুইটী পদ কল্পনা করিয়া থাকেন। বাচস্পত্যের মতে এই দুইটী পদ প্রামাদিক। পরিজ্মন্ নিপাতনে সিদ্ধ করিলে প্রামাদিকের কোন কারণ দেখা যায় না।

পরিডীনক (ক্লী) পরি-ডী-ক্ত, ততঃ স্বার্থে-কন্। পক্ষীদিগের গতিবিশেষ।

"ডীনং প্রডীনমুড্ডীনং সংডীনং পরিডীনকং।" (জটাধর)

মহাভারতে লিখিত আছে—

"অতিডীনং মহাডীনং খডীনং পরিডীনকং।" (ভার° ৮।৪১।২৭)

পরিণত (ত্রি) পরিণমতি-স্ম পরি-নম-ক্ত। ১ পক্ব। ২ উক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত। ৩ সর্ব্বতোভাবে নত। ৪ নদীতীরাদিতে বক্রভাবে প্রবৃত্ত হস্ত্যাদি।

"তির্য্যক্ দন্তপ্রহারস্তু গজঃ পরিণতো মতঃ।" (হলায়ুধ)

৫ তির্য্যগ্গতি গজ।

পরিণতপ্রত্যয়, যে কার্য্যের ফল পরিপক্ব হইয়াছে।
(দিব্যা° ৫০।২)

পরিণতি (স্ত্রী) পরি-নম-ক্তিন্। ১ অবনতি, পরিপাক। ২ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। ৩ অবসান। ৪ শেষ। ৫ বার্দ্ধক্য।

পরিণদ্ধ (ত্রি) পরি-নহ-ক্ত। ১ বদ্ধ। ২ পরিহিত। ৩ প্রবৃদ্ধ। ৪ পরিবদ্ধ, আলিঙ্গিত।

পরিণমন (ক্লী) ১ রূপান্তরপ্রাপ্তি। ২ কাঁচা হইতে পক্বাবস্থা। ৩ উন্নতাবস্থা।

পরিণময়িতৃ (ত্রি) ১ নমস্কারয়িতা। ২ পরিপাচয়িতা।

পরিণয় (পুং) পরিণয়নং পরি-নী-অপ্। বিবাহ। দারপরিগ্রহ।

পরিণয়সম্বন্ধজাত (পুং) ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত।

পরিণাম (পুং) পরিণম-ঘঞ্। ১ বিকার, প্রকৃতির অন্যথা-ভাব। ২ প্রকৃতির ধ্বংসযুক্ত বিকার। যেরূপ কাষ্ঠে বিকার ভস্ম, মৃত্তিকার ঘট। (অমর ভরত) ২ চরম, শেষ।

"পরিণামসুখে গরীয়সি ব্যথকেঽস্মিন্ বচসি ক্ষতৌজসাং।
অতিবীর্য্যবতীব ভেষজে বহুরল্পীয়সি দৃশ্যতে গুণঃ॥" (ভারবি ২।৪)

৩ অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"বিষয়াত্মতয়ারোপ্যে প্রকৃতার্থোপযোগিনি।
পরিণামো ভবেত্তুল্যাতুল্যাধিকরণো দ্বিধা॥" (সাহিত্যদ° ১০।৬৭৯)

আরোপ্যমাণ বস্তু আরোপ বিষয়ের অভিন্নরূপে অর্থ প্রকৃত কার্য্যের উপযোগী হইলে পরিণাম-অলঙ্কার হয়। যে স্থলে প্রকৃতার্থের উপযোগিবিষয়ে বিষয়ীর আরোপ হয়, সেই স্থলে পরিণাম অলঙ্কার হয়। এই পরিণাম দুই প্রকার, তুল্যাধিকরণ ও বাধিকরণ। ইহার তাৎপর্য্য—যে স্থলে একটী বর্ণনীয় বিষয়ে অন্য একটী বস্তুর আরোপ করা হয় এবং ঐ আরোপ্যমান বস্তু অভিন্নরূপে প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

স্মিতেনোপায়নং দূরাদাগতস্য কৃতং মম।
স্তনোপপীড়মাশ্লেষঃ কৃতো দ্যূতে পণস্তয়া॥" (সাহিত্যদ°)

নায়ক নায়িকাকে বলিতেছে, আমি দূর হইতে আসিয়াছি, তুমি হাস্যদ্বারা ইহার উপায়ন (উপঢৌকন) করিয়াছ, এই স্থলে নায়কনায়িকাসমাগম বর্ণনীয় বিষয়, নায়ককে নায়িকার হাস্য উপঢৌকন দেওয়া প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী হইয়াছে এবং ইহা উপায়নরূপে আরোপিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে এই অলঙ্কার হইল।

"বনেচরাণাং বনিতাসখানাং দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ॥"
(সাহিত্যদ°)

রাত্রিকালে দরীগৃহনির্গত কিরণযুক্ত ওষধিলতা সকল বনিতাসখ বনেচরদিগের সুরতক্রীড়ায় তৈলহীন প্রদীপের কার্য্য করিতেছে, এইস্থলে সুরতক্রীড়া বর্ণনীয় বিষয়। ইহাতে প্রদীপের আবশ্যক; কিন্তু প্রদীপ না থাকায় কিরণযুক্ত ওষধিলতা সকল তাহার কার্য্য করিতেছে, অতএব প্রদীপের পরিবর্ত্তে আরোপিত বস্তু প্রকৃতবিষয়ের উপযোগী হইয়াছে বলিয়া পরিণাম-অলঙ্কার হইল।

প্রকৃতবিষয়ে কোন এক বস্তুর আরোপ হইলে রূপক অলঙ্কার হয়। পরিণামস্থলেও রূপক অলঙ্কার হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আলঙ্কারিকেরা ইহার নিরাকরণ করিয়াছেন। পরিণাম অলঙ্কারে যে আরোপ হইবে, তাহা বর্ণনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে, কিন্তু রূপকে তাহা হইবে না, আরোপমাত্রই রূপকালঙ্কারের বিষয় এবং যে স্থলে আরোপ অভিন্নরূপে প্রকৃতার্থের উপযোগী হইবে, সেই স্থলেই পরিণাম অলঙ্কার হইবে। পরিণাম ও রূপক—এইরূপ প্রভেদ জানিতে হইবে।

৪ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। সাংখ্যদর্শনে এই পরিণামের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে, সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃতি পরিণামশীলা।

"পরিণামিনো হি ভাবাঃ ঋতে চিতিশক্তেঃ।" (সাংখ্যদর্শন)

এক চিৎশক্তি ভিন্ন আর সকলই পরিণামী। প্রকৃতি ক্ষণমাত্রও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। "না পরিণম্য ক্ষণমপ্যা তিষ্ঠতে।" (তত্ত্বকৌ°) সকল সময়ই প্রকৃতির পরিণাম হইয়া থাকে। যখন জগৎ ছিল না, প্রকৃতির যে অবস্থা মহাপ্রলয়, অব্যক্ত ও প্রধান সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণামের বিরাম ছিল না। পরিণামবাদী কপিল বলেন, পরিণাম দুইপ্রকার, সদৃশপরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। পরিণাম, পরিবর্ত্তন, অবস্থান্তর, স্বরূপপ্রচ্যুতি, এ সকল কথা একই অর্থে প্রয়োগ করা হয়।

পরিষ্কার ভাবে বলিতে হইলে—পরিণামের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনে পরিণাম ও বিবর্ত্ত লইয়াই বিবাদ। বেদান্তবাদী পরিণাম স্বীকার করেন না। বেদান্তসারে পরিণাম ও বিবর্ত্তের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥" (বেদান্তসার)

স্বরূপের অন্যথা হইয়া যে কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহার নাম বিকারী বা পরিণামী কারণ। যেমন দুগ্ধ দধির প্রতি পরিণাম-কারণ। অর্থাৎ দুগ্ধ তাহার স্বরূপ দুগ্ধত্ব বিনষ্ট হইলে তবে দধি হয়, দুগ্ধ দধি আকারে পরিণত হয় এবং স্বরূপের প্রকারান্তর না হইয়া যে কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহার নাম বিবর্ত্ত। যেমন রজ্জু সর্পের প্রতি বিবর্ত্ত কারণ। এইস্থলে বস্তুর বিকার হয় না, বস্তুস্বরূপই থাকে, তবে রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হইয়া থাকে, এই মাত্র। মহামতি শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের টীকায় এই পরিণামবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ইহার বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে।

পূর্ব্বে সদৃশ ও বিসদৃশ এই দুই প্রকার পরিণাম উল্লিখিত হইয়াছে। মহাপ্রলয়কালে যে পরিণাম হয়, সে পরিণাম সদৃশ পরিণাম। সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে, তমঃ তমোরূপে পরিণত হইলে তাহাকেই সদৃশ পরিণাম বলা যায়।

যখন বিসদৃশ পরিণাম আরম্ভ হয়, তখনই জগৎ রচনায় আরম্ভ। জগৎ-অবস্থা আসিলে প্রকৃতি নূতন নূতন বিসদৃশ পরিণাম প্রসব করিতে থাকেন। বিসদৃশ পরিণামের বিবরণ এই যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি ও তাহারই বিনিময়ে বা পরস্পরের সংযোগে বিভিন্ন বস্তুর জন্ম। এই দুই প্রকার পরিণাম সর্ব্বকালের নিমিত্ত নিয়মিত অর্থাৎ অতিদূর অতীতকাল হইতে অনন্ত ভবিষ্যৎকালের নিমিত্ত নিয়মিত। স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানে যাহাকে অপরিণামী ভাবিতেছি, তাহাও প্রকৃত অপরিণামী নহে। চন্দ্র, সূর্য্য জল, বায়ু প্রভৃতির কেহই অপরিণামী নহে। তবে কি না ঐ সকল পদার্থের পরিণাম অত্যন্ত মৃদু ও সূক্ষ্ম। বস্তুর তীব্র পরিণাম শীঘ্র অনুভূত হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, মহাজল ও মহাবায়ু প্রভৃতি মৃদুপরিণামে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের জীর্ণতা অনুভবগোচরে না আসিলেও বুদ্ধিগোচরে আইসে। মৃদুপরিণামের চরমসীমাই সদৃশ পরিণাম বুঝিবার দৃষ্টান্ত। তীব্রপরিণামের এত তীব্রতা আছে যে, পূর্ব্বক্ষণে সমুৎপন্ন বস্তুর পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত হয়। আবার মৃদুপরিণামের এত মৃদুতা আছে যে, তাহা বহুসহস্র বৎসরেও অনুভূত হয় না। এই কারণে বলিলাম, মৃদুপরিণামের চরমসীমাই সদৃশপরিণাম। সদৃশ ও বিসদৃশ এই দুইপ্রকার পরিণাম থাকাতেই প্রকৃতিতে কখন প্রলয় ও কখন জগৎ হইতেছে। গুণপরিণামের তারতম্যানুসারে অচিরাৎ কোন কোন বস্তুর বিকার বা পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন বস্তুর পরিণাম হয়ত আমাদের জীবনে অনুভূত না হইয়া আমাদের অধস্তন সন্তানদিগের অনুভূতিগোচরে উপস্থিত হইবে। প্রকৃতিরই বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম. মৃত্যু, জরা, শর, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য. জীর্ণতা, মধ্যতা প্রভৃতি। কাল সূর্য্যকে আমরা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বুঝিতে হইবে, আজ তাহার সে অবস্থা নাই, পরিণাম হইয়াছে। কাল যে জগৎপ্রাণ বায়ু সেবন করিয়াছি, আজ তাহারও পরিণাম হইয়াছে। আদিসর্গকালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণীর যেরূপ স্বভাবাদি ছিল, কপিলের সময় যাহা ছিল, আজ আমাদের সময়ে তাহা নাই, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধুনা আমাদের সময় যাহা চলিতেছে, আমাদের পরে তাহা থাকিবে না, পরিবর্ত্তিত হইবে। পরিণামস্বভাব প্রকৃতির, তদুৎপন্ন পৃথিবীর ও তদাশ্রিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তুর অনির্ব্বাচ্য পরিণামের কথা মনে ভাবনা করাও কঠিন ব্যাপার। প্রকৃতি পরিণামশীলা। আদিবিদ্বান্ কপিল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রকৃতি জড়; অস্বাধীনা অথবা জগতের নির্ম্মাণকর্ত্রী। প্রকৃতি-পরিণামে জগতের উৎপত্তি হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রকৃতি জড়া, জড়ের স্বাধীনা আপনি প্রবৃত্তি হয় না, যদি কদাচিৎ কখন কোনরূপ বস্তু প্রবৃত্ত হয়, তবু হইলে তাহার সে প্রবৃত্তি সর্ব্বথা অনিয়মিত অর্থাৎ শৃঙ্খলাহীন। জ্ঞানশক্তি না থাকিলে কেহ কখন নিয়মিত কার্য্য করিতে পারে না। এমন নিয়মযুক্ত ও এরূপ কৌশলপূর্ণ জগতের নির্ম্মাণ কি জড়-প্রকৃতির কেবল পরিণামে সম্ভবে? জ্ঞানশূন্যা জড়-প্রকৃতি ইহার কর্ত্রী হইলে এতদিন ইহা উৎপন্ন অথবা বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, যে অব্যাহতেচ্ছা-জ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ কোন এক কর্ত্তৃপুরুষ ইহার অধিষ্ঠাতা বা নিয়ামক আছেন, তিনিই প্রকৃতিদ্বারা সুনিয়মে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কপিল কহেন, তাহা নহে। প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, স্থিতি হইতেছে এবং পরে লয় হইবে। রথ একটী অচেতন বস্তু, চেতনাধার পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে যেমন স্বেচ্ছানুসারে নিয়মিতরূপে গতিদান্ করে, অথবা সুবর্ণখণ্ড এক জড় দ্রব্য, কোন কুশলী স্বর্ণকার তাহার অধিষ্ঠাতা বা কর্ত্তা হইয়া তাহাকে যেমন কুণ্ডলাদি আকারে পরিণামিত করে, প্রকৃতি সম্বন্ধে সেরূপ পরিণায়ক বা সেরূপ প্রেরণকর্ত্তা কেহ নাই। সেরূপ অধিষ্ঠাতার অনুমান নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতি জড়, তাই বলিয়া রথনিয়ন্তা সারথির ন্যায় তাহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার কল্পনা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না, প্রকৃতি অস্বাধীন বলিয়া তাহাকে পরিণামিত করিবার জন্য কর্ম্মকারের ন্যায় পৃথক্ ব্যক্তি থাকার প্রয়োজন হয় না। অনাদি অনন্ত পুরুষই তাহার অধিষ্ঠাতা ও নিজশক্তিই তাহার পরিণামের প্রয়োজক।

কপিলসূত্রে লিখিত আছে, "তৎসন্নিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ" (কপিলসূ°) যেমন সন্নিধানবশতঃ ইচ্ছাদি-গুণশূন্য জড়স্বভাব অয়স্কান্তমণি লৌহের সম্বন্ধে সচেতন অধিষ্ঠাতার ন্যায় কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ সান্নিধ্যবিশেষবশে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় আত্মাই তাদৃশী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতার বা প্রেরকের কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়ই জড়স্বভাব, ইচ্ছাদি গুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্র পরস্পর পরস্পরের শরীরে বিক্রিয়া (লৌহশরীরে চলন এবং চুম্বক শরীরে আকর্ষক ভাব) উপস্থিত করে। সেইরূপ আত্মা নিষ্ক্রিয় ও ইচ্ছাশূন্য হইলেও এবং প্রকৃতি জড় ও স্বতঃ প্রবৃত্তিরহিত হইলেও সন্নিধান বিশেষের বলে প্রকৃতিশরীরে পরিণাম-শক্তির উদয় হইয়া থাকে। জড়স্বভাব বলিয়া আনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা অলীক আশঙ্কা। কেন না নিয়মিত-

রূপে পরিণত হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই নিয়মিত পরিণামের অধীন। দুগ্ধের দধি ভিন্ন কর্দম পরিণাম হয় না, চূর্ণযুক্ত হরিদ্রা রক্তবর্ণই হয়, কৃষ্ণবর্ণ হয় না। প্রকৃতির ও প্রাকৃত পদার্থের নিয়মিত পরিণামের বিষয়ে বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই সাক্ষ্য দিতে সমর্থ। সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে, "সলিলবৎ প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ" (সাংখ্যকা°) মেঘনির্মুক্ত সলিল এক, একরূপ ও একরস, কিন্তু সেই এক ও একরসাত্মক জল পৃথিবীতে আসিয়া নানাবিধ পার্থিব বিকারের সংযোগে অর্থাৎ তাল ও হালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বীজ ভাবাপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিণত হইয়া থাকে। তালবীজ বা তালবৃক্ষ যাহাকে আকর্ষণ করিল, তাহা একরস হইল, নারিকেল যাহা আকর্ষণ করিল, তাহা অন্যরস হইল। অতএব একই জল যেমন কারণবিশেষের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন কলে ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের উৎপত্তি করে, সেইরূপ প্রকৃতিনিষ্ঠগুণত্রয়ের এক এক গুণের অভিভব ও এক এক গুণের সমুদ্ভব হওয়াতে প্রবলের সহযোগে দুর্ব্বল গুণগুলি বিকৃত হইয়া যায়। অতএব প্রকৃতির নিয়মিত পরিণামের জন্য প্রকৃতির স্বীয় শক্তি বা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রেরক থাকা সঙ্গত নহে।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্তত্ত্ব।

সৃষ্টি-প্রারম্ভে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরণ হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন ও তমোগুণে সংহার। একথা দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে গুণসমুদায়ের সাম্যভঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল, তাই সত্ত্বগুণ সর্ব্বপ্রথমে মহত্তত্ত্ব (যাহার পর নাই—নির্ম্মল বিকাশ) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, মহত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত, বর্ত্তমান প্রাণিনিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখা যায় যে, প্রত্যেক অন্তঃকরণ হরিহরমূর্ত্তির ন্যায় দ্বিমূর্ত্তিতে অবস্থিত। তাহার একমূর্ত্তি বা এক পরিণাম মনন, অধ্যবসায় নামে; আর দ্বিতীয় মূর্ত্তি বা পরিণাম অভিমান ও অহং নামে পরিচিত হইয়াছে। 'আমি' 'আমি আছি' 'বস্তু' 'বস্তু আছে' 'আমার' 'আমার কৃতিসাধ্য' ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াত্মক-বিকাশের নাম অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই জ্ঞানশক্তিই সহজাতস্বরূপে জীবের অন্তরাত্মায় নিয়ত সংলগ্ন আছে। জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই মহান্। মহান্ ও পূর্ণজ্ঞান সমান কথা, পূর্ণজ্ঞান শক্তি সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দের অভিধেয়। যে মহান্ পুরুষ এই মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বে পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হন; তিনিই সাংখ্যোক্ত পুরুষ, ইঁহাকে ঈশ্বরও বলা যাইতে পারে। ভূর্লোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকের সমস্ত পদার্থই এই মহান্ পুরুষের অধীন। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই মহত্তত্ত্ব নামক ব্যাপক-বুদ্ধি। আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি লোকস্থিতদিগের জ্ঞান ইত্যাদিক্রমে সেই সেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে আমরা যেরূপ এই হস্তপদাদি-বিশিষ্ট দেহের উপর আমি ও আমার এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি, সেইরূপ সাংখ্যোক্ত পুরুষ সম্পূর্ণ বুদ্ধিতত্ত্বের বা অন্তঃকরণ-সমষ্টির উপর আমি ও আমার ইত্যাকার অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছেন। আমরা যেরূপ আমাদের হস্তপদাদি যথেচ্ছ প্রেরণ করি, সেইরূপ পুরুষও অন্তঃকরণকে যথেচ্ছ প্রেরণ করিয়া থাকেন। কপিল লিখিয়াছেন, "মহদাখ্যং আদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" (কপিলসূত্র) প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই—সর্ব্বদা সমুৎপন্না বিষয়োপরক্তা বুদ্ধির অবগাহ খণ্ড খণ্ড বিষয়রাশি পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কেবল অথবা বিশুদ্ধ-বুদ্ধিই মহত্তত্ত্ব এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রথমে কেবল চিদাত্মপুরুষ ও প্রকৃতি ছিল, যখন প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণামে জগৎ আরম্ভ হইল, তখন প্রকৃতির প্রথম পরিণামে অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধিতে চিদাত্মার অনুরঞ্জন ব্যতীত অন্য পদার্থের অনুরঞ্জন ছিল না এবং তাহার পরিচ্ছেদকও ছিল না। সুতরাং তাহা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। পরে প্রকৃতি হইতে যতই স্থূল সূক্ষ্মবিকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ততই তাহা বিষয়পরিচ্ছিন্ন ও মলিন হইয়াছে। প্রকৃতির প্রথম মহত্তত্ত্বই জগদ্বীজ। এই মহত্তত্ত্ব হইতে অর্থাৎ এই মহত্তত্ত্বের পরিণামেই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যখন এই জগৎকার্য্যের রচনা আরম্ভ হয় নাই, ভগবান্ মনু তৎকালের সেই অবস্থা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" (মনু ১ অঃ)

এ জগৎ প্রথমে প্রকৃতিলীন ছিল, প্রকৃতিতে লীন থাকাই লয় বা প্রলয়। যে অবস্থা এখন লোকের অজ্ঞাত, অলক্ষ্য ও অপ্রতর্ক্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দাদি প্রমাণও ছিল না, প্রমাণের বিষয় প্রমেয় পদার্থ তাহাও ছিল না, সে অবস্থা প্রায় মহাসুষুপ্তির সদৃশ।

যেমন আমাদের প্রগাঢ় সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র নেত্র উন্মীলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত ও জ্ঞানবিকাশ উপস্থিত হয়, তেমনি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় কারণ প্রলয় প্রকৃতির পরি-

পাত্রে জগৎবুদ্বুদ ভাসিবামাত্র প্রকৃতিগর্ভে সূক্ষ্মজগতের অভিব্যক্ত (অঙ্কুর-স্বরূপ) তমোগুণকারক সৃষ্টিসামর্থ্যযুক্ত মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইল। যেমন জগৎ-বুদ্বুদ ভাসিল, অমনি মহান্ বিকাশ জাগিল। সূক্ষ্মজগৎ অলক্ষ্যে তৎপাত্রে অঙ্কিত হইল। ইহাই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। এখন দ্বিতীয় পরিণামের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাউক। একটী বিষয় জানিয়া রাখা উচিত যে, জ্ঞানশক্তির অনুগামিনী ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাশক্তির অনুগামিনী ক্রিয়াশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির অনুগামিনী সৃষ্টিশক্তি।

প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম অহংতত্ত্ব—

"প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ।" (সাংখ্যকারিকা ২২)

প্রকৃতি হইতে মহৎ ও মহৎ হইতে অহংকারের উৎপত্তি হয়, ইহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। পূর্ব্বোক্ত প্রথম পরিণামের অর্থাৎ আমি আছি ইত্যাদি সহজাত নিশ্চয়াত্মিকা-বৃত্তির একদেশে যে অহংবৃত্তি সংলগ্ন আছে, তাহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম এবং অহংতত্ত্ব এই আখ্যায় আখ্যাত। এই অহংতত্ত্ব প্রত্যেক আত্মায় আশ্রিত। এই অহং এক একটী গণনায় ব্যষ্টি ও সমস্ত গণনায় সমষ্টি। অহং, অভিমান ও অহংতত্ত্ব নামভেদমাত্র। মহত্তত্ত্বের সহিত অহংতত্ত্বের প্রভেদ এই যে, মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত আমি অলক্ষ্যোৎপন্ন, আর অহংতত্ত্বের আমি লক্ষ্যপূর্ব্বক উৎপন্ন। অহং-এর প্রধান লক্ষ্য আত্মার জীবভাব। ইহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। এইবার প্রকৃতির তৃতীয় পরিণামের বিষয় আলোচিত হইল—

প্রকৃতির তৃতীয় পরিণাম ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব হইতে যে বিচিত্র পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্রে এইরূপে লিখিত আছে—অহঙ্কার তত্ত্বের দুই পরিণাম ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র, যেমন এক দুগ্ধ হইতে দ্বিবিধ পরিণাম বা বিকার অর্থাৎ ছানা ও ছানার জল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক অহংতত্ত্বের পরিণামে দ্বিবিধ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ স্বচ্ছ ও প্রকাশস্বভাব। তন্মাত্রপ্রবাহ অস্বচ্ছ ও অপ্রকাশস্বভাব। উভয়ের আকারও ভিন্ন। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র তুল্যাকার ও তুল্যস্বভাব না হইবার কারণ এই যে, অহংতত্ত্বস্থিত রজোগুণ অহংতত্ত্বকে ঐরূপ বিভিন্ন আকারে ও স্বভাবে বিকৃত করিয়াছিল। প্রকৃতির পরিণাম অত্যন্ত বিচিত্র ও বোধাতীত, এইজন্য অহংতত্ত্ব হইতে প্রকাশস্বভাব (একাদশ ইন্দ্রিয়) ও জড়স্বভাব (পঞ্চতন্মাত্র) উৎপন্ন হইল। কপিল বলিয়াছেন—"ইতোন্ন প্রাকৃতঃ [illegible]বুদ্ধিপূর্ব্বক[illegible]।" এই পর্য্যন্তই অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। অতঃপর ব্রাহ্মী সৃষ্টি। আমরা যেরূপ সলিল, সূত্র ও মৃত্তিকাদি লইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক ঘটপটাদি নির্ম্মাণ করি, সেইরূপ প্রকৃতিস্থই ব্রহ্মদ্বারা নিয়মিতরূপে এই সৃষ্টি হইয়াছে।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চ তন্মাত্র, এই ষোড়শ পদার্থ ইহারা অহংতত্ত্বেরই পরিণাম। একাদশ ইন্দ্রিয়ের ঈদৃশ আর কোন পরিণাম বলা যাইতে পারে? মন উভয় ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে মন পরিচালন করে, এইজন্য মনকে উভয় ইন্দ্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাব শব্দে জায়মান বস্তু, যে যে বস্তু জন্মে, তাহার তাহারই বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্ত্তন ও বিনাশ হয়। বস্তুর এই প্রকার পরিণামকে অন্যান্য দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভাববিকার শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ভাববিকারগ্রস্থ নহে, এমন জন্যবস্তু অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নাই। সাংখ্যমতে পুরুষ ব্যতীত অপরিণামী কোন পদার্থই নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে "পরিণামস্বভাবা হি ভাবাঃ না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।" ভাব সকল পরিণামী, না পরিণত হইয়া ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। দৃশ্য বস্তুতে যে পরিণাম-ধর্ম্ম আছে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মনও জন্মবান্ সে জন্য মনও ভাববিকারগ্রস্ত।

পূর্ব্বে যে পঞ্চতন্মাত্রের কথা বলিয়াছি, ঐ পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত হইয়াছে। এইরূপ—চতুর্বিংশতিতত্ত্বই প্রকৃতির পরিণাম। এই প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপন্ন ও জগতের নাশ হইতেছে। ফল যাহা কিছু হয়, তাহা সকলই প্রকৃতির পরিণামে হইয়া থাকে। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

মহামতি শঙ্করাচার্য্য প্রকৃতির পরিণামে জগতের সৃষ্টি ও নাশ ইহা স্বীকার করেন না এবং এই মত খণ্ড করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, সাংখ্যশাস্ত্রে যে প্রধানের পর পরিণামী মহত্তত্ত্বের ও অহংতত্ত্বের উল্লেখ আছে, সেগুলি কি লোক, কি বেদ কিছুতেই উপলব্ধি হয় না। কিন্তু পরিণামী মহৎ, অহঙ্কার যাহা সাংখ্যযোগের কল্পিত, তাহা লোক ও বেদ উভয়ত্রই অপ্রসিদ্ধ।

সাংখ্যবক্তা কপিল সত্ত্বাদিগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রধান কহেন। এই কপিলের মতে গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কিছু নাই। তাহাকে কার্য্যপ্রবৃত্ত (সৃষ্ট্যুন্মুখ) ও কার্য্যনিবৃত্ত (প্রলয়োন্মুখ) করার জন্য কেহই নাই। পুরুষ আছেন সত্য, কিন্তু তিনি উদাসীন ও নিষ্ক্রিয়; এইজন্য তিনি তাহার প্রবর্ত্তকও নহেন নিবর্ত্তকও নহেন, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে প্রধান অনপেক্ষ, আর প্রবৃত্ত হন। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা

হইবে : কখন মহত্তত্ত্বাদিভাবে পরিণত হন, কখন হন না। ইহা সঙ্গত বা প্রামাণ্যও নহে। শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদ স্বীকার না করিয়া অর্থাৎ এই জগৎ প্রকৃতির পরিণাম ইহা না বলিয়া তিনি এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন ও এই মত যদিও অবৈদিক তাহা হইলেও বেদের অভিপ্রেত এইরূপ স্বীকার করিয়া সাংখ্যের পরিণামবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। (বেদান্তভাষ্য ২ অঃ)

পরিণাম, একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারক। ইনি স্বমতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্তন করিয়া বিখ্যাত হন। খেড়া জেলায় ইহার সমাধিমন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার শিষ্যসম্প্রদায় ক্রমশঃই ভিন্নমত আশ্রয় করিতেছে।

পরিণামক (ত্রি) পরিণাম-স্বার্থেঃকন্। ১ পরিণাম। ২ পরিণামযুক্ত।

"কালএব নৃণাং শত্রুঃ কালশ্চ পরিণামকঃ।
কালো নয়তি সর্ব্বং বৈ হেতুভূতাস্ত মদ্বিধাঃ॥"
(হরিবংশ ৬০ অধ্যায়)

পরিণামদর্শিন্ (ত্রি) পরিণামং শেষং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। সূক্ষ্মদর্শী, উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া যে কর্ম্ম করে, শেষদ্রষ্টা, যে কর্ম্ম করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা যে অনুভব করিতে পারে।

পরিণামশূল (পুং) পরিণামে পরিপাকে চরমাবস্থায়াং শূলং যস্ত বা পরিণামে ভুক্তান্নাদেঃ পরিপাকে উৎপন্নত্বে শূলং যস্মাৎ। শূলরোগবিশেষ। ভুক্তদ্রব্যের যখন পরিপাক হয়, তখন এই রোগ উপস্থিত হয়, এইজন্ত ইহাকে পরিণামশূল কহে। ইহাকে চলিত কথায় বলা যায়, পরিপাকের সময় বেদনা ধরা। ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, স্বকীয়কারণে অর্থাৎ রুক্ষাদিদ্বারা কুপিত বলবান্ বায়ু সমীপস্থ হইয়া কফ ও পিত্তকে দূষিত করিয়া পরিণামশূল উৎপাদন করে। পরিণামশূল ভুক্তদ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় উদ্ভূত হইয়া থাকে। বাতআদি ভেদে পরিণামশূলের লক্ষণ সংক্ষেপে লিখিত হইল। বাতজ পরিণামশূলে আধ্মান, আটোপ, মলমূত্রের রুদ্ধতা, গ্লানি ও কম্প হয়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়াদ্বারা এই রোগ উপশম হয়। পৈত্তিক পরিণামশূলে পিপাসা, দাহ, গ্লানি ও ঘর্ম্মোদগম হইয়া থাকে। কটু, অম্ল ও লবণরসযুক্ত দ্রব্যসেবনে এই রোগ বৃদ্ধি এবং শীতক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত হয়। শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলে বমি, হৃল্লাস, সম্মোহ ও অল্প বেদনা হয়। এই বেদনা দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া থাকে। কটু ও তিক্তরস সেবনে এই রোগ প্রশমিত হয়। উক্ত দুইটী দোষের মিলিত লক্ষণদ্বারা [illegible] মিলিত লক্ষণদ্বারা ত্রৈদোষিক পরিণামশূল [illegible]

ত্রিদোষজ পরিণামশূলে রোগীর মাংসবল ও জঠরাগ্নি ক্ষীণ হইয়া অসাধ্য হয়। পরিণামশূলের লক্ষণ লিখিত হইল, এখন ইহার চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইতেছে। পরিণামশূলরোগ নিবারণের জন্ত প্রথম উপবাস, বমন ও বিরেচনপ্রয়োগ করিতে হইবে। মদনফলের কাথ দুগ্ধসংযোগে এবং কাঞ্জার, পৌণ্ড্রক বা কোষকার, ইক্ষুরস কিংবা নিমের কাথ বা তিতলাউ ইহাদের রস আকণ্ঠ পর্য্যন্ত রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইতে হইবে। তেউড়ী বা দন্তীমূলচূর্ণ ভেরেণ্ডার তেলের সহিত পান করিলে বিরেচন হয়, ইহাতে পরিণামশূল সত্ত নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গের তণ্ডুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী ও চিতা এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ যত পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ গুড়সহ মোদক প্রস্তুত করিয়া ২ তোলা পরিমাণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। শুণ্ঠী, তিল ও গুড় সমভাগে দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া লেহন করিলে তিন রাত্রির মধ্যে পরিণামশূল নিবারিত হয়। শম্বুকভস্মচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। লৌহ, হরিতকী পিপ্পলী ও শুণ্ঠীচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে পরিণামশূল নষ্ট হয়। জলসংযুক্ত সুপক্ব নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব পুরিয়া মৃত্তিকাদ্বারা তাহাতে অঙ্গুলি পরিমাণ লেপ দিতে হইবে। তাহার পর উহাকে ঘুটিয়ার অগ্নিতে পোড়াইয়া উহার মধ্যস্থ সৈন্ধবসংযুক্ত নারিকেল যথামাত্রায় পিপ্পলীর সহিত ভক্ষণ করিলে সকলপ্রকার পরিণামশূল নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

"লৌহচূর্ণসমাযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমেব বা।
মধুনা স্বাদিতং রুদ্র। পরিণামাখ্যশূলনুৎ॥" (গরুড়পু°)

হারীতসংহিতার চিকিৎসিত স্থানে ৯ অধ্যায়ে পরিণামশূলের চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ আছে—

পরিণামশূল—তিক্ত ও মধুর দ্রব্যদ্বারা বমন, বিরেচন ও বস্তিক্রিয়া উপকারক। শুণ্ঠীচূর্ণ দুই তোলা ও গুড় দুই তোলা দুগ্ধের সহিত পায়স করিয়া সেবন করিলে প্রবল পরিণামশূল নষ্ট হয়। শম্বুকের গর্ভস্থিত মাংস সকল নিষ্কাশিত করিয়া [illegible] ভস্ম করিয়া তাহার এক বা দুইমাষা উষ্ণজলে গুলিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। [illegible] পান করিবার পূর্ব্বে [illegible] করিতে হয়। [illegible]

পরিত্যাগ করিয়া সলসংযুক্ত দধির সহিত মটর ও যবের ছাতু ভক্ষণ করিলে শীঘ্র পরিণামশূল প্রশমিত হয়। তিল, শুঁঠ, হরিতকী ও শম্বুক একত্র করিয়া একতোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ভিন্ন শম্বুকাদি গুড়িকা, শম্বরস-গুড়িকা, সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, সপ্তামৃতলৌহ, পিপ্পলীঘৃত, বীজপূরাদ্যঘৃত, কোলাদিমণ্ডূর, ক্ষীরমণ্ডুর প্রভৃতি ঔষধ সকল পরিণামশূলে বিশেষ উপকারক। (ভৈষজ্যর° শূলাধি°) [শূলরোগ দেখ।]

পরিণামিন্ (ত্রি) পরি-ণম-ণিনি। পরিণামযুক্ত, যাহার পরিণাম হয়, সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়ের মধ্যে প্রকৃতিরই পরিণাম হয় পুরুষের হয় না, এরূপ বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতিই পরিণামিনী।

"পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানে ঽন্যতরযোগঃ।"

(সাংখ্যদ° ১।৭৩)

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই পদার্থ ছিল, তাহা বলিয়া এই উভয়ই জগৎকারণ নহে। উক্ত উভয়ের পূর্ব্ববর্ত্তিতা থাকিলেও কারণতাজ্ঞাপক অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিদ্বয়ের বলে একটীরই কারণতা অর্থাৎ কেবল প্রকৃতির কারণতা অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হয়, কেবল প্রকৃতি পরিণামিনী ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। [প্রকৃতি ও পরিণাম দেখ]

পরিণামদৃষ্টি (স্ত্রী) পরিণামে দৃষ্টিঃ। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। (ত্রি) ২ যিনি ভবিষ্যৎ বিষয়ে দৃষ্টি করেন।

পরিণায় (পুং) পরিতো বামদক্ষিণতো নয়নং। পরি-নী-ঘঞ্ (পরিণ্যোর্নীণো দ্যূতাভ্রেষয়োঃ। পা ৩।৩।৩৭) চারিদিকে পাশার গুটিচালা, শারীর চারিদিকে নয়ন। ২ বিবাহ। ঘঞ্ প্রত্যয় পরে বাহুল্যপ্রযুক্ত উপসর্গের দীর্ঘ হয়, এই নিয়মানুসারে পরির ইকার দীর্ঘ করিলে 'পরীণায়' এইরূপ পদ হইবে।

পরিণায়ক (পুং) পরি-নী-ণ্বুল্। ১ সেনাপতি। ২ স্বামী।

পরিণায়ক রত্ন, বৌদ্ধরাজচক্রবর্ত্তীদিগের সপ্তধনের অন্তর্গত একটী ধন। (দিব্যাবদান ২১১।১৮)

পরিণাহ (পুং) পরিনহ্যতেঽনেন ইতি পরিনহ-ঘঞ্। ১ বিস্তার। পর্য্যায়—বিশালতা, চলিত উসার, চৌড়া।

"অরত্নীনাং সহস্রঞ্চ শতানি দশপঞ্চ চ।
পরিণাহস্তু বৃক্ষস্য কলানাং রসভেদিবান্॥" (ভারত ৬।৭।২১)

ঘঞ্ পরে ইকারের দীর্ঘ করিয়া 'পরীণাহ' এইরূপ হইবে।

পরিণাহবৎ (ত্রি) পরিণাহ বলাদিত্বাৎ, বাহু° মতুপ্, মস্য ব। বিস্তারযুক্ত।

পরিণাহিন্ (ত্রি) পরিণাহ-বলাদিত্বাদিনি। পরিণাহযুক্ত, বিস্তারযুক্ত।

পরিণিংসক (ত্রি) পরি-নিন্সি-চুম্বনাদৌ ণ্বুল্। ততো পঞ্চ। ১ চুম্বনকারী। ২ ভক্ষণকারী। "কলাদ্যঃ পরিণিংসকঃ।"

(ভট্টি ৯।১০৩)

পরিণিংসা (স্ত্রী) পরি-নিংস-অ, টাপ্। ১ চুম্বন। ২ ভক্ষণ।

পরিণিনংসু (ত্রি) ১ পরিণত হইতে ইচ্ছুক। (পুং) ২ তির্য্যক্-প্রহারেচ্ছু। "তবে রদঃ পরিণিনংসুরসাবুপৈতি" (মাঘ ৫।৩৪)

পরিণীত (ত্রি) পরি-নী-ক্ত। বিবাহিত, যাহার শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়াছে।

পরিণেতৃ (পুং) পরিণয়তীতি পরি-নী-তৃচ্। বোঢ়া, ভর্ত্তা, বিবাহকর্ত্তা স্বামী।

"দ্বিতৈত্য দত্তবতো দত্ত্যান্ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে।
অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্মএব মনীষিণঃ॥" (রঘু ১।২৫)

২ পরিতো নেতা, চতুর্দ্দিকে নয়নকারী।

পরিণেয় (ত্রি) পরি-নী-যৎ। ১ পরিত নয়নীয়, চতুর্দ্দিকে নীয়মান। ২ বিবাহের যোগ্য। স্ত্রিয়াং টাপ্ পরিণেয়া, পরিণয়ের যোগ্যা।

পরিত, বোম্বাই প্রদেশবাসী রজকজাতি। ইহারা পূর্ব্বে জাতিতে কুণবি ছিল বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু "কাপড় কাচা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবধি ইহাদের পরিত আখ্যা লাভ হইয়াছে। ইহারা পূর্ব্বে কোথায় ছিল এবং কোন সময়েই বা এখানে আসিয়াছে, তাহার কিছুই জানা যায় না। পুরুষগণের নামের শেষে 'মেহতর' (দলপতি) ও স্ত্রীলোকদিগের নামের শেষে 'বাই' শব্দের যোগ দেখা যায়। অভঙ্গে, আদ্মানি, আয়াবেড়, বিরাট, বরুড়, বেহাড়ে, বোষলে, ভাগবৎ, দলবি, দেশাই, গবলি, গাইকবাড়, গৈবারাটকর, কদম, কাটে, কোথলে, লাঙ্গগে, মানে, মন্দ, রাবৎ, রোকড়, সালুঙ্কে, শসানে, শীর্ষাৎ, শোঙ্গলে, সোনায়ে, তরোতে ও থানেকর নামে ইহাদের মধ্যে কএকটী বিভিন্ন পদবীযুক্ত থাক দেখা যায়। এক পদবীযুক্ত হইলে ইহাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। আম্রপত্র, রুইগাছ, শ্বেত আকন্দ, কাণ্ডনী গাছের ডাঁটা, কদম্বপত্র বা পুষ্প, এবং 'কর্ত্তক' লতা, এই পঞ্চপল্লবই ইহাদের বিবাহের 'দেবক'। আহ্মদনগরের অন্তর্গত অগদর্গাওর বহিরোবা (ভৈরবা) দেবী পুণায় দাবলমলিক, তুলজাপুরের দেবী, এবং জেজুরির খাণ্ডোবা ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা।

পরিতগণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত. পরিত ও কচ্ছপরিত, কোথাও কোথাও পরিত, উচ্চ (উচ্চ) পরিত, ও নিম্ন পরিত, এই তিনটী ভাগ দৃষ্ট হয়। কচ্ছ পরিত জাতিতে, নিকৃষ্ট এবং ভিন্ন জাতির সংস্রবে উৎপন্ন। উভয় সম্প্রদায়েই একত্র আহারাদি করে না অথবা পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান

কন্যাপুত্র আদানপ্রদান করে না। সামাজিক প্রকৃতিতে ইহারা কুণবিদিগের অনুরূপ। দুগ্ধের জন্য গো-মহিষ ও খাদ্যের জন্য ছাগলাদি ও পালিত পক্ষীসকল পালন করে। ইহারা উৎসব উপলক্ষে ও উপবাসাদিতে স্নান করে. এতদ্ভিন্ন প্রত্যহ ইহারা ভোজনের পূর্ব্বে কেবলমাত্র হাত ও পা ধুইয়া থাকে। স্নানান্তে ইহারা পুষ্পচন্দন দিয়া গৃহস্থিত দেবপূজা করে। গো ও শূকর মাংস ব্যতীত ইহারা অন্য সকল প্রকার মাংস, এবং মাদকতার জন্য মদ্য ও তাড়ি পান করিয়া থাকে। পুরুষেরা টিকি রাখে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পরিচ্ছদই হিন্দুর মত এবং কুণবি জাতির ন্যায় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। সহরের অধিকারী পরিতেরা একমাত্র রজকবৃত্তি দ্বারা এবং গ্রামবাসিগণ উক্ত বৃত্তি ব্যতীত কৃষিকার্য্য দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাপড়াদি লইয়া নদীতীরে গমন করে এবং কাপড়াদি কাচিয়া সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগত হয়। স্ত্রীলোকেরা গৃহাদির কার্য্যসমাপন করিয়া পুরুষদিগের সহিত কাপড় ধৌতকরণে অথবা হলচালনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। অন্যান্য সময়ে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা কুণবিদিগের ন্যায় মনে করিলেও, যখন ইহারা কাপড় ধৌত করিয়া আনে, তখন ইহারা কুণবি অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। কারণ সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণ পরিতদিগের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে অশুচিবোধে স্নান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের ধৌতবস্ত্র তুলসীপত্রের জল দিয়া শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করেন। বিবাহাদিতে যখন 'সম্মুখ' (বরের মা কনের মুখ দেখেন) প্রথা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময় পদতলে বিছাইবার জন্য একখানি বিস্তৃত বস্ত্র পরিতদিগকে দিতে হয় এবং বরকনে একত্র বাটীতে শুভাগমন করিলে 'বরাত' উৎসবেও তাহাদিগকে ঐ বস্ত্র সরবরাহ করিতে হয়। কার্ত্তিকমাসে দেওয়ালী উৎসবে ইহারা সস্ত্রীক একখানি মৃত্তিকার থালে প্রদীপ, পাণ ও ধান্য রাখিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের (যাহার যাহার কাপড় কাচে) দ্বারদেশে যাইয়া আরতি করে এবং তাহাদের দত্ত পয়সা লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়।

ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, মুখ গোল, নাসিকা পুরু, বলিষ্ঠ, এবং গোলগাল। আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যে 'কুকবর' রাখাল জাতির সহিত অনেক মিলে। প্রায় সকল জাতির পাচিত অন্ন ইহারা গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণীর অশৌচান্তে বস্ত্র ধৌত করে বলিয়া ইহারা মাসে মাসে একদিন ব্রাহ্মণবাড়ী প্রসাদ পাইয়া থাকে। কন্যার ১০।১২ বৎসরে এবং পুত্রের ১৬।২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়। বিধবা-বিবাহ ও বহু বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে।

বরের পিতা বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া দিলে, কন্যার পিতা বর, বরকর্ত্তা ও তাহার আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রিত করিয়া আপনার বাটীর নিকটস্থ একটী নির্দ্দিষ্ট ভবনে আনিয়া রাখে। পরদিন ঐ বালককে হরিদ্রা মাখাইয়া দেয় এবং একটী চতুরস্র স্থানের চারি কোণে চারিটী জলপূর্ণ কলসী রাখিয়া, তাহার গলায় সূতা বেষ্টন করে। যখন ঐ চতুষ্কের মধ্যে বালককে স্নান করান হয়, তখন চারিদিকে চারিজন লোক অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ; ঐ সময় পুনরায় তাহাদের আঙ্গুলে লাগাইয়া সূতা দিয়া ঘিরিতে হয়। স্নানের পর বালক বহির্বেষ্টিত সূতার নিয়ে আসিয়া দাঁড়ায় এবং একজন সধবা স্ত্রীলোক প্রদীপ ও ধান্য লইয়া তাহাকে বরণ করে এবং ধান্যগুলি (ভূতে ধরিবে না বলিয়া) বরের চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। এ দিকে কন্যার বাটীতেও কন্যাকে ঐরূপভাবে স্নান করান হইয়া থাকে। বিবাহ দিনে পাত্রকে নূতন বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়া কন্যার ভবনে লইয়া যাওয়া হয় এবং কন্যার বামদিকে বরকেও একখানি টুলের উপর পাশাপাশিভাবে বসাইয়া দেয়। ঐ সময়ে তাহাদের মাথার উপর একখানি হরিদ্রাচিহ্নিত বস্ত্র আচ্ছাদন দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ (গ্রাম্য জোষী) পুরোহিত আসিয়া উভয়কে ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং কন্যার গলায় মঙ্গলসূত্র ও পরে কন্যার বাম ও বরের দক্ষিণ হস্তে হলুদের শিকড়ের সহিত 'কঙ্কণ' বা সূতা বাঁধিয়া দেন। ঐদিন সন্ধ্যার সময় বরকন্যা উভয়েই বরের বাটীতে গমনকালে পথিমধ্যে মারুতীর পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহের মন্ত্রতন্ত্র নাই, কন্যাকে কন্ধলে বসাইয়া বরের পিতা কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দান করে এবং বালিকার কোলে ৫টী নারিকেল ও পাঁচটী খর্জ্জুর দেয়। কন্যার পুষ্পোৎসবে পাঁচদিন অশৌচ থাকে, পরে শুভদিনে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ইহারা কতকাংশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মসেবী এবং কতকাংশে লিঙ্গায়ৎদিগের অনুকরণকারী। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ইহাদের যেরূপ ভক্তি, লিঙ্গায়ত জঙ্গমদিগের প্রতিও তদনুরূপ। মুসলমান ফকিরের উপরও ইহাদের বিশেষ অনুরাগ ও আস্থা আছে। বিবাহসময়ে ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করে এবং মৃত্যুর পর লিঙ্গায়ত প্রথানুসারে তাহাদের কবর হইবার জন্য জঙ্গম আসিয়া যাজন করে। যে সকল ব্যক্তি শবদেহ প্রোথিত করিবার জন্য কবরস্থান পর্য্যন্ত গমন করে, সেই সকল ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবার কালে কতকগুলি দূর্ব্বাঘাস সঙ্গে করিয়া আনে। যেখানে মানবদেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল, সেই স্থানে রক্ষিত জলপাত্রে ঐ দূর্ব্বাগুলি নিক্ষেপ করিতে হয়। তৃতীয় দিনে উত্তম উত্তম অন্নব্যঞ্জনাদি

লইয়া কবরের সম্মুখে যাইয়া প্রেতের জন্ত রাখিয়া দেয়। দশম দিবসে জ্ঞাতিভোজন হইয়া থাকে।

যে লিঙ্গায়ত ইহাদের বংশপরম্পরায় গুরু হন, তিনি 'মাদিবলায্য' * নামে খ্যাত। বেলগাম জেলার যল্লমা দেবী ইহাদের কুলদেবতা। হিন্দুপর্ব্বাদিতে ইহারা যোগদান করে এবং আষাঢ় ও কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশীতে এবং শিবরাত্রে ইহারা উপবাস করে। ভবিষ্যদ্বাণী, সামুদ্রিক বিদ্যা ও ডাকিনী যোগিনীর কথায় ইহাদের বিশ্বাস আছে। স্ত্রী প্রসূত হইলে ৪ দিন অশৌচ থাকে। পঞ্চমদিনে জাতশিশু ও প্রসূতিকে স্নান করাইয়া দেয়, ঐ দিন ষষ্ঠীপূজা ও উপস্থিত কুটুম্বগণকে মাংস ও মিষ্টান্ন ভোজন এবং ত্রয়োদশ দিনে পুত্রের নামকরণ হয়। সামাজিক কোন গোলযোগ বা বিবাদ হইলে একটী পঞ্চায়ত আহুত হয়। গুরু আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পঞ্চায়তের বিচারে সকল নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

পরিতকন (ক্লী) ইতস্ততঃ ভ্রমণ, ঘুড়িয়া বেড়ান।

পরিতক্মন্ (ক্লী) পরি-তক হসনে মনিন্। পরিতোগমন, চতুর্দ্দিকে গমন। তদর্হতি যৎ, পরিতক্ম্য। পরিতোগন্তব্য, চতুর্দ্দিকে গমনীয়। "যঃ শূবসাতা পরিতক্ম্যে ধনে"(ঋক্ ১।৩১।৬) 'পরিতক্ম্যে পরিতোগন্তব্যে' (সায়ণ)

পরিতত্ন (ত্রি) পরি-তন-ক্ত। সর্ব্বতোব্যাপ্ত, চারিদিকে ব্যাপ্ত। "পরিষ্বা পরিতত্নুনা" (অথর্ব্ব° ১।৩৫।৫) 'পরিতত্নুনা সর্ব্বতো ব্যাপ্তেন' (ভাষ্য)

পরিতপ্ত (ত্রি) পরি-তপ-ক্ত। পরিতাপযুক্ত, যাহার পরিতাপ হইয়াছে।

পরিতপ্তি (স্ত্রী) পরি-তপ-ক্তিন্। পরিতাপ।

পরিতর্কণ (ক্লী) ১ বিবেচনা। ২ একাগ্র চিন্তা।

পরিতর্কিত (ত্রি) সম্যক বিবেচিত। বাদানুবাদ দ্বারা স্থিরীকৃত।

পরিতর্পণ (ত্রি) পরিতুষ্টিকরণ। (ক্লী) সম্যক্ তৃপ্তি।

পরিতর্পিত (ত্রি) যাহাকে তৃপ্ত করান হইয়াছে।

পরিতস্ (অব্য) পরি-তসিল্ (পর্য্যভিভ্যাঞ্চ। পা ৫।৩।৯) সর্ব্বতঃ, সকলদিকে, চতুর্দ্দিকে অভিব্যাপ্ত। চারিদিকে, সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে। পরিতঃ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, যথা ভক্তাঃ কৃষ্ণং পরিতঃ, ইত্যাদি।

"পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাতশঙ্খে পরিতোদিগন্তান্ তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে॥"
(রঘু ৬।৯)

* মাদিবলদিগের আচার্য্য। কণাড়ী ভাষায় রজককে মাদিবল বলে।

পরিতাপ (পুং) পরি সর্ব্বতোভাবেন তপ্যতেঽনেন পরি-তপ-ঘঞ্। ১ দুঃখ, সন্তাপ, মনস্তাপ। ২ নরকান্তর। 'পরিতাপস্তু পুংসি স্যাৎ দুঃখে চ নরকান্তরে।' (মেদিনী) ৩ শোক। ৪ ভয়। ৫ কম্প। ৬ অত্যুষ্ণতা।

"পরিতাপঞ্চ গাত্রেভ্যঃ পীড়া বাধাশ্চ কুৎস্নশঃ।
অপহন্তি নরব্যাঘ্র! দয়াং কুরু মহীপতে॥" (মার্ক° পু° ১৫।৪৯)

পরিতাপিন্ (ত্রি) পরিতাপ অস্ত্যর্থে ইনি। পরিতাপযুক্ত, যাহার পরিতাপ হইয়াছে।

পরিতারণীয় (ত্রি) পরিতারণের যোগ্য। রক্ষণশীল।

পরিতিক্ত (ত্রি) অত্যন্ত তিক্ত। ২ বৃক্ষভেদ, নিম (Melia Azedarach)।

পরিতুষ্ট (ত্রি) পরি-তুষ-ক্ত। পরিতোষযুক্ত, সন্তুষ্ট।

"যৎপ্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ॥"
(মার্ক° পু° ৯৩।১০)

পরিতুষ্টি (স্ত্রী) পরি-তুষ-ক্তিন্। পরিতোষ, সন্তোষ।

পরিতৃপ্ত (ত্রি) পরি-তৃপ কর্ত্তরি-ক্ত। সম্যক্ তৃপ্তিযুক্ত।

পরিতোষ (পুং) পরি-তুষ-ঘঞ্। সন্তোষ, সকলরূপে তুষ্টি।

পরিতোষণ (ত্রি) যাহাতে তুষ্টি হয়। (ক্লী) পরি সর্ব্বতোভাবেন তোষণং। তুষ্টি।

"যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥" (ভাগ° ১।৫।৩৫)

পরিতোষয়িতৃ (ত্রি) পরিতোষকারী, যাহাতে তুষ্টি সম্পাদন হয়।

পরিতোষবৎ (ত্রি) পরিতোষ বিদ্যতেঽস্য, পরিতোষ-মতুপ, মস্য ব। পরিতোষযুক্ত, সন্তুষ্ট।

পরিতোষিন্ (ত্রি) পরিতোষ অস্ত্যস্য ইনি। পরিতুষ্ট, সন্তুষ্ট।

পরিত্যক্তৃ (ত্রি) পরিত্যজতি ত্যজ্-তৃচ্। পরিত্যাগকারী, যে পরিত্যাগ করিয়াছে।

"অকারণপরিত্যক্তা মাতাপিত্রোর্গুরোস্তথা।" (মনু ৩।১৫৭)

পরিত্যজ (স্ত্রী) পরি-ত্যজ-ক্বিপ্। পরিত্যাগী।

পরিত্যজ্য (ত্রি) পরি-ত্যজ-যৎ। পরিত্যাগের যোগ্য। বর্জ্জনীয়। যাহা পরিত্যাগ করা যায়।

পরিত্যক্ত (ত্রি) পরি-ত্যজ-ক্ত। যাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

পরিত্যজন (ক্লী) পরি-ত্যজ-ল্যুট্। পরিত্যাগ, বর্জ্জন।

পরিত্যাগ (পুং) পরিত্যজনমিতি পরি-ত্যজ-ঘঞ্। সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন, পর্য্যায়—ছোরণ। (ত্রিকা°)

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" (মৎস্যসূক্ত)

পরিত্যাগসেন (পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪২।৫৪)

পরিত্যাগিন্ (ত্রি) পরিত্যাগ-অস্ত্যর্থে ইনি। পরিত্যাগযুক্ত, যিনি পরিত্যাগ করেন। "অনুরক্তেস্তথা চাস্তৈরপরিত্যাগিভিঃ প্রিয়ঃ [গো° রামা° ১।৭৯।৩২)

পরিত্যাজন (ক্লী) পরিত্যাগ। "সক্তমুষলাদি প্রহারেণ প্রাণপরিত্যাজনাৎ" (মনু। ৮।৩১৬ কুল্লূক)

পরিত্যাজ্য (ত্রি) পরি-ত্যজ-ণ্যৎ। পরিত্যাগের যোগ্য। যাহা পরিত্যাগ করা যায়। "তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভুমেন পাণ্ডবান্ প্রতি।" (ভারত° উদ্‌যোগপর্ব্ব).

পরিত্রস্ত (ত্রি) পরি-ত্রস-ক্ত। ভীত।

পরিত্রাণ (ক্লী) পরিত্রায়তে ইতি পরি-ত্রৈ-ল্যুট্। ১ রক্ষণ, মারণোদ্যতের নিবারণ। পর্য্যায়—পর্য্যাপ্তি, হস্তধারণ।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" (গীতাঃ ৪।৮)

পরিত্রাত (ত্রি) পরি-ত্রৈ-ক্ত। রক্ষিত।

পরিত্রাতব্য (ত্রি) পরি-ত্রা-তব্য। পরিত্রাণের যোগ্য।

পরিত্রাতৃ (ত্রি) পরি-ত্রা-তৃচ্। পরিত্রাণকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা। যিনি পরিত্রাণ করেন।

পরিত্রায়ক (ত্রি) পরিত্রাতা, পরিত্রাণকর্ত্তা।

পরিদংশিত (ত্রি) পরিদংশো জাতোহস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। কৃতসন্নাহ। (ভারত ৪।১৩৬ অ°)

পরিদর (পুং) দন্তরোগভেদ (Sponginess of Gums)। দন্তমূলে এই পীড়া হইলে শীতাদ রোগের ন্যায় রক্তমোক্ষণ করিয়া শুঁঠ ও ত্রিফলার কাথে গণ্ডূষ ধারণ করিবে। প্রিয়ঙ্গু, মুস্তা ও ত্রিফলা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কতকাংশে উপশম হয়। দন্তমাড়ির কোমলতা। (সুশ্রুত নি° ১৬ অ°)

পরিদর্শন (ক্লী) পরি-দৃশ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে অবলোকন।

পরিদান (ক্লী) পরিদীয়তে ইতি পরি দা-ভাবে ল্যুট্। পরিবর্ত্ত, বিনিময়, প্রতিরূপদান।

পরিদায় (পুং) পরি-দা-ঘঞ্। আমোদদায়ী, সুগন্ধ। "সুপার্শ্বস্য গিরেঃ পাদৈঃ পরিদায়ৈঃ সুপারগৈঃ।" (হরিব° ২১৮ অ°)

পরিদায়িন্ (পুং) পরিত্যজ্য শাস্ত্রধর্ম্মং দদাতীতি পরি-দা-ণিনি। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে তাহার কনিষ্ঠকে কন্যাদানকারী। এইরূপ বিবাহ, শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যিনি উক্তরূপ পাত্রকে কন্যাদান করেন এবং যে বিবাহ করে, উভয়ই পতিত হয়। "জ্যেষ্ঠে অনির্ব্বিষ্টে কনীয়ান্ নির্ব্বিশন্ পরিবেত্তা ভবতি পরিবিন্নো জ্যেষ্ঠঃ পরিবেদনীয়া কন্যা পরিদায়ী দাতা, পরিকর্ত্তা যাজকস্তে সর্ব্বে পতিতাঃ" ("উদ্বাহতত্ত্বধৃত হারীতস°")

পরিদাহ (পুং) পরি-দহ-ঘঞ্। ১ অত্যন্তদাহ। ২ মানসিক দুঃখ।

পরিদাহিন্ (ত্রি) পরিদাহ অস্ত্যর্থে ইনি। পরিদাহযুক্ত, অত্যন্তদাহযুক্ত। (পাণিনি ৩।২।১৪২)

পরিদীন (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন দীনঃ। অতিশয় মানসিক ক্লিষ্ট। অতি বিমর্ষ। (রামা° ৫।২৯।১)

পরিদুর্ব্বল (ত্রি) পরি অতিশয়েন দুর্ব্বলঃ। অতি দুর্ব্বল। অতিশয় ক্ষীণ। কার্য্যাক্ষম। (মার্ক° পু° ২৫।১৩)

পরিদেব (পুং) পরিদেবন, অনুশোচন, দুঃখ।

"কিন্তু সঞ্জয় সংগ্রামে বৃত্তং দুর্য্যোধনং প্রতি।
পরিদেবো মহানত্র শ্রুতো মে নাস্তিনন্দনম্ ॥"
(ভারত° ৭।৮৫।৫)

পরিদেবক (ত্রি) পরিদেবয়তীতি পরি-দেব-ণ্বুল্। পরিদেবনকারী, অনুশোচনকারী অনুতাপকারী, বিলাপকারী।

পরিদেবন (ক্লী) পরি দিব-ল্যুট্। অনুশোচনোক্তি, বিলাপ, অনুশোচনা, অনুতাপ।

"পরিদেবনঞ্চ পাঞ্চাল্যা বাসুদেবস্য সন্নিধৌ।
আশ্বাসনঞ্চ কৃষ্ণস্য দুঃখার্ত্তায়াঃ প্রকীর্ত্তিতন্ ॥" (ভারত ১।২।১৩৩)

পরিদেবনা (স্ত্রী) পরিদেবয়তীতি পরি-দিবি-যুচ্ (ণ্যাস্‌শ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭) ততষ্টাপ্। শোকনিমিত্ত বিলাপ, দুঃখে অনুশোচনা।

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥" (গীতা° ২ অ°)

পরিদেবিত (ত্রি) পরি-দেবি-ক্ত। ১ বিলাপ। ২ দুঃখিত, ক্লিষ্ট।

পরিদেবিন (ত্রি) পরি-দিব-তাচ্ছীল্যে ণিনি। পরিদেবনশীল। বিলাপকারী, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "করুণপরিদেবিনী" (শকুন্তলা)

পরিদ্রষ্টৃ (ত্রি) পরি-দৃশ-তৃচ্। পরিদর্শনকারী।

পরিদ্বীপ (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১০০ অ°)

পরিদ্বেশস্ (ত্রি) সর্ব্বতোভাবে বিরুদ্ধাচারী।

পরিধর্ষণ (ক্লী) পরি-ধৃষ-ল্যুট্। আক্রমণ।

পরিধান (ক্লী) পরিধীয়তে যৎ, পরি-ধা-কর্ম্মণি ল্যুট্। পরিধেয় বস্ত্র, পর্য্যায়—অন্তরীয়, উপসংব্যান, অধোংশুক।

"বরং বনং ব্যাঘ্রগজাদিসেবিতং জলেন হীনং বহুকণ্টকাবৃতং।
তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবিতম্ ॥"
(পঞ্চতন্ত্র ৫।২৩)

২ পরা। ৩ পিধান, আচ্ছাদন।

পরিধানীয় (ত্রি) পরি-ধা-অনীয়র্। পরিধানের যোগ্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি। স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিধানীয়া শস্ত্রাদিদিষ্টা উক্ত্যা ঋক্। "সর্ব্বস্তোত্রয়াং পরিধানীয়েতি বিজ্ঞাৎ।" (আশ্ব° শ্রৌ° ২।১৬৬)

পরিধাপন (ক্লী) পরি-ধাপি-ল্যুট্। ১ পরিধেয়বস্ত্র। ২ পরান, পরিধান করান।

পরিধাপনীয় (ত্রি) পরি-ধাপ-অনীয়র্। পরিধানের যোগ্য।

পরিধায় (পুং) পরিধীয়তেঽত্র, পরি-ধা-ঘঞ্। ১ জলস্থান। ২ পরিচ্ছেদ, আধার। ৩ নিতম্ব। জলস্থানের পরিবর্তে কেহ কেহ জলস্থান এই পাঠ করেন। ভাবে ঘঞ্। ৪ পরিধান।

'পরিধায়ো জলস্থানে পরিচ্ছেদনিতম্বয়োঃ॥ (মেদিনী)

মেদিনী, হেমচন্দ্র প্রভৃতি পরিধায় অর্থে জলস্থান এই অর্থই করিয়াছেন।

পরিধায়ক (পুং) ১ আচ্ছাদক। 'পরিধায়কাঃ কূপস্য আচ্ছাদকাঃ।' (ঋক্ ১।৫২।৫ সায়ণ) ২ বেষ্টনী, বেড়া।

পরিধারণ (ক্লী) পরি-ধারি-ল্যুট্। প্রতিবন্ধক।

পরিধার্য্য (ত্রি) পরি-ধৃ-ণ্যৎ। পরিধারণযোগ্য। রক্ষণীয়। (হরিবংশ ১২৭ অ°)

পরিধাবিন্ (ত্রি) পরিধাবনকারী, ভ্রমণকারী।

পরিধাবিন্ (পুং) ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত একটী সম্বৎসর।

পরিধি (পু) পরিধীয়তেঽনেন পরি-ধা-কি (উৎসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) পরিবেশ, বৃত্তির সমন্তাৎ রেখা।

২ চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল, চন্দ্রসূর্য্যসমীপ মণ্ডল।

"অনুণস্বমুপেযিবান্ বভৌ পরিধের্মুক্ত ইবোষ্ণদীধিতিঃ।" (রঘু ৮।৩০)

৩ যজ্ঞিয় তরুশাখা। "খাদিরং পলাশং বৈকবিংশতিদারুকমিধ্মং বরোতি ত্রয়ঃ পরিধয়ঃ।" (আপস্তম্ব)

'পরিধির্না যজ্ঞিয়তরু-শাখায়ামুপসূর্য্যকে।' (মেদিনী)

৪ ভূগোলাদির বেষ্টন। (লীলাবতী) পরিধীয়তে যদিতি পরি-ধা-কর্ম্মণি কি। ৫ পরিধেয় বস্ত্র।

"মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্যুৎ।" (ভাগ°৮।৭।১৭)

'কনকং সুবর্ণমিব পীতং পরিধি বস্ত্রং যস্য।' (শ্রীধর)

পরিধিস্থ (পুং) পরিধৌ তিষ্ঠতি পরিধি-স্থা-ক। ১ পরিচারক, পরিচর। ২ যুদ্ধকালে পরপ্রহার হইতে রথরক্ষক, যুদ্ধাদিতে রথীর রক্ষার্থ চারিদিকে স্থিত সৈন্যাদি।

পরিধিপতিখেচর (পুং) মহাদেব। (ভারত অনু° ৬৭ অঃ)

পরিধীর (ত্রি) গভীর, অতি ধীর।

পরিধূপিত (ত্রি) ধূপদ্বারা সুবাসিত, সুগন্ধীকৃত।

পরিধূমন (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত তৃষ্ণাপীড়িতের উদ্গারভেদরূপ উপদ্রবভেদ, চলিত চোঁয়া ঢেকুরতোলা।

পরিধূমায়ন (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত উদ্গারভেদ।

পরিধূসর (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন ধূসরঃ। অতিশয় ধূসরবর্ণ।

পরিধেয় (ত্রি) পরিধাতুং শক্যং পরি-ধা-যৎ (অচোযৎ। পা ৩।১।৯৭) আত ঈৎ, ততঃ গুণঃ। (ঈদ্যতি। পা ৬।৪।৬৫) পরিধানীয়, পরিধানের যোগ্য। ২ পরিধানোপযুক্ত বস্ত্রাদি।

পরিধ্বংস (পুং) পরি-ধ্বন্‌স-ঘঞ্। নাশ।

"রাজকার্য্যপরিধ্বংসাৎ মন্ত্রী দোষেণ লিপ্যতে।" (হিতো° ১১।১১৮)

পরিধ্বংসিন্ (ত্রি) পরিধ্বন্‌স শীলার্থে ইনি। ধ্বংসশীল।

"দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যো ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে।" (কামন্দক নীতি° ২।৪০)

পরিনগর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের থর ও পার্কর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান বিরবা নগরের সন্নিকটে অবস্থিত। বালমেরনিবাসী যশো পরমার নামে জনৈক রাজা এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি আছে, মুসলমান আক্রমণে এই নগরের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এখানে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত কতকগুলি জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের মধ্যে যে গুলি এখনও জীর্ণাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

পরিনন্দন (ত্রি) পরিনন্দ-ণিচ্-ল্যু, ক্ষুভ্নাদিত্বাৎ ন ণত্বং। ১ সন্তোষকারক। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। ২ সন্তোষকরণ।

পরিনিন্দা (স্ত্রী) অতিশয় নিন্দা।

"আত্মোৎকর্ষং ন মার্গেত পরেষাং পরিনিন্দয়া" (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

পরিনিম্ন (ত্রি) অতিশয় নিম্ন।

পরিনির্ব্বাণ (ক্লী) অতি নির্ব্বাণ।

পরিনির্ব্বিবপ্স (ত্রি) পরি-নির্-বপ-সন্ ততঃ উ। দান করিতে অভিলাষী। (ভট্টি ৩।৪২)

পরিনির্ব্বাতি (স্ত্রী) নির্ব্বাণ-গতি। (দিব্যা° ১৫০।১৮)

পরিনির্বৃত (ত্রি) পরিতো নির্বৃতঃ। সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত। লব্ধনির্ব্বাণ। মোক্ষ। (দিব্যা° ৭৯।১৯)

পরিনির্বৃতি (স্ত্রী) মোক্ষ।

পরিনিশ্চয় (পুং) স্থিরনিশ্চয়।

পরিনিষ্ঠা (স্ত্রী) পরি-নি-স্থা-ভাবে অ, ততঃ টাপ্। পর্য্যবসান, সমাপ্তি। "পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠা।" (সাংখ্যসূ° ১।৬৬)

পরিনৈষ্ঠিক (ত্রি) সর্ব্বোত্তম।

পরিন্যাস (পুং) যে স্থলে কাব্যার্থের নিষ্পত্তি অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে কীর্ত্তন হয়, তাহাকে পরিন্যাস কহে।

"তন্নিষ্পত্তিঃ পরিন্যাসঃ।" (সাহিত্যদ° ৬৩৪)

পরিপক্ব (ত্রি) পরি-পচ-ক্ত। ১ পরিপাকযুক্ত। ২ পরিণত। সুপক, পাকা। ৩ বহুদর্শী।

পরিপক্বতা (স্ত্রী) পরিপক্বস্য ভাবঃ, তল্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পরিপক্বাবস্থা। ২ বহুদর্শিতা।

পরিপণ (ক্লী) পরিপণ্যতে ব্যবহ্রিয়তেঽনেন, পরি-পণ-ঘ। (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮). মূলধন, চলিত পুঁজি।

পরিপতন পরি-পত-ল্যুট্। অত্যন্ত উড্ডয়ন।

পরিপতি (পুং) সর্ব্বব্যাপী। (শুক্লযজুঃ ৫।৯)

পরিপদ্ (স্ত্রী) পরিপদ-ক্বিপ্। ১ জাল, ফাঁদ। ২ জীব, প্রাণিমাত্র।

পরিপাদন্ (ত্রি) শত্রু।

পরিপন্থ (পুং) পন্থানং বর্জ্জয়িত্বা ব্যাপ্য বা তিষ্ঠতি পথি-অচ্। ১ পথে বর্জ্জনকারী। ২ পথে ব্যাপক।

পরিপন্থক (পুং) পরিপন্থয়তি দোষাদিকং প্রাপ্নোতীতি পরি-পথি-বুল্। ১ শত্রু। (শুক্লযজুঃ ৪ ২৪)

"হতো দুর্য্যোধনঃ পাপো রাজ্যস্ত পরিপন্থকঃ।" (ভার° ১০।১৬।৩৫)

পরিপন্থিক (পুং) পরি-পন্থ-ঠক্। শত্রু।

পরিপন্থিত্ব (ক্লী) পরিপন্থিনো ভাবঃ, পরিপন্থিন্ ভাবে ত্ব। পরিরোধন।

পরিপন্থিন্ (ত্রি) পরি সর্ব্বতো ভাবেন দোষাখ্যানং পন্থয়িতুং শীলমস্য। পরি-পন্থ-ণিনি। শত্রু।

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥" (গীতা ৩।৩৪)

২ প্রতিকূলাচারী। বেদেই এই প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অন্যস্থলে উপচারবশতঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে। পাণিনিতে লিখিত আছে।

"ছন্দসি পরিপন্থিপরিপরিণৌ পর্য্যবস্থাতরি।" (পা ৫।২।৮৯)

পরিপরিন্ (ত্রি) পরিপরি (ছন্দসীতি। পা ৫।২।৮৯) ইতি নিপাত্যতে। ১ শত্রু। ২ নানাস্থান ভ্রমণকারী তস্করবিশেষ।

"মা ত্বা পরিপরিণো বিদন্মা।" (শুক্লযজুঃ ৪।৩৪)

'সর্ব্বতঃ সঞ্চরন্তস্তস্করবিশেষাঃ পরিপরিণ উচ্যন্তে' (ভাষ্য)

পরিপবন (পুং) পরি-পূ করণে ল্যুট্। চালনী। (নিরুক্ত ৪।৯)

পরিপশব্য (ত্রি) ব্যাপ্তৌ পশুঃ, পশোরিদং যৎ, ততঃ প্রাদি-সমাসঃ। সকল পশুসম্বন্ধী। (কাত্যা° শ্রৌ ৮।৮।৩)

পরিপাক (পুং) পরিপচ্যতে ইতি পরি-পচ-ঘঞ্। ১ পরিপক্কতা। জীর্ণতা।

"ইত্যদ্ভুতং কেবলবহ্নিপক্ব-মাংসেন মৎস্যঃ পরিপাকমেতি।" (ভাবপ্র°)

২ নৈপুণ্য। ৩ পরিণাম।

পরিপাকিনী (স্ত্রী) পরিপাকঃ পরিপাকশক্তিঃ বিদ্যতেঽস্যাঃ, পরিপাক-ইনি-ঙীপ্। ত্রিবৃৎ, তেউড়ীলতা।

পরিপাচন (ত্রি) ১ সম্যক্ পচনশীল। ২ পরিপাককরণ।

পরিপাচনা, সম্যক্‌রূপে পক্কতায় পরিণত করণ। পক্কাবস্থায় আনয়ন। (দিব্যা° ১২৫।১°)

পরিপাচয়িতৃ (ত্রি) পরিপাচনকারী।

পরিপাটল (ত্রি) অরুণ। "ধৌতরাগপরিপাটলাধর।" (রঘু ১৯।১০)

পরিপাটি (স্ত্রী) পরিপাটনং, পরি-পট-স্বার্থে ণিচ্, অচ ই, বা পরি ভাগেন পাটিঃ পাটনং গতির্যস্যাঃ। ১ পরিপাটীবিশিষ্ট। পর্য্যায়—আনুপূর্ব্বী, আবৃৎ। অনুক্রম, পর্য্যায়, আনুপূর্ব্ব, আনুপূর্ব্বক, পরিপাটী, ক্রম।

পরিপাটী (স্ত্রী) পরিপাটি-ঙীষ্। ১ অনুক্রম, পর্য্যায়। (হেম) ২ পাটিগণিত।

পরিপাঠ (পুং) সম্যক্ গণন, আনুপূর্ব্বিক কথন। (অব্য) সম্যক্‌রূপে পাঠ।

"ন ধর্ম্মঃ পরিপাঠেন শক্যো ভারত! বেদিতুম্।" (ভারত শান্তি°)

পরিপাঠক (ত্রি) আনুপূর্ব্ব পাঠ বা প্রকাশকারী।

পরিপাণ (পুং ক্লী) ১ পরিতঃ পালন, পরিরক্ষণ। ২ পরিপালক।

"পরিপাণমসি পরিপাণং মেদাঃ স্বাহা।" (অথর্ব্ব ২।১৭।৭)

'পরিপাণং পরিতঃ পালনং, তদ্ধেতুত্বাৎ তাচ্ছব্দ্যাৎ পরিপালক ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ) 'পরিপাণাৎ পরিরক্ষণাৎ।' (অথর্ব্বভাষ্য ৪।২০।৮)

পরিপাণ্ডু (ত্রি) পাণ্ডুবর্ণ বা কৃশতাযুক্ত।

"প্রপশ্যতি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরম্।" (উত্তররাম° ৩ অঙ্ক)

পরিপাতন (ক্লী) নিপাতন। হিংসন, ধ্বংসকরণ, নষ্টকরণ। (দিব্যা° ৪১৭।৬)

পরিপাদ (অব্য) পাদবর্জ্জন করিয়া।

পরিপান (ক্লী) পানীয়।

"বিদুর্বিষাণং পরিপানমন্তিতে।" (ঋক্ ৫।৪৪।১১)

পরিপার্শ্ব (ত্রি) পার্শ্ব, নিকট।

পরিপার্শ্বচর (ত্রি) নিকটে বা পার্শ্বে চরণ বা গমনকারী।

পরিপার্শ্ববর্ত্তী (ত্রি) নিকটবর্ত্তী।

পরিপালক (ত্রি) পরিরক্ষক, তত্ত্বাবধারক। (মার্ক° পু° ৬৭।৫)

পরিপালন (ক্লী) ১ পরিরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ।

"উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।" (মনু ৯।২৭)

২ রক্ষা। "প্রতিজ্ঞাপরিপালনম্।" (রামা° ৩।৮৫।৯)

পরিপালয়িতৃ (ত্রি) পরি-পালি-তৃচ্। রক্ষক, পরিপালক।

পরিপাল্য (ত্রি) পালনযোগ্য, রক্ষণযোগ্য, শাসনযোগ্য।

"যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদা বশমুপাগতঃ॥" (যাজ্ঞ° ১।৩৪২)

পরিপিঞ্জর (ত্রি) পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ।

"হেলাকৃষ্টস্ফুরৎকান্তিখড়্গাংশুপরিপিঞ্জরৈঃ।" (কামন্দক ১৫।১৪)

পরিপিণ্ডীকৃত (ত্রি) যাহা পিণ্ডাকারে পরিণত করা হইয়াছে।

পরিপিপালয়িষা (স্ত্রী) পালন বা রক্ষণ করিবার ইচ্ছা। (শঙ্করাচার্য্য)

পরিপিষ্ট (ত্রি) পরি-পিষ-ক্ত। দলিত।

পরিপিষ্টক (ক্লী) পরি-পিষ-ক্ত সংজ্ঞায়াং কন্। সীসক।

পরিপীড়ন (ক্লী) ১ পেষণ, নিংড়ান।
"তিলপরিপীড়নোপকরণকাষ্ঠানি।" (সুশ্রুত নিদা°)
২ উৎপীড়ন। ৩ অনিষ্টকরণ।

পরিপীড়া (স্ত্রী) ১ পেষণ, নিংড়ান। ২ পীড়া দেওয়া।

পরিপুটন (ক্লী) ১ ভেদন। ২ সম্পুটীকরণ।

পরিপুষ্করা (স্ত্রী) কর্কটীভেদ, গোড়ুম্বা (শব্দচ°)। চলিত রাজগোমুক্।

পরিপুষ্ট (ত্রি) পরি-পুষ-ক্ত। ১ পরিবর্দ্ধিত। ২ পরিপোষিত, পরিপালিত।

পরিপুষ্টতা (স্ত্রী) সম্যক্ বৃদ্ধি। পরিপুষ্টি।

পরিপূজন (ক্লী) সম্যক্ পূজা। সম্য গুপাসনা।

পারপূজিত (ত্রি) উপাসিত, অর্চ্চিত।

পরিপূত (ত্রি) ১ বিশুদ্ধ। (ক্লী) ২ অপতুষ ধান্য।
"পরিপূতেষু ধান্যেষু শাকমূলফলেষু চ।
নিরম্বয়ে শতং দণ্ডঃ সাম্বয়েঽর্দ্ধশতং দমঃ।" (মনু)

পরিপূরক(ত্রি) ১ পরিপূরণকারী,যে পূরণ করিয়া দেয়। ২ সম্পূর্ণ।

পরিপূরণ (ক্লী) ১ পূরণকরণ। ২ সম্পূর্ণতাসাধন।

পরিপূর্ণ (ত্রি) পরি-পৃ-ক্ত। ১ সম্পূর্ণ। ২ তৃপ্ত, স্বচ্ছন্দ।

পরিপূর্ণতা (স্ত্রী) পরিপূর্ণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। পর্য্যায়—আভোগ, সম্পূর্ণতা। (অমর)

পরিপূর্ণত্ব (ক্লী) সম্পূর্ণত্ব, পরিপূর্ণতা।
"দৃশ্যতে পরিপূর্ণত্বং মুখচন্দ্রস্য তে সখি!
ন জানে কং চকোরং হি বিধাতা পালয়িষ্যতি॥" (উদ্ভট)

পরিপূর্ণচন্দ্রবিমলপ্রভ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত সমাধিভেদ।

পরিপূর্ণসহস্রচন্দ্রবতী (স্ত্রী) ইন্দ্রের পত্নীভেদ। (হেম)

পরিপূর্ণাহতরশ্মি (পুং) চন্দ্র।

পরিপূর্ণার্থ (ত্রি) পূর্ণার্থ।

পরিপূর্ণেন্দু (পুং) পূর্ণচন্দ্র। (মৃচ্ছকটিক)

পরিপূর্ত্তি (স্ত্রী) পরিপূর্ণতা, সম্পূর্ণতা। (ঋক্প্রাতি°)

পরিপৃচ্ছা (স্ত্রী) পরি-প্রচ্ছ-আপ্। জিজ্ঞাসা।

পরিপৃচ্ছানিকা (স্ত্রী) বিচার্য্য বিষয়। যে বিষয় লইয়া বাদ-প্রতিবাদ জিজ্ঞাসা করা যায়। (দিব্যা° ৪৮৯।১৪)

পরিপেল (ক্লী) পরি-পেল-অচ্। কৈবর্ত্তীমুস্তক।
"পরিপেলং প্লবং বলাং তৎকুটন্নটসংজ্ঞকম্।
জায়তে মুস্তকাকারং শৈবালকুলসঙ্কুলে॥" (অমরটী° ভরত)

পরিপেলব (ত্রি) অত্যন্ত কোমল।
"গোমালিনী কুসুমপরিপেলবা।" (শাকুন্তল)
(ক্লী) ২ কৈবর্ত্তীমুস্তক (Cyperus Rotundus.)

পরিপোট (পুং) পরি-পুট-ঘঞ্। ১ পরিপুটন। ২ কর্ণপালিগত রোগভেদ।
"সৌকুমার্য্যাচ্চিরোৎসৃষ্টসহসাভিপ্রবর্দ্ধিতে।
কর্ণশোফো ভবেৎ পাল্যাং সরুজঃ পরিপোটবান্।
কৃষ্ণারুণনিভঃ স্তব্ধঃ স বাতাৎ পরিপোটকঃ।" (সুশ্রুত)

পরিপোটক (ত্রি) ত্বকভেদক, পরিপুটক।

পরিপোটন (ক্লী) ১ ভেদন। ২ পরিপোট, কর্ণপালিরোগ-ভেদ। (সুশ্রুত)

পরিপোষক (ত্রি) পরি-পুষ-ণ্বুল্। পরিরক্ষক, পরিপালক।

পরিপোষণ (ক্লী) পরি-পুষ্-ল্যুট্। ১ পরিপুষ্টি। ২ রক্ষণা-বেক্ষণ। ৩ পালন।
"দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।" (ভাগ° ৭।১১।২৩)

পরিপোষণীয় (ত্রি) পরিপোষ-অনীয়র। পরিপোষণযোগ্য, পরিপাল্য।

পরিপ্রশ্ন (পুং) যুক্তাযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।
"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" (গীতা ৪।৩৪)

পরিপ্রাপ্য (ক্লী) করণীয়। সমাধার যোগ্য। (দিব্যা° ৪১০।৬)

পরিপ্রাপ্তি (স্ত্রী) লাভ, প্রাপণ, পাওয়া।

পরিপ্রার্ধ (ক্লী) পরিপার্শ্ব, নৈকট্য। (শাঙ্খায়ন ব্রা° ২।২)

পরিপ্রিয় (ত্রি) প্রীঙ তর্পণে, কিপ্, কুৎস্বত্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। প্রীণয়িতা, সর্ব্বপ্রকারে তোষণকারী।
'পুরুষ্টুতস্য কতিচিৎ পরিপ্রিয়ঃ।' (ঋক্ ৯।৭২।১)
'পরিপ্রিয়ঃ......পরিতঃ প্রীণয়িতৃণি।' (সায়ণ)

পরিপ্রুষ্ (ত্রি) পরি-প্রুষ-কিপ্। পরিতঃ গন্তা।
"প্রবাসো ন প্রসিত্বাসঃ পরিপ্রুষঃ।" (ঋক্ ১০।৭৭।৫)
'পরিপ্রুষঃ পরিতো গন্তারঃ।' (সায়ণ)

পরিপ্রেপ্সু (ত্রি) পরি-প্র-আপ-সন্-উ। ১ পাইতে ইচ্ছুক। ২ পরিপালন-অভিলাষী। ৩ ইচ্ছুক, অভিলাষী।

পরিপ্রেষণ (ক্লী) পরি-প্রেষ-ল্যুট্। ১ চারিদিকে পাঠান। ২ নির্ব্বাসন। ৩ পরিত্যাগ।

পরিপ্রেষিত (ত্রি) পরি-প্রেষ-ক্ত। ১ প্রেরিত। ২ নির্ব্বাসিত। ৩ পরিত্যক্ত।

পরিপ্রেষ্য (পুং) পরি-প্রেষ-যৎ। ১ পরিচর, দাস। (ভারত ৩।৪২)
(ত্রি) ২ প্রেরণযোগ্য।

পরিপ্লব (ত্রি) পরি-প্লু-অচ্। ১ জলোপরি ভাসন, সন্তরণ করা।

"পরিপ্লবেভ্যঃ স্বাহা চরাচরেভ্যঃ স্বাহা।" (শুক্লযজুঃ ২২।২৯)
২ চঞ্চল। "যেবচক্রং বা এতৎপরিপ্লবং যৎ সংবৎসরঃ"
(শাঙ্খায়নব্রা° ২০।১)
৩ আকুল। 'পরিপ্লবঃ চঞ্চলে স্যাদাকুলেঽপি পরিপ্লবঃ' (বিশ্ব)
(পুং) ৪ পোত, নৌকা। (রামা° ১।৪৫।৩)
৫ পুরাণোক্ত সুখীনলরাজপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২২।৪২)
৬ জলপ্লাবন। ৭ পরিপীড়ন।

পরিপ্লবা (স্ত্রী) পরি-প্লব-টাপ্। যজ্ঞীয় দর্ব্বীভেদ।
(কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৯।২।১৫)

পরিপ্লবমান (ত্রি) জলে ভাসমান।

পরিপ্লাব্য (অব্য) ১ প্লাবিত করিয়া। ২ জলে ডুবাইয়া।
"আচম্য চৈকহস্তেন পরিপ্লাব্য তথোদকম্।"
(ভারত অনুশাসন পর্ব্ব)

পরিপ্লুত (ত্রি) পরি-প্লু-ক্ত। ১ প্লাবিত। ২ পরিকম্পিত।
৩ স্নাত, জলাদিদ্বারা আর্দ্রীকৃত। (ক্লী) ৪ লম্ফ, ঝম্প।

পরিপ্লুতা (স্ত্রী) ১ মাদরা, মদ্য। (হেম ৩।৫৬৬)
২ মৈথুনবেদনাযুক্ত স্ত্রী-অঙ্গভেদ।
"পরিপ্লুতায়াং যোনৌ তু গ্রাম্যধর্ম্মে রুজা ভৃশম্।" (মাধবকর)

পরিবর্দ্ধ (পুং) পরিরুদ্ধ।

পরিবর্হ (পুং) পরিবৃহ্যতেঽনেন বর্হ-ঘঞ্। ১ পরিচ্ছেদ।
হস্ত্যশ্বকম্বলাদি রাজযোগ্যদ্রব্য।
"মহতা পরিবর্হেণ রাজযোগ্যেন সংবৃত।" (ভারত আদিপর্ব্ব)
২ রাজচিহ্ন। (অমর)
৩ আসবাব। ৪ তৈজস পদার্থ। ৫ সম্পত্তি।

পরিবর্হণ (ক্লী) পরি-বর্হ-ল্যুট্। রাজাঙ্গ হস্ত্যশ্বপরিচ্ছদাদি।
২ পরিবৃদ্ধি। ৩ পূজা, উপাসনা।

পরিবর্হবৎ (ত্রি) উপকরণ বচন। "বেশ্মানি রামঃ পরিবর্হবন্তি
বিশ্রাণ্য সৌহার্দ্দনিধিঃ সুহৃদ্ভ্যঃ।" (রঘু ১৪।১৫)

পরিবাধ (স্ত্রী) চারিদিকে বাধা।
"ন বরং তে পরিবাধো অদেবীঃ। (ঋক্ ৫।২।১০)
'পরিবাধঃ পরিতো বাধিকা, (সায়ণ)

পরিবাধা (স্ত্রী) ১ বাধা, পীড়া। ২ শ্রান্তি।

পরিবার দ্বীপ, ভারতমহাসাগরস্থ একটী দ্বীপ। এখানকার অধিবাসীরা দেখিতে পাপুয়াবাসীদিগের মত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকার। ইহাদের মাথার চুল খোঁপার ন্যায় মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে হেলান থাকে।

পরিবৃংহণ (ক্লী) পরি-বৃংহ-ল্যুট্। ১ সমৃদ্ধি, উন্নতি। (ভাগ° ৫।১।৭) ২ অঙ্গীভূত শাস্ত্র বা গ্রন্থ। "ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।" (মনু ১২।১০৯)

পরিবৃংহিত (ত্রি) ১ সমৃদ্ধ, উন্নত। ২ যুক্ত, অঙ্গীভূত।

পরিবৃঢ় (ত্রি) ১ যথেষ্ট। ২ যুক্ত। ৩ সমস্তের অধিপ, বা কর্ত্তা, শ্রেষ্ঠ। 'প্রচুরতি রঘূণাং পরিবৃঢ়ঃ' (সাহিত্যদ°)

পরিবৃঢ়তম (ক্লী) ১ ব্রহ্ম। ২ শ্রেষ্ঠতম।

পরিবোধ (পুং) পরি-বুধ-ঘঞ্। জ্ঞান।

পরিভক্ষ (ত্রি) পরদ্রব্য-ভক্ষণকারী।

পরিভক্ষণ (ক্লী) পরি-ভক্ষ-ল্যুট্। সম্পূর্ণরূপে ভোজন।

পরিভক্ষিত (ত্রি) পরি-ভক্ষ-ক্ত। ১ খাদ্যাদি হইতে বঞ্চিত।
২ ক্ষয়প্রাপ্ত, কৃতভক্ষণ।

পরিভগ্ন (ত্রি) পরি-ভঞ্জ-ক্ত। যাহার মধ্যে বাধা দেওয়া হইয়াছে। কৃতভঞ্জন।

পরিভঙ্গ (পুং) সর্ব্বতোভাবে ভঙ্গ, চূর্ণ করা।

পরিভয় (পুং) পরি-ভী-অপ্। অত্যন্ত ভয়।

পরিভৎসন (ক্লী) তিরস্করণ, ভয় প্রদর্শন। (রামা° ৫।৬৭।৪৩)

পরিভব (পুং) পরি-ভূ-অপ্। ১ অনাদর, তিরস্কার, অবজ্ঞা।
২ পরাজয়, পরাভব।
"ফলমস্তোপহাসস্ত সদ্যঃ প্রাপ্স্যসি পশ্য মাং।
মৃগ্যাঃ পরিভবো ব্যাঘ্র্যামিত্যবেহি ত্বয়া কৃতম্॥" (রঘু ১২।৩৭)

পরিভবন (ক্লী) পরি-ভূ-ল্যুট্। পরিভব।

পরিভবনীয় (ত্রি) পরি-ভূ-অনীয়র্। পরাভবযোগ্য।

পরিভবিন্ (ত্রি) পরি-ভূতাচ্ছীল্যে ইনি। পরিভবনশীল।
স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পরিভাব (পুং) পরি-ভূ-ঘঞ্। (পরৌভুবোঽবজ্ঞানে। পা ৩।৩।৫৫) পরিভব।

পরিভাবিন্ (ত্রি) পরি-ভূ-গ্রহাদিত্বাৎ ভূতেঽর্থে ণিনি।
সর্ব্বতোভাবে পরিভবযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পরিভাবনা (স্ত্রী) বাক্যভেদ। যে স্থলে কুতূহলোত্তর বাক্য অর্থাৎ অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত বাক্য কথিত হয়, তাহাকে পরিভাবনা কহে।
"কুতূহলোত্তরা বাচঃ প্রোক্তা তু পরিভাবনা।"
(সাহিত্যদ° ৬।৩৪৭)
এই পরিভাবনা নাটকাদিতে বহুল পরিমাণে বর্ণন করিতে হয়। ২ চিন্তা।

পরিভাবন (ক্লী) ১ মিলন, সংযোগ। ২ চিন্তন।

পরিভাষ্ (স্ত্রী) পরি-ভাষ্-ক্বিপ্। ১ লওয়ান। ২ উৎসাহিতকরণ। ৩ কোন কথা বলা। ৪ সৎপরামর্শ দেওয়া।

পরিভাষক (ত্রি) নিন্দক, তিরস্কারক, অপবাদকারী।
(দিব্যা° ৩০।১০)

পরিভাষণ (ক্লী) পরি-ভাষ্-ল্যুট্। সনিন্দ-উপালম্ভ, নিন্দা-

দ্বারা দুর্ব্বচন।* স্তুতিবচনকে পরিভাষণ কহে। ২ আলাপ। ৩ নিয়ম। 'নিন্দোপালম্ভবচনে পরিভাষণমিষ্যতে।' (বিশ্ব) গর্ভিণী, আপদগত, বৃদ্ধ বা বালক দণ্ডনীয় নহে, কিন্তু ইহাদিগকে পরিভাষণ অর্থাৎ নিন্দাবচন দ্বারা ভর্ৎসনা করিবে।

"আপদগতোঽথবা বৃদ্ধো গর্ভিণী বাল এব বা।
পরিভাষণমর্হন্তি তচ্চ শোধ্যমিতি স্থিতিঃ॥" (মনু ৯।২৮৩)

পরিভাবণীয় (ত্রি) পরি-ভাষ-অনীয়র্। পরিভাষণের যোগ্য, ভর্ৎসনীয়। "ব্যাধিতবৃদ্ধগর্ভিণীবালা ন দণ্ডনীয়াঃ, কিন্তু তে পুনঃ কিং কৃতমিতিপরিভাষণীয়াঃ" (মনুটী° কুল্লূক ৯।২৮৩)

পরিভাষা (স্ত্রী) পরি-ভাষ-অচ্ ততষ্টাপ্। ১ পরিষ্কৃত ভাষণ। ২ পদার্থবিবেচক আচার্য্যদিগের যুক্তিযুক্ত বাক্য। (কাব্যপ্রকাশ-টীকায় চণ্ডীদাস) পর্য্যায়—প্রজ্ঞপ্তি, শৈলী, সঙ্কেত, সময়কার। (ত্রিকা°) ৩ সূত্রলক্ষণবিশেষ।

"সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্‌বিধং সূত্রলক্ষণম্।"

গ্রন্থের সংক্ষেপনির্ব্বাহার্থ সঙ্কেতবিশেষ, শাস্ত্রকৃৎদিগের কৃত্রিম সংজ্ঞা, এই পরিভাষা অবয়বের অর্থ অতিক্রম করিয়া গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবে, ইহাকে বিশিষ্ট সংজ্ঞা কহে। যেরূপ বৈদ্যকপরিভাষা, বেদান্তপরিভাষা। বৈদ্যক বা বেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞানের সুবিধার জন্য পরিভাষা জ্ঞান আবশ্যক। যে সকল শব্দের গ্রন্থবিশেষে যে নির্দ্দিষ্ট অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাকেই পরিভাষা কহে।

"অব্যক্তানুক্তলেশোক্তসন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ।
পরিভাষাঃ প্রবক্ষ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ॥" (বৈদ্যকপরি°)

দীপ যেরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া আলোক প্রকাশ করে, সেইরূপ পরিভাষা দ্বারা দুরূহস্থল সকল অনায়াসে অর্থবোধ হইয়া থাকে।

পরিভাবিন্ (ত্রি) পরি-ভাষ ইনি। কথনযুক্ত।

পরিভাষিত (ত্রি) পরি-ভাষ-ক্ত। কথিত। সঙ্কেতবাক্যরূপে ব্যবহৃত।

পরিভুক্ত (ত্রি) পরি-ভুজ-ক্ত। উপভুক্ত, যাহা ভোগ করা হইয়াছে।

পরিভুক্ত (ত্রি) ১ যাহা ভোগ করা হইয়াছে। ২ পরিহিত (বস্ত্রাদি)। (দিব্যা° ২৭৭।২১)

* "উপালম্ভো দুর্ব্বাদঃ, নিন্দয়া সহ বর্ত্তমানো য উপালম্ভস্তস্য সনিন্দে পরিভাষণং। উপালম্ভো স্তবাবিষ্করণেন স্তুতিপূর্ব্বকোঽপি ভবতি। যথা মহাকুলস্য ভবতঃ কিমিদমুচিতং ভবতি, অত্র তু সন্তুষ্টো ন পরিভাষণং। টীকান্তরেঽপি বহুলস্য তদ্বাগন্যাগমনং যোগ্যমিতি নিন্দাপূর্ব্বঃ।" (অমরটীকায় ভরত ১।৬।১৪)

পরিভোগ্য (ত্রি) ব্যবহার যোগ্য। (দিব্যা° ২৫৪।২৫)

পরিভূ (ত্রি) পরি-ভূ-ক্বিপ্। সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্তিযুক্ত।

"যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি" (ঋক্ ১।১।৪)
'পরিভূঃ পরিতঃ প্রাপ্তবানসি' (সায়ণ)

পরিভূত (ত্রি) পরি-ভূ-ক্ত। ১ তিরস্কৃত। ২ অনাদৃত। (হেমচ°) পর্য্যায়—অবগণিত, অবমত, অবজ্ঞাত, অবমানিত, অভিভূত, অপ্রস্তুত। (শব্দর°)

পরিভূতি (স্ত্রী) পরি-ভূ-ক্তিন্। পরিভাবুক। "রীতিভির্বি-শ্বানি পরিভূতিভিঃ" (ঋক্ ৭।৬৮।১০) 'পরিভূতিভিঃ পরি-ভাবুকৈঃ' (সায়ণ) (কথাসরিৎসা° ২৬।২৩৩)

পরিভূতিনামম্, ডাকনাম। কোন বিশিষ্ট নামের পরিবর্ত্তে যে আদুরে নামে সচরাচর ডাকা যায়।

পরিভূষণ (পুং) কোন ভূমির সম্পূর্ণ রাজস্ব দিয়া শান্তি স্থাপন। (কামন্দকী° নী° ৯।১৮।৩)

পরিভেদক (ত্রি) ভেদনকারী। 'বহ্মজ্ঞাত্বা যোগিনঃ সর্ব্বে ষট্-চক্রপরিভেদকাঃ।' (হেম)

পরিভোক্তৃ (ত্রি) পরের দ্রব্যভোজনকারী বা পরের দ্রব্য ব্যবহারকারী। ২ গুরুধনোপজীবী।

"পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটোভবতি মৎসরী।" (মনু ২।২০১)
'পরিভোক্তা অশুচিতেন গুরুধনোপজীবকঃ।', (কুল্লূক)

পরিভোগ (পুং) পরি-ভুজ-ঘঞ্। উপভোগ, সম্ভোগ।
"তথৈব দত্বা বিপ্রেভ্য পরিভোগান্ সুপুষ্কলান্॥" (ভারত৯।২৫।৪৬)

পরিভ্রংশ (পুং) ১ বিচ্যুতি। ২ পলায়নপূর্ব্বক রক্ষা।
"নচ শক্রপরিভ্রংশো রাজানো বিজিগীষবঃ।" (হরিবংশ ৯৬ অঃ)

পরিভ্রংশন (ক্লী) পরিচ্যুতি। বিতাড়ন। "নলস্য নৃপতে রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্।" (পঞ্চতন্ত্র)

পরিভ্রম (পুং) পরি-ভ্রম-অচ্। ১ সর্ব্বতোভ্রমণ, পর্য্যটন। ভ্রম।

পরিভ্রমণ (ক্লী) পরি-ভ্রম-ল্যুট্। পর্য্যটন।

পরিমণ্ডল (ত্রি) পরি সর্ব্বতো মণ্ডলং। বর্ত্তুল। (হেম) লক্ষোত্তরং সার্দ্ধনবকোটিযোজনপরিমণ্ডলং ভুবলয়স্য ক্ষণেন" (ভাগ° ৫।২২।১৭) ২ পরমাণুপরিমাণ, পরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু। বৈশেষিক সূত্রবৃ°)

(পুং) ৩ পুরুষবিশেষ।
"ন্যগ্রোধো তু স্মৃতো বাহূ ব্যাসো ন্যগ্রোধ উচ্যতে।
ব্যাসেন উচ্ছ্রয়ো যস্য অধঃঊর্দ্ধঞ্চ দেহিনঃ॥
সমোচ্ছ্রয়পরীণাহো ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলঃ॥" (মৎস্যপু° ১১৮ অ°)

(স্ত্রী) ৪ লক্ষণান্বিত রমণীবিশেষ। ৫ পর্ব্বতবিশেষ।
"পরিমণ্ডলযোর্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ।
আদিত্যতরুণাভাসো বিধুম ইব পাবকঃ॥" (ভারত[illegible])

৬ গোলাকার বা আবর্ত্তবিশিষ্ট।

"পরিমণ্ডলোন্নতাভির্বিস্তীর্ণাভিস্চ নাভিভিঃ সুখিনঃ।"

(বৃহৎস° ৬৮।২১)

৭ চন্দ্রের চতুর্দ্দিকস্থ জ্যোতিশ্ছটা। ৮ পরিধি। (পুং) ৯ মশক। [ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল দেখ।]

পরিমণ্ডলতা (স্ত্রী) পরিমণ্ডল ভাবে-তল্। বর্ত্তুলতা, গোলত্ব।

পরিমণ্ডলিত (ত্রি) পরিমণ্ডলোহস্য সঞ্জাতঃ, পরিমণ্ডল-তারকাদিত্বাদিতচ্। গোলাকার আবর্ত্তবিশিষ্ট।

পরিমন্থর (ত্রি) মন্দ-মন্দ গতি। ধীরগতি। (মাঘ ৯।৭৮)

পরিমন্দ (ত্রি) পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। "পরিমন্দসূর্য্যনয়নো দিবসঃ।"

(মাঘ ৯।৩)

পরিমন্দতা (স্ত্রী ক্লান্তিজনকতা, অবসাদ, গ্লানি।

পরিমন্যু (ত্রি) কোপপরিবৃত। "ঋধিদ্বিষে মরুতঃ পরিমন্যবঃ ইষুং ন সৃজত দ্বিষং।"(ঋক্১।৩৯।১০)'পরিমন্যবে কোপপরিবৃতায়' (সায়ণ)

পরিমর (পুং) পরিম্রিয়তেঽস্মিন্ পরি-মৃ-আধারে অপ্। ১ বায়ু। "তৎ ব্রাহ্মণ পরিমর ইত্যুপাসীত।" (তৈত্তি° উ° ৩।১০।৪) 'পরিম্রিয়তেঽস্মিন্ পঞ্চদেবতাবিদ্যুৎবৃষ্টিশ্চন্দ্রমা আদিত্যোঽগ্নিপরিত্যেতাঃ, অতো বায়ুঃ পরিমরঃ, শ্রুত্যন্তর-প্রসিদ্ধেঃ। স এবায়ং বায়ুরাকাশেনানন্যং ব্রাহ্মণপরিমর-ইত্যুপাসীত।' (ভাষ্য)

পরিমর্দ্দ (পুং) পরি-মৃদ-ভাবে ঘঞ্। ১ ঘর্ষণ। ২ নাশন। ৩ হিংসন।

পরিমর্দ্দন (ক্লী) পরি-মৃদ-ল্যুট্। পরিমর্দ্দ।

পরিমর্শ (পুং) পরি-মৃশ-ঘঞ্। ১ ধর্ষণ। ২ পরামর্শ-বিচার।

পরিমল (পুং) পরিমলতে সুগন্ধিপার্থিবকাণাং ধরতীতি মল-অচ্। ১ বিমর্দ্দন। ২ কুঙ্কুমাদি মর্দ্দন। ৩ বিমর্দ্দোত্থ জনমনোহর গন্ধ। ৪ সুরতাদি বিমর্দ্দোত্থবিলেপনকুঙ্কুমাদিগন্ধ। সুরভি মাল্যগন্ধাদি ধারণ দ্বারা উৎপন্ন হৃদ্য-গন্ধ। (স্বামী)

"রতিলুলিতললনাক্রমজললববাহিনো মৃদু বত্র।
শ্লথকেশকুসুমপরিমলবাসিতদেহা বহন্ত্যনিলাঃ॥"

(কলাবিলাস ১।৫)

'সুগন্ধকে পরিমল কহে। ৫ পরিতঃ সম্বন্ধ। (উদয়ন) ৬ পণ্ডিতসমূহ। (শব্দর°)

৭ একজন গ্রন্থকার। ক্ষেমেন্দ্র ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

পরিমাণ (ক্লী) পরিমীয়তেঽনেন, পরি-মা-করণে ল্যুট্। মাপ, যবাঙ্গুলপ্রস্থাদি ও গুঞ্জাদি দ্বারা দ্রব্যের পরিচ্ছেদ।

নৈয়ায়িকদিগের মতে মান-ব্যবহারের কারণই পরিমাণ, পরিমিত ব্যবহারের অসাধারণ কারণকেই পরিমাণ কহে। ইহা চারিপ্রকার, অণু, মহৎ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব। অনিত্য পরিমাণ সংখ্যা জন্য। দ্ব্যণুকাদির যে পরিমাণ, তাহা অনিত্য, যেহেতু ইহা সংখ্যাজন্য। পরমাণুর পরিমাণ দ্ব্যণুকাদির পরিমাণের প্রতিকারণ নহে।*

যে উপায়ে তরল অথবা কঠিন দ্রব্যের উপযুক্ত মাপ জানা যায়, তাহাকেই পরিমাণবিদ্যা কহে।

ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে পরিমাণপ্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মানব যতই সভ্য হইতে থাকে, সামাজিক হিসাবে সকল দিকেই তাঁহারা একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিতে থাকেন, এইরূপে যখন আর্য্যসভ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তৎকালে বাণিজ্য সকলদিকে সুশৃঙ্খলতা স্থাপনের জন্য তাঁহাদের মধ্যে পরিমাণের নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, মিসরবাসীদিগের নিকট হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণ মাপের উপায় প্রথম শিক্ষা করেন। আবার কেহ বলেন, অনেক মাপ দ্রাবিড়ীয়দিগের সংস্রবে আর্য্য কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত; কিন্তু অনুসন্ধানদ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পরিমাণগুলি ভারতীয় আর্য্যগণের নিজস্ব বলিয়াই বোধ হয়।

ঋক্‌সংহিতায় (৬।৪৭।২২-২৩ ঋকে) 'কোশ' ও 'কোশয়ী' শব্দের উল্লেখ আছে। যথা—

"প্রস্তোক ইন্নু রাধসস্ত ইন্দ্র দশ কোশয়ীর্দশ বাজিনোঽদাৎ।"

হে ইন্দ্র! প্রস্তোক তোমার স্তবকারী (আমাকে) সুবর্ণপূর্ণ দশ সংখ্যক কোশ ও দশটী অশ্ব দিয়াছেন।

"দশাশ্বান্ দশ কোশান্ দশ বস্ত্রাধিভোজনা।
দশহিরণ্যপিণ্ডান্ দিবোদাসাদসানিষং॥"

আমি দিবোদাসের নিকট হইতে দশটী অশ্ব, দশটী সুবর্ণ-কোশ, বস্ত্র, প্রচুর ভোজ্য ও দশটী হিরণ্যপিণ্ড পাইয়াছি।

উপরোক্ত দুইটী ঋকে 'কোশ' ও 'কোশয়ী শব্দে কোন

---

* "পরিমাণং ভবেন্মানব্যবহারস্য কারণম্।
অণু-দীর্ঘং মহদ্‌ হ্রস্বমিতি তদ্ভেদ ঈরিতঃ॥
অনিত্যে তদনিত্যং স্যাৎ নিত্যে নিত্যমুদাহৃতম্।
পরিমাণং ঘটাদৌ তু পরিমাণজমুচ্যতে॥
অনিত্যং দ্ব্যণুকাদৌ তু সংখ্যাজন্যমুদাহৃতম্।
পরিমাণং ঘটাদৌ তু পরিমাণজমুচ্যতে॥
প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতে।
পরিমাণং তুলকাদৌ নাশস্ত্বাশ্রয়নাশতঃ॥"

(ভাষাপরিচ্ছেদ ১১০-১১৩)

নির্দ্দিষ্ট ওজন বা মাপ বুঝাইতেছে।১ বিশেষতঃ পরে দশ-হিরণ্যপিণ্ডের উল্লেখ থাকায় বিশেষ সন্দেহ থাকিতেছে না। ঋক্‌সংহিতা ও অথর্ব্বসংহিতায় 'নিষ্ক' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।২ যদিও সায়ণাচার্য্য 'নিষ্ক' শব্দের 'হার' অর্থ করিয়াছেন।৩ কিন্তু বহুপূর্ব্বকাল হইতেই বিশেষ ওজনের সুবর্ণ-মুদ্রাই বুঝাইত। এখন যেমন মোহরের মালা অনেকে গলায় দেয়, বৈদিক সময়ে সেইরূপ নিষ্কের মালা গলায় পরিত। এই 'নিষ্ক' শব্দ দেখিয়াও প্রাচীন মুদ্রাপরিমাণের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে।৪

বেদসংহিতা বিষয়কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য আবির্ভূত হয় নাই, সেই জন্য শ্রুতির মধ্যে পরিমাণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিবার আবশ্যক হয় নাই। তবে শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে (১২।৭।২) "হিরণ্যং সুবর্ণং শতমানম্" এবং মাধবের কাল-নির্ণয়ধৃত "সুবর্ণশলাকাদি যবত্রয়পরিমিতানি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যদ্বারা বৈদিককালে যে পরিমাণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। শতপথব্রাহ্মণে যে 'শতমান' শব্দ আছে, মনুসংহিতায় ইহা পরিমাণবিশেষ। কাত্যায়নের বার্ত্তিকেও এই শতমানের উল্লেখ আছে। মাধবাচার্য্য যে 'সুবর্ণশলাকার' উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ কেহ মনে করেন, তাহাই ভারতের প্রাচীনতম ছেনিকাটা মুদ্রা। এখনও তেলগুভাষায় 'শলাকু' শব্দে মুদ্রাচিহ্ন বুঝাইয়া থাকে।

পাণিনির একটী সূত্র আছে, "রূপাদাহতপ্রশংসয়োর্যপ্।" (৫।২।১২০) অর্থাৎ আহত বা প্রশংসার্থে রূপশব্দের উত্তর মত্বর্থে যপ্ প্রত্যয় হয়। এখানে আহতরূপ্য অর্থাৎ টাকার মত দ্রব্য বুঝাইতেছে। কাশিকাকারও এখানে লিখিয়াছেন যে, 'আহতং রূপমস্য, রূপ্যো দীনারঃ।' এই 'রূপ্য' হইতেই এখনকার 'রূপী' (টাকা) হইয়াছে। [মুদ্রা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা কতকটা বুঝা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট আকার বা ওজনের মুদ্রা বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিল। বৈদিককালে হোমাদি নির্ব্বাহের জন্য ঘৃতের বিশেষ প্রয়োজন হইত, সেইজন্য বৈদিক গ্রন্থে ঘৃতের পরিমাণ স্পষ্ট লিখিত আছে। যথা—অথর্ব্বপরিশিষ্টে—

"ঘৃতপ্রমাণং বক্ষ্যামি যাবকাং পঞ্চকৃষ্ণলম্।
মাসকাণি চতুঃষষ্টি পলমেকং বিধীয়তে।
দ্বাত্রিংশৎপলিকং প্রস্থং মাগধৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্
আঢ়কস্তু চতুঃপ্রস্থং চতুর্ভির্দ্রোণমাঢ়কৈঃ।
দ্রোণপ্রমাণং বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
দ্বাদশাভ্যধিকৈর্নিত্যং পলানাং পঙক্তিঃ শতৈঃ

ঘৃতের প্রমাণ বলিতেছি,—

৫ কৃষ্ণল (রতি) = ১ মাষ ... (প্রায় ৮৭৫ গ্রেণ)।
৬৪ মাষক = ১ পল ... ... (৫৬০ গ্রেণ)।
৩২ পল = ১ মাগধ প্রস্থ ... ... (১৭৯২০ গ্রেণ)।
৪ মাগধ প্রস্থ = ১ আঢ়ক ... (৭১৬৮০ গ্রেণ)।
৪ আঢ়ক = ১ দ্রোণ ... ... (২৮৬৭২০ গ্রেণ)।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির স্মৃতি ও বহুপুরাণগ্রন্থে বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। মনু (৮।১৩২-১৩৬), যাজ্ঞবল্ক্য (১।৩৬১), ও নারদ এইরূপে সংখ্যাপরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন—

৮ ত্রসরেণু = ১ লিক্ষা।
৩ লিক্ষা = ১ রাজসর্ষপ।
৩ রাজসর্ষপ = ১ গৌরসর্ষপ।
৬ গৌরসর্ষপ = ১ যব।
৩ যব = ১ কৃষ্ণল (রতি বা গুঞ্জাবীজ)

বৈদ্যকে এইরূপ সংখ্যাপরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে—

৩০ পরমাণু = ১ ত্রসরেণু বা বংশী।
৮৬ বংশী = ১ মরীচি (সূর্য্যকিরণ)
৬ মরীচি = ১ রাজিকা।
৮ সর্ষপ = ১ যব।
৪ যব = ১ গুঞ্জা (রক্তিকা, রতি)।

সুশ্রুতে পল-কুড়বাদি পরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে—

১২ ধান্য = ১ মাষা বা সুবর্ণমাষা।
১৬ মাষা = ১ সুবর্ণ।
২১ মাষা = ১ ধরণ।
৩।০ ধরণ = ১ কর্ষ।
৪ কর্ষ = ১ পল।
৪ পল = ১ কুড়ব।
৪ কুড়ব = ১ প্রস্থ।
৪ প্রস্থ = ১ আঢ়ক।
৪ আঢ়ক = ১ দ্রোণ।
১০০ পল = ১ তুলা।
২০ তুলায় = ১ ভার। মতান্তরে ১০ ভারে ১ আচিত।

(১) অরঙ্গজেবের সময়ে ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার আসিয়াও এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ওজনের তোড়া দেখিয়াছিলেন।

(২) নিষ্কং বা বা কৃণবতে স্রজং বা দুহিতর্দিবঃ। (ঋক্ ৮।৪৭।১৫)
"কৃত্যাং কৃত্যাকৃতে দেবা নিষ্কমিব প্রতিমুঞ্চত" (অথর্ব্ব ৫।১৪।৩)

(৩) "নিষ্কং হারং।" (ঋগ্ভাষ্য ২।৩৩।১০।)

(৪) পাণিনিও "শতসহস্রান্তাচ্চ নিষ্কাৎ" (৫।২।১১৯) এই সূত্রে নিষ্ক-মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন।

হারমেখলীধরের মতে ১০ ভারে এক ভার।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদির মতে সুবর্ণের পরিমাণ—

৫ কৃষ্ণল = ১ মাষ।

১৬ মাষ = ১ কর্ষ, অক্ষ বা সুবর্ণ (তোলক)

৪ কর্ষ = ১ পল (নিষ্ক)।

১০ পল = ১ ধরণ।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ৫ সুবর্ণে এক পল।

উক্ত স্মৃতিকারদিগের মতে রজতপরিমাণ—

২ রক্তিকা = ১ মাষক।

১৬ মাষক = ১ ধরণ বা পুরাণ।

১০ ধরণ = ১ শতমান বা পল।

৮০ রক্তিকা = ১ পণ বা কার্ষাপণ।

নারদ বলেন, ২০ মাষকে এক কার্ষাপণ, আবার বৃহস্পতির মতে ২০ মাষকে এক পল। সুতরাং ৪ প্রকার মাষা পাওয়া যাইতেছে—৫ রক্তিকায় এক প্রকার মাষ, (নারদের মতে) ৪ রত্তিতে এক মাষ, (বৃহস্পতির মতে) ১৬ রক্তিকায় ১ মাষ এবং চতুর্থ প্রকার মাষা ২ রক্তিকায় হইতেছে।

কাহারও মতে ৫ সুবর্ণে এক নিষ্ক। আবার কাহারও মতে ১৫০ সুবর্ণে এক নিষ্ক। ১০৮ সুবর্ণে বা তোলকে এক উরুভূষণ, পল বা দীনার।

গোপালভট্ট স্মৃতি হইতে মণিকারের (জহরীর) পরিমাণ এইরূপ সংগ্রহ করিয়াছেন—

৬ রাজিকা = ১ মাষক বা হেমধানক।

৪ হেমধানক = ১ মল, ধরণ বা টঙ্ক।

২ টঙ্ক = ১ কোণ।

২ কোণ = ১ কর্ষ।

পুরাণাদিতে ধান্যাদির পরিমাণ লিখিত আছে, কিন্তু সকল পুরাণে একরূপ নহে।

বরাহপুরাণ মতে—	ভবিষ্য ও স্কান্দ-মতে—
১ মুষ্টি = ১ পল।	২ পল = ১ প্রসৃতি।
২ পল = ১ প্রসৃতি।	২ প্রসৃতি = ১ কুড়ব।
৮ মুষ্টি = ১ কুঞ্চি।	৪ কুড়ব = ১ প্রস্থ।
৪ পুষ্কল = ১ আঢ়ক।	৪ প্রস্থ = ১ আঢ়ক।
৪ আঢ়ক = ১ দ্রোণ।	৪ আঢ়ক = ১ দ্রোণ।
	২ দ্রোণ = ১ কুম্ভ।

ভবিষ্যের মতে ১৬ দ্রোণে ১ খারি, স্কান্দমতে ২০ দ্রোণে ১ কুম্ভ ও ১০ কুম্ভে ১ বাহ।*

বরাহপুরাণে প্রস্থের দ্বিতীয়ভাগ 'সেতিকা' নামে বর্ণিত হইয়াছে। হেমাদ্রির মতে, সেতিকা কুড়বেরই নামান্তর। সময়প্রদীপ, স্মৃতিসার, রত্নাকর ও কল্পতরু প্রভৃতি নিবন্ধকারদিগের মতে, সেতিকা কুড়বেরই সমান, তবে ১২ প্রসৃতিতে এক কুড়ব হয়। রক্ষীধর স্পষ্ট লিখিয়াছেন, সাধারণ মনুষ্য অঞ্জলি করিলে তাহার অঞ্জলি মধ্যে যতদূর ধরে এরূপ ১২ অঞ্জলি প্রমাণের নাম কুড়ব। বাচস্পতিমিশ্রও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। কুল্লুক ভট্ট ২০ দ্রোণে এক কুম্ভ স্বীকার করিলেও তাঁহার মতে ২০০ পলে ১ দ্রোণ। জাতুকর্ণের মতে ৫১২ পলে ১ কুম্ভ, রত্নাকরের মতে ২০ প্রস্থে এবং দানবিবেকে ১০০০ পলে ১ কুম্ভ লিখিত আছে।

বৃহৎরাজমার্ত্তণ্ডে এক পরিমাণের উল্লেখ আছে, তাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না। যথা—

২০ তোলকে ১ সের, ২ সেরে ১ প্রস্থ্।

আইন্-ই-অকবরীতে লিখিত আছে, ভারতের কোন কোন অংশে পূর্ব্বে এক সময়ে ১৮ দামে ১ সের এবং কোন স্থানে ২২ দামে ১ সের চলিত ছিল, কিন্তু অকবরের রাজ্যারম্ভে ২৮ দামে সের ঠিক হয়, পরে সম্রাট্ ৩০ দামেই সের ঠিক করিয়া দেন। ২০ মাষ বা ৫ টঙ্কে ১ দাম, মতান্তরে ২০ মাষ ৭ রক্তিকায় ১ দাম হয়, এরূপ স্থলে রাজমার্ত্তণ্ডবর্ণিত সের ও আইন্-ই-অকবরীর সের একই বলিয়া বোধ হয়।

ভবিষ্য, স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে যে মাপ আছে, চণ্ডেশ্বরের সংগ্রহ হইতে জানা যায় যে, মিথিলায় উক্ত পরিমাণ প্রচলিত ছিল। দ্রোণ ব্যতীত চণ্ডেশ্বর (দানভূষণে) আরও কএকটী পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

৪ দ্রোণ = ১ মাণিকা।

৪ মাণিকা = ১ খারী।

২০ খারী = ১ বাহ।

গোপালভট্ট আর একপ্রকার ধান্য-পরিমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

৪ আঢ়ক = ১ শাক ?

৪ শাক ? = ১ বিষ।

---

* সাহিত্যসেবী কোলব্রুক্ সাহেব এদেশীয় কুম্ভ হইতে ইংরাজী Comb-এর উৎপত্তি মনে করেন। তিনি লিখিয়াছেন, ১৮ ইঞ্চে ১ হাত ধরিলে ৫৮৩২ ঘন ইঞ্চে ১ খারী হয়। সুতরাং ১ খারী = ২ বুসেল, ২ পেক ও ১½ গ্যালান। এরূপ স্থলে ১ কুম্ভ = ১¼ খারী = ৩ বুসেল ও ৩ গ্যালন। লক্ষ্মীধরের স্মৃতি কল্পতরুমতে—৩½ তোলকে ১ পল এবং ১ খারির ওজন ১৪৩৩৬ তোলক = ২১৫ পাউণ্ড (Avoirdupois) এবং ১ কুম্ভ ওজনে ১৭৯২০ তোলক = ১৬৮ পাউণ্ড ; ইহা ধনের মাপের কোম্বের (Comb.) পরিমাণের সমান। এরূপে এক বাহ ওজনে প্রায় এক টন। Colebrooke's Misc. Essays Vol. I. p 504.)

৪ বিম্ব = ১ কুড়ব।
৪ কুড়ব = ১ প্রস্থ।
৪ প্রস্থ = ১ খারী*।
৪ গোণী = ১ দ্রোণিকা।

ভূ-পরিমাণ সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৪৯।৩৭-৩৯) লিখিত আছে,—

১১ † পরমাণু = ১ ত্রসরেণু।
১১ ত্রসরেণু = ১ মহীরজঃ।
১১ মহীরজঃ = ১ বালাগ্র (কেশাগ্র)।
১১ বালাগ্র = ১ লিক্ষা।
১১ যূকা = ১ যবোদর।
১১ যবমধ্য = ১ অঙ্গুল।
৬ অঙ্গুল = ১ পদ।
২ পদ = ১ বিতস্তি।
২ বিতস্তি = ১ হস্ত।
৪ হস্ত = ১ ধনুর্দণ্ড।
২ ধনুক = ১ নাড়িকা।
২০০০ ধনু = ১ গব্যূতি।
৪ গব্যূতি = ১ যোজন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে অন্য একস্থানে লিখিত আছে—

২১ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে = ১ অরত্নি।
১০ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে = ১ প্রাদেশ।

আদিত্যপুরাণের মতে ২ অরত্নি = ১ কিষ্কু।

হারীতের মতে কিষ্কু ও হস্ত এক, ৪ কিষ্কুতে ১ দন্ড।

কিন্তু আদিত্য পুরাণের মতে ৩০ ধনুতে ১ নল।

২০০০ ধনুতে ১ ক্রোশ, ২ ক্রোশে ১ গব্যূতি, ২ গব্যূতিতে ১ যোজন, আবার বিষ্ণুপুরাণে ১০০০ ধনুতে ১ ক্রোশ। কিন্তু গোপালভট্ট প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'বিদেশীয় ভ্রমণকারীরা ৪০০০ ধনুতে ১ যোজন গণনা করেন।'* লীলাবতীতে এইরূপ লিখিত আছে—

৮ যব = ১ অঙ্গুলি।
২৪ অঙ্গুলি = ১ হস্ত।
৪ হস্ত = ১ দণ্ড (= ১ ধনুঃ) ১০ হস্ত = ১ বংশ।
২০০০ দণ্ড = ১ ক্রোশ। ২০ বংশে = ১ নিবর্ত্তন।
৪ ক্রোশ = ১ যোজন।

কাল পরিমাণ।

মনুর মতে—	বরাহপুরাণ মতে—
১৮ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা।	৬০ ক্ষণ = ১ লব।
৩০ কাষ্ঠা = ১ কলা।	৬০ লব = ১ নিমেষ।
৩০ কলা = ১ ক্ষণ।	৬০ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা।
১২ ক্ষণ = ১ মুহূর্ত্ত।	৬০ কাষ্ঠা = ১ অতিপল।
৩০ মুহূর্ত্ত = ১ অহোরাত্র।	৬০ অতিপল = ১ বিপল।
১৫ অহোরাত্র = ১ পক্ষ।	৬০ বিপল = ১ পল।
২ পক্ষ = ১ মাস।	৬০ পল = ১ দণ্ড।
২ মাস = ১ ঋতু।	৬০ দণ্ড = ১ অহোরাত্র।
৬ ঋতু = ১ অয়ন।	৬০ অহোরাত্র = ১ ঋতু।
২ অয়ন = ১ বৎসর।	

ভবিষ্যপুরাণমতে—১০০০ সংক্রমে ১ ত্রুটি, ১০০ ত্রুটিতে ১ তৎপল, ৩ তৎপলে এক নিমেষ।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে	গোপালভট্ট ধৃত বিষ্ণুপুরাণ মতে—
৬ প্রাণ = ১ বিকলা।	৬ প্রাণ = বিনাড়িকা।

---

* লীলাবতীটিকায় লিখিত আছে—'কোন পাত্রের সকল দিকের পরিসর এক হাত করিয়া হইলে তাহাকে ঘনহস্ত বলে, মগধে উহার নাম 'খারীক' ইহা ষড়কোণী হইয়া থাকে। উৎকলের খারীক গোদাবরীর দক্ষিণাংশে প্রচলিত, তথায় ১৬ দ্রোণে এক খারী, ৫ আঢ়কে ১ দ্রোণ, ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক ও ৪ কুড়বে ১ প্রস্থ। কুড়ব ঘনহস্তাকার হইবে, ইহার ৩½ অঙ্গুলি করিয়া পরিসর থাকিবে এবং মৃত্তিকা অথবা তদং কোন দ্রব্যনির্ম্মিত।'

এরূপস্থলে কুড়বে ১৩½ ঘন অঙ্গুল হইতেছে। কিন্তু—সঙ্গীতদর্পণে লিখিয়াছেন,—কুড়বের বিস্তার ৪ অঙ্গুলি ও গভীরতাও তাই, এরূপস্থলে এক কুড়বে ৬৪ ঘন অঙ্গুল হয়।

† কোলব্রুক্ সাহেব যে মার্কণ্ডেয়পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে পরমাণু হইতে যবমধ্য পর্য্যন্ত ১১ স্থানে ৮ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। (Colebroke's Estays, Vol, I. p. 536.)

* বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ রিজ ডেভিড নানা বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে এইরূপ 'যোজন' পরিমাণ স্থির করিয়াছেন—

স্থানের নাম।	গ্রন্থমতে দূরত্ব।	বর্ত্তমানদূরত্ব।	প্রতিযোজনে কত মাইল
কাশী হইতে উরুবেল	১৮ যোজন	১২৮ মাইল	৮ মাইল।
কাশী হইতে তক্ষশিলা	১২০ যোজন	৮৫০ ,,	৭½ ,,
নালন্দা হইতে রাজগৃহ	১ যোজন	৮ ,,	৮ ,,
কুশীনগর হইতে রাজগৃহ	২৫ ,,	১৫০ ,,	৭ ,,
শ্রাবস্তী হইতে ঐ	৪৫ ,,	২৭৫ ,,	৭ ,,
গয়া হইতে রাজগৃহ	৫ ,,	৩৫ ,,	৮ ,,
অনুরাধপুর হইতে রিদিবিহার	৮ ,,	৫৪ ,,	৭¾ ,,
অনুরাধপুর হইতে শ্রীপাদশৈল	১৫ ,,	১০০ ,,	৭½ ,,

উপরোক্ত প্রমাণানুসারে বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে ৭½ হইতে ৮ মাইলে মোটামুটি এক যোজন গণিত হইত। (Rhys David's Ancient coins and Measures of Ceylon দেখ।)

৬০ বিকলা=১ দণ্ড। ৬০ বিনাড়িকা=১ ঘটি।
৬০ দণ্ড=১ দিন। ৬০ ঘটি=১ অহোরাত্র।
৩০ অহোরাত্র=১ মাস।
১২ মাস=১ বৎসর।

মুসলমানী আমলে এদেশে মুসলমানেরা এইরূপে ওজন করিত (হক্‌ৎ কুলজমে লিখিত আছে)।

১ যও=১ হব্বত (অর্থাৎ বীজ)।
২ হব্বত=১ তস্থ।
৪ যও=১ কিরাট (কর্কট)।
৮ যও=১ দাজ।
৪৮ যও=১ মিস্কাল।
৩০৬ যও বা ৪½ মিস্কাল=১ অস্তার বা সীর (সেতক)।
৭½ মিস্কাল=১ ঔকীয়ৎ (ঔন্স)।
১২ মিস্কাল=১ রট্‌ল্ (পাউণ্ড)।
২৪ মিস্কাল=১ মন্।
১৭ মন্=২ কৈলজৎ।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে নিয়মে সংখ্যা-পরিমাণাদি স্থির হইয়া থাকে, নিম্নে লিখিতেছি—

১ কড়ায় (বা ১টায়)	...	৫।	সিকিগণ্ডা।
৪ „ (৪টায়)	...	৫১	একগণ্ডা।
৫ গণ্ডায় (২০ টায়)	...	৫৫	একবুড়ি।
২০ গণ্ডায় (৮০ টায়)	...	১০	চারবুড়ি বা একপণ।
৮০ গণ্ডায় (১৬ বুড়িতে)	...	।০	চারপণ বা একচোক।
১৬ পণে	...	১	কাহন।

মুদ্রাবিভাগ।

পাঁচ কড়ায়	...	একসিকি পয়সা ৫১।
২ সিকি পয়সায়	...	আধপয়সা ৫২॥।
২ আধ্‌লাতে	...	এক পয়সা ৫৫।
২ পয়সাতে	...	এক ডবলপয়সা ৫১০।
২ ডবল পয়সায়	...	এক আনা ১০।
২ আনাতে	...	এক দুয়ানি (রৌপ্য) ৵০।
২ দুয়ানিতে	...	এক সিকি (রূপা) ।০।
২ সিকিতে	...	এক আধুলি (রূপা) ॥০।
২ আধুলিতে	...	১ টাকা ১৲।
১৬ টাকায়	...	১ মোহর (সোণা)।

কোম্পানীর টাকা—১৬ আনা; সিক্কা ১৲ টাকা কোম্পানির ১৵১ টাকার সমান; সিক্কা ৫১ গণ্ডা—কোম্পানির ৫৬/১ সমান, কোম্পানির ১৲ টাকা সিক্কা ৸৶০ আনার সমান।

৪ কড়ায়	...	এক গণ্ডা ৫১।
৫ গণ্ডায়	...	এক পয়সা ৫৫।
৪ পয়সায়	...	এক আনা ১০।
৪ আনায়	...	এক সিকি ।০।
৪ সিকিতে	...	১ টাকা ১৲।

ইংরাজীতে ৩ পাইএ একপয়সা ও ১২পাইতে একআনা হয়।

ইংরাজী মুদ্রার পরিমাণ।

৪ ফার্দ্দিঙে	...	১ পেনি।
১২ পেন্সে	...	১ শিলিঙ।
৫ শিলিঙ্গে	...	১ ক্রাউন।
২০ শিলিঙ্গে	...	১ পাউণ্ড বা সভারেন্।
২১ শিলিঙ্গে	...	১ গিনি।

এক শিলিঙ্‌ প্রায় আট আনার সমান। ১ ফ্লোরিণে এক টাকা হয়।

মুদ্রাদির সূক্ষ্ম পরিমাণ।

এক ক্রান্তি	—
দুই ক্রান্তি	=
তিন ক্রান্তিতে	এক কড়া ৫।

২০ বিন্দুতে	...	এক ঘুণ ৫´।
৪ ঘুণে	...	এক রেণু ৫।
৪ রেণুতে	...	এক তিল ৫১।
৮০ তিলে	...	এক কড়া ৫।
২০ তিলে	...	এক কাক।
৪ কাকে	...	এক কড়া ৫।

৬০ ক্রান্তিতে এক পয়সা। ৫ তালে এক কড়া, ৬ ঋতুতে এক কড়া, ৭ দ্বীপে এক কড়া, ৮ বসুতে এক কড়া, ৯ দন্তীতে এক কড়া, ১০ দিকে এক কড়া, ১১ রুদ্রে এক কড়া, ১২ সূর্য্যে এক কড়া, ১৩ বেদে এক কড়া, ১৪ ভুবনে এক কড়া, ১৫ তিথিতে এক কড়া, ১৬ কলায় এক কড়া, ১৭ শঙ্খে এক কড়া, ২৭ যবে এক কড়া, ১০০ ধূলে এক কড়া, ১২৮০ বহরে এক কড়া, ২৩০৪ দলে এক কড়া, ৩২০ রেণুতে এক কড়া। তাল, দন্তী প্রভৃতি পাই লিখিবার প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়া থাকে। ৫৫=তিনকড়া পাঁচতাল, ৫২।৬=দুই গণ্ডা এক কড়া ছয়রুদ্র।

বৈদ্যের ওজন।

৪ ধানে	...	১ রতি।
৬ রতিতে	...	১ আনা।
১০ রতিতে	...	১ মাষা।
৮ মাষায়	...	১ তোলা।

বৈদ্যের ওজন ভিন্ন স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতিতে ১২ মাষায় এক তোলা হয়।

ডাক্তারি ওজন।

২০ গ্রেণে ... স্ক্রুপল।
৩ স্ক্রুপলে ... ১ ড্রাম।
৮ ড্রামে ... ১ আউন্স।
১২ আউন্সে ... ১ পাউণ্ড।

১৮০ গ্রেণে একতোলা সুতরাং ১ পাউণ্ড ৩ তোলা।

ডাক্তারি ঔষধের মাপ।

৬০ মিনিমে ... ১ ড্রাম।
৮ ড্রামে ... ১ আউন্স।
১৬ আউন্সে ... ১ পাইন্ট।
১২ আউন্সে ... ১ ছোট পাইন্ট।

১ আউন্সে প্রায় আধ ছটাক, ১ পাইন্ট প্রায় আধসেরের সমান।

স্বর্ণ-রৌপ্যাদির ওজন।

৪ ধানে ... এক রত্তি ৫১।
৬ রত্তিতে ... এক আনা ⁄০।
১৬ আনায়—একতোলা বা এক ভরি ১৲।

একটী কুচের (গুঞ্জাফলের ওজন) একরত্তির সমান।

ইংরাজীতে স্বর্ণাদির ট্র ওজন।

২৪ গ্রেণে ... ১ পেনিওয়েট।
২০ পেনিওয়েটে ... ১ আউন্স।
১২ আউন্সে ... ১ পাউণ্ড।

১৮০ গ্রেণে—১ তোলা। ১০০ পাউণ্ড—১ মণ।

এভডুপয়েজ ওজনের পাউণ্ড—৭০০০ গ্রেণ; ট্রয়-ওজনের পাউণ্ড—৫৭৬০ গ্রেণ। এভডুপয়েজ ওজনের আউন্স ৪৩৭॥০ গ্রেণ ও ট্রয় ওজনের আউন্স ৪৮০ গ্রেণ। ট্রয় ওজনের ৩ আউন্স ৮ তোলা।

দেশীয় প্রথায় সাধারণ দ্রব্যাদির ওজন।

পাঁচ কড়ায় ... সিকি কাঁচ্চা ৩।
৪ সিকিতে ... ১ কাঁচ্চা ৫১।
৪ কাঁচ্চায় ... ১ ছটাক ⁄০।
৪ ছটাকে ... ১ পোয়া ⁄০।
৪ পোয়াতে ... ১ সের ⁄১।
১০ সেরে ... ১ চৌক ৷০।
৪ চৌকে বা ৪০ সেরে ১ মণ ১⁄০।

সেরের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে, কোথাও ৬০ তোলায়, কোথাও ৮০ তোলায়, কোথাও বা ১০০ তোলায় সের হয়। ৮০ তোলায় সের পাকি ও ৬০ তোলায় সের কাঁচি। পাকি ওজনের ছটাক=৫ তোলা। সুতরাং কাঁচ্চা, গণ্ডা, কড়া, কাগ যথাক্রমে পাঁচ সিকি, এক সিকি, এক আনা ও দেড়রত্তির সমান। পাঁচসেরের ওজনকে এক পশুরি কহে।

৮ পশুরি ১ মণ।

কুঠীর ওজন।

১ সের ... ৭২॥০ তোলার কিছু বেশী।
১ মণ ... ৩৬ সের। কুঠীর ১১ মণ, পাকি ১০ মণের প্রায় সমান।

ধান্য-চাউল প্রভৃতির মাপ।

৪ কোণে .. এক পালি ৫⁄০।
৪ পালিতে ... এক কাঠা ৫৷০।
৪ কাঠায় ... এক আড়ি ৫১।
৫ আড়িতে ... এক সলি ৫৫।
৪ সলি বা ২০ আড়িতে এক বিশ ⁄০।
১৬ বিশে ... এক পৌটী ১৲।

অন্যবিধ—

৪ কাঁচ্চায় ... ১ ছটাক ⁄০।
৫ ছটাকে ... ১ কুনিকা ।⁄০।
৪ কুনিকায় ... ১ রেক ⁄১।০।
৪ রেকে ... ১ পালি ⁄৫।
৮ পালিতে বা ৪০ সেরে ১ মণ ১⁄০।

ধান্য-চাউলাদির মাপ নানাদেশে নানাপ্রকার। ১০ ছটাকে ১ খুচি, ২ খুচিতে ১ রেক, ২ রেকে একপালি, ২ পালিতে ১ দন, ২ দনে ১ কাটী, ৮ কাটীতে ১ আড়ি, ২০ আড়িতে ১ বিশ, ১৬ বিশে ১ কাহন হয়।

খড়-কড়ি-ফল ইত্যাদি গণনা।

৪টা বা ৪ কড়ায় ... ১ গণ্ডা ৫১।
৫ গণ্ডায় ... ১ বুড়ি ৫৫।
৪ বুড়িতে ... ১ পণ ⁄০।
১৬ পণে ... ১ কাহন ১।

আম, জাম, খড় প্রভৃতি শতের দরে, হাজার দরে বা কুড়ি দরে বিক্রয় হয়।

ভূমির ইংরাজি দৈর্ঘিক মাপ।

২ সুতকে ... এক যব।
৪ যবে ... এক ইঞ্চি বা বুরুল।
১২ ইঞ্চে ... এক ফুট।
১॥০ ফুট ... এক হাত।
৩ ফুটে বা ২ হাতে ... একগজ।

১৭৬০ গজে ... এক মাইল।

২ মাইলে ... এক ক্রোশ।

তিন যব লম্বে এক ইঞ্চ।

৬ গজে এক কাদম্ (জল মাপিবার পরিমাণ), ৫।। গজে এক পোল, ৪০ পোলে ১ ফার্লং। ৮ ফার্লং = ১ মাইল, ৩ মাইল = ১ লিগ। ৭$\frac{9}{25}$ বা ৭.৯২ ইঞ্চিতে ১ লিঙ্ক। ২২ গজে ১ চেন বা ১০০ লিঙ্ক (Link)। ৯ ইঞ্চে ১ বিঘৎ।

জমির পরিমাণ।

৮ যবোদরে ... ১ অঙ্গুল।

৪ অঙ্গুলিতে ... ১ মুষ্টি।

৩ মুষ্টি বা ১২ অঙ্গুলে ... ১ বিঘৎ।

২ বিঘত বা ২৪ অঙ্গুলে ... ১ হাত।

৪ হাতে ... ১ ধনু।

২০০০ ধনুতে বা ৮০০০ হাতে ... ১ ক্রোশ।

৪ ক্রোশে ... ১ যোজন।

৬ অঙ্গুলিতে ... ১ ছটাক।

১ হাতে ... ১ পোয়া।

৪ হাতে ... ১ কাঠা।

৫ কাঠায় বা ২০ হাতে ... ১ চৌক।

২০ কাঠায় বা ৮০ হাতে ... ১ বিঘা।

এককাঠা—৬ ফুট বা ৪ হাত; এক বিঘা—১২০ ফুট; একমাইল—৪৪ বিঘা, একক্রোশ—১০০ বিঘা। ২৪ রৈখিক ফুটে বা ৪০ গজে ১/ বিঘা হয়।

দেশীয় প্রথায় ভূম্যাদির বর্গমাপ।

৬৪ যবোদরে ... ১ বর্গ অঙ্গুলি।

৫৭৬ বর্গ অঙ্গুলি ... ১ বর্গ হাত।

১ বর্গহাতে ... ১ গণ্ডা বা তিল।

৫ বর্গহাতে ... ১ বর্গকাচ্চা।

৪ কাঁচ্চা বা ২০ বর্গহাতে ... ১ বর্গছটাক।

৪ ছটাক ৮০ বর্গহাতে ... ১ কাঠা।

৫ কাঠায় .. ১ চৌক।

২০ কাঠায় বা ৬৪০০ বর্গহাতে ১ বিঘা।

কাঠার ২০ ভাগের একভাগকে ধূল কহে, সুতরাং ১ ধূল = ১৬ বর্গহাত বা ১৬ গণ্ডা।

ইংলণ্ডীয় ভূমির বর্গমাপ।

২।০ বর্গ অঙ্গুলে ... ১ বর্গকাচ্চা।

১৪৪ বর্গইঞ্চিতে ... ১ বর্গফুট।

৯ বর্গফুটে ... ১ বর্গগজ।

১৮০ বর্গফুটে ... ১ বর্গপোয়া।

৭২০ বর্গফুটে ... ১ বর্গকাঠা।

১৪৪০০ বর্গফুটে ... ১ বর্গবিঘা।

৪৮৪০ বর্গগজে = এক একার; এক একার = ৩ বিঘা ॥ কাঠা; ৬৪০ একারে এক বর্গমাইল।

১৭২৮ ঘন ইঞ্চে ... ১ ঘনফুট।

২৭ ঘনফুটে ... ১ ঘনগজ।

১৩৮২৪ ঘন অঙ্গুলিতে ... ১ ঘনহাত।

৮ ঘনহাতে ... ১ ঘনগজ।

চুণ মাপিবার জন্য যে কাষ্ঠনির্ম্মিত 'কেরা' ব্যবহার হয়, তাহার পরিমাণ এই ঘন-প্রণালী হইতে পাওয়া যায়। কেরা দীর্ঘে ২৭ ইঞ্চি, ওসার ১০ ইঞ্চি ও গভীরতা ৯ ইঞ্চ। এককেরায় পাকি ১।০ সওয়া মণ চুণ ধরে। ৮০ কেরায় ১০০ মণ।

বস্ত্রাদির মাপ।

৮ যবোদরে ... ১ অঙ্গুলি।

৩ অঙ্গুলিতে ... ১ গিরা।

৮ গিরাতে ... ১ হাত।

২ হাতে ... ১ গজ।

কাগজ গণনা।

২৫ তায় ... ১ দিস্তা

২০ দিস্তায় ... ১ রীম।

১০ রীমে ... ১ বেল।

কতকগুলি কাগজ ২৪ তায় দিস্তা হয়।

কলম ইত্যাদির গণনা।

১২ টায় ... ১ ডজন।

১২ ডজনে ... ১ গ্রোস।

২৪ টায় ... ১ বাণ্ডিল।

২০ টায় ... ১ কোর।

কাল-গণনা।

৬০ অনুপলে ... ১ বিপল।

৬০ বিপলে ... ১ পল।

৬০ পলে ... ১ দণ্ড।

৭।।০ দণ্ডে ... ১ প্রহর

৮ প্রহরে বা ৬০ দণ্ডে ... ১ দিন।

৩০ দিনে ... ১ মাস।

১২ মাসে বা ৩৬৫ দিনে ... ১ বৎসর।

ইংলণ্ডীয় কাল-গণনা।

৬০ সেকেণ্ডে ... ১ মিনিট।

৬০ মিনিটে	...	১ ঘণ্টা।
২৪ ঘণ্টায়	...	১ দিন।
৭ দিনে	...	১ সপ্তাহ।
৫২ সপ্তাহ একদিনে	...	১ বৎসর।

২৪ মিনিটে ১ দণ্ড, ২॥০ দণ্ডে ১ ঘণ্টা, ৩ ঘণ্টায় ১ প্রহর। ১২ বৎসরে একযুগ, ১০০ বৎসরে একশতাব্দ। এক বৎসরের প্রকৃত সময়ের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড অথবা ৩৬৫ দিন ১৪ দণ্ড ৩১ পল ৫৯ বিপল হইবে।

ইংরাজীতে দ্রব্যাদির ওজনপ্রণালী।

১৬ ড্রামে	...	১ আউন্স।
১৬ আউন্সে	...	১ পাউণ্ড।
১৪ পাউণ্ডে	...	১ সেটান।
২৮ পাউণ্ডে	...	১ কোয়াটার।
৪ কোয়াটারে	...	১ হাণ্ড্রেডওয়েট বা হন্দর।
২০ হন্দরে	...	১ টন।

৭২ পাউণ্ড=৩৫ সের ; ১ পাউণ্ড—/।০ আধ সেরের কিছু কম (৩৯ ভরি ওজন)।১ আউন্স আধ ছটাকের কিছু কম (প্রায় ২ ভরি ৭ আনা)। এক হন্দর—১।৪৶১৫ একমণ চৌদ্দসের সাত ছটাকের কিছু বেশী। ১ টন—২৭ মণ ৮ সের ৸৵০ তের ছটাক। কুঠীর ওজনের ৩০ মণে—১ টন।

পরিমাণক (ক্লী) পরিমাপক (দিগ্‌দর্শন, ব্যারোমিটর যন্ত্রাদি) বাটখেরা, দ্রব্যাদির গুরুত্ব পরিমাপক তোল (Weight) ভূম্যাদি জরীপকালে অবলম্বিত পরিমাণাংশ (Measuring Unit)

পরিমাণফল (ক্লী) ক্ষেত্রফল। ভূমির মধ্যগত স্থানের পরিমাণ।

পরিমাণবৎ (ত্রি) পরিমাণং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। পরিমাণযুক্ত।

পরিমাণিন্ (ত্রি) পরি-মাণ-ইন্। পরিমাণবিশিষ্ট। পরিমাণ আছে যার।

পরিমা(দ্)দ (পুং) পরি-মদ-ঘঞ্। মহাব্রতস্তোত্রের অন্তর্গত ষোলটী সামভেদ।

পরিমার্গ (পুং) পরি-মৃজ-ঘঞ্। পরিমার্জনা, পরিষ্কার করণ। মার্গ ধাতু দ্বারা নিষ্পাদিত হইলে এই শব্দে 'অন্বেষণ' অর্থ বুঝাইবে।

পরিমার্গণ (ক্লী) অন্বেষণ।...অনুসন্ধান।

পরিমার্গিতব্য (ক্লী) অন্বেষণীয়। "ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ॥" (গীতা ১৫।৪)

পরিমার্গিন (ত্রি) অন্বেষণকারী। শীকারার্থ পশ্চাদনুসরণকারী।

পরিমার্গ্য (ত্রি) পরি-মৃজ-ণ্যৎ (চজোঃ কুঘিণ্যতোঃ। পা ৭।৩।৫২) ইতি জস্য গঃ মৃজেবৃদ্ধিঃ। ১ পরিমৃজ্য, পরিশোধনীয়। পরিষ্কারযোগ্য। ২ অন্বেষণীয়।

পরিমার্জ (ত্রি) পরি-মৃজ-ঘঞ্। পরিষ্কার করণ। মাজাঘসা।

পরিমার্জ্জন (ক্লী) পরি-মৃজ-ল্যুট্, ততো বৃদ্ধিঃ। খাদ্যভেদ, মধুমস্তক।

"মধুতৈলঘৃতৈর্ম্মধ্যে বেষ্টিতাঃ সমিতাশ্চ যে।
মধুমস্তকমুদ্দিষ্টং তস্যাখ্যা পরিমার্জ্জনং॥" (শব্দচ°)

২ পরিশোধন, পরিষ্করণ। ৩ মধুতৈলপাত্র।

পরিমিৎ (স্ত্রী) গৃহাদির ছাদস্থ কড়ি, বরোগা বা বংশ-দণ্ড প্রভৃতি।

"উপমিতাং প্রতিমিতামথো পরিমিতামুত।" (অথর্ব্ববেদ ৯।৩।১)
'বংশসন্ধংশাদিবদ্ধাং শালাং শালা নাম গৃহম্।' (ভাষ্য)

পরিমিত (ত্রি) পরি-মা-ক্ত, পরিতো মিতং বা। ১ যুক্ত। ২ পরিমাণবিশিষ্ট। ৩ কৃতপরিমাণ। ৪ যথার্থ পরিমাণ।

"দ্রবিণং পরিমিতমধিকব্যয়িনং জনমাকুলীকুরুতে।
ক্ষীণাঞ্চলমিব পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ॥" (উদ্ভট)

পরিমিতি (স্ত্রী) পরি-মা-ক্তিন্। পরিমাণ। ভূমিমান শাস্ত্র, জরিপবিদ্যা। অঙ্কশাস্ত্রবিশেষ। জ্যামিতি শাস্ত্রে প্রতিপাদিত বস্তুর (ভূম্যাদির) পরিমাণ নির্দ্দেশ জন্য এই গ্রন্থে অঙ্ক-প্রয়োগ দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থের প্রকৃত পরিমাণ বা আয়তন কি, তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন বস্তুর উপরিতল বা বহির্দ্দেশ, ক্ষেত্রফল, বস্তু বা জীব প্রভৃতির আকৃতির ব্যাপকত্ব অর্থাৎ তৎ তৎ বস্তু বা জীব আপনাপন শরীরায়তনপ্রযুক্ত কতটা স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার ঘন পরিমাণ এবং গৃহ, বাটিকা, উদ্যান প্রভৃতির ভূম্যাদির পরিমাণ এই শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত হইয়া থাকে। জ্যামিতি অথবা ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রনিষ্পাদিত কতকগুলি প্রতিজ্ঞা, অতি সহজে পরিমিতি-অঙ্কবিদ্যার সাহায্যে, (পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রগ্রন্থদ্বয়ের সত্যসিদ্ধান্ত ধারাগুলি বলবৎ গ্রাহ্য বিবেচনা করিয়া) নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। কোন একটী বস্তুর পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সেই জাতীয় বস্তুর অন্য একটী আংশিক বিভাগ গ্রহণ করিতে হয়। জ্যামিতিশাস্ত্রে উহা Magnitude বা আয়তনাংশ এবং অঙ্কবিদ্যায় উহাকে Measuring unit বা পরিমাণাংশ বলে। যেমন কোন একটী নির্দ্দিষ্ট রেখা (Straight-line) মাপিতে হইলে সেই মাপের পরিমাণক ১ ইঞ্চ, ১ লিঙ্ক অথবা ১ ফুট্ প্রভৃতি পরিমাণাংশের আবশ্যক হয়; সেইরূপ কোন একটী সমতলক্ষেত্রের ভূমির পরিমাণ লইতে হইলে, প্রথমে সেই ভূমির বর্গক্ষেত্রফল (square area) নির্দ্ধারণ

করা আবশ্যক, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এক একটী ক্ষুদ্র বর্গ-ইঞ্চের পরিমাণ সমষ্টিতে এইরূপ একটী বৃহৎ জমির পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোন একটী চতুষ্কোণ বস্তু যাহার লম্বা ১০ ইঞ্চ এবং প্রস্থ ৫ ইঞ্চ উহার পরিমাণ স্থির করিতে হইলে, লম্ব দিয়া প্রস্থকে গুণ করিতে হইবে। ইহাতে যে বর্গগুণ-ফল (১০×৫=৫০ বর্গ ইঞ্চ) হয়, তাহাই উক্ত বস্তুর আধার বা ব্যাপকায়তন।

একটী জমি কত বিঘা, কত কাঠা, তাহা জানিতে হইলে জ্যামিতিশাস্ত্রের অবলম্বনীয় সমান্তর রেখা, সরল রেখা, সম-কোণী ত্রিভুজ, পঞ্চকোণী, ষট্‌কোণী, অষ্টকোণী, বৃত্ত বা পরিধি প্রভৃতি নিরূপিত গণনার সাহায্যে সহজে যে উপায়ে ভূমির পরিমাণ স্থির হয়, পরিমিতিশাস্ত্রে তাহাকে ক্ষেত্রব্যবহার বা Surveying বলে। ভূম্যাদির জরিপ কার্য্যের পরিমাণবাচক যে ক্ষুদ্র অংশ সাধারণে ধার্য্য আছে, ইংরাজিতে উহাকে Link বলে, আমাদের দেশে যেরূপ অঙ্গুলি, হস্তপ্রভৃতি পরিমাণদণ্ডের সাহায্যে ভূম্যাদির জরীপ কাঠা, বিঘায় পরিণত হয়, ইংরাজিতে তদ্রূপ লিঙ্ক হইতে একার এবং সেই একার বাঙ্গালা পরিমাণানুসারে বিঘায় রূপান্তরিত হয়।* যদি কোন একটী ভূমির পরিমাণ লম্বে ৫৭৫ লিঙ্ক ও প্রস্থ ৪২৫ লিঙ্ক হয়; তাহা হইলে উক্ত জমি কত বিঘা জানিতে হইবে, প্রথমে দুইটী রাশিকে পরস্পর গুণ করিলে জমির বর্গফল ২৪৪৩৭৫ পাওয়া গেল। কিন্তু ১০০০০০ বর্গ লিঙ্কে ১ একার জমি হয়, এই মাপটী স্বতঃসিদ্ধ; অতএব পূর্ব্বোক্ত ২৪৪৩৭৫ বর্গ লিঙ্ককে নিয়োক্ত ১০০০০০ বর্গ-লিঙ্ক দিয়া ভাগ করিলে উহার ফল ২·৪৪৩৭৫ একার হইবে। একারকে পরিমাণ শব্দের তালিকানুসারে সহজেই বিঘায় লওয়া যাইতে পারে। এবং দশমিক অংশকেও পুনরায় বিভাগ করিয়া রুড্, পার্চ্চেস অথবা কাঠা, ছটাকে রাখিতে পারা যায়।

ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ আকৃতিযুক্ত ভূমির পরিমাণ অতি সহজেই লব্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, একটী চতুষ্কোণের পরিমাণ তাহার লম্ব ও প্রস্থের গুণফল হইতে পাওয়া যায়; তাহা হইলে জানা যায়, সমান্তররেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমরেখার উপর স্থাপিত দুইটী ত্রিভুজ পরস্পর সমান। সুতরাং ঐরূপ একটী ত্রিভুজ যে চতুর্ভুজের অর্দ্ধাংশ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ত্রিভুজের পরিমাণ জানিতে হইলে তাহার তলস্থ রেখা (Base) দিয়া লম্ব-রেখার (Perpendicular) অর্দ্ধাংশকে গুণ করিলে যে গুণফল হয়, তাহার অর্দ্ধাংশই উক্ত ত্রিভুজভূমির পরিমাণ হইবে। চতুর্ভুজ, পঞ্চকোণী, অষ্টকোণী ও দশকোণী প্রভৃতির পরিমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

কোন একটী চতুর্ভুজকে (Quadrilateral figure) বিভক্ত করিতে পারিলেই তাহার পরিমাণ-সংখ্যাও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু সমরেখাবিশিষ্ট ও সমকোণযুক্ত পঞ্চকোণী, অষ্টকোণী বা দ্বাদশকোণী প্রভৃতি (Regular polygon) চিহ্নিত ভূমির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে উক্ত ক্ষেত্রের ভুজসমষ্টির অর্দ্ধাংশ লইয়া তাহাতে মধ্যবিন্দু (Centre) হইতে কোন একটী পার্শ্বরেখায় লম্বমান লম্বরেখার (Perpendicular) সংখ্যা দিয়া গুণ কর, যে গুণফল লব্ধ হইবে, তাহাই উক্ত ক্ষেত্রের পরিমাণ জানিতে হইবে। সাধারণের সুবিধার্থে নিম্নে বহু-সমবাহু ও সমকোণী (Regular polygon) ক্ষেত্রের পরিমাণ জানের জন্য একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। এই তালিকার ব্যবহারপ্রণালী এইরূপ—

কোন একটী বহুরেখাযুক্ত সমকোণী ও সমবাহু Regular polygon ক্ষেত্রের কোন বাহুর বর্গফল গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত তালিকা প্রদত্ত—ক্ষেত্রফলের সহিত গুণ কর, যে গুণ-ফল হইবে, তাহাই উপস্থিত ক্ষেত্রের ভূমির পরিমাণ জানিবে।

বহু অস্র বিশিষ্ট ক্ষেত্র	সীমা রেখা	রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি কোণের অর্দ্ধাংশ	সীমার একটী রেখা এক হইলে তাহার পরিমাণ	সীমারেখা এক হইলে তাহার উর্দ্ধ রেখার পরিমাণ
সমকোণী ত্রিভুজ	৩	৩০°	০·৪৩৩০১২৭	০·২৮৮৬৭৫১৩৪৬
,, চতুর্ভুজ	৪	৪৫°	১·	০·৫
সমবাহু পঞ্চকোণ	৫	৫৪°	১·৭২০৪৭৭৪	০·৬৮৮১৯০৯৬০২
,, ষট্‌কোণ	৬	৬০°	২·৫৯৮০৭৬২	০·৮৬৬০২৫৪০৩৮
,, সপ্তকোণ	৭	৬৪°২/৭	৩·৬৩৩৯১২৪	১·০৩৮২৬০৬৯৮৪
,, অষ্টকোণ	৮	৬৭°১/২	৪·৮২৮৪২৭১	১·২০৭১০৬৭৮১২
,, নবকোণ	৯	৭০°	৬·১৮১৮২৪২	১·৩৭৩৭৩৮৭০৯৭
,, দশকোণ	১০	৭২°	৭·৬৯৪২০৮৮	১·৫৩৮৮৪১৭৬৮৬
,, একাদশকোণ	১১	৭৩°৭/১১	৯·৩৬৫৬৩৯৯	১·৭০২৮৪৩৯১৯৪
,, দ্বাদশকোণ	১২	৭৫°	১১·১৯৬১৫২৪	১·৮৬৬০২৫৪০৩৮

উদাহরণ—কোন একটী পঞ্চকোণের একটী সীমারেখা যদি ২০ ফিট্ হয়, তাহা হইলে উহার বর্গফল ৪০০ শতকে ১·৭২০৪৭৭৪ দিয়া গুণ করিলে ৬৮৮·১৯০৯ ফিট্ যে ফল লাভ হয়, তাহাই উক্ত ক্ষেত্রের পরিমাণ হইবে।

বৃত্ত সম্বন্ধেও পরিমিতশাস্ত্রে অনেকগুলি প্রণালী লিখিত আছে। কোন একটী বর্ত্তুলক্ষেত্রের পরিধি, উহার ব্যাসকে ৩·১৪১৫৯ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হয়, তাহার সমান। এবং ইহাও জানা উচিত যে বর্ত্তুলাকার ক্ষেত্রের ভূমিপরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়টী পন্থা অবলম্বন করিতে

* পরিমাণ শব্দে লিখিত তালিকা দ্রষ্টব্য।

সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। (১) বৃত্তের অর্দ্ধাংশকে ব্যাসার্দ্ধ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হয়, তাহাই ভূমির পরিমাণ। (২) ব্যাসের বর্গফলকে '৭৮৫৪ দিয়া গুণ করিলে জমির পরিমাণ পাওয়া যায়। (৩) পরিধির বর্গফলকে '০৭৯৫৭৭৫ দিয়া গুণ করিলে লব্ধ গুণফলই জমির প্রকৃত পরিমাণ হইবে।

কোন একটী নিরেট বস্তুর পরিমাণ লইতে হইলে তাহার লম্ব, প্রস্থ ও উচ্চতা পরস্পর গুণনে যে ফললাভ হয়, তাহাই বস্তুর পরিমাণ। পিরামিড Pyramid অথবা কোন কোণাকার (Cone) বস্তুর পরিমাণ লইতে হইলে তাহার তলভূমির পরিমাণফলকে উহার লম্বরেখার পরিমাণ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হইবে, তাহার তৃতীয়াংশই উহার পরিমাণ নির্দ্দেশক। কোন একটী নিরেট গোলাকার Sphere or solid circle বস্তুর পরিমাণ জানিতে হইলে উহার পরিধিকে ব্যাস দিয়া গুণ করিলে পাওয়া যায়। যে গোলবৃত্তের ব্যাস ৩৬ ইঞ্চ তাহার পরিমাণ ৩৬×৩'১৪১৫৯২৬=৪০৭১'৫০৪ বর্গ-ইঞ্চ। ঐ গোলবৃত্তের সমগ্র পরিমাণ জানিতে হইলে উহার ব্যাসের ঘনগুণ (Cube) অর্থাৎ ৩৬³ কে ০'৫২৩৫৯২ দিয়া গুণ করিলে পাওয়া যায়, অথবা ক্ষেত্রফলকে ব্যাসের ছয়াংশের একাংশ দিয়া গুণ করিলে যে ফল লাভ হয়, উহাই সেই নিরেট গোলাকার বস্তুর পরিমাণ হইবে। যথা—৪০৭১-'৫০৪×⅙×৩৬=২৪৪২৯'০২৪ নিরেট ইঞ্চ (Solid inch) প্রথমোক্ত প্রমাণানুসারে ৩৬³×৫২৩৫৯২ গুণ করিলেও ২৪৪ ২৯'০২৪ ফল পাওয়া যায়। সমতলক্ষেত্রাদির জরীপ বা মাপ সম্বন্ধে বিশেষরূপে ক্ষেত্রব্যবহার শব্দে আলোচিত হইয়াছে। [ক্ষেত্র-ব্যবহার দেখ।]

পরিমিলন (ক্লী) সম্যক্ মিলন। (রত্নাব° ৪০।১১)

পরিমুখ (ত্রি) মুখমণ্ডলের চতুর্দিক।

পরিমুক্ত (ত্রি) সম্যকরূপে মুক্ত। স্বাধীন।

পরিমুগ্ধ (ত্রি) সুন্দর অথচ সরল। (মাঘ ৯।৩২)

পরিমুচ্য (ত্রি) মোচনের যোগ্য।

পরিমূঢ় (ত্রি) পরি-মুহ-ক্ত। ১ ব্যাকুল। ২ আলোড়িত। ৩ ক্ষোভিত।

পরিমূঢ়তা (স্ত্রী) ১ ব্যাকুলতা। ২ ভ্রম। ৩ বিরক্তি।

পরিমূর্ণী (স্ত্রী) বৃদ্ধা, জরাগ্রস্তা, জরাতুরা।

পরিমৃজ্ (ত্রি) পরি-মৃজ-ক্বিপ্। পরিষ্কার করণ। পরিমৃজ।

পরিমৃজ্য (ত্রি) পরি-মৃজ-ক্যপ্ (মৃজোবিভাষা। পা ৩।১।১১৩) পরিমার্গ্য। ধৌতকরণ। পরিষ্কারকরণ।

পরিমৃষ্টি (ত্রি) পরিষ্কার। মার্জ্জন।

পরিমেয় (ত্রি) পরিমীয়তে ইতি পরি-মা-যৎ (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭। ঈদ্ যতি। পা ৬।৪।৬৫) ইতি আত ঈৎ, ততো-গুণঃ। পরিমাণবিশিষ্ট, অল্পসংখ্যক পরিমাতব্য, পরিমাণীয়, পরিমাণের যোগ্য।

"মাভূদাশ্রমপীড়েতি পরিমেয়পুরঃসরৌ।

অনুভাববিশেষাত্তু সেনাপরিবৃতাবিব॥" (রঘু ১।৩৭)

পরিমোক্ষ (পুং) পরিতোমোক্ষঃ পরিত্যাগঃ। ১ মলত্যাগ।

"পাতুর্যমস্ত মিত্রস্ত পরিমোক্ষস্ত নারদঃ।

হিংসায়া নির্ঋতের্মৃত্যোর্নিরয়স্ত গুদং স্মৃতম্॥"

(ভাগ° ২।৬।৮) 'পরিমোক্ষস্ত মলত্যাগস্ত' (স্বামী) ২ বিষ্ণু। ৩ বিমুক্তি, নির্ব্বাণ, মোক্ষ, সম্যক্ মুক্তি। (ভারত ১।২।১৬০)

পরিমোক্ষণ (ক্লী) পরি-মোক্ষ-ল্যুট্। ১ পরিত্যাগ। ২ মুক্তি। ৩ মোক্ষ। ৪ মলত্যাগ করণ। ৫ (সুশ্রুত) ধৌতক্রিয়া দ্বারা পরিষ্কারকরণ।

পরিমোটন (ক্লী) চটপট শব্দ।

পরিমোষ (পুং) পরি-মুষ-ঘঞ্। স্তেয়। চুরি।

পরিমোষক (পুং) পরি-মুষ-ণ্বুল্। পরিমোষণকারী, চোর।

পরিমোষিন্ (ত্রি) পরি-মুষ্ণাতীতি পরি-মুষ-ণিনি। পরিমোষণ-শীল, চৌর্য্যস্বভাবপন্ন।

পরিমোহন (ক্লী) পরি-মুহ-ল্যুট্। বশীকরণ। মোহসম্পাদন।

পরিমোহিত (ত্রি) ১ আলোড়িত। ২ চেতনাহীন। ৩ অন্তর্বোধশূন্য।

পরিমোহিন্ (ত্রি) পরি-মুহ-ণিনি। পরিমোহনশীল।

পরিম্লান (ত্রি) ১ হীনপ্রভ। (ক্লী) ২ শোক, ভয় বা দুঃখ-জনিত মুখাদির মলিনতা। মুখমালিন্য।

পরিম্লায়িন্ (পুং) পরি-ম্লা-ণিনি। ১ তিমিররোগ ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"পিত্তং কুর্য্যাৎ পরিম্লায়ি মূর্চ্ছিতং পিত্ততেজসা।

পীতা দিশস্তথাদ্যোতান্ ভাস্করঞ্চাপি পশ্যতি॥

বিকীর্য্যমাণান্ খদ্যোতৈর্বৃক্ষাংস্তেজোভিরেব বা॥" (মাধব-নিদান)

এই রোগ পিত্তজন্য হইয়া থাকে, ইহাতে দিক্‌সকল উদ্ভূত সূর্য্যের ন্যায় বা খদ্যোতপূর্ণ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণের ন্যায় দেখায়। [তিমিররোগ দেখ।] (ত্রি) ২ মালিন্যযুক্ত, মলিনতাবিশিষ্ট।

পরিযজ্ঞ (পুং) পরিত উভয়তো বিহিতো যজ্ঞোঽস্ত। উভয়তঃ বিহিত যজ্ঞ। (কাত্যা° ১৪।১।৬)

পরিযত্ত (ত্রি) পরিবেষ্টিত।

পরিযাণ (ক্লী) চতুর্দ্দিকে গমন। চারিদিকে ভ্রমণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, পরিযাণী। (পা ৮।৪।২৯)

পরিযাণীয় (ত্রি) ১ ভ্রমণ সম্বন্ধীয়। ২ রক্ষাকরণযোগ্য।

পরিয়া (তামিল পরৈয়ান্) দাক্ষিণাত্যবাসী এক আদিম জাতি। কেহ কেহ বলেন, 'পরৈ' অর্থে ঢক্কা, এই অর্থে পরৈয়া অর্থাৎ ঢক্কাবাদ্যকার জাতি; কিন্তু কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে পরৈয়ার মূল অর্থ 'পাহাড়িয়া' বা পার্ব্বতীয়। যেমন গৌড়ীয়-শাখার মধ্যে 'চণ্ডাল', দ্রাবিড়-শাখার মধ্যে সেইরূপ 'পরিয়া'।১

সমাজ-বাহ্য সকল জাতি লইয়া এই পরিয়া-সমাজ গঠিত হইলেও এবং দক্ষিণাত্য-হিন্দুসমাজে নিতান্ত হীন বলিয়া গণ্য হইলেও ইহারা আপনাদের মধ্যে উচ্চ-নীচজাতিভেদ স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ১৮টী বিভাগ আছে, তন্মধ্যে এইগুলি পাওয়া যায়—

বল্লবপ্পড়ই, তাঙ্গপ্পড়ই, তঙ্কলান্পড়ই, তুর্গালিপ্পড়ই, কুলিপ্পড়ই, তিপ্পড়ই, মুরশপ্পড়ই, মোট্টপ্পড়ই, অম্পুপ্পড়ই, বটুকপ্পড়ই, আলিয়প্পড়ই, কোলিয়প্পড়ই, বেলিপ্পড়ই, বেট্টিয়াপ্পড়ই, শঙ্কুপ্পড়ই। ইহাদের মধ্যে বল্লবপ্পড়ই শ্রেণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

পরিয়ারা বলে যে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি ও তাহারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ সহোদর। বেঙ্কটাচার্য্যরচিত কুলশঙ্করমালায় লিখিত আছে, উর্ব্বশীর পুত্র বশিষ্ঠ চক্কিলীজাতিভুক্ত এক চণ্ডালীকে বিবাহ করেন। এই চণ্ডালী অরুন্ধতী। ইহার গর্ভে একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ৪ জনকে লইয়া চারি বর্ণ এবং ৯৬ জন পিতার আদেশ পালন না করায় সকলেই পঞ্চমবর্ণ বা পরিয়া নামে খ্যাত হয়।

পরিয়াদিগের আচার-ব্যবহার অপর বর্ণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা অপর নিম্নশ্রেণীকে আপনাদের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। অথবা উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশ করিবারও চেষ্টা করে না। ইহারা শূদ্রকৃষকদিগের নিকট কার্য্যগ্রহণ করে। য়ুরোপীয়দিগের অধীনেও অনেকে চাকরী করে। এখন অনেকে আমেরিকা, আফ্রিকা, কেপ্ কলনী, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি নানাস্থানে গিয়া চাকরী করিতেছে। ইংরাজদিগের নিকট শান্তস্বভাব, নম্র ও কর্ম্মঠ বলিয়া আদরণীয় হইলেও হিন্দুসমাজে ইহারা নিতান্ত হেয়। ত্রিবাঙ্কোড়, মহিসুর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণ বা নায়রেরা পথে বাহির হইলে সে পথে পরিয়ারা আর চলিতে পারে না। যদি ঘটনাক্রমে পথে দেখাসাক্ষাৎ হইয়া পড়ে, তবে ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া শুদ্ধ হন। যদি ঘটনাক্রমে কোন পরিয়া নায়রকে ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে, নায়রের হাতে মৃত্যুদণ্ড নিগ্রহভোগ করে। যে গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস, সে গ্রামে পরিয়ারা প্রবেশ করিতে পারে না।

দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রদেশে ইহারা হোলেয়া, ধের, মহার বা পরবারি নামে খ্যাত। অধিকাংশ স্থলেই ইহারা চৌকীদার, ঝাড়ুদার বা ময়লাপরিষ্কারকের কার্য্য করে।

ইহারা সমাজে হীন হইলেও ইহাদের সামাজিক চিহ্নধারণে কয়টী অধিকার আছে—গোলাকার শ্বেতচ্ছত্র, সিংহ, হংস, হনুমান্, কোকিল, লাঙ্গল ও চক্রচিহ্নিত সবুজ বা শ্বেত-পতাকা, ভেরী, মশাল, জয়ঘণ্টা, দুইখানি সাদাচৌরী, শ্বেতহস্তী, শ্বেত-অশ্ব, গজদন্তের পালকী, খসখসের পাখা, বীণা, সাদা পায়জামা, মকর-তোরণ ও স্বর্ণপাত্র। ইহারা প্রধানতঃ আত্তাল বা অম্মন (পার্ব্বতী) ও পিড়োরি (কালী)র উপাসক। দেবীর অপরাপর মূর্ত্তিরও পূজা করে। পূজাকালে উচ্চ বর্ণের কোন ব্রাহ্মণ ইহাদের পৌরোহিত্য করে না। ইহাদের স্বজাতীয় ব্রাহ্মণেরাই পূজা সম্পন্ন করে। ইহারা পার্ব্বতী বা কন্যাকুমারীকে পরিয়ারমণী বা মাতঙ্গী বলিয়া মনে করে। দেবীর উৎসবকালে একজন পরিয়া দেবীর বররূপে দেবীমন্দিরে থাকে, সে ভাল কাপড় পরে ও ভাল খাইতে পায়। উৎসবের শেষ দিন দেবীকে মহাসমারোহে গ্রামপথে বাহির করা হয়, বররূপী পরিয়াকেও সেই দিন বাদ্যাদি সহ লইয়া যায়। উৎসবান্তে সে স্নান করিয়া একখানি নববস্ত্র লাভ করে, তাহাদের পুরোহিত আসিয়া দেবীর ও পরিয়ার দক্ষিণ হস্তে একএকটী পয়সা বাঁধিয়া দেয়। এই প্রথা কোথা হইতে আসিল তাহা জানা যায় না। তবে এখনও মান্দ্রাজের অধিষ্ঠাত্রী 'এগাত্তাল' দেবীর তালিবন্ধন একজন পরিয়ার হাতেই সম্পন্ন হয়।

পরিয়াদিগের মধ্যেও অনেক সাধু ও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ 'কুরল'-গ্রন্থপ্রণেতা তিরুবল্লুব নায়নার ও তাঁহার ভগিনী অবৈব (আবিয়ার), বৈষ্ণবকবি আলবার তিরুপ্পান্ ও শৈব সাধু নন্দনের নাম উল্লেখযোগ্য।

পরিয়ার, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে গঙ্গানদী ও তাহার শাখা কল্যাণী প্রবাহিত। গ্রামটী বাঙ্গরমৌ উনাও নগর হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩৭´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২১´ ৪৫´´ পূঃ। প্রবাদ পূর্ব্বে এস্থান জঙ্গলে পরিবৃত ছিল, মহামুনি বাল্মীকি এই বনাশ্রমে * থাকিতেন। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে এই স্থানে 'পরিহার' করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান পরিহার বা পরিয়ার নামে খ্যাত হয়। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে 'মহনা' নামে যে বিস্তীর্ণ স্থান আছে, উহা

১) Dr. Oppert's Original Inhabitants of India, pp. 31-32.

* এই গ্রামের অব্যবহিত পরপারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিঠুর নগরে আজিও বাল্মীকির কুটীর বিদ্যমান আছে। এক সময় গঙ্গার উভয় তীরস্থ ভূমি বাল্মীকির আশ্রম বলিয়া কথিত হইত। [বিঠুরই দেখ।]

শ্রীরামপুর লব ও কুশের 'বহারণ' ভূমি বলিয়া অনুমিত হয়। এই মহমাঝিলের কূলবর্ত্তী সোমেশ্বর মহাদেব মন্দিরের সন্নিকটে ও গঙ্গার উভয় তীরে আজিও অনেকানেক তীরের ফলা ভূগর্ভ হইতে পাওয়া যাইতেছে; এখানে গঙ্গাতীরে যে সকল মন্দির নির্ম্মিত দেখা যায়, তাহা বর্ত্তমান সময়ে নির্ম্মিত। এখানে পাহাড়ের উপরে উজীর মীর অলমাস্খানী খাঁর একটী ইষ্টকনির্ম্মিত কেল্লার ধ্বংসাবশেষ গঙ্গাতীর হইতে দেখা যায়। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার লক্ষাধিক লোক গঙ্গায় ও ঝিলে স্নান করিতে আসে।

পরিয়ার, বেহারবাসী শাকদ্বীপিব্রাহ্মণগণের একটী 'পুর' বা থাক। ২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অধিবাসী নিম্নশ্রেণীস্থ জাতিবিশেষ।

পরিযোগ (পুং) পরি-যুজ-ভাবে ঘঞ্। পরিতঃ যোগ। উভয়দিকে যোগ। ঘঞ্ পরে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীযোগ' এইরূপ হইবে।

পরিযোগ্য (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পরিরক্ষক (ত্রি) পরি-রক্ষ-ণ্বুল্। রক্ষাকর্ত্তা, সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকারী।

পরিরক্ষণ (ক্লী) পরি-রক্ষ-ল্যুট্। সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকরণ।

পরিরক্ষণীয় (ত্রি) পরি-রক্ষ অনীয়র্। রক্ষার যোগ্য। সকলপ্রকার রক্ষার যোগ্য।

পরিরক্ষা (স্ত্রী)) পরিপালন। (মনু ৫।৯৪)

পরিরক্ষিত (ত্রি) উত্তমরূপে রক্ষিত।

পরিরক্ষিতব্য (ক্লী) পরি-রক্ষ-তব্য। পরিরক্ষণীয়, সর্ব্বতোভাবে রক্ষার যোগ্য।

পরিরক্ষিতিন্ (ত্রি) রক্ষাকারী। চৌকীদার।

পরিরক্ষিতৃ (ত্রি) পরি-রক্ষ-তৃচ্। পরিরক্ষক। "অশিষ্টানাং নিয়ন্তা হি শিষ্টানাং পরিরক্ষিতা।" (ভারত-আদিপর্ব্ব)

পরিরক্ষিন্ (ত্রি) রক্ষাকারী।

পরিরক্ষ্য (ত্রি) রক্ষার যোগ্য।

পরিরথ্য (পুং) রথাঙ্গভেদ। (অথর্ব্ববেদ ৮।৮।২২)

পরিরথ্যা (স্ত্রী) পরিতো রথ্যা। প্রচারমার্গ। "অধিষ্ঠানং মনশ্চাসীৎ পরিরথ্যা সরস্বতী।" (মহা° ৮।৩৪।৩৪) 'পরিরথ্যা প্রচারমার্গঃ' (নীলকণ্ঠ)

পরিরম্ভ (পুং) পরিরম্ভতে ইতি পরি-রভি ঘঞ্। ভতোনুম্ (রভেরশব্লিটোঃ। পা ৭।১।৬৩) আলিঙ্গন। "পরিরম্ভরভসং কৃ-ইব ভবিতাভোগোদ্ভূপঃ।" (সাহিত্য° ১০)
"ধ্যায়ংবামমিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাবলীং। ভবৎকুচকুম্ভনির্ভরপরিরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি।" (গীতগো° ৫।৭)

পরিরম্ভণ (ক্লী) পরি-রম্ভ-ল্যুট্। আলিঙ্গন।

পরিরম্ভিন্ (ত্রি) পরিরম্ভঃ বিদ্যতেঽস্য পরি-রম্ভ-ইনি। সংশ্লেষযুক্ত। আলিঙ্গনযুক্ত। "ব্যালম্বিপীতবরবাসসি বর্তমানকাঞ্চীকলাপপরিরম্ভিনিতম্ববিম্বং॥" (ভাগ° ৩।২৮।২৪) 'কাঞ্চীকলাপস্তেন পরিরম্ভঃ সংশ্লেষঃ বিদ্যতে যস্য তৎ।' (স্বামী)

পরিরাটক (ত্রি) পরি-রট-তাচ্ছীল্যে বুঞ্। সমন্তাৎ রটনশীল। চারিদিকে গমনশীল।

পরিরাটিন্ (ত্রি) পরি-রট-তাচ্ছীল্যে ণিনুন্। সমন্তাৎ রটনশীল।

পরিরাপ্ (পুং) ১ পাপরূপ রাক্ষস। ২ পরিবাদকারী, নিন্দক। "আ বিবাধ্যা পরিরাপস্তমাংসি" (ঋক্ ২।২৩।৩) 'পরিরোপঃ পাপরূপং রক্ষঃ। যদ্বা রপলপ ব্যক্তায়াং বাচি। ক্বিপ্। পরিবদতো নিন্দকান্'। (সায়ণ)

পরিরাপিন্ (ত্রি) পরামর্শ দ্বারা প্রবৃত্তিবিধানকারী। "যমরাতে পুরোধৎসে পুরুষং পরিরাপিণম্।" (অথর্ব্ব ৫।৭।২)

পরিরোধ (পুং) পরি-রুধ-ঘঞ্। সম্যক্ অবরোধ। আটকান।

পরিল (ত্রি) পরিতো লাতি লা-ক। পরিতোগ্রাহক, ততঃ শিবাদিত্বাদণ্। পারিল, তাহার অপত্য।

পরিলঘু (ত্রি) অতি লঘু, সহজে যাহা পরিপাক হয়।

পরিলঙ্ঘন (ক্লী) ইতস্ততঃ লম্ফন, ঝাঁপান।

পরিলুপ্ত (ত্রি)) পরি-লুপ্-ক্ত। অদৃশ্য, গত, হৃত।

পরিলেখ (পুং) পরি-লিখ-ঘঞ্। পরিতো লেখনসাধন দ্রব্য।

পরিলেখন (ক্লী) যজ্ঞস্থানের সকলদিকে রেখাদিকরণ।

পরিলেহিন্ (পুং) কর্ণরোগভেদ।

পরিলোপ (পুং) পরি-লুপ-ঘঞ্। ১ হানি। ২ বিলোপ।

পরিবংশ (স্ত্রী) প্রতারণা, ছলনা।

পরিবক্রা (স্ত্রী) ১ গোলাকার বেদীভেদ। ২ নগরীভেদ।

পরিবৎসক (পুং) বৎসের অপত্য।

পরিবৎসর (পুং) সংবৎসর পঞ্চকের অন্তর্গত বৎসরবিশেষ। "শকাব্দাৎ পঞ্চভিঃ শেষাৎ সমাত্মাদিষু বৎসরাঃ। সম্পরীদান্বপূর্ব্বাশ্চ তথোদাপূর্ব্বকা মতাঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও ইদ্বৎসর এই পঞ্চবৎসর যুগবৎসরের অন্তর্গত, ষষ্টিসংবৎসরের মধ্যে নহে। পরিবৎসরের অধিপতি সূর্য্য। এই বৎসরের প্রারম্ভে বৃষ্টি হয়।

(বৃহৎসংহিতা ৮,২৪-২৫)

পরিবৎসরীণ (ত্রি) সমস্ত বর্ষব্যাপী।

পরিবৎসরীয় (ত্রি) সমস্ত বর্ষসম্বন্ধীয়।

পরিবদন (ক্লী) পরি-বদ-ল্যুট্। ১ পরিবাদ, নিন্দা।

পরিবর্গ (পুং) পরি-বৃজ-ঘঞ্। পরিতোবর্জ্জন। সর্ব্বতোভাবে

বর্জ্জন। "স্বযশোভিরত্রী পরিবর্গ ইন্দ্রো" (ঋক্ ১।১২৯।৮) 'পরিবর্গে পরিতো বর্জ্জনে' (সায়ণ)

পরিবর্গ্য (ত্রি) পরিবর্জ্জনীয়।

পরিবর্জ্জক (ত্রি) বর্জ্জয়তি পরি-বর্জ্জি-ণ্বুল্। পরিত্যাগকারী।

পরিবর্জ্জন (ক্লী) পরিবর্জ্জ্যতে পরিত্যজ্যতে প্রাণৈর্যেন, পরি-বৃজ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। ভাবে ল্যুট্। ২ পরিত্যাগ। কোন্ কোন্ দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিতে হয়, তাহার বিষয় কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, একশয্যা, একাসন, একপংক্তি, ভাণ্ড, পক্কান্নমিশ্রণ, যাজন, অধ্যয়ন, যোনি, সহভোজন, সহাধ্যায়, সহযাজন এই একাদশকে সাঙ্কর্য্য কহে, ইহাদের সমীপে অবস্থান করিলে পাপ সংক্রামিত হয়, এই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা বর্জ্জন করিবে।* (কূর্ম্মপু॰ উপবি॰ ১৫ অ॰) চাণক্য বলিয়াছেন,

"যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন প্রীতি র্ন চ বান্ধবাঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (চাণক্য)

যে দেশে সম্মান নাই, প্রীতি, বান্ধব ও কোন প্রকার বিদ্যালাভ নাই, সেই দেশ পরিবর্জ্জন করিবে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, মূর্খব্রাহ্মণ, অযোদ্ধাক্ষত্রিয়, জড়বৈশ্য এবং অক্ষরসংযুক্ত শূদ্র দূর হইতে পরিবর্জ্জন করিবে। কুভার্য্যা, কুমিত্র, কুরাজা, কুবন্ধু, কুসৌহৃদ্য ও কুদেশ পরিত্যাগ বিধেয়।† (গরুড়পু॰ ১১৪অ॰)

পরিবর্জ্জনীয় (ত্রি) পরি-বৃজ-ণিচ্ অনীয়র্। পরিবর্জ্জনের যোগ্য, পরিত্যাগার্হ।

পরিবর্জ্জিত পরি-বৃজ-ণিচ্-ক্ত। পরিত্যক্ত।

পরিবর্ত্ত (পুং) পরিবর্ত্তনমিতি পরি-বৃত ভাবে ঘঞ্। ১ বিনিময়, বদল।

"হৃষ্যাত্যুতমুখং দৃষ্ট্বা নবং নবমিবাগতম্।
ঋতূনাং পরিবর্ত্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ।" (রামা॰ ২।১০৫।২৫)

২ কূর্ম্মরাজ। ৩ অপবর্ত্তন। (মেদিনী) ৪ যুগান্তকাল। (হেম) ৫ গ্রন্থবিচ্ছেদ। (জটাধর) ৬ মৃত্যুপুত্র দুঃসহের পুত্রভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, মৃত্যুর দুঃসহ নামে এক পুত্র ছিল, কলির কন্যা নির্ম্মাষ্টির সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই নির্ম্মাষ্টির গর্ভে অনেকগুলি পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই জগদ্ব্যাপী। ইহাদের মধ্যে পরিবর্ত্ত তৃতীয়। ইহার এই নাম রাখিবার কারণ এই যে, এই পুত্র অন্য স্ত্রীর গর্ভে অপর স্ত্রীর গর্ভ পরিবর্ত্তিত ও বক্তার বাক্যকেও বিপরীতরূপে প্রতিপাদিত করিয়া আহ্লাদ অনুভব করে, এইজন্য ইহার নাম পরিবর্ত্ত হয়। ইহার শান্তির জন্য শ্বেত-সর্ষপ ও রক্ষোঘ্ন মন্ত্রদ্বারা রক্ষাবিধান বিধেয়। পরিবর্ত্তের দুই পুত্র বিরূপ ও বিকৃত। ইহারাও বৃক্ষাগ্র, প্রাচীর, পরিখা ও সমুদ্র আশ্রয় করিয়া থাকে এবং পাদপাদিতে থাকিয়া গুর্ব্বিণীর পরিবর্ত্তন করে। এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে গর্ভপাত হইয়া থাকে। এইজন্য গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোককে বৃক্ষ, পর্ব্বত, প্রাচীর, সাগর ও পরিখা আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করিতে নাই। (মার্কণ্ডেয়পু॰ ৫১ অঃ) ৭ আবৃত্তি। (সূর্য্যসি॰) পরিবর্ত্ততে পরি-বৃত-অচ্। ৮ পরিবৃত্তিযুক্ত ধনাদি। ৯ বিবাহাদি কার্য্যে পরস্পরের কন্যাপুত্রের আদানপ্রদান। [বিবাহ দেখ।]

পরিবর্ত্তক (ত্রি) ১ ঘোরা-ফেরা। ২ ঘূর্ণশীল। ৩ পরিবর্ত্তনযোগ্য। ৪ কালাবর্ত্তক। (পুং) ৫ দুঃসহের একপুত্র। [পরিবর্ত্ত দেখ।]

পরিবর্ত্তন (ক্লী) পরি-বৃত-ল্যুট্। পরিবর্ত্ত, পর্য্যায়, পরিদান, বিনিময়, নৈমেয়, ব্যতিহার, পরাবর্ত্ত, বৈমেয়, বিময়। (হেম)

"অঙ্কমঙ্কপরিবর্ত্তনোচিতে তস্য নিগ্নতুরশূন্যতামুভে।
বল্লকী চ হৃদয়ঙ্গমস্বনা বল্গুবাগপি চ বামলোচনা॥"

(রঘু ১৯।১৩)

২ প্রেরণ। ৩ বদলান।

পরিবর্ত্তনীয় (ত্রি) পরি-বৃত-অনীয়র্। পরিবর্ত্তনের যোগ্য।

পরিবর্ত্তিকা (স্ত্রী) মেঢ্রগতরোগভেদ। উপস্থের পীড়া। চলিত মুদা। ইহার লক্ষণ ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, অতিশয় মর্দ্দন, পীড়ন বা অভিঘাত দ্বারা ব্যানবায়ু কুপিত হইয়া যখন মেঢ্রগত চর্ম্মকে আশ্রয় করে, তখন বাতসংসৃষ্টপ্রযুক্ত লিঙ্গের চর্ম্ম স্ফীত হয় এবং শিশ্নাগ্রের অধঃস্থিত চর্ম্মকোষ গ্রন্থিকোষে লম্বমান হয়, কখন কখন বেদনার সহিত দাহ ও পাক উপস্থিত হয়, এই আগন্তুক বাতজ রোগকে পরিবর্ত্তিকা কহে। ইহা কফানুবিদ্ধ হইলে কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—পরিবর্ত্তিকা রোগে ঘৃত ম্রক্ষণ করিয়া মাংসাদি বাতঘ্ন দ্রব্য দ্বারা স্বেদ এবং তিনরাত্রি বা ৫ রাত্রি শাবণাদি উপনাহ প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহার পর ঘৃতাদি অভ্যঞ্জদ্বারা ধীরে ধীরে চর্ম্ম যথাস্থানে আনয়ন করিবে। লিঙ্গের অগ্রভাগ পীড়ন করিয়া চর্ম্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে শিশ্নাগ্রে স্বেদ ও উপনাহ দিয়া বাতনাশক বস্তিক্রিয়া বিধেয়। রোগীকে

* "একশয্যাসনং পংক্তিভাণ্ডপক্বান্নমিশ্রণম্।
যাজনাধ্যয়নে যোনিস্তথৈব সহভোজনম্।
সহাধ্যায়স্তু দশমঃ সহযাজনমেব চ।
একাদশসমুদ্দিষ্টা দোষাঃ সাঙ্কর্য্যসংজ্ঞিতাঃ।
সমীপে চাপ্যবস্থানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাঙ্কর্য্যং পরিবর্জ্জয়েৎ॥"
(কূর্ম্মপু॰ উপবিভাগ ১৫ অধ্যায়)

† "ব্রাহ্মণং বালিশং ক্ষত্রমযোদ্ধারং বিশং জড়ম্।
শূদ্রমক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
কুভার্য্যাঞ্চ কুমিত্রঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদম্।
কুবন্ধুঞ্চ কুদেশঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।" (গরুড়পুরাণ ১১ অঃ)

আহারের জন্ত স্নিগ্ধ দ্রব্য দিবে। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)
(সুশ্রুতে নিদানস্থানে ১৩ অধ্যায়ে ইহার লক্ষণ লিখিত আছে।)

পরিবর্ত্তিন্ (ত্রি) পরিবর্ত্তিতুং শীলমস্য, শীলার্থে ণিনি। পুনঃ-পুনঃ আবৃত্তিযুক্ত। পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্ত্তনস্বভাব।
"তস্যাঃ সুবিপুলা দীর্ঘা বেপন্ত্যাঃ পরনস্ত্রিয়াঃ।
দৃশ্যতে কম্পিতা বেণী ব্যালী চ পরিবর্ত্তিনী॥"
(রামায়ণ ৫।২৬।২)
(স্ত্রী) ২ বিষ্টুতিভেদ। (লাট্যা° ৬।১।২৮) "পরিবর্ত্তিনী ত্রিবৃৎবিষ্টুতিঃ" (তাণ্ড্যব্রা° ২।২।১) 'পরিবর্ত্তিনী আবর্ত্তিনী বিষ্টুতিঃ' (ভাষ্য)

পরিবৎস্ন্ (ত্রি) বেষ্টন করিয়া ভ্রমণশীল, প্রদক্ষিণ।
(কাঠক ২৫।২)

পরিবর্দ্ধন (ক্লী) পরি-বৃধ-ল্যুট। সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধিকরণ, বাড়ান।
"লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনং।" (মনু ৯।৩৩১)।

পরিবর্দ্ধিত (ত্রি) পরি-বৃধ-ণিচ্ ক্ত। বৃদ্ধিপ্রাপিত, যাহা বাড়ান হইয়াছে। "শ্যামকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি।"
(শকুন্তলা ৭ অঙ্ক)

পরিবর্ম্মন্ (ত্রি) বর্ম্মাবৃত।

পরিবর্হ (পুং) পরি-বর্হ-ঘঞ্। ১ পরিচ্ছদ, রাজচিহ্ন চামরছত্রাদি।

পরিবসথ (পুং) পরিতো বসন্ত্যত্র পরি-বস উপসর্গে বসোরিতি অথচ্। গ্রাম। (হেম)

পরিবহ (পুং) পরি সর্ব্বতোভাবেন বহতীতি পরি-বহ-অচ্। সপ্তবায়ুর অন্তর্গত ষষ্ঠবায়ু। এই পরিবহ বায়ু সুবহ বায়ুর উপরিস্থিত।
"ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্দ্ধঃ
স্যাদুদ্বহস্তদনুসংবহসংজ্ঞকশ্চ।
অন্যস্ততোহপি সুবহঃ পরিপূর্ব্বকোহস্মাৎ
বাহঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥"
(সিদ্ধান্তশিরো°) [বায়ু দেখ।]

পরিবাদ (পুং) পরি সর্ব্বতো দোষোল্লেখেন বাদঃ কথনং। পরি-বদ-ভাবে-ঘঞ্। অপবাদ। নিন্দা।
"নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ।
পরনিন্দাপরদ্রোহপরিবাদপরাঃ খলাঃ॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ১।৪২)
পরি-বদ-ণিচ্ করণে ঘঞ্। বীণাবাদনবস্তু। (মেদিনী) ঘঞ্ পরে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীবাদ' এই রূপ হইবে।

পরিবাদক (ত্রি) পরিবদতীতি পরি-বদ-ণ্বুল্। পরীবাদকর্ত্তা; নিন্দক, অপবাদকারী।

পরিবাদিন্ (ত্রি) পরিবদতীতি পরিবদিতুং শীলমস্য বা। পরি-বদ- [illegible]
"সাধূনস্মরতাং যে চ যে চাপি পরিবাদিনাম্।" (ভারত ৭।৭১।২৬)
পরিবাদো নিন্দা বিদ্যতেহস্য অস্ত্যর্থে ইনি। পরিবাদবিশিষ্ট।

পরিবাদিনী (স্ত্রী) পরিবদতি স্বরানিতি পরি-বদ (সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। পা ৩।২।৭৮) ইতি ণিনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সপ্ত-তন্ত্রীযুক্ত বীণা। যে বীণার ৭টী তার আছে, তাহাকে পরি-বাদিনী কহে।
"কলতয়া বচসঃ পরিবাদিনী
স্বরজিতা রঞ্জিতাবশমাযযুঃ॥" (মাঘ ৬।৯)

পরিবাপ (পুং) পরি সর্ব্বত উপ্যতে ইতি পরি-বপ-ঘঞ্। ১ পর্য্যাপ্তি, বপন। ২ জলস্থান। ৩ পরিচ্ছদ। (মেদিনী)। ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া পরীবাপ এইরূপ পদ হইবে। ৪ মুণ্ডন। (হেমচ°)

পরিবাপন (ক্লী) পরি-বপ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মুণ্ডন। ২ পরিবাপ।

পরিবাপিত (ত্রি) পরিবাপ্যতে স্ম, পরি-বপ-ণিচ্-ক্ত। ১ মুণ্ডিত। ২ পরিবাপনে নিয়োজিত।

পরিবাপ্য (ত্রি) ১ পরিবাপযোগ্য বা মুণ্ডনযোগ্য।

পরিবার (পুং) পরিব্রিয়তেহনেন পরি-বৃ-করণে ঘঞ্। পরি-জন, কুটুম্বাদি, পোষ্যবর্গ, ইহারা পরিবৃত থাকে, এইজন্ত পোষ্য-বর্গের নাম পরিবার হইয়াছে।
"মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযান-
মধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।" (রঘু ৬।১০)
২ খড়্গকোষ। ৩ পরিচ্ছদ। ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীবার' এইরূপ পদ হইবে। যথা—
"ক্রব্যাদ্‌গণপরিবারশ্চিতাগ্নিরিব জঙ্গমঃ" (রঘু ১৫।১৬)

পরিবারণ (ক্লী) ১ পরিচ্ছেদ, আবরণ। ২ কোষ, খাপ।

পরিবারবৎ (ত্রি) পরিবারো বিদ্যতেহস্য মতুপ্ মস্য ব। আবরণযুক্ত।

পরিবাস (পুং) ১ গৃহ। ২ প্রবাস।

পরিবাসন (ক্লী) পরিবাস্যতেহনেন পরি-বাস-ল্যুট্। যজ্ঞিয়-বেদাচ্ছাদনানুকূল ব্যাপারবিশেষ। "উত্তরাৎ প্রদেশে পরিবাস্য বেদপরিবাসনানি নিদধাতি" (আপস্তম্ব-সূ°)।

পরিবাসস্ (ক্লী) সামভেদ।

পরিবাহ (পুং) পর্য্যুহ্যতে তৃণাদিকং যেন, পরি-বহ-ঘঞ্। পরীবাহ, জলোচ্ছ্বাস-জলপ্রবাহ।
"স বিবেশ পুরীং তয়া বিনা ক্ষণদাপায়শশাঙ্কদর্শনঃ।
পরিবাহমিবাবলোকয়ন্ স্বশুচঃ পৌরবধূমুখাশ্রুষু॥" (রঘু ৮।৭৪)
ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীবাহ' এই পদ হইবে। ২ জলনির্গমপ্রণালী। "পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া" (উত্তররাম° ৩ অঃ) ৩ মোহনা।

পরিবাহবৎ (ত্রি) পরিবাহ-বিদ্যতেঽস্য মতুপ্‌ মস্য ব। জলোচ্ছ্বাসযুক্ত, প্রবাহযুক্ত।

পরিবাহিন্‌ (ত্রি) ভাসমান, প্রবাহশীল।

পরিবিংশৎ (স্ত্রী) পূর্ণবিংশতি।

পরিবিক্রয়িন্‌ (ত্রি) বিক্রয়শীল, বিক্রেতা।

পরিবিক্ষোভ (পুং) পরি-বি-ক্ষুভ-ঘঞ্‌। ১ সম্পূর্ণ ক্ষোভন-শীল। ৩ হানিকর।

পরিবিন্ন (পুং) পরি-বিদ-ক্ত। পরিবিত্তি, জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে।

"জ্যেষ্ঠে অনির্ব্বিষ্টে কনীয়ান্‌ নির্ব্বিশন্‌ পরিবেত্তা ভবতি, ইত্যাদি" (উদ্বাহতত্ত্ব)

পরিবিত্ত (পুং) পরি-বিদ-ক্ত, ন দস্য নঃ। বিবাহকারীর অকৃত-বিবাহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

পরিবিত্তি (পুং) পরিবর্জ্জনং বিন্দতি লভতে ইতি পরি-বিদ-ক্তিচ্‌। বিবাহিত ব্যক্তির অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

"দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ॥" (মনু ৩।১৭২)

পরিবিদ্ধ (ত্রি) পরি-ব্যধ-ক্ত। ১ পরিতোবিদ্ধ, সকল প্রকারে বিদ্ধ। (পুং) ২ কুবের। (হেমচ°)

পরিবিন্দক (পুং) পরিবিন্দতি পরি-বিন্দ-ণ্বুল্‌। পরিবেত্তা।

পরিবিন্দৎ (পুং) পরিত্যজ্য জ্যেষ্ঠভ্রাতরং বিন্দতি অগ্ন্যাধান-ভার্য্যাদিকং লভতে ইতি পরি-বিদ-শতৃ। পরিবেদনকর্ত্তা, অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ থাকিতে কৃতবিবাহ কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠের বিবাহ হইবে না, ইহাই শাস্ত্রবিধি, এবং সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই ঐ কার্য্য নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে ইহার প্রতিপ্রসবও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিষয় উদ্বাহতত্ত্বে লিখিত আছে—

"দেশান্তরস্থক্লীবৈকবৃষণানসহোদরান্‌।
বেশ্যাভিসক্তপতিতশূদ্রতুল্যাতিরোগিণঃ॥
জড়মূকান্ধবধিরকুব্জবামনকুণ্ঠকান্‌।
অতিবৃদ্ধানভার্য্যাংশ্চ কৃষিসক্তান্‌ নৃপস্য চ॥
ধনবৃদ্ধিপ্রসক্তাংশ্চ কামতঃ কারিণস্তথা।
কুলটোন্মত্তচৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্‌ ন দুষ্যতি॥"
(উদ্বাহতত্ত্বধৃতছন্দোগপরিশিষ্ট)

জ্যেষ্ঠ সহোদর যদি দেশান্তরে স্থিত হয়, (শাস্ত্রে দেশান্তরের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে, যে স্থলের ভাষা বিভিন্ন এবং গিরি-মহানদী প্রভৃতি ব্যবধান থাকে, তাহাকে দেশান্তর কহে। অথবা দশদিনে যেস্থলের বার্ত্তা শ্রুত হয় না, তাহাকেও দেশান্তর কহে। বৃহস্পতির মতে [illegible] যোজন, পুনঃ আবার তাহারও কাহারও মতে ৪০ বা ৩০ যোজন। [illegible] ৩০ যোজনের পর ৬০ যোজন পর্য্যন্ত এবং ইহাতে গিরি ও মহানদী প্রভৃতি ব্যবধান ও ভাষার প্রভেদ থাকে, তাহা দেশান্তর নামে কথিত হয়।*) ক্লীব, একবৃষণ অর্থাৎ যাহার একটী মাত্র অণ্ড আছে, বেশ্যাসক্ত, পতিত ও শূদ্রতুল্য। (মনু শূদ্রতুল্যের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ গোরক্ষক, বাণিজ্যিক, কারুকুশীলব, প্রৈষ্য এবং বার্দ্ধুষিক অর্থাৎ টাকার সুদ গ্রহণ করে, তাহাকে শূদ্র কহে।) † অতিরোগী, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, কুণ্ঠী, অতিবৃদ্ধ, ভার্য্যাহীন, অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভার্য্যাসম্বন্ধযুক্ত, কামকারী, যাহারা শাস্ত্রের বিধান মানে না অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী, কুলট (যিনি পরকুলাটনশীল), দস্তক ও চৌর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই সকল দোষযুক্ত হইলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে দোষের হয় না। দেশান্তরস্থিত প্রভৃতি হইলে তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া তাহার পর বিবাহ করা উচিত। ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত। আবার কোন স্থলে লিখিত আছে;

"দ্বাদশৈব তু বর্ষাণি জ্যায়ান্‌ ধর্ম্মার্থযোগতঃ।
ন্যাযাঃ প্রতীক্ষিতুং ভ্রাতা শ্রূয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ॥
উন্মত্তঃ কিল্বিষী কুষ্ঠী পতিতঃ ক্লীব এব বা।
রাজযক্ষ্মাময়াবী চ ন ন্যায্যঃ স্যাৎ প্রতীক্ষিতুং॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

এই বচনানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মার্থের জন্য গমন করিলে, তাহার জন্য ১২ বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। কিন্তু উন্মত্ত, পাপী, কুষ্ঠী, পতিতাদি হইলে তাহার প্রতীক্ষা করিতে নাই। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে, বিদ্যার্থের জন্য গমন করিলে ব্রাহ্মণ ১২ বৎসর, ক্ষত্রিয় ১০ বৎসর, বৈশ্য ৮ বৎসর এবং শূদ্র ৬ বৎসর প্রতীক্ষা করিবেন। উশনা বলেন, জ্যেষ্ঠ যদি বিবাহ না করে এবং বিবাহ করিতে অনুমতি

---

* দেশান্তরপরিভাষায়াং বৃদ্ধমনুঃ—
'বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে॥
দেশনামনদীভেদান্‌ নিকটোঽপি ভবেদ্যদি।
তত্তু দেশান্তরং প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
দশরাত্রেণ যা বার্ত্তা যত্র ন শ্রূয়তেঽথবা॥' (বৃহস্পতিঃ।)
'দেশান্তরং বদন্ত্যেকে ষষ্টিযোজনমত্রকং।
চত্বারিংশৎ বদন্ত্যেকে ত্রিংশদেকে তথৈব চ॥'
মুনিত্রয়বচনোক্ত ষাষ্ট্যাদিযোজনাদি ভেদানাং সামঞ্জস্যার্থমেবং ব্যাখ্যায়তে ত্রিতয়বৈশিষ্ট্যে ত্রিংশদ্‌ যোজনাভ্যন্তরে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে তদুপরি এক-বৈশিষ্ট্যে চত্বারিংশৎযোজনোপরি বাণীগিরিমহানদ্যন্তরিতত্বভেদাভাবেঽপি ষষ্টিযোজনোপরি দেশান্তরমিতি। শুদ্ধিচিন্তামণিঃ।)

† শূদ্রতুল্যানাহ মনুঃ—
"গোরক্ষকান্‌ বাণিজিকান্‌ তথা কারুকুশীলবান্‌।
প্রৈষ্যান্‌ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্‌ শূদ্রবদাচরেৎ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)
([illegible])

দেয় তাহা হইলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারে, ইহাতে দোষ হয় না।*

কিন্তু প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে জ্যেষ্ঠ উপস্থিত সত্ত্বে অনুমতি করিলেও কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারিবে না। তবে যে জ্যেষ্ঠ বিষয়বিরক্ত হইয়া যোগমার্গাবলম্বন করিয়াছেন, অথবা পূর্ব্বোক্তরূপে পতিত হইয়াছেন, সেইরূপস্থলে বিবাহ দূষণীয় নহে; যাহারা এইরূপ বিবাহ করে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হয়। (উদ্বাহতত্ত্ব)

পরিবিতর্ক (স্ত্রী) পরীক্ষা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। (দিব্যা° ২৯।২০)

পরিবিন্ন (পুং) পরি-বিদ-ক্ত, দস্য নঃ, নকারেণ ব্যবহারাৎ ন ণত্বং। পরিবেত্তা।

পরিবিবিদান (পুং) জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে বিবাহিত কনিষ্ঠ। "নির্ঋত্যে পরিবিবিদানমরাধ্যা।" (শুক্লযজুঃ ৩০।৯)

'অনূঢ়ে জ্যেষ্ঠে উঢ়বন্তম্।' (মহীধর)

পরিবিষ্ট (ত্রি) পরিবৃত, বেষ্টিত।

পরিবিষ্টি (স্ত্রী) পরি-বিশ-ক্তিচ্। ১ পরিচর্য্যা। ২ ব্যাপ্তি।

"পিতৃভ্যাং পরিবিষ্টী বেষণা দংসনাভিঃ।" (ঋক্ ৪।৩৩।২).

পরিবিষ্ণু (অব্য) বিষ্ণুং বিষ্ণুং পরি ইত্যব্যয়ীভাবঃ। সর্ব্বতো বিষ্ণু, সকল স্থলেই বিষ্ণু। (মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস।)

পরিবিহার (পুং) পরিতোবিহারঃ। সম্যক্ বিহার, সর্ব্বতোভাবে বিহার।

"আত্মস্ত্র্যপত্যসুহৃদো বলমৃদ্ধকোষ-
মন্তঃপুরং পরিবিহারভুবশ্চ রম্যাঃ।"
(ভাগবতপু° ৪।১।২১৬)

পরিবিহ্বল (ত্রি) সম্যক্‌রূপ ক্ষোভিত বা উত্তেজিত, অত্যন্ত মগ্ন।

পরিবী (স্ত্রী) পরি ব্যে-কিপ্ সম্প্রসারণে দীর্ঘঃ। ১ পরিবারিত। ২ পরিতঃ হৃত। (শুক্লযজুঃ ৬।৭)

পরিবীক্ষণ (ক্লী) পরীতো বীক্ষণং। সর্ব্বতোভাবে অবলোকন, অভিনিবেশপূর্ব্বক দর্শন।

পরিবীত (ত্রি) পরি-ব্যেঞ্-ক্ত সম্প্রসারণে দীর্ঘঃ। পরিবেষ্টিত। (ঋক ১০।৫।৪১)

পরিবৃংহণ (ক্লী) পরি-বৃন্হ-ণিচ্ ল্যুট্। বহুলীকরণ।

পরিবৃংহিত (ত্রি) পরিতোবৃংহিতং। ১ সর্ব্বতোভাবে দীপ্তিবিশিষ্ট। ২ সর্ব্বতোভাবে করি-গর্জ্জিত। ৩ সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিবিশিষ্ট। ৪ সর্ব্বতোভাবে ধ্বনিবিশিষ্ট।

পরিবৃক্ণ (ত্রি) পরি-ব্রশ্চ ক্ত। ১ ছিন্ন। ২ ছিন্ন হস্তপাদ।
(ছান্দোগ্যউ°)

পরিবৃক্ত (ত্রি) পরি-বৃজ ক্ত। পরিত্যক্ত।
(ঋক ১০।১০২।১১)

পরিবৃজ্ (স্ত্রী) পরি-বৃজ্-কিপ্।

"বেথা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজন্।" (ঋক্ ৮।২৪।২৪)

'পরিবৃজং পরিবর্জ্জনং।' (সায়ণ)

পরিবৃঢ় (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন বৃংহতি বর্দ্ধতে ইতি বৃহি বৃদ্ধৌ কর্ত্তরি ক্ত, নিপাতনাৎ ইকারলোপঃ, নিষ্ঠা তস্য ঢত্বঞ্চ। অধিপ, প্রভু।

"জগৎপরিবৃঢ়ঃ প্রৌঢ়প্রীতিস্তং স ফলার্থিনম্।
কৃত্বা প্রাহ্বস্তবপুস্ততো ভূয়োঽপ্যভাষত॥" (রাজতর° ৩।২৮২)

পরিবৃত (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন বৃতঃ। আবৃত, বেষ্টিত।

"ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেৎ সভ্যৈঃ পরিবৃতোঽন্বহং।"
(মিতাক্ষরা)

পরিবৃতি (স্ত্রী) পরি-সর্ব্বতোভাবেন বৃতিঃ। বেষ্টন, পরিবেষ।

পরিবৃত্ত (ত্রি) পরি-বৃত-ক্ত। পরিতোবৃত্ত।

পরিবৃত্তার্দ্ধমুখ (ত্রি) যে ব্যক্তি মুখের অর্দ্ধেকটা ফিরাইয়াছে।

পরিবৃত্তি (পুং) পরিবর্জ্জনে বর্ত্ততে ইতি পরি-বৃত-ক্তিচ্। পরিবেত্তা। পরি-বৃত-ভাবে ক্তিন্। ১ পরিবর্জ্জন। (ভারত ১৪।১৮।২৯) ২ অর্থালঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

'পরিবৃত্তির্বিনিময়ঃ সমন্যূনাধিকৈর্ভবেৎ।"
(সাহিত্যদ° ১০।১০৫)

যে স্থলে সম, অধিক বা ন্যূন দ্বারা বিনিময় হয়, সেই স্থলে পরিবৃত্তি অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"দত্ত্বা কটাক্ষমেণাক্ষী জগ্রাহ হৃদয়ং মম।
ময়া তু হৃদয়ং দত্ত্বা গৃহীতো মদনজ্বরঃ॥" (সাহিত্যদ°)

হে হরিণলোচনে! তুমি আমাকে কটাক্ষ দিয়া আমার মন হরণ করিয়াছ, এবং আমিও হৃদয় দিয়া মদনজ্বর গ্রহণ করিয়াছি। এই স্থলে পূর্ব্ব চরণে কটাক্ষ দিয়া হৃদয়গ্রহণ ও পরচরণে হৃদয় দিয়া মদনজ্বর গ্রহণ করা হইয়াছে, বলিয়া প্রথমার্দ্ধে সমান দ্রব্য দ্বারা এবং পরার্দ্ধে ন্যূন দ্বারা বিনিময় হইয়াছে, অতএব এই স্থলে পরিবৃত্তি অলঙ্কার হইল।

পরিবৃত্তিসহ (ত্রি) পরিবৃত্তিং পরাবৃত্তিং সহতে সহ-অচ্। যৌগিকশব্দ ভেদ।

পরিবৃদ্ধ (ত্রি) প্রাপ্তবৃদ্ধ। "অন্নত বিদগ্ধপরিবৃদ্ধতা।" (সুশ্রুত)

পরিবৃদ্ধি (স্ত্রী) পরিবর্দ্ধন।

* উশনাঃ—"জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব কারয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥
বশিষ্ঠঃ—অগ্রজোঽস্য যদানগ্নিরধিকার্য্যানুজঃ কথং।
অগ্রজানুমতঃ কুর্য্যাদগ্নিহোত্রং যথাবিধি।
এতেন বিবাহস্যানুজ্ঞ্যাপি দোষাভাবেতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।"
(উদ্বাহতত্ত্ব)

"প্রতিদিবসমেবমর্কাৎ স্থানবিশেষেণ শৌক্ল্যপরিবৃদ্ধিঃ ॥"

(বৃহৎসং ৪।৪)

পরিবৃত্তি (পুং) পরিবিত্তি শব্দের পাঠান্তর।

পরিবৃংহিত (ত্রি) পরি-বৃংহ-ক্ত। ১ সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিবিশিষ্ট। ২ সর্ব্বতোভাবে উদ্যমবিশিষ্ট।

পরিবেত্তৃ (পুং) পরিত্যজ্য জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং বিন্দতি ভার্য্যামগ্ন্যাদিকং বা লভতে বিদ্-তৃচ্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩)। অনূঢ়জ্যেষ্ঠে কৃতবিবাহ কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে।

"দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ॥" (মনু ৪।৩৭১)

পরিবেদ (পুং) পরি-বিদ-ঘঞ্। পরিজ্ঞান। সম্পূর্ণ জানা।

পরিবেদক (পুং) পরি-বিদ-ণ্বুল্। পরিবেত্তা, পরিবেদনকারী।

পরিবেদন (ক্লী) পরি-বিদ-ল্যুট্। ১ বিবাহ। ২ অগ্ন্যাধান।

"ক্লীবে দেশান্তরগতে পতিতে ভিক্ষুকেঽপি বা।
যোগশাস্ত্রাভিযুক্তে চ ন দোষঃ পরিবেদনে॥"

(উদ্বাহতত্ত্বধৃত শাতাতপ)

৩ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান। (ভারত ১৪।১৬।১২) ৪ সর্ব্বতোভাবে বিচরণ। ৫ সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমানত্ব। ৬ সর্ব্বতোভাবে লাভ। ৭ সম্যক্ দুঃখ। ৮ বাদানুবাদ।

পরিবেদনা (স্ত্রী) বিদগ্ধতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, বিমৃশ্যকারিতা, সম্যক্ বিবেচনা, পরিণামদর্শিতা।

পরিবেদনীয়া (স্ত্রী) পরি-বিদ-অনীয়র্ স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিবেদনার্হা, পরিবেদনের যোগ্যা, বিবাহযোগ্যা। জ্যেষ্ঠ অনূঢ় থাকিতে কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক বিবাহিতা কন্যা।

পরিবেদিনী (স্ত্রী) পরিবেদোঽস্ত্যস্যামিতি ইনি, ঙীপ্ চ। পরিবেত্তার স্ত্রী। (হেমচ°)

পরিবেশ (পুং) পরিতো বিশতীতি পরি-বিশ্-ঘঞ্। বেষ্টন, পরিধি। (মেদিনী)

"বাতেন মণ্ডলীভূতাঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ করাঃ।
মালাভা ব্যোম্নি কুর্ব্বতে পরিবেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

(ভরতধৃত সাহসাঙ্ক)

পরিবেষ (পুং) পরিতো বিষ্যতে ব্যাপ্যতেঽনেন বিষ-ব্যাপনে ঘঞ্। পরিবৃত্তি, পরিধি, চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল। ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

"সংমূর্চ্ছিতা রবীন্দ্বোঃ কিরণাঃ পবনেন মণ্ডলীভূতাঃ।
নানাবর্ণাকৃতয়স্তন্বভ্রে ব্যোম্নি পরিবেষাঃ॥" (বৃহৎস° ৩৩।১)

সূর্য্য বা চন্দ্রের কিরণপটল সংমূর্চ্ছিত হইয়া বায়ুদ্বারা মণ্ডলীভূত হইলে স্বল্পমেঘ আকাশে নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট মণ্ডল হইয়া থাকে, ইহাকে পরিবেষ কহে। রক্ত, নীল, পাণ্ডুর, কপোত, ধূম্র, শবল, হরিদ্বর্ণ ও শুক্লবর্ণ পরিবেষ সকল যথাক্রমে ইন্দ্র, যম, বরুণ, নিঋর্তি, বায়ু, মহাদেব, ব্রহ্মা ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন। ধনদ কুবের কৃষ্ণবর্ণ পরিবেষ করেন এবং পরস্পর গুণাশ্রয়হেতু যাহা মুহুর্মুহু প্রবিলীন হয়, সেই অম্লফলদ পরিবেষ বায়ুকৃত। যে পরিবেষ চাষপক্ষী, শিখী, রৌপ্য, তৈল, ক্ষীর ও জলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, অকালসম্ভূত, অবিকলবৃত্ত ও স্নিগ্ধ সেই পরিবেষ সুভিক্ষ ও কল্যাণকর। যে পরিবেষ গগনানুচারী, অনেক আভাবিশিষ্ট, রক্তসন্নিভ, রূক্ষ এবং অসমগ্রশকট, শরাসন, ও শৃঙ্গাটক সদৃশ অবস্থিত, তাহা পাপকর হয়। পরিবেষ ময়ূরগ্রীবাসদৃশ হইলে অতিবৃষ্টি, বহুবর্ণ হইলে নৃপবধ, ধূম্রবর্ণ হইলে ভয়, ইন্দ্রধনু সদৃশ বা অশোককুসুমসদৃশপ্রভাবিশিষ্ট হইলে যুদ্ধ হয়। যে ঋতুতে পরিবেষ একবর্ণযোগে বহুল, স্নিগ্ধ ক্ষুরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ দ্বারা ব্যাপ্ত হইবে বা সূর্য্যকিরণ পীতবর্ণ হইবে, সেই সময় তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রতিদিন অহর্নিশ সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিবেষ রক্তবর্ণ হইলে নরেন্দ্রবধ হইয়া থাকে। আর যাহার লগ্ন ও দশমরাশিতে সূর্য্য ও চন্দ্র পরিবিষ্ট হন, তাহারও মৃত্যু হয়।

ত্রিমণ্ডল পরিবেষ সেনাপতির ভয়জনক, কিন্তু অত্যন্ত শস্ত্রকোপকর নহে। ত্রিমণ্ডল বা তদধিক মণ্ডলবান্ পরিবেষে শস্ত্রকোপ, যুবরাজভোগ এবং নগররোধ হইয়া থাকে। কোন গ্রহ, চন্দ্র বা নক্ষত্র যদি পরিবেষ দ্বারা নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তিন দিনে বৃষ্টি বা একমাসে বিগ্রহ ঘটে। আর হোরা ও লগ্নাধিপতি বা জন্মনক্ষত্রের পরিবেষ ঘটিলে রাজার অশুভ হয়। শনি পরিবেষ-মণ্ডলগত হইলে ক্ষুদ্র ধান্য নষ্ট করেন এবং স্থাবর ও কৃষকগণের হননকারী হইয়া বাতবৃষ্টি উৎপাদন করিয়া থাকেন। মঙ্গল পরিবেষগত হইলে কুমার সেনাপতি ও সৈন্যগণের বিদ্রব এবং অগ্নি ও শস্ত্রজাতভয় হইয়া থাকে। বৃহস্পতি পরিবেষগত হইলে পুরোহিত, অমাত্য ও নৃপগণের পীড়া হয়। বুধ পরিবেষগত হইলে মন্ত্রী, স্থাবর ও লেখকগণের পরিবৃদ্ধি এবং সুবৃষ্টি হয়। শুক্র পরিবিষ্ট হইলে ক্ষত্রিয় ও রাজগণের পীড়া এবং দুর্ভিক্ষ হয়। কেতু পরিবেষগত হইলে ক্ষুধা, অনল, মৃত্যু, রাজা এবং শস্ত্র হইতে ভয় হইয়া থাকে। রাহু পরিবিষ্ট হইলে গর্ভভয় এবং ব্যাধি ও নৃপভয় উপস্থিত হয়। এক পরিবেষের অভ্যন্তরে গ্রহদ্বয়ের অবস্থান হইলে যুদ্ধ এবং রবি, চন্দ্র ও শনি এই তিন গ্রহই পরিবিষ্ট হইলে ক্ষুধা ও বৃষ্টিজনিত ভয় হইয়া থাকে। গ্রহচতুষ্টয় পরিবেষগত হইলে অমাত্য ও পুরোহিত সহিত রাজা মৃত্যুর বশীভূত হন। পঞ্চাদি গ্র-

পরিবেষগত হইলে জগৎ যেন প্রলয়কালের মত হইয়া থাকে। তারাগ্রহ অর্থাৎ মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ অথবা নক্ষত্রগণ যদি পৃথক্-রূপে পরিবেষগত হয়, অথচ উদিত না হয়, তাহা হইলে নরেন্দ্রবধ হইয়া থাকে। প্রতিপদাদি চতুর্থী পর্য্যন্ত তিথিতে পরিবেষ হইলে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বিনাশ হয়। পঞ্চমী অবধি সপ্তমী পর্য্যন্ত তিথিতে শ্রেণী, পুর ও কোষের অশুভ, অষ্টমীতে পরিবেষ হইলে যুবরাজের এবং তৎপরস্থিত তিথিত্রয়ে পরিবেষ হইলে রাজার, দ্বাদশীতে পুর-রোধ এবং ত্রয়োদশীতে হইলে শস্ত্রমোক্ষ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশীতে পরিবেষ উত্থিত হইলে রাজ্ঞীর পীড়া, পূর্ণিমা ও অমা-বস্যায় নরপতির পীড়া হইয়া থাকে। পরিবেষের অভ্যন্তরে যদি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নগরবাসীদিগের পীড়া, পরি-বেষের বহির্ভাগে রেখা থাকিলে গমনশীল ব্যক্তির পীড়া হইয়া থাকে। গ্রহভুক্তি বা কর্ম্মবিভাগ করিলে যে দেশের ভাগে পরিবেষের বর্ণ রূক্ষ, শ্যাম বা রুক্ষ হইবে, সেই দেশের পরাজয় হইয়া থাকে। স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ বা দীপ্তিশালী পরিবেষ যাহা-দিগের ভাগে পতিত হয়, তাহাদের জয় হইয়া থাকে।

(বৃহৎসংহিতা ৩৪ অঃ)

পরিবেষক (পুং) পরিবেষতীতি পরি-বিষ-ণ্বুল্। পরিবেষ্টা, পরিবেষণকর্ত্তা, যিনি ভক্ষ্যবস্তু বিভাগপূর্ব্বক অর্পণ করেন, যিনি খাবার ভাগ করিয়া দেন। ইহার লক্ষণ—

"স্নাতশ্চন্দনচর্চ্চিতঃ সুবসনঃ স্রগ্বী প্রসন্নাননঃ।
স্পষ্টাত্মা সুভগঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ শ্রীকান্তপূজারতঃ।
স্বামিস্নেহপরঃ স্বকার্য্যনিপুণঃ প্রৌঢ়ো বদান্যঃ শুচিঃ।
বিপ্রো বা পরিবেষকস্তু কুলজশ্চান্যোঽপি বা ভূপতে॥"

(পাকরাজেশ্বর)

যিনি পরিবেষণ করিবেন, তিনি স্নান করিয়া অঙ্গে চন্দন লেপন করিবেন, উত্তমবস্ত্র-মাল্যাদি ধারণ করিয়া থাকিবেন, তিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, প্রসন্নহৃদয়, প্রভুভক্ত, স্বকার্য্যকুশল, প্রৌঢ়, বদান্য, শুচি ও কুলীন এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে রাজার পরিবেষকের যোগ্য।

পরিবেষণ (ক্লী) পরি-বিষ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বেষ্টন। ২ ভোজনার্থ ভোজন-পাত্রে অন্নাদির দান, অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া। শ্রাদ্ধে পরিবেষণ, ইহার বিষয় মনু এইরূপ বলিয়াছেন,

"পাণিভ্যান্তূপসংগৃহ্য স্বয়মন্নস্য বর্দ্ধিতং।
বিপ্রান্তিকে পিতৄন্ ধ্যায়ন্ শনকৈরুপনিক্ষিপেৎ॥"

(মনু ৩।২২৪)

অন্নপূর্ণপাত্র স্বয়ং উভয় করে গ্রহণ করিয়া পরিবেষণের জন্য পিতৃদিগকে স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণের সমীপে স্থাপন করিবে। দুই হস্তে ধারণ না করিয়া যে অন্ন আনা হয়, বা পরিবেষণ করা হয়, দুষ্টচেতা অসুরেরা তাহা অপহরণ করে। শাকসূপাদি ব্যঞ্জন সকল, পয়ঃ, দধি, ঘৃত ও মধু এ সকল পরিবেষণের পূর্ব্বে অতি সাবধান হইয়া অনন্যমনে ভূমিতে স্থাপন করিবে। বিবিধপ্রকার ভোজ্যসামগ্রী, নানা-প্রকার ফলমূল, হৃদয়গ্রাহী মাংসসকল ও পানীয় এই সকল ক্রমে ক্রমে সমাহিতমনে শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সমীপে উপস্থিত করিয়া অতি সাবধানে তাহাদিগকে পরিবেষণ করিতে হইবে এবং পরিবেষণকালে পরিবেষ্যমাণ ভোজ্যদ্রব্যের গুণ-কীর্ত্তন করিবে। পরিবেষণকালে অশ্রুপাত করিবে না, মিথ্যাকথা কহিবে না। (মনু ৩।২২৪-২৩০) শ্রাদ্ধতত্ত্বে শ্রাদ্ধকালে কিরূপে ব্রাহ্মণকে পরিবেষণ করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিব-রণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিত হইল না। পরিবেষণকালে অন্নপাত্র সংস্থাপিত করিয়া সেই অন্ন পাত্রান্তরিত করিয়া উভয় হস্তে পরিবেষণ করিবে। মৈথিলেরা বলিয়া থাকেন, এক দক্ষিণ হস্তের দ্বারাই পরিবেষণ বিধেয়; কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, কেন না শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে একহস্তে দত্ত অন্ন ও শূদ্রাদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিবে না এবং বশিষ্ঠবচনে লিখিত আছে, একহস্তে দত্ত স্নেহ-পদার্থ, লবণ ও ব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হইলে ভোক্তা কেবল পাপমাত্র ভোজন করেন, অতএব এক হস্তে পরিবেষণ করিবে না।*

পরিবেষবৎ (ত্রি) পরিবেষঃ বিদ্যতেঽস্য পরিবেষ মতুপ্ মস্য ব। ১ পরিবেষযুক্ত, পরিবিষ্ট। ২ পরিমণ্ডলযুক্ত। চন্দ্র-সূর্য্যাদির চতুর্দ্দিকস্থ জ্যোতির্বিশিষ্ট।

পরিবেষিন্ (ত্রি) পরিবেষোঽস্ত্যস্য ইনি। পরিবেষবিশিষ্ট। পরিবিষ্ট। "প্রতিদিবসহিমকিরণঃ পরিবেষী সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োরথ বা।"

(বৃহৎস° ৩।৩৪)

পরিবেষিকা (স্ত্রী) পরিবেষতি যা পরি-বিষ-ণ্বুল্ স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। পরিবেষণকর্ত্রী, পরিবেষণকারিণী স্ত্রী। ইহার লক্ষণ—"স্নাতা বিশুদ্ধবসনা নবধূপিতাঙ্গী
কর্পূরসৌরভমুখী নয়নাভিরামা।
বিম্বাধরা শিরসি বদ্ধসুগন্ধিপুষ্পা
মন্দস্মিতা ক্ষিতিভুজাং পরিবেষিকা স্যাৎ॥" (পাকরাজেশ্বর)

---

* "তথাচ পাকস্থাল্যা আকৃষ্য প্রথমং ভোজনপাত্রে ন দেয়ং কিন্তু স্থাল্যাদিকং পাণিভ্যাং পাত্রান্তরিতাভ্যাং শ্রাদ্ধে পরিবেষয়েৎ উভাভ্যামপি হস্তাভ্যামাকৃষ্য পরিবেষয়েদিতি মৎস্যপুরাণাৎ। যত্তু শ্রাদ্ধে পরিবেষণন্তু দক্ষিণপাণিনা[illegible]তিধানাদিতি মৈথিলোক্তং তন্ন। একেন পাণিনা দত্তং শূদ্রাদত্তং ন ভক্ষয়েদিত্যাদি পুরাণীয়েন একপাণিদত্ত-শূদ্রাদত্ত-ভক্ষণ-নিষেধেন [illegible]পরিবেষণস্যাপি নিষিদ্ধত্বাৎ পাণিভ্যামপি পাত্রান্তরিতং [illegible] ।" ([illegible])

পরিবেবিকা স্ত্রী স্নান করিয়া বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিবেন এবং তিনি নবধূপিতাঙ্গী ও তাঁহার মুখে কর্পূর সুগন্ধ বহিবে, তিনি নয়নাভিরামা, তাঁহার অধর বিম্বফলসদৃশী, তিনি মস্তকদেশে সুগন্ধপুষ্পসকল ধারণ করিবেন এবং ঈষৎহাস্যমুখী হইবেন।

পরিবেষ্টন (ক্লী) পরি-বেষ্ট-ল্যুট্। ১ চারিদিকে বেষ্টন। ২ রেখা।

পরিবেষ্টিত (ত্রি) পরি-বেষ্ট-ক্ত। চারিদিকে বেষ্টিত, পরিবৃত। পর্য্যায়—পরিক্ষিপ্ত, বলয়িত, নিবৃত, পরিচ্ছত, পরীত। (হেমচ°)

পরিবেষ্ট্ (ত্রি) পরি-বিষ-তৃচ্। পরিবেষণকারী, যিনি পরিবেষণ করেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পরিবেষ্টব্য (ত্রি) পরি-বিষ-কর্ম্মণি-তব্য। পরিবেষণযোগ্য। 'তস্মাদৈকেন হস্তেনানীয় পরিবেষ্টব্যম্।' (কুল্লুক ৩।২২৫)

পরিবেষ্টিতৃ (ত্রি) পরি-বেষ্ট-তৃচ্। পরিবেষ্টক, পরিবেষ্টনকারী। "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।৭)

পরিব্যক্ত (ত্রি) প্রকটিত, সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত। "সুসূক্ষ্মানপরিব্যক্তানশ্বানাবহিবাহিতান্।" (হরিবংশ ১৮ অঃ)

পরিব্যয় (পুং) সমাক্‌ব্যয়, খরচ। ২ দান। ৩ পণ্যদ্রব্য।

পরিব্যয়ণ (ক্লী) জড়ান, পাকান, আচ্ছাদন করা। "পরিব্যয়ণং প্রতি সমস্তং পরিবৃষতি।" (শতপথব্রা° ৩।৭।১।১৩)

পরিব্যয়ণীয় (ত্রি) পুনরাবৃত্তিযোগ্য (ঋক্‌মন্ত্রাদি)। (আশ্বলায়ন-শ্রৌত° ৬।১।৪)

পরিব্যাধ (পুং) পরি সর্ব্বতোভাবেন বিধ্যতীতি পরি-ব্যধ-ণ। (শ্যাদ্ব্যধেতি। পা ৩।১।১৪১) অম্বুবেতস, ক্রমোৎপল। (ত্রি) ২ চতুর্দ্দিকে বেধনকারক। (পুং) ৩ ঋত্বিক্‌ভেদ।

পরিব্রজ্য (ত্রি) পরিভ্রমণযোগ্য। "ন চৈকেন পরিব্রজ্যং ন গন্তব্যং তথা নিশি।" (ভারত ১২ পর্ব্ব)

পরিব্রজ্যা (স্ত্রী) পরি-ব্রজ-ভাবে ক্যপ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ তপস্যা। ২ ইতস্ততঃ ভ্রমণ। ৩ ভিক্ষুর ন্যায় জীবনযাত্রা।

"মাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কাকায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ॥" (মনু ১০।৫২।)

পরিব্রঢ়িমন (পুং) পরি-বৃঢ়-দৃঢ়াদিত্বাদিমনিচ্। আধিপত্য।

পরিব্রাজ্ (পুং) পরিবর্জ্জ্য পুত্রাদিকং ব্রজতি পরি-ব্রজ্-ক্বিপ্ দীর্ঘশ্চ। পুত্রদারাদি ও সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি আশ্রমান্তর গ্রহণ করেন, তাহাকে পরিব্রাজ্ কহে। ভিক্ষু, যতি।

"সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগো ভৈক্ষ্যাশ্রং বৃক্ষমূলতা।
নিষ্পরিগ্রহতাদ্রোহঃ সমতা সর্ব্বজন্তুষু॥
প্রিয়াপ্রিয়পরিষ্বঙ্গে সুখদুঃখাবিকারিতা।
সবাহ্যাভ্যন্তরশৌচ বাগ্‌যমো ব্রতচর্য্যতা॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহারো ধারণা ধ্যাননিত্যতা।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেষ পরিব্রাড্‌ধর্ম্ম উচ্যতে॥" (গরুড়পু°)

যিনি সকল আরম্ভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, নিষ্পরিগ্রহ, সকল জন্তুর প্রতি দ্রোহশূন্য, সুখ-দুঃখে সমান, বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যান ও ধারণাশীল এবং ভাববিশুদ্ধ এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে পরিব্রাড্ বা পরিব্রাজক কহে।

পরিব্রাজ (পুং) পরিত্যজ্য সর্ব্বান্ বিষয়ভোগান্ প্রব্রজ্যাশ্রমাৎ ব্রজতীতি পরি-ব্রজ-সংজ্ঞায়াং কর্ত্তরি ঘঞ্। পরিব্রাজক।

পরিব্রাজক (পুং) পরি-ব্রাজ-স্বার্থে কন্, পরিব্রজতীতি পরি-ব্রজ-ণ্বুল্ বা। পরিব্রাট্। যিনি সকলপ্রকার বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাকে পরিব্রাজক কহে। পর্য্যায় চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু, কর্ম্মন্দী, পারাশরী, মস্করী, সন্ন্যাসী, শ্রমণ, পরিব্রাজ্, পরাশরী, ব্রজক। (শব্দর°) [পরমহংস দেখ।]

"স পরিব্রাজকচ্ছদ্মা মহাকায়শিরোধরঃ।
প্রতিপেদে স্বকং রূপং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥"
(রামা° ৩।৫২।১২)

পরিব্রাজি (স্ত্রী) পরি-ব্রজ-ণিচ্-ইন্। শ্রাবণী। (রাজনি°) চলিত থুলকুড়ী।

পরিশঙ্কনীয় (ত্রি) পরিশঙ্ক্যতে ইতি পরি-শঙ্ক-অনীয়র্। সর্ব্বতোভাবে শঙ্কাবিষয়, অতিশয় শঙ্কার যোগ্য।

"শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়-
মারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ চ কুতো বশিত্বং॥" (উদ্ভট)

পরিশঙ্কিন্ (ত্রি) পরি-শঙ্কা-অস্ত্যর্থে ইনি। অতিশয় শঙ্কাযুক্ত, উপদ্রব শঙ্কমান।

"দিতিস্তু ভর্ত্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী।
পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ॥" (ভাগ° ৩।১৭।২)
'পরিশঙ্কিনী দেবোপদ্রবং শঙ্কমানা' (শ্রীধরস্বামী)

পরিশপ (পুং) ১ অভিসম্পাত, অভিশাপ। ২ তিরস্কার।

পরিশমিত (ত্রি) ১ নির্ব্বাপিত, উপশমপ্রাপ্ত। ২ চূর্ণীভূত।

পরিশাশ্বত (ত্রি) চিরকাল একরূপ। (মহাভারত উদ্যোগপ°)

পরিশিষ্ট (ক্লী) পরিতঃ শিষ্টঃ, শিষ-ক্ত। পরিশেষবিশিষ্ট। অবশিষ্টার্থবোধক গ্রন্থ। প্রথমে গ্রন্থে যাহা লিখিত হয়, অবশেষে সেই সকল অলিখিত বিষয়ের যাহাতে আলোচনা থাকে, তাহাকে পরিশিষ্ট কহে। যথা ছন্দোগপরিশিষ্ট, গৃহ্যপরিশিষ্ট ইত্যাদি।

পরিশীলন (ক্লী) পরি-শীল-ল্যুট্। অতিশয় অনুশীলনচর্চ্চা। ২ অবগাহন। ৩ আলিঙ্গন। "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।" (গীতগো° ১।২৭)

পরিশুদ্ধ (ত্রি) সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ, পরিষ্কৃত।

পরিশুদ্ধি (স্ত্রী) নির্ম্মলতা, প্রসন্নতা। "তস্যাবিলাম্ভঃপরিশুদ্ধিহেতোঃ।" 'প্রসাদহেতোঃ' (মল্লিনাথ রঘু ১৩।৩৬) ২ দোষখণ্ডন, নির্দ্দোষিত্বপ্রতিপাদন। ৩ পাপবিমুক্তি।

পরিশুশ্রূষা (স্ত্রী) সর্ব্বতোভাবে শুশ্রূষা।

পরিশুষ্ক (ক্লী) পরিতঃ শুষ্কং শুষ-ক্ত। মাংস-ব্যঞ্জনভেদ।

"মাংসং বহুঘৃতৈর্ভৃষ্টং সিক্তং চেচ্ছাম্বুনা মুহুঃ।
জীরকাদ্যৈঃ সমাযুক্তং পরিশুষ্কং তদুচ্যতে॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

প্রথমে মাংস উত্তম করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া পরে জলে সিদ্ধ করিবে, এবং ইহাতে জীরকাদি মিশ্রিত করিলে তাহাকে পরিশুষ্ক কহে। (ত্রি) ২ সর্ব্বতোনীরস, অতি শুষ্ক, যাহার কিছুমাত্র রস নাই।

"উপতপ্তোদকা নদ্যঃ পল্বলানি সরাংসি চ।
পরিশুষ্কপলাশানি বনান্যুপবনানি চ॥" (রামা° ২।৫৯।৫)

পরিশূন্য (ত্রি) সম্যক্প্রকারে শূন্য বা বিরহিত। "গতমাভরণপ্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে।" (রঘু ৮।৬৬)

পরিশৃ(শ্রু)ত (ক্লী) সুরা, মদ্য। (বৈদ্যকনিঘ°)

পরিশেষ (পুং) পরি-শিষ-ঘঞ্। অবশেষ, অবসান, উপসংহার।

পরিশেষণ (ক্লী) পরি-শিষ-ল্যুট্। পরিশেষ, শেষ, অবসান, অবশিষ্ট।

"যাজ্ঞাস্তি বেহথ তানর্চ্চ তথা স কৃতবান্ যথা।
তস্মৈ দত্ত্বা যযুঃ স্বর্গং তে সত্রপরিশেষণং॥" (ভাগ° ৯।৪।৫)

পরিশোধ (পুং) পরি-শুধ-ভাবে ঘঞ্। ১ পরিশোধন, সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধি। ২ ঋণশোধ, ঋণাপনয়ন, ধারশোধ।

পরিশোধন (ক্লী) পরি-শুধ-ল্যুট্। পরিশোধ, সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধি। (মনুটীকায় কুল্লূক ৬।৪৫ ।

পরিশোষ (পুং) পরি-শুষ-ভাবে ঘঞ্। সর্ব্বতোভাবে শুষ্কতা, নীরসতা।

"বায়ুর্কপরিপীতাম্বুবিপারিম্লানপঙ্কজঃ।
তড়াগ ইব কালেন পরিশোষং গমিষ্যতি॥" (রামা° ৪।১৫।৩৪)

পরিশোষণ (ক্লী) পরি-শুষ-ল্যুট্। পরিশোষ, সর্ব্বপ্রকারে শুষ্কতা।

পরিশোষিন্ (ত্রি) পরি-শুষ্-ণিনি। পরিশোষযুক্ত। পরিশোষবিশিষ্ট।

"তত্র ভূপাভাবব্যেগ্রলোমপরিশোষিণঃ।" (রাজতর° ২।৬৯)

পরিশ্রম (পুং) পরি-শ্রম-ঘঞ্ ন বৃদ্ধিঃ। পরিশ্রান্তি, পর্য্যায়—শ্রম, ক্লম, ক্লেশ, প্রয়াস, আয়াস, ব্যায়াম। (হেমচ°)

"তস্যাতিথ্যক্রিয়াশান্তরথক্ষোভপরিশ্রমম্।" (রঘু ১।৫৮)

পরিশ্রমাপহ (ত্রি) পরিশ্রমং অপহন্তি ইতি পরিশ্রম-অপ-হন্-ড। পরিশ্রম অপনোদনকারী (বায়ু, জল প্রভৃতি)।

পরিশ্রয় (পুং) পরি-শ্রি-অচ্, (এরচঃ। পা ৩।৩।৫৬)। ১ সভা। ভাবে অচ্। ২ আশ্রয়, অবলম্বন। ৩ বেষ্টন। (মেদিনী)

পরিশ্রমিন্ (ত্রি) পরি-শ্রম-অত্যর্থে ইনি। পরিশ্রমকারী, যিনি অতিশয় পরিশ্রম করিতে পারেন।

পরিশ্রয়ণ (ক্লী) পরি-শ্রি-ল্যুট্। বেড়াদির দ্বারা বেষ্টন।

পরিশ্রান্ত (ত্রি) পরি-শ্রম কর্ত্তরি-ক্ত। সর্ব্বতোভাবে শ্রান্তিযুক্ত, ক্লিষ্ট।

"পরিশ্রান্তো বয়ঃস্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ।
ক্ষুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্॥" (ভারত ১।৪৯।২৩)

পরিশ্রান্তি (স্ত্রী) পরি-শ্রম-ভাবে-ক্তিন্। ক্লান্তি। পরিশ্রম।

পরিশ্রাম (পুং) ক্লান্তি।

পরিশ্রিৎ (ত্রি) পরি-শ্রি ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ সূক্ষ্মপাষাণ। (শত° ব্রা° ৭।১।১২) ২ যজ্ঞিয়েষ্টক সমসংখ্যক পাষাণখণ্ড। (কাত্যায়নশ্রৌ° ১৮।৬।১২)

পরিশ্রিত (ত্রি) পরি-শ্রি-ক্ত। সমাশ্রিত। ভাবে-ক্ত। (ক্লী) ২ আশ্রয়। ৩ পরিতো বেষ্টন। ৪ বৃষ্ট্যাদি পরিহারক। তিরস্করণাদি দ্বারা বেষ্টন। (শত° ব্রা° ৩।১।২।৮)

পরিশ্রুত (ত্রি) পরি-শ্রু-ক্ত। ১ সর্ব্বতোভাবে শ্রবণবিশিষ্ট। যিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছেন। (পুং) ২ কুমারানুচরভেদ।

পরিশ্লিষ্ট (ত্রি) পরি-শ্লিষ-ক্ত। আলিঙ্গিত।

পরিশ্লেষ (পুং) পরি-শ্লিষ ভাবে ঘঞ্। আশ্লেষ।

পরিষণ্ড (ক্লী) বাটিকাদির অংশভেদ।

পরিষণ্ডবারিক (পুং) ভৃত্য, চাকর।

পরিষত্ত্ব (ক্লী) পরিষদো ভাবঃ, 'তস্য ভাবে' ইতি ত্ব। পরিষদের ধর্ম্ম, পরিষদের ভাব।

"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥" (মনু ১২।১১৪)

বেদহীন ব্রাহ্মণ সহস্র হইলেও তাহাদের পরিষত্ত্ব নাই।

পরিষদ্ (স্ত্রী) পরিতঃ সীদন্ত্যস্যাং, পরি-ষদ অধিকরণে ক্বিপ্, (সদিরপ্রতেঃ। পা ৮।৩।৬৬) ইতি ষত্বং। সভা, সমাজ, বহুজন সমাগমস্থান।

"দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ॥
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাৎ দশাবরা॥"

(মনু ১২।১১০-১১১)

দশ অথবা তিনের ন্যূন না হয়, এই বৃত্তিযুক্ত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সভা বসাইতে হইবে, ইহাকে পরিষদ্ কহে। এই পরিষদ্ হইতে যে ধর্ম্ম নিরূপিত হইবে, তাহা সকলেরই শিরো-

বাধ্য। ইহা কেহই লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। বেদত্রয়ের অধ্যেতা, অনুমানজ্ঞ, তার্কিক, পদার্থনিরুক্তিকুশল, এবং মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র যিনি পাঠ করিয়াছেন, এইরূপ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ অন্যূন দশটী ব্রাহ্মণ লইয়া পরিষদ্ করিবে। ধর্ম্মনির্ণয় বিষয়ে যে পরিষদ্ হইবে, তাহা ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ অন্যূন তিনটী ব্রাহ্মণ লইয়া করিতে হইবে। তাঁহারা যাহা নির্ণয় করিয়া দিবেন, তাহাই সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে। যাহাদের কোন ব্রত নাই, বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ, এইরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তি হইলেও তাহাদিগকে লইয়া পরিষদ্ হইবে না অর্থাৎ ইহাদের পরিষত্ত্ব নাই। ইহারা যাহা উপদেশ দিবে, তাহা গ্রহণীয় নহে। চরকের বিমানস্থানে অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে, পরিষদ্ দুই প্রকার—জ্ঞানবতী পরিষদ্ ও মূঢ় পরিষদ্। সাধারণতঃ পরিষদ্ তিন প্রকার—সুহৃদ্-পরিষদ্, উদাসীন-পরিষদ্, ও প্রতিনিবিষ্ট-পরিষদ্। প্রতিনিবিষ্ট-পরিষদ্ জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন, প্রতিবচন ও শক্তিসম্পন্ন হওয়া উচিত, মূঢ়-পরিষদে কাহারও সহিত জল্পনা করা বিধেয় নহে। ২ সভা।

পরিষদ (পুং) পরিতঃ সীদতীতি পরি-সদ-অচ্। পরিষদ্, অনুচর।

পরিষদ্য (পুং) পরিষদমর্হতীতি পরিষদ্-যৎ। ১ সভার্হ, পরিষদ্বল। স্তব করিবার নিমিত্ত সমবেত ঋত্বিক্‌দিগের সভাযোগ্য পবমান অগ্নিভেদ। "পরিষদ্যোঽসি পবমানঃ।" (শুক্লযজু° ৫।৩২)

'ত্বং পরিষদ্যঃ পবমানশ্চাসি স্তোতুং সমেতা ঋত্বিজঃ পরিষৎ তদ্‌যোগ্যঃ পরিষদ্যঃ অতএব শুদ্ধত্বাৎ পবমানঃ।' (মহীধর)

৩ পর্য্যাপ্ত। "পরিষদ্যং হিরণ্যরেকৃণো।" (ঋক্ ৭।৪।৭)

'পরিষদ্যং পর্য্যাপ্তং।' (সায়ণ)

পরিষদ্বন্ (ত্রি) চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান পরিচারক।

"তদিন্বস্য পরিষদ্বানো।" (ঋক ১০।৬১।১৩)

'পরিষদ্বানো পরিতো বর্ত্তমানাঃ পরিচারকাঃ।' (সায়ণ)

পরিষদ্বল (ত্রি) পরিষদস্ত্যাস্তীতি পরিষদ্-বলচ্ (রজঃকৃষ্যাসুতিপরিষদো বলচ্। পা ৫।২।১১২) সভাসদ্, পরিষদ্।

"ব্রাত্যৈনর্যালদীপ্রাস্রঃ সুঘনঃ পরিপূজয়ন্।

পরিষদ্বলান্মহাব্রহ্মৈরাট নৈকটিকাশ্রমান্॥" (ভট্টি ৪।১২)

পরিষীবণ (ক্লী) পরি-সিব-ভাবে ল্যুট্, ষত্বং ততো দীর্ঘশ্চ, নিপাতনাৎ সিদ্ধং। গ্রন্থীকরণ, চলিত গাঁট দেওয়া। (কাত্যা° শ্রৌত° ৮।৬।১২) পক্ষে পরিষেবণ।

পরিষূতি (স্ত্রী) পরি-সূ-প্রেরণে ক্তিন্, ততঃ ষত্বং। প্রেরণ, পরিতঃপ্রেরণ, চারিদিকে প্রেরণ। ২ প্রেরক। "যুবং রেভং পরিষূতেরুরুষ্যথঃ" (ঋক্ ১।১১৯।৬) 'পরিষূতেঃ পরিতঃ প্রেরকাৎ' (সায়ণ)

পরিষেক (পুং) পরি-সিচ-ঘঞ্, ততঃ ষত্বং। পরিষেচন।

"শীতমাসেচনং কার্য্যং পরিষেকশ্চ শীতলঃ॥" (সুশ্রুত)

পরিষেচক (পুং) পরি-সিচ্-ণ্বুল্, ততঃ ষত্বং। পরিতঃ সেচক, চারিদিকে সেচনকারী।

পরিষেচন (ক্লী) পরি-সিচ্-ল্যুট্, ততঃ ষত্বং। পরিতঃ সেচন, চারিদিকে সেচন।

পরিষোড়শ (ত্রি) ষোল-সংখ্যায় পূর্ণ।

পরিষ্কণ্ণ (ত্রি) পরি-স্কন্দ-ক্ত, দস্য তস্য চ নঃ (পরেশ্চ। পা ৮।৩।৭৪) ইতি বত্বে ষত্বং। ১ পরিস্কন্দ। ২ পরিপুষ্ট, পরিপালিত। ৩ ভৃত্যবিশেষ। ৪ দত্তকপুত্র। ৫ পরপুষ্ট ব্যক্তি।

পরিষ্কন্দ (ত্রি) পরিস্কন্দতীতি স্কন্দ-অচ্ 'পরেশ্চেতি ষত্বং'। পরিস্কন্দ, পরপুষ্ট। (অমর-টীকায় রমানাথ)

পরিষ্কর (পুং) পরি-কৃ-ভাবে বাহুলকাৎ অপ্, সুট্ ষত্বং। রথের রক্ষাদি। "সপ্তবিমণ্ডলং জ্ঞেয়ং রথস্যাসীৎ পরিষ্কর॥"

(ভারত কর্ণ প° ৩৪ অঃ)

পরিষ্কার (পুং) পরিক্রিয়তেঽনেন পরি-কৃ-ঘঞ্, ততঃ সুট্ (সম্পরিভ্যাং করোতৌ ভূষণে। পা ৬।১।১৩৭) (পরিনিবীতি। পা ৮।৩।৭০) ইতি ষত্বং। ১ অলঙ্কার, ভূষণ, সজ্জা। ২ সংস্কার, শুদ্ধি, শোধন। ৩ শোভা। ৪ সজ্জিতকরণ। ৫ নির্ম্মলীকরণ। ৬ স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা।

পরিষ্ক্রিয়া (স্ত্রী) পরি-কৃ-শ, সুট্ স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিষ্কারকরণ

"হোমাগ্নিদেবতাধূপভস্মনা চ পরিষ্ক্রিয়া।

কার্য্যা ক্ষীরাদিভাণ্ডানামেষ তদ্রক্ষণং স্মৃতং॥"

(মার্ক°পু° ৫১।৩৮)

পরিষ্কৃত (ত্রি) পরিষ্ক্রিয়তে স্ম ইতি পরি-কৃ-ক্ত, সুট্ ততঃ ষত্বং। ১ ভূষিত, অলঙ্কৃত। ২ বেষ্টিত। (হেম) ৩ আহিতসংস্কার। (অমরটীকায় ভরত)

পরিষ্কৃতভূমি (স্ত্রী) পরিষ্কৃতা যজ্ঞার্থং পশুবন্ধনায় যজ্ঞপাত্রাসাদনায় চাহিতসংস্কারা ভূমিঃ। বেদি। (অমরটী° ভরত) বিশুদ্ধভূমি।

পরিষ্টবনীয় (ত্রি) পরিষ্টবন (স্তোমের) জন্য অভীষ্ট। (শাঙ্খায়নশ্রৌ° ১৭।৭৬)

পরিষ্টি (স্ত্রী) পরি-ইষ-ক্তিন্, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপত্বং। সর্ব্বতঃ অন্বেষণ, সকলদিকে অন্বেষণ। "অনুব্রতা অভূবৎ পরিষ্টৌর্নভূম" (ঋক্ ১।৬৫।৩) 'পরিষ্টিঃ পরিতঃ সর্ব্বতোঽন্বেষণং ভূবৎ' (সায়ণ) বৈদিক প্রয়োগেই কেবল পরীষ্টি এইরূপ হইবে, লৌকিক প্রয়োগে 'পরিষ্টি' এইরূপ পদ হইবে। (ঋক্ ৭।১৯।৭, ১০।১৪৭।৩)

পরিষ্টুতি (স্ত্রী) পরি-স্তু-ক্তিন্, ততঃ ষত্বং যাৎ পরস্য

ষ্টু চ ট। স্তুতি, স্তব। "মহীদেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ (ঋক্ ৫।৮১।১) 'পরিষ্টুতিঃ স্তুতিঃ মহী মহতী অতিবিপুলা' (সায়ণ)

পরিষ্টুভ্ (ত্রি) পরি-স্তুভ-ক্বিপ্। ধনঞ্জ। পরিস্তোমযুক্ত, "ইন্দ্রোমরুত্বঃ পরিষ্টুভঃ" (ঋক্ ১।১৬৬।১১) 'পরিষ্টুভঃ পরিস্তোমযুক্তাঃ স্তুতিভির্যুক্তাঃ' (সায়ণ)

পরিষ্টোভ (পুং) স্তুতিযুক্ত সামভেদ।

পরিষ্টোম (পুং) পরিতঃ স্তূয়তে নানাবর্ণবত্ত্বাদিতি, স্তু-মন্ ততঃ ষত্বং কেচিত্তু পরেঃ স্তৌতিং প্রতি অনুপসর্গত্বাৎ ন ষঃ ইত্যুক্ত্বা পরিস্তোম ইতি কথয়ন্তি। গজপৃষ্ঠস্থিত চিত্রকম্বল, হাতীর পৃষ্ঠের ঝুল। গজপৃষ্ঠাস্তরণ কম্বল। ষত্ব না করিয়া কাহারও মতে পরিস্তোম এইরূপ পদ হইবে।

পরিষ্ঠল (ক্লী) পরিতঃ স্থলং (বিকুশমিপরিভ্যঃ স্থলং। পা ৮।৩।৯৬) ইতি ষত্বং। চারিদিকের স্থল।

পরিষ্ঠা (স্ত্রী) পরি-স্থা-ক্বিপ্ ষত্বং। পরিবেষ্টন করিয়া স্থিত। "অংহসঃ পরিষ্ঠাং হথঃ" (ঋক্ ৬।৭২।৩) 'পরিষ্ঠাং পরিবৃত্য স্থিতাং' (সায়ণ)

পরিষ্যন্দ (পুং) পরি-স্যন্দ-ঘঞ্, ততঃ ষত্বং। নদী, খাত, বালুকাময় জলাভূমি, দ্বীপ।

পরিষ্যন্দিন্ (ত্রি) পরিষ্যন্দ অস্ত্যর্থে ইনি। প্রবহমাণ (স্রোত)।

পরিষ্বক্ত (ত্রি) আলিঙ্গিত। (রামায়ণ)

পরিষ্বঙ্গ (পুং) পরি-স্বঞ্জ-ঘঞ্। (পরিনিবীতি পা ৮।৩।৭০) ষত্বং। আলিঙ্গন।

"অঙ্গদপ্রমুখানাঞ্চ হরীণাং রামদর্শনম্।
হনূমতঃ পরিষ্বঙ্গো রাঘবেন মহাত্মনা। ॥ (রামা° ১।৪৮৮)

পরিষ্বজ্ঞ (জ) ন (ক্লী) পরি-স্বঞ্জ-ল্যুট্ ততঃ ষত্বং। আলিঙ্গন।

পরিষ্বজ্ঞল্য (পুং ক্লী) গৃহাদিতে ব্যবহার্য্য তৈজসভেদ।
"সংদংশানাং ফলদানাং পরিষ্বজল্যস্য চ।"

পরিষ্বজান (ত্রি) পরিষ্বজমান।
"পরিষ্বজানাশ্চান্যোন্যং যযুর্নাগরিকাস্তদা।" (রামা° ২।৮৩।১০)

পরিষ্বজ্য (ত্রি) আলিঙ্গনযোগ্য। "পরিষ্বজ্যো ভবাম্যহ।" (বনপর্ব্ব) (অথ° ৯।৩।৫)

পরিষ্বজ্জীয়স্ (ত্রি) দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ। (অথর্ব্ব ১০।৮।২৫)

পরিষ্বষ্কিত (ক্লী) ইতস্ততঃ লম্ফমান।

পরিসংবৎসর (অব্য) উর্দ্ধং সংবৎসরাৎ অব্যয়ীভাবঃ। বৎসরের উর্দ্ধ, একবৎসরের পর।

"রাজর্ত্বিক্স্নাতকগুরূন্ প্রিয়শ্বশুরমাতুলান্।
অর্হয়েন্মধুপর্কেণ পরিসংবৎসরাৎ পুনঃ॥" (মনু ৩।১১৯)

'পরিসংবৎসরাদিতি সংবৎসরং বর্জ্জয়িত্বা তদূর্দ্ধং গৃহাগতান্ পুনর্মধুপর্কেণ পূজয়েৎ।' (কুলূক) মেধাতিথি পরিসংবৎসর শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন,'পরিগতঃ অতিক্রান্তঃ সংবৎসরো যেষাং তান্ পরিসংবৎসরান্' (মেধাতিথি) (পুং) ২ পরিবৎসর।

পরিসখ্য (ত্রি) পূর্ণসখ্যযুক্ত।

পরিসংখ্যা (স্ত্রী) পরি সম্ খ্যা-অঙ্। ১ পরিগণনা। গণনা।
"বিত্তস্য বিদ্যাপরিসংখ্যয়া মে
কোটীশ্চতস্রো দশ চাহরেতি।" (রঘু ৫।২১)

২ কাব্যালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"প্রশ্নাদপ্রশ্নতো বাপি কথিতাদ্বস্তুনো ভবেৎ।
তাদৃগন্যব্যপোহশ্চেচ্ছাব্দ আর্থোহথ বা তদা ॥
পরিসংখ্যা"— (সাহিত্যদ° ১০।৭৩৫)

প্রশ্নপূর্ব্বকই হউক বা অপ্রশ্নপূর্ব্বকই হউক, কথিত বস্তু হইতে যদি তাদৃশ অন্য বস্তুর ব্যবচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ তাদৃশ অন্যের প্রতিষেধ হয়, তাহা হইলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হয়। ইহা শাব্দ ও আর্থ এই দুই প্রকার হইয়া থাকে।

উদাহরণ—"কিং ভূষণং সুদৃঢ়মত্র যশো ন রত্নং
কিং কার্য্যমার্য্যচরিতং সুকৃতং ন দোষঃ।
কিং চক্ষুরপ্রতিহতং ধিষণা ন নেত্রং,
জানাতি কস্তদপরঃ সদসদ্বিবেকং ॥"

সুদৃঢ় ভূষণ কি? যশ, রত্ন নহে; কার্য্য কি? আর্য্যচরিত, দোষ নহে; অপ্রতিহত চক্ষু কি? ধিষণা (বুদ্ধি), নেত্র নহে। তদ্ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি সদসদ্বিবেক জানে! এই স্থলে প্রশ্নপূর্ব্বক ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সুদৃঢ় ভূষণ কি? এই প্রশ্নে রত্ন সুদৃঢ় ভূষণ নহে, যশই সুদৃঢ়ভূষণ রত্ন, তৎসদৃশ অর্থাৎ রত্নসদৃশ যশের দ্বারা রত্ন ব্যবচ্ছেদ্য হইয়াছে। এই জন্য এই স্থলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল, অন্যচরণেও এইরূপ জানিতে হইবে।

এখানে রত্নাদির যশাদি শব্দদ্বারা ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া ইহা শাব্দ। প্রশ্নপূর্ব্বক অর্থদ্বারা ব্যবচ্ছেদের উদাহরণ—
"কিমারাধ্যং সদা পুণ্যং কশ্চ সেব্যঃ সদাগমঃ।
কো ধ্যেয়ো ভগবান্ বিষ্ণুঃ কিং কাম্যং পরমং পদং ॥"

সদা আরাধ্য কি? পুণ্য, সেবনীয় কি? আগম, কে ধ্যেয়? ভগবান্ বিষ্ণু, প্রার্থনীয় কি? পরমপদ। এইস্থলে আরাধ্য কি'না পুণ্য, পাপ আরাধ্য নহে, অর্থ দ্বারা ইহাই প্রতীতি হইতেছে, এই জন্য এই স্থলে অর্থবশতঃ পাপাদির ব্যবচ্ছেদ হওয়ায় অর্থ পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল।

অপ্রশ্নপূর্ব্বক উদাহরণ—
"ভক্তির্ভবে ন বিভবে ব্যসনং শাস্ত্রে ন যুবতিকামাস্ত্রে
চিন্তা যশসি ন বপুষি প্রায়ঃ পরিদৃশ্যতে মহতাং ॥"

মহৎব্যক্তিদিগের ভক্তি ঈশ্বরে, বিভবে নহে, আসক্তি শাস্ত্রে,

যুবতিকক্ষমাত্রে নহে, চিন্তা বশে, শরীরে নহে, প্রায় ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থলে প্রশ্নপূর্ব্বক নহে অথচ বিভবাদি শব্দের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া এই স্থলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল। (সা° ১০ প°)

২ বিধিভেদ।

পরিসংখ্যাত (ত্রি) পরি-সংখ্যা-ক্ত। পরিগণিত।

পরিসংখ্যান (ক্লী) পরি-সংখ্যা-ল্যুট্। পরিগণন। "তত্ত্বানাং পরিসংখ্যানাং লক্ষণং হেতুলক্ষণং।" (ভাগ. ২।৮।১৮)

পরিসংঘুষ্ট (ত্রি) চারিদিকে শব্দায়মান।

পরিসংচক্ষ্য (ত্রি) পরিত্যাগযোগ্য, নিক্ষেপযোগ্য।

পরিসঞ্চর (পুং) সৃষ্টিকালাদূর্দ্ধং সঞ্চরতি পরি-সম্-চর অচ্। প্রতিসঞ্চরকাল, সৃষ্টি প্রলয়কাল।

"ত্রিবিধঃ সর্ব্বভূতানাং কীর্ত্ত্যতে পরিসঞ্চরঃ।
অনাবৃষ্টির্ত্তাম্বরশ্চ ঘোরঃ সংবর্ত্তকোহনলঃ॥
মেঘো হেকার্ণবো বায়ুস্তথারাত্রির্বাত্মনঃ।" (বরাহপু°)

ভূতসমূহের ত্রিবিধ পরিসঞ্চর কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পরিসন্তান (পুং) পরি-সম্ তন্-ঘঞ্। তন্ত্রী, তার। (তৈত্তিরীয় সং ৭।৪।২১১)

পরিসভ্য (পুং) সভায়াং সাধুঃ যৎ। সভ্য। পরিসর্ব্বতোভাবেন সভ্যঃ। পরিষত্ত, সভাসদ্।

পরিসমন্ত (পুং) চতুর্দ্দিকের পরিধি। গোলবৃত্তের চতুঃসীমা।

পরিসমাপন (ক্লী) সম্যকরূপে সমাধাকরণ।

পরিসমাপ্তি (স্ত্রী) পরিতঃ সমাপ্তিঃ। পরিশেষ।

পরিসমুৎসুক (ত্রি) অত্যন্ত উৎসুক, উদ্বিগ্ন, চিন্তাকুল। "তত্র সূর্য্যোদয়ং যাবৎ সর্ব্বংপরিসমুৎসুকম্।" (রামা° ২।৬৫।১১)

পরিসমূহন (ক্লী) পরি-সম্-উহ ভাবে ল্যুট্। যজ্ঞাদিতে অনলোপরি মৌনভাবে সমিধ্ প্রদান। ২ পতিত তৃণাদির প্রচ্ছেদ করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রক্ষেপরূপ ব্যাপারভেদ। ৩ অগ্নির চারিদিকে মার্জ্জন। (আশ° গৃ° ২।৪)

"সমিদ্ধমাহিতং বহ্নিং কৃত্বা পরিসমূহনম্।
পরিস্তীর্য্য সমভ্যর্চ্য সমিদ্ভিরজুহোদ্বিজঃ॥" (ভাগ° ৮।১৮।১৯)

পরিসর (পুং) পরিসরত্যত্র, পরি-সৃ-অ। পর্য্যন্তভূ, নদী, নগর ও পর্ব্বতাদির উপান্তভূমি।

"মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈঃ।
নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্॥" (মেঘদূত ৬৯)

২ মৃত্যু। ৩ বিধি। (মেদিনী)

পরিসরণ (ক্লী) পরি-সৃ-ল্যুট্। ১ ইতস্ততঃ ভ্রমণ বা চলন। ২ পুরাভব। ৩ মৃত্যু।

পরিসর্প (পুং) পরি সমন্তাৎ সর্পণং, পরি-সৃপ-ঘঞ্। ১ পরিক্রিয়া। ২ পরিক্রমাদি দ্বারা বেষ্টন। ৩ সর্ব্বতোভাবে গমন। ৪ সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অঃ) ৫ কুষ্ঠরোগবিশেষ। অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠের মধ্যে ইহা একপ্রকার। ইহার লক্ষণ—পীড়কা হইতে রস নিঃসৃত হইয়া প্রসারিত হইতে থাকিলে পরিসর্প কহে। (সুশ্রুত নিদানস্থা° ৫ অঃ) ৬ সাহিত্যদর্পণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, ইহার লক্ষণ—"দৃষ্টনষ্টানুসরণং পরিসর্পশ্চ কথ্যতে।" (সাহিত্যদ° ৬।৩৫৩) কোন বস্তু প্রথমে দৃষ্ট হইয়া, পরে নষ্ট হইলে, তাহার যদি অনুসরণ করা হয়, তাহাকে পরিসর্প কহে। নাটকে পরিসর্প বর্ণনা করিতে হয়। বিলাস, পরিসর্প, বিধূত ও তাপন প্রভৃতি বর্ণন না করিলে নাটকে দোষ হইয়া থাকে। উদাহরণ—"ভবিতব্যমত্র তয়া। তথাহি,—

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারেহস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্ক্তির্দৃশ্যতেহভিনবা॥"

(শকুন্তলা ৩ অঙ্ক)

পরিসর্পণ (ক্লী) পরি-সৃপ-ল্যুট্। প্রসরণ। গমন। "যুধিষ্ঠিরস্তু পরিসর্পণং বুধঃ পরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি॥" (ভাগ° ১।১৩।১৯) 'পরিসর্পণং প্রসরণং' (স্বামী)।

পরিসর্পিন্ (ত্রি) পরিসর্প-অস্ত্যর্থে ইনি। পরিসর্পযুক্ত, গন্তা। "তে ঘোরাঃ ক্রূরকর্ম্মাণ আকাশপরিসর্পিণঃ।" (ভারত°বনপর্ব্ব)

পরিসর্য্যা (স্ত্রী) পরিসরণমিতি সৃ-গতৌ (পরিচর্য্যা পরিসুর্য্যেতি। পা ৩।৩।১০১) ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ১ পরিসার। সর্ব্বতো গমন। ২ ভূমিতে সর্ব্বতো ভ্রমণ। ৩ সঞ্চার। ৪ অনুসরণ। ৫ সেবা।

পরিসহস্র (ত্রি) সহস্রের পূরণ। (শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১৭।৭।২)

পরিসাধন (ক্লী) ১ নিষ্পাদন, সম্পন্নকরণ, স্থিরকরণ। ২ পরম বিষয়ের সাধন। (মেধাতিথি) "নিক্ষেপেষেষু সর্ব্বেষু বিধিঃ স্যাৎ পরিসাধনে।" (মনু ৮।১৮৮)

পরিসান্ত্বন (ক্লী) সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনাকরণ। পরস্পর মিলন।

পরিসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (কাত্যা° গৃ° ৪।৯।৯)

পরিসারক (ত্রি) পরি-সৃ-ণ্বুল্। পরিতো গন্তা, চতুর্দ্দিকে গমনশীল।

পরিসারিন্ (ত্রি) পরি-সার-অস্ত্যর্থে ইনি। ভ্রমণকারী, ইতস্ততঃ গন্তা।

পরিসিদ্ধিকা (স্ত্রী) ১ যবাগুবিশেষ। (বৈদ্যকনি°) ২ কিট্টিকা। (বাভট উ° ২৯ অঃ)

পরিসীমন্ (পুং) শেষ, অবধি। চতুঃসীমা।

পরিসীর্য্য (ক্লী) হলসংযুক্ত চর্ম্মবন্ধনী। (শতপথব্রা° ৭।২।২।৩)

পরিস্কন্দ (পুং) পরি স্কন্দতীতি পরি-স্কন্দ-অচ্। (পরেশ্চ। পা ৮।৩।৭৪) ইতি পক্ষে ষত্বাভাবঃ। পরপুষ্ট, পরদ্বারা প্রতিপালিত।

পরিস্কন্ন (পুং) পরি-স্কন্দ-ক্ত, তস্য চ নঃ পক্ষে যত্বাভাবঃ। পরিস্কন্দ।

পরিস্তর (পুং) পরি-স্তৃ-অচ্, পক্ষে যত্বাভাবঃ। ইতস্ততঃ ছড়ান, বিকিরণ করণ। "রাজন্ত বাজকৈস্তত্র কৃতো বেদীপরিস্তরঃ।" (ভারত° ১৫।১৯ অঃ)

পরিস্তরণ (ক্লী) পরি-স্তৃ-ল্যুট্। বিক্ষেপণ, বিকিরণ করণ। "যথাবিধি পরিস্তরণাদিহোমধর্ম্মেণ স্বগৃহ্যোক্তেন।" (মনু ৮।১০৬ কুল্লূক)

পরিস্তোম (পুং) পরিস্তৃণতে প্রশস্যতে নানাবর্ণবত্বাৎ পরিস্তূয়তে বা পরিগতঃ স্তোমোহত্র। গজপৃষ্ঠস্থিত চিত্রকম্বল।

পরিস্থান (ক্লী) বাসবাটী। স্থিতি। "বোরি তস্য পরিস্থান মানস্থ্যমথলভাতে" (মহাভা° ১৪।৪২ অঃ) ২ সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা।

পরিস্পন্দ (পুং) পরিস্পন্দ অধিকরণে ঘঞ্। ১ কুসুমপ্রকরাদি ও পত্রাবলীর রচনা। ২ পরিকর। ৩ পরিবার। (হেম) ভাবে ঘঞ্। ৪ সর্ব্বতোভাবে স্পন্দন। ৫ মর্দ্দন।

"মায়ং প্রাপ্তবলো ভীরু! রাক্ষসাপসদো মম।
সোঢ়ুং যুধি পরিস্পন্দমথবা সর্ব্বরাক্ষসাঃ॥" (ভারত ১।১৫৪।৮)

পরিস্পন্দন (ক্লী) পরি সর্ব্বতোভাবেন স্পন্দতে ইতি পরিস্পন্দ-ল্যুট্। সর্ব্বতোভাবে কম্পন।

পরিস্পন্দমান (ত্রি) পরিস্পন্দতে ইতি পরিস্পন্দ-শানচ্। সর্ব্বতোভাবে কম্পমান। 'অনবরতপরিস্পন্দমানা পরিমিতপবনাদিপরমাণুচেতনসংযোগ সন্তানাস্তঃ বর্ত্তীনাং' (শিরোমণি)

পরিস্পর্দ্ধিন্ (ত্রি) পরি-স্পর্দ্ধা-ইনি। স্পর্দ্ধাকারী। জীগিষাকারী। প্রতিযোগিতাকারী। "করতলৈঃ কিসলয়চ্ছায়াপরিস্পর্দ্ধিভিঃ" (শকুন্তলা)

পরিস্ফুট (ত্রি) ব্যক্ত, প্রকাশিত। "কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা" (শকুন্তলা ৫ অঃ) (ভাগ° ৬।৯।৩২)

পরিস্মাপন (ক্লী) ১ আশ্চর্য্যোদ্দীপন। বিস্ময় সম্পাদন। অন্ন বুদ্ধিতে পরের কৌতুহলবর্দ্ধন।

পরিস্যন্দ (পুং) পরি-স্যন্দ-ভাবে ঘঞ্। অপ্রমাণকত্বে বা যত্বং। পরিস্পন্দ। ঘৃতাদিক্ষরণ। প্রাণিকর্ত্তৃক হইলে হস্তী প্রভৃতির মদক্ষরণ।

পরিস্যন্দিন্ (ত্রি) পরি-স্যন্দ অস্ত্যর্থে ইনি। পরিস্পন্দযুক্ত। ক্ষরণযুক্ত।

পরিস্রব (পুং) পরি-স্রু-ভাবে অপ্। পরিস্রুৎ ক্ষরণ।

পরিস্রাব (পুং) পরি-স্রু ণিচ্-অচ্। ১ পরিস্রবজনক, উপদ্রবভেদ। বমন বিরেচন ব্যাপদ বিশেষ। সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে,— ক্রূরকোষ্ঠ বা অতিশয় দোষবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মৃদু বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে সমস্ত দোষ উৎক্লিষ্ট হইয়া নিঃশেষে নির্গত হয় না। ইহাতে সেই সকল দোষ অল্পে অল্পে স্রাবিত হইতে থাকে, ইহাতে দৌর্ব্বল্য, উদরের বিষ্টব্ধভাব, অরুচি, শরীরের অবসন্নতা ও বেদনা জন্মে। ইহাতে পিত্ত ও শ্লেষ্মাস্রাব হয়, এই জন্য ইহার নাম পরিস্রাব। এইরূপ হইলে অজকর্ণ, ধব, তিনিশ ও পলাশ ইহাদের কাথে মধুসংযোগপূর্ব্বক আস্থাপন করিবে। দোষের শান্তি হইলে স্নেহন কার্য্য করিয়া পুনরায় সংশোধন করিতে হইবে।

বৈদ্য ও রোগীর অজ্ঞতাবশতঃই পরিস্রাব প্রভৃতির বমন ও বিরেচনের ব্যাপদ ঘটিয়া থাকে। (সুশ্রুত চিকি° ৩৪ অঃ)

পরিস্রাবণ (ক্লী) জলপরিষ্কারক পাত্রভেদ।

পরিস্রাবিন্ (ত্রি) পরিস্রাব অস্ত্যর্থে ইনি। বা পরি-স্রু-তাচ্ছিল্যে ণিনি। ১ নিরন্তর স্রাবশীল। (পুং) ২ কফজ ভগন্দর রোগভেদ।

"কণ্ডূয়নো ঘনস্রাবী কঠিনো মন্দবেদনঃ।
শ্বেতাবভাসঃ কফজঃ পরিস্রাবী ভগন্দরঃ॥" (মাধবনি°)

শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া বায়ুদ্বারা অধোদিকে প্রেরিত হয়, ইহাতে শুক্ল আভাযুক্ত পীড়কা কঠিন, অল্পবেদনাযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ হয় এবং কণ্ডূয়নের সহিত গাঢ় পূয়স্রাব হইয়া থাকে, ইহা হইতে নিরন্তর স্রাব হয় বলিয়া ইহাকে পরিস্রাবী কহে। [ভগন্দর দেখ।]

পরিস্রুৎ (স্ত্রী) পরিস্রবতীতি পরি-স্রু-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ বরুণাত্মজা। ২ মদিরা, মদ্য। "এমাং পরিস্রুতঃ কুম্ভ আদধুঃ কলশৈরগুঃ" (অথর্ব্ব ৩।১২।৭)। 'পরিস্রুতঃ পরিস্রবণশীলস্য মধুনঃ' (সায়ণ) ২ ক্ষরণ। (ত্রি) ৩ সর্ব্বতোভাবে ক্ষরিত। "অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং" (শুক্লযজু ১৯।৭৫)।

পরিস্রুত (ত্রি) পরিতঃ স্রবতেস্ম (গত্যর্থেতি। পা ৩।৪।৭২) ইতি কর্ত্তরি ক্ত। ১ স্রাবযুক্ত। ২ সর্ব্বতোভাবে ক্ষরিত। ৩ পুষ্পাদি হইতে নিঃসৃত সাররূপ পদার্থ। "ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং" (শুক্ল যজু° ২।৩৪) 'পরিস্রুতং বহন্তীঃ পুষ্পেভ্যো নিঃসৃতং সারং বহন্ত্যঃ। তচ্চ সারং ত্রিবিধং, ঊর্জ্জশব্দেন ঘৃতশব্দেন পয়ঃশব্দেন চাভিধেয়ং।' (বেদদীপ°)

পরিস্রুত-দধি (ক্লী) পরিস্রুতং দধি। বস্ত্রগালিত দধি, ছাঁকা দই, ইহার গুণ বাতনাশক, কফকৃৎ, স্নিগ্ধ, বৃংহণ ও পিত্তঘ্ন। (সুশ্রুত সূ° ৪৫ অঃ)

পরিস্রুতা (স্ত্রী) পরিস্রুত স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দ্রাক্ষামদ্য। (বৈদ্যকনি°) ২ বারুণী। (মেদিনী)। মদ্য অন্নাদি ক্ষরণ দ্বারা হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে পরিস্রুতা কহে।

পরিহণন (ক্লী) পরি-হন-ল্যুট্। সম্যক্ নাশ, ক্ষয়।

পরিহনু (অব্য) হন্বোরুপরি অব্যয়ীভাবঃ। হনুর উপরিদেশ।

(ত্রি) তচ্চঃ পরিমুখাদিত্বাৎ পঃ। পরিহরণম্, হস্তের উপরি-দেশে স্তব।

পরিহর (পুং) পরি-হৃ-অপ্। পরিহার।

পরিহর, লোহারডাগাবাসী কুম্ভারজাতি।

পরিহরণ (ক্লী) পরি-হৃ-ল্যুট্। পরিবর্জন। ত্যাগ, নাশ।

পরিহরণীয় (ত্রি) পরি-হৃ-অনীয়র্। পরিহরণের যোগ্য, ত্যাগের যোগ্য। পরিহার্য্য।

পরিহর্ত্তব্য (ত্রি) পরি-হৃ-তব্য। ত্যাগযোগ্য।

"বর্জনা পরিহর্ত্তব্যা বহুদোষা হি শর্করী।" (মার্কণ্ডেয়পু° ২৬।৮)

পরিহর্ষণ (ত্রি) সম্যক্ হর্ষযুক্ত।

পরিহব (পুং) সম্যক্ আহ্বান। (অথর্ব্ব ১৯।৮।৪)

পরিহস্ত (অব্য) হস্তস্য পরি, পরিবর্জনে অব্যয়ীভাবঃ। হস্তের পরিবর্জন।

পরিহাটক (ক্লী) ১ ভাগ, মল প্রভৃতি অলঙ্কার। ২ বলয়।

পরিহাণ (ক্লী) পরি-হা-ল্যুট্। ক্ষতি, ক্ষয়, হ্রাস।

পরিহানি (স্ত্রী) পরিক্ষয়, ন্যূনতা, বিশেষ হানি।

পরিহার (পুং) পরি-হ্রিয়তে হ্রিয়নেনেতি পরি-হৃ-ঘঞ্। ১ অবজ্ঞা। ২ অনাদর। ৩ দোষবচনের পরিহরণ।

"পরিহারো নাম তস্যৈব দোষবচনস্য পরিহরণং যথা।"

(চরক বিমানস্থান° ৮ অঃ)

৪ ত্যাগ, পরিবর্জন। ৫ গোপন। "কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি কথং বা আত্মনঃ পরিহারং করোমি।" (শকুন্তলা ১অঃ)

৬ বিজিত দ্রব্যাদি।

"জিত্বা সম্পূজয়েৎ দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্ম্মিকান্।

প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানি চ॥" (মনু ৭।২০১)

৭ স্থানবিশেষ। (মনু ৮।২৩৭) ৮ দোষাপনয়ন। ৯ উপেক্ষা। ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিলে 'পরীহার' এইরূপ পদ হইবে।

পরিহার, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজপুতজাতির একটী স্বতন্ত্র শাখা। ইহারা সাধারণতঃ 'অগ্নিকুল' নামে খ্যাত। প্রবাদ, আবু পর্ব্বতে মুনিগণ যজ্ঞ করিবার কালে অনলকুণ্ড হইতে একটী বীর্য্যবান্ পুরুষ উৎপন্ন হন *। পরিহার বংশের আদিপুরুষরূপে যিনি উদ্ভূত হইয়াছিলেন, মুনিগণ তাঁহাকে দ্বারদেশ রক্ষার ভার অর্পণ করেন। এই মহাপুরুষ হইতেই তাঁহার বংশধরগণ পরিহার নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। উচহরের পরিহাররাজগণ বহু প্রাচীনকাল হইতে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের বংশপরিচয় দিয়া থাকেন *।

কলচুরীরাজ কালঞ্জর জয় করিয়া পরিহারদিগকে আপনার অধীনে আনয়ন করেন। ঐ সময় কালঞ্জর প্রদেশ পরিহার-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল। কলচুরীরাজ নিজ বিজয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্য উক্ত বৎসরে (২৪৯ খৃষ্টাব্দে) কলচুরী বা চেদি সম্বৎ প্রচলন করেন।

ইহারা আপনাদিগকে বুন্দেলখণ্ড ও রেবাবাসী চন্দেল ও বাঘেলজাতি অপেক্ষাও পূর্ব্বতন বলিয়া থাকে। মহোবাখণ্ডে লিখিত আছে যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে চন্দেলরাজ পরমালের মন্ত্রী পরিহার রাজপুতবংশীয় ছিলেন।

কচ্ছবহবংশীয় রাজাদিগের রাজ্যশাসনের পর, খৃষ্টীয় ১১২৯ হইতে ১২১১ অব্দ পর্য্যন্ত গোয়ালিয়র প্রদেশে পরমালদেব হইতে ৭ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন †।

অতঃপর সুলতান শামস্-উদ্দীন্-আল-তমশের গোয়ালিয়ার (উচহর প্রদেশ) আক্রমণ হইতেই এখানে মুসলমান-রাজ্য স্থাপিত হয়। (১)

পরমাররাজ্যের পরিহারমন্ত্রীর প্রধান বংশধর, যিনি অদ্যাপি জগনীর সামন্তরাজ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহার নিকট শুনা যায় যে, তাঁহারা গোবিন্দদেবের বংশসম্ভূত এবং কামিরপুরাধিপতি পরিহারবংশীয় বিখ্যাত রাজা বামর সিংহের পৌত্র সারঙ্গদের তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। উক্ত সারঙ্গদেব মারবাড় প্রদেশে যাইয়া বাস করেন। কর্ণেল টড লিখিয়াছেন,—

---

* Cunningham's Arch. Sur. Report of India Vol. XXI p. 93.

* এই বংশ হইতে চৌহান, পরমার, পরিহার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 'অগ্নিকুল' রাজপুতজাতির উদ্ভব হয়। [চৌহান, পরমার প্রভৃতি দেখ।]

* Ptolemy পোরবোরাই (Porvaroi) নামে একটী বহু প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; ইহারা বিল্লহরি, বর্দ্ধিবন ও মুলতাই প্রভৃতি নগরে রাজত্ব করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম ইহাদিগকে পরিহার বলিয়া বিবেচনা করেন। (Cunningham's Arch. Rept. IX, 55.

† উহাদের নাম গোয়ালিয়ার শব্দে দেখ।

(১) Tabakat-i-Nasiri, I. p. 611. কিন্তু ফিরিস্তার লিখিত আছে, ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে বহাউদ্দীন্ তুঘল গোয়ালিয়ার আক্রমণ করিলে, পরিহাররাজ সারঙ্গদেব কুতব-উদ্দীন্ আইবেক্‌কে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। আইবেক্ স্বয়ং আসিয়া গোয়ালিয়ার জয় ও নিজ অধিকার বিস্তার করিলেন। ৬০৭ হিজিরায় কুতব-পুত্র আরামের (আরম্) রাজত্ব সময়ে হিন্দুগণ পুনরায় এই প্রদেশ জয় করিয়া লয়েন। ১২৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিহার-রাজগণ রাজত্ব করিলে পর তদ্বংশের লোপ হয়; অতঃপর এখানে মুসলমানপ্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং মুসলমান রাজগণ স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন।

Briggs' Firishta, Vol. I. P. 202

মন্দাবর[১] নগরে পরিহারদিগের রাজধানী ছিল। কনোজ হইতে বিতাড়িত রাঠোর সর্দ্দার চন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পরিহারদিগকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজে সেই সমস্ত দখল করিয়া লন[২]।

কুয়ারী (কুমারী), সিন্ধু ও চম্বল নদীর সঙ্গমস্থলে ২৭টী গ্রাম জুড়িয়া একটা পরিহার উপনিবেশ আছে। ইহারা ঠগী বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানা অত্যাচার করিয়াছিল। এখনও কুমারী ও চম্বল নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সন্দেশ তালুকের উপস্বত্ব 'ঠাকুর' উপাধিকারী পরিহারবংশীয় জমিদারগণ ভোগ করিতেছেন।

উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যাপ্রদেশের এটোয়া জেলাবাসী পরিহারেরা দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। যমুনা, চম্বল, সিন্ধু, কুয়ারী ও পাহুজ প্রভৃতি পঞ্চনদী প্রবাহিত দুর্গম স্থানে ইহারা লুকাইয়া থাকিত এবং সময় সময় আপনাদের ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিত।[৩]

নাহরদেব নামক জনৈক পরিহারসর্দ্দার পৃথ্বিরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।[৪] দিল্লীপতি অনঙ্গপালের পরাজয়ের পর হইতে এই প্রদেশে তাহাদের অভ্যুত্থান দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে ইহারা চৌহান ও সেঙ্গর রাজপুত জাতির সহিত আদানপ্রদান করিয়া নিজ সমাজে উন্নত হইয়াছে।

উন্নাও জেলার সিকন্দরপুর পরগণার অন্তর্গত 'চৌরাশি' গ্রামের জমিদারগণ পরিহারবংশীয়। ইহাদের বংশআখ্যা হইতে জানা যায় যে, ইহারা কাশ্মীর রাজ্যের শ্রীনগর (জিগিনি) হইতে এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। উক্ত বংশ-বিবরণীতে লিখিত আছে, "সম্রাট্ হুমায়ুনের রাজত্ব সময়ে যমুনার অপর তীরবর্ত্তী জিগিনিবাসী কোন পরিহার-রাজপুত্রের সহিত পরেওা-বাসী এক দীক্ষিত কন্যার বিবাহ হয়। বরযাত্র লইয়া পরেওা গমনকালে তাঁহারা সরোসী গ্রামে অবস্থান করেন। ঐখানে তাহারা একটী দুর্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দুর্গাধিপতি কে?' উত্তরে জানিতে পারিলেন যে, ঐ দুর্গাধিপ শূদ্রজাতীয়। পরিহারগণ বর ও কন্যা লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরে হোলি উৎসবের দিনে ভাগে-সিংহ নামক জনৈক সর্দ্দার সদলে আসিয়া রাত্রিকালে দুর্গ অধিকার করেন।"[১] এখন ঐ সম্পত্তি তাঁহাদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিমে কচ্ছবহ ও চৌহানদিগের সহিত ইহাদের বিবাহ হয়। ইহারা কাল্পির অধিকার লইয়া গৌতমদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত করে। অবশেষে চন্দেল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হয়। আজমগড়ের সীরা বলে যে, গহরবার জাতি কর্ত্তৃক নরবার প্রদেশ হইতে তাড়িত হইলে তাহারা মহ-ম্মদাবাদ পরগণায় আসিয়া বাস করে। জালৌনবাসী পরিহারেরা বিসাস ও গৌতম শাখার রাজপুতদিগকে কন্যা দান করে, কিন্তু তাহাদের ঘর হইতে কন্যাদি গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে তাহারা কচ্ছবহ, ভদোরিয়া, চন্দেল ও রাঠোর প্রভৃতি ঘরের কন্যা লইয়া পুত্রের বিবাহ দেয়। হামীরপুরবাসী পরিহারেরা মেনপুরী-চৌহান, ভদোরিয়া, যাদোন ও রাঠোর রাজপুতের ঘরে কন্যাদান করে এবং দীক্ষিত, বিসাস, চন্দেল, গৌতম, সেঙ্গর, কাণপুরবাসী গৌড় ও চৌহান রাজপুতগৃহে পুত্রের বিবাহ দেয়। আগ্রাবাসী পরিহারেরা আপনাদিগকে কাশ্যপ গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

প্রাচীনতম উচহর রাজ্যে পরিহার-রাজগণের কৃত পূর্ব্বতন কীর্ত্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ খৃষ্টীয় ৭ম ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বসময়ে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। এখানকার বিলহরি গ্রামে লক্ষ্মণ-সেন পরিহার কৃত "লক্ষ্মণ সাগর" এবং অন্যরাজার নির্ম্মিত 'সিঙ্গোরগড়' নামক একটি সুবিস্তীর্ণ দুর্গ উল্লেখযোগ্য।

পরিহারক (ত্রি) পরি-হৃ-ণ্বুল্। পরিহারকারী। (স্ত্রী) পরিহাটক।

পরিহারিন্ (ত্রি) পরি-হৃ-ণিনি। পরিহারকারী, পরিত্যাগী।

পরিহার্য্য (ত্রি) পরি-হৃ-ণ্যৎ। পরিহারযোগ্য। (পুং) অলঙ্কারভেদ, হার, বলয়।

পরিহাস (পুং) পরি-হস-ভাবে ঘঞ্। ১ পরিহসন, ঠাট্টা। পরীহাস। পর্য্যায়—ক্রীড়া, বর্করা, দেবনা।

'পরিহাসঃ কেলিমুখঃ কেলসে নর্ম্মণী।' (ত্রিকাণ্ড)

পরিহাসপুর, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, রাজা ললিতাদিত্য (৭২৩-৭৬০ খৃঃ অঃ) এই নগর স্থাপন করেন। বেহাত নদীর পূর্ব্বে বা দাক্ষিণকূলে, বর্ত্তমান সম্বল গ্রামের নিকট অবস্থিত। এই নগরের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আবুলফজল নিজ গ্রন্থে সিকেন্দর (১৩৮৯-

(১) সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম মন্দোত্রি। বর্ত্তমান যোধপুর নগরের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির, ভাস্কর্য্য-যুক্ত প্রতিমূর্ত্তি ও শিলালিপি দেখিয়া টড লিখিয়াছেন, "The remains of it bring to mind those of volterra or Cortona and other ancient cities of Tuscany." I, 109.

(২) Annals of Rajasthan, Vol. I. p. 198-9

(৩) Census Rept. N. W. P. 1865. I. App. 85.

(৪) Annals of Rajasthan, Vol. I. p. 108.

(১) Elliotts' Chronicles of Unao, p. 28.

Ain-i-Akbari, ii. p. 135.

১৪১৩ খৃঃ অঃ) কর্ত্তৃক এই নগরের বৃহৎ মন্দির ধ্বংসের কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সিকেন্দর পরীক্ষাপূর্ব্বক যে উচ্চ মন্দির ধ্বংস করেন, সেই ইষ্টকাদির মধ্যে একখানি তাম্রফলক পাওয়া যায়, উহাতে লিখিত আছে, "১১০০ শত বৎসর পরে এই মন্দির সিকেন্দর কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইবে।" আবুল্‌ফজল ও ফিরিস্তাবর্ণিত * তাম্রশাসনের কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না।

পরিহাস্য (ত্রি) পরি-হস-ণ্যৎ। পরিহসনীয়, পরিহাসযোগ্য।

পরিহিত (ত্রি) পরি-ধা-ক্ত। ১ যাহা পরিধান করা হইয়াছে। ২ চতুর্দ্দিকে স্থিত। ৩ আবরিত, আচ্ছাদিত।

পরিহীণ (ত্রি) ১ সর্ব্বতোভাবে হীন, শ্রীভ্রষ্ট। ২ পরিত্যক্ত।

পরিহৃত (ত্রি) পরি-হ্ব-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। পতিত, ভ্রষ্ট, ধ্বস্ত।

পরিহৃতি (স্ত্রী) পরি-হ্ব-ক্তিন্। সর্ব্বতোভাবে হানি, নাশ, ধ্বংস।

পরিহ্রুৎ (ত্রি) গমনপূর্ব্বক হন্তা। "ন হুত পততঃ পরিহ্রুৎ।" (ঋক্ ৬।৪।৫) 'পরিহ্রুৎ পরিগত্য হন্তাভব।' (সায়ণ)

পরিহ্বৃৎ (ত্রি) পরিপীড়িত।

"পরিহ্বৃতেদনা জনো যুষ্মাদত্তস্য বায়তি।" (ঋক্ ৮।৪৭।৬)

'পরিহ্বৃতেৎ পরিপীড়িতেনৈব তপোনিয়মাদিনানাপ্রাণযুক্তঃ।' (সায়ণ)

পরিহ্বৃতি (স্ত্রী) সর্ব্বতোভাবে পীড়া, পরিবাধা।

"ন তং মর্ত্তস্য নশতে পরিহ্বৃতিঃ।" (ঋক্ ১।৮২।৭)

'পরিহ্বৃতিঃ পরিবাধা' (সায়ণ)

পরীক্ষক (ক্লী) পরি-ঈক্ষ-ণ্বুল্। প্রমাণ বা তর্ক দ্বারা নিরূপক। পর্য্যায়—কারণিক।

"বেধাঃ পরাং ধুরমুপৈতি পরীক্ষকাণাম্।" (রাজত° ২।৬০)

২ ব্যবহারাদিতে দিব্যাদি পরীক্ষাকারক।

পরীক্ষণ (ক্লী) পরি-ঈক্ষ-ল্যুট্। ১ পরীক্ষা। ২ রাজ কর্ত্তৃক চরাদি দ্বারা অমাত্যাদির ভাবতত্ত্বনিরূপণ। ৩ বস্তুতত্ত্বাবধারণ। ৪ সর্ব্বতোভাবে দর্শন।

"বীজস্যোবাহ্যরক্তস্ত্রীদোষপুংসাং পরীক্ষণম্।" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৮০)

পরীক্ষা (স্ত্রী) পরিত ঈক্ষতেঽনয়া পরি-ঈক্ষ-অ (গুরুশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০২) ততষ্টাপ্। ১ গুণদোষবিবেচন, তর্কপ্রমাণাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্বাবধারণ, দোষ-গুণানুসন্ধান। দিব্য, দিব্য করিলে দোষ করিয়াছে কি না তাহার নির্ণয় হয়। ঘট, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষা হইয়া থাকে।

"ঘটোঽগ্নিরুদকঞ্চৈব বিষং কোষশ্চ পঞ্চমম্।
ষষ্ঠঞ্চ তণ্ডুলং প্রোক্তং সপ্তমং তপ্তমাষকম্॥
অষ্টমং ফালমিত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতং।
দিব্যান্যেতানি সর্ব্বাণি নির্দ্দিষ্টানি স্বয়ম্ভুবা॥" (বৃহস্পতি)

ঘট, অগ্নি, উদক, বিষ, কোষ, তণ্ডুল, তপ্তমাষক, ফাল ও ধর্ম্মজ এই সকল দিব্য দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। পাপী এই সকল দিব্য করিয়া যদি উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত পরীক্ষা হইল। পরীক্ষার কাল বিষয়ে লিখিত আছে, চৈত্র, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ, এই তিন মাসে পরীক্ষা করিতে হইবে। ইহাই পরীক্ষার সাধারণ মাস। ইহার মধ্যে ঘটদ্বারা পরীক্ষা সকল ঋতুতে হইয়া থাকে। শিশির, হেমন্ত ও বর্ষায় অগ্নিপরীক্ষা, শরৎ ও গ্রীষ্মে জল; হেমন্ত ও শিশিরে বিষ, সকল ঋতুতেই কোষ পরীক্ষা হইতে পারে।(১) নারদসংহিতায় লিখিত আছে, শীতকালে জলশুদ্ধি, উষ্ণকালে অগ্নিশোধন, বর্ষাকালে বিষ ও প্রবাতে তুলাপরীক্ষা কর্ত্তব্য নহে।

পূর্ব্বাহ্ণকালে সকলপ্রকার পরীক্ষা করিতে হইবে, অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন সময়ে কখন পরীক্ষা করিতে নাই।

"পূর্ব্বাহ্ণে সর্ব্বদিব্যানাং প্রদানং পরিকীর্ত্তিতম্।
নাপরাহ্ণে ন সন্ধ্যায়াং ন মধ্যাহ্নে কদাচন॥" (নারদ)

আরও শপথের (পরীক্ষার) বিষয়ে লিখিত আছে, দেবতা, পিতার চরণ এবং পুত্র, দারা ও সুহৃদের মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিলে তাহাকেও পরীক্ষা বলা যাইতে পারে, অল্প-কারণে এই শপথ বিহিত হইয়াছে।

"সত্যবাহনশস্ত্রাণি গোবীজকনকানি চ।
দেবতাপিতৃপাদাংশ্চ দত্তানি সুকৃতানি চ॥
স্পৃশেৎ শিরাংসি পুত্রাণাং দারাণাং সুহৃদাং তথা।
অভিযোগেষু সর্ব্বেষু কোষপানমথাপি বা॥
ইত্যেতে শপথাঃ প্রোক্তাঃ মনুনা স্বল্পকারণাৎ॥" (নারদ)

সামান্য অপরাধে এইরূপ শপথ করিলে বিশুদ্ধ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। এই পরীক্ষাকে সামান্য পরীক্ষা বলা যাইতে পারে। জ্যোতিষে লিখিত আছে, বৃহস্পতি সিংহস্থিত, মকরস্থিত বা অস্তমিত হইলে এবং মলমাসে জয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরীক্ষা কর্ত্তব্য নহে। রবিশুদ্ধি এবং গুরু ও শুক্র

* Briggs' Ferishta, Vol. IV. p. 465.

(১) "চৈত্রো মার্গশিরাশ্চৈব বৈশাখশ্চ তথৈব হি।
এতে সাধারণা মাসা দিব্যানামবিরোধিনঃ॥
ঘটঃ সর্ব্বর্ত্তুকঃ প্রোক্তো বাতে বাতি বিবর্জ্জয়েৎ।
অগ্নিঃ শিশিরহেমন্তবর্ষাসু পরিকীর্ত্তিতঃ॥
শরদ্‌ গ্রীষ্মে তু সলিলং হেমন্তে শিশিরে বিষম্।
কোষস্তু সর্ব্বদা দেয়স্তুলা যা সার্ব্বকালিকম্॥" (পিতামহ)
মিতাক্ষরায়াং নারদঃ—ন শীতে তোয়শুদ্ধিঃ স্যাদোষ্ণকালেঽগ্নিশোধনম্।
ন প্রাবৃষি বিষং দদ্যাৎ ন প্রবাতে তুলাং বুধঃ।"

অস্তমিত হইলে এবং অষ্টমী, চতুর্দ্দশী শনি ও মঙ্গলবারে পরীক্ষা করিতে নাই।১

ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিতে হইলে ঘট, ক্ষত্রিয়কে হুতাশন, বৈশ্যকে সলিল, শূদ্রকে বিষ, এতদ্ভিন্ন অন্য সকলকেই কোষ দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে বিষ পরিত্যাগ করিয়া সকলেরই তুলা দিব্য অর্থাৎ তুলাদ্বারা পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণস্য ঘটো দেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য হুতাশনঃ।
বৈশ্যস্য সলিলং দেয়ং শূদ্রস্য বিষমেব তু॥
সাধারণঃ সমস্তানাং কোষঃ প্রোক্তো মনীষিভিঃ।
বিষবর্জ্জং ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষাস্ত তুলা স্মৃতা॥" (দিব্যতত্ত্বধৃত নারদ)

ব্রতচারী অতি আর্ত্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, তপস্বী ও স্ত্রী ইহাদের দিব্য (পরীক্ষা) নিষিদ্ধ হইয়াছে। শূলপাণি অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন, ইহাদের যে দিব্য নিষেধ, তাহা তুলার ইতর অর্থাৎ তুলা পরীক্ষা ভিন্ন আর ইহাদের কোন পরীক্ষা হইবে না। কাত্যায়ন-বচনে বিহিত আছে, লৌহ-শিল্পীকে অগ্নিপরীক্ষা, অম্বুসেবীকে সলিল এবং মুখরোগীকে তণ্ডুল পরীক্ষা করিবে না।

"ন লৌহশিল্পিনামগ্নিঃ সলিলং নাম্বুসেবিনাম্।
তণ্ডুলৈর্ন নিযুঞ্জীত ব্রাহ্মণং মুখরোগিণম্॥ (দিব্যতত্ত্বধৃত কাত্যা°)

নারদবচনে লিখিত আছে—ক্লীব, আতুর, সত্ত্বহীন, পরি-তাপান্বিত, বাল ও বৃদ্ধ ইহাদের পরীক্ষা ঘটে করিতে হইবে। আর্ত্তের তোয়শুদ্ধি, পিত্তরোগীকে বিষ, শ্বিত্রী, অন্ধ ও কুনখীর অগ্নিকর্ম্ম, স্ত্রী এবং বালকের মজ্জন, নিরুৎসাহ, ব্যাধিকৃশ ও আর্ত্ত ইহাদের জলদিব্য নিষিদ্ধ। বিচারক অপরাধ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যে স্থলে সাক্ষীদিগের সমতা হয়, সেই স্থলে বিচারক প্রতিজ্ঞা করাইবেন এবং প্রাণান্তিক বিবাদ হইলে সেইস্থলে সাক্ষী বিদ্যমান থাকিলেও দিব্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

"সমত্বং সাক্ষিণাং যত্র দিব্যৈস্তমপি শোধয়েৎ।
প্রাণান্তিকবিবাদেষু বিদ্যমানেষু সাক্ষিষু॥
দিব্যমালম্বতে বাদী ন পৃচ্ছেৎ তত্র সাক্ষিণম্।" (দিব্যতত্ত্ব)

দিব্যতত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে অধিক লিখিত হইল না।

[ঘটাদি দিব্যের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে ও দিব্যশব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভিষক্ রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবেন, তৎপরে ঔষধ-নির্ব্বাচন বিধেয়।

"বুদ্ধিঃ পশ্যতি যা ভাবান্ বহুকারণযোগজান্।
যুক্তিস্ত্রিকালা সা জ্ঞেয়া ত্রিবর্গঃ সাধ্যতে যয়া॥
এষা পরীক্ষা নাস্ত্যন্যা যয়া সর্ব্বং পরীক্ষ্যতে।
পরীক্ষ্যং সদসচ্চৈব তয়া নাস্তি পুনর্ভবঃ॥" (চরক সূত্র° ১১অঃ)

অনেক কারণবশতঃ যাহা উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিদ্বারা ইহা অবগত হইলে তাহাকে ত্রিকালা যুক্তি কহে। ইহাদ্বারা ত্রিবর্গ সাধিত হয়, এই বুদ্ধিদ্বারা সকল পরীক্ষা করা যায়। ভিষক্ রোগীর নিকট যাইয়া এইরূপে পরীক্ষা করিবেন,—দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন এই তিনপ্রকারে রোগের পরীক্ষা করিতে হয়। দর্শন দ্বারা পরমায়ু, রোগের সাধ্যতা ও অসাধ্যতাদি, স্পর্শন দ্বারা শীতলতা, উষ্ণতা, মৃদুতা ও কঠিনতা এবং নাড়ীপরীক্ষা প্রভৃতি, আর প্রশ্নদ্বারা উদরের লঘুতা, গুরুতা, পিপাসা, অতৃষ্ণা, ক্ষুধা, অক্ষুধা এবং বলাবলাদি পরীক্ষা করিবে। রোগীকে বিবেচনার সহিত দর্শন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিলে অথবা সম্যক্ প্রকারে অবস্থার বর্ণন করা না হইলে প্রকৃত রোগ নির্ণীত হয় না, এই বিশেষ বিবেচনার সহিত রোগ পরীক্ষা করা উচিত। নেত্র, জিহ্বা এবং মূত্র প্রভৃতি দেখিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। প্রথমে নেত্রপরীক্ষা—বায়ুর প্রকোপে নেত্র রূক্ষ, ধূম্র ও অরুণবর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট ও দৃষ্টিস্তব্ধতা হয়। পিত্ত প্রকোপে নেত্র হরিদ্রাখণ্ডের ন্যায় বা রক্ত কিংবা হরিতবর্ণ ও দাহযুক্ত হয় এবং রোগী প্রদীপের আলোক সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। কফের প্রকোপে নেত্র স্নিগ্ধ, অশ্রুপূর্ণ, শুক্লবর্ণ, জ্যোতির্বিহীন এবং বলান্বিত হয়। দুই দোষের আধিক্যে দোষদ্বয়ের মিশ্রলক্ষণসমন্বিত চক্ষু হয়। ত্রিদোষের প্রকোপে চক্ষু অত্যন্ত অন্তর্নিবিষ্ট ও নেত্রের প্রান্তভাগ উন্মীলিত এবং চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রুপাত হইয়া থাকে। জিহ্বা পরীক্ষা করিতে হইলে বায়ুর প্রকোপে জিহ্বা শাকপত্রের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট, রূক্ষ ও স্ফুটিত হয়। পিত্ত প্রকোপে জিহ্বা রক্ত অথবা শ্যামবর্ণ, কফের প্রকোপে জিহ্বা পরিলিপ্তপ্রায় (চটচটের ন্যায়) আর্দ্র ও শুক্লবর্ণ হয়। এই দোষের সংসর্গে দ্বিদোষের লক্ষণযুক্ত, ত্রিদোষের প্রকোপে জিহ্বা দগ্ধবৎ, গোজিহ্বাদির ন্যায় খরস্পর্শ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। মূত্রপরীক্ষা করিতে হইলে মূত্র বায়ুর প্রকোপে পীতবর্ণ, পিত্তপ্রকোপে রক্ত বা নীলবর্ণ, রক্তবৈগুণ্যে রক্তবর্ণ এবং কফের প্রকোপে

(১) "সিংহস্থে মকরস্থে চ জীবে চাস্তমিতে তথা।
মলমাসে ন কর্ত্তব্যা পরীক্ষা জয়কাঙ্ক্ষিণা॥
রবিশুক্রৌ গুরৌ চৈব ন ভক্ষেদুপগচ্ছে পুনঃ।
সিংহস্থে চ রবৌ নৈব পরীক্ষা শস্যতে বুধৈঃ॥
অষ্টম্যাং ন চতুর্দ্দশ্যাং প্রোক্তস্ত্রিষু পরীক্ষণে।
ন পরীক্ষা বিধাতব্যা শনিভৌমদিনে তথা॥ (দিব্যতত্ত্বধৃত জ্যো°)

শ্বেতবর্ণ ফেনিল হইয়া থাকে। শরীরের শীতলতা ও উষ্ণতাদি অবগত হইবার জন্য গাত্রে হাত দিয়া দেখিয়া তাহার পর নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইবে। নাড়ী পুরুষের দক্ষিণ হস্তের, ও স্ত্রীলোকের বামহস্তের দেখিতে হইবে। তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা মনোযোগের সহিত স্পর্শ করিয়া নাড়ী পরীক্ষাপূর্ব্বক শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অবগত হইবেন। স্নানের অব্যবহিত পরে, নিদ্রিত অবস্থায়, ক্ষুধিত, পিপাসার্ত্ত, আতপতাড়িত বা ব্যায়ামাদি দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তির নাড়ীপরীক্ষা কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু এই সকল অবস্থায় নাড়ীর গতি সম্যক্‌প্রকারে অবগত হইতে পারা যায় না। (ভাবপ্র° ১ খ°)

[নাড়ীপরীক্ষার অন্য বিষয় নাড়ীশব্দ দেখ।]

চরকের বিমানস্থানে ৮ অধ্যায়ে পরীক্ষার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। যে কোন দ্রব্য পরীক্ষা না করিলে তাহার ভাল মন্দ স্থির হয় না। এই জন্য সকল দ্রব্যেরই পরীক্ষা করা উচিত।

পরীক্ষিৎ (পুং) পরি সর্ব্বতো ভাবেন ক্ষীয়তে হন্যতে দুরিতং যেন পরি-ক্ষি বধে কিপ্‌ তুক্‌ চ বা পরীক্ষীণেষু কুরুষু ক্ষিয়তে ইষ্টে উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং কিপ্‌ ঘঞাদৌ কচিত্তবেৎ, ইতি উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। অর্জ্জুনের পৌত্র, অভিমন্যুর পুত্র উত্তরার গর্ভজাত। মহাভারতে লিখিত আছে, 'কুল পরিক্ষীণ হইলে এই বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য ইহার নাম পরীক্ষিৎ হউক।'* ভাগবতে ইহার নামনিরুক্তি ভিন্নরূপ লিখিত আছে, 'ইনি গর্ভাবস্থায় যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সকল মনুষ্যের পরীক্ষা করিতেন, এই ব্যক্তিই কি সেই পুরুষ? এই জন্যই ইহার নাম পরীক্ষিৎ হইল।' †

মহাবীর অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত ও শিরোমণিহীন হইলে তিনি ভাবী পাণ্ডববংশ নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ভে ইষীকাস্ত্র পরিত্যাগ করেন। বাসুদেব জানিতে পারিয়া উত্তরার গর্ভরক্ষা করেন। অশ্বত্থামা শরপ্রভাবে উত্তরাগর্ভ হইতে ছয়মাসের পুত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে বাসুদেবের নিয়োগানুসারে কুন্তী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। পরে ভগবান্‌ বাসুদেব সেই অকালজাত অজাতবাহুবীর্য্যপরাক্রম ও শস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ বালককে স্বীয় তেজ দ্বারা সঞ্জীবিত করিলেন। (সৌপ্তিকপর্ব্ব ১৬ অঃ ও আদিপর্ব্ব ৯৫ অঃ)

মহারাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে পরীক্ষিৎকে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের উপদেশানুসারে পরীক্ষিৎ রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

যথাকালে তিনি মাদ্রবতী নামে এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম। (আদি° ৯৫ অঃ)

মতান্তরে—তিনি রাজা উত্তরের ইরাবতী নাম্নী তনয়াকে পরিণয় করেন, তাঁহারই গর্ভে জনমেজয়াদি ৪টী সন্তান উৎপন্ন হইল। (ভাগবত ১।১৬।২)

মহারাজ অভিমন্যুনন্দন কৃপাচার্য্যকে গুরু করিয়া গঙ্গাতীরে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ‡। সেই যজ্ঞে দেবগণ মানবগণের নয়নগোচর হইয়াছিলেন।

পরীক্ষিৎ যখন কুরুজাঙ্গলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন শুনিলেন, তাঁহার রাজ্যমধ্যে কলি প্রবেশ করিয়াছে। তিনি এই অপ্রিয় বার্ত্তা শুনিয়া দুষ্টদমনমানসে দিগ্বজয়ে বাহির হইলেন। সরস্বতীতীরে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, একটী গাভী ও একটী বৃষ অনাথবৎ কাতর হইতেছে এবং রাজবেশধারী এক শূদ্র হস্তে দণ্ড লইয়া তাহাদিগকে আঘাত করিতেছে। বৃষের তিনটী পা নাই, একটী মাত্র পা আছে। সেই বৃষ ত্রিপদহীন ধর্ম্ম ও সেই গাভী স্বয়ং পৃথিবী। সেই দণ্ডধারী শূদ্ররাজই কলি। বৃষের নিকট পরিচয় পাইয়া পরীক্ষিৎ কলিকে শাসন করিবার জন্য খড়্গোত্তোলন করিলেন। কলি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রাজবেশ ছাড়িয়া তাঁহার পদতলে শরণ লইলেন এবং তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ দ্যূত, মদ্যাদিপান, স্ত্রী, হিংসা এই সকল স্থান কলির অধিকার জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সে সঙ্গে মিথ্যা, মদ, কাম, হিংসা ও বৈর এই পাঁচটী বস্তুও প্রদান করিলেন। পরে বৃষরূপী ধর্ম্মের তপস্যা, শৌচ, দয়া এই যে তিনটী পদ গিয়াছিল, তাহাও আবার বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। (ভাগবত ১।১৭ অঃ)

একদিন তিনি মৃগয়ায় বাহির হইলেন। এক মৃগ তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া গহনবনে প্রবেশ করিলে তিনি একাকী পদব্রজে অনেক অন্বেষণ করিয়াও মৃগ বাহির করিতে পারিলেন না। একে তখন তিনি ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ, তাহাতে পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। পরে সেই বনমধ্যে এক মৌনব্রত মুনিকে দেখিয়া তাঁহাকে মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি মৌনী ছিলেন, সুতরাং কোন উত্তর দিলেন না। একে ক্ষুধা তৃষ্ণায় রাজা কাতর ছিলেন, তাহাতে শাখা-

* "পরিক্ষীণে কুলে জাতো ভবত্বয়ং পরীক্ষিন্নামেতি।" (১।৯৫।৮৪)
তথা—"পরীক্ষিণেষু কুরুষু সোত্তরায়ামজীজনৎ।
পরীক্ষিদভবত্তেন সৌভদ্রস্যাত্মজো বলী॥" (১।৯১।১৫)

† "স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্‌ পরীক্ষেত নরেম্বিহ॥" (ভাগবত ১।১২।৩০)

‡ ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জনমেজয়ের পিতা এক পরীক্ষিতের উল্লেখ আছে।

শৃঙ্গ বৃক্ষের ন্যায় উপবিষ্ট ঋষিকে কোন কথা না কহিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, ঐ ঋষি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার ধনুষ্কোটীদ্বারা এক মৃতসর্প তুলিয়া সেই মৌনী মুনির স্কন্ধে জড়াইয়া দিলেন। তাহাতে মুনি কোন উত্তর না দেওয়ায় পরীক্ষিৎ ক্ষুধার কাতর হইয়া নগরে চলিয়া আসিলেন।

সেই ঋষির গোগর্ভে জাত শৃঙ্গী নামে এক মহাতেজা পুত্র ছিলেন। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার কালে তাঁহার এক বয়স্যের নিকট শুনিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার পিতার অপমান করিয়া তাঁহার গলায় মৃতসর্প জড়াইয়া দিয়াছে। কোপনস্বভাব শৃঙ্গী শুনিবামাত্র জলস্পর্শ করিয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন, যে পাপাত্মা নিরপরাধে পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প দিয়াছে, আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে তক্ষক আসিয়া যেন তাহাকে দংশন করে।' শৃঙ্গী এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া পিতার নিকট গিয়া শাপপ্রদানের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন মুনিবর শমীক গৌরমুখ নামক এক শিষ্যকে পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা তাঁহার নিকট শাপবৃত্তান্ত অবগত হইলেন ও তক্ষক হইতে ভীত হইয়া সতর্ক থাকিলেন। এদিকে সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষি কশ্যপ রাজার নিকট আসিতেছিলেন, পথে নাগরাজ তক্ষক কশ্যপকে তাড়াতাড়ি যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছ?' কশ্যপ উত্তর করিলেন, 'আজ ভুজগরাজ তক্ষক কুরুকুলপ্রদীপ রাজা পরীক্ষিৎকে দগ্ধ করিবে, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য যাইতেছি।' তক্ষক কহিলেন, 'আমিই তক্ষক। আমি দংশন করিলে তুমি কি বাঁচাইতে পারিবে? আমার এই অদ্ভুত বীর্য্য দেখ।' এই বলিয়া তক্ষক এক বৃক্ষকে দংশন করিল। দংশনমাত্র সেই বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল। তখন কশ্যপ সেই বৃক্ষের জীবন প্রদান করিলেন। তক্ষক কশ্যপকে বলিল, তুমি কি আশায় রাজার নিকট যাইতেছ? কশ্যপ বলিল, অনেক ধনলাভের আশায় যাইতেছি। তাহা শুনিয়া তক্ষক কশ্যপের আশার দ্বিগুণ অর্থ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। পরম ধার্ম্মিক পরীক্ষিৎ সুরক্ষিত প্রাসাদে সাবধানে থাকলেও তক্ষক ছদ্মবেশে আসিয়া বিষবহ্নিদ্বারা তাঁহাকে ভস্মাবশেষ করিল। (ভারত আদি° ৫০ অঃ)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে, রাজা পরীক্ষিৎ আপনার আসন্ন মৃত্যু অবগত হইয়া মন্ত্রিগণকে সতর্ক করিয়া ও সপ্ততল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে মণিমন্ত্রাদিধারী রক্ষিগণ নিযুক্ত করিলেন। সপ্তমদিবসে তক্ষক হস্তিনাপুরে আসিয়া শুনিলেন যে,পরীক্ষিৎ মণিমন্ত্র ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদে সতর্কতার সহিত বাস করিতেছেন। এখন তক্ষক কিরূপে তাঁহাকে দংশন করিবে এই ভাবনায় অস্থির হইল। শেষে একজন সর্পকে তপস্বী সাজাইয়া তাহাদের হাতে ফল দিল ও ফলমধ্যে কীটরূপে নিজে প্রবেশ করিল; কিন্তু তপস্বিবেশী সর্পদিগকে রক্ষিগণ প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। দ্বারিগণ রাজার অনুমতিক্রমে তাঁহাদের প্রদত্ত ফলগুলি লইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিল। রাজা তপস্বিদত্ত ফল মনে করিয়া মন্ত্রীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন এবং নিজে একটীমাত্র সুপক্ব ফল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন। ফল বিদারিত হইবামাত্র তন্মধ্যে হইতে একটী ক্ষুদ্র কীট বাহির হইল। রাজা সেই কীটকে কৃষ্ণলোচন ও তাম্রবর্ণ দেখিলেন। এই কীট দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন, সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন, এখন আমার তক্ষক বিষ হইতে ভয় নাই; কিন্তু সেই ব্রহ্মশাপের মান রক্ষা করি, এই কীট আমায় দংশন করুক। পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া তাহাকে গ্রীবাদেশে স্থাপন করিলেন। অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট ভয়ানক কালাগ্নিরূপ তক্ষকমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার বিষজাত অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া রাজাকে শীঘ্রই দগ্ধ করিয়া ফেলিল। এরূপে তক্ষক রাজাকে বিনাশ করিয়া গগনে প্রস্থান করিল। (দেবীভাগ° ২ স্কন্ধে ১০ অঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপ অবগত হইয়া সাত দিন প্রায়োপবেশন করেন এবং সেই ৭ দিন শুকদেব তাঁহাকে কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে সমস্ত ভাগবত গ্রন্থ শুনাইয়াছিলেন।

(বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি সকল পৌরাণিক গ্রন্থে পরীক্ষিৎ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর কথা পাওয়া যায়।)

২ কুরুপুত্রভেদ। ৩ অনশ্বপুত্র ও ভীমসেনের পিতা। (ভারত ১।৯৫।৪০) ৪ অযোধ্যারাজভেদ।

পরীক্ষিত (পুং) পরিক্ষীণে কুরুকুলে ক্ষীয়তিস্ম ঈষ্টেস্ম ইতি পরি-ক্ষি-ক্ত, উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। অভিমন্যুপুত্র।

"পরিক্ষীণেষু বংশেষু জাতো যস্মাৎ বরঃ সুতঃ।
তস্মাৎ পরীক্ষিতো নাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে।"

(দেবীভাগবত ২।৭।৬)

পরীক্ষা সঞ্জাতা অস্য, তারকাদিত্বাদিতচ্। (ত্রি) ২ কৃতপরীক্ষা, যাহার পরীক্ষা করা হইয়াছে, যাহার দোষগুণ বিচারিত হইয়াছে।

পরীক্ষিতব্য (ত্রি) পরি-ঈক্ষ-তব্য। পরীক্ষণীয়, পরীক্ষার যোগ্য, যাহার পরীক্ষা উচিত।

পরীক্ষিন্ (ত্রি) পরি-ঈক্ষ-ইনি। পরীক্ষাকারক, যুক্তি ও প্রমাণাদি দ্বারা যিনি পরীক্ষা করেন।

পরীক্ষ্য (ত্রি) পরি-ঈক্ষ-ণ্যৎ। পরীক্ষার যোগ্য। যাহার দোষগুণ বিচার হইবার যোগ্য।

পরীজ্যা (স্ত্রী) যজ্ঞাঙ্গ পূজাভেদ, পরিযজ্ঞ।

পরীণস্ (পুং) পরি-নস্-ক্বিপ্। ১ ব্যাপক। (ঋক্ ৫।১০।১) ২ চারিদিকে বদ্ধ। "ত্বং ন ইন্দ্র রায়া পরীণসা।" (ঋক্১।১২৯।৯) 'পরীণসা পরিতোনদ্ধেন' (সায়ণ) ৩ মহৎ। "ইন্দ্র রায়া পরীণসা" (ঋক্ ৪।৩১।১২) 'পরীণসা মহতা রায়া ধনেন' (সায়ণ)

পরীণসা (অব্য) পরি নস ব্যাপ্তৌ বাহু আৎ দীর্ঘঃ। বহু পদার্থ। (নিঘণ্টু) (ঋক্ ৯।৯৭।৯)

পরীণহ (স্ত্রী) পরি-নহ-ভাবে ক্বিপ্, 'নহি বৃতীত্যাদিনা' পূর্ব্বপদস্থ দীর্ঘঃ। পরীণহন, আচ্ছাদন। "চক্রাণাসঃ পরীণহং পৃথিব্যাঃ" (ঋক্ ১৩৩।৮) 'পরীণহং আচ্ছাদনং সর্ব্বতোব্যাপ্তিং' (সায়ণ) (শত° ব্রা° ২।৩।১।৩৯, তৈত্তিরীয় আর° ৫।১।১) ২ পরিতো বন্ধন। ৩ তৎকর্ম্ম।

৪ কুরুক্ষেত্রস্থ জনপদভেদ। (কাত্যায়নশ্রৌতসূ° ২৪।৬।৩৪, লাট্যায়ন ১০।১৯।১, পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।১৩।১, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূ° ১৩।২৯।৩২)

পরীণায় (পুং) পরিতো নয়নং, পরি-নি-ঘঞ্। 'উপসর্গস্থ দীর্ঘত্বং ক্বিপ্ ঘঞাদৌ কচিৎ ভবেৎ' ইতি পাক্ষিকো দীর্ঘঃ। পরিণায়, শারীর (পাশার) উন্নয়ন। (অমরটীকা ভরত)

পরীত (ত্রি) পরি-ই-ক্ত পরিবেষ্টিত। (হেম) "ততঃ কামপরীতাঙ্গী সকৃৎপ্রচলমানসা।" (ভারত ১।১১২।১৭) ২ চতুর্দ্দিকে গমন।

পরীতৎ (ত্রি) পরি-তন্-ক্বিপ্ (নহিবৃতিবৃধিব্যধীতি। পা ৬।৩।১১৬) ইতি পূর্ব্বপদস্থ দীর্ঘঃ। সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত।

পরীতাপ (পুং) পরি-তপ-ঘঞ্, ঘঞিদীর্ঘঃ। পরিতাপ।

পরীতি (স্ত্রী) পুষ্পাঞ্জন। (বৈদ্যকনিঘণ্টু)

পরীতিন্ (ত্রি) পরিত, পরিবেষ্টিত।

পরীতোষ (পুং) পরি-তুষ্-ঘঞ্, ঘঞিদীর্ঘঃ। পরিতোষ, সন্তোষ।

পরীত্ত (ত্রি) সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র।

পরীদাহ (পুং) পরি-দহ-ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। পরিদাহ।

পরীধ্য (ত্রি) প্রজ্বলন বা জ্বালাইবার যোগ্য।

পরীপ্সা (স্ত্রী) পর্য্যাপ্তুমিচ্ছা, পরি-আপ-সন্ ততো অ, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পাইবার ইচ্ছা। ২ ক্ষিপ্রতা।

পরীপ্সু (ত্রি) পাইবার ইচ্ছুক।

পরীভাব (পুং) পরি ভাবাতে ইতি পরি-ভাবি-ঘঞ্। বৈকল্পিকদীর্ঘশ্চ। পরিভাব, অনাদর। (অমরটীকায় ভরত)

পরীর (স্ত্রী) পূর্য্যতেঽনেনেতি পৃ-ঈরন্ (কৃ শৃপৃ কটীতি। উণ্ ৪।৩০) ফল। (উজ্জ্বল)

পরীমন্ (ত্রি) ১ দৈব। "অপ্সু যজতে পরীমণি" (ঋক্ ৯।৭১।৩) 'পরীমণি দৈবে' (সায়ণ) ২ প্রচুর।

পরীরম্ভ (পুং) পরিরভ্যতে ইতি পরি-রভ-ঘঞ্, ভাবে বৈকল্পিক-দীর্ঘত্বং। পরিরম্ভ, আলিঙ্গন। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

পরীবর্ত্ত (পুং) পরি-বৃত-ঘঞ্ (উপসর্গস্থ ঘঞীতি। পা ৬৩।১২২) ইতি দীর্ঘঃ। পরিবর্ত্তন, পর্য্যায়, প্রতিদান, নৈমেয়, নিময়, পরিবর্ত্ত, বৈমেয়, বিনিময়, পরিদান। (শব্দর°) ২ কূর্ম্মরাজ। (জটাধর)

পরীবাদ (পুং) পরি-বদ ভাবে ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। দোষোল্লাস। পর্য্যায়—কুৎসা, নিন্দা, জুগুপ্সা, গর্হা, গর্হণ, নিন্দন, কুৎসন, পরিবাদ, জুগুপ্সন, আক্ষেপ, অবর্ণ, নির্ব্বাদ, অপক্রোশ, ভর্ৎসন, উপক্রোশ, অপবাদ, অববাদ। (শব্দর°) ২ বীণাদিবাদন। (জটাধর)

পরীবার (পুং) পরিব্রিয়তেঽনেনেতি পরি-বৃ-ঘঞ্, উপসর্গস্থ দীর্ঘঃ। ১ খড়্গকোষ। ২ জঙ্গম, পরিজন। ৩ পরিচ্ছদ, শোভাজনক উপকরণ, ছত্রচামরাদি। (ভরত)

পরীবাহ (পুং) পরিতো বহত্যনেনেতি পরি বহ-ঘঞ্, ততো দীর্ঘশ্চ। ১ জলোচ্ছ্বাস। ২ দ্রবদ্রব্যের প্রবাহ। "রুধিরস্ত পরীবাহন্ পুরয়িত্বা সরাংসিচ।" (ভারত ৭।৬৮।১৩) পরিত উহ্যতে ইতি ঘঞ্। ২ রাজযোগ্যবস্তু। (মেদিনী)

পরীষ্টি (স্ত্রী) পরি-ইষ ক্তিন্। ১ গবেষণা। ২ অনুসন্ধান, অন্বেষণ। ৩ পরিচর্য্যা, সেবা। ৪ ইচ্ছা, অভিলাষ।

পরীসার (পুং) পরি-সৃ-ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। ১ পরিসর্য্যা। ২ সর্ব্বতোগমন, পরিসরণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ।

পরীহার (পুং) পরিহরণমিতি পরি-হৃ-ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। অবজ্ঞা, অনাদর।

পরীহাস (পুং) পরি-হস-ঘঞ্, ততোদীর্ঘঃ। পরিহসন, উপহাস। "পরীবাদনং ন কুর্ব্বীত পরিহাসঞ্চ পুত্রক।" (মার্কপু° ৩৪।৮৪) পর্য্যায়—দ্রব, কেলি, ক্রীড়া, লীলা, নর্ম্ম, পরিহাস, কেলিমুখ, দেবন। (ত্রিকা°)

পরু (পুং) পিপর্ত্তীতি পুর্ব্বো পৃ বাহুলকাৎ উ। ১ সমুদ্র। ২ স্বর্গলোক। ৩ গ্রন্থি। ৪ পর্ব্বত। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

পরুচ্ছেপ (পুং) পরুষি শেফোঽস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ঋষিভেদ, দিবোদাস। (নিরুক্ত ১০।৪৩)

পরুৎ (অব্য°) পূর্ব্বস্মিন্ বৎসরে, ইতি। (সদ্যঃ পরুদিতি। পা ৫।৩।২২) ইতি পূর্ব্বস্ত পরুত্তাবঃ, উৎচ। গতবৎসর, পরবর্ষ।

পরুত্ন (ত্রি) পরুৎ গতবৎসরে ভবঃ, (চির পরুৎ পরারিভ্যস্ত্নো বক্তব্যঃ। পা ৪।৩।২৩ বার্ত্তিক) ইতি ত্ন। পরবৎসরে ভব, যাহা পরবৎসরে হইয়াছে। গতবর্ষীয়।

পরুদ্বার (পুং) পরু সমুদ্রঃ পর্ব্বতো বা দ্বারমিব যস্য। ঘোটক।

পরুল (পুং) পরুদ্বার। (হেম)

পরুষ (ক্লী) পিবর্ত্তি অলং বুদ্ধিং করোতীতি উষচ্ (পৃ নহি কলিভ্য উষচ্। উণ্ ৪।৭৫) নিষ্ঠুর বাক্য, কার্কশ্য, কাঠিন্য, অপরের দেশ, জাতি, কুল, বিদ্যা, শিল্প, রূপ, বৃত্তি, আচার, পরিচ্ছদ, শরীর ও কর্ম্মজীবীর প্রত্যক্ষরূপে যে দোষবচন, তাহাকে পরুষ কহে।

"তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং জনসংসদি।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী॥"
(হৈম রামায়ণ ১।১।৮২)

২ নীলঝিণ্টী। (শব্দচ°) (ত্রি) ৩ কর্ব্বুর।

"অসিতবিচিত্রনীলপরুষো জনঘাতকরঃ॥" (বৃহৎস° ৩।৩১)

৪ রুক্ষ, কর্কশ, কঠিন, নিষ্ঠুর, উদ্ধত। (হেম° রামায়ণ ১।৫৮।১০) ৫ নিষ্ঠুরোক্তি। ৬ মলিন। "তন্ম পুরুষেহপি গিরিশে স্নেহময়ীত্বমুচিতেন সুভগামি" (আর্য্যাসপ্তশতী ৪১৯)

পরুষাক্ষর (ত্রি) কর্কশবচন। যাহার বর্ণসকল অতি কর্কশ।

"সেবকঃ স্বামিনং দ্বেষ্টি কৃপণং পরুষাক্ষরং। (পঞ্চতন্ত্র ১।৫৬১)

পরুষাহ্ব (পুং) একপ্রকার নল গাছ।

পরুষিত (ত্রি) পরুষোঽস্য সঞ্জাতঃ, পরুষ-ইতচ্। কর্কশভাষী।

"সাধোঃ পরুষিতস্যাপি মনো ন যাতি বিক্রিয়াং।"
(হিতোপ° ১।৮১)

পরুষিমন্ (পুং) পরুষ-অস্ত্যর্থে ইমন্। পরুষযুক্ত, পরুষ-ব্যবহারী।

"অভিমানমেব তৎপরুষিমানং নিয়ন্তি।" (ঐত° ব্রা° ৪।২৬)

পরুষীকৃত (ত্রি) অপরুষঃ পরুষঃ কৃতঃ, অভূততদ্ভাবে চি, ততঃ দীর্ঘঃ। পূর্ব্বে যাহা পরুষ ছিল না, তাহা পরুষ করা হইয়াছে।

পরুষেতর (ত্রি) পরুষাদিতরঃ। কোমল, পরুষভিন্ন।

পরুষোক্তি (স্ত্রী) পরুষা উক্তিঃ। ১ নিষ্ঠুরকথন।

(ত্রি) পরুষা উক্তির্যস্য। ২ নিষ্ঠুরবাক্যবাদী, যিনি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন।

পরুষোক্তিক (ত্রি) পরুষমেব উক্তির্যস্য, ততঃ স্বার্থে কন্ কপ্ বা। নিষ্ঠুরবক্তা।

পরুস্ (ক্লী) পৃ-উস্ (অর্ত্তি-পৃ বপি যজিতনীতি। উণ্ ২।১১৮) গ্রন্থি। "কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষঃ পরুষস্পরি।"
(শুক্ল যজু° ১৩।২০) (ঋক্ ১০।৯৭।১২)

২ পরুষফল।

পরূষ (ক্লী) পৃ-ঊষন্। ফলবৃক্ষভেদ। পরুষফল, ফরুষা ও ফলুহ হিন্দী। (Xylocarpus Granatum) ফলসা, পর্য্যায়—পরুষক, নাগদলোপম, পরুষ, অল্পাস্থি, পরাপর, নীলচর্ম্ম, গিরিপীলু, পরাবত, নীলমণ্ডল, পরু। ইহার গুণ— অম্ল, কটু, কফজ পীড়া ও বাতনাশক। অপক্ব পরূষের গুণ—পিত্তবৃদ্ধিকারক ও উষ্ণ। পক্বের গুণ—মধুর, রুচিপ্রদ, পিত্ত ও শোফনাশক, তর্পণ। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ-মতে—অপক্বকষায়, অম্ল, পিত্তকর ও লঘু, পক্ব মধুর পাকে শীত, বিষ্টম্ভী, বৃংহণ, হৃদ্য, তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ, অস্র, জ্বর, ক্ষয় ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্রকাশ) হারীতমতে ' ইহা সকল প্রকার সন্নিবাতনাশক। (চরকসূত্রস্থান ২৩ অধ্যায় এবং সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায়ে ইহার গুণের বিষয় আছে।)

পরূষক (ক্লী) পরূষ স্বার্থে-কন্। পরুষফল।

'পরূষকং পরূষং স্যাৎ কচিন্নাগদলোপমং।' (বৈদ্যকর°)

পরূষকস্থলী, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবর্ণিত জনপদভেদ, বর্ত্তমান নাম পেশাবর।

পরূষকাদি (পুং) পরূষক আদির্যত্র। গণভেদ। পরূষক, বরা, দ্রাক্ষা, কট্ফল, কতকফল, রাজাহ্ব, দাড়িমশাক। এই সকল দ্রব্য পরূষকাদিগণ, এই গণদ্বারা যে কষায় প্রস্তুত হয়, তাহাকেও পরূষকাদি কহে। ইহার গুণ—তৃষ্ণা, বাত ও মূত্রনাশক। (বাভট সূত্রস্থান ১৫ অঃ)

পরেণ্ডা, নিজামরাজ্যের নলদুর্গ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর ও দুর্গ। আহ্মদনগর জেলার সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ১৬´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩০´ ১৮´´ পূঃ। বাহ্মনীরাজ ২য় মহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী মাহ্মুদ খাজা গবান্ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য আহ্মদ নগর আক্রমণ ও জয় করিলে এই নগর উক্ত সময়ে কিছুকালের জন্য নিজামশাহী রাজগণের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহজাহানের সেনাপতি আজমখাঁ এবং ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র শাহসুজা এই দুর্গ আক্রমণ এবং অবরোধ করিয়া জয় করিতে পারেন নাই। এই নগর ধ্বংসপ্রায় হইলেও দুর্গের অবস্থা সুন্দর।

পরেত (ত্রি) পরং লোকমিতঃ। মৃত, মরা।

"অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়োর্বিকীর্ণকেশাসু পরেতভূমিষু।"
(কুমার ৫।৬৮)

(পুং) ২ ভূতান্তর ভূতযোনিবিশেষ। ৩ প্রেত।

পরেতভূমি (স্ত্রী) পরেতানাং মৃতানাং ভূমিঃ। প্রেতভূমি, প্রেতদিগের আবাসস্থল, শ্মশান।

পরেতরাজ (পুং) পরেতেষু মৃতেষু রাজতে হস্তি রাজ দীপ্তৌ (সৎসুদ্বিষেতি। পা ৩।২।৬১) ইতি ক্বিপ্, বা পরেতানাং প্রেতানাং রাট্। প্রেতরাজ যম।

পরেতবাস (পুং) পরেতানাং বাসঃ। শ্মশানভূমি, পরেতভূমি।

পরেদ্যবি (অব্য) পরস্মিন্নহনি (সপ্তঃপরুদিতি। পা ৫।৩।২২) ইতি নিপাতনাৎ সাধু। পর দিন।

"পরেদ্যবাদ্য পূর্ব্বেহ্যুরন্যেদ্যুশ্চাপি চিন্তয়ন্।
বৃষ্ণিকয়ৌ মুনীন্দ্রাণাং প্রিয়ম্ভাবুকতামগাৎ ॥" (ভট্টি ৪।১৩)

পরেদ্যুস্ (অব্য) পর-এদ্যুস্। পরদিন।

পরেপ (ত্রি) পরা গতা আপো যত্র (দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ। পা ৬।৩।৯৭ 'অবর্ণান্তাদ্বা' বার্ত্তিক) ইতিঈৎ। পরাপ, যাহা হইতে জল নির্গত হইয়াছে। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

পরেল, বোম্বাই নগরীর উত্তর উপকণ্ঠস্থিত একটী প্রধান নগর। বিক্টোরিয়া টার্মিনস্ হইতে ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ এই রমণীয় স্থানে বাস করিত। এখনও এখানে গবমেণ্ট-প্রাসাদ বর্ত্তমান আছে। এই প্রাসাদ পূর্ব্বে জেসুইট্ সম্প্রদায়ের গির্জ্জা ও 'কন্‌ভেণ্ট' ছিল। যখন বোম্বাই প্রদেশ ইংরাজের হস্তগত হয়, সেই সময়ে জেসুইট্‌দিগের বান্দোরা কলেজের অধ্যক্ষ অনেক জমি দখল করিয়া বসেন। ইংরাজগণ উক্ত অধিকার গ্রাহ্য করিলেন না, জেসুইট্‌গণ (১৬৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন; এই যুদ্ধে সিদি জাতীয়েরা জেসুইটদিগের সহায়তা করে। যুদ্ধে জেসুইটগণ পরাজিত হইলে ইংরাজরাজ সিদিদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মমন্দির ও তদধিকৃত স্থানসমূহ কাড়িয়া লন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে জেসুইটদিগকে বোম্বাই হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপরিচালন-ভার ইংরাজ গবমেণ্ট কর্ত্তৃক কার্মেলাইট (Carmelites) দিগের হস্তে সমর্পিত হয়। বিশপ হিবার লিখিয়াছেন, পরেলের গির্জ্জামন্দির ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একজন পারসীর অধীনে থাকে। পরে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ঐ বাটী তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হর্‌ন্‌বি সাহেব সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর হইয়া এই বাটিকায় পদার্পণ করেন। ১৮১৯-২৭ খৃষ্টাব্দে পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার হইয়াছে।

পরেশ, (পুং) পরঃ ঈশঃ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু।

পরেশগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। এখানে গবর্মেণ্টের অধিকারে ১১০ খানি ও জমিদারদিগের অধীনে ২৩ খানি গ্রাম আছে। ভূমির পরিমাণ সর্ব্বসমেত ৬৪০ বর্গমাইল।

পরেশজী ভোন্‌সলে, মহারাষ্ট্রসর্দ্দার নাগপুরপতি রঘুজী ভোন্‌সলের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যহেতু তাঁহাকে সুচারুরূপে রাজকার্য্যপরিচালনে অক্ষম দেখিয়া সাধারণের আগ্রহে তদীয় ভ্রাতৃষ্পুত্রীয় মধুজী ভোন্‌সলে (অপ্পা সাহেব) সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। উক্ত মধুজী আর্গাঁয়ের যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার সহিত আপনার বলবীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সুচতুর মহারাষ্ট্রসেনানী আপনার পদ দৃঢ় রাখিবার মানসে রাজকর্ম্মচারীদিগের পরামর্শ না লইয়া মূর্খ রাজাকে বুঝাইয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। উক্ত বৎসরে ২৭এ মে মাসে সন্ধির সর্ত্ত ধার্য্য হইয়া গেল, ইহাতে কোম্পানী বাহাদুর নাগপুররাজকে গৃহ ও বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারও পক্ষান্তরে ইংরাজের সহায়তার জন্য একদল অশ্বারোহী, ৬ হাজার পদাতি এবং একদল য়ুরোপীয় কামানবাহী সৈন্যদল পোষণ করিবার জন্য ৭৷৷০ লক্ষ টাকা দিবেন। এতদ্ব্যতীত তাহাকে নিজ খরচে তিন হাজার অশ্বারোহী ও দুই হাজার পদাতি রাখিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য রাজপুরুষদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। অনেকেই অপ্পার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, এমন কি স্বয়ং পেশবাও তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন। অপ্পা সাহেব আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ ১লা ফেব্রুয়ারীতে পরেশজীকে রাত্রিযোগে হত্যা করেন।

পরেষ্টুকা (স্ত্রী) পরৈরিষ্যতে ইতি ইষ বাহুলকাৎ তু, স্বার্থে কন, স্ত্রিয়াং টাপ্। বহুসূতি, বহুপ্রসূতা গাভী, যে গাভীর সন্তান হইয়াছে।

পরৈধিত (ত্রি) পরৈরেধিতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ। ১ ঔদাসীন্য দ্বারা পরপুষ্ট। পরকর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিতঃ, পর্য্যায়—পরাচিত, পরিস্কন্দ, পরজাত। (পুং) ২ কোকিল।

পরৈনী, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। কিয়ান্ বা কেননদীর তীরে অবস্থিত। এখানে প্রস্তরনির্ম্মিত অনেক প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

পরোক্ষ (ক্লী) অক্ষোঃ পরং। অপ্রত্যক্ষ। অসাক্ষাৎ। চক্ষুর অগোচর।

"পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ॥" (চাণক্যশ°)

পরোক্ষং পরোক্ষত্বং বিদ্যতেঽস্য 'অর্শ-আদিভ্যোঽচ্' ইতি অচ্। (ত্রি) ২ তদ্‌বিশিষ্ট, পরোক্ষজ্ঞানবিশিষ্ট, শ্রুতি ও আপ্তবাক্যাদিজনিত জ্ঞানবিশেষ।

"অস্তি কূটস্থ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেত্তি বার্ত্তয়া।" (পঞ্চদশী ৭।৩১)

(পুং) পরোক্ষমস্যাস্তীতি অচ্। ২ তপস্বী, তপস্বীদিগের শ্রুতি ও আপ্তবাক্যাদিজনিত জ্ঞান আছে বলিয়া পরোক্ষ শব্দে তপস্বী বুঝায়। ৩ যযাতিপৌত্র, অনুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।১)

পরোক্ষত্ব (ক্লী) পরোক্ষস্য ভাবঃ, ত্ব। চক্ষুর অগোচরের ভাব।

পরোক্ষবৃত্তি (স্ত্রী) পরোক্ষা বৃত্তিঃ। চক্ষুর অগোচর কার্য্য।

(বর্ত্তমান কাঠিয়াবাড়) একজন শাসনকর্ত্তা। ইনি স্বদেশপালক বীর এবং শত্রুদিগের যমস্বরূপ বলিয়া পরিচিত।

পর্ণধি (স্ত্রী) তীরের যেখানে পালক দেওয়া যায়।

পর্ণধ্বস (ত্রি) পর্ণ-ধ্বন্স্‌ কর্ত্তরি ক্বিপ্‌। পর্ণধ্বংসকর্ত্তা।

পর্ণনর (পুং) পর্ণৈঃ পলাশপত্রৈর্নির্ম্মিতো নরঃ, নরাকারঃ পুত্তলকঃ। পলাশপত্র দ্বারা রচিত নরাকার পুত্তল। পিতৃপ্রভৃতির অস্থি না পাইলে দাহের জন্য তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ শর এবং পলাশপত্র দ্বারা রচিত ঊর্ণাতন্তুবেষ্টিত ও যবপিষ্টলিপ্ত নরাকার পুত্তলক। যে স্থলে পিত্রাদির অস্থি পাওয়া যায় না, সেইস্থলে এই পর্ণনর দাহ করিয়া অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হয়। বিধিপূর্ব্বক দাহ না হইলে তাহার অশৌচ বা শ্রাদ্ধাদি নিষিদ্ধ, এই জন্য অস্থির অলাভে সেই শবের প্রতিনিধিস্বরূপ পর্ণনর নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিয়া তাহার দাহ করিতে হইবে। ইহার বিষয় শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে, অস্থির নাশ হইলে তিনষষ্টিশত পলাশপত্র দ্বারা পুরুষের প্রতিকৃতি করিতে হইবে, ইহার মধ্যে মস্তকদেশে অশীত্যর্দ্ধসংখ্যা, গ্রীবাতে দশ, বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ, জঠরে ২০, বাহুদ্বয়ে ১০০, দশটী পত্রে দশটী অঙ্গুলি, বৃষণদ্বয়ে দ্বাদশার্দ্ধ, শিশ্নে অষ্টার্দ্ধ, ঊরুদ্বয়ে শত, জানু এবং জঙ্ঘাতে ত্রিংশৎ ও পদাঙ্গুলিসমূহে দশ, এই সকল সংখ্যক পত্র দ্বারা ঐ ঐ অঙ্গ কল্পিত করিতে হইবে। ইহাতে পুরুষাকৃতি হইবে, এই সকল পত্র ঊর্ণাসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া যবপিষ্ট দ্বারা লেপন করিতে হইবে! এইরূপ হইলে তাহাকে মন্ত্রপূর্ব্বক দহন করিতে হয়।

"অস্থিনাশে পলাশানাং ত্রীণি ষষ্টিশতানি চ।
পুরুষপ্রতিকৃতিং কৃত্বা দহেত মন্ত্রপূর্ব্বকম্‌॥
অশীত্যর্দ্ধন্তু শিরসি গ্রীবায়াং দশ যোজয়েৎ।
উরসি ত্রিংশতং দদ্যাৎ বিংশতিং জঠরে তথা॥
বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাৎ দদ্যাদঙ্গুলিভির্দশ।
দ্বাদশার্দ্ধং বৃষণয়োরষ্টার্দ্ধং শিশ্ন এব চ॥
ঊরুভ্যান্তু শতং দদ্যাৎ ত্রিংশতং জানুজঙ্ঘয়োঃ।
পদাঙ্গুলিষু চ দশ এতৎ প্রেতস্য লক্ষণম্‌॥
ঊর্ণাসূত্রেণ সংবেষ্ট্য যবপিষ্টেন লেপয়েৎ॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আশ্বলায়নগৃহ্যপরি°)

পূর্ব্বোক্তরূপে পলাশপত্র দ্বারা নর প্রস্তুত হইলে তাহাকে পর্ণনর কহে। শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আদিপুরাণে লিখিত আছে,—অস্থির অলাভে পলাশপত্র দ্বারা অথবা শরপত্র দ্বারা পুরুষের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহা দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে, আচার ও যোগ্যতা হেতু শরপত্র দ্বারা পুত্তলক নির্ম্মাণ করিয়া মস্তকাদিতে পলাশপত্র দিতে হইবে, তাহা ঊর্ণাসূত্রে বেষ্টন এবং যবপিষ্টে লেপন করিলে পর্ণনর পদবাচ্য হয়। যদি পিত্রাদি কাহারও মৃত্যু হয় এবং তাহার অস্থি যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অশৌচের মধ্যে পর্ণনরদাহ করিলে ঐ অশৌচকালমধ্যেই শুদ্ধি হয়। অশৌচকাল অতীত হইয়া যাইলে তাহার পর পর্ণনরদাহ করিলে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, তৎপরে শুদ্ধি।*

পর্ণনরদাহের পর যদি পুনরায় অস্থিলাভ হয়, তাহা হইলে তাহার দাহ করিবে, কিন্তু পিণ্ডাদি দান করিতে হইবে না। কারণ বিষ্ণু বলিয়াছেন, যাহারা অনগ্নিক, তাহারা ত্রিপক্ষ অতীত হইলে পর্ণনর দাহ করিবেন, ত্রিপক্ষের মধ্যে করিবেন না। তদূর্দ্ধ সময় অতীত হইলে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও দর্শ (অমাবস্যা) তিথিতে পর্ণনর দাহ করিয়া তিনদিন অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক পিণ্ডাদি দান করিতে হইবে। রঘুনন্দন এই বচনের মর্ম্মানুসারে স্থির করিয়াছেন, অশৌচকাল-মধ্যে যদি পর্ণনর দাহ না হয়, তাহা হইলে ত্রিপক্ষের মধ্যে করিবে না, তাহার পরে দাহ করিবে। ত্রিপক্ষের পর কৃষ্ণাষ্টমী বা অমাবস্যার দিন দাহ বিধেয়।

"পুত্রাশ্চেদুপলভেরন্‌ তদস্থীনি কদাচন।
তদলাভে পলাশস্য সম্ভবে হি পুনঃ ক্রিয়া॥"

"হি যস্মাৎ তদলাভে অস্থ্নামপ্রাপ্তৌ পলাশস্য তৎকৃতপুত্তলকস্য দাহক্রিয়া। পুনরপি সম্ভবে অস্থিলাভে অস্থিদাহক্রিয়া বিহিতা, তস্মাদযদি পুনরস্থীনি প্রাপ্যন্তে তদা পুনর্দাহস্ত্রিরাত্রাশৌচে কর্ত্তব্যে, ন পুনঃ পিণ্ডাদিদানং বক্ষ্যমাণযুক্তেঃ।' বিষ্ণুঃ—

ত্রিপক্ষে তু গতে পর্ণ-নরং দহ্যাদনাগ্নিকঃ।
ত্রিপক্ষাভ্যন্তরে রাজন্‌ নৈব পর্ণনরং দহেৎ॥
তদূর্দ্ধমষ্টমীং প্রাপ্য দর্শং বাপি বিচক্ষণঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

অষ্টমীতে পর্ণনরদাহের বিধান আছে। অষ্টমী শব্দে শুক্লা ও কৃষ্ণা দুইই হইতে পারে, ইহার মধ্যে কোন্‌ অষ্টমীতে পর্ণনর দাহ হইবে। ইহার মীমাংসা এইরূপ—পিতৃকার্য্য সকল কৃষ্ণপক্ষে বিহিত হইয়াছে, সেই জন্য এই প্রেতকার্য্য কৃষ্ণাষ্টমীতেই হইবে শুক্লাষ্টমীতে হইবে না। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তট্টীকা পীযূষধারায় লিখিত আছে, প্রেত-

---

* "তদলাভে পলাশোত্থৈঃ পত্রৈঃ কার্য্যঃ পুমানপি।
শতৈস্ত্রিভিস্তথা ষষ্ট্যা শরপত্রৈর্বিধানতঃ॥"
'তদলাভে অস্থ্যলাভে। অত্র পলাশপত্রশরপত্রয়োঃ তুল্যত্বেনোপাদানাৎ আশ্বলায়নসূত্রেঽপি প্রতিকৃতৌ শরপত্রস্য লাভঃ। অত্র আচারাৎ যোগ্যত্বাচ্চ শরপত্রৈঃ পুত্তলকং কৃত্বা শিরঃপ্রভৃতিষু পলাশপত্রাণি দেয়ানি। ততো বেষ্টনং ঊর্ণাসূত্রেণ, লেপনং যবপিষ্টেনেতি। অশৌচাভ্যন্তরদাহে শেষাহেন শুদ্ধিঃ। তদুত্তরপর্ণনরদাহে তু ত্রিরাত্রং।' (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সংস্কার দুই প্রকার, প্রত্যক্ষশরীরের এবং তৎপ্রতিকৃতির, ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষশরীরসংস্কারে শুভাশুভ দিন বিচার করিতে নাই, অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শবের অগ্নিকার্য্য করিলে দোষ হইবে না; কিন্তু প্রতিকৃতিস্থলে এ নিয়ম নহে, তথায় শুভাশুভ দিনের বিচার আবশ্যক। প্রতিকৃতিসংস্কারে অর্থাৎ পর্ণনরাদিদাহস্থলে তিনপ্রকার কাল বিহিত হইয়াছে, প্রথম অশৌচমধ্যে, দ্বিতীয় বর্ষাভ্যন্তরে, তৃতীয় সম্বৎসরের পর, যদি অশৌচমধ্যে প্রতিকৃতি সংস্কার করিতে হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব দিনশুদ্ধি বিচার করিতে হয়। কিন্তু বর্ষমধ্যে বা তৎপরে যদি প্রতিকৃতি সংস্কার না হয়, তাহাতে দিনশুদ্ধি প্রভৃতি অবশ্যই বিচার্য্য। * শুক্র, শনি ও মঙ্গলবারে, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী এই সকল তিথিতে; মূলা, জ্যেষ্ঠা, আর্দ্রা ও অশ্লেষা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বফল্গুনী, ভরণী, মঘা, পুষ্যা ও রেবতী নক্ষত্রে এবং ত্রিপুষ্কর-যোগে প্রতিকৃতি দাহ করিতে নাই। † এই মতে অমাবস্যায় দিন প্রতিকৃতিদাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"পর্ণনরং দহেদৈব বিনা দর্শং কথঞ্চন।
অস্থ্যলাভে তু দর্শে তু ততঃ পর্ণনরং দহেৎ ॥
নরঃ পর্ণং দহেদৈব প্রাক্‌ত্রিপক্ষাৎ কথঞ্চন।
ত্রিপক্ষে তু গতে দহ্যাৎ দর্শে প্রাপ্তে হ্যনগ্নিকঃ ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই বচনানুসারে অবগত হওয়া যায়, অমাবস্যার দিনই পর্ণনরদাহ প্রশস্ত; কিন্তু মুহূর্ত্তচিন্তামণির মতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গয়া ও গোদাবরী ব্যতীত গুরু ও শুক্রের অস্ত পৌষ ও বিষ্ণুশয়নে প্রতিকৃতি দাহ করিবে না। ব্যতীপাতযোগে ও বৈধৃতিযোগে পর্ণনরাদির দাহ করিবে না। প্রতিকৃতি সংস্কার কি জন্য করিতে হয়? যাহারা কোনস্থানে গমন করিয়া দৈবাৎ মৃত হইয়াছে এবং যাহাদের মৃত দেহ পাওয়া যায় না, তাহাদের প্রতিকৃতি দাহ করিয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিতে হয়, যাহাদের দেহ পাওয়া যায় না তাহাদের অস্থি সংগ্রহ করিয়া দাহ করিতে হইবে এবং অস্থির অলাভ হইলে তখন পর্ণনররচিত শব করিয়া তাহার দাহ বিধেয়।

ছন্দোগসূত্রে লিখিত আছে, যদি শরীর বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার অস্থিসংগ্রহ করিয়া ক্ষীরোদকে প্রক্ষালন, তৎপরে কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতি করিয়া দাহ করিবে। যদি অস্থিও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পলাশপত্রদ্বারা কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতি দাহ করিতে হইবে। পলাশপত্র নিম্নলিখিত নিয়মে সংস্থাপিত করিতে হয়—

৪০ মস্তকে, ১০ গ্রীবায়, ২০ বক্ষস্থলে, ৩০ উদরে, ৫০ করিয়া দুই হাতে ১০০, অঙ্গুলিতে ৫, ১০ করিয়া দুই পাদে, পাদাঙ্গুলিতে ৫ করিয়া ১০, শিশ্নদেশে ৮, বৃষণে ১২, এ ছাড়া ষষ্ট্যধিক ত্রিংশৎসংখ্যক পলাশপত্রদ্বারা অবয়ব কল্পনা করিয়া এই পত্ররচিত অবয়ব কৃষ্ণাজিনে করিয়া দাহ করিবে। এই শবপ্রতিকৃতিদাহের নাম পর্ণনরদাহ। এইরূপ পর্ণনরদাহেই কালাদি নিয়ম অপেক্ষা করিতে হয়।(১)

মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তট্টীকা পীযূষধারায় ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে আর অধিক লিখিত হইল না।

পর্ণনাল (ক্লী) পাতার নাল।

পর্ণপ্রাতিক, জনপদভেদ।

পর্ণভেদিনী (স্ত্রী) পর্ণানি ভিনত্তীতি পর্ণ-ভিদ্-ণিনি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রিয়ঙ্গু। (রাজনি°)

পর্ণভোজন (পুং) পর্ণান্যেব ভোজনং যস্য, পর্ণানি ভুঙ্‌ক্তে ইতি বা পর্ণ-ভুজ কর্ত্তরি-ল্যু। ১ ছাগল। (ত্রি) ২ পত্র-ভোজিমাত্র।

পর্ণমণি (পুং) পর্ণবর্ণো মণিঃ মধ্যলোঃ কর্ম্মধা°। ১ হরিন্মণি। (অথর্ব্ব ৩।৫।১) ২ ভৌতিক অস্ত্রভেদ।

পর্ণময় (ত্রি) পর্ণস্য বিকারঃ, বিকারে ময়ট্ (দ্ব্যচশ্ছন্দসি। পা

---

* "অশৌচমধ্যে ক্রিয়তে পুনঃ সংস্কারকর্ম্ম চেৎ।
শোধনীয়ং দিনং তত্র যথাসম্ভবমেব তু ॥
অশৌচবিনিবৃত্তৌ চেৎ পুনঃ সংক্রিয়তে মৃতঃ।
সংশোধ্যেবঃ দিনং প্রাক্‌মূর্দ্ধং সংবৎসরাদ্‌যদি ॥"

প্রেতকার্য্যাণীতি শেষঃ। অশৌচাৎ পরতো বিচার্য্যমখিলং মধ্যে যথাসম্ভবমিতি।

† "একাদশ্যান্ত নন্দায়াং সিনীবাল্যাং ভৃগোর্দ্দিনে।
নভসো চ চতুর্দ্দশ্যাং কৃত্তিকাসু ত্রিপুষ্করে ॥
ন কুর্য্যাৎ গুরুশুক্রাস্তে পৌষে চাপে মলিম্লুচে।
বিলম্বিতং প্রেতকার্য্যং গয়াং গোদাবরীং বিনা ॥
প্রেতকার্য্যাণি কুর্ব্বীত শ্রেষ্ঠং তত্রোত্তরায়ণম্।
কৃষ্ণপক্ষে চ তত্রাপি বর্জ্জয়েৎ তু দিনক্ষয়ম্ ॥"
(মুহূর্ত্তচি এবং তট্টীকা)

(১) অথাতঃ পুনর্দ্দাহবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ যদি শরীরং নশ্যেদস্থীন্যাদায়াস্থীনি ক্ষীরোদকেন প্রক্ষাল্যাদিভিঃ কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতিং কৃত্বা পূর্ব্ববদ্দহেৎ তেষামলাভে পলাশবৃন্তৈঃ কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতিং কৃত্বা চত্বারিংশতা শিরো দশভিগ্রীবাং বিংশত্যাস্যাস্ত্রিংশতোদরং পঞ্চাশতা পঞ্চাশতা বাহু তয়োরেব পঞ্চভিরঙ্গুলীন্ সপ্তত্যা পাদৌ তথৈবাঙ্গুলীস্তিরষ্টাভিঃ শিশ্নং দ্বাদশভির্বৃষণং তাং কুশৈর্বেষ্টয়িত্বা তস্মিন্ পূর্ব্ববৎ দহেৎ। (ছন্দোগসূত্র) এভিঃ পলাশবৃন্তৈরবয়বকল্পনা ভবতি তাং প্রতিকৃতিং তস্মিন্ কৃষ্ণাজিনে পূর্ব্ববদিতি পিতৃমেধবিধিনা দহেৎ। (তট্টীকা)

৪।৩।১৫০) পর্ণের বিকার। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। "যস্ত পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি ॥" (শ্রুতি)

পর্ণমাচাল (পুং) পর্ণমাচালয়তীতি পর্ণ-আ-চল-ণিচ্ অণ্, নিপাতনাৎ বিভক্তের্লোপাভাবঃ, বাহুলকাৎ মুম্ বা। কর্ম্মরঙ্গ-বৃক্ষ। (Averrhoa carambola)

পর্ণমুচ (ত্রি) পর্ণানি মুঞ্চত্যত্র মুচ-আধারে ক্বিপ্। বৃক্ষের পর্ণমোচনাধার শিশিরকাল।

পর্ণমূল (ক্লী) পর্ণানাং মূলং। তাম্বূলমূল, পানের বোঁটা।

পর্ণমৃগ (পুং) পর্ণচরো মৃগঃ পশুঃ। পশুভেদ। মৃগগণবিশেষ। ইহার বিষয় সুশ্রুতে লিখিত আছে,—মদ্গু, মূষিক, বৃক্ষশায়িকা, বকুশ, পুতিঘাস ও বানর প্রভৃতি পর্ণমৃগ। ইহাদের মাংসগুণ— মধুর, গুরুপাক, বৃষ্য, চক্ষুষ্য, শোণিতে হিতকর, মলমূত্রবর্দ্ধক, এবং কাস, অর্শ ও শ্বাসনাশক। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অ°)

বৃক্ষমর্কটিকা, বানর। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

"বনৌকোবৃক্ষমার্জ্জারবৃক্ষমর্কটিকাদয়ঃ।
এতে পর্ণমৃগাঃ প্রোক্তাঃ সুশ্রুতাদৌ মহর্ষিভিঃ॥
জলৌকা বানরো বৃক্ষমার্জ্জারো বৃক্ষবিড়ালঃ॥" (ভাবপ্র°)

পর্ণয়্ (পুং) ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত অসুরভেদ। (সায়ণ)

পর্ণরুহ্ (পুং) পর্ণং রোহত্যত্র রুহ-আধারে ক্বিপ্। পর্ণজননাধার বসন্তকাল।

পর্ণল (ত্রি) পর্ণ-অস্ত্যর্থে সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। পত্রযুক্ত।

পর্ণলতা (স্ত্রী) পর্ণপ্রধানা লতা। নাগবল্লী, তাম্বূলী লতা। (রাজনি°)

পর্ণবৎ (ত্রি) পর্ণং বিদ্যতেহস্য, পর্ণ-মতুপ্, মস্য বঃ। পত্রযুক্ত বৃক্ষ।

পর্ণবল্ক (পুং) ঋষিভেদ। ততো গোত্রাপত্যে গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। পার্ণবল্ক্য, তদ্গোত্রাপত্য।

পর্ণবল্লী (স্ত্রী) পর্ণপ্রধানা বল্লী। পলাশীলতা। (রাজনি°)

পর্ণবাদ্য (ক্লী) পত্রসঞ্চালন দ্বারা উত্থিত শব্দ।

পর্ণবী (ত্রি) পর্ণমিব অজতি, অজ-ক্বিপ্ ততঃ অজের্বীভাবঃ। খগ। "পর্ণবীরিব দীয়তি" (ঋক্ ১।৩।১)

পর্ণবীটিকা (স্ত্রী) পর্ণস্য বীটিকা। স্তবকীকৃত তাম্বূল, পানের বিড়া।

পর্ণশদ (পুং) পর্ণানি শদ্যন্তে শীর্য্যন্তে যত্র শদসংজ্ঞায়াং আধারে ঘ। ১ পতিত পর্ণস্থিতিদেশ। ২ তদ্রূপ রুদ্রভেদ। (শুক্লযজু° ১৬।৪৬)

পর্ণশয্যা (স্ত্রী) পর্ণরচিতা শয্যা মধ্যলো° কর্ম্মধা°। পত্ররচিত শয্যা, পাতার বিছানা।

"সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু স্বয়ংভগ্নাসু ভূতলে।" (রামা° ২।২৮।১১)

পর্ণশবর (পুং স্ত্রী) পর্ণভক্ষণকরঃ শবরো যত্র। দেশভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।১৯)

পর্ণশবর, শবর জাতিবিশেষ। ইহারা বৃক্ষপত্র গ্রথিত করিয়া আপনাদের লজ্জা নিবারণ করিত। ইহারা আদিম অনার্য্য-জাতি, যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতেও বিশেষ পটু ছিল। টলেমী ইহাদিগকে Phullitæ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আগর নগর ইহাদের রাজধানী ছিল। কেহ কেহ উক্ত আগরকে বর্ত্তমান সাগর বলিয়া অনুমান করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও এই জাতি ও তদ্দেশের উল্লেখ আছে। (মার্কপু° ৫৮।১৯) [শবর দেখ।]

পর্ণশবরী, উপদেবী বিশেষ। নেপাল প্রদেশে ইনি 'আর্য্যপর্ণ-শবরী তারাদেবী' নামে খ্যাত। ইনি সর্ব্বদাই পত্রভূষণে ভূষিত থাকেন। ইহার নামের ধারণী (কবচ) পরিধান করিলে সকল বাধা ও বিঘ্ননাশ হয়। "ভগবতী পিশাচীচ পাশপরশু-ধারিণী" এইরূপ অস্ত্রমালাবিভূষিতা পিশাচী দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। উপাসনাকালে 'ওঁ পিশাচপর্ণশবরি হ্রীঁ হঃ হুঁ ফট্ পিশাচি স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। পর্ণ-শবরীসাধন সম্বন্ধে সাধনমালাতন্ত্রে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। (সাধনমালাতন্ত্র ৯০ পটল।)

পর্ণশালা (স্ত্রী) পর্ণরচিতা শালা। পত্ররচিত কুটীর, পাতার ঘর। পর্য্যায়—উটজ, পর্ণোটজ।

"নির্দ্দিষ্টাং কুলপতিনা স পর্ণশালা-
মধ্যাস্য প্রয়তপরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ॥" (রঘু ১।৯৫)

২ মধ্যদেশস্থিত গ্রামবিশেষ। * এই দেশে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী এবং যামুনগিরির অধোদিকে অবস্থিত, এই স্থান অতি রমণীয় ও ব্রাহ্মণদিগের আবাসভূমি।

পর্ণশালা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী তীর্থক্ষেত্র। ভদ্রাচলম্ নগর হইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

পর্ণশালাগ্র (পুং) ভদ্রাশ্ববর্ষস্থিত কুলাচলভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।৫)

পর্ণশুষ (পুং) পর্ণং শুষ্যত্যত্র, শুষ-আধারে ক্বিপ্। বৃক্ষের পত্রশোষক শীতকাল।

পর্ণস (ত্রি) পর্ণস্যাদূরদেশাদি। পর্ণতৃণাদিত্বাৎ স। পর্ণের অদূর দেশাদি।

পর্ণসি (পুং) পৃ পূরণে অসি নুকচ (সানসি বর্ণসি পর্ণসীতি।

* "মধ্যদেশে মহান্ গ্রামো ব্রাহ্মণানাং বহুস্বহ
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে যামুনস্য গিরেরধঃ।
পর্ণশালেতি বিখ্যাতো রমণীয়ো নরাধিপ।" (ভারত ১৩।৬৮।৩)

উণ্ ৪।১০৭) ১ পদ্ম। ২ জলগৃহ। জলটুঙ্গী, জলমধ্যস্থিত গৃহ। ৩ শাক। ৪ আভরণক্রিয়া। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

পর্ণা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের আগ্রা জেলার অন্তর্গত পণাহাট তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে যমুনার দক্ষিণকূলে পর্ব্বতের উপরে একটী দুর্গ নির্ম্মিত আছে। [পন্না দেখ।]

পর্ণাটক (পুং) ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্ পার্ণাটকি, তদ্গোত্রাপত্য। বহুত্বেঽস্ত্রিয়াং তস্য লুক্। পর্ণাটকাঃ, তদ্-গোত্রাপত্য সকল। বহুবচনে ইঞের লোপ হয়। কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে হয় না। স্ত্রীলিঙ্গে 'পার্ণাটকী' এইরূপ পদ হইবে।

পর্ণাদ (ত্রি) পর্ণমত্তি ব্রতার্থং অদ-অণ্। ১ ব্রত জন্য পত্র-ভক্ষক। (পুং) ২ ঋষিভেদ। (ভারত সভাপ° ৪ অঃ) ৩ দময়ন্তী-প্রেরিত জনৈক ব্রাহ্মণ। [নল ও দময়ন্তী দেখ।]

পর্ণাল (পুং) ১ নৌকাভেদ। ২ কোদালী বিশেষ। ৩ ক্ষুদ্র যুদ্ধ।

পর্ণাল (বা পর্ণালা) দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। কোলহাপুর নগরের ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। বিজাপুররাজ আদিল খাঁর সেনানী রস্তম খাঁ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গসমীপে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর নিকট পরাজিত হন। অতঃপর এখানে শিবাজীর সহিত বিজাপুরসেনানী খাজা নেকনামের পুনর্ব্বার যুদ্ধ ঘটে, তদবধি এই দুর্গ মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে থাকে। অবশেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের আদেশে মুকারব খাঁ পর্ণালা অবরোধ করেন এবং শম্ভুকে পরাজিত করিয়া উক্ত দুর্গ দখল করেন। বর্ত্তমান মানচিত্রে এই স্থান পণালা নামে খ্যাত। [পণালা দেখ।]

পর্ণাশন (পুং) পর্ণং অশ্নাতি ভক্ষয়তীতি অশ-ল্যু পর্ণানা-মশনো বা। ১ মেঘ। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ পত্রভোজিমাত্র।

পর্ণাশা, ১ আলাহাবাদ প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। আলাহাবাদ নগর হইতে ৯॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে গঙ্গা ও তমসা নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত।

পর্ণাশা, ২ পারিযাত্রপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত একটী মহানদী। ইহার অপর একটী নাম পর্ণাবহা (মৎস্যপু° ১১৪।২৩)। মহাভারত সভাপর্ব্বে ৯ম অধ্যায়ে এই নদী মহানদী ও শোণ মহানদ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ শোণ নদের জল ভাঙ্গিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল। আরা জেলার পশ্চিমে প্রবাহিত বনাস্ নদীই প্রাচীনকালে পর্ণাশা নামে উক্ত হইত। ২ উক্ত নদীতীরবর্ত্তী একটী নগর। টলেমী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

পর্ণাস (পুং) পর্ণৈরসতি দীপ্যতি শোভতে ইতি অস-দীপ্তৌ অচ্। তুলসী। (অমর ২।৪।৭৯)

পর্ণাসি (পুং) পর্ণ-অস-বাহুলকাৎ ইন্। তুলসী।

পর্ণাহার (ত্রি) পর্ণং পত্রং আহারো যস্য। ব্রতের জন্য পত্র-ভোজী। যাহারা পত্র আহার করে। (রামায়ণ ৩।১০।২)

পর্ণিক (ত্রি) পর্ণং পণ্যমস্য ঠন্ (কিসরাদিভ্যষ্ঠন্। পা ৪।৪।৫৩) পর্ণবিক্রেতা।

পর্ণিকা (স্ত্রী) ১ স্থলপদ্ম। (রাজনি°) ২ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া। ৩ শালপর্ণী। ৪ অগ্নিমন্থ, গণেরি। (বৈদ্যকনি°)

পর্ণিন্ (পুং) পর্ণ অস্ত্যর্থে ইনি। ১ বৃক্ষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পর্ণিনী, মাষপর্ণী। (রত্নমালা) ২ শালপর্ণী। (বৈদ্যকনি°) ৩ পৃশ্নিপর্ণী। ৪ অপ্সরোভেদ। ইহাদের বর্ণ পর্ণের মত, এই জন্য ইহাদিগকে পর্ণিনী কহে।

"মেনকা সহজন্যা চ পর্ণিনী পুঞ্জিকাস্থলা।" (হরিবংশ ২১৮।৪৯)

পর্ণিনীদ্বয় (ক্লী) মাষপর্ণী ও মুদ্গপর্ণী।

পর্ণিল (ত্রি) পর্ণ অস্ত্যর্থে পিচ্ছাদিত্বাদিলচ্। পর্ণবিশিষ্ট। পিচ্ছাদিগণসূত্রে এই পাঠ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পর্ণীয় (ত্রি) পর্ণ উৎকরাদিত্বাৎ ছ (উৎকরাদিভ্যশ্ছ। পা ৪।২।৯০) পর্ণ সম্বন্ধীয়।

পর্ণোটজ (ক্লী) পর্ণনির্ম্মিতং উটজং, মধ্যলো° কর্ম্মধা। পর্ণশালা। (হারাবলী)

পর্ণোৎস (পুং) পর্ণানাং উৎসঃ। কাশ্মীরস্থ জনপদভেদ।

পর্ণ্য (ত্রি) পর্ণ-যৎ। পর্ণের হিতকর, পর্ণসম্বন্ধীয়।

পর্ত্তুগাল (পর্টুগাল) য়ুরোপ-মহাদেশের অন্তর্গত একটী রাজ্য আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রতীরে অবস্থিত। ইহার উত্তর-সীমা স্পেন দেশের অন্তর্ভুক্ত গালেসিয়া প্রদেশ; পূর্ব্বে স্পেনসীমান্তবর্ত্তী লিওন, ইস্টার-মদুরা ও সেভিল প্রদেশ দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ১০০ মাইল। ভূ-পরিমাণ প্রায় ৩৫২৮৯ বর্গমাইল।

স্পেন ও পর্ত্তুগাল দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে স্বভাব-রক্ষিত কোন আড়াল নাই। এই রাজ্যে প্রবাহিত মিন্‌হো, ডুরো, টেগস্, গোয়াডিয়ানা প্রভৃতি কতকগুলি নদী, স্পেন দেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া আটলাণ্টিক সাগরে পতিত হইয়াছে এবং মণ্ডেগো, জিজিয়ে ও সদো নামক নদীত্রয়ই পর্ত্তুগাল রাজ্যমধ্যে উৎপন্ন ও প্রবাহিত। অলেম্‌টেজো, অলগার্ভ, বেইরা, এণ্টার-ডুরো-ই-মিন্‌হো, ইস্টার-মদুরা, টাস-অস-মণ্টো প্রভৃতি ছয়টী বিভাগে এবং ১৭টী জেলা, ২৬টী কোমারাকাস্ (Comarcas—বিচার বিভাগ) ২৯২টী কনশেলহো (Concelho) এবং ৩৯৬০টী পারিসে (Parishes) বিভক্ত।

পর্ত্তুগালের উপকূল-ভূমি লম্বে প্রায় ৫০০ মাইল, তন্মধ্যে

পশ্চিমকূল ৪০০ মাইল ও দক্ষিণ ১০০ মাইল। দক্ষিণ-পশ্চিম কূলে সেণ্ট ভিন্সেণ্ট এবং পূর্ব্বদক্ষিণে সেণ্ট-মেরিয়া অন্তরীপ-দ্বয় বর্ত্তমান। পশ্চিমকূলস্থ স্থানের ভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ ও পূর্ব্ব-ভাগে সমতলক্ষেত্র সকল বিদ্যমান আছে। সেণ্ট-ভিন্সেণ্ট হইতে সিয়া-ডি-মঙ্কিক নামক পর্ব্বতশ্রেণী শাখা বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে উত্তরমুখে সেতুবল হ্রদ পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় সমতল-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। উপকূলভূমি এইরূপ পর্ব্বতবেষ্টিত থাকায় দৃঢ়, উচ্চ ও শত্রুকর্ত্তৃক দুর্ভেদ্য বলিয়া বিবেচিত। এই হ্রদের উত্তর-পশ্চিমভাগে আবার সিয়া-ডি এরাবিডা দেখা দিয়াছে, ইহার শেষসীমায় এস্পিচেল নামক আর একটী অন্তরীপ। অতঃপর টেগস্ নদীর মোহানা পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রায় সমতল, কিন্তু উক্ত নদীর অপর পারে লিস্‌বন্‌নগরের উত্তর এবং পশ্চিমাংশে সিন্ট্রা, মাফ্রা, টোরিস্-ভেড্রিস্ প্রভৃতি গিরিশ্রেণী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের শেষসীমা পর্ত্তুগালের সর্ব্বপশ্চিম সীমান্তে কারো-ডি-রোকা নামক গিরিশৃঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে। টেগস্‌নদী ও সমুদ্রতীরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহের মধ্যে মধ্যে উপত্যকাভূমি সকল বিরাজমান দেখা যায়। উত্তরাভিমুখী পর্ব্বতরাজির অন্তঃসীমায় পেনিক নামক প্রায়োদ্বীপ। এস্থান হইতে মণ্ডেগোনদীমুখ পর্য্যন্ত স্থান উচ্চ ও নিম্ন। মণ্ডেগো নদীর উত্তরাংশে মণ্ডেগো অন্তরীপ পর্য্যন্ত সিয়া-ডি অলকোবা নামক পর্ব্বত শোভমান। এখান হইতে ডুরো নামক নদীতীর পর্য্যন্ত ভূমি বালুকাময়, সমতল ও জলাদিতে পূর্ণ। অতঃপর মিন্‌হো নদী পর্য্যন্ত ভূমি উচ্চ ও পর্ব্বতময়। ইত্যাদি নানা কারণে পর্ত্তুগালের উপকূলভূমি এতই বিপদজনক যে, একখানি ক্ষুদ্র বোট লইয়া অনায়াসে ইহার বন্দরাদিতে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। সমুদ্র হইতে বাত্যাসংযোগে উদ্বেলিত জলরাশি বেলাভূমিতে আহত হইয়া ভীষণ আকারে ফেনসহ উচ্ছ্বসিত হয়। শীতকালে দক্ষিণবায়ু বহিলে সমুদ্রোপকূল অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ বোধ হয়, এই সময়ে বন্দরে প্রবেশকারী নৌকাযাত্রীর প্রাণ সর্ব্বদাই সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে।

প্রকৃত প্রস্তাবে পর্ত্তুগাল রাজ্যে সমতলক্ষেত্র অতি বিরল। উত্তর প্রদেশসমূহে পিরিনিজ-পর্ব্বতশ্রেণীর শাখা প্রশাখা ব্যাপ্ত এবং দক্ষিণদিকে বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী স্পেনরাজ্যের সিয়া মোরেনা (Sierra Morena) নামক পর্ব্বতের শাখা মাত্র। সমগ্র পর্ত্তুগালরাজ্যে কেবলমাত্র দুইটী বৃহদাকার সমতলক্ষেত্র দেখা যায়। প্রথমটী অলেম্‌টেজো প্রদেশে এবং অপরটী অলেম্‌টেজো ইস্‌টার-মদুরা প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। বেইরা প্রদেশেও অপর একটী ক্ষুদ্রাকার সমতলভূমি আছে, উহা ভোগা নদীর মোহানা হইতে দেশাভ্যন্তরে বিস্তৃত। পর্ব্বতবহুল হওয়ায়, এখানে উপত্যকার সংখ্যাও অনেক। যেস্থান দিয়া মণ্ডেগো নদী প্রবাহিত, সেই উপত্যকাটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুরম্য ও শস্যশ্যামল।

সাধারণ জলবায়ু উষ্ণ হইলেও, মধ্যস্পেনের ন্যায় কখনও এখানে জলাভাব বা উষ্ণাধিক্য লক্ষিত হয় না। অত্যন্ত শীতের সময় লিস্‌বন্‌নগরে ৬১°৩ উত্তাপ পাওয়া যায়। সমুদ্রতীর পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত থাকায়, সময় সময় এখানে জলবায়ুর প্রভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে। উত্তরাংশবর্ত্তী পার্ব্বত্য জেলাসমূহে শীতকালে শীতাধিক্য ও তুষারপাত হয়, কিন্তু দক্ষিণে শীত ক্ষণ-স্থায়ী এবং তুষারপাত মোটেই হয় না। গরমের সময় এ স্থানে এতাদৃশ উত্তাপ পরিলক্ষিত হয় যে, শীতপ্রধানদেশবাসীরা এখানে বাস কষ্টকর বিবেচনা করে। এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত রাজ্যের পশ্চিমাংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার উচ্চভূমি স্বাস্থ্যকর, কিন্তু নিম্ন অথবা লবণাক্ত জলাসমূহের নিকটবর্ত্তী স্থান ততদূর স্বাস্থ্যপ্রদ নহে।

জমি বিশেষ উর্ব্বরা হইলেও, চাষবাসের প্রতি লোকের ততদূর আগ্রহ নাই। এখানে গম, যব, রৈ, ছোলা, পাট ও শণ উচ্চ জমিতে এবং নাবাল জমিতে চাউলের চাষ হয়। কমলানেবু, নেবু, ডুমুর ও বাদাম মধ্য ও দক্ষিণ প্রদেশে উৎপন্ন হয়। আঙ্গুরের চাষই পর্ত্তুগীজদিগের প্রধান উপজীবিকা ও পরিশ্রমজাত দ্রব্য। ডুরো নদীর উত্তরাংশে যে বিস্তৃত আঙ্গু-রের গোলা আছে, তথা হইতে আঙ্গুর-নির্য্যাসে প্রস্তুত এক-প্রকার উৎকৃষ্ট মদ্য অপর্টো (Oporto) নগর হইতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। এতন্নিবন্ধন এবং উৎকৃষ্টতাহেতু সাধ-রণের আগ্রহে এই সুরস ও স্বাস্থ্যকর মদ্য 'পোর্ট' নামে খ্যাত। এখানে জৈতুন ফলের চাষ হয় বটে, কিন্তু তাহার তৈল ততদূর উৎকৃষ্ট হয় না। স্থলে নানাজাতীয় জীবজন্তু এবং জলে বিভিন্নপ্রকার মৎস্য দেখা যায়। খনিজ পদার্থের মধ্যে শ্লেট ও মার্ব্বল প্রস্তর এবং লৌহ ও কয়লা পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী লবণাক্ত জলাজমি শুকাইয়া প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উত্তরাংশ ও পার্ব্বত্য জেলাবাসিগণ উদ্যমশীল ও কর্ম্মঠ; কিন্তু নিম্নাংশের অধিবাসিবৃন্দ অপেক্ষাকৃত অলস, ভগ্নমনোরথ এবং বেশভূষা ও বসবাসাদিতে অপরিষ্কার। শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের আদবকায়দা মনুষ্যোচিত নম্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন। বিদে-শীয়দিগকে ইহারা বেশ আদর অভ্যর্থনা করিতে জানে। মদ্যপ্রস্তুত ও মদ্যবিক্রয় ইহাদের প্রধান ব্যবসা। স্বদেশজাত নানাপ্রকার ফল ও দক্ষিণপ্রদেশস্থ শোলার (Cork) বাণিজ্য-

ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কেহ কেহ মোটা রকম পশমী ও রেশমীবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, সূক্ষ্ম লিনেন ও জহরতাদির কার্য্য এবং ব্যবসা করিয়া থাকে। লৌহ, কাষ্ঠ ও মৃত্তিকানির্ম্মিত নানা প্রকার শিল্পকার্য্যও দেখা যায়।

পর্ত্তুগালের ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষা।

পূর্ব্বকালে পর্ত্তুগালবাসিগণ বিশেষ বিদ্যানুরাগী ছিল না, কিন্তু তাহাদের জাতীয় ভাষার উন্নতি ও জাতীয়তার গৌরব স্বদেশীয় ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হইতেছে। আরবজাতির (Moors) নিকট হইতে স্বদেশ-উদ্ধার এবং জাতীয় স্বাধীনতার পরিপুষ্টি একমাত্র 'ট্রুবাদুর' * আখ্যাধারী পর্ত্তুগীজ কবিগণের বীরত্বসূচক ভাষায় লিখিত কাব্যাদি হইতে ঘটিয়াছিল। জাতীয় একতা পর্ত্তুগীজহৃদয় অধিকার করিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সতী শান্তিময়ীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পর্ত্তুগালবক্ষে বিরাজ করিতে লাগিলেন। একতাবদ্ধ পর্ত্তুগীজজাতি কাব্যামোদ বিসর্জ্জন দিয়া, শস্ত্রবলে জাতীয় গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই যুগে যেরূপ ভাষায় পর্ত্তুগীজগণ পদ্য লিখিতেন, উহা য়ুরোপজগতে 'বীরভাষা' বা Romance language নামে অভিহিত ছিল। বীরভাষায় অব্যবহিত পরেই পর্ত্তুগালে বীরযুগের উৎপত্তি। এই সময়ে ভাস্কো-দা-গামা (Vasco-da-gama) ও আফন্সো-দি-আলবুকার্ক (Affonso de-Albuquerque) প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী বীরচেতা-পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, জাতীয় গৌরবরক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের বাহু ও বুদ্ধিবলে পর্ত্তুগীজগণের রাজ্যবৃদ্ধির বলবতী পিপাসা কতকাংশে উপশান্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ইঁহাদের সমসাময়িককালে (১৪৯৫-১৫৫৮ খৃঃ অঃ মধ্যে) কামিন্‌স্ (Camœns) ও মিরান্দা (Francisco Sa de Miranda) নামক পণ্ডিতদ্বয় ভাষার পৌরাণিকতা বর্জ্জন করিয়া তাহাতে গ্রীক, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশের বিশুদ্ধভাষার (Classical school) অনুকরণে পর্ত্তুগীজভাষার গঠন করিলেন। পূর্ব্বতন ভাষা বিশেষরূপে পরিমার্জ্জিত ও নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া অপেক্ষাকৃত আরও উজ্জ্বল ও সুললিত হইয়া উঠিল। কামিন্সের জাতীয়সঙ্গীত (National Epics) পর্ত্তুগীজহৃদয়ে সুধাধারা ঢালিয়া দিত। এই সময়ে পর্ত্তুগালে স্পেন-আধিপত্য বিস্তার পাইলে পর্ত্তুগীজ-জীবন একবারে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানকালে ভিন্নদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের নিরন্তর অনুকরণে তদ্দেশীয়ভাবসমূহ স্বদেশীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশহেতু পর্ত্তুগীজসাহিত্যে নূতনযুগের (New native school) সৃষ্টি হয় এবং ইহারই সাহায্যে কি পদ্য, কি ঐতিহাসিক গবেষণা, সকলদিকেই ভাষার প্রভূত পুষ্টি দেখা যায়।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন পর্ত্তুগালরাজ শিক্ষার উন্নতিকল্পে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন, তখন পর্ত্তুগালমধ্যে শিক্ষিতলোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। এই আইনে লিখিত থাকে, গ্রামের এক মাইলের মধ্যে যেখানে বিদ্যালয় থাকিবে, সেই স্থানে যাইয়া ৭ম হইতে ১৫শ বর্ষীয় বালকবালিকামাত্রেই বিদ্যাশিক্ষা করিবে। যদি কোন পিতামাতা আইনের মর্ম্ম অবজ্ঞা করিয়া আপন পুত্রকন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারা রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইবেন। এরূপ দৃঢ় আইন জারি থাকিলেও দেখা যায় যে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে শতকরা ৮২ জন লোক লিখিতে বা পড়িতে জানিত না। পরে ক্রমশঃই পর্ত্তুগালে বিদ্যানুরাগ বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রায় ৩৫১০টি বিদ্যালয় ও ১৯৮১৩১ বিদ্যার্থীর সংখ্যা পাওয়া যায়।

সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য ১৭টী জেলায় ১৭টী বিদ্যোন্নতিবিধায়িনী সভা (Lycees) গঠিত হয়। কোন ব্যক্তি কোন বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, এই সভার অনুমতি লইয়া কোইম্ব্রার বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোন বিশেষ শিল্পবিদ্যালয়াদিতে (The Special School) শিল্প কৃষি প্রভৃতি শিখিতে পারিতেন। উক্ত বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সুযোগ্য পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে অপর্টো, ও লিস্‌বন্ নগরের Polytechnic School, Polytechnic Academy, the medical School & Industrial Institutes, এবং লিস্‌বন্‌নগরের The Institute-general of Agriculture, The Royal & Marine observatories, the Academy of fine Arts এই কয়টী প্রধান। রাজানুগ্রহে রক্ষিত ও রাজব্যয়ে পরিচালিত লিস্‌বন্, এভোরা, ভিলা-রিএল, ব্রাগা ও অপর্টোর সাধারণ পুস্তকাগার বিশেষ মূল্যবান্। টোরে-ডেল-টোম্বো নামক স্থানের মহাফেজ্‌খানা (Archives) এখানে উল্লেখযোগ্য। টোম্বোর পুস্তকাগারে প্রাচীন কাগজপত্রাদি (Records) ব্যতীত, পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথিসমূহের আলোচনার জন্য এবং রাজকীয় কূটনীতিসমূহের সম্যক্‌বিচারের জন্য আরও একটী বিদ্যামন্দির সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে।

পর্ত্তুগালের বাণিজ্য।

বাণিজ্যাদির বিস্তারকল্পে, এখানে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রায়

* Troubadour.—খৃষ্টীয় ১১শ হইতে ১৩শ শতাব্দ মধ্যে যে সকল কবি জাতীয়-উন্নতির কল্পে বীরত্ব উদ্দীপক ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তাঁহারাই উক্ত খ্যাতিলাভ করেন।

১২৪৫ মাইল রেলপথ, ৫০ মাইল ট্রামপথ ও ২৯০০ মাইল টেলিগ্রাফ তার নানাস্থানে সংযোজিত হইয়াছে। উক্ত রেলপথের সাহায্যে লিস্‌বন্‌, ভালেন্সিয়া-ডি-অল্কান্‌ট্রা, তালাভ্রা, মাদ্রিদ্‌, অপর্টো, টুয়া, নাইন, ব্রাগা, ফেরো, অলগার্ভ (Algarves), এলবাস্‌, বেডেজস্‌, সেভিল, কেডিজ, মালাগা, বেইরা, ফিগুইরাডাফোজ, ফর্ম্মোজা, ফেলোরিকো, গোয়ার্ডা প্রভৃতি স্থানে বিনাক্লেশে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে। লিস্‌বন্‌ নগর হইতে সমুদ্রগর্ভ দিয়া সুদূর আমেরিকাউপনিবেশে রাইও-ডি-জেনিরো নগর পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসান হইয়াছে।

সাধারণতঃ ইংলণ্ড ও তদধিকৃত রাজ্যসমূহ, ইউনাইটেড-ষ্টেট্‌স্‌, ফ্রান্স ও স্পেন রাজ্যের সহিত পর্ত্তুগালবাসিগণ বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত। জীবিত জন্ত্বাদি, জন্তুজাত দ্রব্যাদি, মৎস্য, রেশম, পশম, কেশ, তুলা, শণ, পাট, চকোরকাষ্ঠ, গম, যব, ময়দা প্রভৃতি, নানাপ্রকার শাকসবজী, উপনিবেশজাত নানাদ্রব্য, ধাতু ও অন্যান্য খনিজপদার্থ, মদ্য, কাচ ও নানা মাটির বাসন, কাগজ, কলম ইত্যাদি এবং স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন নানাজাতীয় দ্রব্য এখান হইতে আমদানী ও রপ্তানী হয়।

পর্ত্তুগালের শাসনপ্রণালী।

পর্ত্তুগালরাজ্যে একজন বংশানুক্রমিক রাজা থাকিলেও রাজ্যমধ্যে পূর্ণক্ষমতা বিস্তারের অধিকার তাঁহার নাই। ১৮২৬, ১৮৫২ এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত রাজসনদ (Charter) অনুসারে স্বয়ং রাজা দুইটীমাত্র সভার (Chambers) মতানুসারে কার্য্য ও রাজ্যশাসনাদি পরিচালন করিতে এবং রাজ্যসংক্রান্ত নিয়মাদি (Laws) সংগঠন করিতে বাধ্য আছেন। শাসনসম্পর্কীয় কোন কার্য্য কিংবা কাহাকেও মন্ত্রী বা 'পিয়র' (Peer) পদে উন্নীত করিতে হইলে, তাঁহাকে মন্ত্রিসভার (Council of stateএর) পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

রাজার নির্ব্বাচনে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী, গ্রন্থকার ও বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি দ্বারা এখানকার 'হাউস্‌ অফ্‌ পিয়রস্‌' নামক সভা গঠিত। এই সভায় সর্ব্বসমেত ১৫০ জন সভ্য আছেন। এতদ্ভিন্ন 'হাউস্‌ অফ্‌ ডেপুটীজ' নামে আর একটী সভা আছে। নগরবাসী ২৫ বৎসরের প্রত্যেক যুবকেরই (যিনি বাৎসরিক ২১০ টাকা রাজকর দেন অথবা ভূসম্পত্তির বাৎসরিক ১১ টাকা আয় প্রাপ্ত হন, তাহার) সভ্যনির্ব্বাচনের ক্ষমতা আছে। এতদ্ব্যতীত [illegible]রের উপাধিধারী, পুরোহিত, রাজকর্ম্মচারী ও [illegible]। উক্ত নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার আছে। রাজা নিজের খরচ বাবদ রাজস্ব হইতে ১৪৪০০০ পাউণ্ড মুদ্রা প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্ব অপেক্ষা এখন পর্ত্তুগালের সৈন্যসংখ্যা অধিক। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের নূতন আদেশ অনুসারে পর্ত্তুগীজরাজের প্রত্যেক সৈন্যকে ১২ বৎসর কার্য্য করিতে হইবে। পদাতিক, অশ্বারোহী ও কামানবাহী সৈন্য ব্যতীত, নৌবল বৃদ্ধির জন্য ৩০খানি কলের জাহাজ ও ১৪ খানি বায়ুগামী পালের জাহাজ আছে। সকলগুলিই আবশ্যকমত কামানসজ্জিত। পর্ত্তুগীজরাজের স্থলপথে যুদ্ধার্থ রক্ষিত সৈন্য প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার এবং নৌযুদ্ধ-পরিচালনের জন্য ২৮৩ জন সেনানী ও ৩২৩৫ জন নাবিক আছে।

পর্ত্তুগালরাজ মহামতি জোয়াওর (John the great) পুত্র নাবিকচূড়ামণি হেন্‌রিক (Dom Henric the Navigator) বিশেষ উদ্যমে নৌ-পথে গমন ও দেশদেশান্তরে বাণিজ্যস্থাপন জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করেন। এই মহাপুরুষ পূর্ব্বাভিমুখে ভারতবর্ষে আসিবার আশায় জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত (১৩৯৪-১৪৬০ খৃঃ অঃ) জলপথ পর্য্যালোচনা ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অবস্থিতিনিরূপণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া, ভারত-আগমনপথ সভ্যজগতে প্রকাশিত হয়। এই পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় সভ্য য়ুরোপখণ্ডে সুদূর ভারতের বাণিজ্যের আশা মুকুলিত হইয়াছিল। তাঁহার এই উপকারের জন্য সমগ্র য়ুরোপবাসী এক সময় পর্ত্তুগীজজাতির উপর বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মে পর্ত্তুগীজগণ পোপের নিকট পূর্ব্ব আবিষ্কৃত এবং ভবিষ্যতে যাহা আবিষ্কৃত হইবে, তৎসমুদায় দেশের অধিকার ও শাসনকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য একখানি তমস্থক বা অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার অব্যবহিত পরেই, ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পোপ আর একখানি শাসন লিখিয়া দেন। উক্ত শাসনের অনুবলে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই ভাস্কো-দা-গামা নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ, রাজা মানুএলের আদেশে সুসজ্জিত জাহাজাদি সঙ্গে লইয়া ভারত উদ্দেশে বহির্গত হন। ১৫০০ শতাব্দীতে কেব্রাল দ্বিতীয় দল লইয়া দেশজয় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্রপথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার উপর আদেশ রহিল, দেশভ্রমণের সঙ্গেসঙ্গেই ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দিবেন। দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিবাহিত করিয়া ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ২২এ নবেম্বর আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে উত্তীর্ণ হন এবং পর বৎসর ২০এ মে ভারতের কালিকট

নগরে পদার্পণ করেন। অপরদিকে অদৃষ্টদোষে কেব্রাল প্রতিকূল বাত্যায় তাড়িত হইয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় ব্রেজিল রাজ্যের উপকূলে উপনীত হয়েন ও পরে তথা হইতে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কালিকটে আগমন করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগ হইতে পর্ত্তুগীজগণ আফ্রিকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ এবং উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে এসিয়ার দক্ষিণভাগে জাপান পর্য্যন্ত সমুদ্রের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশই অধিকার করিয়া বসিলেন। খৃষ্টীয় ১৫০০ হইতে ১৬১০ অব্দের মধ্যে তাঁহারা পূর্ব্বসমুদ্রস্থিত স্থান সকলের উপর প্রভুত্বা বিস্তার করিয়া সেই সেই স্থানের বাণিজ্য নিজায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ রাজত্ব সকল ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতমহাসাগরস্থ যে সকল স্থানে অধিকাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া গেল—

আফ্রিকারাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে—মোলিন্দ, কুইলোয়া, কোয়ারিম্বা, সোফালা, মোজাম্বিক, মোম্বাশা (১৬১৫ খৃঃ অঃ অধিকারচ্যুত হয়), এঙ্গোলা, মোসামেডিস্, প্রিন্সেপ্-দ্বীপ, সেণ্টজেমসেস্ দ্বীপ, এস্কুডা, সোনগাম্বিয়া, বিসাও, কেপ-ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ, আজোর্স ও মদিরা প্রভৃতি স্থান।

আরবে—আদেন ও মস্কট (১৬৫৮ খৃঃ অঃ আরব কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজগণ মস্কট নগর হইতে বহিষ্কৃত হন।)

পারস্যে—বসোরা ও অর্মজ নগর।

ভারতবর্ষে—সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী দেবল বা দেউল ও ঠট্ট; মলবার উপকূলে দীউ, দমন, এসেরম্, দমু, সেণ্টগেনিস্; আগাসিয়াম, চাবুল বা চেউল, দেবল, বসাঁই (Bassein), শালসেট বা গাড়াপুরী, মহিম, বোম্বাই, টন্না (থানা), করঞ্জ, গোয়া, হোনোর, বার্সিলোর, মঙ্গলুর, কালিকট, ক্রঙ্গনুর, কোচিন, কুইলন, করমণ্ডল উপকূলে নাগপত্তন, মাইলাপুর সেণ্ট থোমে, মছলীপত্তন বন্দর প্রভৃতি স্থান ও বঙ্গোপসাগরতীরবর্ত্তী বাঙ্গালার কতক স্থান, আরাকান ও চট্টগ্রাম জেলায় পর্ত্তুগীজেরা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। [পর্ত্তুগীজশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সিংহলদ্বীপে—মান্নার, পয়েণ্ট-ডি গল, কলম্বো, জাফনাপত্তন এবং মলাক্কাদ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থান পর্ত্তুগীজ-অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পেগু, মার্ত্তাবান, জঙ্কসিলোন প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাণিজ্যার্থ কুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মেকাও ও ফর্মোজা নামক দ্বীপও এক সময় পর্ত্তুগীজ-রাজদণ্ড মস্তকে বহন করিয়াছিল। এখন পর্ত্তুগালবাসীদিগের আর সেরূপ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহাদের আর সেরূপ উদ্যম নাই, সেরূপ বাণিজ্যস্পৃহা কোথায়! এখন পর্ত্তুগীজগণ নীরবে নিদ্রিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমানকালে পর্ত্তুগীজগণ আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী ডেলগোয়া উপসাগর হইতে ডেলগেডো অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্থান ভোগ করিতেছেন। ভারতে গোয়া, দমন ও দীউ এবং সুদূর চীনসমুদ্রে একমাত্র মেকাও পর্ত্তুগীজগণের অধীন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মেকাও অধিকার করেন এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা তদ্দেশাধিপতিকে বাৎসরিক ৫০০ শত তএল (Tael) মুদ্রা খাজনা দিতে বাধ্য হন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, নাবিকশ্রেষ্ঠ হেনরিকের পদানুসরণ করিয়াই পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিয়াছে। পর্ত্তুগালরাজ ২য় জোঁয়াওর আদেশে, পিদ্রো-ডি-কোবিলহাঁও ও আফন্সো ডি-পায়ভা পূর্ব্বসমুদ্রে বাণিজ্যপ্রসারবৃদ্ধির আশায়, স্বদেশ হইতে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বহির্গত হন। উভয়ে নেপলস, রোডস্, আলেকসান্দ্রিয়া, কায়রো হইতে থর পর্য্যন্ত আসিয়া লোহিতসাগরতীরে শুনিলেন যে, আদেন হইতে কালিকট নগরে প্রভূত বাণিজ্য চলিয়া থাকে। তদনুসারে তাঁহারা আদেন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং তথা হইতে পায়ভা আবিসনিয়া দেশে ও কোবিলহাঁও আরবদেশীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া কন্ননূরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। এখান হইতে কালিকট ও গোয়া নগর পরিদর্শন করিয়া তিনি পুনরায় আফ্রিকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পর্ত্তুগীজজাতির ভারত আগমন পক্ষে কোবিলহাঁও সাহেবই সর্ব্বপ্রথম। অতঃপর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার অন্তর্গত স্থানবিশেষের অধিকারের উল্লেখ আছে। সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) ও চাটিগাম (চট্টগ্রাম) নামক দুইটী বাঙ্গালায় প্রাচীন বন্দর পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক Porto Piquen and Porto Grande (the Little Haven and the great Haven) নামে অভিহিত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণের ভারতে ও বাঙ্গালায় আগমন এবং নানাস্থলে দস্যুবৃত্তি ও ভীষণ অত্যাচারের কথা 'পর্ত্তুগীজ' শব্দে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। [পর্ত্তুগীজ দেখ।]

পর্ত্তগালের ইতিহাস।

সমগ্র পর্ত্তুগালের প্রাচীন ইতিহাস নাই। পর্ত্তুগালের প্রাচীন ইতিহাস স্পেন দেশের সহিত জড়িত। হিরোদোতস্ স্পেন ও পর্ত্তুগাল এই দুইটী দেশ একত্র 'আইবিরিয়া' নামে ও রোমকেরা 'হিস্পানিয়া' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। [স্পেন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে বার্গাণ্ডির কাউণ্ট হেন্‌রী এই প্রদেশ (Terra Portucalensis or the county of porto cale) উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হন; তদবধি পর্ত্তুগালদেশবাসী পর্ত্তুগীজগণের প্রাচীন ইতি-

হাসতত্ত্ব উদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হয়। আইবিরিয়াবাসী পর্ত্তুগালে ফিনিকীয় জাতির উপনিবেশ ছিল। এই প্রায়োদ্বীপের পূর্ব্বতন অধিবাসিগণ আইবিরিয় ও কেল্টজাতীয় ছিলেন। যখন ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহ কার্থিজিনীয়দিগের উপদ্রবে সদাই ত্রস্ত, সেই সময়ে কার্থিজিনীয়-সর্দ্দার হামিল্‌কার এই রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। অতঃপর রোমক জাতি এই প্রদেশ জয় করিয়া আপনার শাসনক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। রোমকাধিকারে এই রাজ্যের কতকাংশ লুসিতানিয়া নামে খ্যাত ছিল।

পরে ক্রমান্বয়ে ভাণ্ডাল, এলান ও ভিসিগত জাতি পর্ত্তুগাল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন; সর্ব্বশেষে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে আরববাসী মুসলমানগণ এই রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে গার্সিয়া-ডি-মেনেজিস্ নামক জনৈক সুবিজ্ঞ পণ্ডিত পর্ত্তুগালকে রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্গত 'লুসিতানিয়া' নামক স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতঃপর বার্ণার্ডো-দি-ব্রিটো প্রাচীন গ্রন্থাদির সাহায্যে পর্ত্তুগালকে লুসিতানিয়া অবধারণপূর্ব্বক ভিরাএথাস্‌কে পর্ত্তুগীজ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। পর্ত্তুগালকে 'লুসিতানিয়া' রাজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজী নহেন*। কামিন্স প্রমুখ পর্ত্তুগাজ কবিগণ পর্ত্তুগালকে লুসিতানিয়া বলিয়া ঘোষণা করিতে আনন্দবোধ করিতেন। তাঁহার রচিত "Os Lusiadas" নামক বৃহৎ কাব্যই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ।

প্রায় দুই শতাব্দকাল পর্ত্তুগালবাসিগণ ওমরদের খলিফাগণের অবনতি স্বীকার করিয়াছিল। সুবিজ্ঞ মুসলমান খলিফাগণের সময়ে লিস্‌বন, লমেগো, ভিসেউ ও অপর্টো প্রভৃতি নগরে রোমক-স্বায়ত্বশাসন-প্রথানুসারে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে, ওমিয়দখলিফাদিগের বলবীর্য্য হ্রাস হইলে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভিসিগথবংশীয় রাজগণ অষ্টুরিয়া পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপর্য্যুপরি পর্ত্তুগাল আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে গালিসিয়ারাজ ২য় বার্মুডো, অপর্টো রাজধানী আক্রমণ করিয়া মুসলমান অধিকার হইতে বর্ত্তমান এণ্টার-মিন্‌হো-ই-ডুরো পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে ওমিয়দ খলিফাগণের প্রভাব বিধ্বস্ত হইলে পর, মুসলমান-আমীরগণ স্বাধীনতা-ধ্বজা উড়াইয়া প্রধান প্রধান নগরে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে লিয়নাধিপতি ফার্দিনান্দ-দি-গ্রেট বেইরা আক্রমণ করেন।

পরবর্ত্তী ১০৫৭ ও ১০৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যথাক্রমে লমেগো, ভিসেউ এবং কোইম্ব্রা প্রভৃতি স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ১০৬৫ খৃষ্টাব্দে ফার্দিনান্দের জ্যেষ্ঠপুত্র গার্সিয়া, অপর্টোর কাউণ্ট এবং সেষনন্দো নামা আরববংশীয় কোইম্ব্রার কাউণ্টকে আপনার অধীনতা স্বীকার করাইলেন। ফার্দিনান্দের দ্বিতীয়পুত্র ৬ষ্ঠ আল্‌ফন্সো ১০৭৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃসম্পদ্‌গুলি সুরক্ষিত করিয়া মুসলমানদিগকে দমন করেন; অবশেষে মুসলমানগণ ধর্ম্মমদে উন্মত্ত হইল। আল্‌মোরাবংশীয় মুসলমানরাজ য়ুসুফ-ইবিন-তেসুফিন ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে জলাকাতে খৃষ্টানরাজকে পরাভূত করিয়া মুসলমানাধিকার বিস্তার করিলেন। উদ্ধত মুসলমানশক্তি হ্রাস করিবার জন্য ৬ষ্ঠ আল্‌ফন্সো সমস্ত খৃষ্টান-জগতে আবেদন করিলে, তাঁহার সাহায্যার্থ কাউণ্ট রেমন্দ ও বার্গাণ্ডির অধিপতি কাউণ্ট হেন্‌রী বীরদর্পে অগ্রসর হইলেন। উক্ত বীরপুরুষদ্বয়ের অধ্যক্ষতায় আল্‌ফন্সো বেডাজসের 'মোতালিকে' পরাজিত করিয়া লিস্‌বন্ ও সান্তারিন্ নগর জয় করিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে আর উক্ত নগরদ্বয়ের আধিপত্য উপভোগ করিতে হইল না। আল্‌ফেরায় খলিফা য়ুসুফের সেনানী শের পুনরায় উক্ত নগরদ্বয় দখল করিয়া লইলেন। আল্‌ফন্সো কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গালিসিয়াসীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। তদনুসারে তিনি অপর্টো ও কোইম্ব্রার অধীনস্থ সামন্তদিগকে একত্র করিয়া, তৎপ্রদেশ বার্গাণ্ডিপতি হেন্‌রীকে স্বীয় অবৈধকন্যা থিরেসা সহ দান করিলেন এবং কাউণ্ট রেমণ্ডকে স্বীয় উত্তরাধিকারী কন্যা ইউরেকা ও গালিসিয়া প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। উক্ত হেন্‌রী তৎকালে একজন যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইনি ক্রুজেড-যুদ্ধের অধিনায়ক হইয়া বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বার্গাণ্ডির ডিউক রবার্ট ইঁহার পিতামহ ও তাঁহার তৃতীয়পুত্র হেন্‌রী ইঁহার পিতা ছিলেন।

হেন্‌রীর ধারণা ছিল, ৬ষ্ঠ আল্‌ফনসোর মৃত্যু হইলে তিনিই শ্বশুরের রাজ্যাধিকারী হইবেন। ১১০৯ খৃষ্টাব্দে আল্‌ফনসো আপন কন্যা ইউরেকাকে সিংহাসন দান করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হেন্‌রী অভীষ্টসিদ্ধ হইল না দেখিয়া, লিয়ন আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, অপরদিকে মুসলমানসর্দ্দার শের আল্‌মোরাবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১১১২ খৃষ্টাব্দে

* "The Roman Provinces of Lusitania, whether according to the division of Iberia, into three provinces under Augustus or into five under Hadrian, in no way coincided with the historical limits of the Kingdom of Portugal." Ency. Brit. Vol. XIX p. 539. (9th ed)

এস্টর্গা নগরে হেন্‌রীর মৃত্যু হইলে, থিরেসা হেন্‌রীর নাবালক পুত্র আফন্সো-হেন্‌রিকের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন। এই রমণী রূপযৌবনসম্পন্না, বিদ্যাবতী ও বহু গুণবতী ছিলেন। তিনি পুত্র আফন্সোর অধিকৃত রাজ্যকে স্বাধীন করিতে বিশেষ বুদ্ধিব্যয় করিয়াছিলেন। রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাঁহার রাজত্বে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল। ১১১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশপঅফ সেণ্টিয়াগো কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া পর্ত্তুগালের উত্তরসীমান্তে টয় ও ওরেন্‌জ্ নামক স্থান আক্রমণ করেন। ১১১৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ কোইম্‌ব্রা নগরে তাঁহাকে অবরোধ করে। অতঃপর ভগিনী ইউরেকা তাঁহাকে ১১২১ খৃঃ অব্দে বন্দিনী করিয়া লইয়া যান। বিশপ গেলমাইরিষ্ ও মরিসিও বর্ডিনিও (Archbishop of Bragaa) মধ্যস্থতায় উভয়ের মিলন হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই দুই ভগিনীকে আপনাপন প্রণয়ী লইয়া ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। কাজেই ইউরেকাপুত্র ৭ম আল্‌ফন্‌সো ও হেন্‌রিক্ উভয়েই মাতৃদ্বয়ের বিরোধী হইলেন। ১১২৭ খৃষ্টাব্দে আল্‌ফন্‌সো বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া থিরেসাকে তাঁহার অবনতি স্বীকার করাইতে প্রয়াসী হইলেন। পুত্র হেন্‌রিক মাতার আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন। ১১২৮ খৃষ্টাব্দে সান-মামিডের যুদ্ধে হেন্‌রিকের জয়লাভ হইল। থিরেসা পুত্রের নিকট বন্দিনী হইলেন। পরে হেন্‌রিক মাতাকে পুনর্ব্বার মুক্তিদান করেন।

সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আফন্সো রাজ্যভার গ্রহণ করেন। প্রায় ৬০ বৎসর ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া তিনি রাজলক্ষ্মীকে পরাধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করেন এবং আপন পুত্রের জন্য একটী স্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্য রাখিয়া যান। তিনি মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়া এবং স্বাধীনতার জন্য গেলিসিয়াসীমান্তে ৭ম আল্‌ফন্‌সোর বিরুদ্ধে চারিবার যুদ্ধ করেন এবং বলডিভেজের দ্বন্দ্বযুদ্ধে কাষ্টিলবাসী বীরদিগের পরাক্রম ধ্বংস করিয়া তৎকালীন খৃষ্টান-জগতে এক জন মহাবীর বলিয়া গণ্য হন। তৎপরে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক পর্ত্তুগাল রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে আফন্সো কোইম্‌ব্রার রাজধানী রক্ষার জন্য লিরিয়া নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান এবং নাইট-টেম্প্‌লার ও নাইট-হস্পিটেলিয়ারদিগকে মুসলমান আক্রমণে নিযুক্ত করেন। ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন ৭ম আল্‌ফন্সো দ্বিতীয়বার যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতেছিলেন, তৎকালে হেন্‌রিক্ কসরু-ইবিন্-আবী-দানিশের অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করেন। বেজের দক্ষিণবর্ত্তী নগরে তিনি মিলিত মুসলমান সেনাদলের সম্মুখীন হইলেন। মুসলমান অধিনায়ক আমীর ওমার ওরিক্-নগরের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে যে কেবল মুসলমানেরা পরাজিত হইল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তদীয় ভ্রাতৃসম্পর্কীয় ৭ম আলফন্‌সোর অদৃষ্টলক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল। ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে কার্ডিনাল গায়-ডি-ভিকোর যত্নে জামোরা নগরে উভয় ভ্রাতার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। আফন্সো হেন্‌রিক্ পর্ত্তুগালের সর্ব্বময় রাজা হইলেন এবং পোপের অধীনতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে মুসলমানদিগের সহিত পুনঃপুনঃ যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই ঘটে নাই।

১১৪৪ খৃষ্টাব্দে আবু জাকারীয়া কর্ত্তৃক টেম্পলার বীরগণ সৌরী-নগরে পরাজিত হন। ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে তাহারা সান্তারিম্ ও লিস্‌বন নগর অধিকার করে। উক্ত বৎসর ২৪শে অক্টোবর হেন্‌রিক ক্রুজেড্‌যাত্রী বিভিন্ন দেশীয় বীরগণের সাহায্যে লিস্‌বন নগর পুনরুদ্ধার করেন, তৎপরে তিনি সিণ্ট্রা, পলমেলা ও অল্‌মাডা অধিকার করিয়া ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে অলকাশের-ডো-সোল নামক মহানগরী জয় করিলেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি অল্‌মোহেদবংশীয় খলিফার অধীনস্থ মুসলমান-সৈন্যের নিকট পরাভূত হন। মুসলমানগণ আপনাপান বিবাদ করিয়া পৃথক্‌রূপে অধিকৃতস্থান ভাগ করিয়া লইলেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আধিপত্য গ্রহণ করিলেও সকলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

উদ্ধতপ্রকৃতি আফন্‌সো-হেন্‌রিক পরাজিত হইলেও, তাঁহার অন্তর্নিহিত উচ্চ আশা ক্রমশঃই বলবতী হইতেছিল। তিনি ব্যাডাজস্ আক্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তদীয় জামাতা ফার্দ্দিনান্দ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যাডাজস্ অবরোধ করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি বিশেষরূপে আহত ও বন্দী হইলেন। ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে যদি তিনি স্পেনসম্পর্কীয় গ্যালিসিয়া আক্রমণরূপ যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত না থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর এরূপ নিগ্রহভোগ করিতে হইত না। রাজা আফন্সো আপনার মুক্তির জন্য গালিসিয়ার যুদ্ধকার্য্য হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ফার্দ্দিনান্দ তাহার উপর আর বেশী চাপাচাপি করিলেন না। বৃদ্ধ রাজা মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষত আর আরোগ্য হইল না। ১১৬১ খৃঃ অব্দে, মুসলমানদিগের গৃহবিবাদ চুকিয়া গেলে, অলমোহেদবংশীয় খলিফা যুসুফ-আবু-য়াকুব আফ্রিকা হইতে সাগর পার হইয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে স্পেনরাজ্যে উপনীত হইলেন এবং অলেমটেজো প্রদেশে পর্ত্তুগীজলব্ধ স্থানসমূহ অধিকার করিয়া লইলেন। পরে ১১৭১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরাজ সান্তারিম্ আক্রমণে

ভগ্নমনোরথ হইয়া, হেন্‌রিকের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। ১১৭৭ খৃষ্টাব্দে আফন্সো হেন্‌রিক আপন পুত্র ডম সাঙ্কোকে আপনার সহিত সিংহাসনে বসাইয়া রাজা বলিয়া প্রচার করিলেন। পুত্রও উপযুক্ত পিতার পুত্রের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকিয়া পিতার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রায় ১২ বৎসরকাল অলেমটেজো প্রদেশ একটী বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে যুসুফ নূতন সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার সান্তারিম্ অবরোধ করেন, এখানে উভয় সৈন্যে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ৪ঠা জুলাই সাঙ্কো আক্রমণকারীদিগকে বিশেষরূপে বিধ্বস্ত ও মর্দ্দিত করিলেন। যুদ্ধে যুসুফ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। ক্রুজেড যোদ্ধা রাজা আফন্সো হেন্‌রিক আপন রাজ্যাবসান সময়ে এই বিখ্যাত যুদ্ধবিজয়ে রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

পিতার মৃত্যুর পর, পুত্র ১ম ডম সাঙ্কো রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি পিতার ন্যায় যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পরিচয় না দেখাইলেও রাজ্যপরিচালনের জন্য শাসনবিধির পরিবর্ত্তন, নিয়মাদি সংগঠন এবং নগরাদি নির্ম্মাণহেতু সাধারণে "পোভোয়াডর" বা নগরপ্রতিষ্ঠাপক উপাধি লাভ করেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অলগার্ভ প্রদেশ ও তাহার রাজধানী সিলভেস্ নগর জয় করেন; কিন্তু ১১৯২ খৃষ্টাব্দে যুসুফ-আবু-য়াকুব পুনরায় অলগার্ভ, অলেমটেজো ও অলকাশের-ডো-সাল প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। অলমোহেদ খলিফাদিগের অধীনে মুসলমানগণকে বীর্য্যবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ ভাবিয়া পর্ত্তুগীজরাজ সাঙ্কো সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর প্রায় যুদ্ধবিগ্রহাদি পরিত্যাগ করিয়া তিনি নগরাদির বৃদ্ধি ও কৃষিবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগ দেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, পর্ত্তুগালনগরে প্রাচীন রোমক প্রথায় স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল। মুসলমানগণ সেই প্রথার উপকারিতা বুঝিয়া তাঁহাদেরই পদানুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাঙ্কো সেই প্রথার অনুকরণ করিলেও নীতি ও বিবেচনাপূর্ণ আইনদ্বারা রাজ্যকে সুশাসিত করিলেন এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও উত্তর য়ুরোপবাসী ক্রুজেড যোদ্ধাদিগকে পর্ত্তুগালে উপনিবেশ স্থাপন করাইয়া রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি রাজ্যস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে ও সমর-বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে জেলার পল্লিভূমিসমূহ বিভাগ করিয়া দিলেন। আদেশ রহিল, যে কোন উপায়ে হউক ঐ সকল ভূমি প্রজাবিলি করিয়া কর্ষণ করিতে হইবে। অতঃপর ধর্ম্মযাজকদিগের অধিকার লইয়া, তাঁহার সহিত পোপ ৩য় ইনোসেণ্টের বিবাদ বাধে। পোপের কথা উপেক্ষা করিয়া রাজা যাজকদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে আদেশ দেন। ধর্ম্মযাজকদিগের উপর এতাদৃশ কঠোর আদেশ পোপের নিকট বজ্রাঘাততুল্য বোধ হইল; তিনি উপর্য্যুপরি দূত প্রেরণ করিয়াও রাজাকে মতান্তর গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি পোপের 'পবিত্র আসনের' দোহাই দিয়া তাঁহার অবনতি ও বাৎসরিক দেয় কর প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সুবিজ্ঞ রাজমন্ত্রী জুলিয়াও (Chancellor Juliao) তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে "রাজাদেশে তিনি ধর্ম্মমন্দিরের অধিকৃত স্থানসমূহ কাড়িয়া লইয়া, (তিনি ইচ্ছা করিলে) নূতন বন্দোবস্ত করিতে পারেন।" অপর্টোর বিশপ মার্টিন্‌হো রড্রিজেস্ এই বিবাদ ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় রাজাদেশে অবরুদ্ধ হন; পরে রোমনগরে (১২০৯ খৃঃ অব্দে) পলাইয়া পোপের আশ্রয়ে আত্মজীবন রক্ষা করেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে বার্দ্ধক্যহেতু, রাজা সাঙ্কো দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধাবস্থায় আর তিনি ধর্ম্মযাজক, পোপ অথবা বিশপদিগের সহিত বিবাদ রাখিতে চাহিলেন না। তিনি পোপের প্রার্থনা মতে সকল কথায় সায় দিলেন। আপন পুত্রকন্যাদিগকে যথোপযুক্ত ভূসম্পত্তি দান করিয়া তিনি আলকোবাশা-মঠে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহনকরণমানসে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। ১২১১ খৃষ্টাব্দে এই মঠেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ২য় আফন্সো পিতৃপদে অভিষিক্ত হন।

মন্ত্রী জুলিয়াওর পরামর্শমতে ২য় আফন্সো রাজ্যান্তর্গত বিশপ, ফিডালগো (Fidalagoes) ও রিকস্ হোমেন (Ricos homens) প্রভৃতিকে একত্র করিয়া এক মহাসভা (Cortes) আহ্বান করিলেন। পর্ত্তুগীজ ইতিহাসে ইহাই প্রথম বিচারসভা। ইনি পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেও, (জুলিয়াঁও প্রবর্ত্তিত নূতন আইন অনুসারে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকেন না বলিয়া) ধর্ম্মযাজকদিগকে আর অধিক জমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে দিলেন না। রাজা ২য় আফন্সো যোদ্ধা ছিলেন না, তাঁহার অর্থপিপাসা বলবতী ছিল। তিনি আপন ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে পিতৃদত্ত সম্পত্তির ভাগ দিলেন না, বরং ভ্রাতৃবর্গকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অবশেষে লিওনরাজ ৯ম আলফন্‌সো তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলে, তিনি ভগিনীদিগকে কুমারী রাখিয়া বিষয়ভোগ করিতে সম্মতি দিলেন। রাজা স্বয়ং উদারনৈতিক ও রণ-নিপুণ না হইলেও তাঁহার অধীনস্থ মন্ত্রিবর্গ, যাজক ও সামরিক কর্ম্মচারিগণ দক্ষতা সহকারে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আপনাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। ১২১২ খৃষ্টাব্দে আপনাপন অধ্যক্ষ লইয়া পর্ত্তুগীজপদাতিগণ নভস্-ডি তোলোসায় যুদ্ধ করিয়াছিল।

অতঃপর তাঁহারা মুসলমানকবল হইতে পুনর্ব্বার অলেমৃটেজো জয় করিয়া, ১২১৭ খৃষ্টাব্দে অলকাশের ডো সাল অধিকারপূর্ব্বক আণ্ডালুসিয়ার 'ওয়ালী' মুসলমানদিগকে পরাজয় করেন।

জুলিয়াঁওর পদানুসারী মন্ত্রী গোন্‌শালো-মেণ্ডিসের পরামর্শানুসারে রাজা ব্রাগার আর্কবিশপ এস্তেবাও সোয়ারিজের অধিকৃত ভূম্যাদি কাড়িয়া লন। এই কারণে পোপ ৩য় হনোরিয়াস্ রাজাকে ধর্ম্মশালা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং যতদিন না তিনি ব্রাগার ক্ষতিপূরণ করেন এবং নূতন চান্সেলরকে রাজকর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি দেন, তত কাল তাঁহার রাজ্যমধ্যে নিষেধবিধি (Interdict of the church) প্রচারিত থাকিবে। রাজা পোপের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এইরূপ ধর্ম্মকার্য্যে নিষিদ্ধ হইয়া, রাজা ১২২৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় সাঙ্কো ত্রয়োদশ বৎসরে সিংহাসনে আরূঢ় হন। বালকরাজার রাজত্বে সচরাচর যেরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব সম্ভবপর হয়, ইঁহার সময়েও বিশপ ও মহামান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে তদ্রূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। গোন্‌সালো মেণ্ডিস, পিদ্রো এনিস্ (Lord Steward)-প্রমুখ রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ রাজসিংহাসন অটল রাখিবার জন্য পোপের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহাতে রাজ্যমধ্যে ব্রাগার আর্কবিশপের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইল। তিনি নূতন লর্ডষ্টুয়ার্ড এব্রিল পেরিস্ ও লিয়নরাজ ৯ম আল্‌ফন্সোর পরামর্শ মতে ১২২৬ খৃষ্টাব্দে এলবাস অবরোধ ও জয় করিলেন। ক্রমশঃ বালকরাজের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তিনি পরবর্ত্তী বৎসরে পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী ভিনসেণ্টকে প্রধান মন্ত্রী (Chancellor), পিদ্রো এনিসকে প্রধান কোষাধ্যক্ষ (Lord Steward) ও মার্টিন্ এনিস্‌কে রাজপতাকাবাহক কার্য্যে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজক্ষমতার এইরূপ বৃদ্ধিতে, বিশপ ও ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহারা রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার আশায় ভিতর ভিতর ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে রাজা পোপের শান্তির জন্য খৃষ্টধর্ম্মরক্ষার্থ বিধর্ম্মী মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইলেন। বিশপদিগকে ধর্ম্মপ্রাণ রাজার বিরোধী দেখিয়া পোপ ১২২৮ খৃষ্টাব্দে এবিভিলাবাসী অনেক দূত প্রেরণ করেন, উক্ত ব্যক্তি এখানে আসিয়া পর্ত্তুগীজ বিশপদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করিয়া পরে প্রধান বিচারপতি ভিন্‌সেণ্টকে গোয়ার্ডার বিশপ বলিয়া মনোনীত করিলেন। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে ২য় ডম সাঙ্কোর সহিত পুনরায় ধর্ম্মযাজকদিগের কলহ হয়; তাহাতে পোপ ৯ম গ্রেগরি পর্ত্তুগালরাজ্যে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তন করেন, পরে সাঙ্কো পোপের অবনতি স্বীকার করায় অব্যাহতি পান।

১২৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় মুসলমানদিগকে অলগার্ভ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে মার্টোলা, আয়মণ্টি, ১২৪০ খৃষ্টাব্দে কেসেলো ও ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে টাভিরা দখল করেন। ১২৪০ হইতে ১২৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পর্ত্তুগালরাজ ডোনা মেন্‌সিয়া লোপেজ নাম্নী কোন কাষ্টিলিয়ান্ বিধবারমণীর অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হন। তাঁহার এই কদর্য্য রুচিতে পর্ত্তুগালবাসী সকলেই তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা রাজভ্রাতা আফন্সোকে সাদরে আহ্বান করিয়া আপনাদের পরিচালকরূপে মনোনীত করিল। স্বয়ং পোপ সাঙ্কোর রাজ্যচ্যুতির জন্য আদেশপত্র পাঠাইলেন। পোপের আদেশে জোয়াঁও এগাস্ (Archbishop of Braga) টাইবারসি (Bishop of Coimdra) ও পিদ্রো সালভেডোরিস্ (Bishop of Oporto) পোপের রাজধানী প্যারিনগরে আফন্সোর নিকট গমন করেন। আফন্সো তাহাতে পূর্ণ-সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লিস্‌বন নগরে আনাইয়া রাজ্যরক্ষক (Defender of the kingdom) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময় প্রায় ২ বৎসর কাল রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর, ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে ডম সাঙ্কোর মৃত্যু হয়।

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, আফন্সো অলগার্ভ প্রদেশ জয় করিয়া লইলেন। পর্ত্তুগাল-রাজ্যসীমার এরূপ বৃদ্ধি কাষ্টিল ও লিওনাধিপতি ১০ম আলফন্সোর হৃদয়ে সহিল না, তিনি ঈর্ষান্বিত হইলেন। উভয়ে যুদ্ধও হইল, অবশেষে রাজা ৩য় আফন্সো, আলফন্‌সোর অবৈধ-কন্যা ডোনা বিএট্রিসকে বিবাহ করিতে সম্মত হওয়ায়, উভয়ের বিবাদ মিটিয়া যায়। অতঃপর তিনি পর্ত্তুগালরাজ্যে চক্ষু ফিরাইলেন। পারীনগরে প্রতিশ্রুতিসত্ত্বেও তিনি বিশপদিগের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজা ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে লিরিয়া নগরে এক মহাসভা আহ্বান করেন। সমবেত নগরবাসী ভদ্রলোক ও উচ্চশ্রেণীর যাজকগণের সাহায্যে তিনি প্রথম স্ত্রী (Matilda Countess of Boulogne) বর্ত্তমান থাকিতে পুনরায় আফন্‌সো দি-ওয়াইজের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য পোপের নিষেধবিধি অবজ্ঞা করিলেন। অবশেষে পর্ত্তুগালস্থ বিশপ ও আর্কবিশপগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইয়া পোপ ৪র্থ উর্ব্বানের নিকট প্রার্থনা করিলে, ১২৬২ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বিতীয়বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া সাধারণে জ্ঞাত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ডম-ডিনিজ রাজ্যাধিকারী হইবেন, ইহাও

উক্ত যাজকসভায় স্থিরীকৃত হইল। ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে ১০ম আল ফন্‌সো তাঁহাকে অল্‌গার্ভ প্রদেশের পূর্ণ শাসনভার প্রদান করেন। ১২৭০ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র ডিনিজ বিদ্রোহী হইয়া পিতার বিরুদ্ধচারী হন, এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রায় দুই বৎসরকাল গত হইলে ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধরাজার মৃত্যু হয়।

এতদিন ধরিয়া পর্ত্তুগালরাজগণ যুদ্ধ ও রাজ্যবৃদ্ধি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রাজ্যাধিকার ও বিধিবদ্ধ রাজ-নিয়মাদি দ্বারা চালিত পর্ত্তুগালরাজ্য এখন একটী স্বাধীন রাজ্য রূপে গণ্য হইল। এখন সভ্যজগতে 'সভ্যতার' বিকাশ আরম্ভ হইল। এসিয়াজয় ও বিভিন্নদেশান্বেষণে বহির্গত হইয়া তদ্দেশসমূহ অধিকার পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে বাকী রহিল। পর্ত্তুগীজগণ সভ্যতা-অভ্যাসে বিশেষ মনোযোগী হইলেন, যাহাতে তাহারা অপরাপর সুসভ্য য়ুরোপবাসীর সহিত মিলিত হইয়া সমকক্ষতা দেখাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একমাত্র রাজা ডম ডিনিজ ব্যতীত অন্য কেহই এতাদৃশ মহদ্ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না। উক্ত মহাত্মারই উদ্যোগে পর্ত্তুগালরাজ্যে কএকটী হিতকর কার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং একজন কবি, সুরসিক ও বিদ্যার্জ্জন-প্রিয় ছিলেন। তিনি ন্যায়পরতা ও সুনিয়ম ভালবাসিতেন। ন্যায়বিচারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজ্যমধ্যে সুবিচারপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সু-আইন প্রচলন ও বিচার-আদালত স্থাপন করেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন এবং পিতৃমাতৃহীন কৃষকবালকদিগের জন্য একটী বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কৃষিবিদ্যার উন্নতিকল্পে তিনি যেরূপ লিরিয়ায় পাইন-বন (Pine forest) পত্তন করেন; তদ্রূপ বাণিজ্যের উন্নতি হেতু ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া বিখ্যাত হন। অতঃপর রাজ্যরক্ষায় মনঃসংযোগ করিয়া তিনি একটী নৌসেনাদল গঠন করিয়াছিলেন। জেনোয়াবাসী ইমানিউএল্ পেসান্‌হা তাঁহার প্রথম নৌসেনাপতি (Admiral) নিযুক্ত হয়েন। সামরিক-বিভাগের উন্নতিবিষয়ে তিনি যতদূর চেষ্টিত ছিলেন, পুনঃপুনঃ যুদ্ধবিগ্রহে ক্লান্ত পর্ত্তুগালরাজ্যে শান্তিস্থাপন করিতে তাঁহাকে সেইরূপ বল রাখিতে হইয়াছিল। এই সকল পরিশ্রমশীল কার্য্যের জন্য তিনি Re Lavrador or Danis the Labourer উপাধি প্রাপ্ত হন।

সিংহাসনপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ডিনিজকে সিংহাসনের অধিকার লইয়া ভ্রাতা আফন্সোর সহিত রাষ্ট্রবিপ্লবে (Civil wars) লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। শীঘ্রই উভয়ের মনোমালিন্য বিদূরিত হয়। অতঃপর ডিনিজ্ আরাগণরাজ ৩য় পিদ্রোর কন্যা ইসাবেলাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই রমণী আপন সচ্চরিত্রতা ও সদ্‌গুণের জন্য খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে 'আদর্শরমণী' বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন তাঁহার রাজত্ব সময়ে ৪র্থ সাঙ্কোর সহিত কাষ্টিলের অধিপতি ৪র্থ ফার্দিনান্দের যুদ্ধ হয়। পর্ত্তুগালের সিংহাসন লইয়া এই যুদ্ধ ঘটে। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রানুসারে উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। উক্ত পত্রের সর্ত্তানুসারে ৪র্থ ফার্দিনান্দ ডিনিজ্-কন্যা কন্‌ষ্টান্সকে এবং পর্ত্তুগালরাজপদের উত্তরাধিকারী আফন্সো ফার্দিনান্দভগিনী বিএট্রিসকে বিবাহ করিলেন। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ আদান প্রদান হওয়ায়, সকল যুদ্ধবিগ্রহ মিটিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধস্থাপনসত্ত্বেও পর্ত্তুগালরাজ ইংলণ্ডেশ্বর ১ম এডওয়ার্ডের সহিত কুটুম্বিতাস্থাপনে পরাঙ্মুখ হন নাই। পর্ত্তুগাল ও ইংলণ্ডের বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে এড্‌ওয়ার্ডের সহিত বাণিজ্যসম্পর্কে সন্ধি করেন। ইংলণ্ডপতি ২য় এড্‌ওয়ার্ডের সহিতও তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। ১৩১১ খৃঃ পোপ ৫ম ক্লেমেণ্ট নাইট-টেম্পলারদিগের প্রতি দ্বেষ করিয়া তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করিলে, রাজা ডম ডিনিজ্ (Order of Christ) নাম দিয়া একদল নূতন যোদ্ধৃ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিলেন এবং তাহাদিগকে টেম্পলারদিগের ভুক্তভূমি দান করিয়া পোপের অনুগ্রহপাত্র হইলেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে পিতা-পুত্রে ঘোর যুদ্ধ বাঁধে, স্বয়ং মহারাণী ইসাবেলা (St Isabel) উভয় দলের মধ্যে অশ্বচালনা করিয়া পিতাপুত্রের বিবাদভঞ্জন করেন। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে শান্তি রক্ষিত হইয়াছিল।

৪র্থ আফন্সো রাজপদ লাভ করিয়াই, পিতার মতানুসরণপূর্ব্বক কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ কন্যা ডোনা মেরিয়াকে কাষ্টিলপতি ১১শ আলফন্সোর হস্তে দান করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করেন। কিন্তু কাষ্টিলপতি তাঁহার কন্যাকে তাচ্ছিল্য করায়, পর্ত্তুগালরাজ তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। সেণ্ট-ইসাবেলের মধ্যস্থতায় ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। আফন্সোপুত্র ডম-পিদ্রো পেনাফিএল ডিউকের কন্যা কন্‌ষ্টান্‌স মানুএলকে বিবাহ করিলেন। ৪র্থ আফন্সো মরক্কোরাজ আবু হাসেমএর বিরুদ্ধে ১১শ আল্‌ফন্‌সোকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মিলিত খৃষ্টানসৈন্য সালাডোনদীতটে মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া বিজয়ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে পর্ত্তুগালরাজ বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া 'বীর' উপাধি লাভ করেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে

আরোগণরাজ ৪র্থ পিদ্রোর সহিত নিজকন্যা ডোনা ডিওনো-রার বিবাহ দিয়া পর্ত্তুগালরাজ নিজ বলপুষ্টি করেন। রাজা ৪র্থ আফন্সো ডোনা-ইনিস্-ডি-কাষ্ট্রোর বিষম হত্যায় লিপ্ত থাকায় আপনার শেষজীবন কলঙ্কিত করিয়া ছিলেন।

রাজা ১ম ডম পিদ্রো রাজাসনে আসীন হইয়া প্রথমে ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে ডোনা ইনিসের নিহন্তাকে কঠোর দণ্ডাজ্ঞা দিয়া, তাহার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন এবং ইনিসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইয়া, মহাসমারোহে তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট শোভিত করিলেন। অবশেষে তদীয় মৃত্যুতে মহাশোক প্রকাশ করিয়া শোক-সন্তপ্তহৃদয়ে সেই মৃতদেহ বহনপূর্ব্বক আল্কোবাশা-মঠে রাজা রাণীদিগের কবর পার্শ্বে গোর দিলেন।

যে সূক্ষ্ম ও প্রতিজিঘাংসাপূর্ণ ন্যায়পথানুবর্ত্তী হইয়া, তিনি রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, পর্ত্তুগীজ রাজ্যের ইতিহাসে তাহা জলন্ত অক্ষরে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি কি ধর্ম্ম-যাজক কি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সকলকেই সমানভাবে কঠিন দণ্ডাজ্ঞা দিয়া, সাধারণ ব্যক্তির নিকট হইতে Pedro the Severe আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপন পিতামহের মত ইংলণ্ডের বন্ধুতা ভালবাসিতেন। ইংলণ্ডরাজ ৩য় এডওয়ার্ডের সহিত তাঁহার এতাদৃশ সদ্ভাব ছিল যে, ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড আপন প্রজাবর্গকে পর্ত্তুগালের ক্ষতিজনক কোন কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া রাজাজ্ঞা প্রচার করেন। অতঃপর ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে আফন্সো মার্টিন্স অল্হোর অধ্যক্ষতায় লণ্ডন ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ত্তুগালবাসী বণিকগণের মধ্যে একটী সন্ধি হয়, উক্ত সন্ধির বলে উভয়জাতির বাণিজ্যে ও পণ্যদ্রব্যে উভয়ের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে। পিদ্রোর রাজত্বকালে বাণিজ্যোন্নতির ইহাই দ্বিতীয় স্তর।

মহারাণী কন্স্টান্সের গর্ভজাত পিদ্রো-পুত্র ফার্দিনান্দ ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বে পর্ত্তু-গালে রাজতন্ত্রের (Absolute monarchy) লক্ষণ দেখা দিয়া ছিল। রাজা নিজের কার্য্য ভুলিয়া প্রজার সুখ ভুলিয়া, একমাত্র নিজের ঐহিক সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অল্গার্ভ যুদ্ধাবসানের পর, যখন পর্ত্তুগালে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখন পর্ত্তুগালবাসী কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিতে আপনাদিগকে ধনমদে গর্ব্বিত ও বিদ্যাচর্চ্চায় সৌভাগ্যসম্পন্ন মনে করিয়া আপনা দের অবস্থা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজার বর্ত্তমান লাম্পট্য প্রজার হৃদয়ে অসন্তোষের একমাত্র কারণ হইয়াছিল।

ফার্দিনান্দ দুর্ব্বল ও লঘুচেতা হইলেও, রাজ্যবৃদ্ধির আশা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। তিনি আরাগণরাজকন্যা লিওনোরাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে কাষ্টিলরাজ পিদ্রোর (The cruel) মৃত্যুতে কাষ্টিলসিংহাসন প্রার্থী হইলেন। কারণ তাঁহার পিতামহী বিএট্রিস্ কাষ্টিলরাজ কন্যা ছিলেন। অনেকে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেও কাষ্টিলবাসী সম্ভ্রান্তবংশীয় অনেকেই পর্ত্তুগীজকে সিংহাসন দিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহারা পিদ্রোর অবৈধপুত্র ট্রেষ্টামারেবাসী হেন্রীকে (Henry II) কাষ্টিলসিংহাসনে বসাইলেন। এই সূত্রে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাঁধে। পরে পোপ ১১শ গ্রেগরির মধ্যস্থতায় ফার্দিনান্দ কাষ্টিলের আশা ছাড়িয়া দেন এবং ২য় হেন্রীর কন্যা লিওনোরাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন। পোপ মধ্যস্থ হইলেও এই সন্ধি কার্য্যে পরিণত হইল না, ফার্দিনান্দ পুনরায় ট্রাস্-অস্-মোণ্টেবাসী কোন ভদ্রলোকের ডোনা-লিওনোরা-তেলিজ নাম্নী বিধবা কন্যার প্রণয়ে ও রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন। কাষ্টিলরাজ ২য় হেন্রী আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া প্রতিশোধগ্রহণে প্রস্তুত হইলেন এবং সসৈন্যে আসিয়া লিস-বন্ নগর অবরোধ করিলেন। ফার্দিনান্দ উপায়ান্তর না দেখিয়া গণ্টের (Gaunt) রাজা জনের সহিত সন্ধি করিতে ব্যাপৃত রহিলেন। রাজা জন পিদ্রো ক্রুয়েলের কন্যা কন্ষ্টান্সকে বিবাহ করায়, কাষ্টিলরাজসিংহাসনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার সহিত হেন্রীর পূর্ব্ব হইতে শত্রুতা ছিল। পরে ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে কাষ্টিলরাজের সহিত ফার্দিনান্দের সন্ধি স্থাপিত হয়।

মহারাণী লিওনোরা পর্ত্তুগালরাজ ফার্দিনান্দকে অধিকার করিয়া বসিলেন। রাজা রাণীর হস্তে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন ; রাণী রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেন। ক্রমশঃই রাণীর অত্যাচারে রাজ্যশুদ্ধ লোক উত্যক্ত হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডেশ্বর ৩য় এডওয়ার্ডের সহিত পর্ত্তুগালরাজ যে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হন, রাণী সেই সন্ধির উচ্ছেদসাধন করেন। এই সকল অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়া প্রজাগণ ক্রমশঃই তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। জোর্ণাও ফার্ণান্দিজ্ এণ্ডিয়ারো নামক যে ব্যক্তি ইংরাজরাজসভায় পূর্ব্ব-কথিত সন্ধিপত্র লইয়া গমন করেন, মহারাণী তাহার রূপে মোহিত হইলেন। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি প্রণয়সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এণ্ডিয়ারোকে ঔরেম প্রদেশের কাউণ্ট করিবার জন্য তিনি রাজাকে বিশেষরূপে পীড়ন আরম্ভ করেন।

কাষ্টিল সিংহাসন-বাসনা এখনও ফার্দিনান্দের হৃদয়মন্দির হইতে অপনোদিত হয় নাই। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে ২য় হেন্রীর মৃত্যুর পর, তিনি হেন্রীর উত্তরাধিকারী ১ম জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিতে পুনরায় ইংলণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংলণ্ডরাজ ২য় রিচার্ড তাঁহার সাহায্যার্থ আরল্-অফ্ কেম্ব্রিজকে সদলে প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র এডওয়ার্ড (১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে লিরিয়ার মহাসভার অভিমতে) ফার্দিনান্দের একমাত্র কন্যা ও পর্ত্তুগাল-সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বিএট্রিস্কে বিবাহে সম্মত হইলেন। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগাল-রাজ নিজ স্বভাবোচিত অঙ্গীকৃত সত্যভঙ্গ করিলে এবং রাণীর ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া ইংরাজগণকে পর্ত্তুগাল হইতে তাড়াইয়া দিলে; ইংরাজগণ পর্ত্তুগাল লণ্ডভণ্ড করিয়া কাষ্টিলপতি ১ম জনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। এই সন্ধিসূত্রে রাজা জন পর্ত্তুগীজ-রাজকন্যা ডোনা বিএট্রিস্কে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং কথা রহিল যতদিন বিএট্রিসের জ্যেষ্ঠপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, ততদিন মহারাণী লিওনোরা রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন। ইহার ছয়মাস পরে ২২এ অক্টোবর ফার্দিনান্দের মৃত্যু হইলে, রাণী ডোনা লিওনোরা রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

লিওনোরা রাজ্যেশ্বরী হইয়াও বেশীদিন রাজ্যে সুখভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অদৃষ্টাকাশ পর্ত্তুগীজগণের জাতীয়তার গভীর ঘনচ্ছায়ায় আবরিত হইল, সকলেই ঘৃণার জলন্তবিষে জর্জ্জরিত হইয়া, অসচ্চরিত্রা রাণীর রাজ্যশাসনে ভীষণ কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। কাষ্টিলরাজ্যের সহিত বিবাহসূত্রে পর্ত্তুগালের রাজছত্র একত্রীকরণও তাহার অন্যতম কারণ। পিত্রো সিভিয়ারের অবৈধপুত্র ডম জন (Grand master of the Knights of St. Bennett of Aviz) রাণীর ঘৃণিত চরিত্রে এবং রাজ্যে স্বাধীনতা-স্থাপনে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া, ৬ই ডিসেম্বর লিস্বননগরে বিদ্রোহিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া রাজপ্রসাদের মধ্যে মহারাণী লিওনোরার প্রণয়পাত্র এণ্ডিয়ারোকে হত্যা করিলেন। রাণী প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সকলের অসাক্ষাতে সান্তারিম্ নগরে পলাইয়া গেলেন। তথা হইতে কাষ্টিলপতি ১ম জনকে তাঁহার সাহায্যার্থ ডাকিয়া পাঠাইলেন। এদিকে ডম জন সর্ব্বসমক্ষে পর্ত্তুগালের পরিত্রাতা (Defender of Portugal) বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। জোয়াও দাস্ রিগ্রাস্ (Joao das Regras) চান্সেলার পদে ও আলভেরিস্ পেরেরা (Alveres Pereira) কনেষ্টবল পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজ্যভ্রষ্ট রাণী ও কাষ্টিলরাজ জনকে যুদ্ধবিগ্রহে উদ্যুক্ত দেখিয়া ডম জন ও ইংলণ্ডের সাহায্যপ্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজরাজ সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুত হইলে তিনি পর্ত্তুগালরাজধানী সুরক্ষিত করিয়া রাখিলেন।

যথা সময়ে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে কাষ্টিলরাজ জন সসৈন্যে পর্ত্তুগালে আসিয়া লিসবন্ অবরোধ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহারই পরাজয় হইল, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া চলিলেন। দেশে যাইবার পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিলেন, ডোনা লিওনোরা বিষপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণ লইতে চেষ্টিত আছেন। রাজা তাঁহাকে ধরিয়া টোর্ডেসিলার মঠে অবরুদ্ধ রাখিলেন। এখানে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালরাণীর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

একটীমাত্র যুদ্ধে উভয়জাতির বিরোধ মিটিল না। উভয় দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যতে দ্বিতীয় যুদ্ধের সূচনা হইতেছিল। পর্ত্তুগীজগণ আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবার ভয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া জাতীয় গৌরবরক্ষা করিয়াছিল। অটোলোরও ও ট্রাঙ্কোসোর যুদ্ধে কনষ্টেবল অলভেরিস্-পেরেরা বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া কাষ্টিলয় সৈন্যদিগকে পরাভূত করেন; তজ্জন্য তিনি "The Holy Constable" নাম প্রাপ্ত হন। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে কোইম্ব্রার মহাসভায় পর্ত্তুগালের সিংহাসনে অধিষ্ঠানজন্য রাজনির্ব্বাচনের প্রস্তাব হইল। চান্সেলারের কথামতে সকলে ডম জনকে পর্ত্তুগালের রাজা বলিয়া মনোনীত করেন।

রাজা জন রাজমুকুট মাথায় লইয়া, সকলের অভিমতে ৫০০ তীরন্দাজ ইংরাজসৈন্য ও রাজ্যস্থ বীরহৃদয় ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইয়া উক্ত বৎসর আগষ্ট মাসে আলজুবারোটার রণক্ষেত্রে কাষ্টিলরাজের প্রভূতসৈন্য সমূলে বিনাশ করেন। অতঃপর পুনরায় অক্টোবর মাসে 'হোলি কনষ্টেবলের' হস্তে বলভার্ডে নামক স্থানে কাষ্টিলরাজ পরাজিত হন। উপর্য্যুপরি এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া কাষ্টিলরাজের বলক্ষয় হইতে লাগিল, অবশেষে পরবর্ত্তী বৎসরে, যখন গণ্টের শাসনকর্ত্তা জন দুই হাজার বর্শাধারী ও তিন হাজার তীরন্দাজ লইয়া কাষ্টিল আক্রমণ করেন, তখন কাষ্টিলপতি উপায়ান্তর না দেখিয়া, সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি ও মিত্রতার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া পর্ত্তুগালরাজ পুনরায় ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে দুই রাজ্যে বাণিজ্য ও রাজনৈতিক কার্য্যে মিত্রতাস্থাপনের জন্য একখানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। উক্ত পত্র Treaty of Windsor নামে খ্যাত। রাজা ডম জন গণ্টের শাসনকর্ত্তা জনের দ্বিতীয় পত্নীগর্ভজাত কন্যা ফিলিপাকে (Philippa of Lancaster) বিবাহ করিয়া, ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি করিলেন। এই সময়ে কাষ্টিলরাজের সহিত পর্ত্তুগালরাজের সন্ধি স্থাপিত হয়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে উক্ত পত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে ১৪১১ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে পূর্ণশান্তি বিরাজ করিয়াছিল। এই সন্ধি ইংলণ্ডের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ হেন্রী ও ২য় রিচার্ড সকলেই আনন্দহৃদয়ে পূরণ করিয়াছিলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন

জ্যেষ্ঠরাজপুত্র ডম ডিনিজ্ পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তখন ২য় রিচার্ড রাজা জনের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৪র্থ হেন্‌রী তাঁহাকে Knight of the Garter উপাধি দান করেন। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে আপন পুত্রত্রয়ের উত্তেজনায় প্রবুদ্ধ হইয়া, রাজা আফ্রিকাজয়মানসে মরক্কোবাসী মুরদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজপুত্র ডম ডুঁয়ার্ত্তে, ডম পিড্রো ও ডম হেন্‌রিক বীরনাম গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মুরদিগকে :কিউটা নগরে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজরাজ ৫ম হেন্‌রী তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। কিউটার অধিকার হইতে পর্ত্তুগালের অদৃষ্টকবাট উন্মুক্ত হইল। পর্ত্তুগালরাজ্যের বহির্দ্দেশে ইহাই পর্ত্তুগীজগণের প্রথম অধিকার। যুদ্ধাবসানে উক্ত তিনজনেই আপনাপন অভীষ্টপথে গমন করিলেন। জ্যেষ্ঠ ডম এডওয়ার্ড রাজ্যশাসনে পিতার সহায়তায় ব্যাপৃত রহিলেন, মধ্যম পিড্রো (Duke of Coimbra) য়ুরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আপনাকে সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ও যোদ্ধৃবীররূপে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় ডম হেন্‌রিক একমাত্র সমুদ্রযাত্রা ও বিভিন্নদেশ আবিষ্কারের উন্নতিকল্পে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। তিনি অলগার্ভের শাসনকর্ত্তৃত্ব, ডিউক অফ্ ভিসেউ এবং Master of the order of Christ উপাধি গ্রহণ করিয়া, সেগ্রিস নগরে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজরাজ জনের রাজত্বের শেষাংশ পর্ত্তুগীজগণের নানাদেশ আবিষ্কারে উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে জনের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র এডওয়ার্ড রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। পিতার ন্যায় বহুসদ্‌গুণে ভূষিত হইলেও তিনি রাজ্যসংক্রান্ত কএকটী গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আত্মজীবন কলুষিত করিয়া যান। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি এভোরা নগরে একটী মহাসভা আহ্বান করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহার পিতৃদত্ত যে সকল ভূসম্পত্তি রাজ্যের সম্ভ্রান্তলোকগণ ভোগ করিতেছেন, তাহার সত্ব পুত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পাইবে ; পুত্রসন্তান অবর্ত্তমানে সেই সকল সম্পত্তি রাজসংসারভুক্ত হইবে। সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশীয় অনেকেরই পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহারা আপনাপন মানরক্ষার জন্য এই সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া কাষ্টিলে পলাইয়া গেলেন। এডওয়ার্ড বুঝিলেন, সহজেই তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হইয়াছে। রাজ্যের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্নদেশে চলিয়া যাওয়ায়, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া পড়িল। এডওয়ার্ড পিতার রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া আরাগণ-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডরাজ উইণ্ডসরের সন্ধিসূত্রবলে তাঁহাকে Knight of the Garter উপাধি দিলেন। তিনি নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডম হেন্‌রিককে সমুদ্রবক্ষে নানাস্থানে গমন জন্য উৎসাহিত করেন। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে টাঞ্জিয়ারের যুদ্ধযাত্রা হইতেই পর্ত্তুগালের ভবিষ্যৎ দেশাবিষ্কার আশা ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ডম ফার্দিনান্দ, পিড্রো, হেন্‌রিক ও পোপ প্রভৃতি সকলেই নিষেধ করিলেও, তিনি টাঞ্জিয়ার আক্রমণ জন্য এক দল সৌসেনা প্রেরণ করেন। শত্রুহস্তে এডওয়ার্ডের সেনা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, অবশেষে টাঞ্জিয়ারবাসিগণ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফার্দিনান্দকে বন্দী করিয়া, সৈন্যদিগকে ছাড়িয়া দিলে, রাজা ভ্রাতার জীবনে নিরাশ হইয়া বিশেষ মর্ম্মপীড়িত হইলেন। মস্তিষ্কের বিকৃতিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকালে ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা শেষ করিতে হইল। ডম ফার্দিনান্দও ফেজ্ নগরে বন্দী থাকিয়া অশেষবিধ অত্যাচার ভোগের পর নিজ দয়াদাক্ষিণ্যের ও দৃঢ়তার জন্য "The Constant Prince" নাম গ্রহণ করিয়া ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর, তদীয় অল্পবয়স্ক পুত্র ৫ম আফন্সো সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বালকরাজের প্রতিনিধিত্ব লইয়া রাজমাতা ডোনা লিওনোরা ও খুল্লতাত ডম পিড্রোর (Duke of Coimbra) মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। কিন্তু লিস্‌বন্‌নগরবসী সকলেই পিড্রোর পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই 'রিজেণ্ট' বা প্রধান অভিভাবকরূপে মনোনীত করিলেন। ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যমধ্যে ডম পিড্রোর ক্ষমতা উচ্চসীমায় আরোহণ করে। এই সময় এডওয়ার্ডপুত্র ৫ম আফন্সো বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, খুল্লতাত পিড্রোর কন্যা লিওনোরাকে বিবাহ করিলেন। ভগিনীকে বিবাহ করিয়াও তাঁহার মন শান্তিলাভ করিল না। খুল্লতাতের একাধিপত্যে তিনি ক্রমশঃই ঈর্ষান্বিত হইতে লাগিলেন। ডিউক অফ্ ব্রগাঞ্জা তাঁহার মনে খুল্লতাতবিদ্বেষাগ্নি উদ্দীপিত করিতেছিলেন ; কাজেই তাঁহার অন্তঃকরণ ক্রমশঃই বিষময় হইতেছিল। তিনি খুল্লতাতকে রাজসংসার হইতে বহিষ্কৃত করিতে মনস্থ করিলেন। অবশেষে তিনি ডিউক অফ্ ব্রগাঞ্জার পরামর্শানুসারে রাজকারসৈন্য সঙ্গে লইয়া ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে আল্‌ফারোবিরা নগরের সন্নিকটে খুল্লতাতসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে ডম পিড্রো জীবনদান করিলেন। অতঃপর ৫ম আফন্সো দেশ জয় মানসে আফ্রিকায় গমন করিয়া ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে আল্‌কাশের সেগুইয়ার ও ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে আরাজিলা টাঞ্জিয়ার রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। আফ্রিকার যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিলে, সকলেই তাঁহাকে "The African" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। একদিকে যেমন তিনি আফ্রিকার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার

খুল্লতাত ডম হেন্‌রিকের (The navigator) উৎসাহে প্রণোদিত পর্ত্তুগীজগণ সমুদ্রপথে দেশাবিষ্কারে ব্যাপৃত থাকিয়া নানাস্থানে গমন করিতে লাগিল। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রিকের মৃত্যু ঘটিলেও, রাজা তদীয় খুল্লতাতের দেশাম্বেষণরূপ মহাকার্য্যে সাধারণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রাজা ৫ম আফ্‌ন্সোর অন্তর্নিহিত কাষ্টিল-বিজয়বাসনা দিন দিন উদ্দীপ্ত হইতেছিল। এতদুদ্দেশ্যে সাধনের আশায় তিনি কাষ্টিলপতি ৪র্থ হেন্‌রীর বালিকাকন্যা জোয়ানাকে বিবাহ করিয়া রাজসিংহাসনপ্রার্থী হইলেন। অপর দিকে কাষ্টিলবাসিগণ আরাগণরাজ ফার্দিনান্দের বালিকাপত্নী ইসাবেলার পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতে অভিমত প্রকাশ করিল। এইরূপে উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয়েই শস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে টোরোর যুদ্ধে পর্ত্তুগীজগণ বিশেষরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজা ফ্রান্সে গমন করিয়া ১১শ লুইর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না। গত্যন্তর নাই দেখিয়া রাজা ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে অল্‌কান্টারা সন্ধিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন এবং তদনুসারে নব-পরিণীতাভার্য্যা জোয়ানাকে মঠে চিরনির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হন। এইরূপ মনঃকষ্টে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়। প্রায় অর্দ্ধোন্মাদাবস্থায় এক-বৎসর অতিবাহিত করিয়া রাজা ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সকল জ্বালার শান্তি করিলেন।

রাজা ২য় জন পর্ত্তুগালসিংহাসনে আরোহণ করিয়া কাষ্টিল ও ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যসূত্রে সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং প্রজাবর্গের সন্তোষবিধানপূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তৎকালীন ইংলণ্ডরাজ ৭ম হেন্‌রী ও ফ্রান্সের অধিপতি ১১শ লুইর অনুকরণে রাজ্যশাসন করিয়া, তিনি আপন রাজত্ব অধিকতর উজ্জল করিয়া তুলিলেন। টোরোর যুদ্ধে বীরত্বপ্রকাশ করিয়া তিনি একজন বিখ্যাত সৈনিকপুরুষ মধ্যে গণ্য হন। রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের অধিকারস্থ ভূম্যাদির বিচার রাজবিচারক (Corregidors) দ্বারা নিষ্পন্ন হইবার জন্য এভোরার মহাসভা আহ্বান করেন। তাঁহার পিতার রাজত্ব সময়ে ব্রাগাঞ্জার ডিউক ফার্দিনান্দ স্বাধীনতালাভহেতু যথেচ্ছাচারিতা করায়, তাঁহার দমন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। উক্ত মহাসভার অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ফার্দিনান্দপ্রমুখ সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তিদিগের ক্ষমতা হ্রাস। কাজে কাজেই তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রাগাঞ্জার ডিউক্‌কে আক্রমণ করা তাঁহার মূলমন্ত্র হইল। তিনি ডিউককে রাজদ্রোহিতার অপরাধে দণ্ডিত এবং আবদ্ধ রাখিয়া এভোরা নগরে নামমাত্র বিচারের ভাণে তাঁহাকে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। ফার্দিনান্দ (Duke of Viseu) নামক রাজার নিকট আত্মীয়, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের নেতৃপদে বরিত হইলেন। আত্মীয় বলিয়া রাজা তাঁহার উপরে ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ১১শ লুইর রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে নিজ হস্তে সেতুবল নগরে তাঁহার নিধনসাধন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার শোণিতপিপাসা নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি রাজপদ নিষ্কণ্টক করিতে আরও অশীতিজন ভদ্রলোকের (Nobles) রক্তদর্শন করিলেন। এই সকল সদ্বংশোদ্ভব ভদ্রব্যক্তিদিগকে আপন চক্ষুর অন্তরাল করিতে রাজা বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। এখন তিনি নির্ব্বিবাদে শত্রু-পরিশূন্য হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এতন্নিবন্ধন প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহাকে "The Perfect king" নামে ডাকিতেন।

যদিও তিনি আপনার অভীষ্টসিদ্ধিকল্পে, এতাদৃশ নৃশংস আচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পর্ত্তুগীজগণকে তিনি কখনও আলস্যে দিনযাপন করিতে দেন নাই। ডম হেন্‌রিকে শিক্ষিত নাবিক-সম্প্রদায় বিশেষউদ্যমে তাঁহার অধীনে সমুদ্রপথে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিল। গোল্ডকোষ্টে (Gold Coast) বাণিজ্যবিস্তারের জন্য তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে এলমিনা (La Mina or Elmina) নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বার্থলোমিউ ডিয়াস উত্তমাশা অন্তরীপ পরিভ্রমণ করিয়া আলগোয়া উপসাগরে উপনীত হন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রেষ্টার জনের অন্বেষণ এবং ভারতবর্ষে পৌছিবার জন্য একদল সজ্জিত নৌসেনা প্রেরণ করেন। উক্ত বৎসরে তিনি বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানে পিড্রো ডি এভোরা ও গঞ্জালো এনিস্‌কে টিম্বক্টো প্রদেশে এবং উত্তর মহাসাগর দিয়া ক্যাথে (Catbay) যাইবার পন্থা নিরূপণ-মানসে মার্টিম্ লোপেজ্‌কে নভা-জিম্‌লা দ্বীপে পাঠাইয়া দেন। ইহাই উত্তরপূর্ব্ব (North East Passage) পন্থা নিরূপণের প্রথম্ উদ্যম। এতাদৃশ বিচক্ষণতা সত্ত্বেও রাজা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে কলম্বসের ভ্রমণ ও আমেরিকা দর্শনরূপব্যাপার অলীক বিবেচনায় তাহাকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়া বিষম ভ্রমাত্মক কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষার্দ্ধকাল তিনি ভাস্কো-ডা-গামার ভারত-আক্রমণ জন্য রণতরী সজ্জা প্রভৃতি বিস্তৃত ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারই রাজত্ব সময়ে পর্ত্তুগাল ও স্পেন রাজ্যের মধ্যে অনাবিষ্কৃত দেশসমূহের বিভাগ-ব্যবস্থা করিয়া পোপ একখানি আদেশপত্র প্রদান করেন। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠপুত্র আফ্‌ন্সোর মৃত্যু হওয়ায়, রাজার জীবন ভারাক্রান্ত

বোধ হইয়াছিল। স্পেনরাজ ফার্দিনান্দের কন্যা ইসাবেলার সহিত এই পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি যে ভবিষ্যৎ আশায় উৎফুল্লিত হইয়াছিলেন, পুত্রের নিধনে তাহা চিরদিনের তরে নিরাশার অতলজলে ডুবিয়া গেল। মর্ম্মাহত হইয়া রাজা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা শেষ করিলেন।

অতঃপর ডম্ মাহুএল্ 'The Fortunate' পর্ত্তুগালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে ফার্দিনান্দকে (Duke of Viseu) ২য় জন নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন, ইনি তাঁহারই অন্যতম ভ্রাতা। ভাস্কো-দা-গামা, আফন্সো-দা-আল্‌বুকার্ক, ফ্রান্সেস্কো অলমিদা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নাবিক ও যোদ্ধৃগণ নানা-স্থানে পর্য্যটনপূর্ব্বক পর্ত্তুগাল রাজলক্ষ্মীকে অতুল ঐশ্বর্য্যে ভূষিতা করিয়া, ইঁহার রাজত্ব প্রতিভাশালী করিয়াছিল। এ বিষয়ে রাজা স্বয়ং উদ্যোগী না হইলেও কাষ্টিলসিংহাসন-অধিকারবাসনা স্বতঃই তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া ছিল। আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি আফন্সোর বিধবা পত্নী ফার্দিনান্দপুত্রী ইসাবেলাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হই-লেন। নবপরিণীতা পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি পর্ত্তুগাল হইতে য়িহুদী (Jew)দিগকে তাড়াইয়া দিতে স্বীকৃত হই-লেন। য়িহুদীগণ পর্ত্তুগালে থাকিয়া কখনও কোন অপ-কার করে নাই, চিরকাল তাহারা রাজ্যের মঙ্গলকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। আফন্সো-হেনরিকের আশ্রয় হইতে তাহারা এত-দিন নিরাপদে পর্ত্তুগালে বাস করিলেও বর্ত্তমান রাজা তাহা-দিগকে তাড়াইতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু প্রিয়তমা পত্নীর খাতির এড়াইতে পারিলেন না। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে শুভবিবাহ সমাধা হইয়া গেল। বিবাহের পর তিনি স্পেন রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবার চেষ্টা করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে রাজকন্যা ইসাবেলার টোলেডো নগরে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজ্য-আশা চিরদিনের মত লুপ্ত হইল। ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া, তিনি পুনরায় আপন শ্যালিকা মেরিয়াকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহেও তাঁহার আশা মিটিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ শালীর পুত্র ৫ম চার্লস্ স্পেনের সিংহাসনাধিকারী হইয়াছিলেন। রাজা যখন স্বরাজ্যে বিবাহ-ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তখন ভাস্কো-দা-গামা, কেব্রাল (ইনি ১৫০০ খৃঃ অঃ ব্রেজিল আবিষ্কার করেন), আল্‌বুকার্ক, অল্‌মিদা, দুয়ার্ত্তে, পাচেকো প্রভৃতি প্রধান প্রধান পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ ভারতক্ষেত্রে পর্ত্তুগীজ-গৌরবরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে জোয়াঁও দা-নোভা এসেন্সন্ (Ascension) দ্বীপ ও আমেরিগো ভেস্‌পুচি (Amerigo Vespucei) আমে-রিকার রাইও-প্লাটা ও পারা-গুই রাজ্য আবিষ্কার করেন। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ডিওগো লোপেজ্-দি-সিকুইরা মালাক্কা জয় এবং ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আল্‌বুকার্ক গোয়া অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্কো সের্‌রাও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার ও ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে লোপেজ্ সোয়ারিস্ সিংহলের কলম্বো নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে ফার্ণান্দো-পেরিজ্-এন্দ্রাদা চীনসাম্রাজ্যের ক্যাণ্টন নগর অধিকার করিয়া ১৫২১ খৃষ্টাব্দে পিকিন্ নগরে গমন করেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে মগেল্হাঁও (Magalhao) যে প্রণালী দিয়া সুবিধাজনক গমনপথ আবিষ্কার করেন, তাহা অদ্যাপি (Straits of Magellan) তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে ৩য় জন মাহুএলের সিংহাসন অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু ২য় জন কর্ত্তৃক দেশস্থ ভদ্রলোকদিগের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায়, সকলেই প্রজাবর্গের ও দেশের হিত ভুলিয়া রাজার বিরুদ্ধাচারী হইতে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ঘোর ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ফরাসী ভদ্রলোক-দিগের মানসিক-অবস্থা যাহা ঘটিয়াছিল, পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে সেইরূপ ঘটিবার সূচনা হইতেছিল। ভারতীয় বাণিজ্যধনে রাজকোষ পর্য্যাপ্তরূপে পূর্ণ থাকায়, রাজা পর্ত্তুগাল হইতে রাজকর আদায় একরূপ বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রজাবর্গের ইহাতে সুবিধা হইলেও, তাহারা রাজ্যশাসনের যথেচ্ছাচারিতায় (Absolutism of the government) বিরক্ত হইয়া স্বদেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। উপর্য্যুপরি যুদ্ধে অলেম্‌টেজো ও অলগার্ভ প্রদেশেও লোকক্ষয় হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে সুমহান্ দেশাবিষ্কার কল্পে পর্ত্তুগালের লোকসংখ্যা আরোও কমিতে লাগিল। কেবল যুবকেরাই মান্য ও ধনার্জ্জনের আশায় সৈনিক বা নাবিক হইয়া সমুদ্র-পথে ভিন্নদেশগমনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। কত-শত পর্ত্তুগীজও স্ত্রীপুত্রপরিবার সঙ্গে লইয়া ব্রেজিল ও মদি-রায় গমনপূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যে সকল পর্ত্তুগীজ স্বদেশে ছিল, তাহারাও আপনাপন অধিকৃত ভূম্যাদি ও বাসবাটী পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যে ধনবান্ হইবার আশায় লিস্‌বন্ নগরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। পর্ত্তুগীজগণের এইরূপ ভিন্নভিন্ন স্থানে গমন জন্য রাজা, রাজাস্থ ভদ্রব্যক্তি, অথবা সামরিক-কর্ম্মচারিগণ কেহই বিশেষ মনোযোগী হইলেন না। তাঁহারা ডম হেনরিক্ আনীত আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাসদিগের দ্বারা আপনাপন ভূমি কর্ষণ করাইতে লাগিলেন। রোমরাজ্যের অধঃপতনে ইতালীর যে দশা ঘটিয়াছিল, পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক কুঠীসমূহে কর্ম্মচারি-দিগের উৎকোচগ্রহণ ও অত্যাচারে পর্ত্তুগীজগণের অদৃষ্টলক্ষ্মী শীঘ্র

শীঘ্র পলায়নের উদ্যোগ দেখিতেছিলেন। তাহার উপর আবার ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে "Holy office" এর সাহায্যে রাজা জেসুইট্ ও দণ্ডবিধায়ক (Inquisition) সম্প্রদায়ী খৃষ্টানদিগকে পর্ত্তুগালে আনাইয়া সাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। রোমের প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেও পর্ত্তুগালবাসী য়িহুদীখৃষ্টান (Neo-Christian) -গণ তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। 'দণ্ডদাতৃ' সম্প্রদায় পর্ত্তুগালের উপকার না করিয়া বরং বিশেষ অপকার করিয়াছিল। [খৃষ্টান দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে যেরূপ বিদ্যোন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল, পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে তাহা আর ঘটে নাই। রাজার অনুগ্রহে দণ্ডবিধায়ক খৃষ্টান দল প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, কিন্তু রাজা আপন অবনতির পথ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তাহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হওয়ায়, তিনি মর্ম্মপীড়িত হইলেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আপন পৌত্র সিবাষ্টিয়নের জন্য সিংহাসন রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ইঁহারই রাজত্বে আল্‌বুকার্কের দীউ নগর জয়, সেন্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের ধর্ম্মপ্রচার ও নানো-দা-কান্‌হার ভারতশাসনখ্যাতি পর্ত্তুগীজ ইতিহাসের প্রধান ঘটনা।

তিন বৎসরের বালক ডম সিবাষ্টিয়ন্ পর্ত্তুগালসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দারুণ গোলযোগের সময় বালকের রাজত্বে যেরূপ বিষময় ফল ঘটিয়া থাকে, তাঁহারও রাজত্বে তাহাই ঘটিল। রাজার ইচ্ছানুসারে রাণী কাথেরাইন্ ও রাজভ্রাতা কার্ডিনেল হেন্‌রী রাজার প্রতিনিধি ও রক্ষক হইলেন। বালকরাজের শিক্ষক ও রাজমন্ত্রী লুই এবং মার্টিন্ গনসালবিস্ কামারা নামক ভ্রাতৃদ্বয় প্রকৃতপক্ষে সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষতা করিতে লাগিলেন। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবালক বলিয়া ঘোষিত হইলেন। অতঃপর আফ্রিকা আক্রমণে মনস্থ করিয়া তিনি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে কিউটা ও টাঞ্জিয়ারস্ নামক স্থান পরিদর্শনে গমন করেন। সৌভাগ্যক্রমে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মৌলী আহ্মদ ইবন্ আবদুল্লা ২য় ফিলিপের সাহায্য না পাইয়া সিবাষ্টিয়ানের স্মরণাপন্ন হন। রাজা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া, মরক্কোর সুলতান আবদুল মালিকের সহিত যুদ্ধে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য স্বরাজ্যে য়িহুদী-খৃষ্টানদিগের উপর অযথাকর ধার্য্য করিলেন এবং কতক টাকা ধার করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেনা সঙ্গে লইয়া আফ্রিকার উপকূলে পদার্পণ করেন ও মৌলী আহ্মদের সৈন্যের সহিত মিলিত হয়েন। অলকসর-অল্কবীর নামক স্থানে উভয় সৈন্যের সংঘর্ষ হইল। পর্ত্তুগীজরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন।

সন্ধির নিশান উঠিল। মুসলমানসৈন্য শান্তির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সিবাষ্টিয়ান্ অসীমসাহসে অশ্বারোহী মুরসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই ঘোর যুদ্ধের পর সিবাষ্টিয়ান্ মৌলী আবদুল মালিক এবং অন্যান্য পর্ত্তুগীজ সেনানী প্রভৃতি সকলেই শমনভবনে গমন করিলেন। এই দারুণ ধ্বংস-সংবাদ পর্ত্তুগালে পৌছিলে, রাজভ্রাতা কার্ডিনেল হেন্‌রী পর্ত্তুগালের রাজা হইলেন। ১ম হেন্‌রী রাজা হইলেন বটে, কিন্তু সিংহাসনের অধিকার লইয়া মানুএলের বংশধরদিগের মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। হেন্‌রী লিস্‌বনের মহাসভার উপর বিচারভার অর্পণ করিলেন। কোইম্বার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্পত্তি হইল, কাথেরাইন্ ডাচেস্ অফ্ ব্রাগাঞ্জাই রাজপদ পাইবেন; কিন্তু স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ উৎকোচ প্রদানে সকলকে বশীভূত করিতে প্রয়াসী হইলেন। খৃষ্টোভাঁও-দা-মৌরা ও এন্টোনিও পিন্‌হেরো (Bishop of Leiria) তাঁহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক ওজস্বিনী বক্তৃতাপ্রভাবে পর্ত্তুগালবাসীদিগকে অর্থ ও ভূম্যাদি দানের অঙ্গীকার করিয়া বশ করিয়া ফেলিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ৩১ এ জানুয়ারী হেন্‌রীর মৃত্যু ঘটিলে, সকলে ২য় ফিলিপকে রাজরূপে গ্রহণ করেন।

ফিলিপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, যুদ্ধনিবারণ হেতু ব্রাগাঞ্জার ডিউককে সান্ত্বনা করিতে ব্রেজিলরাজ্য ও রাজা উপাধি দান করিবার অঙ্গীকার করিলেন। আরও অষ্ট্রিয়া-রাজপুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া ব্রাগাঞ্জাধিপতিকে হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে কোনরূপে শান্ত করিলেও, রাজা লুইর অবৈধপুত্র এন্টোনিও (Prior of Crato) উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া সান্তারিম্ নগরে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা দিলেন এবং স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াও প্রচার করিলেন। পর্ত্তুগীজগণের অর্থপ্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহারা দণ্ডবিধায়ক সম্প্রদায়ের অত্যাচারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, সে অত্যাচার এখনও ভুলিতে পারে নাই। কাজেই তাহারা স্পেনরাজ ফিলিপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে চাহিল না। তাহারা ৫ম চার্লসের পুত্র ফিলিপের প্রতিশ্রুত দানাদির কথায় নির্ভর করিয়া আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির আশায় চাহিয়া রহিল। পর্ত্তুগীজগণ এন্টোনিওর কথায় তাচ্ছিল্যভাব দেখাইতে লাগিল। ডিউক অফ্ আলভা একদল স্পেনসৈন্য লইয়া পর্ত্তুগালে প্রবেশ করিলেন, অল্‌কাণ্টারার যুদ্ধে এন্টোনিও পরাজিত এবং ফিলিপ রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

ফিলিপ রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিয়া, পর্ত্তুগাল শাসনের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে থোমারের মহাসভায়

তিনি পর্ত্তুগালের শাসন-স্বাতন্ত্র্য, প্রজাবর্গের স্বাধীনতা ও অধিকার-রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এইরূপ একটী বক্তৃতা করেন,—'সকল সময়েই মহাসভার অধিবেশন আবশ্যক, কোন বিশেষ কার্য্যের বিচার করিতে হইলে পর্ত্তুগীজ মহাসভা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। রাজ্যের সকল কর্ম্মচারীর পদ পর্ত্তুগীজ ব্যতীত অন্যজাতীয় ব্যক্তি পাইবে না। পর্ত্তুগালের সমুদায়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য রাজার সহিত একটী মন্ত্রিসভা (Council) থাকিবে।' ইহারই রাজত্ব সময়ে ৪ জন ব্যক্তি মৃত রাজা ডম সিবাষ্টিয়নের নাম গ্রহণ করিয়া পর্ত্তুগালসিংহাসন লইতে প্রয়াসী হয়। তাহারা সকলে যথাক্রমে ধৃত এবং জালরাজা বলিয়া সনাক্ত হইলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

যে ৬০ বৎসরকাল (১৫৮০-১৬৪০ খৃঃ অঃ) পর্ত্তুগাল স্পেনরাজ্যের অধীনে ছিল, পর্ত্তুগীজ ইতিহাসে উহা the Sixty years captivity নামে লিখিত। ৬০ বৎসর বন্দীভাবে থাকিয়া পর্ত্তুগালকে কত যে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরাজরাজ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে ফেরোনগর আক্রমণ ও লুট করেন, পরে ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসীগণ উপর্য্যুপরি পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ ও অধিকৃত-স্থানসমূহ আক্রমণ করিয়া বাণিজ্যাধিকার কাড়িয়া লন। রাজা ফিলিপের উদ্যোগে সুবিখ্যাত রণতরী (The Spanish Armada) পর্ত্তুগাল উপকূলে সজ্জিত হইয়া ইংলণ্ড আক্রমণে অগ্রসর হয়, কিন্তু দৈবক্রমে প্রবল ঝটিকায় এই লৌহবর্ম্মাবৃত রণতরী সমুদ্রগর্ভে কোথায় বিলীন হইয়াছিল, তাহা কেহই অবগত নহেন। ফিলিপের রাজ্যশাসন হইতেই পর্ত্তুগালের অবনতির দ্বিতীয় সোপান আরম্ভ।

স্পেনশাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া, পর্ত্তুগীজগণ ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে লিসবন্‌নগরে প্রথমে অসন্তোষের লক্ষণ দেখাইতে লাগিল। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এভোরা নগরে বিদ্রোহিদল রাজসৈন্যকে পরাজিত করিয়া কিছুদিনের জন্য রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিল। অবশেষে যখন স্পেনরাজ ফরাসী ও ক্যাটালাণ্ বিদ্রোহে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, পর্ত্তুগীজগণের পক্ষে ইহাই বিশেষ সুবিধাজনক বোধ হইল। জোয়াও পিণ্টো রিবিরো, মিগুএল-ডি-অলামদা, পিড্রো-ডি-মেডোন্‌শা, ফরটাডো এণ্টোনিও ও লুই-ডি-অলমাডা প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে একটী রাজদ্রোহিদল সংগঠিত হইল। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাহারা রাজসৈন্যদিগকে পরাভূত করিল। সকলের অভিমতে ব্রাগাঞ্জার ডিউককে রাজপদগ্রহণের জন্য লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল। ১৩ই ডিসেম্বর তাঁহাকে লিসবন্ নগরে আনিয়া রাজপদে বরণ করা হইল। অতঃপর সমস্ত পর্ত্তুগালবাসী উদ্ধত হইয়া স্পেনবাসীদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। পরবৎসর ১৯এ জানুয়ারী লিসবনের মহাসভার আদেশে রাজা ৪র্থ জন পর্ত্তুগালের রাজা ও তৎপুত্র থিওডোসাস্ উত্তরাধিকারী হইলেন।

পর্ত্তুগীজগণ স্পেনের বিরুদ্ধাচারী হইয়া রাজ্য জয় করিলেন বটে, কিন্তু আপনাদিগকে স্বাধীনতা রক্ষণে অক্ষম ভাবিয়া সাহায্যার্থ ফ্রান্স, হলণ্ড ও ইংলণ্ডে লোক পাঠাইলেন। প্রথমে পর্ত্তুগালের সৌভাগ্যলক্ষ্মী পর্ত্তুগাল-অদৃষ্টাকাশে উজ্জ্বলরূপে স্নেহধারা ঢালিতেছিলেন, কিন্তু পর্ত্তুগীজ উপনিবেশসমূহে ওলন্দাজগণ আধিপত্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় পর্ত্তুগালকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজা ৪র্থ জনের শাসনে পরিতুষ্ট না হইয়া তাহারা মেজেরিনের (Mazarin) পরামর্শানুসারে লঙ্‌ভিলের (Longueville) ডিউককে পর্ত্তুগালের শাসনভার দিয়া আপনাদিগকে পুনরায় ফ্রান্সের অধীন রাখিতে মনস্থ করিলেন। এই সময়ে ফরাসী ও স্পেনিয়াডদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কাজেই স্পেনরাজ্যের হস্তান্তর তখন ঘটিয়া উঠিল না। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ৪র্থ জনের মৃত্যু হয়। তখনও স্পেন-ফরাসী-যুদ্ধের অবসান হয় নাই।

রাজ্যের উত্তরাধিকারী ডম থিওডোসিও (Prince of Brazil) পিতার পূর্ব্বে লোকান্তরিত হওয়ায় রাজার দ্বিতীয়পুত্র ৬ষ্ঠ আফন্সো ত্রয়োদশ বৎসরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজমাতা রাজকার্য্যের প্রতিনিধিত্ব নিজ হস্তে লইলেন। এই রমণী স্বামী অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী ছিলেন। স্পেনরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মানসে তিনি মার্সাল স্কোমবার্গকে (Marshal Schomberg) সৈন্যশিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ডম-এণ্টোনিও লুই দি-মেনেজিস্ এলবাস্ নগরে ডন লুই দি-হারোকে পরাজিত করিলেন। যুদ্ধে জয় হইলেও পর্ত্তুগালের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল না। ফরাসীগণ মেজেরিণের প্ররোচনায় পর্ত্তুগালকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইংলণ্ডরাজ এখন সুযোগ বুঝিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। দ্বিতীয় চার্লস্ পর্ত্তুগীজরাজকন্যা ক্যাথেরাইন্ অফ্ ব্রাগাঞ্জাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি জানিতেন, এই বিবাহে পর্ত্তুগীজরাজমাতা অনেকগুলি ঔপনিবেশিক-সম্পত্তি উপঢৌকন দিবেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বিবাহ স্থির হইয়া গেল, সেণ্ডউইচের আরল (Earl of Sandwich) বধূ লইতে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে লিসবন্‌নগরে আগমন করিলেন। যৌতুকস্বরূপ

ইংলণ্ডরাজ টাঞ্জিয়ার, বোম্বাই ও গল (Galle) নামক স্থান প্রাপ্ত হইলেন এবং ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজগণের বিবাদ মিটাইবার জন্য ইংলণ্ডরাজ সেনাসাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই স্পেনের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। উক্ত বৎসরে রাজপুত্রকে সাবালক ঘোষণা করিয়া রাজমাতা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিলেন এবং মঠে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহার পরামর্শ মতে কাষ্টেল মেলহোরের কাউন্ট সুজা-ই-ভাসকোন্সালো রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইংরাজসৈন্য উপস্থিত হইলে, রাজমাতার অনুজ্ঞায় কাষ্টেল মেলহোর সৈন্য সকল একত্র করিলেন এবং স্কোমবার্গ সেনাপতি হইলেন। এই বিপুলবাহিনী লইয়া স্কোমবার্গ যে সকল যুদ্ধ করেন এবং রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যে সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 'বিজয়ী' (Affonso the Victorious) নাম প্রাপ্ত হন। ১৬৬৩ ভিলাফ্লোরের কাউণ্টের সাহায্যে স্কোমবার্গ প্রথমে অষ্ট্রিয়ারাজ ডন্ জনকে পরাজিত করিয়া, পরে এভোরা নামক স্থান অধিকার করেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে কুইদাদ-রোড্রিজো নগরে পিদ্রো জাকোঁ দি মগলহেঁ (Pedro Jaques de Magalhaes) অস্সুনার (Ossuna) ডিউক্‌কে পরাজয় করেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মেরায়ালভার মার্কুইস্ মোণ্টে ক্ল্যারোঁর (Montes Claros) যুদ্ধে এবং খৃষ্টেভাঁও দা-পেরেরা ভিলা-ভিকোশার যুদ্ধে স্পেনসৈন্যের উপর জয়পতাকা উড্ডীন করেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি বিধ্বস্ত হইয়া স্পেনরাজ হতবল হইয়া পড়িলেন। উভয়ের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী একটী সন্ধি হইল, কিন্তু তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইল না। কাষ্টেল মেলহোর আপনার এবং পর্ত্তুগালের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য পর্ত্তুগালরাজের সহিত ফরাসীরাজকন্যা এলিজাবেথের (Marie Francoise Elisabeth Mademoiselle d' Aumale) ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে বিবাহ দিলেন। এই রমণী ফরাসীরাজ ৪র্থ হেন্‌রীর পৌত্রী ও সাভয়-নিমূরের ডিউকের কন্যা। ফ্রান্সের অধিপতি ১৪শ লুই এই বিবাহে অনুমোদন করিলেন। বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। কাষ্টেল মেলহোর আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিলেন, নববধূ স্বামীকে পছন্দ করিলেন না। তিনি রাজ-ভ্রাতা ডম পিদ্রোর প্রণয়ে আসক্ত হইলেন। প্রায় চতুর্দ্দশ-মাস কলহে ও ঘৃণিত স্বামীসহবাসে কাল কাটাইয়া তিনি বিবাহবন্ধনবিচ্ছেদের জন্য লিস্‌বনের শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মমন্দিরে আবেদন করিলেন। এদিকে ডম পিদ্রো ভ্রাতাকে রাজপ্রাসাদ মধ্যে অবরুদ্ধ রাখিয়া ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে শাসনভার নিজ হস্তে লইলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি স্পেন-রাজকে কিউটা-রাজ্য অর্পণ করিয়া সন্ধি করিলেন। ২৪এ মার্চ্চ পোপের সম্মতিক্রমে রাণীর স্বামিত্যাগ মঞ্জুর হইল। ২রা এপ্রেল রিজেণ্ট ডম পিদ্রোর সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে, কাষ্টেল মেলহর ফ্রান্সে পলাইয়া গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ৬ষ্ঠ আফন্সো বন্দী হইয়া টার্সিরা ও পরে সিণ্ট্রায় নির্ব্বাসিত হইলেন, এখানে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। উক্ত বৎসরে রাণীরও মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত পিদ্রো রাজ-অভিভাবক হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে আফন্সোর মৃত্যুর পর, তিনি পিদ্রো নামে পর্ত্তুগালের রাজা হইলেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্ধুর অনুরোধে পুনরায় মেরিয়া সোফিয়াকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্পেনরাজ ২য় চার্লসের মৃত্যুর পর, স্পেনের সিংহাসন লইয়া গোল বাধে। এই সময়ে তিনি ফরাসীরাজ ১৪শ লুইর পৌত্র ৫ম ফিলিপকে সিংহাসন দিতে মনস্থ করিয়া ১৭০১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-নৌসেনাদল টেগস্ নদীর মোহানায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে আদেশ দেন। ইংলণ্ডের Whig মন্ত্রিসভা পর্ত্তুগালের পক্ষপাতিত্বে বিরক্ত হইলেন। জন মেথুয়েন (Right Hou. John Methuen) নামা জনৈক ব্যক্তিকে রাজকীয় ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যনিষ্পত্তির জন্য সন্ধি করিতে পাঠান হয়। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা উক্ত সন্ধিপত্রে (Methuen Treaty) স্বাক্ষর করিলেন। স্পেনরাজ-সিংহাসন লইয়া যে যুদ্ধ হয়, ইতিহাসে তাহা Wars of the Spanish Succession নামে লিখিত। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মিলিত পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজসৈন্য সালভাটেরা ও ভালেন্সা অধিকার করিলেন। পর বৎসরে রাজা ডম পিদ্রো ভগিনী কাথেরাইন্‌কে (Queen Dowager of England) রাজ-প্রতিনিধিত্ব অর্পণ করিয়া নিজে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন। এদিকে ইংরাজসেনানী লর্ড গালওয়ে ও পর্ত্তুগীজ সেনাধ্যক্ষ-জোয়াঁও-দা-সুজা ও মার্কুইস্ ডাস মিনাস একত্র ক্রমান্বয়ে অল্কাণ্টারা, কোরিয়া, ট্রাক্‌জিলো, প্লাকেন্সিয়া, কিউদাড-রড্রিজো ও আভিলা জয় করিয়া কিছুদিনের জন্য মাদ্রিদ্ নগর অধিকার করিলেন। রাজা রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। বলক্ষয় হেতু তিনি দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে অল্কাণ্টারা নগরে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিয়া তিনি মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিয়াছিলেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসভার (Cortes) অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর এই সভার অধিবেশন হয় নাই।

ডম পিদ্রোর মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র ৫ম জন, কাথেরা-ইনের নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। পিতৃবন্ধু ডিউক-অফ্-কাডাভালের পরামর্শমতে তিনি স্পেনরাজ ৫ম ফিলিপকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই সময়ে কাডাভালের অভিমতে রাজা জন অষ্ট্রীয়সম্রাট্ ১ম লিওপোল্ডের কন্যা আর্কডাচেস্ মরিয়ানাকে বিবাহ করিলেন। পর্ত্তুগালরাজ আপনার দলপুষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শিল না, ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ কাইয়ায় (Caia) এবং ১৭১১ খৃষ্টাব্দে রাও-ডি-জেনিরো নগরে বিশেষরূপে স্পেনসৈন্যের নিকট পরাজিত হইল। অতঃপর উট্রেক্টসন্ধির (Treaty of Utrecht) দুই বৎসর পরে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রিদ্ নগরে উভয়রাজ্যে সান্ধস্থাপিত হইল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে পোপের অনুমতিক্রমে রাজা তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিধর্ম্মী তুর্কসৈন্য মাটাপান অন্তরীপের অদূরে পর্ত্তুগীজদিগের নিকট পরাজিত হয়। পূর্ব্বোক্ত সন্ধিসর্ত্তে ফিলিপপুত্র ডন ফার্দ্দি-নান্দ পর্ত্তুগালরাজকন্যা মেরিয়া বার্বারাকে এবং ডম জোসেফ স্পেনরাজকন্যা মরিয়ানাকে বিবাহ করিলেন। রাজা পোপকে অর্থদান করেন। তজ্জন্য পোপ লিস্‌বনের আর্কবিশপকে পেট্রিয়ার্ক পদ দান করিলেন এবং রাজাও সেই সঙ্গে 'ফিডেলিসিমাস্' (Fidelissimus or the most faithful) উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর, ডম জোসেফ পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিলেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে প্রধান রাজনৈতিক সাবাষ্টি ও দা-কাভালোর্ঁো (Duke of Pombal) তাঁহার রাজ্যশাসনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া রাজমন্ত্রী রাজার মন হরণ করিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর ভয়ানক ভূমিকম্পে, বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি প্রজাগণের অভাব মোচন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি রাজ্যের সর্ব্বময়কর্ত্তা ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে টাভোরা ষড়যন্ত্রে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি জেসুইট সম্প্রদায়কে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজাকে পুনরায় হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। অবশেষে তিনি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত সম্প্রদায়কে রোমের সন্ধি অনুসারে সমূলে দমন করিলেন।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে যখন স্পেনরাজ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে (Seven years' war) লিপ্ত, তখন মার্কুইস্ সারিয়া নামক জনৈক স্পেনসেনানী পর্ত্তুগাল-আক্রমণ করিয়া ব্রাগাঞ্জা ও অলমিদা জয় করে। পর্ত্তুগাল-রাজমন্ত্রী পোম্বাল ইংলণ্ডের সাহায্যে স্পেনিয়ার্ডদিগকে ভেলিন্সিয়া-ডি-অকাণ্টারা ও ভিলা-ভেলহা নামক স্থানে পরাজিত করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী উভয় দলে শান্তি স্থাপিত হয়। রাজা জোসেফের রাজত্বের শেষসময়ে দক্ষিণ-আমেরিকার সেক্রামেণ্টোর অধিকার লইয়া পুনরায় স্পেনরাজের সহিত বিবাদ বাঁধে। এই গোলযোগ না মিটিতেই ১৭৭৭ খৃঃ তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তাঁহার কেবলমাত্র ৪টী কন্যা ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা ডোনা মেরিয়া ফ্রান্সিস্কা রাজভ্রাতা ডম পিদ্রোকে বিবাহ করেন। সেই ৩য় পিদ্রো রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কিন্তু রাজা ও রাণী উভয়ে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিলে বিধবা রাজ্ঞীর হস্তে রাজ্যশাসন ভার অর্পিত হইল। তিনি পোম্বালকে রাজা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

যখন পর্ত্তুগালের আভ্যন্তরিক অবস্থা এইরূপ, ফরাসী রাজ্যে তখন (১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে) রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত। সকলেই রাণীর শাসনের বিরোধী হইয়া উঠিল। এদিকে রাণীর স্বামী ও জ্যেষ্ঠপুত্র ডম জোসেফ্ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। রাণীর মস্তিষ্ক একবারে বিকৃত হইয়া পড়িল। কাজেই সাধারণের অনুরোধে ডম জন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের প্রকৃত অভিভাবক হইলেন। যে সকল পর্ত্তুগীজ ফরাসীদিগের মতানুসরণে উত্তেজিত, অথবা পর্ত্তুগীজরাজ্যে যে সকল ফরাসী বিদ্রোহিতার উত্তেজক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল; তাহারা সকলেই নির্জ্জিত ও তাড়িত হইলেন।

সাধারণের আগ্রহে জন ফরবিশ্-স্কেলটারের অধিনায়কতায় ৫০০০ পর্ত্তুগীজ-সৈন্য পূর্ব্ব পিরিনিজ্ অভিমুখে ও ৫ খানি নৌসেনাবাহী জাহাজ মার্কুইস্ নিজার অধীনে ইংরাজের সহিত মিলিত হইতে ভূমধ্যসাগরে প্রেরিত হইল। স্কেলটার ফরাসী-সৈন্যের সহিত বিস্তর যুদ্ধ করিলেও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা দেখিলেন যে গোডয়ের (Godoy, Prince of the Peace) অধ্যক্ষতায় স্পেনগবর্মেণ্ট পর্ত্তুগালরাজের মিত্রতা ভুলিয়া বাসেল নগরে ফরাসীবিপ্লবকারীদিগের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সান্ ইল্‌ডেফন্সোর সন্ধি হইবার পর স্পেনরাজ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। স্পেন-সৈন্যগণ পর্ত্তুগীজ সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলে, পর্ত্তুগীজগণ ইংরাজরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সার্ চার্লস ইুয়ার্ট সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবশেষে স্পেনরাজের মধ্যস্থতায় ফরাসীর সহিত সন্ধির প্রস্তাব চলিতে লাগিল। সন্ধি হইল না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহাবীর নেপোলিয়নের আদেশে তদীয় ভ্রাতা লুসেঁ বোনাপার্টে (Lucien Bonaparte) মাদ্রিদ্ নগরে আসিয়া পর্ত্তুগালরাজকে ইংরাজের মিত্রতা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং যাহাতে ফরাসী বণিক্ ব্যতীত